

ও নমো ভগবতে বাহুদেব্যায় ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, অষ্টম, তৎসহ 'গীতা-বোধ-বিবৰ্দ্ধিনী, সংস্কৃত ব্যাখ্যা, বাঙ্গালা
প্রতিশব্দ, বাঙ্গালা ব্যাখ্যা. শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, হুম্মান
ও বলদেবকৃত ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধর, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ
ও বিশ্বনাথকৃত টীকা, যামুনয়ুনিকৃত 'গীতার্থসংগ্রহ'
ও বঙ্গানুবাদ, 'গীতার্থ-সারদীপিকা' নামে
স্ববিস্তৃত ষাঙ্গশ্রীতাত্পর্য্য, নানা শাস্ত্রীয়
প্রমাণ ও বহুবিধ টিপ্পনী সমেত ।

প্রথম খণ্ড



কর্মযোগ ।

পণ্ডিত দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ এম, আর, এ, এস,

কর্তৃক সম্পাদিত

কলিকাতা, ২৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে,

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ।

শকাব্দ, ১৮৩৫ ।

ওঁ তৎসৎ

ওঁ নমো গণেশায় ।

মঙ্গলাচরণम् ।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চরণাজ্জমহং বিচিন্ত্য
চিন্তে জগজ্জনন-দুঃখ-বিনাশ-বীজম্ ।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-মুখনিঃসৃত-গীতি-ভাষা
টীকাশু-বোধজনিকাং বিয়তিং করোমি ॥ ১ ॥
অশেষ যত্নেন সুসংগৃহীতা
ভাষ্যাদিটীকা ভগবৎপ্রসাদাৎ ।
দৃষ্টিঃ সতামত্র শুভা যদি স্যাৎ
সর্বৈ প্রমা মে সফলাস্তদৈব ॥ ২ ॥
দামোদরেণ বিশ্রেণ বিদ্বানন্দেন সশ্রিয়া ।
ক্রিয়তে বঙ্গভাষাংগীতার্থসারদীপিকা ॥ ৩ ॥

—(০০)—

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ।

—(০০)—

প্রার্থনা ।

হে শ্রীমন্নারায়ণ ! তোমার শ্রীচরণামৃত জে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালেই কোটি কোটি প্রণাম ।

জগতে যত কার্য্য সকলই তোমার, যত অকার্য্য সকলই তোমার । আমরা করি বটে, কিন্তু করাও তুমি ।

যে কার্য্যে সম্প্রতি এ অধম জনকে বিনিযুক্ত করিতেছ, হে পুরুষোত্তম ! তাহা প্রীতিপ্রদ হইলেও, অতীব ভয়ানক এবং শাস্তিপ্রদ হইলেও, নিরতিশয় কঠিন ।

যিনি শিলায় সলিল সমাবেশ ও জলদে জ্বালাময় বজ্র স্থাপন করেন, ভয়ানকের ভয়ানকত্ব ও কঠিনের কাঠিন্য তিরোহিত করা তাঁহার পক্ষে যৎপরোনাস্তি তুচ্ছ ব্যাপার ।

হে দয়াময় ! আমি অতি দীন ও অতিশয় ক্ষুদ্র । আমার দ্বারা এই স্তম্ভৎ ও দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করাইবে কি ?

তুমি ইচ্ছাময়-তোমার ইচ্ছাই শক্তি ও সামর্থ্য । তোমার ইচ্ছা হইলে, তোমার এই সামান্য কীট, তোমার গীতা, তোমার জগতে অধিকতর প্রচার করিতে কেন না সাহসী হইবে ?

তোমার কি ইচ্ছা জানি না ; কিন্তু হে প্রভো ! তোমার চরণ-চিস্তন ব্যতীত এ দুস্তর সাগর অতিক্রম করিতে আমার আর সম্ভল নাই ।

তোমার শ্রীপাদ-পদ্মে ভক্তি সহকারে, কোটী কোটী প্রণাম করিয়া, তোমারই শ্রীমদ্ভগবদকীতার আলোচনায়, তোমার এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সেবকানুসেবক প্ররত হইতেছে ।

সূচনা

মহাভারত

মহামনসী মহর্ষি পরাশরের ঔরসে ও মৎশরূপা-অমরা-তনয়া ধীবর-পালিতা সত্যবতীর গর্ভে জগদ্বিখ্যাত মহর্ষি বাসদেব জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইনি বোর কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন এবং যমুনা নদীর দ্বীপবিশেষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এজ্ঞ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন নামে পরিচিত। বেদের বিভাগ-কর্তা-বলিয়া ইনি বেদব্যাস নামও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভারত নামক অমৃত-কল্প ধর্মগ্রন্থ এই মহাত্মা কর্তৃক বিরচিত। ভারত-বংশোদ্ভব রাজতন্ত্রের বৃত্তান্ত, বিশেষতঃ কুরু ও পাণ্ডবগণের বিবরণ, এই জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় হইলেও, প্রসঙ্গতঃ বহুবিধ হিতোপদেশ, নানা শাস্ত্রের তাৎপর্য, নানাপ্রকার ইতিহাস, বহুপ্রকার কাহিনী, নানাবিধ যুক্তি, তর্ক ও বিচার ইত্যাদির সম্মিলনে এই গ্রন্থ বহুক্ষরায় পরম পূজ্য শাস্ত্র স্বরূপে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। কালের কুটিলাক্রমণে, মানবের জ্ঞান ও বিশ্বাস বহুবিধ বিভিন্ন পথগামী ও বিকৃত ভাষাপন্ন হইলেও, এই মহাভারতরূপ পরম পূজ্য গ্রন্থের প্রেতি, আর্ধ্যসম্ভানগণের হৃদয়-ক্ষেত্রে অত্যাপি অচলা-শ্রদ্ধা-স্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে এবং মেদিনী-মণ্ডলের বিভিন্ন জনপদবাসী স্বতন্ত্র জাতি-সম্প্রদায়-জনগণও এই গ্রন্থকে কল্পনাতীত কাণ্ড বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন।

মহাভারতের একস্থানে লিখিত আছে—“দেবতারা একদা সমবেশ হইয়া তুলসীক্ষেত্র একদিকে চারি বেদ ও অশ্রু দিকে এই ভারতসংহিতা রাখিলেন, কিন্তু পশ্চিমাম্বলি ভারতসংহিতা সহস্র বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা মহত্ব ও ভারবহুত্বগুণে অধিক হইল। তদবধি দেবতারা ইহাকে মহাভারত বলিয়া নির্দেশ করিলেন।”

অষ্টাদশ-পর্কীয় মহাভারত নামক এই বিপুলাবয়বী গ্রন্থ অনন্ত জ্ঞান ও রহস্যের ভাণ্ডার এবং হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত অবশ্য-জ্ঞাতব্য সর্বতত্ত্বের নিকেতন স্বরূপ। বিষ্ণুকল্প বেদব্যাস স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মার সমক্ষে স্বকীয় গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয়, সমূহের ধর্ম বিবরণ নিবেদন করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। “ভগবন! আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি। তাহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ এই সকলের সার সম্বলন, ইতিহাস ও পুরাণের অম্লসরণ এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালত্রয়ের সম্যক নিরূপণ করিয়াছি, এবং জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব ইহার নির্ণয়, বিবিধ ধর্ম ও আশ্রম-লক্ষণের নিদর্শন, চাতুর্য-বিধান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ইত্যাদিগের বিবরণ

করিয়াছি, ভূতভাবন ভগবান্ যে নিমিত্ত দিব্য ও মহুঘ্যাকারে জন্ম স্বীকার করেন তাহার তত্ত্বানুসন্ধান, অতি পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থান ইহারও কীর্তন করিয়াছি ; নদ নদী, সমুদ্র, পর্বত, গ্রাম, নগর, বন, উপবন ইহাদের ধখাস্থানে সংস্থান এবং যুদ্ধ কৌশল, জাতি-বিশেষে লোকযাত্রা বিধান এই সকলের সুস্পষ্ট নিরূপণ করিয়াছি ।”

নৈমিষারণ্যে লোমহর্ষণ-নন্দন পুরাণজ্ঞ-প্রবর উগ্রশ্রবাঃ সৌতি বলিয়াছেন,—“প্রথমতঃ লোক সকল অজ্ঞান তিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু এই মহাভারত-জ্ঞানাজন-শলাকা দ্বারা সেই মোহাবরণ উন্মোচন করিয়া তাহাদিগের নেত্রোন্মীলন করিয়া দিয়াছে, এবং ভারতরূপ দিবাকর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সজ্জেক ও সবিস্তার কীর্তন করিয়া জীবলোকের মোহাঙ্ক-কার নিরাকরণ করিয়াছে । পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়া ঐশ্বর্যরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশ করিয়াছে । তদ্বারা লোকের বুদ্ধিরূপ কুমুদ বিকাশ পাইয়াছে । মোহতিমির নিবাস কলিয়া এই ইতিহাস স্বরূপ-উজ্জল এদীপ এই বিশাল বিশ্বরূপ বাসগৃহকে সুপ্রকাশ করিয়াছে ।”

ভারত সংহিতায় উক্ত আছে যে, প্রথমে মহর্ষি বেদবাস চতুর্দশশতি সহস্র শ্লোকায়ক মহাভারত বিরচিত করেন । তৎকালে এতদন্তর্গত উপাখ্যানাদি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত সমূহ লিপিবদ্ধ হয় নাই । কালক্রমে কৃষ্ণদৈপায়ন, সার্কশত অভিনব শ্লোক রচনা করিয়া, স্বকীয় গ্রন্থ-কলেবর পল্লবিত এবং সুশোভিত করেন । ইহাও কথিত আছে যে, বেদবাস ষষ্টি লক্ষ শ্লোকময়ী স্বতন্ত্র এক ভারত সংহিতা বিরচিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে ত্রিশং লক্ষ শ্লোক দেব-লোকে, পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক পিতৃলোকে, চতুর্দশ লক্ষ শ্লোক গন্ধর্বলোকে এবং এক শত সহস্র শ্লোক নরলোকে অতাপি বিদ্যমান রহিয়াছে ।

এই বিশাল গ্রন্থের অবয়বীভূত অষ্টাদশ পর্ব সম্বন্ধে মহাভারতে নিম্নলিখিতরূপ সঙ্ক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে “এই মহাভারত একটি বৃক্ষ স্বরূপ । সহস্রাধ্যায় ইহার বীজভূত, পৌলোম ও আন্তিক ইহার মূল, সম্ভব পর্ব হস্ত, সভা ইহার বিটক, অরণ্য পর্ব পর্বস্বরূপ, বিরাট ও উত্তোগ পর্ব ইহার সার, ভীষ্মপর্ব শাখা, দ্রোণ পর্ব পত্র, কর্ণ পর্ব পুষ্প স্বরূপ, শল্যার্ক সুগন্ধ, স্ত্রী ও ঐবিক পর্ব ইহার সুশীলছায়া, শান্তি পর্ব ইহার মহাকল, অশ্বমেধ অমৃতরস, আশ্রমবাসিন্দ পর্ব ইহার আশ্রয় স্থান, মৌসল পর্ব এই বিটপির অগ্রভাগ ।”

কথিত আছে, মহর্ষির প্রার্থনামুসারে, বিশ্ব-বিনাশন গণপতি এই গ্রন্থের লেখকতা ভার গ্রহণ করেন ; কিন্তু শ্লোক রচনায় বিলম্ব হেতু, তাঁহার লেখনী বন্ধ হইলে, তিনি আর লিখিবেন না বলিয়া নিয়মাবধারণ করেন । ব্যাসদেবও, সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, প্রার্থনা করেন যে, তাঁহার দুখ-নিঃসৃত শ্লোকের তাৎপর্যাগ্রহ না করিয়া, লেখক তাহা লিপিলিখ করিতে পারিবেন না । গণনায়ক সেইরূপ অঙ্গীকারবদ্ধ হইলে, ব্যাসদেব “মহাভারতরূপ অমৃতময় কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন । কিন্তু লেখক গণদেবকে সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ-কাল বিরতি প্রার্থনার অভিপ্রায়ে, ব্যাসদেব, মহাভারতের মধ্যে স্থানে স্থানে, ব্যাসকুট নামাভিধেয় অষ্ট সহস্র পদ্য শত শ্লোকাংশে শ্লোক বিদ্যস্ত করেন ।

মহর্ষি বেদব্যাস সর্কাগ্রে স্বর্কার সর্কসদগুণাঙ্কিত পুত্র শুকদেবকে এই মহাত্মারত শাস্ত্রে মুশিক্ষিত করিয়াছেন ; * তৎপরে ঐথোপযুক্ত শিষ্যগণকে এই মহাপুরাণে উপদ্রষ্ট করেন । ব্যাস শিষ্য বৈশম্পায়ন, রাজা জম্বেজয়ের সর্প সত্রাবকাশে, শুক্লর আদেশানুসারে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত ভারত কথা বিবৃত করিয়াছিলেন । এইরূপে ক্রমশঃ এই পুণ্যকথাম্বক মহাপুরাণ, জনসমাজে প্রচারিত ও সমাদৃত হইতে থাকে ।

কুরুপাণ্ডবের ইতিহাস ।

— (::) —

বীণাপাণির বরপুত্র কবীন্দ্র কালিদাসের শকুন্তলা নামখ্যাত অভুলনীয় নাটকের নারক চন্দ্রবংশাবতঃস মহারাজ দুয়ন্তের ঔরসে ও মহর্ষি-কথ-পালিতা শকুন্তলার গর্ভে ভরতের জন্ম হয় । রাজকুল-প্রদীপ ভরতের প্রপৌত্রের নাম হস্তী । হস্তিনাপুর নামধের সুখিয়াত রাজধানী মহারাজ হস্তী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । হস্তীর পৌত্র রাজা সম্বরণ সূর্য্য তনয়া তপতী দেবীর পানিগ্রহণ করেন ; প্রতিথনামা কুরুরাজ তাঁহাদের তনয় । কুরুর পাঁচ-পুরুষ পরে সুখিয়াত শাস্ত্রু রাজার আবির্ভাব হয় । এই শাস্ত্রু ভুলোক পাবনী জাহ্নবী দেবীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হন এবং তদীয় গর্ভ হইতে প্রিয়ব্রত বা ভীষ্ম নামক অলোকসামান্য গুণগ্রামসম্পন্ন সন্তান লাভ করেন । শাস্ত্রু রাজা ব্যাস-জননী সত্যবতী দেবীকে দ্বিতীয়া পত্নীরূপে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং তদীয় গর্ভে বিচিত্রবীর্ঘ্য ও চিত্রাঙ্গদ নামক পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়াছিলেন । রাজনন্দনদ্বয় নিঃসন্তান অবস্থায় অঁকালে মানবলীলা সংবরণ করিলে, মহাত্মা দ্বৈপায়ন, জননীর অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া বিচিত্রবীর্ঘ্যের অধিকা নানী মহিবীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র অঘালিকা নানী মহিবীর গর্ভে পাণ্ডু এবং অজ্ঞা দাসীর গর্ভে বিহুর নামক সন্তানদ্বয় উৎপাদন করিয়াছেন ।

অধিকা দেবী বথাসময়ে সমাগত বেদব্যাসের ভয়ানক মূর্ত্তি দর্শনে অস্বাসিত হইয়া নয়নদ্বয় নিমীলন করিয়াছিলেন ; সেই দোষে তদীয় গর্ভজাত সন্তান ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যাক হইয়াছিলেন । দ্বৈপায়নের দারুণ মূর্ত্তি দর্শনে অঘালিকা দেবীর দেহ পাণ্ডিমা প্রাপ্ত হইয়াছিল ; এই জন্ত তাঁহার নন্দন পাণ্ডুবর্ণ-সমবিত হইয়া ভূমিষ্ট হইলেন । অধিকা দেবী সর্কাঙ্গসম্পন্ন সন্তান লাভানন্তে, পুনরায় সত্যবতী-মুতের সমাগম প্রতীক্ষা করিতে আদিষ্ট হইলে, নিদারুণ ভীতি প্রবৃত্তি, আত্ম প্রতিনিধিরূপে এক সুরূপসম্পন্ন দাসীকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন । সেই দাসী বিহিতবিধানের ব্যাসের পরিচর্যা করিলেন এবং যথাকালে বিহুর নামে পরম ঐশ্বর্য্যক ও যশস্বী নন্দন লাভ করিলেন ।

মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের আজন্ম অন্ধতা হেতু, তদীয় অসুখ পাণ্ডু-রাজসিংহাসন অধিকার করেন । ধৃতরাষ্ট্র রাজার গাঙ্গারী নানী মহিবীর গর্ভে উৎপাদন হুঃশাসন, চিত্রসেন

প্রভৃতি শত পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং অত্যা নারীর উদরে যুয়ৎসু নামক এক তনয় আবির্ভূত হন। পাণ্ডু রাজা কুন্তী ও মাদ্রী নাম্নী দুই স্ত্রীপুত্র পাপিগ্রহণ করেন। পতি-নির্দেশবশতঃ কুন্তীর গর্ভে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রের ঔরসে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনের জন্ম হয় এবং অশ্বিনীকুমারের ঔরসে মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্ম পরিগ্রহ করেন। একবংশাবিভূক্ত হইলেও, ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা কোরব এবং পাণ্ডু নন্দনেরা পাণ্ডব নামে প্রধানতঃ পরিচিত।

পিতৃহীন পাণ্ডবগণের শৈশবকাল ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও বিজয়ের তত্ত্বাবধানে অতিবাহিত হইল। কুরু ও পাণ্ডবেরা একত্রিত হইয়া শাস্ত্র এবং জামদগ্ন্য পরশুরামের কৃপাভাজন বিপ্রাচার্য্য দ্রোণের নিকট শস্ত্র বিপ্রা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির বিষয়াভিজ্ঞ হইয়াছেন দেখিয়া, যথাকালে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। পাণ্ডবগণের বৃদ্ধাদি সর্ব শাস্ত্রে পারদর্শিতা ও অত্যাশ্রয় গুণগ্রাম্য জনপদবাসী মানবমণ্ডলীর মুখে প্রতিনিয়তঃ সজ্জ্বলিত হইতে লাগিল; ইহাতে দুর্যোগ্যধনাদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয়ে ক্রোধানল জলিয়া উঠিল। বিশেষতঃ অন্ধতা হেতু ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভোগে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া, তাঁহার বংশাবলী চিরদিনের নিমিত্ত সিংহাসন ভোগে অনধিকারী থাকিবেন, এ ব্যবস্থা শাস্ত্রসঙ্গত হইলেও, কোরবগণ নিরতিশয় অসঙ্গত বলিয়া বোধ করিলেন। অপত্যাদি আত্মীয়বর্গের পরামর্শ পরতন্ত্র ধৃতরাষ্ট্র, ভ্রাতৃত্বনয়নগণকে হস্তিনাপুর হইতে বিদূরিত করিবার বাসনায়, তাঁহাদিগকে বারণাবত নামক নগরে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন। জ্যেষ্ঠতাতের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পঞ্চ পাণ্ডব জননী কুন্তী দেবীকে সঙ্গে লইয়া, বারণাবতে প্রস্থান করিলেন। তথায় দুর্যোগ্যধনের নির্দেশক্রমে পুরোচন নামা জনৈক ব্যক্তি, নানা দাহ পদার্থের সম্মিলনে এক স্নেহকোশল-সম্পন্ন সৌধ বিনির্মিত করেন। সেই জতুগৃহ পাণ্ডবগণের বাসভবন হইল। তাহাতে অগ্নি প্রয়োগ করিয়া পাণ্ডব-গ্নিগকে বিনষ্ট করাই ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের সঙ্কল্প ছিল। এক রাত্রিতে পাণ্ডবেরা সেই গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া পলায়ন করিলেন। ঘটনাক্রমে তৎকালে এক সুরাপহত চেতনা নিবাদী পঞ্চ পুরুষসহ সেই ভবনেই পতিত ছিল। সকলেই সেই বহিঃবিকৃত বিগতজীব নিবাদী ও তাহার পঞ্চ পুত্রের কলেশবর স্পর্শনে, তৎসমস্ত সমাতৃক পাণ্ডবগণের দেহাবশেষ বলিয়া মনে করিল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞাতিগণকে পরলোকগত জ্ঞান করিয়া, তাঁহাদের উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। জতুগৃহের অংশবিশেষে রাজ্যমাত্য বাস করিতেন। বলা বাহুল্য তিনিও স্নেহীভূত হইলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা প্রাণভয়ে বিপন্ন হইয়া ও অনারণ্য প্রভৃতি স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া, অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন এবং নানারূপ বিপদ প্ৰদম্পরা ভোগ ও ভিক্ষা দ্বারা জীবন পাত করিতে করিতে, ব্রাহ্মণ বেশে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বৃহৎকাল অতিত হইলে, পাণ্ডবেরা পাকাল রাজ্যে গমন করিলেন এবং ক্রোধবরাজনিনী কীংসেনীর অশ্বসভায় উপস্থিত হইলেন। তথায় তদানীন্তন তাবৎ

প্রতাপাবিত্যবীর ও রাজগণ উপস্থিত ছিলেন এবং স্বয়ং মানবরূপী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ-
গ্রন্থ বিষয়বস্তুর বলরায় ও সমাগত হইয়াছিলেন। পাঞ্চালীর পাণিপাডনেচ্ছুক ভূপাল ও
বীরগণ নিয়মিত লক্ষ্য ভেদে অসমর্থ হইলে বিপ্রবেশধর অর্জুন সর্বলোক সমক্ষে সেই লক্ষ্য
বিন্দু করিলেন। ক্ষত্রিয় নরপতিগণ ব্রাহ্মণের এতাদৃশ শস্ত্র নিপুণতা সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি
বিরক্ত হইয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধার্থী হইলেন। স্বয়ম্বরে সুরজন্দরী সুরপা দ্রৌপদী এবং
আহবে বিজয়লক্ষ্মী অবশেষে পাণ্ডবগণকেই আশ্রয় করিলেন। পাণ্ডবগণ ক্রপদরাজ-
তনয়াকে সঙ্গে লইয়া আপনাদের আবাসে সমাগত হইলেন এবং জননীর অনুজ্ঞাক্রমে পঞ্চ
পাণ্ডব দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন। যে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের পরম সুহৃদ, যে নররূপধারী
নারায়ণ তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন, যে ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাদের অনন্ত
ভরসাস্ত্রল ও সর্বকর্মে শরণ্য তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত এই সূত্রেই আরম্ভ হইল।

এই কঠিনায় পাণ্ডবদিগের পরিচয় সর্বত্র প্রচারিত হইল এবং যাজ্ঞর, একাংশ অধিকার
করিবার নিমিত্ত, ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগের আমন্ত্রণ করিলেন। বিনীত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ
সমাগত হইয়া, খাণ্ডবপ্রস্থ নামক রাজ্য লাভ করিলেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন
করিয়া বিহিত বিধানে রাজকাৰ্য্য সম্পন্ন করিতে বিনিবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ তাঁহাদিগের
অধিকার ও প্রভুতা চতুর্দিকে বিতীর্ণ হইতে থাকিল।

স্বকীয় পদ-প্রতিপত্তি অপৰ্য্যাপ্ত হইলে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির রাজস্বয় যজ্ঞমুঠানে প্রবৃত্ত
হইলেন। সেই যজ্ঞসভায় নানাদিগেন্দ্রীয় মরপতি ও প্রবল প্রতাপাবিত্য বাক্তিগণ সমা-
গত হইলেন। মহারাজ দুর্যোধন ও যজ্ঞ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তথায় কুরকর্ম্মী মাতুল
শকুনির সহিত সভাদর্শন সময়ে, রাজা দুর্যোধন নানা প্রকারে লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া
ছিলেন। পাণ্ডবগণের অভ্যুদয় দর্শনে দুর্যোধনের অন্তর চিরদিনই ব্যথিত হইয়া থাকে ;
অধুনা তাঁহাদিগের এতাদৃশ সমৃদ্ধি ও ব্রহ্মা সন্দর্শনে, অধিকন্তু স্বকীয় দুর্গতি সমূহ স্মরণে,
তাঁহার অন্তঃকরণ অসুখ্যাবিষে নিরতিশয় জর্জরিত হইতে লাগিল এবং তিনি ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে
হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইয়া পাণ্ডবগণকে নির্জিত, অপদস্থ ও অবসন্ন করিবার নিমিত্ত
এক উপায় অবধারণ করিলেন। তবীয় মাতুল শকুনি, কপট অক্ষকীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত
করিয়া, তাঁহার তাবৎ সম্পত্তি অর্জন করিতে ও স্বকীয় ভাগিনেয় দুর্যোধনকে তৎসমস্ত
প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যুধিষ্ঠির দ্যুত ক্রীড়ার্থ নিমন্ত্রিত হইলেন। দ্যুত ও
রণে আহীত হইলে ক্ষত্রিয় ধন্যাসুসারে সে আহ্বান অবশ্য রক্ষণীয়। রাজা যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী
প্রভৃতি ক্রীড়ণ এবং ভ্রাতৃগণ সহ, হস্তিনাপুরে দ্যুত ক্রীড়ার নিমিত্ত আগমন করিলেন।
যুধিষ্ঠিরের সহিত দুর্যোধনের ঐতিনিধি স্বরূপে দ্বিবলনন্দন শকুনি পাশক্রীড়ার আরম্ভ করি-
লেন। একে একে যুধিষ্ঠির কন, রক্ত, হস্তী, অশ্ব, রথ দাস, দাসী, ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী
পর্য্যন্ত সকলই হারাইলেন। তখন দুর্গাশাসন অন্তঃপুর হইতে রজঃস্বলা ও একবসনা দ্রৌপদীকে
কেশাকর্ষণ করিয়া ও নানাবিধ কটুক্তি প্রয়োগ করিয়া সড়াসলে নিক্ষেপ করিল এবং

ভীষ্মকে নিতান্ত অবমানিত করিল। যাজ্ঞসেনীর যত্নাতিশয়ো ও বিদুরাদি ধর্ম্মাশ্রয়ণের মধ্যস্থতায়, যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাক্রমে কপট ক্রীড়াজিহ্বিত ধন রত্নাদি তাবৎ পদার্থ যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যর্পণ করা হইল। কিন্তু পুনরায় ক্রীড়া আরম্ভ হইল এবং তাহাতেও যুধিষ্ঠিরেরই পরাজয় হইল। তখন পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর জ্ঞাত এবং এক বৎসর অজ্ঞাত বাসে বাধ্য হইলেন। রাজ্যসম্পদ পরিণতাগ এবং বন্ধুলাজিন ধারণ করিয়া পাণ্ডবগণ বনবাসী হইলেন; পতিগতঃ প্রাণী ক্রপদানন্দিনী ও তাঁহাদের সঙ্গ গ্রহণ করিলেন। ত্রয়োদশ বর্ষকাল তাঁহারা অঙ্গীকার-ভঙ্গ্যে অতিবাহিত করিলেন। (মহাভারতসংক্রান্ত অগ্ন্যস্ত বৃত্তান্ত এবং তদ্রূপ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণের বিবরণ এই গ্রন্থের টিপ্পনী সমূহে ও উপক্রমণিকায় দেখিতে পাইবেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ।

নিয়মিত কালাবসানে পাণ্ডবগণ আপনাদের রাজ্যধন পুনঃ প্রাপ্তির প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু দ্রুপদ্যোন বিনা যুদ্ধে সূচ্যত্র পরিমিত ভূমিও দিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, দ্রুপদ্যোনের সভায় সমাগত হইয়া, তাঁহাদিগকে বিবিধ যুক্তি সহকারে সচি সংস্থাপন পূর্ব্বক বিবাদের অবসান করিবার নিমিত্ত পরামর্শ প্রদান করিলেন এবং নান প্রকারে তাঁহার সঙ্কল্পের অবৈধতা প্রতিপাদন করিবার প্রয়াসী হইলেন। অকারণ যুদ্ধ জনিত অবশ্রম্ভাবী শোণিত পাত ও জীবহত্যা নিবারণ অভিলাষে, নারায়ণ একরূপ নীতি বিবর্জিত ব্যবহারের পরিণাম নিতান্ত বিবশ হইবে বলিয়া, আশঙ্কা প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু কুমন্ত্রিপরিবেষ্টিত ক্রুরস্বয়ং দ্রুপদ্যোন তগবানের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, তাঁহাকে অপমানিত করিবার আরোহণ করিলেন। তখন অগত্যা পাণ্ডবগণকে কৌরবগণের বিরুদ্ধে সমরঘোষণা করিতে হইল।

উভয়পক্ষ হইতে এই অপরিহার্য যুদ্ধের নিমিত্ত প্রভূত আয়োজন হইতে লাগিল ভারতবর্ষের ভূপালবর্গ কৌরব ও পাণ্ডব এই পক্ষদ্বয়ের সন্ততরের সহায়তাকল্পে আত্ম নিয়োজন করিলেন। কৌরবগণ একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা সংগ্রহ করিলেন। এক রথ এক হস্তী, পঞ্চ পদাতি ও তিনঅশ্ব ইহাতে একটি পত্তি হয়। এইরূপ তিন পত্তিতে এক সেনামুখ হয়; তিন সেনামুখে এক গুপ্ত হয়; তিন গুপ্তকে এক গণ বলে, তিন গণে এক বাহিনী, তিন বাহিনীতে এক পুতনা। তিন পুতনার এক চম্। তিন চম্কে এক অশ্বাকিনী, এক দশ অশ্বাকিনীতে এক অক্ষৌহিনী হয়। সুতরাং এক অক্ষৌহিনীতে ২১,৮৭ সংখ্যক রথ, ২১,৮৭ হস্তী, ৬৫,৬১০ অশ্ব, ১০৯,৩৫০ পদাতি থাকি, আবশ্যক। কুরুক্ষেত্র সমরে কৌরবপক্ষ একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা সমবেত হইয়াছিল। অতএব তৎপক্ষে ২৩০,৫৭০ রথ, ২৪০,৫৭০ হস্তী, ৭২১,৭১০ অশ্ব, এবং ১, ২০২,৮৫০ পদাতি যুদ্ধার্থ উপস্থি

হইয়াছিল। পাণ্ডবপক্ষেও সমস্ত অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ১৫৩,০০০ রথ, ১৫৩,০০০ হস্তী, ৪৫২,২৭০ অশ্ব এবং ৭৬৫, ৪৫০ পদাতি একত্রিত হইয়াছিল। উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা সঙ্কলন করিলে দেখা যায় যে, ৩৯৩,৬৬০ রথ, ৬৯২,৬৬০ হস্তী ১,১৮০,৯৮০ অশ্ব, ১,৯৬৮,৩০০ পদাতি কুরুক্ষেত্র সমন-প্রাঙ্গনে সম্মিলিত হইয়াছিল। বসুন্ধরার কোল ইতিহাসেই এই সমর-কাহিনীর অমূরূপ বৃত্তান্ত বর্ণিত নাই। এই অতুলনীয় যুদ্ধ ব্যাপার ভূমণ্ডলের ইতিহাসে অদ্বিতীয় কাণ্ড রূপে পরিকীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে। অতাপি ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কোম গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হইলে, সেই ভীষণ কুরুক্ষেত্র কাণ্ডের উল্লেখ করে। অষ্টাদশ-দিন-ব্যাপী এই বিষম সমর-নির্বোধে ভারতবর্ষ বিকম্পিত হইয়াছিল। ভারতবৃক্ষে দুর্যোধনের সাহায্যার্থ পক্ষপাত বিবর্জিত সমদর্শী ভগবান বাহুদেব আগনার অর্জুদ নারায়ণী সেনা প্রদান করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধবিযুথ ভাবে অভিন্ন-হৃদয় বাক্যব অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, “বক্ষমাণ মহাভারতের দুর্যোধন জ্যেষ্ঠময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্বক, শকুনি শাখাস্বরূপ, দ্রুপদ ফল ও পুন্প, মনসী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। দুধিষ্ঠির ধর্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জুন স্বক, ভীমসেন তাহার শাখা, মাতীমুত নকুল সহদেব তাহার পুন্প-ফল এবং কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল।”

এই বিষম সমরে দুর্যোধনাদি কোরবগণ বিনষ্ট এবং পাণ্ডবগণ জয়যুক্ত হন। ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় এই সমর দ্বারা সমর্থিত হয় এবং অধর্ম রাজ্য অবসিত ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হয়। কুরুক্ষেত্র সমরাবসানে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—“একণে গাকারী পুত্র, পৌত্র, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সমুদায় আত্মীয় স্বজনের নিধন দশায় এতাদৃশ হ্রববহ্য পড়িয়াছেন, এবং পাণ্ডবেরা অনায়াসে অতিদুষ্কর কার্যের সংসাধন করিয়া পরিশেষে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। একণে আমাদের পক্ষীয় তিনটি এবং পাণ্ডবদিগের সাতটি সমুদায় দশজন অবশিষ্ট আছে। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইয়াছে। হে সজ্ঞ! সেই সমুদায় স্মরণ করিয়া আমি বারংবার মোহে অভিভূত হইতেছি, চারিদিক শূন্যময় ও জীব-লোক শোকময় বলিয়া একণে প্রতীয়মান হইতেছে।”

এতদ্ব্যপত্তি ।

কুরুক্ষেত্র সমরারম্ভে যখন উভয় পক্ষীয় যোদ্ধীগণ উপস্থিত হইয়াছেন এবং যখন যুদ্ধকাল সমুপস্থিত-প্রায় তখন ‘সপক্ষীয়গণের অজ্ঞান ও দুর্যোধনের বিজয়জিহ্বা রাজা ধৃতরাষ্ট্র, যুদ্ধ-বৃত্তান্ত-পরিজ্ঞাত হইবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইলেন। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং বুদ্ধকে জ্ঞাতি ও কুটুম্বাদি প্রিয়জন

নিধন রূপে অপ্রিয় বাপার দর্শনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া, তদ্বিষয়ক বর্ণনা শ্রবণ করিতে আগ্রহান্বিত হইলেন। তখন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ধর্মপরায়ণ এবং অলুগর্ত বাজামাত্য সঙ্করকে অব্যাঘাতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সন্দর্শন ও তত্রতা ব্যক্তিবৃন্দের বাক্যাদি শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাদের অন্তরঙ্গ ভাবাদিও পরিজ্ঞাত হইয়া অবিকল বিবৃত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন। সেই সঙ্কর বাক্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নিবিষ্ট আছে।

যখন উত্তর পক্ষীয় যোদ্ধামণ্ডলী সমরার্থ দণ্ডায়মান; যখন হয় হস্তী, রথ রথী শ্রেণীবদ্ধ; যখন সৈন্ত কোলাহলে ও শব্দ ধ্বনিতে দিগ্বিমণ্ডল সমাচ্ছন্ন; যখন উৎসাহ ও উত্তম, আশা ও তেজঃ সর্বত্র, তখন বীরপুংসব জগদ্বিখ্যাত অর্জুনের হৃদয় সহসা নিতান্ত অবসন্ন হইল। পুরোভাগস্থ আশ্রয়, জাতি, কুটুম্বগণকে সন্দর্শন করিয়া তিনি নিতান্ত বিকলচিত্ত ও কাতর-হৃদয় হইয়া উঠিলেন। তাদৃশ সুহৃৎস্রবের সঙ্গে অন্তর্ক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের প্রাণসংহার বিষয়ক করুণা করিতেও তাঁহার অস্বঃকরণ কম্পান্বিত হইতে লাগিল। অর্জুনকে এতাদৃশ দুর্ঘনাদমান, ও অবসন্ন-হৃদয় দেখিয়া, ভগবান্ তাঁহাকে যথার্থ ধর্মতত্ত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ ব্যাপদেশে, সকল ধর্মের সার, সকল যোগের শ্রেষ্ঠ, সকল জ্ঞানের নিদান, সকল তত্ত্বের শেষ এই গীতারূপ পরম শাস্ত্র পরিব্যক্ত করিয়া চিরাশ্রিত ও চরণারলম্বিত মানবগণকে চিরদিনের নিমিত্ত কৃত-কৃতার্থ এবং বস্তুস্বরূপকে ধৃত্য করিয়াছেন।

এই পুত্র শাস্ত্রোৎপত্তি সংক্রান্ত দেশ কাল পাত্র সকলই অত্যাভূত ও যথোপযোগী। দুষ্কর্ত্তি-দলনকর্ত্তা ধর্ম-সংস্থাপনকারী স্বয়ং নারায়ণ এই শাস্ত্রের বক্তা ও ব্যাখ্যাতা; ভগবৎকল্প এবং জ্ঞানার্ণব সদৃশ অর্জুন ইহার শ্রোতা, পাপ-প্রবল কলি যুগের প্রবর্ত্তনা কালে ইহা বিবৃত, এবং যৌর উৎসাহ পূর্ণ উত্তমায়ুধ বীর-সম্পূরিত সমরক্ষেত্র ইহার উত্তম স্থান। এই সকলই অত্যাভূত লংঘ্য এবং ভগবানের অপার মহিমা ও দ্রববগম্য লীলার পরিচায়ক।

মহাভারতরূপে করুণাদপের অন্তর্গত ত্রয়োপর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ ভুলোক দ্রবিত অল্পপম কল শোভা পাইতেছে। ইহা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ত্রয়োপর্কের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আরম্ভ হইয়া ষষ্ঠাধিক্য অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অধিকাংশ উক্তি গোণীজনরসজ্ঞ পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখারবিন্দ বিনির্গত। অশেষ যোগ-প্রভাব-সম্পন্ন তপঃসিদ্ধ, ভগবান্ বাদরায়ণি বেদব্যাস স্বকীয় দেবোপম শক্তি বলে, গ্রন্থ মধ্যে ভগবৎকৃষ্টি সমূহ যথাবৎ বিস্তৃত করিয়াছেন।

অনন্ত জ্ঞানের উৎস স্বরূপ প্রভূত তত্ত্ব কথার নিকেতন স্বরূপ, সর্ব শাস্ত্রের সারস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ পরম গ্রন্থের যে ব্যক্তি অধ্যয়ন ও আলোচনা না করে, তাহার মানব জীবন কেবল বিড়ম্বনার কারণ। গীতার কিঞ্চিৎশত্বে যে পুণ্যকান্ ব্যক্তি প্রীতির্দীন পাঠ করেন, যিনি গীতা পুস্তক পাঠ করান, যিনি গীতা পাঠ শ্রবণ করেন, যিনি গীতা পুস্তক দান করেন, তাঁহারা সকলেই প্রভূত ফলের অধিকারী হইয়া থাকেন। (এতৎ সংক্রান্ত অত্যন্ত বৃত্তান্ত এই গ্রন্থের উপক্রমস্থিকায় বিস্তারিত রূপে বিস্তৃত হইবে)।

ভাষা ও টীকা।

পরম পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদগীতার বর্তমান সংস্করণে যে সকল ভাষা ও টীকা বিদ্যমান হইতেছে তাহার পর্য্যায় ও সজ্জিস্ত বিবরণ।

১। পরমহংস পরিত্রাজক শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বিরচিত ভাষা। ইহা অদ্বৈতবাদানুযায়ী অতি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য পূর্ণ। দ্বিখিজরী, অদ্বৈতবাদ সংস্থাপক, শিবাবতার বিশেষ, পূজ্যপাদ, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, অনাবশ্যক বোধে, গীতার প্রথম অধ্যায়ের ভাষা 'রচনা' করেন নাই।

২। সন্ন্যাসী শ্রীমৎ আনন্দগিরি প্রণীত টীকা। এই টীকা ভগবান্ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রণীত ভাষ্যের অনুগামী ও তাহারই ব্যাখ্যা স্বরূপ। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য, ভগবান্ শ্রীমদানন্দগিরি বিরচিত এই টীকার নাম গীতাভাষ্য বিবেচন।

৩। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রামানুজ মুনি প্রণীত ভাষ্য। এই ভাষ্য দ্বৈতবাদানুযায়ী এবং তত্ত্বি পরিত্রাজক। ভগবান্ রামানুজ মুনি বিরচিত এই ভাষ্য দাক্ষিণাত্যে সর্বিশেষ সমাদৃত এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অতীব প্রচলিত। ইহা শ্রীভাষ্য নামেও পরিচিত।

৪। অজ্ঞানানন্দন তত্ত্বচূড়ামণি শ্রীমদ্ভগবান্ কৃত ভাষ্য। এই ভাষ্য পৈশাচ ভাষ্য নামে সর্বত্র সমাদৃত। এই ভাষ্যও দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক হইতে আরম্ভ।

৫। পরমহংস শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী কৃত টীকা। এই টীকা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দ গিরির মতানুসারিণী। শ্রীমৎ স্বামী বিরচিত এই টীকার নাম 'সুবোধিনী'। অত্যধিক সরলতা হেতু ইহা অতিশয় সমাদৃত।

৬। শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য। এই ভাষ্য তত্ত্বি ও যুক্তি উভয় ভাবে পরিপূর্ণ। এই ভাষ্যের নাম 'গীতাভূষণ'। ইহাতে নানা প্রকার গূঢ় তাৎপর্য্য ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ ভাষ্যকথা সন্নিবেশিত আছে।

৭। পরমহংস শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী কৃত টীকা। পদ ও বাক্যযোগ্যনানুসারে বর্ত-
দূর অর্থগ্রহ সম্ভব ইহাতে তাহার কোনই ত্রুটি নাই। শ্রীমৎ পরিত্রাজকচার্য্য শ্রীবিম্বেশ্বর সরস্বতী শিষ্য শ্রীমদমধুসূদন সরস্বতী বিরচিত এই টীকার নাম 'গীতা গুঢ়ার্থ দীপিকা'।

৮। শ্রীমৎ নীলকণ্ঠ হরি বিরচিত টীকা। সমগ্র মহাভারত সংহিতার টীকাকারের এই টীকা সর্বিশেষ পাণ্ডিত্য পরিপূর্ণ। চতুর্থী বংশাবতংস মহামহোপাধ্যায় শ্রীগেহবল্লভ হরির পুত্র শ্রীমন্নীলকণ্ঠহরি বিরচিত টীকার নাম 'ভারতভাবদীপে গীতার্থ প্রকাশ'।

৯। শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত টীকা। এই টীকা তত্ত্বি রসাত্মিকা এবং বর্তমান কাল প্রচলিত তত্ত্বিবাদ সম্ভতা। মহামহোপাধ্যায় শ্রীমচ্চক্রবর্তী মহাশয় প্রণীত এই টীকার নাম 'সারার্থবোধিনী' এবং ইহা শ্রীগোবিন্দ প্রভুর প্রদত্ত শিক্কাহুয়ারিণী।

১০। অধ্যায় সমাপ্তিকালে শ্রীমৎ বামুন মুনি কৃত গীতার্থসংগ্রহণ। গীতার, অধ্যায় সমূহের তাৎপর্য্য ইহাতে শ্লোকাকারে বিধিবিহিত আছে।

(উল্লিখিত ভাষা ও টীকা সমূহের বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় দ্রষ্টব্য।)

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ।

ভাষ্য ও টীকাকারগণের * সূচনা ।

শঙ্করভাষ্যম্ ।

ওঁ নারায়ণঃ পরোহব্যক্তাদগুমব্যক্তসম্ভবম্ । অণ্ডান্তত্বমে লোকাঃ সপ্তদীপা চ
মেদিনী ॥ স ভগবান্ অষ্টৈদং জগৎ তত্ত্ব চ স্থিতিং চিকীৰ্শ্ম রীচ্যাদীনগ্রে অষ্টৈ । প্রজাপতীন্
প্রবৃত্তিলক্ষণং বেদোক্তং ধৰ্ম্মং গ্রাহয়ামাস ততোহস্তাংশ্চ সনকসনন্দাদীশুংপাদ্য নিবৃত্তিধৰ্ম্মং
জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস ।

স্থিতিধো হি বেদোক্তো ধৰ্ম্মঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ । তত্রৈকো জগতঃ স্থিতি-
কারণং, প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুর্ধঃ স ধৰ্ম্মো ব্রাহ্মণাদ্যাবর্ণিভিরাশ্রমিভিঃ
শ্রৌরৌহর্ষিভিরমুজীয়মানো দীর্ঘেন কালেন অনুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভাবাকীরমানবিবেকবিজ্ঞান-
হেতুকেনাধৰ্ম্মেণাভিভূয়मानে ধৰ্ম্মে প্রবর্তमानে চাধৰ্ম্মে জগতঃ স্থিতিং পরিপালয়িষুঃ স আদি-
কর্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুভৌমস্ত ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণস্ত রক্ষণার্থং দেবকাং বহুদেবাদংশেন কৃষ্ণঃ
কিল সম্ভব, ব্রাহ্মণস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ শ্রীহৈদিকো ধৰ্ম্মস্তদধীনস্বাধৰ্গাশ্রমভেদানাম্ ।

সচ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য-শক্তিবল-বীৰ্য্য-তেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্তিগুণাস্বিকং বৈষ্ণবীং
'স্বাং' মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোহব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধযুক্তস্বভাবোহপি
ভূতানুজিগৃহ্মণা দৈর্ঘ্যিকং হি ধৰ্ম্মধরমৰ্জ্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায়োপনিদেশ, গুণাধিকর্ষি
গৃহীতেহিমুজীয়মানশ্চ ধৰ্ম্মঃ প্রচরং গমিষ্যতীতি । তঃ ধৰ্ম্মঃ ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাঙ্গ-
সম্বৃত্তো ভগবান্ গীতাধ্যেয়ঃ স্রুতিভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববদ্ধ ।

তদিতং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতং ছর্ষিজ্ঞেয়ার্থং তদর্থাবিস্করণায়ানৈকবিস্তৃতপদ-
পদার্থব্যাক্যার্থভারমপ্যত্যন্তবিরুদ্ধানেকার্থত্বেন লৌকিকৈর্গৃহমাণমুপলভ্যাহং বিবেকতোহুর্ধ-
নির্দ্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি ।

তস্তাত্ত গীতাশাস্ত্রস্ত সংক্ষেপতঃ প্রয়োজনং পরং নিঃশ্রেয়সং সহেতুকস্ত সংসারতাত্ত-
স্তোপরমলক্ষণং, তচ্চ সৰ্বকৰ্মসন্ন্যাসপুৰ্ব্বকাদাজ্ঞাননিষ্ঠারূপাঙ্খ্যাত্তবতি, তথেনমেব গীতার্ধ-

* ভাষ্য ও টীকা :—ভাষ্য—বৃহৎ-বিবরণ গ্রন্থঃ । অত্রার্ঘ্যে বর্ণ্যতে বহু গুণৈঃ স্বভাবসামিতিঃ । স্বপদানি
চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং তথ্যবিদো বিদুঃ । ইতি । নির্দ্ধারিতংগ্রন্থীকারঃ ভরতঃ । টীকা ব্যাখ্যান গ্রন্থঃ । পদচ্ছেদঃ
পাদ্যোক্তিকিঞ্চিদেব আব্যবহিকম্ । আক্ষেপস্ত সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চমম্ । ইদম্যানবস্মিরিহুতম্ ।

ধর্মমুদিত্ত ভগবতৈবোক্তম্, “সি হি ধর্মঃ স্থপরিয়াণো ব্রহ্মণঃ ঔদবেদনম্” ইত্যহ্মীতাস্থ ।
কিঞ্চাভ্যদ্বিত্তিত্তৈবোক্তঃ “নৈব ধর্মী ন চানধর্মী ন চৈব হি শুভাশুভী । যঃ শ্রাদ্ধেকাসনে লীন-
স্তক্ষীং কিঞ্চিদচিস্তয়ন্ । জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম্” ইতি চ । ইহাপি চাস্তে উক্তমধ্বজুনায় “সর্ব-
ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” ইতি । অভ্যদ্বয়ার্থোহপি যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো
বর্ণাশ্রমাংশোদিত্ত বিহিতঃ, স চ দেবাদিস্থানপ্রাপ্তিহেতুরপি সন্ দৈবরাপণবুদ্ধ্যাহুষ্টিয়মায়ঃ
সমুত্তরয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবর্জিতঃ, শুদ্ধসমুত্তর চ জ্ঞাননিষ্ঠাব্যোগ্যতাপ্রাপ্তিধ্বজয়েণ জ্ঞানোৎ-
পত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি প্রতিপাদ্যতে তথা চেমমর্থমভিসন্ধায় বক্ষ্যতি, “ব্রহ্ম-
ণ্যধ্যায় কৰ্ম্মণি যতচিত্তা জিতেন্দ্রিয়া । যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুর্কন্তি সঙ্গং ত্যক্তাশ্চ শুদ্ধয়ে ॥” ইতি ।
ইমং বিশ্লেষণং ধর্ম্মং নিঃশ্রেয়স প্রয়োজনং পরমার্থতত্ত্বক বাসুদেবাখ্যং পরব্রহ্মাভিধেয়ভূতং
বিশেষতঃ হি ভাবাজ্ঞয়ন বিশিষ্টপ্রয়োজনসম্বন্ধাভিধেয়াদগীতাস্ত্রং যতন্তদর্থ বিজ্ঞানেন সমস্ত-
পুরুষার্থসিদ্ধিরতত্ত্ববিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে সয়া । অত্র চ দ্বতরাষ্ট্র উবাচ, ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি ।

শঙ্করভাষ্যের তাৎপর্য্য ।

নর শব্দে চরাচরায়ক শরীর সমূহ, এবং নারী শব্দে তাহাতে সন্নিহিত স্ত্রীপ্রতিবিম্ব
স্বরূপ জীব সকলই প্রতিপন্ন হয় । তাহাদের অসন অর্থাৎ আশ্রম, নিয়ামক, বা অন্তর্ধ্যামী
যিনি তিনিই নারায়ণ । তবে তিনি কি মায়ার সহিত মিলিত ? এই আশঙ্কা করিয়া ভগবান্
ভাষ্যকার বলিতেছেন, “পরোহব্যাক্যাদিতি ।” অব্যক্ত শব্দের অর্থ প্রকৃতি (১) অর্থাৎ মায়ী,
তাহা হইতে তিনি পর অর্থাৎ পৃথক । পূর্বোক্ত অব্যক্ত অর্থাৎ মায়ী হইতে অপকীকৃত (২)
পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টি স্বরূপ হিরণ্যগর্ভ নামধেয় এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয় । উক্ত হিরণ্যগর্ভ

(১) অব্যক্তঃ প্রকৃতির্মহান্ । ইতি পর্য্যায়ঃ । সত্বরজস্তমস্যাং সাম্যাবহা বা ইতি সাম্যাবহত্বভাষ্য । ১ ।
৬১ । যথা,—সত্বঃ রজস্তমসৌ গুণত্রয়মুদ্বাহতম্ । সাম্যাবহিত্যেত্রেবাং প্রকৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা । কোচৎ
প্রধানমিত্যাহরবাক্তমপরে জগৎ । এতদেব এতাদৃষ্টং কয়োতি বিকরোতি চ ॥ ইতিভাষ্যে । ৩ অম্যায় ॥
তথা নামাত্তরাণি যথা—তমোহব্যাক্তঃ পিবে ধাম বৃক্ষো যোনিঃ সনাতনঃ । প্রকৃতিবিকারঃ প্রলয়ঃ প্রধান
ঐতিবাচ্যমী । অনুজিত্তমনুনং বাণ্যকল্পমচলং ব্রহ্ম । সমস্টেব তৎ সর্গুসব্যাক্তং ত্রিগুণং স্ত্রুতম্ । ইতি
মহাত্মার্তে আবেদনিক পর্ব । ৩৯ অধ্যায় । তম, অব্যক্ত, শিব, ধাম, রজঃ, যোনি, সনাতন, প্রকৃতি, বিকার
প্রলয়, প্রধান, প্রভব-অর্থাৎ উৎপত্তি, বিনাশ, অনুজিত্ত, অমুনঃ অকল্প, অচল, স্ত্রবঃ, সৎ, স্ত্রুসৎ, অব্যক্ত ও
ত্রিগুণ, এই সকল অব্যক্তের নাম বলিয়া জানিবে ।

(২) পঞ্চীকরণ যথা—বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ভা প্রথমং পুনঃ । যথেষ্টবিভক্ত্যংশৈর্ধোজনায় পঞ্চ
পঞ্চতে ॥ ২৭ ॥ (পঞ্চদশী, তদ্বিবেক ।) আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতকে প্রথমতঃ সমান দুইভাগে বিভক্ত
করিয়া, পঞ্চাৎ উক্ত বিভক্তাংশের প্রথম অংশকে সমান চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া, উক্ত সমান দুই ভাগে
বিভক্তাংশের দ্বিতীয়ংশের সন্নিহিত পঞ্চাৎ অপর মহাভূতের চতুর্ভা বিভক্ত অথম্যাংশে এক এক চতুর্ভাংশ
এতদেকে যোগ করণের নাম পঞ্চীকরণ ৭০ বিবক্ষিত আদর্শ বেধিরা বুরিরা লটন । ৭০ আকাশ ১০ বায়ু ১০
তেজঃ ১০ জল ১০ পৃথিবী ১০ । ১০ অক্ষত মহাভূতের বিবরণ এইরূপ ক্রিয়বে বুঝিতে হইবে ।
তদন্ত দ্বন্দ্বলক্ষ মহাভূত অপকীকৃত পঞ্চব্যাক্ত ।

নামধেয়-প্রমাণে মধ্যে পক্ষীকৃত পক্ষ মহাত্ম্যাক ভূরাদি লোক সকল (৩) এবং সপ্তদ্বীপ (৪) পৃথিবীও বর্তমান আছে ।

সেই ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি করতঃ, ইহার রক্ষার নিমিত্ত, অগ্রে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদিগকে (৫) উৎপন্ন করিয়া বেদোক্ত প্রবৃত্তি-ধর্ম, অর্থাৎ গৃহস্থশ্রমোক্ত ধর্মের উপদেশ প্রদান করিলেন, এবং সনক-সনন্দাদিকে (৬) সৃষ্টি করিয়া, জ্ঞান-বৈরাগ্য-লক্ষণ নিবৃত্তি ধর্মের শিক্ষা দিলেন ।

বেদোক্ত ধর্ম বিবিধ, প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি-লক্ষণ (৭) । তন্মধ্যে প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম জগতের রক্ষার কারণ-স্বরূপ ; বাহ্য প্রাণিদিগের সাক্ষাৎ মঙ্গলের হেতু তাহারই নাম ধর্ম । শ্রেয়োহস্তিলাষী আশ্রমস্থিত (৮) ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ দীর্ঘকাল ঐ ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন । অনুষ্ঠান করিতে করিতে, অনুষ্ঠাতৃদিগের বিষয় ভোগাভিলাষের অত্যন্ত বৃদ্ধি, বিবেক ও জ্ঞানের ক্রমশঃ হ্রাসলতা এবং অধর্ম কর্তৃক ধর্ম অভিভূত হইতেছে দেখিয়া, ঐ জগৎপাতা আদিকর্তা ভগবান্ নারায়ণ সমস্ত বেদ ও ব্রাহ্মণদিগের রক্ষার নিমিত্ত, বলরামের সহিত, বহুদেবের ঔরসে দেবকী গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন (৯) ; যেহেতু বর্ণাশ্রম ভেদকারী ব্রাহ্মণগণের রক্ষা হইলেই বৈদিক ধর্ম রক্ষিত হইবে ।

(৩) ভূরাদি লোক বধা।—ভূত্বঃ বর্ষহক্ষেব জনন্ত তপ এষ চ । সত্যলোকন্ত সপ্তৈতে লোকান্ত পরিকীৰ্ত্তিতাঃ । ইতি অগ্নিপুরাণ ॥

(৪) পৃথিবীর সপ্ত দ্বীপ বধা।—তে জম্ব-দ্বীপ-শাল্মলি কূশ ক্রৌঞ্চ-শাক-পুষ্কর সংজ্ঞকাঃ । ভাগবতে ৪।৫ ।

(৫) মরীচ্যাদি প্রজাপতি বধা।—মরীচিরজ্যদ্বিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুণহঃ ক্রতুঃ । ভৃগুর্বাশিষ্টৌ দক্ষন্ত দশমন্তর নারদঃ ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে । ১২ অধ্যায় ॥

(৬) সনকক সনন্দক সনাতনমহাত্মক : । সনৎকুমারক দুর্জন নিধিরানুচ্ছেরতমঃ ॥ তান নভাবে দতুঃ পুত্রান্ প্রজাঃ স্বেজত পুত্রকাঃ । তন্নৈচ্ছন বোধধর্মাণো বাস্তদেবপরায়ণাঃ ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে । ৩। ১২ অধ্যায় ॥

(৭) প্রবৃত্তি লক্ষণ—বিষয়-ভোগাভিলাষ-প্রবর্তক । নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম—বিষয়-ভোগাভিলাষ-নিবর্তক ।

(৮) আশ্রমী চতুষ্টয় বধা।—ব্রহ্মচারী গৃহী ভিক্ষুর্বাণপ্রহরচতুষ্টয় ইত্যমর ।

(৯) শ্রীভগবানুবাচ।—নিজে গচ্ছ সমাদেশাৎ গাতালতলসংগ্রহান্ । একৈকস্তেন বড়গর্তান্ দেবকী-জঠরং নরঃ ॥ হেতবু' জৈবু'কংসেন শেবাখোহংশস্ততো সম । অংশাংশেনোহরে তস্তাঃ সপ্তমঃ সন্তবি ব্যতি । গোকুলে বহুদেবতা ভাৰ্য্যাজা রোহিণী হিতা । তস্তাঃ স সন্ততিসমং দেবি নেরত্বরোদরম্ ॥ সপ্তমৌ ভোজরাজস্য ভরাতোহাখোপারোহতঃ । দেবক্যাঃ পতিভো গর্ত ইতি লোকো বদ্যিযতি । গর্তসম্বর্ধণাৎ সোধ লোকে সম্বর্ধণতি বৈ । সংজামবাগস্যভে বীরঃ যেতাশ্রিণিখরোপমঃ । ততোহহং সন্তবিয্যানি দেবকীজঠরে শুভে ॥ ইতি বিষ্ণুপুরাণ ৫।১১ । ভগবান্ কহিলেন,—যোগনিজে, তুমি-আমার আভ্যাসু-সারে পাতালে গম্ব করিয়া দেতাধিগের এক এক করিয়া ক্রমশঃ ছয়টি গর্ত আনিয়া দেবকীর উদরে স্থাপন করা । কংস এই নয়দার গর্তভাত সন্তান নষ্ট করিলে, শেব নামক আমার অংশ, অংশাংশ দ্বারা দেবকীর উদরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সপ্তম গর্ত হইবে । গোকুলে রোহিণী নামে বহুদেবের এক ভাৰ্য্যা আছিল, ঐ রোহিণীর গর্ভন গর্ত হইলে, তখন তুমি ভোজরাজ কংসের ভয়ে কারাগার মধ্যে হিত দেবকীর

নিত্য জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীৰ্য্য, এবং তেজোবিশিষ্ট-সেই ভগবান্ অজ্ঞ অশ্রয় ও প্রাণিবর্গের ক্ষয়, এবং নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব (১০) হইয়াও, স্বীয় ত্রিগুণাধিকার বৈষ্ণবী মায়ারূপা মূল প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, লোকান্তরার্থ শরীরের জ্ঞান, কিংবা উৎপন্ন ব্যক্তির জ্ঞান, লোক সমক্ষে দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

তাঁহার নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি জীবের উপকারার্থ শোক সাগরে নিমগ্ন অর্জুনকে বৈদিক ধর্ম্মদ্বয় (প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ) উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; যেহেতু লোক সমাজে প্রেষ্ঠলোক কর্তৃক আদৃত ও অশ্রুতিত ধর্ম্মের বিশেষ প্রচার হইয়া থাকে। ভগবৎ কর্তৃক যথোপদিষ্ট সেই ধর্ম্মকে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস গীতায় সপ্ত শত শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

সমস্ত বোধার্থ-সার-সংগ্রহ তুর্বিজ্ঞের এই গীতা শাস্ত্রের অর্থ প্রকাশের নিমিত্ত, অনেকেই পদ্য, পদার্থ, বাক্যার্থ এবং যুক্তি বিবৃত করিয়াছেন; কিন্তু তৎসমস্ত বিবরণ লোক কর্তৃক বহুবিধ বিরুদ্ধার্থে পরিগৃহীত হইতেছে দেখিয়া যাহাতে লোকে বিচার পূর্ব্বক সদর্থ নির্ধারণ করিতে পারে, তদভিপ্রায়ে আমি (শঙ্করাচার্য্য) এই শাস্ত্রের নিশ্চয় ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ করিতেছি। কারণের (অর্থ্য্য বাসনার) সহিত সংসার হইতে উপরম লক্ষণ অর্থ্য্য যুক্তিই গীতা শাস্ত্রের প্রধান প্রয়োজন। শাস্ত্রানুসারে অশ্রুতিত কর্ম্ম সকল জীবেরে অর্পণ পূর্ব্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপ ধর্ম্ম হইতে সেই যুক্তি উৎপন্ন হয়, ইহাই

উদয় হইতে সেই সপ্তম গর্ভ ই রেহিণীর উদয়ে স্থাপন করিবে। লোকে এরূপ বলিবে যে, দেবকীর গর্ভ নষ্ট হইল। এই গর্ভ হইতে সর্ষ্বণ অর্থ্য্য পরিচালন হেতু সেই গর্ভসম্বৃত যেত পর্ব্বতশিখর সদৃশ বীর সর্ষ্বণ নামে ইহ লোকে বিখ্যাত হইবে। অনন্তর আমি দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিব। ভূমিদৃগ্নূপব্যাজদৈতানীকশতাবৃত্তে:। আক্রান্তা ভূমিতারোণ ব্রহ্মণস্ শরণম্ যবো। গোষ্ঠুর্ভ্রাস্তৃর্ভূমী ধিরা ক্রান্তস্তী করণম্ বিভো:। উপহিতান্তিকে তমৈ বাসনং সমবোচত। ব্রহ্মা তদ্বশার্থাথ সহ দেবভৃত্য সহ। অগাম সত্ৰিনমনস্তারং কীরপয়োনিধে:। তত্র গচ্ছা অগম্যাম্ দেবদেবম্ স্বাকশিম্। পুত্রম্ পুত্রম্ পুত্রেন উপত্যজে সমাহিত:। পিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং নিশম্য বেদাঙ্গিদশাহুবাচ হ। গম্য পৌরুষীম্ শূণ্ডাধিগম্য: পুনর্বিধীরতামাত্ত তথৈবমাত্তিহ। বহুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষোহগম:। জনিযাত্তে তৎপ্রিয়র্ষম্ সম্ভবন্ত হরস্ত্রিয়:। বাহুদেবকলানন্তসংস্রবন: স্বরাটু। অত্রোত্তমভিতঃ দেবো হরে: প্রিয়চিকীর্ষম্। নিকোমরা ভগবতী বরা সংমোহিতং জগৎ। আদিষ্টে অত্মপাশেন কার্য্যার্থে সম্ভব্যাতি। শ্রীমদ্ভগবতঃ ১০। ১। গচ্ছ দেবি ব্রজং ভজ্রে গোপগোত্রিরলঙ্কৃতম্। রোহিণী বহুর্দেব্যা ভাৰ্য্যান্তে নন্দগোবুলেণ অভ্যক্তং কংসসংবিগ্না বিবরেণ বসতি হি। দেবক্যা জঠরে গর্ভম্ শোভাম্ ধায় মামকম্। তৎসংস্কৃত্য রোহিণ্যা উদয়ে সন্নিবেশয়। অখাহমংশভাগেন দেবক্যা: পুত্রতাম্। শুভে। প্রাপ্যামি হং যশোদায়াং অনপম্ভ্যাম্ ভবিষ্যমি। গর্ভসর্ষ্বণাং তৎপৈ প্রাঃ সর্ষ্বণম্ ভূমি। নামস্তু লোকরম্যম্ বসনম্ বলবচ্ছরৎ। শ্রীমদ্ভগবতঃ ১০। ১৭।

(১০) নিত্য-কার্য্যকার শূন্য, অর্থাৎ সর্ব্বত্র কারণ কার্য্যকারে পরিণত হয়, তিস্তিতদ্বিরহিত। ভজ—কারণ রহিত। বৃজ—অভ্যুতপূন্য। মুক্ত—বিদ্যাজনিত কাম্য কর্ম্মাদিতে আসক্তি শূন্য। ২

গীতা শাস্ত্রের তাৎপর্য । এই গীতার্থ ধর্মকে উদ্দেশ্য করিয়া ভগবানই অহুগীতোক্তে (১১) বলিয়াছেন, “এই ধর্মই সর্ব প্রদান, যাহা হইতে ব্রহ্ম-পদ, অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়” ইত্যাদি । এবং এই গীতাতেও এই বিষয়ে অর্জুনকে বলিয়াছেন, “সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর” (১২) । আর ভগবতের অভ্যুদয়ের জন্ত বর্ণাশ্রমকে উদ্দেশ্য করিয়া বে প্রযুক্তি-লক্ষণ ধর্ম বিহিত হইয়াছে, তাহা দেবাদি স্থান প্রাপ্তির হেতু হইলেও, ফলাভিগন্ধি পরিত্যাগ, পূর্বক, ঈশ্বরার্শবুদ্ধি দ্বারা অমুষ্টিত হইলে, চিত্তশুদ্ধির কারণ হয় এবং শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির জ্ঞান নিষ্ঠা-যোগ্যতা প্রাপ্তি দ্বারা, জ্ঞানোৎপত্তির হেতু ও নির্বাণ মুক্তির কারণও হইয়া থাকে । ভগবান্ এই সম্বন্ধে পরে বলিয়াছেন—“ঈশ্বরে কর্ম সকল অর্পণ করিয়া আশ্রয় শূন্য হইয়া, সংযত-চিত্ত জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ চিত্তশুদ্ধির জন্ত কর্ম করিয়া থাকেন (১৩) । এই গীতা শাস্ত্রে উভয়বিধ ধর্মই উক্ত হইয়াছে, অতএব এই গীতা শাস্ত্রার্থ জ্ঞান হইলেই লোকের পুরুষার্থ (১৪) সিদ্ধি হইবে, এজন্ত আমি ইহার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ।

আনন্দগিরি কৃত টীকা ।

—(০)—

দৃষ্টিং ময়ি বিশিষ্টার্থাং রূপাণীযুষবর্ষিণীম্ । হেরষ দেহি প্রত্যাহক্ষেত্ববুহনিবারিণীম্ ॥ ১ ॥

যযক্ত পক্ষে রুহসস্ত্রহতং নিষ্ঠামৃতং বিশ্ববিভাগনিষ্ঠম্ ।

সাধ্যোত্তরাভ্যাসং পরিনিষ্ঠিতাস্তং তৎ, যাহুদেবং সততং নতোচস্মি ॥ ২ ॥

প্রত্যর্কমুচ্যাতং নহা গুরুনপি গরীম্বসঃ । ক্রিয়তে শিষ্যশিক্ষারৈ গীতাভাব্যবিবেচনম্ ॥ ৩ ॥

কর্মনিষ্ঠাজ্ঞাননিষ্ঠেতুপারোপেয়ভূতনিষ্ঠাধরমধিকৃত্য প্রবৃত্তং গীতাশাস্ত্রং ব্যাচিখ্যাস্থ-
ভগবান্ ভাব্যকটরা বিয়োপপন্নবোপশমনাদি প্রয়োজন প্রসিদ্ধরে প্রাণাণিক ব্যবহার প্রমাণকমিষ্ট-
দেবতাত্ত্বাচ্ছন্নরণং মজদ্যুচরণং সম্পাদয়ন্ অশেষেতিহাসপুরাণয়োর্ব্যাচিখ্যাসিতগীতা-
শাস্ত্রেনৈকবাক্যতামভিপ্রেত্য পৌরাণিকলোকমেকমেবান্তর্ধ্যামিবিষয়মুদাহরতি নারায়ণ ইতি ।
“অপো নারী ইতি প্রৌক্তা অশো বৈ নরঃ স্তবঃ । অন্নং তস্মৈ তাঃ পূর্বং তেন নারয়েণঃ
স্বতঃ ॥” ইতি স্মৃতিসিদ্ধঃ স্মৃগদৃশাং নারায়ণস্বার্থঃ । স্বল্পদর্শিনঃ পুনরাচক্রে নরশব্দেন চরা-
চরাস্বকং শরীরজাতমুচ্যতে, তজ্জ নিত্যসমিহিতাশ্চিদাতাসা জীবা নারী ইতি নির্ভ্র্যতে

(১১) সহ্যভারভের অস্তর্গত অধমেধ পর্বে অহুগীতা সরিষিট আছে । এই অহুগীতা শ্রীভগবান্ মধুসূদন
কর্তৃক অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে ।

(১২) গীতা ১৮ অধ্যায় ১৬৬ শ্লোক ৮

(১৩) গীতা ১০ অধ্যায় ১১ শ্লোক ।

“ ১০০ ধর্মার্থ কীর্তনোক্তে পুরুষার্থ উদাহরণঃ । ইত্যপি পুরাণ । গোবিন্দী স্তোত্রে ভক্তিঃ পঞ্চম পুরুষার্থঃ ৮

ভেদাময়নমাশ্রয়ো নির্যামকোহস্তদ্যানী নারায়ণ ইতি, যমধিকৃত্যাত্ত্যামিত্রকাণং শ্রীনারায়ণ-
 নামদ্বায়াক্ষর্যধীরতে তদ্বেনে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যং নিশিষ্টং তত্ত্বমাদিষ্টম্ ভবতি । নহুঃ পরত্যা-
 ক্ষনো মায়াসম্বন্ধানন্তর্য্যামিতম্ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যকং বক্তব্যমন্তথা কূটস্থাসদ্ব্যবহারবিধীভূত
 জ্ঞানযোগাৎ, তথা চ শুদ্ধতাসিকৌ কথম্ যথোক্তাপরদেবতা শাস্ত্রাদাবহুস্বর্য্যতে, শুদ্ধত্বং হি তত্ত্ব-
 ভাহুস্বরণমভীকলবদভীষ্টং তত্রাহ পরোহব্যক্তাদিতি । অব্যক্তমব্যাক্ততং যারেত্যর্থান্তরম্,
 তত্রাহ পরো ব্যতিরিক্তঃ তেনাসম্পূর্ণোহয়মপরঃ “অক্ষবাৎ পরতঃ পরঃ” ইতি শ্রুতঃ গৃহীতঃ,
 অতঃপূর্ব্বতো মায়াসম্বন্ধাভাবেহপি কল্পনয়া তদীয়সদ্ব্যতিরিক্তত্বাস্ত্যামিত্রকামিত্রকমুন্নয়ম্ ।
 বস্মাদীশ্বরস্য ব্যতিরেকো বিবক্তিতত্ত্বস্মিন্নব্যক্তে সাক্ষিসিদ্ধেহপি কার্য্যগিজকমহুমানমুপশাস্যতি
 অণুমিতি । অপকীকৃতপঞ্চমহাত্মত্বকম্ হৈরণ্যগর্ভতত্ত্বমণুমিত্যভিলপ্যতে তদব্যক্তাৎ
 পূর্ব্বোক্তাহুংপত্ততে, প্রসিদ্ধা হি শ্রুতিস্মৃতিবাদেহু হিরণ্যগর্ভস্য মূলকারণাহুংপত্তিস্থতা চ
 কার্য্যগিজকব্যক্ত্যভিব্যক্তিরিত্যর্থঃ । হিরণ্যগর্ভে শ্রুতিস্মৃতিসমধিগতেহপি কার্য্যগিজকমহু-
 মানমণ্ডীতি মন্বানো বিরাড়ুংপত্তিমুপদর্শতি অণুস্যোতি । উক্তস্যাহুংপত্তি হিরণ্যগর্ভাভিধানীর-
 স্যাহুংপত্তি ভূরাদয়ো লোকা বিরাজন্তঃ বর্ত্তন্তে, কার্য্যং হি কারণস্যাহুংপত্তি ভেদে হিরণ্যা-
 গর্ভাভুতভূতা ভূরাদয়ো লোকা বিরাজন্তঃ বর্ত্তন্তে, ইতি তদ্ব্যক্তিরণ্যগর্ভসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ।
 লোকানেনব পক্ষীকৃতপঞ্চমহাত্মত্বকবিরাজন্তেন ব্যুৎপাদয়তি সপ্তদীপেতি । “স পৃথিবী
 অভবৎ” ইতি শ্রুতৌ বিরাজো জন্ম সন্ধীর্জিতমিত্যঙ্গীকারাদশেষদ্বীপোপেতা পৃথিবীত্যনেন
 সর্ব্বলোকাস্বকো বিরাজেবোচ্যতে, চশমেন বিরাজো হি হিরণ্যগর্ভে পূর্ব্বোক্তাভ্যন্তর-
 ভাবন্ততঃ সম্ভবোহুংপত্ততে, পরমাত্মা হি স্বজ্ঞানদ্বারা জগদশেষমুৎপাদ্য স্বায়ত্ত্বেবাহ-
 ষ্ঠাধাথৈককরসজ্জিদানন্দানন্দানা য়ে মহিষি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । অত্র চ নারায়ণশকেনাভিধেয়-
 মুক্তম্, নর এব নারা জীবাত্মপদবাচ্যাত্তেবাময়নমধিষ্ঠানম্ তৎপদবাচ্যম্ পরম্ ব্রহ্ম, তথা চ
 কল্পিতস্যানধিষ্ঠানাত্তিরিক্তস্বকপাতাবাচ্যস্য কল্পিতত্বেহপি লক্ষ্যস্য ব্রহ্মস্বরূপাহুংপত্তিকাম্
 বিধায়োহুংপত্ততে, তেনার্থাবিষয়বিষয়ীভাবঃ সম্বন্ধোহপি ধ্বনিতঃ । পরোহব্যক্তাভিষ্ঠিত্যনেন
 মায়াসম্পূর্ণতাবোক্তা সর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যা পরমানন্দাবিভাবলক্ষণে মোক্ষোহপি বিবক্তিত-
 ত্তেন চ তৎকামস্যাধিকারো জ্ঞোতিতঃ, পরিশিষ্টেন কুশলেন বস্তুনো বাস্তবমধিষ্ঠিতত্বম-
 বেদিতম্, তেন চ বস্তুদ্বারা পরমবিষয়ত্বং তজ্জ্ঞাননিষ্ঠাশ্রুতপারভূতকর্ম্মনিষ্ঠাশ্রীচাবাস্তব-
 বিষয়ত্বমিত্যর্থাহুংপত্তমিত্যবধেয়ঃ ।

নহু নৈব সাধ্যসাধনভূতং নিষ্ঠাধীনমত্র ভগবতা প্রাপ্তপত্ততে ব্রহ্মণ্যভ্যর্থিতস্য ভগ-
 বতে ভূমিত্যাপহারার্থং বস্তুদেবেন দেবক্যামাবির্ভূতস্য ভাদর্থেন মধ্যমং পৃথগুতং প্রথিত-
 মহিমানং প্রেরয়িতুং ধর্ম্মমোদ্রিহাহুংপত্তমানদ্বাদতৌ নাস্য শাস্ত্রস্য নিষ্ঠাধরং পরাপরবিষয়-
 ভাবমহুংপত্তমিত্যবধেয়ং তত্র উক্তবর্ত্তো ধর্ম্মসংস্থাপনস্বাভাবোদ্যোব্যাক্ষর্য্যদ্বয়স্বার্থমেব প্রো-
 ভাভাহুংপত্তমাহুংপত্তমিত্যবধেয়ং চার্ম্মিকদ্বাদভূনং নিমিত্তীকৃত্যধিকারিণঃ স্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তনদ্বারা
 জ্ঞাননিষ্ঠাসমবহাররিত্বং গীতাশাস্ত্রস্য প্রণীত্বাহুংপত্তমস্য নিষ্ঠাধরবিষয়মসিদ্ধি পরিকল্পিত

স ভগবান্ভিত্যাদিনা ধৰ্ম্মবয়সক্কুনায়োপদিদেশেতাভেন ভাষণে । তত্র নেদং গীতাশাস্ত্রং
 ব্যাখ্যাতুং চিহ্নিতম্ভ পণীতত্ৰানিদ্ধিগণাং তথাবিধশাস্ত্রান্তরবিদিতাশঙ্কা মঙ্গলাচরণসোদেহ্যং
 দৰ্শয়াম্যসৌ শাস্ত্রগ্রন্থেতুরাপ্তনিদ্ধিগণার্থং সাক্ষ্যাদিপ্রতিপত্তিপূৰ্ব্বকং সৰ্ব্বজ্ঞং জনয়িতুংমাহ
 স ভগবান্ভিত্যাদি । প্রকৃতো নারায়ণাখ্যো দেবঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বেশ্বরঃ সমস্তমপি প্রপঞ্চমুপাশ্র
 ব্যাশ্রিতঃ, ন চ তস্যানাপ্তত্বমীশ্বরানুগৃহীতানাংপ্তত্বসিদ্ধা তস্য পরমাপ্তত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । নহ
 ভগবতা স্ত্ৰৈমপি চাতুৰ্কৰ্ণাদিবিধিষ্টং হিরণ্যগৰ্ভাদিলক্ষণং জগৎ ন ব্যবস্থিতমাষ্টাতুং শক্যতে
 ব্যবস্থাপকাতাৎ, ন চ পরমৈব্যেশ্বরস্য ব্যবস্থাপকত্বং বৈষম্যাদিপ্রসঙ্গাৎ, তত্রাহ তস্য চেতি ।
 স্ত্ৰৈম্য জগতো মৰ্যাদাবিরহিতত্বে শক্তিতে তলীয়াং ব্যবস্থায় কৰ্কটমিচ্ছন্ ব্যবস্থাপকমালোচ্য
 ক্ষত্ৰদ্যাপি ক্ষত্ৰত্বেন প্রসিদ্ধং ধৰ্ম্মং তথাবিধধৰ্ম্মমধিগমা স্ত্ৰৈম্যনিত্যার্থঃ । স্ত্ৰৈম্য ধৰ্ম্মস্য
 সাধ্যত্বভাবতয়া সাধয়িতারমন্তুরেণাসম্ভবাৎ তস্তৈব তদমুষ্ঠাতৃত্বানুপগমাৎ প্রাণিপ্রতিদানামধৰ্ম্ম-
 প্রাণাণাং তদযোগাৎ কৃতত্বদীয়া স্ত্ৰৈম্যিত্যাশঙ্কাহ মরীচ্যাদীনিত্যি । তেবাং ভগবতা স্ত্ৰৈমাং
 প্রজাস্ত্ৰৈম্যেতুনাং যাগদানাদিপ্রবৃত্তিসাধ্যং ধৰ্ম্মমুষ্ঠাতুনপিকৃতানাং স্বকীয়ত্বেন তদুপাদানমুপ-
 গময়িত্যর্থঃ । চৈত্যানন্দনাদিত্যো বিশেষার্থং ধৰ্ম্মং নিশ্চিন্টি বেদোক্তমিতি । নহ নৈতাবতা
 জগদগ্ৰন্থমপিব্যবস্থাপয়িতুং শক্যতে প্রবৃত্তিমার্গস্য পূৰ্ব্বোক্তপঞ্চাং প্রতিনিয়তত্বেহপি নিবৃত্তিমার্গস্য
 তেন ব্যবস্থাপনাব্যোগ্যত্বাৎ তত্রাহ ততোহত্ৰাংশ্চেতি নিবৃত্তিক্রমস্য ধৰ্ম্মস্য শমদমাষ্টায়নো
 গমকমাহ জ্ঞানোতি । বিবেকটৈরাগ্যাতিশয়ে শমাত্তিশয়ো গম্যতে, ততো বিবেকাদি তস্য
 গমকমিত্যর্থঃ ।

ধৰ্ম্মে বহুবিদাং বিবাদদৰ্শনাজ্জগতঃ :স্থেমে কারণীভূতধৰ্ম্মান্তরমপি স্ত্ৰৈম্যমস্তীত্যাশঙ্কাহ
 দ্বিনিধৌ হীতি । অতিপ্রসঙ্গপ্রসঙ্গব্যবৃত্তয়ে, প্রকৃতঃ ধৰ্ম্মঃ যক্ষয়তি প্রাণিনামিতি :
 প্রবৃত্তিলক্ষণো ধৰ্ম্মোভূতদয়াধিমাং সাক্ষাদভূতদয়হেতুঃ নিঃশ্রেয়সার্থিমাং পরম্পরা নিঃশ্রেয়সহেতুঃ
 নিবৃত্তিলক্ষণস্ত ধৰ্ম্মঃ সাক্ষাদেব নিঃশ্রেয়সহেতুরিতিঃ বিভাগঃ । জ্ঞানসৈম্য নিঃশ্রেয়সহেতুত্বেহপি
 শমাদীনাং জ্ঞানদ্বাৰা নোক্তেতুঃ জ্ঞানাত্মিরিষ্টব্যবধানাভাবাচ্চ সাক্ষাদিত্যুক্তং । যন্তেবং ধৰ্ম্মে
 লক্ষ্যতে তর্হি বর্ণিতপ্রাশিক্ষাপেক্ষা সৰ্ব্বেষেব পুরুষার্থার্থিভির্বাৰপি ধৰ্ম্মো যথাযোগ্যমুঠেরা
 বিভাস্তাতুনিরমাসিকিরিত্যাশঙ্কাহ ব্রাহ্মণাষ্টৈরেতি । অথিহাবিশেষেহপি প্রতিস্থতিপর্যালোচন
 ামুষ্ঠানাং নিয়মসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । 'নিত্তেনমিত্তিকেষু যাবজ্জীবমমুষ্ঠানং কাৰ্য্যেযু করণাংশে রাগাদীনা
 প্রবৃত্তিরিতিকর্তব্যতাংশে বৈদীতিবিভাগেহপি কদাচিত্তেনমুষ্ঠানমিতি বিভাগমভিপ্ৰেতাহ দীৰ্ঘে
 গেতি । অর্থ যথোক্তধৰ্ম্মবশাদেব জগতো বিবক্ষিতস্থিতিসিদ্ধেৰ্ভগবতো নারায়ণসাদিকর্তৃত্বেনকা
 নর্থকলুপিতশরীরপরিগ্রহাসম্ভবাদভ্যসেব কস্যাচিদনাপ্তস্য বৈষম্যনৈব স্বর্গ্যবতো বিগ্রহপরিগ্রহাবরে
 গীতাশাস্ত্রপ্রণয়নমিতি কুতোহস্যাপ্তপ্রণীতত্বং তত্রাহ অমুষ্ঠাতৃণামিতি । অথবা যথোক্তশকায়া
 দীৰ্ঘেণেত্যারভ্যন্তরং মূহতা কালেন কৃতক্রেতাত্যয়ে স্বাপরাবসামে সাধকানাং কামক্ৰোধাদিপূৰ্ব্ব
 কাদবিবেকাদধৰ্ম্মীহস্যাক্ষেপিতবাদধৰ্ম্মাতিবুদ্ধেচ জগতো মৰ্যাদাভেদে তলীয়াং মৰ্যাদাসাধ্য
 নিশ্চিন্তাং পাণয়িতুমিচ্ছন্ প্রকৃতো ভগবানেতদর্থেন চাতুৰ্কৰ্ণাদি মন্তব্যার্থং লীলাময়ং স্মার্যশ্চি

অবৃত্তং স্বেচ্ছাবিশিষ্টং জগ্ৰাহে ত্যর্থঃ । "ভৌমস্য ব্রহ্মণো ণ্ডপ্ত্য বহুদেগাদভীজনং" ইতি স্ত্রীমন্ত
সূত্রা গদ্যদ্বয়মীকৃত্য ব্যাচছে ভৌমস্যোতি । অংশেনেতি স্বেচ্ছানিষ্মিতেন মায়াময়েন ব্রহ্মক্ষেপণত্যাগ ।
কিলাভ্যাস্মরণে পৌবাণিকা প্রসিদ্ধিরনুত্তে, ন ি ভগবতো ভয়োত স্প্যতঃ বর্তাবধাশ্চবিবোধ
দ্বিত্যভাব । নমু বৈদিকধর্মব্রহ্মণার্থং ভগবতো ভয় "যদা যদা চি বশস্য" ইত্যাদিদমনা
কিমিদং ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মণার্থ নতি তদাহ ব্রাহ্মণস্য জ্ঞাতি ওপাণি বর্ণাশ্রমভেদব্যবস্থানং বিনা থা
যগোদব্রহ্মব্রহ্মণঃ ইত্যশঙ্ক্যাহ তদবীনহাদিতি । ব্রাহ্মণঃ হি পুরোবাণ কঁত্রাদিপ্রতিষ্ঠা
প্রতিপত্ততে যাজ্ঞনাথ্যাপনযোক্তকর্মহাং তদ্বাচ বর্ণাশ্রমভেদব্যবস্থাপনাদতো ব্রাহ্মণ্যে বন্ধিতে
সকমপি স্তবক্ষিতং ভবতীত্যর্থঃ ।

নমুভূমপি ভগবতো নাবায়গন্ত শবীবাদিমাত্রে সত্যস্বদাতিভবাবশ্যাদিনীশ্ববস্ত্রপ্রসিদ্ধি-
বিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানাদিকৃতং বিশেষমাচ স চেতি । জ্ঞানং ওপুত ইতি, ওপুতম্
স্বাত্ম্যম্, শক্তিহৃদধর্মনির্কর্তনসামর্থ্যং বলং সহায়সম্পত্তিঃ, বায়াক পদ্যকমবহম তেজস্ব
প্রাগল্ভ্যমধ্বাধম, এতে চ ষডগুণাঃ সন্ধবিষয়াঃ সন্ধনা ভগবত্তি বস্ত্রে, তথা চ তস্ত
শরীবাদিমাত্রেণ নাস্তদাদিসাম্যমিত্যর্থঃ । অধৈবমপি কথমীশ্ববস্যানাদিনিধনস্য নিত্যব্রহ্মব্র-
হ্মব্রহ্মভাবস্ত স্বভাববিপবাতং ভ্রমাদি সম্ভবতি ? নহি ভূতানামীশিতা স্বতন্ত্রঃ স্বাত্মনোহর্থ
স্বয়মেব সম্পাদয়িতুমহাত, ন চান্ত দেহাদিগ্রহে কিমপি কলমুপলভ্যতে, তত্রাহ ত্রিগুণাস্থি-
কামিতি । সিস্থিতদেহাদিগতবৈক্যপ্যাসিদ্ধার্থমিদং বিশেষণম্ । তস্তা ব্যাপকত্বং বক্তুং
বৈক্যবীমিত্যুক্তম্ । ঈশ্বরপারবস্তং তস্তা দশমতি স্বামিতি । তস্তাচ প্রতিভাসমাত্রশবীবস্ত্রমেব,
ন তু বস্ত্রজমিত্যাহ মাযামিতি । তস্তা নানাবিকার্যাকাবেষ পবিণামিত্য স্তবসতি মূল-
প্রকৃতিমিতি । ঈশ্ববস্ত্র প্রকৃতাবীনহ বাবয়তি স্বীকৃত্যেতি । নিত্যং কার্যাকাববিবর্জিতম্,
শুদ্ধত্বমকাবগমম্, বুদ্ধত্বমজডত্বম্, মুক্তত্বং অবিদ্যাকামকর্মপাবত্স্রবাহিত্যম । ন চ নিত্যহাদি
সংসাবাবস্থায়ামসক্তো মোক্ষাবস্থায়াম্ সম্ভবতীতি যুক্তমিত্যাহ স্বভাব ইতি । "দেহগ্রহে প্রাকৃত-
মাযাষা দশয়িতুং পুনঃ স্বমায়য়েতুক্তম্ । "স বাষং পুরুষো জায়মানঃ শবীরমভিসম্পদা-
মানং" ইতি স্ত্রীমন্তিস্ত্রীতাহ দেহবানিতি । ইবকাবাত্যাং দেহাদেববস্ত্রহেন ক্লমিতং
দ্যোতীতে ধর্মব্রহ্মোপদেশাবা প্রাণিবর্গস্ত্রাদয়নিঃশ্রেয়সতৎপনস্থাপাদনং লোকান্তগ্রহঃ,
যতুপি কুটস্থঃ স্বতন্ত্রা নিত্যবাদিলক্ষণশচায়মীশ্ববঃ স্বতো দৃষ্টতে, তথাপি যথোক্তমাগাশ্রম্য
দেহাদি গৃহীত্বা প্রাণিনামমুগ্রহমাধানো ন স্বভাববিপবায়ং পণ্যেতীত্যর্থঃ । নমু
"প্রয়োজনমহুদিশ্চ ন মন্দোহপি প্রবর্ততে" ইতি স্ত্রীমন্তিস্ত্রীতাহ প্রকামতয়া কৃতকৃত্যস্ত
প্রয়োজনাতাবাদমুগ্রহানাকাটিকতবাদে ব্যতিবিক্রানামসক্সা ধর্মব্রহ্মমুপদেষ্টমুচি ওমিতি
তত্রাহ স্বপ্রয়োজনেতি । ক্লমিতভেদভাঙ্গি হুতাহ্যপাদায় তদমুগ্রহেচ্ছয়া চৈত্যবন্দবাদি-
বিলক্ষণং ধর্মব্রহ্মমুদ্রুং নিমিষ্টাকৃতীপ্তকামোহপি ভগবানুপদেষ্টবানিত্যর্থঃ । অজ্ঞানস্যোপ-
দেশোপেক্ষাতীতি দশমতু বিশিনুষ্টি শোকেতি । নমু ভূতানুগ্রহে কঠব্যো কিমিত্যজ্ঞানায়
ধর্মব্রহ্ম ভগবতোপদিষ্টতে । তত্রাহ গুণাদিকৈবিত্তি । প্রচয়ং গমিযাতীতি মত্যা ধর্মব্রহ্ম

মৰ্জুনঃ উপদিদেশেতি শব্দঃ । অথ তথাপি মূগতোপদিষ্টধৰ্ম্মবদনমপি ভগবতুপদিষ্টো ধৰ্ম্মো
ন প্রামাণিকোপাদেয়তামুপগচ্ছেদিত্যাশঙ্ক্য বেদোক্তবাস্তবত্বং তত্ত্বল্যবহিতাভিপ্ৰেত্য শিষ্ট-
পরিগ্রহীতধাক 'মৈবমিত্যাহ তং ধৰ্ম্মমিতি । অধৰ্ম্মে ধৰ্ম্মবুদ্ধিবৈৰ্ণবাসস্য জ্ঞাতৃত্যাশঙ্ক্যাহ
সৰ্বজ্ঞ ইতি । "কৃষ্ণৈষ্যায়নং বিদ্ধি ব্যাসং নারায়ণং প্রভুং" ইতি শ্রুতে: সজ্ঞানোপকারক
ভগবদবতারত্বাচ্চ ব্যাসস্য নাত্তথা বুদ্ধিরিত্যাহ ভগবামিতি ।

গীতাশাস্ত্রমাপ্তপ্রণীতত্বমপাকৃত্য বাধ্যোত্তমুপপাদিতমুপসংহরতি তদ্বিস্মৃতি । পৌরুষে-
য়স্য বচসো মূলপ্রমাণতাবেনাপ্রামাণ্যমিতি মত্বা বিশিনষ্টি সমস্তেতি । শাস্ত্রাকৰ্ম্মেরেব
তদর্থপ্রতিপত্তিসম্ভবে কিমিতি ব্যাখ্যানমিত্যাশঙ্ক্যাহ ছুৰ্কিচ্ছেদার্থমিতি । "পদচ্ছেদঃ পদা-
র্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনঃ । আক্ষেপস্য তমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্ ॥" ইত্যাদিক্রমে-
ণাস্য শাস্ত্রস্য পূৰ্ব্বাচাৰ্য্যোব্যাখ্যাতত্বাৎ কিমর্থমিদমারভাতে গতার্থত্বাৎ তত্রাহ তদর্থং । গীতা-
শাস্ত্রার্থস্য প্রকটীকরণার্থং পদবিভাগস্তদর্থোক্তিঃ সমাসদ্বারা বাক্যার্থনির্দেশনস্তত্রাপেক্ষতো
জয়ন্তাপেক্ষসমাধানলক্ষণো বৃত্তিকারৈদর্শিতস্তথাপি তথাবিধমেব শাস্ত্রং শাস্ত্রপরিচয়শ্রুতঃ
সমুচ্চর্য্যামুচ্চর্য্যাদিভির্বিকল্পার্থভেদে অনেकार্থভেদে চ বৃত্তীতমালক্ষ্য তদ্বুদ্ধিমত্ত্বোক্তমিদ-
মারম্ভব্যমিত্যর্থঃ । যেবাং প্রাচীনে ব্যাখ্যানে বুদ্ধিরপ্রতিষ্ঠা, তেষাং সম্প্রতিতনে এতদ্বিস্মৃসৌ
প্রবেক্ষ্যতীতি কুতো নিম্নমন্তত্বাহ বিবেকত ইতি । পূৰ্ব্বব্যাখ্যানে তত্তদর্থনির্দ্ধারণার্থো-
পভাসঃ সংকীর্ণবৃত্তীতীতি ন তত্র কেছাঙ্কিমনীবা সমুচ্চিযতি, প্রকৃতে ত্বসম্প্রকীর্ণতয়া
তত্ত্বপদার্থনির্ণয়োপযোগিত্বায়াং বিস্ত্রিয়তে, তেনাত্ত মনসঃসম্মোহোপি বুদ্ধিরবতরতীত্যর্থঃ ।
কিঞ্চানপেক্ষতাদিকগ্রহসম্ভাব্যং প্রাচীনে ব্যাখ্যানে শ্রোতৃণাং প্রকৃতিরত্র অপেক্ষিতান্নগ্রহে
বিবরণে প্রায়শঃ সৰ্ব্বেষাং প্রকৃতিঃ স্যাদিত্যাহ সংক্ষেপত ইতি ।

নহু অনাপ্তপ্রণীতত্বাতাবেহপি নেদং শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং বিষয়ান্তমুৎকল্যানভিত্তয়েন
শাস্ত্রত্বাভাবাদিত্যশঙ্ক্য সৰ্ব্বব্যাপারাগাং প্রয়োজনার্থত্বাদানৌ প্রয়োজনমাহ তসোতি ।
প্রামাণ্যিত্বপ্রামাণ্যস্য ব্যাখ্যেয়ভেদে মনসি সন্নিহিতস্য গীতাশাস্ত্রস্য সংক্ষেপতঃ সংগ্রহঃ
সম্প্রতিষ্ঠিতঃ সৰ্ব্বব্যাপারঃ তেনেদং পরমং কলং বরিশিত্তং শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়সং, কৈবল্যক-
অবাস্তবকলন্ত তত্রাবাস্তবকল্যাক্ষেপে মনোনিগ্রহাদি বিবক্ষ্যতে । নিঃশ্রেয়সকং 'দ্বিবিধঃ
দ্বিরতিশয়ঃ স্বার্থবিভাবো' নিঃশ্রেয়ানর্থোচ্ছিত্তিশ্চ, তত্রাত্তমাহরতি পরমিতি । দ্বিতীয়-
বর্শরতি সঙ্কেতকসোতি । সংসারোপরমসাত্ত্বিকত্বং প্রতিযোগিনঃ সংসারস্য পুনরুৎপত্তা-
যোগ্যত্বং তচ্চ শাপমুচ্ছাদিব্যাধিক্ষেদার্থং বিশেষণং তদেব সাধয়িতুং সঙ্কেতকসোতুচ্চম । উক্ত-
কলং সমুচ্চিষ্ঠাদেবকৃৎকিনো বা কৰ্ম্মণঃ' স্যাদিত্যি তস্যৈব শাস্ত্রপ্রতিপাত্তেত্যাশঙ্ক্যভি-
দেয়মভিধিংসম্ভবঃ সমাধেতে তচ্চেতি । 'আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাশেবভেদে' 'কৰ্ম্মনিষ্ঠাত্রোচ্যতে
প্রাধান্যেন' 'আত্মজ্ঞাননিষ্ঠেবাজ প্রতীপাত্তে' ইত্যর্থঃ । 'নহু শেখিণী নিষ্ঠা কুতো ন ভবতি
সন্ধ্যাসাং' 'কৰ্ম্মনিষ্ঠায়াঃ' 'শেখাং তত্রাহ সৰ্ব্বোক্ত । সন্ধ্যাসদ্বারোণাক্ষরভূতপ্রবণাদে-
বৈধী- নিষ্ঠা শিধ্যতি, শেখরক- কৰ্ম্মণস্তত্র, পরস্পরমিত্যর্থঃ । নহু 'ব্রহ্মজ্ঞানতপঃকৰ্ম্ম

ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ" ইতি বাক্যশেষাৎ সমুচিতমাত্মজ্ঞানমত্ৰ প্রতিপাদ্যতে ? নেতাহ
তথেতি । সৰ্বকৰ্মসম্যাসপূৰ্ণকৰ্মাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপং ধৰ্ম্যং নিঃশ্রেয়সাধনং প্রয়োজনং, প্রাপ্তকং
গীতামুশতি ইদমেবেতি । বক্তৃত্বদীদতিপ্রায়ভেদাশঙ্কাং বারয়তি ভগবতৈতৰ্কেতি । উক্তমহু
গীতামুশতি সৰ্বকৰ্ম, ব্রহ্মণঃ পদং পূৰ্ব্বোক্তং নিঃশ্রেয়সং তস্য বেদনং লাভস্তত্র বিশিষ্টো জ্ঞাননিষ্ঠা-
রূপো ধৰ্ম্যঃ সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ । যজ্ঞদানাদিবাক্যস্য তু তত্কাখ্যানাবসরে তাৎপর্য্যং বক্ষ্যতে ।
কৰ্ম্মত্যাগস্য ভগবতোহভিপ্রেতস্বৈ বাক্যাস্তরমহুগীতাগতমেবোদাহরতি তত্রোহেবতি । ধৰ্ম্মা-
ধৰ্ম্মাপূৰ্ণাসংসর্গিহে হেতুমাং নৈবেতি । ক্রিয়াধ্বয়সম্বন্ধাভাবাৎ তন্নির্কৃত্যা পূৰ্ণাত্যাসম্বন্ধে
প্রাপ্তমর্থমাহ যঃ স্যাদিতি । বাগাদিবাঙ্ককরণব্যাপারবিরহিতত্বং তুষ্কীমিত্যুচ্যতে কিঞ্চিৎ-
চিৎস্বয়িত্যন্তঃকরণব্যাপারভাবোহভিপ্রেতঃ বিবিধকরণব্যাপারহিতঃ সন্ প্রাপ্তকো যোহধিকারী
কেবলমেকস্মিন্নধিতীয়ে ব্রহ্মণ্যাদনমবস্থানং তত্র লীনস্তদ্বিন্নেব সমাপ্তিতাগী স্যাৎ, তস্যাসম্প্রজ্ঞাত-
সমাবিনিষ্টস্য সৰ্বকৰ্ম্মত্যাগহেতুকং জ্ঞানং মুক্তিহেতুর্ভবতীত্যর্থঃ । ন কেবলমহুগীতাশেষ
যথোক্তং জ্ঞানমুক্তম্, কিন্তু প্রকৃতেহপি শাস্ত্রে সমাপ্ত্যবসরে দর্শিতমিত্যাহ ইহাপীতি । নহ
নিবৃত্তিলক্ষণধৰ্ম্মাত্মকং সসংজ্ঞাসমাত্মজ্ঞানমেব ন প্রতিপাদ্যতে "কুৰ্ব্ব কৰ্ম্মেব তত্ৰাৎ ইম্" ইত্যাদৌ
প্রবৃতিগক্ষণস্যাপি ধৰ্ম্মস্য বক্ষ্যমাণত্বাক্ষর্য্যোশ্চ প্রকৃতত্বাবিশেষাৎ তত্রাহ অভ্যুদয়ার্থেহীতি । নহ
বর্ণিতাশ্রমভিত্তিচাতুৰ্ভৈরভ্যুদয়ভ্যুদয় বিহিতস্যাপি তন্ত ন বৃত্তং মোক্ষসাধনত্বাদিকারে বিধানম্,
দেবাদিহানপ্রাপ্তিহেতুভেন মোক্ষং প্রতি প্রতিপক্ষত্বাৎ ? সত্যম্, তথাপি ফলাভিলাষমন্তরেণেতরা-
পণবিয়া কৃত্য বুদ্ধিগুদ্ধিহেতুত্বাৎ তস্যেহ বচনমিত্যাহ স চ দেবাদীতি । ফলাভিসন্ধিভাবে কৃতঃ
সম্মিতি শেযঃ । প্রবৃত্তিলক্ষণধৰ্ম্মস্যোক্তরীত্য চিত্তগুদ্ধিহেতুত্বেহপি মোক্ষহেতুভেন কুতো
মোক্ষাধিকারে নির্দেশঃ স্যাৎ ? ইত্যাপশ্যাহ শুদ্ধেতি । প্রতিপত্ততে প্রাপ্তকো ধৰ্ম্ম ইতি শেযঃ ।
যদুক্তং "ফলাভিসন্ধিবর্জিতমীশ্বর্যপণ বুদ্ধ্যাহুতিং কৰ্ম্ম বুদ্ধিগুদ্ধয়ে ভবতি" ইতি । তত্র বাক্য-
শেবমহুহুলয়তি তথ্যচেতি ।

শাস্ত্রস্য প্রয়োজনং সাধনমুক্তমহু বিষয়ং দর্শয়তি ইমমিতি । দর্শিতেন ফলেণ শাস্ত্রস্য
নিষ্ঠাধ্বয়দ্বারা সাধ্যসাধনভাবঃ সম্বন্ধো বিষয়েণ বিষয়বিধিরিত্তমিতি নিবন্ধিত্বাহ বিশেষত ইতি ।
এবমহুধ্বয়বিশিষ্টং শাস্ত্রং ব্যাখ্যানার্থমিত্যুপসংহরতি বিশিষ্টেতি । সিক্তে ব্যাখ্যানযোগ্যত্ব
ব্যাখ্যায়ত্বে ফলিতমাহ বত ইতি । এবং গীতাশাস্ত্রস্য সাধ্যসাধনভূতনিষ্ঠাধ্বয়বিষয়স্য পরাপরা-
বিধেয়প্রয়োজনবতো ব্যাখ্যায়ক প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যাতৃকামঃ শাস্ত্রং তদেকদেশস্য প্রথমাধ্যায়স্য
দ্বিতীয়াধ্যায়ৈকদেশসহিতস্য তাৎপর্য্যমাহ অত্র চেতি । গীতাশাস্ত্রে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমল্লোকে
কৰ্ম্মসম্বন্ধপ্রদর্শনপরে স্থিতে সতীতি যাবৎ ।

আনন্দগিরিকৃত টীকার তাংপর্য্য ।

হে বিম্ববিন্দন ! আমার প্রতি রূপা-পীযুষ-বর্ষণী দৃষ্টি/বিতরণ কর । কর্ম ও জ্ঞাননিষ্ঠা (অর্থাৎ শ্রদ্ধা) রূপ অমৃত বাহার মুখ-পঙ্কজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই বাহুদেব হরিকে সর্বদা প্রণাম করি । সর্বব্যাপী হরি ও সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া শিষ্যগণের শিক্ষার নিমিত্ত, শ্রীমচ্ছরচাৰ্য্যের বিরচিত গীতা-ভাষ্যের “গীতাভাষা-বিবেচন” নামক ব্যাখ্যা করিতেছি ।

ইহ সংসারে দুঃখ-নিবৃত্তি পূর্বক মুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত সকলেরই অভিলাষ, কিন্তু তত্পারের অপরিজ্ঞান বশতঃ, অনেকই সফলকাম হইতেছে না দেখিয়া, পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রীতি এই গীতাশাস্ত্রে তাহার উপায়ভূত জ্ঞান ও কর্মরূপ নিষ্ঠাষয় উপদেশ করিয়াছেন । উপায় ও উপেষ্টভূত কর্ম ও জ্ঞাননিষ্ঠা প্রতিপাদন-বিষয়ক সেই গীতাশাস্ত্রের ভাষ্যকার ভগবান শরচাৰ্য্য বিষ্ণুরূপ-ভূষ্টগ্রহের উপশমাদি প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত প্রামাণিক ব্যবহারানুসারে, ইন্দ্রদেবত্ব-স্বরূপ মঙ্গলাচরণ পুরঃসর, সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সহিত ইতিহাস পুরাণাদির এক-বাক্যতা প্রবর্ণনার্থ, প্রথমতঃ পৌরাণিক একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন (১) ।

পূর্বে বলা হইয়াছে, এই গীতাশাস্ত্রে সাধ্য-(জ্ঞান) সাধন-(কর্ম) রূপ নিষ্ঠা (শ্রদ্ধা) ঘন ভগবৎ-কর্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? জগৎস্বজন-কারী ব্রহ্মার অভ্যর্থনায় (২), ভূতার-হরণের নিমিত্ত বহুদেবের ঔরসে, দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত ভগবান হরি কর্তৃক কুন্তীদেবীর মধ্যমপুত্র প্রথিতমহিম অর্জুনকে যুদ্ধে প্রেরণই এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বলিয়া বোধ হইতেছে ; অতএব পরম প্রয়োজনের সহায়ভূত নিষ্ঠাষয় প্রতি-পাদন-করাইতে গীতাশাস্ত্র কিরূপে সমর্থ হইবে ?

এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন, ব্রহ্মার নিকটে স্বীকৃত হইয়া, ধন-সংস্থাপনের নিমিত্ত, ভগবান্ ভ্রমণে অবতীর্ণ হইলেন । তিনি পরমাদিকারী শিষ্য অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া এই গীতাশাস্ত্র পরিব্যক্ত করিলেন ; এবং অর্জুনের অন্তরে স্বধর্ম্মমুগ্ধ প্রবৃত্তির উত্তেজনা দ্বারা ভূতার-হরণ রূপ কার্য্যও সঙ্গে সঙ্গে সম্পন্ন করিলেন ; অতএব উক্ত সাধ্যসাধন রূপ নিষ্ঠাষয় এই শাস্ত্রের বিষয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই ।

(১) “ও ধীরাঃ পরঃ ইত্যাদি শ্লোকের অন্তর্গত শ্রীমচ্ছরচাৰ্য্যের সূচনানুগারে লিখিত আছে ।

(২) পরাশর উবাচ । ইত্যোতং সংস্তিতং ক্রিয়া মনসা ভগবান্ভজঃ । ব্রহ্মাণমহি প্রীতান্না বিষ্ণুরূপধরো হরিঃ ॥ বিষ্ণুপূরণং অংশ ১ অধ্যায় । শ্রীভগবানুবাচ । ভোভো ব্রহ্মণ ! হরি মন্তঃ সহ দেবৈর্হৃদিকীত । তদ্ব্যক্তামশেষং বঃ শিষ্যং বাবাধর্ষ্যতাং ॥ পরাশর কহিলেন, বিষ্ণুরূপধর অম ভগবান্ হরি একগুণ স্তব শ্রবণে মনে মনে প্রীত হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন । শ্রীভগবান্ কহিলেন ব্রহ্মণ ! দেবগণ এবং তুমি আমার নিকটে বাহা প্রার্থনা করিতেছ তাহা সহুদয় বল, এবং তাহা যেন শিষ্য হইয়াছে, এইরূপ বিবেচনা কর (শরচাৰ্য্য সূচনানুগারে ১ম টীপ দ্রষ্টব্য)

যদি বল যায়, ভগবান ভাব্যাকারের এই গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করণে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় নাই; কারণ গীতাশাস্ত্র যে আশু (৩) প্রণীত তদ্বিষয়ক কোন প্রমাণ দেখা যায় না। এই আশঙ্কাপরিহারার্থ ভাব্যাকার (শঙ্করাচার্য্য) গীতাশাস্ত্র-প্রণেতার আশুত্ব শু সর্বজ্ঞত্ব 'ভগবান' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যে সর্বোত্তম সর্বজ্ঞ নারায়ণাখ্য দেবদেব সনাত্ত প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্বয়ং অবস্থিতি করিতেছেন, সেই পরমপুণ্যই এই গীতাশাস্ত্রের প্রণেতা; তদনুগৃহীতেরাই যখন আশুরূপে পরিচিত, তখন তিনি যে পরমাপ্তবাসিন্দ তাহাতে আর সন্দেহ কি? চতুর্কর্ণনয় হিরণ্যগর্ভাদি রূপ এই জগৎ ভগবৎকর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তিনি স্বয়ং ইহার রক্ষা-ভার গ্রহণ করিবে বৈষম্যজনিত পক্ষপাতিত্বরূপ দোষে দূষিত হইয়া পড়েন, অথচ ব্যবস্থাপক অর্থাৎ রক্ষকভাবে জগৎ থাকিতে পারে না দেখিয়া, এই বিচিত্র জগতের রক্ষার্থ অগ্রে মরীচি প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিলেন এবং যজ্ঞদানাদিরূপ বেদোক্ত প্রবৃত্তি-লক্ষণধর্মের অমুষ্ঠানে তাহাদিগকে নিয়োজিত করিলেন। যদি বল প্রবৃত্তিধর্মপরায়ণ মরীচি প্রভৃতির দ্বারা যজ্ঞদানাদিরূপ প্রবৃত্তিধর্মই রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু শম-দমাদি রূপ নিবৃত্তিধর্ম কিরূপে রক্ষিত হইবে? এজ্ঞ কহিতেছেন "ততোহস্তাংশেচি" অর্থাৎ বিষয়-ভোগাভিলাষ নিমুগ, বিবেক-প্রধান সনকসনন্দাদিকে সৃষ্টি করিয়া নিবৃত্তিধর্মেরও সংস্থাপন করিলেন। এই উভয়বিধ ধর্ম মুক্তির প্রয়োজক হইলেও, যজ্ঞদানাদি রূপ প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম ভোগাভিলাষী পুরুষের সাক্ষাৎ অভ্যাসের কারণ, আর মুমুকুদিগের পরম্পরা (৪) মুক্তিরও হেতু। জ্ঞান-বৈরাগ্য-সাধন নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম সাক্ষাতেই মুক্তিপথের প্রয়োজক জানিবে। পুরুষার্থাভিলাষী প্রাণিবিগট যথাযোগ্য উক্ত ধর্মদ্বয় রক্ষা করিবে। তবে বর্ণ ও আশ্রম ভেদে অমুষ্ঠাতৃবিশেষের তাৎপর্য্য কি? অভিলাষ সমান হইলেও, ক্রটি সৃষ্টি পর্যালোচনা করিয়া, আশ্রমী ব্রাহ্মণাদিই অমুষ্ঠাতা নিরূপিত হন। যদি যথোক্ত ধর্ম দ্বারা জগতের রক্ষা সাধিত হয়, তাহা হইলে আদিকর্তা ভগবান নারায়ণ কি জ্ঞাত বহু অনর্থ-কলুষিত শরীর পরিগ্রহ করিলেন? অদীর্ঘ কাল প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্মামুষ্ঠান জ্ঞাত বিষয়ভোগাভিলাষে আসক্ত মানবগণ উন্মার্গগামী হইয়াছে দেখিয়া, তাহাদের দমন এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার নিমিত্ত ভগবান শরীর ধারণ করিলেন। (গীতা. ৪ অঃ। ৭ শ্লোক) কিন্তু সে ভগবদ্দেহ সাধারণ মানব-দেহের দ্বারা কদাপি কলুষিত নহে।

(৩) আশু—অম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্য, করণপাটব এই দোষ-চতুষ্টয় রহিত। অম, অর্থাৎ অনন্ততে বহু জ্ঞান। প্রমাদ, অর্থাৎ অনবধানতা। বিপ্রলিপ্য, অর্থাৎ বন্ধনেচ্ছা। করণপাটব (করণপণের অপটুতা), অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব কার্যে অক্ষমতা। যিনি এই চতুর্বিধ দোষশূন্য তিনিই আশুপদবাচ্য। বিবিগণ উল্লিখিত দোষ চতুষ্টয়শূন্য বলিয়া তাহাদের বাক্য আশ্রমবাক্যরূপে পরিগৃহীত হয়। যথা—

অম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্য করুণাপাটব। অর্থাৎ বিজ্ঞ বাক্যে নাহি দোষ এই সব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

(৪) পরম্পরা অর্থাৎ সাক্ষাৎ সাক্ষ্য প্রদেহ। যজ্ঞাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, শান্তি দ্বারা বৈরাগ্য, বৈরাগ্য দ্বারা জ্ঞানোপলব্ধি এবং তদ্বারা মুক্তি।

ভগবান্, নরায়ণ ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে রাজভাদ্রাগণের পৌরহিত্য কার্যে নিযুক্ত করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণও যজ্ঞনাথ্যাপনাদি দ্বারা, তাঁহাদিগকে বর্ণাশ্রম ভেদে স্বধর্মপরায়ণ করিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ রক্ষিত হইলে সকল সুরক্ষিত হয়। শরীর ধারণ বিষয়ে অন্নাদির সহিত তাঁহার বিশেষ কি ? এই সন্দেহ নিরাসের নিমিত্ত বলিতেছেন, তিনি জ্ঞানৈশ্বর্যাদি বড় গুণ বিশিষ্ট (৫) হইয়া, অনাসক্ত ভাবে ত্রিগুণাম্বিকা মায়া দ্বারা জগতের বাবতীয় কার্য সম্পাদন করিতেছেন ; বিষয়ালস্ক ৭ মায়াপরতন্ত্র আমাানের সহিত তাঁহার কোন প্রকার সাম্য হইতে পারে না। সর্ব লক্ষণ কৃতকৃত্য ভগবান্, অকারণ এই বিবিধ ধর্মের আবিষ্কার করিলেন কেন ? প্রয়োজন্যভাবে দুর্লোকও কদাপি কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করে না। ইহার উত্তরস্বরূপে বলিতেছেন, কল্পিত জীবগণের প্রতি দ্বয়ই একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া স্বপ্রয়োজন্যভাবেও অর্জুনকে লক্ষ্য করতঃ এই ধর্মব্রহ্ম প্রকাশ করিলেন। যদি বল, অর্জুনকে উপদেশ প্রদান করিলে জগতের কি উপকার হইবে ? এই প্রশ্ন নিরাসের নিমিত্ত বলিতেছেন, বহুদর্শী মহদগুণ যাহা আচরণ করেন, ঐ লক্ষ্য ও সন্দ্বিহান ব্যক্তিগণ তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। অতএব অর্জুনের দ্বায় সর্ব গুণসম্পন্ন কীর্তিমান ব্যক্তি কর্তৃক আদৃত হইলে ধর্মব্রহ্ম জন-সমাজে বিশেষরূপ প্রচারিত হইবে।

প্রাচীন আচার্যগণ গীতাশাস্ত্রের পরিচ্ছেদ, পদার্থোক্তি, বিগ্রহ, বাক্য যোজনা, পূর্বপক্ষের সমাধান এই পঞ্চবিধ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তবে ভগবান্, ভাষাকার পুনর্বার কেন তাহাতে প্রকৃত হইলেন ? প্রাচীন আচার্যগণের সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যায় অল্প বুদ্ধি মানবদিগের বুদ্ধি প্রতিষ্ট হয় না দেখিয়া, অনায়াসে পদার্থাবগতির নিমিত্ত, তিনি এই ভাষ্যরচনা করিলেন। এই ভাষ্যালোচনা দ্বারা উক্ত মধ্যম অধ্যায় ত্রিবিধ লোকেরই গীতাশাস্ত্রে বুদ্ধি পরিষ্কৃত হইবে। এই গীতা-শাস্ত্রের বিষয়ীভূত সাধ্যসাধনরূপ নিষ্ঠাঘরের পরাপর অর্থাৎ মুক্তি ও বিষয়ভোগরূপ পরম-প্রয়োজন প্রতিপাদনাতিশ্রায়ে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের একদেশের সহিত প্রথম অধ্যায়ের তাৎপর্য্য কহিতেছেন।

রামানুজ ভাষ্য ।

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ । যৎপাদান্তোক্তহৃদ্যান-বিশ্বত্যাশেষকল্পঃ । বস্ত্তামুপধাতোহহং-
 যামুনের নমামি তম্ ॥ ১ ॥ প্রিয়ঃ পতিনিখিলহেয়প্রতানীককল্যাণৈকতানঃ । স্বেতাসমস্ত
 বস্ত্তবিলকপানন্তজ্ঞানানৈকস্বরূপঃ । স্বাভাবিকানবধিকান্তিশয়জ্ঞান-বলৈশ্বর্য্য-বীৰ্য্য-শক্তি-
 তেজঃ সৌশীল্যপ্রভৃত্যসম্বোয়কল্যাণগুণগুণমহোদধিঃ । স্বাভিমতানুসঙ্গৈকরূপাচিত্ত্য-দ্বিধা

(৫)-বড় গুণ যথা :—জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীৰ্য্য, তেজঃ । জ্ঞান, তেজঃ অর্থাৎ বিষয় পরিচ্ছেদ, ঐশ্বর্য্য ঐশ্বর্য্য, অর্থাৎ সর্বজনকর্তা, শক্তি, বিষয় নিবর্তন-সামর্থ্য্য ; বল, সহায় সম্পত্তি, বীৰ্য্য, পীতাক্রমবহ, তেজঃ কপালভা ও ধ্বজ চিহ্ন ।

ভূত-নিত্য-নিরবদ্য-নিরতিশয়ৌন্দর্য্য-সৌন্দর্য্য-সৌগন্ধ্য-সৌকুমার্য্য-লাবণ্য-মৌবদ্যন্যস্ত গুণনিধি-
দিব্যরূপঃ । ষোড়শ-বিবিধ-বিচিহ্নানন্তাচর্য্য-নিত্য-নিরবদ্যপরিমিত-দিব্যভূষণঃ স্বাহরূপপুঞ্জোন্মাদ-
চিহ্নাশক্তি-নিত্য-নিরবদ্য-নিরতিশয়-কল্যাণ-দিব্যযুগলঃ । স্বাভিমত-নিত্য-নিরবদ্যাহরূপ-স্বরূপ-
রূপ গুণ-মিতবৈশ্বর্য্য-শীলান্বনবধিকান্তিশয়সম্মোর-কল্যাণগুণগণ-শ্রীমদ্রজঃ । স্বসকলানুবিধিস্বরূপ-
শ্রুতি-প্রস্তুতিভেদাশেষ-শেষতৈকরতিরূপ-নিত্য-নিরবদ্য-নিরতিশয়জ্ঞান-ক্রিরৈশ্বর্য্যাদ্যনন্ত গুণ গণা-
পরিমিত-শেষশেষাশন-গরুড়প্রমুখনানাবিধানস্তপরিজন-পরিচারিকাপরিচরিতচরণযুগলঃ । " পরম-
যোগিবান্ধনসাপরিচ্ছেদ্যস্বরূপস্বভাবঃ । ষোড়শবিবিধবিচিহ্নানন্তভোগ্য-ভোগোপকরণ-ভোগস্থান-
সমৃদ্ধানন্তাচর্য্য-মহাবিভবানস্তপরিমাণ-নিত্যনিরবদ্যাকর-পরমযোগ্যমনিলায়ঃ । বিবিধ-বিচিহ্নানন্ত-
ভোগ্য-ভোগ্যভূগর্ভপূর্ণ-নিখিলজগদ্রম-বিতব-সরসীলঃ । পরব্রহ্মপুরুষোত্তমো মারায়ণো ব্রহ্মাদিঃ
হ্রাবরাস্তমখিলং জগৎ সৃষ্ট্বা সেনরূপেণাবস্থিতো ব্রহ্মাদিদেবমহুবাণাং । ধ্যানারাদনাদ্যগোচরোহি-
পারকারুণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্যোদার্য্য-মহোদধিঃ । স্বমেব রূপং ভক্তজাতীয়সংহানং স্ববতাবমজহ-
দেব কুর্কস্তুত্ব তেব লোকেষবতীর্থ তৈত্তৈরারাদিতস্তত্তদতীষ্টাহরূপপদার্থকামমোক্ষাধুঃ ফলং
প্রযচ্ছন ভূভারাপহরণপদেনোন্নদাদীনামপি সমাপ্রয়ণীয়তয়াবতীর্থোকার্ণাং বংশিকল-মহুজনয়ন-
চারি-দিব্যচেষ্টিতানি কুর্কন পুতনা-শকট-বমলার্জুনায়িষ্ট-প্রলম্ব-ধেমুকাহর-কালীয়-কেশি-কুবলয়া-
পীড়-চাগুর-মুটিক-কংসাদীন নিহতানবধিকদয়াদিসৌহাদ্যহুবাগগর্ভাবলোকনালাপামৃতেকিঞ্চন্য-
প্যায়ন নিরতিশয়সৌন্দর্য্যসৌশীল্যাদিগুণগণাবিকারেণাকুর-মালাকারাণীন্ পরমভাগবতান্ কৃত্বা
পাশুতনয়যুদ্ধেপ্রোৎসাহনব্যাঞ্জন পরমপুরুষার্থলক্ষণং মোক্ষসাধনতয়া বেদান্তোদিতং অবিশদ-
জ্ঞানকন্দামুগৃহীতং ভক্তিযোগমবতারয়ামাস । তত্ত্ব পাণ্ডবাস্ত্রঃ কুরুণাঞ্চ যুদ্ধে প্রারম্ভে স
ভুগবান্ পুরুষোত্তমঃ সর্কেষ্মরো জগদ্রপকৃতিমতাপ্রিতবাৎসল্যবিবশুং পার্থং রথিনমাত্মনঞ্চ স্তম্ভয়িত্ব
সর্কলোকসান্নিকং চকার । এরমজ্জুনতোৎকর্ষং জাহাপি সর্কান্ননাচ্ছো ধৃতরাষ্ট্রঃ সুযোধনবিজুর-
ব্রহ্মসয়া সজয়ং পপ্রচ্ছ ।

রামানুজ-ভাব্যের তাৎপর্য্য ।

বাহ্যের পাক পদ্ম ধ্যানে অশেষ পাপশূন্য হইয়া, বস্ত (১) স্বরূপকে প্রাপ্ত হইরাছি, সেই
পার্কতী পুত্র গণপতিক (যমুনাচার্য্যের পুত্রকে) প্রণাম করি ॥

যিনি অশেষ কল্যাণের আশ্রয় ও প্রাকৃত বস্ত সকলের ভেদকারী, অসাম জ্ঞান ও আনন্দৈক-
স্বরূপ ; স্বভাবতঃ অতিশয় জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্ঘ্য, শক্তি, তেজঃ, স্থলীলতা প্রভৃতি অশেষ
গুণগণ মহোদধি, স্বাভিমত, অচিন্ত্য, দিব্য, অদ্ভুত, নিত্য, নিরুদ্ভট । " নিরতিশয় সৌন্দর্য্য
সৌন্দর্য্য, সৌগন্ধ্য, সৌকুমার্য্য, লাবণ্য, মৌবদ্যাদি অনন্ত গুণনিধি স্বরূপ, স্বাহরূপ বিবিধ, বিচিহ্ন

আশ্চর্য্যঃ অপরিমিত, দিব্য ভূষণে ভূষিত; স্বযোগ্য, অসম্ভা, অচিন্ত্যশক্তি, নিত্য, নিরবন্ত, নিরন্তর মঙ্গলময় দিব্যায়ুধধারী; স্বাভিমত রূপ-গুণ বিভব ঐশ্বর্য্য স্তম্ভীলতাদি অসম্ভা গুণরাশি, দ্বারা কমলার প্রিয়; অনন্ত-গুণ-বিভূষিত, অনন্তাশন গরুড় প্রভৃতি অনন্ত পরিজন ও পরিচারিকাগণ পরিসেবিত চরণ-যুগল; পরম যোগিগুণেরও বাঁকা মনের অবিষয়। স্বাক্ষরূপ বিবিধ বিচিত্র অনন্ত ভোগ্য, ভোগোপকরণ, ভোগস্থান মহাবিভব, অনন্ত পরিমাণ নিত্য পরাকাশ নিলয়; বিচিত্র অনন্ত ভোগ্য, ভোক্তৃবর্গ পরিপূর্ণ, নিখিল জগৎপতি-স্থিতিলায়কারী, একরূপ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম কমলাপতি নারায়ণ ব্রহ্মদি স্বাবরাস্ত অখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়া ভ্রমধ্যে স্বীয়রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মনুষ্যগণের আরাধনার, অপার কাঙ্ক্ষা, স্তম্ভীলতা, বাৎসল্য ও ঐদার্য্যমদি গুণ সাগর ভগবান্ যে যে লোকে তত্তজ্জাতীয় শরীর ও স্বভাবের সহিত জন্ম গ্রহণ করেন, সেই সেই লোকের অস্তীষ্টারূপ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ কল প্রদান করিয়া তাহাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত, ভূতার হরণের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, মানবগণের নয়নের ঐতিকারক লোকাভীত ক্রিয়া দ্বারা পুতনা (২), শকট, যমলার্জুন, অরিষ্ট,

(২) পুতনাবধি।—তস্মিন্ স্তনং দুর্জয়বীৰ্য্যবলং যোরাবদায় শিশোদর্শিবধি। পাচং করাতাং ভগবান্ প্রাণীভ্য তৎপ্রাণৈঃ সমং রোষমম্বিতোহশিবৎ ॥ শিশাচরীং ব্যথিতস্তনা বহুবীর্য়াদয় কেশাং-
চরণৌ ভূদাবপি। প্রাণীভ্য গোষ্ঠে নিজরূপমাহিতা বজ্রাহতে ব্রজ ইবাশতঙ্গ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতঃ ১০।৬৪
বালবাতিনী পুতনা ছদ্মবেশে নন্দপুরে প্রবেশ করিয়া নবকুমার যশোদানন্দকে ক্রোড়ে আনয়ন পূর্বক অতি তীক্ষ্ণবীৰ্য্য বিবর্ণ শিশুর স্তনধর প্রদান করিল। অনন্তর অতি রোষাধিত ভগবান দুই কব-
দ্বারা তাকে অতিশয় গীড়ন করিয়া, সেই ছদ্মবেশা রাক্ষসীর প্রাণের সহিত তাহা পান করিলেন।
শুকসেব বসিলেন হে নৃপ! ভগবান্ কর্তৃক এইরূপে ব্যথিতস্তনা শিশাচরী প্রাণশূভা হইয়া মুখ্যবাদান পূর্বক
কেশ, চরণ ও স্তনধর প্রদান করিয়া, নিজরূপ গ্রহণ পুরসর, বজ্রাহত কৃত্যহরের স্তায়, গোষ্ঠমধ্যে
পতিত হইল।

শকটভয়ন। অধঃপরানন্ত শিশোরলোহক-প্রবালমুখজিহবং ব্যবর্তত। বিধতনানাহসকৃপাত্তাভ্রমৎ
ব্যাত্যতক্রাকবিত্তিরকুবদম্ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতঃ ১০।৭৪ শকটোদ্যোগে স্তম্ভ শিশুর প্রবাল জ্বলা মুহুর্হুত চরণ
দ্বারা আহত হইয়া শকট বিপরীত ভাবে ভূমিতে পতিত হইল। তাহাতে ভয়ত্যা কাংতাদি নির্মিত পাত্র-
সকল চূর্ণ হইয়া গেল এবং শকটের চক্র ও অক্ষ অর্থাৎ চক্র বধ্যপত আল, কুণ্ডল অর্থাৎ দুগন্ধর (বস)
ব্যত্যত অর্থাৎ বিপরীত রূপে নিপতিত হইল।

যমলার্জুন ভয়ন। ইত্যন্তরেণার্জুনমোঃ কৃষ্ণস্ত বমরোর্বধৌ। আয়নির্বেশমারোণে তির্ধ্যগ্নতমুদুখলম্ ॥
বালেন নিরুদ্বর্ততাস্তমুদুখলং তৎ প্রাণোদরেণ তরসৌৎকলিতাজি বহৌ। নিপেতভূঃ পূরমবিক্রিতাতিবেপ-
ককপ্রবালবিটপৌ কৃতচওশদৌ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতঃ ১০।১০ ॥ শুকসেব বলিতেছেন, মহারাজ! লোকপাল
কুণ্ডলের পূজ নন্দকুমার ও সুপ্রিয়, বারুণী নামিকা মদিরা পান করিয়া বসন পরিচাণ পূর্বক কামিনী-
রূপের সহিত মন্দাকিনী তোরী বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এমন সময় দেবর্ষি আর্য জমণ করিতে
বসিতে, ভয়ানক উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া, লজ্জিতা রমণী সকল, শাপকরে সঙ্কর বজ্র গ্রহণ
করিলেন; কিন্তু মদিরাসক্ত লোকপালার্জুন শুককবর বস্ত্রগ্রহণ করিলেন না। তখন দেবর্ষি নারদ তাহা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কেশী, কুবলয়াপিড়, চাপুর, মুকুট ও কংস প্রভৃতি বধ করিল।

দিককে বলিলেন, হে মদমত লোকপাল-পুত্রস্বয়ং । তোমরা মদে মত্ত হইয়া বসন বিহীন আপনাকেও ভ্রামিতে পারিতেছ না ; অতএব পৃথিবীতে হাবরতা প্রাপ্ত হও । আমার এসানে এই বৃত্তান্ত তোমাদের শ্রবণ থাকিলেই এবং দেবপরিমিত শত বৎসরান্তে, ভগবান্ বাহদেবের সান্নিধ্য লাভ করিয়া, তৎকৃপায় পুনর্বার বর্ণনায় প্রাপ্ত হইয়া ভগবত্তত্ত্ব হইবে । তৎপরে উক্ত শুভকর, বৃন্দাবনে বমলাজ্ঞননামে বৃক্ষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল । একদিন বশোনা অতি দুর্ভিক্ষীত নিম্ন বালকের দোরাদ্বা সন্মুখ করিতে না পারিয়া, কটিদেশে রক্ত-প্রদান পূর্বক, তাঁহাকে উদুখলে বন্ধন করিয়া কাঁধ্যাক্তরে গমন করিলেন । তখন পরম দয়ালু ভগবান্ হরি, প্রিয়ভক্ত বৈকুণ্ঠ নারদের বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত, সমুখবর্তী বমলাজ্ঞন বৃক্ষবরের মধ্যদেশে প্রবেশ করিলেন । ভগবান্ বৃক্ষবরের মধ্যভাগে প্রবেশ করিবামাত্রই উদুখল তির্বাণ্ডাবে ভূমিতে পতিত হইল । বালক নামোদয় কর্তৃক বলপূর্বক উদুখল আকর্ষিত হইবামাত্র, প্রত্যেক শব্দ করিয়া শাখা পল্লবাদি একস্পন্দ ও মূল উৎপাটন পূর্বক, বমলাজ্ঞনবর ভূমিতে পতিত হইল ।

অষ্টমোঃ—অথ তর্জাগতো গোষ্ঠমসিষ্টো বৃষভাসুরঃ । মহীং মহাককুৎসারঃ কাম্পয়ন্তুঃ পৃথিবীকান্ । গোপালৈঃ পশুভির্মন্দা । ত্রাসিতৈঃ কিমসত্তম । বদদর্পহাং হুস্তানাং ববিধানাং হুস্তানান্ । সোহংগার্য কোপিতোহসিষ্টেঃ ধুরেণাযনিমুসিগন্ । উদ্যৎপুচ্ছজ্রমশ্ৰেণঃ ক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধপাশবৎ । তদাপত্যতং স স্ত্রীং শৃকরোঃ পদা সমাক্রম্য নিপাত্তা ভূতলে । নিপীড়য়ামাস যথাক্রমং কুহা বিধানেন জঘান গোংপিতং । শ্রীমদ্ভগবতঃ । ১০ । ৬৬ । অনন্তর বৃষভাকৃতি মহাককুৎসার অসিষ্টাসুর, পৃথিবীকে কাম্পন করিতে করিতে, গোষ্ঠে সমাগত হইল । তখন গোপগণ ও পশুসকল ভয়ে ভীত হইয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইল । পরে ভগবান্ তাহাদিগকে আশাস প্রদান করিয়া অস্তরকে কহিলেন, অগ্রে হুস্ত মনমতি অসিষ্টাসুর ! তোমার ভায় হুস্ত হুস্তাসুরগণের বদদর্পহারী আমি বর্তমান থাকিতে, কেন গোপবালক ও পশুসকলকে ভ্রামিত করিতেছ ? শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে কোপিত সেই অসিষ্টাসুর, ধুরূপে পৃথিবীকে ক্রোধে ক্রোধে উদ্ভিক্ষিত পুচ্ছ দ্বারা জনঘরাশি সঞ্চালিত করিয়া, ক্রোধ সহকারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণভিমুখে থাকিত হইল । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমুখাগত অসুরের শৃঙ্গবর গ্রহণ করিয়া, পদদ্বারা আক্রমণ পূর্বক তাহাকে ভূতলে নিপাত্ত করিলেন এবং অত্র বজ্রের দ্বারা তাহাকে নিপীড়িত করিয়া শূন্য উৎপাটন পূর্বক বধ করিলেন । পরে সেই অসুর বসন্ত ভূতলে নিপতিত হইল ।

একাদশোঃ—পশুংস্তারয়ন্তা গোপৈশ্চত্বরে রামকুরোঃ । গোপকুপী প্রলোভিতাঃ পশুংস্তারয়ন্তীহীরা । তং বিধানি বাসারো ভগবান্ সর্বদর্শনঃ । অবমোহত তৎসকলং বধং তন্ত্রবিচিত্রম । ভজোগাহয় গোপালক্ ক্রুদ্ধঃ প্রাহ বিহারিণং । হে গোপা বিহারিণ্যামো দন্দীভূত বধাবধম্ । যত্রোহাহতি জেতারো ব্রহ্মভিৎ পরা-জিতাঃ । অধাগতমুতিরত্তরো রিপুং বলো বিহার সার্বমিব হরন্তমাক্ষরমঃ । কুরাহনচ্ছিরসি দৃঢ়েন মুঠিনা হুস্তাধিপো পিরিমিষ বজ্ররহণা । স আহতঃ সপদি বিশীর্ণবস্ত্রকো মৃণাক্ষন । রূপিরমণম্বজ্ঞেহসুরঃ । মহারথং ব্যাহরণতং সমীরয়ন্তির্মিথৈধা মনবত আয়ুধাহতঃ । শ্রীমদ্ভগবতঃ । ১০ । ৬৭ । রামকুরো গোপবালকের সহিত বন মধ্যে গোচারণ করিতেছেন, একদা সমর, তাঁহাদের হরণ মানসে গোপকুপী প্রলব্ধ তন্ত্রায় আগমন করিল । সর্বদর্শী বহুদর্শন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, হস্তবেশে অসুর আসিরাছে ব্রহ্মভিৎ পারিয়া তৎকরণে পারচিত্তা করতঃ, অসুরের সহিত অস্ত্র বালকের দ্বারা সমিধাচরণ করিতে লাগিলেন এবং গোপবালকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে গোপবালকগণ ! তোমরা একত্রিত হও, অহা আমরা সকলেই হই হই জন করিয়া পরাজিত করিব ; যিনি বাহার দিকট পরাজিত হইবে, তিনি তাহাকে কষ্ট করিয়া বধন করিবেন । একদা পশু

অসীম দয়া সৌহার্দ অমুরাগ পূর্ণ অবলোকন ও আলাপরূপ অমৃত দ্বারা নিখিল

করিয়া সকলে খেলা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন দুষ্টমতি প্রলম্ব বলরামকে ফাঙ্কে করিয়া এবং পুরুষপ্রায় শরীর ধারণ পূর্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইল । অনন্তর বলরাম, গোপনসুহের নিকট হইতে আপনাকে অপহরণ করিতেছে জানিতে পারিয়া, তাহাকে অস্তর বলিদান মনে করিলেন, এবং যেক্রম সুরপতি উচ্চ গিরি-শিখরে বস্তু প্রহার করিয়াছিলেন, তক্রম বলরামও দুষ্ট অহরের মন্তকোপরি মুঠি প্রহার করিতে লাগিলেন । মুষ্ঠীঘাতে বিদীর্ণমস্তক সেই অহর, মুখ দ্বারা রুধির বমন করিতে করিতে, ইন্দ্রের বজ্রাহত গিরির স্তায়, ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক অচৈতন্যভাবে ভূমিতে পতিত হইল ।

ধেনুক বধ ।—বলঃ প্রবিশ্ত সাহচর্য্যে তালান্ স্পন্দিকম্পয়ন । কলানি পাতিতামাস মতঙ্গ ইবৌজসা ॥ কলংনাং পতিতাং শব্দং নিশাম্যাহরাসতঃ । অজ্ঞাধাৎ ক্ষিত্তিতলং সনগং পরিকম্পয়ন ॥ চরণাবগতো রাজন্ বলার প্রাক্ষিপদ্ম্য । স তং গৃহীত্বা পনরোত্রীময়িতৈকপাণিনা । চিক্বেপ ত্বণরাভ্যাগ্রে ভ্রামণত্যক্তজীতম্ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ॥ ১০ । ১৫ ॥ শ্রীদাম প্রভৃতি সখাগণের অমুরোধে, বলরাম তালবনে প্রবেশ করিয়া, মদমন্ত হস্তির স্তায় বিনপূর্বক, ভোলবুদ্ধিকে কপিত করিলেন । পতিত ফলের শব্দ শ্রবণ করিয়া গর্জ্জাত্তি ধেনুতাহব, পুরুষের সহিত ক্ষিত্তিতল কপিত করিতে করিতে, শব্দান্তিমুখে ধাবিত হইল । শুকদেব বলিতেছেন, সহ্যরাজ ! দুর্দান্ত গর্জ্জাত্তির নিমেষ মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া রোষপূর্বক পশ্চাৎ চরণদ্বয় বলরামের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল । বলরাম এক হস্ত দ্বারা তাহার পদদ্বয় গ্রহণ করিয়া তাহাকে বৃক্ষরাজের উপরি নিক্ষেপ করিলেন । তখন ভ্রামণ দ্বারা দুই ধেনুক জীবন পরিত্যাগ করিল ।

কালিরদমন ।—এবং পরিক্রমহত্যোজসমুন্নতাসমানস্যা স্তংপুং শিরঃবিদগ্ধ আশাঃ । তদুর্জ্জয়নিকরম্পর্শা-ভিত্তাপ্রাণাশ্বজোহবিলকলাবিশুদ্ধনর্ভ ॥ বদ্যচ্ছিরোন নমতেহন শতৈকশীকৃত্তত্তমর্দ খরদণ্ডবরোহজ্জ-পাতিঃ ॥ কীণাঘ্রো জমত উল্গমাত্ততোহহুঙ নতো বমন পরমকশ্ললমাপ নাগঃ ॥ ইত্যাকর্ণ্য বচঃ প্রাহ ভগবান্ কার্ণ্যমাহুযঃ ॥ নাত্র হেরং ত্বয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মাচিরম্ ॥ দীপন্ ব্রমণকং হিত্বা ভ্রমসেতমুপাশ্রিতঃ ॥ সত্তরাং স স্পর্শস্ত্বাং কাশ্যাবংপাদলাহিতম্ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ॥ ১০ । ১৬ ॥ বহুনা মধ্যমর্জী বিববুস্ত জলপূর্ণ সৌন হ্রদে গরুড়ভয়ে কালিব নামা সর্প, সপরিবারে বহুদিনাবধি বাস করিয়া আসিতেছিল । ঐ ভ্রমের জীর্ণ হ্রদে গরুড়ভয়ে আশ্রিত, সমীরণ সমানীত বিঘাত জলকণা স্পর্শে, ক্রমশঃ বমসদনে গমন করিতে লাগিল এক দিবস ধলনিগ্রহকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকবিশেষের সঙ্গে গোচারণে ছলে তথায় উপস্থিত হইয়া প্রাণ-শূন্য সেই স্থান দর্শন করিলেন এবং দৃঢ় হইতে লক্ষ্য দিয়া সেই বিব হ্রদে নিপতিত হইলেন । তৎপরে সেই ক্রমশঃ কালিরনাগ, শতকণা উত্তোলনপূর্বক দ্রুত বেগে তথায় উপস্থিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের মর্দন বেশ নংশন করিতে লাগিল । ভগবান্ তাহা প্রাহ মা করিয়া অতিভীত বিষধরের চতুর্দিশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং সেই কালির নাগও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতে লাগিল । এরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে বলবীৰ্য্য হত হইয়া ক্রমে তাহার মস্তক সকল অবনত হইতে লাগিল । তখন সকল নৃত্য শাস্ত্রের আদিশূর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাহার বিবৃত কণার উপর আরোহণ করিয়া, নৃত্য করিতে লাগিলেন । তৎকালে ভগবানের পদারবিন্দ তত্রত্য

- রত্ননিকর স্পর্শে স্তম্ভিত তাব্রবণ হইয়াছিল । শতমন্তকধারী কালিরনাগের বে যে মন্তক অবনতি প্রাপ্ত হইল
- না, বলদণ্ডধর ভগবান্, সূত্র্যচ্ছলে, পদাঘাত দ্বারা, সেই সমুদায় মন্তককে মর্দন করিলেন । পরে দুর্দান্ত ভীষণ স্পর্শরাজ, ভ্রমণ করিতে করিতে কীণাঘ্র হইয়া, মুখ ও নাসিকা দ্বারা রক্ত বমন পূর্বক, পদে দুর্জ্জা প্রাপ্ত হইল ।
- ঐক্স নাগপত্নীগণের স্তবে দস্তষ্ট হইয়া, ভগবান্ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন । ক্ষণকাল পরে স্পর্শরাজ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া ভগবানকে স্তব করিলেন । তখনন্তর ভগবান্ দ্বারা করিয়া বলিলেন, হে সর্প ! তোমার এখানে

জগৎকে আপীদয়িত করিয়া অতিশয় সৌন্দর্য ও সুশীলতা দি গুণাবিকার দ্বারা অক্রুর

খাণ্ডা উচিত নহে, তুমি সহর সমুদ্রে গমন কর । তুমি বাহার ভয়ে মনোহর দ্বীপ পরিত্যাগ করিও এই ব্রহ্ম

কেশি-বধ ।—কেশী তু কংস প্রহিতঃ খুরমহীং মহাহরো নিম্জরয়ন্ মনোজবঃ । সটীষধূতাজ্জবিমান-
সহুগং কূর্শন নভো হ্রুশিতভাবিতাখিলঃ ॥ তদ্বক্ৰিয়ত্বা তমধোহক্ষকো রথা, অগ্ৰহুঁ দোভ্যাং পরিশিষ্টা পাদভ্যাং ॥
লাবজমুংস্জাধনুঃশতান্তরে বধোরগং তাক্ষাহুতো বাবহিতঃ ॥ স লক্শনঃস্তঃ পুনরুধিতো রথা ব্যাদপ্য কেশী
ভরসাপত্যক্রিয়ম্ । সোহপাত্ত বজ্রে, ভুজমুত্তরং স্রবন্ প্রবেশয়ামাস বধোরগং বিলে ॥ সমেধমানেন স কৃষ্ণ
বাহন্য বিকৃদ্ধ বাহনশরণাংষ্ট বিকশিনন্ । প্রথিতগাত্রঃ পরিতুল্ললোচনঃ পপাতলেণ্ডং বিশৃঙ্গন্ ক্রিতো বাহুঃ ॥
শ্রীমদ্ভাগবত ॥ ১০ । ৩৭ ॥ কংস প্রেরিত কেশীনাং মহাস্র মনোবৎ বেগগামী মহাঘোটকরূপে পৃথিবীকে
খুরদ্বারা বিদীর্ণ করতঃ এবং জটা দ্বারা আকাশস্থ মেঘ-মণ্ডলকে ইতস্ততঃ নিক্ষেপণ পূর্বক ভীষণ হ্রোষে জগৎ
ভীত করিতেছে দেখিয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আহ্বান করিলেন । তখন দুৰ্দ্ধতি অহর পশ্চাৎপদদ্বারা
তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, গরুড় বেরূপ চকুদ্বারা সর্প গ্রহণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে, ভগবান্ ও
ভদ্রপ হস্তদ্বয় দ্বারা তাহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া, শত ধনু ব্যবধানে অনায়সে নিক্ষেপ করিলেন । ১০ ৩৭ অহর
ক্ষণকাল মধ্যে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া মুখ ব্যাদান পূর্বক পুনর্বার শ্রীকৃষ্ণভিমুখে ধাবিত হইল । সর্প যেমন
গর্ভমধ্যে প্রবেশ করে ভগবান্ ঐবৎ হস্ত করিয়া, সেইরূপে তাহার মুখমধ্যে নিজের বাসস্থ প্রবেশ করা-
ইয়া দিলেন । ভগবানের হস্ত তাহার দেহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল । পরিবর্তিত
ভগবানের হস্ত দ্বারা, তাহার শরীরস্থ নায়ুর গতি ক্রমে রোধ হইয়া উঠিল । তখন কেশী পাদচতুষ্টয় মুখমুখ
নিক্ষেপ করত, গিরগাত্র ও গিত্ত লোচন হইয়া, প্রাণ বিসর্জন পূর্বক ভূতলে শরম করিল ।

কুবলয়াপীড় বধ ।—বন্ধা পরিকরং শৌর্য্যঃ সমুহ কুটিলালকান । উগাচ হস্তিপং বাবা মেঘনাদগভীরয় ॥
অশ্রুতবট । মার্গং নো দেহ্যপদমমারিরম্ । নো চেৎ স কুঞ্জরং দাদ্য নরাসি বমসাদনম্ ॥ এবং নির্ভংসিতৌ-
হৃষষ্ঠঃ কুপিতঃ কোপিতং গজম্ । চোদয়ামাস কৃষ্ণা কালান্তকবমোপমম্ ॥ করাজন্তমভিভ্রাত্য করেণ্ডতক্ষসা-
প্রহীং । করাদিগলিতঃ নোহমুং নিহ গ্যাজ্জিহ্বালীতরত ॥ তং মহা পতিতং ক্রুদ্ধো লম্বুভাত্যং সোহহনুৎ
ক্রুতম্ । অবিক্রমে প্রহিতহে কুঞ্জরেন্দ্রোহিতামধিতঃ । চোদামানো মহামাত্রঃ কৃষ্ণমভ্যঙ্গবক্রবা । তক্ষপতন্ত-
মাসাদ্য ভগবান্ মধুসূদনঃ । নিগূহ্য পাণিনি চন্তং পাতিয়ামাস ভূতলে ॥ পতিতস্য পদাক্রম্য নগ্বেন্দ্র ইব
লীলয় ॥ দন্তমুৎপাটা তেনেভং কস্তিপাংচ্চাহ ক্রিয় ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ॥ ১০ । ৪৩ ॥ অনন্তর রামকৃষ্ণ রথদ্বয়ে
আগমন করিয়া, তথায় অষ্ট (মাহত) প্রেরিত কুবলয়াপীড়নামক হস্তী দর্শন করিলেন । পরে শ্রীকৃষ্ণ
পরিহৃত-বদ্ধ করিয়া, (কুটিল কুন্তলরাশি বন্ধন করিয়া) মেঘের ন্যায় গভীর শব্দে হস্তিপকে বলিলেন,—
হে হস্তিপক ! আমাদিগকে পথ প্রদান কর, তুমি এস্থান হইতে সহর অপস্থত হও ; নতুবা অন্য হস্তির
সহিত তোমাকে বনসদনে প্রেরণ করিব । ১০ ৪৩ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এরূপ তিরস্কৃত হইস্তিপক, কুপিত হইয়া, কালান্তক
যম সদৃশ হস্তিকে শ্রীকৃষ্ণভিমুখে প্রেরণ করিল । গজরাজ সমুখে ক্রত আগমন করিয়া, তাঁহাকে কর দ্বারা
গ্রহণ করিল । ভগবান্ কালশেল তাহার কর হইতে দ্বিগলিত হইয়া তাহার পদ চতুষ্টয়ে প্রহার পূর্বক
অভ্যহিত হইলেন । শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমিতে পতিত হইয়াছেন, গজরাজ এরূপ বিবেচনা করিয়া, ক্রোধ সহকারে
পৃথিবীতে লম্বুভাত্য আঘাত করিতে লাগিল । এরূপে নিজ বিক্রম নিহত হইলে, হস্তিপক কর্তৃক চালিত
মহাকৃষ্ণ গজরাজ, রৌপ্যপূর্বক শ্রীকৃষ্ণভিমুখে ধাবিত হইল । তখন ভগবান্ মধুসূদন লম্বুভাত্য কুবলয়াপীড়কে
প্রাপ্ত হইয়া, একহস্তদ্বারা তাহার শুভ্র গ্রন্থপূর্বক তাহাকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন, এবং তিনি নিঃশেষ

মাল্যকার প্রভৃতিকে (৩) পরম ভাগবৎ করিয়া পাণ্ডু-পুত্র অর্জুনের যুদ্ধোৎসাহে এই
স্বার অলম্ব্যক্রমে পদদ্বারা আক্রমণ করিয়া, তাহার দন্ত উৎপাটন পূর্বক ঐ দন্ত দ্বারা হস্ত ও হস্তপক উভ-
য়কে নিহত করিলেন ।

চাপুর মূটিক বধ ।—স শ্বেনবেগ উৎপত্ত্য মূটিকৃত্য করাযুতো । ভগবন্তং বাহুদেবং ক্রুদ্ধো বক্ষস্তবাত ॥
নাচলৎ তৎপ্রহারেণ মাল্যহত ইব দ্বিপঃ । বাহোনির্গৃহ্য চাপুরং বহশো জামসন্ হরিঃ ॥ ভূপৃষ্ঠে প্রোথমানস
জরসা কীর্ণজীপিতস্ ॥ তথৈব মূটিকঃ পূর্বং বধুষ্ঠ্যাতিহতেন বৈ । বলন্তশ্চেন বলিনা তলেনাতিহতো ভূশস্ ॥
প্রবেপিতঃ স রুধিরমুদ্রমন্ মুখতোহন্ধিতঃ । বাসুঃ পণাতোবৃণহে বাতাহত ইবাজ্জিপুঃ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ॥ ১০ ।
৪৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণ ও চাপুরের এবং বলরাম ও মূটিকের মল্লযুদ্ধ হইবে, ইহা নিশ্চয়রূপে স্থিরীকৃত হইলে পর, ভগবান্
অধুমান চাপুরকে গ্রহণ করিলেন এবং রোহিণীপুত্র বলরাম মূটিককে প্রাপ্ত হইলেন । তখন হস্তধরদ্বারা
হস্তদ্বয়ে ও পদদ্বয় দ্বারা পদদ্বয়ে বিজ্রিগীবা বশতঃ, পরস্পর বল পূর্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল । তৎপরে শ্বেন
দৃশ্য বেগশালী সেই চাপুর উদ্ধে উঠিয়া দুই হস্ত দ্বারা মূটি গ্রহণ পূর্বক ক্রোধ সহকারে ভগবান্ বাহুদেবের
বাক্ষ প্রহার করিল । তখন ভগবান্ হরি চাপুরের বাহুদ্বয় গ্রহণ পূর্বক বহবার ভ্রামণ করতঃ তাহাকে
জীবনশূন্য করিয়া ভূতলে নিপোথিত করিলেন । মূটিকাঙ্গের মূটি দ্বারা অতিহত বলরাম তাহাকে করতল
দ্বারা অতিশয় পীড়িত ও প্রকম্পিত করিলেন । মূটিকও মুখ দ্বারা রুধির বমন করতঃ, প্রাণশূন্য হইয়া, বাতাহ-
ত বৃক্ষের স্তায় ভূতলে নিপতিত হইল ।

কংস বধ ।—এবং বিকথনানে বৈ কংসে প্রকৃপিতোহব্যয়ঃ । লবিম্নোৎপত্ত্য তরসা মঞ্চমুত্তঙ্গমাকরহৎ ॥
তমাবিশস্তমালোকা মৃত্যুসাক্ষন আসনাৎ । মনসী সহসোখার লগ্নহে মোহসিচর্ণনী ॥ তং খড়্গপাণি
ষিচরন্তমাশু শ্বেনং বধা দক্ষিণসব্যমধরে । সমগ্রহীদৃক্খিবহোত্রতোজা বখোরগন্ তাক্ষাহতঃ প্রসহ ॥ অগ্নু
কেশেযুলং কীরীটং নিপাত্য রজোপরি ভূসমপ্তাৎ । তস্তোপরিষ্টাৎ স্বয়মজ্ঞানাতঃ পণাত নিবাসয় আশ্রতঃ ॥
শ্রীমদ্ভাগবত ॥ ১০ । ৪৪ ॥ এক্ষণে মল্লগণ হত হইলে, ভোজপতি কংস বাদ্যোদ্যম নিবাসিত করিয়া, অশুচর-
সিঞ্চকৈ কহিল,—হে অশুচরগণ ! দুর্বৃত্ত বহুদেবের পুত্রদ্বয়কে পুর হইতে নিঃসারিত কর, আর গোপগণের
ধনরাশি অপহরণ করিয়া দুর্ভুতি নন্দকে কারাক্ষত কর, এবং দুষ্টবৃদ্ধি বহুদেবও পরগণপাতী পিতা উগ্রসেনকে
ঐতি সুদূর বধ কর । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কংসের এক্ষণ অহত বাক্য শ্রবণ পূর্বক, উন্নয়ন করিয়া, অতি বেগে
উচ্চমুখে আরোহণ করিলেন । দুর্ভুতি কংস নিজের মৃত্যুর স্তায় শ্রীকৃষ্ণকে সমীপে সমাগত দেখিয়া, আসন
তুহিতে গাত্রোথান করিয়া অতি বেগে অসি চর্চ গ্রহণ কহিল । খড়্গপাণি দুষ্ট কংস গগন তলস্থিত শ্বেন পক্ষির
স্তায় মকোপরি পরিত্রমণ করিতে লাগিল তখন বিনতানন্দন যেরূপ মর্পকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ অপরিমিত
উগ্রপ্রভাপী ভগবান্ বল সহকারে তাহাকে গ্রহণ করিলেন । অশিল ব্রজাণ্ডের আশ্রয় প্রদান পদ্যনাত হরি
গ্রহণ করিয়া, উচ্চ মঞ্চ হইতে রক্তভূমিতে কীরীটধারী কংসকে নিপাতিত করতঃ স্বয়ং তদুপরি নিপতিত
হইলেন এবং দুষ্ট কংসও তৎক্ষণাৎ জীবনবিহীন হইল ।

(৩) মাল্যকার ।—ততঃ স্থদারো ভবনং মাল্যকারস্য জগ্মতুঃ । প্রাহ নঃ সার্বকং জঘ্ন পাণ্ডিত্য কুলং
প্রোভো ! পিতৃদেবর্ষকৌ সহঃ ভূতৌ হাগমনেনানাম্ ॥ তাবাজাপর তং ভূতাক্ষ দ্বিবহং করবাণি বাব ।
পুংসৌহত্যসুগ্রহৌ হুব ভবন্তির্বহ্নিযুজ্যতে ॥ ইততিশ্রেষ্ঠ্য স্কন্ধে ॥ স্থদামা প্রীতনানসঃ । শত্রৈঃ স্থগৈঃ
কুহুমৈর্মাল্যং বিরচিত্য পুদৌ । তীভিঃ স্বলব্ধৌ প্রীতৌ কৃষ্ণ-রাণৌ সহানুগৌ । অণতার অণমার
দনতুর্বরদৌ বরান ॥ ১০ ॥ হোহপি বস্ত্রেঃসলাং ভক্তিং ভগ্নিয়েবাধিলাক্ৰমি । ভক্তভেদে চ সৌহার্দং ভূতভেদে চ দ্বন্দ্বং
পেদাম্ ॥ ইতি ভগ্নৈঃ বরং দ্ব্যধিঃ স্রিকারবরদ্বিনী ॥ বলমার্বণঃ কাতিং নিরুগাং সহঃপ্রভঃ ॥ ইতি

গীতশাস্ত্রে পরম্পরার্থ লক্ষণ মোক্ষ ধর্মের সাধন রূপ বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত কন্ম ও জ্ঞানের (৪) সহিত ভক্তিযোগের অবতারণা করিয়াছেন । কন্ম ও পাণ্ডুপুত্রগণের যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে সুকলে কৈলাসী বাৎসল্যাদি গুণ পূর্ণ সেই ভগবান্ পুরুষোত্তম অর্জুনকে রথী ও আপনাকে সারথি করিয়া রথে অবস্থিতি করিলেন । জ্ঞানকর্ম্মাক্রমতঃ অর্জুনের এবং বিধ উৎকর্ষ জানিয়া ও হৃষ্যোদনের বিজয়াভিলাষে সঙ্গরকে জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

হনুমন্তাখ্য ।

সর্বং রসং গুঢ়-র-বিদ্ধ-রাসতো নাগামরাবেগরবিং শমন্তরা । বেলান্নরতীরকরাঙ্গহংসঃ
শ্লোকামৃতং সপ্ৰশতেন পুরিতম্ ॥ প্রপন্নপারিজাতার তোজবৈত্রিকপাশয়ে । জ্ঞানমুদার কৃকার
গীতামৃতভূহে নমঃ ॥ করকমলনিদর্শিতাম্রমুদ্রঃ পরিকলিতোত্তরবর্হিবর্হীচূড়ঃ । ইতরকর-
গৃহীতবেত্রতোলো মম হৃদি সন্নিধিমাতনোতু শৌরিঃ ॥ সারথ্যমর্জুনশ্রাদৌ কুর্স্বন্ গীতামৃতং
দদৌ । লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃণায়নো নমঃ ॥ মলনিম্বোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে
দিশে । লক্ষ্মণীভাসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ॥ অকৃত্যমগি কুর্স্বাণো ভূঞ্জানো বা যথা-

শ্রীমদ্ভাগবত ॥ ১০ । ৪১ ॥ রামকৃষ্ণ তৎপরে হুদামা মালাকারের ভবনে গমন করিলেন । মালাকার রামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং আসন প্রদান পূর্বক পান্যাদি পূজোপকরণ দ্রব্য ও শ্রদ্ধাভূষণ অমূল্যে দ্বারা অশ্রুচরবর্গের সহিত তাঁহাদের পূজা করিল । আর এই কথা বলিল, “হে প্রভো ! আপনাদের আগমন দ্বারা আমাদের জন্ম সফল ও কুল পবিত্র হইয়াছে এবং পিতৃগণ ও দেবর্ষিগণও আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন । ভগবন ! আমি আপনাদের তৃত্য, আজ্ঞা করুন, কি কার্য্য করিতে হইবে ।” শুকদেব কহিলেন, “ও রাজন ! তৎপরে হুদামা মালাকার ভগবানের অভিশ্রয় লইয়া শ্রীতিপূর্বক উত্তম স্নগন্ধ পুষ্প দ্বারা মালা প্রস্তুত করিয়া ভগবানের গলাদেশে প্রদান করিল । অশ্রুচরগণের সহিত রামকৃষ্ণ সেই মালা দ্বারা অলঙ্কৃত ও শ্রীত হইয়া প্রণত ও পরগণত মালাকারের উদ্দেশে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন । ভগবদ্রূপে অমুগৃহীত সেই মালাকার অধিলঙ্কা ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তি ও তত্ততর্জনের সহিত সৌহার্দ্য এবং প্রাণিমান্যের প্রতি পরম দয়াক্রম বর প্রার্থনা করিল । পরম দয়ালু ভগবান্ হরি বল, ক্রান্ত, বশ, কান্তি ও বংশানুক্রমে লক্ষ্যী বুদ্ধি হইবে, এই বর প্রদান করিয়া অশ্রুচরগণের সহিত মালাকারের গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ।

(৪) কন্ম পঞ্চবিধ—নিত্য-নৈমিত্ত্য-ক্কার-প্রারম্ভিক-নিবৃত্তিভেদাৎ । তত্র আত্ম্যাদি চকারি ধর্ম্মাদি । অত্যাং অর্থং তচ্চ জন্মভেদাৎ ত্রিবিধম্ । সঙ্কিতং প্রারম্ভঃ ক্রিয়মাণক । ইতি বেদান্তসমতম্ ।

জ্ঞান—একং বুদ্ধিমনসোরিত্রিয়ান্যকৈ সর্বশঃ । আননো ব্যাপিনত্যত । জ্ঞানমেকমুদম্ । ইতি মোক্ষধর্ম্ম । “মোক্ষ ধীর্জানৈমিত্ত্য বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ” ইত্যমরকথ্যম্ ।

তথা । কদাচিরকং হুঃখং গীতাদ্যায়ী ন পশ্চতি ॥ বেদোদিপ্রমথিতং বাহুদৈবসমুদৃতম্ ।
সন্তঃ পিবুস্তি সত্যতং গীতামৃতরসায়নম্ ॥ একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকী-
পুত্র এব । একো মন্ত্রো যানি নামানি তন্তু কৰ্ম্মাপ্যেকং তন্তু দেবন্তু সেবা ॥ বন্দে কৃষ্ণা-
জ্জুনো বীরো নরনারায়ণাবুভো । ধার্তু রাষ্ট্রকুলোত্তমগজারোহণবল্লভো ॥ অস্ত্র শ্রীগীতাশাস্ত্র-
মন্ত্রস্ত বেদবাসো ভগবান্ ঋষিঃ, প্রায়োগমুষ্টিপুচ্ছন্দঃ, ত্রীবিষ্ণুঃ পরমাত্মা দেবতা, “অশোচ্যা-
নবশোচন্তম্” ইতি বীজম্, “সৰ্ব্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্যা” ইতি শক্তিঃ, “উৰ্দ্ধমূলমধঃশাখম্” ইতি
কীলকম্, মম মোক্ষার্থে বিনিয়োগঃ ॥ কারণং খ্যাতিজগতাং মার্মার্থমনাগসম্ । বারণান-
নমাত্মানমহয়ং সনুপাশ্ৰহে ॥ প্রণম্য পরমাত্মানং বিষ্ণুং জিষ্ণুং জগদগুরুম্ । পরমাত্মানবোধার্থং
গীতাবাখ্যা মরোচাতে ॥ অস্ত্র সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাত্ম্যচ্যন্তে । মোক্ষস্তাবৎ প্রয়োজনম্, স চ
গীতাশাস্ত্রে প্রতিপাদিতাং পরমার্থসম্বন্ধাদেবেতি । পরমার্থস্বরূপমভিধেয়ং পরমাত্মাস্বরূপাব-
বোধস্যস্ত্র চ শাস্ত্রস্ত সাধনলক্ষণং সম্বন্ধ ইতি । বিশিষ্টপ্রয়োজনসম্বন্ধাভিধেয়বদগীতাশাস্ত্রম্ ।
অত্রোৰ্দ্ধনস্ত্র রাজ্যাদার্থং শত্রুং জিগীষোধাৰ্ত্তরাট্টকঃ সহ যুদ্ধং সম্প্রাপ্তম্, তত্র সভ্যার্থং বুভেন
ভগবতা বাহুদেবেন সহ রথমাক্রম্য যোদ্ধুং যুদ্ধভূমিং প্রবিষ্টোহৰ্জুন উভয়োরপি সেনয়োর্মণ্যে
যোদ্ধুঃ বাবস্থিতানার্চাৰ্য্যপিতৃপিতামহপুত্রমিত্রাদীন্ দৃষ্ট্বা, এতে ময়া হনুবা মদর্থকৈতে
মরিস্যন্তীতি পর্যালোচ্য, শোকমোহাভিভূতচিত্ততয়া বহু প্রলপ্য “ন যোৎস্র” ইত্যাক্রা যুদ্ধা-
পররাম । এবমুপরতায় তস্মৈ ভদবিদ্যামূলশোকমোহাপনোদায় পরমকারণিকো ভগবান্
ভক্তবৎসলো বাহুদেবো বেদান্তবাক্যৈঃ সমধিগম্য পরমার্থতত্ত্বমুপদিদেশ ।

হনুমস্তাষ্যের তাৎপর্য্য ।

‘আমি, অজ্ঞান-নন্দন হনুমান্, গুচ-র-বিদ্ধ-রাসভ * অর্থাৎ চরুভাবে লক্ষ্যদমন করতঃ
লক্ষ্যাদির্গতি রাবণের হৃদয়ে শেল সমর্পণ করিয়াছি এবং বেলা বিশিষ্ট যে সর্বোত্তর অর্থাৎ সমুদ্র,
তাহার স্তীরস্থ রাজহংসের স্তায় অনায়াসে সমুদ্রের পর পারে গমন করিয়াছি । অর্থাৎ এইরূপ
হৃদয় কৰ্ম্মস্থাপন পূর্বক প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনা করিয়াছি বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মুখ-বিনিঃসৃত
সুপুশত শ্লোক পরিমিত অমৃত কণ্ঠিরেকে সেই সৰ্ব্ব রস, অর্থাৎ সকল জীব যে আনন্দের কিঞ্চিৎ
অংশ উপভোগ করে, সেই একত্রিত ঘনীভূত আনন্দ স্বরূপ অরাসেগরনি † স্তম্ভ পাই নাই ।
অর্থাৎ বেদাষ্টৈকবৈদ্য যে সুখ সে সুখ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণমুখ-বিনিঃসৃত সপুশত শ্লোক পরিমিত
অমৃতের আশ্বাদনেই লাভ করা যায় ॥ •

* গুচ-র-বিদ্ধ-রাসভঃ = গুচং বধাসাৎ তথা, রেণ অগ্নিলালভাদনেন ইতি বাবৎ, বিদ্ধঃ সলজীকৃতঃ রাসভঃ
রাবণঃ যেন স তথা ।

† অরাসেগ-র-বিনিঃসেগ-ই অগাম্ = অরাণাং তৎসদৃশনাড়ীনাম্ ‘বৈগো বস্যাং তদভিন্নং রসিম্ । অজ মূলং
ঐতিহ্যং বধা, — ‘অরা ইব রথমাক্রো সংহতা কত্র নভ্যাঃ স এবোহভক্তরতে বধো জায়মানঃ ॥’ (মুক্তকোণ-

শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি; তিনি শরণাগত জনের বাহ্যকরত্ব, তাঁহার (অৰ্জুন-সারথি) এক হস্ত তোত্র (পাঁচনবাড়ি, চাবুক) ও বেত্র এবং অন্ত হস্তে জ্ঞান-মুদ্রা স্থাপোতিত, তিনি [সমস্ত উপনিষৎরূপ গাভী হইতে], 'এই গীতারূপ অমৃত দোহন করিয়াছেন।' বাঁহীর কর-কমলে আশ্রমুদ্রা (জ্ঞানমুদ্রা) দেখা যাইতেছে, বাঁহার মস্তকে চারু ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া শোভা পাইতেছে, বাঁহার অন্ত করকমলে তোত্র (চাবুক) ও বেত্র রহিয়াছে; সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয়ে সন্নিহিত হউন ॥ যিনি অৰ্জুনের সারথ্য করিতে করিতে লোকত্রয়ের উপকারের নিমিত্ত প্রথমে তাঁহাকেই গীতামৃত দান করিয়াছেন, সেই অখিলজীবের আশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ প্রতিদিন জলে স্নান করিলে লোকের [দেহ সংলগ্ন বাহিরের] মলা অপনীত হয় বটে, কিন্তু গীতা-সলিলে একবার অবগাহন করিলে [অন্ত মলার কথা দূরে থাকুক] সংসাররূপ মলও নাশপ্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ গীতার ভাব-সলিলে যিনি স্নান করেন, আর তাঁহাকে হুঃখ-বহুল সংসারে অসিতে হয় না; তিনি মুক্তিরূপ করেন)। গীতাধ্যয়নশীল ব্যক্তি হৃদয়স্থিতান বা যথেষ্ট ভোজন করিলেও তাঁহাকে নরক-হুঃখ ভোগ করা দূরে থাকুক, অস্ত্রোপভুক্ত নরক-হুঃখ দেখিতেও হয় না ॥ ভগবান্ বাসুদেব, বেদরূপ সাগর প্রকটরূপে মথন করিয়া, এঁট গীতারূপ অমৃত সমুদ্র করিয়াছেন। সাধুগণ অল্পকণ এই গীতামৃতরূপ রসায়ন (শমন মনোপযোগী বলকারক ঔষধ বিশেষ) পান করেন ॥ দেবকী নন্দন-বন্দন-বিনিঃসৃত শাস্ত্রই একমাত্র শাস্ত্র, দেবকী-তনয়ই একমাত্র দেবতা, দেবকী-পুত্রের নামই একমাত্র মন্ত্র, এবং সেই দেবের সেবাই একমাত্র কর্ম ॥ শ্রীকৃষ্ণ ও অৰ্জুনকে বন্দনা করি। তাঁহার। দুইজন বীরপুরুষ ও নর-নারায়ণ এবং ধৃতরাষ্ট্র-তনয় হৃদ্যোধনাদিরূপ উন্নত বারণের উপর আরোহণে অত্যন্ত প্রীতিসম্পন্ন। সর্ববিধ খ্যাতি ও জগতের কারণ স্বরূপ, পাপপরিহীন, আত্মা ও অদ্বিতীয় গজাননকে বিষ্ণু বিনাশার্থ বন্দনা করি ॥ আমি (হুমান্) পরমাত্মা, জয়শীল, জগতের গুরু, ত্রিবিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া পরমাত্মত্ব অবগতির নিমিত্ত গীতা-বাখ্যা করিতেছি। এক্ষণে এই গীতা শাস্ত্রের সৰ্ব্ব,

নিবং ২-২৬)। হুঁবা যথা সৰ্বলোকস্যা চক্ৰলিপ্যাতে চাক্ষুৰ্বেদাহুগোবৈঃ। একত্বা সৰ্বভূতান্তরাষ্ট্রা
ন লিপ্যাতে লোকহুঃখেন বাহুঃ" (কঠ-৪-১১) এতাদৃশং বেদান্তিকবেদাং হুঃখং ন অগাং ন প্রাপন, অনেক
লোকসংগতেন প্রাপন ইত্যর্থঃ। অরাবেগরবি যে হুঃখ, অর্থাৎ গাড়ির চাকার মাঝখানে যে একটা মারে
ছেদাওলাপোল কর্তি থাকে, তাহার নাম রথের "নাভি"; সেই নাভিতে যে সকল লম্বা লম্বা কাঠ লাগান
থাকে, তাহার নাম "অরা"। আমাদেরই হৃদয় নাভি সদৃশ এবং নাড়ী সূহ হৃদয় হুঃখ সংযুক্ত থাকে বলিয়া,
তাহার অরা সদৃশ। ব্রহ্মকাশ আত্মা সেই রথনাভি-সদৃশ হৃদয়ে দর্শক, শোভা, মননকারী, ইত্যাকার বহুরূপ
হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই আত্মা হুঃখের ভায় ব্রহ্মকাশ ও সকলেরই চক্ৰঃস্বরূপ, তিনি সকলেরই
অভ্যর্থ্যায়ী। লোকচক্ৰ সূর্য্য বেল্লক চক্ৰগর্ভে বাহু অপবিজ বস্তুর সহিত দ্বিপু হুঃখনা, সেইরূপ তিনিও
জাগতিক হুঃখের সহিত লিপ্ত হন না। বেদান্তশাস্ত্রাভ্যুদয়ন দ্বারা এই আদর্শ স্বরূপ আত্মাকে জানিতে
পারা যায়। এবাবিধ হুঃখের নামই "অরাবেগ রবি হুঃখ।"

অভিধেয় এবং প্রয়োজনীয় বিষয় বলিতেছি ॥ গীতা-শাস্ত্রেব প্রয়োজন—মোক্ । সেই মোক্ গীতা-শাস্ত্র-প্রতিপাদিত পরমার্থ সম্বন্ধ হইতেই হইয়া থাকে । অভিধেয়—পরমাত্মধৰ্ম । সম্বন্ধ—পরমাত্ম-স্বর্ণের অববোধক এই শাস্ত্রের সাধন-লক্ষণ । ‘গীতাশাস্ত্র এইরূপ বিশিষ্ট প্রয়োজনসম্বন্ধ ও অভিধেয় বিশিষ্ট । এই গীতাশাস্ত্রের বর্ণনীয় বিষয়—রাজ্যাদিলাভের উদ্দেশে শত্রুসংহারেচ্ছা অর্জুনের সহিত ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্যোধনাদির যুদ্ধ বর্ণন । অর্জুন ভগবান্ বাসুদেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতঃ তৎসমভিব্যাহারে রথারূঢ় হইয়া সমর-প্রাক্ষণে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, উত্তর সেনা দলেই আচার্য্য, ধুজ্ঞাত, পিতামহ, ভ্রাতৃপুত্র, মিত্রাদি সমর-সজ্জার সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ; ইহা দেখিয়া তিনি মনে মনে বিচার করিলেন যে, ‘আমি ইহাদিগকে বধ করিব এবং আমার জন্ত ইহারা মরিবেন ।’ এইরূপ পর্যালোচনা করিয়া তিনি শোক ও মোহে অভিভূত-চিত্ত হইলেন এবং বহুবিধ প্রলাপ করিতে করিতে “আর যুদ্ধ করিব না” এই কথা বলিয়া যুদ্ধ হইতে উপরত হইলেন । পরম কারুণিক, ভগবান্ বাসুদেব অর্জুনের অবিজ্ঞানমূলক এবম্বিধ শোক ও মোহ দেখিয়া, তদপনয়নার্থ তাঁহাকে বেদান্ত বাক্যপ্রতিপাদিত পরমাত্ম-তত্ত্ব-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন । এই গীতা-শাস্ত্রে “দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকম্” (১ম অধ্যায় ২য় শ্লোক) হইতে “ন যোঃস্ত ইতি গোবিন্দযুক্তা তু কৌ-বভূব হ” (২য় অধ্যায়, ৯ম শ্লোক) পর্য্যন্ত গ্রন্থভাগ এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে, প্রাণি-বর্গের শোক-মোহ-প্রচুর যে সংসার, অবিজ্ঞাই তাহার মূল ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

শেষাংশমুখকথাগীতাচূড়াবেদকবক্তৃতঃ । দধানমভূতং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ১ ॥

শ্রীধাধবং প্রশমোমাধবং বিশেষমাদরাৎ । তত্ত্বক্ৰিয়ন্তিতঃ কূর্ষে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীম্ ॥ ২ ॥

ভাক্কারমতং সমাক্ ভূত্যাখ্যাজুর্গিরন্তথা । যথামতি সমালোক্য গীতাব্যাখ্যাং সঙ্গারভে ॥ ৩ ॥

গীতা ব্যাখ্যায়তে বস্তাঃ পাঠমাত্রাদবদ্রতঃ । সেয়ং সুবোধিনী টীকা সদা ধোয়া মনীষিভিঃ ॥ ৪ ॥

ইহাখলু সৰ্বললোকহিতাবতীঃ পরমকারুণিকো ভগবান্ দেবকীনন্দনস্তজ্ঞানবিজ্ঞস্তিশোক-মোহব্রংশিতবিবেকতরা নিজধর্মপরিভাগপূর্বকপরধর্মীতিসন্ধিনমর্জ্জুনং ধর্মজ্ঞানরহস্তোপদেশপ্রদেবন তস্মাচ্চোকমোহসাগরদুর্গদধার । তমেব ভগবত্পদীষ্টমর্থং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরু-পনিবদ্য । “তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাধিনিঃসৃতানেন শ্লোকানলিখং, কাংশ্চিৎ তৎপদ্যতয়ে শ্রুতঞ্চ ব্যরচয়ং । যথোক্তং গীতামাহাষ্ট্যো—গীতা সুগীতা কণ্ঠব্যাক্তিমতৈঃ শাস্ত্রবিত্তরৈঃ । বা স্বয়ং পদ্মনাভস্তমুখপুয়াধিনিঃসৃতো ॥” ইত্যাদি । “অত্র তবৈকম্বাক্যেইত্যাদিনা বিবীদদ্বি-মত্ববীদিত্যন্তেন” প্রাচীন শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদপ্রভাবার কথা নিরূপ্যতে ।

শ্রীধর স্বামিকৃত টীকার তাৎপর্য ।

বিনি অনন্তদেবের অশেষ মুখ সত্ত্বত ব্যাখ্যা-চাতুৰ্য্যকে এক বক্তে ধারণ করিয়াছেন, সেই অদ্ভুত পরমানন্দ মাধবকে প্রণাম করি ॥ অধিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর লক্ষ্মীপতি ও উমাকান্তকে সমাদরে প্রণাম করিয়া, ভক্তি সহকারে 'সুবোধিনী' নামী গীতাব্যাখ্যা করণে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ আমি ভাব্যকারের (শঙ্করাচার্যের) মত ও তাঁহার ব্যাখ্যাকারী আনন্দগিরির 'বাং' উত্তম রূপে অবগত হইয়া, এই গীতা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলাম ॥ যাহা পাঠ মাত্র অনায়াসে গীতা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়, সুবোধিনী টীকা পণ্ডিতদিগের চিন্তা-পথাবলম্বী হউক ॥ সকল লোকহিতার্থ এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ পরম কারুণিক ভগবান্ দেবকী-নন্দন, তত্ত্বজান-বিলোপিশোক মোহদ্বারা বিবেক শূন্য, ক্রিয়ধর্ম-বুদ্ধ-বিগ্রহাদি বিষয়ে পরাভূত, ও পর ধর্ম-সন্ধানোক্ত অর্জুনকে তত্ত্বজানোপদেশরূপ প্ৰব দ্বারা সেই শোক-সাগর-হইতে উদ্ধার করিয়া-ছিলেন । ভগবৎপদার্থ এই তত্ত্বকথাকে ভগবান্ বেদবাস, সম্ভবত শ্লোক দ্বারা গীতা রূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন । কৃষ্ণদৈপায়ন ইহাভি প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণ মুখ-নিঃসৃত শ্লোকই লিপিবদ্ধ করিয়া-ছেন । ভগবৎকথা সঙ্গতির নিমিত্ত, কোন শ্লোক স্মরণ ও রচনা করিয়াছেন । গীতাশাস্ত্র ভগবৎমুখ-নিঃসৃত । এতৎসম্বন্ধে গীতা-মাহাত্ম্যে কথিত হইয়াছে, যথা :—“যাহা পদ্মনাভের মুখ পদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, সেই গীতাশাস্ত্র উত্তমরূপে অভ্যাস করা কর্তব্য ; অস্ত্র বিহীন শাস্ত্রের প্রয়োজন কি ?” “ধর্মক্ষেত্রে” ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া “বিদীর্ঘদ্রিষদম্রবীং” ইত্যন্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সংবাদ সূচনার্থ কথা আরম্ভ করিতেছেন ।

বলদেবকৃত ভাষ্য ।

সত্যানন্দাচিন্ত্যশক্ত্যেকপক্ষে সর্বাধ্যক্ষে ভক্তরক্ষাভিদম্ ।

শ্রীগোবিন্দে বিশ্বসর্গাদিকন্দে পূর্ণানন্দে নিত্যমাত্ত্বং প্রতিম্ ॥ ১ ॥

অজ্ঞাননীরধিক্রুপেতি যদা বিশেষঃ ভক্তিঃ পরাপি ভজতে পরিপোষয়িতৈঃ ।

তৎ পরং ক্ষুরিত হৃগমমপ্যজ্ঞঃ সাদৃশ্যভূতঃ সুরচিতাঃ প্রণমামি গীতাম্ ॥ ২ ॥

অথ স্মৃতিচন্দনঃ স্মরণ ভগবান্ চিন্ত্যশক্তিঃ পুরুষোত্তমঃ স্বসকলায়ত্ত্ববিচিৎসজগদ্বন্দ্বাদি-বিরিক্তা-দিসকিষ্ণাচরণঃ স্বজগাদিলীলয়া স্বতুল্যান্ সহাবিত্ত্বান্ পার্শ্বদান্ প্রেক্ষ্যবসন্তরৈব জীবান্ বহু-বিদ্যাশীর্দলীবদনাধিমোচ্য স্বাত্মকানোত্তরভাবিনোহিত্ত্বাহুদ্বিধীর্বাহবমুর্জি স্বাত্ত্বভূতমপ্যর্জুন-মবিতর্ক্যবশত্যা সর্মোহমিব কুর্কন, তন্মোহমার্জনাপ্ৰেণেন সপরিষকস্বাভ্যাসাধ্যাকনিরূপিকাং স্বগীতোপনিষদমুপাদিশ্নং । তত্ত্বাং ধর্মীশ্বর-জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্মাণি পুণ্যার্থা বর্ণ্যন্তে । তেষু বিতুষঃ বিদীশ্বরঃ, অণুসংবিজীবঃ, সম্বাদিগুণত্রয়াশ্রয়ো ত্রয়াঃ প্রকৃতিঃ ত্রৈগুণ্যশূন্য অভূতব্যং কালঃ, পুঃ প্রবহনিনীশাক্ষমুদ্রাদিশকচাচ্যং কপ্তেতি । ত্রেবাং গন্ধগামি এবীশ্বরাদীন চৈবানি নিত্যানি

জীৱাৰ্ণাণীং স্বাশংখানি । কল্প তু প্রাগভাববদনাদি বিনাশি চ । তত্র সংবৎসররূপোহপীষরো
 কীবশ্চ সংদেহাস্তদর্থশ্চ । “বিজ্ঞানমাননং ব্রহ্ম । যঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিৎ । মৰ্ত্তা বোদ্ধা কৰ্ত্তা
 বিজ্ঞানাত্মা পুৰুষঃ” ইত্যাদি-শ্লোকে । “সোহকাময়ত বহু জ্ঞানং সূখমহমস্বাসং ন কিঞ্চিদবেদিসম্”
 ইত্যাদিশ্লোকে । ন চোভয়ত মহন্তস্বজাভোহরমহঙ্কারস্তদা তস্তাত্মপদেৰ্বিলীনহ্যক । স চ
 স চ কৰ্ত্তা তোলোচ সিদ্ধঃ । সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিৎ কৰ্ত্তা বোদ্ধেতি পদেভ্যাং । অমৃতবিতৃষং থলু
 ভোক্তৃষং সৰ্বভূতপগতম্ । “সোহিশ্রুতে সৰ্বান্ কামান্ মহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতঃ” ইতি
 শ্রুতেন্তু ভগোন্তং প্রবাক্তম্ যদ্যপি সংবৎসররূপাং সংবেত্ত্বাদি নাত্মং, প্রকাশস্বরূপাদ্বেৱিষ
 প্রকাশকত্বাদি, তথাপি বিশেষসামর্থ্যাৎ তদন্তত্বব্যবহারঃ । বিশেষশ্চ ভেদপ্রতিনিধিন্ ভেদঃ ।
 স চ ভেদাভাবেহপি ভেদকাৰ্য্যন্ত ধৰ্ম্মধৰ্ম্মিতাবাদিব্যবহারন্ত হেতুঃ । সত্তা সতী ভেদো ভিন্নঃ
 কালঃ সৰ্বদাত্তীত্যাদিষু বিধিভিঃ প্রতীতঃ । তৎপ্রতীত্যন্তথাহুপন্ত্যা “এবং ধৰ্ম্মান্ পৃথক্
 পশুন্ত্যনৈবানুধাবতি” ইতি শ্রুত্যা চ সিদ্ধঃ । ইহ হি ব্রহ্মধৰ্ম্মানভিধায় তদ্ভেদঃ প্রতিবিধ্যতে ।
 ন থলু ভেদপ্রতিনিধেস্তত্ৰাপ্যভাবে ধৰ্ম্মধৰ্ম্মিতাবধৰ্ম্মবহুত্বে শক্যে বক্তুমিত্যানিচ্ছুরপি স্বীকাৰ্য্যাঃ
 জ্ঞাঃ । ত ইমেহৰ্থাঃ শাস্ত্ৰেহস্মিন্ যথাস্থানমুসঙ্কেয়াঃ । ইহ হি জীবাত্মপরমাত্মভ্ৰামতৎ-প্রাপ্ত্যু
 পায়ানাং স্বরূপাণি যথাবদ্বিক্রপ্যন্তে । তত্র জীবাত্মযাথাহ্মাং পরমাত্মযাথাহ্মোপযোগিতয়া পরমা-
 ত্মযাথাহ্মা তদুপাসনোপযোগিতয়া, প্রকৃত্যাদিকন্তু পরমাত্মনঃ অষ্টরূপকরণতয়োগোপদিশ্যতে ।
 তদুপায়াশ্চ কৰ্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিভেদাং ত্ৰেধা । তত্র শ্রুততত্ত্বংফলনৈরপেক্ষেণ কৰ্ত্তৃত্বাভিনিবেশ-
 পরিত্যাগেন চাতুষ্টিতত্ত্ব কৰ্ম্মণো হৃদিত্ত্বাদিহাৰা জ্ঞানভক্ত্যোরূপকাৰিত্যাং গরম্পন্নয়া তৎপ্রাপ্তা-
 বপারম্ভম্ । তচ্চ শ্রুতিবিত্তিকৰ্ম্ম হিংসাশূন্যমত্র মুখ্যম্ । মোক্ষধৰ্ম্মে পিতাপুত্রাদিসংবাদাং
 হিংসারক্ত গৌণং বিপ্রকৃষ্টত্বাং তয়োস্ত নাকাদেৱাতথাহ্মম্ । নহু তথানুষ্ঠিতেন কৰ্ম্মণা হৃদ্বি-
 ত্ত্বা জ্ঞানোদয়েন মুক্তৌ সত্যং ভক্ত্যা কো বিশেষঃ ? উচ্যতে । জ্ঞানমেব কিঞ্চিদ্বিশেষা-
 ভুক্তিরিতি । নিৰ্মিমেববীক্ষণকটাক্ষবীক্ষণবদনয়োরন্তরম্ । চিহ্নগ্রহতয়ানুসন্ধিজন্যং ভেন তৎ-
 নালোক্যাদিঃ । বিচিহ্নলীলারসপ্রতয়ানুসন্ধিত্ত্ব ভক্তিস্তয়া ক্রোড়ীকৃতসালোক্যাদিতত্ত্ববিবৰ্ত্তা-
 নুললভিঃ পুৰুষঃ । ভক্তিজ্ঞানতত্ত্ব সন্ধিনানন্দৈকরস ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি শ্রুতিঃ সিদ্ধম্ ।
 তদিন্নং শ্রবণাদিত্যরাশিস্বব্যপরিহি দৃষ্টম্ । জ্ঞানন্ত শ্রবণাদ্যাকারত্বং চিংহুত্বং বিশেষঃ কুন্ত-
 যাদি প্রতীকত্বং প্রত্যোভৱ্যমিতি বক্ষ্যামঃ । যট্টকিকেশস্মিন্ শাস্ত্ৰে প্রথমেণ যট্টকেনেখরাংশস্য
 জীবজাংশীষরভক্ত্যুপযোগিস্বরূপবৰ্ণনম্ । তচ্চাত্মগতজ্ঞানং নিকামকৰ্ম্মসাধং স্নিক্ষপ্ততে ।
 মথেন পরমপ্রাপ্যজ্ঞাংশীষরস্য প্রাপণী ভক্তিস্তত্ত্বাহিমবীপূৰ্ণিকাভবীরতে । আন্তোহ তু পূৰ্ব্বো-
 দ্ভিতানামেৱেৰ্ম্মরাদীনাং স্বরূপাণি পরিশোধ্যন্তে । ত্রাণাং যট্টকানাং কৰ্ম্মভক্তিজন্যপূৰ্ণত্বাবাপ-
 দেশন্ত তত্তৎপ্রাধান্যেনৈব, চরমে ভক্তেঃ প্রতিপত্তেচোক্তিস্ত রত্নসম্পটোৰ্দ্ধলিখিততৎসূত্ৰকলিপি-
 ল্যোৱেন । অস্ত শাস্ত্ৰস্য শ্রদ্ধাঃ সদ্ধৰ্ম্মনিষ্ঠো বিজিতেন্দ্ৰিয়োহধিকারী । স চ সনিষ্ঠ পরিনিষ্ঠিত
 নিয়মকৰ্ত্তেভ্যোহস্মিৎ । তেযু স্বৰ্গালোকানপি দিদৃক্ষুনিষ্ঠয়া স্বধৰ্ম্মান্ স্বধৰ্ম্মচরপানচিতরন্ প্রথমঃ ।
 ইলাকসজ্জিগয়া জ্ঞানচিতরন্ হরিভক্তিনিরভো দ্বিতীয়ঃ । স চ স চ সাধমঃ । সত্যভপোজ্ঞানাদিভি

বিশুদ্ধচিত্তে 'কুর্য্যাকনিরতত্ব' তীর্থো নিরাশ্রমঃ । বাচ্যবাচকভাবিঃ সম্বন্ধঃ । বাচ্য উক্তলক্ষণঃ
 ক্রীকৃৎস্বঃ । বাচকস্তদগীতাশাস্ত্রম্ । তাদৃশঃ সোহত্র বিষয়ঃ । অশেষক্লেশুনিবৃত্তিপূর্ব্বকস্তৎ
 সাক্ষাৎকারস্ত পয়োজনমিত্যনুবক্তচতুষ্টিয়ম্ । অত্রৈশ্বর্যাদিষু ত্রিষু ব্রহ্মশব্দোহক্ষরশব্দশ্চ, বৃদ্ধজীবেষু
 তদ্বৈদেষু চ ক্ষরশব্দঃ । জৈশ্বর-জীব-দেহে মনসি বুদ্ধৌ ধৃতৌ যন্তে চাত্মশব্দঃ । ত্রিগুণায়াম্
 বাসনায়াং শীলে স্বরূপে চ প্রকৃতিশব্দঃ । সত্ত্বাতিপ্রায়-স্বভাব-পদার্থজ্ঞানস্ব ক্রিয়ান্বায়স্ব চ
 ভাবশব্দঃ । কর্ম্মাদিষু ত্রিষু চিত্তবৃত্তিনিরোধে চ যোগশব্দঃ পঠ্যতে । এতচ্ছাস্ত্রং শ্রুত্ব স্বয়ং
 ভগবতঃ সাক্ষাৎসংসর্গতঃ শ্রেষ্ঠম্ । "গীতাঃ স্মৃগীতা কৰ্ত্তব্য্য কিমন্তৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ । বা
 স্বয়ং পদ্মনাভস্ত মুখপদ্মাঙ্গিনির্গতা ॥" ইতি পাদ্মাৎ । ধৃতরাষ্ট্রাদিবাচ্যস্ত তৎসঙ্গতীলাভায়
 বৈপায়নেন বিরচিতম্ । তচ্চ "লবণাকরনিপাতস্ত্রায়েন" তদ্ব্যয়মিত্যুপোদেষাতঃ । "সংগ্রাম-
 মুক্তিঃ সুবাদো যোহভূকোবিন্দ-পার্থয়োঃ । তৎসঙ্গতৈঃ কথং প্রাখ্যাদগীতাস্ব প্রথমে মুনিঃ ॥"
 ইহ তাবদ্বগবদর্জুনসংবাদঃ প্রস্তোতুং কথ্য নিরূপ্যতে' ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদিভিঃ সপ্তবিংশত্যা ।
 তদ্বগবতঃ পার্থসারথ্যঃ বিদ্বান্ ধৃতরাষ্ট্রঃ স্বপুত্রবিজয়ে সন্ধিহানঃ সঞ্জয়ঃ পৃচ্ছতীত্যাহ জলয়জয়ং
 প্রতি বৈশম্পায়নঃ ।

বলদেবকৃত ভাষ্যের তাৎপর্য ।

যিনি সত্যস্বরূপ, অনন্ত, অচিন্ত্যশক্তি, অদ্বিতীয়, সর্বকর্তা, ভক্তরূপে অতিদক্ষ, বিশ্ব
 সৃষ্টাদির কর্তা, সেই পূর্ণানন্দ শ্রীগোবিন্দ-চরণে যেন সর্বদা আমার মতি থাকে ॥ ১ ॥ বহুদূরা
 অজ্ঞান-সাগর শুষ্ক হইয়া যায় ও পরম ভক্তি ক্রমশঃ অতিশয় বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং যাহা হইতে
 হৃদয়ের পরমতত্ত্ব অজ্ঞান ধারে পরিস্কুরিত হয়, সদ্গুণাপ্রায় ভগবান্ কর্তৃক প্রণীত সেই গীতা-
 শাস্ত্রকে আমি প্রণাম করি ॥ ২ ॥ অচিন্ত্যশক্তি, বিরিকি প্রভৃতির দ্বারা চরণ, স্তম্ভ ও জ্ঞানময়
 পুরুষোত্তম ভগবান্ স্বয়ং স্বীয় সঙ্কল্প দ্বারা এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন ।
 তিনি নিজ জন্মাদি লীলা দ্বারা স্বতুল্য ও সহজাত পার্শ্বদগণের স্বর্ষবিধান এবং অসংখ্য প্রাণিকে
 আবিষ্কার শার্দূলীর মুখ হইতে মোচন করিয়াছিলেন । অধিকন্তু নিজে অন্তর্জ্ঞানের পর জায়মান
 অস্ত্র জীবগণের পরিত্রাণেচ্ছায়, বুদ্ধক্ষেত্রে আত্মতুল্য অর্জুনকে স্বীয় অবিতর্ক্য শক্তি দ্বারা
 সম্মোহিতের শ্রাস্ত করিয়া, পুনরায় তাঁহারই মোহ বিমার্জন ছলে ভগবত্ত্ব নিরূপণকারী
 গীতোপনিষদ্ উৎদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । এই গীতা শাস্ত্রে জৈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল,
 কর্ম্ম এই পঞ্চ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । তদ্ব্যধ্যে বিভূষণবিন্দু জৈশ্বর, (১) ও অসুসংবিদু

(১) বিভূষণবিন্দু—বিভূঃ সর্বগতঃ (ইতি বৈদী) সং-কিং জ্ঞানম্ (ইত্যমরঃ); সর্বগতজ্ঞান অর্থাৎ
 স্বয়ং জ্ঞান (ইবদ্বি)

ভেদ নাই । কিন্তু ভেদ না থাকিলেও তাহাই ভেদ কার্য স্বরূপ স্বস্বাধীন ভাবাদি ব্যবহারের কারণ । এই গীতাশাস্ত্রে পূর্বোক্ত বিবরণ সকল যথাস্থানে বিচার পূর্বক উক্ত হইয়াছে, এবং জীবাত্মা পরমাত্মা ও তদ্ভ্যাস এবং তৎপ্রাপ্তির উপায় সকলও বিশেষ যুক্তির সহিত নিরূপিত হইয়াছে । জীবাত্মা, পরমাত্মা এতদ্ব্যতীত পরম্পরের জ্ঞানের উপযোগী । পরমাত্ম-সাত্ত্বের সম্বন্ধে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, এই ত্রিবিধ উপায় নিরূপিত হইয়াছে । শ্রদ্ধাকর্ম কর্মফল ও কৰ্ত্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্বক অমুক্তিত কর্ম সকল চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জন্মঃ জ্ঞান ও ভক্তির উপকারী হইয়া থাকে ; অতএব কর্মও পরম্পরা ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ । বেদোক্ত হিংসাদি শূন্য কর্ম দুখা আর হিংসাদি বিশিষ্ট কর্ম গৌণ । জ্ঞান ও ভক্তি ঈশ্বরপ্রাপ্তির সাক্ষাৎ উপায় । বেদোক্ত কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি-জনিত জ্ঞানোৎপন্ন হইলেই, জীব মুক্ত হইবে । তবে ঈশ্বর প্রাপ্তির কারণ রূপে ভক্তি উল্লেখ করা হইল কেন ? ইহার উত্তর এই যে পূর্বোক্ত জ্ঞানই বিশেষ পরিণাম হইলে ভক্তিরূপে পরিণত হইবে । নিনিমেষ কটাক্ষবীক্ষণাদি দ্বারা একমাত্র চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানময় তত্ত্বের অহুসঙ্কানের নামই জ্ঞান । জীবগণ তদ্বারা সালোক্য, সমোপা, সাষ্টি, সায়ুক্ত্যাদিরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হয় । আর বিচিত্র লীলারসাত্মক স্বরূপ ঈশ্বর তদ্ব্য-সঙ্কানের নাম ভক্তি তদ্বারা সালোক্যাদি মুক্তিকে ক্রোড়াকৃত করিয়া পরমানন্দ-সাত্ত্বক পরম-পুণ্যবর্ণ-তত্ত্বের উদয় হয় । ভক্তিকে যে জ্ঞানরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা চিদানন্দৈক-রসস্বরূপ ভক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য । অষ্টাদশাধ্যায় এই গীতাশাস্ত্রের প্রথম ছয় অধ্যায়ে ঈশ্বরাত্ম স্বরূপ জীবের অংশরূপ ঈশ্বর বিষয়ে তত্ত্বোপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং তদুপায়ত্ব নিষ্কাশ কর্মসাধ্য জ্ঞানও নিরূপিত হইয়াছে । মধ্য ছয় অধ্যায়ে ভক্তি-সাধন জ্ঞান নিরূপণ পূর্বক, পরমলব্ধিত পূর্ণঈশ্বর প্রাপণী ভক্তি ও ঈশ্বর মহিম্য অভিহিত হইয়াছে । অবশিষ্ট ছয় অধ্যায়ে পূর্বোক্ত ঈশ্বরাদি পাঠের পরিশোধিত স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে । এই গীতা শাস্ত্রে অধিকারি-ভেদে কর্ম, ভক্তি এবং জ্ঞানের প্রাধান্য বিবৃত হইয়াছে । সম্পূর্ণ অর্থাৎ কোটা মণ্ডগত রত্নের স্থায়, এই গীতা শাস্ত্রের আদিত্য এবং পুনর্বার চরমে ভক্তির উল্লেখ করায়, তাহার মাহাত্ম্য পরিপূর্ণিত হইয়াছে । শ্রদ্ধালু সদ্ধর্মনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, পুরুষই এই গীতা শাস্ত্রের অধিকারী । সনিষ্ঠ পরিনিষ্ঠিত নিরপেক্ষ ভেদে উক্ত অধিকারী ত্রিবিধ । স্বর্গাদি লোক তর্জন কামনার নিষ্ঠা সহকারে ভগবদর্চন স্বধর্মগুষ্ঠানকারী ব্যক্তিই প্রথম অধিকারী অর্থাৎ সগুষ্ঠ । লোকাত্মগ্রহকরণেচ্ছায় স্বধর্মগুষ্ঠান পূর্বক হরি-ভক্তি পরায়ণ পুরুষকে দ্বিতীয় অর্থাৎ পরিনিষ্ঠিত অধিকারী বলা যায় । এই উত্তরই আশ্রমাসিত । সত্য তপ ও অপাদি দ্বারা বিদগ্ধচিত্ত হরিনিরত পুরুষই তৃতীয় অধিকারী অর্থাৎ নিরপেক্ষ, ইনি আশ্রমবিহীন । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই গীতা শাস্ত্রের বাচ্য, ভগবদ্বাক্ত গীতা শাস্ত্রেই তাহার বাচক । জগদীশ্বরত্ব নিরূপণই এই শাস্ত্রের বিষয় অশেষ চুঃখ নিবৃত্তিপূর্বক ঈশ্বর সাক্ষাৎকাররূপ পরমানন্দ সাত্ত্ব অর্থাৎ মুক্তি এই শাস্ত্রের প্রয়োজন । পাঠকবিগের গীতা পাঠে অতিশয় প্রযুক্তি উৎপাদনের নিমিত্ত একরূপ বাচ্য বাচক বিষয়, প্রয়োজন রূপ অমূল্য চতুর্থ নিরূপিত হইল । ঈশ্বরাদি অর্থাৎ ঈশ্বর জীব, প্রকৃতি এই

ত্রিতমঃশ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শব্দের বাচ্য । যদ্ব জীব ও দেহ, করণক বাচ্য । জীবর, জীব দেহ মন, বুদ্ধি
 বৃত্তি ও যদ্ব এই সকল অর্থে আত্মশব্দ প্রযুক্ত হয় । ত্রিগুণ বাসনা স্বভাব ও স্বক্লেশার্থে প্রকৃতি
 শব্দের প্রয়োগ হয় । সত্তা, অতিপ্রায়, স্বভাব, পদার্থ, জন্ম, ক্রিয়া ও আত্মা এই সকল বিষয়
 তাবশ্যকে পরিবাস্তব হয় । কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান এই তিন বিষয় যোগ শব্দে ব্যক্ত হয় । এই গীতা শাস্ত্র
 "সাক্ষাৎ ভগবাক্য অত্রৈব সর্বশ্রেষ্ঠ । যথা—“এই গীতা শাস্ত্রই সর্বসাধারণের সুন্দররূপে গান
 করা কর্তব্য, বাহ্য স্বয়ং পদ্মনাভ হরির মুখ-পদ্ম হইতে বিনির্গত হইয়াছে ।” ইত্যাদি পদ্যপুরাণে
 এই বিষয়ের অনেক প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে । ধৃতরাষ্ট্রাদির বাক্য, প্রস্তাব-সঙ্গতির নিমিত্ত বৈপা-
 রন বেদবাস স্বয়ং রচনা করিয়াছেন । যথা ; সংগ্রাম-মধ্যে গোবিন্দ ও অর্জুনের পরস্পর বে
 সংবাদ হইয়াছিল, তৎসঙ্গতির নিমিত্ত, মহামুনি বেদবাস গীতাশাস্ত্রের প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের কথা
 উল্লেখ করিতেছেন । এই গীতাশাস্ত্রের প্রথমে ধর্মক্ষেত্র ইত্যাদি সপ্তবিংশতি শ্লোক দ্বারা
 শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন সংবাদের প্রস্তাবার্থ কথা নিরূপণ করিতেছেন ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন জানিয়া ধৃ-
 রাষ্ট্র স্বপুত্রগণের বিজয় বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, সজয়কে বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বৈশম্পা-
 য়ণ জনমেজয়কে তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

মধুসূদনসরসতীকৃষ্ণ ৫ টীকা ।

ভগবৎপাদভাবার্থমালোচ্যতিপ্রযত্নতঃ । প্রায়ঃ প্রতিপদং কুর্সে গীতাগূঢ়ার্থ-দীপিকাম্ ॥
 পূর্ণং নির্দেশয়সং গীতাশাস্ত্রভোক্তং প্রয়োজনম্ ॥ সক্তিদানন্দরূপং তৎ পূর্ণং বিকোঃ পদ্যং গদ্যম্ ।
 যৎপাশ্চর্য্যে সমারজ্যং বেদঃ কাণ্ডব্রাহ্মিকাস্তি ॥ কর্মোপাতিতখাজ্ঞানমিতিকাণ্ডব্রহ্মঃ ক্রমাৎ ।
 তর্জ্জপাট্যাদিশাধ্যায়ী গীতা কাণ্ডব্রাহ্মিকা ॥ একমেকেন ঘটকেন কাণ্ডমত্রোপলক্ষয়েৎ । কর্ম-
 নিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠে কথিতে প্রথমোক্তয়োঃ ॥ যতঃ সমুচ্চয়ো নাস্তি তয়োতিবিরোধতঃ । ভগব-
 ত্তিনিষ্ঠা তু মধ্যমে পরিকীর্তিতা ॥ উভয়ামুগতা সা হি সর্ববিদ্যাপনোদিনি । কর্মমিশ্রা চ
 শুদ্ধা চ জ্ঞানমিশ্রা চ সা ত্রিধা ॥ তত্র তু প্রথমে কাণ্ডে কর্ম তত্ত্বাগবজ্ঞানা । সম্পদার্থো বিস্ত-
 কাম্বা সোপশক্তিনিরূপ্যতে ॥ দ্বিতীয়ে ঙগবত্ত্তিনিষ্ঠাবর্ণনবন্ধনা । ভগবান্ পরমানন্দতৎ-
 পদার্থোহবধার্থ্যতে ॥ তৃতীয়ে তু তয়োতৈক্যং বাক্যার্থো বর্ণ্যতে স্ফুটম্ । ৩ ॥ এসমপ্যত্র কাণ্ডানাং
 দশকোহস্তি পরমপদম্ ॥ প্রাত্যধ্যায়ঃ বিশেষতঃ তত্র তত্রৈব বাক্যতে ৭ মুক্তিসাধনপদার্থং শাস্ত্রার্থেষন
 কথ্যতে ॥ নিকাশকর্ম্মদুষ্ঠানং ত্যাগাৎ কাম্যনিবন্ধয়োঃ । তত্রাপি পরমো ধর্মো অপত্তত্যা-
 দ্বিক্ত হরৈঃ ॥ ধীশপাশস্য চিত্তস্য বিবেকে যোগ্যতা যদা । নিত্যানিত্য বিবেকস্ত জ্ঞানভে

স্বদৃষ্টদা ॥ ইহামুদ্বার্তবরাগ্যং বীণীকারাভিধং ক্রমাৎ । ততঃ স্ফাদিসম্পত্ত্যা সন্ধ্যাসো
 নিষ্ঠিতো ভবেৎ ॥ এবং সৰ্বপরিভ্যাগাম্মক্ষা জায়তে দৃঢ়া । ততো গুরুপদনমুপদেশগ্রহন্ততঃ ॥
 ততঃ সন্দেহহানায় বেদান্তপ্রাণাবিকম্ । সৰ্বমুত্তরমীমাংসশাস্ত্রমবোপযজ্যতে ॥ ততঃ তৎপরি-
 প্লাকেণ নিদিধ্যাসননিষ্ঠতা । যোগশাস্ত্রস্ত সম্পূর্ণমুপক্ষীণং ভবেদিহ ॥ ক্ষীণদোষে ততঃশিচ্ছে
 বাক্যার্থপ্রমিতিভবেৎ (বাক্যান্তত্বমতিভবেৎ) । সাক্ষাৎকারো নির্বিকল্পঃ শব্দাদেবোপজায়তে ॥
 অবিন্যাভিনিবৃত্তস্ত তদ্বজ্ঞানোদয়ে ভবেৎ । তত আবরণে ক্ষীণে ক্ষীরেতে লমসংশয়ো ॥
 অনারক্তানি কল্মাশি নশুস্তোব সমস্ততঃ । ন চাগামীনি জায়ন্তে তদ্বজ্ঞানপ্রভাবতঃ ॥ আরক্ত-
 কল্মবিক্ষেপাদাসনা তু ন নশ্রুতি । সা সৰ্বতো ফলবতী সংযমোনোপশাম্যতি ॥ সংযমো ধারণা
 ধ্যানং সমাধিঃ স্তি বলিকম্ । যমাদিপঞ্চকং পূৰ্ব্বং তদর্থমুপযজ্যতে ॥ ঈশ্বর প্রবিধানাত্ম
 সমাধিঃ সিধ্যতি ধ্রুবম্ (ক্রতম্) । ততো ভবেন্মনোনাশো বাসনাক্ষয় এব চ ॥ তদ্বজ্ঞানং
 মনোন্মথো বাসনাক্ষয় ইত্যপি । যুগপন্তিত্যভ্যাগাম্মজীবমুক্তিদৃঢ়া ভবেৎ ॥ বিদ্বৎসন্ন্যাসকণ্ঠ-
 মেতদর্থং শ্রুতো শ্রুতম্ (কৃতম্) । আগসিকো য এবাংশো বরঃ শ্রুতঃ তত্ত্ব সংগদে ॥ নিকট
 চেতসি পুরা সবিকল্পসমাধিনা । নির্বিকল্পসমাধিস্ত ভবেদতত্র ত্রিভূমিকঃ ॥ * এবমুতো ব্রহ্মণঃ
 স্যাৎসরিষ্ঠো ব্রহ্মবাদিনাম্ । গুণাতীতঃ স্থিতপ্রজ্ঞো বিমুক্তকল্মশ কথ্যতে ॥ অতিবর্ণাশ্রমী জীব-
 মুক্ত আশ্রয়তিত্থা । এতস্ত কৃতকৃত্যঃ শাস্ত্রমস্মারিতভূতঃ ॥ যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে
 তথা গুরৌ । তস্যেতে কথিতা হর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাদ্বয়নঃ ॥ ইত্যাদিশ্রুতিমানেন কায়েন মনসা
 গিরা । সৰ্ববাহ্যস্ত ভগবদ্ভক্তিরত্রোপযজ্যতে ॥ পূৰ্বভূমৌ কৃত্য ভক্তিরন্তরাং ভূমিনাময়েৎ ।
 অন্যথা বিম্ববাহ্য্যঃ ফলসিকিঃ স্তহরতা । পূৰ্ব্ভ্যাসেন তেইনৈব জিগতে হবশৌচপি সঃ ।
 অনেকজন্মগংসিদ্ধ ইত্যাদিষচমো (চ বচো) হরেঃ ॥ যদি প্রাগ্ভবসংস্কারম্যাচিত্যাহত্ব কল্মশ ।
 প্রাগেব কৃতকৃত্যঃ সাদ্যাকাশফলপাতবৎ ॥ ন তং প্রতি কৃতার্থদ্বাচ্ছাস্ত্রমারম্ভমিধ্যতে । প্রাক-
 সিদ্ধসাধনাভ্যাসাদুজ্জেরা (ভ্যাসা হুজ্জেরা) ভগবৎকৃপা ॥ এবং প্রাগ্ভূমিসিদ্ধাবপ্যাত্তনোত্তর-
 ভূময়ে । বিধেয়া ভগবদ্ভক্তিস্তাং বিনা সা ন সিধ্যতি ॥ জীবমুক্তিদশায়ান্ত ন ভক্রেঃ ফলকল্পনা ।
 অদৃষ্টবীদিব (অদেইদ্বাদিবে) তেষাং স্বভাবো ভজনং হরে ॥ আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিঃসিদ্ধা
 অপূৰ্ণক্ৰমে । কুৰ্ব্বত্যট্টহত্বকীঃ ভক্তিমিথুত্বগুণো হরিঃ ॥ তেষাং জ্ঞানী নিত্যমুগ্র এক
 ভক্তির্বিশিষ্যতে । ইত্যাদিবচনাৎ প্রেমভক্তোহয়ং মুখ্য উচ্যতে । এতৎ সৰ্বং ভগবত্যা
 গীতাশাস্ত্রে প্রকাশিতম্ । অতো ব্যাপ্যাত্মমেতন্মো মন উৎসহতে ভূমম্ ॥ নিদানকল্মাস্তঠানং
 মূঃ শৌক্য কীৰ্ত্তিতম্ । লোকাদিরাজনঃ পাপ্যা তস্য চ প্রতিবন্ধকঃ ॥ যতঃ স্বদম্ভবিশ্রমঃ
 শত্রুসিদ্ধস্য সেবনম্ । ফলাভিসন্ধিপূৰ্ব্বা বা সাহকৰ্ম্মা ক্রিয়া ভবেৎ ॥ অদ্বিষ্টঃ পুরুষো
 নিত্যমেবমাস্তরপাশ্চাত্তিঃ । পুমর্থলভাযোগ্যঃ সন্ম লভতে হৃৎসন্ততিম্ ॥ হৃৎসং স্বভাবতো

বাঞ্চিতং তদ্বাদ্যো বিত্তীয়ে পরমেশ্বরিণঃ । অস্তে বাঞ্চিতং নৈব ফলং স্ততি ভুবি ॥ ইত্যাদিক

যেষাং সৰ্বেষাং প্রাপিন্যসিহ । অতন্তৎসাধনং ত্যজ্য শোকমোহাদিকং সদা ॥ অনাদিতব-
সজ্ঞাননিরু(গু)চ্ছং দুঃখকারণম্ । দুস্ত্যজং শোকমোহাদি কৈনোপায়েন হীয়তাম্ ॥ একমা-
কাঙ্ক্ষারিষ্টং পুরুষার্থোদ্বুখং নরম । বুবোধবিষুরাহেদং ভগবান্ শান্তমুত্তমম্ ॥ তত্র “অশোচা-
নন্বশোচিষ্ম” ইত্যাদিনা শোকমোহাদিসৰ্ব্বাস্থরপাপানিবৃত্ত্যুপায়োপদেশেন স্বধৰ্ম্মাহুষ্ঠানাৎ
পুরুষার্থঃ কথং প্রাপ্যতামিতি ভগবদ্রূপদেশঃ সৰ্ব্বসাধারণঃ ভগবদৰ্জ্জুনসংবাদরূপা চাখ্যাগ্নিকা
বিদ্যা স্বতার্থা, “জনকযাজ্ঞক্যসংবাদাদিবহুপনিষৎসু কথং প্রসিদ্ধমহাত্মভাবোহপ্যৰ্জ্জুনো
রাজ্যশুক্রপুত্রমিত্রাদিষুহমেবাং মমৈত ইত্যেবং প্রত্যয়নিগিত-স্নেহনিমিত্তাভ্যাং শোকমোহাভিতুত-
বিবেকবিজ্ঞানঃ স্বতএব ক্ষত্রধৰ্ম্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোহপি তস্মাদ যুদ্ধাহুপররাম । পরধৰ্ম্মঞ্চ ভিক্ষা-
জীবনানি ক্ষত্রিয়ঃ প্রতি প্রতিষিদ্ধং কর্তুং প্রবর্ততে, তথাচ মহত্যানর্থং মগ্নোহভূৎ ভগবদ্রূপদেশাচ্চ
এনাং বিদ্যাং লব্ধ্বা শোকমোহাবপনীয় পুনঃ স্বধৰ্ম্মে প্রবৃত্তঃ কৃতকৃত্যো বভূবেতি প্রশস্ততরয়ঃ
মহাপ্রয়োজনা বিজেতি স্মরতে । অৰ্জ্জুনাপদেশেন চোপদেশাদিকারী দর্শিতঃ ॥ তথাচ
ব্যাখ্যাগ্যতে । স্বধৰ্ম্মপ্রবৃত্তো জাতায়ামপি তৎপ্রচ্যুতিহেতুভূতো শোকমোহো “কথং ভীন্নমহং
সম্বন্ধ” ইত্যাদিনাৰ্জ্জুনে দর্শিতো । অৰ্জ্জুনস্য যুদ্ধাখ্যে স্বধৰ্ম্মে বিনাপি বিবেকং কিম্নিমিত্তা
প্রবৃত্তিরিতি ; “দৃষ্ট্বাতু পাণ্ডবানীকম্” ইত্যাদিনা পরসৈন্তচেষ্টিতং তন্নিমিত্তমুত্তম । তদুপো-
দবাততেন ধৃতরাষ্ট্রপ্রশ্নঃ সজয়ঃ প্রতি “ধৰ্ম্মক্ষেত্রে” ইত্যাদিনা শ্লোকেন । তত্র ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি
বৈশম্পায়নবাক্যং জনমেজয়ঃ প্রতি পাণ্ডবানাং জয়কারণং বহুবিধং পূৰ্ব্বমাকৰ্ণ্য স্বপুত্ররাজ্যভ্রংশা-
ভীতো ধৃতরাষ্ট্র পপ্রচ্ছ স্ব-পুত্রজয়কারণমাশংসন্ ॥

মধুসূদনসরস্বতীকৃত টীকার তাৎপর্য্য ।

“আমি অতি যত্ন সহকারে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত ভাষ্যার্থ আলোচনা করিয়া, প্রাপ্ত প্রেতি
পদের “গীতাগুণার্থদীপিকা” নাম্নী এই টীকা রচনা করিতেছি ॥ ১ ॥

কারণের অর্থাৎ দুঃখের দূরীভূত বাসনার সহিত জীবিত দুঃখপূর্ণ (১) সংসার হইতে
অত্যন্ত নিবৃত্তি এবং ষাং প্রাপ্তির নিমিত্ত কাণ্ডজয়রূপ বেদশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইরাছে, সেই
সচ্চিদানন্দ রূপ পুণ্ড্রক্কের পদ-প্রাপ্তিই গীতাশাস্ত্রের পরম প্রয়োজন । বেদে যেমন কর্ম,
উপাসনা ও জ্ঞান রূপ কাণ্ডজয় বর্ণিত আছে, তদ্রূপ অষ্টাদশাধ্যায়িক গীতাশাস্ত্রেও

(১) দুঃখাব্যয়ং দুঃখদ্রব্যম্, তৎ খলু ব্যাখ্যিককাষিতৌতিককাষিতৈবৈকিক । তত্র ব্যাখ্যিকং দ্বিবিধম্—
শারীরম্ স্বনৈমিক । শারীর বাতপিত্তক্লেশাদি বৈষম্যানিভূতম্ । স্বনৈমিক—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহেবা-
বিবাহ-বিবরণবিশেষাদিশ্রুতিবিজ্ঞানম্ । সৰ্ব্বকৈতন্যাত্তরোপায়সংখ্যাব্যবস্থায়িকং দুঃখম্ । বাহ্যোপায়সংখ্য

কাণ্ডের বর্ণিত হইয়াছে । প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্মকাণ্ড, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তি দ্বারা উপাসনা, কাণ্ড, তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানকাণ্ড কথিত হইয়াছে । প্রথম কাণ্ডে (১ম ঘটকে) কর্ম ও তত্ত্বাগের পথ প্রদর্শন পূর্বক যুক্তি সহকারে ‘তবমসি’ (২) এই মহাবাক্যের অন্তর্গত, ‘তব’ পদার্থ (অর্থাৎ জীবাত্মা) নিরূপিত হইয়াছে । দ্বিতীয় কাণ্ডে (২য় ঘটকে) উপাসনারূপ ভগবদ্ভক্তিমার্গ প্রদর্শন দ্বারা উক্ত মহাবাক্যান্তর্গত ‘তব’ পদার্থ (পরমানন্দরূপ পরমাত্মা) নিরূপিত হইয়াছে ; তৃতীয় কাণ্ডে (৩য় ঘটকে) ‘অসি’ (অর্থাৎ হও) পদপ্রতিপাদ্য ‘তব’ ও ‘তব’ পদার্থের অভেদরূপ বিশদ রূপে বর্ণিত হইয়াছে । এই অষ্টাদশাধ্যায়িক গীতাশাস্ত্রে কাণ্ডত্রয়ের এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং ইহাতে প্রত্যেক অধ্যায়ের বিশেষরূপ সম্বন্ধ লক্ষিত হইতেছে । বিশেষতঃ, কাম্য ও নিষিদ্ধ (৩) কর্ম পরিহার পূর্বক, যুক্তি-সাধনোপায়-স্বরূপ নিক্ষিপ্ত-কর্মনিষ্ঠাই এই শাস্ত্রের প্রধান

দুঃখং বেদা—আধিভৌতিকং আধিদৈবিকঞ্চ । তত্রাধিভৌতিকং মানুষ-পশু-মৃগ-পক্ষি-সরীসৃপ-হাবর-নিমন্তম্ । আধিদৈবিকং যক্ষ-রাক্ষস-বিনায়ক-গ্রহাদ্যাবেশনিসঙ্কলম্ ॥ ইতি সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ॥

(২) তব ত্বমসি—একমেবাদ্বিতীয়ং সং নামরূপবिवর্জিতম্ ॥ হঠে: পুরাধুনাস্ত তাদৃকং তদিতীৰ্য্যতে । ঐতিহ্যেহেজ্জিগীতঃ বস্তুর ত্বম্পদেহিতম্ । একতা গ্রাহ্যতেন্দ্রগীতি তদৈক্যমভূততামিতি । পঞ্চদশী মহাবাক্যবৈবেক ॥

“তব ত্বমসি” সামবেদীয় ছান্দোগ্যশ্রুতিস্থ মহাবাক্য । এই মহাবাক্যের মধ্যে “তব” “ত্বম্” ও “অসি” এই তিনটা পদ সন্নিবিষ্ট আছে । প্রত্যেক পদের অর্থও পৃথক্ পৃথক্ । বখা—

(ক) “তব”—“সদেব সৌন্দর্যমগ্র আনন্দকমেশবাদ্বিতীয়ম্” । “হে সৌম্য ! হৃষ্টির পূর্বে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একই অদ্বিতীয় সং (ব্রহ্মই) ছিলেন” । এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা হৃষ্টির পূর্বে নাম-রূপ বিবর্জিত অগতাদি-ভেদ শূন্য যে সং বস্তুই প্রতিপাদিত হইয়াছে, বিচার দৃষ্টি দ্বারা এক্ষণেও অর্থাৎ হৃষ্টির উত্তর কালেও সেই সমস্তের অগতাদি-ভেদশূন্য প্রদর্শনই তৎপদের অর্থ । অর্থাৎ বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, এই পরিদৃশ্যমান নানাবিধ নাম রূপে বিভক্ত জগৎ যে অদ্বিতীয় সমস্ত হইতে হঠ হইয়াছে, সেই সমস্তের সত্যতাই এই জড় জগতের সত্য উপলব্ধি হইতেছে, বস্তুতঃ এই জগৎ মিথ্যা । অতএব যে ভেদ রহিত সমস্ত হৃষ্টি পূর্বে ছিলেন, এইকালেও সেই সমস্ত রহিয়াছেন । সেই সমস্তই তব পদের অর্থ ।

(খ) ত্বম্—যে মাংস অণু মননাদি অমুঠান দ্বারা মহাবাক্যের অর্থ জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার দেহও ইজ্জিগীতীত, অর্থাৎ স্থল সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ শরীরের সাক্ষী (অধ্যাত্মা) বলিয়া, উক্ত শরীরত্রয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে সমস্ত, তাহাই ত্বম্পদের অর্থ, অণু মননাদি অমুঠান না করিলে, শরীরত্রয় হঠে সমস্তকে পৃথক্ করিতে পারা যায় না । কঠশ্রুতিতেও উক্ত বিধ সমুঠান্ত বর্ণিত আছে । যেমন মুক্তা নামক ত্ত্ব বিশেষের উপরিহ স্থল পত্ররূপ আবরণ হস্ত দ্বারা উন্মোচন করিলে, তৎপরে কোমল ত্ত্ব পৃথক্ করা যায়, সেইরূপ ব্রহ্ম-চর্যাদি জ্ঞান সম্পন্ন অধিকারী, অণু মননাদির অমুঠান দ্বারা শরীরত্রয়রূপ আবরণ উন্মোচন পূর্বক, ত্ত্বরূপ পরম ব্রহ্মকে পৃথক্ করিবেন ।

(গ) “অসি” এই পদ দ্বারা “তব” সেই অর্থাৎ তুরীয় চৈতন্য ও “তব” ত্বমি অর্থাৎ জীব চৈতন্য এই দুই পদের অভেদই প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

(৩) কাম্য-কর্ম—বর্ণনীয়সাধনানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি । বর্ণনাদি অভিলষিত পুণ্য সাধনং জ্যোতিষ্টো-

প্রতিপাদ্য । ভগবাক্যের নাম-রূপ ও তপঃস্ববনাদি উপাসনীরূপ পরম ধর্মের অমূল্যত্বান করিতে করিতে, বিশুদ্ধচেতা মানবের হৃদয়ে ক্রমে স্ফূটরূপে নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক (৪), বশীকার-ভেদ, ইহামূহ কলভোগ-বিষয়ে বৈরাগ্য (৫) শমাদি ষট্ সম্পত্তি (৬) সন্ন্যাস ধর্ম, 'শ্রব' সর্ববিষয় পরিহার পূর্ব্বক গুরু ও বেদান্ত-(৭) বাক্যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে । তৎপরে উপদেষ্টার নিমিত্ত গুরু-সমীপে গমন ও সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ উত্তর মীমাংসা (৮) নামে প্রসিদ্ধ বেদান্ত শাস্ত্র-শ্রবণে অভিনয় হইবে । তৎপরে, গুরুমুখে বেদান্ত-বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে, সন্দেহ বিগীন হইলে একান্তে তাহা মনন করিয়া, যোগশাস্ত্রানুসারে নির্দিধ্যাসনে (৯) প্রবৃত্তি হইবে । তদনন্তর বিশুদ্ধচিত্তে সেই মহাবাক্য-(অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি') প্রতিপাদিত জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-বিষয়ে ষথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে ; অতঃপর সেই শব্দ ('তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্য) হইতে নির্মিকল্প সমাধি জন্মিবে, তত্ত্বজ্ঞানাত্ম্যাস-বশতঃ 'অবিদ্যারও নিবৃত্তি হইবে । চিত্তাবরণ রূপ অবিদ্যা-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রম এবং সংশয়ও বিনষ্ট হইবে, তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবে সঞ্চিত কুর্শ্ব সকলও নিবৃত্তি হইবে, এবং ভবিষ্যৎ কৰ্ম্মও আশ্রিত উৎপন্ন হইবে না । কিন্তু আরক কৰ্ম্ম ক্ষয় হইলেও, সঞ্চিত বাসনা ক্ষয় হইবে না, তাহা অত্যন্ত বলবতী ও লয় পর্য্যন্ত কিছুতেই শাস্তি লাভ করিবে না ।

মাদি যজ্ঞের নাম কাম্য কৰ্ম্ম । নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম—নরকাদ্যানিষ্টসাধনানি ব্রহ্মহননাদীনি । নরকাদি অনিষ্টজনক ব্রহ্মহত্যাগি ক্রিয়ার নাম নিষিদ্ধকৰ্ম্ম ॥ ইতি বেদান্তসার ।

(৪) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকস্তাপৎ ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু ততোহস্তুদখিলমনিত্যামিতি বিবেচনম্ ॥ ইতি বেদান্তসার ।

(৫) ইহামূহকলভোগবৈরাগ্য—ইহিকানাং প্রকল্পনাদিবিষয়ভোগানাং কৰ্ম্মভুক্ততয়া অনিত্যত্বং আনু-মিত্যকাম্যপ্যাসূতাদিবিষয়ভোগানামনিত্যতয়া তেভ্যো নিত্যং তিরতিঃ ॥ ইতি বেদান্তসার ।

(৬) শমাদি ষট্ সম্পত্তি—শম-দমোপরতি তিতিক্ষা-সমাধান-শ্রদ্ধাঃ । শমস্তাপৎ, শ্রবণাদিবারিত্তিকবিষয়েভ্যো দেনসৌ নিগ্রহঃ ॥ দমঃ—বাহ্যেচ্ছিন্নায়াং তদ্ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবর্তনম্ । উপরতিঃ নিবর্তিতানামেতেষাং তদ্ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো উপরমণম্ ; অথবা নিহিতানাং কৰ্ম্মণাং বিধিনা পরিচ্যাগঃ । তিতিক্ষা—ক্লমীতোক্ষাদিদন্দ-সহিত্বা । সমাধানং—নিঃসৃষ্টতস্ত মনসঃ প্রণয়াদৌ তদনুগুণবিষয়ে সমাধিঃ । শ্রদ্ধা—ঐ বেদান্তবাক্যোবু বিশ্বাসঃ ॥ ইতি বেদান্তসার ।

(৭) বেদান্ত বেদগান প্রণীত দর্শনশাস্ত্রবিশেষ । বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্ তদ্ব্যুৎপাদীনি শাস্ত্রী-কহুত্বাদীনি চ ॥ ইতি বেদান্তসার ।

(৮) উত্তরমীমাংসা বড়দর্শনান্তর্গত দর্শনশাস্ত্র বিশেষ । তাহা দুইভাগে বিভক্ত । পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা । তদ্ব্যয্যে পূর্ব্বমীমাংসা জৈমিনী-কৃত বাদশাখ্যাত্মক । তাহাতে যজ্ঞাদি কৰ্ম্মকাণ্ডে নিরূপিত হইয়াছে । লোক-ব্যবহারার্থ মনু-ব্রাহ্মণাদি-কৃত ধর্মশাস্ত্র ও ইহার অন্তর্গত । উত্তরমীমাংসা অর্থাৎ বেদান্ত, ভগবান বেদ-বাস্তব প্রণীত অধ্যায় চতুষ্টয়, ব্রহ্মনিরূপণ এই শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য । তদতিরিক্তে সৃষ্টি ও প্রলয়ের ক্রম ও এই শাস্ত্রে বিস্তারকরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

(৯) নির্দিধ্যাসনম্—বিজ্ঞাতব্যবৈদ্যিপ্রত্যয়রহিতাবিতীর্ণসন্তুজ্ঞাতীরপ্রণয়ঃ । ইতি বেদান্তসার ।

অতএব শারণা, ধ্যান, সমাধি (১০) এই ত্রিভয় আর যমাদি পঞ্চ (১১) এই অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। সর্বদা ঈশ্বরের ধ্যান-দ্বারা সমাধি যোগ সিদ্ধ হইলে, মনো-নাশ (১২) ও বাসনা ক্ষয় হইবে। তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় এককালে এই তিনের সম্পাদন হইলে দৃঢ়রূপে জীবমুক্তি হয়।

এরূপ নির্বিকল্প-সমাধি-(১৩) বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গুণাতীত হিতপক্ষ ও নিবৃত্তভক্তরূপে কথিত হইয়া থাকেন। এরূপে কৃতকর্তা ও আত্মতত্ত্বপুরুষের ন্যাশ্রয়মুক্ত ক্রিয়া-কলাপ এবং বিধি-নিষেধবিধায়ক বেদাদি শাস্ত্রেরও কোন প্রয়োজন করে না। যাহার দেবতা ও গুরুর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি, সেই মহাত্মার অত্ম এই সকল বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে, ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, সকল অবস্থাতেই পুণ্যের কাগননোবাকা দ্বারা ভগবদ্ভক্তির বিশেষ প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত ভক্তিয়েগুই সাধকদিগকে পূর্ব ভূমিতে (১৪) আনয়ন করে; বিষবাচলা প্রযুক্ত ভক্তিহীন-ক্রিয়ার ফলসিদ্ধি অতিশয় দুর্বল। ভগবান্ হরি বলিয়াছেন, এরূপে পূর্ব অভ্যাসের অপশীতৃত পুরুষ বহুজন্মে সুসিদ্ধ হয়। ভগবান্ এই সকল বিষয় গীতাশাস্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এই গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে আমার মন অতিশয় উৎসুক হইয়াছে। শিক্ষাম কর্ণের অনুষ্ঠানই মুক্তির মূল কারণ, লৌকিক অম্মরাগই তাহার প্রতি-বন্ধক স্বরূপ; যে চেতু লোকাঙ্করাগী মানবেরা স্বধর্ম পরিত্যাগ, নিবিদ্ধ কর্ণের সেবা ও ফলাভিসন্ধিপূর্বক সাহস্কার-ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করিতে অতিশয় আগ্রহ যুক্ত হইয়া

বিজ্ঞাতীরদেহাদি বুদ্ধাভ্যুৎপাদার্থবিষয়কপ্রত্যয়নিরাকরণেন সজ্ঞাতীয়াদিতীয়াবস্তুবিষয়কপ্রত্যয়প্রবাহীকরণং
নিদিখাদানমিত্যর্থঃ ॥ ইতি মুসিংহসম্বন্ধীকৃত বেদান্তসার টীকা ।

- (১০) অধিতারবস্তুভুক্তরক্ষিতধারণং ধারণা। তজ্জাদিতারবস্তুনি নিচ্ছিন্না অন্তর্বিচ্ছিন্নবৃত্তিপ্রাপ্তে ধ্যানম্।
সমাধি—ধ্যেয়মেনাহি সন্ধত্র খ্যাতা ভল্লরতাং গতঃ। পজ্জতি বৈ তত্রহিতং সমাধিঃ সৌখিন্যবিরহে ॥ ইতি
পঞ্চম পুরাণ।
- (১১) যমাদি পঞ্চ—তজ্জাহিংসা সত্যাত্মের ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ১ ॥ শৌচসন্তোষ তপঃস্বাধ্যায়ৈশ্বর্য-
প্রতিপাদনানি নিয়মাঃ ॥ ২ ॥ করচরণাদিসংস্থানবিশেষলক্ষণানি পদ্মযন্তিকাধীনী আঙ্গনানি ॥ ৩ ॥ রেচক-
পূরক-কুস্তক-লক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপাসাঃ প্রাণারামাঃ ॥ ৪ ॥ ইন্দ্রিয়ানাং স্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারণং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫ ॥
ইতি বেদান্তসার।
- পূর্ব্বোক্ত ধ্যান ধারণা সমাধি ও এই যমাদিপঞ্চকেই যোগশাস্ত্রোক্ত কট্টাক যোগ বলে।
- (১২) মনো নাম সঙ্কল্পবিকল্পাস্ত্রিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ ইতি বেদান্তসার। তন্ত নাশো বিহারঃ। অর্থাৎ
সঙ্কল্পবিকল্পাস্ত্রিক কুস্তকচরণবৃত্তিবিশেষের বিলীন হওয়াই মনোনাশ।
- (১৩) নির্বিকল্প সমাধি—মাত্ ধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাক্ষৌরৈকগোদরম্। নির্বিকল্পদ্বীপযজিস্তং সমাধিষ-
তিবিরহে ॥ ইতি পঞ্চমশী তত্বনিবেক।
- (১৪) পূর্ব্বভূমি যোগিনামবস্থাপিংশবঃ।

থাকে । সংসারাবিষ্ট পৃথিবী স্রী পাপের দ্বারা পুরুষার্থের (১৫) অর্বাণ্য হইয়া, কেবল দুঃখ-সজ্জিতই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই সংসারে প্রাণিমান্বেরই দুঃখ স্বভাবতঃ দ্বেষা ; অতএব তৎসাদনভূত শোক-মোহাদিকে সর্বদা পরিত্যাগ করিবে । বহুজন্ম হইতে বহুজন্মী দুঃখের কারণীভূত, দুঃখাজ্ঞা শোকমোহাদি কিরূপে দূরীভূত হইবে, এতদ্বিষয়ক জ্ঞানাভিলাষী, ও পুরুষার্থ-বিষয়গুণ নরনারায়ণ অর্জুনকে প্রবোধ দিবার অভিপ্রায়ে, ভগবান্ সর্বোত্তম গীতাশাস্ত্র ব্যক্ত করিয়াছেন ।

জগদ্বিখ্যাত মহামুভব অর্জুন গুরু পুত্র ও মিত্রাদিতে ‘ইহারা আমার, আমি ইহাদের’ এক্রূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হইলেন এবং স্বধর্মসাদনরূপ যুদ্ধে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়াও স্নেহ হেতু শোক মোহাদি দ্বারা অভিভূত বিবেক-বিজ্ঞান-বশতঃ তাহা হইতে বিরত হইয়া, ক্ষত্রিয়ধর্ম-নিষিদ্ধ-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন । এক্রূপ মহামোহ-সাগরে নিমগ্ন অর্জুন, ভগবদ্রূপদেশ-দ্বারা পরমবিদ্যা লাভ করিয়া, শোক-মোহাদিকে দূর করতঃ, স্বধর্মে প্রবৃত্ত ও কৃতকৃত্য হইলেন । অতএব এই বিদ্যা সর্বোৎকৃষ্ট ও মহাপ্রয়োজনীয়, তাহার সন্দেহ নাই ।* ভগবৎ-কর্তৃক অর্জুনের জ্ঞান পরম গুণবান্ শিষ্যকে গীতাশাস্ত্রের উপদেশ প্রদস্ত হওয়ায়, ইহার অধিকারীও নিরূপিত হইয়াছে । মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়-মুখে পাণ্ডুপুত্রগণের জয়-লাভের হেতুসমূহ বহুবার শ্রবণ করিয়া, স্বপুত্রগণের রাজ্য-নাশ-ভয়ে এবং তাহাদের রাজ্য-প্রাপ্তির প্রত্যাশায়, সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । এই বাক্য বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিতেছেন (১৬) ।

নীলকণ্ঠকৃত টীকা ॥

প্রথম ভগবৎপাদান্ শ্রীধরাদীংশ্চ সদগুরুন । সম্ভদায়াহুসারেণ গীতাব্যাখ্যাং সমারভে ॥
অরন্তে সর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কুৎসনঃ । গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্বশাস্ত্রমগমী মতু ॥
কুর্ষোপাস্তিজ্ঞানভেদৈঃ শাস্ত্রং কাণ্ডত্রয়ান্বকম্ । অস্ত্রে তূপাসনাকাণ্ডাং তৃতীয়ো নাতিরিচ্যতে ॥
“তদেব ব্রহ্ম বিদ্ধি যং নেদং যত্তত্প্রসূতং ।” ইতি শ্রুতৌব বেদস্ত হ্যপাস্তাদভ্যন্তেরিতা ॥
ইয়মষ্টাদশাধ্যায়ী ক্রমাৎ ষট্ কত্রিকোণ হি । কুর্ষোপাস্তিজ্ঞানকাণ্ডত্রিতয়া নিগদ্যতে ॥

(১৫) পুরুষার্থ—পুরুষস্য অয়োজনম্, স চ চতুর্বিধঃ ॥ স্বর্গার্থকামমোক্শ পুরুষার্থাঃ উদাহৃত্যঃ । ইত্যগ্নিপুরণ ॥ মোক্ষাশ্রমভে ভক্তিঃ পঞ্চমঃ পুরুষার্থঃ ॥

(১৬) মহর্ষি ষাণ্ডার্য-বৈশম্পায়নের শিষ্য বৈশম্পায়ন, গুরুর আদেশে, মহারাজ জনমেজয়ের সর্বমুখের দৈনন্দিন মধ্যাহ্নকাণ্ডে, কুৎসনঃ স্বকীর গুরুদেব-প্রণীত ভারতকথা-কীর্তন করিয়াছিলেন । হৃতরাষ্ট্র মহাতারভের যজ্ঞ বৈশম্পায়ন এবং শ্রোতা-সদস্যমণ্ডলী-পরিভূত অর্জুন-প্রণোদিতাশ্রিত নন্দন রাজা জনমেজয় । মহাতারভ আদিপর্ব ৫৯ । ৬০ অধ্যায় ।

নীলকণ্ঠকৃত টীকার তাৎপর্য ।

সাম্প্রদায়িক (১) রীত্যনুসারে শ্রীধরাদি সৎগুরুদিগকে (২) প্রণাম করিয়া গীতাশাস্ত্রের বাখ্যা করণে প্রবৃত্ত হইলাম ।

মহাভারত গ্রন্থে সমস্ত বেদার্থ ও ভারতের বিষয় সকল বর্ণিত হইয়াছে । এই গীতা-শাস্ত্রেও সেই সকল বিষয় আছে । তজ্জন্ত এই গীতাকে পণ্ডিতগণ সৰ্ব্বশাস্ত্রময়ী বলিয়া বাখ্যা করেন ।

এই গীতাশাস্ত্রে কৰ্ম্ম উপাসনা ও জ্ঞানরূপ কাণ্ডদ্বয় আছে । কেহ বলেন তৃতীয়কাণ্ড, অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড হইতে অতিরিক্ত নহে ।

“তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান, বাহাকে উপাসনা করিতেছ তিনি ব্রহ্ম নহেন” এই শ্রুতি দ্বারা উপাস্ত হইতে জ্ঞেয় বস্তুর পার্থক্য প্রতীত হইতেছে ।

ঐষ্ট্যাদিশাস্ত্রায় এই গীতা ত্রিষট্‌ক দ্বারা ক্রমে কৰ্ম্ম উপাসনা ও জ্ঞান ভেদে ত্রিকাণ্ড রূপে কথিত হইয়া থাকে ।

শ্রীবিষ্বনাথ চক্রচর্চী কৃত টীকা ।

গৌরাংগকঃ সৎকুমুদপ্রমোদী স্বাভিখ্যায় গৌত্তনসো নিহস্তা ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তসুখানিধিমে মনোহপিতিষ্ঠন্ স্বরতিং করোতু ॥ ১ ॥

প্রাচীনবাচঃ স্থনিচার্য্য মোহহমজ্ঞোহপি গীতামৃতলেশলিপ্‌সুঃ ।

যতেঃ প্রভোরেন যতে তদত্র সন্তঃ ক্ষমস্ব শরণাগতস্ত ॥ ২ ॥

ইহ খলু সকলশাস্ত্রাভিমত-শ্রীমচ্চরণ-সরোজভজ্ঞনঃ স্বয়ং ভগবান্ নরাকৃতিগুরব্রহ্ম শ্রীবৃন্দেবমুখ্যঃ সাক্ষাৎ শ্রীগোপালপূর্য্যামবতীৰ্য্যাপার-পরমাতর্ক্য-স্বরূপাশ্রিত্যেব প্রাপঞ্চিক-সকললোক-লোচন-গোচরীকৃতো ভব্যাক্রিনিমজ্জমানান্ জগজ্জনাহুত্যা স্বসৌন্দর্য্যাদাধুলা-স্বাদনয়া স্বীয়প্রেমমহাধুধৌ নিমজ্জয়ামাস । শিষ্টরক্ষাছষ্টনিগ্রহ-ত্রিভিষ্ট-মহিষ্ট-প্রতিষ্ঠোভূপি ভূবো ভারতুঃখাপহারমিবেণ ছষ্টানামপি স্বদেষ্টুণামপি মহাসংসারগুহগ্রাসীভূতানামপি মুক্তিদানলক্ষণং পরমরক্ষণমেব কৃত্বা স্বান্তর্দ্বানোত্তরকালজনিষামানানাদ্যবিদ্যাবন্ধনিবন্ধ-

(১) সম্প্রদায়—শিষ্টপদ্যস্বরূপতীর্থোপদেশঃ । ইতি ভরতঃ । গুরুপদ্যস্বরূপতীর্থোপদেশঃ । অগ কলৌ ভবিষ্যতি চবিরঃ সম্প্রদায়িনঃ । শ্রী-ব্রহ্ম রূপ-মনকা ষেকবাঃ ক্ষিতিপাণনাঃ ॥ ইতি পদ্মপুরাণং ॥

(২) সৎগুরু-লক্ষণ—গুরুবা বহুবঃ সতি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ । ভ্রমভোহং গুরুদেবি শিষ্যসন্তাপ-হারকঃ । ইত্যাদি । অতুচ্চ । সৎগুরুলক্ষণকৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ । নিগ্রহাশ্রয়প্রোক্তো হোঁনমম পদ্যরণঃ ॥ উহাপোহপ্রকারতঃ গুরুত্বা যঃ পালয়ঃ । ইত্যাদিলক্ষণৈবুক্তো গুরুপদ্যস্বরূপতীর্থোপদেশঃ ॥ ইতি সমুদ্রলক্ষণাৎ ॥

শোকমোহাভ্যাকুলানপি জীবাত্মকর্তৃং শাস্ত্রকৃশ্মনিগণগীরমানবশচ্চ ধৰ্ত্তুং স্বপ্রিয়সং তাদৃশশ্বেচ্ছা-
বশাদেব রণদৰ্দ্ধুভুতশোকমোহং শ্রীমদৰ্জুনং লক্ষ্যীকৃত্য কাণ্ডিত্রিতয়াক্তসর্ববেদতাৎপৰ্য্যার্থা-
বসিতার্থরঞ্জালঙ্কৃতং শ্রীগীতাশাস্ত্রমষ্টাদশাধ্যায়মন্তৃত্বাষ্টাদশবিদ্যাং সাক্ষাদ্বিদ্যমানীকৃতমিব
পরমপুরুষার্থমাবির্ভাবয়ামহত্বং । তত্রাধ্যায়ানাং প্রথমেণ ঘটকেন নিকামকৰ্ম্মযোগঃ, দ্বিতীয়েন
ভক্তিযোগঃ, তৃতীয়েন জ্ঞানযোগো দর্শিতঃ । তত্রাপি ভক্তিযোগস্তাতিরহস্যাত্মহুত্বমসঞ্জীবকত্বে-
নাভ্যাহিতত্বং সৰ্বদুলভত্বাচ্চ মধ্যবর্তীকৃতঃ । কৰ্ম্মজ্ঞানসারভক্তিরাহিত্যেন বৈপর্য্যং তে হে
ভক্তিমিশ্রে এব সম্ভবীকৃতং । ভক্তিস্তু দ্বিবিধা—কেবলা, প্রাধানীভূতা চ । তত্রাদ্যা স্বত এব
পরমপ্রবলা । তে হে ধীনৈব বিশুদ্ধপ্রভাবতী অকিঞ্চনা অনন্তাদিশদবাচ্যা । দ্বিতীয়া তু
কৰ্ম্মজ্ঞানমিশ্রেতাখিলমগ্রে বিবৃতিভবিষ্যতি । অথার্জুনস্ত শোকমোহো কথন্তুতাবিত্যপেক্ষায়াং
মহাভারতবক্তা শ্রীবৈশাম্পায়নো জনমজ্জয়ং প্রতি তত্র ভীষ্মপর্বণি কথামবতারয়তি ।

বিশ্বনাথকৃত টীকার তাৎপর্য্য ।

যিনি সজ্জন-কুমুদ-প্রমোদকরী এবং যিনি স্বীয় নাম (শোভা) দ্বারা জগতের
তমোরশি বিনষ্ট করিয়াছেন, গৌরাংগক (১) (গৌরবর্ণ অর্থাৎ স্বেতরশ্মি) সেই শ্রীকৃষ্ণ
চৈতন্যরূপ স্ত্রীনিধি (চন্দ্র) আমার মনোমধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া আশ্রয়তি লাভ করেন ॥ ২ ॥
আমি অত্যন্ত মনমতি হইয়াও, প্রাচীন বাণ্য সকল বিচার পূর্বক, যতিপ্রবর প্রভুর

(১) ঋতু তু কলিধর্ম্মাংস্তান্ ব্রজা লোকপিতামহঃ । সকলো কহিতার্থায় প্রোবাচ মধুসূদনম্ ॥ ভবিষ্যতি
কলৌ কেনোপায়েন ধর্ম্মপালনম্ । ভক্তিমাগর্হিত্বি কস্ম্যৎ তদবশ জগদগুরো ॥

শ্রীভগবানুবাচ । অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগুণৈঃ সহ । শচীগর্ভে নববীপে নধুর্নীপরিবারিতে ॥
অশ্রুকাভমিদং শুভং ন প্রকাতং বহির্দুর্ধে । ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং ভক্তং ভক্তিপ্রদং যঃ ॥ মন্যামোহিতাঃ
ফৌচিরাশাস্তি বহির্দুর্ধাঃ । জ্ঞান্যস্তি মত্ভক্তিযুতাঃ সাধবো ন্যাসিনোহমলাঃ ॥ কৃষ্ণাবতারকালে বাঃ স্রিয়ো
যে পুরুষাঃ প্রিয়াঃ । কলৌ তেহবতরিস্তি শ্রীদামসুবলাদয়ঃ ॥ চতুঃষষ্টিমহাস্ততে গোপা সূদশ বৎসলাঃ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি টেতরম্ ॥ কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যামাহ পুনঃ । কৃষ্ণচৈতন্যগৌরোদ্যো
গৌরচন্দ্রো গৌরহরিঃ ॥ শচীহস্তে প্রভুগৌরো নামানি ভক্তিদানি মে ॥ ইতি অনন্তসংহিতা ।

১. মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে উত্তরকল্বনী নক্ষত্রে, কাল্কন পৌর্ণমাসীতে, হরধূনী-পরিবেষ্টিত শ্রীমন্নবদীপ দ্বায়ে,
শ্রীমঙ্গলদ্বা-মিশ্রের ঠেসে, শ্রীমতী শচীদেবীর গর্ভে, একাধারে পুরুষপ্রকৃতিরূপে, শ্রীমদ্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
প্রভু নামে, আবির্ভূত হইয়াছিলেন । দ্বাপরে কৃষ্ণাবতার-কালে যে বেত্রী-পুরুষ বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিয়া,
ভগবানের প্রিয় হইয়াছিলেন, কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতার-কালে ভক্তাবতাই রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া,
আবির্ভূত হইয়াছিলেন । শ্রীচৈতন্য বাল্যকালে ষড়্বিধ গতিতের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, অজ বয়সেই
স্থপতিত হন । শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া নামী কামিনীর পাদিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং পঞ্চবিংশতি
বৎসর বয়সে সংসার আশ্রম-পরিভ্রমণ করিয়া দেশে দেশে জ্যোৎস্না কলাগার্ভ হরিনাম প্রচার করেন । চৈতন্য
চরিতামৃত গ্রন্থ মহাপ্রভুর লীলাকাহিনী বিশেষরূপে বর্ণিত আছে ।

মতান্তরে, গীতামৃত কণার অভিশ্রবী হইয়াছি ; শরণাগত জনের এই অভিশ্রবকে পণ্ডিতগণ ক্ষমা করিবেন ॥২ ॥

এই সংসারে বাহার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারবিন্দু ভজন সকল শাস্ত্রানুসারিত, সেই পরব্রহ্ম নরাকৃতি ভগবান্ বহুদেবেশ পুত্র রূপে, গোপালপুরীতে সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যিনি অসীম ও অতীক্ৰীড়াশক্তি দ্বারা প্রপঞ্চ লোক সকলের নয়নগোচর হইয়াছেন, তিনি ভব-সাগরে নিমগ্ন সকল প্রাণিকে উদ্ধার করিয়া স্বদৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যান্বাদনের নিমিত্ত, স্বকীয় প্রেমসাগরে নিমগ্ন করিয়াছেন ; শিষ্ট রক্ষা ও দুঃখ নিগ্রহরূপ ত্রিতে অতিশয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্ফু-ভার হরণের ছলে, দুঃখ ও সংসাররূপ মহা কুস্তীর কর্তৃক গ্রস্ত স্বশত্রুদিগেরও মুক্তি দান-লক্ষণ (২) পরম রক্ষা করিয়া অন্তহত হইলে পর, অনাদি অবিদ্যা বন্ধন নিবন্ধন শোক-মোহাদি দ্বারা আকুল হইয়া যে সকল জীব জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত ও শাস্ত্র রচয়িতা মুনিগণ কর্তৃক গীগমান ভগবদমশকে ধারণা করিবার নিমিত্ত যুদ্ধক্ষেত্রে শোক-মোহাভিত্তিত প্রিয় সখা অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া, কাণ্ডপ্রয়াসক সর্ববেদ-তাংপর্ঘ্য-পর্য্যবসিতপর্গরূপ রত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত, অষ্টাদশ বিদ্যা (৩) পরিপূরিত, যেন পরম পুরুষাঙ্কুরে সাক্ষাৎ লিখমান, এই গীতাশাস্ত্র প্রকাশিত করিয়াছেন । এই গীতাশাস্ত্রে অষ্টাদশ অধ্যায় ; প্রথম ছয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্মযোগ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ, তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে । ভক্তিযোগ অতিশয় গূঢ় এবং কর্ম ও জ্ঞানের মূল কারণ স্বরূপ ; অতএব অতিশয় শ্রেষ্ঠ এবং সর্বজলভ বলিয়া মধ্যবর্তী ছয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন ।

(২) শত্রুকেও বিনাশ করিয়া ভগবান্ মুক্তি প্রদান করেন, তাহার উদাহরণ ;—চৈবদেহোচ্ছিন্নম্ জ্যোতির্ভাসদেবমুপাধিযৎ । পশুভ্যং সর্বভূতানাম্বেকম্ ভূমি খাচ্ছ্যাস ॥ অমৃতপ্রাণমুপাধিযৎ বৈশ্বক্সংকর্য্য দিযা । ধ্যায়ন্তুস্মরত্যং বাভো ভাবো হি ভবকারণম্ ॥ ভাগবত ১০ । ৭৪ ॥ বৈবৃষ্টদ্রুম ভগবানের ক্রয় আমক পার্শ্ব বলখিল্যাদি মুনিগণের শাপে প্রথমতঃ হিরণ্যকশিপু রূপে জন্মগ্রহণ করেন ; ভগবান্ বৃষ্টিরূপে তাহাকে বধ করেন । পরে রাবণরূপে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্ রামরূপে তাহাকে সংহার করেন । পুনরায় শাপত্রয় শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া যোরতর ভগবদ্বিধেয়ী হইলে শ্রীকৃষ্ণ একোদশতবার তাহাকে কনা করেন । তদনন্তর বৃধিষ্ঠিরের রাজসুয় যজ্ঞে তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে পারিয়া, অশ্রুচক্ষু দ্বারা শিরশ্ছেদন করেন । সর্বজন সমক্ষে মরণান্তে শিশুপাল উদ্ধাররূপে বাহুবল্লভের শরীরে প্রবেষ্ট হইয়াছিলেন । কঠোর ত্রত-পরায়ণ বাহুবল্লভ যে সৌভাগ্য ঘটে না, আত্ম ভগবদ্বিধেয়ী শিশুপালের সে সৌভাগ্য কিরূপে ঘটিল, এই আলোচনা পরিহার্য্য শুকদেব বলিতেছেন, পূর্বোক্ত অমৃতপ্রাণি বৈরভাব বশতঃ শিশুপালের বৃদ্ধ একান্ত ভগবদ্রোহিত হইয়া তৎপরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তজ্জন্তু দেহাত্ম্য হইলে তিনি পুনরায় ভগবানের পার্শ্ব হইয়াছিলেন । সুতরাং চিত্তের একাগ্রতা তত্ত্ব প্রাপ্তির কারণ । কাঁচপোকা কর্তৃক অক্ষাত আরম্ভের টনা ইহার উদাহরণ হইল ।

(৩) অষ্টাদশলিঙ্গা—অজানি বেদান্তবাক্যে সীমাসো ভ্রামবিস্তরঃ । ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণাদিভিঃ সূত্র শব্দভিঃ । যুক্তোদো ধর্ম্মভেদো গন্ধর্ভ্যস্তি তে ত্রয়ঃ । অর্ধশাস্ত্রং চতুর্ধকং বিদ্যা হতঃশৈব তীঃ ॥ ইতি শিব পুরাণম্

ভক্তি রহিত কৰ্ম ও জ্ঞান উভয়ই বুধা (৪) একত্র সাধকগণ কৰ্ম ও জ্ঞান উভয়ই ভক্তি মিশ্রিত করিয়া, সাধন করিতে বিধি প্রদান করিয়াছেন ।

ভক্তি (৫) দ্বিবিধা ; কেবলা ও প্রধানীভূতা, কেবলা ভক্তি স্বতঃই পরম প্রবলা (স্বতন্ত্র) এবং কৰ্ম ও জ্ঞানের সাহায্য ব্যতীতও স্বয়ং বিগুহ্ব প্রভাবতী : ইহা অকিঞ্চনা ভক্তি ও অনন্যা ভক্তি ইত্যাদি নামে উক্ত হইয়াছে ।

প্রধানভূতা ভক্তি কৰ্মপ্রধানীভূতা, জ্ঞানপ্রধানীভূতা ; অগ্রে এই সকল বিষয় বিেষ বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা যাইবে ।

অনন্তর, অর্জুনের শোক-মোহ কেন হইয়াছিল, জনমেজয় এরূপ প্রশ্ন করিলে, মহাতারত বক্তা বৈশম্পায়ন ভীষ্ম পর্ষের কথা অবতরণ করিতেছেন—ধৃতরাষ্ট্র উবাচৈত্যাদি ।

যামুন মুনি ।—বিগাহে যামুনং তীর্থং সাধুসুন্দাবনে স্থিতম্ । নিরন্তজিহ্বাংশ্পর্শে যত্র কৃষ্ণঃ কৃতাদয়ঃ ॥ স্বধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যাসাধ্যভক্ত্যেকগোচরঃ । নারায়ণঃ পরব্রহ্ম গীতাশাস্ত্রে সমীকৃতঃ । জ্ঞানকর্মাশ্বিকে নিষ্ঠে যোগলক্ষে সুসংস্কৃতঃ । আত্মাহুত্বভিত্তিসিদ্ধার্থে পূর্ববটুকেন চোদিতঃ । মধ্যমে ভগবত্ত্বযাথাশ্রাব্যাপ্তিসিদ্ধয়ে । জ্ঞানকর্মাভিনির্বর্ত্তো ভক্তিযোগপ্রকীর্তিতঃ ॥ প্রধানপুরুষব্যক্তসর্ব্বেরবিবেচনম্ । কৰ্মবীর্ভক্তিরিত্যাদি পূর্ব-শেষোহস্তিমোদিতঃ ॥

যামুন মুনির তাৎপর্য্য ।—সর্পবিষ-স্পর্শনিবৃত্তি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে অতি সমাদর করিয়াছিলেন, সুন্দাবনস্থিত মনোহর সেই যামুন তীর্থে আমি অবগাহন করি । স্বকীয় ধর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যজনিত ভক্তির একমাত্র বিষয় পরব্রহ্ম নারায়ণ এই গীতা-শাস্ত্রে প্রতিপাদ্য । ইহার প্রথম বটুকে ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধির নিমিত্ত, জ্ঞান ও কৰ্মনিষ্ঠারূপ যোগধর্ম মধ্যম বটুকে ভগবত্ত্বের যাথাশ্রাব্য জ্ঞানের নিমিত্ত জ্ঞান কৰ্ম সংসাধিত ভক্তিযোগ, অন্তিম বটুকে প্রকৃতি, পুরুষ ও জগৎ এই তিনের বিচারসহ কৰ্ম, জ্ঞান এবং ভক্তিযোগ সমালোচিত হইয়াছে ।

(৪) ভক্তিরহিত কৰ্ম ও জ্ঞান স্বঃ ; নৈকর্মাযগ্যাচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিঃশ্রবম্ । কৃতঃ পুংঃ শব্দমতঃপ্রদীপ্তের ন চাপিতং কৰ্ম যদপ্যাকারণম্ ॥ বেদান্তেহরবিম্বাক শিমুজ্ঞানানন্তবাস্তবাবিভূত-বুদ্ধঃ । আকৃষ্ণ কৃষ্ণেণ পরম্ পদম্ ততঃ পতন্ত্যাবো নাদৃতবৃন্দস্বরঃ ॥ ইতি ভাগবত ।

(৫) ভক্তি—বা সা পরাভুক্তিরীষের ॥ ইতি শাণ্ডিল্যহৃতম্ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তির নবলক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে । প্রজ্ঞানোক্তে যথা—প্রণম্য কীর্তনম্ বিকোঃ স্বরণম্ পায়সেবনম্ । অর্চনম্ বন্দনম্ দাতৃদ্বৈমধ্য-ন-স্ববিবেচনম্ ॥ ইতি পুংসাপিতা বিকো ভক্ত্যন্তর্গৎলক্ষণা । ক্রিয়তে ভগবতাক্ষা উদ্বৃত্তেহদ্বীতমুত্তমম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।

মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ষত সঞ্জয় ! ॥ ১ ॥

অর্থঃ ।—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ (কথয়ামাস) । সঞ্জয় ! ধর্মক্ষেত্রে (ধর্ম-ভূমৌ) কুরুক্ষেত্রে (কুরুনাম্নো রাজ্যে ধর্মস্থানে) যুযুৎসবঃ (যোদ্ধৃ-কামাঃ) মামকাঃ (দুর্যোধনাদয়ঃ) পাণ্ডবাঃ (যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ) চ এব সমবেতাঃ (মিলিতাঃ) [সন্তঃ] কিম্, অকুর্ষত (কৃতবন্তঃ) ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ ।—ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন । সঞ্জয় ! ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী মদীরগণ এবং পাণ্ডবগণ সমবেত [হইয়া] কি করিতেছেন ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ।—ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সঞ্জয় ! * ধর্মক্ষেত্রে স্বরূপ কুরুক্ষেত্রে † দুর্যোধনাদি আমার পুত্রগণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ, যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিতেছেন ? ॥ ১ ॥

* কলগু নন্দন সূত সঞ্জয় অতি বিবস্ত, শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্মিক ও উদারচরিত রাজামাতা ছিলেন । রাণী দ্রুপদীর সঞ্জয়ের চরণে বলিয়াছেন যে, তুমি ভিত্তিভাবী, শাস্ত্রমতাব, সন্তোষময়, প্রশংসনীয় । তোমার বুদ্ধি কখনও বিচলিত হয় না এবং কোন প্রকার দুর্ভাববাহারে তোমাকে উত্তেজিত বা অপ্রকৃতিস্থ করিতে পারে না । তুমি কখনও কাহাকে অশ্রিয়, অসঙ্গত বা কটুবাণী প্রয়োগ কর না । তোমার বাণী সত্য ও সঙ্গত ও সঙ্গত-যুক্ত । তুমি বিতীর্ণ বিহ্বলস্বরূপ এবং অর্জুনের প্রিয়তম সখা ।

এরূপ সর্বসঙ্গতাবিত মহাপুরুষ না হইলে মহাবি বেদব্যাসের কৃপাভাজন হইত। অব্যাবাহিক ও নিরাপদ ভাবে কুরুক্ষেত্র সমরসম্পর্ন করিয়া সঞ্জয় তাহার যথাবৎ বর্ণনা করিতে পারিতেন না এবং ভগবানের শ্রীমুখ-বিদীর্ণত বোধ ও তত্ত্বকথা পরিপূর্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্বকর্মে অবগন করিয়া এবং সেই চিত্তামণিযু চিন্তাভীত বিবরণ সম্পর্ন করিয়া, বক্ত, পুলকিত ও মুগ্ধ হইতে পারিতেন না ।

† সমস্তগুরু বা কুরুক্ষেত্র ভারতের অন্ততম প্রধান তীর্থ এবং পরম পুণ্যতীর্থ । এতৎ সম্বন্ধে জাযাল উপনিষদে লিপিত আছে যে, “নদু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজ্ঞঃ সর্বেষাং তৃতাশীত্বজসুদনম্” ৬ শতপুণ্ড

আনন্দগিরি :—তর্কবাক্যসংকলন ধ্বংসার্থে উবাচৈতি । ধ্বংসার্থে প্রজ্ঞাচক্ষু-
র্কীল্লেখকুরতাবাহ্যমর্থঃ প্রত্যক্ষয়িতুমর্শীঃ সমভ্যাসবর্জিনঃ সঞ্জয়মাত্মনো হিতোপদেশ্যঃ
পৃচ্ছতি শ্রীকৃষ্ণ ইতি । শ্রীকৃষ্ণ তদ্বাক্ষ্যে ক্রমভিব্যক্তি কারণং যদ্ব্যত্যে কুরুক্ষেত্রমিতি,
তত্র সমবেতাঃ সঙ্গতা যুগ্মসবো যোদ্ধুকামাস্তে চ কেচিন্দীয়া দুর্যোধনপ্রহৃতয়ঃ, পাণ্ডবাশ্চাপরে
যুধিষ্ঠিরাদয়স্তে চ সর্বো যুদ্ধভূমৌ সঙ্গতা ভূত্বা কিং অকুর্বত কৃতবন্তঃ ॥ ১ ॥

ত্রাকর্ণেণ কুরুক্ষেত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিদর্শন আছে ; “দেবা হৈব সত্রং নিবেহুরয়িরিদ্মঃ
সোমো মথো নিম্বিবেদেবা অন্যত্রেবাষিত্যামু । তেবাং কুরুক্ষেত্রম্ দেবযজ্ঞমাস । তস্মাদাহঃ কুরুক্ষেত্রম্
দেবযজ্ঞম্ ।”

কৌরব ও পাণ্ডবগণের পূর্বপুরুষ সংবরণ-তপতী-নন্দন হুনিখ্যাত কুরুরাজার আবির্ভাবের পূর্বে এই ভূমি
সমস্তপঞ্চক নামে পরিচিত ছিল এবং তখনও ইহা তীর্থরূপে পরিগণিত হইত । ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত নিম্নে
উদ্ধৃত হইবে । তিনি (পরশুরাম) বিক্রম প্রভাবে নিঃশেষে কত্রিয় কুল উৎসন্ন করিয়া সেই সমস্তপঞ্চকে
শোণিতময় পঞ্চ হ্রদ প্রস্তুত করেন । তিনি রৌষ পরম হইয়া সেই হ্রদের কথির দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ
করিয়াছিলেন । অনন্তর ঋতীক প্রভৃতি পিতৃগণ তথায় আগমন করিয়া পরশুরামকে কতিলেন, হে মহাভাগ
রাম ! তোমার এইরূপ অবিচলিত পিতৃভক্তি ও অসাধারণ বিক্রম দর্শনে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে
তুমি আপনাদিগের অভিলষিত বর প্রার্থনা কর । রাম কহিলেন হে পিতৃগণ ! যদি প্রসন্ন হইয়া ইচ্ছান্তরূপ বর
প্রদানে অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে ক্ষোভে অধীর হইয়া কত্রিয় বংশ ধ্বংস করত যে পাণ্ডবাণি সফল করিয়াছি,
সেই সকল পাণ হইতে বাহাতে মুক্ত হই এবং এই শোণিতময় পঞ্চহ্রদ অদ্যাবধি পৃথিবীতে তীর্থস্থান বলিয়া
বাহাতে প্রখ্যাত হয় এরূপ বর প্রদান করন । পিতৃগণ তথাস্ত বলিয়া পরশুরামের অভিমত বর প্রদান পূর্বক
সেইরূপ অধ্যবসায় হইতে তাহাকে ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন । সেই শোণিতময়পঞ্চহ্রদের সন্নিধানে যে
সকল আদেশ আছে তাহাকেই পরম পবিত্র সমস্ত পঞ্চক বলিয়া নির্দেশ করে । এই সমস্তপঞ্চক তীর্থে কলি ও
দ্বাপরের অন্তরে কুরু ও পাণ্ডব সৈন্যের যোরাগ্নির সংগ্রাম হইয়াছিল । অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধার্থে ভূমি
বর্জিত সেই পূর্ণাক্ষেত্র সমবেত ও নিহত হয় । সেই তীর্থ অতি পবিত্র ও রমণীয় । মহাতারত আদিপর্ব ।

কুরুক্ষেত্র তীর্থের পবিত্রতা ও ঐশ্বর্য্যতা সম্বন্ধে মহাবি পুণ্ড্র শিষ্যোক্তম ভীষ্মকে বলিয়াছিলেন—“সর্ব প্রকার
প্রাণী সেই তীর্থ দর্শনমাত্রা পাপ হইতে বিমুক্ত হয় । যে ব্যক্তি সতত এইরূপ কহে যে আমি কুরুক্ষেত্র গমন
করিব, কুরুক্ষেত্রে বাস করিব, সে ব্যক্তিও সমুদায় পাতক হইতে পরিত্রাণ পায় । কুরুক্ষেত্রের বায়ু বিকিপ্ত
ধূলি ও গুরুত্বকর্ণাকর্ষে পরম পর প্রদান করিতে পারে । উত্তরে সরযু ও দক্ষিণে দ্ব্যবতী, কুরুক্ষেত্র এই দেব
নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী । বাহারা এই কুরুক্ষেত্রে বাস করে, তাহাদিগের মূললোক বাস করা হয় ।” মহাতারত
বনপর্ব ।

কুরুক্ষেত্র নামের ইতিহাস নিম্নোক্ত অংশ পাঠ করিলে জানিতে পারা যাইবে । “সমস্তপঞ্চক প্রাণপতির
উত্তর বেদি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন অমিততেজা কুরুরাজ এই স্থান কর্ষণ
করিয়াছিলেন বলিয়া তাহা কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । কুরুরাজ এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে
দেবরাজ ইন্দ্র বর্ষ হইতে তাহার সমীপে সমুদ্রস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন ! তুমি কি অতিদূরে
পরম বর সহকারে এই ভূমি কর্ষণ করিতেছ ? কুরুরাজ কহিলেন, হে পুত্র ! যে সকল ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে

রাঁমানুজ । ধৃতরাষ্ট্র উপাচ । ধর্মক্ষেত্র ইতি । ধর্মক্ষেত্র ইত্যারভ্য, স যোযো
পার্ভীরাষ্ট্রাণামিত্যন্তঃ শ্লোকানি ॥ ১ ॥

• শ্রীধর । -অত্র •তাবদ্ধর্মক্ষেত্রে ইত্যাদিনা বিবীদমিদমত্রবীদিত্যন্তেন গ্রাহ্যেন শ্রীকৃষ্ণা-
জ্ঞানসংবাদ প্রস্তাবার কথা নিরূপ্যতে । ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি । ধর্মক্ষেত্র ইতি । ভৌ সঞ্জয় !
দশ্যুভূমৌ কুরুক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে ইতি কুরুক্ষেত্রবিশেষণং, এষামাদিপুরুষঃ কশ্চিৎ কুরুনামা
বভূব, তন্তুরোদ্ধর্মস্থানে, মামকাঃ মংপুত্রাঃ, পাণ্ডুপুত্রাস্চ, যযুংসনো যোদ্ধুর্মিচ্ছন্তঃ, সমবেতা
মিলিতাঃ সন্তঃ কিমকুর্ষতে কিং কৃতবন্তঃ ॥ ১ ॥

বলদেব । -ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি । যযুংসনো যোদ্ধুর্মিচ্ছবো মামকা মংপুত্রাঃ পাণ্ডবাশ্চ
কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ কিমকুর্ষতেতি । নমু যযুংসবঃ সমবেতা ইতি স্বমেবাথ ততো যুদ্ধে-
নয়ৈব, পুনঃ কিমকুর্ষতেতি কন্তে ভাব ইতি চেৎ তত্রাহ ধর্মক্ষেত্রে ইতি । “যদমু কুরুক্ষেত্রে
দেবান্যং দেবযজ্ঞং সর্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্” ইত্যাদিশ্রবণাচ্ছ্রমরোহভূমিত্তং
কুরুক্ষেত্রঃ প্রসিদ্ধম্ । তৎপ্রভাবিনষ্টবিষয়া মংপুত্রাঃ কিং পাণ্ডবেভ্যস্তদ্রাজাম দাতুং
নিশ্চকুঃ, কিংবা পাণ্ডবাঃ সর্দৈব ধর্মশীলা ধর্মক্ষেত্রে তস্মিন্ কুলক্ষয়হেতুকাদধর্মীভীতী

কলেবর পরিচাণ করিলে, তাহারা অতি হৃদয়লব্ধ বর্ণলোকে গমন করিতে সমর্থ হইলে, আমার ভূমি কর্ণের
এই উদ্দেশ্য । সুররাজ কুরুরাজের বাক্য শ্রবণে তাহাকে উপহাস করিয়া বর্ণে গমন করিলেন । মহাপতি
কুরু ইন্দ্রের উপহাসে কিছুমাত্র ভংগিত না হইয়া একান্তমনে ভূমি কর্ণ করিতে লাগিলেন । দেবরাজ তদ্রূপ
একপে বারংবার কুরুর সমীপে আগমন পূর্বক তাহার অধ্যবসারের উদ্দেশ্য শ্রবণ ও উপহাস করিয়া প্রধান
করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুরুরাজ কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না । তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দেবগণের বাক্য-
শ্রবণে কুরুর নিকটে আগমন পূর্বক কহিলেন, রাজর্ষে ! আমার তোমার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, আমি
কুহিতেছি, তাহারাই এই স্থানে আসক্ত শূন্ত হইয়া মনোহারে আপত্যাগ করিলে, অগ্নাযুদ্ধে বাণপশুভী ওঁতরা
নিহত হইলে, তাহারি নিশ্চয়ই বর্ণে গমন করিলে । সুররাজ ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবগণী কুতিগণেরা যে, আর
কোন স্থানই ইহা অপেক্ষা পবিত্র হইবে না । কুপতিগণ এই স্থানে রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া নিশ্চর হইয়া পবিত্র
লোকে আত্মসমর্প হইবেন ।” মহাতারত । শল্যপর্ব ।

অন্যান্য শাস্ত্রাদি বর্ণনে প্রভীত হইয়া যে, যে ভূভাগ সমস্তগণক কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত, ব্রহ্মসদন তাহারই
নামান্তর । যদুসংহিতায় লিখিত আছে ।

“সরযতী-দুগ্ধত্যাগোদেবনদ্যোর্বনদন্তরম্ । তং দেবনির্দিষ্টং দেশং ব্রহ্মসদনং প্রচক্রে ॥” যদুসংহিতা ১১৭ ।

“সরযতী ও দুগ্ধতী দেবনদীর অন্তর্বর্তী সেই দেবনির্দিষ্ট দেশকে ব্রহ্মসদন কহে । মহাতারতীকৃত পুলস্ত্য
উক্তিতেও সরযতী ও দুগ্ধতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূভাগের কুরুক্ষেত্র নাম উক্ত হইয়াছে ।

এই কুরুক্ষেত্র বা সমস্তগণক চিরদিনই ভারতের প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে । পূর্বকালে শাপ্ত-
নন্দন রাজা চিত্রাঙ্গদ এই ক্ষেত্রে গুরু-বিশেষের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিপত্নী হইয়াছিলেন । ভারতীয় বীরতীর
এখান এখান যুদ্ধ এই স্থলেই সজ্জিত হয় এবং এই স্থানের সমস্ত পরিণাম সমুদ্রের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের
ভাগ্যেই বাধাবদ্ধ । বিবিধ পরিবর্তন পশ্চিগ্রহ করে । (কুরুক্ষেত্র সংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণ এই গ্রন্থের
উপক্রমণিকায় বর্ণিত পাইবেন ।)

বনপ্রবেশমেব শ্রেয়ো বিগম্যুত্তরিত । হে সঞ্জয়েতি বীণসপ্রসাদাধিনষ্টরাগদেহবৎ তথাং
বদেত্যর্থঃ । পাণ্ডবানাং মামকত্বাহুতিধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রস্নেহগ্রস্তস্ত তেষু দ্রোহমভিব্যনক্তি ।
ধাত্তকেত্রাঃ তদ্বিরোধিনাং ধাত্তাভাসানামিব ধর্ম্মকেত্রাং তদ্বিরোধিনাং ধর্ম্মভাসানাং কং
পুত্রাণামপ্ৰগমো ভাবীতি ধর্ম্মকেত্রশব্দেন গীর্দেব্যা ব্যাখ্যাতে ॥ ১ ॥

মধুস্থদন ।—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ । পূর্বে যুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছবোহপি সন্তঃ কুরুক্ষেত্রে
সমবেতাঃ সজ্ঞতাঃ মামকাদিনীরা দুৰ্য্যোধনাদয়ঃ পাণ্ডবাশ্চ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ কিমকুরুত কিং কৃত-
বন্তঃ । কিং পূর্কোৎসাহতুতযুৎসাহুসারেণ যুদ্ধমেব কৃতবন্তঃ, উত কেনচিন্নিমিত্তেন যুৎসা-
নিবৃত্ত্যাহতদেব কিং কৃতবন্তঃ । ভীমার্জুনাদিবীরপুরুষনিমিত্তং দৃষ্টভয়ং যুৎসানিবৃত্তিকারণং
প্রসিদ্ধমেব, অনৃষ্টভয়মপি দর্শয়িতুমাহ ধর্ম্মকেত্র ইতি । ধর্ম্মস্ত পূর্বমবিভ্রমানস্তোৎপত্তেবিত্ত-
মানস্ত চ বুদ্ধেঃসিদ্ধং শতশ্চেব কেত্রং যৎ কুরুক্ষেত্রং সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্ । বৃহস্পতিরুবাচ
যাজ্ঞবল্ক্যম্—“যদহুকুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেবাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্” ইতি জ্যোতি-
শ্রুতেঃ, “কুরুক্ষেত্রং বৈ দেবযজনং” ইতি শতপথশ্রুতেশ্চ । তস্মিন্ গতাঃ পাণ্ডবাঃ পূর্বমেব
ধার্ষ্টিক্যে যদি পক্ষদ্বয়ংসানিমিত্তাদধর্ম্মাভীতা নিবর্ত্তেয়ন্ ততঃ প্রাপ্তরাজ্যা এব মংপুত্রাঃ ।
অথবা ধর্ম্মকেত্রমাহাভ্যোন পাপিনামপি মংপুত্রাণাং কদাচিচ্চিত্তপ্রসাদঃ স্তাৎ তদা চ তে লক্সা
কপটোপান্তং রাজ্যাং পাণ্ডবেভ্যো যদি দদ্যান্তর্হি বিনাপি যুদ্ধং হতা এবেতি স্বপুত্ররাজ্যালাভে
চ দৃঢ়তরমুপায়ঃ লপ্সো ইতি মমাত্মদিন এব প্রসবীজঃ । সঞ্জয়েতি চ সঙ্ঘোধনং রাগদেহাদি-
দোষান্ সমাগচ্ছিতবানসীতি কৃত্বা নির্ঝ্যাজমেব কথনীয়ং স্বয়েতি হৃচনায়া । মামকাঃ
কিমকুরুতেতোতাবতৈব প্রস্ননিরীহে পাণ্ডবাশ্চেতি পৃথঙনির্দিষ্টন্ পাণ্ডবেষু মামকত্বাভাব
প্রদর্শনেন দ্রোহমভিব্যনক্তি ॥ ১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—তত্র যুদ্ধোদয়ং শ্রুত্বা ঔৎসুক্যাদগ্রিমং বৃত্তান্তং বুভুংসুধৃতরাষ্ট্র উবাচ—
ধর্ম্মকেত্র ইতি । তত্র বেদে “তেবাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস” ইতি কশ্ম্বকাণ্ডপ্রসিদ্ধং
কুরুক্ষেত্রমন্তং, “অবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেবাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্”
ইত্যবিমুক্তার্থং ব্রহ্মপ্রাপ্তিহানভূতং কুরুক্ষেত্রমনাং, ব্রহ্মসদনত্বকান্ত, তত্র হি জন্তো প্রাণেকৃৎ-
ক্রমমাণেযু ব্রহ্মস্তায়কং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে বেনাসাবমৃতীভূত্বা মোক্ষীভবতীতি বাক্যশেষেণ যুৎসাদিতম্,
এতদ্ব্যবৃত্ত্যর্থং ধর্ম্মকেত্রে ইতি বিদেবণং, কুরুদেশান্তর্গতং হি কুরুক্ষেত্রং ধর্ম্মকেত্রমেব ন তু তন্
ব্রহ্মসদনং প্রবর্গ্যাকাণ্ডে তত্র ধর্ম্মকেত্রমাত্রপ্রবণং, তত্র সমবেতা মিত্তাঃ যুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছবদ্
পাণ্ডবানাং পৃথগ্গ্রহণং তেষু মমমত্বান্তবহৃচনার্থং ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ ।—ধৃতরাষ্ট্র উবাচেত্যাহি । কুরুক্ষেত্রে যুৎসবো যুদ্ধার্থং সজ্ঞতা মামকা
দুৰ্য্যোধনাদ্যাঃ পাণ্ডবাশ্চ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ কিং কৃতবন্তস্তদ্বৎহি । নহু যুৎসংহব ইতি স্বং ব্রবীষ্যেব
অতো যুদ্ধমেব, কৰ্ত্তব্যদাতান্তে তদপি কিমকুরুতেতি কেননাভিপ্রায়েণ পৃচ্ছরীত্যত আহ ধর্ম্ম-
কেত্র ইতি । “কুরুক্ষেত্রং দেবযজনং” ইতিশ্রুতেঃ, তৎকেত্রস্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বং প্রসিদ্ধং ।
অতস্তৎসংসর্গমহিমা বদ্যধার্ষ্টিক্যণামপি দুৰ্য্যোধনাদিনাং ক্রোধনিবৃত্ত্য ধর্ম্মে মতিঃ স্তাৎ,

পাণ্ডবস্ত স্বভাবত এব ধার্মিকান্ততো বদ্ধহিংসনমুচিতমিত্যুভয়েষামপি পিবেক উক্ততে
সন্ধিরপি সম্ভাবাতে । ততশ্চ মমানন্স এবোতি সঞ্জয়ঃ প্রতিজ্ঞাপয়িতুঃ ইষ্টো ভাবো বাহুঃ ।
অভ্যন্তরস্ত সঙ্কৌ সতি পূর্ব্বং স কষ্টকয়েব রাজ্যং মদাশ্রয়ানামীতি মে দুর্ধ্বাঃ এব বিবাদঃ ।
তন্মাদশ্মাকীনো ভীষ্মকুর্জুনেন দুর্ধ্বঃ এবোত্যতো যুদ্ধমেব শ্রেয়ন্তদেব ভূয়াদিতি তু তন্মদো-
রথোপযোগী হুর্লক্ষ্যঃ । অত্র ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি ক্ষেত্রপদেন ধর্ম্মস্ত ধর্ম্মাবতারস্ত সপয়িকর-
যুধিষ্ঠিরস্ত ষাণ্ডস্থানীয়সং, তৎপালকস্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত কুবীলস্থানীয়সং, কুরুকৃতনানাবিধসাম্রাট্যস্ত
জলসেচনসেতুবন্ধনাদিস্থানীয়সম, শ্রীকৃষ্ণ-সংহার্য্যদুর্য্যোধনাদেধাশ্রমেবিধাতাকারতৃণবিশেষস্থানী-
য়সং বোধিতং সরস্বত্যা ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য ।—জানচকু প্রতরাষ্ট্র, বাহু-চকুর অভাব বশতঃ প্রত্যক্ষ
বিষয় সকল স্বয়ং সন্দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া, সমীপবর্ত্তী সঞ্জয়কে
জিজ্ঞাস্য করিলেন, “হে সঞ্জয়! ধর্ম্মবুদ্ধির বুদ্ধিকারী কুরুক্ষেত্রে, দুর্য্যোধনাদি
আমার পুত্রগণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ, যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া,
কি করিতেছেন?”

মহামনা প্রতরাষ্ট্র শৈশবাবধি দুর্য্যোধনের স্বভাব সম্যকরূপে অবগত
ছিলেন । পরম ধার্মিক পাণ্ডবগণ, পিতৃবিয়োগের পর হইতে ধার্ত্তরাষ্ট্র
কর্ত্ত্বক জতুগৃহদাহ প্রভৃতি বহুবিধ অত্যাচারে প্রসীড়িত ও তদনন্তর দ্যুত-
ক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, ষাদশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ এবং বৎসরকাল
মৎস্তদেশে বিরাটভবনে দাসত্বস্থলে অজ্ঞাতবাস প্রভৃতি নানা দুঃখে জর্জর-
রিত হইয়াছিলেন ; তথাপি হিংসা পরবশ না হইয়া, যথাসময়ে শান্তশীল
পাণ্ডুসন্তানেরা অপক্ষপাতী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং ধর্ম্মপরায়ণ নীতি-বিশারদ
পিতৃব্য বিদুরকে, পঞ্চগ্রাম মাত্র লাভাশয়ে দুর্য্যোধনের সমীপে প্রেরণ
করিয়াছিলেন । তৎকালে দুর্য্যোধন আশ্ফালন সহকারে উত্তর করিয়াছিলেন
যে “তিলাক্ষং যবযড়্ভাগং সূচ্যাগ্রে বিদ্যতে মহী । বিনা যুদ্ধং ন দাতব্যং
সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ।” আমি সত্য সত্য বলিতছি, তিলাক্ষ ও যবযড়্ভ-
ভাগ কিম্বা সূচীর অগ্রভাগে বতটুকু ভূমি উত্তোলন করিতে পারা যায়,
তাহাও পাণ্ডুপুত্রদিগকে বিনা যুদ্ধে প্রদান করিব না । তখনই অন্ধরাজের
মনোধারণা হইয়াছিল যে, কুরু ও পাণ্ডুপুত্রগণের যুদ্ধ অবশ্যসম্ভাবী—কোন
মতে এই সম্ভাবিত বিপদ হইতে নিস্তার লাভের সম্ভাবনা নাই । অন্তর্য্যামী
শ্রীকৃষ্ণ, সন্ধি স্থাপন চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া, যুধিষ্ঠির সমীপে প্রত্যাগত
হইলেন এবং দুর্য্যোধনের কৃত্ত তর্ক্যবহারের বর্ণন করতঃ, পাণ্ডবগণকে

সমরায়োজ্ঞন করিতে প্রোৎসাহিত করিলেন। নারায়ণ স্বয়ং রশ্মি গ্রহণপূর্বক অর্জুনের সারথি হইয়া রণভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। দৈববলে বলীয়ান, সনাতন পরম পুরুষের প্রেমাশ্রিত, বিপুল বলবীৰ্য্যসম্পন্ন পাণ্ডবগণের অভ্যুদয়সূচক বিবিধ বর্ণনা সঞ্জয়মুখে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র স্বকীয়-তনয়গণের বিজয়-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহান হইয়াছিলেন। সেই সন্দেহপ্রযুক্ত তিনি কুণ্ঠিতভাবে আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা করিলেন।

যখন উভয় পক্ষেই মহা শব্দে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, যখন নানাদিগ্দেশাগত সৈন্যমণ্ডলী সমরারঙ্গনে সমবেত হইল ও যখন বীরগণের পদতরে বসুধা বিকম্পিতা এবং কলরবে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন সেখানে যুদ্ধ ভিন্ন আর কিসের সম্ভাবনা হইতে পারে? তবে মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র সেখানে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে কি না, কিধা, কিরূপ যুদ্ধ হইতেছে ইত্যাদি প্রশ্ন না করিয়া, “কিমকুর্ভত” অর্থাৎ “কি করিতেছেন” এরূপ প্রশ্ন করিলেন কেন? যেমন নিদাঘকালীন মাধ্যম্নিন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে প্রতপ্ত পথশ্রান্ত পথিক পিপাসাতুর হইয়া স্তূলীতল জলপূর্ণ পাত্র মুখ সমীপে আনয়ন করিলে, তখন কি কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, “মহাশয় আপনি কি করিতেছেন?” এরূপ প্রশ্ন যেরূপ অসঙ্গত ও হাস্যজনক; সঙ্কল্পবদ্ধ, ক্রুপাণপাণি, বিপক্ষ পক্ষদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন হইয়া কি করিতেছেন, প্রত্যাহ্বা প্রশ্নও তদ্রূপ অসঙ্গত ও হাস্যজনক।

ধৃতরাষ্ট্রের সমালোচ্য প্রশ্ন আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে আপাততঃ অসঙ্গত বোধ হইতেছে। কিন্তু মহাবুদ্ধিমান ও প্রবীণোত্তম ধৃতরাষ্ট্র রূথা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ ত্রিকালদর্শী তত্ত্ববিদ, ভগবান্ বেদব্যাস রূথা প্রশ্ন বিবেচনা করিলে কখনই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া স্বকীয় সুপবিদ্র লেখনী কলুষিত করিতেন না। অতএব বিশেষ বিনিবেশ সহকারে অবতারিত প্রশ্নের পর্য্যায়লাচনা করা বিধেয়। সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিলে সুধীর ধৃতরাষ্ট্রকৃত প্রশ্নের লৌকিক অলৌকিক দ্বিবিধ তাৎপর্য উপলব্ধ হয়।

ধন-গর্ভিত, অপরিণামদর্শী, স্বয়ং প্রভু দুৰ্য্যোধনা দি আমার পুত্রগণ, চিরাত্যস্ত অহঙ্কারে উন্নত এবং পূর্বোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, যুদ্ধই আরম্ভ করিলেন, অথবা জগদ্বিজয়ী বীরকেশরী ভীম ও অর্জুনাতির ডয়ে ভীত হইয়া লক্ষ্মণসমর হইতে নিরত হইলেন, ইহাই এই প্রশ্নের একবিধ লৌকিক তাৎপর্য।

আমার পুত্রগণ রুত, ভীষ্মাদি-রণ-পণ্ডিতপ্রমুখ, সমরায়োদ্ধন ও সৈন্যাদিকা
সন্দর্শনে পাণ্ডবগণের হৃদয়ে ভয় জন্মিলেও জন্মিতে পারে। সেরূপ ভীতি
সঞ্চারিত হইলে তাহারা পলায়ন-পরায়ণ হইবে; সুতরাং যুদ্ধরূপ ধারূণ
দুর্দৈব সংজ্ঞাটিত হইবে না, অথচ মৎপুত্রগণ নির্দ্বিগ্নে রাজ্যভোগ করিবে।
ইহাই দ্ব্যতরাষ্ট্ররূত প্রেমের অস্তুবিধ লৌকিক তাৎপর্য বলিয়া অনুমিত হয়।

অলৌকিক তাৎপর্যও দুই প্রকার এবং প্রধানতঃ মূলান্তর্গত ‘ধর্মক্ষেত্র’
এই পদ দ্বারা সূচিত। ‘ধর্মক্ষেত্র’ এই পদটি কুরুক্ষেত্র পদের বিশেষণ।
সমরক্ষেত্রের এই বিশেষণ প্রয়োগে এই গৃহ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে যে,
সে স্থলে সমাগত হইলে তমোগুণাক্রান্ত অধার্মিকগণের হৃদয়েও স্বতঃ স্ব-
গুণের সঞ্চার হইয়া, অতিশয় ধর্ম-বুদ্ধি সমুৎপন্ন হয় এবং স্বতঃস্ফূর্তাক্রান্ত
ধার্মিকদিগের ধর্ম-প্ররতি অতিশয় বলবতী হয়।

যে রূপ উর্ধ্বরা ভূমিতে বীজ বপন করিলে সহজেই প্রচুর পরিমাণে শ্রুতি
সমুৎপন্ন হয় এবং তথায় রোপিত রক্ষ সকল শাখা-পল্লবাদি পরিশোভিত
হইয়া, ফলভারে অবনত হয়, তদ্রূপ ধর্মোৎপত্তি ব নিকেতন স্বরূপ কুরুক্ষেত্রে
সমরাভিলাষে সমাগত হইলেও, যদি স্থান প্রভাবে স্বভাবতঃ ধর্মশীল পাণ্ডব-
গণের হৃদয়, স্বতঃস্ফূর্ত সমাক্ষ বিকাশ বশতঃ, পিতামহ-গুরু-ভ্রাতৃগণাদির
তিনাকপ অধর্ম হইতে বিরত হইয়া থাকে, তবে অনায়াসেই আমার পুত্রগণ
কাজী হরাজ্য অর্জন করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিবে। ইহাই মনীষি
অর্জুনারূত প্রেমের একবিধ অলৌকিক তাৎপর্য। আর আমার পাপাত্মা
পুত্রগণ যদি স্থান মাহাত্ম্যে উদার-হৃদয় ও প্রসন্ন-চিত্ত হইয়া কপটোপায় লক্ষ্য
রাজ্য পাণ্ডুপুত্রদিগকে প্রত্যার্ণ করেন, তবে বিনা যুদ্ধেই তাহারা রাজ্যভ্রষ্ট
হইবে। ইহাই দ্ব্যতরাষ্ট্ররূত প্রেমের দ্বিতীয় অলৌকিক তাৎপর্য।

এবং বিধ সংশয়াকুলিত হৃদয়ে অপত্য-স্নেহ-পরায়ণ দ্ব্যতরাষ্ট্র, স্বকীয় সন্তান-
গণের রাজ্যলুপ্ত বাসনার বশবর্তী হইয়া, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কিমকূর্বত”
অর্থাৎ তাহারা কি করিতেছে? যিনি রাগদেবাদি সকল দোষ করিয়া-
ছেন অর্থাৎ কি সর্বত্র সমদর্শী, তাহার নাম ‘সম্ময়’। যথা প্রিয়বাক্যে প্রত্যা-
রিত না করিয়া তাদৃশ ব্যক্তি নিশ্চয়ই অপকৃপাতে যথার্থ বৃত্তান্ত বর্ণনা দ্বারা
প্রকৃত ঘটনা পরিব্যক্ত করিবেন, মনোমধ্যে এইরূপ অংশা কল্পিয়া অর্জুনার
সম্মুখবর্তী অন্যাত্মকে সম্ময় এই প্রশংসাত্মক নামে সম্বোধন পূর্বক জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন । ‘মামকাঃ’ এই বাক্য দ্বারা নিজ তনয়দিগের উল্লেখ করায়, তাঁহাদের প্রতি নিরতিশয় স্নেহ-ভাব, আর ‘পাণ্ডবাশ্চ’ এই পদ দ্বারা পাণ্ডুপুত্রগণের উল্লেখ করায়, তাঁহাদের প্রতি মমতার অভাব এবং সন্ধে সন্ধে পুত্রস্নেহাবিষ্ট, লৌকিক ব্যবহারবোধ-বিহীন ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়গত গুচাভিপ্রায়ও পরিব্যক্ত হইতেছে ।

ধর্মক্ষেত্র ও কুরুক্ষেত্র উভয় স্থানস্থ ক্ষেত্রপদের কর্ষণভূমি এই প্রচলিত অর্থ অবলম্বন করিয়া, কোন কোন মহাত্মা এইরূপ রূপক অর্থ করেন যে, ধর্মসন্দন যুধিষ্ঠির এই ক্ষেত্রের ধাত্ত স্থানীয়, তদীয় সহায় শ্রীকৃষ্ণ ঐ ক্ষেত্রের কৃষক স্থানীয়, ভগবান্‌রূত নানাবিধ সাহায্য জল-সেচন ও সেতু-বন্ধনাদি স্থানীয়, এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিনাশাহ’ দুর্যোধানাদি ধাত্তোৎপত্তির ও বুদ্ধির প্রতিবন্ধক স্বরূপ ধাত্তাকার অসার তুণ স্থানীয় ।

প্রসঙ্গতঃ এ স্থলে ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে, তীর্থাদি পুণ্য স্থান সমূহের মাহাত্ম্য কদাচ নিষ্কল হইবার নহে । সঙ্গুণ সমন্বিত ব্যক্তির হৃদয় স্থান মাহাত্ম্যে দ্রবীভূত ও অধিকতর সঙ্গুণ সম্পন্ন হইয়া, মধুরতর হয় । পরে দৃষ্ট হইবে যে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের অন্তঃকরণে ধর্মক্ষেত্রের প্রভাব বিশেষ রূপে প্রবল হইয়াছিল এবং তিনি শোণিতপাতাদি হিংসা কার্যে এককালে বিমুখ হইয়াছিলেন । কেন তাঁহার তাদৃশ ভাবান্তর জন্মিয়াছিল তাহা আলোচনা করিবার উৎকৃষ্টতর অবসর অচিরে উপস্থিত হইবে । আমরা সম্প্রতি সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই মাত্র দেখাইতেছি যে, বিজ্ঞোত্তম ধৃতরাষ্ট্র সঙ্গকে প্রমত্ত করণ কালে ধর্মক্ষেত্র পদ দ্বারা তাহার যে মাহাত্ম্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা সর্কথা নিষ্কল হয় নাই ॥ ১ ॥

—: (*) :—

সঙ্গয় উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনশুদা ।

আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

অনুব্র । —সঙ্গয় উবাচ । রাজা (দুর্যোধনঃ) তদা (তস্তাং সংগ্রামো-
দ্দেগাগাবস্থায়াম্) পাণ্ডব-অনৌকম্, (পাণ্ডবানাং সৈন্যম্) ব্যূঢ়ম্, (ব্যূহরচনয়া
স্থিতম্) দৃষ্ট্বা (অবলোক্য) তু (এব) আচার্য্যম্, (দ্রোণাচার্য্যম্) উপসঙ্গম্য
(সন্নীপং গত্বা) বচনং (বক্ষ্যমাণরূপং বাক্যম্) অবব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ২ ॥

প্রতিশব্দ ।—সঞ্জয় বলিলেন । রাজা দুর্যোধন* তখন পাণ্ডবগণের
সৈন্য ব্যূহবন্ধা দেখিয়াই আচার্য্যঃ সমীপস্থ-হইয়া কথা বলিলেন ॥২॥

ব্যাখ্যা ।—ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নোত্তর স্বরূপে সঞ্জয় বলিতে লাগিলেন,—
পাণ্ডবগণের সৈন্য সমূহকে তখন ব্যূহাকারে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান দেখিয়া,
রাজা দুর্যোধন সত্ত্বর দ্রোণাচার্য্যের সমীপস্থ হইয়া এই কথা
বলিলেন ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি ।—কিম্মদীযং প্রবলং বলং প্রতিভতা বীবপুংস্বৈর্ভায়াদিত্যধিষ্ঠিতং
পবেযাং ভযমাবিবৃৎ, দৃষাপক্ষয়তিংসানিমিত্তাধর্ম্মভযমাসীদেবন এতে যুদ্ধাঙ্গপরমেরদ্বিতি
এবং পুত্রপববশস্ত পুত্রস্নেহাভিনিবিশ্তস্ত ধৃতবাহুস্ত প্রশ্নে সঞ্জয়স্ত প্রতিবচনং দৃষ্টেত্যাদি ।
পাণ্ডবানীং ভযপ্রদ্রো নাস্তীতোত্যং তুশব্দেন দ্যোত্যাতে, প্রত্যুত দুর্যোধনস্বৈব বাজ্ঞো ভয়ং
প্রভূতং প্রাহুর্কৃত্ব, পাণ্ডবানাং পাণ্ডুস্থতানাং যুধিষ্ঠিবাদীনামনীকং সৈন্যং যুঁঠেছান্নাদিভিবতি-
যুঁঠেছান্নাদিভিও, দৃষ্টে প্রত্যাক্ষেণ প্রত্যুত ব্রহ্মহন্যো দুর্যোধনো রাজা তদা তুস্তা
সংগ্রামোদবোগাবস্থাব্যামাচার্য্যং দ্রোণনামানমায়নঃ শিক্ষিতারং রক্ষিতারঞ্চ শ্লাঘয়ন্তুপসং-
গম্য তদীযং সমীপং বিনবেন প্রাপ্য, ভয়োদ্বিগ্নজদয়ত্বেপি তেজস্বিত্বাদেব বচনমর্থসহিতং বাকা-
মুক্তবানিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

* পুত্রর টু-রাজমহব্য গাকারীর গত্তজাত শতপুত্রের মধ্যে দুর্যোধন সর্বজ্যেষ্ঠ । কথিত আছে ইনি জন্মগ্রহণ
করিলে নানাপ্রকার অমঙ্গল হুচক দুঃস্বপ্ন সমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বিত্তর অভুতি তৎকাল সাধুজনের
দ্রষ্টব্য। ধন কতক কুপণ যখন হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন । মহাভারত লিপিত আছে, ‘দুর্ভুতি
দুর্যোধন কবির অংশে জন্মগ্রহণ করেন । তন অতি পাণ্ডব, ক্রুর ও কুকবুলের কলহ স্বকপ ছিলেন ।’
কুপরাট, গাকারের দুর্যোধন—দুর্যোধনের এই সকল নামান্তর । ত্রিকাণ্ড শেখ ।

• † বাহু—যুদ্ধে দুঃস্বপ্ন অস্বাদি সাধনের নিমিত্ত সেনা বচনা । সমগ্রস্ত তু সৈন্তস্ত বিস্তারঃ স্থানভেদতঃ । ন
বাহু ইত্যর্থঃ । তু সৈন্তস্ত পৃথিবীভূত্বাৎ ॥ ইতি শব্দরত্নাবলী ।

‡ পণ্ডব ও কৌরবগণের অস্ত্র চার্ঘ্য যোগ, মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র । ইনি একজন যোগ অর্ঘ্য কলসের
মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া যোগ নাম প্রাপ্ত হন । যোগ শস্ত্রবিদ্যার যেমন পারদর্শী ছিলেন, তেজ বেদাচার্য্য
শাঙ্কর্য্য সেইরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন । ইনি শরদ্বানের কস্তা কুশীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন । দ্রোণাচার্য্যের পুত্র
তদ্ব্যবজ্ঞে অক্লান্ত লাল্গধনি করেন, এই জন্য অশ্বাখামা নামে অভিহিত হন । পরশুরামকে প্রীত করিয়া যোগ
ভাষার বাবতীর অস্ত্রশস্ত্র ও মহরত্র যত্নবোধ লাভ করেন । পুত্র রাজকুমার ঐশদ্য বাল্যকালে যোগের সহ্য
ধারী ওমুহুর্ত ছিলেন । তিনি পকাল রাজ্যের অধীশ্বর হইলে, যোগকে অপমানিত ও উপেক্ষিত করেন ।
যোগ তথা হইতে হস্তিনাপুরে আসিলে, ভীষ্ম কর্তৃক কোরব ও পাণ্ডব বালকগণের আচার্য্যপদে নিয়োজিত
হন । তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন যোগাচার্য্যের শ্রীষষ্ঠম শিষ্য ছিলেন । রাজা দুর্যোধনের বর্নিষিক্কাতিশয়া হেতু
ভাবত সমরে যোগাচার্য্য কোরব পক্ষ সেনাপতিপদ গ্রহণ করেন । পক্ষাশ্রীতি বর্ষ বয়সে, জ্ঞানক ভারতবর্ষ, -
ঐশদ্য রাজার পুত্রগুটস্থায়ের সহিত সমরে, মহর্ষি যোগাচার্য্য বিগতজীব হন ।

শ্রীধর ।—সঞ্জয় উবাচ—দৃষ্টেত্যাদি । পাণ্ডবানীমনীকং সৈন্তং বাঢ়ং বাহরচনরা-
ধিষ্ঠিতঃ দৃষ্ট্ৱা দ্রোণাচার্যাসমীপং গতা রাজা হৃষ্যোধনো বক্ষসীং বচনমুবাচ ॥ ২ ॥

রুলদেব ।—এবং অস্বাক্ষত প্রজ্ঞাচকুবো ধৃতরাষ্ট্রস্ত ধর্মপ্রজ্ঞাবিলোপান্মোহাক্ষত, মৎপুত্রঃ
কদাচিৎ পাণ্ডবেভ্যস্তদ্রাজ্যং দদ্যাদিতি বিদ্বানচিন্তস্ত ভাবং বিজ্ঞায় ধর্মিষ্ঠঃ সঞ্জয়স্বংপুত্রঃ কদা-
চিদপি তেভ্যো রাজং নাপ্রিয়যাতীতি তৎসন্তোষমুৎপাদয়রাহ দৃষ্টেতি । পাণ্ডবানামনীকং সৈন্তম্,
বাঢ়ং বাহরচনর্যাবস্থিতম্, আচার্য্যং ধর্মুর্কিঁদ্যাপ্রদং দ্রোণম্, উপসঙ্গম্য স্বয়মেব তদন্তিকং গতা,
রাজা রাজনীতিনিপুণঃ, বচনমরাজ্যকরত্বগম্ভীরার্থত্ব-সংক্রান্তবচনবিশেষম্ । অত্র স্বয়মাচার্য্য-সমিধি-
গমনেন পাণ্ডবসৈন্তপ্রভাবদর্শনহেতুকং তস্তাস্তর্ভয়ং গুরুগৌরবেণ তদন্তিকং স্বয়মাগতবানস্মীতি
ভয়সঙ্কোপনঞ্চ বাজ্যতে, তদিদং রাজনীতিনৈপুণ্যাদতি চ রাজপদেন ॥ ২ ॥

মধুসূদন ।—এবং কৃপালোকব্যবহারনেত্রাজ্যামপি হীনতয়া মহতোহঙ্কস্ত পুত্রস্নেহ-
মাত্রাভিনিবিষ্টস্য ধৃতরাষ্ট্রস্ত প্রপ্নে বিদিতাভিপ্রায়স্ত সঞ্জয়স্তাতিধার্মিকস্ত প্রতিবচনমংতারয়তি
বৈশম্পায়নঃ । সঞ্জয় উবাচ । তত্র পাণ্ডবানাং দৃষ্টভয়সম্ভাবনাপি নাস্তি, অদৃষ্টভয়স্ত লাস্ত্য
অর্জুনস্তোৎপন্নং ভগবতোপশমিতমিতি পাণ্ডবানামুৎকর্ষস্ত্বাঞ্জনং জ্ঞোত্যতে । অপূজকুতরাজ্য-
সমর্পণশঙ্কয়া তু মাং প্রাকীরিতি রাজানং ভোষয়িতুং হৃষ্যোদনদোষ্ট্যমেব প্রথমতো বর্ণয়াত
দৃষ্টেতি । পাণ্ডুপুত্রাণামনীকং সৈন্তং বাঢ়ং বাহরচনরা ধৃষ্টহ্যম্মাদিভিঃ স্থাপিতং দৃষ্ট্ৱা চাক্ষুবজ্ঞানেন
বিবরীকৃত্য, তদা সংগ্রামোত্তমকালে, আচার্য্যং দ্রোণনামানং ধর্মুর্কিঁদ্যাসম্প্রদায়প্রবর্ত্তরিতারম্,
উপসঙ্গম্য স্বয়মেব তৎসমীপং গতা ন তু স্বসমীপে ভমাহুয় । এতেন পাণ্ডবসৈন্তদর্শনজননিতং ভয়ং
সূচ্যতে । ভয়েন স্বরক্ষার্থং তৎসমীপগমনেনপি আচার্য্যগৌরবব্যাঞ্জন ভয়সঙ্কোপনং রাজনীতি-
কুশলত্বাদিতাহা রাজেতি । আচার্য্যং হৃষ্যোদনোহব্রবীদিতোভ্যাবতৈব নিক্ষাহে বচনপদং সংক্ষিপ্তা-
ন্থযদ্বার্থবাদি [বহুর্থবাদি] বহুগুণবিশিষ্টবাক্যবিশেষে সঙ্কুচিতং [সংক্রমিতং] বচনমাত্রামবা-
ত্রবীৎ ন তু লিঙ্গিদর্থমিতি বা ॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—বাঢ়ং বাহরচনরা স্থিতম্, আচার্য্যং, দ্রোণম্, রাজা হৃষ্যোদনঃ । রাজা
অব্রবীদিত্যেব সিদ্ধে বচনপদেন সংক্ষিপ্তবহুর্থকত্বাদিশুণবস্তং বাক্যস্ত সূচ্যতে ॥ ২ ॥

নিশ্বনাথ ।—বিদিততদভিপ্রায়স্তদাংশসিতং যুদ্ধমেব ভবেৎ, কিন্তু ভয়ানোরথপ্রতি-
কূলমিতি মনসি কৃত্বাহ দৃষ্টেতি । বাঢ়ং বাহরচনরা স্থিতম্ রাজা হৃষ্যোদনঃ । সাস্তর্ভয়মুবাচ
পট্টভামিতি নবাভি শ্লোকে ॥ ২ ॥

ভাৎপর্ধ্য ।—অঙ্করাজকুত প্রপ্নের উত্তর স্বরূপে সঞ্জয় অকপটে বাহা
বলিরাছেন, অতঃপর ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে তাহাই বলিতে
প্রবৃত্ত হইলেন ।

ভীষ্মাদি বীরপুরুষ কর্তৃক রক্ষিত, প্রেরল পরাক্রান্ত আমাদের সৈন্য-
দিগকে স্রবলোকন করিয়া, শত্রুপক্ষীয়দিগের ভয়ের সঞ্চার হইল, অথবা

তাহারা হিংসা জনিত অধর্ম ভয়ে ভীত হইয়া যুদ্ধ হইতে স্বয়ংই নিবৃত্ত হইল, কিংবা মৎপুত্র সুযোধন ধর্মভূমির মহামায় নির্মল অন্তঃকরণ হইয়া পাণ্ডু-পুত্রগণের নায়কতঃ প্রাপ্য রাজ্য তাহাদিগকে প্রদান পূর্বক প্রতিজ্ঞাশূন্যে নিমুখ হইল, স্নেহপরায়ণ পুত্রবশংবদ দ্বিতরাষ্ট্রের এবং বিধ ভাবাত্মক সাংগ্ৰহ প্রেমের উত্তর স্বরূপে বুদ্ধিমান সঞ্জয়, প্রথমতঃ পাণ্ডুপুত্রগণের কথা না বলিয়া, দুষ্টবুদ্ধি দুর্ব্যোধনের ব্যবহার বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন ।

অমিততেজা ভীষ্মাদি দর্শনে পাণ্ডবগণের হৃদয়ে কোনই ভয়ের সঞ্চার হয় নাই, মূলান্তর্গত ‘তু’ শব্দের দ্বারা ইহাই পরিব্যক্ত হইতেছে । কেবল সম্ভ্রান্ত প্রধান বীর-কেশরী অর্জুনের হৃদয়ে স্থান মাহাত্ম্যে হিংসাদি নিমিত্ত অদৃষ্ট ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল মাত্র ; কিন্তু তু-ভার হরণার্থ তুতলে অবতীর্ণ চতুরচূড়ামণি ভগবান্, বুদ্ধি-কৌশলে আধ্যাত্মিক উপদেশ দ্বারা, ধনঞ্জয়ের সেই অবসাদ অচিরে দূরীভূত করিয়াছিলেন ।

“রাজা”পদ দ্বারা দুর্ব্যোধনের সর্বতোমুখী প্রভুত্ব বিজ্ঞাপিত হইতেছে ; কিন্তু অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা অধীনস্থ সেনানায়ক জ্ঞোণাচার্য্যকে আশ্বাস না করিয়া, প্রভুপদাধিষ্ঠিত রাজা দুর্ব্যোধন স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিলেন কেন ? সংগ্রামোদ্যত ব্যূহরচনাধিষ্ঠিত প্রবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণের বিপুল বাহিনী দর্শনে ভয় ব্যাকুলতাই ইহার একমাত্র কারণ । রাজা, ভীতিব্যাকুলিত অন্তরে, ধনুর্বিদ্যা সম্প্রদায় প্রবর্তক জ্ঞোণনামক স্বকীয় আচার্য্য সমীপে স্বয়ং গমন করিলেন । কিন্তু পাছে তাঁহাকে লোকে ভীত ও কাপুরুষ বলিয়া অবজ্ঞা করে, এই আশঙ্কায়, রাজনীতি-সঙ্গত কৌশল সহকারে, তাঁহাকে ‘আচার্য্য’ শব্দে সম্বোধন করিয়া স্বকীয় গুরু মহত্ব প্রকাশ করিলেন, অথচ সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়জাত ভীতভাব সন্দোপন করিলেন । যেহেতু তিনি যত সূমহৎ হউন না কেন, আচার্য্য সমীপে গমন করিলে তাঁহার মানের লাঘব হইল বলিয়া কেহই তাঁহাকে কলঙ্কিত করিবে না এবং তিনি যে জ্ঞানসেতু সত্তর স্বয়ং প্রধাবিত হইয়াছেন, একথাও কেহ মনে করিবে না ।

অত্রবীৎ অর্থাৎ বলিলেন, এই মাত্র বলিলেই বাক্যার্থসিদ্ধ হইতে পারিত, তথাপি ‘বচন’পদ থাকায়, দুর্ব্যোধনের মুখ হইতে সংক্লিষ্ট অথচ ভাববহুল বাক্য বিনির্গত হইল, এইরূপ বুলিতে হইবে ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি ।—তদেব বচনমুদাহরতি পশ্চেতি । এতামঙ্গদভ্যাসে মহাপুরুষানপি ভবৎপ্রমুখানপরিগণ্য ভয়লেশূভ্যামবস্থিতাং চমুমিমাং সেনাং পাণ্ডুপুত্রৈৰুখিষ্টিরাভিভিন্নানীতাং মহতীমনেকাকৌহিনীসহিতামকৌভ্যাং পশ্চেত্যাচাৰ্য্যং হৃষ্যোধনো নিযুক্তে, নিয়োগদ্বারা চ তস্মিन् পরেবামবজ্ঞাং বিজ্ঞাপয়ন্ ক্রোধাতিরেকমুৎপাদয়িতুম্‌সংহতে । পরকীয়সেনারা বৈশিষ্ট্যাভিধানদ্বারা পরাপরপক্ষেহপি তদীয়সেব বলমিতি হৃচয়রাচাৰ্য্যস্ত তস্মিন্নসনং সুকরমিতি মন্থনং সগ্ৰাহ বৃঢ়ামিতি । রাজ্ঞো দ্রুপদস্ত পুত্রস্তব শিষ্যো যুষ্টীহ্মনো লোকে খ্যাতিমুপগতাঃ, স্বরক্ষাশাস্ত্রাজ্ঞবিজ্ঞাসম্পন্নো মহামহিমা তেন ব্যূহমাপাদ্যাখিষ্টিতামিমাং চমুং কিমিতি ন প্রতিপত্তসে কিমিতি বা ন মুশ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

১ পাকিস্তান রাজ ক্রপণ, ভরদ্বারজনকর হোণাচাৰ্য্যোৰ বিনাশ সাধন বাসনাৰ, পুত্ৰকাৰী হইয়া মহাতপা মহাৰ্ঘ উপবাণেশ্বৰ দ্বাৰা এক বজ্জ সঁপ্পন্ন কৰেন; সেই বজ্জীৰ হতাশন মধ্য হইতে বৰ্ধ ও অন্তৰাণী দেখুৱাৰ ফুলা এক কুমাৰ আবিৰূত হইলেন। সৰে সজে এই আকাশবাণী হইল যে, এই ক্ৰপদনলন হোণকে বধ কৰিবেন। অনতিকাল মধ্যে সেই বজ্জাল হইতে আৰ এক শ্ৰাসকাৰা অনৌকিক শ্ৰীসম্পন্ন কামিনী সমুখিতা হইলেন। ব্ৰাকণেশ্বৰ সেই বজ্জোক্ত বীৰেৰ ধুটুৱায় এবং সেই বজ্জ-সজ্জতা কুমাৰীৰ কৃকা (হোঙাৰী) নাম কৃকা কৰিলেন। ধুটুৱায় মহবি হোণাচাৰ্য্যোৰ নিকট অন্ত্ৰ শিক্ষা কৰেন। দৈৰ্ঘ অন্ত্ৰনিধেৰ বিবেচনাৰ, স্থিৰবুদ্ধি হোণ, ধুটুৱায়, আণাভক জাতিয়াও তাহাকে বধাৰিহিত বজ্জ পূহকাৰে অন্ত্ৰশিক্ষা প্ৰদান কৰিলা কুলশলে বকাৰ অসাধাৰণ স্থিৰ-বৰ্ণ ও ধৰ্মবুদ্ধিৰ পৰিচয় প্ৰদান কৰিলাছেন। আচাৰ্য্য হোণ এই শিবা হন্তেই বিধিত হইয়াছিল।

শ্রীধর ।—তদেব বচনমাহ পঠৈতামিত্যাদিনবতিঃ শ্রৌতিকঃ পুণ্ড্রত্যাदि । হে আচার্য্য ! পাণ্ডবানাং মহতীং বিততাং চমুং সেনাং : পশু, তব শিষ্যেণ ক্রপদপুঞ্জেন ধৃষ্টদ্যায়েন ব্যাচাং ব্যুহরচনয়াধিষ্ঠিতাম্ ॥ ৩ ॥

বলদেব ।—তত্তাদৃশং বচনমাহ পঠৈতামিত্যাদিনা । প্রিয়শিষ্যেযু যুধিষ্ঠিরাদিষু স্নেহাতি-
শ্রাদাদাচার্য্যো ন যুধ্যোদিতি বিভাব্য তৎকোপোৎপাদনার তস্মিন্তদবজাং ব্যাঞ্জয়মাহ এতামিতি ।
এতামতিসমিহিতাং প্রাগলভ্যেনাচার্য্যমতিশূরক স্বামবিগণয়া স্থিতামদৃষ্টা তদবজাঃ প্রতীহীতি ।
ব্যাচাং ব্যুহরচনয়া স্থাপিতাম্ । ক্রপদপুঞ্জেনেতি । স্ববৈরিণা ক্রপদেন স্বধ্বংস ধৃষ্টদ্যায় পুত্রো
যজ্ঞাধিকৃণ্ডাভুৎপাদিতোহসীতি । তব শিষ্যেণেতি । জং স্বশত্রুং জানয়পি ধম্বক্ৰিয়ামধ্যাপিত-
বানসীতি তব মন্দবীৰ্যম্ । ধীমতেতি । শত্রোন্তত্তদ্বধোপায়ো গৃহীত ইতি সুবীৰ্যম্ । স্বরূপেক্য-
কারিতৈবাস্মাকমনর্থহেতুরিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

মধুসূদন ।—তদেব বাক্যবিশেষরূপং বচনমুদাহরতি “পঠৈতামিত্যাদিনা তন্ত
সজ্জনং বর্ষম্” ইত্যন্তেন গ্রহেণ । পাণ্ডবেযু প্রিয়শিষ্যেযু অতিমিত্ত্বজনয়াদাচার্য্যোহর্জুনম্
করিষ্যতীতি সন্তপ্তে তস্মিন্ পরমাবজাং অতিমিত্ত্বজনয়াদাচার্য্যো যুদ্ধং ন কৰিকতীতি
সম্ভাব্য তস্মিন্ পরেযাং অবজাং বিজ্ঞাপয়ন্ তত্তানন্কাতিরেকম্ [ক্রোধাতিশয়ম্]
উৎপাদয়িতুমাহ এতামিতি । এতামত্যাসন্নেন ভবদ্বিধানপি মহামুভাবানবগণয়া তয়শূন্তে
স্থিতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং চমুং অনেকাক্ষৌহিণীসহিতেনে দুর্নিবারাং পশ্য অপরোক্ষীকুরু
(প্রার্থনায়াং শোচ) । অহং শিষ্যত্বং তামাচার্য্যং প্রার্থয়ামীত্যাহ আচার্য্যেতি । দৃষ্টা চ
তৎকৃতামবজাং স্বয়মেব জ্ঞাস্তসীতি ভাবঃ । নমুতদীয়াবজা সোঢ়বৈবাস্মাভিঃ প্রতিকর্ষু-
মশকাভ্যাদিত্যাশঙ্ক্য তন্নিসনং তব সুকরমেবেত্যাহ ব্যাচাং তব শিষ্যেণেতি । শিষ্যাপেক্ষয়া
শুরোরাধিকাং সর্কসিদ্ধমেব । ব্যাচাং ধৃষ্টদ্যায়েনেত্যমুভ্যা ক্রপদপুঞ্জেনেতি কথনং ক্রপদ-
পূর্ববৈরহুচনে ক্রোধোদীপনার্থম্ । ধীমতেতিপদমম্পেক্ষণীয়ত্বহুচনাধ্বম্ । ব্যাসজাতর-
নিরাকরণেন স্বরাতিশয়ার্থং । পশ্যেতি প্রার্থনম্ । অজ্ঞাত হে পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য ! ন তু
মহ তত্ত্বু স্নেহাতিশয়াং । ক্রপদপুঞ্জেন তব শিষ্যেণেতি তদ্বধাধ্বমুৎপন্নোহপি তদ্ব্যাপ্যপিত
ইতি তব মোচামেব মমানর্থকারণমিতি হুচয়তি । শত্রোরপি সর্কশাং তদ্বধোপায়ভূতা বিদ্যা
গৃহীতেতি তন্ত ধীমত্বম্ । অতএব তত্র সুবর্শনেনানন্কতৈব ভবিষ্যতি ব্রাহ্মজাং নাত্ত
কন্তর্চিৎপি প্রদর্শনীয়েতি স্বমেবৈতাং পশ্যেত্যাচার্য্যং প্রতি তৎসৈন্তং প্রদর্শয়ন্ নিগূঢ়ং দ্বেষ
ভোক্তয়তি । এবক যন্ত ধর্মক্ষেত্রং প্রাপ্যাদাচার্য্যোহপৌদ্রী দৃষ্টবুদ্ধিত্ত্ব কামুতাপশকা সর্কাত্তিশক্তি-
হেনুতিদৃষ্টাশরবাদিতিভাবঃ ॥ ৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—ক্রপদপুঞ্জেনেতি পূর্ববৈরহুচরণ ক্রোধোদীপনার্থং বিশেষণম্ ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—ক্রপদপুঞ্জেন ধৃষ্টদ্যায়েন তব শিষ্যেণেতি স্ববধার্থং উৎপন্ন ইতি জান-
তাপি তয়া অজ্ঞমধ্যাপিত ইতি তব মন্দবুদ্ধিঃ । ধীমতেতি শত্রোরপি দ্বুতঃ সূচশাং স্ব-
ধোপায়বিভাগ্যুহীতা ইত্যন্ত মহাবুদ্ধিঃ কলকালেহপি পশ্যেতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

ভাৎপর্য্য ।—অতঃপর নিম্নলিখিত নর শ্লোকদ্বারা রাজা দুর্যোধন নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন । হে আচার্য্য ! হে ধনুর্বিদ্যা-পারদর্শিন্ ! ঐ দেহধূন পাণ্ডবগণের পুঞ্জীকৃত সৈন্য, আপনার-সুবুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক রচিত ব্যূহ মধ্যে সুরক্ষিত হইয়া, যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান রহিয়াছে ।

দ্রোণাচার্য্য পাছে পাণ্ডুপুত্রগণকে দর্শনে স্নেহে অধীর হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অবলম্বিত অধ্যবসায়ে উদ্যম বিহীন হন, এই ভয়ে রাজা দুর্যোধন, তাহাদের গুরুর প্রতি অবজ্ঞাভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক আচার্য্যের ক্রোধোদ্দীপনের নিমিত্ত বলিতেছেন ; গুরুদেব ! আমি আপনার শিষ্য—বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, রূপা করিয়া সম্মুখভাগে অবলোকন করুন । আপনি চিরদিন যে পাণ্ডুপুত্রদিগকে অকৃত্রিম স্নেহ করিয়া আসিতেছেন, অদ্য তাহারা অনেক অকৌহিলী সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক আপনার মত বহুদর্শী সহুৎসদেষ্ঠা গুরুর প্রতি ভ্রক্ষেপও না করিয়া, নিতান্ত অহঙ্কৃতভাবে আপনার সম্মুখে সমর-বেশে দণ্ডায়মান হইয়াছে । তাহাদের এই ব্যবহার কি আপনার অকৃত্রিম স্নেহ-লতার যথোপযুক্ত ফল, না গুরুদেবের সমুচিত দক্ষিণা ? তাহাদের সাহঙ্কৃত ও অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার দর্শন করিয়া নিশ্চিত ও উদাসীন থাকি, আপনার পক্ষে কখনই বিধেয় নহে । অতএব আর নিঃস্নেহে প্রয়োজন নাই, সম্প্রতি সময়োচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন ।

আপনার চিরবৈরি দ্রুপদরাজার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার প্রদত্ত শিক্ষা-প্রভাবে এই ব্যূহ রচনা করিয়াছেন; সুতরাং ইহার চতুরতা ও আভ্যন্তরীণ কৌশল কিছুই আপনার অগোচর থাকিতে পারে না । এক্ষণে আমার বোধ হয় আপনি ঈষৎকটাক্ষ করিলেই ইহাদের গর্ভ খর্ব্ব করিতে পারি বন । ধৃষ্টদ্যুম্নের নাম না করিয়া, দ্রোণাচার্য্যের ক্রোধ উদ্দীপনার্থ তাহার চিরশত্রুর নাম স্মরণ করাইবার অভিপ্রায়ে দুর্যোধন এস্থলে ‘দ্রুপদপুত্র’ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন ।

পক্ষান্তরে আপনার বধার্থ উৎপন্ন এই ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার নিকটে শিক্ষা করিয়া অধুনা আপনার প্রতিকূলে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে । ইহাতে আপনার নিরতিশয় মুঢ়তা, সঙ্কসঙ্ক আমার ঘোরানর্ধোৎপত্তি এবং আপনার নিকট শিক্ষিত, আপনার বধার্থ জাত, চিরন্তন শত্রু দ্রুপদরাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের অতিশয় বুদ্ধিচাঞ্চল্য ও কৌশলাভিজ্ঞতা সূচিত হইতেছে । স্নেহের ‘ধীমতা’

শক এই ভাবেই প্রযুক্ত ; কিন্তু এখনও এই সকল প্রজ্ঞার শক্তিকে দর্শন করিয়া
আপনার নয়নযুগল স্নেহে নুকুলিত হইতেছে, এতদপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্য
কাণ্ড আর কি হইতে পারে ! এই সকল কঠোর বাক্যে তীব্র অথচ প্রজ্ঞার
বিজ্ঞপ ও তিরস্কার দ্বারা জোণাচার্য্যের হৃদয়ে প্রবল ক্রোধাগ্নি প্রস্থলিত
করাই দুৰ্য্যোধনের একমাত্র উদ্দেশ্য ।

“পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য” এই পদ দ্বারা, হে পাণ্ডুপুত্রগণের আচার্য্য ! অর্থাৎ
হে যুধিষ্ঠিরাদি-গুরো ! তুমি আমার পক্ষাপ্রিত হইলেও, আমার গুরু নহ,
এতদূশ অর্থও কল্পিত হইতে পারে । তুমি চিরদিনই পাণ্ডবগণের প্রতি
স্নেহশীল, তাহাদের পক্ষীয় লোকের দুৰ্য্যবহার উপেক্ষা করিয়া থাক, এবং
এখনও তাহাদের বিনাশার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইয়াও, তোমার হৃদয়
তাহাদিগের নিমিত্ত স্নেহাঙ্গী হইয়া রহিয়াছে ; অতএব উভয় পক্ষের গুরু
হইলেও, তোমাকে “পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য” অর্থাৎ পাণ্ডবদিগের গুরু বলিয়া
সম্বোধন করাই সঙ্গত ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াও দুৰ্ম্মতি দুৰ্য্যোধন, ছল ও কৌশলে গুরুদেবকে
ইত্যাকার কটুক্তি সমূহে ব্যথিত-হৃদয় করিলেন, এবং স্বকীয় অন্তর-নিহিত
পাপপণ ছুরভিসন্ধি সমূহ প্রকাশ করিলেন । সঞ্জয়, সর্ব্বাঙ্গে এই রক্তান্ত
যথাবৎ বর্ণন পূর্ব্বক, দুৰ্য্যোধন স্থান-মহিমায় অনুতপ্ত হইয়া, যুধিষ্ঠিরাদিক
প্রাপ্য রাজ্য পুনর্বার প্রদান করেন কি না, ধৃতরাষ্ট্রের এই অন্তরন্ত
কার নিরাকরণ করিলেন । একরূপ নিন্দনীয় বাহার ব্যবহার, তাহার প্রতি
গত কোন পরিবর্তনই ঘটে নাই ; স্থান-মহাত্ম্য তাদৃশ পাপ-বুদ্ধিব নির্ব্বি
পরাভূত ; সে চিরদিনই যেরূপ পাপাশয় এখনও তাহা হই রহিয়াছে ॥ ৩ ॥

অত্র শূরা মহেষাশা ভীমার্জুনসমা যুধি ।

যুযুধাতনো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥

ঋষীকেতুশ্চৈকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।

পুঞ্জিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমোজাশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।

সৌভদ্রো দ্রোপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথঃ ॥ ৬ ॥

অম্বর ।—জঁত্র (কস্যঃ বিপক্ষসেনারাম) যুধি (যুদ্ধে) ভীম-অর্জুন-
সম্বাঃ (ভীমার্জুনভ্যাং সর্বসম্পন্নবিক্রমভ্যাং তুল্যাং) মহেশ্বাসাঃ
(মহাস্তঃ অত্ৰৈঃ অগ্রধ্ব্যাঃ ইশ্বাসাঃ ধম্মং বি যেবাং তে) শূরাঃ (যুদ্ধে
অতীরবঃ) যুযুধানঃ (সাত্যকিঃ) বিরাটঃ চ মহারথঃ দ্রুপদঃ চ ।

ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ বীৰ্য্যবান্ কাশীরাজঃ চ পুরুজিৎ কুন্তিভোজঃ
চ নর-পুঙ্গবঃ শৈব্যঃ চ (ধৃষ্টকেতুঃ ইত্যাদি-নামভিঃ প্রসিদ্ধাঃ) ।

বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ চ বীৰ্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ সৌভদ্রঃ (অভিমন্যুঃ)
দ্রৌপদেয়াঃ (দ্রৌপদীপুত্রাঃ প্রতিবিক্রাদয়ঃ) চ সর্বে এব মহারথাঃ
[সন্তি] ॥ ৪ । ৫ । ৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—ইহাতে যুদ্ধে ভীম অর্জুনের আয় মহাধামুকী বীরগণ
যুযুধান * এবং বিরাট † এবং মহারথ দ্রুপদ ‡ ।

ধৃষ্টকেতু চেকিতান্ এবং তেজস্বী কাশীরাজ পুরুজিৎ এবং কুন্তি-
ভোজ এবং মানব শ্রেষ্ঠ শৈব্য § ।

* যুযুধান বীর সত্যকি নামে সুবিখ্যাত । ইনি, শ্রীকৃষ্ণের সারথি ছিলেন এবং কুরুক্ষেত্রসময়ে পাণ্ডবপক্ষ
অবলম্বন করিয়াছিলেন । পারিজাতহরণ কালে সাত্যকি বর্গপুত্র যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছিলেন এবং দেবপ্রতি-
দ্বন্দ্বীর সহিত সমরে বিপরী হইয়াছিলেন ।

† পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বর্ষকাল বনবাসান্তে সংস্কারাজ বিরাটের ভগনে একবর্ষকাল অজ্ঞাতবাস করেন ।
যুধিষ্ঠির কন্ত নামে ব্রাহ্মণ, ভীমদেব বল্লভ নামে স্থগকার, অর্জুন বৃহন্নলা নামে দ্রাবিড় সন্ন্যাসীভাষাপক, নকুল
ঐহিক নামে অধীশ্বর, সহদেব তদ্রিপাল নামে গোপালক, এবং দ্রৌপদী সৈরন্ধী নামে পরিচারিকার ছদ্মবেশ
ধারণপূর্বক বিরাট-রাজপুরে একবর্ষ অতিবাহিত করেন । তথায় তাঁহারা যুদ্ধাদি দ্বারা বিরাটের একতৃষ্ণ ইষ্ট
সাধন করিয়াছিলেন । নির্মিত কালব্যসানে বিরাটরাজ ও তাঁহার পুত্র উত্তর, পাণ্ডবগণের পরিচর পরিজ্ঞাত
হইয়া তাঁহাদের বখাতিহিত সংবর্ধনা করেন । শ্রীকৃষ্ণের তপিনী অর্জুনপত্নী স্তম্ভতার পক্ষে অভিমন্যুর জয়
হয় । বিরাট-রাজের আত্ম হেতু, ভবী কন্তা উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ হইল । স্তম্ভরাজ বিরাট-
রাজ পাণ্ডবগণের বৈবাহিক । বলা বাহুল্য, বিরাট রাজ বকীর সৈন্যাদি সহ ভারত-যুদ্ধে পাণ্ডবগণের পক্ষাভয়-
করেন ।

পাণ্ডবগণিত দ্রুপদরাজা বৃষ্ণদ্রুম ও দ্রৌপদীর পিতা এবং পাণ্ডবগণের বণ্ডর ।

এই সকল বীরপুরুষের অনেকের সহিত রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে বিবিধ কালে যুধিষ্ঠিরের সৌহার্দ
সংস্থাপিত হয় । অতীত পাণ্ডবগণ পদচ্যুত হইলেও, এই মহাত্মারা তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা না করিয়া, য য বলবল
সহ পাণ্ডবপক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন ।

কুন্তিভোজরাজ পাণ্ডব জননী কুন্তি দেবীর পিতা । শিশি-বংশসম্বৃত রাজার নাম শৈব্য ।
বীর ঐকিতাবেব পুত্রের নাম চেকিতান । ধৃষ্টকেতু ও পুরুজিৎ বীরদ্বয়ের নাম শৌর্যের

এবং বিক্রমশালী যুধামন্যু এবং বলবান্ উত্তমোজা সূতদ্রোতনয়
এবং দ্রৌপদীনন্দনগণ সকলেই মহারথ [আছেন] ॥ ৪ । ৫ । ৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—সম্মুখবর্তী মৈত্র্য সমূহের মধ্যে সময়ে ভীমার্জুনের
নামতুল্য মহাধামন্যু যুধাম, বিরাট, মহারথ ক্রপদ,

ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবন্ত কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তীতোজ,
নরশ্রেষ্ঠ শৈব, ।”

পরাক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যসম্পন্ন উত্তমোজা *, সূতদ্রোতনয়,
অভিমন্যু † এবং পুত্রগণ ‡ এই সকল বীরবর্গ বিদ্যমান
আছেন ॥ ৪ । ৫ । ৬ ॥

আনন্দগিরি ।—অন্তেষু প্রতিপক্ষে পরাক্রমভাজো বহবঃ সন্তীত্যুহুপেক্ষণীয়ঃ
বপক্ষস্ত বিবক্ষ্যাহ অত্রৈতি । তত্রাং হি প্রতিপক্ষভূত্যাং সেনারাং পুরাঃ স্বয়মভীরঃ
পুত্রান্নকুণলা ভীমার্জুনভ্যাং সর্ব্বসম্প্রতিপন্নবার্য্যভ্যাং তুল্যা যুদ্ধভূমাবুপলভন্তে । তেবাং যুদ্ধ-
শৌভ্যং বিশদীকৃতুং বিশিনষ্টি মহেচ্ছাসা ইতি । ইযুবন্ততেহস্মিন্নিতি বৃংপত্যা ধনুস্তদ্যতে
তচ্চ মহদৈত্তরপ্রধ্বাং তদ্বেষাং তে, রাজানন্তথা বিবক্ষ্যন্তে । তানৈব পরসেনানামধ্যমধ্যাসীনান্
পরপক্ষাভুবাগিপো বাজো বিজ্ঞাপয়তি “যুধানঃ” ইত্যাদিনা “সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ”
ইত্যন্তেন । কিক ধৃষ্টকেতুরিতি । স্পষ্টম্ । তেবাং সর্ব্বেষামপি মহাবলপরাক্রমভাজাদিত্য-
পক্ষঃ পুনর্বিবক্ষতি সর্ব্ব এবৈতি ॥ ৪ । ৫ । ৬ ॥

‘হ্যার সমুদ্র’ ডীন কে ডন দন্দনে অস্বাভিকুল ভরবিকলিত হয়, ‘তানহ ধৃষ্টকেতু এব’ যিনি বহুবীর্য্য অর্থাৎ
পুনঃপুনঃ শত্রু দমনশীল তিনিই পুরুজিৎ ।

* যুধামন্যু ও উত্তমোজা পাকালদেশীয় রাজা । ইর্কাদের নাম বীরত্বের পরিচায়ক । সঁদরসংবাদে বিন্দি,
ক্রোধোদ্ভূত হুটরা থাকেন তিনিই যুধামন্যু এবং ষাঁহার সাহস ও বিক্রম অপরিমেয় তিনিই উত্তমোজা ।

† শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের ভগিনী সূতদ্রা দেবীকে রৈবতকপক্ষত হচ্চে, শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শানুসারে অর্জুন
দ্রোণ করেন এবং তাঁহার পাণগ্রহণ করেন । সেই সূতদ্রার গর্ভে, অর্জুনের ঔরসে অভিমন্যু নামে মহাবল
পরাক্রম পুত্র জন্মে । সে পুত্র বয়সে বালক হইলেও, যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ নিপুণ এবং সূত্রবীণ বীরগণের
দমকক্ষ । ভারতযুদ্ধে কৌরবপক্ষীয় সাতজন স্থবিধাত বীর সমবেত হইয়া অস্ত্রায়ুধে অভিমন্যুর বধ-নাশন
করেন । অর্জুন যুদ্ধে মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখনই জনকজননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া যুদ্ধবিদ্যায় অনেক তত্ত্ব
পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন ।

‡ দ্রৌপদীর গর্ভে পাণ্ডুদিগের পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । সুবিস্তারের ঔরসে প্রতিবিদ্যা, ভীমের ঔরসে
সূতনাম, অর্জুনের ঔরসে ক্রতকর্মা মকুলের উত্তম শতাবীক এবং সহদেবের ঔরসে ক্ষতসেনের জন্ম হয় ।
এই পঞ্চভ্রাতা এবং অভিমন্যু অর্জুনের অগ্রশিষ্য ছিলেন এবং যুদ্ধবিদ্যায় পাতৃদর্শিত্ব লাভ করিয়াছিলেন ।
ইন্দ্রকেন্দ্র যুদ্ধের অবসান সময়ে, শিষ্যবাসন স্বীকৃত দ্রৌপদীন্দন অশ্বখা, কৃতবর্মা ও কৃষ্ণচাঁর্যের সহিত এক-
সাথে, অস্তু হুটুহুটি এই তি পাকালগণকে ও সপরিবার দ্রৌপদীর পক্ষপক্ষে যিট করিয়াছিলেন ।

শ্রীধর ।—অত্রৈতাদি । অত্রাস্তাং চবাং ইবর্বে বাণা অস্তস্তে ক্ষিপ্যস্তে এতিরিতি
 ইধাসা ধনংষি মহান্ত ইধাসা যেষাং তে মহেধাসাঃ, ভীমার্জুনৌ তাবদত্রাতিপ্রসিদ্ধৌ
 যোদ্ধারৌ তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ সন্তি । তানেব নামভিনির্দিশতি যুযধান ইতি । যুযধানঃ
 সাত্যকিঃ । কিঞ্চ ধৃষ্টকৈতুরিতি । চেকিতানো নাম একো রাজা, নরপুঙ্গবঃ নরশ্রেষ্ঠঃ শৈব্যঃ ।
 যুধামন্যুরিতি । বিক্রান্তো যুধামন্থানমৈকঃ, সৌভদ্রোহভিমন্যুঃ দ্রৌপদেয়া দ্রৌপত্যাং
 পঞ্চভ্যো যুধিষ্ঠিরদিভ্যো জাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবন্ধাদয়ঃ পঞ্চ । মহারথাদীনাম লক্ষণম্—“একো
 দশসংস্রাণি যোধয়েদ্যস্ত ধ্বিনাম্ । শত্রুশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্বভঃ ॥ অমিতান্ যোধয়ে-
 দ্যস্ত সংপ্রাক্রোহতিরথস্ত সঃ । রথী চৈকেন যো যোদ্ধা তন্ন্যনোহর্ধ্বরথস্ত সঃ” ॥ ৪ । ৫ । ৬ ॥

[illegible]

মধুসূদন।—নষেকেন দ্রুপদপুত্রেন প্রসিদ্ধেনাধিষ্টিতাং চম্বেতামশ্বদীয়ো যঃ কশ্চি-
দপি জ্ঞেয়ত কিমিতি ভয়ন্তত জেতুশীত্যত আহ অত্র শূরা ইত্যাদিভিজ্জিভিঃ ন কেবলমাত্র ধৃষ্ট-
দ্যায় এব শূরঃ যেনোপেক্ষীয়তা ত্যাং, কিন্তু অত্যাং চম্বাং অজ্ঞেহপি বহবঃ শূরাঃ সন্তীত্যবশ-
মেব তজ্জয়ে যতনীয়মিত্যভিপ্রায়ঃ। শূরানেব বিশিনষ্টি মহেষ্वास ইতি। মহাশ্বোহষ্টৈরপ্রয্যা
ঐষ্वास ধনুঃবিষেবাং তে তথা, দূরত এব পরসৈন্যবিজ্ঞাবগকুশলা ইতি ভাবঃ। মহাধম্মুরাদিমশ্বে-
হপি বুদ্ধকোশলাভাবমাক্ষ্যাহ, যুধি বুদ্ধে, ভীমার্জুনাভ্যাং সর্বসম্প্রতিপন্নপরাক্রমাভ্যাং সমা-
জ্ঞান্যঃ। তানেবাহ “যুধধানঃ” ইত্যাদিনা “মহারথাঃ” ইত্যন্তেন। যুধধানঃ সাত্যকিঃ, দ্রুপদশচ
মহারথ ইত্যেকঃ, অথবা যুধধান-বিরাট-দ্রুপদানাং বিশেষণং মহারথ ইতি। ধৃষ্টকেতু চৈকিতান-
কাণীরাজানাং বিশেষণং বীর্য়বানিতি। পুরুজিৎ-কুন্তিভোজ শৈব্যানাং বিশেষণং নরপুংসব
ইতি। বিক্রান্তো যুধামন্যুঃ বীর্য়বাংচোত্তমোহ্য ইতি হৌ। অথবা সর্কপি বিশেষণানি সমুচ্চিত্য
সর্কত্র বোল্লবীয়াসিঃ সৌভদ্রোহভিমন্যুঃ, দ্রৌপদেয়াশচ দ্রৌপদীপুত্রাঃ প্রতিবিক্যাদয়ঃ
পক, চক্রাঙ্গরঃত্বেপি পাজ্যরাজ-বটোংকচপ্রভৃতয়ঃ, পঞ্চপাণ্ডবাস্তিপ্রসিদ্ধা এবৈতি ন
গণিতাঃ, স্তে গণিকঃ সপ্তদশ অজ্ঞেহপি তদীয়াঃ সর্ক এব মহারথাঃ সর্কেহপি মহারথ এব

নৈকেহি নি রণাঙ্গরথো [রথোহর্ঙ্গরথো] বা যথা মহারথ ইত্যতিবৎ প্রাপ্যাপনক্ষণং তল্লক্ষণঞ্চ
 “একো দশসহস্রাণি বোধয়েদ্যস্ত ধর্মিনাং । শত্রুশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ॥ অমিতান্
 বোধয়েদ্যস্ত সংপ্রোক্তোহতিরথস্ত সঃ । রথী ত্বেকেন (রথন্তেকেন) যো যোদ্ধা তন্ন্যোনোহর্ঙ্গরথঃ
 স্মৃতঃ” ইতি ॥ ৪ । ৫ । ৬ ॥

° নীলকণ্ঠ ।—মহেশ্বাসাঃ মহাস্ত ইধাসা ধনুংষি যেষাং তে, যুধানঃ সাত্যকিঃ, দ্রুপ-
 দশ মহারথ ইত্যেকঃ । ধৃষ্টকেশাদয়ঃ ষট্ । যুধামন্যুস্তমোজসৌ, সৌভদ্রোহস্তিমহ্মাঃ, পঞ্চ
 দ্রৌপদেয়াঃ প্রতিবিদ্যাদয়শ্চৈতি অষ্টৌ চকারাং পাণ্ডবা ষটোৎকচাদয়শ্চাতিপ্রসিদ্ধা গ্ৰাহাঃ,
 সর্বেহপি মহারথো এব । তল্লক্ষণস্ত “একো দশসহস্রাণি বোধয়েদ্যস্ত ধর্মিনাং । শত্রুশাস্ত্র-
 প্রবীণশ্চ স বৈ প্রোক্তো মহারথঃ ॥ অমিতান্ বোধয়েদ্যস্ত সংপ্রোক্তোহতিরথস্ত সঃ । রথী
 ত্বেকেন যোদ্ধা স্তান্ন্যোনোহর্ঙ্গরথঃ স্মৃতঃ ॥” ইতি ॥ ৪ । ৫ । ৬ ॥

° বিশ্বনাথ ।—অত্র চষাং মহাস্তঃ শত্রুভিশ্ছেদ্যতুমশক্যা ইধাসা ধনুংষি যেষাং তে । যুধ-
 ধানঃ সাত্যকিঃ, সৌভদ্রঃ অভিমহ্মাঃ, দ্রৌপদেয়াঃ যুধিষ্ঠিরাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যো ভাভাঃ প্রতি-
 বিদ্যাদয়ঃ । মহারথাদীনাং লক্ষণম্—“একো দশসহস্রাণি বোধয়েদ্যস্ত ধর্মিনাম্ । শত্রুশাস্ত্র-
 প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ॥ অমিতান্ বোধয়েদ্যস্ত স এবতিরথঃ স্মৃতঃ । রথী চৈকেন যো
 যোদ্ধা তন্ন্যোনোহর্ঙ্গরথঃ স্মৃতঃ” ইতি ॥ ৪ । ৫ । ৬ ॥

তাৎপর্য ।—একমাত্র দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক পাণ্ডবগণের ব্যূহ রচিত
 হইয়াছে ; স্মৃতরাং তাহাতে ভয়ের কারণ কিছুই নাই ; দ্রোণাচার্য্য স্বয়ং
 কিম্বা আমাদের পক্ষীয় অন্য কোন বীর ইহাদিগকে অবহেলায় জয় করি-
 বেন ; অতএব আমাদের চিন্তা ও আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক । আছে
 দ্রোণাচার্য্য এইরূপ মনে করিয়া বিপক্ষপক্ষের বল উপেক্ষণীয় বলিয়া বোধ
 করেন, এরূপ আশঙ্কা করিয়া দুর্ব্যোধন উপস্থিত সংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যের
 বিশেষ মনোনিবেশার্থ বলিতেছেন “গুরুদেব ! ইহাদের মধ্যে” কেবল
 ধৃষ্টদ্যুম্নই যে এক মাত্র প্রসিদ্ধ বীর এরূপ নহে, বিপক্ষ পক্ষে ভীমার্জুন
 তুল্য পরসৈন্যবিদারণক্ষম অনেক বীর বর্তমান আছে, অতএব ইহারা
 কদাপি উপেক্ষার যোগ্য নহে ।” দুর্ব্যোধন অতঃপর এক একটী
 বিশেষণ দ্বারা ও নাম নির্দেশ করিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদিগের
 সমরদক্ষতা ও বলবীৰ্য্যাদি দেখাইতেছেন এবং সকলেই মহারথী
 বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । “এইরূপে দ্রুপদরাজ, বিরাটরাজ, অভিমহ্মা,
 দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রাদি সমুদয় বীরের নামোদ্ভেদ “করিয়া ‘চ’ শব্দ দ্বারা,
 দুর্ব্যোধন তথ্যতিরিক্ত আরও অনেক বীরের বিদ্যমানতা ইঙ্গিতে ব্যক্ত

করিলেন । যথা ; — ভীমের ঔরসে হিড়িম্বা নাম্নী নিশাচরীর গর্ভজাত ঘটোৎকচ নামক মহাবীর । পাণ্ডবগণ অতি প্রশিক্ষিত, একান্ত স্বতন্ত্ররূপ তাঁহাদের নাগোল্লেক্ষ আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন না । (মহারথ প্রভৃতির লক্ষণ যথা,—যে বীর একাকী দশ সহস্র ধনুর্দ্ধারীর সহিত যুদ্ধ করেন এবং শত্রুশাস্ত্রে প্রবীণ তিনিই মহারথ ; যে বীর একাকী অপরিমিত সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন তাঁহাকে অতিরথ বলে ; যে বীর একজন মাত্র প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করেন, তিনি রথী ; তদপেক্ষা নূন বীরকে অর্দ্ধ-রথী বলে) ॥ ৪।৫।৬ ॥

—(ঃঃঃ)—

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম ! ।

নাযকা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

অন্বয় ।—দ্বিজোত্তম অস্মাকম্ (সর্বেষাং মধ্যে) তু যে বিশিষ্টাঃ (পরমোৎকৃষ্টাঃ) মম সৈন্যস্য নাযকাঃ * (নেতারঃ) তান্ নিবোধ (বুধ্যস্ব) সংজ্ঞার্থম্ (সম্যক্ জ্ঞানার্থম্) তান্ তে (তুভ্যম্) ব্রবীমি (বিজ্ঞাপয়ামি) ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—বিপ্রশ্রেষ্ঠ ! আমাদিগেরও যে প্রতিষ্ঠাভাজনগণ আমার সৈন্যের সেনাপতি তাঁহাদিগকে বুঝুন সুগোচরার্থ তাঁহাদিগকে আপনার নিকট বলিতেছি ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে ব্রাহ্মণশ্রুতম দ্রোণাচার্য্য ! আমাদিগের পক্ষেও যে সুপ্রতিষ্ঠিত বীরগণ আমার সৈন্য সমূহের অধিনায়ক হইয়াছেন, আপু-
নাব সম্যক্ জ্ঞানার্থে তাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিতেছি ॥ ৭ ॥

আনন্দগিদ্দি ।—যথেষ্ট পরকীয় বলমতি প্রভূতং প্রতীত্যাতিভীতবদভিদধাসি হস্ত সন্ধিরেব পঠৈরিষ্যতামলং বিগ্রহগ্রহেণেতাচার্য্যাভিপ্রায়মাশঙ্ক্য ব্রবীতি অস্মাকমিতি । তু শব্দেনাস্তকংপন্নমপি স্বকীয় ভয়ং তিরোদধানো ধৃষ্টতামান্বনো জ্যোতয়তি, যে খব্দমপেক্ষে ব্যবহিতাঃ সর্বেভ্যঃ সমুৎকর্ষজ্বতান্ মরোহ্যমানান্ নিবোধ, নিশ্চয়েন মন্বচনাদবধারণেত্যর্থঃ । বভূবুধিঃ সর্বৈক্যে বৈবিক্যে বৈবিক্যে প্রাধান্যং প্রতিপত্ত্বং প্রভবসি তথাপি মদীরসৈন্তস্ত বে মুখ্যাত্মনং তে তুভ্যং সংজ্ঞার্থমংখ্যাবু তেহু মধ্যে কত্তিচরামভিগীহীতঃ পরিশিষ্টাঙ্গপ-
লক্ষ্যিত্বং বিজ্ঞাপনং করোমি ন বজ্রাতঃ কিঞ্চিৎ তব জ্ঞাপনমীতি মতাহ দ্বিজোত্তমেতি ॥ ৭ ॥

তীর্থ ।—অস্মাকমিতি । নিবোধ বুধ্যস্ব, নায়কা, নেতারঃ, সংজ্ঞার্থঃ সমাগ্-
জ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বলদেব ।—তর্হি কিং, পাণ্ডবসৈন্তাভীতোহসীত্যাচাধ্যভাবঃ সজ্জাব্যাস্তজ্ঞানামপি
ভীতিনাচ্ছাদয়ন্ ধাষ্ট্যেনাহ অস্মাকমিতি । অস্মাকং সর্বেষাং মধ্যে যে বিশিষ্টাঃ পরমোৎ-
কৃষ্টা বুদ্ধাদিবলশালিনঃ, নায়কা নেতারঃ, তান্ সংজ্ঞার্থঃ সমাগ্জ্ঞানার্থঃ ব্রবীমীতি ।
পাণ্ডবপ্রেমা ত্বং চেন্নো বোৎসুসে তদাপি ভীত্বাদিভিন্নমিচ্ছসে ভবিষ্যত্যেবেতি । তৎ-
কোপোৎপাদনং জ্ঞোতাম্ ॥ ৭ ॥

মধুসূদন ।—যদ্যেবং পরবলমতিপ্রভূতং দৃষ্ট্বা ভীতোহসি হস্ত তর্হি সন্ধিরেব পরৈ-
রিত্যভাং কিং বিগ্রহেণেতাচাধ্যাভিপ্রায়মাশঙ্ক্যাহ অস্মাকমিতি । তুশ্চেন্নাস্তকংপদ-
মপি ভয়ং তিরোদধানো যুষ্ঠিতামাস্মিনো দ্যোতয়তি অস্মাকমিতি । অস্মাকং সর্বেষাং মধ্যে
যে বিশিষ্টাঃ সর্বেভ্যঃ সমুৎকর্ষজুষন্তান্ ময়োচমানান্ নিবোধ নিশ্চয়েন মম বচনাদবধারণয়েতি
(ভৌবাদিকস্ত পরশ্চৈপদিনো বৃধে রূপম্) যে চ মম সৈন্যস্ত নায়কা মুখ্যা নেতারস্তান
সংজ্ঞার্থং অসম্ব্যাসু তেষু মধ্যে কতিচিন্নামভিগৃহীত্বা পরিশিষ্টানুপলক্ষয়িতুং তেন তুভ্যং
ব্রবীমি, নহস্ত্যভং কিঞ্চিদপি তব জ্ঞাপয়ামীতি । দ্বিজোক্তমেতি বিশেষণেনাচাধ্যাং জ্ঞবন্
স্বকাগো তদাভিমুখাং সম্পাদয়তি । দোষপক্ষে । দ্বিজোক্তমেতি ব্রাহ্মণত্বাং তব বুদ্ধাকুললক্ষ্যং
তেন ত্বয়ি বিমুখেহপি ভীতপ্রভৃতীনাং কত্রিপ্রবরাণাং সবার্মাস্মাকং মহতী ক্তিরিত্যর্থঃ ।
সংজ্ঞাখনিতি । প্রিয়শিষ্যাণাং পাণ্ডবানাং চমুং দৃষ্টা হর্ষণেণ ব্যাকুলমনসস্তব স্বীয়-বীরবিশ্বভি-
ম্বাভূনিতি মমৈয়মুক্তিরিতি ভাবঃ ।

মৌলকণ্ঠ ।—অস্মাকমিতি । বিশিষ্টাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নিবোধ বুধ্যস্ব, (ভৌবাদিকস্ত পরশ্চৈ-
পদিনো বৃধেরিৎ রূপম্) সংজ্ঞার্থং অস্মৎপক্ষেহপি শূরাঃ সজ্জীতি জ্ঞাপনার্থং, পরেষু প্রাবল্যং
দৃষ্ট্বা তবোৎসাহভঙ্গো মাভূদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—অস্মাকমিতি । নিবোধ বুধ্যস্ব । সংজ্ঞার্থঃ সমাগ্জ্ঞানার্থম্ ॥ ৭ ॥

তাত্পর্য্য ।—পাণ্ডবদিগের বীরবাহুল্যের বিবরণ সমাপ্ত করিয়া,
দুর্য্যোধন মনে করিলেন যে, হয়ত গুরুদেব এই বর্ণনা শ্রবণে আমাকে ভীত
মনে করিয়া বলিতে পারেন, “প্রভূত বলশালী অসীম পাণ্ডবসৈন্তদর্শনে
যদি তোমার ভয় হইয়া থাকে, তবে পাণ্ডবগণের প্রাপ্য রাজ্য প্রদান করিয়া
সন্ধি স্থাপন কর, কেন রথা যুদ্ধের অন্ত এত আগ্রহ করিতেছ ?” দ্রোণা-
চার্য্যের এবং বিধ অন্তরভাব কল্পনা করিয়া দুর্য্যোধন আপন সৈন্য মধ্যস্থ
সমর-দক্ষ প্রশাস প্রদান বীরপুরুষগণের নামোজ্জ্বল করিতেছেন ।

দুর্য্যোধনের উক্তি-তে, “অস্মাকম্” এই ‘তু’ পদ দ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে
যে, গুরুদেব । পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের নামকীৰ্ত্তন শ্রবণ করিয়া মনে করি-
বেন না যে, কেবল তাহাদের পক্ষেই সমরকুল মহাবীরগণ রহিয়াছেন;

আমাদের পক্ষেও বিদ্যা, বল, বুদ্ধি, জ্ঞাতি, কুল, শীলাদিতে সর্বশ্রেষ্ঠ অসংখ্য সৈন্য বর্তমান আছেন। তুর্ঘ্যোধন এইরূপে স্বকীয় সমরোৎসাহিত ও স্বসৈন্য-বাহিন্য প্রদর্শন পূর্বক আচার্য্য-সমীপে পরসৈন্য-দর্শনে অন্ত-রোৎসাহ ভয় সঞ্চারিত করিলেন, এবং উল্লিখিত “তু” শব্দ দ্বারা গুরুসমক্ষে স্বকীয় দৃষ্টতা ও পরিহার করিলেন।

“দ্বিজোত্তম” এই সম্বোধন দ্বারা, আপনি ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ, আপনার বাক্য কখনও অন্যথা হইতে পারে না, সম্মুখ সংগ্রামে আপনি যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, প্রিয়শিষ্য পাণ্ডবদিগের বিপুল বাহিনী সন্দর্শনে স্নেহাতিশয্যে ও হর্ষ-ব্যাকুল-হৃদয়ে তাহা বিস্মৃত হইবেন না, তুর্ঘ্যোধন ইত্যাদি ভাবে আচার্য্যের স্তব করিয়া, পরিগৃহীত কার্য্যে তাঁহাকে বিশেষ প্রোৎসাহিত করিয়া দিতেছেন। আবার পক্ষান্তরে “দ্বিজোত্তম” এই সম্বোধনে আচার্য্যকে নিন্দাও করিতেছেন। তুমি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; যাজ্ঞন, অধ্যাপনাদি কার্য্যেই তুমি পারদর্শী; তোমার সমর-দক্ষতা কোথায়? তুমি ব্রাহ্মণোচিত স্বধর্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া, যুদ্ধাদিরূপ ক্ষাত্রধর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি যখন কুলাগত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পরকীয় পন্থা পরিগ্রহ করিয়াছ, তখন তোমার চিন্তের স্মৈর্য্য ও দৃঢ়তা কোথায়? তোমার ন্যায় স্বধর্মত্যাগী ব্যক্তি যে আত্ম-প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া যুদ্ধে পাণ্ডব-পক্ষের সমর্থন করিবে না, তাহাতেই বা বিশ্বাস কি? কিন্তু পাণ্ডবগণের ঐতি স্নেহবশতঃ, যদি তুমি কার্য্যকালে ঐ পক্ষ অবলম্বন কর, তাহাতেও আমার বিশেষ কৃতির সম্ভাবনা নাই; কারণ তুমি ভিন্ন আমার পক্ষে যে আর গণ্য বীর নাই এমন নহে; প্রত্যাভ্যুতীর্ণাদি অনেক ক্ষত্রিয়প্রবর মহাশূর আমার পক্ষে সেনাপতি হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং তোমার ন্যায় একজন বিমুখ হইলে আমার বিশেষ কৃতি হইবে না। এরূপ স্তুতি ও নিন্দাসূচক সম্বোধন করিয়া, প্রিয়শিষ্যপাণ্ডবগণের দর্শন-জনিত-হর্ষ ব্যাকুল-চিত্ত আচার্য্যের পাছে রিস্মৃতি হয়, এই ভয়ে তাঁহার সংজ্ঞাসংবিধানার্থ, স্বকীয় অসংখ্য সৈন্যের মধ্যে সমর-প্রবীণ কতিপয় সেনাপতির নাম উচ্চারণ করিলেন। “সংজ্ঞার্থম্” (অর্থাৎ চেতনার নিমিত্ত) এই পদ দ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে, আচার্য্যের ইহাও যেন সর্বদা মনে থাকে, প্রাপ্তনি ভিন্নও কুরুপক্ষে অনেক সেনাধিনায়ক বর্তমান রহিয়াছেন ॥ ৭ ॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কৰ্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।

অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সোমদত্তি জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥

অর্থঃ ।—ভবান্ (দ্রোণঃ) ভীষ্মঃ (পিতামহঃ) চ কৰ্ণঃ চ সমিতিঞ্জয়ঃ (সমরবিজয়ী) কৃপঃ চ অশ্বখামা (দ্রোণপুত্রঃ) বিকর্ণঃ (মৎকনিষ্ঠ-ভ্রাতা) চ সোমদত্তিঃ (ভূরিশ্রবাঃ) জয়দ্রথঃ (সিকুরাজঃ) ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—আপনি এবং ভীষ্ম এবং কৰ্ণ এবং সমরবিজয়ী কৃপা-চার্য্য অশ্বখামা এবং বিকর্ণ সোমদত্ত-তনয় জয়দ্রথ ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—আপনি স্বয়ং অর্থাৎ দ্রোণাচার্য্য, পিতামহ ভীষ্ম (১),

(১) শীতকুমারের উরসে ও গঙ্গার গর্ভে জন্মের কথা হয়। অষ্টম পুত্র একদা বিশিষ্ট মহর্ষির পিরাগভাজন হইয়া তুলোকে নগরোপে জন্মিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত হন। সামান্য-মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ নিতান্ত ক্রেশকর মনে করিয়া, বহুগণ পুত্রমালিনী জাহ্নবী নদীকে গর্ভে স্থান দিতে এবং জন্মমাত্র তাঁহাদিগকে একে একে বিনষ্ট করিতে অনুরোধ করেন। কেবল মহর্ষি নশিষ্ঠের প্রধান ক্রোধ-ভাজন দুর্নামক বহু, যাবজ্জীবন মানবরূপে বিদ্যমান থাকিবেন স্থির হয়। বহুগণের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সুরধনী সুরকন্যাতীত সুলক্ষী বেশে সমাগত হইলেন এবং রাজা শান্তনুর চিন্তাপহারণ করিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলেন। একে একে গঙ্গার গর্ভে সাত পুত্র জন্মিগ এবং সকলেই মাতৃকর্তৃক জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। সুলক্ষী-শিষ্যোণ সুরধনীর প্রেমাক্রান্ত প্রাণনন্দন শান্তনু পুত্রসাতিনী পত্নীর হৃদয় হীনতা ও নিরতিশয় নিষ্ঠুরতার আলোচনা করিয়া আকুলহৃদয়ে কালপাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে অষ্টম কুমার ভূমিষ্ঠ হইলে রাজা শান্তনু সেই সন্তানের জীবন রক্ষার্থ কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন। পুণ্যচোরা পতিতপাবনী ভগ্নন সন্মল কথাই জানাইয়া, রাজার হস্তে শব সন্তান সমর্পণ করিলেন এবং আপনি চিরদিনের নিমিত্ত পত্নী সখ্যক পরিত্যাগ করিয়া রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই অষ্টম নন্দন দেবব্রত ও শান্তনব নামে পরিচিত হইলেন। একদা রাণা শৃগনু যমুনানদী সন্নিহিত অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সত্যবতী নামী এক সুলক্ষী ধীর-তনয়ার অঙ্গিকসমান রূপ দর্শনে ঈদীর অঙ্গসৌরভে আকুল হইয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্তি কামনা করিলেন। কস্তার পিতা রাজ-প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কহিলেন যে, এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন তিনি ভিন্ন অন্য কেহই কুমারজার সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবেন না। সর্বগুণাধিত পরম রূপান্বিত পুত্র দেবব্রতকে বঞ্চিত করিয়া ধীর কন্যার গর্ভজাত সন্তানকে সিংহাসন প্রদানের অঙ্গীকার করা শান্তনু নিতান্ত অসম্মত বলিয়া জ্ঞান করিলেন। কিন্তু সেই সুলক্ষীর রূপ-লাবণ্য অমুচিন্তনে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিয়া দিন দিন বিমলিন, বিশুদ্ধ ও বিমল-ব্যাপারে উদাসীন হইতে থাকিলেন। উপযুক্ত পুত্র দেবব্রত পিতার চিন্তাচাক্ষেপে কারণ অবগত হইয়া অসৎ ধীক্লমসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সত্যবতীর গর্ভে রাজা শান্তনুর যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবেন, তিনিই রাজসিংহাসন অধিকার করিবেন। যদি এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে সত্যবতীর ঈদ্রিয়ার আশঙ্ক্য হয়, এতদা তিনি আরও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যাবজ্জীবন দারপরিগ্রহ করিবেন না। এইরূপে পিতার সন্তোষ-সাধনার্থ মহারা প্রব্রজ্য সাম্রাজ্য পরিভ্রাম্য ব্রতকর্তব্য করিয়া ভূতলে অতুল কীর্তি বিস্তার করিলেন। এই জীবন ব্যাপার সন্মত করার পর হইতে তাঁহার নাম ভীষ্ম হইল। মহানুভব ভীষ্ম বিদ্যাতনন্দনদিগকে

কর্ণ (১), যুদ্ধজ্যেষ্ঠা কৃপাচার্য্য (২), অশ্বখামা (৩), বিকর্ণ (৪) সৌমদত্তমুত
ভুরিঅবা (৫), এবং জয়ব্রথ (৬), মৎপক্ষে এই সকল শূর প্রধান ॥৮॥

সিংহাসনগৌন করিয়া, বিহিত অবস্থে তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিপালন, কল্যাণকামনা এবং শ্রীবুদ্ধিসাধনে ব্যাপৃত রহিলেন। সম্বন্ধে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির দুর্যোধনাদির জ্যেষ্ঠ পিতামহ ছিলেন, (“কুরু ও পাণ্ডবগণের ইতিহাস” শীর্ষক গ্রন্থ দেখুন ।)

(১) পাণ্ডব জননী কুন্তীদেবীর এক কানোন পুত্র ছিলেন। কুন্তীর কোমার্য্যাবস্থায়, স্বর্ধোর উরসে সেই সন্তান-
নের জন্ম হয়। সেই মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র কর্ণ নামে বিখ্যাত। লোকলজ্জাতরে কুন্তী সেই সন্তান প্রহৃত
শিশুকে সন্তানে নিক্ষেপ করিলে, অধিরথ নামে এক হৃত সেই ভাসমান নন্দনকে গৃহে আনয়ন করে এবং
রাধানারী পত্নীর হস্তে সেই কুমারের লালন পালন ভার সমর্পণ করে। রাধা ঐ স্কন্ধুমার শিশুর বহুবেশ নাম
রক্ষা করেন। রাধের ও হৃতপুত্র নামেও কর্ণ অনেক স্থানে উল্লিখিত হইরাছেন দেখা যায়। ইনি সর্বশাস্ত্র
বিশারদ ও অতিশয় দাতি ছিলেন। পরশুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া কর্ণ অসাধারণ ক্ষীর ভইয়া
উঠেন। একদা উক্ত ইহার দাত্তে বিনোদিত হইয়া ইহাকে একপুরুষদাতিনী শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন।
বৈকর্টন ইষ্ঠা নামান্তর। এই মহাবীর্য্যশালী বোদ্ধাকে দুর্যোধন অজ্ঞরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।
ইনি দুর্যোধনের প্রধান স্কন্ধ ও সখা এবং পাণ্ডবগণের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিলেন। দুর্যোধন ইহার
বাহুবলের উপর যথেষ্ট নির্ভর করিতেন; কিন্তু বীরকুলরবি ভীষ্ম কর্ণের অলোকসামান্য বীরত্বে কদাপি
আত্মা প্রদর্শন করিতেন না। তিনি কর্ণকে অর্জুনবী বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং পাণ্ডবগণের বোড়শাং-
শেরও তুল্য নহে বলিয়া মনে করিতেন।

(২) শরদ্বান্ নামক এক ধর্ম্মবৈদ বিদ্যাপারদর্শী তপস্বীর এক সন্তে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। তপস্বী
শরদ্বান্ পুত্র ও কন্যাকে নিঃসহায় অবস্থায় বনমধ্যে ফেলিয়া যান। যুগমাতী রাজা শান্তনু সেই সন্তান
দ্বয়কে আনয়ন করিয়া পালন করেন। রাজার কৃপার তাহার পালিত হন বলিয়া বালকের কৃপ এবং
বালিকার কৃপা এই নামকরণ হয়। কিছুকাল পরে একদা শরদ্বান্ শান্তনু রাজার ভবনে সমাগত হইয়া
আপন পুত্রকে আশ্রয় পত্রের প্রদান এবং স্বকীয় শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যা সমস্ত সমর্পণ করেন। পিতৃ-
লিখিত কৃপাচার্য্য ক্রমশঃ যুদ্ধ বিদ্যায় যথেষ্ট বশবী হইলেন। মহারাজা দ্রোণাচার্য্য শরদ্বান্ তনয়া কৃপার
পাণিগ্রহণ করেন, হৃতরাং কৃপাচার্য্য দ্রোণের স্তালক।

(৩) কৃপার গর্ভে দ্রোণাচার্য্যের উরসে অশ্বখামার জন্ম হয়। ইনি জন্মকালে অশ্বের ন্যায় চীৎকার করিয়া
ছিলেন এজন্য ইহার অশ্বখামা নাম হইরাছিল।

(৪) হৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম।

(৫) চন্দ্রবংশীর সৌমদত্ত নামক রাজার পুত্র মহাবীর ও মহাবশা ভুরিঅবা। ইনি ভারত যুদ্ধে সাত্যকি
কর্তৃক নিহত হন। আর এক সৌমদত্ত দ্রোণদীর পঞ্চ পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া, শেষে সন্ধেবেশ হস্তে
নিহত হইরাছিলেন। এরূপ প্রসঙ্গ মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়।

(৬) স্কন্ধরাজ বীরবীর জয়ব্রথের সহিত দুর্যোধনের ভগিনী দুঃশীলার বিবাহ হয়, হৃতরাং ইনি রাজা
হৃতরাষ্ট্রের জামাতা ছিলেন। জয়ব্রথ অন্য ছয় রথীর সহিত মিলিত হইয়া অর্জুনের অগ্রাশ্রয় বৌবন নন্দন
অভিমুখ্যাকে নিহত করেন। দ্রোণাক অর্জুনের হস্তে বহু সৈন্য সহ জয়ব্রথ লীলা সংবরণ করেন।

পাঠান্তর — সৌমদত্তিত্তথৈব চ।

অনন্দগিরি ।—তানের স্বসেনানিবিষ্টান্ পুরুষধোরেয়াস্বীয়ভিন্নপরিহারার্থং পরিগণ-
য়তি ভবানিত্যাदिना ॥ ৮ ॥

শ্রীধর ।—তানেবাহ ভবামিতি স্বাভ্যাম্ । ভবান্ দ্রোণঃ, সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি
তথা, সৌমদত্তিঃ সৌমদত্তস্ত পুত্রো ভূরিশ্রবাঃ ॥ ৮ ॥

বলদেব ।—তানাহ ভবানিতি । ভবান্ দ্রোণঃ বিকর্ণো মদ্রাজাতা কনিষ্ঠঃ সৌমদত্তি-
ভূরিশ্রবাঃ । সমিতিজয়ঃ সংগ্রামবিজয়ীতি দ্রোণাদীনাং সন্তানাং বিশেষণম্ ॥ ৮ ॥

মধুসূদন ।—তত্র বিশিষ্টান্ গণয়তি ভবানিতি । ভবান্ দ্রোণঃ, ভীষ্মঃ, কর্ণঃ, কৃপশ্চ,
সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি সমিতিজয় ইতি কৃপবিশেষণম্ । কর্ণাদনন্তরং গণ্যমানস্তেন তস্ত
কোপমাশঙ্কা তন্নরাসার্থঃ, এতে চত্বারঃ সর্বতো বিশিষ্টাঃ । নায়কান্ গণয়তি, অশ্বখামা,
দ্রোণপুত্রঃ । ভীষ্মাপেক্ষয়া যদাচার্য্যস্ত প্রথমগণনং বিকর্ণাদাপেক্ষয়া তৎপুত্রস্ত চ প্রথমগণনং
আচার্য্যপরিতোষার্থম্, বিকর্ণঃ স্বভ্রাতা কনীরান্, সৌমদত্তিঃ সৌমদত্তস্ত পুত্রঃ শ্রেষ্ঠত্বাৎ ভূরিশ্রবাঃ,
জয়প্রথঃ সিদ্ধরাজঃ । তথৈব চেতি কেচিৎ প্রাহঃ ॥ ৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—বিকর্ণঃ স্বভ্রাতা সৌমদত্তিভূরিশ্রবাঃ, জয়প্রথমদস্থানে তথৈব চেতি কচিৎ
প্রাহঃ ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য ।—শঠ-শিরোমণি দুৰ্য্যোধন নিজ সৈন্যগণের নামোল্লেখ
করিতে প্ররম্ভ হইয়া, ভীষ্ম কর্ণ প্রভৃতি সমর-দক্ষ বীরচূড়ামণিগণের নামের
অগ্রে, দ্রোণাচার্য্যের নাম এবং একান্ত স্নেহপাত্র কনিষ্ঠ সহোদর বিকর্ণ ও
সৌমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবার নামের পূর্বে গুরুপুত্র অশ্বখামার নাম কীর্ত্তন
করিয়া আচার্য্যের প্রীতি সম্পাদন করিলেন । কারণ অসীম যশোরশি
দ্বারা বিভূষিত জনগণের মধ্যে স্বনাম কিংবা স্বপুত্রের নাম অগ্রগণ্য আর্ষণ
করিলে মানবমাত্রেয়ই হৃদয় আপ্যায়িত ও হর্ষোৎকুল হইয়া থাকে ।
'সমিতিজয়ঃ' অর্থাৎ সংগ্রামবিজয়ী এই শব্দ দ্রোণাচার্য্যের শ্রালক রূপা-
চার্য্যের বিশেষণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । দ্রোণাচার্য্যের এই কুটুস্নেহ
নাম প্রথম পর্য্যায়স্থ বীরহৃন্দের নামের শেষ ভাগে সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, পাছে
গুরুদেব বিরক্ত হন, এই আশঙ্কায়, ভীষ্ম কর্ণ কাহারও কোন বিশেষণ না
দিয়া, রূপাচার্য্যের নামের সহিত 'সমিতিজয়' এই গৌরবান্বিত বিশেষণ
সংযুক্ত হইয়াছে । কেহ কেহ এই শব্দ দ্রোণাদি সকলের বিশেষণ স্বরূপে
গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

অর্থঃ ।—মদর্থে (মৎপ্রয়োজনার্থম্) ত্যক্ত-জীবিতাঃ (জীবিতানি ত্যক্তুং কৃতনিশ্চয়াঃ) নানা-শস্ত্র-প্রহরণাঃ (নানা বহুনি শস্ত্রাণি প্রহরণ-সাধনানি যেবাং তে) সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ (যুদ্ধনিপুণাঃ) অন্যে পূর্বকথিতাঙ্কিরাঃ) চ বহবঃ (অসংখ্যাঃ) শূরাঃ * [সন্তি] ॥ ৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—আমার-নিমিত্ত প্রাণ-ত্যাগে-সকল-বদ্ধ বিবিধাযুধ সম্পন্ন সকলে সমরাতিক্ষিত অন্য-ও অনেক বীর [আছেন] ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—পূর্বোক্ত বীরগণ ব্যতীত, আমার নিমিত্ত প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয়, বহুবিধ যুদ্ধাস্ত্র † সমন্বিত, আমার পক্ষে অন্যান্য অনেক রণপণ্ডিত বীর আছেন ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি ।—দ্রোণাদিপরিগণনস্ত পরিশিষ্টপরিগণ্যার্থং ব্যবর্তয়তি অন্ত্রে চেতি । সর্বেহপি ভবন্তমারভ্য মদীয়পুতনায়াং প্রবিষ্টাঃ স্বজীবিতাদপি মহৎ স্পৃহয়ন্তীত্যাহ মদর্থ ইতি । যত তেবাং শূরত্বমুক্তং তদিদানীং বিশদয়তি নানেতি । নানাবিধাত্মনেক-প্রকারাণি শস্ত্রাণাযুধানি প্রহরণানি প্রহরণসাধনানি যেবাং তে তথা । বহুবিধাযুধসম্পত্তা-বর্পি তৎপ্রয়োগে নৈপুণ্যভাবে তথৈকল্যামিতি চেন্তেত্যাহ সর্ক ইতি ॥ ৯ ॥

শ্রীধর ।—মদর্থে মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং ত্যক্তুমধ্যবসিতা ইত্যর্থঃ । নানা অনেকানি শস্ত্রাণি প্রহরণসাধনানি যেবাং তে যুদ্ধে বিশারদাঃ নিপুণাঃ ॥ ৯ ॥

বলদেব ।—নত্বেতাবস্ত এব মৎসৈন্ত্রে বিশিষ্টাঃ কিস্তসংখ্যোয়াঃ সন্তীত্যাহ অন্ত্রে চেতি । † বহবো জয়দ্রথ-কৃতবর্ষ-শল্যপ্রভৃতয়ঃ (ত্যক্তেত্যাদি কল্পণি নির্ভা) জীবিতানি ত্যক্তুং কৃতনিশ্চয়া ইত্যর্থঃ । ইতঞ্চ তেবাং সর্কেবাং ময়ি স্নেহাতিরেকাং শৌর্ধ্যাতিরেকাদযুদ্ধপণ্ডিতত্বাচ্চ মহিজয়ঃ সিধ্যাদেবেতি দ্যোত্যতে ॥ ৯ ॥

* কেহ কেহ “অন্তে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ । নানা শস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্কে যুদ্ধবিশারদাঃ” এরূপ অর্থও করেন ।

† যদ্রুচর-ধনুর্ধাণৌ শল্য-ভরৌ তথাপরৌ ।” অর্দ্ধচন্দ্রাক্ত নারচঃ শক্তিযন্তী তথাপরে ॥ পরচন্দ্রকর্ণশূলে চ পরিপট্টবানরাঃ । এই সকল শস্ত্র ও অস্ত্র পুরাকালে সময়ে ব্যবহৃত হইত ।

শস্ত্র ও অস্ত্র এই দুই শব্দের অর্থগত বিভিন্নতা বধা ; “বেদ করণতেন হস্ততে তৎ শস্ত্রং যদঙ্গাদি” যেন কিণ্ডেন হস্ততে তদঙ্গং কাণাদি ইতি অমরকোষটীকায়াং ভরতঃ ।

মধুসূদন ।—কিমেতাবদ্ব এব নারকা নেত্যাং অস্তে চেতি । অন্যে চ শলা-কৃতবর্ষ-
প্রভৃতয়ঃ, মদর্থে মৎপ্রয়োজনায় জীবনমপি (জীবিতমপি) ত্যক্তুমধ্যবসিতা ইত্যর্থঃ । ত্যক্ত-
জীবিতা ইত্যনেন স্বশ্রিতমুদ্রাগাতিশয়ন্তেষাং কথ্যতে । .এবং সৈন্তবাহিন্যাম্ তদা স্বদ্বিনৃত্তিক্ৰিঃ,
শৌর্য্যম্, যুদ্ধোদ্যোগম্ যুদ্ধকৌশলঞ্চ দর্শিতং শূরা ইত্যাদি বিশেষণৈঃ ॥ ৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অন্যে শলা-কৃতবর্ষ-প্রভৃতয়ঃ, শস্ত্রাণি বিদারকাণি খড়্গাদীনি গ্রহরণানি
কেবলং গ্রহারার্থানি গদাদীনি নানাবিধানি যেষাং তে নানশস্ত্রগ্রহরণাঃ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—ত্যক্তজীবিতা ইতি জীবিতত্যাগেনাপি যদি মহৎপকারঃ স্তাস্তদা তমপি
কর্দং প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ । বস্তুতস্ত “মর্যৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যাসাচিন্”
ইতি ভগবদ্বক্তৃত্ব্যর্থো নসরবতীসত্যম্ ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য ।—গুরুদেব ! উল্লিখিত কয়েকটি মাত্র সৈন্তের নাম শ্রবণ
করিয়া আপনি মনে করিবেন না যে, আমাদের পক্ষে গণনীয় যোদ্ধৃসংখ্যা
ঐ কয় নামেই পর্য্যবসিত । উল্লিখিত যোদ্ধৃবর্গ ব্যতিরিক্ত, শল্য কৃতবর্ষা
প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী যুদ্ধবিশারদ অসংখ্য বীর এই সময়কেন্দ্রে মদীয়
সাহায্যার্থ উপস্থিত আছেন এবং প্রাণ পরিত্যাগেও যদি আমার উপকার
হয়, তাঁহারা তাহাও করিতে প্রস্তুত আছেন । “মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ”
এই বিশেষণ দ্বারা দুর্ব্ব্যোধনের প্রতি তৎপক্ষীয় সৈন্তগণের অনুরাগাধিক্য
সূচিত হইল । বস্তুতঃ “মর্যৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব
সব্যাসাচিন্” (গীতা ১১ অধ্যায় ৩৩ শ্লোক) অর্থাৎ “আমার দ্বারা ইহারা
পূর্ব্ব হইতেই নিহত হইয়া আছে, হে অর্জুন ! তুমি কেবল নিমিত্ত কারণ
মাত্র হও” ইত্যাদি ভগবদ্বক্তি দ্বারা “মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ” (আমার জন্ত
জীবনত্যাগে সঙ্কল্পবদ্ধ) দুর্ব্ব্যোধনের এই বাক্যটি যথার্থ বলিয়া প্রতীত হই-
তেছে এবং সার্থকরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে । “শূরাঃ” এই পদদ্বারা উত্তরপক্ষীয়
সৈন্তমধ্যে নিজ সৈন্তগণের আধাশ্র প্রদর্শিত হইল । “সর্কে” এই বিশেষণ
দ্বারা যোদ্ধৃগণের বাহুল্য, শৌর্য্য, যুদ্ধোদ্যোগ, যুদ্ধনৈপুণ্যাদি পরিব্যক্ত
হইল । স্বপক্ষীয় সৈন্তগণ ‘নানশস্ত্রগ্রহরণাঃ’ অর্থাৎ বহুশস্ত্র সম্পন্ন বলিয়া
দুর্ব্ব্যোধন নির্দেশ করিলেন । কিন্তু বহু অস্ত্রযুক্ত হইলেই যে যুদ্ধ-জয়ী হওয়া
যায় এমন নহে ; অস্ত্রচালনার দক্ষতা আবশ্যক । এই জন্য দুর্ব্ব্যোধন সন্ধে
সন্ধে বলিতেছেন, “সর্কে যুদ্ধ বিশারদাঃ” সকলে যুদ্ধ বিষয়ে সুপণ্ডিত
অর্থাৎ অস্ত্রপ্রয়োগাদি যুদ্ধ ব্যাপারে পারদর্শী ॥ ৯ ॥

অপর্যাপ্তং তদস্ম্যকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং ।

পর্যাপ্তস্তিদমেতেবাং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম ॥১০॥

অর্থঃ ।—ভীষ্ম অভিরক্ষিতম্ (ভীষ্মেণ মহাবুদ্ধিমতা অভি সৰ্ব্বতো-
রক্ষিতম্) অস্ম্যকং তৎ বলম্ (সৈন্যম্) অপৰ্য্যাপ্তম্ (একাংশাকৌ-
হিনীপরিমিতমনস্তমিতার্থঃ) ভীষ্ম-অভিরক্ষিতং এতেবাং (পাণ্ডবানাম্)
ইদং বলং তু পর্য্যাপ্তম্ (সপ্তাকৌহিনীপরিমিতম্) * ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ । ভীষ্ম-কর্তৃক-বিশেষরূপে-রক্ষিত আত্মাদিগের সেই
সৈন্য আবশ্যকের-অধিক ভীষ্ম-কর্তৃক-বিশেষ-রূপে-রক্ষিত ইহাদেব
এই সৈন্য কি আবশ্যকানুরূপ ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে গুরু ! ভীষ্ম কর্তৃক পরিচালিত ও সুরক্ষিত
আত্মাদেব পক্ষীয় সেনা সংখ্যায় প্রয়োজনাধিক এবং ভীষ্ম কর্তৃক পরি-
চালিত ও সুরক্ষিত পাণ্ডব-সৈন্য প্রয়োজনোপযোগী ॥ ১০ ॥

আনন্দগিরি ।—রাজা পুনরপি স্বকীয়ভাৱে হেতুসম্যাচাৰ্য্যং প্রত্যাবেদয়তি
অপর্য্যাপ্তমিতি । অস্ম্যকং ধ্বিদমেবাদশসম্যাকৌহিনীপরিগণিতমপরিমিতং বলং ভীষ্মেণ
চ প্রতিমহামহিমা স্তম্ববুদ্ধিনা সৰ্ব্বতো রক্ষিতং পর্য্যাপ্তং পরেবাং পরিভবে সমর্থম্ এতেবাং
পুনঃপ্রদত্তং সপ্তসম্যাকৌহিনীপরিমিতং বলং ভীষ্মেণ চ চপলবুদ্ধিনা কুশলতাবিকলেন
পরিপালিতমপর্য্যাপ্তমস্মানভিত্তিতুমসমর্থমিত্যর্থঃ, অথবা তদ্বিদমস্ম্যকং বলং ভীষ্মাধিষ্ঠিতম-
পর্য্যাপ্তমপরিমিতমধ্বামকোভ্যম্ এতেবাং পাণ্ডবানাং বলং ভীষ্মেনাভিরক্ষিতং পর্য্যাপ্তং পরি-
মিতং সৌক্যং শৰ্কামিত্যর্থঃ । অথবা তৎ পাণ্ডবানাং বলমপর্য্যাপ্তং নালমস্মাকমসম্যভ্যং, ভীষ্মাভি
রক্ষিতং ভীষ্মোহভিরক্ষিতোহস্মৈ পরবগনিবুদ্ধ্যর্থমিতি তদেব তথোচ্যতে, ইদং পুনরবদীয়ং

* অপৰ্য্যাপ্ত, ও 'পর্য্যাপ্ত' এই দুই শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে । টীকাকারগণের মধ্যে শ্রীমদা-
নন্দগিরি "অপর্য্যাপ্ত" শব্দের অর্থ অপরিমিত, অল্পের এবং "পর্য্যাপ্ত" শব্দের অর্থ পরিমিত, সমর্থ মনে
করিয়াছেন । শ্রীমদভগবৎ বিদ্যাভূষণ ও "অপর্য্যাপ্ত" অপরিমিত এবং পর্য্যাপ্ত শব্দে পরিমিত অর্থ হি-
স্র করিয়াছেন । শ্রীমৎ শ্রীধরবাসী "অপর্য্যাপ্ত" অর্থে বুঝে অসমর্থ এবং "পর্য্যাপ্ত" অর্থে বুঝে সমর্থ হি-
স্র করিয়াছেন । শ্রীমদলকষ্ট "পর্য্যাপ্ত" শব্দের "পরিবেষ্টিত" অর্থ হি-স্র করিয়াছেন । শ্রীমদকবী "অপর্য্যাপ্ত"
অপরিপূর্ণ অর্থাৎ বুঝে অক্ষম হি-স্র করিয়াছেন । এই দুই শব্দ সম্বন্ধে টীকাকারগণের বৈকল্য মতভেদ
পরিদৃষ্ট হয়, বাৎসীকী অনুবাদকবিশেষের মধ্যেও সেইরূপ দেখা যায় । কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মহাভারতের
অনুবাদেও এই দুই শব্দের অপরিমিত ও পরিমিত অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন । আত্মা অনেক বিবেচনা করিয়া
অপরিমিত ও পরিমিত বাতীত, অন্তরূপ অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং তদনুসারে
ইতিহাস ব্যাখ্যা, করিয়াছেন ।

বলমেতেবাং পাণ্ডবানাং পর্যাণ্ড পরিতবে সমর্থম্, ভীমাভিরক্ষিতং ভীমো দূর্জয়ঃ সৈন্যোহভিরক্ষিতো যত্নে বৎ পরবলনিবৃত্তার্থমিত্যর্থঃ । তস্মাদস্মাকং ন কিঞ্চিদপি ভয়কারণমস্তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধর ।—ততঃ কিমত আৰু অপৰ্যাপ্তমিত্যাदि । ততথাভূতৈবীরৈবৃক্ষমপি ভীয়েণাভি-
রক্ষিতমপি অস্মাকং বলং সৈন্তং অপৰ্যাপ্তং তৈঃ সহ যোদ্ধুমসমর্থং ভাতি । ইদংমেতেবাং
পাণ্ডবানাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং সৈন্যং পর্যাণ্ডং সমর্থং ভাতি ॥ ১০ ॥

বলদেব ।—নযেবম্ভয়োঃ সৈন্যারোক্তোলাং তবৈব বিজয়ঃ কথম্ ? ইত্যাপশ্য
স্বসৈন্তভাধিক্যমাহ অপৰ্যাপ্তমিতি । অপৰ্যাপ্তমপরিমিতমস্মাকং বলম্, তত্রাপি ভীয়েণ
মহাবুদ্ধিমতাতিরথেনাভিরক্ষিতম্ । এতেবাং পাণ্ডবানাং বলন্ত পর্যাণ্ডং পরিমিতম্, তত্রাপি
ভীমেন তুচ্ছবুদ্ধিনাধিকরথেনাভিরক্ষিতমতঃ সিদ্ধবিজয়োহহম্ ॥ ১০ ॥

মধুসূদন ।—রাজা পুনরপি সৈন্যদ্বয়সাম্যমাশঙ্ক্য স্বসৈন্যাধিক্যমাবেদয়তি অপৰ্যাপ্ত-
মিতি । অপৰ্যাপ্তমনন্তমেকাদশাকৌহিলীপরিমিতং ভীয়েণ চ প্রথিতমহিমা সূক্ষ্মবুদ্ধিনা অভির্ভতঃ
সর্বতো রক্ষিতং ততাদৃশগুণবৎপুরুষাধিষ্ঠিতমস্মাকং বলম্ । এতেবাং পাণ্ডবানাং বলন্ত পর্যাণ্ডং
পরিমিতং সপ্তাকৌহিলীসাত্ৰাস্বকভাং ন্যূনম্, ভীয়েণ চাতিচলবুদ্ধিনা রক্ষিতম্, তস্মাদস্মাকং
বিজয়ো ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ । অথবা তৎ পাণ্ডবানাং বলমপৰ্যাপ্তং নালম্, অস্মাকমস্ত্যম্ ;
কীদৃশং তৎ ? ভীয়োহভিরক্ষিতোহস্মাতির্ষ্যৈ যন্নিবৃত্তার্থমিত্যর্থঃ । তৎ পাণ্ডববলম্, ভীমাভি-
রক্ষিতং ইদং পুনরস্মদীয়ং বলং এতেবাং পাণ্ডবানাং পর্যাণ্ডং পরিতবে সমর্থম্, ভীমোহতিদূর্জয়-
জয়ো রক্ষিতো যত্নে তদস্মাকং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ । যস্মাভীমোহত্যাবোগ্য এবৈতন্নিবৃত্তার্থং
তৈরক্ষিততস্মাদস্মাকং ন কিঞ্চিদপি ভয়কারণমস্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—পর্যাপ্তং পরিতঃ আপ্তং ব্যাপ্তং পরিবেষ্টিতম্, পাণ্ডবসৈন্তং হি সপ্তাকৌ-
হিলীমিতভাদয়ঃ বহুনৈকাদশাকৌহিলীমতেনাহসংসৈন্তেন বেষ্টিতং শক্যং ন তু তলীয়েনাস্মদীয়ঃ
মিত্যর্থঃ, এতৎ পর্যাপ্তমিত্যন্ত পারণীয়মিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ ।—অপৰ্যাপ্তং অপরিপূর্ণং পাণ্ডবৈঃ সহ যোদ্ধুঃ কমমিত্যর্থঃ । ভীয়েণাভি-
সূক্ষ্মবুদ্ধিনা শত্রুশাস্ত্রপ্রবীণেনাভিতো রক্ষিতমপি ভীয়ন্তোভয়গন্ধপাতিভ্যঃ । এতেবাং পাণ্ডবানাং
ভীমেন সূক্ষ্মবুদ্ধিনা শত্রুশাস্ত্রানভিজ্ঞেনাপি রক্ষিতম্, পর্যাণ্ডং পরিপূর্ণং অস্মাভিঃ সহ যুদ্ধে
প্রবীণমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

ভাঃপট্ট্য ।—রাজা দুৰ্যোধন উভয় পক্ষীয় গণ্যমান্য যোদ্ধাবর্গের
নামোল্লেখ করিয়া স্বকীয় ভয়হীনতা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন, তথাপি
আমাদের পক্ষই বে শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই । কারণ আমাদের সৈন্ত
সংখ্যা একাদশ অকৌহিলী এবং পাণ্ডবদিগের সপ্ত অকৌহিলী ; সুতরাং
আমাদের বল পাণ্ডবগণের অপেক্ষা অনেক অধিক । অধিকন্তু আমাদের
সৈন্যগুণী সুবিখ্যাত সূক্ষ্মবুদ্ধি ও অসামান্য বীর পিতামহ ভীম কর্তৃক

পরিচালিত ও সুরক্ষিত এবং পাণ্ডবদিগের সৈন্য সমূহ চপলচিত্ত, হঠকারী ও অপরিণামদর্শী ভীম কর্তৃক পরিচালিত ও সুরক্ষিত । এ সকল বিষয় বিবেচনায় আমাদের গের শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে । অন্যরূপে অর্থ করিলে উপলব্ধ হয় যে, রাজা দুর্যোধন মুখে ভীতিবিহীনতা প্রদর্শন করিলেও, অন্তরস্থ আশঙ্কা সঙ্কোচন করিতে অসমর্থ । তিনি বলিতেছেন, আমাদের সৈন্য, সংখ্যায় বিপুল হইলেও, কার্যকালে অর্ধাংশরূপরাভব সময়ে অসমর্থ হইয়া পড়িবে এবং পাণ্ডবগণের সৈন্য সংখ্যায় হীন হইলেও, যথোপযুক্ত সময়ে অরাতিনিপাতে সমর্থ হইবে । ভীষ্ম অধিতীয় বীর হইলেও, উভয়পক্ষপাতী, সুতরাং তৎকাল পরিচালিত সৈন্য সম্ভবতঃ সমরে সুদক্ষতার পরিচয় দিতে পারিবে না । কিন্তু ভীম বুদ্ধিহীন হইলেও আমাদের বদ্ধবৈরী, সুতরাং সমরে তদধীন সৈন্যসমূহ কৃতকার্য হইবে । মতান্তরে এরূপ অর্থও হয় যে, পাণ্ডবদিগের অল্প সংখ্যক সৈন্য আমাদের বহুল সেনাকে বেষ্টন ও অবরোধ করিতে কখনই সক্ষম হইবে না ; কিন্তু আমাদের সৈন্য অবশ্যই তাহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিতে সমর্থ হইবে । অতএব আমাদের জয়ের সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তুঃ সর্ব এব হি ॥ ১১ ॥

অর্থ ।—ভবন্তুঃ (ভবদাদয়ঃ) সর্ব এব হি সর্বেষু চ অয়নেষু (ব্যূহ-প্রবেশমার্গেষু) যথাভাগম্, (বিভক্তাং স্বাং স্বাং যুদ্ধভূমিং অবিহায়) অবস্থিতাঃ [সন্তুঃ] ভীষ্মম্, এব অভিরক্ষন্তু ॥ ১১ ॥

প্রতিশব্দ ।—আপনারা সকলেই সকল প্রবেশ পথে-ই বিভাগানুসারে উপস্থিত[থাকিয়া] ভীষ্মকে-ই সর্বপ্রকারে-রক্ষা-করিতে থাকুন ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা ।—অতঃপর আপনারা সকলে প্রত্যেকে নিয়মিতরূপে বিভক্ত হইয়া এবং ব্যূহদ্বারে স্ব স্ব স্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্বতোভাবে ভীষ্মের রক্ষা সাধনে বিনিযুক্ত হউন ॥ ১১ ॥

আনন্দগিরি ।—বকীর বলন্ত ভীষ্মাধিষ্ঠিতত্বেন বলিষ্ঠং যুদ্ধা ভীষ্মশেষত্বেন তদনুগুণত্বং দ্রোণাদীনাং প্রার্থয়তি অয়নেষুতি । কর্তব্যবিশেষত্বোক্তী চ শব্দঃ, সময়সমারম্ভ সময়ে যোদ্ধা নাং

যথাপ্রধানং যুদ্ধভূমৌ পূৰ্ণাঙ্গাদিদিগ্ধিভাগেনাবহিতিস্থানানি নিরম্যন্তে তান্ত্রায়ানাশ্চ-
চাস্তে, সেনাপতিশ্চ সৰ্বসৈন্তমধিষ্ঠায় মণ্ডো তিষ্ঠতি তেষু সৰ্বেষু ঐক্যপুং প্রবিভাগমপ্রত্যা-
খ্যায় ভবানশ্চখামা কর্ণশ্চেত্যেবমানুষ্যো ভবন্তঃ সৰ্বেষু বহিতাঃ সন্তো ভীষ্মমেব সেনাপতিং
সৰ্বতো রক্ষন্ত, তন্ত্ৰ হি রক্ষণে সৰ্বমশ্বদীৰ্ঘং বলং রক্ষিতং ত্রাং পরবলনিবৃত্তার্থে ন তস্মাৎসাজী-
রক্ষিতস্বাদিতার্থঃ ॥ ১১ ॥

রায়াবুজ ।—দুৰ্যোধনো ভীমাভিরক্ষিতং পাণ্ডবানাং বলং, আত্মায়ঞ্চ বলং ভীমাভি-
রক্ষিতমণলোক্যাত্মবিজয়ে অস্য বলস্ত পৰ্যাপ্ততামাত্মীয়বলস্ত তদ্বিজে চাপৰ্যাপ্ততামাচার্যো
নিবেদ্যাহরে বিবলোহভবৎ ॥ ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ । ৭ । ৮ । ৯ । ১০ । ১১ ॥

শ্রীধনুঃ ।—তস্মাৎভবন্তিরেব বৰ্জিতব্যমিত্যাহ অয়নেষিতি । অয়নেষু ব্যাহ প্রবেশমার্গেষু
যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিং অপরিভাজ্যাবহিতাঃ সন্তো ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্ত
তথাত্মৈশ্বৰ্য্যমানঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্তেত তথা রক্ষন্ত । ভীষ্মবলেনাত্মাকং জীবনমিতি
ভাবঃ ॥ ১১ ॥

বলদেব ।—তথৈবং মহক্তিভাবং বিজয়াচার্য্যশ্চেদুদাসীত তদা মংকার্য্যক্ষতিরিতি
বিভাষ্য তস্মিন্ স্বকাৰ্য্যভারমর্পয়মাংস অয়নেষিতি । অয়নেষু সৈন্তপ্রবেশবায়ু, যথাভাগং
বিভক্তাং স্বাং স্বাং যুদ্ধভূমিমপরিভাজ্যাবহিতা ভবন্তো ভবদাদ্যো ভীষ্মমেবাভিতে রক্ষন্ত,
যুদ্ধাভিনিবেশাং পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চাপশস্তং তং যথাত্মো ন বিহত্যাং তথা কুরুষ্বিতার্থঃ ।
সেনাপতো ভীষ্মে নির্মাধে মধিকরসিকিরিতি ভাবঃ । অয়মশরঃ ভীষ্মেহাত্মাকং পিতামহঃ ভবাংস্ত
শুরঃ । তৌ যুগামশ্বদেকান্তহিভেবিণৌ বিদিতৌ, যাবক্ষসদসি মদন্তায়ং বিদন্তাবপি দ্রৌপত্তা স্তায়ং
পৃষ্ঠৌ নাবোচতাং, ময়া তু পাণ্ডবেষু প্রতীতং স্নেহাসং ত্যাজয়িতুং তথা নিবেদিতমিতি ॥ ১১ ॥

মধুসূদন ।—এবং চেগ্নিভয়োহসি তর্হি কিমিতি বহু জয়নীত্যত আহ অয়নেষিতি ।
কর্তব্যবিশেষশ্চৈতী তুৎকঃ । সমরসমারম্ভসময়ে যোধানাং যথাপ্রধানং যুদ্ধভূমৌ পূৰ্ণাঙ্গাদি-
দিগ্ধিভাগেনাবহিতাঃ স্থানানি যানি নিরম্যন্তে তান্ত্রায়ানাশ্চাস্তে, সেনাপতিশ্চ সৰ্বসৈন্ত-
মধিষ্ঠায় মণ্ডো তিষ্ঠতি তত্রৈবং সতি যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিমপরিভাজ্যাব-
হিতাঃ সন্তো ভবন্তঃ সৰ্বেষু যুদ্ধাভিনিবেশাং পুরতঃ পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতশ্চানিরীক্ষ্যমাণং ভীষ্মং
সেনাপতিমেব রক্ষন্ত । ভীষ্মে হি সেনাপতো রক্ষিতে তৎপ্রসাদাদেব সৰ্বং সুরক্ষিতং ভবিষ্য-
তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অয়নেষিতি । অয়নেষু ব্যাহরচনয়া হিতে সৈন্তে প্রবেশমার্গেষু যে যে
স্থানে হিতা যুগং যথাং ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্ত, অস্ত সেনাপতেশ্চাকল্যে সৰ্বাপি সেনা
আত্মনীতবেৎ, তৎকৈবল্যে হিরা চ ভবেদতঃ স এব রক্ষ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ ।—তস্মাৎভীষ্মাভিঃ সাবধানৈর্ভবিতব্যমিত্যাহ অয়নেষিতি । অয়নেষু ব্যাহ-
প্রবেশমার্গেষু, যথাভাগং বিভক্তাঃ স্বাং স্বাং রণভূমিং অপরিভাজ্যাবহিতা ভবন্তো ভীষ্ম-
মেবাভিততথা রক্ষন্ত যথাত্মৈশ্বৰ্য্যমানোহয়ং পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্তে, ভীষ্মবলেনৈবাত্মাকম্
জীবিতমিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য ।—দুর্যোধন বিবেচনা করিলেন আমার সৈন্য বাহুল্য এবং বলশ্রেষ্ঠতার বর্ণনা শ্রবণে আমার জন্য আর বিশেষ উৎকর্ষার কারণ নাই, সুতরাং অধিক পরিশ্রম ও দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই মনে করিয়া, আচার্য্য অতঃপর যদি বুদ্ধবিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন, তাহা হইলে প্রভূত অনিষ্টের সম্ভাবনা । অতএব অধুনা সন্ধে সন্ধেই আচার্য্য ও মৎপক্ষীয় অন্যান্য বোধগণের বিশেষ কর্তব্য নির্দেশ করিয়া ভার্য্যপণ করা আবশ্যক । এইরূপ বিবেচনা করিয়া দুর্যোধন বলিলেন,—“হে আচার্য্য ! এক্ষণে আপনারা অর্থাৎ আপনি কর্ণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা, জয়দ্রথ প্রভৃতি যাবতীয় সৈন্য-প্রবেশ-দ্বারে যথাভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া এবং নিজ নিজ স্থান কদাপি পরিত্যাগ না করিয়া, বিহিতবিধানে পিতৃমহ ভীষ্মদেবের রক্ষাকার্য্যে ত্রতী হউন । এক্ষণে পিতামহ ভীষ্মই আমাদের একমাত্র ভরসামূল । তিনি যখন রণমদে মত্ত হইবেন, তখন শত্রুসংহারই তাঁহার অনন্য-কর্ম্ম হইবে, আত্মরক্ষায় তাঁহার লক্ষ্য থাকিবে না এবং সম্মুখ ব্যতীত কোন দিকেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িবে না । সেই দারুণ দুর্কিপাককালে আমাদের পরম সহায় স্বরূপ সেই মহাপুরুষকে রক্ষা করিতে পারিলেই তাঁহার প্রসাদে আমাদের সকল রক্ষা হইবে । অতএব আপনাকে ও মৎপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণকে অতঃপর যাবতীয় ব্যূহদ্বারা দিতে, নিয়মিতরূপ সৈন্যাদি সহকারে সশস্ত্রে সমুপস্থিত থাকিয়া, চতুর্দিকাগত বিপদ হইতে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে হইবে । ভীষ্ম আমাদের পিতামহ, আপনি আমাদের গুরু ; সুতরাং আপনাদের উভয়ের ন্যায় হিতৈষী আমাদের আর কে আছে ? আপনি অয়ং যখন বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তখন ভবদীয় কর্তব্য বিশেষের নির্দেশ করা আমার পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও, অন্তর-জাত ব্যাকুলতা হেতুই, এতাদৃশ বাক্যব্যয় করিয়া দৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছি । দুর্যোধনের এইরূপ ভাবযুক্ত উক্তির দ্বারা আচার্য্যের হৃদয় ঔদাসীন্য পরিহার করিয়া উৎসাহশীল ও বণেষ্ঠ উত্তেজনাপূর্ণ হইল এবং ভীষ্মের উপর ঐকান্তিকী নির্ভর করায় আচার্য্য যদি বা মনঃক্লম্ব হইয়া থাকেন, তাহাঁও নিরাক্রান্ত হইল । মূলান্তর্গত “তু” ও “চ” দ্বারা কর্তব্য বিশেষ দ্যোতিত হইতেছে । ১১ ।

তস্য সঞ্জয়নয়নং হর্ষং কুরুবুদ্ধঃ পিতামহঃ ।

সিংহনাদং বিনতৌচৈঃ শঙ্খং দদ্যৌ প্রতাপবান্ ॥১২ ॥

অর্থঃ ।—প্রতাপবান্ কুরুবুদ্ধঃ পিতামহঃ তস্য হর্ষং সঞ্জয়নয়নং উচৈঃ
সিংহনাদং বিনদ্য শঙ্খং দদ্যৌ ॥ ১২ ॥

প্রতিশব্দ ।—বিক্রমশালী কুরু-কুল-বয়োজ্যেষ্ঠ পিতামহ তাহার
আনন্দ উৎপাদন-করিয়া মহানির্বোধে কেশরি-তুলা-গর্জ্জন-পূর্বক শঙ্খ-
নাদ করিলেন ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা ।—অনন্তর বর্ষায়ান্ অতিবিক্রান্ত পিতামহ ভীষ্ম, দ্রুপদ-
ধনের আনন্দোৎপাদনের অভিপ্রায়ে, মহাশব্দে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন
করিয়া শঙ্খ ধ্বনি করিলেন ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরি ।—তমেবুমাচার্য্যঃ প্রতি সংবাদং কুরুভ্যং ভয়াবিষ্টং রাজানং দৃষ্ট্ৱ তদ-
ভ্যাসবর্তী পিতামহস্তদ্বাক্যমুরোধার্থং ইথঃ কৃতবানিত্যাহ তন্ত্বেতি । রাজো দ্রুপদধনস্ত হর্ষং
বুদ্ধিগতমুদাসবিশেষং পরপরিতবদ্বারা স্বকীয়বিজয়দ্বারকং সম্যকুৎপাদয়ন্ ভয়ং তদীয়মপনি-
নীযুক্কেঃসিংহনাদং কৃত্বা শঙ্খমাপুরিতবান্ কিমিতি দ্রুপদধনস্ত হর্ষমুৎপাদয়িতুং পিতামহো
বততে ? কুরুবুদ্ধস্য তস্ত কুরুরাজস্য পিতামহস্যাকান্ত দ্রুপদধনভরণনয়নার্থো প্রবৃদ্ধি-
কচিৎ, তদুপজীবিতয়া তদ্বশতাক তস্ত সিংহনাদে শঙ্খশব্দে চ পরেবাং কদম্ববাখ্যং সম্ভাব্যতে,
দুরাদেবারিনিবহং প্রতি ভয়জননলক্ষণপ্রতাপতাদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধর ।—তদেবং বহমানযুগং রাজবাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্মঃ কিং কৃতবান্ তদাহ তন্ত্বে-
তাদি । তস্ত রাজো হর্ষং কুরুন্ পিতামহো ভীষ্ম উচৈর্মহান্তং সিংহনাদং কৃত্বা শঙ্খং দদ্যৌ
বাদিতবান্ ॥ ১২ ॥

বলহরদেব ।—এবং দ্রুপদধনকৃত্যং স্বস্তিমবধার্য্য সহর্ষো ভীষ্মস্তদন্তর্জাতাঃ জীতিমুৎ-
সাহসিহুং শঙ্খং দদ্যাবিত্যাহ তন্ত্বেতি । (সিংহনাদমিত্যুপমানেন 'কর্ম্মণি চেতি...পাণিনি
সুত্রানুগমুল । চাং কর্তব্যুপমানে ইত্যর্থঃ) । সিংহ ইব বিনতৌচৈঃ । সুখতঃ কিঞ্চিদহুৎ ।
শঙ্খনাদমাত্রকরণেন জয়পরাজয়ো ধর্ম্মবিধর্ম্মানো স্বদর্শে ক্ষত্রধর্ম্মেণ দেহং ত্যাক্যাম্রিতি
ব্যজ্যতে ॥ ১২ ॥

মধুসূদন ।—তন্ত্বেতি । এবং পাণ্ডবসৈন্তদর্শনাদতিভীতস্ত ভয়নিবৃত্ত্যর্থম্ভাচার্য্যং কপটেন
শরণং গতস্ত ইদানীমপ্যয়ং মাং প্রত্যারম্ভতীত্যসম্ভোষবশাদাচার্য্যেণ বাঘ্যাক্ষেণাপানাদৃত্তা-
চাধ্যোপেক্ষাং বুঝানেনিষিধ্যাদিনা ভীষ্মমেব স্ববর্ত্তন্ত রাজো ভয়নিবর্ত্তকং হর্ষং বুদ্ধিগতমুদাস-
বিশেষং বিজয়শব্দকং জনকন্ উচৈর্মহান্তং সিংহনাদং বিনদ্য কৃত্বা (সিংহনাদমিতি গৃহীতম্
অতো রৈ পোষ্য পুত্র্যভীতিবৎ তন্ত্বেব ধাতোঃ পুনঃ প্রয়োগঃ) শঙ্খং দদ্যৌ বাদিতবান্ । কুরু-
বুদ্ধবাচার্য্যদ্রুপদধনরোরভিপ্রায়পরিজ্ঞানম্ । পিতামহস্যদ্রুপদকণম্ । নত্যাচার্য্যবচনপঙ্গবম্ ।

প্রতাপবাহুর্জৈঃসিংহনাদপূর্বক শঙ্খবাদনম্ পরেষাম্ ভয়োৎপাদনায় । (অত্র সিংহনাদশঙ্খবাদা-
য়োর্হর্ষজনকভেদে পূর্বাণ্যকালভেদপ্যভিচরন্ যজ্ঞেতেতিবজ্জনয়ন্নিতি শতাহবশ্চান্ধাবিত্তরূপবর্জ-
মানভে ব্যাখ্যাতব্যম্) ॥ ১২ ॥

নীরলকর্ ।—তত্ত্বৈতি । তত্ত্ব এবং বদতো দুর্ব্যোধনস্ত সঞ্জয়বাক্যমিদম্ । (সিংহনাদমিতি,
গমুগন্তম্ তেন বিনদাইত্যন্তানুপ্রয়োগঃ কবাদিত্যাং সমুলকাং কবতি অ দৈত্যানিত্যাদিবৎ)
কুরুবৃদ্ধো ভায়ঃ প্রাশ্রিতাটনগরাদৌ দৃষ্টপ্রভাবান পাণ্ডবান্ দৃষ্টা রাজৌ ভয়ং মাভূদিতি শঙ্খং
দদ্যৌ, হর্ষং যুদ্ধোৎসাহং জনয়ন্, (হেতুর্থে শত্ৰুপ্রত্যয়ঃ) হর্ষজননার্থমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ ।—ততশ্চ স্বসম্মানপ্রণয়নিতহর্ষঃ, তত্ত্ব দুর্ব্যোধনস্ত ভয়বিশ্বংসেন হর্ষং
সংজনয়িতুং কুরুবৃদ্ধো ভায়ঃ । সিংহনাদমিতি (উপমানে কল্পপি চেতি গমুল্) সিংহ ইব বিনদ্য
ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য ।—অতঃপর আচার্য্য সমীপে দুর্ব্যোধনের বাক্য পরিসমাপ্ত
করিয়া, সঞ্জয় অস্ত্র বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছেন । দ্রোণাচার্য্য সমীপে দুর্ব্যো-
ধনের উক্তি সমূহ শ্রবণ করিয়া এবং স্বকীয় প্রশংসাসূচক স্তুতি সমূহের মর্ম্ম
পরিজ্ঞাত হইয়া, কুরু-কুল-ধুরন্ধর অশেষ শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন বলীয়ান্ পিতা-
মহ ভীষ্ম, দুর্ব্যোধনের অন্তরস্থ আশঙ্কা অপনোদিত করিয়া আনন্দ সংবিধান
বাসনায়, সিংহের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন পূর্বক, শঙ্খধ্বনি করিলেন । মূলোক্ত
ভীষ্মের বিশেষণত্রয়ের যথেষ্ট সার্থকতা পরিদৃষ্ট হইতেছে । রুদ্ধগণ বহুদর্শিতা
বিজ্ঞতা ও প্রবীণতা হেতু অপরের হৃদয়ভাব অনুমান করিতে সূনিপুণ হইয়া
থাকেন । এজন্য দ্রোণাচার্য্য ও দুর্ব্যোধনের বচন এবং ভাব-ভঙ্গী দর্শনে
'কুরুবৃদ্ধ' ভীষ্ম সহজেই তাঁহাদের অন্তরের অবস্থা প্রণিধান করিলেন ।
পিতামহগণ, স্বাভাবিক স্নেহ হেতু, শরণাগত নিতান্ত দুর্কিনীত পৌত্রকেও
হতাদর ও অবজ্ঞা করিতে অক্ষম । রাজা দুর্ব্যোধনের বাক্যাবলী শ্রবণ
করিয়া, কুলাগত সম্পর্ক-শূন্য দ্রোণাচার্য্য উপেক্ষার ভাবে নির্ঝাক রহিলেন ;
একটি মাত্র বাক্যও ব্যয় করিলেন না, কোন প্রকার উৎসাহ প্রদান করি-
লেন না ; কিন্তু নিকট সম্পর্কিত 'পিতামহ' ভীষ্ম এ অবস্থায় দুর্ব্যোধনের
হর্ষোৎপাদন না করিয়া এবং তাঁহাকে উৎসাহিত না করিয়া কোন ক্রমেই
থাকিতে পারিলেন না । তাদৃশ গুরু গম্ভীর আরাবে সিংহ তুল্য গর্জ্জন করিয়া
বিপক্ষপক্ষের ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা করা 'প্রতাপবান্' ভীষ্ম ভিন্ন আর
কাহারও পক্ষে সম্ভাবিত নহে । দৃঢ়-ব্রত চির-কর্তব্য-পরায়ণ ভীষ্ম একপ
দ্বিবেচনা করিয়া থাকিতে পারেন যে, যুদ্ধে জয় পরাজয় অবশ্যই বিধি-

নিয়োজিত । আমি যখন দুর্ঘ্যোধনের অন্নভোজী ও আশ্রিত তখন তাঁহারই
 শ্রীতিপ্রদ কার্য সম্পন্ন করিতে বাধ্য । পরিণামে রণে পরাজয় ঘটিলে,
 ক্ষত্র ধর্ম্মানুসারে সমরে দেহত্যাগ করিয়া, পারলৌকিক নিশ্চেষ্ট লাভ
 করিব । সুতরাং অধুনা কোন বাচনিক অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া, দুর্ঘ্যোধন
 দুর্ঘ্যোধনের সন্তোষবিধায়কসিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করায় কোন হানি নাই ।
 সমর-ক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি প্রভৃতির দ্বারা সমরারম্ভ
 সংবাদ সংঘোষিত হয় । এ স্থলে, পাণ্ডবেরা অত্রে তাদৃশ কোন অনুষ্ঠান না
 করায়, কৌরবগণেরই উত্তেজিত ভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে । পাণ্ডবদিগের
 প্রতি অসীম অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইলেও, তাঁহারা প্রথমাবধি নানা প্রকারে
 সন্ধি সংস্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন । তাহাতে বিফল-মনোরথ হইয়া অগত্যা
 সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন । যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াও তাঁহারা কোন
 প্রকার আশ্ফালন না করিয়া স্থির ও ধীর ভাবে পরিণামের প্রতীক্ষা করি-
 তেছেন ; ইহাতে তাঁহাদের উদারতা ও সহৃদয়তা স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে ।
 দুর্ঘ্যোধনের পক্ষ হইতেই প্রথমতঃ সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি প্রচারিত হওয়ার
 তাঁহার ঔদ্ধত্য ও গর্ভিত ভাব সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইতেছে । এরূপ
 বাহাদের হৃদয়-ভাব সে পক্ষ যে স্থান-মাহাত্ম্য হেতু কোমল-হৃদয় হইয়া
 সন্ধি-বন্ধন করিবে ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে । মূর্ত্তমান অহঙ্কার স্বরূপ
 দুর্ঘ্যোধনের হৃদয়ভাব আন্দোলন করিয়া, তাঁহার শ্রীতির নিমিত্ত তদাশ্রিত
 স্থিরধী ভীষ্মকে অহঙ্কার বিজ্ঞাপক ব্যবহার করিতে হইয়াছে । তৎসম্বন্ধে ভীষ্ম
 এই সময়ের পরিণাম পূর্ব্ব হইতেই পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং নিয়তি যে অপরি-
 হার্য্য ভাষাও তাঁহার অবিদিত ছিল না । সুতরাং বাহ্যিক তিনি আশ্রিত,
 বাহ্যিক সৈন্যাপত্যে তিনি ব্রতী, বাহ্যিক বশ্যতা তিনি অবলম্বন করিয়াছেন,
 তাঁহার সন্তোষসাধন কাল ও অবস্থানুসারে তৎকালে তাঁহার অবশ্য কর্তব্য ।
 কর্তব্যপরিচয় ভীষ্মের বর্ত্তমান ব্যবহারে, অধীন ব্যক্তি পদপ্রতিষ্ঠায় অতুল-
 নীয় হইলেও, বিবেকমুঢ় ও স্বার্থপর প্রভুর বাসনানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য সম্পা-
 দনে বাধ্য হইয়াই পরিব্যক্ত হইতেছে । সময়ে উভয় পক্ষই সমান হইলেও,
 অধীনতা হেতু, ভীষ্ম কর্তব্য-পূজার নিমিত্ত এস্থলে বাসনা ছাগ বলি
 দিতেছেন । ১২ ॥

ততঃ শব্দাশ্চ ভৈর্যশ্চ পণবানক-গোমুখাঃ ।

সহসৈবাত্যহন্যন্তু স শব্দস্তমুলোইভবৎ ॥ ১৩ ॥

অর্থঃ ।—ততঃ শব্দাঃ চ ভৈর্যঃ চ পণব-আনক-গোমুখাঃ এব সহসা
অতি-অহন্যন্তু স শব্দঃ তমুলঃ-অভবৎ ॥ ১৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—তদনন্তর শব্দ-সকল ও ভৈরী-সকল ও মাদল-পটহ-
গোমুখ-সকল-ও সহসা বাদিত হইল সেই শব্দ মহান্ হইল ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—অনন্তর কুরুসৈন্য মধ্যে সহসা শব্দ, ভৈরী, মাদল, ঢঙ্কা
প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইল এবং সেই সম্মিলিত শব্দ অতি
প্রচণ্ড হইয়া উঠিল ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি ।—রাজাভিপ্রায়ঃ প্রতীত্য ভীষ্মপ্রবৃত্ত্যানন্তরং তৎপক্ষৈস্তৈস্তৈরাজভিঃ
শব্দাদিহো বাদ্যবিশেষা কটতি শব্দবস্তুঃ সম্পাদিতাঃ । স চ শব্দাদিপ্রবৃত্তশব্দস্তমুলো বহলং ভয়ং
পরেবাং পরিমোত্তরমাসীদিত্যাহ ততইতি ॥ ১৩ ॥

রামানুজ —তত্ত্ব বিবাদমালোক্য ভীষ্মস্তত্ত্ব হর্ষঃ জনয়িতুং সিংহনাদং শব্দানাদঞ্চ
কৃৎ শব্দ-ভৈরীনির্নাদৈশ্চ বিজয়াভিশংসিনং ঘোষণাকারয়ৎ ॥ ১২ । ১৩ ॥

শ্রীধর ।—তদেবং সেনাপতেভীষ্মন্ত যুদ্ধোৎসবমালোক্য সর্বতো যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্ত
ইত্যাহ তত ইত্যাদিনা । পণবা মদলা আনকা গোমুখাশ্চ বাদ্যবিশেষাঃ সহসা তৎক্ষণা-
দেবাতাহন্তু বাদিতাঃ, স শব্দঃ শব্দাদিশব্দস্তমুলো মহানভূৎ ॥ ১৩ ॥

বলদেব ।—তত ইতি । সেনাপতে ভীষ্মে প্রবৃত্তে তৎসৈন্তে সহসা তৎক্ষণমেব শব্দা-
দ্যোহত্যহন্যন্ত বাদিতাঃ । (কর্মকর্তরি প্রয়োগঃ) । পণবাদয়ন্ত্যো বাদিত্তেভদাঃ । স
শব্দস্তমুল ঐকারতয়া মহানাসীৎ ॥ ১৩ ॥

মধুসূদন ।—ততো ভীষ্মস্ত সেনাপতেঃ প্রবৃত্ত্যানন্তরং পণবা আনকা, গোমুখাশ্চ
বাদ্যবিশেষাঃ সহসা তৎক্ষণমেবাত্যহন্যন্ত বাদিতাঃ (কর্মকর্তরি প্রয়োগঃ) স শব্দস্তমুলো
মহানাসীৎ তথাপি ন পাণ্ডবানাং কোভো জাত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—ততশ্চোত্তরমৈব যুদ্ধোৎসাহঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ তত ইতি । পণবা মাদলাঃ,
আনকাঃ পটহাঃ, গোমুখাঃ বাদ্যবিশেষাঃ ॥ ১৩ ॥

ভাৎপর্য্য ।—ভীষ্মকে সিংহনাদ ও শব্দবাদন তৎপর দেখিয়া কুরুপক্ষীয়
যোদ্ধগণ যথেষ্ট উৎসাহাধিত হইয়া উঠিলেন । ভীষ্ম ইচ্ছামুত্থা এবং
অজ্ঞেয় । সেই ভীষ্মের উৎসাহ সন্দর্শনে অন্যান্য বীর ও যোদ্ধগণের হৃদয়ে
তাড়িতের ন্যায় উৎসাহশ্রোত সহসা প্রবাহিত হইল এবং সকলে, শব্দ, ভৈরী

ঢকা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র বাদন করিতে আরম্ভ করিলেন । নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র এক সঙ্গে বাদিত হওয়ায় তথায় তুমুল কোলাহল ও মহা নির্ঘোষ সমুৎপন্ন হইল । এতাদৃশ ভীতিবিধায়ক কলরব সমুপস্থিত হইলেও বিপক্ষ, পাণ্ডবগণের হৃদয়ে অণুমাত্র ভয় জন্মিল না, বা তাঁহারা কিঞ্চিৎশত্রু আকুলিত হইলেন না ॥ ১৩ ॥

—(::)—

ততঃ শ্বেতৈহ যৈযুক্তে মহতি সান্দনে স্থিতৌ ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শম্বৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪॥

অর্থঃ ।—ততঃ শ্বেতৈঃ হরৈঃ যুক্তে মহতি সান্দনে * স্থিতৌ মাধব চ পাণ্ডবঃ এব দিব্যৌ শম্বৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—তদনন্তর ধবলবর্ণ বহু-অশ্ব যোজিত মহা-রথে আক্ৰান্ত শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডব-ও স্বর্গীয় শম্বদ্বয় বাজাইলেন ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—অনন্তর শ্বেতান্ব-সংযুক্ত মহারথ-সমাক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনও দুই অপূর্ব শাস্ত্র বাদন করিলেন ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি ।—এবং চর্যোদনপক্ষে প্রযুক্তিমালায় পরিসরবর্তিনী কেশবর্জুনৌ শ্বেতৈরৈরতিবলপরাক্রমৈবুক্তে মহতাপ্রধ্ব্যে রথে ব্যবস্থিতাবপ্রাকৃতৌ শম্বৌ পূরিভবন্ত্য-বিত্যাহ ততঃ শ্বেতৈরৈরিতি ॥ ১৪ ॥

• রাধাকৃষ্ণ ।—ততঃ শ্বেতান্ব-সংযুক্ত মহারথ-সমাক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনও দুই অপূর্ব শাস্ত্র বাদন করিলেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর ।—ততঃ পাণ্ডবসৈন্যে প্রবৃত্তঃ যুদ্ধোৎসবমাহ তত ইত্যাদিপঞ্চতিঃ । স্তননে রথে স্থিতৌ সন্তৌ কৃষ্ণাৰ্জুনৌ শম্বৌ প্রেক্ষণে দধ্মতুর্কাদয়ামাসতুঃ ॥ ১৪ ॥

৭ পাণ্ডববাহন কালে ভগবান্ হতাশনের আর্ধনার চতুর্ধ লোকপাল বরণদেব অর্জুনকে এক রমণীয় রথ প্রদান করেন । এই সান্দন স্রবণালঙ্কার সুশোভিত, উহার অঙ্গবস্ত্র স্রবণময়, উহার উপরিভাগে শার্ঙ্গুলবৎ ভগ্নানক বৃহৎ কলসের এক ভূপি সংস্থাপিত । এই রথের স্বর্ণ অরণ করিলে অসাতিকূল হস্তদেহন হয় । এই রথ সর্বপ্রকার যুদ্ধোপকরণ সমাধি, ৭ বিবকর্ণী কর্তৃক বিনির্মিত, সর্বদয় সুশোভিত এবং দেবদাহবগণের অমের ।

বলদৈব ।—অথ পাণ্ডবসৈন্যে প্রবৃত্তঃ স্বকোংসবমহি তত ইতি । অন্যোষামপি রথস্থিত-
তস্মৈ সতাপি কৃষ্ণাৰ্জুনয়ো রথস্থিতযোক্তিস্তত্রথত্যাগ্নিতত্ত্বং ত্রৈলোক্যবিজেতৃত্বং মহাপ্রভবঞ্চ
বাক্যতে ॥ ১৪ ॥

মধুসূদন ।—অন্যোষামপি রথাঃ সন্তোষ অসাধারণেন রথোৎকর্ষকথনার্থঃ “ততঃ
স্বৈতৈহৈয়ুর্ভুজৈঃ” ইত্যাদি রথতত্ত্বকথনং, তেনাগ্নিদত্তে হুত্বাশ্বযো রথে স্থিতৌ সর্বরথৈর্ভু-
জক্যাভিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য ।—দুর্যোধন কৃত সৈন্যবর্ণনা ও ভীষ্মাদিকৃত শঙ্খবাদনাদি-
ব্যাপারের বৃত্তান্ত শেষ করিয়া, সঞ্জয় অতঃপর পাণ্ডব-সৈন্যগণের সমরোৎ-
সাহ বর্ণন করিতেছেন । কুরু-সৈন্য মধ্যে ভীষ্ম-দ্রোণাদি মহাবীরগণের
সমরোৎসাহ জনিত সিংহনাদের সহিত মিলিত সেই ভীষণ শঙ্খধ্বনি
ও অন্যান্য বাদ্য শব্দ শ্রবণ করিয়া সর্কেশ্বর পার্শ্ব-সারথি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ
ও রথী পাণ্ডুনয় অৰ্জুন ত্রৈলোক্য বিজয়োপকরণ-ভূত শ্বেতাশ্বযুক্ত অতি
দুর্দ্বর্ষ অসাধারণ দেবদত্ত রথে সমাসীন হইয়া ত্রিলোক কম্পিত, করতঃ
সর্ববিজয়ী শঙ্খধ্বনি দ্বারা গগনমণ্ডল পরিপূরিত করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ ও
অৰ্জুন ব্যতীত অপরাপর সৈন্যগণও রথারোহণ পূর্বক এই সমরক্ষেত্রে
সমুপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু “স্বৈতৈহৈয়ুর্ভুজৈঃ” এই পদ দ্বারা কেবল মাত্র
অৰ্জুনের রথ কীর্ত্তিত এবং অন্য রথাপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্কাজেয়ত্ব
সূচিত হইল ॥ ১৪ ॥

-(:::)-

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।

পৌণ্ড্রং দত্তো মহাশঙ্খঃ ভীমকর্মা স্বকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

অনন্তবিজয়ঃ রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ শ্রুবোধমনিপুশ্পকো ॥ ১৬ ॥

অম্বয়।—হ্রবীকেশঃ * পাঞ্চজন্ম † ধনঞ্জয়ঃ ‡ দেবদত্তঃ ভীমকর্মা
ব্রহ্মকোদরঃ § পৌণ্ড্রঃ মহাশঙ্খঃ দদ্যৌ।

কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ঃ নকুলঃ চ সহদেবঃ সুঘোষ-
মণিপুষ্পকো ॥ ১৫। ১৬ ॥

প্রতিশব্দা—ইন্দ্রিয়নিয়ন্তা পাঞ্চজন্ম অর্জুন দেবদত্ত বোরকর্মকারী
ভীমসেন পৌণ্ড্র মহাশঙ্খ বাজাইলেন।

কুন্তীনন্দন ভূপতি যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নকুল এবং সহদেব সুঘোষ-
মণিপুষ্পকময় ॥ ১৫। ১৬ ॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্ম নামক শঙ্খ, পার্শ্ব দেবদত্ত নামক
শঙ্খ এবং বিভীষিকাজনক উৎকট ক্রিয়াশালী ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক
মহাশঙ্খ বাদিত করিলেন।

* হ্রবীকেশ। হ্রবীকাণামিন্দ্রিগণানীশো হ্রবীকেশঃ, ক্ষেত্রজরূপকর্ত্ত্বাৎ পরমাত্মদ্বাৰা ইন্দ্রিয়ানি বহুশে বর্ত্তন্তে
স পরমাত্মা। ইতি শব্দরঃ। এইরূপ অর্থ এই হুগে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থান্তরে অন্তরূপ অর্থও দৃষ্ট
হইতেছে। যথা; কৃষ্ণাঃ জগৎপ্রীতিকরঃ কেশাঃ রত্নয়োঃ ইতি হ্রবীকেশঃ পূর্বোদগারিণিঃ। যথা; সূর্য্যচক্ষুঃসোঃ
শব্দঃ শুভিঃ কেশঃ সঞ্জিহেতঃ। ইতি বোধ্যম্। হ্রবীকাণি নিরম্যাহং বতঃ প্রত্যাক্ততাং গতঃ।; হ্রবীকেশ ইতি
খ্যাতো নাম্না ভট্টৈব সংহিতঃ। ইতি বারাহে।

† সমুদ্রে পঞ্চজন নামে এক দৈত্য ভিসিক্রপ ধারণ করিয়া বাস করিত। তাহার অস্থি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ
বিনির্মিত হইয়াছিল বলিয়া, তাহার পাঞ্চজনা নাম হইয়াছে।

‡ অর্জুনের দশটি নাম বিশেষ বিখ্যাত এবং সেই দশটি নামের অন্ততম দ্বারা তিনি আরম্ভঃ সূচোচিত
হইয়া থাকেন। সেই দশটি নাম যথা; অর্জুন, কান্তন, জিহু, কীরীটী, বেতবাহন, বীতংস, বিদ্যর, কৃষ্ণ,
সব্যাসাচী ও ধনঞ্জয়। সর্ব্বদা নির্মল কর্ণ ভিন্ন তাহার দ্বারা নিকৃষ্ট কার্য্য সম্পাদিত হইত না বলিয়া, তাহার নাম
অর্জুন; হিমালয় পর্ব্বতে উত্তরবর্ত্তনীর নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া, তাহার নাম কান্তন; যুদ্ধকালে দুর্দ্ব
শত্রুকণ্ঠে তিনি জয় করিতে সক্ষম, এজন্য তাহার নাম জিহু; দেবরাজ প্রীত হইয়া তাহার মণ্ডকে সমুচ্ছল
কীরীট প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম কীরীটি; যুদ্ধকালে যথেষ্ট শত্রু সংহৃত থাকে বলিয়া, তাহার
নাম বেতবাহন; যুদ্ধকালে কখন কোন বীতংস কর্ণ করেন নাই বলিয়া, তাহার নাম বীতংস; রণকালে
বীরগণকে পরাজয় না করিয়া নিবৃত্ত হন না, এজন্য তাহার নাম বিজয়; কৃষ্ণবর্ণ বালক লোকের প্রিয়, এজন্য
তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত নাম কৃষ্ণ; দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্তেই ধনুচালনার সূক্ষ্ম, এজন্য তাঁহার নাম স্যব্যাসাচী;
সমস্ত জনপদ জয় করিয়া ধনসংগ্রহ করেন, এই জন্য তাঁহার নাম ধনঞ্জয়।

§ ব্রহ্মকোদর শব্দের ব্যুৎপত্তি।—ব্রহ্ম ভীকো ব্রহ্ম নাম জঠরে হব্যবাহনঃ।। বরা দত্তঃ যথার্থীয়া তেন
চাসৌ ব্রহ্মকোদরঃ। ইতি মাৎস্তে—৩৫ অধ্যায়। ভীম ও দুর্ঘোষন এক দিবসেই অম্বয়রূপ করেন।

কুন্তীর গর্ভজাত ধর্ম্যনন্দন, রাজ-চক্রবর্তী যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শব্দ, নকুল সুঘোষ নামক শব্দ, এবং সহদেব মণি-পুষ্পক নামক শব্দ রাখন করিলেন ॥ ১৫ । ১৬ ॥

আনন্দগিরি ।—তরোঃ শব্দ্যোদিব্যবাস্তবোপাদয়তি পাঞ্চজন্মমিতি । কেশবান্দুনয়ো-বৃদ্ধাভিমুখ্যং দৃষ্ট। সংক্লেঃ সারস্তেন সময়রসিকো ভীমসেনোহপি বৃদ্ধাভিমুখোহভূদিত্যাহ পৌণ্ড্রমিতি । এতেষামীদৃশীং প্রবৃত্তিং প্রতীত্য পরিপালনাবকাশমাসাদ্য রাজো যুধিষ্ঠির-ত্ৰাপি প্রবৃত্তিং দর্শয়তি অনন্তেতি । জ্যায়সাং ভ্রাতৃণামভূতসরণমাবশ্যকমিতি মত্বা তরোর্ববীর্যসো-ভ্রাত্রোরপি প্রবৃত্তিমাহ নকুল ইতি ॥ ১৫ । ১৬ ॥

শ্রীধর ।—তদেব বিভাগেন দর্শয়মাং পাঞ্চজন্মমিতি । পাঞ্চজন্মাদীনি নামানি শ্রীকৃষ্ণাদি-শব্দান্যং, ভীমঃ ঘোরঃ কর্ম যত্ সঃ । অনন্তেতি । নকুলঃ সুঘোষঃ নাম শব্দ্যং দর্যো, সহদেবো মণিপুষ্পকঃ নাম ॥ ১৫ । ১৬ ॥

বলদেব ।—পাঞ্চজন্মমিত্যাদি । পাঞ্চজন্মাদয় কৃষ্ণাদিশব্দানামাহ্বয়াঃ । অত্র হবীকেশ-শব্দেন পরমেশ্বরসাহায্যম্ । পাঞ্চজন্মাদিশব্দৈঃ প্রসিদ্ধাহ্বয়ানেকদিব্যশব্দবহম্ । রাজা, ভীম-কর্মী, ধনঞ্জয় ইত্যোভিবৃদ্ধিষ্ঠিরাদীনাম্ রাজহুয়বাজিত-হিড়িম্বাদিনিহত্বং দিগ্বিজয়াহুতানন্তধন-জ্ঞানি চ ব্যক্ত্য পাণ্ডবসেনাস্বংকর্ষঃ সূচ্যতে । পরসেনাসু তদভাবাদপকর্ষশ্চ ॥ ১৫ । ১৬ ॥

মধুসূদন ।—পাঞ্চজন্যঃ, দেবদত্তঃ, পৌণ্ড্রঃ, অনন্তবিজয়ঃ, সুঘোষঃ, মণিপুষ্পকশ্চেতি শব্দনামকথনং, পরসৈন্তে স্বনামভিঃ প্রসিদ্ধা এতাবন্তঃ শব্দা ভবৎসৈন্তে তু নৈকোহপি স্বনামপ্রসিদ্ধঃ শব্দোহতীতি পরেবাসুংকর্ষাতিশয়কথনার্থম্ । সর্কেষ্ট্রিয়-প্রেরকত্বেন সর্কাস্তর্ঘ্যামী-সহায়ঃ পাণ্ডবানামিতি কথয়িতুং হবীকেশপদম্ । দিগ্বিজয়ে সর্কান্ রাজো জিত্বা ধনমাহুতবা-নিত্তি সর্কথেবারমজের ইতি কথয়িতুং ধনঞ্জয়পদম্ । ভীমঃ হিড়িম্ববধাদিরূপং কর্ম যত্ তাদৃশঃ । বৃকোদরত্বেন বহুরপাকাভিবলিষ্ঠো ভীমসেন ইতি কথিতম্ । কুন্তীপুত্র ইতি কুন্ত্যা মহতা তপসা ধর্মমারাধ্য লব্ধঃ স্বয়ং রাজহুয়বাজিতেন মুখ্যো রাজা যুধিষ্ঠির এব জয়ভাগিৎসেন স্থিরো নবেতধিপকাঃ হিরা ভবিষ্যতীতি যুধিষ্ঠিরপদেন সূচিতম্, নকুলঃ সুঘোষঃ, সহদেবো মণিপুষ্পকঃ দ্ব্যাবিত্যুভুক্ত্যতে ॥ ১৫ । ১৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—পাঞ্চজন্মাদয়ঃ শব্দাদীনাম্ নামানি ॥ ১৫ । ১৬ । ১৬ ॥

ভাৎপর্য্য ।—পাণ্ডবগণের পক্ষে পাঞ্চজন্য, দেবদত্ত, পৌণ্ড্র, অনন্ত-বিজয়, সুঘোষ ও মণিপুষ্পক এই সকল নামে প্রসিদ্ধ বহু সংখ্যক শব্দ রহিয়াছে, আপনার পক্ষে একটিও স্বনামপ্রসিদ্ধ শব্দ নাই । পর পক্ষের উৎকর্ষ কথনার্থ সঞ্জয় এস্থলে শব্দের নাম করিলেন, সর্কেষ্ট্রিয়-প্রেরক অন্ত-র্ঘ্যামী নারায়ণ পাণ্ডবগণের সহায় ইহাই প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ হবীকেশ পদের উল্লেখ করিয়াছেন । যিনি দিগ্বিজয়ে সকল

রাজাদিগকে জয় করিয়া ধনরাশি আহরণ করিয়াছেন, তিনি সর্বথাই অজ্ঞেয়। “ধনজয়” পদদ্বারা ইহা সূচিত হইল। বাঁহার হিড়ম্ব বধাদিরূপ ভয়ানক কৰ্ম্ম তিনিই “ভীমকৰ্ম্মা”। উদ্ভীষ্ট জঠরানল বিশিষ্ট উদর বাঁহার ভীহার নাম “বুকোদর”। এই পদদ্বারা ভীমসেন বহুভোজনক্ৰম স্তুতরাং অতিশয় বলশালী কথিত হইল। কুন্তীদেবী মহতী তপস্বী দ্বারা ধর্ম্মের আরাধনা করিয়া বাঁহাকে লাভ করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং রাজস্বয় বজ্র করিয়া মুখ্য রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং যিনি যুদ্ধে স্থির, তিনিই উপস্থিত সময়ে জয়লাভ করিবেন। আপনার পুত্রগণের কেবল দুরাশামাত্র, ইহাই “কুন্তী-পুত্র, রাজা, যুধিষ্ঠির” এই পদত্রয় দ্বারা প্রকটীকৃত হইল ॥ ১৫। ১৬ ॥

—ঃ(ঃঃ):—

কাশ্যশ্চ পরমেষ্ঠাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥

ক্রপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে ।

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

অনুব্র।—পরম-ইষ্টাসঃ কাশ্যঃ চ মহারথঃ শিখণ্ডী • চ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ
বিরাটঃ চ অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ † চ ।

পৃথিবীপতে ! ক্রপদঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ
সর্বশঃ পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধুঃ ॥ ১৭। ১৮ ॥

প্রতিশব্দ।—ধামুকী কাশীরাজ এবং মহারথ শিখণ্ডী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন
এবং বিরাট ও অজিত সাত্যকি ।

রাজনু ! ক্রপদ এবং দ্রৌপদীনন্দন এবং মহাবীর স্তভদ্রাতনয়
সকলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শঙ্খ-সকল বাজাইলেন ॥ ১৭। ১৮ ॥

* ক্রপদ রাজাঃ শিখণ্ডী সারী এক কড়া জয়গাছিল। এই শিখণ্ডী পূর্বে ত্রিপুরা নামে রাজস
হিল। মূল নামক এবং বন্ধ বন্ধের অভিসর্গ সংসাধনার্থ সেই কন্যাকে পূজ্য করিয়াছিল ॥

† কেহ কেহ “সাত্যকিঃ চাপরাজিতঃ” এরূপ অর্থও করেন। এরূপ অর্থ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন
সাত্যকি এইরূপ অর্থ হয়।

ব্যাখ্যা ।—অধিকন্তু শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধারী কাশীরাজ এবং মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ এবং অপরাজিত সাত্যকি সকলেই স্ব স্ব শত্ৰু বাদন করিলেন ।

হে ধরণীনাথ ধৃতরাষ্ট্র ! ঋণদ রাজা, প্রতিবিজ্ঞাদি পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্র, অভিমন্যু নামক স্ততদ্রোহ বীরবর কুমার সকলেই স্ব স্ব শত্ৰু বাদন করিলেন ॥ ১৭ । ১৮ ॥

আনন্দগিরি ।—অন্তেষামপি তৎপক্ষীয়াণাং রাজ্যমৈকমত্যং বিজ্ঞাপয়ন্ ধৃতরাষ্ট্রস্ত ছুরাশাং সজয়ো বৃন্দস্ততি কাশ্যচেত্যাদিনা । ঋণদ ইতি । পরমেষ্ঠাদি বিশেষলক্ষণচতুষ্টয়ং প্রত্যেকং সম্বাদ্যতে ॥ ১৭ । ১৮ ॥

রামানুজ ।—ততো বৃথিষ্ঠিরবৃকোদরাদনন্ত স্বকীয়ান্ শত্ৰুান্ পৃথক্ পৃথক্ দৃশুঃ ॥ ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ ॥

শ্রীধর ।—কাশ্যচেতি । কাশ্যঃ কাশীরাজঃ, কথন্তুতঃ পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ ইযাসৌ ধনু-
রস্ত সঃ । ঋণদ ইতি । হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র ! ॥ ১৭ । ১৮ ॥

বলদেব ।—কাশ্য ইতি । কাশ্যঃ কাশীরাজঃ । পরমেষ্ঠাসঃ মহাধনুর্দ্ধরঃ, চাপরাজিতো
ধনুবা দীপ্তঃ । ঋণদ ইতি । পৃথিবীপতে হে ধৃতরাষ্ট্র ইতি তব দ্রুম্যব্রণোদয়ঃ কুলক্ষয়লক্ষণো-
হনর্থঃ সমাগত ইতি সূচ্যতে ॥ ১৭ । ১৮ ॥

মধুসূদন ।—বৃদ্ধাদিমহাসংগ্রামেষু এতাদৃশঃ সাত্যকিঃ । হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র
স্থিরা তুচ্ছা শ্রুতিভাতিপ্রায়ঃ । স্তম্ভমস্তম্ভ ॥ ১৭ । ১৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—অপরাজিতঃ কেনাপি পরাজেতুমশক্যত্বাৎ, অথবা চাপেন ধনুবা
রাজিতঃ দীপ্তঃ ॥ ১৭ ॥

ভাঃপর্য্য ।—ভীষ্মাদি মহাবীরগণের ভীষণ শত্ৰুধ্বনির বৃত্তান্ত শ্রবণে
ধৃতরাষ্ট্রের মনে স্পষ্টতরগণের রাজ্যলাভ বিষয়ে যে ছুরাশা জন্মিয়াছিল, পাণ্ডব
পক্ষীয় সৈন্যদিগের তুমুল শত্ৰুধ্বনি ও পরস্পরের ঐকমত্য বিজ্ঞাপিত করিয়া
সজয় ক্রমে তাহা নিরাকৃত করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, “হে পৃথিবী-
পতে ! হে ধৃতরাষ্ট্র ! আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন, আরও পাণ্ডব পক্ষীয়
সমর-দক্ষ যোধগণের নাম কীর্তন করিতেছি । মহাধনুর্দ্ধারী কাশীরাজ,
মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ, অপরাজিত অর্থাৎ নন্দন বন হইতে
পারিজাত হরণ সময়ে দেবরত্নের সহিত মহানুমারে জয়যুক্ত সাত্যকি, (কেহ
কেহ “চাপরাজিতঃ” এরূপ পৃথক্ ভাবে ব্যাখ্যা করেন । চাপ শব্দে ধনু
সাহায্যে রাজিত অর্থাৎ শোভিত) রণবিজয়ী ঋণদ রাজ দ্রৌপদীর পঞ্চ

তনয় এবং সুভদ্রা নন্দন মহাবাহু অভিমন্যু, ইহারা সকলেই মহাসমরে
উল্লাসিত হইয়া পৃথক পৃথক স্ব স্ব শস্ত্রধ্বনি করিয়াছিলেন ॥ ১৭ । ১৮ ॥

—(:::)—

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যাদারয়ৎ ।

নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহভ্যহুনাৎ ॥ ১৯ ॥

অম্বয় ।—স তুমুলঃ ঘোষঃ নভঃ চ পৃথিবীং চ এব অভি-অহুনা-
দয়ন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যাদারয়ৎ ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—সেই উৎকট শব্দ আকাশ এবং বনুচ্ছরা-ও আপ্রতি-
করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের অন্তর বিদীর্ণ-করিল ॥ ১৯ ॥ ..

ব্যাখ্যা ।—পাঞ্চজন্মাদি সমসময় বাদিত বিবিধ শস্ত্রধ্বনিতুমুল
নির্ঘোষে নভোমণ্ডল ও ক্রীতীতল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং হৃষ্যোদনাদি
ধৃতরাষ্ট্র-নন্দনগণের মনঃ প্রাণ সেই শব্দে বিদীর্ণ-প্রায় হইয়া
পড়িল ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি ।—তৈত্তৈ রাজভিঃ শ্রুত্বানাপ্রয়ত্তিরাপাদিতো মহান্ ঘোষতুমুলোহতি-
ভৈরবো, নভশ্চাস্তরীক্ষঃ পৃথিবীঞ্চ ভুবনং লোকত্রয়ং সৰ্বমেব, বিশেষণাহুক্রমেণ নাহয়ন নাহ-
যুক্তং কুর্কন্, ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃষ্যোদনাদীনাং, হৃদয়ান্তঃকরণানি ব্যাদারয়ৎ বিদারিতবান্ । যজ্ঞাতে
হি তৎপ্রেরিতশব্দঘোষপ্রবণাং ত্রৈলোক্যাক্রোশে তমুপশৃণতাং তেষাং হৃদয়েষু দোহুয়মানস্ব-
তদাহ স ঘোষ ইতি ॥ ১৯ ॥

কামানুজ ।—স ঘোষো হৃষ্যোদনপ্রমুখানাং সর্বেষামেব ভবৎপুত্রাণাং হৃদয়ানি বিভেদ ।
অর্জুন নষ্টঃ কুরুণাং বলমিতি ধার্ত্তরাষ্ট্রা মেনিয়ে । এবং ঔদ্বিজরাভিকাজ্জিগ্ধে ধৃতরাষ্ট্রায়
সঞ্জয়োহকথয়ৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর ।—স চ শ্রুত্বান্যাদদ্যদীয়ানাং মহাতরং জনয়ামাসেত্যাহ স ঘোষ ইত্যাদি ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং অদীয়ানাং হৃদয়ানি বিদারিতবান্ । কিং কুর্কন্ নভশ্চ পৃথিবীঞ্চাভ্যহুনাৎ
শ্রুতিধ্বনিভিরাপ্রয়ন্ ॥ ১৯ ॥

বলদেব ।—স ইতি পাণ্ডবৈঃ কৃতঃ শ্রুত্বান্যাদো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ভীষ্মাদীনাং সর্বেষাং হৃদ-
য়ানি ব্যাদারয়ৎ তদ্বিদারণতুল্যাং পীড়ামজননরদিত্যর্থঃ । তুমুলোহতিভীঃ । অভ্যহুনাৎ

পাঠান্তর—তুমুলো ব্যহুনাৎ

সদ্ধাব্যভিপ্রায়ে শরণাগন ধারণ করিয়া স্বকীয় নারথী শ্রীকৃষ্ণকে নিম্ন
লিখিত বাক্য কহিলেন ॥ ২০ ॥

আনন্দগিরি ।—দুৰ্য্যোধনাদীনাং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণামেব ভয়প্রাপ্তিং প্রদর্শ্য পাণ্ডবানাং তদৈপরীত্যমুদাহরতি অথৈতাদিনা । ভীতিপ্রতাপস্থিতৈরনন্তরং পলা-
য়নে প্রাপ্তেহপি ধৈর্য্যমুৎপাদ্য ব্যবহিতানপ্রচলিতানৈব পরান্ প্রত্যক্ষণোপলভ্য হনুমন্তং
বানরবরং ধ্বজলক্ষণে নাদারাবস্থিতোহর্জুনো ভগবন্তমাহ ইতি সঁদ্বকঃ । কিমাহেতাপেক্ষা-
রামিদং বক্ষ্যমাণং হেতুমঘচনমাহ বাক্যমিতি । কস্তামবহারামিদমুক্তবানিতি তত্রাহ
প্রবৃত্ত ইতি । শত্রুগামিবুপ্রাসপ্রভৃतीনাং সম্পাতঃ সমুদারস্তস্মিন্ প্রবৃত্তে প্রয়োগাভিমুখে
সতীতি বাবৎ । কিং কৃষা ভগবন্তং প্রত্যাভবানিতি । তদাহ ধমুরিতি । মহীপতিশব্দেন রাজা
প্রজ্ঞাচকুঃ সঙ্গয়েন সম্বোধ্যতে ॥ ২০ ॥

*শ্রীধর ।—এতস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণার্জুনো বিজ্ঞাপয়ামাসেত্যাহ অথৈতাদিতিচতুর্ভিঃ
শ্লোকৈঃ । অথৈতি । অথানন্তরং মহাশবানন্তরং, ব্যবহিতান্ যুদ্ধোদেবাগেহবহিতান্, কপি-
ধ্বজোহর্জুনঃ ॥ ২০ ॥

বলদেব ।—এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং যুদ্ধে ভীতিং প্রদর্শ্য পাণ্ডবানাঙ্ক তত্রোৎসাহমাহ অথৈতি
সর্দ্বিকেন । অথ রিপুশম্বনাদকৃতোৎসাহতজ্ঞানন্তরং, ব্যবহিতান্ তত্ক্ষণবিরোধিযুযুৎসরাবস্থি-
তান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ভীষাদীন । কপিধ্বজোহর্জুনঃ । যেন শ্রীদাশরথেরপি মহান্তি কার্য্যাপি
পুরা সাধিতানি, তেন মহাবীরেণ ধ্বজমধিতিষ্ঠতা হনুমতানুগৃহীতা ভয়গঙ্গুত্ব ইত্যর্থঃ ।
প্রবৃত্তে প্রবর্ত্তমানে ॥ ২০ ॥

মধুসূদন ।—ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ভয়প্রাপ্তিং প্রদর্শ্য পাণ্ডবানাং তদৈপরীত্যমুদাহরতি
অথৈতাদিনা । ভীতিপ্রতাপস্থিতৈরনন্তরং পলায়নে প্রাপ্তে তদ্বিকল্পতয়া যুদ্ধোদেবাগেনা-
বস্থিতানৈব পরান্ প্রত্যক্ষণোপলভ্য তদা শত্রুসম্পাতে প্রবৃত্তে প্রবর্ত্তমানে সতি (বর্ত্তমানে কঃ)
কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ হনুমতা মহাবীরেণ ধ্বজরূপতরানুগৃহীতোহর্জুনঃ, সর্দ্বধাভদ্রশূভ্রাভেন
যুদ্ধায় গতিবৎ ধনুরুদাম্য হৃষীকেশমিস্ত্রিয়প্রবর্ত্তকত্বেন সর্দ্বান্তঃকরণবৃত্তিজ্ঞঃ শ্রীকৃষ্ণমিদং
বক্ষ্যমাণং বাক্যমাহ উক্তবান্ । মুক্তবিম্বাকারিতয়া স্বরমেব যৎ কিঞ্চিৎ কৃতবানিতি পরেবাং
ত্রিমুক্তকারিত্বেন নীতিধর্ম্মরোঃ কোশলং যদনুবিম্বাকারিতয়া পরেবাং রাজ্যং গৃহীতবানসীতি
নীতিধর্ম্মরোভাববিজ্ঞরো নাস্তীতি মহীপতে ইতি সম্বোধনেন হুচরতি ॥ ২০ ॥

*নীলকণ্ঠ ।—অভ্যহন্তত্ব অভিহতাঃ । (কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ) । ব্যবহিতান্ ভরোদ্বিষতয়া
বৈমুখ্যগাবহিতান্, কপিধ্বজপাণ্ডবপদাভ্যাং ভীষকসজ্জং শৌর্য্যক প্রদৃশতে ॥ ১৩।১৪।১৫।১৬
১৭।১৮।১৯।২০ ॥

তাৎপর্য্য ।—মহাবীরগণ কর্তৃক সংঘোষিত কোলাহল শ্রবণে অধাশ্মিক
রতরাষ্ট্র পুত্রপণের অন্তরোৎপন্ন ভয় এবং নীতিবিশারদ পরম ধার্ম্মিক

পাণ্ডবগণের অশক্র প্রদর্শন নিমিত্ত সমুৎপন্ন পরমোৎসাহ সঙ্কেতে পরিব্যস্ত করিয়া, সঞ্জয়, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন, “হে মহীপতে ধৃতরাষ্ট্র ! যখন উভয় সৈন্যমধ্যে পরস্পর নিদারুণ বাক্য-যুদ্ধ ও অস্ত্র-যুদ্ধের উপক্রম হইয়া উঠিল, তখন বীরকেশরী অৰ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বাহা বিজ্ঞাপিত করিয়া- ছিলেন অধুনা আপনার নিকট তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন । রিপুগণের ভীষণ শব্দনাদ ও সিংহনাদ শ্রবণে সমরোৎসাহ ভঙ্গ হইলেও আপনার পুত্রগণ একমাত্র সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষে সমুপস্থিত রহিয়াছেন । তাঁহাদিগকে তদবস্থাপন্ন সন্দর্শন করিয়া গাণ্ডীবধনু উত্তোলন পূর্ব্বক কপিধ্বজ অর্থাৎ কপিবর মহাবীর হনুমান কর্তৃক ধ্বজরূপে অনুগৃহীত তৃতীয় পাণ্ডব অৰ্জুন ভয়লেশ শূন্য হইয়া যযী-কেশ অর্থাৎ সর্কেশ্বর প্রেরক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই বাক্য বলিয়াছিলেন । সুবিবেচনা সহকৃত কার্য্যকারী আপনার বিপক্ষগণেরই নীতি-নৈপুণ্য ও ধর্ম্মপারতন্ত্র্য বশতঃ এই সমরে নিশ্চয় জয় হইবে, আর নীতি-ধর্ম্ম-পরাজুখ অবিমুখ্যকারী আপনার পুত্রগণের জয়ের সম্ভাবনা কোথায় ? “মহীপতে” এই সম্বোধনে ইহা সূচিত হইল ॥ ২০ ॥

—○:○:○:○—

অৰ্জুন উবাচ ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১ ॥

অনুয় ।—অচ্যুত ! উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয় ॥ ২১ ॥

প্রতিশব্দ ।—নারায়ণ ! হুই-পক্ষীয় সৈন্যদলের মধ্যে আমার রথ স্থাপন-কর ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে পরমপুরুষ ! এই সমরোত্তম শত্রু-ভাবাপন্ন উভয়-পক্ষীয় সেনা সমূহের মধ্যে আমার রথ রক্ষা কর ॥ ২১ ॥

আনন্দগিরি ।—তদেব গাণ্ডীবধনিনো বাক্যমহুক্রামতি সেনয়োগিতি । উভয়ো-রপি সেনয়োঃ সন্ধিহিতয়োর্মধ্যে মদীরং রথং স্থাপয়েত্যৰ্জুনেন সারথ্যে সর্কেশ্বরো নিযুক্ত্যতে, কিং হি ভক্তানামশক্যং যত্তগবানপি তন্নিয়োগমহুভিষ্ঠতি, যুক্তং হি ভগবতো ভক্তপার-

বশ্যং । অচ্যুতেতি সম্বোধনতয়া । ভগবতঃ স্বরূপং ন কদাচিদপি প্রচ্যতিং প্রাপ্নোতী-
চ্যুচ্যতে ॥ ২১ ॥

শ্রীধনুঃ ।—তদেব বাক্যমাহ সেনমোরিত্যাदि ॥ ২১ ॥

বলদেব ।—দ্বীকেশং সর্বেশ্বরং প্রবর্তকং কৃষ্ণং তদিত্যং বাক্যমুরাচেতি
সর্বেশ্বরে হরির্থেবাং নিয়োজ্যস্তেবাং তদেকান্ততত্ত্বানাং পাণ্ডবানাং বিজয়ে সন্দেহগঙ্ঘোহপি
নেতি ভাবঃ । হে মণীপতে ! ইতি শ্রুতরাষ্ট্রসম্বোধনম্ । অর্জুনবাক্যমাহ সেনমোরিতি ।
হে অচ্যুতেতি । স্বভাগসিদ্ধান্তকবাৎসল্যাৎ পারমৈশ্বর্যাচ্চ ন চ্যবসে স্মেতি । তেন চ শিষ্য-
শ্রিতো ভক্তস্ত মে বাক্যাং তত্র রথং স্থিতং কুরু নির্ভয়ঃ ॥ ২১ ॥

মধুসূদন ।—তদেবোর্জুনবাক্যমবতারয়তি অর্জুন উবাচ । সেনমোরুভয়োঃ স্বপক্ষ-
প্রতিপক্ষভূতয়োঃ সন্নিহিতরোমস্ধ্যো মম রথং স্থাপয় স্থিরীকুর্হিতি । সর্বেশ্বরে নিযজ্যতে-
হর্জুনেন, কিং হি ভক্তানামশক্যং, যত্তগবানপি তন্নিয়োগমমুতীতীতি প্রবো জয়ঃ পাণ্ডবানা-
মিতি সুচয়তি । নযেবং রথং, স্থাপয়ন্তং মামেতে শত্রবো রথাং চ্যাবয়িষ্যন্তীতি ভগবদা-
শঙ্কামাশঙ্ক্যাহ অচ্যুতেতি । দেশকালবস্তুভিরচ্যুতং ত্বং কো বা চ্যাবয়িতুমর্হতীতি ভাবঃ ।
এতেন সর্বদা নির্দিকারত্বেন নিয়োগনিমিত্তো যোযোহপি পরিস্কৃতঃ ॥ ২১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—দ্বীকেশং সর্বেশ্বাশিক্তিরাণাং প্রবর্তকত্বেন পরচিত্তাভিজ্ঞম্ । বাক্যমেবাহ
ন তু কক্ষিমর্থমিতি ত্তোভনার্থং বাক্যং পদম্ । বাক্যমেবাহ সেনমোরিতি ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য ।—অর্জুন বলিতেছেন, “হে অচ্যুত ! আপনি স্বপক্ষ ও
নিপক্ষ উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন করুন।” অর্জুন এইরূপে
সর্বনিরস্ত। সর্বেশ্বর হরিকে রথস্থাপনার্থ আদেশ করিলেন । ভগবানের
প্রেম-বশত অতি বিচিত্র ! যখন ভক্তবৎসল ভগবানের নিকটে ভক্তগণের
কোন বিষয়ই অসম্পন্ন থাকে না, অর্থাৎ ভক্তগণ যাহা ইচ্ছা করেন, ভক্ত-
বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি তাহাই সম্পন্ন করিয়া দেন, তখন নিজ ভৃত্য স্বরূপ
অর্জুনের আদেশ যে তিনি প্রতিপালন করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?
আর এতদ্বারা ইহাও পরিব্যক্ত হইল যে, ত্রিকালদর্শী বৈকুণ্ঠপতি হরির স্বয়ং
সারথি হইয়া যাহাদের পক্ষে প্রতিনিয়ত উত্তম মন্ত্রণা প্রদান করিতেছেন,
সেই পাণ্ডব পক্ষেরই জয়লাভ হইবে নিশ্চয় জানিবেন । অসংখ্য শত্রুসৈন্য
মধ্যে রথস্থাপন কালে যদি একাকী দেখিয়া ভগবানকে বিপক্ষগণ আক্রমণ
করে, তাঁহার এই আশঙ্কা পরিহারার্থ অর্জুন তাঁহাকে ‘হে অচ্যুত ! বলিয়া
সম্বোধন করিতেছেন, অর্থাৎ আপনি দেশ কাল ও বস্তুদ্বারা অধিকৃত, স্মৃতরাং
দেশকালাদি দ্বারা আপনীর স্বরূপের অন্যথা হয় না । অতএব আপনাকে
এ জগতে কে আক্রমণ করিবে ? এতদ্বারা ভগবানের সর্বদা জয়ন্ত প্রকটিত
হইতেছে ॥ ২১ ॥

যাবদেতান্ নিরীক্ষেহং যোদ্ধু কামানবস্থিতান্ ।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্ভমে ॥ ২২ ॥

অন্বয় ।—যাবৎ অহং এতান্ যোদ্ধু কামান্ অবস্থিতান্ নিরীক্ষে
অস্মিন্ রণসমুদ্ভমে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যং ॥ ২২ ॥

প্রতিশব্দ ।—যে-পর্যন্ত আমি এই-সকল যুদ্ধাভিলাষী অবস্থিত-
গণকে নিরীক্ষণ-করি এই যুদ্ধোদ্ভমে কাহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ-
করিতে-হইবে ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা ।—এই সময়াক্ষণে সময়ার্থ দণ্ডায়মান বীরগণকে নিরীক্ষণ
করিয়া যে পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত আমার যুদ্ধ করিতে
হইবে, তাহা অবধারণ করিতে না পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত (২১ দেখুন)
কে না রায়গণ ! উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরি ।—মধ্যে রথং স্থাপয়েত্যাং, তদেব রথস্থাপনস্থানং নির্দায়তি যাব-
দতি । এতান্ প্রতিপক্ষেন প্রতিষ্ঠিতান্ ভীষ্মদ্রোণাদীনস্মাভিঃ সার্কিং যোদ্ধু মপেক্ষাবতো
যাবদগতা নিরীক্ষিতুমহং কামঃ ত্রাং তাবতি প্রদেশে রথস্ত স্থাপনং কৰ্ত্তব্যমিত্যর্থঃ । কিঞ্চ প্রবৃত্তে
যুদ্ধপ্রারম্ভে বহবো রাজানোহমুখ্যাং যুদ্ধভূমাবুপলভ্যস্তে তেষাং মধ্যে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যং । ন
হি কচিদপি মম গতিপ্রতিহতিরস্তি ইত্যাহ কৈর্ময়েতি ॥ ২২ ॥

শ্রীধর ।—নহং যঃ যোদ্ধা ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকস্তত্রাহ কৈর্ময়েত্যাदि । কৈঃ সহ ময়া
যোদ্ধব্যম্ ॥ ২২ ॥

বলদেব ।—তত্র রথস্থাপনে ফলমাহ যাবদতি । যোদ্ধু কামান্ ন তু সহাস্মাভিঃ সন্ধিং
চিকীৰ্ষুন্ । অবস্থিতান্ ন তু ভীত্যা প্রচলিতান্ । নহং যঃ যোদ্ধা ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকস্তত্রাহ
কিমিত্তি চেৎ তত্রাহ কৈর্ময়িতি । অস্মিন্ বদ্ধনামেব মিথো রণোদ্দেশ্যে কৈর্ময়িতিঃ সহঃমম যুদ্ধং
ভাবীত্যেতজ্জ্ঞানায়ৈব মধ্যে রথস্থাপনমিতি ॥ ২২ ॥

মধুসূদন ।—মধ্যে রথস্থাপনপ্রয়োজনমাহ যাবদেতানিতি । যোদ্ধু কামান্ নহাস্মাভিঃ
সহ সন্ধিকামান্ অবস্থিতান্ ন তু ভয়াং প্রচলিতান্, এতান্ ভীষ্মদ্রোণাদীন বীৰদহং নিরীক্ষিতুং
কামঃ ত্রাং তাবৎপ্রদেশে রথং স্থাপয়েত্যাং । যাবদতি কালপরম্ । যমেব যোদ্ধা ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকঃ
অন্তস্তব কিমেবাং দর্শনেত্যেত আহ কৈর্ময়িতি । অস্মিন্ রণসমুদ্ভমে বদ্ধনামেব পরস্পরং
যুদ্ধোদ্দেশ্যে ময়া কৈঃ সহ যোদ্ধব্যং যৎকৰ্ত্তব্যমুদ্ভয়োনিঃসঙ্গাঃ কে, কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যং,
কিংকৰ্ত্তব্যমুদ্ভয়োনিঃসঙ্গাঃ ইতি ঐ মহদিদং কৌতুকমেতং জ্ঞানমেব মধ্যে রথস্থাপনপ্রয়োজন-
মিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—রথস্থাপনপ্রয়োজনমাহ বাবদিত্তি । কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যং ময়া সহ বা কৈর্যোদ্ধব্যমিত্যুভয়ত্র সহশব্দসম্বন্ধঃ, কে বা মাং জেতুং যতন্তে ময়া বা কে জেতব্যা ইত্যালোচনার্থমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য ।—হে ভগবন্ ! পিতামহ ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবীরগণ আমাদের সহিত এই সমরক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষে অবস্থিতি করিতেছেন । ইহাদের অন্তরে যে সন্ধি বন্ধনের কোন অভিপ্রায় আছে, এরূপ বোধ হইতেছে না । এবং ইহারা সকলেই সমরদক্ষ ও যুদ্ধে নির্ভীক, সুতরাং এক্ষণে যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন সম্ভাবনা নাই । অতএব আমি যেখানে থাকিয়া ইহাদিগকে উত্তমরূপ দর্শন করিতে পারি, আপনি আমার রথ সেইরূপ স্থানে স্থাপন করুন । যদি বলেন, তুমি এখানে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছ, যুদ্ধের বাহ্য কর্তব্য তীহাই কর, ইহাদিগকে দর্শন করিয়া তোমার কি লাভ হইবে ? এইরূপ কল্পিত প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন বলিতেছেন, বদ্ধগণের পরস্পর উপস্থিত যুদ্ধোদ্যোগে, আমি কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব এবং আমার সহিত বা কোন বীর যুদ্ধ করিবেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে । সেই জন্যই আমি নানুয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, যুদ্ধার্থী উভয় পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করতঃ আমার কৌতুহল নিবারণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন ॥ ২২ ॥

—ঃ(*)ঃ—

যোৎসামানানবেক্ষেহং য এতেহত্র সমাগতাঃ ।

ধার্তরাষ্ট্রস্য দুৰ্ব্বুদ্ধেযুদ্ধে প্রিয়চিকীৰ্ষবঃ ॥ ২৩ ॥ :

অর্থঃ ।—অত্র যুদ্ধে দুৰ্ব্বুদ্ধেঃ ধার্তরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীৰ্ষবঃ য়ে এতে, সমাগতাঃ (তান্] যোৎসামানান্ অহং অবেক্ষে ॥ ২৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—এই সময়ে মন্দমতি ধৃতরাষ্ট্র তনয়ের হিতসাধনেচ্ছ, যে-সকল ইহারা সমুপস্থিত (সেই সকল) সমরোৎসুকদিগকে আমি দেখি ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—পাপপরায়ণ দুৰ্য্যোধনাদির হিত-সাধনাভিলাষী যুদ্ধার্থে সকল ব্যক্তি এই সমরক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের যতজন

না দেখি, ততক্ষণ (২১ দেখুন) হে নারায়ণ ! আমার রথ উভয় ঠৈশ্যের মধ্যে স্থাপন করুন ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি ।—প্রতিযোগিনামভাবে কথং তব যুদ্ধোৎসুক্যং কলবত্তবেদিত্তি তত্রাহং যোৎসুমানানিতি । যে কেচিদেতে রাজানো নানাদেশেভ্যোহত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেতাত্তানহং যোৎসুমানান্ পরিগৃহীতপ্রচরণোপায়ানতিতরাং সংগ্রামসমুৎসুক্যরূপলভে, তেন প্রতিযোগিনাং বাহুল্যমিচ্ছ্যর্থঃ । তেষামস্মাভিঃ সহ পূৰ্ব্বেবরাভাবে কথং প্রতিযোগিত্বং প্রকল্যাতে তত্রাহ ধাত্তরাষ্ট্রোতি । ধাত্তরাষ্ট্রপুত্রস্ত দুৰ্য্যোধনস্ত দুৰ্কৃৎসুঃ স্বরূপোপায়মপ্রতিপত্তমানস্ত যুদ্ধায় সংরম্ভং কুরুতো যুদ্ধে যুদ্ধভূমৌ স্থিত্বা প্রিয়ং কৰ্ত্তুমিচ্ছবো রাজানঃ সমাগতাঃ দৃশ্যন্তে, তেন তেষামৌ-পাধিকমস্বংপ্রতিযোগিত্বমুপপন্নমিচ্ছ্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর ।—যোৎসুমানানিতি । ধাত্তরাষ্ট্রস্ত দুৰ্য্যোধনস্ত প্রিয়ং কৰ্ত্তুমিচ্ছন্তো য ইহ সমাগতাত্তানহং দ্রক্ষ্যামি যাবৎ তাংহুভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে মে রথং স্থাপয়েত্যশ্রয়ঃ ॥ ২৩ ॥

বলদেব ।—নহু বদ্ধবাদেতে সন্ধিম্বেব বিধাত্তস্তীতি চেৎ তত্রাহ যোৎসুমানানিতি । ন তু সন্ধিং বিধাত্ততঃ । অবক্ষে প্রতোমি । দুৰ্কৃৎসুঃ কুধিয়ঃ স্বজীবনোপায়াননভিজ্ঞস্ত । যুদ্ধে ন তু দুৰ্কৃৎসুঃ ক্রাপনয়নে । অতো মদযুদ্ধ প্রতিযোগিনিরীক্ষণং যুক্তমিতি ॥ ২৩ ॥

মধুসূদন ।—নহু বান্ধবা এব তে পরস্পরং সন্ধিং কারয়িত্ত্যস্তীতি কুতো যুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ যোৎসুমানানিতি । য এতে ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ ধাত্তরাষ্ট্রস্ত দুৰ্য্যোধনস্ত দুৰ্কৃৎসুঃ স্বরূপোপায়মজ্ঞানতঃ প্রি়চিকীৰ্ষবো যুদ্ধে ন তু দুৰ্কৃৎসুঃ ক্রাপনয়নাদৌ, তান্ যোৎসুমানান্ অহমবেক্ষে উপলভে, নতু সন্ধিকামান্ অতো যুদ্ধায় তৎপ্রতিযোগ্যবলোকনমুচিতমেবেতিভাবঃ ॥ ২৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—যোৎসুমানান্ ন তু শান্তিকামান্ যতো দুৰ্কৃৎসুঃ প্রিয়ং চিকীৰ্ষন্তি, তেন তেষামপি তত্ত্বল্যভং স্ফুটিতম্ ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য।—প্রতিদ্বন্দ্বী অভাবে তোমার এই সমরোৎসাহ কিরূপে সঞ্চার হইবে, এই আশঙ্কা পরিহারার্থ অর্জুন বলিতেছেন, এই কুরুক্ষেত্রে নানা দেশ হইতে সমাগত রাজন্যগণ, অস্ত্র শস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া, অতিশয় সমরোৎসাহী হইয়াছেন । এই বীরবৃন্দ যুদ্ধ দ্বারা দুৰ্য্যোধনের হিতসাধনে অভিলাষী—রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন পরায়ণ হইয়া, বা সন্ধি সংস্থাপন করিয়া যুদ্ধের নিরুত্তি করিতে কাহারও বাসনা দেখিতেছি না । দুৰ্য্যোধন নিতান্ত দুৰ্ম্মতি—সে আত্মরক্ষার উপায় পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত অহে । তাদৃশ মোহমুক্ত ও জমাক দুৰ্য্যোধনকে যথাবিহিত সত্বপদেশ দ্বারা ত্রাহার জমাপনোদনে এই বীরবৃন্দের কাহারও প্ররুত্তি দেখিতেছি না ; অতএব ইহারা যে প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপে দণ্ডায়মান হইয়া শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবেন তাহার আর সন্দেহ নাই । সমরক্ষেত্রে আমার এই প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে দর্শন করিতে আমি বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছি । যদি বলেন, ইহাদের সহিত

প্রতিশব্দ ।—সঞ্জয় বলিলেন । ভরতবংশাবতংস ! জিতনিদ্রে-কর্তৃক নারায়ণ এইরূপ কথিত (হইয়া) দুই-পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যে সকল ভূপতির ও ভীষ্ম-দ্রোণের সম্মুখে মহারথ রক্ষা-করিয়া এই বলিলেন, অর্জুন ! এই-সকল সম্মিলিত কুরুদিগকে দেখ ॥ ২৪ । ২৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া সঞ্জয় বলিলেন, হে ভরতবংশাবতংস ! অর্জুন কর্তৃক পূর্বোক্তরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যস্থলে সমাগত রাজকৃত ও ভীষ্মদ্রোণাদি বীর-বর্গের সম্মুখ ভাগে সেই দেবদত্ত মহারথ সংস্থাপন করিয়া কহিলেন, “হে ধনঞ্জয় ! অতঃপর সমবেত কৌরবকুলকে দর্শন কর” ॥ ২৪ । ২৫ ॥

আনন্দগিরি ।—এবমর্জুনেন প্রেরিতো ভগবানহিংসারূপং ধর্মমাত্রিত্য প্রমুখো যুদ্ধাং তং নিবর্তয়িত্যীতি ধৃতরাষ্ট্রো মনীষাং দুর্দৃশ্যিষুঃ সঞ্জয়ো রাজানং প্রত্যুক্তবানিত্যাহ সঞ্জয় ইতি । ভগবতো হি ভূভারাপহারার্থং প্রবৃক্তা অর্জুনাভিপ্রায়প্রতিপত্তিদ্বারেণ স্বাভিসন্ধি-প্রভিলভমানস্ত পরোক্তিমহুত্বা স্বাভিপ্রায়ানুকূলমহুতানমাদর্শয়তি এবমিতি । ভীষ্মাদ্রোণা-দীনামন্তেষাঞ্চ রাজামন্তিকে রথং স্থাপয়িত্য ভগবান্ কিং কৃতবানিতি তদাহ উবাচেতি । এতানভ্যাং বর্তমানান্ কুরুন্ কুরুবংশপ্রহতান্ ভবন্তিঃ সন্ধিং যুদ্ধার্থং সংগতান্ পশু, দৃষ্ট্য়া চ যৈঃ সহাত্র যুযুংসা তবোপাবর্ততে তৈঃ সাকং যুদ্ধং কুরু, ন খলু তেষাং শস্ত্রান্ধশিকাবতাং মহীকিতামুপেক্ষাপপদ্যতে, সারথ্যে তু ন মনঃ খেদনীয়মিত্যর্থঃ ॥ ২৪ । ২৫ ॥

রামানুজ ।—অথ ব্যবস্থিতানিত্যারভ্য ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখত ইত্যন্তম্ । অথ যুযুংসনব-হিতান্ পার্শ্বরাষ্ট্রান্ ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখান্ বীক্ষ্য পাণ্ডুতনয়ো জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বৰ্য্য-বীৰ্য্যভেজসাং নিধিং স্বসঙ্কল্পকৃতজগদ্রহস্য-বিভবলয়লীলং জ্বলীকেশং পরাপরনিখিললোকোত্তরবাহুসর্বকার-ণান্যৈঃ সর্বপ্রকারনিয়মেনাবস্থিতং সমাপ্রিতবাংসলাবিবৰ্ণতয়া স্বস্বারথোহবস্থিতং যুযুংস-ন্তেতান্ সূমেতান্ যাবদহং নিরীক্ষে তাবদুভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে রথং স্থপেয়েতি তং জগাদ । তথাচোদিতস্তৎক্ষণাদেব ভীষ্মদ্রোণাদীনাম্ সর্বেষামেব মহীকিতাং প্রমুখে জ্বলীকেশোৎখো-ক্তমকরোৎ ॥ ১০ । জদৃগ্ভবদীয়ানাং জয়স্থিতিরिति চাবোচৎ ॥ ২৪ । ২৫ ॥

শ্রীধর ।—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ এবমুক্ত ইত্যাদি । গুড়াকান্নিদ্রা তত্শা উপেন জিতনিদ্রেণা অর্জুনেন এবমুক্তঃ সন্, ভারত হে ধৃতরাষ্ট্র । ভীষ্মেতি । মহীকিতাং রাজাঞ্চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথং স্থাপয়িত্বা হে পার্থ এতান্ কুরুন্ পশ্যেতি শ্রীভগবান্-বাচ ॥ ২৪ । ২৫ ॥

বলদেব ।—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয়ঃ প্রাহ এবমিতি । গুড়াকান্নিদ্রা তত্শা উপেন, স্বপদশ্রীভগবদ্গুণলাবণ্যস্থিতিনিবেশন বিজিতনিদ্রস্তং পরমভক্তস্তেনা অর্জুনেনৈব-

মুক্তঃ প্রবর্তিতো হৃষীকেশস্তচ্চিদ্বৃত্তাভিজ্ঞো ভগবান্ সেনয়োর্মধ্যে ভীষ্মদ্রোণয়োঃ সর্বেষাঞ্চ
মহীক্ষিতাং ভূভুজাঞ্চ প্রমুখতঃ সন্মুখে রথোত্তমমগ্নিদত্তং রথং স্থাপয়িত্বোবাচ, হে পার্থ
সমবেতানতান্ কুরুন্ পশ্যেতি । পার্থহৃষীকেশশকাভ্যামিদং হৃচ্যতে । অণাপিতৃষ্পুত্রদ্বাং
সংসারথামহং করিষ্যাম্যেব স্বস্তধুনৈব যুযুংসাম্ ত্যাক্যসীতি কিং শত্রুসৈন্তবীক্ষণেনেতি
সোপহাসো ভাবঃ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

মধুসূদন ।—এবমর্জুনেন প্রেরিতো ভগবান্ হিংসারূপং ধর্ম্মমাশ্রিত্য শ্রীমদ্রোণে দুর্জায়া-
বর্ত্তিয়যাতীতি ধৃতরাষ্ট্রাভিপ্রায়মাশঙ্ক্য তন্নিরাচিকীর্ষুঃ সঞ্জয়ো ধৃতরাষ্ট্রং প্রত্যুক্তবানিত্যাহ
বৈশম্পায়নঃ । সঞ্জয় উবাচ । হে ভারত ধৃতরাষ্ট্র ! ভরতবংশমর্যাদামমুসদ্ধাক্ষ্যাপি দ্রোণং
পরিত্যজ্য জাতীনামিতি সোধোনাভিপ্রায়ঃ । গুড়াকায় নিদ্রায় ঈশেন জিতনিদ্রতয়া
সর্ব্বত্র সাবধানেনার্জুনেনৈবমুক্তো ভগবানয়ং মদ্ভৃত্যোহপি সারথ্যে মাং নিযোজয়তীতি
দোক্ষাস্তাদ্য নাকুপ্যৎ, ন বা তং যুদ্ধান্নাবর্ত্তয়ৎ, কিন্তু সেনরোক্তভয়োর্মধ্যে ভীষ্মদ্রোণ
প্রমুখতস্তয়োঃ প্রমুখে সন্মুখে সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং সন্মুখে (‘আদ্যাদিত্যং মার্ক
বিভক্তিকস্তসিঃ’) চকারণে সমাসনিবিষ্টোহপি প্রমুখতঃ শব্দ আকৃত্যতে । ভীষ্মদ্রোণয়োঃ
পৃথক্কীর্ত্তনমতিপ্রাধান্যসূচনায়, রথোত্তমমগ্নিনা দত্তং দিব্যং রথং ভগবতা স্বয়মেব
সারথ্যোনাধিষ্ঠিততয়া চ সর্ব্বোত্তমং, স্থাপয়িত্বা হৃষীকেশঃ সর্বেষাং নিগূঢ়াভিপ্রায়জ্ঞো
ভগবানর্জুনশ্চ শোকমোহাবুপস্থিতাবিতি বিজ্ঞায় সোপহাসমর্জুনমুবাচ, হে পার্থ ! পৃথগাঃ
শ্রীষভাবেন শোকমোহগ্রস্ততয়া তৎসম্বন্ধিনস্তবাপি তদ্বত্তা সমুপস্থিতেতি হৃচয়ন্ হৃষীকেশ-
ব্রহ্মায়নো দর্শয়তি । পৃথা মম পিতুঃ স্বপা তস্তাঃ পুত্রোহসীতি সম্বন্ধোল্লেকেন চাশ্বাসয়তি,
‘মম সারথ্যে নিশ্চিন্তো ভূজ্য সর্ব্বানপি সমবেতান্ কুরুন্ যুযুংসন্ পশু, নিঃসক্তয়েতি’ দর্শনং
বিধাভিপ্রায়ঃ । অহং সারথ্যোহতিসাবধানঃ স্বস্ত সাম্প্রতমেব পার্থত্বং ত্যাক্যসীতি, কিং
তব পরসেনাদর্শনেনেত্যর্জুনশ্চ ধৈর্য্যমাপাদয়িতুং তাবদ্ব্যাহ্রং তাবৎপর্য্যন্তং ভগবতৌ বাক্যং
অজ্ঞাথ রথং সেনয়োর্মধ্যে স্থাপয়ামাসেত্যেবং ক্রিয়াং ॥ ২৪ । ২৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা উবাচেতি ব্রহ্মোঃ সম্বন্ধঃ । মহীক্ষিতাং পৃথীষ্মরাগাম্ ॥
২৪ । ২৫ ॥

• বিশ্বনাথ ।—হৃষীকেশঃ সর্বেশ্বরনিয়ন্তাপি এবমুক্তঃ অর্জুনেনাদিষ্টঃ, অর্জুনেন ত্রাগি-
দ্রিয়মাত্রেণাপি নিয়ম্যোহভূদিতি, অহো প্রেমবশত্বং ভগবত ইতি ভাবঃ । গুড়াকেশেন
গুড়া যথা মাধুর্য্যমাত্র প্রকাশকাত্ততপা স্বীয়স্নেহরসাবাদ প্রকাশকাঃ অকেশা বিষ্ণু-ব্রহ্ম-শিবা-
বস্ত্র-ভেন, অকারো বিষ্ণুঃ, কো ব্রহ্মা, ঈশো মহাদেবঃ । যত্র সর্ব্বাংসারগুড়ামণীন্দ্রঃ
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এষ প্রেমাধীনঃ সন্ আজ্ঞাহুবন্তী বভূব, তত্র গুণীবতারত্বাৎ তদংশা-
বিষ্ণু-ব্রহ্ম-কৃত্যঃ কথমৈবমর্থঃ প্রকাশয়ন্ত কিন্তু স্বকর্তৃকং স্নেহবৎ প্রকাশ্যৈব স্বং স্বং কৃতার্থং
মন্তস্ত ইত্যর্থঃ । বহুত্বং শ্রীভগবতা পরমব্যোমনাথেনাপি “বিজ্ঞান্তুগা যে যুবয়োদিদৃক্ষুঃ”
ইতি । বর্ষা গুড়াকা নিদ্রা তস্তা ঈশেন জিতনিদ্রেণেত্যর্থঃ । অত্রাপি ব্যাখ্যাসাং

সাক্ষাৎকার্য্যে অপি নিদ্রা যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স চাপি যেন প্রেয়া বিজিত্য বশীকৃতঃ তেনাৰ্জুনেন
মায়ারুত্তিনিদ্রা বরাকী জিতেনি কিং চিত্তমিতি ভাবঃ । ভীষ্মদ্রোণয়োঃ প্রমুখতঃ প্রমুখে
সম্মুখে সৰ্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং রাজ্যাক । প্রমুখত ইতি সমাসপ্রবিষ্টোহপি প্রমুখতঃ শব্দ
আক্ৰম্যতে ॥ ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—এরূপে অৰ্জুন কর্তৃক প্রেরিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অহিংসা ধর্ম্ম
অবলম্বন করিয়া অৰ্জুনকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিলেও করিতে পারেন, পুত্র-
স্নেহ পরবশ ধৃতরাষ্ট্রের এই আশা দূরীকরণাভিপ্রায়ে সজ্জয় বলিতেছেন, “হে
ভরত কুলজাত ধৃতরাষ্ট্র ! তুমি ভরতবংশ মহিমা সর্বদা স্মরণ করিয়া জাতি-
গণের সহিত দ্রোহাচরণ পরিত্যাগ কর । “ভারত” এই সম্বোধন দ্বারা ইহা
সূচিত হইল । (গুড়াকা শব্দে নিদ্রা তাহার জেথর অর্থাৎ জিতনিদ্র) অৰ্জুন
কার্য্যকালে নিদ্রিত কিংবা বিনুদ্ধ নহেন, তিনি অতিশয় সাবধান হইয়া কার্য্য
করেন ; এক্ষন্ত লোকে তাঁহাকে “গুড়াকেশ” বলিয়া নির্দেশ করে । মায়ার
নিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যিনি প্রেমদ্বারা বশীভূত করিয়াছেন, সেই অৰ্জুন
মায়ার রুত্তিরূপা বরাকী নিদ্রাকে যে বশীভূত করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য
কি ? অৰ্জুন কর্তৃক এরূপ আদিষ্ট ভগবান্, ‘আমার ভৃত্য আমাকে সারথ্য
কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে’ এই দোষ গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি কোপ করি-
লেন না, কিংবা যুদ্ধ হইতে তাঁহাকে নিরস্তও করিলেন না ; বরং তাঁহার
আদেশ গ্রহণ করিয়া ভীষ্ম দ্রোণাদিগ্গ সম্মুখে দিব্য রথ স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন,
‘হে পার্ধ ! তুমি ইচ্ছামত সকলকে দর্শন কর ।’ ভীষ্ম ও দ্রোণ এই দুইজনের
মাত্র নাম গ্রহণ করার, সর্ব সৈন্তাপেক্ষা এতদুভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীতি হইল ।
“হৃষীকেশ” অর্থাৎ সকলের গুণাভিপ্রায়াভিজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্মদিবদ্ব-
দিগকে দর্শনে অৰ্জুনের শোক ও মোহ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা জাত হইয়া
তদীয় মাতৃ নামদ্বারা উপহাস পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,
‘হে পার্ধ !’ হে পৃথা সূত ! অর্থাৎ কুন্তী যিনি জ্ঞী স্বভাববশতঃ শোক মোহ-
গ্রস্তা তুমি তাঁহারই পুত্র, সূতরাং এই সম্মুখ সংগ্রামে বন্ধু বান্ধবদিগকে
দর্শন করিয়া তোমারও শোক-মোহ উপস্থিত হইয়াছে । ইহাই পার্ধ এই
সম্বোধনের তাৎপর্য্য । পক্ষান্তরে পৃথা আমার পিতৃবসা, তুমি তাঁহার পুত্র,
এই সম্বন্ধ উল্লেখ পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেছেন,
‘আমি সাবধানে সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত আছি ; হে মদীয় পিতৃবসা পুত্র !
তুমি এই সমূহ-ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত হইয়া বীরদিগকে দর্শন কর ।’ অর্থাৎ ‘আমি

সারথি রূপে বর্তমান থাকিতে এই ঘোরতর সংগ্রাম ক্ষেত্রে তোমার কোন
বিপদের সম্ভাবনা নাই জানিবে ॥ ২৪ । ২৫ ॥

• —•:(~*~):•—

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃন্থ পিতামহান্ ।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।
শ্বশুরান্ স্নহদশৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥

অম্বয় ।—পার্থঃ তত্র উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি স্থিতান্ পিতৃন্থ অথ
পিতামহান্ আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ তথা
সখীন্ * শ্বশুরান্ চ স্নহদঃ এব অপশ্যৎ † ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—অর্জুন সেই-স্থানে উভয় সেনার-ই বিদ্যমান্ পিতৃব্য
সকল ও পিতামহগণ আচার্য্যসমূহ মাতুলবৃন্দ ভ্রাতৃবর্গ পুত্রসকল
পৌত্রসমূহ ও সখীগণ শ্বশুরসকল এবং বন্ধুসমূহকে দেখিলেন ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—অর্জুন সেই সমরোদ্যত যোদ্ধৃবর্গ মধ্যে পিতৃপরিবারস্থ
ব্যক্তিগণ, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্রস্থানীয় কুমার, সখা,
শ্বশুর এবং স্নহদ সমূহ দর্শন করিলেন ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিনি ।—এবং স্থিতে মহানর্ধে হিংসেতি বিপরীতবুদ্ধা যুদ্ধাপরিঃসা
পার্থস্ত সম্প্রবৃন্তেতি কথয়তি অত্রৈত্যাदिना । সম্প্রমা ভগবদভ্যুজ্ঞানে সমরসম্প্রসঙ্গায়
সম্প্রবৃন্তে সতীত্যেতদুচ্যতে সেনয়োরুভয়োরপি স্থিতান্ পার্থোইপশুদিতি সঙ্কমঃ । অথশঙ্ক-
তিথ্যশুকপরিঃসঙ্গঃ, শ্বশুরাঃ ভাৰ্য্যাগাং জনয়িতারাঃ, স্নহদো মিত্রাণি কৃতবর্ষপ্রভৃতয়ঃ

* সখা—স্নহৎ । সখা ও স্নহদ শব্দের অর্থ ও ভাবগত বিশেষ বিভিন্নতা আছে । উভয় শব্দের ব্যুৎপত্তি
আলোচনা করিলে তাহা অসম্ভব হইবে । সমানঃ খ্যাতে জনৈঃ নাস্তীতি ভিঃ স্নহাদিভ্যাং খ্যাতেৰলোপঃ
সমানস্য সম্ভাবশ্চ সখ্যাস্মিতি সেটী । অমরটীকায়াং ভরতঃ । হু শুভং উত্তমং বা হুং হৃদয়ং বখা[†];
চিক্তং ক্ষেতো হৃদয়ং স্বাতং হৃদয়ং সনঃ ইত্যমরঃ শুভং হিতং হৃদয়ং বখা সঃ । সমান প্রকৃতি বিশিষ্ট
আত্মীয় সখা এবং শুভানুধ্যায়ী আত্মীয় স্নহদ ।

† অর্জুন এখানে যে সকল সম্পর্কিত লোকের উল্লেখ করিতেছেন তন্মধ্যে অধিকাংশই পিতৃবদ্ভক্ত । যথা ;
উপাধায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ । মাতুলঃ শ্বশুরভ্রাতা মাতামহ, পিতামহৌ । বন্ধু, জ্যেষ্ঠ-
পিতৃব্যচ পুংস্বভেদঃ স্নহদঃ স্নহতাঃ । ইতি কোর্ক উপবিভাগে ১১ অধ্যায়ঃ ॥

পাঠান্তর—অত্রাপশ্যৎ

শ্রীধর ।—ততঃ কিংব্রতমিত্যাহ তত্রৈতাদি । পিতৃন্ পিতৃব্যানিত্যর্থঃ । পুত্রান্ পৌত্রানিতি দুৰ্য্যোধনাদীনঃ যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তানিত্যর্থঃ । সখীন্ মিত্রাণি, সূহৃদঃ কৃতোপকা-
রাংশ্চ জ্ঞপত্বাং ॥ ২৬ ॥

বলদেব ।—এবং ভগবতোক্তোহৰ্জুনঃ পরসেনামপশুদিত্যাহ তত্রৈতি সাক্ষিকেন ।
তত্র পরসেনায়াং, পিতৃন্ পিতৃব্যান্ ভূরিশ্রবঃপ্রভৃতীন্, পিতামহান্ ভীষ্ম-সোমদত্তাদীন্,
আচার্য্যান্ দ্রোণ-কৃপাদীন্, মাতুলান্ শল্য-শকুণাদীন্, ভ্রাতৃন্ দুৰ্য্যোধনাদীন্, পুত্রান্
লক্ষণাদীন্, পৌত্রান্ নপুংস্ লক্ষণাদিপুত্রান্, সখীন্ বয়স্তান্ দ্রোণ-সৈন্ধবাদীন্, সূহৃদঃ
কৃতবৰ্ম্ম-ভগদত্তাদীন্ । এবং অসৈন্ত্রেইপ্যপলক্ষণায়ম্ উভয়োরপি সেনায়োরবস্থিতান্ তান্
সৰ্গান্ বন্ধুন্ সমীক্ষ্যোক্তাশ্চ ॥ ২৬ ॥

মধুসূদন ।—তত্র সমরসমারম্ভার্থং সৈন্তদর্শনে ভগবতাভ্যহুজ্ঞাতে সতি সেনায়োক্তয়ো-
রপি স্থিতান্ পার্থোইপশুদিত্যশ্চয়ঃ । অথশব্দস্তথাশব্দপৰ্য্যায়ঃ । পরসেনায়াং পিতৃন্ পিতৃব্যান্
ভূরিশ্রবঃপ্রভৃতীন্, পিতামহান্ ভীষ্ম-সোমদত্তপ্রভৃতীন্, আচার্য্যান্ দ্রোণ-কৃপপ্রভৃতীন্,
মাতুলান্ শল্য-শকুনিপ্রভৃতীন্, ভ্রাতৃন্ দুৰ্য্যোধনপ্রভৃতীন্, পুত্রান্ লক্ষণপ্রভৃতীন্, পৌত্রান্
লক্ষণাদিপুত্রান্, সখীন্ অশ্বখাম-জয়দ্রথপ্রভৃতীন্, বয়স্তান্, সূহৃদা মিত্রাণি কৃতবৰ্ম্ম-ভগদত্ত-
প্রভৃতীন্ । সূহৃদ ইত্যেনেদং যাবন্তঃ কৃতোপকারা মাতামহাদয়শ্চ তে দ্রষ্টব্যঃ । এবং
অসেনায়ামপ্যপলক্ষণায়ম্ ॥ ২৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—তত্রৈতি । পিতৃন্ পিতৃব্যাধীন্, ভূরিশ্রবঃপ্রভৃতীন্, পিতামহান্ ভীষ্মাদীন্,
মাতুলান্ শল্যাদীন্, ভ্রাতৃন্ দুৰ্য্যোধনীন্, পুত্রান্ লক্ষণাদীন্, পৌত্রান্ লক্ষণাদিপুত্রান্, সখীন্
অশ্বখামাদীন্, সূহৃদঃ কৃতবৰ্ম্মাদীন্ ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—উভয় সৈন্ত মধ্যে বন্ধু-বান্ধবগণই যুদ্ধাভিলাষে দণ্ডায়মান
রহিয়াছেন দেখিয়া, অৰ্জুনের মানসিক বৈরনির্যাতন প্রবৃদ্ধি শিথিল হইয়া
ক্ৰমশঃ তাঁহার সাহসিক ভাব অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল । তিনি আর
স্বতন্ত্রাষ্ট পুত্রদিগকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিলেন না । তখন
অৰ্জুন উভয় দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, এক পক্ষে পিতৃব্য ভূরিশ্রবা
প্রভৃতি, পিতামহ ভীষ্ম-সোমদত্ত প্রভৃতি, আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি,
মাতুল শল্য-শকুনি প্রভৃতি, ভ্রাতা দুৰ্য্যোধন প্রভৃতি, পুত্র দুৰ্য্যোধনাদির
পুত্র লক্ষণ প্রভৃতি, পৌত্র লক্ষণাদির পুত্র, সখা অশ্বখামা ও জয়দ্রথ প্রভৃতি,
এবং নিজ পক্ষেও উল্লিখিতরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট আত্মীয়গণ, ইহারা সকলেই
প্রাণের মায়া উপেক্ষা করিয়া এই ঘোরতর সংগ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন ।
“সূহৃদ” শব্দ দ্বারা বাহারা, কৃতোপকারী, এবং মাতামহ প্রভৃতি স্বজনগণও
প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ২৬ ॥

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সৰ্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্ ।

রূপয়া পরয়াবিষ্টো বিবীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥ . .

অমর ।—সঃ কৌন্তেয়ঃ অবস্থিতান্ তান্ সৰ্বান্ বন্ধুন্ * সমীক্ষ্য
পরয়া রূপয়া আবিষ্টো বিবীদন্ ইদং অব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—সেই অর্জুন অবস্থিত সেই সকল 'সুহৃদগণকে' দর্শন-
করিয়া অতিশয়-দয়া-পরবশ-হইয়া ভ্রঃখ-করিতে-করিতে ইহা
বলিলেন ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—অর্জুন সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে নানাপ্রকার সম্বন্ধযুক্ত
আত্মীয়, কুটুম্ব ও সুহৃদবর্গকে সন্দর্শন করিয়া দয়ার্জি চিত্ত হইলেন
এবং শোক সহকারে বলিলেন ॥ ২৭ ॥

তানন্দগিরি ।—সেনাধয়ে ব্যবস্থিতান্ বধোক্তান্ পিতৃপিতামহাদীনালোক্য পুরম-
রূপাপরবশঃ সন্নর্জুনো ভগবন্তমুক্তবানিত্যাহ তানিতি । বিবীদন্ বধোক্তানাং পিত্রাদীনাং
হিংসাসংরস্তনিবন্ধনং বিষাদমুপতাপং কুর্ক্সন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ত্রিধর ।—ততঃ কিং কৃতবান্ ইত্যাহ তানিতি । সেনায়োক্তভয়োরেবং সমীক্ষ্য রূপয়া
মহত্যা আবিষ্টো গৃহীতো বিষয়ঃ সন্ ইদমর্জুনোব্রবীৎ । ইত্যন্তরত্মাক্ষিপ্লোকবাক্যার্থঃ ।
আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ ॥ ২৭ ॥

বলদেব ।—অথ সর্বেষরো দয়ালুঃ কৃষ্ণঃ সপরিব্রাজ্যোপদেশেন বিশ্বমুদ্ভীযুর্জুনঃ
শিষ্যং কর্তুং তৎসম্বন্ধেহপি যুদ্ধে "ন হিংস্তাৎ সৰ্বা ভূতানি" ইতি শ্রুতার্থভাসেনাধর্ম্যতামাত্ম
তং সমোহং কৃতবানিত্যাহ তান্ সমীক্ষ্যতি । কৌন্তেয় ইতি স্বায়ম্ভুতমুপব্রজ্যোক্ত্যা
ভুক্তশ্রী, মোহশোকৌ তদা তত্ত্ব ব্যাজ্যতে । রূপয়া কত্র্যা ইত্যুক্তেঃ স্বভাবসিদ্ধান্ত রূপেতি
জ্ঞোভ্যতে, অতঃ পরয়েতি তদ্বিশেষণম্ । অপরয়েতি বা ছেদঃ । স্বসৈন্তে, পূর্বমপি
রূপান্তি, পরসৈন্তে উপর্যাপি সাত্ত্বিত্যর্থঃ । বিবীদন্নুতাপং বিন্দন । অত্রোক্তিবিষাদ-
মৌরেককাল্যাণকালে বিষাদকার্য্যাপ্যশ্রুতসম্মকর্ত্তবাদীনি ব্যাজ্যন্তে ॥ ২৭ ॥

মধুসূদন ।—এবং স্থিতে মহানধর্মো হিংসেতি বিপরীতবুদ্ধ্যা মোহাখ্যায় শাস্ত্রাবিহিত
হেনাধর্ম্যত্মমিতি জ্ঞানপ্রতিবন্ধকেন চ মমতানিবন্ধনেন চিত্তবৈকল্যেন শোকাখোনাভভূত-
বিবেকশ্রীজুনন্ত পূর্বমারদ্ধাবুধ্যাৎ স্বধর্ম্মাধুপরিব্রজ্য মহানর্থপর্য্যবসায়িনী বৃত্তেতি

* সগোত্র বান্ধব-বন্ধু জ্ঞাতি-স্বভূজনাঃ সমাঃ ইত্যমরঃ । জ্ঞাতি ও কুটুম্বের ইদানীং যেকণ্ড অর্ধগত বিভিন্নতা
ঘটিরাছে, পূর্বকালে সেরূপ ছিল না । জ্ঞাতি শব্দ কুটুম্ববাচকও ছিল । সুতরাং একমাত্র বন্ধু শব্দে
পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার আত্মীয়ই বুঝাইতেছে ।

দর্শয়তি । কোন্তেয় ইতি জ্ঞীপ্রভবৎকীর্তনং, পার্থবদসার্থক মৃত্যামপেক্ষ্য কৃপয়া কৰ্ম্মণ্য স্বব্যাপারৈর্নৈবাভিষ্টো ব্যাপ্তো ন তু কৃপাং কেনচিৎস্বাপারৈর্নাবিষ্ট ইতি স্বতঃ সিদ্ধবাস্ত কৃপেতি নৃত্যতে, এতৎ প্রকটীকরণায় পরয়েতি ব্যবচ্ছেদঃ । স্বসৈন্তে পুরাণি কৃপাভূদেব তস্মিন্ সময়ে তু কৌরবসৈন্তেহপ্যপরা কৃপাভূদিত্যর্থঃ । বিধীদন্ বিবাদমুপতাপং প্রাপ্নুবন্ অত্র-
রীদিভুক্তি-বিবাদয়োঃ সমকালতাং বদন্, সগদগদকণ্ঠতাপ্রপাতাদিবিবাদকার্য্যমুক্তিকালে
ছোতয়তি ॥ ২৭ ॥

“বিশ্বনাথ ।—দুর্যোধনাদীনং যে পুত্রাঃ পৌত্রাস্চ তান্ ॥ ২৬ । ২৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্যাদি পরম আত্মীয় ও অন্তান্ত
স্বহৃদগণকে দর্শন করিয়া অৰ্জুনের হৃদয় অতিশয় বিষয় ও কাতর হইয়া
উঠিল । এই মহাযুদ্ধে প্ররত্ত হইলে নিশিত শায়কাদি অস্ত্র দ্বারা এই সকল
পরমাত্মীয় ব্যক্তির কলেবর বিদ্ধ করিতে হইবে এবং তাঁহাদিগকে জীবন
বিহীন করিতে হইবে, এই কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া এবং তাদৃশ
হৃদয়বিদারক দুঃখটনার পরিণাম সমূহ স্মরণ করিয়া জ্ঞানবান্ ও সহৃদয়
অৰ্জুনের অন্তঃকরণ মথিতপ্রায় হইল । বীরকুলচূড়ামণি অৰ্জুন অধুনা
স্বীকৃণোচিত কোমল হৃদয় হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার মাতৃনামের পরিচয়ে
তাঁহাকে এ স্থলে 'কৌন্তেয়' বলিয়া উল্লেখ করা হইল ।

পরমদয়াপ্রবণ বিধেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অমৃতকল্প উপদেশ দ্বারা বিশ্ব সংসার
উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে যে পরম শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবেন মনস্থ করিয়া-
ছেন, তাহার নিমিত্ত অৰ্জুনের স্থায় সৰ্ব্বগুণাস্থিত শিষ্যের প্রয়োজন । এই
জন্ত ভগবান্ কৃত কৌশলেই অৰ্জুনের অধুনা এই সম্মোহ উপস্থিত হইল
এবং আত্মীয় হননাভিপ্রায়ে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াও সম্প্রতি তাঁহার
বিষম চিন্তাবৈকল্য জন্মিল ।

কেহ কেহ “অপরয়া কৃপয়া” এরূপ ছেদ করেন । অপক্ষীয় সৈন্তের
প্রতি পূৰ্ব্ব হইতেই যথেষ্ট কৃপা ছিল, এক্ষণে অপর পক্ষীয় সৈন্তের প্রতি
অৰ্জুনের হৃদয়ে কৃপার আবির্ভাব হইল, ইহাই এরূপ অবয়ের ভাব ॥ ২৭ ॥

অৰ্জুন-উবাচ ।

দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন সমবস্থিতান্ ।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

অম্বয় ।—অৰ্জুন উবাচ । কৃষ্ণ * যুযুৎসুং ইমান্ স্বজনান্ সমব-
হিতান্ দৃষ্ট্ৱ। মম গাত্রাণি সীদন্তি মুখং চ পরিশুভ্যাতি ॥ ২৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—অৰ্জুন বলিলেন । ভগবন্ ! যুদ্ধাভিলাষী এই আত্মীয়-
সকলকে সমবেত দেখিয়া আমার অঙ্গ সকল অবসন্ন-হইতেছে মুখও
বিশুদ্ধ-হইতেছে ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে নারায়ণ ! সম্মুখবর্তী সময়ক্ষেত্র মধ্যে এই সকল
আত্মীয়বর্গকে দর্শন করিয়া আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অবসন্ন এবং
মুখ পরিশুদ্ধ হইতেছে ॥ ২৮ ॥

আনন্দগিরি ।—তদেবেদং শব্দবাচ্যং বচনমুদাহরতি দৃষ্টেতি । আত্মীয়ং বন্ধুবর্গং
যুদ্ধেচ্ছয়া যুদ্ধভূমাবুপস্থিতমুপলভ্য শোকপ্রযুক্তিং দর্শয়তি সীদন্তীতি । দেবাংশ্চৈব অর্জুন-
স্তান্নান্নবিদঃ স্বপরদেহে স্বাত্মীয়্যাত্মিমানবতন্তুং প্রিয়স্ত যুদ্ধারম্ভে তন্মুত্থাপ্রসঙ্গদর্শিনঃ শোকো
মহানাসীদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর ।—কিমত্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ দৃষ্টেমা নিত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তম্ । হে কৃষ্ণ
যুদ্ধ মিহিতঃ পুরতঃ সমাগবস্থিতান্ স্বজনান্ বন্ধুজনান্ দৃষ্ট্ৱ। মদীয়ানি গাত্রাণি করচরণাদীনি
সীদন্তি বিশীর্ণ্যন্তে ॥ ২৮ ॥

বলদেব ।—কৌন্তেয়ঃ শোকবাকুলং যদাহ তদম্ভবদতি দৃষ্টে মমিতি । স্বজনং স্ববন্ধু-
বর্গং (জাতাবেকবচনং) । “সগোত্রবান্ধবজ্ঞাতিবন্ধুস্বজনাঃ সমাঃ” ইত্যমরঃ । দৃষ্ট্ৱাবস্থিতস্ত
মম গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদন্তি শীর্ণ্যন্তে । পরিশুভ্যাতিতি শ্রমাদিহেতুকাচ্ছোষাদতিশয়ি-
ত্বম্ভ শোষস্ত ব্যজ্যতে ॥ ২৮ ॥

মধুসূদন ।—তদেব ভগবন্তঃ প্রত্যর্জুনবাক্যমবতারয়তি সঞ্জয়ো অৰ্জুন উবাচে-
তীদিনা । “এষ যুজ্জ্বলিতঃ সংখ্যে” ইত্যন্তঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন । তত্র স্বধর্মপ্রযুক্তিকারীগীভূত-
তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিবন্ধকঃ স্বপরদেহে স্বাত্মীয়্যাত্মিমানবতোহনান্নবিদোহজ্জুনস্ত “যুদ্ধেন স্বধর্ম-
দেহরিনাশপ্রসঙ্গদর্শিনঃ শোকো মহানাসীদতি তল্লিঙ্গকথনেন দর্শয়তি ত্রিভিঃ ।” অৰ্জুন-
উবাচ । ইমং স্বজনং আত্মীয়ং বন্ধুবর্গং যুযুৎসুং যুদ্ধভূমৌ চোপস্থিতং দৃষ্ট্ৱ। হিতস্ত মম পশ্যতো
মমৈত্যাঃ । গাত্রাণি অঙ্গানি সীদন্তি মুখঞ্চ পরিশুভ্যাতি, পরিশ্রমাদিনিমিত্তশোষাপেক্ষয়াতি-
শয়কথনায় সর্বতোভাবে বাচিপরিশব্দপ্রয়োগঃ ॥ ২৮ ॥

* পদ্মপুর্নবর্ষে “কৃষ্ণ” এই নামের অর্থ নির্ণয় উপলক্ষে শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, “কৃষিভূবাচকঃ
অথো নৃশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ । তয়োৱৈক্যং পরত্রক কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ।” অর্থাৎ কৃষ্ণ-সংসার, ন মুক্তি ।
যিনি সংসার হইতে মুক্তি প্রদান করেন তিনিই কৃষ্ণ । অথবা “কর্ষয়েৎ সর্কং জগৎ কালরূপেণ যঃ স কৃষ্ণঃ” ।
যিনি কালরূপে সর্ক জগৎকে কর্ষণ করেন তিনিই কৃষ্ণ । অথবা “কৃষিত পরমানন্দঃ নৃশ্চ তদাত্তকর্ষণি ।”
অর্থাৎ বাঁহার দাত্তকর্ষে পরমানন্দ তিনিই কৃষ্ণ ।

পাঠান্তর—দৃষ্টে মং স্বজনং কৃষ্ণ ।

নীলকণ্ঠ ।—কৃপয়াঃ স্নেহেন, স চ স্বজনমিতি বিশেষণেন প্রদর্শ্যতে ॥ ২৭।২৮॥

তাৎপর্য্য ।—সেই সংস্কৃত সাগরবৎ উৎসাহ ও উদ্যমপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত উদ্যতায়ুধ বীরগণের বদন মণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া, অৰ্জুনের হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল । তিনি যতদূর নেত্রপাত করিলেন, সমরক্ষেত্রে ততদূর পর্য্যন্ত কেবল চিরপরিচিত পরমাত্মীয়, স্নহদগণের বদন অবলোকন করিতে লাগিলেন । ধৃতরাষ্ট্রের আশঙ্কিত ধর্ম্মক্ষেত্রে মাহাত্ম্য অনর্থক বাক্যে পর্য্যবসিত হইল না । বীরপুঙ্গব অৰ্জুনের হৃদয় সঙ্কণ্ঠের প্রভাবে নিরতিশয় কাতর ও অবসন্ন হইয়া উঠিল । সেই ব্যথিত-হৃদয় বিকলচিত্ত অৰ্জুন তখন স্বীয় সখা ও সারথী নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—
“হে ভবরোগবৈদ্য, হে হৃদয়-বেদনাবিনাশক কৃষ্ণ ! অদ্য এই মহাদ্ সমাকীর্ণ সমরক্ষেত্র সন্দর্শন করিয়া আমার হৃদয় নিদারুণ বিষাদভারে নিপীড়িত” হইতেছে, আমার দেহ নিতাস্ত অবসন্ন বোধ হইতেছে এবং আমার মুখ বিশৃঙ্খল হইয়াছে ।”

এতক্ষেণে প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীমদ্ভগবদগীতা আরম্ভ হইল । ধনঞ্জয়ের এতাদৃশ উদ্বেগই এই অমূল্য শাস্ত্রের বীজ । এই বীজ অচিরে অঙ্কুরিত হইয়া সেই পরমকবি, একমাত্র দার্শনিক, জগদেক আশ্রয়, জীবের অনন্ত শরণ্য, পুণ্যপুরুষ ভগবানের যুক্তি, তর্ক ও তত্ত্বকথারূপ পরম শোভাময় শাখাপল্লব পরিশোভিত সুবিস্তৃত বিটপীর আকার ধারণ করিবে ॥ ২৮ ॥

—:(*):—

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।

গাণ্ডীবং অংসতে হস্তাং ত্বক্ চৈব পরিদহতে ॥ ২৯ ॥

অর্থ ।—মে শরীরে বেপথুঃ চ রোমহর্ষঃ চ জায়তে হস্তাং গাণ্ডীবং চ অংসতে ত্বক্চৈব পরিদহতে ॥ ২৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—আমার দেহে কম্প ও রোমাঞ্চ জন্মিতেছে হস্ত-হইতে গাণ্ডীবধনু-ও * বিপ্রস্ত-হইতেছে এবং চর্ম্ম-ও দন্ধ হইতেছে ॥ ২৯ ॥

* খাণ্ডব দাহের পূর্বে বরুণ কর্তৃক অৰ্জুনকে প্রদত্ত ধনু নাম গাণ্ডীব । এই ধনু ভগবান্ ত্রিকা কর্তৃক বিনির্ম্মিত, বিচিত্র বর্ণ্যাদি বিশিষ্ট এবং বিবিধ অসাধারণ ও অত্যুচ্চ শক্তি সম্পন্ন । এই গাণ্ডীবের সঙ্গে যুদ্ধে দুইটি অক্ষয়তুণীরও তৎকালে অগ্নির নিদেশ বশবর্তী বরুণদেব অৰ্জুনকে প্রদান করিয়াছিলেন ।

ব্যাখ্যা ।—এই বন্ধুগণকে দর্শন করিয়া আমার দেহ বিকম্পিত ও কণ্টকিত হইতেছে, শরীর এতই অবসন্ন হইয়াছে যে গাণ্ডীবধনু হস্ত-
দ্রষ্ট হইতেছে এবং উৎকণ্ঠা-জনিত উত্তাপে আমার চক্ষু বৈন দগ্ধীভূত
হইতেছে ॥ ২৯ ॥

আনন্দগিরি ।—অঙ্গেষু ব্যথা যুখে পরিশেষেচ্চ্যুতরং শোকলিঙ্গমুক্তং, সম্প্রতি
বেপথুপ্রভৃতীনি ভীতিলিঙ্গাভ্যাপত্তভূতি বেপথুশ্চেতি । রোমহর্ষো রোমাঃ গাঞ্জেষু পুলকি-
তত্বম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ বেপথুশ্চেত্যানি । বেপথুঃ কম্পঃ, রোমহর্ষো রোমাঞ্চঃ, অংসতে
নিপততি, পরিদহতে সর্বতঃ সন্তপ্যতে ॥ ২৯ ॥

বল্লাদেব ।—বেপথুঃ কম্পঃ, রোমহর্ষঃ পুলকঃ । গাঞ্জীবভ্রংশেনাধৈর্ঘ্যং স্বপদাহেন
হৃদবিদাহো দর্শিতঃ ॥ ২৯ ॥

মধুসূদন ।—বেপথুঃ কম্পঃ রোমহর্ষঃ পুলকিতত্বম্ । গাণ্ডীবভ্রংশেনাধৈর্ঘ্যলক্ষণং
দৌর্বল্যং, স্বপরিদাহেন চান্তঃসন্তাপো দর্শিতঃ ॥ ২৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—সীদন্তি নিশ্চেষ্টানি ভবন্তি । রোমহর্ষো রোমাঞ্চঃ ॥ ২৮ । ২৯ ॥

তাৎপর্য ।—যে বীর শরীরে স্বর্গালয়ে গমন করিয়া অলোক-
সামান্ত শৌর্য প্রভাবে দেবগণের রূপাভাজন হইয়াছিলেন, যে বীর
অভূতনাথ ভবানীপতির সহিত সমরে ভীত বা কুণ্ঠিত হন নাই, যে বীরের
অত্যদ্ভুত রণপাণ্ডিত্য দর্শনে দেবগণ বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে বহুবিধ
দিব্যাস্ত্র পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন, যে বীর দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্তেই
সায়ুক-প্রাক্ষেপ তৎপরতা হেতু সব্যসাচী নামে অভিহিত, অদ্য স্থান
মাহাত্ম্যে অভূতপূর্ব সাত্ত্বিক ভাবের সমাবেশ হেতু, সেই দৈবশক্তি সম্পন্ন
বীরবরের দেহ শিশুর ন্যায় বলহীন, হস্ত জরাগ্রস্তের ন্যায় নিশ্চল, অঙ্গাদি
বেতসবৎ বিকম্পিত ও শরীর শল্লকীর তুল্য কণ্টকিত হইয়া উঠিল । “যে
গাণ্ডীব নামক মহাধনুঃ অর্জুনের বাহুর অবিচ্ছিন্ন অলঙ্কার স্বরূপ, আজি
ধনুঞ্জয়ের বিশাল বাহু সে আয়ুধের ভারসহনে অশক্ত হইল । তিনি সকা-
তরে স্বকীয় বিগদৃশ দশার বৃত্তান্ত সেই সনাতন পুরুষের নিকট নিবেদন
করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

ন চ শক্নোম্যবস্থা তুং ভ্রমতী ব চ মে মনঃ ।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

অন্বয় ।—কেশব * অবস্থা তুং চ ন শক্নোমি মে মনঃ চ ভ্রমতি ইব বিপরীতানি নিমিত্তানি † চ পশ্যামি ॥ ৩০ ॥

প্রতিশব্দ ।—কেশব ! স্থির-থাকিতে আর পারিতেছি না আমার মনও যেন ঘুরিতেছে এবং বিরুদ্ধ দুঃসংকল্প সকলও দেখিতেছি ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে দুঃসংকল্প ও শিষ্টপালক হরে ! আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, বিবিধ দুঃসংকল্প দর্শনে আমার চিত্ত যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে ॥ ৩০ ॥

আনন্দগিরি ।—কিঞ্চিৎকামপি সংবৃত্তমিত্যাহ নচেতি । মোহোহপি মহান্ ভবতী-
ত্যাহ ভ্রমতীবেতি । বিপরীতনিমিত্তপ্রতীতিরপি মোহো ভবতীত্যাহ নিমিত্তানীতি । তানি
বিপরীতানি নিমিত্তানি যানি বামনেন্দ্রক্ষুরগাদীনি ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর ।—অপিচ নচ শক্নোমীত্যাদি । বিপরীতানি নিমিত্তানি অনিষ্টহৃৎকানি
শকুনাদীনি পশ্যামি ॥ ৩০ ॥

বলদেব ।—ন চেতি । অবস্থা তুং স্থিরো ভবিতুং মনো ভ্রমতী ব চেতি দৌর্ভাগ্য-
মূর্ছয়োরুদয়ঃ । নিমিত্তানি ফলাত্তত্র যুদ্ধে বিপরীতানি পশ্যামি । বিজয়িনো মে রাজ্যপ্রাপ্তি-
রানিন্দো ন ভবিষ্যতি । কিন্তু তদ্বিপরীতাহমুতাপ এব ভাবীতি । নিমিত্তশব্দঃ ফলবাচী
কস্মৈ নিমিত্তান্নাত্ম বসসীত্যাদৌ তথা প্রতীতেঃ ॥ ৩০ ॥

মধুসূদন ।—অবস্থা তুং শরীরঃ ধারয়িতুং ন চ শক্নোমীত্যেনে ন মূর্ছা হৃদ্যাতে, তত্র হেতুঃ
মম মনো ভ্রমতীবেতি ভ্রংগকর্তৃসাদৃশ্যং নাম মনসঃ কশ্চিৎকামবিশেষো মূর্ছায়াঃ পূর্বা-
পর্যাবস্থান্তদো যত এবমতো নাবস্থা তুং শক্নোমীত্যর্থঃ । পুনরপাবস্থানাসামর্থ্যে কারণমাহ
নিমিত্তানি চ হৃৎকতয়া আসন্নহৃৎখণ্ড বিপরীতানি বামনেন্দ্রক্ষুরগাদীনি পশ্যামি অহুভবামি,
অতোহপি নাবস্থা তুং শক্নোমীত্যর্থঃ, অহমনাত্মবিন্দেন দুঃখিতকষ্টনিবন্ধনং ক্লেশমহুভবামি,
অং তু সদানন্দরূপভাজো কাসংস্পর্শীতি কৃষ্ণপদেন সূচিতম্, অতঃ স্বজনদর্শনে তুল্যোহপি
শোকাসংসঙ্গদ্বন্দ্বলক্ষণাদিশেষাৎ স্বং মামশোকং কুর্কিতি ভাবঃ । কেশবপদেন চ তৎকরণ-

* কেশব—ক, ব্রহ্মা, ঈশ ব্রহ্ম অর্থাৎ শিব, গমনার্থ বধাতু সহকারে, এ প্রুই দেবতা অমুক্তপ্পা সহকারে
গমন করিতেছেন এই অর্থ । অথবা কেশ—ব অর্থাৎ যিনি প্রাপ্ত হন, যিনি স্বল্পর কেশ প্রাপ্ত হন তিনিই
কেশব । অথবা কেশী নামক দৈত্যকে যিনি সংহার করিয়াছেন তিনিই কেশব ।

† নিমিত্তঃ—হেতু হেতু ইত্যমরঃ ।

সামর্থ্যং । কো ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, ঈশো রূদ্রঃ সংহর্তা, তৌ বাতোহম্বকম্পতয়া গচ্ছত ইতি
 ব্যুৎপত্তেঃ । ভক্তদুঃখকর্ষিত্বং বা কৃষ্ণপদেনোক্তং, কেশবপদেন চ কেশাদিভুগুণৈর্ভূতানিবর্ধনেন
 মর্কণ্ডা ভক্তানু পালয়সীত্যতো মামপি শোকনিবারণেন পালয়িষ্যসীতি স্মৃতিতম্ ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ ।—দৃষ্টে তাত্র স্থিতস্যোত্যাদ্যাহাৰ্গ্যং, বিপরীতানি নিমিত্তানি ধননিমিত্তকৌহল-
 মত্র মে বাস ইতিবিস্মিত্তশব্দোহয়ং প্রয়োজ্যমবাচী । ততশ্চ যুদ্ধে বিপ্লবিনো মম রাক্ষাশাভাৎ
 স্তৃং ন ভবিষ্যতি কিম্ব তদ্বিপরীতমহুতাপদুঃখমেব ভাবীত্যর্থঃ ॥ ২৮ । ২৯ । ৩০ ॥

তাৎপর্য ।—অৰ্জুনের হৃদয় এতই দুৰ্বল হইয়া উঠিল যে, তিনি যেন
 চতুর্দিকে নানাবিধ অচিস্তিত-পূৰ্ব্ব দুৰ্গন্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন এবং
 তজ্জন্ম নিতান্ত চলচ্চিত্ত হইয়া পড়িলেন । তাঁহার হৃদয় অতিশয় অস্থির ও
 মল্লক বিঘূর্ণিত হইতে থাকিল, সুতরাং তাঁহার স্থিরভাবে অবস্থান করিবার
 শক্তি তিরোহিত হইয়া আসিল । তখন তিনি সকাতরে হৃদয়-সুখা, বিপন্ন-
 বাক্তব রুক্মিণী-কান্তকে নিজ অবস্থা নিবেদন করিলেন । অচিরে ভারত
 যুদ্ধরূপ যে দুর্নিবার দারুণ বিপদ সমুপস্থিত হইবে, যে শোণিত-শ্রোতে
 বসুন্ধরা প্লাবিত হইবে এবং যে হৃদয়-দ্রবকর নরহত্যা-ব্যাপার সজ্জিত হইবে
 তাহার অগ্রদূত স্বরূপ বিবিধ অশুভ চিহ্ন অৰ্জুনের গোচরীভূত হইতে
 থাকিল । ভাবী অমঙ্গল ব্যাপার স্মরণ করিয়া অশক্ত অৰ্জুন, ভগবানের
 অনুকম্পা লাভার্থ ও স্বকীয় ব্যাকুল হৃদয়ের প্রসাধনার্থ, নায়ায়ণকে উপর্যু-
 পন্ন, এই দুই শ্লোকে ‘কৃষ্ণ’ ও ‘কেশব’ এই দুই অল্লাঙ্করযুক্ত বহুবর্ধসম্বলিত
 ও ভক্তিপ্রিয় নাম দ্বারা সম্বোধন করিলেন । অর্থাৎ হে কৃষ্ণ ! তুমি শোক-
 মোহাতীত পরমপুরুষ, দয়া করিয়া আত্মীয়-হনন-কল্পনা-বিকল এ দানবকে
 তোমার শ্রুত শোক-মোহ-শূন্য করিয়া চরিতার্থ কর । হে কেশব ! তুমি যে
 এই মহোপকারসাধনে সমর্থ তাহার সন্দেহ নাই, যেহেতু কেশাদি ভুগুণ-দমন
 পূৰ্ব্বক নিরন্তর শিষ্ট-পালন করিয়া তুমি চিরদিনই ভক্ত ও অনুগত জনের
 রক্ষাবিধান করিয়া আসিতেছ । অতএব শোকমোহ বিদূরিত করিয়া
 আমাকেও তোমার রক্ষা করিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

—:(*):—

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ।

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

অহ্ময় ।—কৃষ্ণ আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং হত্বা * শ্রেয়ঃ (মঙ্গলং) চ ন অমুপশ্যামি বিজয়ং চ রাজ্যং সুখানি চ ন কাঙ্ক্ষে (কাময়ে) ॥ ৩১ ॥

প্রতিশব্দ ।—নারায়ণ ! যুদ্ধে আত্মীয় বিনাশ-করিয়া শুভ-ও দেখি-
তেছি না জয়লাভ এবং রাজ্য এবং সুখ-সকল আকাঙ্ক্ষা-করি না ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে পরমপুরুষ ! এই সময়ে আত্মীয়বর্গকে বিনষ্ট করিয়া
পরিণামে শুভকল কি হইবে তাহা অমুভব করিতে পারিতেছি না ;
একুপ অবৈধ কার্য্য সম্পাদন করিয়া, আমি বিজয়লাভ বা সুখৈশ্বর্য্য
সন্তোগের কামনা করি না ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরি ।—যুদ্ধে স্বজনহিংসরা ফলানুপলভাদপি তস্মাদ্ভগবিরংসা জায়ত ইত্যাহ
নচেতি । প্রাপ্তানাং যুৎস্থানাং হিংসরা বিজয়ো রাজ্যং সুখানি চ লক্শ্য শক্যানীতি-কুতোযুদ্ধাচ্চ-
পরতিরজ্যাপেক্ষাহ ন কাঙ্ক্ষে ইতি ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ নচেত্যাদি । আহবে যুদ্ধে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ ফলং ন পশ্যামি ।
বিজয়াদিকং ফলং কিং ন পশ্যসীতি চেৎ তত্রাহ ন কাঙ্ক্ষ ইতি ॥ ৩১ ॥

বলদেব ।—এবং তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিকূলং শোকমুক্তা তৎপ্রতিকূলাং বিপরীতবুদ্ধিমাহ
ন চেতি । আহবে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ো নৈব পশ্যাসীতি । “দাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডল-
ভেদিনৌ । পরিব্রাড্‌যোগযুদ্ধশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ ॥” ইত্যাদিনা হতস্ত শ্রেয়ঃস্বরণাৎ হস্তর্ষে
ন কিঞ্চিচ্ছ্রয়ঃ । অস্বজনমিতি বা ছেদঃ । অস্বজনবধেহপি শ্রেয়সোহভাবাৎ স্বজনবধে পুনঃ
কুতস্তরাং ভদিত্যর্থঃ । এমু যশো রাজ্যলাভো দৃষ্টং ফলমসীতি চেৎ তত্রাহ ন কাঙ্ক্ষ ইতি ।
রাজ্যাদিপ্ৰসূহাবিরহাভ্যায়ে বিজয়ে মম প্রবৃন্তিন বৃজ্জা, রুদ্ধনে যথা ভোজনেচ্ছাবিরহিণঃ ।
তস্মাদিরণ্যনিবসনমৈবান্নাকং শ্লাঘাজীবনঞ্চ ভাবীতি ॥ ৩১ ॥

মধুসূদন ।—এবং লিজহারেণ সমীচীনপ্রবৃত্তিহেতুতত্ত্বজ্ঞানপ্রতিবন্ধকীভূতং শোক-
মুক্তা লক্ষ্মীতি তৎকারিতাং বিপরীতপ্রবৃত্তিহেতুতত্ত্বাং বিপরীতবুদ্ধিং দর্শয়তি নচেতি । শ্রেয়ঃ
পুরুষার্থঃ দৃষ্টমদৃষ্টং বা বহুবিকল্পমুপলব্ধমপি ন পশ্যামি স্বজনমপি যুদ্ধে হত্বা শ্রেয়ো ন
পশ্যামি । “দাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ । পরিব্রাড্‌যোগযুদ্ধশ্চ রণে চাভিমুখে
হতঃ ॥” ইত্যাদিনা হতস্তৈব শ্রেয়োবিদ্যেমাভিধানাৎ । হস্তস্ত ন কিঞ্চৎ স্কৃতং এবং
স্বজনবধেহপি শ্রেয়সোহভাবো স্বজনবধে স্ততরাং তদভাব ইতি জাপরিত্তঃ স্বজনমিত্যুক্তম্,
এবং সমাহববধে শ্রেয়ো নাসীতি সিদ্ধসার্থারণ্যাহব ইত্যুক্তম্ ॥ ৩১ ॥

* যুদ্ধে যুদ্ধের শুভকল সবকে বহিঃপুরাণে নিম্ন লিখিতরূপে লিখিত আছে । রাজা বা রাজপুত্রো বা
সেনাপতিরূপাণি বা । ইতিঃ কত্রৈণ বঃ পুরুষত লোকেহকরো ক্রিবঃ । বাবন্তি তত পাত্রাণি তিনন্তি শত্রুসাহবে ।
তাবতা লভতে লোকাং সর্বকামসুখাংকরান্ ॥

বিশ্বনাথ ।—শ্রৈয়ো ন পশ্যামীতি । “দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ ।
পরিব্রাড়্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ ॥” ইত্যাদিনা হতস্তেব শ্রৈয়োবিধানাং হস্তস্ত ন
কিমপি স্কৃতম্ । নহু দৃষ্টং কলং যশো রাজ্যম্ বর্জতে যুদ্ধভ্রুতি অত আহ ন কাঙ্ক্ষ
ইতি ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য ।—বিষাদ-ভারাবনত-অন্তর অর্জুন সুহৃদগণের শোণিতে
ধরণী রঞ্জিত করিয়া, আত্মীয়গণের কলেবর বাণবিদ্ধ ও তাঁহাদিগকে জীবন-
বিহীন করিয়া বিশেষ কোন শুভফল সম্ভাবিত বলিয়া অনুমান করিলেন
না । আত্মীয় হননরূপ বিগর্হিত কর্ম্মের পরিণামফলস্বরূপ রাজ্য ও সুখৈ-
শ্বর্য্য তাঁহার বিবেচনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইল ।
সেই ব্রাহ্মান্ত ভাবী সৌভাগ্যের প্রত্যাশায়, আপাততঃ এতাদৃশ হৃদয়হীন
কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে তাঁহার প্ররুতি হইল না । তিনি জয়লাভ ও
রাজ্যভোগকে যৎসামান্য জ্ঞানে উপেক্ষা করিলেন ।

টীকাকার পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ, মধুসূদন সরস্বতী এবং বিশ্বনাথ
চক্রবর্তী মহাশয় এই শাস্ত্রীয় বচন দ্রুত করিয়াছেন । “দ্বাবিমৌ পুরুষৌ
লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ । পরিব্রাড়্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ ॥”
অর্থাৎ দ্বিবিধ পুরুষ সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতি করেন, যোগযুক্ত পরিব্রাজক এবং
লংঘ্যানে নিহত বীর । অর্জুন বিচার করিয়া দেখিলেন, তিনি যোগযুক্ত
পরিব্রাজক নহেন, সুতরাং তদ্বৎ তাঁহার সূর্য্যালোকে বাগের আশা নাই ।
আর তিনি জয়লাভার্থ যুদ্ধাভিলাষী ; সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ তাঁহার কামনা
নহে । সুতরাং তদ্বৎ তাঁহার পরকালে সূর্য্যালোকে নিবাসের সম্ভাবনা
নাই । অতএব বাহাতে পারলৌকিক শ্রৈয়োলাভের কোন সম্ভাবনা নাই,
তাদৃশ ক্ষণ-বিধ্বংসী, মরণকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী, অতি দুঃখ জয়লাভ ও রাজ্য-
ভোগ কামনায়, আত্মীয় নিপাতরূপ মহাপাপের অনুষ্ঠান যৎপরোনাস্তি
অবৈধ । তিনি রাজ্যপ্রাপ্তির আশা উপেক্ষার সহিত অন্তর হইতে বর্জ্জন
করিলেন । কেহ কেহ “হত্বা অশ্বজনমাহবে” এরূপ ছেদ করেন । অশ্বজন
অর্থাৎ অনাত্মীয় ব্যক্তিকেও সমরে বধ করিলে কোনই শ্রৈয়োলাভ ঘটে না,
সুতরাং অশ্বজনবধে শ্রৈয়োলাভের সম্ভাবনা কোথায় ? অর্জুন এরূপ বিবে-
চনাও করিয়া থাকিতে পারেন ॥ ৩১ ॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।
 যেসামর্থে কাক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২॥
 ত ইমেইবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ।
 আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
 মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।
 এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি যতোইপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥
 অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিম্ মহীকৃতে ।
 নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনাদর্শন ॥ ৩৫ ॥

অর্থঃ ।—গোবিন্দ ! * নঃ (অস্মাকং) রাজ্যেন কিং ভোগৈঃ
 জীবিতেন বা কিং যেসামর্থে (নিমিত্তে) নঃ রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি
 চ কাক্ষিতং (প্রার্থিতং) তে ইমে আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ চ তথা
 এবচ পিতামহাঃ মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ তথা সম্বন্ধিনঃ
 (বৈবাহিকাঃ) প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা যুদ্ধে অবস্থিতাঃ মধুসূদন ! †
 মহীকৃতে (ক্ষিতিলাভায়) কিং নু ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্য হেতোঃ অপি (মাং)

* গোবিন্দ ।—(১) গোবিন্দ বেদনাম্ভবান্ । গো—ভাষা, বিন্দ যিনি জানেন, অর্থাৎ যিনি বেদান্ সৰ্ব
 শাস্ত্রে ও বর্গ ভাবায় অভিজ্ঞ । (২) গাং বিন্দতা ভগবতঃ গোবিন্দেন নষ্টাং ধরণীং পূর্বাং অবিন্দন গৈ ওজ্জ্বলিতাং ।
 গোবিন্দ ইতি তেনাহং দেবৈর্বাগ্ভিরভিহুতঃ ॥ যিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া নষ্টা মেদিনীর উজ্জ্বল সাধন
 করিয়াছিলেন । অথবা যিনি গো অর্থাৎ বর্গ প্রাপক, অথবা যিনি গোরক্ষার আনন্দিত । (৩) অহং কিলেজ্ঞো
 দেবানাং হং গবামিত্রজাতং পতঃ । গোবিন্দ ইতি লোকাস্থাং স্তোম্যতি ভূবি শাসতম্ । (৪) গাং গিহ্মসমূহঞ্চ
 বিদ্যতে যোঃ বলীলয়া । জ্ঞানসিদ্ধসমূহঞ্চ গোবিন্দেন কীর্তিতঃ । যিনি বিশ্বদলের ভক্ষক । গোবিন্দ নাম
 অপরিমিত মহাসমূহ । বহুপুরাণে যমানুসানাদ্যায়ে লিখিত আছে,—“যে হ্রিষ্টঃ স্বপদন্ত গচ্ছতচ্চলিত্তে
 কৃতে । সংকীর্তয়ন্তি গোবিন্দং তে বস্ত্রাজাঃ সুরতঃ ॥

† মধুসূদন ।—সূদনং মধুদৈত্যস্ত বশ্যং স মধুসূদনঃ । ইতি সন্তো বদন্তীণং বেদভির্ভার্মীক্ষিতম্ ॥ মধু-
 ক্রীষক্ মাধীকে কৃষকশ্চ ওভ্যন্তে । ভক্তানাং কর্ণপাতকৈব সূদনঃ মধুসূদনঃ ॥ পরিণামান্তং কর্ণ জাতানাং
 মধুরং মধু । কহোতি সূদনং যৌ হি স এব মধুসূদনঃ ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে । মধুসূদন নামের সাহায্যে যথা ।
 মহাপ্রভোঃ সংসারে ৯০ কর্ণপাতকসূদনঃ । বিপত্তৌ তস্য সম্প্রতিভবেদিত্যাহ শঙ্করঃ ॥

স্বতঃ (স্বায়তঃ) অপি এতানু হস্তং ন ইচ্ছামি জনার্দন ! ‡ ধার্ত্ত-
রাষ্ট্রানু নিহত্য (বিনাশ্য) নঃ কা প্রীতিঃ (আনন্দঃ) স্তাৎ ॥ ৩২—৩৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—জগৎপতে ! আমাদের রাজ্যে কি-প্রয়োজন, সম্পদ-
সম্ভোগে বা জীবনধারণে কি-প্রয়োজন, যাহাদের নিমিত্ত আমাদের
রাজ্য ভোগ এবং সুখ প্রার্থিত সেই ইহারা আচার্য্য সকল পিতৃস্থানীয়
সকল পুত্র সকল এবং সেই প্রকারই পিতামহগণ মাতুলগণ শ্বশুরগণ
পৌত্রগণ শ্যালকগণ এবং বৈবাহিকসকল প্রাণ ও ধন পরিত্যাগ করিয়া
যুদ্ধে অবস্থিত, শত্রুতাপন ! পৃথিবীর মিমিত্ত কি স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল-
রাজ্যের নিমিত্ত-ও (আমাকে) বধ করিলেও ইহাদিগকে হনন-
করিতে ইচ্ছা করি না, জগজ্জীবন ! দুর্ঘোষনাদিকে বধ-করিয়া আমি-
দের কি আনন্দ হইবে ॥ ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে নারায়ণ ! আমাদের রাজ্যভোগ ও সুখৈশ্বর্যের
প্রয়োজন কি ? আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র,
শ্যালক এবং বৈবাহিক প্রভৃতি যে সকল আত্মীয় কুটুম্বের সহিত এক-
যোগে সুখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া লোকে রাজ্যভোগ
ও সুখাদির কামনা করে, তাঁহারা সকলেই জীবন ও সম্পত্তির ম্যয়া
পরিত্যাগ করিয়া এই সময়ে দণ্ডায়মান হইয়াছেন । অতএব হে
মধুসূদন ! সামান্য বস্তুদ্বার কথ্য কি বলিতেছ, যদি এই সকল ব্যক্তি
আমাকে বিনাশও করেন এবং ইহাদিগকে হত্যা করিলে আমি ত্রিলো-
কাধোশ্বর হইতে পারি, তথাপি মৈ কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমি অস-

‡ জনার্দন ।—সমুদ্রবাসী জন নামক অশুরকে যিনি অর্দন অর্থাৎ বধ করেন । অথবা যিনি জনের অর্থাৎ
লোক-সমূহের পুরুষাৰ্থে অর্ধনা করেন । অথবা যিনি জন্ম বাশ করেন অর্থাৎ ভক্তের মুক্তিদান করেন । অথবা
যিনি শিবরূপে দ্বোকসমূহের সংহার করেন । অথবা যিনি ব্রহ্মরূপে লোকসমূহের উৎপাদন করেন । অথবা
যিনি কালরূপে লোক সমূহকে আশ্রয় করেন । সমুদ্রান্ত বাসিনো জনীনায়েঃসুরানু অদিতবানু জনার্দনঃ ।
কিংখু জনৈলৌকৈরদ্যতে বাচ্যতে পুরুষাৰ্থীরাঃসৌ জনার্দনঃ । কিংবা জনং জন্ম অর্দয়তি হন্তি ভক্তস্য
মুক্তিদাদিতি জনার্দনঃ । কিংবা জনানু লোকান, অর্দতি হররূপেণ সংহারকাদিতি জনার্দনঃ । কিংবা
জনয়তি উৎপাদয়তি লোকান, ব্রহ্মরূপেণ সৃষ্টিকর্তৃদ্বাদিতি জনার্দনঃ । জনশাস্তৌ অর্দনুশ্চেতি জনার্দনঃ ।
কিংবা জনানু লোকান, অর্দতি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি রক্ষণার্থং পালকদ্বাদিতি জনার্দনঃ । ইত্যবরটাকাং
ভরতঃ । জনার্দন শব্দের সাহায্যোক্তি বধা : ভোজনে চ জনার্দন ইত্যাদি ।

মর্থ । হে সৰ্বলোক-সন্তাপ-নাশক পুরুষোত্তম ! দুৰ্য্যোধনাদি আত্মীয়-বৰ্গকে সন্মানে নিহত করিয়া আমাদের কোনই আনন্দের সম্ভাবনা নাই ॥ ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ ॥

আনন্দগিনি ।—কিমিতি রাজ্যাদিকং সৰ্ব্বকাজ্জিত্বাং ন কাজ্যসে তেন হি পুত্রভ্রাতাদীনাং স্বাস্থ্যমাধাতুং শক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ কিমিতি । রাজ্যাদীনাংক্ষেপে হেতুমাহ যেযামিতি । তানেব বিশিনষ্টি আচাৰ্য্য ইতি । মাতুলা ইতি । শ্রীলা ভাৰ্য্যাণাং ভ্রাতরো যুট্ঠামপ্রভৃতয়ঃ । বধ্যেষপি স্বরাজ্যপরিপহিষাততায়িষু কৃপাবুদ্ধ্যা স্বধৰ্ম্মাং যুদ্ধাং পূৰ্ব্বোক্ত-মোক্ষাদিবশাং প্রচ্যুতিং প্রদৰ্শয়তি এতানিতি । “জিঘাংসন্ত জিঘাংসীয়াং” ইতি শ্রামাদেতেষাং হিংসা ন দোষায়ৈত্যাশঙ্ক্যাহ স্নতোহপীতি । পৃথিবীপ্রাপ্ত্যর্থং হি হননমেতেষামিয্যতে ন চ তৎপ্রাপ্তিঃ সমহিতেতি কৈমুতিকত্বায়েন দৰ্শয়তি অপীতি । ন হি মহদপি ত্রৈলোক্য-লক্ষণং রাজ্যং লক্ষুঃ স্বজনহিংসায়ৈ মনো মদীয়ং স্পৃহয়তি, পৃথিবীপ্রাপ্ত্যর্থং পুনৰ্বন্ধুবধং ন শ্রদ্ধধামীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ । দুৰ্য্যোধনাদীনাং শত্রুণাং নিগ্রহে প্রাপ্তিপ্রাপ্তিসম্ভবানুযুক্তং কৰ্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ নিহত্যেতি ॥ ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ ॥

শ্রীধর ।—এতদেব প্রপঞ্চয়তি কিং নো রাজ্যেনেত্যাদি সার্কষয়েন । ত ইমে ইতি । যদর্থমস্মাকম্ রাজ্যাদিকমপেক্ষিতম্ তে এতে প্রাণধনাদিত্যাগমঙ্গীকৃত্য যুদ্ধার্থমবস্থিতাঃ, অতঃ কিমস্মাকম্ রাজ্যাদিভিঃ কৃত্যমিত্যর্থঃ । নমু যদি কৃপয়া স্বমেতান্ ন হংসি তর্হি স্বামেতে রাজ্যালোভেন হনিষ্যন্ত্যেব অন্তঃসম্ভেদতান্ হত্বা রাজ্যং ভুজ্জ্জ্বতি তত্রাহ এতানিত্যাদিনা সার্কেন । স্নতোহপি অস্মান্ মারয়তোহপি এতান্ । অপীতি । ত্রৈলোক্যরাজ্যস্তাপি হেতো-ন্তৎপ্রাপ্ত্যর্থমপি হন্তং নেচ্ছামি কিং পুনর্মহীমাঐ প্রাপ্তয়ে ঈত্যাং ॥ ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ ॥

বলদেব ।—গোবিন্দেতি । গাঃ সৰ্ব্বৈজিয়বৃত্তীঃ বিন্দমীতি স্বমেব মে মনোগতম্ প্রতীহীত্যর্থঃ । রাজ্যাদ্যন্যাকাজ্জায়াঃ হেতুমাহ যেযামিতি । প্রাণান্ প্রাণাশাম্ ধনানি ধনাশামিতি লক্ষণয়া বোধ্যম্ । স্বপ্রাণব্যয়েহপি স্ববদ্ধুত্বার্থা রাজ্যস্পৃহা স্তাৎ তেষামুপাত্ত-নাশপ্রাপ্তের্গণার্থেব যুদ্ধে প্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ । নমু স্বং চেৎ কারুণিকত্বান ন হস্তান্তর্হি তে স্বরাজ্যং নিষ্কটকং কৰ্ত্তুং স্বামেব হস্তায়িতি চেৎ তত্রাহ এতানিতি । মাং স্নতোহপি হিংসতো-ৎপেতান্ হন্তমহং নেচ্ছামি । ত্রৈলোক্যরাজ্যস্ত প্রাপ্তয়েহপি কিম্ পুনরুন্নতম্ । নমুজান্ হিবা যুতরাষ্ট্রপত্না এব হস্তব্যা বহুত্বংখদাতৃণাম্ তেষাম্ ঘাতে স্ত্বখসম্ভবাদিতি চেৎ তত্রাহ নিহত্যেতি । ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ দুৰ্য্যোধনাদীন নিহত্যা স্থিতানাং নঃ পাণ্ডবানাং কা প্রীতিঃ প্রসন্নতা স্তান্ কপীতি । অচিরমুখাভাসস্পৃহা চিরতরনরকহেতুভ্রাতৃবধো ন যোগ্য ইতি ভাবঃ । হে জনার্দনেতি । বদ্যতে হস্তব্যান্তর্হি ভূভারাপহারী স্বমেব তান্ জহি পরেশন্ত তে পাপগন্ধ-লব্ধো ন ভবেদিতি ব্যংগ্যতে ॥ ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ ॥

মধুসূদন ।—নমু মাতৃদৃষ্টং প্রয়োজনম দৃষ্ট প্রয়োজনানি তু বিজয়ো রাজ্যং স্তথানি

চ নির্বিবাদানীত্যত আহ ফলাকাজ্জাচ্ছাপ্যপ্রবৃত্তৌ কারণম্ অতন্তদাকাজ্জায়া অভাবাৎ তদুপায়ে যুদ্ধে ভোজনেচ্ছাবিরহিণ ইব পাকাদৌ মম প্রবৃত্তিরমুপপন্নোত্যর্থঃ । কৃতঃ পুনরিতর-পুরুষৈরিষ্যমাণেষু তেষু তবানিচ্ছৈত্যত আহ কিম্ ন ইতি । ভোগৈঃ স্তুতৈঃ, জীবিতেন জীবিতসাধনেন বিজয়েনেত্যর্থঃ । বিনা রাজ্যং ভোগান্ কৌরববিজয়ঞ্চ বনে নিবসত্যাম্রাকম্ তেনৈব জগতি শ্লাঘনীয়জীবিতানাং কিমেতিরাকাজ্জিতৈরিতি ভাবঃ । গোশব্দবাচ্যানীজি-স্নাত্ত্বিষ্ঠানতয়া নিত্যং প্রাপ্তম্ভবেব মমৈহিকফলবিরাগং জানানীতি সূচয়ন্ সযোধ্যয়তি গোবি-দ্দেতি । রাজ্যাদীনামাক্ষেপে হেতুমাং যেষামিতি । এতেন স্তম্ভ বৈরাগোহপি স্বীয়ানামর্থ-যতনীয়মিত্যপাত্তম্, একাকিনো হি রাজ্যাত্তনপেক্ষিতমেব । যেষাস্ত বন্ধুনামর্থো তদপেক্ষিতঃ ত এতে প্রাণান্ প্রাণাশাং ধনানি ধনাশাঞ্চ তাক্সা যুদ্ধেহবস্থিতা ইতি ন স্বার্থঃ স্বীয়ার্থো বায়ং প্রযত্ন ইতি ভাবঃ । ভোগশব্দঃ পূৰ্ব্বত্র স্তম্ভপরতয়া নির্দিষ্টোৎপাদ্য পৃথক্ স্তম্ভগ্রহণাৎ স্তম্ভসাধনবিষয়পরঃ । প্রাণ-ধনশব্দৌ তু তদাশালক্ষ্যকৌ, স্বপ্রাণভ্যাগেহপি স্ববন্ধুনামুপভোগ্যং ধনাশা সম্ভবেদিতি তদ্বারণায় পৃথক্ধনগ্রহণম্ । যেষামর্থো রাজ্যাত্তপেক্ষিতঃ তে তত্র নাগতা ইত্যশঙ্ক্য তান্ বিশিনষ্টি । স্পষ্টম্ । নহু যদি ক্রপরা ত্বমেতান্ ন হংসি তর্হি ত্বামেতে রাজ্য-লোভেন হনিষ্যন্তোব অতন্তমেবৈতান্ হত্বা রাজ্যং ভুঞ্জেক্ত্যত আহ । ত্রৈলোক্যরাজ্যাত্তপি হেতোস্তংপ্রাপ্ত্যর্থমপি অম্মান্ ব্রতোহপ্যেতান্ হন্তুমিচ্ছামপি ন কুর্যামহং কিং পুনর্হত্যাং, মহীমাত্রাপ্রাপ্তয়ে তু ন হত্বামিতি কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ । মধুসূদনেতি সযোধ্যয়ন্ বৈদিক-মাধ্বাপ্রবর্তকঃ ভগবতঃ সূচয়তি । “নবজ্ঞান বিহার ধার্ত্তরাষ্ট্রা এব হন্তব্যান্তেষামত্যস্তকুরুর তত্তদুৎখদাতৃণাং বধে প্রীতিসম্ভবাদিত্যত আহ । ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ দ্রুপ্যোধনাদীন্ ভ্রাতৃনুনিহত্য স্থিতানামম্রাকং কা প্রীতিঃ স্তাং ন কাপীত্যর্থঃ । নহি মূঢ়জনোচিতক্রণমাত্রধর্ত্তিস্থখভাসলোভেন চিরতরনরকযাতনাহেতুর্কল্পবধোহম্রাকং যুক্ত ইতি ভাবঃ । জনান্দিনেতি সযোধ্যয়নেন যদি যথা এতে তর্হি ত্বমেবৈতান্ জহি প্রলয়ে সর্বজনহিংসকভেহপি সর্বপাপাসংস্পর্শিত্বাদিতি সূচয়তি ॥২-৩৫॥

নীলকণ্ঠঃ—নিমিত্তানি লোকক্ষয়করাণি ভূমিকম্পাদীনি । স্তালা ইতি (স্তাল শব্দো দস্তম্ভাদিঃ, “বিজামাতুরুতবাস্তালা ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ স্তালাজানাবপতীতি বা লাজ্জা লাজতে; স্তং শূণ্ণং স্ততেরিতি যাক্) । হন্তুমিচ্ছামি মম ন ভবতি কিমুত হন্তব্যমিত্যর্থঃ । “মহীকূতে পৃথিব্যর্থো ॥ ৩১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—ইহ সংসারে নিত্যস্ত স্বার্থপর ও হৃদয়হীন জনগণই স্বকীয় সুখসৌভাগ্যের কামনা করে এবং আত্মীয় বন্ধু ও স্বজনাদিকে বঞ্চনা করিয়া স্বকীয় ইষ্ট সাধনের উপায় অন্বেষণ করে । কিন্তু বাঁহারা জ্ঞানবান্ তত্ত্বজ্ঞ ও বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন তাঁহারা সূতৃত আত্মীয় স্বজনাদির সুখ সাধনের উপায় অন্বেষণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া পরমানন্দ উপ-ভোগ করেন । অর্জুন দেবরাজ ইশ্বরের তনয়, সূতরাজ দেব-বুদ্ধি-সম্পন্ন,

বিশেষতঃ সংসার-মাগরের ভেলক-কল্ল সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষ তাঁহার হৃদয়
 সখা এবং জারখী রূপে তদীয় রথে অবস্থিত । নান্দ্যং ধর্ম-স্বরূপ ধর্ম-নন্দন
 যুধিষ্ঠির, তাঁহার পরম ভক্তিভাজন অগ্রজ, ইত্যাদি সকল বিষয় বিবেচনা
 করিলে তাঁহার জ্ঞান, বিবেক ও তত্ত্ব-বুদ্ধি স্বভাব-সজ্জাত ও অলৌকিক বলিয়া
 প্রতীত হয় । সেই ধর্ম-প্রাণ কোমল-হৃদয় অর্জুন, এই আত্মীয় স্বজন পরি-
 পূরিত সময়ক্ষেত্র সন্দর্শনে, নিতান্ত বাধিত-হৃদয় ও বিকল-চিত্ত হইলেন ।
 যে দিকে তিনি নেত্রপাত করিতে লাগিলেন, সেই দিকেই পরম পূজ্যপাদ
 এবং ভক্তিভাজন আচার্য্য ও পিতামহ, পিতৃব্য ও মাতুল, পরম স্নেহ-ভাজন
 জ্যাতুম্পুত্র ও পৌত্র, বা নিরতিশয় প্রেমাশ্রয় সুহৃদ ও শ্যালকাদির বদনকমল
 তাঁহার নেত্র-সমক্ষে নিপতিত হইতে থাকিল । সেই সকল স্বজনগণের কোমল
 কলেবর বাণবিন্দু করিয়া তাঁহাদিগকে নিহত না করিলে যুদ্ধে জয় লাভের
 সম্ভাবনা নাই । যে সকল আত্মীয় স্বজনের সহিত একত্র অবস্থিত হইয়া সুখ
 সৌভাগ্য সম্ভোগ না করিলে সকলই রুখা ও নিতান্ত অরুচিকর রূপে উপ-
 লব্ধ হয়, সেই সুহৃদবর্গকে বিনষ্ট করিয়া রাজ্যার্জ্জনের আকাজ্জা নিতান্ত
 ঘৃণাজনক ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অর্জুনের হৃদয়ঙ্গম হইল । তখন তিনি
 নিরতিশয় করুণস্বরে ও কাতর ভাবে সেই অত্র মন্ত্রণা ও পরত্র মুক্তি প্রদা-
 য়ক, বাধিত বেদনা বিনাশক, বিপত্তির মধুসূদনকে বলিলেন, “হে গোবিন্দ,
 হে মদেক ভরসাম্বল ! তুমি সম্মুখে থাকিলে রণে বা বনে, জলে বা স্থলে
 কুত্রাপি আমার হৃদয় অণুমাত্র বিচলিত হয় না ; কিন্তু অদ্য, হে অনবদ্যাক্স !
 তোমার এই অযুগতাদমের হৃদয় সমস্ত পরাশ্রয় হইতেছে । সামান্য রাজ্যের
 কথা কি, রলিতেছ, যদি আজি স্বজনবর্গকে হনন করিলে, ত্রিলোকপতির
 সিংহাসন আমার সম্মুখে পরিস্থাপিত হয়, যদি এই প্রিয় আত্মীয়গণের
 প্রাণ-নাশ করিলে কল্লনাভীত সুখ-সৌভাগ্যের দ্বার আমার সম্মুখে উন্মুক্ত
 হয়, হে অন্তর্য্যামিন্ ! আমি উপেক্ষার সহিত, সেই সিংহাসন আমার দৃষ্টি-
 পথ হইতে বিদূরিত করিয়া দিব এবং যৎপরোনাস্তি ঘণার সহিত সেই
 উন্মুক্ত দ্বার হইতে দৃষ্টি বিপথগামী করিব, তথাপি, এই সুহৃদবর্গের প্রাণ
 নাশ ত, দূরের কথা, ইহাদিগের অঙ্গে অন্তর্ক্ষেপও করিব না । যদি সমরার্থী
 প্রতিদ্বন্দ্বী বোধে সম্মুখস্থ স্বজনগণ আমাকে ক্ষত বিক্ষত করেন, আমি নীরবে ও
 অকাতরে তাহা সহ্য করিব, তথাপি অমর্ষ-প্রদীপ বা বিজিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া

ভাঁহাদিগের সঙ্গে অন্তঃক্ষেপের বাসনাও করিব না । নিতান্ত ক্ষণবিধ্বংসী ও
বৎসামান্য সুখের লোভে, জাঁহননরূপ ঘোর বিগর্হিত পাপের অনুষ্ঠান
করিয়া, আমি অনন্ত নরক ভোগ করিতে বাসনা করি না । সমাগত স্বজন ও
সুহৃদগণের হৃদয়ের উদারতা ও মহত্ত্ব দর্শনে আমি বিস্ময়াবিষ্ট ও বিমোহিত
হইতেছি । ইহারা প্রাণপরিত্যাগে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া এই মহাযুদ্ধে আগমন
করিয়াছেন ; ধনোপার্জন বা স্বার্থসাধন বাসনা ইহাদিগকে এই বিপদারণ্যে
উপস্থিত করে নাই । কেবল সুহৃদর হিতকামনা ও পরের উপকার সাধন
বাসনার বশবর্তী হইয়াই ইহারা এই দারুণ বিপজ্জনক যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত
হইয়াছেন । সুতরাং ভাঁহারা যে অতিশয় মহোচ্চমনা ও উদারহৃদয় তাহার
আর সন্দেহ নাই । এরূপ দেবকল্প ব্যক্তিবর্গকে বিনাশ করিবার কল্পনাও
নিতান্ত দূষণীয়া ।

হে ত্রীকূট ! যদি ইহাকে বধা বলিয়াই তোমার বোধ হইয়া থাকে, অহা
হইলে—তুমি ইচ্ছাময় ও প্রলয়কালে সকল জীবের ধ্বংসসাধন তোমারই
কার্য্য, তুমি অবহেলায় সকলকে বিনষ্ট করিয়া স্বকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে
পার । প্রলয়কালে মনুষ্য সংহার কর বলিয়াই তোমার নাম ‘জনার্দন’ ; তুমি
পাপাতীত পরম পুরুষ । সুতরাং এরূপ প্রাণিনাশে তোমার কোনই সঙ্কো-
চের কারণ নাই ॥ ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ ॥

—(:::)—

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বেতানাততায়িনঃ ।

তস্মান্নাহা বয়ং হস্তং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবাক্তবান্ ।

স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ! ॥ ৩৬ ॥

অনুব্র ।—এতান্ আততায়িনঃ (বধাহান্) হত্বা [হিতান্]
অস্মান্ পার্শ্বং এব আশ্রয়েৎ তস্মাৎ বয়ং সবাক্তবান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ হস্তং
ন অর্হাঃ (সমর্থাঃ) মাধব ! হি স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ (অনন্দিতাঃ)
স্যামঃ (ভবেম) ॥ ৩৬ ॥

* ব্যাকরণের সুপ্রসিদ্ধিগে এক কর্তৃক “কৃ” প্রত্যয় হয় । “এতান্ হত্বা অস্মান্ পার্শ্বং এব আশ্রয়েৎ” এই
বাক্যে ক্রিয়াধরের তিন কর্তৃক যে দুই দিকাকারণ “হিতান্” এই পদ উল্লিখিত করিয়াছেন ।

প্রতিশব্দ ।—এই-সকল আততায়িদিগকে * বধ-করিয়া (অবস্থিত) আমাদিগকে পাণই আশ্রয় করিবে তজ্জন্য আমাদের আত্মীয়-সহকৃত ধৃতরাষ্ট্র-তনয়-গণকে বধ-করা যোগ্য নহে মাধব ! † হেহেতু আত্মীয়কে বিনাশ-করিয়া কিরূপে সুখী হইব ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—আততায়িগণকে নিপাত করা শাস্ত্রসম্মত হইলেও, আমাদের এই বিপক্ষগণকে বধ করিলে পাণই হইবে ; তজ্জন্য আত্মীয় পরিসৃত হৃষ্যোধনাদির বধ সাধন করা কদাপি যুক্তিযুক্ত নহে । হে কেশব ! স্বজন সংহার করিয়া কিরূপে সুখলাভ করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৩৬ ॥

আনন্দগিরি ।—যদি পুনরায় হৃষ্যোধনাদরো ন নিগৃহ্ণেয়ন্তু ভবন্তুর্হি তৈর্নিগৃহীতাঃ খিতাঃ স্মারিত্যাপেক্ষ্যাহ পাণমেবেতি । যদিমে হৃষ্যোধনাদরো নির্দোষানেনাস্মান্ বৃদ্ধভূয়ো হত্যাভ্যুদয়ান্মিহো গরদশ্চৈত্যাঙ্গিলক্ষণোপেতানাততায়িনো নির্দোষস্বজনহিংসা-প্রযুক্তং পাণং পূর্বমেব পাপিনঃ সমাপ্রয়েদিত্যর্থঃ । অথবা যদ্যপ্যেতে ভবন্তাততায়িন-

* স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে অগ্নিবারা গৃহাহকারী, বিধ প্রদানকারী, বখার্ব শত্রুহারী, ধনাগহারী, ভুগম্পত্তি-হারী, গ্রীহরণকারী এই ছয় জন আততায়ী । “অগ্নিদো গরদশ্চৈব শত্রুপানিধনাংহঃ । কেজদারাগহারী চ বড়েতে আততায়িনঃ ॥” আততায়ী বধ করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পাণস্পর্শ হয় না । বধ) ; “আততায়িনমারান্তং হতাদোষাভিচারয়ন্ । নাভতায়িবেদো দোষো হতুর্ভবতি কশ্চন ॥” ভারত যুদ্ধের অবসানে পাণ্ডবদিগের পুত্রহত্যা অবধারিত হৃত ও রজ্জ্ববদ্ধ হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, “তদসৌ বধ্যতাং পাণ আততায়ীষাং-বুধুঃ ।” সে হলেও অর্জুন, বকীর অসাধারণ মহত্ব ও উদারতা হেতু ভগবানের নির্দেশ পালন না করিয়া সেই পরম শত্রুকে শিবিরে আনয়ন করিলেন । অলৌকিক উদাররূপের দ্রোণদী সেই পুত্রহা-ওক-পুত্রকে কমা করিতে বলিলেন । ভীমসেন সেই শত্রুকে তৎক্ষণাৎ নিহত করিতে পরামর্শ দিলেন । কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুনকে পুনরায় ভগবান্ বলিলেন, “ব্রহ্মবজ্রং হস্তব্য আততায়ী বখার্বণঃ । মরৈবোত্তরমারাত্তং পরিপাক্তু-শাসদন্ ॥” অর্জুন তখন পূর্ণপ্রভ ও সম্পূর্ণ সাধু । তিনি সেই পরম শত্রুর মূর্খত্ব বেশ সহিত মন্তকমণি ছেদন করিল। তাহাকে শিবির হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন । ভাগবত । ১ম বন্ধ ৭ম অধ্যায় ।

† মাধব । নাচ ব্রহ্মবজ্রপা বা মূলপ্রকৃতিগীষরী । নারায়ণীতি বিখ্যাতা বিষ্ণুনারায়ণভাবী । মহালক্ষ্মী-বজ্রপা চ বেবমাতা সরস্বতী । রাধা বহুজরা গঙ্গা তান্যে স্বামীচ মাধবঃ ॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত । মাধব নামের দ্বিধাত্মা বিস্তর । বখা “ওমিত্যেকাক্ষরে মন্ত্রে হিতঃ সর্বগতো হসিঃ । মাধবারেত বৈ নাম ধর্ম্মকার্যমোক্ষদন্ ॥” বহিপুরাণ । অর্জুন একবার শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে পুনঃপুনঃ ভেদীয় সহস্রাব্দ রূপের প্রয়োজন কি ? তোমার কোন কোন নাম প্রত্যেক ফলপ্রদ তাহা আমাকে বল । তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বে অষ্টাবিংশতি নামের উল্লেখ করেন, তাহার মধ্যে মাধব নাম পরিদ্রষ্ট হয় । বখা ; “দোষিলং পুতরীকাক্ষী মাধবং বধননন ॥” ইতি শ্রীভগবান্ ন সংবাদ ।

ত্বদ্যাপ্যোতানতিশোচান্ হৃষ্যোদনাদীন হিংসিত্বা তৎকৃতং পাপমস্মান্নেবাপ্রশ্নয়েদতো নাস্মাভি-
য়েতে হস্তব্যা ইত্যর্থঃ । অথবা গুরুভ্রাতৃস্বহৃৎপ্রভৃতীনেতান্ হৃষ্য বয়মাততায়িনঃ তাম-
ত্বতশ্চৈতান্ হৃষ্য তৎকৃতং পাপমাততায়িনোহস্মানেব সমাপ্রশ্নয়েদিত্তি যুদ্ধাঙ্গুপরমণ্মস্মাকং
শ্রেয়স্করমিত্যর্থঃ । কলাভাবাদনর্থসম্ভবাচ্চ পরহিংসান কৰ্ত্তব্য ইত্যাশংসংহরতি তস্মাদিতি ।
কিঞ্চ রাজ্যস্বধুমুদ্ভিষ্ট যুদ্ধমুপক্রম্য তেন ন স্বজনপরিষ্করে স্বধুমুপপদ্যাতে তেন ন কৰ্ত্তব্যং
যুদ্ধমিত্যাহ স্বজনং হীতি ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধর ।—নহু চ “অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণিধর্নাপহঃ । ক্ষেত্রদারাপহারী চ বড়়েতে
আততায়িনঃ ॥” ইতি স্মরণাদগ্নিদাহাদিভিঃ যড়্ভির্হেতুভিরেতে তাবদাততায়িনঃ । আত-
তায়িনাক বধো যুক্ত এব । “আততায়িনমাস্তং হস্তাদেবাবিচারয়ন্ । নাততায়িবধে দোষো
হস্তর্ভবতি কশ্চন ॥” ইতি বচনাৎ । তত্রাহ পাপমেবেত্যাদি সার্ধেন । “আততায়িনমাস্তম্”
ইত্যাদিকর্মণশাস্ত্রং, তচ্চ ধর্মশাস্ত্রাত্ত্ব দুর্কলম্, যথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন “স্বতোষিরোধে জ্ঞায়ত্ব
বলবান্ ব্যবহারতঃ । অর্থশাস্ত্রাত্ত্ব বলবদ্ধর্মশাস্ত্রমিতি হিতিঃ ॥” ইতি তস্মাদাততায়িনামপো-
তেষামাচার্যাদীনাং বধেহস্মাকং পাপমেব ভবেনং । অস্ত্রাঘাতাদধর্মহাত্মৈস্তেতদ্বধন্তু অসুত্র
চেহ বা ন সূখং স্তাদিত্যাহ স্বজনং হীতি ॥ ৩৬ ॥

বলদেব ।—নহু “অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণিধর্নাপহঃ । ক্ষেত্রদারাপহারী চ বড়়েতে
আততায়িনঃ । আততায়িনমাস্তং হস্তাদেবাবিচারয়ন্ । নাততায়িবধে দোষো হস্তর্ভ-
বতি ভারত ॥” ইত্যাক্ষরেণাং যাড়্ভির্ধোনাততায়িনাং যুক্তো বধ ইতি চেৎ তত্রাহ পাপমিতি ।
এতান্ হৃষ্য হিতানস্মান্ পাপমেব বদ্ধকরহেতুকমাপ্রয়েৎ । অয়ং তাবৎ । আততায়িনমা-
স্তুমিত্যাদিকর্মণশাস্ত্রং “ন হিংস্তাং সর্কী ভূতানি” ইতি ধর্মশাস্ত্রাদুর্কলম্ । “অর্থশাস্ত্রাত্ত্ব
বলবদ্ধর্মশাস্ত্রমিতি হিতিঃ ।” ইতি স্মৃতেঃ । তস্মাদুর্কলার্থশাস্ত্রবলেন পূজ্যানাং দ্রোণভীষ্মা-
দীনাং বধঃ পাপহেতুরেবেতি । ন চ শ্রেয়োহমুপজ্জামীত্যারভ্যোক্তমুপসংহরতি তস্মাদিতি ।
পাপসম্ভবাৎ দৈহিকসুখস্তাপ্যভাবাচ্চৈত্যাৎ । ন হি গুরুভিবদ্ধজনৈশ্চ বিনাস্ত্রাকং রাজ-
ভোগঃ সুখীরপি তু অমুতাপারৈব সম্পংস্রতে । হে মাধবেতি শ্রীপতিস্বমশ্রীকে যুদ্ধে কথং
প্রবর্তয়সীতিভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

মধুসূদন ।—নহু “অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণিধর্নাপহঃ । ক্ষেত্রদারাপহারী চ বড়়েতে
আততায়িনঃ ॥” ইতি স্মৃতেরেভেযাঞ্চ সর্কপ্রকারৈরাততায়িনাং “আততায়িনমাস্তং হস্তাদেবী
বিচারয়ন্ । নাততায়িবধে দোষো হস্তর্ভবতি কশ্চন ॥” ইতি বচনেন দোষাভাবপ্রতীতেহস্তব্যা
এব হৃষ্যোদনাদয়ঃ আততায়িন ইত্যশক্যাহ পাপমেবেতি । এতানাততায়িনোহপি হৃষ্য
হিতানস্মান পাপমেবাশ্রয়েদেবেতি সঘঙ্কঃ । অথবা পাপমেবাশ্রয়েৎ ন কিঞ্চিদন্ত্যৎ নষ্টমদুঃখং বা
শ্রেয়োজনমিত্যর্থঃ । “ন হিংস্তাং” ইতি “ধর্মশাস্ত্রাদাততায়িনং হস্তাদিত্যর্থশাস্ত্রত্ব দুর্কলম্ ॥
তচ্ছকং যাজ্ঞবল্ক্যেন—“স্বতোষিরোধে জ্ঞায়ত্ব বলবান্ ব্যবহারতঃ । অর্থশাস্ত্রাত্ত্ব বলবদ্ধর্ম-
শাস্ত্রমিতিহিতিঃ ॥” ইতি । অপরাঃ ব্যাখ্যা । নহু ধার্মরাস্ত্রান রতাঃ ভবন্তাং শ্রীতাতাবেহপি

যুযান্ সত্যং ধার্তরাষ্ট্রাণাং প্রীতিরন্ত্যেব, অতন্তে যুযান্ হস্ত্যসিত্যত আহ পাপমেবেতি ।
অয়ান্ হৃষা হিতানেনতানাততাসিনো ধার্তরাষ্ট্রান্ পূৰ্ব্বমপি পাপিনঃ সাম্প্রতমপি পাপ-
মেবার্শ্নয়েৎ নৃশ্চত্রং কিঞ্চিৎ স্তুথমিত্যর্থঃ । তথাচাযুধ্যতোহয়ান্ হৃষেত এব পাপিনো ভবিষ্যন্তি,
নান্মাফং কাপি কৃতিঃ পাপাসম্বন্ধাদিত্যভিপ্রায়ঃ । কলাভাবাদনর্থসম্ভবচ্চ পরহিংসান-
কর্তব্যোতি, ন চ প্রয়োহনুগতামীত্যানাবভিব্যক্তং, তদুপসংহরতি তস্মাদিতি । অদৃষ্টাকলা-
ভাবোহনর্থসম্ভবশ্চ তচ্ছব্দেন পরায়ুক্ততে । দৃষ্টস্থখাভাবমাহ স্বজনং হীতি । মাধবেতি
লক্ষ্মীপতির্বাৎ নালক্ষ্মীকে কৰ্ম্মণি প্রবর্তয়িতুমর্হনীতিভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—নহু “আয়দো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ । ক্ষেত্রদারাপহারী চ
ষড়্ভেতে আততায়িনঃ । আততায়িনগায়ান্তং হস্তাদেবাভিচারয়ন্ । নাততায়িবধে দোষো
হন্তর্ভবতি ভারত ॥” ইত্যাদি বচনাদেবাং বধ উচিত এবেতি তত্রাহ পাপমিতি । এতান্
হৃষা হিতানয়ান্ । আততায়িনমায়ান্তমিত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং ধর্মশাস্ত্রাদুর্কলম্ । যদুক্তং যাজ্ঞ-
বল্ক্যেন—“অর্থশাস্ত্রাত্ বলবদ্বর্শশাস্ত্রমিতি স্মৃতম্” ইতি । তস্মাদাচার্যাদীনাং বধে পাপং
ত্যাগেব । নচৈকং স্তুথমপি স্মাদিত্যাহ স্বজনং হীতি ॥ ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ ॥

তাৎপর্য ।—দুর্যোধনাদি ধার্তরাষ্ট্রগণ আমাদিগের আততায়ী, সূতরাং
শাস্ত্রানুসারে তাঁহারা বধাই সত্য । কিন্তু এ ব্যবস্থা যে শাস্ত্রের অন্তর্গত
তাহা লৌকিক ইষ্টে সাধনোদ্দেশে সূচিত, সূতরাং সে শাস্ত্র অর্থ শাস্ত্র নামে
অভিহিত হইবার উপযোগী । নিরবচ্ছিন্ন পাবলৌকিক কল্যাণ-কামনা যে
শাস্ত্রের উদ্দেশ্য তাহাই যথার্থ ধর্ম-শাস্ত্র । বেদ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে “মা
হিংস্তাং সর্ষাভূতানি ।” অর্থাৎ কোন ভুতেরই হিংসা করিবেনা । এই ক্রটি
বাক্যই এস্থলে প্রবল বলিয়া বিবেচনা করা আবশ্যক । সেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য
বলিয়াছেন যে, “স্মৃতির বিরোধ হইলে ব্যবহারানুসারে ত্যায়ের শাসনই বল-
বানু বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, এবং অর্থশাস্ত্রাপেক্ষা ধর্মশাস্ত্র প্রদিত ব্যবস্থা
বলবানু বলিয়া জানিবে ।” এই বিচারানুসারে ধার্তরাষ্ট্রগণ আততায়ী হই-
লেও, তাঁহাদিগকে বধ করিলে পাপস্পর্শ হইবে বলিয়া অর্জুন বিবেচনা
করিলেন । এই জন্তই তিনি সকাতির বলিলেন,—“হে মাধব! অর্থাৎ লক্ষ্মী-
পতে, হে রমেশ! তুমি আমাকে লক্ষ্মীজষ্ট পাপিষ্ঠ ঘৃণিত জনের ত্যায় হীন
ও পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিও না । আমাকে লক্ষ্মীবান জনোচিত সাধুসম্মত
সংকার্য্যের পথ দেখাইয়া দেও । হে নারায়ণ! যখন কোনমাত্র ভুতের
হিংসা সাধন করিলে পাপস্পর্শ হয়, তখন এই গুরুজন ও স্বজন সমূহের
অঙ্গে অঙ্গক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের হিংসা করিলে অবশ্যই আমাদিগকে

মহাপাপগ্রস্ত হইতে হইবে। যে কার্য্যে এরূপ পাপ ও মনস্তাপের উদ্ভব হইবে, তাহাতে, হে পুরুষোত্তম ! হুখের সম্ভাবনা কিছুই নাই, অতএব তাদৃশ জঘন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার আর প্রয়োজন নাই।”

এই শ্লোকের এক চরণের অন্তরূপে অর্থ করিতে পারা যায়। ‘অস্মান্ হত্বা এতান্ আততায়িনঃ পাপং আগ্রয়েৎ ।’ অর্থাৎ ধার্ম্মিকগণকে নিহত করিয়া আমাদের কোনই আনন্দ নাই, বরং আমরা তাদৃশ চিন্তা করিতেও হৃদয়-বেদনা অনুভব করিতেছি। কিন্তু তাঁহারা চিরদিন আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে আমাদের নিহত করা তাঁহাদের পরমানন্দের বিষয় এবং তাহাই তাঁহাদের সঙ্কল্প। আমাদের বধ করিলে এই চিরন্তন পাপী দুর্ব্বোধনাদিকে অধিকতর পাপগ্রস্ত হইতে হইবে; তন্নিম্ন তাঁহাদের কোন প্রকার সুখের উদ্ভব হইবে না। কারণ পাপানুষ্ঠান করিয়া কেহ কদাপি হুখের অধিকারী হয় না। আর আমরা যুদ্ধে বিরত থাকিব, সুতরাং আমাদের পাপ-সংস্পর্শ না হওয়ায়, আনন্দ লাভ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটিবে না।

মনু বলিয়াছেন, “বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্ত চ প্রিয়মাত্মনঃ । এতচ্চতু-
র্বিধং প্রাহঃ সাক্ষাদ্ব্যস্ত লক্ষণম্ ॥” অর্থাৎ বেদ স্মৃতি শিষ্টাচার ও
আত্মতৃষ্টি ধর্ম্মের এই চারি প্রকার লক্ষণ সাক্ষাৎ প্রমাণ স্বরূপ। এজন্য
অর্জুন বলিতেছেন, “হে রম্যপতে ! আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে এই সমর-
কার্য্য বেদ-বিরুদ্ধ, সদাচার বিরুদ্ধ এবং যৎপরোনাস্তি আত্মঘাতী প্রদা-
য়ক। অতএব এতাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কদাপি ধর্ম্ম-সঙ্গ হইতে
পারি না ॥ ৩৬ ॥

—(০)—

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মাভিবর্ত্তিতম্ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তি জর্নাদিন ! ॥ ৩৮ ॥

অনুয় ।—যদি-অপি এতে লোভ উপহত-চেতসঃ (লোভাক্রুত-
বুদ্ধয়ঃ) কুল-কন্স-কৃতং (বংশনাশকৃতং) দোষং মিত্রদ্রোহে (বন্ধু-
হননে) চ পাতকং ন-পশ্যন্তি (তথাপি) জনার্দন ! কুল-কন্স-কৃতং
(বংশনাশজনিতং) দোষং প্রাপশ্যন্তিঃ (অমুভবন্তিঃ) অস্ম্যভিঃ অস্ম্যাং
পাপাণ্যে নিবর্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং ॥ ৩৭ । ৩৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—যদি-ও এই-সকল লোভ দ্বারা-বিনষ্ট-বুদ্ধিগণ বংশ-
নাশ-জনিত দোষ এবং বন্ধুহিংসা-জনিত পাপ না দেখিতেছে (তথাপি)
নারায়ণ ! কুল-কন্স-জনিত দোষ দর্শন-কারী আমাদের এই পাপ-
হইতে নিবৃত্তির-নিমিত্ত জ্ঞান কেন না হইবে ॥ ৩৭ । ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—দুর্যোধনাদি ধার্ম্মরাক্ষসগণ লোভ কর্তৃক হর্ষবুদ্ধি
হইয়া বংশনাশ ও আত্মীয়বিনাশ জনিত পাপের পরিমাণ স্থির
করিতে পারিতেছেন না সত্য, কিন্তু আমরা সেই বংশনাশ পাপের
পরিমাণ সম্পূর্ণ রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, কেন পূর্ব হইতে তদ্বিধে
নিরস্ত না হইব ? ॥ ৩৭ । ৩৮ ॥

আমন্দগিরি ।—কথং তর্হি পরেযাং কুলকন্সে স্বজনহিংসারাক্ষ প্রবৃত্তিত্তত্রাহ বদ্য-
নীতি । লোভোপহতবুদ্ধিবাং তেবাং কুলকন্সাদিপ্রযুক্তদোষপ্রতীত্যভাবাং প্রবৃত্তিবিষমতঃ
সম্ভবতীত্যর্থঃ । পরেযামিবাশ্রয়মপি প্রবৃত্তিবিষমতঃ সম্ভবেদিত্তি চেয়েত্যাহ কথমিতি ।
কুলকন্সেতি । কুলকন্সে মিত্রদ্রোহে চ চোষং প্রপশ্যন্তিরস্ম্যভিঃকোষশক্তিঃ পাপং কথং ন
জ্ঞাতব্যাং তদজ্ঞানে তৎপরিহারাসম্ভবাদতোহস্ম্যাং পাপান্নিবৃত্ত্যর্থং তজ্জ্ঞানমপেক্ষিতমিতি
পাপপরিহারার্থিনামস্ম্যাকং ন বুদ্ধা বুদ্ধে প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ । ৩৮ ॥

ত্রীধন ।—নহু চৈতেহু্যমপি বন্ধুবধদোষে সমানে যথৈকৈকঃ বন্ধুবধমঙ্গীকৃত্যপি বুধে
প্রবর্তন্তে তথৈব ভবানপি প্রবর্ততাং কিমেনেব বিবাদেনেত্যাহ বদ্যনীতি স্বাত্ম্যাম । রাজ্য-
লোভেনোপহতং ব্রহ্মবিবেকং চেতৌ বেবাং তে এতে দুর্যোধনাদয়ো বদ্যপি দোষং ন পশ্যন্তি ।
কথমিতি । তথাপ্যন্তঃকর্ত্তির্দোষং প্রপশ্যন্তিরস্ম্যাং পাপান্নিবর্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং নিবৃত্ত্যেব
বুদ্ধিঃ কর্তব্যোত্যর্থঃ ॥ ৩৭ । ৩৮ ॥

বলদেব ।—নহু “আহুতো ন নিবর্তেত দ্যুতাদপি রণাদপি । বিদিতং কত্রিরত” ইতি
কল্পধর্ম্মস্বরূপাং, তৈরানুতানাং ভবতাং বুধে প্রবৃত্তির্বুদ্ধেতি চেৎ তত্রাহ বদ্যনীতি স্বাত্ম্যাম ।
পাপে প্রবর্তৌ লোভভেদ্যাং হেতুরস্মাকন্ত লোভবিরহায় তত্র প্রবৃত্তিরিতি । ইষ্টসাধনতা-
জ্ঞানঃ যস্মৈ প্রবর্তকম্ । ইষ্টকানিষ্টানহুবদ্ধি বাচ্যঃ । বহুতম্ । “কলতোহপি চ বৎ কর্ম নানর্থে-
নাতুধ্যতে । কেবলং শ্রীতিহেতুবাৎ তর্কম্ ইতি কথ্যতে ॥” ইতি । তথাচ “ভেদেনোতি-

চরন্ বজ্জত" * ইত্যাদিশাস্ত্রোক্তেহপি শ্রেনাদাবিবানিষ্টাশ্চবুদ্ধিমানুজ্জ্বেদ্যিন্ নঃ প্রবৃদ্ধির্ন
বুদ্ধেতি । আহুত ইত্যাদি শাস্ত্রক কুলক্ষরদোষবিনাভূতবিবরণং ভাবি । হে জনাৰ্দ্দনেতি প্রাপ-
বৎ ॥ ৩৭ । ৩৮ ॥

মধুসূদন ।—কথং তর্হি পরেবাং কুলক্ষরে স্বজনসিংহারাঞ্চ প্রবৃদ্ধিত্বাহ বদ্যপীতি ।
লোভোপহতবুদ্ধিভাৎ তেবাং কুলক্ষরাধিনিমিত্তদোষ প্রতिसন্ধানাভাবাৎ প্রবৃদ্ধিঃ সম্ভবতী-
ত্যর্থঃ । অতএব ভীষ্মাদীনাং শিষ্টীনাং বদ্ধবধে প্রবৃত্তত্বাচ্ছিষ্টাচারেণ বেদমূলত্বাদিত্যেবা-
মপি তৎপ্রবৃত্তিরুচিতত্বপাত্তম্ । হেতুদর্শনাচ্ছেতি জ্ঞায়াৎ । তত্র হি লোভাদিহেতু-
দর্শনে বেদমূলত্বং ন কল্যত ইতি স্থাপিতম্ । যদ্যপেতে ন পশ্যন্তি তথাপি কথমস্মাভিন-
জ্ঞেরমিত্যন্তরঙ্গোক্তেন সম্বন্ধঃ । নমু যত্নপোতে লোভাৎ প্রবৃত্তান্তথা "আহুতো ন
নিবর্জিতঃ দ্যুতাদপি রণাদপি" ইতি "বিজিতং ক্ষত্রিয়স্ত" ইত্যাদিভিঃ ক্ষত্রিয়স্ত যুদ্ধং ধর্মঃ,
যুদ্ধাচ্ছিত্তঞ্চ ধর্ম্যঃ ধনমিতি ধর্ম্মশাস্ত্রে নিশ্চরাস্তবতাঞ্চ ঐরাহুতত্বাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্তিরুচিতত্বং
শঙ্করাহ' অস্মাদিতি । অস্মাৎ পাপাৎ বদ্ধবধকলযুদ্ধরূপাৎ । অসমর্থঃ শ্রেয়ঃসাধনতাজ্ঞানং হি
প্রবর্তকং, শ্রেয়শ্চ তৎ, যদশ্রেয়োহনুভবন্তি অজ্ঞাশা শ্যেনাদীনামপি ধর্ম্মতাপত্তেঃ । তথাচোক্তং
"কলতোহপি চ যৎ কর্ম্ম নানর্থৈরনুবধ্যতে । কেবলপ্রীতিহেতুত্বাৎ তদ্ব্যর্থ ইতি কথ্যতে ॥"
ইতি ততশ্চাশ্রেয়োহনুভবন্তিতরা শাস্ত্রপ্রতিপাদিতেহপি শ্যেনাদাবিবান্ধিন্ যুদ্ধেহপি নাস্মাকং
প্রবৃত্তিরুচিতত্বং ॥ ৩৭ । ৩৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—আততায়িনঃ, "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণিধনাপহঃ । ক্ষেত্রদারহরশ্চৈব
যড়েতে আততায়িনঃ । আততায়িনমাস্ত্রং হস্তাদেবাবিচারয়ন্ । নাততায়িনধে দোষো হস্ত-
র্ভবতি কশ্চন ॥" ইতি, যদ্যপ্যেবং তথাপি এতান্ হস্তা অস্মান্ পাপমেব আশ্রয়েৎ, আততায়ি-
বধো হি অর্থশাস্ত্রবিহিতঃ, "ন হিংস্রাৎ সর্কীভূতানি" ইতি তু ধর্ম্মশাস্ত্রম্, তচ্চ পূর্ব্বশাস্ত্রং প্রবলম্,
ঐথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—"শূত্যাংকিরোধে জ্ঞায়ন্ত বলবান্ ব্যবহারতঃ । অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবৎ
শাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥" ইতি । অস্মান্ হস্তা এতান্ আততায়িনঃ পাপমেবাপ্রয়ৈদিত্যপরা যোজনাম্ ।
তথ্যু ৩৮, এত এবাস্মদধেন নশ্যন্ত নতু বরমেতেবাং বধেন নজ্জ্যাম ইতি ভাবঃ । নমু-
"আহুতো ন নিবর্জিতঃ দ্যুতাদপি রণাদপি" ইতি "বিজিতং ক্ষত্রিয়স্ত" ইতি চ যুদ্ধাদিনিবৃত্তিঃ
হিংসরা চ বৃত্তিঃ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠী, তৎ কথং যুদ্ধানিবৃত্তিমিচ্ছনীত্যশঙ্ক্যাহ কথমিতি । সা হি

* "জ্ঞেনেবুভিচরন্ বজ্জত" ইতি অধর্কবেদোক্ত শ্রুতি । জ্ঞেন পক্ষিষার্য্য অতিচার কর্ত্ত করিবে ।
অধর্কবেদোক্ত মন্ত্র ব্রহ্মাদি নিষ্পাদিত মারগোচটনাদি হিংস্রাঙ্ক কর্ত্তের নাম অতিচার । শস্ত্রহংসের নিমিত্ত
অতিচার কর্ত্ত অনুষ্ঠিত হয় । যথা মত্ । "ক্রতিরধর্কান্ধিরসীঃ কুধ্যামিত্যবিচারয়ন্ । ঐকশস্ত্রং বৈ ব্রাহ্মণস্ত
জ্ঞেন হস্তাদরীন্ বিজঃ ॥" অর্থাৎ অধর্কবেদোক্ত আদিরস মন্ত্রের দ্বারা বিনা বিচারে অতিচার কর্ত্তের অনুষ্ঠান
করিবে । ব্রাহ্মণের দ্বাকাই অস্ত্র তদ্বারা পক্ষিহংসকার করিবে । অতিচার ক্রিয়ায় জ্ঞেন মাংসে হোষণ করিতে
হয়, এবং কলযন্ত্রেণ অতিশ্রুত শক্তনাশ হয় । বার্ষনাথনোদ্যেশে অতিচার কর্ত্তে নিরুপরাধ জ্ঞেন-হনন বৈরাগ্য
পাপরূপে পণ্য, বর্জমান ক্ষেত্রে বার্ষসিক্তির নিমিত্ত স্বজনসংহার তদপেক্ষা অধিকতর পাপরূপে পরিগৃহীত
হইবার যোগ্য ।

লোভমূলিকা স্বতিঃ কুলক্ষয়দোষবিধিনা বাধ্যতে, যথা; ঔদ্ব্যসীং স্পৃষ্টোদগায়েরিতি স্পর্শন-
বিধিনা বিক্কা সতী ঔদ্ব্যসী সর্কা বেষ্টরিতব্যেতি সর্কবেষ্টনস্বতীকীয়াতে লোভমূলক্যৎ
তৎ, ন হি বিধিমাাত্রাৎ যৎকিঞ্চিৎ কর্তব্যং শ্যোনাদীনামধর্মরূপাণামপ্যবশ্যাহুর্ভেদরূপান্তেঃ,
তস্মাদবৎ ফলতো ন দ্রুযতি তদেব বিহিতং ধর্মরূপমহুর্ভেদম্, যথোক্তম্ “কণতোহপি চ যৎ
কর্ম নানর্থেনানুবধ্যতে । কেবলং প্রীতিহেতুত্বাস্তদ্ব্যসী ইতি কথ্যতে” ইতি । শ্যোনাদিবৎ
পাপানুবন্ধিত্বাৎ যুদ্ধং ত্যজ্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ ॥

বিশ্বমাতা ।—নযেতে তর্হি কথং যুদ্ধে বর্তন্তে তত্রাহ যদ্যপীতি ॥ ৩৭ । ৩৮ ॥

তাৎপর্য ।—মনু বলিয়াছেন,—“ঋত্বিকপুরোহিতাচার্য্যামাতুল্যাত্তিথি-
নংশ্রিতৈঃ । বালরুদ্ধাতুরৈর্দৈবজ্ঞাতিসম্বন্ধিবাক্তবৈঃ ॥ মাতাপিতৃভ্যাং
স্বামীভির্জাত্ৰা পুত্রৈঃ ভাৰ্য্যায়া । ছহিত্ৰা দাসবর্ণৈঃ বিবাদং ন সমাচরেৎ ॥”
অর্থাৎ ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত, বালক, রুদ্ধ,
আতুর, বৈদ্য, জ্ঞাতি, বৈবাহিক, কুটুম্ব, মাতা, ভগিনী, ভ্রাতা, পুত্র, জী,
কন্যা এবং দাসবর্ণের সহিত বিবাদ করিবে না । অর্জুন দেখিলেন, এই
সমরক্ষেত্রে দ্রোণরূপাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্য, শল্যশকুনি প্রভৃতি মাতুল, লক্ষণ
ও তদীয় পুত্র প্রভৃতি বালক ভীষ্ম প্রভৃতি রুদ্ধ, ধর্মানার্ত্তীগণ জ্ঞাতি, জয়দ্রথ
প্রভৃতি কুটুম্ব; উপস্থিত রহিয়াছেন । যাঁহাদের সহিত বিরোধ পর্য্যন্ত
শাস্ত্রনিষিদ্ধ তাদৃশ ব্যক্তিবর্ণের সঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের প্রাণসংহার
করা এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য । অতএব তিনি মানুসয়ে বলিতে লাগিলেন,—“হে
প্রলয়কারিন্ ! হে জনননাশনরক্ষণক্ষম পরমেশ্বর ! দুর্ঘোষণাদি আমাদের
প্রতিপক্ষগণ রাজ্যলোভে নিতান্ত প্রলুব্ধ হইয়া হিতাহিত ও ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ-
বিপর্য্যিত হইয়াছেন । সেই জন্যই তাঁহারা কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহ জনিত
অবশ্যস্তাবী পাপের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না । কেবলমাত্র
লোভরুতির চরিতার্থতা সম্পাদন বাসনায়, স্ত্রায় ও ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে
কর্ণপাত না করিয়া, হৃদয় ও স্বজন বিনাশরূপ অতি গর্হিত পাপ কার্য্যে
তাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন । কিন্তু আমাদের মনে সম্প্রতি কোন প্রবৃত্তির
অত্যধিক প্রাবল্য নাই । স্ত্রায়তঃ প্রাপ্য অন্ত্যায়োপায়ে অপহৃত রাজ্য
পুনরায় উদ্ধার করাই আমাদের একমাত্র বাসনা । হুতরাং পরবিস্ত
অপহরণ, বাঃপরকীয় রাজ্য যে কোন উপায়ে গ্রহণ করিয়া আত্মবিত্ত বর্দ্ধন
করিতে আমাদের লোভ নাই । অতএব প্রতিপক্ষগণের স্ত্রায় আমাদের
বুদ্ধি ও জ্ঞান কলুষিত ও আচ্ছন্ন হয় নাই । অমুর্ঠের কার্য্যের অবৈধতা
সম্পূর্ণরূপে প্রণিধান করিয়া ওৎ ফলাকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া

যে ব্যক্তি নিন্দনীয় কার্যসাধনে প্ররুত হয়, তাহার ন্যায় পুষণ ও নিরোধ আর কেহই নাই । সকল বিষয় পরিচ্ছাদিত হইয়াও যদি আমরা এই দুৰ্দ্ধৃতি সম্পাদনে নিরুত না হই, তাহা হইলে, আমরা অবশ্য মহাপাপী ও যৎপরোনাস্তি ছুরাঙ্গারূপে পরিগণিত হইব । অতএব হে পাপাভীত পরম-পুরুষ ! এ নিন্দনীয় যুদ্ধে নিরুত হওয়াই শ্রেয়ঃ, অকারণ কুলক্ষয় ও মিত্র-দ্রোহরূপ বিগর্হিত ব্যাপারে আর প্রয়োজন নাই । অৰ্জুনের এবৎবিধ বিচার শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে, ইহাই সপ্রমাণিত করিবার অভিপ্রায়ে টীকা-কার-গণ শাস্ত্রীয় বচন দ্রুত করিয়াছেন । আহুত হইলে ক্রত্বিয়ের দ্যুত-কীড়া ও যুদ্ধ হইতে নিরুত হইতে নাই । এস্থলে অৰ্জুন যুদ্ধার্থ আহুত, সুতরাং যুদ্ধে প্ররুত হওয়াই তাঁহার পক্ষে বিধেয় । এইরূপ আশঙ্কা করিয়া অৰ্জুন বিচার করিতেছেন যে, ক্রত্বিয়ের পক্ষ তাদৃশ ব্যবস্থা থাকিলেও, সৰ্ব্বত্র অবি-সংবাদিতরূপে তাহা কদাচ পালনীয় হইতে পারে না । যে হেতু যে ক্রত্বিয়ের পরিণাম ফল দৃশ্য নহে, তাহাই শ্রেয়স্কর ও ধর্ম্যকর্ম, ইহাই শাস্ত্র-সঙ্গত বিধি । এই উপস্থিত যুদ্ধ-ব্যাপারের পরিণাম নিতান্ত অমঙ্গলময় । সুত-রাং একাধা অবশ্যই পরিত্যাজ্য । বৈদিক অভিচার-বিশেষে স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত, শোণপক্ষী সংহার বেকরূপ নিন্দনীয় কার্য, এ যুদ্ধ-কার্য্যও তদ্রূপ নিন্দনীয় ॥ ৩৭ । ৩৮ ॥

—:(০):—

কুলক্ষয়ে শ্রণশ্যস্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ।

ধর্ম্মে নষ্টে কুলং ক্লেশমধর্ম্মোহিতিভবত্বাত ॥ ৩৯ ॥

অর্থঃ ।—কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ (পরম্পরপ্রাপ্তাঃ) কুলধর্ম্মাঃ শ্রণশ্যস্তি উত ধর্ম্মে নষ্টে ক্লেশমধর্ম্মোহিতিভবত্বাত (এতত্ত্বতি) ॥ ৩৯ ॥

* ধর্ম্ম ।—“পুণ্যং শ্রেয়ঃ কৃত্বং ধর্ম্মং” ইত্যমরঃ । “ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন তপসা চ প্রবর্ততে । দানেন নিধনেনাপি কমাশোচেন ব্রজত । অহিংসয়া হৃদাভ্যা চ অন্তরেণাপি বর্ততে । এতৈর্দশভিরঙ্গৈস্ত ধর্ম্মমেব প্রকৃতং ॥” ইতি পরম্পুরাণ । অতঃ—“অত্রোক্তাশ্লোকোক্তং ধর্ম্মো কৃতব্যঃ তপঃ ।” ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্যমহিংস্রাঃ কমা হৃতিঃ । সনাতনস্ত ধর্ম্মস্য মূলমেকম্ভূতমবু ॥” ইতি মৎস্যপুরাণ ।

† যুদ্ধ, আত্মীয়বিনাশ, মিত্রদ্রোহ ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই ধর্ম্মবিরোধী । কমা, অহিংসা, হৃদাভি, অত্রোহ, কৃতব্য, ইত্যাদি ধর্ম্মসঙ্গত সকল ব্যাপারই উপস্থিত যুদ্ধে বিরোধী বস্তুতঃ । সুতরাং এ কার্য্য অধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া অৰ্জুন যে আশঙ্কা করিতেছেন, তাহা প্রমাণ-বিহীন নহে ।

প্রতিশব্দ।—বংশনাশে চিরাগত কুল-প্রচলিত-ধর্মজ্ঞকল ধর্ম-স-হর
আর ধর্ম নষ্ট-হইলে সকল কুল অধর্ম প্রাপ্ত-হয় ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা।—বংশনাশ ঘটিলে পিতৃপিতামহাদি পরম্পরাগত কুল
প্রচলিত নিয়ম ও আচারন্যুহ বিনষ্ট হয় এবং ক্রমশঃ বংশ
অধর্মপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে ॥ ৩৯ ॥

আনন্দগিরি।—কোহসৌ কুলক্ষয়ে দেবো বদর্শনাদনুসাকং যুদ্ধাহুগরতিরপেক্ষাতে
তত্রাহ কুলেতি। কুলস্ত হি ক্ষয়ে কুলসম্বন্ধিনশ্চিরন্তনা ধর্মাস্তত্তদগ্নিহোত্রাদি * ক্রিয়াসাধ্যা
নাশমুপপাদ্ধি কর্ত্তুরতাবাদিত্যর্থঃ। ধর্মনাশেহপি কিং শ্রাদ্ধিতি চেৎ তত্রাহ ধর্ম ইতি। কুল-
প্রযুক্তে ধর্ম্মে কুলনাশাদেব নষ্টে কুলক্ষয়করস্ত কুলপরিশিষ্টমখিলমপি তদীমৌহধর্ম্মৌহভি-
ভবত্যাধর্ম্মভূয়িষ্ঠং তস্ত কুলং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর।—তমেব দোষঃ ধর্ম্মরতি কুলক্ষয় ইত্যাদি। সনাতনাঃ পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ, উত
অপি অবশিষ্টং কৃৎসনমপি কুলং অধর্ম্মৌহভিভবতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

বলদেব।—দোষমেব প্রপঞ্চয়তি কুলক্ষয়ে ইতি। কুলধর্ম্মাঃ কুলোচিভা অগ্নি-
হোত্রাদয়ো ধর্ম্মাঃ, সনাতনাঃ কুলপরম্পরাপ্রাপ্তাঃ, প্রপঞ্চয়তি কর্ত্তুর্বিনাশাৎ। উত্তেত্যপ্যর্থো
কৃৎসনমিত্যনেন সম্বধ্যতে। ধর্ম্মে নষ্টে সত্যবশিষ্টং বালাদিকৃৎসনমপি কুলমধর্ম্মৌহভিভবতি
প্রসতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

মধুসূদন।—এবঞ্চ বিজয়াদীনামশ্রেয়স্বেনানাকাজিকৃতত্বাৎ ন তদর্থঃ প্রবর্ত্তিতব্যমিতি
অত্রয়িতুমনর্থানুগবন্ধিৎবেনাশ্রেয়স্বমেব প্রপঞ্চয়ন্তাহ কুলক্ষয় ইতি। সনাতনাঃ পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ,
কুলধর্ম্মাঃ কুলোচিভা ধর্ম্মাঃ, কুলক্ষয়ে প্রপঞ্চয়তি কর্ত্তুরভাবাৎ। উত অপি, অগ্নিহোত্রাদ্যুচ্ছাদ-
*

* অগ্নিহোত্রোক্তি।—বস্তুবিশেষঃ, তচ্চ বাসসাধ্যং বাবজীবনসাধ্যক। দ্বিতীয়ে বিশেষোহয়ং। তদয়ো
বাবজীকঃ প্রত্যহং প্রাতঃসারং হবনং। তদগ্নিনা বাগকর্ত্ত্বাহুত। ইতি শ্রুতিঃ। ব্রাহ্মণ-কত্রিঃ বৈশ্যানাং
কৃতদানপরিগ্রহাণাং কাণ্ডাক্তবধিরতপসুস্বাদিদোষরহিতানাং বর্ণক্রমেণ বসন্ত গ্রীষ্ম-শরৎসু অগ্নিধানী নিহিতং।
অগ্নয়জ্ঞঃ, গার্হপত্যঃ, হকিণাশ্বিঃ, আহবনীজঃ। এবাসাধানং নাম বেশবিশেষে তত্তদগ্নয়েঃ স্বাপনম্। তেষামগ্নি
সারংকালে প্রাতঃকালে চ অগ্নিহোত্রোহোমঃ কর্ত্তব্যঃ। অগ্নিহোত্রং নাম হোমস্ত নামধেয়ং। অগ্নয়ে হোত্রং
হোমো বস্তুনি কর্ত্তবীতি বাধিকরণবহত্রীহিঃ। তথাচ গোভিলীরগৃহস্থত্বে প্রথমপ্রাপ্তক। অথাতো
গৃহাকর্মাণুপদেশকামঃ। ব্রহ্মচারী বেদমণীভ্যাত্যং সমিধমভ্যাধাস্যন্। জারয়া বা পাণি জিহ্বকং স
বধোভ্যাত্য সমিধমভ্যাধাতি জারয়া বা পাণি জিহ্বকং জুহোতি তমভিসংযজ্ঞেৎ। স এবাস্য গৃহোহগ্নি-
কর্ত্তবতি। ভগবশি, গোভিলাচার্য গৃহকর্ম্মের স্থত্র নির্দেশ করিতে আরম্ভ করিয়া, প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রাদি
কার্যের নিমিত্ত অগ্নিপ্রণয়ন বিধি করিতেছেন। ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়ন-পূর্বক ঈশ্বর সমিধ আহুত করিতে
উদ্যত হইয়া অথবা পত্নী-পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া অগ্নি আহরণ পূর্বক বাহাতে শেবসমিধ আহুতি করিবে,
অথবা পাণিগ্রহণকালে বাহ হোম বাহাতে সম্পন্ন করিবে সেই অগ্নি সফল সংরক্ষণীয়। তাহাই ভাহার
গৃহায়। তাহাতেই বাবজীবন সারং প্রাতঃ হোম করিতে হইবে।

পুরুষনাশেন ধর্মে নষ্টে (জাত্যভিপ্রায়নেকবচনম্) অবশিষ্টঃ বালাদিক্রপঃ কুংসমপি কুলং
অধর্মোহতিভবতি স্বাধীনতয়া ব্যাপ্নোতি । উতশবঃ কুংসগর্পনেন সমধ্যতে ॥ ৩৯ ॥

ভাৎপর্য্য ।—এইরূপ আত্মীয় বিনাশ করিয়া যুদ্ধে বিজয়-লাভ-জনিত
কল কদাপি শ্রেয়স্কর হইতে পারে না ; তাহা হইতে পরিণামে নানাবিধ
অনর্থের উদ্ভব হইবে বিবেচনায়, অজ্ঞান তাহা প্রার্থয়িতব্য নহে বলিয়া
অনুমান করিলেন এবং স্বকীয় অভিপ্রায় সমর্থনার্থ বলিতে লাগিলেন,
কুলক্ষয় হইলে স্বতঃই কুলধর্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে । ধর্ম বাঁহারা রক্ষা
করিয়া আসিতেছেন, কুলাগত ধর্মের মর্ম বাঁহারা সম্যক্রূপে পরিজ্ঞাত
আছেন, এরূপ কুলক্ষয় ব্যাপারে, তাদৃশ অভিজ্ঞজনগণেরও জীবননাশ
সম্ভাবিত । সেই সকল প্রবীণ ও সুবিজ্ঞজনগণের অভাবে, বংশের অব-
শিষ্ট জনগণ সুশিক্ষালাভে বঞ্চিত হইবে এবং ক্রমশঃ জ্ঞান ও বুদ্ধির অব-
নতি হেতু উত্তরোত্তর উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী হইয়া পতিত, অধর্মক্ৰান্ত
ও হীনদশাপন্ন হইবে । অপালন ও অজ্ঞতা হেতু ক্রমশঃ কুলাগত ধর্ম-সমূহ
বিনষ্ট ও স্মৃতি-পথাভীত বিষয়স্বরূপে পরিণত হইবে । অগ্নিহোতাদি বেদ-
বিহিত ধর্ম-কর্ম সমূহ, কর্তার অভাবে, বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে । এইরূপে
ধর্মাবলম্বী সাধুবংশ কাল সহকারে অধার্মিক ও অসাধু হইয়া পড়িবে ॥ ৩৯ ॥

অধর্মাভিভবাং কৃষ্ণ ! প্রভৃষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।

স্ত্রীষু দুষ্ঠাসু বাক্ষ্যে'য় ! জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

অর্থঃ ।—কৃষ্ণ ! অধর্ম-অভিভবাং কুল-স্ত্রিয়ঃ প্রভৃষ্যন্তি (দোষং
প্রাপ্নু বন্তি) বাক্ষ্যে'য় ! দুষ্ঠাসু স্ত্রীষু (সতীষু) বর্ণসঙ্করঃ* জায়তে ॥ ৪০ ॥

বর্ণসঙ্কর ইতি ।—বাক্যবাক্য উবাচ । “বাক্যে সঙ্করজাত্যাদি গৃহহাদিবিধিঃ পরম্ । বিপ্রান্ধ্রা-
বসিষ্ঠে'হি কল্লিয়ারায় বিশঃ স্ত্রিয়াম্ । জাতোহযতন্ত পুত্রায়ঃ নিবাসঃ পার্বত্যোহপি বা । সাহিব্যোত্রৌ
প্রকারেতে বিটপুত্রাজনকৌপাৎ ৬ বৈভাং পুত্রাজ্ঞ রাজজ্ঞাঃ সাহিব্যোত্রৌ স্ত্রৌ স্ত্রৌ ৭ পুত্রায়ঃ করণৌ
বৈভাৎ দিয়ান্ এষ বিধিঃ স্ত্রুতঃ । ব্রাহ্মণ্যং কল্লিয়ারে স্ত্রৌ বৈভাৎদৈবেহকন্তথা । পুত্রাজ্ঞাতন্ত চ্যুতঃ
সর্বধর্মবহিষ্টতঃ । কল্লিয়ারে সাগবৎ বৈভাৎ পুত্রাং কস্তারমেব চ । পুত্রাদারেসিবৎ বৈভা জনসামান্যে বৈ জ্ঞতঃ ।
সাহিব্যেণ করণাত রথকারঃ প্রজায়তে । অনন্ততাস্ত দিগ্গেয়াঃ প্রতিদোমানুসোদনী ৭ ” ইতি পানক্

প্রতিপদ ।—গোবিন্দ ! অধর্ম-প্রাপ্তি-হইতে কুলবালা-সকল দূষিতা
হয় যাদব ! ললনাকুল ব্যভিচারিণী (হইলে) মিশ্রজাতি জন্মে ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে বৃষ্ণিবংশ-সন্ত-নারায়ণ ! বংশে অধর্ম প্রবেশ
করিলে ক্রমশঃ কুলবালাগণ কুলটা হইয়া থাকে এবং নারীগণ অস্রী
হইলে সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয় ॥ ৪০ ॥

আনন্দগিরি ।—কুলক্ষয়কৃতেশ্বশিষ্টকুলভাষ্যপ্রবণে কো দোষঃ সাদিতি তজ্জাহ
অধর্ম্মেতি । পাপপ্রচুরে কুলে প্রযতানং জীণং প্রচ্ছদে কিং প্রহব্যতি তজ্জাহ
জীষতি ॥ ৪০ ॥

শ্রীধর ।—ততশ্চ অধর্ম্মাভিভবাদিত্যাди ॥ ৪০ ॥

বলদেব ।—ততশ্চাধর্ম্মাভিভবাদিতি । অশ্রুতভূতিধর্ম্মমূলত্বা যথা কুলক্ষয়লক্ষণে পাণে
বর্ত্তিতং, তথাস্মভিঃ পাতিত্বত্বমবজ্ঞায় হ্রস্বাচারে বর্ত্তিতব্যমিতি হ্রস্বুদ্ধিতাঃ কুলজিয়ঃ
প্রহস্যেয়ুরিতার্থঃ ॥ ৪০ ॥

মধুসূদন ।—অমরীয়েঃ পতিভিধর্ম্মমতিক্রম্য কুলক্ষয়ঃ কৃতশ্চেন্দ্রাভিরপি ব্যভিচারে
কৃতে কো দোষঃ সাদিত্যেবং কৃতকর্ত্তহতাঃ কুলজিয়ঃ প্রদ্যোয়ুরিতার্থঃ । অথবা কুলক্ষয়কারি-
পতিতপতিসম্বন্ধাদেব জীণং হৃষ্টম্ ॥ “আন্তঃকঃ সংপ্রতীক্ষ্যো হি মহাপাতকদূষিতঃ ।”
ইত্যাদি স্মৃতেঃ ॥ ৪০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কুলক্ষয় ইতি । প্রণশাস্তি অস্রীত্বাং বৃদ্ধানামভাবদর্শনং বালানিরূপং
বংশং ধর্ম্মলোপাদধর্ম্মোহভিভবতি । অধর্ম্মেতি । হৃষ্টান্ত পূজার্থং বর্ণান্তরমুপাসীনান্ত ॥ ৩৯ । ৪০ ॥

বিশ্বনাথ ।—কুলক্ষয় ইতি । সনাতনাঃ কুলপরম্পরাপ্রাপ্তয়েন বহুকালতঃ প্রাপ্তা
ইত্যর্থঃ । প্রহব্যতীতি । অধর্ম্ম এব তা ব্যভিচারে প্রবর্ত্তয়তীতি ভাবঃ ॥ ৩৮ । ৩৯ । ৪০ ॥

অধ্যায় । বিপ্র হইতে কজিরার গর্ভে সূক্ষ্মবলিত জাতি, বৈশ্যতে লম্বট, শূদ্রতে নিষাদ ও পণ্ডিত, কজির
হইতে বৈশ্য ও শূদ্রাঙ্গনাতে সাহিবা ও উগ্র (আঙুরি) জাতি অন্তর্গত হয় । শূদ্র হইতে বৈশ্য ও কজিরাতে
সাহিবা ও উগ্রজাতি উৎপন্ন হয় । বৈশ্য হইতে শূদ্রতে করণ জাতি উৎপন্ন হয় । ব্রাহ্মণিতে কজির হইতে
শূদ্র জাতি এবং বৈশ্য হইতে বৈদেহক জাতি জন্মে । ব্রাহ্মণিতে শূদ্র হইতে চতাল জাতি উৎপন্ন হয় ।
কজিরের গর্ভে বৈশ্য হইতে সাগব জাতি, শূদ্রার গর্ভে বৈশ্য হইতে কজু জাতি অন্তর্গত হয় । শূদ্র হইতে
বৈশ্যার গর্ভে আরোগব জাতি হইয়াছে । উক্ত সাহিবা হইতে করণীর গর্ভে রথকার জন্মিয়াছে । অশ্রুত
ধর্ম্মসঙ্কর জাতি প্রকৌশল ও অশ্রুতৌষজ জাতি । বেণ রাজার সময়ে বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হয় । যথা, “ঋতং
দ্বিজৈহি বিদ্বন্তিঃ পুণ্ড্রবর্ণো বিদগ্ধিতঃ । রথ্যাণামপি প্রোকৌ বেণে রাজো প্রশান্ততিঃ । স মহীষখিলাং জুহু-
য়াজবি প্রণঃ পুরা । বর্ণানাম সত্যং চক্রে কামোপহতচেতনঃ ।” মনুসংহিতা । অর্থাৎ ইজির প্রকৌ
প্রাবণ্যকৌ বিদগ্ধ জ্ঞানং বেণ রাজার সময়ে এই নিবদ্ধ পুণ্ড্রাবহার প্রচলিত হইয়া বর্ণ সঙ্করের উদ্ভব
হইয়াছে ।

প্রতিশব্দ ।—বর্ণ সঙ্কর কুলনাশকদিগের এবং কুলের নরক-নির্মিত-ই
ইহাদের পিতৃগণ নিশ্চয় পিতৃ-জল-হীন (হইয়া) পতিত হয় ॥ ৪১ ॥

ব্রীতিঃ কৃথ্যা ক্রিয়া নৃপ । সংঘাতাভ্যর্গভেক্ষ্যপি কার্য্যঃ শ্রেষ্ঠস্য বাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ইত্যাদি বিষ্ণুপুত্রাভ্যর্গত
শ্রাদ্ধাদিকারীর নির্ণয় দ্রষ্টব্য । কুলকরে শ্রাদ্ধ সম্পর্কিত লোকের অভাব ঘটিলে অগত্যা পিতৃপুরুষদিগের
পিতৃ-তর্পণাদি বন্ধ হইবে ।

মহু বলিরাছেন,—“অগত্যা ধর্ম্মকার্যাণি শুক্রাণ্য রত্নকৃতম্ । দারাবীনন্তথা বর্ণঃ পিতৃগামান্ননশ্চ হ ॥”
অর্থাৎ অগত্যা উৎপাদন, ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন, পরিচর্যা, উত্তম রত্ন, স্বকীয় এবং পিতৃগণের বর্ণ এ সকলই
দ্রীণের অধীন । দ্রীণ ব্যভিচারিণী হইলে এবং কুলকর হেতু ক্ষেত্রাধিকারী স্বরূপ তাহাদের স্বামী নির্ণয়
না থাকিলে সেই দ্রষ্টা নারীর গর্ভজাত সন্তান কাহার হইবে তাহার স্থিরতা থাকে না । অনিবৃত্তাক্ষেত্রে যে
বীজ উৎপন্ন হয় তাহা বীজেরই হইয়া থাকে । তদবস্থা মহু,—“বিশিষ্টং কুত্রচিবীজং ব্রীণানিশ্চেষ্ট কুত্রচিৎ ।
উত্তরত্বে সন্মৎ বয়সি প্রযুক্তিঃ প্রশস্যতে ॥” এই বচনের টীকার শ্রীমৎ কুল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন । “কচিবীজং
এখানং জাতো যে অনিবৃত্তারমিতি ভ্রাতেরনোৎপন্নো বীজিনো বুধ এব সৌম্য, তথা ব্যাস-এবাপ্জাদভরা
বীজিনামেব সূতাঃ ।” কচিং ক্ষেত্রস্য প্রাণাত্তং, “বখাত্ত্যরজঃ প্রবীতম্” ইতি বক্ষ্যতি । অতএব বিচিত্রবীর্ষ-
ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়স্বাং ব্রাহ্মণোৎপাদিতা অপি ধৃতরাষ্ট্রাদয়ঃ ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিণঃ এব পুত্রা বভূবুঃ ইত্যাদি ।” অর্থাৎ
অনিবৃত্ত হলে জাত সন্তান বীজের হয় । যেমন চন্দ্রের ঊরসে তদীয় শুক্রগর্ভী তারার গর্ভজাত বুধ চন্দ্র-ভ্রমর
রূপে পরিচিত এবং পরাশরের ঊরসে দীঘর-নন্দিনী সত্যবতীর গর্ভজাত ব্যাস ব্রাহ্মণরূপে খ্যাত । নিবৃত্তাহলে
জাত অগত্যা ক্ষেত্রগতির হইয়া থাকে । যেমন বিচিত্রবীর্ষের পত্নীষ্মের গর্ভে ব্যাসের ঊরসজাত ধৃতরাষ্ট্র ও
পাণ্ডু ক্ষত্রিয়রূপে খ্যাত । সুতরাং দ্রষ্টা দ্রীণ গর্ভে উক্ত বীজ নিরূপিত না থাকায় এবং অনিবৃত্তা বিধায়,
সন্তান অনিশ্চিত-পিতৃক হইবে । অতএব পূর্বেকৃত বিষ্ণুপুত্রাণীর বচনানুসারে পিতাধিকারীর
নিশ্চয় থাকিবে না । অপিচ মহু বলিরাছেন, “ইয়ং ভূমির্হি ভূতানাং শাবতী বোনিরুচ্যতে । সচ
বোনিগণান্ কান্দিবীজং পুয়াতি পুটীম্ । ভূম্যবশ্যেককদারে কালোপ্তানি কুবীবলৈঃ । নানারূপাণি
জায়ন্তে বীজানীহ স্বভাবতঃ । ব্রীহয়ঃ শালরো মুলাস্তিলা মাষান্তথা যবাঃ । যথা বীজং প্ররোহন্তি লঙ্ক-
নানীককথম্ ।” অতঃপুত্রং জাতমন্যদিত্যেত্যোপপদ্যতে ॥ উপ্যতে বন্ধি যবীজং তন্তদেব প্ররোহন্তি ॥” অর্থাৎ
ক্ষেত্র বাবতীর উদ্ভিদের উৎপত্তির কারণ হইলেও, সকলই বীজ-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় । ক্ষেত্রের নানাহায়ে নানা
বীজ উৎপন্ন হইলেও, কল সকল ক্ষেত্র ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না, বিভিন্ন প্রকার বীজধর্ম্মই প্রাপ্ত হয় । এক্ষেত্রে ব্রীহি,
শালি, মুগ্ধ, দাঁয, লগুন, ইক্ষু একত্র উৎপন্ন হইলে সকলে য য ধর্ম্ম বিশিষ্ট হয়, ক্ষেত্র ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না । সুতরাং
বীজেরই প্রাধান্ত্য কর্ত্তিত হইল । অতএব নীচব্যক্তিগণের সংযোগে উত্তরোত্তর নীচ ভাবাপন্ন সন্তান জন্মিবে
এবং গণের ধর্ম্ম, নিয়ম ও আচার সকলই বিলুপ্ত হইবে । এইরূপে এই মুক্ত জমিত কুলকর হইতে ইহলৌকিক
ও পারলৌকিক মহানর্ষের উৎপত্তি হইবে ।

পিতৃ ।—বৃত্ত শিষ্যাদির উদ্দেশ্যে দেয় শ্রাদ্ধ-শেষ হবিষ্যাদি নির্মিত বিলুপ্তাকার অন্ন । “শ্রাদ্ধাধিক-
নিমোহরাধোঃ সর্গাধীঃ বাবদ্যক্যমোদনব্যগ্রাদি উত্তোজাঃ পৃথীবা বনরো করণশেষেণ সহ সদীর সিন্ধীকৃত্য
পিতৃদামবারতোত্ ।” “বক্ষ্যাম্যাজিলসংবৃত্তং সর্ব্বব্যগ্রসংবৃত্তম্ । উক্তমাদায় পিতৃত্ত কৃত্য বিলুক্লোপমম্ ॥
বহ্যাত্” ইত্যাদি শ্রাদ্ধতত্ত্ব । অন্নাতোবও অন্য পদার্থে পিতৃ হইতে পারে, তাহার প্রমাণ নানারূপ আছে ।
যথা ; একদং বনরোজিহ্বং পিণ্যাকং বর্জ্জনন্তরে । ন্যূপাপিণ্ডং সতো রাস ইদং বচনব্রবীৎ । ইদং ভুক্তং বহ্যরাজ
প্রীতো বনশনা বরম্ । বনরাঃ পুংসা রাজন্তবরাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥”

ব্যাখ্যা ।—বর্ণসঙ্করগণ কুলনাশকাদিগকে এবং সেই কুলকেও নরকস্থ করে ; তাহাদের পিতৃপিতামহাদি ব্রাহ্ম-তর্পণ বিরাহিত হইয়া পতিত-দশা প্রাপ্ত হয় ॥ ৪১ ॥

• আনন্দগিরি ।—বর্ণসঙ্করস্ত দোষপর্যবসারিতামাদর্শয়তি সঙ্কর ইতি । কুলসঙ্কর-করাণাং দোষাত্মকং সন্ধিনোতি পতন্তীতি । কুলসঙ্করকৃতাং পিতরো নিরয়গামিনঃ সম্ভবন্তী-ত্যত্র হেতুমাং নুশ্লেতি । পুত্রাদীনাং কর্তৃণামভাবাৎ লুপ্তাঃ পিণ্ডোদককল্প চ ক্রিয়া যেষাং তে তথা । ততশ্চ শ্রেতদ্বপরাবৃত্তিকারণাভাবান্নরকপতনমেবাবশ্যকমাপত্তেতিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীধর ।—এবং সতি সঙ্কর ইত্যাদি । এষাং কুলস্থানাং পিতরঃ পতন্তি, হি যস্যাং, লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া যেষাং তে তথা ॥ ৪১ ॥

বলদেব ।—কুলস্ত সঙ্করঃ কুলস্থানাং নরকারৈবেতি যোজনা । ন কেবলং কুলয়-এব নরক-পতন্তি কিন্তু তৎপিতরোহপীত্যাহ পতন্তীতি । হিহেতৌ । পিণ্ডাদিদাতৃণাং পুত্রাদীনামভাবাচ্চিলুপ্তপিণ্ডাদিক্রিয়াঃ, সন্তস্তে নরকারৈব পতন্তি ॥ ৪১ ॥

মধুসূদন ।—কুলস্ত সঙ্করস্ত কুলস্থানাং নরকারৈব ভবন্তীত্যমরঃ । ন কেবলং কুলস্থ-নামেব নরকপাতঃ কিন্তু তৎপিতৃণামপীত্যাহ পতন্তীতি । হিশঙ্কোহপ্যর্থো হেতৌ বা । পুত্রা-দীনাম কর্তৃণামভাবাৎ । লুপ্তাঃ পিণ্ডোদ্যাদকল্প চ ক্রিয়া যেষাং তে তথা । কুলস্থানাং পিতরঃ পতন্তি নরকারৈবেত্যমরঃ ॥ ৪১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—সঙ্কর ইতি । কথং তর্হি জামদগ্ন্যেন রামেণ ক্ষত্রিয়েষু হতেষু তত্ক্ষত্রিয়ঃ পুনঃ পুনব্রাহ্মণেভ্যঃ পুত্রান্ জনমানাস্থরিত্যুপাখ্যায়তে, কথং বা ধৃতরাষ্ট্রাদীনামসঙ্করজন্মমিত্যুপাখ্যাহ পতন্তীতি । হিশঙ্কো বৈদিকীং প্রসিদ্ধিং ত্যোতয়তি । সা হি “ন শেখো অগ্রে অস্ত্রজাতমগ্নি” ইতি শ্রুতিঃ । অস্ত্রমাজ্জাতং শেখোহপত্যং নাস্তীতি তদর্থঃ । “অস্ত্রোদর্যো মনসাপি ন মন্তব্যো মমাহরং পুত্রঃ” ইতি যাস্কবচনাত্ । “যে যজামহ” ইতি শাস্ত্রাৎ । যে বরং যজামহে ইত্যর্থক্যাৎ লুপ্তমানস্ত পিত্রাদেঃ সংশয়প্রত্যক্ষাদয়ং মম পিতৈবেতি নিশ্চয়স্ত হুঃখসাধ্যত্বাৎ । মন্ত্রশ্চ যোহঁহ-মগ্নি ন সন্ ধীমহি, ব্রাহ্মণেহপ্যর্থবাদশ্চ, ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ স্মো বরমব্রাহ্মণা বা” ইতি, তন্মাদীজ-পতেরেব পিণ্ডাদিপ্রাপ্তিন্ তু ক্ষেত্রপত্তেরিতি লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াদিবশ্চ পিতৃণাং পাত্তো ভবতি । ক্ষেত্রপুত্রস্বত্বস্ত ইহ লোকে বংশস্থাপনমাত্রপরা ন তু তেন ক্ষেত্রপতেঃ কশ্চিদাস-ম্মিক উপকারোহসি উদাহৃতশ্রুতিবিরোধাৎ । অয়ঞ্চ সঙ্করোহস্মাতিঃ অরং কৃতশ্চৈদবশ্য-মস্মান্ বাধিব্যত্ এবেতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

• তাৎপর্য ।—স্বামীর অভাবে শ্রীর গর্ভে অপরের ঔরসে পুত্রোৎপাদ-নের বহুতর নিদর্শন ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হয়। পাণ্ডবগণের পিতৃপিতৃব্যোরাও

উদকক্রিয়া অর্থাৎ তর্পণ ।—দেবর্ষি পিতৃপুত্রাদির তৃপ্তির নিমিত্ত জলপাত্র দ্বারা তর্পণ । যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিরাদেশ, “নাস্তিক্যত্যাগাদ্ভক্ষাপি ন তর্পয়তি বৈ তত্ত্বঃ । পিতৃষি দোহনিঃপ্রাণং পিতৃশ্চৈব জলার্ঘ্যনুঃ ॥

পিতার অবর্তমানে ব্যাস কর্তৃক জাত । পরশুরাম, একবিংশবার কত্রিয়বংশ ধ্বংস করিলে, কত্রিয়াগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে পুত্রবতী হইয়াছিলেন । দীর্ঘতমা নামক অন্ধ বিপ্রেশ্বরের ঔরসে বলিরাজ-মহিষী সন্দেহা সন্তানলাভ করিয়াছিলেন । যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণও পিতৃ-বিদ্যামানে অন্যের ঔরসজাত । ইত্যাদিরূপ বহুল দৃষ্টান্ত থাকিতেও, অৰ্জুন এস্থলে কুলক্ষয় হইলে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইবে বলিয়া কেন আশঙ্কা করিতেছেন এবং তাদৃশ ঘটনা ঘটিলে পিতৃকুল, জল-পিণ্ডাভাবে, নরকস্থ হইবেন ভাবিয়া কেনই বা কাতর হইতেছেন ? উল্লিখিত দৃষ্টান্ত সকল অনুলোম পদ্ধতিঃসম্মত । অনুলোমানুসারে যে সন্তান জন্মে সে সন্তান মাতৃবর্ণাপেক্ষা নীচবর্ণ হয় না । ঐসকল স্থলে উৎপন্ন অপত্য দ্বারা পিতৃপুরুষদিগের পিণ্ডোদক ক্রিয়ার কোনই ব্যাঘাত ঘটে নাই । শাস্ত্রানুসারে ক্ষেত্রোৎপন্ন সন্তান ক্ষেত্র-স্বামীর অর্থাৎ সেই জমীর বিবাহিত পতিরই হইয়া থাকে, বীজপতি পিতার হয় না ; পরম জ্ঞানবান্ বাঙনিষ্ঠ ভীষ্মও এরূপ সনাতন ধর্মের কথা নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন । সুতরাং অৰ্জুনের আশঙ্কা আপাততঃ অমূলক বলিয়া বোধ হইতে পারে ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে । উল্লিখিত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত সমূহ পর্যালোচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে, তত্তৎস্থলে কামিনীকুল পুত্রার্থে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পুত্রার্থ ব্যতীত ইন্দ্রিয়-লালসায় পুরুষ সংসর্গের কামনা করেন নাই ; আরও দেখা যাইতেছে, উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত সমূহের কোন স্থলেই অনুলোম পদ্ধতির ব্যভিচার ঘটে নাই । বর্তমান ক্ষেত্রে অৰ্জুন আশঙ্কা করিতেছেন যে, জীগণ স্বৈরিণী হইবে এবং স্বৈরিণী হইলে স্বেচ্ছাচার-নিরতা ও বদৃচ্ছাবিহারানুরাগিণী হইবে । গুরুজন কর্তৃক নিয়োগ বা মস্তান-কামনা তখন তাহাদের পুরুষ-সংসর্গের কারণ হইবে না । তখন তাহারা ইন্দ্রিয়-ভোগ ও বিলাসোন্মত্ত হইয়া অনুলোম প্রভৃতি শাস্ত্র-বিহিত পদ্ধতির মস্তকে পদাঘাত করিবে । তাদৃশী বদৃচ্ছাভোগনিরতা কামিনীগণের গর্ভে নিশ্চয়ই বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হইবে সুতরাং পিতৃপুরুষগণের জল-পিণ্ড রহিত হইবে সন্দেহ নাই ।

* অনুলোমজি-ব্রাহ্মণ হইতে কত্রিয়া গর্ভজাত, এবং কত্রিয় হইতে বৈজ্ঞাত জাত ইত্যাদিকে অনুলোমজি বলে । আর, কত্রিয় হইতে কাকদ্বী গর্ভজাত ইত্যাদি সন্তানকে অতিলোমজি বলে । উক্তবাদধন-বর্ণাশ্রম ভাষ্যে অনুলোমজিঃ । বধা মতঃ ; "সতীর্থবোধো যেতু অতিলোমানুলোমজাঃ । অতোন্যাত্যতিব-জ্ঞপ্ত তান্ অংক্যান্যর্থেষতঃ ।" ইতি ।

নিরোগ ক্রমে পুরুষান্তর দ্বারা সন্তানোৎপাদনে সর্বতোভাবে অনু-
মোদিত ব্যবস্থা নহে । ভগবান্ মনু, শাস্ত্র-সম্মত প্রণালী ক্রমে নিরোগের
ব্যবস্থা প্রকটিত করিয়া, উপসংহার কালে পশ্চাদ্ভূত অতিশ্রায় লিপিবদ্ধ
করিয়াছেন । “নান্যাস্তিন্ বিধবা নারী নিযোক্তব্য। দ্বিজাতিভিঃ । অস্ত-
স্মিন্ হি নিযুক্তানা ধর্ম্যং হনু্যঃ সনাতনম্ ॥ নোদাহিকেবু সস্ত্রেবু নিয়োগঃ
কীর্ত্যতে কচিৎ । ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥ অয়ং দ্বিজৈর্হি
বিদম্ভিঃ পশুখর্ঘ্যো বিগর্হিতঃ । মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশা-
স্ততি ॥” অর্থাৎ দ্বিজাতিগণ কখন অস্ত্রের বিধবা নারী নিযুক্তা করিবেন
না । এইরূপে নিরোগ করিলে চিরাগত ধর্ম্য নষ্ট হয় । বিবাহের মন্ত্র মধ্যে
কোম জ্ঞানে নিরোগের উল্লেখ নাই এবং বিবাহবিধির মধ্যেও বিধবা
নারীর পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা নাই । বিদ্বান্ দ্বিজগণ এই নিয়োগ কার্য্য
পশুখর্ঘ্য ও বিগর্হিত বলিয়া জানেন । এই নিন্দিত ব্যবস্থা বেণের রাজ্য
শাসন কাল হইতে প্রচলিত হইয়াছে ; হুতরাং ইহা আধুনিক ও অশা-
স্ত্রীয় । নিয়োগ কার্য্যের অবৈধতার উল্লেখ করিয়াই ভগবান্ মনু ক্রান্ত হন
নাই । তিনি পূর্বেই বলিয়াছেন যে, একটী মাত্র সন্তান-কাগনা ভিন্ন অস্ত
কোন কারণে কদাপি পুরুষান্তর সংসর্গ, নিরোগ বলিয়া পরিগণিত হইবে
না এবং পুরুষ ও স্ত্রীর তাদৃশ সন্মিলন নিতান্ত অপ্রেমস্কর হইবে । হুতরাং
যখন নিয়োগই ব্যবস্থা সম্মত এবং চিরন্তন শাস্ত্রানুমোদিত নহে, যদি বা
তাহা অবলম্বিত হয়, তাহা হইলেও একটি সন্তান কামনা ব্যতীত অন্য
কদাপি তাহা অনুষ্ঠেয় নহে, তখন কুলনারীগণের পক্ষে স্বাধীনা ও ভ্রষ্ট-
চরিত্রা হওয়া কখনই অনুমোদিত হইতে পারে না । সেইরূপ পতিতা কামি-
ণীর গর্ভজাত সন্তান কুলের কোনই উপকারে আসিবে না এবং বংশের
অধঃপতনের হেতুভূত হইবে, এ কথা বলাই বাহুল্য । কেহ কেহ “কুলগ-
ন্য সঙ্করঃ কুলানাং নরকায়েব ভবতি” এরূপ যোজনা করিয়া থাকেন ।
অর্থাৎ কুলের জারজ সন্তানগণ কুল নাশকদিগেরই নরকের কারণ হয় ॥ ৪১ ॥

—:~::~(•—

দোষৈরেতৈঃ কুলানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।

উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাস্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

অহম ।—কুলদ্বানাতঃ (কুলনাশকানাং) বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ
শাশ্বতাঃ (স্নাতনাঃ) জাতিধর্ম্যাঃ * কুলধর্ম্যাঃ † চ উৎসাদ্যন্তে
(বিলুপ্যন্তে) ॥ ৪২ ॥

প্রতিশব্দ ।—কুলনাশকদিগের এই-সকল বর্ণসঙ্কর-বিধায়ক দোষে
স্নাতন বর্ণগত-ধর্ম-সকল এবং বংশগত-ধর্ম-সকল উৎসন্ন-হয় ॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যা ।—কুলনাশকদিগের বর্ণসঙ্কর বিধায়ক দোষে চিরাগত
বর্ণসংক্রান্ত ধর্ম ও বংশ প্রচলিত ধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥ ৪২ ॥

আনন্দগিরি ।—কুলক্ষয়কৃত্যমেতৈরুদাহৃতৈর্দোষৈর্কর্ণসঙ্করহেতুভিজ্ঞাতিপ্রযুক্তা বংশ-
প্রযুক্তাশ্চ ধর্ম্যাঃ সর্বৈ সন্ন্যাসাদ্যন্তে । তেন কুলক্ষয়কারণান্বুদ্ধাপরতির্যেব শ্রেয়সীত্যাহ
দোষৈবিরিতি ॥ ৪২৫ ॥

শ্রীধর ।—উক্তদোষমুপসংহরতি দোষৈবিরিতিয়াদি ভাভ্যাং । উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে
জাতিধর্ম্যা বর্ণধর্ম্যাঃ কুলধর্ম্যাশ্চেতি । চকারাদাশ্রমধর্মাদরোহপি গৃহ্যন্তে ॥ ৪২ ॥

বলদেব ।—উক্তং দোষমুপসংহরতি দোষৈবিরিতি ভাভ্যাং । উৎসাদ্যন্তে বিলুপ্যন্তে,
জাতিধর্ম্যাঃ ক্ষত্রিয়াদিনিবন্ধনাঃ, কুলধর্ম্যাঃসাদারণাঃ । চশকারাদাশ্রমধর্ম্যা গ্রাহ্যাঃ ॥ ৪২ ॥

মধুসূদন ।—দোষৈবিরিতি । জাতিধর্ম্যাঃ ক্ষত্রিয়াদিনিবন্ধনাঃ, কুলধর্ম্যা অসাধারণাশ্চ,
এতৈর্দোষৈরুৎসাদ্যন্তে উৎসন্নঃ ক্রিয়ন্তে বিনাশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ ।—দোষৈবিরিতি উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য ।—এইরূপে বর্ণসঙ্কর ঘটিলে অচিরে সেই কুল নাশকদিগের
পিতৃ-পিতামহাদি পরম্পরাক্রমে পরিপালিত অতিপবিত্র কুলধর্ম বিনষ্ট

* জাতিধর্ম্যঃ ।—“অখাপনমধ্যায়নং বাজনং বাজ্ঞনং তথা । দানং প্রতিগ্রহং ক্রয়ং ত্রাক্ষণ্যমাকর্ষণং ॥” এজানান
রক্ষণং দানমিচ্ছাধায়নমেষ চ । বিবরণেই এসম্বন্ধি কত্রিয়স্ত সমাসতঃ । পশুনাং রক্ষণং দানমিচ্ছাধায়নমেষ
চ । বপিক্ষপং কুমীদক বৈশ্যস্ত ক্রবিসেষ চ । একমেবতু শূদ্রস্ত প্রভু ক্রম সমাদিশং । এতেষামেষ
বর্ণানাং শুজ্ঞামনুসারঃ ॥” মহাসংহিতা । অখাপন, অধ্যায়ন, বাজন, বাজ্ঞন, দান, প্রতিগ্রহ ত্রাক্ষণ্যদিগের
কার্য । এজানান, দান, বজ, অধ্যায়ন বিবরণস্তি কত্রিয়ের কার্য । পশুপালন, হান, বজ, অধ্যায়ন
বাণিজ্য, হুদের ব্যবসার, ক্রবিকর্ম বৈশ্যের কার্য । অনুসারিহিত হইয়া এই সকল বর্ণের শুজ্ঞা করা
শূদ্রের কার্য । বৈশ্যের বর্ণের নিমিত্ত যে-যে কার্য শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহাই তাহাদের বর্ণধর্ম বা
জাতিধর্ম ।

† কুলধর্ম্যঃ ।—পুরুষাত্মকঃ, পুত্রর উপদেশাত্মকো য়ে উপাসনাপদ্ধতি-বিশেষ-বংশ মধ্যে গোপন ভাবে
অবলম্বিত ও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাই তত্ত্ববংশীয় কুলধর্ম । তত্ত্বশাস্ত্রে কুলচারী বা কোল বলিয়া এক
কুল-সাধকের উপায় আছে এবং তদীয় সাধন-প্রণালী কুলচার বা কুলধর্ম নামে পরিকল্পিত হইয়াছে

হইয়া যায় এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ভেদে শাস্ত্রে যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম বিহিত হইয়াছে, তাহাও বিলুপ্ত হইয়া যায়। কারণ যে সকল সন্তান সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহারা যে গর্ভে জন্মে সেই বংশের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি সমূহ এবং পরম্পরাগত কুলধর্মাদি শিক্ষা করিতে পায় না, সুতরাং জট্টাচার ও মুখ হইয়া কালযাপন করে। “চ” শব্দ দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, ভিক্ষু ও বাণপ্রস্থ এই চারি প্রকার আশ্রম ধর্মও বিনষ্ট হইবে ইহাই সূচিত হইতেছে ॥ ৪২ ॥

—(ঃঃ)—

উৎসন্নকুলধর্ম্যাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন ! ।

• নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুক্রম ॥ ৪৩ ॥

অন্বয় ।—জনার্দন ! উৎসন্ন-কুল-ধর্ম্যাণাং (কুলধর্ম্মরহিতানাং) মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুক্রম (শ্রুতবস্তুঃ) ॥ ৪৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—প্রলয়কারিন্ ! বিনষ্ট-কুলধর্ম্ম-মনুষ্যদিগের সতত নরকে বাস-হয় ইহা শুনিরাহি ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে জনার্দন ! শাস্ত্রবেত্তাদিগের মুখে শ্রুত হইয়াছি, কুলধর্ম্ম বিরহিত মানবগণ অনন্তকালের নিমিত্ত নরকবাসী হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

• আনন্দগিরি ।—কিঞ্চ জাতিধর্ম্মে কুলধর্ম্মে চ উৎসন্নো তত্তদধর্ম্মবর্জিতানাং মনুষ্যাণামনধিকৃতানাং নরকপতনম্ভোবাদনর্থকরমিদমেব হেরমিত্যাহ উৎসন্নোতি । যথোক্তানাং মনুষ্যাণাং নরকপাততাবশ্যকং প্রমাণমাহ ইত্যনুশুক্রমিতি ॥ ৪৩ ॥

• শ্রীধর ।—উৎসন্নোতি । উৎসন্নঃ কুলধর্ম্মা যেষামিতি উৎসন্নজাতিধর্ম্মাদীনামপ্যুপলক্ষণম্ । অনুশুক্রম শ্রুতবস্তো বসং “প্রায়শ্চিত্তমকুরূপাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ । অপচাত্তাপিনঃ পাপাস্মিন্নয়ান্ বাক্তি দারুণান্ ॥” ইত্যাদিষচনেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

• বলদেব ।—উৎসন্নোতি । জাতিধর্ম্মাদীনামুপলক্ষণম্ভেতৎ । অনুশুক্রম শ্রুতবস্তো বসং শব্দদ্বয়ং । “প্রায়শ্চিত্তমকুরূপাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ । অপচাত্তাপিনঃ কষ্টাস্মিন্নয়ান্ বাক্তি দারুণান্” ইত্যাদিবার্ত্যোঃ ॥ ৪৩ ॥

মধুসূদন ।—তত্চ প্রেতদ্ব্যপরাধভিকারণাতাবানরক • এব কেবলং নিরন্তরং বাসো

• প্রেত ।—মরণান্ত কাল হইতে সপিতীকরণ পর্য্যন্ত প্রেত শব্দবাচ্য । “কৃতং সপিতীকরণে মরঃ সংবেদ্যঃ পরম্ । প্রেতমেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপথ্যতে ।” মরণানন্তরং হৃত শব্দঃ । মরণান্তে প্রবেশে “অতি

ভবতীতি প্রযুক্তি অতুচ্ছমেতি' আচার্য্যাণাং মুখাধ্বং প্রভবতো ন স্বাভায়েন কমরাম ইতি
পূর্বোক্তোত্তর দৃষ্টিকরণম্ ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য্য।—হে জনার্দন ! আমি আচার্য্যদিগের মুখে শ্রবণ করি-
য়াছি যে, বাহাদিগের কুল-ধর্ম্ম-বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত
নিদারুণ নরকে বান করিতে হয়। অর্জুনের এই উক্তির প্রমাণ স্বরূপে
পূজ্যপাদীকাকার শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী ও শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ নিম্ন-
লিখিত শাস্ত্রীয় বচন ধৃত করিয়াছেন। “প্রায়শ্চিত্তমকুরীণাঃ পাপেষুভিরতা
নরাঃ। অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপাং নিরয়ান্ বাস্তি দারুণান্ ॥” পাপরত
মানবগণ, প্রায়শ্চিত্ত না করিলে এবং পাপের ক্ষণ অনুতাপ না করিলে,
দারুণ নরকে গমন করে। অর্থাৎ বংশে ভ্রষ্টাচারী অজ্ঞসন্তানের আবির্ভাব
হইলে, বিদ্যা-বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-জ্ঞানের অভাবে, তাহারা প্রায়শ্চিত্তাদি হিতকর
অমুষ্ঠান দ্বারা স্ব স্ব হৃদয় সুনির্ম্মল করিয়া পুনরায় ধর্ম্মের অপরিচ্ছিন্ন পন্থায়
বিচরণ করিতে পারে না; সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিগণের উত্তরোত্তর অধো-
গতি ভিন্ন উন্নতির আশা নাই। অর্জুন পূর্বে বলিয়াছেন, বর্ণসঙ্করকারক
দ্বোষ হইতে পিতৃ-পুরুষগণ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি বিরহিত হন; পিণ্ডোদক ক্রিয়া
ব্যতীত মৃত ব্যক্তির প্রেতদ্ব পরিহার হয় না। অতএব বিগত-জীব ব্যক্তি-
গণকে গত্যান্তরাভাবে প্রেত হইয়া নিরন্তর নিরয় নিবাস করিতে হয়।
বদি অর্জুনোক্তি অগ্রদ্বয়ে বলিয়া ভগবান্ উপেক্ষিত করেন, এই আশঙ্কায়
বলিতেছেন, হে, ত্রিকালদর্শিন্ নারায়ণ ! মানবের ইহকাল ও পরকাল
ঘটিত কোন অবস্থাই তোমার অপরিজ্ঞাত নহে; সুতরাং তোমাকে বলি-
বার ও বুঝাইবার কথা কিছুই নাই; তথাপি আচার্য্যদিগের নিকট যেরূপ
উপদেশ লাভ করিয়াছি, অধুনা তোমার নিকট তাহাই নিবেদন করিলাম;

বাহিক দেহ হয়, তদন্তর প্রেতপিতৃ প্রবর্তনের পর, প্রেত দেহ হয় এবং নপিতীকরণের পর প্রেত স্বর্গীয় কর্ণা-
সারে স্বর্গে বা নরকে গমন করে। অর্থাৎ; “ভৎক্ষণদেব গৃহ্যতি শরীরমভিগাহিকং। আভিবাহিকসংজ্ঞোহনৌ
দেহো ভবতি ভার্গব। কেবলং তদমুখ্যাণাং সাত্ত্বিকং প্রাণিনাং হৃদিং। প্রেতপিতৃভুক্তো দৈতদেহমাপোতি
ভার্গব। কোরদেহমিতি প্রেতজ্ঞং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ। প্রেতপিতৃ ন দীর্ঘকালং ততঃ ততঃ নিবোধনং। শ্রাণা-
নিকেষ্যে দেবেত্য আকরঃ নৈব বিদ্যাতে। তজ্জায়া বাতনা যোরাঃ শীতবৃষ্ণাভপোহুবাঃ। ততঃ নপিতী-
করণে বাহুবৈঃ হৃকৃতে নরঃ। পূর্বে লংগংগরে দেহমতোহন্যং প্রতিপদ্যতে। ততঃ ন নরকে বাতি স্বর্গে বা
স্বর্গে কর্ণণা ॥” শুভিত্ত্বং।

এ সকল কিছুই আমার অকপোলকল্পিত নহে । ইত্যাকার বাক্য দ্বারা
অর্জুন পূর্বোক্ত বাক্য সকল সমর্থিত করিলেন ॥ ৪৩ ॥

— ০১:০১:০—

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বরম্ ।

যদ্রাজ্যসুখলোভেন হস্তং স্বজনযুক্ততাং ॥ ৪৪ ॥

অর্থঃ ।—অহো বত বহুঃ মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতাঃ (উদ্যক্তাঃ)
যৎ রাজ্য-সুখ-লোভেন স্বজনং (আত্মীয়ং) হস্তং উদ্যতাঃ
(প্ররতাঃ) ॥ ৪৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—হায় কষ্ট ! আমরা গুরুপাপ করিতে নিযুক্ত, যে রাজ্য-
সুখের-লোভে আত্মীয়কে বিনাশ-করিতে প্রস্তুত-হইরাছি ॥ ৪৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—অহো কি কষ্টের বিষয় ! সামান্য রাজ্যলোভের বশ-
বর্তী হইয়া আমরা আত্মীয় জননরূপ অতি বিগাহিত কার্য্যামুষ্ঠানে
প্রস্তুত হইরাছি ॥ ৪৪ ॥

আনন্দগিরি ।—রাজ্যপ্রাপ্তি প্রকৃতসুখোপভোগলব্ধতয়া স্বজনহিংসারঃ প্রবৃত্তিরদ্বাৰং
ভগ্নদোষবিভাগবিজ্ঞানবতামতিকষ্টেতি পরিব্রটক্ৰমঃ সঙ্গাহ অহো বতেতি ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধর ।—বহুবধ্যব্যবসায়েন সন্তপ্যমান অহ অহো বতেত্যাদি । স্বজনং হস্তমুদ্যতা
ইতি বৎ, এতদ্বহুং পাপং কর্তুং মধ্যবসায়ঃ কৃতবস্তো বরং, অহোবত বহুং কষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

বলদেব ।—বহুবধ্যব্যবসায়েনাপি পাপং সন্ত্যাব্যাহতপন্নাহ অহো ইতি । বতেতি
যন্তেহে ।

মুদুসুদন ।—বহুবধ্যপর্য্যবসায়িমুদ্রাধ্যবসায়োরূপি সর্বথা পাপিষ্ঠতরঃ, কিং পুনরুচ্চমিতি
বক্তুং তদধ্যবসায়েনাস্থানং শোচয়ন্নাহ অহো বতেত্যাদি । বদীদৃশী তে বুদ্ধিঃ কৃত্তর্কহিঃ বুদ্ধাভি-
নিবেশেন্নাগতোহসীতি ন বক্তব্যং, অবিসৃজ্যকারিতয়া যদ্রোক্তত্ব্যং কৃত্ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

ভাঃপর্য্যক ।—সিংহাসনে সমাসীন এবং অমাত্যাদি পরিবেষ্টিত হইয়া
প্রজাপ ও গৌরব-কীতভাবে হুঁইষর্য্য সজ্জাগ করা ও প্রজাবর্গের উপর
আধিপত্য বিস্তার করা কি এতই অসংবরণীয় লোভজনক যে, আমরা
অধুনা তজ্জন্ত পরমাত্মীয় ব্যক্তিবৃন্দের বিধনবান্ধনরূপ মহাপাপ সঞ্চাদনে
ব্রতী হইরাছি ? অহো দিক ! আগোলের পাপাসক্ত লোভ-পূরুষের হৃদয়কে !
অতি অকিঞ্চিৎকর, নিতান্ত উপেক্ষণীয় সামান্য সুখের লোভে স্বাহার

আত্মীয়গণের রূপে বন্ধুরাকে রাগ-রঞ্জিতা করিতে বন্ধ-পরিকর হইয়াছে, অগতে কোন দুঃখই তাহাদের অসাধ্য নহে । অর্জুনকে এতাদৃশ দুঃখনাশমান ও শোকমোহাভিভূত দেখিয়া, 'যদি ভগবান্ এরূপ মনে করেন, যে, এই সমর ক্ষেত্রে বিবিধ আত্মীয়, কুটুম্ব, আচার্য্য, পিতৃ পিতামহাদি উপস্থিত আছে, ইহা তুমি পূর্বে জানিতে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয় হনন যে অবশ্যস্তাবী তাহাও তুমি নিশ্চয়ই পরিজ্ঞাত ছিলে ; যুদ্ধ জন্মিত কুলক্ষয় ও তৎপরিণাম স্বরূপ যে সকল মহানর্থের স্বত্বান্ত্র অধুনা বিবৃত করিতেছ এবং শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার ও যুক্তি দ্বারা তৎসমস্তের সমর্থন করিয়া অবসর ও কাতর হইতেছ, তোমার এ জ্ঞান এত দিন কোথায় ছিল ? এ দারুণ অধ্যবসায়ে বিনিযুক্ত হইবার পূর্বে এতাদৃশ চৈতন্য তোমার হৃদয়ে সমুদিত হয় নাই কেন ? ইহার উত্তর স্বরূপে অর্জুন বলিতেছেন, মর্দীয় অতি নিন্দনীয় অবিম্ব্যকারিতা হেতু, হৃদয়ে ঘোরতর ঔদ্ধত্যের উদ্ভব হইয়াছিল । অতএব অবলম্বিত কার্য্যের হিতাহিত ও পরিণাম ফল পূর্বে বিবেচনা করিতে পারি নাই । এইক্ষণে সম্মুখে প্রাণত্যাগে সঙ্কল্প-বদ্ধ স্বজনগণকে দেখিয়া আমার হৃদয়ের ঔদ্ধত্যরূপ তিমির অপগত হইয়াছে এবং তথায় শান্তি স্বরূপ সুবিমল সুধাংশু সমুদিত হইয়াছে । এই রূপ ভাবার্ধ কোন পুজ্যপাদ ণীকাকার স্মৃতিত করিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

—:)::~:~:~:—

• যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।

• ধার্ত্তরাষ্ট্র । রণে হন্যাস্ত্রমে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥

অর্থ—যদি, অপ্রতীকারং (অকৃতব্যবসারং) অশস্ত্রং মাং শস্ত্র-পাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যাঃ (হনিষ্যন্তি) তৎ মে ক্ষেমতরং * (মঙ্গলকরং) ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—যদি আত্মরক্ষার-অচেষ্টিত অস্ত্র-বিহীন আমাকে শস্ত্র-ধারী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা সমরে বধ-করে তাহা আমার অপেক্ষাকৃত-হিতকর হইবে ॥ ৪৫ ॥

* ক্ষেম—ক্ষেম শব্দের অর্থ অমরকোষের মতে 'কুশল' মেদিনীর মতে 'লক্ষ্যকরণ', এবং হেমচন্দ্রের মতে 'মোক্ষ' । এই ভ্রম ভাবেই মূলের অর্থ করা বাইতে পারে ।

• ১০০ পাঠান্তর—প্রিতরং ভবেৎ ।

ব্যাখ্যা ।—আমি আত্মরক্ষার উদ্যোগে হইলে ও শত্রু ত্যাগ করিলে যদি শত্রু হুর্ঘ্যোধনাদি সময়ে আমাকে সংহার করেন তাহাও আমার পক্ষে অধুনা পরম কল্যাণকর ॥ ৪৫ ॥

শ্রীঅর্জুনঃ ।—যোগ্যঃ যুদ্ধে বিশ্বম্ভঃ সন্ পরপরিত্যজপ্রতীকাররহিতো বর্জ্যোত্তমঃ ।
ত্বাং শত্রুপরিগ্রহরহিতং শত্রুং শত্রুপাণয়ে ধার্ষ্ট্র্যমাত্মা নিগূঢ়ীযুঃপ্রিত্যাপ্যম্ভ্যাহ যদীতি । প্রাণ-
ত্যাগাদপি প্রকৃষ্টো ধর্ম্যঃ প্রাণত্যাগমহিংসেতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধর ।—এবং সম্ভবঃ সন্ মুহুর্তমেষাংশমান আহ যদি মামিত্যাदि । অকৃতপ্রতী-
কারং তুষ্কীযুপবিষ্টং মাং দৃষ্ট্বা যদি হনিষ্যন্তি তর্হি তদ্ধননং মম ক্ষেমতরং অত্যন্তহিতং তবেৎ
পাপানিন্শেষঃ ॥ ৪৫ ॥

বলদেব ।—নহু যসি বদ্ধবধাধিনিবৃতেহপি ভীয়াদিতিবৃদ্ধোৎসুকত্বাৎসবঃ তাদেব ততঃ
কিং বিধেয়মিতি চেৎ তত্রাহ যদি মামিতি । অপ্রতীকারমকৃতমধ্যবধাবসারপাণপ্রায়শ্চিত্তম্ ।
ক্ষেমতরমতিহিতম্ । প্রাণান্তপ্রায়শ্চিত্তেনৈব তৎপাপাবসারজনম্, ভীয়াদিত্যনং তৎপাপকলং
প্রাপ্যাস্ত্যোবেতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

মধুসূদন ।—নহু তব বৈরাগ্যোহপি ভীমসেনাদীনাং যুদ্ধোৎসুকত্বাৎসবম্ভ্যো তবিষ্যতোব
যয়া পুনঃ কিং বিধেয়মিত্যত আহ যদীতি । প্রাণাদপি প্রকৃষ্টো ধর্ম্যঃ প্রাণত্যাগমহিংসা পাপা-
নিপাত্তেঃ, তস্মাজ্জীবনাপেক্ষয়া মরণমেব মম ক্ষেমতরং অত্যন্তং হিতং তবেৎ । প্রিয়তরমিতি
পাঠেহপি স এবার্থঃ । অপ্রতীকারং স্বপ্রাণত্যাগায় ব্যাপারমকুরীণঃ বদ্ধবধাধাবসারমাত্রেণাপি
প্রায়শ্চিত্তাস্তররহিতং বা । তথাচ প্রাণান্তপ্রায়শ্চিত্তেনৈব শুদ্ধির্ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—আমি অত্র শত্রু পরিত্যাগ করিয়া, আত্মরক্ষার নিশ্চেষ্ট-
ভাবে বসিয়া থাকিলে, যদি শত্রুধারী হুর্ঘ্যোধনাদি আমাকে অত্রবিক্র ও
জীবনবিহীন করে, তাহাও আমার পক্ষে এক্ষণে পরম প্রার্থনীয় ও অতীব
মঙ্গলময় । অর্জুনের নির্বেদ ক্রমশঃ উচ্চতর সোপানে আরোহণ করি-
তেছেন । তিনি এক্ষণে, আত্মীয় হনন করিয়া জীবনধারণ করণাপেক্ষা, শত্রু
হস্তে হত হইবার প্রার্থনা করিতেছেন এবং বদ্ধবদরূপে বিগর্হিত সঙ্কল্পের
প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে, আত্মপ্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বিস্তৃত হইবার কামনা
করিতেছেন । তিনি মনে করিতেছেন, স্বয়ং বিনষ্ট হইলে তাঁহার দ্বারা
যমেরে, যত নরহত্যা ঘটিল তাহার অন্যথা হওয়ায়, একবংশ সমুৎপাদিত অনেক
ব্যক্তির জীবন রক্ষিত হইতে পারে এবং কুলক্ষয় ও তৎসংশ্লিষ্ট পদোন্নতি সমুৎপাদিত
কিয়ৎপরিমাণে নিবারণিত হইতে পারে ; সুতরাং তাঁহার বিবেচনায় অধুনা
আত্মনাশই প্রশস্ততর । অপিচ স্বকীয় জীবন নিগত হইলে এই রণের পরি-

দাম স্বরূপ যে সফল মঙ্গলনিষ্ট ঘটবে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিতেছেন, তাহার কিছুই তাঁহাকে দেখিতে হইবে না ; সুতরাং এক্ষণে জীবনত্যাগ করা তিনি প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করিতেছেন ।

একজন কাহারও কোন অপকার করিলে অপকৃত ব্যক্তি যদি ক্রোধ বা বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া অপকারকের অনিষ্ট করে, তাহার নাম 'প্রতীকার' । অৰ্জুনাদি পাণ্ডবগণ, দুর্যোধনাদি কৌরবগণের দ্বারা নানারূপে অপকৃত হইয়াছেন ; তথাপি তৃতীয় পাণ্ডব অধুনা তাহাদের অপকার সাধনে অর্থাৎ বৈরনির্যাতনে বিমুখ । ইহাই মূলোক্ত 'অপ্রতীকার' শব্দের তাৎপর্য । যদি শোক মোহাচ্ছন্ন হইয়া অৰ্জুন আত্মীয় হনন রূপ বিগর্হিত কার্য্যে বিরত হন এবং যুদ্ধাধাবসায় পরিত্যাগ করেন; তাহা হইলে প্রতিপক্ষগণ তাহাঁর বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া কদাচ সময়ে বিমুখ হইবেন না এবং ভীষ্মাদি বীর পুরুষগণ, তাঁহাকে নিশ্চেষ্টে দেখিয়া, সহজেই বিনষ্ট করিবেন । ইত্যাকার আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে অৰ্জুন কর্তৃক সমালোচ্য শ্লোক কথিত হইয়াছে । অপিচ অৰ্জুন যুদ্ধ বিরত হইলেও ক্রোধোন্মত্ত বৈরনির্যাতন-ব্যাকুল ভীমসেনাদি পাণ্ডবগণ কখনই শত্রু সংহারে নিরন্তর হইবেন না, সুতরাং বেরূপেই হউক স্বজন সংহার অপরিহার্য্য । অতএব অৰ্জুনের এই ঐদাসীন্তু নিকল । এই আশঙ্কার অৰ্জুন মনে করিয়াছেন, ভীষ্ম বা ভীম যিনিই কেন পাপানুষ্ঠান করুন না, তাঁহাকে মিশ্রয়ই তজ্জন্য কলভোগী হইতে হইবে ॥ ৪৫ ॥

—:~::~:~:—

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তা অৰ্জুনঃ সখ্যো রথোপস্থ উপা বিশং ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বাণি শ্রীভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং

যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে সৈন্যদর্শনো

নাম প্রথমোক্তধ্যায়ঃ ।

অনুন্ন ।—সঙ্গর উবাচ । শোক-সংবিগ্ন-মানসঃ (শোকাকুলহৃদয়ঃ)
অৰ্জুনঃ এবং উক্ত্য। সখ্যো (বৃদ্ধে) সশরং চাপং বিন্ধ্য (ত্যক্ত্য।)
রথ-উপহে (রথোপরি) উপাविश ॥ ৪৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—শোক-কাতর-চিত্ত অৰ্জুন এইরূপ বলিয়া বৃদ্ধে বাণ-
সহিত ধনুক ত্যাগ-করিয়া রথোপরে উপবেশন-করিলেন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—শোকাকুল হৃদয় অৰ্জুন এইরূপে স্বকীয় হৃদয়বেদনা
স্ববীকেশকে নিবেদন করিয়া ধনুর্কোণ দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং
বিগ্নভাবে সেই রথে উপবেশন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

আনন্দগিরি ।—যথোক্তমৰ্জুনস্ত বৃত্তান্তং সঙ্গরো বৃত্তরাষ্ট্র রাজানং প্রতি প্রবেদিতবান্
তমেব প্রবেদনপ্রকারং দর্শয়তি এবমিতি । প্রদর্শিতেন প্রকারেণ তদ্ব্যবস্থাং প্রতি বিজ্ঞাপনং
কৃত্বা শোকমোহাভ্যাং পরিত্যক্তমানসঃ সৰ্জুনঃ, সখ্যো বৃদ্ধমধ্যে, শরং সহিতঃ গাভীৰং ত্যক্ত্য।
ন যোৎসেহহমিতি ক্রবন্ রথস্ত মধ্যে সরাসম্বেব শ্রেয়স্করং যথোপবিষ্টবানিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-ভট্টানন্দ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-ভগবদানন্দগিরি

বিরচিত্তে শ্রীগীতাভাষ্যবিবেচনে প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

রামানুজ ।—“তজাপস্তং হিতান্ পার্থ” ইত্যারম্ভ “এবমুক্ত্যৰ্জুনঃ সখ্যো” ইত্যন্তম্ ।
এবম্ পার্থো মহামনাঃ পরমকারুণিকোহতিথার্মিকঃ, ততুগৃহাদিত্তিরসকৃৎকিতোহপি পরদ-
পুরুষসহারোহপি, আত্মনা হনিয়ামানান্ ভবদীরান্ বিলোকাৎ বহুদ্বৈহে মলয়না ভবত্তিরতি-
বোঁরৈম্মারপোপায়ৈমৎকুপরা ধৰ্ম্মভয়েন চাতিমাত্রনিগ্নদৰ্শগাজঃ সৰ্ব্বথা ন যোতামীত্যুক্ত্য।
বহুবিল্লবজনিভশোকসংবিগ্নমানসঃ সশরং চাপবুৎসহজা রথোপরি উপাविश ॥ ২৬। ২৭।
২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২।
৪৩ ॥ ৪৪। ৪৫। ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যবিরচিত্তে গীতাভাষ্যে প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধর ।—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষারাম্ সঙ্গর উবাচ । এবমুক্ত্যেত্যাদি । সখ্যো সংগ্রামে
রথোপহে রথোপরি, উপাविश উপবিবেশ । শোকেন সংবিগ্নঃ প্রকম্পিতঃ মানসঃ চিন্ত্য যত্ন
ন তথা ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতারাম্ ষাটিকৃতটীকারাম্ সৈন্তদৰ্শনো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

হলদেব ।—ততঃ কিমভূমিত্যপেক্ষারাম্ সঙ্গর উবাচ এবমুক্ত্যেতি । সখ্যো বৃদ্ধে, রথো-
পহে রথোপরি, উপাविश উপবিবেশ । পূৰ্ব্বং বৃদ্ধার প্রতিবোধ্যবিলোকনার চোখিতঃ সন্ ॥ ৪৩ ॥
অবিংস্রতাস্ত্যকিতাসা দদ্যত্রিতোপজারতে । তদ্বিকৃত্য নৈবেতি প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ইতি শ্রীমদভগবদ্গীতে শ্রীভগবদ্গীতোপনিষত্ভাষ্যে প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

—:~:~:~:—

সঞ্জয় উবাচ ।

তং তথা কৃপয়াবিস্টমশ্চ পূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।

বিবীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

অমর ।—সঞ্জয় উবাচ । তথা কৃপয়া-আবিস্টং (কৃপাপূর্ণং) অশ্চ-পূর্ণ-
আকুল-ঈক্ষণং বিবীদন্তং (বিবদন্তং) তং মধুসূদনঃ ইদং বাক্যং উবাচ ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ ।—সঞ্জয় বলিলেন । সেইরূপ দয়া-বিশিষ্ট অশ্চ-সম্পূ-
রিত কীতর-নয়ন শোকনিরত তাঁহাকে নারায়ণ এই কথা বলিলেন ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ।—সঞ্জয় এখনও বলিতেছেন, সেই করুণার্দ্ৰ হৃদয় গাণ-
দক্ষলোচন ব্যাকুলচিত্ত বিবাদ-নিমগ্ন অর্জুনকে ভগবান্ পশ্চাৎলিখিত
বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

আনন্দগিরি ।—অহিংসা পরমো ধর্মো ভিক্ষাশনক্ষেতোবাং লক্ষণয়া বুদ্ধা যুক্তৈবমুখ্য-
মর্জুনশ্চ শ্রদ্ধা স্বপূজাণাং রাষ্ট্রলক্ষ্যমপ্রচলিতমবধার্য্য স্বহৃদয়ং ধৃতরাষ্ট্রং দৃষ্ট্বা তস্ত হৃদাশা-
মপনেষ্যামীতি মনীষয়া সঞ্জয়স্তং প্রত্যুক্তবানিত্যাহ সঞ্জয় ইতি । পরমেশ্বরেণ আৰ্য্যমাণোহপি
কৃত্যাকৃত্যে সহসা নার্জুনঃ সন্মার, বিপর্য্যয়প্রযুক্তশ্চ শোকশ্চ দৃঢ়তরমোহহেতুত্বাৎ তথাপি তং
ভগবান্ নোপেক্ষিতবানিত্যাহ তং তথেষতি । তং প্রকৃতং পার্থং তথা স্বজনমরণপ্রসঙ্গদর্শনেন
কৃপয়া করুণয়া * আবিস্টমবিষ্টিতমশ্চতিঃ পূর্ণে সমাকুলে চক্ষুণে যস্ত তং * অশ্চবাগ্ধতরীলাক্ষ্যং,
বিবীদন্তং শোচন্তমিদং বক্ষ্যমাণং বাক্যং সোপপত্তিকং বচনং মধুনামানমমরং স্মৃতিবানিতি
মধুসূদনো ভগবান্ প্রকৃতবান্ ন তু যথোক্তমর্জুনমুপেক্ষিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ত্রিধর ।—দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জুনং ব্রহ্মবিজ্ঞয়া । প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিত-
প্রীকৃতলক্ষণম্ ॥ ততঃ কিং ব্রতমিত্যপেক্ষয়াং সঞ্জয় উবাচ তং তথেষতি । অশ্চতিঃ পূর্ণে
আকুলে চক্ষুণে যস্ত তং, তথা উক্তপ্রকারেণ বিবীদন্তমর্জুনং প্রতি মধুসূদন ই-
বাক্যমুবাচ ॥ ১ ॥

* করুণা ।—“করুণায় যুগা কৃপাদয়ান্ কল্পামুক্রোশঃ” ইত্যমর । অত্র লক্ষণং যথা ; ব্রহ্মদপি পরক্লেশং
হর্ষং বা কদি জারতে ইতি । তু মধুরশ্চেচ্চ সা দয়া পরিকীর্ণিতা ॥ ইতি পদ্মপুরাণের ত্রিবাংগসার ।
“আজ্ঞবৎ সর্বভূতেষু বোধিতার ঐতরাস চ । * বর্জতে সততং হৃষ্টঃ ক্রিমাং হেমা দয়ান্বিতঃ” ॥ ইতি মৎস্যপুরাণ ।
“পরে বা নম্রবর্ণে বা যিহে যেষ্টরি বা সদা । আশ্রয়বর্জিতবাহি দমৈষা পরিকীর্ণিতা ॥ ইতি একাদশীতত্ত্ব

বলদেব ।— দ্বিতীয়ে ধীবাবাধ্যায়ানাং তৎসাধনং হরিঃ । নিকামকর্ষ চ প্রোচে-
হিতপ্রজ্ঞস্ত লক্ষণম্ । এবমর্জুনবৈরাগ্যানুপ্রজ্ঞতাং যুগ্মজ্ঞানানুপ্রাণায়িত্বা কৃত্যন্তং যুগ্মজ্ঞ-
নালক্ষ্য সঙ্গর উবাচ তং তথেন্তি । মধুসূদন ইতি ততঃ শোকমপি মধুবিরহনিব্যাভীতি
ভাবঃ ॥ ১ ॥

মধুসূদন ।—অহিংসা পরমো ধর্মো ভিক্ষাশনক্লেতোবাং লক্ষণয়া বৃত্ত্যা যুক্তবৈমুখ্য-
মর্জুনস্ত প্রজ্ঞা যুগ্মজ্ঞানাং রাজ্যমপ্রচলিতমবধায়া যুগ্মজ্ঞনস্ত যুগ্মজ্ঞানস্ত হর্বনিমিত্তাৎ
ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাকাজ্ঞামপিনীযুঃ সঙ্গরস্তং প্রত্যুক্তবান্ ইত্যাহ বৈশম্পায়নঃ । সঙ্গর
উবাচ । কৃপা মমৈতে ইতি ব্যামোহনিমিত্তঃ স্নেহবিশেষঃ, তস্মাৎ আবিষ্টং যজ্ঞাবসিদ্ধয়া
ব্যাগ্নং, অর্জুনস্ত কর্মণঃ কৃপায়াক্ত কর্তৃত্বং বদতা তস্তা আগন্তকস্বঃ ব্যাদন্তং, অতএব
বিবীদন্তঃ স্নেহবিরহীভূতযজ্ঞনবিক্ষেদায় শঙ্কানিমিত্তঃ শোকাপন্নপরিহারিতব্যাকুলীভাবো
বিবাদন্তং প্রাপ্নুবন্তম্ । অত্র বিবাদস্ত কর্মযেনাৰ্জুনস্ত কর্তৃত্বেন চ তস্তাগন্তকস্বঃ স্মৃতিতম্ ।
অতএব কৃপাবিষাদবশাদপ্রতিঃ পূর্ণে আকুলে দর্শনাক্রমে চেক্ষণে যজ্ঞ তং, এবমপ্রপাতব্যাকুলী-
ভাবাধ্যকার্যবরজনকতয়া পরিপোষং গতাভ্যাং কৃপাবিষাদাত্মানুদ্বিগ্নং তমর্জুনমিদং সোপপত্তিকং
বক্ষ্যমাণং বাক্যমুবাচ, নতুপেক্ষিতবান্ । মধুসূদন ইতি স্বয়ং দৃষ্টনিগ্রহকর্ত্তাৰ্জুনং প্রত্যপি
তথৈব বক্ষ্যতীতিভাবঃ ॥ ১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অর্জুনে যুদ্ধোপরতে যুগ্মজ্ঞা নিকটকং রাজ্যং প্রাপ্নাতীত্যশাবন্তঃ
রাজানাং প্রেতি সঙ্গর উবাচ, তং তথেন্তি । তমর্জুনম্, তথা “যজ্ঞনং হি কথং হবা সূতিনঃ স্তাম
মাধব” ইত্যুক্তপ্রকারেণ, কৃপয়া স্নেহেন, ন তু দরয়া পরদ্ব্যপ্রহরণেচ্ছারূপয়া, তস্তাঃ পরদোষ-
লানিচ্ছরোত্তরভাবিন্য অর্জুনে “বরি বা নো জয়েযুঃ,” ইতি স্বপরাভরমাশঙ্কমানে দুর্ভগবাং
“বানেব হবা ন দ্বিজীবিবামঃ” ইতিস্নেহাতিশয়সূচকবাক্যশেষবিবোধাত । আবিষ্টং ব্যাগ্নম্,
বিবীদন্তঃ “সীদন্তি মম গাজাশ্বি” ইত্যাবিনা উক্তরূপং বিবাদং প্রাপ্নুবন্তম্, ইদং বক্ষ্যমাণং বাক্যং
বচনীযং উবাচ । মধুসূদন ইতি দৃষ্টবৃত্ত্যাদেবানর্জুনং নিমিত্তীকৃত্য যুগ্মজ্ঞানপি হনিষ্যত্যে-
বেতি স্বয়া জরাশা ন কার্ষ্যেন্তি ভাবঃ ॥ ২ ॥

ভাৎপর্ধ্য ।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্ত দ্বিতীয়াধ্যায়ে আত্মানাম বিচার-
জনিত ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা, অর্জুনের শোকমোহরূপ তমোরাশিকে অপনোদন
করতঃ, হিত-প্রজ্ঞ মুক্ত পুরুষের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন ।

যখন উত্তরদলে ভীষণ রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল এবং বীরগণ স্ব স্ব বাহ
আশ্বালনপূর্বক আত্মরক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বীরকেশরী
নরপুত্র অর্জুনের হৃদয়ে ধর্মক্ষেত্র-মাহাত্ম্যেই হউক, বিজ্ঞান সৎগুণনিকে-
তন ভগবৎসান্নিধ্য বশতই হউক, সৎগুণ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল ।

তাহার হৃদয়াকাশে 'অহিংসা পরমর্থা' এই পরম জ্ঞানবরূপ দিবাকর সমুদ্ভূত হইল । সমরপ্রাক্ষেপে সমুপস্থিত পিতার স্তার প্রতিপালন কর্তা পিতামহ ভীষ্ম, সমরসন্ধানেয় শিক্ষা বিধানের সুদক্ষ পুত্র্যাম্পদ গুরুদেব , জ্ঞোণাচার্য্য ও জ্ঞাতা হৃষ্যোধন প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনগণকে দর্শন করিয়া ভক্তি ও স্নেহে ভিমি এতই যিকলিতচিত্ত হইয়া পড়িলেন যে, আর অন্য লজ্জাদিহ সহিত সমরক্ষেত্রে দণ্ডারমান থাকিতে পারিলেন না এবং তিনি ভাবিতে লাগিলেন, জ্ঞানদাতা গুরু, অবিচ্ছেদ্য সবন্ধ-সম্পর্কিত জ্ঞাতি ও চিরপরিচিত পরম প্রেম্যাম্পদ বহুগণের বিনাশ সাধন অপেক্ষা, বহুলবন ধারণ পূরক, বনবাস কিংবা তিক্কাশনই প্রেরণকর । অর্জুন এরূপ বিবেচনা করিয়া প্রতিপক্ষের উদ্বেজনাজনিত কুলক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইলেন ।

স্ববর্তা সঞ্জয়-মুখে এইসকল বৃত্তান্ত অবগত করিয়া দুরাশা-কবলিত-হৃদয় দুর্মতি ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে ভাবিলেন, অতঃপর আমার পুত্রগণের চিরবাঞ্ছিত রাত্জৈশ্বর্য্য নিকটক হইল ; কারণ ভীষ্ম জ্ঞোণাদি সন্মুখে বীরগণের যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করিতে পারে, পাণ্ডব-সৈন্য-मध्ये অর্জুন ব্যতীত এরূপ সমর-দক্ষ দ্বিতীয় বীর আর লক্ষিত হইতেছে না । সেই শূর-কেশরী অর্জুন যখন বৈরাগ্য হেতু সমর বিমুখ, তখন মৎপুত্রগণের বিজয়-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই । ঈদৃশ স্বশ্রদ্ধার ধৃতরাষ্ট্রকে অবলোকন করিয়া বুদ্ধি-মান সঞ্জয় অবুজি কোণে "ততঃ কিং" অর্থাৎ "তাহার পর কি হইল" প্রত্যক্ষোপরাগণ অক্ষরাঙ্কের এতাদৃশ হৃদয়গত অনুসন্ধানেরা অনুমান করিয়া, অকুরেই তদীয় আশারক্ষের মূলক্ষেত্র বাসনার নিম্ননিধিতরূপ বাক্য বলিতেছেন । শুক্র-শোণিত-সম্মত নখর সুলেহধারী ব্যক্তি বিশেষের প্রতি পালন-কর্তা পিতামহ, শিক্ষাদাতা গুরু, প্রাণতুল্য জ্যেষ্ঠগণ ইত্যাদি, রূপ মনঃক্লান্ত মমতা বশতঃ অর্জুন কর্তব্যবিস্মৃত, রূপায়ত্ত ও স্বজনগণ বিচ্ছেদভরে বিষন্ন ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন । সেই উদ্বেগাকুল ধনজয়কে ভগ-রাক্ষ-মধুসূদন, মীমাংসা বেদান্ত সাধ্য পাতঞ্জল ও স্তায়রূপ দর্শনাদি শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণীকৃত এবং লৌকিক দৃষ্টান্তাদি দ্বারা বানাদিহ সমর্থ সম্প্রতিত বাক্যাবলীসম্বন্ধিত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । তন্ময়, পুরীষ কৃষি বাহার পরিণাম, ভাঙ্গা নখর হেহ হইতে স্রাজ্জা স্বতন্ত্র ও অবিদ্যাবী, ভাঙ্গা দেহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে অর্জুন পিতামহাদিরূপে কল্পনা করিতেছেন এবং

তাঁহাদিগের বিনাশ সম্ভাবনায় নিরতিশয় ভীতভাবাপন্ন হইয়া আপনাকে কলুষিত বলিয়া তিরস্কৃত করিতেছেন । অর্জুনের সেই বুদ্ধি-বিবেচনা আপাততঃ মনোহর হইলেও, নিতান্ত ভ্রমাত্মক এবং শুক্লিতে রঞ্জিত কল্পনার অধর্য অলীক কল্পনামাত্র । এবং বিধ ভুরি ভুরি উপদেশ দ্বারা শ্রীভগবান্ অর্জুনের হৃদয়াবসাদ বিদূরিত করিয়াছিলেন । বন্ধুগণের বিচ্ছেদভয়ে হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুনকে ভগবান্ এই সঙ্কট স্থানে উপেক্ষা করিলেন না । বরং অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বৈষ্ণবী মহামায়ার মহিমায় বিকলমতি অর্জুনের আত্মবিশ্বাতিকারী মহামোহরূপ ছরস্ত্র মধু দৈত্যকে দুরীকৃত করিয়া কর্তব্য কার্য্যে তাঁহাকে নিয়োজিত করিলেন । যিনি মধুনা মা দৈত্যকে সূদন অর্থাৎ বিনাশ করিয়াছিলেন তিনি মধুসূদন এই অর্থে মূলে “মধুসূদন” এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । এই বাক্য দ্বারা সঞ্জয় স্বপুত্রগণের কল্যাণাকাজী রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সঙ্কেতে ইহাই বলিলেন যে, ছুষ্ঠদলনকারী ভগবান্ হরি, নরকেশরী অর্জুনের দ্বারা কুরু-কুল-কলঙ্ক, তোমার পুত্রদিগকে নিহত করিয়া, ভূমণ্ডলে অশেষ যশোরাপি প্রতিষ্ঠিত করিবেন ॥ ১ ॥

—:—:

শ্রীভগবান্‌বাচ ।

কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।

অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ! ॥ ২ ॥

অনুয় ।—শ্রীভগবান্‌ উবাচ । অর্জুন ! ত্বা বিষমে (বিপর্ভে) কুতঃ অনার্য্যজুষ্টং (শিষ্ট বিগহিতং) অস্বর্গ্যং অকীর্তিকরং ইদং কশ্মলং (বৈক্লব্যং) সমুপস্থিতং ॥ ২ ॥

* অনার্য্য ।—আর্য্যশব্দে ব্রাহ্মণ ক্রিয়র বৈভব এই ভিন্ন রূপকে বুঝায় এবং অনার্য্য শব্দে শূদ্রগণ প্রকৃত হয় । নিয়োজিত কাকারমতৃত সৌতপ্ত্র ও তত্বা আলোচনা করিলে ইহা উপলব্ধ হইবে । “শূদ্রাধৌ চতুর্বি পরিমণ্ডো ব্যাঘ্রোক্তেঃ” ইহার ভাষা বধা ; “শূদ্রশচতুর্ভো বর্ণঃ আর্য্যৈরৈবণিকঃ ।” অর্থাৎ চতুর্ভবণ শূদ্র ; “ব্রাহ্মণ, ক্রিয়, সৈন্ত এই ত্রিবিধ আর্য্য ।

মনসংহিতা আর্জৌনো করিলেও শূদ্রদিগকেই অনার্য্যজাতি বলিয়া অনর্থিত হয় । ‘আর্য্যাবর্তের এসকল মনুষ্যে লিখিত আছে, “এতদ্বি দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংক্রম্যেদন্‌ এবসতঃশ শূদ্রত বসিন্‌ কপিন্‌ বা দিব্যাসেকুজিঃ

প্রতিশব্দ ।—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন । অর্জুন ! তোমাতে বিপত্তিকালে কোথা-হইতে আৰ্য্যজন-অসেবিত স্বৰ্গ অবোধ্য * অযশস্কর এই মোহ সমাগত-হইল ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা ।—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জুন ! এই দারুণ বিপত্তি জনক সঙ্কট সময়ে তোমার হৃদয়ে কোথা হইতে আৰ্য্যগণের নীতি-বিরুদ্ধ, পারলৌকিক অধোগতির কারণভূত, কলঙ্ক বিধায়ক এবং বিধ চিত্তবিকা-রের আবির্ভাব হইল ? ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি ।—কিন্তু কামিত্যপেক্ষারামাহ শ্রীভগবানিতি । কুতো হেতোহা ত্বাং সৰ্বকত্রিয়প্রবরং কশ্মলং মলিনং শিষ্টগর্হিতং যুদ্ধাৎ পরাধ্বংসং, বিষমে সভয়ে স্থানে

কর্ষিতঃ ॥” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিভাতিগণ সায়ংহে এই সকল দেশ আর্জয় করিবে । কিন্তু শূদ্রগণ যুদ্ধির অনুরোধে যেখানে সেখানে বাস করিবে । নহুসংহিতার আৰ্য্য ও অনার্য্য জাতির বিভিন্নতা সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট আছে । যথা ; “জাতো নার্য্যমনার্য্যানার্য্যাদার্য্যো ভবেদনৃপৈঃ । জাতোহপ্যনার্য্যাদার্য্যান-মনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ অনার্য্যমার্য্যকর্ণানার্য্যকানার্য্যকর্ণিণী । সশ্রণার্য্যত্রীজাতা ন সমো নাসমাবিতি ॥” শ্রীমৎ কুলক ভট্ট এই দুই শ্লোকের নিম্নলিখিত টীকা লিখিয়াছেন । তত্র নির্ণয়মাহ জাত ইতি । শূদ্রায়াং “ত্রিঃ ব্রাহ্মণাজাতঃ স্মৃত্যজ্ঞঃ, পাকযজ্ঞাদিত্ত পৈরশূদ্রীরমানৈরুক্তঃ প্রশস্যো ভগতি, শূদ্রেণ পুনঃ ব্রাহ্মণ্যং জাতঃ, প্রতিশোমতঃ উপসন্নতরা শূদ্রপ্রেহণ্যনধিকারাদপ্রশস্য ইতি নিশ্চয়ঃ, তদ্রপ্যাপ্তোহপ্যার্য্যো বচন-প্রামাণ্যাদত্র বোধ্যতে ॥ অনার্য্যমিতি । শূদ্রং ত্রিভাতি কর্ণকারিণং ত্রিভাতিক শূদ্রকর্ণকারিণং ব্রহ্মা বিচার্য্য ন সমো নাসমাবিত্যবোচ্য ইত্যাদি ॥ ইতি কুলকভট্টঃ ॥ অর্থাৎ আৰ্য্যের উরসে অনার্য্যের অর্থাৎ শূদ্রার গর্ভে যে সন্তান উদ্ভব হয় সে শূদ্রবৃত্ত হইলে আৰ্য্য হয়, এবং অনার্য্য অর্থাৎ শূদ্রের উরসে আৰ্য্যের গর্ভে যে সন্তান জন্মে সে নিশ্চয়ই অনার্য্য হইবে । অনার্য্য আৰ্য্য জাতির এবং আৰ্য্য অনার্য্য জাতির কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে খাতা নিচায়পুৰুষক তাহারের না সমান না অসমান বলিয়াছেন ।

অধ্বর্ষনৈদিও আৰ্য্য ও শূদ্রের বিভিন্নতা উল্লিখিত আছে । যথা ; “তরাহং সৰ্বং পত্ন্যমি বশ শূদ্র উতর্থাৎ ॥” অশিচ “প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজহু মা কৃণু । প্রিয়ং সৰ্বস্য পত্ন্যতঃ উত শূদ্র উতর্থাৎ ॥” অধ্বর্ষনৈদগতিতা ॥

যদিও আৰ্য্য ও শূদ্র বা দান এইরূপ জাতিগত বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় । উক্ত সংহিতার আৰ্য্য অনেক প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে এবং অনার্য্যের অনাধারণ তাহার লক্ষিত বলিয়া উপলব্ধি হয় । তদিতর যাবতীয় সম্বন্ধ অনার্য্য, শূদ্র বা দান শব্দব্যাপ্ত ।

১ শ্লোক ।—“সর্বজ্ঞানং মহাপুণ্যং প্রোচ্যমানং নিবোধ মে । তরিতে কৃতপুণ্যান্যং দেবানামপি চানন্দম্ ॥” শ্রীমৎপুৰাণ ॥ “ন তু ভূত সাত্ত্বিকা বাস্তব, ত্বেরা নারিতেন্দ্রিয়াঃ । ন তৃপসা ন পিতৃনাঃ কৃতমাঃ ন চ, মানিনঃ । সত্যাত্মনঃ সিতাঃ শূরাঃ দয়ানবঃ কামাপরাঃ । যজ্ঞাঃ দানপুলাক তত্র লজ্জতি তে নরাঃ ॥” পদ্মপুৰাণ ভূপতে ৯০ অধ্যায় ।

সমুপহিতং প্রাপ্তমনাঠৈঃ শাস্ত্রার্থমবিত্তিঃ কুতঃ সেবিতমবর্ণ্যঃ স্বর্গানহং প্রত্যাবারকার্ষণম্, ইহ
চাকীৰ্ত্তিকরমবশতমৰ্জুননাম। ঐখ্যাতস্য তব নৈতদ্ বৃত্তমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধর ।—তদেব বাক্যমাহ কুত ইতি । কুতো, হেতোবা যাং বিষয়ে সতটে ইদং
কন্মলমুপহিতমঃ মোহঃ প্রাপ্তঃ, বত আঠৈর্যসেবিতম্, অবর্ণ্যমখ্যাংমবশতরক ॥ ২ ॥

বলদেব ।—তথাক্যমভূবদতি শ্রীভগবানিতি । “ঐখ্যাত সমগ্রত বীৰ্য্যত বশসঃ শ্রিরঃ ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি যথাঃ তগ ইতীজনা” ইতি পরাশরোক্তেইখ্যাদিতিঃ বক্তৃভিন্নিত্যং
বশিতঃ । সমগ্রস্যেত্যেতৎ বটুহু বোজাম্ । হে অৰ্জুন ! ইদং অধর্মবৈমুখ্যং কন্মলং
শিষ্টৈর্নিশ্চয়াগ্নিনিং কুতো হেতোবাঃ কত্রিরতুড়ামণিঃ সমুপহিতমকুৎ । বিষয়ে বুদ্ধসময়ে ।
ন চ মোকার স্বর্গার কীৰ্ত্তয়ে বৈতদ্বুদ্ধবৈরাগ্যমিত্যাহ অনাবোতি । আঠৈর্মুদুকুভিন
কুতঃ সেবিতঃ, আঠাঃ খলু হৃদিতকরে অধর্মানাচরতি । অবর্ণ্যঃ স্বর্গোপলভকধর্মবিরুদ্ধম্ ।
অকীৰ্ত্তিকরং কীৰ্ত্তিবিপ্লাবকম্ ॥ ২ ॥

মধুসূদন ।—তদেব ভগবতো বাক্যমবতারতি শ্রীভগবানুবাচেতি । “ঐখ্যাত সমগ্রত
বশত বশসঃ শ্রিরঃ । বৈরাগ্যাতাং মোক্ত বধাঃ তগ ইতীজনা।” সমগ্রতেতি প্রত্যেকং
সবদঃ, মোক্তেতি তৎসাধনত জ্ঞানস্য, ইজনা সংজ্ঞা । এতাদৃশং সমগ্রৈখ্যাদিকং নিত্যম্
প্রতিবন্ধন বজ বর্ততে স ভগবান্ । (নিত্যযোগে মতুপ্) । তথা “উৎপত্তিক বিনাশক
ভূতানামাগতিং গতিং । বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাক স বাচ্যো ভগবানিতি ॥” অত্র ভূতানামিতি
প্রত্যেকং সম্বধ্যতে । উৎপত্তিবিনাশকৌ তৎকারণতাপ্যুপলক্ষকৌ, আগতিগতী আগা-
মিনো সম্পাদাপনৌ । এতাদৃশো ভগবচ্ছার্থঃ শ্রীবানুদেব এব পর্যাবসিত ইতি তথোচ্যতে ।
ইদং অধর্ম্যং পরাধুযক কৃণাব্যামোহাশ্রপাতাদিপুরঃসরং কন্মলং শিষ্টৈর্বিগর্হিতম্ যেন মলিনং,
বিষয়ে সতরে স্থানে, যা যাং সর্ককত্রিরপ্রবরং, কুতো হেতোঃ, সমুপহিতং প্রাপ্তম্ । কিং
মোক্ষেচ্ছাতঃ, কিংবা স্বর্গেচ্ছাতঃ, অথবা কীৰ্ত্তীচ্ছাত ইতি কিংকেনাকাপ্যতে । হেতুহর-
মপি নিবেগতি জিতি ক্রিশেষগৈকন্তরাঙ্কেন অনাঠৈর্যিতি । আঠৈর্মুদুকুভিনকুতঃ ন সেবিতং,
অধর্মৈরাশরওভিয়ারা মোকমিচ্ছত্তিপককষাঠৈর্মুদুকুভিঃ কথং অধর্মত্যাভ্য ইত্যর্থঃ । পল্যা-
নাথিকারীতু পককষারোহণে বক্যতে । অবর্ণ্যঃ স্বর্গহেতুধর্মবিরোধিত্বাৎ, ন স্বর্গেচ্ছরা
সেবাম্ । অকীৰ্ত্তিকরং কীৰ্ত্ত্যভাবকরমপকীৰ্ত্তিকরং বা, ন কীৰ্ত্তীচ্ছরা সেবাম্ । তথাচ মোক-
কাঠৈঃ স্বর্গকাঠৈঃ কীৰ্ত্তিকাতৈশ্চ বর্জনীয়ম্, তৎকামএব ত্বং সেবসে, ইত্যাহোহুচিচচেষ্টিতং
তবেতিতাবঃ ॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অৰ্জুনঃ উদ্বোধয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ কুত ইতি । কন্মলং বৈকল্যম্,
বিষয়ে বুদ্ধসতটে, অনাঠৈঃ ভীকৃতিকুতঃ সেবিতং ন তু স্বাদৃশৈঃ শূরৈঃ, ন আঠৈর্কুতমিতি বা ।
বতু আঠৈর্যকুতমিতি বিগ্রহো বশিতঃ তদার্থকোহপি পদব্যাংক্রমদোষাহুপক্যম্, অত-
এথাধর্ম্যমকীৰ্ত্তিকরক। হে অৰ্জুন ! অজবতাব । তব নৈতদধর্মকত্রি জ্ঞান ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ ।—আত্মানুবিবেকেন শোকমোহতমোহিদন । দ্বিতীয়ে কৃষ্ণচক্রোহঃ প্রোচে মুক্তস্ত লক্ষণম্ ॥ কামলং মোহং বিষমংহং সংগ্রামসঙ্কটে, কতো হেতোরুপস্থিতং ত্বং প্রাপ্তমভূৎ । অনাগ্যভূতং স্প্রতিষ্ঠিতজ্ঞানৈকরসেবিতং, অস্বর্গ্যং অকীর্তিকরমিতি পারত্রিকৈহিক-স্বপ্নপ্রতিকূলনিভার্থঃ ॥ ১ । ২ ॥

ভাঃপর্য্য ।—অতঃপর মধুসূদন কি বাক্য বলিয়াছিলেন, সন্দেহ-সমাকুল প্রহরাত্তের এইরূপ কল্পিত প্রেমের উত্তরে সর্বজ্ঞ সঞ্জয় নিম্নলিখিত ভাব সংযুক্ত বাক্য কহিতে লাগিলেন । সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র ধর্ম্ম, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র বৈরাগ্য ও সমগ্র মোক্ষ অর্থাৎ মোক্ষসাধন জ্ঞান, “ভগ” শব্দ প্রতিপাদ্য । এই ষড়্‌বিধ পদার্থ সম্পূর্ণভাবে ও অপ্রতিবন্ধরূপে যাহাতে নিত্য বর্ত্তমান আছে তিনিই ভগবান্ । অপিচ প্রাণিগণের উৎপত্তি, বিনাশ, তদুভয়ের কারণ, ভবিষ্যৎ সম্পদ, বিপদ, বিদ্যা, অবিদ্যাকে যিনি উত্তম-রূপে বিদিত আছেন, সেই সর্বদর্শী মহাপুরুষই ভগবান্ শব্দের একমাত্র লক্ষ্য । ঐদৃশ ভগবান্ বাসুদেব স্বয়ং স্বকীয় সখাকে ‘অর্জুন’ নামে সম্বোধন করিতেছেন । এই সম্বোধন বাক্য দ্বারা ইহা ব্যক্ত হইতেছে যে, যিনি সগা-গরা বসুন্ধরা মধ্যে নিম্নলি কর্ম্ম করিয়া থাকেন তিনিই অর্জুন । অতঃপর বিষয় স্বধর্ম্মবিমুখ অর্জুনকে ভগবান্ বলিতেছেন, “হে পার্শ্ব নামধারিন্ ক্ষত্রিয়-কুল-ধুরন্ধর ! এই বিষয় সঙ্কট স্থানে সমাগত হইয়া, কি হেতুতোমার অন্তরে স্বধর্ম্ম-বিরুদ্ধ শিষ্টগণ-বিনিন্দিত কুপ্ররতি উপস্থিত হইল ? তোমার হৃদয়ে মহা এই যে দুরন্ত মোহ সমুপস্থিত হইয়াছে দেখিতেছি, তাহা কি নুক্তির নিগিত, কিংবা স্বর্গের, অথবা কীর্তিলাভ কামনায় সঞ্জাত হইয়াছে ইহা আপনি নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না ।

বুদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলের কুলধর্ম্ম । অপরিপক্কমনা মুমুক্শু ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ আশ্রয় শুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির নিগিত বিধিবোধিত স্বধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কদাপি গ্রহণ করেন না । কেননা স্বধর্ম্ম-বহিস্মুখ পুরুষের চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়, এবং চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত তাদৃশ লোকের আনন্দময়ী মুক্তি লাভের উপায়ই বা কোথায় ? নিম্নব্রহ্ম, নির্ম্ময়, নিরহঙ্কারী, নিশুদ্ধচিত্ত সন্ন্যাসিগণই, স্বধর্ম্মোক্ত ক্রিয়াকলাপ বিধি অনুসারে পরিত্যাগ করিয়া, বনবাসাদি আশ্রয় করিয়া থাকেন (সন্ন্যাসধর্ম্মের বিষয় পঞ্চ-মাধ্যায়ে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে) । তুমি যখন সযুখসময়ে সমুপস্থিত হইয়া

স্বধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন যে মুক্তিলাভের জন্ম তোমার
হৃদয়ে এরূপ প্রসূতির উদ্ভব হইয়াছে, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

স্বধৰ্ম্মানুরক্ত গৃহমেধী আৰ্য্যগণ স্বর্গকামনার আশ্রমোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক
যজ্ঞদানাদি কৰ্ম্ম সকল সৰ্ব্বদা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, বনবাসাদি পরধৰ্ম্ম
কদাপি আশ্রয় করেন না । সম্মুখ সংগ্রামে শত্রু কর্তৃক সমাহৃত হইয়াও, তুমি
যখন বহিস্মুখ ও বিভিন্ন মতাবলম্বী হইলে, তখন স্বর্গলাভের জন্ম তোমার
অন্তরে এরূপ প্রসূতি আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাই বা কিরূপে স্থির করা
যাইতে পারে ?

যে বীরপুরুষগণ জগতে অতুল যশঃ কামনা করেন, তাঁহারা বাহাতে
হুতীক্ক অস্ত্র-শস্ত্র-সম্পন্ন শত্রুকে পরাস্ত করিতে পারা যায়, প্রাণপণে তাহারই
ব্যবস্থা ও আয়োজন করিয়া থাকেন । সেই সময় অস্ত্র-শস্ত্রাদি পরিত্যাগে
পূৰ্ব্বক যাহারা বহিস্মুখ হয়, ভীত ও কাপুরুষ বলিয়া ভূমণ্ডলে তাহাদের
জনপনের অকীৰ্ত্তি সজোষিত হইতে থাকে । হুতরাং কীৰ্ত্তির জন্ম যে
তোমার এরূপ বুদ্ধি হইয়াছে তাহাই বা কিরূপে সিদ্ধান্ত করিব ?

তোমার ন্যায় জগদ্বিখ্যাত যশস্বী ও সৰ্ব্বসদৃশ সম্পন্ন পুরুষ, মুক্তি, স্বর্গ
কিংবা কীৰ্ত্তির অভিলাষে এরূপ নিন্দনীয় নীতির অনুবর্তী হইয়া, এতাদৃশ
লোকবিগর্হিত কার্য্য কখনই অবলম্বন করেন না । অতএব এই বিপত্তি-
পরি-পূরিত বিষম স্থলে তোমার এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি নিতান্ত অনুচিত ও
কৃত্রিমকুলের অযশস্কর বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ২ ॥

—:~::~:~:—

ক্লেব্যং মান্ম গমঃ পার্থ ! নৈতৎ ত্বষাপপত্ততে ।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌৰ্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরস্তম্ভ ! ॥ ৩ ॥

অর্থ ।—কৌন্তের ! ক্লেব্যং (কাতর্ধ্যং) মান্ম গমঃ এতৎ ত্বয়ি ন
উপপদ্যতে পরস্তম্ভ ! ক্ষুদ্রং (তুচ্ছং) হৃদয়-দৌৰ্বল্যং ত্যক্তা উত্তিষ্ঠ ॥ ৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—পার্থ ! পৌরুষ-বিহীনতা প্রাপ্ত-হইও না । ইহা
তোমাতে উপযুক্ত-হয় না ; শত্রুদমন-কারিন্ ! তুচ্ছ চিন্তাবসাদ
ত্যাগ-করিয়া উত্তিষ্ঠ-হও ॥ ৩ ॥

পাঠান্তর ।—মা ক্লেব্যং গচ্ছ ।

ব্যাখ্যা ।—হে অরাতি-দমন ধনঞ্জয় ! তোমার এবং বিধ কাতর ভাব কখনই শোভা পায় না, এই হেয় অবসন্নতী বিদূরিত করিয়া সঘর সময়ার্থ গাত্রোপান কর ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরি ।—পুনরপি ভগবান্ অৰ্জুনঃ প্রত্যাহ ক্রৈবামিতি । ক্রৈবাং ক্রীবতাবস-
ধৈর্যাং, মাম্ গমঃ মাগাঃ । হে পার্থ পৃথাতনয় ! ন হি অসি মহেশ্বরেণাপি কৃতাহবে প্রখ্যাত-
পৌরুষে মহামহিমনি এতদ্রূপপত্ততে । ক্ষুদ্রং ক্ষুদ্রত্বকারণং, হৃদয়দৌৰ্জ্জ্বল্যং মনসো দুৰ্জ্জ্বলত্বমধৈর্যাং
তাক্রোড়িত্তিষ্ঠ, যুদ্ধায়োপক্রমং কুরু । হে পরন্তপ ! পরং শত্রুং তাপয়তীতি তথা সম্বোধ্যতে ॥ ৩ ॥

শ্রীধর ।—মা ক্রৈবামিতি । তস্মাৎ হে পার্থ ! ক্রৈবাং কাতর্যাং মা গচ্ছ ন প্রাপ্নুহি
যতশ্চেষ্যতরোপপত্ততে যোগ্যাং ন ভবতি, ক্ষুদ্রং তুচ্ছং, হৃদয়দৌৰ্জ্জ্বল্যং কাতর্যাং তাক্রোড়িত্তিষ্ঠ
হে পরন্তপ শত্রুতাপন ! ॥ ৩ ॥

বলদেব ।—নমু বদ্ধকরাদ্যবসায়দোষাৎ প্রকল্পিতেন ময়া কিং ভাব্যমিতি চেত্তদ্রাহ
ক্রৈবামিতি । হে পার্থ ! দেবরাজপ্রসাদাৎ পৃথায়ামুৎপন্ন ! ক্রৈবাং কাতর্যাং মাম্ গমঃ
প্রাপ্নুহি । অসি বিশ্ববিজেতসি মৎসখেঅৰ্জুনে কলত্রবন্ধাবিবেতদীদৃশং ক্রৈবাং নোপযুক্ত্যতে ।
নমু ন মে শৌর্য্যভাবরূপং ক্রৈবাং কিন্তু ভীষ্মাদিসু পুঙ্খোবু দর্শবুদ্ধ্যা বিবেকোহয়ম্, দুৰ্য্যোধনাদিসু
দ্রোতৃষু মক্ষনপ্রহারেণ মরিষ্যাংষু কপেয়মিতি চেৎ তদ্রাহ ক্ষুদ্রমিতি । নৈতে তব বিবেক-রূপে
কিন্তু ক্ষুদ্রং লঘিষ্ঠং হৃদয়দৌৰ্জ্জ্বল্যমেব । তস্মাৎ তৎ তাক্রোড়িত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় সজ্জীভব । হে পরন্তপ !
শত্রুতাপনেতি শত্রুহাসপাত্রতাং মা গাঃ ॥ ৩ ॥

মধুসূদন ।—নমু বদ্ধজনাবেক্ষণজাতেনাধৈর্য্যেণ ধনুরপি ধারয়িতুমশক্যবতা ময়া কিং
কর্তুং শক্যমিত্যত আহ ক্রৈবামিতি । ক্রৈবাং ক্রীবতাবসধৈর্যাং ওজস্তেজসাদিতদ্রূপং মাম্
গমঃ মাগাঃ । হে পার্থ পৃথাতনয় ! পৃথায় দেবপ্রসাদেন লক্কে তন্তনয়মাজে বীৰ্য্যম্ভিতশগত
প্রসিদ্ধত্বাৎ, পৃথাতনয়ত্বেন স্বং ক্রৈব্যাযোগ্য ইত্যর্থঃ । অৰ্জুনেহেনাপি তদযোগ্যত্বমাহ নৈতদ্বিতি ।
“অসি অৰ্জুনে” সাক্ষান্মহেশ্বরেণাপি সহ কৃতাহবে প্রখ্যাতমহাপ্রভাবে নোপপত্ততে ন যুক্ত্যতে
এতৎ, ক্রৈবামিত্যসাধারণেন তদযোগ্যত্বনির্দেশঃ । নমু “ন চ শক্যোম্যবহাতুং ভ্রমতীব চ মে”
মনঃ” ইতি পূৰ্ব্বমেব মল্লেক্ষমিত্যাশঙ্ক্যাহ ক্ষুদ্রমিতি । হৃদয়দৌৰ্জ্জ্বল্যং মনসো ভ্রমণাদিরূপমধৈর্যাং
ক্ষুদ্রত্বকারণত্বাৎ ক্ষুদ্রং, স্বহৃদয়নিবসনং বা তাক্রোড়িত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় সজ্জীভব । ৩ হে
পরন্তপ ! পরং শত্রুং তাপয়তীতি তথা সম্বোধ্যতে হেতুগর্ভম্ ॥ ৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—তদেবাহ ক্রৈবামিতি । ক্রৈবাং নির্বীৰ্য্যত্বঃ “ন চ শক্যোম্যবহাতুং” ইত্যুক্ত-
রূপং মা গাঃ, নৈতৎ, অসি মহাদেব প্রতিভাটে যুক্তম্, অতঃ ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়কৃত্যমেব তব দৌৰ্জ্জ্বল্যং
ন তু শক্তিসহায়দাত্যাবরূত্বং, তৎ তাক্রোড়িত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় । পরন্তপ শত্রুতাপন ! ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—ক্রৈবাং ক্রীবদর্শ্যং কাতর্যাং, হে পার্থেতি পৃথাপূজঃ সন্ অপি গচ্ছসি
তস্মান্মাম্ গমঃ মা প্রাপ্নুহি, অস্তান্মি ন কলত্রবন্ধো বরমিহমুপপত্ততাং অসি মৎসখো তু নোপ-

যুজ্যতে । নস্বিদং শৌৰ্য্যভাবলক্ষণং ক্লেব্যং মাণস্কিষ্ঠাঃ—কিন্তু ভাষ্যদ্রোণাদিগুরুষু ধৰ্ম্মদৃষ্ট্য। বিবেকোহয়ং, পার্শ্বরাষ্ট্রেণ তু দুৰ্জনেষু মদন্তযাতনাসাদ্য মর্ত্যমুদাত্তেণ দমৈবেয়মিতি তত্রাহ ক্ষুদ্ৰমিতি । নৈতে তব বিবেক-দয়ে কিন্তু শোকমোহাবেব । তৌ চ মনসো দৌৰ্জল্যাব্যজকৌ । তস্মাৎ স্বয়মদৌৰ্জল্যমিদং তাক্। উত্তিষ্ঠ । হে পরস্তপ ! পরান্ শত্রূন্ তাপয়ন্ যুধ্যস্ব ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য । —অৰ্জুন বলিয়াছেন, “ভগবন্ ! বন্ধুগণের বিনাশভয়ে আমি অতিশয় অদীর ও প্রাকম্পিত হইতেছি । আর গাণ্ডীব ধারণ করিতেও পারিতেছি না, এবং স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেও সক্ষম হইতেছি না, এইক্ষণে আমার উপায় কি আদেশ করুন ।” অৰ্জুনকে এরূপ উৎসাহ-বিহীন ও কর্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া পুনর্বার যুদ্ধে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে ভগবান্ বলিতেছেন, “হে পার্থ ! অর্থাৎ পৃথাতনয় ! তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রমাদে আমার পিতৃঘনা কুন্তীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ । তোমার স্মরণ-সহস্রাঙ্তির এবং বিধি ক্লেব্য অর্থাৎ কাতরতারূপ ক্লীবধৰ্ম্ম কদাপি শোভা পায় না । তুমি বিশ্ববিজ্ঞেতা ও আমার নখা । তুমি কৈলাসধামে ভূতপতি ভগবান্ পিনাকপাণির সহিত নাক্ষাৎ মহাসংগ্রাম সম্পাদন করিয়া জগতে অতুল খ্যাতিলাভ ও বিপুল কীর্তি বিস্তার করিয়াছ, স্মরণ্য ক্ষত্রবন্ধু অর্থাৎ হীন ক্ষত্রিয়ের স্মরণ এতাদৃশ কাতরতা তোমার উপযুক্ত হইতেছে না ।

অতঃপর ঢীকাকারগণের কল্পিত ভাবার্থ নিম্নে প্রকটিত হইতেছে । ভগবানের পূর্বোক্ত-বাক্য শ্রবণ করিয়া অৰ্জুন বলিতেছেন, “হে ভগবন্ ! বল-বীৰ্য্যের অভাব বশতঃ আমার এরূপ কাতরতা উপস্থিত হইয়াছে, আপনি এরূপ মনে করিবেন না ; পূজ্যস্পদ ধৰ্ম্মপরায়ণ ভীষ্মাদি গুরুজন সন্দর্শনে আমার চিত্তে ভক্তিসহকৃত ধৰ্ম্মভাব অতিশয় প্রবল হইয়া, এরূপ বিবেক উৎপন্ন হইয়াছে । আর এই যুদ্ধে দুৰ্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ আমার অস্ত্রপ্রহারে যমসদনে গমন করিবে, এজন্ম তাহাদিগকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত রূপা, প্রাচুর্য্ভূত হইয়াছে । অতএব “আগি যুদ্ধার্থ আরস্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন বিঘূর্ণায়মান হইতেছে” ইত্যাদি হৃদয়ভাব ও অবস্থা আপনার সমীপে পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি ।” অৰ্জুনের এতাদৃশ অভিপ্রায় প্রসূত হইয়া ভগবান্ বলিতেছেন, “হে পরস্তপ ! হে শত্রুদলন-কীরিন্ ! তুমি চিরদিন শত্রুবিজয়ী, অধুনা শত্রুগণের উপহাসস্পাদ হইও

না । তুমি মনে করিতেছ, ভক্তিভাজন গুরুজন ও মেহাস্পদ ভ্রাতৃগণকে দর্শনে তোমার হৃদয়ে বিবেক ও দয়া উৎপন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা নহে; তোমার বর্তমান বিহ্বলতা কেবল শোকমোহ-জনিত; যেহেতু বিবেকিগণ কখনও নশ্বর স্থূল দেহকে বন্ধু-বান্ধবাদিরূপে কল্পনা করিয়া তাহার দর্শনে আনন্দিত ও অদর্শনে অত্যন্ত বিষণ্ণ হন না, এবং ক্ষণবিক্ষেপ-দেহ-পারী আত্মীয়-স্বজনের মরণাশঙ্কায় ব্যাকুল-হৃদয় হইয়া তোমার আয় কৰ্ত্তব্য-বিমূখ হন না । অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সম্প্রতি সাধারণের আশ্রয়, তোমারও শোকমোহজনিত ক্ষুদ্র হৃদয়-দুর্বলতাই উপস্থিত হইয়াছে । এই হেয় হৃদয়-দৌর্ভাগ্য, সমাগত বীরব্রত-সমাকীর্ণ সমরক্ষেত্রে তোমার ক্ষুদ্রতাই প্রতিপাদন করিবে । তোমার দৈহিক সামর্থ্য ও সমুচিত মহায়ের কোনই অভাব দেখিতেছি না । সুতরাং তোমার এবংবিশ ভাবান্তর কেবল মমতা নিবন্ধন হৃদয়জাত দুর্বলতা । তুমি অবিলম্বে বিবেকবলে হৃদয়কে বলীয়ানু-করিয়া এই ঘৃণিত জড়তা-অপনোদন পূর্বক যুদ্ধার্থ উত্তীর্ণ এবং সম্ভোভূত হও ॥ ৩ ॥



অৰ্জুন উবাচ ।

কথং ভীষ্মমহং সখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ।।

ইযুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজাহাবরিসূদন ! ॥ ৪ ॥

অর্থঃ ।—অৰ্জুন-উবাচ । অরিসূদন মধুসূদন ! অহং কথং সখ্যে (যুদ্ধে) পূজাহৌ ভীষ্মং দ্রোণং চ প্রতি ইযুভিঃ যোৎস্যামি ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—অৰ্জুন কহিলেন । শত্রুনাশিন্ মধুসূদন আমি কিরূপে যুদ্ধে অর্চনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতিকূলে বাণ-সমূহ-দ্বারা যুদ্ধ-করিব ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে শত্রুবিমর্দন নারায়ণ ! পরম পূজনীয় পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণের বিরুদ্ধে আমি কি প্রকারে শরক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ করিব ? ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরি ।—এবং ভগবতা প্রতিবোধমানোহপি শোকান্ধভূতচেতনাদপ্রতি-
বুধ্যমানঃ সমৰ্জুনঃ স্বাতিপ্রায়মেব প্রকৃতঃ ভগবন্তঃ প্রত্যাকরান্ কথমিত্যাদিনা । ভীষ্ম

পিতামহং দ্রোণকাচার্য্যং সন্ধ্যো রণে, হে মধুসূদন ! ইযুতিঃ যত্র বাচাপি যোৎস্নামীতি বক্তুমমুচিৎ তত্র কণং বাটৈর্ঘোৎস্নো ইতি ভাবঃ । সারথৈকন্তৌ কথং প্রতিঘোৎস্নামি প্রতি ঘোৎস্নো । তৌ হি পূজ্যহো কুন্তুমাদিভিরর্চনযোগ্যৌ । হে অরিসূদন ! সর্কানেনাব্রীন্ যন্তেন স্মৃতিবানিতি ভগবানেবং সম্বোধ্যতে ॥ ৪ ॥

শ্রীধর ।—নাহং কাতরং ন বুদ্ধাপরতোহস্মি কিন্তু যুদ্ধভাষ্যদ্বাদধর্ম্মস্বাক্ষেপাত্যাহ অর্জুন উবাচ কথমিতি । ভীষ্মদ্রোণৌ পূজ্যহো পূজ্যায়ামহো যোগ্যৌ তৌ প্রতি কথমহং যোৎস্নামি তত্রাপীযুতিঃ যত্র বাচাপি যোৎস্নামীতি বক্তুমমুচিৎ তত্র বাটৈঃ কথং যোৎস্না-মীত্যর্থঃ । হে অরিসূদন শক্রবিমর্দন ! ॥ ৪ ॥

বলদেব ।—নমু ভীষ্মাদিষু প্রতিযোদ্ধু যু সৎস্ব স্বয়া কথং ন বোধ্যব্যম্ । “আহতো ন নিবর্ত্তেত” ইতি বুদ্ধবিধানাচ্চ ক্ষত্রিয়শ্রেতি চেৎ তত্রাহ কথমিতি । ভীষ্মঃ পিতামহং দ্রোণক-বিদ্যাশুকঃ ইযুতিঃ কথং যোৎস্নো । যদিমৌ পূজ্যহো পুষ্পাদিভিরভ্যর্চ্যৌ পরিহাস-বাগ্ভিরপি বাভ্যাং বুদ্ধং ন বুদ্ধং তাভ্যাং সহেষুভিত্তং কথং যুজ্যেত । “প্রতিবগ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজ্যবাক্তিক্রমঃ” ইতি শ্বতেশচ । মধুসূদনারিসূদনেতি সম্বোধনপুনরুক্তিঃ শোকাকুলস্ত পূর্কোত্তরায়ুসন্ধিরহাৎ । তস্তাবশ্চ স্বমপি শত্রুনেব যুদ্ধে নিহংসি নতুগ্রসেনসান্দীপজাদীন্ * পূজ্যানিতি ॥ ৪ ॥

মধুসূদন ।—নমু নারং স্বধর্ম্মস্ত ত্যাগঃ শোকমোহাদিব্যাং, কিন্তু ধর্ম্মভাষ্যদ্বাদ-ধর্ম্মস্বাক্ষাস্য বুদ্ধস্য ত্যাগো ময়া ক্রিয়ত ইতি ভগবদতিপ্রায়ঃ প্রতিপদ্যমানস্যর্জুনস্যভি-প্রায়মবতারয়তি অর্জুন উবাচেতি । ভীষ্মঃ পিতামহং, দ্রোণকাচার্য্যং, সন্ধ্যো রণে, ইযুতিঃ সারথৈকঃ প্রতিঘোৎস্নামি প্রহরিয়ামি কথং ন কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ । যতন্তৌ পূজ্যহো কুন্তুমা-দিভিরর্চনযোগ্যৌ, পূজ্যর্হাভ্যাং সহ জীড়াহানেহপি বাচাপি হর্ষকলকমপি লীলাযুদ্ধমমুচিৎ কিং পুনর্যুদ্ধভূমৌ পঠৈঃ প্রাণত্যাগফলকং গ্রহরণমিত্যর্থঃ । মধুসূদনারিসূদনেতি সম্বোধনদ্বয়ঃ শোকব্যাকুলং পূর্কপরামর্শবৈকল্যাৎ । অতো ন মধুসূদনারিসূদনেত্যন্তার্থস্ত পুনরুক্ত্যং দোষঃ । বুদ্ধমাত্রমপি যত্র নোচিৎ, দূরে তত্র বধ ইতি প্রতিঘোৎস্নামি ইত্যনেন স্মৃতিতম্ । অথবা পূজ্যহো কথং প্রতিঘোৎস্নামি । পূজ্যর্হয়োরেব বিবরণং ভীষ্মং দ্রোণকেতি । যৌ ব্রাহ্মণৌ ভোজয় দেবদত্তং যজ্ঞদত্তকেতিবৎ সম্বন্ধঃ । অয়ং ভাবো হ্রস্বোথনাদয়ো নাপুরঙ্কৃত্য ভীষ্মদ্রোণৌ বুদ্ধায় সজ্জীভবন্তি, তত্র তাভ্যাং সহ বুদ্ধং ন তাবদধর্ম্ম পূজ্যাদিবদবিহিতত্বাৎ । নচারমনিষিক্তদ্বাদধর্ম্মোহপি ন ভবতীতি বাচ্যং, “শুরুং হংকৃত্য” ইত্যাদি + “শব্দমাত্রোপাসি

* উগ্রসেন ।—মথুরাপ্রদেশস্থ রাজা । ইনি কংসের পিতা এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ ছিলেন । ইহার পিতার নাম আহক । ভাগবত ব্রহ্মবা ।

সান্দীপনি ।—অংকীর্ণেশ্বর স্ববিখ্যাত মূনি বিশেষ । ইনি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের শিক্ষাকার ছিলেন । বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ব্রহ্মবা ।

† “শুরুং হংকৃত্য তুংহত্য বিধানং নির্জিত্য বাক্যতঃ । প্রশানে জায়তে বুদ্ধঃ কথগৃহোপদেশিতঃ ৪”

শুকদ্রোহো যদানিষ্টকলপ্রদর্শনেন নিষিক্তঃ তদা কিং বাচ্যং তাত্যাহ সহ সংগ্রামতাপশ্রব্ধে
নিষিক্তে চ ॥ ৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু শত্রবো বা স্বভাবহৃষ্টা বা তাপনীয়া ন তু বাহবাঃ সাধবশ্চেত্যক্ষু'ন
উবাচ কথমিতি । মধুসূদনারিস্থদনেতি সঙ্ঘোধয়ন্ তবাপি হৃষ্টানপি শত্রুনেব তাপয়তঃ
পূজ্যাহৌ' অহৃষ্টৌ শুর চ ভীষ্মদ্রোণৌ জহীতি বক্তৃমধুক্ৰমিতি সূচয়তি । সমানার্থকমিদং
সঙ্ঘোধনদ্বয়ং বক্তৃঃ শোকেনঃ বিরুবদ্যৎ ন পৌনরুক্ত্যদোষাবহমিতি । ইযুক্তিরিতি তাত্যাহ
সহ বাচাপি যোদ্ধুমশক্যং কিমুত বাগৈরিতি ভাবম্ ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—নহু “প্রতিবয়ানি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজ্যাব্যতিক্রমঃ” ইতি ধর্মশাস্ত্রম্ । অতো-
হহং যুদ্ধানিবর্তে ইত্যাহ কথমিতি । প্রতিযোগন্তামি প্রতিযোগন্তে । নেষ্যেতৌ যুধ্যেতে
তহি' অনয়োঃ প্রতিবোধো ভবিতুং কিং ন শক্যেযি ? সত্যং ন শক্যমোবেত্যাহ পূজ্যাহ-
বিত্তি । অনয়োশ্চরণেযু ভক্ত্যা কুসুমাজেব দাতুমর্হামি ন তু ক্রোধেন তীক্ষ্ণশরানিতি ভাবঃ ।
তো বয়স্ত কৃষ্ণ ! ত্বমপি শত্রুনেব যুদ্ধে হংসি, ন তু সান্দীপনিং শঙ্করং, নাশি বকুন্ বহুনিত্যাহ
হে মধুসূদনেতি । নহু মধবো যদব এষ তত্রাহ হে অরিস্থদন ইতি । মধুর্নাম ঈদত্যো
যন্তবাক্যিরিতি ত্রবীমীতি ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য ।—অর্জুন বলিতেছেন, “আমি শোক-মোহাদি নিমিত্ত
কিংবা কাতরতা বশতঃ অধর্মসম্মত যুদ্ধ হইতে উপরত হই নাই ; গুরুজনের
সহিত যুদ্ধ অনুচিত ও অধর্মজনক মনে করিয়াই এই নিদারুণ যুদ্ধ ব্যাপার
হইতে বিরত হইতেছি ।” এইরূপ স্নেহ, কারুণ্য ও অধর্মভয়ে ব্যাকুল-হৃদয়
অর্জুন, পূর্বোন্নিখিত জ্ঞান ও যুক্তিগত ভগবদ্বাক্য পরম্পরা অহিতকর বিবে-
চনা করিয়া, পুনর্বার স্বকীয় অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিতেছেন, “হে মধুসূদন !
হে অরিস্থদন ! অর্থাৎ শত্রুদর্পদলন ! রণভূমিতে স্ত্রীস্ক বাণ দ্বারা পতিত-
পাবনী গন্ধাদেবীর গর্ভজাত পিতামহ ভীষ্মদেব ও বিপ্রকুলবর্ষা দ্রোণের
সহিত কিরূপে প্রতিযুদ্ধ করিব ? বাঁহাদের চরণকমলে ভক্তিসহকারে একা-
গ্রভাবে চন্দন-কুমস-তোলাদি সমর্পণ করাই কর্তব্য এবং বাঁহাদের সহিত
জীড়াচ্ছলে, বা কোতুকের নিমিত্ত, বাক্য দ্বারা লীলাযুদ্ধ করাও অনুচিত,
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণসংহারের নিমিত্ত তাঁহাদের প্রতিকূলে স্ত্রীস্ক শত্রুপ্রহার কি-
রূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? হে অভিরহৃদয় বাক্যব কৃষ্ণ ! তোমার অনিন্দ-
নীয় পরম পবিত্র জীবনরক্তান্ত, ধ্বংস ও পর্য্যালোচনা করিয়া এতাদৃশ কোন
বিগর্হিত অনুষ্ঠানই আমার জ্ঞানপথে সমুদিত হইতেছে না । তুমিও সমর-
ক্ষেত্রে সমুপস্থিত শত্রুদিগকেই নিহত, করিয়াছ, উপদেশ্য ও ভতিভাজন

সান্দীপনি মুনি কিংবা পূজ্যপাদ উগ্রসেন বা স্ববন্ধু যাদবদিগকে কখনও বাণপথবর্তী কর নাই ; বরং ভক্তিসহকারে বিহিত স্তবাদি দ্বারা গুরুদেব সান্দীপনি মুনি ও উগ্রসেনের পূজা এবং স্নেহ সম্ভাষণাদি দ্বারা যাদবগণের যথোচিত সমাদরই করিয়াছে ।” যদি কেহ আপত্তি করেন যে, শাস্ত্রে কোপা-য় ও গুরুবধাদি অধর্মজনক বলিয়া নিষিদ্ধ হয় নাই, এই আশঙ্কা অপনোদ-নার্থ কোন কোন টীকাকার-কর্তৃক ধর্মশাস্ত্রোক্ত পশ্চাল্লিখিত প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে । “পূজ্য ব্যক্তির পূজার ব্যতিক্রম হইলেই অমঙ্গল হয়” ; সুতরাং গুরুজনের প্রতি জিগীষা বশতঃ অঙ্গনিক্ষেপ দ্বারা গুরুদ্রোহ করিলে যে অনর্থ হইবে তাহা বলাই বাহুল্য । এইরূপ যুক্তির বশবর্তী হইয়া অর্জুন এই নৃশংস যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন । এই শ্লোকে “মধুসূদন” ও “অবিসূদন” এই সমার্থ সম্বোধন শব্দদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে । অর্জুনের হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও অস্থিভাব হেতু এ পুনরুক্তি দোষাবহ হয় নাই । পক্ষান্তরে কোন পূজ্যপাদ টীকাকার লিখিয়াছেন, মধুনায়া দুষ্টে অম্বর-দলনকারী এবং কংসাদি শত্রু দমনকারী বলিয়া ভগবানের এই দুই সম্বোধন এস্থলে সার্থক হইয়াছে এবং অর্জুনের বাক্যে পুনরুক্তিদোষও ঘটে নাই । অর্জুনের বাক্যের এরূপ মর্ম স্থির করিতে হইবে ;—হে দুষ্টদলনকারিন্ ! হে শত্রুতাপন ! তুমি চিরদিন দুষ্ট ও শত্রুসংহার করিয়া থাক । অধুনা শিষ্ট ও গুরু ভীষ্ম দ্রোণের নিধন-সাধনে কেন আমাকে প্ররত্ত করিতেছ ? তোমার এই সকল উপদেশ কোন মতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না ॥ ৪ ॥

—(০:০:০)—

গুরুনহত্বা হি মহানুভাবান্

শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে ।

হত্বার্থকামাংস্ত গুরুনিহৈব

ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিক্তান্ ॥ ৫ ॥

অর্থঃ ।—মহানুভাবান্ গুরুন অহত্বা হি ইহ লোকে ভৈক্ষ্যং (ভিক্ষায়ঃ) অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ তু গুরুন হত্বা ইহ এব রুধির-প্রদিক্তান্ (শোণিতলিপ্তান্) অর্ধকামান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয় (আশ্রীয়াণ্) ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—মহামহিম গুরু-সকলকে * বিনাশ-না-করিয়া নিশ্চয়
এই জগতে তিকা-লব্ধ-অন্ন-ও ভোজন-করা শুভকর কিন্তু গুরুজন-
দিগকে বধ-করিয়া এই সংসারে-ই শোণিত-প্রলিপ্ত অর্থ-কাম-রূপ
ভোগ্য-সমূহ ভোজন-করিব ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—উদারস্বভাব পূজ্য ব্যক্তি প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া ইহ
সংসারে শোণিত সম্পৃক্তবৎ ঘৃণাহ-ভোগৈশ্বর্য উপভোগ করার অপেক্ষা,
তাহাদিগের জীবন রক্ষা করিয়া এ মরণধর্ম প্রবণ জগতে তিক্তার্জিত
কদম্বৈ কথঞ্চিৎ-রূপে উদর পূরণ করাও পরম কল্যাণময় ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরি ।—রাজ্যে ধর্ম্মেপি যুদ্ধে গুরুাদিবধে বৃত্তিমাত্রফলস্বং গৃহীত্বা পাপমা-
রোপ্য ক্রতে গুরুনিতি । গুরুন্ ভীষ্মদ্রোণাদীন্ দ্রাতাদীংশ্চাত্র আপ্তান্ অহিংসিত্বা মহাহু-
ভাবান্ মহামাহাত্ম্যান্ ঐশ্বর্যধরনসম্পন্নান্, শ্রেয়ঃ প্রাপ্ততরং, যুক্তং ভোক্তৃমভ্যবহর্ত্ত্বং, ইভক্ষ্যং
ভিক্ষাণাং সমূহং ভিক্ষাশনং, নৃপাদীনাং নিষিদ্ধমপি ইহ লোকে ব্যবহারভূমৌ, ন হি গুরুাদি-
হিংসয়া রাজ্যভোগোহপেক্ষ্যতে, কিঞ্চ হত্বা গুরুাদীনর্থকামানেব ভুঞ্জীয় ন মোক্ষমভুতবেশমিহৈব
ভোগো ন স্বর্গে । অর্থকামানেব বিশিনষ্টি ভোগানিতি । ভুঞ্জত ইতি ভোগান্তান্ রুধির-
প্রদিক্তান্ লোহিতলিপ্তানিবাভ্যন্তর্গহিতানতো ভোগান্ গুরুবধাদিসাধ্যান্ পরিত্যজ্য ভিক্ষা-
শনমেব যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

রামানুজ ।—তমিত্যরভ্য ক্রৈব্যমিত্যন্তম্ । এবমূপবিষ্টে পার্থে কুতোহয়মহানে যোদ্ধা
উপস্থিত ইত্যাক্ষিপ্য তমিমাং বিষমস্বং শোকমবিষৎসেবিতং পরলোকবিরোধিনমকীর্তীকরমতিক্রুদ্য
হৃদয়দৌর্বল্যকৃতং পরিত্যজ্য যুদ্ধয়োত্তিষ্ঠেতি শ্রীভগবানুবাচ । পুনরপি পার্থঃ স্নেহকাক্ষণ্যধর্ম্ম-
ব্যাকুলো ভগবদ্বক্তং হিতমত্যান্নিদমুবাচ । ভীষ্মদ্রোণাদিকান্ বহুমন্তব্যান্ গুরুনু কথমিহ
হনিষ্যমি । কথন্তরাং ভোগেষতিমাত্রসক্তাংস্তান্ হত্বা তৈর্ভুজ্যমানাংস্তানেব ভোগান্তক্রোধের-
ণোপনিচ্য তেষামনেষু পবিত্র ভুঞ্জীয় তেষাসক্তা ভবেম ইতি ॥ ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ ॥

শ্রীধর ।—তর্হি তানহত্বা তব দেহযাত্রাপি ন ত্রাদিতি চেৎ তত্রাহ গুরুনিতি । গুরুন্
দ্রোণাচাৰ্যাদীন্, অহত্বা পরলোকবিরুদ্ধং গুরুবধমকৃত্বা, ইহ লোকে ভিক্ষামপি ভোক্তৃ
শ্রেয় উচিতম্ । বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র হঃখং কিস্বিহৈব চ নরকহঃখমভুতবেশমি-

* গুরু ।—“উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ । মাতুলঃ স্বশুরস্তাতা মাতামহ-পিতামহৌ ।
স্বজ্যেষ্ঠাঃ পিতৃব্যশ্চ পুংস্ততে গুরুবঃ সূতরাঃ ॥” “গুরুং দৃষ্টা সনুস্তেভবতিবাধ্য কৃত্যঞ্জলিঃ । নৈতৈরুপবিষেৎ
সাক্ষং বিবদেদ্রোহকং৭৭৭ । জীষিতার্থমপি যৈবাহতকৃত্ত্বভিনৈব ভবৎ৭৭৭ । উদ্বিহেৎ৭৭৭ গুণৈরনৈকৈর্দেবী
পতত্যধঃ ॥” ইতি কুর্পুণ্য উপনিষদে ১১শ অধ্যায় ।

ভ্যাহ হ্ষেতি । গুরুন হৃদা ইতৈব কথিরেণ প্রদিক্তান্ প্রকর্ষণে নিপ্তান্, অর্থকামান্ভকান্ ভোগানহং ভুঞ্জীয় অন্নীয়াম্ । যদা অর্থকামানিতি গুরুণাং বিশেষণম্ অর্থতৃষ্ণাকুলত্বাদেতে তাবৎ সুক্লান্ত নিবর্তেরংস্তস্মাদেতদ্বধঃ প্রসজ্যেতৈবেত্যর্থঃ । তথাচ যুধিষ্ঠিরং প্রক্তি ভীষ্ম-গোক্তং, “অর্থস্ত পুরুষো দাসো দাসস্বর্থো ন কস্তচিৎ । ইতি সত্যং মহারাজ বন্ধোহস্ম্যর্থেন কোরটৈঃ ॥” ইতি ॥ ৫ ॥

বলটদব ।—নহু স্বরাজ্যে স্পৃহা চেৎ তব নাস্তি তর্হি দেহযাত্রা বা কথং সেৎস্ততীতি চেৎ তত্রাহ গুরুনিতি । গুরুনহৃদা গুরুবধুমকুত্বা, স্থিতস্ত মে ভৈক্ষ্যম্নং কল্লিয়াণাং নিন্দ্য-মপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ প্রাপ্ততরং, ঐহিকদুর্ঘশোহেতুত্বেহপি পরলোকাবিধাতিভাৎ । নষেতে ভীষ্মাদয়ো গুরবোহপি যুদ্ধগর্কীবলেপাৎ ছদ্মনা যুদ্ভ্রাজ্যাপহারং যুদ্ভদ্রোহিঞ্চ কুর্কীতাং দুর্ব্যোধনাদীনং সংসর্গেণ কার্য্যাকার্য্যবিবেকবিরহাচ্চ সম্প্রতি ত্যাজ্য এব । “গুরোরপ্য-বলিপ্তস্ত কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ । উৎপথপ্রতিপন্নস্ত পরিভ্যাগো বিধীয়তে ॥” ইতি শ্রুতেরিতি চেৎ তত্রাহ মহামুত্তাবানিতি । মহান্ সর্কোৎকৃষ্টৌহুত্তাবো বেদাধারনব্রহ্মচর্য্যাদিতেতুকঃ প্রভাবো যেবাং তান্ । কালকামাদয়োহপি যদশ্রান্তেবাং তদ্বৈষম্যবন্ধোনেতি ভাবঃ । নহু “অর্থস্ত পুরুষো দাসো দাসস্বর্থো ন কস্তচিৎ । ইতি সত্যং মহারাজ বন্ধোহস্ম্যর্থেন কোরটৈঃ ॥” ইতি ভীষ্মোক্তেরর্থলোভেন বিজীতাস্থনাং তেবাং কুতো মহামুত্তাবতা ততো যুদ্ধে হস্তবাস্তে ইতি চেৎ তত্রাহ হৃদ্যর্থকামানিতি । অর্থকামানপি গুরুন হৃদাহর্মিহৈব লোকে ভোগান্ ভুঞ্জীয় নতু পরলোকে । তাংস্ কথিরপ্রদিক্তান্ তদ্রুধিরমিশ্রানৈব নতু শুক্লান্ ভুঞ্জীয় তদ্ধিসরা তন্নাভাৎ । তথাচ যুদ্ধগর্কীবলেপাদিমত্বেহপি তেবাং মদগুরুত্বমন্ত্যোবেতি পুনঃক-গ্রহণেন সূচ্যতে ॥ ৫ ॥

সধুশ্রুদন ।—নহু ভীষ্মজ্ঞোণয়োঃ পূজার্হঃ গুরুত্বেনৈব, এবমজ্ঞোমপি কুপাদীনাম্ । ন চ তেবাং গুরুত্বেন স্বীকারঃ সাম্প্রতমুচিতঃ, “গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ । উৎপথপ্রতিপন্নস্ত পরিভ্যাগো বিধীয়তে ॥” ইতি শ্রুতেঃ । তস্মাদেবাং যুদ্ধগর্কীবলিপ্তানাম-ভ্রাতারাজ্যগ্রহণেন শিষ্যজ্ঞোহেন চ কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্যান্যুৎপথনিষ্ঠানাং বধ এব শ্রেয়া-নিত্যাশঙ্ক্যাহ গুরুনিতি । গুরুনহৃদা পরলোকে অমঙ্গলস্তাবদেষেব, * অস্মিৎ লোকে ভৈক্ষ্যতরাজ্যানাং নো নৃপাদীনং নিবিদ্ধং ভৈক্ষ্যমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ প্রাপ্ততরং সূচিতং, নতু তদ্বধেন রাজ্যমপি শ্রেয় ইতি ধর্ম্মেহপি যুদ্ধে নিবৃতিমাত্রফলং গৃহীত্বা পাপমারোপ্য ত্রাতে । নষবলিপ্তবাদিনা তেবাং গুরুত্বাভাব উক্ত ইত্যাপঙ্ক্যাহ মহামুত্তাবানিতি । মহামুত্তাবঃ ক্রতাত্ম-রনতপজাচারাদিনিবন্ধনঃ প্রভাবো তেবাং তান্ । তথাচ কালকামাদয়োহপি যৈবনীকৃতা-স্তেবাং পুণ্যাতিশয়শালিনাং নাবলিপ্তত্বাদিকুদ্রপাপসংশ্লব ইত্যর্থঃ । হিমমামুত্তাবানিত্যেকং বা পদম্ । হিমং জাদ্যমপহন্তীতি হিমহা আদিত্যোহগ্নিকী তত্তেবামুত্তাবঃ সামর্থ্যঃ তেবাং

তান্ । তথাচাতিভেদজন্মিৎ ৷ তেবামবলিপ্তবাদিনোবো নান্ত্যেব । “ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট
জৈবরাণাঞ্চ সাহসম্ । তেজীয়সাং ন দোষায় বহুঃ সর্বভূজো বধা ॥” ইত্যুক্তেঃ । নহু বদা অর্থ-
লুকাঃ ৷ সন্তো বুদ্ধে প্রবৃত্তান্তদেবাং বিক্রীতান্মনাং কুতন্ত্যং পূর্বোক্তং সাহায্যম্ । তথাচোক্তং
ভীয়েণ বৃথিষ্টিং প্রতি । “অর্থস্ত পুরুষো দাসো দাসস্বর্থো ন কন্ত্রিৎ । ইতি সত্য্য মহারাজ
বদ্ধোহম্যর্থেন কোরবৈঃ ॥” ইত্যাপ্যাহ হত্বেতি । অর্থলুকা অপি তে মদপেক্ষরা গুরবো
ভবন্ত্যেবেতি পুনঃপুরুগ্রহণেনোক্তং, তুশকোহপ্যর্থ, ক্রীড়ানপি গুরুন্ হবা ভোগানেব তুজীর
ন তু মোক্ষং লভেয় । ভূজাত ইতি ভোগা বিষয়াঃ (কর্মণি বঞ্) তে চ ভোগা ইহৈব ন
পরলোকে, ইহাপি চ কথিরপ্রদিক্কা ইবাযশোব্যাগুশ্চেনাতান্তুগুপ্তিতা ইত্যর্থঃ । বদেহাপোষং
তদা পরলোকহুং কথিরবর্ণনীয়মিতি ভাবঃ । অথবা গুরুন্ হব্যর্থকামান্মকান্ ভোগান্ এব
তুজীর নতু ধর্মমোক্ষাবিত্যর্থকামপদস্ত ভোগবিশেষণতয়া ব্যাখ্যানান্তরং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৫ ॥

নোলকণ ।—নহু বুদ্ধোক্তানাং গুরুণামপি বধঃ শ্রেয়ানিত্যাপ্যাহ গুরুনিতি ।
যতপি বহুত্বং প্রশস্তমেব তথাপি মহাহুতাবান্ গুরুন্ অহত্বা ভৈক্ষ্যমেব ভোক্তুং শ্রেয়ঃ
প্রাপ্ততরং, এবং তর্হিগুরুস্ত্যক্তা হৃষ্যোধনাদীনেব দৃষ্টান্ জহীত্যাশক্যাহ অর্থকামানিতি ।
ধনার্থিনো গুরবোহবস্তং হৃষ্যোধনসাহায্যং করিষ্যন্তি তেন তব্বোধোপি প্রশস্ত এবৈত্যর্থঃ ।
তুশকঃ পক্ষান্তরোপস্তার্থঃ, ইহৈব ন তু পরলোকে । তুজীরেতি (সস্ত্রপ্নে লিঙ) গুরুন্
অহত্বা ভৈক্ষ্যং শ্রেয়ঃ উত হবা ভোগসম্পাদনং শ্রেয় ইতি সস্ত্রপ্নে অরমেবাস্তপক্ষে দ্ব্যর্থমাহ
কথিরপ্রদিক্কা নিতি ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—নহেবং তে যদি স্বরাজ্যেহস্মিন্ নাতি জিহ্বকা তর্হি কয়া বৃত্ত্যা জীবিত্য-
সীভ্যত্বাহ গুরুনিতি । গুরুন্ অহত্বা গুরুবধমকৃত্বা ভৈক্ষ্যং ক্ষত্রি়ৈর্বিগীতমপি ভিক্ষয়া প্রাপ্ত-
মন্নমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ । ঐহিকদুর্বশোলাভেহপি পারত্রিকমমললস্ত নৈব জাদিতি ভাবঃ ।
নট্টেতে গুরবোহবলিপ্তাঃ কার্য্যাকার্য্যমজানন্তশাখাশ্মিকদুর্ঘ্যোধনাদ্যহুগতান্ত্যাজ্যা এব বহুত্বং—
“গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ । উৎপথপ্রতিপরস্ত পরিভ্যাগো দ্বিধীয়তে ॥” ইতি
বাচ্য ইত্যাহ মহাহুতাবানিতি । কালকামাদয়োহপি ধৈর্য্যীকৃতান্তেবাং ভীয়াদীনাং কুত-
ন্তস্তদ্ব্যবসম্ভব ইতি ভাবঃ । নহু “অর্থস্ত পুরুষো দাসো দাসস্বর্থো ন কন্ত্রিৎ । ইতি সত্য্য
মহারাজ বদ্ধোহম্যর্থেন কোরবৈঃ ॥” ইতি বৃথিষ্টিং প্রতি ভীয়েণৈবোক্তং, অতঃ সাম্প্রতমর্থ-
কামদাদেতেবাং মহাহুতাবস্তং প্রোক্তনং বিগলিতম্ । সত্য্য, তদপ্যোতান্ হতবতো মম হুংখমেব
জাদিত্যাহ অর্থকামানিতি । অর্থলুকাণ্ অপ্যোতান্ গুরুন্ হবা অহং ভোগান্ তুজীর,
কিমেতেবাং কথিরেণ প্রদিক্কাণ্ প্রলিপ্তানেব । অরমর্থঃ এতেবাং অর্থলুকেহপি মদগুরুব-
মন্ত্যেব । অতএব এতবধে সতি গুরুদ্রোহিণো মম খলু ভোগো দ্রুতমিশ্রঃ জাদিতি ॥ ৫ ॥

• তাৎপর্য্য ।—অর্জুন কল্পনা করিলেন যে, ভগবান্ নিম্নলিখিতরূপ

আশঙ্কা করিতেছেন । ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পূজার পাত্র বটেন ; কিন্তু অধুনা তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া স্বীকার করা উচিত হইতেছে না । যেহেতু শ্রুতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, “অহঙ্কার-গর্ভিত কার্য্যাকার্য্য বিষয়ানভিজ্ঞ এবং উৎপথগামী গুরুকেও পরিত্যাগ করিবে ।” অন্ত্যায়রূপে রাজ্য-গ্রহণ এবং শিষ্য-দ্রোহাচরণ দ্বারা কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-শূন্য, যুদ্ধ-গর্ভে গর্ভিত, উৎপথনিষ্ঠ এবং দুর্ঘোষণাদি অধার্ম্মিকগণের অনুগত, এই সকল ব্যক্তিকে বধ করাই শ্রেয়ঃ । মতান্তরে, যদি অর্জুনের স্বরাজ্য-গ্রহণে অনিচ্ছা হইয়া থাকে, তবে অতঃপর কোন্‌ রুত্তি অবলম্বন করিয়া তিনি জীবনধারণ করিবেন, তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না । অতএব, অন্য উপায়াভাবে জীবিকা-নির্কাহার্য্য, সম্প্রতি ইহাদিগকে বধ করাই তাঁহার পক্ষে স্মার-সঙ্গত ! যেহেতু ইহাদের বধ-সাধন ব্যতীত তাঁহার দেহ-যাত্রা নির্কাহিত হইবার উপায়ান্তর পরিদৃষ্ট হইতেছে না । ভগবানের ইত্যাকার অভিপ্রায় অনুমান করিয়া, অর্জুন বলিতেছেন, “ভীষ্ম দ্রোণাদির বধ-সাধনরূপ পারলৌকিক অমঙ্গলজনক কার্য্য সম্পন্ন করার অপেক্ষা, ইহ লোকে ভিক্ষা-লব্ধ অন্নদ্বারা জীবন-ধারণ করা শ্রেয়স্কর । ভিক্ষা-রুত্তির দ্বারা জীবনপাত করিলে ইহলোকে অপরিসীম কলঙ্কের আশ্পদ হইতে হয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু পরহিংসা-পরি-শূন্য ভাবে তাদৃশ নীচোপায়ে কাল-কর্ত্তন করিলেও অবশ্যই পরলোকে অশেষ মুখ-সৌভাগ্য সমুপস্থিত হইবে । আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন, গুরু-জনের বিনাশ-সাধন করিয়া অসীম রাজ্যলাভও কদাপি শ্রেয়স্কর বলিয়া পরি-গণিত হইতে পারে না । যুদ্ধে, অপরিহার্য্য স্থলে, গুরু-বধাদি কার্য্য রাজ-গণের স্বধর্ম্ম হইলেও হইতে পারে, কিন্তু কেবল ভৌগৈশ্বর্য্য উপভোগ বা জীবিকার নিমিত্ত তাহার অনুষ্ঠান, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, ব্যংগরোনাতি পাঁপ-জনক বলিয়া প্রতীত হইতেছে । এই সকল কথা আলোচনা করিয়া, আমি সম্মুখ যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়াছি । শ্রুতি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, অহঙ্কারে গর্ভিত, কার্য্যাকার্য্য বিষয়ানভিজ্ঞ এবং উৎপথগামী ব্যক্তিগণ গুরু হইলেও, তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া বিবেচনা করিবে না এবং তাদৃশ দোষে দূষিত গুরুকে পরিত্যাগ করিবে । এই শাস্ত্রীয় শাসন সত্য ও সুসঙ্গত হইলেও, আমার পিতামহ ভীষ্মদেব ও আচার্য্য মহর্ষি দ্রোণ প্রভৃতি মহাত্মগণের স্মৃতি-চরিত্র কখনই উল্লিখিতরূপ দোষ-কালিমায় কলঙ্কিত হয় নাই ; ইহারা

মহানুভাব, অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্যা, বিনয় ও আচারাদি সম্পন্ন; এজন্ম মহা-
প্রভাবশালী। ইহারা অবলীলাক্রমে কাল (মৃত্যু) ও কামাদি রিপুদিগকে বশী-
ভূত করিয়াছেন। এবং বিধ পরম পুণ্যাত্মা আমার পিতামহাদি গুরুগণের অন-
বদ্য চরিত্রে উল্লিখিতরূপ হয়ে ও ক্ষুদ্র দোষ সংস্পর্শের সম্ভাবনা কোথায় ?
সুতরাং এতাদৃশ পাপাতীত পুণ্যময় পূজ্যপাদ গুরুগণকে পরিত্যাগ
বা অবজ্ঞাস্পদ জ্ঞান করা আমার পক্ষে কদাচ সুসঙ্গত নহে।

কেহ কেহ “হিমহানুভাবান্” এইরূপ পদচ্ছেদ করেন। হিম শব্দের অর্থ
জড়তা; তাহা যিনি বিনাশ করেন তিনি হিমহা, অর্থাৎ সূর্য্য কিংবা অগ্নি ;
এই উভয়ের স্থায় অনুভব (সামর্থ্য) বাহাদের তাঁহারা হিমহানুভাব (অতি-
শয় তেজস্বী)। ঈদৃশ মহানুভাবদিগকে উল্লিখিত সামান্য দোষ সমূহ
স্পর্শও করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবতের ১০ স্কন্ধে ৩৪ অধ্যায়ে উক্ত
হইয়াছে যথা ; “অগ্নি যেমন পবিত্র ও অপবিত্র যাবতীয় বস্তু ভক্ষণে দূষিত
হন না, অর্থাৎ পবিত্রই থাকেন, তদ্রূপ ঈশ্বরানুগৃহীত ও তেজীরান পুরুষ-
গণের পক্ষে ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম কিংবা লোকাভীত সাহস দৃষ্ট হইলেও, তাহা
দোষাবহ হয় না।” অতএব পিতামহ ভীষ্ম ও গুরুদেব দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি
ঈশ্বরানুগৃহীত, অতুলনীয় তেজঃ-প্রভাবসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের চরিত্রে উক্ত-
বিধ দোষারোপ করা কোনরূপে সম্ভবপর হইতে পারে না।

টীকাকারগণ আরও কল্পনা করিয়া বলিতেছেন যে, যখন ভীষ্মাদি মহো-
দয়গণ অন্তের সন্তোষার্থে সমর-প্রবৃত্ত এবং অর্ধের নিমিত্ত ছুরাত্মা দুর্ভ্যো-
ধনের নিকট আত্মবিক্রীত, তখন আর তাঁহাদের চরিত্রে পূর্ব্বোক্তরূপ
মহানুভাবতা কোথায় থাকিতেছে ? ভীষ্ম স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন,
“মহারাজ ! সম্বন্ধে উভয়পক্ষ আমার সমান হইলেও, দুর্ভ্যোধনের অগ্নে
আমি চিরদিন প্রতিপালিত, পুরুষগণ অর্ধেরই দাস, অর্ধ কাহারও দাস
নহে, ইহা সত্য ; আমি কৌরবগণের অর্ধে নিতান্ত বদ্ধ হইয়াছি।” ভীষ্ম-
দেবের স্বমুখোচ্চরিত এই বাক্য দ্বারা অনুমিত হইতেছে, ভীষ্মাদি ব্যক্তিগণ
অভিগম্য অর্ধলোভী এবং পরাধীন ; সুতরাং ইহাদিগকে বধ করিলে কোন
প্রকার পাপে পরিলিপ্ত হইবে না। এই কল্পিত আশঙ্কা নিরাসার্থ অর্ধজন
বলিতেছেন, “ভীষ্মাদি মহাজ্ঞগণ অর্ধানুচর অর্থাৎ অর্ধলোভে অন্তের দাসত্ব
স্বীকার করিলেও, আমার পক্ষে দিরদিন গুরুই আছেন।” শান্তে

অৰ্জুনোক্তির সমর্থন দৃষ্ট হইতেছে । “অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেবচ
দৈবতম্ । অমার্গশ্চোংপি মার্গশ্চো গুরুরেব সদাগতি ॥” অর্থাৎ বিদ্বান্ বা
মূর্খই হউন গুরুই দেবতা ; এবং কুপথাবলম্বী বা সুপথাবলম্বী হউন, গুরুই
আশ্রয় । অতরাং অৰ্জুন যে বলিতেছেন, “ভীষ্মদ্রোণাদি বৈরূপ আচার-
পরতন্ত্র হউন না কেন, তাঁহারা আমার পক্ষে চিরদিন পরমপূজ্য গুরু-
দেবতা.” এ কথা অসঙ্গত নহে ! মূলের দ্বিতীয় “গুরু” শব্দ দ্বারা এই
ভাব ব্যক্ত হইতেছে । “এইরূপ গুরুদিগকে বধ করিয়া ইহলোকে কেবল
অযশঃ ও তাদৃশ পুণ্যাত্মগণের রুধির-লিপ্ত অর্থাৎ অত্যন্ত গর্হিত ভোগ্য
সমূহ (অর্থ এবং কাম) লব্ধ হইবে ; এতাদৃশ পাপকার্য্য দ্বারা ধর্ম ও পরম
পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি কখনই হইবে না । অতএব হে ভগবন্ !
ইহলোকে নিন্দনীয় ও পারলৌকিক অধোগতির হেতুভূত এই নৃশংস কার্য্য
অপেক্ষা অতঃপর ভিক্ষাশনই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ ।”

কেহ কেহ “অর্থকামান্ গুরুন” এরূপও অস্বয় করিয়া থাকেন । তাহাতে
‘অর্থলোভী গুরু সকল’ এইরূপ অর্থ হয় ॥ ৫ ॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরনোগরীয়ো

যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েষুঃ ।

যানৈব হত্বা ন জিজীবিষাম-

স্তেহবস্হিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

অস্বয় ।—চ নঃ কতরং গরীয়ঃ (শ্রেষ্ঠং) এতং ন বিদ্মঃ (জানামি)
বং জয়েষুঃ যদি বা নঃ জয়েষুঃ যান্ এব হত্বা ন জিজীবিষামঃ (জীবিতু-
মিচ্ছামঃ) তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে (সম্মুখে) অবস্হিতাঃ ॥ ৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—আর আমাদের কি শ্রেষ্ঠ ইহা জানি না বৈ জয়ী-হই
কি যদি বা আমরা পরাজিত-হই বাহাদিগকে-ই বিনাশ-করিয়া বাঁচিতে-
ইচ্ছা-করি না সেই ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয়-গণ সম্মুখে সম্মুপস্থিত ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে স্বজনগণকে সংহার করিলে আর জীবন ধারণে
প্রবৃত্তি থাকে না, সেই হৃষ্যোধনাদিকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া

সময়ে বিজয় লাভ করা অথবা বিপাক হস্তে পরাজিত হওয়া এতদ্ব্যতীত
মধ্যে অধুনা আমাদের পক্ষে কি প্রেরণের তাহা বুঝিতে পারি-
তেছি না ॥ ৬ ॥

“আনন্দগিরি ।—কল্লিরাণাং স্বধর্ম্মাদ্যুদ্ধমেব প্রেরণমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন চৈতদিতি ।
এতদপি ন জানীমো ভৈক্ষ্যযুদ্ধয়োঃ কতরং নোহস্মাকং গরীরঃ শ্রেষ্ঠং কিং ভৈক্ষ্যং হিংসামৃজ-
জাহত যুদ্ধং স্ববুদ্ধিষাদিত্তি সন্নিধা চ জয়হিত্তিঃ, কিং সাম্যমেবোভয়েষাম্ । যদা বয়ং জয়েম
অতিশয়েমহি যদি বা নোহস্মান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রৌ ত্রয়োদশাদয়ো জয়েযুঃ, জাতোহপি জয়ো ন ফল-
বান্ যতো যান্ বজ্জন্ হত্বা ন জিজীবিষামো জীবিতুং নেচ্ছামস্তে এবাবহিত্তাঃ প্রমুখে সমুখে
ধার্ত্তরাষ্ট্রৌ ধৃতরাষ্ট্রপত্যানি তস্মাট্ভৈক্ষ্যাদ্যুদ্ধন্ত শ্রেষ্ঠং ন সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ক্রোধর ।—কিঞ্চ যন্তধর্ম্মানঙ্গীকরিয়ামস্তথাপি কিমস্মাকং জয়ঃ পরাজয়ো বা গরীরান্
ভবেদিত্তি ন জায়ত ইত্যাহ ন চৈতদিতি । যয়োর্মধ্যে নোহস্মাকং কতরং কিম্ময় গরীরো-
হদিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিদ্যঃ । তদেব দ্বয়ং দর্শয়তি যথোক্তি । যদা এতান্ বয়ং জয়েম
জ্যেযামঃ যদি বা নোহস্মানেতে জয়েযুর্জ্যেযাতীতি । কিঞ্চাস্মাকং জয়োহপি ফলতঃ পরাজয়
এবেত্যাহ যানিতি । যানেব হত্বা জীবিতুং নেচ্ছামস্তে এবেতে সমুখেহবহিত্তাঃ ॥ ৬ ॥

বলদেব ।—নহু ভৈক্ষ্যভোজনং কল্লিরন্তু বিগহিতম্, যুদ্ধঞ্চ স্বধর্ম্মং * বিজ্ঞানমপি
কিমিদং বিভাষসে ইতি চেৎ তত্রাহ ন চৈতদিতি । এতদ্বয়ং ন বিদ্যঃ ভৈক্ষ্যযুদ্ধয়োর্মধ্যে
নোহস্মাকং কতরদগরীরঃ প্রশস্ততরম্ । হিংসাবিরহাভৈক্ষ্যং গরীরঃ স্বধর্ম্মাদ্যুদ্ধং বেতি এতচ্চ
ন বিদ্যঃ । সমারক্ষে যুদ্ধে বয়ং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ জয়েম তে বা নোহস্মান্ জয়েযুরিতি । নহু
মহাবিক্রমিণাং ধর্ম্মিষ্ঠানাঞ্চ ভবতামেব বিজয়ো ভাবীতি চেৎ তত্রাহ যানেবেতি । যান্
ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ভীষ্মানীন্ সর্পান্ । ন জিজীবিষামো জীবিতুমপি নেচ্ছামঃ, কিং পুনর্ভোগান্
ভোক্তুমিত্যর্থঃ । তথাচ বিজয়োহপ্যস্মাকং ফলতঃ পরাজয় এবোক্তি । তস্মাৎ যুদ্ধন্ত ভৈক্ষ্যাদ্
গরীরদ্বয়প্রসিদ্ধমিতি । এবমেতাবতা গ্রহেহ “তস্মাদেবংবিচ্ছান্তদাস্তউপরতত্তিতিক্ষুঃ প্রক্কাষিতো
ভূতান্নস্তেবাস্মানং পশ্চেৎ” ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধমর্জুনস্ত জ্ঞানাধিকারিত্বং দর্শিতম্ । তত্র, “কিমো
রাজ্যেন” ইতি শব্দমো * । “অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যন্ত” উট্টাহিকপারজিকভোগোপেক্ষালক্ষণা

* সমস্তবাহন রাজ্য ভাহতঃ পালয়ন্ একাঃ । ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ কাশ্রং ধর্ম্মমহুস্ময়ন্ । সংগ্রামে-
ন নিবৃত্তিযুক্তং একানৈকৈব পালয়ন্ । শুক্রবা ব্রাহ্মণানাক রাজ্যং প্রেরন্তঃ পরম্ । আহবেযু নিষোহন্তোক্তং
জিহ্বাংযতো বহীকিতঃ । বুধযানোঃ পরং শক্ত্যা বর্ণং যাস্ত্যপরাধুধাঃ । তীত মনু সংহিতা । সপ্তমাধ্যায়ঃ ।

আপনার তুল্যবল বা আপনার হইতে অধিক অথবা হীনবল অস্ত্র কোন রাজা যুদ্ধে আহ্বান করিলে “যুদ্ধ
রাজ্যধিপের ধর্ম্ম” ইহা স্মরণ করিয়া সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইবে না । যুদ্ধে বিমুখ না হওয়া এবং যুদ্ধরূপে
একপাশন, এবং ব্রাহ্মণের সেবা, করা রাজ্যধিপের পরম মঙ্গলদায়ক । রাজারা যুদ্ধে পরাধুখ না হইয়া
পরম্পর সন্ধি পূরণের যুদ্ধ পরম্পরের হননেচ্ছার প্রবৃত্ত হইয়া যথাসক্তি যুদ্ধ করিয়া বৃত্ত হইলে বর্ণে পশন
করেন, যুদ্ধে রাজ্যলোভাধি বৃত্ত কল ও যুদ্ধ অপরাধ দুখের বর্ণরূপ অনুভব লাভ হয় ।

উপরতঃ । “ভৈক্ষ্যং ভোক্তুং প্রেয়ঃ” ইতি বন্দ্যসহিষ্মতলক্ষণা তিতিক্ষা । শুদ্ধবাক্যদৃঢ়-
নিষ্ঠাসলক্ষণা শ্রদ্ধা তুষ্ণরবাক্যে ব্যাকীভবিষ্যতি ; ন খলু শমাদিশূন্ত জ্ঞানেহত্যাধিকারঃ,
পদ্মাদেবৈব কশ্মণীতি ॥ ৬ ॥

মধুসূদন ।—নহু ভিক্ষাশনস্য কত্রিয়ঃ প্রতিনিবিদ্ধবাদবুদ্ধন্ত চ বিহিতবাৎ অধর্ম্মধেন
যুদ্ধমেব তব শ্রেয়স্করমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন চৈতদিতি । এতদপি ন জানীমো ভৈক্ষ্যযুদ্ধয়োর্মধ্যে
কতরং নোহস্মাকং গরীরঃ শ্রেষ্ঠং, কিং ভৈক্ষ্যং হিংসাশূন্তত্বাচ্ছত যুদ্ধং অধর্ম্মবাদিতি ইদঞ্চ
ন বিদ্যাঃ । আরক্ষেহপি যুদ্ধে বধা বরং জয়েম অতিশয়েমহি যদিবা নোহস্মান্ জয়েয়ুঃ
ধার্ত্তরাষ্ট্রা উভয়োঃ সাম্যপক্ষোহপার্থাছোক্তব্যঃ । কিঞ্চ জাতোহপি জয়ো নঃ কলতঃ পরাজয়
এব, যতো বান্ বন্ধুন্ হত্বা জীবিতুমপি বয়ং নেচ্ছামঃ কিং পুনর্বিষয়ানুপভোক্তুং, তে
এবাবস্থিতাঃ সন্মুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ধৃতরাষ্ট্রস্বন্ধিনো ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ সর্বেহপি তস্মাভৈক্ষ্যাদবুদ্ধন্ত
শ্রেষ্ঠত্বং ন সিদ্ধিমিত্যর্থঃ । তদেবং প্রাক্তনেন গ্রহেহন সংসারদোষনিরূপণদুষ্কাকারি-
বিশেষণানু্যক্তানি, তত্র “নচ শ্রেয়োহনুপশ্রামি হত্বা স্বজনমাহবে” ইত্যত্র রণে হতন্ত
পরিত্রাণ্টসমানবোগক্ষেমছোক্তেঃ, “অজ্ঞাচ্ছ্রেয়োহন্যত্বত্ব এব প্রেয়ঃ” ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধং, শ্রেয়ো
মোক্ষাধ্যুপন্যাস্তং, অর্থাচ্চ তদিতরদশ্রেয় ইতি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকো দর্শিতঃ । “ন কাঙ্ক্ষে
বিজয়ং ক্লঞ্চ” ইত্যত্রৈহিকফলবিরাগঃ । “অপি ত্রৈলোক্যারাম্যন্ত হেতোঃ” ইত্যত্র পারলৌকিক-
ফলবিরাগঃ । “নরকে নিয়তং বাসঃ” ইত্যত্র স্থলদেহাতিরিক্ত আত্মা । “কিং নো রাজ্যেন”
ইতি ব্যাধাতবত্বানা শমঃ । “কিং ভোগৈঃ” ইতি দমঃ । “যদ্যপ্যেতে ন পশুস্তি” ইত্যত্র
নির্লোভতা । “তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ” ইতি প্রথমাদ্যায়ন্তার্থঃ সসন্ন্যাসসাধনস্বচনম্ ।
অগ্নিঃস্বধ্যায়ৈ “শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপি” ইত্যত্র ভিক্ষাচর্য্যোপলক্ষিতঃ সন্ন্যাসঃ
প্রতিপাদিতঃ ॥ ৬ ॥

বীলকণ্ঠ ।—এবং তাহি ভৈক্ষ্যমেন তব শ্রেয় ইত্যাশঙ্ক্যাহ ন চৈতদিতি । বদ্যপ্য-
কত্রিয়ন্ত ভৈক্ষ্যমৈবেষ্ঠং, তথাপি নঃ অস্মাকং কত্রিয়ানাং, ভৈক্ষ্যভোগয়োর্মধ্যে কতরদগরীরঃ
ইতি বয়ং ন বিদ্যাঃ । ননু কং যুদ্ধমেব গরীর ইতি তত্রাহ যথোক্তি । যদি বা বয়ং জয়েমশিশত্রুন্,
যদি বা নোহস্মান্ শত্রব এব জয়েয়ুদিদমপি ন বিদ্যাঃ । অন্তপক্ষেতু পুনর্মরণমপ্রার্থিতং ভৈক্ষ্য-
মেবাপদ্যত ইতি ভাবঃ । নহু ময়ি সহায়ৈ সতি তব জয় এব নিশ্চিত ইত্যত আহ যানে-
নৈতি । ইষ্টনাশাজ্ঞয়োহপি পরাজয়রূপ এবৈত্যর্থঃ । যতু নিশ্চিতহেপি ভৈক্ষ্যশ্রেয়ন্তে পুনর্যুদ্ধ-
ভৈক্ষ্যয়োঃ কতরং শ্রেয় ইতি সংশয়ো নোচিতঃ, অতো নঃ অস্মাকং মধ্যে কতরং সৈন্যং
গরীর ইতি ব্যাখ্যায়মিতি । তদসৎ “ধর্ম্মসংস্রুচ্যেতাঃ” ইতি বাক্যশেষাচ্ছক্সংশয়শ্রুত্বোচিত-
ত্বাং সৈন্যগরীরসংশয়েনৈব জয়সংশয়েহন্যথানিদ্ধেহন্যভরসংশয়বৈপর্য্যায়ং বিশেষাধ্যায়-
ভারদোষাচ্চ ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—কিঞ্চ গুরুদ্রোহে প্রবৃত্ততাপি মম জয়ঃ পরাজয়ে বা ভবেদিত্যপি ন জায়তে ইত্যাহ ন চৈতদ্বিত্তি । তথাপি নোহস্ম্যকং কতরং জয়পরাজয়ের্যোর্মধ্যে কিং বলু গরীয়ঃ অধিকতরং ভবিষ্যতি এতন্ন বিদ্বাঃ । তদেব পক্ষদ্বয়ং দর্শয়তি যদেতি । এতান্ বয়ং জয়েম নোহস্মান্ বা এতে জয়েয়ুরিতি । কিঞ্চ জয়োহপাস্ম্যকং ফলতঃ পরাজয় এবৈত্যাহ বান্বেতি ॥৬॥

তাৎপর্য্য ।—শাস্ত্রকারগণ ক্ষত্রিয়কুলের পক্ষে ভিক্ষাশন নিষেধ করিয়াছেন, আর যুদ্ধ অধর্ম্ম বলিয়া কর্তব্যরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, অতএব ভিক্ষা অপেক্ষা যুদ্ধই তোমার শ্রেয়স্কর । এইরূপ ভগবদাশঙ্কা পরিহারণ মানসে অর্জুন বলিতেছেন, “যুদ্ধে গুরুদ্রোহাদিরূপ অধর্ম্মানুষ্ঠানে বদ্ধপরিকর হইলেও, সমর-পরিণামে আমাদের জয় কিংবা পরাজয় হইবে, অধুনা তাহা নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না । আমি ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না যে, ভিক্ষা ও যুদ্ধ এতদুভয়ের মধ্যে কোনটী আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ; অহিংসা-মূলক ভিক্ষাই পরিগ্রহণীয়, না স্বধর্ম্মসঙ্গত যুদ্ধই অবলম্বনীয় ? এবং বিধ অনিশ্চয়তা হেতু আমি যুদ্ধে সন্দিগ্ধ হইয়াছি । পক্ষান্তরে, আরক যুদ্ধে আমরাই কুরুকুল জয় করিব, কিংবা আমাদেরিগকেই তাঁহারা জয় করিবেন, ইহাও আমি স্থির করিতে পারিতেছি না । আপনি বলিতে পারেন, ‘তোমরা মহাবিক্রমশালী ও পরমধার্ম্মিক ; সুতরাং তোমাদের বিজয় বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই ।’ ইহার উত্তরে আমি বলিতেছি যে, আমাদের জয় হইলেও, ফলতঃ তাহা পরাজয়রূপেই পরিগণিত করিতে হইবে । যে সকল পরম গুরু ও স্নেহ-ভাজন স্বজনের মরণ দর্শনে আমাদের জীবিত প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইবে, ও স্বতঃই দেহ হইতে প্রাণাত্যয় ঘটবে, তাদৃশ আত্মীয়গণকে বিনষ্ট করিয়া বিজয়লাভ, পরাজয়েরই তুল্য ও আত্মনাশের কারণ স্বরূপ । যখন স্বজন-গণের বিরোধে তৎক্ষণাৎ বিগতজীব হইতে হইবে, নতুবা আজীবন শৌকের তুমানলে ধীরে ধীরে দক্ষীভূত হইতে হইবে, তখন আর ছার রাষ্ট্রৈশ্বর্য্য সম্ভোগের কথা কি বলিব ? ভীষ্ম-দ্রোণাদি পরমার্জনীয় মহাপুরুষগণই, দুর্ব্ব্যোপনেনের পক্ষে সম্মুখ সংগ্রামে জীবন দান করিবার অভিপ্রায়ে, দণ্ডাশ্রিত হইয়াছেন । সমরে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বাঙ্গে ইহাদিগকে শমন-সদনে প্রেরণ করা আবশ্যিক হইবে । ইহাদের বধসাধন অপেক্ষা ভিক্ষাশ্রম গ্রহণ করাই সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে ।”

“শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও প্রকামিত হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে

দেখিবেন” ; শাস্ত্রার্থবিদগণ এই প্রতি অবলম্বনে অৰ্জুনকেই প্রসিদ্ধ জ্ঞানাদি-
কারিরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । জ্ঞানরাজ্যে অৰ্জুনের ক্রমোন্নতির প্রমাণ
স্বরূপে তাঁহারা তদুক্ত নিম্নলিখিত শ্লোক সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন । যথা ;
“কিমোরাজ্যেন” ইতি (১ম । ৩২) শ্লোক দ্বারা শম-দম । “অপি ত্রৈলোক্য
রাজ্যন্ত” ইতি (১ম । ৩৫) শ্লোক দ্বারা ঐহিক পারত্রিক ভোগের উপেক্ষা
রূপ উপর্যুতি । “শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যম্” (২য় । ৫ম) এই শ্লোক দ্বারা সুখ-
দুঃখ-বন্ধ-সহিষ্ণুতা-লক্ষণ তিতিক্ষা উক্ত হইয়াছে । “নরকে নিয়তং বাসঃ”
ইতি (১ম । ৪০) শ্লোক দ্বারা আত্মার স্থূল দেহাতিরিক্ততা বিষয়ক সন্ন্যাস-
সাধন জ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে । গুরু বেদান্ত-বাক্যে দৃঢ়-বিশ্বাস-লক্ষণ-
প্রকাশ পরবর্তী শ্লোকে (২য় । ৭) বিশদরূপে পরিব্যক্ত হইবে । প্রথমোক্তায়াং
সন্ন্যাসসাধন উক্ত হইয়া, দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে ভিক্ষাটন সহকৃত
সর্কাসসম্পন্ন সন্ন্যাসদর্শন উপলক্ষিত হইয়াছে । এইরূপে অৰ্জুনের জ্ঞান-মার্গে
ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার অধিকারিৎসু * প্রতিপন্ন হইয়াছে । পক্ষ
প্রভৃতি বিকলেশিয় মনুষ্যগণ যেমন কর্মে অনধিকারী, শম-দমাদি-শূন্য
সাধক ও তদ্রূপ জ্ঞানে অনধিকারী ; এজন্য উল্লিখিত গ্রন্থ-সন্দর্ভসমূহ দ্বারা
অৰ্জুনের জ্ঞানাদিকারিতা প্রদর্শিত হইল ॥ ৬ ॥

—:~::~:~::~:~—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংস্কৃতচেতাঃ ।

যচ্ছৈরুঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রাহ্মি তন্মে

শিষ্যন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

* অধিকারী যথা ।—বিধিব্যবহৃতবেদবেদাংগভেদোপাততোঃবিধিতাবিলাবেদার্থোৎপাদন জ্ঞানী জ্ঞানান্তরে বা
কান্তিনিবন্ধনজন্মপূরঃসং নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রারম্ভভোগাসনাত্মনো নির্গতনিবন্ধলক্ষণতয়া নিত্যান্তনির্বন্ধ-
বাস্তবসাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রভাতা । বৈরাগ্যমার ।

যথাবিহিত প্রণালীক্রমে বেদবেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করিয়া সমস্ত বেদার্থ বিবরণে কথকিত্ত অতিক্রম হইয়া এই
জন্মে বা জন্মান্তরে কাম্য ও নিবন্ধ ক্রিয়া, অর্থাৎ কোন ফললাভ প্রত্যাশার যথা পুণ্ড্রোদি ক্রিয়া এবং নধকাদি
অনিষ্টসাধন ব্রহ্মহনপ্রাণি ক্রিয়া, পরিত্যাগ পূর্বক নিত্য নৈমিত্তিক ও প্রারম্ভভোগাদির অনুষ্ঠান দ্বারা, সমস্ত
লাপগহীনকা অন্তিত নিত্যান্ত নিবন্ধ চিত্ত, শমাদি চতুর্বিধ সাধন সম্পন্ন, ইন্দ্রিয় সংকটপাতকাত ব্যক্তিই
জ্ঞানোপবেশের অধিকারী । অৰ্জুনের ঐতাদৃশ অধিকারিতা দীকারগণ উক্ত শ্লোক দ্বারা সুন্দররূপে
প্রদর্শিত করিয়াছেন ।

অম্বুর ।—কার্পণ্য (অনায়াস্যাগমবত্বং 'দৈন্যং)-দোষ-উপহত
(অতিভূতঃ)-স্বভাবঃ ধর্ম-সংযুত-চেতাঃ (সন্দিগ্ধচিত্তঃ) [অহং]
ত্য়াং পৃচ্ছামি (অমুযুজে) যৎ শ্রেয়ঃ (পরমপুরুষার্থভূতং) স্ম্যৎ তৎ মে
নিশ্চিতং (সত্যং) ক্রুহি অহং তে শিষ্যঃ ত্য়াং প্রপন্নং (শরণাগতং)
মাং শাধি (শিক্ষয়) ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—কুপণতা-দোষ-অতিভূত-প্রকৃতি ধর্ম-সন্দিগ্ধ-চিত্ত[আমি]
তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি বাহা মঙ্গলকর হয় তাহা আমাকে নিশ্চয়রূপে
বল আমি তোমার শিষ্য তোমার শরণাগত আমাকে শিক্ষা-দাও ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যান ।—আমি মমতা-জনিত শোক-মোহাতিভূত, ধর্ম্যাধর্ম্য বিষয়ে
সন্দিগ্ধ-হৃদয় । আমি অতি দীন ও জ্ঞান-বিহীন শরণাগত শিষ্য ;
তুমি আমাকে অবিসংবাদিত রূপ মঙ্গলময় উপায় বল এবং যথাবিহিত
সঙ্গপদেশ প্রদান করিয়া চরিতার্থ কর ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি ।—দমধিগতসংসারদোষজাততাত্ত্বিতরাং নির্দিষ্টমুখ্যকোপসন্নভাঙ্কো-
পদেশসংগ্রহধিকারং হচরতি কার্পণ্যেতি । যোহস্মাৎ স্বস্মামপি স্বকৃতিং ন ক্ষমতে স কুপণ-
ত্ববিধ্বাদখিলোহনাশ্বনিদপ্রাপ্তপরমপুরুষার্থতরা কুপণো ভবতি । “যো বা এতদক্ষরং গার্গ্য-
বিদিত্বাস্মান্নোকাৎ প্রৈতি স কুপণঃ” ইতি শ্রুতেঃ, তত্ত্ব ভাবঃ কার্পণ্যং দৈবজ্ঞং, তেন দোষেণো-
পহতো দ্বিভিতঃ স্বভাবচ্চিত্তমভ্যুতি বিগ্রহঃ, সোহহং পৃচ্ছামামুযুজে, ত্য়া ত্য়াং, ধর্মসংযুতচেতাঃ
ধর্মো ধারয়তীতি পরং ব্রহ্ম, তস্মিন্ সংযুতমবিবেকতাং গতং চেতো যন্ত মমেতি তথাহমুক্তঃ ।
কিং ব্রুহসি, যন্নিশ্চিতমৈকান্তিকমনাপেক্ষিকং শ্রেয়ঃ জ্ঞানং রোগনিবৃত্তিবদনৈকান্তিকমনাত্যন্তিকং
স্বর্গবদাপেক্ষিকং বা, তস্মিঃ শ্রেয়সং মে মহৎ প্রকুহি । “নাপুজ্যামাশিষ্যারেতি” নিবেদ্য ন
প্রবক্তব্যমিতি মাং সংস্থাঃ, যতঃ শিষ্যন্তেহহং ভবামি, শাধ্যাহুশাধি মাং নিঃশ্রেয়সং । “তামহং
প্রপন্নোহস্মি” ॥ ৭ ॥

রাধামুজ ।—নহু যুদ্ধমারভ্য নিবৃত্তব্যাপারান্ ভবতো ধার্ত্ত্যরাষ্ট্রাঃ প্রসহ হস্ত্যারিত্যেৎ ।
অস্ত তদ্বলকুরাদস্মাকং ধর্ম্যাধর্ম্যজ্ঞানভিত্তৈর্হীননমেব গরীয় ইতি মে প্রতিভাতি । ইত্যুক্ত্য
বদ্যহং শ্রেয় ইতি নিশ্চিত্য তৎ তব শরণাগতায় তব শিষ্যায় মে ক্রুহীত্যতিমাত্রকুপণো ভগবৎ-
পদাশ্রয়পূসসার ॥ ৬ । ৭ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।—শিষ্যঃ শুদ্ধাচারঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ । সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোহদ্রবীদভবজিতঃ ।
কামক্লেষপরিভ্যাঙ্গী তত্ত্বজ্ঞ উরুপাদুরোঃ । দেবতাপ্রবণঃ কারমনোবাগতির্দ্বিধামিশ্রম্ । স্ট্রীক্জো নিজিতা
শেবপাতকঃ অক্ষরায়িতঃ । বিজ্ঞদেবপিতৃণাক্ ত্রিভূতমর্জাপারায়ণঃ । যুবা বিনিরতশেবকরণঃ করণালয়ঃ ।
ইত্যাদিলক্ষণৈরুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্ । “সত্ৰযুক্তাবলীং এই” শিষ্য লক্ষণ আনোচণা করিয়া দেখিলে
উপলব্ধ হইবে যে, অর্জুন এক্ষণে সর্বলক্ষণাক্রান্ত যোগযুক্ত শিষ্যের স্থানীয় হইয়াছেন ।

ত্ৰিধন ।—কার্পণ্যাত্মাদি । তন্মাদেতান্ হবা কথং জীবিত্বান ইতি কার্পণ্যং দোষঃ কুলক্ষয়কৃতঃ, তাত্ধ্যাম্ভাহতোহতিভূতঃ স্বভাবঃ শৌর্যালক্ষণো যন্ত সৌহবঃ স্বাং পৃচ্ছামি । তথা ধৰ্ম্মে সংমুঢ়ং চেতো যন্ত সঃ, যুদ্ধং তাত্ধ্যা । ভিক্ষাটনমপি কল্লিরস্ত ধৰ্ম্মোহধৰ্ম্মো বেতি, সন্নিধিচিত্তঃ সন্নিভ্যর্থঃ, অতো মে বস্মিচ্চিত্তং শ্রেয়ঃ স্তাৎ তদব্রূহি । কিঞ্চ তেহহং শিষ্যঃ শাসনাহৌহতস্বাং প্রপন্নং পরণং গতং মাং শাধি শিষ্য ॥ ৭ ॥

বলদেব ।—অথ তদ্বিজ্ঞানার্থং “স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ * ব্রহ্মনিষ্ঠ-মাচাৰ্য্যবান্ পুরুষো বেদ” ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধাং গুরুপসত্তিঃ দর্শয়তি কার্পণ্যেতি । “যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বান্মল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ” ইতি শ্রবণাদব্রহ্মবিদ্যং কার্পণ্যং, তেন হেতুনা যো দোষঃ । “যানেব হত্বেতি” বদ্ধদর্শনমতালক্ষণন্তেনোপহতস্বভাবো যুদ্ধস্পৃহালক্ষণঃ স্বধৰ্ম্মো যন্ত সঃ । ধৰ্ম্মে সংমুঢ়ং কল্লিরস্ত মে যুদ্ধং স্বধৰ্ম্মস্তবিস্বায় ভিক্ষাটনং বেতেব্যং সন্নিধানং চেতো यस্য সঃ । ঈদৃশঃ সন্নহং হামিনানীঃ পৃচ্ছামি । তন্মাস্মিচ্চিত্তমৈকান্তিকং আত্মাস্তিকং বস্মে শ্রেয়ঃ স্তাৎ তৎ স্বং ব্রূহি । সাধনোত্তরমবশস্তাবিকর্মৈকান্তিকম্ । ভূতস্তাবিনাশিত্ব-মাত্মাস্তিকত্বম্ । নহু পরণাগতস্তোপদেশস্তদ্বিজ্ঞানার্থং “স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ, সখ্যায়ঃ স্বাং কথমুপদিশামি ইতি চেৎ তত্রাহ শিষ্যস্তেহহমিতি । শাধি শিষ্য ॥ ৭ ॥

মধুসূদন ।—গুরুপসদনমিদানীং প্রতিপত্ততে । সমধিগতসংসারদোষজাতস্তাতিতর্যং নির্জিন্নস্ত বিধিবদগুরুপসন্নস্তেব বিদ্যাগ্রহণেহধিকার্যং । তদেবং ভীষ্মাদিসঙ্কটবশাৎ, “ব্যাখ্যায়াম্ভিক্ষাচাৰ্য্যং চরন্তি” ইতি শ্রুতিসিদ্ধাভিক্ষাচাৰ্য্যেহর্জুনস্তাতিলাষং প্রদর্শ্য বিধিবদুপসত্তিমপি তৎসঙ্কটব্যাভেদেব দর্শয়তি কার্পণ্যেতি । যোহস্মাংস্মামপি বিভক্ততিং ন ক্ষমতে স কৃপণ ইতি লোকে প্রসিদ্ধস্তদ্বিধবাদধিলো নাস্ত্যবিদ প্রাপ্তপুরুষার্থতয়া কৃপণো ভবতি । “যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ” ইতি শ্রুতেঃ । তন্ত ভাবঃ কার্পণ্যং অনাস্মাখ্যাস-বৎ তন্নিনিতোহস্মিন্ কল্পন্তেত এব মদীয়ান্তেবু হতেবু কিং জীবিতেনেত্যভিনিবেশরূপো মমত্বা-লক্ষণো দোষন্তেনোপহতঃ তিরস্কৃতঃ স্বভাবঃ কালো যুদ্ধোদ্যোগলক্ষণো যন্ত স তথা । ধৰ্ম্ম-বিষয়ে নির্দায়কপ্রমাণাদর্শনাৎ সংমুঢ়ং কিমেতেষাং বধো ধৰ্ম্মঃ, কিমেতৎপরিপালনং ধৰ্ম্মঃ, তথা কিং পৃথিবীপরিপালনং ধৰ্ম্মঃ, কিংবা বথাবহিতোহরণ্যনিবাস এব ধৰ্ম্ম ইত্যাদিসংশয়ৈক্যাপ্তং চেতো যন্ত স তথা । “ন চৈতদ্বিদ্মঃ কুন্তরমো গরীয়ঃ” ইত্যত্র ব্যাখ্যানমেতৎ, এবংবিধঃ সন্নহং স্বাঃহামিনানীঃ পৃচ্ছামি শ্রেয়ঃ ইত্যভুবকঃ । অতো বস্মিচ্চিত্তং ঐকান্তিকমাত্মাস্তিকক শ্রেয়ঃ পরম-পুণ্যবর্জিতং কলং স্তাৎ তস্মৈ সত্যং ব্রূহি । সাধনানন্তরমবশস্তাবিকর্মৈকান্তিকম্, জাতস্তাবিনাশ আত্মাস্তিকম্, বখ্যোবধে ক্রতে কমাতিং রোগনিবৃত্তিন্ ভবেদপি জাতাপি চ রোগনিবৃত্তিঃ

* শ্রোত্রিয়ঃ—বৈদ্যধর্ম্মকারী ব্রাহ্মণ । তত লক্ষণং যথা ; সন্নবাব্রাহ্মণ্য জেনঃ সংসারাদিহ উচ্যতে । বেদাভ্যাশী ক্ষত্রবিধঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রিহিরেব হি । ইতি পাদে উক্তং ১১০ অধ্যায় । অপিচ—একাং শাখাং সঙ্কল্য বা বহু ভিত্তিকেরাণীত্য চ । যট্ কর্ণবিহীনঃ বিপ্রঃ কোত্রিরা নাম ধর্ম্মবিৎ । ইতি দাবকধর্ম্মাকর ।

পুনরপি যোগোৎপত্ত্যা বিনাশ্তে এবং কৃত্যেহপি যোগে প্রতিবন্ধবশাৎ স্বর্গো ন ভবেদপি
জাতোহপি স্বর্গো দুঃখাক্রান্তো নশ্রুতি চেতি নৈকান্তিকত্বমাত্মস্তিকত্বং বা তয়োঃ । তদুক্তং,
“দুঃখত্রয়াভিবাতাজ্জিহ্বাসা তদপঘাতকে হেতো । দৃষ্টে সা পার্থা চৈরেকান্তাতান্ততোহিতাবাৎ ॥”
ইতি । “দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহবিশুদ্ধিকর্যাতিশয়যুক্তঃ । তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাণ্যুক্তজ্ঞানানাং ।”
ইতি চ । নহু স্বং মম সখা নতু শিষ্যোহন্ত আহ শিষ্যান্তেহমিতি । স্বদমুশাসনযোগাচ্ছাদহং
ভব শিষ্য এব ভবামি ন সখা ন্যূনজ্ঞানত্বাৎ, অতস্ত্বাৎ প্রপন্নং শরণাগতং মাং শাশ্বি শিষ্য ককরণ্য
নতশিষ্যত্বশব্দরোপেকণীয়োহহমিত্যর্থঃ । এতেন তদ্বিজ্ঞানার্থং “স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিতপাণিঃ
শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ।” “ভৃগুর্কৈ বারুণিকীরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্ম” ইত্যাদি-
গুরুপসতিপ্রতিপাদকশ্রুত্যর্থো দর্শিতঃ ॥ ৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—উক্ত সংশয়বান্বেষ পূৰ্ছতি কার্পণ্যেতি । কার্পণ্যং দীনত্বম্, স্বভাবঃ
শৌৰ্য্যং, “তেজোহুতির্দীপ্যম্” ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণলক্ষণঃ । শেষং স্পষ্টম্ ॥ ৭ ॥

*বিশ্বনাথ ।—নহু তর্হি সোপপত্তিকং শাস্ত্রার্থং স্বমেব ক্রবাণঃ ক্ষত্রিয়ো ভূত্বা ভিকাতনং
নিশ্চিনোষি তর্হালং মহন্ত্যেতি তত্রাহ কার্পণ্যেতি । স্বাভাবিকস্ত শৌৰ্য্যস্ত ত্যাগএব মৈ কার্পণ্যং
“ধর্মস্ত যুগ্মা গতি” ইত্যতো ধর্মব্যবস্থায়ামপ্যহং মূঢ়বুদ্ধিরেবাশ্মি । অতঃস্বমেব নিশ্চিত্য শ্রেয়ো
ক্রহি । নহু মহাচক্ষুঃ পণ্ডিতমানিষেণ খণ্ডয়সি চেৎ কথং ক্রমাৎ, তত্রাহ শিষ্যান্তেহহমস্মি, নাতঃ
পরং বৃথাখণ্ডয়ামীতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—এই গ্রন্থের পূর্বভাগে, সংসারের বিবিধ দোষ দর্শনে,
যে রূপে অর্জুনের চিত্ত বৈকল্য জন্মিয়াছে, তাহা বর্ণিত হইয়াছে । ‘আকীট
ব্রহ্মপর্য্যন্তং বৈরাগ্যং বিষয়েষনু । যদৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তক্ষি,
নির্মলম্ ॥’ বৈরাগ্যের এই লক্ষণানুসারে, আকীট ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সাংসারিক
বাবতীয় পদার্থ কাকবিষ্ঠার স্থায়-ভূষ্ম ও স্থায়ী বোণ হস্তের-আবশ্যক ।
তদনন্তর ঐহিক এবং পারত্রিক স্বখভোগে নিম্পূহ ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া
‘বিধি অনুসারে সমিদ্ গ্রহণ পূর্বক বিদ্যা গ্রহণের নিমিত্ত শ্রোত্রিয় এবং
ব্রহ্মনিষ্ঠ সদগুরু সমীপে গমন করা বিধেয় । আচার্য্যবান্ পুরুষই ব্রহ্মজ্ঞান
প্রাপ্ত হন ।’ ইত্যাদি ব্যবস্থা ক্রটি প্রতিপাদিত । ক্রমশঃ চিত্ত-বিকার-জন্মিত
জ্ঞানোন্নতিলাভ করিয়া, অধুনা অর্জুন যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন,
তাহাতে তাঁহার সদগুরু সমীপে বিধি সঙ্গত প্রণালীতে উপস্থিত হইয়া,
বিহিত উপদেশ লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক । সমালোচ্য শ্লোকে সৌভাগ্য-
বান্ অর্জুনের সদগুরু লাভ ও শিষ্যত্ব স্বীকারের বিবরণ বিবৃত হইতেছে ।

অর্জুন, স্বকীয় হৃদয়ের দীনতা আলোচনা করিয়া, আপনাকে ‘কার্পণ্য-

দোষোপহত-স্বভাব' এবং 'ধর্মসংমূঢ়চেতা' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । অর্জুনোক্ত বাক্যদ্বয়ের ভাবার্থ নিম্নে প্রকটিত হইতেছে । যে পুরুষ কিঞ্চিদ্রাষ্ট্রও আত্মকৃতি সহ করিতে সমর্থ হয় না সেই রূপণ ; রূপণ শব্দের ইহাই গৌণিক অর্থ । ক্রুতি বলিয়াছেন, 'হে গার্গি ! শরীরধারী যে ব্যক্তি অক্ষর ব্রহ্মকে বিদিত না হইয়া পরলোকে গমন করেন, তিনিই রূপণ ; ইহাই এই শব্দের বেদোক্ত অর্থ । রূপণের ভাব অর্থাৎ ধর্মই কার্পণ্য । আত্মাতিরিক্ত জড় দেহাদিতে আত্মরূপে কল্পনা এবং তন্নিমিত্ত ইহাঁরা আমার আত্মীয়, ইহাঁদের অভাবে আমার জীবনের কি প্রয়োজন, এতাদৃশ অভিনিবেশরূপ মমতাদোষ দ্বারা উপহত-স্বভাব অর্থাৎ মোহাচ্ছন্ন-প্রকৃতিক । ক্ষত্রকুলোচিত যুকোদ্যোগে নিরুৎসাহ, স্তবরাং ধর্ম-বিষয়ে সংমূঢ়, অর্থাৎ ইহাঁদের বধাদিরূপ কার্য দ্বারা রাজ্য পরিপালই ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম, কিংবা ইহাঁদিগকে প্রতিপালন অথবা অরণ্যবাসাদি স্বীকার পূর্বক ভিক্ষাটনই ধর্ম (৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য) তৎসম্বন্ধে সন্দিহান ।

অতঃপর গুরুবধাদি দুষ্কর কার্যসাধনে অনিচ্ছুক, রাষ্ট্রৈশ্বর্যে নিরাকাজ্ঞ, ও ভিক্ষাভিলাষী অর্জুন, সাংসারিক দুঃখ নিরুত্তির নিমিত্ত, ইদানীন্তন কর্তব্য নির্ণয়ে স্বকীয় অসমর্থতা হেতু, সেই নরকাস্তকারী হৃদয়সখা পরমগুরু নারায়ণের বিনীত শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, হৃদয়গত সন্দেহ ভঞ্জনার্থ নিম্ন-লিখিত ভাবে আন্তরিক অভিপ্রায় পুরিব্যক্ত করিতেছেন । “হে সর্বজ্ঞান-সম্পন্ন সর্বশাস্ত্র প্রতিপাদ্য পরমপুরুষ !” আপনি কৃপা সহকারে আমাকে, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক দুঃখের ক একান্ত ও অত্যন্ত নিরুত্তি অর্থাৎ দুঃখ-নিরুত্তির অবশ্যসম্ভাবিতা ও নিরুত্ত দুঃখের অনুৎপত্তি সাধনরূপ, শ্রেয়ঃ বিষয়ে (পরমপুরুষার্থ লক্ষণ) বিহিত উপদেশ প্রদান করিয়া চরিতার্থ করুন । নীতি শাস্ত্রাদি দ্বারা আধিভৌতিক দুঃখ ; গ্রহশাস্ত্র-স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা গ্রহবৈগুণ্যাদিজনিত আধিদৈবিক দুঃখ, ভিষগুরোপদিষ্ট রাসায়নিক ঔষধাদি দ্বারা বাত-পিত্ত-শ্লেষ্ম-বৈষম্য নিবন্ধন আধ্যাত্মিক শারীরিক দুঃখ এবং অক-চন্দন-বনিতাদি বিষয় বিশেষের উপভোগ দ্বারা আধ্যাত্মিক মানসিক দুঃখ নিরুত্তি হইলেও হইতে পারে । কিন্তু বিবিধ কারণে পুনর্বার ঐ সকল দুঃখোৎপত্তির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং উক্ত

নীতি শাস্ত্রাভ্যাস ও রাগায়নিক প্রক্রিয়াদি দ্বারা দুঃখ নিরুত্তি অবশ্যস্বাবী
এরূপও কোন প্রমাণ নাই। অপিচ বাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গাদি প্রাপ্তি হই-
লেও, “ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি।” ‘পুণ্যক্ষয় হইলে পুনর্বার মর্ত্য-
লোকে গমন করিতে হইবে’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা উপলব্ধ হইতেছে যে, স্বর্গ-
ভোগও অচিরস্থায়ী। অতএব যদ্বারা সম্পূর্ণরূপে ও নিশ্চয়ই দুঃখের নিরুত্তি
হয় এবং নিরুত্ত দুঃখ পুনর্বার উৎপন্ন না হয়, অর্থাৎ নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন
পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারি, এরূপ সত্বপদে প্রদান করিয়া আমাকে
কৃতার্থ করুন।

উক্ত বাক্য সমর্থনার্থ তীকাকারগণ-প্রত সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদীর শ্লোকদ্বয়ের
ব্যাখ্যাননিম্নে বিরূত হইতেছে। মনুষ্যাগণ দুঃখত্রয়ের বিনাশার্থ গুরু নিকটে
দুঃখ নিরুত্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিবে, পরে গুরুমুখে শাস্ত্র শ্রবণ পূর্বক কৃষ্ণ-
পায় অবগত হইয়া জন্ম জন্মান্তরে, বহু ক্লেশ স্বীকার পূর্বক ভগদুপাসনা
দ্বারা, তদীয় রূপায় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ও দুঃখত্রয় বিনষ্ট করিবে। কিন্তু শারী-
রিক দুঃখের প্রতীকারার্থ ভিষগরোপদিষ্টে রাগায়নিক ঔষধাদি, মানসিক
সন্তাপ বিনাশার্থ মনোজজ্ঞী, পান ভোজন, নিলেপন বস্ত্রালঙ্কারাদি; আধি-
ভৌতিক দুঃখের প্রতীকারের নিমিত্ত নীতি-শাস্ত্রাভ্যাস-জনিত ক্রিয়া-দক্ষ-
ত্বাদি এবং আধিদৈবিক দুঃখোপশমনার্থ মণি-মন্ত্র-মহৌষধাদি শত শত
লৌকিক সহজ উপায় সম্বন্ধে, লোক সকল গুরুপদেশানুসারে জন্ম জন্মান্তরে
বহু ক্লেশ দ্বারা ভগবৎসেবায় অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিবে ? “অক্কে চেম্মধুবিম্ভেত কিমর্থং পরীতং ব্রজেৎ। দৃষ্টস্তার্থস্ত সংগিকৌ
কো বিবীন্স গল্পমাচরেৎ ॥” অর্থাৎ গৃহে থাকিয়া যদি মধুলাভ করিতে পারা
যায়, তবে কি জন্ত পরীতে গমন করিবে ? অনায়াসে অর্থসিদ্ধি হইলে কোন্
বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত আয়াস স্বীকার করিয়া থাকে ? লৌকিক
উপায় দ্বারা দুঃখনিরুত্তি অবশ্যই হইবে; ও নিরুত্ত দুঃখের পুনরাগমন নিবা-
রিত হইবে, এরূপ কোন সন্দেহ নাই। অতএব সর্বতোভাবে দুঃখনিরুত্তির
নিমিত্ত এবং নিরুত্ত দুঃখের পুনরুদ্ভব নিবারণার্থ, গুরু নিকটে তত্ত্বজিজ্ঞাসা
হইয়া, বিহিত উপায় পরিজ্ঞাত হইবে। লৌকিক দৃষ্ট উপায় দ্বারা দুঃখত্র-
য়ের অবশ্য নিরুত্তি যদি অসম্ভব হয় এবং নিরুত্তি হইলেও যদি পুনর্বার সেই
দুঃখত্রয় উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সংবৎসর দাধ্য জ্যো;

তিষ্ঠোমাদি* বৈদিক কৰ্ম-কলাপ দ্বারা তাপত্রয় অবশ্যই নিরুক্ত হইবে এবং তদুপায়ৈ দুঃখ নিরুক্ত হইলে পুনরুৎপন্ন হইবে না, ইহাতে সন্দেহ নাই ।
 যথা প্রকৃতিঃ ; “স্বর্গকামো যজ্ঞেত” অর্থাৎ স্বর্গকামী হইয়া যজ্ঞ করিলে ।
 “স্বর্গশ্চ দুঃখবিরোধী সুখবিশেষঃ” অর্থাৎ দুঃখ-প্রতিকূল সুখ বিশেষের নাম স্বর্গ । অতএব তাপত্রয়ের প্রতিকারের নিমিত্ত মুহূর্ত্ত, যাম, অহোরাত্র, মাস, সংবৎসরাদি সাধ্য, অনেক জন্ম ব্যাপ্ত, অশেষ আয়াস সহকারে সম্পাদ-
 নীয়, বিবেক-বিজ্ঞান জনিত ফলপ্রাপ্তির অপেক্ষা, সহজ বৈদিক উপায় বর্ত-
 মান থাকিতে, গুরুসমীপে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসু হইবার প্রয়োজন কি ? এই
 প্রশ্নকার উত্তর স্বরূপে উক্ত হইয়াছে যে, দুঃখনিরুক্তির লৌকিক উপায়
 সমূহ দুঃখনিরুক্তি বিষয়ে যেরূপ অক্ষম, জ্যোতিষ্টোমাদি বৈদিক উপায়
 সকলও তদ্রূপ অক্ষম । বৈদিক যজ্ঞাদি প্রাণিহিংসাসাধ্য স্মৃতরাং অবিশুদ্ধ ;
 বৈদিক যজ্ঞে পশু-বধ-জনিত পাপ হইয়া থাকে । অতএব পাপজনক অবি-
 শুদ্ধ কার্য্য হইতে দুঃখই হইবে, সুখপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায় ? অন্তঃসেবাদি
 যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গাদি স্থান প্রাপ্তি হইলেও, বেদোক্ত বিধানানুসারে, তাহা কয়
 যুক্ত অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে ; স্বর্গাদি সুখভোগ দ্বারা স্মৃতি শেষ হইলে,
 তথা হইতে পুনর্বার মর্ত্যলোকে আসিতে হইবে । অতএব বৈদিক জ্যোতি-
 ষ্টোমাদি উপায়ের অপেক্ষা, ব্যক্ত, অব্যক্ত, জ্ঞ অর্থাৎ কার্য্য, প্রকৃতি ও পুরুষ
 এতদ্বিষয়ক বিজ্ঞান জনিত তত্ত্ব-জ্ঞানই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে ।

কোনই উপায় নাই । গুরুমুখে শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস-পুরাণাদির বিরুতি
 শ্রবণ, শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা সমর্থিত, দীর্ঘকাল শ্রদ্ধাষিতভাবে অশ্রান্ত হইসেবিত
 ধর্মচিন্তা হইতে উল্লিখিত বিষয়ত্রিতয় বিষয়ক বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হয় । এই
 কার্য্যময় জাগতিক ক্রিয়াকলাপের অনুধ্যান ও আলোচনা দ্বারা তৎকারণ
 স্বরূপ প্রকৃতি সৎস্কীয় জ্ঞান সঞ্চারিত হয় । সহ, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা
 প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা তদধিষ্ঠাতা চৈতন্যময় পুরুষ বিষয়ক জ্ঞান
 জন্মে । এতদ্রূপে পরম মঙ্গলময় পূর্ণ বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে আত্মতত্ত্ব স্ফুর্তি
 স্বরূপা পরমানন্দময়ী মুক্তিলাভ হয় ।

* জ্যোতিষ্টোম—বৈদিক যজ্ঞ-বিশেষ । এই যজ্ঞ বোড়শ পুরোহিত দ্বারা সম্পাদনীয় এবং এই যজ্ঞে
 ব্রহ্মকে বাবশ পুত্র যো-ধিকিণী বলে হয় ।

বিজ্ঞান জনিত উপায় ভিন্ন বৈদিক বা লৌকিক অন্য কোন উপায়ের দ্বারা এবং বিধ মুক্তি সাধিত হইতে পারে না । অতএব তাপত্রয়ের অবশ্য নিরুত্তি এবং দুঃখত্রয়ের পুনরাবির্ভাব নিবারণার্থ, গুরুসমীপে তত্পর্য অবশ্যই জিজ্ঞাস্ত বোধে, নারায়ণকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অর্জুন বিনীতভাবে স্বকীয় দুঃখনিরুত্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন । যদি শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলেন যে, “উপদেশ লাভ করিতে হইলে গুরুসমীপে গমন করা আবশ্যিক । আমি চিরদিনই তোমার সহিত সখ্যাসূত্রে বদ্ধ, কখনই তোমার গুরু-পদবী গ্রহণ করি নাই । সম্প্রতি তুমি কেন আমার নিকট তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ লাভের প্রার্থনা করিতেছ ? তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে উপদেশ লাভের নিমিত্ত যথোপযুক্ত অন্য গুরুসমীপে গমন করা তোমার উচিত । অথবা যখন তুমি স্নয়ং পণ্ডিতাভিমানী হইয়া আমার বাক্য সকল খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তখন আমি কেন তোমাকে উপদেশ প্রদান করিব ?” এরূপ ভগবদাশঙ্ক। পরিহারার্থ অর্জুন বলিতেছেন, “হে জনন-মরণ-নাশন নারায়ণ ! এ অধমকে অতঃপর আপনি সখা বলিয়া মনে করিবেন না ; আমি ভবদীর পবিত্র পাদপদ্মপ্রাপ্ত দীনহীন শিষ্য । হে পরম করুণাময় আর্ন্তজনবান্ধব ! আমি শোকমোহাচ্ছন্ন ও হিতাহিত বোধ-বিরহিত হইয়া এতাবৎকাল নানাবিধ প্রলাপ বাক্যে আপনাকে উত্তীর্ণ করিয়াছি । স্বকীয় অভাব-মিদ্ধ, ঔদার্য ও ভক্ত-বৎসলতা গুণে, আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া, এই কাতর ও বোধ-বিহীন জনকে শিষ্যরূপে চরণ-তলে স্থান প্রদান করিয়া চরিতার্থ করুন এবং যথোপযুক্ত সত্বপদেশ প্রদান করিয়া আমাকে তাপত্রয় হইতে বিমুক্ত করুন । হে পুরুষোত্তম ! আপনি কর্তব্য-পরায়ণগণের শীর্ষস্থানীয় এবং জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য । এ মর-নরলোকে ভাগ্যবান্ অর্জুন আপনাকে গুরুরূপে লাভ করিয়া চিরদিনের নিমিত্ত অননুমূল্যে ধন্য ও গৌরবান্বিত হইয়া থাকিল । হে বিভো ! হে গুরো ! হে নরক-দুঃখবিনাশন ! তোমার এই কাতর ও ব্যথিত শিষ্যকে আজি চিরানন্দময়ী মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতে হইবে । ভক্তের প্রার্থনা পূরণই তোমার চিরপ্রিয় ত্রত এবং ভক্ত নিতান্ত অধম হইলেও, কখনই তোমার উপেক্ষণীয় নহে । হুতরাং হে নারায়ণ ! অধীন অর্জুনের আবেদন অগ্রাহ্য করা তোমার সাধ্যাতীত ॥ ৭ ॥

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ

যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়ানাম্ ।

অবাধ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং

রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

অনুয় ।—ভূমৌ অসপত্নং (নিকটকং) মৃদ্ধং (সমৃদ্ধং) রাজ্যং সুরাণাং (দেবানাং) আধিপত্যং চ অবাধ্য (প্রাপ্য) অপি যৎ [কর্ম] মম ইন্দ্রিয়ানাং উৎ-শোষণং (সন্তাপকরং) শোকং অপনুদ্যাৎ [তৎ] ন হি প্রপশ্যামি ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—ধরণীতে প্রতিদ্বন্দ্বী-বিরহিত সমৃদ্ধ রাজ্য এবং দেবতা-দিগের প্রভুত্ব লাভ-করিয়-ও যে [কর্ম] আমার সর্বাক্রৌণ অতি-শোষণকর শোক অপনোদন-করিতে-পারে [তাহা] না নিশ্চয় দেখিতেছি ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—অবনীমণ্ডলরূপ সুবিশাল রাজ্যের একাধিপত্য লাভ করিয়া এবং অমরাধিপের ন্যায় অপরিমিত শক্তিসম্পন্ন হইয়াও, মদৌর হৃদয়জাত সর্বাবয়ব-বিমর্দন-কারী এই বিষম শোক কিরূপে বিনষ্ট হইবে, তাহার কোনই উপায় দেখিতেছি না ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরি ।—কুতো নিঃশ্রেয়সমেবেচ্ছসি তত্রাহ নহীতি । যস্যানপ্রপশ্যামি, কিং ন প্রপশ্যামি, মমাপনুদ্যাদপনয়েদযচ্ছোকমুচ্ছোষণং প্রতপনমিন্দ্রিয়াণাং তন্ন পশ্যামি । নন্ত শত্রু-নিহতা রাজ্যে প্রাপ্তে শোকনিবৃত্তিতে ভবিষ্যতি নেত্যাহ অবাধ্যতি । অবিত্তমনিঃ সপত্ন-শত্রুত্বং তদমৃদ্ধং রাজ্যং রাজঃ কর্ম প্রজারক্ষণ প্রশাসনাদি তদিদমন্তাং ভূমাবাপ্যাপি শোকাপনয়-কারণং ন পশ্যামীত্যর্থঃ । তর্হি দেবেশ্বরাদিপ্রাপ্তৌ শোকাপনয়ন্তে ভবিষ্যতি নেত্যাহ সুরাণাম-পীতি । তেষাং আধিপত্যং অধিপতিত্বং স্বাম্যমিত্যর্থঃ ব্রহ্মত্বং বা তদবাপ্যাপি মম শোকো নাপগচ্ছেদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

রাধাকৃষ্ণ ।—এবমবস্থানে সমুপস্থিতবৈহকাকর্ণাভ্যামপ্রকৃতিগতং কজ্রিয়াণাং পরম-ধর্মমপ্যধর্মং যদ্বানং ধর্মবৃত্তংসহা শরণাগতং পার্থমুদিত্তাস্বার্থার্থজ্ঞানেন যুদ্ধত কলাভিসন্ধি-রহিতত স্বধর্মতাস্বার্থার্থপ্রাপ্ত্যুপায়তাজ্ঞানেন চ বিনাস্ত মোহো ন শাম্যতীতি মতা ভগবতা পরমপুরুষোপাধ্যায়গোব্রাবতরণং কৃতম্ । তদ্বক্তং, “অহানবৈহকাকর্ণাধর্ম্যধর্ম্যদিরাকুলম্ । পার্থং প্রেমসুদিত্ত শাস্ত্রাবতরণং কৃতম্” ইতি ॥ ৮ ॥

শ্রীধর ।—স্বমেব বিচার্য যদিযুক্তং তৎ কুরীতি চেৎ তত্রাহ নহি প্রপত্তামীতি । ইন্দ্রি-
য়াণামুচ্ছোষণমতিশেষকরণং বদীয়াং শোকং যৎ কৰ্ম্ম অপমুত্তাদ্বিপনয়েৎ তদহং ন পত্তামীতি ।
বস্তপি ভূমৌ নিকটকং সমুদ্রং রাজ্যং প্রাপ্যামি তথা সুরেন্দ্রস্বমপি যদি প্রাপ্যামি এবম-
ভীষ্টং তৎ তৎ সৰ্ব্বমবাপ্যাপি শোকাপনোদনোপায়ং ন প্রপত্তামীত্যবয়বঃ ॥ ৮ ॥

বলদেব ।—নহু স্বং শাস্ত্রজ্ঞোহসি স্বহিতং বিচার্যামুতীৰ্ত্ত । সখ্যুর্মে শিষ্যঃ কথং ভবে-
রিতি চেৎ তত্রাহ ন হীতি । যৎ কৰ্ম্ম মম শোকমপমুত্তাদ্বদ্রীকুৰ্য্যাৎ তদহং ন প্রপত্তামি ।
শোকং বিশিনষ্টি ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমিতি । তন্মাজ্জোকবিনাশায় স্বাং প্রপন্নোহস্মীতি । ইথঞ্চ
“সোহহং ভগবঃ শোচামি তং মাং ভবান্ শোকস্ত পারং তারয়তু” ইতি ঋত্যাৰ্থো দর্শিতঃ ।
নহু স্বমধুনা শোকাকুলঃ প্রপত্তসে যুদ্ধাৎ স্বখ-সমৃদ্ধিলাভে বিশোকো ভবিষ্যদীতি চেৎ তত্রাহ
অবাপ্যেতি । যদি যুদ্ধে বিজয়ী ভাং তদা ভূমাবসপত্তঃ নিকটকং রাজ্যং প্রাপ্য, যদি চ তজ্জ-
হতঃ ভাং তদা স্বর্গে স্বরাণামপ্যাধিপত্যং প্রাপ্য স্থিতস্ত মে বিশোকঃ ন ভবেদিত্যাৰ্থঃ ।
“তদযথেষ্ট কৰ্ম্মজিতো লোকঃ কীরতে একমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ কীরতে” ইতি ঋতেঃ,
নৈহিকং পারত্রিকং বা যুদ্ধলব্ধং স্বখং শোকাপহং, তন্মাং ভাদৃশমেব শ্রেয়স্ব, ত্রহীতি ন যুদ্ধং
শোকহরন্ ॥ ৮ ॥

মধুসূদন ।—নহু স্বমেব স্বং শ্রেয়ো বিচারয় ঋতসম্পন্নোহসি, কিং পরশিষ্যত্বেনেত্যত
আহ নহীতি । যৎ শ্রেয়ঃ প্রাপ্তং সৎ কৰ্ত্ত্ব মম শোকমপমুত্তাদ্বদ্রীকুৰ্য্যাৎ তদহং ন পত্তামি । হি
স্বম্মাং, স্বম্মাং মাং শাপীতি । “সোহহং ভগবঃ শোচামি তং মাং ভগবান্ শোকস্ত পারং তার-
য়তু” ইতি ঋত্যাৰ্থো দর্শিতঃ । শোকানপনোদে কো দোষ ইত্যাত্মস্ব তদ্বিশেষণমাহ ইন্দ্রিয়াণা-
মুচ্ছোষণমিতি সৰ্ব্বদা সন্তাপকরমিত্যাৰ্থঃ । নহু যুদ্ধে প্রথমতমানস্ত তব শোকনিবৃত্তিৰ্ভবিষ্যতি,
জ্ঞেয়াসি চেৎ তদা রাজ্য প্রাপ্ত্য, ইতরথা চ স্বর্গপ্রাপ্ত্য “দ্বাবেতৌ পুরুষৌ লোকে” ইত্যাদি-
ধর্মশাস্ত্রাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অবাপ্যেত্যাদিনা । শত্রুবার্জিতং পত্তাদিসম্পন্নঞ্চ রাজ্যং, তথা শূরাণা-
মাধিপত্যং হিরণ্যগর্ভতপর্থাস্তমৈশ্বৰ্য্যমবাপ্য স্থিতস্তাপি মম যজ্ঞোকমপমুত্তাৎ তন্ন পত্তামীত্যা-
বয়বঃ । “তদযথেষ্ট কৰ্ম্মজিতো লোকঃ কীরতে একমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ কীরতে” ইতি
ঋতেঃ যৎ কৃতকং তদনিত্যমিত্যভ্যুমানাং ঋত্যাৰ্থেণাপি ঐহিকানাং বিনাশদর্শনাচ্চ, নৈহিকা-
সুজ্ঞিকো বা ভোগঃ শোকনিবর্তকঃ । কিন্তু স্বসত্তাকালেহপি ভোগপারতন্ত্র্যাদিনা, বিনাশ-
কালেহপি বিচ্ছেদাজ্ঞোকজনক এবেতি ন যুদ্ধং শোক-নিবৃত্তয়েহুত্ঠৈরমিত্যাৰ্থঃ । এতেনেহ
সুত্রভোগবিরাগোহধিকারিবিশেষণত্বেন দর্শিতঃ ॥ ৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু “যুদ্ধং হৃদয়দৌৰ্জল্যং তক্তেত্যুতীৰ্ত্ত পৰতপ” ইতি যুদ্ধমেব শ্রেয়
ইত্যুক্তং, কিং পুনঃ পুচ্ছদীত্যত আহ ন হীতি । বহুনাশনিবৃত্তঃ শোকো রাত্যালাভেন
স্বর্গাধিপত্যলাভেন বা ন নিবর্তয়িতব্যঃ ইতি যুদ্ধানন্তং কথিং নিবৃত্তিরূপং পমোপায়ং
ত্রহীত্যাশয়ঃ । অজ্ঞাননিবোধাব্যাজেন ত্রস্তবিভাধিকারিবিশেষণং, “তৈক্যচর্যা ইহামুদার্ককল-
ভোগবিরাগচ্চ দর্শিতঃ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—নমু ময়ি তব সখ্যতাবএব নতু গৌরবম্ । অতস্বাং কথমহং শিষ্যং
করোমি তস্মাদ বক্র ভব গৌরবং তং কমপি দ্বৈপায়নাদিকং প্রপত্ত্বশ্চেত্যত আহ নহীতি ।
মম শোফমগ্নুত্বাৎ দূরীকূৰ্য্যাদেবং জনং ন প্রকর্ষণেণ পশ্চামি ত্রিজগতোক্তং স্বাং বিনা ।
অস্মাদধিকবুদ্ধিমত্ত্বং বৃহস্পতিমপি ম জানামীত্যতঃ শোকাক্ত এব খলু কং প্রপত্ত্বের ইতিভাবঃ ।
যদ্যতঃ শোকাদীশ্রিয়গাং উচ্ছোষণং মহানিদাঘাৎ ক্ষুদ্রসরসামিব উৎকর্ষণেণ শোষো ভবতি ।
নমু তর্হি সান্ত্রতং স্বং শোকাক্ত এব খলু যুধ্যস্ব ততশ্চৈতান্ জিস্মা রাজ্যাং প্রাপ্তবত্তত্তব
রাজ্যভোগাভিনিবেশেনৈব শোকোহপযান্ততীত্যত আহ অবাপোতি । ভূমৌ নিকণ্টকং রাজ্যং
অর্গে সুরাণামধিপত্যং বা প্রাপ্যাপি স্থিতস্ত মমেজ্রিয়াণামেতত্তচ্ছোষণমেবেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য ।—অর্জুন মনে করিলেন যে, ভগবান্ যেন বলিতেছেন,
• তুমিই স্বয়ং সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ; অতএব বিবেচনা করিয়া যাহা যুক্তি-যুক্ত
হয় তাহাই অনুষ্ঠান কর, আমার শিষ্য হইতে ইচ্ছুক হইতেছ কেন ? ভগ-
বানের এইরূপ অভিপ্রায় কল্পনা করিয়া, অর্জুন বিনীত ভাবে বলিতেছেন,
“হে ভববন্ধো দয়াময় হরে ! অধুনা ঐরূপ ব্যঙ্গ করিয়া আমাকে অধিকতর
ক্লিষ্ট ও সন্তাপিত করিবেন না । সমরোদ্যত উভয় পক্ষীয় বন্ধুগণের অবশ্য-
স্কাবী বিপদ স্মরণ করিয়া আমার শোকানল প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং
দুশ্চিন্তারূপ ইন্ধন সাহায্যে অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া ইন্দ্রিয়দিগকে প্রতপ্ত ও
নিশ্চল করিতেছে । ভগবন্ ! আপনি সান্নিধ্যহে একবার মদীয় অতীত জীব-
নের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দেখুন । আমি দুর্গম তুষারময় হিমালয় পর্বতে
কষ্টের ব্রতাবলম্বী হইয়াও যে ইন্দ্রিয়গ্রামের সহায়তায় কিরাতরূপী গৌরী
কান্তকে রণে পরাজিত করিয়া ভূমণ্ডলে বশোরাশি পরিব্যাপ্ত করিয়াছি, ও
অর্ঘ্যপূর্য সুরপতির চিরদৈবরী অম্বররাজ নিবাতকবচকে নিপাতিত করিয়া,
অতুল-কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছি এবং সম্প্রতি বাহাদেব বলে, রণবাদ্য
প্রবণমাত্র হুহুকারে গজ্জন করিয়া শত্রু-জয়ার্থ ধাবমান হইয়াছি ; অদ্য
আমার সেই সকল ত্রিলোক-বিজয়ী ও চিরবলীভূত ইন্দ্রিয়, সম্মুখ-সংগ্রামে
শত্রুগণের আশ্ফালন সন্দর্শনেও, নিরুদ্যম, নিস্তক ও মৃতকল্প হইয়া
রহিয়াছে । আমি এক্ষণে জগতে এরূপ কোন উপায় দেখিতেছি না
বন্ধারা এই দারুণ শোক সমূহকে অনায়াসে অপনোদন করিতে পারি ।
তুমি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ । দয়া করিয়া আমার এই দুঃসহ শোক-নাশার্থ
ঈশ্বাবিহিত শিক্ষা প্রদান কর ।

অৰ্জুনকে একরূপ শোক-ব্যাকুল দেখিয়া ভগবান্ বলিতেছেন, “হে পার্শ্ব ! আমি তোমাকে পূর্বেই (২ অ । ৩ শ্লোকে) বলিয়াছি, “ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌৰ্ভল্যং ত্যক্তে দ্ব্যস্তিষ্ঠ পরম্পর” অর্থাৎ অকিঞ্চিংকর হৃদয়-দুৰ্ভলতা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হও । যুদ্ধই ক্ষত্রিয়গণের নিরতিশয় শ্রেয়ঃ । এইক্ষেণে পিষ্ট পেশনের স্থায় পুনর্কার সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ? যদি তোমার শোকাপনয়নার্থ একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে অতঃপর আমার পূর্বোপদিষ্ট যুদ্ধেই প্রযতমান হও ; তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-বিকলকারী শোক-রাশি অবশ্যই নিবৃত্ত হইবে । যদি উপস্থিত যুদ্ধে বৈরিকুল নির্যাতন করিয়া বিজয় লাভ করিতে পার, তবে নিকণ্টক রাজ্য লাভ করিয়া অতুল সুখৈশ্বর্য-সম্ভোগ করিবে । আর যুদ্ধে পরাভূত হইয়া যদি বিগতজীব হও, তাহা হইলে অক্ষয় স্বর্গধাম প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিবে । • অতএব যুদ্ধ ব্যতীত অধুনা তোমার পক্ষে অধিকতর সংপরামর্শ আর কিছুই নাই।

এরূপ ভগবদ্ভাক্য শ্রবণ করিয়া অৰ্জুন বলিতেছেন, “হে দীনজন বেদনা-বিনাশকম নারায়ণ ! হে আর্তহৃদয়-স্নিহু-কারিন্ জনার্দন ! হে শরণাগত-দেবক-বৎসল পরমেশ্বর ! আমার এই অসহনীয় হৃদয়-বেদনা অপগত হইবার কোন উপায়ই আমি দেখিতে পাইতেছি না । ছার বহুক্লার সত্রাটপদবী লাভার্থ পরমাত্মীয় পরমপূজ্য জনগণের জীবন সংহাররূপ অবৈধ কার্যের অনুষ্ঠান দূরে থাকুক, তাহার স্মরণ ও চিন্তনে আমার অঁঙ্গাদি অবসন্ন, হৃদয় বিকলিত ও জ্ঞান ও বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছে । হে মধু-সূদন ! হে দুঃখিজন-হৃদয়-রঞ্জন ! আমি বরং কোপীনবাস পরিধান করিয়া, বা বজ্রাঙ্গিনধারী হইয়া, অথবা ছিন্নকন্থারূপ কলেবর হইয়া, ভিক্ষা-করক হস্তে, তোমার প্রেমময় মধুমাখা নামোচ্চারণ করিতে করিতে দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করিব, ও পরহিংসা বিবর্জিত শ্রীত হৃদয়ে পাদপ-তলে ধুলি শয্যায় যাম্বিনী যাপন করিব এবং তোমার কন্দর্প-বিনিন্দিত কমনীয় রূপ চিন্তনে দিবস-শরীর অতিবাহিত করিব, তথাপি হে ভগবন্ ! সম্মুখস্থ এই অহর্দগ্ধের শরীরে স্তীক্ল অস্ত্রক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের শোণিত-সম্পৃক্ত কলেবর সন্দর্শন, বা তাঁহাদের দ্বারক যন্ত্রণা-জনিত আর্তনাদ শ্রবণ আমি কখনই করিতে পারিব না । যদি এই সাগরাস্থরা বহুক্লার আমি একেশ্বর হই, বা ঐরাবত, উটৈঃশ্রবা, পারিজাত ও নন্দনকানন সহকৃত সুহৃদলোকের

পদৈশ্বৰ্য্য আমার আয়ত্ত হয়, তথাপি হে পুরুষোত্তম ! এই ঘোর বিগর্হিত দুষ্কৃতি-সাধনে আমি নিতান্তই অশক্ত । হে সৰ্বশক্তিমন্ সৰ্বনিয়ন্তঃ হরে ! তুমি আমাকে অধুনা যুদ্ধার্থে যে পরামৰ্শ প্রদান করিতেছ, যদি আমি সেই যুদ্ধে শত্রু-বিজয়ী হইয়া, সৰ্ব শাস্ত্রাদি-সম্পন্ন নিকটক রাজ্য, বা প্রজাপাল-নাদি রাজকীয় কৰ্ম্ম, কিংবা যুদ্ধে হত হইয়া ইন্দ্র বা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেও অংমার হৃদয়জাত এই যে অনিবার্য্য, মৰ্ম্ম-বিদারক শোকরাশি তাহা কখনই স্থায়ীরূপে দূরীভূত হইবে না । প্রতিতে উক্ত হইয়াছে, “কৰ্ম্মবান্ ব্যক্তি কৰ্ম্মাবসানে ইহ লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হয় । আর পুণ্যবান্ ব্যক্তি পুণ্যাবসানে পরলোকে স্বর্গাদি স্থান হইতে বিচ্যুত হয় ।” অতএব যুদ্ধ লক্ষ ঐহিক কিংবা পারত্রিক সুখসম্ভোগ স্থায়ীরূপে শোকাপনয়নে কখনই সমর্থ নহে । যুদ্ধ ভিন্ন শোকনাশের যদি কোন উপায়ান্তর থাকে, দয়া করিয়া, হে ভক্তবৎসল ভগবন্ ! এই শরণাগত অধম শিষ্যকে তাহারই উপদেশ প্রদান করিয়া চরিতার্থ করুন ॥ ৮ ॥

—:~::~:~:—

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ ।

ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

অনুব্র ।—সঞ্জয় উবাচ । পরস্তপঃ (শত্রুতাপনঃ) গুড়াকেশঃ (জিতালস্যঃ) [অৰ্জুনঃ] হৃষীকেশঃ (অন্তর্যামিনঃ) এবং উক্ত্বা ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দং (সৰ্বজ্ঞং) উক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব ॥ ৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—সঞ্জয় বলিলেন । অরিপীড়নকারী নিদ্রাবিজয়ী [অৰ্জুন] নারায়ণকে এইরূপ বলিয়া না যুদ্ধ-করিব ইহা মধুসূদনকে কহিয়া মৌন হইলেন ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—সঞ্জয় বলিলেন, অসাতিকুল-নিপাতকারী চিত্র-কার্য্য-ময় অৰ্জুন শরীর ও মনের নিয়ন্তা সেই পরমেশ্বরকে এইরূপে স্বকীয় হৃদয়ভাব নিবেদন করিয়া, এবং যুদ্ধ-করিব না বলিয়া নির্বাক হইলেন ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি ।—এবমৰ্জুনেন বাভিপ্ৰায়ং ভগবন্তং প্রতি প্রকাশিতং সঞ্জয়ো রাজা-
নমাবেদিভবানিত্যাহ সঞ্জয় ইতি । এবং প্রাপ্তকপ্রকারেণ ভগবন্তং প্রত্যুক্ত্বা পরস্তপোহৰ্জুনো
ন যোৎসে ন সম্প্রহরিষো অত্যন্তসহশোকপ্রসঙ্গাদিতি গোবিন্দমুক্তা । তুক্ষীমব্রহ্মণ বভূব
কিলেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধর ।—এবমুক্তার্জুনঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ, এবমিতি ॥ ৯ ॥

বলদেব ।—ততোহৰ্জুনঃ কিমকরোদিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ । ‘এবমুক্তেতি ।
গুড়াকেশো হৃষীকেশঃ প্রতি এবং “ন হি প্রপশ্যামি” ইত্যাদিনা যুদ্ধস্ত শোকানিবৰ্ত্তকত্বমুক্তা ।
পরস্তপোহপি গোবিন্দং সৰ্ববেদজ্ঞং প্রতি ন যোৎসে ইতি চোক্তেতি যোজ্যম্ । তল হৃষীকেশং
তাদবুদ্ধিং যুদ্ধে প্রবৰ্ত্তয়িত্যতি । সৰ্ববেদবিশ্বাদযুদ্ধে স্বদৰ্শনং গ্রাহয়িত্যভীতি বাজা ধৃতরাষ্ট্রহৃদি
সংজাতা অপুত্ররাজ্যাশা নিরস্যতে ॥ ৯ ॥

মধুসূদন ।—তদনন্তরমৰ্জুনঃ কিং কৃতবানিতি ধৃতরাষ্ট্রাকাজ্ঞায়াং সঞ্জয় উবাচ এব-
মুক্তেতি । গুড়াকেশো জিতালভঃ, পরস্তপঃ শত্রুতাপনোহৰ্জুনঃ, হৃষীকেশং সৰ্বজ্ঞিয় প্রবৰ্ত্ত-
কত্বেনান্তর্যামিণং, গোবিন্দং গাং বেদলক্ষণং বাণীং বিন্দুভীতিব্যুৎপত্তা । সৰ্ববেদোপাদায়িত্বেন
সৰ্বজ্ঞঃ, আদৌ এবং “কথং ভীষ্মমহং সম্ভো” ইত্যাদিনা যুদ্ধবরূপাযোগ্যতামুক্তা । তদনন্তরং “ন
যোৎসে” ইতি যুদ্ধফলাভাবকোক্তা । তুক্ষী বভূব । বাহেজ্ঞিয়ব্যাপারস্ত যুদ্ধার্থং পূৰ্ব্বং কৃতস্য
নিবৃত্ত্যা নির্কর্যাপনো জাত ইত্যর্থঃ । স্বভাবতো জিতালভ্যে সৰ্বশত্রুতাপনে চ তন্নিরাগতক-
মালস্যমতাপকত্বক নাস্পদমাশাভীতি স্তোতয়িতুং হৃদয়ঃ । গোবিন্দ-হৃষীকেশপদাভ্যাং সৰ্বজ্ঞ-
সৰ্বশক্তিহৃদচক্ৰাভ্যাং ভগবতস্তমোহাপনোদনমনায়াসসাধ্যমিতি স্মৃতিত্বম্ ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য ।—হে সঞ্জয় ! অতঃপর নির্দেদপ্রাপ্ত অৰ্জুন কি করিলেন ?
অপুত্রগণের কল্যাণাকাজী রাজ্য-প্রাপ্তি-লালসা-পরতন্ত্র ধৃতরাষ্ট্রের এবং-
বিধ আকাজ্ঞা অনুমান করিয়া, সঞ্জয় বলিতেছেন । “শত্রুসন্তপনকাত্রী অন-
লস অৰ্জুন, সৰ্বজ্ঞিয় প্রবৰ্ত্তক ভগবান্কে বলিলেন, ‘হে অন্তর্যামিন্ নার-
য়ণ ! অত্যন্ত অসহ শোকপ্রদ বন্ধুগণের বিনাশকর যুদ্ধ আমি করিব না ।’
সৰ্বজ্ঞ গোবিন্দকে সকাতে এইরূপ নিবেদন করিয়া অৰ্জুন নীরব হইয়া
রহিলেন । অর্থাৎ রাজ্যনাশ ও বনবাসাদিরূপ পূৰ্ব্ব দুঃখ প্রতিকারের বাস-
নায়, প্রথমতঃ পার্শ্ব বাহেজ্ঞিয়দিগকে উত্তেজিত করিয়া, সূমরে বিজয়
লাভার্থ উৎসুক হইয়াছিলেন ; পরে যুদ্ধে কুলক্ষয়াদি জনিত দৌৰ্বেশের পর্যা-
লোচনা করিয়া, শোক-মোহ-প্রাবল্যে ত্রিলোক-বিজয়ী স্বকীয় ইজ্ঞিয়দিগকে
নিশ্চেষ্ট করিলেন ।” যিনি স্বভাবতঃ আলস্ত-বিহীন এবং শত্রুদমনকারী
তঁাহাকে যে আগন্তুক আলস্ত ও উপভ্রাপাদি আশ্রয় করিবে, তাহা কখনও

সম্ভবপর নহে । ইহা মূলোক্ত “হ” শব্দ দ্বারা সূচিত হইল । অর্জুনের উপস্থিত শোক-মোহাদি ভগবান্ অনায়াসেই অপনোদন করিবেন, ইহা প্রকটীকরণার্থ এই শ্লোকে তাঁহার সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্বশক্তি-সম্পন্ন ব্যঞ্জক ‘গোবিন্দ’ এবং ‘হৃষীকেশ’ এই দুই নাম প্রযুক্ত হইয়াছে । পুত্রস্নেহাঙ্ক ধৃতরাষ্ট্রকে সৃঞ্জয় সঙ্কেতে ইহাও বলিলেন যে, “হে রাজন্ ! শোকাভিভূত অর্জুনকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া, আপনি মনে করিবেন না যে, আপনার দুর্কিনীত পুত্রগণ ছলাপ-হতরাজ্য অনায়াসে ভোগ করিবে । সৰ্ব্বজ্ঞ সনাতন পুরুষ নানা যুক্তি, তর্ক ও মীমাংসা দ্বারা অর্জুনের অতি অকিঞ্চিৎকর শোকমোহাদি অচিরেই দূরীকৃত করিবেন । অর্জুন ভগবৎপ্রদত্ত আধ্যাত্মিকোপদেশে বিগত শোক-মোহ হইয়া, ভীষণ গাণ্ডীব ধারণ পূর্বক, দুরন্ত পাপাত্মগণ-কলুষিতা ধরণীকে, তাহাদের শোণিতে প্রক্ষালিত করিয়া, পুনর্বার গ্রহণ ও শাসন করিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥

—:):.::::—

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিবীদন্তুমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

অম্বয় ।—ভারত উভয়োঃ সেনয়োঃ (বাহিন্যোঃ) মধ্যে বিবীদন্তং (বিবাদং কুর্কন্তং) তং হৃষীকেশঃ প্রহসন্ (উপহাসং কুর্কন্) ইব ইদং বচঃ উবাচঃ ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ ।—ভরতবংশোদ্ভব উভয় সেনার মধ্যে শোক-নিরিত তাঁহাকে ভগবান্ হাসিতে-হাসিতে যেন এই বাক্য বলিলেন ॥ ১০ ॥

স্বাখ্যা ।—হে ভরতবংশাবতংস ধৃতরাষ্ট্র ! উভয়পক্ষীয় সৈন্যদল মধ্যবর্তী শোকমোহাভিভূত অর্জুনকে সেই সনাতন পুরুষ যেন হাস্য সহকারে নিম্নলিখিত রূপ বাক্য বলিলেন ॥ ১০ ॥

আনন্দগিনি ।—তম্ভূনঃ সেনয়োর্বাহিত্যোরুভয়োর্মধ্যে বিবীদন্তং বিবাদং কুর্কন্ত-মতিভূতং শোকমোহাত্যামতিভূতং, স্বখ্যাং প্রচ্যুতপ্রায়ঃ প্রতীত্য প্রহসন্নিবোপহাসং কুর্কন্নিব ভদ্রাঙ্গসার্থম্, হে ভারত ভরতাম্বয় ইত্যেবং সম্বোধ্য ভগবানিদং প্রমোত্তরং নিঃশ্রেয়-সাধিগমসাধনং বচনমুচিতবানিত্যাহ তমুবাচেতি ॥ ১০ ॥

রামানুজ ।—তমেবং দেহাঙ্গনোৰ্ধাখাৰ্জাননিমিত্ত-শোকাবষ্টং দেহাতিরিক্তাত্মা-জ্ঞান নিঃতৃপ্ত, ধর্মীধর্ম্য ভাষমাণং পরম্পরবিকঙ্কণাবিতম্ভয়োঃ সেনয়োর্বুদ্ধায়োদয়ো-

মধ্যে একস্মিকদেবাং পার্শ্বস্থলীক্য পন্নপূৰ্ব্বঃ প্রহসন্নিযুবাচ, পার্শ্বং প্রহসন্নিব পরি-
হাসবাচ্যং বদন্তিবাশ্পন্নমাত্মবাধার্থেতৎপ্রাপ্তুংপারভূতকর্ণবোগি-জ্ঞানবোগ-ভক্তিবোগ-গোচরং
“ন যোবাং জাতু নাসম্” ইত্যরত্য “অহং যঃ সৰ্ব্বপাপেভ্যো যোক্ষসিহ্যামি মাণ্ডুচঃ”
ইত্যেতদন্তমুবাচেত্যর্থঃ ॥ ৯ । ১০ ॥

• শ্রীধর ।—ভতঃ কিং বৃত্তমিত্যত আহ তমুবাচেতি । প্রহসন্নিবেতি প্রহসন্মুখঃ সন্নি-
ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

বলমুখ ।—ব্যঙ্গমর্থঃ প্রকাশয়রাহ তমুবাচেতি । তং বিবীদন্তমৰ্জুনঃ প্রতি হৃবী-
কেশো ভগবানশোচ্যানিত্যাদিকমতিগম্ভীরার্থঃ বচনমুবাচ । অহো তবান্ধুগ্ বিবেক
ইতি সখ্যভাবেন প্রহসন্, অনৌচিত্যভাবিষ্যেন ত্রপাসিদ্ধৌ নিমজ্জয়তিত্যর্থঃ । ইবেতি তদৈব
শিবাভাং প্রাপ্তে তস্মিন্ হাঙ্গানৌচিত্যমধীমদধরোন্নাসং কুৰ্ব্বমিত্যর্থঃ । অৰ্জুনস্ত বিবাদৌ
ভগবতঃ তত্তোপদেশস্ত সৰ্ব্বলক্ষিক ইতি বোধয়িতুং সেনরোক্তমোরিত্যেতৎ ॥ ১০ ॥

মধুসূদন ।—এবং যুদ্ধমুপেক্ষিতবত্যাৰ্জুনে ভগবান্ নোপেক্ষিতবানিতি ধৃতরাষ্ট্রহরাশা
নিরাসারাহ তমুবাচেতি । সেনরোক্তরোমধ্যে যুদ্ধোত্তমেনাগত্য তথিরোধিনং বিবাহং ইমাং
প্রাপ্তবস্তং তমৰ্জুনং প্রহসন্নিব অহুচিতাচরণপ্রকাশনে লজ্জাযুধৌ মজ্জয়তি, হৃবীকেশঃ সৰ্ব্বা-
ভ্যামী ভগবানিদং বক্ষ্যমাণম্ “অশোচ্যান্” ইত্যাদিবচঃ পরমগম্ভীরার্থমহুচিতাচরণপ্রকাশক-
মুক্তবান্, ন তুপেক্ষিতবানিত্যর্থঃ । অহুচিতাচরণপ্রকাশনে লজ্জাংপাদনং প্রহাসঃ, লজ্জা
চ হৃথাশ্মিকেনি ঘেববিষয় এব মুখ্যঃ । অৰ্জুনস্ত তু ভগবৎকৃপাবিষয়ত্বমহুচিতাচরণ-
প্রকাশনস্ত চ বিবেকোৎপত্তিহেতুত্বাদেকমলাভাবেন গোপ এবাং প্রহাস ইতি কথয়িতুমি-
বশবঃ । লজ্জামুপাদয়িতুমিবি বিবেকমুৎপাদয়িতুমৰ্জুনস্তাহুচিতাচরণং ভগবতা প্রকাশ্যতে ।
লজ্জাংপত্তিস্ত নাস্তরীকতরাস্ত মাস্ত বেতি ন বিবক্ষিতেতিভাবঃ । যদি হি যুদ্ধাভ্যাসং
প্রাগেব গৃহে স্থিতোহপি যুদ্ধমুপেক্ষত তদা নাহুচিৎ কুর্য্যৎ, মহতা সংরক্তেণ তু যুদ্ধভ্যা-
বাগত্য তদুপেক্ষণমতীবাহুচিতিমিতি কথয়িতুং সেনরোক্ত্যাদিবিবিশেষণম্ । এতচ্চাশোচ্যা-
নিত্যাদৌ স্পষ্টং তবিষ্যতি ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—ভমিতি । যুদ্ধোপায়মমুদ্রবধনতীতি প্রহসন্নিব ইদং বক্ষ্যমাণম্ ॥ ৯ ১০ ॥

বিশ্বনাথ ।—অহো তবাপ্যেতাবান্ ধৰ্মবিবেক ইতি সখ্যভাবেন তং প্রহসন্ অনৌ-
চিত্যপ্রকাশনে লজ্জাযুধৌ নিমজ্জয়ন্, ইবেতি তদানীং শিবাভাং প্রাপ্তে তস্মিন্ হাত্তমহুচি-
তিতাপরোষ্ট্রনিকুকনে হাত্তমাত্মবৎশেত্যর্থঃ । হৃবীকেশ ইতি পূৰ্ব্বং প্রৈয়েবান্ধুনবাত্ত-
নিরমোহপি শাস্ত্রচমৰ্জুনহিতকারিত্বাং প্রৈয়েবান্ধুনমনোনিরস্তাপি ভবতীতিভাবঃ । সেন-
রোক্তরোমধ্যে ইত্যৰ্জুনস্ত বিবাদৌ ভগবতা প্রবোধস্ত উভাত্যাং সেনাত্যাং সামান্ততো
লুই একেতি ভাবঃ ॥ ৯ । ১০ ॥

পণ্ডিতানাং) বাদান্ (বচনানি) চ ভাষসে (কথয়সি) [যতঃ] পণ্ডিতাঃ
(বিচারজন্মাত্মতত্ত্বজ্ঞানবন্তঃ) গতানুন্ (গতপ্রাণান্) অগতানুন্ চ
(জীবতোহপি) ন অনুশোচন্তি (ন শোকং কুরুন্তি) ॥ ১১ ॥ :

প্রতিশব্দ ।—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন । তুমি শোকের অযোগ্যগণের
জন্ম অনুশোচনা-করিতেছ [অপিচ] বিজ্ঞগণের কথা কহিতেছ
[যেহেতু] বিবেকি-গণ গত-জীবিত এবং জীবিত গণের-নিমিত্ত শোক
করেন না ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, যাহাদের নিমিত্ত শোক-সমুৎপ
হওয়া কখনই বিধেয় নহে, তুমি তাহাদের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করি-
তেছ অঞ্চ স্ত্রবিজ্ঞগণের ন্যায় বাক্যব্যয় করিতেছ । পণ্ডিতেরা ভোমার
ন্যায় মোহাক্ষর হইয়া কখনই মৃত বা জীবিত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত শোক
প্রকাশ করেন না ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—“দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকন্” ইত্যরভ্য “ন যোন্ত ইতি গোবিন্দযুক্তা-
তুকাং বভূব” ইত্যন্তদন্তঃ প্রাণিনাং শোকমোহাদিসংসারদুঃখবীজভূতদোষোত্তবকারণহেতু-
প্রদর্শনার্থেন ব্যাখ্যায়ো গ্রহঃ । তথাকর্জুনেন রাজ্য-শুদ্র-পুত্র-মিত্র-সুহৃৎ-বজন-সখা-বান্ধ-
বেষহেমবাং মমৈতে ইত্যেবং ভ্রান্তিপ্রত্যয়নিমিত্তস্নেহবিচ্ছেদাদিনিমিত্তাবাখনঃ শোক-
মোহো প্রদর্শিতো “কথং ভীষ্মহং সখ্যো” ইত্যাদিনা । শোকমোহাত্যাং হৃতিভূতবিক্-
বিক্রানঃ স্বত এব ক্রান্তধর্ম্মে বৃদ্ধে প্রবৃত্তোহপি তস্মাদ্ভুত্কাঙ্গপরাম, পরধর্ম্মচ ভিক্ষাজীবনা-
দিকং কর্তুং প্রববৃত্তে চ । তথাচ সর্বপ্রাণিনাং শোকমোহাদিদোষাবিষ্টচেতসাং স্বভাবুত
এব স্বধর্ম্মপরিত্যাগঃ প্রতিষিদ্ধসেবা চ ভাৎ । স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তানামপি ভেৎ—বান্ধনঃ-
কারাদীনীং প্রবৃত্তিঃ কলাতিসন্ধিপূর্ব্বিকৈব সাহকারা চ ভবতি । তদ্রৈবং সতি ধর্ম্মা-
ধর্ম্মোপচরাদিষ্টানিষ্টজন্মসুখদুঃখাদিপ্রাপ্তিলক্ষণঃ সংসারোহুপরতো ভবতীতি, অতঃ সংসার-
বীজভূতো শোকমোহো, তয়োচ্চ সর্বকর্ম্মসম্মাপপূর্ব্বকাদান্নজ্ঞানাৎ নান্ততো নিবৃত্তিদ্ভিত্তি
তদুপদিহিকুঃ সর্বলোকাত্মগ্রহার্থমর্জুনং নিমিত্তীকৃত্যাহ ভগবান্ বাসুদেবঃ, “অশোচ্যান্”
ইত্যাদি ।

ঐত্বে কেচিদাহঃ, সর্বকর্ম্মসম্মাপপূর্ব্বকাদান্নজ্ঞাননিষ্ঠান্নাত্মদেব কেবলাৎ কৈবল্যাৎ ন
প্রাপাত এব, কিং তর্হি ? অগ্নিহোজাদিশ্রোতস্মার্ত্তকর্ম্মসহিতাৎ * জ্ঞানাৎ কৈবল্যাপ্রাপ্তিরিতি

* শ্রোতস্মার্ত্তকর্ম্ম ।—ঋতি অর্বাং বেদ । যথা ; বেদঃ ঋতিয়ানি ইত্যমর । বেদ ব্রহ্মসুখকতি আদি
শাস্ত্র । যথা ; তস্মাদিত্যহ নিবর্ত্তিত্যহ ব্রহ্মণোংব্যক্তভয়নঃ । বচো বভূবুঃ প্রথবা অর্থনাবদনানুনে । সর্ব-

সৰ্ব্বাংসু গীতাসু নিশ্চিতোহর্থ ইতি । আপকথাহরতাবত “অথ চেৎ স্বমিঃ ধৰ্ম্মাং সংগ্রামং
ন করিষ্যসি,” “কৰ্মণোবাধিকারন্তে,” “কুরু কৰ্মৈব তস্মাৎ স্বম্” ইত্যাদি । হিংসাদিবৃক্তত্বা-
বৈদিকং কৰ্ম অধৰ্ম্মায়েতীরমপ্যাশঙ্কা ন কার্য্যা, কথং কত্রং কৰ্ম বুদ্ধলক্ষণং শুক ভ্রাতৃ-
পুত্রাদিহিংসাদিগৰ্হণমত্যন্তরূপতরমপি অধৰ্ম্ম ইতি কৃত্বা নাধৰ্ম্মায়, তদকরণে চ ততঃ “অধৰ্ম্মং
কীৰ্ত্তিকং হিষা পাপমৃবাপ্যসি” ইতি ক্রবতা যাবজ্জীবাদিশ্রুতিচোদিতানাং স্বকৰ্ম্মণাং পশ্বাদি-
হিংসালক্ষণানাঞ্চ কৰ্ম্মণাং প্রাগেব নাধৰ্ম্মমিতি স্থনিশ্চিতমুক্তং ভবতীতি ।

তদনং, জ্ঞানকৰ্ম্মনিষ্ঠয়োকিতভাগবচনাৎ বুদ্ধিধরাশ্রয়োঃ “অশোচ্যান্” ইত্যাদিনা গ্রহেহ
ভগবতা যাবৎ “অধৰ্ম্মমপি চাবেক্ষ্য” ইত্যেতদন্তেন গ্রহেহ যৎ পরমার্থস্মৃত্ত্বনিরূপণং কৃতং,
তৎ সাধ্যং তদ্বিষয়া বুদ্ধিরাস্মনো জন্মাদিষড্ বিক্রিয়াভাবাদকর্তৃত্বাচ্ছিত একরূপার্থনিরূপণাৎ,
যা জায়তে সা সাধ্যাবুদ্ধিঃ, সা যেবাং জ্ঞানিনামুচিতা ভবতি তে সাংখ্যাঃ । এতস্তাবুদ্ধিকৰ্ম্মনঃ
প্রোগাছনো দেহাদিযতিরিক্তত্ব কৰ্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভ্যপেক্ষা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিবেকপূৰ্ব্বকো মোক্ষ-
সাধনামুষ্ঠাননিরূপণলক্ষণো বোগঃ, তদ্বিষয়া বুদ্ধির্যোগবুদ্ধিঃ, সা যেবাং কৰ্ম্মিণামুচিতা ভবতি
তে যোগিনঃ । তথা চ ভগবতা বিতন্তে যে বুদ্ধী নির্দিষ্টে “এবা তেহভিহিতা সাধ্যো বুদ্ধি-
যোগে যিমাং শৃণু” ইতি । তস্মৈচ সাধ্যাবুদ্ধ্যাশ্রয়াং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সাধ্যান্নাং বিতন্তাং
বক্ষ্যতি “পুরা বেদাশ্রয়ানা ময়া শ্রোক্তা” ইতি । তথাচ যোগবুদ্ধ্যাশ্রয়াং কৰ্ম্মযোগেন নিষ্ঠাং

পুণ্যমিত্যঃ সম্যক্তেজোরূপা হুসংবৃতাঃ । পৃথক্ পৃথগ্ভিত্তিলাপ্ত রজোরূপা মহাস্থনঃ । বহুংবি দক্ষিণাঘটুদ-
মিষজ্জালি কামিচিং । বাসুপ্ বর্ণং তথা বর্ণাভসংহতিচরণি বৈ । পশ্চিমং বহিভোক্তৃত্বং ব্রহ্মণঃ পরম-
ধিমঃ । আবিকৃত্তানি সামানি ততঃ কুন্দনিতাত্তথ । অথার্কানমশেষেণ ত্বজ্ঞানচরপ্রভম্ । যোরাযোরবরূপং
তদাভিচারিকশাস্তিমং । উত্তরাং এককীভূতং বদনাং তত্ত্বঃ যেথসঃ । যুগং সম্বতসঃপ্রাং নোম্যাসোম্যবরূপ-
মং । এতো রজোগুণঃ সম্বং বহুবাক গুণো যুমে । তমোভগানি সামানি তবঃসম্বমথবর্হঃ । সার্কণ্ডের-
পুরাণে । সূৰ্য্যোৎপত্তি অধ্যায় ।

যুতি অৰ্থঃ ধৰ্ম্মশাস্ত্র ।—যথা ; ধৰ্ম্মশাস্ত্রং যুতিঃ ধৰ্ম্মসংহিতা ইতি হেমচন্দ্রঃ । ধৰ্ম্মশাস্ত্রং প্রণেতৃগুণের নাম ।
যথা ; স্মৃতিবিত্ত্বাহারীভ-বাজবল্যোপনোহ্মিরঃ । বসাপত্ত্বমমর্ভাঃ কাভ্যারমবৃহস্পতী । পরাশরবাস-
শম্ভাদিবিভা দক্ষপোতমৌ । শান্তাতপো বশিষ্ঠক ধৰ্ম্মশাস্ত্রমরোজকাঃ । মানব ধৰ্ম্মশাস্ত্র অৰ্থং মনুসংহিতা ।
যুতি শাস্ত্রের সৰ্ব্ব প্রধান গ্রন্থ । যথা ; বেদার্থোপনিষদ্বাং প্রাথিতং হি মনোঃ স্মৃতম্ । মন্বৰ্ণবিপরীভা
তু বা যুতিঃ সা য় পত্নতে । বৃহস্পতিবচন । ধৰ্ম্মশাস্ত্রং বেদের স্তার সম্ব রজঃ তম এই তিন ভাগে বিভক্ত ।
যথা ; বাসিষ্ঠকৈব লরীভং ব্যাসং পরাশরং তথা । জারবাজঃ কাভগক সাধিকা বুদ্ধিভাঃ শুভাহরী চাযবনং
বাজবল্যক আত্রেয়ং দাক্ষসেব চ । কাভ্যারমং বৈকবক রাজসঃ বর্গবা মতাঃ । সৌতমং বার্প্পত্যক
সংবর্তক বমং স্মৃতম্ । পঞ্চ জৌশমনং দেবি ভামসা নিয়রপ্রদাঃ ।

যেদে যে সকল হোম-বজ্রাদি কৰ্ম্মের ব্যবস্থা আছে, তাহাই শ্রৌত কৰ্ম্ম এবং ধৰ্ম্মশাস্ত্রে দেব-পুনার্জ-
নাদি বিবরক যে সকল কৰ্ম্মের সাবস্থা আছে, তাহাই স্মার্ত কৰ্ম্ম । অধৰ্ম্মনিষ্ঠ বিধগণের শ্রৌত ও স্মার্ত
ব্যবস্থাপূগত কৰ্ম্ম অগত্ কৰ্ম্মব্য । যথা ; স্মৃতিস্মৃতিসম্বাদারবিহিতং কৰ্ম্ম কেবলম্ । দেবিতবাং চতুর্দশৈ-
র্ভজীভিঃ কেনাং সখাঃ । পরপুত্রা ৭ ।

বিতত্ত্বাৎ বক্ষ্যতি “কর্মযোগেন যোগিনাম্” ইত্যেবং সাধ্যাবুদ্ধিং যোগবুদ্ধিকাপ্তিত্বাৎ যে নিষ্ঠে
বিতত্ত্বো ভগবতীবোক্তে, জ্ঞানকর্মণোঃ কর্তৃব্যাকর্তৃত্বৈকত্বানেকত্ববুদ্ধ্যাপ্ররোরেকপুরুষাপ্রর-
ত্বাসম্ভবং পশ্যত। যথৈতদ্বিতাগবচনং তথৈব দর্শিতং শান্তপথীয়ে ব্রাহ্মণে, “এতমেব
প্রভ্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তো ব্রাহ্মণাঃ প্রব্রজতি” ইতি সর্বকর্মসম্মাসং বিধায় তচ্ছবেণ কিং
প্রেরণা করিষ্যামো যেষাং নোহয়মান্মায়ং লোকঃ” ইতি। তত্রৈব চ “প্রাপ্যারণ্যরিগ্রহাৎ
পুরুষশ্চাত্মা প্রাকৃতো ধর্মভিজ্ঞাসোত্তরকালং লোকত্রয়সাধনং পুত্রং” বিপ্রকারকং বিত্তং মাহুবাৎ
দৈবকং, তন্মাহুবাৎ বিত্তং কর্মরূপং পিতৃলোকপ্রাপ্তিসাধনং, বিভ্রাজকং দৈবং বিত্তং দেবলোক-
প্রাপ্তিসাধনং, সোহকাময়ত” ইতি। অবিভ্রাজকাময়ত এব সর্বাণি কর্ম্মাণি শ্রোতাধীনি দর্শিতানি,
“ভেত্তো বাখ্যার প্রব্রজতি” ইতি বাখ্যানমাখ্যানমেব * লোকমিচ্ছতোহকাময়ত বিহিতম্।
তদেতদ্বিতাগবচনমুপপন্নং ত্রাৎ, যদি শ্রোতকর্ম্মজ্ঞানরোঃ সমুচ্চরোহতিপ্রোতঃ ভ্রাতৃগবতঃ।

ন চ। সুজ্জুগত প্রন্ন উপপন্নো ভবতি “জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণতে” ইত্যয়িঃ। একপুরুষা-
র্থেষ্যসম্ভবং বুদ্ধিকর্ম্মণোর্ভগবতা পূর্ব্বমুচ্চরং কথমজ্জুনোহুচ্চরং বুদ্ধেচ কর্ম্মণো জ্যায়তঃ
ভগবত্যাখ্যারোপয়েৎ, যুথৈব “জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণতে মতা বুদ্ধিঃ” ইতি। কিঞ্চ যদি বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ
সর্ব্বেষাং সমুচ্চর উক্তঃ স্যাৎ অজ্জুনতাপি স উক্ত এবৈতি, “বচ্ছেরএতরোরেকং তন্মে ব্রহ্মি
অনিচ্চিতম্” ইতি কথমুচ্চরোরূপদেশে সত্যাত্ততরবিবরএব প্রন্নঃ ত্রাৎ। ন হি পিত্তপ্রশমনা-
র্থিনো বৈতেন মধুরং শীতলকং ভোক্তব্যমিত্যুপদিষ্টে তরোরজ্ঞতরং পিত্তপ্রশমনকারণং
ব্রহ্মীতি প্রন্নঃ সম্ভবতি। অথাচ্ছুনত ভগবত্ভক্তবচনার্থবিবেকানবধারণনিমিত্তঃ প্রন্নঃ
কল্লোত, তথাপি ভগবতা প্রন্নামুরূপং প্রতিবচনং দেয়ং, “ময়া বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ সমুচ্চর উক্তঃ
কিমর্থমিথং ত্বং ভ্রাতোহসি” ইতি। ন তু পুনঃ প্রুতিবচনমুচ্চরং, পৃষ্টাদজ্ঞদেব। “যে নিষ্ঠে
ময়া পুরা প্রোক্তে” ইতি বক্তুং যুক্তম্। নাপি স্মার্তেনৈব কর্ম্মণা বুদ্ধেঃ সমুচ্চরোহতিপ্রোতঃ
বিতাগবচনাদিসর্ব্বমুপপন্নম্। কিঞ্চ কত্রিয়স্য বুদ্ধং স্মার্তং কর্ম্ম সৎসর্গ ইতি জানতঃ “তৎ কিং
কর্ম্মণি যোরে মাং নিরোজয়সি” ইত্যুপালম্বোহুপপন্নঃ। তন্মাৎ গীতাশাস্ত্রে জৈবস্মার্তপ্রোতাপি
শ্রোতেন স্মার্তেন বা কর্ম্মণাঅজ্ঞানস্য সমুচ্চরো ন কেনচিকর্ম্মণিতুঃ শক্যঃ।

যত্র ভজ্ঞানাদ্রাগাদিনোবতো বা কর্ম্মণি প্রবৃত্তত্বজ্ঞেন দানেন তপস্যা বা বিতৃক্সস্বস্য
জ্ঞানমুৎপন্নং পরমার্থতত্ত্ববিবরমেকমেবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মাকর্তৃ চেতি তস্য কর্ম্মণি কর্ম্মপ্রয়োজনে
চ নিবৃত্তেহপি স্কোক্তংগ্রহার্থং বক্তৃপূর্ব্বং যথাপ্রবৃতি তথৈব কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য যৎ প্রবৃত্তিরূপং
দৃষ্টতে ন তৎ কর্ম্ম, যেন বুদ্ধেঃ সমুচ্চরঃ ত্রাৎ, যথা ভগবতো বাহুদৈবস্য কত্রয়ধ্বং চেষ্টিতং ন
জ্ঞানেনঅস্মৃচীরতে পুরুষার্থসিদ্ধয়ে, তৎ তৎকলাভিসম্বাহকার্য্যভাবস্য তুল্যত্বাৎ বিদ্বৎ। তৎ-
বিদ্বাহং করোমীতি মত্ততে, ন চ তৎকলমুতিসম্বন্ধে, যথা চ সর্বাদিকামার্থিনোহুগ্নিহোজাদি-
কর্ম্মলক্ষণস্মার্ত্তানারাহিতাথে কাব্যএবাগ্নিহোজাদৌ প্রবৃত্তস্য সকারীকৃত্তে বিনষ্টেহপি কামে

তদেবাগ্নিহোত্রান্যহুতির্জ্বতোহপি ন তৎ কাম্যমগ্নিহোত্রাদি ভাতি তথা চ দর্শয়তি ভগবান্ ।
 “কুর্করপি ন করোতি ন লিপ্যতে” ইতি । অত্র বচ “পূর্বেঃ পূর্বতরং কৃতং,” “কর্মণৈব হি
 সংসিদ্ধিমাप्সিতা জনকাদয়ঃ” ইতি, তত্ত্ব এবিভক্ত্যাং বিশেষ্যম্ । তৎ কথম্ ? যদি তাবৎ পূর্বে জন-
 কাদয়ঃ তত্ত্ববিদোহপি প্রবৃত্তকর্মাণঃ স্নাত্তে লোকসংগ্রাহার্থং “শুণা শুণিষু বর্হন্তে” ইতি জ্ঞানে-
 নৈব সংসিদ্ধিমাप्সিতাঃ । কর্মসম্মাংসে প্রাপ্তোহপি কর্মণা সত্বেব সংসিদ্ধিমাप्সিতা ন কর্মসম্মাংসং
 কৃতবন্ত ইত্যেবোহর্থঃ । অথ ন তে তত্ত্ববিদ জৈধরসমর্পিতেন কর্মণা সাধনভূতেন সংসিদ্ধিং
 সম্বত্ত্বিং জ্ঞানোৎপত্তিলক্ষণং বা সংসিদ্ধিমাप्সিতা জনকাদয়ঃ ইতি ব্যাখ্যায়ম্ । এতমেবার্থং
 বক্ষ্যতি ভগবান্ সম্বত্ত্বক্রে কর্ম কুর্করীতি, “স্বকর্মণা ভমভ্যর্চা সিদ্ধিং বিদতি মানবঃ” ইত্যুক্ত্য
 সিদ্ধিপ্রাপ্তস্য চ পুনর্জাননিষ্ঠাং বক্ষ্যতি “সিদ্ধিং প্রাপ্তো বথা ব্রহ্ম” ইত্যাদিনা । তস্মাকসীতাস্থ
 কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানান্মোকপ্রাপ্তিঃ ন কর্মগমুচ্চিাদিতি নিশ্চিতোহর্থঃ । বথা চারমর্থস্তথা
 প্রাকরণশো বিভজ্য তত্র তত্র দর্শয়িষ্যামঃ ।

তত্রৈবংধর্মসংস্কৃতচেতসোমিথ্যাজ্ঞানবতো মহতি শোকসাগরে নিমগ্নার্জুনস্তাত্ত্বজ্ঞানজ্ঞা-
 নাত্ত্বকরণমপশ্চান্ন ভগবান্ বাস্তুদেবতং ততঃ কৃপসার্জুনমক্ষিধারিরিযুয়ায়জ্ঞানারাবতারয়গ্নাহ
 অশোচ্যানিত্যাদি । ন শোচ্যা অশোচ্যা ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ সম্বৃত্ত্বাং পরমার্থরূপেণ চ নিত্য-
 ত্বাং, তানশোচ্যান্ অশোচোহুশোচিত্তবানসি, তে ত্রিরস্তে মদ্বিনিস্তমহং তৈর্কিনানভূতঃ কিং
 করিষ্যামি রাজাস্থাদিনা ইতি, স্বং প্রজ্ঞাবতাং বুদ্ধিমতাং বাবাংচ বচনানি চ ভাবসে ।
 তদেতস্মোচ্যঃ পাণ্ডিত্যবিকল্পমায়নি দর্শয়ন্ত্যন্ত ইবেত্যভিপ্রায়ঃ । যস্মাকসীতাস্থ গতপ্রাণান্
 মৃতান্, অগতাস্থনগতপ্রাণান্ কীবতস্ত ন অহুশোচন্তি, পণ্ডিতাঃ আত্মজ্ঞাঃ, পণ্ডা আত্ম-
 বিদরা বুদ্ধির্বেবাং, তে হি পণ্ডিতাঃ, “পাণ্ডিত্যং নিবিদ্য” ইতি শ্রুতেঃ । পরমার্থতত্ত্ব নিত্যান-
 শোচ্যানহুশোচন্ততো সূচোহসীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১১ ॥

• আনন্দগিরি । — তদেব বচনমুদাহরতি শ্রীভগবানিতি । অতীতসন্দর্ভস্তেখমকরোখ-
 মর্থং ত্রিবিধা তদ্বিরেব বাক্যবিভাগমবগময়তি দৃষ্টে। যিতি । “ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে”
 ইত্যাদিরাদ্যলোকভাবদেবং বাক্যং শাস্ত্রস্য কথাসম্বন্ধপর্যবেণ পর্যাবসানাৎ । “দৃষ্টে।” ইত্যা-
 রত্যা যাবৎ “তুর্কীং বকুং হ” ইতি তাবদৈকং বাক্যং, ইত অরত্যা ইদং বচ ইত্যেতদন্তো গ্রহো
 ভবত্যপরং বাক্যমিতি বিভাগঃ । নবাদ্যলোকস্ত বৃত্তমেকবাক্যং প্রকৃতশাস্ত্রস্য মহা-
 ভারতেবতারদ্যোতিতত্বাভিস্তিবস্মাপি সম্বত্যেকবাক্যসম্বন্ধান্বাসার্থতরা প্রবৃত্তত্বাং, তদ্ব-
 ধ্যমল্য তু কথমেকবাক্যবসিষ্ঠ্যশক্যার্থকবাদিত্যাহ প্রাণিনামিতি । শোকো মানসতাপঃ,
 মোহো বিবেকাতাভাঃ, আদিশকন্তদবাস্তরভেদার্থঃ, স এব সংসারস্য দুঃখান্বনো বীজভূতো
 দোষতস্যোত্তরে কারণমহঙ্কারো মমকারত্বক্ষেতুরবিদ্যা চ তৎপ্রদর্শনার্থমেনেতি বোজনা ।
 সংগৃহীতমর্থং বিবৃণোতি তথাহীতি । রাজাঃ রাজঃ কর্ম পরিপালনাদি, পূজার্থী শুরবে
 দ্রোণাদয়ঃ, পূজাঃ সেনোৎপাদিতাঃ সৌভদ্রাদয়ঃ, সম্বত্ত্বক্রেমন্তরেণ দেহগোচরা গুরু-
 গুরুপ্রভৃতিরো ত্রিবিধেনোচ্যন্তে, উপকারনিরপেক্ষতরা স্বরূপকারিণো স্বদ্বারহাগতাকো

ভগবৎপ্রবৃথাঃ স্তবনঃ, স্বজনী জ্ঞাতরো দুৰ্য্যোধনাদয়ঃ, সৰ্ব্বদ্বিনঃ স্বগুরুভাগপ্রভৃত্যো উপদ-
ধৃষ্টক্ৰাদয়ঃ, পরম্পরয়া পিতৃপিতামহাদিষুস্বয়ংভাজো রাজানো বান্ধবাঃ, তেষু যথোক্তং
প্রত্যয়ং নিমিত্তীকৃত্য যঃ যথোক্তং যচ্চ তৈঃ সহ বিচ্ছেদো যচ্চেতেষামুপযাতে পাতকং, বা চ
লোকগর্হা সৰ্ব্বং ভগ্নিসত্ত্বং, যরোরাক্ষনঃ শোকমোহরোক্তাবেত্তৌ সংসারবীজভূতৌ কথ-
মিত্যাदिना दर्शितावित्यर्थঃ । কথং পুনরনয়োঃ সংসারবীজরোক্তৌনে সম্ভাবনা উপপদ্যাতে,
ন হি প্রথিতমহামহিরো বিবেকনিজ্ঞানবতঃ স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তস্য তস্য শোকমোহাবনবহেতু
সম্ভাবিত্যবিত্যাশঙ্ক্য বিবেকতিরঙ্কারেণ তরোবিহিতাকরণ-প্রতিবিচ্ছাদরণকারণবাদনর্থাদায়-
করোরক্তি তস্মিন্ সম্ভাবনেত্যাহ শোকমোহাভ্যামিতি । ভিক্ষয়া জীবনং প্রাণধারণম্, আদি-
শব্দাদেশবকর্ম্মগম্যাসলক্ষণং পান্নিত্রাজ্যমান্নাভিধানমিত্যাदि গৃহ্যতে । কিঙ্কার্জ্জুনে দৃশ্যমানৌ
শোকমোহৌ সংসারবীজং শোকমোহদ্বাদসদাদিনিষ্ঠশোকমোহবদিত্যুপলক্ষ্যৌ শোকমোহৌ
প্রত্যেকং পক্ষীকৃত্যভ্যুতবিত্যামিত্যাহ তথাচেতি । শোকমোহাবীত্যাदिशब्देन मिथ्याङ्गि
मानस्येहগর্হাদয়ো গৃহ্যন্তে স্বভাবতঃচিত্তদোষসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ । অসদাদীনামপি স্বধর্ম্মে প্রবৃ-
ত্তানাং বিহিতাকরণত্যাভাব্যাবার শোকাদেঃ সংসারবীজতেতি দৃষ্টান্তস্য সাধাবিকলুততি
চেৎ তত্রাহ স্বধর্ম্ম ইতি । কামাদীনামিত্যাदिशब्दादवशिष्टानीश्वरप्राणीदीरन्ते कलातिसन्निव-
दिवरेहভিগাযঃ কর্তৃত্বভোক্তৃভাভিमानোহিহকারঃ । প্রাপ্তকৃত্যকারেণ রাগাদিব্যাপারে সতি
কিং সিধ্যতি তত্রাহ তত্রোতি । শুভকর্ম্মাভুষ্ঠানেন ধর্ম্মোপচরাদিষ্টং দেবাদিকম্ ততঃ স্তূ-
প্রাপ্তিঃ, অশুভকর্ম্মাভুষ্ঠানেনাধর্ম্মোপচরাদিনিষ্টং তিৰ্য্যগাদিকম্ ততো দুঃখপ্রাপ্তিঃ, ব্যামিশ্র-
কর্ম্মাভুষ্ঠানাহুষ্ঠাতাং ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং সমুভায়ম্ ততঃ স্তূত্বঃখে ভগতঃ, এবমাত্মকঃ সংসারঃ
সম্বতো বর্ততে ইত্যর্থঃ । অর্জুনস্ত্রোছোবাঞ্চ শোকমোহরোঃ সংসারবীজস্বরূপাদিত্যুপসংহৃত্য
ইত্যত ইতি । তদেবং প্রথমধ্যায়স্ত দ্বিতীয়াধ্যায়ৈকদেশগহিতস্ত্রাশ্রজ্ঞানোথনিবর্তনীরশোক-
মোহীথাঃসংসারবীজপ্রদর্শনপরন্তং দর্শয়িত্বা বক্ষ্যমাণসন্দর্ভস্ত সর্বেতুসংসারনিবর্তকসম্যগজ্ঞানোপ-
দেশে তাৎপর্য্যং দর্শয়তি তরোশ্চেতি । তদ্যথোক্তং জ্ঞানংতমুপদিদম্ভূপদেইমিচ্ছন্
ভগবানাহেতি শব্দকঃ । সর্বলোকাসুগ্রহার্থং যথোক্তং জ্ঞানং ভগবানুপদিদিক্তীত্যুক্তমর্জুনং
প্রত্যেবোপদেশাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অর্জুনমিতি । নহি তস্তামবস্থারামর্জুনস্ত ভগবতো যথোক্তং
জ্ঞানমুপদেইমিষ্টং, কিন্তু অধম্মাভুষ্ঠানাদ্বিকৃতকৃত্তরকালমিত্যভিপ্রেত্যোক্তং নিমিত্তীকৃত্যোতি ।

সর্বকর্ম্মগম্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞানাদেব কেবলাৎ কৈবল্য প্রাপ্তিরিতি গীতাস্ত্রার্থঃ স্বাতিপ্রোতো
ব্যাখ্যাতঃ, সপ্রতি বৃত্তিকৃত্যভিপ্রেতং নিরাসিতুমহুৎসবদতি ত্রুজোতি । নিদ্ধারিতঃ শাস্ত্রার্থঃ
সতি যুগ্ময়া পরায়ুক্ততে । তেষামুক্তিমেষ বিবৃথরাদৌ সৈদ্ধান্তিকমভ্যুপগমং প্রত্যাদিশতি
সর্বকর্ম্মেতি । বৈবিকেন কুর্ষণা সমুচ্চয়ং বুদসিতুং সাজপদং স্মার্তেন কুর্ষণা সমুচ্চয়ং
নিরসিতুমবধারণম্ । অভ্যাসসবন্ধং ধুর্নীতে কেবলাদিতি । নৈবেত্যেবকারঃ সমুদ্যাতে । কেন
তর্হি প্রকাবেণ জ্ঞানং কৈবল্যপ্রাপ্তিকারণমিত্যাশঙ্ক্যাহ কিং তর্হীতি । কিং তত্র প্রমাপক-
মিত্যাশঙ্ক্য ইবমেব শাস্ত্রমিত্যাহ ইতি সর্বাদ্বিতি । যুগ্ম প্রযোজ্যভ্যাসাশ্রয়কৃতমেব দর্শপূর্ণ

মাসাদি * অর্গসাধনং তথা শ্রোতস্মার্তকর্মোপকৃতমেব ব্রহ্মজ্ঞানং কৈবল্যং সাধয়তি । বিমতং
সেততিকর্তব্যতাকমেব স্বফলসাধকং করণত্বাদ্বাক্ষর্যপূর্ণমাসাদিবৎ, তদেবং জ্ঞানকর্মসমুচ্চরণং
পাঁত্রমিত্যর্থঃ, ইতি পদমাহরিত্যেনে ন পূর্বেণ সম্বধাতে । পৌর্বাণ্যর্থ্যাণ্যলোচনায়াং শাস্ত্রস্ত
সমুচ্চরণং ন নির্দ্ধারিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞাপকঞ্চৈতি । ন কেবলং জ্ঞানং মুক্তিহেতুরপি তু
সমুচ্চিতমিত্যাত্মার্থং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে পাপপ্রাপ্তিবচনসামর্থ্যালক্ষণং লিঙ্গং গমকমিত্যর্থঃ । শাস্ত্রস্ত
সমুচ্চরণং লিঙ্গবাক্যমপি প্রমাণমিত্যাহ কর্মণ্যেবেতি । তত্রৈব বাক্যান্তরমুদাহরতি কুরু
কর্ম্মেতি । নহু “ন হিংস্তাং সর্কী তুতানি” ইত্যাদিনা প্রতিবিদ্ধেৎ হিংসাদেরনর্থহেতুবাগমাৎ
তদুপেতং বৈদিকং কর্ম্মাধর্ম্মায়ৈতি নানুষ্ঠাতুং শক্যতে, তথা চ তস্ত সাপেক্ষজ্ঞানেন সমুচ্চরো
ন সিধ্যতীতি সাম্ব্যমতমাশঙ্ক্য পরিহরতি হিংসাদীতি । আদিশব্দাহুচ্চিষ্টলক্ষণং গৃহতে ।
যথোক্তশব্দা ন কর্তব্যোক্ত্যত্রাকাক্ষাপূর্ব্বকং হেতুমাং কথমিত্যাদিনা । স্বশব্দে ন কত্রিয়ো
বিবক্ষ্যতে । যুদ্ধাকরণে কত্রিয়স্ত প্রত্যবায়শ্রবণাৎ তস্ত তং প্রতি নিত্যধেনাবস্তকর্তব্য-
প্রতীতেষু পৌর্বাদিহিংসাসমুচ্চরিতক্রুরমপি কর্ম্ম নাধর্ম্মায়ৈতি হেতুস্তরমাহ তদকরণে চেতি ।
আচক্ষ্যাদিহিংসাসমুচ্চরিতক্রুরমপি যুদ্ধং নাধর্ম্মায়ৈতি ক্রবতা ভগবতা শ্রোতানাং হিংসাদি-
যুক্তামপি কর্ম্মণাং দূরতো নাধর্ম্মমিতি স্পষ্টমুপদিষ্টং ভবতি, সামান্তশাস্ত্রস্ত ব্যর্থহিংসানিষেধার্থত্বাৎ,
ক্রতুবিষয়ে চোদিতহিংসারাস্তদবিষয়ত্বাৎ কুতো বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানানুপপত্তিরিত্যর্থঃ, জ্ঞানকর্ম্ম-
সমুচ্চরণং কৈবল্যসিদ্ধিরিত্যুপসংহতমুপাধিভেদঃ ।

যং তাবদ্ব্রহ্মজ্ঞানং সেততিকর্তব্যতাকং স্বফলসাধকং করণত্বাদিতি অমুমানং তদুৎপত্তি
তদগমিতি । ন হি শুক্তিকাদিজন্যজ্ঞাননিবৃত্তৌ স্বফলে সহকারি কিঞ্চিদপেক্ষতে তথা
চ, ব্যস্তিচারাদসাধকং করণমিত্যর্থঃ । যন্তু গীতাশাস্ত্রে সমুচ্চরণশ্চৈব প্রতিপাদ্যতেতি
প্রতিজ্ঞাতং, তদপি বিভাগবচনবিরুদ্ধমিত্যাহ জ্ঞানেতি । সাম্ব্যবুদ্ধিধোংগবুদ্ধিশ্চেতি বুদ্ধিভেদঃ ।
তত্র সাম্ব্যবুদ্ধ্যাপ্রয়ং জ্ঞাননিষ্ঠাং ব্যাখ্যাতুং সাম্ব্যলক্ষ্যার্থমাহ অশোচ্যানিত্যাদিনা ইতি ।
অশোচ্যানিত্যাদিনা স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্যেত্যেতদন্তং বাক্যং বাবস্ত্বিযাতি তানতা গ্রহে ন যৎ
পরমার্থকৃতমাত্মত্বং ভগবতা নিরূপিতং তদ্বথা সম্যক্ ব্যাখ্যারেতে প্রকাশ্যতে ইতি বৈদিকী

* কর্ম্মপৌর্ব্বাস ।—বৈদিক ব্রহ্মবিষেব । ইহা বাবজীবন কর্তব্য । যথা; “পক্ষান্তা উপবত্তব্যঃ পক্ষান্দো-
হতিবষ্টব্যঃ ।” গোতিল গৃহসূত্র । ১ অপ্রাঠক । ৫ খণ্ড । ৫ সূত্র । “বাবজীবনং সর্কেবাসেব বাসানাং ‘পক্ষান্তা’
অমাবান্তাঃ পূর্নিমাক ‘উপবত্তব্যঃ’ ‘তাহ উপবাসঃ কার্যঃ । কিঞ্চ ‘পক্ষান্দঃ’ কৃত্যনাং শুক্রানাক সর্কেবাসেব
পক্ষানাদিত্বতঃ প্রতিপদঃ ‘অতিবষ্টব্যঃ’ তাহ বক্ষ্যমাণলক্ষণে বাসঃ কার্যঃ ।” বাবজীবন, গ্রহিণ্যসেরই
পক্ষান্তে অর্থাৎ অমাবস্তা ও পূর্নিমাকে উপবাস করিবে এবং গ্রহিণ্যসেরই পক্ষান্তে অর্থাৎ শুক্ল ও কৃক
উত্তর প্রতিপদেই বাস করিবে ।—আচার্য্য সত্যত্রয় নামকরণী ।

সমাধুঃ সখ্যা তরা প্রকাশ্যেন সধ্বি প্রকৃতং তৎ সাত্ম্যমিত্যর্থঃ । সাত্ম্যস্বার্থমুক্তা ।
তৎপ্রকাশিকাং বুদ্ধিং তদ্ব্যক্ত সাত্ম্যান্ ব্যাকরোতি তদ্বিষয়েতি । তদ্বিষয়া বুদ্ধিঃ সাত্ম্যবুদ্ধিরিতি
সধ্বজঃ । তানৈব প্রকটয়তি আত্মন ইতি । “ন জায়তে ম্রিয়তে বা” ইত্যাদিপ্রকরণার্থনিরূপণ-
দ্বারেনাশ্বনঃ যদ্ভাবানিতি বিক্রিয়াসম্ভবাৎ, কূটস্থোহসাবিতি বা বুদ্ধিকল্পপত্ততে সা সাত্ম্যবুদ্ধিঃ,
তৎপরীঃ সন্ন্যাসিনঃ সাত্ম্য ইত্যর্থঃ । সম্প্রতি যোগবুদ্ধ্যাপ্রয়াং কর্মনিষ্ঠাং বাখ্যাতুকামো যোগ-
শব্দার্থমাহ এতচ্চ ইতি । যোগোক্তবুদ্ধ্যংপত্তৌ বিরোধাদেবানুষ্ঠানামোগাৎ তত্শাস্ত্রনিবর্তকত্বাৎ
পূর্বমেব তদুৎপত্তেরান্বনন্ট দেহাদিবাতিরিক্তত্বাপেক্ষয়া ধর্ম্মার্থং নিষ্কৃয্য তেনেবরাদধনরূপেণ
কর্মণা পুরুষো মোক্ষায় যুক্তো যোগাঃ সম্পত্ততে, তেন মোক্ষসিদ্ধয়ে পরম্পরয়া সাধনীভূত-
প্রাক্তদধর্ম্মানুষ্ঠানান্নকো যোগ ইত্যর্থঃ । অথ যোগবুদ্ধিং বিভজন্ যোগিনো বিভজতে তদ্বি-
ষয়েতি । উক্তে বুদ্ধিবয়ে ভগবতোহতিমতং দর্শয়তি তথাচেতি । সাত্ম্যবুদ্ধ্যাপ্রয়া জ্ঞাননিষ্ঠে-
তোতদপি ভগবতোহতিমতমিত্যাহ তয়োচেতি । জ্ঞানমেব যোগো জ্ঞানযোগন্তেন হি ব্রহ্মণা
যুক্তো তাদাত্ম্যমাপত্ততে তেন সন্ন্যাসিনাং নিষ্ঠা নিশ্চয়েন স্থিতিত্বাৎপৰ্য্যেণ পরিসম্পত্তিত্বাৎ
কুর্গনিষ্ঠাতো ব্যতিরিক্তাং নিষ্ঠয়োর্মধ্যে নিষ্কৃয্য ভগবান্ বক্ষ্যতীতি যোজনা । “লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা
নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা মরানব । জ্ঞানযোগেন সাত্ম্যানাম্” ইত্যেতদ্বাক্যমুক্তার্থবিষয়মর্থতোহনুবদতি
পুরেতি । যোগবুদ্ধ্যাপ্রয়া কর্মনিষ্ঠেত্যত্রাপি ভগবদনুপ্রতিমাৎদর্শয়তি তথাচেতি । কর্মৈব যোগঃ
কর্মযোগন্তেন হি বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষহেতুজ্ঞানায় পূমান্ যুক্তো তেন নিষ্ঠাং কর্মণাং জ্ঞাননিষ্ঠা-
তো বিলক্ষণাং “কর্মযোগেন” ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি ভগবানিতি যোজনা । নিষ্ঠাধরং বুদ্ধিধরা-
শ্রয়ং ভগবতা বিভজ্যোক্তমুৎসংহরতি এবমিতি । কয়া পুনরনুপপত্ত্যা ভগবতা নিষ্ঠাধরং
বিভজ্যোক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানকর্মণোরিতি । কর্ম হি কর্তৃত্বাৎনেকত্ববুদ্ধ্যাপ্রয়াং, জ্ঞানং
পুনরকর্তৃত্বকত্ববুদ্ধ্যাপ্রয়াং তদ্ব্যক্তমিচ্ছাং বিরুদ্ধসাধনসাধ্যাদিত্যেকাবহুত্বং পুরুষস্ত সত্ত্ববত্যা-
তো যুক্তমেব তয়োবিভাগবচনমিত্যর্থঃ । ভগবদুক্তবিভাগবচনস্ত মূলতেন প্রতিনিয়দাহরতি
যথেনিতি । তত্র জ্ঞাননিষ্ঠাবিষয়ং বাক্যং পঠতি এতমেবেতি । প্রকৃতমাশ্বানঃ নির্যাদিশ্রুতি-
সম্ভবাৎ বেদিতুমিচ্ছন্তগ্নিবিধেহপি কর্মফলে বৈতৃক্যভাজঃ সর্বাণি কর্ম্মাণি পারিত্যজ্য জ্ঞান-
নিষ্ঠা অব্যতীতি পঞ্চমলকারবীকারেণ সন্ন্যাসবিধিং বিবক্ষিত্বা, তত্শ্রবণ বিধেঃ শেষমার্থ-
বাদেন কিং প্রজ্ঞয়েত্যাদিনা মোক্ষকলং জ্ঞানমুক্তমিত্যর্থঃ । নহু কলাভাবাৎ প্রজ্ঞাকল্পো
নোপপত্ততে পুত্রৈগৈতল্লোকজরস্ত বাক্যাস্তরসিদ্ধবাদিত্যাশঙ্ক্য বিহবাৎ প্রজ্ঞাসাধ্যমহুযলোক-
স্তাস্রবতিরেকণাভাবাদানুশাসাধ্যত্বাদাকল্পো যুক্তমানিতি • বিবক্ষিত্বাহ যেষামিতি ।
ইতিজ্ঞানং দর্শিতমিতি শেষঃ । তদ্ব্যগ্রেব ব্রাহ্মণে কর্মনিষ্ঠাবাক্যং দর্শয়তি তত্রৈবোতি ।
প্রাক্ততত্ত্বমতদ্বদর্শিতেনোক্তং, • সচ ব্রহ্মচারী সন্ গুরুসমীপে যথাবিধি বেদমধীত্যার্থজ্ঞানার্থং
ধর্ম্মজিহ্মাং কৃষা অহুতরকাণ্ডং লোকজ্ঞরপ্রাপ্তিসাধনং পুত্রাদিতরং “সোহকাময়ত জারা
মে ত্রাৎ” (বৃহদারণ্যক শ্রুতি । ১।৪।১৭ ।) ইত্যাদিনা কামিত্বানিতি শ্রুতমিত্যর্থঃ । বিত্তং
বিত্তজতে দ্বিপ্রকারমিতি । তদেব প্রকারবৈকল্যমাহ • মাহুযামিতি । মাহুযাং বিত্তং ব্যাচষ্টে

কৰ্মরূপমিতি । তন্তু ফলপর্যায়সারিত্বমাহ পিতৃলোকেতি । দৈবং নিত্যং বিভজতে বিজ্ঞাণেতি । তন্তাপি কলনিষ্ঠমাহ দেবেতি । কৰ্মনিষ্ঠাবিষয়ভেনোদাহৃতশ্রুতেস্তাৎপর্যামাহ অবিচ্ছেতি । অজ্ঞস্ত কামনাবিশিষ্টৈশ্চৈব কৰ্ম্মাণি "সোহকাময়ত" ইত্যাদিনা দর্শিতানীত্যর্থঃ । জ্ঞাননিষ্ঠা-বিষয়ভেন দর্শিতশ্রুতেরপি তাৎপর্যং দর্শয়তি তেভ্য ইতি । কৰ্ম্মস্থ বিরক্তশ্চৈব সন্ন্যাসপূৰ্ণিকা জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্তদাহৃতশ্রুত্যা দর্শিতেত্যর্থঃ অবস্থাভেদেন জ্ঞানকৰ্ম্মণোর্তিন্নাধিকারত্বস্ত 'শ্রুত-ত্বাৎ তন্মূলেন ভগবতো বিভাগবচনেন শাস্ত্রস্ত সমুচ্চয়পরত্বপ্রতিজ্ঞাতমপবারিতমিতি সাধিতম্ । কিঞ্চ সমুচ্চয়জ্ঞানস্ত শ্রোতেন স্মার্তেন বা কৰ্ম্মণা বিবক্ষ্যতে যদি প্রথমং তত্রাহ তদেতদ্বিতি ।

সমুচ্চয়েহতিপ্রোক্তে প্রম্নাহুপপত্তিং দোষান্তরমাহ নচেতি । তামেনাহুপপত্তিং প্রকটয়তি একপুরুষেতি । যদি সমুচ্চয়ঃ শাস্ত্রার্থো ভগবতা বিবক্ষিতস্তদা জ্ঞানকৰ্ম্মণোরেকেন পুরুষেণাহু-ঠৈরন্বমেব তেনোক্তমৰ্জ্জুনে ন চ শ্রুতং তৎ কথং তদসম্ভবমহুতমশ্রুতঞ্চ মিথৈব শ্রোতা ভগ-বতারোপায়েৎ, ন চ তদারোপাদৃতে কিমিতি মাং কৰ্ম্মণোবাতিক্রুরে বুদ্ধলক্ষণে নিয়োজয়সি ইতি^১ প্রম্নোহবকল্যেত, তথা চ প্রম্নালোচনয়া প্রহ-প্রতিবক্তোঃ শাস্ত্রার্থতয়া সমুচ্চয়োহিতি প্রোক্তো ন ভবতীতি প্রতিভাতীত্যর্থঃ । কিঞ্চ সমুচ্চয়পক্ষে কৰ্ম্মাপেক্ষয়া বুদ্ধেজ্যায়ত্বং ভগবতা পূৰ্ব্বমহুতমৰ্জ্জুনে ন চ শ্রুতং কথমসৌ তস্মিন্নারোপয়িতুমর্হতি ততশ্চাহুবাদবচনং শ্রোতুরহু-চিতমিত্যাহ বুদ্ধশ্চেতি । ইতশ্চ সমুচ্চয়ঃ শাস্ত্রার্থো ন সম্ভবত্যত্থা পঞ্চমাদাহৰ্জ্জুনস্ত প্রম্না-হুপপত্তেরিত্যাহ কিঞ্চেতি । নহু সৰ্ব্বান্ প্রত্যুক্তোহপি সমুচ্চয়েনার্জ্জুনং প্রত্যুক্তোহ-সাবিতি তদীয়প্রম্নোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যদীতি । এতয়োঃ কৰ্ম্মত্যাগয়োরিতি যাবৎ । নহু কৰ্ম্মাপেক্ষয়া কৰ্ম্মত্যাগপূৰ্ণকস্ত জ্ঞানস্ত প্রাধাত্যৎ তন্তু শ্রেয়ত্বাৎ তদ্বিষয়প্রম্নোপ-পত্তিরিতি চেয়েত্যাহ নহীতি । তথৈব সমুচ্চয়ে পুরুষার্থসাধনে ভগবতা দর্শিতে সত্যন্ত-ত্বরগোচরো ন প্রম্নো ভবতীতি শেবঃ । সমুচ্চয়ে ভগবতোক্তেহপি তদজ্ঞানাদৰ্জ্জুনস্ত প্রম্নোপ-পত্তিরিতি শব্দে অথেতি । অজ্ঞাননিমিত্তাৎ প্রম্নমঙ্গীকৃত্যপি প্রাত্যাচষ্টে তথাপীতি । ভগ-বতোদাস্ত্যভাবেন পূৰ্ব্বাপরাহুসন্ধানসম্ভবাদিত্যর্থঃ । প্রম্নাহুপপত্তমেব প্রতিবচনস্ত 'প্রকটয়তি ময়েতি । ব্যাবর্ত্যমংশদর্শয়তি নহিতি । প্রতিবচনস্ত প্রম্নানহুপপত্তমেব স্পষ্টয়তি বৃষ্টীমিতি । শ্রোতেন কৰ্ম্মণা সমুচ্চয়ো জ্ঞানশ্চেতি পক্ষং প্রতিক্রিয়া পক্ষান্তরং প্রতিক্রিপতি নাপীতি । শ্রুতি-স্মৃত্যোক্তকৰ্ম্মণোর্কিতাগবচনমাদিশকগৃহীতং বুদ্ধেজ্যায়ত্বং পঞ্চমাদো-প্রম্নো ভগবৎপ্রতিবচনং সৰ্ব্বমিদং শ্রোতেনেব স্মার্তেনাপি কৰ্ম্মণা বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়ে বিকল্পঃ জ্ঞাদিত্যর্থঃ । দ্বিতীয়পক্ষাসম্ভবে হেতুস্তরমাহ কিঞ্চেতি । সমুচ্চয়পক্ষে প্রম্ন-প্রতিবচ-নয়োরসম্ভবার্যেদং গীতাশাস্ত্রং তৎপরমিত্যুপসংহরতি তদ্বাদিতি । বিশুদ্ধব্রহ্মজ্ঞানং স্বকল-সিদ্ধো ন সহকারিসাপেক্ষমজ্ঞাননিবৃত্তিকলতাদ্রজতাদিতত্ত্বজ্ঞানবৎ । অথবা বদ্ধঃ সহায়ানপে-ক্ষেপ জ্ঞানেন নিবর্ত্যতে অজ্ঞানাত্মকত্বাৎ রজ্জুপর্ণাদিবদिति ভাবঃ ।

নহু "কুৰ্ব্বাদিবাংস্তথাশকশ্চিকীর্লোকসংগ্রহম্" ইতি বক্ষ্যাগাৎ কথং গীতাশাস্ত্রে

সমুচ্চয়ো নাস্তি তত্রাহ যত্ব ইতি । চোদনাস্ত্রাহুসারেণ বিধিতোহনুষ্ঠেয়স্ত কৰ্মণো ধৰ্ম্মত্বা-
 দ্ব্যাপারমাজস্য তথাভাবাবাৎ তত্ববিদশ্চ বর্ণাপ্রমাভিমানশূন্যস্যাধিকারপ্রতিপত্ত্যভাবাধাগাদি
 প্রবৃত্তীনামবিদ্যালেশতো জায়মানানাং কৰ্ম্মভাসত্বাৎ, “কুৰ্ঘ্যাবিধান,” ইত্যাদি বাক্যং ন
 সমুচ্চয়-প্রাপকমিতি ভাবঃ । বাশঙ্কস্বার্থে, দ্বিতীয়স্ত বিবিদ্যাবাক্যহুসাধনান্তরসংগ্রহার্থঃ ।
 সাংসারিকং জ্ঞানং ব্যাবৰ্ত্তয়তি পরমার্থেতি । তদেবাভিনয়তি একমিতি । প্রবৃতি-
 রূপমিতি রূপগ্রহণমাতাসত্বপ্রদৰ্শনার্থঃ, কৰ্ম্মভাসসমুচ্চয়স্ত যাদৃচ্ছিকত্বাৎ মোক্ষঃ ফল-
 তীতি শেষঃ । কিঞ্চ জ্ঞানিনো বাগাদিপ্রবৃ্ত্তিন্ জ্ঞানেন তৎফলেন সমুচ্চীরতে ফলাভি-
 সন্ধিবিকলপ্রবৃতিত্বাদহকারবিধুরপ্রবৃতিত্বাৎ ভগবৎপ্রবৃতিবিদিত্যাহ যথেন্ধি । হেতুত্বমিত্য-
 সিদ্ধিমাশঙ্ক্য পরিহরতি তত্ববিদিতি । কুটস্থং ব্রহ্মৈবাহমিতি মদ্বানো বিদ্বান্ প্রবৃতিং
 তৎফলং বা নৈব স্বগতত্বেন পশুতি রূপাদিবদশূন্যত্বধৰ্ম্মত্বাযোগাৎ, কিন্তু কার্যাকারণ-
 সংঘাতত্বেনৈব প্রবৃত্তাদি প্রতিপত্ততে ততত্ত্ববিদো ব্যাখ্যানভিক্ষাটনাদৌ অহকারণ্য
 তৃত্বাদিকলাভিসন্ধেচ্চাতাসত্বান্নাসিদ্ধং হেতুত্বমিত্যর্থঃ । নহু জ্ঞানোদয়াৎ প্রাগবহ্মারম্ভিবোত্তর-
 কালেহপি প্রতিনিয়তপ্রবৃত্তাদিদৰ্শনার তত্বদর্শিনিষ্ঠপ্রবৃত্তাদেয়াভাসত্বমিতি তত্রাহ যথোচ্যেতি ।
 স্বর্গাদিরেব কাম্যমানত্বাৎ কামস্তদধীনঃ স্বর্গাদিকামস্ত্রাণিহোত্রাদেয়পেক্ষিতস্বর্গাদিসাধন-
 ত্রাহুষ্ঠানার্থমগ্নিমাধায় বাবস্থিতস্য তস্মিন্বেব কাম্যে কৰ্ম্মণি প্রবৃত্তসাদৃশ্যকৃতে কেনাপি
 হেতুনা কামে বিনষ্টে তদেবাগ্নিহোত্রাদি নির্বর্ত্তয়তো ন তৎ কাম্যং ভবতি নিত্যকাম্য-
 বিভাগস্য স্বাভাবিকত্বাভাবাৎ কামোপবন্ধানুপবন্ধকৃতত্বাৎ । তথা বিহুযোহপি বিধ্যাদিকারা-
 তাবাহাগাদিপ্রবৃত্তীনাং কৰ্ম্মভাসতত্তার্থঃ । বিষৎপ্রবৃত্তীনাং কৰ্ম্মভাসত্বমিত্যত্র ভগবদনু-
 মতিমুপশ্রুয়তি । তথোচ্যেতি । নহু বিষদ্ব্যাপারেহপি কৰ্ম্মশব্দপ্রেরোগদৰ্শনাৎ তদ্ব্যাপারস্ত
 কৰ্ম্মভাসত্বানুপপত্তেঃ সমুচ্চয়সিদ্ধিরিতি তত্রাহ যচ্চেতি । জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চীভ্যেব
 সংসিদ্ধিহেতুত্বেন প্রতিপন্নো কুতো বিভজ্যার্থজ্ঞানমিতি পৃচ্ছতি তৎ কথমিতি । তত্র কিং
 জনকাদয়োহপি তত্ববিদঃ প্রবৃত্তকৰ্ম্মণঃ স্মারাহোষিদতত্ববিদ ইতি বিকল্য-প্রথমং প্রত্যাহ
 যদীতি । *তত্ববিদে কথং প্রবৃত্তকৰ্ম্মত্বং কৰ্ম্মণামকিঞ্চৎকরত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তে লোকেন্ধি ।
 তেষামুক্তপ্রয়োজন্যর্থমপি ন প্রবৃতিবৃত্তা সৰ্ব্বত্রাপ্যদাসীনত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ গুণা” ইতি ।
 ইন্দ্রিরাণাং বিষয়েষু প্রবৃতিদ্বারা তত্ববিদাং প্রবৃত্তকৰ্ম্মত্বেনপি জ্ঞানেনৈব তেষাং মুক্তিরিত্যাহ
 জ্ঞানেনেতি । উক্তমেবার্থং সংক্ষিপ্য দৰ্শয়তি কৰ্ম্মেন্ধি । কৰ্ম্মণেত্যাদৌ বাধিতানুভূত্যাভাবৌ
 গৃহ্যতে । দ্বিতীয়মনুবদতি অথেন্ধি । তত্র বাক্যার্থঃ কথয়তি দীপয়তি । বিভজ্য বিজ্ঞেয়ত্বং
 বাক্যার্থস্যোক্তমুপসংহরতি ইতিব্যাখ্যেয়মিতি । কৰ্ম্মণাং চিত্তগুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানহেতুত্বমিত্যুক্তং
 বাক্যশেষং প্রমাণয়তি এতমেবেতি । “যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্তি” ইত্যাদিবাক্যমর্থতোহনুবদতি
 সত্বেন্ধি । স্বকৰ্ম্মণা ইত্যাদৌ সাক্ষাদেব মৌলিকহেতুত্বং কৰ্ম্মণাং বক্ষ্যতীত্যশঙ্ক্যাহ স্বকৰ্ম্মণেন্ধি ।
 স্বকৰ্ম্মাহুষ্ঠানাদীশ্বরপ্রসাদদ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা লভ্যতে, ততো জ্ঞাননিষ্ঠরা মুক্তিভবেন ন
 সাক্ষাৎ কৰ্ম্মণাং মুক্তিহেতুত্বত্যাগ্রে ক্ষুণ্ণতাবিষয়তীত্যর্থঃ । তত্বজ্ঞানোত্তরকালং কৰ্ম্মসমুচ্চয়ং

কলিতম্পসংহরতি তন্মাদিতি । নহু যত্নপি গীতাশাস্ত্রং তত্ত্বজ্ঞানপ্রধানমেকং বাক্যং তথাপি তদ্ব্যপ্যে শ্রয়মাণং কৰ্ম তদঙ্গমঙ্গীকৰ্তব্যং প্রকরণপ্রামাণ্যাদিতি সমুচ্চরসিক্তিত্বাহ যথাচেতি । অর্থশব্দোদ্বজ্ঞানমেব কেবলং কৈবল্যাহেতুরিতি গৃহ্যতে ।

বাস্তবিকতামতিপ্রায়ং প্রত্যাখ্যায় স্বাভিপ্রেতঃ শাস্ত্রার্থসমর্থিতঃ, সম্ভ্রাত্যশোচ্যানিত্যাস্মাৎ প্রাক্তনগ্রন্থসন্দর্ভস্য প্রাপ্তকৃতং তাত্পর্যার্থমনুজ্ঞাশোচ্যানিত্যাদেঃ, “স্বধৰ্ম্মমপি চাবেক্য” ইত্যেতদঙ্গস্য সমুদায়স্য তাত্পর্যমাহ তজ্জৈতি । অত্র হি শাস্ত্রে ত্রীণি কাণ্ডাশ্চষ্টাদশসংখ্যা-কানামধ্যায়ানাং ঘটকজিতম্পাদায় ত্রৈবিধ্যাৎ । তত্র পূৰ্ব্বঘটকাস্থকং পূৰ্ব্বকাণ্ডং সম্পদার্থং বিবরীকরোতি, মধ্যমঘটকরূপং মধ্যমকাণ্ডং তৎপদার্থং গোচরয়তি, অন্তিমঘটকলক্ষণমন্তিমং কাণ্ডং তৎসম্পদার্থরোরৈক্যং বাক্যার্থমধিকরোতি, তজ্জ্ঞানসাধনানি । তত্র তত্র প্রসঙ্গাদ্রপজ-স্ততে তজ্জ্ঞানস্য তদধীনত্বাৎ, তত্ত্বজ্ঞানমেব কেবলং কৈবল্যসাধনমিতি চ সৰ্ব্বত্র বিগীতম্ । এবং পূৰ্ব্বোক্তদ্বীত্যা গীতাশাস্ত্রার্থে পরিনিশ্চিত্তে সতীতি যাবৎ, ধৰ্ম্মে সংস্কৃতং কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য-বিবেকবিকলং চেতো যস্য তস্য মিথ্যাজ্ঞানবতোহহঙ্কার-মমকারবতঃ শোকাধ্যাসাগরে দ্রু-ক্তয়ে প্রবিষ্ট ক্লিষ্টতো ব্রহ্মদৈবকালক্ষণবাক্যার্থজ্ঞানমাত্মজ্ঞানং, তদতিরেকেণোদ্ধরণসিদ্ধেঃ, তমতিতত্ত্বমতিসিদ্ধিং শোকাহঙ্কর্তৃমিচ্ছিন্ ভগবান্ যথোক্তজ্ঞানার্থং তমৰ্জুনমবতারয়ন্ পদার্থপরিশোধনে প্রবর্তয়ন্নাদৌ সম্পদার্থং শোধয়িতুমশোচ্যানিত্যাদি বাক্যমাহেতি যোজন্য ।

যস্যাজ্ঞানং তস্য ব্রহ্মো যস্য ব্রহ্মতস্য পদার্থপরিশোধনপূৰ্ব্বকং সমাগ্ জ্ঞানং বাক্যাদ্রদেতীতি জ্ঞানাদিকারিণামতিপ্রোতাহ অশোচ্যানিত্যাদীনি । যত্ন কৈশ্চিৎ “শাস্ত্রা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদ্যাত্মবাখ্যাদ্বাদর্শনবিবিধবাক্যার্থমেনেদ ম্লোকেন বাচ্যে স্বয়ং হরিতিকৃতকম্ তদনুজ্ঞং কৃতিযোগাতৈকার্থসমবেতশ্রেয়ঃসাধনতায়ঃ পরাভিমতনিরোগস্য বা বিধার্থগ্যাভ্যাপ্রতীকমানস্য কল্পনা হেতুত্বাৎ । ন চ দর্শনে পুরুষতত্ত্বহরিতে বিধেয়-বাগাদিবিকল্পে বিধিকল্পপদ্যতে কৃত্যাস্তত্বত্বত্বার্থত্বাৎ তব্যো বিধিমধিকরোতীত্যভি-প্রোত্যা বাচ্যে ন শোচ্যা ইতি । কথং তেষামশোচ্যত্বমিত্যুক্তে তীর্থাদিশব্দজ্ঞানানং শোচ্যত্বং তৎপদলক্ষ্যাণাং বেতি বিকল্পা আদ্যং দুষয়তি সমুচ্চরাদিতি । যে তীর্থাদিশব্দৈক-চ্যুস্তে তে প্রতিষ্তত্বাদীরিতা বিগীতাচারবন্ধায় শোচ্যতামনুস্মারিত্যর্থঃ । দ্বিতীয়ং প্রোতাহ পরমার্থেতি । অরজতে রজতবুদ্ধিবদশোচ্যে শোচ্যবুদ্ধ্যা ব্রাহ্মোহসীকাহ তানিতি । অহ্মশোচনপ্রকারমতিনয়ন্ ব্রাহ্মিম্বেব প্রকটয়তি তে ত্রিরস ইতি । পুত্রভাৰ্যাদিগ্রন্থকং “স্বধৰ্ম্মাদিশব্দেন” গৃহ্যতে, ইত্যহ্মশোচিতবানসীতি সম্বন্ধঃ । “বিকল্পার্থাভিধায়িণেনাপি ব্রাহ্মত্বমৰ্জুনস্য সাধয়তি স্বং প্রজ্ঞাবতামিতি । “উৎসন্নকুলধৰ্ম্মাণাম্” ইত্যাদীনি বচনানি কিমেতাবতা কলিতমিতি, তদাহ তদেতদিতি । তদ্ব্যোদ্যমশোচ্যে শোচ্যদৃষ্টত্বমেতৎ পাণ্ডিত্যং বুদ্ধিবতঃ বচনভাবিমিতি যাবৎ । অৰ্জুনস্য পূৰ্ব্বোক্তব্রাহ্মিত্যক্তে নিমিত্ত-দ্বাদ্বজ্ঞানবিত্যর্থ বদামিতি । নহু স্বপ্নবুদ্ধিক্বেব পাণ্ডিত্যং ন স্বাভ্যক্তং হেতুত্বাদি-

ত্যাশক্যাহ তে হীতি । পাণ্ডিত্যং পণ্ডিততাবমাস্তজ্ঞানং নির্বিদ্যা নিশ্চয়েন লভা । “বাল্যান
তিষ্ঠাসেৎ” ইতি বৃহদারণ্যকশ্রুতিমুক্তার্থামুদাহরতি পাণ্ডিত্যমিতি । যথোক্তং পাণ্ডিত্যরাহিত্যং
কথং সমাবগতমিত্যাশক্য কার্যাদর্শনাদিত্যাহ পরমার্থতত্ত্বিতি । যদ্বাদিত্যস্যাপেক্ষিতং
দর্শয়তি অত ইতি ॥ ১১ ॥

রামানুজ ।—অশোচ্যান্ প্রত্যক্ষশোচসি “গতস্তি পিতরো হেযাং লুপ্তপিণ্ডোদক-
ক্রিয়াঃ ।” ইত্যাদিকান্ দেহান্ধবভাবপ্রজ্ঞানিমিত্তবাদাংশ্চ ভাষসে দেহান্ধবভাবজ্ঞানবতাং
নাত্র কিঞ্চিচ্ছোকনিমিত্তমস্তি, গতান্ দুহান্, অগতান্ অনশ্চ প্রতি তদ্বোধার্থাখ্যাবিদো
ন শোচন্তি । অতদ্বয়ি বিপ্রতিবিরুদ্ধমূলভাৱে, যদেতান্ নাহং হনিষ্যামীত্যশ্লোচনং, যচ্চ
দেহাতিরিক্তাভ্যাজ্ঞানকৃতমশ্রাদ্ধভাষণং, অতো দেহবভাবং ন জানাসি ন তদতিরিক্তমা-
জ্ঞানঞ্চ । নিত্যং তৎপ্রাপ্ত্যপারভূতম্ । বুদ্ধাদিকং দর্শঞ্চ ইদং যুদ্ধং ফলাভিসন্ধিরহিত-
মাস্রাদ্ধাখ্যাবাপ্ত্যপারভূতম্ । আত্মা হি ন দেহজন্মাধীনজন্মা ন দেহমরণাধীনবিনাশশ্চ,
তস্যা জন্মমরণয়োরাভাবাৎ । অতঃ স ন শোকস্থানং, দেহত্বচেতনঃ পরিণামবভাববস্তস্যোৎ-
পত্তিবিনাশযোগঃ স্বাভাবিক ইতি, সোহপি ন শোকস্থানমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১১ ॥

হনুমান্ ।—অত্র “দৃষ্টে তু পাণ্ডবানীকম্” ইত্যরভ্য যাবৎ “ন যোংস্ত ইতি
গোবিন্দমুক্তা তুষ্ণীং বভূব হ” ইত্যেবমুক্তো গ্রন্থঃ প্রাণিনাং শোক-মোহবহুলসংসারোহবিদ্যা-
মূল ইতি প্রদর্শনার্থেণ ব্যাখ্যায়ঃ । অশোচ্যানিতি । অশোচ্যা ন শোচ্যা ভীষ্ম-
দ্রোণাদয়ঃ ধার্মিকত্বাৎ, বস্ত্তশ্চ, পরমাত্মস্বরূপত্বাৎ, অযশোচঃ অশ্লোচিতবাৎস্বং, প্রজ্ঞা
পরমাত্মজ্ঞানং, তন্নিমিত্তশ্চ বাদান্ বচনানীহ ভাষসে । গতাসবঃ প্রাণা যেষাং তে গত-
সবন্তান্ গতান্ গতপ্রাণাংশ্চ, পণ্ডিতাঃ পরমার্থবিদো নাস্লশোচন্তি । অতো মুচয়ঃ, প্রজ্ঞা-
পরমা কুতন্তে ? ॥ ১১ ॥

শ্রীধর ।—দেহান্ধবের বিবেকাদৈস্যবৎ শোকো ভবতীতি তদ্বিনেত প্রদর্শনার্থে
শ্রীভগবানুবাচ । অশোচ্যানিত্যাদি । শোকস্যাবিবরীভূতানেব বদ্ধনশ্লোচঃশ্লোচচিত-
বানসি “দৃষ্টে মান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ” ইত্যাদিনা । তত্র “কুতস্তা কশ্মলমিৎ বিষমে সমুপস্থিতম্”
ইত্যাদিনা ময়া বোধিতোহপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ শকান্, “কথং ভীষ্মমহং
সখ্যো” ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে, ন তু পণ্ডিতোহসি, যতঃ পণ্ডিতা গতান্ গতপ্রাণান্
বদ্ধন, অগতান্শ্চ জীবতোহপি বদ্ধহীন এতে কথং জীবিত্যস্তীতি নাস্লশোচন্তি । পণ্ডিতাঃ
বিবেকিনঃ ॥ ১১ ॥

অলদেব ।—এবমর্জুনে তুষ্ণীঃ স্থিতে তদবুদ্ধিমাক্ষিপন্ ভগবানাহ, অশোচ্যানিতি ।
হে অর্জুন ! অশোচ্যান্ শেধিত্তুমযোগ্যানেব দার্তরাত্রাঃস্বং অযশোচঃ শোচিতবানসি । তথা-
মাং প্রতি প্রজ্ঞাবাদান্ প্রজ্ঞাবৃত্তামিব বচনানি “দৃষ্টে মং স্বজনম্” ইত্যাদীনি, “কথং ভীষ্মম্”
ইত্যাদীনি চ ভাষসে । ন চ তে প্রজ্ঞালেশোহপ্যতীতি ভাবঃ । যে তু প্রজ্ঞাবস্ত্তে গতান্
নির্গতপ্রাণান্ স্থলদেহান্ অগতান্শ্চানির্গাণান্ তু প্রসন্নদেহান্ চপদান্ অনশ্চ ন শোচন্তি ।

অর্থঃ—শোকঃ স্থূলদেহবিনাশনিমিত্তঃ স্থূলদেহবিনাশনিমিত্তো বা ? নাদ্যঃ, স্থূলদেহানাং বিনাশিত্বাৎ । নাদ্যঃ, স্থূলদেহানাং যুক্তঃ প্রাগবিনাশিত্বাৎ । তত্বতাং আত্মনাস্ত বড় ভাববিকার-বর্জিতানাং নিত্যস্বয়ং শোচ্যভেতি । দেহাস্তব্ধাববিদ্যাং ন কোহপি শোকহেতুঃ । যদর্থ-শাস্ত্রাঙ্কশাস্ত্রস্ত বলবদ্ব্যমুচ্যতে, তৎ কিং ততোহপি বলবতা জ্ঞানশাস্ত্রেণ প্রত্যুচ্যতে । তদ্ব্যয়-শোচ্যে শোচ্যভ্রমঃ পামরসাধারণঃ পণ্ডিতস্ত তে ন যোগ্য ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

মধুসূদন ।—তত্রাজ্ঞানস্ত যুদ্ধার্থে স্বার্থে স্বভো জাতাপি প্রবৃত্তির্দ্বিবিধেন মোহেন তন্নিমিত্তেন চ শোকেন প্রতিবন্ধেতি দ্বিবিধো মোহস্তস্ত নিরাকরণীয়ঃ । তত্রাত্মনি স্বপ্রকাশ-পরমানন্দরূপে সর্বসংসারধর্ম্মাসংস্পর্শিনি স্থূলস্থলশরীরধর্ম্মতৎকারণবিদ্যাখ্যোপাধিভ্রমা অবিবেকেন মিথ্যাত্বতস্যাপি সংসারস্য সত্যত্বাধর্ম্মত্বাদিপ্রতিভাসরূপ একঃ সর্বপ্রাণি-সাধারণঃ । অপরন্ত যুদ্ধার্থে স্বার্থে হিংসাদিবাহুল্যনাধর্ম্মত্বপ্রতিভাসরূপোহজ্ঞানস্তৈব করণাদি-দোষনিবন্ধনোহসাধারণঃ । এবমুপাধিভ্রমবিবেকেন শুদ্ধাস্বরূপবোধঃ প্রথমস্ত নিবর্তকঃ সর্বসাধারণঃ, দ্বিতীয়স্ত তু হিংসাদিমত্বেহপি যুদ্ধস্ত স্বার্থত্বেনাধর্ম্মত্বাববোধোহসাধারণঃ । শোবস্ত তু কারণনিবৃত্ত্যৈব নিবৃত্তের পৃথক্ সাধনাস্তরাপেক্ষতাভিপ্রেত্য ক্রমেণ ভ্রমধর্ম্মমু-বদন্ শ্রীভগবানুবাচ । অশোচ্যানিত্যাদি । অশোচ্যান্ শোচিতুমযোগ্যানিব ভীষ্ম-দ্রোণাদীন্ আত্মসহিতান্ স্বং পণ্ডিতোহপি সন্ অশোচঃ অশুশোচিতবানসি, তে ত্রিরস্তু মন্নিমিত্তমহং তৈর্কিনাত্বতঃ কিং করিষ্যামি রাজ্যমুখাদিনা ইত্যেবমর্থকেন “দৃষ্টেমান্ স্বজনান্” ইত্যাদিনা । তথাচাশোচ্যে শোচ্যভ্রমঃ পঞ্চাদিসাধারণঃ তবাত্মস্তপণ্ডিতত্বাহুচিত ইত্যর্থঃ । তথাঃ “কুতস্তা কশ্মলম্” ইত্যাদিনা মদ্বচনেনাহুচিতমিদমাচরিতং ময়েতি, কিমর্শে প্রাপ্তেহপি স্বং স্বয়ং প্রোক্তোহপি সন্ প্রজ্ঞানাং অবাদান্ প্রোক্তৈব ক্তমুচিতান্ শকাংশ্চ “কথং ভীষ্মমহং সখ্যো” ইত্যাদীন ভাষসে বদসি, নতু লজ্জয়া তুষ্ণীঃ ভবসি, অতঃ পরং কিমুচিতমসীতি স্মৃচরিতুং চকারঃ । তথাচাধর্ম্মে ধর্ম্মত্বপ্রাপ্তিধর্ম্মে চাধর্ম্মত্বপ্রাপ্তিসাধারণী তবাত্মপণ্ডিতত্বা নোচিতভেতিভাবঃ । প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ ভাষসে পরং নতু বুধ্যাস ইতি বা ভাষণাপেক্ষয়া অশুশোচনস্য প্রাকালবাদতীতত্বনির্দেশঃ । ভাষণস্ত তু তদন্তরকাল-ত্বেনাব্যবহিতত্বাধর্ম্মত্বনির্দেশঃ । (ছান্দসেন তিষ্ঠ প্রত্যয়েন) অশুশোচসীতি বর্তমানস্বং বা ব্যাখ্যায়ম্ । নহু বন্ধুবিচ্ছেদে শোকো নাসুচিতঃ, বশিষ্ঠাদিভিন্নহাভাগৈরপি কৃতত্বাদি-ভ্যাপক্যাহ গতাসুনিতি । যে পণ্ডিতাঃ বিচারজ্ঞানাত্তত্ত্বজ্ঞানবন্তঃ, তে গতপ্রাণাংশ্চ বন্ধুত্বেন কলিতান্ দেহান্ নাসুশোচন্তি । এতে মৃত্যুঃ সর্বোপকরণপরিভ্যাগেন গতঃ, কিং কুরুন্তি কু তিষ্ঠন্তি, এতে চ জীবন্তো বন্ধুবিচ্ছেদেন কথং জীবিত্যতীতি ন ব্যাসুহন্তি । সমাধিসময়ে তৎপ্রতিভাসাভাবাৎ ব্যাখ্যানসময়ে তৎপ্রতিভাসেহপি স্মৃদ্বেন নিশ্চরাৎ, নহি রজ্জ্বত্ব-লাকাংকারেণ সর্বত্রমেহপনীতে, তন্নিমিত্তভ্রমকল্পাদি সুস্তুবতি, নবা পিত্তোপহতে-ত্রিরস্তু কথ্যচিৎ পড়ে তিষ্ঠতাংপ্রতিভাসেহপি তিষ্ঠার্থিতরা তত্র প্রবৃত্তিঃ সন্তবতি, মধুসূ-সিন্দরস্ত বলবদ্ব্যং এবমাস্বরূপজ্ঞাননিবন্ধনত্বাৎ শোচ্যভ্রমস্ত, তৎস্বরূপজ্ঞানেন তদজ্ঞা-

নেহপনীতে তৎকার্যভূতঃ শোচ্যত্রয়ঃ কথমবতিষ্ঠতে ইতিভাবঃ। বৃশ্চিকানীনাঙ্ক প্রাণক-
কর্ম্মণাবল্যাৎ, তথা তথাহু্যকরণং ন শিষ্টাচারভরা অস্ত্রবাসমুষ্ঠেরতাপাদয়তি, শিষ্টৈশ্ব-
বুদ্ধ্যাহু্যগীরমানস্তালোকিকব্যবহারস্তৈব তদাচারদ্বাৎ, অস্ত্রথা নিষ্ঠীবনাদেয়পাণ্ডুর্যপ্রসঙ্গা-
দিতি দ্রষ্টব্যম্। বস্মাদেবং তস্মাৎ ত্বমপি পণ্ডিতো ত্বাং শোকং বা কার্ষীরিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ।—অর্জুনস্ত দেহনাশে আত্মনাশধীঃ স্বধর্ম্মে যুদ্ধে চাধর্ম্মধীরিতি মোহবরং,
তত্রাশ্রম ব্রহ্মবিজ্ঞানব্রতভূতৈবিশত্যা শ্লোকৈরপনিবীযন্ শ্রীভগবান্নুবাচ অশোচ্যানমশোচ-
নমিতি। “জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে” ইতি শ্রুতেঃ দেহাহু্যপাদিনাশে
হু্যপাকাশবৎ নাশরহিতত্বেন অশোচনীয়ান্ ভীষ্মাদীনমশোচঃ, কথমেতে শুরবো ময়া হস্তযাঃ
কথং বা তৈবিনাহং জীবিয়ামীতি শোকং কৃতবানসি। এবং মূঢ়োহপি স্বংপ্রজ্ঞাবাদান্
প্রজ্ঞাবতাং দেহাদম্মমান্বানং জানতাং বাদান্ শথান্ “নরকে নিয়তং বাসঃ” “গতস্তি পিতর্যে
হেযাম্” ইত্যাদীন ভাবসে পরং, ন তু প্রজ্ঞাবানসি। তত্র হেতুঃ গতান্নিতি। গতান্ন গত-
প্রাণান্ দেহান্ নাহুশোচস্তি প্রভূত নিহ্নরস্ত্যেব। এতেন প্রাণ এব ইষ্টো ন তু দেহঃ। তথা
চ শ্রুতিঃ, “প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা প্রাণ আচার্য্যঃ” ইত্যাদিঃ। অতএব সপ্রাণান্তনান্
অবগণয়ন্তং নরং পিত্রাদিহস্তা ত্বমপি ধিক্ স্বামিতি বদস্তি, উৎক্রান্তপ্রাণান্ দহস্তমপি
নৈবং বদস্তীতি লোকবেদপ্রসিদ্ধিঃ। তস্মাৎ আত্মা দেহানন্তঃ চেতনদ্বাৎ, বাস্তিরেকেন
ঘটবৎ। দেহো ন চেতনঃ, দৃশ্যদ্বাৎ ঘটবৎ। যদি দেহশ্চেতনঃ স্তাৎ, মুতেহপি তত্র চৈতন্য-
মুপলভ্যেত। তস্মাদেহনাশেনাশ্বনাশং মদ্বানো মূর্খ এবাসীত্যর্থঃ। বতু প্রজ্ঞানাং পণ্ডিতানাং
অবাদান্ বক্তুমযোগ্যান্ ভাবসে ইতি তাকিকব্যাখ্যানং, তৎ অর্হার্থে যত্রো দৃশ্যভাবং
বিশেষাধ্যাহারসাপেক্ষাক্ষোপেক্ষাম্ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ।—ভো অর্জুন! তবায়ং বহুবধভেদকঃ শোকো ভ্রমমূলক এব। তথা
“কথং ভীষ্মহং সখ্যো” ইত্যাদিকোহবিবেকচাপ্রজ্ঞামূলক এবত্যাহ অশোচ্যামিতি।
অশোচ্যান্ শোকানহানেন ত্বমবশোচঃ অহুশোচিতবানসি। তথা ত্বাং প্রবৌধয়ন্তং যৎ প্রতি
প্রজ্ঞাবাদীন ভাবসে, প্রজ্ঞায়াং সত্যমেব যে বাদাঃ “কথং ভীষ্মহং সখ্যো” ইত্যাদীন।
বাক্যানি তান্ ভাবসে। ন তু তব কাপি প্রজ্ঞা বর্ত্তত ইতিভাবঃ। বতঃ পণ্ডিতাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ,
গতান্ন গতা নিঃসৃত্য ভবন্ত্যসবো বেভাঃ তান্ দুলদেহান্, ন শোচন্তি তেবাং নশ্বরভাব-
দ্বাদিতি ভাবঃ। অগতান্ন অনিঃসৃতপ্রাণান্ স্তম্ভদেহানপি ন শোচন্তি, তে হি যুদ্ধে
পূর্ক্বেমনশ্বরা এব উভয়েবামপি তথা তথা স্বভাবস্ত দৃশ্যবহুদ্বাৎ। সূর্য্যাস্ত পিত্রাদিদেহভ্যাঃ
প্রাণেবু নিঃসৃতেষেব শোচন্তি, স্তম্ভদেহাস্ত ন তে প্রায়ঃ পরিচয়ভ্যাত্তৈরঙ্গম্। এতে হি
সর্কে ভীষ্মদয়ঃ স্তম্ভস্তম্ভদেহসহিতা আত্মান এব। আত্মনাস্ত নিত্যদ্বাৎ তেবু শোকপ্রসক্তিষেব
নাভীত্যতদ্বরা যৎ পূর্ক্বেমর্থশাস্ত্রাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রং বলবদিত্যুক্তং, তত্র ময়া তু ধর্ম্মশাস্ত্রাদপি জান-
শাস্ত্রং বলবদিত্যুচ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য।—করামরণের রক্তভূমি, আশা ও অকীর্ক্যার. নীলাক্ষেত্র

পরীক্ষাধামে কল্পপরিগ্রহ করিয়া, মানবকুল নিরন্তর নানা কারণে অপরিণীত ক্লেশ ভোগ করে । নখর দেহে জীবন ও যৌবনের স্থায়িত্ব; ব্যাধি-মন্দির শরীরের চিরস্থায়িত্ব, বিষয়ভোগের বিষম দুঃখাকাজ্জল উদ্বেলিত হৃদয়ের পরিভূতি, মান ও বশের আতিশয্য, ধন-সম্পত্তির সীমামুক্ততা প্রভৃতি বহু-বিধ অসম্ভব বিষয়ের লালসায় মনুষ্য প্রতিনিয়ত নিরতিশয় ব্যাকুল । কিন্তু জীবনে বাসনার নিবৃত্তি হয় না, আকাজ্জল শেষ হয় না এবং কোন বিষয়েই তৃপ্তি হয় না । দারুণ সুখভুজায় শুককণ্ঠ হইয়া, মানব উন্নতভাবে জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হয়, কিন্তু মায়াময়ী যুগভূষিকার স্মায় তাহার কাক্ষিত সুখ-সংসার ক্রমশঃ অধিকতর দূরবর্তী হইতে থাকে এবং তাহার সকল আশাই শূন্যে বিলীন হইয়া যায় । তখন সেই হতভাগ্য শুককণ্ঠ পিপাসাতুর মানবের বাতনঃ অপরিণীত হইয়া উঠে এবং সে আপনার বুদ্ধিবিহীনতা ও ভ্রমাক্রান্ততা হেতু আপনাকে আপনি শত দিক্কার প্রদান করিতে থাকে । বিবিধখাপদ-সঙ্কুল সংসাররূপ ঘনারণ্যে দিগ্ভ্রান্ত, সীমামুক্ত সমুদ্র-বন্ধে নাবিকবিহীন বাত্যাভিঘূর্ণিত পোতের স্মায় অসহায়, সেই মানবকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে, যথোপযুক্ত প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে তাহার চিরাকাজ্জিত স্বপ্নের উপায় দেখাইবার জন্য এবং অমোঘ ও অমৃত-কল্প ভেষজ প্রয়োগে তাহার দুঃখাধিকারপ্রাপ্ত কাতর প্রাণকে স্থীতল করিবার বাসনায়, পরম দয়ার আশ্রয়, সকল গুরুর গুরু, জ্ঞান ও বিদ্যার উৎস, সেই করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূমণ্ডলে এই গীতা শাস্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন । আলোচ্য শ্লোক হইতে ভগবানের সেই পরমোপদেশ আরম্ভ হইল, অতরাং গীতার প্রগাঢ়তার এই স্থান হইতেই সূত্রপাত । তাহার অতুলনীয় চিরনবীন সৌন্দর্য্য এই স্থান হইতেই সূচিত হইতেছে এবং তাহার স্বর্গীয় সৌরভ এই স্থান হইতেই ভাবুক ও ভক্তের প্রাণকে উন্নত ও বিহ্বল করিতেছে ।

এই শ্লোকের প্রারম্ভে পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সমগ্র গীতাশাস্ত্র আলোড়নপূর্ণক জ্ঞানকর্মের সমুদ্রবাস্তব খণ্ডন করিয়া তৎপরে শ্লোকের ব্যাখ্যা অবতারণা করিয়াছেন । তিনি বলেন, সংসারে ও দুঃখে কোন প্রভেদ নাই । দুঃখ বলিলে বাহ্য বাহ্য বায়, সংসার * বলিলেও তাহাকেই

* * * * * বাহ্য-উপলব্ধিঃ শরীরপরিগ্রহঃ সংসারঃ । * * * * * অদৃষ্টমিত্তিঃ যে শরীর : ইত্যং তাৎপর্য্যম্ ।

নৃসাইবে। শোক বা মানসিক তাপ, মোহ বা অশ্বিবেক এবং সেই গো-
মোহের বিবিধ অবাস্তব ভেদই, ঐ সংসার দুঃখের বীজস্বরূপ। অহঙ্কার
ঐ বীজভূত দোষের নিদান। আমবা যে অভিমানের বশীভূত হইয়া “আমি”,
“আমি”, “আমার আমা” করি, তাহাবই নাম অহঙ্কার। অবিদ্যা “হইতে-
এই অহঙ্কারের উৎপত্তি। অবিদ্যা যে কি বস্তু, তাহাচিৎ প্রমাণ্যাসেন-
২৮শ চৈত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১০ম পয়াস্ত ককগুলি শ্লোকে প্রদর্শিত হই
যাচ্ছে। আবার দ্বিতীয়াধ্যায়ের “কস্য ভীষ্মসং সঙ্খ্য” ইত্যাদি ৪র্থ শ্লো-
কইতে, কয়েকটি শ্লোকে সঙ্খ্য যে সকল কথা বলিয়াছেন, তদ্বারা স্পষ্ট

১। সাধারণতঃ অবিদ্যা বর্ণিতে অজ্ঞানকেই বুঝায়। “অজানং সনসদ্যামানসানী-
দ্বিগুণাষ্টকং, জ্ঞানবিবোধি, অবস্থা, যং কিঞ্চিদহিত বদন্তি” (বোদ্যমাণ)। অজ্ঞান সং এবং
অসংভিন্ন, আনন্দচান, নন্দন ও তন এই ত্রিভুত, জ্ঞানী বা ভাবনা, বাকি বি-
বলিয়া অভিহিত হয়।

অর্থাৎ “অসংভিন্ন, নন্দন, আকাশ কুসুম, কুসুমাম” প্রভৃতি কল্পনা কথ্য থাকে
এতদ্বারা থাকিলেও সেন সনসদ্যামানসানী অস্তিত্ব তখনও উপলব্ধি হয় না, সেইজন্য
অজ্ঞানের নাম সনসদ্যামানসানী প্রভৃতি থাকিলেও, তাহাও অস্তিত্ব হইতে দূরীভূত হয় না।
সংভিন্ন প্রভৃতি “অসং” নাই বলিয়া নিরূপণ করিতে হয়। “সং” প্রভৃতি বস্তু
প্রমাণিত হইতে পারে না, অথচ অবিদ্যা বা অজ্ঞানই জগতের সত্য বস্তু, “সং”
“সং” আছে বলিয়া নিরূপণ করিতে হয়। “সং” প্রভৃতি বস্তু প্রমাণিত হইতে পারে না,
বলিয়া নিরূপণ করিতে পারে না বলিয়া অজ্ঞান “সং” এবং অসং হইতে দূরীভূত হইতে পারে।

যদি কেহ বলেন যে, তাহা অনিশ্চয়নীয় তাহা ত সত্য হইবে জ্ঞানবিষয়ক হইতেই পারে
না, সেট অজ্ঞানের আর একটি বিশেষণ প্রভৃতি হইতে “দ্বিগুণাষ্টকং”। “অসংভিন্ন
লোকিতত্ত্বকরুণাং” ইত্যাদি প্রতিতেও অজ্ঞান বা অবিদ্যা প্রভৃতি বস্তু বলিয়া
‘দৈবী হোয়া জগদ্রীম সমা হুতয়া। মামেব মে প্রভৃতি বস্তু প্রভৃতি হইতে

যদি কেহ প্রাকৃতিক মতানুসারে বলেন যে, তাহাও সত্য অজ্ঞান, তাহাও সত্য বস্তু বলিয়া
কনিবার নিমিত্তই অজ্ঞানের আল একটি বিশেষণ, ‘সং’ প্রভৃতি। “আমি অজ্ঞান” ইত্যাদি
অজ্ঞান সকলেরই হয় বলিয়া অজ্ঞানকে অভিহিত। প্রভৃতি পাঠ্য পাঠ্য না।

অজ্ঞান প্রভৃতি প্রভৃতি প্রভৃতি প্রভৃতি প্রভৃতি প্রভৃতি প্রভৃতি প্রভৃতি প্রভৃতি প্রভৃতি প্রভৃতি
অজ্ঞান প্রভৃতি প্রভৃতি প্রভৃতি প্রভৃতি প্রভৃতি প্রভৃতি প্রভৃতি প্রভৃতি প্রভৃতি প্রভৃতি
যাও কিছু। সে যে কি প্রার্থ্য তাহাও কিছু ঠিক নাই, ঠিক কথাও তখন ব্যাখ্যা।

বেদান্তশাস্ত্রে মায়া ও আনন্দাব নিম্নলিখিতরূপে কল্পিত হইতে পারিলেও, মায়া এবং
অবিদ্যা যে একই অর্থ প্রতিপাদন করে, ইহা সর্ববাদী সম্মত। “মায়াবিভাগঃ প্রতিপু-
স্ত্যতিযুক্তবচনৈরেকতস্য বুদ্ধিবিকল্পতয়াং।” ইতি বেদান্তশাস্ত্রে নিম্নলিখিতরূপে উক্ত।

বেদান্তশাস্ত্রে এহে ব্যক্তি ও সমস্তই অজ্ঞান ব্যক্তি মায়া বা অবিদ্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া
যায় না। ব্যক্তি শব্দের অর্থ এক একটা পৃথক পৃথক।

উপলব্ধি হয় যে, তিনি প্রজাপালনাদি রাজকর্ম, পূজার্ত গুরু শ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি, পুত্র নৌভজের প্রভৃতি, বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলেও স্নেহ-ভাজন গুরুপুত্র অর্থখামা প্রভৃতি মিত্র, উপকারনিরপেক্ষ অথচ মহোপকারে

পঞ্চদশী গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—“চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-সমব্রিতা । তমোরজঃসম্বগুণা প্রকৃতির্বিবিধা চ সা । সম্বগুণাবিশুদ্ধিত্যাং মায়াবিন্দে চ তে মতে ॥” অর্থাৎ চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সংযুক্ত, সম্ব রজ ও তম এই তিন-গুণের সাম্যাবহারূপ প্রকৃতি সম্বগুণের তার-ভমো “মায়া” এবং “অবিদ্যা” এই দুই প্রকার ব্যবস্থা গ্রাপ্ত হয় । সম্বগুণ যখন তম ও রজ এই দুই গুণ দ্বারা কলুষিত না হয়, তখন তাহাকে সম্বগুণের শুদ্ধি বা শুদ্ধসম্ব-প্রধান বলে ; এবং যখন সম্বগুণ তম ও রজ এই দুই গুণ দ্বারা কলুষিত হয়, তখন তাহাকে সম্বগুণের অমিশ্রিত বা মলিনসম্ব-প্রধান বলে । তাহা হইলে বেদান্তসারোক্ত ব্যাভিভূত মলিনসম্ব-প্রধান অজ্ঞানই “অবিদ্যা” এবং সমষ্টিভূত শুদ্ধসম্ব-প্রধান অজ্ঞানই “মায়া” । অবিদ্যা বা মায়া পদার্থ দুইই এক, কেবল মাত্র প্রভেদ ব্যাপ্তি ও সমষ্টি ।

যেমন ব্যাভিভূত বৃক্ষ সমূহের সমষ্টিকে “বন” বলিয়া নির্দেশ করা যায়, সেইরূপ ব্যাভিভূত অবিদ্যা বা অজ্ঞানের সমষ্টিকে মায়া বলিয়া নির্দেশ করিতে কোনও রূপ আপত্তি পরিণামিত হয় না । আর যেমন “বন” বৃক্ষ হইতে কোনও রূপ ব্যতিরিক্ত পদার্থ নহে, সেইরূপ মায়াও অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতে কোনরূপ ব্যতিরিক্ত পদার্থ নহে ।

প্রকৃতি, মায়া, অবিদ্যা বা অজ্ঞান এ চতুর্ষ্টয়ই সাধারণতঃ একার্থ প্রতিপাদক । “মায়াস্ত প্রকৃতিঃ বিদ্যাগ্নায়িনস্ত মহেশ্বরঃ” (পঞ্চদশী) ইত্যাদি অনেকস্থলে “মায়া” প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ।

অবিদ্যা বা অজ্ঞানের “আশ্রয়” জীব, এবং “বিষয়” ব্রহ্ম । বাহ্যর অজ্ঞান সেই অজ্ঞানের “আশ্রয়” যে বিষয়ে অজ্ঞান সেই বিষয়েই অজ্ঞানের “বিষয়” । অজ্ঞান কাহার ? অজ্ঞান জীবের । অতএব জীবই অজ্ঞানের আশ্রয় । জীবের অজ্ঞান কি বিষয়ে ? ব্রহ্ম বিষয়ে । অতএব ব্রহ্মই অজ্ঞানের বিষয় । একটা লৌকিক দৃষ্টান্ত দেখুন । আমি বলিলাম, “আমি রামকে জানি না” এখন “জানি না” আমিই, অতএব “জানিনার” আশ্রয়ও আমিই “আমি রামকে জানি না” অর্থাৎ রাম বিষয়কই আমার অজ্ঞান, অতএব “জানি না” বা অজ্ঞানের বিষয় রামই হইল । “জীবাশ্রয়া ব্রহ্মণা হবিদ্যা তদ্বিনম্বতা” । ইতি বেদান্তমুক্তাবলী ।

সিম্বন্ধ প্রজাপতির স্তবে তুষ্ঠ ভগবান্ কমলাপতি তাঁহাকে চতুঃশ্লোকি ভাগবতরূপ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মায়াবিষয়ক উপদেশটি শ্রীজীবগোস্বামী শািন্দেব ব্যাখ্যায়ুযায়ী নিয়ে যথাযথ বিবৃত হইল । জীবগোস্বামী শািন্দেব ব্যাখ্যাই সর্বত্র গোস্বামী সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগৃহীত হয় । “ঋতেহর্থঃ যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাস্মিন । তদ্বিদ্যা দাদ্মনো মায়াং যথাভাসো বধা তমঃ ॥” শ্রীমদ্ভাগবত ॥ ২ । ৯ । ৩৩ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মণ ! অর্থ অর্থাৎ পরমার্থ-ভূত যে আমি সেই আমি ছাড়া বাহ্যর প্রতীতি হয়, অর্থাৎ আমার প্রতীতি (ক্ষুরণ) হইলে আর বাহ্যর প্রতীতি হয় না বলিয়া, আমার বাহিরে বাহ্যর প্রতীতি হয় ; এবং বাহ্য আপনা আপনি প্রতীতি বিষয়ীভূত হয় না, অর্থাৎ আমার আশ্রয় ব্যক্তিরকে বাহ্যর স্বতঃ প্রতীতি নাই, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত বস্তুকে আমার ঐশ্বর্য্যশক্তি বলিয়া জানিও ।

প্রবৃত্ত হৃদয়ানুরাগভাজন ভগুবৎপ্রমুখ মহর্ষগ, স্বজ্ঞান অর্থাৎ দুর্ধ্যোধনাদি
জ্ঞাতীবর্গ, সম্বন্ধী অর্থাৎ স্বশুর ও শ্যালক দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি, বান্ধব
অর্থাৎ পিতৃপিতামহ প্রভৃতি পরম্পরাক্রমে প্রণয়ভাজন রাজগণ, এই সকলের
প্রতি ইহারা আমার এবং আমি ইহাদের, একরূপ আন্তি বশতঃ স্নেহপ্রাবল্যে

সেই মায়া আবার দুই প্রকার। প্রথম জীবমায়া বা অবিজ্ঞা এবং দ্বিতীয় গুণমায়া
বা প্রকৃতি। জীবমায়া আভাসের মত। যেমন কোন জ্যোতির্কিঞ্চু পদার্থের (যেমন বেলে-
য়ারি কাড়ের কলম, দর্পণ প্রভৃতি) জ্যোতির্ময় প্রতিবিম্ব বিশেষ বা আভাস ঐ জ্যোতির্কিঞ্চ
পদার্থ হইতে দূরেই প্রকাশিত হয় এবং সেই জ্যোতির্কিঞ্চের প্রতিচ্ছায়াবিশেষ জ্যোতির্কিঞ্চের
বাহিরে প্রকাশিত হইলেও সেই জ্যোতির্কিঞ্চ ছাড়া নিজে নিজে তাহার (প্রতিচ্ছায়াবিশেষের)
কোন রকম একটা ক্ষুরণ হয় না; সেই মত জীবমায়াও আমার আভাস রূপে আমার
বাহিরে ক্ষুরণ হয় বটে, কিন্তু আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে তাহার স্বতঃক্ষুরণ নাই। আর যেমন
কোন সুবৃহৎ দর্পণাদি জ্যোতির্কিঞ্চ পদার্থে প্রথর দিনকর-কর নিপতিত হইলে, তাহার তেজো-
ময় আভাসি বা প্রতিবিম্ববিশেষ নিজ চাকচিক্য-চ্ছটায় তৎসমিহিত জনগণের নয়নপথ আবৃত
করিয়া, নিজ অসাধারণ তেজঃপ্রভাবে তাহাদিগের চক্ষুকে ব্যাকুলিত করে এবং তদনন্তর নিজ-
সমীপে বহুবিধ মিশ্রিত বর্ণের আবির্ভাব করে এবং কখন কখন সেই মিশ্রিত বর্ণকেই আবার
এক একটি পৃথক পৃথক ভাবে বহুবিধ আকারে পরিণত করে; সেইরূপ এই জীবমায়াও নিজ
অঘটনঘটনগটায়সী শক্তি প্রভাবে জীবগণের জ্ঞানকে আবৃত করে, ও সম্ব রজ ও তম এই
তিন গুণের সাম্যাবস্থারূপা গুণমায়া নামী জড়া প্রকৃতিকে প্রকাশিত করে, এবং কখন কখন
সেই সম্ব আদি গুণগণকে পৃথক পৃথক করিয়া বহুবিধ আকারে পরিণত করে। গুণমায়া তমঃ
স্বরূপা। অর্থাৎ উক্ত জ্যোতির্কিঞ্চ পদার্থের তেজোময় আভাসে চক্ষু ঝলসিত হইলে যে অন্ধ-
কারের ছায়া বর্ণশাবল্য (পীত লোহিতাদি বর্ণের একত্র মিশ্রণ) দেখা যায়, সেই অন্ধকার যেমন
তাহার মূল যে জ্যোতিঃ তাহাতে অর্থাৎ তেজঃপুঞ্জ অবর্তমান থাকিয়াও, তাহার আশ্রয় উক্ত
জ্যোতিঃ ব্যতিরেকে প্রকাশিত হইতে পারে না; সেইরূপ গুণমায়া আমার আভাসরূপে
বাহিরে ক্ষুণ্ণি পাইলেও আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে তাহার স্বতঃক্ষুরণ নাই। বিশ্বস্থষ্টির প্রতি
জীবমায়া নিমিত্তকারণ স্বরূপ এবং গুণমায়া উপাদান কারণ স্বরূপ।

উক্তমতে এই শ্লোকের নিয়মিতরূপ ব্যাখ্যানের পরিণতি হয়। আভাস ও তম এই
দুই দৃষ্টান্তদ্বারা কেবল মায়া মাত্রেরই নিরূপণ হইল। অর্থাৎ যেমন বীর প্রকাশস্থল হইতে
ব্যবহিত প্রদেশে প্রতিবিম্বিত জ্যোতির্কিঞ্চের প্রতিবিম্ববিশেষ বা আভাস উক্ত জ্যোতির্কিঞ্চের
বাহিরেই ক্ষুণ্ণি পায়, এবং ঐ জ্যোতির্কিঞ্চ ব্যতিরেকে প্রতিবিম্ব নিজে নিজে ক্ষুণ্ণি পাইতে পারে
না; সেই মত মায়া আমার আভাসরূপে আমার বাহিরে (আমা হইতে ব্যবহিত প্রদেশে)
ক্ষুণ্ণি পাইলেও, আমি ছাড়া সে নিজে ক্ষুণ্ণি পাইতে পারে না। আর যেমন তম অর্থাৎ অন্ধ-
কার জ্যোতির্ময় পদার্থের অস্ত্র প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ যেখানে সূর্যাদি তেজঃপুঞ্জের পদার্থ
প্রকাশিত হয়, অন্ধকার সেখানে প্রকাশিত হইতে পারে না, এবং জ্যোতিঃপদার্থ ব্যতিরেকেও
তাহার প্রতীতি (জ্ঞান) হয় না, অর্থাৎ জ্যোতিরাম্বা চক্ষুর দ্বারা ই অন্ধকারের প্রতীতি হয়,
কিন্তু পৃষ্ঠাদি দ্বারা প্রতীতি হয় না; সেই মত মায়া আমার বাহিরে প্রকাশিত হইলেও আমার
আশ্রয় ব্যতিরেকে তাহার প্রতীতি হয় না। সর্বত্র “আমার” শব্দের অর্থ ভগবান্নৈর।—পণ্ডিত
অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী।

ও বিচ্ছেদভয়ে এবং সেই বান্ধবগণের বধজনিত পাতকশঙ্কায় ও লোক-
নিন্দাভয়ে, আকুল হইয়া হৃদয়ের অপরিণীম শোকমোহসূচক কাতরতা
প্রকাশ করিয়াছেন ।

এইরূপে শোক-মোহের প্রভাবে অৰ্জুনের বিবেক ও বিজ্ঞান আচ্ছন্ন
হইয়া পড়িলে, তিনি ক্ষাত্রধর্মস্বরূপ যুদ্ধে স্বতঃ প্রৱৃত্ত হইয়াও, পুনর্বার তাহা
ত্যাগে উপরত হইলেন এবং ভিক্ষাশনরূপ পরধর্ম অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহ
করিতে উদ্যত হইলেন । সুতরাং চিরকর্তব্য-নিষ্ঠ অৰ্জুনের পরিদৃষ্টমান
শোক-মোহাদি ও তজ্জনিত কর্তব্য-বিনুখতা দেখিয়া, সম্ভাবত শোক-মোহ-
নিষ্ট প্রাণিগাত্রাই, স্বধর্ম পরিত্যাগ ও নিম্ন পরধর্মাদি আশ্রয় করিয়া
মোক্ষপথ হইতে অধিকতর দূরবর্তী হইয়া পড়িবে । আবার যাহারা স্বধর্মে
প্রৱৃত্ত, দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষ বিশেষ ফল-কামনা ব্যতীত, তারাদেরও
শাক্য, মন, কায় ও অশ্বাশ্ব ইন্দ্রিয়গণের তত্তৎ কর্মানুষ্ঠানে কদাপি প্রৱত্তি
হয় না এবং ইন্দ্রিয়সমূহের প্রৱত্তির সঙ্গে সঙ্গে, আমি কর্তা, আমি ভোক্তা,
আমি দ্রষ্টা এবং বিধ অহংকারও জন্মিয়া থাকে । শক্রদমনেচ্ছা-পরতন্ত্র
অভিচাররত মানব, বা গৌরব ও যশোলোভাপূর্ণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞপ্রৱৃত্ত রাজা
বা পুত্রকামী পুত্রপ্রাপ্তি বাগনিরত ব্যক্তি ইত্যাদি কান্যক্রিয়াপরতন্ত্র মানবগণ
বিশেষ বিশেষ ফলাভিসন্ধি সহকারে, অলীক ব্যাপারকে সার্থক ও পরম
প্রয়োজনীয় কার্য্য বোধে, তদনুষ্ঠানে ব্যাকুল হইয়া থাকে । এ সকলই
মোহের কার্য্য ; কারণ এরূপ ক্রিয়ার ফলাফল লৌকিক ও অচিরস্থায়ী ।
এ সকলই ফলকামনাসম্পূর্ণ অনুষ্ঠান এবং কেবল হৃদয়জাত অহংকারই
এতাবশ্য কার্য্যের প্রণোদক । ইন্দ্রিয়-পরায়ণ জীবগণের, সাহংকার ও ফলাভি-
লাষপূর্ণ শুভকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম-রুদ্ধি হইয়া, দেবাদিরূপে জন্ম ও তজ্জনিত
স্বখপ্রাপ্তি এবং অশুভকর্ম্মানুষ্ঠাননিবন্ধন তির্য্যগাদি যোনিতে জন্ম ও
তদ্বারা দুঃখপ্রাপ্তি এবং শুভাশুভরূপ ব্যানিশ্র কর্ম্মানুষ্ঠানজনিত ধর্ম্মাধর্ম্ম
দ্বারা মনুষ্য জন্ম ও তদ্বারা সুখ-দুঃখ উভয় প্রাপ্তিই হয় * ৭ এরূপ সুখ-

* শ্রীমদ্ভগবতেও এই কথা নিম্নলিখিত সমর্থন দৃষ্ট হয় । “সব্বসঙ্গাদৃশীন্ দেবান্ রজসাত্মন-
নাত্মবান্ । তমস্যা ভূততির্য্যাকুং ভ্রামিতো যতি কর্ম্মভিঃ ॥” ১১ বৃদ্ধ । ২২ অধ্যায় । ৫১ শ্লোক ।
অর্থাৎ সব্বকর্ম্মাচারী ঋষি ও দেবতা, রজোগুণের ক্রিয়া হেতু অহং ও মাত্ম্য এবং তমোগুণের
কার্য্য দ্বারা-বদ্ধ গদার্থ বা তির্য্যাকু জন্ম প্রাপ্তি ঘটে । অজ্ঞা বশাৎ ; “ইষ্টেই দেবতা যজ্ঞঃ

দুঃখময় সংসাররূপ, তৎকারণীভূত শোক-মোহরূপ বীজের অবিনাশ পর্য্যন্ত, সমভাবে বর্তমান থাকিবে। সৰ্বকৰ্ম পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক, আত্মজ্ঞান ব্যতীত, সংসার-রূপের বীজরূপ শোক-মোহের বিনাশ সাধনের উপায়ান্তর লক্ষিত হইতেছে না; এজ্জা ভগবান্ বাসুদেব, সৰ্বনাধারণের উপকারার্থ, আত্মজ্ঞানের উপদিদিষ্ট হইয়া, অৰ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া, যথাবিহিত আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

কোন কোন আচার্য্য বলিয়াছেন, সৰ্বকৰ্মনশ্চয়ান অর্থাৎ বাবতীয় কৰ্ম পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক কেবল আত্মজ্ঞান হইতে মুক্তি হইতে পারে না; অগ্নি-হোতাদি শ্রোত ও স্মার্ত কৰ্ম সহকৃত আত্মজ্ঞান হইতেই কেবল্য লাভ হইয়া থাকে। স্বৰ্গপ্রাপ্তির সাধনস্বরূপ দর্শপৌর্ণগাসাদি যজ্ঞে প্রযাজ ও অনু-যাজহি * যেরূপ উপকারী ও সহায়, কৈবল্য প্রাপ্তির সাধনস্বরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞানের পক্ষেও শ্রোত ও স্মার্ত ক্রিয়াকলাপ তদ্রূপ উপকারী বলিয়া জানিবে। সেই নকল আচার্য্যের মতে, সমস্ত গীতাশাস্ত্রে এই অভিপ্রায়ই অবধারিত হইয়াছে। এই বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপে, তাঁহারা গীতাগ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ উল্লেখ করিয়া থাকেন। “দৰ্ম্মজনক এই সংগ্রাম যদি তুমি না কর” ইত্যাদি (২য় অধ্যায়, ৩৩ শ্লোক), “কৰ্ম্মেতেই তোমার অধিকার হউক” ইত্যাদি (২য় অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোক), “অতএব তুমি কৰ্ম্মই কর” ইত্যাদি (৪র্থ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোক) উল্লিখিত শ্লোকসকল উদ্ধৃত করিয়া, উক্ত আচার্য্যগণ ভগবদ্বাক্য দ্বারা সৌকবিসয়ে কৰ্ম্মের সহকারিতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সম্প্রদায় জ্ঞানকৰ্ম্মের মনুচয়বাদী বলিয়া অভিহিত। ইহাদিগের মতকে জ্ঞানকৰ্ম্মের মনুচয়বাদ বলা হইয়া থাকে।

“কোন প্রাণিকেই হিংসা করিবে না,” ইহা প্রতি-দগ্ধত ব্যবস্থা; স্মরণ্য শ্রোতস্মার্ত ক্রিয়াকলাপ প্রাণিহিংসাবশতঃ অপৰ্ম্মজনক এবং অনুরক্তানের

অলৌকিক যান্ত্রিকতাঃ। ভুক্তীত দেববৎ তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজ্জার্জিতান্।” “পশুনবিশ্রীনাভ্য প্রোতভূতগান্ যজন্। নরকানবশো জন্তুর্গতা যাত্যুখণ্ডা ভুজঃ।” ১১ স্বত্ব ১০ অধ্যায়। ২২ ও ২৭ শ্লোক। ; অর্থাৎ ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞকারী স্বৰ্গলোকে গমন করেন এবং স্বকীয় ভাবে, স্বকীয় ভোগ্য সমূহ দেবতার দ্বায় উপভোগ করেন। বিধিবিরুদ্ধ প্রণালীতে হনন করিয়া ভূত প্রেতাদির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিলে অবশ শরীরে নরক-গমন করেন এবং পরিশেষে স্বাবরতা প্রাপ্ত হন।

* দর্শপৌর্ণগাস যজ্ঞের অঙ্গ হবন বিশেষ।

অযোগ্য । অতএব এতাদৃশ শ্রোত ও স্মার্ত্ত কর্মণহরুত জ্ঞান কদাপি মুক্তির সাধন হইতে পারে না । এই নাস্ত্যামতের উল্লেখ করিয়া, উল্লিখিত আচার্য্য গণের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে, কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন । কিন্তু সমুচ্চয়বাদী বলেন, এ আপত্তি সমীচীন নহে ; যেহেতু গুরু, জাত ও পুত্রাদি হিংসারূপ যুদ্ধক্রিয়া, নিষ্ঠুরতাবশতঃ অতি গর্হিত হইলেও, ক্ষত্রিয়-গণের তাহা স্বধর্ম্ম, স্মৃতরাং তাহা অধর্ম্মজনক বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতে পারে না । প্রত্যুত তাহা না করিলে, অধর্ম্ম ও অকীর্্ত্তিই সম্ভূত হইয়া থাকে । এই গীতা শাস্ত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের স্থানান্তরে (৩০ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, “স্বধর্ম্ম ও কীর্্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া, পাপকে আশ্রয় করিতে হইবে” ইত্যাদি অর্থাৎ স্বধর্ম্ম-সঙ্গত যুদ্ধে স্বজন-হনন ও আত্মীয়-বিয়োগ-ভয়ে নিরস্ত হইলে অহিংসাজনিত পুণ্য না হইয়া পাপই হইবে । অতএব গুরু প্রভৃতির হিংসারূপ অতি ক্রুর কর্ম্ম বখন অধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইতেছে না, তখন পশ্বাদি হিংসা-লক্ষণ বৈদিক ক্রিয়াকলাপ কদাপি অধর্ম্মজনক হইতে পারে না * । ইহাই এই গীতাশাস্ত্রে নানামুক্তি সহকারে বিনিশ্চিত হইয়াছে । অতএব অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শ্রোত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়াকলাপ সহরুত ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির সাধক ; তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মনিরপেক্ষ কেবল জ্ঞান মুক্তির প্রয়োজক নহে ।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এইরূপে সমুচ্চয়বাদিগণের অভিপ্রায় ও তৎসম্বন্ধীয় বাদপ্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া, অধুনা স্বয়ং সেই অভিপ্রায় খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন যে, আচার্য্যগণের উল্লিখিতরূপ অভিপ্রায় সঙ্গত নহে । যেহেতু এই গীতাশাস্ত্রে জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ নিষ্ঠাবয়ের বিভিন্নতা বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে । জ্ঞাননিষ্ঠা অর্থাৎ সাধ্য যোগের কথা প্রথমে কথিত হইতেছে । “অশোচ্যান্” ইত্যাদি আলোচ্য শ্লোক হইতে ৩১ শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রন্থাংশ দ্বারা ভগবান্ যে পরমার্থতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই,

* “না হিংস্তাং সর্বা ভূতানি” ইতি সামান্তশাস্ত্রং । “অগ্নীষোমীয়ং পশুমাংসভেদং” ইতি বিশেষশাস্ত্রেণ ব্যাখ্যাতং । ইতি গীমাংসকমতম্ । বিশেষ বিধির দ্বারা সামান্ত বিধির ব্যাখ্যায় । “কোন প্রাণি হিংসা করিবে না” ইহা একটি বৈদিক সামান্তবিধি । অগ্নীষোমীয় যজ্ঞে বধার্থ পশু গ্রহণ করিবে । ইহা বিশেষবিধি । এই বিশেষবিধির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সামান্ত বিধি খণ্ডিত হইল । যুদ্ধে প্রাণিহিংসা ক্ষত্রিয়গণের স্বধর্ম্ম, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ বিধি । অতএব প্রাণিহিংসা করিবে না, এই সামান্ত বিধি এ স্থলে ব্যাখ্যাত হইল ।

সাধ্যা ; তদ্বিশিষ্টী বুদ্ধিই সাধ্যাবুদ্ধি । অর্থাৎ জ্ঞানাদি ষড়্বিধ বিকারাভাবঃ
বশতঃ, আত্মা অকর্তা অর্থাৎ কূটস্থ † ইত্যাকার জায়মানা বুদ্ধিই সাধ্যা-
বুদ্ধি বা জ্ঞাননিষ্ঠারূপে খ্যাত ; এবং তৎপরায়ণ সন্ন্যাসিগণই সাংখ্য্য অর্থাৎ
জ্ঞাননিষ্ঠাবলম্বী । আর এতাদৃশী বুদ্ধি উদিত হইবার পূর্বে, দেহাদি হইতে
স্বতন্ত্র হইলেও, আত্মাকে কর্তা, ভোক্তা মনে করিয়া, ধূর্মাধর্ম বিচার পূর্বক

* ষড়্বিধ বিকারাভাবের বিষয় ২য় অধ্যায়ের ২০শ শ্লোকে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে ।

† কূটস্থ—“কালব্যাপী স কূটস্থ একরূপতয়া তু যঃ” । যিনি অবিকৃত ভাবে একরূপে
অনন্তকাল ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তাহাকে কূটস্থ বলা যায় ।—পণ্ডিত বলাইচাঁদ গোস্বামী ।

কূটস্থ শব্দ এইরূপ অর্থেই এস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু ইহার বিশেষ অর্থজ্ঞান এই গ্রন্থ
পাঠের অতিশয় সহায়তা করিবে বলিয়া, নিয়ে তাহাও প্রদত্ত হইল ।

“কূট” শব্দের অর্থ নিশ্চল অধিষ্ঠান যন্ত্র বিশেষ । ভাষা কথার যাহাকে স্বর্ণকার বা কর্ম-
কারের “নাই” বলে, তাহাই “কূট” শব্দের উত্তম উদাহরণ স্থল । সেই “কূট” সদৃশ বাহ্যী নির্কি-
কারে স্থিত তাহার নাম কূটস্থ । অর্থাৎ যেকোন স্বর্ণকার বা কর্মকারগণ “নাই-এর” উপর বহুবিধ
ধাতুর বহুবিধ অলঙ্কারাদি সৃজন করিলেও ঐ “নাই” কখনও বিকার প্রাপ্ত হয় না, সেই রূপ
নির্কিয়ারভাবে স্থিত যে অধিষ্ঠান চৈতন্য তাহারই নাম কূটস্থ চৈতন্য । পঞ্চদশীতেও কথিত
আছে,—“অধিষ্ঠানতয়া দেহদ্বয়াবচ্ছিন্নচেতনঃ । কূটবদ্বিনির্কিয়ারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে ॥” অর্থাৎ
অবিভাকল্পিত পক্ষীকৃত পঞ্চভূত হইতে সমুৎপন্ন স্থলদেহ, এবং অপক্ষীকৃত পঞ্চভূত হইতে সমুৎ-
পন্ন সূক্ষ্মদেহ, এই দুই দেহের অধিষ্ঠানরূপে অর্থাৎ আধার রূপে বর্তমান বলিয়া উক্ত দুই দেহা-
বচ্ছিন্ন এবং কূটের ত্রায় নির্কিয়ারে স্থিত যে চৈতন্য আত্মা তাহারই নাম কূটস্থ চৈতন্য । দুই
দেহাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ঐ দুই দেহ হইতে অগ্রত বৃন্তিশূন্য । এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেখুন । সর্বস্থান
ব্যাপী যে আকাশ তাহার নাম মহাকাশ । ঘটের মধ্যস্থিত সে শূন্য তাহার নাম ঘটাকাশ ।
শূন্যশব্দের অর্থই আকাশ । এখন মনে করুন, একটি খালি ঘট রহিয়াছে । যখন ঘট শূন্য
রহিয়াছে তখন তাহার মধ্যে শূন্য বা আকাশ রহিয়াছে ; এমন সময়ে কেহ ঐ ঘট জলে পূরি-
পূর্ণ করিল ; তাহা হইলে ঘটাকাশের উপরেই ঐ জল পড়িল ; ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে
হইবে । অতএব প্রথমতঃ উক্ত জলের আধার হইল ঘটমধ্যস্থিত আকাশ । উক্ত জলে প্রতি-
বিশিত যে মেঘাদিযুক্ত কল্পিত আকাশ তাহার নাম জলাকাশ ।

এখন বিচার পূর্বক বুঝিয়া দেখুন, উক্ত মহাকাশ পরব্রহ্ম স্থানীয়, উক্ত ঘটাকাশ অধিষ্ঠান
রূপে কূটস্থ স্থানীয়, এবং উক্ত জলাকাশ জীবস্থানীয় । কেবল ব্যবহার দশাতেই এই রূপ কূট-
স্থাদি কল্পিত হয়, পারমাণবিক দশায় এক পরব্রহ্ম বই নাই । সাদাসিধে কথার কূটস্থ চৈতন্যের
বিষয় বলিতে হইলে ইহাই বলা যায় যে, সকলেই “আমি স্বয়ং (নিজে) এই কার্য্য করিতেছি”
আমি স্বয়ং তথায় যাইব” ইত্যাদি রূপ স্থলে “আমি” শব্দের পর “স্বয়ং” শব্দের প্রয়োগ করিতে
দেখা যায় । এখন বেশ ধীর ভাবে অনুভব পূর্বক বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, ব্যবহার
দশায় “আমি” শব্দ জীবচৈতন্যকে বুঝায়, এবং ঐ “স্বয়ং” শব্দই কূটস্থের পরিচায়ক । “আমি”র
পরও যে একটা “স্বয়ং” আছে, অনুভব করিয়া দেখিলে বুঝা যায় ঐ “স্বয়ং”ই কূটস্থ ।

অহংশব্দবাচ্য আমি, স্বয়ং শব্দবাচ্য কূটস্থে কল্পিত মাত্র । জীব চৈতন্য কূটস্থচৈতন্যের
কল্পিত মাত্র । কূটস্থচৈতন্য সর্বসাক্ষী ।—পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ।

কিমে মোক্ষসান্নিধ্য হইতে পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, যে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিপাদিত বিনিয়ম অনুষ্ঠান, তাহার নাম যোগ । তদ্বিষয়া যোগবুদ্ধি অর্থাৎ কর্মনিষ্ঠা । তদনুষ্ঠান পুরুষগণ যোগিশব্দবাচ্য ।

ভগবান্ও এইরূপেই এই গীতাশাস্ত্রে “এষা তেহিতিহিতা নাশ্বো বুদ্ধি-বোগে হিমাং শূণু” ইত্যাদি (২য় । ৩৯ পরে দ্রষ্টব্য) শ্লোকে, বুদ্ধির দুই প্রকার বিভাগ করিয়াছেন । কর্ম ও জ্ঞান এতদুভয়ের মধ্যে বিশুদ্ধচিত্ত সম্মাণিগণই জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠান করিবেন । আর কর্তৃত্বভোক্তৃভাভিমানী অশুদ্ধচিত্ত, অল্পজ্ঞ, সকাম মানবগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্মযোগের অনুষ্ঠান করিবেন । ভগবান্ও এই প্রকৃতি (৩য় । ৩য় শ্লোকে) বলিয়াছেন, “লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা” ইত্যাদি (পরে দ্রষ্টব্য) । দেহাভিমানী জীবই পুণ্ড্রঃখাদির আশ্রয় । ভগবান্ ঈশ্বরই জীবগণের কর্মানুসারে ফলদাতা । এইরূপ ভেদবুদ্ধি সহকারে, বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত, ঈশ্বরোপাসনাদির নাম কর্ম । অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের ভেদজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে, বাঞ্ছিত ফল-লাভার্থ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃভাভিনিবেশ-সহকৃত, অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত ও স্মার্ত্ত বাগ-যজ্ঞাদিই কর্ম ।

“তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্য প্রতিপাদিত জীব ও ব্রহ্মের যে একত্ব বুদ্ধি, তাহারই নাম জ্ঞান । এই জ্ঞান ও পূর্বোক্তলিখিতরূপ কর্ম একই কালে একই পুরুষে কখনই থাকিতে পারে না । কারণ জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী । একত্ব বুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞান স্বীয় সত্তা ধারণ করিতে পারে না ; কিন্তু কর্মে বুদ্ধির গতি বহুমুখী হইয়া থাকে । জ্ঞানে “আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা” এইরূপ বুদ্ধি থাকে না ; কর্মে ঐ বুদ্ধি পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকে । এই জন্যই ভগবান্ অবস্থাভেদে জ্ঞান ও কর্মোপাসনার পৃথক্ বিধি করিয়াছেন । যথা ; “জ্ঞানযোগেন সাধ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্” ইত্যাদি (৩য় অধ্যায় ৩য় শ্লোক) ।

প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত, স্ববর্ণাশ্রমোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিবে, তৎপরে বিষয়-ভোগে বিভূষ হইয়া, কর্মকল সকল অন্তর্যামী ভগবানের উদ্দেশে অর্পণ করিয়া, স্বগুরু সমীপে গমনপূর্বক উপদেশ গ্রহণ করিবে । পরে ভগবৎরূপায় যথাবিধি উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠান করিবে । যদি শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম সহকৃত জ্ঞানই মুক্তির প্রাপক

হইত, তাহা হইলে কখনই ভগবান্ জ্ঞান ও কৰ্ম্মের অধিকারিভেদে বিভাগ করিয়া, স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞান ও কৰ্ম্মের উপদেশ বিধান করিতেন না । অতএব যেমন শুদ্ধিতে রজতবোধ হেতু, ভাস্ত পুরুষের রজত-ভ্রম নিরন্তর নিমিত্ত শুদ্ধি-বিষয়ক বথার্থ জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন সহকারি কারণান্তরের প্রয়োজন থাকে না, অর্থাৎ কেবল শুদ্ধি-জ্ঞান হইতেই শুদ্ধিতে রজত বুদ্ধিরূপ অজ্ঞান নিরন্তি হয় ; তদ্রূপ সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক, কেবল মাত্র আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা হইতেই কৈবল্য প্রাপ্তি হয় ; শ্রোত ও স্মার্ত্তস্বরূপ সহকারি ক্রিয়া-কলাপরূপ কারণান্তরের প্রয়োজন হয় না ।

শ্রোত ও স্মার্ত্ত কৰ্ম্ম সহকৃত তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির প্রযোজক, কেবলমাত্র জ্ঞান মুক্তি-প্রাপক নহে ; ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পুনর্বার ইত্যাকার মতাবলম্বী আচার্য্যগণের অভিপ্রায়ের দোষ দেখাইতেছেন । তুণ, অরণি (অগ্নি-মন্ডন কাঠ) ও গণি (সূর্য্যাকান্ত প্রভৃতি) এতদন্ততম অগ্নির কারণ ; পুরুষেরা স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে ইহারই একতম দ্বারা অগ্নি-প্রণয়ন করিয়া থাকে । তদ্রূপ কোন কোন ব্যক্তি, প্রথমতঃ শ্রোত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান পূৰ্ব্বক বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া, গুরুপদেশ জনিত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তিপথানিরুদ্ধ হইয়া থাকেন । আর ইহ জন্মে কৰ্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করিয়াও, জন্মজন্মান্তরীন ক্রিয়া-কলাপ-জনিত বিশুদ্ধচেতা কোন কোন পুরুষ, সঙ্গুরূপ রূপায়, কৰ্ম্ম-কাণ্ডে প্রবৃত্ত হইবার পূৰ্বেই, তত্ত্বজ্ঞানোপসিনায় প্রবৃত্ত হইয়া, মুক্তিপথ-বলম্বী হন* । অতএব অগ্নি-প্রযোজক তুণ, অরণি ও গণির ন্যায়, অধিকারি-ভেদে কখন কৰ্ম্ম ও কখন জ্ঞান এই উভয়ই বিভিন্নরূপে মুক্তির প্রযোজক হইয়া থাকে । কৰ্ম্ম ও জ্ঞান একত্রিত ভাবে কখনই মুক্তির প্রযোজক হইতে পারে না । কৰ্ম্ম সহকৃত জ্ঞান মুক্তির প্রযোজক, যদি ইহাই ভগবদভিপ্রোত হইত, তবে “হে জনার্দন ! যদি কৰ্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ইহাই তোমার অভিমত হয়, তবে এই হিংসাক্ত নিদারুণ কৰ্ম্মে আমাকে কেন নিয়ো-জিত করিতেছ ?” (৩য় । ১ম শ্লোক) অজ্ঞানের এই প্রমত্ত নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়িত । কেননা ভগবান্ কোথাও এরূপ বলেন নাই যে, এক ব্যক্তি

* শুকদেব জন্মাবধি জ্ঞানপথে ধৰ্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত সাধারণ মনুষ্যোচিত অন্য কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন নাই । সুতরাং অজ্ঞান এরূপ তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বাধ্বা কেবল পূৰ্ব্বজন্মীকৃত কৰ্ম্ম-ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে । ভগবান্ ভাব্যাকার মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের জীবনও এইরূপ পূৰ্ব্ব-জন্মীকৃত কৰ্ম্মফল জনিত জ্ঞানোন্নতির উত্তম উদাহরণ হয় ।

কর্তৃক জ্ঞান ও কর্মের যুগপদসুষ্ঠান অসম্ভব । তবে অর্জুন কিরূপে “কর্ম হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত” (৩য় । ১ম শ্লোক) ইত্যাদি অশ্রুত বিষয়ের আশঙ্কা করিলেন ? অপিচ কর্ম ও জ্ঞান সমুচ্চিত হইয়াই মুক্তির প্রযোজক হইয়া থাকে, যদি এরূপ অভিপ্রায় ভগবান্ অর্জুনের নিকট পরিব্যক্ত করিয়া থাকেন, তবে জ্ঞান ও কর্ম উভয় পথই অনুষ্ঠান কর এরূপ উপদেশ কালে, “বচ্ছেদ্য এতয়োরেকং তর্ঘ্যে ক্রহি স্নানিশ্চিতম্” অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম এই উভয়ের মধ্যে যাহা আমার পক্ষে শ্রেয় হয়, তাহারই একটা আগাকে নিশ্চয় করিয়া বল,” ইত্যাদি বাব্য দ্বারা, একতর বিষয় বলিবার জন্য, অর্জুন প্রার্থনা করিলেন কেন ? যদি পিতৃপ্রশমনার্থী রোগী, বৈদ্য কর্তৃক মধুর * ও শীতল দ্রব্য ভোজন করিতে উপদিষ্ট হইয়াও, এরূপ প্রশ্ন করে যে, আমার ব্যাধিশাস্তির নিমিত্ত এতদন্ততর তাগাকে বলুন, তাহা হইলে সেই ব্যাধি-ক্লিষ্ট ব্যক্তির প্রশ্ন যেরূপ অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, অর্জুনের প্রার্থনাও তদ্রূপ অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইতে পারে । যদি বলা যায় যে, অর্জুন ভগবদ্বাক্যার্থ যথাবিহিতরূপে অবধান না করিয়াই এরূপ বলিয়াছেন, তাহা হইলেও তদীয় প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে ভগবানের এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করা কর্তব্য যে, “শামি জ্ঞান-কর্মের সমুচ্চয় অর্থাৎ একজীভাবের কথা পূর্বে বলিয়াছি, তুমি এরূপ ভ্রান্ত হইতেছ কেন ?” এতাদৃশ সূক্ষ্মত উত্তর না দিয়া, অর্জুনকৃত প্রশ্নের ভগবান্ যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সমুচিত হয় নাই । শাস্ত্রেও বুদ্ধরূপ কর্ম ক্ষত্রিয়কূলের স্বধর্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ইহা জানিয়াও “কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব !” ভগবানের প্রতি অর্জুনের এইরূপ সরোষ বাক্য সহকৃত দোষাটোপ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? অতএব এই গীতা শাস্ত্রে শ্রোত ও স্মার্ত্ত কর্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয়ভাব কিঞ্চিৎপ্রাঙ্গণ প্রদর্শন করাইতে কেহই সমর্থ নহেন ।

“লোক সংরক্ষণেচ্ছায় অনাসক্তভাবে কর্ম করিবে,” ইত্যাদি (৩য় । ২৫) শ্লোক দ্বারা শ্রোতাদি কর্মের অনুষ্ঠান-বিধিও এই গীতাশাস্ত্রে ভগবৎ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । সুতরাং গীতাশাস্ত্রে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ভাব প্রদর্শন করাইতে কাহারও সাধ্য নাই, ইত্যাদি পূর্বোক্ত বাক্য কিরূপে সঙ্গত

* রসো মধুরকঃ শীতো দারুণতমঃ বলপ্রদঃ । চক্ষুষো বাতগিত্তয়ঃ কুর্ধ্যাৎ যৌল্যককক্রিহীন ॥

হইবে ? ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপিত করিয়া, উত্তর স্বরূপে বলিতেছেন, অজ্ঞান বশতঃ, বা অনুরাগ বিশেষ বশতঃ, প্রোক্ত কর্মে প্রবৃত্ত পুরুষগণের হৃদয়ে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ততাঃ হেতু ‘এই জগতই একমাত্র ব্রহ্ম’ ইত্যাকার পরমার্থ তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয় । তাদৃশ আত্মতত্ত্বদর্শী পুরুষেরা, কর্ম বা কর্মপ্রয়োজন নিবৃত্ত হইলেও, লোক-সংরক্ষণার্থ (লোকশিক্ষার নিমিত্ত) * যত্ন পূর্বক কর্মে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু তাঁহাদের সে কর্মানুরাগ কেবল প্রযুক্তি মাত্র, বাস্তবিক কর্ম নহে; অর্থাৎ ফলাভিলাষ শূন্য নিরহকারী তত্ত্ববিদ্যে কর্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম, ফলাকাজ্ঞ সাহকার কামি পুরুষের কর্মের স্তর, স্বকৃতি ও দুষ্কৃতিজনক নহে । কেবল মাত্র লোক-সংগ্রহই তাদৃশ কর্মের উদ্দেশ্য । সুতরাং এবংবিধ কর্ম ও জ্ঞান সমুচ্চর অর্থাৎ একত্ৰীভাবাপন্ন বলিয়া কিরূপে আশঙ্কা হইতে পারে ?

ভগবান্ হরি ভূভার হরণার্থ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন । তিনি পূর্ণ অর্থাৎ তাঁহার কোন বিষয়ের অভাব ছিল না ; তথাপি তিনি, লোকশিক্ষার্থ ক্ষত্রধর্মরূপ যুদ্ধাদি করিয়া, শিষ্ট-পালন ও দুষ্টে-দমন করিয়াছেন । ভগবদ-অনুষ্ঠিত-তত্ত্ব-ক্রিয়া যেমন কুর্কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইবার উপযুক্ত নহে, তত্ত্ববিদ্যে কর্তৃক অনুষ্ঠিত অহকার ও ফল-কামনা-রহিত ক্রিয়া সকলও তজ্জপ জানিবে ।

তত্ত্ববিদ্যেগণের জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে কর্মে যেরূপ প্রযুক্তি থাকে, জ্ঞানোৎ

* লোক-সংরক্ষণার্থ ।—লোক-শিক্ষার্থ সুধীর ধার্মিক, ক্রিয়া-দক্ষ মহাব্যক্তিগণ যেরূপ ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠান করেন, অজ্ঞদর্শী অজ্ঞ পুরুষগণও তদনুরূপ ধর্ম-কর্ম করিয়া থাকেন । যদি বিশুদ্ধ চেতাঃ জ্ঞানিগণ চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম সকল পরিত্যাগ করেন, তবে তাহা দেখিয়া অজ্ঞদর্শী অজ্ঞব্যক্তিগণও মনে ভাবিতে পারেন যে, এখন ধার্মিকাগ্রগণ্য ঈদৃশ মহাব্য-গণই সন্ন্যাসিন্দাদি ত্রিকালান্তের ক্রিয়া-কলাপ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন বোধ হয় এই কর্মের আর কোন ফল নাই; সুতরাং আর আমাদের উপবাসাদি-সাধ্য এই সকল কঠোর কর্মের অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন কি ? এরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানিগণের স্তর অজ্ঞগণও নিত্যনৈমিত্তিকাদি ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিলে ইহলোক ও পরলোক হইতে নিশ্চয়ই দুঃখ হইবে । সুতরাং নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও, সাধারণের উপকারার্থ জ্ঞানিগণেরও নিত্য-নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়াকলাপ অবশ্য কর্তব্য । এই গীতাশাস্ত্রেই ভগবান্ বলিয়াছেন,— “নমো পার্থাং ভক্তিকর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু ভিক্ষন । নানবাস্তবমবাপ্তব্যাং বর্ত্তে এব চ কর্মণি । যদি ব্রহ্ম ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতঃ । মম বর্ত্ত্যহু বর্ত্তন্তে মল্লকাঃ পার্থ সর্বশঃ । উৎসীদেয়মিমে লোকা ন কুর্থাৎ কর্ম চেনহম্ । সক্ষরন্ত চ কর্ত্তাত্মনুপহন্তামিমাঃ প্রজাঃ ।” ইত্যাদি স্তবীয়াখ্যায়ের বাবিশ্লিষি প্রকৃতি লোকের তাৎপর্য্যে এই বিষয় বিশেষ রূপে বিবৃত করা যাইবে ।—পণ্ডিত নরচন্দ্র শিরোমণি ।

দয়ের উত্তর কালেও তদ্রূপই কর্ম-প্ররুতি দেখা যাইতেছে ; অতএব তাহা কর্ম নহে, কর্মভাসমাত্র, এইরূপ কল্পনা কিরূপে করা যাইতে পারে ? এবং বিধি আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই যে, স্বর্গাভিলাষি কামি পুরুষগণ, অগ্নিহোত্রাদি কর্মের অনুষ্ঠানার্থ অগ্নি গ্রহণ করিয়া, অগ্নিহোত্রাদি কাম্যকর্মে প্ররুত হইলে, তত্তৎ কর্ম অর্দ্ধসমাপ্তির পর যদি কোন কারণ বশতঃ ঐ কামনা নষ্ট হয়, এবং উক্ত পুরুষ অগ্নিহোত্রাদি কাম্যকর্ম হইতে নিরুত হয়, তবে তাদৃশ কামি পুরুষের অর্দ্ধসম্পন্ন কর্ম, যেমন অস্থান কাম্যকর্মের স্থায় অভিলষিত ফলপ্রদান করে না, তদ্রূপ তত্ত্ববিদ্যাণের নিষ্ফলরূপে অনুষ্ঠিত ক্রিয়া সকলও কর্ম নহে, অর্থাৎ তাদৃশ কর্ম পুরুষের সংসার-বন্ধনের কারণ হয় না । অতএব তাহা কর্মভাসরূপে পরিগণিত । ভগবান্ এই গীতা শাস্ত্রে বলিয়াছেন, “কর্ম করিলেও তাহা কর্ম নহে; এবং তদ্বারা পুরুষ লিপ্তও হয় না” ইত্যাদি । অতএব জ্ঞানই মুক্তির প্রয়োজক ।

আর “কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমান্বিতা জনকাদয়” ইত্যাদি (৩য় । ২০শ) শ্লোকে যে কর্ম পদের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা তত্ত্বজ্ঞ ও অতত্ত্বজ্ঞ উভয়পক্ষেই বিভাগ করিয়া অর্থ করিতে হইবে । যথা ; জনক প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব রাজর্ষিগণ তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও যে কর্মে প্ররুত হইয়াছেন, তাহা অকীয় স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত নহে ; তাঁহারা কেবল লোক-শিক্ষার্থই কর্মে প্ররুত হইয়াছেন । “গুণা গুণেষু বর্তন্তে,” অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে বর্তমান থাকে ; জ্ঞানি পদবাচ্য আত্মা অর্থাৎ পুরুষ বিষয়াগত নহে ; এরূপ বিবেচনা করিয়াই তাঁহারা কর্মে প্ররুত হইয়াছিলেন । যেহেতু তাদৃশ ভাবে কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে, তত্ত্বজ্ঞ আত্মার কোন ক্ষতি হইবে না, ইহা তাঁহারা বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন । অতএব জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ, কামনাবিহীন কর্ম সহকৃত, জ্ঞান দ্বারা কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন—কখন কর্ম পরিত্যাগ করেন নাই । তত্ত্বজ্ঞ পক্ষে এরূপ অর্থ । আর যদি তাঁহাদিগকে-অতত্ত্ববিৎ বলিয়া মনে করা যায়, অর্থাৎ তাঁহারা আত্মতত্ত্ববিষয় সম্যক্ জ্ঞাত ছিলেন না বলা যায়, তবে বিধি অনুসারে কর্ম-ফল জগদীশ্বরে সমর্পণ পূর্বক, তাঁহারা অনুষ্ঠিত কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি, বা জ্ঞানোৎপত্তিরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বলিতে হইবে । অতত্ত্বজ্ঞ পক্ষে এরূপ অর্থ জানিবে । ভগবান্ এই গ্রন্থের উক্ত-

রাংশে বলিয়াছেন, “নত্বশুদ্ধয়ে, কৰ্ম কুৰ্ব্বন্তি” ইত্যাদি, অর্থাৎ সাধকগণ চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত কৰ্ম করেন। অতএব কেবল জ্ঞান হইতেই মোক্ষ প্রাপ্তি হইবে, ইহাই গীতা শাস্ত্রে অবধারিত হইল। প্রকরণানুসারে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া যথাস্থানে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অবধারিত বিষয় প্রদর্শন করিবেন।

ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য শ্রীভগবানের উক্তি এইরূপে সমাপ্ত করিতেছেন। হে অৰ্জুন! তুমি দেহের স্বভাবজ্ঞান না, এবং দেহের অতিরিক্ত যে আত্মা তাহার প্রকৃতিও জান না। আত্মার জন্ম দেহের জন্মাধীন নহে এবং আত্মার বিনাশ দেহের মরণাধীন নহে। আত্মার জন্মও নাই, মরণও নাই। এই কারণে তজ্জন্ত শোক অকৰ্ত্তব্য। দেহ অচেতন; জড় পদার্থ যেরূপ পরিণাম ধর্ম্মশীল দেহও তদ্রূপ; এবং তাহার পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ও নাশ ঘটয়া থাকে। অতএব তাদৃশ দেহের নিমিত্তও শোক অকৰ্ত্তব্য।

শ্রীচৈতন্যচরণানুগত শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ এই শ্লোকে নিম্নলিখিত রূপ অভিপ্রায় বিবৃতি করিয়াছেন। “মখে। আমায় ক্ষমা কর, আমি যুদ্ধ করিব না।” এই বলিয়া অৰ্জুন নীরব হইলে, ভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোকে তাঁহার সেই বুদ্ধিকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, দেখ অৰ্জুন! শোক প্রকাশ তোমার কৰ্ত্তব্য নহে। কেন না, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, দুইটি দেহের মধ্যে কোন দেহটি বিনষ্ট হইবে বলিয়া তুমি শোক করিতেছ? স্থূল দেহের জন্ত শোক করিতে পার না, কারণ স্থূল দেহ ত বিনষ্ট হইবেই। সূক্ষ্ম দেহের জন্তও শোক হইতে পারে না; যে হেতু মুক্তির পূর্বে তাহা কিছুতেই বিনষ্ট হইবে না। আর স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহ-বিশিষ্ট যে অনন্ত আত্মা, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যেও শোকের অবকাশ নাই। কারণ, জন্ত পদার্থমাত্রেরই যে ছয়টি বিকার, পরিলক্ষিত হয়, আত্মাতে তাহা নাই। আত্মা নিত্য; সূত্রাত্মা বাঁহারা দেহ ও আত্মার স্বভাব অবগত আছেন, তাঁহাদিগের শোকের কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব যাহা অশোচ্য তাহাকে শোচ্য বলিয়া মনে করা ভ্রম মাত্র। এরূপ ভ্রম সাধারণের হইতে পারে; কিন্তু তুমি পণ্ডিত, ইহা কখনই তোমার বোধ্য নহে। আরও দেখ অন্য শাস্ত্র অপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্রের বল অধিক, এ কথা অস্বীকার্য্য নহে (১২০ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); কিন্তু জ্ঞানশাস্ত্র আবার সেই ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা অধিকতর বলবান্

দীকার পূজাপাদ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' এই শ্লোক উপলক্ষে নিম্ন-
লিখিতরূপ অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন,—অৰ্জুন স্বধৰ্ম্ম-সঙ্গত যুদ্ধে
স্বয়ং ইচ্ছাপূৰ্ব্বক প্রৱত্ত হইলেও, সমরক্ষেত্রে আগমন করার পর, তাহার
হৃদয়ে দুই প্রকার মোহের উদ্ভব হইল। অজ্ঞতা বশতঃ, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ
এতদুপাধিত্রয়ে আরত, সৰ্ববিষয়ে নির্লিপ্ত ও স্বপ্রকাশ স্বরূপ আত্মাকে
মরণশীল, এবং ক্ষণবিশ্বংসী দেহকে সত্য ও স্থায়ী মনে করিয়া, সকল প্রাণী
মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অৰ্জুনের হৃদয়েও, আত্মীয়নাশ ভয়ে, তাদৃশ এক-
বিধ সাধারণ মোহ উপস্থিত হইল। আর যুদ্ধরূপ স্বধৰ্ম্মসঙ্গত কার্য্যকে
হিংসাদি-বহুল, সুতরাং অধৰ্ম্মানুষ্ঠান মনে করিয়া, অৰ্জুনের ইন্দ্রিয়গ্রাম
যে মোহজনিত বিকলতা প্রাপ্ত হইল, তাহা অসাধারণ মোহ; কারণ তাদৃশ
মোহ সত্ত্ব প্রাণীর হৃদয়ে আবির্ভূত হয় না; অধুনা সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত
অৰ্জুনের অন্তরে মহা তাহার উদ্ভব হইল। উপাধিত্রয়ের বোধ সহকৃত
আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব ও স্বরূপ জ্ঞান জন্মিলে, উজ্জ্বলিত সাধারণ মোহ বিদূরিত
হইতে পারে; এবং যুদ্ধে প্রাণিহিংসা অবশ্যস্বাভাবী হইলেও, ক্ষত্রিয়ের তাহা

* শরীর তিন প্রকার; কারণ শরীর, লিঙ্গ শরীর এবং স্থূল শরীর। “শীর্ষ্যতে তত্ত্বজ্ঞানেন
সত্ত্বভীতি শরীরঃ” ভবজ্ঞান হইলে নাশ প্রাপ্ত বলিয়া ইহাদের নাম শরীর। কি কারণ, কি সূক্ষ্ম
কি স্থূল এই তিনই শরীর, অর্থাৎ তিনই তত্ত্বজ্ঞান হইলে নাশ প্রাপ্ত হয়। এই তিন শরীরের
নাশ হইলেই জীবায়া ও পরমায়া দুই এক হইয়া যায়। “অবিদ্যাবশগদ্ব্যনন্তৈবৈত্র্যাদনেকধা।
স। (অবিদ্যা) কারণশরীরং ত্রাৎ প্রাজ্ঞতজ্ঞাতমানবান্॥” ইতি পঞ্চদশী। স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই
শরীরের আদি কারণ বলিয়া অবিদ্যার নাম কারণশরীর।

কৈশরেচ্ছার তমোগুণপ্রধান প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অপকীকৃত পঞ্চ মহাভূতের (আকাশ,
পথন, অনল, জল, পৃথিবী) পঞ্চ সাব্বিক অংশ হইতে “শ্রেয়, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ” এই
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় জন্মপরিগ্রহ করে। এবং ঐ পঞ্চ সাব্বিক অংশ একত্রিত হইলে তাহা হইতে
“অন্তঃকরণ” জন্ম লাভ করে। অন্তঃকরণ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, প্রথম মন, দ্বিতীয়
বুদ্ধি। উক্ত পঞ্চ মহাভূতের পঞ্চ রাজসিক অংশ হইতে “বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপহৃ” এই
পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সজ্জাত হয়। এবং ঐ পঞ্চ রাজসিক অংশ একত্রিত হইলে তাহা হইতে “প্রাণ”
সমুৎকৃত হয়। প্রাণও প্রধানতঃ, “প্রাণ অপান, সমান; ব্যান ও উদান” এই পঞ্চভাগে বিভক্ত।
উক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ পদার্থ একত্রিত হইয়া
সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর সমুৎপন্ন হয়। “বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণপঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিরা। শরীরং সপ্তদশভিঃ
সূক্ষ্ম তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥” ইতি পঞ্চদশী ॥ ঐ অপকীকৃত পঞ্চ মহাভূত পঞ্চীকৃত হইলে অর্থাৎ পাঁচ
পাঁচ মিশিয়া যাইলে তাহা হইতে ত্র্যক্ষণ, চতুদশ ভুবন, সৰ্ব্ববিধ জরায়ুজাদি প্রাণীসমুদয়, এবং
বহুবিধ ভোগ্যপদার্থরূপ স্থূলশরীর সমুৎপন্ন হয়। “তৈ (তৈঃ—পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতৈঃ) রণ্ডন্ত
ভুবনং ভোগ্যভোগ্যপ্রমোদনঃ ॥” ইতি পঞ্চদশী।

অধর্ম, অতরাং তদনুষ্ঠানে অধর্ম নাই, এরূপ বোধ ক্ষণ্মিলে, অর্জুনের অসাধারণ মোহও অপগত হইতে পারে। অর্জুনের উল্লিখিতরূপ ভ্রমস্বরূপ নিবারণার্থ তদীয় হৃদয়জাত শোকের কারণ নিবৃত্তি করা আবশ্যক; তজ্জন্য অন্য কোনরূপ সাধনার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া, শ্রীভগবান্ এই শ্লোক হইতে স্বাভিপ্রায় বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিচার-জনিত আত্মতত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণ, মৃত বন্ধুগণের বিরোধে, বা জীবিতগণের বিরোধাশঙ্কায়, কখনই মুহুমান হন না। তাঁহারা সমাদি-দশায় অর্থাৎ যখন ভগবচ্চরণ-চিন্তনে নিযুক্ত থাকেন, তখন এতাদৃশ কোন আভাসই তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না; আর ব্যুত্থান সময়ে, অর্থাৎ সমাদির বিরামকালে, শরীর ও আত্মার পার্থক্য, শরীরের ক্ষণবিধ্বংসিতা এবং আত্মার অবিনাশিতা বিষয়ে অদৃঢ় বিশ্বাস থাকায়, তাঁহারা অণুমাত্র কাতর হন না। যে ব্যক্তি অন্ধকারে নিপতিত সর্পবৎ রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই জানেন, তাঁহার যেমন তদদর্শনে সর্পভ্রম ও তজ্জনিত ভীতি বা অন্ধকম্পনাদি জন্মে না এবং পিত্তবিকার-জনিত ব্যাদিগ্রস্ত ব্যক্তির কথম গুড়ও তিক্তরস বলিয়া বোধ হইলেও, গুড়ের মধুরতা সম্বন্ধে নিশ্চয় বিশ্বাস থাকায়, তিক্ত সেবনেচ্ছা হইলে, কথম গুড় ভোজনে অভিলাষ জন্মে না, তদ্রূপ আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা দূরীকৃত হইলে, এরূপ অনর্থক শোক অবশ্যই অপগত হইবে। সত্য বটে বশিষ্ঠাদি * মহাপুরুষেরা নিরতিশয় শোক মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু সে শোক তাঁহাদের প্রারম্ভ কর্মফল বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। শিষ্টগণের ধর্মবুদ্ধির অনুগামী লৌকিক ব্যবহার ও সর্বা-চারই শিষ্টাচার এবং তাহাই অনুকরণীয়; কিন্তু তাঁহাদের অযুক্তিত নিন্দিত ক্রিয়াকলাপ কখনই অনুকরণযোগ্য নহে। তুমিও পণ্ডিত, এরূপ শোক তোমার অকর্তব্য।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমল্লীলকঠ সূরি এই শ্লোকের টীকায় নিম্নলিখিত

* মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি একদা রাজা কন্যাধিপাদ কর্তৃক প্রহারিত হইয়াছিলেন। ক্রোধাচ্ছন্ন মনিন্দন, রাজা কন্যাধিপাদকে নরভক্ষক রাক্ষস হইবার নিমিত্ত, অভিপাণ প্রদান করিলেন। অভিপাণ রাজা রাক্ষস হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে করিতে একদিন উল্লিখিত শক্তিকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, তাঁহাকে ধারণ ও ভক্ষণ করিলেন এবং ক্রমশঃ শক্তির কনিষ্ঠগণকেও একে একে ভক্ষণ করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইলেন এবং দুঃসহ শোকাবেগে বিকলচিত্ত হইয়া বাসুদেব আশ্রয়স্থান চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে অন্তর্ভুক্ত শক্তি পরিত্যক্ত;

কথার অবতারণা করিয়াছেন। শরীর নাশে আত্মনাশ হইবে এবং স্বধর্ম-সঙ্গত যুদ্ধে অধর্ম হইবে, অর্জুনের এই দ্বিবিধ মোহ উপস্থিত হইল। তখন শ্রীভগবান্, ব্রহ্মবিদ্যার সূত্রপদরূপ বিংশতি শ্লোক দ্বারা, তদীয় সেই শোক মোহ অপনোদনার্থ, বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, দেহাদি উপাধি * নষ্ট হইলেও, অবিনাশী আত্মার নাশ হয় না। আকাশের স্তায় নাশরহিত শোকের অযোগ্য ভীষ্মাদিষজ্ঞনগণের নিমিত্ত তুমি কেন শোক করিতেছ? প্রাণই ইষ্ট পদার্থ, দেহ কিছুই নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন, “প্রাণই পিতা, প্রাণ মাতা এবং প্রাণ আচার্য্য” ইত্যাদি। জীবিত পিতাদিকে কেহ অবজ্ঞামাত্র করিলে লোকে তাহাকে শত দিক্কার প্রদান করে; কিন্তু বিগত-প্রাণ হইলে, তাঁহাদিগকে চিতায় দক্ষীভূত করিলেও, লোকে তাহার কোনরূপ নিন্দা করে না। আত্মার চৈতন্যময়তা এবং দেহের চৈতন্য-বিহীনতা দেখিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে যে, আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র। যদি দেহের চৈতন্য থাকিত, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তিও চৈতন্য লাভ করিতে পারিত। সেই জন্যই দেহনাশে আত্মনাশ হইবে বলিয়া তোমার যে বোধ জন্মিয়াছে, তাহাতে তোমার মূর্খতাই প্রকাশিত হইতেছে।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পূর্বোক্তরূপ অভিপ্রায় প্রকটিত করিয়া, উপসংহারকালে নিম্নলিখিতরূপে ভগবদ্বক্তা ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। আত্মার নাশ নাই। ভীষ্মাদি এই সকল লোক স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহধারী আত্মা-মাত্র। অতএব তাঁহাদের নাশ স্মরণ করিয়া শোকের কোনই কারণ নাই। তুমি পূর্বে অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা ধর্মশাস্ত্রকে বলবান্ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছ। জ্ঞান-শাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র অপেক্ষাও বলবান্ ইহাই আমি বলিতেছি। কারণ জ্ঞান জন্মিলে মায়া দূরীভূত হইবে এবং প্রজ্ঞাচক্ষে আত্মা ও দেহের পার্থক্য দর্শন করিয়া বন্ধুনাশ-জনিত শোক-মোহ বিনষ্ট হইবে।

গর্তে স্বীয় বংশধর অবস্থান করিতেছেন জানিতে পারিয়া আত্মহত্যার প্রযত্ন হইতে বিরত হইলেন। বশিষ্ঠের পৌত্র এবং শত্রু-র সেই পুত্র পরাশর নামে কালক্রমে বিখ্যাত হইলেন।

* উপাধি।—“বিশেষ্যে অনন্য যদে তদিতর ব্যাবর্তকত্বমুপাধিৎ। যথা কাকোপলব্ধিতং দেব-দত্তগৃহং। ইতি উপাধি লক্ষণং।” যে নিকটে থাকিয়া আপনায় গুণ সমীপস্থ বস্তুতে আরোপ করে সেই উপাধি। জবা পুষ্প ফটিকের নিকটে থাকিয়া স্বাপনার বোহিত্য ফটিকে আরোপিত করে বলিয়া জবা ফটিকের উপাধি। জ্ঞানও চৈতন্যের সন্ন্যাসে থাকিয়া আপনায় গুণদোষ চৈতন্যে আরোপিত করে বলিয়া চৈতন্যের উপাধি। যে বাহার উপাধি সে তাহার উপহিত। চৈতন্যের উপাধি জ্ঞান, সত্ত্বা চৈতন্য জ্ঞানের উপহিত।—পণ্ডিত কালীদাস বেদান্তবাণীশ।

অতঃপর সমালোচ্য শ্লোকের ভাব নিম্নে বিবৃত হইতেছে । অর্জুন যুদ্ধ করিব না বলিয়া নীরব হইলে, শ্রীভগবান্ ঈশ্বরাকান্ত সহকৃত যে সকল মধুরবাণে স্বকীয় সৌভাগ্যবান্ সখার ভ্রমাপনোদন করিয়াছিলেন সমগ্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সেই জ্ঞান-সৌধের প্রথম সোপান । যে পরম তত্ত্বজ্ঞান গীতা শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তাহার শুভানুষ্ঠান এই স্থান হইতেই সূচিও হইতেছে । শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে অর্জুনকে বলিতেছেন, হে সখ্যে ! হারা কখনই শোকের বিষয়ভূত নহেন, তুমি অনর্থক তাঁহাদের নিমিত্ত শোকে কাতর ও অবসন্ন হৃদয় হইয়াছ এবং এই সকল যুদ্ধার্থি-আত্মীয়গণকে দেখিয়া, “আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতেছে” ইত্যাদি (১ম অধ্যায়, ২৮ শ্লোক) ব্যাক্যে অশ্রব জাত দুঃসহ শোক পবিত্র করিতেছ । “কোথা হইতে এই দারুণ সময়ে তোমার এই মোহ উপস্থিত হইল ?” ইত্যাদি (২য় অধ্যায়, ২ শ্লোক) নানাভাবে আমি তোমাকে কর্তব্য পথে আকৃষ্টচিত্ত করিতেছি ; তথাপি তুমি “কিন্তু যে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্মাদির সঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিব” ইত্যাদি (২য় অধ্যায়, ৪ শ্লোক) পণ্ডিত জনোচিত বাক্যব্যয় করিয়া আমাকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস করিতেছ । কিন্তু তুমি কদাপি পণ্ডিত পদবাচ্য নহ এবং যে পরমা প্রজ্ঞা হৃদয়োগ্রতির নিদর্শন, তাহার লেশ মাত্রও তোমাতে নাই । মোহে প্রজ্ঞাব্যক্তিগণ, কখনই বিগতজীব হৃদয়গণের বিরোধে, বা সর্গীয় বস্তুগণের বিরোধোৎসাহায় ব্যাকুল হইয়া, তোমার স্থায় চলচ্চিত্ত ও কর্তব্যবিমুখ হইয়া না । তুমি অপণ্ডিত হইলেও, তোমার বর্তমান ব্যবহার দেখিয়া তোমাকে মূঢ় বলাই সম্ভব । তোমার পরমা প্রজ্ঞার পরিচয় কিছুই দেখিতে পাইতেছি না । কলতঃ তোমার স্থায় পণ্ডিত ব্যক্তির এরূপ তর্ক ও ব্যবহার কখনই শোভা পায় না । ভাবিয়া দেখ, এই অনন্ত বিশ্বের বাবতীয় অড়পদার্থ পরিবর্তনশীল ও পরিণতিপ্রবণ ; কিন্তু বাবতীয় পরমাত্মা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী । তুমি বাহ্যকে মূঢ় বলিয়া জ্ঞান করিতেছ এবং যে ঘটনা নিত্যন্ত শোকসম্ভাপকর বিবেচনায় কাতর হইতেছ, বস্তুতঃ তাহা জড় দেহের পরিণতি ও অবস্থান্তর মাত্র । দেহাধিষ্ঠিত অথচ দেহাতিরিক্ত, দেহ-চৈতন্যের কারণ, অণুচ কেবল উপাধিরূপে দেহের সহিত সংযুক্ত যে পরমাত্মা, তাহার নাশ নাই, ধ্বংস নাই, রূপান্তর নাই ; মূঢ় তাহার অস্ত্র বিধানের বা অবস্থান্তর সাধনে অক্ষম । অব্যবহিক মানবগণ, দেহের

অবস্থান্তর দেখিয়া, আত্মার নাশ হইল মনে করিয়া, শোক-সন্তপ্ত হইয়া থাকে । বিবেকী ব্যক্তিবর্গ, মৃত্যুকে কেবল মাত্র দেহের অবস্থান্তর জানিয়া তৎক্ষণাৎ কদাপি শোকমোহে অভিভূত হন না । সম্মুখস্থ সমরক্ষেত্রে সমাগত বীরবৃন্দকে দর্শন করিয়া ও তাঁহাদের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা আলোচনা করিয়া তুমি নিতান্ত কাতর ও ব্যাকুল হইতেছ । ইহাতে পরমাত্ম-বিষয়ে তোমার জ্ঞানের একান্ত অভাবই প্রতিপাদিত হইতেছে । তুমি পঞ্চভুতময় ও রূপান্তরসহ দেহকেই আত্মীয় ও পরমধন বলিয়া জ্ঞান করিতেছ ; দেহাতীত সেই যে চৈতন্যস্বরূপ জনন-মরণ-বিরহিত আত্মা, তাহার কথা তুমি মনেই করিতেছ না । হে ভ্রান্ত ! হে মরণ-ভীতি-ব্যাকুলিত-চিত্ত সখে ! তুচ্ছ, লজ্জাজনক ও মূর্খজন-সম্ভব ভ্রান্তি পরিহার করিয়া, এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপারের পর্যালোচনায় হৃদয়কে একবার বিনিবিষ্ট কর ; কে তুমি, কে ভীষ্ম, কে দ্রোণ, কে দুৰ্য্যোধন, কে আমি ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ । জ্ঞানালোকে অন্তরস্থ অন্ধকার অপগত হইলে দেখিতে পাইবে, এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিশাল বারিনিধির বক্ষে তোমার ঐ ভীষ্মাদি গুরুজন, যুধিষ্ঠিরাদি সহোদরবর্গ, দুৰ্য্যোধনাদি জাতিগণ এবং অন্যান্য আত্মীয় কুটুম্ব ও সহৃদয়গণ, ক্ষুদ্র জলবুদবুদের ন্যায় ভাসমান রহিয়াছেন । তুমি বায়ু প্রক্ষেপে সেই জলবুদবুদ বিচ্ছিন্ন করিয়া না দিলেও, তাহা অচিরে বিলীন হইয়া যাইবে এবং আপনার জলবায়ুর সহিত মিশাইয়া দিবে । মানবদেহও সলিলোপরি নর্ভনশীল ঐ অতি সামান্য বুদবুদের ন্যায় ক্ষণ-বিক্ষণসী ক্ষুদ্র পদার্থ । তাহাকে চিরস্থায়ী ও পরম আত্মীয় জ্ঞান করিয়া, শোককাতর ও ব্যাকুল হওয়া তোমার ন্যায় অপণ্ডিত ব্যক্তির কদাচ উচিত হয় না ॥ ১১ ॥

—:):):):—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বৈ বরমতঃ পরম্ ॥ ১২ ॥

অর্থঃ ।—অহং (শ্রীকৃষ্ণঃ) জাতু (কদাচিত্) ন আসং [ইতি]

এব ন তু [তথা] ত্বং (অর্জুনঃ) ন [আসীঃ এব ন তু] [তথা]

ইমে জনাধিপাঃ (নরপতয়ঃ) ন [আসন্ এব ন তু] চ অতঃ পরং

পাঠান্তর ।—ইতঃ পরম্ ।

(দেহান্ধশাহুতরকালে) বসন্তসর্কে (অহং, ত্বং, রাজানঃ) ন ভবিষ্যমঃ
(স্থান্ধামঃ) [ইতি] এব ন ॥ ১২ ॥

প্রতিশব্দ ।—আমি কখন ছিলাম না [ইহা]-ও কিন্তু নহে [সেই-
রূপ] তুমি [ছিলে নাও কিন্তু] নহে [সেইরূপ] এই সকল ভূপৃতি-
গণ [ছিলেন না ও কিন্তু] নহেন এবং ইহার পরে আমরা সকলে হইব
না [ইহা]-ও নহে ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা ।—পূর্বকালে আমি ছিলাম না এমন নহে, সেইরূপ তুমি
ছিলে না এমনও নহে, এবং এই নরপতিগণ ছিলেন না এমনও নহে ।
উত্তরকালেও যে আমরা সকলে জন্মিব না এরূপও নহে ॥ ১২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কুতস্তে অশোচ্যাঃ ? যতো নিত্যাঃ, কথং ? ন তু এব জাতু কনা-
চিৎসং নশিৎ কিম্বাসমেব, অতীতেষু দেহোৎপত্তিবিনাশেষু ঘটাদিষু বিবিদ্যু নিত্যমেবাহ-
মাসমিত্যভিপ্রায়ঃ । তথা ন ত্বং নাসীঃ কিম্বাসীয়েব, তথা নেমে জনাষিণা নাসন্ কিম্বাস-
মেব, তথা ন চৈব ন : ভবিষ্যমঃ কিন্তু ভবিষ্যম এব সর্কে বসন্ত, অতোহন্থদেহবিনাশাহুতর-
কালেহপি ত্রিষপি কালেষু নিত্যা আত্মব্রহ্মণেণৈতর্য্যঃ । দেহভেদদাহবৃত্ত্যা বহুবচনং নাশ-
ভেদাভিপ্রায়েণ ॥ ১২ ॥

আনন্দগির্নি ।—নিত্যত্বশোচ্যে কারণমিতি সূচিতং বিবেচয়িতুং প্রমপূর্বকং
প্রতিজানীতে কুত ইত্যাদিনা । নিত্যত্বমিচ্ছং প্রমাণভাবাদিতি চোদয়তি কথমিতি ।
আত্মা ন জায়তে প্রাগভাবশূন্যদ্বারবিবাহাদিতি পরিহরতি ন ভবেতি । কিঞ্চাত্মা
নিত্যো ভাংয়ে সত্যজ্ঞাত্বাভ্যতিরেকে ঘটবদিত্যনুমানান্তরমাহ ন চৈবেতি । যন্ত
কৈশ্চিদানুযাখ্যায়া জিজ্ঞাসিতং ভগবানুপদিশতি ন ত্রিত্যাদিনা শ্লোকচতুষ্টয়েনেত্যাদিষ্টং
তদসংশেষবচনে হেতুভাবং, সর্কট্রৈবানুযাখ্যায়াপ্রতিপাদনাবিশেষাদিত্যাশয়েন “পদচ্ছেদ্য
পদার্থোক্তিকিঞ্চিৎকো বাক্যযোজনা” ইতি ত্রিতরমপি ব্যাখ্যানাকং প্রতিপাদয়তি ন ত্রিত্যাদিনা
নশ্যন্তেনো দেহোৎপত্তিবিনাশরৌপ্যপ্তিবিনাশপ্রসিক্করকৃতমুমানবরণং প্রসিক্কিবিকৃতম
কালাত্যয়াপদিষ্টমিষ্টমিতি নেতাহ অতীতেষু । চরাচরব্যাপাশ্রয়স্ত স্তাদিতি জ্ঞানেনান্মনো
জ্ঞানবিনাশপ্রসিক্করৌপ্যাদিকজ্ঞানবিনাশাবিস্রবান্নিকপাদিকস্য তস্ত জ্ঞানাদিরাহিত্যমিতি ভাবঃ ।
মতপি তবৈবমত জ্ঞানরাহিত্যং তথাপি কথং মমৈত্যাশঙ্ক্যাহ তথেনি । তথাপি জীৱানীনাং
কথং জ্ঞাতাবস্তজাহ তথা নেম ইতি । দ্বিতীয়মুমানং প্রপঞ্চয়ন্তুস্মার্কং ব্যাচষ্টে তথেন্যাদিনা ।
নহু দেহোৎপত্তিবিনাশরৌপ্যানো জ্ঞাননাশাবেহপি মহাসর্গমহাপ্রলয়রোত্তরান্নিবিফুল্ল-
দৃষ্টান্তস্ত্যা জ্ঞানবিনাশাবেষ্টব্যাবিত্যাশঙ্ক্য নান্মাশ্রুতেনিতি জ্ঞানেন পরিহরতি ত্রিষপীতি ।
যাবদিকারন্ত বিতাপো লোকবদ্বিতি জ্ঞানেন ভিন্নত্বাদিকারিত্বদ্বান্মানুসীয়েতে, ত্রিষপীতি বহুবচন-
প্রয়োগপ্রতিপত্তিযাশঙ্ক্যাহ দেহেনি ॥ ১২ ॥

—**ব্রাহ্মাণ্ডজ্ঞান** ।—প্রথমঃ ভাবদীক্ষানাং স্বভাবঃ শূণ্ণ । অহং সৰ্বেশ্বরস্তাবদতো বর্তমানাং পূৰ্ব্বস্মিন্নাদৌ কালে ন নাসং অপিত্বাসং, তদ্ব্যবহৃত্যেতৎ কালিত্বাৎ ন নাসন্, অপিত্বাসন্, অহং যুগলং সৰ্বে বয়মতঃ পরমস্বাদনস্তয়ে কালে নষ্টেব ন ভবিষ্যামঃ, অপিত্ব ভবিষ্যামঃ এব । যথাহং সৰ্বেশ্বরঃ পরমাত্মা নিত্য ইতি নাত্র সংশয়ঃ, তথৈব ভবন্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞা আত্মানোগোহপি নিত্যো এবেতি মন্তব্যঃ, এবং ভগবতঃ সৰ্বেশ্বরাদাত্মানাঞ্চ পরস্পরং ভেদঃ পারমার্থিক ইতি ভগবত্বেবোক্তমিতি প্রতীয়তে । অজ্ঞানমোহিতং প্রতি তদ্বিত্ত্বয়ে পারমার্থিকনিত্যত্বোপদেশসময়ে অহং ভগবতঃ সৰ্বে বয়মিতি ব্যাপদেশাৎ ঔপাধিক্যাত্মভেদ-বাদে হ্যাত্মভেদভাবাত্মিকত্বেন তদ্ব্যাপদেশসময়ে ভেদনির্দেশো ন সম্ভবতি । ভগবত্ত্বাত্ম-ভেদঃ স্বাভাবিক ইতি প্রতিপত্ত্যাহ, “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনামেকো বহুনাং নো বিদধাতি কামান্” ইতি নিত্যানাং বহুনাং চেতনানাং য একশ্চেতনো নিত্যঃ স কামান্ বিদধাতীত্যর্থঃ । অজ্ঞানকৃতভেদদৃষ্টিবাদে তু পরমপুরুষস্ত পরমার্থত্বদৃষ্টে-নির্কিংশেষকুটুহনিত্যচৈতন্যাত্মবাণ্যাত্মাশাফাৎ কারামিত্বজ্ঞানতৎকার্য্যতয়া অজ্ঞানকৃতভেদ-দর্শনং তদ্ব্যাপদেশাদিবািব্যবহারশ্চ ন সম্ভবতি । পরমপুরুষোহপ্যজ্ঞ ইতি পক্ষে^১ অজ্ঞান-শাক্যং পরমপুরুষবাক্যজ্ঞানমূলমিথ্যার্থত্বে বিশেষাভাবান্ন তদ্ব্যাপদেশরূপত্বম্ । অথ পরমপুরুষস্তাধিগতত্বজ্ঞানস্ত বাধিতান্নবৃত্তিরূপমিদং ভেদজ্ঞানং দৃষ্টপটাদিবন্ন বন্ধক-মিত্যুচ্যতে ? নৈতদুপপত্ততে । মরীচিকাজলজ্ঞানাদিকং হি বাধিতমমুর্বর্তমানমপি ন জলাহরণাদিপ্রবৃত্তিহেতুঃ । এবমত্রাপ্যত্বজ্ঞানেন বাধিতং ভেদজ্ঞানমমুর্বর্তমানমপি মিথ্যার্থ-বিষয়বিশিষ্টম্যাপদেশাদিপ্রবৃত্তিহেতুর্ভবতি । নচেশ্বরস্ত পূৰ্ব্বমজ্ঞস্য শাস্ত্রাধিগতত্ব-জ্ঞানতয়া বাধিতান্নবৃত্তিরূপকং শক্যতে । তথাচ প্রতিঃ, “যঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিৎ । পরাস্ত পুণ্ডরীকবিধৈব ক্রমতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।” “বেদাহং সমস্তীতানি বর্তমানানি চার্জ্জুন ।” ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতিবিরোধঃ । কিঞ্চ পরমপুরুষভেদানীন্তনগুরুপরস্পরায়াম্শ-দ্বিতীয়ায় স্বরূপ নিশ্চয়ে সতি অমুর্বর্তমানেহপি ভেদজ্ঞানে অনিশ্চয়ান্নরূপমদ্বিতীয়ায় স্বজ্ঞানং কৃত্বৈ উপধিশীতি ব্যক্তবান্, প্রতিবিষয়ং প্রতীয়মানেভ্যোহর্জ্জুনাদিত্য ইতি, চেদ্বৈতদ্রুপ-পন্যতে, ন হ্যমুদ্বৈতঃ কোহপি মণিকুপাণদর্পণাদিষু প্রতীয়মানেষু স্বায়প্রতিবিম্বেষু তেষাং স্বায়নোহুদ্বৈতঃ জানংভেদঃ কমপার্থমুপদিশতি । বাধিতান্নবৃত্তিরপি তৈর্ন^২ শক্যতে বক্তুং বাধকেনাদ্বিতীয়ায় স্বজ্ঞানেনাস্বব্যতিরিক্তভেদজ্ঞানধারণতাপ্যজ্ঞানাদের্কিনষ্টত্বাৎ । বিচক্ষজ্ঞানাদৌ তু চত্বৈকত্বজ্ঞানেন পারমার্থিকভিমিরাদিদোষস্ত বিচক্ষজ্ঞানহেতোরবিনষ্টত্বাধিভান্নবৃত্তিবুজ্ঞা । অমুর্বর্তমানমপি প্রবলপ্রমাণবাধিতত্বেনাকিঞ্চৎকরম্ । ইহ তু ভেদজ্ঞানস্ত ‘সবিসয়স্ত সকারণ-’ জ্ঞাপারমার্থিকত্বেন বস্তবাণ্যজ্ঞানবিনষ্টত্বান্ন কথঞ্চিদপি বাধিতান্নবৃত্তিঃ সম্ভবতি । অতঃ সৰ্বেশ্বরভেদানীন্তনগুরুপরস্পরায়াম্শ ত্বজ্ঞানমস্মীতি, চেদ্বৈদদর্শনতৎকার্য্যোপদেশাদ্যসম্ভবঃ ভেদদর্শনমস্মীতি চেৎ, অজ্ঞানস্ত তদ্বৈতোঃ হিতবেনাজ্ঞানদেব স্তত্রায়ুপদেশো ন সম্ভবতি । কিঞ্চ গুরৌরদ্বিতীয়ায় স্বজ্ঞানাদেব ব্রহ্মজ্ঞানস্ত সকার্য্যস্ত বিনষ্টত্বাচ্ছিয়াং প্রত্যাপদেশো

নিপুণরাজনঃ । গুরোন্তজ্ঞানঞ্চ কল্পিতমিতি চেৎ শিষ্যতজ্ঞানয়োঃপি কল্পিতত্বাৎ তদপ্য-
নিবর্তকং, কল্পিতত্বেহপি পূর্ববিরোধিত্বেন নিবর্তকমিতি চেৎ তদাচার্য্যজ্ঞানেহপি সমানমিতি
তদেব নিবর্তকং ভবতীত্যুপদেশানর্থক্যমেবেতি কৃতমসমীচীনবানৈরনিত্যৈঃ ॥ ১২ ॥

হনুমান্ ।--কুতস্তেহশোচাঃ ? জন্মমরণাদিমতাসম্ভবানত আহ ন হ্যেবাহমিতি ।
জাতু শবঃ কদাচিত্ত্যোতশ্মিন্নর্থো বর্ততে । নাহং কদাচিদাসমপি স্বাসমেব, ন স্বং নাসীদাসীয়ে-
বেতীর্থঃ, নেমে ভীষ্মাদয়ো নাসন্ কিস্ত্বাসন্নৈব । নষ্টেব ন ভবিষ্যামঃ সৰ্কে বয়মতঃ পরম্,
স্বমহমিমে রাজানশ্চ সৰ্কে বয়ং জাতু ন ভবিষ্যামঃ, অপি তু ভবিষ্যামঃ এব । অতীতেষু দেহোৎ-
পত্তিবিনাশেষু সৰ্কেষামেবাস্মাকমুৎপত্তিবিনাশৌ ন স্তঃ পরমাত্মস্বরূপেণ নিত্যত্বাৎ । তথা ভবিষ্য-
দেহোৎপত্তিবিনাশশব্দা ন কৰ্ত্তব্য ইত্যর্থঃ । বহুবচনং দেহাভিপ্ৰায়েণ, বহুশ্চ দেহেষু জায়মানেষু
দিনস্তৎসু চ আত্মনো জন্ম-বিনাশৌ ন স্ত ইত্যুক্তং ভবতি ॥ ১২ ॥

শ্রীধর ।--অশোচাত্তে হেতুমাং ন হ্যেবাহমিতি । যথাহং পরমেশ্বরো জাতু কদাচিৎ
লীলাবিগ্রহস্বাভির্ভাবিতরোভাবতো নাসমিতি তু নৈব, অপিত্বাসমেব অনাদিত্বাৎ, নচ স্বং
নাসীদীভূঃ, অপিত্বাসীয়েব, ইমে বা জনাধিপা নৃপা নাসমিতি তু ন, অপিত্বাসমেব মদংশত্বাৎ,
তথাঃ পরং, ইত উপর্যাপি ন ভবিষ্যামো ন স্বাত্মম ইতি চ নৈব, অপি তু স্বাত্মম এবৈতি
জন্মমরণশূন্যত্বাদশোচা ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

বলদেব ।--এবমস্থানশোচিহ্মদপাণ্ডিত্যমৰ্জুনশ্রাপাণ্ড্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুং নিযোজিতাঞ্জলিং
তং প্রতি সৰ্কেষরো ভগবান্ "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধতি
কামান্" ইতি (কৃষ্ণ যজুর্বেদীয়শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ । ৬ অঃ । ১৩ ঋ) শ্রুতিসিদ্ধং স্বয়াজ্জীবানাঞ্চ
পারমার্থিকং ভেদমাং ন হ্যেবাহমিতি । হে অৰ্জুন ! অহং সৰ্কেষরো ভগবান্, ইতঃ
পূর্বশ্মিন্নাদৌ কালে, জাতু কদাচিদাসমিতি ন, অপি স্বাসমেব, তথা স্বমৰ্জুনো নাসীদীতি ন
কিস্ত্বাসীয়েব । ইমে জনাধিপা রাজানো নাসমিতি ন, কিস্ত্বাসন্নৈব । তথেষ্টঃ পরমাত্মদনন্তরে
কালে সৰ্কে বয়ং অহঞ্চ ত্বঞ্চ ইমে চ ন ভবিষ্যাম ইতি ন, কিস্ত্ব ভবিষ্যাম এবৈতি । সৰ্কেষর-
বজ্জীবানাঞ্চ ত্রৈকালিকগতাবোগিত্বাৎ তদ্বিষয়কো ন শোকো যুক্ত ইত্যর্থঃ । ন চাৰ্দ্ধিয়া-
কৃতত্বাধ্যাত্মহারিকোৎসং ভেদঃ, সৰ্কেষে ভগবত্যাভিযোগাৎ । "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য"
ইত্যাদিনা মোক্ষেপি তত্শাভিধান্তমানত্বাচ্চ । ন চাভেদজ্ঞতাপি হরেনাধিতাত্ত্ববৃত্তিহায়েনৈম-
মৰ্জুনাদিভেদদৃষ্টিরिति বাচ্যম্ । তথা সত্যুপদেশাসিদ্ধেঃ । মকমসীচিকাৰাবুদ্ধকবুদ্ধিবাদি-
তাপানুবর্তমানা মিথ্যার্থনিষয়ত্বনিশ্চয়ান্নোদকাহরণাদৌ প্রবর্তয়েৎ, এবমভেদবোধবাদিতাপানু-
বর্তমানামৰ্জুনাদিভেদদৃষ্টিত্বনিশ্চয়ান্নোপদেশাদৌ প্রবর্তয়িত্বাভীতি যৎ কিঞ্চিদেতৎ । নহু
ফলবত্যাভ্যন্তরে শাস্ত্রতাপৰ্য্যাবীক্ষণাৎ তাদৃশোহভেদস্তাপৰ্য্যবিষয়ঃ, বৈকল্যাৎজ্ঞাতত্বাচ্চ
ভেদতদ্বিষয়ো ন স্তাৎ, কিন্তু "অস্ত্যো বা এষ প্রাতরুদেত্যপঃ সারং প্রবিশতি" ইত্যাদি
শ্রুতার্থবদ্বাদ্য এব স ইতি চেদ্যন্তমন্তব্যং । "পৃথগাত্মানং প্রেরয়িতরঞ্চ মত্ৰা জুষ্টতত্ত্বেনা-
নুতমমিতি" ইত্যাদিনা ভেদ এবাস্মত্বকলশ্রবণাৎ । বিরুদ্ধদ্ব্যবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকতয়া লোকে

ভক্তাজ্ঞাতত্বাচ্চ । তে চ ধর্মী, বিভূষণব্রহ্মনিমিত্তত্বাদয়ঃ শাষ্ট্রকগম্যা মিথো বিবর্ত্তা
বোধ্যঃ, অতেন্দ্রকলত্তং কলানলীকারাৎ । অজ্ঞাতশ্চ শশশৃঙ্গবদসজ্জাৎ, তস্মাৎ পার-
মার্থিকত্বভেদঃ সিদ্ধঃ ॥ ১২ ॥

মধুসূদন ।—“নদ্বৈব” ইত্যাদ্যেকবিংশতিশ্লোকৈকঃ “অশৌচানবশোচনম্” ইত্যন্ত
বিবরণংক্রিয়তে, “স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য” ইত্যাদ্যষ্টতিঃ শ্লোকৈকঃ “প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাবসে” ইত্যন্ত
মোহব্রহ্ম পৃথক্ প্রবক্তৃনিরাকর্তব্যত্বাৎ, তত্র স্থলশরীরাদ্ব্যনং বিবেক্তুং নিত্যং সাধয়তি
ন ত্বেতি । তু শব্দো দেহাদিত্যো ব্যতিরেকং সূচয়তি । যথা অহং ইতঃ পূর্বে জাতু কদাচিদপি
নাসমিতি নৈব, অপিতু আসমেব, তথা স্বমপ্যাদীঃ, ইমে জনাধিপাশ্চাসমেব, এতেন
প্রাগভাবাপ্রতিযোগিত্বং দর্শিতম্ । তথা সর্কে বয়ং অহং স্বং ইমে জনাধিপাশ্চ, অতঃ পরং ন
ভবিষ্যামঃ ইতি ন, অপিতু ভবিষ্যাম এবৈতি ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বমুক্তম্ । অতঃ কালত্রয়েহপি
সত্ত্বাযোগিত্বাদ্ব্যনো নিত্যত্বেনানিত্যাদেহাৎকৈলক্ষণং সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু দেহাদিত্যোহপি দেহনাশেন নশ্রুতাং, কোষকার ইব কোল্লনাশে-
নেতি ভজাহ ন ত্বেবাহমিতি । স্বমহমিমে চ সর্কে অনাদরোহনস্তাশ্চ স ইত্যর্থঃ । জাতু-
কদাচিৎ অহং ন আসমিতি ন, অপিতু আসমেব, তথা স্বমপি নাসীরিতি ন, অপিতু আসীরেব,
ইমে জনাধিপাঃ রাজানঃ (ইতুপলক্ষণং সর্কস্ত জন্তুজাতস্ত) নাসমিতি ন, অপিতু আসমেব
যোজনা । অনাদিত্বাদনস্তাচেত্যাং ন চেতি । ন ভবিষ্যাম ইতি নৈব, কিন্তু সর্কে ভবিষ্যাম
এব । নহু দেহস্তানাত্মস্বৈ কথং তৎপীড়য়াৎ পীড়াত ইতি, চেৎ যক্ষবৎ তদভিমানমাত্রাদিতি
ক্রমঃ । যথা হি যক্ষঃ পরশরীরে বিশতি তদা তৎপীড়য়া দেহপতিন বাদ্যতে, তস্ত তদানীং
দেহাভিমানাত্মাত্মাৎ, যক্ষস্ত বাধ্যতেহভিমানসত্ত্বাদিতি লোকে প্রসিদ্ধম্ । কিন্তু প্রাচীনকর্ম-
কতিয়েকেণ জীবনং নোপপদ্যতে কৃতহানাকৃতাত্মাগমপ্রসঙ্গাৎ । ব্রহ্মাদিষপি প্রাকর্ষাতীতানু-
মেয়ং, স্বাবরজীবিকা প্রাকর্ষপূর্বিকা জীবিকাত্মাং পাকাদিক্রিয়াপূর্বকাস্বাদিজীবিকাবৎ ।
অপি চ ক্রিয়াবৈচিত্র্যাৎ কার্যবৈচিত্র্যাৎ দৃষ্টং ঘটশরীবোদকঞ্চনাদিবু, তদ্বদিহাপি সুখদুঃখাদি-
বৈচিত্র্যাৎ প্রাকর্ষবৈচিত্র্যাদনুমেয়ম্ । তথা সদ্যোজাতস্ত গোবৎসস্ত স্তনপানাদৌ প্রবৃতিঃ,
জন্তুমাত্রস্ত মরণজ্ঞাস্চ প্রাগ্ভবীয়াভূতবজ্জনিতসংস্কারজন্তৌ, ভোজনাদিপ্রবৃত্তিষ্টোজ্ঞাসাদি-
বদিত্যতোহস্মি প্রাচীনঃ কর্ম । অপি চ কৌলিকশাস্ত্রপ্রসিদ্ধমেতৎ, যথা দেবদত্তঃ স্বর্গরীয়ে
কণ্টকবেধেন ধিধ্যতে, এবং শত্রুকৃত্যয়াং দেবদত্তপ্রতিমারং কণ্টকেন বিদ্ধায়াং দেবদত্তো
ব্যথতে, তত্র ব্যথাহেতুর্নাস্তরং ধাতুৈবম্যাং নাপি বাহ্যং কণ্টকবেধাদি, কিন্তু কেবলং প্রাকর্ষ-
মাত্রম্, এবঞ্চ বীজাত্মরজ্ঞায়েন কর্মজন্তুসংস্কারপরম্পরয়ানাদিঃ সংসার ইতি ন দেহনাশাদ্ব্য-
নাশোহস্মীতি ন তীমাদয়ঃ শোচনীয়াঃ । অত্র পূর্বস্মিন্ শ্লোকে আশ্রমো দেহাদন্তস্বরূপং
“গতাহন দেহান্” ইতি বিশেষণেন, অত্র তু স্থলশরীরবিশিষ্টত্বাদ্ব্যনো ব্যবহারদৃষ্টা নিত্যত্বং
সাবিতমিতি ভেদঃ ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ ।—অথবা হে সখে স্বামহমেবং পূজামি । কিন্তু শ্রীত্যাঙ্গদস্ত মরণে দৃষ্টে

সতি শোকো জায়তে । তমেহ শ্রীত্যান্পদ আত্মা দেহো বা । “সর্কেষামেব ভূতানাং নৃপ
স্বাশ্রয় বস্তুতঃ” ইতি শুকোক্তেরাশ্রয় শ্রীত্যান্পদমিতি চেৎ, তর্হি জীবেশ্বরভেদেন্ন বিবিধত্ব-
বাস্ত্বানো নিত্যত্বাদেব মরণাভাবাদাত্মা শোকস্ত বিষয়ো নেত্যাহ ন স্বেবাহমিতি । অহং পরমাত্মা
জাতু কদাচিদপি পূর্বে নাসমিতি ন, অপি ত্বাসমেব । তথা ত্বমপি জীবাত্মা আগীরেব ; তথেন্ন
জনাধিপা রাজানশ্চ জীবাত্মান আসন্নেব, ইতি প্রাগভাবাত্বাণো দর্শিতঃ । তথা সর্কেষামেব
অহং, ত্বং, ইমে জনাধিপাশ্চ, অতঃ পরং ন ভবিষ্যামঃ ইতি ন : স্বার্থীম ইতি ন, অপিতু স্বাত্মান
এবেতি, স্বংসাভাবশ্চ দর্শিতঃ । ইতি পরমাত্মনো জীবাত্মনাঞ্চ নিত্যত্বাদাত্মা ন শোকবিষয়
ইতি সাধিতম্ । অত্র শ্রুতয়ঃ—“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো
বিদধাতি কামান্” ইত্যাদ্যাঃ ॥ ১২ ॥

ভাৎপর্ষ্য ।—ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভগবদ্ভট্টাচার্য্য দ্বাদশশ্লোকের
ব্যাখ্যায় আত্মার স্বভাব নিরূপণ দ্বারা পরমাত্মা ও জীবাত্মার নিত্যতা ও
পার্থক্য দেখাইয়াছেন । তাঁহার যুক্তির মর্ম্ম এস্থলে প্রকটিত হইতেছে ।
ভীষ্মদ্রোণাদির বিনাশাশঙ্কায় ব্যাকুলচিত্ত অর্জুনকে ভগবান্ বলিতেছেন,
“হে অজ্ঞানমূর্খ অর্জুন ! সর্কেষ্বর পরমাত্মা আমি যেমন নিত্য, ইহাতে
সংশয় নাই, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ* অর্থাৎ জীবাত্মা স্বরূপ ভবৎপ্রমুখ রাজন্যবর্গও
নিত্য, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিবে ।” অতএব সর্কেষ্বর সর্কনিয়ন্তা পরমাত্ম-
স্বরূপ ভগবান্, পরমাত্মা ও অর্জুন প্রভৃতি জীবাত্মগণের যে পরস্পর ভেদের
বিষয় পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্মা সত্য এবং অজ্ঞান-মোহিত
জনের অজ্ঞান-নিবৃত্তির নিমিত্ত, পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মার নিত্যত্ব বিষ-
য়ক যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও অজ্ঞান্ত সত্য । ইহাই উক্ত ভাষ্য-
কারমতে নিক্ষেপ ।

ভাষ্যকার মহোদয় স্বপক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিতরূপে
অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিতেছেন । তুমি, আমি এবং এই সকল রাজগণ
ইত্যাদি যে ভেদ কল্পনা করা হইয়া থাকে, তাহা লৌকিক ব্যবহারার্থ
কেবল নাম মাত্র ; বাস্তবিক তোমার, আমার ও এই সকল রাজগণের
পরস্পর কোন প্রভেদ নাই । এইরূপ মতকে অদ্বৈতবাদ বা উপাধিকাত্ম-

* ক্ষেত্রজ ।—শ্রীভারতেরোদশ অধ্যায়ে ভগুবান্ বলিয়াছেন, “ইদং শরীরং কৌন্তর্য কৈত্রিমিত্যাতিবীরতে ।
এতদ্ব্যো বৈদিত্তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ ইতি তদ্বিৎ । ক্ষেত্রজকপি নাসি নিক্সকৈল্লেক্সেভু ভারত ।” ইত্যাদি
ইহার বিস্তৃত ভাৎপর্ষ্য বখায়াসে বিস্তৃত হইবে । অমরকোষে আত্মা ক্ষেত্রজ ও পুরুষ সমানার্থ রূপে উদ্ভি-
ষিত হইয়াছে ।

ভেদবাদ বলে। 'ঐ মতে তুমি, আমি ইত্যাদি উপাধি জনিত আত্মার যে ভেদ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা ভ্রান্তি মাত্র। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে যথার্থ তত্ত্বোপদেশ সময়ে, অর্থাৎ আমি, তুমি ও এই সকল রাজগণ কেহই ছিলাম না, এমনত নহে, অর্থাৎ ছিলামই। আর ইহার পরেও যে আমরা থাকিব না, তাহাও নহে, অর্থাৎ থাকিবই। ইত্যাদি উপদেশ কালে যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইবে? অতএব ভগবান্ এই শ্লোকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে ভেদ অবধারণ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ কখনই কল্পিত নহে, ঋতিও বলিয়াছেন "যিনি চেতনময়, নিত্য, এক বস্তু অর্থাৎ পরমাত্মা, তিনি চেতনময় ও নিত্য এবং বহু ঐদৃশ জীবাত্মার কামনা বিধান করিয়াছেন।"

আত্মস্বভাব বিষয়ক অজ্ঞান বশতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্ম-বিষয়ক ভেদ-দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এরূপ যাঁহার। বলেন, তাঁহাদের মতের অবৈধতা প্রতি-পাদনার্থ ভাষ্যকার নিম্নলিখিত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যখন অজ্ঞানেরই সম্ভাবনা নাই, তখন তাঁহার তুমি, আমি ও এই সকল রাজগণ ইত্যাদি ভেদদর্শন ও অর্জুনের সজ্ঞানাপনয়নার্থ আমরা সকলে পূর্বেও ছিলাম, এখনও আছি ও ভবি-ষ্যতেও থাকিব ইত্যাদি পরম্পরের যে পার্থক্যোপদেশ তৎকর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই বা কিরূপে সঙ্গত হইবে? অতএব জীবাত্মা ও পরমা-ত্মার যে ভেদ নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা পারমাধিক অর্থাৎ প্রকৃত, কল্পিত নহে। যদি বলা যায়, পরমপুরুষ ভগবান্ ও অজ্ঞতা নিবন্ধনই তুমি আমি ইত্যাদি ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন; তবে অজ্ঞান-তিমিরাক্ষ অর্জু-নের বাক্যের সহিত ভগবদ্বাক্যের অবিশেষ হেতু ভগবদ্বাক্য উপদেশ স্বরূপে কিরূপে পরিগৃহীত হইবে? লোকে বলে "স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়েৎ ইতি" অর্থাৎ উপদেষ্টা যদি স্বয়ং অসিদ্ধ অর্থাৎ অপরিপক্ব হয়, তবে সে অন্তকে কিরূপে সাধনা করাইবে? অপিচ "অজ্ঞেন নীয়মানা যথাক্কাঃ" অর্থাৎ যদি এক অজ্ঞ অন্ত একজন অজ্ঞকে পথ দেখাইবার নিমিত্ত হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যায়, তবে দৃষ্টিবিহীনতা বশতঃ, উভয়েই প্রকৃত পথ-পরিভ্রষ্ট হইয়া কুপাদিতে নিপতিত হয়। তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন

অয়ং অজ্ঞান, তখন উপদেশ দ্বারা অজ্ঞানাভিভূত অর্জুনের শোক-মোহাদি বিদূরিত করা দূরে থাকুক, উভয়েই অজ্ঞান-রূপে নিপতিত হইবেন ।

যদি স্বীকার করা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে অদ্বৈত জ্ঞান অবিসংবাদিতরূপে বর্তমান ছিল এবং বাধিতানুরক্তির স্রায় তুমি আমি ইত্যাদি যে ভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা দম্ব-বজ্রাদিবৎ অকর্মণ্য অর্থাৎ বন্ধনের নিবন্ধন নহে । কারণ অজ্ঞানাক্রান্তির অজ্ঞান নিমিত্তই শোক-মোহাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির কোন কারণবশতঃ অজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও, সাংসারিক লোকের স্রায়, তাঁহার উক্ত অজ্ঞান শোক-জনক হয় না । যেমন পিত্তোপহত পুরুষের গুড়াদি মধুর বস্তুতে তিক্ততা প্রতীতি হইলেও, তিক্ত ভোজনের ইচ্ছা হইলে, গুড়ভোজনে প্ররুতি হয় না ; তদ্রূপ ভগবানেরও তুমি আমি ইত্যাদি ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও, অস্মদাদির স্রায় তাহা বন্ধনের কারণ হয় নাই ।

অদ্বৈতবাদিগণের পূর্বোক্ত বাক্য সকল অসঙ্গত বোধ হইতেছে না ; কেননা যেমন মরু-মরীচিকাতে জলাভাবের প্রতীতি সত্ত্বেও দৃষ্টিদোষ নিবন্ধন যে জলপ্রতীতি হইয়া থাকে, তাহাতে কখন জলাহরণার্থ প্ররুতি হয় না, তদ্রূপ ভগবানের অদ্বৈত জ্ঞান দ্বারা তুমি আমি ইত্যাদি ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াও, কোন কারণ বশতঃ পুনর্বার ভেদজ্ঞান অনুবর্তমান হইলে, আমরা পূর্বেও ছিলাম, ভবিষ্যতেও থাকিব ইত্যাদি সিদ্ধা বিষয়ের উপদেশার্থ প্ররুতি হইতে পারে না । অপিচ ভগবান্ যদি অর্জুনাদি তাবৎকে আপনার স্বরূপ ও অভিন্ন বলিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদানের প্ররুতি অসঙ্গত । আপনার স্বরূপ ও অভিন্নভাবযুক্ত ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন জ্ঞান করিয়া তিনি কেন উপদেশ দিতে সমুদ্যত হইবেন ? যদি ততাবৎকে ভগবানের প্রতিবিম্বসমূহের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও তাঁহাদের উদ্দেশ্যে ভগবানের উপদেশ প্রদান নিতান্ত হান্তজনক ও অসম্ভব । কারণ সংসারে এমন মূর্খ ও উন্মাদ কেহই নাই যে, দর্পণে, তৈলস পদার্থে, রত্নাদিতে বা সমুজ্জ্বল অস্ত্রাদিতে আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া, সেই প্রতিবিম্বসমূহকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে করে এবং তাহা দিগকে উপদেশাদি প্রদান করিতে প্ররুত হয় ।

প্রতিপক্ষগণ যে বাধিতানুরক্তির কথা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাও

অযোগ্য । অধিতীয় আত্মজ্ঞান জন্মিলে অবশ্যই আত্ম-ব্যতিরিক্ত পদার্থে যে ভেদজ্ঞান তাহা তিরোহিত হইবে । জ্ঞান হেতু সেই যে ভেদ-জ্ঞানের তিরোধান তাহাই বাধিত । তাহার অনুবর্তন অর্থাৎ পুনরায় তদ্বিষয়ে বিশ্বাস সঞ্চার হওয়া এরূপ স্থলে অসম্ভব । সকলেই জানেন, নভোমণ্ডলে একগাত্র শশধর সমুদিত হইয়া স্বকীয় বিমল কিরণে বহুধরা আলোকিত করিয়া থাকেন । কিন্তু চক্ষুরোগ-বিশেষ সমুৎপন্ন হইলে, সেই রোগী ব্যক্তি আকাশপটে দ্বিজরাজের দুই মূর্তি সন্দর্শন করে । পীড়িত ব্যক্তির এই যে দ্বিচক্ষু দর্শন ইহা কদাপি পারমার্থিক অর্থাৎ প্রকৃত নহে । পীড়া আরোগ্য হইলে সে ব্যক্তি পুনরায় এক চক্ষুমা দর্শন করিবে এবং পীড়ার পূর্বেও সে এক চক্ষুমা দর্শন করিয়াছে । সুতরাং দ্বিচক্ষু দর্শন সময়ে তাহার কোনই অজ্ঞান থাকি সম্ভব নহে এবং তাদৃশ বাধিত বিষয়ের অনুবর্তন তাহার পক্ষে কদাচ সম্ভবপর নহে । ভগবানের অভেদজ্ঞানের পূর্ণতা হেতু, কদাচিত্ কারণান্তরে ভেদজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও, তাদৃশ অনিশ্চিত বাধিত বিষয়ের অনুবর্তন তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভব নহে ।

যদি এমন বলেন যে, ভগবান্ আদৌ পূর্ণ-জ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন না, ক্রমশঃ শিক্ষা-প্রভাবে ও জ্ঞানোন্নতি সহকারে, তাঁহার সম্পূর্ণ অভেদজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহা হইলেও, তাঁহার উপদেশাদি প্রদান অসম্ভব । অপিচ তিনি যৎকালে অর্জুনকে উপদেশ প্রদানে প্ররত্ত হইয়াছেন, তৎকালে তাঁহার পূর্ণপ্রজ্ঞতা সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতেই পারে না এবং তাদৃশ 'হাস্যজনক ও অমাত্মক' আপত্তি কাহারও হৃদয়ে কদাপি উদ্ভিত হয় না । যদি একথা বলেন যে, ভগবানের তখনও ভেদ-দর্শন ছিল, তাহা হইলে, প্রতিপক্ষ-গণের স্বীকার করিতে হইবে যে, তখনও তাঁহার অজ্ঞানতা বিদূরিত হয় নাই । তাহা হইলে অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে, যিনি স্বয়ং অজ্ঞান তিনি নিশ্চয়ই উপদেশ প্রদানের অযোগ্য । গুরু-পদবী-সমারূঢ় শ্রীকৃষ্ণের অধিতীয় আত্মজ্ঞানহেতু শিষ্যকে অনর্থক উপদেশ দিবার কোনই প্রয়োজন নাই । কারণ কে গুরু, কেবা শিষ্য ইত্যাদি ভেদ-জ্ঞান না থাকিলে, কে কাহাকে উপদেশ দিবে ? যদি বল গুরুর 'জ্ঞান কল্পিত অর্থাৎ এরূপ জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে স্কৃণ্ডিত হয় নাই, এক্ষণে শিষ্যের অজ্ঞান-নাশ করিবার জন্য তিনি এ জ্ঞান আরোপিত করিয়াছেন নাকি, তাহা হইলে স্বীকার

করিতে হইবে, গুরুও বস্তুতঃ 'অজ্ঞান'; কেবল জ্ঞানের পরিচ্ছদে আপনার যুক্তি ও বাক্যসকলকে সমারূঢ় করিয়াছেন মাত্র । তাহা হইলেও পূর্ববৎ বিরোধ ঘটিতেছে। অর্থাৎ অন্ধ অন্ধকে পথপ্রদর্শনের স্থায় অসমর্থ হইতেছে এবং অজ্ঞান ব্যক্তির উপদেশের নিম্নায়োজ্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে । যদি গুরু ও শিষ্য উভয়কেই সমান জ্ঞান-সম্পন্ন বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলেও একের অন্তকে উপদেশ প্রদান সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিতে হইবে । ইত্যাকার ভাব-সমন্বিত যুক্তি-পরম্পরা দ্বারা ভগবান্ রামানুজাচার্য্য দ্বৈতবাদ বা ভেদবাদ সমর্থিত করিবার এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদ না অভেদবাদ উচ্ছেদ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন । মহাত্মা বলদেব বিদ্যাভূষণও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতের অনুগামী । তাঁহার অভিপ্রায় ও বিচার-প্রণালী, বর্তমান অভিপ্রায় ও বিচারের সহিত এক-ভাবে পন্ন হইলেও, নিম্নে তাহা বিস্তৃতরূপে প্রকাশিত হইতেছে ।

ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অভিপ্রায় । পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মত অদ্বৈতবাদ, অদ্বয়বাদ, অভেদবাদ, নির্বিশেষবাদ, জ্ঞানবাদ ও মায়াবাদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যগণ অদ্বৈতবাদী, অভেদবাদী, নির্বিশেষবাদী, জ্ঞানবাদী, বা মায়াবাদী । মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ কিন্তু দ্বৈতবাদী, ভেদবাদী বা সবিশেষবাদী । সুতরাং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গীতাকে যে ভাবে দেখিয়াছেন, বিদ্যাভূষণ সে ভাবে দেখিতে পারেন না । শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যার লক্ষ্য বাহা বিদ্যাভূষণের ব্যাখ্যার লক্ষ্য তাহা নহে । শঙ্করাচার্য্যের লক্ষ্য জীবব্রহ্মের ঐক্য, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লক্ষ্য জীবব্রহ্মের সেব্য-সেবক-ভাব । একের লক্ষ্য নির্বিশেষ তত্ত্ব, অপরের লক্ষ্য সবিশেষ তত্ত্ব । একের লক্ষ্য কেবল জ্ঞান, অপরের লক্ষ্য প্রেম-ভক্তি । এই স্লোকে ও তাহার পরবর্ত্তী কয়টি স্লোকে বিদ্যাভূষণ মহাশয় অদ্বৈতবাদকে নিরাস করিবার প্রয়াস করিয়াছেন । তিনি বর্ত্তমান স্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—অর্জুন অনুচিত স্থানে শোক প্রকাশ করিয়া পণ্ডিতের কার্য্য করেন নাই ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব স্লোকে এই কথা বলিলে, অর্জুনের পাণ্ডিত্যভিমান চূর্ণ হইল । তিনি তদ্ব্যজিজ্ঞাসু হইয়া, কৃতজ্ঞালি-পুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তদীর মনোভাব অবগত হইয়া, সর্ব্ব-

শ্রী ভগবান্ আপনান্ন স্বরূপ ও জীবগণের স্বরূপ এতদুভয়ের মধ্যে যে একটি প্রকৃত বা পারমার্থিক ভেদ আছে, তাহাই বর্তমান স্লোকে নির্দেশ, পূর্বক প্রদর্শন করিতেছেন। ভগবান্ বলিলেন, “হে অর্জুন ! এই সমস্ত-
জনে সমবেত হইবার পূর্বে, হৃদয় অতীতে, আমি যে ছিলাম না, তাহা নহে ;
তুমি যে ছিলে না, তাহা নহে ; আর এই সকল নরপতিও যে ছিলেন না,
তাহাও নহে। আবার ইহার পরে, হৃদয় ভবিষ্যতে তুমি, আমি, ইহারা
আমরা সকলে যে থাকিব না, তাহাও নহে। আমরা সকলে অনন্ত কাল
হইতে রহিয়াছি, অনন্ত কালই থাকিব। আমি সর্বেশ্বর ; আমার সত্তা
যেমন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান ত্রিকাল ব্যাপিয়া বিদ্যমান, জীবগণের সত্তাও
সেইরূপ ত্রৈকালিক। অতএব শোক প্রকাশ তোমার উপযুক্ত নহে।”

বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন, এখানে ‘তুমি’, ‘আমি’ ও ‘ইহারা’ এই
কয়টি পদে যে ভেদের বিষয় অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা পারমার্থিক বা
বাস্তবিক ভেদ। অদ্বয়বাদী বলিবেন, “ভেদমাত্রই অবিদ্যা বা অজ্ঞানের
কার্য্য, সুতরাং উক্ত ভেদ পারমার্থিক নহে ; ব্যবহারার্থ কল্পিত বা ব্যবহা-
রিক।” এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ প্রথমতঃ, ‘তুমি,’
‘আমি’ ও ‘ইহারা’ এই কয়টি কথা ভগবানের শ্রীমুখ হইতে উচ্চারিত হই-
তেছে। তাঁহার স্বরূপ ও জীবগণের স্বরূপ, উভয়ের পরস্পর পার্থক্য না
থাকিলে, তিনি কখনই ঐরূপ কথা বলিতে পারিতেন না। যেহেতু ভেদ
মাত্রই যখন অবিদ্যার কার্য্য, তখন এই ভেদ-দৃষ্টি আলোচনা করিয়া,
তাঁহাতে অরশুই অবিদ্যার আধিপত্য আছে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু
ভগবান্, “খান্না স্মেন সদানিরন্ত কুহকম্।” অর্থাৎ ভগবান্ আপনান্ন স্বরূপ-
ভূত শক্তির সহায়ে নিত্যই অবিদ্যা বা মায়ার বশ কিছু কপটতা, লকলই
দূরীকৃত করিয়া, বিরাজ করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ, “আমি যে জ্ঞানের কথা
বলিতেছি, এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া অনেকেই আমার ধর্ম্ম লাভ করিয়া-
ছেন” ইত্যাদি চতুর্দশ অধ্যায়ের ২য় স্লোকে স্নোকে স্নোকেও যে জীব ও জীব-
গণের পরস্পর ভেদ থাকে, তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। যদি বল, মরীচিকার
জলজম হইলে, যখন আমরা জানিতে পারি যে, উহা জল নহে, মরু-মরী-
চিকা মাত্র, যখন জলবুদ্ধি বাধিত হইয়া মরীচিকাকে প্রকৃত মরীচিকা
বলিয়া অবগত হই, তাহার পরেও যেমন সেই বাধিত জলবুদ্ধি আবার সময়ে

সময়ে ফিরিয়া আইসে ; অভেদজ্ঞ হইলেও, ভগবানের এই অৰ্জুনাদি ভেদ-
দৃষ্টিও সেইরূপ । এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ তাহা হইলে ভগবানের
অৰ্জুনকে উপদেশ দিবার প্রযুক্তিই হইতে পারিত না । যেহেতু, মক্ষ-মরী-
চিকায় যে জল-বুদ্ধি তাহা যদি বাধিত হইয়া আবার ফিরিয়া আইসে, তাহা
হইলেও লোকের সেই মরীচিকায় আর জল আহরণের, প্রযুক্তি হয় না ।
কারণ সে জানিতেছে, উহা জলের মত দেখাইতেছে বটে, কিন্তু উহা জল
বলিয়া মিথ্যা বোধ হইতেছে মাত্র । সেইরূপ ইনি অৰ্জুন, ইনি ভীষ্ম, ইনি
কর্ণ, ইনি দ্রোণ, ইনি রূপ ইত্যাকার ভেদবুদ্ধি ভগবানের আত্মায় বাধিত
হইলেও, অনুরক্তি-বশে পুনরুদিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে, তৎ নিশ্চয়
করিয়া উহার মিথ্যাত্ব নির্ণয় হইবে । সুতরাং মিথ্যাত্ব নির্ণীত হইলে উহা
কদাপি উপদেশাদি কার্যে প্রযুক্ত করিতে পারিবে না । অতএব অভেদ-
বাদীর পূৰ্ব্বোক্ত আপত্তি সকল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর । ঋতিপ্রমুগেও
এই ভেদের পারমার্থিকতা বা সত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে । ঋতি বলিয়া-
ছেন, “নিত্যসকলেরও নিত্য এবং চেতনসমূহেরও চেতন যে এক আত্মা
বহু আত্মার কামনা বিধান করিতেছেন” ইত্যাদি । যদি বল, বাহ্য আমরা
জানি না, অথচ যাহা জানিয়া কিছু কল আছে, এরূপ বিষয়েই শাস্ত্রের
তাৎপর্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; সুতরাং অভেদতত্ত্ব যখন অজ্ঞাত অথচ
কলদায়ক, তখন অভেদতত্ত্বেই শাস্ত্রের তাৎপর্য, ভেদতত্ত্বে নহে । কারণ
ভেদ কি, তাহা সকলেই অবগত আছে, অথচ ভেদ কি, জানিয়াও কোন
কল নাই ।” এ আপত্তিও সঙ্গত নহে । কারণ প্রথমতঃ, ঋতিতে ভেদেরই
অনুভব, কল প্রতিপাদিত হইয়াছে । ঋতি বলেন, “পরমাত্মাকে জীবাত্মা
হইতে পৃথক এবং সকলের নিয়ন্তা মনে করিয়া, তাঁহার সেবা করিলে, সেই
সেবা দ্বারা জীব অনন্তত্ব লাভ করে ।” দ্বিতীয়তঃ, জীব অগুচৈতন্ত, ঈশ্বর
বিদ্যুচৈতন্য, জীব ভূত্যা, ঈশ্বর প্রভু । এইরূপে জীব ও ঈশ্বর, পরস্পর
অগুণ ও বিদুগুণ, প্রভু ও ভূত্যা প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়, ইহা লোকে
জানে না । একমাত্র শাস্ত্রই কেবল আমাদের কাছে ইহা জানাইয়া দেন ।
অতএব ভেদতত্ত্ব অজ্ঞাতও বটে, কলদায়কও বটে । কিন্তু অভেদতত্ত্ব
অজ্ঞাতও বটে, কেন না শশশূল, বজ্রাপুত্র, অকালকুহল প্রভৃতির যেমন

সত্তা নাই, উহারও সেইরূপ কোন সত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না । অর্থাৎ উহা কলদায়ক নহে, কারণ কোন শাস্ত্র যে উহার কোন কল অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা পরিদৃষ্ট হয় না ।

ঈশ্বাকার পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সুরি এই শ্লোক উপলক্ষে নিম্নলিখিত অভিপ্রায়সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;—

আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন সূত্রাৎ দেহের ধর্ম জরা-মরণাদি আত্মার পক্ষে সম্ভব নহে ; অতএব তন্নিমিত্ত শোক-মোহ হইতে পারে না ; ইহা এই গ্রন্থের পূর্বাংশ দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে । কোষকার কীটবিশেষ (অর্থাৎ রেশম কীট) কোষমধ্যে স্বতন্ত্রভাবে থাকিলেও, যেমন কোষনাশ হইলে বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ আত্মা, দেহ হইতে ভিন্ন থাকিলেও, দেহ-নাশের সঙ্গে বিনাশ প্রাপ্ত হয় । অর্জুনের এইরূপ আশঙ্কা কল্পনা করিয়া, তত্ত্বতরস্বরূপে ভগবান্ বলিলেন,—হে স্বজন-মরণ-শঙ্কিত-মানস অর্জুন ! তুমি, আমি, এই রাজগণ ইত্যাদি আমরা সকলেই অনাদি ও অনন্ত ; অর্থাৎ আমাদের আদি ও অন্ত নাই । অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, ইহার পূর্বে আমি কখনও বর্তমান ছিলাম না, এ সিদ্ধান্ত অবৈধ ; অর্থাৎ ইহার পূর্বেও এরূপ শরীরধারী আমি এক ব্যক্তি ছিলাম । তুমিও ইহার পূর্বে জন্মগ্রহণ কর নাই, এ সিদ্ধান্ত অবৈধ ; অর্থাৎ শরীরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ । এবং এইসকল রাজগণও পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই, এ সিদ্ধান্ত অবৈধ ; অর্থাৎ তাঁহারাও জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । অপিচ এই স্থল দেহ বিনাশের পর, আমরা আবার জন্মগ্রহণ করিব না কি ? অবশ্যই জন্ম গ্রহণ করিব । যেহেতু আমরা অনাদি ও অনন্ত । অতএব বিশেষ মনোযোগে পূর্বক ভাবিয়া দেখ, দেহ-নাশের সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয় না । কেন না বর্তমান সময়ে আমাদের পূর্বদেহ বর্তমান নাই, ভবিষ্যতেও এই দেহ থাকিবে না, কিন্তু যে আত্মা দেহাভিমাত্রী হইয়া আমি ও আমার ইত্যাকার ব্যপদেশ লাভ করিয়াছেন, সেই আত্মা পূর্বেও ছিলেন, এখনও আছেন, ভবিষ্যতেও থাকিবেন । আমি, তুমি এবং এই সকল রাজগণ প্রভৃতি উপাধিমাাত্র ; তদুপহিত আত্মার স্থল দেহ-নাশের সহিত বিনাশ হইবে না । যৌনতর সঙ্কট স্থানে আসিয়া তন্নিমিত্ত তোমার, অকারণ কেন এইরূপ শোক উপস্থিত হইতেছে ? এতদ্বারা দেহ অস্বাদ্য ও নখর ইহা দ্বিগ্ন হইল ।

ভগবৎকায়ের প্রতিবাদ স্বরূপে অর্জুন যেন বলিতেছেন,—দেহ যদি আত্মাই না হয়, তবে দৈহিক পীড়া হইতে আত্মা কেন তজ্জনিত যন্ত্রণা ভোগ করে? লোকে বলে “চালে ভবতি কুম্মাণ্ডো মহীমাতুর্গলে ব্যথাঃ” অর্থাৎ চালের উপর কুম্মাণ্ড হইয়াছে, কিন্তু তজ্জননী ধরণীর গলে ব্যথা হইতেছে। আপনার বাক্যগুলিও যেন তদ্রূপই অসঙ্গত বোধ হইতেছে। অর্জুনের এই কল্পিত আশঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ যেন বলিতেছেন,—হে জ্ঞানমনাঃ অর্জুন। তুমি নিশ্চয় জানিবে, আত্মা নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ, তাহার কখনও জরা-মরণাদিরূপ অবস্থান্তর হয় না; কেবল মাত্র সংসার-দশাতেই দেহাভিমানী, অর্থাৎ দেহের সহিত অভেদভাব প্রাপ্ত হইয়া, আমি স্থূল, আমি ক্লশ, আমি বৃদ্ধ, আমি বালক ইত্যাদি পরিবর্তনশীল দেহের ধর্ম গ্রহণ করিয়া হুখ-দুখাদি অনুভব করেন। যেমন কোন ব্যক্তির শরীরে যক্ষ (ভূতপ্রাণিবিশেষ) প্রবেশ করিলে, সেই ভূতাবিষ্ট শরীরের পীড়ায় দেহপতি আত্মার কোন কষ্টই অনুভব হয় না, কারণ তৎকালে দেহের সহিত আত্মার তাদাত্ম্য-বুদ্ধি (অভেদ বুদ্ধি) বিদূরিত হইয়া যায়, অতরাং উক্ত ভূতাবিষ্ট দেহকে যন্ত্রণা প্রদান করিলে, তজ্জন্য যক্ষই পীড়িত হইয়া থাকে; কেন না তখন যক্ষই সেই দেহে প্রবেশ করিয়া ইহা আমার দেহ, আমিই এই দেহের স্বামী, ইত্যাকার অভিমানী হইয়া থাকে; সুতরাং সেই সময়ে যক্ষই দৈহিক হুখ দুঃখাদি অনুভব করে। এরূপ লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা ভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন, তুমিও তদ্রূপ ক্ষণভঙ্গুর স্থূল দেহকে আজ্ঞারূপে কল্পনা করিয়া তাহার নাশে অনাদি নিত্য আত্মারও নাশ হইবে বলিয়া ভাবিতেছ। ইহা কেবল তোমার জ্ঞানিমাত্র।

এই দেহই আত্মা, যদি এরূপই তোমার স্থির হইয়া থাকে, তবে এ দেহও তো পূর্কজন্মান্বিত কর্মফল ব্যতীত হইতে পারে না, কেননা কর্তৃই দেহোৎপত্তির কারণ। যদি কর্মফল ব্যতীত এই ভোগ-শরীর উৎপন্ন হইয়া সম্ভব হয়, তবে পূর্কের অনুষ্ঠিত কাম্য কর্ম সকল কোন প্রকার ফলোৎপাদন না করিয়া, বৃথা হইয়া পড়ে, আর জন্মান্তরে যে সকল বিষয়ের অভিলାষে কোন কর্ম অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাদৃশ বিষয় বিশেষেরও লাভ হইতে পারে। অর্থাৎ জন্মান্তরীন কর্মকেই শরীরোৎপত্তির কারণ বলিয়া যদি স্বীকার না কর, তাহা হইলে তৎকালে অনুষ্ঠিত কর্ম সকলের ফলাফল কোথায় যাইবে? কর্ম মাত্রই ফলপ্রসূ। বিশেষতঃ ফলাভিলাষে যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, পরজন্মে তাহার ফলাগম স্বীকার না করিলে, তৎসমস্তকে নিষ্ফল বলিতে হয় এবং অতীতজীবনে যে সকল ফলের কখন কামনা করা হয় নাই, তাদৃশ অভিনব ফলাফল বর্তমান জীবনে উপস্থিত হইয়া, অতীত জীবনের কর্ম মাত্রকেই অনাবশ্যক ও নিষ্ফলরূপে প্রতীয়মান করিয়া দেয়। এই সকল কারণে প্রাচীন কর্মই মনুষ্যাদি জন্মের কারণ বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যিক।

শ্রুত । ব্রহ্মাদিরও প্রাচীন কর্মই স্বাবরতা প্রাপ্তির হেতু বলিয়া অনুমান করিতে হইবে ।

অপিচ যেমন ক্রিয়ার বিভিন্নতা বশতঃ, ঘট-সরাবাদি কার্য অর্থাৎ জন্তু পদার্থ সকলও বিভিন্নরূপ আকার বিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ জন্মান্তরীন কর্মের বৈচিত্র্য হেতু, ইহ জন্মে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সুখ-দুঃখাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই বুঝিতে হইবে । বৎসগণ যেমন জন্মমাত্রই স্তনপানাদি ব্যাপানে প্ররম্বত হয়, এবং প্রাণীসকলই মরণ-ভয়ে সজ্ঞাসিত হয়, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, পূর্ব সংস্কারই প্রাণিদিগকে এরূপ অবস্থাস্থিত করিয়া থাকে । অতএব প্রাচীন কর্মই সুখ-দুঃখময় দেহের কারণ । কিন্তু এবংবিধ কর্ম কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে যে, দেহ হইতেই কর্মের উৎপত্তি হইয়াছে ।

অধুনা বিবেচনা করিয়া দেখ, কর্মজন্তু দেহ, ও নেহজন্তু কর্ম, এইরূপে পরস্পর পরস্পরের কারণ । “কার্যের পূর্বে কারণ নিয়তই থাকিবে ।” এই নিয়মানুসারে পরস্পর কারণ ও কার্যরূপ কর্ম এবং দেহের মধ্যে কে পূর্বে হইয়াছে, তাহা স্থির করা দুর্ব্বহ ব্যাপার । ব্রহ্ম হইতে কল, না কল হইতে ব্রহ্ম এই উভয়ের মধ্যে কে অগ্রে জন্মিয়াছে, যেমন নিশ্চয় করা যায় না । তদ্রূপ দেহ ও কর্ম এই উভয়েরও পৌরীপর্য্য নিশ্চয় করা অসাধ্য । তখন বীজাক্ষরের স্থায় * পরস্পর উভয়ই অনাদি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে । অতএব দেহ-নাশে আত্ম-নাশ কখনই সম্ভব নহে । তুমি ভীষ্মাদির বিনাশ আশঙ্কা করিয়া অকারণ শোক করিতেছ । পূর্বলোককে ‘গতান্বন-সংসার’ এই বিশেষণ দ্বারা আত্মা ও স্থল দেহের পার্থক্য উক্ত হইয়াছে ; আরও এই লোকে সূক্ষ্ম শরীরের নিত্যত্ব ও পার্থক্য উক্ত হইল ।

আরও কার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়, অর্জুন কৃত নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন । “হে গুণে শ্রীকৃষ্ণ । প্রেমাস্পদ ব্যক্তির হৃদয়ে নিরতিশয় শোক উপস্থিত হইয়া থাকে ; অতএব আত্মা ও দেহ উভয়-ভয়ের মধ্যে কে প্রেমাস্পদ তাহা আমাকে বল ।” এই কল্পিত প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন যে, শ্রীমদ্ভগবতে (১০ম স্কন্ধ, ১৪ অধ্যায়, ৬৯ শ্লোক) শুকদেব বলিয়াছেন, হে রাজন্ সকল জীবের আত্মাই প্রীতির নিকেতন । আত্মা বিবিধ, —জীবাত্মা, ও পরমাত্মা । উভয়ই নিত্য এবং মরণ রহিত ; সুতরাং তজ্জন্তু শোকের কোনই কারণ নাই । আমি পরমাত্মা পূর্বে ছিলাম না, এমন নহে এবং এই রাজস্ববর্ণ ও জীবাত্মা, তাহারও পূর্বে ছিলেন না, এমন নহে । প্রত্যুত আমরা সকলেই পূর্বে ছিলাম । এতদ্বারা আত্মার প্রাগ-

* বীজাক্ষর ভাষ্য ।—অগ্রে বীজ পূর্বে অক্ষর, কিংবা অগ্রে অক্ষর পূর্বে বীজ ইহার সিদ্ধান্ত না হওয়ার, বীজাক্ষর-এবং অক্ষর বলিয়া ভাবনায়ে বীজত্ব হইয়াছে । ভাব-স্বাভাবিক ব্রহ্মসাক্ষি প্রভের সাক্ষর ইহার প্রমাণ আছে ।

ভাববিহীনতা প্রদর্শিত হইল । অপিচ আমি, তুমি, ঐ এই নরপতি সমূহ
পরে থাকিব না, এমনও নহে । প্রত্যুত আমরা সকলেই পরেও থাকিবু ।
এতদ্বারা আত্মার ধ্বংসবিহীনতা প্রদর্শিত হইল ।

সেই ভব-জলধি-তরণীর কর্ণধার হৃষীকেশ, অর্জুনকে বলিতে লাগিলেন
—“হে সখে ! তোমার এই জন্ম নিতান্ত অমূলক । তুমি যদি সূমাত্র
বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, আত্মা জন্ম-মরণ-
বিরহিত নিত্য পদার্থ । লীলাচ্ছলে আমি স্বয়ং কখন কখন অবনীধামে
আবির্ভূত হই এবং লীলা-সমাপ্তির পর আবার তিরোহিত হই ; কিন্তু আমি
বিশ্ব-শ্রষ্টা, বিশ্ব-পাতা, বিস্বেশ্বর, জন্ম-মরণ-রহিত পরম নিত্য পুরুষ ।
হুতরাং তুমি আমার আবির্ভাব দেখিয়া তৎপূর্বে আমি ছিলাম না, বা আমার
তিরোভাব দেখিয়া তৎপরে আমি আর থাকিব না, এরূপ মীমাংসা করা
নিতান্ত অসঙ্গত । সকলেই সেই পরমাত্মার অংশ । ঘটাদিতে যে আকাশ
আছে, তাহা সুবিস্তৃত শূন্যের অংশ মাত্র । ঘটাদির আকৃতি অনুসারে
তদন্তর্গত আকাশের বিভিন্নতা লক্ষিত হয় । ঘটের ধ্বংস হইলে অন্তর্ভূত
আকাশ কখন ধ্বংস হয় না, তাহা যে আকাশ সেই আকাশই থাকে ;
তদ্রূপ এই মানবদেহাশ্রিত আত্মার দেহনাশে বিলয় হয় না, তাহা যে
পরমাত্মা সেই পরমাত্মাই থাকে । দেহের পরিচয়ে তাহার স্বতন্ত্র পরিচয়
হইলেও, তাহা চিরদিন যে দেহাতীত পদার্থ, সেই দেহাতীত পদার্থই
থাকে । (পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন ।)
সুতরাং তুমিও ছিলে না, বা থাকিবে না, একথা নিতান্ত জন্মান্বক এবং
এই স্থলে গম্যবেত এই নরপতিগণ ছিলেন বা থাকিবেন না এ কথাও
তদ্রূপ জন্মান্বক । অতএব হে শোক-মুগ্ধ সখে ! তোমার এই শোক-মোহ
নিতান্ত অকারণ-সম্ভূত । নাশ-রহিত আত্মার বিনাশভয়ে অবগম হইয়া
তুমি কেবল পণ্ডিত-সমাজে হাস্যাল্পদ হইতেছ মাত্র ।

অনন্ত কাল-সাগরে ভাসমান আত্মা নানারূপ কর্মফলে নানারূপ আকার
ধারণ করিয়া নিরন্তর উন্নতি বা অবনতির অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে ।
স্রুতি ও দ্রুতি হেতু বারবার তাহার বিভিন্ন মূর্তি হইতেছে এবং বিবিধ
বাহ্যাবস্থার ঘটতেছে ; কিন্তু তাহার নাশ হইতেছে না । অতএব তাদৃশ
আত্মার নিমিত্ত শোক করা কখনই বুদ্ধিমান ও বিবেকী ব্যক্তির কর্তব্য

নহে । কালক্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতেছে । জড় দেহধারী মানব সেই কালকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছে । আত্মা সেই তিন কালেই আত্মস্বরূপে ও নিত্য ভাবে বিরাজিত । জ্ঞান-জ্ঞান-শলাকা সহকারে অজ্ঞানাজ্ঞকার বিদূরিত করিয়া, একবার প্রায়তত্ত্ব পর্যালোচনার প্রবৃত্ত হও, হিতৈষিণী প্রজ্ঞার সহায়তায় একবার দারুণ ভ্রমসামুদ্র বিগতানাগত সময় স্বরূপ অবিশাল ক্ষেত্রে আত্মাশ্বেষণ করিয়া দেখ দেখি । দেখিবে সেই স্বদূর ভবিষ্যতেও এই তুমি, এই রাজগণ এবং এই আমি অবিরত কর্মের সেবায় বিনিযুক্ত রহিয়াছি ; আরও বুঝিবে, এই সময়ে জীবনান্ত হইলেও, বাঁহাদের নিমিত্ত তুমি অধুনা যৎপরোনাস্তি শোক-বিহ্বল হইতেছ, তোমার সেই পরম প্রেমাস্পদ কোন হৃদয়েই বিনষ্ট হইল নাই । দেখিবে কাল-সাগরের অনন্ত বেলাভূমিতে অভিনব কলেবর সঞ্চার হইয়া, সকলেই বিভিন্নভাবে ক্রীড়াশীল । অতএব হে অভিন্ন-হৃদয় বান্ধব ! তুমি কাহার নিমিত্ত শোক-নিমগ্ন হইয়া, অদ্য অবনীমণ্ডলে অন-পনের কলঙ্ক-কালিমায় স্বকীয় অনির্মল কীর্তি-কলাপ সমাচ্ছন্ন করিতে সমুদ্রাত হইয়াছ ? ॥ ১২ ॥

—(০:০:০)—

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কোমারং যৌবনং জরা ।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিধীরন্তত্ৰ ন মুহতি ॥ ১৩ ॥

অর্থঃ ।—যথা (যেন প্রকারেণ) দেহিনঃ (দেহবৃত্তঃ) অস্মিন্ দেহে (বর্তমানে শরীরে) কোমারং (কুমারতাবঃ) যৌবনং (মধ্যমা-বস্থা) জরা (বার্দ্ধক্যাবস্থা) তথা (তদ্বৎ) দেহান্তর-প্রাপ্তিঃ (ভিন্ন-শরীরোৎপত্তিঃ) ধীরঃ (ধীমান্ জনঃ) তত্ৰ (তত্রোঃ দেহনাশোৎপত্তৌঃ) ন মুহতি (শোকমাপ্নোতি) ॥ ১৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—যে প্রকার শরীরধারিগণের এই শরীরে কুমারতাব যুবকতাব বার্দ্ধক্যতাব সেইরূপ শরীরান্তরের উৎপত্তি তাহাতে শান্ত-স্বতাব-মানব শোক-করেন না ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—মহাব্যগণের দেহে যেমন বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা

যদিয়া থাকে, জন্মজনিত দেহলক্ষণ ও মৃত্যুজনিত দেহান্তরপ্রাপ্তি তজ্জন
জানিয়া স্বধীর মানবগণ তজ্জন্ত একটুও শোকাভিভূত হন না ॥ ১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তত্র কথমিব নিত্য আশ্নেতি দৃষ্টান্তমাহ দেহিন ইতি । দেহোহ-
ন্তাতীতি দেহী তন্ত দেহিনো দেহবতঃ আশ্ননঃ অগ্নিন্ বর্তমানে দেহে, যথা যেন শ্রীকারণ,
কোমারং কুমারভাবো বালাবস্থা, যৌবনং যুনা ভাবো মধ্যমাবস্থা, জরা বয়োহানির্জীর্ণাবস্থা
ইত্যোত্যন্তিপ্রোহবস্থা অতোত্তবিলক্ষণান্তাসাং প্রথমাবস্থানাশেন নাশো দ্বিতীয়াবস্থোপজনে-
নোপজননমআশ্ননঃ, কিং তর্হি অবিক্রিয়ন্তেব দ্বিতীয়াতৃতীয়াবস্থাপ্রাপ্তিরাশ্ননো দৃষ্টা যথা, তদ্বদেব
দেহাদন্তো দেহো দেহান্তরং তন্ত প্রাপ্তিদেহান্তরপ্রাপ্তিরবিক্রিয়ন্তেব আশ্নন ইত্যর্থঃ । যীরো যীমাং-
স্তত্রৈবং সতি ন মুহতি ন মোহমাপত্ততে ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি ।—নহ পূর্ব্বং দেহং বিহারাপূর্ব্বং দেহমুপাদানন্ত বিক্রিয়াবশ্বেনোৎ-
পত্তিবিশাণবশ্ববিভ্রমঃ সমুদ্ভবেদिति শক্যতে তত্রৈতি । অশোচ্যত্বপ্রতিজ্ঞায়াং নিত্যত্বে হেতুভূত-
সত্যীতি বাবৎ । অবস্থান্তেভেদে সত্যপি বস্তুতো বিক্রিয়াভাবাদাশ্ননো নিত্যত্বমুপপন্নমিত্যুক্তরস্রোকেন
দৃষ্টান্তাবষ্টেভেনে প্রতিপাদয়তীত্যাহ দৃষ্টান্তমিতি । ন কেবলমাগমাদেবাশ্ননো নিত্যত্বং কিম্ববস্থা-
ন্তরবজ্জন্মান্তরে পূর্ব্বসংস্কারানুসৃত্তেচৈত্যাহ দেহিন ইতি । দেহবত্বং তস্মিন্নহংমমভিমানভাবত্বং,
(তাসামিতি নির্দ্ধারণে যজী) আশ্ননঃ শ্রুতিস্বত্ব্যুপপত্তির্ভিনিত্যজ্ঞানং, যীমানিত্যত্র ধীর্কিবক্যাত্তে
এবং সত্যীতি তদ্বতো বিক্রিয়াভাবায়িত্যাহে সমাধিগতে সত্যীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

রামানুজ ।—একস্মিন দেহে বর্তমানন্ত দেহিনঃ কোমারাবস্থাং বিহার যৌবনান্তবস্থা-
প্রাপ্তাবাশ্ননঃ স্থিরত্ববুদ্ধা যথায়ানষ্ট ইতি ন শোচতি দেহাদেহান্তরপ্রাপ্তাবপি তথৈব স্থির
আশ্নেতি বুদ্ধিমান্ ন শোচতি । অত আশ্ননং নিত্যত্বাদাশ্ননো ন শোকস্থানম্ । এতাবদ্র
কর্তব্যং, আশ্ননং নিত্যানামেবানাদিকর্ষবশতরা তত্ত্বৎকশ্মোচিতদেহসংস্পৃষ্টানাং তৈরেব দেহৈর্বন্ধ-
নিবৃত্তরে শাস্ত্রীয়ং স্ববর্ণোচিতং যুদ্ধাদিকমনভিসংহিতকলঃ কশ্ম কুরুতাসিক্রিয়ৈরবজ্জনীতয়া
ইক্রিয়ার্থস্পর্শাঃ শীতোষ্ণাদিপ্রযুক্তস্বথঃখাত্তা আবর্ভবন্তি, তে তু যাবচ্ছাস্ত্রীয়কর্ষদমাপ্তি ক্ষন্তব্য,
ইতীমমর্থমনস্তুরমেবাহ ॥ ১৩ ॥

হুয়ানু ।—অত্রোচিতং দৃষ্টান্তমাহ দেহিন ইতি । দেহিনো দেহবতঃ, অগ্নিন্ বর্তমানে
দেহে যথা কোমারং কুমারভাবং, যৌবনং যুনা ভাবং, জরা বৃদ্ধত্বং, তথা তদ্বৎ, দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ,
যীরো যীমান্, তত্র ন মুহতি ন মোহং গচ্ছতি, যথা অগ্নিন্ দেহে কোমারং যৌবনং জরা
আশ্ননো ভেদ এব ভিন্না শরীরাবস্থা এবং শরীরাণীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধর ।—নবীষন্তস্ত তব জন্মাদিশূদ্রত্বং সত্যমেব, জীবানন্তি জন্মমরণে প্রসিক্তে, তদ্রাহ
দেহিন ইত্যাদি । দেহান্তিমানিনো জীবন্ত যথাস্মিন্ স্থলদেহে কোমারাদ্যবস্থান্তদেহনিবন্ধনা
এব ন তু মৃতঃ, পূর্বাৱস্থানামেববস্থান্তরোৎপত্তাবপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানং । তথৈব
এতদেহনাশে দেহান্তরপ্রাপ্তিরপি শিঙ্গদেহনিবন্ধনৈব, ন তু ভাবদাশ্ননোনাশঃ, জাতমাত্ত পূর্ব্ব-

সংস্কারেণ স্তম্ভপানাদৌ প্রবৃদ্ধির্দর্শনাৎ । অতো ধীরো ধীমান্, তত্র তরোদেহনাশোপত্যোন্মুহতি । আত্মৈব যতো জাতশ্চেতি ন মত্ততে ॥ ১৩ ॥

বলদেব ।—নহু ভীমাধিপেহাবচ্ছিন্নানামান্মনাং নিত্যত্বেহপি তদেহানাং তত্তোগাহত-
নানাং নাশে যুক্তঃ শোক ইতি চেৎ তত্রাহ দেহিনোহস্মিন্নিতি । ত্রৈকালিকা বহবো দেহা যন্ত
সত্তি তন্ত দেহিনো জীবন্তাস্মিন্ বর্তমানে দেহে ক্রমাৎ কৌমার্যৌবনজরাতিশোহবস্থা ভবন্তি ।
তাসামান্মনাবচ্ছিন্নাং তত্তোগোপযুক্তানাং পূৰ্ব্বপূৰ্ব্ববিনাশেন পরপরপ্রাপ্তৌ যথা ন শোকস্তথৈব
তদেহবিনাশে সতি সেহান্তরপ্রাপ্তিৰ্ভবিষ্যতীতি । তথাচ ভীমাধীনাং জরিতদেহনাশে নব্যদেহ-
প্রাপ্তিঃ, যথাতিযৌবনপ্রাপ্তিভায়েন হৰ্ষহেতুরেবেতি ন তদেহবিনাশহেতুকঃ শোকস্তবোচিত ইতি
ভাবঃ । ধীরো ধীমান্ দেহস্বভাবজীবকক্ষবিপাকস্বরূপজঃ । অত্র দেহিন ইত্যেক বচনং
জাত্যতিপ্রায়েণ বোধ্যৎ, পূৰ্ব্বজাত্যবহত্ত্বোক্তেঃ । অত্রাহঃ এক এব বিগুহ্বাত্মা, তস্তাবিদ্যায়া-
পরিচ্ছিন্নস্ত তস্তাং প্রতিবিম্বিতস্ত বা নানাত্মত্বম্ । ঋতিশ্চৈবমাহ, “আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিযু
পৃথগ্ভবেৎ । তথাঐক্যে হনেকস্হো জলাধারেষিবাংশুমান্” ইতি । তদ্বিজ্ঞানেনু-তস্ত বিনাশে
তু তন্নানাদ্ভিনিবৃত্ত্যা তদৈক্যং সিধ্যতীত্যেকবচনেন এতৎ পার্থসারথিরাহেতি । তদ্ব্যঙ্গং, জড়য়া
তরা চৈতন্তর্যাশেষেহাসম্ভবাৎ তৈরপি তদ্বিবরতানকীকারাচ্চ । বাস্তবে ক্ষেদে বিকারিষাদ্যাপত্তিঃ,
টক্কিন্নির্বাণবৎ স্তাৎ । নীরূপস্ত বিভোঃ প্রতিবিম্বাগম্যবাচ্চ । অজ্ঞথাকাশদিগাধীনাং তদাপত্তিঃ ।
ন চ প্রতীত্যন্তথারূপপত্তিরেবাকাশস্ত প্রতিবিম্বে মানং তদ্বর্জিতগ্রহনক্ষত্রপ্রভামণ্ডলং তন্তৈবাস্তসি
ভাসমানম্বেন প্রতীতেঃ । “আকাশমেকং হি” ইতি ঋতিশ্চ পরমাত্মবিষয়া তস্তাকাশবৎ সূর্য্যবচ্চ
বহুবৃত্তিকথং বদতীত্যবিরুদ্ধম্ । ন চাঐক্যতোপদেষ্টা সম্ভবতি । স হি তদ্বিবিন্ন বা আদ্যো-
হবিতীয়াসামান্যং বিজানতস্ততোপদেষ্টাপরিস্ফুৰ্ত্তিঃ । অন্তো বজ্রহাদেব নাত্মজ্ঞানোপদেষ্টবম্ ।
বাধিতানুবৃত্ত্যাপ্ররম্ভ পূৰ্ব্বনিরন্তম্ ॥ ১৩ ॥

মধুসূদন ।—নহু দেহমাত্রং চৈতন্তবিশিষ্টমাত্মৈতি লোকাস্তিতিকাঃ । তথাচ হুলোহহং
গৌরোহহং গচ্ছামি চেত্যাদি প্রত্যক্ষপ্রতীতানাং প্রমাণামনপোহিতং ভবিষ্যতি অতঃ কথং
দেহানাত্মনো ব্যতিরেকঃ ? ব্যতিরেকেহপি কথং বা জন্মবিনাশশূন্যত্বং ? জাতো দেবদত্তো
মৃতো দেবদত্ত ইতি প্রতীতের্দেহজন্মানাশাত্যাং সহাত্মনোহপি জন্মবিনাশোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ
দেহিন ইতি । দেহাঃ সৰ্ব্বে ভূতভবিষ্যবর্তমানা জগদ্বাণলবর্তিনোহস্ত সতীতি দেহী একস্তৈব
বিকল্পেন সৰ্ব্বেদেহযোগিত্যাং সৰ্ব্বত্র চেষ্টোপপত্তেন প্রতিদেহমাত্মভেদে প্রমাণমতীতি হৃদয়ির্ভূ-
মেকবচনম্, সৰ্ব্বে বরমিতি বহুবচনম্ পূৰ্ব্বদেহভেদানুবৃত্ত্যা, ন তাত্মভেদাতিপ্রায়েণেতি ন
দোষঃ । তন্ত দেহিন একস্তৈব সত্যোহস্মিন্ বর্তমানে দেহে যথা কৌমারং যৌবনং জরেন্দ্ৰাবস্থা-
ত্রয়ং পরম্পরবিরুদ্ধং ভবতি, ন তু তত্তেদেনাত্মভেদঃ, য এবাহং বাল্যে পিতৃদ্রাব্যভূতং স এবাহং
বার্দ্ধক্যে প্রপণ্ডু নহস্তবাসীতি দৃঢ়তরপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ । অননিঃসংস্কারস্ত চান্যাত্মসদ্ব্যক্তানজনকত্বাৎ
তথা তেনৈব প্রকারেণাবিকৃতস্তৈব সত আত্মনৌ দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ এতদ্বাদেহানাত্মত্ববিলক্ষণং
দেহপ্রাপ্তিঃ, যস্মৈ যোগৈশ্বৰ্য্যে চ তদেহভেদানুসদ্ব্যক্তোহপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ।

তৎখ্যচ যদি দেহ এবাং তদেৎকতা কৌমারাদিভেদেন দেহে ভিদ্যমানে প্রতিসন্ধানং ন ভাৎ, অথ তু কৌমারাদ্যবস্থানামত্যক্তবৈলক্ষ্যণোহপ্যবস্থাবতো দেহস্ত বাবৎ "প্রত্যভিজ্ঞঃ বক্তৃহিত" ইতি ন্যায়েনৈক্যাং ক্রমাৎ, তদাশি স্বপ্নযোগৈগম্যযোগেদেহদ্বন্দ্বভেদে প্রতিসন্ধানং ন ভাদিত্য-ভরোদাহরণং, অতো মরুমরীচিকাদাবুৎকাদিবুদ্ধিরিব স্থলোহিমিত্যাদিবুদ্ধিরপি স্রমস্বমবশ্রমভূ-পেরং, বাধস্তোভরজাপি তুল্যত্বাৎ । এতচ্চ "ন জায়তে" ইত্যাদৌ প্রপঞ্চয়িত্যে । এতেন দেহাভ্যতিরিক্তো দেহেন সহোৎপত্ততে বিনশ্রুতি চেতি পক্ষোহপি প্রত্যাঃ, তত্রাবস্থান্তেদে প্রত্যভিজ্ঞোপপত্তাবপি ধর্মিণো দেহস্ত ভেদে প্রত্যভিজ্ঞানুপপত্তেঃ । অথবা যথা কৌমারাদ্যবস্থা-প্রাপ্তিবিকৃতভ্রান্তান একৈশ্রব, তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিরেতদ্বাদেহাভ্রান্তক্রান্তৌ তত্র স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাতাবেহপি জাতমাত্রস্ত হর্ষশোকভয়াদিসম্প্রতিপত্তেঃ, পূর্বসংস্কারজন্যাদর্শনাৎ, অন্যথা স্তন্যপানাদৌ আবৃত্তিরত্বাৎ । তত্র ইষ্টসাধনতাদিজ্ঞানজন্যত্বাদৃষ্টমাত্রজন্যত্বস্ত চাত্মান-গমাৎ । তথাচ পূর্বাগমদেহরোরাষ্ট্রক্যাসিদ্ধিঃ, অস্তথা কৃতনাশাকৃতভাগমপ্রসঙ্গাদিত্যনা-বিভক্তঃ । কৃতরোঃ পুণ্যপাপরোভোগমস্তরং নাশঃ কৃতনাশঃ, অকৃতরোঃ পুণ্যপাপরোভোগম-ফলদাতৃত্বমকৃতভাগমঃ । অথবা দেহিন একৈশ্রব তব যথাক্রমেণ দেহাবস্থোৎপত্তিবিনাশরো-ভেদো নিত্যত্বাৎ, তথা যুগপৎ সর্বদেহান্তরপ্রাপ্তিরপি ততৈকৈশ্রব বিদ্যত্বাৎ, বিদ্যত্বান্নো-মধ্যমপরিমাণস্তে সাবয়বত্বেন বিনাশিত্বাৎ, অণুপরিমাণস্তে সকলদেহব্যাপিস্থখাদ্যানুপলব্ধি প্রসঙ্গাৎ, বিদ্যুতে নিশ্চিত্তে সর্বত্র দৃষ্টকার্যত্বাৎ সর্বশরীরেষু এবাং তস্মিতি নিশ্চিত্তোদর্থঃ । তত্রৈবৎ-সতি বধ্যযাতকভেদকল্পনয়া স্বমধীরত্বাৎ মুহুসি, ধীরস্ত বিদ্বান্ ন মুহুতি, অহমেবাং হস্তা এতে-মম বধ্য ইতি ভেদদর্শনাত্বাৎ । তথাচ বিবাদগোচরাপন্নঃ সর্কে দেহাঃ একভোক্তৃকাঃ-দেহত্বাৎ তদেহবদ্বিতি । ঐতিরিপি "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা" ইত্যাদি । এতেন যদাহ "দেহমাত্রমাত্মা" ইতি চার্কাকাঃ, "ইন্দিয়ানি মনঃ প্রাণশ্চ" ইতি-তদেকদেশিনঃ, "ক্ষণিকং বিজ্ঞানম্" ইতি সৌগতাঃ, "দেহাতিরিক্তঃ স্থিরো দেহপরিমাণঃ" ইতি-দিগম্বরাঃ, মধ্যমপরিমাণস্ত নিত্যত্বানুপপত্তেঃ, "নিত্যোহগুঃ" ইত্যেকদেশিনঃ, তৎ সর্বমপ্ৰাকৃতং-ভবতি নিত্যবিদ্যুত্বাপনাৎ ॥ ১৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—যন্তপ্যেবং তথাগীষ্টদেহবিরোগজঃ শোকো ভবত্যেবেত্যপ্যাহ দেহিন্-ইতি । দেহদুঃখস্রো বিদ্যোতে যন্ত স দেহী চিদাত্মা তস্য যথাস্মিন্ স্থলশরীরে কৌমারাদ্যবস্থানু-দেহভেদেহপি এক এবাহং বাস ইতি আসমিদানীং বুদ্ধোহস্রীত্যভেদপ্রত্যভিজ্ঞানাদৈক্যাং-বালাশরীরেতোহস্তত্বক ব্যাবৃত্তেতোহস্তবৃত্তং ভিন্নং, কুস্থমেভ্যঃ স্ত্রমিবেতি ভাৱাৎ । এবং-দেহান্তরপ্রাপ্তিরপি স্থলাচ্ছরীরান্যেবাং লিঙ্গশরীর্যাং স্বস্মাণাং স্থলশরীরানুকারিণাং প্রাপ্তিঃ । অহমর্থঃ যথা একমপি স্থলঃ শরীরং কৌমারাদ্যবস্থান্তেদানেকরূপম্ এবং নিত্যমপি লিঙ্গশরীরং-প্রাণিকশ্রভেদাৎ স্তরনরভির্গালাবস্থান্তেদানেকং ভবতি তদন্তোক্তং ন্যায়েন স্থলাদিবৎ-স্বস্মাণপি শরীরাদাত্মা বিবিধু এব, এবং শোকাদিধর্মিণ্যে লিঙ্গাদপি বিভিন্নম্-তব ইষ্টবিরোগজঃ-শোকোহপি ন বৃকঃ, অতএব তত্র তস্মিন বিবরে ধীরো ন মুহুতি আভিমানিকো শোকমোহৌ

দেহস্বাস্থ্যমানত্যাগাকীরং ন বাধেৎ, অচক্ষ্মসি দীর্ঘো ভবেতি ভাবঃ । পূর্বলোকযোগ্যতা-
ন্থনিস্তি বয়সিস্তি চ বহুবচনমুপাধিভদ্রাতিপ্রারং, অত্র তু দেহিন ইত্যেকবচনং, উপধেয়-
চিদ্যাত্মক্যাত্মিক্যপ্রারম্ভিত্যেজম্ । তথাচ প্রতিরেকস্যাত্মন উপাধিকং ভেদমাহ, যথা ;
“হুয়ং জ্যোতিরাত্মা বিনশ্বানপো ভিন্নো বহুদৈকোহনুগচ্ছন্ উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ
ক্ষেত্রেষেবমজোহরমাত্মা” ইতি, ক্ষেত্রেসু এক্যমাণগন্ধঃণসু স্থলস্থলদেহদগাত্মকেসু “একো দেবঃ
সর্বভূতেশু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্ত্যাত্মা” ইতি চ, একত্বাচ্চ বিভূতমপ্যস্য দিচ্ছং । তেন
দেহাদানামনিত্যানামবভূনাক পরাভিমতমাত্মং প্রত্যাখ্যাতং বেদিতব্যম্ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—নহু চাত্মস্বক্কেন বেদোহি । শ্রীত্যাঙ্গদং স্যাৎ দেহস্বক্কেন পুত্রভ্রাতৃদ-
য়োহপি তৎস্বক্কেন নপাদয়োহপি অতঃপুং নাপি শোকঃ স্যাদেবেতি চেদত আহ দেহিন
ইতি । দেকিনো জীবস্যাত্মন দেহে কোমারং কোমারপ্রাপ্তিৰ্ভবতি ; ততঃ কোমারনাশ-
নস্তরং যৌবনপ্রাপ্তিঃ, যৌবননাশানস্তরং জরাপ্রাপ্তিৰ্ভবা, তথা এব দেহান্তরপ্রাপ্তিরিতি ।
তচ্ছাস্ত্রস্বক্কেনাং কোমারাদীনাং শ্রীত্যাঙ্গদানাং নাপি যথা শোকো ন ক্রিয়তে, তথা
দেহস্যাত্মস্বক্কেনাং শ্রীত্যাঙ্গদস্য নাপি শোকো ন কর্তব্যঃ । যৌবনস্য নাপি জরাপ্রাপ্তৌ
শোকো জায়ত ইতি চেৎ কোমারস্য নাপি যৌবনপ্রাপ্তৌ হর্ষোহপি জায়তে ইতি । অতো
জীবজ্ঞোণাদীনাং জীর্ণদেহনাশে থলু নব্যদেহান্তরপ্রাপ্তৌ তর্হি হর্ষঃ ক্রিয়তামিতি ভাবঃ । যথা
একস্মিন্নপি দেহে কোমারাদীনাং যথাপ্রাপ্তিস্তথৈকেকস্যপি দেহিনো জীবস্য নানাদেহানাং
প্রাপ্তিরিতি ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য ।—পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছ্রীচাৰ্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি ও শ্রীমৎ শ্রীধর
স্বামীর অভিপ্রায় নিম্নে প্রকটিত হইতেছে । আত্মা পূর্বদেহ পরিত্যাগ
পূর্বক অপূর্ব দেহ পরিগ্রহ করে বসিয়া আত্মাকে বিকারী বলিতে, এবং
তাহাতে উৎপত্তি ও বিনাশ দুই দোষের আরোপ করিতে পার না ; কারণ
আত্মা নিত্য ।

আত্মা-দেহী । দেহ এবং দেহী উভাই এক পদার্থ নহে । বাহ্য দেহ
আছে তিনিই দেহী । দেহ পরিণামশীল, দেহী পরিণাম-বিহীন । বাল্য,
যৌবন এবং বার্দ্ধক্য দশরূপ পরিণামত্রয় দেহেরই ইহা ধাকে । আরও
দেহ, দেহী এই বর্তমান দেহে যেমন বাল্য অবস্থার নাশে যৌবন অবস্থার
সমাগম, যৌবনের অপগমে বার্দ্ধক্যের সমাগম, সেইরূপ এক দেহ নাশের
অনন্তর আত্মার দেহান্তর-প্রাপ্তি । দেহী আত্মার দেহপ্রাপ্তিই বা কি ?
অজ্ঞান বশতঃ নব্ব দেহে আমি আমার ইত্যাকার অভিমান-ভাব ব্যতীত
অপর কিছুই নহে ।

দেহ নাশ পায়, অতএব অনিত্য, এবং দেহী নাশ পায় না, অথচ আবার দেহ আশ্রয় করে, অতএব নিত্য । প্রতি-স্মৃতি প্রমাণ ভিন্ন বৃন্দাঃ প্রসূত শিশুর স্তন-পান ক্ষুদ্র প্ররুতিও এই বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে । নবজাত শিশুকে কেহ স্তনপান করিতে শিখায় না ; যে, পূর্বজন্ম-সংস্কার বশতঃ, আপনা আপনিই স্তনপানে প্ররুত হয় । অতএব এই সমস্ত বিষয় বেশ বুঝিতে পারিলে, কোন বুদ্ধিমানেরই এরূপ সাধারণ-জন-মূলভ (আত্মা জাত ও মৃত এইরূপ) মোহ প্রকাশ করা ভাল দেখায় না ।

শ্রীমদ্ভগবতে এ বিষয়ের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে । যথা ; “দেহে পঞ্চভূমাপন্যে দেহী কর্ম্মানুগোহবশঃ । দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥ ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি । যথা ত্বং-জলৌকেবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ ॥” (ভা । ১০ । ১ । ২৭, ২৮) অর্থাৎ যেরূপ গমনশীল ব্যক্তি অত্রপদ সম্মুখস্থ ভূমিভাগে স্থাপন করিয়া, পরে পশ্চাৎপদ উত্তোলন করিয়া ভূপৃষ্ঠে স্থাপন করতঃ গমন করে ; অথবা যেরূপ ভূগবিচারী জলুকা (ছিনে জোঁক) অত্রবর্তী একটি ভূগকে আশ্রয় করিয়া, পরে পূর্বাশ্রিত ভূগকে পরিত্যাগ করে ; দেহ পঞ্চভূ প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মবশে দেহীও তদ্রূপ আর একটি নবীন দেহকে আশ্রয় করিয়া, পূর্বাশ্রিত দেহ পরিত্যাগ করে । বস্তুতঃ ভূগের সহিত জলৌকার আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই ; আত্মা বা দেহীরও দেহের সহিত আশ্রয় ব্যতীত অন্যবিধ সম্বন্ধ নাই । ভূগের বিকার বা নশে জলৌকার বিকার বা নাশ যেরূপ অসম্ভব, দেহের বিকার বা নশে আত্মার বিকারও সেইরূপই অসম্ভব ।

জীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভগবদন সরস্বতী মহাশয়ের অভিপ্রায় । অর্জুন ! তুমি যদি লোকায়ত শাস্ত্রের মত অবলম্বন পূর্বক বল যে, “চৈতন্যবিশিষ্ট দেহমাত্রই আত্মা” ; কারণ চৈতন্যবিশিষ্ট দেহমাত্রকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে, “আমি স্থূল” “আমি গৌর” “আমি গমন করিতেছি” ইত্যাদি প্রত্যক্ষ প্রতীতি (জ্ঞান) সমূহের প্রামাণ্য কোনও রূপে দূরীকৃত হইবে না ; অতএব দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? আর আত্মা দেহ হইতে ব্যতিরিক্ত হইলেও তাহার জন্ম ও বিনাশ শূন্য হই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? কারণ “দেবদত্ত জাত” “দেবদত্ত মৃত” এই

প্রকার প্রতীতি বশতঃ অর্থাৎ এই প্রকার জ্ঞান হয় বলিয়া, দেহের জন্ম ও নাশের সন্ধিত আত্মারও জন্ম ও নাশ উপপাদিত হয় ।

আমি বলি, তোমার এরূপ কথা অতি অগম্যচীন । কারণ আত্মা “দেহী” । এই জগতে যত প্রকার দেহ হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, সেই সমস্ত দেহ বাহার আছে তিনিই “দেহী” । “দেহী” একমাত্র অদ্বিতীয় বিদু (সর্বব্যাপক) বলিয়া, সর্বদেহেই তাঁহার ব্যাপ্তি আছে, এবং সেই হেতু অর্থাৎ “দেহী” সর্বদেহ ব্যাপক বলিয়া তাঁহার চেষ্টা (ক্রিয়া) সর্বত্রই উপপাদিত হয় ; অতএব তৎকথিত “প্রতিদেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা” কখনও প্রমাণ স্বরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না ।

এস্থলে পূর্বোক্ত কারণেই “দেহী” এই পদ একবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে । পূর্বে স্তোকে “সর্বো বয়মতঃ পরম” এই বাক্যের মধ্যস্থিত “সর্বো বয়মঃ” এই দুইটি পদ, পূর্বদেহ-জনিত ভেদ অবলম্বন করিয়াই, বহুবচনাস্তরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে । বহুবচন প্রয়োগের উদ্দেশ্য আত্মার বহুত্ব নহে, অতএব এরূপ বহুবচন প্রয়োগ দোষযুক্ত নহে । আত্মা একই ।

অর্জুন ! কেন যে আত্মা প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারেন না, সে বিষয়ে আরও হেতুবাদ নির্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর । অন্ত-নিষ্ঠ সংস্কার কখনও অন্তঃ অমুসন্ধানের (স্মৃতির) জনক হইতে পারে না ; অর্থাৎ আমার হৃদয়ে যে সংস্কার আবদ্ধ আছে, সেই সংস্কারের স্মরণ কেবল মাত্র আমারই হইতে পারে, অপর কাহারও হইতে পারে না । তদ্রূপ অপরের হৃদয়ে যে সংস্কার আবদ্ধ আছে সেই সংস্কারের স্মরণ কেবল মাত্র তাহারই হইতে পারে, কিন্তু আমার হইতে পারে না । এখন আমি যদি বলি যে, “যে আমি বাল্যকালে পিতাকে অনুভব করিয়াছি, এক্ষণে সেই আমিই বৃদ্ধাবস্থায় পৌত্রগণকে অনুভব করিতেছি” । এইরূপ স্থলে যে (বাল্যকালে যে আমি বৃদ্ধকালে সেই আমি রূপ) দৃঢ়তর প্রত্যভিজ্ঞান (স্মরণ এবং অনুভবাত্মক জ্ঞান) হইতেছে, ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতীতি হইতেছে যে, বাল্য এবং বৃদ্ধকাল অবস্থা যদি এক আমার না হইত, তবে আমার বাল্যাবস্থানিষ্ঠ সংস্কারের স্মরণ বৃদ্ধাবস্থায় কখনও হইতে পারিত না । অতএব সেই একমাত্র অদ্বিতীয় সংস্বরূপ দেহীর এই চিরন্তন দেহ বৈরূপ “কোমার, যৌবন এবং জরা” এই পরস্পর-বিসংসার অবস্থাত্ময়ে পরিণত হইলেও, দেহীর কোনরূপ ভেদ হয় না ;

সংস্করণ, অবিকৃত, দেহী (অশাস্ত্র) দেহান্তর-প্রাপ্তি ও সেইরূপ । অর্থাৎ এই বর্তমান দেহে কোমারাদি অবস্থা-ভেদে দেহী-কোনরূপ ভেদ হইবে, কোমার অবস্থায় জনিত সংস্কার কখনও বুদ্ধাবস্থায় অবগের জনক হইবে পাবিত না ।

*তবে এখন দেখা যাউতেছে যে, ভবজ-ভেদে সমুদ্রের ন্যায় দেহের বহু-বিধ অবস্থার ভেদে, দেহী কোনও রূপ ভেদ-দশা প্রাপ্ত হইবে না, এবং দেহী দেহের সহিত ভেদ-দশা প্রাপ্ত হইলে, কোমারাবস্থানিষ্ঠ সংস্কারের মুকা-বস্থায় অবগ হইতে পাবে না, অতএব একই দেহী যে কোমারাদি অবস্থাব্রিজে অবিকৃত সমভাবে বর্তমান রহিয়াছেন, ইহা অবশ্য স্বীকর্তব্য । এত দূরোক্তানুগারে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, দেহীর দেহান্তর প্রাপ্তি, অর্থাৎ এই দেহ হইতে অন্য প্রকার দেহ (আকৃতিগতই হউক বা পঞ্চাদি জাতি-গতই হউক) প্রাপ্তিও হরূপ : অর্থাৎ একদেহ পবিত্রাঙ্গ পূরক আর এক দেহ আশ্রয় করিলেও দেহী কোনও রূপ বিকার হয় না ।

অতএব এবং যোগৈশ্বর্য্য প্রভাবে দেহান্তরগত দেহী দেহ-ভেদের নথ্য অবগ করিলে দেহী (আত্মা) এবং দেহ এক পদার্থ নহে ইহা সহজেই বুঝা যায় হইবে । কারণ আত্মা বহু দেহগত হইলেও 'সেই আত্মা' এইরূপ দৃঢ়তর প্রত্যভিজ্ঞা যখন সকল সময়েই বর্তমান রহিয়াছে, তখন দেহ ও আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পাবে না ! অপিচ অতএব এবং যোগৈশ্বর্য্য প্রভাবে দেহান্তরগত দেহী বিভিন্ন দেহের অবগ হয় ; অতএব দেহী ও দেহের একতা কিরূপে প্রকার করা যাউতে পাবে ? তুমি অল্প দেখিতেছ যে, "আমি রাজা হইয়াছি, সিংহাসনে বসিয়া আছি, কত শত শত দাস-দাসী আমার সেবা করিতেছে, বহু বহু-মূল্য বস্ত্রনিচয় আমার নেত্র-প্রীতি সম্পাদন করিতেছে" ইত্যাদি । কিন্তু অল্প-নন্দন কালে তোমার নিকট দাস-দাসী প্রভৃতি একটা পদার্থও উপস্থিত নাই, তখন একা তুমি এই প্রকার বহু বহু কপে পবিত্র হইয়াছ

* যোগবলে আট প্রকার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে । তাহাট অষ্টৈশ্বর্য্য বা যোগৈশ্বর্য্য নামে অভিহিত । তদনুযায়ী ; "অগ্নিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যঃ মহিমোপিতা । বশিকাম্যাবসারিষে ঐশ্বর্য্যমষ্টমা স্তুতম্ ॥" অর্থাৎ অগ্নিমা—উচ্ছানুসারে দেহ স্তুত করিবার ক্ষমতা, লঘিমা—উচ্ছানুসারে দেহ লঘু করিবার ক্ষমতা, ব্যাপ্তি—সর্বত্র বিদ্যমান থাকিবার ক্ষমতা, প্রাকাম্য—ভোগ-বাসনা পূরণের ক্ষমতা, মহিমা—উচ্ছানুসারে দেহ বৃহৎ করিবার ক্ষমতা, বশিতা—সর্বত্র প্রভু করিবার ক্ষমতা, বশিতা—সকলকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা, কাম্যাবসারিষা—কামনা-পূরণের ক্ষমতা, এই আট প্রকার ঐশ্বর্য্য ।

মাত্র । “যে আমি জাগ্রদবস্থার নানাবিধ বিষয়ে ব্যাপৃত ছিলাম, স্বপ্নকালে সেই আমিই নানা অবস্থায় পরিস্থাপিত হইয়াছি এবং এক্ষণেও সেই আমিই বিভিন্ন কার্যে মগ্ন রহিয়াছি,” ইত্যাদি রূপ প্রত্যভিজ্ঞা * হয় । এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, স্বপ্নকালে “আমি রাজা হইয়াছি” বলিলে, জাগ্রদবস্থার “আমি” ছাড়া আর একটা নূতন “আমিকে” ত বুঝাইবে না । অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কি জাগ্রৎ কি স্বপ্ন এতদুভয় অবস্থাতেই “আমিত্বের” ভেদ নাই । জাগ্রৎকালে যে “আমি” স্বপ্নকালেও সেই “আমি” । অতএব স্বপ্নকালে আমি বহু দেহাদি রূপে পরিণত হইলেও, আমার (দেহীর) পরিণাম কখনও হইতে পারে না । যোগীশ্বর-গণও নিজ নিজ অসাধারণ যোগৈশ্বর্য্য প্রভাবে কায়বুহ রচনা † করিলে, সর্গাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেহে সমকালে প্রবেশ করিলেও, তৎকালে তাঁহাদের আমিত্বের কোনরূপ ভিন্নতা হয় না । , তাঁহাদেরও স্মরণাত্মক এবং অনুভবাত্মক জ্ঞান হয় যে, “যে আমি যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি, সেই আমিই এইরূপ নানাবিধ দেহে প্রবেশ করিয়াছি ।” অতএব হে সখে ! দেহ হইতে আত্মা পৃথক নহে, তোমার কথিত এই শব্দা এইখানেই অপাকৃত হইল । আরও দেখ, যদি দেহই আত্মা হইত, তাহা হইলে কৌমারাদি অবস্থার ভেদে দেহের ভেদ হইত, এবং অবস্থা ভেদে দেহের ভেদ হইলে, বাল্য-বয়স্কর অনুষ্মত বিষয়ের স্মরণ কখনও বুদ্ধাবস্থায় হইতে পারিত না ।

* প্রত্যভিজ্ঞা ।—“স এবারং চৈত্র ইতি প্রতিসন্ধানেন” অতিসুখীভূতে বস্তুনি জ্ঞানং প্রত্যভিজ্ঞা” । অর্থাৎ “সেই এই চৈত্র” এই প্রকার স্মরণ দ্বারা অতিসুখীভূত যে বস্তু তাহাতে যে জ্ঞান তাহারই নাম প্রত্যভিজ্ঞা । অতিসুখীভূত অর্থাৎ অমুত্তম-বিবরীভূত ।

একাধারে স্মরণ এবং অনুভবাত্মক বলিয়া কেহ কেহ “প্রত্যভিজ্ঞাকে” সুসিংহাস্য জ্ঞান বলেন । * অর্থাৎ “সেইহং” সেই আমি এই প্রকার কখন হুদে, “সেই” বলিতে অগ্রেই স্মৃতির উদয় হয়, এবং “আমি” কথাটা অনুভব পূর্বকই হইয়া থাকে । “সেইহং” বলিলে সর্ব প্রথমেই স্মরণ হয়, “যে আমি পূর্বে ছিলাম সেই আমি” । সাদা কথায় সেই পদপূর্বক যে পদার্থের জ্ঞান হয় তাহারই নাম প্রত্যভিজ্ঞা ।

“প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন” নামক দর্শন গ্রন্থে লিখিত আছে,—“প্রসিদ্ধ-পুরাণ-সিদ্ধাগমাত্মানাদি-পরিজ্ঞাত-পূর্ণ-শক্তিকে পরমেশ্বরে সতি স্বাতন্ত্র্যভিমুখীভূতে তচ্ছক্তিপ্রতিসন্ধানেন জ্ঞানমুদেতি নুনং স এষ লিখ্যোহহমিতি ।”—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ।

† যোগিগণ যোগৈশ্বর্য্য-প্রভাবে দেহ হইতে দেহান্তরে বিচরণ করিতে পারেন । যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশীলাকালে বহু শরীর ধারণ করিয়া বহু গোপিকাগণ বিহার করিয়াছিলেন । সন্দর্ভকার ভক্তিতাজন শ্রীমদ্ভীষ গোবামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের রাসব্যাখ্যা-কালে ভগবানের

বদি বল যে, কোমারাদি অবস্থা সমূহের অন্ত্যস্ত বৈলক্ষণ্য হইলেও, অর্থাৎ পরস্পর সমতা না থাকিলেও, “যাবৎ প্রত্যভিজ্ঞং বস্তুস্থিতি” এই ন্যায়ের অনুসারে বিভিন্ন প্রকার অবস্থাবান্ দেহের এক্য রহিয়াছে বলিতে হইবে ; এ কথাও বলিতে পার না । কারণ “যাবৎ প্রত্যভিজ্ঞং বস্তুস্থিতি” অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত সেই আমি ইত্যাকার, স্মরণ পূর্ব্বক অনুভবাত্মক জ্ঞান থাকিবে, সেই পর্য্যন্তই বস্তুর স্থিতি আছে, এই ন্যায়ানুসারে দেহের একত্ব প্রমাণিত হইলেও, স্বপ্নকালে এবং ষোণৈশ্বর্য্যে দেহের স্মরণাত্মক রূপ দোষ আদিয়া সমুপস্থিত হয় । অর্থাৎ তুমি না হয় বলিলে যে, “আমার যে দেহের কোমারাদি অবস্থা ছিল, এখনও আমার সেই দেহই রহিয়াছে” ; এইরূপ স্থলে একমাত্র দেহেরই প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া ন্যায়-বলে একমাত্র দেহই রহিয়াছে বলিবে ।

ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ; কেন না তুমি বিচার করিয়া দেখ, জাগ্রিত অবস্থায় যেস্থল দেহ দ্বারা কার্য্য নিম্পন্ন হয়, স্বপ্নাবস্থায় সেই স্থল দেহ ভোক্তৃত্ব পড়িয়া থাকে ; কিন্তু তখন লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহই “আমি রাজা হইয়া রাজ্যাশাসন করিতেছি” ইত্যাদি বিষয়-ব্যাপারে বিনিযুক্ত হয় । তবে স্থল দেহনিষ্ঠ সংস্কারের স্মরণ লিঙ্গ দেহে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? অতএব দ্ব্যংকথিত নৈয়ায়িক প্রমাণ স্বীকার করিতে হইলে, স্বপ্নকালে জাগ্রৎ অবস্থাজনিত সংস্কারের স্মৃতিই হইতে পারে না ; দেহের একত্বসিদ্ধি তো বহু দূরের কথা ।

আর দেখ যোগীশ্বরগণ যখন কায়বূহরচনা করেন, তখন তাঁহাদের স্থল দেহ যে কোথায় পড়িয়া থাকে তাহার কিছুই ঠিক থাকে না, অঞ্চ “যে আশ্মি আমার, স্থল দেহে ছিলাম, বা আছি, সে আমিই এই সমস্ত দেহে বিরাজ করিতেছি” তাঁহাদের এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় । এখন বুঝিয়া দেখ, এ সমস্তই লিঙ্গ শরীরের কার্য্য ; কিন্তু স্থল দেহনিষ্ঠ সংস্কারের স্মৃতি কখনও লিঙ্গদেহে হইতে পারে না ; অতএব উক্ত স্তায়ের মার্গ অনুসরণ

সেই দেহ ধারণ ব্যাপারকে কায়বূহ রচনা বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন । ষোণৈশ্বর্য্য-প্রত্যবে বহুবিধ শরীরে বিচরণ করার প্রসঙ্গ দস্তায়ে সংহিতা নামক যোগশাস্ত্রে নিম্নলিখিতরূপে বিস্তৃত আছে । “যথা ; ‘সৰ্গলোকেষু বিচরেন্দ্রিমাণি গুণাবিতঃ । কদাপি যচ্ছ্রো দেবো ভূত্বা স্বর্গেহপি সঞ্চরেন্ ॥’ সমুদ্যো বাপি যচ্ছ্রো বা যচ্ছ্রোহপি স্ফাটয়েৎ । সিংহো ব্যাঘ্রো গজোবাপি ভ্রমিচ্ছাতোহন্তকমতঃ ॥” অর্থাৎ “অগ্নিাদি গুণবৃত্ত যোগী সৰ্গলোকে বিচরণ করেন ; কখনও যচ্ছ্রো দেবতা হইয়া স্বর্গেও সঞ্চরণ করেন, যচ্ছ্রোক্রমে স্ফাটয়েই সমুদ্র বা বসুমণ্ডি ধারণ করেন, ভ্রম্যন্তরে ইচ্ছামাত্র ব্যাঘ্র বা হস্তি-শরীর পরিগ্রহ করেন ।

করিতে হইলে, যোগীশ্বরের তৎকালে নিজ স্থল-দেহ-নিষ্ঠ সংস্কারের স্মরণই স্মরণপরাহত হয় । অতএব মরু মরীচিকা প্রভৃতিতে জলাদি বুদ্ধির স্মায় “আমি স্থল”, “আমি গৌর” ইত্যাদি বুদ্ধিরও জন্ম অবশ্য স্বীকর্তব্য, কারণ বাধা উভয়ই তুল্যরূপ । স্থলদেহে “আমিহের” আরোপ জন্ম-কল্পিত ব্যতীত আর কিছুই নহে । (“ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ” ইত্যাদি ২য় অধ্যায়ের বিংশ শ্লোকে এ বিষয় স বিশেষ বিবৃত হইবে) ।

আত্মা যে দেহ হইতে অব্যতিরিক্ত এবং দেহের সহিত উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তোমার ইত্যাকার আপত্তি পূর্বকথিত যুক্তি দ্বারা খণ্ডিত হইল । কারণ আত্মা দেহ হইতে অব্যতিরিক্ত, অর্থাৎ অভিন্ন এবং দেহের সহিত উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, ধর্ম্মী দেহের বাল্য-কৌমাৰ্য্যাদি অবস্থা-ভেদে, সেই আমি এবং বিধ প্রত্যভিজ্ঞা কখনই উপপাদিত হইতে পারেন না । অথবা যদি বল যে, “কৌমাৰ্য্যাদি অবস্থা প্রাপ্তি এবং দেহান্তর প্রাপ্তি যখন একই অবিকৃত দেহীর (আত্মার) হয়, তখন সেই আত্মা এক দেহ পরিত্যাগ পূর্বক অপর দেহ আশ্রয় করিলে, সেই নবাপ্তিত দেহে “সেই আমি” এই প্রকার জ্ঞান আত্মার কেন হয় না ?” এ কথাও বলিতে পার না । কারণ নবাপ্তিত দেহে, “সেই আমি” এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা না হইলেও, জাতমাত্র শিশুর পূর্ব-সংস্কার জন্ম হর্ষ-শোক-ভয়াদি বিষয়ক জ্ঞান সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় ; এবং তাহা না হইলে সদ্যোজাত বালকের স্তন-পানে প্ররুতিও কখন হইত না । আর প্ররুতিই বা কি ? শাস্ত্রকর্ম্মগণ একবাক্যে বলেন যে, “প্ররুতি” ইষ্টসাধন জন্ম এবং অদৃষ্টমাত্র জন্ম । অর্থাৎ কাহারও কোনও রূপ ইষ্ট (অভিলষিত) সাধন করিতে না হইলে, কোন বিষয়ে প্ররুতি হয় না ; অতএব প্ররুতি ইষ্টসাধন জন্ম । আমার অমুক ইষ্ট বস্তু সাধন করিতে হইবে বলিয়াই তাহাতে আমার প্ররুতি হয়, অর্থাৎ তাহাই (ইষ্টসাধনই), আমাকে উক্ত কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে । সদ্যোজাত শিশুর স্তন-পান ব্যতীত অন্তরূপ ইষ্টসাধন নাই বলিয়া, তাহার যুবা বা যুৱক জনোচিত প্ররুতি হয় না । প্ররুতিকে অদৃষ্টমাত্র-জন্ম বলিবার ইচ্ছাই উদ্দেশ্য যে, “যেমন হস্তিপক (মাছ) দর্শন হস্তিজ্ঞানের উদ্বোধক মাত্র, অর্থাৎ মাছতকে দেখিলে হাতিকে মনে পড়ে (হস্তিজ্ঞানে চিত্ত প্রবর্ত্তিত হয়) সেইরূপ কেবল মাত্র অদৃষ্ট, জাতজীবমাত্রেরই, প্ররুতির

উদ্বোধক, অর্থাৎ প্রথমতঃ অদৃষ্টের প্রেরণা-বলেই জীব সর্ববিধ কর্মে প্রবৃত্ত হয় । অতএব পূর্বদেহ এবং অপূর্ব দেহ সকল দেহেই আত্মিকত্ব সিদ্ধ হইল । তাহা না হইলে, “কৃত নাশ” এবং “অকৃতাত্যাগম” নামক দোষ-দ্বয় আসিয়া সমুপস্থিত হয় । (এ বিষয় দ্বাদশ শ্লোকের তাৎপর্যে বিস্তৃত-রূপে বর্ণিত আছে) । পূর্বজন্মকৃত পুণ্য ও পাপের ফলভোগ ব্যতিরেকে নাশ হওয়ার নাম “কৃতনাশ”, এবং অকৃত পুণ্য ও পাপের অকস্মাৎ ফল-দায়ক উপস্থিতির নাম “অকৃতাত্যাগম” । অথবা যেক্রপ একমাত্র নিত্য বলিয়া, “দেহী” যে তুমি, সেই তোমার কৌসারাদি দেহাবস্থার ক্রমশঃ উৎপত্তি বিনাশে কোনও রূপ ভেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে না, সেইরূপ যুগপৎ সর্ব দ্বেহাস্তর প্রাপ্তিও তোমারই, তাহাতেও তোমার ভেদ নাই । কেন-না তুমি একমাত্র বিভূ—সর্বব্যাপক ।

এখন যদি দিগন্তরংগের মতানুসারে * আত্মাকে বিভূ না বলিয়া মধ্যম পরিমাণ (জীবদেহ পরিমাণ) বল, তাহা হইলে আত্মায় অবয়ব-বিশিষ্টত্ব-

* প্রায়শঃ পশ্চিম প্রদেশে নিবিড় অরণ্য মধ্যে ‘কোষকার’ নামক এক প্রকার ক্রম দেখিতে পাওয়া যায় ; স্বভাবতঃ তাহারা বৃক্ষে আবাসোপযোগী রক্ত প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, নিজ তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম দস্তা দ্বারা বৃক্ষের ত্বকু কর্তিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে । কিন্তু তাহারা কপাল দোষে বা খাদ্যদোষে রক্ত পথ কর্তিত কাষ্ঠ গুণ্ডা দ্বারা রক্ত করিয়া ফেলে, আর তাহাদের বাহির হইবার অত্র কোনও রূপ উপায়ান্তর থাকে না । এইরূপ কোষ সৃষ্ণ কাষ্ঠ-গুণ্ডা সমাবৃত ‘কোষকার’ নিত্যস্থ অনির্বচনীয় যাতনা অমূল্য করে ; কিন্তু যদি তাহার ভাগ্যবলে কোনও কাঠুরিয়া আসিয়া উক্ত বৃক্ষচ্ছেদন করে তবেই তাহার উদ্ধার হয় ।

জীবাত্মাও পঞ্চকোষাবৃত । স্বরূপ বিন্যস্তি বশে উক্ত ক্রমি সৃষ্ণ জন্ম মরণাদি রূপ অপ্লেষ সংসার জনিত যাতনা ভোগ করেন । কিন্তু কোন করুণাময় আচার্য্যের রূপায় পঞ্চ কোষের বিচার পূর্বক তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়া মোক্ষ-স্বথ-সম্পত্তি লাভ করেন । অন্যদিকে “কোষ-কার ক্রমি” গুটিপোকা বলিয়াই পরিচিত ।

কোষ পঞ্চবিধ । অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, ধীময় বা বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় । তন্মধ্যে পঙ্কীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন স্থূল দেহ “অন্নময় কোষ” নামে অভিহিত হয় । শরীরে বর্তমান “প্রাণ, অপান সমান, ব্যান ও উদান” এই পঞ্চ প্রাণ এবং “বাক, পানি, পাদ, পায়ু, ও উপহৃ” এই পঞ্চ কর্ম্মত্রির একত্বে এই দশবিধ পদার্থ (সামগ্রী) একত্রিত হইয়া “প্রাণময় কোষ” নামে অভিহিত হয় ।

প্রোজ, ষ্ক, চক্ষু, জিহ্বা ও শ্রোণ এই পঞ্চ জ্ঞানেত্রির সক্ষম বিকল্যাত্মক মনের সহিত মিলিত হইয়া “মনোময় কোষ” নামে সমুচ্চারিত হয় । উক্ত পঞ্চজ্ঞানেত্রির সহিত নিশ্চরাত্মিকা বুদ্ধি একত্রিত হইয়া “বিজ্ঞানময় কোষ” আখ্যা সম্প্রাপ্ত হয় । এবং কারণ শরীরভূত অবিজ্ঞান মলিন সর্ব প্রিয় (ইষ্ট-দর্শন-জনিত), মোদ (ইষ্টলাভজনিত) এবং প্রমোদ (ভোগজনিত) নামক ত্রিবিধ স্বথ বিশেষের সহিত সন্মিলিত হইয়া “জ্ঞানময় কোষ” নামে কথিত হয় ।

রূপ দেহের দোষ আরোপিত হয়, এবং আত্মার সাবলব্ধ সিদ্ধ হইলে তাঁহাকে অনিত্য বলিয়া নির্দেশ করিতে হয় । সৰ্বত্র দেখা যায়, “যে যে পদার্থ অবগন বিশিষ্ট সেই সেই পদার্থই নশ্বর ও অনিত্য ।”

তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিব্যকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ব্যাঞ্জে কথিত আছে, “স বা এষ পুরুষোহন্ন-
রসময়ঃ তস্মাদ্ভা এতস্মাদন্নরসময়ানন্তোহন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ ; অনন্তোহন্তর আত্মা মনোময়ঃ,
অন্তোহন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ অনন্তোহন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ” । এই ঋতিই বহুবিধ মতের
উৎপাদক ও প্রসঙ্গ স্বরূপ ।

এখানে দর্শনের বিষয় বস্তুব্য হইলেও উক্ত ঋতি অবতারণার উদ্দেশ্যেই পঞ্চময় কোষের
নিচায় করা হইয়াছে । অতএব পঞ্চময় কোষ বিষয়ক বর্ণনা যেন কেহ “ধান ভান্তে শিবের
গীত” বলিয়া না মনে করেন । এতদ্ব্যতীত এই বৃত্তান্ত বহুবিধ মতের উৎপাদক এবং পোষক
রূপে পরিণত হয় ; সুতরাং এখানে অপ্রাসঙ্গিক নহে ।

চার্কাঙ্ক ও লোকায়ত এতদ্ব্যতীত এক পর্য্যায় বাচক ও একার্থ প্রতিপাদক । ব্রহ্মপতি
লোকায়ত শাস্ত্র রচনা করিয়া সৰ্ব্বাঙ্গেই চার্কাক্কে প্রদান করেন, এই জন্যই লোকায়ত
শাস্ত্রের নামান্তর চার্কাক দর্শন ।

উক্ত দর্শন মতাবলম্বিগণ প্রত্যেককেই প্রাণরূপে পরিগৃহীত করেন, এবং পূৰ্ব্ব কথিত
ঋতির “স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ” এই অংশ টুকু অবলম্বন করিয়া অনন্নরসময় এই স্থান দেহ-
কেই আত্মায়ে বরণ করেন ।

চার্কাকগণের মধ্যেও আবার কেহ কেহ ইঞ্জিরগণকে, কেহ বা প্রাণকে এবং কেহ বা
মনকে আত্মা বলে । ইহাদিগকে চার্কাকেরা একদেশী বলে ।

ইঞ্জিরাত্মবাদী চার্কাকগণ বলেন যে “যেহেতু দেখা যায় জীবাশ্মার বিনির্গমে দেহের মরণ হয়,
অতএব আত্মা দেহ হইতে ব্যতিরিক্ত ; এবং “আমি বলিতেছি,” “আমি দেখিতেছি” এইরূপ
স্থলে প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সমস্ত ক্রিয়া ইঞ্জির দ্বারাই নিষ্পন্ন হইতেছে এবং
“অহং” শব্দের প্রয়োগ ইঞ্জিরগণের উপরই হইতেছে ; অতএব ইঞ্জিরগণই আত্মা ।

প্রাণাত্মবাদী চার্কাকগণ বলেন যে “যেহেতু ইঞ্জিরগণের লোপ হইলেও একমাত্র প্রাণের
সত্ত্বতেই জীবগণ জীবন ধারণ করে, অথচ সুপ্ত অবস্থাতেও প্রাণ আগ্রসিত থাকে এবং
(পূৰ্ব্বোক্ত) ঋতিতেও প্রাণময় কোষ আত্মারূপে বর্ণিত আছে, অতএব প্রাণই আত্মা । এই
মতাবলম্বিগণকে হিরণ্যগর্ভ বলে ।

মন আত্মবাদী চার্কাকগণ বলেন যে, “যেহেতু প্রাণের তৌক্ত্ব্য নাই, মনের তৌক্ত্ব্য আছে,
এবং মনই মনুষ্যগণের বহুমোক্ষের কারণ, (পূৰ্ব্বোক্ত) ঋতিতেও মনোময় কোষের আত্মা
বর্ণিত আছে ; অতএব মনই আত্মা ।

সৌগত বা কণিকবাদী বৌদ্ধগণ কণিক বিজ্ঞানকেই আত্মায়ে বরণ করেন । তাঁহারি,
বলেন যে “যেহেতু অস্তঃকরণ দুই প্রকার, প্রথম “অহং বৃত্তি,” দ্বিতীয় “ইদং বৃত্তি,” তদ্ব্যতীত বিজ্ঞান
“অহং বৃত্তি” এবং মন “ইদং বৃত্তি” । অহং বৃত্তি হইতে ইদং বৃত্তির জন্ম হয় । কারণ আপনি
আপনাকে না জানিয়া বাহিরের পদার্থকে যে কেহ জানিতে পারে না ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয়,
অতএব মনের মূলই বিজ্ঞান । এবং যেহেতু “আমি ভবামিহাং,” “আমি ভবামিহাং,”
“আমি কুণং,” “আমি সৌরং” ইত্যাদিরূপ স্থলে অহং বৃত্তির কণে কণে নাশ প্রতীত হয়, অতএব
বিজ্ঞান “কণিক” । ঋতিও বিজ্ঞানময়ের আত্মা উদ্দেশ্যিত করেন ; অতএব কণিক বিজ্ঞানই
আত্মা ।

আন্তরালগণের মতানুসারে আত্মাকে অণুপরিমাণ বলিলে, তাঁহাকে সকল দেহব্যাপী সুখ-দুঃখাদি বিষয়ক জ্ঞান লাভে বঞ্চিত করা হয় । কিন্তু আত্মাকে বিভূত্বরূপে নিশ্চয় করিতে পারিলে, সর্ববিধ সন্দেহ রাশি নাশ প্রাপ্ত হয় । কারণ যিনি সর্বব্যাপী তিনি সর্বত্র সর্ববিধ কার্য্যই পরিদর্শন করেন । অতএব তুমি আত্মাকে বিভূত্বরূপে নিশ্চয় করিতে পারিলে, একা তুমিই যে সেই সর্বত্র স্থিত সর্বকার্য্য পরিদর্শক অদ্বিতীয় আত্মা নিশ্চিত হইবে ।

একণে তুমি আপনাকে স্বরূপতঃ (সর্বব্যাপী বিভূত্বরূপে) জানিতে পার নাই বলিয়া, “আমি ইহাদিগকে বধ করিব”, “ইহারা আমার বধ্য” এইরূপ বধ্য-ঘাতক ভেদ-কল্পনা করিয়া অদীরের স্তায় মোহ প্রাপ্ত হইতেছ । ধীরগণ অর্থাৎ বাঁহারা আত্মাকে (আপনাকে) বিভূত্বরূপে জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা কখনও এইরূপ শোক-মোহ প্রকাশ করেন না ; কারণ তাঁহারা উক্তরূপ বধ্যঘাতকাদি ভেদ-পরিদর্শন করেন না ।

যুক্তি বা অনুমান-মার্গের অনুসরণ করিলেও তোমাকে দেহীর বিভূত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । আমি যুক্তি-বলে বলিব যে, “দেহ” বলিয়া, সকল দেহই, তোমার দেহের মত একভোক্তৃক ; অর্থাৎ যেরূপ তোমার দেহের তুমি একাই ভোক্তা সেইরূপ অপরের দেহও “দেহ” বলিয়া সে সমস্ত দেহও একভোক্তৃক ; যে সমস্ত পদার্থ সেইরূপ অস্ত্র পদার্থের সহিত সমান তাহারা পরস্পর তুল্যরূপ । এখন দেখ তোমার দেহও দেহ, অপরের দেহও দেহ ; আত্মা বলিয়া তুমি তোমার দেহের যেমন ভোক্তা, সেইরূপ অপরও আত্মা বলিয়া অস্ত্র দেহের ভোক্তা । অতএব পরস্পর দুই সমরূপ ; ইতরাং তোমার দেহের যে কালে তুমি একাই ভোক্তা, অস্ত্রের দেহও দেহ বলিয়া এবং দেহও পরস্পর অভিন্ন বলিয়া সকল দেহের ভোক্তৃক তোমাতেই অর্পিত হইতেছে । যেহেতু তোমার ও অপরের আত্মার কোন প্রভেদ নাই ।

দিগ্ভয়গণ আত্মাকে স্থির এবং দেহপরিমাণ রূপে বর্ণনা করেন । তাঁহারা বলেন যে, “যে হেতু আপাদমস্তক চৈতন্তের ব্যাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এবং “স এষ ইহু প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ” এই শ্রুতিও উক্ত বিষয়ে অনুমোদন করিতেছেন ; অতএব আত্মা দেহপরিমাণ অর্থাৎ মধ্যম পরিমাণ ।

আন্তরালগণ আত্মাকে অণুরূপে বর্ণনা করেন । তাঁহারা বলেন যে, “যে হেতু দেখা যায় যে মধ্যম পরিমাণ দেহাদি সমস্তই অনিত্য, এবং “অণোরণীরান্”, “এবোহুগুণান্ চৈতসা বেদিতব্যঃ স্মৃতাং স্মৃততঃ নিত্যং”, “বালাগ্রশতভাগশততথা ক্লৃণ্ডিতশ্চ চ । ভাগে জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ।” ইত্যাদি অসংখ্য শ্রুতিগণ আত্মাকে অণুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, অতএব আত্মা অণুপরিমাণ ।—পণ্ডিত শ্রীঅনুলক্ক গোবিন্দী ।

“সৰ্বত্র রঞ্জনায়ৈ ধূম সন্দর্শন করিয়া বর্জিত সত্তা উপলব্ধি করিতে পারা যায় ; অতএব সিদ্ধ হইল যে, যেখানে যেখানে ধূম দৃষ্ট হয় সেই স্থানেই অগ্নি আছে” ; ইহাকেই ব্যাপ্তি বলে * বলে । এক্ষণে এই ব্যাপ্তি অনুসারে পরীতেও ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব অনুমিত হয় । অর্থাৎ যেহেতু আমি সৰ্বত্র রঞ্জনায়ৈ ধূম সন্দর্শনে অগ্নির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছি, অতএব পরীতেও ধূম দর্শনে অগ্নির সত্তা কেন না স্বীকার করিব ? এইরূপ যখন তুমি দেখিতেছ যে, তোমার দেহও দেহ, এবং অপরের দেহও দেহ ; অতএব সকল দেহই একই দেহ । এবং যে স্থানে যে স্থানে দেহদ্ব নেই স্থানে সেই স্থানেই এক-কর্তৃকত্ব এইরূপ ব্যাপ্তি দেখিতেছ ; অতএব সকল দেহই যে এককর্তৃক তাহা কেন না স্বীকার করিবে ?

এবিষয়ে ঋতি কি বলিতেছেন শ্রবণ কর ; তাহাতেও স্পষ্টতঃ তোমার অর্থাৎ আত্মা বা দেহীর বিভূত্ব দেখিতে পাইবে । ঋতি বলিতেছেন, “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তরাঙ্গা” ইত্যাদি ; অর্থাৎ একই দেবতা সর্বভূতে সমভাবে বর্তমান, সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তর্যায়ী আত্মা ইত্যাদি ।” অতএব ঋতিবলেও কেন না তুমি আত্মাকে বিভূ বলিয়া স্বীকার করিবে ?

যদি বল যে, “চাক্ষীকগণ দেহ মাত্রকে আত্মা বলে ; চাক্ষীকের এক-দেশীগণের মধ্যে কেহ ইন্দ্রিয়গণকে, কেহ মনকে, কেহ বা প্রাণকে আত্মা বলে ; সৌগতগণ ঋণিক বিজ্ঞানকে আত্মা বলে । দিগন্তরগণের মতে, আত্মা দেহাতিরিক্ত স্থির দেহপরিমাণ এবং মধ্যম পরিমাণের অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ বশতঃ একদেশিগণ (আন্তরালাদি নৈমায়িকগণ) অণুবই নিত্যত্ব বা আত্মত্ব বলে ; অতএব এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন আত্মবাদিগণের মতের দশা কি হইবে ?” এরূপ আশঙ্কা অসঙ্গত । উক্ত ঋতি বলিতেছেন, “আত্মা নিত্য এবং সর্বব্যাপী ; কেবল মাত্র অণুও নহেন এবং মধ্য পরিমাণাদিও নহেন ; তিনি বিভূ অর্থাৎ সর্বব্যাপক ।” অতএব ঋতি-প্রামাণ্য পরি-ত্যাগ পূর্বক এতগুলি ভিন্নাত্মবাদীর ভিন্ন ভিন্ন অধোক্তিক অশ্রৌতিক মত সমূহ কখন প্রামাণিক রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না । ঋতির আদেশই সর্বাপেক্ষা বলবত্তম । অতএব ঋতি-পদের পথিক হইলে, আত্মা যে বিভূ

* “ভবভাববদবুদ্ধিঃ ব্যাপ্তিঃ ।” ইতি ব্যাপ্তিপঞ্চকঃ । ব্যাপ্তিঃ সাধ্যাভাববদবুদ্ধিঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ । বধা সাধ্যাবদনসিদ্ধসম্বন্ধ উদাহৃতঃ ॥ অথবা হেতুমিষ্টবিবাহপ্রতিবোধিনা । সাধোন হেতোরৈকাদিকরণ্যং ব্যাপ্তিরূঢ়াতঃ ॥” ইতি ভাষ্যপরিচ্ছেদ ।

তাহা তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেই হইবে । মৎপ্রদর্শিত এই ক্রান্তিরূপ অনলে তৎকথিত ভিন্নান্নবাদীগণের ভিন্ন ভিন্ন মত তুগারশির স্থায় ভস্মীভূত হইল । হুতরাং হেঁসথে অর্জুন ! আত্মা বিভু, তাঁহার কিছুতেই নিকার হয় না ।

পূজ্যপাদ ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় আলোচ্য গ্লোকের নিম্নলিখিত ভাব পরিব্যক্ত করিয়াছেন । অর্জুন যেন বলিতেছেন, ভীষ্মাদি উপাদিক্রুপ দেহবিশিষ্ট আত্মা নিত্য হইলেও, দেহ-নাশে শোক অবশ্য কর্তব্য, যেহেতু দেহ ব্যতীত আত্মার বিষয়ভোগ সম্পন্ন হইতে পারে না । অর্জুনের এবং বিধ আশঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, “হে অর্জুন ! ‘দেহী’ শব্দ-প্রতিপাদ্য জীবের বর্তমান এই দেহে ক্রমে কোমার, যৌবন ও জরারূপ অবস্থাত্রয় উৎপন্ন হয়, কিন্তু কালবশে উৎপন্ন জীবের ভোগায়তন শরীরের ক্রমপরিবর্তনে, বাগ্যাদি অবস্থা প্রাপ্তিতে, যেমন পূর্বপূর্বাবস্থার নিমিত্ত শোক জন্মে না, ভীষ্মাদির বর্তমান দেহ-নাশ পূর্বক দেহান্তর প্রাপ্তিও তদ্রূপ ! যযাতি রাজার জরা পরিত্যাগ পূর্বক যৌবন প্রাপ্তির স্থায় *

* রাজশ্রেষ্ঠ যযাতি একবা যুগমার্থ বন গমন করিয়া কোন কুপমধ্যে এক বিবস্ত্রা স্তম্ভরী নারীকে দর্শন করেন এবং স্বকীয় উত্তরীয় বস্ত্রের সাহায্যে সেই কামিনীর কর-ধারণ করিয়া উত্তোলন করেন । সেই নবীন্য দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী । বৃষপর্কী নামক রাজার কন্যা শর্মিষ্ঠা ক্রোধবশে শুক্র-কন্যা দেবযানীকে কুপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । দেবযানী, রাজা যযাতির অমুকম্পায় জীবন লাভ করিয়া, তৎপুত্র শুক্রাচার্যের সমীপে সমাগত হইলেন এবং সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন । শুক্রাচার্য বৃষপর্কীর উপর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন । বৃষপর্কী, পুরোহিতের ক্রোধ-শাস্তির নিমিত্ত, সহস্র গাথী সমন্বিতা শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর হস্তে সমর্পণ করিলেন । তদবধি শর্মিষ্ঠা দাসীরূপে শুক্রকন্যা দেবযানীর সঙ্গিনী হইলেন । শুক্রাচার্য শর্মিষ্ঠা প্রভৃতি অমুচারিণীগণের দহিত, কন্যাকে রাজা যযাতির হস্তে সম্প্রদান করিলেন । কেবল বলিয়া দিলেন যে, শর্মিষ্ঠা রাজকন্যা, তাহার সহিত রাজা যযাতি কদাচ পত্নীভাবে ল্যবহার করিতে পারিবেন না । রাজা যযাতি রাজ্ঞী দেবযানীর সহিত শরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন ।

ক্রমে দেবযানীর গর্ভে যজ্ঞ ও তুর্কস্ব নামে দুই পুত্রের জন্ম হইল । তদর্শনে শর্মিষ্ঠার মন আশ্রয় বিচলিত হইতে লাগিল । তাঁহার যৌবনকাল ও সৌন্দর্য্য সজ্জার কথা হইল, স্বামী সহবাস হইলে তিনিও পুত্রের জননী হইয়া সুখিনী হইতে পারিতেন, ইত্যাদি কল্পনা সমূহকে প্রশ্রয় দিয়া তিনি নিতান্ত কাতরা হইতে লাগিলেন এবং একদিন সমুচিত অযোগে নির্মম্মাতিশয়্য সহকারে রাজা যযাতিকে স্বকীয় ক্রম-ভাব নিবেদন করিলেন । পরম ধার্মিক রাজা যযাতি শুভকালে অপত্যকামা স্তম্ভরীর অমুরোধ পালন একান্ত কর্তব্য বোধে, তদীর প্রত্যাবে সম্মত হইলেন । কালক্রমে শর্মিষ্ঠার গর্ভে রাজা যযাতির কন্যা, অম্বু এবং পুরু নামে তিন নন্দনের আবির্ভাব হইল ।

এদিকে রাজ্ঞী দেবযানী যখন ক্রমশঃ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রায়ীই শর্মিষ্ঠানন্দন

তোমার পিতামহু ভীষ্মাদির করিত দেহ বিনষ্ট হইয়া নব্য কলেবর উৎপন্ন হইবে ; তন্নিমিত্ত বরং সন্তোষ প্রকাশ করাই কর্তব্য, তোমার স্থান পণ্ডিত ব্যক্তির তদর্শ শোক করা কখনই বিধেয় নহে” । পূর্ব শ্লোকে আত্মার বহুত্ব উক্ত হইলেও, ভগবান্ “দেহী” পদটি এস্থলে জাত্যভিপ্রায়ে * এক-বচনান্ত নির্দেশ করিয়াছেন ।

অষ্টৈত্বাদিগের মতে বিশুদ্ধ আত্মা একমাত্র, এবং অবিদ্যা দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ; অবিদ্যাতে প্রতিনিবদ্ধ চৈতন্যময় জীবাত্মা নানা অর্থাৎ বহু । প্রাতিও এইরূপই বলিয়াছেন, “এক আকাশ যেমন যটাদি পৃথক্ পৃথক্ পদার্থে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরিদৃষ্ট হয়, এক সূর্য্য যেমন পৃথক্ পৃথক্ জলাশয়ে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া বোধগম্য হয়, তদ্রূপ এক আত্মা অনেক দেহাবলম্বী হইয়া বহুবিধ প্রতীত হয় ।” তাদৃশ আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা আত্ম-গতি বহুত্ব জ্ঞান নিরূপিত হয় এবং তদুপাত্ত একত্ব সিদ্ধ হয় । “দেহিনঃ” এই একবচনান্ত পদ দ্বারা ভগবান্ ঐহাই প্রকটিত করিলেন । বিদ্যাভ্রমণ মহা-

গণের জনক, তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকিল না । তিনি রোষ-পরবশ হইয়া পিতৃ-ভবনে গমন করিলেন । রাজা যযাতিও যথাবিহিত প্রযত্নে তাঁহার ক্রোধশান্তি করিতে করিতে অস্থানতী হইলেন । কস্তার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া শুক্রাচার্য্য ক্রোধান্ত হইয়া উঠিলেন এবং জামাতাকে “জরাগ্রস্ত হও” বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলেন । রাজা যযাতি নানা প্রকার বিলাপ বাক্য স্বকীর বোবন ভোগে অতৃপ্তির কথা জানাইয়া কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তখন শুক্রাচার্য্য বলিলেন, যদি অপর কেহ তোমার জরা গ্রহণ করিয়া তোমাকে তাহার বোবন প্রদান করে, তাহা হইলে তোমার বাসনা চরিতার্থ হইতে পারে । রাজা যযাতি এই আদেশে তুষ্ট হইয়া রাজ্যে আগমন করিলেন এবং কোষ্ঠ তনয় যত্নে সন্মোহন করিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত অবস্থার বিনিময় করিতে বলিলেন । কিন্তু যত্ন স্বকীর বোবন পিতাকে প্রদান করিয়া তদীয় জরা গ্রহণে সক্ষম হইলেন না । যযাতির অজ্ঞান পুত্রেরাও এইরূপে পিতৃ-বাসনা পরিপূর্ণ করিতে অসম্মত হইলেন । কেবল শর্মিষ্ঠার গর্ত্তজাত কনিষ্ঠ নন্দন পুরুষকে এই কথা বলিবারাত্র, গুণশ্রেষ্ঠ রাজনন্দন উত্তর দিলেন যে, “কো হু লোকো মহাব্যোহঃ পিতৃরান্ন-কৃতঃ পুমান্ । প্রতিকর্ত্তং ক্রমো বস্য প্রসাদাচ্ছিন্দতে পরম্ ॥ উত্তমশ্চিন্তিতং কুর্য্যাৎ পৌত্র-কারী তু মধ্যমঃ । অধমোহশ্রদ্ধয়া কুর্যাদকর্ষোচ্ছিন্নিতং পিতুঃ ॥” অর্থাৎ হে রাজন্ ! বাহার রূপার পরমপদ প্রাপ্তি ঘটে সবংশে কেহই সেই পিতৃদেব কৃত উপকারের প্রতিশোধ প্রদান করিতে পারে না । যে পুত্র পিতার মনোগত ভাব বুঝিয়া কার্য্য করে সেই উত্তম, যে আদিষ্ট হইলে পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করে সে পুত্র মধ্যম, যে অশ্রদ্ধার সহিত পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করে সে পুত্র অধম এবং যে আদিষ্ট হইয়াও পিতৃকার্য্য সম্পন্ন না করে, সে পুত্র পিতার বিষ্টাপ্রায় ।” (শ্রীমদ্ভাগ-বত ৯। ১১) অতঃপর শ্রদ্ধা হইলে পিতার সহিত স্বকীর বরোহবহার পরিবর্তন করিলেন । রাজা যযাতি পুত্র-প্রদত্ত বোবন-শ্রীতে বিভূষিত হইয়া, কিয়ৎকাল পরম মুখে ইচ্ছামত আহার বিহার করিতে থাকিলেন ।

* ‘জাতাবেকবচন’ এই ব্যাকরণগ্রন্থদ্বারা এক জাতীয় বহুবচনের উল্লেখ হলে এক-বচনের ব্যবহার প্রসিদ্ধ । যথা ; সম্প্রজ্ঞো যঃ ইত্যাদি ।

শর উক্ত অদ্বৈতবাদের ঋণনার্থ বলিতেছেন, পূর্বোক্ত মত নিতান্ত অসমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে ; কারণ জড় অবিদ্যা কর্তৃক চৈতন্যময় আত্মার বিভাগ করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর হইতে পারে না । আর যদি বাস্তবিকই অবিদ্যা কর্তৃক আত্মার ছেদ হয়, ইহা-তুমি স্বীকার কর, তাহা হইলে “আত্মা নির্মিকারী” এই বাক্যের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে ।

যদি বল অবিদ্যা-প্রতিবিস্তৃত আত্মা বহু, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; যেহেতু রূপহীন আত্মার প্রতিবিস্তৃতি অসম্ভব । যদি তাহা হইত, তাহা হইলে রূপহীন আকাশেরও প্রতিবিস্তৃতি হইতে পারিত । জলাদিতে যে প্রতিবিস্তৃতি দৃষ্ট হইতেছে তাহা আকাশের নহে, তদন্তর্গত গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রতিবিস্তৃতি জানিবে । অতএব পূর্বোক্ত জীবাত্মা বহু, অর্থাৎ নানা, তাহা অবিদ্যা কর্তৃক পরিচ্ছিন্ন, বা অবিদ্যাতে প্রতিবিস্তৃত নহে । “আকাশমেকং হি” ইত্যাদি প্রমাণ ও পরমাঙ্গার একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে ।

হে বিনাশভীত মখে ! তুমি প্রত্যক্ষ ও পরিদৃশ্যমান সত্য জন্মজন্ম করিতে অসমর্থ হইয়া, স্বকীয় স্বভাব-সিদ্ধ ধীরতা বিসর্জন দিতেছ । জন্ম অবধি মরণ পর্য্যন্ত মনুষ্যের জীবন-যাত্রা কদাপি এক ভাবে অতিবাহিত হয় না । মাতৃগর্ভচ্যুত ললিত-কোমল-কলেবর সুকুমার শিশু সর্বতোভাবে পরমুখ-প্রত্যাশী ও পরামুগ্রহ-পরিপুষ্ট হইয়া কালসহকারে, কন্দর্প-বিনিম্বিত কমলীয় কান্তি-সম্পন্ন কিশোরতা প্রাপ্ত হয় এবং অচিরে বর্দ্ধমান হইয়া বল-বিক্রম-বিশিষ্ট বিশালোরক্ষ যুবকাকার ধারণ করে । কালে সেই পরম শোভাময় শরীরের উজ্জ্বলতা ও তেজঃ মন্দীভূত হইয়া যায় এবং, নৈমিত্তিক প্রকল ও হসমুখ যুবা পলিতকেশ, দন্তবিহীন, শক্তিশূন্য বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হয় । শরীরের এই বিবিধ অবস্থান্তর দর্শনে মনুষ্য ব্যাকুল হয় না । সত্য বটে, যৌবনের পর জরাগ্রস্ত হইবার সময় মানবের জন্মগত প্রসন্নতা অগম্য হয় ; কিন্তু অপর দিকে দেখ, বাল্যকাল বিগীত হইয়া জীবনের সারস্বত যৌবন সমাগমে তাহাদের আনন্দ বিপুল পরিমাণে সংবর্দ্ধিত হয় ; অতএব প্রকলতা ও অপ্রসন্নতার আলোচনা করিলে, উভয়ই মনুষ্য-জীবনে সমভাবে বর্দ্ধমান দেখা যায় । কিন্তু শরীরের যে দশাই কেন উপস্থিত হউক না, মানব যে তাহার নিমিত্ত কখন শৌক-সন্তপ্ত বা ভয়-বিকলিত হয় না ইহা স্থির । মৃত্যু ও দেহান্তর-প্রাপ্তি অবিকল এইরূপই

জানিবে । মরণই মানবাত্মার শেষ নহে ; মৃত্যুর পর আত্মা কর্মানুসারে দেহান্তর পরিগ্রহ করে । অতএব যেমন শরীরের অবস্থান্তর ঘটয়া বিবিধ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, মৃত্যুর পর আত্মার অন্তরূপ দেহান্তর তদ্রূপ এক-তম পরিবর্তন বলিয়া বোধ করিলে, মরণ-ভয়ে ভীত বা কাতর হইবার কোনই কারণ থাকিবে না । ভাবিয়া দেখ, হে শোকমুগ্ধ মখে ! তুমি জননী-জঠর-নিষ্ক্রান্ত হইয়াই এরূপ বল-বিক্রম-বিশিষ্ট দানবারি-প্রতিদম্বী বীর-পুরুষ হও নাই, আর ঐ যে প্রাতঃস্মরণীয় শাস্ত্রনব ভীষ্মদেব বার্ককাস্থলভ বিজ্ঞাতায় মানবোত্তম রূপে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন, সেই গঙ্গানন্দনও জন্মদিবসেই শরীরের এই অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই । হে জাতঃ ! কালে আমা-দিগের সন্তানেরা আমাদিগের অবস্থাপন্ন হইবে, এবং আমরা ভীষ্মাদি মহাভাগবতের দশায় উপনীত হইব । এইরূপে মনুষ্য শরীর প্রতিনিয়ত পরিবর্তন পরিগ্রহ করিতেছে । কিন্তু কোথায় কবে মানবকে সে জন্ম শোকের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে বা মভয়ে মগ্নুচিত হইতে দেখিয়াছ ? মরণের পরেও আবার বিভিন্ন কলেবর ধারণ করিয়া, মনুষ্য ভিন্নভাবে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে । ঐ পূজ্যপাদ পিতামহ ভীষ্মদেব সময়ে প্রাণ-ত্যাগ করিলে, এই জরিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া নবীন দেহ লাভ করি-বেন । যুদ্ধেরা যৌবন গত হইলে তাহার পুনঃ প্রাপ্তির কামনা করে । দেহান্তর হইলে তাহাই সংসাধিত হয়, অর্থাৎ জরাজীর্ণ বয়ঃ-ক্লিষ্ট দেহের পরিবর্তে নবোৎকল্ল কলেবর লাভ করিবার সেই শুভ সুযোগ সমুপস্থিত হয় । সুতরাং ভাবিয়া দেখিলে মৃত্যু কল্যাণকর ও শুভপ্রদ ; তদ্বৎ কাতর ও অবসন্ন হওয়া নিরতিশয় জ্ঞান্দিগের পরিচারক ।

“হে মখে ! তোমার ধীরতা চিরপ্রসিদ্ধ । স্বধর্ম পরিপালনার্থ স্বারোপিত সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতে বীহার চিত্ত অনুমাত্র কাতর হয় নাই ; সুর-পুরে অরীক্ষন্দরী উরুশীর প্রেম-প্রভাবে বীহার হৃদয় বিগলিত হয় নাই ; জৌরব-সভার দ্যুতকীড়ার পর অপমানিতা বনিতার কাতরোক্তি শ্রবণে বীহার হৃদয় বিচলিত হয় নাই ; রাজসুর যজ্ঞস্থলে বীহার অযুক্তি ও অব্যবস্থার বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা মটে নাই, সেই কর্তব্যপারায়ণ ধর্ম-প্রাণ অর্জুন সে ধীরগণের সীর্ষস্থানীয় তাহার কোনই নন্দেহ নাই । অর্গ ও সর্গ্য, সর্বত্রই বীহার বীরমহিমার কণ্টিকলাপ সজোবিত, দেব ও মানব-কণ্ঠে

[ভাষ্য] হিমোত্তাপ-ক্ৰোশানন্দকর, উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্মশীল [তত্ত্বজ্ঞান্য] অচিরস্থায়ী ; তরতং শোভন্তব অর্জুন । ভাষাদিগকে সহ-কর ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে তরতবংশাবতংস কুন্তীনন্দন ! ইন্দ্রিয়-সমূহের সহিত ণ্য-বিষয়ের যে সম্বন্ধ তাহাই শীতোষ্ণাদি বিবিধ বোধের প্রবর্তক এবং হর্ব্য বাদাদির জনক । তৎসমস্ত উৎপত্তি-বিনাশ-বিশিষ্ট স্তরাং অনিত্য । অতএব তাদৃশ বাহ্যকারণজনিত হর্ব্যবিবাদে অতি-ভূত না হইয়া ধীরভাবে তৎসমস্ত সহ করিতে ও অকিঞ্চিৎকর বোধে উপেক্ষা করিতে অত্যাগ কর ॥ ১৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যদ্যপ্যাবিনাশনিমিত্তো মোহো ন সম্ভবতি নিত্য আয়েতি বিজ্ঞানত-
তথাপি শীতোষ্ণস্বচ্ছঃপ্রাপ্তিনিমিত্তো মোহো লোকিকে দৃশ্যতে, সুখবিয়োগনিমিত্তো মোহো
হৃৎসংযোগাদিনিমিত্তশ্চ শোক ইত্যেতদর্জুনস্ত বসনমশ্চাচ্ছ মাভ্রাপ্পর্শা ইতি । মাত্রা
আভির্মান্তে শব্দায় ইতি প্রোক্তাদীনীতির্যাপি, মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগান্তে
শীতোষ্ণস্বচ্ছঃপদাঃ শীতমুখং সুখং হৃৎসংযোগং প্রযচ্ছন্তীতি । অথবা স্পৃশ্যন্তে ইতি স্পর্শা বিবধাঃ
শব্দাদয়ঃ, মাত্রাশ্চ স্পর্শাশ্চ, শীতোষ্ণস্বচ্ছঃপদাঃ, শীতং কদাচিৎ সুখং, কদাচিদ্হৃৎসং, তথোষ্ণ-
মগ্নানিরতবস্ত্রণং, সুখহৃৎসং পুননিরতরূপে যতো ন ব্যভিচরতোহতস্তাত্যাং পৃথক্ শীতোষ্ণরো-
প্রহণং, যন্নাং তে মাত্রাস্পর্শাদয়ঃ, আগমাপরিনঃ আগমাপরিশীলাঃ তদ্বাদনিত্যা উৎপত্তিবিল-
ক্ষণাতঃ, অতস্তান্ শীতোষ্ণাভিঃপ্রতিপদ্য প্রসহৎ তেহু হর্ব্যবিবাদং মাকারীরিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি ।—আনন্দঃ প্রভৃতিপ্রসিদ্ধে নিত্যস্ব স্বচ্ছঃপ্রাপ্তিবিনাশপ্রযুক্তশোক-
মোহাভ্যবেশি প্রকারান্তরেণ শোক-মোহো স্যাতামিত্যাশঙ্ক্যমুত্তরত্বেন শ্লোকমবতারণতি
র্বাদিত্যাদিনা । শীতোষ্ণরোক্তাত্যাং স্বচ্ছঃপ্রাপ্তিঃ প্রাপ্তিং নিমিত্তীকৃত্য যো মোহাদিদৃশ্যতে
ততাব্রবাতিরেকাত্যাং দৃষ্টমানতমাপ্রিত্য লৌকিকবিশেষণমণোচ্যানিত্যত্র যো বিভাষিকারী
পুচ্ছিতস্ত ভিত্তিকুঃ সমাহিতো ভূষতি প্রভেদে, ভিত্তিকুঃ বিশেষণমিহোপদিশ্যতে । যদ্যেবং
পদমুপাধায় করণব্যুৎপত্ত্যা তত্তেজিরবিষয়ং দর্শয়তি মাত্রা ইত্যাদিনা । বজ্রসমানং দর্শয়ন্
জীবব্যুৎপত্ত্যা স্পর্শস্বচ্ছঃপ্রভৃতি মাত্রাণামিতি । তোবামর্থজিহ্বামাদর্শয়তি তে শীতেতি । সম্প্রতি
শব্দবস্ত্র কদম্বব্যুৎপত্ত্যা শব্দাদিবিষয়পদমুৎপত্ত্যা সমাসান্তরং দর্শয়ন্ বিষয়ার্থং কার্য্যং কথয়তি
অথ বেতি । নহু শীতোষ্ণ প্রভৃতেঃ স্বচ্ছঃপ্রভৃতি লিঙ্গত্যাং কিমিতি শীতোষ্ণরোঃ স্বচ্ছঃপ্রভৃতি
পৃথগ্প্রব্রজতি তত্রাহ শীতমিতি । বিষয়েভ্যস্ত পৃথক্খনং তদন্তর্ভূতমোদেব তয়োঃ স্বচ্ছঃপ্র-
হেতোরাজ্জল্যপ্রতিকূল্যরোপলক্ষণার্থং অধ্যাত্ম-হি শীতমুখং বাহ্যকূল্য প্রতিকূল্য বা
সম্পাদ ব্যাধি বিবধাঃ সুখাদি জনয়তি । নহু বিষয়েজিরসংযোগস্যান্ননি সবা সত্যাং তৎপ্রযুক্ত-
শীতোষ্ণরোঃ তদ্ব্যবহিত্যে তদ্ব্যবহিত্যে হর্ব্যবিবাদো তদ্ব্যবহিত্যাবিত্যাশঙ্ক্যতর্য্যং ব্যাচষ্টে যদ্যাবিত্যা-

দিনা । 'অজ চ কৌন্তেয়ভারতেতি সাংখ্যধনাত্মানুভবকুলগুণভূমৌবি বিভাদিকারিণমিতি এতদেব
যোক্ত্যভে ॥ ১৪ ॥

সামান্যমুজ ।—শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ । সাংখ্যাস্তমাজ্জকার্য্যামাজ্জ ইত্যুচ্যেৎ প্রোজা-
বিত্তিত্তেবাং স্পর্শাঃ শীতোষ্ণমৃদুপুরুষাদিরূপসুখদুঃখদা ভবন্তি । শীতোষ্ণকষঃ প্রদর্শনার্থতান
ঐর্ধেণ বাবদ্বুক্ষাদিশাখীরকর্ষণমাণ্ডি তিতিক্ষু ইতি তে চাগমাগারিত্বৈর্ধব্যবতাং কন্ডং যোগা
অনিভাট্টেতে । বদ্ধহেতুভূতকর্ষণাশে সতি আগমাগারিত্বেনাপি ন বর্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

হনুর্ধনু ।—বত্য়ান্যনামিহিত্তঃ শোকো ন ভবতি নিত্যং আশ্বেতি জানতত্ত্বাণি
শীতোষ্ণনিমিত্তঃ শোকঃ সত্ত্বগতি ঠেত্যোতদর্জুনস্য বচনমাসক্ত্যাহ 'মাজ্জাস্পর্শাংসিতি । মীরস্তে
আতিঃ শব্দাদয় ইতি মাজ্জা ইত্রিরাণি, মাজ্জাং স্পর্শাঃ শব্দাতিঃ নংযোগাঃ, শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
শীতক উষ্ণক শীতোষ্ণে তে এস সুখদুঃখে তে দদতীতি শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ । আগমাগারিনঃ আগ-
মাগারিশান্তবাদনিত্যাত্তান মাজ্জাস্পর্শান্ তিতিক্ষু প্রসহস্ব, তেহু হর্ষবিবাদংমাকারীরিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ক্রীধর ।—নহু তানহং ন শোচামি কিন্তু তদ্বিরোগাদিহুঃখভাং মামেবেতি চেতজ্জাহ
মাজ্জাস্পর্শা ইতি । মীরস্তে জারস্তে বিবরা আতিরিত্তি মাজ্জা ইত্রিরসুভবতাসং স্পর্শা বিবদেগুঃ সহ
সখ্যাত্তে শীতোষ্ণাদিপ্রদা ভবন্তি তে আগমাগারবদানিত্যা অহিরা অতত্ত্বাংতিতিক্ষু সহস্ব,
যথা জলাতপাদিসংসর্গাত্তত্ত্বকালকৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রবচ্ছন্তি এবমিটসংযোগবিরোগা
অপি সুখদুঃখাদি প্রবচ্ছন্তি তেবাৎকাস্থিরদ্বাং সহনং তব ধীরস্যোচিতং, ন তু তমিমিত্তহর্ষবিবাদ-
পারবশ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বলদেব ।—নহু ভীয়াবরো মূতাঃ কথং ভবিষ্যন্তীতি ভদ্রুঃখনিমিত্তঃ । শোকো মা তুং ।
তদ্বিচ্ছেদুঃখনিমিত্তস্ত মে মনঃপ্রভৃতীনি প্রদহন্তীতি চেৎ তজ্জাহ মাজ্জতি । মাজ্জাংগারী-
ত্রিরবৃত্তয়ঃ । মীরস্তে পরিচ্ছিন্দ্যেৎ বিবরা আতিরিত্তি ব্যুৎপত্তেঃ । স্পর্শাত্তাতির্বিবরাণামবহু-
তাবাত্তে খলু শীতোষ্ণসুখদুঃখদা ভবন্তি । বদেব শীতলমৃদকং গ্রীয়ে সুখদং তদেব হেমস্তে
দুঃখদমিত্যতোহনিয়তবাদাগমাগারিত্বাচ্চানিত্যানহিরাংতান্ তিতিক্ষু সতস্ব । এতদ্রুতং ভবন্তি ।
সাবধানং দুঃখকরমপি ধর্মতরা বিধানাদবধা ক্রিয়তে তথা ভীয়াদিতিঃ সহ বুদ্ধং দুঃখকরমপি তথা
বিধানাঃ কর্য্যমেব । তজ্জাত্যে দুঃখাত্তবদ্বাগন্তকো ধর্মসিদ্ধতাং লোচ্যবাঃ । ধর্মাজ্জানেন্দয়েন
মোকলাতে তুভয়জ তত্ত নাহুভুক্তিষ্ঠ জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রিয়পাকং বিনেব ধর্মত্যাগশ্চনর্থহেতুরিতি ।
কৌন্তেয় ভারতেতি পদাত্মানুভবকুলগুণভূত তে ধর্মপ্রশংসা নোচিত ইতি হুচ্যতে ॥ ১৪ ॥

মধুসূদন ।—নবাশ্বনো নিত্যয়ে বিতুৎ চে চ ন বিবদামঃ, প্রতিদেহমেককৃত্ব ন লভামহে ।
তথাহি বুদ্ধি-সুখ-দুঃখেচ্ছা-বেদ-প্রব-ধর্মাদর্শ-ভাবনাখ্যানবিশেষভগবন্তঃ প্রতিদেহং তিন্না এক
'সিত্যা বিভবচ্চান্নানঃ ইতি বৈশেদিকা মন্ততে' ইমমেব চ পক্ষং তার্কিকমীমাংসকাদিরোহপি
প্রতিপদ্যঃ । সাংখ্যাস্ত বিপ্রতিপদ্যমানা অপ্যুত্থনো গুণবধে প্রতিদেহং ভেদেন বিপ্রতিপদ্যন্তে ;
অতথা সুখদুঃখাদিশব্দকপ্রবচনং তথাচ ভীয়াদিভিন্নত নন নিত্যয়ে বিতুৎবেহপি সুখদুঃখাদি-
যোগিষাভীমাদিবদ্ববেহবিচ্ছেদে সুখবিরোগো দুঃখসংযোগস্তদাভিতিকথং শোকমোহোনাহুচিটা-

নিতি অর্জুনাত্তিপ্রায়মাণস্য লিপশরীরনিপেক্ষায়াহ মাএতী । মৌরস্তে আভিবিষয়া ইতি মাত্ৰা
ইন্দ্রিয়ানি, তাসাং স্পর্শা বিবর্ষৈঃ সধক্কাত্তত্ববিষয়াকারান্তঃকরণপরিণামা ২১, তে আগমাপারিন
উৎপত্তিরিনাশবন্তঃ অন্তঃকরণশ্চৈব শীতোষ্ণাদয়ঃ সুখদুঃখদাঃ ন তু নিত্যস্ত বিভোরান্বনঃ তস্ত
নির্গুণস্বাক্ষরিকারহাচ নহি নিত্যস্তানিত্যদম্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি ধর্মধর্মিণোরভেদাৎ সধক্কাস্তরাহুপ-
পত্তেঃ, সাক্ষ্যস্ত সাক্ষিপদগ্রাহুপপত্তেচ । তদ্বক্তং “নর্থে স্থাঘিক্রিয়াং দুঃখী সাক্ষিতাকাহবিকারিণঃ ।
ধীবিজিন্না মুখ্যপাং সাক্ষ্যতোহহমবিক্রিয়ঃ” ইতি । তথাচ সুখদুঃখাদ্যাশ্রয়ীভূতান্তঃকরণভেদাদেব
সর্বব্যবস্থোপপত্তেৰ্ণানর্কিকারস্ত সর্বভাগকস্তান্বনো ভেদে মানমস্তি, তদ্রূপেণ ক্ষুরূপেণ চ
সর্বগ্রাহুণমাং । অন্তঃকরণস্ত তাবৎ সুখদুঃখাদৌ জনকত্বমুভয়বাদিসিদ্ধম্ । তত্র সমবায়ি-
কারণত্বশ্চৈনাভ্যাহিতত্বাৎ তদেব কল্পসিত্তম্ভূতঃ নতু সমবায়িকারণান্তরাহুপস্থিতৌ নিমিত্তভবাত্ত্বং,
তথাচ “কামঃ সত্বজঃ” ইত্যাদি শ্রুতিরেব তৎ সর্বং মনএনেতি কামাদি সর্ববিকারোপাদানত্ব-
ভেদনির্দেশাৎ মনস আহ । আন্বনশ্চ স্বধকাশজ্ঞানানন্দরূপত্বস্ত শ্রুতিভির্কোধানাং কামাদ্যা-
শ্রয়ত্বং, অতো বৈশেষিকাদয়ো ভ্রান্তো গাম্বনো বিকারিত্বং ভেদকাঙ্গীকৃতবস্ত ইত্যর্থঃ । অস্তঃ-
করণভূগমাপারিত্বাৎ দৃশ্যহাচ, নিত্যদৃশ্যপানোহভিন্নস্ত সুখাদিজনক। যে মাত্ৰাস্পর্শভেদেহপ্য-
নিত্যাঃ অনিয়তরূপাঃ, একদা সুখজনকশ্চৈব শীতোষ্ণাদেয়দ্যদা দুঃখজনকত্বদর্শনাৎ, এবং কদাচিত্ত
দুঃখজনকস্তাপ্যন্তদা সুখজনকত্বদর্শনাৎ । শীতোষ্ণগ্রহণমাধ্যাত্মিকাধিত্তিকাদিধৈবিকসুখ-
দুঃখোপলক্ষণার্থং শীতমুষ্ণক কদাচিত্ত সুখং, কদাচিত্ত দুঃখং, সুখদুঃখে তু ন কদাপি বিপৰ্যয়ত
ইতি পৃথঙ্ নির্দেশঃ । তথাচাত্যস্তাহিরাৎ স্তম্ভিত্ত বিকারিণঃ সুখদুঃখাদিপ্রদান্ ভীষ্মাদিসংসোগ-
বিরোগরূপান্ মাত্ৰাস্পর্শান্ ত্বং তিতিক্ষস্ব, নৈতে মম কিঞ্চৎকরা ইতি বিবেকেনোপেক্ষ ।
দুঃখিতাদাত্মাত্ম্যাসেনান্বানং দুঃখিনঃ মাজ্জাসীতিত্যর্থঃ । কোস্তেয় ভারতেতি সম্বোধনত্বয়ে-
নোত্তমকুণবিশুদ্ধস্ত তবাজ্ঞানমহুচিতমিতি সূচয়তি ॥ ১৪ ॥

নৌলকণ্ঠ ।—নহু আন্বনো লিপশরীরাদভ্যন্তরেহপি অহং দুঃখীতাদ্যভ্যন্তরবাদুঃখাদি-
ধর্ম্যাশ্রয়ত্বং দুর্কারং ততশ্চ ভীষ্মাদিবজ্জগৎনাশে সতি দুঃখসধক্কো ভবত্যেবেত্যশঙ্ক্যাহ মাত্ৰাস্পর্শা
ইতি । মৌরস্তে বিষয়া বাভিত্তা মাত্ৰা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ । যদা দশ প্রজামাত্ৰাঃ বাগাদয়ঃ, দৃশ ভূতমাত্ৰা
নামাদয়ঃ, কোবীতকিপ্রসিদ্ধাঃ, তাসাং স্পর্শাঃ পরস্পরং বিষয়বিষয়ভাবেন সধক্কঃ ইতি
ব্যাখ্যায়ম্ । যদা মাত্ৰা প্রমাত্ৰা সহ স্পর্শাঃ বিষয়েন্দ্রিয়সধক্কাঃ, স্পর্শনকস্ত তদ্বাচিত্তস্পর্শান্ কৃত্বা
বহীর্কীহানিত্যত্র দৃষ্টম্, তত্র স্পর্শপদেন তদ্বতোর্কিবয়েন্দ্রিয়রোরপি লাভঃ, তেন প্রমাতুঃ প্রমাণদ্বারা
প্রমেরেণ সহ সধক্কাঃ সর্কে শীতোষ্ণাদিবদাগমাপারিনঃ উৎপত্তিবিনাশশীলাঃ, “অতএবানিত্যশ্চ
তদ্বদেব সুখদুঃখশ্চ অন্তত্বান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব । হে কোস্তেয় ! ভারত ! । ইত্যন্তমবশ্রুতেন
গীরত্বস্ত সূচয়তি । প্রমাতৃহাদিরনর্থো হি স্তপ্তিসদাংপ্রিগ্রহাবেশাদিষতাবাজ্ঞাংস্বপ্রদৌ
তাবাক্ত কদাচিত্তৎকরা আন্বনি প্রতীমমানোহপি । রজ্জুরগাদিবন্ধিধ্যাতুতঃ সন্ তদ্বর্ষকম্
ভক্তভে । যদ্বি যদ্বাভেদেন কদাচিত্তভি কদাচিত্ত, তৎ তদ্ব্যাপ্তং রজাসিব সর্গঃ, প্রমাত্ৰা-

দিশ্চ প্রতীচি প্রত্যগভেদেন কদাচিচ্ছাতি অতো মিথ্যোতি নিশ্চিতম্ । তেন প্রতীচি প্রমাতৃস্বক
এষ নাস্তি সত্যমিথ্যাবস্তুনোক্তবসবদ্বাযোগাৎ, প্রমাতৃদ্বন্দ্বাণাং হুঃখাদীনাস্ত প্রতীচিস্বকো
দূর্যপেত এব । কথং তর্হ্যস্মি হুঃখিত্ব প্রত্যয়ঃ ? তত্ত্বদুপাধিতাদাখ্যাখ্যানাদিতি ক্রমখ্যা অতএব
জাগ্রতি দৃষ্টঃ হুঃখঃ স্বপ্নে নাস্তবর্ত্ততে, স্বপ্নদৃষ্টঃ বা জাগ্রতি ন দৃশ্যতে । তথা চ শ্রুতিঃ, “স যৎ তজ্জ
পশ্যতি পূণ্যঞ্চ পাপঞ্চানস্মাগতন্তেন ভবত্যসঙ্কো ছয়ং পুরুষঃ” ইতি, “কামঃ সঙ্কলো বিচিকিৎসা”
ইত্যাদিশ্রুতিরতঃ সর্বং মন এবোত্যভেদনির্দেশাৎ কামাদিসর্ববিকারোপাদানং কানস এবাহ ।
তস্মাৎ স্বপ্ন ইবাস্মি হুঃখিত্ব প্রতীতিভ্রান্তিরেবেতি ইষ্টবিরোগজনিতাং তাং তিতিক্ষস্বেতি
ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—নহু সত্যমেব তৎস্ব তদপ্যবিবেকিনো মম মন এবানর্থকারি বৃথৈব শোক-
মোচব্যাপ্তং হুঃখয়তীতি । তত্র ন কেবলং একং মন এব, অপিতু মনসো বৃহন্নোহপি সর্কাস্তগাদী-
স্তিরূপাঃ স্ববিশয়ানুভাবা অনর্থকারিণা ইত্যচ মাজ্জেতি । মাজা ইঞ্জিয়গ্রাহবিষয়াস্তেষাং
স্পর্শাঃ অমুভবাঃ । শীতোষ্ণেতি আগমাপায়িন ইতি । যেষেব শীতগজলাদিকমুৎকালে সুখং
তেষেব শীতকালে হুঃখমতোহনিততদ্বাদাগমাপায়িত্বাচ্চ তান্ বিষয়ানুভবান্ তিতিক্ষস্ব^১ মহব,
তেষাং সহনমেব শাস্ত্রবিহিতো ধর্মঃ । নহি মাষে মাসি জলন্ত হুঃখদ্ববৃদ্ধৌব শাস্ত্রে বিহিতঃ
স্নানরূপো ধর্মস্ত্যজাতো; ধর্ম এব কালে সর্কানর্থনিবর্ত্তকো ভবতোষমেব যে পুঞ্জভ্রাতৃদ্বাঃ
উৎপত্তিকালে ধনদ্বাপার্কনকালে চ সুখবাস্ত এব মৃত্যুকালে হুঃখনা আগমাপায়িনোহনিত্যা-
স্তানপি তিতিক্ষস্ব; নহু তদনুরোপেন যুদ্ধরূপঃ শাস্ত্রবিহিতঃ স্বধর্মস্ত্যাজ্যঃ । বিহিতধর্মচরণং
খলু কালে মহদনর্থকুদেব ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

ভাৎপর্য ।—পূজ্যপাদ ভাষ্যকার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, পূজনীয় শ্রীমদানন্দ-
গিরি এবং ভক্তিতাজন শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের নিম্নলিখিত, রূপ
বিস্তৃতি করিয়াছেন । আর যদি বল যে, “স্বীকার করিলাম আত্মাকে নিভ্য
বলিয়া জ্ঞানিতে পারিলে আত্মবিনাশ আশঙ্কায় মোহ হইতে পারে না;
কিন্তু শীত-উষ্ণাদি জনিত সুখ-দুঃখ অবশ্যস্বাভাবী এবং তন্নিমিত্ত মোহ সর্কত্র
পরিদৃষ্ট হয় ।” এইরূপ ভাব কল্পনা করিয়া শ্রীহরি বলিতেছেন,—বন্ধে !
তোমার স্থায়্য ধীরের নিকট একরূপ আশঙ্কা অনাশংসনীয় । মোহবশে
তোমার পরম পরিশুদ্ধ পিতৃমাতৃকুলের কথা কি একেবারে বিস্মৃত হইলে ?
একবার ভাবিয়া দেখ দেখি তুমি কে ? তুমি সেই জগদ্বিখ্যাত পরম বশস্বী
ভরতমহারাজের বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ; প্রাতঃস্মরণীয়া কুন্ডীদেবী
তোমাকে জঠরে স্থান প্রদান করিয়াছেন । জানি-লাভের বর্ধাধিকারী
তুমিই; অতএব নীচবংশ-সম্ভূত সামান্ত জনগণের স্থায়্য তোমার একরূপ

অথবা মোহ-প্রকাশ করা ভাল দেখায় না । মোহ-নিম্মুক্ত হইয়া চিত্তকে সমাহিত করিতে হইলে অগ্রে] তোমাকে তিতিক্ষু হইতে হইবে ।

তিতিক্ষু কাহাকে বলে বলিতেছি শ্রবণ কর । যেমন আলোক এবং অন্ধকার পরস্পর-বিরুদ্ধ ; শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ তেমনই পরস্পর বিরুদ্ধ । অর্থাৎ একের অভাবে অপরের আবির্ভাব হয়, এবং একের আবির্ভাবে অপরের তিরোভাব হয় । আলোকের আবির্ভাবে অন্ধকারের তিরোভাব হয় এবং অন্ধকারের আবির্ভাবে আলোক তিরোহিত হয় । সুখের আগমনে দুঃখ পলায়ন করে, এবং দুঃখের আগমনে সুখ সে স্থান পরিত্যাগ করে ।

এখন পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবে আবির্ভাব বা তিরোভাবের কারণ অনু-সন্ধানে সম্প্রসৃত হইলে দেখা যায় যে, শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণ এবং শব্দাদি বিষয়-সমূহের পরস্পর সংযোগই এ বিষয়ের একমাত্র মুখ্য কারণ । অর্থাৎ কি শীত কি উষ্ণ, কি সুখ কি দুঃখ সকলেরই একমাত্র উদ্ভব স্থল বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ । শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াই শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ প্রদান করে ।

আর এক কথা । বিষয়েন্দ্రిয়-সংযোগে এক শীতই কখন সুখ, কখন দুঃখ প্রদান করে, এক উষ্ণও কখন সুখ, কখন দুঃখ প্রদান করে । এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, সুখ ও দুঃখের শীত বা উষ্ণের সহিত কোনওরূপ সংশ্রব নাই । শীতে ও উষ্ণে কখন সুখ কখন দুঃখ সমুৎপন্ন হয় বলিয়া শীত ও উষ্ণ ব্যভিচারী ; কিন্তু সুখে সুখই আছে, দুঃখে দুঃখই আছে ; অতএব সুখ ও দুঃখ অব্যভিচারী । সুতরাং শীত ও উষ্ণ হইতে সুখ ও দুঃখ সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ । এই জন্তই সুখ ও দুঃখ শীত ও উষ্ণ হইতে পৃথক্ করিয়া বলিলাম ।

শব্দাদি বাহ্যবিষয়-সমূহ ইন্দ্రిয় দ্বারা আত্ম-সংলগ্ন শীত বা উষ্ণকে অনুকূল বা প্রতিকূলরূপে সম্পাদিত করিয়া সুখ কিংবা দুঃখ প্রদান করে, এইজন্তই সুখ ও দুঃখকে বিষয়সমূহ হইতে পৃথক্ রূপে বলা হইল । জীবাত্মা এইরূপ বিষয়েন্দ্రిয়ের সহিত সদা সংযুক্ত থাকিলেও, তৎপ্রযুক্ত শীতোষ্ণাদি এবং তন্নিমিত্ত হর্ষবিষাদাদি কর্তৃক স্পৃষ্ট হন না ; কারণ বিষয়েন্দ্రిয়-সংযোগ-জনিত শীত ও উষ্ণ সুখ বা দুঃখাদি সমস্তই উৎপত্তি এবং বিনাশ-শীল, অতএব অনিত্য । যে যে পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, সেই সেই পদার্থই অনিত্য । অনিত্য ও নিত্য পদার্থ কখনও এক হইতে পারে

না । 'অনিত্যের ফলও কখন নিত্যে সংক্রমিত হইতে পারে না । অতএব ঐ সমস্ত অনিত্য ও পরস্পর বিরুদ্ধভাবাক্রান্ত শীতোষ্ণাদিকে সম ও একবোধে সহন করাই ভাল । একবোধে শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণুতায় নামই তিতিক্ষা ; এবং যে ব্যক্তি অবিকৃত চিত্তে তৎসমস্ত সহন করে অর্থাৎ বাহ্যর তিতিক্ষা আছে, তাহাকেই তিতিক্ষু বলে ।

ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন, ধর্মসম্ভূত কার্য্য দুষ্কর হইলেও অবশ্যকরণীয় । মাৎসর্য্যের কঠোর শীতে প্রাণত্যাগ নিতান্ত ক্লেশকর হইলেও ধর্মার্থ তাহা অবশ্য কর্তব্য । ভীষ্মাদি তোমার পরমাত্মীয় গুরুজন, তাদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে অস্বাভাবিক করিয়া তাহাদের প্রাণ-সংহার করা তোমার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর মনে হইবে না । কিন্তু স্বধর্ম্ম পালনার্থ সমরে বিপক্ষ নাশ তোমার পক্ষে অবশ্যকরণীয় । সুতরাং ভীষ্মাদি আত্মীয়-জন নিতান্ত যাতনাগ্রস্ত হইলেও, ধর্ম্মার্থে তাহা তোমার অবশ্যকর্তব্য । তজ্জন্ত যে হৃদয়-বেদনা জন্মিবে, ধর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত তাহা তোমার অবশ্য সহনীয় ।

গীতাকার পূজ্যপাদ শ্রীমদধুসূদন সরস্বতী মহাশয় লিখিয়াছেন, — অর্জুন যেন বলিতেছেন, হে ভগবন! আত্মা নিত্য ও বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপক বলিয়া আপনি যে আমাকে বিমুগ্ধ করিতেছেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই । কিন্তু প্রতি দেহে যে একই আত্মা বর্ত্তমান আছেন, তাহা আমি কখনও স্বীকার করিতে পারি না । কারণ বৈশেষিক দর্শনকর্ত্তা * মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন, "বুদ্ধি, স্মৃতি, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম,

* সাংখ্য, পাণ্ডুল, ছান্দ, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত এই বড় দর্শন ভারতবর্ষে অতিশয় সমাদৃত । এ স্থলে অধিকাংশ দর্শনের উল্লেখ হইয়াছে ; সুতরাং বড় দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বিন্যস্ত হইল ।

(১) সাংখ্য :—মহর্ষি কপিল সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা । প্রকৃতি ও পুরুষ নামে দুইটি নিত্য পদার্থ সাংখ্য শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য । প্রকৃতি জড় এবং আদি কারণ স্বরূপ । যাবতীয় সৃষ্ট ব্যাপার সেই প্রকৃতির বিকাশ মাত্র । পুরুষ চেতন, বিকার-রহিত, কার্য্যহীন এবং প্রাণনিগের আশ্রয় স্বরূপ । পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধ বিশিষ্ট এবং তদুভয়ের সংযোগে বিধকার্য্য নির্বাহিত হয় । পঞ্চবিংশ সাত্যাক তত্ত্ব অর্থাৎ পদার্থের প্রসঙ্গ সাংখ্য দর্শনে লিখিত আছে বলিয়া এই শাস্ত্রের নাম সাংখ্য দর্শন হইয়াছে । তদ্বস্থা ; প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ অর্থাৎ বুদ্ধি, অহংকার এবং পঞ্চ তন্মাত্র (অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ), মন, পঞ্চ মহাবৃত্ত (অর্থাৎ ক্রিতি, অপ, তেজ, মদ্র এবং বোম), পঞ্চ জ্ঞানেঞ্জিয় (অর্থাৎ চক্ষু, শ্রোত্র, নাসিকা, জিহবা ও বাক), পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (অর্থাৎ বাহু, পাদ, পানি, পায়ু, এবং উপস্থ) । এই পঞ্চবিংশ পদার্থের ক্রমবাস্তব-

অধর্ম, ভাবনাখ্য নববিধ বিশেষ গুণবিশিষ্ট আত্মা প্রতিদেহেই ভিন্ন ও
নিত্য । তর্কশাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষি গৌতম ও মীমাংসক-দর্শনকারী মহামুনি
জৈমিনি প্রভৃতি দার্শনিকগণও এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন । কপিল
প্রভৃতি সাংখ্যাচার্য্যগণও গুণবিশিষ্ট আত্মাকে প্রতিদেহে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া

বর্তনে বিশ্ব-সংসারের-বাবতীয় কার্য্য নিকাহিত হইয়া থাকে । সংসারের বাবতীয় হুংখ সাম্য শাস্ত্রে
তিন ভাগে বিভক্ত । আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক । তাপজ্ঞের বুভুক্ষ
পূর্বে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে । বিবেক বা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা উল্লিখিত তাপজ্ঞ বিনষ্ট
হয় । প্রকৃতি ও পুরুষের স্বতন্ত্রতা স্বয়ংসম করাই তত্ত্বজ্ঞান ।

(২) পাতঞ্জল — সাম্য নিরীক্ষণ । পাতঞ্জলও সাম্যশাস্ত্রের জ্ঞান উল্লিখিত পঞ্চবিংশ
তত্ত্বের উপর সংস্থাপিত, কিন্তু তাহা সেখান ; এইজন্ত তাহাতে তত্ত্বসংখ্যা ষড়্-বিংশ । ষড়্-বিংশ
তত্ত্ব পরমেশ্বর ইচ্ছামত শরীর পরিগ্রহ করিয়া স্রষ্ট করিয়া থাকেন । তিনি ক্রেশ (অর্থাৎ
অনিত্য বস্তুতে নিত্যবোধ, হুংখ স্রষ্টভোগ ভ্রম, আত্মাই দেহ এইরূপ বোধ, রাগ দ্বেষ, মরণ-
ভীতি), কর্ষ, বিপাক (অর্থাৎ জন্ম মরণ স্রুত হুংখ ভোগাদি কর্ষফল), আশয় (অর্থাৎ
বাসনা) রহিত । জীবাত্মা জড়জগৎ হইতে স্বতন্ত্র, এই বিশ্বাসই তত্ত্বজ্ঞান এবং তাদৃশ তত্ত্ব-
জ্ঞানই মুক্তির উপায় । আমি কর্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি বুদ্ধি ভ্রমাত্মক । তত্ত্বজ্ঞানের
আবির্ভাব হইলে ভ্রম বিদূরিত হয়, তাপ নিবারিত হয় এবং স্বকীয় চিন্ময় স্বরূপ পরিষ্কৃত হয় ।
সমস্ত চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া ধ্যান করাই যোগ এবং তাহাই তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় ।
পাতঞ্জল মুনি এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ।

(৩) বৈশেষিক — এই দর্শন মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ষ, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই
সাত প্রকার পদার্থ । আর পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, মন এই
নয় প্রকার দ্রব্যপদার্থ । পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু এই কয় পদার্থের পরমাণু নিত্য এবং
পরমাণু সমষ্টি স্বরূপ ঘট, পট, ঝগুক প্রভৃতি অনিত্য । পরমাণু যাইই নিত্য, সংস্বরূপ এবং
কারণবিহীন । সমস্ত জড় পদার্থই পরমাণুর সংযোগে সমুৎপন্ন । পরমাণু সমূহে, বিশেষ
নামে পদার্থ থাকার মূর্ত্তিকা, জল, বায়ু প্রভৃতি স্বতন্ত্র পদার্থের পরমাণু স্বতন্ত্র বলিয়া উপলব্ধ
হয় । এই বিশেষ পদার্থ অঙ্গীকার করায় এই শাস্ত্রের বৈশেষিক দর্শন নাম হইয়াছে । এই
শাস্ত্রে শরীর এবং মনের বিভাগই মোক্ষ বলিয়া কীর্ষিত হইয়াছে । প্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন,
‘আসন, প্রাণারাম, শম, দম, আত্ম-সাক্ষ্যকার ইত্যাদি আত্ম-কর্ষের পর দেহ হইতে আত্মা যে
পৃথক্ এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে । তদনন্তর ক্রমশঃ মোক্ষ হয় । মহর্ষি কণাদ এই দর্শনের
প্রতিষ্ঠাতা ।

(৪) জ্ঞান দর্শনেও বৈদেহিক দর্শনের জ্ঞান পরমাণুর মহত্ব কীর্ষিত হইয়াছে এবং অভ্যাস
বিকল্প মতের অনেক ঐশ্য আছে । কিন্তু নৈয়ারিকেরা বিশেষ নামক পদার্থ স্বীকার করেন
না । আত্মা যে বেদান্তিরিক এবং দেহ হইতে স্বতন্ত্র এইরূপ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান এবং তাদৃশ
তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের কারণ, ইহাই জ্ঞান শাস্ত্র সঙ্গত । সমাধি বিশেষের অভ্যাস হইতে তত্ত্বজ্ঞান
জন্মে এবং যম নিরমাদি যোগক্রিয়ার সাহায্যে মুক্তি লাভের উপায় হয় । মহর্ষি গৌতম জ্ঞান
শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ।

(৫) মীমাংসা — বেদ ও ধর্ম শাস্ত্রের সামঞ্জস্য বিধান করাই মীমাংসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ।
যেমনমিত্ত কলানি কর্ষ অবস্ত করতী, তদ্বারা নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ ঘটে এবং স্বর্গভোগই মানবের

প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যদি প্রতিদেহে একই আত্মা হইবে, তবে একের সুখ-দুঃখ হইলে সকলেরই সুখ-দুঃখ হইতে পারে; কিন্তু কখন একের সুখ-দুঃখে সার্বজনীন সুখ-দুঃখ পরিস্ফুট হয় না। অতএব স্থিরব্রহ্মজ্ঞ হইল যে, আত্মা নিত্য, সর্বব্যাপক ও প্রতিদেহে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সুখ-দুঃখাদির অনুভাবক। সুতরাং ভীষ্মাদি হইতে আমার স্বতন্ত্র নিত্যত্ব এবং বিভূত্ব সিদ্ধ হইল। অতএব ভীষ্মাদি বন্ধুগণের দেহবিচ্ছেদে আমার সুখবিরোগ ও দুঃখসংযোগ অবশ্যই হইবে; যেহেতু আমি অর্থাৎ আত্মা সুখদুঃখাদির অধিষ্ঠাতা, তবে ভীষ্মাদি বন্ধুগণের বিরোগ-জনিত শোক-মোহ আমার হৃদয়ে কেন না উদ্ভিত হইবে? অর্জুনের এরূপ অভিপ্রায় আশঙ্কা করিয়া, ভগবান্ ত্রিবিধ শরীরের মধ্যে লিঙ্গ শরীর অর্থাৎ সূক্ষ্ম-শরীরের বিবরণ করিতেছেন। তদ্বিবয়ক বোধ জন্মিলে সুখ-দুঃখাদির আশ্রয় অবধারিত হইবে এবং তন্নিমিত্ত শোক-মোহও অপসৃত হইবে।

হে ভারত অর্জুন। তুমি যে সুখ-দুঃখাদির নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়াছ তাহা নিগুণ ও নির্দোষ আত্মার ধর্ম নহে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ অর্থাৎ মিলন হইলেই শীতোষ্ণ-জনিত সুখ-দুঃখাদির অনুভব হইয়া থাকে; কালভেদে বিষয় সকল কখন বা সুখময় কখন বা দুঃখময় হইয়া উঠে। “চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ” অর্থাৎ সুখ-দুঃখ চক্রের স্থায় সর্বদা পরিবর্তনশীল, তাহা চিরস্থায়ী নহে। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ আত্মা কখনও অনিত্য সুখ-দুঃখাদির আশ্রয় নহেন;

একমাত্র লক্ষ্য। এই মতে শব্দ নিত্য, এবং বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য পদার্থ। প্রতিবাক্য সমু-
হের যে অর্থ সূচক হইয়াছে, অর্থাৎ যে শব্দের যে অর্থ স্থিরীকৃত আছে, তাহা কোন পুরুষ কর্তৃক
নিরূপিত হয় নাই, কারণ তাদৃশ কোন পুরুষ নাই। মহর্ষি জৈমিনি এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

(৬) বেদান্ত।—যীহা হইতে জগতের জন্মাদি হয়, বেদান্ত মতে তিনিই ব্রহ্ম। মায়া তাঁহার
শক্তি। পরব্রহ্ম নিগুণ, নিরাকার, নির্দোষ ও চিদ্রয়। জীব ও পরব্রহ্ম অভিন্ন ইহাই প্রতিপন্ন
করা এই ধর্মের মুখ্য লক্ষ্য। আমিই ব্রহ্ম এইরূপ স্থির প্রতিষ্ঠা হইলে মুক্তি হয়। এইরূপ
নির্বাণ মুক্তি লাভার্থ প্রথমতঃ প্রণব অর্থাৎ ঈশ্বরের অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। প্রণব ধর্ম, আত্মা
পর এবং ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধি ব্রহ্মোপায়নার নিমিত্ত
প্রয়োজন। জীবগণ পূর্বজন্মকৃত স্মৃতি-দুষ্কৃতির কল পরজন্মে ভোগ করে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে
ব্রহ্মের পক্ষপাত বা বৈষম্য কখনই বলা যায় না। ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে বেদান্ত মতে স্থান ও
কালের কোন বিচার নাই; যখন যেখানে মন স্থির হইবে তখনই সেখানে উপাসনা করিবে।
বিশ্ব-ব্যাপার এই ধর্ম-মতে ভ্রম মাত্র। এই মত কাল সহকারে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়াছে।
মহর্ষি বেদসান্সট এই মতের প্রতিষ্ঠাতা।

কারণ যাহারা ধর্মধর্মীর অভেদ অর্থাৎ একতা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাদের মতে, অনিত্য সুখ-দুঃখাদি আত্মধর্ম হইলে নিত্য আত্মার সহিত অনিত্য সুখ-দুঃখাদির অভেদ-প্রতীতি কিরূপে হইবে? অতএব সুখ-দুঃখাদির আশ্রয় অন্তঃকরণ মাত্র, আনন্দময় আত্মা তৎপ্রকাশক জানিবে ।

অন্তঃকরণ ও আত্মা এই উভয়ের অতিশয় সান্নিধ্যবশতঃ সুখ-দুঃখাদি আত্মার ধর্ম বলিয়া বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ যে কল্পনা করিয়াছেন তাহা ভ্রম মাত্র । দিত্য নির্বিকার আত্মার সহিত কণবিশ্বংসি অন্তঃকরণের অভেদবোধই ইহার মূল কারণ । অতএব যখন অন্তঃকরণ অনিত্য তখন সুখ-দুঃখাদি-জনক ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সকলও অনিত্য ও অনিয়তস্বরূপ, অর্থাৎ এক সময় শীতোষ্ণাদি অতিশয় সুখজনক, আবার অল্প সময় ঐ শীতোষ্ণাদি অতিশয় দুঃখদায়ক হয়; অতএব তাহার স্থিরতা নাই । অধুনা বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি যাহাকে সুখ বলিয়া কল্পনা করিয়াছ, অল্প ব্যক্তি তাহাকে দুঃখ বলিয়া ভাবনা করিতেছে, সুতরাং সুখ-দুঃখ কেবল মনেরই বৃত্তি * বা রূপান্তর মাত্র, আত্মার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই । হে সুখ-দুঃখ-ব্যাকুল সখে ! ভীষ্মাদির সংযোগ ও বিয়োগ-জনিত সুখ-দুঃখাদির নিমিত্ত এরূপ কাহর হওয়া তোমার মত সুবিক্ত পুরুষের উচিত নহে । যখন সুখ-দুঃখ মনোমধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাহাতেই পুনর্বার বিলীন হইবে, তন্নিমিত্ত ব্যাকুল না হইয়া বরং তৎসমস্ত সহ্য করাই পুরুষের কর্তব্য কার্য্য । শীত ও উষ্ণ কখন সুখকর আর কখন বা দুঃখদায়ক, কিন্তু সুখ-দুঃখ কখনও পরিবর্তিত হয় না । এক্ষণে ভগবান্ মূলে “শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখদাঃ” এরূপ পৃথক্ নির্দেশ করিয়াছেন ।, অতএব সুখদুঃখাদি তুমি সহ্য কর, অর্থাৎ তাহাতে নিত্যানন্দময় আত্মার কিছুই অনিষ্ট হইবে না জানিয়া তৎসমস্ত উপেক্ষা কর ।

পূজ্যপাদ টীকাকার শ্রীমন্নীলকণ্ঠ শ্রী মহাশয় আলোচ্য শ্লোকের নিম্ন-লিখিত বিবৃতি করিয়াছেন । অর্জুন যেন বলিতেছেন, “হে ভগবন্ ! আত্মা লিঙ্গ শরীর হইতে স্বতন্ত্র তাহা আমি উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়াছি ; কিন্তু ‘আমি দুঃখী’ ইত্যাকার অনুভব আত্মাতে যখন স্বতঃই উৎপন্ন হয়,

* তত্র যদা তদাগোচকং হিহামির্গত্য কুল্যাস্থনা তেনারান্ প্রবিশ্ত তদন্যেব চতুর্কোণাত্ম-
কারণ ভবতি । তথা তৈজসমন্তঃকরণমপি চক্ষুরাদিভ্যঃ নির্গতা ঘটাদিবিষয়দেশং গতা ঘটাদি-
বিষয়াকারেণ পরিণমতে । স এব পরিণামো বৃত্তিরিত্যুচ্যতে ॥ ইতি বেদান্ত পরিভাষা ।

তখন আত্মাকে দুঃখাদি ধর্মের আশ্রয়রূপে কেন না স্বীকার করিব ? অধুনা বিবেচনা করিয়া দেখুন, ভীষ্মাদি বন্ধুবর্গের নাশে আত্মার দুঃখ অবশ্যই হইবে, সুতরাং তাহাদের নিমিত্ত শোক-মোহাদি অনিবার্য্য ।” অর্জুনের এরূপ মনোগত ভাব কল্পনা করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন, হে কুন্তীনন্দন অর্জুন ! ‘আমি দুঃখী’ এই অনুভব দ্বারা আত্মাতে যে দুঃখানুভবের কথা বলিতেছ তাহা ভ্রান্তিমাত্র, বাস্তবিক আত্মাতে অথ দুঃখের প্রসঙ্গও নাই । বিষয়ও ইন্দ্রিয়ের পরম্পর সম্বন্ধবশতঃ অন্তঃকরণের যে এক প্রকার রুত্তি বা পরিণাম হয়, তাহাই অথ-দুঃখাদিপ্রদ, এবং শীতোষ্ণাদির আয় উৎপত্তি-বিনাশশীল ও অনিত্য, অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে । শীতোষ্ণাদি যেমন কাল ভেদে পরিবর্তিত হয়, অথদুঃখাদিও তদ্রূপ, অতএব মৃত্যুগণই পরিণামশীল অন্তঃকরণের অথদুঃখাদি ধর্ম আত্মাতে আরোপিত করিয়া, ‘আমি সুখী’ ‘আমি দুঃখী’ ইত্যাদি জমাত্মক জ্ঞানকে বৈধার্য্য রূপে কল্পনা করিয়া বন্ধুগণের বিনাশ-জনিত শোকে বিমুগ্ধ হইয়া থাকে । তোমার মত সৎসংস্রাজাত ধীরগণের তাদৃশ শোক কখনও সমুচিত নহে । অতএব উপস্থিত শোক-আশঙ্কায় ব্যাকুল না হইয়া তাহা সহ্য করাই তোমার কর্তব্য । তুমি প্রাতঃস্মরণীয়া শান্তস্বভাবা কুন্তী দেবীর গর্ভজাত, এবং চন্দ্রবংশাবতংগ মহামনাঃ ভরতের বংশসম্ভূত । উভয়কুল হইতেই তোমার ধীরত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । তুমি কুলপরম্পরাগত ধীরতা বিসর্জন করিয়া সাধারণের আয় শোকে অধীর হইও না । হে প্রাণাদিক বয়স্ক অর্জুন ! তুমি মনোভিনিবেশ সহকারে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, অথ-দুঃখাদি কখনই আত্মার স্বধর্ম নহে । আত্মা সর্বদাই একভাবে বিরাজমান, কখনও ভাবান্তর গ্রহণ করেন না । আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, অথ-দুঃখাদি জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতেই অনুভূত হয় । যদি তাহা আত্মারই স্বধর্ম এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তবে স্বপ্ন ও সমাধিকালে তাহার অনুভব হয় না কেন ? অর্থাৎ আত্মাতে প্রতীয়মান অথ-দুঃখাদিও রজুতে স্পর্ষজ্ঞির আয় অধ্যস্ত অর্থাৎ আরোপিত বা মিথ্যা জানিবে । “বাহাতে যে বস্তু অভেদরূপে কদাচিত্ প্রতীত হয় এবং কদাচিত্ প্রতীত হয় না, তাহাতে তাহাই অধ্যস্ত” ; যেমন রজুকে ভ্রমবশতঃ কখন স্পর্ষ বলিয়া জ্ঞান হয়, আর কখন বা হয় না, তদ্রূপ অন্তঃকরণ জাত অথ

দুঃখাদিও কখন অনুভব হয় আর কখন বা হয় না, অতএব তাহা অধ্যাত্ত অর্থাৎ মিথ্যা । ঈদৃশ মিথ্যা বস্তুকে সত্যরূপে কল্পনা করিয়া তন্নিমিত্ত ব্যাকুল হওয়া ধীরগণের কদাচ উচিত নহে । অতএব আমি স্থখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি অনুভব যে আত্মাতে উৎপন্ন হইতেছে, উপাধিভূত অন্তঃকরণের সহিত আত্মার অভেদ বোধই তাহার কারণ জানিবে, যেহেতু জাগ্রৎকালে যে সুখ-দুঃখাদির অনুভব হয়, স্বপ্নকালে তাহা হয় না, এবং স্বপ্নে যাহা দৃষ্ট হয় জাগ্রতে তাহা লক্ষ্য হয় না ; সুতরাং সুখ-দুঃখাদি আত্মার স্বধর্ম নহে । ঋতিও বলিয়াছেন, “তুমি যে পাপ-পুণ্য দর্শন করিতেছ, তাহার সহিত মহাপুরুষ আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই ।” এবং “কাম, মদমত্ত, লংঘন প্রভৃতি সকলই মন, অর্থাৎ মনের ধর্ম, বা কাম প্রভৃতি সকল বিকারের উপাদান মন ।” অতএব স্বপ্নের স্থায় আত্মাতে সুখ-দুঃখাদির জন্মই হইয়া থাকে ; তুমি নিজ বিবেক দ্বারা তাহা উপেক্ষা কর ।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, অনুজ ও অপত্যাদি জন্মকালে ও ধনোপার্জনাদির সময়ে নিরতিশয় আনন্দবিবর্দ্ধক ও প্রীতি-বিধায়ক হইয়া থাকে ; কিন্তু মরণকালে সেই সন্তোষ-নিকেতন প্রেমাস্পদগণ যৎপরোনাস্তি যাতনার ও অন্তর্দাহের কারণ হইয়া পড়ে । সুতরাং যাহাতে আনন্দ আছে; তাহাতেই নিরানন্দ আছে ; অতএব সুখ ও দুঃখ নিতান্ত অনিত্য । এতদূশ অনিত্য ব্যাপারের নিমিত্ত অভিভূত হইয়া কর্তব্য : সেবায় বিমুখ হইও না ॥ ১৪ ॥

—(১০০)—

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ।।

সমদুঃখ-সুখং ধীরং সৌম্যতত্ত্বায় কম্পতে ॥ ১৫ ॥

অর্থ ।—পুরুষর্ষভ (হে মানবোত্তম) । যং হি সমদুঃখসুখং (দুঃখে সুখে হর্ষবিবাদরহিতং) ; ধীরং পুরুষং (ধীমন্তং জনং) এতে (মাত্ৰা-স্পর্শাঃ) ন ব্যথয়ন্তি (ন পীড়য়ন্তি) সঃ (ধীরঃ পুরুষঃ) অমৃততত্ত্বায় (মোক্ষায়) কল্পতে (উপযুক্তো ভবতি) ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—মানবোত্তম ! যে সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান-বিশিষ্ট ধীর ব্যক্তিকে এই সকল পীড়িত করে না, তিনি মোক্ষের যোগ্য-হন ॥ ১৫ ॥

বাংখ্যা ।—হে মানবকুলোত্তম অৰ্জুন ! শীতোষ্ণাদি বাহ্য-
বিষয় সমূহ যে নিত্যানিত্য-বোধ-সম্পন্ন মানবকে বিভলিত ও অভিভূত
করিতে পারে না, সেই সাধু পুরুষই অমৃতস্বরূপ-মোকলাভের অধি-
কারী ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—শীতোষ্ণাদীন সহঃ কিং ত্রাদিতি, শূণ্ণং হীতি । যং হি পুরুষং
সমে দুঃখ-সুখে বস্ত, তং সমদুঃখসুখং, সুখদুঃখপ্রাপ্তৌ হর্ষবিষাদরহিতং ধীরং ধীমন্তং ন ব্যাধয়ন্তি
ন চালয়ন্তি, নিত্যানিত্যদর্শনাদেতে যথোক্তাঃ শীতোষ্ণাদয়ঃ, স নিত্যানিত্যস্বরূপদর্শননিষ্ঠো
দ্বন্দ্বলিঙ্গরম্যত্বায় অমৃতত্বাবয় মোক্ষার্থেত্যর্থঃ, কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি ।—অধিকারিবেশেণং তিতিক্রুৎ নোপযুক্তং কেবলম্ তত পুমর্থং
হেতুত্বাদিতি শব্দতে শীতেতি । বিবেকবৈরাগ্যাদিরহিতং তন্মোক্কেহেতুজ্ঞানদ্বাণা তদর্থমিতি
পরিহরতি শ্রুতি । তিতিক্রমাগন্ত বিবিক্তং লাভমুপলভয়ন্তি যং হীতি । হর্ষবিষাদরহিতমিত্যত্র
শমাধিসাধনসম্পন্নত্বমুচ্যতে ধীমন্তমিতি । নিত্যানিত্যবিবেকভাগ্যমেতচ্চোভয়ং বৈরাগ্যাদেকরূপ-
লক্ষণম্ । নিত্যানিত্যদর্শনস্বমর্থজ্ঞানং সাধনচতুষ্টয়বস্তমধিকারিণমনুদ্য সম্পদার্থজ্ঞানবতস্তত্র
মোক্শোপায়িকবাক্যার্থজ্ঞানযোগ্যতামাহ স নিত্যোতি ॥ ১৫ ॥

রামানুজ ।—তৎকান্তিঃ কিমর্থোত্যত আহ যং হীতি । যং পুরুষং ধৈর্য্যাদিবৃদ্ধম-
বর্জনীয়দুঃখং সুখবলম্ভমানমমৃতত্বসাধনতয়া স্ববর্ণোচিতং বুদ্ধাদিকং কৰ্ম্মানভিসংহিতফলং কুর্বাণং
তদন্তর্গতাঃ শস্ত্রপাতাদিমুদ্রকুরূপাশী ন ব্যাধয়ন্তি স এবামৃতত্বং সাধয়ন্তি, ন ত্বাদৃশো দুঃখাসহিষ্-
কৃত্যর্থঃ । অত আত্মনো নিত্যত্বাদেব তৎ কর্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

ছানুমান ।—মাত্রাপ্পর্শান্ সহমানস্ত কিং ত্রাদিত্যাহ যং হীতি । যং হি পুরুষং ন
ব্যাধয়ন্তি ন চালয়ন্তি, এতে মাত্রাপ্পর্শাঃ, সমদুঃখসুখং দুঃখসুখপ্রাপ্তৌ হর্ষবিষাদরহিতং ধীরং
ধীমন্তং, সৌহৃদ্যত্বায় অমৃতত্বাবয় মোক্ষায় ইত্যর্থঃ, কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর ।—তৎপ্রতিকারপ্রদত্বাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহাফলত্বাদিত্যাহ যং হীতি ।
এতে মাত্রাপ্পর্শাঃ যং পুরুষং ন ব্যাধয়ন্তি নাভিতবন্তি, সমে দুঃখসুখে বস্য স ভম্ । তৈরবিক্ৰিপ্যা-
মাণো ধর্মজ্ঞানধারাহুত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৫ ॥

বলদেব ।—ধর্মার্থদুঃখসহনাত্যাস্যোক্তরজ সুখহেতুৎ দর্শয়গ্রাহ যং হীতি । এতে
মাত্রাপ্পর্শাঃ প্রিয়প্রিয়বিবরাস্ত্রতাবাঃ, যং ধীরং ধিরমীরয়ন্তি ধর্মার্থেতি ব্যুৎপত্তেধর্মনিষ্ঠং পুরুষং
ন ব্যাধয়ন্তি সুখদুঃখমুর্জিতং ন কুর্বন্তি, সৌহৃদ্যত্বায় বুদ্ধয়ে কল্পতে । নতু ত্বাদৃশো দুঃখসুখমুর্জিত
ইত্যর্থঃ । উক্তমর্থং কুটরন পুরুষক বিশিনষ্টী সমেতি । ধর্মার্থত্যাগ্য কষ্টসাধ্যত্বাদিঃ ধর্মস্বরূপলক্ষণ
সুখক বস্য সন্ম ভবতি তাত্যং সুখস্থানিত্যোক্তাসহিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

মধুসূদন ।—নবস্তঃকরণস্য স্নেহঃখাদ্যাশ্রয়ে তস্যৈব কর্তৃত্বেন তৌক্ত্বেন চ চেতন-
 যমভ্যাপেরম্ তথাচ তদ্ব্যতিরিক্তে তদাসকে ভৌক্তরি মানাভাবানামমাত্রৈ বিবাদঃ স্যাৎ, তদভ্য-
 পগমে চ বন্ধমোকরোত্ৰৈকরূপিকরণাপত্তিঃ, অস্তঃকরণস্য স্নেহঃখাদ্যাশ্রয়েন বন্ধত্বাৎ, আত্মনশ্চ
 তদ্ব্যতিরিক্তস্য মুক্তবাদিত্যাশঙ্কামজ্ঞানম্যাপনেতুমাহ ভগবান্, যং হীতি । যং স্বপ্রকাশত্বেন
 স্বতএব প্রসিদ্ধং, “অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ । পুরুষঃ পূর্ণত্বেন, পূরি-
 শয়নাৎ । “স বায়ং পুরুষঃ সর্ক্বাস্থ পূৰ্ব্ণ পুরিশয়ো নৈতেন, কিঞ্চ নানাবৃতং নৈতেন কিঞ্চ
 নাসংবৃতম্” ইতি শ্রুতেঃ । সমদ্রঃস্নেহঃ সমে দ্রঃস্নেহেহনাস্বধর্মতয়া ভাস্যতয়া চ যস্য
 নির্মিকারস্য স্বয়ংজ্যোতিসন্তম্ । দ্রঃস্নেহঃস্নেহগ্রহণমশেষাস্তঃকরণপরিণামোপলক্ষণার্থম্ । “এষ
 নিত্যো মহিমা ত্রাস্কণ্য ন কক্ষণা বন্ধতে নো কণীয়ান্” ইতি শ্রুত্যা বুদ্ধিকণীয়ন্তারূপয়োঃ
 স্নেহঃস্নেহয়োঃ প্রতিষেধাৎ । দীপঃ দিয়নীৱয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা চিদাভাসদ্বারা ধীতাদাভ্যাসাধ্যাসেন
 ঐশ্বর্যকং ধীসাক্ষিপনিত্যর্থঃ । “স দীপঃ অপো ভূত্বমং লোকমতিক্রামতি” ইতি শ্রুতেঃ ।
 এতেন বন্ধপ্রসক্তির্দর্শিতা । তদুক্তং—“যতো মানানি সিধ্যন্তি আগ্রাদাদি ভ্রমং তথা । ত্রোভাব-
 বিতাগশ্চ স ত্রক্ষান্ধীতি বোধ্যতে” ইতি । এতে স্নেহঃখদা মাত্রাপ্পর্শাঃ হি যস্যায় ব্যথয়ন্তি
 পরমার্থতো ন বিকুর্ত্তি সর্ক্ববিকারভাসকত্বেন বিকারাযোগ্যত্বাৎ । “স্বর্ঘ্যো যথা সর্ক্বলোকস্ত
 চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুর্ঘর্ষকহৃদোবৈঃ । একস্তথা সর্ক্বভূতান্তরায়া ন লিপ্যতে লোকদ্রঃখেন বাহুঃ ।”
 ইতি শ্রুতেঃ । অতঃ স পুরুষঃ স্বরূপভূতত্রক্ষান্ধৈক্যজ্ঞানেন সর্ক্বঃখোপাদানতদজ্ঞাননিবৃত্ত্যুপ-
 লক্ষিতায় নিখিলবৈতাহরণরক্তস্বপ্রকাশপরমানন্দরূপায় অমৃতদ্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো
 ভবতীত্যর্থঃ । যদি হ্যস্মা স্বাভাবিকবন্ধাশ্রয়ঃ স্যাৎ তদা স্বাভাবিকধর্ম্মাণাং ধর্ম্মিনিবৃত্তিমন্তরণো-
 নিবৃত্তেন কদাপি সূচ্যেত । তথাচোক্তং “আত্মা কর্ত্তাদিরূপশ্চেৎ মা কাজ্জীতুর্হি মুক্ততাম্ ।
 নহি স্বভাবো ভাবানাং আবর্ত্তেতৌক্যদ্রবঃ” ইতি । প্রাগভাবাসহবৃত্তেযুগপৎ সর্ক্ববিশেষ-
 ণনিবৃত্তেধর্ম্মিনিবৃত্তিনীন্তরীয়কতদর্শনাৎ, তথাস্মি বন্ধো ন স্বাভাবিকঃ । কিন্তু বুদ্ধ্যাদ্রূপাধি-
 কৃতঃ “আত্মৈজিয়মনোমুক্তঃ ভৌক্তেত্যাহম’নীবিণঃ” ইতি শ্রুতেঃ । তথাচ ধর্ম্মসত্তাবেহপি
 তন্নিবৃত্ত্যা মুক্ত্যুপপত্তিরিতি চেৎ । হস্ত তর্হি “যঃ স্বধর্ম্মমুনিষ্ঠতয়া ভাসয়তি স উপাধিঃ”
 ইত্যভ্যুপগমাদ্ভূত্যাধিকৃপাদিঃ স্বধর্ম্মানুনিষ্ঠতয়া ভাসয়তীত্যায়তম্ । তথাচার্য্যতঃ মার্গে বন্ধভা-
 সত্যাত্ম্যুপগমাৎ । নহি স্ফটিকমণৌ জ্বালুস্নমোপদাননিমিত্তো দোহিতিমা সত্যঃ, অতঃ সর্ক্ব-
 সংসারধর্ম্মাসংসর্গিণোহপ্যাত্মন উপাধিবশাৎ তৎসংসর্গিণ্যপ্রতিভাসো বন্ধঃ স্বরূপজ্ঞানেন ভূ-
 স্বরূপজ্ঞানতৎকার্য্যবুদ্ধ্যাদ্রূপাদিনিবৃত্ত্যা তন্নিমিত্তনিখিলভ্রমনিবৃত্তৌ নিমুক্তনিখিলভ্যোগোপরাগ-
 তয়া শুদ্ধত্ব স্বপ্রকাশপরমানন্দতয়া পূর্ণত্বাত্মনঃ স্বতএব কৈবল্যং মোক্ষ ইতি, ন বন্ধমোকরো-
 ত্ৰৈকরূপিকরণাপত্তিঃ, অতএব নামমাত্রৈ বিবাদ ইতাপাতম্ । ভাস্তভাসকরোরেকত্বাহরণপত্তে,
 হ্রস্বী স্বব্যতিরিক্তভাস্তঃ ভাস্তাদ্যদ্যটবদিত্যহুমানাৎ, ভাস্তভাস্ত ভাসকত্বাদর্শনাৎ, একত্বৈব ভাস্তত্বে
 ভাসকত্বে চ কর্ত্ত্ব-কর্ম্মবিধোবাৎ । আত্মনঃ কথমিতি চেৎ ন, তত্ত ভাসকত্বমাত্রাত্ম্যুপগমাৎ ।
 অহং দ্রঃখীত্যাদিবৃত্তিসিদ্ধিভাবকরভাসকত্বেন তত্ত কদাপি ভাস্তকোটাৎপ্রবেশাৎ, অতএব দ্রঃখী

ন স্বাতিরিক্তভাসকাপেক্ষঃ ভাসকত্বাৎ দীপবদিতি, অহুমানমপি ন ভাস্তত্বেন স্বাতিরিক্তভাসক-
সাধকেন প্রতিরোধাৎ । ভাসকত্বঞ্চ ভানকরণত্বং স্বপ্রকাশভানরূপত্বং বা । আদ্যো দীপশ্চেব
করণান্তরানপেক্ষেহপি স্বাতিরিক্তভানসাপেক্ষত্বং হুঃখিনো ন ব্যাহত্বতে, অজ্ঞাৎদৃষ্টান্তস্য
সাধ্যবৈকল্যাপত্তেঃ দ্বিতীয়ে হসিদ্ধৌ হেতুরিত্যধিকবলতয়া ভাস্তত্বহেতুরেব বিজয়তে বুদ্ধিবৃত্ত্য-
তিরিক্তভানানুপগমাৎ । বুদ্ধিরেব ভানরূপেতি চেৎ ন, ভানস্ত সর্বদেশকালানুস্থ্যতভয়া
ভেদকৎক্ষণভূততয়া চ বিতোনির্ভ্যন্তেকস্ত চানিত্যপরিচ্ছিন্নানেকরূপবুদ্ধিপরিমাণাশ্রয়ানুপপত্তেঃ,
উৎপত্তিবিনাশাদিপ্রতীতেচ্চাবশ্যকল্লাবিষয়সদৃশবিষয়তয়াপ্যুপপত্তেঃ প্রকৃত্যা তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি-
বিনাশভেদাদিকল্পনার্যামতিগৌরবাংশ্চৈরিত্যাদ্যন্তত্র বিস্তরঃ । তথাচ শ্রুতি । “নহি দ্রষ্টৃদৃষ্টৈর্কি-
পরিলোপো বিভক্তেহবিনাশিবাৎ আকাশবৎ, সর্বগতশ্চ নিত্যঃ মহন্তু তমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন
এব তদেতত্ত্বজ্ঞাপূৰ্ণমনপরমনস্তরমবাহময়মাখ্যা ব্রহ্মসৰ্ব্বানুভূঃ” ইত্যাদ্যা বিভূনিত্যস্ব-
প্রকাশজ্ঞানরূপতামান্বনো দর্শয়তি । এভেনাবিদ্যালক্ষণাদপ্যুপাধেব্যতিরেকঃ সিদ্ধঃ অতোহ-
সত্যোপাধিনিবন্ধনবন্ধনমন্ত সত্যাত্মজ্ঞানান্নিবৃত্তৌ যুক্তিরিতি সৰ্বমবধাতম্ । পুরুষৰ্ষভেতি
সম্বোধয়ন্ স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপত্বেন পুরুষত্বং পরমানন্দরূপত্বেন চাত্মন খণ্ডত্বম্ । সৰ্বদৈবতাপেক্ষয়া
শ্রেষ্ঠত্বমজানরেব শোচসি, অতঃ স্বরূপজ্ঞানাদেব তব শোকনিবৃত্তিঃ স্করয়া । “তরতি শোকমাত্ম-
বিশং” ইতি শ্রুতিরিতি হৃচয়তি । অত্র পুরুষমিত্যেকবচনেন সাধ্যাপক্ষে নিরাকৃতঃ তৈঃ পুরুষ-
বহত্বানুপগমাৎ ॥ ১৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—তিতিকাফলং প্রত্যক্ষমেবেত্যাহ যং হীতি । এতে মাত্রাস্পর্শাঃ প্রাক্
ব্যাখ্যাতরীত্যা ত্রিবিধা অপি যং জাগ্রতি স্বপ্নে অসম্প্রজ্ঞাতমমাদৌ বা ন ব্যথয়ন্তি স্বাস্থ্যং
প্রচাবয়ন্তি । পুরুষং পুৰুষং অষ্টানু বসতীতি পুরুষন্তম্ । পুরুশ্চ, কৰ্ম্মেন্দ্রিয়গি ধনু পঞ্চ, তথ্য
পর্যগি জ্ঞানেন্দ্রিয়গি, মন আদিততুষ্টিঞ্চ, প্রাণাদিপঞ্চকমথো বিয়দাদিকঞ্চ, কামাশ্চ কৰ্ম্ম চ,
তমঃ পুনরষ্টমী পুরিতি প্রসিদ্ধাঃ । যদা স্থলসূক্ষ্মোপাধিমধ্যে এব ইতরাসামন্তর্ভাবাদত্র পুরিতি
তম এব গ্রাহ্যম্ । তেন কারণোপাধেরপি আত্মনো বিবিক্তত্বং দর্শিতম্ । পুরুষৰ্ষভেতি ঐম-
ণোক্তদ্রুতবিত্ত্বং যোগোহসি সৰ্ব্বপুরুষশ্রেষ্ঠত্বাদিতি হৃচয়তি । উপাধিত্রয়ত্যাগাদেব সমে হুঃখমুখে
বস্ত তম্, নহি সমাধিবস্ত স্বখায় হুঃখায় বা শীতোষ্ণস্পর্শৌ ভবত ইতি যুক্তমগা সমহুঃখমুখত্বম্,
দীর্ঘং ধ্যায়িনং যোগিনং ন ব্যথয়ন্তি, সৌহৃদুত্বায় মোক্ষায় করতে যোগো ভবতি ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ ৭।—এবং বিচারেণ তন্ত্ৰসংহনাত্ম্যাদে সতি তে বিষয়ানুভবাঃ কালে কিল
নাপি হুঃখয়ন্তি । যদিচ ন হুঃখয়ন্তি তদান্বয়মুক্তঃ স্বপ্রত্যয়সংবেদ্যাহ যমিতি । অমৃতত্বায়
মোক্ষায় ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—দীকার্কার পুঙ্খপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী ঐ ভাষ্যকার
পুঙ্খনীর শ্রীমদ্ভগবদেব বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন,—
শীতোষ্ণাদি স্বখ-হুঃখপ্রদ ও অচিরস্থায়ী । তাহার প্রতীকারের চেষ্টা না-

করিয়া ধীরভাবে ও অধিকৃতচিত্তে তৎসমস্ত সহ করিতে অভ্যাস করাই শ্রেয়স্কর এবং তাদৃশ অভ্যাস মোক্ষরূপ মহাকলপ্রদ । কষ্টসাধ্য ধৰ্ম্মানুষ্ঠান জনিত দুঃখ এবং আত্মীয় কুটুম্বাদি প্রিয়জনবর্গের সঙ্গজনিত স্বখ উভয়ই যিনি তুল্য বলিয়া জ্ঞান করেন ; অর্থাৎ দুঃখের আবির্ভাবে বাঁহার বদনকমল বিগুঞ্চ না হয়, অথবা সুখের সমাগমে বাঁহার মুখমণ্ডল আনন্দোৎকুল না হয়, সেই ধৰ্ম্মনিষ্ঠ পুরুষই মোক্ষপদের যথোপযুক্ত পাত্র ।

হে হৃদয়সখে ! নিদাঘের নিদারুণ তাপে শ্বেদবারি-পরিপ্লুত-কলেবর এবং পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মানব যৎপরোনাস্তি যাতনা বোধ করে । আবার জলদজাল-সমাচ্ছন্ন প্রারুঢ় কালীন নভোমণ্ডলের তামসী দশা সন্দর্শনে, করকাভিঘাত জনিত যাতনায়, বা বিগলিত বারিধারাসিক্তশরীর মানব নিতান্ত কাতর হইয়া থাকে । আবার হিমকণা-সম্পৃক্ত-শীতকালে কম্পিতকায় ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া মনুষ্য অশেষরূপে পীড়িত হয় । কালান্তরে নেত্র মৃদুমন্দ মলয়মারুত স্পর্শে ঐ মানব পরমানন্দ উপভোগ করে এবং শীতকাতর-ব্যক্তি উত্তাপলাভের নিমিত্ত উৎসুক হয় । হে বিমুগ্ধ জাতঃ ! এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, শীতো-জ্ঞাপাদি বাহ্যবিষয় জনিত যে হর্ষবিষাদ তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম কর্তৃক উপভুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়-বৃত্তির আধারভূত দেহই তাহাতে অভিভূত হয় । দেহস্থিত অথচ দেহাতীত আত্মরূপ যে পরম-পুরুষ, বাহ্যব্যাপার জনিত স্বখ ও দুঃখ কদাচ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । জ্ঞানহীন সামান্ত জনসাধারণই এই সকল ব্যাপারে বিচলিত হয়, কিন্তু বাঁহারা বিজ্ঞ ও অসামান্ত মনুষ্য তাঁহারা কদাপি এবংবিধ বাহ্যবিষয়জনিত স্বখদুঃখে অবগত হন না । সামান্ত বাহ্যব্যাপারে বাঁহারা বিচলিত হয়, অচিরস্থায়ী বায়ুবিকল্পনে বা শীত-গ্রীষ্মাগমে, অথবা বারি-পাতে বাঁহারা কষ্ট বা দুঃখিত হয়, তাহারা নিতান্ত অধীর ও জ্ঞানালোকবিহীন মানব । তুচ্ছ ও বিনাশশীল বাহ্যবিষয়ই তাহারা পরম পদার্থ বোধে তাহারা প্রতীকার বিধানার্থ বিঘূর্ণিত হইয়া থাকে এবং আপনাদের অধোগতির পথে অধিক-তর অগ্রসর হয় মাত্র । কিন্তু যে ধীর ব্যক্তি এই অকিঞ্চিৎকর ও অনিত্য বাহ্যবিষয় সমূহ অবজ্ঞা সহকারে উপেক্ষা করিতে সক্ষম, সুখের প্রীতিপ্রদ সংস্পর্শ ও দুঃখের পুরুষ সম্ভর্ষণ যিনি অবিকৃতভাবে সহ করিতে সমর্থ

এবং সুখ ও দুঃখ সমান বোধে, যিনি আকাঙ্ক্ষাপরিশূন্য, সেই উদারচরিত সাধু পুরুষ অবশ্যই পারলৌকিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া মুক্তপুরুষ হইবেন সন্দেহ নাই । হে সৌদর-প্রতিম হৃদয় । তুমি ধীরকুলোদ্ভূত ও পরম-জ্ঞানবান্ ; সামান্ত জনগণের জ্ঞায় সামান্ত বিষয়ে অভিভূত হইও না, এবং স্বকীয় অধোগতির পথ মুক্ত করিও না । বিজ্ঞ ও স্বধীর পুরুষের জ্ঞায় তুমি হৃদয়াবসাদ পদবিদলিত কর এবং কেবল ভগবতীতলে যশোলাভ নহে পরলোকেও পরমপদ প্রাপ্তির উপায় কর ।

দীকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথন সরস্বতী মহাশয় এই শ্লোক উপলক্ষে নিম্নলিখিতরূপ অভিপ্রায় প্রকটিত করিয়াছেন । যখন পূর্বশ্লোকে অন্তঃ-করণই সুখ-দুঃখাদির আশ্রয়রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন কর্তৃত্ব, ও ভোক্তৃত্ববশতঃ তাহাকেই চৈতন্যময় স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু অন্তঃ-করণাতিরিক্ত অথচ অন্তঃকরণ-প্রকাশকরূপ যে স্বতন্ত্র কোন আত্ম-পদার্থ আছে এরূপ কোন প্রমাণও লক্ষিত হয় না, সুতরাং অন্তঃকরণ ও আত্মা এই উভয়ের পরস্পর কেবল নামগতই বিবাদ, বাস্তবিক এই উভয়ের কোন প্রভেদ নাই । যুক্তিযারা এরূপ সিদ্ধান্তই যদি সর্ববাদি-সম্মত হয়, তবে যাহার বক্তন তাহারই মুক্তি এই চিরন্তন নিয়মের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে ; কারণ সুখ-দুঃখাদির অধিষ্ঠাতা বলিয়া অন্তঃকরণই বক্তনের আশ্রয়, জীবে তাহা লক্ষিত হয় না, অথচ মুক্তিলভ জীবেরই হইয়া থাকে । আত্ম-বিশ্মৃত অর্জুনের এরূপ আশঙ্কা কল্পনা করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন, হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ অর্জুন । যিনি সুখ-দুঃখাদিকে সমান রূপে জানিয়াছেন এবং বুদ্ধিরতিবৃত্ত সাক্ষিরূপে যিনি আপনাকে কল্পনা করিয়াছেন, শীতোষ্ণাদিরূপ কণিক-সুখ-দুঃখদাতা এই ইন্দ্রিয় সকল, তাহা জ্ঞানবান্ পুরুষকে ব্যাধিত অর্থাৎ বিরূত করিতে সমর্থ নহে । যে হেতু বিরূতি ভাবাপন্ন বস্তু সকল পুরুষেতেই কল্পিত, কিন্তু পুরুষ তদ্বারা বিরূত নহেন । প্রতিও বলিয়াছেন —“যেমন সূর্য্যদেব সর্ব-লোকেরই চক্ষু অর্থাৎ চাক্ষুষজ্ঞানের প্রকাশক অথচ তিনি স্বয়ং চাক্ষুষ দোষে দূষিত নহেন, তরূপ সর্বভূতান্তরাত্মা একমাত্র পুরুষ লৌকিক সুখ-দুঃখাদির প্রকাশক হইলেও তিনি সুখ-দুঃখাদিতে লিপ্ত নহেন । অতএব সম দুঃখ-সুখ সেই পুরুষই “গচ্ছিতদানন্দময় ব্রহ্মই আগার স্বরূপ” এরূপ জ্ঞান দ্বারা সর্ব দুঃখের নিদান স্বরূপ অজ্ঞানের নিবর্ত্তি

পূৰ্বক নিখিল বৈত্তজ্ঞান বিবৰ্হিত স্বপ্রকাশরূপ পরমানন্দময় মোক্ষ পথের
 যোগ্য । যদি আত্মার বন্ধন স্বাভাবিকই হয়, তবে ধর্মের নিরুত্তি না হইলে
 স্বাভাবিক ধর্ম কদাপি নিরুত্ত হয় না ; তখন স্বাভাবিক স্বধ-দুঃখাদিধর্মে
 বদ্ধ আত্মার মুক্তির কল্পনা কেবল কল্পনা রূপেই পর্যাবসিত । শাস্ত্রান্তরেও
 উক্ত হইয়াছে, “যদি আত্মা কর্তৃদ্বাদি দ্বারা স্বভাবতঃই বদ্ধ হইয়া থাকেন,
 তবে তাদৃশ আত্মার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করা কদাপি উচিত নহে । কেন না
 সূর্যের উষ্মতার দ্বারা স্বাভাবিক ধর্ম কখনও পরিবর্তিত হয় না ।” অতএব
 কর্তৃদ্বাদিবশতঃ আত্মার বন্ধন সত্যঃ সিদ্ধ নহে, তাহা মন ও বুদ্ধিপ্রভৃতি
 উপাধিদ্বারা আরোপিত মাত্র । “মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত সংযুক্ত হইয়া
 আত্মা স্বধ-দুঃখাদি বিষয় সকল ভোগ করিতেছেন” মনীষিগণও এরূপই
 বলিয়াছেন ।

যদি বল ধর্মসম্বন্ধেও ধর্ম বিনষ্ট হয়, স্ততরাং আত্মা সম্বন্ধেও বন্ধনাদি ধর্ম
 সকল বিনষ্ট হইয়া আত্মার মুক্তি হইবে । হে বয়স্য অর্জুন ! ইহাও তোমার
 ভ্রান্তিমান্ন, কারণ “যে, স্বধর্ম অন্তের ধর্মরূপে প্রকাশিত করে, তাহার নাম
 উপাধি” এরূপ লক্ষণাক্রান্ত বুদ্ধাদি উপাধিগণই স্বধর্ম বন্ধনাদি আত্মাতে
 আরোপিত বা প্রকাশিত করিতেছে, আত্মার কখনও স্বাভাবিক বন্ধন
 নাই । যখন আত্মার বন্ধন বুদ্ধাদি উপাধি দ্বারা আরোপিত তখন তাহা
 মিথ্যা স্বীকার করিতে হইবে । যেমন জবা পুষ্পসন্নিধানে স্ফটিকমণিতে
 রক্তিম প্রভীত হয় তাহা কদাচিতও সত্য নহে, কারণ তাহা জবা কুসুমেরই
 ধর্ম, উপাধিবশতঃ স্ফটিকে আরোপিত হয় মাত্র । তদ্রূপ সংসার-ধর্মাস্পৃষ্ট
 আত্মার বন্ধনও বুদ্ধাদি উপাধি বশতঃই প্রভীত হয়, স্ততরাং তাহা ভ্রান্তি
 মাত্র । যখন আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইবে তখন বুদ্ধাদি উপাধি নিরুত্ত হইয়া
 তন্নির্মিত স্বধ-দুঃখাদি রূপ নিখিল ভ্রমও নিরুত্ত এবং স্বপ্রকাশরূপ পরমা-
 নন্দময় পূর্ণ আত্মার কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তি সত্যঃই উৎপন্ন হইবে । অতএব
 অন্তঃকরণ গত্তবন্ধন ও জীবাত্মার মুক্তি এবং বিধ যে বৈয়ধিকরণের আপত্তি
 উপস্থাপন করিয়াছিলে তাহা স্থপষ্টরূপে খণ্ডিত হইল এবং অন্তঃকরণ ও
 জীবাত্মার কেবল নাম মাত্রেরই বিবাদ, তোমার এই আশঙ্কাও অপাকৃত
 হইল । কারণ যদি উভয়ই একই হয়, তবে ভাস্কর ভাস্করের অর্থাৎ অন্তঃ-
 করণগত প্রকাশিত, আত্মগত প্রকাশকত্বের অনুপপত্তি হইয়া পড়ে এবং
 তৎসঙ্গে কর্মত্ব ও কর্তৃত্ব বিঘটিত হইবে ।

জীকাকার পূজাপাদ শ্রীমল্লীকঠ স্মৃতি মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ভীষ্মাদি জনিত স্বখ-দুঃখাদি যদি আত্মারই স্বধর্ম হইত তাহা হইলে সকল জীবের তাহার আবির্ভাব হইত, কিন্তু দেখা যায় যে, ধীর অর্থাৎ ধ্যানশীল যোগি-গণকে জ্ঞান, স্বপ্ন, বা সমাধিকালে বাহ্যবিষয় সমূহ অণুমান বিচলিত করিতে পারে না, তাঁহারা সকল কালেই সমভাবে থাকেন সুতরাং কেমন করিয়া বলিবে যে, তাদৃশ স্বখ-দুঃখ আত্মার স্বধর্ম? অষ্টপুরে (অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চ, জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, মনাদি চতুষ্টয়, প্রাণাদি পঞ্চ, বিষয়াদি পঞ্চ, কাম, কর্ম এবং তমঃ অর্থাৎ অবিদ্যা) ইহাতে যিনি বাস করেন তিনিই পুরুষ। তুমি পুরুষশ্রেষ্ঠ; সুতরাং সকলই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। প্রাণিধান করিলে অবশ্যই স্বখ-দুঃখে তোমার সমস্ত বোধ জন্মিবে। অতএব সাধুশীল সমাধিপ্রাপ্ত যোগির ন্যায় স্বখ-দুঃখে নিলিপ্ত হইয়া কর্তব্যপরায়ণ হও এবং মুক্তিমার্গে বিচরণ কর ॥ ১৫ ॥

—: : (: —

নাসতো বিদ্যাতে ভাবো নাভাবো বিদ্যাতে সত
উভয়োরপি দৃষ্টোইন্তুস্বনয়োস্তুত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

অথহ ।—অসতঃ (অবিদ্যমানশ্চ) ভাবঃ (সত্তা) ন বিদ্যতে সতঃ
(বিদ্যমানস্য) অভাবঃ (নাশঃ) ন [বিদ্যতে] তদ্বিদ্‌দর্শিত্তিঃ (ব্রহ্ম-
সাক্ষীভাবোদ্‌ভিত্তিঃ) অনয়োঃ উভয়োঃ অপি (সদসতোশ্চ) তু অন্তঃ
(শেষঃ) দৃষ্টঃ (উপলব্ধঃ) ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ।—অনিত্য বস্তুর বিদ্যমানতা নাই নিত্য-বস্তুর [নাশ]
নাই তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্নগণ-কর্তৃক এই দুয়ের শেষ পর্য্যালোচিত ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা।—শীতোষ্ণাদি অনিত্য বস্তুর আত্মাতে বিদ্যমানতা নাই।
সংস্করণ আত্মার নাশ নাই। 'তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ, শীতোষ্ণাদি অসং-
বস্ত্র এবং আত্মসংস্করণ সংবস্ত্র এতদ্ব্যতিরিক্তের চরম অবধারণ করিয়াছেন।

অর্থাৎ আত্মা অবিনাশী এবং স্রুত-দুঃখাদি অচিরস্থায়ী ইহা নিঃসন্দেহ
ভাবে অবধারণ করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।— ইতচ্চ শোকমোহাবৃত্তা শীতোষ্ণাদিসহনং যুক্তং, যস্যাংনাসত ইতি ।
নাসতোহবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেঃ স্কারণস্য ন বিদ্যাতে নাশ্তি ভাবো ভবনমস্তিতা । ন হি
শীতোষ্ণাদি স্কারণং প্রমাণৈর্নিরূপ্যমাণং বস্ত সত্ত্বতি বিকারো হি সঃ বিকারচ্চ ব্যভিচরতি,
যথা ঘটাদিসংস্থানং চক্ষুযা নিরূপ্যমানং স্রাব্যতিরেকেণাহুপলঙ্কেষসৎ, তথা সর্বো বিকারঃ
কারণ্যব্যতিরেকেণাহুপলঙ্কেষসজ্জয়াগ্রহঃসাভ্যাং প্রাগুদ্বীকাহুপলঙ্কেষঃ, কার্য্যস্য ঘটাদের্মুদাদি-
কারণস্য, তৎকারণস্য চ তৎকারণব্যতিরেকেণাহুপলঙ্কেষসৎ, তদসৎ সর্কভাবপ্রসঙ্গ ইতি চেন্ন,
সর্কত্র বুদ্ধিরোপলঙ্কেষঃ, সৎকিরসৎকিরতি । যদ্বিয়য়া বুদ্ধিন্ ব্যভিচরতি তৎ সৎ, যদ্বিয়য়া
ব্যভিচরতি তদসৎ, ইতি সদসদ্বিভাগে বুদ্ধিতস্তে স্থিতে সর্কত্র যে বুদ্ধী সর্কৈরুপলঙ্কেষে সামানাদি-
করণ্যেন নীলোৎপলবৎ । সন্ ঘটঃ সন্ পটঃ সন্ হস্তীত্যেবং সর্কত্র তরোবুদ্ধ্যোর্মুদাদিবুদ্ধি-
ক্ৰান্তিচরতি, তথা চ দর্শিতং, ন তু সদবুদ্ধিঃ, তস্যাং ঘটাদিবুদ্ধিবিষয়োহসন্ ব্যভিচারাত, ন তু
সৎকিরবিষয়োহব্যভিচারাত । ঘটে বিনষ্টে ঘটবুদ্ধৌ ব্যভিচরন্ত্যাং সৎকিরপি ব্যভিচরতীতি চেৎ
ন, পটাদাবপি সদবুদ্ধির্দর্শনাৎ । বিশেষণবিষয়ের সা সৎকিরতোহপি ন বিনশ্যতি । অথসৎকি-
বৎ ঘটবুদ্ধিরপি ঘটান্তরে দৃশ্যতে ইতিচেন্ন পটাদাবদর্শনাৎ, সদবুদ্ধিরপি নষ্টে ঘটে ন দৃশ্যত ইতি
চেৎ ন, বিশেষ্যাত্ভাবাত । সৎকিঃ বিশেষণবিষয়া সতী বিশেষ্যাত্ভাবে বিশেষণাহুপপত্তৌ কিংবিষয়া
স্যাৎ, ন তু পুনঃ সৎকির্কিরয়াত্ভাবাত একাধিকরণত্বং ঘটাদি বিশেষ্যাত্ভাবেন যুক্তমিতি চেৎ ন,
সদিসমুদকমিতি মরীচ্যা দাবস্ততরাভাবোহপি সামানাদিকরণ্যদর্শনাৎ, তস্মাদেহাদেবদ্বন্দ্বস্য চ স্কারণ-
ম্যাসতো ন বিদ্যাতে ভাব ইতি । তথা সতচ্চ আত্মনঃ অভাবোহবিদ্যমানতা ন বিদ্যাতে সর্কত্রা-
ব্যভিচারাদিত্যবোচ্যম, এবমাত্মানাত্মনোঃ সদসতোক্তরোরপি দৃষ্টে উপলঙ্কোহস্তো নির্ণয় সৎ
সদেব, অসদসদেবেতি তু অনরোর্থধোক্তয়োস্তদ্বদর্শিতঃ । তদ্বিত্তি সর্কনাম সর্কক ব্রহ্ম, তস্য
নাম, তদ্বিত্তি তত্ত্বাবস্তবঃ ব্রহ্মণো যাথার্থ্যং, তচ্ছব্দঃ শীলং যেষাং তে তত্ত্বদর্শিনস্তত্ত্বদর্শিতঃ ।
তস্মি তত্ত্বদর্শনাং দৃষ্টিমাপ্রিত্য শোকং মোহকং হিহা শীতোষ্ণাদৌনি নিয়তানিয়তরূপাণি দ্বন্দ্বানি
বিকারোহরমসগ্ৰেব মরীচিজলবদ্বিখ্যাবভাসতে ইতি মনসি ব্যাঘ্রা তিতিক্ষেভ্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরি ।— অধিকারি বিশেষণে তিতিক্ষুযে হেতুস্তরপরত্বেনোত্তরমো ক্রমব-
তারয়তি ইতচ্চেতি । ইতঃশব্দার্থমেব ক্ষুটয়তি যদ্বাদিতি । যতঃ শীতোদেঃ ক্লেণাদি-
হেতোরনাত্মনো নাশ্তি বস্তবঃ বস্তনশ্চাত্মনো নির্লিকারত্বেনৈকরূপত্বং অতো সুমুকৌর্কিবেশণঃ
তিতিক্ষুত্বং যুক্তমিত্যাক নেত্যাদিনাঃ । কার্য্যস্যাসৎসেহপি কারণস্য সৎস্বেনাত্যস্তাসৎস্বাসিদ্ধি-
রিত্যাশঙ্ক্য বিধিনিষ্ট স্কারণস্যাতি । নাসত ইতু্যপাদায় পুনর্নকারাহুর্কর্ষণমধ্বার্থম্ ।
অসতঃ শ্রুত্যাতিপ্রসঙ্গাত্ভাবপ্রসক্তপ্রতিষেধপ্রসক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ন ইতি । বিমত-
মতাদিকমপ্রামাণিকত্বাৎ । রজ্জ্বসর্পবৎ, ন হি ধর্ম্মিগ্রাহকস্য প্রত্যক্ষাদেত্তত্ত্ববেদকং প্রামাণ্যং

পূৰ্বেণ সৰ্ব্বকঃ । নিশেষাণাং ব্যাভিচারিহে সত্চাব্যভিচারিহে কলিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি ।
 অসংস্কঃ কলিতত্বম্ । তচ্চৈবার্থমেব স্কোরয়তি ব্যাভিচারাদিতি । সদ্ধৃদ্ধিবিষয়স্ত সতোহকলিতত্বে
 তচ্চকৌশল্যসেব হেতুনাচ অব্যভিচারাদিতি । সদ্ধৃদ্ধিব্যভিচারদ্বারা বোধ্যস্তাপি ব্যাভিচারাৎ
 তদব্যভিচারিহেতোরাসদ্ধিরিতি শব্দতে ঘটে বিনষ্টইতি । সদ্ধৃদ্ধেৰ্ঘটগাজবুদ্ধিবদ্ঘটবিষয়-
 স্বাত্ম্যবান্ন ঘটনাশে ব্যভিচারোহস্তি ইতি পরিহরতি ন পটাদাবিতি । সদ্ধৃদ্ধেবঘটবিষয়ত্ব
 নিরালম্ব্যযোগাৎ বিষয়াস্তরং বক্তব্যমিহ্যামক্যাহ বিশেষণেতি । সতোহকলিতত্বহেতোরব্যভি-
 চাবিষয়্যাসিদ্মুক্ত্য নিশেষাণাং সদ্ধৃদ্ধিত্বহেতোর্ব্যভিচারিত্ত্বানিদ্ধিঃ শব্দতে সদিতি । যথা
 সদ্ধৃদ্ধিঘটে নষ্টে পটাদৌ দৃষ্টত্বং অব্যভিচারিণী, অব্যভিচারঃ সতো বশিতস্তথা ঘটবুদ্ধিরপি ঘটে
 নষ্টে ঘটাস্তরং দৃষ্টত্বাব্যভিচার্য্যং ঘটে ব্যভিচারাসিকৌ বিশেষ্যস্তরেষপি কলিতত্বহেতুঃ ব্যভিচারো
 ন্নিস্থিতাত্মার্থঃ । ঘটবুদ্ধিপটাদুরে দৃষ্টত্বেষপি পটাদাবদৃষ্টত্বেন ব্যাভিচারাৎ পটাদিশিষেষেপি
 ব্যাভিচারিত্ত্বানিদ্ধিরিত্যুপসংহরন পটাদাবিতি । বিশেষাণামেব ব্যাভিচারিহে সতোহপি তত্বপ-
 পত্তেনব্যভিচারিহেতুসিদ্ধিতাদবস্থামিতি শব্দতে সদ্ধৃদ্ধিরিতি । ঘটাদিনাশদেশে তত্বপৰ্য্যকাকারণ
 সম্বাদানেহপি নাসংঘ ঘটাদ্যভাবাধিষ্টানন্তয়া ভানাদিত্যাহ ন বিশেষ্যেতি । যথা সৰ্ব্বগতা
 জ্ঞতিরিত্যজ্ঞাৎ ঋগুযজুর্দিব্যাক্ত্যভাবদেশে গোজং ব্যজ্ঞকাত্ম্যবান্ন ব্যজ্ঞতে ন গোভাত্ম্যং,
 তথা সত্ত্বমপি ঘটাদিনাশে ব্যজ্ঞকাত্ম্যবান্ন জ্ঞতি স্বরূপাভাবাদিত্যুক্তমেব প্রসঙ্গয়তি সদিতি ।
 সপ্রতিযোগিকবিশেষণব্যভিচারেহপি স্বরূপাব্যভিচারাত্মকং সতঃ সত্যত্বমিতি ভাবঃ । দ্বয়োঃ
 সতোরেব বিশেষণবিশেষ্যত্বদর্শনাৎ ঘটসত্তোরপি বিশেষণাংশেষাত্তে দ্বয়োঃ সদ্ধৃদ্ধৌচ্যৎ ঘটাদি-
 নিকলিতত্বাহুমানং সামান্যধিকরণাদীবাধিতমিতি চোদয়তি একেতি । অজ্ঞতবস্তুস্বভাবাধিত-
 বিষয়ত্বমুক্তাহুমানস্ত নিরস্তিতি নেত্যাদিন্য । ঘটাদেঃ সতি কলিতত্বাহুমানস্ত দোষবাহিত্যে
 কলিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি । প্রথমপাদব্যাখ্যানপারসমাপ্তাবিশিষ্টকঃ । নহু নেদং ব্যাখ্যানং
 ভাষ্যকারাভিপ্রেতং সৰ্ব্বদৈতশূভত্ববিবক্ষায়াঃ শাস্ত্রতত্ত্বাবিরোধাৎ, কেনাপি গুণদুর্কিৎসেন
 স্বমনীষিকরোৎপ্রেক্তিভমেতদিতি চেৎ, মৈব কিমিদং দৈতগণক্য শূন্যত্বং কিং তুচ্ছত্বং কিং
 নথিলক্ষণত্বং ন্যায্যোহনভ্যুপগমাৎ, দ্বিতীয়ানভ্যুপগমে তু তথৈব শাস্ত্রবিরোধো ভাষ্যবিরোধশ্চ
 সৰ্ব্বং হি শাস্ত্রং তত্ত্বাভ্যাক্ষ দৈতস্য সত্যত্বানধিকরণত্বসাধনেনাদৈতমত্যাহে পর্য্যবসিতমিতি
 ত্রৈবিদ্যবুদ্ধিভুক্ত তত্র প্রতিষ্ঠাপিতং । তথা চ প্রক্ষেপাশঙ্কা সম্প্রদায়পরিচয়াভাবাদিত্যুপসংহরনম্ ।
 অদ্বৈতজ্ঞানস্য কলিতত্বেনাবশ্যত্বপ্রতিপাদনপরতয়া প্রথমপাদং ব্যাখ্যায় দ্বিতীয়াপাদমাশ্রয়নঃ সৰ্ব্ব-
 কল্পনাধিষ্টানসাকলিতত্বেন বস্তুত্বপ্রসাধনপরতয়া ব্যাকরোতি তথেন্তি । নবাশ্রয়নঃ সদ্ধা-
 ত্বনো বিশেষেযু বিনাশিবু তত্বপৰ্য্যকস্ত বিনাশঃ ত্রিবিদ্যাত্মক্য বিশিষ্টনাশেহপি স্বরূপানাশস্তোক্ত-
 ত্বাশ্রয়মিত্যাহ সৰ্ব্বত্রোতি । নহু কদাচিদসদেব পুনঃ সত্ত্বমপত্ততে প্রাগসতো ঘটস্ত জন্মনা
 সম্বাদ্যুপগম্য, সত্ত কদাচিদসৎ প্রতিপত্ততে ইতিকালে সতো ঘটস্ত পুনর্নাশেনাসদ্ধালীকার-
 দেবং সদমত্যোপবদ্বিত্ত্বাবিশেষত্বভরোরপি হেতুত্বমুপাদেয়ং বা তুলাং ত্রাদিতি তত্রাহ এব-
 মিতি । তুৰ্ব্বোচ্য দৃষ্টত্বেন সদ্ধৃদ্ধ্যমানৌ দৃষ্টিব্যবহারয়তি, নহি ঐয়ংসতো ঘটস্ত সত্ত্বমসে ইতি

সদ্য প্রাপ্তবিরোধাদসব্বনিবৃতিশ্চ সৰ্ব্বশ্রীপ্ত্যা চেৎ প্রাপ্তমিতবেদ্যপ্রায়সমস্তয়েনৈব স্বৰূপভিত্ত-
সৰ্ব্বনরূপাঙ্গসম্মতবকাশি ভবেৎ, এতেন সতোহস্বরূপভিত্তিপ প্রতিজ্ঞানীতেতি ভাবঃ । কথং
তর্হি সতোহস্বরূপসত্ত্ব সত্ত্বং প্রতিভাত ইত্যাপেক্ষ্য তত্ত্বদর্শনাভাবাদিত্যাহ তষেতি । তত্ত্ব
তদাত্ত্বং ন চ তত্বকেন পৰামশায়াগ্যং কিঞ্চিদতি । প্রকৃতং প্রতিনিবৃত্তমিত্যাপেক্ষ্য ব্যাচটে
তদিত্যাদিনা । নহু সদস্যতোহনাত্ম্যং কেচিং প্রতিপদ্যন্তে কেচিত্তু তয়োক্তনির্ণয়মহুত্বত্যা
তথাহি মবান্তিগচ্ছন্তি তত্র কেবা মতমিষতবামিতি তদ্বাহ ভ্রমপীত ॥ ১৬ ॥

সামান্যত্ব ।—সদস্যনাম 'নগ্য' দেশানাং স্বাক্ষরিকং নাশিত্বশোকাণিনিমিত্তমুক্তং
"গতাহুনগতাহুনশ্চ নাহুশোচন্তি পাণ্ডবঃ" ইতি ৩৬ উপপাদবিভূতাবত্তে নাসত্ত্ব ইতি । অসতো
দেশানাং ভাবো ন বিদ্যাতে সম্যগানো নাসত্ত্বাৎ, উভয়াবদেহাঙ্গনোরূপলভ্যমানয়ো-
যথোপাধিভাবনশি ভাবস্তা দৃষ্ট নির্ণয়ান্ত্যাপেক্ষণশ্চ, নির্ণয় ইত্যাহুদেনোচ্যতে । দেহস্ত
চিদন্তনোহিসত্ত্বস্য স্বরূপম্ আয়নশ্চ তদন্ত সত্ত্বমেব স্বরূপমিতি নির্ণয়াদি দৃষ্ট ইত্যর্থঃ ।
'নগ্য' পদার্থোহসত্ত্ব আয়নশ্চ পদার্থোহসত্ত্ব । যথোক্তং 'ভগবন্ত পদার্থবেগ; তুত্মায়
তৎ সত্ত্বং' ইত্যুক্তং কাচং পদার্থং দিগ্ভবন্ত্বাক্রম, জ্ঞানং যথা সত্ত্বমসত্ত্বমভ্যাস্য ।
"অন্যত্র পদার্থস্য" প্রাতিপদ্যন্ত্যাপেক্ষ্য, তত্ত্ব নশি ন পদার্থো নশি দ্রব্যোপপাদিতং ।
"নগ্য" পদার্থস্য "আয়নশ্চ" পদার্থস্য "সত্ত্ব" ইতি । পদার্থানাং সত্ত্বং ৩৬ সত্ত্ব নুপ ৩৬ কিম্ । ইতি ।
অন্যত্র অসত্ত্ব ইমে দেহাঃ, "অন্যত্র" ইত্যুক্তং । তদেব সত্ত্বস্বরূপদেশ-
শোচন্তি পদার্থঃ । অন্যত্র পদার্থস্য পদার্থস্য সত্ত্বং ৩৬ ইতি । দেহাস-
ত্ত্বাৎ সত্ত্বানমোহি সত্ত্বং ৩৬ ইতি । হস্তিযোনাশি পদার্থস্য সত্ত্বং ৩৬ ইতি ।
সএব "গতাহুনগতাহুনশ্চ নাহুশোচন্তি" ইতি প্রস্তুতঃ "সত্ত্ব", "অন্যত্র" "ইত্যুক্তং", "অন্তঃসত্ত্বঃ
ইমে দেহাঃ" ইত্যনন্তরূপপাদিত ইতি অতো যথোক্তং প্রমাণঃ ॥ ১৬ ॥

হুত্বমান ।—ইতচ্চ শোকমোহাবরূপা শীতোষ্ণাদিভাবনং যস্যাহুত্বং, নাসত্ত্ব ইতি । অসত্ত্ব
অবিদ্যমানস্ত সত্ত্বসম্পদং দৃষ্টনষ্টভাবস্ত জগতঃ ভাব, নগ্য ন বিদ্যাতে, তথা পরমার্থস্ত সত্ত্বঃ
আয়নঃ অতাবৎ অবিদ্যমানতা ন বিদ্যাতে সর্বত্রান্যত্র ॥ ২ ॥ অনয়োঃ সদস্যতোঃ দৃষ্ট উপলব্ধঃ
অন্তঃ নিশ্চয়ঃ তত্ত্বদর্শিত্বিত্যর্থঃ । তদ্বাহ তত্ত্বদর্শিনা দৃষ্টমাত্রিত্য শোকং মোহকং হি
শীতোষ্ণাদীন্তিত্তিকস্বভাবপ্রায়ঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর ।—নহু তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদূঃসহং কথং সোচব্যং অত্যন্তং তৎ সহনে
চ কদাচিদান্বনো নাশঃ শ্রুতিভাষ্যে তত্ত্ববিচারতঃ সর্বং সোচ্যং শ্রুতিভাষ্যে নাসত্ত্বো
বিদ্যাতে ইতি । অসতোহিনাশ্বদ্বন্দ্বাদবিদ্যমানস্ত শীতোষ্ণাদিভাবনশি ভাবঃ সত্ত্বা ন
বিদ্যাতে, তথা সত্ত্বঃ সত্ত্বভাবভাবনোহিত্যর্থো নাশো ন বিদ্যাতে, এবময়োঃ সদস্য-

কালদেশাপরিচ্ছিন্নতাপ্যাকাশাদেতাকৈকৈকস্বপরিচ্ছেদভাগগমাৎ পৃথগ্নির্দেশঃ, এবং সামান্য-
 মতেহপি সোজনীয়ম্। এতাদৃশস্ত অসত্যঃ শীতোষ্ণাদেঃ কৃত্তমত্যাগে প্রপঞ্চস্ত ভাবঃ সত্তা
 পারমাণ্বিকত্বং স্বানুনসত্তাকং তাদৃশপরিচ্ছেদশূন্যত্বং ন বিদ্যাতে ন সপ্রযতি, ঘটস্বাঘটকয়োঃ
 পরিচ্ছিন্নতাপরিচ্ছিন্নরয়োঃকত্র বিরোধাত্। নহি দৃশ্যং কক্ষিৎকচিৎ কালে দেশে বস্তুনি বা
 নিবিধীতে অননুগমাৎ, নবা সদন্তু কচিদেবে কালে বস্তুনি বা নিবিধীতে সর্বত্রাহুগমাৎ। তথাচ
 সর্বত্রাহুগতে সদন্তুনি অননুগতং ব্যভিচারি বস্তু কল্পিতং রজ্জ্বখণ্ড ইবাহুগতে স্খতিচারি সর্প-
 ধারাদিকমিতি ভাবঃ। ননু ব্যভিচারিণঃ কল্পিতং সদন্তুনি কল্পিতং ত্রাং, তত্রাপি তুচ্ছব্যাবৃত্ত-
 ত্বেন ব্যভিচারিভাদিত্যত আহ নাভাবো বিদ্যাতে সত্য ইতি। সদপিকরণকভেদপ্রতিযোগিত্বং
 হি বস্তুপরিচ্ছিন্নত্বং, তচ্চ ন তুচ্ছব্যাবৃত্তত্বেন তুচ্ছশব্দবিবাণাদো সত্তানোগাৎ, “সত্ত্যামভাবো নিরূ-
 প্যতে” ইতি জ্ঞায়াৎ একতৈশ্চ ন স্বপ্রকাশস্ত নিত্যস্ত বিভোঃ সত্যঃ সর্বানুস্মৃতত্বেন সধ্যাক্তিভেদা-
 নভূপশমাৎ। ঘটঃ সন্নিহাদি প্রতীতেঃ সাক্ষোলৌকিকত্বেন সত্তা ঘটাদাধিকরণভেদপ্রতিযোগি-
 ত্বাযোগাৎ অভাবঃ পরিচ্ছিন্নত্বং দেশতঃ কালতো বস্তুতো বা সত্যঃ সর্বানুস্মৃতসম্মাত্রস্ত ন বিদ্যাতে
 ন সপ্রযতি পক্ষসদ্বিরোধাদিত্যর্থঃ। ননু সন্নিহাদি কিমপি বস্তু নাভ্যব, যন্ত দেশ-কাল-বস্তুপরিচ্ছিন্নঃ
 প্রতিবিদ্যতে, কিং তত্রাহি সত্ত্ব-নাম ? পরং সামান্যতঃ। তদাশয়ত্বেন দ্রব্য-গুণ-কর্মস্ব সমাবহারঃ,
 তদেকাশয়মধ্বেন সামান্য-নির্দেশ-সমদায়েন, তথাচাসত্যঃ প্রাগভাবপ্রতিযোগিনো ঘটাদেঃ
 সত্ত্বং কারণবাপ্যাবাস্য সত্তোরপি তত্রাভাবঃ কারণনাশাদুপতোষেতি কথমুক্তং “নাসত্যো বিদ্যাতে
 ভাবো নাভাবো বিদ্যাতে সত্যঃ” ইতি এবং প্রাপ্তে পরিচরতি উভয়োরপীত্যাচেন। উভয়োরপি
 সদস্যতোঃ সত্যচাসত্যচাত্তো সত্যাদা নিয়তরূপত্বং যৎ সত্যং তৎ সত্যং, সদস্যং তদস্যদেব ইতি দৃষ্টো
 নিশ্চিতঃ সত্যিত্বভিত্তিকির্করণপূর্বকং, কৈঃ ? তৎসদর্শিত্বিকিস্বাখ্যাদ্যদর্শনশীলৈবৈবৈবিত্তিঃ ননু
 কুত্যাংকিতঃ, অতঃ কুত্যাংকিতাণাং ন বিপর্যায়রূপকিঃ। তদ্বাদোহনধারণে। একান্তরূপো
 নিয়ম এব দৃষ্টো নহনেকান্তরূপোহন্যথাভাব ইতি তৎসদর্শিত্বিরেব দৃষ্টো নাতৎসদর্শিত্বিরিতি বা,
 তথাচ সত্যিঃ “সদেব সৌমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্,” ইত্যুপক্রম্য “ঐ তদা স্মামিদং সর্বং তৎ
 সত্যং স অস্মি তৎ ত্বমসি স্বেতকেতো !” ইত্যুপসংহরন্তী সদেকং সজাতীয়াবিজাতীয়-স্বগতভেদ-
 শূন্যং, সত্যং দর্শয়তি। “বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং স্মৃতিকৈতেব সত্যম্” ইত্যাদিক্রিতস্ত বিকার-
 মাত্রস্ত ব্যভিচারিণো বাচারম্ভণত্বেনানুতত্ত্বং দর্শয়তি। “অগ্নেন সোম্য শুভ্রেনাপো মূলমগ্নিচ্ছত্তিঃ
 সোম্য শুভ্রেন জ্বলো মূলমগ্নিচ্ছ তেজস্য সোম্য শুভ্রেন সমূলমগ্নিচ্ছ সমূলোঃ সোমোম্যঃ সর্বাঃ
 প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ” ইতি স্রুতেঃ, সর্বেষামপি বিকারাণাং সতি কল্পিতত্বং দর্শয়তি।
 সত্ত্বকং ন সামান্যং তত্রমানাভাবং পদার্থমাত্রসাধারণ্য সৎ সদিতিপ্রতীত্যা দ্রব্যগুণকর্মমাত্র-
 বৃত্তিসম্বস্ত বাহুপাদকতাকল্পনাং বৈপর্য্যোক্ত্যপি স্ববচন্যং, একরূপপ্রতীতিরেকরূপবিষয়-
 নীকীকৃত্বেন সত্ত্বভেদস্ত বস্তুশ্চ চ কল্পিতত্বমুচিতত্বাৎ, বিষয়শূন্যত্বমেব * প্রতীতাহুগমে
 জ্ঞাতিমাত্রোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ, তদ্বাদেকমেব সদন্তু সত্যঃ স্বরূপরূপং জ্ঞাতাজ্ঞাতাবস্থাভাসকং
 সত্ত্বাদ্যাদ্যাদ্যেন সর্বত্র সত্ত্বাবহারোপপাদকং সনু ঘট ইতি প্রতীত্যা ত্বাৎ সত্যকৃত্যাদিত্ত্বং

যদি বিপরীতঃ, নতু সত্ত্বাশ্রয়ঃ অর্থে প্রতীতে ভেদবীতিতঃ সৎকামনির্ভর্যঃ, এবং দ্রব্য-
ময়ঃ গুণঃ সত্ত্বাশ্রয়ঃ প্রতীত্য সর্বাভিন্নঃ সতঃ সিক্তঃ । দ্রব্যগুণাদিভেদানিচ্ছা চ ন তে-
ষু ধর্মিণু সত্ত্বঃ নাম ধর্মঃ কল্যাতে, কিন্তু সতি ধর্মিণি দ্রব্যভিন্নম্বং লাববাং ততঃ তদাত্তবং ন
সত্ত্বাশ্রয়ঃ সাক্ষিকমিত্যতঃ । তদ্বৎ বার্তিককারৈঃ, “সত্ত্বাতোহপি ন ভেদঃ স্তাং দ্রব্যদ্বাদে-
কুতোহন্যতঃ । একাকার্যাহি সার্বভিঃ সদ্রব্যং সদগুণত্বাৎ ।” ইত্যাদিঃ । সত্ত্বাপি নাসত্তো
ভেদিকা তপ্যাঃ প্রসিদ্ধেঃ, দ্রব্যাদিকন্তু সদ্ধস্যায় সত্তো ভেদকমিত্যর্থঃ । অতএব ঘটান্ত্রিঃ
পট ইত্যাদিপ্রতীতিরপি ন ভেদসাধিকা ঘটপটতত্ত্বেনানাং সদভেদেনৈক্যাৎ, এবং
যদ্রৈব ন ভেদগ্রহঃ তদ্রৈব লক্ষণদা সত্যী সদভেদপ্রতীতিক্রয়তে, তাক্রিকৈঃ কালপদার্থস্য
সর্বাশ্রয়স্যাত্মপগমাৎ তেনৈব সর্বব্যবহারোপপত্তৌ তদাত্তরূপদার্থকল্পনে মানাত্তাবাং তস্যৈব
সর্বাশ্রয়ত্ব সদ্ধপেণ ক্ষুরগরূপেণ চ সর্বতাপাত্ম্যেন প্রতীত্বপপত্তেঃ, ক্ষুরগস্যাপি সর্বাশ্রয়ত্ব-
বৈকল্যায়ত্ত্বাৎ বিত্তরেনাশ্রয়মলোকে বক্ষ্যতে । তথাচ যথা কাম্যশ্চক্ষেপে কালে বা ঘটস্য
পটাদেন দোষান্তরে কালান্তরে বা ঘটং এবং কাম্যশ্চক্ষেপে কালে বা ঘটস্যাত্ত্র্যবটং
শক্বেগাপি ন শক্যতে সম্পাদয়িতুং পদার্থবভাবভঙ্গাযোগাৎ, এবং কাম্যশ্চক্ষেপে কালে বা সত্তো
দোষান্তরে বা সত্ত্বং, কাম্যশ্চক্ষেপে কালে বা সত্তোহতঃসত্ত্বং ন শক্যতে সম্পাদয়িতুং যুক্তে-
নাম্যাৎ, অত উভয়োরিত্তরূপত্বমেব ত্রৈবমিত্যেতৎসাক্ষৌ বিস্তরঃ । অতঃ সত্ত্বো বস্ত
সারাক্রান্তাগামবৃত্ত্যামৃত্ত্বায় কল্পতে সম্মাত্রদৃষ্টা চ তিত্ত্বাপ্যপদ্যাতে ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

• নীলকণ্ঠ ।—নহু স্রুস্তিসমাধ্যাদৌ তাত্ত্বোপাধেরাত্ত্বনঃ সমদ্রঃ স্রুস্তেহপি সোপা-
ধিকদশায়াং তপ্তারঃপিগুত্ব দধ্বহমিব ততঃ হ্রঃখিৎ হ্রস্বারম্, উপাধিচ মূলপ্রকৃতে-
ধ্যাপিকার্য মাত্রাক্রপ ইতি তৎসত্তে তু ন নির্মূলোচ্ছেদমহীত, অতঃ “সোহমৃত্ত্বায় কল্পতে”
ইত্যাহুপদমিত্যাশঙ্ক্যাহ নাসত ইতি । প্রমাত্রাদেরাগমাপারিত্ত্বেন কাদাচিত্ত্বক্যাৎ
রজঃরগাদিৎ, অসত্তো ভাবঃ সত্তা কালত্রয়েহপি নাস্তি । অহমর্থঃ, প্রমাত্রাদিমূলজ্ঞা-
নেন চিদাত্ত্বনি কল্পিতঃ, মূলজ্ঞানন্ত চাত্ত্বজ্ঞানেন নিবৃত্তৌ কারণাত্ত্বায় পুনঃ প্রমাত্রা-
হৃত্ত্ববোহীতি নিশ্চত্বাহমমৃত্ত্বং জ্ঞানাৎ সিধ্যতীতি । নহ প্রতীতিমাত্রাৎ প্রমাত্রাদে-
বিধ্যাত্ত্বোপগমে আত্মনোহপি স্রুস্ত্যাধারপ্রতীতমানতাবিশেষায়িত্ত্বমৃত্ত্ব উভয়োরী
সত্ত্বমমৃত্ত্ব ইত্যশঙ্ক্যাহ নাত্ত্বো বিদ্যতে সত ইতি । সহস্বনঃ অতাবোহনক কদাচিৎপি
ন বিদ্যতে স্রুস্ত্যাধারি অহৃত্ত্বনোঃ স্রুস্তজ্ঞানয়োঃ “স্রুস্তমহমবাসং ন কিঞ্চিদেবদিসম্”
ইতি উত্থানে পরামর্শবর্ণনাৎ তদহৃত্ত্বমকরণে ভয়োঃ পরামর্শাসত্ত্বাৎ, অতঃ সত্তোহনক
নাস্তি । অক্লিপ্য স্রুস্তিকৈবল্যায়োঃ প্রমাত্রাদাত্ত্বাৎ দৃশ্যে নিত্যত্বাহ “বৈকল্য পততি
পতন্তু বৈ তন্ন পততি ন হি ত্রৈলোক্যৈক্যপিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিত্বায় তু তদ্বিতীয়াতি
অতঃ ইতিবিকল্পঃ বৎ পতন্তু” ইতি । • যদি প্রমাত্রাদিঃ সত্ত্বাৎহি সত্ত্বোহনক স্রুস্ত্যাধারবর্ণনঃ

দাম্ভিগ্যাভাবাচ্চ ব্রহ্মদুর্গলোপাচ্চ বক্তব্যং, নান্যঃ আত্মনি দুর্জনৈবভাব্যতাহজ্ঞ সত্ত্ববন্ধনা-
যোগাৎ, নান্যঃ উদাহৃতয়া ঐতৈঃ তদ্বিবেচনাং, তদ্ব্যং উভয়োরপি সত্যত্বেন মিথ্যাভ্বেন বা
নাম্যং হুতম্ । নহু সত আকাশাদেঃ, কচিদপি দেশে কালে চাত্তবো বদ্যাপ নাস্তি, তথাপি
নত এব পরমাণোদে শাস্তবেহভাবোহস্তি প্রাগসত্তোহপি ঘটাদেভাবশ্চ দৃষ্টে: তৎ কথমুচ্যতে
“নাসত্তোবিদ্যাতে ভাবোনাভাবো নিদাতে সতঃ” ইত্যাদি বিদ্বদুভয়েন নিরুক্ততি উভয়োর-
প্যতি । অস্তে বাপাশ্রয়ঃ, যথা স্বপ্নে নভঃকুন্তবজ্জুবাদো নিগদ্যানত্যত্মসত্যাসত্যাদি-
দাদ্যাপ্যতয়া । নশ্চিভা অপি প্রবেশেন বাব্যস্তে তবজ্ঞানগ্রন্থী অপ্যি তে তবজ্ঞানেন বাধ্যস্তে ।
নহু জাগ্রদ্বাসনাশাং স্বপ্নগতনভআদৌ নিত্যহাদিনিশ্চয়ো ভ্রম ইতি চেৎ অনাদিকালপ্রযুক্ত-
প্রাগ্ভবীয়াসংস্কারবশাজ্ঞানভ আদাবপি স ভ্রম এবোতি তুল্যম্ । নহু স্বকপতঃ সন্দেহ
বজ্ঞানিকং শুদ্ধাদাবধ্যাত্তে ন ত্বসৎ শব্দশ্রুতাদিকম্, গগনাদিকন্ত তদ্রীত্যা স্বকপেণ অসদপি
কথনাত্তদ্ব্যস্তত্ব ইতি চেৎ ন, অধ্যাসে তি পূৰ্ব্বাত্তদ্ব্যস্তমাপেক্ষতে ন ত্বমুভূতস্ত স্বকপেণ
সদ্ব্যপি দর্শনপ্রতিবিম্বিতে গগনরূপি নৈল্যাদ্যাসদর্শনাৎ । ন চ গগনে নৈল্যং স্বকপেণ সত্যমস্তি,
অথ চান্যজাদ্যস্ততে তদ্ব্যং ভ্রমপরাশ্রয়ঃ সত্ত্ববাং স্বপ্নব্রহ্মভিরাবান্নাভিরদৃষ্টমপি সদস্যতো-
যাথাস্থ্য প্রবৃদ্ধৈর্দ্রষ্টুঃ শক্যমেব । তথা চ ঐতৎ, ‘নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, অস্তীত্যেবোপ-
লব্ধব্যঃ, অতোহসদ্ব্যস্তমিত্যাদ্যঃ’ অনাত্মনোহসত্ত্বং আত্মনশ্চ সত্ত্বং প্রতিপাদয়ন্তি, এবং সত্যো
জ্ঞানেনাহসত্যো বাগাং কৈবল্যাং সিধ্যাতীতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—এতচ্চ বিবেকদর্শনবিদগচ্চান্ প্রতি উক্তম্ । বস্তুতঃ “অসঙ্গো হুয়ং
পুরুষঃ” ইতি শব্দেজ্ঞাবাত্মনশ্চ স্থলশূন্যদেহাত্মাঃ তদ্ব্যস্তে: শোকমোহাদিত্তিষ্ঠ সৰ্বজ্ঞো
নাস্ত্যেব । তৎসদ্ব্যস্তাবিদ্যাকল্পিতহাদিত্যত নোতি । অসত্তঃ অনাত্মদ্বন্দ্ব্যদাত্মনি জীবৈ
অবর্তমানস্ত শোকমোহাদেত্তদাশ্রয়ং দেহস্ত চ ভাবঃ সত্তা নাস্তি । তথা সতঃ সত্যরূপস্ত
দীবাশ্রনোহভাবো নাপো নাস্তি । তদ্ব্যস্তয়োরেতয়োরসংসত্তোবজ্ঞা নির্ণয়োহয়ং দৃষ্টে: । তেন
জান্মদ্বিসু তদীদৃশ চ জীবাত্মস্ত সত্যত্বাদনন্তলেশু দেহদৈহিকাবৈকল্যাণাকমোহাদয়ো নৈব সজ্জীতি ।
কথং তদ্ব্যস্তয়ো নজ্ঞ্যস্তি, কথং বা তাংস্ব শোচসীতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচাৰ্য্য ও শিকাকার
শ্রীমদানন্দাগরি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকটিত করিয়াছেন । যদি বল, হুখ-
হুখ অবিসংবাদিতরূপে সহন করিলেও, অতি দুঃসহ শীতোষ্ণাদি কিরূপে
সহন করিব, এবং নিবর্তিতম শীতোষ্ণাদি সহন করিলে হয় তো আত্ম-
নাশও সম্ভবিত হইতে পারে । তোমার এরূপ বাক্য নিতান্ত অবিচার-
প্রণোদিত । তব বিচার করিয়া দেখ, দেখিবে শোক বা মোহ পরিত্যাগ

পূৰ্ৱক শীতোষ্ণাদি স্বন্দ-গ্ৰাহনই পরম শ্রেয়স্কর ও যুক্ত্যনুমোদিত । কারণ ব্যতিরেকে কার্যের উৎপত্তি হয় না ; মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র, কুম্ভকার ইত্যাদি কারণ হইতেই ঘটরূপ কার্যের উৎপত্তি হয় । কার্যের অনন্তাভে কখনও কারণের অনন্তা সিদ্ধ হইতে পারে না । কার্যরূপ ঘট না থাকিলে, মৃত্তিকাদি কারণ যে থাকিবে না তাহার অর্থ কি ? বরং কারণের অভাবে কার্যেবই অভাব হইতে পারে ।

এখন দেখ, যেহেতু ঘট রহিয়াছে, ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হইলেও, মৃত্তিকা হইতে ভিন্নরূপে কখনও ঘটের উপলব্ধি হয় না, অতএব মৃত্তিকাই সত্তা এবং মৃত্তিকার বিকার স্বরূপ ঘট অন্তা । এইরূপ কারণ ব্যতিরেকে উপলব্ধি হয় না বলিয়া, সৰ্ববিধ বিকারই অসৎ । আর এক কথা, ঘটাদি বিকার সমূহের উৎপত্তি ও নাশ আছে ; অতএব উৎপত্তির পূৰ্বে এবং নাশের পরে তাহাদের অস্তিত্বও কোনরূপে সম্ভবপর নহে । এখন দেখ, যেরূপ কারণীভূত মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘটের উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ মৃত্তিকাদি কার্যও কারণ ব্যতিরেকে কখনও উপলব্ধ হইতে পারে না, ইহা একান্ত স্বীকৰ্তব্য ; এবং মৃত্তিকাদির উপলব্ধি তৎকারণোপলব্ধির অধীন বলিয়া মৃত্তিকাদিও অসৎ । স্থূল কথায় সৰ্ববিধ কারণের কারণই সৎ এবং তদ্যতিরিক্ত সমস্তই অসৎ । এখন যদি বল যে, মৃত্তিকাদিরূপ কার্যের সৎ কারণরূপে কাহাকেও বরণ করিতে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক, তাহা হইলে সৰ্ববিধ কার্যের সৎ কারণ অভাবে কাজে কাজেই সৰ্বাভাব প্রসঙ্গ সমুপস্থিত হইবে । তাহাও বলিতে পার না, কারণ সাধারণতঃ লোকে দেখা যায়, বুদ্ধি দুই প্রকার । প্রথম মদ্বুদ্ধি, দ্বিতীয় অমদ্বুদ্ধি । বদ্বিসয়িণী বুদ্ধি ব্যভিচারবিহীনা তাহাই সৎ, এবং ব্যভিচার-বিশিষ্টা বুদ্ধি অসৎ । আমি বলিলাম, “ঘটঃ সন্” “পটঃ সন্” ইত্যাদি সৰ্বত্র ঘটপটাদি বুদ্ধিরই ব্যভিচার হইতেছে, কিন্তু মদ্বুদ্ধির ব্যভিচার হইতেছে না ; অতএব ঘটাদি-বিসয়িণী-বুদ্ধি ব্যভিচার-ভুক্ত বলিয়া ভাষা অসৎ, এবং মদ্বুদ্ধি স্বতঃ সৰ্বত্র অব্যভিচারভাবে বর্তমান ।

যদি বল যে, ঘটের নাশে ঘট-বুদ্ধির ব্যভিচার হইলেও সৎ-বুদ্ধিরও ব্যভিচার হয় । তাহাও বলিতে পার না ; কারণ ঘট-নাশে, ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার

হয়, কিন্তু পটাদিতে সম্বন্ধির অভাব উপলব্ধি হয় না। আরও দেখ, সম্বন্ধি বিশেষণ বিষয়িনী বলিয়া তাহার বিনাশ নাই। আর যদি বল যে, “যে রূপ সম্বন্ধি ঘটাদি সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ঘট-বুদ্ধিও তৎসদৃশ-স্তরে দেখিতে পাওয়া যায়।” তাহাও বলিতে পার না; কারণ ঘট-বুদ্ধি ঘটান্তরে পরিলক্ষিত হইলেও পটাদিতে পরিলক্ষিত হয় না। আর যদি বল যে, ঘট নাশপ্রাপ্ত হইলে তাহাতে সম্বন্ধি পরিলক্ষিত হয় না। তাহাও বলিতে পার না; কারণ সম্বন্ধি বিশেষণ-বিষয়িনী, বিশেষ্যের অভাবে বিশেষণ কখনও উপপাদিত হইতে পারে না, সূত্রাং বিশেষ্যের অভাবে বিশেষণ-বিষয়িনী সম্বন্ধি বা কি বিষয়ের হইবে? আর যদি বল যে “ঘটাদিরূপ বিশেষ্যের অভাবে বিষয়াভাব প্রযুক্ত সম্বন্ধির একাধিকরণত্ব” যুক্তিযুক্ত নহে। তাহাও বলিতে পার না, কারণ মরীচিকাদিতে উদকাদিরূপ বিষয়াভাবে “সৎ ইদং উদকং”, “এই জল রহিয়াছে” ইত্যাদিরূপে সামান্যাদিকরণে পরিলক্ষিত হয়। অতএব পূর্বরূপ বিচার দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, সম্বন্ধির বিনাশ নাই, এবং অসম্বন্ধির বিনাশ আছে। উক্ত রীতিতে বিচার করিলে অবগত হইবে যে, বিকারভূত সকারণ শীতোষ্ণাদি স্বন্ধের বাস্তবিক ভাব অর্থাৎ সত্তা নাই, কারণ তাহারা অসৎ ও ব্যভিচার-দোষে দুষ্ট এবং সৎস্বরূপ আত্মারও অভাব অর্থাৎ অনস্তিতা নাই। কারণ আত্মা সর্বত্র ব্যভিচার-দোষ পরিহীন। যদি জিজ্ঞাসা কর যে, আত্মাই সৎ এবং তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্তই অসৎ, ইহা সকলে কেন উপলব্ধি করিতে পারে না? সে সন্দেহও করিতে পার না, কারণ সৎ এবং অসতের অর্থাৎ আত্মা এবং অনাত্মার নির্ণয় (সৎ পদার্থ সৎই, এবং অসৎ পদার্থ অসৎই) এইরূপ উপলব্ধি তত্ত্বদর্শীগণই করিয়া থাকেন।

“তৎ” শব্দ সর্বনাম। সর্ব বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝায়। সর্বের অর্থাৎ ব্রহ্মের নাম সর্বনাম। সূত্রাং সর্বনাম বা ব্রহ্মের নামই তৎ; ততের ভাব বা ব্রহ্মের ভাব “তত্ত্ব” অর্থাৎ ব্রহ্মের বাথার্থ্য (প্রকৃত-স্বরূপ) বাহারা দেখেন, তাহারাই “তত্ত্বদর্শী”। তুমিও তত্ত্বদর্শীগণের দৃষ্টিরূপ আশ্রয়

* বিশেষ্য—জ্ঞাতৃগুণক্রিয়া দ্বারা যন্ত বিশেষ্যঃ কথ্যতে তৎবিশেষ্যম্।

বিশেষণ—যেন বিশেষ্যঃ কথ্যতে তৎবিশেষণম্।

+ সামান্যাদিকরণত্ব—দ্বিগুণবৃত্তিভিন্নস্তয়োঃ একত্বম্ অর্থে বৃত্তিঃ।

এহণ পূৰ্ণক শোকমোহ পরিত্যাগ কর এবং শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বকে বিকার-
মাত্রতানিবন্ধন মীরিটিকা-জলবুদ্ধিবৎ অসৎ নিশ্চয় করিয়া সহন কর,
অর্থাৎ তিত্তিক্ত হও । তুমিও আত্মানাত্ম নির্ণয়ে সক্ষম হইবে ।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমদধুসূদন সরস্বতী মহাশয় এই শ্লোকে লিখিয়া-
ছেন । সখে ! যদি বল, স্বীকার করিলাম পুরুষ এক বই দুই নাই, কিন্তু
সত্যস্বরূপ তাহার (সেই পুরুষের) দেহ ইন্দ্রিয়াদি এবং জড়-দ্রষ্টৃ স্ব অর্থাৎ
জীবরূপ সংসার সত্য রূপেই প্রতীত হইতেছে । অথচ সুখ-দুঃখের কারণ
শীতোষ্ণাদির সম্ভাবে তাহার ভোগও অনিবার্য্য । সত্য পদার্থ কখনও
জ্ঞানদ্বারা নিবারিত হইতে পারে না । রজুতে সর্প-জন্ম হইলে, রজু-জ্ঞান
দ্বারা অসত্যভূত সর্পেরই নিবারণ হইয়া থাকে, সত্য রজুর কখনও নিবারণ
হয় না । অতএব তিত্তিকা (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহন) কিরূপে সম্ভবে ?
আর অমৃতত্ব-লাভের অর্থাৎ মোক্ষলাভের যোগ্যতাই বা কিরূপে সম্ভবে ?
হে আত্মবিশ্বস্ত সখে ! তুমি ইহাও বলিতে পার না ; কারণ এই পরিদৃশ্য-
মান নিখিল দ্বৈতপ্রপঞ্চ, শুক্তিতে (কিনুকে) রজতের স্থায়, অদ্বৈত স্বরূপ
আত্মাতে কল্পিত মাত্র ; অতএব অদ্বৈততত্ত্বের জ্ঞান দ্বারা তাহার নিবারণ
কেন না উপপাদিত হইবে ? যখন ইহা রজত নহে, বাস্তবিকই শুক্তিকা
ইত্যাকার শুক্তি বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, তখন অজ্ঞান-কল্পিত রজত-জ্ঞানের
অস্তিত্ব কোথায় ? আর যদি বল বে, জ্ঞান আত্মবিষয়কও হইয়া থাকে,
অনাত্মবিষয়কও হইয়া থাকে ; অতএব জ্ঞানবিষয়ে আত্মা ও অনাত্মায়
কোনওরূপ বিশেষ পরিলক্ষিত হইতেছে না ; সুতরাং অনাত্মার স্থায়
আত্মা কেন না মিথ্যা হইবে এবং অনাত্মাই বা কেন আত্মার স্থায় সত্য না
হইবে ? তাহাও বলিতে পার না । কারণ জন্ম-বিনাশশীল ঘটাদির
স্থায় বাহ্য দেশ কাল বা বস্তুগত পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট তাহাই “অসৎ” ।
এ বিষয় একটু মনঃ-সংযোগপূৰ্ণক বিচার করিয়া দেখ, সকলই অবলীলা-
ক্রমে বৃষ্টিতে পারিবে । আমি বলিলাম ঘট অসৎ, কারণ ঘট, প্রাগভাব
ও ধ্বংসের প্রতিযোগী অর্থাৎ বাহার অভাব হয় সেই প্রতিযোগী । ঘট-
স্থিতির পূৰ্ব্বকালে ঘটের প্রাগভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব থাকে না ; অতএব ঘট
“প্রাগভাব-প্রতিযোগী” এবং ঘট-ধ্বংসের পরবর্ত্তিকালে ঘটের অস্তিত্ব
থাকে না ; অতএব ঘট ধ্বংসপ্রতিযোগী । এখন তাহা হইলে, অর্থাৎ

ঘট-সৃষ্টির পূর্বে ঘটের অস্তিত্ব থাকে না এবং ঘটোৎপত্তের অনন্তর ঘটের অস্তিত্ব থাকে না, কেবলমাত্র মধ্যে কিছুকালের জন্য ঘটের অস্তিত্ব থাকে বলিয়া, “ঘটকে কাল-পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিতে হয়। যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালেই সম অর্থাৎ অবিকৃতাদি ভাবে স্বর্তমান থাকে তাহাই কালদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না যে, এতদ্ব্যতীত সমস্তই “কাল-পরিচ্ছিন্ন”। আরও দেখ “ঘট” যে কেবলমাত্র কাল-পরিচ্ছিন্ন তাহাও নহে; বিচার করিয়া দেখ ঘটে দেশ-পরিচ্ছিন্নত্বের অভাবও দেখিতে পাইবে না। ঘট “দেশপরিচ্ছিন্ন” কারণ যে যে পদার্থ সৃষ্টিবিশিষ্ট সেই সেই পদার্থের বৃত্তি সর্বদেশে নাই, অর্থাৎ ঘটের মত আর অসংখ্য ঘট সর্বদেশে থাকিলেও গেই অস্তিত্ব সর্বদেশে সম্ভব হইতে পারে না। “ঘট” যে দেশে যে স্থানে আছে সেই দেশটুকুই ঘটের অধিকৃত, অস্ত্র ঘটের বৃত্তি নাই, অতএব ঘট দেশ-পরিচ্ছিন্ন। যাহা সর্বদেশে সমভাবে অবস্থিতি করে তাহাই দেশাপরিচ্ছিন্ন, তদ্ব্যতীত সমস্তই দেশ-পরিচ্ছিন্ন। যদি বল যে কোন কোন শাস্ত্রকারের মতে যাহা যাহা কাল-পরিচ্ছিন্ন তাহা তাহাই “দেশপরিচ্ছিন্ন” অতএব কেবলমাত্র কালপরিচ্ছিন্ন বলিলেই চলিত, তবে অনর্থক দেশপরিচ্ছিন্ন বলিবার প্রয়োজন ত কিছু দেখিতে পাইতেছি না। তাহাও বলিতে পার না; কারণ বেহেতু তार्কিকগণ পরমাণু প্রভৃতির দেশ-পরিচ্ছিন্নত্ব স্বীকার করিলেও কাল-পরিচ্ছিন্নত্ব স্বীকার করেন না, অতএব সর্বমত বিরোধ-পরিহারার্থ দেশ-পরিচ্ছিন্ন ও কালপরিচ্ছিন্ন এতদুভয়ের স্তত্রভাবে প্রয়োগ হুপ্রযুক্তই হইয়াছে। তুর্কিকগণের পরমাণুপ্রভৃতিতে কেবলমাত্র দেশপরিচ্ছিন্নত্বের অবরোধে অবরুদ্ধ করিবার তাৎপর্য এই যে, এস্থলে (দেশে) যে পরমাণুর সত্তা আছে, তৎসংশয় হইলেও, অস্ত্র সে পরমাণুতীর সত্তা নাই; অতএব পরমাণু দেশপরিচ্ছিন্ন। তार्কিকগণের মতে পরমাণুর বিনাশ ও প্রাগভাব নাই; অতএব পরমাণু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ত্রিকালেই নিত্য, সুতরাং পরমাণু কালাপরিচ্ছিন্ন। এইরূপ আবার স্বজাতীয়, বিজাতীয়, ও স্বগত এই ত্রিবিধ ভেদের নাম “বস্তু-পরিচ্ছেদ”। ব্রহ্মের স্বীয় পত্র, পুত্র, কল, অঙ্গুর প্রভৃতিগত যে ভেদ তাহার নাম স্বগত-ভেদ। আত্মব্রহ্ম ও ব্রহ্মজাতি ভূত, কদম্বাদি ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজাতিভূত; আত্মব্রহ্ম এবং কদম্বাদিব্রহ্মের বে-

পরম্পর ভেদ তাহার নাম স্বজাতীয় (সমানজাতীয়) ভেদ । বুদ্ধের সহিত বুদ্ধজাতি ভিন্ন প্রাণুদিগে অন্তজাতীয় পদার্থের সহিত যে ভেদ, তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ * । এই ত্রিবিধ ভেদই বস্তুপরিচ্ছেদ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই এই ত্রিবিধ ভেদের অধিকার ভুক্ত ; কোন বস্তুই এই ত্রিবিধ ভেদের সীমা অতিক্রম করিতে সক্ষম নহে । যে যে পদার্থ এই ত্রিবিধ ভেদযুক্ত তাহাই বস্তুপরিচ্ছিন্ন এবং বাহ্য এই ত্রিবিধ ভেদ-পরিশূন্ত তাহাই “অবস্তুপরিচ্ছিন্ন” অর্থাৎ বস্তুপরিচ্ছিন্ন নহে । যদি বল যে বস্তুপরিচ্ছিন্নের আবার পৃথকরূপে নির্দেশ করিবার কি প্রয়োজন ছিল ? কালদেশপরিচ্ছিন্ন বলিলেই ত একপ্রকার বস্তুপরিচ্ছিন্নও বুঝিতে পারা যায় । সখে ! তাহাও বলিতে পার না । কারণ তাহা হইলে সর্ববিধ মত অবিসংবাদিতরূপে সমর্থিত হয় না । তार्কিকগণের মতে আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা এই চতুষ্টয় বিভূ বস্তু ব্যাপক । আকাশ, দেশ কাল বা দিক্ কর্তৃক অনবচ্ছিন্ন । কালও দেশ আকাশ বা দিক্ কর্তৃক অনবচ্ছিন্ন । দিক্, দেশ কাল বা আকাশ কর্তৃক অনবচ্ছিন্ন । আত্মা, দেশ আকাশ কাল বা দিক্ কর্তৃক অনবচ্ছিন্ন । কিন্তু তार्কিকগণ আকাশাদি চতুষ্টয়ের বস্তুপরিচ্ছিন্নত্ব স্বীকার করেন, অতএব বস্তুপরিচ্ছিন্নের পৃথকরূপে উল্লেখ করা অপ্ৰয়োজনীয় নহে । এইরূপে সাধ্যাশাস্ত্র পর্যালোচনা করিলেও, এই সমস্ত পরিচ্ছেদ বাদের সম্ভাব্য নবিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিবে । অধিক বলা বাহুল্য তাহা

* “বুদ্ধস্ত স্বগতো ভেদঃ পত্র-পুষ্প ফলাদু্যৈঃ । বুদ্ধান্তরাং স্বজাতীয়ে বিজাতীয়ঃ শিলা-দিভঃ ॥” পঞ্চদশী ।

এই ত্রিবিধ ভেদ ব্যতীত তাহার কাহার মতে পঞ্চ প্রকার ভেদই বস্তু পরিচ্ছেদ । যথা ; জীবৈশ্বরভেদ, জীবজগৎভেদ, জীব-পরম্পরভেদ, জৈব-জগৎভেদ । অর্থাৎ প্রথম, জীব এবং জৈবের ভেদ । দ্বিতীয়, জীব এবং জগতে ভেদ । তৃতীয়, একজীব এবং অন্যান্য জীবের পরম্পর ভেদ । চতুর্থ, জৈব এবং জগতে ভেদ । এবং পঞ্চম, জগৎ এবং পর অর্থাৎ পরমেশ্বরে ভেদ । “এখানে চতুর্থ ও পঞ্চম ভেদ একইরূপ বলিয়া প্রতীত হইলেও ভিন্ন ভিন্ন । তাহার তাৎপর্য্য চতুর্থে বলা হইল যে জৈব এবং জগতে পরম্পর ভেদ । এখন যদি কেহ ব্যবহারিক দশায় বলেন যে, জগৎ জৈব হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হইলেও জৈব ত আর জগৎ হইতে ভিন্ন নহেন । সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্র হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হইলেও সমুদ্র ত আর তরঙ্গ হইতে ভিন্ন নহেন । এই শব্দ পরিহারের জন্য পঞ্চম ভেদের পৃথক্ অবতারণা । পঞ্চম ভেদে ইহাই স্থিতি হইল যে, জৈবের ও জগতে বৈষম্য ভেদ, জগৎ ও জৈবের সেইরূপ ভেদ ।

সাধারণতঃ ত্রিবিধ ভেদের উল্লেখই সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় । “একমেবাদ্বিতীয়ঃ”, এই জৈবদশরুপ স্বতীবাচ্য ত্রিবিধ ভেদশব্দভেদ পরিচায়ক । জৈব কিম্বদ ? না—“একং” অর্থাৎ স্বগত-ভেদশব্দ, “এব” অর্থাৎ সমজাতীয় ভেদ শব্দ, এবং “অদ্বিতীয়ঃ” অর্থাৎ বিজাতীয় ভেদশব্দ । স্বগত, সমজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ পরিশূন্ত পরম্পরপদার্থ পরমেশ্বর । এবং তাহাই সৎ, তত্ত্বাত্মিক

হইলে এখন দেখ কাল, দেশ, এবং বস্তু হইতে বাহ্য পরিচ্ছিন্ন তাহাই অসৎ । অতএব এতাদৃশ শীত-উষ্ণাদির অধিক কি, সমগ্র প্রপঞ্চেরই ভাব (সত্তা) অর্থাৎ পারমাধিক্য বা পূরকধিত তাদৃশ পরিচ্ছেদশূন্য কখনও সম্ভবপর নহে । ঘটক এবং অঘটক ধর্মের কখনও একত্র সমাবেশ হইতে পারে না । পরিচ্ছিন্নত্ব এবং অপরিচ্ছিন্নত্ব ধর্মের কখনও একত্র সমাবেশ হইতে পারে না । সৎ এবং অসতের একত্র সমাবেশ নিতান্ত বিরুদ্ধ ।

সখে । আরও দেখ যাবতীয় দৃশ্যপদার্থ কোন কালে, কোন দেশে, বা কোন বস্তুতে নিষেধ প্রাপ্ত হয় না ; কারণ দৃশ্য পদার্থের অনুগত স্বব্যতিরিক্ত অপর স্থলে নাই এবং সর্বত্র অনুগত বলিয়া, সমস্তও কোন দেশ, কাল বা বস্তুতে নিষেধ প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ যেহেতু দৃশ্য সমূহই বা অসৎ বস্তুই স্বব্যতিরিক্ত অত্যা (দেশ, কাল, বা বস্তুতে) অননুগত অর্থাৎ অত্যা হস্তিশূন্য, অতএব হতঃ নিষেধরূপের আর নিষেধের প্রয়োজনই বা কি ? অপিচ মণিমালিকান্দ মণিগণে সূত্রের স্থায় সর্বত্র (দেশ, কাল বা বস্তুতে) অনুসৃত বলিয়া সমস্তের নিষেধ সম্ভবপর নহে । আরও দেখ সর্বত্র, অনুগত সমস্ততে, রজুতে সর্প বা জলধারার ন্যায়, সর্বত্র অননুগত, অতএব ব্যভিচারী (ব্যভিচারশীল, অস্থির, অসৎ) বস্তু মাত্রই কল্লিত, হুতরাং অসৎ বস্তুর ভাব বা সত্তা নাই । যদি বল যে যাহা যাহা ব্যভিচারী তাহা তাহাই কল্লিত ; তাহা হইলে সৎ বস্তুও কল্লিত, কারণ যেহেতু সমস্তও তুচ্ছব্যাপ্ত (অর্থাৎ তুচ্ছ শশবিষাণ, কাকদস্তাদি হইতে ব্যাপ্ত অর্থাৎ ভিন্ন) অতএব ব্যভিচারী । হে অবিকেকিন্ । তাহাও বলিতে পার না, কারণ সৎ বস্তুর (ভাব বস্তুর) কখনও অভাব হয় না । বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখ, ক্রমশঃ এবিসয়ের রহস্যনিচয় অনায়াসে অববুদ্ধ হইতে পারিবে । শশবিষাণ, কাকদস্ত, কুর্মরোম, অশ্বাভিহ, আকাশকুহুম ইত্যাদি পদার্থের কল্লিত নাম মাত্র জন সমাজে প্রচলিত থাকিলেও, তাহার অস্তিত্ব অদ্যাবধি কেহ নয়নগোচর করেন নাই ; অতএব এই সমস্ত পদার্থ তুচ্ছ অতি হয় অর্থাৎ কিছুই নয়, হুতরাং তুচ্ছ পদার্থ সৎ নহে অসৎ । পূর্বেই বলিয়াছি যাহা অসৎ তাহার ভাব অর্থাৎ সত্তা নাই । অতএব যাহা তুচ্ছ অর্থাৎ কিছুই নহে, তাহা হইতে আবার ব্যাপ্ত কি ? মাথা নাই তার আবার মাথাবাধা কি ?

সমস্তই অসৎ । অবিভা প্রভাবে ব্যবহারিক দশার স্বয়মঙ্গলনের ভায় অসৎকে সৎ বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র । যেমন ঘুম ভাঙিলে, (অঙ্গ টুটিলে) মানুষ যে মানুষ সেই মানুষ ; তাহার স্বপ্ন-দৃষ্ট স্বপ্নের মাধ্যমি অন্তর্হিত হয় ; সেইরূপ অবিভার ঘুম ভাঙিলে (বাহ্যবাহ্যের স্বপ্ন ভাঙিলে) জীব স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, বা সত্যতরে শ্রীকৃষ্ণ সেবার অধিকারী হয় ।

সদধিকরণক (বাহাদিগের সৎ আশ্রয়) ঘট-পটাদির পরস্পর ভেদ জনিত যে অভাব তাহাই বস্তুপরিচ্ছিন্নত্ব ; কিন্তু তাহা বলিয়া তুচ্ছ শব্দবিবাণাদির স্বতঃ অভাবরণের (অসৎ অধিকরণকের) অভাব কখনও বস্তুপরিচ্ছিন্নত্ব রূপে স্বীকৃত হইতে পারে না । আর এক কথা, নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, দুইটি সৎ পদার্থদ্বারা অভাব নিরূপিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ দুইটি সৎ পদার্থ থাকিলে তবে একটীর অভাব ঘটাইতে পারা যায়, নচেৎ একটি সৎ আর একটি অসৎ পদার্থ থাকিলে আর অভাব নিরূপণ করিতে হইবে কেন ?

দেখ সখে । সদন্ত সর্কানুশ্রুত অর্থাৎ বেরূপ পুষ্পাদি-বিরচিত মালাস্থিত শূভ্র মালিকান্দ্র কুম্মাদিরই আধারস্বরূপ সেইরূপ কি ঘট, কি পট, কি অখিল ভুবন সর্কত্রই সৎ বস্তু অনুশ্রুত । সদন্ত সর্কত্র অনুশ্রুত বলিয়া সৎসত্তির ভেদ কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না । “ঘটঃ সন্, পটঃ সন্,” ইত্যাদি সর্কত্রই সকলেরই সমভাবে সৎ ব্যক্তি অর্থাৎ সতের বিকাশ প্রতীতি-বিষয়ীভূত হয় । অতএব একমাত্র স্বপ্রকাশ, নিত্য, বিভূ, সৎ বস্তুর অভাব অর্থাৎ কি দেশ হইতে, কি কাল হইতে, কি বস্তু হইতে পরিচ্ছিন্নত্ব কখনও উপপাদিত হইতে পারে না ।

যদি বল, যখন সৎ নামক বস্তুই নাই, তখন তাহার আবার দেশ, কাল বা বস্তুগত পরিচ্ছেদের সম্ভাবনা কোথায় ? তবে কি না সত্তা একটা পর-সামান্যমাত্র * এবং সেই পর-সামান্যের আশ্রয়ত্ব বশতঃ জব্য, গুণ, এবং

* স্তার মতে পদার্থ সপ্তবিধ । যথা (১) জব্য, (২) গুণ, (৩) কর্ম, (৪) সামান্য, (৫) বিশেষ, (৬) সমবার এবং (৭) অভাব ।

(১) ক্রিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ঘোম, কাল, দিক্, দেহী (আত্মা) ও মন এই নয়টি “জব্য” ।

(২) রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সন্ধ্যা, পরিমিতি, পৃথক্, সংযোগ, বিভাগ, পরস্ব, অপস্ব, বৃদ্ধি, হ্রাৎ, হ্রাৎ, ইচ্ছা, বেদ, বস্তু, গুরুত্ব, জবৎ, মেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট ও শব্দ এই চতুর্বিংশতি “গুণ” ।

(৩) উৎক্ষেপণ (উর্দ্ধক্ষেপণ-ছুড়েফেলা)। অপক্ষেপণ (নিম্নে ক্ষেপণ, নিচুতে ফেলা), আত্ম-কন, প্রসারণ ও গমন এই পঞ্চ “কর্ম” । জ্রমণ, রেচন, স্পন্দন, উর্দ্ধগমন এবং তির্ধ্যাক্ (বক্রভাবে) গমন এই পঞ্চবিধ কর্ম গমনেরই অন্তর্গত ।

(৪) সামান্য দুই প্রকার । প্রথম পর সামান্য, দ্বিতীয় অপর সামান্য । পূর্ব নিরূপিত জব্য গুণ ও কর্ম এই দ্বিবিধ পদার্থে বৃদ্ধি বিশিষ্ট সত্তাই “পর সামান্য” । বাহার অধিক বেশে বৃদ্ধি তাহাই “পর” এবং বাহার অল্প বেশে বৃদ্ধি তাহাই “অপর” । সকল জাতি অপেক্ষা স্তার বৃদ্ধি (ব্যাপার) অধিক বেশে আছে বলিয়া সত্তাই “পর” এবং অন্যান্য জাতিসমূহের অধিক বেশে বৃদ্ধি নাই বলিয়া তাহার “অপর” ।

(৫) ঘটাদি ত্যক্ত পদার্থ পদার্থ নিচুতের বাহার বেরূপ জিন্ন তিন্ন অববর তবহুসারে পরস্পরের

কর্ম এই দ্বিতয়ে সং শব্দ প্রযুক্ত হয় । জ্ঞান, ঐশ এবং কর্মের একাত্মর বলিয়া সামান্য, বিশেষ, এবং সমবার এই ত্রিতয়েরও সত্তা উপপাদিত হয় । অথচ প্রাগভাবের প্রতিযোগী “অসং ঘটাদির” সত্তা কারণ-ব্যাপার হইতে অপরিচ্ছিন্নভাবে থাকিলেও, কারণ-নাশে তাহারও অভাব উপপাদিত হয় * । অতএব “অসত্তের ভাব এবং সত্তের অভাব নাই” এরূপ বাক্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? অর্থাৎ যেহেতু ভোমাদের মতে বাহ্য অসং ঘট বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে উক্ত অসং ঘটের সত্তাও কারণ কালে পরিহাসিত হয় । অর্থাৎ যুক্তিকা, কুস্তকার, দণ্ড, চক্র ইত্যাদি উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ দেখিয়া লোকে বলে “ঘটো ভবিষ্যতি” অর্থাৎ ঘট নির্মিত হইবে ; অতএব ঘট-সৃষ্টির পূর্বেও কারণরূপে ঘটের সত্তা উপপাদিত হয় । সুতরাং তৎকথিত “অসত্তের ভাব অর্থাৎ সত্তা নাই” এরূপ বাক্য নিতান্ত অশ্রদ্ধের এবং যেহেতু ঘটের কপালঘর (গলা ও তলা) এবং কপালঘর সংযোগরূপ সমবায়ী এবং অসমবায়ী কারণের নাশে কার্যরূপ ঘটের অভাব হয়, সুতরাং তৎকথিত “সত্তের অভাব নাই” এরূপ বাক্যও নিতান্ত অশ্রদ্ধের । হে তর্ককলুষিত-চিত্ত সখে ! তুমি তাহাও বলিতে পার না । কারণ তদ্বদর্শীগণ অর্থাৎ কুতর্কবিরহিত বজ্র-বাধাস্বা-দর্শনশীল ব্রহ্মবিদগণ জ্ঞান, স্মৃতি ও যুক্তি দ্বারা বিচার পূর্বক সং এবং অসত্তের অন্ত, (মর্যাদা, সীমা, নিয়ন্ত্রণ, হাঁ ইহাই ঠিক) অর্থাৎ বাহ্য সং তাহা সংই এবং বাহ্য অসং তাহা অসংই ইত্যাকার নিয়মে একান্তরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন ।

সখে ! কেবল মাত্র তর্ক দ্বারা তদ্ব নির্ণয় নিতান্ত অসম্ভব, অধিক কি কখনও সংঘটিত হয় না । তর্ক স্বভাবতঃ অনবস্থিতি দ্বারা দুষ্ট, অর্থাৎ

ভেদই বিশেষ । বিশেষ পরমাণুগণেরও পরস্পর ভেদক । বিশেষের বৃত্তি নিত্য জ্ঞেয়র উপর । শাস্ত্রকারগণ “অন্ত্যকেও” বিশেষ বলেন, অর্থাৎ বাহ্য “অন্ত্য” (অন্তে অবসানে বর্ত্ততে ইতি অন্ত্যঃ, বদপেক্ষায়া বিশেষো নাতীত্যর্থঃ) অবসানে স্থিত অর্থাৎ বাহ্য অপেক্ষা আর বিশেষ নাই তাহাই “বিশেষ্য” ।

(৬) সমবার বলিতে নিত্য সৎকে বুঝায় । অবার অবারি, জাতি ব্যক্তি, গুণ গুণী, ক্রিয়া ক্রিয়াবান্ এবং নিত্য ঐশ্য বিশেষের যে পরস্পর সৎ তাহাই সমবার ।

• অভাব পদার্থবিধি । প্রথম সংসর্গাতাব এবং দ্বিতীয় অন্যান্যাতাব । প্রাগভাব, ধ্বংস ও অভ্যস্তাতাব এই ত্রিবিধ ভেদে সংসর্গাতাব ত্রিবিধ । অন্যান্যাতাব ত্রিবিধ যে অভাব তাহারই নাম সংসর্গাতাব । বিনাশী জ্ঞেয়র যে অভাব তাহার নাম প্রাগভাব । অন্য জ্ঞেয়র যে অভাব তাহার নাম ধ্বংস । নিত্য সংসর্গের যে অভাব তাহার নাম অভ্যস্তাতাব ।

তর্ক যে এই পর্য্যন্ত বাইয়া ক্ষান্ত হইবে তাহার কিছু স্থিরনিশ্চয়তা নাই ; তর্ক কেবলমাত্র বুদ্ধির কৌশল প্রদর্শন ও আত্মাকে প্রত্যাশিত করা । তর্ক দ্বারা দৈব-তত্ত্ব কখনও অবগত হইতে পারা যায় না ; তর্কের শেষ নাই । এই নিমিত্ত মহাত্মা রূপানিধান শাস্ত্রকারগণ সকলকেই তর্কের জটিল জাল হইতে সাবধান হইয়া ঐতিহ্যত্যাগাদির আদেশের মূল অগম পথে অটল অটল-বিশ্বাসরূপ প্রাণের বন্ধন সমভিব্যাহারে তত্ত্বগোভের আশায় অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়াছেন ।

সখে ! তর্করূপ বালুকাস্তূপে তত্ত্বমন্দির সংস্থাপন নিতান্ত অসম্ভব ; “দৃঢ়বিশ্বাসের কঠিন ভূমিই তাহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে মন্দির মুহূর্তকালান্তেই নিপতিত হইবে । বালুকাভূমিতে ভিত্তি স্থাপন করিলে তাহা কয়দিন স্থায়ী হয় ? অতএব হে সখে ! তুমিও সেই তত্ত্বদর্শিগণের পদানুসরণপূর্বক ঐতিহ্য-ত্যাগাদির বিচার কর—সকল তত্ত্বই অবগত হইতে পারিবে । ক্রমশঃ বুঝিবে যে তিত্তিকুহ এবং অমৃতত্বলাভ উপপাদিত হইতে পারে কিনা ।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সুরি মহাশয় আলোচ্য শ্লোকে এইরূপ অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন— অবুগ্ধি ও সমাধি কালে আত্মার বুদ্ধাদি-রূপ উপাধির অভাব বশতঃ স্ব-দুঃখাদি বিষয়ে সমজ্ঞান হইলেও, সোপা-দিক দশায় অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় সুখ-দুঃখাদির যে পার্থক্য বোধ হয়, তাহা নিতান্ত অনিবার্য্য, যেমন লৌহে স্বভাবতঃ দাহিকা শক্তি না থাকিলেও অগ্নিসান্নিধ্য বশতঃ তাহাতে অতীব দাহিকা শক্তি উৎপন্ন হয় এবং যতকাল অগ্নির সহিত লৌহের অতিশয় নৈকট্য থাকিবে ততকাল তাহার দাহিকা শক্তি কিছুতেই নিবারিত হইবে না । তদ্রূপ মূল প্রকৃতি (অবিদ্যা) জনিত বুদ্ধাদি উপাধি সকল, তৎকারণ স্বরূপ সেই মূল-প্রকৃতি বর্তমান থাকিতে কিছুতেই সমূলে উন্মূলিত হইবে না । অতএব উপাধি সম্বন্ধে “সমদুঃখ সুখং ধীরঃ সোহমৃতমায় কল্পতে” অর্থাৎ সুখ দুঃখে সমজ্ঞান ধীর পুরুষই মুক্তির যোগ্য ইত্যাদি পূর্বশ্লোকের বাক্যার্থ কিরূপে সঙ্গত হইবে ?

অর্জুনের এরূপ আশঙ্কা অপনয়ন মানসে ভগবান্ বলিতেছেন । হে ভ্রান্ত বয়স্য ! বিশেষাভিনিবেশ সহকারে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, যেমন ভ্রমবশতঃ সর্পরূপে রজু কল্পিত হইলেও তাহা

কাদাচিংক অর্থাৎ অচিরস্থায়ী,—রজ্জু-জ্ঞানের পর তাহার আর সত্তা থাকে না । তদ্রূপ চৈতন্যময়-আত্মাতে অজ্ঞান-কল্পিত উপাধি সকলও, বস্তুবিচার দ্বারা মূল অজ্ঞানের নিরুত্তি হইলে, স্বয়ং নিরুত্ত হইবে এবং অজ্ঞানরূপ কারণের অভাব হেতু প্রোক্ত উপাধিজনিত সুখ-দুঃখাদি-দ্বৈত-প্রপঞ্চে ভেদ-জ্ঞানও আর উৎপন্ন হইবে না । তখন সুখ-দুঃখের সমজ্ঞান হেতু আত্মা অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করিবেন, তাহাতে আর কোন তর্ক সমুপস্থিত হইবে না ।

অর্জুন যেন পুনরায় আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, “হে মধুসূদন ! কালক্রমে সমভাবে বর্তমান থাকে না বলিয়া যদি সুখ-দুঃখাদি অসং বা মিথ্যারূপে কল্পিত হয়, তবে সুবুত্তিকালে আত্ম-বিষয়েও প্রতীতি না থাকায়, তাহা অসং বা মিথ্যারূপে কল্পিত হয় না কেন ?”

ভগবান্ বলিতেছেন, “হে বিমুগ্ধ জাতঃ অর্জুন ! ইহা তোমার জ্ঞান্টি মাত্র, কারণ সর্বস্ব অর্থাৎ আত্মার অভাব (অনুভব) কখনও হয় না । সচ্চিদানন্দময় আত্মা ত্রিকালেই সমভাবে বিরাজমান আছেন । সুবুত্তিকালে বাহ্য সুখ-দুঃখাদির অনুভব না থাকিলেও, আনন্দময় আত্মার অনুভব হয় ; তখন কেবল জ্ঞানময় আত্মারই উপলব্ধি হইয়া থাকে ।” প্রতীতি বলিয়াছেন, “সুখমহিমম্বাপং ন কিঞ্চিদবেদিষম্” অর্থাৎ আমি সুখে শয়ন করিয়াছিলাম, কিছুই জানি না । যদি সুবুত্তিকালে আত্ম-বিষয়েও অনুভব না থাকে, তবে সুবুত্তির পর গাত্ৰোত্থান করিয়া, “আমি কিছুই জানি না” ইত্যাদি প্রত্যুত্তর করিলে প্রযুক্ত হয় ? অতএব সদাকাল আত্মার অনুভব হয় না বলিয়া-যে আত্মাকে অসং বা মিথ্যারূপে কল্পনা করিয়াছিলে, তাহা এই স্থানেই দূরীভূত হইল ।

অর্জুন যেন পুনরায় বলিতেছেন, “হে জনার্দন ! আকাশ একটি সর্বস্ব দেশ কাল ভেদে তাহার স্ফুর্ভাব হয় না সত্য । পরমাণুও সর্বস্ব ; কিন্তু দেশান্তরে তাহার অভাব হইয়া থাকে ; সুতরাং তোমার সর্বস্বের অভাব হয় না, এ কথা কিরূপে সঙ্গত হইবে ? আরও দেখ, ঘটাদি অসংখ্য বস্তু বর্তমান থাকে, তখন তাহার সত্তা পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং অন্ততের ভাব নাই এ কথাই বা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ?” অর্জুনের এই আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে ভগবান্ বলিতেছেন, “হে সখে ! যেমন স্বপ্নকালে যানব নভোমণ্ডলে কুন্ত, রজ্জুতে গর্প ইত্যাদি নানাবিধ নিত্যানিত্য সত্যাসত্য

ব্যাপার সন্দর্শন করে, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ মাত্র সমস্ত ব্যাপারের ভ্রমই অনুভব করিতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানরূপ জাগ্রতাবস্থা উপস্থিত হইলে ভ্রান্তি-রূপ স্বপ্ন অপগত হয় এবং মানব সকল বিষয়ই প্রকৃতরূপে প্রণিধান করিতে সমর্থ হয় । আগরা চিরজ্ঞাত সংস্কারের বশবর্তী হইয়া কোন পদার্থকে সত্য কাহাকেও বা স্ফলং বলিয়া অনুমান করি এবং তুল্যতা মাত্র দেখিয়া এক বস্তুতে অল্প বস্তুর আরোপ করি । রজতের শুভ্রতা ও চাকচিক্য দর্শনে, আমরা শুক্লিতে রজতরোপ করিতে প্রবৃত্ত হই । চির সংস্কারের প্রাবল্যে আমরা দর্পণে নীল প্রতিবিম্ব মাত্র দর্শন করিয়া, নভোমণ্ডলের প্রতিরূপ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করি । কিন্তু এ সকলই ভ্রমাত্মক । নভঃপ্রদেশের নীলিমা আগাদের সংস্কার বিষয়ীভূত হইলেও নীলবর্ণ আকাশের স্বরূপ নহে । আকাশের নীলত্ব-অনুমান ভ্রম এবং দর্পণে নীলা-প্রতিবিম্ব দর্শনে আকাশানুমানও ভ্রম । অতএব তত্ত্বজ্ঞানরূপ নমুজ্বল বর্ত্তিকা সাহায্যে হৃদয়ের ভ্রমাক্রকার অপগত হইলেই যথার্থ বস্তুজ্ঞান জন্মিবে এবং তখনই কৈবল্যরূপ পরমধন লাভ হইবে ।

অতঃপর নিম্নে এই শ্লোকের ভাবার্থ প্রকটিত হইতেছে । হে অনিত্যা-শঙ্কাকুলচিত্ত জাতঃ ! শীতোষ্ণাদি জনিত সূখ-দুঃখের ভোক্তা যে দেহ তাহা নশ্বর, কিন্তু সেই দেহ মধ্যস্থ সূখ-দুঃখাভীত আত্মা অবিনাশী । বিনাশশীল বস্তুর সত্তা কখনই বিনাশবিহীন আত্মাতে থাকিতে পারে না । যাহারা জ্ঞানরাজ্যে অগ্রসর হইয়া বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব অবধারণে সক্ষম হইয়াছেন, সেই তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ অনিত্য ও নিত্য বস্তুর প্রকৃত তথ্য অবধারণ করিয়াছেন । তাদৃশ মহাজনেরা যে জ্ঞানবলে সৎ ও অসৎবস্তুর পার্থক্য স্থিরীকৃত করিয়াছেন, তুমিও সেই জ্ঞান-বলে মোহাক্রকার বিদূরিত কর এবং তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়া নিত্যানিত্য নির্ণয় কর । তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, সূখ-দুঃখ কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অচিরস্থায়ী পদার্থ, দেহের সহিতই তাহার সম্বন্ধ—দেহাভীত আত্মার সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই । তখন ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, যে ভীষ্মাদি আত্মীয়গণের বিরোগাশঙ্কায় তুমি ব্যাকুল হইতেছ, অচিরস্থায়ী দেহনাশে তাঁহাদের নাশ হইবে না, কেহই তাঁহাদের সদাঙ্গার বিনাশসাধনে সক্ষম নহে । হতরাং তজ্জন্ত শোক বা উৎকণ্ঠার কোনই কারণ নাই ॥ ১৬ ॥

অবিনাশি তু তদ্বিক্রি যেন সর্বমিদং ততম্ ।

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমহঁতি ॥ ১৭ ॥

অর্থঃ ।—যেন (আত্মস্বরূপেণ) ইদং সৰ্বং (জগৎ) ততং (কাপ্তং) তৎ (আত্মানং) তু অবিনাশি (বিনাশরহিতং) বিক্রি (জানীহি) কশ্চিৎ অব্যয়স্ত (নাশোৎপত্তিরহিতস্য) অস্য (আত্মানঃ) বিনাশং (অন্তসাধনম্) ন কৰ্ত্তুং অহঁতি (শক্নোতি) ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—যাঁহার-দ্বারা এই সকল ব্যাপিত তিনি বিনাশরহিত জানিবে, কেহই অব্যয়ের বিনাশ করিতে সমর্থ-হয় না ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে পরমাত্মা আগম্যাপায়ধৰ্ম্মাত্মক দেহাদি সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সেই আত্মস্বরূপের কখনই বিনাশ নাই। কেহই সেই সমস্তাব্যাপন্ন আত্মস্বরূপের বিনাশ সাধন করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিং পুনস্তৎ? যৎ সদেব সৰ্ব্বদাস্তীত্বাচ্যতে অবিনাশীতি । অবিনাশি ন বিনষ্টঃ শীলং যত্তেতি । তুশব্দঃ সত্যো বিশেষণার্থঃ, তদ্বিক্রি বিজানীহি । কিং? যেন সৰ্ব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তং সদাখ্যেদ ব্রহ্মণা সাকাশমাকাশেনেব ঘটাদয়ঃ । বিনাশমদর্শনমভাবম্ অব্যয়স্ত ন ব্যোতি উপচয়পচয়ো ন যাতি ইত্যন্যৎ, তত্তাব্যয়স্ত নৈতৎ সদাখ্যং ব্রহ্ম যেন রূপেণ ব্যোতি ন ব্যভিচরতি নিরবয়বত্বাদেহাদিবৎ, নাপ্যাত্মিয়েনাত্মীরাত্মাবাৎ, যথা দেবদত্তো ধনহাত্তা ব্যোতি, ন যেনং ব্রহ্ম ব্যোত্যতঃতদব্যয়স্তাত্ত ব্রহ্মণো বিনাশং ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমহঁতি, ন কশ্চিদাত্মানং বিনাশয়িতুং শক্নোতি, ঈশ্বরোহপ্যাত্মা হি ব্রহ্ম আত্মনি চ ক্রিয়াবিরোধাৎ ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরি ।—নহু সনতি সামান্তং স্বরূপং বা প্রথমে তত্ত বিশেষণাপেক্ষতয়া, প্রলম্বশারমশেষবিশেষবিনাশে বিনাশঃ স্তাৎ, ন চাত্মাদয়ো বিশেষান্তদ্যপি সন্তীতি বাচ্যং, আত্মাতিরিক্তানাং বিশেষাণাং কার্য্যত্বাদীকারাৎ, প্রলম্বাবস্থারামনবস্থানাদাত্মনস্ত সামান্ত্য-অনো ধর্ম্মিষাঃকদোবাৎ, দ্বিতীয়ে তু স্বরূপস্ত ব্যবৃত্তত্বে ক্রিয়ত্বাভিনাশিষ্মমুত্বত্বেন তত্বেব সামান্ততয়া প্রাপ্তকদোবাহুযুক্তিরিতি মদ্বানন্দোদয়তি কিং পুনরिति । সামান্ত-বিশেষতাবশূন্যমর্থগৌকরসং সদেবেত্যাदिপ্রতিপ্রসিদ্ধং সৰ্ব্ববিক্রিয়রহিতং বস্ত প্রকৃতং সন্বিবর্ত্তিতমিত্তান্তরমাহ উচ্যত ইতি । আত্মনঃ সদাখ্যনো বিনাশরহিত্যবিজ্ঞানে সৰ্ব-জগদ্যাপকত্বং হেতুমাহ যেনেতি । আত্মনো বিনাশাত্মাবে যুক্তিমাহ বিনাশমिति । আত্মনো বিনাশমিচ্ছতা বতো বা পরতো বা নাশস্তশ্চেষ্যতে, নাস্য ইত্যাং অবিনাশীতি । দেহাদিষ্ঠৈতমসহচ্যতে ততঃ সত্যো বিশেষণং বতো নাশরহিতম্ । তত্ত ত্তোক্তকো নিপাত-

ইত্যাহ তুশ্চ ইতি । আত্মজ্ঞাপূৰ্ণকং বিশেষাৎ দৰ্শয়তি কিমিত্যাदिना । विमलम-
विनाशि व्यापकत्वादाकाशवत्, न हि प्रमितमेवोदाहरणं किञ्च प्रसिद्धमपीति भावः । न
द्वितीय इत्याह विनाशमिति । न खलु विनाशं कर्तुं कश्चिदर्थतीति सवक्षः । विनाशश्च
सावशेषवन्निरवशेषवद्भावात् वैराग्यमाश्रित्या व्याकरोति । अवर्णनमिति । न कश्चिदन्ताभावं
कर्तुं शक्नोतीत्यत्र हेतुमाह अवयरोति । ब्रह्म हि अक्षरेण व्योति असवक्षिणा व्योति
विक्रान्तात् । दूषयति नैतदिति । न निरवयवश्च आवयववापचरूपव्यायः सन्तवतीत्यत्र
वैधर्म्यं दृष्टान्तमाह देहादिवदिति । द्वितीयं निरञ्जति नापीति । तदेव व्यतिरेकदृष्टान्तेन
स्पष्टयति यथेति । द्विविधेऽपि व्याख्यायोगे कलितमाह अत इति । किञ्च ब्रह्मपरतो न
न नञ्छास्त्रादादृष्टवदित्याह न कश्चिदिति । आश्वासहेतोरसिद्धिमुद्धरति आश्वा हीति । तादाश्वा-
श्रुतिरत्र हीति हेतुः क्रियते । अस्त तर्हि अयमेव ब्रह्म आश्वा नो नाशकमुबद्धानादिदर्शनाग्नेत्याह
आश्वा नीति ॥ ११ ॥

ब्रामानुज ।—आश्वा नो विनाशित्वं कथमुपपद्यत इत्यत आह अविनाशीति । तदा-
श्चतस्रविनाशीति विद्धि, वेनाश्चतस्रेन चेतनेन तदातिरिक्तमिदमचेतनतत्त्वं सर्वस्य तं व्याप्यं,
व्यापकत्वेन निरतिशयब्रह्मत्वाश्रित्या विनाशानर्हञ्च तदातिरिक्ते । न कश्चिं पदार्थो विनाशं
कर्तुमर्हति तद्याप्यतया तस्यां दूषयात् । नाशकं शस्त्रजलाग्निवायुदिकं नाशं व्याप्य शिथिली-
करोति । युगपदावरोहि विषयं संयोगेन बाधयुग्माप्य; तद्वारेण नाशयति । अत
आश्वा तत्त्वं अविनाशि ॥ ११ ॥

हनुमान् ।—किं पुनस्तत् ? यदेव सर्वदा सदेवेत्याद्याते अविनाशीति । विनष्टं
लीनमत्रेति अविनाशि, तूष्को सतो विशेषणार्थः, तद्विद्धि जानीहि, येन सर्वमिदं जगत्
व्याप्तमाकाशेनेव, विनाशमवर्णनं षष्ठादिरवशेषवत् ब्रह्मणः विनाशं कर्तुं नार्हतीति, न
कश्चिद्व्याप्तं विनाशयितुं शक्नोति ॥ ११ ॥

श्रीधर ।—तत्र सभावमविनाशि वक्ष्य सामान्येनोक्तं विशेषतो दৰ্শयত্যविनाशिविति ।
येन सर्वমিদমাগमापरधर्माश्चकং দেহাদি ততঃ সাক্ষিৎবেন ব্যাপ্তং, তদ্ব্যাস্তবরূপমবিनाशि विनाश-
पुनः विद्धि जानीहि । तत्र हेतुमाह विनाशमिति ॥ ११ ॥

बलदेव ।—উক্ত জীবাত্মতদ্বৈহয়োঃ স্বভাবঃ বিশবরত্যাविनाशीति श्रुताम् । तज्जी-
वाश्चतस्रविनाशि निताय विद्धि, येन सर्वमिदं शरीरं ततः धर्मभूतेन ज्ञानेन व्याप्यमस्ति ।
अत्रावयव परमाण्वेन च विनाशानर्हञ्च विनाशं न कश्चिं कर्तुमर्हति दूषोऽर्थः । आणस्तैव
देहः इह जीवाश्चनो देहपरिमितस्य न प्रेत्येतवाम् । “एवोहगुणाश्चा चेतसा वेदितव्या
यस्मिन् आणः पञ्चानां संविबेध” इत्यादिषु तत्र परमाणुवर्णनात् । तादृशं निधिलदेहव्याप्ति
धर्मभूतज्ञानेनैव ज्ञात् । एवमाह तगवान् ह्रदकारः, “उपादा लोकवत्” इति । “इहापि अयं
वक्ष्यति “यथा प्रकाशयत्येकः” इत्यादिना ॥ ११ ॥

मधुसूदन ।—नवेतादृशं सतो ज्ञानादेवे परिहृयवापतेज्जानात्कथमव्यापेयं,

তচ্চানাদ্যাসিকং অজ্ঞাথা জড়স্বীপভেঃ, তথাচানাদ্যাসিকজ্ঞানরূপত্বেহস্য সতো ধাত্ত্বৎস্বাহুৎ-
পত্তিবিনাশবৎঃ ঘটজ্ঞানমুৎপন্নঃ ঘটজ্ঞানং নষ্টমিতি প্রতীতিশ্চ, এষকাহঃ ঘটং জানানীতি
প্রতীতেতত্ত্বং সাশ্রয়ত্বং সবিষয়ত্বকেতি দেশকালবস্তুরিচ্ছিন্নত্বাৎ ক্ষুরণরূপস্ত কথং তদ্রূপস্ত
সতো দেশকালবস্তুরিচ্ছিন্নশূন্যত্বনিত্যশব্দাৎ অবিনাশীতি । বিনাশো দেশভেদঃ কালভেদো
বস্ত্তভেদো বা পরিচ্ছেদঃ, সোহস্ত্রাতীতি বিনাশি পরিচ্ছিন্নং, তদ্বিলক্ষণং অবিনাশি সৰ্ব্বপ্রকার-
পরিচ্ছেদশূন্যং, তু এব, তৎ সজ্ঞাৎ ক্ষুরণং ত্বং বিদ্ধি জানীহি । কিন্তুৎ ? যেন সজ্ঞাপেণ
ক্ষুরণেনৈকেন নিত্যেন বিভূনা সৰ্ব্বমিদং দৃশ্যজাতং স্বতঃ সত্ত্বক্ষুর্ভিশূন্যং ততং ব্যাপ্তং স্বসত্ত্বা-
ক্ষুর্ভ্যাদ্যাসেন রজ্ঞকলেণেব সর্পধারাদি স্বপ্নান্ সমাবেশিতং তদবিনাশ্ত্রেব বিদ্ধীত্যর্থঃ ।
কস্মাৎ ? যস্মাৎ বিনাশং পরিচ্ছেদং অব্যয়তাপরিচ্ছিন্নত্বং, অস্তাপরোক্ষত্বং সৰ্ব্বাহুতাত্ত্ব্য ক্ষুরণ-
রূপস্ত স্বতঃ কশ্চিৎ কোহপি আশ্রয়ো বা বিষয়ো বা ইন্দ্రిয়গমিকৰ্ম্মাদিরূপো হেতুর্কী ন
কৰ্ত্তৃমুহুর্তি সমর্থো ন ভবতি, কল্পিতস্তাকল্পিতপরিচ্ছেদকভাবেগাৎ, আরোপমাত্রে চেষ্টাভেদেঃ,
অহং ঘটং জানানীত্যত্র হি অহংকার আশ্রয়তয়া ভাসতে, ঘটস্ত বিষয়তয়া, উৎপত্তিবিনাশবতী
কাচিদহংকারবৃত্তিস্ত সৰ্ব্বতো বিপ্রসৃতস্ত সতঃ ক্ষুরণস্ত ব্যজ্ঞকতয়া আত্মমনোযোগস্ত পঠেরপি
জ্ঞানহেতুত্বাভ্যুপগমাৎ, তদুৎপত্তিবিনাশেনৈব চ তদুপহিতে ক্ষুরণরূপে সত্যুৎপত্তিবিনাশ-
প্রতীত্বাপত্তেঃ, নৈকস্ত ক্ষুরণস্ত স্বত উৎপত্তিবিনাশকমনাপ্রসঙ্গঃ, ধ্বংসচ্ছেদেন শব্দবৎ
ঘটাদ্যবচ্ছেদেনাকাশবচ্চ । অহংকারস্ত ওষ্মিন্নধ্যাতোহপি তদাশ্রয়তয়া ভাসতে তদ্বৃত্তিতাদাত্মা-
ধ্যাতাৎ সুবৃত্তাবহংকারভাবেহপি তদাশ্রয়বাসিতাজ্ঞানভাসকস্ত চৈতন্ত্বস্ত স্বতঃ ক্ষুরণাৎ,
অন্যত্বেতাবত্বং কালমহং কিমপি নাজ্ঞানিষমিতি সুবৃত্তোপস্থিতস্ত স্মরণং ন ত্রাৎ, নচোপস্থিতস্ত
জ্ঞানাত্মাবাস্তমিতিরিয়মিতি বাচ্যং, সুবৃত্তিকালরূপপক্ষাজ্ঞানান্নিগ্ধাসত্ত্বাচ্চ অস্মরণাদেবোচিত্যাদি-
ত্বাৎ স্মরণজনকনির্জিকল্পকাদ্যাত্মাবাসাধকত্বাচ্চ জ্ঞানসামগ্র্যভাবস্য চাত্তোক্তাশ্রয়গ্রন্থত্বাৎ । তথ্যচ
ঋতিঃ “যদৈতৎ পশুতি পশুন্ ন বৈতৎ ত্রৈব্যাং ন পশুতি নহি ত্রৈদুর্দৈর্কিপরিণোপো বিদ্যাতে
অবিনাশিত্বাৎ” ইত্যাদিঃ, সুবৃত্তৌ স্বপ্রকাশক্ষুরণসত্ত্বাৎ তন্নিত্যতয়া দর্শয়তি, “এবং
ঘটদির্কিষুরোহপি তদজ্ঞানাবহাভাসকে ক্ষুরণে কল্পিতঃ, য এব প্রাগজাতঃ স এবাদানীঃ
নয়া জাত ইতি প্রত্যভিজ্ঞানং অজাতজ্ঞাপকত্বং হি প্রামাণ্যং সৰ্ব্বতত্ত্বসিদ্ধান্তঃ যথার্থাস্তবঃ,
প্রমেতি বদন্তিত্যর্কিকেরপি জাতজ্ঞাপিকার্যাঃ স্মৃতেক্যাবর্জকমহুভবপদং প্রযুক্তান্নৈয়েতদত্যা-
পগমাৎ, অজাতত্বকঃ ঘটাদেন চক্ষুরাদিনা পরিচ্ছিন্নাতে তত্রাসমর্থ্যং, তজ্জ্ঞানোত্তরকালম-
জ্ঞানস্যাসুভূতিপ্রলম্বাচ্চ নাপাহুমাণেন লিঙ্গাত্বাৎ, নহীদানীং জাতত্বেন প্রাগজাতত্ব-
সমুদ্ভাভং শক্যং, ধারাবাহিকানেকজ্ঞানবিষয়ে ব্যতিচারাত্, ইদানীমেব জাতত্বত্ব প্রাগজাতত্ব
সত্যদানীং জাতত্বরূপং সুখ্যাবিশিষ্টত্বাদিসিদ্ধম্ । নচাজাতাবহাজ্ঞানমন্তরেণ জ্ঞানং প্রীতি
ঘটাদেহেতুতা এহীত্বং শক্যতে পূর্কর্কর্ভিত্বাগ্রহাৎ, ঘটং ন জানানীতি সার্কলৌকিকাহু-
ত্ববিরোধেদৃশ্চ, তদ্বাদজাতং ক্ষুরণং ভাসমানং স্বাধ্যাত্বং ঘটাদিকং ভাসয়তীতি ঘটাদীনাম-
জ্ঞানে কল্পিতত্বমিতিঃ, অন্যথা ঘটাদেবত্বেনাজাতত্বতদানন্দোরহুপপত্তেঃ, ক্ষুরণকাজাতঃ

স্বাধ্যন্তেনৈবজ্ঞানেনেতি স্বরমেব ভগবান্ বক্ষ্যতি । “অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহুতি
জন্তবঃ” ইত্যত্র এতেন বিতুষং সিদ্ধম্ । তথাচ শ্রুতিঃ, “মহত্তমমনন্তমপারং বিজ্ঞানমন
এব” ইতি, “সত্যং জ্ঞানমনন্তম্” ইতি চ জ্ঞানস্য মহত্বমনন্তত্বঞ্চ দর্শয়তি । মহত্বং স্বাধ্যাত্ত-
সৰ্বস্বদ্বিক্ৰমং, অনন্তত্বং ত্রিনিধিপরিচ্ছেদশূন্যত্বমিতি বিবেকঃ । এতেন শূন্যবাদোহপি প্রত্যুক্তঃ
নিরদিষ্টানব্রমাযোগান্নিরবধিবাদোযোগাচ্চ । তথাচ শ্রুতিঃ, “পুরুষান্ পরং কিঞ্চিৎ সা কৰ্ত্তা
সা পরাগতিঃ” ইতি সৰ্ব্ববাদাবিধং পুরুষং পরিশিনষ্টি । উক্তঞ্চ ভাব্যাকটৈঃ “সৰ্বং বিনশাদ্ভ-
জাতং পুরুষাত্ত্বং বিনশ্যতি পুরুষো বিনাশহেতুভাবান্ বিনশ্যতি” ইতি । এতেন ক্ষণিক-
বাদোহপি পরাস্তঃ । অবাদিতপ্রত্যভিজ্ঞানাদভূদৃষ্টাশ্রয়রূপাদামুপপত্তেঃ, তন্মাদেকস্য
সৰ্ব্বানুস্থ্যতস্য স্বপ্রকাশশূরুণরূপস্য সতঃ সৰ্ব্বপ্রকারপরিচ্ছেদশূন্যত্বপন্নঃ, “নাভাবো বিদ্যতে
সতঃ” ইতি ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—যগ্যভাবো নাস্তি তস্য সতঃ সত্বে কিং মানমিত্যাশঙ্ক্যাহ অবিনাশীতি ।
তচ্ছব্দেন প্রকৃতং সৎ পরামুশ্যতে, যেন সত্য ইদং সৰ্বং বিয়দাদি ততং ব্যাপ্তং, ঘটঃ সন্ পটঃ
গমিতি সৰ্বস্য সদভেদানুভবাৎ, যথা ঘটো মৃৎশরীবো বৃদ্ধিতি ঘটাদীনামৃৎসদভেদানুভবাৎ, সত্-
পাদানকত্বং, তৎ সৰ্বস্যাপি সহপাদানকত্বং বোধ্যম্ । নহু মুখং সদপি কিং বিকারবন্তবতী-
ত্যাশঙ্ক্যাহ অবিনাশীতি । তৎ সদবিনাশি বিদ্ধি, অয়মর্থঃ, পূৰ্ব্বাবস্থাপরিত্যাগোহত্র বিনাশঃ,
বুদ্ধি পিণ্ডাকারতাং ত্যক্তা ঘটো ভবতি অতঃ সা বিনাশশীলা বিকারধারাত্রয়ত্বাৎ । ব্রহ্ম
তু ন তথা, তর্হি রজ্জুবৎ স্বয়মবিনশ্যদেব কার্য্যাকারং ভবতি স্বকীয়ে চ সত্তাস্মরুণে
কার্য্যোহর্পয়তি অতঃ অবিনাশি, তথা চ শ্রুতম্, “অজায়মানো বহুধা বিজায়তে জাত এব ন
জায়তে কো যেনং জনয়েৎ পুনঃ, অজায়মানো জন্মাধ্যং বিকারমলভমানোহপি জায়তে
বিয়দাদিরূপেণাবির্ভবতি ।” তথা লোকদৃষ্ট্যা জাতো ঘটাদিঃ পরমার্থদৃষ্ট্যা ন জায়তে পরিণা-
ম্যুপাদানস্যাভাবাৎ মৃদাদেস্ত স্বাপ্নমৃদাদিবন্তুচ্ছত্বাৎ, অতএব ঘটাদিঃ কো হু জনয়েৎ ন
কোহপি । কুতস্তর্হি ভাগত ইতি চেৎ রজ্জুরগাদিবদিতি দত্তোত্তরমেতৎ । তথা “প্রাণা বৈ
সত্যং তেষামেষ সত্যম্, তস্য ভাস্য সৰ্বমিদং বিভাতীতি” সতঃ সত্যত্বেন প্রাণোপলক্ষিতস্য
প্রাণক্ষ্য সত্যত্বং সত্যো ভানসেব প্রাণক্ষ্য ভানমিতি । তথাচ প্রাণক্ষ্যগতে সত্তাকর্ত্তীঃ সতঃ
সত্বে প্রমাণমিত্যর্থঃ । শ্রুতিঃ, “অয়েন সৌম্য শুদ্ধেনাপো মূলমঘিচ্ছ অস্তিঃ সৌম্য শুদ্ধেন
তেজোমূলমঘিচ্ছ তেজস্য সৌম্য শুদ্ধেন সন্মূলমঘিচ্ছ সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ
সংপ্রতিষ্ঠাঃ” ইতি । সত্যো অগত্বেপাদানত্বং কার্য্যগিৎসেন দৃঢ়য়তি সত্যোহবিনাশিত্বঞ্চ বিনাশ-
হেতুভাবাদিত্যাহ বিনাশমিতি । ন ব্যোম্ভি নাপক্ষীরত ইত্যবায়ম্, এতেন সৰ্ব্ববিকারশূন্যস্য
বিনাশো নাতীত্যর্থঃ, অপক্ষরো হি জন্মাদিবিকারবত এব ভবতীতি স এবান্ সৰ্ব্ববিকারোপ-
লক্ষণতয়া বোধ্যঃ, ন কশ্চিদিত্যনেন তদন্তস্য বিনাশহেতোরন্তাবো দর্শিতঃ । “দ্বিতীয়াহৈ
ভয়ং ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—“নাভাবো বিদ্যাতে সতঃ” ইত্যস্যার্থঃ স্পষ্টমুখিত অবিনাশীতি । তৎ জীবা-
 স্বরূপং, যেন সৰ্ব্বমিদং শরীরং ততঃ ব্যাপ্তম্ । নহু শরীরমাত্ৰব্যাপি চৈতন্যে জীবাশ্চনো
 মধ্যমপরিমাণে নানিত্যত্বপ্রসক্তিঃ । মৈবং, “স্বাক্ষাণামপাহংজীবঃ” ইতি ভগবদ্বক্তেঃ ; “এবোহ-
 গুরাশ্চা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চদা সংবিশেষ” ইতি । “বাসাগ্রশতভাগস্য শতধা-
 কলিতস্য চ । ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ” ইতি । “আরাগ্নমাত্মো হ্যবরোহপি সৃষ্টঃ” ইত্যাদি
 শ্রুতিভ্যশ্চ তস্য পরমাণুপরিমাণব্রমেব । তদপি সম্পূর্ণদেহব্যাপি শক্তিময়ং জতুজটিতস্য
 মহানগ্নেমহৌষধখণ্ডস্য বা শিরস্মারসি বা ধৃতস্য সম্পূর্ণদেহপুষ্টিকরণশক্তিমবস্মিব নাসমঞ্জসম্ ।
 স্বর্গনরকনানামোনিষু গগনঞ্চ তস্যোপাধিপারবশাদেব । ততঃ প্রাণমধিকৃত্য দত্তাত্মেয়ং,
 “যেন সংসরতে পুমান্” ইতি । অতএবাস্য সৰ্ব্বগতত্বমপ্যাগ্নিমল্লোকে বক্ষ্যমাণং নাসমঞ্জসম্ ।
 অতএবাব্যয়স্য নিত্যস্য, “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধতি
 কামান্” ইতি শ্রুতেঃ । যদা নহু দেহো জীবাশ্চা পরমাশ্চা ইত্যোক্তদ্বন্দ্বিকং ‘মহুযাতির্ধাণাদিষু
 সৰ্বত্র দৃশ্যতে । তজ্জাদ্যেদেহেহজীবয়োস্তদ্বং ‘নাসতো বিদ্যাতে ভাবঃ’ ইত্যানেক্তাক্তম্ ।
 তৃতীয়স্য পরমাত্মবস্ত্তনঃ কিং তদ্ব্যমিত্যত আহ অবিনাশি ত্বিতি । তু ভিন্নোপক্রমে ;
 পরমাত্মনো দ্বায়াজীবাভ্যাং স্বরূপতঃ পার্থক্যাদিদং জগৎ ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য ।—ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তরাচার্য্য ও পূজ্যর্হ শ্রীমদা-
 নন্দগিরির অভিপ্রায় । যদি বল, যে সদ্বস্তুটি সর্বদা সংস্করণেই বর্তমান
 আছে তাহা কি ? সখে ! তাহা সবিশেষ বলিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ
 কর । যে পদার্থ অব্যয় অর্থাৎ যাহার উপচয় (বৃদ্ধি) বা অপচয় (ক্ষয়) নাই
 (সর্বদা একরূপ) এবং তুত পদার্থের কেহই বিনাশ সাধন করিতে সক্ষম
 হয় না । শ্রুতিও সামান্য বিশেষ ভারশূন্য অর্থগৌকরস্বরূপ বস্তুরূপেই
 “সৎ” রূপে প্রমাণীকৃত করিয়াছেন । সদ্বস্তুই “ব্রহ্ম” । সংস্করণ ব্রহ্ম
 অব্যয় । অর্থাৎ সন্মানক ব্রহ্মের কোনওরূপ অবয়ব নাই বলিয়া অসৎ
 দেহাদির জ্ঞান স্বভাবতঃ উপচয় বা অপচয়রূপ প্রাপ্ত হন না । দেহাদিগের
 অবয়ব আছে বলিয়াই তাহাদিগের হ্রাস, বৃদ্ধি, বা নাশ উপপাদিত হয়,
 কিন্তু সদ্বস্তুর কোনওরূপ অবয়ব নাই ; অতএব তাহা অব্যয় ; অর্থাৎ
 সদ্বস্তুতে উপচয়, অপচয় বা বিনাশ-বস্ত্তদোষের আরোপ হইতে পারে না ।
 সদ্বস্তু পরতঃও ব্যভিচার-প্রাপ্ত হয় না । অর্থাৎ যেরূপ মনুষ্য-স্বব্যতিরিক্ত
 অন্ত বিষয় হইতে উপস্থিত হুখ বা দুঃখ লাভ করে, সদ্বস্তু, বেরূপ নহে ।
 ধনাদিহানি বশতঃ রামের দুঃখ হইতে পারে, কারণ রামের ধনাদির
 উপর আত্মীয়াভিমান আছে । কিন্তু সন্মানক ব্রহ্মের কেহই আত্মীয়া

নাই, সুতরাং পরতঃও তাহার ব্যভিচার হইতে পারে না । অতএব স্বতঃ বা পরতঃ ব্যভিচার নাই বলিয়া সন্ন্যাসক ব্রহ্ম “অব্যয়” ; এবং এই সন্ন্যাসকব্রহ্ম অব্যয় বলিয়া তাহার বিনাশ (অভাব) সাধনে কেহই সক্ষম নহেন । যদি বল যে অনেক ব্যক্তিকে ত উদ্বন্ধনাদির সাহায্যে আত্মহত্যা করিতে দেখা যায়, তবে আত্মা বা ব্রহ্ম নিজেই নিজের নাশক হইবে না কেন ? তাহাও বলিতে পার না, কারণ ব্রহ্মই আত্মস্বরূপ । অতএব আত্মার ক্রিয়া আত্মার উপর প্রযুক্ত হওয়া নিতান্ত বিরুদ্ধ ।

সদ্বস্তুর অব্যয়তা নিবন্ধন কেহই কোনমতে তাহার বিনাশসাধন করিতে পারে না বলিয়া, সদ্বস্তু “অবিনাশী ।” সদ্বস্তুর অবিনাশিত্ব বিষয়ে অশ্রু হেতু নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর । সৰ্ব্ব-জগদ্ব্যাপক বলিয়াও সদ্বস্তু “অবিনাশী” । যে বস্তু সৰ্ব্বজগদ্ব্যাপী তাহার বিনাশ (অদর্শন, অভাব) কখনও উপপাদিত হইতে পারে না । বাহার স্বরূপেই সৰ্ব্বব্যাপকত্ব অর্থাৎ বিভূত্ব তাহার স্বরূপের কখনও হ্রাস বৃদ্ধাদিরূপ অভাব সংঘটিত হইতে পারে না । সুতরাং আগম (ব্রহ্ম) এবং অপায় (নাশ) ধর্ম্মাত্মক দেহাদি স্বরূপ সমগ্র জগতের নিত্য সাক্ষীরূপে ব্যাপ্ত সদ্বস্তু “অবিনাশী” এবং তদ্বদর্শীগণ এবং বিধ আত্মাকেই “সং” বলিয়া একান্তরূপ নিয়মে স্থিরীকৃত করিয়াছেন ।

১. ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন, চেতন আত্মতত্ত্ব তদ্ব্যতিরিক্ত বাবতীয় অচেতন পদার্থে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন । আত্মা ব্যাপক ও অতিশয় সূক্ষ্ম ; এজন্য তদ্ব্যতিরিক্ত তদ্ব্যাপ্ত অন্য কোন স্থূল পদার্থই তাহার বিনাশসাধন করিতে অশক্ত । শব্দ, বায়ু, জল, অগ্নি প্রভৃতি নাশক পদার্থ সমূহ নাশ পদার্থকে ক্রমশঃ শিথিল করিয়া তাহার বিনাশ করে এবং মুক্তাদি বেগ দ্বারা বায়ু উৎপাদন করিয়া ক্রমশঃ পদার্থান্তরের নাশ করে । কিন্তু আত্মার পক্ষে এই সকল জড়পদার্থের কোন কার্য্যই সম্ভবপর নহে । তাহা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম এবং সকল পদার্থেই ব্যাপ্ত । সুতরাং শব্দ বা মুক্তার, বায়ু বা জল, অগ্নি বা তেজঃ কিছুই তাহার বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না ।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমদধ্বনন্দন সরস্বতী মহাশয় এই শ্লোক উপলক্ষে নিম্নলিখিত অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন । সখে ! যদি বল যে সদ্বস্তু জ্ঞানাত্মক অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ, কারণ জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইলে পরিচ্ছিন্নত্ব দোষ তাহার উপর আরোপিত হইবে ; এবং সেই জ্ঞানাত্মক সদ্বস্তু অনুধ্যাতিক অর্থাৎ পারমাণবিক, নতুবা সদ্বস্তুকে জড়বদোষে ভুষ্ট হইতে

হইবে । অথচ অনাধ্যাত্মিক জ্ঞানরূপ সৎসত্ত্ব ধাত্ত্ব্য গ্রহণ করিলে উৎপত্তি ও বিনাশবস্তুরূপ দোষ আসিয়া সৎসত্ত্বকে আশ্রয় করে । অর্থাৎ সৎসত্ত্ব অনাধ্যাত্মিক জ্ঞান হইতে অভিন্ন, তখন অনাধ্যাত্মিক জ্ঞানার্থ প্রতিপাদক “জ্ঞা” ধাতুর অর্থ গ্রহণ করিলে, তাহাতে উৎপত্তি ও বিনাশবস্তু দোষ পরিলক্ষিত হয় । কারণ “ঘট জ্ঞান উৎপন্ন,” “ঘটজ্ঞান নষ্ট” এইরূপ জ্ঞা-ধাতুনিম্পন্ন জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ সকলেরই বিষয়ীভূত হয় । আরও দেখ “আমি জানিতেছি” এরূপ সকলের প্রতীতি হয় বলিয়া অনাধ্যাত্মিক জ্ঞানে সাশ্রয়ত্ব ও সবিষয়ত্ব এই উভয়বিধ দোষও সংস্পৃষ্ট হইবে । অর্থাৎ “আমি ঘটকে জানিতেছি” এরূপ স্থলে স্পষ্টতঃই প্রতীত হয় যে, জ্ঞান আমাকে আশ্রয় করিয়া এবং ঘটকে বিষয় করিয়া উদ্ভূত হইতেছে । ক্ষুরণ (জ্ঞান) দেশ, কাল এবং বস্তু পরিচ্ছেদবিশিষ্ট, অতএব এবং বিধ ক্ষুরণরূপ সৎসত্ত্ব দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদশূন্যত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ? তাহা বলিতে পার না । কারণ যে যে বস্তুর বিনাশ অর্থাৎ দেশ কাল ও বস্তুগত পরিচ্ছেদ আছে, সেই সেই বস্তু বিনাশী (পরিচ্ছিন্ন) । যাহা বিনাশী অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন নহে, তাহাই অবিনাশী অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন—সর্বপ্রকার পরিচ্ছেদ শূন্য ।

হে সখে ! তুমি সেই সজ্ঞপ ক্ষুরণকে অবিনাশী বলিয়াই জান, কারণ সেই একমাত্র নিত্যসজ্ঞপ ক্ষুরণ এই অখিল দৃশ্য পদার্থ সমূহে পরিব্যাপ্ত আছেন । অর্থাৎ অখিল দৃশ্য প্রপঞ্চের স্বতঃ সত্তা ও ক্ষুণ্ণি নাই, কিন্তু সেই ক্ষুরণরূপ বিভূ সৎসত্ত্ব সত্তাতেই তাহাদের সত্তা ও ক্ষুণ্ণি হইয়া থাকে । সৎসত্ত্ব সর্বত্র পরিব্যাপ্ত বলিয়া তাহা অবিনাশী । রজ্জুর সত্তা ও ক্ষুরণ আছে বলিয়াই তাহাতে সর্পের বা জলধারার সত্তা ও ক্ষুরণ হইয়া থাকে । রজ্জ্বখণ্ডই আপনার সত্তা ও ক্ষুরণাধ্যাস দ্বারা আপনাতে সর্পাদির সমাবেশ করে ; অতএব দৃষ্টান্তপক্ষে রজ্জ্বখণ্ড অবিনাশী, দার্ষ্টান্তিক ক্ষুরণরূপ সৎসত্ত্বও সেইরূপ অবিনাশী । যদি বল যে, সৎসত্ত্ব যে অবিনাশী তাহার হেতু কি ? বলিতেছি শ্রবণ কর । অব্যয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, অপরোক্ষ, সর্বাভিমুখ্যত, ক্ষুরণরূপ সৎসত্ত্ব বিনাশ অর্থাৎ পরিচ্ছেদ কেহই (আত্মায়, বিষয়, বা ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষাদি হেতুই হউক) করিতে সমর্থ হয় না । কল্পিত বস্তু কখনও অকল্পিত বস্তুর পরিচ্ছেদক হইতে পারে না, কারণ কল্পিত বস্তুর চেষ্টা (অর্থাৎ ক্রিয়া) আরোপ মাত্রেই সংঘটিত হয় । “আমি ঘটকে জানি-

তেছি" এইরূপ স্থলে অহংকারই জ্ঞানের স্ফূর্তিরূপে এবং ঘট বিষয়রূপে ভাসমান হন । "অহংকারবৃত্তির স্বরূপ অনির্কচনীয়, এবং তাহা উৎপত্তি ও বিনাশশীল । উক্ত অনির্কচনীয় অহংকার বৃত্তি সৰ্বত্র পরিব্যাপ্ত সংস্করণ ক্ষুরণের ব্যঞ্জক মাত্র, অর্থাৎ উক্ত অহংকারবৃত্তি সৰ্বত্র পরিব্যাপ্ত সৰ্বস্বত্বে পরিচ্ছিন্নরূপে ব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশিত করে ; সেই হেতু উক্ত অহংকার বৃত্তির উৎপত্তি ও বিনাশ দ্বারা অহংকার বৃত্তিতে উপহিত (উপাধিরূপে স্বীকৃত) —ক্ষটিকে কবা কুহুমের স্থায় ক্ষুরণরূপ সৰ্বস্বত্ব উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভীত হয় । তार्কিকাদিগণও আত্মা (অহংকার) ও মন এতদ্ব্যভয়ের সংযোগ-কেই জ্ঞানের হেতুরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগের মতেও উক্ত রীতিতে অহংকারবৃত্তিরই উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভীত হয় । সুতরাং অদ্বিতীয় ক্ষুরণরূপ সৰ্বস্বত্ব উৎপত্তি ও বিনাশ কখনও কল্পিত হইতে পারে না । ধনি (স্বর উৎপত্তির পূর্বে উদ্ভূত সূক্ষ্ম স্বর বিশেষ) গত তারতম্য-বশতঃ বা ধনির নাশবশতঃ, পূর্ব নাশে পর পরের উপস্থিতিতে উদাত্ত, অনুদাত্তাদি * স্রবের নাশ ও উৎপত্তি হইলেও, স্বর বা শব্দের নাশ বা উৎপত্তি হয় না । ঘটপটাদি উপাধি নাশে ঘটপটাদিতে উপহিত আকাশের নাশ প্রভীতি বিষয়ীভূত হইলেও, বস্তুতঃ আকাশের নাশ হয় না ।

হে ভ্রান্ত বয়স্ক অৰ্জুন ! দেশ কাল বস্তু দ্বারা বাহ্যর পরিচ্ছেদ হয় অর্থাৎ পরিমাণ হয়, সেই মধ্যম পরিমাণ (১৩ শ্লোকের তাৎপর্য্য ও ২৪৫ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) বস্তু সকল কালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আর যিনি জগদ্-ত্রাজাও-ব্যাপ্ত হইরা রহিয়াছেন এবং সংস্করণ রজ্জুতে সর্পের ক্ষুণ্টি বৈরূপ হয়, তজ্জপ বাহ্যর সত্ত্বায় কল্পিত জগতের ক্ষুণ্টি হইতেছে, এবং যিনি দেশ-কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, ইদৃশ জগদ্ব্যাপক আত্মাকে তদ্বিলক্ষণ অর্থাৎ অবিনাশী জানিবে । যেহেতু অপরিচ্ছিন্ন সর্কানুভবরূপ সংস্করণ আত্মাকে বিনাশ করিতে কেহই সমর্থ নহে । রজ্জুতে কল্পিত সর্পাদি যেমন রজ্জু-বিনাশক নহে, তজ্জপ জাগতিক পদার্থপুঞ্জ দ্বারা আত্মাতে আরোপিত কল্পনাভীত অব্যয় অতি সূক্ষ্ম আত্মাও কিনাশের অবোগ্য । অতএব

* ধনির উচ্চতা ও নীচতা হেতু স্বর উদাত্ত, অনুদাত্ত ও ধরিত এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে । বৈদ্যপাঠে ও সামগ্ৰণ্যে প্রতিভা নামে স্বরের ব্যবহার আছে । বলা ; "উদাত্ত-অনুদাত্ত-ধরিত-স্বরঃ ত্রয়ঃ । চতুর্থঃ প্রতিভা বোভো বোভোহনৌ হ্রাসঃ সূত্যঃ ।" ইতি ভরতঃ । "উদাত্ত-অনুদাত্ত-ধরিত-স্বরঃ ত্রয়ঃ । চতুর্থঃ প্রতিভা বোভো বোভোহনৌ হ্রাসঃ সূত্যঃ ।" ইতি ভরতঃ । "উদাত্ত-অনুদাত্ত-ধরিত-স্বরঃ ত্রয়ঃ । চতুর্থঃ প্রতিভা বোভো বোভোহনৌ হ্রাসঃ সূত্যঃ ।" ইতি ভরতঃ ।

তাৎশ আত্মার বিনাশ করণা করিয়া তোমার স্তায় ধীর ব্যক্তির অধীর হওয়া নিতান্ত অনুচিত । আরও বিবেচনা কর, ঘটশরাবাদি যুদ্ধের পাত্র সকল মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন এবং তাহাতেই লীন হয়, তখন উক্ত যুদ্ধের বস্ত্র লঙ্কলের সত্তা মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র রূপে লক্ষিত হয় না; অর্থাৎ তাৎশ বস্ত্র সকলও মৃত্তিকা রূপেই প্রভীত হয় । তদ্রূপ তুমি ও তোমার পিতামহ প্রভৃতি বীরপুরুষগণ সংস্বরূপ আত্মা হইতে আবির্ভূত ও আত্মাতেই লীন হইবে, সংস্বরূপ আত্মার সত্তাতেই তোমাদের ক্ষুণ্ণি হইতেছে; অতএব সংস্বরূপ সর্বব্যাপক আত্মা হইতে তোমাদের পার্থক্য নাই, অর্থাৎ তোমরাও অপরিচ্ছিন্ন অব্যয় আত্মার স্বরূপ । সুতরাং যদি তোমার ও কুরুকুল-চূড়ামণি ভীষ্মদেবের পহিত কোন পার্থক্যই না থাকিল, তবে তোমরা কে কাহার শত্রু হইবে এবং কে কাহাকে বধ করিবে? তোমরা সকলেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মরূপেই বিরাজ করিবে ।

দীকাকার পুণ্যপাদ শ্রীমদ্রীলকণ্ঠ সুরির অভিপ্রায় । তৎশব্দ দ্বারা প্রকৃত সং পদার্থই পরিব্যক্ত হইতেছে । সেই সং পদার্থ দ্বারা আকাশাদি বাবতীর পদার্থ ব্যাপ্ত রহিয়াছে । ঘট রহিয়াছে, পট রহিয়াছে ইত্যাকার বাক্য সং পদার্থে স্তায় পদার্থের অস্তিত্বের অনুভবাত্মক । ঘট ও পটের মৃত্তিকাই উপাদান; এ জন্ত তদ্বল্লেক্ষ স্থলে মৃত্তিকার অভিন্নতা উপলব্ধি হয় । মৃত্তিকা পিণ্ডাকার পরিত্যাগ করিয়া দ্রষ্টাকার ধারণ করে, অতএব মৃত্তিকা বিনাশশীল । কিন্তু সংস্বরূপ ব্রহ্ম কখনই স্বেরূপ নহেন । সর্বস্ত্র সকলেরই উপাদান । মৃত্তিকার স্তায় সং পদার্থও কি বিকার প্রাপ্ত হয়? না, তাহা সং ও অবিনাশী । পূর্কবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ক অবস্থান্তর প্রাপ্তির নামই বিনাশ । রজ্জু সর্প-জন্মের উৎপাদক হইলেও, তাহার রজ্জু স্বয়ং কখনই অপগত হয় না, তদ্রূপ আত্মা ব্রহ্মাণ্ড কার্যে স্বকীয় সত্তা আরোপ করিলেও, স্বয়ং বিনাশ বিরহিত থাকেন । প্রকৃতি বলিয়াছেন, ‘আমাদের প্রাণই সত্তা, তাহারই আভাস জগতের বাবতীর পদার্থ বিভাব্যুত । প্রাণরূপ সত্ত্বস্তর উপলব্ধিত জগৎপ্রপঞ্চ সত্যরূপে প্রভীত হইতেছে । এই সং পদার্থ অব্যয় অর্থাৎ তাহার ক্ষয় নাই; সুতরাং সেই সর্ব-বিকার-শূন্য পদার্থের বিনাশও নাই ।’

দীকাকার পুণ্যপাদ শ্রীমদ্রীলকণ্ঠ চক্রবর্তী মহাশয়ের, অভিপ্রায় । তৎ শব্দ জীবাত্মা প্রতিপাদক । এই জীবাত্মা মধ্যম পরিমাণ, ভগ্নবস্তুক্তি অল্প দ্বারা অতি সূক্ষ্ম এবং প্রকৃতি অনুসারে, অণু পরিমাণ । তথাপি জীবাত্মা

সর্বদেহ পরিব্যাপক । যেমন লাক্ষারত মহামণি বা মহৌষধ মস্তক বা বক্ষ-প্রদেশে ধারণ করিলে, সমস্ত দেহের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীবাত্মা সূক্ষ্ম ও অণু পরিমাণ হইলেও, তাঁহার সমস্ত শরীর-ব্যাপকত্ব শক্তিই কোনই ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই ।

অতঃপর এই শ্লোকের ভাবার্থ নিম্নে প্রকটিত হইতেছে । হে মোহাক্ষ বন্ধো ! যে সংস্বরূপ আত্মা জনন মরণ বিশিষ্ট দেহাদি পদার্থে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহার কখনই বিনাশ নাই । তিনি অব্যয় অর্থাৎ তাঁহার ক্ষয় বা বিকার নাই । আদৃশ উৎপত্তি-বিনাশ-বিরহিত আত্মার বিনাশ সাধন করিতে কাহারও ষোগ্যতা নাই । তুমি অলীক মোহের বশবর্তী হইয়া ও নাশশীল দেহের সহিত বিনাশ-বিহীন আত্মার সমত্ব কল্পনা করিয়া শোকাচ্ছন্ন এবং স্বকীয় অবলম্বিত ব্রত পালনে স্থলিতপদ হইতেছ । ভীষ্মাদি আত্মীয়গণের দেহ বিনাশশীল সত্য, কিন্তু তাঁহাদের দেহস্থিত অথচ দেহাতীত আত্মা মরণ-ধর্ম-পরিশূন্য । দেহনাশে আত্মনাশ কখনই সম্ভবিত হয় না । অতএব জ্ঞাতঃ । কেন তুমি মূঢ়জনের স্থায় আত্মানাত্ম জ্ঞান-শূন্য হইয়া চলচ্চিত্ত ও স্বধর্ম-পালনে বিনুশ হইতেছ ? ॥ ১৭ ॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যসৌক্যঃ শরীরিণঃ ।

অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্যাৎ যুধ্যস্ব ভারত ! ॥ ১৮ ॥

অম্বয় ।—নিত্যস্য (নিত্যৈকরূপস্য) অনাশিনঃ (নাশরহিতস্য)
অপ্রমেয়স্য (অপরিচ্ছেদ্যস্য) শরীরিণঃ (আত্মনঃ) ইমে দেহাঃ
(সূক্ষ্মসূক্ষ্মকারণরূপা আগম্যপারমর্ষকা শরীরানি) অন্তবন্তঃ (নাশশীলাঃ)
উক্তাঃ (তত্ত্বদর্শিত্বিরিত্তি যাবৎ) ভারত (হে অর্জুন !) তস্যাৎ যুধ্যস্ব
(যুদ্ধং কুরু—স্বধর্মভ্যাগং মাকার্বীরিত্তি ভাবঃ) ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—সর্বদা-একরূপ নাশ-রহিত পরিচ্ছেদ-শূন্য আত্মার
এই-সকল শরীর বিনাশশীল কথিত-হয়, তরতবংশোদ্ভব । সেই-হেতু
যুদ্ধ-কর ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—তত্ত্বদর্শী দ্বিরেকিণ বাক্য করিয়াছেন যে, সর্বদা সম-

তাবাপন্ন, বিনাশবিহীন, প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণভীত আত্মার সুপ-সুন্দর-
কারণস্বরূপ স্বধ-স্বঃখাদি ধর্মাত্মক এই দেহ-সকল নশ্বর; অতএব
সমরবিয়তিরূপ স্বধর্মত্যাগ না করিয়া, যুদ্ধে বিনিযুক্ত হও ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিং পুনস্তদসং যং স্বাস্ত্যভাং ব্যভিচারতীতুচ্যতে অন্তবন্ত ইতি ।
অন্তো বিনাশো বিদ্যাতে যেবাং তে অন্তবন্তঃ, যথা যুগতৃক্ষিকাদৌ সধুজ্বিরমুভূতা প্রমাণ-
নিরূপণান্তে বিচ্ছিন্যতে, স তস্যা অন্তস্তথেষ্মে দেহাঃ স্বপ্রমাণাদিবচ্ছান্তবন্তো নীত্যস্য শরীরিণঃ
শরীরবতোহনাশিনোহ প্রমেয়স্তান্নোহন্তবন্ত ইত্যুক্তা বিবেকিভিরিত্যর্থঃ । নিত্যস্তানাশিন
ইতি । ন পুনরুৎং নীত্যস্ত দ্বিবিধস্তান্নোকে, নাশস্ত চ যথা দেহো ভস্মীভূতোহদর্শনং গতো
নষ্ট উচ্যতে, বিদ্যমানোহপি যথা—অন্তথাপরিণতো ব্যাধ্যাদিযুক্তো জাতো নষ্ট উচ্যতে,
তজ্ঞানাশিনো নীত্যন্তেতি দ্বিবিধেনাপি নাশেনাসম্বছোহন্তেত্যং, অন্তথা পৃথিব্যাদিদৃশি
নীত্যন্তে তদান্ননন্তম্ভূত্বমিতি নীত্যস্তানাশিনো নেত্যাং প্রমেয়স্য ন প্রমেয়স্য প্রত্য-
ক্ষাদিপ্রমাণৈরপরিচ্ছেদ্যস্যেত্যর্থঃ । নবাগমেনাত্মা পরিচ্ছিন্যতে প্রত্যক্ষাদিনা চ পূর্কঃ ?
ন, আত্মনঃ স্বতঃ সিদ্ধত্বাং; সিদ্ধে হ্যাত্মনি প্রমাতরি প্রমিৎসোঃ প্রমাণায়েষণা ভবতি, ন হি
পূর্কমিখমহমিত্যাআনমপ্রমার পশ্চাৎ প্রমেয়পরিচ্ছেদায় প্রবর্ততে, ন হ্যাত্মা নাম
কস্যাচিদপ্রসিদ্ধো ভবতি, শাস্ত্রস্বত্বাং প্রমাণম্, অতদ্ব্যাপ্যারোপণমাত্রনিবর্তকত্বেন প্রমাতৃ-
ত্বমাত্মনঃ প্রতিপদ্যতে, ন ত্বজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্বেন । তথাচ শ্রুতিঃ, “যং সাক্ষাদপরোকং ব্রহ্ম
য আত্মা সর্কাস্তরঃ” ইতি । যস্মাদেবং নিত্যোহবিক্রিয়শ্চ আত্মা, তস্মাৎ যুধ্যস্ব যুদ্ধাহপন্নমং
সাক্ষীরিত্যর্থঃ ন হত্র যুদ্ধকর্তৃবাতা বিধীয়তে, যুদ্ধে প্রবৃত্তত্বং হ্যদৌ শোকমোহপ্রতিবন্ধ-
ত্বস্বীমাণ্ডেহতন্তস্য, কর্তব্যপ্রতিবন্ধাপনয়নমাত্রং ভ্রগবতা ক্রিয়তে, “তস্মাদযুধ্যস্ব” ইত্যুধ্যাদি-
মাত্রং ন বিধিঃ ॥ ১৮ ॥

আনন্দগিরি ।—সদস্যতোরনস্তরপ্রকৃতয়োঃ স্বরূপাব্যভিচারিত্বেন পরমার্থতয়া সন্নির্দ-
রিতমিদানীমসন্নির্দিয়ারিয়মা পৃচ্ছতি কিং পুনরিতি । অসদেবেতি নির্দ্ধারিতত্বাৎ প্রাপ্তস্য
দ্বিরবকাশত্বমাত্ম্য শূন্তং ব্যাবর্ত্য বিবক্ষিতমসন্নির্গারয়িতুং তস্ত সাবকাশত্বমাহ যংপ্রাপ্তোতী
দেহাদেয়নাশ্বপর্ণস্য প্রকৃতাসম্বন্ধবিষয়তেত্যাং উচ্যত ইতি । তেবাং স্বাতন্ত্র্যং ব্যুৎপাদ্যতি
নীত্যস্যেতি । আকাশাদিব্যাবৃত্ত্যর্থং দিশিষ্ট শরীরিণ ইতি । পরিণামনিত্যত্বং ব্যবচ্ছি-
নস্তি অনাশিন ইতি । তস্য প্রত্যক্ষাদ্যবিষয়ত্বমাহ অপ্রমেয়স্যেতি । দেহাদেয়বস্তাদান্নন-
ষ্টৈকরূপত্বাদযুদ্ধে স্বপক্ষে প্রবৃত্তস্যপি তব ন হিংসার্তদোষগত্বাবনেত্যাং তস্মাদিতি
নহু দেহাদিষু সধুজ্বিরবৃত্তস্তস্যাবিচ্ছেদাত্বাং কথমন্তবন্তং তেষামিমাংসে তজ্ঞাহ যথেন্তি
তথেষ্মে দেহাঃ সধুজ্বিতোহপি প্রমিৎগতো নিরূপণারামবসানে বিচ্ছেদান্তবন্তো ভবন্তী-
দেবঃ । দেহাদিনা চ অপ্রমেয়দেয়ত্বত্বং সম্প্রতিপন্নবদম্মাতুং শকাহিত্যাং স্বপ্নেন্তি
শরীরাদেয়ত্বত্বংপি প্রবাহরূপেণাত্মনস্তৎসদ্ব্যক্ত্যানুভবশপকার্য নিত্যস্যেতি । এবাহস

প্রবাহিব্যতিরেকণানিরূপণায় তদ্ব্যবস্থা বেদান্ত্যভাবো^১ সবলসিদ্ধিরিত্যভিসন্ধ্যাত্তঃ-
বিবেকিস্তিরিতি । পদবস্তুশ্যকার্থমাশঙ্ক্য নিরস্যাতি নিত্যস্যেত্যাদিনা । নিত্যস্য হৈবিত্য-
সিদ্ধার্থঃ নাশদৈবিত্যঃ প্রতিজ্ঞাতঃ প্রকটয়তি যথেষ্টাদিনা । নাশস্য নিরবশেষত্বেন
সবিশেষত্বেন চ সিদ্ধে হৈবিত্যকলিতমাহ তদ্রোতি । বিশেষণাত্মাং কূটস্থনিত্যত্বমাত্মনো
বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ । অন্ততরবিশেষণমাত্মোপাদানে পরিণামিনিত্যত্বমাত্মনঃ শব্দোক্তোভ্য-
নিষ্টাপতিমাশঙ্ক্যাহ অন্তর্থেতি । ঔপনিষদত্ববিশেষণমাত্রিত্যাগ্রেমেরত্বমাক্ষিপতি নম্রিতি ।

- ইতচ্ছাস্ত্রনো নাগ্রমেয়মিত্যাহ প্রত্যক্ষাদিনেতি । তেন চাগমপ্রবৃত্ত্যপেক্ষয়া পূর্বাভাসা-
মাত্মত্ব পরিত্রিন্যতে । তন্নিরবাক্তানত্বসম্ভবাদজ্ঞাতজ্ঞাপকং প্রমাণমিতি চ প্রমাণলক্ষণা-
• মিত্যর্থঃ । এতদগ্রমেয়মিত্যাদিশ্রুতিমহুসৃত্য পরিহরতি নেত্যাদিনা । কথং মানসমপেক্ষ্যাত্মনঃ
সিদ্ধত্বমিত্যাশঙ্ক্যাত্তং বিবৃণোতি সিদ্ধে হীতি । প্রমিত্যসোঃ প্রমেয়মিতি শেষঃ । তদেব
ব্যতিরেকমুখেন বিশদয়তি ন হীতি । আত্মনঃ সর্বলোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ তন্মিন্ প্রমাণমেষেণীম-
মিত্যাহ ন হ্যাস্মেতি । প্রত্যক্ষাদেয়নাত্মবিষয়ত্বাৎ, তত্র চাজ্ঞাতজ্ঞাততারা ব্যবহারসম্ভবাৎ তৎ-
প্রমাণ্যস্য চ ব্যবহারিকত্বাদিশিষ্টে তৎপ্রবৃত্ত্যাবপি কেবলে তদপ্রবৃত্তেঃ, বদ্যপি নাত্মনি
তৎ প্রমাণ্যং তথাপি তদ্বিত্তপ্রত্যক্ষা শাস্ত্রস্য তত্র প্রবৃত্তিরবস্ত্তাবিনীত্যাশঙ্ক্যাহ শাস্ত্রমিতি ।
শাস্ত্রেণ প্রত্যগ্ভূতে ব্রহ্মনি প্রতিপাদিকে প্রমাত্রাদিবিভাগস্য ব্যাবৃত্ত্বাদবৃত্তমস্যাত্মত্বম-
পৌরুষেয়তয়া নির্দোষত্বাচ্চাগমস্য প্রমাণ্যমিত্যর্থঃ । তথাপি কথমস্য প্রত্যগাত্মনি প্রমাণ্যং
তস্য স্বতঃ সিদ্ধত্বেনাবিসয়ত্বাদিজ্ঞাতজ্ঞাপনাবোগ্যাদিত্যাশঙ্ক্য স্বতো ভাসমানোহপি প্রতীভৌ
মহুব্যোহং কর্ত্ত্বাহমিত্যাদিনা মহুব্যবকর্ত্ত্বাহীনামতচ্ছরীণামধ্যারোপণেনাত্মনি প্রতীম-
মানত্বাৎ । তদ্বাত্রিনিবর্তকত্বেনাত্মনো বিষয়ত্বমনাগাঠ্যৈব শাস্ত্রং প্রমাণ্যং প্রতিপদ্যতে,
সিদ্ধত্ব নিবর্তকত্বাদিতি ভ্রাতাদিত্যাহ অতদ্রোতি । ঘটাদ্যবিব ফুরণাতিশয়জনকত্বেন
কিমিত্যাশ্রয়নি শাস্ত্রপ্রমাণ্যং নেষ্টমিত্যাশঙ্ক্য জড়ত্বজড়ত্বাত্মাং বিশেষাদিতি মত্বাহ নম্রিতি ।
ব্রহ্মাত্মনো মানাপেক্ষামন্তরেণ স্বতঃ ফুরণে প্রমাণমাহ তথাচেতি । সাক্ষাদজ্ঞাপেক্ষামন্তরেণা-
পুত্রোক্তাদপরোক্তফুরণায়কং বদ্যজ্ঞ, ন চ তত্বাত্মনোহর্থান্তরত্বং সর্বাভ্যন্তরত্বেন সর্ববস্ত-
নারত্বাৎ ঔমাশ্রয়ং ব্যাচক্রেতি বোজন্য । অগ্রমেয়ত্বেনাবিনাশিত্বং প্রতিপাদ্য কলিতং
নিগময়তি বদ্যমিতি । স্বধর্মনিবৃত্তিহেতুনিষেধে তাৎপর্যং দর্শয়তি বুদ্ধাদিতি । আত্মনো
নিত্যত্বাদিব্রহ্মপুণপাদ্য বুদ্ধকর্ত্তব্যত্ববিধানাৎ, জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়োহত্র তাতীত্যাশঙ্ক্যাহ ন
হীতি । ব্যাখ্যেতি বচনাৎ তৎপ্রবর্ত্তকত্ববিধিরতীত্যাশঙ্ক্যাহ বুদ্ধ ইতি । কথং তর্হি, “কথং
ভীম-মধু” ইত্যাদিভূতত্ব বুদ্ধোপরমপরং বচনমিতি তত্রাহ শৌকেতি । বহি স্বতো বুদ্ধে
প্রবৃত্তিঃ, তর্হি ভগবৎবচনস্য কা গতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ তসোতি । ভগবৎবচনস্য প্রতিবন্ধনিবর্তকত্বে
নত্যাভূতপ্রবৃত্তেঃ স্বাভাবিকত্বকলিতমাহ তদ্বাদিতি ॥ ১৮ ॥

ব্রাহ্মানুজ্ঞা ।—দেহবস্ত্র বিনাশিত্বমেষ স্বভাব ইত্যাহ অন্তর্থে ইতি । ইহ উপচর-

পচরমা ইবে দেহা অন্তর্ভুক্তঃ বিনাশবজ্জায়াঃ উপচরাপচরাস্বকবি ঘটাদয়োঃস্বভবো বৃত্তিঃ ।

নিত্যস্য শরীরিণঃ কৰ্ম্মকলভোগার্থতরা ভূতসম্বাস্তরূপা দেহাঃ “পুণ্যাপুণ্যান” ইত্যাদি শাস্ত্রৈক্যকৰ্ম্মাবশানে বিনাশিনঃ, আত্মা বিনাশী । কুতঃ ? অগ্রমেষয়াং, নহাত্মা প্রমেষ-
তরোপলভ্যতে, অপিতু প্রমাতৃতরা । তথাচ বক্ষ্যতে, “এতদ্বোবেতি তং প্রাঃ ক্ষেত্রজমিতি
ত্বমিহঃ” ইতি । নচানেকোপচরাস্বক আত্মোপলভ্যতে, সৰ্বত্র দেহে অহমিদং আনামীতি দেহাবশ্যস্য
প্রমাতৃতরৈকরূপতরৈবোপলভ্যকঃ । নচ দেহাদেবৈব প্রদেশভেদে প্রমাতুরাকারভেদ উপলভ্যতে ।
অত একরূপত্বেনাপুচরাপচরাস্বকত্বাৎ প্রমাতৃত্বাধ্যাপকত্বাচ্চা আত্মা নিত্যঃ, দেহত্বপুচরাপচরাস্বক-
ত্বাচ্ছরীরিণঃ কৰ্ম্মকলভোগার্থত্বাৎ নেকরূপত্বাধ্যাপ্যত্বাচ্চ বিনাশী তস্মাদেহস্য বিনাশনত্বাব-
শ্যাত্মানো নিত্যনত্বাবশ্যচোত্তরমপি ন শোকস্থানমিতি, শত্রুপাতাদিরূপ পুরুষল্পাশান্
বর্জনীয়ান্ স্বগতান্ অন্যগতাংশ্চ ধৈর্যেন সহমানঃ, অমৃতত্বপ্রাপ্তয়ে অনভিসংহিতকলং যুধ্যাৎ
কৰ্ম্মায়তন ॥ ১৮ ॥

কুতুম্বান্ ।— কিং পুনস্তদসৎ ? যৎ সত্যং ব্যতিচরতীতুচ্যতে অন্তবন্ত ইতি । অন্তো
নাশো বিদ্যতে যেহাং তে অন্তবন্তঃ, নিত্যস্য শরীরিণঃ যথা যুগতৃকিকাদৌ স্বত্বকা বৃত্তিরণুবৃত্তা
প্রমাণনিরূপণাচ্ছিন্দ্যতে । স তস্যাস্তঃ তথেষ্মে দেহাণ্টান্যামায়ালক্কেদেহাদিবন্তবতৌ নিত্যস্য
শরীরিণঃ শরীরবতোহনাশিনোহগ্রমেষয়াস্বয়নঃ অন্তবন্তঃ ইত্যুক্তাঃ পণ্ডিতৈত্রক্ষবাদিত্তি-
ত্বার্থঃ । অগ্রমেষয়া প্রত্যকাদিপ্রমাতৈরপরিচ্ছিন্দ্যস্য, ন ত্বাত্মা পরিচ্ছিন্দ্যতে । তথাচ ঋতিঃ,
“যৎ সাকাদপরোকাস্বক্ষাত্মা” ইতি । যস্মাদেবং নিত্যঃ সনবিচ্ছেদত্বাত্মা তস্মাদব্ধ্যাৎ তদুপরমং
সাকারীতিত্বার্থঃ নহত্ব বুদ্ধকর্তব্যতা বিধীয়তে । বুদ্ধে এবুত্তে এবাসৌ মোহপ্রতিবন্ধত্বকী-
মাত্তে তস্য প্রতিবন্ধাপনয়নং ভগবতা ক্রিয়তে । তস্মাদব্ধ্যাৎ ইত্যুচ্যমানমাত্মং ন বিধিঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধ্বজ ।— আগমপারমর্শ্বকং সন্দর্শয়তি অন্তবন্ত ইতি । নিত্যস্য সৰ্বদৈকরূপস্য
অতএব অনাশিনঃ অগ্রমেষয়া অপরিচ্ছিন্নস্যাত্মন ইমে লুপ্তঃখাদিধর্ম্মক দেহা উতাত্ত্বদর্শিতঃ ।
যস্মাদেবাত্মানো ন বিনাশো ন চ লুপ্তঃখাদিসম্বন্ধত্বাত্মোহজং শোকং ত্যক্তা ব্ধ্যাৎ, স্বধর্ম্মং সা
ভ্যাকীরিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বজ্রদেব ।— অন্তবন্ত ইতি । অন্তবন্তো বিনাশিত্বভাণাঃ শরীরিণো জীবাশ্বনঃ,
অগ্রমেষয়াতিস্বক্ষাত্ববিজ্ঞানবিজ্ঞাত্বরূপত্বাচ্চ প্রমাতৃমশ্যক্যস্যোত্বার্থঃ । তথাচেন্দ্রশবতাবত্যা-
জীবতক্ষেহো ন শোকস্থানমিতি : জীবাশ্বনো দেহো ধর্ম্মাহুতানধারা তস্য ভোগায় মোক্ষায় চ
পরেণেন স্বজ্যত । স চ স চ ধর্ম্মেণ ভবেৎ, তস্মাদব্ধ্যাৎ তারত ॥ ১৮ ॥

মধুসূদন ।— মধু সুরপন্থরূপস্য সত্যঃ কথমবিনাশিত্বং তস্য দেহধর্ম্মিত্বাৎ দেহস্য
চান্ধক্যবিনাশাদিতি ভূতচৈতন্যবাদিনতান্ নিরাকুর্সন্ “নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ”
ইত্যেতদ্বিত্ত্বোক্তি অন্তবন্ত ইতি । অন্তবন্তো বিনাশিনঃ ইমেহপরোকাস দেহা উপচি-
ত-পচিতরূপত্বাচ্ছরীরিণি, বহুব্ধ্যাৎ কুল-স্ব-কারপূর্ণাঃ বিরটমুদ্রাব্যাকৃতধর্ম্মঃ সমুদ্রাভ্যাত্মনঃ
সর্কে, নিত্যস্য অবিনাশিন এষ শরীরিণঃ আধ্যাত্মিকসম্বন্ধেন শরীরবত্ব একস্যাত্মনঃ অপ্রব-
শনরূপস্য সাক্ষিনঃ ভূতত্বেন ভোগ্যত্বেন চোকার্ণী ঋতিত্রিভবাদিত্ত্বাৎ । তথাচ ঐতি-

রীরকে, “অন্নময়াজ্ঞানন্দময়ান্তান্” পূৰ্ণকোষান্ কর্মসিদ্ধা তদধিষ্ঠানমকল্পিতঃ ব্রহ্মপুচ্ছঃ প্রতিষ্ঠা” ইতি দর্শিতঃ, তত্র পক্ষীকৃতপক্ষমহাত্ততৎকার্য্যাদ্ব্যকো বিরাট মূর্ত্তরাশিরন্নময়কোষঃ স্থূলমমষ্টিঃ, তৎকারণীভূতাপক্ষীকৃতপক্ষমহাত্ততৎকার্য্যাদ্ব্যকো হিরণ্যগৰ্ভঃ সূত্রমমূর্ত্তরাশিঃ সূক্ষ্মমমষ্টিঃ, “ত্রয়ং বা ইদং নামরূপং কৰ্ম্ম” ইতি বৃহদাণ্যকোক্তব্রাহ্মাদ্ব্যকঃ, সৰ্ব্বদ্ব্যকত্বেন ক্রিয়াশক্তিমায়া-মায়াং প্রাণময়কোষ উক্তঃ, নামাদ্ব্যকত্বেন জ্ঞানশক্তিমাত্রমাদায় মনোময়কোষ উক্তঃ, রূপাদ্ব্যকত্বেন তত্ত্বমাত্রপ্রয়তয়া কৰ্ম্মমাদায় বিজ্ঞানময়কোষ উক্তঃ ততঃ প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞান-ময়ত্বৈক এব হিরণ্যগৰ্ভাণ্যো লিঙ্গশরীরকোষঃ, তৎকারণীভূতস্ত মায়োপহিতচৈতন্যাত্মা সৰ্ব্বসংস্কারশেবোহব্যাকৃতাত্মা আনন্দময়কোষঃ, তে চ সৰ্কে একশ্চৈবাশ্বনঃ পবাবাগীভূতান্ । তশ্চৈব এব শরীর আত্মা যঃ পূৰ্ণাশ্চৈতি তস্ত প্রাণময়শ্চৈব এব শরীরে ভবঃ শরীর আত্মা যঃ সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণো গুহানিহিতত্বেনোক্তঃ পূৰ্ণভান্নময়স্ত, এবং প্রাণময়-মনোময় বিজ্ঞানময়া-নন্দময়েষু যোজ্যম্ । অথবা ইমে সৰ্কে দেহান্ত্রৈলোক্যবস্তিসৰ্কপ্রাণিসম্বন্ধিন একশ্চৈবাশ্বন উক্তা ইতি যোজনা । তথাচ ঋতি, “একো দেবঃ সৰ্কভূতেষু গূঢ়ঃ সৰ্কবাগী সৰ্কভূতাস্তরাত্মা কৰ্ম্মাদ্যকঃ সৰ্কভূতাদিবাগঃ সাকৌ চেতা কেবলো নিগুণশ্চ” ইতি সৰ্কশব্দবসৰ্কজনমেকমাত্মানং নিত্যং বিভূং দর্শয়তি । নহু নিত্যং বাবৎকালস্থায়িত্বং তথাচাবিদ্যাদিবৎ কালেন সহ নাশেহপি ভূতপনয়মিত্যত আহ অনাশিন ইতি । দেশতঃ কালতঃ বস্ততশ্চ পবিক্ষিত্তাত্মাবিদ্যাদেঃ কল্পিতত্বেনানিত্যত্বেহপি বাবৎকাল স্থায়িত্বকপমৌপচারিকং নিত্যং ব্যাহ্রিতে বাবদিকারস্ত বিভাগো লোকবদতি ত্রায়ং । আশ্বনস্ত পরিচ্ছিন্নত্রয়শূভ্রাকল্পিতস্য বিনাশহেতুতাবাশ্ব্যমেব কূটস্থনিত্যং, নহু পরিণামি নিত্যং বাবৎকালস্থায়িত্বকৈত্যাতিশায়ঃ । নহেতাদৃশে দেহিনি ধিকিৎ প্রমাণমবশ্যং ন্যাচ্য, অন্তথা নিশ্চরণ্য তস্যাদীকত্বাপটে: শাস্ত্রারম্ভবৈবর্য্যাপত্তে:চ, তথাচ বস্ত পরিচ্ছদো দ্বন্দ্ববিহারঃ “শাস্ত্র:বা’নিহাদিতি” ত্রায়াক, অত আহ অশ্বমেয়সোতি । “একশ্চৈবাশ্বনশ্চৈবামেতদশ্বময়ঃ প্রবন্ম ।” অশ্বময়শ্বমেয়ম্ । “ন তত্র স্বৰ্ঘো ভাতি ন চত্ৰভারকং নেমা বিদ্যাতো ভাতি কূতোহবময়ঃ । তমেব ভাস্তমহুভাতি সৰ্কঃ তস্য ভাসা সৰ্কমিদং বিতামি” ইতি চ ঋতে: । স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপ এবাত্মা অতন্তস্য সৰ্কভাসকস্য স্বভানার্থং ন ভাস্যাপেক্ষা, কিন্তু কল্পিতাজ্ঞানতৎকার্য্যনিবৃধ্যর্থং কল্পিতবৃত্তিবেশবাপেক্ষা, কল্পিতশ্যেব কল্পিতবিরোধিত্বাৎ । স্বকালরূপো বলিরিত ন্যায়ঃ । তথাচ কল্পিতনিবর্তকবৃত্তিবেশবোৎপত্তার্থে শাস্ত্রারম্ভঃ, তস্য তত্ত্বমগ্যাবিদ্যাকামাত্রাবীনত্বাৎ, স্বতঃ সৰ্কবা ভাগমানতঃ সৰ্ককল্পনা-ধিষ্ঠানত্বাৎ ভূতমাত্রভাসকত্বাক ন তস্য তুচ্ছতাপত্তিঃ । তথাচ “একমেবাধিতীয়ে সত্যং জ্ঞান-মনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শাস্ত্রমেব স্বপ্রমেয়াহুরোধেন স্বয়ামপি কল্পিতত্বমাপদয়তি, অন্যথা স্বপ্রমাণাহুপপত্তে: , কল্পিতস্য চাকল্পিতপরিচ্ছিন্নকত্বং, নাত্মীতি প্রাকপ্রতিপাদিতম্ । আশ্বনঃ স্বপ্রকাশক বৃত্তিচেতহপি তত্ত্বমগ্যভাগ্যাদৈকপন্যনিতম্ । তত্রাহি বস্ত জিজ্ঞাসো: সনশরিশরীর-বস্তিরেকপ্রমাণানামনত্ববলি ন্যক্তি, তত্র তবিরোধি জ্ঞাননিতি সৰ্কভূতঃ, অন্যথা কল্পিতমাত্ম-ভাস্যতিঃ, আশ্বনি বা চাহং বা সাহং কস্যচিৎ সংশয়ঃ । নপি বাহব্রিতি বিশেষনঃ প্রব

বেতি তৎস্বরূপপ্রমা সৰ্ব্বদাক্ষীতি বাচ্যং, তস্য সৰ্ব্বগংপরবিপৰ্যায়ধৰ্ম্মিত্বাৎ, “বধ্যংশে সৰ্ব্বমভ্রাতঃ,
 প্রকারে ভু বিপৰ্যায়” ইতি ন্যায়াৎ । অতএবেকং “প্রমাণমপ্রমাণকং প্রবৃত্তাদিত্যেব চ ।
 কুর্স্বস্ত্যেব প্রমাঃ যত্র তদসম্ভাবনা কূতঃ ॥” ইতি । প্রমাভাগঃ সংশয়ঃ স্বপ্রকাশে যজ্ঞশে ধৰ্ম্মনি
 প্রমাণাপ্রমাণরোক্তির্নেষো নাস্তীত্যর্থঃ । আত্মনোহিতাসমানেষে চ ঘটজ্ঞানঃ স্মার জাতঃ ন
 বেত্যাদিদংশয়ঃ স্তাৎ, ন চাস্তরপদার্থে বিষয়ত্বৈব সংশয়াদি প্রতিবন্ধকত্বভাবঃ কদাঃ, বাহ্যপদার্থে
 রূপেণ বিশেষবিজ্ঞানেনৈব সংশয়াদি প্রতিবন্ধকত্বেন আন্তরপদার্থে স্বভাবতঃ প্রমাণত্বাৎ । অন্যথা
 অন্যথা সৰ্ব্ববিপ্লবাপত্তেঃ, আত্মমনোবোগমাত্রকাহ্মসাক্ষ্যাক্ষাংকারে হেতুঃ, তস্য চ জ্ঞানমাত্র
 হেতুত্বাদিভাভিনেহপ্যাত্মনঃ সমুদাহরণন্যায়েন তর্কিকাণাং প্রবরণেণাপি দুর্নিবারম্, নচ
 চাক্ষুষত্বাননস্বাদিসম্বন্ধঃ, লৌকিকত্বালৌকিকত্ববৎশেভেনোপপত্তেঃ, সম্বন্ধস্তাদৌষধ্যাক্ষাঙ্ক-
 স্বাদেজ্জীতিত্বানভ্যাপগমাধা ব্যবসায়মাত্র এবাত্মভানসানগ্রা বিস্তমানত্বাদহুবাসারোহিপ্যপাত্তঃ ।
 নচ ব্যবসায়ভানার্থং স তত্ত প্রদীপবৎ স্বব্যবহারে সজ্ঞাতীয়ানপেক্ষত্বাৎ । ন হি ঘটতজ-
 জ্ঞানয়োরিব ব্যবসায়াত্মব্যবসায়য়োরপি বিষয়ত্ববিষয়িত্বব্যবস্থাপনং বৈজ্ঞাত্যমস্তি, ব্যক্তিতেভ্যতি-
 রিক্তবৈধৰ্ম্ম্যানভ্যাপগমাৎ, বিষয়ত্বাবচ্ছেদকরূপেণৈব বিষয়ত্বভ্যাপগমে ঘটয়োরপি তত্তাবশিতির-
 বিশেষাৎ । ননু যথা ঘটব্যবহারার্থং ঘটজ্ঞানমভ্যুপেয়তে, তথা ঘটজ্ঞানব্যবহারার্থং ঘটজ্ঞান-
 বিষয়ং জ্ঞানমভ্যুপেয়ং ব্যবহারস্ত ব্যবহৃতব্যজ্ঞানসাধনাদিত্যি চেৎ কামূপপত্তিক্রটাবিতা দেবানাং
 প্রিয়েণ, স্বপ্রকাশবাদিনঃ, ন হি ব্যবহৃতব্যক্তিভিন্নমপি জ্ঞানবিশেষণং ব্যবহারহেতুত্বাবচ্ছেদকং
 গৌরবাৎ, তথাচেষ্বরজ্ঞানবৎ যোগিজ্ঞানবৎ প্রেমেরমিতি, জ্ঞানবচ্চ যেনৈব স্বব্যবহারোপপত্তৌ
 ন জ্ঞানান্তরকল্পনাবকাশঃ, অহুব্যবসায়স্তাপি ঘটজ্ঞানব্যবহারহেতুঃ কিং ঘটজ্ঞানজ্ঞানত্বেন,
 কিং বা ঘটজ্ঞানত্বেনৈবেতি বিবেচনীম্, উভয়স্তাপি তত্র সমাৎ । তত্র ঘটব্যবহারে ঘটজ্ঞানত্বেনৈব
 হেতুত্বায়াঃ রূপত্বাৎ তেনৈব রূপেণ ঘটজ্ঞানব্যবহারেহপি হেতুতোপপত্তৌ ন ঘটজ্ঞানজ্ঞানত্বং
 হেতুত্বাবচ্ছেদকং গৌরবাত্মনাতাবাচ্য । তথাচ নানুব্যবসায়সিদ্ধিঃ, একত্বৈব ব্যবসায়স্ত
 ব্যবসিত্তি ব্যবসয়ে ব্যবসারে চ ব্যবহারজনকত্বোপপত্তেরিতি ত্রিপুতীপ্রত্যক্ষবাদিনঃ প্রত্যাকরঃ ।
 ঔপনিষদান্ত মনান্তে স্বপ্রকাশজ্ঞানরূপ এবাত্মা, ন স্বপ্রকাশজ্ঞানাত্মনঃ কর্তৃকর্মবিরোধেন
 তত্তানাহুপপত্তেঃ, জ্ঞানভিন্নত্বে ঘটাদিবৎ জড়ত্বেন কল্পিতাপত্তেঃ, স্বপ্রকাশজ্ঞানমাত্র-
 স্বরূপোহপ্যাত্মা বিভোপহিতঃ সন্ সাক্ষীত্বাচ্যতে, বৃত্তিমন্তঃকরণোপহিতঃ প্রমাতেত্বাচ্যতে,
 তত্ত চক্ষুঃদ্বীনী . করণানি স চক্ষুরাদিঘ্রাস্তঃকরণপরিণামেন ঘটাদীনীধিষ্ঠাণ্য তদাকরো
 ভবতি । একস্মিন্শাস্তঃকরণপরিণামে ঘটাবচ্ছিন্নচৈতন্ত্যং . অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নচৈতন্ত্যকৈক-
 লৌকীতাবাপন্নং ভবতি, ততো ঘটাবচ্ছিন্নচৈতন্ত্যং প্রমাত্রভেদাৎ স্বজ্ঞানং নাপ্রদপয়োকং
 ভবতি । ঘটকত্বাবচ্ছেদকং স্বভাবাত্মাত্মাত্মাদ ভাগয়তি, অন্তঃকরণপরিণামস্ত বৃত্তাত্মোহতি-
 বচ্ছঃ স্বাবচ্ছিন্নেনৈব চৈতন্ত্যেন ভাস্তঃ ইতি অন্তঃকরণতত্ত্বদ্বিষ্টাভানপর্যেকতা
 তদাকরজরমহং জানামি ঘটমিতি ভাসকচৈতন্ত্যৈকরূপত্বেনপি ঘটং প্রতি বৃত্তাপেক্ষত্বাৎ
 প্রমাণত্বাৎ, অন্তঃকরণতত্ত্বত্বী . ইতি ভু বৃত্তানপেক্ষত্বাৎ সাক্ষিত্যেতি বিবেকঃ । . অদৈতদিকৌ

সিদ্ধান্তবিশ্লেষে চ বিস্তরঃ । তস্মাদেবং প্রাপ্তকৃত্যনেন নিত্যো বিভূরসংসারী সর্বদৈবকল্প-
শাশ্বদা, তস্মাৎ তদাশঙ্কয়া স্বধর্ম্যে যুদ্ধে প্রাক্ প্রবৃত্তস্ত তব তস্মাদ্ভগবতিন যুক্তেতি যুদ্ধা-
ভ্যহুজয়া ভগবানাহ “তস্মাদ্ভগবাস্ব ভারত” ইতি । অর্জুনস্য স্বধর্ম্যে যুদ্ধে প্রবৃত্তস্ত তত
উপরতিকারণং শোকমোহৌ, তৌ চ বিচারজনিতেন বিজ্ঞানেন বাধিতাবত্যাগবাদাপবাদে
উৎসর্গস্ত স্থিতিরিত্তি জ্ঞানেন যথাস্থেতাহুবাদো ন বিদ্যিঃ । যথা (“কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি” ইত্যুৎ
সর্গঃ, উভয়প্রাপ্তৌ কর্মণীভ্যাপবাদঃ, অকাকারয়োঃ ক্রীপ্রত্যয়য়োঃ প্রয়োগেণেতি বক্তব্যমিতি
তদপবাদঃ, তথাচ মুমুক্ষোত্রাক্ষণৌ জিজ্ঞাসেস্তাত্ৰ অপবাদাপবাদে পুনরুৎসর্গস্থিতেঃ
“কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি” ইত্যনেনৈব যদী, তথাচ কর্মণি চেতি নিবেদ্যাপসরাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি
কর্ম্মধর্মীমাসঃ সিদ্ধৌ ভবতি ।) কশ্চিৎ তস্মাদেব বিধেম্বোক্ষে জ্ঞানকর্ম্মণাঃ সমুচ্চয় ইতি
প্রলপতি । তন্ন যথাস্থেতাভৌ মোক্ষস্য জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়সাধ্যত্বাপ্রতীতেঃ । বিস্তরেন চৈতদগ্রে
ভগবদ্গীতাবচনরিয়োদেঠৈব নিরাকরিস্যামঃ ॥ ১৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবং সত আত্মনো নিত্যত্বমসতো দেহাদেব নিত্যত্বকোক্তমুপসংহরন্
এনং যুদ্ধাভিমুখং কুরোতি অন্তবস্ত ইতি । যদ্যপি “নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ” ইতি অসত্যং
দেহাদীনাং কালজয়েহপি সত্যং নাস্তীতি পরমার্থদৃষ্টো উক্তঃ, তথাপি তাং দৃষ্টমপতিপদ্যমানস্য
নরকাদিতরমহুকধ্যমানস্য ব্যবহারাভিপ্রায়েণ নিত্যানিত্যানিভাগমস্তিপ্রেত্য দেহানাসত্ত্ববৎ
মুচ্যত ইতি ন দোষঃ । নিত্যত্বং কালাপরিচ্ছেদ্যত্বং, তচ্চ ব্যবহারে নভসোহপ্যন্তীত্যত উক্ত-
মনাশিন ইতি । নাশঃ অদর্শনঃ তদ্বান্ হি আকাশঃ, “নভঃ আত্মনি লীয়তে” ইতি শ্রুতেঃ,
অসত্ত্ব ন তথা ইত্যনাশী সর্বদৈব প্রকাশমান ইত্যর্থঃ । এতদপি ন ঘটাদিবদৃষ্টভেদেত্যাহ
অপ্রমেরন্তেতি । তথা চ প্রতিরাআনোহ প্রমেরত্বমাহ, “এতদপ্রময়ং ক্রবন্” ইতি, অপ্রম-
মিত্যন্তা প্রমেরমিত্যর্থঃ, এতচ্চাত্মান প্রমাণাপ্রসরাৎ জ্ঞেয়ম্ । তথা চ প্রতিঃ, “যেনেদং সর্বং
বিজান্নাতি তং কেন বিজানীয়াহিজ্ঞাতারমবে কেন বিজানীয়াৎ” ইতি । প্রমিত্তিস্তত্ত্ব
প্রত্যগাত্মাদেব, “যং সাক্ষাদপরোকাদ্বক্ষ্য য আত্মা সর্বাস্তরঃ” ইতি শ্রুতেঃ । উক্তঞ্চ “প্রমাণম-
প্রমাণঞ্চ প্রমাভাসস্তথৈব চ । যৎপ্রসাদাৎ প্রসিধ্যন্তি তদসম্ভাবনা কৃতঃ” ইতি । তস্মাৎ “যুধ্যস্ব
ভারত” ভীতাদিদেহানাং মিথ্যাত্বাদনিত্যত্বাচ্চ, অয়মেব নষ্টপ্রায়তয়া হননান্নিবৃত্তা ত্বয়া স্বধর্ম্মো
ন নাশনীয় ইতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—“নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ” ইত্যন্তার্থে স্পষ্টরতি অন্তবস্ত ইতি ।
পরীক্ষণো জীবন্ত অপ্রমেরত্ব অতিশূন্যত্বকুজেরত্বো তস্মাদ্ভূতাস্থেতি শাস্ত্রবিহিতস্ত স্বধর্ম্মত
ত্যাগোহুচিত্ত ইতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য ।—ভাব্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছকরাচার্য্য ও জীকাকার পূজ্যপাদ

শ্রীমদানন্দগিরি ও পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধবস্বামী এই শ্লোক উপলক্ষে নিম্ন-
লিখিত অভিমত পরিব্যক্ত করিয়াছেন । যদি বল, “স্বীকার করিলাম,
সদ্বস্ত সর্বদা বিদ্যমান আছেন, তাঁহার বিনাশ নাই, তাঁহার স্বরূপের কখনও
ব্যক্তিচাণ্ড হয় না ; কিন্তু সেট আত্মসত্তাব ব্যাভিচারক অসদ্বস্তটি কি ?”
তাহা বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । তত্ত্বদর্শিগণ বলেন যে, বেরূপ
মুগ্ধত্বিকাদিতে জলাদি বুদ্ধি বাস্তবিক সৎ নহে—ভ্রম-কল্পিত, প্রমাণহীন
এইরূপ নিরূপিত হইলে, সেট জলাদি বুদ্ধি হইতে সদ্বুদ্ধির বিচ্ছেদ হয় ;
অর্থাৎ তখন জলাদি অসৎ এইরূপ জ্ঞান হয় ; তাহা হইলে উক্ত বিচ্ছেদ
জলাদি বুদ্ধির ‘অন্ত’ অর্থাৎ বাস্তবিক মরীচিকা ও আরোপিত জলের
বিচ্ছেদ-জ্ঞানই (বাহাকে জল বলিয়া বুঝিতেছিলাম, তাহা জল নহে,
মরীচিকা অর্থাৎ বালুকাকীর্ণ ভূখণ্ডমাত্র, এই প্রকার বিচ্ছেদ-জ্ঞানই)
উক্তবিধ জ্ঞানের অন্ত, (বিনাশ) অর্থাৎ শেষসীমা । ইহা বাস্তবিক
মরীচিকা এইরূপ বুদ্ধি প্রমাণীকৃত হইলেই জল-বুদ্ধির নাশ হয় । ইহা জল
কি অস্ত কিছু ইহা স্বতন্ত্র প্রমাণীকৃত না হয়, ততক্ষণই সংশয় । প্রমাণ
দ্বারা ‘ইহা বস্তুতঃ বালুকাময় প্রদেশ’ ইত্যাকার একান্ত জ্ঞান হইলে জল-
বুদ্ধির অন্ত স্বতঃই উপপাদিত হয় ।

এই আত্মব্যতিরিক্ত দেহাদি অন্তবান্ (বিনাশশীল) । যদি বল যে,
এই দেহাদি অনাত্মা অর্থাৎ আত্মব্যতিরিক্ত, তাহা হইলে তাহার আত্ম
হইতে স্বতন্ত্র হউক । তাহা বলিতে পার না ; কারণ দেহাদি, মরীচিকায়
বারিবুদ্ধির স্থায়, আত্মাতে কল্পিত মাত্র । আরও দেখ, বেরূপ স্বপ্নকালে
একই মানুষ বহুবিধ স্বপ্ন সন্দর্শন করিলেও স্বপ্নান্তে মনুষ্য একই থাকে,
স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থগুলির সত্তা আনুপাতিকরূপে থাকে না, (পদার্থগুলি
স্বপ্নাবস্থায় আগন্তুক মাত্র । স্বপ্নান্তে তাহাদেব অন্ত হয়) এবং মায়াবী
(ঐশ্বর্যজালিক) মায়াবলে বহুবিধ রূপ পরিগ্রহ করিলেও, মায়াবী তাহার
মায়া-পরিগ্রহীত রূপ সত্ত্বেরও নাশ হয়, মায়াবী একই থাকে । সেইরূপ
অজ্ঞান-প্রভাবে, আত্মায় বহুবিধ দেহাদি অংশপূর্ণের আরোপ হইলেও,
অজ্ঞান-নাশে তাহার একমাত্রই স্বরূপ প্রতীত হয় । অতএব দেহাদি,
প্রকৃত তপন-তাপ-তণ্ড বালুকাক্ষমিতে অপ্রকৃত বারিবুদ্ধির স্থায়, প্রকৃত
একমাত্র মনুষ্যের স্বপ্নকালে অপ্রকৃত বহুবিধ দেহাদি সমাগমের স্থায়-
এবং প্রকৃত একমাত্র মায়াবীর বহুবিধ অপ্রকৃত দেহাদি পরিগ্রহের স্থায়,
স্থিতি ও প্রকৃত আত্মার কল্পিত মাত্র ।

আরও দেখ সখে ! আত্মা শরীরী, নিত্য, অনাশী এবং অপ্রমেয় । বাহ্য শরীর আছে তিনিই শরীরী, অর্থাৎ আত্মা আকাশাদির ন্যায় শূন্য স্বরূপ নহেন—নিত্য অর্থাৎ কালত্রয়ব্যাপী (মর্যদা একরূপ), অনাশী অর্থাৎ বিনাশ-রহিত । এখন যদি বল যে, যাহা কালত্রয়ব্যাপী তাহাই ত অবিনাশী, তবে “নিত্য” ও “অনাশী” রূপ পুনরুক্তি দোষছুটে বিশেষণে আত্মাকে বিশেষিত করিবার প্রয়োজন কি ? হে অস্বক্ষদর্শিন ! ইহার কারণ শ্রবণ কর । “অনাশী” ও “নিত্য” এতদুভয়ের অর্থগত কোন পার্থক্য নাই বটে, কিন্তু লোকে দেখা যায় যে, নিত্য বা অনাশী পদার্থ দুই প্রকার ; নাশও আবার দুই প্রকার । অগ্নি-সংযোগে দেহ ভস্মীভূত হইলে, অর্থাৎ দেহ অদর্শন-প্রাপ্ত হইলে, লোকে বলে যে, দেহ নষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । দেহ বর্তমান থাকিয়াও, ব্যাধি সহযোগে অন্তরূপে পরিণত হইলেও, তাহার উপর নষ্ট শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, অর্থাৎ নিদারুণ পীড়ায় কাহারও শরীর ক্লেশ হইলেই লোকে বলে যে, ইহার শরীরটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে । অতএব জগতে নাশ যে দুই প্রকার, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য । অতএব সখে ! বুঝিবা দেখে, উক্ত দ্বিবিধ নাশ-পরিশূন্য বলিয়া আত্মা “নিত্য” ও “অবিনাশী” এই দুই বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন । আত্মা অপ্রমেয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ * দ্বারা তাহার পরিচ্ছেদ করিতে পারা যায় না ।

এখন যদি বল যে, “যাহা অজ্ঞাত বস্তুকে জানাইয়া দেয়, তাহাই প্রমাণ, অর্থাৎ আত্মা বেদবেদ্য অর্থাৎ আগম দ্বারা আত্মা পরিচ্ছিন্ন । আগম-

* “মা” ধাতুর অর্থ “মান” । মানের অর্থ মাপা । “প্র” শব্দের অর্থ “তকুট” । প্র+মা = “প্রমা” । তাহা হইলে “প্রমা” শব্দের অর্থ “প্রকটরূপ মান” অর্থাৎ ইহা এই বস্তু এইরূপ ধর্মার্থ অনুভবের নাম “প্রমা” । প্রমাকে কেহ কেহ প্রামিত বলিয়াও উল্লেখ করেন । এই প্রমা বা প্রামিত করণের নামই “প্রমাণ” । অর্থাৎ উক্তবিধ প্রমাজ্ঞান যাহা দ্বারা সাক্ষাৎ সত্যকে সম্ভ্রান্ত হয় তাহার নাম প্রমাণ । “প্রমীকৃতেনেন ইতি প্রমাণম্” । তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধান্তীকৃত হইল যে, যে কোন বিষয় হঠক না কেন, যাহা দ্বারা মান করিতে, মাপ করিতে অর্থাৎ তাহার স্বার্থ ইয়ত্তা নির্ণয় করিতে পারা যায় তাহারই নাম প্রমাণ । এখন দেখা যাউক প্রমাণ কত প্রকার । অর্থাৎ কত প্রকারে বস্তু সমূহের মান গ্রহণ করিতে পারা যায় । প্রমাণ বিষয়ে বহু মতাবলম্বির সংখ্যা-ঘটত, বহুবিধ মত পরিগণিত হয় । যথা ; চার্লস্‌কগ্গের মতে একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ । বৈশেষিক বাৎকণাদ এবং ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ । সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ । নৈয়ারিকগণের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটি প্রমাণ ।

প্রকৃতি প্রত্যক্ষাদির দ্বারাই^১ সাধিত হইয়া থাকে এবং আগম-প্রকৃতির পূর্বাভাসেই প্রত্যক্ষাদির দ্বারাও ত আত্মার পরিচ্ছেদ হইয়া থাকে । আগমাদিতে প্রকৃতির পূর্বে আত্মবস্তু বিষয়ে সকলেরই অজ্ঞান থাকে, এবং আগম-জ্ঞান দ্বারা আত্মবস্তু বিষয়ক জ্ঞান হয় ; অতএব আগম পূর্জ্ঞান আত্মবস্তুকে জানাইয়া দেয় বলিয়া, তাহাই প্রমাণ । তবে কেমন করিয়া বলিব যে আত্মা অপ্রমেয় ? তাহাও বলিতে পার না ।^২ কারণ শ্রুতি

প্রত্যক্ষগণের মতে প্রত্যক্ষ, অহুমান, উপমান, শব্দ ও অর্থাপত্তি এই পাঁচটি প্রমাণ । ভাট্ট ও বেদান্তীগণের মতে প্রত্যক্ষ, অহুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অহুপলকি এই ছয়টি প্রমাণ । পৌরাণিকগণের মতে প্রত্যক্ষ, অহুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অহুপলকি, সম্ভব ও ঐতিহ্য এই আটটি প্রমাণ । তান্ত্রিকগণের মতে প্রত্যক্ষ, অহুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অহুপলকি, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা এই নয়টি প্রমাণ ।

বেদান্তকারিকা গ্রন্থেও কথিত আছে । “প্রত্যক্ষমেব চার্ষাণাঃ কণাদ-সুগতো গুনঃ । অহুমানঞ্চ তচ্চাপি সাত্বাঃ শব্দঞ্চ তে উভে । ত্রাট্টৈকদোশনোহপ্যেবমুপমানঞ্চ কেবলম্ । অর্থাপত্ত্যা সত্বেতানি চত্বাৰ্ধাঃ প্রত্যাকরাঃ ॥ অভাববষ্ঠাশ্চেতানি ভাট্টা বেদান্তনুত্তমা । সম্ভবৈতিহ্যবুজানি ইতি পৌরাণিকা জগুঃ ॥”

এখন দেখা যাউক প্রত্যক্ষাদি কাহাকে বলে ।

(১) প্রত্যক্ষ । ইন্দ্রিয়ার্থগতিকর্ষণোৎপন্নঃ জ্ঞানং সাক্ষাৎকারাত্মকং জ্ঞানং, জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং বা প্রত্যক্ষপ্রমিতিস্তৎকরণং “প্রত্যক্ষাখ্যং প্রমাণং” তচ্চ সন্নিকৃষ্টং ইন্দ্রিয়মেব । চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বর্গই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, কারণ উক্ত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারাই রূপ রসাদি বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ প্রমা সমুদ্ভূত হয় ।

(২) অহুমান । ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজ্ঞাত জ্ঞানং অহুমিতিঃ, তৎকরণং অহুমানাখ্যং প্রমাণং, তচ্চ ব্যাপ্তি জ্ঞানম্ । যেখানে যেখানে ধূম দৃষ্ট হয় সেখানে সেখানেই অগ্নির সজ্জা উপলব্ধি করিতে পারা যায় এই রকমের জ্ঞানকে ব্যাপ্তি জ্ঞান কহে । পরীতে ধূম দেখা যাইতেছে অতএব তথায় অগ্নিও আছে ইত্যাকার জ্ঞান অহুমিতি, পূর্কোক্ত ব্যাপ্তি জ্ঞান দ্বারাই সংসাধিত হয় বলিয়া ব্যাপ্তি জ্ঞানই অহুমান প্রমাণ ।

(৩) উপমান । সাদৃশ্যজ্ঞানকরণং জ্ঞানং উপমিতিঃ, তৎকরণং উপমানাখ্যং প্রমাণং, তচ্চ সাদৃশ্যজ্ঞানম্ । সাদৃশ্যমপি “তদ্ভিন্নত্বে সাত তদগতত্বয়োদ্বৈতবস্তুম্” ।

এক ব্যক্তি অনিচ্ছাছিল যে, গবয় নামক পশু গোসদৃশ—দেখিতে গোকর মত ; পরে একদিবস অরণ্যে যাইয়া একটি গোসদৃশ পশু দেখিল ; তখন তাহার পূর্ক স্থিতি জাগিয়া উঠিল, মনে হইল যে, এই পশুটি গবয়, কারণ ইহা গো-সদৃশ । গো সাদৃশ্য জ্ঞানে গবয় জ্ঞানোৎপত্তি রূপ জ্ঞানের নাম উপমিতি এবং এই উপমিতি সাদৃশ্যজ্ঞান দ্বারাই সজ্জাত হয় বলিয়া সাদৃশ্য জ্ঞানই উপমান প্রমাণ ।

(৪) শব্দ বা আগম । “পদজ্ঞানকরণকং জ্ঞানং শব্দ প্রমিতিঃ” তৎকরণং শব্দাখ্যং প্রমাণং, তচ্চ পদজ্ঞানং, জ্ঞাতং পদং বা । সুপ্তিওন্ত শব্দং বা পদং প্রাচঃ ।

অন্নকামী পক্ষ-করিতে, বর্গকামী বজ্র করিতে, ইত্যাদি শব্দ বোধ (শব্দ প্রমিতি) পদজ্ঞান দ্বারাই সজ্জাত হয় বলিয়া পদ জ্ঞানই শব্দ প্রমাণ । কাহারও মতে আপ্ত বাক্যই শব্দ ।

(৫) অর্থাপত্তি । উপপাদ্যজ্ঞানজ্ঞাতং জ্ঞানং উপপাদকজ্ঞানং অর্থাপত্তিপ্রমিতিঃ, তৎকরণং অর্থাপত্তিপ্রমাণং, তচ্চ উপপাদ্যজ্ঞানম্ । যেন বিনা বদ্বিশপন্নং তৎ তত্র উপপাদ্যং, বস্ত অভূতবে

বলিতেছেন, “ইহা (আত্মা) অপ্রমের” অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ আত্মা, প্রমাণ-সিদ্ধ না হইয়া, কেন স্বতঃসিদ্ধ হইলেন তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। স্বয়ং প্রমাতৃস্বরূপ আত্মার সিদ্ধি হইলে তবে প্রমের প্রমাণেচ্ছা ব্যক্তি প্রমাণ বিষয়ক অশ্বেষণে সম্প্রসৃত হয়; অর্থাৎ আমাকে যে প্রমেরের পরিচ্ছেদ করিতে হইবে—যদ্বিষয়ক বাধাতথ্য নিরূপণ করিতে হইবে, তাহা নিরূপণ কে করিবে? না, “আমি।” সেই “আমি” না থাকিলে ত আর বস্তু নিরূপণ

বস্তু অমুপপত্তিঃ তৎ তত্র উপপাদকম্। যথা পীনোহয়ং দেবদত্তঃ দিবান ভুঙ্ক্বে, ইত্যত্র রাজ্জিভোজনাতাবে সতি পীনং অমুপপন্নং, অতঃ পীনতজ্ঞানেন রাজ্জিভোজনমাক্ষিপ্যতে। অর্থস্ত আপত্তিঃ কল্পনা ইতি অর্থাপত্তিঃ প্রমিতিঃ। অর্থস্ত আপকিৰ্য্যাদিতি অর্থাপত্তিঃ প্রমাণম্।

“দেবদত্ত অত্যন্ত স্থূল কিন্তু দিবসে কিঞ্চিৎ মাত্রও আহার করে না।” এইরূপ স্থলে দেবদত্ত যে রাজ্জিতে ভোজন করে তাহা অর্থ দ্বারাই আপনা আপনি আশ্রিয়া সমুপস্থিত হয়, কারণ দেবদত্ত রাজ্জিতেও ভোজন না করিলে তাহার শরীর কখনও স্থূল হইতে পারে না। দেবদত্তের রাজ্জি-ভোজনরূপ অর্থের কল্পনা জ্ঞান (অর্থাপত্তিঃ প্রমিতিঃ) দেবদত্তের পীনতজ্ঞান দ্বারাই সূচিত হয়; অতএব এস্থলে দেবদত্তের পীনতজ্ঞানই অর্থাপত্তিঃ প্রমাণ।

(৬) অমুপলব্ধি। প্রতিযোগ্যমুপলব্ধ্যজ্ঞানং প্রতিযোগ্যভাবজ্ঞানং অমুপলব্ধিঃ প্রমিতিঃ, তৎকরণং অমুপলব্ধিঃ প্রমাণং, তচ্চ প্রতিযোগিদর্শনভাবরূপম্। যথা; যদ্যত্র ঘটঃ স্তাৎ তর্হি ঘটবস্তুরা উপলভ্যতে যতো নোপলভ্যতে অতোহত্র ঘটভাব ইতি নিশ্চীয়েত। যদি এখানে ঘট থাকিত তাহা হইলে পাওয়া যাইত (দেখা যাইত); এখানে যেহেতু ঘট পাওয়া যাইতেছে না, অতএব এখানে ঘটের অভাব ইহা নিশ্চয়। এইরূপ স্থলে ঘটের দর্শনভাব দ্বারাই ঘটভাব জ্ঞান (অমুপলব্ধিঃ প্রমিতিঃ) নিশ্চয়ীকৃত হইতেছে, অতএব ঘটের দর্শনভাবই “অমুপলব্ধিঃ প্রমাণ”।

(৭) সম্ভব। শততজ্ঞানজ্ঞান্যজ্ঞানং পঞ্চাশদজ্ঞানং সম্ভবঃ প্রমিতিঃ, তৎকরণং সম্ভবঃ প্রমাণং, তচ্চ শততজ্ঞানম্। যথা, অয়ং পুরুষঃ শততজ্ঞান্যাবিশিষ্টমুদ্রাবান ইতি জ্ঞানে জ্ঞাতে সতি পঞ্চাশৎ-মুদ্রিকাসম্ভবো ভবতি। এই ব্যক্তি শত টাকার মালিক এই প্রকার জ্ঞান জন্মিলেই তাহার নিকট পঞ্চাশ টকা বাইট টাকা আছে, তাহা সম্ভাবিত হয়। এইরূপ স্থলে একশত টাকার অস্তিত্ব জ্ঞান দ্বারাই পঞ্চাশ বা বাইট টাকার অস্তিত্ব জ্ঞান সম্ভাবিত (সম্ভবঃ প্রমিতিঃ) হয়, অতএব একশত টাকার অস্তিত্ব জ্ঞানই সম্ভবঃ প্রমাণ।

(৮) ঐতিহ্য। অজ্ঞাত কর্ণক পরম্পরাজ্ঞানজন্য জ্ঞানং ঐতিহ্যঃ প্রমিতিঃ, তচ্চ অজ্ঞাত কর্ণক-পরম্পরাজ্ঞানরূপম্। যথা “ইহ বটে বকঃ” ইত্যত্র ন হি কেনাপি বটে বকো দৃষ্টঃ কিন্তু পরম্পরয়া উচ্যতে।

এই বট বৃক্ষে বক (ভূত, প্ৰেত) আছে, এইরূপ জ্ঞান ঐতিহ্যঃ প্রমিতিঃ, অজ্ঞাত কর্ণক পরম্পরাজ্ঞান দ্বারা গজ্ঞাত হয়; অতএব অজ্ঞাত কর্ণক পরম্পরাজ্ঞানই ঐতিহ্যঃ প্রমাণ। স্থূল কথা শ্যাম শ্যামকে বলিল, ‘ওহে! এই বটগাছে ভূত আছে।’ শ্যাম আবার গোপালকে বলিল, ‘ওহে! এই বটগাছে ভূত আছে।’ এইরূপ আবার গোপাল আর একজনকে বলিল, ‘সে আবার আর একজনকে বলিল।’ সেই বট বৃক্ষে যেকের সাক্ষাৎ লাভ করুক বা নাই করুক, কিন্তু কথাটা এইরূপে শোনা পরম্পরার চলিয়া আসিতে থাকে। এইরূপ ওর এর তার কথা শুনিয়া এই বটগাছে ভূত আছে’ ইত্যাদি রূপে যে জ্ঞান হয়, তাহারই নাম ঐতিহ্যঃ প্রমিতিঃ।

হইতে পারে না? তবে এখন দেখ যে সেই “আমি” (আত্মা) স্বতঃসিদ্ধ কি না এবং তাহা অপ্রমাণ-সিদ্ধ কি না। আর দেখ তাহা সর্ব-লোক-প্রসিদ্ধ তাহার আবার প্রমাণানুসন্ধানের প্রয়োজন কি? আত্মা সর্ব-লোকপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ কুত্রাপি অজ্ঞাত নহেন।

আর দেখ সখে! আগমাদি শাস্ত্র অপৌরুষেয় (পুরুষ-বিরচিত নহে); অতএব দোষ-পরিহীন; এই নিমিত্তই শাস্ত্র প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হয়। একবার সেই শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া দেখ দেখি, তাহার সার কি? দেখিবে উপনিষদ্ দেবী * (শ্রুতি সমূহ) হিটৈষিণী স্নেহময়ী জননী ন্যায় তাহার

(৯) চেষ্টা। ক্রিয়াবিশেষবিশিষ্টাজ্ঞানজন্য চেষ্টমানজ্ঞানং চেষ্টাপ্রমিতঃ, তৎকরণং চেষ্টাপ্রমাণং তচ্চ দ্বিত্যনুষ্ঠানাদিদর্শনরূপম্।

কেহ আমার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আমি বাক্যকৃষ্টি না করিয়া হাত বা মাথা নাড়িয়া কিংবা আঁখি ঠারিয়া তাহার কথায় প্রত্যুত্তর দিলাম। এইরূপ অঙ্গ-ভঙ্গি দর্শন করিয়া যে অভিলষিত অর্থের অবগতি হয় তাহার নাম চেষ্টাপ্রমিত, এবং তাহা অঙ্গ-ভঙ্গি দর্শন দ্বারা সম্পাদিত হয় বলিয়া অঙ্গ-ভঙ্গাদি দর্শনই “চেষ্টাপ্রমাণ”।

মহাত্মত্ব বা মাধ্বাচার্যাদি দৈতবাদী বৈষ্ণবগণ কেবলমান “শব্দ” প্রমাণকেই প্রেষ্টে বরণ করেন। তাহাদের মতে শব্দ বলিতে অনাদি-নিধনা ভ্রমপ্রমাদাদিদোষ-পরিহীনা অপৌরুষী বেদময়ী বাণীকেই বুঝায়। উক্ত মহাত্মগণের মধ্যে কাহাকে কাহাকে আশ্রয়িত্যকেও বেদ বাক্যার্থেই পর্য্যবসিত, করিতে দেখা যায়। তাহারা বলেন যে, “যে হেতু ঋষিদিগকেও পরম্পর বিরোধ করিতে দেখা যায়, অতএব তাহাদিগের বাক্যও (আত্মা জীবাদি) প্রেমের নির্গম বিষয়ে একান্ত প্রমাণরূপে পরিগৃহীত এবং আশ্রয়ে বৃত্ত হইতে পারে না, সুতরাং একান্ত প্রমাণ। একমাত্র শব্দ বা আগম। প্রকৃত স্বঃ প্রমাণ বেদবাক্য ব্যতীত আর কেই বা প্রমাণের স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইবে? ত্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও উক্তমতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। —শ্রীযুক্ত পাণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

* সহেতুসংসারনিবৃত্তিসাধনব্রহ্মাত্মকত্ববিদ্যা উপনিষচ্ছন্দবাচ্যা। অত্র বৎসবিশ্লষণগতাব-সাদনেষিতি শূন্যতে। সন্দেহাত্তোরুপনিপূর্ণত্ব কিবন্তু সহেতুসংসারনিবন্ধকব্রহ্মবিদ্যার্থত্বাৎ, উপনিষচ্ছন্দবাচ্যা সা ভবত্বাকলবতী। উপ-শব্দো হি সামৌখ্যগতঃ; তচ্চাসতি সঙ্কেচক্বে প্রতীচি পর্য্যবস্ততি। নি শব্দশ্চ নিশ্চরার্থঃ, তস্মাদৈকাত্ম্যং নিশ্চিৎসম্। তদ্বিত্তা সহেতুঃ সংসারঃ সাদয়তি ইতি “উপনিষৎ” উচ্যতে। (বৃহদারণ্যক।) উপ + নি + মদ + কিণ্ = উপনিষৎ। যে বিদ্যা ব্রহ্মবৃত্ত সকলেরই “উপ” অর্থাৎ সমীপে (প্রতি পদার্থেই তিনি আছেন) ইহা “নি” অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে অবগত করাইয়া সহেতু অর্থাৎ অবদার*সহিত সমগ্র সংসারের (সদ) “সাধন” অর্থাৎ বিনিবৃত্তি করে, তাহারই নাম “উপনিষৎ”। ব্রহ্মসত্ত্ব সর্বত্র অদ্ব্যুত প্রাতি বস্তুতেই তাহার সত্তা আছে, ইহা নিশ্চয়রূপে জানিলেই জীব ও ব্রহ্মে একত্ব সিদ্ধি সম্পাদিত হয়। শ্রুতিও বলেন যে, “ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি”। সকলের যেন শ্রবণ থাকে যে, উক্ত সিদ্ধান্ত অবৈতবারিগণের, কারণ বৈতবারিগণের সিদ্ধান্ত এই যে, “জীব ও ব্রহ্মে সূর্য্য ও সূর্য্যাস্তের জ্ঞান ভেদ নিত্য এবং সেন্য সেবকভাবও নিত্য এ সমস্ত বিষয় স্থানান্তরে সবিশেষ বিবৃত্ত হইবে। —শ্রীযুক্ত পাণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

অবোধ, আময়-প্রসীড়িত, কুপথ্য-সেবী সম্ভানগণের রোগনাশ-বাননাশ সুখসেব্য অরস ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন । দুর্লভ-পুত্র ব্যাধি-প্রসীড়িত হইলে, জননী তাহাকে মধুর রসাদ্বাদিত কটুতিক্তাদি ঔষধ প্রয়োগ করেন, এবং তাহাতেই তাহার রোগনাশ হয় ।

জননী প্রতি বলিতেছেন যে, “হে পাপ-তাপ-পরিষ্কিষ্ট জগদ্বানী জীব-নিচয় ! তোমরা যাহাকে যাহাকে ‘তৎ’ অর্থাৎ সেই (ব্রহ্ম) বস্তু বলিয়া জানিতেছ, তাহা তাহা (তৎ ন) অর্থাৎ সে বস্তু নহে । ব্রাহ্ম জীব ! তোমরা যে নশ্বর দেহাদির উপর আমি মনুষ্য, আমি কর্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি আরোপ করিতেছ, এই নশ্বর দেহাদি সে প্রকৃত আমি (আত্মা) নহে । সে পদার্থ বা সেই প্রকৃত আমি (আত্মা) এই নশ্বর দেহাদি মদৃশ দেশ-কাল-বস্তু পরিচ্ছিন্ন নহেন, তিনি অবিনাশী, দেশকাল ও বস্তু কর্তৃক অপরিচ্ছিন্ন ; তিনি স্বতঃ প্রকাশস্বরূপ, সকল প্রাণীর হৃদয়ে, অধিক কি সর্বত্রই তিনি সম অবিকৃতভাবে নিত্য বিদ্যমান এবং সকলের অন্ত অর্থাৎ শেষ স্বরূপ । স্থূল কথা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ইহ জগতে পরিদৃশ্যমান পদার্থ নিচয়ের একটা অন্ত বা শেষ আছে, কিন্তু সেই আত্মা বা আমি সকল পদার্থেরই শেষ স্বরূপ, তাঁহার আর শেষ নাই । অজ্ঞানাজ্ঞকারে তোমাদের নয়ন অন্ধীভূত হইয়াছে, কুসঙ্গীর কুচক্রে বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে । তাই আজ তোমরা আত্মস্বরূপ বা প্রকৃত আমার স্বরূপ দেখিতে পাইতেছ না । কত শত শত সহস্র সহস্র স্থলে এই আমিকে দেখি দেখি করিয়াও, কোথাও স্থির অবিকৃতভাবে দেখিতে পাইতেছ না । আর আর বাছা ! আমার হিত কথা শোন, ছয় জন কুজনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আগার কোলে আর বাছা ! প্রকৃত আমি কে চিন্তে পারবি । আর তোদের বার বার কঠোর জনন-মরণ যাতনা ভোগ করিতে হইবে না । সেই প্রকৃত আমি তোদের দূরে নাই, সে আমি সর্বত্রই আছেন, তাঁহার জনন-মরণাদি নাই, এবং সেজন্ম তাঁহাকে যে জানে তাহারও জনন-মরণ আর হয় না । তাঁহার শোকও নাই, মোহও নাই ; অতএব তাঁহাকে যে জানে তাহার শোক ও মোহ দূরে পলায়ন করে ।

তাই বলি দেখে ! শাস্ত্র অজ্ঞাত পদার্থ জানাইয়া প্রমাণের স্থান অধিকার করে না, কিন্তু প্রকৃত আমিকে জানাইয়া দেয় বলিয়া তাহার প্রামাণ্য

অতএব যখন তুমি জানিতেই পারিতেছ যে, আত্মা অপ্রমেয়, বলিয়া তাঁহার বিনাশ নাই, তখন তোমার আর কিছু না হউক, স্বধর্ম (ক্ষত্রিয়ধর্ম) হইতে নিরন্তর হওয়া একান্ত অনুচিত । ছি সখে ! যুদ্ধ হইতে উপরত হইওনা ।

পূজ্যপাদ ভাষ্যকার শ্রীমদ্ভগবানুজের অভিপ্রায় পরিব্যক্ত হইতেছে । ভগবানু পূর্বশ্লোকে আত্মার অবিনাশিত্ব প্রতিপাদন করিয়া, এই শ্লোকে দেহের বিনাশশীলতা প্রতিপাদিত কবিত্তেছেন । হে ভারত অর্জুন ! যেমন উপচয়াপচয়ান্নক ঘটাদি দৃশ্যমান পদার্থ সকল অন্তবন্ত অর্থাৎ বিনাশশীল, তদ্রূপ শরীরবানু নিত্য আত্মার পাপ-পুণ্যাদি কর্মফলভোগার্থ পঞ্চ-ভুত-সমষ্টি-স্বরূপ এই দেহ-নিচয়ও অন্তবন্ত অর্থাৎ কর্মফল ভোগাবসানে বিনাশ-শীল । কিন্তু কর্মফল ভোগ আত্মা অবিনাশী ; কারণ আত্মা অপ্রমেয়, অর্থাৎ কোন প্রমাণদ্বারা আত্মার উপলব্ধি করা যায় না, তিনি বিভূ (সর্ব-ব্যাপক) অপিচ তিনি প্রমাতৃস্বরূপে উপলব্ধ হন । গীতা শাস্ত্রে (১৩ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে) লিখিত আছে, “এই দেহ-লবল ক্ষেত্র স্বরূপ, ইহা যিনি জানেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, অর্থাৎ প্রমাতা ইত্যাদি । অতএব আত্মা প্রমাতৃ স্বরূপ, সর্বব্যাপক ও নিত্য, এবং শরীর আত্মার কর্মফল ভোগসাধন স্বরূপ উপচয়াপচয়ান্নক এই দেহ বিনশ্বর । হে ভ্রাতৃ সখে ! অতরাং অবিনাশী আত্মা ও বিনাশশীল দেহ এতদ্ব্যতিরিক্ত নিমিত্ত শোক অকর্তব্য । শত্রুপাতাদি পুরুষ ব্যাপারের, অতীত আত্মা অনর্থক ও চিরস্থায়ী । অতএব ধৈর্য্য সহকারে, অমরত্ব কামনা, এই আরক মহাযুদ্ধে বিনিযুক্ত হও ।

অতঃপর পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভগবানুজের সনস্বতী কৃত দীকার ভাবার্থ নিম্নে পরিব্যক্ত হইতেছে । দেহাভিমানী অর্জুনকে যুদ্ধে বিমুখ দেখিয়া, ভগবানু ত্রিবিধ শরীর * হইতে আত্মার স্বাতন্ত্র্য ও নিত্যতা এবং শরীর-ত্রয়ের নশ্বরতা বিশেষ বিচারপূর্বক, পূর্বশ্লোকের ভাবার্থ বিস্তৃত করিয়া,

* মূল শ্লোকে “অন্তবন্ত ইমে দেহা”, ইত্যাদি বাক্যে ভুল, হুম্ম, কারণস্বরূপ সমষ্টি ও ব্যক্তিত্ব ভাব শরীরকে লক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে ভগবানু “দেহা” এই বহুবচনান্ত পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, ক্ষতি ও অসংযমিত্ব একবারে আত্মাকেই অবিনাশী, অপ্রমেয়-স্বরূপ, ত্রুটি-এবং ভোগ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । তৈত্তিরীয় উপনিষদে অন্নময় ঐক্যটি যে পুরুষকেবল উল্লেখ আছে, তাহা শরীররূপ আত্মার ভেদ নহে, ভুল; হুম্ম ও কারণ শরীরের প্রত্যেক ভাগে অন্নময় কোষ দুই সমষ্টি, প্রাণময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ পঞ্চ সমষ্টি এবং আনন্দময় কোষ কারণ সমষ্টি । (২৩২ পৃষ্ঠা, টিপ্পনীতে পুরুষকেবল বিশেষ বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য) ।

ভাঁহাকে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিতেছেন । হে ভারত অৰ্জুন । নিত্য ও
অপ্রকাশরূপ আরোপিত শরীরী আত্মার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণরূপ প্রত্যক্ষ দেহ
সকল অন্তবস্ত অর্থাৎ বিনাশী । তুমি উক্ত নব্বয় শরীর সমূহকে পিতামহ,
গুরু এবং বান্ধবাদিরূপে কল্পনা করিয়া শোক-মোহে অধীর হইয়াছ ।
বাস্তবিক সৰ্ব্বগুহাশায়ী * সৰ্ব্বসাক্ষী আত্মা অবিনাশী, অর্থাৎ দেশ কাল
বস্তুরূপ ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্য ও কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ ; তিনি বিভুরূপে
সৰ্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন । তুমি তাদৃশ আত্মার বিনাশ আশঙ্কা করিয়া
কর্তব্য-বহিস্মৃৎ হইয়াছ । তুমি বিবেকালোক দ্বারা মানসিক ভিমিররাশি
বিদূরিত করিয়া আত্ম সাক্ষাৎকার কর, তবে সহজেই বুদ্ধিতে পারিবে,
কে তোমার পিতামহ, কেবা তোমার গুরু এবং দুৰ্য্যোধনাদির সহিত বা
তোমার কি সম্বন্ধ । হে বিমুক্ত জাতঃ অৰ্জুন । তুমি আমার বাক্যে
নিব্বস্ত হইয়া কর্তব্য-পরায়ণ হও, অর্থাৎ যুদ্ধার্থ গাত্রোত্থান কর ।

অৰ্জুন যেন সন্দ্বিহান হইয়া পুনর্বার বলিতেছেন, হে অজান্ত হরে !
আপনি বলিয়াছেন, দেহবান্ আত্মা ত্রিবিধ-পরিচ্ছেদ-শূন্য অতরাং নিত্য,
কিন্তু কোন প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রমাণীকৃত করেন নাই ; অতএব এতৎ
সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ দেখাইয়া আমার হৃদয়-জাত সংশয়ের নিবারণ
করুন ; নতুবা কিরূপে আপনার ঈদৃশ অটল বাক্যে আমি বিশ্বাস স্থাপন
করিব ? অৰ্জুনের এই আশঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, স্বপ্রকাশ
চৈতন্যময় আত্মা অপ্রমের অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা ভাঁহার অবধারণ
হয় না । প্রতি বলিয়াছেন, “ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা
বিশ্রুত্যো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ । তমেব ভাস্তমনুভাতি সৰ্ব্বং তস্মাচ্চাসা

* বেদান্তসূত্রঃ প্রাণঃ প্রাণবাত্তত্ত্বং মনঃ । ততঃ কর্তা ততো ভোক্তা ওহা সেরং পরম্পরা ॥ ২ ॥ পঞ্চদশী
—পঞ্চকোষ বিবেক । দেহের অর্থাৎ অন্নময়-কোষের অভ্যন্তরে প্রাণময়-কোষ অবস্থিত, প্রাণময়-কোষের
অভ্যন্তরে মন অর্থাৎ মনোময় কোষ অবস্থিত, মনোময়-কোষের অভ্যন্তরে কর্তা অর্থাৎ বিজ্ঞানময়-কোষ অবস্থিত,
এবং বিজ্ঞানময়-কোষের অভ্যন্তরে ভোক্তা অর্থাৎ আনন্দময় কোষ অবস্থিত আছে । অন্নময় হইতে আনন্দময়
পর্যন্ত পঞ্চকোষের (বিবরণ ২৫৫ পৃষ্ঠায় টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) এবং বিধ পরম্পরায়ী ওহা শব্দে অভিহিত হয় । এই
ওহায় অভ্যন্তরেই সেই তত্ত্ব-বস্ত অবস্থিত আছে বলিয়াই বোধ হয়, লোকে বলে “কর্তৃত্ব তত্ত্বং মিহিতং
ওহায়াম্ ।” * গণ্যায়ণতঃ ওহাশব্দে পার্শ্বত্যা অকৃত্রিম গহ্বর বিশেষকৈই বুঝায় । বাস্তবিক মিহিতবাহিত
কোন বস্ত লাভ করা বেরূপ দুঃখ-সাধ্য এই পঞ্চকোষ পরম্পরারূপ ওহায় অভ্যন্তরস্থিত তত্ত্ববস্ত লাভ করিতে
‘সেইরায় দুঃখসাধ্য ।

সর্বমিদং বিভাতি ।” অর্থাৎ ‘চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রগণ ও বিদ্যুন্মালা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ’ নহে, অগ্নি আবার তাঁহাকে কি. আলোক দান করিবে? তিনি প্রকাশিত আছেন বলিয়া জগৎ প্রকাশিত এবং তাঁহার আলোক দ্বারা নিখিল জগৎ আলোকিত,” জগদ্বুদ্ধীপক ভগবান্ দিননাথ সমুদ্ভূত হইলে, যামিনীর ঘোর তিমিরজালারূপে নিখিল জগৎ আলোকিত হয়, কিন্তু সর্বাভাসক জ্যোতির্ময় ভগবান্ মরীচিমালী অস্ত্রের আলোকের সাহায্যে আলোকিত হন না । যদি বল সূর্য্যদেব আলোকাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত হন, তাহা হইলে সেই আলোক প্রকাশের নিমিত্ত আবার আলোকাস্ত্রের আবশ্যক হয়, এরূপ ক্রমে যদি সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে আর আলোকদাতার সীমা থাকে না । তখন সেই স্থানে অনবস্থাদেয় আসিয়া উপস্থিত হয় । অতএব স্বপ্রকাশরূপ সূর্য্যের স্তায় সর্বপ্রকাশক আত্মা স্বপ্রকাশের নিমিত্ত অস্ত্র কোন কারণাস্ত্রের অপেক্ষা করেন না, যেহেতু তিনি স্বয়ংই প্রকাশিত । কিন্তু যখন কাল্পনিক ও অজ্ঞ-জীববৃন্দকে বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রোতৃগণের হিতৈষী ঋতি সকল সেই কল্পনাভীত পরমপদার্থকে (আত্মাকে) সচ্চিদানন্দরূপে কল্পনা করিয়াছেন, তখন উক্ত অলীক কল্পনা নিবারণার্থ এবং সকল কল্পনার মূল কারণ স্বরূপ অজ্ঞান ও তৎকার্য্যনিচয় নিরুত্তিপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ, কল্পিত অস্তঃকরণ-রুত্তি-বিশেষের আবশ্যক । কারণ কল্পিত পদার্থের নিরুত্তি কল্পিত বিষয় হইতেই হইয়া থাকে । অর্থাৎ মোহাজ্ঞীবগণের হৃৎ, দুঃখ, শীত ও উষ্ণ এবং অকু, চন্দন, বনিতা প্রভৃতি বিষয় সকল যেরূপ কল্পিত, তদ্রূপ তত্ত্ব-জ্ঞানার্থ অস্তঃকরণ রুত্তিও কল্পিত । লোকে বলে যেমন যক্ষ দেবতা তাঁহার পূজার উপকরণও তদ্রূপ । এরূপ অলীক কল্পনাবদ্ধ জীবগণের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ “তৎত্বমসি” ইত্যাদি ঋতিবাক্য সকলও আরম্ভ হইয়াছে ।

জীবগণ সংসার-দশা সমুত্তীর্ণ হইয়া স্বস্বরূপে উপনীত হইলে, তখন আর তাহাদের জন্ম-কন্দের কোন কল্পনাই প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না ; কারণ যখন কি তুমি, কি আমি, কি ভীষ্মাদি মণাবীরবৃন্দ সকলেই সর্বময় ব্রহ্মস্বরূপ, তখন আর কে কাহাকে কল্পনা করিবে? অর্থাৎ সর্বকল্পনার আশ্রয় স্বরূপ অস্তঃকরণ তখন একেবারে বিলীন হইয়া যাইবে। তখন উপদেষ্টা গুরু, উপদেশার্থ বেদাদি শাস্ত্র উপদেশাধিকারী শিষ্য এবং পুত্রাপুত্রক .

ভাবাদি কোন পার্থক্যই পরিলক্ষিত হইবে না, কেবল মাত্র অদয় ব্রহ্মস্বরূপে ভাগমান হইবে। কোন আচার্য্য বলিয়াছেন, “অবিজ্ঞাতে তত্ত্বে পরি-
গণনমাগীৎ প্রথমতঃ শিবোহয়ং পূজয়ং গুরুরয়মহং পূজক ইতি। ইদানী-
মদ্বৈতং কলয়তি গুণাতীতমনসং শিবঃ কঃ পূজা কা গুরুরপি চ কঃ কোহহ-
মিতি চ।” অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বে ইনি আরাধ্য দেব শিব, ইনি তত্ত্বো-
পদেষ্টা গুরু, আরাধ্য দেবের ইহাই পূজা এবং আমি পূজক, প্রথমতঃ
এইরূপ চতুর্বিধভেদের গণনা হইয়া থাকে। কিন্তু গুরুর সমীপে উপদেশ
গ্রহণের পর উপদেষ্টে বিষয়ের মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে করিতে,
তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলে, অদ্বৈত ও গুণাতীত ব্রহ্মরূপ প্রকাশমান হইবেন।
তখন শিবই বা কে, পূজাই বা কি, গুরুই বা কে, আর আমিই বা কে ?
তখন আর অন্য কোন ভাবের উদয় হইবে না, কেবল মাত্র ‘তুষ্কীস্থাব
আগ্নিয়া জীবকে আশ্রয় করিবে। নেই সময় জীব, সকল ব্যাপার শূন্য
হইয়া স্থাপুর ন্যায় অচলভাবে অবস্থিতি করিবে। অতএব হে বয়স্ক
অর্জুন! তুমি কল্পনার বশবর্তী হইয়া, সর্বদা ভাগমান, সর্ব কল্পনার
অধিষ্ঠান স্বরূপ, দৃশ্য মাত্রের প্রকাশক আত্মাকে শশ-বিষাণাদির ন্যায়
তুচ্ছ মনে করিও না। তিনি স্বয়ংবেদ্য, অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা—
তিনি এতৎ ত্রিতয়স্বরূপ। ঘট-পটাদি জ্ঞানের ন্যায় ব্রহ্ম-সাধারণ্য
প্রতীতিকালে এতৎ ত্রিতয়ের পার্থক্য থাকে না। ঘটাদি জ্ঞানকালে
প্রথমতঃ মন আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত
মিলিত হয়, পরে ঐ মন ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ে বাইয়া তদাকার ধারণ
পূর্বক আত্মাতে বিষয় সকল প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়, কিন্তু আত্মজ্ঞান
উজ্জ্বল নহে। যেহেতু সেই স্থানে মনের কোন কর্তৃত্ব নাই। ঋতি বলিয়া-
ছেন, “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্ৰাপ্য মনসা সহ।” অর্থাৎ বাহ্য হইতে
বাক্য ও মন উভয় নিবৃত্ত হইয়াছে। তিনি কেবল মাত্র স্বজ্ঞান-গম্য,
কিংবা স্বপ্রমাণ-সিদ্ধ বা স্বতঃসিদ্ধ। “আত্মা একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য,
জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ” ইত্যাদি ঋতি সকলও তাঁহার স্বতঃ প্রামাণ্যই
সিদ্ধ করিয়াছেন এবং পুঙ্খপাদ ভগবান্ আচার্য্য মহাশয়ও যুক্তি দ্বারা
আত্মার প্রকাশকত্ব উপপাদিত করিয়াছেন।

হে শোক-বিমুক্ত অর্জুন! পূর্বোক্ত নানা যুক্তি ও দৃষ্টান্তানুশীলন দ্বারা

“আত্মা, নিত্য, বিভূ, অসংশয়ী, অর্থাৎ জন্ম-মরণ-শূন্য ও সর্বদা একরূপ” । ইহা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া তাঁহার বিনাশ-শক্তি পরিহার কর এবং প্রভূত আয়োজন সহকৃত প্রবৃত্ত-স্বধর্ম্মে (যুদ্ধে) বিরতি অর্থাৎ অনুৎসাহ পরিত্যাগ কর । একবার নেত্রোন্মীলন পূর্বক চতুর্দিক অবলোকন করিয়া দেখ, ঐ তোমার আত্মগণ উপস্থিত সংগ্রামে তোমাকে নিরুৎসাহ দেখিয়া, চির-বৈর-নির্ধাতন ও কাক্ষিত রাজৈশ্বর্যে ভগ্ন-সঙ্কল্প হইয়া, অনিমিষলোচনে তোমার মুখাবলোকন করিয়া রহিয়াছেন । অতএব হে প্রাণাধিক সখে অর্জুন ! তুমি পুনর্বার কর্তব্য কার্য্যে প্রোৎসাহিত হইয়া তাঁহাদিগের চির মনোরথ পূর্ণ কর ॥ ১৮ ॥

—(০০)—

য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈচনং মন্যতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥১৯॥

অনুব্র।—যঃ (পুরুষঃ) এনং (আত্মানং) হস্তারং (বধকর্তারং) বেত্তি (বিজানীতি) যঃ চ এনং হতং (দেহনাশেন সহ অহমপি নষ্ট ইতি) মন্যতে (চিন্তয়তি) তৌ উভৌ (বধকর্তারং বধ্যভূতমিতিবোধ সম্পন্নৌ পুরুষৌ) ন বিজানীতঃ (প্রকৃততত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞানবন্তৌ) বর্তেতে ইতি-শেষঃ) [যস্মাৎ], অয়ং (আত্মা) ন [কঃ] হস্তি (ন বধকর্তা ভবতি) [তথাচ] ন [কেনাপি] হন্যতে (হননকর্ম্মভূতো ভবতি) ॥ ১৯ ॥

প্রাতিশব্দ।—যে-ব্যক্তি এই আত্মাকে হননকর্তা জানে এবং যে ইহাকে হত মনে-করে, সেই উভয়েই জানে না [যেহেতু] ইনি (কাঁহাকে) হনন-করেন না [সেইরূপ] [কাঁহার দ্বারা] হত-হন না ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা।—যে অজ্ঞানাত্ম ব্যক্তি আত্মাকে বধকর্তা বলিয়া মনে করে বা দেহনাশে আত্মনাশ হইবে বলিয়া বোধ করে, তাহার উভয়েই প্রকৃততত্ত্ববিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ; কারণ আত্মা কখন কাঁহাকে বধ করেন না এবং কাঁহারও কর্তৃক হতও হন না ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—শ্লোকমোহাদিগম্যাকারণনিবৃত্তার্থং গীতাপাত্ৰং ন প্রযত্করিত্যভ্যুপার্গত সাকীভূতে ঋচাবানিয়ার্ভগবান্ । যত্নমন্তসে যুদ্ধে ভীতাদ্যদো ময়া ইত্যন্তে অহমেব ভেষাং হস্তেভ্যো বুদ্ধিস্বৈব তে, কথং? য এনমিতি । য এনং প্রকৃতং বেদিনং বেত্তি

বিজ্ঞানান্তি হস্তারং হননক্রিয়ায়াঃ কৰ্ত্তারম্ । যট্টেনমন্তো মন্ততে, হতং দেহহননেন হতোহি-
মিতি হননক্রিয়ায়াঃ কৰ্ম্মভূতং, তাবুভৌ ন বিজ্ঞানীতো ন জ্ঞাতবন্তৌ, অবিবেকেনাত্মানমহং-
প্রত্যয়বিষয়ং হস্তাহং হতোহিহ্মাহমিতি দেহহননেন আত্মানং বৌ বিজ্ঞানীতস্তাবাত্মস্বরূপানভিজ্ঞা-
বিত্যর্থঃ, যস্মিন্নায়মাশ্চ ন হস্তি ন হননক্রিয়ায়াঃ কৰ্ত্তা ভবতি, ন চ হস্ততে ন চ কৰ্ম্ম ভবতীত্যর্থঃ
অবিক্রিয়ত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি ।—“অবিনাশি তু তবিক্” ইত্যত্র পূর্বার্দ্ধেন তৎপদার্থসমর্থনযুক্তপূর্বার্দ্ধেন
নিরীকরণবাদস্ত পরিণামগণনস্ত বা নিরাকরণাদাত্মনি জ্ঞানাপ্রতিভানন্তোপচারিকত্বপ্রদর্শনার্থ-
মন্তবন্ত ইত্যাদিবিচনমিতি কেচিৎ । অস্ত নামায়মপি পদাঃ, পূর্কোক্তস্ত গীতাশাস্ত্রার্থস্তো-
প্রেক্ষ্যাত্মমূলত্বং নিরাকৰ্ত্তং মন্তব্যং ভগবানানীতবানিতি শ্লোকষয়স্ত সঙ্গতিং দর্শয়তি
শোকমোহাবীতি । তত্র প্রথমমন্তস্ত সঙ্গতিমাহ যদ্বিতি । প্রত্যক্ষনিবন্ধনত্বাদিমুখ্যা যুদ্ধে-
মুখ্যমন্তমিত্যাক্ষিপতি কথমিতি । প্রত্যক্ষস্তজ্ঞানমন্তত্বেনোভাসত্বাৎ তৎকৃত্য বুদ্ধিন্
প্রমেতি পরিহরতি য এনমিতি । “হস্তা চেমন্ততে হস্তং” ইত্যাদ্যাম্চমর্থতো দর্শয়িত্বা ব্যাচষ্টে
য এনমিতি । হস্তারং হতকাশ্মানং মন্তমানস্ত কথমজ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্যাহ হস্তাহমিতি । হস্তাদি-
জ্ঞানমজ্ঞানমিত্যত্র হেতুনাহ যস্মাদিতি । আত্মনো হননং প্রতি কর্ত্তব্যকৰ্ম্মণোরভাবে হেতুং
দর্শয়তি অবিক্রিয়বাদিতি ॥ ১৯ ॥

রামানুজ ।—এবমুক্তস্বভাবমাশ্মানং প্রতি হস্তারং হননহেতুকমপি যো মন্ততে
যট্টেনং কেনাপি হেতুনা হতং মন্ততে, উভৌ তৌ ন বিজ্ঞানীতঃ । উট্টেহেতুভিরস্ত নিত্য-
ত্বাদেবায়ং হননহেতুন ভবতি । অতএব চায়মাশ্চ ন হস্ততে । (হস্তিত্বাত্তুরপ্যাক্ষকৰ্ম্মশরীর-
বিয়োগকরণবাচী) “ন হিংস্তাৎ সৰ্ব্বা ভূতানি” ইতি, “ব্রাহ্মণো ন হস্তব্যঃ” ইত্যাদীভূপি শাস্ত্রাণি
তত্ত্বজ্ঞরীঃ বিয়োগ করণবিবরানি ॥ ১৯ ॥

হরুমানু ।—শোক-মোহাদি-সংসার-সাগর-নিবৃত্ত্যর্থং গীতাশাস্ত্রং প্রবর্ত্তত ইত্যে-
তদ্ব্যর্থস্ত সাক্ষিকৃত্তেহস্ত ঋচাপানিনায় ভগবান্ যৎ স্বং মন্তসে যুদ্ধে ভীয়াদরো হস্তস্তে অহমেবাং
হস্তেতি এষা বুদ্ধি মূষৈব, সা তে কথং ? য এনমিতি । য এনং প্রকৃতদেহিনং বেত্তি হস্তারং
যট্টেনং মন্ততে হতং দেহ-হননক্রিয়ায়া ন কৰ্ত্তা, ন হন্যতে ন কৰ্ম্ম ভবতি ইত্যর্থঃ,
অবিক্রিয়ত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর ।—তদেবং ভীয়াধিমুত্থানমিত্তঃ শোকো নিবারিতো যচ্চাত্মনো হস্তদ্বনিমিত্তং
জঃখমুক্তং “এতান্ ন হস্ত মচ্ছামি” ইত্যাদিনা তদপি তদেব নিনিমিত্তমিত্যাহ য এনমিতি ।
এনমাশ্মানমাশ্মনো হননক্রিয়ায়াঃ কৰ্ম্মত্বং কর্ত্তব্যমপি শাস্তীত্যর্থঃ । তত্র হেতুনায়মিতি ॥ ১৯ ॥

বলদেব ।—উক্তমবিনাশিত্বং দ্রষ্টয়তি য এনমিতি । এনমুক্তস্বভাবমাশ্মানং জীবং
যো হস্তারং ঋজাদিনা হিংসকং বেত্তি, যট্টেনং তেন হতং হিংসিতং মন্যতে তাবুভৌ তৎস্বরূপং

ন বিজানীতঃ অতিশূন্যত চৈতন্ত্যত তত্র হেদাত্তসত্তাবারমায়্যা হস্তি ন হস্ততে । হস্তে: কর্তা কর্ণ চ ন ভবতীত্যর্থঃ । হস্তেদেহবিয়োগার্থস্তত্র ভেনাশ্বনাং নাশো মন্তব্যঃ । শ্রুতিশ্চৈবমাত, “হস্তা চেন্মনাতে হস্তং হতশ্চেন্মনাতে হতম্” ইত্যাদিন । এতেন “মঃ হিংস্তাৎ সর্ক্সা ভূতানি” ইত্যাদিবাধ্যং দেহবিয়োগপরং ব্যাখ্যাতম্ । ন চামাশ্বনঃ কর্তৃত্বং প্রসিদ্ধমিতি বাচ্যং, দেহ-
বিয়োগজনে তৎ তস্য সত্ত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

মধুসূদন ।—নবেদম্ “অশোচ্যানশ্বণোচশ্বমিত্যাদিনা ভীয়াদিবদ্বিচ্ছেদনিবন্ধনে শোকেহপনীতেহপি তদ্বধকর্তৃত্বনিবন্ধনস্য পাপস্য নাস্তি প্রতীকারঃ, ন হি বহু শোকে নাস্তি তত্র পাপং নাস্তীতি নিরমঃ, যেষ্যত্রাঙ্গণবধে শোকাবিধয়ে পাশুভাবপ্রসঙ্গাৎ; অতোহহং কর্তা স্বং প্রেরক ইতি ষ্মোরপি হিংসানিমিত্তপাতকপণ্ডেরমুক্তমিদং বচনং; “তস্মাৎ যুধ্যত ভারত” ইত্যাদ্য কাঠকপঠিতয়া স্লাচা পরিহরতি তগবান্ ব এনমিতি । এনং প্রকৃতং দেহিনং অদৃশ্যত্বাদিশূণ্যকং যো হস্তারং হননক্রিয়ায়াঃ কর্তারং বেত্তি, অহমস্যা হস্তেতি বিজানীতি, যশ্চান্য এনং মন্যতে হতং হননক্রিয়ায়াঃ কর্তৃত্বং দেহহননেন হস্তেহহমিতি বিজানীতি, তাবুভৌ দেহাতিমানিহাদেনমবিকারিণমকারকবতাবমাস্বানম্ ন বিজানীতো ন বিবেকেন জানীতঃ শাস্ত্রাৎ । কস্মাৎ? যস্মাৎ নায়ং হস্তি ন হন্যতে, কর্তা কর্ণ চ ভবতীত্যর্থঃ । অত্র য এনং বেত্তি হস্তারং হতকেতোভবতি বক্তব্যে পদানামাবুত্তিকীক্যা-
লঙ্কারার্থা । অথবা, য এনং বেত্তি হস্তারং তাকীকাদিরাস্বানঃ কর্তৃত্বাত্মাপগমাৎ, তথা যশ্চৈনং মজ্ঞতে হতং চার্কীকাদিরাস্বানো বিনাশিত্বাত্মাপগমাৎ, তাবুভৌ ন বিজানীত ইতি বোধ্যম্; বাদিতেদখ্যাপনার পৃথগুপস্তাসঃ; অতিশুরাতিকাতরবিবরতরা বা পৃথগুপদেশঃ । “হস্তা চেন্মনাতে হস্তং হতশ্চেন্মনাতে হতম্” ইতি পূর্বার্কে শ্লোতঃ পাঠঃ ॥ ১৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু “নাসতো বিদ্যাতে ভাবঃ” ইতি ভ্যারেনাসতো মাত্রাদেমিথ্যাঞ্জন নিঃস্বরূপত্বাৎ কর্তৃত্বং ন সম্ভবতি, অতঃ সত এব কর্তৃত্বং বহুমোক্ষভাক্তক বাচ্যম্, অস্তপা অন্তঃকরণে বদ্ধ আস্বানন্ত মোক্ষ ইতি তরোঠৈরধিকরণ্যং জ্ঞাৎ, তথা “বেন সর্ক্সমিদং ততম্” ইতি সতো দেহাত্ম্যপাদানত্বকোক্তং, তথা চ হননক্রিয়ায়াং প্রত্যেকষ্টেব কর্তৃত্বং কর্ণবর্কীপততি, তচ্চ—বিকৃতং, আস্বানি স্বব্যাপারযোগাৎ, ন হি বহির্কীহিং দহতীতি যুক্তমিত্যশঙ্ক্যাহ, য এনমিতি । যশ্চ তাকীকাদিরেনমাস্বানং হস্তারং হননক্রিয়ায়াঃ কর্তারং মজ্ঞতে, যশ্চ চার্কীকাদিরেনং হতং হননক্রিয়ায়াঃ কর্তৃত্বং মজ্ঞতে, তাবুভাবপি ন জানীত আস্বানত্বমিতি শেষঃ । যস্মাৎ “নায়ং হস্তি ন হস্ততে, স হি যঃ কর্তা স আস্বা, নাপি দেহ আস্বা, তরোঃ প্রাগেবানাস্বাত্ববধারণাৎ । অরং ভাবঃ—যথারঃপিণ্ডে বহিস্বদ্বাদেব দণ্ডত্বং ন তু স্বতঃ, এবং মাত্রাত্ম্যদরশমনিরতঃ কর্তৃত্বং মাত্রাদিধর্ম এব, নাস্বানঃ; আস্বানি তু কর্তৃত্বপ্রতীতিমাত্রাদি-
স্বদ্বাদেব, অতো মাত্রাদিবিশিষ্টস্যেব বক্তো ন কেবলস্য, মোক্ষন্ত মাত্রাদিবিয়োগ এবোতি ন বহুমোক্ষরোঠৈরধিকরণ্যম্ । ন চ মাত্রাদেনিঃস্বরূপত্বমিতি, সত্যাসত্তাত্ম্যমনির্কস্টনীয়স্য স্ব্যবহারযোগ্যস্য অক্ষজটনকবাণস্য স্বপ্নমাঙ্গগন্ধর্কনগরাদিতুল্যস্য, তৎস্বরূপস্যাত্মাপগমাৎ,

তন্মায় কৰ্ত্তৃকমাত্রধর্মঃ । যথোক্তং, “আত্মা কৰ্ত্তৃদ্বিরূপশ্চেত্সা কাক্ষীত্বিহি মুক্তভাম্ । নহি স্বভাবো ভাবানাং বাবর্জ্যেতৌক্ষ্যবদ্রবেঃ ॥” ইতি । কিঞ্চ কৰ্ত্তৃৎ রাগদ্বेषাদিবিকারবত এব ! সম্ভবতি, তৎসংশ্লিষ্টাঃ হুঃখীতি আত্মনোহনুভূয়মানং সাক্ষিত্বং বাধ্যতে । যথোক্তং, “নর্জ্যে স্যাৎক্রিয়া হুঃখী সাক্ষিতা কা বিকারিণঃ । দীবিক্রিয়াসহস্রাণাং সাক্ষ্যতোহহমবিক্রিয়ঃ ॥” ইতি । ন চ সত্যো দেহাভ্যাপাদানভেন হননক্রিয়াকর্ম্মৎ সম্ভবতি, : বিবর্ত্তবাদাত্মাপগমাৎ, ন হৃদ্যন্ত্য ধর্ম্মৈরধিষ্ঠানে বিকারো দৃশ্যতে । যথোক্তং ভাষ্যে—“যত্র যদধ্যন্তঃ, স : তৎকৃতেন শুণেন দোষণে বা অগ্ন্যভ্রাণাপি ন সঘধ্যতে” ইতি । বিবর্ত্তকৈতদ্দ্বৈতঃ—“ন হি তুমিরূপবতী ৷ যুগতুড়্জলবাহিনী সয়িতমুদ্রহতি । যুগবারিপূরপরিপূরবতী ন নদী তথোপরভূবঃ স্পৃশতি ॥” ইতি । এতেন কৰ্ত্তৃকর্ম্মস্বয়োরনাত্মধর্ম্মস্বাদানাত্মনশ্চানেকরূপত্বা-
দেবজ্ঞাননি তদুত্তরবিরোধোক্তাবনমপি নিরন্তং বেদিতব্যম্ । এবং চার্কাকতাক্ষিকাত্মিমতো দেহাস্বকৰ্ত্তৃস্ববাদৌ “হস্তা চৈক্সত্তে হস্তং হতশ্চৈক্সত্তে হতম্ । উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ঃ হস্তি-ন হস্ততে ॥” ইতি কাঠকোক্তেন মন্ত্ৰেণ পূর্বার্কে পাঠভেদাৎ পাঠিতেন পরিহৃতৌ বেদিতব্যৌ ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—তো বয়স্ত অর্জুন ! ত্বয়া আন হস্তে: কৰ্ত্তা, নাপি হস্তে: কর্ম্ম ইত্যাহ, য এনমিতি । এনং জীবাত্মানং হস্তারং বেত্তি, ভীষ্মাদীনজ্জুনো হস্তীতি যো বেত্তীত্যর্থঃ । হতমিতি ভীষ্মাভিতরজ্জুনো হন্যত ইতি যো বেত্তি, তাবুভাবপ্যজ্ঞানিনৌ । অতোহজ্জুনোহয়ং স্তরজ্জনং হস্তীতি অজ্ঞানিলোকগীতাদৃশসং: কা তে ভীতীরিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য ।—ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরি মহাশয় লিখিয়াছেন । পূর্বোক্ত বাক্য পোষণার্থ পুনর্বার ভগবান্ বলিতে-
ছেন, হে অর্জুন ! শৌক-মোহাদি রূপ সংসার কারণের নিবৃত্তির নিমিত্ত
আম্মার স্বকপোল-কল্পিত এই গীতা শাস্ত্রই যে প্রস্তুত হইয়াছে, এরূপ
নহে, ঈদৃশ উপদেশ পূর্ণ প্রভুত শাস্ত্র সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে । ইহা
প্রত্যর্ক দেখাইবার নিমিত্ত ভগবান্ এই স্থলে কঠোপনিষদীর মন্ত্রদ্বয়
উদ্ধৃত করিয়াছেন । হে অমাত্য বয়স্ত ! তুমি বিবেচনা করিয়াছ যে,
ভীষ্মাদি বীরগণ আমা দ্বারা হত হইবে এবং আমি ইহাদের হস্তা,
তোমার ঈদৃশী বুদ্ধি নিতান্ত অমাত্যক । কারণ, কঠোপনিষদে
(১ । ২ । ১৯) উক্ত হইয়াছে, বাঁহারা দেহোপাধিক অবিনাশী আত্মাকে
হস্তা অর্থাৎ স্থলদেহ হনন ক্রিয়ার কৰ্ত্তা এবং হত অর্থাৎ দেহ হননে
আমিও হত (হন ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে) বিবেচনা করেন তাঁহারা আত্মতত্ত্ব
বিষয় কিছুই অবগত নহেন । তাঁহাদের অবিবেকের প্রবলতা বশতঃ
আত্ম-স্বরূপ বিষয়ে স্নানভিজ্ঞতা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে ।

যে হেতু আত্মা নির্জন্ম ও অবিকারী। সুতরাং তাদৃশ আত্মা হনন-ক্রিয়ার কৰ্ত্তা নহেন এবং কৰ্ম্মও নহেন। হে ধীরাঃগণ্য অৰ্জুন! অতএব অবি-
নশ্বর আত্মাস্বরূপ ভীষ্মাদি বীরগণ তোমার বধ্য এবং তুমি তাঁহাদের হস্তা
ইহ। তোমার নিশ্চয়ই ভ্রম। তুমি বিবেক-বলে তাদৃশ ভ্রমকে বিদূরিত
করিয়া কৰ্ত্তব্য কার্য্যে একান্ত অনুরক্ত হও।

অতঃপর চীকার শ্রীমদ্ভগবদ্ভগবৎ সরস্বতী মহাশয়ের অভিপ্রায় প্রকটিত
হইতেছে। হে সখে! যদি বল, স্বীকার করিলাম, ভীষ্মাদি বন্ধু-বর্গের
বিচ্ছেদ নিবন্ধন শোক-প্রকাশ করা আমার উচিত নহে; কিন্তু তাঁহাদিগের
বধ-জনিত যে ভয়ঙ্কর পাপ আনিয়া আমাকে আক্রমণ করিবে, সেই পাপের
হস্ত হইতে কিরূপে নিস্তার পাইব? আর এরূপও কিছু নিয়ম নাই যে,
যেখানে শোক নাই, সেখানে পাপও নাই। আমার হেঁয়াদ্রাক্ষণকে
বধ করিলে হয় তো আমার কিছুমাত্র শোক না হইতে পারে, কিন্তু তাহা
বলিয়া আমি পাপের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। প্রিয়ই হউক
আব অপ্রিয়ই হউক, ব্রহ্ম-ত্যা-জনিত পাপ আমাকে ভোগ করিতে
হইবেই হইবে। অতএব এক্ষণে জানিয়া শুনিয়া এই লোমহর্ষণ পাপজনক
হত্যাকাণ্ডে কিরূপে নিপ্ত হইব? আব এ বিষয়ে কেবলমাত্র আমি নহি,
তুমিও পাপভাগী হইবে, কারণ তুমি আমাকে এই ঘোরতর নৃশংস
ব্যাপারে বিনিযুক্ত করিতেছ। সুতরাং তোমার পূর্বোক্ত যুদ্ধ-করণ-প্রবর্তক
বাক্যসমূহ নিতান্ত যুক্তি-পথ-বহির্ভূত। অৰ্জুনেব এবং বিধ বাক্যের উত্তর
স্বরূপে ভগবান্ বর্ণিতেছেন, — তাহাও বলিতে পার না, কারণ অদৃশ্যাদি-
গুণবিশিষ্ট প্রকৃত আত্মা বা দেহী কাহারও বধ-সাধন করেন না এবং
তাঁহাকেও কেহ বধ করিতে পারে না। এ বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ স্বতঃ প্রমাণ
বেদের * একটী বচন তোমাকে উপহাস প্রদান করিতেছি, আদরে গ্রহণ

* বেদের আদেশই অপ্রতিহত মত। বৈদ্য স্বতঃ প্রমাণ' অর্থঃ নিজেই নিজের প্রমাণ, অন্য প্রমাণ
হ বা তাঁহাকে প্রমাণিত করিতে হয় না। যেহেতু পণ্ডিত পাবনী জাতিবী সলিল সর্পবিধ অগণিত পদার্থের
পরিভ্রমণ সাধন করেন বটে, কিন্তু তাহার পরিভ্রমণ কারক অন্তর্বিধ পদার্থের প্রয়োজন হয় না বা নাই;
যেহেতু সর্পভুক্ত বহিঃ সর্পবিধ পদার্থের শুদ্ধই সম্পাদন করেন বটে, কিন্তু তাহার শুদ্ধি কারক অন্য পদার্থের
প্রয়োজন হয় না বা নাই; সেইরূপ বৈদ্য সর্পবিধ' বাক্যের প্রমাণত্বকণ হইলেও তাহার প্রত্যয়ের সংস্থাপক
আর প্রমাণত্বের প্রয়োজন হয় না বা নাই। জাহ্নবী-সলিল বৈদ্য স্বতঃ পরিভ্রমণ, অগ্নি বৈদ্য স্বতঃ শুদ্ধ,
বৈদ্য সেই রূপ স্বতঃ প্রমাণ। বাহার প্রমাণে সর্পবিধ পদার্থই প্রমাণীকৃত হয়, সেই সর্পপ্রমাণ সনাক্ত

কর, সকল শক্তি দূর হইবে । বেদ বলিতেছেন, “য এনং বেত্তি হস্তারম্” অর্থাৎ তार्কিকাদির মত যে বিকৃত-বুদ্ধি ব্যক্তি এই দেহীকে হনন-ক্রিয়ার কর্তা বলিয়া জানেন, এবং “যশ্চেনং মন্যতে হতম্” অর্থাৎ চার্বাকাদির মত কলুষিতচিত্ত যে ব্যক্তি এই দেহীকে হনন-ক্রিয়ার কর্ম বলিয়া জানেন, “উভৌ তৌ ন বিজ্ঞানীতঃ” অর্থাৎ তাঁহারা নশ্বর দেহে “আমি, আমার” ইত্যাকার অভিমান-বিশিষ্ট । যিনি সর্ববিধ বিকার-পরিহীন, বাঁহার উপর কর্তৃকর্মাদি কারকের আরোপ হইতে পারে না, এবং বিধ দেহীর (আত্মার) শাস্ত্রানিদ্ধ স্বরূপ তাঁহারা সমবগত নহেন । কারণ বেদ বলিতেছেন, “নায়াং হস্তি ন হন্যতে” অর্থাৎ এই দেহী কাহাকেও বধ করেন না (হনন-ক্রিয়ার কর্তা হন না) এবং কাহাকর্তৃক হতও হন না (হনন-ক্রিয়ার কর্মও হন না) ।

স্থূল কথা, বাঁহারা এই নশ্বর দেহের উপর “আমি” রাজ্যের স্থাপন করেন, তাঁহারা “আমি অস্তের হস্তা”, “আমি অন্য কর্তৃক হত” আত্মার উপর ইত্যাদি রূপ কর্তৃকর্মাদি কারকের আরোপ করিয়া থাকেন । বস্তুতঃ শাস্ত্র বিচার করিলে দেখা যায় যে, আত্মা বা প্রকৃত আমি এই স্থূল দেহের স্থায় দৃশ্য পদার্থ নহেন, বিকারী বা নশ্বরও নহেন, অতরাং প্রকৃত আমি (দেহী বা আত্মা) কাহাকেও বধ করেন না এবং কাহা কর্তৃক হতও হন না, অতএব তাঁহাতে পাপ-স্পর্শ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

উপসংহারে বক্তব্য যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমালোচ্য শ্লোক, ভগবান্ কর্তৃক, প্রমাণ-স্বরূপে কঠোপনিষদ্ নানক স্থপ্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ হইতে, ঈশং রূপান্তর সহকারে, গৃহীত হইয়াছে । কঠোপনিষদে এই শ্লোক এই ভাবে লিপিবদ্ধ আছে । যথা ; “হস্তা চেন্মন্যতে হন্তং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্ । উভৌ তৌ ন বিজ্ঞানীতৌ নায়াং হস্তি ন হন্যতে ॥” (কঠোপনিষদ ১।২।১৯) । পাঠকগণ দেখিবেন, শ্লোকের প্রথমার্ধে যৎসামান্য শব্দগত বিভিন্নতা আছে, দ্বিতীয়ার্ধে অবিকল পাঠ রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

বেদকে আবার কোন্ তুচ্ছ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণীকৃত করিব ? শর্করা সংযোগে সর্ববিধ মিষ্টই সম্পাদন করা যায়, কিন্তু সেই শর্করাকে আবার কোন্ তুচ্ছ ভস্মাদি মিষ্ট করবে ? অন্যান্য সর্ববিধ পদার্থ তোমাদেহে লয় যারা হস্ত সুখাদি প্রদান করিতে হয়, কিন্তু জলপান করিয়া কি দিয়া হস্তমুখ প্রদান করিবে ?

ঐযুক্ত গণ্ডিক অতুলকৃক গোখারী ।

ন জায়তে ত্রিযতে বা কদাচি-
 ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
 অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো
 ন হন্যাতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

অম্বয় ।—অয়ং (আত্মা) কদাচিৎ (কস্মিন্ কালে) ন জায়তে (উৎপদ্যতে) বা ত্রিযতে (বিনশ্চতি) ভূত্বা (উৎপদ্য) বা ভূয়ঃ (পুনঃ) ন ভবিতা (ন জায়তে) অজঃ (জন্মশূন্যঃ) নিত্যঃ (সৰ্ব্বদৈক-
 রূপঃ) শাস্বতঃ (অপকল্পবিহীনঃ) পুরাণঃ (পরিণামরূপান্তরশূন্যঃ)
 শরীরে হন্যমানে (বিপরিণম্যমানে) ন হন্যাতে (ন বিপরিণম্যতে) ॥ ২০ ॥

প্রতিশব্দ ।—আত্মা কখনও জন্মেন-না বা মরেন না কিংবা উৎপন্ন-
 হইয়া পুনর্বার উৎপন্ন-হইবেন না জন্ম-বিহীন সৰ্ব্বদা সমস্তাব অপকল্প-
 রহিত রূপান্তর-বিহীন শরীর বিনষ্ট-হইলে হত-হন না ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা ।—আত্মা জন্মমরণ বিরহিত । দেহের ন্যায় আত্মা উৎপন্ন
 হইয়া বিনষ্ট এবং বিনষ্ট হইয়া পুনরুৎপন্ন হন না । আত্মার জন্ম
 নাই বলিয়া অজ, সৰ্ব্বদা একরূপ বলিয়া নিত্য, কল্প নাই বলিয়া শাস্বত,
 রূপান্তর নাই বলিয়া পুরাণ । দেহ বিনষ্ট হইলেও মেই দেহাভীত
 আত্মার বিনাশ হয় না ॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কথমবিক্রি়া আত্মা ? ইতি দ্বিতীয়া সন্দেহঃ, ন জায়ত ইতি । ন
 জায়তে নোৎপত্ততে অনিলক্ষণা তু সত্ত্ববিক্রিয়া নায়নো বিদ্যত ইত্যর্থঃ, তথা ন ত্রিযতে বা তত্র
 বাশকশ্চার্গে, ন ত্রিযতে চেত্যত্বা বিনাশলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষেধ্যতে, কদাচিচ্ছন্দঃ সৰ্ব্ববিক্রিয়া-
 প্রতিষেধেঃ সন্দেহাতে, ন কদাচিজায়তে ন কদাচিন্ম্রিয়ত ইত্যেবং, যদ্বাদয়মায়া ভূত্বা ভবন-
 ক্রিয়াময়ভূম পশ্চাদ্ভবিতা অভাবং গন্তা, ন ভূয়ঃ পুনস্তন্মায় ত্রিযতে, যো হি ভূত্বা ন ভবিতা
 স ত্রিযত ইত্যুচ্যতে লোকে, বাশকানশকাকারমায়া ভূত্বা বা ভবিতা দেহবদ ভূয়ঃ পুনস্তন্মায়
 জায়তে, যো হুত্বা ভবিতা স জায়ত ইত্যুচ্যতে, নৈবমায়া অতো ন জায়তে, যদ্বাদেবং তন্মায়-
 নজো বিন্মায় ত্রিযতে তন্মায়িত্যন্ত । যদ্বাপ্যাত্তন্ত্রয়োবিক্রিয়য়োঃ প্রতিষেধে সৰ্ব্বা বিক্রিয়াঃ প্রতি-
 বিদ্ধা ভবন্তি তথাপি মধ্যভাবিনীনাং বিক্রিয়ানাং তদর্থঃ স্বশব্দেনৈব প্রতিষেধঃ কর্তব্য ইত্যঃ

হুস্তানাংমপি বৌবনাদিসমস্তবিক্রিয়াণাং প্রতিষেধো যথা 'ত্ৰাদিত্যাহ শাশ্বতইত্যাদিনা । শাশ্বত ইতাপক্ষরলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিবিধ্যাতে শাশ্বত্বঃ শাশ্বতো নাপক্ষীয়তে স্বরূপেণ নিরবয়বত্বা-
 ন্নিশ্চর্ণ্যাক্ত নাপি গুণক্ষয়েণাপক্ষয়ঃ, অপক্ষয়বিপরীতাপি বুদ্ধিলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিবিধ্যাতে ।
 পুরাণ ইতি যো হবয়বগমেনোপচীয়তে ন বদ্ধতে সোহভিনব ইতি চোচ্যতে, অয়মাত্মা নিরবয়-
 বত্বাং পুরাপি নব এবৈতি পুরাণো ন বদ্ধত ইত্যর্থঃ । তথা ন হত্বতে ন বিপরিণম্যতে,
 হত্বমানে বিপরিণম্যমানেহপি শরীরে । হস্তরত্ন বিপরিণামার্গে দ্রষ্টব্যোহপুনরুক্ততায়ৈ, ন
 বিপরিণমত ইত্যর্থঃ । অগ্নিন্ মস্তে ষড়্ভাববিকারা লৌকিকবস্তুবিক্রিয়া আত্মনি প্রতিবিধ্যাতে,
 সৰ্ব্বপ্রকারবিক্রিয়ারহিত আত্মেতি বাক্যার্থঃ, যস্মাদেবং তস্মাৎ "উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ"
 ইতি পূৰ্বেণ মন্ত্ৰেণাত্ম সঙ্কল্পঃ ॥ ২০ ॥

• আনন্দগনি ।—তদেব সাধয়িতুং ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিন্দিত্যাদিমদ্রাস্তরমব-
 তারয়তি কথয়তি । সৰ্ব্ববিক্রিয়ারাহিত্যপ্রদর্শনেন হেতুং বিশদয়ন্ মন্ত্ৰমেব পঠতি ন জায়ত
 ইতি । জন্মমরণবিক্রিয়াদ্বয়প্রতিষেধং সাধয়তি নায়য়তি । অয়মাত্মা ভূত্বা ন ভবিতা ন
 চাভূত্বা ভূয়ো ভবিতেতি যোজনা । ন কেবলং বিক্রিয়াদ্বয়মেবাত্র নিষিধ্যতে, কিন্তু সৰ্ব্বমেব
 বিক্রিয়াক্রান্তমিত্যাহ অজ ইতি । বাচ্যমর্থযুক্তা বিবক্ষিতমর্থমাহ জনিলক্ষণেতি । বিকল্পার্থং
 ব্যাবর্তয়তি বেতি । নিষ্পন্নমর্থং নির্দিশতি নেত্যাদিনা । সঙ্কল্পমেবাভিনয়তি ন কদাচিদिति ।
 অস্ত্যবিক্রিয়াভাবে হেতুত্বেন নায়মিত্যাди ব্যাচষ্টে যস্মাদिति । উক্তমেব ব্যনক্তি যো হীতি ।
 আত্মনি তু ভূত্বা পুনরভবনাত্মানাস্তি মৃত্যুরিত্যর্থঃ । আত্মনো জন্মাত্মাবেহপি হেতুরিহৈব
 বিবক্ষিত ইত্যাহ বাশক্যাদिति । অভূত্বৈতি ছেদঃ, দেহনদिति ব্যতিরেকোদাহরণম্ । উক্তমে-
 বার্থং সাধয়তি যো হীতি । জন্মাত্মানে তৎপূৰ্ব্বিকান্তিত্ত্ববিক্রিয়াপি নাত্মনোহস্তীত্যাহ যস্মাদिति ।
 প্রাণবিয়োগাদাত্মনো মৃতেরভাবে সবিশেষনাশাভাববন্নিরবশেষনাশাভাবোহপি সিধ্যাতীত্যাহ
 যস্মাদिति । নহু জন্মানাশরোনিষেধে তদন্তর্গনানাং বিক্রিয়াস্তরাণামপি নিষেধসিদ্ধেস্তন্নিষেধার্থং
 ন পৃথগ্ভ্যতিতব্যমिति তত্রাহ যত্নপীতি । অশব্দৈকমধাবর্তিবিক্রিয়ানিষেধাচট্টকরিতি বাবুৎ ।
 আর্থিকেহপি নিষেধে নিষেধস্ত সিদ্ধতয়া শাকো নিষেধো ন পৃথগর্থবানিত্যাশঙ্ক্যাহ "অহুক্তানা-
 মिति । নিত্যশব্দেন শাশ্বতশব্দস্ত পৌনরুক্ত্যং পরিহবন্ ব্যাকরোতি শাশ্বত ইত্যাদিনা ।
 অপক্ষয়ো হি স্বরূপেণ বা স্ত্রাংগুণাপচরতো বেতি বিকল্পা ক্রমেণ দৃশয়তি নেত্যাদিনা । পুরাণ-
 পদভাগত্বার্থং কথয়তি অপক্ষয়েতি । তদেব ক্ষুটয়তি যো হীতি । ন ত্রিয়তে বেতানেন
 চতুর্থপাদস্ত পৌনরুক্ত্যমাত্ম্য ব্যাচষ্টে তথৈত্যাদিনা । নহু হিংসার্থো হস্তিঃ শ্রয়তে তৎ কথং
 বিপরিণামো নিষিধ্যতে তত্রাহ হস্তিরিতি । হিংসাৎসম্ভবে কিমিত্যর্থাস্তরং হস্তেরিয়তে
 তত্রাহ অপুনরুক্ততয়া ইতি । হিংসার্থেষু মূর্তিনিষেধেন পৌনরুক্ত্যং স্ত্রাং তন্নিষেধার্থং
 বিপরিণামার্থত্বমেষ্টব্যমিত্যর্থঃ । পূর্বাবস্থাত্যাগেনাবস্থাস্তরাপতিবিপরিণায়ঃ, তদর্থশ্চেদত্র হস্তিরি-
 য়তে তথা নিষ্পন্নমর্থমাহ নেতি । ন জায়তে ইত্যাদিমদ্রাস্তরমুপসংহরতি অগ্নিরিতি । যস্মাৎ

বিকারাগাম্যানি প্রতিষেধে কলিতমহ সর্কেতি । আত্মনঃ সৰ্ব্ববিক্রিয়ারাহিত্যেহপি কিমাত্ত-
মিত্যাশঙ্ক্যাহ যস্মাদিতি ॥ ২০ ॥

রামানুজ ।—উক্তৈরেব হেতুভিনিত্যাদপরিণামিচ্ছাদাত্মনো জন্মসরণাদয়ঃ সৰ্ব্ব
এবাচেতনদেহধৰ্ম্মা ন সন্তীত্যাচ্যতে ন জায়ত ইতি । তত্র ন জায়তে ত্রিগত ইতি বর্ত্তমানতয়া
সৰ্ব্বেন্ন দেহেষু সৰ্ব্বৈরমুভূয়মানে জন্মসরণে কদাচিদপ্যাত্মানং ন স্পৃশতঃ । নাং ভূত্বা ভবিতা
বা ন ভূয়ঃ, অয়ং কল্পাদৌ ভূত্বা ভূয়ঃ কল্পান্তে চ ন ভবিতা ইতি । ন কেবলং প্রাণপতি-
প্রভৃতিদেহেধাগমেনোপলভ্যমানঃ, কল্পাদৌ জননং কল্পান্তে চ মরণমাত্মানং ন স্পৃশতীত্যর্থঃ ।
অতঃ সৰ্ব্বদেহগত আত্মা অজঃ, অতএব নিত্যঃ, শাশ্বতঃ প্রকৃতিবৎ সদসংপরিণামৈরপি
নাধীয়তে, অতঃ পুরাণঃ পুরাতনোহপি নবঃ সৰ্ব্বদা অপূৰ্ববদমুভাব্য ইত্যর্থঃ । অতঃ
শরীরে হস্ত্যমানেহপি ন হন্যতে অয়মাত্মাপি ॥ ২০ ॥

হনুমান্ ।—কথমবিক্রিয়মায়া ? ইতি দ্বিতীয়ো স্তম্বঃ, ন জায়তে ইতি । ন জায়তে
নোৎপত্তিতে জননম্ ন কৰ্ত্তা, জননলক্ষণা বস্তবিক্রিয়া আত্মনো ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ । তথাং
ন ত্রিগতে বা কদাচিছুৎপত্তিক্রিয়ায়াঃ সত্তাং নানুভবতি । উৎপত্তেঃ সত্তানুভবন্ত মরণাব্যতি-
চারাছুৎপত্তেঃ, স নোৎপত্তিতে জননম্ ন কৰ্ত্তা জননলক্ষণা বস্তবিক্রিয়া ন বিদ্যতে, উৎপত্তি-
সত্তামনুভবন্ ন ত্রিগত ইত্যাচ্যতে, অতোহস্তিত্বলক্ষণা বিক্রিয়া আত্মনো ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ ।
বা শব্দশ্চাৰ্থে, কদাচিচ্ছবঃ সৰ্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধেঃ সম্বধ্যতে । ন কদাচিৎ জায়তে ন কদাচিন্-
ত্রিগত ইতি সৰ্ব্বত্র যোজ্যম্ । অয়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ, অয়মাত্মা ভূত্বা উৎপত্তিক্রিয়ামমুভূয়-
ভূয়ো ভবিতা ন অবস্থাস্তরং প্রাপ্য অবস্থাস্তরং ন প্রাপ্নোতি ন বিপরিণমত ইত্যর্থঃ । বিপরিণাম-
লক্ষণা বিক্রিয়া আত্মনো ন বিদ্যত ইত্যর্থঃ । অজঃ অবয়বোপচয়রূপেণ নোপচীয়তে,
বুদ্ধিলক্ষণা বিক্রিয়া আত্মনো ন বিদ্যত ইত্যর্থঃ । অজো নিত্যঃ অপক্ষয়লক্ষণা বিক্রিয়া আত্মনো
ন বিদ্যত ইত্যর্থঃ । শব্দস্তবঃ শাশ্বতঃ অবিনাশীত্যর্থঃ, অতঃ পুরাণঃ পুরাপি নবঃ পুরাণঃ
সদৈকরূপ ইত্যর্থঃ । তস্মাদ্ হস্ত্যমানে ন বিক্রিয়তে, হস্ত্যমানে বিক্রিয়মাণেহপি শরীরে । অগ্নিন্
মন্ত্রে ষড়্ভাববিকারা লৌকিকীবস্তবিক্রিয়া আত্মনি প্রতিবিধ্যন্তে, সৰ্ব্বপ্রকারবিক্রিয়ারহিত
আত্ম্যতি বাক্যার্থঃ । যস্মাদেবং তস্মাৎ “উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ” ইতি পূৰ্বেণ যুগ্মেণাত
সম্বন্ধঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীধর ।—ন হস্ত্য ইত্যেতদেব ষড়্ভাববিকারশৃঙ্খলেন ঐচ্ছয়তি নেতি । ন জায়ত
ইতি জন্মপ্রতিষেধঃ, ন ত্রিগত ইতি বিনাশপ্রতিষেধঃ, বাশব্দৌ চার্থে, ন চায়ং ভূত্বা উৎপদ্য-
ভবিতা ভবতি অজিত্বং ভজতে, কিন্তু প্রাণেব স্মৃতঃ সজ্জপ ইতি জন্মানস্তরান্তিত্বলক্ষণদ্বিতীয়-
বিকারপ্রতিষেধঃ, তত্র হেতুঃ, যস্মাদজঃ, যো হি জায়তে স জন্মানস্তরমন্তিত্বং ভজতে, ন
তু যঃ স্বতএবাতি স ভূয়োহপ্যাত্তদন্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ । নিত্যঃ সৰ্ব্বদৈকরূপ ইতি বুদ্ধিপ্রতি-
ষেধঃ । শাশ্বতঃ শব্দস্তব ইত্যপক্ষয়প্রতিষেধঃ । পুরাণ ইতি বিপরিণামপ্রতিষেধঃ, পুরাপি নবএ
ন তু পরিণামতো রূপান্তরং প্রাপ্য নবো ভবতীত্যর্থঃ । যদা ভবিতোহাত্মাহবজং কদা ভূয়ো-

হধিকং যথা ভবতি তথা ন ভবিতেন্তি বুদ্ধিপ্রতিষেধঃ । অজ্ঞো নিত্যইতি চোভয়ং বুদ্ধ্যান্তভাবে
হেতুরিতি ন পৌনরুক্ত্যু । তদেবং জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্ততী-
ত্যেবং সাংখ্যাভিভূতক্ৰাঃ বড়্ভাববিকারানিরন্তাঃ । বদ্বর্থমেতে বিকারানিরন্তান্তং প্রস্তুতং
বিনাশাভাবমুপগমহরতি ন হন্ততে হন্তমানে শরীর ইতি ॥ ২০ ॥

বলদেব ।—“অথ জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নিনশ্চতি” ইতি
বাক্যদ্ব্যুক্ত * বড়্ভাববিকাররাহিত্যেন প্রাপ্তকৃত্যনিত্যত্বং দ্রুঢ়মিতি ন জায়তে ইতি । চার্ধে
বাপক্ষৌ । অয়মাত্মা জীবঃ কদাচিদপি কালে ন জায়তে ন ত্রিয়তে চেতি জন্মবিনাশযোগে প্রতি-
ষেধঃ । ন চারমাত্মা ভূত্বাংপদ্য ভবিষ্যতীতি জন্মান্তরজন্মভিত্তিক প্রতীষেধঃ । ন ভূয়
ইতি অয়মাত্মা ভূয়োহধিকং যথা স্তাং তথা ন ভবতীতি বুদ্ধেঃ প্রতিষেধঃ । কুতো ভূয়ো
ন ভবতীত্যর্থঃ, হেতুরজ্ঞো নিত্য ইতি । উৎপত্তিবিনাশযোগী খলু বুদ্ধাদিরূপং বুদ্ধিং
গচ্ছন্ননষ্টঃ । আত্মনস্ত তদুভয়াভাবাং ন বুদ্ধিরিত্যর্থঃ । শাস্বত ইত্যপক্ষয়স্য প্রতীষেধঃ ।
শশ্বৎ সর্বদা ভবতি নাপক্ষীয়তে নাপক্ষয়ো ভবতীত্যর্থঃ । পুরাণ ইতি বিপরিণামস্য
প্রতীষেধঃ । পুরাণঃ পুরাণি নবো ন তু কিঞ্চিন্নতনং রূপান্তরমধুনা ন লভ ইত্যর্থঃ ।
তদেবং বড়্ভাববিকারশূন্যতাদাত্মা নিত্যঃ । যস্মাদীদৃশস্তস্মাক্ষরীরে হন্তমানেহপি স ন হন্ততে ।
তথাচাজ্জুনোহয়ং গুরুহস্তে ব্যবজ্ঞোক্ত্যা হুকীর্ত্তেরবিভ্যতা তস্মা শাস্ত্রীয়ং ধর্মবুদ্ধং
বিধেয়মিতি ॥ ২০ ॥

মধুসূদন ।—কস্মাদয়মাত্মা হননক্রিয়য়াঃ কর্ত্তা কর্ত্ত চ ন ভবতি অবিক্রিয়ত্বাদিত্যাহ
দ্বিতীয়েন মন্ত্রেণ ন জায়ত ইতি । “জায়তেহস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নিনশ্চতি” ইতি
বড়্ভাববিকার ইতি বাদ্যায়ণিরিতি নৈকক্ৰাঃ † । তত্রাত্তন্তয়োনীষেধঃ ক্রিয়তে ন জায়তে
ত্রিয়তে বেতি । বাশবঃ সমুচ্চর্যর্থঃ । ন জায়তে ত্রিয়তে চেত্যর্থঃ । কস্মাদয়মাত্মা নোৎ-
পত্ততে ? যস্মাদয়মাত্মা কদাচিৎ কস্মিদপি কালে ন ভূত্বা অভূত্বা প্রাক্, ভূয়ঃ পুনরপি ভবিতা
ন । যো হত্বস্তা ভবতি স উৎপত্তিলক্ষণাং বিক্রিয়ামহুভবতি । অয়ন্ত প্রাগপি সম্বাদবতো নোৎ-
পদ্যতেহতোহজঃ, তথা অয়মাত্মা ভূত্বা প্রাক্ কদাচিৎ ভূয়ঃ পুনর্ন ভবিতা ন । বাশবদ্বাক্য-
বিপরিবৃতিঃ । যো ই প্রাগভূত্বা উত্তরকালে ন ভবতি ন মৃতিলক্ষণাং বিক্রিয়ামহুভবতি ;
অয়ন্ত উত্তরকালেহপি সম্বাদবতো ন ত্রিয়ন্তেহতো নিত্যঃ বিনাশাযোগ্য ইত্যর্থঃ । (অত্র ন
ভূত্বোত্তর সমাসাভাবেহপি নানুপপত্তিঃ, নানুযাজেধিতিবৎ । ভগবতা পাণিনিয়া ‡ মহাবিশা-

* ভগবান্ বাক একজন প্রদর্শন নিরুক্তকার । তৎপ্রণীত গ্রন্থ বর্ত্তমানকালে বেদপাঠের সর্বপ্রধান
সহায় । তিনি বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনির পূর্বে প্রচলিত হইয়াছিলেন, তৎপক্ষে কোনই সংশয় নাই ।

† বেদের ছয়টা অঙ্গ আছে, নিরুক্ত তাহার অন্যতম । নিরুক্ত শাস্ত্রে বৈদ্যোক্ত বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা ও
প্রয়োগগুলি নির্ণীত আছে । বেদলোচনা মথকে নিরুক্ত নিত্যই অয়োজনীয় শাস্ত্র । অতি প্রাচীনকাল
হইতে বানাবিধ নিরুক্ত গ্রন্থ চলিয়া আসিতেছে ।

‡ বহুবিধ পাণিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃত ব্যাকরণ-প্রণেতা । তাহার ব্যাকরণ আট অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রত্যেক

যাধিকারে নঞ সমালপাঠাৎ । যত্নু কাভ্যায়নেনোক্তং * সমাগমিত্যভিপ্রায়েণ না বচমানর্ধ-
ক্যস্ত স্বভাবসিদ্ধাদিতি, তদুভয়বৎপাণিনিবচনবিরোধাদনাদেশম্ ; তদুক্তনাচার্য্যবরস্বামিনা
“অগদ্বাহী হি কাভ্যায়নঃ” ইতি ।) অত্র ন জায়তে ত্রিগতে বেতি প্রতিজ্ঞা, কদাচিৎসায় ভূত্যা
ভবিতা না ন ভূয় ইতি তদুপপাদনম্ । অজো নিত্য ইতি তদুপসংহার ইতি বিভাগঃ ।
আদ্যন্ত্যোক্তিকারয়োনিষেধেন মধ্যবর্ত্তিকারণাঃ তদ্ব্যাপ্যানাং নিষেধে জ্ঞাতহপি গমনাদি-
বিকারণামনুজ্ঞানামপূর্ণলক্ষণাপক্ষয়শ্চ বুদ্ধিশ্চ শাস্ত্রশব্দে নৈব নিরাক্রিয়তে ।* তত্র কূটস্থ-
নিত্যত্বাদায়নো নিগূর্ণত্বাচ্চ ন স্বরূপতো গুণতো বাপক্ষয়ঃ সম্ভবতীত্যুক্তম্ । শাস্ত্র ইতি
শব্দং সর্বদা ভবতি নাপক্ষীয়তে নাপচীয়ত ইত্যর্থঃ । যদি নাপক্ষীয়তে তর্হি বর্দ্ধতামিতি নেতাহ
পূরণ ইতি । পূরণি নব একরূপো নত্বধুনা নূতনাং কাঞ্চিদবস্থামনুভবতি । যো হি নূতনাং
কাঞ্চিদুপচয়াবস্থামনুভবতি স বর্দ্ধত ইত্যুচ্যতে পোকে । অগস্ত সর্বদৈকরূপত্বানাপচীয়তে
নোপচীয়তে বেত্যর্থঃ । অস্তিত্ববিপরিরামো তু জন্মবিনাশান্তত্বাৎ পৃথগ্ ন নিষ্কিঞ্চো ।
যস্মাদেবং নর্যবিকারশূন্ত আত্মা তস্মাৎ শরীরে হন্যমানে তৎসম্বন্ধোহপি কেনাপ্যুপায়েন ন
হন্যতে ন হন্তং শক্যত ইত্যুপসংহারঃ ॥ ২০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—“নাং হস্তি ন হন্ততে” ইত্যুক্তং, তত্র ন হন্তত ইত্যেতদুপপাদয়তি
তদ্ব্যবহৈনব দ্বিতীয়েন মত্রেণ ন জায়ত ইতি । অগস্যাত্মা কদাচিৎ ন জায়তে অভিনবো নোৎ
পত্ততে ন বা ত্রিগতে নিরসয়ো ন নশ্রুতি তাকিকান্তিমতবটবৎ । তত্র ক্রমেণ হেতুদ্বয়ং অজো
নিত্য ইতি । অগস্তায় জায়তে নিত্যত্বাচ্চ ন বা ত্রিগত ইত্যর্থঃ । অস্ত তর্হি ক্ষণিকবিজ্ঞান-
ধারণরূপঃ, তত্চা বিজ্ঞানবাদিত্তিরজয়নিত্যত্বাত্মভূতপমা দিত্যাশঙ্ক্যাহ ভূত্যা ভবিতা না ন ভূয় ইতি ।
অয়মিত্যনুবর্ত্ততে, অয়ং ভূত্যা ভূয়ো ভবিতা ন, ভূয়োহসকৃতং, ভূত্যা ভবিতেতি (ভবনক্রিয়াবস্তু*
জ্ঞাপ্রত্যয়োক্তং সমানকর্তৃত্বং ধারেক্যাভিপ্রায়েণ) ভূত্বৈব ভবিতা ন তু ভূত্যা স্থিত্য বিনশ্রুতি ।
তাকিকানাং হি বিজ্ঞানমুৎপত্তিস্থিতিনাশক্ষণব্যাপিত্বাৎ ত্রিকণাবস্থায়, বিজ্ঞানবাদিনাস্ত পূর্কুশ
নাশক্ষণ এবোত্তরস্তোৎপত্তিক্ষণঃ স এব তস্ত স্থিতিক্ষণশ্চেতি ক্ষণিকত্বাৎ বিজ্ঞানানাম্ । তখন-
ক্রিয়াবস্তাবস্থানাদভূত্যা ভবিতেত্যুক্তং, তাদৃশোহংসং ন, যতঃ শাস্ত্রতঃ শব্দদৈকরূপঃ, যোহহং*
বাল্যে পিতরাননুভূতং সোহহং স্থাবিরে প্রণপ্তুনমুত্তবাগীতি বাল্যহংবস্তুরায়ৈক্যপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ,
ন চ সাদৃশ্যাৎ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, সাদৃশ্যগ্রহীতুঃ স্থিরস্তাভাবাৎ । যদা, জন্মনরূপধীনোহপি ধর্ম্মাস্তম-
বিশিষ্টঃ পূর্বে ভূত্যা পুনর্ধর্ম্মাস্তমবিশিষ্টো ভবিতা ইত্যপি ন, ভূত্বৈব ভবিতা ন তদ্ব্যবহিত্তি যোজনা ।

অধ্যায়ে চারি পাদ এবং প্রত্যেক পাদ বহুসংখ্যক শ্লোক সংযুক্ত । সর্বদমেত পাদিনি পাঠকরণে ৩৯৯৬ শ্লোক
আছে । পাণিনি কৃত শ্রুতসমূহের সান্নিধ্যকার্য্য বৃত্তি প্রচারিত আছে, তদ্ব্যধে জয়াদিত্য প্রণীত কাশিকার্থিত্তি
এবং ভট্টোজিদীক্ষিত প্রণীত সিদ্ধান্তকৌমুদী সর্বপুণেকা সমাদৃত ।

* কাভ্যায়ন একজন ধর্ম্মপ্রবোজ্ঞকরূপে আধ্যাত্ম উলিখিত হইয়াছেন । কিন্তু এরূপে, তিনি বৈয়াকরণ-
রূপেই-কীর্ত্তিত হইয়াছেন । তিনি পাণিনি কৃত শ্রুতের বার্ত্তিক অর্থাৎ অর্থ পরিষ্কার করিবার অভিপ্রায়ে
বর্ণণা প্রস্তুত করেন । তাহার বার্ত্তিক মূল গ্রন্থের নাম সমাদৃত ।

আহঁতা হি শরীরপরিমাণমাস্থানমভ্যুপগচ্ছন্তে নিত্যশ্চৈবাস্থনঃ ক্রমেণ ব্যুৎক্রমেণ বা মশকমজ্জ-
মতলজ্জশরীরপ্রাপ্তৌ পরিমাণভেদং মন্ত্যমানা ভূতশ্চৈবাস্থনো বিশেষণীভূতপরিমাণভবনাদৌপ-
চারিকং ভবনমভ্যুপগচ্ছন্তি । তদপি ন, শাস্ততত্ত্বাদেব উপচর্যাপচর্যবতো মধ্যমপরিমাণস্ত
বিস্তনো নিত্যদ্বাযোগাৎ, অনেনৈব সুখদুঃখাদিধর্ম্মান্তরোৎপত্ত্যাস্থনো ভাস্কুং ভবনং প্রত্য্যাখ্যেয়ম্,
ন হি দুঃখাদিধর্ম্মিণঃ স্নানশমস্তরেণ আত্যস্তিকদুঃখোচ্ছেদঃ সম্ভবতি, ঘটাদৌ যাবজ্জপনাশাদর্শনাৎ ।
নয়জজ্ঞং নিত্যং শাস্ততত্ত্বাকাশেহপ্যস্তি অত আহ পুরাণ ইতি । পুরা বিয়দাদিস্মৃষ্টেঃ প্রাগপি
নব এব, এতেন অপক্ষ্যাদিধর্ম্মরাহিত্যানুগ্ধ্যমজ্জবাদিকং আস্থন এব, বিয়দাদেতদ্ব্যুৎপাদিত্বাৎ তদিত্তি
দর্শিতম্, অতএব শরীরে হন্ত্যমানে ন হন্ত্যতে । ভাষ্যে তু বাশকশ্চার্থে, ন জায়তে ত্রিয়তে
চেত্যর্থঃ । তত্রোপপত্তিঃ—অয়ং ন ভূত্বা অভূত্বা অনুৎপদ্য ন ভবিতা ঘটাদিবৎ, অতো ন
জায়তে । অথবা নঞঃ পূর্বারয়িষ্যৎ, ন জায়তে ন বা ত্রিয়তে ইতি । যতো ভূত্বা অভবিতা
ঘটবহির্নাশী ন, অতো ন ত্রিয়তে ইতি । শাস্ততঃ পুরাণ ইত্যোতাত্ম্যমুপচর্যাপচর্যৌ নিষিধ্যতে
ইতি, ন হন্ত্যতে ন বিপরিণম্যত ইতি চ ব্যাখ্যাতম্ । কেচিদেবমাহঃ ন জায়তে ত্রিয়তে ইতি
প্রতিজ্ঞা, কদাচিদিতিাদিনা তত্ত্বা উপপাদনম্, অজ ইত্যাদিরূপসংহার ইতি ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ ।—জীবাশ্বনো নিত্যং স্পষ্টতয়া সাধয়তি, ন জায়তে ত্রিয়তে ইতি ।

জন্মমরণয়োর্বর্তমানত্বনিষেধঃ । নায়ং ভূত্বা নায়ং ভবিতেন তয়োভূতত্বভবিষ্যত্বনিষেধঃ ।
অতএবাজ ইতিকালত্রয়েহপ্যস্ত জন্মভাবাৎ নায় প্রাগভাবঃ, শাস্ততঃ, শব্দং সর্বকাল এব
বর্ততে ইতি নাস্ত কালত্রয়েহপি ধ্বংসঃ ; অতএবায়ং নিত্যঃ । তর্হি বহুকালস্থায়িত্বাৎ জরা-
প্রাপ্তোহয়মিতি চেৎ পুরাণঃ পুৰাপি নবঃ প্রাচীনোহপ্যয়ঃ নবীন ইবেতি ষড়্ভাববিকারাতাবাদিত্তি
ভাবঃ । নহু শরীরস্ত মরণাদৌপচারিকদ্ব মরণমস্যাশ্চ তত্রাহ নেতি । শরীরেণ সহ সম্বন্ধা-
ভাবান্নোপচারঃ ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্বোক্ত বৈদ-বাক্যের সমর্থনার্থ এই শ্রোত মন্ত্র অব-
তারিত হইয়াছে । ইহাও পূর্ববৎ কঠোপনিষদের অঙ্গীভূত (১।২।১৮) ।
তথায় ইহার এইরূপ পাঠ আছে । যথা ; “ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপ-
চ্চিন্নায়ং কুতश्চিন্তন বভূব কশ্চিৎ । অজো নিত্যঃ শাস্ততোহয়ং পুরাণো
ন হন্ত্যতে হন্ত্যমানে শরীরে ॥” প্রথমাক্ষের পরিবর্তন সমূহ পাঠকগণ লক্ষ্য
করিবেন । শাস্ত্রে যে ষড়্ভাব বিকারের উল্লেখ আছে, আত্মা তাহার
অতীত, অর্থাৎ জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় এবং বিনাশ এই
বিকারসমূহের কিছুই আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না । এই তত্ত্ব প্রতি-
পাদনই এই শ্লোকের লক্ষ্য । নিম্নে “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সরস্বতী মহাশয়ের
অভিপ্রায়োপলক্ষে ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন ।
আত্মা যখন সর্বপ্রকার বিকল্প-পরিশূন্য, তখন শরীর-নাশের সহিত

ভাঁহাব নাগ হইবে, একটা বিখ্যাস নিতান্ত অমায়িক । হে অর্জুন! সমব-
শ্রেণীতে এমি স্নানকালে সমাগত বীৰহৃদকে যদি তুমি নিম্নত কর, তাহাতে
তাঁহা ১১ শ্লোকের আত্মা কোনই অনিষ্ট হইবে না । তোমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি
সমুদ্রের ন্যায় শত শতকুলের কলেশব সমগ্র খণ্ড বিখণ্ড, বিকল বা বিচলিত
করিলেও কবিতে পারে, কিন্তু তদভ্যন্তরস্থ জন্মাদি-বিবর্তিত সকল সমস্ত
পদ্ম, ভ্রাস-বৃদ্ধি-বিহীন, চিব-নবীন আত্মা অগুণাত্মক বিকল সীমুৎপাদনে
সমর্থ হইবে না । বৃহদাবগ্যক উপনিষদেও এই শ্লোকের সমর্থনোক্তি পবিত্র
২১। যথা, “স বা এষ মহানন্দ আত্মজবোহমনোহমুতোহভয়ঃ” (৪।৪।২৩) ।

পুণ্যপাদ শ্রীমদ্ভগবৎচর্য্য, শ্রীমদানন্দগিণি, শ্রীমদ্রঘুমানু এবং শ্রীমৎ
শ্রীমদ যুগ্ম মহাশয়েন অভিপ্রায় নিম্নে বিবৃত হইতেছে । পূর্বে মনে
আত্মার সর্গক্রিয়া-বাহিত্য প্রদর্শিত করিয়া, পুনরায় তাহা বিশ্বদ্রুপে
বোধগম্য করাইবার নিমিত্ত, ভগবান্ দ্বিতীয় মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন । আত্মা
যখনও জন্মগ্রহণ করেন না, ইহা দ্বারা আত্মার জন্ম-রূপ প্রথম বিক্রিয়া-
বাহিত্য নিকৃষিত হইল । তিনি কখনও মরণ-দর্শন প্রাপ্ত হন না, ইহা দ্বারা
বিনাশ প্রথম সূত্র বিদ্রিষ্ট এবং প্রতিশ্রুত করিলেন । এই আত্মা উৎপত্তি-
রূপ বিদ্রিষ্ট প্রাপ্ত হইল, পশ্চাৎ অভাব প্রাপ্ত হন না, অতএব তিনি
মরণ-বন্দী নহেন । লোকে বলে, যাহার উৎপত্তি পব মৃত্যু হয়, সে-ই
মৃত্যুর প্রাপ্ত হয় । আত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া যখন অস্তিত্ব ভঞ্জন করেন
না, তখন তিনি অজ্ঞ অর্থাৎ জায়মানও নহেন । লোকে বলে, যিনি উৎপত্তি
এহণে পব মৃত্যুকে ভঞ্জন করেন, তিনিই জন্ম বিদ্রিষ্ট । আত্মা যখন
অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু । যেহেতু তাঁহার উৎপত্তি, তদন্তর মৃত্যু এমি মৃত্যুও
নাই, যিনি অস্তিত্ব অস্তিত্বকে ভঞ্জন করেন, অতঃপর সর্গদ্রুপে বর্তমান
ধাকেন, তিনি আর অপব কি অস্তিত্ব ভঞ্জন করবেন? অতএব জন্ম-
নষ্টবাস্তবত্ব দ্বিতীয়-বিক্রিয়া-বাহিত্যও প্রকটিত হইল । তিনি নিত্য
অর্থাৎ সর্গদৈকরূপ, এতদ্বারা আত্মার বৃদ্ধি-শূন্য-রূপ বিক্রিয়া প্রতিষিদ্ধ
হইল । আত্মা নিববয়ব, অতএব অপকট-বাহিত্য, শাস্ত্রত শাস্ত্র দ্বারা
হাই পবিত্র হইল । আর এই আত্মা পূরণ (প্রাচীন) অথচ নূতন,
অর্থাৎ নবন দেহেব ন্যায় এই আত্মা পরিণত হইয়া রূপান্তর এহণপূর্বক
নূতন হইয়া পবন করেন না । লোকে বলে, যাহার অবনবাগমে বৃদ্ধি হয়, সেই

বস্তুই অভিনব, এই আত্মা অবয়ব-শূন্য, স্বতরাং তরুণ বৃদ্ধি-বিরহিত । অতএব পুরাণ হইয়াও নূতন । এই স্থল দেহ অন্য দ্বারা হত হইলেও, পূর্বোক্ত আত্মা কখনও হত হন না ; যেহেতু আত্মা জন্মাদি বড়-বিধ-বিক্রিয়া-শূন্য । অতএব “উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ” অর্থাৎ আত্মকর্তৃত্বাভি-মানী নৈয়ারিকগণ ও আত্মবিমানবাদী নাস্তিকগণ, এই উভয়েই আত্মতত্ত্ব-দ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ইত্যাদি পূর্বোক্ত মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রের বাক্যার্থ পর্য্যবসিত ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন । আত্মা নিত্য ও অপরিণামী ; অতএব অচেতন দেহের ন্যায় আত্মার জন্ম ও মরণাদি কখনও হয় না । দেহ মাত্রেয় জন্ম ও মৃত্যু সকলেরই অনুভব হইতেছে, কিন্তু তাদৃশ অনুভব আত্মাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না । অর্থাৎ কল্পারম্ভে (সৃষ্টিপ্রারম্ভে) * ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণেরও দেহ উৎপন্ন হইয়া পুনর্বার কল্পারম্ভে লয়প্রাপ্ত হয় । আত্মা সর্বদা একরূপ, স্বতরাং প্রজাপতিগণের ন্যায়, আত্মার জন্ম ও মৃত্যু কখনও অনুভূত হইতে পারে না । অতএব সর্বদেহে আত্মা অজ, অর্থাৎ দেহের সহিত জাতি নহেন এবং নিত্য ও শাস্বত অর্থাৎ পরিণামাদিশূন্য । আত্মা পুরাতন হইলেও নূতন (অপূর্বের স্থায় অনুভূত) স্বতরাং শরীর বিনষ্ট হইলেও, এই আত্মা অশ্রু দ্বারা হত হন না ।

• অতঃপর পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী কৃত টীকার ভাব পরিব্যক্ত হই-তেছে । হে মখে ! কি হেতু আত্মা হনন-ক্রিয়ার কর্তা ও কর্ম হইতে পারেন না, এতদ্বিষয়ে বেদ কি বলিতেছেন শ্রবণ কর । বেদ বলিতেছেন, আত্মা অবিক্রিয় বলিয়াই হনন-ক্রিয়ার কর্তা এবং কর্ম এতদুভয়ই হইতে পারেন

* * * * * “কর মথকে শ্রীমদ্ভগবতে নিয়মিখিত বিবরণ আছে । “চতুষ্পদমহেশ্বর ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে । স কল্পো যত্র মনবশ্চতুর্দশ বিশাঙ্গতে ॥ তদন্তে প্রলয়স্তাবান্ ব্রাহ্মী রাজিকন্দাহতা । অয়ো পৌকা ইমে যত্র কল্পান্তে প্রলয়ায় হি ॥” অর্থাৎ চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় । তাহাই কল্প, তাহার মধ্যে ক্রমে চতুর্দশ মনু আবির্ভূত হন । তাহার পর ঐ কাল পরিমাণে ব্রহ্মার এক তারি হয় ; তাহাতে এই তিন লোক লয় প্রাপ্ত হয় । (১২৪২ ৩৩) । এইরূপ ত্রিংশৎ কল্পে ব্রহ্মার এক মাস এবং তাদৃশ দ্বাদশ মাসে এক বৎসর গণিত হয় । মহাতারতাম্যসারে এইরূপ পঞ্চাশৎ অতীত হইয়া এক্ষণে ষেতবারাহ কল্প চলিতেছে ।

† এই প্রহের ২৫শ পৃষ্ঠার ৫ সংখ্যক টিঙ্গনী দ্রষ্টব্য । মহাতারতে একবিংশতি প্রজাপতির উল্লেখ আছে । ১। বখা ; “ব্রহ্মা হৃদয়মুদকো ভৃগুধর্মজ্ঞাথা বমঃ । মরীচিরসিরোহিজিহ্বাশূলস্তাঃ । প্রলহঃ ক্রতুঃ ॥ বশিষ্ঠঃ পরমেষ্ঠী চ বিবস্বান্ লোম এব চ । বর্দনশ্চাপি যঃ প্রোক্তঃ কোধো-হ কৌকরীত এব চ ॥”

না । এখন নক্ষাণ্ডে বুঝিয়া দেখ, “অবিক্রিয়” কাহাকে বলে । নাই বিক্রিয়া অর্থাৎ বিকার বাহার, তাহারই নাম “অবিক্রিয়” । আত্মার বিকার নাই, অতএব আত্মা অবিক্রিয় । “বিকার” ছয় প্রকার । যথা, (১) জন্ম, (২) অস্তিত্ব, (৩) বৃদ্ধি, (৪) বিপরিণাম, (৫) অপক্ষয় এবং (৬) বিনাশ । এখন একটু মনোনিবেশ পূর্বক এ বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে আত্মা এই ষড়্বিধ বিকার-পরিহীন । প্রথম বিকার জন্ম । মনু-ম্বাদি জীবগণ ও পরিদৃশ্যমান পদার্থ নিচা এই বিকারের শ্রেণীভুক্ত ; কারণ তাহাদিগের জন্ম হয় ; কিন্তু আত্মা এই বিকারের শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন না ; কারণ ঋতি বলিতেছেন, “ন জায়তে” অর্থাৎ আত্মা জন্ম পরিগ্রহ করেন না । যদি বল যে, “কেমন করিয়া জানিব আত্মার জন্ম নাই ?” তাহা বলিতেছি প্রমাণ কর । ঋতি বলিতেছেন, “নায়াং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ” অর্থাৎ যেরূপ ঘটপটাদি দৃশ্যমান পদার্থনিচয় পূর্বে না থাকিয়া পরে সমুদ্ভূত হয়, অর্থাৎ ঘটপটাদি যখন সৃষ্ট হয় তখনই তাহার অস্তিত্ব হয়, কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে আর তাহাদিগের অস্তিত্ব থাকে না ; আত্ম-বস্তু সেরূপ নহেন, তাঁহার সত্তা পূর্ষ হইতেই আছে, অতরাং আত্মা জন্ম-পরিগ্রহ করেন না । বস্তুতঃ পূর্বে বাহার সত্তা না থাকে তাহারই জন্ম হইতে পারে ; বাহার সত্তা পূর্ষ হইতেই আছে তাঁহার আবার জন্ম কিরূপে হইবে ? এই নিমিত্তই ঋতি আত্মার একটি বিশেষণ দিয়াছেন “অজ” । “ন জায়তে ইতি অজঃ” অর্থাৎ আত্মার জন্ম নাই । দ্বিতীয় বিকার অস্তিত্বও এই প্রথম বিকারেরই অন্তর্গত ; অতএব তাহার আর পৃথকরূপে নিবেদ্য করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই । বাহার পূর্বে অস্তিত্ব না থাকিয়া পরে নুতন অস্তিত্ব হয়, তাহাকেই অস্তিত্ব বিকার কহে, যেরূপ ঘটপটাদি । ষষ্ঠ বিকার বিনাশ । আত্মা এই বিকারেরও অধীন নহেন, কারণ ঋতি বলিতেছেন, “ন ভিন্নতে” অর্থাৎ আত্মা নগরেন না, তাঁহার বিনাশ নাই ; চতুর্থ বিকার বিপরি-ণামও এই ষষ্ঠ বিকারেরই অন্তর্ভুক্ত ; অতএব তাঁহার স্বতন্ত্র বিস্তারিত বিবরণ নিম্নপ্রয়োজন । ঘটপটাদি পদার্থনিচয় যেরূপ স্বয়ং অস্তিত্ব নাশের অনন্তর নাশ বা মরণরূপ বিকারের অধীন হয়, আত্মবস্তু সেরূপ নহেন, তাঁহার অস্তিত্ব একবার হইয়া আবার বিনাশ প্রাপ্ত হয় না । তাঁহার অস্তিত্ব যেরূপ পূর্বে ছিল, বর্তমানে আছে, সেইরূপ পরেও থাকিবে, অতরাং তাঁহার নাশ

নাই । এই নিমিত্তই শ্রুতি তাঁহার আর একটি বিশেষণ দিয়াছেন, “নিত্য” অর্থাৎ সর্বদা সমভাবাপন্ন । পঞ্চম বিকার অপক্ষয় অর্থাৎ অপচয় বা হ্রাস-প্রাপ্তি । ঘটপটাদি উক্ত বিকারের অধীন—আত্মা নহেন । কারণ আত্মা নিত্য কূটস্থস্বরূপ ও নিগুণ ; তাঁহার স্বরূপের বা গুণের কোনও প্রকার ভ্রাস হইতে পারে না । বস্তুতঃ যাহার স্বরূপই কূটস্থ অর্থাৎ ত্রিকালেই একরূপে স্থিত ও নিত্য এবং যিনি নিগুণ অর্থাৎ গুণাতীত, তাঁহার আবার স্বরূপের বা গুণের কি ভ্রাস হইবে ? এই নিমিত্ত শ্রুতি আত্মার আর একটি বিশেষ-
 ণ দিয়াছেন, “শাস্বতঃ” অর্থাৎ আত্মা কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ, কি বর্তমান, ত্রিকালে এই সম অবিবর্তভাবে বর্তমান আছেন । তৃতীয় বিকার বুদ্ধি । আত্মাকে এ বিকারের অধিকারভুক্ত করিতে পারা যায় না ; কারণ, লোকে দেখা যায় যে, যদি কোন পদার্থ পূর্বাবস্থা অপেক্ষা উপচয় (বৃদ্ধি) অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বাড়ি উঠে, তাহারই উপর বুদ্ধির আরোপ হয় । কিন্তু আত্মা সেরূপ নহেন ; সর্বদাই একরূপ । এই নিমিত্তই শ্রুতি আত্মার আর একটি বিশেষণ দিয়াছেন, “পুরাণ” অর্থাৎ আত্মার রূপ পূর্বের স্থায় চিরকালই নবভাবে বিদ্যমান, অন্য কোন নূতন ভাব বা অবস্থা আনিয়া যোগদান করিতে পারে না ।

আত্মা উক্ত ষড়্বিধ বিকার পরিহীন অর্থাৎ অবিক্রিয়, সুতরাং এই বিকারী স্থূল শরীরের বিনাশ-সাধন করিলেও তাঁহার বিনাশ-সাধন করিতে কেহই সক্ষম নহে । এই নিমিত্তই শ্রুতি বলিয়াছেন, “ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে” । তাহা হইলে এখন দেখ, স্থূল শরীরাদি হনন-ক্রিয়ার কর্ম হইলেও আত্মা নহেন ।

ঈশাকার পূজ্যপাদ শ্রীমণীলকঠ সূরির অভিপ্রায় । সখে ! আত্মা কিজন্য হনন ক্রিয়ার কর্ম হইতে পারেন না, তদ্বিসয়ে শ্রুতিসম্মত হেতু-বাদ নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর । শ্রুতি বলিতেছেন, “এই আত্মা “কদাচিৎ ন জায়তে” অর্থাৎ কখনও তর্কিকাদি-সম্মত ঘটের ন্যায় অভিনবরূপে উৎপন্ন হন না । “ন বা ত্রিয়তে” অর্থাৎ অক্ষয়-রহিতরূপে নাশ-প্রাপ্তও হন না । কারণ এই আত্মা “অজো নিত্যঃ” অর্থাৎ আত্মা অজ বলিয়া তাঁহার জন্ম নাই এবং নিত্য বলিয়া তাঁহার বিনাশ নাই ।

এখন যদি তোমার এরূপ আশঙ্কা হয় যে, “যাহা অজ ও নিত্য, তাহা

আত্মাই হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই ; বিজ্ঞানবাদিগণ ক্ষণিকবিজ্ঞানধারা-
রূপকেও উক্ত দুই বিশেষণে (অজ্ঞ ও নিত্য) বিশেষিত করিয়া থাকেন ।
তোমার উক্তরূপ আশঙ্কা নিতান্ত ভ্রান্তি-প্রায়োদিত । কারণ ঐক্যি বান-
তেছেন, “অয়ং ভূহা ভূমঃ ভবিতা ন” । ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদিগণের মতে
বিজ্ঞানের ক্ষণে ক্ষণে জন্ম ও ক্ষণে ক্ষণে নাশ হইয়া থাকে ; একটী
বিজ্ঞানের নাশ হইলেই তাহার অব্যবহিতকাল পবেই, আর একটী নবীন
বিজ্ঞান সমুদ্ভূত হয় ; এই কারণে তাঁহারা বিজ্ঞানকে ক্ষণিক বলিয়া থাকেন
এবং একটী বিজ্ঞান-নাশের অব্যবহিত কাল পরেই আর একটী সমুদ্ভূত
হয় বলিয়াই, বিজ্ঞান-ধারা বলিয়া নির্দেশ করেন । এখানে দেখ, বিজ্ঞান-
বাদিগণের সম্মত ক্ষণিক-বিজ্ঞান-ধারা সেরূপ “ভূহা ভূমঃ” বারংবার
“ভূহা ভবিতা” সমুদ্ভূত হইয়াই হয় অর্থাৎ পাকিয়া বিনাশ-প্রাপ্ত হয় না,—
পূর্ণ বিজ্ঞানের নাশ-ক্ষণে উত্তর বিজ্ঞানের উৎপত্তি-ক্ষণ এবং সেই
উৎপত্তি-ক্ষণেই বিজ্ঞানের স্থিতি-ক্ষণ, অতএব বিজ্ঞান ক্ষণিক এবং তাহা
নাশ প্রাপ্ত না হইয়া দাবাবৃত্তিক অবস্থাপ্রাপ্তে থাকিয়া যায় । এই আত্মা
সেরূপা নহেন, কারণ এত আত্মা “শাশ্বত” অর্থাৎ নিবর্তন একরূপ—ক্ষণে
জন্ম, ক্ষণে নাশ নাই । আর যদি একরূপও মাথরা কর যে, আকাশও ত
অজ্ঞ, নিত্য ও শাশ্বত । তাহাও গাণ্ডার্য করিতে পারা না ; কারণ ঐক্যি
বলিতেছেন, “অয়ং পুরাণঃ” অর্থাৎ এক আত্মা পানাদি সৃষ্টির পূর্বকাল
হইতে চির-নবীন-ভাবে বিদ্যমান থাকেন । আকাশদি ধর্ম পরিচীন
বলিয়া মুখ্য (প্রধান) অজ্ঞাদি ধর্ম আত্মারই, এবং পানাদির অজ্ঞাদি
ধর্ম অমুখ্য (গৌণ) । অতএব (পূর্বোক্ত কারণে) এই আত্মা “ন হততে
হত্ম্যমানে পরীয়ে” পরীয়ের নাশেও হত হন না অর্থাৎ হনন-ক্রিয়ান কর্ম
হন না ॥ ২০ ॥

—(১০)—

বেদাবিনাশিনং নিত্যং ন এনমংন্যায়ম্ ।

কথং স পুরুষঃ পার্থ ! কং যাতরতি হন্তি কস্ ॥২১॥

অন্বয় ।—যঃ এনং (আত্মানং) নিত্যং (বুদ্ধিশূন্যং) অয়ং (জ্ঞানাদি-
রহিতং) অব্যয়ং (করশূন্যং) অবিনাশিনং (ধনঃপরিহীনং) বেদ

(বেত্তি) ন পুরুষঃ (ভাদৃশজ্ঞানসম্পন্নঃ জনঃ) পার্শ্ব (পৃথা-নন্দন !)
কথং (কিস্ত্রাকারেণ) কং (ন কমপীতি যাবৎ) দাতয়তি (বধং
কায়য়তি) কং [বা] হন্তি ॥ ২১ ॥

প্রতিশব্দ ।—যিনি আত্মাকে সততৈকরূপ জন্ম-বিহীন দ্বান-বুদ্ধি-
শূন্য বিনাশ-রহিত জ্ঞানেন সেই-ব্যক্তি হে অর্জুন ! কি-প্রকারে
কাহাকে বধ করান [বা] বধ-করেন ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে পার্শ্ব ! যে ব্যক্তি আত্মাকে নিত্য, অজ, অব্যয় এবং
অবিনাশী বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন, তিনি উত্তেজনা বাক্যে অপ-
রের দ্বারা কাহারও বধ করাইতে পারেন না, স্বয়ংও কাহাকেও বধ
করিতে পারেন না ॥ ২১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—“যএনং বেত্তি হস্তারন্” ইত্যনেন মন্ত্ৰেণ হননক্রিয়ায়াঃ কর্তা কণ্ঠ চ
ন ভবতীতি প্রতিজ্ঞায় ন জায়ত ইত্যনেনাবিক্রিয়ত্বং হেতুমুক্তা। প্রতিজ্ঞাতার্থমুপসংহরতি
বেদাভিনাশিনমিতি। বেদ বিজ্ঞানান্তি অবিনাশিনমন্ত্যভাবাবিকারমহিতং নিত্যং বপরিগাম-
রহিতং যো বেদেতি সম্বন্ধঃ, এনং পূর্বেণ মন্ত্ৰেণোক্তলক্ষণমন্ত্ৰং, অব্যয়ং উপজনাংক্ষয়রহিতং,
কথং কেম প্রকারেণ স বিদ্বান্ পুরুষোহধিকৃতো হন্তি হননক্রিয়াং করোতি, কথং বা দাতয়তি
হস্তারং প্রযোজয়তি ন কথঞ্চিৎ কঞ্চিৎ হন্তি ন কথঞ্চিৎ কঞ্চিৎ দাতয়তীত্যুভয়ত্রাক্ষেপ
এবার্থঃ প্রসার্যাসম্ভবাৎ হেতুত্বস্ত অবিক্রিয়ত্বস্ত চ তুল্যাঘিহুযঃ সর্বকণ্ঠপ্রতিষেধএব প্রকরণার্থো-
হতিপ্রোতো ভগবতা, হন্তেত্বাক্ষেপ উদাহরণার্থেন বিহুযঃ কিঞ্চিৎ কণ্ঠাসম্ভবে হেতুবিশেষং
পশ্চন্ কণ্ঠাণ্যাক্ষিপতি ভগবান্ কথং স পুরুষ ইতি। ননু স্তমেব আত্মনোহবিক্রিয়ত্বং সর্ব-
কণ্ঠাসম্ভবকারণবিশেষঃ, সত্যমুক্তো নতু সকারণবিশেষোহস্ত্যঘিহুযোহবিক্রিয়ত্বাদাত্মন ইতি।
‘অববিক্রিয়ং স্থাণুং’ বিনিতবতঃ কণ্ঠ ন সম্ভবতীতি চেন্ন বিহুয আত্মত্বায় দেহাদিসংঘাতস্ত বিহুত্বা
অন্তঃ পারিশেষব্যবসংহত আত্মা বিদ্বানবিক্রিয় ইতি তস্ত বিহুযঃ কণ্ঠাসম্ভবাদাক্ষেপো বুদ্ধ্যঃ
কথং স পুরুষ ইতি যথা বুদ্ধ্যাত্মকতস্ত শব্দান্তর্গতাবিক্রিয় এব সন্ বুদ্ধিবৃত্ত্যাবিবেকবিজ্ঞানে-
নাবিক্রিয়োপলব্ধা আত্মা কল্যাতে এবমেবাশ্রয়ান্নবিবেকজ্ঞানেন বুদ্ধিবৃত্ত্যাবিত্তয়া অসত্যরূপটমৈব
পরমার্থতোহবিক্রিয়এবাশ্রা বিদ্বান্চ্যতে, বিহুযঃ কণ্ঠাসম্ভববচনাৎ যানি কণ্ঠানি শাস্ত্রেণ বিধীয়ন্তে
তান্বিহুযো বিহিতানীতি ভগবতো নিশ্চয়োহবগম্যতে। ননু বিজ্ঞাপ্যবিহুযএব বিধীয়তে
বিবিধবিভক্ত পিষ্টাশেষববিজ্ঞাবিধানানর্থক্যাৎ তত্রাবিহুযঃ কণ্ঠানি বিধীয়ন্তে ন বিহুয ইতি বিশেষো
নোপপত্ততে ইতি চেন্নাস্তেইতস্ত তবাতাবিশেষোপপত্তেরমিহোআদিবিধ্যর্থজ্ঞানোত্তরকালমধ-
হোআদিকণ্ঠানেকসাধনোপসংহারপূর্বকমন্ত্ৰেণ, কর্তাহং মম কৰ্তব্যমিত্যেবং প্রকারবিজ্ঞান-

বতোহবিহুবো যথাহুর্ঠেরং ভবতি ন তু তথা ন জায়ত ইত্যাম্বুরূপবিদ্যার্থজ্ঞানোত্তরকালভাবি
কিকিদহুর্ঠেরং ভবতি, কিন্তু নাহং কর্তা ন ভোক্তেভ্যাত্মৈকত্বাকর্তৃত্বাদিবিসমজ্ঞানাবশতং
নোৎপত্ত ইত্যেব উপপত্তে, যঃ পুনঃ কর্তাহমিতি বেত্তাত্মানং তত্ মমদং কর্তব্যমিতি
অবজ্ঞানাবিনী বুদ্ধিঃ ত্রাং তদপেক্ষয়া সোহধিক্রিয়তে ইতি, তং প্রতি কৰ্ম্মাণি সম্ভবন্তি
সচাবিধান্ "উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ" ইতি বচনাৎ বিশেষিতস্ত চ বিহুবঃ কৰ্ম্মাক্ষেপবচনাৎ
কথং স পুরুষ ইতি তস্মাংশিষেধিতস্ত অবিক্রিয়ান্বদর্শিনো বিহুবো মুমুক্ষোশ্চ সৰ্বকৰ্ম্মসংজ্ঞাস
এবাধিকারঃ। অতএব ভগবান্ নারায়ণঃ সাংখ্যান্ বিহুবোহাবিহুবশ্চ কৰ্ম্মিণঃ প্রবিতজ্য
যে নিষ্ঠে গ্রাহয়তি, "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্ম্মযোগেন যোগিনাম্" ইতি। তথা চ পুত্রান্নাহ
ভগবান্ বাসঃ, "বাবিমাবধ পহানো" ইত্যাদি, তথা চ ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাৎ পশ্চাৎ
সংজ্ঞাসঞ্চেত্যন্তমেব বিভাগং পুনঃ পুনর্দর্শয়িষ্যতি ভগবান্। অতঃপরে "অহংকারবিশুদ্ধা
কর্তাহমিতি মন্ততে" তদ্বিবর্তু নাহং কেরোমীতি। তথাচ "সৰ্বকৰ্ম্মাণি মনসা সংজ্ঞাত্তে"
ইত্যাদি, তত্র কেচিৎ পাপিত্তম্ভগ্না বদন্তি জ্ঞানাবিশদভাববিক্রিয়ারহিতোহধিক্রিয়োহকর্তে কোহহ-
মাভ্যেতি ন কচ্যতং জ্ঞানমুৎপদ্যতে, যস্মিন্ সতি অকৰ্ম্মসংজ্ঞাস উপদিধ্যতে, তন্ন 'ন জায়তে'
ইত্যাদিশাস্ত্রোপদেশানামাং প্রসঙ্গাৎ, তথাচ শাস্ত্রোপদেশসামর্থ্যাকৰ্ম্মাধৰ্ম্মান্তিবিজ্ঞানং কর্তৃশ্চ
দেহাত্মরসম্বন্ধিজন্যোৎপদ্যতে, তথাচ শাস্ত্রাৎ তদন্ত্রবাস্থনোহবিক্রিয়ত্বাকর্তৃত্বকত্বাদিবিজ্ঞানং
কৰ্ম্মান্নোপপদ্যতে ইতি প্রটব্যাক্তে, করণগোচরত্বাদিতি চেন্ন "মনসৈবাহুর্ঠেগাম্" ইতি শ্রুতেঃ,
শাস্ত্রাচার্যোপদেশজনিতশমদমাদিসংস্কৃতং মন আত্মদর্শনে করণং, তথাচ তদধিগম্যাহুমানো
আগমে চ সতি জ্ঞানং নোৎপদ্যতে ইতি সাহসমাত্রমেতৎ, জ্ঞানকোৎপাদ্যমানং তদ্বিপরীতমজ্ঞানং
অবশ্যং বাধত ইত্যুপগন্তবাম্, তচ্চাজ্ঞানং দর্শিতুং হস্তাহং হতোহস্মীতি "উভৌ তৌ
বিজানীতঃ" ইত্যত্র চাত্মনো হননক্রিয়ারাঃ কর্তৃত্বং কৰ্ম্মত্বং হেতুকর্তৃত্বকাজ্ঞানকৃতং দর্শিতং,
তচ্চ সৰ্বক্রিয়ান্বপি সমানং কর্তৃত্বাদেরবিদ্যাকৃততত্ত্বমবিক্রিয়ত্বাদান্বয়ঃ, বিক্রিয়াবান্ হি কৰ্ত্তব্যঃ
কৰ্ম্মভূতমন্তঃ প্রবোজয়তি কুর্কীতি। তদেতদবিশেষণ বিহুবঃ সৰ্বক্রিয়ান্ কর্তৃত্বং হেতুকর্তৃত্বক
প্রতিবেদতি ভগবান্, বিহুবঃ কৰ্ম্মাধিকারাতাবশ্রদর্শনার্থং বেদাবিনাশিনং কথং স পুরুষ
ইত্যাদিনা। ক? পুনর্কিহ বাহদিকার ইত্যেতদ্বাক্তং পূৰ্বমেব "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্"
ইতি তথা চ সৰ্বকৰ্ম্মসংজ্ঞাসং বক্ষ্যতি "সৰ্বকৰ্ম্মাণি মনসা" ইত্যাদিনা। নহু মনসেতি
বচনার বাচিকানাং কারিকানাঞ্চ সমাস ইতি চেৎ ন সৰ্বকৰ্ম্মাণীতি বিশেষিতত্বাৎ মানসা-
নামেব সৰ্বকৰ্ম্মণামিতি চেন্ন মনোব্যাপারপূৰ্বকত্বাচ্চাকারব্যাপারিণাং মনোব্যাপারাতাবে
কৰ্ম্মাহুপপত্তেঃ, শাস্ত্রীরাণাং বাক্যসকৰ্ম্মণাং কারণানি মনোব্যাপারানি বর্জয়িত্ত্বানি সৰ্বকৰ্ম্মাণি
মনসা সম্যক্তাণ্ডে ইতি চেন্ন "নৈব কুর্কনু'ন কারয়নু" ইতি বিশেষণাৎ, সৰ্বকৰ্ম্মসংজ্ঞাসোহয়ং
ভগবতোক্তো মরিত্যতো ন লোপত ইতি চেন্ন "নবদ্বারে পুরে দেহী আন্তে" ইতি বিশেষণাহু-
পপত্তেঃ, ন হি সৰ্বকৰ্ম্মসংজ্ঞাসেন সূতস্ত তদেহে, আসনং সম্ভবত্যকুর্কতোহকারয়তশ্চ
যেহে সন্তোতি সযকো'ণ দেহে আন্তে" ইতি চেন্ন, সৰ্বজ্ঞাত্বনোহবিক্রিয়ত্বাবধারণাৎ

আনন্দক্রিয়াসংক্রিয়াক্ষণিকভাৱেনৈবৈক্যং সংজ্ঞাস্ত, সংস্কৃত্য ত্রাসংস্কৃত্য ত্রাণার্থে।
ন নিক্ষেপার্থঃ, তন্মাদীত্যাশঙ্কে আনন্দজ্ঞানবতঃ সংজ্ঞাস এতাদিকটৌ ন কল্পমিতি তত্র
তত্রোপরিষ্টাদানন্দজ্ঞানপ্রকরণে দর্শয়িষ্যামঃ ॥ ২১ ॥

আনন্দমিতি।—পূর্বশ্লোকার্থশ্চৈবোত্তরত্রাণি প্রতিভানাং পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্য বৃদ্ধান্ত-
বাদপূর্বকমুত্তরশ্লোকমবতারয়তি যএনমিত্যাदिना। কর্তৃত্বাদ্যভিমানবিরোধাদদ্বৈতকূটস্থান-
নিচরণমার্থ্যং প্রাপ্তং বিদুষঃ সংজ্ঞাসম্। বিদ্যাপরিপাকার্থমভ্যুজ্ঞানমিতি বেদেতি।
পদদ্বয়স্ত পূর্বমেব পৌনরুক্ত্যমাহ অবিনাশিনমিত্যাदिना। প্রমোহপি সম্ভবতি কিমিতি, তত্র
উল্লেখেন ব্যাখ্যায়তে তত্রাহ উভয়মিতি। উত্তরত্র প্রতিবচনাদর্শনারাত্র প্রশ্নঃ সম্ভব-
তীত্যর্থঃ। বিবক্ষিতং প্রকরণার্থং নিগময়তি হেতুর্থশ্চেতি। অবিক্রিয়স্তং হেতুর্থস্তম্
বিদুষঃ সর্বকর্ম্মনিষেধে সমানত্বমিতি যাবৎ। যদি বিদুষঃ সর্বকর্ম্মনিষেধোহভিমতস্তর্হি-
কিমিতি হস্ত্যর্থএবাক্ষিপ্যতে তত্রাহ হস্তেরিতি। উক্তং হেতুমাফেপ্তং পৃচ্ছতি বিদুষ ইতি।
অভিপ্রায়মপ্রতিপদ্যমানো হেতুবিষয়ং পূর্বোক্তং স্মারয়তি নমিতি। উক্তমঙ্গীকৃত্যাক্ষিপতি
সত্যমিতি। বিদুষো বিজ্ঞানাত্মনো ব্রহ্মণশ্চ বেদ্যস্ত বিরুদ্ধকর্ম্মভেদেন দহনতুহিনবভিন্নবাদ্বিহ্বলঃ
সর্বকর্ম্মত্যাগেন অসৌ কারণবিশেষঃ স্মাদিত্যাহ অন্যত্বমিতি। অবিক্রিয়ত্বমিতি ছেদঃ।
তথাপি কূটস্থমবিক্রিয়ং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যমানস্ত কুতোহবিক্রিয়া সম্ভবেন ব্রহ্মপ্রতিপত্তিবিরোধ-
নিত্যাশঙ্ক্যাহ নমিতি। “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদিশ্রুত্যা সমাধস্তে ন বিদুষ ইতি। কিঞ্চ বিদ্বত্তা-
নিশিষ্টস্ত বা কেবলস্ত বা, নাদ্যো নিশিষ্টস্ত বিদ্বত্তায়াং বিশেষণস্তাপি তদ্বক্ষসঙ্গম চ বিশেষণী-
ভূতসংঘাতস্মাচেতনত্বাদ্বিধতা যুক্তেত্যাহ ন দেহাদীতি। দ্বিতীয়ে তু জীবব্রহ্মবিভাগাদিক্রি-
স্টিয়াহ অত ইতি। কিঞ্চ প্রামাণিকবিরুদ্ধকর্ম্মবস্ত্তাসিদ্ধত্বাৎ প্রাতিভাসিকস্ত চ বিষপ্রতি-
বিষয়োরনৈক্যাত্তেদানুমানাযোগাৎ জীবব্রহ্মণোরভেদসিদ্ধিরিত্যভিপ্রোক্ত্য, ফলিতমাহ ইতি
অশ্চেতি। নমবিক্রিয়স্ত ব্রহ্মরূপতয়া সর্বকর্ম্মাসম্ভবে বিদুষো বিদ্বত্তাপি কথং সম্ভবতি? ন
হি ব্রহ্মণোহবিক্রিয়স্ত বিদ্যালক্ষণা বিক্রিয়া স্বীক্রিয়া ভবিতুমর্হতি তত্রাহ যথোক্তি। অদৃষ্টেজ্জিরাদি-
সহকৃত্যমন্তঃকরণং প্রাপ্যপ্রভাবাদ্বিষয়পরিভ্রমঃ পরিগতং বুদ্ধিবৃত্তিঞ্চ্যতে, তত্র প্রতিবিধিতং
চৈতন্য অভিব্যঞ্জকবুদ্ধিবৃত্ত্যাবিবেকাদ্বিষয়জ্ঞানমিতি ব্যবহ্রিয়তে তেনাশ্রোপলব্ধা কল্যাতে,
তচ্চাবিদ্যাশ্রয়কৃত্তিমিত্যাসম্বন্ধনিবন্ধনং তথৈবাব্যাসিকসম্বন্ধেন ব্রহ্মাত্মক্যভিব্যঞ্জকবাক্যোপ-
বুদ্ধিবৃত্তিধারা বিধানাত্মা ব্যাপদিশ্যতে, ন চ সিধ্যাসম্বন্ধেন পারমার্থিক্যবিক্রিয়ত্ববিহিতর-
তীত্যর্থঃ। অহং ব্রহ্মেতি বুদ্ধিবৃত্তেশ্লোকাবস্থান্যাপি ভাবাদাত্মনঃ সবিশেষত্বমাশঙ্ক্য তস্ত
ব্যবহৃৎপাদিসম্বন্ধেবেত্যাহ অসত্যোক্তি। নহ কূটস্থত্বাত্মনো মিথ্যাবিদ্যাবশ্বেহপি তস্ত কর্ম্মাদি-
কারণনিবৃত্তৌ কিন্তু কর্ম্মানি বিদীয়ন্তে, ন হি নিরুপদিকারাগাং তেষাং বিধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ
বিদুষ ইতি। কর্ম্মণাবিজ্ঞেয়া বিহিতানীতি বিশেষমাক্ষিপতি নমিতি। কর্ম্মবিধানমবিদুষো
বিদুষশ্চ বিদ্যাবিধানমিতি বিভাগে ক। হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ বিদিত্তেতি। বিদ্যাত্মাবিধিতত্বং
লক্ষ্য কর্ম্ম সিধিঃ অবিদুষো বিদুষো বিদ্যানিধিঃ বিভাগাহস্তবে ফলিতমাহ তদ্ব্যুত্তি।

কৰ্মজ্ঞানানন্তরমহুষ্ঠেরস্ত ভাবাৎ ব্রহ্মজ্ঞানোত্তরকালঞ্চ তদভাবাৎ ব্রহ্মজ্ঞানহীনত্বৈব কৰ্মবিধিরিতি
 লমাধস্তে নানুষ্ঠেয়ন্তেতি । বিশেষোপপত্তিমেন প্রপঞ্চয়তি অগ্নিহোতাদীতি । নহু দেহাদি-
 বসতিরিত্যবজ্ঞানং বিনা পারলৌকিকেবু কৰ্মসু প্রযুক্তেরনুপপত্তেত্তথাবিধজ্ঞানবতা কৰ্মানুষ্ঠয়মিতি
 চেত্তজাহ কৰ্ত্তাহমিতি । আত্মনি কৰ্ত্তা ভোক্তেত্যেবং গিজনবৎসেহপি ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনত্বেনা-
 বিহুঁষোহনুষ্ঠয়ং কৰ্মে ত্যর্থঃ । দেহাদিব্যতিরিক্তাবজ্ঞানবদ্বজ্ঞানমপি জ্ঞানত্বাবিশেষাৎ
 কৰ্মপ্রবৃত্তাবুপকরিত্যভ্যাশঙ্ক্যাহ নমিতি, অহুষ্ঠেয়বিরোধিত্বাদবিক্রিয়াজ্ঞানান্তেতি শেষঃ ।
 নহু ব্রহ্মবৈজ্ঞান্যজ্ঞানাত্ততাকালমপি কৰ্ত্তাহমিত্যাভিজ্ঞানোৎপত্তৌ কৰ্মবিধিঃ সাবকাশঃ ত্বাদিতি
 নেত্যাহ নাহমিতি কারণতাবাদিতি শেষঃ, কৰ্ত্ত্বাদিজ্ঞানমজ্ঞানীভূতং । অহুষ্ঠানামহুষ্ঠানবোদ্ধ-
 বিশেষাবিহুঁষোহনুষ্ঠানং বিহুঁষা নেতুপগংতবতি তেত্যেবইতি । নহ্মাবিধৌ ন চেদহুষ্ঠেয়ং
 কিঞ্চিদাতি, কথং তর্হি বিদ্বান্ যজ্ঞেতেত্যাশিষ্টাঃ তং প্রেতি কৰ্ম্মাপি বিধীয়ন্তে, তত্রাহ যঃ
 পুনরিত্তি । আত্মনি কৰ্ত্ত্বাদিজ্ঞানাপেক্ষয়া কৰ্ম্মবধিকৃতত্বজ্ঞানে তথাবিধঃ পুঙ্খং প্রেতি
 কৰ্ম্মাপি বিধীয়ন্তে, সচ প্রাচীনবচনাদবিদ্বানেবেতি নিশ্চীয়তে, ন যদ্বকৰ্ত্ত্বাদিজ্ঞানবতন্তুবিপরীত-
 কৰ্ত্ত্বাদিজ্ঞানদ্বারা কৰ্ম্মসু প্রবৃত্তিবিভাঃ । কৰ্ম্মগন্তবে ব্রহ্মবিদো হেতুস্তরমাহ বিশেষিতস্তেতি,
 বেদাবিনাশিনমিত্যাদিনেতি শেষঃ । যতপি বিহুঁষা নাস্তি কৰ্ম্ম তপাপি বিবিধিবোঃ
 ত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মাদিতি । বিদ্বয়া বিকল্পাদিব্যামগমোকপ্রতিপক্ষত্বাচ্চ কৰ্ম্মণীমিত্যর্থঃ ।
 যতপি মুমুক্শোরাশ্রমকৰ্ম্মাণ্যপেক্ষিণানি তথাপি বিজ্ঞাতংকলাভ্যামবিকল্পাত্তেব তাত্ত্বত্বাপগতাভ্যুত্থা
 বিবিধিবাংস্তাসবিধিবিরোধাদিত্যভিপ্রেত্যোক্তেহর্থঃ ভগবতোহনুষ্ঠয়মতিমাহ অতএবেতি । বিহুঁষো
 পিবিধিবোশ্চ সংজ্ঞাসেহবিকারোহবিহুঁষন্ত কৰ্ম্মণীতি বিভাগস্তেষ্টবাদিত্যর্থঃ । অধিকাভিভেদেন
 নিষ্ঠাভয়ং ভগবতা বেদব্যাসেনাপি দর্শিতমিত্যাহ তথাচেতি । অধ্যয়নবিধিনা স্বাধ্যায়পাঠে
 ত্রৈবর্গিকস্ত প্রবৃত্ত্যানন্তরং তত্র ক্রিয়ামার্গো জ্ঞানমার্গশ্চেতি যৌ মার্গাবধিকারিভেদেনাপেদিতা-
 বিত্যর্থঃ । আদিশব্দাৎ “যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ” ইত্যাদি গৃহ্যতে । উক্তমোমার্গয়োস্ত-
 ল্যাতাং পরিহর্তুসুদাহরণান্তরমাহ তথেনিতি । বুদ্ধিশুদ্ধিবারা কৰ্ম্মতৎকলয়োর্কৈরায়োদিহাৎ
 পূৰ্ব্বং কৰ্ম্মমার্গো বিহিতো বিরক্তস্ত পুনঃ সংজ্ঞাসপূৰ্ব্বকো জ্ঞানমার্গো দর্শিতঃ, ন চেতবস্মাদ-
 তিশরশালীভিষ্কৃতমিত্যর্থঃ । উক্তবিভাগে পুনরপি বাক্যশেবানুকূল্যমাদর্শয়তি এতমেবেতি ।
 অহঙ্কারবিমুঢ়াত্মেত্যস্ত ব্যাখ্যানং অতত্ত্ববিদিতি । তত্ত্ববিদ্বতি শ্লোকমবত্যাং তাৎপর্যার্থং
 সংগৃহীত্ব নাহমিতি । (পূৰ্ব্বোপ ক্রিয়াপদেনেতিশব্দঃ সষধ্যতে) । বিরক্তমধিকৃত্য ব্যা-
 স্তরং পঠতি তথাচেতি । আদিপকটত্বৈব শ্লোকস্ত শেষসংগ্রহার্থঃ । অবিক্রিয়াজ্ঞানাৎ
 কৰ্ম্মসংজ্ঞাসে দর্শিতে সীমাংসকমতমুখাপয়তি তজ্জৈতি । আত্মনো জ্ঞানক্রিয়াশক্তাদ্যারত্বেনা-
 বিক্রিয়ত্বাভাবাবিক্রিয়াজ্ঞানং সংন্যাসকারণীভূতং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ । যথোক্তজ্ঞানা-
 ভাবো বিষয়াভাবাৎ সানাতাত্মত্বেন বিকল্যাত্তং দূষয়তি নেত্যাখিনা । ন তাবদবিক্রিয়াজ্ঞা-
 ভাবো ন জারতে দ্বিরতে যেত্যাশিষ্টাত্তাপ্তবাক্যতয়া প্রমাণত্বান্তরেণ কারণমানর্থক্যা-
 বোগিদিত্যর্থঃ । বিতীৰ্ণং, প্রত্যাহ যথাচেতি । পারলৌকিককৰ্ম্মবিধিসামর্থ্যসিদ্ধং বিজ্ঞান-

সুপ্তমুদিত কৰ্ত্তৃশ্চেতি । কৰ্ম্মকাণ্ডাদজ্ঞাতে ধৰ্ম্মানো বিজ্ঞানোৎপত্তিবৎ জ্ঞানকাণ্ডাদজ্ঞাতে
ব্রহ্মান্নি বিজ্ঞানোৎপত্তিরবিক্রমাপ্রমাণত্বাবিশেষাদিত্যর্থঃ । জ্ঞানস্ত মনঃসংযোগজন্যত্বান্মনশ্চ
ঐত্যা মনোগোচরত্বনিরাসান্নাত্মজ্ঞানে সাধনমতীতি শব্দতে করণেতি । ঐতিমাত্রিত্য পরিহরতি
ন মনসেতি । তত্ত্বমজ্ঞাদিবাক্যোপমেনোবুত্তাব শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমত্বস্তা দ্রষ্টব্যং তত্ত্বমিতি ।
ক্রমতে স্বরূপেণ স্বপ্রকাশমপি ব্রহ্মান্মবস্ত বাক্যোপবুদ্ধিরুত্তাভিব্যক্তং সবিকল্পব্যবহারালম্বনং
ভবতীতি মনোগোচরত্বোপচারণাদিস্বং করণাগোচরত্বমিত্যর্থঃ । কথং তর্হি ব্রহ্মান্মনো
মনোবিষয়ত্বনিষেধঐতিরিতি্যাশঙ্ক্যাসংস্কৃতমনোবৃত্তাবিবরণা সেতি মহানঃ সঙ্গাহ শাক্তেতি ।
সত্যপি ঐত্যানো তদনুগ্রাহকভাবান্নাত্মকমবিক্রিয়াত্মকজ্ঞানমুৎপত্তুমর্হতীত্যশঙ্ক্যাহ তথেন্টি ।
তত্ত্বাবিক্রিয়ত্বান্মনোহধিগত্যর্থং বিমতো বিকারো নাত্মধর্ম্মো বিকারত্বাহুভয়াভিমতবিকারবদিত্যহু-
মানে পূর্বেকৃতপ্রতিশ্রুতিরূপাগমে চ সত্যেণ তস্মিন্নোৎপত্ততে জ্ঞানমিতি বচঃ সাহসমাত্রং
সত্যেবমানে মেয়ং ন ভাতীতিবদিত্যর্থঃ । নহু যথোক্তং জ্ঞানমুৎপন্নমপি হান্যন্যোপাদানায়
বান ভবতীতি কুতোহস্ত ফলবস্তং তত্রাহ জ্ঞানঞ্চেতি । অবশ্যমিতি প্রকাশপ্রবৃত্তেন্তমোনিবৃত্তি-
ব্যতিরেক্যেণাহুপপত্তিবদাত্মজ্ঞাননিবৃত্তিমন্তরেণাত্মজ্ঞানোৎপত্তেরহুপপত্তেরিত্যর্থঃ । নহুজ্ঞানস্ত
জ্ঞানপ্রাপ্তাবত্যাং তন্নিবৃত্তিয়েব জ্ঞানং ন তু তন্নিবর্তকমিতি তত্রাহ তঞ্চেতি । কথং
পুনর্ভগবতাপি জ্ঞানাত্মাবতিরিক্তমজ্ঞানং দর্শিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ অত্র চেতি । বিমতং জ্ঞানাত্মাবো
ন ভবতুপাদানত্বান্মদাবিবদিতি ভাবঃ । নহু হননক্রিয়াশাস্ত্র ন হিংসাদিতি নিষিদ্ধত্যাং
তৎকর্ত্তৃকত্বাদেবজ্ঞানকৃতত্বেহপি বিহিতক্রিয়াকর্ত্তৃত্বাদেন তথাত্মমিতি নেতাহ তঞ্চেতি । ন
তাবদাত্মনি কর্ত্তৃত্বাদিনিত্যত্বং, অমুক্তি প্রসঙ্গাৎ, ন চানিত্যমপি নিরূপাদানং ভাবকাণ্ড্যস্তোপাদান-
নিয়মাৎ, ন চানাত্মা তদুপাদানমাত্মনি তৎপ্রতিভান্ন চাইব তদুপাদানং কুটুহস্ত তত্ত্ববিদ্যাং
বিনা তৎযোগাদিত্যাহ অবিক্রিয়ত্বাদিতি । কর্ত্তৃত্বভাবেনহপি কারয়িত্বং ত্রাদিত্যাশঙ্ক্যাহ
বিক্রিয়াবানিতি । আত্মনি কর্ত্তৃত্বাদি প্রতিভানস্যানাদ্যনির্লক্ষ্যামতীনুপাদানং তন্নিবৃত্তিশ্চ
তত্ত্বত্বানাদিত্যুক্তমিহানীং কর্ত্তৃত্বকারয়িত্বয়োনিদ্যাকৃতত্বে ভগবতোহুহুমতিং দর্শয়তি তদেত-
দ্বিতি । বিহুধো যদি কৰ্ম্মাদিকারাত্মবো ভগবতোহুভিমতঃ তর্হি কুত্র তস্য জীবেতোহধিকারঃ
স্যাদিতি পৃচ্ছতি ক পুনরিতি । জ্ঞাননিষ্ঠারামিত্যুক্তং স্মারয়তি উক্তমিতি । তদনুভূতে
সর্বকৰ্ম্মসংশ্লাসে চ তদ্যাধিকারোহুতীত্যাহ তথেন্টি । বক্ষ্যমাণে বাক্যে সর্বকৰ্ম্মসংশ্লাসো
ন প্রতিষ্ঠাতি মানসানামেব কৰ্ম্মণাং বিশেষণবশাৎ ত্যাগাবগমাদিতি শব্দতে নথিতি ।
বিশেষণাত্মমাত্রিত্য দ্বয়মিতি ন সর্কেতি । মনসেতি বিশেষণাত্মনসেবেব কৰ্ম্মস্ব সর্বকৰ্ম্মঃ
সংস্কৃতিতঃ স্যাক্তিতি শব্দতে মানসানামিতি । সর্বকৰ্ম্মানা মনোব্যাপারত্যাগে ব্যাপারান্তরাগ-
নহুপপত্তেঃ সর্বকৰ্ম্মসংশ্লাসঃ সিধ্যতীতি পরিহরতি নেত্যাदिना । মানসেহপি কৰ্ম্মস্ব সান্যোমে
লকোচাত্ম বাগদিব্যাপারাহুপপত্তিরিতি শব্দতে শাস্ত্রীয়াণামিতি । অন্যানীত্যশাস্ত্রীয়াণ্যক-
কৰ্ম্মকারণান্যশাস্ত্রীয়াণি মানসানি তানি চ সর্কাণি কৰ্ম্মণীত্যর্থঃ । বাক্যসেবমাত্মর দ্বয়মিতি
ন বৈবেতি । ন হি বিবেকবৃত্ত্যা সর্কাণি কৰ্ম্মণি অপাত্তীয়াণি সংশ্লাস্য তিষ্ঠতীতি শব্দতে

নৈব কুর্স্নিত্যাধি বিশেষণস্য বিতোকবুদ্ধেচ্চ সৰ্ব্বভ্যাগহেতুত্বাচ্ছাধিত্যর্থঃ । 'ভগবদভিমত-
সৰ্ব্বকৰ্ম্মসংন্যাসস্যাবস্থানিশেষস্য সাক্ষাৎ দৰ্শয়মাশঙ্কতে' মবিষ্যত ইতি । 'সংন্যাসো জীবদবস্থাস-
মেবাত্র বিবক্ষিত ইত্যত্র বিশেষণসম্বন্ধমিত্যর্থঃ ন নবেতি । অল্পপণ্ডিতমব স্কোরম্ভি ন হীতি ।
অল্পমণ্ডিতমবস্থানেন শিলাগিহিং চোদয়তি অকুর্স্নত ইতি । বিবেকবশাদ্বিশেষণাশি কৰ্ম্মাশি
দেহে যথোক্তে নিষ্কিপ্যাকুর্স্নত কাবশ্যচ্চিদ্বাদনগতিতঃ, তথাচ মোহ কৰ্ম্মাশি সংন্যাস্যাকুর্স্নতো-
হকারতশ্চ স্পৃহাসংগতিতঃ সম্বন্ধসম্ভবঃ বিশেষণস্য ইতি দেহে কৰ্ম্মভ্যাগনিবন্ধভাবাজীবতঃ
সৰ্ব্বকৰ্ম্মভ্যাগো নাস্তীত্যর্থঃ, অথাপি ইত্যত্র পূৰ্ণতেনৈব সম্বন্ধাভাবঃ, নিষ্কাসিদ্ধিচালাভ
দেহে সংন্যাসো ভ্যাগতোন্নয়নম্ । অতঃ সন্দেহমিত্যর্থঃ । ইতি বিশেষণসম্বন্ধমন্তবেণ কৰ্ম্মভ্যাগনি-
ত্বাভাবোপপাদ্যপতিবে । প্রসঙ্গানিভাবান্নমন্তরু এব সম্বন্ধঃ সান্বিতানিভি সমাশঙ্কতে ন সৰ্ব্ব-
মেতি । ইতি স্বামিনু চেত্যর্থঃ । 'কিঞ্চ সম্বন্ধভাবাজ্ঞাননিধোয়াগতান্নানানাজ্ঞা-
বশাদভিমতসম্বন্ধসিদ্ধিরিত্যাহ আসনেতি । ভবদ্বিষ্ট সম্বন্ধো ন সিধ্যত্যাজ্ঞানভাবা-
দিত্যাহ তদনপেক্ষত্বাচ্চেতি । সংন্যাসময়শ্চ বিদ্যেপার্থবাহিত্য চাধিকবর্ণনাপেক্ষত্বাদভিমত-
সম্বন্ধ সিদ্ধিরিত্যশঙ্কাহ সংপূৰ্ণমিতি । অন্যথোপসর্গদৈবরথ্যাদিত্যর্থঃ । মনসা বিবেক
বিজ্ঞানেন সৰ্ব্বকৰ্ম্মপরিভাজ্যন্তে দেহে সিদ্ধানিত্যন্তেইব সম্বন্ধস্ত সাধুঃ সম্বোধনসংকল্প-
তাদিত্যিতি । সৰ্ব্বভ্যাগপাণোপসর্গম্বয়ঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসংস্থানান্নিক্রিয়াজ্ঞানানিবোধিত্যং, প্রায়ে-
জ্ঞকভাবতো নৈব সংন্যাসমহিকারঃ সম্যগজ্ঞানবত্বদ্বৈব স্বাভাবিকে ফলাশ্রয়ীতি
বিভাগমভ্যুপেত্যোক্তেহর্থে নাক্যশেষান্তঃপাৎ দৰ্শয়তি ইতি তত্র তত্রোক্তি ॥২১॥

রামানুজ ।—এবমানিশিখেন অক্ষয়েন বাসানর্হভেন চ নিত্যমেনমাম্মানং যঃ
পুরুষো বেদ স পুরুষো বেসমুৎপত্তির্ভাঙ্গানবদশবীষতি ॥ অতঃ কসপ্যাম্মানং কণ-
যাতয়তি কং বা কথং হস্তি কথং ॥ ১১ ॥ কং বা তৎপ্রাযাজকো ভবতীত্যর্থঃ ॥ এতান্ন
আশ্রয়না যাতয়ামি ইমি ইত্যনু পাচনমাত্মবদ্রপণায়াজ্ঞানানুলমেবেত্যভিপায়ঃ ॥ ২১ ॥

হুমানু ।—'যদ্বাং বেত্তি হস্তায়' ইত্যনেন মন্ত্রেণ হননক্রিয়ায়াঃ কর্তা কৰ্ম্ম চ ন
ভবতীতি প্রতীজায় ন জাগতে ইত্যনেনানিকিঞ্চৎ তেতুমুক্তা প্রতীজাতার্থমুপসংকল্পতি
বেদাবিনাশিনমিতি । বেদ বিজ্ঞানান্তি, অগ্নিনাশি ॥ অস্ত ভাববিকারবহিতং, নিত্যং পরিণাম-
রহিতং বা বেদেতি সম্বন্ধঃ, এং পূর্বোক্তমন্ত্রেণ উক্তলক্ষণমতঃ জননক্রিয়াবহিতং অ-
পকররহিতং কথং কেন প্রকাষণে স বিদ্বান গুরবাহমিকৃতঃ হস্তি হননক্রিয়াং কাশ্যতি
বা যাতয়তি, হস্তায় প্রবৌজয়তি ॥ ন কণকিং হস্তি ন কণকিং যাতয়তি, উভয়দ্বাঙ্গো
এবার্থঃ । প্রসঙ্গভাবাচ্ছবর্ত্ত তুল্যাচ্ছবিদ্বঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মপ্রতিষদ এব প্রকবণার্থোভিত্যোক্তোক্তো
হস্তেভ্যাক্ষেপোদাহরণার্থেনোক্তো বিদ্বঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসম্বন্ধে কং হেতুবিধেবং গন্তু কসপ্যাম্মানং
ভবদ্বান কং বা পুরুষ ইতি ॥ ২১ ॥

শ্রীধর ।—অতএব হস্তাত্মাবোহপি পূর্বোক্তঃ সিদ্ধ ইত্যাহ বেদাবিনাশিনমিতি ।
নিষ্কঃ বুদ্ধিশ্চ, অযদ্রপক্কসম্মানং, অকং অগ্নিনাশিনকং বা বেদ স পুরুষঃ কং হস্তি কং বা

হস্তি এই তত্ত্ব কথং সাধনাভাবাৎ, তথা স্বয়ং প্রবোধকো ভূতান্যেন কং দ্বাতরতি কথং বা
 দ্বাতরতি ন কক্ষিপতি কথক্ষিপদীত্যর্থঃ । অনেন ময়াপি প্রবোধকত্বদোষদৃষ্টিঃ সাকারীরিত্যুক্তং
 ভবতি ॥ ২১ ॥

বলদেব ।—এবং তত্ত্বজ্ঞানবান্ যো ধর্মবুদ্ধ্যা যুদ্ধে প্রবর্ততে যশ্চ প্রবর্তয়তি তত্ত্ব তত্ত্ব
 চ কোহপি ন দোষগচ্ছ ইত্যাহ বেদেতি । এনং প্রকৃতমাত্মানমবিনাশিনমজমব্যয়মপক্লমশূন্যঞ্চ
 যো বেদ শাস্ত্রবুদ্ধিত্যাং জানাতি স পুরুষো যুদ্ধে প্রবৃত্তোহপি কং হস্তি কথং বা হস্তি । তত্র
 প্রবর্তয়ন্নপি কং দ্বাতরতি কথং বা দ্বাতরতি ? কিমাক্ষেপে । ন কমপি ন কথমপি ইত্যর্থঃ ।
 (নিত্যমিতি বেদনক্রিয়াবিশেষণন্) ॥ ২১ ॥

মধুসূদন ।—“নায়াং হস্তি ন হন্যতে” ইতি প্রতিজ্ঞায় ন হন্যত ইত্যাশ্রয়াদিতং,
 ইদানীং ন হন্তীত্যাশ্রয়াদিতং পুনঃসংহরতি বেদাবিনাশিনমিতি । ‘ন বিনষ্টং শীলং যস্য তম-
 বিনাশিনং অন্তবিকাররহিতম্, তত্র হেতুঃ, অব্যয়ং ন বিদ্যাতে ব্যয়ঃ অবয়বাপচরো
 গুণাপচরো বা যস্য তমব্যয়ং, অবয়বাপচরেন গুণাপচরেন বা বিনাশদর্শনাৎ তদ্ব্যয়রহিতস্য
 ন বিনাশঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ । নহু জ্ঞাত্বেন বিনাশিত্বমহুমায়াসামহে নেত্যাহ অজমিতি । ন
 জায়ত ইত্যজং আদ্যবিকাররহিতম্ । তত্র হেতুঃ, নিত্যং সর্বদা বিদ্যমানং, প্রাগবিদ্যমানস্য
 হি জন্ম দৃষ্টং, ন তু সর্বদা সত ইত্যভিপ্রায়ঃ । অথবা অবিনাশিনং অবাদ্যং সত্যমিতি বাবৎ
 নিত্যং সর্বব্যাপকম্ । তত্র হেতুঃ, অজমব্যয়ং জন্মাবিনাশশূন্যং, জায়মানস্য বিনষ্টতশ্চ
 সর্বব্যাপকত্বয়োরাযোগাৎ । এবং সর্ববিক্রিয়াশূন্যং প্রকৃতমেনং দেহিনং স্বমাত্মানং যো বেদ
 বিজানাতি শাস্ত্রাচার্যোপদেশাত্যাং সাক্ষাৎ কথোতি, অহং সর্ববিক্রিয়াশূন্যঃ সর্বভাসকঃ
 সর্ববৈতরহিতঃ পরমানন্দবোধরূপ ইতি, স এবং বিদ্বান্ পুরুষঃ পূর্ণরূপঃ কং হস্তি কথং হস্তি ?
 কিংমহা আক্ষেপে, ন কমপি হস্তি ন কথমপি হন্তীত্যর্থঃ । তথা কথং দ্বাতরতি কমপি ন
 দ্বাতরতীত্যর্থঃ । ন হি সর্ববিকারশূন্যতাকর্তৃজননক্রিয়ায়াং কর্তৃত্বং সম্ভবতি । তথাচ শ্রুতিঃ,
 “আত্মানকেদ্বিজানীয়াদমসীতি পুরুষঃ । কিমিচ্ছন্ কথং কামায় শরীরমহুসংজ্ঞয়েৎ ॥” ইতি
 শুদ্ধমাত্মানং বিহ্বলতদজ্ঞাননিবন্ধনাধ্যাসনিবৃত্তৌ তন্মূলরাগদোষভাবাৎ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বভাবাৎ
 ‘দর্শয়তি’ । অরমভিপ্রায়ো ভগবতঃ বক্তব্যত্যা কোহপি ন করোতি ন কারয়তি চ কিঞ্চিৎ
 সর্ববিক্রিয়াশূন্যত্বভাবত্যাৎ ; পরন্তু স্বপ্ন ইবাভিপ্রায় কর্তৃত্বাদিকর্ম্মাশ্রয়ভিন্নমত্তে । তদ্ব্যক্তং,
 “উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ” ইতি । শ্রুতিশ্চ, “ধ্যারতীব লেলারতীব” ইত্যাদি । অতএব
 সর্বাণি শাস্ত্রাণ্যবিদ্বদধিকারিকানি, বিদ্বাংস্ত সমুদ্যাত্তবাহাদ্রাস্তানি কর্তৃত্বাদিকর্ম্মাভিন্নমত্তে,
 স্বাপুংস্বরূপং বিদ্বানিব চোরত্বম্ অতো বিক্রিয়াসহিতদ্বাদবিতীয়দ্বাচ্চ বিদ্বান্ ন করোতি
 কারয়তি চেতুচ্যুত । তথাচ শ্রুতিঃ, “বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন” ইতি । অর্জুনো হি স্বমিন্
 কর্তৃত্বং ভগবতি চ কারয়িত্বমধ্যস্ত হিংসানিহিংসং বোবদুভয়দ্ব্যাপ্যশশ্বৎ, ভগবাননি
 বিনিত্যভিপ্রায়ো হস্তি দ্বাতরতীতি তদ্ব্যয়মাচক্ষেপ, আত্মনি কর্তৃত্বং বিন্ধিত কারয়িত্বম-
 যোপ্যপ্রত্যাবারশকাং সাকারীরিত্যভিপ্রায়ঃ । অত্রিক্রিয়বর্ষণেনোক্তনঃ কর্তৃত্বপ্রতিবেদনঃ সর্ব-

কৰ্মাক্ষেপে ভগবদভিপ্রেতে হস্তিরূপলক্ষণার্থঃ পুরন্দ্রুর্ভিক্ৰাৎ প্রতিবেদ্যেতৎস্বাভাৱ্যং কৰ্মান্ত-
রাত্মজ্ঞানুপপত্তেঃ । তথ্যচ বক্ষ্যতি “তত্ত্ব কার্যং ন বিভত” ইতি । অতোহত্র হননমাত্রাক্ষেপেণ
কৰ্মান্তরং ভগবতাত্মজ্ঞায়ত ইতি মুচ্যনকল্পিতমপাত্তং, “তস্মাদবুধ্যস্ব” ইত্যত্র হননস্ত ভগবতা-
ত্মজ্ঞানাত্ বাস্তব কর্তৃত্বাত্তাবস্ত কৰ্ম্মমাত্রে সমবাদিতিক্ ॥ ২১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নারং হস্তীভ্যোতত্পাদয়তি বেদেতি । বিনষ্টমদর্শনং গন্তঃ শীলমসৌচি
বিনাশি, রজ্জুরগতলামুপাধিত্রয়ঃ স্থগম্ভকারণশরীরার্থঃ ততোহনাং অবিনাশিনম্, অতএব
নিতাং নানহীনম্, তত্র হেতুঃ অজং জন্মবান্ হি অনিত্যঃ, অগন্ত অজ্ঞানিত্যশ্চেত্যর্থঃ, নহু
বিনাশিনঃ স্বকার্যাপক্ষয়া অন্যত্বমজহং নিত্যত্বঞ্চ সাধ্যাভিমতে প্রদানং, তর্কিকভিমতে
নভসি বাস্তি অত উক্তং অব্যয়মিতি । ন যোতি পূর্কীবহাং ত্যজতীত্যব্যয়মপরিণামি,
প্রধানস্ত চূলং গুণবৃত্তিমিতি ন্যায়েন গুণসাম্যাবস্থায়ামপি পরিণমমানমেব, সর্বনাশীতি
তেষামভূপগমাৎ আকাশস্যাপি, “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুতঃ” ইতি উৎপত্তি-
শ্রবণমজ্ঞাতাবাদেব নাব্যয়ত্বং, তাদৃশমাত্মনং যো বেদ অপরোক্ষীকরোতি স, পুমান্
কথং কেন প্রকারেণ কমজ্জং ঘাতয়তি হননক্রিয়ায়াং প্রবর্তয়তি কং বা হস্তি ন কেনচিৎ
প্রকারেণ কমপি ঘাতয়তি ন বা হস্তীত্যর্থঃ, বৈতাভাবাৎ । তথা হি শ্রুতিবিশ্তাবস্থানাং
সর্বকারকব্যাপারং নিবেদয়তি, “যত্র তত্ত্ব সর্বমাত্মৈবাত্বং তৎ কেন কং পশ্চৈৎ” ইত্যাদিঃ ।
অবিত্তাবস্থায়ামেব চ সর্বকারকব্যবহারং দর্শয়তি, “যত্র হি বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং
পশ্চতি” ইত্যাদি, এতেন সর্বকারকোপমদ্বিত্বা বিদ্যায়ঃ সর্বকারকগাপেক্ষঃ কৰ্ম্মভিঃ সহ
সমুচ্চয়ে নিরন্তঃ পরস্পরবিকল্পস্বভাবত্বেন শীতোষ্ণরৌরিষ দ্ব্যয়েরেককার্যকারিত্বস্ত রথাস-
জ্ঞায়েনাসম্ভবাদিত্যান্যত্র বিতরঃ । মাদৃশানাং জ্ঞানিনাং ব্যাখানকালেহবিদ্যালেশানুবৃত্ত্যা
ঘাতয়িতৃত্বাদেঃ প্রসক্তাবপি বিদ্যায়ঃ তস্য বাধিতত্বাদাগামি কৰ্ম্মণামপ্লেষাচ্চ ন দোষঃ, তথা
চ বক্ষ্যতে, “হুতাপি স ইমান্ লোকান্ ন হস্তি ন নিবধ্যতে” ইতি ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ ।—অত এবজ্ঞতজ্ঞানে সতি ত্বং যুধ্যমানোহপি অহং বুদ্ধে প্রেরয়মপি
দোষভাজো মৈব ভবাব ইত্যাহ বেদেতি । (নিত্যমিতি ক্রিয়াবিশেষণং) অবিনাশিনমিতি
অজমিতি অব্যয়মিতি এতৈর্বিনাশজন্যাপক্ষয়াঃ নিষিদ্ধাঃ । স পুরুষো মঙ্গলকণঃ কং ঘাতয়তি
কথং বা ঘাতয়তি, তথা স পুরুষমঙ্গলকণঃ কং হস্তি কথং বা হস্তি ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য ।—হে মোহাক বাস্তব ! যে ব্যক্তি আত্মার অঙ্গরত্ব, অমরত্ব,
নিজত্বাদি বিষয়ে সন্দেহশূন্য হইয়াছে, সে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছে
যে, উৎসাহ পূর্ণ বাক্য বী উপদেশ দ্বারা কাহাকে স্বকর্ম সঙ্গত বুদ্ধে বিনি-
যুক্ত করিলে, বা স্বহস্তে পরীক্ষা করিয়া অসত্য-নিপাত করিলেও কখন

আজ্ঞার বিনাশ করা যায়না । হে অৰ্জুন ! আমি তোমাকে যুদ্ধে সমুত্তেজিত করিতেছি কিন্তু সৈজ্ঞা আমার অনুমাত্র পাপ-স্পর্শ হইতেছে বলিয়া মনে করি ।। কারণ এই অপরিহার্য্য সময়ে, আমার বাক্যাবতন্ত্র হইয়া, তুমি যঁাহাদিগকে বিনাশ করিলে, তাঁহাদের দেহ ভিন্ন আত্ম-পুরুষেব বিনাশ-লাভনে কখনই সক্ষম হইবে না । সুতরাং তজ্জ্ঞ ইত্যন্তঃ কবিরাব কোনই প্রয়োজন নাই । হে জাতঃ ! তুমি সমব-সজ্জা সম্পন্ন প্রত্যয়ুধ বর্গী, আর আমি রণ-বিমুখ, অশ্বতল্গাধারী সাতথী । তুমি এই সমবস্থলে সমাগত হইয়াও অমুনক মোহ-বশে ত ভিত্ত হইয়া কর্তব্য-পালনে বিমুখ হইতেছ, অতরাং বিহিত উপদেশ দ্বারা তোমার অমাককার বিদূষিত কবিতা জ্ঞানালোক-সমুদ্ভাসিত প্রকৃষ্ট পদ্মা প্রদর্শন করাই আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয় । এক্ষণে তুমি শায়ক-প্রক্ষেপে সম্মুখস্থ শত্রুগণেব শবীর-নাশ করিলে, তাঁহাদের আত্মনাশ কখনই সম্ভব হইবে না, এবং সৈজ্ঞা তুমি বা আমি কখনই মুখ্য বা গোণ কারণরূপে দোষভাগী হইব না । আমার উপদেশ বাক্য সমূহেব সমর্থনার্থ সনাতন ও অপৌরুষেয় বেদ-বাক্য এবং শাস্ত্রোক্তি সমূহ প্রদর্শন কবিযাছি, জ্ঞান ও যুক্তিব ভাণ্ডার হইতে আমার অভিপ্রায়-পরিপোষক নানা বাক্য পরিব্যক্ত কবিযাছি, অতরাং এ সম্বন্ধে তোমার অন্তমত কবিরাব কোনই কাবণ নাই ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভগবদাচার্য্য, শ্রীমদর্দনানন্দগিরি, শ্রীমদ্রামানুজ, শ্রীমৎ শ্রীধর-স্বামী ও শ্রীমন্নীলকণ্ঠসূরি মহাশয়দিগেব অভিপ্রায় নিম্নে বিবৃত হইতেছে । ভগবান্ “বএনং বেত্তি হস্তাবং” ইত্যাদি শ্লোকে “আত্মা হনন-ক্রিয়ার কর্তা ও কর্তৃও নহেন” একরূপ প্রিজ্ঞা কবিতা উক্ত বাক্য সমর্থনার্থ “ন দ্বাযতে” ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা হেতু নর্দেশ করিয়াছেন এবং এই শ্লোকে প্রতিজ্ঞাত বিষয় উপসংহার কবিতা যুদ্ধ-প্রবেশ-জনিত স্বকীদ-দোষ-পরিহারপূর্ব্বক দেহাভিমানী অৰ্জুনের কলুষিত চিত্তকে প্রসন্ন করিতেছেন ।

হে পার্শ্ব ! তুমি বিবেচনা করিতেছ, এই ভীষ্মাদি বীরবৃন্দকে বধ করিতে তোমাকে আমি নিয়োজিত করিতেছি, ডাहा কখনও সম্ভব নহে; কারণ বিনি জ্ঞানিরাছেন, আত্মা অবিনাশী অর্থাৎ রজ্জুতে কল্পিত নর্পের ন্যায়, আজ্ঞাতে আনোপিত স্থল-স্থল-কারণ শরীররূপ উপাধিভিন্ন যেমন বিনাশ-

শীল, আত্মা তদ্রূপ নহেন; আত্মা নিত্য অর্থাৎ পরিণামশূন্য এবং অজ, অতএব তিনি অব্যয় অর্থাৎ অপকরশূন্য, যিনি জন্মনিশিষ্ট হইতাম্বর পরিণাম বা বিনাশ হয়, জন্মবিহীন আত্মাকে বধ করিতে কিংবা তাদৃশ আত্মার বধার্থ অন্যকে নিয়োজিত করিতে সেই আত্মতত্ত্বদর্শী ব্যক্তি কিরূপে সমর্থ হইবেন? অর্থাৎ যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান ভীষ্মাদি কীরগণকে যিনি পূর্বোক্ত ষড়্‌বিধ বিকার-শূন্য আত্মস্বরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি আবার কিরূপে অন্যের বধার্থ অন্যকে প্রবর্তিত করিবেন? অথবা কিরূপে স্বয়ং অন্যের বধার্থ সমুদ্যত হইবেন? যেহেতু তাঁহার তুমি আমি ইত্যাদি ভেদ বুদ্ধি দূরীভূত হইয়াছে। অতএব হে বরম্ভ অর্জুন! এই যুদ্ধে নিয়োজনু নিমিত্ত তুমি আমার প্রতি দোষারোপ করিও না। যেহেতু তুমি আত্ম-তত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তুমি আত্ম-বোধ-বিহীন হইয়াই বন্ধু-বিচ্ছেদ-জনিত শোকে অভিভূত হইয়াছ। জ্ঞানী পুরুষ কখনও লুপ্ত-দুঃখে চণ্ডীক্লিষ্ট হন না। যেমন লোচন-বিহীন মানব চক্ষুদ্বান ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া কর্তব্য কার্যে বিনিযুক্ত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানাত্ম কর্তব্যাকর্তব্য-বোধ-শূন্য তুমিও আমার উপর নির্ভর করিয়া কর্তব্যপরায়াণ হও; তোমাকে কোন পাপ আশ্রয় করিবে না, যেহেতু তুমি অজ্ঞ ও বিধিনিষেধের বশীভূত; কিন্তু কর্তব্যবাহিন্মুখ হইলে তোমাকে ঘোরতর অন্ধতমনরকে গমন করিতে হইবে, সম্ভেদ নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, “বিদ্যাবস্থায়, অর্থাৎ সকলই ব্রহ্ম ইত্যাকার জ্ঞান দ্বারা দ্বৈত-প্রপঞ্চ নিবৃত্ত হইলে, সর্কব্যাপার পরিশূন্য হইবে, যেহেতু সেই সময় সকলই আত্মস্বরূপ বলিয়া প্রতীত হয়, তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে? আর অবিদ্যাবস্থায় নিত্য নৈগিত্তিকাদি বাবতীয় ক্রিয়া করিতে হয়, তখন ক্রিয়া পরিত্যাগ করিলে তাহাকে বিধি-লঙ্ঘন-জনিত পাপ আনিয়া আশ্রয় করে। যেহেতু সেই সময় সকলই দ্বৈত ভাবাপন্ন এবং সকলকে বিভিন্নরূপে দর্শন করিয়া থাকে।” অতএব এতদ্বারা জ্ঞান ও কর্মের সমসাময়িকতারূপ সমুচ্চয় বাদও নিরাকৃত হইল। (এই গ্রন্থের ২য় অধ্যায় ১১ শ্লোকের তাৎপর্য্য জষ্টব্য)।

অপিচ, অজ্ঞ জনের বিদ্যার নিমিত্ত বিধি প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যার জ্ঞান-সাধনার্থ কোন বিধিই প্রদর্শিত হয় নাই; সুতরাং তঁদর্শ জ্ঞানী পুরুষের কোনও কর্মেরও প্রয়োজন নাই; অতএব ভগবান্ এই নীতি শাস্ত্রে

(৩ অধ্যায় ৩ শ্লোক) “জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্” ইত্যাদি শ্লোকে অধিকারিভেদে জ্ঞান ও কর্মরূপ নিষ্ঠাস্বরের উল্লেখ করিয়াছেন এবং ভগবান্ বেদব্যাসও আপন পুত্র শুকদেবকে বলিয়াছেন, ঐক্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রথমতঃ ক্রিয়া-পথ, পরে জ্ঞান-পথে আরোহণ করিতে হইবে। এই গীতা শাস্ত্রে আত্মজ্ঞানী পুরুষের সন্ন্যাসাধিকারিতা ও অজ্ঞানের কর্মাদিকারিতা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সবস্বতী মহাশয়ের অভিপ্রায়। হে সখে! যে ব্যক্তি জানে যে আত্মা অজ্ঞ ও অব্যয় বলিয়া অর্থাৎ জন্ম বিনাশ শূন্য বলিয়া অবিনাশী অর্থাৎ অবাধ্য সত্য এবং নিত্য অর্থাৎ সর্বব্যাপক, সে ব্যক্তি আবার কাহাকে কিরূপে বধ করে, বা কাহাকে বধ-কার্যে নিযুক্ত করে? এ বিষয় একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। ইহ জগতে দেখা যায়, যে সমস্ত পদার্থের জন্ম বা নাশ আছে, তাহা অবাধ্য সত্য নহে অর্থাৎ সে সত্যের বাধা (নাশ) আছে এবং তাদৃশ পদার্থও কখন সর্বব্যাপক হইতে পারে না; কিন্তু আত্মা জন্ম ও বিনাশ-পরিহীন; অতএব আত্মা অবাধ্য সত্য এবং সর্বব্যাপক।

এখন দেখ, যে ব্যক্তি শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশে আত্মার একুংবিধ প্রকৃত স্বরূপ সমবগত হইতে পারে অর্থাৎ “আমি সর্ববিধ বিকার-পরিহীন, আমি সর্ববিধ পদার্থের ভাসক, আমি স্বপ্রকাশ, আমি সর্ববিধ বৈত-রহিত, আমি পরমানন্দ-বোধ-রূপ,” আপনার এই প্রকৃত স্বরূপ যে সম্যক্ জ্ঞাত হয়, সে ব্যক্তি আবার কাহাকে কিরূপে বধ করিবে? যিনি সর্ববিধ বিকারশূন্য, তিনি কখনও হনন ক্রিয়ার কর্তা হইতে পারেন না। বস্তুতঃ কেহ নিজেকে কিছু করে না, এবং অন্য কাহাকেও কিছু করায় না। তবে কি না, স্বপ্ন-জগতের বহুবিধ রূপ-পরিগ্রহের ন্যায় অবিদ্যা প্রভাবে আপনার (আত্মার) উপর কর্তৃত্ব প্রভৃতি কর্মের আরোপ করে। আত্মা পূর্বকথিত সর্ববিধ বিকার-পরিহীন। তাই বলি সখে! তুমি যে নিজের উপর বধ-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব, এবং আমার উপর বধ-ক্রিয়ার কারয়িত্বের অবধা আরোপ করিয়া উভয়েরই পাপের আশঙ্কা করিয়াছিলে, তাহা তোমার নিতান্ত জ্ঞানহীনক। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইলে, আর তুমি এরূপ আশঙ্কা

করিতে পারিতে না । সে যাহা হউক, এখন তুমি তোমার উপর হনন-ক্রিয়ার কর্তৃহ ও আমার উপর হনন-ক্রিয়ার কারয়িত্বের আরোপ করিয়া কোনও রূপ প্রত্যবায়ের আশঙ্কা করিও না । আর যেন এরূপ বুঝিও না যে, আমি তোমাকে কেবলমাত্র হনন-ক্রিয়ার কর্তৃহের আরোপ করিতে নির্বেদ করিতেছি এবং অন্তবিধ কর্ত্তে নিযুক্ত করিতেছি । কর্ম্ম সকলই সমান । আত্মা নিক্রিয়, তাঁহাতে কোনরূপ ক্রিয়ার কর্তৃহের আরোপ হইতে পারেনা, তাঁহার কোনরূপ কর্ম্ম নাই ॥২১ ॥

—.:):*:(:~—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহার

নবানি গৃহ্ণাতি নরোঃপরানি ।

তথা শরীরানি বিহার জীর্ণা-

ন্থানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

অর্থঃ ।—নরঃ (পুরুষঃ) যথা (যৎ) জীর্ণানি (গলিতানি) বাসাংসি (বস্ত্রাণি) বিহার (পরিত্যজ্য) অপরাণি (অন্ত্রানি) নবানি (নূতনানি) গৃহ্ণাতি (আদত্তে) তথা (তদ্বৎ) দেহী (আত্মা) জীর্ণানি (বয়োহধিক্যজনিতানি ক্লেশানি অসমর্থানি পলিতানি) শরীরানি বিহার (অন্ত্রানি) নবানি [দেহান্] সংযাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২২ ॥

প্রতিশব্দ ।—মনুষ্য যেমন গলিত বস্ত্র-সকল পরিত্যাগ-করিয়া অন্ত্র নূতন-বস্ত্র-ধারণ করে, সেইরূপ আত্মা জরাগ্রস্ত দেহ পরিত্যাগ-করিয়া অন্য দেহ [দেহ] প্রাপ্ত-হয় ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা ।—মানবগণ যেমন ছিন্ন, গলিত ও অব্যবহার্য্য বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র ধারণ করে, তদ্রূপ আত্মাও বয়ঃক্রিয়, কাতর ও অকর্ম্মণ্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য অভিনব শরীর পরিগ্রহ করেন ॥ ২২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—প্রকৃততত্ত্ববক্ষ্যামঃ, তজ্জ্ঞানোহবিনাশিতং প্রতিজ্ঞাতং তৎ কিমিহ । ইত্যুচ্যতে, বাসাংসীতি । বাসাংসি বস্ত্রাণি জীর্ণানি দূর্ব্বলতাং গতানি যথা লোকে বিহার পরিত্যজ্য নবান্যন্তিনবানি-গৃহ্ণাত্যুপাদত্তে নরঃ পুরুষঃ অপরাণ্যন্যানি তথা তদ্বৎ

শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যান্যানি সংযাতি সংগচ্ছতি, নবানি দেহাংস্বা পুরুষদবিক্রিয় এব-
ত্যাৰ্থঃ ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরি ।—আত্মনোহবিক্রিয়ত্বেন কৰ্ম্মাসম্ভবং প্রতিপাত্যবিক্রিয়ত্বহেতুসমুৎপাদ্য-
মেবোত্তরগ্রন্থমবতারণতি প্রকৃত্ত্বিতি । কিং তৎপ্রকৃত্ত্বম্ ? ইতি শঙ্কমানং প্রত্যাহ তজ্জ্ঞেতি ।
অবিনাশিত্বমিত্যুপলক্ষণমবিক্রিয়ত্বমিত্যাৰ্থঃ । তদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়িতুমুত্তরলোকমুখাপয়তি
তদিত্যাदिना । আত্মনঃ স্বত্তো বিক্রিয়াভাবেহপি পুরাতনদেহত্যাগে নূতনদেহোপাদানে চ
বিক্রিয়ানবদ্রোহাদপিনা কৰ্ম্মজন্মসিদ্ধমিতি চেৎ তত্রাহ বাসাংসীতি । শরীরানি জীর্ণানি বয়োহানিৎ
গতানি ত্বয়সীপনিতাদিসঙ্গতানীত্যাৰ্থঃ । বাসসাং পুরাতনানাং পরিত্যাগে নবানাকোপাদানে
ত্যাগোপাদানকর্তৃত্বতলৌকিকপুরুষস্তাপি অবিকারিত্বেনৈকরূপত্ববদাত্মনো দেহত্যাগোপাদান-
য়োর্বিরুদ্ধমবিক্রিয়ত্বমিতি বাক্যার্থমাহ পুরুষবদিতি ॥ ২২ ॥

রামানুজ ।—তুপি নিত্যানামাত্মনাং শরীরবিলেঘমাত্রং ক্রিয়তে তথাপি রমণীয়
ভোগসাধনেষু শরীরেষু নশ্রৎস্ব তধিরোগরূপং শোকনিমিত্তমন্ত্যেদেভ্যত আহ বাসাংসীতি ।
ধৰ্ম্মযুদ্ধে শরীরং ত্যক্ততাং ত্যক্তশরীরাদধিকতরকল্যাণশরীরগ্রহণং শাস্ত্রাদবগম্যতে ইতি ।
জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় নবানি কল্যাণানি বাসাংসি গৃহ্ণতামিব হৰ্ষনিমিত্তমেবাত্মোপ-
লভ্যতে ॥ ২২ ॥

হনুমান্ ।—আত্মনো নিত্যত্বং প্রতিজ্ঞাতং তৎকথং শরীরেষু নশ্রৎস্বিত্যজ্ঞাহ
বাসাংসীতি । যথা নরো জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় নবানি বস্ত্রানি গৃহ্ণতি স্বয়ং বিদ্যমান
এব, তথা জীর্ণানি শরীরানি সংযাতি দেহী স্বয়ং পূৰ্বদেহবিনাশেহ্যপ্যবিক্রিয়োহতিনাশ-
রহিতঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীধর ।—নষ্টাত্মনোহবিনাশেহপি তদীয়শরীরনাশং পর্যালোচ্য শোচামীতি চেৎ
তত্রাহ বাসাংসীতি । কৰ্ম্মনিবন্ধনত্বতানাং দেহানামবশ্যস্তাবিত্রাং তজ্জীর্ণদেহনাশে ন শোকাবকাশ
ইত্যৰ্থঃ ॥ ২২ ॥

বলদেব ।—নহু সা ত্বদাত্মনাং বিনাশো ভীষাদিসংজ্ঞানাং তচ্ছরীরাণাং তৎস্বখসাধ-
নানাং বুদ্ধেন বিনাশে তৎস্বখবিচ্ছেদহেতুকে দোষঃ স্তাদেব, অন্যথা, প্রায়শ্চিত্তশাস্ত্রাদি
নির্কিৰ্ঘরাণি স্থারিতি চেৎ তত্রাহ বাসাংসীতি । স্থূণজীর্ণাংসত্যাগেন নবীনবাসোদারবমিব
বুদ্ধদেহত্যাগেন যুগদেবদেহধারণং তেষামাত্মনামতিস্বখকরমেব । তদ্রূপত্বং বুদ্ধনৈব
কিপ্রং ভবেদিত্যুপকারকাং, তদ্ব্যম্মা বিরংসীতি ভাবঃ । সংযাতিতি সম্যগুগ্ৰবাসাদি-
যাতনাং বিনৈব শীঘ্রমেব প্রাপ্তোত্তীত্যাৰ্থঃ । প্রায়শ্চিত্তবাক্যানি তু বজ্রযুদ্ধবদভ্যাসিন্ বধে
নেহানি ॥ ২২ ॥

মধুসূদন ।—নষ্টেবমাত্মনো বিনাশিত্বাবেহপি দেহানাং বিনাশিত্ববুদ্ধত চ
তদ্রূপত্বাৎ কথং ভীষাদিদেহান্যনেকস্বকৃতসাধনানাং যদা বুদ্ধেন বিনাশঃ কার্য
ইত্যুপকার্য উক্তমাহ, বাসাংসীতি । জীর্ণানি বিহায় বস্ত্রানি নবানি গৃহ্ণতি বিক্রিয়াত্ব

এব নরো যথোক্তোভবতৈব নিক্ষাহে অপরাণীতি বিশেষণমুৎকর্ষাতিশয়ব্যাপনার্থং তেন
 বধা নিকৃষ্টানি বস্ত্রাণি বিহারোৎকৃষ্টানি জনো গৃহ্মাতীত্যোচিভ্যাস্তং, তথা জীর্ণানি
 বয়না তপসা চ কৃশানি ভীষ্মাশ্রমশরীরানি বিহার অস্ত্রানি দেবাদিশরীরানি সর্কোৎকৃষ্টানি
 চিরোপার্কীভবন্ত্যকংভোগার সংযাতি সম্যগুর্ভবাসাদিক্রেশবতিরেকণ প্রাপ্তোতি, দেহী
 প্রকৃষ্টধর্ম্মানুষ্ঠাতৃদেহবান্ ভীষ্মাদিরিতার্থঃ। “অশ্রমতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং
 বা গাঙ্কর্যং বা দৈবং বা প্রাজ্ঞাতরং বা ব্রাহ্মণং বা” ইত্যাদিশ্রুতেঃ। এতদ্রূপং ভবতি,
 ভীষ্মাদয়ো হি যাবজ্জীবং ধর্ম্মানুষ্ঠানক্ৰেমেণৈব জর্জরশরীরে বর্তমানশরীরপাতমন্তরেণ
 তৎকলভোগারাসমর্থ্যঃ, যদি ধর্ম্মবুদ্ধেন স্বর্গপ্রতিবন্ধকানি জর্জরাণি শরীরানি পাতয়িত্বা
 দিব্যদেহসম্পাদনেন স্বর্গভোগযোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে ত্বয়া তদাত্মসমুপকৃতা এব তে, দুর্ধ্যোধনা-
 দীনামপি স্বর্গভোগযোগ্যদেহসম্পাদনাং মহামুপকার এব, তথাচাত্মসমুপকারকে যুদ্ধে
 অপকারকত্বম্ভং মা কাৰীরিতি। অপরাণি অস্ত্রানি সংযাতি পদত্রয়বশাভগবদভিপ্রায়ং
 এষমভ্যাহিতঃ। অনেন দৃষ্টান্তেন বিকৃতত্বপ্রতিপাদনমাম্মনঃ ক্রিয়ত। ইতি তু প্রাচ্যং
 ব্যাখ্যানমতিস্পষ্টম্ ॥ ২২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নমু “ব্রহ্মণোঃ যজ্ঞেত জাতপুত্রঃ কৃষ্ণকেশোহরীণাদধীত” ইতি আত্মানং
 যয়োবর্ণাদি বিশেষণবস্ত্রসেবাধিকৃত্য কশ্মবিধয়ঃ প্রবর্তন্তে, তেন নীলাদ্বংপলমিব দেহাদন্ত
 আত্মা অবধারয়িতুং ন শক্যত ইত্যশঙ্ক্যাহ বাসাসীতি। দত্তী প্রৈষ্যানম্বাহেতি দণ্ডস্ত
 বিশেষণত্বেহপি ন প্রৈষ্যানম্বক্তৃস্বরূপান্তর্গতত্বং এবং ব্রাহ্মণস্বাদেবপি ন স্বর্গকাম-
 স্বরূপান্তর্গতত্বমিতি, বস্ত্রদেবদত্তয়োবিব জড়জড়য়োর্দেহায়নোঃতান্তবিলক্ষণত্বমতীতি, বস্ত্র-
 নাশেন দেবদত্তনাশং মহানস্তেব তব দেহনাশাদাত্মনাশঃ মহানস্তান্ত্রৌচ্যং স্পষ্টমিতি
 ভাবঃ। স্পষ্টার্থশ্চ শ্লোকঃ ॥ ২২ ॥

বিষ্মনাথ ।—নমু মদীয়বুদ্ধ্যং ভীষ্মগঞ্জকণরীরন্ত জীবাশ্চা ত্যাক্যতোব, ইত্যত-
 শ্চকারঞ্চ তত্র হেতু ভবাব এবত্যত আহ বাসাসীতি। নবীনং বস্ত্রং পরিধাপয়িতুং
 জীর্ণবস্ত্রস্ত ত্যাজনে কশ্চিৎ কিং দোষো ভবতীতি ভাবঃ। তথা শরীরগীতি; ভীষ্মো
 জীর্ণশরীরং পরিত্যজ্য দিব্যং নবাসন্যং শরীরং প্রাপ্ততীতি, কস্তব বা সম বচ দোষো
 ভবতি ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য ।—মৃত্যু যে আত্মার বিনাশ সাধনে সক্ষম নহে এবং দেহ যে
 অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ, ইহাই প্রতিপাদন করি এই শ্লোকের অভিপ্রায়।
 বাহাকে আমরা মৃত্যু বলিয়া জ্ঞান করি এবং যে ঘটনা নিরতিশয় শোক-
 জনক মনে করিয়া উৎকণ্ঠিত ও আকুল হই, বস্ত্রতঃ তাহা। দেহের নাশ
 মাত্র, আত্মার সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। এই দেহ আত্মার পরি-
 ছদস্বরূপ। পরিচ্ছদ পুরাতন, শোভাহীন, বিগলিত হইলে মনুষ্যগণ তাহা

পরিত্যাগ করিয়া সানন্দে অভিনব, বোধোপযুক্ত ও শোভাসম্পন্ন পরিচ্ছদ দ্বারা দেহ সমারুত করে। তাদৃশ পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিতে হইলে শোকাকুল না হইয়া, মানবগণের অন্তরে অতিশয় আনন্দ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। এই শরীররূপ পরিচ্ছদ গলিত, ক্লশ ও অসমর্থ হইলে, আত্মাও তাহা পরিত্যাগ করিয়া অভিনব কর্মক্ষম ও স্বকাস্তিসম্পন্ন কলেবর ধারণ করেন। সুতরাং ইহাতে শোক বা কাতরতার কোনই কারণ নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি ও শ্রীমদ্রামানু লিখিয়াছেন। আত্মার অবিনাশিত্ব কীদৃশ, তাহাই প্রতিপাদন ও স্পষ্টী-করণ অভি-
প্রায়ে এস্থলে ভগবান্ ব্রহ্মবিষয়ক দৃষ্টান্ত উত্থাপিত করিয়াছেন। জনগণ জীর্ণ বসন ত্যাগ করিয়া নূতন বসন ধারণ করিতে বিকার প্রাপ্ত হয় না, অবিক্রিয় নিষ্ঠৈত্যকরূপ আত্মাও তদ্রূপ জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া অভিনব দেহ ধারণ করিতে বিকার প্রাপ্ত হন না।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন। মৃত্যু যদি: কেবলমাত্র দেহের সহিত আত্মার বিচ্ছেদ-সাধক স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও এই রমণীয় ভোগ-সাধন শরীরের নাশ হইলে তদ্বিযোগ জনিত শোক কেন না হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে বিবৃত হইতেছে যে, ধর্ম্মযুদ্ধে শরীর নাশ হইলে ত্যক্ত শরীরাপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর কলেবর প্রাপ্তি হয়।

সুতরাং নূতন বসন ধারণের স্থায় মরণ আনন্দ-বিধায়ক।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন। মনুষ্যের কর্মফল নিবন্ধন মরণান্তে পুনরায় দেহলাভ অবশ্যজ্ঞাবী; সুতরাং তজ্জন্ত শোকের কোনই কারণ নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন। যদি শরীর বিনষ্ট করিলে পাপ না জন্মে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে হত্যাসম্বন্ধে যে নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্তবিধিবদ্ধ হইয়াছে, তৎসমস্ত নিতান্তঅনর্থক হইয়া পড়ে।

* পাপ-ক্ষয়-সংসাধন কর্মের নাম প্রায়শ্চিত্ত। হারীত বলিয়াছেন, এবতত্বেষোপচিতমুত্তমং নাশমতীতি প্রায়শ্চিত্তম্, অর্থাৎ পাপকর্তার শুদ্ধির নিমিত্ত উপচিত (সঞ্চিত) পাপসকল যে বিনাশ করে তাহাই প্রায়শ্চিত্ত। যথা: চাক্ষারণ, পরাক্রমাদি। মহর্ষি অত্রিতা প্রায়শ্চিত্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন যথা, "প্রায়ো দাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং দিল্পয় উচ্যতে। তপোনিল্পয়সংযুক্তপ্রায়শ্চিত্তমিতি বৃতম্।" অর্থাৎ পাপকর্মের অযোব সাধনের দামই প্রায়শ্চিত্ত। মহর্ষি বাজবল্য পাপের কারণ লিখিয়াছেন। "বিবিক্তা-

এই আশঙ্কার অপনয়নার্থ বলিতেছেন, বৈধ যুদ্ধে হনন-ক্রিয়ায় কোন পাপ হয়না, সুতরাং তজ্জন্ত প্রায়শ্চিত্তের কোনই প্রয়োজন নাই। যুদ্ধাদি বৈধ-শ্রুতিবিরুদ্ধ অন্য কারণে হত্যা করিলে পাপস্পর্শ হয় এবং তাদৃশ শ্রুতিলৈ প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক।

পূজ্যপাদশ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসম্বন্ধীয়তীর্থলিখিয়াছেন। ভীষ্মাদিমহাত্মগণ, বয়োভার-প্রাপ্তিভিত্তিক, তপশ্চর্যাদি ধর্মানুষ্ঠান হেতু জীর্ণ শীর্ণ এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া, চিরোপার্জিত কর্মফল ভোগার্থ, গর্ভবাস-যাতনাদি হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, সর্বোৎকৃষ্ট দেবাদিদেহ পরিগ্রহ করিবেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, “পিতৃলোকে, গন্ধর্ব্বলোকে, দেবলোকে, প্রজাপতিলোকে বা ব্রহ্মলোকে অন্য নবতর, কল্যাণতর কলেবর লাভ হয়।” আজীবন ধর্মানুষ্ঠান-ক্লেশে জর্জরিত-দেহ ভীষ্মাদি এই শরীরের সুখসন্তোষে সর্বথা অসমর্থ হইয়াছেন; এই জরিত দেহ অধুনা তাঁহাদের স্বর্গসন্তোষের প্রতিবন্ধকমাত্র। যদি ধর্ম্মযুদ্ধে এই অকর্ম্মণ্য শরীর নিপাতিত করিয়া তাঁহাদিগকে স্বর্গসুখ-সন্তোষসমর্থ দিব্যদেহ-সম্পন্ন কর, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রভূত উপকার সাধন করা হইবে এবং তাদৃশ উপায়ে দেহাত্ম্য ঘটিলে দুর্ব্যোধানাদিরও স্বর্গভোগোপযোগী দেহ-লাভ-হেতু মহদুপকার ঘটিবে। অতএব হে অর্জুন! এই পরমোপকারক যুদ্ধকে অপকারক বোধ করিয়া কদাপি ভ্রান্ত হইও না ॥ ২২ ॥

— :: :: —

নৈনং হিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

অর্থঃ ।—শস্ত্রাণি (অস্ত্রাদিনি) এনং আত্মানং ন হিন্দন্তি (বিধ্বংস

নশ্বতানিহিতত চ সেবনং । অসিগ্রহাচ্ছেদ্রিগণাঃ নরঃ পতনমুচ্ছতি ॥ বন বলিয়াছেন, “দ্রুপদে ব্রহ্মা পোষুঃ স্বর্গভোগকরঃ । পতিভৈঃ সংপ্রযুক্ত কৃতয়ো গুরুভরণঃ । এতে পতিস্ত সর্বেষু নরকেষুপূর্ণনঃ ॥” অর্থাৎ বিহিত কার্যের পরিত্যাগ ও নিষিদ্ধ কার্যের সেবা এবং ইন্দ্রিয়বর্গের অধমন করিলে মানব নরকে পতিত হয়। দ্রুপাদী, ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যাকারী, স্বর্গভোগী, পতিভসংসর্গী, কৃত্য ও গুরুপারীবারী নরব্য বোরতর নরকে গমন করে। মহর্ষি অজিরা প্রায়শ্চিত্তের বল লিখিয়াছেন। বন্য; “উল্লগচ্ছৎ বন্যাদিত্যতমঃ সর্বাং ব্যপোহতি । তদ্বৎকল্যাণনাতিতম্ সর্বাং পাপং ব্যপোহতি । পাপকেণ পূরণঃ কৃষা কল্যাণমতিপন্যতে । যুদ্ধতে পাতকৈঃ সর্বেষু হাত্মৈরিব চেষ্টাঃ ॥” অর্থাৎ উন্নত হইলে বৈদ্য অথবা ক্রমাগতি বিনষ্ট হয়, প্রায়শ্চিত্ত করিলে নরবোরতর তত্রপ পাপ সকল বিনষ্ট হয়।

শত্রু-বন্তি) পাবকঃ (অগ্নিঃ) এনং ন দহতি (ভস্ম করোতি) এবং আপঃ (বারীণি) ন ক্লেদয়ন্তি (বিল্লেবয়ন্তি অবয়বান্ ইতি শেবঃ) চ মারুতঃ (বায়ুঃ) ন শোষয়তি (শুষ্কং করোতি) ॥ ২৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—শত্রু-সকল আত্মাকে শত্রু-করিতে-পারে না অগ্নি আত্মাকে দহ্য করিতে-পারে না জন আত্মাকে আর্দ্র-করিতে-পারে না এবং বায়ু শুষ্ক করিতে-পারে না ২ ৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—এই অবিক্রিয় আত্মাকে খণ্ডিত করিতে কোন অস্ত্রেরই শক্তি নাই, ইহাকে দহন করতে অগ্নির সামর্থ্য নাই, বারিরাশিরও ইহাকে বিগলিত করার যোগ্যতা নাই এবং বায়ু-প্রবাহেরও ইহাকে বিপ্লব করিবার ক্ষমতা নাই ॥ ২৩ ॥

শত্রুরাচার্য্য ।—কস্মদবিক্রিয় এনং ইত্যাহ নৈনং হিন্তস্বীতি । এনং প্রকৃত-দেহিনং ন হিন্তস্বী শস্ত্রাণি নি বয়বঃ সমবয়বভাগং কু স্তি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাদানি, তথা নৈনং দহতি পাবকোহাগ্নিরপি ন ভস্মীকরোতি, তথা ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ, অপাং হি সাবয়বন্ত বস্তনঃ আর্দ্রীভাবকরণেন অবয়ব-শ্লেষণাদনে সামর্থ্যং তন্ন নি বয়বে আত্মন সম্ভবতি, তথা স্নেহবৎ স্নেহশেষণেন নাশয়তি বায়ুরেনস্ত্রাদানং ন শোষয়তি মারুতোহপি ॥ ২৩ ॥

আনন্দাগরি ।—পৃথিব্যাদিঃ তৎকৃত্বৈগ্রযুক্তঃ পিক্রিবাভা কৃদাত্মনোহসিদ্ধমবিক্রিয়-অমিতি শব্দতে কস্মদিতি । যতো ন ভূতাদাত্মানং গোচরায়তুনহস্ত্যাতো যুক্তমাকাশবৎ ততাবিক্রিয়ত্বমিত্যাহ আচেত্যান্দনা ॥ ২৩ ॥

হনুমান্ ।—কথং পূর্ণং ন বিক্রিয়তে ইত্যুক্তমত আহ নৈনং হিন্তস্বীতি । এনং প্রকৃতং দেহিনং ন হিন্তস্বী নিরবয়বভাগং নারবয়বভাগং কুর্কন্তি, শস্ত্রাণি চাত্মাদীনি, তথা নৈনং দহতি পাবকঃ অগ্নিরপি ন ভস্মীকরোতি, তথা ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ, অপাং হি সাবয়বন্তনি আর্দ্রীভাবকরণেনাবয়ববিল্লেষণাদনে সামর্থ্যং ন নিরবয়ে আত্মনি সম্ভবতি । তথা স্নেহবৎ স্নেহশেষণেন শোষয়তি বায়ুঃ, এনস্ত্রাদানস্নেহবন্তং ন শোষয়তি মারুতোহপি ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর ।—কথং হস্তীত্যনেনোক্তং বদনাদনাতাৎ দর্শয়ন্তবিনাশিবসাত্মনঃ ক্ষুটীকরোতি নৈনমিতি । আপো ন ক্লেদয়ন্তি মুহুরকরণেন শিপিপং ন কুর্কন্তি ॥ ২৩ ॥

বলদেব ।—নহু শস্ত্রপাঠৈঃ শবীৰবিনাশে তদন্তঃস্থতাত্মনো বিনাশঃ স্তাৎ, গৃহ-দাহে তদন্তঃস্থতৈব জন্তো'রতি চেৎ তত্রাহ নৈনমিতি । শস্ত্রাণি খড়্গাদীনি, পাবকঃ আগ্নেয়াস্ত্রং, আপঃ পার্জাত্যস্তম্, মারুতো বায়ব্যাস্তঃ, তথাচ তৎপ্রযুক্তৈঃ শস্ত্রাদৈর্নান্দনঃ কৃচিধ্যতে ॥ ২৩ ॥

মধুসূদন ।—নহু বেহনাশে তদভ্যন্তরবর্তিন আত্মনঃ কুতেন বিনাশঃ ? গৃহদাহে তদভ্যন্তরবর্তিপুরুষবদিত্যত আহ নৈনমিতি । শস্ত্রাণাজ্ঞাদীনি অতিতীক্ষ্ণানি এনং প্রকৃত-
মাঙ্গানং ন হিন্তি অবয়ববিভাগেন বিধাকর্তৃং ন শকুংবতি, তথা পাবকোহাগ্নিরতি-
প্রজ্জ্বলিতোহপি নৈনং ভস্মীকর্তৃং শকোতি, ন চৈনমাপোহত্যন্তঃ বেগপতোহপি আজী-
করণেন বিল্লিষ্টাবয়বং কর্তৃং শকুংবতি, মারুতো বায়ুৱতিপ্রবলোহপি নৈনং নীরসং কর্তৃং
শকোতি, সর্বনাশকাক্ষেপে প্রকৃতে যুদ্ধসময়ে শস্ত্রাদীনাং প্রকৃতভাববস্থ্যানুবাদেনোপন্যাসঃ ।
পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুনামেব নাশকত্বপ্রসিদ্ধেস্তেষামেবোপন্যাসো নাশকশ্চ ॥ ২৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কৌদৃশোহনৌ দেহীত্যত আহ নৈনমিতি । এনং শস্ত্রাণি ন হিন্তি ন
বেধা কুর্তি অস্থগত্যাং, ন তর্হি পার্থিবপরনাগুবৎ পাকজরূপাত্মাপ্রয়ো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ
নৈনং দহতি পাবক ইতি । অনগুত্যাং, আশিষ্টেনং ন ক্রেদয়ন্তি অস্পর্শত্যাং, স্পর্শবদ্ধি
জব্যমভিরাজীক্ৰিয়তে ন ত্পর্শং, ন শৌঘয়তি মারুতঃ অদেহত্যাং, এতেন অদীর্ঘমস্থূলমগু
অশক্ষমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথা অরসঃ নিত্যমগন্ধবচ । প্রতিপ্রসিদ্ধানামদীর্ঘজশব্দ-
চানামপি সংগ্রহো জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—নচ যুদ্ধে ভয়া প্রযুক্তভ্যঃ শস্ত্রেভ্যঃ কাপ্যাঅনো ব্যথা সম্ভবেদি-
ত্যাহ নৈনমিতি । শস্ত্রাণি খড়্গাদীনি পাবকঃ আগ্নেয়াজ্ঞমপি যুযদাদিপ্রযুক্তম্ । আপঃ
পার্জন্যাজ্ঞমপি মারুতো বায়ব্যমগ্নম্ ॥ ২৩ ॥

ভাৎপর্য্য ।—জগতে যে যে পদার্থ পদার্থান্তরের বিনাশ বা রূপান্তর
সাধনে সক্ষম, সে সকলই আত্মার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শক্তি-শূন্য । সুতীক্ষ্ণ শারক
সমূহ আত্মাকে কখনই বিদ্ধ করিতে পারে না, খরধার তরবার আত্মাকে
কখনই ছিঁদা করিতে পারে না, প্রজ্জ্বলিত প্রচণ্ড হতাশন আত্মাকে কখনই
দগ্ধ করিতে পারে না, সাগরান্বরা বহুজরার সলিলরাশিও আত্মাকে
কখনই গিক্ত বা বিগলিত করিতে পারে না এবং প্রবল প্রভঞ্জন-প্রবাহও
আত্মাকে কখনই বিগুণ করিতে পারে না । জড় পদার্থের উপরই এই
সকল জড়ের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু গেই জড়াতীত অবিক্রিয় আত্মার
নিকট ইহারা চিরদিনই পরাভূত । আত্মা নিরবয়ব, সূত্রতাং কোন পদার্থ
দ্বারা তাঁহার বিকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই । যদি অর্জুন মনে করেন
যে, গৃহ-দাহ হইলে তদভ্যন্তরবর্তী যানবও দগ্ধ হইয়া যায়, তদ্রূপ শরীরনাশ
হইলে তদভ্যন্তরস্থ আত্ম-নাশ কেন না হইবে ? এই আশঙ্কা পরিহারার্থ
ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া, আত্মার সর্বথা অবিক্রিয়
পরিব্যক্ত করিলেন । যুদ্ধকালে খড়্গাদি, আগ্নেয়াজ্ঞ, পার্জন্যাজ্ঞ, বায়ব্যাং

সহকারে বিপক্ষ সংহার আবশ্যক । কিন্তু অৰ্জুনের হস্তত্যাগ অত্ৰাণি তো
দূরের কথা, বিস্ময়াবহ ক্রিয়াশালী ভৌতিক পদার্থপুঞ্জও আত্মার বিনাশ
বা রূপান্তর সাধনে সক্ষম নহে । অতএব হে অৰ্জুন ! তোমার
অত্ৰাণ্যতে কদাপি আত্ম-নাশ হইবে না জানিয়া নিশ্চিন্ত হও ॥ ২৩ ॥

অচ্ছেদ্যোইয়মদাহোইয়মক্লেদ্যোইশোষ্য এব চ ।

নিত্যঃ সৰ্ব্গতঃ স্থাগুরচলোইয়ং সনাতনঃ ।

অব্যক্তোইয়মচিন্ত্যোইয়মবিকার্যোইয়মুচ্যতে ॥২৪॥

অয়ম্ ।—অয়ং (আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ (অস্ত্রেণ শস্ত্রেণ বা অখণ্ডি-
তব্যঃ) অয়ং অদাহঃ (অগ্নিনা দহ্যুমযোগ্যঃ) অয়ং অক্লেদ্যঃ (জলে
ন শিথিলীতব্যঃ) অশোষ্যঃ (বায়ুনা ন শোষণীয়ঃ) চ অয়ং এব
নিত্যঃ (সৰ্ব্বদৈকরূপঃ) সৰ্ব্গতঃ (সৰ্ব্বত্র ব্যাপ্তঃ) স্থাগুঃ (স্থিরতাবা-
পন্নঃ) অচলঃ (নিক্ষি়ঃ) সনাতনঃ (অনাদিঃ) । অয়ং অব্যক্তঃ
(সৰ্ব্বেন্দ্রিয়গোচরঃ) অয়ং অচিন্ত্যঃ (অনণুমেষঃ) অয়ং অবিকার্যঃ
(বিকারাযোগ্যঃ)^৭ উচ্যতে (কথ্যতে, তত্ত্বজ্ঞেয়মিতি যাবৎ) ॥ ২৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—ইনি অবিভাজ্য, ইনি অদাহ, ইনি অবিগলিতব্য এবং
অশোষণীয়, ইনিই নিত্য, সৰ্ব্বব্যাপী স্থির-স্থাবর, পরিবর্তন-রহিত,
চিরন্তন, ইনি ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত, অচিন্তনীয়, ইনি বিকার-বিরহিত
কথিত হন ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—আত্মা অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা খণ্ডনীয় নহেন, অগ্নি দ্বারা
দহন-শীল নহেন, জলে শিথিলিত হন না এবং বায়ুতে বিস্তৃত হন না ।
সুতরাং আত্মা সৰ্ব্বদা সমতাবাপন্ন, সৰ্ব্বত্র প্রবিষ্ট, স্থিরস্থাবর, পরি-
বর্তন-বিহীন এবং অনাদি । ইন্দ্রিয়গণ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে
পারে না, চিত্তও তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না এবং তিনিই
সৰ্ব্বপ্রকার বিকার পরিশূন্য । তত্ত্বদর্শীগণ বিচার করিয়া আত্মার
এই সকল অবস্থা স্থিরীকৃত করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যত এবং তদ্ব্যবচ্ছেদোহয়মিতি তদ্ব্যবচ্ছেদানাশহেতুনি ভূতানি
এনং আত্মানং নাশয়িতুং নোৎসহস্তে, তদ্ব্যং নিত্যঃ, নিত্যার্থঃ সর্বগীতঃ সর্বগতত্বাৎ ত্রাণ-
রিত্যন্তঃস্তিরজ্ঞানচলোহয়মাত্মা, অতঃ সনাতনশ্চিরন্তনঃ, ন কারণাৎ কুতশ্চিরন্তনোহনিন-
বদিতার্থঃ । ন তেষাং শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং চোদনীয়ং, যতঃ একেদৈব শ্লোকেনাত্মনো
নিত্যত্ববিবিক্রিয়ত্বাচ্ছাং “ন জারতে ত্রিরতে বা” ইত্যাদিনা, তত্র যদেবাত্মবিষয়ং কিঞ্চিচ্ছ্রুতে
তদেবত্বাৎ শ্লোকার্থঃ প্রতিচিহ্ন্যতে, কিঞ্চিচ্ছ্রুতঃ পুনরুক্ত্যং কিঞ্চিদর্থং ইতি ত্র্যক্ষোদিতাদাত্মবস্তুনঃ
পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গনাশাচ্ছ শঙ্কান্তবেণ তদৈব বস্তু নিরূপয়তি ভগবান্ বাস্তুদেবঃ । কথং হু
নাম সংসারিণামসংসারিণ্যং বুদ্ধিগোচরতাপন্নম্ ? সদবাক্যং তৎ সংসারনিবৃত্তয়ে তাদিতি ।
কিঞ্চ অব্যাক্তোহয়মিতি অব্যাক্তঃ সর্বকরণবিষয়ত্বাৎ বাজ্যতে ইতি, অব্যাক্তোহয়মাত্মা,
অব্যাক্তোহয়মিতি, যদ্ব্যবচ্ছেদগোচরং বস্তু তচ্ছিত্তাবিষয়ত্বমাপদ্যতে, অয়ত্বাৎ অনিচ্ছিন্নগোচরত্বাৎ
চিহ্ন্যোক্তত্বাবিকার্য্যঃ, যথা ক্ষীরং দধাদিনা নিকারি, ন তথা অয়মাত্মা নিরবস্থবত্বাচ্চাবিক্রিয়ঃ,
ন হি নিরবস্থং কিঞ্চিৎক্রিয়ত্বাৎ দৃষ্টমপিক্রিয়ত্বাবিকার্য্যোহয়মাত্মোচ্যতে ॥ ২৪ ॥

অনানন্দগিরি ।—পূণ্যবিদিতপশুত্বচ্ছেদনাদর্থক্রিয়াভাবে বোগ্যতাভাবং কারণ-
মাত্র যত ইতি । পূর্বার্দ্ধমন্তর্য্যর্থে তেজস্বেন যোজয়তি যদ্ব্যদিতি । নিত্যত্বাদীনামজ্ঞাতং
তেজস্বেন তদ্ব্যবচ্ছেদনং সূচয়তি নিত্যত্বাদিতাদিনা । ন চ নিত্যত্বং পরমাণু-
ব্যতিরিক্তত্বাৎ সর্বগতত্বাৎ বাচ্যং, তেষামেবা প্রামাণিকত্বেন ব্যতিরিক্তবত্বাৎ, ন চ সর্বগতত্বেন
বিক্রিয়শক্তিমহত্ত্বমাত্মনোহস্বীতি যুক্তং, বিভূতেনাভিমতে নভসি তদনুপলভ্যং, ন চ বিক্রিয়া-
শক্তিমত্বে সৈবগাম্যত্বাৎ শক্তিঃ, তথাবিধস্ত মুদাদেশ্বরত্বদর্শনাদিত্যাশ্রয়েনাত্ম হিরণ্যাদিতি ।
অতো নিত্যত্বেনি কারণান্নাশসম্ভবতঃপতিরিপি সুস্ববিত্তেতি কুতশ্চিরন্তনত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ
কারণাদিতি । আত্মনোহবিক্রিয়ত্বস্য “ন জারতে ত্রিরতে বা” ইত্যাদিনা সাদিতত্বাৎ, তস্যৈব
পুনরভিধানে পুনরুক্তিরিচ্ছাশঙ্কাত ন তেষামিতি । অনাশঙ্কনীরস্য চোদ্যস্য প্রসঙ্গং দর্শয়তি
যত ইতি । অতঃ “বেদাবিনাশিনম্” ইত্যাদৌ ন শঙ্ক্যতে পৌনরুক্ত্যমিতি শেষঃ । কথং তত্র
পৌনরুক্ত্যশঙ্কা সমুৎপত্তিঃ ? তত্রাহ তত্রোক্তি । “বেদাবিনাশিনম্” ইত্যাদিশ্লোকঃ সপ্তম্যা
পরামুখ্যতে, শ্লোকশব্দেন “ন জারতে ত্রিরতে বা” ইত্যাদিরূপ্যতে । নব্বিধ শ্লোকে জন্মমরণাদ্য-
ভাবোহভিলপ্যতে, বেদেত্যাদৌ পুনরপকরণাত্বাবো বিবক্ষ্যতে, তত্র কথমর্থান্তিরেকাতাবমাদার
পৌনরুক্ত্যকোদ্যতে ? তত্রাহ কিঞ্চিদিতি । কথং তর্হি পৌনরুক্ত্যং ন চোদনীয়মিতি
মন্যসে ? তত্রাহ ত্র্যক্ষোদিতাদিতি । পুনঃপুনঃকীর্তনভেদেন বস্তুনিরূপয়তো ভগবতোহভিপ্রায়-
মাহ কথং ইতি । ভূপদার্থপরিশোধনস্য প্রকৃতত্বাৎ তত্রৈব হেতুস্তরমাহ বিকেতি । আত্মনো
নিত্যত্বাদিলক্ষণস্য তথৈব প্রথা কিমিতি ন স্মৃত্যতি ? তত্রাহ অব্যক্ত ইতি । সা তর্হি প্রত্যক্ষত্বং
ভূতং, অনুমেয়ত্বং তস্য কিং ন স্যাৎ ? ইত্যশঙ্ক্যাহ অত এবতি । তদেব প্রণয়য়তি বদ্বীতি ।
অতীত্রিয়ত্বেনি সামান্যতো দৃষ্টবিষয়ং তবিত্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ কুটস্থেনাত্মনা ব্যাপ্তিলক্ষণাত্বাৎ
বৈবন্দিভ্যাহ অবিকার্য্য ইতি । অবিকার্য্যত্বং ব্যতিরিক্তবৃত্তান্তমাহ ইতি । বিকাশান

বিক্রিয়তে নিরবয়বদ্রব্যত্বাৎ ঘটবদিতি ব্যতিরেকাহুমানমাহ নিরবয়বত্বাচ্ছেতি । নিরবয়বত্বেনপি বিক্রিয়াবশে কা কৃতিঃ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ নহীতি । সাবয়বসৌব বিক্রিয়াবত্বদর্শনাৎ, বিক্রিয়াবশে নিরবয়বত্বাহুপপত্তিরিত্যর্থঃ । বন্ধি সাবয়বং সক্রিয়ং কীরাদি তদধ্যাদিনা বিকারমাণদ্যাতে, ন চ আত্মনঃ শ্রুতিপ্রমিতনিরবয়বত্বস্য সাবয়বত্বমতোহবিক্রিয়ত্বান্নায়ং বিকার্যো ভবিতুমগমিতি ; কলিতমাহ অবিক্রিয়ত্বাদিতি ॥ ২৪ ॥

ব্রাহ্মাহুজ ।—পুনরপি “অবিনাশি তু তদ্বিক্রি যেন সর্বমিদং ততম্” ইতি পূর্বোক্ত-
অবিনাশিত্বং সুখগ্রহণায় বাঞ্ছন-দ্রুতরতি নৈনমিতি । শস্ত্রাঘাতদ্বায়াবঃ । ছেদন-দহন-ক্লেদন-
শোষণাদ্যাশ্রয়ঃ । এনং প্রতিকর্তৃং ন শকু বস্তি সর্বগতত্বাদাত্মনঃ সর্বতত্ত্বাপ্যাকস্মত্তাবতরা
সর্বৈকত্বত্বেষ্টাঃ সূক্ষ্মদ্বাদশ তৈর্যাপ্যনর্হত্বাদ্যাপ্যাকর্তব্যত্বাচ্ছদন-দহন-ক্লেদন-শোষণানাম্,
অন্ত আত্মা নিত্যঃ স্থাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ স্থিরত্বত্বাবোহপ্রকল্যাঃ পুরাতনশ্চ ॥ ২৩ । ২৪ ॥

হুমান্ ।—যতএবং তস্মাদচ্ছেদ্যোহয়মিতি । অস্ত নাশহেতুভূতাত্মানং নাশয়িতুং
নোৎসহন্তে, তস্মাদিত্যোহয়ং, নিত্যত্বাৎ সর্বগতঃ, সর্বগতত্বাৎ স্থাগুরিব স্থিতত্বাৎ অচলোহয়-
মাত্মা । অর্থঃ সনাতনঃ চিরন্তনঃ । ন কারণাৎ কুতশ্চিন্নিপ্নোহভিনব ইত্যর্থঃ । কথং হু নাম
সংসারিণাং বুদ্ধিগোচরতামাপন্নঃ সংসারনিবৃত্তয়ে শ্রাদ্ধিতি পুনঃ পুনরুচ্যতে ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর ।—তত্র হেতুমাহ অচ্ছেদ্যোহয়মিত্যাদিনা সার্ধেন । নিরবয়বত্বাদচ্ছেদ্যোহ-
ক্লেদাশ্চ, অমূর্ত্তবাদনাহঃ, দ্রব্যত্বাবাদশোষ্য ইতি ভাবঃ । উতশ্চ ছেদাদিযোগো ন ভবতি,
যতো নিত্যোহবিনাশী, সর্বগতঃ, সর্বত্রগতঃ স্থাগুঃ স্থিরত্বত্বাবো রূপান্তরাপত্তিশূন্তঃ, অচলঃ
পূর্বরূপাশ্রয়িত্যাগী, সনাতনোহনাদিঃ, অব্যক্তশ্চকুরাদ্যবিষয়ঃ, অচিন্ত্যো মনসোহপ্যবিষয়ঃ
অবিকার্যঃ কশ্চেন্দ্রিয়ারামপ্যাগোচর ইত্যর্থঃ । উচ্যত ইতি নিত্যত্বাদভিযুক্তোক্তিকিং
প্রমাণয়তি ॥ ২৪ ॥

বলদেব ।—ছেদাদ্যত্বাদানন্দেব তত্ত্বমামভিরয়মাখ্যায়ত ইত্যাহ অচ্ছেদ্যোহয়মিতি ।
এবকারঃ সর্কৈঃ সম্বধ্যতে । সর্বগতঃ স্বকর্মেত্বকেষু দেবমানবাদিষু পশুপক্ষাদিষু চ সর্বেষু
পরীরেষু পর্যায়েন গতঃ প্রাপ্তোহপীত্যর্থঃ । স্থাগুঃ স্থিরত্বরূপঃ, অচলঃ স্থিরগুণকঃ, অনিনাশী
বা । “অয়ে অয়মাছাহুচ্ছিত্তিধর্ম্মা” ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ । ন চাহুচ্ছিত্তিরেব ধর্ম্মো বস্ত্তেতি
ব্যাখ্যেয়ং, তত্ত্বার্থভাবিনাশীত্যনেনৈব লাভাৎ, তস্মাদহুচ্ছিত্তয়ো নিত্য ধর্ম্মা যন্ত স তথেষ্টোব্যর্থঃ ।
সনাতনঃ শাব্যতঃ । পৌনরুক্কদোষত্বগ্রে পরিহরিষাতে অব্যক্তঃ প্রত্যঙ্ক-চকুরাদ্যাগ্রহঃ
অচিন্ত্যপ্তক্যাগোচরঃ শ্রুতিমাত্রসম্যঃ, জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞাতত্যাদিকং শ্রুতৈব প্রতীয়তে, অবিকার্যঃ
বক্তৃতাভাবিকারানর্হঃ । অত্র “অবিনাশি তু তদ্বিক্রি” ইত্যাদিতিরাস্তত্বমুপদিশন্ হসিঃ
পক্ষতোহর্থতশ্চ যৎ পুনঃপুনরবোচৎ তন্ত্ব ত্বকৌধন্ত সৌবোধার্থমেবেত্যদোষঃ, নির্দ্বন্দ্বার্থং বা ।
অয়ং ধর্ম্মং বেত্তীত্যাক্তো তষেদনং নিশ্চিতং যথা ত্রাৎ তদ্বৎ । এবমেবাগ্রে বক্ষ্যতি । “আশ্চর্য্যবৎ
পশুতি কশ্চিৎ” ইত্যাদিনা ॥ ২৪ ॥

নধুর্দহন ।—শস্ত্রাদিনা তদ্রাস্তকত্বাদামর্থ্যে তত্র তদ্বিক্রিত্যাপানর্হেবে হেতুমাহ

অচ্ছেদ্যা ইতি । যতোহচ্ছেদ্যোহয়ং, অতো নৈনং হিন্ত্বন্তি শস্ত্রানি, অদাহোহয়ং যতোহতো
নৈনং দহতি পাবকঃ, যতোহ'রুদ্যোহয়মতো নৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ, অতো অশোযোহয়মতো
নৈনং শোষয়তি মারুত ইতি ক্রমেণ যোজনীয়ম্ । এবকারঃ প্রত্যেকং সঞ্চয়মানোহচ্ছেদ্য-
ত্বাদ্যবধারণার্থঃ । চেতি সমুচ্চয়ে তেভ্যো বা ছেদ্যাদ্যানর্হেষে হেতুমাং উত্তরাক্ষেপন । নিত্যোহয়ং
পূৰ্ব্বীপরকোটরিত্তোহমুৎপাদ্যঃ, অসর্গগতঃ হনিতাৎ শ্রাৎ, যাবদ্বিকাবন্ত বিভাগ ইতি
জ্ঞাত্যং, পরাত্মাপগতপরমাধীনামনভূপগমাৎ । অয়ন্ত সর্গগতো বিভূরতো নিত্য এব,
এতেন প্রাপ্যত্বং পবাকৃতম্ । যদি চারং বিকাবী শ্রাৎ তদা সর্গগতো ন শ্রাৎ, অয়ন্ত স্বাগুর-
বিকাবী, অতঃ সর্গগত এব, এতেন বিকার্যত্বমপাকৃতম্ । যদি চারং চলঃ ক্রিয়ান্ শ্রাৎ তদা
বিকারী শ্রাৎ ঘটাদিৎ, অয়ন্তচলোহতো ন বিকাবী, এতেন সংস্কার্যত্বং নিরাকৃতং, পূৰ্ব্বাবস্থা-
পরিত্যাগেনাবহস্তাপত্তিসিদ্ধিঃ, অবৈষ্টকোহ'পি চ গনমানঃ ক্রিয়েতি বিশেষঃ । যস্মাদেবং
তস্মাৎ সত্ত্বাতনোহয়ং সর্গদৈকরূপঃ, ন কশ্চা অপি ক্রিয়ানা কশ্চেত্যর্থঃ, উৎপত্ত্যাপ্তি-নিকৃতি-
সংস্কৃত্যন্তমক্রিয়াকলযোগে হি কর্তৃত্বং শ্রাৎ । অয়ন্ত নিত্যত্বান্নোৎপাদ্যঃ অনিত্যত্বৈব
ঘটাদেবোৎপাদ্যত্বং, সর্গগতত্বাপ্রাপ্যঃ পরিত্তিরস্তব ঘটাদেঃ প্রাপ্যত্বং, স্বাণ্ডাদবিকার্য্যঃ
বিক্রিয়াবতো সত্ত্বাদেবেব বিকার্য্যত্বং, অচলত্বাদসংস্কার্য্যঃ সক্রিয়স্তব দর্পণাদেঃ সংস্কার্য্যত্বং ।
তথাচ শ্রুতয়ঃ “আকাশবৎ সর্গগতশ্চ নিত্যঃ বৃক্ষ ইব শুক্লো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ নিফলং নিষ্কিন্নং
শাস্তম্” ইত্যাদয়ঃ, “যঃ পৃথিগাং তিষ্ঠন্ পৃথিগ্যা অন্তবো মোহপ্ৰ- তিষ্ঠন্ত্যোহন্তরো যন্তেজসি
তিষ্ঠন্ তেজসোহন্তবো সো বায়ো তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরঃ” ইত্যাদ্যা চ শ্রুতিঃ সর্গগতস্ত সর্গাস্তর্য্যা-
মিতয়া তদবিষয়ত্বং দর্শয়তি । যো হি শস্ত্রাদো ন তিষ্ঠতি তং শস্ত্রাদয়হিন্ত্বন্তি, অয়ন্ত শস্ত্রাদীনং
সত্যাক্তিপ্রদেয়েন তৎপ্ররকস্তদন্তর্য্যামী, অতঃ কথমেব শস্ত্রাদীন স্বব্যাপারবিষয়ীকুর্য্যতিত্যভি-
প্রায়ঃ । অত্র “যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেহঃ” ইত্যাদি শ্রুতয়োহমুৎসেধাঃ । সপ্তমাধ্যায়ে চ
একটীকরিয্যাত শ্রীভগবানিতি দিক্ । ছেদ্যত্বাদিগ্রাহকপ্রমাণাবাদপি তদভাব ইত্যাহ
অব্যাক্তোহয়মিত্যাদ্যাক্ষেপন । যো হি ইন্দ্রিয়গোচরো ভবতি স প্রত্যক্ষত্বাধ্যুক্ত ইত্যুচ্যতে, অয়ন্ত
রূপাদিহীনত্বাৎ তথা, অতো ন প্রত্যক্ষং, তত্রচ্ছেদ্যাদিগ্রাহকমিত্যর্থঃ । প্রত্যক্ষত্বাবেহ-
প্যমুমানং তাদিত্যাহ অচিন্ত্যোহয়ং চিন্ত্যোহমুমেয়ন্তদিলক্ষণোহয়ং, কচিৎপ্রত্যক্ষো হি বহ্যাদিগৃহীত
ব্যাপ্তিকস্ত ধূমাদেবদর্শনং, কচিদমুমেয়ো ভবতি, অপ্রত্যক্ষে তু ব্যাপ্তিগ্রহণাসম্ভবাৎ নান্নমেয়ত্ব-
মিতিভাবঃ । অপ্রত্যক্ষস্তাপীক্ৰিয়াদেঃ সামান্ততো দৃষ্টান্তমানবিষয়ত্বং দৃষ্টমত আহ অবিকার্য্যো-
হয়ম্ । বন্ধি বিক্রিয়াবচ্ছুরাদিকং তৎ স্বকার্য্যান্তথানুপপত্ত্য কল্পমানমর্থাপত্তেঃ সামান্ততো
দৃষ্টান্তমানস্ত চ বিষয়ো ভবতি, অয়ন্ত ন বিকার্য্যো ন বিক্রিয়াবান্, অতো নার্য্যাপত্তেঃ সামান্ততো
দৃষ্টস্ত বা বিষয় ইত্যর্থঃ । দ্রৌকিকশব্দস্তাপি প্রত্যক্ষাদিপূৰ্ব্বকত্বাৎ নিবেদনৈব নিবেদঃ ।
নহু বেদেদৈব তত্র ছেদ্যত্বাদি গ্রহীত্বাৎ ইত্যত আহ উচ্যতে । বেদেদে সোপকরণেণ
অচ্ছেদ্যাব্যক্তাদিরূপ এবায়মুচ্যতে তাৎপৰ্য্যেণ প্রতিপাদ্যতে, অতো ন বেদন্ত তৎপ্রতিপাদক-
স্তাপি ছেদ্যত্বাদিপ্রতিপাদকত্বমিত্যর্থঃ । অত্র নৈনং হিন্ত্বন্তীত্যত্র শস্ত্রাদীনং তদ্রূপকসামর্থ্য্যত্বাৎ

উক্তঃ, অচ্ছৈদ্যোহমিত্যাদৌ তত্র ছেদাদিকৰ্ণব্যাধোগ্যত্বমুক্তং, অবাঞ্ছোহমিত্যত্র তচ্ছৈদ্যাদি-
প্রোক্তমানান্ত্যেব উক্ত ইত্যপোনরুক্ত্যং দ্রষ্টব্যম্ । "বেদাবিনাশিনম্" ইত্যাদীনান্ত প্রোক্তানামর্থতঃ
শব্দতঃ পোনরুক্ত্যং ভাবাকৃতিঃ পরিহৃতং ত্রুক্ষোদবাদাস্তবন্তঃ, পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গপাদন-
শব্দান্তরেণ তদেব বস্ত নিরূপয়তি ভগবান্ বাস্তবদেবঃ কথং হু নাম সংসারিণাং বুদ্ধিগোচরমাপন্নং
তৎ সংসারনিবৃত্তয়ে তাদিতি বদতিঃ ॥ ২৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কুতো হেতোরস্ত শব্দাদী ন ছেদাদীন ন কুর্কন্তীতাপেক্ষা তত্র ছেদাদ্য-
যোগ্যবাদিত্যাহ অচ্ছৈদ্যোহমিতি । অত্রাচ্ছৈদ্যাদৌ পূর্বোক্তাশ্চৈব অস্থগতাদীন কারণানি
জ্ঞেয়ানি, এবমচ্ছৈদ্যাদিনা অস্থগতাদীনভাবরূপান্ গুণানুভূতা ভাবরূপানপি গুণানাহ নিত্য
• ইতি । সর্বেক্শিক্ষেপশৈবৈকরসত্বেব বস্তনো লক্ষ্যবান্নিত্যাদিরূপংপাদ্যাদিকং নিরা-
ক্ৰিয়তে, যতো নিত্যঃ অতো ঘটবদস্থংপাদ্যঃ, যতঃ সর্কগতঃ অতো গ্রামবদপ্রাপ্যঃ, যতঃ স্থাণুঃ
পূর্বরূপপারিত্যাগেন স্থিরস্থাবঃ, অতঃ ক্ষীরাদিবদবিকার্যঃ, অচলঃ যথা দর্পণঃ স্বতঃ স্বাচ্ছাদ-
প্রচূতোহপি মলরূপেণাবরণেন স্বাচ্ছাদ্যং প্রচায়াতে এবং স্বয়ং স্থাণুবপি অস্তসংযোগাচ্চাকল্য-
মন্নবীত, স চ দোষাপেক্ষণলক্ষণং সংস্কারমপেক্ষতে অসত্ত্ব অচলত্বান তথা । এবং উৎপত্তাঙ্গি-
বিকৃতিসংকৃতিরূপং চতুর্কিঞ্চ ক্রিয়াকলমাত্মান ন সম্ভবতীতু্যক্তম্ । তত্র হেতুঃ সনাতন ইতি,
যনা ইত্যব্যয়ং নৈরন্তর্য্যে, তচ্চ দেশতঃ কালতো বস্ততঃ পরিচ্ছেদরাহিত্যম্, পরমতে পরমাণুনাং
কালতঃ পরিচ্ছেদাভাবেহপি দেশতঃ পরিচ্ছেদোহস্তি আকাশতঃ তদুভয়াভাবেহপি বস্ততঃ
পরিচ্ছেদোহস্তি । সোহপি ত্রিবিধঃ সজাতীরবিজাতীরস্বগতেভেদরূপঃ । যথা, "বৃক্ষস্ত সগতো
ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিতঃ । বৃক্ষাস্তরাং সজাতীয়ো বিজাতীয়াঃ শিলাদিতঃ" । ততঃ সনা-
নৈরন্তর্য্যেণ ত্রিবিধপরিচ্ছেদরাহিত্যেন ভাব্ৰিতি, অস্তীতি সনাতনোহবৈকরসো যস্মাৎ তস্মাৎ
নোৎপাদ্যাত্মন ইত্যর্থঃ । এবং জ্ঞেয়ং বস্তৃত্বং তচ্চ তদ্বাদ্যন্তদেহব্রহ্মনিরাসেন অপরোক্ষী-
কর্তব্যমিত্যাহ অবাঞ্ছোহমিতি । ব্যক্তং স্থলশরীরং প্রত্যক্ষগম্যং তদন্তোহয়ং প্রত্যগাত্মা,
তথা অচিন্ত্যোহয়ং চিন্ত্যযোগ্যং রূপাদিপ্রকাশকার্যোগ্যমুমেয়ং চকুরাদিসমুদায়াত্মকং লিঙ্গশরীরম-
প্রত্যক্ষং, ততোহপ্যন্যোহয়ম্, তথা অপিকার্যোহয়ং বিকারস্থলস্থলকার্য্য এবনানস্থান-
মুহীতীতি বিকার্যং ত্রিগুণাত্মকং মূলাজ্ঞানং কারণশরীরং সুপ্তোখিতম্ ন কিঞ্চিদবেদিতমিতি
পরামর্শবর্ণনাদয়ং ন জানামীত্যুক্তত্বাচ্চ, সাতৈক্যগম্যাং ততোহপ্যন্যোহয়ং উচ্যতে । ব্যক্তাদি-
নিবেদয়মুখেন, ন তু শৃঙ্গগ্রাহিকরা অয়মেবংবিধ ইতি বিধিমুখেনোচ্যতে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—তদ্বাদাত্মীয়মেবমুচ্যতে ইত্যাহ অচ্ছৈদ্য ইতি । অত্র প্রকরণে জীবা-
ন্তনো নিত্যবস্ত শব্দতোহর্থতঃ পোনরুক্ত্যং নির্দারণপ্রয়োজকং সন্ধিধ্বীষু জ্ঞেয়ম্ । যথা
কলাবদ্বিন ধর্মোহস্তি ধর্মোহস্তি ধর্মোহস্তীতি ত্রিচতুর্সারপ্রয়োগাৎ ধর্মোহন্তোবেতি নিঃশংসরা
প্রতীতিঃ তাদিতি জ্ঞেয়ম্ । সর্কগতঃ সর্কর্মবশাৎ দেব-মহুয-ভব্যগাদিসর্কবেদগতঃ । স্থাণুভল
ইতি পোনরুক্ত্যং হৈবানির্দারণার্থম্ । অতিস্থলবাদব্যক্তত্বমপি হৈবাপি ছৈতন্যবাদচিত্তত্ব-
অকর্তব্যঃ, অস্বাদিবিদ্যবিকারানির্দারণবিকার্যঃ ॥ ২৪ ॥

ভাঃপর্য্য।—সেই ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবানু শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়তম হৃদয়, অমূল্য প্রপন্ন শিষ্য, অর্জুনের হৃদয়গত অমাককার বিহিত বিধানে নির্মূল করিবার বাসনায় এবং তদীয় অন্তর প্রদেশে সত্যের স্বর্ণমন্দির সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে এস্থলে বারংবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন বাক্য দ্বারা স্বকীয় উপদেশ পরিব্যক্ত করিয়াছেন। ত্রয়োবিংশ শ্লোকে ভগবানু আত্মভক্ত বিষয়ে যে মহত্বপূর্ণ বাক্য করিয়াছেন, চতুর্বিংশ শ্লোকের প্রথমে তাহারই পরিণাম সমূহ প্রকটিত করিয়াছেন। ত্রয়োবিংশে ভগবানের শ্রীমুখ-সুধাংশু হইতে এই তত্ত্বসুধা স্রবিত হইয়াছে যে, “নৈনং হিন্দন্তি শত্ৰুণি” চতুর্বিংশে তদীয় বদন-বারিধি হইতে এই বাক্য বিনির্গত হইতেছে যে, “অচ্ছেদ্যঃ” স্তবরাংপ্রথমমি ক্রিয়া, দ্বিতীয়তী তাহারই পরিণাম মাত্র। অর্থাৎ শত্রু সমূহ বাহ্যকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, তাহারই অচ্ছেদ্য। এইরূপ “নৈনং দহতি পাবকঃ” স্তবরাং “অদাহঃ,” “ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ” স্তবরাং “অক্লেদ্যঃ” এবং “ন শোষণতি মারুতঃ” স্তবরাং “অশোষ্যঃ”। বিংশ শ্লোকে যে সকল প্রমত্ত আছে, সমালোচ্য শ্লোকের অপরাংশে বিভিন্ন ভাষায় তাহারই সমর্থন রহিয়াছে। এই শ্লোক সাক্ষ্য।

পূজ্যপাদশ্রীমচ্ছরীচাচার্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমৎশ্রীধরস্বামী মহাশয়গণের অভিপ্রায়। যে হেতু ভৌতিক নাশকারী কোন পদার্থই আত্মার বিনাশ সাধনে সক্ষম নহে, এই জ্ঞান আত্মা নিত্য। পরমাণুও নিত্য, কিন্তু তাহার সর্বত্র ব্যাপ্তি নাই; আত্মা সর্বগত। আকাশে ব্যাপক হাথিকলেও তাহার স্থিরত্ব নাই; আত্মা স্থায়ী অর্থাৎ স্থিরস্বভাব। মৃদাদি পদার্থে স্থিরত্ব থাকিলেও, তাহা রূপান্তরসহ, আত্মা অচল অর্থাৎ সমরূপধারী। বায়ু স্বতঃ নিত্য হইলেও, কারণবিশেষে উৎপন্ন হয়, আত্মা মনাতন অর্থাৎ চিরন্তন; —কোন কারণেই তাঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ সম্ভাবিত নহে। পুরোক্ত “ন জারতে বা জিরতে” (২য় ২০) শ্লোকে যে ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে, সমালোচ্য শ্লোকেও সেই ভাব বিবৃত হইতেছে। আত্মবস্তুর বিষয়ক বস্তুত্ব উপলব্ধি নিত্য আয়াসসাধ্য একটিন ব্যাপার জানিয়া, ভগবানু বাহ্যদেব, শিবের হিতার্থ, বিভিন্ন শব্দ দ্বারা সেই তত্ত্ব পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিতেছেন। স্তবরাং এস্থলে পুনরুক্তি দোষজনক হয় নাই। আত্মা অব্যক্ত অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়, স্তবরাং চিন্তাতীত। আত্মা নিরবয়ব, এই জ্ঞানই মধিসংযুক্ত কীর্ত্তনের

ন্যায় আত্মার বিকার নাই । আত্মার কিঞ্চিন্নাত্রও বিকার নাই দেখিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ইনি অবিকার্য্য ।

পূজার্ত্রীমদ্ভামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায় । আত্মা সৰ্বব্যাপক, অতিশূন্য এবং অশ্রু পদার্থ কর্তৃক ব্যাপ্ত হইবার অনুপযোগী; সুতরাং ছেদন, দহন, ক্লেদন, শোষণক্রিয়ার অতীত ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভগদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন । আত্মা স্বকীয় কর্মহেতু দেব-মানব-পশুপক্ষ্যাদি শরীর প্রাপ্ত হন । ঐশ্রুতি বলিয়াছেন, “আত্মা উচ্ছেদধর্ম্মাত্মক নহেন” সুতরাং নিত্য, সনাতন, শাস্বত ।

পূজনীয় শ্রীমদ্ভগদেবের অভিপ্রায় । আত্মা সৰ্বগত বিভূ, অতএব নিত্য । যদি আত্মাকে বিকারী বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহার সৰ্বগতত্বের বিরোধ ঘটে । কিন্তু আত্মা স্থাণু অর্থাৎ অবিকারী, সুতরাং সৰ্বগত । যদি আত্মাকে অচল অর্থাৎ ক্রিয়াবান্ বলা যায়, তাহা হইলে ঘটাদির ন্যায় তাঁহার বিকারিতা দোষ উপস্থিত হয় । কিন্তু আত্মা অচল, সুতরাং অবিকারী । পূর্কীবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম বিক্রিয়া । আত্মা সনাতন অর্থাৎ আদিকাল হইতে সমভাবে চলিয়া আসিতেছেন । উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকৃতি ও সংস্কৃতি এই ক্রিয়া চতুষ্টয়ের অন্ততম সংযোগে কর্তৃত্ব ঘটে । আত্মা নিত্য, সুতরাং উৎপত্তি-বিরহিত; সৰ্বগত, সুতরাং অনিত্য ঘটাদির দ্বারা অবস্থান্তর-প্রাপ্তি-শূন্য; স্থাণু সুতরাং ঘটাদির ন্যায় বিকৃতি-বিহীন, অচল সুতরাং দর্পণাদির ন্যায় সংস্কৃতি বিবর্জিত । ঐশ্রুতি বলিয়াছেন, আত্মা “আকাশের ন্যায়, সৰ্বগত ও নিত্য, মহীকূলের ন্যায় স্তব্ধ, অচল, স্বাধীন, অটল, ক্রিয়াহীন ও প্রশান্ত” ইত্যাদি । অপিচ “যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র, যিনি জলে থাকিয়াও জল হইতে স্বতন্ত্র, যিনি তেজে থাকিয়াও তেজ হইতে স্বতন্ত্র, যিনি বায়ুতে থাকিয়াও বায়ু হইতে স্বতন্ত্র” ইত্যাদি ঐশ্রুতি দ্বারা আত্মার সৰ্বগতত্ব, সৰ্বাস্বব্যাপিত্ব, অখণ্ড বিশয়মাত্র হইতে স্বতন্ত্রতা প্রদর্শিত হইয়াছে । যে পদার্থ শব্দাদি হইতে স্বতন্ত্র, এবং তাহাতে সমাবিষ্ট নহে, শব্দাদি তাহাই ছেদন করিতে সমর্থ । কিন্তু আত্মা শব্দাদির ক্ষুণ্ণিত্বপ্রদায়ক, ধ্বংসক এবং তাহার অন্তর্ধ্যামী, অতএব তিনি কখনই শব্দাদির লক্ষীভূত হইতে পারেন না । ২৪ ধ ।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিঁতুমহ সি ॥ ২৫ ॥

অনুব ।—তস্মাৎ (পূৰ্ব্বোক্তাক্ষেতোঃ) এনং (আত্মানং) এবং ('যথাস্বরূপং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) নানুশোচিঁতুং (শোকং কর্তুং) ন অহঁসি (যোগ্যো ভবসি) ॥ ২৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—তজ্জন্ম ইহাঁকে এইরূপ জানিয়া শোক-করিতে যোগ্য-হইতেছ না ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—অতএব আত্মার উল্লিখিতরূপ প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া তজ্জন্ম শোক প্রকাশ করা কখনই বিধেয় নহে ॥ ২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তস্মাদেবং যথোক্তপ্রকারেণৈনমাত্মানং বিদিত্বা তং নানুশোচিঁতুমহঁসি, হস্তাহমেবাং ময়েনৈব তদ্যন্ত ইতি ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরি ।—আত্মাত্মাখ্যা[পদেশম্ “অশোচ্যানশাচত্বম্” ইতু্যপক্রমা ব্যাখ্যান-মুগ্ধসংহতি তস্মাদিতি । অব্যক্তহাচিন্ত্যত্বানিকাৰ্য্যত্বনিত্যহমক্কগতত্বাদিকপো বস্মাদাত্মা নির্দ্বারিত-তস্মাৎ তথৈব জাতুমুচিত্তত্ত্বজ্ঞানস্য ফলবদ্বাদিত্যর্থঃ । প্রতিবেধ্যমনুশোকমেবাভিনয়তি হস্তাহমিতি ॥ ২৫ ॥

রামাণুজ ।—ভেদনাদিবাগ্যানি বস্তুনি বৈঃ প্রমাণৈর্কাক্ষাত্তে তৈরয়মাশ্রা ন° ব্যজাতে ইত্যব্যক্তঃ, অতশ্ছেদাদিবিজাতীরঃ, অচিন্ত্যশ্চ সৰ্ববস্তুবিজাতীরত্বেনেতরবতাব-যুক্ততয়া চিন্তয়িতুমপি নাইঃ, অতশ্চাবিকার্যঃ বিকাবানইঃ, তস্মাদুক্তলক্ষণমেনমাত্মানং বিদিত্বা তৎকৃতেনানুশোচিঁতুমহঁসি ॥ ২৫ ॥

হনুমান্ ।—বিক্ষাব্যক্তোৎপত্তি । সৰ্বক্ৰিয়ানিষদ্বার ব্যজাত ইত্যব্যক্তঃ, অব্য-ক্তোহয়মাশ্রা অতএবাচিন্ত্যোহয়ং, ব ইন্দ্ৰিয়াগোচবঃ স বিষয়ত্বমাপদ্যতে, অয়মাশ্রা নিরিন্দ্ৰিয়-গোচবত্বাদচিন্ত্যোহয়ং, অনিকাৰ্য্যোহয়ং যথা দধাদিনা জীবাদি, ন তথাশ্রানিসবয়ববাদবিক্রিয়ঃ নহি নিরবয়ব° বিক্রিয়াত্মকত্বক দৃষ্টমবিক্রিয়ত্বাদবিকার্য্যোহয়মাত্মোচ্যতে, তস্মাদেবং যথোক্ত প্রকারমেনমাত্মানং বিদিত্বা নানুশোচিঁতুমহঁসি হস্তাহমেবাং ময়েনৈব ইত্যন্তে ইতি ॥ ২৫ ॥

ঔধর ।—উপসংহতি তস্মাদেবমিতি । তদেবমাশ্রানো জন্মবিনাশাত্বাং শোকঃ কার্য ইত্যুক্তম্ ॥ ২৫ ॥

মধুসূদন ।—এবং পূৰ্ব্বোক্তযুক্তিভিা অনো নিত্যত্বে নির্দিকার্য্যে চ গিছে ত্ব শোকো নোপপন্ন ইত্যুপসংহতি তস্মাদিত্যর্কেণ । এহাদৃশাবয়বপদেবন ত শোককারণনিবর্ত-

কথাং তস্মিন্ সতি শোকো-মোচিতঃ কারণাতাবে কার্য্যভাবতাবস্তকত্বাৎ, তেনাশ্বান-
অনিদিষ্টা ধনবশোচতদ্ব্যক্লমেব, আশ্বানং বিদিত্বা তু নাহুশোচিতুমহীনীতাতিপ্রায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—যদ্বাদেবময়মুচ্যতে তদ্বাদেনং বিদিত্বা নাহুশোচিতুমহীসি, “তরতি
শোকমাস্রবিৎ” ইতি শ্রুতেঃ, আশ্ববিভূষা বহুবিশোগগতঃ শোকং না কারীরিতার্থঃ । উক্ত-
শাস্ত্রেনোহনস্বাত্মরাতীতত্বম্ । “বপ্ননিজ্রাবুতাধাতৌ প্রাজ্ঞত্ববপ্ননিয়রা । ন নিজ্রা নৈব চ
বপ্নঃ তুঃখো পশুভিঃ নিশ্চিতাঃ” ইতি ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—আত্মার নিত্যত্বাদি ধর্ম্মসমূহ সবিশেষরূপে পরিস্ফুট
করিয়া ভগবান্ এক্ষণে উপসংহার স্বরূপে বলিতেছেন, “হে সখে । বাহ্য
জনন-মরণ-বিরহিত, নিত্য পদার্থ তাহার বিয়োগাশঙ্কায় অভিভূত হওয়া
কল্পাপি শ্রেয়ঃ নহে । আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞতা হেতু তোমার অন্তর
শোকমোহাচ্ছন্ন হইতে পারে, কিন্তু অধুনা তোমাকে এতদ্বিষয়ক যথেষ্ট
উপদেশ প্রদান করিয়া তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছি । অতঃপর
এরূপ অমূলক শোক-মোহের বশবর্তী থাকা তোমার স্তায় ব্যক্তির কখনই
শোভা পায় না।” দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে “অশোচ্যানবশোচস্বম্”
ইত্যাদি বাক্যে শোকমোহের অধৌক্তিকতা এবং আত্মার নিত্যত্বাদি
বিষয়ে যে উপদেশ আরম্ভ করিয়াছিলেন, অপূর্ণ যুক্তি, বিচার ও
প্রমাণাদির পর এই স্থানে তাহার অতিসুন্দর রূপ উপসংহার করিলেন ।
অতঃপর অন্য রূপ বিচার অবতারণিত হইতেছে ॥ ২৫ ॥

—(০)—

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ ।

তথাপি ত্বং মহাবাহো ! নৈনং শোচিতুমহীসি ॥ ২৬ ॥

অমর ।—অথ (অনন্তরং প্রসঙ্গান্তরস্থাপনার্থং) চ এনং নিত্য-
জাতং (সর্বদা জরীরেণসহ উৎপন্নং) বা নিত্যং (সর্বদা) মৃতং
(মরণশীলং) মন্যসে (ভাবয়সি) মহাবাহো (বাহুবল বিশিষ্ট বীরো-
ত্তম) তথাপি ত্বম্, এনং ন শোচিতুম্, (শোকং কর্তুম্) অহীসি (যোগ্যো
ভবসি) ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—আরও ইহাকে সত্ত-উৎপন্ন বা সত্ত-বিনাশীল মনে-কর বীরবর তথাপি তুমি ইহার-অন্ত শোক-করিতে যোগ্য-হও না ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে বিপুলবাহুবলশালিনু অর্জুন ! যদি তুমি আত্মাকে দেহোৎপত্তির সহিত অবিরত সমুৎপন্ন এবং দেহ-নাশের সহিত নিরত বিরতি বলিয়া বোধ কর, তাহা হইলেও উক্ত শোকের অধীন হওরা তোমার কখনই উচিত হয় না ॥ ২৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—আত্মনোহনিত্যত্বমভ্যুপগম্যোদভূতাতে অর্থ চৈনমিতি । অর্থ চেত্যা-ভ্যুপগমার্থ, এবং প্রকৃতসামান্যং নিত্যজাতং লোকপ্রসিদ্ধা প্রত্যনেকশরীরোৎপত্তিঃ জাতো জাত ইতি বা মত্বে, তথা প্রতি তত্ত্বনির্ণায়ং নিত্যং বা মত্বে মৃতং মৃতো মৃতইতি তথাপি ভাবিত্বমি আত্মনি স্বঃ মহাবাহো নৈবঃ শোচিতুমর্হসি অম্ববতো নাশো নাশবতো অম্ব চেতোভাবপ্রভাবনির্বাতি ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরি ।—আত্মনো নিত্যত্বং প্রাগেব সিদ্ধাভূতরস্লোকভ্যুপগতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মন ইতি । অনিত্যত্বমিতি চেৎসঃ, শরীরানাং লোকায়তানাং বা মতমিদমাগম্যমুভূতে । প্রোক্তরজুনন্ত পূর্বেক্তবাস্তবাব্যাহাঃ প্রতাপি ত'ম্ন নিদ্বারণাসিদ্ধে'র্যোম'তরোরন্ততর-মতভ্যুপগমঃ শক্তি ওত্তমর্থো নিপাতত্বপ্রয়োগ ইত্যাহ অর্থ চেতি । প্রকৃতসামান্যো নিত্যবাদি-লক্ষণত্ব পুনর্পুনর্জাতত্বাতিমানো মানাতাবাদসম্ভাবীত্যাহ লোকেতি । নিত্যজাতত্বাতিনিবেশে পৌনঃপুন্তেন মৃতত্বাত নগেণো ব্যাকৃতঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তথেনি । পরকীরমতমমৃতত্বাভি-মত্বপেক্ষ্য "অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বরম্" ইত্যাদেত্তবীরশোকত্ব নিরবকাশ-ত্বমিত্যাহ তথাশীতি । এবমর্জুনন্ত দৃষ্টমানমমৃতশোকপ্রকারং দর্শয়িত্বা তত্ব কর্তব্যযোগ্যত্বে হেতুমাং অম্ববত ইতি । অম্ববতো নাশো নাশবতশ্চ জন্মেত্যেতাবৎকঃ তাবিনৌ মিথো ব্যাপ্তাবিতি বোজন ॥ ২৬ ॥

স্বামীজী ।—অর্থ নিত্যজাতং নিত্যমৃতং দেহমৈবৈনসামান্যং মত্বে ন দেহাভি-রিতমুতলক্ষণং তথাপি এবমতিমানঃ শোচিতুং মর্হসি পরিণামত্বাবত দেহতোৎপত্তি-বিনাশয়োবর্জনার্থ ॥ ২৬ ॥

হুয়ুমানু ।—আত্মনন্ত হননমভ্যুপগম্যোদভূতাতে অর্থ চৈনমিতি । অর্থ চেত্যাভ্যুপগ-মার্থঃ । প্রকৃতসেনং নিত্যজাতং লোকেপ্রসিদ্ধো নিত্যং জাতং নিত্যং বা মৃতং মত্বে, তথাপ্যেবমপি স্বঃ মহাবাহো, এসামান্যং শোচিতুং মর্হসি, অননমরণরোরত্ব বাজা-বিকৃত্যং ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর ।—ইহাণীং দেহেন মহাত্মনো অম্ব তবিনাশে চ বিনাশবদীকৃত্যপি শোকো

ন কাৰ্য্য ইত্যাহ অথ চৈনমিতি । অথ বস্তপোনমাস্থানং নিত্যং সৰ্গদা তত্তদেহে জাত্যে
জাতং মত্তসে তথা তত্তদেহে যুতে যুতঞ্চ মত্তসে পুণ্যাপায়োক্তংকলভূতরোক্ত জন্ম-
মরণরোরাজগামিত্যং, তথাপি স্বং শোচিতুং নারহাস ॥ ২৬ ॥

কলদেব ।—এবং যোক্তব্য জীবাত্মনোহশোচ্যমুক্তং । পরোক্ততাপি তত্ত তদুচ্যতে
পরমতজ্ঞানার । তদতিজ্ঞঃ খলু শিষ্যতদবতৈরতদ্বিরগ্য বিজয়ী সন্ যমতে স্বৈৰ্য্যমানীং ।
তথাহি ১৭, মনুষ্যাদিবিশিষ্টে তুমাদিত্তততুট্টরে তাবুলগবৎ মদশক্তিবক্ত চৈতন্তমুৎপ-
ত্ততে, তাবুলতততুট্টরভূতো দেহ এব আত্মা স চ হিরোহপি প্রতিকল্পপরিণাম্যং
উৎপত্তিবিনাশবোধিতি লোকপ্রত্যক্ষসিদ্ধিমিত্তি লোকায়তিক্য মত্তসে । দেহান্তিমো
বিজ্ঞানমরূপোহ্যাত্মা প্রতিকল্পবিনাশীতি বৈভাবিকাদয়ো বৌদ্ধা বদন্তি । তদেতত্তদমত্তেহ-
প্যাত্মনঃশোচ্যং প্রতিবেদতি অথেন্দি । অথেন্দি পক্ষান্তবে, চোহপ্যার্থে । স্বং চেমত্তজ্ঞজীবাত্ম-
বার্থাত্মাবগাহনাসুমর্থো লোকায়তিকাদিপক্ষমাণসে, তত্র দেহাত্মপক্ষে এনং দেহলক্ষণ-
মাস্থানং নিত্যং জাতং নিত্যং বা যুতং মত্তসে । কপিকবিজ্ঞানপক্ষে চ নিত্যং প্রতিকল্পং
তং তথ্য তথা মত্তসে । বাশক্চার্থে । তথাপি স্বমেনম, “অহো বত মহৎ পাপম্” ইত্যাদি
বচনং শোচিতুং নারহাসি । পরিণামমত্তাবস্ত তত্ত চাত্মনো জন্মবিনাশরোরনিবার্থাত্মজ্ঞানান্তরা-
তাবেন পাপভরাসম্ভবাত । হে মহাবাহো ইতি সোপহাসং শব্দোদনং ক্ষত্রিয়বর্ষস্য বৈদিক-
স্য চ তে নেদুং কুমত্তং ধার্য্যমিতি ভাব ॥ ২৫ । ২৬ ॥

মধুসূদন ।—এবমাত্মনো নির্বিকারডেনাশোচ্যমুক্তং, ইদানীং বিকারবস্তুমত্মাপে-
তাপি লোকস্বয়েনাশোচ্যং প্রতিপাদয়তি ভগবান্, তত্রাত্মা জ্ঞানস্বরূপঃ প্রতিকল্পবিনাশীতি
সৌগতঃ, দেহএবাআ স চ হিরোহপ্যাত্মলক্ষণপরিণামী জায়তে নশ্রুতি চেতি প্রত্যক-
সিদ্ধমৈবৈতদ্বিতি লোকায়তিক্যঃ দেহান্তিরিত্তোহপি দেহেন সইব জায়তে নশ্রুতি
চেতান্তে, সর্গান্তকাল এবাকালবজ্জারতে দেহতেদেহপাত্মবর্তমান এবাকলহারী মশ্যতি
প্রলয় ইত্যপরে, নিত্যএবাআ জায়তে প্রিরতে চেতি তাকিক্যঃ, তথাহি প্রোক্ত্যভাণে
জন্ম সচাপূর্বদেহেহিহাদিসবকঃ এবং মরণমপি পূর্বদেহেহিহাদিবিচ্ছেদঃ, ইদকোভরং
ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তত্বং তদাধারস্ত নিত্যস্যৈব মুখ্যং, অনিত্যস্ত তু দেহস্ত কৃতহান্তকৃতাত্মাগম-
প্রসঙ্গেন ধর্ম্মাধর্ম্মাধারত্বমুপপত্তেঃ । সচ জন্মমরণে মুখ্যে ইতি চ বদন্তি নিত্যস্যাপ্যাত্মনঃ
কর্ণকক্ষুণীজন্মনাকারশ্চৈব দেহজন্মনা জন্ম তরাশচ মরণং, তদন্তমোপাধিকমমুখ্যমেবেত্যনো,
তত্রানিত্যত্বপক্ষেহপি শোচ্যত্বমাত্মনো নিবেদয়তি অথ চৈনমিতি । অথেন্দি পক্ষান্তরে, চোহ-
প্যার্থে । যদি দুর্য্যোধনাত্মাত্মবস্তনোহসকৃত্ত্রবণেহ্যবধারণাসার্থাত্মজ্ঞপক্ষানলীকারেণ
পক্ষান্তরমত্মপৈবি তত্রাপ্যনিত্যত্বপক্ষমেবাশ্রিত্য বভেনমাত্মনঃ নিত্যং জাতং নিত্যং যুতং
বা মত্তসে, বাশক্চার্থে । কপিকপক্ষে নিত্যং প্রতিকল্পং পক্ষান্তরে আবস্তকস্মারিত্য
নিরতং জাতোহয়ং যুতোহয়মিতি লৌকিকপ্রত্যয়বশেন যদি কল্পয়ি, তথাপি হে মহাবাহো
পুঙ্খবোরোহ ইতি সোপহাসং কৃতকৃত্যপগদাং, অযোতাদুশী কুট্টিন সত্তবীতি লাক্ষক্যং

বা, এবং "অহো বত মহৎ পাণং কর্ত্ত্বংব্যবসিতা বয়ম্" ইত্যাদি কথা শোচসি এবং প্রকারম্
অল্পশোকং কর্ত্ত্বং বয়মপি কং তাদৃশ এব সন্ নাইসি যোগ্যো ন ভবসি। কণিকত্বপক্ষে,
দেহান্ধাদপক্ষে, দেহেন সহ জন্মবিনাশপক্ষে চ জন্মান্তরাভাবেন পাণভয়াসম্ভবাৎ।
পাণভয়েনৈব খলু ভয়মুশোচসি, তচ্চৈতাদৃশে দর্শনে ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। কণিকত্বপক্ষে
চ দৃষ্টমপি দুঃখং ন সম্ভবতি বহুবিনাশদর্শিত্যভাবাদিত্যাধিকম্। পক্ষান্তরে দৃষ্টদুঃখনিমিত্তং
শোকমভ্যুজ্জাতমেবকারঃ, দৃষ্টদুঃখনিমিত্তশোকসম্ভবেহ্যদৃষ্টদুঃখনিমিত্তঃ শোকঃ সর্বথা নোচিত
ইত্যর্থঃ, প্রথমম্লোকস্য ॥ ২৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবং তদ্বদৃষ্টা শোকো নোচিত ইত্যুক্তম্। ইদানীং প্রাকৃতজনদৃষ্ট্যপি
শোকো নোচিত ইত্যাহ অথ চেতি। নিত্যং নিয়মেন জাতং নিত্যজাতমিতি চার্কাক-
পক্ষঃ, নিত্যং সর্বদা জাতমিতি কণিকবিজ্ঞানবাদিপক্ষঃ, নিত্যশাস্ত্রো অপূর্বদেহেজ্জিয়সম্বন্ধ-
জাতশ্চেতি তার্কিকাদিপক্ষঃ, এবং নিত্যং বা মন্তসে মৃতমিত্যপি বোধ্যম্। পক্ষত্রয়েপি
শোকো ন যুক্তঃ, মহাবাহো ইতি যুদ্ধার্থমুৎসাহরতি ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—তদেবং শাস্ত্রীরতবদৃষ্টা স্বামহং প্রবোধয়ন্ ব্যবহারিকতবদৃষ্ট্যপি
প্রবোধন্যাবধেহীত্যাহ অথেন্তি। নিত্যজাতঃ দেহে জাতে সত্যেব নিত্যং নিয়তং জাতং
মন্তসে, তথা দেহ এব মৃতে মৃতং নিত্যং নিয়তং মন্তসে। মহাবাহো ইতি পরাক্রমবতঃ
কজ্জিন্ন্য তব তদপি যুদ্ধমাবশ্যকং স্বধর্মঃ। যদুক্তং "কজ্জিন্নাশময়ং ধর্মঃ প্রজাপতিবিনির্মিতঃ।
জাতাপি ভ্রাতরং হন্যাদৃশেন ঘোরতরন্ততঃ।" ইতি ভাবঃ ॥ ২৫। ২৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—আত্মাব অজ্ঞত্ব ও নিত্যত্বাদি সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞানগর্ভ উপ-
দেশ এবং যুক্তি ও প্রমাণাদি প্রবোগ করিয়া অধুনা ভগবান্ অন্তরূপ যুক্তি
পথে যুদ্ধের বৈধতা ও হনন-ক্রিয়াব নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস
করিতেছেন। আত্মত্ব সম্বন্ধে যে রূপ সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত আছে, এ
স্থলে ভগবান্ তাহাই উৎখাপিত করিতেছেন। সাধারণতঃ লোকে মনে
করে, দেহের সহিত আত্মা জন্ম পরিগ্রহ করে এবং দেহনাশেই আত্মনাশ
সংঘটিত হয়। ভগবান্ বলিতেছেন, হে বিপুল-বাহু-বল-সম্পন্ন বীরোত্তম
অর্জুন। যদি তুমিও সাধারণ লোকের স্তায় উল্লিখিত জমান্বক বিশ্বাসের
বশবর্ত্তী, এবং শোকাচ্ছন্ন হইয়া সমরে পশ্চাৎপদ হও, তাহা হইলে তোমাব
সর্বজন-সমাদৃত বীরত্ব লোকসমাজে নিন্দাস্পদ হইয়া উঠিবে। অতএব
তাদৃশ ব্যবহার তোমার পক্ষে কখনই উচিত নহে। তুমি মহাবাহু কজ্জিন্ন,
যুদ্ধই তোমার প্রিয়কার্য্য, অনর্থক শোকোচ্ছ্বাস তোমার ধর্ম-বিরুদ্ধ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভকরাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমদ্রমুমানের সতিপ্রায়।

বদি তুমি লোকায়ত্তগণে (২৪৬ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) মতানুসারে শরীরের জন্মে আত্মার জন্ম এবং শরীরের নাশে আত্মার নাশ হয় মনে কর, তাহা হইলেও জন্মশীল পদার্থের নাশ এবং নাশশীল পদার্থের জন্ম অবশ্যস্বাভাবী এই কথা বিচার করিয়া তোমার শোক করা উচিত হয় না ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের অভিপ্রায় । যদি তুমি আত্মাকে, দেহাতি-
রিক্ত মুক্ত-লক্ষণ-পুরুষ স্বীকার না করিয়া, দেহের স্থায় নিত্যজাত ও নিত্য
মৃত মনে কর তাহা হইলেও তোমার শোক করা উচিত নহে । কারণ দেহ
পরিণাম ধর্মাক্রান্ত, স্তবরাং তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ অপরিহার্য্য, অতএব
এক দেহনাশে তৎসহ আত্মনাশ হইলেও, অন্য দেহোৎপত্তির সহিত
আত্মোৎপত্তি অবশ্যই হইবে ।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎশ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায় । আত্মাকে বদি পুণ্য ও পাপের
কলঙ্কৃত জন্ম মরণের অনুগামী বণিয়া জ্ঞান কর, তাহা হইলেও তজ্জন্য
শোকের কোনই অবসর থাকিতেছে না । কারণ জন্ম-মরণ-ধর্মাক্রান্ত
দেহের সহিত আত্মারও পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ হইবে

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অভিপ্রায় । জীবাত্মা
অশোচ্য এই তত্ত্ব পূর্বে নিজ বাক্যে প্রতিপাদন করিয়া অধুনা ভগয়ানু
ভিন্ন মতাবলম্বী সাম্প্রদায়িকগণের মত উত্থাপন করিয়া আত্মার অশোচ্যত্ব
প্রতিপাদন ব্যপদেশে শিষ্যকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন । ভূম্যাদি ভূত
চতুষ্টয় (নাস্তিকগণ আকাশকে ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না) সমষ্টিস্বরূপ
মনুষ্যের দেহাদিতে তত্ত্বদ্বৈতিক পদার্থের সমাবেশ হেতু অপূর্ণ বস্তু-শক্তি
বশতঃ চৈতন্য সঞ্চার হয় । তাৎপূল্যদির ও চূর্ণ সংযুক্ত হইয়া অপূর্ণ রক্তিম
উৎপাদন করে । হুয়া মানবের উদরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অপূর্ণ
মহাকার আশ্রয় করে । সেইরূপ ভূতচতুষ্টয় (ক্ষিতি, জল, বায়ু, তেজ)
সন্মিলিত হইয়া এই চৈতন্যময় দেহ সংঘটিত করে, সেই দেহই আত্মা । কিন্তু
পরিণাম-ধর্মাক্রান্ত ভূত-চতুষ্টয় স্বরূপ আত্মা ক্ষণে ক্ষণে উৎপত্তিবিনাশ-
বিশিষ্ট । বৈভাসিক অর্থাৎ বৌদ্ধমতে আত্মা বিজ্ঞানস্বরূপ এবং দেহ হইতে
ভিন্ন । সুতরাং এই উভয় মতে আত্মা কদাপি শোকের বিষয়ীভূত হইতে
পারেন না । "মহাবাহো" উপহাসসূচক সম্বোধন বাক্য । তুমি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ,
এবং বেদান্তজ্ঞ, এতাবশ্য কুমত্ত পোষণ করি তোমার কখনই উচিত নহে ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ সরস্বতীর অভিপ্রায় । যদি তুমি মদুত আত্মার নিত্যস্ববিষয়ক বাক্যে আত্মা স্থাপন না করিয়া আত্মাকে অনিত্য বোধ কর এবং তাঁহার বারংবার জন্ম ও বারংবার মৃত্যু হয় মনে কর, অথবা ক্ষণিকবাদিগণের (২৪৩ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) মতানুসারে ‘আত্মাকে ক্ষণস্থায়ী বলিয়া কল্পনা কর, কিংবা লোকায়াতগণের মতানুসারে আত্মাকে নিয়তজাত ও নিয়ত মৃত বলিয়া বিশ্লেষণ কর, তাহা হইলেও তোমার ন্যায় মহাবীরের অধুনা যে কুমত-প্রণোদিত কাতরতা পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহা নিতান্ত হাস্যজনক বলিতে হইবে । তোমার “অহো বত মহৎপাপং কর্ত্বং ব্যবসিতা বয়ম্” (১ম অধ্যায় ৪৪ শ্লোক) ইত্যাদি অনুকম্পা-পরিপূরিত কাতরবাক্যানিতান্ত অসঙ্গত ও অযোগ্য । যদি তুমি দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে দেহনাশে সংসারের সম্বন্ধ সমাপ্ত হইবে, পুনর্জন্ম হইবে না, সুতরাং পাপের নিমিত্ত কোন ভয়ের কারণ নাই; অথচ তুমি পাপভয়েই শোকাচ্ছন্ন ও সমর-বিমুখ হইতেছ । বস্তুতঃ তোমার এ বিচার যৎপরোনাস্তি অসঙ্গত । ক্ষণিকত্বপক্ষে, দুঃখকে সমুপস্থিত দেখিয়াও তজ্জন্য শোক প্রকাশ করা অসম্ভব; কারণ আত্মার ক্ষণোৎপত্তি ও ক্ষণবিনাশ-শীলতাহেতু বর্তমান ক্ষণদৃষ্ট পদার্থ বা অনুভূত বিষয় আত্মার ক্ষণে ক্ষণে তিরোধানের সহিত তিরোহিত হয় । অতএব দর্শিত্বের অভাব বশতঃ বন্ধু-বিনাশ কে প্রত্যক্ষ করিবে? পক্ষান্তরে দৃষ্ট দুঃখের নিমিত্ত শোক সম্ভব হইলেও, অদৃষ্ট দুঃখের নিমিত্ত কাল্পনিক শোক নিতান্ত এবং সর্বথা অনুচিত ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-মহাশয়ের অভিপ্রায় । “মহাবাগো” এই সম্বোধন দ্বারা তোমার ন্যায় পরাক্রমবান্ ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্য পরিপালন অত্যাশঙ্কক ইহাই সূচিত হইতেছে । শাস্ত্রে উক্ত আছে, “ব্রহ্মা কর্তৃক ক্ষত্রিয়দিগের এরূপ ধর্ম্য নিরূপিত হইতেছে যে, জ্ঞাতাও জ্ঞাতাকে বধ করিতে পারে” ২৬ ।

—••:••:—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ স বং জন্ম মৃতস্য চ ।

তস্মাদপরিহার্যৈকর্থে ন ত্বং শোচিতুমহঁসি ॥ ২৭ ॥

অর্থ ।—হি (বস্মাৎ) জাতস্ত (লব্ধজন্মঃ জ্ঞাপিতঃ) মৃত্যুঃ

(মরণং) ক্রবঃ (নিশ্চিতঃ) মৃতস্য (বিগতজীবস্য) চ জন্ম (দেহা-
স্তরলাভঃ) ক্রবঃ তস্যাং ত্বং (অর্জুনঃ) অপরিহার্যো-অর্থো (অপ্রতি-
বিধেয়বিষয়ে) শোচিত্বং (শোকং কর্ত্বং) ন অহঁসি (যোগ্যো
ভবসি) ॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—যেহেতু প্রাপ্ত-জন্ম-প্রাণীর মরণ নিশ্চিত এবং
বিগত-প্রাণের জন্ম নিশ্চিত, সেই-হেতু তুমি অবশ্যত্বাবী-বিষয়ে
শোক-করিতে যোগ্য নহ ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে অবশ্যই মৃত্যুমুখে
পতিত হইতে হইবে এবং যে কালপ্রাণে নিপতিত হইয়াছে, তাহাকে
অবশ্যই পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে । এই সত্য অব্যতি-
চরী । মৃতরাং হে অর্জুন ! জন্ম মরণরূপ অবশ্যত্বাবী ও অপ্রতি-
বিধেয় ঘটনার নিমিত্ত শোকাঙ্কুর হওয়া তোমার কখনই উচিত
হয় না ॥ ২৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তথা চ সতি জাতশ্চেতি । জাতস্ত হি লব্ধজন্মনো এবোহব্যতিচার
মৃত্যুস্মরণং, এবং জন্ম মৃত্যু চ, তস্মাদপরিহার্যোহয়ং জন্মমরণলক্ষণৌর্ধ্বতন্মিন্নপরিহার্যোহর্থো
ন ত্বং শোচিতুমহঁসি ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরি ।—তস্মৈবশ্চ জীবিত্তে সত্যমুশোকত্বাকর্তব্যম্বে হেতুস্মাহ তথা-
চেতি ॥ ২৭ ॥

রাধাকৃষ্ণ ।—উৎপন্নস্ত হি বিনাশো এবং, অবর্জনীয় উপলভ্যাতে, তথা বিনষ্ট-
স্তাপি জন্মাবর্জনীয়ম্ । কথমিদমুপলভ্যাতে বিনষ্টস্তোৎপত্তিরিতি ? সত এবোৎপত্তেরূপলক্ষে,
অসতলক্ষ্যমুপলক্ষে, সত্যমুচ্যতে, উৎপত্তিবিনাশাদয়ঃ সতো দ্রব্যস্তাবস্থাবিশেষাঃ । * তত্ত্বপ্রভৃতি-
দ্রব্যানি সন্তোষ রচনাবিশেষযুক্তানি পটাদীনীতৃত্যচ্যন্তে । অসৎকার্য্যবাদিনাং চৈতহুপলভ্যাতে,
নহি তত্র তত্ত্বসংস্থানবিশেষাতিরেকেণাভ্যং দ্রব্যান্তরং প্রতীয়তে, কারকব্যাপারানামান্তরভঙ্গন-
ব্যবহারবিশেষাণামেতাবতৈবোপপত্তেঃ, নচ দ্রব্যান্তরকল্পনা যুক্তা, অত উৎপত্তিবিনাশাদয়ঃ
সতো দ্রব্যস্তাবস্থাবিশেষাঃ । উৎপত্ত্যাদ্যামবস্থামপন্নস্ত দ্রব্যস্ত তদ্বিরোধাবস্থান্তরপ্রাপ্তিক্রিনাশ
ইত্যুচ্যতে, যদ্রব্যস্ত পিওত্ব-ঘটন-কপালত্ব-চূর্ণত্বাদিবৎ পরিণামিদ্রব্যস্ত পরিণামপন্নম্ভা
অবর্জনীয়ম্ । তত্র পূর্বাভ্যুদ্যাত্তোক্তরাবস্থাপ্রাপ্তিক্রিনাশঃ, সৈব তদবস্থোৎপত্তিঃ । এতমুৎ-
পত্তিবিনাশাখ্যপরিণামপন্নম্ভা পত্তিপামিনো দ্রব্যস্তাপরিহার্যোতি ন তত্র শোচিতুমহঁসি ॥ ২৭ ॥

হনুমান্ ।—তদেব দর্শয়তি জাতভেতি । জন্মবতো নাপি নাপ্যুভো জন্ম বাতাবিক-
শ্চেনপরিহার্যোহয়ং, তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন স্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর ।—কৃত ইত্যত আহ জাতস্ত ইতি । হি যস্মাজ্জাতস্ত বারম্ভককৰ্ম্মকরে মৃত্যু-
ঞযৈ নিশ্চিতঃ, মৃতস্ত চ তত্তদেহকৃতেন কৰ্ম্মণা জন্মাপি এবমেব, তস্মাদেবমপরিহার্যেহর্থে-
হবম্ভাবিনি জন্মমরণলক্ষণে অর্থে স্বং বিদ্বান্ শোচিতুং যোগ্যো ন ভবসি ॥ ২৭ ॥ .

বলদেব ।—অথ শরীরতিরিক্তো নিত্য আত্মা, তত্ৰাপূৰ্ণশরীরেজ্জিয়যোগো জন্ম,
পূৰ্ণশরীরেজ্জিয়বিরোগস্ত মরণং, তদুভয়ঞ্চ স্বৰ্ণাধৰ্ম্মহেতুকত্বাৎ তদাশ্রয়স্ত নিত্যত্ৰাত্মনো মুখ্যম্ ।
তদতিরিক্তস্ত শরীরস্ত তু গোণম্ । তত্ৰানিত্যস্ত কৃতহাভ্যকৃতাত্মাগমপ্রসঙ্গেন তদাশ্রয়ত্বা-
পপত্তেরিতি ত্যক্তিক। মত্ৰস্তে । তৎপক্ষেহপ্যাত্মনঃ শোচ্যত্বং পরিহার্যিতি জাতভেতি ।
হিহেতৌ । জাতস্ত স্বকৰ্ম্মবশাৎ প্রাপ্তশরীরাদিয়োগস্ত নিত্যত্ৰাপ্যাত্মনস্তদারম্ভককৰ্ম্মক-
হেতুকো মৃত্যুঞবো নিশ্চিতঃ, মৃতস্ত তচ্ছরীরকৃতকৰ্ম্মহেতুকং জন্ম চ এবং ত্ৰাৎ । তস্মা-
দেবমপরিহার্যো পরিহতুমশক্যো জন্মমরণাভ্যকেহর্থে স্বং বিদ্বান্ শোচিতুং নারহসি । ত্বমি-
যুদ্ধারম্ভমুত্তেহপ্যেতে বারম্ভকে কৰ্ম্মণি কীণে সতি মরিষ্যস্ত্যেব । তব তু স্বধৰ্ম্মাঘিচুতিভাবি-
নীতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

মধুসূদন ।—নব্যাত্মন আত্মতসংপ্রবহান্নিত্যপক্ষে নিত্যত্বপক্ষে চ দৃষ্টাদৃষ্টদ্বৈধসম্ভবাৎ
তত্ত্বয়েন শোচামীত্যত আহ জাতভেতি দ্বিতীয় শ্লোকে ন । হি যস্মাৎ জাতস্ত স্বকৃতধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদি-
বশাল্লক্ষণরীরেজ্জিয়াদিসম্বন্ধস্ত হিরত্ৰাত্মনো এব আবস্তকো মৃত্যুস্তচ্ছরীরাদিবিচ্ছেদঃ,
তদারম্ভককৰ্ম্মকরনিমিত্তঃ সংযোগস্ত বিরোগাবসানত্বাৎ, তথা এবং জন্ম মৃতস্ত চ প্রাগ্গেহকৃত-
কৰ্ম্মকলাভোগার্থং মাহুশয়ন্তৈব প্রস্তুতহাৰ জীবমুক্তেৰ্যভিচারঃ । তস্মাদেবমপরিহার্যো
পরিহতুমশক্যোহস্মিন্ জন্মমরণলক্ষণেহর্থে বিষয়ে স্বমেবং বিদ্বান্ ন শোচিতুমর্হসি । তথাচ
বক্ষ্যতি “ঋতেহপি স্বাং ন ভবিষ্যন্তি সৰ্ব্বা” ইতি, যদি হি ত্বয়া যুদ্ধেনাত্তম্ভমানা এতে জীবমুন্মেষ-
তদা যুদ্ধার শোকস্তবোচিতঃ ত্ৰাৎ, এতে তু কৰ্ম্মক্ষমাৎ স্বয়মেব জিয়স্ত ইতি তৎপরিহারাসমর্থস্ত
তৎ দৃষ্টদ্বৈধান্নিমিত্তঃ শোকো নোচিত ইতি ভাবঃ । এবমদৃষ্টদ্বৈধান্নিমিত্তেহপি শোকে তস্মাদ-
পরিহার্যেহর্থে ইত্যেবোত্তরম্ । যুদ্ধাখ্যং হি কৰ্ম্ম ক্ষত্রিয়স্ত নিয়তং অগ্নিহোত্রাদিবৎ, যচ্চ “যু-
সংগ্রহারে” ইত্যুদ্ভাভোদগ্নিপন্নং শত্রুপ্রাণবিরোগাত্তুলশত্রুগ্রহাৰুপং বিহিতত্বাদগ্নীষোমী-
য়াদিহিংসাবশ প্রত্যবায়জনকম্ । তথাচ গৌতমঃ স্মরতি, “অ দোষো হিংসামাহবেহস্তজ-
ব্যবহারথ্যানাযুজ্ঞতাজ্জলিপ্রকীর্ণকেশপরাযুখোপরিষ্টহলযুদ্ধাকটদূতগোত্রাক্ষণবাদিভ্যঃ” ইতি ।
ব্রাক্ষণশকগ্রহণকাজ্যোদ্ধাক্ষণবিসয়ং, গবাদিপ্রাণপ্রাণাঠাদিতি হিতম্ । এতচ্চ সৰ্ব্বং “স্বধৰ্ম্মমপি
চাবেক্ষ্য” ইত্যজ্ঞ স্পষ্টীকরিত্যুত । তথাচ যুদ্ধলক্ষণেহর্থেহগ্নিহোত্রাদিবিহিতত্বাদপরিহার্যে
পরিহতুমশক্যো তদকরণে প্রত্যবায়প্রসঙ্গাৎ, স্বমদৃষ্টদ্বৈধভয়েন শোচিতুং নারহসীতি পূৰ্ণবৎ ।
যদি তু যুদ্ধাখ্যং কৰ্ম্ম কাব্যম্ভব, “য আহবেহু যুদ্ধাক্তে তুম্যৰ্থমপরাযুখাঃ । অকুটেরাযুদ্ধেবাতি

তে স্বৰ্গং যোগিনো যথা ॥” ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ, “হতো বা প্রাপ্যাসে স্বৰ্গং জিত্বা বা তোক্ষাসে মহীম্” ইতি ভগবৎবচনাচ্চ । তথাপি প্রারকৃত্ত কামাত্তাপি অবশ্তপরিগম্যাপনীয়ম্বেল নিত্যতুল্যতাৎ; স্বরা যুক্ত প্রারকৃত্তাদপরিহার্যত্বং তুল্যমেব । অথবা আত্মনিত্যত্বপক্ষ এব শ্লোকৈশ্বর্যমর্জুনস্ত পরমাত্মিকস্ত বেদবাহুমতাত্ম্যপগমাসম্ভবাৎ । অক্ষরযোজনা তু নিত্যচূড়াসৌ দেহেন্দ্রিয়াদিশব্দবর্ণাং জাতশ্চেতি নিত্যজাতস্তঃ এনমাত্মানং নিত্যমপি সত্ত্বং জাতকেন্দ্রিয়ন্তসে, তথা নিত্যমপি সত্ত্বং মৃতকেন্দ্রিয়ন্তসে তথাপি স্বং নানুশোচিতুর্মহীনীতি প্রতিজ্ঞায় হেতুমাহ জাতসা হীতাদিনা । নিত্যস্য জাতত্বং মৃতত্বঞ্চ প্রাখ্যাখ্যাভং, স্পষ্টমন্যং, তাব্যমপ্যস্মিন্ পক্ষে যোজনীয়ম্ ॥ ২৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—শোচিতুং নাইনীত্যাঃ তুত্ব হেতুমাহ জাতস্যোতি । ঐবোহপরিহার্যঃ মৃত্যুর্জন্মম্, অপরিহার্যার্থার্থে মরণার্থে তদুদযোগং বিনাপি অবশ্তং তাবিনি বিষয়ে ন স্বং শোচিতুর্মহীমি । বক্ষ্যতি চ, “মরৈবৈবতে নিহতাঃ পূৰ্বমেব” ইতি ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—জাতস্যোতি । হি যস্মাৎ তস্য প্রারম্ভককর্ম্মকরে মৃত্যুর্জীবো নিশ্চিতঃ । মৃতস্য তদেৎকৃতেন কর্ম্মণা জন্মাহপি ঐবমেব । অপরিহার্যার্থার্থে ইতি মৃত্যুর্জন্ম চ পরিহর্ন্তু-মণক্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—সংসারে যে কেহ একবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, অথও-
নীয় নিয়ম-প্রভাবে তাহাকে নিশ্চয়ই কালক্রমে পতিত হইতে হইবে, এবং
পুনরায় রূপান্তর ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইতে হইবে । শীঘ্র বা বিলম্বে—
ক্ষণদ্বয় ইউক বা দশদিন পরেই ইউক, জাত জীবমাত্রই মরণ নামক অপ্রতি-
বিধেয় ধর্ম্মের অধীন হইবে এবং মরণান্তে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবে । যে
মানব, মৃত্যুর পক্ষপাত-বিবর্জিত শাসন স্মরণ না করিয়া, প্রতিনিয়ত
বিলাসোন্মত্ত ও ভোগসুখাসক্ত ভাবে কালান্তিপাত করিতেছে, এবং যে ব্যক্তি
অবিরত সাংসারিক অশেষ দুঃখের কঠোর আঘাতে ব্যথিত ও বিধ্বস্ত-
হৃদয় হইয়া নিরন্তর শমন-সমাগম কামনা করিতেছে, তাহাদের উভয়কেই,
যথাকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে । মরণ হইবে না মনে করিয়া আশ্রয়
হৃদয়ে নিরুদ্ভিগ্ধ চিন্তে কালপাত কর, বা মরণ অবশ্যস্বাবী জানিয়া প্রতিনিয়ত
তাহার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাক, যথাকালে মৃত্যু তোমাকে অবশ্যই গ্রহণ
করিবে । হরতি-কুন্মস-সমাহর অথসৌধ, বা ক্লেশ-কণ্টকাকীর্ণ দুঃখকুণীর
উভয়কেই মৃত্যুর অব্যাহত গতি । কিন্তু মৃত্যুই চরম গতি নহে । কর্ম্ম-
কলামুসারে মরণান্তে আবার নবরূপ ধারণ করিয়া জীবমাত্রকেই ভব-রহ-
ত্বমিতি প্রবেশ করিতে হইবে । মোহাহর জীবগণ, মরণই সমাপ্তি জান

করিয়া, ভীতি-বিকলিত হৃদয়ে মরণের কথা স্মরণ করে এবং জীবনকে চিরস্থায়ী করিবার বাসনায় বিবিধ প্রযত্ন-পরতন্ত্র হয় । •কিন্তু হায় ! জীবন ও মৃত্যু উভয়ই সমভাবে অস্বাভাবিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে করিতে পর্যায়ক্রমে পর্য্যটন করিতেছে । উষার হৈমময়ী দ্যুতি জগতকে মমোহরালোকে বিভাসিত করে, কিন্তু অচিরকাল মধ্যে তামসী নিশার তিমিরজালে বসুন্ধরা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়; পুনরায় প্রভাতের বিহঙ্গম-কাকলী সহকারে দিবার আবির্ভাব হইয়া জগৎকে পুলকিত করে । দিবার পর রাত্রি, এবং রাত্রির পর দিবা যেরূপ অব্যাহতভাবে বিশ্ব-রাজ্যে বিচরণ করিতেছে, জন্মের পর মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর জন্মও তদ্রূপ অবিসংবাদিতভাবে পৃথিবীরাজ্যে প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে । অতএব হে শোকবিনুষ্ঠ সখে ! জন্ম ও মরণ কদাপি শোকজনক নহে । তুমি এই অপ্রতিবিদ্যেয় বিষয়ের নিমিত্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়া মূঢ়-জ্ঞোচিত ব্যবহার করিতেছ মাত্র * ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন ।: উৎপত্তি ও বিনাশ অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু দ্রব্যের অবস্থা বিশেষ মাত্র । দ্রব্যের উৎপত্তি নামক অবস্থা প্রাপ্তির পর, সেই অবস্থায় যে বিরোধী অবস্থা আবির্ভূত হয়, তাহার নাম বিনাশ । বুদ্ধব্রহ্মের পিণ্ডস্থ, ঘটস্থ, কপালস্থ, চূর্ণস্থ প্রভৃতি পরিণাম স্থলে পূর্ব অবস্থার অবসানের নাম বিনাশ এবং উত্তর অবস্থা প্রাপ্তির নাম উৎপত্তি । অর্থাৎ ঘট ভগ্ন হইয়া কপালে (খপের বা খোলায়) পরিণত হইল; ঘটস্থের বিনাশ হইয়া কপালস্থের উৎপত্তি হইল । পরিণামি পদার্থ মাত্রেরই উত্থাপন পরিণাম-পরম্পরা অপরিহার্য্য, অতএব সে জন্ত শোক করা উচিত নহে ।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীপরাম্বামী লিখিয়াছেন । আরক্ত কৰ্ম্মকরো জাত জীবমাত্রেই মরণ অবশ্যস্বাভাবী । পরিগৃহীত শরীরে যে বেরূপ কৰ্ম্ম করিয়াছে, তাহার ফলানুসারে তাহার পুনর্জন্মও অবশ্যস্বাভাবী ।: হে অৰ্জুন ! তুমি বিদ্বান্, জন্ম-মরণ হেতু শোক করা তোমার অযোগ্য ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বল্লভদেব গোস্বামীর অভিপ্রায় । আজ্ঞা শরীরের অতিরিক্ত

* ভাষ্যকার পূজ্যপাদ আচার্য্য মহাশয় এই ভাবের একটা সুন্দর দ্রষ্টব্য করিয়াছেন । যথা; বাবজ্ঞানং ভাবস্মরণং ভাবজ্ঞানবীজঠয়ে শয়নম্ । মোহদুন্দর । শ্রীমদ্ভগবদেও এই ভাব বিবৃত হইয়াছে । যথা; মৃত্যু জ্ঞানবতঃ ধীরে নৈবেদ্যং সহ জায়তে । জয়্য বাক্যশতান্তে বা মৃত্যুর্কৈ প্রাণিনাং ভবঃ । ১০।১।৪৬ ।

এ বং নিত্য'। আত্মাতে 'অপূর্ব-শরীর ও ইন্দ্রিয়-যোগের নাম জন্ম এবং পূর্ব শরীর ও ইন্দ্রিগের বিরোগের নাম মৃত্যু। এই উভয় অবস্থাই ধর্ম্মা-ধর্ম্মের হেতুভূত এবং নিত্য আত্মা তাহার আশ্রয় স্বরূপ। এই জন্মই আত্মার পক্ষে শরীরাদি যোগ-জনিত জন্ম এবং বিরোগ-জনিত মৃত্যু মুখ্য এবং শরীরের পক্ষে তদুভয় গৌণ। নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ এ স্থলে কুতহানি এবং অকুতাত্যাগম (২৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া আত্মার আশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত করেন। নেরূপ স্থলেও আত্মার নিমিত্ত শোকের কোন কারণ নাই। তুমি যুদ্ধে বিরত হইলেও, তোমার প্রতিযোগিবর্গ স্ব স্ব আরক্ত কর্ম্মফলের অবসানে নিশ্চয়ই মৃত্যুপ্রাপ্তি পশিত হইবে। সুতরাং যুদ্ধ না করিলে কেবল অনর্থক তোমার স্বধর্ম্মচ্যুতি সম্ভব হইবে মাত্র।

পূজ্যপান শ্রীমদধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। স্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে নিত্য আত্মার শরীরেইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধরূপ জন্ম এবং শরীরাদি বিচ্ছেদরূপ মৃত্যু অবশ্যস্বাভাবী। আরক্ত কর্ম্মক্ষয় নিমিত্ত বিরোগের অবসানে অর্থাৎ মৃত্যুর পর সংযোগ অর্থাৎ জন্ম হয়। তদ্রূপ পূর্বেদেহকৃত কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত, জন্মও অপরিহার্য্য। তপশ্চর্য্যাदि দ্বারা জীবমুক্তি লাভ করিতে না পারিলে জন্ম ও মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব তোমার স্মার্য বিদ্বান্ ব্যক্তির একরূপ অবশ্যস্বাভাবী ব্যাপারের নিমিত্ত শোক করা শোভা পায় না। যদি তুমি যুদ্ধে বিরত হইলে এই বোদ্ধবর্গ চিরজীবী হন, তাহা হইলে তোমার কাতরতা অবশ্যই অসঙ্গত। কর্ম্মক্ষয় হইলে ইহঁদের সকলেই স্বভাবতঃ প্রাণত্যাগ করিবেন, তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই; সুতরাং আত্মীয় বিরোগজনিত দৃষ্টদুঃখ অর্থাৎ উপস্থিত ক্লেশ নিতান্ত অনাবশ্যক এবং পরিণামে কি হইবে ইত্যাকার চিন্তাসম্ভূত যে অদৃষ্ট দুঃখ তাহাও নিতান্ত অমূলক; কারণ তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমার কোনই কর্তৃত্ব নাই। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ কর্ম্মের স্মার্য যুদ্ধ-কক্রিয়ের অবশ্য করণীয় কর্ম্ম। যুদ্ধ (সংহার) এই ধাতু নিম্পন্ন যুদ্ধে শত্রুসংহারের অনুকূল অস্ত্রক্ষেপণ কক্রিয়ের পক্ষে বিহিত কার্য্য; সুতরাং অগ্নিষোমীয়াদি যজ্ঞে প্রাণিহিংসা যে রূপ প্রত্যবায়জনক নহে, যুদ্ধে শত্রু-হননও কক্রিয়ের পক্ষে সেইরূপ প্রত্যবায়জনক নহে। গৌতম বলিয়াছেন, যুদ্ধে হিংসাজনিত দোষ হয় না, অন্যত্র অশ্ববিহীন, সারথিশূন্য, অস্ত্রহীন, কুতাজলি, প্রকীর্ণ-

কেশ, পরাশ্বখোপবিষ্টে, রুক্ষাক্রুত, দূত, গো, ব্রাহ্মণাদি বধে দোষ হয়।” “স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য” ইত্যাদি পরবর্তী শ্লোকে এই সকল বিষয় অধিকতর পরিস্কৃষ্ট হইবে। ক্ষত্রিযের যুদ্ধ-কাণ্ড অগ্নিহোত্রাদির ন্যায় বিহিত, স্ত্রীভরণ অপরিহার্য; কাণ্ড না করিলে প্রত্যবায় ঘটে। সত্য বটে যুদ্ধ কাম্য-কর্ম-বিশেষ। যোগী বাজবল্য বলিয়াছেন, “যে সকল ব্যক্তি ভূমি ও অর্থ কামনায়া অজ্ঞানাদি সহকারে অকপট চিত্তে যুদ্ধ করিতে পরাশ্বখ না হন, তাঁহারা যোগিগণের ন্যায়, স্বর্গধামে গমন করেন।” শ্রীভগবান্ও এই গ্রন্থের স্থানান্তরে বলিয়াছেন, “যুদ্ধে হত হইয়া স্বর্গ লাভ কর, বা জয়ী হইয়া অবনোমণ্ডনের আধিপত্য উপভোগ কর।” (২ অধ্যায় ৩৭ শ্লোক) এই সকল প্রমাণে যুদ্ধ কাম্যকর্মরূপে পরিগণিত হইলেও, প্রারম্ভ কাম্যকর্মও অবশ্য পবিত্রমাপনীয়। এই যুদ্ধে ভূমি পূর্ণ হইতে প্ররম্ভ হইয়াছে; অতরাং এই প্রারম্ভ কর্ম পবিত্রমাপ্ত করিতে ভূমি বাধ্য। ভূমি পরম ধাত্বিক, ভোগ্য ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে বেদবিহিত কর্তব্য কর্মের অপরিপালন অসম্ভব।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সুরির অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ এই গ্রন্থের স্থানান্তরে বলিয়াছেন, “আমার দ্বারা ইহারা পূর্বেই নিহত হইয়াছে” (১১ অধ্যায় ৩০ শ্লোক)। অতরাং মৃত্যু অবশ্যস্বাভাবী। তাদৃশ অপরিহার্য বিঘ্নের নিমিত্ত শোক-মুগ্ধ হওয়া অনুচিত ॥ ২৭ ॥

—:~::~:—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত !

অব্যক্তনিধনাশ্চৈব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

অর্থঃ।—ভারত (ভরতকুলজাত অর্জুন) ভূতানি (প্রাণিনঃ) অব্যক্ত-আদীনি (অজাতঃ আদিকালো যেষাং) ব্যক্তমধ্যানি (পরিদৃশ্য-মানো মধ্যকালো যেষাং) অব্যক্ত-নিধনানি (অজাতো মরণোত্তরকালো যেষাং) এব তত্র (তদ্বিষয়ে) কা পরিদেবনা (দুঃখোচ্ছ্বাসঃ) ॥ ২৮ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জুন! প্রাণিবর্গের আদিকাল-অজাত, মধ্যকাল-জাত, মরণোত্তরকালও অজাত; তদ্বিষয়ে শোক-বিলাপ কি? ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জুন! বুঝিয়া দেখ, এই জীবগণ জন্মের পূর্বে

অর্থাৎ আদিতে কি ছিল, তাহা কেহই জানে না ; জন্মের পর অর্থাৎ মধ্যকালে তাহারা আত্মীয় বন্ধু ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্বন্ধ হয়, কিন্তু মরণের পর আবার তাহাদের কি হয়, তাহাও কেহ জানে না ; সুতরাং এরূপ বিষয়ের নিমিত্ত শোকের কারণ কি আছে ? ॥ ২৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কার্য্যকারণসংঘাতাত্মকাত্মপি ভূতাত্মাদিশ্চ শোকো ন যুক্তঃ কর্ত্বুঃ, বতঃ অব্যক্তাদীনীতি । অব্যক্তাদীভ্যব্যক্তমদর্শনমমুপলব্ধিরাদির্ঘেবাং ভূতানাং পুত্রমিত্রাদিকার্য্য- কারণসংঘাতাত্মকানাং তানি অব্যক্তাদীনী ভূতানি প্রাপ্তংপতেঃ, উৎপন্নানি চ প্রাক্ মরণাৎ ব্যক্তমধ্যানি, অব্যক্তনিধাত্তে পুনরব্যক্তমদর্শনং নিধনং মরণং যেষাং তানি অব্যক্তনিধ- নানি, মরণাদুর্দ্ধমব্যক্ততামেব প্রতিপত্ত্বন্তে ইত্যর্থঃ । তথাচোক্তং “অদর্শনাৎপতিতঃ পুনশ্চা- দর্শনং গতঃ । নাসৌ তব ন তত্ত্বং বৃথা কা পরিদেবনা” ইতি । তত্র কা পরিদেবনা কো বা প্রলাপঃ, অদৃষ্টদৃষ্টপ্রনষ্টভ্রান্তিভূতেষিতার্থঃ ॥ ২৮ ॥

জানন্দগিরি ।—আত্মানমুদ্ভিষ্টামুশোকস্ত কর্ত্বুমযোগ্যত্বেহপি ভূতসংঘাতাত্মকানি ভূতাত্মাদিশ্চ তস্য কর্তব্যত্বমাহ কার্য্যোক্তি । সমনস্তরশ্লোকস্তত্র হেতুরিত্যাহ যত ইতি । চাক্ষুষদর্শনমাত্রবৃত্তিং ব্যবর্তয়তি অমুপলব্ধিরীতি । ন হি যথোক্তসংঘাতরূপাণি ভূতানি পূর্বমুৎপত্তেরূপলভ্যতে, তেন তথা ব্যপদেশভাজি ভবন্তীত্যর্থঃ । কিং তন্মধ্যং যদেবাং ব্যক্তমিষ্যতে তদাহ উৎপন্ননীতি । উৎপত্তেরূপং মরণাচ্চ পূর্বং ব্যবহারিকং সম্বৎ মধ্যমেবাং ব্যক্তমিতি, তথোচ্যতে জন্মানুদারিঃ বিলয়স্য যুক্তমিতি মদ্বা ত্রাৎপর্গার্থমাহ মরণাদিতি । উক্তেহর্থো পৌরাণিকসম্মতিমাহ তথোচ্যতে । তজ্জ্ঞেতস্যার্থমাহ অদৃষ্টোতি । পূর্বমদৃষ্টানি সন্তি পুনর্দৃষ্টানি তাণ্ডেব পুনর্নষ্টানি তদেবং ভ্রান্তিবিষয়তয়া ঘটকায়ত্রাৎ চক্রা- ভূতেষু ভূতেষু শোকনিমিত্তস্য প্রলাপস্য নাবকাশোহস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

রামানুজ ।—সতো এবাস্য পূর্বাবস্থাবিরোধব্যবস্থাস্তরপ্রাপ্তিদর্শনেন ঘোহরীরাণ্ শোকঃ সৌহপি মনুষ্যান্দিভূতেষু ন সম্ভবতীত্যাহ অব্যক্তাদীনীতি । মনুষ্যান্দিভূতানি সন্ত্যেব জ্বাণ্যামুপলব্ধপূর্বাবস্থামুপলব্ধমনুষ্যাত্মাদিমধ্যমাবস্থানি অমুপলব্ধোক্তরাবস্থানি যেষু স্বভাবেষু বর্তন্ত ইতি ন তত্র পরিদেবনানিমিত্তমন্তি ॥ ২৮ ॥

হনুমান্ ।—কার্য্যকারণধর্ম্মকাণ্যপি এতাত্মাদিশ্চ শোকো ন যুক্তঃ কর্ত্বুঃ, বতঃ অব্যক্তমদর্শনমমুপলব্ধির্ঘেবাং ভূতানাং তাত্তব্যক্তাদীনী প্রাপ্তংপতেঃ, উৎপন্নানি চ প্রাগ্- বিনাশাৎ ব্যক্তমধ্যানি ব্যক্তান্তরালানি, অব্যক্তনিধনাত্তেব পুনরব্যক্তমদর্শনং মরণং যেষাং তাত্তব্যক্তনিধনানি, মরণাদুর্দ্ধমব্যক্ততামেব প্রতিপত্ত্বন্তে ইত্যর্থঃ । তথাচোক্তং “অদর্শনা- দ্ভয়তঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ” ইতি । তত্র কা পরিদেবনা কো বা বিপ্রলাপঃ, দৃষ্টেনষ্টভ্রান্তি- ভূতেষু ভূতেষিতার্থঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ দেহাদীন্যং স্বভাবং পর্যালোচ্য তদুপাধিকে আত্মনো জন্মমরণে

শোকো ন কার্য ইত্যাহ অব্যক্তাদীনীতি । অব্যক্তঃ প্রধানঃ তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূৰ্বরূপং
যেবাং তানি অব্যক্তাদীনি ভূতানি শরীরানি কারণাশ্চান্না হিত্তানাংমেবোৎপত্তেঃ, তথা
ব্যক্তমভিগতং মধ্যং জন্মমরণাস্তরালং হিত্তিলক্ষণং যেবাং তানি ব্যক্তমর্থানি অব্যক্তে
নিধনং লয়ে যেষাং তানীমাংসেবভূতান্তেব, তজ তেবু কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তো
বিলাপঃ, প্রতিবুদ্ধস্ত স্বপ্নদৃষ্টবস্তবিব শোক ন ব্য্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

বলদেব ।—অথ দেহাশ্মপক্ষে আত্মাতিরিক্তদেহপক্ষে চ দেহবিনাশহেতুকঃ শোকো
ন যুক্তস্তদারম্ভকাণাং ভূতমাত্রাণামবিনাশাদিত্যাহ অব্যক্তাদীনীতি । অব্যক্তং নাম-
রূপবিরহাৎ সূক্ষ্মং প্রধানমাদি-আদিক্রপং যেবাং তানি ভূতানি পৃথিব্যাভিত্তমরানি শরীরাদি,
ব্যক্তমর্থানি ব্যক্তং নামরূপযোগাৎ হুণং মধ্যং জন্মবিনাশাস্তরালহিত্তিলক্ষণং যেবাং তানি ।
অব্যক্তনিধনানি অব্যক্তে তাদৃশি প্রধানেন নিধনং নামরূপবিসর্দনলক্ষণো নাশো যেবাং তানি ।
মৃদাদিকে সক্রপে ক্রমে কষুগাভ্যন্তবহাযোগো ঘটস্যোৎপত্তিত্তিরোমধিকপালান্তবহাযোগস্ত
তস্য বিনাশঃ কথ্যতে । সদ্রব্যং সর্বদা স্থায়ীতি । এবমেবাহ তগবান্ পরাশরঃ,
“মহী ঘটং ঘটতঃ কপালিকা কাপালিকা চূর্ণরজস্ততোহগুঃ” ইতি । এবং শরীরগাভ্যন্তরোন্ম-
রূপবিরোগাভ্যন্তর্যস্তি, মধ্যে তু তদেবাগাভ্যন্তর্যস্তি । তদারম্ভকাণি ভূতানি তু সর্বদা
সত্ত্বীতি তেষু বস্ততঃ সংস্র বা কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তবিলাপ ইত্যর্থঃ । দেহাশ্মনিত্যাশ্ম-
পক্ষে তু বাসাসীত্যাদিকং ন বিস্ময়ব্যম্ । স্বপ্নাস্তরোন্মস্বাস্মাধ্যোহপি ভূতান্তসত্ত্বোবাতঃ
আত্মিকরখাদিপ্রথানি মৃষাত্তান্তেব, তেন তদ্বিরোগহেতুকঃ শোকঃ প্রতিবুদ্ধস্য ন দৃষ্ট
ইতি দৃষ্টিস্টমভ্যুপেত্যাহতন্মদম্ । তদভ্যুপগমে বৈদিকাসংকার্যবাদাপত্তেঃ । তদেব মত-
ত্রেহপি দেহবিনাশহেতুকঃ শোকো নাস্তীতি সিদ্ধম্ ॥ ২৮ ॥

মধুসূদন ।—তদেবং সর্বপ্রকারেণাশ্মনোহশোচ্যমুপপাদিতং, অথেনানীমাশ্মনো-
হশোচাত্মেপি ভূতসংঘাতকাস্মকানি শরীরগাভ্যন্ত শোচাত্মীত্যাৰ্জুনশঙ্কামপমুদতি তগবান্
অব্যক্তাদীনীতি । আদৌ জন্মঃ প্রাক্ অব্যক্তানি অমূলকানি ভূতানি পৃথিব্যাভিত্তমরানি
শরীরানি, মধ্যে জন্মানস্তরং মরণং প্রাক্ ব্যক্তানি উপলব্ধানি সন্তি, নিধনে পুনরব্যক্তান্তর
তবন্তি । যথা অগ্নেজ্বালাদৌ প্রতিভাসমাত্রজীবনানি শুক্তিরূপাদিবৎ নতু জ্ঞানং প্রাগুক্তং
বা হিত্তানি দৃষ্টিস্টমভ্যুপগমাৎ । তথাচ “আদ্যবন্তে চ যমাস্তি বর্তমানেহপি তৎ তপা” ইতি
ভায়েন মধ্যোহপি ন সন্তোবৈতানি “নাসতো বিজ্ঞতে ভাবঃ” ইতি প্রাক্তন্তেচ, এবং সতি
তজ তেবু মিথ্যাত্তেবতন্তত্বজ্ঞেবু ভূতেষু কা পরিদেবনা কে বা হুংপ্রলাপঃ ন কোহপ্যুচিত
ইত্যর্থঃ । ন হি স্বপ্নে বহুবিশদ্ব বন্ধুদুশলভ্য প্রতিবুদ্ধত্বিচ্ছেদেন শোচতি পৃথগ্জনোহপি,
এতদেবোক্তং পুরাণে, “অদর্শনাধাপতিজঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ । ভূতসংঘঃ” ইতিশেষঃ ।
তথাচ শরীরগাভ্যন্ত শোকো নোচিত ইতি ভাবঃ । আকাশাদিসহাত্তিত্তিপ্রারম্ভেণ বা
শোকো বোধ্যঃ । অব্যক্তমব্যাক্তমবিভোপহিত্তৈতেন্তমাদিঃ প্রাগবহা যেবাং তানি, তথা
নামরূপাত্ম্যমেবাবিত্তকাত্ম্যঃ একটীকৃতং ন তু যেন পরমার্থসদাশ্চনা মধ্যং হিত্যবহা

যেবাং ভূতানি ভূতাত্মাকাশাদীনি, অব্যক্তনিশানাংস্তেব অব্যক্তে স্বকারণে মূদীৰ্ণ বটাদীনঃ নিধনং প্রণয়ো যেবাং, তেষু ভূতেষু কা পরিদেবনোত পূৰ্ণবৎ । তথাচ ক্ৰতিঃ, “তদেদং তদ্ব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে” ইত্যাদিরব্যক্তোপাদানভাং সৰ্গস্য প্রণকপ্য দৰ্শয়তি । লয়হানন্ত তস্যার্থসিদ্ধং কারণ এব কার্যলয়স্য দৰ্শনাৎ গ্রহ্যন্তরে বিস্তরঃ । তথাচ অজ্ঞানকল্পিতেনে বুদ্ধাত্মাকাশাদিভূতাত্মগুদন্ত শোকো নোচিতশ্চেৎ তৎকার্যগুদিত্তি নোচিত ইতি কিমুচ্যম্ভব্যমিতি ভাবঃ । অথবা সৰ্গনা তেষামব্যক্তরূপেণ বিত্তমানত্বাদিব ছেদাভাবেন তন্নিমিত্তঃ প্রণাপো নোচিত ইত্যর্থঃ । ভারত ইত্যেনে লম্বোদয়ন্ত শুদ্ধবংশোত্তরয়েন শাস্ত্রীধর্মণ্য প্রীতিপত্তুমহিসি কিমিতি ন প্রতিপত্তে ইতি সূচয়তি ॥ ২৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অস্বাভ্যনোহংশোচ্যং তথাপি ইষ্টদেহবিশাণজঃ শোকো ভবত্যাশঙ্ক্য স কারণন্ত দেহাদেন্মিথ্যাভঃ সাধয়তি অব্যক্তাদীনীতি । ভূতানি বিয়দাদীনি তদ্বিকার-ভূতানি জরায়ুজাদীনি চ, ন ব্যক্তমব্যক্তমজ্ঞানং তদেব আদির্থেবাং তথাবিধানি, ব্যক্তঃ স্পষ্টঃ মধ্য উৎপত্তিমারভ্য মরণাৎ প্রাগবস্থা যেবাং, অব্যক্তে এন নিধনং লয়ো যেবাং ইত্যর্থঃ । অয়মর্থঃ রজ্জুরগাদিকারণমজ্ঞানক রজ্জুৎ উৎপত্তিঃ ব্যক্তমন্ত, পরীক্ষ্যমাণক ন দৃষ্টিপথ-মবতরতি অওদব্যক্তং, তত উৎপন্নঃ স্পষ্টত্বেন লীয়তে ন রজ্জ্বাৎ, এবং আত্মনি কল্পিতানাং ভূতানাং আদিরন্তব্যাক্তমেব, তেন “আদ্যবস্তে চ যন্নাস্তি বস্তমানেহপি তৎ তথা” ইতি জ্ঞানেন মধ্যে ভাসমানাভাপ ভানি রজ্জুরগবৎ অসন্ত্যেব, এবং নধে তত্র তস্মিন বিষয়ে কা পারিদেবনা কো বা বিলাপঃ, ন হি মরুমরীচিকাহ্রদো নষ্ট ইতি কশ্চৎ তৎস্বাবলম্বয়তি । অতএব ভূতানাং রজ্জুরগাদীনামিব প্রতীতমসকালকীং স্মৃতিমতিপ্রোত্য কোষীতিক-স্রাজ্জনে স্বাপপ্রবোধরোজ্জগন্নয়াদরো গঠোক্তে “স বদা স্বপিত তদেনং বাব সঠৈকানাগতিঃ সহাপোত চক্ষুঃ সঠৈকরূপৈঃ সহাপোতি শ্রোত্রং সঠৈকঃ শঠৈঃ সহাপোত মনঃ সঠৈকধ্যানৈঃ সহাপোতি স বদা প্রবুধ্যতে তথৈতন্নাদাত্মনঃ সৰ্বৈ প্রাণা বদায়ন্তনং বিপ্রাতিষ্টতে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ” ইতি, প্রাণান্তকুরাদীশ্রয়ণি, দেবান্তদুগ্রাহকাঃ সূখাদয়ঃ । নরিহা-ভ্রজ চ আত্মাব সৰ্গভূতানাং লয়োদয়হানামভ্যুচ্যতে নাভ্যৎ, তৎকথমেবামব্যক্তং, লয়োদয়হান-মিত্যুচ্যতে, সত্যমজ্ঞানপ্ররহাৎ । স্রাজ্জনে তৎস্বাবলম্বয়তো ন বস্তগত্যা, ন হি অপারগামনঃ কুটস্থত্ব মূৰ্ণং কার্যপ্রবিলয়োদয়হানং সম্ভবতি । যথোক্তম্, “অস্য দৈতেজ্রজালস্য যজ্ঞপাদান-কারণম্ । অজ্ঞানং তদুপাশ্রিত্য ব্রহ্ম কারণমুচ্যতে” ইতি ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—তদেবং জীবকে “ন আরতে ন ভ্রিয়তে” ইত্যাদিনা দেহকে চ “জাতস্য হি এবো যুতঃ” ইত্যেনে শোকবিষয়ঃ নিরাকৃত্য ইদানীমুত্তরপক্ষেহপি নিরাকরোতি অব্যক্তোতি । ভূতানি দেবমন্তব্যক্তিধাগাদীনি, অব্যক্তান ন ব্যক্তং ব্যক্তিরাদৌ জন্মপূৰ্ণকালে যেবাং কিং তদানীমপি লিঙ্গদেহঃ স্থলদেহঃ স্বারন্তকপৃথিব্যাদিভব্যসব্ধাং কারণাত্মনা বর্তমানোহস্পষ্টমাসীদেবেত্যর্থঃ । ব্যক্তং ব্যক্তিমধ্যে যেবাং তানি, ন ব্যক্তিনিধনানসন্তরং যেবাং

তানি, মহাপ্রলয়েহপি কৰ্মমাত্ৰানীনাং সৰ্ব্বাং লুপ্তরূপেণ ভুতানি সন্ত্যেব, তস্যাং সৰ্বভূতাহাত্ত্ব
মৌল্যবাক্তানি মধ্যে ব্যক্তানীত্যর্থঃ । যদুক্তং শ্রুতিভিঃ, “হিরণ্যচরিতাতরঃঃস্বারতয়োথান মহেশ্বরঃ”
ইতি । কা পরিদেবনা কঃ শৌকানিগদো বিলাপঃ । তথাচোক্তং নারদেন, “দ্বন্দ্বন্যসে,
ঐবং লোকমঐবং বা ন চোত্তরম্ । সৰ্ব্বথা হি ন শোচ্যাত্তে মেহাদন্যত্ন মোহজাৎ ॥” ২৮ ॥

তাৎপর্য্য ।—হে বিয়োগাশঙ্কা-ব্যাকুলিত সখে ! মানবকুলের মোহের
বিষয় আলোচনা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয় । মনুষ্য নারী-বিশেষের
প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে আপনার হৃদয়সৰ্ব্বস্ব বোধ করিতেছে, স্বকীয়
জীবন ও মন অকপট চিত্তে তদীয় চরণ-তলে উৎসর্গীকৃত করিতেছে,
তাহার সন্তোষ-সাধন ও প্রসাদন জীবনের একান্ত ত্রতস্বরূপে পরিণত
করিয়াছে, তাহার সহিত স্বকীয় সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য জ্ঞান করিয়া পরমানন্দ
উপভোগ করিতেছে এবং তদীয় বিরহে পলকে প্রলয় জ্ঞান করিয়া মর্ম্মাহত
ও অবসন্ন হইতেছে । কিন্তু সেই প্রেমাজকে একবার জিজ্ঞাসা কর দেখি,
‘এই রমণী জন্মের পূর্বে তোমার কে ছিল, কোথায় ছিল ?’ এ প্রশ্নের
কোন উত্তরই সে দিতে পারিবে না । সেই অদূর অতীতের সুস্থূল যবনিকা
ভেদ করিতে তাহার মননয়নের সাধ্য নাই । তদ্রূপ মরণোত্তরকালে তাহার
সেই লোচনানন্দদায়িনী কোথায় বাইবে, কি হইবে, তাহাও সে জানে না ।
ভবিষ্যৎ গিরির তমসাস্ত্রর গহ্বরে কি ব্যবস্থা নিহিত আছে, তাহাও নির্ণয়
করিতে তাহার দুর্বল দৃষ্টির সামর্থ্য নাই । কেবল বর্তমানই আমরা
দেখিতে পাই এবং পুত্র, কন্যা, জনক, জননী, মিত্র, কলত্রাদি সম্বন্ধ
সংস্থাপন করিয়া পরস্পরকে চিরাত্মীয় জ্ঞান করি । কিন্তু বাহার আদি
জানি না, অবসান জানি না, তাহার বিয়োগে শোকোচ্ছ্বাস নিত্যন্ত উন্মত্ত-
প্রলাপবৎ অনর্থক । ক্ষণিক সম্বন্ধে আকৃষ্ট, অত্যল্পকাল স্থায়ী প্রেমে বিনুষ্ঠ
এবং বর্তমান অর্থে বিমোহিত হইয়া আমরা চিরদিনের অপরিচিত,
অজাতত্বর্ক্স এবং অনিশ্চিত-শেষ ব্যক্তিবর্গকে আমার আগার করিয়া
মূতকল্প হই, তাহাদিগকে কণ্ঠহারতুল্য করিয়া হৃদয়ে ধারণ করি ।
এতদপেক্ষা জ্ঞান্টি ও মূঢ়তা আর কি হইতে পারে ?

পুণ্যপাদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমদ্রঘুমানু ও শ্রীমৎ শ্রীধর
স্বামীর অভিপ্রায় । শরীরের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিয়া আত্মার জন্ম-
মরণে শোক প্রকাশ করা অসঙ্গত । কেননা, ভূতসমূহ পুত্রমিত্রাদিরূপ

কার্য-কারণ-সূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্বে, তাহাদের আদিকালের বৃত্তান্ত
অদর্শন হেতু অনুপলব্ধ থাকে । উৎপত্তির পর মৃত্যু পর্য্যন্ত জন্ম ও মরণের
অন্তরাল স্বরূপ মধ্যকাল মাত্র ব্যক্ত । পুনরায় বৃত্তার পর তাহার অদর্শন
হেতু অনুপলব্ধ হয় । পূজনীয় আচার্য্য মহোদয় এস্থলে মূলের অনুরূপ
একটি পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন । তাহার মর্মার্থ বথা ; “অদর্শন
হইতে আসিয়াছে , পুনরায় অদর্শনে গমন করিয়াছে । সে তোমার নয়,
তুমিও তাহার মহ. রখা কেন ভাবনা ?” ইত্যং বাহ্য পূর্বে অদৃষ্ট ছিল;
পুনরায় দৃষ্ট হইয়াছে, এবং পুনরায় প্রাপ্ত হইবে, এরূপ জাস্তিভ্রমক, ঘটিকা
বস্ত্রের ন্যায় অবিরত ঘূর্ণ্যমান প্রাণীর নিমিত্ত শোকের কোনই কারণ নাই ।

পূজ্যপাদ শ্রীমজ্ঞানানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন । দ্রব্যের-পূর্বাবস্থা বিগত
হইলে অবস্থান্তর উপস্থিত হয় । তদ্বশে যদিবা সামান্য শোক সঞ্চারিত
হয়, তথাপি মনুষ্যাদি ভূতের নিমিত্ত তাদৃশ শোক কখনও সম্ভব নহে ।
কারণ ভৌতিক পদার্থের সম্মিলনে তাহাদের পূর্বাবস্থা বিগত হইয়া
মনুষ্যাদি মধ্যমাবস্থা সমুপস্থিত হয় এবং উত্তরকালেও উক্ত পদার্থপুঞ্জ স্ব স্ব
ভাবে বর্ত্তমান থাকে । ইত্যং ইহাতে শোকের কারণ কিছুই নাই ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদধ্বনুদন সরস্বতী লিখিয়াছেন । সর্বপ্রকারে আত্মার
অশোচ্য প্রতীপাদিত করা হইল ; কিন্তু আত্মা শোক-বিষয়ীভূত না
হইলেও, ভূতসমষ্টিরূপ শরীরের নিমিত্ত অর্জুন যদি শোকমুগ্ধ হন,
এই আশঙ্কায় ঐতিগবান্ নিম্নলিখিত রূপ যুক্তিপরম্পরা অবতারণিত
করিতেছেন । পৃথিব্যাदि ভূতময় শরীর অনুপলব্ধ থাকে. জন্মের পর
মরণ পর্য্যন্ত তাহার উপলব্ধি হয়, মরণান্তে পুনরায় অনুপলব্ধিই হইয়া
থাকে । যেমন স্বপ্নকালে ও ইন্দ্রজালাদি ব্যাপারে শুক্তিতে রোপা-
বিজয়ের ন্যায় নানা ব্যাপারের প্রতিভাস উপস্থিত হয়, শরীরের
ব্যপারও তদ্রূপ । ন্যায়শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, বাহ্য আদিতে
নাই, অন্তেও নাই, তাহা মধ্যেও থাকিতে পারে না । ভগবদ্বিরূত
“নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ” ইত্যাদি প্রাপ্ত স্লোকে (২য় অঃ ১৬ স্লোক)
এই অভিপ্রায় পরিব্যক্ত হইয়াছে । ইত্যং অতি তুচ্ছ মিথ্যাভূত ভূত
দেহের নিমিত্ত কেনই বা পরিদেবনা, কেনই বা দুঃখ-প্রলাপ ? আকাশাদি
পঞ্চ মহাভূত এই স্লোকের লক্ষিত, এরূপ মনে করিলেও কোর অসঙ্গতি

করিলেও কোন অসঙ্গতি ঘটে না । বধা, বাহাদেবের প্রাগবৎ অব্যক্ত, অব্যাকৃত, অবিদ্যা কর্তৃক উপহিত-চৈতন্য ছিল, তদনন্তর নাম ও রূপ প্রাপ্ত হইয়া বাহারা প্রকটীভূত হইল; এবং পরিণামেও যুদ্ধটাটির ন্যায় অব্যক্তভাবে পর্যাবসিত হইবে, তাদৃশ ভূতের নিমিত্ত পরিদেবনা কি? প্রকৃতিও এই কথার সমর্থন করিয়াছেন । সুতরাং অজ্ঞান-কল্পিত ভূচ্ছ আকাশাদি ভূতের নিমিত্ত শোক অনুচিত । “ভারত” এই সম্বোধন পদ-দ্বারা অর্জুনের শুদ্ধ বংশোদ্ভবত্ব সূচিত হইতেছে । এইরূপ বিশুদ্ধ ও সুপণ্ডিতের বংশে যাঁহার জন্ম, তিনি অবশ্যই শাস্ত্রের মর্ম্ম প্রণিধান করিতে সম্পূর্ণরূপ সক্ষম । তথাপি কেন অর্জুন ! যুদ্ধরূপ শাস্ত্রসঙ্গত কর্ম পালনে ইতস্ততঃ করিতেছ ? ॥ ২৮ ॥

—•:):•:(:~—

আশ্চর্য্যাবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-

মাশ্চর্য্যাবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ ।

আশ্চর্য্যাবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি

শ্রোত্ৰাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

অনুব্র ।—কশ্চিৎ এনং (আত্মানং) আশ্চর্য্যাবৎ (বিস্ময়াবহং) পশ্যতি তথৈব চ অন্যঃ আশ্চর্য্যাবৎ বদতি অন্যঃ চ এনং আশ্চর্য্যাবৎ শৃণোতি কশ্চিৎ চ শ্রোত্ৰা অপি এনং ন বেদ (জানাতি) এব ॥ ২৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—কেহ ইহাঁকে বিস্ময়জনকভাবে দেখেন এবং সেইরূপ অন্যেও বিস্ময়জনকভাবে বলেন এবং অন্য ইহাঁকে বিস্ময়জনকভাবে শুনেন এবং কেহ শুনিয়াও ইহাঁকে জানেনও না ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—আত্মতত্ত্ব এতই দুজ্ঞের যে কেহই সহজে ইহার স্বার্থ স্বরূপ প্রণিধান করিতে পারে না । বিবিধ বিধানে উপদেশ লাভ করিয়াও কেহ কেহ ইহাঁকে বিস্মিতভাবে দর্শন করেন; কেহবা নবিস্ময়ে ইহার কথা আলোচনা করেন; কেহবা অত্যন্ত জ্ঞানে

ইহানি কথা শ্রবণ করেন এবং কেহবা নানারূপে আশ্রয়ত্ব শ্রবণ করিয়াও ইহাকে ধারণা করিতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—হর্কিজ্যেয়োহয়ং প্রকৃতাত্মা কিং আমেবৈকং উপালভেৎ সাধারণে ভ্রান্তিনিমিত্তে, কথং হর্কিজ্যেয়োহয়মাত্মাত্ম আহ আশ্চর্য্যবদিত্তি । আশ্চর্য্যবদাশ্চর্য্যং অদৃষ্টপূর্ব্বমদৃষ্টমকস্মাক্ষমানং তেন তুল্যমাশ্চর্য্যবদাশ্চর্য্যমিভৈনমাত্মানং পশ্যতি, কশ্চিৎ, আশ্চর্য্যমভেদং বদতি তথৈব চাত্তং, আশ্চর্য্যবদৈকনমন্তঃ শৃণোতি, অথবা দৃষ্টোক্তাপ্যাত্মানং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ । অথবা যোহয়ং আত্মানং পশ্যতি স আশ্চর্য্যতুল্যঃ, যো বদতি বশ্চ শৃণোতি সোহৈকনমন্তেষু কশ্চিদেব তবতি, অতঃ হর্কোব আশ্চর্য্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৯ ॥

আনন্দগিরি ।—অর্জুনঃ প্রত্যুপালভ্যঃ দর্শয়িত্ব প্রকৃতস্যাশ্বনো হর্কিজ্যেয়োহং তং প্রত্যুপালভ্যো ন সম্ভবতীতি মদানঃ সন্নাহ হর্কিজ্যেয় ইতি । তথা চাত্মজ্ঞাননিমিত্তবিপ্রলভ্যত্ব সাধারণবাদসাধারণোপালভ্যত্ব নিরবকাশতত্ত্বাহ কিং আমেবৈতি । অহম্প্রত্যয়বেত্ত্বাদাত্মানো হর্কিজ্যেয়মসিদ্ধিমতি শব্দভে কথমিতি । বিশিষ্টত্বাত্মনোহং প্রত্যয়ত্ব দৃষ্টদেহপি কেবলত্ব তদভাবাদতি হর্কিজ্যেয়ত্বেনি শ্লোকমবতারয়তি আহেতি । আশ্চর্য্যবদিত্তি আত্মেন পাদেনাত্ম-বিষয়দর্শনত্ব দূর্লভত্বঃ দর্শয়তা দ্রষ্টৃদৌর্লভ্যমুচ্যতে, বিতীয়েন চ তদ্বিষয়বদনত্ব দূর্লভত্বোক্তেতদুপদেষ্ট-ত্বাৎ কথ্যতে, তৃতীয়েন তদীরশ্রবণত্ব দূর্লভত্বদ্বারা শ্রোতৃকীরলতা বিবক্ষিতা, শ্রবণদর্শনোক্তীনাং ভাবেহপি তদ্বিষয়সাক্ষ্যং করত্যাভ্যাস্যাসনভাৎ, চতুর্থেনাভিমতমিতি বিভাগঃ, আত্মগোচর-বর্ণনাদিদূর্লভত্বদ্বারা হর্কোদয়মাত্মনঃ সাধয়তি আশ্চর্য্যবদিত্তি । সংপ্রত্যাত্মনি দ্রষ্টৃকৃত্যঃ শ্রোতৃঃ সাক্ষ্যং কর্তৃশ্চ দূর্লভত্বাভিধানেন তদীরং হর্কোদয়ং কথয়তি অথবেতি । ব্যাখ্যান-বয়েহপি বলিতমাহ অত ইতি ॥ ২৯ ॥

রামানুজ ।—এবং শরীরাত্মবাদেহপি নান্তি শোকনিমিত্তমিত্যুক্তা । শরীরাত্মরিক্তে আশ্চর্য্যবদরূপে আত্মনি জটী বক্তা শ্রোতা শ্রাবয়িতা আত্মনশ্চ যঃ স দূর্লভ ইত্যাহ আশ্চর্য্য-বদিত্তি । এবমুক্তবতাবং স্বৈতরসমতত্ত্বং বিসদৃশজাতীয়তয়া রম্যবদবহিতমনস্তেষু জন্তুষু মহতা তপসা কীর্ণপাপ উপচিতপুণ্যত্বাবিধঃ কশ্চিৎ পশ্যতি, তথাবিধঃ কশ্চিৎ গরমৈ বদতি । এমং কশ্চিদেব শৃণোতি । অথাপ্যোনং যথাবদবহিতং তত্ত্বতো বচনং তত্ত্বতঃ শ্রবণং দূর্লভ-মিত্যুক্তং তবতি ॥ ২৯ ॥

হম্মান ।—হর্কোদয়োহং প্রকৃত আত্মা কিং আমেবৈকমুপালভেৎ সাধারণে ভ্রান্তি-নিমিত্তে । কথং হর্কিজ্যেয় আশ্চর্য্যভিপ্রায়ঃ আহ আশ্চর্য্যবদিত্তি । আশ্চর্য্যবদাশ্চর্য্যমদৃষ্টং (স্বার্থে বতিপ্রত্যয়ঃ) আশ্চর্য্যমেব আশ্চর্য্যবদক্টমনদৃষ্টমকস্মাক্ষমানমাশ্চর্য্যমেনমাত্মানং কশ্চিৎ পশ্যতীত্যশ্চর্য্যং তথৈব এনমাত্মানমনাঃ কশ্চিদবতীত্যেতদাশ্চর্য্যম্ । অথবা দৃষ্টা উক্তাপ্যোনং বচং বেদেত্যাশ্চর্য্যং, অতঃ হর্কোব আশ্চর্য্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর ।—কৃতজ্ঞহি বিধাংসোহপি লোকৈশ্চ শোচন্তি, আত্মজ্ঞানাদেব ইত্যাপদেনাত্মনো হর্কোদয়মাহ আশ্চর্য্যবদিত্তি । কশ্চিদেনমাত্মানং পাত্মাচার্য্যোপদেশাত্মাং পত্ন্যাশ্চর্য্যবৎ

পশ্চতি, সৰ্ব্বেগতঃ নিত্যজ্ঞানানন্দবৃত্তাবতান্ননোহলৌকিকত্বৈবৈক্যানিকবদ্যটমানং পশ্চন্নৈব
বিশ্বয়েন পশ্চতি অসত্তাবলভিত্বাৎ । তথাশ্চৰ্য্যবদেবাত্তো বদতি, শৃণোতি চাচ্চঃ,
কশ্চিৎ পুনর্নিপরীততাবনাভিত্তঃ ঐশ্বাপি নৈব বেদ, চশ্বাহুত্বাপি দৃষ্টাপি ন সমাধেদেতি
জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৯ ॥

বলদেব ।—নহু সৰ্ব্বজ্ঞেন যত্র বহুপদিশ্যমানোহপ্যহং শোকনিবারকমাত্মবাধাত্ম্যং
ন বুধ্যো কিমেতদ্বিতি চেৎ তত্রাহ আশ্চৰ্য্যবদিতি । বিজ্ঞানানন্দোত্তরম্বরূপত্বেহপি তত্ত্বোপা-
প্রতিযোগিনং বিজ্ঞানম্বরূপত্বেহপি বিজ্ঞাতৃতরা সত্ত্বং পরমাণুত্বেহপি ব্যাপ্তবৃহৎকাং নানা
কামসম্বন্ধেহপি ভক্তবিকারৈরম্পৃষ্টমেবমাদিবহুবিরুদ্ধধর্মতরাশ্চৰ্য্যবদভূতসাদৃশ্যোণ হিতমেনং মহাপ-
দিত্তং জীবং কশ্চিদেব স্বধর্ম্মাহুতানেন সত্যতপোজপাদিনা চ নিমৃষ্টহৃদং গুরুশ্রাদানলকতাদৃশজ্ঞানঃ
পশ্যতি বাধাত্ম্যানাহুতবতি । (আশ্চৰ্য্যবদিতি ক্রিয়াবিশেষণং বা কর্তৃবিশেষণং বেতি
বাধ্যাত্ম্যং) । কশ্চিদেনং বৎ পশ্যতি তদাশ্চৰ্য্যবৎ । যঃ কশ্চিৎ পশ্যতি সোহপ্যাশ্চৰ্য্য-
বদিত্যর্থঃ । এবমগ্রেহপি । ঐশ্বাপ্যেনমিতি । কশ্চিৎ সমাগমৃষ্টহৃদিত্যর্থঃ । তথাচ হ্রদিগমং
জীবাশ্বাধাত্ম্যম্ । ঐতিরপ্যেবমাহ, “শ্রবণমপি বহুতীর্থো ন লভ্যঃ শৃণোতীহি বহবো
যং ন বিদুঃ । আশ্চর্য্যোহস্ত বক্তা কুশলোহস্ত লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলাহুশিষ্টেঃ” ইতি ॥ ২৯ ॥

মধুসূদন ।—নহু বিধাংসোহপি বহবঃ শোচান্ত, তৎ কিং মামেব পুনঃ পুনরেবমুপা-
লভসে ? অত্রচ “বক্তুরেব হি তজ্জাভ্যং শ্রোতা যত্র ন বুধাতে” ইতি জ্ঞানং স্বচিনার্থাপ্রতি-
পত্তিরপি মম ন দোষঃ । তত্রাজ্ঞেয়মপি তদেবাশ্বাপরিজ্ঞানাদেব শোকঃ আশ্বপ্রতিপাদক-
পাজ্ঞার্থাপ্রতিপত্তিচ্চ তবাপ্যজ্ঞেয়মিব স্বাশ্রয়দোষাদিত নোক্তদোষবশমিত্যভিপ্রোক্তাশ্বনো
হুর্কিঞ্জেরতামাহ আশ্চৰ্য্যবদিতি । এনং প্রকৃতং দেহিনং আশ্চর্য্যেণাতুভেন তুল্যতরা বর্তমানম
আবিদ্যকনানাবিধবিরুদ্ধধর্ম্মবত্তরা সত্ত্বমপ্যসত্ত্বমিব, স্বপ্রকাশটৈতন্যরূপমপি জড়মিব, আনন্দ-
ঘনমপি হুংখিনমিব, নির্জিকারমপি সবিকারমিব, নিত্যমপ্যনিত্যমিব, প্রকাশমানমপ্যপ্রকাশ-
মানমিব, ব্রহ্মভিন্নমপি ভক্তিমিব, মুক্তমপি বদ্ধমিব, অদ্বিতীয়মপি সধ্বিতীয়মিব, অগন্তাবিত-
বিচিহ্নানেকাক্ষারপ্রতীতিবয়ং পশ্যত শাস্ত্রাচার্যোগদেশাভ্যং আবিদ্যকসর্ব্বৈতনিয়েধেন
পরমাত্মম্বরূপমাত্রাকারায়ং বেদান্তমহাবাক্যজন্যায়ং সর্ব্বস্বকৃতকলভূতায়ামন্তঃকরণবৃত্তৌ প্র-
কলিতং সমাধিপরিপাকেন সাক্ষাৎকরোতি কশ্চিৎ শমদমাদিসাধনলম্পন্নচরমশরীরঃ কশ্চিদেব,
নহু সর্ব্বঃ, তথা কশ্চিদেনং বৎ পশ্যতি তৎ (আশ্চৰ্য্যবদিতিক্রিয়াবিশেষণম্) আশ্বদর্শন-
মপ্যাশ্চৰ্য্যবদেব, বৎ স্বরূপতো সিধ্যাত্তমপি সত্যত ব্যক্তকং আবিজ্ঞকমপ্যবিজ্ঞারা বিদ্যাত-
কমবিদ্যায়ুপয়ং তৎকার্যতরা স্বাত্মানমপ্যুপহন্তীতি, তথা যঃ কশ্চিদেনং পশ্যতি স
আশ্চৰ্য্যবদিতি, কর্তৃবিশেষণম্, যতোহশৌ নিবৃত্তাবিত্তাভংকার্যোহপি প্রোক্তকর্ম্মপ্রাবল্যাত
তদ্বিধানিব ব্যবহরতি সর্ব্বদা সমাধিক্রিষ্টোহপি ব্যুতীততি, ব্যুতীতোহপি সমাধিমহত্ত্ববতীতি
প্রোক্তকর্ম্মবৈচিত্র্যাবিচিত্রচরিত্রঃ প্রোক্তশ্রোপজ্ঞানত্বং সকললোকস্পৃহনীরোহিত আশ্চৰ্য্যমেব
তদ্বতি, তদেত্তত্ত্বস্বাশ্চর্য্যমিত্য-তত্ত্বজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞাতা চেতি পরমহুর্কিঞ্জেরস্তম্মনং বৎ

কথমনাসেন জানীয়াঃ ? ইত্যভিপ্রায়ঃ । এবমুপদেষ্টরতাবাদপ্যায়া হুর্কিঞ্জরঃ, যো হ্যাত্মানং
জানতি স এব তমন্যেষ্ঠ প্রক্রবন্ ৩৭ং ক্রমাৎ অজ্ঞস্তোপদেষ্ট্বাসম্ভবাৎ, জানং সমাহিতাচ ৩ঃ
প্রায়েণ কথং ব্রবীতুঃ ? ব্যাখ্যতচিত্তোহপি পরেণ জ্ঞাতুমশকাঃ, যথাকথঞ্চিৎ জ্ঞাতোহপি
লাভপূজাখ্যাতিাদিপ্রয়োজনানপেক্ষ্য ব্রবীত্যেব, কথঞ্চিৎ কারুণ্যমাত্রেণ ক্রবংশ পরমেশ্বর-
বদত্যন্তহৃৎ এবৈত্যাহ আশ্চর্য্যবদতি তথৈব চান্য ইতি । যথা জানাত, তথৈব বদতি
এনমিত্যমুকর্ষণার্থশ্চকারঃ, স চান্যঃ সর্বজনবিগমকঃ, ন তু যঃ পশ্যতি ততোহন্য ইতি
ব্যাখ্যাতং, অত্রাপি কর্ম্মণি ক্রিয়ায়াং কর্ত্তরি চাশ্চর্য্যবদতি যোক্তব্যম্ । তত্র কর্ম্মণঃ কর্ত্তুশ্চ
প্রাগাশ্চর্য্যং ব্যাখ্যাতং, ক্রিয়ায়াস্ত ব্যাখ্যায়তে, সর্বশকাংচাত্ত শুক্ৰতাত্মনো বহুচনং
তদাশ্চর্য্যবৎ । তথাচ শ্রুতিঃ, “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” ইতি কেনাপি
শব্দেনাবাত্ত শুক্ৰতাত্মনো বিশিষ্টশক্তেন পদেন জহদজহৎস্বার্থলক্ষণয়া কল্পিতসবন্ধেণ লক্ষ্য-
তাবচ্ছেদকমন্তরেণৈব প্রতিপাদনং, তদপি নির্বিকল্পকসাক্ষাৎকাররূপমত্যাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ । অথবা
বিনা শক্তিং বিনা লক্ষণং বিনা সম্বন্ধান্তরং অযুগ্মোপাপকবাক্যবৎ তৎসমতাদিবােকোন যদাত্ম-
তত্ত্বপ্রতিপাদনং তদাশ্চর্য্যবৎ শব্দশক্তেরচিন্ত্যত্বাৎ । ন চ বিনা সম্বন্ধং বোধনোতি প্রসঙ্গঃ,
লক্ষণাপেক্ষেপি ভুল্যত্বাৎ লক্ষ্যসম্বন্ধতানেকসাধারণত্বাৎ তাৎপর্য্যবিশেষাদিন্নয়ম ইতি চেৎ, ততাপি
সর্বান্ প্রত্যবিশেষাৎ । কচ্চিদব তাৎপর্য্যবিশেষমবধারণতি ন সর্ব ইতি চেৎ হস্ত তর্হি
পুরুষগত এব কচ্চিৎশেষো নির্দোষত্বরূপো নিয়ামকঃ, সচাশ্বিন্ পক্ষেহপি ন দণ্ডবিরতিঃ ।
তথাচ বাদৃশস্ত শুদ্ধান্তঃকরণস্ত তাৎপর্য্যাহুসদ্ধানপুংসরঃ লক্ষণয়া বাক্যার্থাবোধো ভবত্তিরঙ্গী-
ক্রিয়তে, তাদৃশস্তৈব কেবলঃ শব্দবিশেষো, অথগুসাক্ষাৎকারং বিনাপি সম্বন্ধেণ জনয়তীতি
কিমমুপপন্নম্ । এতন্নি পক্ষে শব্দবৃত্ত্যবিসয়ত্বাৎ, “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে” ইতি স্তত্রামুপপন্নম্ ।
অয়ঞ্চ ভগবদভিপ্রায়ো বাস্তবিককটৈঃ প্রপাঞ্চতঃ । “হুর্কলবাদবিদ্যায়া আত্মধাষোধরুণিণঃ ।
শব্দশক্তেরচিন্ত্যত্বাখিলশ্রমোহহানতঃ ॥ অগৃহীতৈব সম্বন্ধমভিধানাভিধেয়মোঃ । বিদ্যা নিদ্রাং
প্রবৃথাস্তে অযুগ্মৌ বোধিতাঃ পটৈঃ ॥ আগ্রহম বতঃ শব্দং অযুগ্মৌ বেত্তি কশ্চনঃ । ধ্বস্তেহতো
জ্ঞানতোহজ্ঞানে ব্রহ্মানীতি ভবেৎ কলম্ ॥ অবিদ্যাযাতিনঃ শব্দাদ্যাংব্রহ্মেত ধীর্ভবেৎ ।
নশাত্যবিদ্যায়া সার্কং হব্য রোগমিবোধম্ ॥” ইত্যাদিনা গ্রহেণ তদেবং বচনবিসয়স্ত বন্ধুর্কচন-
ক্রিয়ায়াশ্চাত্যাশ্চর্য্যরূপবাদাত্মনো দ্রাক্ষজ্ঞানত্বমুক্তা প্রোতুর্হ্মিলবাদাপ তদাহ আশ্চর্য্যবচেনমন্যং
শৃণোতি । প্রত্যাগোচরং বেদেতি অন্যো দ্রষ্টুর্কবন্তুশ্চ মুক্তাধলক্ষণো মুমুকুর্কতাত্ত্রং ব্রহ্মবিদং
বিধিবহুপন্থত্যা এনং শৃণোতি ‘শ্রবণাখ্যবিচারবিষয়ীকরোত বেদান্তবাক্যতাৎপর্য্যনিশ্চয়েনাব-
ধারণতীতি বাবৎ । প্রত্যাগোচরং মনননিবিধ্যাগনপরিপাকক্ষেদপি সাক্ষাৎকরোতাপি আশ্চর্য্যবৎ
তথাচাশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কচ্চিৎনৈমিত্তি ব্যাখ্যাতম্ । ততাপি কর্ত্তুরাশ্চর্য্যরূপত্বমেকজন্মাত্মুষ্টিত-
মুক্তকালিতমনোনৈমিত্তাত্তহৃৎত্বাৎ । তথাচ বাক্যতি, “অনুযাণাং সহশ্রেষু কচ্চিদবতি
সিদ্ধয়ে । যততামপি সিদ্ধানাং কচ্চিদ্ভ্যাং বেত্তি তত্ত্বতঃ” ইতিঃ ॥ “শ্রবণায়াপি বহুভির্ধৌ ন
লভ্যঃ, শৃণ্বোহপি বহুধৌ বৎ ন বিদ্যঃ, আশ্চর্য্যোহিত বক্তা কুশলোহিত লভা আশ্চর্য্যো জাত্য

কুণলাহুশিষ্টঃ" ইতি প্রত্যেক এবং শ্রবণশ্রোতব্যমোরাস্তর্ক্যং প্রাথম্যাখ্যায়ম্ । নহু যঃ শ্রবণমনান্দিকং কয়োতি স আত্মানং বেদেতি ক্রিমান্ধর্ম্যমত আঁহ নটেন কশ্চিদতি । চকারঃ ক্রিমান্ধর্ম্যমোরাস্তর্ক্যং, কশ্চিদেনং নৈব বেদ শ্রবণাদিকং কুর্করাণি, তদকুর্কং ন বেদেতি কিসু বক্তব্যং, ত্রাহিকমপ্যত্র তত্রাতবন্ধেন তদর্শনাদিতি ন্যায়ঃ । উক্তক 'বার্তিককাঠরঃ' "কুর্কতজ্ঞানমিত চেন্ত তাদ্ধ বন্ধপরিষ্কারঃ । অসাবপি চ ভূতো বা ভাবী বা বর্ততেহথবে"তি শ্রবণাদি কুর্কতামপি আতবন্ধপরিষ্কারদেব জ্ঞানং জায়তে, অন্যথা তু ন, সচ প্রাতবন্ধপরিষ্কারঃ কত্চিচ্ছূত এব, যথা হিরণ্যগর্তস্ত কত্চিৎ ভাবী যথা বামনেবস্ত কত্চিৎবর্ততে যথা খেতকেতোঃ । তথাচ প্রাতবন্ধক্ষয়স্তাত্ত্বগতঃ "জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষরাৎ পাপস্ত কর্ণঃ" ইতি স্মৃতেন্ত, ছুর্কিজ্যেয়োহরমায়োক্ত নিগীলতোহর্থঃ । যদি তু প্রত্যাশ্যেনং বেদ নটৈব কশ্চিদিত্যেব ব্যাখ্যাসেত তদা "আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুণলাহুশিষ্টঃ" ইতিপ্রত্যেকব্যাক্যাতা ন ত্রাৎ "যততামাপ দিকানাং কাশ্চর্য্যং বেতি তবৃতঃ" ইতি ভগবদচনবিরোধাক্ষোতাবহত্তিরবিদঃ ক্ষপ্তব্যঃ । অথবা নটৈব কাশ্চাদিত্য সর্বত্র সম্বন্ধঃ কাশ্চদেনং ন পশ্যতি ন বদতি ন শৃণোতি প্রত্যাপি ন বেদেতি পক্ষ প্রকারা উক্তাঃ । কশ্চিৎ পশ্যতি ন বদতি, কশ্চিৎ পশ্যতি চ বদতি চ, কশ্চিৎ তবচনং শৃণোতি চ তদর্থং জানাতি চ, কাশ্চৎ প্রত্যাপি ন জানাতি, কাশ্চতু সর্ব্বথাহুত ইতি । আদ্বৈতপক্ষে তু অসম্ভাবনাবাপরীতভাবনাতত্বতদ্বাদ্যাদিচর্য্যতুল্যং দর্শনবদনশ্রবণেঘাত নিগদব্যাক্যাতঃ শ্লোকঃ । চতুর্থপাদে তু দৃষ্টোক্তা প্রত্যাগীত যোজন্য ॥ ২৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু ব্রহ্মপঞ্জরতুল্যস্য সর্ব্বপ্রমাণসক্ৰত বিবদাদিশ্রপকস্ত কথং ব্রহ্মরূপাদিবদজ্ঞানপ্রভবজ্ঞেয়তাস্তত্বত্বহুমুচ্যতে কথং বা কথজ্ঞানকাণ্ডাপোক্তমাত্মনো বজ্ঞাদিকর্তৃৎ শ্রবণাদিকর্তৃৎকাপক্ষুয়তে ইত্যাদিকাহ আশ্চর্য্যবাদিত । কশ্চিৎ জ্ঞাতাত্মত্বঃ এনং অতীতানন্তরম্পোকোক্তং ভূতগ্রামং আশ্চর্য্যবৎ আশ্চর্য্যং অদ্বৈতং ব্রহ্মনামেত্রজালাদিকং তেন তুল্যং আশ্চর্য্যবৎ তথাভূতং পত্রতি, তথা কাশ্চদেনং আশ্চর্য্যবৎ বদতি, সয়েন অসয়েন বা নিগদ্যুৎপদ্যামপি অনির্ধৃতনামেনৈব লোকাগ্রনিকেন রূপেনোপপাদয়তি । তথা 'হি, ব্রহ্মরূপবৎ প্রকঃ সংশ্চেৎ "নেহ গানাতা কন" ইতি প্রত্যা ন বাধ্যত, অসংশ্চেদ প্রত্যায়েত, তদ্বাদানর্ধচনায়োহধামাত, তাদদং, সপদ্যবহারাস্পদেষাপ প্রপকত' মিথ্যা-হোপপাদনমত্যাশ্চর্য্যমতর্থঃ । তথা এনং প্রপকং অত্র আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি, হমে লোকা ইমে ত্রেবা হমে বেদা ইদং সর্ব্বং বদয়মায়োতি প্রত্যক্ষেণ অনাস্তরমা উপ-লভ্যমানতাপ প্রপকস্ত বৎ প্রত্যগাত্মনয়েন শ্রবণং তদতাস্তম্ আশ্চর্য্যম্, নহীং প্রতিঃ বদমানঃ প্রতর ইত্যাদিবহুপচরিতার্থী, প্রপকতাত্মনঃ পৃথক্তে আত্মনো বা অরে দর্শ-নেন শ্রবণেন, নত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতং ভবতীত্যেকবিজ্ঞান্যং সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রা-জ্ঞোপরিোধাপত্তেঃ । ন চ প্রতিজ্ঞাপ্যোপচারকী প্রদেগাত্তরে দ্বিতস্ত, যথা মৌন্যৈকেন যুৎপিণ্ডেন সর্ব্বং যুগলং বিজ্ঞাতং তাদিতি দৃষ্টান্ততোপরিোধাপত্তেঃ, তদ্বাৎ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তনিগমনানামেকব্যাক্যায়ঃ, ন প্রপকতাত্মাত্তম্, তত-তদপ্রাতিপ্রত্যকবিরোধাদিচর্য্য-

মিব শৃণোতি, তথা কশিচেনর্ন প্রপঞ্চঃ, প্রত্যগনভয়েন শ্রদ্ধা অপিশাখ্যং উক্তা বগ্নাদি-
দৃষ্টাষ্টৈকপন্যাস্ত দৃষ্টে। ধ্যানেন চ সাক্ষাৎ কৃদ্ভা অপি তদ্বতো ন বেদ ন জানাতি। তথাহি
শাস্ত্রাণি শ্রদ্ধা তীব্রবিক্ষেপবতঃ পরিকীর্তে ইতি বক্ষ্যতি, তদ্বাদাষ্টৈক্যং সত্ত্ববতো
প্রপঞ্চস্ত বজ্রদৃগাদিতুল্যেভ্যে তুল্যত্বম্। যথা এনং আত্মানং কর্তৃবতোক্তৃবদ্ব্যখ্যানিত্যঙ্-
জডসদাঙ্গবদগিহিরদ্যাদিধর্ম্মসংসারা এনিক্চমপি তদ্বদনীত্যাগমোখরা ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তা
ব্রহ্মবিদ্যাধারম্। অকর্তারমতোক্তারমানন্দধনং সত্যচিদ্রূপমঙ্গলমনন্তমপ্যেকৌকরোত্তীতি
মধ্যশ্চর্য্যম্, যতঃ পশুতি তদাশ্চর্য্যবদিতি ক্রিয়াবিশেষণং বা, আশ্চর্য্যমকমপি দর্শনমবিভা-
দ্বাত্মানং কতকরজোবাগ্নবহনমভীতি, যথা যঃ পশুতি স আশ্চর্য্যবদিতি কর্তৃবিশেষণম্,
যত এক এণ বিদ্বান্ সমাদিবুখানরোঃ পরম্পরবিরুদ্ধমাত্মনো ব্রহ্মত্বং জীবভাবঞ্চ বাবদারক-
করণমন্তুভবনীতি তথা বাত্মনসাতীতমপ্যাত্মানং যদাচা বদতি তদপ্যাশ্চর্য্যম্, অগৃহীতসদভিকেনাপি
শব্দেন যথা সূত্রঃ প্রবোধ্যতে তদ্বৎ। যথোক্তং বার্তিকৈ, “অগৃহীতৈব সত্বক্চনতিধানাভিধেরয়োঃ।
হিহা নিজ্ঞাং প্রবুদন্তে সূবুন্তে বোধিতাঃ শরৈঃ ॥ আগ্রহস যতঃ শব্দং সূবুন্তে বেত্তি কশ্চন।
ধ্বন্তেহতো জ্ঞানতোহজ্ঞানে ব্রহ্মামীতি ভবেৎ কলম্ ॥ অবিদ্যাঘাতিনঃ শব্দং যাহংব্রহ্মেতি
ধীর্ভবেৎ। নশ্যতাবিদ্যায়া সাক্ষিং হত্বা রোগমিবোধম্ ॥” ইতি। তথা যঃ শৃণোতি-সোহপি
আশ্চর্য্যবৎ, অতিদূরভ টতার্থঃ। “শ্রবণায়পি বহুভিধৌ ন লভাঃ” ইতি শ্রুতেঃ, “শৃণ্বতোহপি
বহবো যন্নঃ বিদ্যাঃ” ইতি শ্রুতিষ্ঠীতীপাদার্থং সংগৃহ্ণাতি। শ্রদ্ধাণোনিমিত্তি “আশ্চর্য্যো বক্তা
কুশলোহস্ত লক্সা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলেনাহুশিষ্টঃ” ইতি উত্তরাক্ষর শ্লোকপূর্বার্ধেন সংগৃহীত
ইতি জ্ঞেয়ম্। হুর্কিঞ্জেরোহয়মাত্মা অতদ্বৎ তজ্জ্ঞানার্থং যতবেত্তি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

১. বিশ্বনাথ।—নহু কিমিদং আশ্চর্য্যং ক্রবে। কিতৈকতদপ্যাশ্চর্য্যং যদেবং প্রবোধ্য-
মানস্তপ্যাববেকা নাগযাতি ইতি তত্র সত্যমেবমেবেত্যাহ আশ্চর্য্যবদিতি। এনং আত্মানং
দেহক তদুত্তররূপং সর্বলোকং ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য।—হে জ্ঞাতঃ অর্জুন! কেবল যে তুমিই ছুরবগম্য রহস্যপূর্ণ
আত্মতত্ত্ব বিষয়ক বিবিধ তত্ত্বকথা ও উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, আত্মার
যথার্থ ভাব সম্যগ্রূপে প্রাণধান করিতে অক্ষম হইতেছ এবং মদীয় বাক্যা-
বলী নিরতিশয় অসম্ভব জ্ঞান করিয়া বিস্ময়-স্তিমিত-নেত্রে আমার প্রতি
চাহিয়া রহিয়াছ, এরূপ নহে। এই আত্মতত্ত্ব এরূপ রহস্যজালে বিজড়িত,
যে কেহই তাহার মর্ম্ম সহসা ধারণা করিতে সক্ষম হন না। গুরুপদে
বাহার হৃদয়-কন্দরস্থ অঙ্ককার রাশি বিগত হইয়াছে, এবং আত্ম-দর্শনরূপ
অপরিসীম মৌভাগ্য সংঘটিত হইয়াছে, তিনিও বিস্ময়-পরিমূর্ত্ত ভাবে
আমাকে দর্শন করেন। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব পর্যালোচনারূপ একমুখে

নিমগ্ন থাকেন, তিনিও ইহাঁকে অস্ত্রুতের একশেষ বলিয়া বর্ণনার উপসংহান করেন। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ববিষয়ক অসম্ভববৎ রতীত সমূহ আকর্ষণ করিতে প্ররুত হন, তিনিও সকলই অলৌকিক কথা মনে করিয়া অভিজুত হইন এবং কোনমতেই ইহাঁকে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অবগত হৃদয়ে নিরুত হন। কলতঃ এতদপেক্ষা অতাস্ত্রুত তত্ত্ব আর কিছুই দেখা যায় না। যিনি সংসারের সর্ব বস্তুরে অনুসৃত রহিয়াছেন, যিনি স্থাবর ও জঙ্গমাদি বাবতীয় ভৌতিক পদার্থে বিনিবিষ্ট রহিয়াছেন, যিনি আমাদের অন্তরে ও বাহ্যে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন এবং স্বাহার অপ্রতিহত প্রভাব-পন-তত্ত্ব হইয়া বিশ্বব্যাপার নির্বাহিত হইতেছে, সেই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, সজলময় আত্মাকে লোকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না, শুনিয়াও তাঁহার কথা ধারণা করিতে পারে না। এতদপেক্ষা অস্ত্রুততর প্রাহেলিকা আর কিছুই নাই। মনুষ্য ধনলোভে দুস্তর সাগর অতিক্রম করিয়া বগিগুরুপে পণ্যভারসহ দেশান্তরে উপনীত হয়, বহুক্লার বক্ষঃ বিদারণ করিয়া তিমিরাক্ষর খনি-মধ্য হইতে রত্নরাজি সমুত্তোলন করে এবং জলপির বিপুল গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়া মুক্তালাভার্থ শুক্তি সঞ্চয় করে, কিন্তু যে অমূল্য ধন তাহার নিয়ত করায়ত্ত, যে অতুলনীয় রত্ন তাহার অনায়াসলভ্য, যে শ্রেষ্ঠতম মুক্তামালা তাহার সম্মুখে বিরাজিত, সকল সম্পদের সারভূত সেই জ্ঞান ও আনন্দময় আত্মতত্ত্ব বিনির্গয়ে সে সতত উদাসীন। সে তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না এবং তাঁহার কথা শুনিয়াও শুনিতে পায় না, অনাবশ্যক ও হীন প্রসঙ্গের আলোচনায় সে অক্ষুণ্ণ সময়পাত করিবে, প্রাতিনিয়ত সংসারের পরুষ সংঘর্ষে ভগ্ন-মনোরথ ও মৃতকল্প হইবে, অথেন লাগলায় সে দুঃখজনক বিবিধ বিষয়ের অনুসরণ করিবে এবং অলীক, অসার, অক-র্মণ্য ব্যাপারে জীবনকে বিনিযোজিত করিবে, তথাপি সকল স্থখের সার-ভূত, জ্ঞানানন্দের উৎসস্বরূপ আত্মতত্ত্বের পর্যালোচনা করিতে হইলে, সে তাহা প্রকৃতালিকবৎ অসম্ভব ব্যাপার বোধে বিরত হইবে।

এই শ্লোক কঠোপনিষদের ত্রিভী প্রপাঠকের সপ্তমমন্তের ছায়া মাত্র। যদিও এই শ্লোকের লিখিত ভাষার ভাব্য সাম্য নাই, তথাপি ভাবগত সাম্য যথেষ্টই পরিদৃষ্ট হয়। ভাব্য ও গীতাকারগণ উক্ত শ্রৌতমন্ত্র সমুদ্ভূত করিয়া, বিশেষরূপে আশ্রয়িত করিয়াছেন; অন্তরাং এখানে, স্বাহার পুনরুচ্চারণ

নিষ্প্রয়োজন । পাঠকগণ পশ্চাৎস্থিত ভাষ্যপৰ্য্য মধ্যে তাহার আলোচনা দেখিতে পাইবেন । অন্ত্যায় উপনিষদেও এই ভাব বিশেষরূপে পরিবাক্ত আছে, আমরা পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত কয়েকটি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি । যথা ; বাজসনেয় উপনিষৎ—“অনেকদেকং গনসো জবীধো নৈনদেবা আপু বনু পূৰ্ণগৰ্বং । তদ্বাবতোহন্যন্যোত্যতি তিষ্ঠৎ ত্যস্মিন্নপো দাতরিখা দধাতি ॥ তদেজ্জতি তন্নৈজ্জতি তদ্বরে তদ্বন্তিকে । তদন্তরস্ত গৰ্জন্ত তদু গৰ্জন্তাস্ত বাহুতঃ ॥” ১ প্রপাঠক । ৪।৫ সূত্র । অর্থাৎ তিনি অচল হইলেও সৰ্বত্র বিদ্যমান, মনের অপেক্ষাও বেগবান্, ইন্দ্রিয় সকলের অগ্র-গামী, এজন্ত তাহারা তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না, তিনি স্থির হইলেও সৰ্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী, তাহারই প্রভাবে বায়ু ভৌতিক কৰ্ম্ম সম্পন্ন করিতেছে । তিনি চলেন, তিনি চলেনও না, তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন, তিনি সকলের অন্তরে আছেন, বাহ্যেও আছেন । কঠোপনিষদে—“তদ্বদর্শকুটুমুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠস্পূরণম্ ।” ২ প্র । ১২ সূ । অর্থাৎ সেই ক্লেদদর্শনীয়, গূঢ়, সুন্দরপ্রবিষ্ট, হৃদয়স্থিত, দুর্গম স্থানাবস্থিত পুরাতন দেবকে অধ্যাক্ষবোণে জানিয়া ধীর ব্যক্তি হর্যশোক ত্যাগ করেন । অপিচ অন্তত্র “ধর্মান্যত্রাধর্মান্ত্রাস্মাৎ কৃতাকৃত্যং । অন্তত্র ভূতাল ভাবালি যতং পশ্যসি তদ্বদ ॥” ২ প্র । ১৪ সূ । অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র, অধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র, এই কার্য্যকারণরূপ জগৎ হইতে স্বতন্ত্র, এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে স্বতন্ত্র, বাহ্য দেখিতে পাইতেছ, তাহা বল । অপিচ—“নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুশা ।” ৬ প্র । ১২ সূ । অর্থাৎ তাঁহাকে বাক্য দ্বারা পাওয়া যায় না, মন দ্বারা পাওয়া যায় না, এবং চক্ষু দ্বারাও পাওয়া যায় না । মুণ্ডকোপনিষৎ—“ন চক্ষুশা গৃহতে নাপি বাচা নাস্তিদেবৈত্তপসা কৰ্ম্মণা বা ।” ৩য় । ১ম । ৮ । অর্থাৎ চক্ষু, বাক্য, অন্ত্যায় ইন্দ্রিয়, তপ বা কৰ্ম্ম কিছুতেই তাঁহাকে পায় না । অপিচ—“নায়মাত্মা, প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা ক্রতেন ।” ৩য় । ২য় । ৩ । অর্থাৎ এই আত্মা বেদাধ্যাপন বা মেধা বা বহু শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাও লভ্য নহেন । মাণ্ডুক্যোপনিষদে—“নাস্তপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজম্ । অদৃষ্টমবহার্য্যমপ্রাহ্মমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যাপদেশ্যমেকাগ্র-প্রত্যয়সারং অপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমবৈতং স আত্মা স বিজ্ঞেরঃ ।” ৭ ।

অর্থাৎ আত্মা অস্তঃপ্রজ্ঞ (মনের দ্বারা বাহ্য জ্ঞান বায়, তাহাই যে জানে) নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ (বাহ্যবিষয় যে জানে) নহেন, উভয়প্রজ্ঞ নহেন, প্রজ্ঞান-ধন নহেন, প্রজ্ঞা নহেন, অপ্রজ্ঞা নহেন, তিনি অদৃষ্ট, অবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য, একাত্ম্য প্রত্যয়রূপ, প্রপঞ্চাতীত, শান্ত, সৰ্ব্বলগ্ন, অদ্বৈত সেই আত্মা বিশেষ জ্ঞাতব্য। উল্লিখিত শ্রোত বচন সমূহোক্ত আত্ম-বিবরণ পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিবেন যে, এরূপ আত্মার সকলই আশ্চর্য্যবৎ, সন্দেহ নাই। দেবরাজ ইন্দ্র, ঋষিরাজ নারদ ইত্যাদি সৰ্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন বন্দনীয় ব্যক্তিগণও আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে অসম্মত হইরাছিলেন এবং বহু জ্ঞানোপদেশ লাভ করিয়াও আত্ম-বাধ্যাত্ম্য সহজে ধারণা করিতে পারেন নাই।

পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ও নীলকণ্ঠ সূরি মহাশয়ের অভিপ্রায়। “ভগবন্ । আপনি সৰ্ব্বজ্ঞ, স্বীয় বিদ্যাবলে আপনি আত্ম-তত্ত্ব সকল অবগত আছেন ; হুতরাং আপনাকে শোক মোহ অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। আমি অল্পদর্শী ও অল্পজ্ঞ এবং আমার হৃদয় অজ্ঞানে পরিপূরিত ; শোক নিবারণার্থ আত্ম-তত্ত্ববিষয়ে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমার হৃদয়ে অলক্ষণ হইয়া অপস্থত হইয়াছে, অর্থাৎ আপনার বাক্য পুনরায় আপনাতেই প্রত্যাগত হইয়াছে ; আমি কিছুই ধারণা করিতে পারি নাই। অতএব হে করুণাময় ! দয়া করিয়া সচুপদেশ প্রদান পূর্বক আমার শোক-মোহ বিদূরিত করুন। পক্ষান্তরে সৰ্ব্ব-প্রমাণ-সিদ্ধ এবং বস্তু-নির্মিত পঞ্জরের স্থায় অখণ্ডনীয় পৃথিব্যাদি ভূত-নিচয়কে আমি কিরূপে রক্ষিতে কল্পিত সর্পের স্থায় মিথ্যা জ্ঞান করিব ? আমি চির-সংস্কারের বশীভূত হইয়া কর্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছি, শত্রু-জয়-লালসার কঠোর ব্রত ধারণপূর্বক হিমালয়-শিখরে পার্বত্য-পাতকে বহুদিন আরাধনা করিয়াছি, স্বর্গধামে হ্রসপতি ইন্দের এবং ধরাতলে ত্রিলোক-পতি আপনার উপাসনা করিতেছি। আমি আপনার চরণপ্রসাদে সাগরাধরা বসুন্ধরাকে জয় করিয়া ধনরাশি আহরণ পূর্বক রাজসুবাদি বজ্রকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। এইরূপে তৎসমস্ত কর্ম আমি করি নাই, ইহা কিরূপে স্থির করিব ? কিরূপেই বা দৃঢ়-বজ্রমূল সংস্কার সকল উৎপলিত করিয়া স্বকৃত ক্রিয়াকলাপের কর্তৃত্ব আত্মা হইতে অপনীত

করিব ?” অর্জুনের এবং বিধ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন ।
 হে অজানাত্ম অর্জুন । আত্ম-তত্ত্ব অতীব গূঢ়, ইহা প্রত্যেক বস্তু ন্যায় সং-
 কিষ্ট। আকাশকুম্বের ন্যায় অসং তাহা স্থির করা যায় না । মানব ত-
 দূরের কথা, নারদাদি দেবঋগণ ও ব্রহ্মাদি দেবগণও এই বিষয়ের সঙ্গ-
 তথ্য অবগত নহেন, আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ক সকলই আশ্চর্য্য । আত্মা বিকারক
 পদার্থ দ্বারা অম্পৃষ্ট হইলেও, বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট, পরমাণুর ন্যায় অণু হই-
 লেও, ব্রহ্ম পদার্থের ন্যায় জগদ্ব্যাপক ; অতএব আত্ম-বিষয়ে উপদেশ
 প্রদান করাও দুর্লভ ব্যাপার । কোন ভাগ্যবান্ আত্ম-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মানব,
 ‘অস্মাত্তরীণ কর্ম্ম দ্বারা ক্লীণপাপ ও স্বদর্শানুষ্ঠানের দ্বারা বিশুদ্ধ-হৃদয় হইয়া
 ভগবৎ-রূপায় সদগুরুর প্রসাদ লাভ করতঃ, আত্ম-তত্ত্ব বিষয় কথঞ্চিৎ অনু-
 ভব করিয়া থাকেন ।’ আবার কোন কোন অতত্ত্ববিৎ পুরুষ বলেন যে, এই
 প্রপঞ্চ জগৎ যেহেতু ব্যবহার যোগ্য, অতএব তাহা রক্ষিতে কল্লিত সর্পের
 ন্যায় মিথ্যা, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইবে ? হুতরাং আত্মতত্ত্ব অতীব
 আশ্চর্য্য । কোন কোন অল্পদর্শী মানব শ্রীগুরুর নিকটে এই প্রপঞ্চ জগৎ
 আত্মা হইতে স্বতন্ত্র, এরূপ প্রবণ ও নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রমাণীকৃত
 করিয়া এবং ধ্যান দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়াও আত্মতত্ত্ব জানিতে সক্ষম হন
 না । কারণ গুরুপদেশ দ্বারা আত্মজ্ঞান কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইলেও, প্রাক্তন
 সংস্কারের প্রাবল্য হেতু তাহা পরিক্রীণ হয় । অতএব রক্ষিতে কল্লিত সর্প
 যেমন রক্ষুতত্ত্ব জানে তুচ্ছ (মিথ্যা) বোধ হয়, তজ্রূপ একই আত্মা সর্বত্র
 বিরাজ করিতেছে, এবং বিধ আত্মাযাথার্থ্যানুভব দ্বারা নিখিল বৈত
 প্রপঞ্চের তুচ্ছতা প্রতীতি হয় । আর ইহাও বুঝিবে যে, আত্মা কর্তৃহ,
 ভোক্তৃহ, জড়াদি ধর্ম্মবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহা-
 বাক্যোৎপন্ন ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপ ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা আত্মার কর্তৃহ,
 ভোক্তৃহ ধর্ম্ম সকল নিরূপ্ত হইবে এবং সচ্চিদানন্দময়, সংস্করণের ক্ষুণ্ণি
 হইবে । অতএব ইহা হইতে আর মহদাশ্চর্য্য কি ? যেমন কতক অধীং
 নির্ভলি সংসর্গে জলের মালিন্য নিরূপ্ত হইয়া স্বচ্ছতা আসিয়া উপস্থিত হয়,
 তজ্রূপ ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে অবিদ্যাাদি বিলগিত বৈতরাক্যে জীবতাব অপ-
 গত হইয়া জরা-মরণ-রহিত, অবৈত ও সদানন্দময় ব্রহ্মতাব সম্পূর্ণ হই-
 তক । অতএব হে বরুণ অর্জুন । আত্মতত্ত্ব অতিশূন্য দুর্লভিময়া বলিয়া

তুমি নিরুৎসাহ হইও না; তত্ত্বজ্ঞানার্থ যত্ন করিলে তুমি আত্মসাক্ষাৎকার করিবে এবং ক্রমে দ্বুস্তর শোকসাগরও উত্তীর্ণ হইবে। এই বিষয় নিম্নে পূজ্যপাদ মধুসূদনের তাৎপর্য্যে বিশেষরূপে বিস্তৃত হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। যথেষ্ট। যদি বল যে “আমি”তো আমি, কত শত শত বিদ্বান্ ব্যক্তিও তো শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে কেন তুমি আমাকে বারংবার তিরস্কার করিতেছ? আর আমি যে তোমার কথাই কিছু অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না, তাহাতে আমার অণুমাত্র দোষ নাই, দোষ তোমারই; কারণ ন্যায় শাস্ত্রে কথিত আছে, “যেখানে শ্রোতা বুঝিতে না পারে, সেখানে বক্তারই দোষ।”

এই কল্পিত বাক্যের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, ‘তোমার এই দুইটি আশঙ্কাই অমূলক; কারণ তুমি বাঁহাদিগকে বিদ্বান্ বলিয়া মনে করিতেছ, তাঁহারা তোমারই মত আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-দরিদ্র বলিয়াই শোক করিয়া থাকেন। আরও দেখ, ক্ষেত্র উত্তম না হইলে তাহাতে উণ্ড বীজ কোনরূপ ফলদায়ক হয় না; সেইরূপ অন্তঃকরণ সুনির্মল না হইলে তাহাতে শাস্ত্রোপদেশ স্বরূপ বীজও ফলদায়ক হয় না। যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ মলিন, সে ব্যক্তি আত্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের সার মৰ্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না। তোমার বিদ্বান্‌বর্গেরও যেমন অন্তঃকরণ সুনির্মল, তোমার নিজেরও তদ্রূপ; সুতরাং আত্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের মৰ্ম্মও সেইরূপই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ! হে অসুন্দরশি! আত্মপদার্থ সহজে জানা যায় না, আত্মা ছুর্ভিক্ষেয়। কেন যে আত্মা ছুর্ভিক্ষেয় তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন বহুরূপী নামক সরীসৃপ-বিশেষের রূপ নির্ণয় করা সমস্তা বিশেষ, আত্মস্বরূপ-বিনির্ণয়ও তদ্রূপ। আত্মা সৰ্বাশ্চর্য্যময়। আত্ম-বাধ্যাত্ম্য নির্ণয়ের সমস্তই আশ্চর্য্যময়। আত্মার দর্শনকর্তা আশ্চর্য্যময়; যে আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, সেই দর্শনক্রিয়ার কৰ্ম্মস্বরূপ আত্মা আশ্চর্য্যময়, আত্মাকে দর্শনরূপ ক্রিয়াও আশ্চর্য্যময়। আত্মবিষয়ক সকলই আশ্চর্য্যময়। আত্ম-সাক্ষাৎকার সকলের অদৃষ্টে সংঘটিত হয় না। শম-দমাদি সাধন-সম্পন্ন সন্ন্যাসীবর্গের মধ্যেও কোন কোন ভাগ্যবানের ভাগ্যেই ইহা সংঘটিত হয়। তাদৃশ পরমানন্দ লাভ করাও সহজ-সাধ্য নহে। আত্ম-তত্ত্ব জিজ্ঞাসকে প্রথমেই অধিকারী (১০৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) হইতে

হইবে, পরে সদ্গুরু (৪৬ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) নিকট গমন করিয়া দীক্ষিত হইতে হইবে, পরে তিনি কৃপা করিয়া অধ্যারোপ ও অপবাদ * স্তায়ে (যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত-বিশেষের নাম ন্যায়) যে সমস্ত তত্ত্বকথা বুঝাইয়া দিবেন, সেই গুলির শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন† করিতে হইবে । ইহার সঙ্গে সঙ্গে

* “অসর্পভূতে রজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুত্বস্বারোপঃ অধ্যারোপঃ । বস্তু সচ্চিদানন্দমহৎ ব্রহ্ম, অজ্ঞানাদিসকলজড়সমূহঃ অবস্তু । অপবাদো নাম রজ্জুবিবর্ত্তত সর্পস্ত রজ্জুমাত্রত্ববৎ বস্তুবিবর্ত্তত অবস্তুনঃ অজ্ঞানাদেঃ প্রপঞ্চত বস্তুমাত্রত্বম্ । তদুক্তং—“সতত্বতোহিহুত্থা প্রথা বিকার ইত্যাদৌরিততঃ । অতত্বতোহুত্থা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যাদৌরিততঃ ॥” বেদান্তসার । যেরূপ রজ্জু প্রকৃত সর্প না হইলেও তাহাতে ভ্রমক্রমে অজ্ঞানবশতঃ সর্প আরোপিত হয়, অর্থাৎ সেই রজ্জুকে সর্প বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ অম্বর ব্রহ্মবস্তুতে অবস্তৃত অজ্ঞানাদি সমস্ত জড় সমূহের আরোপের নাম অধ্যারোপ ।

যেরূপ রজ্জুবিবর্ত্ত সর্পের রজ্জুই অপবাদ, সেইরূপ বস্তুবিবর্ত্ত অজ্ঞানাদি সমস্ত অবস্ত প্রপঞ্চের বস্তুই অপবাদ । অপবাদ শব্দের মৌলিক অর্থ নাশ । যাহার যাহা প্রকৃত স্বরূপ তাহার সেই স্বরূপ হইতে ভ্রমস্বরূপ প্রাপ্তির নাম “বিবর্ত্ত” । বিবর্ত্ত, অধ্যাস, ভ্রম ইত্যাদি শব্দ আর একার্থে প্রতীপাদক । অর্থাৎ রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপ যে রজ্জু সেই যে সর্পরূপ হইয়াছিল, ঐচারা দ্বারা উক্ত সর্পের অপবাদে রজ্জু স্বরূপ সম্প্রাপ্ত হয় । বিবর্ত্তাধিষ্ঠিত সর্পের অপবাদেই রজ্জুর রজ্জুত্ব সিদ্ধ হয় । এইরূপ ব্রহ্মে বিবর্ত্তাধিষ্ঠিত বহুবিধ অনাস্বাদ্যের অপবাদেই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হয়, ইহারই নাম অপবাদ স্তায় । অর্থাৎ আচার্য্য শিষ্যকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন যে, ব্রহ্মে রজ্জুতে অধ্যারোপিত সর্পের অপবাদে রজ্জুর রজ্জুত্ব সিদ্ধ হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম বস্তুতে অধ্যারোপিত অবস্তর অপবাদে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হয় ।—অ. কৃ. গো ।

† আচার্য্য প্রথমতঃ তত্ত্বজ্ঞানকে বুঝাইয়া দেন, যেরূপ অজ্ঞান বশতঃ অসর্পভূত রজ্জুতে সর্প আরোপিত হয়, সেইরূপ জীবগণ অজ্ঞান বশতঃ বস্তুতে অবস্তর আরোপ করে । আত্মা বা ব্রহ্মবস্ত অবিভীত ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ; সুতরাং তাহার বিনাশ, জ্ঞানাত্ম বা আনন্দাত্ম হইতে পারে না । এই পরিদৃশ্যমান পদার্থ নিচয় জড় ও অজ্ঞানবিজ্ঞানিত, এতৎ সমূহ (অজ্ঞান, ইন্দ্রিয়, দেহাদি) আত্মা নহে ; কারণ এতৎ সমস্ত নশ্বরতাদোষ-দুষ্টি ও অনাস্বাদ্যেরে পরিপূরিত । (তৎ স্বমাস) তুমি সেই ব্রহ্ম স্বরূপ । অতএব তোমারও বিনাশ পাই । ঐখং বাট্যকৃতদর্শ্যমুৎসাহানং শ্রবণং ভবেৎ । যুক্ত্য সন্তাবিতম্মাসাহানং মননন্ত তৎ ॥ তাভ্যাং নিকিচিকিৎসেহর্থে চেতসঃ স্থাপিত্ত বৎ । একতানন্তমেতন্নি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ॥ ধ্যাতিধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাচ্ছৌরৈকগোচরম্ । নিবর্ত্তদীপবচ্চিত্তং সমাধরতিদীরতে ॥ পঞ্চদশী—তত্ত্ব-বিবেকঃ । আচার্য্যোপদিষ্ট পূর্বোক্তরূপ জীবব্রহ্মৈক্য বিধারক তত্ত্বমাস প্রভৃতি বাক্য সমূহ দ্বারা (অর্থাৎ তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যের উপদেশ আচার্য্যের নিকট লাভ করিয়া) সেই তত্ত্বমস্তাদি বাক্যের যে অর্থমুৎসাহান অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব লক্ষণের অনুসন্ধান, তাহারই নাম “শ্রবণ” । বহুবিধ যুক্তি দ্বারা যে সন্তাবিতত্বের অনুসন্ধান তাহার নাম “মনন” । অর্থাৎ শ্রবণানন্তর প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে আচার্য্য বলিলেন, আত্মা সচ্চিদানন্দ, কিন্তু বাস্তবিক আত্মা সচ্চিদানন্দ কি না । সংশয়ের অর্থ নিত্য, চিৎ শব্দের অর্থ জ্ঞান, এবং আনন্দ অর্থাৎ সুখস্বরূপ । আশ্রয়বাহ্য নানাবিধ (রূপরসাদি) বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে বটে কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, কেবল বিষয় ভিন্ন ভিন্ন, জ্ঞান একই । স্বপ্রাধ্বাতেও পরিদৃশ্যমান

বেদান্তাদি শাস্ত্রের উপদেশও গ্রহণ করিতে হইবে। দীর্ঘকাল এইরূপ করিতে করিতে অবিদ্যাকল্পিত সমস্ত বৈত বস্তুরই নিবেদন হইবে। এই

বিষয় ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু জ্ঞান একই। স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থার মধ্যে প্রভেদ এই যে, জাগ্রদবস্থার বিষয় স্থির (অল্প সময়ে দেখিলেও দেখিতে পারা যায়) কিন্তু স্বপ্নাবস্থার বিষয় স্থির নহে। সুষুপ্ত অবস্থাতেও জ্ঞানের অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়; যেহেতু দেখিতে পাওয়া যে, পূর্বে কোন পদার্থ দেখিলে বা শুনিলে অল্প সময়ে তাহার স্মরণ হইতে পারে; অতএব সুষুপ্ত অবস্থার সুখানুভব জ্ঞান না হইলে সুপ্রোথিত পুরুষের, “আমি স্থখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই,” এইরূপ স্মৃতি হইতে পারিত না; সুতরাং সুষুপ্ত অবস্থাতেও যে জ্ঞান থাকে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈরাগ্য জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই এক জ্ঞানেরই অস্তিত্ব, সেইরূপ অতীত, আগামী ও বর্তমান অল্প দিন, মাস, বৎসর, যুগ, কল্পাদিতেও একই জ্ঞানেরই আশ্রয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। শুকদেব বলিয়াছেন, নিত্য বস্তু ব্রহ্ম; এখন দেখা যাইতেছে, জ্ঞানও নিত্য অতএব জ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপ। শাস্ত্র বলেন, বাহা বাহা নিত্য, তাহা তাহা সৎ; এখন দেখা যাইতেছে ব্রহ্মবস্তুর নিত্য, অতএব তাহা “সৎ”। এবং ব্রহ্মবস্তুর পরম প্রেমের (ভালবাসার) আশ্রয় বলিয়া আনন্দ স্বরূপ; যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায় যে মনুষ্য আপনাকে আপনি বৈরাগ্য ভালবাসে, এরূপ আর (পুত্রকন্যাদি) কাহাকেও ভালবাসে না। শ্রীপুত্রাদিকে ভালবাসিয়া সুখ পায় বলিয়াই মনুষ্য তাহাদিগকে ভালবাসে। বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, আত্মসুখেরই সর্বত্র অনুভূত ও সেই নিমিত্তই জানিতে পারা যায় যে, আত্মা সুখময়; মনুষ্য কেহ মরিতে চাহে না; চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতেই মনুষ্যের সাধ; ইহাও আত্মার আনন্দস্বরূপ প্রতীপাদনের অন্ততম দৃষ্টান্ত। আর কোন কোন মনুষ্য যে আত্মহত্যা করি বা মরিতে ইচ্ছা করে, তাহাও আত্মসুখোদ্দেশ্যে, কাৰণ তাহাদের ইচ্ছা যে “মরিলেই বাঁচি” অর্থাৎ মরিলেই সুখ পাইব; এ বাতনার দ্বারা হইতে নিমিত্তলাভ করিব। ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় দ্বারা আত্মার পরম প্রেমোপ্পাদন বা আনন্দ প্রতীপাদিত হয়। অতএব আত্মা আনন্দস্বরূপ। ইত্যাদি বহুবিধ যুক্তিবলে যে আচার্য্যোপনিষ্ট বাক্যের সম্ভাবিত্ব (হইতে পারে, ইহা ঠিক বটে,) জ্ঞান তাহার নাম “মনন”। শ্রবণ ও মনন দ্বারা আচার্য্যোপনিষ্ট বিষয়গত সংশয়রাশি বিদূরিত হইলে, উক্ত বিষয়ে ধারণাবিশিষ্ট চিন্তের যে একতানতা, তাহার নাম নিদিধ্যাসন বা ধ্যান। বহুবিধ বাস্তবিক একত্বের বাস্তবে তাহাকে একতান বা একতানবাদন বলে। এখানেও সেইরূপ। সত্যাবতঃ চিত্ত নানাবিধ বিষয়ে আকৃষ্ট থাকে, কিন্তু যখন সকল বিষয়ে আকৃষ্টচিত্ত একত্রিত হইয়া একতানে সেই শ্রবণ মননাদি সাধন দ্বারা সংশয়পরিহীন ব্রহ্মবিশয়েই আকৃষ্ট বা সংলগ্ন হয়, উক্ত অবস্থার নাম নিদিধ্যাসন। বোগশাস্ত্রে কথিত আছে, “তৎপ্রত্যট্টরেকতানতা ধ্যানম্” সেই ব্রহ্মবস্তুরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অর্থাৎ সেই সর্ব সংশয়-পরিহীন ব্রহ্মবিশয়ে যে একতানতা—একাকার বৃত্তি-প্রবাহ তাহারই নাম ধ্যান; সুতরাং পূর্বাঙ্গের পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ধ্যান ও নিদিধ্যাসন এতদ্ব্যতিরিক্ত একার্থ প্রাপ্তপাদক। মহাত্মা পতঞ্জলির মতে “দেশ-সম্বন্ধশ্চিন্তিত ধ্যানা”, “য এব নির্জিহ্বিকিংসৌহর্থে স এব দেশঃ।” সংশয়-পরিহীন বিষয়ে চিন্তের যে সম্বন্ধ, তাহারই নাম ধ্যান। নিদিধ্যাসনের পরিপাকদশাতেই সমাপ্তির আবির্ভাব হয়। নিদিধ্যাসন সময়ে ধ্যান (ধ্যানকর্তা), ধ্যান ও ধ্যেয় এতৎ জিতর অবতানিত হয় কিন্তু সমাপ্তি অবস্থায় ধ্যান ও ধ্যান কিরূপ আর অবতানিত হয় না, তাহার লোপ হয়। তখন ধ্যান, ধ্যান ও ধ্যেয় এই তিন মিলিয়া এক হইয়া যায়। কেবলমাত্র ধ্যেয় বিষয় থাকিয়া যায়। সুতরাং

সময় “তৎ ত্বমসি” : প্রভৃতি বেদান্ত মহাবাক্যের * বিচার দ্বারা অতি সুনির্মল সর্ববিধ সৎকর্মের ফলস্বরূপ অন্তঃকরণ বৃত্তিতে আত্মস্বরূপ প্রতি-
ফলিত হইবে এবং অন্তঃকরণ বৃত্তি তখন পরমাত্মস্বরূপ-মাত্র আকৃতি-
বিশিষ্ট হইবে (৪৪ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) । নির্বিকল্প সমাগ্নির
পরিপাক দশাতেই সাধক এই ভাগ্যে ভাগ্যবান হন ।

পূর্বোক্ত ভাগ্যবান সাধকও এই প্রকৃত দেহী আত্মাকে আশ্চর্যের
তুল্য দর্শন করেন, অর্থাৎ আত্মাতে অবিদ্যা-কল্পিত (২০১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী
দ্রষ্টব্য) বহুবিধ বিরুদ্ধ ধর্ম আছে বলিয়া, তাঁহাতে অনেকরূপ বিচিত্র

সমাধিকালে চিত্ত দায়ুস্ত প্রদেশস্থ দীপ কলিকার ন্যায় নিশ্চল অবস্থা সম্প্রাপ্ত হয় । উক্তবিধ
সমাধির পরিণাম অবস্থাতেই জীব স্বরূপ সম্প্রাপ্ত হয়, বা জীব ব্রহ্মে একত্ব সংসিদ্ধ হয় । তখন
জীবের সর্ববিধ অজ্ঞানের নাশ হয় । রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপই রজ্জু, কিন্তু স্পর্শজ্ঞান তাহাতে ভ্রম
ক্রমেই আরোপিত বা কল্পিত হয় । বিচার দ্বারা ইহা স্পর্শ নহে রজ্জু ইত্যাকার জ্ঞান দ্বারা
যে রূপ স্পর্শজ্ঞান বা প্রকৃত রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞানের নাশ হয়, সেইরূপ বিচার দ্বারা প্রকৃত সমস্ত
ব্রহ্মে আরোপিত বহুবিধ অনায়াসগ্ধের নাশ হইলে জীব প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ সম্প্রাপ্ত হয়, বা জীব
ও ব্রহ্মে এক হইয়া যায় ।—পণ্ডিত শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ।

* চারি বেদরূপ সমুদ্র হইতে চারিটি মহাবাক্যরূপ পরম ধন উৎখিত হইয়াছে । প্রত্যেক
মহাবাক্য তিনটি স্বতন্ত্র মহাবাক্যের সমষ্টি ; সুতরাং মহাবাক্য চারদশটি । প্রথম ঋগ্বেদীয়
মহাবাক্য । যথা ; “প্রজ্ঞানমননং ব্রহ্ম” । দ্বিতীয় যজুর্বেদীয় মহাবাক্য । যথা ; “অহং
ব্রহ্মস্মি” । তৃতীয় সামবেদীয় মহাবাক্য । যথা ; “তৎ ত্বমসি” । চতুর্থ, অথর্ববেদীয় মহাবাক্য ।
যথা ; “অরমাম্মা ব্রহ্ম” । এই মহাবাক্য সমূহের অবাস্তব ভাগ যথা ; (১) প্রজ্ঞান, (২) আনন্দ,
(৩) ব্রহ্ম, (৪) অহং, (৫) ব্রহ্ম, (৬) আত্ম, (৭) তৎ, (৮) ত্বম্, (৯) অসি, (১০) অরম্, (১১) আম্মা,
(১২) ব্রহ্ম । অতঃপর নিয়ে প্রত্যেক মহাবাক্যের অর্থ নির্দিষ্ট হইতেছে ।

(১) প্রজ্ঞান ।—যিনি যাবতীর প্রাণীর আত্মস্বরূপ এবং কর্মজ্ঞির জ্ঞানেজ্ঞির স্বরূপ, যিনি
দর্শন দ্বারা নির্দিষ্ট মহাবাদি তত্ত্বস্বরূপ, যিনি ক্রিয়াপতেঃসমুদ্রব্যোম স্বরূপ, যিনি দেশকাল পাত্র-
ভেদে নানারূপে সর্বত্র বিরাজমান, যিনি নিগুণ ও নির্বিকার, যিনি স্বয়ং উপাত্ত ও উপাসক,
সেই আনন্দময় সৎ স্বরূপ পরমাত্মা বাসুদেবই প্রজ্ঞান । যখন আত্মা নিগুণ শাস্ত আমন্দময়
নিঃসঙ্গরূপে উপনীত হইয়া অবিকৃত সমভাবে অবস্থিত হন, তখনই তাঁহার প্রজ্ঞান অবস্থা হয় ।

(২) আনন্দ ।—যিনি দেশকালভেদে ও কালাপক্ষেদে নিরূপাদিকরূপে, বিশ্ব ব্যাপারে বিন-
শ্রিত রাহোহীন এবং নিরন্তর আনন্দ বিতরণ করিয়া ভগৎকে আনন্দময় করিতেছেন, যাহার
স্বাক্ষর আত্মানন্দের উদ্ভব হইতেছে, সেই পরমাত্মা ব্রহ্মই, আনন্দ । তাঁহারই বাসনার প্রকৃতি ও
স্বকর্মের উদ্ভব হইয়াছে এবং লোক সকলে জীবসত্ত্বাত্মী পুরুষরূপে মিলিত হইয়া সৃষ্টি-স্রোত
নিরূপিত করিতেছে । পুণ্ড্রসংস্কৃত তিরো যেমন গন্ধের আবির্ভাব হয়, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের
স্রুতিতে সেইরূপ এই বিশ্ব আনন্দময় হয় । তিনি সর্বভূতে সমভাবে অরণ করেন ।

প্রতীতি-বিষয়ের কর্ত্তা করিয়া বিচিত্রভাবে দর্শন করেন। অর্থাৎ আত্মা প্রকৃত “সৎ”; কিন্তু অবিদ্যা প্রভাবে তাঁহার উপর বিরুদ্ধ “অসৎ” রূপ বিচিত্র প্রতীতি বিষয়ের (বিচিত্র ক্ষুরণ বিষয়ের) সত্তাবনা করিয়া আশ্চর্য্যরূপে দর্শন করেন। স্থূল কথা, সেই আত্মার স্বরূপ সৎ, অপ্রকাশ, চৈতন্যরূপ, আনন্দঘন, নির্মিকার, নিত্য, প্রকাশমান, ব্রহ্মাভিন্ন, সুখ, অবিভীত হইলেও; অবিদ্যা প্রভাবে তাঁহাকে অসৎ, জড়, দুঃখিত, সবিকার, অনিত্য, অপ্রকাশমান, ব্রহ্মভিন্ন, বন্ধ, সন্ধিতীয় প্রভৃতির তুল্য দর্শন করেন। অতএব দর্শনক্রিয়ার কর্ম্মকৃত আত্মা আশ্চর্য্যবৎ—আশ্চর্য্যের তুল্য।

(৩) ব্রহ্ম।—বাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, সেই অবাচ্চ, অধৈত, অচিন্ত্য, অখণ্ড ব্রহ্মপ্রকাশরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র জগৎ প্রপঞ্চের অন্তরায়রূপে বিরাজমান। যেমন সূর্য্য বহু রত্নের অন্তর প্রদেশে অদৃষ্টভাবে অবস্থিত থাকিয়া হাররূপে প্রথিত করে, যেমন আকাশ সর্ব্বব্যাপী হইয়া নির্ণীতভাবে অবস্থিত করে, পরব্রহ্মও সেইরূপ আশ্রয় অখণ্ড, সর্ব্বত্র অদৃষ্ট অখণ্ড নির্ণীত। তিনি আছেন বলিয়া এই মারামর জগৎ প্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠানিত হয়। তিনি কূটস্থ চৈতন্ত্বরূপ, অজ্ঞতাহেতু তাঁহাতে মারা আরোপিত হয়।

(৪) অহং।—বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মাই অহং। এই সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তকালে কেবল অহং শব্দবাচ্য পরব্রহ্মই বিরাজিত। উপনিষদে ও শ্রীমত্তগবদগীতার অহংশব্দের পরব্রহ্ম প্রতিপাদক বহুতর প্রমাণ আছে। এই ব্রহ্মবাচক অহং ত্রিগুণাত্মক হইয়া সৃজন, পালন ও সংহার করেন। ব্রহ্মাণ্ডের বাবতীয় জীব ও স্থাবর জন্ম পদার্থ সকলই অহং শব্দার্থ ব্রহ্মাত্মক। আত্মাভিমান শূন্য হইলে সকলেই মৃতবৎ জড়রূপে পরিণত হয়; তাহাদের অহং আত্মাভিমান প্রবর্ত্তক। সেই অহংশব্দার্থ পরব্রহ্ম সাক্ষীরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান হইয়া জগৎ প্রপঞ্চকে আত্মাভিমानी করিয়াছেন।

(৫) ব্রহ্ম।—(৩ দেখুন) যেমন বৃক্ষ থাকিতেই বৃক্ষের ছায়া পরিদৃষ্ট হয় সেইরূপ ব্রহ্মের সত্ত্ব জগৎ প্রতীয়মান হইতেছে। সেই ব্রহ্ম পূর্ণ, সর্ব্বাত্ম্যাত্মক দুগুণানি গুণবহিত এবং দেশ-কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। তিনি মোক্ষস্বরূপ এবং হতী ও মশকে সমভাবে অবস্থিত।

(৬) স্মৃতি। অহংশক না বলিলেও কেবল অশ্লিশক দ্বারা অহংশকের বোধ জন্মে। অতএব অশ্লিশক অহংশকের দ্বারা আত্মারই প্রতিপাদক। পরমহংস মহাপুরুষগণ অশ্লিশক দ্বারা আমিই ব্রহ্ম এইরূপ অর্থ হিরীকৃত করেন। ব্রহ্ম চৈতন্ত ও জীব চৈতন্ত অভিন্ন, কেবল মারা দ্বারা বিশুদ্ধ জ্ঞান হইয়া অহংশকবাচ্য ব্রহ্ম চৈতন্তকে মানবেরা জীবচৈতন্ত বলিয়া মনে করে। মারা অপগত হইলে অহংশকবাচ্য জীবচৈতন্ত ও ব্রহ্মচৈতন্ত অভিন্নরূপে প্রতীত হয়। আত্মা এবং প্রকৃতি এতদ্ব্যতির মধ্যে অশ্লিশক আত্মার প্রতিপাদক রূপে অবস্থিত। মীমাংসাদি শাস্ত্রে অশ্লিশক দ্বারা অব্যক্তস্বরূপ পরব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

(৭) তৎ।—তৎপদের অর্থ ব্রহ্ম। স্রষ্টাতে যে সৎস মত্তক, সৎস নেত্র, সৎসপাত ভগবানের উল্লেখ আছে তিনিই তৎ। সেই তৎ পদার্থ মারাকে অধিকার করিয়া, সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তিনি জগতের উপাদান স্বরূপ হইয়া সৃষ্টি করেন, পালন করেন, এবং সংহার করেন। পুরুষোত্তম বিষ্ণু তাঁহারই সত্ত্বগুণাত্মক, লোকাধিপতি ব্রহ্মা তাঁহারই রজোগুণাত্মক এবং কৈলাসাদিগুপ্তি কন্ড তাঁহারই তমোগুণাত্মক, মৎস্ত কুর্মাণি অবতার সূর্য্য তাঁহারই

ঐন্দ্রজালিক প্রদর্শিত ঐন্দ্রজাল সন্দর্শনে অজ্ঞান ব্যক্তিরই সত্য-প্রতীতি হয় ; কিন্তু যে ব্যক্তি জানেন, ইহা বাস্তব নহে—ঐন্দ্রজাল, তাঁহার আশ্চর্য্য বলিয়াই প্রতীতি হয় । অর্থাৎ যে ব্যক্তির ইহা ঐন্দ্রজালিক প্রদর্শিত ঐন্দ্রজাল—বাস্তব নহে, এইরূপ জ্ঞান নাই, সে ব্যক্তি ঐন্দ্রজালিক প্রদর্শিত সমস্ত বস্তুকেই বাস্তব বলিয়া বোধ করে ; কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃত তথ্য জানেন, তিনি দেখেন যে, অহো ! ইহা কি আশ্চর্য্য, যে সম্পূর্ণ মিথ্যা পদার্থ গুলি সত্যবৎ প্রতীত হইতেছে ! জ্ঞানী ব্যক্তিও তরুণ আত্মাকে আশ্চর্য্য রূপেই দেখিয়া থাকেন ।

অংশ । সাধুনিগের পরিজ্ঞাপ চুর্জননিগের দমন এবং ধর্মের সংস্থাপনার্থ তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হন ।

(৮) ত্ম—ত্মপদের অর্থ জীব । তৎশব্দবাচ্য পরমাত্মা কারণোপাধি এবং মায়ার অধীন নহেন । ত্মপদবাচ্য জীব কার্যোপাধি এবং অবিজ্ঞার অধীন হইরাও আত্মা ত্ম অর্থাৎ স্রষ্টাঃ প্রাণি ভোগী জীব বলিয়া পরিচিত হন । ব্রহ্মাণ্ডের জীব ও স্থাবর জগদাত্মক শরীরসমূহে চৈতন্য উপস্থিত হইলে তৎসমস্তের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেহাভিমান হয় এবং তখন তৎসমস্ত জীবরূপে পরিচিত হয় । কিন্তু যেমন এক মুক্তিকা হইতে ষট প্রস্তুত হয় এবং স্রবণ হইতে বহুসংখ্যক জলধার নির্গত হয়, এক চন্দ্রমা হইতে অসংখ্য জ্যোৎস্না নিঃসৃত হয়, সেইরূপ একই অনন্ত পরমাত্মার উপাধিতেই জীবও অনন্তরূপে প্রতীত হন ।

(৯) অসি—অসিগজ দ্বারা জীব ও জীবের অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইরাছে । জীব ও ব্রহ্ম একই বস্তু কেবল উপাধিতেই বিভিন্নরূপে কীর্ণিত হইরা থাকেন । কার্যোপাধি জীব ত্মপদবাচ্য এবং কারণোপাধি চৈতন্য তৎপদবাচ্য । এতদুপাধিধর-বিরহিত অবিজ্ঞার প্রবর্তক ব্রহ্ম অসি পদবাচ্য । উপাধি ধরের নাশ হইলে তাঁহার নাশ হয় না, তিনি স্বপ্রকাশ জগৎ প্রপঞ্চের আধারস্বরূপ এবং সর্বব্যাপী ।

(১০) অয়ম্—যিনি বাক্য মনের অগোচর একমাত্র সংস্করণে আদিকাল হইতে বর্তমান নামরূপ বিরহিত, তুত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকালসম সেই পরম পুরুষই অয়ম্ ।

(১১) আত্মা—সর্বব্যাপি, সর্বগত, অচল, অনন্ত পুরুষ আত্মা এবং এই আত্মা ব্রহ্ম ।

(১২) ব্রহ্ম—(৩ ও ৫ দেখ) (পঞ্চাচার্য্য বিরচিত মহাবাক্য বিবরণ গ্রহ হইতে উদ্ধৃত ।)

মহাবাক্য সযুগ্মে পঞ্চদশীতে এইরূপ লিখিত আছে—যেনেকাং তে শৃণোতীতং জিজ্ঞাসিতং ব্যাকরোতি চ । স্বাধ্বাং বিজানাতি তৎ প্রজ্ঞানমুদীরিতম্ ॥ ১ ॥ চতুর্মুখং ত্রৈলোক্যমুদীরিতম্ । চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাত্মং প্রজ্ঞানং ব্রহ্মস্বয়মি ॥ ২ ॥ পরিপূর্ণং পরামাত্মনি দেহে বিভাবিকারিণি । বুদ্ধেঃ সাক্ষিতর্য্য হি হি ক্রুরমহিমিতীর্ঘ্যতে ॥ ৩ ॥ স্বতঃপূর্ণং পরামাত্ম ব্রহ্মণশ্চেন বর্জিতঃ । অমীতোকপরামর্শস্তেন ব্রহ্ম তব্যাহম্ ॥ ৪ ॥ একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপ-বিবর্জিতম্ । সৃষ্টেঃ পুরাধুন্যন্ত তাদৃকং তদিতীর্ঘ্যতে ॥ ৫ ॥ শ্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্তু স্বপ্নদেহিতম্ । একতাং প্রাক্ষতেহসীতি তদৈক্যমহুত্বমতম্ ॥ ৬ ॥ স্বপ্রকাশানোকস্বর-মিত্যুক্তিতো নতম্ । অহঙ্কারাদিবেদাত্মং প্রত্যগাশ্বেতি নীরতে ॥ ৭ ॥ দৃষ্টমানন্ত সর্বত জগদতদ্বিতীর্ঘ্যতে । ব্রহ্মণশ্চেন তদ্বদ স্বপ্রকাশস্বরূপম্ ॥ পঞ্চদশী—মহাবাক্যবিবেক ।

পূর্বে বলা হইয়াছে, আত্মাকে দর্শনরূপ ক্রিয়াও আশ্চর্য্যতুল্য । কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব ও ব্রহ্মের একত্ব-সিদ্ধি না হয়, ততক্ষণ অবৈত-সিদ্ধি হয় না ; অবিদ্যা বা বৈতরাঙ্গ্য তখনও সম্যক ধ্বংস-দশায় উপনীত হয় না । সুতরাং আত্মদর্শনও আবিদ্যক ও মিথ্যাভূত । আত্মদর্শন নময়ে জ্ঞেয়া ও দৃশ্যে ভেদরূপ বৈতেরনিবৃত্তি হয় না । জ্ঞেয়া ও দৃশ্যের একত্ব-সিদ্ধি হইলেই অবিদ্যা ও অবিদ্যা-বিলসিত সমগ্র বৈতরাঙ্গ্যের ধ্বংস হয় । সুতরাং আত্ম-দর্শন ক্রিয়াও আশ্চর্য্যাবৎ । বাহ্য বাস্তবিক মিথ্যাভূত হইয়াও সত্য বস্তুকে প্রকাশিত করে, বাহ্য আবিদ্যক (অবিদ্যা-বিলসিত) হইয়াও, অবিদ্যাকে নাশ করে এবং বাহ্য সূক্ষ্মোপসূক্ষ্ম ন্যায়ে * অবিদ্যার বধ সাধন করিয়া স্বয়ংও নাশ প্রাপ্ত হয়, সেই আত্ম-দর্শন অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ।

আত্ম-দর্শন ক্রিয়ার কর্তা বা আত্ম-দর্শকও (যিনি এই আত্মাকে দর্শন করেন তিনিও) আশ্চর্য্যাবৎ । কারণ যেহেতু কোন মদিরামদাক্ষ ব্যক্তি অক্লান্ত বা পরক্লান্ত কোনরূপ কর্মই উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহার পরিহিত বসন স্থলিত হইলেও তাহার সংজ্ঞা থাকে না, কেহ তাহাকে বহু-

* হিরণ্যাক নামক দৈত্যরাজের ঔরসে সূক্ষ্ম ও উপসূক্ষ্ম নামে অতি দুর্দান্ত দুই অস্ত্রের জন্ম-
লাভ হয় । এই দুই ভ্রাতা পরস্পর অতিশয় সখ্যমুখে আবদ্ধ ছিল এবং তাহাদের ব্যবহার
নিবর্তনশয় শৌভ্রাতৃের পরিচায়ক ছিল । সূক্ষ্ম ও উপসূক্ষ্ম ব্রহ্মার নিকট হইতে অমর বর লাভ
করিবার জন্য হিমালয় পর্ব্বতে কঠোর তপস্যার প্রবৃত্ত হইলে, ব্রহ্মা তাহাদিগকে এত বর দিয়া-
ছিলেন যে, যতদিন ভোমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববিরোধ উপস্থিত না হইবে, ততদিন ভোমরা অমর
থাকিবে । ভ্রাতৃত্ববিরোধের কখনই কোন সম্ভাবনা নাহি জানিয়া, তাহারা সন্তুষ্টমনে গৃহাগত হইল
এবং বিবিধ অত্যাচারে দেব ও মানব-কুলকে প্রলীড়িত করিতে আরম্ভ করিল । তাহাদের
দোষাত্মক দেবগণ অস্থিরপ্রায় হইয়া ব্রহ্মার নিকট তাহাদের উচ্ছেদ সাধনার্থ আবেদন করিলেন ।
ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মারদ্বারা তিলোত্তমা নামী এক অসদৃশী রূপবতী যুবতীর সৃষ্টি করিলেন । সেই
সুন্দরীশিরোমণিরূপা কামিনী সূক্ষ্ম ও উপসূক্ষ্মের নেত্রগোচর হইবা মাত্র, সৌন্দর্য্যসন্তো-
গ-লোলুপ সূক্ষ্ম আদিরা সুন্দরীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল এবং উপসূক্ষ্ম বাম হস্ত ধারণ করিল ।
অত্যন্ত ভ্রাতা অপরকে সুন্দরীর হস্ত ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিল এবং পরস্পর পরস্পরের
ব্যবহারের অবৈধতা প্রতিপাদন করিল । অবশেষে তাহাদের বিরোধ উপস্থিত হইল এবং
সুন্দরীর হস্ত ত্যাগ করিয়া উভয়ে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । উভয়েই পরস্পরের গদাঘাতে গোণ-
শূল হইয়া ধরাশায়ী হইল । সূক্ষ্ম ও উপসূক্ষ্মের এই পরিণাম ন্যায়শাস্ত্রে অপরের নাশ সহিত
নিজনাশ বিষয়ক দৃষ্টান্ত স্বরূপে উল্লিখিত হয় । এইরূপে আত্মদর্শন দ্বারা ক্রমশঃ অবিদ্যার নাশ
হয় এবং অবিদ্যার নাশ হইলে, ক্রমশঃ বৈতদর্শনের অভাবহেতু আত্মদর্শনও তিস্তোহিত হয় ।

মূল্য ভূষণে ভূষিত করিলেও তাহার সংজ্ঞা হয় না, সে নিজে কি করে, কাহাকে কি বলে, তাহাকেই বা কে কি বলে, এ সমস্ত বিষয়েও তাহার আদৌ সংজ্ঞা থাকে না ; জীবমুক্ত পুরুষ বা আত্ম-দর্শকেরও দশা এইরূপ ।

আত্ম বস্তুর জন্ম নাই, সেই জন্ম যে ব্যক্তি আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না ; তাঁহার শুভাশুভ সমস্ত কর্মই আত্ম-জ্ঞান-গিতে ভস্মীভূত হয় ; কিন্তু তাঁহাকে পূর্বজন্মানুষ্ঠিত কর্মের ফল ভোগ করিতে হয় । জীবমুক্ত পুরুষের অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্যভূত সমগ্র ঐশ্বর্যপ্রপঞ্চ নিরূপ্ত হইলেও, অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মস্বরূপ সম্প্রাপ্ত হইলেও কেবল-মাত্র প্রারম্ভ কর্মপ্রাবল্যে বা পূর্বজন্মানুষ্ঠিত কর্মফল প্রাবল্যে অবিদ্যাদিকৃত পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করেন । তিনি সর্দদা সমাধিনিষ্ঠ (৪৪-পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) হইলেও (তাঁহার চিত্ত সতত অবিচ্ছিন্ন ভাবে ব্রহ্মে সংলগ্ন থাকিলেও) তাহা হইতে ব্যাখ্যিত হন, আবার ব্যাখ্যিত (সমাধিভঙ্গ) হইলেও পুনর্জন্ম সমাহিত হন । অর্থাৎ স্বরূপ মদিরামত পুরুষের দশা লোকে দেখে, সে নিজে কিছু জানিতে পারে না ; সেইরূপ জীবমুক্ত পুরুষ নিজে নিজের ভাব কিছুই জানিতে না পারিলেও, লোকে তাঁহার সমাধি, সমাধি হইতে উত্থান, পুনঃ সমাধি, ইত্যাদি বহুবিধ শারীরিক চেষ্টা অবলোকন করে । অতএব প্রারম্ভ কর্মের বিচিত্রতা নিবন্ধন বিচিত্র চরিত্র এবং অতি দুশ্চ্যাপ্য আত্ম-জ্ঞান-লাভবান্ ও তন্নিবন্ধন সর্ব লোকের স্পৃহনীয় সেই আত্ম-সাক্ষাৎকার কর্তা আশ্চর্য্যবৎ । বাঁহার চরিত্র বিচিত্র—সাধারণ জন-গম্য নহে, তিনিও আশ্চর্য্যতুল্য ।

শ্রবণ ক্রিয়ার কর্মভূত আত্মাও পূর্ববৎ আশ্চর্য্যের তুল্য এবং শ্রবণ ক্রিয়াও পূর্ববৎ আশ্চর্য্যের তুল্য । অবশ্য তোমার মনে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, “যিনি শ্রবণ মননাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনিই আত্মাকে জানিতে পারেন, এরূপ স্থলে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?” সখে ! তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । আর শাস্ত্রে কথিত আছে, “ঐহিক বস্তুর কোনরূপ প্রতিবন্ধ উপস্থিত নাই বলিয়া তাহা দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু পারলৌকিক বস্তুর প্রতিবন্ধ আছে বলিয়া তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না ।” অর্থাৎ প্রতিবন্ধের পরিষ্কার হইলেই জ্ঞান হয় বা পারলৌকিক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় । এই নিমিত্ত বাঁহার শ্রবণাদির সাধন করিয়া থাকেন,

তঁাহারা সেই আত্মবস্তুকে জানিতে পারেন না; বাঁহারা শ্রবণাদির অনুষ্ঠান করেন না, তঁাহারাও যে জানিতে পারেন না ইহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু প্রতিবন্ধ ক্ষয় হইলেই সেই আত্মবস্তুকে জানিতে পারা যায়। প্রতিবন্ধ পরিস্কয় কাহারও হইয়া গিয়াছে, কাহারও হইবে, এবং কাহারও হইতেছে। অর্থাৎ শ্রবণাদি অনুষ্ঠানকারীরও প্রতিবন্ধ পরিস্কয়েই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, অন্যথা হয় না। সেই প্রতিবন্ধ পরিস্কয় কাহারও হইয়াছে অর্থাৎ যেরূপ হিরণ্যগর্ভের প্রতিবন্ধ পরিস্কয় হইয়াছে, কাহারও হইবে অর্থাৎ যেরূপ বামদেবের, কাহারও হইতেছে অর্থাৎ যেরূপ খেত-কেতুর *। আরও দেখ প্রতিবন্ধ পরিস্কয়ও অতি দুর্লভ। পাপকর্মই প্রতিবন্ধ, সেই পাপ কর্মের ক্ষয় না হইলে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না; অতএর এই আত্মা অতি দুর্কিঞ্জেয়। তুমি সেই অতি দুর্কিঞ্জেয় আত্মাকে কিরূপে অনায়াসে জানিবে?

(পূজ্যপাদ চীকাকার সরস্বতী মহোদয় এই শ্লোকের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের এইরূপ ছেদ করিয়া লইয়াছেন। “আশ্চর্য্যবচেনমন্যঃ শৃণোতি, ক্ষত্বাপ্যেনং বেদ” ইহার অর্থ উপরে বলা হইয়াছে। আর একটি ছেদ করিয়াছেন “ন চৈব কশ্চিৎ” ইতি, চকারঃ ক্রিয়াকর্মপদয়োঃ সম্বন্ধার্থঃ। তঁাহার এরূপ ছেদ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, যদি তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের ব্যাখ্যা একত্র করা হয়, অর্থাৎ অন্ত কোন ভাগ্যবান এই আত্মাকে আশ্চর্য্য-তুল্য শ্রবণ করেন এবং শ্রবণ করিয়াও ইহাকে কেহই জানিতে পারেন না,” এরূপ অর্থ করিলে “আশ্চর্য্যো জাতা কুণ্ঠানুশিষ্টঃ” এই শ্রুতি বাক্যের সহিত একবাক্যতা হয়না, এবং “যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ” এই বক্ষ্যমাণ ভগবদ্বাক্যের বিরোধ সমুপস্থিত হয়।)

এখন দেখ স্বয়ং আত্মা, আত্ম-বিষয়ক জ্ঞান, বা আত্ম-দর্শন, এবং আত্ম-জ্ঞাতা বা আত্মদর্শনকর্তা এতৎ ত্রিতয়ই আশ্চর্য্য। তুমি গেই পরমদুর্কিঞ্জেয় আত্মাকে অনায়াসে কিরূপে জানিবে?

দ্বিতীয়তঃ সচুপদেষ্টার অভাবেও আত্মা নিতান্ত দুর্কিঞ্জেয়। যিনি আত্মার স্বরূপ নিশ্চয় রূপে অবগত হইয়াছেন তিনিই অশ্বকে নিশ্চয়রূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন। যিনি জানেন না তিনি যে অশ্বকে উপদেশ

* ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ লিখিত আছে।

দিবেন, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব । আবার যিনি জানিয়াছেন, তিনি প্রায় চিন্তনসমাহিত করিয়াই আছেন, সুতরাং তিনি বা কিরূপে উপদেশ প্রদান করিবেন ? উপদেশ প্রদান করা প্রায় তাঁহার ঘটিয়াই উঠে না । সমাদি হইতে ব্যুৎপত্তি হইলেও, তিনি যে তৎকালে সমাদিশ্রুত নহেন, ইহাও সকল লোকে জানিতে পারে না ; যদি কেহ কোনরূপে জানিতে পারেন, তাহা হইলেও তাঁহার উপদেশ লাভের আশা অতি অল্প ; কারণ আত্মতত্ত্বজ্ঞানী কাহারও নিকট হইতে কোনও রূপ লাভ, পূজা বা খ্যাতি প্রভৃতি প্রাপ্তির আশা রাখেন না—তাঁহার কোনও রূপ প্রয়োজন নাই, অতএব নিরপেক্ষ, সুতরাং কাহাকে কিছু বলিবারও তাঁহার প্রয়োজন হয় না ও বলেন না । আর যদি কোন ভাগ্যবানের প্রতি রূপা করিয়া কিছু বলেন (উপদেশ প্রদান করেন) তাহাও অত্যন্ত দুর্লভ । দেখুন যেরূপ দুর্লভ, মহাত্মা ও মহাত্মগণের নিরপেক্ষ কারুণ্যোক্তিও সেইরূপই দুর্লভ । যিনি আত্মাকে বলেন অর্থাৎ আত্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন, সেই আত্মোপদেশকর্তা আশ্চর্য্যবৎ ; কখনক্রিয়ার কর্মভূত আত্মা আশ্চর্য্যবৎ ; এবং আত্মার কখনরূপ ক্রিয়াও আশ্চর্য্যবৎ ।

কখন ক্রিয়ার কর্মভূত আত্মবস্তা এবং কর্মভূত আত্মা, দর্শনক্রিয়ার কর্মভূত আত্মদ্রষ্টা এবং কর্মভূত আত্মার তুল্য আশ্চর্য্যবৎ । অতএব তাঁহার পুনরুল্লেখ নিশ্চয়োজন । কখন ক্রিয়া (আত্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করা) কি জন্য আশ্চর্য্যবৎ হইল তাহা বলিতেছি । প্রাতি বলেন, “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,” অর্থাৎ বাক্য মনের সহিত যে স্থান হইতে (যে আত্মবস্তা হইতে) প্রতিনিবৃত্ত হয় ।” আত্মবস্তুর স্বরূপ বাক্যে বলা যায় না, তাহার ভাষা নাই এবং মনেও তাঁহার স্বরূপ ধারণা করা যায় না । আত্মা বাক্য ও মনের অগোচর । এই ক্ষতির আদেশ জানিতে হইলে দেখা যায় যে, সেই শুদ্ধ আত্মা সর্ব্বশব্দাবাচ্য অর্থাৎ এরূপ কোন শব্দ নাই বাহা দ্বারা তাঁহার স্বরূপ বলিতে পারা যায়, সুতরাং সেই সর্ব্বশব্দাবাচ্য আত্মার যে বচন তাহা আশ্চর্য্যবৎ হইবে তাৎপর্য্যে আর সন্দেহ কি ?

আরও দেখ, সেই সর্ব্বশব্দাবাচ্য শুদ্ধ আত্মার অহদজহংস্বার্থ * লক্ষণা-

* বাক্য বা শব্দ।—“বাক্যং স্যাৎযোগ্যতাকাজ্জাদাত্বকৃৎপদোচ্চয়ঃ ॥” ইতি । অর্থাৎ

দ্বারা কল্পিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট শব্দপদ দ্বারা লক্ষ্যতাবিচ্ছেদক ব্যক্তিরেকেই যে প্রতিপাদন তাহাও আবার নির্বিকল্পসাক্ষাৎকাররূপ ৯ অতএব অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় । অথবা শক্তিব্যক্তিরেকে, লক্ষণা ব্যক্তিরেকে, কিংবা সৃষ্টান্তর ব্যক্তিরেকে, হুঁশুপ্রোথাপকবাক্যবৎ তত্ত্বমস্তাদি মহাবাক্য দ্বারা যে আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন তাহা আশ্চর্য্যবৎ ; কারণ আত্মতত্ত্ব শব্দশক্তির অবিসম । হে অভিন্নহৃদয় বাক্তব ! এই বিষয়গুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে বিচার করিয়া দেখ । মনে কর এক ব্যক্তি গাড়ি নিজায় অভিভূত (সুযুগ), এমনত সময়ে এক ব্যক্তি তাহাকে আসিয়া বলিল, “ওহে!

একত্রিত পদ সমূহই “বাক্য” । যদিও পদ সমূহই বাক্য, তথাপি একত্রিত পদ সমূহের মধ্যে এরূপ পদের সমাবেশ চাই যে, পদের পরস্পর যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি (নৈকট্য) থাকে । কেহ যদি বলে “অন্য দ্বারা জান করা হইতেছে” । এরূপস্থলে পদের পরস্পর যোগ্যতা নাই, কারণ অগ্নির দ্বারা কখনও জান করা হইতে পারে যায় না, অতএব এরূপ পদসমূহের বাক্য নহে । যোগ্যতা শব্দের স্থল অর্থ “পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে বাধার অভাব” । নিরাকাজ্ঞক পদসমূহেরও বাক্য নহে যেহেতু কেহ যদি বলে “গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী” । এরূপস্থলে পদের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা নাই । কারণ গোপদ উচ্চারণ করিলেই, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই স্বতঃ এইরূপ প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয় যে—“গো কি বা কোথায়, বা কিরূপ ?” ইত্যাদি । যে পদটা গোপদের সহিত না থাকিলে তাহার অর্থবোধের অবসান হয় না, তাহাই গো-পদের আকাঙ্ক্ষা । “গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী” ইত্যাদি স্থলে কোন পদ দ্বারাই কোন পদেরই অর্থবোধের অবসান হয় না, সকলেই এস্থলে অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট সুতরাং বাক্য নহে । অতএব পদসমূহের আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট হইলেই বাক্য নহে নহে । আসক্তিশূন্য পদসমূহেরও বাক্য নহে, কারণ এরূপ স্থলে পদের পরস্পর নৈকট্য সম্বন্ধ বা আসক্তি নাই । আসক্তিশব্দের অর্থ বুদ্ধির অবিচ্ছেদ । আত্ম একত্বা বাণীয়া ছয় মাস পরে তাহার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে হইলে বুদ্ধিবীর নিচ্ছেদ ঘটিয়া যায় । স্থল কথা—যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিশূন্য পদসমূহই “বাক্য” ।

• শব্দশক্তি—শব্দের অর্থ তিন প্রকার । বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য । তন্মধ্যে “বাচ্যোহর্থোভিধায়ী গোষ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ । ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্ত্যঃ তত্ৰঃ শব্দস্ত শক্তয়ঃ ॥ আভিধানশক্তি দ্বারা বোধ্য অর্থ বাচ্য, লক্ষণাশক্তির দ্বারা বোধ্য অর্থ লক্ষ্য এবং ব্যঞ্জনশক্তির দ্বারা বোধ্য অর্থ ব্যঙ্গ্য । “তত্ত্ব সঙ্কেতিতার্থস্ত বোধনাদাশ্রয়ানাভিধা ॥” “সঙ্কেতিতং অর্থং বোধয়ন্তী শব্দস্ত শব্দ্যন্তরানন্তরিতা শাক্তরাভিধা নাম ।” একটি বাক্য উচ্চারণ করিলেই যে শক্তি প্রভাবে তাহাতে সঙ্কেতিত অর্থের (মুখ্য অর্থের) বোধ হয় তাহার নাম আভিধানশক্তি । অর্থাৎ একটি বাক্য উচ্চারণ করিলেই লক্ষণাশক্তি বা ব্যঞ্জনশক্তির অপেক্ষা না করিয়াই যে শক্তি মুখ্য অর্থকে প্রথমে উপস্থাপিত করিয়া দেয় সেই শক্তিরই নাম আভিধানশক্তি । সঙ্কেতিত অর্থের বোধ পরস্পর ক্রমে সম্ভব হয় । যেহেতু একজন প্রবীণ এক নবীনকে বলিলেন “ওহে, একটি গাভী লইয়া আইস” তখন নবীন একটি সামান্যনিশিষ্ট চতুপদ পশুকে লইয়া আসিল, ইহা একজন বলক দেখিতে পাইল । দেখিয়া বলক “ওহে একটি গাভী লইয়া আইস” এই বাক্যের অর্থ

নিদ্রা পরিত্যাগ কর, জাগরিত হও ।” উক্ত নিদ্রোৎথাপকের বাক্যে ‘সুশুপ্ত’ ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সে জাগরিত হইল । নিদ্রাকালে (সুশুপ্তি অবস্থায়) মনুষ্যের জাগ্রৎ অবস্থার আয় শব্দ বোধ থাকে না, অতএব সুশুপ্তোৎথাপক কর্তৃক উচ্চারিত নিদ্রাভঙ্গ কারক বাক্যের অর্থবোধ করিতে পারে না । এ স্থলে কোন্ শব্দে কোন্ শক্তি নিহিত আছে, অর্থাৎ তাহার শক্তার্থ কি, তাহার লক্ষ্যার্থই বা কি, এবং শব্দের পরস্পর (অভিধান ও অভিধেয়ের) সম্বন্ধই বা কি সুশুপ্ত ব্যক্তি এই সকল বিচার করিতে পারে না ; কিন্তু সুশুপ্ত ব্যক্তি শব্দ বোধ না করিয়াই সুশুপ্তোৎথাপক ব্যক্তির বাক্যে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জাগরিত হয় । সুশুপ্ত ব্যক্তি জাগ্রৎ রাজ্যের কোনও সংবাদ

বুঝিল যে, একটি সাম্রাদিবিশিষ্ট চতুস্পদের আনয়ন । বিস্তৃত কোন্ পদের কোন্ অর্থ তাহা তখন বুঝিতে পারিল না । পরে যখন প্রবীণ নবীনকে বলিলেন যে, “ওহে গাভীটিকে লইয়া যাও, একটি অশ্ব লইয়া আইস” । তখন নবীন গাভীটিকে রাখিয়া আসিয়া একটি অশ্ব লইয়া আসিল । বালক ইহা দেখিল । তখন বালক বুঝিল যে, গাভীপদের অর্থই সাম্রাদিবিশিষ্ট চতুস্পদ পশুবিশেষ এবং আনয়ন পদের অর্থ আহরণ করা । এইরূপে বালক বয়সের আধিক্যের সহিত অর্থবোধ লাভ করে । বিচার কারণে দেখা যে নৈয়ামিকগণ এই অভিধাশক্তিকেই “শক্তি” বলিয়া থাকেন । যথা—ঈশ্বরসঙ্কেতঃ শক্তিঃ, তত্রাপি নবনৈয়ামিকানাং মতে সঙ্কেতমাত্রং শক্তিঃ ।

লক্ষণা—মুখ্যার্থবাধে তদ্ব্যক্তো যদ্ব্যঞ্জোহর্থঃ প্রত্যয়তে । কৃঢ়েঃ প্রয়োজনান্বাসৌ লক্ষণা শক্তিরপিতা ॥ যেস্থলে মুখ্যার্থ বা অভিধেয়ার্থ দ্বারা শব্দসমূহের পরস্পর অর্থবোধ না হইবে সেস্থলে যে শক্তি মুখ্যার্থবৃত্ত অত্র অর্থ সমুদ্ভাসিত করিয়া অর্থবোধ করিয়া দেয় উক্ত শক্তির নাম লক্ষণা, কেহ কেহ সামান্য শব্দের বিশেষ জ্ঞানকে, কেহ বা প্রয়োজনের বিশেষ জ্ঞানকেই লক্ষণা বলিয়া থাকেন । আগঙ্কারিকোক্ত লক্ষণার বহুবিধ ভেদ থাকিলেও এস্থলে তাহার উল্লেখ নিম্নয়োজন । এস্থলে কেবলমাত্র “জহৎস্বার্থ, অজহৎস্বার্থ ও জহদজহৎস্বার্থ” এই ত্রিবিধ লক্ষণার বিচার করা যাইতেছে । জহৎস্বার্থ লক্ষণা—যে রূপ “গঙ্গায়ান্বাঘোষঃ” অর্থাৎ “গঙ্গায় ঘোষপল্লী” । এরূপ স্থলে গঙ্গাপদের শক্তি বা সঙ্কেত (মুখ্যার্থ) জলপ্রবাহে, এবং ঘোষপদের শক্তি বা সঙ্কেত ঘোষ পল্লীতে, অথচ জলপ্রবাহ মধ্যে কখনও ঘোষপল্লী সংস্থিত হইতে পারে না, সুতরাং মুখ্যার্থের বাধা হইল । এরূপ স্থলে গঙ্গায় ঘোষপল্লী বলিতে গঙ্গাতীরে ঘোষপল্লী এইরূপ অত্র অর্থ যে শক্তিপ্রভাবে সমুদ্ভাসিত হয় সেই শক্তির নাম লক্ষণা ; পরন্তু এস্থলে গঙ্গাপদ নিজ জলপ্রবাহরূপ অর্থ ত্যাগ করিয়া তীররূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছে, অতএব “জহৎস্বার্থ” । অজহৎস্বার্থ লক্ষণা ।—যে রূপ কেহ বলিল, “ওহে ! ওখানে ভারি লাঠি চলছে ।” এরূপ স্থলে দেখা যাইতেছে যে লাঠি জড় পদার্থ, তাহার চলন অসম্ভব, কিন্তু সেই ঈশ্বরনিহিতা লক্ষণাশক্তি বলিয়া দিতেছে যে, এখানে লাঠির অর্থ বস্তুধারী পুরুষ । এস্থলে “লাঠি” নিজের অর্থ ত্যাগ না করিয়া একজন পুরুষকে আনিয়া উপস্থিত করিল বলিয়া “অজহৎস্বার্থ” । জহদজহৎস্বার্থ লক্ষণা বা ভাগলক্ষণা ।—যে রূপ কেহ বলিল, “কাকভো দধি রক্ষতাং” অর্থাৎ “কাকসকল হইতে দধি রক্ষা কর ।” এরূপ স্থলে এরূপ অর্থ বুঝাইতেছে যে কেবল কাক নহে মার্কজারাদি হইতেও দধি রক্ষা কর । এখানে কাকংশের ত্যাগ ও মার্কজারাদির গ্রহণ হইতেছে ।

প্রদান করিতে পারে না ; কিন্তু অযুগোপিত ব্যক্তি জাগ্রৎ রাজ্যের সমাচার তো সমবগত হয়ই, অধিকন্তু অযুগি-রাজ্যেরও সমাচার প্রদান করিতে সক্ষম হয়। অযুগোপিত পুরুষ বলে, “আহা আমি এতক্ষণ স্নেহে নিদ্রা যাইতে-ছিলাম; কিছুই জানিতে পারি নাই।” তবে এখন দেখ, যেদ্রুপ অযুগ ব্যক্তি অযুগোপাপক ব্যক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত বাক্যের অর্থ অবগত না হইয়াই জাগ-রিত হয় এবং জাগরিত হইবার অনন্তর সমস্ত জানিতে পারে, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় ; অর্থাৎ “সেহেতু দেখা যাইতেছে, না জাগিলে জানা যায় না এবং না জানিলে জাগা হয় না, অথচ অযুগোপাপকের বাক্যের

সুতরাং একাধারে ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ই হইতেছে বলিয়া “জহন্নজহৎস্বার্থ”। অথবা যেদ্রুপ “সোহয়ং দেবদত্তঃ”। এরূপ স্থলে “সেই” অর্থাৎ পূর্বদৃষ্ট, এবং “এই” অর্থাৎ এতৎকালে বর্ত-মান এই দুই অংশের ত্যাগ হইয়া একমাত্র দেবদত্তেই পর্যাবসিত হইতেছে ; সুতরাং “সেই এই” ভাগের ত্যাগ ও দেবদত্ত ভাগের গ্রহণ হইতেছে বলিয়া ইহা “জহন্নজহৎস্বার্থ”। এক ভাগ ত্যাগ ও অপর ভাগ গ্রহণ করা হয় বলিয়াই ইহার নামান্তর “ভাগলক্ষণা”।

নৈসর্গিকগণের মতে শক্য সম্বন্ধই লক্ষণা। গঙ্গাশব্দের শক্তি জলপ্রবাহে ; এবং শক্য অর্থ জলপ্রবাহ। শক্তি প্রতিপাত্ত শক্য। সেই শব্দের যে সম্বন্ধ তাহার নাম শক্য সম্বন্ধ। যেদ্রুপ “গঙ্গায় ঘোষ” এরূপ স্থলে গঙ্গাশব্দের শক্য অর্থ হইল তগীরথখাতাবচ্ছিন্ন জলপ্রবাহ, তাহার যে সম্বন্ধ অর্থাৎ তীরের সহিত নৈকট্যাধিকার যে সম্বন্ধ তাহাই লক্ষণা। লক্ষণা আবার কোন লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য করিয়াই সম্প্রসৃত হয়। গঙ্গাপদের লক্ষ্য তীর। সকল পদার্থেরই এক একটি অসাধারণ (যাহা অল্প কিছুতে নাই এইরূপ) ধর্ম আছে। অসাধারণ ধর্মেরই নামান্তর অব-চ্ছেদক বা ইতর ব্যবর্তক। গঙ্গাশব্দের যে লক্ষ্যার্থ তীর তাহাতে তীরত্ব রূপ একটি অসাধারণ ধর্ম আছে লক্ষ্যার্থবৃত্তি, এইরূপ অসাধারণ ধর্মেরই নামান্তর লক্ষ্যতাবচ্ছেদক। গঙ্গাশব্দের লক্ষ্যতাবচ্ছেদক তীরত্ব ধর্ম এবং লক্ষ্যতাবচ্ছিন্ন হইল তীর। অর্থাৎ তীরে যে একটি অসাধারণ ধর্ম থাকিয়া অন্য পদার্থ হইতে তাহার (তীরত্ব) বিশিষ্টত্ব সম্পাদন করিতেছে সেই ধর্ম হইল তীরত্ব। তীরত্ব তীরেই আছে, ঘটে বা পটে অন্য কিছুতেই নাই। তার সেই তীরত্বধর্মাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ তীরই সেই তীরত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম বিশিষ্ট। লক্ষ্যত্ব তীরের সেই তীরত্বরূপ অসা-ধারণ ধর্ম আছে বলিয়াই তাহার সহিত গঙ্গাপদের সম্বন্ধ বা লক্ষণা হইয়াছে। “সোহয়ং দেব-দত্তঃ” ইত্যাদি স্থলেও লক্ষ্যত্ব দেবদত্তগণের একটি অসাধারণ ধর্ম আছে বলিয়াই “সোহয়ং” পদের সম্বন্ধ তাহার সহিতই হইল। দেবদত্তের অসাধারণ ধর্ম দেবদত্তত্ব। কিন্তু সেই দেব-দত্তত্ব ধর্ম দেবদত্ত ব্যতীত অন্য জনে নাই ; রামেও নাই আর শ্রামেও নাই বা অন্য কোন জনেও নাই। “তত্ত্বমসি” “সেই তুমি হইতেছ” এই মহাবাক্য যদিও “সোহয়ং দেবদত্তঃ” এই বাক্যের ন্যায় জহন্নজহৎস্বার্থ লক্ষণা দ্বারা অর্থ নিম্পত্তি হইতেছে, তথাপি এখানে “সোহয়ং দেব-দত্তঃ” এই বাক্যের লক্ষ্য দেবদত্তগণের লক্ষ্যতাবচ্ছেদক দেবদত্তত্বরূপ অসাধারণ ধর্মের ন্যায় “তত্ত্বমসি” বাক্যের লক্ষ্য ত্রক্কে লক্ষ্যতাবচ্ছেদক কোন অসাধারণ ধর্ম নাই। কারণ ত্রক্কবস্ত তত্ব, তাহাতে কোনও রূপ অসাধারণ ধর্ম নাই। ত্রক্কবস্ততে কোন রূপ ধর্ম থাকিলে ত্রক্কবস্তকে ধর্মী হইতে হয়। সেই নিরঞ্জন বস্তকে ধর্মী বলিলে বহুবিধ নষ্টরত্নাদি দোষ আদিরা আক্রমণ

অর্থাৎ বোধ না হইয়াই সুষুপ্ত ব্যক্তি প্রতিবোধিত হয়, অতএব ইহা
যে রূপ অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়, সেইরূপ তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা
আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদনও আশ্চর্য্যাবৎ । এ স্থলে মনে কর আবিদ্যক অবস্থাই
সুষুপ্তি ; মহাবাক্য স্বরূপ সুষুপ্তোখাপক বাক্যে ঐ সুষুপ্তির নাশ করিয়া
মনুষ্যকে জাগরিত করে, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ সম্প্রাপ্ত করে, অর্থাৎ ব্রহ্মবস্ত্ত
শব্দশক্তির অবিষয় বলিয়া অজ্ঞান বা মোহ নাশ হইলেই তাঁহাকে জ্ঞান
যায় । অথচ মহাবাক্য বিচারজনিত জ্ঞান দ্বারাই মোহনিব্ধার অবসান
হইয়া থাকে, অতএব পূর্বাপর পর্যালোচনা করিয়া দেখ মহাবাক্য দ্বারা
আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন আশ্চর্য্যাবৎ "কি না ? এই নিমিত্তই (অস্ত্র) সর্বজ্ঞ
কোন কোন সাধারণ-জন-বিলক্ষণ ব্যক্তি আত্মার স্বরূপ কখনকে (আত্ম-
স্বরূপ ক্রিয়াকে) আশ্চর্য্যের তুল্য বলেন । (মূলে "আশ্চর্য্যবদ্বদন্তি
তথৈবচানাঃ" ইহার মধ্যে যে অস্ত্র শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে কেহ
যেন আত্মদ্রষ্টা হইতে বিলক্ষণ বলিয়া বিবেচনা না করেন । অন্য অর্থাৎ
সাধারণজন-বিলক্ষণ কোন সর্বজ্ঞ ব্যক্তি । এবং "চ" কারের অর্থ তিনি
যে রূপ জানেন সেইরূপই বলেন ।)

তাহা হইলে এখন দেখ যে, অয়ং আত্মা, আত্মবিষয়ক উপদেশ এবং
আত্মোপদেশকর্ত্তা এতৎ দ্বিতীয়ই আশ্চর্য্যাবৎ । অতএব তুমি সেই পরম
দুর্কির্জ্জের আত্মাকে অনায়াসে কিরূপে জানিবে ? তৃতীয়তঃ আত্মার

করে । হুগ কথা ব্রহ্মবস্ত্ত সর্বশব্দাবাচ্য কারণ তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ তাঁহাকে কোনও রূপ বিকার বা
বিকল্প বা ধর্ম বা পরিচ্ছদের আরোপ হইতে পারে না । অথচ যে রূপ "সোহং দেবদত্তঃ"
ইত্যাদি স্থলে অহংকহংস্বার্থ লক্ষণা দ্বারা তৎকালবিশিষ্ট ও এতৎকালবিশিষ্ট দেবদত্তের অর্থ
একমাত্র দেবদত্তবিশিষ্টই পর্য্যবসিত হয়, এইরূপ "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যেও "তৎস্বং" এর
(পরোক্ষ অপরোক্ষবাদি বিশিষ্টরূপ) অর্থ একমাত্র সংস্বরূপ ব্রহ্মই পর্য্যবসিত হয় । যে রূপ
"সোহং দেবদত্তঃ" এস্থলে "সেই এই" পদের শব্দ অর্থের সন্ধে দেবদত্তে, অথবা যে রূপ গজা-
পদের ভগীরথখাতাবচ্ছিন্ন জলপ্রবাহরূপ শব্দ অর্থের সন্ধে তীরে, এইরূপ "তৎস্বং" পদের শব্দ
অর্থের সন্ধে ব্রহ্মে । পরন্তু ব্রহ্ম সর্বশব্দাবাচ্য, অতএব তাঁহার সহিত প্রকৃত পদ সন্ধে হইতে
পারে না বলিয়া সন্ধাদি সমস্তই তাঁহাতে কল্পিত বলিতে হয় ।" আরও এক কথা ব্রহ্মবস্ত্ত সর্ব-
ধর্মশূন্য, অতএব শুদ্ধ ও নির্বিকল্প, সুতরাং বাহ্য লক্ষ্যতাবচ্ছেদক ব্রহ্মবাদিরূপ অসাধারণ ধর্ম
পরিহীন ও নির্বিকল্প তাঁহার (সেই শুদ্ধ আত্মা বা ব্রহ্মবস্ত্তর) বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট পদ দ্বারা প্রতি-
পাদন ও সাক্ষাৎকার তাহা অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ।—অ. কৃ. গো ।

(আজ্ঞেপাদেশের) শ্রোতাও অত্যন্ত দুর্জ'ভ । আজ্ঞদ্রষ্টা, আজ্ঞবক্তা এবং মুক্ত এই ত্রিবিধ পুরুষ হইতে অস্ত কোন মুমুক্শু ব্যক্তি কোন ব্রহ্মবিৎ বক্তার নিকট যথাবিধি গমন করেন ও এই আজ্ঞাকে শ্রবণ করেন, অর্থাৎ শ্রবণাখ্য বিচারের বিষয়ীভূত করেন—বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য নিশ্চয়রূপে অবধারিত করেন । শ্রবণের অনন্তর মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে করিতে তাহার পরিপাক অবস্থায়, আজ্ঞাকে জানিতে পারেন, অর্থাৎ আজ্ঞ-সাক্ষাৎকার লাভও করিয়া থাকেন । কিন্তু সাক্ষাৎকার লাভ যে আশ্চর্য্যবৎ তাহা পূর্বেই বলিয়াছি । এক্ষণে দেখ আজ্ঞ-শ্রবণ কর্ত্তাও আশ্চর্য্যবৎ ; কারণ তিনি অনেক জ্ঞানানুষ্ঠিত স্মৃতিবাহিনীদ্বারা নিজের মনোমালিন্য প্রক্ষালিত করিয়াছেন এবং এই নিমিত্তই তিনি অতিশয় দুর্জ'ভ, অতএব আশ্চর্য্যবৎ । (এ বিষয় অগ্রে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে) সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কোন ভাগ্যবান্ সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত যত্ন করেন, এবং যত্নবান্ সিদ্ধগণের মধ্যেও দৈবাৎ কোন ভাগ্যবান্ আজ্ঞার বাস্তবস্বরূপ দেখিতে ও জানিতে সক্ষম হন । জ্ঞাতিও বলিয়াছেন যে, “শ্রবণায়াপি বহুভির্ষো ন লভ্যঃ শৃষস্তোহপি বহবো যন্ন বিদ্যাং, আশ্চর্য্যো-হস্ত বক্তা কুশলোহস্ত লব্ধা, আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ।” বাঁহার শ্রোতা (উপদেশগৃহীতা) অতি অল্প, শ্রোতৃবর্গের অধিকাংশই বাঁহাকে জানিতে পারে না, বাঁহার বক্তা (উপদেষ্টা) আশ্চর্য্যবৎ, (কারণ অনেকের মধ্যে দৈবাৎ কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিতে সক্ষম হন); এইরূপ আবার অনেক শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কোন কুশল অর্থাৎ নিপুণ ব্যক্তিই তাঁহার লব্ধা হন । অর্থাৎ তাঁহাকে লাভ করেন, বেহেতু কোন নিপুণ আচার্য্য কর্ত্তক অনুশিষ্ট অর্থাৎ উপদিশ্ট হইয়াই কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাঁহার জ্ঞাতা হন, অর্থাৎ তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করেন এবং সেই হেতু আশ্চর্য্যবৎ অর্থাৎ অতি দুর্জ'ভ ।

তাহা হইলে এখন দেখ, শ্রবণ জিয়ার কর্ত্তৃত্ব আত্ম-শ্রবণ কর্ত্তা আশ্চর্য্যবৎ । অতএব যেভাবেই কেন বিচার করিয়া দেখ না, দেখিবে আজ্ঞসংস্পৃষ্ট সকল ব্যাপারই নিরতিশয় আশ্চর্য্যবৎ ॥ ২৯ ॥

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত ।

তস্যাং সৰ্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমহঁসি ॥ ৩০ ॥

অর্থঃ ।—ভারত (অৰ্জুন) অয়ং দেহী (আত্মা) সৰ্বস্ব (ভূতজা-
তস্য) দেহে নিত্যং (নিরন্তরং) অবধ্যঃ তস্যাং ত্বং সৰ্বাণি ভূতানি
শোচিতুং ন অহঁসি ॥ ৩০ ॥

প্রতিশব্দ ।—অৰ্জুন ! এই আত্মা সকলের শরীরে সকল সময়েই
অবধ্য এই জন্য তুমি সকল ভূতের নিমিত্ত শোক করিতে যোগ্য
নহ ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে অৰ্জুন ! সৰ্ব্বপ্রকার বিচারেই দেখা যাইতেছে যে
আত্মা সকল সময়েই সৰ্ব শরীরে অবধ্যরূপে বিরাজিত ; সুতরাং
তাদৃশ আত্মার নিমিত্ত শোক করিতে হইলে সকল ভূতের নিমিত্ত
শোক করিতে হয় । সেরূপ শোক কখনই উচিত নহে ॥ ৩০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অথেনানীং প্রকণার্মরুপসংহরন্ ক্রতে দেহীতি । যস্মাদেহী শরীরী
নিত্যাং সৰ্বাবস্থাবধ্যো নিরবরবহারিত্যত্মাচ্চ, তজ্জাবধ্যোহয়ং দেহে শরীরে সৰ্বস্ব সৰ্ব-
গতত্বাৎ, হাবরানিহু হিতোহপি সৰ্বস্ব প্রাণিজাতস্ত দেহে বধ্যমানেনহপি অয়ং দেহী ন বধ্যো
বস্যাং তস্মাত্তীক্ষাদীনি সৰ্বাণি ভূতান্যদিক্ত ন ত্বং শোচিতুমহঁসি ॥ ৩০ ॥

আনন্দগিরি ।—স্রোক্তান্তরুথাপয়তি অথেতি । আত্মনো হুর্জানত্বপ্রদর্শনানন্তর-
মিতি যাবৎ, বস্তৃত্বতাপেক্ষয়া শোকমোহরোরকর্তব্যকং প্রকরণার্থঃ । দেহে বধ্যমানেনহপি
দেহিনো বধ্যাত্বাভাবে ফলিতমাহ বস্মাদিতি । হেতুভাগং বিতন্মতে সৰ্বতেতি । ফলিত-
প্রদর্শনপরং স্রোক্তাঙ্কং ব্যাচটে তস্মাত্তীক্ষাদীনীতি ॥ ৩০ ॥

রায়ায়ুজ ।—সৰ্বস্ব দেবাবিদেহিনো দেহে বধ্যমানেনহপায়ং দেহী নিত্যমবধ্য
ইতি মন্তব্যঃ । তস্যাং সৰ্বাণি দেবাদিহাবরাত্তানি ভূতানি বিবস্মাকারশাপ্যুক্তেন স্বভাবেন
স্বরূপতঃ সমানানি নিত্যানি চ দেহতত্ত্ব বৈবস্ম্যং অনিত্যমক । ততো দেবাদীনি সৰ্বাণি
ভূতানি উদিক্ত ন শোচিতুমহঁসি ন কেবলং তীক্ষাদীন্ প্রতি ॥ ৩০ ॥

হনুমান্ ।—ইদানীং প্রকরণাচ্ছপসংহ্রিতে তস্মাত্তীক্ষাদীনি সৰ্বাণি ভূতানি উদিক্ত
ন ত্বং শোচিতুমহঁসি ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর ।—ভদেবমরধ্যত্মাশ্বনঃ সংক্ষেপেণোগদিশরখোচ্যকরুপসংহরতি দেহীতি ।
স্পষ্টার্থঃ ॥ ৩০ ॥

বলদেব ।—তদেবং হ্রদিগমং জীববাধায়াং সৰ্বাসেনোপদিশন্নশোচ্যত্মুপসংহরতি দেহীতি । সৰ্বত্র জীবগণত্র দেহে হস্তমানেহপ্যরং দেহী জীবো নিত্যমবধ্যো যস্মাৎ তস্মাৎ স্বং সৰ্ব্বাণি ভূতানি ভীষ্মাদিতাবাপন্নানি শোচিত্বং নাইসি । আত্মনাং নিত্যকামশোচ্যত্বং ভুদেহানাং বস্ত্রবিনাশত্বাৎ তদ্ব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

মধুসূদন ।—ইদানীং সৰ্ব্বপ্রাণিসাধারণভ্রমনিবৃত্তিসাধনযুক্তমুপসংহরতি দেহীতি । সৰ্বত্র প্রাণিজাতত্বং দেহে বধ্যমানেহপ্যরং দেহী লিঙ্গদেহোপাধিরাষ্ট্রা বধ্যো ন ভবতীতি, নিত্যং নিরন্তরং, যস্মাৎ তস্মাৎ সৰ্ব্বাণি ভূতানি স্থলানি স্থলপি চ ভীষ্মাদিতাবাপন্নানি চ স্বং ন শোচিত্বমহঁসি স্থলদেহত্যাশোচ্যত্বমপরিহার্যত্বাৎ, লিঙ্গদেহত্যাশোচ্যত্বমাত্মবদেবাবধ্যত্বমিতি ন স্থলদেহত্বং লিঙ্গদেহত্বমূনো বাশোচ্যত্বং যুক্তমিতিভাবঃ ॥ ৩০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—প্রকৃতমৰ্মমুপসংহরতি দেহীতি । সৰ্ব্বানি ভূতানি কথমেতে দীন্য অন্নবলাঃ বলবত্ত্বয়েণ ময়া হস্তব্যাঃ কথমেবাং পূজাদয় এতৈর্বিদ্যা জীবিত্যিতি কথং রাহং ভীষ্মাদিভিঃ কৃত্তির্বিদ্যা জীবিত্যিতি শোচিত্বং নাইসীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ ।—ভাৰ্হি নিশ্চিত্য ক্রহি কিমহং কুৰ্য্যাং কিং বা ন কুৰ্য্যামিতি, তত্র শোকং না কুরু, যুদ্ধত্বং কুৰ্ব্বিত্যাহ দেহীতি স্বাত্মা ॥ ৩০ ॥

ভাৎপর্য্য ।—হে ভরত কুলোত্তম অৰ্জুন ! দেহী অর্থাৎ আত্মা নির-
বয়সবস্ত্রহেতু নিত্য এবং সৰ্ব্ব পদার্থে অনুসৃত, একন্য অবধ্য । অতিকার-
হত্তি হইতে চক্ষুর অগোচর কীটাপু পর্য্যন্ত সকল দেহ বধ্য হইলেও, আত্মা
কখনও বধ্য নহেন । অতএব ভীষ্ম দ্রোণাদি আত্মীয়গণের বিরোগাশঙ্কায়
বাকুল হওগা তোমার কখনও উচিত হয় না । স্থল দেহের নিমিত্ত
শোকের কোন কারণ নাই ; কারণ তাহা অনিত্য এবং বিনাশশীল হুতরাং
তাহার ধ্বংস অপরিহার্য্য কিন্তু লিঙ্গ দেহ আত্মার ন্যায় অবধ্য, অতএব
ভূমি কাহার নিমিত্ত শোক করিবে ? ॥ ৩০ ॥

—*—*—

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহঁসি ।

ধর্ম্যাঙ্ঘি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যৎ কত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

অম্বর ।—অপি স্বধর্মং (কত্রিয়স্য জাতিধর্মং) চ অবেক্য (পর্যা-
লোচ্য) [স্বং] বিকম্পিতুং (বিচলিতুং) ন অহঁসি হি (যস্মাৎ) কত্রি-
য়স্য ধর্ম্যাৎ (ক্রায়াৎ) যুদ্ধাৎ অন্যৎ শ্রেয়ঃ . (মঙ্গলসাধনং) ন
বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

প্রতিশব্দ ।—আর স্বধর্মও আলোচনা করিয়া [তুমি] কম্পিত হইতে যোগ্য নহ' যেহেতু কল্লিরের স্মার-যুদ্ধ অপেক্ষা অত্য মঙ্গল-সাধন নাই ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা ।—স্বকীয় জাতিধর্মের কথা আলোচনা করিলেও তোমার কম্পান্বিত হওয়া উচিত হয় না । কারণ স্মারযুদ্ধ অপেক্ষা কল্লিরের জীবনে অধিকতর শ্রেয়স্কর কার্য্য আর কিছুই নাই ॥ ৩১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—ইহ পরমার্থত্বাপেক্ষায়াং শোকো বা মোহো বা ন সম্ভবতীতুক্ত্যং, ন কেবলং পরমার্থত্বাপেক্ষায়ামেব কিন্তু স্বধর্মমিতি । স্বধর্মমপি যো ধর্মঃ কল্লিরস্ত ধর্মঃ যুদ্ধং, তদপ্যবেক্ষ্য ত্বং ন বিকম্পিতুং প্রচলিতুং অর্হসি, কল্লিরস্ত স্বাভাবিকান্ধর্মা-দাশ্চস্বাভাব্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ, তচ্চ যুদ্ধং পৃথিবীজয়দ্বারেন ধর্মার্থঃ প্রজারক্ষণার্থক্কেতি, ধর্মাদ-নপেতং পরং ধর্ম্যং, তস্যাং ধর্ম্যং যুদ্ধাৎ শ্রেয়োহন্তং কল্লিরস্ত ন বিজ্ঞতে হি যস্যাং ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরি ।—শ্লোকান্তরমবতারয়ন্ বৃত্তং কীর্তয়তি ইহেতি । পূর্ব্বশ্লোকঃ সপ্তম্যর্থঃ, যৎ পারমার্থিকং তৎ তদপেক্ষায়ামেব কেবলং শোকমোহয়োঃ সম্ভবো ন ভবতি কিন্তু স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্যতি সম্বন্ধঃ, স্বকীয়ং ক্রাত্রধর্মমন্তুসঙ্কায় ততশ্চলনং পরিহর্ন্তব্যমিত্যর্থঃ । যচ্চি কল্লিরস্ত ধর্মাদনপেতং শ্রেয়ঃসাধনং তদেব ময়ানুবর্তিতব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ ধর্মাদিতি । জাতি প্রযুক্তং স্বাভাবিকং স্বধর্মমেব বিশিনষ্টি কল্লিরস্তেতি । পুনর্নকারণোপাদানমস্বার্থং, প্রচলিতুমযোগ্যস্তে প্রতিযোগিনং দর্শয়তি স্বাভাবিকাদিতি । স্বাভাবিকত্বমশাস্ত্রীয়স্ত মিতিশঙ্ক্যং বারয়িতুং তাৎপর্য্যমাহ আন্তেতি । আত্মনঃ স্বভাঙ্কুনস্ত স্বাভাব্যং কল্লিরস্বভাবপ্রযুক্তং বর্ণাপ্রমোচিতং কর্ম তস্মাদিত্যর্থঃ । ধর্মার্থঃ প্রজাগরিপালনার্থঞ্চ প্রবর্তমানস্ত যুদ্ধাভ্যুপরিগম্য শ্রদ্ধাতব্যেত্যাশঙ্ক্যাহ তচ্চেতি । ততোহপি শ্রেয়স্করং কিঞ্চিদমুষ্ঠাতুং যুদ্ধাভ্যুপরিগম্যচিতেত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মাদিতি । তস্মাদযুদ্ধাৎ প্রচলনমমুচিতমিতি শেষঃ ॥ ৩১ ॥

ভ্রামারজ ।—অপি চেদং প্রারব্ধং যুদ্ধং প্রাণিমারগমপি অগ্নীষোমীয়াদিবৎ স্বধর্মমবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি । ধর্ম্যাং স্মারতঃ প্রবৃত্তাং যুদ্ধাভ্যুপরিগম্য হি কল্লিরস্ত শ্রেয়ো বিজ্ঞতে । “শৌর্য্যং তেজো যুতির্দান্যং যুদ্ধে চাপ্যপলারনম্ । দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্রাত্রং কর্ম স্বভাবজম্” ইতি বক্ষ্যতে । অগ্নীষোমীয়াদিষু চ ন হিংসা পশোহীনভরছাগাদিদেহপরিত্যাগপূর্ব্বককল্যাণদেহ-স্বর্গাদিপ্রাপকত্বশ্রুতেঃ, “তেষু সংজ্ঞপনস্ত ন বা উবেত তত্র ত্রিগসে তরিবাসি দেবান্ ইদেবি পথিভিঃ । অগিতিঃ যত্র যন্তি স্কৃতো নাপি দ্রুততন্ত্রতো দেবঃ সবিতা দধাতু” ইতি হি শ্রুতং । ইহ চ যুদ্ধে মৃতানাং কল্যাণভরদেহাদিপ্রাপ্তিরুক্তা “বাসাংসি জীর্ণানি” ইত্যাদিনা । অতশ্চিকিংসক-শল্যাদিকরণমাতুরন্তেবাস্ত রক্ষণমেবাগ্নীষোমীয়াদি কর্মস্ব সংজ্ঞপনম্ (“অগ্নীষোমীয়াদিষু—প্রাপকত্বশ্রুতেঃ ইত্যনস্তরং, “সংজ্ঞপনস্ত ন বা উবেত ত্রিগসে ন রিবাগি দেবাং ইদেবি পথিভিঃ

সুগেতিঃ যত্র যন্তি স্তুকতো নাপি হৃদ্ধতত্ত্বজ্ঞাতা দেবঃ সৰ্বিতা দধাষিতি হি শ্রুতে ইহ চ যুদ্ধে কল্যাণতরদেহপ্রাপ্তিকৃত্য বাসাংসি জীর্ণানীতাদিনা, অতশ্চিকিংসককৰ্ম্মাভ্যুত্তরন্তেব অশ্ব রক্ষণমেব অম্বীষৌমীয়াদিবু সংজ্ঞপনং” ইতি বা পাঠঃ কুত্রচিৎ দৃষ্টতে) ॥ ৩১ ॥

• ক্রীধন ।—যচোকুমৰ্জ্জুনেন “বেপথুশ্চ শরীরে মে” ইত্যাদি তদপ্যযুক্তমিত্যাহ স্বধৰ্ম্ম-মপীতি । আত্মনো নাশাভাবাদেবৈতেষাং হননেহপি বিকল্পিতং নাইসি, কিঞ্চ স্বধৰ্ম্মমপ্য-ণেক্য বিকল্পিতং নাইসীতি সম্বন্ধঃ । যচোকুঃ “ন চ শ্রোয়হুপশ্চামি হত্বা স্বজনমাহনে” ইতি, তত্রাহ ধৰ্ম্মাদিতি । ধৰ্ম্মাদনপেভ্যাম্যাদযুদ্ধাদভ্যু ॥ ৩১ ॥

বলদেব ।—এবং পরমাত্মজ্ঞানোপযোগিত্বাদাহৌ জীবাত্মজ্ঞানং সৰ্বান্ প্রতি তৌলোদোনোপদিষ্ট সনিষ্ঠান্ প্রতি নিৰ্দ্ধামতয়াহুষ্ঠিতানি কৰ্ম্মাণি হৃষিকুন্ডিনহৃদ্ধতামাত্মজ্ঞাননিষ্ঠাং নিপাদয়ন্তীতি বদিত্বান্ তত্ত্বাং প্রতীতিমুৎপাদয়িতুং সৰ্বামতয়াহুষ্ঠিতানাং কৰ্ম্মণাং কাম্যফল প্রদত্বমাহ দ্বাভ্যাং স্বধৰ্ম্মপীতি । ন কেবলং দেহাত্ম স্বভাবং নিভাণ্যঃ কিন্তু স্বধৰ্ম্মমপীতি । যুদ্ধং খলু ক্ষত্রিয়স্ত নিয়তমগ্নিহোত্রাদিবদ্বিহিতম্ । তচ্চ শত্রুপ্রাণবিহিংসনরূপমগ্নিষ্টোমাদিপণ্ডিৎসনবয়স্ প্রত্যবায়নিষিদ্ধম্ । উভয়ত্র হিংসেয়মুপকৃতিরূপেব । হীনরোদেহলোকরোক্ত্যাগেন দিব্যরোক্ত-য়োল্লাভাৎ । আহ চৈবং স্মৃতিঃ, “আহবেষু মিথোহত্ৰোহং জিঘাংস্তো মহীকিতঃ । যুদ্ধমানাঃ পরং শত্ৰু্য অৰ্গং বাস্ত্যপরাবুধাঃ । যজ্ঞেবু পশবো ব্রহ্মনু হন্তন্তে সততং দ্বিভৈঃ । সংকৃতাঃ কিল মত্রেণ্চ তেহপি অৰ্গমবাপ্নুবনু” ইত্যাদি । এবং নিজধৰ্ম্মমবেক্ষ্য বিকল্পিতং ধৰ্ম্মাৎ প্রচলিতং নাইসি । যত্নং “ন চ শ্রোয়হুপশ্চামি” ইত্যাদিনা “নরকে নিয়তং বাসো ভবতি” ইত্যন্তেন যুদ্ধস্ত পাপহেতুত্বং ত্রয়োক্তং তচ্চাজ্ঞানাদেবেত্যাহ ধৰ্ম্মাদিতি । যুদ্ধমেব ভূমিজয়দ্বারা প্রজাপালন-শুরুবিপ্রসংসেবনাদিকাত্মধৰ্ম্মনির্কাহীতি । এবমাহ ভগবান্ পরাশরঃ । “ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন শস্ত্রপাণিঃ প্রদণ্ডয়ন । নির্জিত্য পরসৈন্তাদি ক্রিতিং ধৰ্ম্মেণ পালয়েৎ” ইতি ॥ ৩১ ॥

মধুসূদন ।—তদেবং হৃগ্ৰহ্মশরীরদ্বয়তৎকারণাবিত্যোখ্যোপাধিত্রয়াবিকেন মিথ্যা-ভূতত্বাণি সংসারস্ত সত্যত্বাত্মধৰ্ম্মত্বাদিপ্রতিভাসরূপং সৰ্বপ্রাণিসাধারণমৰ্জ্জুনস্ত ভ্রমং নিরাকৰ্ত্তুং উপাধিত্রয়বিবেকনাত্মধৰ্ম্মমভিহিতবান্ । সম্প্রতি যুদ্ধার্থে স্বধৰ্ম্মে হিংসাদিবাছলোনা ধৰ্ম্মত্ব-প্রতিভাসরূপমৰ্জ্জুনস্তেব করুণাদিদোষনিবন্ধনমসাধারণং ভ্রমং নিরাকৰ্ত্তুং হিংসাদিমন্ত্বেহপি যুদ্ধস্ত স্বধৰ্ম্মত্বেনাধৰ্ম্মত্বাভাবং বোধয়তি ভগবান্ স্বধৰ্ম্মমিতি । ন কেবলং পরমার্থ স্বমেবাবেক্ষ্য কিন্তু স্বধৰ্ম্মমপি ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্মমপি যুদ্ধাপরাবুধত্বরূপম্ অবৈক্ষ্য শাস্ত্রতঃ পর্যালোচ্য বিকল্পিতং বিচলিতং ধৰ্ম্মদ্বাবধৰ্ম্মত্বাস্ত্যা নিবর্তিতং নাইসি, তত্রৈবং সতি “যন্তপোতেন পশুন্তি” ইত্যাদিনা “নরকে নিয়তং বাসো ভবতি” ইত্যন্তেন যুদ্ধস্ত পাপহেতুত্বং ত্রয়া যদ্বতং, “কথং ভীষ্মমহং সন্ধ্যা” ইত্যাদিনা চ গুরুবধব্রহ্মবধাত্মকরণং যদভিহিতং তৎ সৰ্বং ধৰ্ম্মশাস্ত্রাপর্যালোচনাদেবোক্তম্ । কস্মাৎ ? হি যস্মাৎ ধৰ্ম্মাৎ অপরাধুধৰ্ম্মাদনপেতাৎ যুদ্ধাৎ অতঃ ক্ষত্রিয়স্ত শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃসাধনং ন বিজ্ঞতে, যুদ্ধমেব হি পৃথিবীজয়দ্বারেণ প্রজারক্ষণব্রাহ্মণশূদ্রাদিকাত্মধৰ্ম্মনির্কাহকমিতি, তদেব ক্ষত্রিয়স্ত প্রশস্ততরমিতিভিঃ স্মৃতিঃ । তথাচোক্তং পরাশরঃ, “ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন শস্ত্রপাণিঃ

প্রদত্তবান্ । নিৰ্জিত্য পরসৈন্তানি ক্রিতিং ধৰ্ম্মেণ পালয়েৎ ॥” যজ্ঞানি, “সমোক্তমাধৰ্মৈ রাজা চাহুতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ । ন নিবৰ্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্রাতুং ধৰ্ম্মমহুশ্রয়ন্ ॥ সংগ্রামেষুনিবর্ত্তনং প্রজানাকৈব পালনম্ । শুক্রবা ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞঃ শ্রেয়স্করং পরম্ ॥” ইত্যাদি। রাজশত্রুঃ কত্রিয়জাতিমাজবাচীতি স্থিতমেবেষ্টাধিকরণে, তেন ভূমিপালশ্রৈবারং ধৰ্ম্ম ইতি ন ভ্রমিতবাস্, উবাচ চবচনেহপি কত্রিয়ো হৌতি ক্রাতুং ধৰ্ম্মমিতি চ স্পষ্টং লিঙ্গং, তস্যাং কত্রিয়স্ত যুদ্ধং প্রশস্তো ধৰ্ম্ম ইতি সাধু ভগবতাভিহিতম্, “অপশবো বাস্ত্রে গোহশ্বেতাঃ পশবো গোহবাঃ” ইতিবৎ প্রশংসালক্ষণয়া যুদ্ধাদভ্যং শ্রেয়ঃসাদনং ন বিচ্ছতে ইত্যুক্তমিতি ন দোষঃ । এতেন যুদ্ধাৎ প্রশস্ততরং কিঞ্চিদহুষ্ঠাভুং ততো নিবৃত্তিক্রটিতেতি নিরস্তং, “নচ শ্রেয়োহহুপশ্চামি হস্তা স্বজন-নাহবে” ইত্যেতদপি ॥ ৩১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অৰ্জুনস্ত অনাশ্রয়নি দেহে, আশ্রয়ধীৰূপো মোহো নিবারিতঃ, ইদানীং স্বধৰ্ম্মে যুদ্ধে অধৰ্ম্মবীরূপং মোহং নিবারয়তি স্বধৰ্ম্মমণীত্যাदि । যুদ্ধং কত্রিয়স্ত স্বধৰ্ম্মঃ, তমবেক্ষ্যাপি বিকম্পিতুং চণ্ডিতুং নাইসি, হি সস্যাং ধৰ্ম্ম্যাং ধৰ্ম্মাদনপেতাযুদ্ধাদভ্যং কত্রিয়স্ত শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরং মাতি ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ ।—আশ্রয়নো নাশাতাবান্বেব বধাধিকম্পিতুং ভেতুং নাইসি । স্বধৰ্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসীতি সৰ্ব্বতঃ ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য ।—পরমার্থ-তত্ত্বমূলক যুক্তি ও বিচার দ্বারা তোমার শোক-মোহের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করা হইল । পরন্তু তুমি যদি পরমার্থতত্ত্ব বিচার না করিয়া স্বধৰ্ম্মের প্রতি লক্ষ্য কর, তাহা হইলেও বুঝিতে পারিবে, উপস্থিত বিষয়ে শোক-মোহ যুক্তিযুক্ত নহে । তুমি কত্রিয়, যুদ্ধই তোমার ধৰ্ম্ম । অতএব যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তুমি যে “বেপথুশ্চ শরীরে মে” ইত্যাদি বাক্যে কাতরতা প্রকাশ করিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে কখনও সুসঙ্গত নহে । তুমি যে “যদাপ্যেতে ন পশ্যন্তি” ইত্যাদি হইতে “নরকে নিয়ন্তং বাসো ভবতি” এই পর্য্যন্ত বাক্যে পাপের আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছ এবং “কৰ্ণং ভীষ্মমহং সন্ধ্যো” ইত্যাদি বাক্যে গুরুজনবধের যে আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছ, তৎসমস্তই ধৰ্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ । কারণ ধৰ্ম্মা যুদ্ধ অপেক্ষা কত্রিয়ের জীবনে অধিকতর শ্রেয়ঃকর কার্য্য আর কিছুই নাই । পৃথিবী জয় করিয়া অপত্যনির্জিনেবে প্রজাপালন ও ভূদেব-ব্রাহ্মণগণের শুক্রমা সাধন কত্রি-য়ের প্রধান ধৰ্ম্ম এবং তাহাই কত্রিয়ের সকল কল্যাণের নিদান । পরাশর বলিয়াছেন, “কত্রিয়েরা শত্রুপাণি ও দণ্ডধারী হইয়া প্রজারক্ষণ করিবেন এবং পরসৈন্ত পরাজিত করিয়া ধৰ্ম্মসংহারে কত্রিয়ধৰ্ম্ম পালন করিবেন ।”

ভগবান্ মনু ও বলিয়াছেন, “সম অর্থাৎ তুল্য, উত্তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং অধম অর্থাৎ হীন ব্যক্তি কর্তৃক আবৃত্ত হইয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পরমপূরক রাজ্য কখনও সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইবেন না এবং প্রজাপালন করিবেন । সংগ্রামে অপরাধিত্ব প্রজার পরিপালন এবং ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা রাজার পরম শ্রেয়ঃকর ।” রাজ শব্দের অর্থই ক্ষত্রিয় ; সুতরাং উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণে যুদ্ধই যে ক্ষত্রিয়ের অবশ্যকরণীয় ধর্ম্ম, তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই ; অতএব “ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে” তোমার এই সকল বাক্য নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ । অগ্নীষোমীয়াদি যজ্ঞে ধর্ম্মার্থ পশুহনন পাপজনক হয় না, সেইরূপ ধর্ম্মার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু হননেও পাপ হয় না । যজ্ঞোদ্দেশে ছাগাদি পশু স্বদেহ পরিত্যাগপূরক কল্যাণ দেহ লাভ করে ; যুদ্ধেও হত বীরগণ কল্যাণতর দেহ সম্প্রাপ্ত হন । চিকিৎসক রোগীর হিতার্থে তাহার শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহাকে আপাততঃ অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিলেও, পরিণামে সেই রোগী ব্যাধিমুক্তিজনিত পরম সুখ-সন্তোষ করে ; তজ্জপ যুদ্ধে শত্রু সংহার আপাততঃ যন্ত্রণাজনক ও ক্লেশপ্রদ হইলেও, হত শত্রুগণের পক্ষে পরিণাম নিরতিশয় সুখময় । সুতরাং ইহাতে শোকের বিষয় কিছুই নাই ॥ ৩১ ॥

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপারুতম্ ।

সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

অর্থ ।—পার্থ (পৃথাসুত) সুখিনঃ (সৌভাগ্যবন্তঃ) ক্ষত্রিয়াঃ যদৃচ্ছয়া (প্রযত্নব্যতিরেকেণ) চ উপপন্নং (আগতং) অপারুতং (উদঘাটিতং) স্বর্গদ্বারং (ত্রিবিগমনপথং) ইদৃশং (অপ্রার্থিতোপস্থিতং স্বর্গলাভনমিতি যাবৎ) যুদ্ধং লভন্তে ॥ ৩২ ॥

প্রতিশব্দ ।—অর্জুন ! বিনা চেষ্টায় উপস্থিত এবং উদঘাটিত স্বর্গদ্বার এরূপ যুদ্ধ সৌভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়েরা লাভ করে ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা—প্রার্থনা ব্যতিরেকে সমুপস্থিত এবং অনার্যাসে স্বর্গ-প্রাপ্তির উপায়ভূত যুদ্ধ স্থখসৌভাগ্যশালী কল্লিরগণের অদৃষ্টেই সংজ্ঞাটিত হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কৃতশ্চ তদ্যুদ্ধং কর্তব্যম্ ? ইত্যাচ্যতে যদৃচ্ছয়েতি । যদৃচ্ছয়া চা প্রার্থিতমগতমুপপন্নং স্বর্গদ্বারমপ্যবৃত্তমুদবাচিতং, যে এতদীদৃশং যুদ্ধং লভন্তে কল্লিরাঃ, হে পার্থ কিং ন সুখিনস্তে ? ॥ ৩২ ॥

আনন্দগিরি ।—যুদ্ধস্ত গুরুত্বানেকপ্রাণিহিংসাশাস্ত্রবিরোধান্নাস্তি কর্তব্যতেতি শব্দতে কৃতশ্চেতি । অগ্নিযোমীরহিংসাবদ্যুদ্ধমপি কল্লিরস্ত বিহিতদ্বাদমুষ্ঠেরং সামান্তশাস্ত্রতো বিশেষ-শাস্ত্রস্ত বলীয়স্বাদিত্যাহ উচ্যতইতি । তথাপি যুদ্ধে প্রবৃত্তানামৈহিকাসুখিকস্তাপি সুখাভাবাহ-পরতির্যেব ততো যুক্তা প্রতিভাতীত্যাশঙ্ক্যাহ যদৃচ্ছয়েতি । চিরেণ চিরতরেণ কালেন চ যাপ্যন্তমুষ্ঠায়িনঃ স্বর্গাদিত্যাকো ভবন্তি, বুদ্ধ্যমানাস্ত কল্লিরা বহিস্থখতাবিহীনাঃ সহসৈব স্বর্গাদি-স্থখভোক্তারস্তেন তব কর্তব্যমেব যুদ্ধমিতি ব্যাখ্যানেন ক্ষুটয়তি যদৃচ্ছয়েত্যাদিনা । ইহামুত্র চ ভাবিস্থখতামেব কল্লিরাণাং স্বধর্মভূতযুদ্ধসিদ্ধেস্তাদর্থ্যেনোপানং শোকমাহৌ হিহা কর্তব্যমিতিার্থঃ ॥ ৩২ ॥

রামানুজ ।—যদৃচ্ছয়া চোপপন্নমিতি । অবদ্রোপনীতমিদং নিরতিশয়সুখোপায়ভূতং নিকির্জয়দীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ পুণ্যবস্তুঃ কল্লিরা লভন্তে ॥ ৩২ ॥

কনুমানু ।—পরমার্থত্বাপেক্ষয়া শোকো মোহো ন সম্ভবতীত্যুক্তং ন কেবলং পরমার্থ-ত্বাপেক্ষয়া শোকমোহয়োয়কর্তব্যতা সাধ্যতে তত্রাহ স্বধর্মমপীতি । স্বধর্ম কল্লিরস্ত যুদ্ধং তদপ্যবেক্ষ্য ত্বং বিকল্পিত্বঃ নাইসি প্রচলিত্বঃ নাইসি স্বাভাবিকাং যুদ্ধাং কল্লিরস্ত শ্রেয়ো ন বিদ্যতে, হি বস্মাদতশ্চ যুদ্ধং কর্তব্যমিতিচ্যুতে, যদৃচ্ছয়া চোপপন্নমগতং কর্তব্যতয়া প্রাপ্তমপি ধর্ম্যং ধর্মাদনপেতম্ ॥ ৩১ । ৩২ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপস্থিতে সতি কুতো বিকল্পসে ইত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি । যদৃচ্ছয়া অপ্রার্থিতমেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ সুভাগ্যা এব লভন্তে, যতোহনিবারণং স্বর্গদ্বারমৈবৈতং । যদ্বা য এবং বিধং যুদ্ধং লভন্তে ত এব সুখিন ইতিার্থঃ । এতেন “স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব” ইতি বক্তৃত্বং তন্নিস্তং ভবতি ॥ ৩২ ॥

বলদেব ।—কিঞ্চাযত্নাভ্যাগতেহস্মিন্ মহতি শ্রেয়সি ন যুক্তস্তে কল্প ইত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি । চোহবধারণে । যত্নং বিটনব চোপপন্নং ক্রীদৃশং ভীমাভিতিমহাবীরৈঃ সহ যুদ্ধং সুখিনঃ সভাগ্যাঃ কল্লিরা লভন্তে । বিজয়ে সত্যশ্রমেণ কীর্ত্তিরাদ্বায়োনৃত্যৌ সতি শীঘ্রমেব স্বর্গস্ত চ প্রাপ্তেরিতিার্থঃ । এতদ্ব্যঞ্জরন বিশিনষ্ট স্বর্গদ্বারমপ্যবৃত্তমিতি । অপ্রতিরুদ্ধস্বর্গসাধনমিতিার্থঃ । জ্যোতিষ্টোমাদিকং চিরতরেণ স্বর্গোপলব্ধকমিতি ততোহস্তাতিশয়ঃ ॥ ৩২ ॥

মধুসূদন ।—নহ যুদ্ধস্ত কর্তব্যমেহপি ন ভীমজ্যোপাদিভিঃকতিঃ সহ তং কর্তব্যমিতি-

তমতিগুহীতবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদুচ্ছ্রেতি । যদুচ্ছ্রা স্বপ্রবৃত্তব্যক্তিরেকণ, চোহবধারণে, অপ্রার্থন্যৈব উপস্থিতং ঈদৃশং তীক্ষ্ণজ্ঞোণাদিবীরপুরুষপ্রতিযোগিকং কীৰ্ত্তিরাজ্যলাভদৃষ্টকলসাধনং যুদ্ধং যে কত্রিমাঃ প্রতিযোগিষ্মেন লভন্তে তে সুখিনঃ সুখভাজ এব, জয়ে সত্যানারাসেনৈব বশশো রাজ্যস্ত চ লাভাৎ পরাজয়ে চাতিশীঘ্রমেব স্বর্গস্ত লাভাদিত্যাহ স্বর্গদ্বারমপাবৃতমিতি । অপ্রতিবদ্ধং স্বর্গসাধনং যুদ্ধঃ অব্যবধানেনৈব স্বর্গজনকং, জ্যোতিষ্টোমাদিকন্ত চিরতরেণ দেহ-পাতস্ত প্রতিবদ্ধাভাবস্ত চাপেক্ষণাদিত্যর্থঃ । স্বর্গদ্বারমিতানেন স্তেনাদিবৎ প্রত্যাবারশঙ্কা পরিহৃত্য । স্তেনাদম্মো হি বিহিতা অপি ফলদোষণে দুষ্টাঃ, তৎফলস্ত শত্রুবধস্ত “ন হিংস্তাং সৰ্ব্বভূতানি” “ব্রাহ্মণং ন হত্যাৎ” ইত্যাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধস্ত প্রত্যাবারজনকত্বাৎ ফলে বিখ্যাতাচ্চ ন বিদিশ্পৃষ্টে নিষেধানবকাশ ইতি জ্ঞান্যবতারঃ । যুদ্ধস্ত হি ফলং স্বর্গঃ স চ ন নিষিদ্ধঃ । তথাচ মনুঃ, “আহবেযু মিথোহস্ত্রোত্তং জিঘাংসস্তো মহীকিতঃ । যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং বাস্ত্য-পরাদুঘাঃ ॥” ইতি । যুদ্ধস্ত অমীষৌষীয়াদ্যালভববিহিতদ্বার নিষেধেন অষ্টং শক্যতে বোড়শি-গ্রহণাদিবৎ গ্রহণাগ্রহণয়োস্ত্যাবলতর্য্য বিকল্পবৎ সামান্তশাস্ত্রস্ত বিশেষশাস্ত্রেণ সঙ্কোচসম্ভবাৎ, তথাহি বিদিশ্পৃষ্টে নিষেধানবকাশ ইতি জ্ঞান্যৎ, যুদ্ধঃ ন প্রত্যাবারজনকং, নাপি তীক্ষ্ণজ্ঞোণাদি-শুকব্রাহ্মণাদিবধনিমিত্তো দোষঃ, তেষামাততায়িত্বাৎ । তদুক্তং মনুনা, “শুকং বা বালবুদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্ । আততায়িনয়ানাস্তং হত্যাংদেবাংবিচারয়ন্ ॥ আততায়িনমাস্তমপি বেদান্ত-পারগম্ । জিঘাংসস্তঃ জিঘাংসীয়াস্ত তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ নাততায়িবধে দোষো হস্তর্জবতি কশ্চন ।” ইত্যাদিনা । নহু “স্বত্যাগ্নিরোদে জায়ন্ত বলবান্ ব্যবহারতঃ । অর্থশাস্ত্রাচ্চ বলবদ্বশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ।” ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ আততায়িব্রাহ্মণবধেহপি প্রত্যাবারোহস্ত্যেব, “ব্রাহ্মণং ন হত্যাৎ” ইতি হি দৃষ্টপ্রয়োজনানপেক্ষদ্বাক্ষৰ্শশাস্ত্রং “জিঘাংসস্তঃজিঘাংসীয়াস্ত তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ” ইতি চ স্বজীবনার্থদ্বাদর্থশাস্ত্রং, অত্রোচ্যতে “ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণমালভেত” ইতিবৎ যুদ্ধবিহারকমপি ধৰ্ম্মশাস্ত্রমেব “স্বথঃস্থে সমে কৃত্বা” ইত্যত্র দৃষ্টপ্রয়োজনানপেক্ষদ্বয় বক্ষ্যমাণত্বাৎ, যাজ্ঞবল্ক্যবচনস্ত দৃষ্টপ্রয়োজনোদ্দেশককুটুযুদ্ধাদিকৃতবদবিষয়নিত্যদোষঃ । মিতাক্রমাকারস্ত ধৰ্ম্মার্থ-সুনিপাতেহর্থগ্রাহিণ এতদেবেতি দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্তশ্রুততচ্ছব্দ পরামুষ্টিসাপত্ত্বেন বিধানাৎ, মিত্রলক্ষাদ্যর্থশাস্ত্রসারেণ চতুষ্পাদ্যবহারে শত্রোরপি জয়ে ধৰ্ম্মশাস্ত্রাতিক্রমো ন কর্তব্যঃ” ইত্যেতৎ পরং বচনমেতদিত্যাহ । ভবত্যেবং ততোহপি নো ন হানিঃ । (“প্রত্যাৰ্থিনোহগ্রতো লেখ্যং যথা বেত্তিতমৰ্শিনা । সমামাসতদৰ্দ্ধাহর্দ্রাগমগত্যাদিচিহ্নিতম্ ॥ ১ ॥ শ্রুতার্থস্তোত্তরং লেখ্যং পূৰ্ব্বাবেদকসন্নিধৌ ॥ ২ ॥ ততোহৰ্খী লেখ্যেৎ সন্ধ্যাঃ প্রতিজ্ঞাতার্থসাধনম্ ॥ ৩ ॥ তৎসিদ্ধৌ সিদ্ধিমাগ্নেতি বিপরীতমতোহজ্ঞথা । চতুষ্পাদ্যবহারোহয়ং বিবাদেযুপদর্শিতঃ ॥ ৪ ॥ প্রতিবাদি-নোহগ্রে বাদিনা নিবেদিতসার্থস্য সখৎসরাদি চিহ্নেন লেখনং ভাষা প্রতিজ্ঞা পক্ষ ইত্যেকঃ পাদঃ, যথা স্ববর্ণং শতময়ং মে . ধারয়তীতি প্রতিজ্ঞায়াং লিখিতায়াং নাহং ধারয়ামীত্যাহঃ লেখনং বিতীয়ঃ পাদঃ, ততঃ প্রতিজ্ঞায়াং সাধনং প্রথমং বাদী লেখয়েৎ লিখিতং সাক্ষী চ মম বর্ত্তত ইতি তৃতীয়ঃ পাদঃ, ততো . ব্রাহ্মণস্য লিখিতাদিপ্র মাণস্য সিদ্ধিশ্চতুর্থঃ পাদ ইতি, বিবাদেযু

চতুপাধ্যবহারো ধর্মশাস্ত্রে দর্শিতঃ ।" ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রচিদুক্তো) তদেবং যুদ্ধকরণে অথোক্তে
"স্বজনং হি কথং হৃদ্য সুখিনঃ ভাগ্য মাধব" ইত্যর্জুনোক্তমপারুতম্ ॥ ৩২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কিঞ্চ যদৃচ্ছয়া অপ্রার্থিতমপ্যুপপন্নং উপস্থিতং স্বর্গদারমণ্যাবৃতমুদবাটিতং
যে কত্রিয়া লভতে তে সুখিনো যন্তা ভবতীতি সম্বন্ধঃ ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ ।—কিঞ্চ জেতৃত্যঃ সকাশাবপি জায়মুকে যুতানামধিকং সুখমতো ভীষ্মাদীন
হৃদ্য তান্ প্রত্যুত বতোহপ্যধিকসুখিনঃ কুর্কিত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি । স্বর্গসাধনং কর্মবোগমকৃদ্বা
নীত্যর্থঃ । অপাবৃতং অপগতাবরণম্ ॥ ৩২ ॥

ভাৎপর্য্য ।—বদি এমন মনে কর, যে যুদ্ধ কর্তব্য কল্প হইলেও, ভীষ্ম
জ্ঞোণাদি গুরুজনের সহিত যুদ্ধ কখনও সম্ভব নহে, তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ,
এই যুদ্ধ তোমার উত্তেজনা বা চেষ্টা দ্বারা উপস্থিত হয় নাই এবং ভীষ্ম
জ্ঞোণাদি বীরপুরুষগণকে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার
নিমিত্ত তুমি অনুরোধ কর নাই । এরূপ অনায়াসলব্ধ যুদ্ধ যে ক্ষত্রিয়ের
অদৃষ্টে সম্ভব হইত, তাহাকে পরম ভাগ্যবান্ জ্ঞান করা উচিত । কেননা
যুদ্ধে জয় লাভ করিলে বিপুল ধনঃ ও রাজ্য করায়ত্ত হইবে এবং পরাজিত
হইলে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইবে । শ্রোণাদি আভিচারিক ক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন
হিংসাক্রম ও স্বার্থসাধনোদ্দেশে প্রযুক্ত, অতরাং তজ্জন্য (১২৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনী
দ্রষ্টব্য) প্রাণি হত্যা নিষিদ্ধ ও প্রত্যবায়জনক বটে, কিন্তু যুদ্ধের ফল স্বর্গ-
প্রাপ্তি; অতরাং তাহাতে প্রাণি হনন নিষিদ্ধ বা প্রত্যবায়জনক নহে ।
ভীষ্ম জ্ঞোণাদি গুরু ও ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহাদের বধজন্য পাপ ল্পর্শ হইবে
না । যেহেতু তাঁহারা আততায়ী (১২২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী বিশেষ দ্রষ্টব্য) ।
অতএব তোমার ভাগ্যবলেই এই সুখ-স্বর্গপ্রদ যুদ্ধ প্রযত্নাতিরেক ব্যতীত
উপস্থিত হইরাছে । তুমি এই যুদ্ধে উদাসীন্য প্রকাশ করিও না । বুঝিয়া
দেখ, তোমার কথিত "স্বজনং হি কথং হৃদ্য সুখিনঃ শ্রাম মাধব" ইত্যাদি
বাক্য নিতান্ত অমূলক ; কারণ যুদ্ধ অথেরই সাধন ॥ ৩২ ॥

অথ চেৎ ত্বমিমাং ধৰ্ম্মাং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।

ততঃ স্বধৰ্ম্মং কীৰ্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্যসি ॥ ৩৩ ॥

• অর্থঃ ।—অথ (পক্ষান্তরে) চেৎ (যদি) ত্বং ইমং (আরক্তং) ধৰ্ম্মাং (ধৰ্ম্মানুমোদিতং, ধৰ্ম্মসঙ্গতং বা) সংগ্রামং (যুদ্ধং) ন করিষ্যসি ততঃ (যুদ্ধাকরণাৎ) স্বধৰ্ম্মং (কজ্জিন্নধৰ্ম্মং) কীৰ্ত্তিঞ্চ (শিব-দেবরাজ-সমাগমনিবাতকবচাদিবধলক্যং জয়শঃ) চ হিত্বা (ত্যাক্ত্বা) পাপং অবাপ্যসি (প্রাপ্যসি) ॥ ৩৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—পক্ষান্তরে যদি তুমি এই ধৰ্ম্মযুক্ত যুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধৰ্ম্ম এবং কীৰ্ত্তি ত্যাগ-করিয়া পাপকে পাইবে ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—পক্ষান্তরে যদি তুমি এই ধৰ্ম্মানুমোদিত সময়ে বিরত হও, তাহা হইলে কজ্জিন্নজাতির ধৰ্ম্ম এবং চিরোপার্জিত কীৰ্ত্তি ত্যক্ত হইয়া তোমাকে পাপভাগী হইতে হইবে ॥ ৩৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—এবং কর্তব্যতা প্রাপ্তমপি অথেষ্ঠি । অথ ত্বমিমাং ধৰ্ম্মাং ধৰ্ম্মাদনপেত্তং বিহিতসংগ্রামং যুদ্ধং ন করিষ্যসি চেৎ ততস্তদকরণাৎ স্বধৰ্ম্মঃ কীৰ্ত্তিঞ্চ মহাদেবাদিসমাগমনিমিত্তাৎ হিত্বা কেবলং পাপমবাপ্যসি ॥ ৩৩ ॥

আনন্দগিরি ।—স্বধৰ্ম্মা যুদ্ধসা শ্রদ্ধয়া করণে স্বর্গাদিমহাকলপ্রাপ্তং প্রদৰ্শ্য তদকরণে প্রত্যবারপ্রাপ্তিং প্রদৰ্শয়ন্তুরম্লোকগতাধশম্ভার্বং কথয়তি এমিতি । বিহিতত্বং কলবশমিত্যানেন প্রকারণেতাব্যর্থঃ । অম্ব্যর্থং পুনশ্চেন্দিতানুভূতে, মহাদেবাবীত্যাदिशब्देन सहेन्द्रादिरौ गृह्यते ॥ ৩৩ ॥

রাধামুজ ।—অথ কজ্জিন্নত্বং ধৰ্ম্মভূতমিমমারক্তং সংগ্রামং মোহাদজ্ঞানায় করিষ্যসি চেৎ ততঃ আরক্তত্বং স্বধৰ্ম্মতাকরণাৎ স্বধৰ্ম্মকলং নিরতিশয়ত্বং বিজয়েন নিরতিশয়াঃ কীৰ্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপং নিরজ্জিন্নমবাপ্যসি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধর ।—বিপকে দোষমাহ অথ চেদিতি ॥ ৩৩ ॥

বলদেব ।—বিপকে দোষান্ দর্শয়তি অথেষ্ঠ্যদিতিঃ । যত্বে তব ধৰ্ম্মাং যুদ্ধলক্ষণং কীৰ্ত্তিঞ্চ কল্পসঙ্কোচ-নিবাতকবচাদিবধলক্যং হিত্বা পাপং “ন নিবর্তেত সংগ্রামাৎ” ইত্যাদি-বৃত্তিপ্রতিবিদ্ধং স্বধৰ্ম্মত্যাগলক্ষণং প্রাপ্যসি ॥ ৩৩ ॥

মধুসূদন ।—নহ নাহং যুদ্ধলক্ষণঃ “ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃক্ণ নচ রাজ্যং” “অপি চেৎ ত্রৈলোক্যরাজ্যত” ইত্যাকৃত্যুৎ তৎ কথং মদা কর্তব্যম্ ? ইত্যশঙ্কাকরণে দোষমাহ অথ

চেৎ সমিতি । অথেনি পক্ষান্তরে, ইমং ভীষ্মদ্রোণাদিবীরপুরুষপ্রতিযোগিকঃ, ধৰ্ম্মাং হিংসাদি
দোষণাগ্রস্তং সত্যং ধৰ্ম্মাদনগোতমিতি বা । সচ মহুনা দর্শিতঃ । “ন কুটৈরায়ুর্দৈর্ঘ্যং
যুধ্যমানো রণে রিপুন্ । ন কর্ণিভিনাঁপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিভিলিতভেজ্ঞনৈঃ । নচ হস্তাং শূলাক্রুতং
ন ক্লীবং ন কৃতাজলি । ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনম্ । ন স্তপ্তং ন বিসরাহং
ন নগং ন নিরাযুধম্ । নাযুধ্যমানং পশুস্তং ন পরেণ সমাগতম্ । নাযুধ্যাসনপ্রাপ্তং নাস্তি
নাতিপরিক্রমম্ । ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সত্যং ধৰ্ম্মমশ্রুশ্রবণম্” ইতি । সত্যং ধৰ্ম্মমুলজ্ঞা যুধ্যমানো
হি পাপীরান্ সত্যং, বস্ত পঠৈরাহুতোহপি সঙ্কল্পোপেতমপি সংগ্রামং যুদ্ধং ন করিম্যসি ধৰ্ম্মতো
লোকতো বা ভীতঃ পরাবৃত্তো ভবিষ্যসি চেৎ ততো “নির্জিত্য পরমৈস্তানি ক্রিতিং ধৰ্ম্মেণ
পালয়েৎ” ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিতশু যুদ্ধসাক্ষর্যং স্বধৰ্ম্মং হি আনমুষ্ঠায় কীর্ত্তিঞ্চ মহাদেবাদি-
সমাগমনিমিত্তাং হি “ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ” ইত্যাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধসংগ্রামনিবৃত্তাচরণজন্যং
পাপমেব কেবলমবাপ্স্যসি নতু ধৰ্ম্মং কীর্ত্তিং বেত্যভিপ্রায়ঃ । অথবা অনেকজন্মান্বজিতং ধৰ্ম্মং
তাক্ । রাজকৃতং পাপদেবাপ্স্যসীত্যর্থঃ । সন্মাতং স্বাং পরাবৃত্তমেতে দুষ্টী অবশ্যং হনিষ্যন্তি
অতঃ পরাবৃত্তহতঃ সন্ চিরোপার্জিতনিজস্বকৃতপরিত্যাগেন পরোপার্জিতদুষ্কৃতমাত্রভাক্
মাতুরিত্যভিপ্রায়ঃ । তথাচ মহুঃ “বস্ত ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্ততে পঠৈঃ । ভর্ত্তর্যুদ্ধকৃতং
কিঞ্চিৎ তৎ সৰ্ব্বং প্রতিপত্ততে ॥ যচাস্য স্মকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্শমুপার্জিতম্ । ভর্ত্তা তৎ
সৰ্ব্বমাদত্তে পরাবৃত্তহত্য তু ॥” ইতি যাজ্ঞবল্ক্যোহপি “রাজা স্মকৃতমাদত্তে হতানাং বিপলা-
রিনাম্” ইতি । এতেন যজ্ঞঃ “পাপমেবাপ্রয়েদম্মান্ হতৈতানাততায়িনঃ ।” “এতান্ ন
হন্তমিচ্ছামি যতোহপি মধুস্থদন ।” ইতি তন্নিকৃতং ভবতি ॥ ৩৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—যুদ্ধত্যাগে ইষ্টনাশেহনিষ্টপ্রাপ্তিঞ্চ ভবতীত্যাহ অথ চেদিতি ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য ।—তুমি পূর্বেই বলিয়াছ, “ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃঞ্চ ন চ
রাজ্যং অস্থানি চ” । এখনও যদি সেই বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া বল যে, আমি
যুদ্ধের ফল কাশনা করি না ; সুতরাং যুদ্ধ আমার পক্ষে কর্তব্য নহে । এই
আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, উপস্থিত যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপ
ধৰ্ম্মসঙ্গত এবং হিংসাদি দোষবিরহিত । মনু বলিয়াছেন, “যুদ্ধক্ষেত্রে
শত্রুকে কুটিল অস্ত্র দ্বারা, প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা, কর্ণি দ্বারা হনন করিবে
না । শূলাক্রুত, ক্লীব, কৃতাজলি, আসনজষ্ট, আমি তোমারই এইরূপ বাক্য-
রত, নিদ্রিত, জষ্ট, উলঙ্গ, অস্ত্রহীন ব্যক্তিকে বধ করিবে না । যে ব্যক্তি
পরে আসিয়াছে, বা অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হয় নাই এবং ক্ষতবিক্ষত কলেবরে
কাতর হইয়াছে, বা ভয়ে পলায়ন করিতেছে, সঙ্কনের ধৰ্ম্ম শ্রবণ করিয়া
তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে না ।” এই সকল নিষিদ্ধকালে যুদ্ধ করিলে পাপ-
ভাগী হইতে হয় । তুমি এই ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে অপর কর্তব্য আদৃত হইয়া

যদি ধর্ম ভয়ে বা লোক ভয়ে বিরত হও, তাহা হইলে স্বধর্ম, পরিত্যাগ জনিত পাপে তোমাকে অবশ্যই পাপী হইতে হইবে ; অপিচ বর্তমানকাল পর্য্যন্ত বাবজীবন স্বর্গে অমরবৃন্দের সমীপে এবং বসুন্ধরায় মানবকুলের সমক্ষে যে কীর্তিরাশি অর্জন করিয়াছ, তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কলঙ্ক ও দুষ্কৃতির আশ্রয় হইতে হইবে । মনু কলিয়াছেন, “যদি কোন ব্যক্তি সভয়ে সমর হইতে পলায়মান হয় এবং তৎকালে অপর কর্তৃক হত হয়, তাহা হইলে হত্যাকারীর দুষ্কৃতি সমূহ হত ব্যক্তিই প্রাপ্ত হয় । এবং হত ব্যক্তির পূর্বার্জিত যদি কোন স্কৃতি থাকে, তাহা হত্যাকারী প্রাপ্ত হয় । সুতরাং তুমি যদি রণক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিতে উন্মুখ হও, তাহা হইলে দুষ্ট দুর্ব্যোধনাদি তোমার শত্রুবর্গ অবশ্যই তোমাকে তৎকালে হনন করিবে, সুতরাং তোমার চিরোপার্জিত পুণ্য সমস্ত দুর্ব্যোধনাদি পাপি-গণকে আশ্রয় করিবে এবং তাহাদিগের পাপরাশি তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে । যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও এই কথাই সমর্থন করিয়াছেন । অতএব হে অর্জুন ! তুমি যে বলিয়াছ, “পাপমেবাপ্রয়েদস্মান্ হতৈতানাততায়িনঃ” এবং “এতান্ হন্তমিচ্ছামি স্বতোহপি মধুসূদন” ইত্যাদি বাক্য, ধর্ম ও যুক্তি-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ॥ ৩৩ ॥

অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যায়াম্ ।

সম্ভাবিতস্য চাকীর্তিম'রণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

অর্থ ।—ভূতানি (সর্বের লোকাঃ) চ তে (তব) অব্যয়াং (নাশ-রহিতাং, নিত্যাং) অকীর্তিঃ (যশঃশূন্যতাং) অপি কথয়িষ্যন্তি (বদি-ষ্যন্তি) চ (কিঞ্চ) সম্ভাবিতস্য (সম্ভাবিতস্য) [জনস্য] অকীর্তিঃ (বশোরাহিত্যং, অধ্যাতিঃ) মরণাং (মৃত্যোঃ) অতিরিচ্যতে (অধিকা ভবতি—মানহীনস্য মানিনো মানহানৈর্দ্বরণং বরমিতি ভাবঃ) ॥ ৩৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—সকল লোক-ই তোমার দীর্ঘকালব্যাপিনী অকীর্তিও বলিবে । সম্ভাবিত [ব্যক্তির] অকীর্তি যত্ন অপেক্ষা অধিক হয় ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—অধুনা তুমি যুদ্ধে বিরত হইলে বসুন্ধরার ভাবং লোকই

অনন্ত কাল তোমার অযশ ঘোষণা করিবে । ভাবিয়া দেখ, যশস্বী পুরুষের পক্ষে কলঙ্কিত জীবন তার বহন করাই অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেষ্ঠতর ॥ ৩৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—ন কেবলং স্বধর্মকীর্তিপরিভ্যাগঃ, অকীর্তিমিতি । অকীর্তিঞ্চাপি যুদ্ধে ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তে তবাব্যাসঃ দীর্ঘকালং ধর্ম্মায়া শুর ইত্যেবমাদিতিল্পটৈঃ সম্ভাবিতস্য চাকীর্তিঃসংগত্যাতির্য্যচেতে সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্যেবং মরণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

আনন্দগিরি ।—যুদ্ধাকরণে ক্ষত্রিয়স্য প্রত্যাবাস্য মুদ্রিকমাপান্ত শিষ্টগর্হালক্ষণং দীর্ঘকালভাবিনমৈহিকমপি প্রত্যাবাস্য প্রতিলভ্যন্তি ন কেবলমিতি । যুদ্ধে স্বমরণসন্দেহাৎ তৎপরিহারার্থমকীর্তিরপি সোঢ়ব্য্য স্বাত্মসংরক্ষণস্য শ্রেয়স্করাদিত্যশঙ্ক্যাহ ধর্ম্মায়েতি । সাক্ষাৎসাকীর্তির্ভবতি মরণাদপি হঃসহেতি তাৎপর্যার্থমাহ সম্ভাবিতস্যোতি ॥ ৩৪ ॥

রামানুজ ।—অকীর্তি ন কেবলং নিরতিশয়স্বধর্মকীর্তিহানিমাত্রং পার্শ্বো যুদ্ধে প্রাপ্তে পলায়িত ইত্যাব্যাসঃ সর্বদেশকালব্যাপিনীমকীর্তিঞ্চ সমর্থাস্তসমর্থান্তপি সর্বাণি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি । ততঃ কিমিতিঃ চেৎ, শৌর্য্যবীৰ্য্যপরাক্রমাদিতিঃ সর্বসম্ভাবিতস্য তদ্বিপৰ্য্য-
সামুদ্রানাকীর্তিমরণাদতির্য্যচেতে । এবংবিধায়া অকীর্ত্যেবং মরণমেব শ্রেয়ঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

হুমুমানু ।—অকীর্তিমিতি । ন কেবলং স্বধর্মকীর্তিপরিভ্যাগঃ সম্ভাবিতস্য ধর্ম্মায়া শুর ইত্যাদি ল্পটৈঃ সম্ভাবিতস্যাকীর্ত্যেবং মরণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ । ৩৪ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ অকীর্তিমিতি । অব্যাসঃ শাস্ত্রীং, সম্ভাবিতস্য বহুমতস্য, অকীর্তি-
মরণাদতির্য্যচেতে অধিকা ভবতি ॥ ৩৪ ॥

বলদেব ।—অকীর্তিমিতি । ন কেবলং স্বধর্ম্মস্য কীর্ত্যেচ ক্ষতিমাত্রম্ । যুদ্ধে সমারোহেচ্ছুনঃ পলায়িত ইত্যাব্যাসঃ শাস্ত্রীমকীর্তিঞ্চ তব ভূতানি সর্বে লোকাঃ কথয়িষ্যন্তি । নহ্ন মরণাত্তেজেন সয়া অকীর্তিঃ সোঢ়ব্যেতি চেৎ তত্রাহ সম্ভাবিতস্য অতিপ্রতিষ্ঠিতস্য । অতির্য্যচেতে অধিকা ভবতি । তথাচ তাদৃশাকীর্ত্যেবং মরণমেব বরমিতি ॥ ৩৪ ॥

মধুসূদন ।—এবং কীর্তিধর্ম্মরোরিষ্টোরপ্রাপ্তিরনিষ্টস্য চ পাপস্য প্রাপ্তিবুদ্ধিপরিভ্যাগে দর্শিতা, তত্র পাপাধ্যমনিষ্টং ব্যবধানেন হঃখকলদমামুজিকছাৎ, শিষ্টগর্হালক্ষণনিষ্টেসাম-
কলদমত্যসহমিত্যাহ অকীর্তিমিতি । ভূতানি দেববিরহুযাদীনি তে তব অব্যাসঃ দীর্ঘকালানকীর্তিঃ ন ধর্ম্মায়াং ন শুরোহয়মিত্যেবং রূপাং কথয়িষ্যন্ত্যন্তোক্তং কথাপ্রসঙ্গে, কীর্তিধর্ম্মনাশিসমুচ্চনার্থে নিপাতো ন কেবলং কীর্তিধর্ম্মে হিবা পাপং প্রাপ্যসি অপিতু অকীর্তিঞ্চ প্রাপ্যসি, ন কেবলং যমেব তাং প্রাপ্যসি অপিতু ভূতানি কথয়িষ্যন্ত্যপি ইতি বা নিপাতরোরর্থঃ । নহ্ন যুদ্ধে স্বমরণসন্দেহাৎ তৎপরিহারার্থমকীর্তিরপি সোঢ়ব্য্য স্বাত্মসংরক্ষণস্যাত্যন্তাপেক্ষিতছাৎ, তথাচোক্তং শাস্তিপর্ণি । “সার্য্য দানেন ভেদেন সমতৈরুত বা পৃথক্ । বিক্রেতুং প্রেযতেভারীন্ ন দুখ্যত কথানন । অনিত্যো বিজরো বন্দ্যশ্যতে দুখ্যমানরোঃ । পরাজয়শ্চ সংগ্রামে তন্নানদুঃখং

বিবৰ্দ্ধয়েৎ । জয়গামপ্যুপায়ানং পূৰ্ব্বোক্তানামসম্ভবে । তথা যুদ্ধোত্ত সম্পত্তৌ বিজয়েত রিপূন্
বধা ॥” ইতি । এবমেব মনুনাথ্যুক্তং । তথাচ মরণভীতস্য কিমকীৰ্ত্তিহুঃখমিতি শঙ্কামপমুদতি
সম্ভাবিতস্যোতি । ধৰ্ম্মীয়া পূৰ্ব্বোক্তোত্তাবসাদিত্তিরনন্তলভ্যৈশ্চ গৈৰ্ব্বহমতস্য জনস্যাকীৰ্ত্তৈশ্চরণাদ-
প্যতিরিচ্যতে অধিকা ভবতি ॥ ৩৬ চো হেতৌ । এবং যস্মাৎ অতোহকীৰ্ত্তৈশ্চরণমেব বরং ন্যূনত্বাৎ,
অমশ্যতিসম্ভাবিতোহসি মহাদেবাদিসমাগমেন, অতো নাকীৰ্ত্তিহুঃখং সোচ্চুঃ শঙ্কাসীত্যভিপ্রায়ঃ ।
উদাহৃতবচনত্ব অর্থশাস্ত্রত্বাৎ, “ন নিবর্তেত সংগ্রামাৎ” ইত্যাদি ধৰ্ম্মশাস্ত্রাৎ দুৰ্ব্বলমিতি
ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অযায়ং দীৰ্ঘকালম্ ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—বিপক্ষে দোষানাহ অথেনি চতুর্ভিঃ । অকীৰ্ত্তিমিতি অযায়মনবধাৎ,
সম্ভাবিতস্য অতি প্রতিষ্ঠিতস্য ॥ ৩৩ । ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য ।—এই যুদ্ধে বিরত হইলে কেবল যে স্বধৰ্ম্ম এবং কীৰ্ত্তি
পরিভ্যাগ করিয়া পাপভাগী হইবে, এমন নহে ; অধিকন্তু দেব, ঋষি,
মনুষ্যাদি তাবতে তোমার অনন্ত কালব্যাপী অকীৰ্ত্তি সজ্জোষিত করিতে
থাকিবে । যেখানে তোমার কথা উঠিবে, সেই স্থানেই প্রসঙ্গতঃ তাহার।
তোমাকে ধৰ্ম্মহীন ও শূরত্ব শূন্য বলিয়া উল্লেখ করিবে । অতএব যুদ্ধ
ভ্যাগজনিত কেবল পারলৌকিক পাপ নহে, ইহ লোকেও তোমার নাম
অপরিণীম কলঙ্কের আশ্পদ হইবে । অৰ্জুন বলিলেন, “যুদ্ধে প্রাণ বিনষ্ট
হইতে পারে, অতএব তৎপরিহারার্থ বরং অকীৰ্ত্তিভাজন হওয়াও ভাল,
তথাপি আত্মরক্ষণে শিথিল প্রযত্ন হওয়া ভ্রমঃ নহে । মহাভারতের
শাস্তিপর্বে কথিত আছে ;—বিজয়ার্থ ব্যক্তি শত্রুকে সাম, দান ও ভেদ রূপ
উপায়ের সমস্ত বা অন্ততম দ্বারা জয় করিবেন, যুদ্ধ দ্বারা কদাচ নহে ;
যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত, অতএব তাহা ত্যাগ করিবে । উল্লিখিত
ত্রিবিধ উপায়ে অক্লান্তকার্য্য হইলে শত্রুকে যুদ্ধ দ্বারা জয় করিবার ব্যবস্থা
করিবে ।” ভগবান্ মনুও এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন । অৰ্জুনের
এইরূপ প্রমাণ সঙ্গত আশঙ্কা অপনয়নার্থ বলিতেছেন, তুমি ভূতনাথ
ভবাবীপতিকর্তৃক সমাদৃত, দেবরাজ ইন্দ্রকর্তৃক আদৃত, ভুলোকবিজয়ী
মহাযশস্বী বীরপুরুষ । তোমার জ্ঞান ব্যক্তির পক্ষে অকীৰ্ত্তি মরণের
অপেক্ষাও বিগর্হিত । অতএব অকীৰ্ত্তিরূপ বিড়ম্বনাভাজন হওয়া তোমার
পক্ষে কখনও বিধেয় নহে ॥ ৩৪ ॥

ভয়াদ্রুপদপুত্রং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ ।

যেযাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥

অনুব্র ।—মহারথাঃ (দুর্ঘোষনাদয়ঃ) ত্বাং ভয়াং [ভয়হেতোঃ]
রণাং (সমরাং) উপরতং (নিবৃত্তং) মংস্যন্তে (চিন্তয়িষ্যন্তি) ।
চ (কিঞ্চ) ত্বং যেবাং (দুর্ঘোষনাদীনাং) বহুমতঃ (অগ্নং বহুগুণ-
বিশিষ্ট ইত্যেবংরূপেন বহুধা সম্মানিতঃ ইতি) ভূত্বা (অর্থাৎ পূর্বে
বস্ত্রং বেবাং বহুমতঃ আসীৎ) [স ত্বং ইদানীং] লাঘবং (লঘুতাং)
যাস্যসি (প্রাপ্যসি) ॥ ৩৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—মহারথগণ তোমাকে ভীতিনিবন্ধন যুদ্ধ-হইতে নিবৃত্ত
মনে করিবে । অপিচ তুমি বাহাদিগের বহুমত হইয়া [সেই তুমি
একগণে] লঘুতা প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে দুর্ঘোষনাদি মহারথগণ পূর্বে তোমাকে বহুবিধ
গুণশালী জানিয়া মনে মনে তোমার ভূয়সী প্রশংসা করিত, একগণে
তাহারাই তোমাকে কণাদি বীরবৃন্দের ভয়ে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত
বলিয়া মনে করিবে ; সুতরাং তোমাকে তাহাদিগের নিকট অতিশয়
লঘু হইতে হইবে ॥ ৩৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিঞ্চ ভয়াদিতি । ভয়াং কণাদিত্যো রণাং যুদ্ধোপরতং নিবৃত্তং
মংস্যন্তে চিন্তয়িষ্যন্তি ন রূপগতি ত্বাং মহারথা দুর্ঘোষনপ্রভৃতয়ঃ, কে মংস্যন্তে ? ইত্যাহ,
যেযাঞ্চ ত্বং দুর্ঘোষনাদীনাং বহুমতো বহুভিগুণৈশ্বক ইত্যেবং বহুমতো ভূত্বা পুনশ্চ যাস্যসি
লাঘবং লঘুভাবম্ ॥ ৩৫ ॥

আনন্দগিরি ।—ইতচ্চ ত্বা যুদ্ধং কর্তব্যমিত্যাহ কিঞ্চেতি । প্রাণিশু কুপরা নাহং
যুদ্ধং করিষ্যামীত্যপেক্ষ্যাহ ভয়াদিতি । মহারথানেব বিশিনষ্টি যেবাঞ্চেতি, দুর্ঘোষনাদি-
ভিত্তবোপহাসাতানিসন্যার্থং সংগ্রামে প্রবৃ্ত্তিরনশ্চাবিনীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

রামানুজ ।—বহুসেনাং কারুণ্যাত যুদ্ধানিবৃত্তস্য শূরস্য মমাকীর্তিঃ কথমাগমিষ্যতী-
ত্যাহ ভয়াদিতি । যেবাং কলহকর্তৃণাং দুর্ঘোষনাদীনাং মহারথানামিতঃ পূর্বে ত্বং শূরে
বৈরীতি বহুমতো ভূত্বা ইদানীং যুদ্ধে সমুপস্থিতে নিবৃত্তব্যাপন্নতয়া লাঘবং সুগ্রহতাং যাত্তসি,
তে মহারথাঃ তবান্দ্রুপদপুত্রং মংস্যন্তে । শূরাণাং হি বৈরিণাং শত্রুভয়াদৃতে বহুসেনাদিনা
যুদ্ধোপরতির্নোপপত্ততে ॥ ৩৫ ॥

হুমান্ ।—ভয়াদিতি । ভয়াং কর্ণাদিভীরণাং যুদ্ধাহুপরতং নিবৃত্তং মংস্তস্তে চিন্ত-
য়িষ্যন্তি ন ক্রপয়েতি স্বাং মহারথা হৃষ্যোদনপ্রভৃতয়ঃ, কে মংস্তস্তে ? ইত্যত্রাহ, যেষামিতি ।
যেযাং হৃষ্যোদনাদীনাং স্বং বহমতো ভূত্বা পুনর্থাশ্রয়ি লাবণং লঘুতাং, তে মংস্তস্তে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ ভয়াদিতি । যেযাং বহুগুণেভ্যে স্বং পূৰ্ব্বং সম্মতোহভূত এব ভয়াং
সংগ্রামান্নিবৃত্তং স্বাং মন্তেরন্, ততশ্চ পূৰ্ব্বং বহমতো ভূত্বা লাবণং লঘুতাং যাশ্রসি ॥ ৩৫ ॥

বলদেব ।—নহু কুলকরদোষাং কারুণ্যাচ্চ বিনিবৃত্তস্ত মম কথমকীৰ্ত্তিঃ শ্রাদিতি
চেৎ তত্রাহ ভয়াদিতি । মহারথা হৃষ্যোদনাদয়ঃ কর্ণাদিত্যয়ান্ তু বহুকারণ্যাদ্রোহপরতং
মংস্তস্তে । ন হি শূরস্ত শত্রুভয়ং বিনা বহুস্নেহেন যুদ্ধাহুপরতিরিত্যর্থঃ । ইতঃ পূৰ্ব্বং যেযাং
স্বং বহমতঃ শূরো বৈরীতি বহু গুণবন্তয়া সম্মতোহভূরিদানীং যুদ্ধে সমুপস্থিতে কাতরোহয়ং বিনিবৃত্ত
ইত্যেবং তৎকৃতং লাবণং দুঃসহং যাশ্রসি ॥ ৩৫ ॥

মধুসূদন ।—নন্দাঙ্গীনা জনা মাং নিন্দন্ত নাম ভীষ্মদ্রোণাদয়স্ত মহারথাঃ কারুণিক-
য়েন স্তোষ্যন্তি মামিত্যত আহ ভয়াদিতি । কর্ণাদিভ্যো ভয়াং যুদ্ধান্নিবৃত্তং ন ক্রপয়েতি স্বাং
মংস্তস্তে ভীষ্মদ্রোণ-হৃষ্যোদনাদয়ো মহারথাঃ । নহু তে মাং বহুমন্তমানাঃ কথং ভীতং মংস্তস্তে
ইত্যত আহ যেষামিতি । যেষামেব ভীষ্মাদীনাম্ স্বং বহমতো বহুভিঃ গৈবৃক্কোহয়মজ্জুন ইত্যেবং
মতঃ, ত এব স্বাং মহারথা ভয়াহুপরতং মংস্তস্ত ইত্যয়ঃ । অতো ভূত্বা যুদ্ধাহুপরত ইতিশেষঃ,
লাবণং অনাবরবিবরস্বং বাসাসি প্রাপ্যসি সর্কেষামিতি শেষঃ । যেষামেবং স্বং প্রাথমমতো-
হভূস্তেষামেব তাদৃশো ভূত্বা লাবণং বাসায়ীতি বা ॥ ৩৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অকীৰ্ত্তিমোহাৎ ভয়াদিতি । স্বং বহমতো ভূত্বা স্বত এব অভিন্নাব্যবৃত্তঃ
সন্ লাবণং লঘুতাং কাতর্য্যাত্মং যেযাং পুরতো বাসাসি তে মহারথাঃ ভয়াঙ্গোহুপরতং
মংস্যস্তে ইতি বোজনা ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—ভয়াদিতি । যেযাং স্বং বহমতঃ অম্মচ্ছত্রজ্জুনস্ত মহাশূর ইতি বহু-
সম্মানবিষয়ো ভূত্বা সম্প্রতি যুদ্ধাহুপরমে সতি লাবণং বাসাসি । তে হৃষ্যোদনাদয়ঃ মহারথাঃ
ভয়াদেব রণাহুপরতং মংস্যস্ত ইত্যয়ঃ । ক্ষত্রিয়াণাং হি ভয়ং বিনা যুদ্ধোপরতিহেতুর্ন ব্রহ্মহনিকো
নোপপত্তত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—যদি মনে কর, ভীষ্ম দ্রোণাদি গুরুজনগণ আমার বীরত্ব
হেতু চিরদিনই আমাকে সমাদর করিতেছেন, সুতরাং অদ্য যুদ্ধক্ষেত্র পরি-
ত্যাগ করিলেও আমার বিশেষ অকীৰ্ত্তি নষ্টাবনা নাই । তদুত্তরে শ্রীভগবান্
বলিতেছেন, হে অমাক্ষচিত্ত নখে ! চিরদিন বীরত্ব হেতু সমাদৃত হইলেও,
তুমি রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিবা মাত্র ভীষ্ম, দ্রোণ, হৃষ্যোদনাদি মহা-
রথগণ নিশ্চয়ই মনে করিবেন যে, কর্ণাদি ভূজবলপরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী
বীরপুরুষগণের ভয়েই অদ্য তুমি সমর বিমুখ হইয়াছ । অমূলক এবং

অসম্ভব করুণা প্রাপ্যে তুমি যে যুদ্ধে বিরত হইতেছ, তাহা কেহই মনে করিবেন না ; অতএব বাঁহাদের নিকট অধুনা তুমি সর্বসদৃশগুণের আশ্রয় বলিয়া আদৃত হইতেছ, সেই ভীষ্মাদি মহারথগণের নিকট অতঃপর ভীত, কাপুরুষ ইত্যাদি বহুবিধ বাক্যে দিক্কৃত হইতে থাকিবে ॥ ৩৫ ॥

অবাচ্যবাদাংশচ বহুন্ বদিস্যন্তি তবাহিতাঃ ।

নিন্দন্তুস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

অনুব্র।—তব অহিতাঃ (অশুভচিন্তকাঃ, শত্রবঃ) তব সামর্থ্যং (উৎসাহাদিশক্তিং) নিন্দন্তুঃ (বিগর্হন্তুঃ) [সন্তুঃ] বহুন্ (বিবিধান্) অবাচ্যবাদান্ (বচনাব্যোম্যাদান্) চ বদিস্যন্তি (অভিধায়াস্তি) নু (তোঃ) ততঃ (কুৎসাপ্রাপ্তেদুঃখাৎ) দুঃখতরং (অধিকং দুঃখং) কিং ? (কিমপি নাস্তীত্যর্থঃ) ॥ ৩৬ ॥

প্রতিশব্দ।—তোমার অরি-সমূহ ত্বদীয় সামর্থ্যের নিন্দা-করতঃ বহুবিধ কহিবার-অব্যোম্য-শব্দ-সমূহ-ও বলিবে । ওহে ! তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে ? ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা।—তোমার নিয়ত অশুভ-চিন্তক দুর্ঘোষাদি তোমার সেই স্বর্গ-মর্ত্য-ব্যাপী সামর্থ্যের অসমর্থ নিন্দা করিবে এবং তোমার সমুদয়ে বহু প্রকার অকথ্য ও কুৎসিত শব্দ প্রয়োগ করিবে । বন্ধো ! ইহাঙ্গ অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে ? ॥ ৩৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ অবাচ্যবাদানিতি । অবাচ্যবাদান্ অবজ্ঞাবাদান্ চ বহুনেক-প্রকারান্ বদিস্যন্তি তবাহিতাঃ শত্রবঃ নিন্দন্তুঃ কুৎসন্তুস্তব ত্বদীয়ং সামর্থ্যং নিভৃতকবচাদিযুদ্ধ-নিমিত্তং, তস্মাৎ ততো নিন্দা প্রাপ্তেদুঃখাৎ দুঃখতরং নু কিং ততঃ কষ্টতরং দুঃখং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

আনন্দগিরি।—ইতশ্চ স্বঃ যুদ্ধাঙ্গপরমং না কাব্যীরিত্যাহ কিঞ্চিৎ । নহু ত্বীয়-দ্রোণাদিবৎপ্রযুক্তঃ কষ্টতরং দুঃখমসহমানো যুদ্ধান্নিবৃত্তঃ স্বসামর্থ্যনিন্দাদিশব্দঃ সোচ্চৈঃ শকাযীত্য-শব্দাঃ তত ইতি ॥ ৩৬ ॥

রামানুজ।—কিঞ্চ অবাচ্যেতি । শূরাণামসাকং সন্নিধৌ কথমসং পার্থঃ কথমপি স্বাত্ত্বং শক বাৎসল্যমসিধানিন্যজ্ঞ জ্ঞান্য সামর্থ্যমিতি তব সামর্থ্যং নিন্দন্তুঃ শূরাণামগ্রে

অবাচ্যবাদাংশে বহুন্ বদিস্যন্তি । তব শত্রবো ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ । ততোহধিকতরং হুঃখং কিং তব,
এবংবিধাবাচ্যশ্রবণান্নয়মেব শ্রেয় ইতি ত্বমেব মন্তসে ॥ ৩৬ ॥

হনুমান্ ।—কিঞ্চ, অবাচ্যোতি । অবাচ্যবাদান্ অবজ্ঞাবাদাংশে বহুন্ অনেক-
প্রকারান্ বদিস্যন্তি তবাহিতাঃ শত্রবঃ নিন্দন্তঃ কুৎসরন্ত এব সামর্থ্যং নিবাতকবচাদিভিন্ননিমিত্তং
সামর্থ্যং, ততস্তন্মারিন্দাপ্রাপ্তেহুঃখতরং হু কিং ততঃ কষ্টকরং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চাবাচ্যবাদানিতি । অবাচ্যান্ বাদান্ বচনানহান্ শকাংস্তবাহিতাশ্চ-
চ্ছত্রবো বদিস্যন্তি ॥ ৩৬ ॥

বলদেব ।—কিঞ্চাবাচ্যোতি । অহিতাঃ শত্রবো ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্তব সামর্থ্যং পূৰ্ণসিদ্ধ
পরাক্রমং নিন্দন্তঃ বহুন্বাচ্যবাদান্ বঙতিলাদিশব্দান্ বদিস্যন্তি । তত এবংবিধাবাচ্যবাদ-
শ্রবণাদতিশয়িতং কিং হুঃখমসি । ইথৈধৈতৈঃ, যড়্ভিযুর্কটৈবরাগ্যস্তাশ্বর্ষভমকীর্তিকরত্বকোক্তং
দর্শিতম্ ॥ ৩৬ ॥

মধুসূদন ।—নহু ভীষ্মাদরো মহারথো ন বহু মন্তস্তাং দুৰ্য্যোধনাদয়স্ত শত্রবো বহু-
মন্তস্তে মাং বুদ্ধনিবৃত্তা তদুপকারিত্বাদিত্যত আহ অবাচ্যোতি । তবাসাধারণং বৎ সামর্থ্যং
লোকপ্রসিদ্ধং তন্নিন্দন্তস্তব শত্রবো দুৰ্য্যোধনাদয়ঃ অবাচ্যান্ বাদান্ বচনানহান্ বঙতিলাদিকল্পানেব
শব্দান্ বহুন্ অনেকপ্রকারান্ বদিস্যন্তি নতু বহু মংস্যস্তে ইত্যভিপ্রায়ঃ । অথবা তব সামর্থ্যং
জ্ঞতিবোগ্যত্বং তব নিন্দন্তো অহিতা অবাচ্যবাদান্ বদিস্যন্তীত্যশ্বয়ঃ । নহু ভীষ্মদ্রোণাদিবধ-
প্রবৃত্তং কষ্টতরং হু খমসহমানো বুদ্ধান্নিবৃত্তঃ শত্রুকৃতং সামর্থ্যানিন্দনাদিহুঃখং সোচুঃ শঙ্ক্যামীত্যত
আহ তত ইতি । ততস্তন্মারিন্দাপ্রাপ্তিহুঃখং কিম্ হুঃখতরং ততোহধিকং কিমপি হুঃখং
নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কিঞ্চ, অবাচ্যোতি । অবাচ্যবাদান্ বক্তৃমুযোগ্যান্ শব্দান্ বঙতিলোহ-
র্জুন ইত্যাদীন্ সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ ধিগন্ত শৌর্যং যো ভীষ্মাদিভরাৎ পলায়িত ইতি ইদং বচনং
মরণাভয়গ্যাহকিহুঃখং ন ইতোহজ্ঞং হুঃখতরমধিকং হুঃখং কিং ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—অবাচ্যোতি । অবাচ্যবাদান্ ক্লীব ইত্যাদিকটুক্তীঃ ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য —কেবল যে মহারথগণের নিকটই তোমার লঘুতা ঐতি-
পাদিত হইবে, এমন নহে; দুৰ্য্যোধনাদি তোমার চিরন্তন বৈরীগণ
তোমার নীনাপ্রকার কুৎসা কীর্জন করিবে। তোমার লোক-প্রসিদ্ধ
অলৌকিক সামর্থ্যজনিত কীর্তি-চন্দ্রিমা কলঙ্করূপ রাহর কবলগত হইবে
এবং দুৰ্য্যোধনাদি দুরন্ত অরিকুল তোমাকে হীন ক্লীবাদিরূপ নানাপ্রকার
কুৎসিত শব্দে সম্ভাষিত করিতে থাকিবে। এইরূপ নিন্দাতালন হওয়ার
অপেক্ষা অধিকতর হুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। অতএব তুমি সমর-
বিমুখ হইলে বাহাদুরের অশেষ কল্যাণ সম্ভাবিত, তোমার সেই শত্রুগণও

বিবিধ বিধানে তোমার নিন্দাই করিতে থাকিবে । হতরাং কি ভীষ্মাদি
গুরুজনগণ সমীপে অথবা দুৰ্য্যোধনাদি শত্রুগণের নিকটে সৰ্ব্বত্রই তোমাকে
নিদারুণ ছুঃখ-প্রদ-নিন্দা-ভাজন হইতে হইবে । হে সখে ! এতদপেক্ষা
দুরবস্থা আর কি হইতে পারে ॥ ৩৬ ॥

—*—

হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ত্যসে মহীম্ ।
তস্মাদ্ভুতিষ্ঠ কোন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুয় ।—হতঃ বা (হতশ্চেৎ) স্বর্গং (ত্রিদিবং) প্রাপ্যসি
(লপ্যসে) জিত্বা [কর্ণাদীনিতি শেষঃ] বা মহীং (পৃথ্বীং) ভোক্ত্যসে ;
কোন্তেয় ! তস্মাৎ (লাভস্য উভয়ত্র তুল্যত্বাৎ) যুদ্ধায় (আহবায়—
যুদ্ধং কর্তৃং ইত্যর্থঃ) কৃতনিশ্চয়ঃ [লন্] (স্বয়ং মরিষ্যামি শত্রুন্
হনিষ্যামীতি বা স্থিরীকৃত্য) উত্তিষ্ঠ (উদযুক্তো ভব—বদ্ধপারিকরো
ভব) ॥ ৩৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—হয় হত-হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত-হইবে, কিংবা জয়-করিয়া
পৃথিবী ভোগ-করিবে । কোন্তেয় ! অতএব যুদ্ধার্থ নিশ্চয়-করিয়া
উত্তিত হও ॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে কুন্তীনন্দন ! বিচার করিয়া দেখ যুদ্ধে জয় বা
পরাজয় কোন পক্ষেই ফলের তারতম্য নাই ; কারণ যুদ্ধে বিগতপ্রাণ
হইলে স্বর্গ লাভ যেরূপ স্থনিশ্চিত, জয় লাভ করিয়া অবনীমণ্ডলের
আধিপত্যও সেইরূপই স্থনিশ্চিত, অতএব হয় নিজে মরিব কিংবা
শত্রু জয় করিব এইরূপ সৰ্ব্বস্ব বদ্ধ হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত বদ্ধ পারিকর
হও ॥ ৩৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যুদ্ধে পুনঃ ক্রিয়মাণে কর্ণাদিভিঃ কিং, হতো বেতি । হতো বা
প্রাপ্তসি স্বর্গং হতঃ সন স্বর্গং প্রাপ্যসি জিত্বা কর্ণাদীন্ শূরান্ ভোক্ত্যসে মহীং, উভয়থাপি
তব লাভ এবৈত্যভিপ্রায়ঃ । যত এব তস্মাদ্ভুতিষ্ঠ, কোন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ, জেযামি শত্রুন্
মরিষ্যামি বেতি নিশ্চয়ঃ কৃত্তেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

জানন্দগিরি ।—তহি যুদ্ধে গুরুদেবদশাশ্রয়স্য নিন্দা ভতো নিবৃত্তৌ শনিজ্ঞেন্দ্রত্বা-

ভয়তঃ পাশরজ্জুরিত্যাশঙ্কাহ যুদ্ধে পুনরিত্তি । জয়ে পরাজয়ে চ লাভধ্রোবাদ্ভুক্তার্থস্থখান-
মাবশ্যকমিত্যাহ তস্মাদিত্তি । নহি পরিশুদ্ধকুলস্ত যুদ্ধারোদ্ভুক্তস্ত তস্মাদ্ভয়পরমঃ সাধীরাণিত্যাহ
কৌন্তেয়েতি । জয়ে পরাজয়ে চেত্যেতদ্ব্যভয়ং তুচ্ছাচ্যতে । জয়াদিনিরমাতাবেহপি লাভনিয়মে
ফলিতমাহ যত ইতি । কৃতনিশ্চয়ত্বমেব বিশদয়তি জেযামীতি ॥ ৩৭ ॥

রায়াশুভ ।—অতঃ শূরেণাশ্রয়না পরেযাং হননমাস্মনো বা পঠৈর্হমনযুভয়মপি শ্রেয়ো
ভাবীত্যাহ হত ইতি । ধর্মযুদ্ধে পঠৈর্হতশ্চেৎ তত এব পরমনিঃশ্রেয়সং প্রাপ্ স্যাসি পরান্
বা হত্বা ঐহিকমকণ্টকং রাজ্যং ভোক্ত্যসে । অনভিসংহিতকলস্য যুদ্ধাখ্যাদর্মস্য পরমনিঃশ্রেয়সো-
পায়ত্বাৎ তচ্চ পরমনিঃশ্রেয়সং প্রাপ্ স্যাসি তস্মাদ্ভুক্তারোক্ষাগং পরমপুরুষার্থলক্ষণমোক্ষসাধনমিতি
নিশ্চিত্য তদর্থমুত্তিষ্ঠ । কুন্তীপুত্রস্ত তবৈবং যুক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

হনুমান্ ।—হতে বেতি । যুদ্ধে পুনঃ ক্রিয়মাণে কর্ণাদিভির্হতো বা প্রাপ্ স্যাসি স্বর্গং,
জিত্বা কর্ণাদীন্ ভোক্ত্যসে মহীং উভয়থাপি তে লাভ ইত্যভিপ্রায়ঃ । যত এবং তস্মাদ্ভুক্তি
কৌন্তেয় কৃতনিশ্চয়ঃ জেযামি পরান্ মরিয়ামি বেতি নিশ্চয়ং কৃত্বা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধর ।—যচ্চোক্তং “ন চৈতদ্বিদ্মঃ” ইতি তত্রাহ হতো বেতি । পক্ষদ্বয়েহপি তব
লাভ এবৈত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

বলদৈব ।—নহ যুদ্ধে বিজয় এব মে শ্রাদ্ধিতি নিশ্চয়াভাবাৎ ততোহহং নিবৃত্তোহস্মীতি
চেৎ তত্রাহ হতো বেতি । পক্ষদ্বয়েহপি তে লাভ এবৈতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

মধুসূদন ।—নহ তর্হি যুদ্ধেণ্ডর্কাদিবধবাণাং মধ্যাহ্নকৃত্য নিন্দা ততো নিবৃত্তো তু শত্রু-
কৃত্য নিন্দেত্যভয়তঃ পাশরজ্জুরিত্যাশঙ্কা জয়ে পরাজয়ে চ লাভধ্রোবাদ্ভুক্তার্থমেবোখাসমাবশ্যক-
মিত্যাহ হতো বেতি । স্পষ্টং পূর্বার্কম্ । যস্মাদ্ভয়থাপি তে লাভস্তস্মাৎ জেযামি শত্রুন্
মরিয়ামি বেতি কৃতনিশ্চয়ঃ সন্ যুদ্ধারোত্তিষ্ঠ,অন্তরফলসন্দেহেহপি যুদ্ধকর্তব্যতয়া নিশ্চিতত্বাৎ ।
এতেন “ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরনো গরীযঃ” ইত্যাদি পরিহৃতম্ ॥ ৩৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—“যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েম্” ইত্যুক্তং তত্রাহ হতো বেতি । রণে
হিতস্ত স্বর্গো বা রাজ্যং বা দিক্ক্ষিমতীতি পক্ষদ্বয়মপি হিতাবহমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—নহ যুদ্ধে মম বিজয় এবং ভাবীত্যাপি নান্তি নিশ্চয়ঃ । ততশ্চ কথং যুদ্ধে
প্রবর্তিতব্যমিত্যত আহ হত ইতি ॥ ৩৭ ॥

ভাৎপর্য্য ।—অর্জুন যদি মনে করেন, যুদ্ধে গুরুজনাদি বধজনিত
নিন্দা এবং সমর বিরতি জনিত শত্রুগণকৃত কলঙ্ক, এতদুভয়ের মধ্যে
কোনুটি অবলম্বনীয় তৎসম্বন্ধে অর্জুন সন্দেহান হইতেছেন মনে করিয়া,
শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জুন! এই সমরে তোমার জয় বা পরাজয়
বাহাই কেন হউক না, তোমার অপরিণীম লাভবিষয়ক কোনই সন্দেহ
নাই । যদি তুমি শত্রুর সজাঘাতে বিগতজীব হও, তাহা হইলেও, অকর-

স্বর্গভোগরূপ পরম সৌভাগ্য-দ্বার তোমার নিমিত্ত উন্মুক্ত থাকিবে । আর যদি তুমি বিজয়ী হও, তাহা হইলেও মহীমণ্ডলের আধিপত্যরূপ বাঞ্ছনীয় স্বর্গ ভোগ তোমার অধীন হইবে । যখন উভয়বিধ পরিণামেই যথেষ্ট লাভ পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন হয় সময়ে শত্রুকুল বিনাশ করিব, অথবা তাহাদের হস্তে বিগতজীব হইব, এইরূপ সকলসম্বন্ধ হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত সমুখিত হও । অর্জুনকৃত “ন চৈতবিদ্মঃ কতরয়ো গরীরঃ” ইত্যাদি বাক্যের উত্তর এই স্থলে প্রদত্ত হইল অর্থাৎ এতদ্বারা বিবৃত হইল যে, জয় ও পরাজয় উভয়ই প্রাপ্ত কলপ্রদ ॥ ৩৭ ॥

—*—

• সুখ-দুঃখে সমে কৃতা লাভালাভৌ জয়াজয়ো ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

অর্থঃ ।—ততঃ (তর্হি) সুখ-দুঃখে লাভালাভৌ জয়াজয়ো [চ] সমে (তুল্যে) কৃতা (ততঃ তদনন্তরং ইতি বা) যুদ্ধায় (যুদ্ধং কর্ত্বং) যুজ্যস্ব (উদযুক্তো ভব) এবং (সমরং কুর্স্বন্) পাপং ন অবাপ্স্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ৩৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—তাহা-হইলে সুখ ও দুঃখ, লাভ ও অলাভ এবং জয় ও পরাজয়কে সমান করিয়া যুদ্ধ-করিতে উদযুক্ত হও ; এই-প্রকারে পাপ প্রাপ্ত হইবে না ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—যদি স্বধর্ম্যপরিপালনার্থ যুদ্ধের অবশ্যকর্তব্যতা অবধারণ করিতে পার, তাহা হইলে কি সুখ কি দুঃখ এবং তাহার মূলস্বরূপ রাজ্য লাভ বা অলাভ এবং লাভালাভের মূলস্বরূপ রণে জয় বা পরাজয় এতদুভয়কে সম দৃষ্টিতে দেখিয়া, যুদ্ধে সম্প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তুমি পাপ-কল-ভাগী হইবে না ॥ ৩৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তত্র যুদ্ধং স্বধর্ম ইত্যেবং যুধ্যমানস্ত উপদেশমিমে শৃণু সুখদুঃখে ইতি । সমৌ কৃতা সুখদুঃখে সমে তুল্যে কৃতা যোগ্যেয়াবপ্যকৃত্বতোতং, তথাচ লাভালাভৌ জয়াজয়ো চ ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব বটম্ব নৈবং যুদ্ধং কুর্স্বন্ পাপকলমবাপ্স্যসি, ইত্যেব উপদেশঃ প্রোদ্রিকঃ ॥ ৩৮ ॥

আনন্দগিরি ।—পাপভীকৃতস্তা যুদ্ধায় নিশ্চয়ঃ কৃতা নোপাতুঃ শক্রোদীত্যশঙ্ক্যাহ

তজ্জৈতি । যুদ্ধস্য স্বধর্মতয়া কর্তব্যম্বে সতীতি যাবৎ । সূক্তজীবনমরণাদিনিমিত্তয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ সমতাকরণং কথমিতি তত্রাহ রাগদ্বৈবাবিতি । লাতঃ পত্রকোবাদিপ্রীতিঃ অলাভস্তদ্বিপর্কায়ঃ জ্ঞায়েন যুদ্ধেনাপরিতৃপ্তেন পরস্ত পরিভবো জয়স্তদ্বিধায়ব্ধয়ঃ তয়োর্লাভালাভয়োর্জয়জয়রোশ্চ সমতাকরণং সমানমেব রাগদ্বৈবাবকৃত্ত্বোত্যতদর্শয়িতুং তথৈতুক্তং, যথোক্তোপদেশবশাৎ পরমার্থ-দর্শনশ্রবণে যুদ্ধকর্তব্যত্যোক্তে, সমুচরণপদং শাস্ত্রস্য প্রাপ্তমিত্যাশঙ্কাহ এষ ইতি । ক্ষত্রিয়স্য তব ধর্মভূতযুদ্ধকর্তব্যতানুবাদপ্রসঙ্গাতবাদ্যোপদেশস্য নাঞ্জন মিশ্রণ সমুচরণঃ সিধ্য-তীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

রামানুজ ।—যুদ্ধোযুক্তানুষ্ঠানপ্রকারমাহ সুখেতি । এবং দেহাতিরিক্তম্পৃষ্টসমস্ত-দেহস্বভাবং নিত্যমাত্মানং জ্ঞাত্বা যুদ্ধেনাবর্জ্যনীরশস্ত্রপাতাদিনিমিত্তসুখদুঃখার্থ লাভালাভ-জয়পরাজয়েষ্বিকৃতবুদ্ধিঃ স্বর্গাদিকলাভিসন্ধিরহিতঃ কেবলং কার্যাব্যুত্থা যুদ্ধমারভস্ব । এবং কুর্কারণো ন পাপমবাপ্স্যসি । পাপং সুখদুঃখস্বরূপং সংসারং নাবাপ্স্যসি সংসারবন্ধায়োক্যাস ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

হনুমান্ ।—ততঃ স্বধর্মঃ ইত্যেবং যুধ্যত উপদেশমিমং শ্রুত্ব, সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়জয়ৌ চ সমৌ কৃত্ত্বোষ উপদেশপ্রয়োজন্যার্থঃ প্রাসঙ্গিকশোকাপনয়নার লৌকিকজ্ঞায়ঃ “স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য” ইত্যাদ্যোঃ শ্লোকৈরুক্তঃ ন তাত্পর্যেণ পরমার্থদর্শনমিহ প্রোক্তম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধর ।—যদপ্যুক্তং “পাপমেবাপ্রয়েদন্যান্” ইতি তত্রাহ সুখদুঃখে ইতি । সুখদুঃখে সমে কৃত্বা তথা তয়োশ্চ কারণভূতৌ লাভালাভাবপি তয়োপি কারণভূতৌ জয়জয়াবপি সমৌ কৃত্বা এতেবং সময়ে কারণং হর্ষবিবাদরাহিত্যং যজ্ঞাসং সন্নদ্ধো ভব, সুখদুঃখাদ্যভিলাষং তিষ্ঠা স্বধর্মব্যুত্থা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

বলদেব ।—নহু “অথ চেৎ ভূম্” ইত্যাদিপদার্থো ব্যাহিতঃ, রাজ্যভ্রাৎশেন কৃত্যস্য যুদ্ধস্য গুরুবিপ্রাদিবিনাশহেতুত্বেন পাপোৎপাদকত্বাদিতি চেদ্যমুক্তবস্তুনা যুধ্যমানস্য তব তদ্বিনাশ-হেতুত্বং পাপং ন স্যাদিত্যাহ সুখেতি । সাম্যকরণমিহ তত্র তত্র নির্জিকারত্বং বোধ্যম্ । সুখে তদ্বৈতৌ লাভে তদ্বৈতৌ জয়ে চ রাগমকৃত্বা দুঃখে তদ্বৈতাবলাভে তদ্বৈতাবজয়ে চ দ্বেষমকৃত্বা তত্র তত্র নির্জিকারচিতঃ সন্ ততো বুদ্ধ্যয় যুজ্যস্ব । কেবলস্বধর্মদিয়া যৌদ্ধমুদযুক্তো ভবেত্যর্থঃ । এবং যুমুক্ষুরীতী যৌদ্ধা স্বং পাপং তদ্বিনাশহেতুত্বং নাবাপ্স্যসি । ফলেক্সঃ সন্ যৌ বুধ্যতে স তৎপাপং বিন্ধতি । বিজ্ঞানার্থী তু পুরাতনমনস্তপাপমণমুদভীত্যর্থঃ । নহু ফলরাগং বিনা ত্রকরে যুদ্ধানাদৌ কথং প্রবৃত্তিরিতি চেদনস্তাত্মানন্দরাগং তত্র প্রবর্তকং গৃহাণ রাজ্যাত্তমুরাগমিব ভৃগুপাতে ॥ ৩৮ ॥

মধুসূদন ।—নবেৎ স্বর্গমুদিত্ত যুদ্ধকরণে তস্য নিত্যব্যবহারিঃ, রাজ্যমুদিত্ত যুদ্ধকরণেত্বশাস্ত্রাকর্মশাস্ত্রাপেক্ষয়া দৌর্বল্যং স্যাৎ, ততশ্চ কাম্যসাকরণে কৃতঃ পাপং দৃষ্টার্থস্য গুরুত্বাক্ষণাদিবধস্যু ক্রুতো ধর্মম্ । তথাচ “অথ চেৎ স্বমিমম্” ইতি শ্লোকার্থো ব্যাহিত

ইতি চেৎ তত্রাহ সুখদুঃখে ইতি । সমতাকরণং রাগদ্বेषরাহিত্যং সুখে তৎকরণে লাভে তৎকরণে জয়ে চ রাগ-কৃষ্ণা এবং দুঃখে তদ্বৈতাবলাভে তদ্বৈতাবপক্ষে চ দ্বেষসকৃৎ ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব সমরদ্ধো ভব এবং সুখকামনাং দুঃখনিবৃত্তিকামনাং বা বিহার স্বধর্মযুদ্ধা যুধ্যমানো গুরুভ্রাক্ষণাদিবদনিমিত্তং নিত্যকর্মাাকরণনিমিত্তঞ্চ পাপং ন প্রাপ্যসি । যন্ত ফলকামনয়া কুরোতি স গুরুভ্রাক্ষণাদিবদনিমিত্তং পাপং প্রাপ্নোতি যো বা ন কুরোতি স নিত্যকর্মাাকরণনিমিত্তঞ্চ ; অতঃ ফলকামনামন্তরেণ কুর্যন্ন ভয়বিধমপি পাপং ন প্রাপ্নোতীতি প্রাগেব ব্যাখ্যাতোহভিপ্রায়ঃ । “ততো বা প্রাপ্যসি স্বর্গং ক্লিষ্টা বা ভোক্ষাসে মহীম্” ইতি ত্রাহুযজিকফলকথনমিতি ন দোষঃ । তথাচাপস্তম্বঃ স্মরতি, তদযথা আমে ফলার্থে (নিমিত্তে) জ্ঞায়া গন্ধইত্যমুৎপত্ত্ব ত এবং ধূম্বর্চর্য্যামনমর্থী অমুৎপত্ত্বন্তে নোচেদমুৎপত্ত্বন্তে ন ধর্ম্বহানির্ভবতীতি, অতো যুদ্ধশাস্ত্রার্থশাস্ত্রাভাবাৎ “পাপমেবাপ্রয়েদম্মান্” ইত্যাদি নিরাকৃতং ভবতি ॥ ২৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—স্বধর্ম্মস্ত যুদ্ধভাকরণে ধর্ম্মকীর্ত্তোনাশঃ পাপাবাপ্তিচ্চ “অথ চেৎ” ইতি শ্লোকেন ভগবতা যন্তপ্যক্কা তথাপি যুদ্ধস্ত অর্জুনভিমতে কাম্যস্বপক্ষে “অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ । যদ্রাজ্যসুখলোভেন হস্তং স্বজনমুদ্যতাঃ” ইতি তৎকরণে পাপপ্রসক্তি-রস্তি তাং নিবারয়িতুং সিদ্ধাসিকোঃ সমত্বলক্ষণং যোগমাহ সুখদুঃখে ইতি । সমে কৃৎস্না সুখদুঃখয়োস্তদ্বৈদোঃ রাজ্যাভাভাভয়োস্তদ্বৈদোচ্চ জয়াজয়োরাগদ্বেষাবকৃত্তেতার্থঃ, কেবলং স্বধর্ম্মোহয়মিতি মত্বা যুদ্ধায় যুজ্যস্ত বটম । এবং কুর্যন্ত পাপং নাবাপ্যসি, যন্ত রাজ্যালোভেন সুজবধং কুরোতি তন্তাত্তোব পাপমিতি ভাবঃ । কথং তর্হি স্বধর্ম্মদ্বেনামুষ্টিতেহপি যুদ্ধে “হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গম্” ইত্যাদি ফলস্মরণমামুযজিকমিতি ক্রমঃ । তথাচাপস্তম্বঃ, “তদযথাস্মৈ ফলার্থং নিশ্চিতে জ্ঞায়াগন্ধ ইত্যমুৎপত্ত্বন্তে এবং ধর্ম্মং চর্য্যামানমর্থী অমুৎপত্ত্বন্তে ন ধর্ম্মহানির্ভবতীতি আত্মনিদর্শনেন প্রতিপাদয়তি” ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—তস্মাৎ তব সর্ব্বথা যুদ্ধমেব ধর্ম্মস্তদপি যদীদং পাপাকারণং আশঙ্কসে তহি মতঃ পাপামুৎপত্তি প্রকারং শিক্ষিতা যুধ্যস্ব ইত্যাহ সুখদুঃখে ইতি । সুখমুঃখে সমে কৃৎস্না তদ্বৈতু লান্তালাভৌ রাজ্যাভাভরাজ্যচ্যুতীতাপি তদ্বৈতু জয়াজয়াবপি সমৌ কৃৎস্না বিবেকেন তুল্যৌ বিভাস্য ইত্যর্থঃ । তত্চৈবভূতসামালক্ষণে জ্ঞানবতস্তব পাপং নৈব ভবেন্ । যদ্বক্ষ্যতে “লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তমা” ইতি ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য্য ।—অর্জুন যদি মনে করেন, স্বর্গপ্রাপ্তি কামনার যুদ্ধ করিলে যুদ্ধের নিত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাঘাত উপস্থিত হয় এবং জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ, অগ্নীষোমীয় যজ্ঞাদির স্মার যুদ্ধও কাম্য কর্ম্ম বিশেষরূপে পরিগণিত হয় । অপিচ রাজ্যাভাভলাভায় যুদ্ধ করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষা অর্থশাস্ত্রেরই প্রবলতা প্রতিপাদিত হয় ; কারণ রাজ্যাভাভ লক্ষ্য-লাভ কেবল অর্থ শাস্ত্রেরই

লক্ষীভূত । কিন্তু অর্থ শাস্ত্রানুমোদিত কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে পাপের কোন সম্ভাবনা নাই, এবং গুরু-ব্রাহ্মণাদিকে বধ করিলে ধর্মও কিছুই নাই । এইরূপ আশঙ্কা পরিহারার্থ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে বিচারনিপুণ সখে ! তুমি হৃদয়কে রাগ-দ্বेष-বিরহিত সমভাবাপন্ন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । অর্থাৎ জয়ের ফলভূত লাভ এবং লাভের ফলভূত সুখের অনুগামী না হইয়া, অপিচ পরাজয়ের ফলভূত অলাভ এবং অলাভের ফলভূত দুঃখে বিদ্বেষ না করিয়া যুদ্ধে বিনিযুক্ত হও । দুঃখের বিনিমুত্তি এবং সুখের কামনা পরিত্যাগ পূর্বক, যুদ্ধ অবশ্য করণীয় স্বধর্ম বোধে এবং যুধ্যমান গুরু-ব্রাহ্মণাদি বধ নিত্য-কর্মজ্ঞান করিয়া যুদ্ধ কর পাপ তোমাকে আশ্রয় করিবে না । যে ব্যক্তি ফল-কামনায় গুরু-ব্রাহ্মণাদির নিপাত সাধন করে, সে অবশ্যই পাপগ্রস্ত হয় এবং যে ব্যক্তি তাহা অবশ্যকরণীয় নিত্য-কর্ম জানিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত না হয়, সেও অবশ্যই পাপগ্রস্ত হয় । কিন্তু যে ব্যক্তি ফল-কামনা অন্তর হইতে বিসর্জন দিয়া গুরুব্রাহ্মণাদিবধে প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহাকে কখনও পাপ স্পর্শ করিতে পারে না । এই যুদ্ধে জয়ী হইলে অবনীমণ্ডলের আধিপত্য লাভ করিয়া সুখ-সৌভাগ্য সম্ভোগ করিব, অথবা পরাজিত হইলে দীন-হীন হইয়া অশেষ-ক্লেশ-ভারে প্রপীড়িত হইব, জয় পরাজয়জনিত এবং বিধ লাভ এবং অলাভ, সুখ এবং দুঃখ হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, কখনই তোমাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না । আমি তোমাকে পূর্বে যে “হতো বা প্রাপ্যাসি অর্গং জিহ্বা বা ভোক্ষ্যাসে মহীম্” বলিয়াছি, তাহা তুমি যুদ্ধের আনুষঙ্গিক কলমাত্র বলিয়া জ্ঞান করিবে, অর্থাৎ জয়-পরাজয় উভয়কে সমজ্ঞান করিয়া যুদ্ধে বিনিযুক্ত হইবে ; যদি তাহাতে আনুষঙ্গিক অন্য কোন কলের উদ্ভব হয়, তাহাতেও ক্ষতিবৃদ্ধি বোধ করিবে না । মহর্ষি আপস্তম্ব বলিয়াছেন, “যে রূপ ফলের নিমিত্ত আত্মব্রহ্ম রোপিত হইলেও, ছায়া-গন্ধাদি প্রদান করে সেইরূপ ধর্মচর্য্যা দ্বারা যদি অর্থলাভ হয় বা লাভ না হয়, তাহাতে ধর্মের কোন হানি হয় না ।” অর্থাৎ ছায়াগন্ধাদি যেমন আত্মব্রহ্মের আনুষঙ্গিক এবং অর্থলাভ যেমন ধর্মচর্য্যার আনুষঙ্গিক সেইরূপ যুদ্ধে মরণান্তে অর্গলাভ বা বিজয়ান্তে রাজ্যলাভ উভয়ই আনুষঙ্গিক বলিয়া জ্ঞান করিবে । এইরূপ চক্ষে দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, যুদ্ধশাস্ত্র কখনও অর্থ-শাস্ত্ররূপে

পরিগণিত হইবার উপযুক্ত নহে । এই শ্লোকদ্বারা অৰ্জুনের “পাপমেবা-
শ্রয়েদস্মান্” ইত্যাদি আশঙ্কা নিরাকৃত হইল কারণ ফল প্রত্যাশী না
হইলে পাপের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না ॥ ৩৮ ॥

—:~::~:—

এষা তেহিভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু ।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কৰ্ম্যবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

অন্বয় ।—সাংখ্যে (পরমার্থবস্তুবিবেকবিষয়ে) তে (তুমি) এষা
বুদ্ধিঃ (জ্ঞানং) অভিহিতা (কথিতা) তু (কিন্তু) যোগে (চিত্ত-
বৃত্তিনিরোধে) ইমাং (অনন্তরং কথ্যমানাং) [বুদ্ধিং] শৃণু পার্থ (পৃথা-
মন্দন !) যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (যোগবিষয়জ্ঞানপ্রাপ্তঃ) কৰ্ম্যবন্ধং- (কৰ্ম্মে
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মরূপং জ্ঞানং) প্রহাস্যসি (যুক্তো ভবিষ্যসি ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—পরমার্থতত্ত্ববিষয়ে তোমাকে এই জ্ঞান কথিত-হই-
রাছে কিন্তু ঈশ্বরারাধনার্থ সমাধিবিষয়ে উচ্যমান [জ্ঞান] শ্রবণ-কর,
হে পার্থ ! যে জ্ঞানদ্বারা যুক্ত হইলে কৰ্ম্মের বাধা মুক্ত-হইবে ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে অৰ্জুন ! শোকমোহাদি নিবারণার্থ তোমাকে
এতকণ আত্মতত্ত্ববিষয়ক সাংখ্যযোগের উপদেশ প্রদান করিলাম ।
অধুনা কৰ্ম্মযোগ বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর । এই
কৰ্ম্মযোগবিষয়ক জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে তোমার কৰ্ম্মে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মরূপ
জ্ঞান্টি তিরোহিত হইবে ॥ ৩৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—শোকমোহাপনয়নার লোকিকো ভ্রাসঃ “বধৰ্ম্মমপি চাবেক্ষ্য” ইত্যাত্মঃ
শ্লোকৈকরূপো ন তু তাৎপৰ্য্যেণ, পরমার্থধৰ্ম্মনিব্বিহ প্রকৃতং তচ্চোক্তমুপসংহ্রিয়ত এষা
তেহিভিহিতৈতি । শাস্ত্রবিষয়বিভাগপ্রদর্শনার ইহ হি দর্শিতে পুনঃ শাস্ত্রবিষয়বিভাগে উপরিষ্টাৎ
“জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্ম্মযোগেন যোগিনাম্” ইতি নিষ্ঠাধরবিষয়ং শাস্ত্রং স্মৃৎ প্রবর্তিষ্যতি,
শ্রোতায়শ্চ বিষয়বিভাগেন স্মৃৎ প্রহিষ্যতি ইত্যত আহ এষা তে ইতি । এষা তে তুম-
ভিহিতোক্তা সাংখ্যে পরমার্থবস্তুবিবেকবিষয়ে বুদ্ধিঃ জ্ঞানং সাংখ্যশোকমোহাদিসংসারহেতু-
দোষনিবৃত্তিকারণং, যোগে তু তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ো নিঃসঙ্গতয়া ব্হ্মপ্রহরণপূৰ্ব্বকমীশ্বরারাধনার্থে
কৰ্ম্মযোগে কৰ্ম্মাত্মকো সমাধিযোগে চ ইমানন্তরমেবোচ্যমানাং বুদ্ধিং শৃণু তাক বুদ্ধিং স্তোতি

প্রয়োচনার্থং, বুদ্ধা যরা যোগবিষয়য়া বুদ্ধো হে পার্থ কর্ণবন্ধঃ কর্ণৈব ধর্মাদধ্যাতো বন্ধঃ কর্ণবন্ধঃ
তং প্রহাস্তীশ্বরপ্রসাদনিমিত্তজ্ঞানপ্রাপ্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

আনন্দগিরি ।—নহু “স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য” ইত্যাদিশ্রোতৈকন্যারাবষ্টভেন শোক-
মোহাপনয়নস্ত তাত্পর্যোপেক্ষ্য তস্মিন্নুপসংহর্তব্যে কিমিতি পরমার্থদর্শনমুপসংহ্রিতে তত্রাহ
শোকেতি । “স্বধর্মমপি” ইত্যাদিভিরতীতশ্রোতৈকঃ শোকমোহয়োঃ স্বল্পনয়নগুণাদিবধশকা-
নিমিত্তয়োঃ সমাগজ্ঞানপ্রতিবন্ধকরোরপনয়ার্থং বর্ণাপ্রমকৃতং ধর্মমহুতিষ্ঠতঃ স্বর্গাদি সিধ্যতি
নান্তথেষ্যস্বব্যতিরেককাক্ষ্যকো লোকপ্রসিদ্ধো জ্ঞায়ো যন্তপি দর্শিতস্তথাপি নাসৌ তাত্পর্যোপেক্ষ
ইত্যর্থঃ । কিং তর্হি তাত্পর্যোপেক্ষ্য ? তদাহ পরমার্থেতি । “ন দেবাহং জাতু নাশম্” ইত্যাদি
সমুদ্যায় পরামৃশ্ততে, উক্তঃ “ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্ন” ইত্যাদিনোপপাদিতমিত্যর্থঃ ।
উপসংহারপ্রয়োজনমাহ শাস্ত্রেতি । তস্ত বস্তব্যায় বিষয়ো নিষ্ঠাধ্বং তস্ত বিতস্তস্ত তেনৈব
বিভাগেন প্রদর্শনার্থং পরমার্থদর্শনোপসংহার ইত্যর্থঃ । নহু কিমিত্যত্র শাস্ত্রস্ত বিষয়বিভাগঃ
প্রদর্শ্যতে উত্তরত্বৈব তদ্বিভাগপ্রবৃতিপ্রতিপত্ত্যোঃ সমুদ্যাদিতি তত্রাহ ইহ হীতি । শাস্ত্রপ্রবৃত্তেঃ
শ্রোতৃপ্রতিপত্তেঃ সৌকর্যার্থমাদৌ বিষয়বিভাগনূচনমিত্যর্থঃ । উপসংহারস্ত ফলবস্তুমেবমুক্তা
তমেবোপসংহারমবতারয়তি অত আহেতি । পরমার্থাত্তত্ববিংরাং জ্ঞাননিষ্ঠামুক্তামুপসংহৃত্য
বক্ষ্যমাণাং সংগৃহীতি যোগেষ্যতি । তামেব বুদ্ধিং বিশিষ্টফলবস্তুনাভিষ্টৌতি বুদ্ধ্যেতি । তত্রোপ-
সংহারভাগং বিভজ্যতে এবেতাদিনা । বুদ্ধিশক্ত্যন্তঃকরণবিষয়ং ব্যবহৃত্যতি জ্ঞানমিতি । তস্ত
সহকারিনিরপেক্ষস্ত বিশিষ্টফলবস্তুমাচষ্টে সাক্ষাদিতি । শোকমোহৌ রাগদ্বৈরৌ কর্তৃত্বং ভোক্তৃ-
মিত্যাদিরনর্থঃ সংসারস্তস্য হেতুর্দোষঃ স্বাজ্ঞানং তস্য নিবৃত্তৌ নিরপেক্ষং কারণং জ্ঞানমজ্ঞান-
নিবৃত্তৌ জ্ঞানস্তাস্বব্যতিরেকসমাধিগতসাধনত্বাদিত্যর্থঃ । “যোগে ত্বিমাম্” ইত্যাদি ব্যাকুর্ত্তন
যোগশব্দস্য প্রকৃতে চিত্তবৃত্তিনিরোধবিষয়ং ব্যবহৃত্তি তৎপ্রাপ্তৌতি । প্রকৃত্তমুক্ত্যপেক্ষ্য
জ্ঞানং তৎপদেন পরামৃশ্যতে । জ্ঞানোদয়োপায়মেব প্রকটয়তি নিঃসঙ্গতরতি । কলাভিসন্ধি-
বৈধুর্যাং নিঃসঙ্গত্বম্ । বুদ্ধিস্ততিপ্রয়োজনমাহ প্রয়োচনার্থমিতি । অতিষ্টুতা হি বুদ্ধিঃ প্রকৃত্তত্বা
সত্যমুচ্ছাত্তায়মধিকরোতি তেন জ্ঞতিরর্থবতীত্যর্থঃ । কর্ণাহুষ্ঠানবিষয়বুদ্ধ্যাকর্ণবন্ধস্য কুতো
নিবৃত্তিঃ ? ন হি তত্ত্বজ্ঞানমন্তরেণ সমূলং কর্ণ হাতুং শক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ দীপ্তর ইতি ॥ ৩৯ ॥

রামানুজ ।—এবমাত্মাণামাজ্ঞানমুপদিশ্র তৎপূর্ব্বকং মোক্ষসাধনভূতং কর্ণযোগং
বক্তুমারম্ভতে, এবেতি । সাত্ম্য বুদ্ধিঃ বুদ্ধ্যাবধারণীয়মাত্মত্বং সাত্ম্য জ্ঞাতব্যম্ । আত্মত্ব
তজ্ঞানার্য যি বুদ্ধিরভিধেয়া “ন দেবাহম্” ইত্যারম্ভ “তস্মাৎ সর্ক্সাদি ভূতানি” ইত্যন্তেন
সৈবাভিহিতা । আত্মজ্ঞানপূর্ব্বকমোক্ষসাধনভূতকর্ণাহুষ্ঠানে বা বুদ্ধির্যোগো বক্তব্যঃ স ইহ
যোগশব্দেনোচ্যতে, “দূরেণ হবরং কর্ণ বুদ্ধিযোগাৎ” ইতি বক্ষ্যতে । তত্র যোগে বা বুদ্ধির্কৃত্তব্য
তামিমামতিধীরমানাং শৃণু যরা বুদ্ধ্য বৃত্তঃ কর্ণবন্ধঃ প্রহাস্যসি । কর্ণণা বন্ধঃ সংসার
ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

হনুমান ।—তচ্ছোকমুপসংহরতি এবেতি । এবা তে তুভ্যমভিহিতা উক্তা সাত্ম্য

পরমাত্মনস্তবিক্বেকবিষয়ে বুদ্ধিজ্ঞানং সাক্ষাৎশোকমোহাদিসংসারনিবৃত্তিকারণং, যোগে তৎপ্রাপ্ত্য-
পায়ে নিঃসঙ্গতয়া বস্তুগ্রহরণপূর্বকমীশ্বরারামনার্থং কর্ম্মদুষ্ঠানে সমাধিবোগে চ ইমামনস্তয়া
ময়োচ্যমানাং বুদ্ধিং শৃণু, তাং বুদ্ধিং ত্তৌতি শ্রোতৃণাং প্ররোচনার্থম্ । বুদ্ধ্যা যয়া যোগবিষয়য়া
যুক্তঃ হে পার্থ কর্ম্মবন্ধঃ, কঠোরং ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যবকৃতং প্রহাস্যসি তীক্ষ্ণপ্রাপ্তিনিমিত্তজ্ঞানং
প্রাপ্যাসীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর্ম্ম ।—উপনিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্তংসাহবং কর্ম্মযোগং প্রস্তৌতি এবেতি । সম্যক্
খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সমাগ্জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যং
তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেবা তবাবিহিতা এবমভিহিতায়ামপি তব চেদাত্মতত্ত্বমপরোকং ন তবতি
তর্জ্যন্তঃকরণশুদ্ধিয়ারাত্মতত্ত্বাপরোকার্থং কর্ম্মযোগে ত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু, যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ
পরমেশ্বরার্পিতকর্ম্মযোগেন শুদ্ধাস্তকরণঃ সংসৃতংপ্রসাদলক্ষ্যাপরোকজ্ঞানেন কর্ম্মাত্মকং বন্ধং
প্রাকর্ষণে হাস্যসি ত্যাক্যসি ॥ ৩৯ ॥

বলদেব ।—উক্তং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্তং তত্ত্বপায়ং নিকামকর্ম্মযোগং বক্তুমারম্ভতে
এবেতি । সন্ধ্যোপনিষৎ সম্যক্ খ্যায়তে নিক্রপাতে তত্ত্বমনয়েতি নিক্ষেপে তয়া প্রতিপাদ্য-
মাত্মবাখ্যাত্যং সাংখ্যম্ । (শৈবিকান্) তস্মিন্ কর্ত্তব্যেবা বুদ্ধিস্তবাবিহিতা “ন ত্বেনাহম্”
ইত্যাদিনা “তস্যাং সর্ব্বাণি ভূতানি” ইত্যন্তেন । সা চেৎ তব চিত্তদোষান্নাভ্যুদেতি তর্হি যোগে
“তমেতং বেদান্তবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশস্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন” ইত্যাদি শ্রুত্যা-
ক্তেঃস্বত্বগতজ্ঞানে নিকামকর্ম্মযোগে কর্ত্তব্যামিমাং বক্ষ্যমাণাং বুদ্ধিং শৃণু । কলোক্ত্যা তাং
তৌতি যয়েতি । কর্ম্মাণি কুর্য্যণঞ্চ যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ কর্ম্মকৃতং বন্ধং প্রহাস্যসি । আত্মানন্দমপি পরা
ভগবদ্বাক্তর্য্য মহাপ্রহাসানি কর্ম্মাণি কুর্য্যন্তত্ত্বদ্রুদেদশমঃ । তদন্তরভূতনিত্যায়জ্ঞাননিষ্ঠয়া সংসারঃ
তন্নিবাসীতি । পশুপুত্ররাগাদিকলকং কর্ম্ম স কামং, জ্ঞানফলকস্ত তন্নিবাসমিতি শাস্ত্রেহস্মিন্
পরিভাষ্যতে ॥ ৩৯ ॥

মধুসূদন ।—নচ তবহু স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুধামানস্য পাপাভাবঃ । তথাপি ন মাং প্রেতি
যুক্তকর্ত্তব্যতোপদেশস্তবোচিতঃ, “য এনং বেত্তি তত্ত্বারম্” ইত্যাদিনা “কথং স পুরুষঃ পার্থ কং
যাতয়তি হস্তি কম্” ইত্যন্তেন বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মপ্রতিক্রোশং, নহকর্ত্তৃত্বোক্তশুদ্ধব্রহ্মপোহমস্মি
যুক্তং কৃত্বা তৎকলং ভোক্তা ইতি চ জ্ঞানং সম্ভবতি বিরোধঃ জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চরাসম্ভবাৎ,
প্রকাশতমসোরিব অয়কাজ্জনাভিপ্রায়ঃ “জ্যায়সী চেৎ” ইত্যত্র ব্যক্তো ভবিষ্যতি, তন্মাদেকমেব
মাং প্রেতি জ্ঞানস্য কর্ম্মপশোপদেশো নোপপদ্যত ইতি চেদ্র, বিদ্বদবিদ্বদবহ্নীভেদেন জ্ঞান-
কর্ম্মোপদেশোপপত্তিরিত্যাহ ভগবান্ এষা তে ইতি । এষা “ন ত্বেনাহম্” ইত্যাক্তেকোন-
বিংশতিশ্লোকৈঃ তে তুভ্যমভিহিতা, সাংখ্যে সম্যক্ খ্যায়তে সর্ব্বোপাধিশূন্ততয়া প্রতিপাদ্যতে
পরমাত্মতত্ত্বমনয়েতি সন্ধ্যোপনিষৎ তত্রৈব তাৎপর্য্যপরিসমাপ্তা প্রতিপাদ্যতে যঃ স সাংখ্যঃ
ঔপনিষদঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ । তস্মিন্ বুদ্ধিস্তবাবিষয়ং জ্ঞানং সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিকারণং স্বাং প্রেতি
ময়োক্তং নৈতাদৃশজ্ঞানবতঃ কচিদপি কথোচ্যতে, “তস্য কাব্যং ন বিদ্বতে” ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ ।

যদি পুনরং ময়োক্তাণি তথৈবা বুদ্ধিনোদেতি চিত্তদোষাৎ, তথা তদপনয়নেনাস্তত্বসাক্ষাৎ-
কালম্ কৰ্মযোগে এব তস্মৈ অমুৰ্ত্তেরঃ, কৰ্মযোগে করণীয়াঃ ইমাং “স্বধৰ্ম্মঃ তে সৰ্বাঃ কৃত্বা” ইত্যুক্ত-
প্রোক্তাঃ ফলান্তিসদ্ধিত্যাগলক্ষণং বুদ্ধিং বিস্তরেণ ময়া বক্ষ্যমাণাং শৃণু । “তুশবঃ পূৰ্ব্ববুদ্ধ্যেযোগ-
নিবরণব্যতিরেকসূচনার্থঃ, তথাচ শুদ্ধাস্তঃকরণং প্রতি জ্ঞানোপদেশঃ, অন্তঃকান্তঃকরণং প্রতি
কৰ্ম্মোপদেশঃ ইতি কুতঃ সমুচ্চরশঙ্করা বিরোধাবকাশ ইত্যতিপ্রায়ঃ । যোগবিষয়াং বুদ্ধিং ফল-
কপনেন স্তোতি, যস্মৈ ব্যবসায়ান্তিকর্য বুদ্ধ্যা কৰ্ম্মশু মুক্তয়ং কৰ্ম্মনিমিত্তং বদ্ধং আশয়াশুক্লিলক্ষণং
জ্ঞানপ্রতিবন্ধপ্রকৰ্ষণে পুনঃ প্রতিবন্ধানুৎপত্তিরূপেণ হাস্যমি তাক্যাসি । অরন্তাবঃ কৰ্ম্মনিমিত্তো
জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ কৰ্ম্মণৈব ধৰ্ম্মাখ্যোনাপনেতুং শক্যতে “ধৰ্ম্মেণ পাপমপমুদতি” ইতি শ্রুতেঃ, শ্রবণাদি-
লক্ষণো বিচারস্ত কৰ্ম্মাত্মকপ্রতিবন্ধরহিতস্যাসম্ভাবনাদিপ্রতিবন্ধঃ দৃষ্টদ্বারেণাপনয়তীতি ন কৰ্ম্মবদ্ধ-
নিরাকরণারোপদেষ্টুং শক্যতে, অতোহত্যন্তমলিনাস্তঃকরণবাহ্যবিরহঃ সাধনং কঠৈর্ব যস্মৈ অমুৰ্ত্তেরঃ,
নাধুনা শ্রবণাদি যোগাতাপি তব জ্ঞাতা, দূরে তু জ্ঞানযোগ্যাতেতি, তথাচ বক্ষ্যতি, “কৰ্ম্মণোবাধি-
কারস্তে মা ফলেষু” ইতি এতেন সাধ্যাবুদ্ধেরস্তরঙ্গসাধনং শ্রবণাদি বিহার বহিরঙ্গসাধনং
কঠৈর্ব ভগবতা কিমিতি অৰ্জুন্যোপদিশ্যত ইতি নিরন্তং, কৰ্ম্মবদ্ধং সংসারমীশ্বর
প্রসাদনিমিত্তজ্ঞানপ্রাপ্ত্যা প্রহাস্যসীতি প্রোচ্যং ব্যাখ্যানে তদ্ব্যাহারদোষঃ কৰ্ম্মপদবৈয়র্থ্যঞ্চ
পরিহৰ্ত্তব্যম্ ॥ ৩৯ ॥

নীলকণ্ঠ । —এবমৰ্জুনস্য পূৰ্ব্বোক্তো দ্বাবপি মোহাবপনীভৌ তত্র “কং বাতরতি হস্তি
কম্” ইতি কৰ্ত্তৃকরারিত্বয়োরাশ্বন্যাসম্ভব উক্তঃ, ততো যুদ্ধার বৃত্ত্যশ্বেতিঃ নিয়োগশ্চোক্তঃ, ন
হকৰ্ত্তৃরাক্ষণবৎ সৰ্বগতস্য নিয়োজ্যত্বং সম্ভবতীতি পরস্পরব্যাহতমতদিতীম্যামশঙ্কং
অধিকারিত্বেন উভয়ং ব্যবস্থাপনয় পরিরহতি এষা তে ইতি । এষা তে তুতাম্, অতিহিতা
“অশোচানযশোচত্বম্” ইত্যাদিনা “স্বধৰ্ম্মমপি চাবেক্ষ্য” ইত্যুক্তঃ প্রাক্তনেন সন্দর্ভেণ উক্তা,
সাংখ্যে সগাক্ষ্যায়তে প্রকথ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সাংখ্য উপনিষৎ তত্র বিদিত্তে সাংখ্যে
উপনিষদে ব্রহ্মণি বিষয়ে বুদ্ধিজ্ঞানং সংসারনিবৰ্ত্তকম্, এষা তে সাংখ্যে বুদ্ধিরতিহিতেনিতি সৰ্ব্বতঃ ।
যোগে “সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে” ইতি বক্ষ্যমাণলক্ষণে বিষয়ে, তুশবঃ
পূৰ্ব্ববৈলক্ষণ্যাদ্যোতনার্থঃ, বক্ষ্যতি চ জ্ঞানকৰ্ম্মনিষ্ঠয়োৰ্দ্ধিত্বাধিকারিকত্বম্, “লোকৈহ্ময়ন
দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা মরানব । জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥”
ইতি, এতেন জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চরশঙ্কাপ্যাপাত্তা, ইমাং “স্বধৰ্ম্মমপি চাবেক্ষ্য” ইত্যাদিনানন্তর-
প্রোক্তোক্তামপি বিস্তরেণাতিবীর্যমানাং শৃণু । ইমামেব বুদ্ধিং স্তোতি সার্ব্বেণ বুদ্ধ্যেত্যাদিনা ।
নহু কৰ্ম্মবদ্ধপ্রহাণমাত্মজ্ঞানেনৈব শ্রয়তে “তপসৈবাত্মপদং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কৰ্ম্মণা পাতকেন”
ইতি শ্রুতেঃ । কৰ্ম্মযোগস্ত কৰ্ম্মবদ্ধং দৃঢ়ীকরিষ্যতোবেতি কথমুচ্যতে কৰ্ম্মবদ্ধং প্রহাস্যসীতি চেৎ,
শ্রুতিবলাদিত্তি ক্রমঃ, তথাহি “ঈশা বাতর্জিবৎ সৰ্ব্বং যৎ কিকিঙ্করগুণাং জগৎ । তেন ত্যক্তেন
ভূমীধা মা গুণঃ কস্য বিদ্ধনং । কুরুক্কেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছন্তঃ সৰাঃ । এবং ত্রি

নান্যথৈতোহস্মি ন কৰ্ম লিপ্যক্তে নরে ॥” ইতিশ্রুতিরীক্সরেণেদং সৰ্বং স্তম্ভিতমস্মীতি ন কশ্চিৎ
কিঞ্চিৎ বেচ্ছয়া কৰ্ত্ত্বং প্রভবতি, অতঃ সৰ্বত্র মমতাহীনঃ সন্ ভোক্তৃকৰ্ত্তৃভাতিমানভ্যাগেনৈব
ভোগান্ ভুজ্জ্ কৰ্ম্মাণি চ কুরু, এবং কুর্ত্তি স্মি কৰ্ম্মলোপো নাতি ইতোহন্তুপায়ান্তরঞ্চ
মাস্মীতি বদতি । তস্মাৎ কনককাক্ষায়াসাদিবৎ কেনচিৎশিষ্যব্রূপেণোপেতং কৰ্ম্মৈব সজাতী-
রোচ্ছেদনিমিত্তঃ ভবিষ্যতীতি যুক্তযুক্তঃ কৰ্ম্মযোগেনাপি কৰ্ম্মবন্ধঃ প্রহাস্তনীতি ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—উপদিষ্টঃ জ্ঞানযোগমুপসংহরতি এবেতি । সম্যক্ থায়তে প্রকাশ্তে
বস্ত্তত্বমনয়েতি সাংখ্যং সম্যক্ জ্ঞানম্ । তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেবা কথিতা । অধুনা যোগে
ভক্তিযোগে ইমাং বক্ষ্যমাণাং বুদ্ধিঃ করণীয়াঃ শৃণু । যয়া ভক্তিবিশিষ্টায়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ সহিতঃ
কৰ্ম্মবন্ধঃ সংসারম্ ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, রামানুজ, হনুমান্,
শ্রীধর ও নীলকণ্ঠের অভিপ্রায় । শৈশবাবধি বনবাসাদি দুঃখে প্রাপীড়িত
এবং পতিপ্রাণা প্রাণেশ্বরী দ্রোপদীর কেশাকর্ষণ দর্শনে গম্মাহত অর্জুন,
বন্ধুপরিকর ও রূপাণপাণি হইয়া, চির বৈরি-নির্যাতনাভিলাষে মগরক্ষেত্রে
সমুপস্থিত হইলেন, কিন্তু বন্ধুজনের বিনাশাশঙ্কাজনিত অসাময়িক শোক-
মোহে অভিভূত হইয়া কৰ্ত্তব্যপালনে বিমুখ হইলেন । তখন সর্গনিয়ন্তা
ভগবান্ শ্রীহরি, স্বীয় বুদ্ধি-কৌশলে উপনিষদাদি অগীম শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন
করিয়া, সকল শাস্ত্রের সার, সকল উপদেশের মূলীভূত এবং অজ্ঞান-জনিত
শোকমোহের অমোঘ ভেষজস্বরূপ জ্ঞান ও কৰ্ম্মরূপ নিষ্ঠাষয় উদ্ধৃত করি-
লেন । ভিষগ্বর যেমন যন্ত্রণাভিভূত রোগীর অবস্থা বিচারপূর্বক অচিরে
রোগ-মুক্তির নিমিত্ত যথোপযুক্ত মহৌষধ প্রয়োগ করেন, তদ্রূপ পরম-
কারুণিক শ্রীভগবান্ বন্ধুগণ-বিনাশ ভয়ে প্রাপীড়িত বয়স্ক অর্জুনের অবি-
লম্বে শোক মোহ নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ “অশোচ্যানশশোচ-
স্বম্” ইত্যাদি (২য় । ১১ শ্লোক) হইতে “দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ম্,” ইত্যাদি
(২য় । ১০ শ্লোক) দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব ও অবধ্যত্বাদি ধর্ম্মের উল্লেখ
করিয়া, নিরুত্তি ধর্ম্মানুসারে জ্ঞাননিষ্ঠা বা জ্ঞানযোগের উপদেশ প্রদান
করিলেন ; তাহাতে সফলমনোরথ হইতে না পারিয়া পুনর্বার “স্বধর্ম্মমপি
চাবেক্ষ্য” ইত্যাদি (২য় । ৩১ শ্লোক) হইতে “হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্” (২য় । ৩৭ শ্লোক) দ্বারা লৌকিক দৃষ্টান্তানু

সারে অৰ্জুনের শোক-মোহাপনয়নে বিশেষ যত্ন করিলেন ; কিন্তু তাহাতেও তিনি পূর্ণমনোরথ হইতে পারিলেন না । তখন শ্রীভগবান্ স্থির করিলেন, জ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞানজনিত শোকমোহ কিছুতেই নিবারিত হইবে না । অৰ্জুনের হৃদয় অধুনা অজ্ঞানে পরিপূরিত ; সুতরাং এক্ষণে অৰ্জুনের প্রতি জ্ঞানোপদেশ ভ্রম্ভাত্তির ন্যায় নিশ্চয়োজ্ঞান বোধ হইতেছে । গুরুদেষ্ঠা গুরুগণ অধিকারীর তারতম্য বিবেচনা করিয়া জ্ঞান ও কর্মের উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন । যাঁহারা শিষ্যের অধিকারিতা বিবেচনা না করিয়া উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাদের উপদেশ মরুভূমিতে উণ্ড বীজের স্থায় নিষ্ফল হয় । অৰ্জুনও এক্ষণে জ্ঞানের অনধিকারী ; অতএব তাঁহাকে প্রথমতঃ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করা আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে । যেহেতু চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানোপদেশ কখনই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না ; অতএব অৰ্জুনকে সর্বাঙ্গে চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত ক্রিয়া যোগের উপদেশ প্রদান করাই কর্তব্য । এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীভগবান্ অৰ্জুনকে ভক্তিসহকৃত ক্রিয়াযোগের উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে বরন্য অৰ্জুন ! তোমাকে শোকমোহরূপ সংসার-দুঃখের কারণভূত অজ্ঞানের নিবৃত্তির নিমিত্ত পরমার্থ-বস্তু-জ্ঞান বিষয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছি । অধুনা ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কর্মযোগের অর্থাৎ আসক্তি বা ফলকামনাশূন্য হইয়া জয়পরাজয়ের ফলরূপ সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্ব পরিত্যাগপূর্বক কেবল ঈশ্বরারাধনার্থ, অনুষ্ঠানের বিষয় বা সমাধির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর । হে পার্শ্ব ! তুমি সেই নিষ্কাম ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে ভগবৎপ্রসাদে জ্ঞানলাভ করিয়া, ধর্ম্যধর্ম্যরূপ কর্ম-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ সরস্বতীর অভিপ্রায় । বুঝিলাম, আমি ক্ষত্রিয় ; যুদ্ধই আমার ধর্ম, অতএব স্বধর্ম পরিপালনার্থ যুদ্ধ আগার অবশ্য কর্তব্য এবং এইরূপ বুঝিয়া যুদ্ধ করিলে আমাকে পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না ; কিন্তু তাহা হইলেও “যুদ্ধ তোমার অবশ্য কর্তব্য” আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করা তোমার নিতান্ত অন্তায় । কেননা, তুমি আমাকে যে সমস্ত (‘ব এনং বেতি হস্ত্যারং’ ইত্যাদি শ্লোক হইতে ‘কথং ন পুরুষঃ পার্শ্ব

কং) যাভ্যস্তি হস্তিকম্' এই শ্লোক পর্য্যন্ত) উপদেশ প্রদান করিলে তাহার মার অংশ হৃদয়ঙ্গম করিলে দেখা যায় যে, বিদ্বান্ ব্যক্তির (তত্ত্বজ্ঞানীর) কোন কর্মেই অধিকার নাই এবং তত্ত্বজ্ঞানী কোন কর্মেরই ফল ভোগ করেন না । এখন আমিও যদি তোমার উপদেশ বশে সেই তত্ত্বজ্ঞানীর পদ অধিকার করি, তবে সেই কর্মফলের অভোক্তা শুদ্ধস্বরূপ আমি আবার যুদ্ধরূপ কর্ম করিয়া কিরূপে তাহার ফল ভোগ করিব ? পরস্পর বিরুদ্ধ আলোক এবং অন্ধকার কখনও পরস্পর সম্মিলিত হইয়া একত্র অবস্থিত হইতে পারে না । এইরূপ পরস্পর বিরোধী কর্ম ও জ্ঞানের একাধারে অবস্থিতি (জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়) অসম্ভব । অতএব আমার প্রতি জ্ঞান ও কর্মের যুগপৎ উপদেশ কখনও উপপাদিত হইতে পারে না । (অর্জুনের এই অতিশ্রায় "জ্যায়সী চেৎ কর্মণন্তে" এই শ্লোকে ক্ষুণ্ণীকৃত হইবে ।)

অর্জুনের পূর্বোক্ত আশঙ্কা নিরাসের নিমিত্ত ভগবান্ বলিতেছেন ।—
 সখে ! জ্ঞান এবং কর্মের উপদেশ বিদ্বৎ এবং অবিদ্বৎ অবস্থা ভেদেই উপপাদিত হয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিদ্বান্ তাহাকে জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতে হয় এবং যে ব্যক্তি অবিদ্বান্, তাহাকে কর্মের উপদেশ প্রদান করিতে হয় । ইহার পরিস্ফুটার্থ এই যে, যাহার অন্তঃকরণ অতি সুনির্মল হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই স্বার্থ জ্ঞানোপদেশে অধিকারী এবং যাহার অন্তঃকরণ মলিন, সেই ব্যক্তিই কর্মোপদেশের অধিকারী । আমি পূর্বে ('নহে-বাং জাতু নাশং' ইত্যাদি একবিংশতি শ্লোকে) তোমাকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছি, এতৎসমূহ সাংখ্যে বুদ্ধি । বাহা দ্বারা পরম আত্মতত্ত্ব সর্কোপাধি শূন্যরূপে প্রতিপাদিত হয়, তাহার নাম সাক্ষ্য ; অর্থাৎ উপনিষৎ । (সম্যক্ ধ্যায়তে সর্কোপাধিশূন্যতয়া প্রতিপাদ্যতে পরমাত্মতত্ত্বমনয়েতি সাক্ষ্য) যে বস্তু সেই সাক্ষ্য বা উপনিষৎ দ্বারাই সর্কবিধ তাৎপর্যের পরিসমাপ্তিরূপে প্রতিপাদিত হয়, তাহারই নাম সাক্ষ্য অর্থাৎ উপনিষদ পুরুষ । সেই উপনিষদ পুরুষ বা সাক্ষ্যে বুদ্ধি অর্থাৎ সেই উপনিষদ পুরুষমাত্র বিষয়ক সর্কবিধ অনর্থের নিবৃত্তি কারণ জ্ঞান । স্থল কথা, যে জ্ঞান অন্য ঘটপটাদিতে বিষয় না করিয়া কেবলমাত্র সেই উপনিষদ পুরুষকে (স্বয়ং ব্রহ্মকে) বিষয় করে (তাহাকে জানাইয়া দেয়) সেই (শোকমোহ মুখদুঃখাদি) সর্কবিধ অনর্থের নিবারণক জ্ঞানের বিষয়ই আমি পূর্বে তোমার বলিয়াছি ।

এই প্রকার জ্ঞান যাহার আছে, তাহাকে কখনও কর্মমার্গ-প্রবর্তক উপদেশ প্রদত্ত হয় না । (ভগবান্ অগ্রেই বলিবেন, “তস্মৈ কার্য্যং ন বিদ্যতে”) এখন যদি চিত্তের মালিন্য-নিবন্ধন মৎকথিত এই (উপনিষদ পুরুষের) জ্ঞান তোমার চিত্তে উদ্ভিত না হয়, তাহা হইলে সেই চিত্তের মালিন্য দূরীকরণ পূর্বক আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত, তোমার কর্মযোগ অনুষ্ঠান করাই উচিত ।

আমি পূর্বে (“স্বখদুঃখে সমে ক্রুদ্ভা” এই শ্লোকে) তোমাকে যে কর্ম-যোগে করণীয় ফলাভিসন্ধি ত্যাগরূপ বুদ্ধির কথা বলিয়াছি, সেই বুদ্ধির বিষয় এক্ষণে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর । (মূল শ্লোকস্থিত “তু” শব্দ কর্মযোগে বুদ্ধির সহিত পূর্বপ্রস্তাবিত বুদ্ধির অর্থাৎ সাংখ্যে বুদ্ধির ব্যতিরেক সূচিত করিতেছে) এখন যদি বলা যে, আমি কর্মযোগে কর্তব্য ফলাভ্যাস ত্যাগরূপ বুদ্ধির বিষয় বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিয়া কি ফলাভ্যাস করিব ? তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । হে পৃথা-নন্দন ! তুমি সেই ব্যবসায়াজ্ঞিক (নিশ্চয়-স্বরূপ) বুদ্ধির সহিত কর্মে নিযুক্ত হইলে কর্ম নিমিত্ত বন্ধকে প্রকৃষ্টরূপে ত্যাগ করিবে ; অর্থাৎ তুমি সেই নিশ্চয়াজ্ঞিক বুদ্ধির সহিত কর্মে নিযুক্ত হইলে, আশয়ের (চিত্তের) অশুদ্ধিলক্ষণ (মালিন্যরূপ) জ্ঞানের প্রতিবন্ধকে এরূপ ভাবে ত্যাগ করিবে যে, সেই প্রতিবন্ধ আর কখনও উৎপন্ন হইতে পারিবে না । প্রতিও বলিয়াছেন যে, “ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপ দূরীকৃত হয় ।” ধর্মেরই নামান্তর কর্ম । সেই ধর্মান্থ্য কর্ম দ্বারাই কর্ম নিমিত্ত জ্ঞানের প্রতিবন্ধ বিদূরিত করিতে পারা যায় ; কারণ ধর্মান্থ্য কর্ম নিকাম । কিন্তু চিত্ত কামনাবিহীন না হইলে কখনই নির্মল হয় না । যাহার মলিন চিত্ত, সে ব্যক্তি ইহা কর্তব্য অকর্তব্য, সম্ভাবনা অসম্ভাবনা ইত্যাদিরূপ বহুবিধ বিচারে সম্প্রবৃত্ত হয় ও স্বর্গাদিরূপ বহুবিধ নখর সামগ্রী লাভে সমুৎসুক হয় । সুতরাং এবং বিধ কর্ম দ্বারা তাহার চিত্ত সুবিমল না হইয়া অধিকতর মলিন হয় ; কিন্তু ইহাই আমার ধর্ম, ইহাই আমার অবশ্যকর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইহার ভালমন্দ বিচার করিবার অধিকার বা প্রয়োজন আমার নাই ইত্যাকার বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া যিনি কর্মে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার সেই স্বর্মানুষ্ঠানই তদীয় জ্ঞান-প্রতিবন্ধরূপ মলিন চিত্তকে সুবিমল করে । পূর্বকথিত শ্রবণ-মননাদি বিচার

জনিত সুবিমল-চিত্ত ব্যক্তিরই অসম্ভাবনাদি (আত্মা আছেন কি না ? ইত্যাদি) প্রতিবন্ধ সমূহ প্রত্যক্ষরূপে দূরীকৃত হয় ; অতএব কর্মবন্ধ নিরাকরণের নিমিত্ত শ্রবণ-মননাদি উপদিষ্ট হইতে পারে না ।

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছে যে, অধিকারী ভেদেই জ্ঞান ও কর্মের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, হুতরাং জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়-বাদ স্থাপন আমার অভিপ্রেত নহে । তোমার অন্তঃকরণ নিতান্ত মলিন ; অতএব জ্ঞানলাভের বহিরঙ্গ সাধনরূপ কর্মই তোমার অনুর্ত্তেয় । তুমি এখন শ্রবণাদি বিচারেরই অধিকারী হইতে পার নাই, জ্ঞানলাভ তো বহু দূরের কথা । (“কর্মণ্যোবাধিকারন্তে” ইত্যাদি শ্লোকে এ সমস্ত বিষয় সবিশেষ বর্ণিত হইবে ॥ ৩৯ ॥

—•••—

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিজ্ঞতে ।

স্বপ্নমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতে ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

অন্বয় ।—ইহ (নিকামকর্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ (আরদ্ধকর্মণো নিষ্ফলত্বং) ন অস্তি প্রত্যবায়ঃ (পাতকং) ন বিজ্ঞতে । অস্মা ধর্মস্য (নিকামকর্মযোগরূপস্য) স্বপ্নঃ (যৎসামান্যং) অপি মহতঃ ভয়াৎ (জন্মমরণলক্ষণাং সংসারভয়াৎ) ত্রায়তে (রক্ষতি) ॥ ৪০ ॥

প্রতিশব্দ ।—নিকাম-কর্মযোগে প্রারম্ভের নাশ নাই পাতক হয় না, এই ধর্মের অত্যন্ত ও সংসার-ভয়-হইতে ত্রাণ-করে ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা ।—নিকাম কর্মযোগে আরদ্ধ কর্মের কোনরূপ বিদ্বাদি হেতু নিষ্ফলত্ব কখনই ঘটে না এবং তজ্জন্ম কদাপি পাপও হয় না । এই নিকাম ধর্মের কিঞ্চিদাত্মক ও অনুষ্ঠিত হইলে, জন্ম মরণ-রূপ নিদারণ সংসার ভয় হইতে মুক্তি লাভ করা যায় ॥ ৪০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিঞ্চিৎ নেহাভীতি । নেহ মোক্ষমার্গে কর্মযোগে অভিক্রম-নাশোহভিক্রমণমভিক্রমঃ প্রারম্ভস্তত্র নাশো নাস্তি যথা কৃষাদেবোণবিষয়ে প্রারম্ভস্ত নানৈ-কান্তিকফলমিত্যর্থঃ । কিঞ্চ নাসি চিৎসাবৎ প্রত্যবায়ো বিজ্ঞতে, কিন্তু ভবতি স্বপ্নমপ্যন্ত বোগধর্মভাহুষ্ঠিতং ত্রায়তে রক্ষতি মহতঃ সংসারভয়াৎ জন্মমরণাদিলক্ষণাৎ ॥ ৪০ ॥

আনন্দগিরি ।—নহু কৰ্ম্মাহুষ্ঠানতানৈকান্তিকফলত্বেনাকিঞ্চৎকরত্বানৈকানর্থকলু-
বিতত্বেন দোষবত্বাচ্চ যোগবুদ্ধিরপি ন শ্ৰেয়েতি তত্রাহ কিঞ্চেতি । অত্রচ কিঞ্চিচ্চ্যতে
কৰ্ম্মাহুষ্ঠানতাবশ্তকত্বে তৎকারণমিতি বাবৎ । কৰ্ম্মণা সহ সমাধেরহুষ্ঠাতুমশক্যাদপনেকান্তরায়-
সম্ভবাৎ তৎফলন্ত চ সাক্ষাৎকারস্য দীর্ঘকালাত্যাসসাধ্যসৌকম্ভিন্ জন্মন্তসম্ভবানর্থান্ধোগী
ত্রঃশ্চেতানর্থৈ চ নিপতেদিত্যাশঙ্ক্যাহ নেহেতি । প্রতীকত্বেনোপাত্তস্য নকারস্য পুনরঘরাহু গুণত্বেন
নাতীত্যাহুবাচঃ । যত্ন কৰ্ম্মাহুষ্ঠানসানৈকান্তিকফলত্বেনাকিঞ্চৎকরত্বমুক্তং তদৃ দৃশয়তি যথেন্তি ।
কৃষিবাণিজ্যাদেয়ারন্তস্যানিরতফলং সন্তাবনামাত্রোপনীতত্বায় তথা কৰ্ম্মণি বৈদিকে প্রারম্ভস্য
ফলমনিরতং যুক্ত্যতে শাস্ত্রবিরোধাদিত্যর্থঃ । যত্নকৃতমনেকানর্থকলুবিতত্বেন দোষবদহুষ্ঠানমিতি
তত্রাহ কিঞ্চেতি । ইতোহপি কৰ্ম্মাহুষ্ঠানবশ্তকমিতি প্রতিজ্ঞায় হেতুস্তরমেব ক্ষ টয়তি নাপীতি ।
চিকিৎসারায় হি ক্রিয়মাণারায় ব্যাধ্যতিরেকো বা মরণং বা প্রত্যবায়োহপি সম্ভাব্যতে কৰ্ম্মপরি-
পাকস্য দুর্কিবেকত্বায় তথা কৰ্ম্মাহুষ্ঠানে দোষোহস্তি বিহিতত্বাদিত্যর্থঃ । সম্প্রতি কৰ্ম্মাহুষ্ঠানস্য
ফলং পৃচ্ছতি কিঞ্চিতি । উত্তরার্দ্ধং ব্যাকুর্স্বনু বিবক্ষিতং ফলং কথয়তি ব্রহ্মমপীতি । সমাগ-
জ্ঞানোৎপাদনদ্বারেণ রক্ষণং বিবক্ষিতং, “সৰ্ব্বপাপপ্রসক্তোহপি ধার্ম্মিমিষমচ্যুতম্ । ভ্রূতপশ্বী
ভবতি পংক্তিপাবনপাবনঃ” ইতি স্মৃতেরিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

রামানুজ ।—ব্যক্ষ্যমাণবুদ্ধিসূক্ষ্মস্য কৰ্ম্মণো মাহাত্ম্যমাহ নেহাতীতি । ইহ কৰ্ম্মযোগে
নাভিক্রমশোহস্তি । অভিক্রম আরম্ভঃ নাশঃ ফলসাধনতাবনাশঃ । আরম্ভস্যাসমাপ্তস্য
বিচ্ছিন্নস্যাপি ন নিফলত্বমারম্ভস্য বিচ্ছেদে প্রত্যবায়োহপি ন বিদ্যতে । অস্য কৰ্ম্মযোগাখ্যস্য
অধৰ্ম্মস্য স্বশোহপি মহতো ভয়াৎ সংসারায় জায়তে । অরমর্থঃ, “পার্থ নৈবেহ নামুত্র
বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।” ইত্যুত্তরত্র প্রপঞ্চয়িষ্যতে । অত্থানি হি লৌকিকানি বৈদিকানি চ
সাধনানি বিচ্ছিন্নানি, নহি ফলপ্রসবায় ভবন্তি । প্রত্যবায়ায় চ ভবন্তি ॥ ৪০ ॥

হনুমান্ ।—কিঞ্চ নেহেতি । ইহ মোক্ষমার্গে অভিক্রমনাশঃ অভিক্রমমভিক্রমঃ
যথা কৃত্যাদেঃ প্রারম্ভস্তমশোহস্তি মোক্ষবিষয়ে আরম্ভস্ত নানৈকান্তিকফলত্বমিত্যর্থঃ । কিঞ্চ
চিকিৎসাবৎ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে কিন্তু ভবতি ব্রহ্মমপ্যস্ত ধৰ্ম্মস্ত মোক্ষসাধনানুষ্ঠিতং জায়তে
রক্ষতি সংসারভরাজ্জন্মমরণাদিলক্ষণাৎ ॥ ৪০ ॥

শ্রীধর ।—নহু কৃত্যাদিবৎ কৰ্ম্মণাং কৰ্ম্মাচিহ্নিন্নবাহল্যেন ফলে ব্যতিচারানুজ্ঞাস্তবৈশ্বপোশ
চ প্রত্যবায়সম্ভবাৎ কৃতঃ কৰ্ম্মযোগেন কৰ্ম্মবদ্ধগ্রহাণম্ ? তত্রাহ নেহেতি । ইহ নিভামকৰ্ম্ম-
যোগেহস্তিক্রমস্ত প্রারম্ভস্ত নাশো নিফলত্বং নান্তি প্রত্যবায়শ্চ ন বিদ্যতে ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব
বিরবৈশ্বপোশস্তসম্ভবাৎ । কিঞ্চাস্ত ধৰ্ম্মস্ত ঈশ্বরসাধনানর্থককৰ্ম্মযোগস্ত ব্রহ্মমপি কৃতঃ মহতো ভয়াৎ
সংসারলক্ষণাৎ জায়তে রক্ষতি, ন তু কাম্যকৰ্ম্মবৎ কিঞ্চিদন্যবৈশ্বপ্যাধিনা নৈফল্যমন্তেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

বলদেব ।—ব্যক্ষ্যমাণস্য বুদ্ধ্য যুক্তং কৰ্ম্মযোগঃ স্তোতি নেহেতি । ইহ ভগবত্-

মিত্যাদিবার্হ্যাক্ষেঃ, নিকামকৰ্ম্মযোগেহতিক্রমভারভুত কল্যাণপাদকল্পনাণো নান্তি । আরকতা-
সমাপ্তস্য বৈফল্যং ন ভবতীত্যর্থঃ । মত্ৰাদ্যজ্ঞবৈকল্যে চ প্রত্যাগায়ো ন বিদ্যতে । আত্মোক্তেশ-
মহিমা ও তৎসংদতি ভগবদ্বাক্সা চ তস্য বিনাশাৎ । ইহ ভগবদর্পিওত্ৰ নিকামকৰ্ম্মলক্ষ্যমস্ময়া
কিঞ্চিদপ্যুদ্ভিতং সন্নহতো ভয়াৎ সংসারাৎ জায়তে অক্লুষ্ঠাতাৎ রক্ষতি । বক্ষ্যতি চৈবং “পার্শ্ব
মৈবেহ নামুব” ইত্যাদিনা । কাম্যকৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বাঙ্গোপসংহাৰেণাভুতীতান্যাক্ষকলায় কল্পন্তে ।
মত্ৰাদ্যজ্ঞবৈকল্যে তু প্রত্যবায়ঃ জনস্বতীতি । নিষ্কামকৰ্ম্মাণি তু যথাশক্যভুতীতানি জ্ঞাননিষ্ঠা
লক্ষণং ফলং জনাত্ম্যবোক্তচেতুতঃ প্রত্যবায়ঃ নোৎপাদয়তীতি ॥ ৪০ ॥

মধুসূদন ।—নহু “তমেতং বেদানুগচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিযন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা
নাশকেন” ইতি ক্রত্যা বিবিদিযাং জ্ঞানলোদিগ্ম সংযোগপৃথক্ভূত্বায়েন সৰ্ব্ব কৰ্ম্মণাং বিনিয়োগাৎ
তত্র চাত্তঃকরণশুদ্ধেবীরহাৎ সাং প্রতীত কৰ্ম্মাভুট্টাৎ বিধীয়তে তদ “তদ্যথৈহ কৰ্ম্মজিগো লোক
ক্ষীরত এবমোয়মুহু গুণ্যজিগো লোকঃ স্মীয়তে” ইতি প্রতিবোধীভয়া কলনাশসা সন্তপ্য জ্ঞান
বিবিদিযাং বা উদ্ভিগ্ম ক্রিয়মাণস্ত যজ্ঞাদেঃ কাম্যভাৎ সৰ্ব্বাঙ্গোপসংহাৰেণাভুত্বেয়সা যৎকিঞ্চিদজ্ঞা-
সম্পত্তাবপি বৈগুণ্যোপপত্তেঃ, যজ্ঞেনেত্যাবিবাচ্যো বিহিতনিবৎ সৰ্বকোষাৎ সঙ্গতঃসংগেণ পুরুষাণাং
পর্যবসানেহপি কর্ত্ত্বমণকাত্বাৎ কুঃ “কথং প্রহাস্যসি” ইতি ফলং প্রত্যাশেত্যত আহ
ভগবান্ নেচেতি । অভিক্রমাত্তে কৰ্ম্মণা প্রারভ্যতে যৎ ফলং সোহ’তিক্রমস্তস্য নাশকদ্বথেহ
ইত্যাদিনা প্রতিপাদিতঃ, ইহ নিকামকৰ্ম্মযোগে নান্তি এতৎফলস্য শুদ্ধেঃ পাপক্ষয়কালে
লোকশল্লাচাভোগাত্ম্যভাবেন চ ক্ষয়াসম্ভবাৎ, বেদনাংপর্যাপ্তা এব বিবিদিযায়াঃ বস্ম
ফলদ্বাদেনসা চাব্যবধানেনাজ্ঞাননিবৃত্তিকলজনকস্য ফলমজ্ঞানিহা নাশাসম্ভবাৎ, ইহ ফলনাশো
নান্তীতি সাপেক্ষম্ । তদ্বক্তং তদ্যথোচতি যা নিন্দা সা ফলে ন তু কৰ্ম্মণি । “ফলেচ্ছান্ত
পবিত্রাজ্যকৃতং কৰ্ম্ম বিশুদ্ধকৃতং” ইতি । তথা প্রত্যবায়ঃ অজবৈকল্যানিবন্ধনবৈগুণ্যমিহ ন
বিদ্যতে । তমেতমিতি বাক্যেন, নিত্যানামেবোপাওহ্রিতক্রমদ্বাবেণ বিবিদিযায়াং বিনিয়োগাৎ
তত্র চ সৰ্ব্বাঙ্গোপসংহাৰনিয়মাত্বাৎ কাম্যানামপি সংযোগপৃথক্ভূত্বায়েন বিনিয়োগ ইতি
পক্ষেহপি ফলাভিসন্ধিবহিত্তেহন তেষাং নিত্যভূত্বাৎ, ন হি কাম্যনিত্যাগ্নিহোত্রযোঃ স্বতঃ
কশ্চিৎপেবোহন্তি ফলাভিসন্ধিতদভাবাভ্যামেব তু কাম্যনিত্যত্বব্যপদেশঃ । ইদঞ্চ পক্ষদ্বয়মুক্তং
বার্ত্তিকে, “বেদানুগচনাধীনামৈকাত্ম্যজ্ঞানজননে । তমেতমিতি বাক্যেন নিত্যানাং বক্ষ্যতে
বিধিঃ ।” “কথা বিবিদিযার্থঃ, কাম্যানামপি কৰ্ম্মণাম্ । তমেতমিতি বাক্যেন সংযোগস্ত
পৃথক্ভূতঃ ।” ইতি, তথাচ ফলাভিসন্ধিনা ক্রিয়মাণ এব কৰ্ম্মণি সৰ্ব্বাঙ্গোপসংহাবনিয়মাৎ
তদ্বিলক্ষেণ শুদ্ধার্থে কৰ্ম্মণি প্রতিনিধ্যাদিনা সমাপ্তগত্বাদ্যজ্ঞবৈগুণ্যানিমিত্তঃ প্রত্যবায়োহতীত্যর্থঃ ।
তথা অত্র শুদ্ধার্থস্ত ধৰ্ম্মস্ত তমেতমিত্যাদিবাচ্যবিহিতস্ত মধ্যে স্বল্পমপি সন্ধ্যায়তি কর্ত্তব্যতয়া
বা যথাশক্তি তদানুসারধনার্থং কিঞ্চিদপ্যুদ্ভিতং সন্নহতঃ সংসারভয়াৎ জায়তে ভগবৎপ্রসাদ-
সম্পাদনেন অক্লুষ্ঠাভাবঃ বক্ষতি । “সৰ্ব্বপাণপ্রসক্তোহপি ধ্যায়স্মি বসমচ্যুতম । ভূতপত্নী

ভবাত পংক্তিগাবনপাবনঃ” ইত্যাদি স্মৃতেঃ । তমেতমিতি বাক্যে সমুচ্চরবিধারকাতাবাক্য, অভুক্তিতারতম্যাদেবাগুষ্ঠানভাৱতম্যোপপত্তেৰুক্তমুক্তং “কৰ্ম্মবন্ধং প্রাহাভুতমি” ইতি ॥ ৪০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এতদেবোপপাদয়তি নেহেতি । ইহ কৰ্ম্মবন্ধপ্রহারণং কৰ্ম্মযোগেহুজ্জীৰ্ণ-
 গানে অভিক্রম্যতে ব্যাখ্যাত তৎপ্রাক্রমঃ কৰ্ম্মাবস্তাঃ কৰ্ম্মৈব বা তত্ত নাশো নান্তি অস্তত্ত্ব কলং
 দয়া নশ্রুতি ন দ্বিধাৰ্ম্মটকগস্তাজননাৎ । নশেতস্তাপি কাম্যাস্তঃপাতিতরা নিত্যাকরণজনিতঃ
 প্রত্যবায় উৎপত্তে এব, সত্বদগুৰ্ভিঃ সত্ত্ব বন্ধপ্রহাপপ্রত্যাবায়পৰিহাৰাধাকলম্বয়চেতুছাযোগাদিত্যা-
 শক্ত্যাহ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যত ইতি । “তমেতং বোধ্যাতচানেন ব্রাহ্মণ্য বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন
 দানেন তপসা নাপকেন” ইতি ঐত্থ্য ম বোধ্যাপূৰ্ণভূতায়ৈন দগ্নেপ্রিয়কামস্ত জুহবাচিত্যেন
 নিত্যস্ত দগ্নো বীৰ্য্যার্থহবিব নিত্যানামপি কৰ্ম্মণাং বিবিদিষার্থং বিনিয়োগবলাৎ সিধ্যতি, তত্চত
 কাম্যেতৈব প্রয়োগেন নিত্যস্তাপি সিদ্ধেন নিত্যাকরণনিমিত্তো বা কাম্যাত্মাং সৰ্ব্বাঙ্গানুপসংহার-
 নিমিত্তো বা প্রত্যবায়ো বিদ্যতে, নিত্যানামেব বিনিয়োগাৎ, নিত্যেযু চ যথাশক্ত্যুপবক্তভা-
 জ্ঞানাৎ । বার্ত্তিকেতু কাম্যানামপ্যত্র বিনিয়োগো দৃষ্টঃ, যথা “বদানুপচনাদৌনামৈকাত্ম্যজ্ঞান-
 জ্ঞানে” তমেতমিতি বাচ্যেন নিত্যানাং বক্ষ্যতে বিদিশিঃ । “যদা বিবিদিষার্থং কাম্যানামপি
 কৰ্ম্মণাম্ । তমেতমিতি বাচ্যেন সংসোগস্য পৃথগুতঃ ।” ইতি, অগ্নিন্ পক্ষে কাম্যানামপি
 ভূত্যাদলব্ধত্বাৎ নিত্যাদ্বেযাশক্ত্যুপবক্তো ভবিষ্যতিতি, ন সৰ্ব্বাঙ্গানুপসংহারজনিতঃ প্রত্যবায়ো
 বিদ্যতে, সন্মত্যা অগ্না বোধ্যদ্বয়স্যাগুৰ্ভিঃ অল্পপূৰ্ণকৰ্ম্মণাম্ । “জ্ঞানজ্ঞানান্তরাত্ম্যং দানম-
 ধ্যায়নং তপঃ । তেনৈবাত্ম্যযোগেন তচ্চৈবাত্ম্যতে পুনঃ” ইতি স্মৃতেকন্তরোক্তরসংস্কা-
 নানানুদ্বাব স্বসঙ্গাত্ম্যগুৰ্ভিঃ সৎ কামাদিদোষক্ষণপৰাবা মততো ভৱাৎ সংসারাৎ ভৱতে,
 তস্মাৎ সাংখ্যানবিকারিণা কৰ্ম্মযোগ এবাহুষ্ঠেত ইতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ ।—অত্র যোগো বিবিধঃ । শ্রবণকীর্তনাদিত্তিকরূপঃ শ্রীভগবদ্পৰ্জিতনিকাম-
 কৰ্ম্মরূপশ্চ । তত্র “কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারঃ” ইত্যতঃ প্রাগ্ভক্তিবোগএব নিরূপ্যতে “নিতৈশ্চণ্ড্যো
 ভবাজ্জুন” ইত্যুত্বে, তত্কেবেব ত্রিগুণাত্তত্বাৎ ততৈব পুরুষো নিতৈশ্চণ্ড্যো ভবতীত্যেকাদেশব্ধে
 প্রসিদ্ধেঃ । জ্ঞানকৰ্ম্মণোস্ত সাধিকরাজসত্বাত্মাং নিতৈশ্চণ্ড্যানুপস্থাপতেঃ, ভগবদ্পৰ্জিতলক্ষণা
 ভক্তিক্ত কৰ্ম্মণো বৈকল্যাভাবমাত্রং প্রতিপাদয়তি ; নতু সত্ত্ব ভক্তিব্যাগদেশং প্রাধাত্তাবাদেব ।
 যদিচ ভগবদ্পৰ্জিতং কৰ্ম্মাপি ভক্তিরেবেতি মতং তদা কৰ্ম্ম কিং ত্রাৎ ? যদভগবদ্পৰ্জিতং কৰ্ম্ম,
 তমেব কৰ্ম্ম ইতি চেদ, “নৈকৰ্ম্মমপ্যচ্যুতভাবাজ্জিতং ন শ্যেভতে জ্ঞানমণং নিরঞ্জনম্ । কৃতঃ
 পুনঃ শব্দভজ্ঞবীৰ্য্যে নচাপ্রিতং কৰ্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥” ইতি নারদোক্ত্যা তত্ বৈবৰ্য্যপ্রতি-
 পন্ননাৎ । তদ্বাদজ ভগবচ্চরণমুখ্যপ্রাপ্তিসাধনীভূতা কেবলশ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণৈব ভক্তি-
 ন্নিরূপ্যতে, যথা নিকামকৰ্ম্মযোগোহপি নিরূপয়িতব্যঃ । উভাব্যপোতৌ বুদ্ধিবোগশব্দবাক্যৌ
 জ্ঞেয়ো । “যদ্যপি বুদ্ধিবোগং তং যেন মানুশবন্তি তে” ইতি “দুরেণ” হবরং কৰ্ম্ম বুদ্ধিবোগাভ্যন্তরং
 ইতি চোক্তেঃ । অথ নিৰ্ভগবদ্পৰ্জিতনিকামভক্তিবোগস্ত সাহায্যমাহ নেহেতি । ভক্তিবোগে

অতিক্রমে আরম্ভমাত্র কুতেহপ্যস্ত ভক্তিব্যোগস্ত নাশো নান্তি । ততঃ প্রত্যবায়শ্চ ন জ্ঞাৎ ।
 যথা কৰ্ম্মযোগে আরম্ভঃ কৃত্বা কৰ্ম্মানমুষ্ঠিতবতঃ কৰ্ম্মনাশপ্রত্যবায়ৌ জ্ঞাতাঃ ইতি ভাবঃ । নহ
 তর্হি তস্ত তন্ত্যমুষ্ঠাতুকামস্ত সমুচিতভক্ত্যকরণাৎ ভক্তিকলস্ত নৈব জ্ঞাৎ তজ্জাহ স্বল্পমিতি ।
 অস্যা ধর্ম্মস্য স্বল্পমপি আরম্ভসময়ে বা কিঞ্চিন্নাত্রা ভক্তিরভূৎ সাপীতার্থঃ । মহতো ভয়াৎ
 সংসারাৎ ত্রায়ত এব,। “মন্মাদ সক্রুৎশ্রীণাৎ পুরুশোহপি বিমুচ্যতে” সংসারানিত্যাদিশ্রবণাৎ,
 অজামিলাদৌ তথা দর্শনাচ্চ । “ন হৃদ্বোপক্রমে ধ্বংসো মদ্বর্ষস্যোদ্ধবাবপি । ময়া ব্যবসিতঃ
 সম্যাক্ নিগুণস্থাননাশিবঃ ॥” ইতি ভগবতো বাক্যেন সহ অস্যা বাক্যস্যৈকাৰ্থ্যমেব দৃষ্টতে
 কিন্তু তত্র নিগুণত্বাৎ নহি গুণাতীতং বস্ত্ত কদাচিৎ ধ্বংসং ভবতীতি হেতুরপত্তন্তঃ । স চেহপি
 দ্রষ্টব্যঃ । নচ নিকামকৰ্ম্মণোহপি ভগবদ্পর্গমহিম্না নিগুণস্বমেবেতি বাচ্যম্ । “মদপর্গং নিফলং
 বা সাত্বিকং নিজকৰ্ম্ম তৎ” ইতি বাক্যেন তস্য সাত্বিকত্বোক্তে: ॥ ৪০ ॥

তাৎপর্য্য ।—অতিরূপ্যাদি দোষবশতঃ কৃষি বাণিজ্যাদি কৰ্ম্মের ফলে
 বিঘ্ন হয় ; সুতরাং দেশ, কাল, পাত্র ও মত্ৰাদির অঙ্গবৈগুণ্যরূপ বিঘ্ন
 সম্ভাবনা হেতু অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মযোগ হইতে স্বর্গাদি ফলের আশা কিরূপে হইতে
 পারে ? বরং বিদিনাদে প্রত্যবায়েরই সম্ভাবনা । অতএব পূর্ব্বশ্লোকোক্ত
 “কৰ্ম্মবন্ধং প্রহাস্তাসি” অর্থাৎ কৰ্ম্ম দ্বারা কৰ্ম্মবন্ধ ক্ষয় হয় ইত্যাদি ভগবদুক্তি
 কিরূপে সম্ভব হইবে ? অর্জুনের এবংবিধ আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে শ্রীভগবান্
 পুনর্বার বলিতেছেন, হে অর্জুন ! নিরুত্তিমার্গে বা মুক্তিপথে আরম্ভ কৰ্ম্মযোগ
 কখনও বিনষ্ট হয় না ; সুতরাং তাহা কৃষি-বাণিজ্যাদির স্থায় অনিশ্চিত-
 ফলরূপে কল্পনা করিতে পার না । চিকিৎসকের অসাধনতা প্রযুক্ত
 চিকিৎসাদি ক্রিয়া রোগীর রোগ-বৃদ্ধি বা মরণনিমিত্ত হয়, অতএব তাহা
 প্রত্যবায়জনক । কিন্তু ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কৰ্ম্ম কিঞ্চিং অঙ্গহীন হইলে তন্নিমিত্ত
 প্রত্যবায় হয় না । কারণ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মের বিঘ্ন বা অঙ্গ-
 বৈগুণ্যের সম্ভব নাই । হে বিমুক্ত সখে অর্জুন ! আরও বিবেচনা করিয়া
 দেখ, ঈশ্বরোদ্দেশ্যে আরম্ভ কৰ্ম্ম কিঞ্চিন্নাত্র অনুষ্ঠিত হইলেই অসীম-ভয়-
 সঙ্কুল সংসার-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করে । অতএব তুমি নিঃশঙ্কভাবে
 কলকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার উপদিষ্টমান কৰ্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে
 প্রবৃত্ত হও ; তাহা হইলে তোমার উপস্থিত কৰ্ম্মে বিঘ্ন বা প্রত্যবায় কিছুই
 হইবে না ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভগবদ্ভদ্র সরস্বতীর অভিপ্রায় । শ্রুতি বলিয়াছেন যে, “ব্রাহ্মণগণ (ব্রহ্মোপাসকগণ) বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, নীশহীন-তপস্তানুষ্ঠান দ্বারা (বা তপস্তা দ্বারা কামের অনশন দ্বারা) সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা (বিবিদিষা) করে ।” এই শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিবিদিষা (বেত্তুমিচ্ছা—জানিতে ইচ্ছা) ও জ্ঞান এতদুভয়কে উদ্দেশ্য করিয়াই সমস্ত কর্ম সংযোগপৃথক্ভ্বে আছে * বিনিযুক্ত হয় । কর্মানুষ্ঠানই অন্তঃকরণ শুদ্ধির দ্বার (মূল কারণ) বলিয়া আত্মজ্ঞানী ব্যতীত অন্য ব্যক্তির প্রতি কর্মানুষ্ঠানের বিধান করা হইয়াছে । এরূপ স্থলে আপনার একুটী শ্রুতি-বাক্য বিচার করিলে দেখা যে, যজ্ঞাদি কার্যের ফলনাশের বিশেষ সম্ভাবনা ; কারণ শ্রুতি বলিতেছেন যে, “যে রূপ কৃষিকার্যাদি সম্পাদিত ঐহিক ফল (শস্তাদি), কর্মসম্পাদিত পারলৌকিক স্বর্গাদি ফলও সেইরূপ ক্ষয় হয় অর্থাৎ “অনিত্য” । অথচ জ্ঞান ও বিবিদিষাকে উদ্দেশ্য করিয়া যে সমস্ত যজ্ঞাদি কর্ম অনুষ্ঠিত হয়; তৎসমূহই কাম্য-কর্ম । আবার যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গ সম্পন্ন হইলেই তাহার ফললাভ করা যায়, নচেৎ যজ্ঞের কোন অঙ্গের হানি হইলে ফললাভ তো হয়ই না, অধিকন্তু অনর্থ

* একস্য তু উভয়তঃ “সংযোগপৃথক্ভ্বে” ইতি জৈমিনিষিষ্টত্বম্ । সংযোগো বাক্যং তস্য পৃথক্ভ্বে ভেদঃ ; একস্য উভয়তঃ নিয়ামক ইত্যর্থঃ । সংযোগঃ সম্বন্ধঃ ইতি বা । যথা, দগ্না জুহুয়াদিতি ফলাসংযুক্তবাক্যেন ক্রত্বর্থত্বেন বিহিতস্যাপি দগ্নঃ, দগ্নেপ্রিয়কামস্য জুহুয়াদিত্যনেন ফলায় বিধানাৎ পুরুষার্থত্বমপি । তথা জ্যোতিষ্ঠোমাদৌনাৎ স্বর্গার্থত্বেন বিহিতানাংপি “যজ্ঞেন দানেন” ইত্যাদি বাট্যৈর্জ্ঞানসাধনত্বমপি স্যাৎ ইতি ভাবঃ ॥ অযোগানুসারে একট বাক্যের যে উভয়বিধ অর্থনিয়মশক্তি তাহারই নাম “সংযোগ পৃথক্ভ্বে” । যে রূপ “দগ্না জুহুয়াৎ” “দধি দ্বারা হোম করিবে” এই বাক্যে দধি পদার্থ কেবল মাত্র যজ্ঞার্থে বিহিত হইয়াছে, কারণ এখানে কোনরূপ ফলের উল্লেখ নাই ; কিন্তু “দগ্না ইপ্রিয়কামস্য জুহুয়াৎ” অর্থাৎ “ইপ্রিয়কামী দধি-দ্বারা হোম করিবে, এরূপ স্থলে দধি পদার্থ ফল উদ্দেশ্য করিয়া বিহিত হইয়াছে বলিয়া, ইপ্রিয় সার্থক প্রদানরূপ পুরুষার্থরূপ অর্থও সম্পাদন করিয়া থাকে । এইরূপ জ্যোতিষ্ঠোমাদি যজ্ঞসমূহ স্বর্গাদি অর্থে বিহিত হইলেও “তমেতৎ বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাপকেন” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জ্ঞানসাধনরূপ অর্থও বিহিত হয় । “সংযোগ পৃথক্ভ্বে” ভ্রাতৃর অর্থ সাদা কথায় বুঝিতে হইলে ইহাই বুঝা যায় যে, সর্ববিধ কর্মই সংযোগ বা সম্বন্ধানুসারে (অযোগানুসারে) পৃথক্ অর্থ প্রতিপাদন করে । যে রূপ অনিত্য স্বর্গাদি-কামনা-সম্পাদক কর্মও ফলাভিসন্ধি রাহিত্যরূপে প্রযুক্ত হইলেই নিত্যকর্মের শ্রেণীভুক্ত হইয়া চিত্তগুহি দ্বারা সেই নিত্য ফল প্রদান করে । কাম্য কর্মও কর্ম, নিত্য বা নিকাম কর্মও কর্ম, কিন্তু কেবল মাত্র কামনা এবং অকামনার সংযোগে ফলেরও পার্থক্য সংঘটিত হইয়া থাকে । সুতরাং এক কর্মই উভয়বিধ অর্থের প্রতিপাদক বা নিয়ামক ।

সংঘটিত হয় । আর এক কথা, প্রথমোল্লিখিত প্রতিবাক্যে যে যজ্ঞ, দান ও তপস্কার বিধি উল্লিখিত আছে, তৎসমূহের অনুষ্ঠান শত শত বর্ষেও সাধিত হইতে পারে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস । ক্লেশ হে । এরূপ স্থলে আমার “কর্মবন্ধ ত্যাগরূপ” ফলের আশা কোথায় ? অর্জুনের এবং বিধি আশঙ্কার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, জ্ঞাতঃ । তুমি যাহা কহিলে, সমস্তই নত্য, ফলকামনা পূরক অনুষ্ঠিত কর্মের ফল এরূপ (দ্বিতীয় প্রতি বাক্যানুযায়ী) নথর বটে, কিন্তু আমি তোমাকে যে কর্মযোগের কথা বলিতেছি, তাহা নিকাম ; সুতরাং এই নিকাম কর্মযোগে অভিক্রম নাশের অর্থাৎ ফলনাশের আশঙ্কা নাই । কি কারণে মদুপদিষ্ট কর্মযোগের ফল নাশপ্রাপ্ত হয় না, তাহার কয়েকটি হেতুবাদ নির্দেশ করিতেছি, অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর । প্রথমতঃ দেখ, এই নিকাম কর্মযোগের ফল অতি পরি-শুদ্ধ, কারণ সর্ববিধ পাপের ক্ষয়ই এই ফলের স্বরূপ, নিকাম-কর্মযোগের ফল কলঙ্কহীন পূর্ণশিরি স্নায় সর্ববিধ পাপ-পরিহীন । দ্বিতীয়তঃ, যেকোন সকাম কর্মানুষ্ঠান দ্বারা ক্ষয়ী স্বর্গাদি-লোকসমূহ ভোগ্য ফলরূপে অর্জন করা যায়, মদুস্ত কর্মযোগের ফল সেরূপ ক্ষয়ী নহে । কারণ মদুস্ত কর্ম-যোগের কোন (স্বর্গাদি) লোক-শব্দ-বাচ্য ভোগ্য ফল নির্দিষ্ট নাই । তৃতীয়তঃ, বিবিদিষারূপ কর্মের ফলই বেদন (জ্ঞান) ।—যাহা জানিতে ইচ্ছা, তাহা জানিতে পারিলেই বিবিদিষার ফললাভ হয় অর্থাৎ তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ হয় । বেদন পর্য্যন্তই বিবিদিষার ফল । চতুর্থতঃ, বেদনের (জ্ঞানের) অব্যবহিতকাল পরেই অজ্ঞান নিবৃত্তিরূপ ফল সঞ্চারিত হয় ; সুতরাং সেই অজ্ঞান নিবৃত্তিরূপ ফলের জনক বেদন বা জ্ঞান, অজ্ঞান-নিবৃত্তিরূপ ফল না জন্মাইয়া, কখনও নাশপ্রাপ্ত হইতে পারে না, সুতরাং মদুল্লিখিত নিকাম কর্মযোগের ফল যে নাশরহিত, তাহা বলা বাহুল্য । নাশের নাশ হইতে পারে না, অজ্ঞান-নিবৃত্তির নিবৃত্তি হইতে পারে না ; সুতরাং অজ্ঞান-নিবৃত্তিরূপ ফল নাশহীন । মদভিহিত কর্মযোগের কেবল-মাত্র ফলনাশ নাই, এমন নহে, পরন্তু এই কর্মযোগে প্রত্যবার অর্থাৎ অদ্বৈতগুণাদিজনিত বৈগুণ্যও নাই ।

মদভিহিত এই কর্মযোগে কি কারণে অদ্বৈতাদিজনিত অনর্থ সমুৎপন্ন হয় না, তাহারও হেতুবাদ নির্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর । প্রথমতঃ দেখ,

দ্বিতীয় ঋতিবাক্যে যে সমস্ত যজ্ঞাদিকৰ্ম্মানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে, তৎসমূহই নিত্যকৰ্ম্ম । অকরমে “প্রত্যাবারসাধনানি নিত্যানি,” অর্থাৎ যে কৰ্ম্ম না করিলে পাপ হয়, সেই নিত্যকৰ্ম্মই দুরিতরাশি বিনষ্ট করিয়া বিবিদিবায় বিনিযুক্ত করে, অর্থাৎ নিত্যকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই পাপ সমূহ ধ্বংস হয় এবং পাপনাশে চিত্ত নির্মল বা কামনাবিহীন হয়, তদনন্তর চিত্ত কামনাবিহীন হইলেই বিবিদিবা হয়—সেই তৎসবস্তকে আনিতে একান্ত বাসনা সঞ্চার হয় । দ্বিতীয়তঃ, কাম্যকৰ্ম্ম সমূহও সংযোগপৃথক্‌কৃত্ত্বায়াসু-সারে (অর্থাৎ কামনাবিহীনরূপে) বিনিযুক্ত হইলেই নিত্যকৰ্ম্মের শ্রেণীভুক্ত হয় । বস্তুতঃ অগ্নিহোতাদি নিত্যকৰ্ম্ম এবং অথমেধাদি কাম্যকৰ্ম্মের পরস্পর কৰ্ম্মগত কোনরূপ বিশেষ নাই, কিন্তু কেবলমাত্র ফলাভিসন্ধিসাহিত্য এবং ফলাভিসন্ধিরাহিত্য এই দুই কারণেই কাম্য ও নিত্যরূপ দুই পৃথক্‌ শ্রেণীতে উভয়ে বিভক্ত হইয়াছে । অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি পূৰ্ণক কৰ্ম্মে প্ররুত হইলেই তাহা কাম্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং ফলাভিসন্ধিবিহীন হইয়া কৰ্ম্মে প্ররুত হইলেই তাহা নিত্যকৰ্ম্মের শ্রেণীভুক্ত হইবে । কৰ্ম্ম উভয়ত্র এক হইলেও সংযোগের (সম্বন্ধের) পার্থক্যে ফলেরও পার্থক্য হয় । তৃতীয়তঃ, কাম্য বা ফলাভিসন্ধি পূৰ্ণক অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মেই সৰ্ম্মাদ উপসংহারের, অর্থাৎ মদ্রোচ্চারণাদি সৰ্ম্মবিধ বিষয় অসম্পন্ন করিবার নিয়ম আছে । নচেৎ প্রত্যাবার পদে পদে । কিন্তু কেবলমাত্র শুদ্রার্থ (পাপনাশের নিমিত্ত) অনুষ্ঠিত নিত্যকৰ্ম্ম (সজ্জাবন্দনা, বলিবৈখানর, পঞ্চযজ্ঞ প্রভৃতি) প্রতিনিধি প্রভৃতি দ্বারাও সমাপ্ত হইতে পারে বলিয়া উক্ত নিত্যকৰ্ম্মে অঙ্গবৈগুণ্য জনিত কোনওরূপ প্রত্যাবার (বিপদ) নাই ।

অৰ্জুন । অধিক কি বলিব, যদি কেহ চিত্তাদির শুদ্ধিকারক এই (দ্বিতীয় ঋতিবাক্যে বিহিত) ধৰ্ম্মের অঙ্গও অনুষ্ঠান করে, অর্থাৎ যথাশক্তি ভগবদারাদনার্ণ সজ্জা-বন্দনাদি একতীরও অনুষ্ঠান করে, ভগবান্ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং সংসাররূপ মহৎ ভর হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন । অতএব তুমি যে আশঙ্কা করিয়াছিলে, “শতবর্ষেও সাধিত হয় না,” তাহা তোমার নিতান্ত অম ; সুতরাং মদভিহিত কৰ্ম্মবোগের অনুষ্ঠানে যে তুমি চিত্তাশুদ্ধিরূপ কৰ্ম্মবস্তকে প্রকৃষ্টরূপে ভাগ করিতে পারিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? (বর্তমান শ্লোকে “বেদন” শব্দের অর্থ “জ্ঞান”

বলিয়া উদ্ভিখিত হইলেও, এই জ্ঞান সেই শাস্ত্রত জ্ঞান বা পরমাত্মা নহে ।
এতৎ শ্লোকোক্ত জ্ঞান বৃত্ত্যান্তরক অর্থাৎ “অহং ব্রহ্মাস্মি” ইত্যাদি বৃত্ত্যা-
ন্তরক । ব্রহ্মত্বসিদ্ধি বা অষ্টৈতসিদ্ধি হইলে বৃত্ত্যান্তরক জ্ঞানেরও নাশ হয় ।
আর এক কথা, নিষ্কাম কর্মই যে নিত্য কর্ম, তাহা যেন কেহ না মনে
করেন, কারণ এখানে কলাভিসম্বিরাহিত্যরূপ অংশের সাদৃশ্য লইয়া
নিষ্কাম নিত্য কর্মের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে ।)

পুণ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন । যোগ দ্বিবিধ,
শ্রবণ, কীর্তনাদি ভক্তিরূপ এবং ভগবদ্বুদ্ধেশে অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্মরূপ ।
“কর্মণ্যেবাধিকারন্তে” ইত্যাদি (২য় । ৪৭ শ্লোক) দ্বারা শ্রীভগবান্ ভক্তি-
বোগেরই নিরূপণ করিলেন, আর “নিষ্কৈশ্চণ্যো ভবাক্ষুণ” ইত্যাদি (২য় ।
৪৫ শ্লোক) দ্বারা ভক্তিকেই তিনি ত্রিগুণাতীতরূপে বর্ণন করিবেন ।
শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে, “পুরুষ ভক্তি দ্বারাই ত্রিগুণা-
তীত হয়”; অতএব কেবল ভক্তিকেই পুরুষের নিষ্কৈশ্চণ্যের মূল কারণ । সত্ত্ব
ও রজোগুণের প্রাবল্যহেতু জ্ঞান এবং কর্ম হইতে পুরুষ নিষ্কৈশ্চণ্য
লাভ করিতে সমর্থ হয় না । ভগবদ্বুদ্ধেশে শ্রবণ-কীর্তনাদি-লক্ষণা ভক্তি
নিষ্কাম কর্মের বৈগুণ্যাবমাত্র প্রতিপাদিত করে, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মের
আপাততঃ কোন ফল দৃষ্টে না হইলেও, শ্রবণ-কীর্তনাদি-লক্ষণা ভক্তিকেই
উক্ত কর্মের ফলরূপ, হু তরাং তাহা নিষ্কাম কর্মের পরিপোষক, স্বপ্রদান
নহে । কোন কোন আচার্য্য বলেন, যে কর্ম ভগবদর্পিত হয়, তাহার নাম
ভক্তি, এবং বাহ্য দৈবরে অনর্পিত তাহাই কর্ম । এ সিদ্ধান্ত বৃত্তিযুক্ত নহে ।
কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে (১ম স্কন্ধ ৫ম অধ্যায়) নারদ বলিয়াছেন, “নিষ্কাম
কর্ম ও নিরঞ্জন জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবদ্বক্তিবর্জিত হইলে শোভা
পায় না ।” তত্বলাকাক্ষী হইয়া তুষে আঘাত করা যে রূপ নিষ্কল, ভগবদ্বক্তি
শূন্য হইয়া কর্মের জন্য প্রয়াস করা ও তদ্রূপ বিকল । অতএব ভগবদ্বক্তিরূপ-
মাধুর্য্য উপভোগার্থ কেবল শ্রবণ-কীর্তন-লক্ষণাদি ভক্তিরই উপাসনা করা
কর্তব্য । এই গ্রন্থে শ্রীভগবান্ নিষ্কাম কর্মবোগের স্মার, শ্রবণ-কীর্ত-
নাদি-লক্ষণ ভক্তিবোগেরও বর্ণন করিবেন । সাধকগণের একান্ত প্রবৃত্তির
নিমিত্ত শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ ভক্তিবোগের স্নাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন ।
হে অক্ষুণ । কর্মবোগ আরম্ভ করিয়া তাহার অনুষ্ঠান না করিলে কর্মের

নাশ হয় ও তরিসিত প্রত্যাবার অশ্ব, কিন্তু এই ভক্তিবোগ আরম্ভ করিয়া তাহা যদি সম্পন্ন করিতে না পার, তাহাতে আরকের নাশ হইবে না এবং প্রত্যাবারও জন্মিবে না ; অর্থাৎ ঈদৃশ ভক্তিবোগের যতটুকু সম্পাদন করিবে, তাহাতেই চরিতার্থ হইবে । কারণ এই ভক্তিবোগের কিঞ্চিদ্ভ্রান্ত সাধিত হইলেই বিস্তৃত সংসারসাগর হইতে পরিভ্রাণ প্রাপ্ত হইবে । শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে, “অতি নিকৃষ্ট পুঙ্গব অর্থাৎ চণ্ডালও শ্রীভগবানের নাম একবারমাত্র শ্রবণ করিয়া ভগবান হইতে বিমুক্ত হইরাছে ।” অতি পাম ও অজামিলও ● শ্রীভগবানের নাম কীৰ্ত্তন করিয়া দুর্দান্ত বমকিকরগণের হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাইয়াছে । অগ্নিকর্জুক কাষ্ঠরাশি যেমন ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ কোনরূপে ভগবান্নাম করিলেই পাপরাশি বিনষ্ট হয় । অতি প্রিয় উদ্ধবকে ভগবান্ বলিয়াছেন ; “হে উদ্ধব ! কোনরূপ অঙ্গহীন হইলে এই ভগবদ্ধর্মের অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্মের অগুন্মাত্রও বিনষ্ট হয় না, আমি ইহা নিশ্চয় জানিয়াছি, যেহেতু এই ধর্ম নিগুণ । নিগুণ বস্তু কখনও বিনষ্ট হয় না, সগুণই নাশ প্রাপ্ত হয় ।” যদি বল, নিকাম কর্ম ভগবানে অর্পিত হয় বলিয়া

● কাজকুজ দেশে অজামিল নামে এক শুদ্ধাচারসম্পন্ন সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । একদা এক সুরাপী দাসীর কামক्रीড়া সন্দর্শনে অজামিল তাহার প্রতি নিভান্ত আসক্ত হন এবং তাহার চিন্তায় উন্মত্ত হইয়া ক্রমশঃ স্বপ্ন পরিত্যাগ করেন । অবশেষে আপনার পরিণীতা যুবতী পত্নী, জনক জননী সকলকে ত্যাগ করিয়া সেই বৈরিনীর প্রেমে আত্মোৎসর্গ করেন এবং পৈতৃক ধন-সম্পত্তি সেই কুলটা কামিনীর চরণে উৎসর্গ করিয়া তাহার প্রসাধনে বিনিযুক্ত হন । তখন যাবতীয় কুপ্তি তাহার অবলম্বনীয় হয় এবং আচারভ্রষ্ট, বকনা ও চৌর্য্য রত হইয়া অতি নিন্দিতভাবে জীবনপাত করিতে থাকেন । তাহার ঔরসে ঐ দাসীর গর্ভে দশটা পুত্র জন্মিয়াছিল । কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণ পিতামাতার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল । অষ্টাদশীতি বৎসর বয়সকালে অজামিলের আসন্নকাল উপস্থিত হয় । তিনি সেই অন্তিম সময়ে পরম স্নেহভাজন নারায়ণ নামক কনিষ্ঠ পুত্রকে চিন্তা করিতে থাকেন এবং বারংবার তাহারই নাম উচ্চারণ করেন । ইত্যবসরে যমদূতেরা তাহার আত্মাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে আগমন করিল । এমিকে অন্তকালে সর্গাপদনাশক নারায়ণ নাম তাহার বধন-বিনির্গত হওয়ার, বিমুদুতেরাও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আসিলেন । উত্তর পক্ষীয় দূতে বহুবিধ বাক্যবিতণ্ডার পর স্থিরীকৃত হইল, জানে বা অজানে এ ব্যক্তি যুযুৎস সময়ে বধন যুযুৎস নারায়ণ নাম কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, তখনই তাঁহার পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে এবং অস্ত কোনরূপ প্রারম্ভিত ব্যাধীত, একমাত্র হরি নামের বলেই তাঁহার দ্রুতি সমূহ ভস্মীভূত হইয়াছে । অতঃপর অতি লাগু ভগবৎ-পার্বদগণের দর্শন ও উত্তর পক্ষীয় দূতগণের পরমার্থ-তত্ত্বোপদেশপরিপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিল, অজামিলের চিত্ত বিমুক্ত হইল । অনন্তর তিনি যোগ-রত হইয়া সুরধুনী সলিলে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং স্বর্গময় রথে সমারূঢ় হইয়া বিমুদুতকর্জুক ভগবচ্চরণ প্রাপ্তে সমানীত হইলেন ।

(শ্রীভগবত । ৬ বকঃ)

তাহাও নিগুণ ; কেবলমাত্র ভক্তিব্যোগই গুণাতীত বলিয়া কিরূপে নিশ্চয় করিব ? তাহাও বলিতে পার না ; কারণ “আমাত্তে অর্পিত ও ফলকামনা-শূন্য যে কর্ম, তাহা সৎগুণযুক্ত” ইত্যাদি ভগবাক্য দ্বারা কর্মের গুণগত প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব ভক্তিব্যোগই নিগুণ ও অবিনাশী । শ্রেরঃ-কামী সাধকগণ তাদৃশ ভক্তিব্যোগেরই উপাসনা করিবে ; তাহা হইলে আর ভববন্ধন প্রাপ্ত হইবে না ॥ ৪০ ॥

—:~::~:—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈহ করুনন্দন !

বহুশাখা হনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োঃ ব্যবসায়িনাম ॥৪১॥

অর্থ ।—করুনন্দন (কুরুরাজবংশোদ্ভব, কোরব) ইহ (জ্ঞান-মার্গে—বা ভগবদারাধনারূপনিকামকর্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিষ্চ-রাত্মিকা—পরমেশ্বরভক্ত্যা নিষ্চয়ঃ ভবিষ্যামি, ইতি) বুদ্ধিঃ একা (একনিষ্ঠা, একবিষয়িনী) [ভবতি] চ (কিন্তু) অব্যবসায়িনাং (পরমেশ্বরভক্তিবহির্ন্যুধানাং কামিনাং—সকামকর্ম্মানুষ্ঠানভংগরাগাং) বুদ্ধয়ঃ (কামানামনস্তহাং) হনস্তাঃ (নীমাশূন্যাঃ) বহুশাখাঃ (কর্ম্মকল-গুণকলাদিভেদাদ্বহুভেদাঃ—অনেকবিষয়িন্যঃ) ॥৪১॥

প্রতিশব্দ ।—কোরব । জ্ঞানপথে নিষ্চরাত্মিকা বুদ্ধি এক [হয়] কিন্তু কামিগণের বুদ্ধি নীমাশূন্য বহুপ্রকার ॥৪১॥

ব্যাখ্যা ।—হে কুরুবংশাবতংস অর্জুন ! কেবলমাত্র পরমেশ্বরে ভক্তি দ্বারা নিশ্চয়ই যুক্ত হওয়া বাইবে, এইরূপ ক্রবজ্ঞান হইলে, তাহা আর বিষয়ান্তরে সংলগ্ন হয় না ; সুতরাং একপ্রকারই থাকে ; কিন্তু ঈশ্বর-বহির্ন্যুধ কামিগণের বুদ্ধি কামের অনন্তরহেতু অনন্ত বিষয়াসক্ত এবং কর্ম ও গুণকলের বহু প্রকার-ভেদ হেতু বহুবিধ হইয়া থাকে ॥৪১॥

শঙ্করাচার্য্য ।—বেদং সাংখ্যে বুদ্ধিকল্পা যোগে চ রক্ষ্যমাণলক্ষণা সা ব্যবসায়ৈতি । ব্যবসায়াত্মিকা নিষ্চরমতাবা একৈব বুদ্ধিরিত্যবিপরীতবুদ্ধিশাখাভেদস্য বাধিকা সম্যক্

প্রমাণজনিতত্বাদিহ প্রেরোমার্গে। হে কুরুনন্দন বাঃ পুনরিতরঃ বুদ্ধয়ো বাসাং শাখাতেদপ্রচার-
বশাদনন্তোহপরোহপরতঃ সংসারোহপি নিত্যপ্রততো বিত্ত্বৈর্গো ভবতি প্রমাণজনিতবিবেক-
বুদ্ধিনিমিত্তবশাচোপরতাত্ত্বনন্তভেদবুদ্ধিবু সংসারোহপ্যাপরমতে তা বুদ্ধয়ো বহুশাখা বহ্বাঃ শাখা
বাসাং তা বহুশাখা বহুভেদা ইত্যেতৎ প্রতিশাখাতেদেন হনস্তাচ বুদ্ধয়ঃ, কেবামব্যবসারিনাং
প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধিরহিতানামিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

জ্ঞানমুগ্ধগিরি ।—নহ বুদ্ধিহরাতিরক্তানি বুদ্ধ্যস্তরাগাপি কাণাদানিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধানি
বিদ্যন্তে, তথা চ কথং বুদ্ধিহরমেব ভগবতোপদিষ্টমিতি তত্রাহ যেরমিতি । সৈবৈব। প্রমাণ-
ত্বা বুদ্ধিরিত্যাহ ব্যবসারাদ্বিক্রমিত । বুদ্ধ্যস্তরাগ্যবিবেকমূল্যপ্রমাণানীত্যাহ বহুশাখা
ইতি । ব্যাসারাদ্বিকার্য বুদ্ধেঃ প্রেরোমার্গে প্রবৃত্তার্য বিবক্ষিতং কলমাহ ইতরেতি । প্রকৃত-
বুদ্ধিহরাপেক্ষয়া ইতর্য বিপরীতাশ্চাপ্রমাণজনিতাঃ স্বকপোলকল্পিতার্য বুদ্ধরতাসাং শাখা
ভেদঃ সংসারহেতুতস্য বাধিকৈতি যাবৎ । তত্র হেতুঃ সমাগিতি । নির্দোষবেদব্যাক্য-
সমুৎপাদ্যত্বমুপায়োপেরত্বতঃ বুদ্ধিহরঃ সাক্ষাৎপরম্পর্যাত্যাং সংসারহেতুবাধকমিত্যর্থঃ ।
উত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে বাঃ পুনরিতি । প্রকৃতবুদ্ধিহরাপেক্ষার্যাক্তরত্বমিতরত্বম্ । তালাননর্থ-
কেতুত্বঃ দর্শয়তি যাসামিতি । অগ্রামাণিকবুদ্ধীনাং প্রসক্তাঃ প্রসক্ত্যা জারমানানামতীষ
বুদ্ধিপরিশ্রামবিশেষঃ শাখাতেদাত্তেবাং প্রচারঃ প্রবৃত্তিঃ তদ্বশাদিত্যেতৎ, অনন্তত্বং সমাগ-
জ্ঞানমন্তরেণ নিবৃত্তিবিবর্তিতত্বং, অপরত্বং কার্যাত্ম্যেব সত্যো বজ্রভূতকারণবিবর্তিতত্বম্ । অহু-
পরতত্বং ক্ষোরয়তি নিত্যোতি । কথং তর্হি তন্নিবৃত্ত্যা পুরুষার্থপরিসমাপ্তিত্বাহ প্রমাণেতি ।
অবয়ব্যতিরেকাখ্যোনাহুমানেনাগমেন চ পদার্থপরিশোধনপরেণ পরিনিমিত্তা বিবেকাদ্বিকা
বা বুদ্ধিত্যাং নিমিত্তীকৃত্য সমুৎপন্নসম্যক্খোদাহুয়োধ্যাং প্রকৃতাবিপরীতবুদ্ধয়ো ব্যাবর্তন্তে
তাত্ত্বসংখ্যাতাত্ত্ব ব্যাবৃত্তাত্ত্ব সতীষ নিয়ালম্বনতর্য সংসারোহপি স্বাত্মমশক্তব্রহ্মপুত্রতো ভবতীত্যর্থঃ ।
বাঃ পুনরিত্যুপক্রান্তান্তবজ্ঞানাপনোদ্যা সংসারাম্পদীভূতা বিপরীতবুদ্ধিরহুক্রামতি তা বুদ্ধয়
ইতি । বুদ্ধীনাং বুদ্ধভেব কুতো বহুশাখিত্বং তত্রাহ বহুভেদা ইত্যেতদ্বিতি । এতৈককাং বুদ্ধিং
প্রতি শাখাতেদোহাস্তরবিশেষন্তেন বুদ্ধীনামসংখ্যাত্বং প্রণ্যাসিত্যাহ প্রতিশাখেতি ।
বুদ্ধীনামানন্ত্যপ্রসিদ্ধিপ্রত্যোত্তোনার্থো হিলাকঃ । সমাগজ্ঞানবতাং বখোক্তবুদ্ধিভেদভাত্ত্বমুপ্রসিদ্ধ-
মিত্যাপছ্য প্রত্যাহ কেবামিত্যাদিনা ॥ ৪১ ॥

রামানুজ ।—কাম্যকর্মবিষয়ঃ বুদ্ধেদ্ব্যেকসাধনভূতকর্মবিষয়ঃ বুদ্ধিং বিশিনষ্ট
ব্যবসারয়তি । ইহ শাস্ত্রীয়ে সর্বস্বিন্ কর্মণি ব্যবসারাদ্বিকা বুদ্ধিরেকা । সুবুদ্ধ্যুপেক্ষে
কর্মণি বুদ্ধিব্যবসারাদ্বিকা বুদ্ধিঃ । ব্যবসারো নিশ্চয়ঃ সা হি বুদ্ধিরাস্ত্রবাধ্যানিশ্চর্যপূর্বিকা,
কাম্যকর্মবিষয়া তু বুদ্ধিব্যবসারাদ্বিকা, তত্র হি কামনাধিকারে দেহাতিরক্তাশ্রিতিকামমাত্র-
মপেক্ষিতং নাশ্রয়রূপবাধ্যানিশ্চর্যঃ অরূপবাধ্যানিশ্চর্যেহপি স্বর্গাদিকল্যাণিত্বতৎসাধনানুষ্ঠান-
তৎকলাভূতবানঃ সম্ভবানবিরোধিত্বাচ্চ, সেয়ং ব্যবসারাদ্বিকা বুদ্ধিরেককলসাধনবিষয়ত্বৈক্যে ।
একটম্ যোকাখ্যকণার হি মুদ্রকোঃ সর্বাপি কর্মণি বিধীয়ন্তে । অতঃ শাস্ত্রার্থসমুৎপাদ্যং

সৰ্বকৰ্মবিবৰ্জা বুদ্ধিরৈক্য । এবৈধৰ্মকলসাধনতয়াঃসেৱানীনাং বন্ধাঃ সেত্ৰিকৰ্ত্তব্যতাকানামেক-
শাস্ত্ৰাৰ্থতয়া তদ্বিষয়া বুদ্ধিরেকা তদ্ব্যবসায়ঃ । অব্যবসায়িনাস্ত স্বৰ্গপুত্ৰপৰ্বাদিকলসাধন-
কৰ্মাধিকৃতানাং বুদ্ধয়ঃ কলানন্ত্যাদিনস্তাঃ, তত্রাপি বহুশাখাঃ একস্মৈ কলার চোদিতোহপি
দৰ্শপূৰ্ণমাসাদৌ কৰ্মণি “আত্মরাসাত্তে হুপ্রজ্ঞাত্মরাসাত্ত” ইত্যাদ্যবগতাবাস্তৱকলতেভেন
বহুশাখাৰ্হক বিদ্যতে । অতোহব্যবসায়িনাং বুদ্ধয়োহনন্তা বহুশাখাশ্চ । এতদ্রূপং ভৱতি ।
নিত্যেযু নৈমিত্তিকেষু চ কৰ্মস্ব প্রাধানকলান্যবাস্তৱকলানি চ যানি ক্রমমাগানি তানি সৰ্বানি
পৰিত্যজ্য মোক্ষককলতয়া সৰ্বানি কৰ্মাণ্যেকশাস্ত্ৰাৰ্থতয়াহুষ্ঠেয়ানি কাম্যানি চ স্বৰ্গপ্রাপ্তে-
চ্চিত্তানি তত্তৎকলানি পৰিত্যজ্য মোক্ষকলসাধনতয়া নিত্যনৈমিত্তিকৈৱেকীকৃত্য যথাবল-
নহুষ্ঠেয়ানীতি ॥ ৪১ ॥

• হুমানু ।—ব্যবসায়স্বিকৃতি । ব্যবসায়স্বিকৃতি নিষ্করাস্বিকৃতি বুদ্ধিঃ সাংখ্যযোগে
ব্যবসায়িনাং পুৰ্ব্বাৰ্থসাধিকা ; অব্যবসায়িনাং বুদ্ধয়ো বহুশাখা বহুবদ্ধা অনন্তাশ্চ ভবন্তি ন
তাঃ পুৰ্ব্বাৰ্থং প্রাপ্তি সাধনমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪১ ॥

ঈশ্বর ।—কৃত ইত্যপেক্ষায়ানুত্তরোবৈষম্যমাহ ব্যবসায়স্বিকৃতি । ইহ ঈশ্বরাসা-
ধনলক্ষণে কৰ্মযোগে ব্যবসায়স্বিকৃতি পরমেশ্বৰভক্ত্যেব ক্রমং তৱিষ্যামীতি নিষ্করাস্বিকৃতি
একৈব একনিষ্টেই বুদ্ধিৰ্ভবতি; অব্যবসায়িনাস্ত ঈশ্বরাসাধনবহির্ভূতানাং কামিনাং কামানা-
মানন্ত্যাদিনস্তত্রাপি কৰ্মকলসাদিপ্রকারভেদাবহুশাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবন্তি । ঈশ্বরাসাধনাৰ্থং
হি নিত্যং নৈমিত্তিকক কৰ্ম কথিত্বৈবৈক্যগোহপি ন নশ্চতি যথা শকুৰাং তথা কুৰ্যাদিতি
হি তদ্বিধীৱতে । ন চ বৈকুণ্ঠামণীশ্বৰোদেশেইব বৈকুণ্ঠোপশমাং ন তু তথা কাম্যং কৰ্ম
অতো মহত্বেষম্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

বলদেব ।—কাম্যকৰ্মবিষয়কবুদ্ধিভো নিকামকৰ্মবিষয়কবুদ্ধেইব শিষ্ট্যমাহ ব্যবসায়ৈতি ।
হে কুকনন্দন ইহ বৈদিকেযু সৰ্কেযু কৰ্মস্ব ব্যবসায়স্বিকৃতি ভগবদৰ্চনরূপৈনিকামকৰ্মস্ব-
বিশুদ্ধচিত্তো বিবোধাদিবং তদন্তৰ্গতেন জ্ঞানেনাস্বাধাখ্যামহমুত্তবিষ্যামীতি নিষ্কররূপা
বুদ্ধিরেকা একবিষয়ত্বাৎ । একস্মৈ তদ্রূপতয়া তেযাং বিহিতত্বাদিতি যাবৎ । অব্যবসায়িনাং
কাম্যকৰ্মস্বভূতাভূগাত বুদ্ধয়োহনন্তাঃ । পশ্চদপুত্ৰপৰ্বাদিনস্তকামবিষয়াং, তত্রাপি বহুশাখাঃ ।
একলকেহপি দৰ্শপূৰ্ণমাসাদ্যাব্যুঃসুপ্রজ্ঞাত্মবাস্তৱানেককলশাংসাপ্রবণাং । অত্র হি
দেহাতিরিক্তাজ্ঞানমাজমপেক্ষতে ন তু কাম্যবাস্তৱ্যম্ । তদ্বিশ্চয়ে কাম্যকৰ্মস্ব
ঐযুক্তেরসম্ভবাৎ ॥ ৪১ ॥

মধুসূদন ।—এতদুপাধনায় ভমেতমিতি বাক্যবিহিতানামেকাৰ্থমাহ ব্যবসায়ৈতি ।
হে কুকনন্দন ! ইহ শ্ৰেয়োমার্গে ভমেতমিতি বাক্যে বা ব্যবসায়স্বিকৃতি আন্তত্বনিষ্করাস্বিকৃতি
বুদ্ধিরৈক্য, চতুৰ্ণামাপ্রবণাং সাধ্যাবিবিক্তবোধোদবচনেনেত্যাদৌ তৃতীয়াবিত্তক্যা প্রত্যেকং
নিরপেক্ষসাধনকরণত্বাৎ, তিষ্ঠাৰ্থে হি সমুচ্চয়ঃ ত্বাৎ একাৰ্থত্বেহপি দৰ্শপূৰ্ণমাসাত্ম্যমিতিবৎ
দৰ্শপূৰ্ণমাসেন বহুগুণে চেতিবচনত্বেন ন তথাত্ম কিকিং প্রমাণমতীত্যর্থঃ । সাধ্যবিষয়

যোগবিষয়া চ বুদ্ধিরেককণতাদেকা ব্যবসায়াদ্বিকা সৰ্ববিপন্নীতবুদ্ধীনাং বাধিকা নিৰ্দোষ-
বেদবাক্যসমুৎপত্তাঃ, ইত্যাদ্যব্যবসায়িনাং বুদ্ধয়ো বাধ্যা ইত্যর্থঃ ইতি ভাব্যকৃতঃ । অতঃ
তু পরমেশ্বরসাধনেনৈব সংসারঃ তরিয়ামাতি নিশ্চয়াদ্বিকা একনিষ্ঠৈব বুদ্ধিরিহ কৰ্মযোগে
তত্ত্বতীত্যর্থমাতঃ । সৰ্ব্বথাপি তু জ্ঞানকাণ্ডানুসারেণ “সম্মমপাত ধৰ্ম্মস্য আরভে মমতো
তরাং” ইত্যুপপন্নং কৰ্ম্মকাণ্ডে পুনৰ্ভবণাখ্যাপ্তানেকভেদাঃ কামানামনেকভেদত্বাৎ অনন্তাশ্চ
কৰ্ম্মকলপকলদি প্রকারণোপশাখাতোভ্যং বুদ্ধয়ো ভবন্ত্যব্যবসায়িনাং তত্ত্বকলকামানাং ;
বুদ্ধীনামানন্ত্য প্রসিদ্ধিত্বাতনাত্বার্থে হি লক্ষ্যঃ । অতঃ কাম্যকৰ্ম্মাপেক্ষয়া মনোবলকণাং শুদ্ধাৰ্থ-
কৰ্ম্মণামিত্যতি প্রায়ঃ ॥ ৪১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নবোং সাম্যযোগয়োর্মহত্তরাং আপ্যোভূতং তুলাং চেৎ, কোহনয়ো-
র্কিশেষ ইত্যাপদ্য সাম্যানাং পাতশক্য নাস্তি যোগিনাং ব্যবসায়োহৈকবল্যং পাতশক্যাতী-
ত্যাং ব্যবসায়াদ্বিকৈতি । ব্যবসায়ত্বনিশ্চয়ত্বাদ্বিকা তদাকারা বুদ্ধিরন্তঃকরণবৃত্তিঃ “অদং
ব্রহ্মস্মি” ইতি বাক্যজ্ঞাত্য ব্রহ্মাকারাত্ত্বকরণবৃত্তির্কিঙ্কাজিহান্না সমস্তবৃত্ত্যন্তরবাদের সম-
ভূতাদিত্য একা “একৈব স কুৰ্ব্বিতাতো হেব ব্রহ্মলোকঃ” ইতি শ্রুতেঃ, ব্রহ্মৈব লোকে ব্রহ্মলোকঃ
ইহ ব্রহ্মৈব ন হি লক্ষ্যজ্ঞাতে ব্রহ্মপি জাতব্যং কৰ্ত্তব্যং বা কিঞ্চিদবশিষ্যতে কৃতকৃত্যভা-
বুদ্বিবেদোহতোহন্ত পাতশক্য নাস্তি । অব্যবসায়িনামজ্ঞানিনাং বুদ্ধয়োহনন্তাঃ তাস্চ প্রত্যেকঃ
বহুশাখা ইতি ইদমেব মম শ্রেয় ইতি নিশ্চয়স্য দুর্লভত্বাৎ, কদাচিদশ্রেয়স্যপি শ্রেয়োবুদ্ধৌ সত্যং
পাতশক্যাতীতি মহাত্মরাক্ষিশেষঃ ইতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ ।—কিঞ্চ সৰ্ব্বাভ্যোহপি বুদ্ধিভ্যো ভক্তিযোগবিষয়িণ্যেব বুদ্ধিকংকড়া ইত্যাহ
ব্যবসারেতি । ইহ ভক্তিযোগে ব্যবসায়াদ্বিকা নিশ্চয়াদ্বিকা বুদ্ধিরেকৈব । মম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
ভগবৎকীর্তনস্মরণচরণপরিচরণানিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ
সাধনসাধ্যদয়োরন্ত্যন্তমুশম্যমেতদ্রুণ মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্তং ন মে কার্য্যং
নাপ্যভিগম্যগীরং, অগ্নেহীত্যত্র সূখমন্ত দুঃখং বাস্ত সংসারো নশ্রুত্ব বা ন নশ্রুত্ব তত্র মম কাপি
ন কতিরিত্যেবং নিশ্চয়াদ্বিকা বুদ্ধিরেকৈবভক্ত্যাবেব সম্ভবতঃ । যদন্তঃ “ততো ভজ্যেত
নীঃ ভক্ত্যা প্রদানদুর্চনিশ্চয়ঃ” ইতি ততোহন্তত্র নৈব বুদ্ধিরেকৈত্যাহ বলিতি । বহ্বাঃ শাখা
বাসাং তাঃ । তথাহি কৰ্ম্মযোগে কামানামানন্ত্যাবুদ্ধয়োহনন্তাঃ । তৎসাধনানাং কৰ্ম্মণামানন্ত্যং
তচ্ছাধা অপানন্তাঃ । তথৈব জ্ঞানযোগে প্রথমমন্তঃকরণশুদ্ধাৰ্থং নিকামকৰ্ম্মপি বুদ্ধিস্ততস্তমিন্
শুদ্ধে সতি কৰ্ম্মসংজ্ঞাসে বুদ্ধিঃ । তদা জ্ঞানে বুদ্ধিঃ জ্ঞানৈকল্যাভাবার্থং ততো বুদ্ধিঃ ।
জ্ঞানক ময়ি সংজ্ঞাসেদিত্তি ভগবদুকেজ্ঞানসংজ্ঞাসে চ বুদ্ধিরিতি বুদ্ধয়োহনন্তাঃ । কৰ্ম্মজ্ঞানভক্তী-
নামবস্ত্রাহুর্ভেদত্বাৎ তচ্ছাধা অপানন্তাঃ ॥ ৪১ ॥

ভাঃপর্য্য ।—কুরুনন্দন । এই ধর্ম্মের স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠানও কি জন্য
মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করে, তাহা বলিতেছি । “ভ্রমেতং বেদাৎবচনেন
জ্ঞান্ধা বিবিধিবন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেন” (বৃহদারণ্যকোপ-

নিবং ৪ অধ্যায়, ৪ ব্রাহ্মণ ২২ ক্ষতি) এই ক্ষতি বাক্যের অর্থ সবিশেষ বিচার করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে যে, এই ক্ষতি-বাক্য-বিহিত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান তপস্তাদি প্রত্যেকেই নিরপেক্ষ ভাবে একমাত্র আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানে . সাধন স্বরূপে অভিহিত হইয়াছে । বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি এই ক্ষতিবাক্যস্থিত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দানাদি প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ অর্থ প্রতিপাদন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমভেদে কোনটী আত্মতত্ত্ব, কোনটী বা স্বর্গাদি, কোনটী বা অন্য কিছু প্রতিপাদন করিত, তাহা হইলে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চর হইত । আলোক ও অন্ধকারের স্থায় বিরুদ্ধ-স্বভাব জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চর যে হইতে পারে না তাহা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি । আর এই ক্ষতিবাক্য বিহিত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দানাদি, সকলে মিলিয়া যে এক অর্থ প্রতিপাদন করিবে অর্থাৎ এক ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্তা এই সকলগুলি অনুষ্ঠান করিলে তবে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে, তাহাও হইতে পারে না । কারণ দেখ, প্রথমতঃ এই ক্ষতি-বাক্যস্থিত বেদাধ্যয়নাদি কোন কথার সহিত কোনওরূপ ফলের উল্লেখ নাই । দ্বিতীয়তঃ, ক্ষতিবাক্যস্থিত সকল পদই (যজ্ঞেন, দানেন ইত্যাদি) তৃতীয়ান্ত, পৃথক্ পৃথক্, স্ব স্ব প্রধান । তৃতীয়তঃ, যদি ক্ষতিবাক্যের একাধ্ব প্রতিপাদন করাই উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে ক্ষতিন্ধ পদগুলি “দর্শপূর্ণমাসাত্যং” অর্থাৎ দর্শ ও পূর্ণমাস নাম বাগ দ্বারা এইরূপ বস্তুসমাস নিম্পন্ন হইত, অথবা প্রত্যেক পদের পরে পরে একটী করিয়া “চ” বা ‘এবং’ পদ প্রযুক্ত হইত, অর্থাৎ বেরূপ “বেদানুবচনেন চ যজ্ঞেন চ দানেন চ” ইত্যাদি । অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারা, যজ্ঞদ্বারা এবং দান দ্বারা ইত্যাদি । অর্থাৎ প্রত্যেক পদের পরে পরে একটী করিয়া ‘এবং’ থাকিলে পদ সমূহের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা থাকিত ; সুতরাং বাক্য একাধ্ব প্রতিপাদক হইত ; কিন্তু এখানে সে বিষয়ের কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে না । সুতরাং এই ক্ষতি বাক্য (বা প্রেরোমার্গে) আত্মতত্ত্ব-নিষ্করাস্তিকা বুদ্ধি একই অর্থাৎ (নিষ্করাস্তিকাস্তঃকরণবৃত্তি বুদ্ধি) অন্তঃকরণের যে বৃত্তি বিশেষ (ইহা ইহা ঠিক এইরূপ) পদাধ্ব নিষ্কর করিয়া থাকে, তাহারই নাম বুদ্ধি, কিন্তু এই প্রেরোমার্গে বুদ্ধি কেবলমাত্র আত্মতত্ত্বকে নিষ্কর করে বলিয়া, সে একা অর্থাৎ এক বিষয়িনী, বহুবিষয়িনী নহে । অতএব দেখ এই ক্ষতি-বাক্য-বিহিত

বেদাধ্যয়নাদি প্রত্যেক সাধনই কোন আশ্রমীর মুখাপেক্ষী না হইরা, কোন পৃথক্ পৃথক্ অর্থ প্রতিপাদন না করিয়া এবং যুগপৎ এক অর্থ প্রতিপাদন না করিয়া, নিরপেক্ষ ভাবে প্রত্যেকে সেই একমাত্র আশ্রমতত্ত্ব জ্ঞানের সাধনরূপে উল্লিখিত হইতেছে ; সুতরাং এই ক্রতিবাক্যবিহিত যে কোন একটী সাধনের অনুষ্ঠান কর না কেন, তুমি যে সেই মহৎ সংসার ত্তর হইতে বিমুক্ত হইবে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই ।

পূর্ব শ্লোকে এই ক্রতির অর্থ ষথাষথ অভিহিত হইয়াছে ; অতএব পুনরুল্লেখ নিম্প্রয়োজন । সরস্বতী মহোদয় নিজ বাক্য সমর্থন করিবার নিমিত্ত, পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য ও ঐধর স্বামী পাদের অভিমত নিম্নলিখিত রূপে উল্লিখিত করিয়াছেন ।

শঙ্করাচার্য ও আনন্দগিরির অভিমত । অৰ্জুন ! কাণাদাদিশাস্ত্রে বহুবিধ বুদ্ধির বিষয় বর্ণিত থাকিলেও, আমি কি কারণে তোমাকে কেবল মাত্র দুইটি (সাংখ্যে বুদ্ধি ও যোগে বুদ্ধি) বুদ্ধির বিষয় বলিলাম তাহা অবহিত চিন্তে শ্রবণ কর । আমি পূর্বে তোমার নিকট এই শ্রেয়োমার্গে প্রৱত্ত যে “সাংখ্যে বুদ্ধির” বিষয় বলিয়াছি এবং অগ্রে যে “যোগে বুদ্ধির” বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করিব, এই বুদ্ধিষয়ই ব্যবসারাত্মিকা অর্থাৎ নিষ্কর-মভাবা ও একা ; যেহেতু শ্রেয়োমার্গে বুদ্ধিই প্রকৃত প্রমাণভূতা । এই শ্রেয়োমার্গে প্রৱত্ত বুদ্ধিষয়ই সেই নির্দোষ বেদ-বাক্য-সমুখ বলিরাই সম্যক্ প্রমাণজনিত এবং সাক্ষাৎ ও পরম্পরা ক্রমে সংসার হেতুর বাধক । কিন্তু বুদ্ধিষয় বাতীত অন্য বুদ্ধিসমূহ অপ্রমাণ-জনিত, স্বকপোল-কল্পিত, অতএব অজ্ঞানমূলক ; সুতরাং হৃকের ন্যায় এই অপ্রমাণ-সিদ্ধ বুদ্ধির বহুবিধ শাখা-প্রশাখা ভেদ আছে । এই শাখাভেদই সংসারের হেতু । পূর্বে বলা হইয়াছে, প্রমাণসিদ্ধ বুদ্ধিষয় সংসার হেতুর বাধক, সুতরাং প্রমাণ-সিদ্ধ বুদ্ধিষয় অন্য অপ্রমাণসিদ্ধ বুদ্ধিসমূহের বা সংসার হেতুরও বাধক । প্রকৃত বুদ্ধিষয় হইতে বিপরীত বুদ্ধিসমূহ শাখা-প্রশাখাভেদে অনন্ত এবং এই বুদ্ধিসমূহ অব্যবসায়ী জনগণের স্বার্থে প্রমাণ-জনিত বিবেক-বুদ্ধি পরিহীন জনগণেরই সংজাত হয় ।

ঐধর স্বামিপাদের অভিমত । এই ভগবদাধনরূপ কর্মবোনে, “পরমেশ্বরের আরাধনা দ্বারা সংসার সাগরের পরপারে গমন করিব” ইত্য-

কায়। নিশ্চয়ান্নিকা একনিষ্ঠা বুদ্ধি হইয়া থাকে ; কিন্তু ঈশ্বরান্নাধনবাহিন্দুধ (বাহারা ঈশ্বরের আরাধনা না করিয়া কেবলমাত্র স্বর্গাদি কলের আরাধনা করেন) কামিগণের বুদ্ধি, কামনার অনন্ততা প্রযুক্ত, অনন্ত এবং কর্মকলহ ও গুণফলদ্বাদি প্রকারভেদে বহুশাখা (বহুভেদবিশিষ্টা) হয় । সুতরাং ঈশ্বরান্নাধনরূপ কর্ম ও কাম্যকর্ম এতদুভয়ের পরম বৈবক্ষ্য ।

উপরি উল্লিখিত শঙ্করাচার্য্য ও ঈশ্বর স্বামী এই দুই জনেরই ভাব হৃদয়কম কবিলে দেখা যায় যে, জ্ঞানকাণ্ডেব অনুসারে “স্বল্পমপ্যন্ত ধর্ম্যস্ত ক্লান্ততে মহতো ভয়াৎ” এই বাক্যের উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় । অর্থাৎ জ্ঞান কাণ্ডানুসারে অল্প মাত্রার অনুষ্ঠিত বেদাধ্যয়নাদি কোন একটী নিত্যকর্ম্যও চিত্তমালিন্যরূপ মহৎ ভয় হইতে জ্ঞাণ করিতে সমর্থ হয় । কিন্তু কর্ম্যকাণ্ডে দেখা যায় যে, স্বর্গাদি কলকামনার অনেকবিধ ভিন্নত্ব নিবন্ধন স্বর্গাদিক ল অনেকবিধ ; অতএব কাম্যকর্ম্যানুষ্ঠান-ভংগের জনগণের বুদ্ধিসমূহ বহুশাখা অর্থাৎ অনেক ভেদবিশিষ্ট এবং কর্ম্যকল গুণফলাদিরূপ ভেদে অনন্ত ; সুতরাং কাম্যকর্ম্য অপেক্ষা শুদ্ধার্থ সম্পাদিত কর্ম্মের যে মহৎ বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে সে বিষয়ে আর অশ্রমত হইতে পারে না । মূল শ্লোকস্থিত ‘হি’ শব্দ দ্বারা কামিগণের বুদ্ধিসমূহের অনন্ততা যে চিরপ্রসিক্ত তাহাই সূচিত হইয়াছে ।

ঈশ্বরিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তির অভিপ্রায় । জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ বুদ্ধির মধ্যে ভক্তিবোগ-বিষয়িনী বুদ্ধিই সর্বোৎকৃষ্টা ; কারণ ভক্তিবোগ বিষয়ে বুদ্ধি একপ্রকারই হইয়া থাকে । বখা ; ভগবান্ ঈশ্বরদুগুরুদেব বলিয়াছেন, “ভগবৎ কীর্তন, স্মরণ, চরণসেবনাদিই আমার পরম সাধন, ইহাই আমার সাধ্য অর্থাৎ উপাসনার কল স্বরূপ, ইহা এই জীবনে অপরি-ভ্যাজ্য, ইহাই আমার কামনার বিষয় এবং ইহাই আমার কার্য্য, তদ্ব্যতীত অস্ত্র কোন বিষয়ে ধ্বংস আমার অভিলাষ নাই । ইহাতে সুখ হউক বা দুঃখই হউক, সংসার বিনাশ হউক কিংবা থাকুকই, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি বুদ্ধি নাই ।” এইরূপ নিশ্চয়ান্নিকা বুদ্ধি অকুর্জিম ভক্তিতেই সম্ভব, কর্ম্ম ও জ্ঞানে সম্ভব নহে, বেহেতু কর্ম্মবোগে কামনা ও অনন্ত ও তদ্বুদ্ধি ও অবস্থ, এবং শাখাশাখাভেদে তৎসাধন কর্ম্ম ও অনন্ত, তদ্রূপ জ্ঞানবোগে ও বুদ্ধি অনন্ত । বখা , জ্ঞানবোগে প্রথমতঃ অন্তঃকরণবুদ্ধির নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত

কর্মে বুদ্ধি, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে কর্ম পরিভ্যাগ বুদ্ধি, জ্ঞান সাধিত হইলে তৎপরিচর্য্য ভক্তিতে বুদ্ধি, এইরূপে বিশুদ্ধ জ্ঞান হইলে জ্ঞানসংস্থানে অর্থাৎ জ্ঞান পরিভ্যাগে বুদ্ধি করিবে। ভগবান্ বলিয়াছেন, “জ্ঞানং অমাতে অর্পণ করিবে” অতএব জ্ঞানযোগেও বুদ্ধি অনন্ত। হৃদয়ং সর্ব-সাধন অপেক্ষা ভক্তিই শ্রেষ্ঠা ॥ ৪১ ॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ ! নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥

অনুন্ন ।—পার্থ ! [যে] অবিপশ্চিতঃ (মুখ্যঃ) বাং ইমাং পুষ্পিতাং (কুহুমিতবিবলতাবৎ আপাততো রমণীয়াং) বাচং (স্বর্গাদিকলপ্রতিং) প্র (প্রকৃতাং পরমার্থকলপর্য্যং এব) বদন্তি, বেদবাদরতাঃ (বেদস্থিতার্থ-বাদেষু এব রতাঃ) [যে স্বর্গাদিকলাং] অন্তঃ (অপবর্গাখ্যং) ন অস্তি ইতি বাদিনঃ (বদনশীলাঃ) ॥ ৪২ ॥

প্রতিশব্দ ।—পার্থ ! যে মুখগণ যে এই কুহুমিত প্রতি-বাক্যকেই পরমার্থ-কল-পর বলিয়া- থাকে, বেদ-স্থিত-অর্থবাদ-মাত্রেই-রত বাহারা [স্বর্গাদি-কল হইতে] অন্য নাই ইহা বলিয়া-থাকে ॥ ৪২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যেবাং ব্যবসায়াদিকা বুদ্ধিনীতি তেবাং যামিমামিতি । যামিমাং বক্ষ্যমাণাং পুষ্পিতাং পুষ্পিত ইব বৃক্ষঃ শোভমানাং প্ররমাণরমণীয়াং বাচং বাক্যলক্ষণং এবদন্তি, কে ? অবিপশ্চিতঃ অনন্যেধেনোহবিবেকিন ইত্যর্থঃ । বেদবাদরতা ইতি, বেদবাদরতাঃ বহুবর্বাদকলসাধনপ্রকাশকেষু বেদবাক্যেষু রতাঃ, যে পার্থ নাতং স্বর্গপদাদিকলসাধনেভ্যঃ কর্মভ্যোহস্তীত্যেবাং বাদিনো বদনশীলাঃ ॥ ৪২ ॥

আনন্দগির্নি ।—যদি সাম্যবোগরূপৈক্য প্রমাণত্বা বুদ্ধিত্বং সৈব সর্বকোবাং চিত্তে কিসিতি হিরা ন ভবতি তত্রাহ য়োমিতি । তেযামিমাং পুষ্পিতাং বাচং, এবদন্তি ভয়াপকচেতসাঃ কামিনাঃ কামবশান্ধিচারাদিকা বুদ্ধিন্ প্রোরহিরা ভবতীত্যাহ যামিতি । ইমামিত্যধ্যয়নবিদ্যাপাত্তবেন প্রসিদ্ধং কর্মকাণ্ডরূপা বাচো বিবক্ষ্যতে, বক্ষ্যমাণং “ক্রিয়া-বিশেষবহুলাম্” ইত্যাহৌ ভূইবাম্ । কিংওকো হি পুষ্পশালী শোভমানোহন্তুত্বতে ন পুন-রপতোগ্যকলভাগী লক্ষ্যতে, তৎপরমপি কর্মকাণ্ডাদিকা প্ররমাণদশাং রমণীয়া বাচপ-লভ্যতে সাধ্যসাধনসম্বন্ধপ্রতিভান্নং য়োবা নিরতিপরমকলভাগিনী ভবতি কর্মাহুষ্ঠানকলসা-নিজ্যামিতি বদাহ পুষ্পিতামিতি । বাক্যেন লক্ষ্যতে অর্থবৎপ্রতিভান্নং বক্তব্যং ন বাক্যবর্থাভান্যামিত্যাহ বাক্যলক্ষণমিতি । এবক্তবাং বেদবাক্যভাষণ্যপরিজনাতীবাং

পুচ্চরতি অবিশিষ্টত ইতি । বেদবাদা বেদবাক্যানি তানি চ বহুনাং বর্ণবাদানাং কলানাং সাধনানাক বিশেষাণাং প্রকাশকানি তেষু রতিরাসক্তিতরিত্বং তদ্বৎসপি তেষাং বিশেষণ-
মিত্যাহ বেদবাদেতি । কর্মকাণ্ডনিষ্ঠং কলং কথয়তি নাস্তদ্বিতি । ঐশ্বর্যো বা মোক্ষো বা নাতীত্যেবং বদন্তো নাস্তিকাঃ সম্যগ্জ্ঞানবন্তো ন ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

রামানুজ ।—অথ কাম্যকর্মাধিকৃতান্ নিন্দতি যামিমামিতাদি । যামিমাং পুন্পিতাং পুশ্মাজকলাং ফলাভাবাদাপাততো রমণীয়াঃ বাচং অবিশিষ্টতোহন্নজ্ঞা ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি বর্তমানাং প্রবদন্তি । বেদবাদরতা বেদেষু যে স্বর্গাদিকলবাদান্তেষু সন্তাঃ নাস্তদন্তী-
তিবাদিনঃ তৎসঙ্গাতিরেকেণ স্বর্গাদেবধিকং কলং নাস্তদন্তীতি বদন্তঃ ॥ ৪২ ॥

হুমান্ ।—যামিমামিতি । যামিমাং বৈদিকাং বেদভদ্দ্বাঙ্গলকর্মণাং স্বর্গাদি-
কলোৎপাদনসমর্থানাং কলপূর্বভাবিত্বাং পুশ্মিব পুশ্পং তানি চ পুন্পিতানি এষাং পুন্পিতানাং প্রতিপন্নিকা বাগপি পুন্পিতাং বাচং বদন্তি পঠন্তি, অবিশিষ্টতাঃ অপুন্পিতাঃ বেদস্য বাদো বদনং বেদবাদন্তজ রতাঃ সন্তাঃ বেদবাদরতা বেদবাক্যপ্রতিপাদিতস্বর্গাদিকলাশাশাবদ্ধা ইত্যর্থঃ ।
স্বর্গাদিকলাদন্তপবর্ণাধ্যং সূত্রং নাতীতি বাদিনঃ বদনশীলাঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রীশ্রব ।—নহু কামিনোহপি কষ্টান্ কামান্ বিহার ব্যবসারাস্থিকামেব বুদ্ধিং
কিমিতি ন কুরুতি তত্রাহ যামিমামিতি । যামিমাং পুন্পিতাং বিবলতাবাদাপাততো রমণীয়াং
প্রকৃষ্টাং পরমার্থকলপরামেব বদন্তি বাচং স্বর্গাদিকলপ্রতিং তেষাং তন্না বাচাপহৃতচেতসাং
ব্যবসারাস্থিকা বুদ্ধিন্ সমাধৌ বিধীয়ত ইতি তৃতীয়েনাশ্রয়ঃ । কিমিতি তথা বদন্তি যতোহ-
বিপশ্চিতো নৃচাঃ তজ্জ হেতুর্বেদবাদরতা ইতি । বেদে যে বাদা অর্থবাদাঃ, “অক্ষয্যং
হ বৈ চাতুর্শ্রীভাজিনঃ স্কৃতং ভবতি,” তথা, “অপাম সোমমমৃতা অতুম” ইত্যাদ্যাঃ, তেষেব
রতাঃ শ্রীতাঃ, অতএবাতঃ পরমস্তবীশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং নাতীতি বদনশীলাঃ ॥ ৪২ ॥

বলদেব ।—নযেবাং ব্যবসারাস্থিকা বুদ্ধির্ভবেৎ প্রভেত্তোল্যাদিতি চেচ্চিত্তমোবার
তবেদিত্যাহ যামিতি জিহ্বিতঃ । অবিশিষ্টতোহন্নজ্ঞাঃ যামিমাং “জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো
বজ্জত” ইত্যাদিকাং বাচং প্রবদন্তি । ইয়মেব প্রকৃষ্টা বেদবাগিতি কল্পয়তি তন্না বাচা-
পহৃতচেতসাং তেষাং সমাধৌ মনসি ব্যবসারাস্থিকা বুদ্ধিন্ বিধীয়তে নাত্যাদেতি ইত্যভ্যুত্থঃ ।
কীদৃশীঃ বাচমিত্যাহ পুন্পিতামিতি । কুহুমিতবিবলতাবাদাপাতমনোজ্ঞাঃ নিকল্যামিত্যর্থঃ ।
এবং কুতঃ বদন্তি তত্রাহ বেদেতি । বেদেষু যে বাদাঃ “অপাম সোমমমৃতা অতুম” “অক্ষয্যং
হ বৈ চাতুর্শ্রীভাজিনঃ স্কৃতং ভবতি” ইত্যাদয়োহর্থবাদান্তেষেব রতাঃ । বেদস্ত সত্যতাবি-
শ্বাদেবমেবৈতদ্বিতি প্রতীতিমন্তঃ । অতএব নাস্তদ্বিতি কর্মকলাং স্বর্গাদন্তং জীবাংশিপারমার্থজ্ঞানং
লভ্যং মোক্ষলক্ষণং নিরতিশয়ং মিত্যভ্যুত্থং নাস্তি । তৎপ্রতিপাদিকানাং বেদান্তবাচং কর্মক-
কর্তৃদেবতাবেদকত্তরা তদ্বৈবদ্বাদিতি বদনশীলা ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

মধুসূদন ।—অব্যবসারিনামপি ব্যবসারাস্থিকা বুদ্ধিঃ কুতো ন ভবতি প্রমাণত তুল্য-
বাদিত্যপেক্ষ্য প্রতিবন্ধকসত্ত্বাৎ ভবন্তীত্যাহ জিহ্বিতঃ, যামিমামিতি । যামিমাং বাচং প্রবদন্তি
তন্না বাচাপহৃতচেতসামবিপশ্চিতাঃ ব্যবসারাস্থিকা বুদ্ধিন্ ভবন্তীত্যশ্রয়ঃ । ইদামধ্যয়নবিমুখপাক্ষেণ

এসিৎ পুন্নিভাং পুন্নিভপলাশবদাপাত্তমণীয়াং সাধাসাধনশব্দকপ্রতিভাসান্নিরতিশয়কলা-
ভাবাচ্চ, কুতো নিরতিশয়কল্যাতাবত্ত্বাহ, অস্মকশ্রুতকল্যাদং, অস্ম চাণ্ডীর্গমীয়েজ্জিহাদিশব্দ-
লক্ষণং তদধীনঞ্চ কৰ্ম তত্ত্বর্ণাপ্রসাদিমাননিমিত্তং তদধীনঞ্চ কলং পুত্রপুত্রপূর্ণাদিলক্ষণং
নিরস্বং তানি প্রকর্ষণেণ স্বতীবদ্রূপবিচ্ছেদেন নদাতীতি তথা তাত্, কুত এবমত আহ- ভোগৈশ্বৰ্যা-
গতিঃ প্রতি ক্রিয়ামিণেশবহুগাং অমৃতপানোক্ষ্মীবিহারপারিজাতপরিমলাদিবিন্দনো যো
ভোগন্তং কারণঞ্চ বৈদৈশ্বৰ্য্যং দেবাদিশ্রামিতং তরোৰ্গতিং প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতা যো ক্রিয়ানিশ্চ-
অগ্নিতোজদর্শপূর্ণমাসজ্যোতিঃসাদয়তৈশ্বৰ্য্যং বিদুতঃ অতিবাহলোন ভোগৈশ্বৰ্য্যাসাদন-
ক্রিয়াকলাপপ্রতিপাদিকামিতি যাবৎ, কৰ্ম্মশাস্ত্র ইহ জ্ঞানকাণ্ডোপেক্ষয়া সৰ্ব্বত্রাতিশ্রুতত্বঃ
এসিৎ, এতাদৃশীং কৰ্ম্মকাণ্ডলক্ষণং বাচং প্রদত্তি প্রকৃষ্টাং পরমার্থবর্ণাদিকামভূতপগচ্ছতি,
কে ? যে অবিপশ্চিতঃ নিচারণ্যাতাংপর্য্যজ্ঞানশূন্যঃ অতএব বেদবাদপরতাঃ বেদে যে সন্তি
বাদাঃ অর্থবাদাঃ “অক্ষয়ং হ বৈ চাতুর্শ্রীভবজিনঃ শ্রুতং ভবতি” এবমাদরন্তেষেব রতা
বেদার্থসত্যত্বেন এবমেবৈতদ্বিতি মিথ্যাবিশ্বাসেন সন্তোঃ, হে পার্থ অতএব নাত্তদভীতিবাদিনঃ
কৰ্ম্মকাণ্ডোপেক্ষয়া নাত্তত্বং জ্ঞানকাণ্ডং সৰ্ব্বত্রাপি বেদস্ত কার্য্যপরত্বং কৰ্ম্মকলাপেক্ষয়া চ
নাত্তত্বনিরতিশয়ং জ্ঞানকলমিতি বদনশীলাঃ মহতা প্রবন্ধেন জ্ঞানকাণ্ডবিরুদ্ধার্থপ্রাধি ইত্যর্থঃ ।
কুতো মোক্ষবেশিগন্তে ? যতঃ কামাচ্ছানঃ কাম্যমানবিষয়শতাকুলচিত্তত্বেন কামময়াঃ, এবং
সতি মোক্ষমপি কুতো ন কামমন্তে ? যতঃ স্বর্গপরাঃ স্বর্গএবোক্ষ্মাত্মাহুপেতত্বেন পরা উৎকৃষ্টা
যেবাং তে তথা স্বর্গাতিরিক্তঃ পুরুষার্থো নাতীতি ভ্রাম্যন্তো বিবেকটবরাগ্যাতাব্যমোক্ষকথামপি
সোচ্চ মক্ষমা ইতি যাবৎ ॥ ৪২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—উত্তরার্দ্ধমেষ বিবৃণোতি যামিমামিতাদিনা । যাং পুন্নিভাং পুন্নিভ-
ক্রমবক্রতো রমণীয়াং বাচং, “অক্ষয়ং হ বৈ চাতুর্শ্রীভবজিনঃ শ্রুতং ভবতি” “অপাশ
সোমমমুতা অভূম” ইত্যেবং রূপাং প্রদত্তি অবিপশ্চিতঃ অব্যবসারিনো মূঢ়াঃ, যতো বেদ-
বাদপরতাঃ বেদান্তর্গতেষু অর্থবাদেষু “যত পূর্ণময়ী জুহুর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি”
ইত্যেবমাদিষু রতাঃ বুদ্ধপ্রজ্ঞাঃ অতএব কৰ্ম্মগোহন্তং আত্মজ্ঞানং তৎকলং মোক্ষস্ত নাতীতি
বাদিনো বদনশীলাঃ ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ ।—তদ্ব্যবব্যবসারিনঃ সকামকর্ষণত্বমিদা ইত্যাহ যামিমামিতি ।
পুন্নিভাং বাচং পুন্নিভাং বিবলভামিবাপাত্তো রমণীয়াং প্রদত্তি প্রকর্ষণে সৰ্ব্বতঃ প্রকৃষ্টা
ইরদেক বেদবাগিতি যে বুদ্ধি তেবাং তরা বাচা অপদ্রুতচেতসাঞ্চ ব্যবসারাদিকা বুদ্ধি-
বিধীরতে ইতি কৃতীরেনাধরঃ । তেষু তত্র, অসন্তবাং সা তেষু নোপদিশ্রুত ইত্যর্থঃ । কিমিতি
তে তথা বদন্তি ? যতোঅবিপশ্চিতো মূঢ়াঃ, তত্র হেতুঃ, বেদেষু বেদার্থবাদাঃ, “অক্ষয়ং হ বৈ
চাতুর্শ্রীভবজিনঃ শ্রুতং ভবতি ।” “অপাশ সোমমমুতা অভূম” ইত্যাদাঃ । অতীতিরত্বং
নাতীতি প্রকল্পিতঃ ॥ ৪২ ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা। জন্ম-কর্মফলপ্রদাম্ ।

ক্রিয়াবিশেষবহলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥

অর্থঃ ।—[অতএব] কামাত্মানঃ (কামকলুষিতচিত্তাঃ) [অতঃ] স্বর্গপরাঃ (স্বর্গএব যেষাং পুরুষার্থঃ তে) [যে] জন্মকর্মফলপ্রদাঃ (জন্মএব কর্মণঃ ফলং তৎপ্রদদাতীতি তাং অর্থাৎ স্বর্গাদিতোগাবলানে পুনঃপুনর্জন্মরূপকর্মফলপ্রদাত্রীং) ভোগৈশ্বর্য্যগতিং (ভোগৈশ্বর্য্যমোঃ প্রাপ্তিং) প্রতি [সাধনভূতাং] ক্রিয়াবিশেষবহলাং (ক্রিয়াপ্রাচুর্য্য-ময়ীং) [বাচং এবদন্তি পরমার্থফলপরামেব বদন্তি] ॥ ৪৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—[অতএব] কামকলুষিতচিত্ত [হুতরাং] স্বর্গপরা [বাহারা] জন্মরূপ-কর্ম-ফল-প্রদ, ভোগ-এবং-ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির [সাধন-ভূত] ক্রিয়া-প্রচুর [বাক্যকে পরমার্থ ফলপর বলিয়া থাকে] ॥ ৪৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তে চ কামাত্মেতি । কামাত্মানঃ কামবভাবাঃ কামপরা ইত্যর্থঃ । স্বর্গেতি স্বর্গপরাঃ, স্বর্গঃ পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে স্বর্গপরাঃ স্বর্গপ্রদানাঃ, জন্মকর্মফলপ্রদাঃ কর্মণঃ ফলং কর্মফলং জন্মৈব কর্মণঃ ফলং জন্মকর্মফলং তৎ প্রদদাতীতি জন্মকর্মফলপ্রদাঃ তাং বাচং এবদন্তীত্যুহব্যাতে, ক্রিয়াবিশেষবহলাং ক্রিয়াণাং বিশেষাঃ ক্রিয়াবিশেষাঃ তে বহলা বভাং বাচি তাং, স্বর্গপশুপুত্রাদ্যর্থাঃ যরা বাচা বাহুল্যেন একাক্ষতে, ভোগৈশ্বর্য্য-গতিং প্রতি, ভোগন্ত ঐশ্বর্য্যক ভোগৈশ্বর্য্যে ভোগগতিঃ প্রাপ্তিঃ ভোগৈশ্বর্য্যগতিঃ তাং প্রতি সাধনভূতাত্তে ক্রিয়াবিশেষাঃ তদ্বহলাং তাং বাচং এবদন্তো মূঢ়াঃ সংসারে পরিবর্তন্ত ইত্য-ভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

আনন্দগির্নি ।—একতান্ এবত্বদুনিবেকিনো ব্যবসারাদ্বিকা বুদ্ধিতাক্সগতক-
সিদ্ধার্থ বিবাক্ষয়েণ বিশিনতি তে চেতি । তেষাং সংসারপরিবর্তমানপরিবর্তনার্থং প্রভৃতাং
বাচনৈব বিশিনতি জ্ঞেয়তি । নহু পুংসাং কামবভাববসমূহং চেতনচেছাবতন্তদানুসার-
পপত্তেরিতি ভজ্যাহ কামপরা ইতি । তৎপরং তত্তৎকগার্ধিযেন তত্তদুপায়ৈব কর্মস্বৈব
প্রকৃততরা কর্মসমভাসপূর্ব্বকং জ্ঞানাবহিনীকৃতম্ । নহু কর্মসিদ্ধিানামপি পরমপুরুষার্থ-
পেক্ষয়া বোধোপায়ঃ জ্ঞানৈব ভবত্যাভিযুধ্যামিতি নেত্যাহ স্বর্গেতি । তৎপরং ভবিষ্যে-
বানুভবতরা তদতিরিক্তপুরুষার্থবিহিত্যানিষ্ঠবসম্ । উক্তাবচনধ্যমসেহপ্রতেহপ্রতঃ জন্মভাভে
বধোকফলপ্রদমগ্রানুসিকমিত্যশক্যাস্তানবরা তদুপপত্তিরিত্যাহ ক্রিয়েতি । ক্রিয়ামহতী-
নামাং কামপরাণীনাং বিবেক্য পেক্ষ্যাদিকারিপ্রবৃত্তাঃ সন্তাহানেকাহলক্ষণভে শব্দভা-বাচি
প্রাষ্ট্রিয়েণ প্রতিভাতীভার্থঃ । কথং বধোক্তরাং বাচি ক্রিয়াবিশেষাণাং বাহুল্যলক্ষণ-
বহুল্য

মিত্যাপত্য প্রকৃত্যেইনতবিশদয়তি বর্ণেতি । তথাপি তেবাং মোক্ষোপায়মোপর্ণতেতরিতানাং
বোদ্ধান্তিযুধ্যঃ ভবিষ্যতি নেত্যাং ভোগেতি । যথোক্তাং বাচনভিব্যুতং পর্যায়গান্ বর্ণয়তি
তদ্বহনামিতি ॥ ৪০ ॥

রামানুজ ।—কাম্যম্বেতি । কাম্যাত্মনঃ কামপ্রবণমনসঃ । স্বর্ণপরাঃ স্বর্ণপরাগণাঃ
স্বর্ণাদিকলাবসানে পূর্জন্মকর্ম্মাখ্যকলপ্রদাং ক্রিয়াবিশেষবহনাম্ । . তদ্বহনরহিততরা
ক্রিয়াবিশেষপ্রচুরাং তেবাং ভোগৈশ্বৰ্য্যগতিং প্রতি বর্তমানাং বাসিনাং বাচং যে প্রবদন্তীতি
সদৃশঃ ॥ ৪০ ॥

হনুমান্ ।—কথমুতা তে অবিশিষ্টা ইত্যত্রাহ কাম্যাত্মনঃ ইতি । কাম্যাত্মনঃ
কামিনঃ স্বর্ণপরাঃ স্বর্ণপ্রদাঃ জন্মকর্ম্মকলপ্রদাং জন্ম বিশিষ্টপন্নীরেজিরপ্রাপ্তিঃ কর্ম্মাণি কলানি
স্বর্ণাদীনি জন্ম চ কর্ম্মকলানি চ জন্মকর্ম্মকলানি, প্রদনাভীতি জন্মকর্ম্মকলপ্রদা তাং বাচং
ক্রিয়াবিশেষবহলাং ক্রিয়াণাং বিশেষাঃ ক্রিয়াবিশেষাঃ প্রাগ্জন্মানরঃ বহুন্ অর্থান্ সাতীতি
প্রতিপাদয়তীতি বহুলা ক্রিয়াবিশেষবহলা তাং, ভোগৈশ্বৰ্য্যগতিং ভোগঃ শব্দাদি-
বিষয়লাভঃ, ঐশ্বৰ্য্যমগিমাদিভোগৈশ্বৰ্য্যমোরগতিঃ তাং প্রতি উক্তকথাং ভোগৈশ্বৰ্য্যগতিং
শব্দাদিবিষয়লাভগতিসাধনভূতামিত্যর্থঃ, তাং বাচং তদর্থং পুরুষার্থবুদ্ধিঃ সাকারী-
মিত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ, “প্রবা হেতে অদৃঢ়া বজ্ররূপা অষ্টাদশোক্তমবরং বেনু কর্ম্ম”
ইত্যাদি ॥ ৪০ ॥

ঐধর ।—অতএব কাম্যাত্মনঃ ইতি । কাম্যাত্মনঃ কাম্যকুলিতাচজ্ঞা অতঃ স্বর্ণএব
পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে । জন্ম চ তত্র কর্ম্মাণি চ তৎকলানি চ প্রদনাভীতি তথা তাং,
ভোগৈশ্বৰ্য্যমোরগতিং প্রাপ্তিঃ প্রতি সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষাভ্যে বহলা বতাং তাং প্রবদন্তী
ত্যভ্যবঃ ॥ ৪০ ॥

বলদেব ।—চিত্তবোধমাহ কাম্যম্বেতি । কাম্যাত্মনঃ বৈবরিকমুখবাসনাগ্রস্তচিত্তাঃ ।
এবং চেৎ তাদৃশং মোক্ষং কুতো নেচ্ছন্তি তত্রাহ বর্ণেতি । স্বর্ণএব সুখাদেবান্নাপ্যেতৎকেন
পরঃ শ্রেষ্ঠো দেবাং তে । তাদৃশবাসনাগ্রস্তত্বাং তেবাং নাছভ্যবত ইত্যর্থঃ । জন্মকর্মেতি ।
জন্ম চ দেহেন্দ্রিয়সবলকণং, তত্র কর্ম্ম চ তত্ত্বস্বর্ণপ্রমনিহিতং, কলক বিনানি পবনস্বর্ণাদি,
আমি প্রকর্ষণবিচ্ছিন্নেন দদাতি তাং ভোগৈশ্বৰ্য্যমোরগতিং প্রাপ্তিঃ প্রতি যে ক্রিয়াবিশেষা
কোঅভ্যোম্যদ্যুত্তে বহুলাঃ প্রচুরা বজ্র তাং বাচং বদন্তীতি পূর্বেণাশ্রয়ঃ । ভোগঃ সুখপান-
দেবাদ্যানি, ঐশ্বৰ্য্যক দেবাদিয়ানিঞ্চ তরোরগতিমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

মধুসূদন ।—কামেতি । পূর্বস্নোকেইনব ব্যাখ্যাতচিত্তচারিণঃ শ্লোকঃ ॥ ৪০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কাম্যম্বেতি । অথ ভোগাশ্র ঐশ্বৰ্য্যক তরোরগতিঃ প্রাপ্তিঃ তাং প্রতি
তদর্থমিত্যর্থঃ, কাম্যাত্মনঃ কামগ্রস্তচিত্তাঃ অতএব স্বর্ণপরাঃ, কীদৃশী ভোগৈশ্বৰ্য্যগতিঃ
জন্মকর্ম্মকলপ্রদাং, প্রাপ্তভোগৈককো হি পুরুষতবাসনাবাসিতঃ পূর্ভোগৈশ্বৰ্য্যপ্রাপ্তয়ে জন্ম
সজ্জত তদর্থং কর্ম্মাণি চ কুরুতে কলকভূতো ভোগাদিকং প্রাপ্তোভীতি তত্ত্ববিশদনাবর্ত্তে ;

তেন নিষ্ঠেতচ্ছূতো ভবতীত্যর্থঃ । কিঞ্চ ক্রিয়াবিশেষেণ বহুলাং যথা যথা বিজ্ঞানস্বা-
সাধিকাং তথা তথা ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তেরপ্যাধিক্যমিত্যর্থঃ । এতেনাত্যক্তারাসম্যাখ্যেয়-
কর্ম্মসু কললোভাৎ সজ্জত ইত্যুক্তম্ । তাস্যো ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি সাধনভূতাঃ যে ক্রিয়াবিশেষা
অগ্নিহোতাদিত্যবহলাং, অমরুপং যৎ কর্ম্মকলং তৎপ্রপঞ্চবাচমেবেতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—তে কীদৃশীং বাচং প্রবদন্তি ? কামায়েতি । জন্মকর্ম্মফলপ্রাপ্তিনিঃ-
ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি যে ক্রিয়াবিশেষাত্মান্ বহু যথা ত্রাং তথা লাতি দদাতি প্রতি-
পাদয়তীতি তাম্ ॥ ৪৩ ॥

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

অম্বর ।—[ততঃ চ] ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং (ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ
অভিনিবিষ্টানাং) তয়া (পুষ্পিতয়া বাচ্য) অপহৃতচেতসাম্, (আকৃষ্ট-
চিত্তানাং) [তেষাং মূঢ়ানাং,] ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন
বিধীয়তে (একবিষয়িনী ন ভবতি ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—[তন্নিবন্ধন] ভোগ-এবং-ঐশ্বর্য্যো-অভিনিবিষ্ট,
তদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত [সেই মূঢ়গণের] নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সমাহিত
হয় না ॥ ৪৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে পার্থ ! বিচারবিমূঢ় জনগণ কর্ম্মকাণ্ডের বিবিধ
আপাত-মনোহর কল-বর্ণন-পরিপূর্ণ বেদবাক্যে অনুরাগী । স্বর্গাদি
কলপ্রাপ্তি ব্যতীত অন্য কিছুই অস্তিত্ব নাই এইরূপ অভিপ্রায় বাহারা
পরিব্যক্ত করে, বাহারা কামনাকুলচিত্ত এবং বাহারা স্বর্গই পরম
সুখনার পদার্থ জ্ঞান করে, তাহারা এই জন্ম-কর্ম্মরূপ-কলপ্রদ এবং ভোগ
ও ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সাধনস্বরূপ বহুবিধ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিবরণ পূর্ণ
মনোহর কুহুমসমাক্ষর বিবলতার স্মার আশু প্রীতিপ্রদ বেদবাক্যাবলি
বিরত করে । সেই মধুর বাক্যে আকৃষ্টচিত্ত ঐশ্বর্য্য-ভোগাসক্ত
মানবগণ কখনই পরমেশ্বরের প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়া সমাধি ও
নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অধিকারী হয় না ॥ ৪২ । ৪৩ । ৪৪ ॥

শঙ্করচার্য্য ।—তেষাং ভোগেতি । ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং ভোগঃ কর্তব্যঃ, ঐশ্বর্য্য-
কেতি ভোগৈশ্বর্য্যয়োরেব প্রবণত্যাং তদান্ভূতানাং তয়া ক্রিয়াবিশেষবহুলাং বাচ্য

অপহৃতচেতসামাচ্ছাদিতবিবেকপ্রজ্ঞানাং ব্যবসারায়িক। সাংখ্যো যোগে বা বা বুদ্ধিঃ সমাধৌ
সমাধীরতেহস্মিন্ পুরুষোপাতোগার সৰ্বসিদ্ধিঃ সমাধিরন্তঃকরণং বুদ্ধিতস্মিন্ সমাধৌ ন বিধীয়তে
ন স্থিতিৰ্ভগবতী । অর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

আনন্দগিনি ।—নহু কৰ্ম্মকাণ্ডনিষ্ঠানাং কৰ্ম্মাহুষ্ঠায়িনামপি বুদ্ধিশুদ্ধিধারেনান্তঃকরণে
। সাধাসাধনভূতবুদ্ধিধরসমুদারসম্ভবানতো মোক্ষো ভবিষ্যতি নেত্যাহ তেযাঞ্জেতি । তদাত্মভূতানাং
ভরোরৈব ভোগৈগৰ্ব্বায়োরাস্বকৰ্ত্তব্যেনারোপিতমোরতিনিবিশ্ঠে চেতসি তাদাত্মাধ্যাসবতাং
বহিস্থাধ্যাসমিত্যর্থঃ । তথাপি শাস্ত্রাহুসারিণা। বিবেকপ্রজ্ঞয়া ব্যবসারায়িকা বুদ্ধিতেষামুদেব্য-
ভীত্যাশঙ্কাহ ভয়েতি । নহু সমাধিঃ সংপ্রজ্ঞাতাঃপ্রজ্ঞাতভেদেন বিপোচ্যতে তত্র বুদ্ধিধর-
বিধিরসক্তঃ সন্ কথং নিবিধ্যতে তত্রাহ সমাধীরত ইতি ॥ ৪৪ ॥

রামানুজ ।—ভোগৈগৰ্ব্বাতি । তেযাং ভোগৈগৰ্ব্বাঃপ্রসক্তানাং তরা বাচা ভোগৈগৰ্ব্বা-
নিবরণপদ্ধতাত্মজ্ঞানানাং যথোদিতা ব্যবসারায়িকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ মনসি ন বিধীয়তে নোৎপত্ত্যে ।
সমাধীরতেহস্মিন্নাত্মজ্ঞানমিতি সমাধির্গনস্তেযাং মনস্তাত্মাধ্যাস্যানিশ্চরজ্ঞানপূৰ্ব্বকমোক্ষসাধন-
ভূতকৰ্ম্মবিবরা বুদ্ধিঃ । কদাচিদপি নোৎপত্তত ইত্যর্থঃ । অতঃ কাম্যেব কৰ্ম্মহু মুমুকুণা ন সক্তঃ
কৰ্ত্তব্যঃ ॥ ৪৪ ॥

হনুমান্ ।—কস্মাৎ সা বাক্ ত্যাজ্যেত্যত্রাহ ভোগেতি । যদি সা বাক্ প্রমাণভেদো-
পাধীরতে তদহুষ্ঠানে তৎকলপ্রাপ্তৌ চ প্রসক্তিঃ তাত্ ততশ্চ ভোগৈগৰ্ব্বাঃপ্রসক্তানাং ভোগৈগৰ্ব্বায়ো-
রৈব প্রণয়নবতাং তরা বাচা অপহৃতচেতসাং আচ্ছাদিতবিবেকপ্রজ্ঞানাং ব্যবসারায়িকা সাংখ্যো
যোগে বা বুদ্ধিঃ সমাধৌ পরমাত্মাবোধে ইত্যমেব বুদ্ধিঃ পরমপুরুষার্থতরা কৰ্ত্তব্যোত্যেতৎ নিশ্চিতা
সা বুদ্ধিন্ বিধীয়তে নোৎপাদয়িতু শক্যতে, তস্মাদিরং বাক্ পরমপুরুষার্থবিরোধিত্বাৎ
তাজ্যেত্যতিপ্রায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধর ।—ততশ্চ ভোগৈগৰ্ব্বাতি । ভোগৈগৰ্ব্বায়োঃ প্রসক্তানাভিনিবিষ্টানাং তরা
পুষ্ণিতরা বাচাপদ্ধতমাক্রুষ্টং চেতো যেষাং, সমাধিশ্চিষ্টৈকাত্ম্যং পরমেশ্বরভিমুখত্বমিতি বাবৎ,
তস্মিন্ নিশ্চরায়িকা বুদ্ধিন্ বিধীয়তে, (কৰ্ম্মকণ্ঠি প্ররোগঃ) সা নোৎপত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

বলদেব ।—ভোগেতি । তেযাং পূৰ্ব্বোক্তরোভোগৈগৰ্ব্বায়োঃ প্রসক্তানাং ক্রিয়-
বোধাকুর্ত্যা তরোরতিনিবিষ্টানাং তরা পুষ্ণিতরা বাচাপদ্ধতং বিলুপ্তং চেতো বিবেকজ্ঞানং
যেষাং তাদৃশানাং সমাধাবিতি যোজ্যম্ । সমাগাধীরতেহস্মিন্নাত্মতত্ত্বাধ্যাসমিতি নিকটঃ
সমাধিম্ নস্তসিদ্ধিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

মধুসূদন ।—তেযাং পূৰ্ব্বোক্তরোভোগৈগৰ্ব্বায়োঃ প্রসক্তানাং ক্রিয়বোধাদিবোধদর্শনেন
নিবিষ্টান্তঃকরণানাং তরা ক্রিয়াবিশেষবহুলরা বাচাপদ্ধতমাত্মজ্ঞানং চেতো বিবেকজ্ঞানং
যেষাং তথাভূতানাং অৰ্থবাচাঃ স্ত্যক্তাঃ তাৎপর্যবিষয়ে প্রমাণাস্ত্রাবাধিতে বেদস্ত
প্রামাণ্যমিতি হুপ্রসিদ্ধমপি জাতুমসক্তানাং সমাধাবন্তঃকরণে ব্যবসারায়িকা বুদ্ধিন্ বিধীয়তে
ন ভবতীত্যর্থঃ । সমাধিবিবরা ব্যবসারায়িকা বুদ্ধিতেষাং ন ভবতীতি বা । অধিকরণে বিষয়ে
বা সপ্তমাত্মল্যাৎ । (বিধীরত ইতি কৰ্ম্মকণ্ঠি লকারঃ ।) সমাধীরতেহস্মিন্ সৰ্বসিদ্ধি

ব্যুৎপত্তা সমাধিরন্তঃকরণং পরমাত্মা বেতি নাপ্রসিদ্ধার্থকল্পনং, অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিস্ত-
মিনিত্বং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্নোপপত্তত ইতি ব্যাখ্যানে তু স্মৃতিরেবাদৃতা । অয়ন্তাবঃ, বস্তপি
কাম্যাত্মমিহোজ্ঞানীনি শুদ্ধার্থেভ্যো ন বিশিষ্যন্তে তথাপি কলাভিসন্ধিদোষাৎ নাশরশুদ্ধিং
সম্পাদয়ন্তি । ভোগানুগুণা তু শুদ্ধিন্ জ্ঞানোপযোগিনী এতদেব দর্শয়িতুং ভোগৈশ্বর্যগ্রস-
জ্ঞানামিতি, পুস্করণান্তং কলাভিসন্ধিমন্তরেণ তু কৃতানি জ্ঞানোপযোগিনী শুদ্ধিমাধত্তীতি সিদ্ধং
বিপশ্চিন্নবিপশ্চিত্তোঃ ফলবৈলক্ষণ্যং, বিস্তরেণ চৈতদগ্রে প্রতিপাদয়িষ্যতে ॥ ৪৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—ভোগতি । তরা পুস্পিতরা বাচা অগত্বচেতসাং পুংসাং বুদ্ধিঃ সমাধৌ
সমাধাহুষ্ঠানকালে ব্যবসায়াত্মিকা ব্যবসায়ে জ্ঞানং ভগ্নাত্মিকা শুদ্ধচিত্তাত্মাকারী ন বিধীয়তে
ন ভবতি, (কর্মকর্তরি লকারঃ) বিরক্তস্ত হি বুদ্ধিঃ সমাধৌ চিন্মাত্রাকারী ভবতি ন তু
ভোগান্তাসক্তস্তেতি স্পষ্টমেব । তস্যো তু সমাধৌ অন্তঃকরণে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিন্ ভবতীতি
ব্যাখ্যাতম্ । যদা সমাধাহুষ্ঠানার্ধমেব নিশ্চরাত্মিকা তেষাং বুদ্ধিন্ ভবতীতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—ভোগতি । ততশ্চ ভোগৈশ্বর্যরোঃ প্রসক্তানাং তরা পুস্পিতরা বাচা
অগত্বচেতসাং চেতো যেষাং তে তথা, তেষাং সমাধিশ্চৈতৈকাগ্র্যং পরমেশ্বরৈকোন্মুখত্বং
তস্মিন্ নিশ্চরাত্মিকা বুদ্ধিন্ বিধীয়তে (কর্মকর্তরি প্রয়োগঃ) । নোপপত্ততে ইতি স্বামি-
তরণাঃ ॥ ৪৮ ॥

তাৎপর্য ।—দ্বিচত্বারিংশ, ত্রিচত্বারিংশ এবং চতুশ্চত্বারিংশ শ্লোকের
অবয়ব ও অর্থ পরস্পর-সম্বন্ধ । প্রথম শ্লোকের ‘সামিমাং পুস্পিতাং বাচং
প্রবদন্তি’ এই বাক্য, তৃতীয় শ্লোকের ‘সমাধৌ ন বিধীয়তে’ এই বাক্যের
সহিত অদ্বিত ।

অর্জুন যদি মনে করেন, সকাম কর্মপরায়ণ মানবের হৃদয়ে নিশ্চরাত্মিকা
বুদ্ধির কেন উদ্ভব হয় না ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,
“হে সখে ! সংসারে অনুব্যগণ প্রায়শঃ আপাতমনোহর বিষয়েই সহসা
আকৃষ্টচিত্ত হইয়া থাকে । বেদে যে সকল ক্রিয়া-কলাপের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ
হইয়াছে, তাহা সৌরভশূন্য কিংগুরু কুসুমের স্তায় শোভাময় মাত্র । অজ্ঞ
ব্যক্তি, বাহ্য শোভার বিমোহিত হইয়া, কিংগুরুকেই পুষ্পশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে
করে এবং তাহার অনুরাগী হয় । বেদবিহিত ক্রিয়া-কলাপ অনিত্য-কল-
প্রদ হইলেও, নিরতিশয় লোভজনক ; , হুতরাং হিতাহিত বোধ-বিহীন
মানবগণ সহসা তদনুসরণে প্রযুক্ত হয় । ‘বেদে অগ্নিহোত্র, দর্শ-পৌর্ণ মাস,
জ্যোতিষ্যোম প্রভৃতি যে সকল কর্মের ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে, যরণান্তে
অমরপুত্র গমন, অগ্নীয় হৃদা সেবন, উর্কশী প্রভৃতি সুরহৃন্দরীগণের সঙ্গ-অর্থ-

সন্তোষ, নন্দনকাননজাত পারিজাত কুহুমের সৌরভ সেবন ইত্যাকার ভোগৈশ্বর্যসমূহ উপভোগই তাহার ফল । এইরূপ ভোগাত্মক নখর-ফল-প্রসূ কর্মসমূহ বেদে বাহ্যল্যরূপে বিহিত হইয়াছে । জ্ঞানকাণ্ডোপেক্ষা কর্ম-কাণ্ডে যে অতি বিস্তৃত এ কথা সর্বজন-পরিজ্ঞাত । বাহ্যার বিচারবিমূঢ় ও তাৎপর্য জ্ঞানশূন্য, তাহারাই উল্লিখিতরূপ ফলপ্রসূ, অনর্থক বিখ্যাসের বশীভূত হইয়া সুখ-লালসায় বেদোক্ত চাতুর্দান্ত, গোময়াগ প্রভৃতি ক্রিয়া কলাপে অনুরাগী হয় । এতাদৃশ ক্রিয়া-পরতন্ত্র মূঢ়জনেরা, বেদের কার্য-পরম্ব দেখিয়া, কর্মকাণ্ডকেই সারভূত, এবং তদ্ব্যতীত জ্ঞানকাণ্ডের অস্তিত্বই নাই বলিয়া পরিব্যক্ত করে ও নানা প্রযত্নে জ্ঞানকাণ্ডের বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করে । শত শত কামনার তাহাদের হৃদয় নিরন্তর আকুল, সুতরাং মোক্ষপ্রদ জ্ঞানকাণ্ড বিষয়ে তাহারা উদাসীন এবং কামনা-পূরণ-কর্ম কর্মকাণ্ডই তাহাদের পরম প্রিয় । স্বর্গপ্রাপ্তিই তাহারা পুরুষার্ধের একশেষ বলিয়া জ্ঞান করে, এবং তদতিরিক্ত অস্ত্র কোন পুরুষার্ধ নাই বলিয়া মনে করে । তাহারা এরূপ ভ্রমাক এবং তাহাদের অন্তঃকরণ এতই বিবেক ও বৈরাগ্যবিহীন যে তাহারা মোক্ষবিষয়ক প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেও অক্ষম । স্বর্গভোগাদি ঐশ্বর্য যে অনিত্য ও ক্ষয়িষ্যাদিদোষে দুষ্ট, ইহা তাহারা ভ্রমেও মনে করে না, সুতরাং তাহারা ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠানে এতই আনন্দ থাকে যে, তাহাদের বিবেক ও জ্ঞান তাহাতেই সমাহৃত হইয়া যায় । এতাদৃশ সকাম কর্মানুষ্ঠানরত মূঢ় ব্যক্তিগণের বুদ্ধি কখনই পরমাত্মচিন্তনে লীন হয় না । বেদোক্ত অগ্নিহোতাদি ক্রিয়া-রূলাপের প্রকৃত তাৎপর্য তাহারা প্রণিধান করিতে অশক্ত । তাদৃশ বৈদিক বজ্রাদি সকাম ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, আশয় শুদ্ধির অন্তরায় হইয়া থাকে, ইহা তাহারা বিবেচনা করে না ; সুতরাং বিবিধ বিধানে তাহারাই সাধন করে । পরমাত্মবিষয়ে একান্ত নিষ্ঠা কখনই তাহাদের হৃদয়ে সমুদ্ভিত হইতে পারে না । নিজস্ব কর্ম চিন্তকে বিস্তৃত করিয়া জ্ঞানালোকে তাহা সমুদ্ভাসিত করে, সকাম কর্ম চিন্তকে বিমলিন করিয়া তাহাকে অজ্ঞান-সাগরে নিমজ্জিত করে । এতদুভয় কর্মের ফল-বৈলক্ষণ্য বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা পরে প্রকাশিত হইবে ॥ ৪২ । ৪৩ । ৪৪ ॥

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিত্ৰৈগুণ্যো ভবাজ্জুন ।

নিবন্দো নিত্যসত্ত্বশ্চে নিৰ্যোগ-ক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫॥

অর্থঃ ।—অজ্জুন ! বেদাঃ ত্রৈগুণ্যং (সত্ত্বরজস্তমোবিশিষ্টঃ সংসারঃ) বিষয়াঃ (প্রকাশবিষয়ো যেষাং তে) [ত্বং তু] নিঃ ত্রৈগুণ্যঃ (ত্রিগুণবিরহিতঃ নিকামঃ) তব নিঃসন্দ্বঃ (স্বখদুঃখাদিযুগলবিরহিতঃ) নিত্যং (অচঞ্চলং) সত্ত্বং (ধৈর্য্যং) (তস্মিন্ তিষ্ঠতীতি নিত্যসত্ত্বশ্চ, চিরধৈর্য্য-পরায়ণঃ) নিঃযোগ-ক্ষেমঃ (অপ্রাপ্তলাভো যোগঃ লক্ষ্য রক্ষণং ক্ষেমস্ত-বিরহিতঃ—অভিনব বস্ত্রলাভার্থপ্রযত্নবিরহিতঃ অপিচ লব্ধবস্ত্ররক্ষণার্থ-কাজ্জশূন্যঃ) আত্মবান্ (পরমেশ্বরারাদনানিষ্ঠঃ অগ্রমতো বা) [ভবেতি সর্বত্র সহকঃ] ॥ ৪৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—অজ্জুন বেদ-সকল ত্রিগুণাত্মক-বিষয়-প্রতিপাদক [তুমি কিন্তু] নিকাম হও স্বখদুঃখাদি-যুগলরহিত অব্যাহত ধৈর্য্যশালী লাভার্থ ও রক্ষণার্থ যত্নশূন্য পরমেশ্বরচিন্তা পরায়ণ [সকলের সহিত হও ক্রিয়ার সহক] ॥ ৪৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে অজ্জুন ! কর্মকাণ্ডাত্মক বেদশাস্ত্র ত্রিগুণ বিষয়ক স্তরাং সকাম অধিকারিদিগের নিমিত্ত কর্মফল প্রতিপাদক । কিন্তু তুমি মৃতজনের ন্যায় কর্মফলকামী না হইয়া নিকাম কর্ম নিরত হও । তজ্জন্ম তুমি শীতোষ্ণ স্বখদুঃখাদি দ্বন্দ্ববিরহিত চির ধৈর্য্য পরায়ণ অলব্ধ বস্ত্র লাভার্থস্পৃহা-পরিশূন্য ও লব্ধবস্ত্র রক্ষণার্থ আগ্রহ বিহীন এবং পরমেশ্বরনিষ্ঠ-হৃদয় হও ॥ ৪৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যে এং বিবেকবুদ্ধিরাহিত্যন্তেষাং কামাত্মনাং যং ফলং ওদাহ ত্রৈগুণোতি । ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ত্রৈগুণ্যং সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যো যেষাং তে বেদাত্ত্রৈ-গুণ্যবিষয়াস্তত্ নিত্ৰৈগুণ্যো ভবাজ্জুন নিবানো ভবেত্যর্থঃ । নিবন্দঃ স্বখদুঃখদেহতু সপ্রতিপক্ষৌ পদার্থৌ দ্বন্দ্বপদার্থৌ ততো নির্গতো নিবন্দো ভব, যং নিত্যসত্ত্বঃ সদাসত্ত্বঃ সত্ত্বগুণপ্রিতো ভব, তথানিৰ্যোগক্ষেমোহুপাত্তোপার্কিতং যোগ উপাত্ত রক্ষণং ক্ষেমঃ যোগক্ষেমপ্রদানস্ত প্রেরসি প্রবৃত্তিরুৎকরা ইত্যতো নিৰ্যোগক্ষেমো ভবাত্মবানগ্রমতস্ত ভব, এষ তবোপদেশঃ স্বার্থসমুচ্চিষ্টতঃ ॥ ৪৫ ॥

আনন্দগিরি ।—অবিবেকিনামপি বেদান্ত্যাসনভাং, বিবেকবুদ্ধিরদেহাতীত্যাণ-

ক্যাহ যএবমিতি । তর্হি বেদার্থতয়া কামাত্মতা প্রাপ্তত্যাশঙ্ক্যাহ নিত্নৈশ্চণ্য ইতি । তথৈতি
পদং নির্বন্ধাদিবিষয়েণেতপি প্রত্যেকং সম্বন্ধে, ত্রয়াণাং সম্বন্ধীনাং গুণানাং পুণ্যাপা-
ব্যামিশ্রকর্মতৎকলসম্বন্ধলক্ষণঃ সমাহারত্নৈশ্চণ্যামিত্যাকৌতুকাৎ ব্যাচঃষ্ট সংসার ইতি । বেদশব্দেনাত্ত
কর্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে তদভ্যাসবতাঃ তদর্থাভুতান্ধারা সংসারক্রোধান্ন নিবেকাবসরোহিতীত্যর্থঃ ।
তর্হি সংসারপরিবর্জনার্থং বিনৈকসিদ্ধয়ে কিং কৰ্ত্তব্যামিত্যাশঙ্ক্যাহ ত্বত্ত্বিতি । কথং নিত্নৈশ্চণ্যো
তবেতি শৃংগত্রয়স্ত রাহিত্যং বিধীয়তে নিত্যসম্বন্ধো ত্বেতি বাক্যশেষবিরোধানিত্যাশঙ্ক্যাহ
নিষ্কামইতি । সপ্রতিপক্ষত্বং পরম্পরবিরোধিত্বং, পদার্থৌ শীতোষ্ণাদিলক্ষণৌ । নিষ্কামে
দ্বন্দ্বান্নির্গতত্বং শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুত্বং হেতুমুক্তা তত্রাপি হেতুপেক্ষায়াং সদা সঙ্গুণাশ্রিতত্বং হেতুমা
নিত্যেতি । যোগক্ষেমন্যাবৃত্তচেতসো রজস্তমোভ্যামসংস্পৃষ্টে সম্বন্ধে সমাশ্রিতত্বমশক্যমিত্যা-
শঙ্ক্যাহ তথেনিতি । যোগক্ষেময়োর্জীবনহেতুতয়া পুরুষার্থসাধনস্বারিধোগক্ষেমো ত্বেতি কুতো
বিধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যোগেনিতি । যোগক্ষেমপ্রধানত্বং সর্বত্র আরম্ভিকমিতি ততো নির্গমনমশক্য-
মিত্যাশঙ্ক্যাহ আশ্রয়ানিতি । অপ্রমাদো মনসো বিষয়পারবত্ত্বশূদ্রত্বম্ । অথ যথোক্তোপদেশস্ত
মুমুক্শুবিষয়বাদর্জুনস্ত মুমুক্শুত্বসিহ বিবাক্তিমিতি নেত্যাহ এষ ইতি ॥ ৪৫ ॥

রামানুজ ।—এবমত্যন্তরক্ষণানি পূর্বজন্মপ্রসবানি কর্ম্মানি মাতাপিতৃসহস্রোভ্যোহপি
বৎসলতরতয়াশ্রোপজীবনে প্রবৃত্তা বেদাঃ কিমর্থং বদন্তি কথং বা বেদোদিতানি ত্যাক্যাতরোচ্যন্ত
ইত্যত্রাহ ত্রৈশ্চণ্যেতি । ত্রয়ো গুণাত্নৈশ্চণ্যং সত্ত্বরজস্তমাংসি সত্ত্বরজস্তমঃপ্রচুরাঃ পুরুষাত্নৈশ্চণ্য-
শব্দেনোচ্যন্তে । তদ্বিষয়া বেদান্তমঃপ্রচুরাণাং রজঃপ্রচুরাণাং সত্ত্বপ্রচুরাণাঞ্চ বৎসলতরৈব হিতমেব
বোধয়ন্তি বেদাঃ, যদেবমাংসং স্বগুণানুগুণ্যেন স্বর্গাদিসাধনমেব হিতং নাববোধয়ন্তি তদেব তে
রজস্তমঃপ্রচুরতয়া সাধিকফলমোক্ষবিমুখাঃ স্বাপেক্ষিতকলসাধনমজানন্তঃ কামপ্রাণ্যবিষণা
অমুণ্যাসে সু উপায়ভ্রাত্যা শগষ্টা ভবেয়ুঃ । অত্নৈশ্চণ্যবিষয়াবেদাশব্দত্ব নিত্নৈশ্চণ্যো ভব । ইদানীং
সত্ত্বপ্রচুরত্বং তদেব বর্জয় নাভ্যোক্তলক্ষণগুণত্রয়প্রচুরো ভব ন তৎপ্রচুর্যং বর্জয়েত্যর্থঃ । নির্বন্ধঃ
নির্গতসকলসাংসারিকস্বভাবঃ নিত্যসম্বন্ধঃ শৃংগত্রয়রহিতনিত্যপ্রবুদ্ধসম্বন্ধো ভব । কথমিতি চেৎ
নির্বোগক্ষেমঃ । আশ্রয়রূপতৎপ্রাপ্ত্যপারবহির্ভূতানামর্থানাম্ যোগপ্রাপ্তানাঞ্চ ক্ষেমং পরি-
ত্যক্ত্যশ্রয়ান্ ভব । আশ্রয়রূপাবেষণপরো ভব, এবং বর্তমানস্ত তে রজস্তমঃপ্রচুরতা নশ্চতি ।
সম্বন্ধ বর্জ্যতে ॥ ৪৫ ॥

ছানুমান ।—কেনোপায়েন সা বাক্ ত্যাক্যত ইত্যত্রাহ ত্রৈশ্চণ্যেতি । ত্রয় এব গুণা-
ত্রিশ্চণ্যত্রিশ্চণ্য এব ত্রৈশ্চণ্যং সত্ত্বরজস্তমাংসি তৎকার্যভ্রাত্যাগবেদৌ ত্রৈশ্চণ্যবত্তৌ তৌ বিবদৌ
বেদাঃ তে বেদাত্নৈশ্চণ্যবিষয়া ভব, উপাত্নৈকমুলিতরাগবেদৌ ভবেত্যর্থঃ । নির্গতশীতোষ্ণাদিঃ,
নিত্যসম্বন্ধঃ সদাসম্বন্ধপ্রধানত্বাৎ নির্বোগক্ষেমঃ, অমুণ্যাত্তাপাদানং যোগঃ, উপাত্ত রূপকং
ক্ষেমঃ যোগক্ষেমপ্রসক্তস্ত ত্রৈয়ো হৃদয়ং অতো নির্বোগক্ষেমো ভব, এষ ত্বব তত্তা
বাচস্ত্যাগোপদেশঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধর ।—নহু বর্গাদিকং পরমং কলং বদন ভবতি তর্হি কিমিতি বেদৈস্তৎসাধনভয়া
কর্মানি বিধীয়ন্তে তত্রাহ ত্রৈলোক্যাত্মকাঃ সকামা যেষদিকারিণস্তদ্বিষয়াঃ কর্মকলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা
বেদাঃ, যন্ত নিত্রেণ্ডণ্যো নিকামো ভব । তত্রোপায়মাহ নির্বন্দঃ স্ত্বতঃখণীতোকাদিবুগলানি
দৃশ্যানি তত্রাহিতো ভব তানি সহস্বেত্যর্থঃ । কথমিত্যত আহ নিত্যসম্বন্ধঃ সন্ দৈর্ঘ্য-
স্বলভ্যোত্যর্থঃ, তথা নির্যোগক্ষেমঃ অপ্ৰাপ্তবীকারো যোগঃ প্রাপ্তপালনং ক্ষেমস্তত্রাহিতঃ,
আত্মগানগ্রমতঃ, ন হি দৃশ্যাকুলস্ত যোগক্ষেমব্যাপ্তস্ত চ প্রমাদিনিত্রেণ্ডণ্যাতিক্রমঃ
সম্ভবতীতি ॥ ৪৫ ॥

বলদেব ।—নহু কলনৈরপেক্ষ্যেণ কর্ম্মণি কুর্য্যগমপি তানি স্বকলৈর্যোজয়েদ্ব্যতং-
স্বাত্মাত্ম ততঃ কথং তদ্বুদ্ধেঃ সম্ভব ইতি চেৎ তত্রাহ ত্রৈলোক্যেতি । ত্রয়াণাং গুণানাং কর্ম
ত্রৈলোক্যম্ । (গুণবচনত্রয়াদিত্যঃ কর্ম্মণি চেতি সূত্রায়ং ৬।৭।) সকামত্বমিত্যর্থঃ । তদ্বিষয়া
বেদাঃ কর্ম্মকাণ্ডানি যন্ত তচ্ছিরোভূতবেদান্তনিষ্ঠো নিত্রেণ্ডণ্যো নিকামো ভব । অরমর্থঃ,
গিতৃকোটিবৎসলো হি বেদোহনাদিতগবদ্বিমুখায়াশ্চৈবনিবন্ধাত্তদগুণস্বষ্টসাধিকাদিসুখসজ্জান্
এতি তৎকামানহুত্বা কলানি প্রকাশয়ন্তু স্বস্তিত্তান্ বিশস্তয়তি । তদ্ব্যপ্তস্তেণ তৎপরিণীলিনতে
তদ্বুদ্ধভূতোপনিষৎপ্রতীতাস্বাধ্যায্যানিচ্চরেন তাং বুদ্ধিং যাত্তীতি ন চাকামিতান্তপি তাত্তাপত্তেযুঃ
কামিতানামেব তেষাং কলত্বপ্রবণাৎ । ন চ সর্কেষাং বেদানাং ত্রৈলোক্যবিষয়ম্ । নিত্রেণ্ডণ্যতয়া
অপ্রামাণিকত্বাপত্তেঃ । নহু শীতোকাদিনিবারণায় বজ্রাদেঃ কাম্যত্বাৎ কথং নিকামত্বম্ তত্রাহ
নির্বন্দ ইতি । “মাত্রাঙ্গ্পর্শাত্ত কোস্তের” ইত্যাদি বিমর্শেন দন্দসহো ভব । তত্র হেতুনিত্যোতি ।
নিত্যং যৎ সম্বন্ধপরিণামিৎ জীর্গনিষ্ঠং তৎস্বত্ববিভাব্যোত্যর্থঃ । তত এব নির্যোগক্ষেমঃ ।
অলঙ্কারতো যোগঃ লঙ্কস্ত পরিরক্ষণং ক্ষেমঃ তত্রাহিতো ভবেত্যর্থঃ । নহু কুংপিপাসে তথাপি
বাধিকে ইতি চেৎ তত্রাহ আত্মবানিতি । আত্মা বিশ্বস্তরঃ পরমাত্মা স যন্ত ধোয়তয়াতি
তাদৃশো ভবেত্যর্থঃ, স তে দেহবাজ্রাৎ সম্পাদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

মধুসূদন ।—নহু সকামানাং মাতৃদারাসদোষাত্মবসারাত্মিকা বুদ্ধিঃ, নিকামাশক্ত
ব্যবসারাত্মকবুদ্ধ্যা কর্ম্মকুর্ততাং কর্ম্মস্বাত্মাব্যাৎ স্বর্গাদিকলপ্রাপ্তৌ জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ সমান
ইত্যশঙ্কাহি নিত্রেণ্ডণ্য ইতি । ত্রৈলোক্যবিষয়া ইতি ত্রয়াণাং গুণানাং কর্ম্ম ত্রৈলোক্যং কামমূলং
সংসারঃ সএব প্রকাশ্যেদেন বিষয়া যেষাং তাদৃশাঃ বেদাঃ কর্ম্মকাণ্ডাত্মকাঃ যো যৎকলকাম-
জ্ঞৈব তৎকলং বোধয়ন্তীত্যর্থঃ । য হি সর্কেভ্যঃ কামেভ্যো দর্শপূর্ণমাসবিত্তি বিনিয়ো-
গেহপি সন্ধদ্রুষ্ঠানাং সর্ককলপ্রাপ্তির্ভবতি তত্তৎকামনাবিরহাৎ যৎকলকামনরাত্তিষ্ঠতি তদেব
কলং তস্মিন্ প্ররোগ ইতি হিতং যোগসিদ্ধাধিকরণে, যত্নাদেবং কামনাবিরহে কলবিরহঃ
তত্বাৎ যৎ নিত্রেণ্ডণ্যো নিকামো ভব হে অর্জুন, এতেন কর্ম্মস্বাত্মাব্যাৎ সংসারো নিরন্তঃ ।
নহু শীতোকাদিবন্দপ্রতীকারায় বজ্রাত্তপেক্ষণাৎ কুতো নিকামত্বমত আহ নির্বন্দ ইতি ।
নির্বন্দঃ সর্কত্ব ভবেতি সম্বধ্যতে । “মাত্রাঙ্গ্পর্শাত্ত” ইত্যুক্তন্তায়েন শীতোকাদি দন্দসহিহুত্বং ।

অসংখ্য হুঃখঃ কথং সোঢ়বাসিত্যপেক্ষারামাহ নিত্যসম্বন্ধঃ নিত্যমচক্ষণং যৎ সত্যং ধৈর্য্যাপন্নপর্য্যায়ং
তন্নিঃশিথীতীতি, তথা রজস্তমোভ্যামভিভূতসত্ত্বো হি শীতোকাদিপীড়রা ময়িযামীতি মদ্বাদেনো
ধর্ম্মাধিমুখো ভবেতি, যন্ত রজস্তমসী অভিভূর সত্ত্বগাত্রাবলম্বনে ভব । নহু শীতোকাদিস্বদনেহপি
কুংপিপাসাদিপ্রতিকারার্থং কিঞ্চিদমুপাত্তমুপাদেয়মুপাত্তক রক্ষণীয়মিতি তদর্থং যন্তে ক্রিয়মাণে
কুন্তঃ সত্যমিত্যত আহ নির্যোগ ইতি । নির্যোগক্ষেমঃ অলক্ষণাত্তো যোগঃ সাক্ত পরিরক্ষণং
ক্ষেমতত্ত্বহিতো ভব । চিত্তবিক্ষেপকারি পরিগ্রহরহিতো ভবেত্যর্থঃ । নটৈঃ চিন্তা কর্তব্য
কথমেবং সতি জীবিয়ামীতি যতঃ সর্বাস্তর্ধ্যামী পরমেশ্বর এব তব যোগক্ষেমা
নির্কাহরিয়াতীত্যাহ আত্মবান্, আত্মা পরমেশ্বরঃ ধোরত্বেন যোগক্ষেমা
নির্কাহকত্বেন বর্ততে
যত স আত্মবান্ সর্বকামনাপরিত্যাগেন পরমেশ্বরমারাধয়তো মম স এব দেহবাত্রামাত্রমপেক্ষিতং
সম্পাদয়িত্যতীতি নিশ্চিত্য নিশ্চিত্তো ভবেত্যর্থঃ । আত্মবান্ অপ্রমত্তো ভবেতি বা ॥ ৪৫ ॥

শ্রীলকণ্ঠ । - কস্ত তর্হি সমাধৌ বুদ্ধির্ভবতীত্যত আহ জৈগুণ্যোতি । জৈগুণ্যং
গুণত্রয়কার্য্যং উর্দ্ধমধ্যাধোগতিরূপং সংসরণং তদেব প্রাকান্ত্রত্বেন বিবর্য্যো বেবাং তাদৃশাঃ
কর্ম্মকাণ্ডপরা বেদাঃ, যন্ত নিষ্টৈগুণ্যো ভব উর্দ্ধগতাংপি বিরক্তো ভবেত্যর্থঃ, বক্ষ্যতি চ
তত্ত্বগুণপ্রধানং গতিত্রয়ং “উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বহাঃ” ইতি, দিব্যতোহপি বিবর্য্যেত্যো বিরক্তাঃ
সমাধাংগনিক্রিয়ত ইতি ভাবঃ, কিংলক্ষণোহসৌ নিষ্টৈগুণ্য ইত্যত আহ নিষ্পন্দ ইতি । স্পর্ধঃ
মানাপমানৌ শক্রমিত্রৌ শীতোষ্ণে ইত্যাদীনি দৃশ্যানি সপ্রতিপক্ষপদার্থরূপাণি তেতো নির্গতো
নিষ্পন্দঃ সর্বম সমবুদ্ধিরিত্যর্থঃ । নহু বাধমানমুচ্ছাদিকং কথং শীতাদিবৎ ক্ষুদ্রং পক্যমত আহ
নিত্যসম্বন্ধ ইতি । নিতাং সর্বদা সত্যং ধৈর্য্যং সত্ত্বগুণো বা তদাশ্রিতো ভূষা, যীযো তি সর্বং
সোঢ়ুং শক্তঃ সাক্ষিকো বা প্রারক্ষকশ্রৌপহ্যপিতমিদং হুঃখমপরিহার্য্যং কিন্তু তপ্ততর্যেতি জ্ঞানন্
সর্বং সোঢ়ুং শক্যোত্যেব । নহু অত্যন্ততঃসহঃ ক্রুয়াদিত্তঃপং কথং নিষ্টৈগুণ্যো সর্বদা
প্রবৃত্তিশূন্তেন সোঢ়ুং শক্যমত আহ নির্যোগক্ষেম ইতি । অপ্রাপ্ত প্রাপ্তির্যোগঃ প্রাপ্তসংরক্ষণং
ক্ষেমঃ, এতৎ স্বরমপি প্রারক্ষকশ্রীধীনমিতি ততোহপি নির্গতঃ ইত্যর্থঃ, তত্র হেতুঃ যতঃ
আত্মবান্ জিতচিত্তঃ স তি সর্বাংপংস্ত্র অনাকুলো নিত্যতৃপ্ততরা নিরুদ্ধমস্ত ভগতীতি
সমপ্যেতাদৃশো নিষ্টৈগুণ্যো ভবেত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ । - যন্ত চতুর্দর্শনানেনভ্যঃ সর্বৈতো্য বিরক্তা কেবলং তক্তিবোপমেনাপ্রহ-
বেত্যাহ জৈগুণ্যোতি । জৈগুণ্যাত্তিগুণাত্ত্বকাঃ কর্ম্মজ্ঞানাত্তাঃ প্রাকান্ত্রত্বেন বিবর্য্যো বেবাং
তে জৈগুণ্যবিবর্য্যো বেদাঃ (স্বার্থে ব্যাঞ) এতচ্চ ভূয়া ব্যপদেশা তদন্তীতি জ্ঞানেনোক্তম্ । কিন্তু
ভক্তিরেবৈনং নয়তীতি “যত দেবে পরা ভক্তির্ভগা দেবে তথা গুরো” ইত্যাদি শ্রুতমঃ, পক-
রাত্রাদিস্বতরশ্চ । গীতোপনিষদুগোপালতাপস্ত্রাজ্যপনিবদন্ত নিগুণাং ভক্তিমপি বিবর্য্যিকুর্কন্ত্যেব
বেদোক্তত্বাভাবে ভক্তেরপ্রামাণ্যমেব ত্রাং । ততশ্চ বেদোক্তা য়ে ত্রিগুণমরা জ্ঞানকর্ম্মবিবর্য্যো
তেত্যেব নির্গতো ভব তানু স কুর্ক । যে তু বেদোক্তা ভক্তিবিবর্য্যো ত্যঃস্ত সর্বপংবাহুতীতি ।

ভদ্রনহুষ্ঠানে “ঐতিশ্চিতিপুরাণাদিপৰ্কারাবিধিং বিনা । ঐকান্তিকী হর্যেভক্তিৰূপতাইব কল্পাতে” ইতি যোষো হুষ্ঠায় এব । তেন সগুণানাং গুণাতীতানামপি বেদানাং বিষয়ান্নৈশ্চগুণান্নৈশ্চগুণাশ্চ । তত্র বদ্ধ নৈশ্চগুণো ভব । নিগুণেরা মদতৈল্যেব ত্রিগুণাত্মকেভ্যঃ তেভ্যো নিষ্কান্তো ভব, ততএব নিঃস্বঃ গুণময়মানাপমানাদিরহিতঃ । অতএব নিত্যাঃ সত্বঃ প্রাণিতিস্বভূতৈরেব সহ তিষ্ঠতীতি তথা সঃ । নিত্যং সত্ত্বগুণহো ভবেতি ব্যাখ্যায়ঃ নিশ্চৈশ্চগুণো ভবেতি ব্যাখ্যায়ঃ বিরোধঃ জ্ঞাৎ । অলঙ্কারো যোগঃ লক্ষ্য রক্ষণং ক্ষেমস্তদ্রহিতঃ । মন্তকিরসাবাদবশাদেব তয়ো-
নহুসদ্ধানাৎ । “যোগক্ষেমং বহাম্যহং” ইতি ভক্তবৎসলেন মতৈব তত্তারবহনাৎ । আত্মবান্-
মদতবুদ্ধিযুক্তঃ । অত্র নিশ্চৈশ্চগুণাত্মৈশ্চগুণায়োবিবেচনঃ ; বহুক্ষমেকাদশে, “মদপ্ৰণং নিষ্কলং বা
সাম্বিকং নিজকৰ্ম্ম তৎ । রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসা প্রায়াদি ভামসম্ ।” নিষ্কলং বেতি নৈমিত্তিকং
নিজকৰ্ম্মফলাকাঙ্ক্ষারহিতমিত্যর্থঃ । “কৈবল্যং সাম্বিকং জ্ঞানং রাজো বৈ কল্পিতস্ত যৎ ।
প্রাকৃতং ভামসং জ্ঞানং মল্লিষ্ঠং নিগুণং স্মৃতম্ । বনস্ত সাম্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে ।
ভামসং দূতসদনং মল্লিকতস্ত নিগুণম্ । সাম্বিকঃ কারকোহসদী রাগাক্রো রাজসঃ স্মৃতঃ ।
ভামসঃ স্থিতিবিভ্রষ্টো নিগুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥ সাম্বিক্যাপ্যাম্বিকী শ্রদ্ধা কৰ্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী ।
ভামস্তথার্থে বা শ্রদ্ধা মৎসেবারাস্ত নিগুণা ॥ পথাং পুতমনারস্তনাহার্যাং সাম্বিকং স্মৃতম্ । রাজসং
চেজ্জিয়প্ৰেষ্ঠঃ ভামসং চার্ছিদাগুচি ॥” চকারাম্মিবেদস্ত নিগুণমিতি স্বামিচরণানাং ব্যাখ্যানম্ ।
“সাম্বিকং সুখমাশ্রোথং বিষয়োক্ত রাজসম্ । ভামসং মোহদৈজ্যোতং নিগুণং মদপাশ্রয়ম্” ।
ইত্যন্তেন গ্রহেন ত্রৈগুণাবস্থরূপি প্রদর্শ্য নিগুণস্ত স্বতন্ত্র সমাঙ্ নৈশ্চগুণাতাসিদ্ধার্থঃ নিগুণতৈব
ভক্ত্যা স্বমি কথঞ্চিৎ স্থিতস্ত ত্রৈগুণস্ত নির্জয়োহপ্যুক্ততদনন্তরমেব যথা, “ত্রয়াং দেশতথাকালো
জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ কারকম্ । শ্রদ্ধাবহাকৃতিনিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সৰ্ব্ব এব হি । সৰ্ব্বৈ গুণময়া ভাবাঃ
পুরুষাব্যক্তাদিষ্ঠিতাঃ । হুষ্ঠং ঐশ্বর্যমুদ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষবৰ্জিত । এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো
গুণকৰ্ম্মসিদ্ধনাঃ । যেনৈমে নিৰ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ । ভক্তিব্যোগেন মল্লিষ্ঠো
মন্তাবার প্রপত্ততে ॥” ইতি । তন্মাত্তল্যেব নিগুণেরা ত্রৈগুণ্যায়ো নাজ্ঞাথা । অত্রাপ্যে
“কথং চৈতাংস্ত্রীশ্চগুণানতিবৰ্জতে” ইতি প্রশ্নে একাতে । “মাক যোহগ্যতিচারেণ ভক্তিব্যোগেন
সেবতে । স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূতায় কল্পতে” ইতি স্বামিচরণানাং ব্যাখ্যা
চ । চকারোহত্রাবধারণার্থঃ । মামেব পরমেশ্বরমব্যতিচারেণ ভক্তিব্যোগেন যঃ সেবত
ইত্যেবা ॥ ৪৫ ॥

ভাঃপর্য্য ।—বিষয়ান্তিলাবী মানবগণ, অনিত্য স্বর্গাদি কলশংসী “স্বর্গ-
কামী অশ্বমেধেন যজত” ইত্যাদি বেদবাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া, যজ্ঞাদি ক্রিয়ার
অনুষ্ঠান করেন । যেমন মধুপানে প্রমত্ত জমর, মধুলোভে ইতস্ততঃ পর্য্যটন
করিতে করিতে, দৈবাৎ কেতকীবনে প্রবেশ করতঃ, তত্রত্য কণ্টকদ্বারা

ছিন্নপক্ষ ও রেণুরাশিতে বিগলিত দর্শন হইয়া গতি-শক্তি-রহিত হয়, কিংবা
 নিদাঘকালীন সম্যাক মার্জিত-তাপে প্রতপ্ত পথপ্রান্ত পথিক বিশ্রাম-লালসায়
 আপাততঃ স্থগীত, পরিণামে বিষম অনর্থ-বহুল কুপিত-ফণি-কণাছায়া-
 তুল্য প্রবেশ করতঃ বিষম শব্দটে পতিত হয়। তদ্রূপ অধাতুলাসী মানবগণ,
 আপাততঃ রমণীয় স্বর্গাদি ফলপ্রদ বেদোদিত কাম্য কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া,
 ঘোরতর সংসার-সাগরে নিপতিত হয়, এবং বিষয় লোভে আত্মবিশ্বস্ত
 হইয়া কর্তব্য-কর্তব্যবিমূঢ় ও উপায় বিহীন হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের
 নিকাম ধর্মে প্রবৃত্তি হয় না। হতরাং নিশ্চয়ান্নিকা বুদ্ধি কিরূপে তাহাদের
 জন্ম-কন্দরে প্রাচুর্ভূত হইবে? ইত্যাদি ভবদুস্ত যুক্তি ও রমণীয় মধুময়
 বাক্য সকল আমি উত্তমরূপে অবগত হইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই
 যে, মাতৃপিতার ন্যায় অতিশয় বাৎসল্যকামী বেদশাস্ত্র, অত্যন্ত অল্প
 কলপ্রদ, জন্ম-মরণের কারণস্বরূপ কাম্য ক্রিয়ার উপদেশে কেন প্রবৃত্ত
 হইলেন? কেন বা আবার তাদৃশ ক্রিয়া পরিত্যাগার্থ বিধি নিরূপণ
 করিলেন? অথবা, কাগী পুরুষের চিত্তদোষ বশতঃ জন্মদে নিশ্চয়ান্নিকা
 বুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারে না। নিকামী পুরুষের তাহা উৎপন্ন হয় সত্য,
 কিন্তু নিশ্চয়ান্নিকা বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া কর্ম করিলেও কর্মের স্বভাবে মানব
 স্বর্গাদি ফল-সাধনে বিনিয়োজিত হইতে পারে। অতএব বিবেচনা করিয়া
 দেখুন, কাম্য ক্রিয়া ও নিকাম ক্রিয়া উভয়ই সমান। তবে নিকাম ক্রিয়ার
 অনুষ্ঠানের নিমিত্ত বার বার আপনি কেন আমাকে অনুরোধ করিতেছেন?
 ইত্যাদি অর্জুন-বাক্যের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন। হে অর্জুন!
 বেদ সকল পিতা মাতার ন্যায় বাৎসল্য ভাবে গুণ-প্রদান পুরুষের
 হিতার্থ কাম্য কর্মের কর্তব্য প্রতাপদন করিয়াছেন। কারণ, বেদ
 যদি পুরুষের গুণানুসারে স্বর্গাদি-সাধন ও হিতকর কাম্য কর্মের উপদেশ
 প্রদান না করিতেন, অর্থাৎ অভিলষিত স্বর্গাদির সাধন বলিয়া অশ্বমেধাদি
 বহু কর্তব্য, আর ব্রহ্মহত্যাदि পাপজনক বলিয়া তাহা অকর্তব্য, ইত্যাদি
 বিধি নিয়োজিত না করিতেন, তবে ভোগাভিলাষী মানবগণ তমোরজ
 আদি গুণের বশবর্তী হইয়া, অনুপায়ে উপায়, অকর্তব্যে কর্তব্য বোধ
 করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কর্মে প্রবৃত্ত হইত। তখন তাদৃশ পুরুষের দ্বারা সমা-
 জের উচ্ছৃঙ্খলতা ও আত্মবিনাশাদিরূপ ঘোরতর অনর্থরাশি সমুপস্থিত হইত।

অতএব বেদে সকামী ত্রিগুণাত্মক পুরুষের হিতার্থ নিত্য নৈমিত্তিক ও কাংক্ষাদি ক্রিয়ার অধিকারি ভেদে বিধি নিষেধ উক্ত হইয়াছে । তুমি গুণময় বেদোক্ত ক্রিয়া পরিত্যাগ কর, অর্থাৎ বেদোক্ত বিধি নিষেধের বশীভূত হইও না ; যেহেতু তুমি অধুনা সত্ত্বগুণ-প্রবণ, অতএব তুমি সত্ত্ব গুণেরই বন্ধি করিতে থাক ; ত্রিগুণময় ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইও না । কারণ কর্মকাণ্ডাত্মক বেদে সুখদুঃখময় সংসারের মূলীভূত কর্মের প্রতিপাদক ; অর্থাৎ যিনি যে কালের কামনা করেন, বেদে তাঁহার নিমিত্ত সেই কলপ্রদ ত্রিগুণময় কর্মের বিধি নির্ধারিত হইয়াছে । অতএব কামনা সহকৃত অনুষ্ঠিত কর্ম তইতে কল উৎপন্ন হয় । কামনা রহিত অনুষ্ঠিত কর্মদ্বারা কোন ফল হয় না । হে অর্জুন ! হে বিশুদ্ধ-হৃদয় ! অধুনা তুমিও নিঃস্বৈগুণ্য অর্থাৎ নিকাম হও, তোমাকে কোন ফলই বন্ধ করিতে পারিবে না । এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, নিকাম কর্ম করিলেও কর্মের স্বভাবেই লোক সংসারাবদ্ধ হইবে, তোমার এই আশঙ্কা এই স্থানেই দূরীভূত হইল ।

যখন মনুষ্যের শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব নিবারণের নিমিত্ত বস্ত্র ও শীতল দ্রব্যাদির আবশ্যক, তখন তাহারা কিরূপে নিকাম হইবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন । তুমি নিঃস্বন্দ্ব অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকোক্ত ‘মাত্রাপ্পর্শান্ত কোন্তেয়’ ইত্যাদি নিয়মানুসারে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হও । যদি বল, শীতোষ্ণাদি জনিত অসহ্য দুঃখ কিরূপে সহন করা যাইবে ? তাহা বলিতেছি শুন ; সখে ! তুমি নিত্যসত্ত্ব হও, অর্থাৎ ধৈর্য্যাবলম্বন কর । সত্ত্বগুণ, রজ ও তমোগুণদ্বারা অভিভূত হইলে, মানব অশেষ বজ্রণায় পরিশীড়িত, এবং স্বধর্মবহির্ভূত হয় । তুমি রজস্তম গুণকে জয় করিয়া কেবলমাত্র সত্ত্বগুণাবলম্বী হও, তাহা হইলে সকল দুঃখ হইতে পরিজ্ঞান পাইবে । যদি বল শীতোষ্ণাদি সহ করিলেও ক্ষুৎপিপাসাদি নিবারণের নিমিত্ত অলব্ধ বস্ত্র লাভ, লব্ধবস্ত্র রক্ষণে বদ্ধ করিতে হইবে ; তবে কিরূপে মানব নিত্য সত্ত্বগুণাবলম্বী হইবে ? ইহার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন ; তুমি ষোগ ও ক্ষেম পরিত্যাগ কর । অলব্ধ লাভের নাম ষোগ ও লব্ধ পরিরক্ষণের নাম ক্ষেম । তুমি এই উভয় পরিশূন্য হও, বা চিত্তবিক্ষেপকারী সর্ব পরিগ্রহ-বিরহিত হও । যদি বল, আমি সকল পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব ? তাহাও বলিতে পার না । কারণ সর্বাত্ম-

যাসী ভগবান্ পরমেশ্বরই তোমার সকল প্রকার বোগকেই নির্মূহ করি-
বেন ; তোমাকে জীবিকার্থ কোন প্রয়াস করিতে হইবে না । তুমি আত্মবান্
হও, অর্থাৎ সকল কামনা শূন্য হইয়া পরমেশ্বরের আরাধনা কর, তাহা
হইলেই সকল বিষয় সম্পন্ন হইবে । এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিত হও,
তোমাকে কোন বিষয়ে কষ্ট করিতে হইবে না ॥৪৫॥

—:::—

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতৌদকে ।

তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয় ।—উদপানে (বাপীকূপতড়াগাদিষু) যাবান্ (যাবৎপরিমাণঃ) অর্থঃ (ফলং) [ভবতি] তাবান্ (তৎ সর্বং) সর্বতঃ (সর্বতোভাবে) সংপ্লুতৌদকে (সমুদ্রে, মহাস্রদে—একত্রিত ইতি যাবৎ) [তথা] সর্বেষু বেদেষু (বেদোক্তকর্মণু—যৎ কর্মফলং তৎ সর্বমিতি যাবৎ) বিজানতঃ (পরমার্থতত্ত্বাভিজ্ঞস্য) ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মার্পিভৃদ্রস্য [ভবতি] ॥ ৪৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—পুরুষিণী-কূপাদিতে যে-পরিমাণ ফল (হয়) সে-
সকল সর্বতোভাবে সমুদ্রে [সেইরূপ] সকল বেদে পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ
ব্রাহ্মণের [হয়] ॥ ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—সুদূর হ্রদতড়াগাদি জলাশয়ের সীমাবদ্ধ বারিধারা
স্নানাপানাদিরূপ যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, অবিস্তৃত বিপুল-কলেবর
এক সাগর-সলিলে তৎসমস্তই সাধিত হইয়া থাকে ; তদ্রূপ যারতীর
বেদোক্ত কর্মকাণ্ডে যে কর্মফল বিহিত হইয়াছে, পরমার্থ-তত্ত্ব-নিরত
ব্রহ্ম-জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ তৎসমস্ত সহজেই প্রাপ্ত হন ॥ ৪৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—সর্বেষু বেদোক্তেষু কর্মণু ব্রাহ্মজ্ঞানস্তানি ফলানি তানি
নাপেক্ষতে চেৎ কিমর্থং তানীশ্বরায়ৈতাহুগীয়েন্তে ? ইত্যাচ্যতে শৃণু যাবানিতি । যথা লোকে
কূপতড়াগাদ্যনেকস্মিন্ উদপানে পরিচ্ছিন্নৌদকে যাবান্ যাবৎপরিমাণঃ স্নানাপাদির্যর্থঃ
ফলং প্রয়োজনং স সর্বোহর্থঃ সর্বতঃ সংপ্লুতৌদকেহপি বোহর্থঃ ত্বাবানেব-সংপ্লুতৌ তজ্জাত-
ত্ববতীত্যর্থঃ, এবং তাবাত্তাবৎপরিমাণ এব সংপ্লুতৌ, সর্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কর্মণু
বোহর্থো যৎ কর্মফলং বোহর্থৌ ব্রাহ্মণস্ত সংজ্ঞাসিনঃ পরমার্থতত্ত্ববিজানতো বোহর্থো যৎ

বিজ্ঞানকলং সৰ্বতঃ সংপ্লুতোদুঃস্থানীরং তস্মিন্তাবানেষ সংপদ্যতে তদ্বৈবান্তর্ভবতী-
ভ্যর্থঃ । যথা "কৃতায় বিলিতায়াধরেবাঃ সংবন্ত্যেবমেনং সৰ্বং তদভিসমেতি যৎকিঞ্চিৎ প্রাণাঃ
সাধু কুর্কন্তি বত্বেন যৎ স বেদ" ইতি শ্রুতেঃ, । "সৰ্বং কৰ্ম্মাখিলম্" ইতি চ বক্ষ্যতি, তস্মাৎ
প্রাক্ জ্ঞাননিষ্ঠাধিকারপ্রাপ্তেঃ কৰ্ম্মণাধিকৃতেন কুণতড়াগাদ্যৰ্থানীরমপি কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যম্ ॥ ৪৬ ॥

আনন্দগিনি ।—ঈশ্বর্যপরিমা স্বধৰ্ম্মানুষ্ঠানেহপি কলকামনাভাবৈকল্যং যোগ-
মার্গস্যোতি মহানঃ শক্তে সৰ্কেষিতি । কৰ্ম্মমার্গস্য কলবন্তঃ প্রতিজানীতে উচ্যত ইতি ।
কিং তৎকলমিত্যুক্তে তদ্বিবরম্লোকমবতারয়তি শ্রুতি । যথোদপানে কূপাদৌ পরিচ্ছিন্নোদকে
• স্নানচমনাদ্যর্থো যাবাদুৎপদ্যতে স তাবানপরিচ্ছিন্নে সৰ্বতঃ সংপ্লুতোদকে সমুদ্রোহস্তর্ভবতি
পরিচ্ছিন্নোদকানামপরিচ্ছিন্নোদকাংশতঃ, তথা সৰ্কেষু বেদোক্তেযু কৰ্ম্মসু যাবানর্থো বিষয়-
বিশেষোপরক্তঃ সুখবিশেষো জায়তে স তাবানানুবিদঃ স্বরূপভূতে সুখেহস্তর্ভগতি, পরিচ্ছিন্না-
নানানামপরিচ্ছিন্নানানান্তর্ভাবাত্মপগমা"দেতসৌবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্ৰায়ুপজীবন্তি"
ইতি শ্রুতেঃ । তথা চাপরিচ্ছিন্নাআনন্দপ্রাপ্তিপৰ্য্যবসারিনো যোগমার্গস্য নাস্তি বৈকল্যমিত্যাহ
যাবানিতি । উক্তমর্থমকরযোজনয়া প্রকটয়তি । উদকং পীরতেহস্তিগতি ব্যুৎপত্তা
কূপাদিপরিচ্ছিন্নোদকবিষয়কমুদপানশব্দস্য দর্শয়তি কূপেতি । কূপাদিগতস্তাভিধেয়স্য
সমুদ্রোহস্তর্ভবাস্তব্যাং কথমিদমিখমিত্যাশঙ্কার্থশব্দস্য প্রয়োজনবিষয়ত্বং ব্যুৎপাদয়তি কলমিতি ।
যৎকলং নীরতে তৎকলমিত্যুচ্যতে তৎকথং তড়াগাদিকৃতঃ জ্ঞানপানাদি তথেষ্যাশঙ্ক্য
তত্তারীরসো নাশোপপত্তেরিত্যাহ প্রয়োজনমিতি । তড়াগাদিপ্রযুক্তপ্রয়োজনস্য সমুজ্জিনিমিত্ত-
প্রয়োজনমাত্রমমুদকং সামান্ত্যাত্মানুপপত্তেরিত্যাশঙ্ক্যাহ ভবেতি । ঘটাকাশাদেবৈব মহাকাশে
পরিচ্ছিন্নোদককার্য্যতাপরিচ্ছিন্নোদককার্য্যাস্তর্ভাবঃ সম্ভবতি তৎপ্রাপ্তাবিতরণোক্তাভাবানিত্যর্থঃ ।
পূর্বার্দ্ধং দৃষ্টান্তভূতমেব ব্যাখ্যায় দাষ্টান্তিকমুত্তরার্দ্ধং ব্যাকরোতি এবমিত্যাদিনা । কৰ্ম্মসু
যোহৰ্থ ইত্যুক্তং ব্যনক্তি যৎকৰ্ম্মকলমিতি । যোহর্থো বিজ্ঞানতো ব্রাহ্মণস্য যোহৰ্থতাবানেষ
সংপদ্যত ইতি শব্দঃ । তদেব স্পষ্টয়তি বিজ্ঞানেতি । তস্মিন্তর্ভবতীতি শেবঃ । কৰ্ম্মকলং
জ্ঞানকলেহস্তর্ভবতীত্যত্র গ্রমাগমাহ সৰ্কমিতি । যৎকিমপিপ্রজাঃ সাধু কৰ্ম্ম কুর্কন্তি তৎসৰ্কং
স পুরুষোহভিসমেতি প্রাপ্নোতি যঃ পুরুষস্তবেদ বিজ্ঞানতি যবন্ত সঠেক্য বেদ তথেষ্যমিতি
শ্রুতেরর্থঃ । কৰ্ম্মকলস্ত সত্ত্বজ্ঞানকলেহস্তর্ভাবঃ সংবর্গবিদ্যারং শ্রয়তে কথমেতাবতা
নিষ্ঠজ্ঞানকলে কৰ্ম্মফলান্তর্ভাবঃ সম্ভবতীত্যশঙ্ক্যাহ সৰ্কমিতি । তর্হি জ্ঞাননিষ্ঠেব কৰ্ত্তব্য
তাবতৈব কৰ্ম্মকলস্ত লঘুতয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠানানপেক্ষণানিত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মাদিতি । যোগমার্গস্য
নিষ্ফলতাবতন্তর্ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

ব্রাহ্মানুষ্ঠ ।—যাবানিতি । নচ বেদোদিতঃ সৰ্কং সৰ্কস্যোপাদেয়ং যথা সৰ্কাধপরি-
কল্পিতে সৰ্কতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে শিপাসোৰ্য্যাবানর্থঃ যাবদেব পানীরপ্রয়োজনং তাবদেব
তে নোপাদীরতে ন সৰ্কং, এবং সৰ্কেষু বেদেযু ব্রাহ্মণস্ত বিজ্ঞানতঃ ব্রহ্মসব্বতী ব্রাহ্মণঃ । বেদার্থ
বিজ্ঞানন্ মুহুমূর্কেদিকস্ত মুহুমূর্কেদেব যোক্ষসাধনং তদেবোপাদেয়ং নোনাৎ ॥ ৪৬ ॥

হুমান্ ।—বাবানিতি । জ্ঞাননিষ্টেকার্থত্ববুদ্ধেঃ ব্যাধিনো যোগনির্পরিত্ত শ্রোত-
শ্রাভক্ষণানাবাঞ্ছিতকরণে দোষইতি চেন্নৈবং যতঃ যথা লৌকিককৃপতৃতাগাত্তনেকশ্মিন্নুপপাদনে
উদকং পীরতে যন্মিন্নিত্যদপানং জলাশয়ত্বম্বিন্ জলাশয়ে বাবান্ বাবৎপরিমাণজ্ঞানপানাদিহর্থঃ
কলং স সর্কোহর্থঃ সর্কতঃ সংপ্লুতোদকে কৃপতৃতাগাত্তবিভাগেন স্থিতে জনপুংসে ভবতি, যদৈবং
যথা যেননিহিতবাগদানাদিসাদনসাধ্যো বাবানর্থস্তাবান্ বিজানতঃ কামহন্তত্ব ব্রাহ্মণস্য ভবতি
“সর্কং তদতিসরেতি যৎকিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্কন্তি যন্তবেদ স বেদ” ইতি শ্রুতেঃ, “সর্কং
কর্মাধিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে” ইতি চ বক্ষ্যতে ঠিতি ॥ ৪৬ ॥

ক্রীত্বান্ ।—নহু বেদোক্তনানাকগত্যাগেন নিকামত্বম্বেদধারণবিষয়া ব্যবসায়ান্ত্রিকা
বুদ্ধিঃ কুবুদ্ধিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ বাবানিতি । উদকং পীরতে যন্মিন্নিত্যদপানং বাপীকৃপতৃতাগাদি
তন্মিন্ ব্রহ্মোদকে একত্র কুংস্বার্থব্যাসস্তথাং তত্র তত্র পরিত্রমণেন বিভাগশো বাবান্
জ্ঞানপানাদিহর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি তাবান্ সর্কোহপ্যর্থঃ সর্কতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহুঁদে
একত্রেব যথা ভবতি এবং বাবান্ সর্কেষু বেদেষু তন্মৎকর্মফলরূপোহর্থস্তাবান্ সর্কোহপি
বিজানতো ব্যবসায়ান্ত্রিকাবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব ব্রহ্মানন্দে সূত্রানন্দা-
নামন্তর্ভাবাৎ । “এতস্যৈবানন্দস্যাত্মনি তুতানি মাত্ৰামুপজীবতি” ইতি শ্রুতেঃ । তন্মাদিরমেষ
বুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

বলদেব ।—নহু সর্কান্ বেদানধীরানস্য বহুকালব্যায়াক্ষবিক্লেপসম্ভবাত কথং
তদ্বুদ্ধিরভ্যাসতত্রাহ বাবানিতি । সর্কতঃ সংপ্লুতোদকেতি । বিত্তীর্ণে উদপানে জলাশয়ে
জ্ঞানাদ্যর্থিনো বাবান্ জ্ঞানপানাদিহর্থঃ প্রয়োজনং তাবানেব স তেন তন্মাৎ সংপদ্যতে এবং
সর্কেষু গোপনিত্বং বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বেদাধারিনো বিজানতঃ আত্মসাধায়াজ্ঞানং লকুকামস্য
বাবান্ তজ্জ্ঞানমিক্লিকরণেহর্থঃ স্যাৎ তাবানেব তেন তেভ্যঃ সংপদ্যতে ইত্যর্থঃ । তথাচ
অশাখ্যৈব গোপনিত্বাচ্চিরেণৈব তৎসিন্দৌ তদ্বুদ্ধিরভ্যাসিত্যেবেতি । ইহ দাষ্টীতিক্লেপি
বাবান্তাবানিতি পদব্রহ্মমজ্জয়ঞ্জরীম্ ॥ ৪৬ ॥

মধুসূদন ।—নচৈবং শক্নীয়ঃ সর্ককামনাপরিত্যাগেন কর্ম কুর্কমহং তৈতৈঃ
কর্মজনিতৈরানন্মৈর্কৃতৈঃ স্যামিতি যন্মাৎ উদপানে সূত্রজলাশয়ে (জাতাবেকবচনং)
বাবানর্থঃ বাবৎ জ্ঞানপানাদিপ্রয়োজনং ভবতি সর্কতঃ সংপ্লুতোদকে মহতি জলাশয়ে
তাবানর্থো ॥ ৩৮ ভবত্যেব, যথাহি পর্কতনির্ভরাঃ সর্কতঃ অবন্তঃ কচিৎপত্যকারামেকত্র
মিশন্তি তত্র প্রত্যেকং জায়মানমুদকপ্রয়োজনং সমুদিতং স্তত্রাং ভবতি সর্কোবাঃ
নির্ভরাণামেকত্রেব কাসারেহস্তর্ভাবাৎ এবং সর্কেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কাম্যকর্মসু বাবানর্থো
হিরণ্যগর্ভানন্দপর্যাস্তাবান্ বিজানতো ব্রহ্মত্বং সাক্ষাৎকৃতবতো ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মবৃত্তবোদ্ধ-
ত্যেব সূত্রানন্দানাং ব্রহ্মানন্দাংশভাৎ তত্র সূত্রানন্দানামন্তর্ভাবাৎ “এতস্যৈবানন্দস্যাত্মনি
তুতানি মাত্ৰামুপজীবতি” ইতি শ্রুতেঃ । একস্যাপ্যানন্দস্যবিভাক্রান্ততত্ত্বভূত্যাধিপরিচ্ছেদ-
নাদান্যাত্মাংশিবদ্যাপদেশে ॥ আকাশস্যৈব ঘটাত্ত্ববচ্ছদকজনরা তথাচ নিকামকর্মতিঃ তজ্জাতঃ-

করণত তবান্জ্ঞানোদয়ে পরব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তিঃ তাত্ ৩১ৈব সৰ্বানন্দপ্রাপ্তৌ ন কুদ্রানন্দা-
প্রাপ্তিনিবন্ধনৈবরথ্যাবকাশঃ, অতঃ পরমানন্দপ্রাপকায় তবজ্ঞানায় নিকামকর্মাণি কুরীত্যতি-
প্রায়ঃ । অত্র যথা তথা ভবতীতি পদত্রয়াধ্যাহারঃ যাবান্ তাবানিতি পদত্রয়াভূষণচ
দাষ্টান্তিকে দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৪৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু আত্মগুণং চিত্তগুহ্যৌ সত্যামেব ভবতি সা চ সকলবেদোক্তকর্মা-
মুষ্ঠানসাধ্যা অতো নিষ্টৈশ্চগুণ্যং হ্রস্বভিন্নিত্যাশঙ্ক্যাহ যাবানিতি । সৰ্বতঃ সংপ্লুতোদকে
মহতি উদপানে জলাশয়ে পুরুষস্য যাবান্ অর্থঃ যাবৎ জ্ঞানপানাদিকং প্রয়োজনং ঘটমাত্রজল-
নির্কর্তব্যং ভবতি ন কৃৎস্নজলাশয়ব্যয়নির্কর্তব্যং তাবানেবার্থঃ বিজ্ঞানতো ব্যুৎপন্নচিত্তত্ব ব্রাহ্মণত্ব
ব্রহ্মবৃত্ত্যোঃ সৰ্বেষু বেদেষু বেদৈকদেশোপনিষচ্ছ বণমাত্রনির্কর্তব্যো ভবতি ন কৃৎস্নবেদার্থ-
মুষ্ঠানং বসিদ্ধার্থমপেক্ষতে, একেন জ্ঞানা কৃৎস্নবেদামুষ্ঠানাসম্ভাৎ, ঐহিকেন জ্ঞানান্তরী-
য়েণ বা জগাদিনা চিত্তগুহ্যৌ সত্যামুপনিষচ্ছ বণান্নিষ্টৈশ্চগুণ্যতা সম্ভবতীতি ভাবঃ । বুদ্ধান্ত
সৰ্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে আত্মজ্ঞানে পুরুষস্ত তাবানর্থঃ কৃৎস্নোহপি ভবতি যাবান্ অনেক-
কূপস্রপোদপানস্থানীয়েষু সকলবেদোক্তকর্মস্বমুষ্ঠিতেষু ভবতি ব্রহ্মানন্দে কুদ্রানন্দানাসম্ভ-
র্তাবাৎ, তথা চ ঐতিহ্যানে সৰ্বকর্মফলাস্তর্ভাবং দর্শয়তি, যথা “কৃত্যয়া বিজিতারাদিরেয়াঃ
সংস্কৃত্যেবমেবৈনং সৰ্বং তদতিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুরীন্তি যন্তবেদ যৎ স বেদ” ইতি,
বক্ষ্যতি চ, “সৰ্বং কর্মাধিলং পার্শ্বজ্ঞানে পরিসমাপ্যতে” ইতি, গন্ধাতুল্যজ্ঞানোদয়াৎ প্রাগেব
কূপোপমানি কর্মাণি কৰ্ত্তব্যানীতি ভাব ইতি ব্যাচখ্যঃ । অগ্নিন্ পক্ষে পূর্বার্দ্ধে অনেকগ্নিন্
যথা তথা ভবতীতি পদচতুষ্টয়াধ্যাহারঃ, যাবান্ তাবান্ পদয়োঃভূষণচ দাষ্টান্তিকে
দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—হস্ত কিং বস্তব্যং নিকামস্ত নিগুণস্য তত্ত্বিযোগস্ত মাহাত্ম্যং যট্যবা-
স্রজ্ঞমাত্রোহপি নাশপ্রত্যবাদৌ ন ততঃ । স্বরমাত্রোণি কৃতার্থতা ইত্যেকাদশেংপুঙ্খবান্ধাপি
বক্ষ্যতে । “ন হ্রস্বোপক্রমে ধ্বংসো মদুর্নস্যোদ্ধবান্ধপি । ময়া ব্যবসিতঃ সমাগ্ নিগুণবাদ-
শ্রবিতঃ” ইতি । কিন্তু সকামো তত্ত্বিযোগোহপি ব্যবসারান্ধিকা বুদ্ধিশ্বেনোচ্যতে ইতি
হুটোক্তেন সাধয়তি যাবানিতি । (উদপানে ইতি জাত্যা একবচনং) উদপানেষু কূপেষু
যাবানর্থ ইতি । কশ্চিৎ কূপঃ শৌচকর্মার্থকঃ, কশ্চিৎ দস্তধাবনার্থকঃ, কশ্চিৎ বস্ত্রধাবনার্থকঃ,
কশ্চিৎ কেশাদিমার্জনার্থকঃ, কশ্চিৎ স্নানার্থকঃ, কশ্চিৎ পানার্থকঃ ইত্যেবং সৰ্বতঃ
সৰ্বেষুদপানেষু যাবানর্থঃ যাবতি প্রয়োজনানীত্যর্থঃ । সংপ্লুতোদকে মহাজলাশয়ে
সরোবরেহপি তাবানেবেত্যর্থঃ । তন্নিরেকগ্নিন্নেব শৌচাদিকর্মসিদ্ধিঃ । কিঞ্চ তত্ত্বৎকূপেষু
পৃথক পৃথক পরিভ্রমণপ্রমেণ সরোবরে তু তৎ বিদ্যেব । তথা কূপেষু বিস্রজলেন সরো-
বরেষু স্বরজলেটেন্নেতাপি বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ । এবং সৰ্বেষু বেদেষু তত্ত্বদেবতারাদধেনন
যাবন্তোহর্থাতাবন্ত একস্ত ভগবত আরাধনেন বিজ্ঞানতো বিজ্ঞয়া । ব্রাহ্মণস্যোতি ব্রহ্ম বেদং
বেদীতি ব্রাহ্মণত্বং বিজ্ঞানতঃ । বেদজ্ঞেহপি বেদভাৎপৰ্য্যং ভুক্তিং বিশেষতো জ্ঞানতঃ ।

যথা দ্বিতীয়স্থে, “ব্রহ্মবর্চসকামস্ত যজ্ঞেত ব্রহ্মণস্পতিম্ । ইন্দ্ৰমিগ্রিরকামস্ত প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্ । দেবীং মায়াস্ত শ্রীকামঃ” ইত্যাদ্যুক্তা, “অকামঃ সুর্ষকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ । তীত্রেণ তক্তিবোগেন যজ্ঞেত পুরুষং পরং” ইতি । মেঘাদামিশ্রণ্য সৌর-কিরণস্য তীত্ৰমিব তক্তিবোগস্ত জ্ঞানকর্মাভ্যামিশ্রণং তীত্ৰং জ্ঞেয়ম্ । অত্র বহুভ্যো দেবেভ্যো বহুকামসিদ্ধিরিতি বহুবুদ্ভিষ্মেব । একাস্তাভগবত এব সর্ষকামসিদ্ধিরিত্যং-শেনৈকবুদ্ধিহাদেকবুদ্ধিষ্মেব বিষয়সাদৃশ্যাজ্জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—কর্ম সম্পাদনে যে অবশ্যজ্ঞাবী আনন্দ উপজাত হয় সর্ষকামনা পরিত্যাগ পূর্বক কর্ম নির্বাহ করিলে, সে আনন্দ সন্তোষে বঞ্চিত হইতে হইবে । অর্জুন যদি এরূপ আশঙ্কা করেন, ইহাই মনে করিয়া শ্রীভগ-বান্ বলিতেছেন,—ওহে ভ্রাতৃ সখে ! বসুন্ধরার যে দিকে নেত্রপাত কর, সেই দিকেই সরোবর কুপাদি বিবিধ জলাশয় পরিদৃষ্ট হয় এবং তদ্রূপ সলিলে মানবের স্নান-পানাদি নানাপ্রকার প্রয়োজন সংসাধিত হয় । কিন্তু দিগন্তব্যাপী অনন্ত সলিলাধারস্বরূপ মহাব্রহ্মে—যাহার বিপুল কলেবরে শৈলসানুবাহিনী তরঙ্গিণী সমূহ সম্মিলিতা হইতেছে, যাহার বারিরাশির তুলনায়, তড়াগাদি মুষ্টিমেয় বলিয়া প্রতীত হয়—সেই সাগর-সলিলে অবশ্যই মানবের বাবতীয় জলপ্রয়োজন সহজেই সুনির্বাহিত হইতে পারে । ঐতি-বিহিত সামান্য ও গীমাবদ্ধ ফল-প্রসূ বিধিসমূহ ক্ষুদ্র জলাশয় তুল্য । সেই বিধিসমূহের বশবর্তী হইয়া সকাম কর্মানুষ্ঠান করিলে যে আনন্দরূপ ফল-লাভ করিতে পারা যায়, নিশ্চয়াক্সিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ তৎ-সমস্তই উপভোগ করিয়া থাকেন । তিনি ব্রহ্মানন্দরূপ যে অতুলনীয় আনন্দ নিরন্তর সন্তোষ করেন, তাহা সমুদ্রের স্থায় গীমাশূন্য । তাঁহার সেই ব্রহ্মা-নন্দের বিশাল গহ্বরে অসংখ্য ক্ষুদ্রানন্দ সমূহ বিলীন হইয়া যায়—সেই বিপুল আনন্দবারিধির বক্ষে নগণ্য বৃষ্টিবিন্দুবৎ বেদবিহিত ক্ষুদ্রানন্দ সমূহ অন্তর্ভূত হইয়া থাকে । ঐতিও বলিয়াছেন, “ভূতসমূহ এই আনন্দে জীবিত থাকে ।” নিকাম-কর্ম-জনিত শুদ্ধাভ্যাসকরণের ফলস্বরূপে পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি সজটিত হয় । সেই সর্ষানন্দের সমষ্টি ও সারভূত ব্রহ্মপ্রাপ্তি জনিত ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত হইলে, ক্ষুদ্রানন্দের নিমিত্ত অভাব-বোধ বা ব্যাকুলতা তিরোহিত হয় । অতএব হে সখে ! তুমি, ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ তত্ত্বপথের পথিক হইয়া, নিকাম কর্মের অনুসরণ কর । তাহা হইলে

পরমানন্দ তোমার করতলস্থ হইবে—তুচ্ছ ক্ষুদ্রানন্দের নিমিত্ত তোমার আর
আগ্রহ থাকিবে না ॥ ৪৬ ॥

—:~:—

কর্মণ্যেবাধিকারন্তু মা ফলেষু কদাচন ।

মা কর্মফলহেতুভূর্ম্মা তে সঙ্কেহিস্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

অন্থর ।—তে (তব) কর্ম্মণি এব (কর্ম্মমাত্রে) অধিকারঃ ফলেষু
(কৃতকর্ম্মণঃ ফলেষু) কদাচন মা [অন্ত] কর্ম্মফলহেতুঃ (ফলকামনয়া
প্রবৃত্তঃ) মা ভুঃ তে অকর্ম্মণি (কর্ম্মাকরণে) সঙ্কেঃ (নিষ্ঠা) মা অন্ত ॥ ৪৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—তোমার কর্ম্মেই অধিকার [আছে] কর্ম্মফলে কখন
নাই কর্ম্মফলকামী হইও না ; তোমার কর্ম্মাকরণে অনুরাগ না
হউক ॥ ৪৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে ; কিন্তু অনুরূপিত কর্ম্মের
ফলে তোমার কোনই অধিকার নাই ; অতএব তুমি ফলকামী হইয়া
কখনই কোন কর্ম্মের অনুরাগ করিও না ; অথচ পাছে ফলপ্রাপ্তি
ঘটে এরূপ আশঙ্কা করিয়া কদাপি কর্ম্মবিহীন হইও না ॥ ৪৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তব চ কর্ম্মনীতি । কর্ম্মণ্যেবাধিকারো ন জাননিষ্ঠারং তেন তব
তত্ত্ব চ কর্ম্মকর্ম্মভো মা ফলেহধিকারোহন্ত কর্ম্মফলতৃষ্ণা মা ভুং কদাচন কস্যাঞ্চিদপ্যবহার-
মিত্যর্থঃ । যদা কর্ম্মফলে তৃষ্ণা তে ত্যাং তদা কর্ম্মফলপ্রাপ্তেহেতুঃ ত্রা এতং মা কর্ম্মফলপ্রাপ্তে-
হেতুর্ভুঃ, যদা হি কর্ম্মফলতৃষ্ণাপ্রযুক্তঃ কর্ম্মণি প্রযুক্তিতে তদা কর্ম্মফলমন্তব জ্ঞানেনো হেতু-
র্ভবেৎ, যদি কর্ম্মফলং নেবাতে কিং কর্ম্মণা হুঃখরূপেণেতি মা তে তব সঙ্কেহিস্বকর্ম্মণ্য-
করণে প্রীতির্ভাভুং ॥ ৪৭ ॥

আনন্দগিরি ।—তর্হি পরম্পরয়া পুরুষার্থসাধনং যোগমার্গং পরিত্যজ্য সাক্ষাৎস্ব-
পুরুষার্থকারণমাত্মজানং তদর্থমুপদেষ্টব্যং তর্হি হি স্পৃহয়তি মনো মদীরমিত্যাশঙ্ক্যাহ তব
চেতি । তর্হি তৎকলাভিলাষোহপি তাদিতি নেত্যাহ মা ফলেধিতি । পূর্ব্বোক্তমেবার্থঃ
প্রণকরতি মা কশ্মেতি । কলাভিসম্ব্যাসন্তবে কর্ম্মাকরণমেব প্রকথমীত্যাশঙ্ক্যাহ মা ত ইতি ।
জানানধিকারিণোহপি কর্ম্মভ্যাগপ্রসক্তিং নিবারয়তি কর্ম্মণ্যেবেতি । কর্ম্মণ্যেবেত্যেবকা-
রার্থবাহন জানেতি । ন হি তত্ত্বাদ্রাস্তব্যতাপরিপক্কব্যবস্ত্র মুখ্যোহধিকারঃ সিদ্ধতীত্যার্থঃ
কটৈতর্হি সর্ব্বকো দ্রব্যানঃ তাদিত্যাহ তজ্জেতি । কর্ম্মণ্যেবাধিকারে সতীতি সপ্তম্যর্থঃ ।

কলেবধিকারোভাং ক্ষেপয়তি কশ্মেতি । কৰ্ম্মমুষ্ঠানং প্রাগুর্দ্ধং তৎকালে চেভ্যোতং ।
ক দাচনেতি বিবাক্তমিত্যাহ কত্মাকিমিত্তি । কলাতিসন্ধানে ধোষমাহ - বধেতি । এবং
কৰ্ম্মফলভূত্বাধারেণেত্যাৰ্থঃ । কৰ্ম্মফলহেতুত্বং বিবৃণোতি যদা হীতি । তাহি বিকলং ক্ৰেশাস্থকং
কৰ্ম্ম ন কৰ্ত্তব্যমিতি শঙ্কামুভাব্য দৃশ্যতি যদীত্যাহিনা । অকৰ্ম্মণি তে সন্ধ্যো মাতৃমিত্যুক্তয়েব
স্পষ্টয়তি অকরণ ইতি ॥৪৭ ॥

রামানুজ ।—অতঃ পশুহস্ত মুশুক্ষ্মোক্তাবদেবোপাদেয়মিত্যাহ কৰ্ম্মণীতি । নিত্যে
নৈমিত্তিকে কাম্যে চ কেনচিৎ ফলবিশেষেণ পশুহস্তয়া শ্রমমাণে কৰ্ম্মণি নিত্যপশুহস্ত মুশুক্ষ্মোক্তে
কৰ্ম্মমাত্রেহদিকারঃ । অধিকারামুগ্ধিতয়াবগতেষু ফলেষু ন কদাচিদপাধিকারঃ সকলস্ত বন্ধরূপত্বাৎ,
ফলরহিতস্ত কেবলস্ত মন্যমানরূপস্ত মোক্ষহেতুত্বাৎ মা কৰ্ম্মফলহেতুত্বঃ স্মরামুষ্ঠেয়ে কৰ্ম্মণি নিত্য-
পশুহস্ত মুশুক্ষ্মোক্তপাকৰ্ত্তব্যমপ্যমুগ্ধয়েৎ কণতাপি ক্ষুণ্ণিত্যাদেনৈ স্বং হেতুরিহসন্ধয়েৎ তচ্ছতরং
তুণ্যেষু বা সর্কেষু ময়ি বাহুগন্ধেয়মিত্যন্তরম্ বক্ষ্যতে এবমমুগ্ধায় কৰ্ম্ম কুক্ষ অকৰ্ম্মণ্যনুষ্ঠানে
ন যোক্তামীতি যৎ স্মরতিহিতঃ ন তত্র তে সঙ্কাস্ত উক্তেন প্রকারেণ যুদ্ধাদিকৰ্ম্মণ্যেব সন্ধ্যো
দ্বিত্যাৰ্থঃ ॥ ৪৭ ॥

হুম্যান্ ।—কৰ্ম্মণীতি । কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারঃ ন জ্ঞাননিষ্ঠারান্তে তত্র তত্র কৰ্ম্ম কুর্কতো
মা কলেবধিকারোহস্ত কৰ্ম্মফলভূতা মাতৃৎ, কদাচন কত্মাকিদবস্থারামিত্যাৰ্থঃ । যদা কৰ্ম্মফলভূতা
ত্যাং তস্মাৎ মা কৰ্ম্মফলহেতুত্বঃ, যদাহি কৰ্ম্মফলভূতাপ্রযুক্তঃ কৰ্ম্মণি প্রবর্ত্তন্তে তদা কৰ্ম্মফলভূতব
জন্মোত্তুৰ্ভবেৎ, ধনি কৰ্ম্মফলং নেযাতে কিং কৰ্ম্মণি বহুপেণামুষ্ঠিতেনেতি মা তে তব সন্ধ্যোহস্ত
অকৰ্ম্মণি অকরণে প্রীতিশ্রীত্বং ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধর ।—তর্হি সর্বাণি কৰ্ম্মফলানি পরমেশ্বরারামনাং তব বিযাতীত্যতিসঙ্কায় প্রবর্ত্তেত
কিং কৰ্ম্মণে ত্যাপন্য তদ্বারয়মাহ কৰ্ম্মণ্যেবেতি । তে তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারস্তৎফলেষু
বদ্ধহেতুযু অধিকারঃ কাম্যো মাস্ত । নহু কৰ্ম্মণি কৃতে তৎফলং স্তাদেব ভোক্তেন কৃতে তৃপ্তি-
বদিত্যশঙ্ক্যাত মেতি । মা কৰ্ম্মফলহেতুত্বঃ কৰ্ম্মফলং প্রযুক্তিতেতুর্গত্বে ন তথাত্তো মাতৃঃ কাম্য
মনিষ্ঠেব স্বর্গাদেনি বোক্ত্য বিশেষণত্বেন ফলবাদকামিতং ফলং ন তাদিত ভাবঃ । অতএব ফলং
বন্ধকং ভবিষ্যতীতি তস্মাৎ ভয়াদকৰ্ম্মণি কৰ্ম্মাকরণেহপি তব সন্ধ্যো নিষ্ঠা মাস্ত ॥ ৪৭ ॥

বলদেব ।—নহু কৰ্ম্মভিত্তি জ্ঞানসিদ্ধিরযাতে চেৎ তর্হি তত্র শমনীভোবাস্তরঙ্গবাদমুষ্ঠেরানি
সঙ কিং বহুপ্রদানৈতৈরিতি চেৎ তত্রাহ কৰ্ম্মণ্যেবেতি । (জাট্যাকবচনম্ ।) তে তব স্বধর্ম্মেহপি
যুদ্ধেধর্ম্মবুদ্ধেরত্ত্বচিত্তস্ত ভাবং কৰ্ম্মবেব যুদ্ধাদিষ্ধিকারোহস্ত মটেরানি কৰ্ত্তব্যানীতি তৎফলেষু
বদ্ধকেষু ভবাধিকারো মাস্ত, মটেরানি ভোক্তব্যানীতি । নহু ফলেচ্ছাবিরহেহপ তানি
অকলৈর্বোজয়েয়ুরিতি চেৎ তত্রাহ মা কশ্মেতি । কৰ্ম্মফলানাং হেতুত্বপাদকত্বং মা ভূঃ কামনয়া
কৃতানি তানি স্বকলৈর্বোজয়ন্ত । কামিতানাং ফলানাং নিষোক্ত্য বিশেষণত্বেন ফলদ্বারাভাৎ
অতএব বদ্ধকানি ফলানি আপত্তিবিযাতীতি ভয়াদকৰ্ম্মণি কৰ্ম্মাকরণে তব সন্ধ্যো প্রীতিমাস্ত কষ্ট

বিশেষ এবাদ্বিত্যর্থঃ । নিকামতরাহুষ্ঠিতানি কর্মণি যদ্বিধান্যবদন্তরে চ জ্ঞাননিষ্ঠাং নিষ্পাদয়িত-
ব্যক্তি । পরানীনি তু তৎপৃষ্ঠলয়স্যেব স্মারিত্তি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

মধুসূদন ।—নহু নিকামকর্ম্মভিরাংগজ্ঞানং সম্পাদ্য পরমানন্দপ্রাপ্তিঃ ক্রিয়তে চেৎস-
জ্ঞানমেব তর্হি সম্পাদ্যং কিং বন্ধারাগৈঃ কর্ম্মভির্কহিরজসাধনভূতৈরিত্যাশঙ্ক্যাহ কর্ম্মণোবেতি ।
তে তবাত্তদ্ব্যভ্যকরণত্ব তাদাত্তিকজ্ঞানোৎপত্ত্যযোগাত্ত কর্ম্মণোবাত্ত্যকরণশোধকে অধিকারো
সম্বৎ কর্তব্যং ইতি বোধোহন্ত ন জ্ঞাননিষ্ঠাক্রমে বোদ্যব্যাক্যবিচারাদৌ কর্ম্ম চ কুর্ত্তত্বত্ব
তৎকালেবু স্বর্গাদিহু কদাচন কত্মাক্ষিবহারাং কর্ম্মারুষ্ঠানাত্ত প্রাগুর্কৃত্ত তৎকালে বা অধিকারো
সম্বৎ ভোক্তব্যমিতি বোধো মাত্ত । নহু সম্বৎ ভোক্তব্যমিতি বুদ্ধ্যভাবেহপি কর্ম্ম স্বসার্ব্বিধ্যমেব
কলং জনয়িত্যভি চেদন্ত্যাহ মা কর্ম্মকলহেতুর্হুঃ কলকামনয়া হি কর্ম্ম কুর্ত্তন্ কলত্ব হেতুর্হুঃ-
পাদকো ভবতি, যত্ত নিকামঃ সন্ কর্ম্মকলহেতুর্হুঃ, ন হি নিকামেণ ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা কৃত্তং কর্ম্ম
কলয় কলত্ব ইত্যাশঙ্কম্ । কলত্বাবেহপি কর্ম্মণা মা তে সঙ্গোহন্ত কর্ম্মণি যদি কলং নেযাতে কিং
কর্ম্মণা হুঃস্বরূপেণেতি অকরণে তবু প্রীতির্শ্রীভূত্ব ॥ ৪৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু সমাপ্যোপনিষদাং জ্ঞানার্থিনঃ শম এবৈষ্টত্বং কথং মাং বুধ্যসেতি
প্রেরয়নীত্যাশঙ্ক্যাহ কর্ম্মণোবেতি । কর্ম্মণোবাধিকারো ন জ্ঞাননিষ্ঠায়াং মা ফলেবু সঙ্গোহ-
দ্বিত্যপকৃত্বাতে, কর্ম্মকলং স্বর্গপথাদি হেতুঃ কর্ম্মনু প্রবর্ত্তকং যত্ত তাদৃশো মা ভূঃ অকর্ম্মণি কর্ম্মা-
করণেহপি তব সঙ্গো মাত্ত ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—একমেবাত্মনং স্বপ্রিয়সং লক্ষ্যীকৃত্য জ্ঞানতত্ত্বিককর্ম্মযোগানুচিৎসাত্তগবান্
জ্ঞানতত্ত্বযোগো প্রোচ্য তরোরজ্জুনস্তানবিকারং বিষূষ্য নিকামকর্ম্মযোগমাহ কর্ম্মনীতি । মাকলে-
দ্বিতি কলাকাজিকণেহপি অভ্যাত্তাত্তুচিৎসিতা ভবতি । যত্ত প্রায়ঃ শুদ্ধচিত্ত ইতি ময়া জ্ঞায়েবো-
চ্যতে ইতি ভাবঃ । নহু কর্ম্মণি ক্লতে কলমবস্ত্যং তবিষ্যতোবেতি তজ্জাহ । মা কর্ম্মকলহেতুর্হুঃ
কলকামনয়া হি কর্ম্ম কুর্ত্তন্ কলত্ব হেতুর্হুঃপাদকো ভবতি । যত্ত তাদৃশো মা ভূরিভ্যাশীমরা
দীরত্ব ইত্যর্থঃ । অকর্ম্মণি স্বসার্ব্বিকরণে বিকর্ম্মণি পপে বা সঙ্গত্ব মাত্ত কিন্তু যেষ এবাদ্বিতিপুন-
রণাশ্রীর্গীত্ব ইতি । অত্রাগ্রিমাধ্যায়ে “যামিপ্রেণেব বাকোন বুদ্ধিঃ মোহয়সীব মে”
ইত্যর্জুনোক্তিপর্য্যবজ্ঞাধ্যায়ে পূর্ব্বোক্তব্যাক্যানাং অবতারিকাত্তিনীতিব সঙ্গতিঃ বিধিসিদ্ধা
ইতি ভেরন্ । কিন্তু বদাজ্ঞায়াং সারথ্যানৌ বখাহঃ তিষ্ঠামি তথা স্বমপি বদাজ্ঞায়াং তিষ্ঠেতি
ত্বকর্জ্জুনয়োমনৌহুলাপোহরমন্মজ্জ্যেভ্যঃ ॥ ৪৭ ॥

ভাৎপর্ষ্য ।—অর্জুন যদি মনে করেন যে, প্রথমতঃ নিকাম কর্ম্মের
সাধন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং তাহার ফল স্বরূপ ব্রহ্মা-
নন্দরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে । কিন্তু কর্ম্ম তো বহিরঙ্গ সাধনভূত মাত্র;
সুতরাং তাহার অনুকরণ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা কি ? এইরূপ আশঙ্কা
করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—হে অর্জুন ! এখনও তোমার চিত্তের

মলিনতা বিদূরিত হয় নাই, সুতরাং তুমি এখনও আত্মজ্ঞান লাভের বোগত
পাত্র হও নাই। অতএব তোমার স্তায় অবিগত-চিত্ত-ব্যক্তির পক্ষে অধুনা
কর্মের অনুসরণ করাই বিধেয়—তুমি এক্ষণে কর্মেরই অধিকারী, জ্ঞাননিষ্ঠা-
রূপ বেদান্তবাক্যাদি বিচারের তুমি এক্ষণে অধিকারী নহ। তুমি কর্ম-
সুষ্ঠান করিতে থাক, কিন্তু তাহার ফলস্বরূপ স্বর্গভোগাদি বিষয়ে লক্ষ্য রাখি-
বার তোমার কোনই আবশ্যকতা নাই। কর্ম-বিশেষের অনুষ্ঠান কালে বা
তাহার পরিণামে যে ফল-বিশেষের অধিকারী হওয়া যায়, তাহা তুমি বিস্মৃত
হও। কর্মের ফলকামী না হইলেও, কর্ম অবশ্যই স্বকীয় সামর্থ্যানুসারে
কলোৎপাদন করিবে, সুতরাং তুমি কৃতকার্যের ফল অপরিহার্য বলিয়া
মনে করিতে পার। কিন্তু ফল-কামনা-বিবর্জিত হইয়া কর্মানুষ্ঠান
করিলে কলোৎপত্তি হয় না। ফল-কামনার বশবর্তী হইয়া কর্মের অনু-
সরণ করিলেই ফলপ্রাপ্তি ঘটয়া থাকে। অতএব তুমি নিকাম ভাবে
কর্মের অনুসরণ কর—কোন প্রকার ফল-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় কর্মের
অনুষ্ঠান করিও না। তাহা হইলেই কর্মফল তোমাকে কখনই আশ্রয়
করিতে পারিবে না। কর্মের অনুষ্ঠানে যদি কোন ফল প্রাপ্তিই না হয়,
তাহা হইলে অনর্থক বিবিধ আয়াসসাধ্য কর্মের অনুষ্ঠান করা কেবল
বিড়ম্বনা মনে করিয়া তুমি কর্মে বিরত হইও না। অথবা কর্মানুষ্ঠান
করিলেই তাহা ফলপ্রদ হইবে মনে করিয়া তুমি কর্মে উদাসীন হইও না।
নিকাম ভাবে কর্মানুষ্ঠান করিলে ফলভাগী হইবে না, এ কথা তোমাকে
পূর্বেই বলিয়াছি। ফলতঃ তুমি কখনও কর্মে অননুরাগী হইও না। কারণ
কর্মানুষ্ঠান না করিলে আশয়শুদ্ধিজনিত আত্মজ্ঞান লাভ ও তাহার
ফলস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই ॥৪৭॥

যোগস্থঃ কুরু কর্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনয় ।

সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

অর্থঃ ।— ধনঞ্জয় ! সঙ্গং (অতিনিবেশঃ) ত্যক্ত্বা (পরিত্যজ্য)
সিদ্ধি-অসিদ্ধোঃ (জ্ঞানপ্রাপ্তিঃ তদ্বিপন্নীতস্ত তয়োঃ) সমঃ (তুল্যঃ)

ভূত্বা যোগস্থঃ [সন্] (কেবলেশ্বরার্থে তস্মৈ সমর্পণং কৃত্বা) কৰ্ম্মাণি
কুরু [যতঃ] সমধ্বং (সিদ্ধাসিদ্ধোঃ তুল্যজ্ঞানং) যোগঃ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—অর্জুন ! কর্তৃত্ব বুদ্ধি ত্যাগ-করিয়্য সিদ্ধি-ও-অসি-
দ্ধিতে সমান থাকিয়া কেবল-ঈশ্বরার্থ-বুদ্ধি বিশিষ্ট [হইয়া] কৰ্ম্ম-সমূহ
কর [যেহেতু] তুল্যজ্ঞানকে যোগ বলে ॥ ৪৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে পার্থ ! আসক্তি পরিশূন্য ও ফলতৃষ্ণা বিরহিত
হইয়া, কৰ্ম্মজনিত সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয়ই সমতুল্য বোধে, তৎপ্রতি
লক্ষ্যবিশীন থাকিয়া এবং কেবল ঈশ্বরার্পিত-হৃদয় হইয়া কৰ্ম্ম সম্পাদন
কর ; বিজগৎ এইরূপ সমস্তবোধকেই যোগ শব্দে অভিহিত করিয়া
থাকেন ॥ ৪৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যদি কৰ্ম্মফলপ্রযুক্তেন ন কর্তব্যং কৰ্ম্ম কথং তর্হি কর্তব্যমিত্যুচ্যতে
যোগস্থেতি । যোগস্থঃ সন্ কুরু কৰ্ম্মাণি কেবলমীশ্বরার্থং তত্ৰাপীত্বমো মে তুবাখ্যতি সঙ্গং
ত্যাক্ত্বা ধনঞ্জয় ফলতৃষ্ণাশূন্যেন ক্রিয়মাণে কৰ্ম্মাণি সত্বগুণিজ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিঃ তদ্বিপৰ্য্যয়জা
অসিদ্ধিতরোঃ সিদ্ধাসিদ্ধোরপি সমস্তলো ভূত্বা কুরু কৰ্ম্মাণি । কোহসৌ গোপো যত্রঃ
কুর্কিত্যুক্তমিদমেব তৎসিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমধ্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

আনন্দগিরি ।—আসক্তিরকরণেন যুক্তা চেতর্হি ক্লেশাক্তকং কৰ্ম্ম কিমুদিত্ত
কর্তব্যমিত্যাপছ্যামন্যা শ্লোকান্তরমবতারয়তি যদীত্যাদিনা । বক্ষ্যমাণযোগমুদিত্ত তন্নিষ্ঠো
ভূত্বা কৰ্ম্মাণি ক্লেশাক্তকতপি বিহিতত্বাদনুষ্ঠেয়ানীত্যাহ যোগস্থঃ গরিতি । কৰ্ম্মানুষ্ঠানস্তোদেশ্যং
দর্শয়তি কেবলমিতি । ফলান্তর্যাপেক্ষানস্তরেনেশ্বরার্থং তৎপ্রসাদনার্থেনানুষ্ঠানমিত্যর্থঃ । তর্হি
ঈশ্বরসন্তোষোত্তিলাবগোচরীভূতো ভবিষ্যতি নেত্যাহ তত্ৰাপীতি । ঈশ্বরপ্রসাদনার্থে কৰ্ম্মানুষ্ঠানে
স্থিতেইন্দ্রীয়ার্থঃ, সঙ্গং ত্যাক্ত্বা কুর্কিতি পূর্ণং সমধ্বঃ । আকাজিকতং পূর্ণমিত্য সিদ্ধিশব্দার্থমাহ
ফলেতি । তদ্বিপৰ্য্যয়জা সত্বগুণিজ্ঞান জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণেতি যাবৎ । কৰ্ম্মানুষ্ঠিত্ততো
যোগমুদিত্ত শেবতরা প্রকৃতমাকাজ্যপূর্ণকং প্রকটয়তি কোহসাবিত্যাদিনা ॥ ৪৮ ॥

রামানুজ ।—এতদেব স্পষ্টীকরোতি যোগস্থ ইত্যাদিনা । রাব্যবদ্ধপ্রভৃতিসু
সঙ্গতাক্তা বুদ্ধাদীনি কৰ্ম্মাণি যোগস্থঃ কুরু, তদন্তর্ভূতঅপাদিসিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমো ভূত্বা কুরু,
তদ্বৎ সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমধ্বং যোগস্থ ইত্যাজ যোগশব্দেনোচ্যতে, যোগঃ সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমধ্বরূপং
চিন্তনসাধনম্ ॥ ৪৮ ॥

হরুমানু ।—যদি কৰ্ম্মফলপ্রযুক্তেন ন কর্তব্যং, তর্হি কথং কৰ্ম্ম কর্তব্যমিত্যুচ্যতে
যোগস্থ ইতি । যোগস্থঃ সন্ কুরু অনুষ্ঠেয়কৰ্ম্মাণি কেবলমীশ্বরার্থাদনার্থমীশ্বরো মে তুবাখ্যতি

সঙ্গঃ ত্যক্তা, ধনঞ্জয়, কলতৃকানুভবেন ক্রিয়মাণে সত্ত্বত্বিকানপ্রাপ্তিলকণা নিদ্ধিতবিপর্যয়া
অনিদ্ধিতয়োঃ সিদ্ধাসিদ্ধোৱপি সমস্তল্যা তুহা কুরু কৰ্ম্মাণি কোহসৌ যোগঃ ইদমেব তৎ
সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমস্তং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধর ।—কিং তর্হি যোগহঃ ইতি । যোগঃ পরমেশ্বরৈকপনতা তত্র হিতঃ কৰ্ম্মাণি
কুরু, তথা সঙ্গঃ কর্তৃভাভিনিবেশং ত্যক্তা কেবলমীশ্বরপ্রেরণৈব কুরু, তৎকলত্র জানিয়াপি
সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমো তুহা কেবলমীশ্বরপ্ৰেরণেনৈব কুরু, বতএবভূতং সমস্তমেব যোগ উচ্যতে
সমুচ্চিষ্টসমাধানরূপভাৱং ॥ ৪৮ ॥

বলদেব ।—পূর্বোক্তং বিন্দরতি যোগহ ইতি । হং সঙ্গঃ কলাতিলাবঃ কর্তৃভা-
ভিনিবেশক ত্যক্তা যোগহঃ সন্ কর্ম্মাণি কুরু যুদ্ধাধীনি । আদ্যোন য়ানিমম্ভনমেব, বিজীরেন
তু স্বাভিলাক্ষণপয়েশধর্ম্মচৌধাং তেন তয়্যাব্যাকোপঃ, অতন্তরোঃ পরিত্যাগ ইতি ভাবঃ ।
যোগহপদং বিবৃণোতি সিদ্ধাসিদ্ধোরিতি । তদন্তবলকলানাং জয়াদীনাং সিদ্ধাসিদ্ধৌ চ সমো
তুহা রাগদেবরহিতঃ সন্ কুরু । ইদমেব সমস্তং য়া যোগহ ইত্যত্র যোগশব্দেনোক্তং
চিষ্টসমাধানরূপভাৱং ॥ ৪৮ ॥

মধুসূদন ।—পূর্বোক্তসেব বিবৃণোতি যোগহ ইতি । হে ধনঞ্জয় ! হং যোগহঃ সন্
সঙ্গকলাতিলাবঃ কর্তৃভাভিনিবেশক ত্যক্তা কর্ম্মাণি কুরু । অত্র বহুবচনাৎ “কর্ম্মণ্যেবাধিকারন্তে”
ইত্যত্র (জাতাবেকবচনং) । সঙ্গত্যাগোপারমাহ সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমো তুযেতি । কলসিদ্ধৌ
হর্ষং, কলসিদ্ধৌ চ বিবাদং ত্যক্তা কেবলমীশ্বরপ্রাধনবুধ্য কৰ্ম্মাণি কুর্কিত্যর্থঃ । নহ
যোগশব্দেন প্রাক্ কর্ম্মোক্তং, অত্র তু যোগহঃ কর্ম্মাণি কুর্কিত্যুচ্যতে, অতঃ কথমেতষোক্তুং
শ্রুতমিত্যত আহ সমস্তং যোগ উচ্যতে, বদেতৎ সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমস্তমিদমেব যোগহঃ ইত্যত্র
যোগশব্দেনোচ্যতে, নতু কৰ্ম্মেতি ন কোহপি বিরোধ ইত্যর্থঃ । অত্র পূর্বোক্তস্যোক্তরাক্ষেন
বাধ্যানং ক্রিয়তে ইতাপোনরুজ্জামিতি ভাব্যকারীরঃ পদাঃ । “অথহুংথে সমে কুহা” ইত্যত্র
জয়াজয়সাম্যোন যুদ্ধমাত্রকর্তব্যতা প্রকৃতছাত্রতা, ইহ তু দৃষ্টাদৃষ্টকর্ম্মকলপরিভাৱেন সর্বকর্ম্ম
কর্তব্যতেতি বিশেষঃ ॥ ৪৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এতদেব বিবৃণোতি যোগহ ইতি । যোগহঃ সন্ সঙ্গঃ কলতৃকায়ঃ কর্তৃভা-
ভিমানক ত্যক্তা কর্ম্মাণি জানার্থে কুরু, হে ধনঞ্জয়, সিদ্ধাসিদ্ধোঃ কর্ম্মকলত্র বিবিধিবাধেঃ সিদ্ধে
অসিদ্ধৌ বা সমো হর্ষবিবাদশুভো তুহা কর্ম্মাণি কুর্কিতি সূচকঃ । ইদমেব সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমস্তং
যোগ ইত্যুচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

বিষ্ণুনাথ ।—নিকামকর্ম্মণঃ প্রকারং বিকরতি যোগহ ইতি । তেন জয়াজয়সাম্য-
বুদ্ধিঃ সন্ সংগ্রামসেব স্বধর্ম্ম কুর্কিতি ভাবঃ । অত্র নিকামকর্ম্মযোগএব জানযোগশব্দেন
পরিণমতীতি । জানযোগোহপ্যেবং পূর্বোক্তরগ্রহার্থভাৱংপর্য্যতো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

ভাৎপর্য্য ।—যদি কল-প্রাপ্তির আশার কর্ম্ম করণীর না হয়, তাহা

হইলে যত্নশ্রমসাধ্য কর্ম সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা কি ? অর্জুনের
এবং বিধ আশঙ্কা অনুমান করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—হে ধনঞ্জয় !
কর্ম্যানুষ্ঠান আরাগসাধ্য হইলেও কেবল পরমেশ্বরকে লক্ষ্য রাখিয়া ও
তাঁহারই উদ্দেশে সমর্পণ করিয়া কর্ম অবশ্য করণীয় । ঈশ্বর পরিতুষ্ট হই-
বেন, ইত্যাকার বোধও বিবর্জিত হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ ও কলতৃকা-
বিরহিত ভাবে এবং অনুষ্ঠায়মান কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি-জনিত জ্ঞানপ্রাপ্তি
রূপ সিদ্ধি লাভ বা জ্ঞান-অপ্রাপ্তি জনিত অসিদ্ধি লাভ বাহাই সজটিত
হৃদয় উভয়ই তুল্য জ্ঞান করিয়া আসক্তি পরিশূন্য হৃদয়ে কর্ম সম্পাদন
কর । এইরূপ সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানই যোগ । “মুখ-দুঃখে সমে কৃদ্বা”
(২য় অধ্যায় । ৩৮ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে এই সমত্ববোধের বিষয় শ্রীভগ-
বান্ বিশেষরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন । তথায় জয় ও পরাজয় এবং
তজ্জনিত মুখ ও দুঃখকে সমজ্ঞান করিয়া অর্জুনকে কেবলমাত্র যুদ্ধকার্যে
উত্তেজিত করিয়াছেন । উপস্থিত শ্লোকে কর্ম ও তাহার ফল উভয়েরই
সীমা সম্পূর্ণমাত্রায় বর্জিত করিয়া দিতেছেন । অর্থাৎ বাবতীয় কর্ম দৃষ্টাদৃষ্ট
লক্ষ্যপ্রকার ফলকামনা-বিবর্জিত ভাবে অবশ্য সম্পাদনীয়, ইহাই এই
শ্লোকে পরিব্যক্ত করিলেন ॥ ৪৮ ॥

—:—:—

দূরৈণ হবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাক্ষনঞ্জয় !

বুদ্ধৌ শরণমস্থিচ্ছ রূপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

অনুব্র ।—ধনঞ্জয় ! বুদ্ধিযোগাৎ (সমত্ববুদ্ধিযুক্তাৎ) [অত্যাৎ] কর্ম
দূরৈণ (অতি বিপ্রকর্ষেণ অভ্যন্তমেব) হবরং (অপকৃষ্টং) হি
(যস্মাৎ) বুদ্ধৌ (জ্ঞানে সাংখ্যে) শরণং (আশ্রয়ং) অস্থিচ্ছ (প্রার্থ-
নম্) ফলহেতবঃ (লকামাঃ মানবাঃ) রূপণাঃ (দীনাঃ) ॥ ৪৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—অর্জুন ! সমত্ববুদ্ধিযুক্ত-হইতে (ভিন্ন) কর্ম অতিশয়
অপকৃষ্ট তজ্জন্য পরমার্থজ্ঞানের আশ্রয় প্রার্থনা-কর কামিগণ দীন ॥৪৯॥

ব্যাখ্যা ।—হে অর্জুন ! যে সকল কর্ম সমত্ববুদ্ধি সহকারে
অনুষ্ঠিত না হয় তৎ সমস্ত বিরতিশর নিকটে ; অতএব তুমি জ্ঞানপথ-ব-

লক্ষী হইয়া কঠোর অনুসরণ কর। বাহ্যিক কলিকামী হইয়া কৰ্ম্মাক্ষতান
করে অগতে তাহারাই দীন ॥ ৪৯ ॥

লক্ষ্যরাচার্য্য ।—৪৭ পুনঃ সমস্তবুদ্ধিবৃত্তমীশ্বরানুধন্যার্থং কৰ্ম্মোক্তং এতন্মাৎ কৰ্ম্মণঃ
দুরেণেতি । দুরেণাতিবিপ্রকর্ষণে অত্যন্তমেব হ্রস্বরসমং নিকটঃ কৰ্ম্ম কলার্ধিনা ক্রিয়মাণঃ,
বুদ্ধিবোগাৎ সমস্তবুদ্ধিবৃত্তাৎ কৰ্ম্মণো জ্ঞানমরণাদিহেতুভ্যাং, হে ধনঞ্জয় যত এবং ততঃ বোগ-
বিহারায় বুদ্ধৌ তৎপরিণাপকভাৱ্য বা সাংখ্যবুদ্ধৌ শরণশাস্ত্রমতঃপ্রাপ্তিকারণমবিক্রি় প্রাৰ্থন
পরমার্থজ্ঞানশরণো ভবেত্যর্থঃ । যতোহিবরং কৰ্ম্ম কুর্বাণাঃ ক্রপণাঃ দীনাঃ কলহেতবঃ
কলতৃকাগ্রযুক্তাঃ সন্তঃ । “বো বা এতদকরং গার্গ্যবিদিশাশ্রমলোকাৎ প্রৈতি স ক্রপণঃ”
ইতি শ্রুতে: ॥ ৪৯ ॥

আনন্দগিরি ।—কিমিতি বোগস্বেন তত্ত্বজ্ঞানমুদিত্ত কৰ্ম্ম কর্তব্যং কলাতিলায়েহপি
তদনুষ্ঠানন্ত নুগতত্বাদিত্যাশঙ্ক্য যথোক্তবোগযুক্তং কৰ্ম্ম হ্রস্বরসমস্ত্রয়ো কনুখাপন্নতি ৪৭ পুনরिति ।
অবরং কৰ্ম্ম বুদ্ধিসম্বন্ধবিকল্পমিতি শেবঃ । বুদ্ধিযুক্তস্ত বুদ্ধিবোগাধীনং প্রকৰ্ষং পুতরতি বুদ্ধীতি ।
বুদ্ধিসম্বন্ধাসম্বন্ধাত্ম্যং কৰ্ম্মনি প্রকৰ্ষনিবন্ধরোভাৰে করণীয়ং নিবন্ধতি বুদ্ধাবিতি । বস্তু
কলেচ্ছয়পি কৰ্ম্মানুষ্ঠানং সুকরমিতি তদ্বাহ ক্রপণেতি । নিকটং কঠোরং বিশিনষ্ট কলার্ধিনেতি ।
কন্মাৎ প্রৈতিবোগিনঃ সকাশাদিবং নিকটমিত্যাশঙ্ক্য প্রতীকনুপাদায় খ্যাচটে বৃত্তীত্যাদিনা ।
কলাতিলাবেণ ক্রিয়মাণস্য কৰ্ম্মণো নিকটেষে হেতুমাংহ জন্মেতি । সমস্তবুদ্ধিবৃত্তাৎ কৰ্ম্মণঃ
ভবীত্য কৰ্ম্মণো জ্ঞানাদিহেতুস্বেন নিকটেষে বলিতমাংহ বত ইতি । বোগবিহরা বুদ্ধিঃ সমস্তবুদ্ধিঃ ।
বুদ্ধিশকল্যাণীশ্বরমাহ তৎপরিণাপকেতি । তচ্ছব্ধেন সমস্তবুদ্ধিসমবিতং কৰ্ম্ম পৃথগ্বে তস্য
পরিণাপকতৎকলতৃতা বুদ্ধিওদ্ধিঃ । শরণশকস্য পর্যায়ঃ গৃহীত্বা বিবক্ষিতমর্থমাহ অন্তরেতি ।
সপ্তমীশবিবক্ষিতা দ্বিতীয়ং পক্ষং গৃহীত্বা বাকার্থমাহ পরমার্থেতি । তথাবিধজ্ঞানশরণেষে হেতুমাংহ
বত ইতি । কলহেতুভ্যং বিবৃণোতি কলেতি । তেন পরমার্থজ্ঞানশরণটেন যুক্তেতি শেবঃ ।
পরমার্থজ্ঞানবহির্বাণাঃ ক্রপণেষে শ্রুতিং প্রামাণ্যতি বো বা ইতি । অহলাদিবিশেষণমেতদি-
ত্যাচ্যতে ॥ ৪৯ ॥

রামানুজ ।—কিসর্থনিদমসকৃচ্ছ্যতে ইত্যত আহ দুরেণেতি । বোহরং প্রাধানকল-
ত্যাগবিহরোব্রুবাস্তরকলসিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমস্তবিষয়ন্ত বুদ্ধিবোগতত্ত্বভ্যাং কৰ্ম্মণঃ ইত্যকৰ্ম্ম
দুরেণাবরং মহদেতদ্ যদ্যেকংকৰ্ম্মাপকৰ্ম্মণঃ বৈরুপ্যং উক্তবুদ্ধিবোগযুক্তং কৰ্ম্ম নিধিলং
সাংসারিকং হ্রঃখং নিবর্ত্য পরমপুরুষার্থলক্ষণং মোক্ষং প্রাপরতি । ইত্যরদপরিণিতহ্রঃখরূপং
সাংসারমিতি, অতঃ কৰ্ম্মনি ক্রিয়মাণে উক্তারাঃ বুদ্ধৌ শরণমবিক্রি় শরণং বাসস্থানং ততাসেব
বুদ্ধৌ বর্ত্তমেষ্যর্থঃ ক্রপণাঃ, কলহেতবঃ কলসজাভিনা কৰ্ম্ম কুর্বাণাঃ, ক্রপণাঃ সংসারিপো
ভবেত্বঃ ॥ ৪৯ ॥

হরুমান ।—দুরেণেতি । ৪৭পুনঃ সমস্তবুদ্ধিবৃত্তমীশ্বরানুধন্যার্থং কৰ্ম্ম ভব্যাৎ কৰ্ম্মণঃ

দূরেণাভ্যন্তরমেব অবরমণমঃ নিরুতঃ কৰ্ম কণাৰ্থিনা ক্রিয়মাণঃ বুদ্ধিবোগাং সমত্ববুদ্ধিবৃত্তাং
কৰ্মণঃ জ্ঞানমরণাদিচেতুত্বানিত্যৰ্থঃ । অতএব বোগবিষয়ায়াং বুদ্ধৌ তৎপাক্কায়াং
শাস্ত্রাবুদ্ধৌ পরমশ্রমশ্রমতরপ্রাপ্তিকারণমবিচ্ছ প্রার্থয় পরমার্থজ্ঞানশরণৌ ভবেত্যর্থঃ । যতোহবরং
কৰ্ম চাহুতিতং যৎ কলং প্রাপ্নোতি তবু কুর্কীণাঃ ফলহেতবঃ ফলতৃষ্ণাপ্রযুক্তাঃ সন্তঃ । “যো
বা এতদকরমবিদিত্বা গার্গ্যাম্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ” ইতি শ্রুতে: ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধর ।—কাম্যত্ব কৰ্ম্মাভিনিরুত্বমিত্যাহ দূরেণেতি । বুদ্ধ্যা বাৎসর্যাস্থিকর্য কৃতঃ
কৰ্ম্মবোগো বুদ্ধিবোগো বুদ্ধিসাধনভূতো বা তন্মাত্ৰং স কামাদিত্তং সাধনভূতং কাম্যং কৰ্ম্ম
দূরেণাবরমণ্যত্বমপকৃষ্টং, হি যস্মাদেবং তন্মাত্ৰবুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণমশ্রয়ং কৰ্ম্মযোগমবিচ্ছ অহুতিতং ।
যথা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীষরমশ্রয়ত্যাৰ্থঃ । ফলহেতবস্ত স কামাঃ নরাঃ কৃপণাঃ দীনাঃ, “যো
বা এতদকরমবিদিত্বা গার্গ্যাম্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ” ইতি শ্রুতে: ॥ ৪৯ ॥

বলাদেব ।—অথ কাম্যকৰ্ম্মণো নিরুত্বমাহ দূরেণেতি । বুদ্ধিবোগাদবরং কৰ্ম্ম দূরেণ
হে ধনঞ্জয়! আত্মবাখ্যাত্ব বুদ্ধিসাধনভূতান্নিকামকৰ্ম্মবোগাং দূরেণাতিবিশ্রকর্ষণেণ অবরং,
মতাপকৃষ্টং জ্ঞানমরণাভিনিবন্ধিতং কাম্যং কৰ্ম্মেত্যর্থঃ । হি যস্মাদেবমতত্বং বুদ্ধৌ তদ্বাখ্যাত্ব-
জ্ঞানে নিবন্ধে শরণমশ্রয়ং নিকামকৰ্ম্মবোগমবিচ্ছ কৃত্ব । যে তু ফলহেতবঃ ফলকামা
অবরকৰ্ম্মকারিণেতঃ কৃপণাত্তৎফলজ্ঞানকৰ্ম্মাদিপ্রবাহপরবশা দীনা ইত্যর্থঃ । তথাচ যৎ কৃপণো
মা ভূরিতি । ইহ কৃপণাঃ খলু কষ্টোপার্জিতবিত্তা নৃষ্টপুংসলবলুকা বিভ্রান্তি দাতুমসমৰ্থা মহতা
হানিহুতেন বকিতাতথা কষ্টোদাহৃতিকৰ্ম্মাণত্বতৎফললুকা মহতাস্বপ্নেণ বকিতা তবতীতি
ব্যত্যতে ॥ ৪৯ ॥

মধুসূদন ।—নহু কিং কৰ্ম্মাহুতানং পুরুষাৰ্থঃ যেন নিফলমেব সীদা কর্তব্যমিত্যাত্মে
“প্রয়োজনমহুতিতং ন মন্দোহপি প্রবর্ততে” ইতি শ্রুত্যাং তদ্বৎ ফলকামনরৈব কৰ্ম্মাহুতাননিতি
চেষ্টাহ দূরেণেতি । বুদ্ধিবোগাং আত্মবুদ্ধিসাধনভূতাং নিকামকৰ্ম্মবোগাং দূরেণাতিবিশ্রকর্ষণেণ
অবরমণমঃ কৰ্ম্ম কণাৰ্থিসন্ধিনা ক্রিয়মাণং জ্ঞানমরণচেতুত্বং, অথবা পরমাত্মাবুদ্ধিবোগাং দূরেণ
অবরং সৰ্ব্বমপি কৰ্ম্ম তি যস্মাত্ৰ, হে ধনঞ্জয়! তন্মাত্ৰ বুদ্ধৌ পরমাত্মবুদ্ধৌ সৰ্ব্বানর্থনিবর্তিকার্য
শুরণং প্রতিবন্ধকপাপকরণ রক্ষকং নিকামকৰ্ম্মবোগমবিচ্ছ কর্তৃমিচ্ছ যে তু ফলহেতবঃ ফলকামা
অবরং কৰ্ম্ম কুর্কীত তে কৃপণাঃ সৰ্ব্বথা জ্ঞানমরণাদিষট্টিযন্ত্রমণেন পরবশাঃ ভ্রাতৃত্বদীনাঃ
ইত্যর্থঃ । “যো বা এতদকরম গার্গ্যাবিষ্মাম্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ” ইতি শ্রুতে: । তথাচ
যস্মি কৃপণা মাতু: কিম্ব সৰ্ব্বানর্থনিবর্তকাস্বজ্ঞানোৎপাদকং নিকামকৰ্ম্মবোগমেব হুতিতৈত্যাভি-
প্রায়: । তথা হি কৃপণা জনা অভিজ্ঞেধেন কৰ্ম্মণা ধনমর্জয়ন্তো যৎকিঞ্চিৎ নৃষ্টপুংসলবলুকাভেন
কলাদিজানিতং মহৎপুংসলুতনিতুং ন শকুযতীত্যাশ্বানমেব বকয়ন্তি, তথা মহতা হুঃখেন কৰ্ম্মাণি
কুর্কীণাঃ ক্ষুদ্রকলাজ্ঞানোভেন পরমানন্দাপ্তত্বেন বকিতা ইত্যাহো মৌর্ত্যগ্যং মৌত্যক ভেমামিত
কৃপণপদেন ধ্বনিতম্ ॥ ৪৯ ॥

মীলকঠ ।—ইমমেব বুদ্ধিযোগং জ্যোতিঃ দূরেণেতি । কর্মকলকামেন ক্রিয়মাণং বুদ্ধিযোগং পূর্বোক্তান্নিকামং কর্মণঃ দূরেণ হি প্রসিদ্ধমবরং অত্যন্তনিকটম্, অতো বুদ্ধৌ যোগেন্দ্রশায়াং তৎকলভূতারাং সাধ্যাক্ষপায়াং বা তন্নিমিত্তং শরণং রক্ষিতারাং আশ্রয়ং বা ঈশ্বরং অবিক্লে প্রার্থয়ত তৎপ্রীত্যর্থং কর্ম্মাণি কুবিত্যর্থঃ । যতঃ কলহেতবঃ কলমেব হেতুঃ প্রবর্তকং দেহাং তাদৃশাঃ কলতৃকাবস্তঃ কুপণা দীনা ভবন্তি । “যো বা এতদকরং গার্গ্যাণিদিদ্বাশ্বামোকাং প্রৈতি ন কুপণঃ” ইতি ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য ।—তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ ও ঈশ্বরোপাসিত-হৃদয় হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও, তৎসহ অন্য ফললাভের আশা থাকিতে পাবে । এইরূপ আশঙ্কায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, হে অর্জুন ! ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া যে সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তদিতর যাবতীয় ফলকামনা পরিপূর্ণ কর্ম্ম যৎপনোনাশ্চি নিরুপে ; কারণ তৎসমস্ত জন্মমরণরূপ সংসার বন্ধনের হেতু-ভূত । অতএব তুমি তাদৃশ হীন পথের পথিক না হইয়া, পরমার্থবিধায়ক জ্ঞানমার্গে বিচরণ কর এবং সর্ববিশ্ন বিনাশক ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও । যাহাবা ফলকামী, তাহারা ই নিরুপে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে । বস্তুছরার তাহারা নিতান্ত দীন । শ্রুতি বলিয়াছেন,—“হে গার্গি ! এই অক্ষর পর-ব্রহ্মকে না জানিয়া যে ব্যক্তি এই লোক হইতে প্রস্থান করে, সেই কুপণ ।” (কুপণ শব্দের অর্থ ২য় অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকের তাৎপর্যে বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছে) । উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে যে সকল লোক কুপণ নামে অভিহিত হইয়াছে, তুমি কর্ম্মদোষে তাহাদের অনুগামী হইয়া তাদৃশ নিন্দ-নীয় পদবী গ্রহণ করিও না । সকল অনর্থের নিবর্তক, সর্বশান্তিপ্রদ আত্ম-জ্ঞানের উৎপাদক নিকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তুমি নিরত হও । “কুপণঃ কুপণঃ” অতি অকিঞ্চিৎকর হৃৎকের লোভে দানাদি সংকর্ম্ম সাধন জনিত পরমানন্দ উপভোগার্থ ধন ব্যয় না করিয়া প্রতিনিরত আত্মবঞ্চনা করে, তক্রপ জ্ঞানহীন মানবেরা, নিরতিশয় ক্লেশ সহকারে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সহিত অতি তুচ্ছ ফলকামনা বিমিশ্রিত করিয়া, পূর্ণানন্দ সন্তোগের উপায় প্রতিরুদ্ধ করে । এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়েই এস্থলে কুপণ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে স্কৃততদ্বন্ধতে ।

তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০॥

অর্থঃ ।—বুদ্ধিযুক্তঃ (সৰ্ব্বকৰ্ম্মণি সমত্বজ্ঞানসম্পন্নঃ জনঃ) ইহ (অগ্নিন্ লোকে) উভে স্কৃততদ্বন্ধতে (স্কৃততং স্বর্গাদিসাধনং পুণ্যং, তদ্বন্ধতং নরকাদিসাধনং পাপং, তে স্বে এব) জহাতি (ত্যজতি) তস্মাৎ যোগায় (সমত্ববুদ্ধিযুক্তায় কৰ্ম্মযোগায়) যুজ্যস্ব (যটস্ব) কৰ্ম্মসু (নিকামকৰ্ম্মসু) কৌশলং (মোক্ষবিধায়কোপায়ঃ) যোগঃ ॥ ৫০ ॥

প্রতিশব্দ ।—সমত্বজ্ঞানবিশিষ্ট এই-লোকে উভয় পুণ্য-পাপ ত্যাগ-করে সেই-জন্ম কৰ্ম্মযোগে রত-হও কৰ্ম্মের মোক্ষবিধায়ক চাতুর্য্য যোগ ॥ ৫০ ॥

ব্যাখ্যা ।—যাঁহার হৃদয়ে সৰ্ব্বকৰ্ম্মের সমত্ববুদ্ধির সমুদ্ভব হইয়াছে, তিনি এই লোকেই পাপ ও পুণ্যের অতীত হইয়াছেন । অতএব হে অৰ্জুন ! তুমি কৰ্ম্মযোগ-পরতন্ত্র হও । যোগ কৰ্ম্মমার্গে মোক্ষ-প্রাপ্তির কৌশল তিন্ন কিছুই নহে ॥ ৫০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—সমত্ববুদ্ধিযুক্তঃ সন্ স্বধৰ্ম্মমুত্তিষ্ঠন্ যৎ কলং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ, বুদ্ধিযুক্তঃ সমত্বকৰ্ম্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা যুক্তো বুদ্ধিযুক্তঃ সন্ জহাতি পরিত্যজতি ইহান্নিন্ লোকে উভে স্কৃততদ্বন্ধতে পুণ্যপাপে সমত্বজ্ঞানপ্রাপ্তিধারেণ যতঃ তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযোগায় বুদ্ধ্যস্ব যটস্ব, যোগো হি কৰ্ম্মসু কৌশলং স্বধৰ্ম্মাখ্যে কৰ্ম্মসু বর্তমানস্ত বা সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমত্ববুদ্ধীরূপাৰ্পিত-চেতস্বয়া তৎকৌশলং কুশলতাবত্বজ্ঞি কৌশলং স্বধৰ্ম্মনবতাবত্বপি কৰ্ম্মণি সমত্ববুদ্ধ্যা স্বতাবাৎ নিবর্তন্তে তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তো ভব ত্বম্ ॥ ৫০ ॥

জানন্দগিরি ।—পূর্বোক্তসমত্ববুদ্ধিযুক্তত্ব স্বধৰ্ম্মাহুতানে প্রবৃত্তস্য কিং ত্রাবিত্যা-শঙ্ক্যাহ সমবেতি । বুদ্ধিযুক্তঃ স্বধৰ্ম্মাখ্যং কৰ্ম্মাহুতিষ্ঠিত্তি শেবঃ । বুদ্ধিযোগত্ব কলংবে কলিতমাহ তস্মানিতি । পূর্বার্কে ব্যাচটে বুদ্ধীত্যাदिना । নহু সমত্ববুদ্ধিভাজায় পুণ্যপাপ-নিবৃত্তিযুক্তা পরমার্থবর্ননবতত্ত্ববৃত্তিপ্রসিদ্ধেয়িত্তি তজ্জাহ সমবেতি । উক্তয়ার্কে ব্যাচটে তস্মানিতি । স্বধৰ্ম্মমুত্তিষ্ঠতো যথোক্তযোগার্থং কিমর্থং মনোবোজনীরমিত্যাশঙ্ক্যাহ যোগো হীতি । তর্হি যথোক্তযোগসামর্থ্যাদেব দর্শিতকলসিদ্ধেরনাস্থ স্বধৰ্ম্মাহুতানে প্রাপ্তেত্যা-শঙ্ক্যাহ স্বধৰ্ম্মাখ্যেয়িত্তি । জীবরাপ্তিচেতস্বয়া কৰ্ম্মসু বর্তমানস্যাহুতাননিষ্ঠত্ব বা যথোক্তা বুদ্ধিতত্ত্বে কৌশলমিতি বোজনম্ । কৰ্ম্মণাং বদ্ধবতাবত্বাৎ তদাহুতানে বদ্ধাবদ্ধঃ ত্রাবিত্যা-

নক্য কৌশলমেব বিশদয়তি তদ্বীতি । সমত্ববুদ্ধিরেবং কলমে হিতে কলিতমুপসংহরতি তদ্বাদিতি ॥ ৫০ ॥

রামানুজ ।—বুদ্ধিবৃত্ত ইতি । বুদ্ধিযোগবৃত্তত্ব কৰ্ম কৰ্ম্মণ উভে স্কৃততদ্বৃত্তভে-
নাদিকালসন্ধিতেহনন্তে বদ্ধহেতুভূতে জহাতি । তদ্বাদিত্যৰ বুদ্ধিযোগার যজ্যত্ব, যজ্যত্ব ইতি
যোগঃ কৰ্ম্মত্ব কৌশলং কৰ্ম্মত্ব জিহমাণেবয়ং বুদ্ধিযোগঃ কৌশলম্ । তদেব অতি সামৰ্থ্যং
অতিসামৰ্থ্যসাধ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

হনুমান্ ।—সমত্ববুদ্ধিত্বঃ সমানকৰ্ম চাতুৰ্ভিট্টন্থ যৎ কলং প্রাপ্নোতি তচ্ছৃণু
বুদ্ধিবৃত্ত ইতি । বুদ্ধিবৃত্তঃ সমত্ববুদ্ধ্যা বৃত্তঃ জহাতীহ অগ্নিন্ লোকে উভে স্কৃততদ্বৃত্তভে-
পুণ্যপাপে সমত্বজিজ্ঞানপ্রাপ্তিধ্বারেণ তদ্বাদ্যং সমত্ববুদ্ধিযোগার যজ্যত্ব ঘটত্ব । যোগঃ কৰ্ম্মত্ব
কৌশলং স্বধৰ্ম্মাধ্যৈব কৰ্ম্মত্ব বর্তমানন্ত বা সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমত্ববুদ্ধিরীধ্বর্যপিতচেতস্তরা
তৎকৌশলং যদ্বদ্বতাবাত্তপি কৰ্ম্মাণি সমত্ববুদ্ধ্যা স্বভাবানিবৰ্ত্ততে তদ্বাদ্যং সমত্ববুদ্ধিবৃত্তো
ভব ত্বম্ ॥ ৫০ ॥

শ্রীধর ।—বুদ্ধিযোগবৃত্তত্ব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ বুদ্ধিবৃত্ত ইতি । স্কৃততং স্বর্গাদিপ্রাপকং দ্রুততং
নিম্নরাদিপ্রাপকং তে উভে ইহৈব জগ্নি পয়মেবরপ্রসাদেন ত্যজতি তদ্বাদ্যং তদর্থায় কৰ্ম্ম-
যোগার যজ্যত্ব ঘটত্ব, যতঃ কৰ্ম্মত্ব যৎ কৌশলং বদ্ধকানামপি তেবানীধ্বর্যরাধনেন মোক্ষ-
পরমসম্পাদকচাতুৰ্য্যং স এব যোগঃ ॥ ৫০ ॥

বলদেব ।—উক্তত্ব বুদ্ধিযোগত্ব প্রভাবমাহ বুদ্ধীতি । ইহ কৰ্ম্মত্ব যো বুদ্ধিবৃত্তঃ
প্রধানকলভ্যাগবিষয়রানুবলকলসিদ্ধাসিদ্ধিপমত্ববিষয়রা চ বুদ্ধ্যা স্কৃততানি কৰোতি স উভে
অনাদিকালসন্ধিতে জ্ঞানপ্রতিবদ্ধকে স্কৃততদ্বৃত্তভে জহাতি বিনাশরতীত্যর্থঃ । তদ্বাদিত্যৰ
বুদ্ধিযোগার যজ্যত্ব ত্বং ঘটত্ব । যদ্বাদ্যং কৰ্ম্মযোগস্তাদৃশবুদ্ধিপদ্বকঃ । কৌশলং চাতুৰ্য্যম্ ।
বদ্ধকানামেব বুদ্ধিসম্পর্কাদিশোষিতবিষপারদত্বায়েন মোচকত্বেন পরিণামাৎ ॥ ৫০ ॥

মধুসূদন ।—এবং বুদ্ধিযোগাভাবে দোষবৃত্তা তডাবে গুণমাহ বুদ্ধীতি । ইহ কৰ্ম্মত্ব
বুদ্ধিবৃত্তঃ সমত্ববুদ্ধ্যাঃ বৃত্তো জহাতি পরিত্যজতি উভে স্কৃততদ্বৃত্তভে পুণ্যপাপে সমত্বজি-
জ্ঞানপ্রাপ্তিধ্বারেণ বদ্যাদেবং তদ্বাদ্যং সমত্ববুদ্ধিযোগার ত্বং যজ্যত্ব উদ্র্যক্তো ভব, যদ্বাদীদৃশঃ
সমত্ববুদ্ধিযোগে কীধ্বর্যপিতচেতসঃ কৰ্ম্মত্ব প্রবর্তমানস্য কৌশলং কুশলভাবঃ যদ্বদ্বহেতুনামপি
কৰ্ম্মণাং তদভাবে মোক্ষপৰ্য্যবসায়িত্বং চ তদ্বাদ্যং কৌশলং সমত্ববুদ্ধিবৃত্তঃ কৰ্ম্মযোগঃ কৰ্ম্মান্নপি
সন্ দৃষ্টকৰ্ম্মকরং কৰোতীতি মহাকুশলঃ, বৃত্ত ন কুশলো যতশ্চেতনোহপি সন্ সজাতীরদৃষ্টকরং ন
কৰোতীতি কতিরেকোহত্র ধ্বনিতঃ অর্থবা ইহ সমত্ববুদ্ধিবৃত্তে কৰ্ম্মপি কৃত্তে সতি সমত্বজিধ্বারেণ
বুদ্ধিবৃত্তঃ পরমাত্মসাক্ষ্যংকারবান্ সন্ জহাত্যভে স্কৃততদ্বৃত্তভে তদ্বাদ্যং সমত্ববুদ্ধিবৃত্তার কৰ্ম্ম-
যোগার যজ্যত্ব, যদ্বাদ্যং কৰ্ম্মত্ব যদ্যো সমত্ববুদ্ধিবৃত্তঃ কৰ্ম্মযোগঃ কৌশলং কুশলঃ দৃষ্টকৰ্ম্মনিবারণ-
চক্লর ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কিঞ্চ, বুদ্ধিতি । বুদ্ধিবৃত্তঃ সমস্তবুদ্ধিবৃত্তঃ যোগায় সমস্তবুদ্ধিযোগায় যুক্ত্যন্ত
ঘটন্ত, যোগঃ সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমস্তবুদ্ধিঃ কৰ্ম্মস্ব বন্ধকেষুপি কৌশলং বন্ধনিবর্তকত্বসম্পাদনম্ ।
ননু বুদ্ধিবৃত্তঃ কৰ্ম্মতিঃ দুষ্কৃতং ত্যক্তত্ব “ধৰ্ম্মেণ পাপমপনুদতি” ইতি শ্রুতেঃ । অকৃতত্ব সজাতীয়-
ত্বাৎ তৈর্হুপরিহরমিতি কথং উভে অকৃতত্বদুষ্কৃতে অহাতীত্বাচ্চ্যতে সমস্তবুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিদ্ধারেতি
প্রাঞ্চঃ, অর্কাক্ষন্ত দুষ্কৃতত্যাগমুক্তরীত্যাভ্যুপেত্য ফলত্যাগাৎ অকৃতত্যাগোহপি কৰ্ম্মযোগিনো-
ভবতি দুষ্কৃতফলবন্মোকপ্রতিবন্ধকতৎফলশাস্ত্রমুৎপাদাৎ, আপত্ত্যবোক্তাত্ত্বকনিদর্শনেন নাস্তরীয়কং
অকৃতফলমুক্তং ন তৎফলহনোৎপত্ততে নাস্তরীয়কত্বাদেব, তত্বাৎ ফলদ্বারা মোক্ষ প্রতিবন্ধকে
ক্রিয়মাণে এব অকৃতদুষ্কৃতে কৰ্ম্মযোগী অহতি, জানী তু সন্ধিতে অপি তে অহাতীতি
ভ্রমোক্তির্শেষ ইত্যাহঃ ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ ।—বুদ্ধিবৃত্ত ইতি । যোগায় উক্তলক্ষণায় । যুক্ত্যন্ত ঘটন্ত । যতঃ কৰ্ম্মস্ব সকাম-
নিকাষেষু মধ্যে যোগ এব উদ্যমীনভেন কৰ্ম্মকরণমেব কৌশলং নৈপুণ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

তাৎপর্য ।—নিকাম বুদ্ধিযোগের অভাব জনিত দোষের বিষয় উল্লেখ
করিয়া, অধুনা শ্রীভগবান্ তাহার সম্ভাব জনিত গুণের বিষয় বিবৃত্ত করিতে-
ছেন । যে ব্যক্তি সৰ্ব্বকৰ্ম্মে সমস্ত বোধ বিশিষ্ট হন, সেই নিকাম পুরুষের
নিকট কোন কার্যই অকৃতি বা দুষ্কৃতি রূপে প্রতীত হয় না । সকাম ব্যক্তি
কৰ্ম্ম বিশেষকে স্বর্গাদি পারলৌকিক স্বখবিধায়ক অকৃতি বলিয়া বোধ
করে এবং তৎসাধনার্থ ব্যাকুল হয়, অথবা কৰ্ম্মবিশেষকে নরকাদি অধোগতি
বিধায়ক বোধে তৎসাধনে বিনুখ হয় । কিন্তু যিনি সৰ্ব্বকামনা পরিত্যাগ
করিয়াছেন, স্বখ ও দুঃখকে অভিন্নভাবে আলিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,
এবং উদ্ধগতি বা অধোগতি উভয়কেই তুল্যজ্ঞান করিতে অভ্যস্ত হইয়া-
ছেন, সেই সমস্তবুদ্ধিবৃত্ত মহাপুরুষ অকৃতি দুষ্কৃতি এতদুভয়কেই অতিক্রম
করিয়াছেন । অতএব হে অভিন্নহৃদয় নথি ! তুমিও সমস্তবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া
কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হও । দৈশ্বরাণি হৃদয়ে সমস্তবুদ্ধি সহকারে অনুষ্ঠীয়মান কৰ্ম্মের
যে কৌশল, অর্থাৎ দৈশ্বর্যসাধনা দ্বারা এই বিষয় সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত
হইবার নিমিত্ত মোক্ষ প্রাপ্তিবিশয়ক যে কৰ্ম্মরূপ চাতুর্য্য তাহারই নাম
যোগ । যে ভাবে কৰ্ম্ম অনুসরণ করিলে চরমকালে মোক্ষরূপ পরমফলে
পর্য্যবসিত হয়, তাহা কৌশলের একশেষ নুদেহ নাই । সমস্তবুদ্ধি সহকারে
কৰ্ম্ম সম্পাদন করিলে, সম্য দুষ্ট কৰ্ম্মসমূহ ক্ষয়িত হইয়া থাকে ; সুতরাং
ইহাও মহাকুশল ; তুমি কুশল নহ ; যে হেতু চেতন হইয়াও তুমি অসজাতীয়
দুষ্কৃতির ক্ষয় করিতে পারিতেছ না । মূলোক্ত কৌশল শব্দ ব্যতিরেক পথে

উল্লিখিতবৎ ভাব প্রকাশ করিলেও করিতে পারে । কোন কোন আচার্য্য নিম্ন লিখিতভাবে অর্থ করিয়াছেন । এই সমস্ত বুদ্ধিবৃত্ত হইয়া কর্ম করিলে সমস্তদ্বি এবং তদুপায়ে পরমাত্ম সাংক্কার হইলে, অকৃতি-দুষ্টি পরি-
ত্যাগ হইবে । তজ্জন্য সমস্তবুদ্ধিবৃত্ত হইয়া যোগে আত্ম-নিয়োজন কর ;
যেহেতু কর্মের মধ্যে সমস্তবুদ্ধিবৃত্ত কর্মযোগই কুশল; অর্থাৎ দুষ্টকর্ম-নিবা-
রণ-চতুর ॥ ৫০ ॥

কর্মজং বুদ্ধিবৃত্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ ।

জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

অর্থ ।—বুদ্ধিবৃত্তাঃ (সমস্তবুদ্ধিসম্পন্নঃ) মনীষিণঃ (জ্ঞানিনঃ)
কর্মজং (কর্মভোগ্য জাতং) ফলং (দেহপ্রাপ্তিরূপং পরিণামং) ত্যক্ত্বা
(পরিত্যজ্য) জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ (জীবন্মুক্তাঃ) [সন্তঃ] অনা-
য়মং (সর্বসংসারসংস্পর্শশূন্য উপদ্রবরহিতং) পদং (মোক্ষার্থং
বিষ্ণোঃ পদং) গচ্ছন্তি (প্রাপ্নু বন্তি) ॥ ৫১ ॥

প্রতিশব্দ ।—সমস্তবুদ্ধিবিশিষ্ট জ্ঞানিগণ কর্ম-জনিত সংসার-বন্ধন
পরিত্যাগ-করিয়া জীবন্মুক্ত [হইয়া] সর্বোপদ্রবশূন্য বৈষ্ণব-পদ
প্রাপ্ত হন ॥ ৫১ ॥

ব্যাখ্যা ।—যাঁহারা সমস্তবুদ্ধিবৃত্ত হইয়া কর্ম করেন, সেই মহা-
পুরুষগণের সকামিগণের ন্যায় কর্মজনিত দেহ প্রাপ্তি হয় না । তাঁহারা
এই দেহেই জীবন্মুক্ত হইয়া সর্বোপদ্রব মোক্ষরূপ পরম পদ
প্রাপ্ত হন ॥ ৫১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যন্মাৎ কর্মজমিতি । কর্মজং ফলং ত্যক্তেতি ব্যবহিতেন শব্দঃ ।
ইষ্টানিষ্টদেহপ্রাপ্তিঃ কর্মজং ফলং কর্মভোগ্য জাতং বুদ্ধিবৃত্তাঃ সমস্তবুদ্ধিবৃত্তাঃ সন্তো হি বন্মাৎ
ফলং ত্যক্তা পরিত্যজ্য মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ জন্মৈব বদ্ধো জন্মবন্ধ-
ন্তেন বিনির্মুক্তাঃ জীবন্তএব জন্মবদ্ধা বিনির্মুক্তাঃ সন্তঃ পদং পরমং বিষ্ণোর্ভোগার্থং
গচ্ছন্ত্যনাময়ং সর্বোপদ্রবরহিতমিত্যর্থঃ । অথ বা “বুদ্ধিযোগাজনজয়” ইত্যত্রিত্য পরমার্থদর্শন-
লক্ষণৈব সর্বতঃ সংপ্রত্যাদিকহানীরা কর্মযোগজা সমস্তবুদ্ধির্শিতা সাংক্কারহৃত্তদুষ্টিপ্রহাণাদি-
বৈষ্ণবপ্রবণাঃ ॥ ৫১ ॥

আমলগিহি ।—সমস্তবুদ্ধিবৃত্তান্ত হুক্ততদ্বুক্ততৎকলপরিভ্যাগেহপি কথং মোক্ষঃ
তাবিত্যাশঙ্ক্যাহ যস্মাদিতি । সমস্তবুদ্ধা যস্মাৎ কর্ম্মানুষ্ঠায়মানঃ হুরিতাদি ভ্যজয়তি, তস্মাৎ
পরম্পররাসৌ বৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ । মনীষিণো হি জ্ঞানাতিশয়বন্তো বুদ্ধিবৃত্তাঃ সন্তঃ স্বধর্ম্মাখ্যং
কর্ম্মানুষ্ঠিত্ত্বত্ততো জাতং ফলং দেহপ্রদং তে হিহা জন্মলক্ষণাবদ্ধাবিনিমুক্তা বৈকল্যং পদং
সর্বসংসারসংস্পর্শশূন্যং প্রাপ্তবৃত্তীতি প্রোকোকুমর্থং প্রোকবোজনরা দর্শয়তি কর্ম্মজমিত্যাদিনা ।
ইষ্টো বৈহো দেবাদিলক্ষণোহনিষ্টো দেহভিত্তিযোগাদিলক্ষণত্বংপ্রাপ্তিরেব কর্ম্মণো জাতং ফলং
ভদ্বধোকং বুদ্ধিবৃত্তা জ্ঞানিনো ভূত্বা তদ্বলাদেব পরিভ্যজ্য বদ্ধবিনিমুক্তিপূর্ব্বকং জীবমুক্তাঃ
সন্তো বিদেহকৈবল্যভাজো ভবন্তীত্যর্থঃ । বুদ্ধিযোগাদিত্যাদৌ বুদ্ধিশব্দস্ত সমস্তবুদ্ধিরণৌ
ব্যাখ্যাতঃ সম্প্রতি পরম্পরাং পরিভ্যজ্য হুক্ততদ্বুক্তপ্রহাণহেতুত্বস্ত সমস্তবুদ্ধাবিসিদ্ধেঃ বুদ্ধিশব্দস্ত
যোগ্যমর্থান্তরং কথয়তি অথ বেতি । অনবচ্ছিন্নবস্তগোচরত্বেনানবচ্ছিন্নত্বং তস্তা হুচরন্
বুদ্ধান্তরাবিশেষং দর্শয়তি সর্ব্বত ইতি । অসাধারণং নিমিত্তং তস্তা নির্দিশতি কশ্চেতি ।
বধোকবুদ্ধিশব্দার্থে হেতুমাং সাক্ষাদিতি । জন্মবদ্ধবিনিমুক্তোকাদিরাশিষার্থঃ ॥ ৫১ ॥

স্নানামুক্ত ।—কর্ম্মজমিতি । জন্মবদ্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ । বুদ্ধিবৃত্তাঃ
কর্ম্মজং ফলং ত্যক্তা জন্মবদ্ধবিনিমুক্তাঃ । অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি হি প্রসিদ্ধম্নেতৎ সর্কোপ-
নিবৎসু ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

হুমান ।—কর্ম্মজমিতি । ইতচ্চ ফলসদং ত্যক্তা স্বধর্ম্মানুষ্ঠেয়কর্ম্মজং কর্ম্মফল-
মিষ্টবেহাদি প্রাপ্তিলক্ষণং ত্যক্তা বুদ্ধিবৃত্তা জ্ঞানিনঃ মনীষিণো মননশীলা জন্মনা বদ্ধো জন্মবদ্ধশ্চেন
বিনিমুক্তা জীবন্ত এব জন্মবদ্ধবিনিমুক্তা সন্তঃ পদং বৈকল্যং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্ত্যনাময়ং সর্কোপ-
ত্রবরহিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীধর ।—কর্ম্মণাং মোক্ষসাধনত্বপ্রকারমাহ কর্ম্মজমিতি । কর্ম্মজং ফলং ত্যক্তা কেবল-
বীষরাসাধনার্থং কর্ম্ম কুর্যাণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মরূপেণ বদ্ধেন বিনিমুক্তাঃ সন্তোহ-
নাময়ং সর্কোপত্রবরহিতং বিকোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫১ ॥

বলদেব ।—কর্ম্মজমিতি । বুদ্ধিবৃত্তান্তাদৃশবুদ্ধিমন্তঃ কর্ম্মজং ফলং ত্যক্তা কর্ম্ম-
ণানুষ্ঠিত্ত্বো মনীষিণঃ কর্ম্মান্তর্গতান্নাথান্নাপ্রজাবন্তো ভূত্বা জন্মবদ্ধেন বিনিমুক্তাঃ সন্তোহ-
নাময়ং ক্লেশশূন্যং পদং বৈকল্যং গচ্ছন্তীতি । তস্মাৎ ভূমপি শ্রেয়োজিভ্যাবুরেবং বিধানি
কর্ম্মানি কুর্কিতি ভাবঃ । স্বাধ্বজ্ঞানস্য পরমস্বজ্ঞানহেতুত্বাং তস্তাপি তৎপদগতিহেতুত্ব-
বৃত্ত্য ॥ ৫১ ॥

মধুসূদন ।—নহু হুক্ততদ্বাহনমপেক্ষিতং, নহু হুক্ততদ্বাহনং পুরুষার্থত্বেশাপ্তেরিত্যাশঙ্ক্য
ভুচ্ছকলভ্যাগেন পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তিং ফলমাহ কর্ম্মজমিতি । সমস্তবুদ্ধিতা হি যস্মাৎ কর্ম্মজং
ফলং ত্যক্তা কেবলবীষরাসাধনার্থং কর্ম্মানি কুর্যাণাঃ সমস্তবুদ্ধিধারেণ মনীষিণস্তদ্বস্তাদিবাক্য-
জ্ঞানমবনীষ্যন্তো ভবন্তি তাদৃশাশ্চ সন্তো জন্মাক্ষকেন বদ্ধেন বিনিমুক্তাঃ বিশেষেণ জাত্যন্তি-

কল্পকপেন নিরবশেষং মুক্তাঃ পদং পদনীরমাত্ত্বং আনন্দরূপং ব্রহ্ম অনাম্যং অবিনা-
তং কার্যাস্বকরোগরহিতমভয়ং মোক্ষাখ্যং পুরুষার্থং গচ্ছন্তি অত্বেদেন গ্রামুবৃত্তীত্যাৰ্থঃ ।
ব্রহ্মাদেবং ফলকামনাং ত্যক্তা সমস্তবুদ্ধ্যা কৰ্ম্মণামুত্তীৰ্ণত্বৈঃ কৃতান্তঃকরণত্বরত্ব-
মুক্তাদিবাচ্য প্রমাণেৎপরাস্বতত্ত্বজ্ঞানবিনষ্টাজ্ঞানতৎকার্য্যঃ সন্তঃ সকলানর্থনিবৃতিপর-
মানন্দপ্রাপ্তিরূপং মোক্ষাখ্যং বিষ্ণোঃ পরমং পদং গচ্ছন্তি তস্মাৎ স্বমপি “যৎশ্রেয়ঃ স্মারি-
শ্চিতং ক্রহি তস্মৈ” ইত্যাক্তেঃ, শ্রেয়োজিজ্ঞাসুরেবংবিধং কৰ্ম্মযোগমহুতিষ্ঠেতি ভগবতো-
হুতিপ্রায়ঃ ॥ ৫১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এতদেবাহ কৰ্ম্মজমিতি । বুদ্ধিবৃদ্ধিঃ সমস্তবুদ্ধিযুক্তাঃ ক্রিয়মাণকৰ্ম্মজং
ফলং ত্যক্তা মনীষিণো মনোনিগ্রহসমর্থী ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন মুক্তাঃ সন্তোহনাময়ং নিরূপত্রয়ং
পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫১ ॥

তাৎপর্য্য ।—দুষ্কৃতি পরিশূন্য হইলে কোন ক্ষতি না হইতে পারে কিন্তু
স্বকৃতি বিহীন হইলে পুরুষার্থ ভ্রংশ হইবে, এইরূপ আশঙ্কা পরিহারার্থ
অতি নিকামভাবে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে অতি ভুচ্ছ ও নষ্টর ফলের পরিবর্তে
পরম পুরুষাৰ্থরূপ অতি প্রার্থনীয় ফলপ্রাপ্তি যে অবশ্যস্বাভাবী, শ্রীভগবান্ এই
শ্লোকে তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন । যাহারা কৰ্ম্মজনিত ফলের আকাঙ্ক্ষা
পরিশূন্য হইয়া এবং সমস্ত বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠানে সক্ষম, তাহারাই
মনীষী অর্থাৎ জ্ঞানবন্ত । কারণ সমস্তবুদ্ধিহেতু ও তত্ত্বমস্তাদি বৈদিক মহা-
বাক্যের ক্ষুৰ্ত্তি নিবন্ধন তাহাদের হৃদয়স্থ অজ্ঞানাকার অগণত হইয়াছে ।
তাঁহারা মহাভ্রগণ জন্ম-মরণরূপ সংসার-বন্ধন হইতে নিরবশেষ ভাবে বিনি-
মুক্ত হইয়া রোগ শোক ও বিপদ বিরহিত মোক্ষরূপ পরমানন্দময় পুরুষাৰ্থের
অধিকারী হইয়া থাকেন । সকল উপনিষদেই এই অভিপ্রায় প্রকাশিত
আছে । এইরূপ ফলকামনা পরিশূন্য ভাবে, সমস্তবুদ্ধি সহকারে কৰ্ম্মানুষ্ঠান
করিলে ভোগ্য আনন্দজ্ঞান সঙ্গীত হইবে । তখন সাংসারিক সর্কানর্থের
নিরক্তি হইয়া পরমানন্দ স্বরূপ মোক্ষাখ্য বিষ্ণুর পরমপদ তুমি প্রাপ্ত
হইবে । অর্জুন পূর্বে “যৎশ্রেয়ঃ স্মারিশ্চিতং ক্রহি তস্মৈ” (২য় অঃ ৭ম শ্লোক)
ইত্যাদি বাক্যে যে শ্রেয়ঃপন্থা জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন, এই শ্লোকে ভগবান্
কৰ্ম্মযোগই সেই প্রকৃষ্ট পন্থা, এই অভিপ্রায় প্রকটিত করিলেন ॥ ৫১ ॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতীতিরিষ্যতি ।

তদা গন্তু সিন্ধু নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২॥

অর্থঃ ।—যদা (যস্মিন্ কালে) তে (তব) বুদ্ধিঃ মোহঃ (দেহাদিষু
আত্মবুদ্ধিঃ ইতি ভ্রান্তিঃ) কলিলং (গহনং কানুষাং) ব্যতীতিরিষ্যতি
(বিশেষরূপেণ অতিক্রমং করিষ্যতি) তদা (তৎকালে) শ্রোতব্যস্য
(শ্রবণযোগ্যস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রাতিরিক্তবিষয়স্য) শ্রুতস্য (অধ্যাত্ম-
শাস্ত্রাতিরিক্তস্য শ্রুতবিষয়স্য) চ নির্বেদং (বৈরাগ্যং) গন্তু সিন্ধু
(প্রাপ্তাসি) ॥ ৫২ ॥

প্রতিশব্দ ।—যে-সময়ে তোমার বুদ্ধি মোহকলুষ বিশেষরূপ
অতিক্রম-করিবে সেই-সময়ে শ্রবণযোগ্য-বিষয়ের ও শ্রুত-বিষয়ের
বৈরাগ্য পাইবে ॥ ৫২ ॥

ব্যাখ্যা ।—যৎকালে তোমার বুদ্ধি, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবম
ভ্রান্তির হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভ করিবে, তখন তোমার
সকল সন্দেহ তিরোহিত হইবে ; অধ্যাত্মশাস্ত্রাতিরিক্ত জ্ঞাতব্য ও
পরিজ্ঞাত সমস্ত শাস্ত্রই নিষ্ফল বলিয়া মনে হইবে এবং তৎসম্বন্ধে
কোনই জিজ্ঞাস্য থাকিবে না ॥ ৫২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যোগাহুষ্ঠানজনিতসমস্তদ্বিভা বুদ্ধিঃ কদা প্রাপ্তাত ইত্যুচ্যতে
যদেতি । যদা যস্মিন্ কালে তে তব মোহকলিলং মোহাত্মকমবিবেকরূপং কানুষাং যেনাত্মা-
নাশ্রয়বিবেকবোধং কলুষীকৃত্য বিষয়ং প্রত্যস্তঃকরণং প্রবর্ততে তৎ তে তব বুদ্ধিব্যতীতিরিষ্যতি
ব্যতিক্রমিষ্যতি অতিক্রান্তভাবাপন্নত ইত্যর্থঃ । তদা তস্মিন্ কালে গন্তু সিন্ধু প্রাপ্তাসি
নির্বেদং বৈরাগ্যং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ, তদা শ্রোতব্যং শ্রুতঞ্চ তে নিষ্ফলং প্রতাপত্ততে
ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫২ ॥

আনন্দগিরি ।—যস্মিন্ কৰ্ম্মণি ক্রিয়মাণে পরমার্থলক্ষণা বুদ্ধিরূদ্বেগ্জতয়া যুক্ত্যতে
তস্যাং কৰ্ম্মণঃ সকাশাদিতরং বর্ষ তথাবিদোদেগ্জতবুদ্ধিসম্বন্ধবিধুরমতিশয়েন নিষ্ক্যাতে
ততশ্চ পরমার্থবুদ্ধিরূদ্বেগ্জতেনাশ্রিত্য কৰ্ম্মাহুষ্ঠাতব্যং পরিচ্ছিন্নকণাস্তরমুদ্ভিগ্জ তদহুষ্ঠানে
কার্পণ্যপ্রদভাং । কিঞ্চ পরমার্থবুদ্ধিরূদ্বেগ্জ আশ্রিতঃ কৰ্ম্মাহুষ্ঠিতঃ অন্তঃকরণতদ্বিধারাপর-
মার্থদর্শনসিদ্ধৌ জীবত্যেব দেহে স্কন্ধতাদি হিমা মোক্ষমধিগচ্ছতি, তথা চ পরমার্থদর্শনলক্ষণ-
যোগার্থঃ মনো ধারয়িতব্যং যোগশক্তিং পরমার্থদর্শনরূদ্বেগ্জতয়া কৰ্ম্মবহুনিষ্ঠো নৈপুণ্য-

নিষ্যতে, যদি চ পরমার্থদর্শনমুদিত্ত তদবুজ্ঞাঃ সন্তঃ সমারভের্ন কৰ্ম্মাণি তদা তদুচ্ছানজনিভ-
বুদ্ধিভুক্ত্য জ্ঞানিনো ত্বা কৰ্ম্মজং কলং পরিত্যজ্য নিম্মুক্তবন্ধনা মুক্তিভাজো ভবন্তীত্যোবয়মি-
নকে শ্লোকত্রয়াক্ষরোণি ব্যাখ্যাতব্যমি । যথোক্তবুদ্ধপ্রাপ্তকালং প্রাপ্তপূৰ্ব্বকং একটয়তি
যোগেতি । ঐতং শ্রোতব্যং দৃষ্টং দ্রষ্টব্যমিত্যাদৌ ফলাভিলাষপ্রতিবন্ধ্যমোক্তা বুদ্ধিক্রমেণ-
ভীত্যাশঙ্কাহ বদোক্ত । বিবেকপরিপাকাবস্থা কালশব্দেনোচ্যতে । কালুয্যস্ত দোষণব্য-
বসায়িত্বং দর্শনম্ বিশিনষ্ট যেনোক্ত । তদনর্থকপং কালুয্যং তদেতাধার্যং পুনর্কচনম্
বুদ্ধিভুক্তিকলম্ বিবেকস্ত প্রাপ্ত্য বৈরাগ্যপ্রাপ্তিং দর্শয়তি তদেতি । অধ্যাত্মশাস্ত্রাতিরিক্তং
শাস্ত্রং শ্রোতব্যাদিশব্দেন গৃহ্যতে । উক্তং বৈরাগ্যমেব ক্ষোরয়তি শ্রোতব্যমিতি । যথোক্ত-
বিবেকসিদ্ধৌ সৰ্ব্বাঙ্গমনাস্ববিষয়ে নৈক্ষণ্যং প্রতিভাতীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

রামানুজ ।—উক্তপ্রকারেণ কৰ্ম্মাণি বর্তমানস্ত বৃত্ত্যা নির্মুক্তকল্পবস্ত তে বুদ্ধিব্যা-
মোহকলিলং অত্যন্তকলমগ্ধতুভূতং মোহরূপং কলুয্যং ব্যতিতরিত্যতি তদানন্ত ইতঃ
পূৰ্ব্বং ত্যাজ্যতয়া ঐতস্ত ফলাদেহিতঃ পশ্চাৎ শ্রোতব্যস্ত চ কৃতে স্বয়মেব নির্ক্বেদং গন্তাসি
গমিষ্যসি ॥ ৫২ ॥

ছন্মহানু ।—যোগাহুষ্ঠানজনিতা সবুদ্ধিঃ কদা প্রাপ্যতে ইত্যজাহ বদেতি । বদা
যম্মিন্ কালে তে তব মোহকলিলং মোহাস্বকমবিবেকরূপং কৰ্ম্মেব্যতে নান্দ্যানাশ্ববিবেকং
কলুযীকৃত্য বিবয়ান্ প্রত্যস্তঃকরণং প্রাপ্তিতে তত্ত্ব বুদ্ধিব্যতিতরিত্যতি তদ্ব্যবসায়ন্যতে
ইত্যর্থঃ, তদা তম্মিন্ কালে গন্তাসি প্রাপ্ত্যসি নির্ক্বেদং বৈরাগ্যং শ্রোতব্যস্ত ঐতস্ত চ, তদা
শ্রোতব্যং ঐতং নিক্ষণ্যং প্রতিভাতীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীধর ।—কদাঃ তৎপদং প্রাপ্যামীত্যপেক্ষারামাহ বদেতি স্বাত্ম্যম্ । মোহো
দেহাদিষ্মাস্ববুদ্ধিস্তদেব কলিলং গহনং, “কলিলং গহনং বিহুঃ” ইত্যভিধানকোষবৃত্তেঃ, তত-
শ্চায়মর্থঃ, এবং পরমেশ্বরারাদনে ক্রিয়মাণে বদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধিদেহাতিমানলকপং
মোহময়ং গহনং হুগং বিশেষণাতিতরিত্যতি, তদা শ্রোতব্যস্ত ঐতস্ত চাৎস্ত নির্ক্বেদং বৈরাগ্যং
গন্তাসি প্রাপ্যসি তয়োঃস্বপাদেদেব জিজ্ঞাসাং করিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

বলদেব ।—নম্ন নিষ্কামানি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বতো মে কদাশ্ববিবরা মনীষাত্মাদিরাহিতি
চেৎ তজাহ বদেতি । বদা তে বুদ্ধিরন্তঃকরণং মোহকলিলং তুচ্ছকলাতিলাষহেতুমজ্ঞান-
গহনং ব্যতিতরিত্যতি পরিত্যক্ত্যতীর্থঃ । তদা পূৰ্ব্বং ঐতস্তানন্তরং শ্রোতব্যস্ত চ তদ্য
তুচ্ছকলণ্য সবন্ধিনং নির্ক্বেদং গন্তাসি গমিষ্যসি “পরীক্ষা লোকান্, কশ্চিৎতান্ ব্রহ্মণো
নির্ক্বেদমার্যঃ” ইতি শ্রবণাৎ । নির্ক্বেদেন কলেন তদ্বিবরাঃ তাং পরিচেষ্যতি ইতি নাস্ত্যত্র
কালনিয়ম ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

মধুসূদন ।—এং কৰ্ম্মাণ্যাহুতিষ্ঠিতঃ কদা মে চিত্তত্বাঃ স্যামিত্যত আহ বদেতি । নহে-
তাবতা কালেন সবুদ্ধির্ভবতীতি কালনিয়মোহস্তি কিন্তু বদা যম্মিন্ কালে তে তব বুদ্ধি-
রন্তঃকরণং মোহকলিলং ব্যতিতরিত্যতি অবিবেকাক্ষকং কালুয্যং অহমিদং সমেদমিতীশ্য-

জ্ঞানবিলসিতভক্তিগহনং ব্যতিক্রমিয্যতি যজন্তমোমলমপহার গুহ্যতাব্যাপত্তত ইতি বা ১৭,
তদা তস্মিন্ কালে শ্রোতব্যস্য ঐতত্ত চ কর্মফলন্ত নির্বেদং বৈতৃক্যং গন্তাসি প্রাপ্যসি,
“পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিহ্নান্ ব্রহ্মণো নির্বেদমায়াৎ” ইতি ঐতঃ ; নির্বেদেন কলেনাতঃ-
করণশুদ্ধিং বাতসীত্যতিপ্রায়ঃ ॥ ৫২ ॥

মীলকণ্ঠ ।—কদা মনীষিণো ভবন্তীত্যত আহ বদেতি । তে তব মোহ ইষ্টানিষ্ট-
বিরোগ-সংযোগজগরিতাপজন্তঃ বৈচিত্র্যঃ তদেব কলিকলমিব কলিলং কালুয্যঃ বুদ্ধিগতঃ
বুদ্ধির্ন্যাসিতরিয্যতি ব্যতিক্রমিয্যতি বুদ্ধিঃ প্রসঙ্গা তদ্রিয্যতি যদা তদা শ্রোতব্যন্ত শাস্ত্রভাগন্ত
ঐতত্ত চ নির্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি । অয়ং ভাবঃ মলিনায়াং বুদ্ধাবসকদৃগ্‌হীতস্তাপি শাস্ত্রার্থ-
তাক্ষুরণ্যং শ্রোতব্যং ঐতৎক বুধৈব, তৎক গুহ্যায়ামপি বুদ্ধৌ সন্তঃশাস্ত্রার্থক্সুরণ্যং তয়ো-
বৈরর্থমিত্যুতরথাপি তত্র নির্বেদ উচিতঃ, প্রসঙ্গা চ বুদ্ধিনিগ্রহীতুং যোগ্যা ভবতীতি শ্রবণাদিকং
ভ্যক্ত। ধ্যাননিষ্ঠ এবং ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ ।—এবং পরমেশ্বরপিত্তনিকামকর্মান্ভ্যাসাৎ তব যোগো ভবিষ্যতীত্যাহ
বদেতি । তব বুদ্ধিরন্তঃকরণং মোহকলিলং মোহরূপং গহনং বিশেষতোহতিশয়েন ভরিয্যতি
তদা শ্রোতব্যন্ত শ্রোতব্যোষধেযু ঐতত্ত ঐতৎপ্যর্থেযু নির্বেদং প্রাপ্যসি । অসম্ভাবনা-
বিপরীতভাবনয়োনৈষ্টব্যং কিং মে শাস্ত্রোপদেশবাক্যশ্রবণেন ? শাস্ত্রভংগং মে সাধনেষেব
প্রতিকরণভ্যাসঃ সর্বধোচিত ইতি মন্তসে ইতি ভাবঃ ॥ ৫১ । ৫২ ॥

ভাৎপর্য্য ।—এইরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান নিরত থাকিলে কোন্ সময়ে আমার
চিত্তশুদ্ধির সঙ্গাত হইবে? অর্জুনের এবংবিধ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তর
স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—হে জ্ঞাতঃ । এতদিনে সত্ত্বশুদ্ধি সঙ্গটিত
হইবে, কালবিষয়ক এতাদৃশ কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম নাই । পূর্বোক্তরূপ
সমত্ববুদ্ধি সহকারে নিদ্ধাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে যখন তোমার
অন্তঃকরণ হইতে ‘আমি’ ‘আমার’ ইত্যাকার অজ্ঞান-বিলসিত অবিবেকান্ত্রক
কলুষরাশি তিরোহিত হইবে, যখন জ্ঞানরূপ বিমলালোক সাহায্যে মোহ-
তিমিরজাল সম্পূর্ণরূপে অপগত হইবে, তখন তোমার অধ্যাত্মতত্ত্বাত্মিরিক্ত
বাবতীয় জ্ঞাতব্য বা পরিজ্ঞাত শাস্ত্র প্রতিপাদিত কর্ম্মফলে বৈরাগ্য উপ-
স্থিত হইবে । যে শাস্ত্রে অধ্যাত্মতত্ত্ব নাই, যে বিদ্যায় আত্মজ্ঞান নাই, বাহ্য
কেবল কর্ম ও তজ্জনিত কলাকলেরই কীর্ত্তন করে, তাহা নিতান্ত নিষ্ফল ও
সর্বথা অনাবশ্যক বলিয়া তোমার প্রতীতি জন্মিবে । তাদৃশ প্রসঙ্গ একান্ত
অনুপায়েব বোধে তৎসম্বন্ধে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে তোমার আর
প্রয়োজন হইবে না । ঐতি বলিয়াছেন, “স্বর্গাদি পরলোককে কর্ত্তের কল-

অরূপ জানিয়া ব্রহ্মলিপুংগব বৈরাগ্যকে আশ্রয় করেন ।” এইরূপ নির্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই তাহার ফলস্বরূপ অন্তঃকরণ-শুদ্ধি অবশ্যই জন্মিবে । অতএব হে সখে ! তুমি অবিকৃত চিত্তে বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্মামুষ্ঠান করিতে থাক ; তাহা হইলে নির্বেদ অবশ্যস্বাভাবী । সেই নির্বেদের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার প্রার্থিত চিত্তশুদ্ধি সমুপস্থিত হইবে ॥ ৫২ ॥

—:~::~:—

শ্রুতিবিপ্রতিপত্তা তে যদা হ্যাস্যতি নিশ্চলা ।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

অর্থঃ ।—যদা তে শ্রুতিবিপ্রতিপত্তা (অনেক লৌকিকবৈদিক-বিষয়শ্রবণবিকিণ্ণা) বুদ্ধিঃ সমাধৌ (পরমেশ্বরবিষয়ে) নিশ্চলা (অন্ত্যাসক্তিবিরহিতা) [অতঃ] অচলা (তদ্বিষয়ে চিরস্থিরা) হ্যাস্যতি তদা যোগং (যোগকলং—বিবেকজ্ঞানং) অবাপ্স্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ৫৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—যখন তোমার নানার্থ-শ্রবণ-বিকিণ্ণা বুদ্ধি পরমেশ্বর-বিষয়ে একাগ্রা [অতএব] স্থিরা থাকিবে তখন তত্ত্বজ্ঞান পাইবে ॥ ৫৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—সৎকালে তোমার সাধ্যসাধন স্বরূপ বহুবিধ লৌকিক ও বৈদিক প্রসঙ্গ শ্রবণজনিত নানাপ্রাতিভুখী বুদ্ধি পরমেশ্বর বিষয়ে একান্তাসক্তা ও অবিচলিতা হইয়া থাকিবে, তখনই তুমি যোগকল স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইবে ॥ ৫৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—মোহকলিলাভ্যরমণেণ লজ্জাঅবিবেকপ্রজ্ঞাঃ কলা কল্পযোগজং কলং , পরমার্থযোগমবাপ্স্যসীতি চেৎ তচ্ছৃণু, শ্রুতিবিপ্রতিপত্তেতি । শ্রুতিবিপ্রতিপত্তা অনেকসাধ্য-সাধনসম্বন্ধপ্রকাশনশ্রুতিভিঃ শ্রবণৈর্লিপ্তপ্রতিপত্তা অধ্যাত্মশাস্ত্রাতিরিক্তশাস্ত্রতৈত্বার্থঃ, শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তা বিকিণ্ণা সত্যী তে ভব বুদ্ধির্জ্ঞা যস্মিন্ কালে হ্যাস্যতি স্থিরীভূতা তদ্বিষ্যতি নিশ্চলা বিবেকচলনবর্জিতা সত্যী সমাধৌ সমাধীকৃত্তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিরাশ্রা তস্মিন্নান্বনীভ্যেতদচলা তত্রাপি বিকল্পবর্জিতৈতত্ত্ববুদ্ধিরন্তঃকরণং, সত্যী তস্মিন্ কালে যোগমবাপ্স্যসি বিবেকপ্রজ্ঞাঃ সমাধিঃ প্রাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

আনন্দগিরি ।—বুদ্ধিভিবিবেকবৈরাগ্যনিষ্ঠাবসি পূর্বোক্তবুদ্ধিপ্রাপ্তিকালো দর্শি-ভো ন তবতীতি শব্দতে মোহেতি । প্রাপ্তকালিকবুদ্ধিবুদ্ধিরূপোহসি হৈবাবহায়া

প্রকৃতবুদ্ধিসিদ্ধিরিত্যাহ তৎশৃণুতি । পৃষ্টং কালবিশেষাখ্যং বস্তু তচ্ছব্দেন গৃহ্যতে, বুদ্ধেঃ
 ক্রতিবিশ্রুতিপন্নঃ বিশদ্ব্যক্তি অনেকতি । নানাপ্রতিবিশ্রুতিপন্নত্বমেন সংক্ষিপতি বিক্ষি-
 প্তেতি । উক্তং হেতুঘরমহুক্ষ্য বৈরাগ্যপরিপাকবস্থা কালশকার্যঃ, নৈশ্চলাৎ বিক্ষেপ-
 রাহিত্যং, অচলত্বং বিকল্পশূন্যত্বং, বিক্ষেপো বিপর্যয়ো বিকল্পঃ সংশয় ইতি বিবেকঃ, বিবেক-
 যোগ্যতা প্রজ্ঞা প্রাপ্ততা বুদ্ধিঃ সমাধিত্ত্বম্ভেব নিষ্ঠা ॥ ৫৩ ॥

রামানুজ ।—যোগে যিমাং শৃণুতাদিনোক্তশ্রাব্যথায্যজ্ঞানপূর্বকস্ত বুদ্ধিশিষ্যে-
 সংস্কৃতকর্ম্মাহুষ্ঠানস্ত লক্ষণভূতং যোগাখ্যং কলমাত্র প্রতীতি । প্রতীতিঃ শ্রবণমন্ত্রঃ শ্রবণেন
 বিশেষতঃ প্রতিপন্ন। সকলোত্তরবিজ্ঞাননিত্যনিরতিশয়স্বাক্ষর্যবিষয়া স্বয়মচলা একরূপা
 বুদ্ধিরসঙ্গকর্ম্মাহুষ্ঠানেন বিমলীকৃতে মনসি যদা নিশ্চলা হ্যাহুতি তদা যোগমায়াবলোকন-
 মবাপ্সাদি । এতদুক্তং ভবতি, “শাস্ত্রজ্ঞাত্যজ্ঞানপূর্বককর্ম্মযোগঃ, হিতপ্রজ্ঞতায্যজ্ঞাননিষ্ঠামাপা-
 ন্নতি, জ্ঞাননিষ্ঠারূপহিতপ্রজ্ঞতা যোগাখ্যমায়াবলোকনং সাধয়তি” ॥ ৫৩ ॥

হরুমান্ ।—মোহকলিলং প্রত্যয়দ্বারেন লক্সাবিবেকপ্রজ্ঞঃ যদা কর্ম্মযোগজং কলং
 পরমার্থযোগমবাপ্সাদি তচ্ছৃণু প্রতিনিপ্রতিপন্নতি । প্রতিনিপ্রতিপন্নান অনেকসাধ্যসাধনসম্বন্ধ-
 প্রকাশনপ্রতিভিঃ প্রতীতিঃ শ্রবণৈবিশ্রুতিপন্ন। ন সম্প্রতিপন্ন। বিক্ষিপ্তা সতী তে তব বুদ্ধির্দা-
 যস্মিন্ কালে হ্যাহুতি নিশ্চলা বিক্ষেপচলনবর্জিতা, সমাধৌ সমাদীয়েতেহস্মিন্নিতি সমাধিঃ
 আত্মনীত্যোত্তমং তত্রাপি বিকল্পবর্জিতা ইত্যোত্তমবুদ্ধিবৃদ্ধেঃ কারণং তদা যোগমবাপ্সাদি ॥ ৫৩ ॥

শ্রীধর ।—ততশ্চ প্রতীতি । প্রতিনিপ্রতিপন্নানৈবৈককর্ম্মার্থশ্রবণৈবিশ্রুতিপন্ন। ইতঃ
 পূর্বং বিক্ষিপ্তা সতী তব বুদ্ধির্দা সমাধৌ হ্যাহুতি, সমাদীয়েতে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ
 পরমেশ্বরভূতস্মিন্নিচলা বিষয়ান্তরেন্নাক্ষর্যে অভাবাচলা অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিরা চ
 সতী তদা যোগ্যং যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্সাদি ॥ ৫৩ ॥

বলদেব ।—সহ কর্ম্মকননির্ব্বিঘ্নতয়া কর্ম্মাহুষ্ঠানেন লক্ষহিণ্ডুকেরভূদিত্যজ্ঞানস্য বে
 কদায়াসাকারুতিরিত্তি চেত্তব্রাহ প্রতীতি । প্রত্যা কর্ম্মণাং জ্ঞানগর্ভতাং প্রবোধয়ন্ত্যা
 তস্মৈতমিত্যাদিকরা বিশ্রুতিপন্ন। বিশেষণ সংসিদ্ধ। তে বুদ্ধিরচলা অসম্ভাবনাবিপরীতভাবানাভ্যাং
 বিরহিতা যদা সমাধৌ মনসি নির্ব্বাতদোপশিথেন নিশ্চলা হ্যাহুতি তদা যোগমায়াভবলক্ষণ-
 মবাপ্সাদি । অরমর্থঃ, কলান্তিগাবশুততয়াহুষ্ঠানি কর্ম্মাণি হিতপ্রজ্ঞতারূপাং জ্ঞাননিষ্ঠাং
 সাধয়তি । জ্ঞাননিষ্ঠারূপা হিতপ্রজ্ঞতা য্যাহুতব্রহ্মিতি ॥ ৫৩ ॥

মধুসূদন ।—অন্তঃকরণভূতঃ জাতনির্দেহস্ত কদা জ্ঞানপ্রাপ্তিরিত্যপেক্ষারামাহ
 প্রতীতি । তে তব বুদ্ধিঃ প্রতিনিপ্রতিপন্নানৈবৈককর্ম্মার্থশ্রবণৈবিশ্রুতিপন্ন। অনেক-
 বিশেষণবিপর্যয়াসবন্ধেন বিক্ষিপ্তা প্রাক্ যদা যস্মিন্ কালে, শুদ্ধজীবিকজনিতেন দোষ-
 বর্ণনেন তৎ বিক্ষেপং পরিত্যজ্য সমাধৌ পরমাত্মনি নিশ্চলা জাগ্রৎস্বপ্নবর্ণনলক্ষণবিক্ষে-
 যতিহা অচলা সুবিস্তৃর্ত্তাকীর্তাবাদিরূপলক্ষণচলনরহিতা সতী, হ্যাহুতি লববিক্ষেপলক্ষণৌ

মোঘো পরিত্যজ্য সমাহিতা ভবিষ্যতীতি যাবৎ । অথবা নিশ্চলা অসম্ভাবনাপরিভাবনাসহিতা অচলা দীর্ঘকালাদরনৈরত্বাৎসংকারসেবনৈর্জিহ্বাতিরপ্রভায়া দূষিতা সতী নির্দীপ্ত-প্রদীপবদ্যন্তি হ্যাত্তীতি যোজন্য । তদা তস্মিন্ কালে যোগিং জীবপরমাত্মকালক্ষণং তদ্ব্যবস্থাদিবাক্যজ্ঞমখণ্ডসাক্ষাৎকারং সর্বযোগক্ষণমবাপ্স্যসি তদা পুনঃ সাধ্যান্তরাভাবাৎ কৃতকৃত্যঃ স্থিতপ্রজ্ঞো ভবিষ্যসীত্বেতিপ্রায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নমু বুদ্ধিপ্রসাদোহপি কেন লিঙ্গেন জ্ঞেয় ইত্যাহ শ্রুতীতি । শ্রুতিজিনানাবিধগাজ্ঞপ্রাণৈর্কিপ্রতিপন্ন্য আত্মা নিত্যোহনিত্যো বা নিত্যোহপি কৰ্ত্তা অকৰ্ত্তা বা অকৰ্ত্তা-প্যেকোহনেকে । বেত্তব্যমাদিসংশয়গ্রস্তা সতী যদা অসম্ভাবনাপরিভাবনানিরাশপূৰ্ণকং শ্রুতিভাৎপর্যাবিস্তীভূতো ব্রহ্মাণৈতে নিশ্চলা পুনঃ কুতর্কৈরনাস্বন্দনীরনির্জিহ্বাৎসাপন্যোক-নিশ্চরবতী ভূষা সমাধৌ নির্জিকরে প্রভাগান্তানি অচলা লয়বিক্ষেপশূভা হ্যাত্তি হিরা ভবিষ্যতি তদা যোগং বিবেকপ্রজ্ঞাং প্রাপ্যসি নিশ্চলসমাধিলাভ এব বুদ্ধিপ্রসাদলিঙ্গমিতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—ততশ্চ শ্রুতিষু নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবণেষু বিপ্রতিপন্ন্য অসম্ভাব্য নিরুক্তেতি যাবৎ । তত্র চেতুঃ নিশ্চলা তেষু তেষ্বর্থেষু চণিতং বিষুখীভূতেত্যর্থঃ । কিন্তু সমাধৌ বর্থেহধ্যায়ে বক্ষ্যমাণলক্ষণে, অচলা স্থৈর্য্যবতী । তদা যোগমপন্নোক্তভূতবং প্রাপ্য জীবন্তু ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

তাৎপর্য্য ।—অন্তঃকরণশুদ্ধ হইয়া নির্বৈদ প্রাপ্ত হইলেই স্বার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যাইবে কি না, অর্জুনের এবংবিধ সন্দেহাশঙ্কা করিয়া, শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে মখে । নিরন্তর লৌকিক ও বৈদিক নানাবিধ কর্মকাণ্ড ঘটতি বিষয়ের বাদানুবাদ শ্রবণে ও তৎসমূহের আলোচনায় তোমার বুদ্ধি বহুপথগামিনী ও অনেক-সংশয়-কলুষিতা হইয়াছে । কর্মানুষ্ঠান জনিত চিত্তশুদ্ধি দ্বারা যখন তুমি বিবেক-বলে বলীয়ান্ হইয়া সেই বহু বিষয়াগত চিত্তকে পরমাত্মরূপ পরমবস্তুরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিশ্চলা অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নদর্শন রূপ বিক্ষেপ-বিরহিতা এবং একান্ত অচলা অর্থাৎ অযুগ্ম, মুচ্ছা ও স্তম্ভীভাবাদিরূপ অবস্থান্তর পরিশূন্য করিতে সক্ষম হইবে, তখনই তুমি সমাহিত হইবে । নির্দীপ্ত প্রদীপের স্তায় যখন তোমার বুদ্ধি স্থিরভাবে পরমাত্ম-চিত্তন-নিরত হইবে, তখনই তত্ত্বমস্তাদি মহাবাক্য-প্রতিপাদিত জ্ঞানে তোমার হৃদয় পূর্ণ হইবে এবং পরমাত্মার সহিত অখণ্ড সাক্ষাৎকার-জনিত পরমানন্দের তুমি অধিকারী হইবে । তখন সকল বোণের সকল কল তোমার আয়ত্ব হইবে এবং তুমি তখন স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া ধন্য হইবে ॥ ৫৩ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব !

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪॥

অন্বয় ।—অৰ্জুন উবাচ । কেশব স্থিতপ্রজ্ঞস্য (নিশ্চল-বুদ্ধিৰ্ঘস্য ভস্য) সমাধিস্থস্য (ঈশ্বরচিন্তননিরতস্য) কা ভাষা (কিং বচনং লক্ষণং) স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞঃ) কিং প্রভাষেত (কথং পঠৈর্ভাষাতে) কিং আসীত (কথং আসনং কুর্য্যাৎ) কিং ব্রজেত (কথং বিষয়ানুপ্রাপ্নোতি) ॥ ৫৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—অৰ্জুন বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ! নিশ্চল-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্রহ্মচিন্তা-পরায়ণের কি লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞ কীরূপ বলেন কীরূপ আসন-করেন কীরূপে বিষয়-প্রাপ্ত হন ॥ ৫৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—অৰ্জুন জিজ্ঞাসিলেন, হে নারায়ণ ! কি কি লক্ষণ দেখিয়া একাগ্র-বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে জানিতে পারা যায় । ব্যাখ্যান কালে সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কীরূপে স্বকীয় হৃদয়-ভাব পরিবাস্তব করেন, কীরূপেই বা বহিঃস্পন্দিত্যগ্নের নিগ্রহ করেন এবং কীরূপেই বা বিষয় ব্যাপারে বিচরণ করেন তৎসমস্ত আমাকে বল ॥ ৫৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—প্রবীণঃ প্রতিভ্যার্জুন উবাচ লক্ষণসমাধিস্থস্য লক্ষণবুভুৎসরা স্থিতপ্রজ্ঞতেতি । স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্থিত্য প্রতিষ্ঠিতাহমস্মি পরং ব্রজেতি প্রজ্ঞা বস্ত স স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা কিং ভাষণং বচনং কথমসৌ পঠৈর্ভাষাতে, সমাধিস্থস্য সমাধৌ স্থিতস্য, কেশব স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্ত স্বরং বা কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং কিং ভাষণং ব্রজনং বা ভস্য কিং কথমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

আনন্দগিৰি ।—সংজ্ঞাসিনো জ্ঞাননিষ্ঠাতৎপ্রাপ্তিবচনং প্রবীণঃ পৃচ্ছতোহৰ্জুনস্য-ভিপ্রায়মাহ লঙ্কেতি । লক্ষ্য সমাধাভ্যন্তরীণ সমাধানেন বা প্রজ্ঞা পরমার্থদর্শনলক্ষণা যেম ভস্যোতি যাবৎ । নহু তত্ত ভাষা তৎকার্য্যানুরোধিনী ভবিষ্যতি কিমিত্যসৌ বিজিজ্ঞাস্যতে তত্রাহ কথমিতি । জ্ঞাননিষ্ঠস্য লক্ষণবিবক্ষয়া প্রব্রজ্যমভ্যাসনং তদ্রিষ্ঠাসাধনবুভুৎসরা বিশিনষ্টি সমাধিস্থস্যেতি । তটৈসবার্থক্রিয়াং পৃচ্ছতি স্থিতধীরিতি ॥ ৫৪ ॥

রামানুজ ।—এবমুক্তে সতি পার্থে নিঃসঙ্গকর্মাহুষ্ঠানরূপকর্মযোগসাধ্যস্থিত-প্রজ্ঞতয়া যোগ সাধনত্বতয়াঃ স্বরূপং স্থিতপ্রজ্ঞস্যাহুষ্ঠানপ্রকারক পৃচ্ছতি অৰ্জুন উবাচ

হিতপ্রজ্ঞস্যেতি । সমাধিস্থস্য হিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা কো বাচকঃ শব্দঃ তস্য ব্রহ্মণঃ কীদৃশ-
মিত্যর্থঃ । হিতপ্রজ্ঞঃ কিঞ্চ ভাষণাদিকং কৰোতি ॥ ৫৪ ॥

হুতুমান্ ।—অবাঞ্ছাযোগলক্ষণবৃত্তংসরা অৰ্জুন উবাচ । হিতপ্রজ্ঞস্যেতি । হিতা
প্রতিষ্ঠিতা অহমস্মি পরং ব্রজেতি প্রজ্ঞা যস্য ইতি, কা ভাষা ভাষণং কথমসৌ ভাষাতে সমাধি-
স্থঃ সমাধিস্থিতস্য কেশব, হিতধীঃ হিতপ্রজ্ঞঃ, কিং প্রভাবেতকিমর্থং ব্রহ্মণঃ ভাবেত কিমাসীত
কথং বা আসীত ব্রজেত কিং কথং বা গচ্ছেমিত্যর্থঃ । হিতপ্রজ্ঞস্ত লক্ষণমেনেন প্রোক্তেন
পৃচ্ছতে, হিতপ্রজ্ঞন্তেভ্যারত্যাধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ, হিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং সাধনঞ্চ উপদিষ্টতে
সৰ্বজ্ঞাধ্যাপনাজ্ঞে লক্ষণানি যানি তান্যেব সাধনাম্যাপদিষ্টতে যজ্ঞসাধ্যত্বাৎ, যানি বজ্ঞসাধ্যানি
লক্ষণানি সৰ্বজ্ঞাধ্যাপনাজ্ঞে বিন্দতে ॥ ৫৪ ॥

শ্রীধর ।—পূৰ্ব্বপ্রোক্তোক্তাস্মতবজ্ঞস্ত লক্ষণং জিজ্ঞাসুরৰ্জুন উবাচ হিতপ্রজ্ঞস্ত কা
ভাষেতি । বাতাবিকৈ সমাধৌ হিতস্ত অতএব হিতা নিশ্চল্য প্রজ্ঞা বুদ্ধিৰ্যত তত্ৰ ভাষা কা,
ভাষাতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণমিতি যাবৎ, স কেন লক্ষণেন হিতপ্রজ্ঞ উচ্যত ইত্যর্থঃ । তথা
হিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং ব্রজনঞ্চ কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

বলদেব ।—এবমুক্তোহৰ্জুনঃ পূৰ্ব্বপঞ্চোক্তস্ত হিতপ্রজ্ঞস্ত লক্ষণং জাতুং পৃচ্ছতি
হিতেতি । হিতপ্রজ্ঞেহং চত্বারঃ প্রশ্নাঃ সমাধিস্থে একঃ । ব্যুখিতে তু ত্রয়ঃ । তথাহি হিতা
হিরা প্রজ্ঞা ধীৰ্যত তত্ৰ সমাধিস্থস্ত কা ভাষা কিং লক্ষণম্ । ভাষাতেহনয়েতি ব্যুৎপত্তেঃ,
কেন লক্ষণেন হিতপ্রজ্ঞোহতিধীরতে ইত্যর্থঃ । তথা ব্যুখিতঃ হিতপ্রজ্ঞঃ কথং ভাষণা-
দীনি কুর্যাৎ তদীয়ানি ভানি পৃথকজনবিলক্ষণানি কীদৃশানীত্যর্থঃ । তত্র কিং প্রভাবেত ।
অরোঃ স্ততিনিন্দরোঃ স্নেহদেষরোশ্চ প্রাপ্তরোমূৰ্খতঃ স্বগতং বা কিং ত্রয়াৎ । কিমাসীত
বাহুবিসেষু কথমস্মিরাণাং নিগ্রহং কুর্যাৎ । ব্রজেত কিং তদ্রিগ্রহাতাবেন চ কথং বিবরান-
বাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ । (ত্রিষু সম্ভাবনারাং গিণ্ড্) ॥ ৫৪ ॥

মধুসূদন ।—এবং লক্ষাবগমঃ হিতপ্রজ্ঞলক্ষণং জাতুংৰ্জুন উবাচ । বাস্তব হি
জীবমুক্তানাং লক্ষণানি তাত্ত্বিকং মুমুকুশাং মোক্ষোপায়ভূতানীতি মধ্যমঃ অৰ্জুন উবাচ
‘হিতপ্রজ্ঞন্তেতি । হিতা নিশ্চল্য অহঃ ব্রজ্যস্মিতিপ্রজ্ঞা যত্ৰ স হিতপ্রজ্ঞোহববুদ্ধিধরান্
সমাধিস্থে ব্যুখিতচিত্তশ্চেতি, অতো বিশিনষ্টি সমাধিস্থস্ত সমাধৌ হিতস্য কা ভাষা (কৰ্ম্মণি যজ্ঞ)
ভাষাতেহনয়েতি ভাষা লক্ষণং সমাধিব্যঃ হিতপ্রজ্ঞঃ কেন লক্ষণেনাত্ত্ববাবহিরিতে ইত্যর্থঃ ।
স চ ব্যুখিতচিত্তঃ হিতধীঃ হিতপ্রজ্ঞঃ অরং কিং প্রভাবেত স্ততিনিন্দ্যবরাতিনন্দনদেবাদিলক্ষণং
কিং কথং প্রভাবেত (সৰ্বত্র সম্ভাবনারাং গিণ্ড্) তথা কিমাসীতেতি ব্যুখিত চিত্তনিগ্রহাৎ
কথং বহিরিস্মিরাণাং নিগ্রহং কৰোতি তদ্রিগ্রহাতাবকালে চ কিং ব্রজেত, কথং বিবরান্
প্রাপ্নোতি তৎকৰ্ত্তৃকভাষণগনুব্রজনানি মুচরনবিলক্ষণানি কীদৃশানীত্যর্থঃ । তদেবং চত্বারঃ
প্রশ্নাঃ সমাধিস্থে হিতপ্রজ্ঞে একঃ, ব্যুখিতহিতপ্রজ্ঞে ত্রয় ইতি । কেনমেতি সৰ্ববোধন-
সৰ্বকর্তৃক্যাক্তিরা যমেবৈবতাদুশং ব্রহ্মণ্যং বক্তুং সমর্থোহনীতি প্ৰচয়তি ॥ ৫৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—লক্ষ্যসাপেক্ষে হিতপ্রজ্ঞাপন্ন্যায়ো লক্ষণানি বৃহৎস্বরজ্জুন উবাচ হিত-
প্রজ্ঞোতি । হিতা প্রত্যগাত্মনি প্রতিষ্ঠিতা প্রজ্ঞা যত তত হিতপ্রজ্ঞস্য সমাধিস্থস্য সমাধৌ
হিতস্য কা ভাবা ভাবণং বচনং কথমসৌ পঠৈর্ভাষ্যতে ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ, হিতধীঃ হিতপ্রজ্ঞঃ
অর্থাৎ ব্যাখ্যাতঃ সন্ কিং প্রভাষেত কথং বদতি কথমাতে কথং বা ব্রজতি বিষয়ান্ ভুঙ্ক্তে
ইতি প্রশ্নত্রয়ম্ ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—সমাধাবলোকিত্রিতি শ্রদ্ধা তত্ত্বতো যোগিনো লক্ষণং পূজ্জতি হিত-
প্রজ্ঞস্যোতি । হিতা হিরা অচলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্হস্যোতি । কা ভাবা ভাষ্যতে অনয়েতি ভাবা
লক্ষণং কিং লক্ষণমিত্যর্থঃ । কীদৃশস্য সমাধিস্থস্য ইতি সমাধৌ স্থাসাতীত্যর্থঃ, এবংক হিতপ্রজ্ঞ
ইতি সমাধিস্থ ইতি জীবগুরুস্য সংজ্ঞায়ম্ । কিং প্রভাষেতেতি স্মৃৎসুঃখয়োর্মাপন্নমানয়োঃ
অতিনিদ্রয়োঃ স্নেহেষবয়োর্বী সমুপস্থিতয়োঃ কিং প্রভাষেত ? স্পষ্টং স্বগতং বা কিং বদেদিত্যর্থঃ ।
কিমাণীত তদ্বিজ্ঞিরাণাং বাহুনিষয়েষু চলনাত্যাবঃ কীদৃশঃ ? ব্রজেত কিং তেষু চলনং বা
কীদৃশমিতি ॥ ৫৪ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্বে শ্লোকে শ্রীভগবান্ সমাধিতে অচলা বুদ্ধি সম্পন্ন মহা
পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন । সেই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানিবার অভিপ্রায়ে
অর্জুন নিম্নলিখিত প্রশ্ন সমূহ উত্থাপন করিতেছেন । “অহং ব্রহ্মাস্মি”
অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম ইহাই যাহার স্থির বুদ্ধি তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ । তাদৃশ
স্থিতপ্রজ্ঞ মহাত্মার দ্বিবিধ অবস্থা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ; (এক) সমাধিস্থ,
(দুই) ব্যাখ্যাতচিত্ত । অর্জুন প্রথমতঃ সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানি-
বার বাসনায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ ! কি লক্ষণের দ্বারা সেই মহা
পুরুষ অন্তের নিকট পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন, তাহা তুমি আমাকে বুঝাইয়া
দেও । আর তিনি যখন ব্যাখ্যাতচিত্ত হন, তখন স্বয়ং স্তুতি, নিন্দা, আদর বা
অভিনন্দন, ধেষাদিরূপ কি কি ভাষার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাও
আমাকে বল । আর সেই ব্যাখ্যাত ব্যক্তি চিত্ত-নিগ্রহের নিমিত্ত কিরূপে
স্বকীয় ও বাহ্যেস্ত্রিয়ের নিগ্রহ করেন এবং যখন তাদৃশ ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ না
করেন, তখনই বা কি কি বিষয়ান্তরে বিনিবিষ্ট থাকেন তাহাও আমাকে
বল । সাধারণ ধর্ম্মজ্ঞেয় অজ্ঞ জনগণের বচন, আসন, বিচরণ অপেক্ষা তাদৃশ
স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের তত্ববিষয় অবশ্যই নাতিশয় বিভিন্ন ; তুমি আমাকে
সেই বিভিন্নতা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেও । এই শ্লোকে অর্জুন চারিটি প্রশ্ন
উত্থাপিত করিয়াছেন । সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে একটি এবং ব্যাখ্যাত
স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে তিনটি । ‘কেশব’ এই সম্বোধন পদে ইহাই স্মৃতিত

হইতেহে যে, তুমি সৰ্বাস্তৰ্ঘ্যানী ; সুতরাং এতাদৃশ রহস্ত ব্যক্ত করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ ॥ ৫৪ ॥

—(১)—

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রজ্জহাতি যদা কামান্ সৰ্বান্ পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মশ্চেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

অনুব্র।—শ্রীভগবানু উবাচ । পার্থ যদা সৰ্বান্ মনোগতান্ (হৃদি স্থিতান্) কামান্ (বাসনাসমূহান্) প্রজ্জহাতি (পরিত্যজ্যতি) তদা আত্মনি (স্বম্বিস্মেব পরমাত্মরূপে) আত্মনা (স্বয়মেব) তুষ্টঃ (আত্মা-রাম ইতি যাবৎ) স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবানু বলিলেন । পার্থ যখন সকল অন্তরঙ্গাত বাসনা পরিত্যাগ করে, তখন পরমাত্ম-স্বরূপে স্বয়ং পরমানন্দিত হিত-প্রজ্ঞ কথিত হয় ॥ ৫৫ ॥

ব্যাখ্যা।—অর্জুনকৃত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবানু বলিতেছেন, হে কোন্তের ! যখন নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তি হৃদয়ের যাবতীয় বাসনার উচ্ছেদ সাধন করিয়া, স্বয়ং পরমার্থ দর্শনামৃত সেবনে অপার আনন্দ উপভোগ করেন, তখন তাদৃশ সংশ্রামীকেই হিতপ্রজ্ঞ বলিয়া নির্দেশ করা যায় ॥ ৫৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—হিতপ্রজ্ঞত লক্ষণমেন য়োকেন পৃচ্ছতি, যো হাদিত এব সংভূত কর্মণি জ্ঞানযোগনিষ্ঠায় প্রবৃত্তো বচ কর্মযোগেন তসৈঃ হিতপ্রজ্ঞতেতি, প্রজ্জহাতিভ্যা-মজ্জাধাষপরিমমাপ্তিপৰ্য্যন্তঃ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণং সাধনকোপবিত্ততে, সৰ্বকৈব হৃদ্যাস্তপায়ে কৰ্মার্থলক্ষণানি যানি তাত্তেব সাধনাত্মপবিত্ততে যত্নসাধ্যত্বাৎ, যানি যত্নসাধ্যানি সাধনানি লক্ষণানি ভবন্তি তানি শ্রীভগবানুবাচ, প্রজ্জহাতিভ্যঃ । প্রজ্জহাতি প্রকর্ষণে কৰ্মহাতি পরিত্যজ্যতি ইবা বসিন্ কালে সৰ্বান্ সমতান্ কামান্ ইচ্ছাভেদান্ হে পার্থ মনোগতান্ মনসি প্রবৃষ্টিনু জ্ববি প্রবৃষ্টিনু সৰ্বকামপরিভূত্যাং তুষ্টিকারণাতাবাহুদৌরধারণানিবিকল্পেণৈব ত সন্তুষ্টপ্রজ্ঞভাষ্যে

প্রবৃত্তিঃ প্রাপ্তেত্যত উচ্যতে আত্মনি এব প্রত্যগাত্মরূপ এবাত্মনা যেনৈব বাহ্যাতনিরপেক্ষভূতঃ পরমার্থবর্ণনামৃতরসলাভেনাত্মস্বাদলং প্রত্যয়বান্ হিতপ্রজঃ, স্থিতা প্রতিষ্ঠিতাত্মানাত্মবিবেকজা প্রজা বয়া ন হিতপ্রজো বিদ্বাংস্তদোচ্যতে, ত্যক্তপুঞ্জবিস্তলোটৈকবণঃ সন্ন্যাসী আত্মারামঃ আত্মকীড়ঃ হিতপ্রজ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

আনন্দগিরি ।—প্রপ্রাকরপি ব্যাখ্যায় বাক্যার্থমাহ হিতপ্রজস্যোতি । প্রতিবচন-মবতারিরিতুং প্রাতনিকাং करोति যো ইতি । হিশঙ্কেন কর্মসংজ্ঞাসকারণীভূতবিরাগতা-সম্পদ্বিঃ সূচ্যতে, আদিতো ব্রহ্মচর্য্যাবহারামিতি বাবৎ, জ্ঞানমেব যোগো ব্রহ্মাত্মতাবপ্রাপকত্বাৎ তস্মিন্ নিষ্ঠা পরিসমাপ্তিতস্যামিত্যর্থঃ, কঠোর যোগস্তেন কর্মণ্যাসন্ন্যাস্য তন্নিস্তারামেব প্রবৃত্ত ইতি শেষঃ । নহু তৎকথমেকেন বাক্যেনার্থধরমুপদিষ্টতে বৈধার্থে বাক্যতেদাৎ, ন চ লক্ষণমেব সাধনং কৃতার্থলক্ষণস্য তৎস্বরূপত্বেন ফলস্ব সাধনত্বাহুপপত্তেরিতি তদ্রাহ সর্বদৈববেতি । যত্বেপি ঐক্যত্বার্থস্য জ্ঞানিনো জ্ঞানলক্ষণং তজ্জপেণ ফলত্বায় সাধনত্বমধিগচ্ছতি, তথাপি জিজ্ঞাসোত্তদেব প্রবক্ষ্যমাণ্যতরা সাধনং সম্পদ্বতে, লক্ষণকাত্মজ্ঞানসামর্থ্যলক্ষণত্বতে, ন বিধীরতে বিহ্বলো বিহ্বিনিবেষণোগোচরত্বাৎ, তেন জিজ্ঞাসোঃ সাধনাত্মত্বানায় লক্ষণাহুবাদাদেকস্মিন্বেব সাধনাত্মত্বানে তৎপর্য্যামিত্যর্থঃ । উক্তেহর্থে ভগবৎব্যাক্যমুখ্যপন্নতি বানীতি । লক্ষণানি চ জ্ঞানসামর্থ্যালভ্যাত্ম-বক্ষ্যমাণানীতি শেষঃ । হিতপ্রজস্য কা ভাবেতি প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ প্রজহাতীতি । কামভ্যাগস্য একর্ষো বাসনারাহিত্যং কামানামাত্মনিষ্ঠত্বং কৈশ্চিদিব্যতে, তদবৃত্তং তেবাং মনোনিষ্ঠত্বপ্রতে-দ্রিত্যশ্রয়বানাহ মনোগতানিতি । আত্মজ্ঞেবাত্মনেত্যাত্মাত্তরভাগনিরস্যাঞ্চোদ্যমহুভবতি সর্ব-কামেতি । তর্হি অবর্তকাভাবাধিহ্রবঃ সর্বপ্রসুত্তেরূপশাস্তিবিধিতি নেতাহ পরীরেতি । উদ্রাদ-বাহুগন্তো বিবেকবিরহিতো বুদ্ধিভ্রমভাগী একর্ষণে মদমুভবন, বিদ্যমানমপি বিবেকং নিরসয়ন্ জ্ঞাতব্যব্যবহরন্ প্রমত্ত ইতি বিভাগঃ । উত্তরার্দ্ধমবতর্ষা ব্যাকরোতি উচ্যত ইতি । আত্মজ্ঞে-বেত্যেককারণাত্মজ্ঞেনেত্যত্রাপি সম্বন্ধং জ্ঞোতরতি যেনৈববেতি । বাহ্যাতনিরপেক্ষত্বেন তুষ্টিমেব স্পষ্টীরতি পরমার্থেতি । হিতপ্রজপদং বিভজতে স্থিতেতি । প্রজা প্রতিবন্ধকসর্বকায়-বিরামাবহা তদেতি নির্দিষ্টতে । উক্তমেব প্রশংসরতি ত্যক্তেতি । আত্মানং জিজ্ঞাসমানো বৈরাগ্যবরাগ সর্কৈবগাত্যাগাত্মকং সংজ্ঞাসমাসাত্ত প্রবণাত্মবৃত্ত্যা তজ্জ্ঞানং প্রাপ্য তস্মিন্নেবাসক্ত্যা বিকরবৈমুখ্যেন তৎফলভূতাং পরিতুষ্টিং তত্ৰৈব প্রতিগতমানঃ হিতপ্রজব্যাপদেণভাগীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

রামানুজ ।—কৃতিশিশেষকথনেন স্বরূপমতিব্যক্তং ভবতীতি বৃত্তিনির্দেশ উচ্যতে প্রজহাতীতি । আত্মজ্ঞেবাত্মনা বসনাত্মৈক্যাবলম্বনেন তুষ্টিঃ তেন ভোষণে তজ্জতিরিজ্ঞান সর্কৈব মনোগতান্ কামান্ বদ্য একর্ষণে লহতি তদায়ং হিতপ্রজ উচ্যতে, জ্ঞান-মিষ্টাকর্ষেরূপঃ ॥ ৫৬ ॥

হরুমান্ ।—অতজ্ঞাত্তেব সাধনানি ভগবাহুবাচ, প্রবহাতীতি । একর্ষণে লহতি তজ্জতিরিজ্ঞান বদ্য কামান্ নিষ্ঠাত্তেবান্ বৈসার্কনোনটান্ বদদি প্রতিষ্ঠানাত্মজ্ঞেব প্রত্যগাত্মরূপ এক আত্মনা যেনৈব ০ তৎকথনতিনিরপেক্ষভূতঃ পরমার্থবর্ণনামৃতরসলাভেনাত্মস্বাদলং বদনি ন

প্রত্যয়বান্ হিতপ্রজঃ হিতা প্রজা আত্মনাশ্রবিবেকজা প্রজা যন্ত স হিতপ্রজঃ বিধাংস্তদোচ্যতে, ইত্যুক্তপূর্ববিত্তলাভঃ সংজ্ঞাসী আত্মারাম আত্মক্লীড়াবান্ হিতপ্রজ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

শ্রীধর ।—অত্র চ বানি সাধকস্ত জ্ঞানসাধনানি তাত্ত্বেব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্য লক্ষণানি, অজ্ঞঃ সিদ্ধস্য লক্ষ্যস্য লক্ষণানি কথয়ন্তেবাস্তবজ্ঞানানি জ্ঞানসাধনান্তাহ বাবদধ্যায়সমাপ্তি, তত্র প্রথমপ্রদ্ব্যোক্তরমাহ প্রজহাভীতি স্বাত্ম্যাম্ । মনসি হিতান্ কামান্ যদা প্রকর্ষণেণ জহাতি । ত্যাগে যেতুমাহ আত্মনীতি । আত্মজ্ঞেব স্বসিদ্ধেব পরমানন্দরূপ আত্মনা স্বরমেব তুষ্ট ইত্যাত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াস্তিলাবাংত্যজতি তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ হিতপ্রজ উচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

বলদেব ।—এবং পৃষ্ঠো ভগবান্ ক্রমেণ চতুর্গামুত্তরমাহ বাবদধ্যায়পূর্তি । তত্র প্রথমমাহ প্রজহাভীত্যেকেন । হে পার্শ্বযদা মনোগতান্ মনসি হিতান্ কামান্ সর্কান্ প্রজহাতি সত্যজতি তদা হিতপ্রজ উচ্যতে । কামানাং মনোবর্ষণাৎ পরিত্যাগো যুক্তঃ । আত্মবর্ষণে হঃশব্দঃ স স্যাৎক্ষুদ্রাদীনামিবেতি ভাবঃ । নহু শুদ্ধকর্ষণং কথং তিষ্ঠতীতি চেৎ তত্রাহ আত্মজ্ঞেবেতি । আত্মনি প্রত্যাহ্বতে মনসি ভাসমানেন স্বপ্রকাশানন্দরূপেণাত্মনা স্বরূপেণ তুষ্টঃ পরিতৃপ্তঃ ক্ষুদ্রবিষয়াস্তিলাবান্ সংত্যজ্যাত্মানন্দারামঃ সমাধিস্থঃ হিতপ্রজ ইত্যর্থঃ । “আত্মা পুন্নি স্বভাবেহপি প্রব্রজমনসোরপি । যুতাবপি মনীষায়াং শরীরব্রহ্মণোরপি ॥” ইতি যেদিনীকারঃ । ব্রহ্ম চাত্র জীবেশ্বরাজ্ঞতরঙ্গাহম্ ॥ ৫৫ ॥

মধুসূদন ।—এতৎবাং চতুর্গামু প্রদ্ব্যনাং ক্রমেণোত্তরং শ্রীভগবান্ হুবাচ বাবদধ্যায়সমাপ্তি, প্রজহাভীতি । কামান্ কামসমুচ্চাদীন্ মনোবৃত্তিবিষেবান্, প্রমাণবিপাকারবিকল্পনিজ্রাবৃত্তি-ভেদেন তদ্বাস্তরে পঞ্চধাপ্রপঞ্চিতান্ সর্কান্ নিরবশেষান্ প্রকর্ষণেণ কারণবোধেন যদা জহাতি পরিত্যজতি সর্কবৃত্তিশূন্না এব যদা ভবতি হিতপ্রজস্তদোচ্যতে সমাধিস্থ ইতি শেবঃ । কামনামনাশ্রবর্ষণেণ পরিত্যাগযোগ্যতামাহ মনোগতানিতি । যদি হ্যাত্মবর্ষণাঃ স্ত্যাঃ তদা ন ত্যক্তুং শক্যেয়ন্ যক্যোক্ত্যৎ স্বাভাবিকত্বাৎ মনসস্ত ধর্মী এতে অতত্তৎপরিত্যাগেন পরিত্যক্তুং শক্যম্ । এবৈত্যর্থঃ । নহু হিতপ্রজস্য মুখপ্রদানলিঙ্গগম্যঃ সন্তোষবিশেষঃ, প্রতীক্ৰমেণ স কথং সর্ককাম-পরিত্যাগে স্যাদিত্যত আহ । আত্মজ্ঞেব পরমানন্দরূপে ন বদ্যাত্মনি তুচ্ছো আত্মনা স্বপ্রকাশ-চিক্রুপেণ জ্ঞানমাণে ন তু বৃত্ত্যা তুষ্টঃ পরিতৃপ্তঃ পরমপুরুষার্থল্যভাৎ, তথাচ শ্রুতিঃ, “যদা সর্কে প্রমুচ্যতে কামা যেষন্ত কপি প্রিচাঃ । অথ মর্তেয়া ভবত্যত্র যুক্তো ব্রহ্ম সমব্রূতে” ইতি । তথাচ সমাধিস্থঃ হিতপ্রজ একঃ বিধেয়লক্ষণবাচিতিঃ শটকর্তব্যত ইতি প্রথমপ্রদ্ব্যোক্তোত্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

মীলকর্ক ।—এতৎবাং ক্রমেণোত্তরাণ্যাহ শ্রীভগবান্ প্রজহাভীত্যাদিনা । অত্রবাভেব কৃত্যধলক্ষণানি জ্ঞানি জ্ঞানসাধনীতি যদা উপদিষ্টতে হিতপ্রজ লক্ষণানি তেবাসমুদ্যত্বার্থেব বদ্যনাকর্কঃ হিতার্থেব আত্মনিকর্কঃ, যথোক্তং, “উৎপন্নাত্মপ্রবোধত্বং হিতার্থমসৌ ভবতি ॥”

ভয়ভয়ভয়ভয় ন তু সাধকরূপিণঃ” ইতি । যদায়ং যোগী সৰ্বান্ ভূতান্ভুতকারণশরীরভোগ্যান্ কামান্ কাম্যমানান্ বিদ্যান্ প্রকর্ষণে সমুৎপাদয়তি তাদৃশিত্বাৎ, কৌশলান্ কামান্ মনোগতান্ যজ্ঞেনৈব সঙ্কল্পনিকরূপকৈ হিতান্ ন তু বহিঃ । যথোক্তমক্ষপাদচৌধুরীঃ, “দোষনিবৃত্তঃ স্পাদয়ো বিদ্যাঃ সঙ্কল্পনিকরূপতাঃ” ইতি তত্র ভূতানাং কামানাং ত্যাগ একান্তসেবন-মাজ্ঞাতবতীতি ন স্বধীরাণ্যেব বিশীলকরণগ্রামস্ত সমন্বত আশ্রয়সনাময়াঃ স্বপ্নে যে কামাঃ কুরন্তি তেষামপি ত্যাগো তগবদ্বাদানাদিরূপসংসারভাগ্যবলেন ভবতি । যেতুপসংকৃতকরণস্ত সঙ্কল্পাতগম্যাদিকালে দিব্যাঃ কামনাঃ সঙ্কল্পসাজ্ঞোপগতা দহঃপিত্তাদিভু প্রলিপ্তান্তেষামপি ত্যাগোহসম্প্রজাতসমাখ্যাত্যাবলেন ভবতি এবং ত্রিবিদান্ কামান্ ত্যক্তা আত্মজ্ঞেবাথৈককরসে আত্মনা যেনৈব স্বরূপানন্দেন তুষ্টৌ বাহুবিস্ময়নিরপেক্ষৌ যদা ভবতি তদায়ং হিতপ্রজ ইত্যুচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—চতুর্থাৎ প্রকল্পনাং ক্রমোক্তরসাহ প্রকল্পতীতি বাবদধারসমাপ্তি । সৰ্বানিতি কস্মিন্নপ্যর্থে যত কিঞ্চিৎসাজ্ঞোহপি নাতিগাৰ উত্থাণঃ । মনোগতানিতি কামানাম-নাশ্রয়বর্ধনঃ পরিত্যাগে যোগাতা দর্শিতা । যদ তে হ্যাত্মবর্গাঃ হ্যাত্মনা তাত্ত্বাক্ষুশ্মক্যরন বহ্নৈরৌক্যবিত্তি ভাবঃ । অত্র হেতুঃ আত্মনি প্রত্যাহৃত মনসি প্রাপ্তৌ ব আত্মা আনন্দরূপন্তেন তুষ্টে । তথাচ ক্রান্তিঃ, “যদা সৰ্বে প্রমুচ্যন্তে কামা বদ্য হৃদি তিষ্ঠাঃ । অণ সন্তোষা তদত্যজ যুতো ব্রহ্ম বসুধুতে” ইতি ॥ ৫৫ ॥

তাৎপর্য ।—অর্জুন কৃত প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে শ্রীভগবান্ এই স্থান হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিভিন্নভাবে শ্রুতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন । সঙ্কল্পাদি মনোবৃত্তিবিশেষের নাম কাম ; শাস্ত্রান্তরে প্রমাণ, বিপর্যায়, বিকল্প, নিজা, স্মৃতিভেদে কাম পঞ্চবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।

* বৃত্তয়ঃ পঞ্চভব্যঃ ॥ ৫৫ ॥ বেদপ ছাঁচেব উপর কোন জগীহৃত পাতু চালিয়া দিলে তাহা ছাঁচেচৌকি অক্লুপ আকার গ্রহণ করে, সেইরূপ রূপ রসাদি বাহু বিষয়ের সংযোগে জীবের অন্তঃকরণের যে পরিণাম বিশেষ হয়, বা অন্তঃকরণ সেট সংযুক্ত বিষয়ের যে আকারে ঠিক পরিণত হয়, তাহাই সাধারণতঃ পরিণাম জ্ঞান বলিয়া উল্লিখিত হয় ; পরন্তু যোগশাস্ত্রে তাহাই “বৃত্তি” বলিয়া অভিহিত হয় । সেই মনোবৃত্তি প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত । যথা ঐশ্বর্য্যেণ বিপ-র্য্যেণ বিকল্প নিজা বৃত্তয়ঃ ৩৬৭ প্রমাণ বৃত্তি, বিপর্যায় বৃত্তি, বিকল্প বৃত্তি, নিজা বৃত্তি, এবং স্মৃতি বৃত্তি । অল্পমো প্রমাণ বৃত্তি যথা ; প্রত্যক্ষানুমানময়াঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম জিহ্ব প্রমাণ বৃত্তি (৩০৭—৩১০) বিপর্যায় । যথা ; বিপর্যায়ো মিথ্যাজ্ঞানমহত্ৰুপপ্রতিষ্ঠিতম্ ৩৮৭ বাহার বাহা পারমার্থিক রূপ, তাহাই তাহার “তদ্ভূপ” । বাহা তদ্ভূপে থাকে না তাহারই নাম “অত্ৰুপ প্রতিষ্ঠিত” । (বহু বং পারমার্থিক রূপং তদ্ব্যন ন প্রতিষ্ঠিততীতি অত্ৰুপ প্রতিষ্ঠিতম্) অত্ৰুপ প্রতিষ্ঠিত এমন যে মিথ্যাজ্ঞান তাহার নাম “বিপর্যায়” । অর্থাৎ বাহা বাস্তবিক যে পদার্থ মনে, তাহাতে সেই পদার্থ বলিয়া যে মিথ্যাজ্ঞান সমুৎপত্ত হয়, তাহার নাম “বিপর্যায়” ;

সাধক এই কাম সমূহকে যখন সম্পূর্ণরূপে নিরবশেষভাবে পরিত্যাগ করিয়া সৰ্বসমনোরত্তি-বিহীন হন, তখনই তাঁহাকে স্থিতপ্রাজ্ঞ বলা যায় । কামনা কখনই আত্মার ধৰ্ম্ম নহে, তাহা মনেরই ধৰ্ম্ম, সুতরাং তাহা পরিত্যাগেরই যোগ্য । যদি কাম আত্মার ধৰ্ম্ম হইত, তাহা হইলে কখনই পরিত্যাগ করা যাইত না । অগ্নির উষ্ণতা স্বাভাবিক, সুতরাং অপরিহার্য । কামনাসমূহ তদ্রূপ আত্মার স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম হইলে অবশ্যই অপরিহার্য হইত ! তাহা মনেরই ধৰ্ম্ম, সুতরাং তাহা বর্জন করিলে সহজেই বর্জন করিতে পারা যায় । কিন্তু সৰ্বকামনা পরিত্যক্ত স্থিতপ্রাজ্ঞ মহাপুরুষের বদনমণ্ডল নিরন্তর

যে রূপে রজ্জু সর্প, বারি মরীচিকা, শুক্লি বজ্রত প্রভৃতি । এই বিপর্যয়েরই নামান্তর ভ্রম, অধ্যান প্রভৃতি । বিপর্যয় বৃত্তি প্রমাণ বৃত্তির ঠিক বিপরীত বৃত্তি বিশেষ । বিকল্প বর্ণা ; শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যতা বিকল্পঃ ॥ ৯ ॥ বস্তু শূন্য অর্থাৎ নস্তু নাট অগত শব্দকল্প যে একরূপ মনের বৃত্তি জন্মায়, সেই মনোবৃত্তির নাম “বিকল্প” ; যে রূপ কাক-দন্ত, কুম্ভরোম, অৰ্ঘ্যভব, আকাশ-কুণ্ডল, মনবিষাণ, শশশূন্য প্রভৃতি । বাস্তবিক কাকদন্তাদি কোন নস্তু না থাকিলেও কেবল শব্দকল্প যে একরূপ মনোবৃত্তি সমুদ্ভূত হয়, তাহারই নাম “বিকল্প” । পূনোক্ত বিপর্যয়ের বাণ হইতে পানে, কিন্তু বিকল্পের বাধ হইতে পারে না, সুতরাং বিকল্প বিপর্যয় হইতে ভিন্ন । নিদ্রা । বর্ণা ; অতাব প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিনিদ্রা ॥ ১০ ॥ (কার্য্যঃ প্রাপ্তি অবশ্যে গচ্ছতীতি প্রত্যয়ঃ কারণম্ । অতাবে আগ্রহবশতীনাং প্রাণবশে কারণঃ তমঃ, তদেন আলম্বনং বিষয়ো যন্তাঃ সা তথোক্তা বৃত্তিনিদ্রে-ত্যাচাচে ।) প্রত্যয় শব্দের অর্থ কারণ ; আগ্রহ ও বশতাবশত অতাবে অর্থাৎ প্রকৃতরূপ লয়বস্তুর কারণ (প্রত্যয়) কে ? —না তমঃ (শুণ) । সেই তমঃ যে বৃত্তির আলম্বন অর্থাৎ বিষয় সেই মনোবৃত্তির নাম “নিদ্রা” । মন নিদ্রাপ্রস্থার তমঃ বা অজ্ঞানকেই বিষয় করে, অর্থাৎ নিদ্রাবস্তুর মন অজ্ঞানাকারে আকরিত হয়, কারণ নিদ্রোপস্থিত ব্যক্তি বলে যে, “আমি ঘুমাইয়া-ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই ।” তমোগুণ প্রকাশাত্মক সমুত্তমের আবেশক বলিয়া নিদ্রাপ্রস্থার অজ্ঞান ব্যতিরিক্ত কোনরূপ বিষয়ের জ্ঞান হয় না । স্মৃতি । বর্ণা ; অস্মৃভূত বিষয়সম্ভ্রামোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥ যে বিষয় একবার অস্মৃভূত কবা হইয়াছে, তাহার যে অনুস্মরণ (অস্তের চূর্ণ না করা) অর্থাৎ সংস্কার দ্বারা যে বুদ্ধিতে উপস্থিত তাহার নাম “স্মৃতি” । দেহরূপ “সেই আমার মা,” “আহা সেই মধুর মঙ্গল” ইত্যাদি । অর্থাৎ আগ্রহবশত যে সমস্ত বিষয় অস্মৃভূতকরা যায়, মনে তাহার সংস্কার বা শক্তি বিশেষ অবস্থ থাকে । উদ্যোগক উপস্থিত হইলেই সেই সংস্কার প্রাণ হইয়া সেই পূর্বাস্মৃভূত বিষয়ের অরূপ পুনরাধ মনে উদ্ভিত করিয়া দেয় । এই পূর্বাস্মৃভূত বিষয়ের পুনরুদ্ভিত মনোবৃত্তি বিপর্যয়ের নামই স্মৃতি । প্রতিপক্ষ (মাহাত্ম) সৰ্ব্বদা তত্ত্বদর্শনের উদ্বেগক, অর্থাৎ পূর্ব দৃষ্ট তত্ত্বের যে সংস্কার চিত্রে আনন্দ থাকে, তাত্ক্ষি না থাকিলেও কেবল সাক্ষ্য মাহাত্মকে দেখিয়াই সেই সংস্কার প্রাণ হইয়া পূর্বদৃষ্ট সেই তত্ত্বের স্মরণ চিত্রে পুনরুদ্ভিত করিয়া দেয় ; প্রতিবিষয়ক এই লক্ষণ সমুদ্ভিত মনোবৃত্তির নামই প্রতি স্মৃতি । সুবৃষ্টকালীন (নিদ্রাকালীন) অজ্ঞানের অস্মৃভূত এই স্মৃতির সাধাযোই হইয়া থাকে, কারণ পূর্বে অর্থাৎ সুবৃষ্ট অবস্থার অজ্ঞান অস্মৃভূত না হইলে আগ্রহবশত তাহার স্মৃতি হইত না ।

[পাঞ্চরং সৰ্ব্ব—সমানিপাদ] —শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ।

পরমানন্দে সমুদ্ভাসিত বলিয়া প্রতীত হয় । তিনি সৰ্বকামনা পরিশুদ্ধ হইলে কখনই এরূপ সম্ভব হয় না ; এই আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, বাহ্য পরমাত্মজ্ঞান হইয়াছে, তিনিই পরম পুরুষাৰ্থ লাভের অধিকারী হইয়াছেন । পরমার্থ দর্শনামৃত উপভোগ জনিত পরমানন্দে তিনি নিরন্তর আত্মানন্দ । পরিত্যক্ত পুত্র-কন্যা-বিস্তাদি-বাহ্য সুখ সাধক বাবতীর পদাৰ্থই তদীয় অপৌকিক অসন্নতার তুণ্যতার নিরতিশয় ভূচ্ছ । প্রীতি বলিয়াছেন, “যখন হৃদয়স্থিত সকল কামনা বিমুক্ত হয়, তখন পুরুষ মর্ত্য্যধামে অমরত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মকে উপভোগ করে ।” এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত মহাত্মাকেই সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায় । এতদ্বারা অৰ্জুনের প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইল ॥ ৫৫ ॥

—:~::~:—

দুঃখেষু দুঃখিগ্ৰননাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্ৰোধঃ হিতধীমু নিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

অর্থ ।—দুঃখেষু (আধ্যাত্মিকাদিষু দুঃখত্রয়েষু) অদুঃখিগ্ৰননাঃ (অকুণ্ঠিতচিত্তঃ) সুখেষু (সুখসাধকবস্তৃষু প্রাপ্তেষু) বিগতস্পৃহঃ (তৃপ্তাদিরহিতঃ) বীতরাগভয়ক্ৰোধঃ (বিগতপ্রীতিভীতিকোপঃ) মুনিঃ (সন্ন্যাসী) হিতধীঃ (হিতপ্রজ্ঞঃ) উচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—দুঃখসমূহে অনাকুলিত চিত্ত সুখ-সমূহে আকাজকা-শূন্য প্রীতি-ভীতি-কোপ বিরহিত সন্ন্যাসী হিতপ্রজ্ঞ কথিত হন ॥ ৫৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—সাংসারিক দুঃখসমূহ বাহ্য প্রাপ্ত হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারে না, সুখবিধারক বস্ত্র লাভার্থ বাহ্য চিত্ত আকাজকার উত্তেজিত হয় না এবং যিনি আসক্তি ভীতি ও ক্রোধকে হৃদয় হইতে নিরাসিত করিয়াছেন, তাদৃশ সন্ন্যাসীকে হিতপ্রজ্ঞ বলে ॥ ৫৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিঞ্চ দুঃখেষু । দুঃখেষু আধ্যাত্মিকাদিষু সোহিত্যঃ স অকুণ্ঠিতঃ হৃৎকাক্ষী মনো বদ্য সোহনন্দদুঃখিগ্ৰননাঃ তথা সুখেষু প্রাপ্তেষু বিগত স্পৃহাঃ পুত্র-কন্যা-বিস্তাদি-বাহ্যসাধকবাস্তব-বিমুক্তঃ স বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্ৰোধঃ রাগভয়ভয়ক্ৰোধবৎ

রাগতরকোথাঃ, বীতা বিগতা রাগতরকোথাঃ বসন্তঃ স বীতরাগতরকোথাঃ হিতধীঃ হিতপ্রজ্ঞে
মুনিঃ সংজ্ঞানী তদোচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

আনন্দগিহি ।—সকলভেদাহুবাধদ্বারা বিবিধিধোয়েন কর্তব্যান্তরূপনিশ্চি ক্রিকেতি ।
অগ্নিরোগাদিকৃতানি হুঃখাত্মাণ্যাদিকানি আদিপক্ষেনাধিতোতিকানি বাত্ৰসর্গাদিপ্রযুক্তাভাবি-
বৈবিকানি চাতিবাতবর্ষাদিনিমিত্তানি হুঃখানি গৃহ্যন্তে, তেষুপলক্ষেষুপি নোদ্বিগ্নঃ মনো বসন্তঃ
তথেনি সখ্যঃ । নোদ্বিগ্নমিত্যেতদ্ব্যচষ্টে ন প্রকৃতিতমিতি । হুঃখানামুক্তানাং প্রাপ্তৌ
পরিহারাক্ষমস্য তদন্তত্বপরিভাবিতং হুঃখমুদ্বিগ্নস্তেন সহিতং মনো বসন্তঃ ন তবতি স তথেন্যাহ
হুঃখপ্রাপ্তাবিতি । মনো বসন্তঃ নোদ্বিগ্নমিত্যেতৎ পূর্বেণ সখ্যঃ সুখাত্মনি হুঃখবৎ ত্রিবিধানীতি মত্বা
তথেন্যাহ তেষু প্রাপ্তেষু সংস্র তেষ্যো বিগতাম্পূর্ণা তৃকা বসন্তঃ স বিগতাম্পূর্ণ ইতি বোদ্ধব্যা ।
অজ্ঞতঃ হি প্রাপ্তানি সুখাত্মনঃ বিবর্ততে তৃকা । বিজ্ঞতঃ নৈবমিত্যত্র বৈশম্যদৃষ্টান্তগাহ নারিবেতি ।
যথা হি দাহতৎকনাদেয়পাণানে বর্জিতং বর্জ্যে, যথাজ্ঞতঃ সুখাত্মপগতাম্পূর্ণ বিবর্তমানাপি তৃকা,
বিজ্ঞতঃ ন তাজ্ঞতঃ বিবর্ততে, ন হি বাক্যদাহমুপগতমপি দৃষ্টং বিজ্ঞতঃ বিগতমিতি তেন কিমাত্মনঃ
সুখহঃখরোহুঃখাদেগৌ ন কর্তব্যাবিতার্থঃ । রাগাদয়স্তে ন কর্তব্যঃ ন তবতীত্যত্র বীতেতি ।
অহুত্বাভিনিগেশে বিষয়েষু রজনাস্তকসুকাভেদো রাগঃ, পরোপপত্তস্ত গাজেনজানিবিগতঃ
কারণং তরং, ক্রোধস্ত পরবলীকৃত্যত্মনঃ অপরাপকারপ্রবৃত্তিহেতুর্দ্বিত্বমিতি ।
তেন ইতি মুনিরাশ্রয়িত্যাকীকৃত্যাহ সংজ্ঞানীতি । সুখহুঃখাদিবিষয়তৃকাদেয়াগোচরতাব্য-
বহা তদোচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

রাগামুক্ত ।—অনন্তরং জ্ঞাননিষ্ঠ ততোহর্কাটীনা অদ্বিগ্নপ্রকৃতিবতোচ্যতে হুঃখ-
মিতি । প্রিয়বিলেবাগ্নিহুঃখনিঃসৃত্যুপস্থিতত্বমুদ্বিগ্নমনাঃ স হুঃখী ভবতি । সুখেণু বিগতাম্পূর্ণ-
প্রিয়েষু সগ্নিহিতেষুপি নিম্পূহঃ, বীতরাগতরকোথাঃ অনাগতেষু পূর্ণা রাগতরকিতঃ প্রিয়বিলেবা-
প্রিয়গমনভেদঃ দর্শন নিমিত্তং হুঃখং তরং তত্রহিতঃ, প্রিয়বিলেবাপ্রিয়গমন হেতুত্বং চেতনাস্তব-
গত হুঃখ হেতুঃ স্বমনোবিকারঃ ক্রোধস্তত্রহিতঃ এবংতুতো মুনিরাশ্রয়মমসীলঃ বীতর-
কচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

হৃদয়ানু ।—কিক হুঃখমিতি । হুঃখহুঃখাদিকানি অহুদ্বিগ্নপ্রকৃতিতঃ মনো বস-
ন্তঃ সুখমিতি, তথা সুখেণু প্রাপ্তেষু বিগতাম্পূর্ণা তৃকা বসন্তঃ নোদ্বিগ্নমিত্যেতদ্ব্যচষ্টে
বর্জ্যে, নৈব বিগতাম্পূর্ণাঃ বীতরাগতরকোথাঃ রাগস্ত তরক ক্রোধস্ত বিগতঃ বসন্তঃ
বীতরাগতরকোথাঃ হিতপ্রজ্ঞে মুনিঃ সংজ্ঞানী তদোচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

ক্রীদয় ।—কিক হুঃখমিতি । হুঃখেণু প্রাপ্তেষুপি অহুদ্বিগ্নপ্রকৃতিতঃ মনো বস-
ন্তঃ সুখমিতি, তথা সুখেণু প্রাপ্তেষু বিগতাম্পূর্ণা তৃকা বসন্তঃ নোদ্বিগ্নমিত্যেতদ্ব্যচষ্টে
বর্জ্যে, নৈব বিগতাম্পূর্ণাঃ বীতরাগতরকোথাঃ রাগস্ত তরক ক্রোধস্ত বিগতঃ বসন্তঃ
বীতরাগতরকোথাঃ হিতপ্রজ্ঞে মুনিঃ সংজ্ঞানী তদোচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

হৃদয়ানু ।—অথ মুখিঃ হিতপ্রজ্ঞা কিং ভাবেততাস্যোত্তরমাহ হুঃখমিতি । অহুদ্বিগ্নপ্রকৃতি-
তঃ সুখমিতি, তথা সুখেণু প্রাপ্তেষু বিগতাম্পূর্ণা তৃকা বসন্তঃ নোদ্বিগ্নমিত্যেতদ্ব্যচষ্টে
বর্জ্যে, নৈব বিগতাম্পূর্ণাঃ বীতরাগতরকোথাঃ রাগস্ত তরক ক্রোধস্ত বিগতঃ বসন্তঃ
বীতরাগতরকোথাঃ হিতপ্রজ্ঞে মুনিঃ সংজ্ঞানী তদোচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

ভোক্তব্যানীতি কেনচিৎ পৃষ্টঃ স্বগতঃ বা ক্রবন্ ভেভ্যো নোদিত্ত ইত্যর্থঃ । সুখে
ভোক্তব্যায়সংস্কারাদিনা সমুপভিতেষু বিগতস্পৃহত্বকাশূন্যঃ প্রারদ্ধাক্ষট্টানামুনি মনাবস্তা
ভোক্তব্যানীতি কেনচিৎ পৃষ্টঃ স্বগতঃ বা ক্রবন্ ভেভ্যো নোদিত্ত ইত্যর্থঃ ।
বীভেতি বীতরাগঃ কমলীয়েষু প্রীতিশৃঙ্খঃ, বীতভয়ঃ বিষয়গতভৃষু শাস্ত্রেষু চরুণস্য মনৈস্তানি
যত্নোত্তমভূত্বাদিত্ত ইতি দৈন্যশূন্যঃ । বীতক্রোধঃ তেষাং প্রাণস্য মনৈস্তানি তুচ্ছভবতি
কমলগণ্ডর্ব্যানীতিক্রোধশূন্যশ্চ । এবংবিধো মুনিরাশ্রমজননীণঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ । ইথং
বাহুতবং পরান্ প্রতি স্বগতঃ বা বদন্তুযোগো নিঃস্পৃহতাদিভ্যঃ প্রত্যযতে হতুস্তরম্ ॥ ৫৬ ॥

• মধুসূদন ।—ইদানীং সুখিত্তিত্ত স্থিতপ্রজ্ঞত ভাবণোগবেশনগমনানি মূঢ়জন-
নিগূঢ়ানি, ব্যাখ্যায়ানি তত্র কিং প্রভাষতেত্যাত্তরমাহ স্বাত্ম্যং হুঃখবিহিত । হুঃখানি
ত্রিবিধানি শোকমোহজ্ঞানিরোহণাদিনিমিত্তান্যাদ্যাদিকানি, ব্যাঘ্রপর্শনি প্রযুক্তান্যাবিতৌক্তি-
কানি, অতিবীতাত্তিহুঃখাদিত্তত্বকান্যাদিভেদকানি, তেষু হুঃখেষু রক্তঃপাণামসম্যাপাশ্রয়চিহ্ন-
বৃত্তিবিধিষু প্রারদ্ধপাপকর্মপ্রাপ্তেষু নোদিত্তং হুঃখপরিহারাক্ষমতয়া ব্যাকুলং ন ভবতি মনো
কস্য নোহুঃখমভ্যাসঃ, অনিবেদিকিনো চি হুঃখপ্রাপ্তৌ সম্যমহো পাপোহিতং শিষ্টম্ভ্যং চরাস্তান-
বেভ্যাদৃগ্ভগতানিৎ কো মে হুঃখমাদৃগ্ভং নিরাকুর্বাতিত্যাত্তপাশ্রয়কো ভ্রাত্তিরূপভাসমশ্চিত্তবৃত্তি
নিষেধঃ উৎসাহণেয়া জায়তে, বতঃ পাপাত্তষ্ঠানসময়ে স্যাৎ তদা তৎপ্রতিপ্রতিবন্ধকভেদে ন সফলঃ
স্যাৎ, ভোগকালে তু তবৎ কারণে সতি কার্য্যস্যোচ্চেদুমশক্যায়াত্ত্রায়িকনে হুঃখকারণে
সম্যাপি কিসিতি মম হুঃখং জায়তে ততি অবৈকল্যমরূপভায় বিবেকিনঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য সম্যগতি,
হুঃখমাত্ত্বং হি প্রারদ্ধকর্মণা প্রাপ্যতে নতু তত্ত্তরকালীনো ভ্রমাহপি । নহু হুঃখাত্তঃকরণং
নোহপি প্রারদ্ধকর্মভয়েণ প্রাপ্যতামতি চেৎ ন স্থিতপ্রজ্ঞত ভ্রমোপাধানজ্ঞাননাশেণ ভ্রমাসম্ভবো
ভজ্ঞানহুঃখপ্রাপ্তপ্রারদ্ধভাবঃ । বধা কথঞ্চিদেহযাত্রামাত্রিনীহকপ্রারদ্ধকর্মকলস্য ভ্রম-
ভবেহপি বসিত্তাহুঃখোপপত্তেবিত্তি নিস্তঃরণত্রে বন্ধতে । তথা সুখেষু সম্ভবরিণসিগুণ-
শ্রী গাত্ত চিত্তবৃত্তিবিধিষু ত্রিবিধেষু প্রারদ্ধপাপকর্মপ্রাপ্তেষু বিগতস্পৃহঃ আশ্রমিত্তজাতীর-
হুঃখস্পৃহরিত্তিঃ । স্পৃহা হি মান্ অবাহুতবকালে ভজ্ঞাত্তীরহুঃখ্য কারণঃ ধর্মমহুঃখ্য বৃত্তিব
তত্ত্তাক্ষারূপা ত্বকা তামনী চিত্তবৃত্তিত্তঃসেব, সা চাবিবেকেন এব জায়তে ন হি কারণভাবে
কর্মণ্যঃ কর্মভূত্বং, অতো বধা সতি কারণে কার্য্যং সাত্ত্বিকি বৃথাকাত্তাক্ষর উৎসেহা বিবে-
কিনো ন সম্যগতি, তত্বেবাসতি কারণে কার্য্যং ; তুগাদিত্তি বৃথাকাত্তাক্ষর, ত্বকাত্তাক্ষর স্পৃহানি
কোপকৃত্তেতপ্রারদ্ধকর্মণ্যঃ সুখমাত্ত্র প্রাপ্তকৃত্ত্যং, তদাত্তাক্ষর বা চিত্তবৃত্তিঃ স্পৃহানিকেনোক্তা, সাপি
ভ্রাত্তিরূপকৃত্ত্যং রক্তায়াহং, বদ্য মমদৃগ্ভং সুখমদৃগ্ভং, কো বা মদা তুলোহিত্ত ত্ববলং, কো
যোপায়েন মমদৃগ্ভং সুখং ন বিজিগ্ধেত ইত্যেবমাত্ত্রকোহুঃখভারগা তামনী চিত্তবৃত্তিঃ, অতঃপ্রোক্ত-
অতো নারিণিবেক সাত্ত্বিক্যানে বঃ সুখান্যহুঃখবদ্বতে, ন বিগতস্পৃহঃ” ইতি । বদ্যতি চ “ন
প্রকৃত্ত্যং প্রিয়ং প্রাপ্য নোদিত্তেৎ প্রাপ্য ভ্রাত্তিরম্” ইতি । সাপি, ন বিবেকিনঃ সম্যগতি

অধিকার, তথা বীতরাগতরক্রোধঃ রাগঃ শোভনাধ্যাসনিবন্ধনো বিবরেণ রক্তনাস্তকশ্চি-
ত্ববিশেষোৎপাদ্যতিনিবেশরূপঃ রাগবিবরো বস্য বিনাশকং সমুপস্থিতে তদ্বিবারণ্যাসামর্থ্য-
বাস্তবো সত্তমানন্ত বৈজ্ঞানিকশ্চিৎত্ববিশেষো তরং, এবং রাগবিবরবিনাশকং সমুপস্থিতে
তদ্বিবারণ্যাসামর্থ্যবাস্তবো সন্যাসান্যাত্তিজননাস্তকশ্চিৎত্ববিশেষঃ ক্রোধঃ, তে সর্বে
বিপর্যয়রূপত্বং বিগতা বস্যাং স তথা, এতাদৃশো যুনির্ম্মননশীলঃ সন্ন্যাসী হিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে
এবং লক্ষণঃ হিতবীঃ বাহুভবপ্রকটেন শিষ্যানির্কার্ষমহুৎসেগনিপ্পৃহাদিবাচঃ প্রভাবতে ইত্যমর
উক্তঃ । এবকাণ্যোহপি যুয়ুর্হুৎসেগোবিজ্ঞেৎ, অথেন প্রভব্যেৎ রাগতরক্রোধরহিতশ্চ
ভবেদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—হুংথেষু পশুপাতাদিহু হুংখসাধনেষু প্রাপ্তেষুপ্যহুদ্বিমম্না অচকলমম্নাঃ,
বক্ষ্যতি চ, “বসিন্ হিতো ন হুংথেন শুক্লগাপি বিচাল্যতে” ইতি, অুংখসাধনেষু অচকলম্নাদিহু
প্রাপ্তেষুপি বিগতস্পৃহো নিবৃত্তিভাবততি, অতএব বীতাঃ রাগতরক্রোধা বস্যাং স তথা,
ন হি তস্যামবহারঃ রাগাদয়ো হুংখাদয়ো বা সত্তবন্তি, এবংবিধঃ সমাধিহুঃ হিতবীঃ হিত-
প্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—কিং প্রভাবেতেত্যন্য উত্তরাসহ হুংখেনিতি দাত্যাম্ । হুংথেষু স্পৃঃ
পিপাসাজরনিরোরোগাদিবাধ্যাত্মিকেষু, সর্বব্যাজাহুংখিতৈর্বাধিতৌতিকেষু, অতিবাতবুট্টাচ্ছাখিতৈ-
র্বাধিতৈবিকেষু, উপস্থিতেষুদ্বিমম্নাঃ প্রায়স্ হুংখনিদং মর্যাবস্তং ভোক্তব্যমিতি স্বগতং
কেনচিৎ পৃষ্টে সন্ স্পষ্টকং ক্রবন্ ন হুংখে উদ্বিজতে ইত্যর্থঃ । তস্য তাদৃশমুখবিক্রিয়াতাব
এবাহুৎসেগলিঙ্গং অধিরা গম্যাম্ । কৃত্রিমাহুৎসেগলিঙ্গবাস্তব কপটী অধিরা পরিচিতে ব্রষ্ট-
এবোচ্যতে ইতি ভাবঃ । এবং অুংখপ্যপস্থিতেষু বিগতস্পৃহ ইতি প্রায়স্খনিবসম্যাতোগ্যমিতি
স্বগতং স্পষ্টকং ক্রবণস্য তস্য অুংখস্পৃহারাহিতালিঙ্গং অধিরা গম্যমে বেতিভাবঃ । ততঃসিদ্ধমেষু
স্পষ্টিকতা দর্শয়তি । বীতো বিগতো রাগোহুৎসরাগঃ অুংথে বীতঃ তরং যতোক্তৃত্যো
ক্যাদিভাঃ বীতঃ ক্রোধঃ বহুহুৎস বহুজনেষু বস্যা সঃ । বৈধেবানিতরতন্য যোব্যঃ পার্থঃ
আপিতস্য বজ্জেষতি কীর্বৌবলরাজাং ন তরং নাপি ভদ্র ক্রোধোহুৎসিতি ॥ ৫৬ ॥

ভীষ্মপর্ষ্য ।—একণে শ্রীভগবান্ ব্যাখ্যাত্ব হিতপ্রজ্ঞের প্রসঙ্গ অবতীর্ণিত
করিতেছেন । ভাবন, উপবেশন এবং গমনাগমন সমাধিহু যোগীর পক্ষে
কখনই সম্ভবপর নহে, তাঁহার ব্যাখ্যাত্ব দশাতেই এ সকল প্রতিতে পারে।
হুৎসরাং ব্যাখ্যাত্বযোগীর এই সকল কার্য্য বিষয়ক বিবরণ একণে বক্তব্য ।
এই শ্লোক এবং ইহার পরিবর্তী শ্লোকে তাহাই নিবৃত্ত হইতেছে ।

হুংখত্রিবিধ (১৭৫ পৃষ্ঠা দেখ), শোক-মোহাদি অন্য মানসিক এবং
অন্য-বিজ্ঞানোপাদি অন্য শারীরিক বিকারকে আধ্যাত্মিক হুংখ বলায়,
কাল-লক্ষণি প্রভৃৎ, হুংখকে আধিতৌতিক বলে । এবং অতিবাতবুট্টা

অভিহুত্যাগিদি হেতুক দুঃখকে আধিদৈবিক বলে । রজোগুণের পরিণাম স্বরূপ সত্তাপ্রদ দুঃখসমূহ কেবল চিত্তবৃত্তি বিশেষ মাত্র । বাঁহারা জানী, তাঁহারা সমাগ্রুপে অবগত আছেন যে, প্রারক পাপ কর্মের ফল স্বরূপে এই দুঃখের ভার মানুষকে বহন করিতে হয় । ইহা পরিহার করিবার ক্ষমতা নাই জানিয়া, তাঁহারা কখনই তজ্জন্ত ব্যাকুল বা উদ্বিগ্ন হন না । বাঁহারা অবিবেকী তাহারা দুঃখ উপস্থিত হইলে, আপনাকে দুঃখভাগী জানিয়া, শত শত দিক্কার প্রদান করিয়া থাকে এবং কে আমার এই দুঃখ নিরাকৃত করিবে ইত্যাদি আন্তির বশবর্তী হইয়া, উদ্বিগ্নরূপ তামস চিত্ত-বৃত্তির অধীন হয় । বিবেকিগণ মনে করেন, যদি পাপানুষ্ঠানকালে এতাদৃশ চিত্তা উপস্থিত হইত, তাহা হইলে সেই পাপ প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হইত । কিন্তু বধাসময়ে অনুতাপ উপস্থিত না হইয়া, অধুনা সেই অনুষ্ঠিত পাপের পরিণাম স্বরূপ দুঃখভোগকালে রূত কার্যের উচ্ছেদ সম্পূর্ণ অসম্ভব; হতরাং অবিবেক নিবন্ধন জমাত্মক উদ্বিগ্ন সর্কধা নিশ্চয়োজন । দুঃখমাত্রই প্রারক কর্মের ফল স্বরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে । স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীজন্মের উপাদান-স্বরূপ অজ্ঞাননাশ-হেতু আন্তি-সম্ভাবনা-বিরহিত ; হতরাং তজ্জন্ত দুঃখ-বিধায়ক প্রারক-পরিশূন্ত । সত্ত্বগুণের পরিণাম স্বরূপ প্রীতিপ্রদ চিত্ত-বৃত্তি-বিশেষকে সুখ বলে, তাহাও ত্রিবিধ । দুঃখ যেমন প্রারক পাপ কর্মের পরিণাম, সুখও সেইরূপ প্রারক পুণ্য কর্মের পরিণাম । যোগিগণ সুখ-বিষয়ে স্পৃহা রহিত । সুখ ভোগকালে তজ্জাতীয় সুখ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার অবিবেকিগণের হৃদয়ে ধর্মানুষ্ঠানে ব্যাপ্ত হইবার নিমিত্ত তৃষ্ণা বা স্পৃহা-রূপা তামসী চিত্তবৃত্তির উদ্ভব হয় । কিন্তু বিবেকিগণের হৃদয়ে এতাদৃশী সুখাকাঙ্ক্ষারূপা তৃষ্ণাজ্জিক স্পৃহা কখনই স্থান পায় না । অহো আমি ধন্ত, আমার এইরূপ অমূল্য সুখ উপস্থিত হইয়াছে, ত্রিভুবনে আমার সমান আর কে আছে, ইত্যাকার আশ্রোংকুলতারূপা তামসী চিত্তবৃত্তি কেবল আন্তিময়ী । এ সকল প্রদীপ্ত পাবকে ইচ্ছন সংযোগের স্তার, ক্রমশঃ যথেষ্ট পরিবর্জন করে মাত্র । যোগী ব্যক্তি এতাদৃশ সুখ-স্পৃহা-পরিশূন্ত । পাণ্ডে উক্ত হইয়াছে “প্রিয়-প্রাপ্তি-জনিত হর্ষ বিরহিত এবং অপ্রিয়-প্রাপ্তি-জনিত উদ্বিগ্ন-শূন্ত ।” যোগী পুরুষ রাগ ভয় বা ক্রোধেরও বশীভূত নহেন । বিকর বিশেষে রজনাত্মক চিত্তবৃত্তি জনিত যে অভিনিবেশ তাহাই ন্যায়

রাগ-। রাগের বিষয়ীভূত বস্তুর বিনাশকাল উপস্থিত হইলে তন্নিবারণে
আপনার অক্ষমতা-বোধ-জনিত যে দীনতাপূর্ণ চিন্তন্থতির উদয় হয় তাহার
নাম ভয়, এবং সেই রাগের বিষয়ীভূত বস্তুর বিনাশ কাল সমুপস্থিত হইলে
তন্নিবারণে স্বকীয় সামর্থ্যের সম্ভাব জ্ঞান-জনিত যে অলম্ব্যক চিন্তন্থতি
বিশেষের উদ্ভব হয়, তাহাই ক্রোধ । বাঁহার রাগেরই কোন পাত্র নাই,
তাঁহার ভয় বা ক্রোধ কখনই জন্মিতে পারে না । এইরূপ মননশীল
সন্ন্যাসীকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে । এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত স্থিতধী মহাপুরুষ, শিষ্যকে
শিক্ষা-প্রদান-কালে, স্বকীয় অভাবসিদ্ধ ধর্ম্মানুসারে, অনুদ্বেগ অনিস্পৃহ-
হাদি বিষয়ক বাক্যই বলিয়া থাকেন । অতএব হে মুমুক্শু অর্জুন ! দুঃখে
উদ্বিগ্ন হইও না, সুখে উৎকুল হইও না, রাগ ভয় ক্রোধ বিরহিত হও,
ইহাই ভগবদ্বক্ত এই শ্লোকের অভিপ্রায় ॥ ৫৬ ॥

যঃ সর্বত্রান্যভিন্নৈহস্তুতং প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।

নাভিনন্দতি ন দ্বৈষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

অর্থঃ ।— যঃ (যুনিঃ) সর্বত্র (পুত্রকলত্রাদিষপি) অমভিন্নৈহঃ
(স্নেহরহিতঃ) ততং শুভাশুভম্, (শুভমনুকূলং, অশুভং প্রতিকূলম্)
প্রাপ্য (দৃষ্ট্য়া, লব্ধা) ন অভিনন্দতি (প্রশংসতি) ন দ্বৈষ্টি (নিন্দতি)
তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (কলপর্যাবসায়িনী) ॥ ৫৭ ॥

প্রতিশব্দ ।— যিনি সকল-বস্তুতে স্নেহবিহীন সেই সেই অনুকূল-
প্রতিকূল পাইয়া প্রশংসা করেন না, নিন্দা করেন না, তাঁহার বুদ্ধি
স্থিরা ॥ ৫৭ ॥

ব্যর্থার্থ্য ।— যে যুনি দেহ, জীবন, পুত্র, স্ত্রীত্ৰাদি সকল বিষয়ে স্নেহ
বিরহিত এবং তত্তৎপদার্থ-সুখদুঃখানু অনুকূল ঘটনা উপস্থিত হইলে
হর্ষোৎকুল বা প্রতিকূল ঘটনা-দর্শনে বিবাদ-ব্যাকুল হন না, তিনিই
স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।— যিৎ যঃ সর্বত্রৈতি । কো যুনিঃ সর্বত্র দেহজীবিতাদিষপ্যনুভ-
বস্নেহবর্জিত্য ততং প্রাপ্য শুভাশুভং ততচ্ছুভমশুভং বা লব্ধ্বা নাভিনন্দতি ন দ্বৈষ্টি

তস্মৈ প্রাপ্য ন ভুযতি ন হব্যত্যন্তক প্রাপ্য ন ঘেটি ইত্যর্থঃ তৈশ্যং হর্ষবিষাদবর্জিতস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি ॥ ৫৭ ॥

আনন্দগিরি ।—লক্ষণভেদানুবাদদ্বারা বিবিধবোরেব কর্তব্যাস্তরমুপনিষতি ক্রিকেতি । বিবেকবতো বিদ্বদো বিবেকজন্য প্রজ্ঞা কথং প্রতিষ্ঠাং প্রতিপদ্যতামিত্যাশঙ্ক্যাহ যঃ সর্বত্রৈতি ; নহ্ন দেহজীবনাদৌ স্পৃহা শুভাশুভপ্রাপ্তৌ হর্ষবিষাদৌ বিদ্বদো বিবিধবোচ্চাবর্জনৌ ইতি প্রজ্ঞাইহ্যাদিক্ষুত্ৰাহ যো মুনিরिति । তত্তদिति শোভনবশ্বেনাশোভনবশ্বেন বা প্রসিদ্ধং প্রতিনির্দিষ্টতে । তদেব শুভমिति । বিবেকতিষ্ণাক্তাবঃ শুভাদিপ্রাপ্তৌ হর্ষাত্তাবশ্চ প্রজ্ঞাইবৈষ্যে কারণমিত্যাহ তস্যেতি ॥ ৫৭ ॥

স্বামীজি ।—ততোহর্ষাচীনদশা প্রোচ্যতে যঃ ইতি । সর্বত্র প্রিয়েষদনভিসেহঃ ঔদা-
সীনঃ প্রিয়সংস্লেষবিল্লবরূপং শুভাশুভং প্রাপ্যাতিনন্দনেষ্বরহিতঃ সোহপি স্থিতপ্রজ্ঞঃ ॥ ৫৭ ॥

হুয়ানু ।—কিঞ্চ যঃ সর্বত্রৈতি । যো মুনিঃ সর্বত্র বদেহজীবনাদিখনতিসেহঃ অন্তিসেহবর্জিতঃ তৎতৎ প্রাপ্য শুভাশুভং তত্তচ্ছুভাশুভং লভ্ণা ন ভুযতি ন ঘেটীত্যর্থঃ তৈশ্যং হর্ষবিষাদবর্জিতস্য বিবেকজা প্রজ্ঞা বস্য স স্থিতপ্রজ্ঞত্বোচ্যতে, ত্যক্তপুত্রবিস্তলাভঃ সন্ন্যাসী আত্মারামঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রীধর ।—কথং ভাবেতেত্যসৌত্তরমাহ য ইতি । যঃ সর্বত্র পুত্রবিব্রাদিষপি অনতিসেহঃ স্নেহশূন্যঃ অতএব বাধিতাহুভ্যো তত্তচ্ছুভমমুকুণং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন, প্রশংসতি, অন্তঃ প্রতিকূলং প্রাপ্য ন ঘেটি ন নিন্দতি, কিন্তু কেবলমুদাসীন এণ ভাবেতে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

বলদেব ।—য ইতি । সর্বেষু প্রাপিষু অনতিসেহঃ ঔপাধিকস্নেহশূন্যঃ । স্বাক্ষ-
ককারিকপাদিরীষৎস্নেহশূন্যেব । ততঃ প্রসিদ্ধং শুভমুভমভোজনশ্রুতদর্শনার্পকরণং প্রাপ্য নাভিনন্দতি তদর্পকং প্রতি শ্রুতিঃ চিরজীবতি ন বদতি । অশুভমপমানং যতিপ্রহারাদিষক প্রাপ্য ন ঘেটি পাপিষ্ঠং ভ্রিয়শ্বেতি নাভিশপতি । তস্য প্রজ্ঞেতি । স স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ ।
অত্র ততিনিদারূপং বচো ন ভাবত ইতি ব্যতিরেকেণ তল্লক্ষণম্ ॥ ৫৭ ॥

মধুসূদন ।—কিঞ্চ যঃ সর্বত্রৈতি । সর্বেষু দেহেষু জীবনাদিষপি যো মুনিরনতিসেহঃ
যস্মিন সত্যানাদৌ হানিযুক্তী বস্তিরোরোপ্যতে সত্যসৌহন্যবিষয়ঃ প্রেমাপরপক্যাত্তামসে
বুদ্ভিঃশেষঃ স্নেহঃ সর্বপ্রকারেণ তদ্রহিতোহনতিসেহঃ তগবতি পরমাত্মনি তু সর্বব্যক্তিসেহবানু
ভবেষেব অনাস্নেহতাংস্যা তদর্থবাদিতি ব্রহ্মবানু । ততঃপ্রারম্ভকুর্ষপরিপ্রাপিতং ভুভঃ
জুঘেহেতুং বিবরং প্রাপ্য নাভিনন্দতি অন্তরাত্মরোগপূর্বকং ন প্রশংসতি, তথা প্রারম্ভকুর্ষপ্রাপিতং
অজুঘেহেতুং বিবরং প্রাপ্য ন ঘেটি অন্তরাত্মপূর্বকং ন নিন্দতি, অজস্য হি জুঘেহেতুর্ভঃ
স্বকলজাদিঃ স শুভো বিবরঃ, তদনুপকরণাদিপ্রবর্তিকা বীণুতিভ্রান্তিকলাভিনন্দনঃ, স চ
বুদ্ভিঃশেষিকামনঃ, তদনুপকরণাদিঃ পরপ্রয়োচনার্হবাতাবেন স্বার্থহাৎ একস্নেহঃপ্রায়ঃস্নেহঃ
জুঘেহেতুঃ পরবীৰবিক্রান্তকবাকেননঃ প্রত্যক্তো বিবরঃ তদ্বিস্মি প্রবর্তিকা জ্ঞাতিকলা

বুদ্ধিবেগঃ, সোহিণিতামসতন্নিন্দার। নিগারণার্থজ্ঞানেনম বার্ষ্ণ্যং ভাবতিনন্দনোদৌ জ্ঞাতিক্রমৌ
ভামনৌ কথমজ্ঞানেন শুদ্ধসংঘে হিতপ্রজ্ঞে সত্তবেত্যং তন্মাদিচালুকাতাব্যং ততানভিহেৎস্য
হর্ষবিষাদরহিতস্য মূনেঃ প্রজ্ঞা পরমাত্মতত্ত্ববিষয়া প্রতিষ্ঠিতা কলপার্থ্যবসারিনী, স হিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ ।
এতন্মোনোহপি মুমুক্শুঃ সর্বজ্ঞানভিহেহো ভবেৎ । শুভং প্রাপ্য ন প্রশংসেৎ অন্ততং প্রাপ্য ন
নিষেদিত্যভিপ্রায়ঃ । অত্র চ নিন্দাপ্রশংসাদিরূপা বচো ন প্রভাষেত ইতি ব্যক্তিরেক
উক্তঃ ॥ ৫৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—হিতধীঃ কিং প্রভাষেতেত্যভ্যন্তরমাহ যঃ সর্বজ্ঞেতি । সর্বক্স
ধনদারদেহজীবনাদিষু অনভিহেহঃ, অভিহেহবান্ হি ধনদারাদিষু বিকল্পেযু সকলেষু বা
অহমেব বিকলঃ সকলোহস্মীতি দৈন্যদর্পোপেতঃ পূর্বাপরামুসন্ধানরহিতো জন্মতি, অরুদ ন
ভবেতি ভাবঃ । তথা শুভং প্রাপ্য নাভিনন্দতি সন্তুষ্টো তুষ্টা শুভপ্রাপ্যপরিভায় ন প্রশংসতি
তথা অন্ততং প্রাপ্য ন যেতি দুঃখীতুষ্টা অন্ততপ্রাপ্যপরিভায় ন নিদতি বস্তস্য প্রজ্ঞা
প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—যঃ সর্বজ্ঞে হি । অসভিহেহঃ সোপাধি মেহশূন্যঃ দরালুখ্যাদিরূপাধিরীক-
মাজ্ঞেহস্ত তিষ্ঠেদেব । তন্তং প্রসিদ্ধং সম্মানভোজনাদিত্যঃ স্বপরিচরণং শুভং প্রাপ্য অন্ত-
তমনাদরণং মুষ্টিপ্রহারাদিকঞ্চ প্রাপ্য ক্রমেণ নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি । স্বঃ ধার্মিকঃ পরম-
হংসেনী স্মরীতবেত ন ক্রতে । ন যেতি স্বঃ পাপাত্মা নরকে পতেতি নাভিশপতি । ততপ্রজ্ঞা
প্রতিষ্ঠিতা সমাধি প্রতিষ্ঠিতা, স হিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—অন্তের প্রতি প্রেমাত্মক ভামগী হুতি বিশেষের নাম
জ্ঞেহ । যে মুনি পরমাত্মরূপ পরম পদার্থে সর্ব প্রকারেই জ্ঞেহবান্ হইয়াছেন,
সর্ব-সুখের আশ্রয়স্বরূপ দেহ ও জীবন, পরম প্রেমের নিকেতনস্বরূপ পুত্র
মিত্রাদি যাবতীয় অনাজ্ঞীয় বস্তু নিতান্ত অকিঞ্চিংকর এবং আসক্তির একান্ত
অযোগ্য বলিয়া তাঁহার প্রতিভা হয় । ততঃপদার্থ সমূহেব প্রারব্ধকর্ম্ম জনিত
সুখের হেতুভূত শুভসংঘটন সন্দর্শনে তিনি প্রীতি-বিকশিত হৃদয়ে 'হর্ষো-
জ্জ্বল' সূচক প্রশংসাবাদ পরিব্যক্ত করেন না, অথবা দুঃখের হেতুভূত অশুভ
ঘটনা সমাগমে অবসন্ন হৃদয়ে আন্তরিক অসুখাব্যঞ্জক নিন্দাবাদ প্রকটিত
করেন না । বিবেক-বিহীন জনগণ অথবা বনিতাদির শুভ বিষয়ক যে গুণ-
বর্ণনাদি করিয়া থাকে, তাহা তাহাদিগের জ্ঞাতিক্রম ভামগী বুদ্ধি-বুদ্ধির
পরিচায়ক এবং পরকীর বিদ্যাদিগুণের প্রের্ত্তা অশুভজ্ঞানে ভবিষ্যক যে
নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহাও তাহাদিগের জ্ঞাতিক্রম ভামগী বুদ্ধি-বুদ্ধির
পরিচায়ক । এতাবূৎ জ্ঞাতিক্রম ভামগ হর্ষবেব অজ্ঞাত শুভ-সম্ব হিতপ্রজ্ঞ
দেহাপুরুষের হৃদয়ে কখনই স্থান পাইতে পারে না । অতএব বীহাস হর্ষ-

বিবাদ অবগত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি অবিচলিত ভাবাপন্ন হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা পনমাস্ত-ভব্ববিষয়ে নিশ্চলভাবে সংলগ্ন হইয়াছে । এইরূপ বিখ্যাসের বশবর্তী যুমুক্ষু ব্যক্তি সর্বত্র স্নেহশৃঙ্গ হইয়া থাকেন । হিতধী পুরুষ শুভ উপস্থিত হইলে প্রশংসা এবং অন্তত উপস্থিত হইলে নিন্দা করেন না, ইহাই এই স্কোকেয় অভিপ্রায় । ব্যক্তিরেক পথে এইরূপ অর্থ হইতে পারে যে, হিতধী মুনি নিন্দা প্রশংসাদিরূপ বাক্য বলেন না ॥ ৫৭ ॥

—:~::~:—

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোহ্জানীব সর্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

অনুয় ।—যদা চ অয়ং (জ্ঞাননিষ্ঠানিরতঃ যোগী) কূর্ম্য (কচ্ছপা-
তিথেষঃ জলজন্তু বিশেষঃ) অজানি (মুখচরণাদীনি) ইব (যথ) সর্বশঃ
ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (শব্দরূপরসগন্ধস্পর্শেভ্যঃ বিষয়েভ্যঃ) ইন্দ্রিয়ানি
(চক্ষুঃকর্ণনাসাচক্ষাদীনি) সংহরতে (প্রত্যাহরতি) তস্য বুদ্ধি প্রতি-
ষ্ঠিতা [ভবতি] ॥ ৫৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—যখন আবার যোগীপুরুষ কচ্ছপের অঙ্গ সমূহের ত্যার
ইন্দ্রিয়-গ্রোহ-বিষয়-হইতে ইন্দ্রিয়-সমূহকে প্রত্যাহার-করেন, তাঁহার
বুদ্ধি কলপর্য্যবসায়িনী [হয়] ॥ ৫৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—যেমন কূর্ম্য নামক প্রাণী সামান্য ভয়প্রাপ্ত হইলে,
স্বভাবতঃ আপনার করচরণাদি আকর্ষণ করে, তদ্রূপ যে জ্ঞানী পুরুষ
হাবতীর বিষয়-ব্যাপার হইতে স্বকীয় ইন্দ্রিয় সমূহকে আকর্ষণ করিয়া
থাকেন, তিনিই হিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৮ ॥

অনুসঙ্গার্থ ।—কিঞ্চ যদা সংহরতি ইতি । যদা সংহরতে সম্যক্ উপসংহরতে
চায়ং জ্ঞাননিষ্ঠায়া প্রযুক্তো যতিঃ কূর্মোহ্জানীব সর্বশঃ, যথা কূর্মো ভয়াৎ স্বাতন্ত্র্যাপসংহরতি
সর্বভঃ, এবং জ্ঞাননিষ্ঠ-ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্ববিষয়েভ্য উপসংহরতে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠি-
তাক্ষণং বাক্যম্ ॥ ৫৮ ॥

আনন্দমিহি ।—দিক্সাসোমেব স্বর্ভব্যাক্ষয়ং সংহরতি একেতি । ইন্দ্রিয়াণাং

বিষয়েভ্যো বৈবুধ্যা প্রজ্ঞাহৈর্ব্যাকরণাদাদৌ জিজ্ঞাহুনা তদুচ্চৈরমিত্যাহ বদেতি । বুদ্ধুঃপা-
শৌক্যেভ্যঃ প্রজ্ঞাং প্রার্থয়মানেন সর্কেভ্যো বিষয়েভ্যঃ সর্কণীজিরাণি বিবুধানি কৰ্ত্তব্যানীতি
জৌকব্যার্থানেন কথয়তি বদেত্যাदिना । উপসংহারঃ অবশ্যাপাদনং, তস্য চ সম্যক্‌বতি-
দৃঢ়ত্বম্ । অরমিতি প্রকৃতস্থিতপ্রজ্ঞগ্রহণং ব্যবহৃত্ততি জ্ঞাননিষ্ঠারমিতি । ইজিরাণ্যংসংহারস্য
প্রণয়নপঞ্চ ব্যাবর্ত্য সৰ্কেচান্নকঞ্চ দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি কুর্শ্ব, ইতি । দৃষ্টান্তঃ ব্যাকরোতি
বধেতি । দার্ষ্টান্তিকোব্যোজয়ন্ জ্ঞাননিষ্ঠাপদং তত্র প্রবর্তয়তি এবমিতি । ইজিরাণ্যং বিষয়েভ্যো
বৈবুধ্যাকরণঃ প্রজ্ঞাহৈর্ব্যাহেতুরিত্যুক্তমুপসংহরতি তসোতি ॥ ৫৮ ॥

রামানুজ ।—ততেঃসর্কণীজনদশাহ বদেতি । বদেজিরাণি ইজিরাধান্ অষ্টবুদ্-
বুজানি তদৈব কুর্শ্বোহজানীনেজিরাধেভ্যঃ সর্কণঃ প্রতিসংহৃত্য মন আত্মন্যেব স্থাপয়তি
হিতঃ প্রজ্ঞঃ ॥ ৫৮ ॥

হুমান ।—কিঞ্চ বদেতি । বদা সংহরতে সম্যক্‌পসংহরতি অয়ং জ্ঞাননিষ্ঠাঃ
প্রবৃত্তো যুনিঃ কুর্শ্বোহজানীব বদা কুর্শ্বোহজ্যাসাং বদাভূপসংহরতি সর্কণঃ সর্কতঃ এবং জ্ঞাননিষ্ঠ
ইজাণীজিরাধেভ্যঃ সর্কণিষয়েভ্য উপসংহরতি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যুত্থার্থে বাক্যং তত্র
বিষয়ানবহরণাত্যাসাং কুর্শ্বোহজানীজিরাধেভ্য উপসংহরতি ॥ ৫৮ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ বদেতি । বদা চারং যোগী ইজিরাধেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিজিরাণি
সংহরতে প্রত্যাহরতি অনাগাসেন । সংহারে দৃষ্টান্তমাহ কুর্শ্ব ইতি । অজানি কচরণাণীনি
কুর্শ্বো বদা বতাবেনৈবাকরতি তৎ ॥ ৫৮ ॥

বলদেব ।—অথ কিমাসীতেত্যস্যোত্তরং বদা চেত্যাদিভিঃ বড়্‌ভিরাহ । অয়ং যোগী
বদা চেজিরাধেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ শব্দানীনিজিরাণি শ্রোত্রাদীন্যানাগাসেন সংহরতি সম্যক্‌বতি
তদা তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যয়ঃ । অত্র দৃষ্টান্তঃ কুর্শ্বোহজানীবেতি । মুখকচরণাণি
বদানাগাসেন কচঃ সংহরতি তদ্বদ বিষয়েভ্যঃ সম্যক্‌চেজিরাণামভঃস্থাপনং হিত-
প্রজ্ঞস্যাসনম্ ॥ ৫৮ ॥

মধুসূদন ।—ইদানীং কিমাসীতেতি প্রশ্নোত্তরং বক্তৃমারভতে ভগবান বড়্‌ভিঃ
শৌক্যৈঃ । তত্র প্রারম্ভকর্ষণাদব্যুৎখানেন বিক্লিষ্টানীজিরাণি পুনরুপসংহৃত্য দ্বন্দ্বার্থম্বেব
হিতপ্রজ্ঞস্যোপবেশনমিতি দর্শয়িতুমাহ বদেতি । অয়ং ব্যুখিতঃ সর্কণঃ সর্কণীজিরাণি
ইজিরাধেভ্যঃশব্দাদিভ্যঃ সর্কেভ্যঃ চ পুনরর্থে । বদা সংহরতে পুনরুপসংহরতি সত্যোচয়তি ।
তত্র দৃষ্টান্তঃ কুর্শ্বোহজানীব তদা তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেতি স্পষ্টং, পূর্বেজৌক্যভ্যঃ
ব্যুৎখানবশায়ামপি সকলতামসবৃত্ত্যভাব উক্তঃ, অধুনা তু পুনঃ সমাধানদ্বারাং সকলবৃত্ত্যভাব
ইতি বিশেষঃ ॥ ৫৮ ॥

মীলকণ্ঠ ।—কিমাসীতেত্যস্যোত্তরমাহ বদেতি । ইজিরাধেভ্যঃ শব্দাদিবিষয়েভ্যঃ
প্রারম্ভকর্ষণেন ব্যুখিতেহপি যোগী বৈতদর্শনাভ্যুদয়ঃ সন নিরোধসংহারপ্রাবল্যং প্রীত
সমাধিব্রতীভিন্নেগতে ইত্যর্থঃ । তদেব স্পষ্টম্ ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—কিমানীতেভাস্যোক্তরবাহ ববেতি । ইন্দ্রিয়ার্বেভ্যঃ পদাবিত্যঃ ইন্দ্রিয়ানি প্রোক্তানি সংহরতে । বাবীনাণাঃ ইন্দ্রিয়াণাঃ বাহুবিষয়েষু চলনং নিবিধ্যাত্তয়েব নিশ্চলজরা স্থাপনং হিতপ্রজ্ঞস্যাসনমিত্যর্থঃ । তত্র দৃষ্টান্তঃ কুর্শোহনানি যথেনেজানানি যথা স্বাক্ষরেণ বেদেহা দাপয়তি ॥ ৫৮ ॥

ভাঃপর্য্য ।—অৰ্জুন কৃত “কিমানীত” এই প্রশ্নের উত্তরার্থ শ্রীভগবান্ ছয়টি শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন । প্রারম্ভ কৰ্ম্মবশে ব্যাখ্যিতচিত্ত যোগীর বহুবিষয়গত ইন্দ্রিয়গ্রামকে আকর্ষণ করিবার যে ক্ষমতা, তাহাই দ্বিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের উপবেশন । এই প্রসঙ্গ পরিস্কূট করিবার অভি-প্রায়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুর্শ নামক জনজন্তুর অঙ্গ-সঙ্কোচন-বিষয়ক দৃষ্টান্তসমুচিত্ত করিয়াছেন । সকলেই জানেন, কুর্শ ইচ্ছামাত্র অনায়াসে স্বকীয় মুখ-চরণাদি অঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সঙ্কোচ করিতে সমর্থ । তদ্রূপ ব্যাখ্যিত যোগী ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত বিষয় সমূহ হইতে যখন স্বকীয় বিক্লিপ্ত ইন্দ্রিয় সকলকে সহজেই প্রত্যাহার করিতে সক্ষম হন, তখন তাঁহার বুদ্ধি স্থির-স্তাবাপন্ন হয় । সৰ্ব্বপ্রকার তামসবৃত্তির অভাব হেতু যোগী পুরুষকে কখনই কোন বিষয়-ব্যাপারে আকৃষ্টচিত্ত করিতে পারে না ॥ ৫৮ ॥

বিষয়াবিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।

রসবর্জ্যং রসোহ্যস্য পরং দৃষ্টানিবর্ততে ॥ ৫৯ ॥

অর্থঃ ।—নিরাহারস্য (ইন্দ্রিয়দ্বারাবিষয়গ্রহণরূপাহাররহিতস্য) দেহিনঃ (দেহাতিমানবতোহজস্য) বিষয়াঃ (শব্দরূপরসগন্ধস্পর্শাঃ) বিবিবর্ততে [কিছু] রসবর্জ্যং (অতিলাভিতং বর্জ্যমিহ অতিলাভং ন নিব-র্ততে ইতিভাবঃ) অস্য (হিতপ্রজ্ঞস্য) পরং (পরমাত্মানং) দৃষ্টা-রসঃ (সুখরাসঃ) অপি নিবর্ততে (নশ্চতি) ॥ ৫৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—ইন্দ্রিয়-দ্বারা-আহার-গ্রহণশব্দের দেহাতিমানী-অজের শব্দাদি নিবৃত্ত হয় । [কিছু] অতিলাভিত ভ্যাস করিয়া [অতিলাভ নিবৃত্ত হয় না] হিতপ্রজ্ঞের পরমাত্মাকে দেখিয়া সুখাতি-লাভ ও নিবৃত্ত হয় ॥ ৫৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—ইঞ্জিরগণের অকমতা হেতু বিষয়-ভোগানমর্ষ দেহাভি-
মানী আত্মর ব্যক্তির বিষয়ানুভবশক্তি বিনিবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু
বিষয় বাসনার অবলান কখনই হয় না। কিন্তু হিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির
পরমাত্মসম্পর্শনরূপ পুরুষার্থলাভে অন্যান্য সর্বপ্রকার সুখাভিলাষ ও
বিষয়বাসনা নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—ভজ বিষয়াননাহরত আত্মরতাপি ইঞ্জিরগণি নিবর্তন্তে কুর্খোহপানীয
সংহ্রিতে, ন তু তবিষয়ো রাগঃ, স কথং সংহ্রিত ইত্যাচ্যতে বিষয়া ইতি। যতপি বিষয়োগ-
লক্ষিতানি বিষয়শব্দবাচ্যানীজিরগাণ্যথা বিষয়া এব নিরাহারন্ত অনাহিরগাণবিষয়ন্ত দেহিনঃ
কষ্টে তপসি হিতন্ত মূর্খতাপি নিবর্তন্তে, দেহিনো দেহবতঃ রসবর্জ্ঞঃ রসো রাগো বিষয়েষু বঃ
ভং বর্জয়িত্বা, রসশব্দো রাগে প্রসিদ্ধঃ, “বচ্ছন্ততঃ স্বরসেন প্রবৃত্তো রসিকো রসজঃ” ইত্যাদি-
দর্শনাৎ, সোহপি রসো রজনরূপঃ স্পন্দোহস্ত যতঃ পরং পরমার্থতৎ ত্রন্ধ দৃষ্টোপলভ্যাহমেব
তদিত্তি বর্তমানস্য নিবর্তন্তে নির্বীজং বিষয়বিজ্ঞানং সম্পত্ততে ইত্যর্থঃ। নাসত্তি সম্যগদর্শনে
রসন্ত উচ্ছদতস্যাং সম্যগদর্শনাবিকারাঃ সৈব্যাং কর্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫১ ॥

আনন্দগিরি ।—ইঞ্জিরগাং বিষয়েভ্যো বৈমুখ্যেহপি তবিষয়গাভ্যবৃত্তৌ কথং
প্রজ্ঞালাভঃ স্যাদিত্তি শব্দতে ভব্নেতি। ব্যবহারভূমিঃ সপ্তমার্থঃ, বিষয়াননাহরতন্তরূপভোগ-
বিমুগ্ধস্যোভাগঃ। রাগশব্দোপসংহ্রিতে ন তর্হি প্রজ্ঞালাভঃ সম্ভবতি, রাগস্য তৎপরপরিহারাদিত্তি
মতাহ স কথমিত্তি। রাগনিবৃত্তাপারমুপনিশরূতরমাহ উচ্যত ইতি। বিষয়োগভোগপরামুখস্য
কুতো বিষয়পরাবৃত্তিচাপ্রস্তুতত্যাশঙ্ক্যাহ যত্নপীতি। নিরাহারস্যোভাস্য ব্যাখ্যানমনাহির-
গাণবিষয়স্যোভ। যো হি বিষয়প্রবণো ন ভবতি তস্যাত্মান্তিকে তপসি ক্লেশাত্মকে ব্যবহৃতস্য
বিজ্ঞাহীনতাপৌজিরগণি বিষয়েভাঃ সকাশাদ্বেতাপি সংহ্রিতে, তথাপি রাগোহবশিষ্যতে, স চ
তৎকালীনাত্মকিত্তত ইত্যর্থঃ। রসশব্দস্য মাধুর্যাদিষড়্‌বিপরসবিষয়ত্বঃনিষেধয়তি রসশব্দঃ ইতি।
বৃদ্ধপ্রয়োগসত্তরেণ কথং প্রসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ স্বরসেনেতি। বচ্ছয়েতি বাবৎ, রসিকঃ
বচ্ছাৎপত্নী রসজ্ঞো বিবক্ষিতাপেক্ষিতজ্ঞাতেত্যর্থঃ। কথং তর্হি তস্য নিবৃত্তিত্তাহ
সোহপীতি। দৃষ্টমেবেপলক্ষিপরিয়াসং স্পষ্টয়তি অহমেবেতি। রাগাপগমে সিদ্ধমর্থমাহ
নিকীভমিত্তি। নহু সম্যগ্জ্ঞানসত্তরেণ রাগো নাপগচ্ছতি চেৎ তদপগমানুভূতে রাগবতঃ
সম্যগ্জ্ঞানোদকরাযোপাধিত্তরেতয়াপ্ররক্তেতি সেন্যাহ নাসতীতি। ইঞ্জিরগাং বিষয়পারবত্তে
বিবেকরাসাশরিত্তে সুলো রাগো ব্যাবর্ত্ততে, ততশ্চ সম্যগ্জ্ঞানোৎপত্ত্যা স্মৃত্তাপি রাগস্য
কলীভম্। নিবৃত্ত্যপত্তেনেত্তরেত্যশ্রয়ঃত্যর্থঃ। প্রজ্ঞাসৈব্যত “সকলমে হিতে কলিতমাহ
উদ্যাদিত্তি ॥ ৫১ ॥

সামান্যজ্ঞান ।—এবং চতুর্কিৰাজ্ঞাননিষ্ঠা পূৰ্ণপূৰ্বোক্তরোগনিপাদিকা । ইহানীং জ্ঞাননিষ্ঠায়া হৃদ্যাপিতাং তৎপ্রাপ্তপারকাহ বিবরা ইতি । ইন্দ্রিয়াণামাহারাবিবরাঃ । নিরাহরিত্য বিবরেত্যঃ প্রত্যাহতোজ্ঞানত্বং দেহিনো বিবরা বিনিবৰ্ত্তমানা রসবৰ্জঃ বিনিবৰ্ত্ততে, রসো রাগঃ বিসররাগো ন বিবৰ্ত্তত ইত্যর্থঃ । রাগোহপ্যাত্মস্বরূপং বিবরেভ্যঃ পরং স্বতন্ত্রং দৃষ্টা নিবৰ্ত্ততে ॥ ৫০ ॥

হুমান্ ।—অতস্তাপি প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হৃদিত্যত আহ বিবরা ইতি । যতপি বিবরোপ-লক্ষিতানি বিষয়লক্ষণাচাণীজ্ঞরাণি নিরাহারত্ব অনাহ্রিমরণবিষয়ত্বাতুরত্ব কষ্টে তপসি হিতস্য সূৰ্য্যতাপি ইজ্ঞরাণি নিবৰ্ত্ততে ন ব্যাপ্তীয়তে, দেহিনো দেহবতঃ মূঢ়োন্মাদমগ্ৰস্তেন ক্রিমরাগং তপঃ কষ্টতয়া রসবৰ্জঃ রসো রাগঃ, “রসিকো রসজঃ” ইতি প্রয়োগবর্ণনাৎ, রাগং বৰ্জয়িত্বা হিত-প্রজ্ঞালক্ষণং রাগেণ সর্ভেজ্ঞরাণাং বিবরেভ্যঃ ব্যাবৃতিরাভিমতা, কথং ত্বেহি বিবরেভ্যো রাগস্য নিবৃতিরিত্যি চেৎ রসোহপ্যস্য যতেঃ পরং পরমাত্মনা দৃষ্টা উপগত্য অহমেব তদ্বদভূত ইতি নিবৰ্ত্ততে নিবীজরাগং সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ । নাসতি সম্যগ্গর্শনে রাগস্তোচ্ছিন্নত্বাৎ সম্যগ্গর্শনাত্মকায়ঃ প্রজ্ঞায়াঃ স্বৈৰ্য্যং কৰ্ত্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫১ ॥

ক্রীধর ।—নহু নেজ্ঞরাণাং বিবরেষ প্রবৃতিঃ হিতপ্রজ্ঞস্ত লক্ষণং তবিতুমর্হতি জ্ঞানামাতুরাণামুপবাসপরাণাক বিবরেষ প্রবৃত্তেরবিবরাৎ তজ্জাহ বিবরা ইতি । ইন্দ্রিয়ৈর্কিৰমা-ণামাহরণং গ্রহণমাতারঃ নিরাচারস্ত ইন্দ্রিয়ৈর্কিৰয়গ্রহণমকুর্কতো দেহিনো দেহাতিমানিনোহজ্ঞস্ত বিবরাঃ প্রায়শো বিনিবৰ্ত্ততে তদমুত্তরো নিবৰ্ত্তত ইত্যর্থঃ । কিন্তু রসো রাগোহতিলাভবৰ্জঃ অতিলাব্ধ ন নিবৰ্ত্তত ইত্যর্থঃ, রসোহপি রাগোহপি পরং পরমাত্মনাং দৃষ্টাত্ত হিতপ্রজ্ঞস্ত যতো নিবৰ্ত্ততে নন্ত ইত্যর্থঃ । যদা নিরাহারত্ব উপবাসপরত্ব বিবরাঃ প্রায়শো নিবৰ্ত্ততে কুধানন্তপ্রত শকল্লপাত্তপেকাভাবাৎ, কিন্তু রসবৰ্জঃ রসাপেকা তু ন নিবৰ্ত্তত ইত্যর্থঃ । শেবঃ সমানম্ ॥ ৫২ ॥

বলদেব ।—নহু মূঢ়তামগ্ৰস্তত্ব বিবরেষ প্রবৃতিদৃষ্টা তৎকথমেতৎ হিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং তজ্জাহ বিবরা ইতি । নিরাহারস্য রোগভয়াভ্যাজনাদীতকুর্কতো মূঢ়স্যাপি দেহিনো জনস্য বিবরাভদমুত্তরো বিনিবৰ্ত্ততে । কিন্তু রসো রাগত্বকা তবৰ্জঃ বিবরত্বকা তু ন নিবৰ্ত্ততে ইত্যর্থঃ । অন্য হিতপ্রজ্ঞস্য তু রসোহপি বিবররাগোহপি বিবরেভ্যঃ পরং স্বপ্রকাশনক্ষমাত্মনাং দৃষ্টাত্তত্বম নিবৰ্ত্ততে বিনস্তীতি সরাগবিষয়নিবৃতিত্বস্য লক্ষণমিতি ন ব্যতিচারঃ ॥ ৫৩ ॥

মধুসূদন ।—নহু মূঢ়স্যাপি রোগাদিবশাবিবঃস্ত ইন্দ্রিয়াণামুপসংহরণং ভবতি তৎকথং তপঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্বাৎ, অত আহ বিবরা ইতি । নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈর্কিৰমানাহরণতো দেহিনো দেহাতিমানযতো মূঢ়স্যাপি রোগাণঃ, কষ্টতপস্বিনো বা বিবরাঃ শব্দায়রো বিনিবৰ্ত্ততে, কিন্তু রসবৰ্জঃ রসত্বকা তৎ বৰ্জয়িত্বা অজ্ঞস্য বিবরা নিবৰ্ত্ততে, তবিরমো রাগস্ত ন নিবৰ্ত্তত

ইত্যর্থঃ । অত্ৰ তু হিতপ্রজ্ঞত, পরং পুরুষার্থং দৃষ্ট্ৱা তদেবাহবীতি শাক্যংকৃত্য হিতত্ৰ রসোহপি
কৃত্ত্বাধরাগোহপি নিবর্ততে, অশিশব্ধাবিষয়ত্ৰ তথাচ বাবানর্থ ইত্যাদৌ ব্যাখ্যাতম্ । এবং
সরাগবিষয়নিবৃত্তিঃ হিতপ্রজ্ঞলক্ষণমিতি ন নৃচ্চ ব্যক্তিতার ইত্যর্থঃ । বস্মান্নাসতি পরমাঙ্গলম্যাদর্শনে
সরাগবিষয়োচ্ছেদস্তথাং সরাগবিষয়োচ্ছেদিকারাঃ সম্যাদর্শনান্নিকারাঃ প্রজারাঃ হৈর্ব্যং মহতা
বলেন সম্পাদয়েদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু বিষয়েত্য ইতিরাগাং নিবৃত্তিশ্চেৎ হিতপ্রজ্ঞতাৎহেতুত্বি স্থপ্তিসূক্ষ্মলয়-
প্রত্যবেশাদাংপি সাত্তীতি সর্বোহপি হিতপ্রজ্ঞ এবত্যোশক্যাহ বিষয়া ইতি । সত্যং দেহিনো
দেহাভিমানবতো মূঢ়স্ত স্থপ্তাদৌ নিরাহারত ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াননাহারতঃ অভূজানস্ত বিষয়াঃ
বিনিবর্তন্ত এব তথাপি রসবর্জং রসো রাগত্ববর্জং নিবর্তন্তে তদাপি স্থল্লপশেণ রাগোহিতি
রাগবুলতাভ্যাজ্ঞানতাদাহারান্নো হিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ । অত্ৰৈব পুনঃ পরং দৃষ্ট্ৱা আত্মানং শাক্যং-
কৃত্য নিবাচ্যন্ত শমাদীন্ অগৃহতঃ রসোহপি নিবর্ততে মূলজ্ঞানদাহাদিতি অতিস্থপাদেঃ
সমাধিস্থত চ সতান্ বিশেষ ইতি ভাবঃ । প্রাক্তন্ত রোগিণঃ কষ্টতপসিনো বা মূঢ়তাপি বিষয়ান-
নাহারতো রসবর্জং বিষয়া বিনিবর্তন্তে, তত্ৰৈব পরং দৃষ্ট্ৱা হিতত্ৰ রসোহপি নিবর্তন্ত ইতি
ব্যাচখ্যঃ ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ ।—নহু মূঢ়তাপ্যপনাতো রোগাদিবিষয়া ইন্দ্রিয়রাগাং বিষয়েষচলনং সম্বৎস-
তম্ভাহ বিষয়া ইতি । রসবর্জং রসো রাগঃ অতিলাবতং বর্জয়িত্বা অতিলাবন্ত বিষয়েবু ন নিবর্তন্ত
ইত্যর্থঃ । অত্ৰ হিতপ্রজ্ঞত তু পরং পরমাঙ্গলং দৃষ্ট্ৱা বিষয়েষাতিলাবো নিবর্তন্ত ইতি ন
লক্ষণব্যক্তিতারঃ । আত্মশাক্যংকাবদমর্থত্ৰ তু সাধকত্বমেব নহু সিদ্ধবশিত্যভাবঃ ॥ ৫০ ॥

তাৎপর্য্য ।—অর্জুন যদি মনে করেন, ব্যাধিগ্রস্ত আত্মব ব্যক্তির
ইন্দ্রিয় সমূহ কুখ্যাজেব আয় বিষয়-ব্যাপার হইতে প্রত্যাহত হয়, সুতরাং
তাদৃশ ব্যক্তিকেও কি হিতপ্রজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে? এই আশ-
ঙ্কার উত্তর-স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যে সকল ব্যক্তি ব্যাধিবশে
ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়-ভোগে অসমর্থ, অথবা সাংসারিক বিবিধ ক্লেশপরম্পরা
সহমান হইয়া আবশ্যক বোধে, বাহ্য বা তাপস-ব্রতাবলম্বন করিয়াছে,
তাহাদের দেহাভিমান সম্পূর্ণরূপেই বিদ্যমান আছে, তথাবিধ ব্যক্তিবৃন্দ
নিরতিশয় নৃচ্চ সন্দেহ নাই। যদিও রোগের কঠোর আক্রমণে ব্যাধিত
ব্যক্তির বিষয়-ভোগ-শক্তি বিহীন হইয়া যায়, বা ক্লেশেব অপরিহার্য্যতা
হেতু কষ্ট তপস্বীর বিষয়-বাসনা নিরস্ত থাকে, তথাপি তাহাদের ভোগা-
ভিলাষ কখনই নিবৃত্ত হয় না। ব্যাধি-বিমুক্ত হইলে এবং অর্থ-সাধন-সামর্থ্য

সম্প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা স্বর্ধাকাঙ্ক্ষা নিবারণের নিমিত্ত নিরন্তর লোমূষ থাকেন । মূলে যে “রস” শব্দ আছে, তাহা রাগ শব্দের সমার্থ, ইতাই প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য মহোদয় “স্বচ্ছন্দঃ স্বরসেন প্রবৃত্তো রসিকো রসজ্ঞঃ” এই দার্শনিক প্রমাণ উদ্ধৃত কবিয়াছেন । যে ব্যক্তি স্থিতপ্রজ্ঞ, অর্থাৎ পরমার্থ-তত্ত্বরূপ ব্রহ্ম-দর্শনে আগিই তিনি ইত্যা-কার জ্ঞান বাহ্যার সম্ভূত হইয়াছে, তাঁহান অতি তুচ্ছ স্বখানুরাগ নিঃশেষে নির্মূলিত হইয়াছে । মূলস্থিত “অপি” শব্দে বিষয় সমূহও লক্ষিত হই-তেছে । এইরূপ বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তিরূপ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণ, দেহাভিমানী মুঢ় ব্যক্তির পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে । গীতাকাব পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের প্রথমার্ধের উল্লিখিত অর্থ ব্যতীত নিম্নলিখিতরূপ অর্থও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । নিরাহারীর অর্থাৎ উপবাস-পর ব্যক্তির ক্ষুধার সম্বাপে স্পর্শাদি শক্তি প্রায়ই বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে । কিন্তু সে ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অনুরাগবিহীন হয় না । তাহান পরিদৃষ্টমান বিষয়ানুরাগ আন্তরিক নহে । গীতাকাব পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় উপসংহারে লিখিয়াছেন, যেহেতু সম্যগ্‌রূপ পরমার্থ সন্দর্শন ব্যতীত বিষয়ানুরাগের উচ্ছেদ হয় না, অতএব হে অর্জুন ! সবদ্রে বিষয়ানুরাগ উচ্ছেদিকা আত্ম-দর্শন-কমা প্রজ্ঞাবৈশিষ্ট্য সম্পাদন কর ॥ ৫৯ ॥

—:—:—

যততোহপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ।

ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

অনুব্র ।—কৌন্তেয় হি যততঃ (যোকার্থঃ প্রবৃত্তঃ কুরুতঃ) অপি বিপশ্চিতঃ (বিবেকিনঃ) পুরুষস্য প্রমাথীনি (প্রজ্ঞাসর্দন-কমানি) ইন্দ্রিয়ানি প্রসভং (সবলং) মনঃ হরন্তি ॥ ৬০ ॥

প্রতিশব্দ ।—পার্শ্ব ! যেহেতু যোকার্থ বৃত্তশীল বিবেকী-পুরুষেরও বিবেক-সর্দনকম ইন্দ্রিয়-সমূহ বলপূর্বক মনকে হরণ করে ॥ ৬০ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে সখে ! যে সকল মহাপুরুষ মোক্ষলাভের নিমিত্ত নিরন্তর প্রযতমান এবং যাঁহাদের হৃদয় জ্ঞানের তাণ্ডারস্বরূপ তাঁহাদের বিবেকী নমকেও সংকোচক ইন্দ্রিয় সমূহ সৎসে ধারণ করিয়া স্বকীর্তি-ধিকারে আনয়ন করে ॥ ৬০ ॥

শঙ্করাচার্য ।—সম্যগ্‌দর্শনলক্ষণং প্রজ্ঞাইহৈব্যাং চিকীর্ষতা আদ্যাদিত্রিরাপি অবশে হ্যপরিভাষ্যানি, যন্মাং তদনবস্থাপনে দোষমাহ বতত ইতি । বততঃ প্রযত্নঃ কুর্কতোহপি হি যন্মাং জপি কোত্তের পুরুষত্ব বিপশ্চিতো মেধাবিনোহনীতি ব্যবহিতেন সৎসঃ । ইন্দ্রিয়াণি প্রমাণানি প্রমথনশীলানি, বিবরাতিমুখং হি পুরুষং বিকোভরন্ত্যাকুলীকূর্ষতা কুলীকতা চ হয়তি প্রসতঃ প্রসহ প্রকাশমেব পশ্যতো বিবেকবিজ্ঞানযুক্তং মনো বততন্ত্যাহ ॥ ৬০ ॥

আনন্দগিৰি ।—প্রোক্তান্তরমতায়রতি সম্যগ্‌দর্শনেতি । মনসঃ অবশ্যদোষ প্রজ্ঞাইহৈব্যাংসত্তবে কিমর্থমিত্রিরাণাং অবশ্যতাপাদনমিত্যাশঙ্ক্যাহ বন্মাদিতি । নহু বিবেকবতো বিবরণোদদর্শিনো বিস্ময়েভ্যঃ স্বরমেবেত্দিরাপি ব্যবর্তন্তে কিং তত্র প্রজ্ঞাইহৈব্যাং চিকীর্ষতা কর্তব্যমিতি তত্রাহ বততো ইতি । বিবরেষু ভূয়ো দোষদর্শনমেব প্রযত্নঃ, হিশকত্ব বন্মানবত্ব সমাপ্তৌ সৎসঃ বক্ষ্যতি । অপিশকস্য প্রযত্নঃ কুর্কতোহনীতি সৎসঃ গৃণীত্বা সৎসাত্তরমাহ পুরুষেততি । প্রণমনশীলত্বং প্রকটয়তি বিবরেতি । বিকোভতাকুলীকরণস্য ফলমাহ আকুলীকতোতি । প্রকাশমেবত্যাংকং বিশদয়তি পশ্যত ইতি । বিপশ্চিতো দিহুবোহপি প্রকাশ-মেব প্রকাশশক্তিবিবেকাদ্যবিজ্ঞানং যুক্তমেব মনো হরন্তীন্দ্রিয়াণীতি সৎসঃ । হিশকার্ণবন্থ্য তন্মাদিত্রিরাপি অবশে হ্যপরিভাষ্যানীতি পূর্বেণ সৎসঃসত্বনজ্ঞাহ বততন্ত্যাদিতি ॥ ৬০ ॥

রামানুজ ।—আত্মদর্শনেন বিনা বিবরণাগো ন নিবর্ততে ইত্যাহ বতত ইতি । অনিবৃতে বিবরণাগে বিপশ্চিতো বতমানস্তাপি পুরুষস্যেত্দিরাপি প্রমাণানি মনবতি বনঃ প্রসহ হয়তি, এবমিত্রিরজর আত্মদর্শনাধীনঃ আত্মদর্শনমিত্রিরজরাধীনমিতি জ্ঞানভিত্তি হ্যাপা ॥ ৬০ ॥

হট্টকানু ।—তত চ সম্যগ্‌দর্শনাইহৈব্যাভোপারমাহ বতত ইতি । বততো বতমান-তাপি পুরুষত্ব বিপশ্চিতঃ মেধাবিনোহপি মন ইন্দ্রিয়াণি প্রমাণানি প্রমথনশীলানি প্রসতঃ হয়তি ॥ ৬০ ॥

শ্রীধর ।—ইন্দ্রিয়সংযমং বিনা হিঃপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি, অতঃ সাধক্যবহারঃ তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কর্তব্য ইত্যাহ বততোহনীতি তাত্যাহ । বততো মোক্ষার্থ প্রযত্নসমিত্ত বিপশ্চিতো বিবেকিদোহপি মন ইন্দ্রিয়াণি প্রসতঃ বলায়রতি বতঃ প্রমাণানি প্রমথনশীলানি প্রসতঃ প্রমথনশীলানি ॥ ৬০ ॥

বলদেব ।—অপাতজাননিষ্ঠাঃ দোণতামাঃ বভভো হীতি । বিপশিতো বিষয়দোষদর্শনবিবেকজ্ঞঃ, বভভ ইন্দ্রিয়জয়ে প্রযতমানস্তাপি পুরুষত ইঞ্জিয়াণি প্রোত্বাধীনী কৰ্ত্তৃণি মনঃ প্রসত্তং বলাদিণী ৩৪তি । কৃদ্বা বিষয়প্রবণং কুর্কতীত্যর্থঃ । নহু বিয়োধিনি বিবেকজ্ঞানে হিতে কথং হরতি তত্রাঃ প্রমাথীনীতি । অতিবলিষ্ঠত্বাৎ তজ্জ্ঞানোপমর্দনঃ কমাণীত্যর্থঃ । তস্মাৎ চোরেণ্য সচানিধেরিবেজিরেভ্যো জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ সংযকণং হিত-প্রজ্ঞাসনমিতি ॥ ৩০ ॥

মধুসূদন ।—তত্র প্রজ্ঞাঐর্হেয্য বাহেজিরনিগ্রহো মনোনিগ্রহচাসাধারণং কারণং তদুত্তরাভাবে প্রজ্ঞানাদর্শনাদিতি বক্তৃৎ বাহেজিরনিগ্রহাভাবে প্রথমং দোষমাহ বভভো হীতি । হে কৌন্তেয় বভভঃ ভূয়োভূয়ো বিষয়দোষদর্শনাক্ষকং বভ্ভং, কুর্কতাহ'প (চক্ষ-ভৌতিষকরণানুগতাহেতোহনাবশ্যকবাস্থ্যনেপদমিতিজ্ঞাপনাৎ পদমৈপদমবিকল্পম্ ।) বিপ-শিতঃ অত্যন্তবিবেকিনোহ'প পুরুষত মনঃ কণমাত্রং নির্লিকারং, কৃতমপি ইঞ্জিয়াণি হরতি বিকারং প্রাপরতি । নহু বিয়োধনী বিবেকে সতি কুতো বিকারঃ প্রাপ্তিতদাহ প্রমাথানি, প্রমথনশীলানি অতিবলীৰ্হাধিবশোপমর্দনে কমাণি, কতঃ প্রসত্তং এসহ বলাৎকারণে পশ্চতোব বিপশিতি স্বামিন বিবেকে চরককে সতি সৰ্ব্বপ্রমাথিষাদেবেজির্যাণি বিবেকজ-প্রজ্ঞায়াং এবিষ্টং মনস্ততঃ প্রচ্যাব্য সবিসরাবিষ্টেভন হরতীত্যর্থঃ । হি শব্দ প্রসিদ্ধঃ ভোক্ত মতি । প্রসিদ্ধো হুয়মর্থো লোকে, যথা প্রমাণিনো মন্যবঃ প্রসত্তমেব ধনিনঃ ধনরক্ষকং চাতিভূয় ভয়োঃ পশ্চতোয়েব ধনং হরতি, তথৈজির্যাণ্যপি বিষয়সন্নিধানে মনো হরতীতি ॥ ৩০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কিঞ্চ সৃষ্টাদেজিরিয়াণি শ্রান্ত্যা স্বরমেব নীরস্তে সমাহিতেন তু তানি কৃষোহলানীৰ্হে জেহরা সংহ্রিস্তে এতচ্চাত্তান্তারাগসাদ্যমিতাহ বভভ ইতি । বিপশিতঃ শাস্ত্রাচার্যোপদেশবতো বভভোহপি সমাধিসিদ্ধার্থং বভমানস্তাপি পুরুষস্য ইঞ্জিয়াণি কৰ্ত্তৃণি মনঃ প্রজীতি হিরীকিরমাণঃ কন্নীভূতং হরতি বিষয়প্রবণং কুর্কতি বভঃ প্রমাথীনী, যথা বহুবলোয়া বনে একং পুরুষং প্রমথ্য তস্য বিত্তং হরতি, এবং ইঞ্জিয়াণি বভভো মনো হরতি, বভঃ প্রসত্তম-তিশরেণ প্রমথনশীলানি ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ ।—সাধকাবহারাত বভ্ভএব মহান্ ন ইঞ্জিয়াণি পরাবর্তিতুং সৰ্ব্বখাম্পক-রিত্যাহ বভভ ইতি । প্রমাথীনী প্রমথনশীলানি অতিকোতকরাণীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য ।—প্রজ্ঞার তৈর্ভ্য সাধনার্থ বাহেজির এবং মনোর, ত্রিগুহ নিত্যত আবশ্যক । তজ্জন্ত প্রথমতঃ ইজির সমূহকে আত্মবশে স্বল্পিত করা বিশেষ প্রয়োজন । ইজির বশীভূত না হইলে যে অতিশুর অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইতেছে । হে পার্থ ! কে পুরুষের পুনঃ পুনঃ বিষয়-ভোগের দোক দর্শনে বিরক্ত-হইয়া জ্ঞান-মাগে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত বদ্বশীল, তাহা বিবেক-জ্ঞান-

মঙ্গল ব্যক্তির সমস্ত সামান্য মাত্র অবসর পাইলে, ইচ্ছিরগণ কর্তৃক অনিচ্ছিত ও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই ইচ্ছিরগ্রাম এতই প্রবল ও প্রাথমিক যে তাহার বিবেকিগণের চিত্তকেও সবলে পরাভূত ও আয়ত্তকৃত করিয়া থাকে; সুতরাং অবিবেকী ব্যক্তিগণের তো কথাই নাই। অতএব এই ইচ্ছিরগণকে নিতান্ত বলবান্ বলিয়া জানিবে ॥ ৬০ ॥

—:~::~:—

তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।

বশে হি যস্যোন্নিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

অর্থঃ ।—তানি সৰ্ব্বাণি (ইচ্ছিয়ানি) সংযম্য (বশীকৃত্য) যুক্তঃ (সমাহিতঃ) [সন্] মৎপরঃ (একান্ত ভক্তঃ) আসীত (তিষ্ঠেৎ) হি (যস্মাৎ) যস্য ইচ্ছিয়ানি বশে (বশবর্তীনি) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

প্রতিশব্দ ।—সেই সকলকে বশীভূত-করিয়া সমাহিত-সম্মানী আমার একান্ত-ভক্ত [হইয়া] থাকেন। যেহেতু যাহার ইচ্ছির সমূহ বশীভূত তাঁহার বুদ্ধি স্থির ॥ ৬১ ॥

ব্যাখ্যা ।—নিগৃহীতমনা সম্মানী এই প্রকারে ইচ্ছির সমূহকে বশীভূত করিয়া আমাকেই পরম পদার্থ জ্ঞানে একান্ত মন্তস্ত ভাবে অবস্থান করেন। যাহার ইচ্ছির সমূহ এইরূপ বশীভূত হইয়াছে তাঁহারই বুদ্ধি স্থিরভাবে পন্ন হইয়াছে ॥ ৬১ ॥

শঙ্করভাষ্য ।—তানীতি তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য সংযমনং বশীকরণং কৃত্বা যুক্তঃ সমাহিতঃ সম্মানী মৎপরোহং বাহুদেবঃ সৰ্ব্বপ্রত্যগাত্মা পরো যস্য স মৎপরঃ নাত্তোহং কাম্যকাম্যভেদার্থঃ। এবমাসীনস্য বক্তব্যশে হি যস্যোন্নিয়ানি বর্তন্তে অভ্যাসবশং তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

আমরসিদ্ধি ।—ইচ্ছিরগণঃ বশবশসম্পাদনানন্তরং কর্তব্যমর্থলাহ তানীতি। কাম্যকাম্য ভিং ভাবিত্তি ভবাহ বশে ইতি। সমাহিতস্ত বিবেকবিকল্পত কাম্যকাম্যভেদ-পেক্ষায়াম্ মৎপর ইতি, পরাপরভেদপক্ষাপেক্ষাসম্মাননং কৌরবতি-সাক্ষোহহমিতি।

উক্তার্থঃ ব্যাকরোতি এবমিতি । বিনবার্থঃ কুটরতি অত্যাশেতি । পরস্মৈবাশ্রমো ন্যহমতোহ-
নীতি প্রোক্তাঙ্গসম্বন্ধানুসারেণ নৈরন্তর্যাদীর্ঘকালানুষ্ঠানসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ । অথবা বিক্রেয়-
বোবর্ণনাত্যাক্ষিপ্যাদিহিরাণি সংবতানীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

স্বামীহুজ ।—সর্বত্র দোষতঃ পরিত্রিহীৰ্ঘরা বিবরাহুরাগমুক্ততয়া চক্ষুরানীজিরাণি
সংযম্য চেষ্টনঃ শুভাশ্রয়ভূতে ময়ি মনোহাংগাণ্য সমাহিত আশীত, মনসি ময়িব্যয়ে সতি
নির্দোষো বকস্বতয়া নির্মলীকৃতং নিঃশেষণিবরাহুরাগমলগ্রহিতং, মন ইজিরাণি যবদানি
করোতি । ততো বস্ত্রেজ্জিহ্বং মন আশ্রয়বর্ণনার্য ভবতি । উক্তক, “যথার্চিয়ানুর্জপিথঃ
কথং দধতি সানিলঃ । তথা চিত্তবিত্তো বিকুর্গোনিনাং সর্ককিষিম্” ইতি, তদাহ
বশে ইতি ॥ ৩১ ॥

ভুমান্ ।—তানি সর্কগীতি । যস্মাদেবং তস্মাৎ তানি সর্কগি ইজিরাণি বশীকৃত্য
যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ আশীত, মংপরঃ, অহং বাহুদেবঃ সর্কপ্রত্যগাত্মা পরঃ প্রদানঃ যন্ত স
মংপরঃ, নাতোহহং, তস্মাৎ বাহুদেবদিত্যুপাশীতেত্যর্থঃ । বশে হি বস্ত্রেজ্জিরাণি বস্ত্রে, অতঃ
অত্যাশবলাৎ তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর ।—যস্মাদেবং তস্মাৎ তানীতি । যুক্তো যোগী তানীজিরাণি সংযম্য মংপরঃ-
সমাশীত, যন্ত বশে বশবর্ত্তানীজিরাণি । এতেন চ কথমাশীতেতি প্রশংস্য বশীকৃতোজ্জিহ্বঃ
সমাশীতেভ্যুত্তরং ভবতি ॥ ৩১ ॥

বলদেব ।—নহু নির্জিহ্বোজ্জিরাণামপ্যাস্বাহুতবো ন প্রতীততত্ত্ব কোহুপায় ইতি
চেৎ কত্রাহ তানীতি । তানি সর্কগি প্রোক্তাদীনীজিরাণি সংযম্য মংপরো মগ্নিষ্ঠঃ সন্ যুক্তঃ
কৃতাস্বসমাধিগামীত তিষ্ঠেত । সন্ততিপ্রভাবেণ সর্কজ্জিহ্ববিজয়পূর্কিকা স্বায়দৃষ্টিঃ স্তলভেতি-
ত্যর্থঃ । এবং ময়তি । “যথার্চিয়ানুর্জপিথঃ কথং দধতি সানিলঃ । তথা চিত্তবিত্তো
বিকুর্গোনিনাং সর্ককিষিম্” ইত্যাদি । বশে ইতি স্পষ্টম্ । ইথক বশীকৃতোজ্জিহ্বতরাবহিতিঃ
কিমানীতেত্যাত্তরমুক্তম্ ॥ ৩১ ॥

মধুসূদন ।—এবং তর্হি তত্ত্ব কঃ প্রতীকার ইত্যত আহ তানীতি । তানি ইজিরাণি
সর্কগি জ্ঞানকর্মসাধনভূতানি সংযম্য বশীকৃত্য যুক্তঃ সমাহিতঃ নিগৃহীতমনাঃ সন্ আশীত
নির্যাপ্যারতিষ্ঠেৎ । প্রমাধিনাং কথং বশীকরণসিদ্ধি চেষ্টাত্রাহ মংপর ইতি । অহং সর্কাত্মা
বাহুদেব এন পর উৎকৃষ্ট উপায়েনো যস্য স মংপরঃ একান্ততত্ত্ব ইত্যর্থঃ । তদ্ব্যজোক্তং, “ন
বাহুদেবতজ্ঞানামৃতভং বিদতে কচিৎ” ইতি । যথা হি লোকে বলবন্তঃ রাজানমাপ্তিজ দস্যবো
নিগৃহন্তে রাজাপ্রিতোহরমিতি জ্ঞাত্য চ তে বরমেব তবজ্ঞা ভবন্তি, তদৈব ভগবন্তঃ সর্কাত্মবিশি-
মাপ্তিজ্য তৎপ্রত্যবেদৈব হুটানীজিরাণি নিগৃহ্যণি, পুংস্ত ভগবদাপ্তিতোহরমিতি বস্তু তানি
তবজ্ঞাত্তেব তবজ্ঞীতি ভাবঃ । যথা চ ভগবন্ততকৈর্গহা প্রভাবসং তথা বিতরেণ্যে রাজাধ্যায়ঃ ।
ইজিহ্ববশীকারে কদমাহ বশে ইতি । স্পষ্টম্ । তদেতবশীকৃতোজ্জিহ্বঃ সন্ আশীত
কিমানীতেতি প্রশংসোক্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৩১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—বঙ্গোপোষ্য তথাপি তিনি নিরন্তর্যাক্রোধান্বিত হিতপ্রভবৈতবাগিভেরি-
ত্যাহ তানীতি । সংবদ্য বনাকৃত্য বৃত্তঃ সরসঃ সৎপরঃ অহমেব সর্বেষাং সত্যগান্ধা পরঃ
দ্বাদিত্যো বাহেত্যো দেহেজিরানিত্য অনন্তরোক্ত্য উৎকৃষ্টঃ প্রিয়তমঃ বদ্য স সৎপরঃ সন্নাসীত,
* কি বদ্যং বপে আভ্যারো, শেবং স্পষ্টম ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ ।—তানীতি । সংপরা বহুত্ব ইতি বহুত্বিং বিনা নৈবেদ্রিয়মঙ্গ ইত্যগ্রিম-
 গ্রাহেহপি সৰ্ব্বতঃ স্ৰষ্টব্যম্ । বহুত্বমুদবেন ; "প্রারম্ভঃ পুণ্ডরীকাক যুক্ততো যোগিনো মনঃ ।
 বিবীৰ্য্যসামাবানান্ননো নিগ্রহকৰ্ষিতাঃ । অথাৎ আনন্দহং পদাধ্বং হংসপ্রেরয়ন্" ইতি ।
 যশে হীতি বিতপ্রাস্যোদ্রিগিণি বনীততানি ভবন্তীতি সাধকাধিপেষ উক্তঃ ॥ ৬১ ॥

তাৎপার্য।—ইঙ্গির সমূহ যখন এইরূপ বলবান্ তখন তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার উপায় কি? অৰ্জুনের এবং বিধ আশঙ্কা পরিহারার্থ ক্রীতগবান্ বলিতেছেন, সেই জ্ঞান-কর্ম-সাধনদ্বিত ইঙ্গির সকলকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া যে নিগৃহীতমনা সমাহিত বোগী আমার প্রতি আসক্ত হন, তাহার আর ইঙ্গিরাদীন হইবার আশঙ্কা থাকে না। যিনি বুঝিয়াছেন, আমিই সর্বাঙ্গী ও সর্বত্রানুশ্রুত বাসুদেব, আমার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও উপাদেয়তর বস্তু জগতে আর কিছুই নাই, আমার সেই একান্ত ভক্তকে ইঙ্গিরগ্রাম তো দূরের কথা, সংসারের কোন বিপদই কখন স্পর্শ করিতে পারে না। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে, “বাসুদেব ভক্তের কুত্রাপি অশুভ নাই।” যে রূপ লোকে প্রবল-পরাক্রান্ত মনপতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দম্যগণকে নিগৃহীত করিয়া থাকে, দম্যগণও সেই লোককে বল-বিক্রম-সম্পন্ন-রাজাপ্রিত জানিয়া, আপনাতাই তাহার বশীভূত হয়, সেইরূপ সর্বাধ্বার্মী ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তাহারই প্রভাবে দুরন্ত ইঙ্গির সমূহকে নিগৃহীত করা আবশ্যক। তাহা হইলে ইঙ্গিরগণও পুরুষকে সর্ক-শক্তি-সম্পন্ন ভগবানের আশ্রিত জানিয়া, সহজেই তদীয় বশ্যতা স্বীকার করিবে। ভগবন্তের অপরিদীক্ষ প্রভাববিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ পরে ব্যাখ্যাত হইবে। যে ব্যক্তি মৎপরায়ণ হইয়া এইরূপে ইঙ্গির সমূহকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই বিত্তপ্রজ্ঞ হইয়াছেন। ৩১।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গল্লেষুপজায়তে ।

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

অর্থঃ ।—বিষয়ান্ (শব্দানীন্) ধ্যায়তঃ (পুনঃ পুনরালাচরতঃ) পুংসঃ (পুরুষস্য) তেষু (শব্দাদিবিষয়েষু) সঙ্গঃ (আসক্তিঃ) উপ-জায়তে (উৎপদ্যতে) সঙ্গাৎ (আসক্তেঃ) সঞ্জায়তে (সমুৎপদ্যতে) কামঃ (তৃষ্ণা) কামাৎ ক্রোধঃ (অভিজায়তে) ॥ ৬২ ॥

প্রতিশব্দ ।—শব্দাদি-বিষয় ধ্যানশীল পুরুষের সেই-সকলে আসক্তি জন্মে, আসক্তি-হইতে তৃষ্ণা-উৎপন্ন হয়, তৃষ্ণা হইতে ক্রোধের উদ্ভব-হয় ॥ ৬২ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে পুরুষ বারংবার বিষয় বিশেষের অনু-চিন্তা করেন তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃ সেই বিষয়ের নিমিত্ত বলবতী আকাঙ্ক্ষা সমুৎপন্ন হয় এবং কোন কারণে সেই আকাঙ্ক্ষা প্রতিকূল হইলে ক্রোধের সমুদ্ভব হয় ॥ ৬২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অধোদানীং পরাতবিষয়তঃ সর্কানর্থমুপনিষদ্যুচ্যতে ধ্যায়ত ইতি । ধ্যায়তচিন্তরতো বিষয়ান্ শব্দাদিবিষয়বিশেষান্ আলোচরতঃ পুংসঃ পুরুষস্য সঙ্গ আসক্তিঃ প্রীতিঃ তেষু বিষয়েষুপজায়তে উৎপদ্যতে, সঙ্গাৎ প্রীতেঃ সংজায়তে সমুৎপদ্যতে কামঃ তৃষ্ণাঃ তন্মাৎ কামাৎ কুচক্ষিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

আনন্দগিরি ।—সমনস্তরস্রোতধরতাৎপর্য্যমাহ অর্থোতি । পুরুষার্থোপায়োপদেশান-স্তব্যমর্থমর্থার্থঃ । তদ্রিটধরাহিত্যাংস্বাহ দর্শয়তি ইদানীমিতি । পরাতবিষয়তো মহাস্তমস্বর্ষঃ পুসিষ্যতো বিবেকবিজ্ঞানবিহীনভেতি বাবৎ, সর্কানর্থমূলং বিষয়াভিধানং তস্য তথাষমুদ্ভবসিদ্ধ-মিতি বক্তৃনিদনিত্যুক্তং বিষয়েষু বিশেষমারোপিতরসগীৰ্জং প্রীতিরাসক্তিরিতিসাধারণাশক্তি-রাজ্যং গুণতে তুকেতুজিকা সক্তিরূপা প্রতিবন্ধেন প্রণাশেন বা প্রতিহতিঃ ॥ ৬২ ॥

রাধাকৃষ্ণ ।—এবমপ্যনবেশ্য মনঃ স্বকীরগোরবেণেজ্রিরজয়ে প্রবৃত্তো নির্নষ্টো ভবতীঃ ত্যাহ ধ্যায়ত ইতি । অনিরতবিষয়ানুসরণস্য হি মন্যনিবেশিতমনসঃ ইজ্রিরাণি সংমমাবহিত-তাপি অনাবিশাপবাসনয়া বিষয়খ্যানমবর্জ্যনীরং ত্যাহ । ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ পুনরপি সঙ্কোহভিধাবোহতিপ্রবৃত্তো জায়তে, সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ, কামো নাম সঙ্গস্য বিপাকদশা পুরুষো বাঃ দশাপাশরো বিষয়ান্ কুল্পা স্বাত্মং ন শঙ্কোতি স কামা, কামাৎ ক্রোধোহভিজ-জায়তে, কামে বর্তমানো বিষয়ে চানুসিদ্ধিতে সগ্নিহিতান্ পুরুষান্ প্রতি, এতিন্নমদিষ্টং বিজ্ঞপিত্তি ক্রোধো ভবতি ॥ ৬২ ॥

হুংমান্ ।—অবেদানীমান্যনাশতঃ স্পৃহ্যতে ধ্যায়ত ইতি । ধ্যায়তশ্চিন্তয়তঃ
শব্দবিবরণ্যন্ সঙ্গ প্রীতিতেষু শব্দানিবিবরণ্যজারতে উপপদ্যতে, সঙ্গাৎ প্রীতেঃ
সঙ্গারতে স্পৃহ্যতে কামঃ তৃষ্ণা, কামাৎ কুতশ্চিৎ প্রতিহতাৎ তু ক্রোধোহ-
ভিজারতে ॥ ৬২ ॥

ঐধন্ন ।—বাহেজিরসংবদ্যতাবে দোষমুক্তাঃ মনঃসংবদ্যতাবে দোষমাহ ধ্যায়ত ইতি
বাচ্যাম্ । স্পৃহ্যত বিবরণ্যং ধ্যায়তঃ পুংসতেষু সঙ্গ আসক্তির্ভবতি, আসক্তা চ তেবদিকঃ
কামো ভবতি, কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি ॥ ৬২ ॥

বলদেব ।—বিজিতেজিরতাপি ময়ানিবেশিতমনসঃ পুনরনর্থো দুর্জার ইত্যাহ ধ্যায়ত
ইতি বাচ্যাম্ । বিবরণ্যং শব্দানীন্ অথহেতুস্বক্যা ধ্যায়তঃ পুনঃপুনশ্চিন্তয়তো বোগিনতেষু সঙ্গ
আসক্তির্ভবতি । সঙ্গাৎতোক্তেযু কামতৃষ্ণা জারতে । কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধঃ
চিন্তয়তঃ প্রতিষাভকো ভবতি ॥ ৬২ ॥

মধুসূদন ।—নহু মনসো বাহেজিরপ্রবৃত্তিধারানর্থহেতুসং নিগৃহীতবাহেজিরগ্যা
তুংখাতমংহোরগবদনস্যানিগৃহীতেহপি ন কাপি কতিঃ বাহোলোপাগাতাবেদৈনব কৃতকৃত্যত্বাৎ,
অতো বুদ্ধ আসীতেতি বার্থমুক্তমিত্যাশঙ্ক্য নিগৃহীতবাহেজিরগ্যাপি বুদ্ধত্বাভাবে সর্বানর্থ-
প্রাপ্তিসাহ বাচ্যং ধ্যায়ত ইতি । নিগৃহীতবাহেজিরগ্যাপি শব্দানীন্ বিবরণ্যং ধ্যায়তো মনসঃ
পুনঃ পুনশ্চিন্তয়তঃ পুংসতেষু বিবরণ্যে সঙ্গ আসক্তঃ সমাত্যন্তস্বহেতব এতে ইত্যেবং
শোভনধ্যানলক্ষণপ্রতিবিশেষ উপজারতে, সঙ্গাৎ অথহেতুস্বক্যানলক্ষণাং সংজারতে কামঃ
মর্মেযেতে ভবতি তৃষ্ণাশেষঃ, তন্মাৎ কামাৎ কুতশ্চিৎ প্রতিহত্যান্যানাং প্রতিষাভকবিবরণ্যঃ
ক্রোধোহভিজলন্যভিজারতে ॥ ৬২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—“যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ । বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তদাহুঃ
পরমাং গতিম্ ।” ইতি শ্রুতৌ ইজিরমনোবুদ্ধীনাং নিগ্রহে পরমগণপ্রাপ্তিরিত্যুক্তম্, তত্র উপপদ-
ভুক্তকরণত্ব বাহান্ শব্দানীন্পুংসতো মনোসাংগেণাবহিতস্য বোগিনঃ মনসো অনিগ্রহে কিং
তদিত্যাহ ধ্যায়ত ইতি বাচ্যাম্ । বিবরণ্যং শব্দানীন্ ধ্যায়তশ্চিন্তয়তঃ পুংসঃ পুংসব্য তেষু
শব্দানিবিবরণ্যং সঙ্গো জারতে, বাহার্থেত্যো নিগৃহীততাপি ইজিরগ্যা মনদোষাৎ পুনর্বাহাণীন্
পুংসীত্যর্থঃ । ততঃ সঙ্গাৎ কামঃ তস্মিন্ বিবরণ্যে অভিল্যবঃ সঙ্গারতে, কামাৎ কুতশ্চিৎতো
প্রতিহত্যান্যভিজানান্য ক্রোধোহভিজারতে ॥ ৬২ ॥

ভাঃপৰ্য্য ।—যে বোগী পুরুষ বাহেজির সমূহের নিগ্রহ সাধনে সর্ব-
স্বইরাছেন, তাঁহার ইজিরগ্যাম ভূগদন্ত ভূজদমের স্তায়, নিভাত শক্তি-শূন্য
ও অনিষ্টসাধনে অক্ষম, অতএব ভগবদ্রুত “বুদ্ধ আসীত” এই বাক্য
অসাব্যক্তক বলিয়া যদি অর্জুন আশঙ্ক্য করেন, এইজন্য শ্রীভগবান্ এ স্থানে
ইহটী সৌকর্য অবতারণা করিতেছেন, যে ব্যক্তি বাহেজির সমূহের নিগ্রহ-

সাধনে সঙ্গর্ষ হইয়াছেন, তাঁহার অন্তঃকরণও যদি পুনঃ পুনঃ বিকর-
বিশেষের অনুধ্যানে নিরত হয়, তাহা হইলে সেই পুরুষের সেই বিকর
সম্বন্ধে আসক্তি জন্মে, অর্থাৎ তৎপদার্থ নিরতিশয় হুথেন হেতুভূত
জ্ঞানে, তৎসবন্ধে প্রীতি-বিশেষ সঞ্চার হয় । তখন সেই অনুরাগের
পরিণামস্বরূপে সেই প্রীতি জনক পদার্থ লাভার্থ বলবতী তৃষ্ণা সন্মুৎপন্ন
হয় এবং কারণ বিশেষে সেই বাসনা-সিক্তির ব্যাঘাত ঘটিলে ক্রোধের
আবির্ভাব হয় ॥ ৬২ ॥

—(*)—

ক্রোধাদ্ভবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ভুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

অর্থঃ ।—ক্রোধাৎ সন্মোহঃ (কার্য্যাকার্য্যবিবেকাতাবঃ) সন্মোহাৎ
স্মৃতি-বিভ্রমঃ (অধীতোপদিকার্থস্মৃতের্বিকলনং) স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ
(কার্য্যাকার্য্যনির্বাচনাবোগ্যতা) ভবতি বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি
(পুরুষার্থাবোগ্যমুত্থাতুল্যা ভবতি) ॥ ৬৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—ক্রোধ-হইতে কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-বিমুচতা বিবেক-
বিমুচতা-হইতে শাস্ত্রাচার্য্যোপদিকার্থের-স্মৃতির ধ্বংস স্মৃতি-ধ্বংস-
হইতে মনোরত্তির নাশ হয় মনোরত্তির নাশ হইতে পুরুষার্থের
অযোগ্যতা হয় ॥ ৬৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—অন্তঃকরণে ক্রোধের আবির্ভাব হইলে কার্য্যাকার্য্য-
বিবেকাতাবরূপ বিভ্রম উপস্থিত হয় এবং তাদৃশ বিভ্রম হইতে শাস্ত্র
ও আশ্চর্য্য-উপদেশ-জনিত স্মৃতির বিপর্য্যয় লক্ষ্যটিত হয়, তাদৃশ
স্মৃতি-নাশ হইতে মনোরত্তি সমূহের বিলয় উপস্থিত হয় এবং
তাদৃশ মনোরত্তি-নাশ হইতে মুহূ-তুল্য সর্ব পুরুষার্থের অযোগ্যতা
সমুৎপন্ন হয় ॥ ৬৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—ক্রোধাবিভি । ক্রোধাদ্ভবতি সন্মোহঃ সন্মোহোহবিবেকঃ কার্য্য-
কারণবিভ্রমে তৎপ্রীতি সংবন্ধতে, ক্রোধে হি সংস্কৃতঃ সন্মোহঃ তৎসংস্কারকোপতি, সন্মোহ-
হাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাদিকলনান্নানিকার্য্যঃ স্মৃতেঃ স্মৃতিবিলয়ে নাশঃ স্মৃতি-
বিলয়ে

বিনিময়প্রাপ্তৌ অমুৎপত্তিস্ততঃ । স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধনাশঃ কার্যাকার্যবিবৰ্ণবিবেকযোগ্যত্বা-
দ্যজ্ঞঃ করণস্য বুদ্ধনাশ উচ্যতে, বুদ্ধনাশাৎ প্রণশ্চতি, তাদেব হি পুরুষো যাদভ্যন্তঃ করণ-
ভীরং কার্যাকার্যবিবৰ্ণবিবেকযোগ্যে, তদযোগ্যে নষ্ট এব পুরুষো ভবত্যতঃ তত্ভ্যক্তকরণত
বুদ্ধনাশাৎ প্রণশ্চতি পুরুষার্থযোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

জ্ঞানম্মগ্নিঃ ।—কোপস্য সংমোহহেতুত্বমমুতবেন দ্রুতগতি ক্ৰোধো হীতি । আক্ৰো-
শভাবিক্ৰিপতি তদযোগ্যত্বমপেরর্থঃ । সংমোহকার্যং কথয়তি সংমোহাদিতি । স্মৃতে-
বিনিমিত্তবিবেচনদ্বারা স্বরপং নিকৃপয়তি শাস্ত্রেতি । কণিকাদেব তস্যাঃ স্তো নাশসত্ত্বান্ন
সংমোহাবীনশং তস্যোত্যশব্দাহ স্মৃতীতি । স্মৃতিভ্রংশেহপি কথং বুদ্ধনাশঃ স্বরূপতঃ সিধ্যতে
তজাহ কার্যেতি । নহু পুরুষস্য নিভাগিহস্য বুদ্ধিন্যাশেহপি প্রাণাশো ন প্রকল্যতে তজাহ
তাবদেবেতি । কার্যাকার্যবিবেচনযোগ্যাস্তঃ করণভাবে সতোহপি পুরুষস্য করণাতাবদ-
পগতত্ববিবেকবিবক্ষয়া নষ্টব্যাপদেশঃ । তদেতদাহ পুরুষার্থেতি ॥ ৬৩ ॥

ভ্রামানুজ ।—কোপাদিতি । কোপাভ্যন্তগতি সংমোহঃ কৃত্যাকৃত্যবিবেকশূন্যতা তরা
সৰ্বং কৰোতীতি । ততশ্চ প্রারম্ভে ইন্দ্রিয়জয়াদিকে প্রবক্তে স্মৃতিভ্রংশো ভবতি, স্মৃতিভ্রংশাদ্
বুদ্ধনাশঃ । আত্মজ্ঞানে যো ব্যবসায়ঃ কৃততন্ত নাশঃ ত্রাৎ, বুদ্ধনাশাৎ পুনরপি সংসারে
নিমগ্নো নষ্টো ভবতি ॥ ৬৩ ॥

হনুমান ।—কোপাদিতি । কোপাভ্যন্তগতি জায়তে সংমোহঃ কার্যাকার্যবিবেকঃ
সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ শাস্ত্রাচাৰ্যোপদেশজাতসংস্কারজনিতারাঃ স্মৃতিভ্রংশ উৎপত্তিনিমিত্ত-
প্রাপ্তৌ সত্যামনুৎপত্তিঃ, ততশ্চ স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধনাশঃ কার্যাকার্যবিবেকলক্ষণাত্মা
বুদ্ধনাশঃ বুদ্ধনাশাৎ প্রণশ্চতি । এতাবান্ হি পুরুষো যাবৎ কার্যাকার্যবিবেকতদ্রূপে
নষ্ট এব পুরুষো ভবতি ॥ ৬৩ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ কোপাদিতি । কোপাৎ সংমোহঃ কার্যাকার্যবিবেকাতাবৎ, ততঃ
শাস্ত্রাচাৰ্যোপনিষ্টার্থস্মৃতেৰ্কিঞ্চমো বিচলনং ভ্রংশঃ ততো বুদ্ধশ্চেতনায় নাশঃ বুদ্ধাদিবিবাক্তভবঃ,
ততঃ প্রণশ্চতি স্মৃততুল্যো ভবতি ॥ ৬৩ ॥

বলদেব ।—কোপাদিতি । কোপাৎ সংমোহঃ কার্যাকার্যবিবেকবিকলানবিলোপঃ,
সংমোহাৎ স্মৃতিরিন্দ্রিয়বিজয়াদিপ্রবক্তাহুসঙ্কেৰ্কিঞ্চমো বিভ্রংশঃ, স্মৃতিভ্রংশাবুদ্ধেরাভ্যন্তানার্থ-
কস্যাধ্যবসায়স্য নাশঃ, বুদ্ধনাশাৎ প্রণশ্চতি পুনর্বিবৰ্ণতোগনিমগ্নো ভবতি সংসরতীত্যর্থঃ ।
মনপ্রাণাদিহুবং মনতানি অবিবৰ্ণরৈবোজয়তীতি ভাবঃ । তথাচ মনোবিজয়ীযুগা মহাপ্রাণ-
বিধেরদ্ ॥ ৬৩ ॥

মধুসূদন ।—কোপাদিতি । কোপাভ্যন্তগতি সংমোহঃ কার্যাকার্যবিবেকাতাবরণঃ,
সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ, স্মৃতে শাস্ত্রাচাৰ্যোপনিষ্টার্থানুগমনস্য বিভ্রমো, বিচলনং বিভ্রংশঃ,
ততঃ স্মৃতিভ্রংশাবুদ্ধেরাকার্যাকারমনোবুদ্ধেনাশঃ বিপরীতভাবনোপচরদোষণে প্রতিবন্ধ্য
অজ্ঞানমিকপদ্যাস্ত কলযোগ্যত্বেন বিলয়ঃ, বুদ্ধনাশাৎ প্রণশ্চতি তত্ভ্যক্ত কলভূতায়

বুদ্ধেৰ্হিলোৎপাৎ প্রপত্ততি সৰ্গপুরুষার্থাযোগ্যা ভবতি, যো হি পুরুষার্থাযোগ্যা জীতঃ, ন বুদ্ধ
এবেতি লোকে ব্যবহিরতে অতঃ প্রপত্তীভূতক্। বস্মাদেবং মনসো নিগ্রহাভাব
নিগ্রহীতবাহেজ্জিন্নতাপি পরমানর্থপ্রাপ্তিঃ, তস্মাৎ মহতাশ্রয়েন মনো নিগ্রহীতবিকৃত্যভিপ্রায়ঃ ।
অতো বুদ্ধমুতঃ “তানি সৰ্গানি সংযম্য বুদ্ধ আসীত মৎপরঃ” ইতি ॥ ৬৩ ॥

মীলকণ্ঠ ।—ক্রোধাদিতি । ততঃ ক্রোধাৎ সম্মোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকাতাবো
ভবতি, ততঃ স্মৃতিবিভ্রমঃ শাস্ত্রার্থসন্ধানস্ত বিভ্রংশরূপং চলনং ভবতি, স্মৃতিভ্রংশাদ্ভি-
নাশঃ শাস্ত্রার্থ নিশ্চিততাপি তিরোধানং ভাতি । তস্মিংশ শাস্ত্রে পত্যোক্তজ্ঞানেহপি
নষ্টে পুরুষো নশ্যতি পুরুষার্থাযোগ্যা ভবতি । যো হি তাদৃশঃ স নষ্ট এবেতি লোকে
ব্রুতি ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—হিতপ্রভৃত মনোবশীকার এব বাহেজ্জিন্নবশীকারকারণং সৰ্গণা
মনোরশীকারভাবে তু যৎ স্যাৎ তৎ শ্রুতিত্যাগ ধারিত ইতি । সঙ্গ আসক্তিঃ, আগত্যা চ
তেষ্বধিকঃ কামোহতিলাষঃ, কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধঃ, ক্রোধাৎ সম্মোহঃ
কার্য্যাকার্য্যবিবেকাতাবঃ । তস্মাচ্চ শাস্ত্রোপদিষ্টার্থজ্ঞ স্বতেনাশঃ, তস্মাচ্চ বুদ্ধেঃ সধ্যবসারক
নাশঃ, ততঃ প্রপত্ততি সংসাররূপে পততি ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূৰ্ব্ব শ্লোকে ক্রোধাবির্ভাবের কারণ উক্ত হইরাছে ।
সেই ক্রোধ হইতে বিবেকাতাবরূপ সম্মোহ, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ
অর্থাৎ শাস্ত্রালোচনা ও গুরুমুখ প্রাপ্ত জ্ঞানের বিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে
বুদ্ধিনাশ অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে অন্তঃকরণের বিবেকায়োগ্যতা এবং
বুদ্ধিনাশ হইতে মৃত্যুতুল্য পুরুষার্থের অব্যোগ্যতা জন্মে । অতএব বাহে-
জ্জিন্ন সমূহের নিগ্রহ সাধিত হইলেও মনোনিগ্রহাভাবে মহদনর্থের উৎপত্তি
হইরা থাকে ; তজ্জন্ম প্রবৃত্তাতিশয় সহকারে মনোনিগ্রহ সংসাধিত কর,
ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায় । এক্ষণে দেখা যাইতেছে, “তানি সৰ্গানি
সংযম্য বুদ্ধ আসীত মৎপরঃ” ভগবদুক্ত এই বাক্য যে সৰ্গধা-স্মৃতিমুক্ত
হইরাছে, তৎপক্ষে কোনই সংশয় হইতে পারে না ॥ ৬৩ ॥

রাগদেষবিমুক্তৈস্ত বিবরানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ ।

আত্মবশৈবিধেয়াত্ম প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

অর্থঃ ।—রাগদেষবিমুক্তৈঃ (রাগদেষবর্জিতৈঃ) । আত্মবশৈঃ (আত্মনো বশীভূতৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ বিবরান্ (শব্দান্) চরন্ (ভ্রাজানঃ) বিধেয়াত্মা (বিধেয়ঃ বশবর্তী আত্মা যনঃ যন্ত সঃ) তু প্রসাদং (প্রসন্নতাং) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৬৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—রাগদেষ-পরিশূন্য স্বকীয়-বশীভূত ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা বিষয়ে ভোগশীল বশীকৃত-হৃদয় প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে বিজিত-হৃদয় মহাপুরুষ অরুরাগ ও বিদেষ বিহীন হইয়া আত্ম-বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়োপভোগ করেন, তিনিই প্রসন্নতা লাভ করেন ॥ ৬৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—সর্বানর্থস্ত মূলমুক্তং বিষয়ান্ধিয়ানম্, অথেনানীং মোক্ষকারণ-বিদমুচ্যতে রাগদেষোভি । রাগদেষবিমুক্তৈঃ রাগস্ত দেবস্ত রাগদেষৌ তৎপুংসরয়া ইজিরাণাং প্রবৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তত্র যো মুমুর্জ্বতি স তাত্ধ্যাং বিমুক্তৈঃ প্রোজাদিত্তিরিত্তি-রৈর্কিবরানবর্জনীরাংচরন্মূলভমানঃ আত্মবশৈরাশ্বনো বস্ত্রানি বশীভূতানি, তৈরাত্ম-বশৈর্কিধেয়াশ্চোচ্ছাতো বিধেয় আত্মাস্ত্যকরণং যস্য সোহসং প্রসাদমধিগচ্ছতি প্রসাদঃ প্রসন্নতা স্বাস্থ্যম্ ॥ ৬৪ ॥

আনন্দগিরি ।—বিষয়াণাং স্রবণমপি চেদনর্থকারণং, স্তত্রাং তর্হি ভোগন্তেন জীবমার্থং ভুঞ্জানো বিবরাননর্থং কথং ন প্রতিপদ্যত উত্থাপক্য বৃত্তাহুবাধপূর্বকমুত্তর-মোকতাংপর্য্যাহ সর্বানর্থস্যোভি । অনর্থমূলকখনানন্তর্ভাগপণকারণঃ । পরিহর্ন্তব্যো-নির্গতে সতি তৎপরিহারোপারজিতাসাং দর্শয়তি ইদানীমিতি । রাগদেষপূরিকা প্রবৃত্তি-রিত্ত্যজ্ঞানমুত্ববর্ণনার্থো হিণমঃ, শাস্ত্রীরপ্রবৃত্তিব্যাসেধার্থং স্বাভাবিকীভূতং তত্তেহ্যগিকতান-মিকৃত্য প্রেরণো বর্জনীরাশনপনানীন্ দেহহিতে হেতুনিমিতি বাবৎ । ইজিরাণাং বিষয়েষু প্রবৃত্তিঃকজিরাহুপন্য বর্জনীদেহপি সা তাদিত্যাপক্যাহ আশ্বেতি । অন্তঃকরণাধীনবৎ-পীজিরাণাং তদনিয়মাং তেবামপি নিরাহুপনতিতিত্যাশক্যাহ বিধেয়াশ্বেতি ॥ ৬৪ ॥

রাধাকৃষ্ণ ।—উক্তেন প্রকারেণ স্মি সর্বকথরে চেতসঃ প্রতাপ্রকৃতভক্তমনা নির্ভ্রা-পেককমুত্তর রাগদেষবিমুক্তৈরাশ্ববশৈরিজিরাইকিবরান্চরন্ । বিদেয়াংতৎকৃত্য বর্জনীরা-কিত্ত্যজ্ঞান বিবরানঃ প্রসাদমধিগচ্ছতি নির্গতান্তঃকরণো ভবভীতমর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ ।—অথেনানীং মোক্ষকারণমুচ্যতে রাগদেষোভি । রাগস্ত দেবস্ত রাগদেষৌ

ভংগুরঃসরা হীজ্রিরাগাং প্রবৃত্তিঃ স্বাতাববিকী তাত্যাং বিমুক্তৈরিত্তিরৈরাশ্রয়শ্যবিবরান্
চরন্ উপগতমানো যোহী আশ্রয়ণৈঃ স্বাধীনৈঃবিধেয় আশ্রয়ঃকরণং বন্য সোহয়ঃ বিধেয়াশ্রা-
প্রসাদং স্বাস্থ্যমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৬৪ ॥

স্বাধীন ।—নবিত্তিরাগাং নিবন প্রবণস্বভাবানাং নিরোকুশলক্যাদয়ঃ হোবোহুশ-
রিহর ইত্য ইতি প্রভৃৎ কণং তাদিত্যাশ্রয়ঃ রাগেষু ইতি স্বাভ্যাম্ । রাগেষু হিহিত-
কিণ্ডনতর্পৈরিত্তিরৈর্কিষরাঃ চরন্ পুত্জানোহপি প্রসাদং শান্তিঃ প্রাপ্নোতি । রাগেষু-
রাহিত্যমেবাহ আশ্রয়তি । আশ্রয়ে মনসো বট্টৈরিত্তিরৈর্কিষরো বনবর্তী আশ্রা মনো
যত্নেতি । অনেনৈব কণং ব্রজেতেত্যগ্য চতুর্থপ্রস্ত স্বাধীনৈরিত্তিরৈর্কিষরান্ গচ্ছতীত্যন্ত-
মুক্তং ভবতি ॥ ৬৪ ॥

বলদেব ।—মনসি নির্জিতে শ্রোত্রাদিনির্জরাতাবোহপি ন দোষ ইতি ক্রবন্ ব্রজেত
কিমিত্যন্তোত্তরমাহ রাগেতাদিত্তিরৈঃ । বিজিতবহিরিত্তিরোহপি মদর্পিতমনা পরমার্থাচ্ছিত্ত
ইত্যুক্তম্ । যো বিধেয়াশ্রা স্বাধীনমনা মদর্পিতমনাত্তএব নিদন্ধরাগাদিমমোমল স স্বাশ্রবৈত্তম-
নোহধীনৈরতএব রাগেষুত্যাং বিমুক্তৈরিত্তিরৈঃ শ্রোত্রাদৈর্বিবরান্ নিবিজান্ শকাধীনৈরন্
তুজানোহপি প্রসাদং বিবরাগত্যাগাদিমলানাগমাদিমলমনস্তমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

মধুসূদন ।—মনসি নিগৃহীতে তু বাহ্যৈরিত্তিরিগ্রহাতাবেহপি ন দোষ ইতি বদন্ কিং
ব্রজেতেত্যন্তোত্তরমাহ অষ্টতিঃ বাগেতি । বোহসমাহিতচেতাঃ স বাহ্যৈরিত্তিরি নিগৃহাণিরাগ-
েষুহুটেন মনসা বিবরান্ চিত্তরন্ পুরুষার্থভূয়ো ভবতি বিধেয়াশ্রা তু তুশকঃ পূর্বস্বাভিত্তে-
কার্যঃ । বশীকৃতাত্তঃকরণত্ব আশ্রবৈত্তমনোহধীনৈঃ স্বাধীনৈরিত্তি বা, রাগেষুত্যাং বিমুক্তৈ-
কিঁরহিতৈরিত্তিরৈঃ শ্রোত্রাদিত্তিরিষরান্ শকাধীন্ অনিষকান্ চরন্ উপগতমানঃ প্রসাদং
প্রসন্নতাং চিত্তসা স্বচ্ছতাং পরমাত্মসাক্ষ্যংকারযোগ্যতামধিগচ্ছতি রাগেষুপ্রবৃত্তানি
ইত্তিরিগ্রহি দোষহেতুতাং প্রতিপদ্যন্তে, মনসি অবশে তু ন রাগেষুহো তয়োত্তরতয়ে চ ন তদ-
ধীনৈরিত্তিরপ্রবৃত্তিঃ, অবজ্ঞানোন্নতরা তু বিধেয়াপলভ্যো ন দোষমাবহতীতি ন শুদ্ধিবাভ্যন্ত
ইতিঃ তারঃ । এতেন বিবরাগাং অরণমপি চেদনর্থকারণং, সূত্রতাং তর্হি ভোগঃ, তেন জীবনার্থঃ
বিবরান্ তুজানঃ কথমনর্থং ন প্রপদ্যেত ইতি শকা নিরস্তা । স্বাধীনৈরিত্তিরৈর্কিষরান্
প্রাপ্নোতীতি চ কিং ব্রজেতেতি প্রস্তোত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু. বিবরাগ্ ধ্যায়তোহপি যোগিনো বৃক্ষানে প্রাণস্বাতাব্যবি-
জিত্রাগাং বিবরে সূক্ষ্মো হুশরিহরতচ্ছোক্তরীত্য তস্যাপি নাণ প্রসক্তিরিত্যাশ্রয়ঃ স্বা-
ধীনৈঃ । বিধেয়াশ্রা কিকরীকৃতমনাত্ত আশ্রবৈত্তমনোহধীনৈরিত্তিরৈঃ স্বামিত্তিত্ত
কিকরীকৃতস্য কামজোহধীনতঃ । বহুপি রাগেষুবিমুক্তৈর্কিষরান্ পবি পতিততুপারি-
বানাহরা চরন্ পুত্জানি পুমান্ তত্র কানাত্তহুতঃ, প্রসাদং নবরবিকরণতঃপ্রসাদ-
নৈম মনসঃ স্বাস্থ্যমধিগচ্ছতি, মনসঃ স্বাস্থ্যমেব প্রসাদপার্বনঃ স্বাস্থ্য, তদ্ব ভবতি-

সারস্বৎ, অহিতমনঃকমিং জিতমনঃ বিষয়সংযোগো ন বাধতে, অতো মনোজয়োহব্যস্তং কর্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

তাৎপর্য্য ।—বিষয়-প্রবণ-অভাব ইন্দ্রিয় সমূহের নিবোধ করা অসম্ভব ; অতএব তাদৃশ দুস্পরিহার্য্য দোষ সন্তাবে স্থিতপ্রজ্ঞত্ব কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে অধুনা আর দুইটী শ্লোক অবতারণিত হইতেছে । পূর্বে বিষয় চিন্তাই সর্ব্বনাশের মূলীভূত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । এক্ষণে মোক্ষের কারণ নির্দিষ্ট হইতেছে । সম্পূর্ণরূপে মনোনিগ্রহ সংসাধিত হইলে, বাহ্যেইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ না হইলেও, দোষ হয় না । যে ব্যক্তি অসমাহিতচিত্ত, সে বাহ্যেইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিলেও রাগদ্বेष প্রভৃতি মনোবৃত্তির উত্তেজনায়, বিষয়-লাগস্যায় প্রমত্ত হইয়া পুরুষার্ঘ্যজ্ঞে হইয়া থাকে । কিন্তু বাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বতোভাবে আপনায় বশীভূত হইয়াছে এবং যিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষের অতীত হইয়া স্বকীয় চক্ষু-কর্ণ-নাশা-চর্ম্মাদি ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সমূহ সন্তোগ করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার প্রমত্ততা ও চিত্ত-বাহ্যের অধিকারী হইয়া পরমাত্ম-সাক্ষাৎকাররূপ পরম সুখ-লাভের যোগ্য হন । মন বশীভূত থাকিলে তদধীন ইন্দ্রিয় সমূহ মনের অননুমোদিত বিষয়ে পদাচ ব্যাপ্ত হইতে পারে না ; সুতরাং চিত্ত-শুদ্ধির কোন ব্যাঘাত উপস্থিত করে না । যে বিষয়ের স্মরণ যাত্রাই চিত্তের মলিনতা উৎপাদন করে, অনাসক্ত ভাবে সেই বিষয়ের উপভোগও চিত্তকে বিমলিন করিতে পারে না, ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদিত হইল । অর্জুনকৃত ‘কিংব্রজেত’ (২য় অধ্যায় ৫৪ শ্লোক) এই প্রश्নের উত্তর এই শ্লোকে প্রাপ্ত হইল ॥ ৬৪ ॥

প্রসাদে সর্ব্বহুঃখানাং হানিরসোপজায়তে

প্রসন্নচেতসো হ্যশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

অর্থ ।—প্রসাদে (সন্তোষে) [সতি] অশু (সন্ন্যাসিনঃ) সর্ব্ব-
হুঃখানাং (হুঃখজরাণাং) হানিঃ (বিনাশঃ) উপজায়তে প্রসন্নচেতসঃ

(অস্থাস্তঃকরণস্য) হি আশু (শীঘ্রং) বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে (আত্ম-
স্বরূপেণৈব স্থিরা ভবতি) ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—প্রসন্নতা [হইলে] সন্ন্যাসীর সকল-দুঃখের-বিনাশ
হয় । স্বচ্ছচিত্তের শীঘ্র বুদ্ধি নিশ্চল হয় ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে যোগী পুরুষের হৃদয়ে প্রসন্নতার আধিভাব হইয়াছে,
তাহার সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে । কারণ প্রসন্নচিত্ত যাহা-
পুরুষের বুদ্ধি অতি শীঘ্রই আত্মস্বরূপ বিনির্গয় করিয়া স্থির-তাৰাণ
হয় ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—প্রসাদে সতি কিং তাদিত্যচ্যতে প্রসাদ ইতি । প্রসাদে সৰ্ব্বদুঃখানা-
মধ্যাক্ষিকাদীনাং হানির্কিনাশোহস্য যৎকরণমায়তে । কিঞ্চ প্রসন্নচেতসঃ স্বস্থাস্তঃকরণস্য
হি যজ্ঞাদাশু শীঘ্রং বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে আকাশমিব পরি সমস্তাৎ অবতিষ্ঠতে আত্মস্বরূপেণৈব
নিশ্চলো ভবতীত্যর্থঃ, তৎ প্রসন্নচেতসোহবস্থিতবুদ্ধেঃ কৃতকৃত্যতা যতন্তদ্ভাগদেববিমুক্তৈ-
রিন্দ্রিয়ৈঃ পাত্মাবিকল্পেব স্বর্জনীয়েষু যুক্তঃ সমাচরেদिति বাক্যার্থঃ ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি ।—তথাপি নানাবিধদুঃখাভিভূতহ্মন স্বাহ্বামাহ্বাতুং শক্যমিত্যাশয়েন
পৃচ্ছতি প্রসাদ ইতি । শ্লোকার্কেনোক্তমাহ উচ্যত ইতি । সৰ্ব্বদুঃখস্তা বুদ্ধিগাহ্যেহপি
কিঞ্চতি । তস্মাৎ বুদ্ধিপ্রসাদার্থঃ প্রযত্নত্বমिति শেষঃ, শ্লোকবয়স্যাকরোথমর্থযুক্তা
তাৎপর্য্যমুপলব্ধমহরতি এবমिति । যুক্তঃ সমাহিতো বিষয়পারবশ্যশূন্যঃ সন্নিতি যাবৎ ॥ ১৫ ॥

রামানুজ ।—অস্য পুরুষস্য মনসঃ প্রসাদে সতি প্রকৃতিসংসর্গপ্রযুক্তসৰ্ব্বদুঃখানাং
হানিকরণম্ভবেৎ প্রসন্নচেতসঃ আত্মাবলোকনবিরোধিবিবিধদোষরহিতস্য মনসঃ তদানীমেব হি
বিবিজ্ঞানবিষয়া বুদ্ধির্মান্য পর্য্যবতিষ্ঠতে । অতো মনঃপ্রসাদে সৰ্ব্বদুঃখানাং হানির্ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

হনুমান্ ।—প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যচ্যোচ্যতে প্রসাদ ইতি । প্রসাদে প্রসন্নতার
সত্তাৎ সৰ্ব্বদুঃখানামধ্যাক্ষিকাত্তোতিকাধৈবিকানাং হানির্নাশঃ, আধ্যাক্ষিকানি জন্মজরা-
মরণতদন্তরালোপরিপতিতবাতপিত্তশ্লেষসংক্লেভজনিতা বিকারাঃ, আধিতোতিকানি ভূতানা-
দিত্যেতৎ বধ্যভাতকভাবেন জনিতানি দুঃখানি শত্রুপ্রহরণাদীনি, আধিদৈবিকানি বাতাপবর্ষ-
তৎপ্রতিপক্ষজনিতানি দুঃখানি, এতৎসাম্যাক্ষিকাদীনাং দুঃখানাং হানির্নাশঃ অস্য যোগিনঃ
প্রকারেত । কিঞ্চ প্রসন্নচেতসঃ স্বস্থাস্তঃকরণস্য শীঘ্রং বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতি । আকাশ-
মিবৈক্যকত্যাঙ্গী পরিতঃ সমস্তাবতিষ্ঠতে আত্মস্বরূপেণৈব নিশ্চল ভবতি ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর ।—প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যাহ প্রসাদ ইতি । প্রসাদে সতি সৰ্ব্বদুঃখ-
নাশত্বেৎ প্রসন্নচেতসো বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বলদেব ।—প্রসাদে সতি কিং সাদিত্যাহ প্রসাদ ইতি । অন্য যোগিনো মনঃপ্রসাদে সতি সর্বেষাং প্রকৃতিসংসর্গকৃতানাং দুঃখানাং হানিরূপজায়তে ।^১ প্রসন্নচেতসঃ স্বাক্ষর্যাক্ষর্যাবিষয়া বুদ্ধিঃ পর্যাবর্তিষ্ঠতে স্থিরা ভবতি ॥ ৬৫ ॥

মধুসূদন ।—প্রসাদমধিগচ্ছতীত্যুক্তং, তত্র প্রসাদে সতি কিং সাদিত্যুচ্যতে প্রসাদ ইতি । চিন্ত্য প্রসাদে স্বচ্ছন্দরূপে সতি সর্বদুঃখানামাধ্যাত্মিকাদীনামজ্ঞানবিলসিতানাং হানিক্রিনাশোহস্য যতেরূপজায়তে, হি যন্মাৎ প্রসন্নচেতসো যতেরাশু শীঘ্রমেব বুদ্ধির্জ্ঞানৈক্যাকারা পর্যাবর্তিষ্ঠতে পরি সমস্তাবর্তিষ্ঠতে স্থিরা ভবতি বিপরীতভাণানাদিপ্রতিবন্ধাত্যনাৎ, ততশ্চ প্রসাদে সতি বুদ্ধিপরিবাহনাং, ততস্তদ্বিরোধাজ্ঞাননিবৃত্তিস্ততঃ তৎকার্যসকলদুঃখহানিারিতি ক্রমেহপি প্রসাদে যজ্ঞাধিক্যায় সর্বদুঃখহানিকরত্বকথনমিতি ন বিরোধঃ ॥ ৬৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কিঞ্চ প্রসাদ ইতি । চিন্ত্য প্রসাদে হি অন্য পুংসঃ সর্বদুঃখানাং কাম-মূলকানাং কামাত্যাবাৎ হানিঃ পরিহারো জায়তে, কামাদুদয়ে হেতুমাহ প্রসন্নোতি । হি যন্মাৎ প্রসন্নচেতসঃ পুংসো বুদ্ধির্জ্ঞানৈক্যকানিশ্চয়ঃ আশু শীঘ্রং পর্যাবর্তিষ্ঠতে হৃদৃঢ়ো ভবতি, তস্মিন্চ সতি প্রাপ্যাত্যাবান্ কামোদয় ইত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—মানসবিষয়গ্রহণাভাবে সতি স্ববৈচিত্র্যবিশ্রমবিষয়গ্রহণেহপি ন দোষ ইতি বদন্তি তত্র প্রজ্ঞো ব্রজ্ঞেত কিং ইত্যন্তোত্তরমাহ রাগেতি । বিধেয়ো বচনে স্থিত আত্মা মনো বশা সঃ । “বিধেয়ো বিনয়গ্রাহী বচনে স্থিত আশ্রয়ঃ । বশঃ প্রণেয়ো নিভৃতবিনীত-প্রসূতাঃ সমাঃ” ইত্যমরঃ । প্রসাদমধিগচ্ছতীত্যোতাদৃশভাধিকারিণো বিষয়গ্রহণমপি ন দোষ ইতি কিং বক্তব্যং প্রকৃত্যুত শৃণু এবমিতি । স্থিতপ্রজ্ঞস্য বিষয়ত্যাগস্বীকারাবেব আসন্নব্রজনে, তে উভে অপি তস্য ভজ্ঞে ইতি ভাবঃ । বুদ্ধিঃ পর্যাবর্তিষ্ঠতে সর্বতোভাবেন স্বাতীষ্টং প্রতি স্থিতিতবতীতি বিষয়গ্রহণাত্যবাদপি সমুচিতবিষয়গ্রহণং তস্য শ্রুতিমিতি ভাবঃ । প্রসন্নচেতস ইতি চিন্ত্যপ্রসাদো ভক্ত্যেবেতি জ্ঞেয়ম্ । তয়া বিনা তু ন চিন্ত্যপ্রসাদ ইতি প্রথমত্বক্বে এব লপকিতম্ । কৃতদেহান্ত-শাস্ত্রাণ্যপি ব্যাসভাষ্যপ্রসন্নচিত্তস্য শ্রীনারদোপদিষ্টয়া ভক্ত্যেব চিন্ত্যপ্রসাদদৃষ্টেঃ ॥ ৬৫ । ৬৫ ॥

ভাৎপর্য্য ।—পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে, যাহার অন্তঃকরণ বশীভূত তিনি ‘প্রসাদমধিগচ্ছতি’ অর্থাৎ প্রসন্নতার অধিকারী হন । অর্জুন যদি জিজ্ঞাসা করেন, এই প্রসন্নতার অধিকারী হইলে কি লাভ সম্ভাবিত ? এই কল্পিত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন । চিন্তের প্রসন্নতারূপ স্বচ্ছ ও স্বান্দ্য উপস্থিত হইলে সেই সরাসী মহাপুরুষের আধ্যাত্মিকাদি সর্বপ্রকার দুঃখ নির্মূলিত হইয়া যায় । কারণ প্রসন্নচিত্ত পুরুষের বুদ্ধি, ব্রহ্ম ও আত্মাকে অত্বেদ জ্ঞান করিয়া, আকাশের স্তায়

অচঞ্চল ভাবে সৰ্বত্র পরিচাল্য অথচ স্থির ভাবাপন্ন হইয়া থাকে । চিত্তের প্রসন্নতা জন্মিলে সাংসারিক বিরুদ্ধ-ভাবনা-প্রবাহ নিরুদ্ধ হইয়া যায় । সুতরাং বুদ্ধি বিচলিত হইবার কোনই কারণ থাকে না । অতএব পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, প্রসন্নতা জন্মিলে বুদ্ধির স্থিরতা হয়, তাহা হইতে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তাহা হইতে অজ্ঞান-বিলসিত যাবতীস দুঃখের বিনাশ হয় । সুতরাং প্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত যত্নাদিক্য হটলে ক্রমণঃ সৰ্বদুঃখের নিবৃত্তি হইবে, একথা কখনই অসঙ্গত নহে ॥ ৬৫ ॥

• নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা ।

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কৃতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

অর্থঃ ।—অযুক্তস্য (অবশীকৃতান্তঃকরণস্য, অসমাহিতস্য) বুদ্ধিঃ (বিচারজ্ঞান্য আত্মবিষয়া প্রজ্ঞা) ন অস্তি (বিদ্যাতে) অযুক্তস্য ভাবনা (আত্মাভিনিবেশরূপধ্যানং) চ ন [অস্তি] অভাবয়তঃ (আত্মাভিনিবেশমকুর্ষতঃ) শান্তিঃ (চিত্তোপরমঃ) চ ন [অস্তি] অশান্তস্য (শান্তিবিরহিতস্য) সুখং (মোক্ষানন্দঃ) কৃতঃ (কন্যাং সন্তুব ইতি শেষঃ) ॥ ৬৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—অসমাহিত-চিত্তের প্রজ্ঞা নাই অসমাহিত-চিত্তের আত্মাভিনিবেশরূপ ধ্যান নাই, আত্মাভিনিবেশ-বিরহিতের শান্তি নাই শান্তি-বিহীনের সুখ কোথায় ॥ ৬৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ বশীভূত হয় নাই, তাহার আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান কখনই থাকিতে পারে না এবং আত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে তাহার চিত্তও কখন অভিনিবিষ্ট হইতে পারে না । যে ব্যক্তির চিত্ত অভিনিবিষ্ট হয় না তাহার শান্তি অসম্ভব এবং তাদৃশ শান্তি-বিহীন ব্যক্তির মোক্ষানন্দরূপ সুখ কখনই সম্ভব নহে ॥ ৬৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—সেই প্রসন্নতা সূর্যতে নাস্তীতি । নাস্তি ন বিদ্যাতে ন তবতীত্যর্থঃ বুদ্ধিপ্রসন্নতাবিবরা অযুক্তস্যাসমাহিতান্তঃকরণস্য, ন চাযুক্তস্যোতি ন চাস্য অযুক্তস্য ভাবনা আত্মজানাভিনিবেশঃ, তথা চ নাস্য অভাবয়তঃ আত্মজানাভিনিবেশমকুর্ষতঃ শান্তিরূপশব্দো ন

বিদ্যাতে অশাস্ত্য কুতঃ সূৰ্যম্ । ইন্দ্রিরাণ্য বিষয়সেবাতৃকাতো নিবৃত্তিস্থং তৎস্বৰ্গং, ন বিষয়-
বিষয়া তৃকা, হুঃখমেব হি সা, ন তৃকায়াং তস্যাম্ সূৰ্যস্য গন্ধমাত্রমপি উৎপাদ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

আনন্দগিরি ।—কিং পুনঃ সম্বৃত্তিকাব যথোক্তবুদ্ধিঃ সিক্তি নেত্যাং সেরমিতি ।
অসমাহিততাপি বুদ্ধিমাত্রমুৎপাদ্যমানং প্রতিভাতীত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি আত্মস্বরূপেতি । ন হি
বিক্ষিপ্তচিত্তস্যাত্মস্বরূপবিষয়া বুদ্ধিরদেতুমর্হতীত্যত্র হেতুমাং ন চেতি । আত্মজ্ঞানে শলাঘা-
পাত্তো জ্ঞাতে স্মৃতিসম্ভান্নস্বকরণং সাক্ষাৎকারার্থমভিনিবেশো ভাবনেতি চোচ্যতে । ন চাগৌ
বিক্ষিপ্তবুদ্ধেঃ সিধ্যতীতি হেতুর্থং বিবক্ষিতাহ আত্মজ্ঞানেতি । ভাবনাধারা সাক্ষাৎকারাত্মনোইপি
ক। ক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ তথেন্তি । অসমাহিতস্য ভাবনাভাবাদিহি বাবৎ । আত্মজ্ঞাপাত্তোহজ্ঞাতে-
প্রণাল্যাবৃত্তিরূপাং স্মৃতিমনাত্মনস্যাপরোক্ষবুদ্ধ্যভাবেনানর্থনিবৃত্তিঃ সিধ্যতীত্যাং উপশম ইতি ।
অনিবৃত্তানর্থস্য পরমানন্দসাগরাদ্বিত্তস্য সংসারবারিধৌ নিমগ্নস্য সূখাবির্ভাবো ন সম্ভবতীত্যাং
অশাস্ত্যোতি । তস্যাপি বিষয়সেবিনো বৈষয়িকং সূৰ্যং সম্বৃত্তীত্যাশঙ্ক্যাহ ইন্দ্রিরাণ্য হীতি ।
তৃকাকরস্য শাস্ত্রপ্রসিদ্ধমুত্তমিকসূৰ্য্যাদিহি হিশকঃ । বিষয়সেবা তৃকয়াপি বিবরণোপতোগদ্বারা
সূৰ্যমুপলব্ধিত্যাশঙ্ক্যাহ হুঃখমেবেতি । তত্রাপি হিশকোহুত্তমাবভোতী । তদেব স্পষ্টরূপিত
নেত্যাদিনা ॥ ৬৬ ॥

রামানুজ ।—যদি সংজ্ঞামনোরহিতস্য প্রযত্নেনৈন্দ্রিয়দমনে প্রযুক্তস্য কদাচিদপি
বিবিক্তাত্মবিষয়া বুদ্ধিন' সেৎস্যতি । অতএব তস্য তত্তাবনা চ ন সম্ভবতি । বিবিক্তাত্মান-
তাবরতো বিষয়স্পৃহা শাস্তিম' ভবতি । অশাস্ত্য বিষয়স্পৃহাযুক্তস্য কুতো নিত্যানিরতিশরসূ-
প্রাপ্তিঃ ॥ ৬৬ ॥

হনুমান ।—মাতীতি । ন বিজ্ঞতে সেরং প্রসঙ্গা বুদ্ধিরাশ্রয়রূপবিষয়া অব্যক্তস্য-
সমাহিতস্য, ন চাব্যক্তস্য ভাবনা আত্মজ্ঞানান্তিনিবেশো ভাবনা, ন চাতাবরতঃ শাস্তিঃ,
অতাবরতঃ আত্মজ্ঞানান্তিনিবেশশূন্য শাস্তিরূপশমো ন বিদ্যাতে, অশাস্ততানুপরতেজিরত কুতঃ
সূৰ্যং ইন্দ্রিরাণ্য বিষয়তৃকাতো নিবৃত্তিসূৰ্যং ন, বিষয়তৃকা হুঃখমেব হি বিষয়তৃকায়াং তস্যাম্ ন
সূৰ্যং গন্ধমাত্রমুৎপাদ্যতে ॥ ৬৬ ॥

শ্রীধর ।—ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য হিতপ্রজ্ঞাসাধনত্বং ব্যক্তিরেকমুখেনোপপাদয়তি মাতীতি ।
অব্যক্তস্যাবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য শাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্যোপদেশাত্মাত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞেব
নোৎপদ্যতে, কুতস্তাতঃ প্রতিষ্ঠা বার্তা ইত্যত্রাহ ন চেতি । ন চাব্যক্তস্য ভাবনা ধ্যানং, তাবরতা
হি বুদ্ধেরাশ্রয়ি প্রতিষ্ঠা ভবতি, সা চাব্যক্তস্য যতো শাস্তি । ন চাতাবরত আত্মধ্যানমকুর্লভঃ
শাস্তিরাশ্রয়ি চিত্তোপরমঃ, অশাস্ত্য কুতঃ সূৰ্যং মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

বলদেব ।—পূর্বোক্তমর্থঃ ব্যক্তিরেকমুখেনাহ মাতীতি । অব্যক্তস্যাবশিষ্টো মদ-

নিবেশিতমনসো বুদ্ধিরূপলক্ষণা নাস্তি ন ভবতি । অতএব তত্ত্ব ভাবনা তাদৃশাশ্রয়চিন্তাপি নাস্তি । তাদৃশমায়াসমভাবরতঃ শান্তিবিষয়ত্বকানিবৃত্তিনাস্তি । অশান্তস্য তৎত্বকাকুলস্য সূখং ব্রহ্মপ্রকাশানন্দাভ্যাহুতবলক্ষণং কুতঃ স্যাৎ ॥ ৬৬ ॥

মধুসূদন ।—ইমমেবার্থং ব্যতিরেকমুখেন প্রচুরতি নাস্তি বুদ্ধিরিতি । অযুক্তস্যাভ্যন্ত-
চিদস্য বুদ্ধিরাস্যবিষয়া শ্রবণমননাথাবেদান্তবিচারলক্ষ্য নাস্তি নোৎপদ্যতে তদ্বুদ্ধ্যভাবে ন
চাযুক্তস্য ভাবনা নির্দিধ্যাসনাত্মিকা বিজ্ঞাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতসম্ভাতীয়প্রত্যয়প্রবাহরূপা । (সর্বত্র
মক্কেহতীভ্যনেনাধঃ ।) ন চাতাবয়ত আত্মানং শান্তিঃ সকার্যাবিঘ্যানিবৃত্তিরূপা বেদান্ত-
বাক্যলক্ষ্য ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকৃতিঃ অশান্তস্যাত্মসাক্ষাৎকারশূন্যস্য কুতঃ সূখং মোক্ষানন্দ
ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—সমনস্কামানিচ্ছিন্নাণামনিগ্রহে দোষ উক্তো বুদ্ধেরপর্ষ্যবস্থানে কো দোষ
ইত্যন্ত আহ নাস্তীতি । অযুক্তস্য শ্রবণমননরোরনাসক্তস্য বুদ্ধিব্রহ্মত্বৈক্যানিশ্চয়ো নাস্তি
শ্রবণবিষয়াসম্ভাবনারাঃ শ্রমেয়বিষয়াসম্ভাবনারাশ্চানিরাসাৎ, তথা অযুক্তস্য অসমাহিতমনসঃ
ভাবনা ব্রহ্মাকারাত্ত্বকরণবৃত্তিপ্রবাহো নাস্তি, মনসশ্চাক্ষলোন বুদ্ধেরপি চাক্ষল্যাৎ, অভাবরতো
ধ্যানমকূর্ষতঃ শান্তিঃ সর্বদুঃখোপরমশ্চ নাস্তি চেতসোহনবস্থিত্বেন দুঃখাবশস্ত্যাবাৎ অশান্তস্যাহু-
পন্নতসর্বদুঃখস্য সূখং শ্রত্যগম্ময়ানন্দাত্মকং কুতঃ ন কুতশ্চিৎ দুঃখিত্বাদেব (আদ্যঃ অযুক্তস্যোতি
পদং বুঝির্যোগে ইত্যস্য লক্ষণং, দ্বিতীয়ে যুক্ত্যনুধাবিত্যস্য) তন্মাদ্ভুক্তেঃ পর্ষ্যবস্থানমাবগম ॥ ৬৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—উক্তমর্থং ব্যতিরেকমুখেন প্রচুরতি নাস্তীতি । অযুক্তস্যাবশীকৃতমনসো
বুদ্ধিরাস্যবিষয়িণী প্রজ্ঞা নাস্তি । অযুক্তস্য তাদৃশপ্রজ্ঞারহিতস্য ভাবনা পরমেষ্ঠরধ্যানক ।
অভাবরতঃ অকৃতধ্যানস্য শান্তিবিষয়োপরমো নাস্তি । অশান্তস্য সূখং আত্মানন্দো ন ॥ ৬৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—একগে ব্যতিরেক-মুখে স্থিতপ্রজ্ঞতার সাধনভূত ইন্দ্রিয়-
নিগ্রহের বিষয় সমর্থিত হইতেছে । যাহার ইন্দ্রিয় সমূহ বশীকৃত নহে,
তাহার শান্ত-লক্ষ বা গুরুপদেশ-প্রাপ্ত শ্রবণ-মনন-রূপ বেদান্ত-বিচার-জনিত
আত্ম-বিষয়িণী বুদ্ধি কখনই জন্মে না । এবং তাদৃশ ব্যক্তির নির্দিধ্যাসনরূপ
ভাবনাও কখন হয় না । এইরূপ ভাবনা দ্বারা মানবের বুদ্ধি ব্রহ্মরূপ আত্ম-
বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত হয় । অজিত-চিত্ত ব্যক্তি নির্দিধ্যাসনে বঞ্চিত, সুতরাং
তাহার আত্মজ্ঞান অসম্ভব । আত্ম-ধ্যান-বিমুখ ব্যক্তির চিত্তোপরম শান্তি
অর্থাৎ অবিদ্যা-নিবৃত্তিরূপ বেদান্ত-বাক্যজনিত ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ-
বোধরূপ চিত্তৈশ্বর্য্য জন্মে না । এইরূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বরূপ পরমানন্দ

বিরহিত অশান্ত ব্যক্তির মোক্ষানন্দরূপ পরমুদনের অধিকারী হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। বিষয়ভূষণা বিনিবৃত্ত না হইলে কখনই মুখ কন্ঠিতে পারে না। বিষয়-বিষয়িণী ভূষণকে অনেকে মুখ বলিয়া মনে করে বটে, কিন্তু তাহা দুঃখেরই কারণ। তাদৃশ বিষয়-ভূষণ প্রকৃত মুখের লেশ মাত্রও নাই। অতএব ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না হইলে আত্মজ্ঞানরূপ মুখময়ী শান্তি ও তাহার পরিণাম স্বরূপ অতুলনীয় মোক্ষানন্দ কখনই আয়ত্তীকৃত হইতে পারে না ॥ ৬৭ ॥

—:~::~:~:—

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহুবিধীয়তে ।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবিমিবাভুসি ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়।—হি (যস্মাং) চরতাং (বিষয়েষু প্রবর্তমানানাং) ইন্দ্রিয়াণাং যৎ মনঃ অনুবিধীয়তে (অনুপ্রবর্ততে) তৎ (মনঃ) অস্য (সাধকস্য) বায়ুঃ অভুসি (জলে) নাবং (নৌকাং) ইব প্রজ্ঞাং (বুদ্ধিং) হরতি (বিষয়বিকিপ্তাং করোতি) ॥ ৬৭ ॥

প্রতিশব্দ।—যে-হেতু বিষয়-বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণের যে মন অনুগমন-করে, তাহা সাধক-পুরুষের বায়ু জলে নৌকার স্থায় বুদ্ধি নাশ করে ॥ ৬৭ ॥

ব্যাখ্যা।—ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয়োপভোগে বিনিমুক্ত থাকে, তখন মন তাহাদের অনুগামী থাকে। কিন্তু সেই মন বায়ু যেমন জলমধ্যে নৌকাকে নিমজ্জিত করে, তদ্রূপ সাধন-পথাবলম্বী যতির বুদ্ধিকে বিষয়-বিকিপ্ত করিয়া দেয় ॥ ৬৭ ॥

শঙ্করাচার্য।—অযুক্ত কন্ঠাধিকারীভূত্যাচাৰ্যে ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণাং হি যস্মাং চরতাং অনিষয়েষু প্রবর্তমানানাং যন্মনোহুবিধীয়তে অনুপ্রবর্ততে তদিত্ত্রিয়বিষয়বিকল্পেন প্রযুক্তং মনোহুত্বং বতেইহরতি প্রজ্ঞামাত্মানাত্মবিবেকজাং নাশয়তি, কং, বায়ুর্নাবিমিবাভুস্যদেকে জিগমিষতাং সার্গাহুত্বোত্মানার্গে যথা "বায়ুর্নাবং প্রবর্তয়তোবমান্ববিষয়াং প্রজ্ঞাং হুবা মনোবিষয়াং কল্পনাং করোতি ॥ ৬৭ ॥

আশঙ্কগিরি।—স্বাক্ষাৰ্জায়া মোকাতরমুখাপরতি অযুক্তস্যোতি। বিকিপ্তচেতসে

“ভাবনাভাবে সাধ্যংকারগন্ধা বুদ্ধিন্ ভবতীতি হেতুত্বেন সাধয়তি ইঞ্জিরাণামিতি ।
 বংশধোপাতং মনঃপদেনাপি গৃহ্যতে, ইঞ্জিরাণাং শ্রোত্রাদীনাম্ বিবরাং শব্দাদরত্তেযাং বিকল্পনং
 মিপো বিকল্পা গ্রহণং তেনেতি বাবৎ । দৃষ্টান্তং ব্যাকরোতি উদক ইতি । বস্মাত্সাদবৃক্কত
 নোৎপদ্যতে বুদ্ধিরিতি বোজনা ॥ ৬৭ ॥

রাশামুজ ।—পুনরপুত্বেন প্রকারেণৈঞ্জিরনিরমনমকুর্কতোহর্থমাহ ইঞ্জিরাণামিতি ।
 ইঞ্জিরাণাং বিষয়েষু চরতাং বিষয়েষু বর্তমানানাং বর্তনমহাবিধীয়তে পুরুষেণানুবর্ত্যতে তন্মনোহস্ত
 বিবিক্তান্নপ্রণপতাং প্রজ্ঞাং হরতি । বিষয়প্রণপতাং করোতীত্যর্থঃ, যথাক্তসি নীরমানাং
 নাবৎ প্রতিকূলা বায়ুর্হরতি ॥ ৬৭ ॥

হুমানু ।—অহুপরতেঞ্জিরস্যাত্মং নাস্তি কস্মাদিত্যাহ ইঞ্জিরাণামিতি । ইঞ্জিরাণাং
 হি বস্মাত্সরতাং বিষয়েষু বর্তমানানাং বস্মনোহুবিধীয়তে, অহুবর্ততে, তদন্ত হরতি প্রজ্ঞাং হরতি,
 তদৈঞ্জিরং বিষয়বিকল্পনে প্রবৃত্তং মনঃ, অত্ৰ যতেহরতি প্রজ্ঞাং আত্মানাত্মবিবেকজাং বায়ুর্নাব-
 মিবাঙসি উদকে জিগমিষতাং মার্গাচ্ছর্য্যতী হুর্মার্গে যথা বায়ুর্নাবৎ প্রবর্তয়তি ॥ ৬৭ ॥

শ্রীধর ।—“নাস্তি বুদ্ধিরুক্তত” ইত্যত্র হেতুমাহ ইঞ্জিরাণামিতি । ইঞ্জিরাণামবশী-
 ক্ততানাং বৈরাং বিষয়েষু চরতাং মধ্যে যদৈকৈকমিঞ্জিরং মনোহুবিধীয়তে অবশীকৃতং সদৈঞ্জিরং
 সহ গচ্ছতি তদৈকৈকমিঞ্জিরমত্ৰ মনসঃ পুরুষত বা প্রজ্ঞাং হরতি বিষয়বিকল্পিতাং করোতি ।
 কিমুক্তব্যং বহুনি প্রজ্ঞাং হরতীতি । যথা প্রমত্তত কর্ণধারত্ৰ নাবৎ বায়ুঃ সমুদ্রে সর্কতঃ
 পরিভ্রাময়তি তদ্বদिति ॥ ৬৭ ॥

বলদেব ।—মন্ত্রিবেশিতমনস্কঃ সৈঞ্জিরনিরমনাভাবে দেঃবমাহ ইঞ্জিরাণামিতি । বিষয়েষু
 চরতামবিজিতানিমিঞ্জিরাণাং মধ্যে বদেকং শ্রোত্রং বা চক্ষুর্গজলক্ষ্যীকৃত্য মনো বিধীয়তে
 প্রবর্ত্যতে তদেকমেবৈঞ্জিরং মনসানুগতত্ প্রবর্তকত্ প্রজ্ঞাং বিবিক্তান্নবিবরাং হরতাপনয়তি
 মনসস্তবিষয়াক্টেযাং । কিং পুনঃ সর্কপি তানীতি, প্রতিকূলা, বায়ুর্থাঙসি নীরমানং
 নাবৎ তবৎ ॥ ৬৭ ॥

মধুসূদন ।—অযুক্ত কৃতো নাস্তি বুদ্ধিরিত্যত আহ ইঞ্জিরাণামিতি । চরতাং স্ববিষয়েষু
 প্রবর্তমানানামবশীকৃতানিমিঞ্জিরাণাং মধ্যে বদেকমপীঞ্জিরমজলক্ষ্যীকৃত্য মনোহুবিধীয়তে
 প্রবর্ত্যতে প্রবর্তত ইতি বাবৎ (কর্ণকর্তরি লকারঃ) । তদৈঞ্জিরমেকমপি মনসানুসৃতং অন্য
 সাধকসা মনসো বা প্রজ্ঞামাত্মবিবরাং শাস্ত্রীরাং হরতি অপনয়তি মনসস্তবিষয়াক্টেযাং, যদৈক-
 মপীঞ্জিরং প্রজ্ঞাং হরতি, তদা সর্কপি হরতীতি কিমুক্তব্যমিত্যর্থঃ । দৃষ্টান্তত্ স্পষ্টঃ । অন্তস্যেব
 বায়োনো কাহরণসামর্থ্যম্ । নতু ভূতীতি সূচয়িতুমঙ্গমীত্যুক্তং । এবং দার্ষ্টান্তিকৈঃপ্যন্তঃস্থানীয়ে
 নস্পষ্টাকল্যে সত্যেব প্রজ্ঞাহরণসামর্থ্যমিঞ্জিরস্য ন তু ভূহানীয়ে মনঃবৈবর্ধ্য ইতি সূচিতম্ ॥ ৬৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—তদভাবে দোষমাহ ইঞ্জিরাণাং ইতি । হি বস্মাৎ ইঞ্জিরাণাং চরতাং

স্ববিষয়েষু প্রবর্তমানানাং (কৰ্ম্মণি বধী ; বৎ রাগাদিকর্নুবিভং মনঃ তান্যহু লক্ষীকৃত্য
বিধীয়তে প্রবর্ততে, (কৰ্ম্মকর্ত্তরি লকারঃ) প্রবর্তত ইত্যর্থঃ, তৎ ইঞ্জিয়ানুসারি মনঃ অস্য
সাধকস্য প্রজ্ঞাঃ আত্মতত্ত্ববিষয়াং বুদ্ধিং হরতি তত্তা মনোহুসারিভ্যাং । দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টার্থঃ ।
অভে তু ইঞ্জিয়াণাং মধ্যে যদিহুসারমহু লক্ষীকৃত্য মনঃ প্রবর্ততে তদ্বিজ্ঞায়ং অস্য সাধকস্য
মনসো বা প্রজ্ঞাঃ হরতীতি যোজয়ন্তি । আত্মবিষয়াং প্রজ্ঞাঃ হুতা মনোবিষয়াং করোণীতি
ভাষ্যমপ্যালোচনীযম্ ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—অবরুদ্ধ বুদ্ধিনাশীভূতপাদয়তি নাতীতি । ইঞ্জিয়াণাং স্ববিষয়েষু
চরতাং মধ্যে যদন একমিজ্ঞায়ং অনুবিধীয়তে পুংসা সর্কেজ্ঞিয়ানুবর্তী ক্রিয়তে, তদেব মনঃ অস্য
প্রজ্ঞাঃ বুদ্ধিং হরতি । যথাস্তসি নীয়মানাং নাথং প্রতিকুলো বায়ুঃ ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—অজিত-চিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নাই কেন, তাহারই হেতু
প্রদর্শনার্থ এই শ্লোক অবতারণিত হইয়াছে । অবশীকৃত ইঞ্জিয় সমূহ
স্বাধীনভাবে ঐঙ্গিত বিষয়-রাজ্যে বিচরণ করে । যদি মন অবশীভূত
হইয়া একটি ইঞ্জিয়েরও অনুগামী হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়োপভুক্ত বিষয়-বিশেষ
পরম সূত্রে নিদান জ্ঞান করিয়া, তাহাতেই অনুরক্ত হইয়া উঠে, তাহা
হইলে সেই উন্নতি-কাম সাধন-পথাবলম্বিত পুরুষের আত্মবিষয়িণী বুদ্ধিকে
বিনষ্ট করিয়া দেয় । মন ইন্দ্রিয়-বিশেষের সহিত বিষয় ভোগে উন্নত হইলে,
অগত্যা প্রজ্ঞা বিষয়-বিক্ষিপ্ত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে । যখন একমাত্র
ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যে এতাদৃশ বিষয় অনিষ্ট সম্ভাবিত, তখন সকল ইন্দ্রিয়
স্বাধীনভাবে বিষয়-রাজ্যে বিচরণ করিতে পাইলে, মানবের সর্কনাশ যে
অবশ্যস্বাবী একথা বলাই বাহুল্য । যেরূপ প্রমত্ত-কর্ম্মান-পরিচালিত তরণী
প্রভঞ্জন প্রভাবে সিংগল সমুদ্র-বক্ষে আন্দোলিত হইতে হইতে নানাদিকে
পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ অজিত-চিত্ত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ পুরুষের প্রজ্ঞা ক্রাণ্ড-
জ্ঞানহীন কাণ্ডারীচালিত নৌকার স্থায় বিষয় সাগরে পরিভ্রমণ করে ।
পূজ্যপাদ মধুসূদন নরসভী মহাশয় শ্লোকোক্ত নৌকা ও জল-ঘটিত
দৃষ্টান্তের উপলক্ষে উল্লেখ করিয়াছেন যে, জলেই বায়ুর নৌকা নিমজ্জনের
সমতা আছে, কিন্তু ভূমিতে নাই । এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত মূলে
'অস্তসি' অর্থাৎ জলে এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে । যেহেতু জল-স্বরূপ
মনসাক্ষল্যে বায়ু-স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের প্রজ্ঞারূপ নৌকা-বিনাশ-সমতা পরিদৃষ্ট
হয়, কিন্তু ভূমি-স্বরূপ মনঃ-সৈন্যে ইন্দ্রিয়রূপ বায়ুর প্রজ্ঞা নৌকা বিনাশের
কোনই সম্ভাবনা নাই ॥ ৩৭ ॥

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সৰ্বশঃ ।

ইন্দ্রিরাণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

অর্থঃ ।—মহাবাহো ! (ভুজবল-সম্পন্ন বীর) তস্মাৎ যন্ত ইন্দ্রি-
রানি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (শব্দাদিবিষয়েভ্যঃ) সৰ্বশঃ (সৰ্ব্বপ্রকারৈঃ)
নিগৃহীতানি (সংহতানি) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—বাহুবলশালিন্ ! অতএব যাহার ইন্দ্রিয়-সমূহ বিষয়-
ব্যাপার-হইতে সৰ্ব্বপ্রকারে প্রত্যাহত তাঁহার প্রজ্ঞা স্থিরা ॥ ৬৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে ভুজবল-পরাক্রান্ত মখে ! এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, যে
পুরুষের ইন্দ্রিয় সমূহ ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়-ব্যাপার হইতে বিনিবৃত্ত
হইয়াছে, সেই জিতেন্দ্রিয় যোগীর বুদ্ধিই স্থিরতাবাপন্ন হইয়াছে ॥ ৬৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—“যততো হি” ইত্যপভ্রুতসার্থন্যানেকবোপপত্তিসমূহা তৎকার-
ম্পাদভোগ্যসংহতি তদ্বাদিত্তি । ইন্দ্রিরাণাং প্রবৃত্তৌ দোষ উপপাদিতো যস্মাৎ তস্মাৎ যস্য
যতঃ হে মহাবাহো নিগৃহীতানি সৰ্বশঃ সৰ্ব্বপ্রকারৈর্মানসাদিভেদৈরিন্দ্রিরাণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ
শব্দাদিত্যন্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

আনন্দগিরি ।—“যততো হি” ইত্যাদিভ্রোকাভ্যামুক্তসৌবার্থস্য প্রকৃতভ্রোকা-
ভ্যামপি কথ্যমানত্বাদন্তি পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি যততো হীত্যাদিন্য । “ধ্যায়তো বিষয়ান্”
ইত্যাদীনাশ্রয়পত্তিৰ্ঘটনমূদয়ঃ । তচ্ছবাপেক্ষিতার্থোক্তিস্থায়াং শ্লোকমবতারণতি ইন্দ্রিরাণামিতি ।
অসংযুক্তেন মনস্যা যস্মাদভ্রুতবিধীরমাণীন্দ্রিরাণি প্রগৃহ্য (প্রসজ্জ ইতি বা পাঠঃ) প্রজ্ঞামপ-
হরতি তদ্বাদিত্তি বোজনা ॥ ৬৮ ॥

রামানুজ ।—তস্মাদ্ভক্তেন প্রকারেণ শুভাশ্রয়ে ময়ি নিবর্ত্তমানসো যস্যোইন্দ্রিরাণী-
ন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সৰ্বশো নিগৃহীতানি, তসৌবাশ্রয়নি প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি ॥ ৬৮ ॥

শ্রীধর ।—ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞাভ্যুদয়নত্বং লক্ষণবল্লোক্যমুপসংহরতি তদ্বাদিত্তি ।
সাধনবোপদ হারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ । লক্ষণবোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা
প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যোত্যর্থঃ । মহাবাহো ইতি সম্বোধনং বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্য তথাআপি সামর্থ্যং
ভবেদিত্তি সূচয়তি ॥ ৬৮ ॥

বলদেব ।—তদ্বাদিত্তি । যস্মাৎ ময়িষ্ঠানসঃ, প্রতিষ্ঠিতাশ্রয়নিষ্ঠা ভবতি । হে
মহাবাহো ইতি স্বাধা রিপুন্ নিগৃহ্যাসি তথৈবৈরানি নিগৃহ্যণেত্যর্থঃ । এতিঃ শ্লোকৈকত্ব-
বদ্বিবিষ্টভয়েজ্জিবিজ্ঞরঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য সিদ্ধস্য স্বাত্মবিক্যঃ । সাধকস্য কু সাধনভূত ইতি
দোষাম্ ॥ ৬৮ ॥

মধুসূদন ।—হি বস্মাৎ এবং তস্মাদিতি । সৰ্বশঃ সৰ্ব্বাণি সমন্বয়ানি, হে মহাবাহো ইতি সম্বোধনং সৰ্বশক্তিনিবারণকমস্মাদিতি শক্তিনিবারণেহপি যং কস্মোহনীতি সূচয়তি । স্পষ্টমন্তঃ । তস্যেতি সিদ্ধস্য সাধকস্য চ পরামৰ্শঃ, ইন্দ্রিয়সংবমস্য হিতপ্রজ্ঞঃ প্রাতি লক্ষণদস্য মুমুকুঃ প্রাতি প্রজ্ঞাসাধনস্য চোপসংহারণীয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—“যততোহপি” ইত্য্য্যোপক্রান্তমর্থঃ বহুধা উপপাদ্য উপসংহারতি তস্মাদিতি । বস্মাদিচ্ছিন্নাদীনং মনো মনোহুগা চ প্রজ্ঞা, তস্মাৎ হে মহাবাহো বস্ম যতন্তে ইচ্ছিন্নাণি সৰ্বশঃ সৰ্বপ্রাকারেণ স্বকারণেন মনসা সহিতানীতি বাবৎ, ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যো নিগৃহীতানি ভবতি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেতি বিদ্ধি ॥ ৬৮ ॥

বিষ্ণুনাথ ।—তস্মাদিতি । বস্ম নিগৃহীতমনসঃ, হে মহাবাহো ইতি বস্ম শক্তন নিগৃহীত তথা মনোহপি নিগৃহাণেতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥

ভাঃপর্য্য ।—“যততো হপি কোন্ডের” ইত্যাদি (২য় অধ্যায় ৬০ শ্লোক) হইতে ইন্দ্রিয় সংবম বিষয়ক বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া, এক্ষণে শ্রীভগবান্ কথিত বাক্যের ভাবার্থ সঙ্কলন পূর্বক উপসংহার করিতেছেন । ইন্দ্রিয় সমূহ অবশীভূত ও উচ্ছৃঙ্খল হইলে অশেষ অনর্থপাতের সম্ভাবনা । অতএব হে নখে, যে পুরুষ, সৰ্বতোভাবে স্বকীয় ইন্দ্রিয় নিচরকে আরতীকৃত করিয়া, বাবতীয় ইন্দ্রিয়োপভোগ্য বিষয়-ব্যাপার হইতে তাহাদিগকে নিগ্রহ সহকারে নিরস্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ কোন ভোগ-লালসাতেই যাহার ইন্দ্রিয় সমূহ কখনই বিচলিত হয় না, সেই পুরুষের বুদ্ধিই যথার্থ স্থিরভাবে পন্ন হইয়াছে । মূলোক্ত ‘মহাবাহো’ এই সম্বোধন পদ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, তুমি সৰ্ব-শক্ত-নিগ্রহে সমর্থ; ইন্দ্রিয়-রূপ পরম শত্রুগণকেও নিগ্রহ কর । মূলোক্ত “তস্য” অর্থাৎ তাঁহার এই পদ দ্বারা সিদ্ধ এবং সাধক উভয়েই লক্ষিত হইতেছে । হিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধ পুরুষের সমুদ্রে ইন্দ্রিয়-সংবমরূপ লক্ষণ দ্বারা, তিনি আভিলষিত স্থানে উপনীত হইয়াছেন, ইহাই সমর্থিত হইল এবং মুমুকু সাধকের সমুদ্রে প্রজ্ঞা স্থিরীকরণার্থ ইন্দ্রিয় নিগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সঙ্গর্ষিত হইল । এইরূপে সিদ্ধ ও সাধক উভয়ের পক্ষেই ইন্দ্রিয় সংবমের অপরিহার্যতা প্রতিপাদন করিয়া, শ্রীভগবান্ এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিলেন ॥ ৬৮ ॥

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগৰ্ভি সংযমী ।

যস্যাং জাগ্ৰতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো যুনেঃ ॥৬৯॥

অর্থঃ ।—সর্বভূতানাং (সর্বেষাং অজ্ঞানতমসান্নতমভূতানাং) সা নিশা (নিশেব আত্মনিষ্ঠা) সংযমী (নিগৃহীতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানী) তস্যাং (পরমার্থ-তত্ত্বলক্ষণায়াং আত্মনিষ্ঠায়াং) জাগৰ্ভি (প্রবৃত্ত্যতে) যস্যাং (অবিদ্যা-বিলসিতায়াং বিষয়নিষ্ঠায়াং) ভূতানি (অনিগৃহীতচিত্তাঃ) জাগ্ৰতি (নিদ্রাবিহীনতাবেন তিষ্ঠন্তি) সা (অবিদ্যারূপা বিষয়নিষ্ঠা) [পরমার্থ-তত্ত্বং] পশ্যতঃ যুনেঃ (জিতেন্দ্রিয়স্য যোগিনঃ) নিশা (নিশেব) ॥৬৯॥

প্রতিশব্দ ।—সকল-অজ্ঞানাক্ষরচিত্তগণের যাহা রাত্রি স্থিতপ্রজ্ঞ তাহাতে জাগিয়া-থাকেন যাহাতে অজ্ঞানিগণ জাগিয়া-থাকে তাহা [পরমার্থ] দর্শনশীল যোগীগণের রাত্রি ॥ ৬৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—অজ্ঞানাক্ষরাক্ষর হৃদয় মানবগণ যে পরমার্থতত্ত্বস্বরূপ আত্মনিষ্ঠাকে রাত্রির স্থায় বোধ করে, স্থিতপ্রজ্ঞ সন্ন্যাসিগণ তাহাতে জাগরিত থাকেন এবং যাহাতে অজ্ঞান জাগরিত থাকে, তাহাকে যোগিগণ রাত্রির ন্যায় অবিদ্যাতমসাক্ষর বলিয়া মনে করেন ॥ ৬৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—বোহয়ঃ শৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ সমুৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্য হিতথক্তন্যাবিদ্যাকার্য্যত্বাদবিদ্যানিবৃত্তৌ নিবৰ্ত্ত্যেহবিদ্যাশ্চ নিদ্রানিরোধান্নিবৃত্তিরিত্যেতমর্থং ক্ষুটীকুর্নমাহ বা নিশেতি । যা নিশা রাত্রিঃ সর্বপদার্থানামবিবেককরী তমঃস্বভাব্যাং নিশা সর্বেষাং ভূতানাং সর্বভূতানাং, কিং তৎপরমার্থতত্ত্বং স্থিতপ্রজ্ঞস্য বিষয়ো যথা নক্তলক্ষণামহরেব সমন্তেষাং নিশা ভবতি । তদসক্তকরহানীয়ানাং অজ্ঞানানাং সর্বভূতানাং নিশেব নিশা পরমার্থতত্ত্বাগোচরত্বাদতত্ত্বজ্ঞানং, তস্যাং পরমার্থতত্ত্বলক্ষণায়াং অজ্ঞাননিদ্রায়াং প্রবৃত্তৌ জাগৰ্ভি সংযমী সংযমবান্ জিতেন্দ্রিয়ো যোগীত্যর্থঃ, যস্যাং গ্রাহ্যগাহকভেদলক্ষণায়াং অবিদ্যানিদ্রায়াং প্রবৃত্ত্যন্তেষাং ভূতানি জাগ্ৰতীভূত্যাতে, যস্যাং নিশায়াং প্রবৃত্ত্যা ইব বসন্তদৃশঃ সা নিশা অবিদ্যা-রূপত্বাৎ পরমার্থতত্ত্বং পশ্যতো যুনেততঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্যাব্যবসায়মেব চোদ্যতে ন বিদ্যাব্যবসায়ঃ, বিদ্যায়াং হি সত্যানুদিতে ন বিচরতি পার্শ্বিকমিব তমঃ প্রকাশমুপগচ্ছত্যবিদ্যা প্রাথিয়োৎপত্তেন-নিদ্রা প্রমাণবৃদ্ধ্যা গৃহমাণ্য ক্রিয়াকারকলভেদরূপা যতী সৰ্ব্বকৰ্ম্মহেতুত্বং প্রতাপদ্যতে, নাগ্রমাণবৃদ্ধ্যা গৃহমাণ্যঃ কৰ্ম্মহেতুত্বোপপত্তিঃ প্রমাণভূতেন বেদেন সম চোদিতং কৰ্ম্মত্বং কৰ্ম্মেতি হি কৰ্ম্মণি কৰ্ত্তা প্রবৰ্ত্ততে নাবিদ্যামাত্রমিহ সৰ্ব্বং নিশেবেতি, যস্য কু পুনর্নিশেবাগ্নি-বিদ্যা-

মাক্ষিকং সৰ্বং তেনজাতমিতি জ্ঞানং তত্ত্বাত্মজস্য সৰ্বকৰ্মসংজ্ঞাস এবাধিকারো ন প্রযুক্তো
তথাচ কৰ্মবিষয়ি তত্ত্বতত্ত্বদ্বাদান ইত্যাদিনা জ্ঞাননিষ্ঠারামেধ তস্যাদিকারঃ, তদ্বাপি
প্রবর্তকপ্রমাণাভাবে প্রবৃত্তেরূপপত্তিরিতিচেৎ ন স্বাত্মবিষয়বাদাত্মবিজ্ঞানত ন স্বাত্মনঃ আত্মনি
প্রবর্তকপ্রমাণপেক্ষতা আত্মবাদেব তদন্তত্বাচ্চ সৰ্বপ্রমাণানাং প্রমাণত্বস্য ন হ্যাত্মস্বরূপাধিগমে
সতি পুনঃ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ সম্ভবতি প্রমাতৃত্বং হ্যাত্মনো নিবর্তয়ত্যন্তং প্রমাণং নিবর্তয়দেব
চাপ্রমাণীভবতি স্বপ্নকালপ্রমাণমিব প্রবোধে লোকে চ বহুবিগমে প্রবৃত্তিহেতুত্বাদর্শনাৎ
প্রমাণস্য, তস্যাৎ সাত্মবিদঃ কৰ্মণ্যাদিকার ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৩৯ ॥

আনন্দগিনি ।—আত্মবিদঃ হিতপ্রজ্ঞস্ত সৰ্বকৰ্মপরিতাগেহধিকারত্ববিপরীততাজ্ঞস্য
কৰ্মণীত্যেতদ্বিন্নর্থে সমনস্তরলোকমবতারয়তি যোহরমিতি । অবিদ্যানিবৃত্তৌ সৰ্বকৰ্মনিবৃত্তি-
শেতন্নবৃত্তিরেব কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ অবিদ্যারাপ্শেতি । ক্ষুটীকুৰ্ম্ন বাহ্যাত্মত্বকরণানাং
পরাহু প্রত্যক্ প্রবৃত্তিবস্তথাবিধে দর্শনে চ মিথো : বিরূপাতে পরাগর্শনস্যানাদ্যাত্মাবরণাবিঘ্না-
কাব্যাদাত্মদর্শনস্য চ তন্নিবর্তকত্বাৎ ততশ্চাত্মদর্শনার্থমিত্তিরাণ্যার্থেভ্যো নিগূহীরাদিত্যাহেতি
বোদ্ধব্যা । সৰ্বপ্রাণিনাং নিশা পদার্থাধিবেককরীত্বাৎ হেতুমাং তমঃসভাবাদিতি । সৰ্বপ্রাণি-
সাধারণীং প্রসিদ্ধাং নিশাং দর্শয়িত্বা তামেব প্রকৃচ্ছাশুণ্ডেন প্রস্পৃশ্যকং বিশদয়তি কিং
তদিত্যাদিনা । হিতপ্রজ্ঞবিষয়স্য পরমার্থত্বস্য প্রকটনকমভাবস্য কথমজ্ঞানং প্রতি
নিশাশ্রমিত্যাশঙ্ক্যাহ যথেনিতি । তজ্জ হেতুমাং অগোচরত্বমিতি । অতঃক্ষীনাং পরমার্থ-
ত্বাতিরিক্তে দৈতপ্রপঞ্চে প্রবৃত্তবৃদ্ধীনাং প্রতিপন্নত্বাৎ পরমার্থত্বঃ নিশেবাভিহ্বানিত্যর্থঃ ।
তস্যামিত্যাदि व्याचष्टे तस्यामिति । निशावहृत्कारामवस्थामिति यावत्, बोधीति ज्ञानी
कथयते । द्वितीयार्द्धं विवक्षते यस्यामिति । प्रसृष्टानां जागरणं विरुद्धमित्याशङ्क्यह प्रसृष्टा
इवेति । परमार्थतत्त्वमहুभवतो निवृत्ताविद्याया संज्ञासिनो दैवतावहा निशेत्याज हेतुमां
अविद्यारूपत्वादिति, परमार्थावहा निशेताभिह्वयां विह्वया दैवतावहा तथेति हिते कलितमाह
अत इति । अविद्यावस्थायामेव क्रियाकारकत्वेदप्रतिष्ठानादित्यर्थः । विद्योदयेहपि
तत्प्रतिष्ठानाविशेषात् पूर्वमिव कर्माणि विधीयेदिति शङ्क्याह विद्यायामिति । अविद्यानिवृत्तौ
बाधिताहृत्या विभागतानेहपि नास्ति कर्मविधिकित्वात्प्रतिनिषेधात्तादादित्यर्थः, अविद्यावस्थायामेव
कर्मणीत्युक्तं बाधकरोति प्राप्ति । विद्योदयात् पूर्वं बाधकात्तादादबाधिताविष्ण
क्रियादिभेदकमुपादा प्रमाणरूपरा वृद्धा ग्राह्यतां प्राप्य कर्महेतुर्भवति क्रियादिभेदातिमान्त्या
अहेतुवादित्यर्थः । न विद्यावस्थायामित्युक्तं प्रपञ्चयति नाप्रमाणेति । उतपन्नाया विद्याया
अविद्यायाः निवृत्तत्वात् क्रियादिभेदतानमप्रमाणमिति वृद्धिरूपमाते तया गृह्यमाणा कथाकविताप-
तागिज्ञप्यविद्या न कर्महेतुत्वं प्रतिगमाते बाधितत्वेनातासतया तत्केतुवाबोगादित्यर्थः ।
विद्याविद्यावितायेनोक्तमेव विषये विवृणोति प्रमाणत্বमेवेति । यथोक्तेन वेदेन कामना-
जीवनमिदमेतौ यम कर्म विहितं तेन यदा तत्कर्तव्यमिति यवानः सन् कर्मण्यजोहधिक्रियन्ते
तं प्रति बाधनविषयवर्तिनो वेदस्य प्रवर्तकत्वादित्यर्थः । सर्वमेवेवमविद्यायाज्ज दैवत

নিশেবেতি স্বানিহ ন প্রবর্ততে কৰ্ম্মণীতি ব্যাবর্ত্যাহ নাবিদ্যেতি । নিহবো ন কৰ্ম্মণ্যধিকার-
 চেত্তদধিকারতর্হি কুত্রেত্যশঙ্ক্যাহ যত্নেতি । তস্য আত্মজ্ঞস্য কলতৃতসংন্যাসাধিকারে
 ব্যাক্যশেবাং প্রমাণরতি তথা চেতি । প্রবর্তকং প্রমাণং বিধিত্তদভাবে কৰ্ম্মস্বিব নিহবো জ্ঞান-
 নির্ভারামপি প্রবৃত্তেরূপপত্তোরপ্রণীয়ো জ্ঞানবতোহপি বিধিরিতি শব্দতে তজ্ঞানীতি ।
 কিমাত্মজ্ঞানং বিধিমপেক্ষতে কিংবাত্মা নাদ্যঃ তস্য বরূপবিবরস্য যথা প্রমাণ গমেরমুৎপত্তে-
 র্বিধানপেক্ষাদিত্যাহ ন স্বায়েতি । ন দ্বিতীয় ইত্যাহ নহীতি । প্রবর্তক প্রমাণশক্তিত্য বিধেঃ
 সাধাবিবরত্বাদানুশাসাদ্যাদিতি হেতুমাহ আত্মত্বাদেবেতি । আগতজ্ঞানয়োর্বিধান-
 পেক্ষত্বেহপি জ্ঞানিনো মানমেষব্যবহারং প্রতিনিয়মার্থং বিদ্যপেক্ষা স্যাদিতিশঙ্ক্যাহ তদন্ত-
 যাজ্জেতি । সর্ব্বেষাং প্রমাণানাং প্রামাণ্যস্যাত্মজ্ঞানোদয়বাসানতাস্মিন্নুৎপন্নে ব্যবহারস্য
 নিরবকাশত্বাৎ তৎপ্রতিনিয়মায় জ্ঞানিনো বিধিরিত্যর্থঃ । উক্তসেব ব্যাক্তীকরোতি ন হীতি ।
 ধর্ম্মাধিগমবদাত্মাধিগমেহপি কিমিতি যথোক্তো ব্যবহারো ন ভবতীত্যশঙ্ক্যাহ প্রমাতৃত্বং
 হীতি । তন্নিবৃত্তৌ কথমবৈতজ্ঞানস্য প্রামাণ্যমিত্যশঙ্ক্যাহ নিবর্ত্তয়দেবেতি । নিবর্ত্তয়দবৈত-
 জ্ঞানং স্বয়ং নিবৃত্তেন' প্রমাণমিত্যাহ দৃষ্টান্তমাহ স্বপ্নেতি । আত্মজ্ঞানস্য বিধানপেক্ষত্বে
 হেতুস্তরমাহ লোকে চেতি । ব্যবহারভূমৌ হি প্রমাণস্য বস্তুনিষ্ঠফলপর্য্যন্তরে সতি
 প্রবর্ত্তকবিদিশাপেক্ষাহুপলভ্যদবৈতজ্ঞানমপি প্রমাণত্বায় বিধিমপেক্ষতে রজ্জ্বাদিজ্ঞানবদিত্যর্থঃ ।
 আত্মজ্ঞানবতত্ত্বিষ্ঠানিধিমন্তরেণ জ্ঞানমাহাছ্যো নৈব দিক্ভ্রান্তস্য কৰ্ম্মসংন্যাসেহধিকারো ন
 কৰ্ম্মণীত্যুপসংহরতি তস্মাদিতি ॥ ৬২ ॥

স্বামানুজ ।—এবং নিরতেজিরস্য প্রসন্নমনঃ সিক্তিমাহ বা নিশেতি । বা আত্ম-
 বিবরা বুদ্ধিঃ সর্ব্বভূতানাং নিশা নিশেবা প্রকাশিকা । তস্যাত্মাবিবরারাং বুদ্ধাবিস্তিরসংবদী
 প্রসন্নমনা আগতি আত্মানমবলোকয়ন্নাত ইত্যর্থঃ । যত্নাৎ শব্দাদিবিবরারাং বুদ্ধৌ সর্ব্বাণি
 ভূতানি আগতি প্রবৃত্তানি তবতি, সা শব্দাদিবিবরা বুদ্ধিরাত্মনাং পশ্ততো মুনেনিশেবা প্রকাশিকা
 ভবতি ॥ ৬২ ॥

হুতুম্যান ।—এবমাত্মবিবরাং প্রজাং ইপ্রিরাহবিধায়ি মনো বিবরাভিবুধীঃ করোতি
 “বভভো হপি” ইত্যুপপত্তত্বতানেকবিধোপপত্তিযুক্তা তস্যার্থমুপপাদ্য উপসংহরতি তস্মাদিতি ।
 তস্যৈব যোগিনঃ পরমাত্মনি নিতাসিদ্ধবুদ্ধমুক্তবভাবে সর্ব্বগতে অহময়মস্মীতি প্রজা প্রতিষ্ঠিতা ।
 বা নিশেতি । সংবদী যোগী বা নিশা রাত্রিঃ সর্ব্বপদার্থানামবিবেককারিণী সর্ব্বভূতানাং
 নিশেতি সর্ব্বপ্রাণিব্যবহারাগোচরব্রহ্মরূপমুগতে তস্যাং আগতি প্রবৃত্তবান্ আত্মে, বস্যাং
 সর্ব্বভূতানি আগতি প্রবৃত্তান্তে বস্যাং ব্যবহরতি সা অবিদ্যা নিশা পরমার্থব্রহ্মণঃ ব্রহ্ম পশ্ততো
 মুনৈর্ব্বোগিনঃ ॥ ৬৮ । ৬৯ ॥

শ্রীধর ।—নহ ন কৃশ্চিদপি প্রহুত ইব দর্শনাদিবাণারমুতঃ সর্ব্বাত্মনা নিগৃহীতে-
 ত্রিমো লোকে দৃশ্যতে অতোহসম্ভাবিতমিহঃ লক্ষণমিত্যশঙ্ক্যাহ বা নিশেতি । সর্ব্বেষাং
 ভূতানাং বা নিশা নিশেব নিশা আত্মনিষ্ঠা অজ্ঞানধাত্তাত্ত্বতমতীনাং তজ্জাং দর্শনাদিবাণারাত্তাবাং

তস্যামান্ধনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেজস্রো জাগৰ্শি প্রবৃথতে, যস্যাহ বিষয়নিষ্ঠায়াং তৃতানি জাগ্রতি প্রবৃথতে সা আত্মতত্ত্বং পশ্যতো মূৰ্ধনিশা তস্যাং 'দৰ্শনাদিবিদ্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ ।' এতদুক্তং ভবতি, যথা—দিবাকানামূলুকাদীনাং রাজ্যাবেষ দৰ্শনং ন তু দিবসে এতৎ ব্রহ্মজ-
জ্ঞানীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ্যেব দৃষ্টিন তু দিবসেব, অতো নাসত্তাবিতমিদং লক্ষণমিতি ॥ ৬৯ ॥

বলদেব ।—সাধকবহস্য হিতপ্রজ্ঞতেজস্রসংযমঃ প্রবৃত্তসাধ্য ইত্যুক্তম্ । সিদ্ধাবহস্য তু তস্য তস্মিন্নমঃ স্বাভাবিক ইত্যাহ বা নিশেতি । বিবিক্তাশ্বনিষ্ঠা বিষয়নিষ্ঠা চেতি বুদ্ধিৰ্বিবিধা । যাত্ননিষ্ঠা বুদ্ধিঃ সৰ্বভূতানাং নিশাক্রপকেণোপমাত্ৰ ব্যাক্যতে সাত্ত্বিতুল্যা তত্ত্বপ্রকাশিকা । রাজ্যবিবাক্ষনিষ্ঠায়াং বুদ্ধৌ স্বপন্তো জনাত্তরভ্যামান্ধানং সৰ্কে নানুভবস্তীত্যর্থঃ । সংযমী জিতেজস্রস্ত তস্যাং জাগৰ্শি ন তু স্বপতি, তয়া লভ্যমানমনুভবস্তীত্যর্থঃ । যস্যাহ বিষয়-
নিষ্ঠায়াং বুদ্ধৌ তৃতানি জাগ্রতি বিষয়ভোগাননুভবন্তি ন তু তত্র স্বপন্তি, সা মূৰ্ণেঃ হিতপ্রজ্ঞস্য নিশা, তত্র বিষয়ভোগাপ্রকাশিকেত্যর্থঃ । কীদৃশসোত্যাহ পশ্যত ইতি । আত্মানং সাক্ষাদনু-
ভবতঃ প্রারন্ধাকৃষ্টান্ বিষয়ানপোদাসীন্যেন ভুজানস্য চেত্যর্থঃ । নৰ্ত্তকীমূৰ্দ্ধনটাবধানভ্রামেনাশ্ব-
দৃষ্টেন তদন্যরসগ্রহ ইতি ভাবঃ ॥ ৬৯ ॥

মধুসূদন ।—তদেবং যুগ্মকুণা প্রজ্ঞাহৈৰ্য্যাব প্রবৃত্তপূৰ্ব্বকমিত্তসংযমঃ কর্তব্য ইত্যুক্তং, হিতপ্রজ্ঞস্য তু স্বতঃ সিদ্ধ এব সৰ্কেজস্রসংযম ইত্যাহ বা নিশেতি । বা বেদান্তগাক্ষজনিজ-
সাক্ষাৎকাররূপাহং ব্রহ্মান্বীতি প্রজ্ঞা সৰ্বভূতানামজ্ঞানং নিশেব নিশা, তান্ প্রত্যপ্রকাশ-
রূপত্বাৎ, তস্যাং ব্রহ্মবিদ্যালক্ষণায়াং সৰ্বভূতনিশায়াং জাগৰ্শি অজ্ঞাননিদ্রায়াঃ প্রবৃৎ: সন্
সাবধানো বর্ধতে সংযমী ইত্মসংযমবান হিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ । যত্রাহ হৈতদদৰ্শনলক্ষণারাম-
বিদ্যানিদ্রায়াং প্রমত্তান্যোব তৃতানি জাগ্রতি স্বপ্নং ব্যবহরন্তি, সা নিশা ন প্রকাশতে আত্মতত্ত্বং
পশ্যতোহপ্যরোক্তরা মূৰ্ণেঃ হিতপ্রজ্ঞস্য যাবচ্চি ন প্রবৃথতে তাবদেব স্বপ্নদৰ্শনং বাধপৰ্য্যন্তত্বা-
দুন্নত, তত্ত্বজ্ঞানকালে তু ন ভ্রমনিমিত্তঃ কশ্চিদ্ব্যবহারঃ । তদুক্তং বার্তিককাটীরে, "কারক-
ব্যবহারে হি শুদ্ধং বস্ত ন বীক্যতে । শুদ্ধে বস্তনি দিগ্ধে চ কারকব্যাপ্তিস্থতা ॥ কাকোলুক-
নিশেবায়াং সংসারোহজ্ঞানবেরিনোঃ । বা নিশা সৰ্বভূতানামিত্যবোচৎ স্বয়ং ঋসিঃ ॥" ইতি ।
তথাচ যস্য বিপরীতদৰ্শনং তস্য ন বস্তদৰ্শনং বিপরীতদৰ্শনস্য বস্তদৰ্শনজগত্বাৎ, যস্য চ
বস্তদৰ্শনং তস্য ন বিপরীতদৰ্শনং বিপরীতদৰ্শনকারণস্য বস্তদৰ্শনস্য বস্তদৰ্শনেন বাণিতত্বাৎ ।
তথাচ শ্রুতিঃ, "বজ্র বা অনাদি বস্তাং তজ্ঞাতোহন্তঃ পশ্যেৎ বস্ত সৰ্বমাত্মৈবাত্মং তৎ কেন
কং পশ্যেৎ" ইতি । বিভাবিদ্যারোবাবহামাহ, যথা, কাকস্য রাজ্যকস্য দিনমূলুকস্য
দিবাকস্য নিশা রাজ্যো পশ্যতশ্চোলুকস্য বন্ধিনঃ রাজিরেব সা কাকস্য ইতি মহৎশর্য্যমেতৎ ।
অতত্ত্বদৰ্শনঃ কথমাবিত্তকজিয়াকার্ত্তাদিব্যবহারঃ স্যাদিতি, স্বতঃ সিদ্ধ এব তস্যোজস্রসংযম
ইত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—"বদ্বা পকাবতিষ্ঠতে" ইত্যুদাহৃতশ্রুতে: "তামাহ: পদমাং পতিম্" ইত্যোক্তং

তদ্বৎ পাকং ব্যাচষ্টে বা নিশেতি । ৮ সর্কেবাং ভুতানামজ্ঞানং বা নিশেব নিশা বস্যাং বধ্যশ্বিনে
উলুকা ইমানকা অণ্যকা এব সর্কে প্রাণিনো ভবতি, তত্ৰাং তস্মিন্ প্রত্যগ্জ্যোতিষি সংযমী
ইন্দ্রিয়মেন্দ্রীনাং নিগ্রহণশীলো যোগী জাগর্তি, ইন্দ্রিয়াদীনাং দৃক্শক্তিলোপেহপি অল্পপন্নত-
দৃক্শক্তিরেবাত্তে; তথা চ ঋতিঃ, “ন হি ত্রষ্টদুর্ষ্টৈর্কিপরিলোপো বিত্নতে বিনাশিষ্যৎ” ইতি যত্নাম-
বিদ্যাধ্যায়াং নিশায়াং ক্রিয়াকারকাদিষৈতৎপ্রবর্তিকার্যং সর্কপি ভুতানি জাগ্রতি নিশীথে
উলুকা ইব স্বব্যাপারে প্রবর্তন্তে সা অবিদ্যা পশ্চতো মূনে: আত্মদর্শনবতো যোগিন: প্রারম্ভ-
করণা বিদেহকৈবল্য প্রতিষেধাং লেশতোহল্পবর্তমানা ব্যুত্থানকালে ব্যবহরতোহস্ত গাঢ়াকারবতী
নিশেব ক্লেশকরী ভবতি । অতিসুক্ষ্মারা হি যোগিন: বাহ্যব্যবহারাহৃতিকন্তে, নরা ইব গাঢ়াঙ্ক-
কারে সকারাং । যথোক্তং যোগভাষ্যে, “অন্ধিমাত্রকরো হি বিধানপ্যন্নঃ খলেশেনাগ্ন্যদ্বিজতে”
ইতি । অত্র বার্তিকানি, “কারকব্যবহারে হি শুদ্ধং বস্ত্র ন বীক্ষ্যতে । শুদ্ধে বস্ত্রনি সিন্ধে
চ কারকব্যাপৃতিতথা ॥ কাকোলুকনিশেবারং সংসারোহজ্ঞান্যবেদিনো: । যা নিশা সর্কভুতা-
ন্যাবিত্যবোচং স্বরং হরিঃ ॥” ইতি, “বুদ্ধতত্ত্বস্ত লোকোহয়ং জড়োন্নতশিপিচবৎ । বুদ্ধতত্ত্বো-
হপি লোকস্ত জড়োন্নতশিপিচবৎ ॥” ইতি, তদেবং “কিমানীত” ইত্যন্তোত্তরং “যদা সংহরতে
চারম্” ইত্যাদিনা এতদন্তেন গ্রহেণ হিতপ্রজঃ সদা সমাধিমুখিষ্ঠন্ পরমাং গতিং প্রাপ্যাত
ইত্যুক্তম্ ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ ।—হিতপ্রজস্ত ভু স্বত: সিদ্ধএব সর্কেজ্জিয়নিগ্রহ ইত্যাহ যেতি । বুদ্ধির্হি
বিবিধা ভবতি আত্মপ্রবণা বিষয়প্রবণা চ । তত্র যা আত্মপ্রবণা বুদ্ধি: সা সর্কভুতানাং
নিশা । নিশায়াং কিং কিং তাদৃশি তত্ৰাং স্বপন্তো জনা: যথা ন জানন্তি তদৈবাত্ম-
প্রবণবুদ্ধৌ প্রাপ্যমানং বস্ত্র সর্কভুতানি ন জানন্তি । কিন্তু তত্ৰাং সংযমী হিতপ্রজো জাগর্তি
নতু বশিতাত: আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠমানলং সাক্ষাদনুভবতি । যত্ৰাং বিষয়প্রবণায়াং বুদ্ধৌ ভুতানি
জাগ্রতি তদ্রিষ্টং বিষয়স্বশোকমোহাদিকং সাক্ষাদনুভবতি নতু তত্র স্বপন্তি, সা মূনে:
হিতপ্রজস্ত নিশা তদ্রিষ্টং কিমপি নানুভবতীত্যর্থ: । কিন্তু পশ্চাত: সাংসারিকাণাং স্তব্ধঃ খ-
প্রদান্ বিষয়ান্ তজ্জোদগীন্তেনাংলোকরত: স্বভোগ্যান্ বিষয়ানপি যথোচিতং নিলেপমাদ-
ধানন্তেত্যর্থ: ॥ ৬১ ॥

তাৎপর্য ।—আত্মতত্ত্বজ্ঞ বা স্থিতপ্রজ ব্যক্তির সর্বকর্ম পরিণতিগণের
অধিকারী এবং তদ্ব্যতীত অজ ব্যক্তির কর্মের অধিকারী, এই অর্থ প্রতি-
পাদনেনোক্ষেই বর্তমান শ্লোকের অবতারণা । পূর্বে স্থলত: প্রদর্শিত হই-
য়াছে যে, অবিদ্যা বিদ্যাবিরোধী, হতরাং বিদ্যাপ্রভাবে অবিদ্যা বিনিবৃত্ত
হয় । লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সমূহ অবিদ্যাক বা অবিদ্যারই কার্য-
ভূত । স্থিতপ্রজ ব্যক্তির অর্বাং বাঁহাং বিবেক জ্ঞান সূত্ৰাক উৎপন্ন হইয়াছে

এবং ভূত পুরুষের অবিদ্যা। বিনিবৃত্ত হইলেই তৎকার্য্যভূত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সমূহও বিনিবৃত্ত হয়। এক্ষণে বোধ-সৌকর্য্যার্থে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই স্ফূর্তিকৃত হইতেছে। অর্থাৎ সেই সর্গাস্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, আমি এতক্ষণ যে সমস্ত গূঢ়-ভাব-ব্যঞ্জক কথা বলিলাম, সখা আমার সে সমস্ত কথা আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, অতএব কিছু স্পষ্ট করিয়া না বলিলে তিনি সমস্ত কথার ভাব সবিশেষ বুঝিতে পারিবেন না। তৎক্ষণাৎ ভগবান্ বলিতেছেন, অর্জুন। তুমি একবার তোমার বাহু ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে, সকল তত্ত্বই তোমার হৃদয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। একদিকে দেখ চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ অবিরত পরাক্-প্রযুক্তি তৎপর, অর্থাৎ রূপ-রসাদি বাহ্য বিষয় গ্রহণেই তৎপর; অপরদিকে দেখ মন প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়গণ প্রত্যক্-প্রযুক্তি তৎপর, অর্থাৎ প্রতি পদার্থে স্থিত সেই আত্মপ্রযুক্তি তৎপর। অতএব উভয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত। এইরূপ আবার পরাক্ দর্শন এবং প্রত্যক্ দর্শনও পরস্পর বিরোধী। পরাক্ দর্শন বা বাহ্য বিষয়াদিগ্রহণ আবার সেই অনাদি আত্মার আবরণ-শক্তিস্বরূপ অবিদ্যার কার্য্যভূত, এবং প্রত্যক্ দর্শন বা আত্মদর্শন বিদ্যারই প্রভাবভূত, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে আত্ম-দর্শন বা বিদ্যাপ্রভাবে অবিদ্যার সর্ব্ববিধ কার্য্যই নিবৃত্ত হয়। অতএব আত্মদর্শনের নিমিত্ত বাহ্য রূপ-রসাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-গণকে নিগৃহীত করা তোমার একান্ত কর্তব্য। কারণ বাহ্য ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া অন্তর্মুখী করিলে, তুমি আত্ম-দর্শন-লাভ করিবে এবং আত্ম-দর্শন-লাভ করিলেই অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্য সমূহও স্বতঃ নিবৃত্ত হইবে। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রত্যক্ দর্শন অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারাই সংসাধিত হয়, বাহ্য বিষয়ে ব্যাপৃত বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা সাধিত হইতে পারে না; সুতরাং বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে বিনুগ্ধ করা তোমার মত বুদ্ধিমানের অবশ্য কর্তব্য। আরও দেখ সখে! যে সময় দিগ্‌মণ্ডল ঘোর অন্ধকারে সমাবৃত্ত হয়, তমোবাহিন্য-নিবন্ধন যে সময় সর্ব্ববিধ পদার্থই অস্ত্র কোন প্রকাশক পদার্থের সাহায্য ব্যতিরেকে চর্ম্মচক্ষুর অগোচর হয়, কোন্‌টি কি পদার্থ তাহা আমরা যে সময় ঠিক বুঝিতে পারি না, সেই সময়ের নাম “নিশা।” উক্তবিধ লক্ষণাক্রান্ত

সময়ের সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবোচ্চাঙ্গ সময়ের নাম “দিবা” । এই নিশা বা দিবা সকলের পক্ষে একরূপ নহে । পেচকাদি প্রাণী অন্তর্মির্দ্বারিত নিশাতে অন্তর্মির্দ্বারিত দিবার স্মার্ত্ত্বশাস্ত্রে বিচরণ করে বলিয়াই, আমরা তাহাদিগকে নিশাচর বলি । আমরা তাহাদিগকে নিশাচর বলিলে কি হইবে ? যন্তুতঃ আগাদের পক্ষে বাহা নিশা, পেচকাদির পক্ষে তাহাই দিবা এবং আমাদের পক্ষে বাহা দিবা, পেচকাদির পক্ষে তাহাই নিশা । ইহা আমাদের চর্য্যচক্স দ্বারা পরিদৃশ্যমান জগতের কথা । জ্ঞানলোচনালোকনীর আধ্যাত্মিক জগতের নিশা দিবাও এইরূপ ।

আধ্যাত্মিক জগতে জীব দুই প্রকার । প্রথম জ্ঞানী, দ্বিতীয় অজ্ঞানী । অজ্ঞানীর পক্ষে বাহা নিশা, জ্ঞানীর পক্ষে তাহা দিবা এবং অজ্ঞানীর পক্ষে বাহা দিবা জ্ঞানীর পক্ষে তাহাই নিশা ।

প্রথমতঃ ভাবিয়া দেখ যে, নিশা ও দিবার পার্থক্য কি লইয়া ? নিশা দিবার পার্থক্য বস্তু বিষয়ক জ্ঞান ও অজ্ঞান লইয়া । যে কেহ হউক না কেন, সে যে সময় বস্তু বিষয়ক জ্ঞান লাভ করে, তাহার পক্ষে তাহাই দিবা এবং যে সময় বস্তু বিষয়ক জ্ঞান লাভ না করে, তাহাই তাহার পক্ষে নিশা । সর্বাশ্চর্য্যময় সর্বেশ্বরের রাজ্যে সকলই আশ্চর্য্য । একের পক্ষে বাহা রাত্রি অস্তের পক্ষে তাহা দিবা, একের বাহাতে সূর্য অস্তের তাহাতে সূর্য, একের পক্ষে বাহা ভাল অস্তের পক্ষে তাহাই মন্দ ; সকল বিষয়েই এইরূপ । লীলাময়ের ইহাই লীলা-বৈচিত্র্য ! যে রূপ এক নিশাতেই আরোপিত-নিশা হু ও আরোপিত-দিবা হু অনুসৃত এবং এক দিবাতে আরোপিত-দিবা হু ও আরোপিত-নিশা হু এতদুভয় ধর্ম্মই বিদ্যমান, অর্থাৎ নিশা দিবা দুই এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন জীবের ব্যবহার লইয়া বা অধিকারী ভেদে যে রূপ ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ একমাত্র পরমার্থ তত্ত্বই জ্ঞানী ও অজ্ঞানীরূপ গৃহীতা ভেদে দুই রূপে বিভক্ত হইয়াছে । যে পরমার্থ তত্ত্ব অজ্ঞানীর নিকট নিশা, সেই পরমার্থ তত্ত্বই আবার জ্ঞানীর নিকট দিবা । অর্থাৎ অজ্ঞানিগণের বুদ্ধি নিম্নত অতদ্বস্তুতে (ন তৎ-কতৎ, ভব্যতিরিক্ত, অর্থাৎ সেই পরমাত্মা ব্যতিরিক্ত—বাহ্য ঘটপটাদিত্যে) আসক্ত বলিয়া পরমার্থ তত্ত্ব তাহাদিগের বুদ্ধির অগোচর, হতরাত্ত পরমার্থ তত্ত্ব তাহাদিগের পক্ষে নিশা মূহুর্ভু । আবার অজ্ঞানীর নিশা

সদৃশ সেই পরমার্থতত্ত্ব সংযমীর পক্ষে দিবা সদৃশ । পূর্বে আগি ভোমাকে
যে ইন্দ্রিয়-সংযম-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছি সেই ইন্দ্রিয় সংযম
যিনি করিয়াছেন তিনিই সংযমী জিতেন্দ্রিয় বা যোগী অর্থাৎ জ্ঞানী ।

যে রূপ প্রাতঃকাল হইলে মরীচিমালী নিজ কিরণ-জাল বিস্তার করিয়া
নৈশতমঃ বিদূরিত করিলে, নিশাভাগে সুসুপ্ত পুরুষ প্রবুদ্ধ হইয়া শয্যা-
ত্যাগ পূর্বক গাত্রোখান করে বা জাগরিত হয় এবং গিহির-কর-প্রতিভাত
প্রকাশিত পদার্থ-নিচয় নয়ন-গোচর করে, ইন্দ্রিয়-সংযমানুষ্ঠান-তৎপর
জীবও সেইরূপ মহাবাক্যরূপ সুসুপ্তোখাপক বাক্যে প্রতিবুদ্ধ হইয়া, অজ্ঞান-
নিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক অভিমানরূপ শয্যা হইতে গাত্রোখান করে বা
জাগরিত হয় ও সেই এক স্বপ্রকাশ কর্তৃক প্রকাশিত চিন্ময় বিশ্বকে জ্ঞান-
নয়ন-পথাবলম্বী করে । ইহাই জ্ঞানীর (জিতেন্দ্রিয়ের) দিবা বা জাগরণ
এবং হুতরাং ইহাই অজ্ঞানীর (অজিতেন্দ্রিয়ের) নিশা বা নিদ্রা । অজ্ঞান
নাশেই জ্ঞানের উদয়, রাজি নাশেই দিব্য উদয়, নিদ্রা নাশেই
জাগরণের আগমন ; অজ্ঞানও রাজি বা নিদ্রা স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হই-
য়াছে । হুতরাং সেই অজ্ঞান বা নিদ্রা বাহার আছে সেই অজ্ঞানী বা
নিদ্রিত এবং অজ্ঞান নাশ, নিদ্রানাশ বা জাগরণ বাহার আছে সেই জ্ঞানী
বা জাগরিত । হুতরাং ইহাই সিদ্ধান্তীকৃত হইল যে, অজ্ঞানী পরমার্থতত্ত্ব-
লক্ষণ অজ্ঞান-নিদ্রায় নিদ্রিত বা তাহাই অর্থাৎ সেই পরমার্থতত্ত্বই অজ্ঞানীর
নিশা সদৃশ, এবং জ্ঞানী সেই পরমার্থতত্ত্ব লক্ষণ অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ
হইয়া জাগরিত বা সেই পরমার্থতত্ত্বই জ্ঞানীর দিবা সদৃশ । আরও দেখ,
যে নিশায় অর্থাৎ দ্বৈতলক্ষণ অবিদ্যানিদ্রায় প্রসুপ্ত অজ্ঞানিগণ জাগরিত
হয়, পরমার্থতত্ত্বদ্রষ্টা মুনির বা জ্ঞানীর পক্ষে তাহাই নিশা । এখানে
ভোমার এক্রপ সংশয় হইতে পারে যে, নিদ্রিতের আবার জাগরণ কিরূপ ?
তাহাও বলিতেছি, প্রথমতঃ দেখ যে, এখানে নিশা ও দিবা শব্দ নৈশ-
তমঃ কার্যভূত নিদ্রা এবং দৈবস বস্তু প্রকাশ ও জাগরণ অর্থে প্রযুক্ত
হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অবিদ্যা বা অজ্ঞানই নিদ্রা
সদৃশ, অজ্ঞানী জীবনিচয় সেই ঘুমঘোরে নিরত অচেতন, হুতরাং চিত্ত-
নিদ্রিতের জাগরণ অসম্ভব । এখানে জাগরণ ও দিবাও যে একার্থ প্রতি-
পাদক তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে । তাহা হইলে এখন দেখ যে, চিত্ত

নিম্নিতের জাগরণ অসম্ভব হইলেও, নিজার দুইরূপ অবস্থাতেই পরিণত হয় । প্রথম স্বপ্ন, দ্বিতীয় অসুপ্তি । এখানে ঐ প্রথমোক্ত স্বপ্নাবস্থাই অসুপ্তের জাগরণ বলিয়া বুঝিতে হইবে । তাহা না হইলে অসুপ্তের বা অবিদ্যানিজ্ঞাভিত্তিক জীবের জাগরণ বা দিবা নিত্যন্ত বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করিত, অর্থাৎ যেরূপ নিত্যন্ত দিন ও দণ্ডিত স্বপ্নদ্রষ্টা, এ ৮ শতচ্ছিন্ন কন্যার শয়ন করিয়া, নিজ প্রকৃতাবস্থাতিরিক্ত রাজ্যাদি বহুবিধ অত্যন্ত বিষয়ের স্বপ্ন সন্দর্শন করে, বা তৎসমস্ত জাগ্রদবস্থার তুল্য প্রকৃত বলিয়া মনে করে, নিজের প্রকৃত স্বরূপ একবারও ভাবে না ; যোর অজ্ঞাননিজ্ঞাভিত্তিক জীৱনিচরও সেইরূপ “তৎ” সেই প্রকৃত পরমাত্মা বা স্বরূপ বিন্যত হইয়া, নিজ স্বরূপতিরিক্ত বহুবিধ ঘটপটাদি “অতৎ” পদার্থের স্বপ্ন সন্দর্শন করে, নিজের প্রকৃত স্বরূপ একবারও ভাবে না । স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রদবস্থার ন্যায় সকল পদার্থ প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় বলিয়াই, এস্থলে স্বপ্ন নিম্নিতের জাগরণ বলিয়া উল্লিখিত হইল । অজ্ঞানীর এবং বিদ জাগ্রদবস্থা বা দিবা মুনির পক্ষে নিশা সদৃশ, অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্বদ্রষ্টার অবিদ্যাবিজ্ঞানিত সর্ববিধ বৈতাবস্থা বিনিবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার পক্ষে বৈতাবস্থাই নিশা সদৃশ ।

একণে পূর্বাণ পর্যালোচনা করিয়া দেখ যে, বস্তুতঃ অজ্ঞানীর পর-
মার্থাবস্থাই নিশাসদৃশ এবং জ্ঞানীর বৈতাবস্থাই নিশাসদৃশ ; সুতরাং
অবিদ্যাবস্থাতেই লোককে কর্মে প্রবর্তিত করা যায়, কারণ অবিদ্যা-
বস্থাতেই ক্রিয়া, কারণ ও ফলভেদাদি পরিষ্কৃত হয় । কিন্তু বিদ্যা-
বস্থায় কর্মে প্রবর্তিত করা যায় না ; কারণ যেরূপ দিনমণির উদয়ে
বিভাবরীর অন্ধকার-রাশি দূরে পলায়ন করে, সেইরূপ বিদ্যার আবির্ভাবে
অবিদ্যা প্রগুপ্ত হয় । অর্থাৎ বিদ্যা উৎপত্তির পূর্বে অবিদ্যা ক্রিয়ামিভেদ
প্রাপ্ত হইয়াও প্রমাণরূপ বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য প্রাপ্ত হইয়া সর্ববিধ কর্মের
হেতু হয় । কারণ অবিদ্যাই সেই ক্রিয়াকারক ফলাদিগত হেতু । কিন্তু
বিদ্যাবস্থায় অপ্রমাণবুদ্ধি দ্বারা গৃহ্যমাণ হয় বলিয়া অবিদ্যা কর্মহেতু
হইতে পারে না । ইহার ফলার্থ, বিদ্যা অবিদ্যাবিরোধী, বিদ্যার আবি-
র্ভাবে অবিদ্যা নশ হয়, কিন্তু বিদ্যা উদয়ের পূর্বে অবিদ্যার কোনরূপ
বান্ধক থাকে না বলিয়া, সেই বান্ধাপরিহীনা অবিদ্যা ক্রিয়াকারক ফলাদি-
রূপ বহুবিধ ভেদপ্রাপ্ত হয় । সেই অবিদ্যাবিজ্ঞানিত বহুবিধ ভেদের জ্ঞান

তখন প্রত্যেকের স্থায় প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। অথচ এরূপ বহু বিধ ভেদাভিমানের হেতুই গেই অবিদ্যা; সুতরাং তাহা বিদ্যোদয়ের পূর্বে কর্ত্তের হেতু হয়। পরন্তু বিদ্যা, অবিদ্যা সমুৎপন্ন হইলে নাশ পায় বলিয়া, তখন এরূপ বুদ্ধি হয় (এরূপ বুঝা যায়) যে ক্রিয়াদিতে ভেদ ভাণ অপ্রমাণ অর্থাৎ কিছুই নহে। এই সময় অবিদ্যা বিদ্যাপ্রভাবে বাধিতা; সুতরাং এই বাধিতা আভাসমাত্রাবশিষ্টে অবিদ্যা, বহুবিধ ক্রিয়াকারকাদি ভেদভাগিনী হইলেও, কর্ম্মহেতু হইতে পারে না। মৃত মার্জ্জার কখনও মুষিক গ্রহণে সমর্থ হয় না।

এ বিষয় আরও বিশদীকৃত হইতেছে, দত্তাবধান হও। অজ্ঞ ব্যক্তি, “আমি মনুষ্য, আগার কামনাদি বর্ত্তমান, প্রমাণভূত বেদ আমার মত কামনাজীবনাদিমান জীবের অন্ত যে কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন, সেই কর্ম্ম আমার অবশ্য কর্ত্তব্য”, এইরূপ মনে করিয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয় সুতরাং অজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মেরই অধিকারী। কিন্তু যে ব্যক্তি (জ্ঞানী) “এই পরিদৃষ্টমান অবিদ্যামাত্র বৈতজাত্যই নিশার স্থায় (আঁধারের স্থায় কিছুই নহে।)” এইরূপ মনে করেন, তিনি কখনও কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হন না; সুতরাং এবং-বিধ আত্মজ্ঞানী সর্ব্বকর্ম্ম-সম্রাণেরই অধিকারী। তিনি যে কর্ম্মপ্ররুতিব অধিকারী নহেন ও কেবল মাত্র জ্ঞান নিষ্ঠার অধিকারী তাহা অগ্রে (“তদ্ভুক্তসুদান্মানঃ” ইত্যাদি শ্লোকে) প্রদর্শিত হইবে।

এখন যদি তুমি এরূপ আশঙ্কা কর যে, প্রবর্ত্তক প্রমাণই বিধি, সেই প্রবর্ত্তক প্রমাণ না থাকিলে কেহ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। এইরূপ নিয়মানুসারে প্রবর্ত্তক প্রমাণের বা বিধির অভাবে জ্ঞানী জ্ঞাননিষ্ঠার কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইবে? সুতরাং জ্ঞানীরও বিধির আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয়। অর্জুন। তোমার এরূপ আশঙ্কা নিতান্ত অবিচার-প্রণোদিত। এরূপ আশঙ্কা হইতেই পারে না; কারণ, কি আত্মজ্ঞান, কি আত্মা এতদুভয়ের একটিতেও বিধি অপেক্ষিত হইতে পারে না। কেন হইতে পারে না, তৎপ্রতি হেতুবাদ স বিশেষ নির্দেশ করিতেছি। যে বাক্য প্রবর্ত্তিত করে তাহারই নাম প্রবর্ত্তক। প্রমাণ বহুবিধ; তন্মধ্যে সর্ব্বত্র একটি প্রবর্ত্তক প্রমাণ বা বিধিবাক্য, যেভাবে ‘খগকামী অশ্বমেধেন বজ্রত’ ইত্যাদি। এরূপ হলে প্রমাণভূত শব্দই কামী জীবকে কর্ম্মানুষ্ঠানের

বিধি প্রদান করিতেছে বা তাহাকে কর্ষে প্রবর্তিত করিতেছে। সুতরাং
 এরূপ স্থলে কর্ষে প্রযুক্তির নিমিত্ত, প্রযুক্তক প্রমাণের অপেক্ষা করিতে হয়।
 আর এক কথা, প্রমাণ ক্ষতিত যে বিধি তাহা সাধ্য স্বর্গাদিকেই বিবর করে ;
 কিন্তু আত্মা নিত্য সির, আত্মদর্শনও সেই আত্মাকেই বিবর করে ; সুতরাং
 কি আত্মা বা আত্মদর্শনে বিধির অপেক্ষা হইতে পারে না। সাধোই
 বিধি চলিতে পারে, সিদ্ধে পারে না। আপনাকে আপনি জানিতে হইলে
 বিধির প্রয়োজনই বা কি ? এখন যদি বল, স্বীকার করিলাম যে, আত্মা এবং
 আত্মজ্ঞানে বিধি অপেক্ষিত হইতে পারে না, কিন্তু জ্ঞানীর প্রমাণ প্রমেয়
 ব্যবহারের নিমিত্ত বিধির অপেক্ষা হওয়া উচিত। তাহাও বলিতে পার
 না। কারণ আত্মজ্ঞান উদ্ভিত হইলে সকল প্রমাণেরই প্রামাণ্যের অবগান
 হয়, সুতরাং তৎকালে সর্ববিধ ব্যবহারও লোপ পায় ; অতএব তাহার
 প্রতি বিধি অপেক্ষিত হইতে পারে না। অধিক কি আত্মস্বরূপ সম্প্রাপ্তি
 হইলে পুনরায় প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহারই হইতে পারে না (“বদ্র ভূম্য
 সর্বমাত্মবাতুং তৎ কেন কং পশ্যেৎ” ইত্যাদি শ্রুতি)। তোগার এরূপ
 আশঙ্কা হইতে পারে যে, যেসকল ধর্মাধিগমে প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার হয়,
 সেইরূপ আত্মাধিগমেও প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার কেন না হইবে ? তাহাও
 বলিতেছি। প্রথমতঃ দেখ প্রমাণকরণের নামই প্রমাণ অর্থাৎ বাহ্য দ্বারা
 প্রমা (সম্যক্ জ্ঞান) সঞ্চার হয়, তাহারই নাম প্রমাণ। (৩০৮ পৃষ্ঠার টিপ্পনী
 দ্রষ্টব্য)। যদ্বিবয়ক প্রমা সঞ্চার হয়, তাহারই নাম প্রমেয়, এবং যে প্রমা-
 জ্ঞান লাভ করে তাহারই নাম প্রমাতা। প্রমাতা থাকিলেই প্রমাণ প্রমেয়
 ব্যবহারও হইতে পারে। প্রমাতা না থাকিলে প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার কে
 করিবে ? “আমি একটি ঘট দর্শন করিতেছি” এরূপ স্থলে প্রমাতা “আমি”
 প্রমেয়, “ঘট”, ও ‘প্রমাণ’ সন্নিবৃত্ত চক্ষুরিস্থিয়। কিন্তু প্রমাতা বা আমি
 যদি না থাকি, তবে আর ঘট, কে কি দিয়া দেখিবে ? ফল কথা প্রমাতাকে
 লইয়াই প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার। প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমাণ এতৎত্রিতয়ই
 পরস্পরসাপেক্ষ। এখন মনে কর আত্মবস্ত্র প্রমেয়, প্রমাতা জীব, প্রমাণ
 শব্দ। কিন্তু অন্ত্য বা চরম প্রমাণ “অহং ব্রহ্মাস্মি” ইত্যাকার জ্ঞান। যখন
 জীবের “অহং ব্রহ্মাস্মি” এইরূপ জ্ঞান সমুদ্ভিত হয়, তখন তাহার অবিদ্যা-
 বিজ্ঞানিত অহংকার-বিজ্ঞানিত আমিষ, প্রকৃত, আমি বা আত্মার সহিত এক
 হইয়া যায়, সুতরাং তৎকালে “অহং ব্রহ্মাস্মি” রূপ এই অন্ত্যপ্রমাণ,
 জীবের প্রমাতৃত্ব ব্যবহার লোপ করে। আরও দেখ যেসকল স্বপ্নকালীন
 প্রমাণ স্বপ্নান্তে বা জাগ্রদবস্থায় যয়ং অপ্রমাণীভূত হয়, সেইরূপ
 “অহং ব্রহ্মাস্মি” রূপ অন্ত্য প্রমাণ অজ্ঞানী জীবের প্রমাতৃত্ব নাশ

করিয়া স্বয়ং প্রমাণীভূত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রমাণত্বপন্নন নাশে প্রমাণ প্রমের ব্যবহারেরও নাশ হয়। নিরুত্তিষ্ট বাহার স্বরূপ দে আবার কাহার প্রমাণ হইবে? যেসকল স্বপ্ননিরুত্তিস্বরূপ প্রবোধ কাহারও প্রমাণ নহে, অথবা যেসকল শার্কর-তিমিরহাগী নবি নিজেরই নিজের প্রমাণ অন্তের নহে, সেইরূপ অজ্ঞানধ্বান্তের কৃতান্ত বা নিরুত্তি স্বরূপ অদ্বৈত-জ্ঞানও কাহারও প্রমাণ নহে, অর্থাৎ নিজেরই নিজের প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ দেখ, লৌকিক ব্যবহারেও দেখা যায় যে, বস্তু নিশ্চয় পর্য্যন্তই প্রমাণের ফল; সুতরাং প্রমাণে প্রবর্তক বিধি অপেক্ষিত হয় না ও এরূপ ব্যবহার কুজাপি পরিলক্ষিতও হয় না। মনে কর কোন ব্যক্তি চক্ষুরিঙ্গিয়-রূপ-প্রমাণ দ্বারা ঘট দেখিতেছে (ঘটরূপ প্রমের বিষয়কে প্রমিত্তি করিতেছে), এরূপ স্থলে তাহাকে “ঐ ঘট দেখ” বলিয়া আর ঘটদর্শন রূপ বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতে হয় না; তাহাকে ঘটদর্শনের আর বিধি প্রদান করিতে হয় না। এইরূপ অদ্বৈত জ্ঞানও স্বয়ং প্রমাণ বলিয়া তাহাতে বিধি অপেক্ষিত হইতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমের বস্তু না পাওয়া যায় ততক্ষণই প্রমাণের প্রবৃত্তি, বস্তু পাইলে (প্রমিত্তি বিষয়ীভূত হইলে) আর কে প্রমাণে প্রমাণপন্ন হয় বা তাহাতে প্রবৃত্ত হয়? বিদূরিতাজ্ঞান জীবও স্বরূপ সম্প্রাপ্ত হইয়া বা ব্রহ্ম বস্তুকে লাভ করিয়া আর কোন প্রমের নিরূপণে প্রবৃত্ত হয় না। বাহা পাইবার তাহা পাইলে আবার তাহাতে নূতন করিয়া প্রবৃত্তি হইতেই পারে না। সুতরাং পূর্নাপর সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ যে, আত্মজ্ঞানীর কখনও কর্মে অধিকার হইতে পারে না। জ্ঞানমাহাত্ম্যেই জ্ঞানীর সমস্ত শিক্ত হয়, অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানীকে আর কোনরূপ নিষ্ঠাবিধিনিয়মের অধীন হইতে হয় না; সুতরাং সম্যাসেই তাঁহার অধিকার—কর্মে নহে। উল্লিখিত তাৎপর্য্য পুণ্ড্যপাদ শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, রামানুজ, হনুমান্, মধুসূদন ও নীলকণ্ঠ শ্রীর অনুমোদিত।

পুণ্ড্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন যে, বুদ্ধি দ্বিবিধা—আত্মনিষ্ঠা ও বিষয়নিষ্ঠা। আত্মনিষ্ঠা বা আত্ম প্রবণা বুদ্ধি অজ্ঞান তমসাহরজনগণের পক্ষে নিশা স্বরূপ। নিশায় কি কি ঘটে তাহা যেমন স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তি জানিতে পারে না, সেইরূপ আত্ম-প্রবণা বুদ্ধিতে আপ্যমান বস্তুবিষয়ক জ্ঞান অজ্ঞানী ব্যক্তির হইতে পারে না। কিন্তু সৎসমী দ্বি-

এক ব্যক্তি তাদৃশ বুদ্ধিপ্রভাবে অপ্রাবিষ্ট ব্যক্তির স্তর মোহাক্ষর না থাকিয়া আত্মজ্ঞানরূপ আনন্দ অনুভব করেন । বিষয়প্রবণা বুদ্ধিসম্পন্ন অজগণ বিষয়-ব্যাপারে শোকগোহাদি জনিত সুখদুঃখাদি সাক্ষাৎ অনুভব করে, কিন্তু তাহা স্থিতপ্রাজ্ঞ মুনির পক্ষে নিশাশরূপ, সুতরাং তিনি তাহার কিছুই অনুভব করেন না ; সুখদুঃখপ্রদ সাংসারিক বিষয়-ব্যাপার উদাসীনভাবে অবলোকন করিতে করিতে তিনি স্বভোগ্য বিষয়ও নিলিঙভাবে অনুভব করেন । ৬৯ ॥

—•••—

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বৈ

স শামিস্তাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

অন্বয় ।—[বহুভিঃ নদনদীভিঃ] আপূর্য্যমাণং অচলপ্রতিষ্ঠং (সমা-
বহিতং) সমুদ্রে (মহাসাগরে) অপিঃ (জলানি) যদ্বৎ প্রবিশন্তি তদ্বৎ
সর্ব্বৈ কামাঃ (বিষয়াঃ) যং (কামনাশূন্যং মুনিং স্বয়ং) প্রবিশন্তি
(প্রবিশ্য চ ন বিকূৰ্ণন্তি ইত্যর্থঃ) স শামিস্তং (কৈবল্যং) আপ্নোতি
(প্রাপ্নোতি) ন কামকামী (ভোগকামনাশীলঃ) ॥ ৭০ ॥

প্রতিশব্দ ।—[বহু নং নদী কর্তৃক] পরিপূর্য্যমাণ সমভাব-সম্পন্ন
সমুদ্রে জল যেরূপ প্রবেশ করে সেইরূপে সর্ব্বপ্রকার বিষয় যে-ইচ্ছা-
বিহীন-মুনিতে প্রবেশ করে (প্রবেশ করিয়া বিকৃত করিতে পারে না)
তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত-হ্ম ভোগ-কামনামুক্ত रहे ॥ ৭০ ॥

ব্যাখ্যা ।—অসংখ্য নদ নদী কর্তৃক পরিপূরিত সমুদ্রে অন্য জল
প্রবেশ করিলেও তাহাতে সমভাবত্বের অন্যথা ঘটে না ; সেইরূপ
কামন সমুহ যে মুনির অন্তরে প্রবেশ করিয়াও, তাঁহাকে বিচলিত
করিতে পারে না, তিনি মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাকেন । কিন্তু বাঁহ্য
হৃদয়-ভোগ-কামনা-পরায়ণ তিনি কখনই তাদৃশ পরম ধনের অধি-
কারী হইতে পারেন না । ৭০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—নহুয্যটেক্ষণস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য যত্নেব মোক্ষপ্রাপ্তির্ব্যসংজ্ঞাসিনঃ।
কামকামিন ইত্যেতমর্থং দৃষ্টাস্তেন প্রতিপাদয়িষ্যামাহ আপূৰ্য্যোতি । আপূৰ্য্যমাণমন্তিরচলপ্রতিষ্ঠং
অচলতয়া প্রতিষ্ঠা অবস্থিত্বস্য তমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাণঃ সৰ্কতোগতাঃ প্রবিশন্তি স্বাস্থ্যহম-
বিক্রিয়মেব সত্ত্বং যৎ, তৎ কামা বিষয়সম্মিধাবপি সৰ্কত ইচ্ছাবিশেষা যং মুনিঃ সমুদ্রমিধাপোহ-
বিকূৰ্ণন্তঃ প্রবিশন্তি সৰ্কৈ আত্মন্যেব প্রণীয়ন্তে, ন স্বাস্থ্যং কূৰ্ণন্তি, স শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি,
নেতরঃ কামকামী, কামাত্ত ইতি কামাঃ বিষয়ান্তান্ কাময়িতুং শীলং যস্য স কামকামী, নৈব
প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ।

আনন্দগিরি ।—নহ্যংজ্ঞাসিনাপি বিজ্ঞাবতা বিনাফলস্য মোক্ষস্য লক্ষ্যং শকাৎ
কিমিতি বিদ্বঃ সংন্যাসো নিরম্যতে তজ্জাহ বিদ্ব ইতি । আপাতজ্ঞানবতো বিবেকবৈরাগ্যাদি-
বিশিষ্টসাম্যভাভ্যঃ সৰ্কাতোহিচ্ছাখিতস্য শ্রবণাদিহারা সমুৎপন্নসাক্ষ্যাকারবতো মুখ্যস্য
সংজ্ঞাসিনো মোক্ষো নান্তস্য বিষয়ত্বাপরিভূতস্য ইত্যেতদৃষ্টাস্তেন প্রতিপাদয়িতুমিচ্ছন্
রাগদ্বৈবিমুক্তৈস্ত ইতিপ্রাকোক্তমেবার্থং পুনরাহেতি যোজন্য । অস্তিঃ সমুদ্রস্য সমস্তাৎ
পূৰ্য্যমাণে বৃদ্ধিসবতী তদীয়া স্থিতির্যপতেদিত্যাশঙ্ক্যাহ অচলেনিতি । ন হি সমুদ্রস্যো-
দকাস্রকং প্রতিনিরতং রূপং কদাচিৎকালে হ্রসতে বা, তেন তদীয়া স্থিতিরেকরূপেবৈত্যর্থঃ ।
তত্ত্বাদেবোচ্চৈঃ সমুদ্রান্তর্গচ্ছন্তি তর্হি তস্য বিক্রিয়াবদ্বাদ প্রতিষ্ঠা সাদিত্যাশঙ্ক্যাহ স্বাস্থ্যহমিতি ।
ইচ্ছাবিশেষাঃ বিষয়মাণসম্মিধৌ পিছুষ নির্করকারে প্রবিশন্তোহপি সম্মিধানে তস্মিন্ প্রবিশন্তো
বিকারমাণায়ৈয়ুরিত্যাশঙ্ক্যাহ বিষয়েতি । প্রবেশং বিশদয়তি সৰ্কত ইতি । বোহকাম ইত্যাদি
প্রতেক্বিষয়বিমুখস্য নিকামস্য মোক্ষো ন কামকামকস্যোত্যাহ স শান্তিমিতি ॥ ৭০ ॥

রামানুজ ।—আপূৰ্য্যোতি । যথাস্বনৈবাপূৰ্য্যমাণসেকরূপং সমুদ্রং নাদেবো আপঃ
প্রবিশন্তি । আসামপাং প্রবেশেইপ্রবেশে চ সমুদ্রো ন কখন বিশেষমাপদ্যতে, এবং সৰ্কৈ
কামাঃ শকাদিবিষয়া যং সংযমনং প্রবিশন্তি তদিক্রিয়গোচরতাং প্রাপ্নুন্তি স শান্তিমাপ্রোতি
শকাদিক্রিয়গোচরতামাপন্নেন্দ্রনাপয়েষু চাস্বাবলোকনতৃপ্ত্যেব যো ন বিকারমাপ্রোতি স এব
শান্তিমাপ্রোতীত্যর্থঃ । কামকামী, শকাদিত্বিধৌ বিক্রিয়তে স কদাচিদপি ন শান্তিমাপ্রোতি ॥ ৭০ ॥

হনুমান্ ।—এবমবিদ্যাবিদ্যাভেদাদবিদ্বঃ সৰ্ককন্ধ্যাগি, বিদ্বঃ সৰ্ককন্ধ্যনিবৃত্তিভাবাৎ
সকলকন্ধ্যগ্নাস এব বিদ্বন্ত্যটেক্ষণস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য যত্নেব মোক্ষঃ ন কামকামিন ইত্যেতমর্থং
দৃষ্টাস্তেন প্রতিপাদয়িষ্যামাহ আপূৰ্য্যমাণমিতি । আপূৰ্য্যমাণমন্তিরচলপ্রতিষ্ঠং অচল্য প্রতিষ্ঠা
যস্য স তমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাণঃ প্রবিশন্তি, যৎ যৎ, তৎ তথা কামা প্রবিশন্তি পরমাত্ম-
জ্ঞানেনৈব রাগদ্বৈভাভ্যং প্রকাশমানং স শান্তিং মোক্ষলক্ষণং প্রাপ্নোতি ন কামকামী, কামান্
কাময়তে ইতি কামকামী ॥ ৭০ ॥

শ্রীধর ।—নহ বিদ্বন্তঃ দৃষ্টভাবে কথনসৌ তান্ ভুক্তে ইত্যপেকারামাহ আপূৰ্য্য-

মাগমিতি । নানানন্দনদীভিরাপূর্য্যমাণমপ্যচলপ্রতিষ্ঠমনতিক্রান্তমধ্যাদমেব সমুদ্রঃ পুনর-
প্যস্তা আপো যথা প্রবিশন্তি, তথা কামাঃ পিযাঃ যঃ মুনিমন্তদৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব
প্রারদ্ধকর্ষভিরাক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রাবিশন্ত স শান্তং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি, ন তু কামকামী
ভোগকামনাশীলঃ ॥ ৭০ ॥

বলদেব ।—উক্তং ভাঃ ক্ষুটরগ্রাহ আপূর্য্যোতি । স্বরূপেণৈবাপূর্য্যমাণং তথাপ্য-
চলপ্রতিষ্ঠমমূলজ্বতপেণঃ সমুদ্রং বণাপোহস্তা বর্ষোদ্ভবাঃ নন্তঃ প্রবিশন্তি, ন তু তত্র কঞ্চি-
বিশেষং শকুবন্তি কর্তুঃ, তদ্বৎ সর্কে কামাঃ প্রারদ্ধাকৃষ্টা বিবরা যঃ প্রবিশন্তি ন তু
বিকর্তুঃ প্রভবন্তি স শান্তিমাশ্নোতি । শব্দাদিবু তদিক্রিয়গোচরেহপি সংবাস্ত্রানন্দানুভব-
তৃপ্ততৈবিকারলেশমপ্যপি ন স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ । যঃ কামকামী বিষয়লিপ্সুঃ স ভূতলক্ষণাং
শান্তিং নাপ্নোতি ॥ ৭০ ॥

মধুসূদন ।—এতাদৃশস্ত স্থিতপ্রজ্ঞস্ত সর্ববিক্ষেপশাস্তিরপার্থসিদ্ধেতি সদৃষ্টান্তমাহ
আপূর্য্যমাণমিতি । সর্বাভিনন্দীভিরাপূর্য্যমাণং সন্তঃ বৃষ্টাদিপ্রভবা অপি সর্কা আপঃ
সমুদ্রং প্রবিশন্তি, কীদৃশং অচলপ্রতিষ্ঠং অনতিক্রান্তমধ্যাদং, অচলানাং মৈনাকাদীনাম্ প্রতিষ্ঠা
বস্মিগ্নিতি বা গান্ধীর্ঘ্যাতিশয় উক্তঃ । যদ্বৎ যেন প্রকারেণ নির্জিকারত্বেন, তদ্বৎ তেনৈব
নির্জিকারত্বপ্রকারেণ যঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ নির্জিকারমেব সন্তঃ কামাঃ অজ্ঞৈর্লোকৈঃ কাম্যমানাঃ
শব্দাভাঃ সর্কে বিবরা অবজ্ঞানীয়তয়া প্রারদ্ধকর্ষবশাৎ প্রবিশন্তি ন তু বিকর্তুঃ শকুবন্তি
স মহাসমুদ্রস্থানীরঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ শান্তিঃ সর্বলোকিকালোকিককর্ষবিক্ষেপনিবৃতিং বাধিতাহ-
বৃত্তাবিষ্টাকার্য্যনিবৃত্তিকাপ্রোতি জ্ঞানবলেন, ন কামকামী । কাম্যান্ পিষ্যান্ কাময়িতুং
শীলং যন্ত স কামকাম্যজ্ঞঃ শান্তিং ব্যাখ্যাভাং নাপ্নোতি, অপিতু সর্বনা লৌকিকালোকিক-
কর্ষবিক্ষেপেণ মহতি ক্লেশার্ণবে মগ্নো ভবতীতি বাক্যার্থঃ । এতেন জ্ঞানিনি এব কলভূতো
বিষৎসন্ন্যাসস্তত্বেষ চ সর্ববিক্ষেপনিবৃত্তিরূপা জীবমুক্তিঃ দৈবাধীনবিষয়ভোগেহপি নির্জিকা-
রতেত্যাদিকমুক্তং বেদিতব্যম্ ॥ ৭০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহ “প্রজ্ঞহাতি যদা কামান্” “ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো নিগৃহীতানি”
ইত্যাদিনা অসকুৎ নিষরাণাং প্রচাণং তেভ্যশ্চ ইন্দ্রিয়াদীনাম্ প্রত্যাহরণমুক্তং, তেন তেবা-
মাস্ত্রনঃ পৃথক্ সত্বমতীতি সিদ্ধম্ । ন চ “নেহ নানান্তি কিঞ্চন” ইত্যাদিশ্রুত্যা তেবাং বাধান্ন
ভবতীতি বাচ্যম্, ইহেতি প্রতীচ্যেব তদ্রিবেদাৎ, ন হি ইহ ভূতলে ঘটো নাক্ষীভ্যাক্তে ঘটস্ত
স্বরূপং নিষধাতে কিন্তু তস্ত ভূতলসবন্ধমাত্ৰং, তস্মাৎ কামানাং পৃথক্ সত্বমন্ত্যতো নাইবত-
সিক্রিয়ত্যাশঙ্কা সদৃষ্টান্তঃ পারহরতি আপূর্য্যমাণমিতি । প্রবিশন্তীভিরুদ্রাপূর্য্যমাণমপি অচল-
প্রতিষ্ঠং অমুক্তিকং বুদ্ধিহীনত্বাৎ, এবং নির্গচ্ছতীভিরন্তিঃ রিচ্যমানমপি অচলপ্রতিষ্ঠং অরিক্তং
হ্রাসহীনত্বাদিত্যপি গোধ্যাঃ । এবংবিধং সমুদ্রং যদ্বৎ আশ্রয়প্রভবা আপঃ প্রবিশন্তি, তদ্বৎ যঃ
পুরুষঃ কাটেরাপূর্য্যমাণং হীরমানঃ বা অচলপ্রতিষ্ঠং নির্জিকারং বুদ্ধিহ্রাসহীনত্বাৎ, আশ্রয়প্রভবাঃ
সর্কে কামাঃ প্রবিশন্তি স এব শান্তিঃ বোক্সমাত্যন্তিকহঃখোপশমঃ প্রাপ্নোতি ন তু কামকামী

বিপর্যায়ী । অরজ্ঞাঃ, কুহাদান্ননঃ সৰ্গন্ত উৎপত্তিষ্ঠিত্বে চ লয় ইতি সৰ্গশ্রুতিশ্চি-
 ত্বেন তেন কামানং প্রহাণং তেভ্যশ্চেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহরণং স্বর্ঘ্যমাণং ন তেবাং পরমার্থতঃ
 পৃথক্‌স্বং সাধয়তি বহুপ্রমাণবিরোধাৎ, কিন্তু পাসরপ্রসিদ্ধং পৃথক্‌স্বমভিপ্রোক্ত্য প্রহাণাদিক-
 মুক্তং প্রবিলাপনম্‌নৈব ব্যাখ্যায়ম্ । যথায়ং পথিকৃতেহষ্টকপালং নির্কপেদিত্যাদৌ
 নির্কপতিনা যোগ উচ্যতে ন তু প্রৌতর্ধগাত্রং, তদ্বিনিহাপি জ্ঞেয়ম্ । “নেহ নানান্তি”
 ইত্যপি ইহ পরিদৃষ্টমানে প্রপঞ্চে আত্মতিরিক্তিং নানা কিমপি নাস্তীত্যেবং পরতয়া ব্যাখ্যায়ং,
 তথা চ “আত্মৈবেদং সৰ্গং ব্রহ্মৈবেদং সৰ্গং ঋষিৎ ব্রহ্ম” ইত্যাদয়ঃ শ্রুতিবাণীঃ সঙ্গচ্ছন্তে,
 আত্মনি কলিতস্তাত্ত তত্রৈব নিবেধে নাগ্নয় সৎসারপন্থেন কামানং পৃথক্‌স্বমভীতি
 যুক্ত এব সমুদ্রদৃষ্টান্তঃ । যন্তু সমুদ্রাৎ পৃথগ্‌গঙ্গায়াঃ সৎসমভীতি, তন্ন কার্যে কারণসৎসারি-
 রিত্তদ্বারা অভাবাৎ, বাচারম্ভাৎ বিকারো নামধেরমিতি কার্য্য্য বাগালনমাত্রব্রশ্রবণাদি-
 ত্যন্তর্য বিস্তরঃ ॥ ৭০ ॥

বিশ্বনাথ ।—বিষয়গ্রহণে কৌতরহিত্যমেব নিলিপতেত্যাহ আপূর্ঘ্যমাণমিতি ।
 যথা বর্ষাৎ ইত্যন্ততো নাদেয়া আগঃ সমুদ্রং প্রবিশন্তি, কীদৃশং আ ক্ৰীষদপি অপূর্ঘ্যমাণং
 ভাবতীতিরপাতিঃ পূরয়িতুং ন শক্যং, অচলপ্রতিষ্ঠং অনতিক্রান্ত্বাৎ তদ্বদেব কামা বিষয়া
 যং প্রবিশন্তি ভোগ্যত্বেনাস্তি । যথা অপাং প্রবেশে অগ্রবেশে বা সমুদ্রা ন কমপি
 বিশেষমাণন্তে, এবমেব যঃ কামানং ভোগে অতোগে চ কৌতরহিত এব ত্যাং স স্থিতপ্রজঃ ।
 শাস্তিঃ জ্ঞানম্ ॥ ৭০ ॥

তাৎপর্য্য ।—বীহার হৃদয় হইতে বাসনা সমূহ নির্মূলিত হইয়াছে
 তাদৃশ স্থিতপ্রজ যতিপুরুষই মোক্ষরূপ পরম ধনের অধিকারী । কিন্তু
 ভোগ কামনা পরারণ সন্ন্যাসী ব্যক্তির পক্ষে তাদৃশ সৌভাগ্য কখনই
 সজ্জটিত হইতে পারে না । ইহাই এই শ্লোকে দৃষ্টান্তসহকারে পরিক্ষুট
 হইতেছে । বহুৱায় অসংখ্য নদ ও নদী পর্লত-প্রদেশ হইতে প্রবাহিত
 হইয়া প্রতিনিয়ত বারিনিধির বিপুল কলেবরে বিলীন হইতেছে এবং বাঁরিদ-
 বিচ্যুত বহুল বৃষ্টি-ধারা সাগর সলিলে সন্মিলিত হইতেছে, কিন্তু সেই
 সন্নিপত্তির গুরু গান্তীর্ঘ্য কিছুতেই বিদূরিত হয় না, অথবা অবিরত বারি
 সমাগম হেতু কখনই তাঁহার স্থির ভাবের বিপর্য্যয় সজ্জটিত হয় না । অচল
 ও অটল সিদ্ধবর অবিকৃত সমভাবে অভ্যাগত বারিমাণিকে বন্ধে ধারণ
 করেন, কদাপি তজ্জন্য ক্ষীত বাঁউষেলিত হইয়া অধীর বা প্রমত্ত হন না ।
 যে নির্জিকার স্থিতপ্রজ মহাপুরুষ কামনার বিষরীকৃত শব্দাদি ব্যাপারে
 হৃক্পাত করেন না, অজগণের কাম্যমান বিষয় সমূহ বীহার অন্তর প্রদেশে

প্রবেশ করিলেও তাঁহাকে অগ্নিমান্ন আসক্ত বা বিচলিত করিতে সক্ষম হয় না, সেই মহাসমুদ্র স্বরূপ জ্ঞানবলে বলীয়ান হিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ শান্তিরূপ পরম ধন লাভ করেন । প্রাক্কর্মেবশে বিষয় বর্জন করা অসম্ভব হইলেও সেই জ্ঞান-গৌরবাসিত পুরুষসিংহ অনাসক্ত ও অবিচলিত ভাবে বিষয়োপভোগ করেন মাত্র । তাহার পক্ষিল হৃদে নিমজ্জিত হইয়া কখনই আপনাকে কলঙ্কিত ও বিমলিন করেন না । কিন্তু কাম্য বিষয় সমূহের কামনাই বাহার হৃদয়ের নিয়ামক, সেই ভোগবাসনা-পরায়ণ পুরুষ কদাপি মোক্ষ-ধনের অধিকারী হইতে পারে না, অধিকন্তু নিরন্তর লৌকিক ও অলৌকিক কলকামনাপূর্ণ কর্মসেবায় আত্ম নিয়োজন করিয়া ক্লেশ সাগরে নিমগ্ন হয় ও উত্তরোত্তর অধোগতির পথ নির্মুক্ত করে ॥ ৭০ ॥

বিহার্য কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিম্পৃহঃ
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

অর্থঃ ।—যঃ পুমান্ (পুরুষঃ) সর্বান্ কামান্ (বিষয়ান্) বিহার্য (পরিত্যজ্য) নিম্পৃহঃ (অমুগ্ধাংবিহীনঃ) [সন্] নির্মমঃ (মমেন্দ-মিত্যভিমানবর্জিতঃ) নিরহঙ্কারঃ (বিদ্যাভিজ্ঞানিত্যভিমানশূন্যঃ) চরতি (ভোগান্ ভুঙক্তে) স (হিতপ্রজ্ঞঃ) শান্তিঃ (মোক্ষঃ) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৭১ ॥

প্রতিশব্দ ।—যে পুরুষ সকল বিষয়কে ত্যাগ-করিয়া নিম্পৃহ [হইয়া] মমতাশূন্য অহঙ্কার-বর্জিত বিষয়ভোগ-করেন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত-হন ॥ ৭১ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে পুরুষ প্রবর বাবতীয় কাম্য বস্তুকে পরিত্যক্ত করিয়া অপ্রাপ্ত বিষয়ে স্পৃহারহিত, অহঙ্কার পরিশূন্য এবং মমতাবিহীন হইয়া বিষয়রাজ্যে বিচরণ করেন, তিনিই কৈবল্যরূপ পরমধনের অধিকারী হন ॥ ৭১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যস্মাদেবং তস্মাৎ বিহারেতি । বিহার পরিত্যজ্য কামান্ যঃ সর্বান্ লক্ষ্যানশেষতঃ কাংক্ষ্যোন চরতি জীবনমাজ্ঞচেষ্টাশেষঃ পৰ্য্যটনীয়ত্বার্থঃ । নিম্পৃহঃ পরীতজীবনমাত্রেহপি

নির্গতা স্পৃহা যন্ত স নিম্পৃহঃ সন্ নির্মম ইতি মমত্ববর্জিতঃ শরীরজীবনমাত্রাক্ষিপণপরিগ্রাহেহপি মদেদমিত্যভিনিবেশবর্জিতঃ নিরহঙ্কারো বিভাবাদিনিমিত্তান্বসন্তাবনারহিত ইত্যর্থঃ । স এবভূতঃ স্থিতপ্রজ্ঞো ব্রহ্মবিচ্ছান্তিং সর্বসংসারদুঃখোপরমত্বলক্ষণং নির্কাণাখ্যামধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ব্রহ্মভূতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

আনন্দগিহি ।—যদি গৃহস্থেনাপি মনসা সমস্তাভিমানং হিঁহা কুটং ব্রহ্মান্নানং পরিভাবয়ত। ব্রহ্মনির্কাণমাপাতে প্রাপ্তং তর্হি মোঢ়াদিবিড়ম্বলমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ বস্মাদিতি । শকাদিবিসয়প্রবণস্ত তত্তদিচ্ছাতেদভাগিনো ন মুক্তিপ্লিত ব্যাতিরেকস্ত সিদ্ধত্বং পূর্বোক্তমময়ং নিগময়তুমনস্তরং বাক্যমিত্যর্থঃ । অশেষবিষয়ত্যাগে জীবনমপি কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ জীবনেতি । সম্ভবজ্ঞাগ্বেষাদিকে দেশে নিবাসব্যাবৃত্তার্থং চরতীত্যোক্তদ্ব্যাদিষ্টে পর্যটতীতি । বিহার কামানিত্যনেন পুনরুক্তিং পরিহরতি শরীরেতি । নিম্পৃহত্বমুক্তা নির্মমত্বং পুনরুক্তদ্বং কথং পুনরুক্তিমার্থিকীং ন পশুণীত্যাশঙ্ক্যাহ শরীরজীবনেতি । সত্যহঙ্কারে মমকারস্তাবশ্যকস্মিন্নিরহঙ্কারং ব্যাকরোতি বিভাবাদিবীতি । স শাস্তিমাপ্রোতি ইত্যুক্তমুপসংহরতি স এবভূত ইতি । সংজ্ঞাসিনো মোক্ষমপেক্ষ্যমাশ্রয় সর্বকামপরিত্যাগাদীনি শ্লোকোক্তানি বিধেয়গানি যত্নসাধ্যানি তৎসম্পত্তিকলঙ্ক কৈবল্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

রামানুজ ।—বিহারেতি কামান্ত ইতি কামাঃ । শকাদয়ো বিষয়াঃ, যঃ পূমান্ শকাবীন্ সর্বান বিষয়ান্ বিহার তত্র নিম্পৃহঃ মমতারহিতস্ত অনাঅনি দেহে আত্মাভিমানরহিতস্তরতি, স আত্মানং দৃষ্ট্বা শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

হনুমান্ ।—বস্মাদেবং তস্মাচ্চরতি শরীরজীবনমাত্রমেব চেষ্টতে বিহারেতি । নিম্পৃহঃ শরীরজীবনমাত্রাহপি নির্গতা স্পৃহা যন্ত স নিম্পৃহঃ উপেক্ষকঃ, নির্মমঃ শরীরান্দো মদেদমিতি বুদ্ধিরহিতঃ, নিরহঙ্কারঃ বিভাবাদিনিমিত্তেনান্বসন্তাবনারহিতঃ স শাস্তিমবিশ্তোপরমলক্ষণমধিগচ্ছতি সৈবা জ্ঞাননিষ্ঠা ॥ ৭১ ॥

শ্রীধর ।—বস্মাদেবং তস্মাৎ বিহারেতি । প্রাপ্তান্ কামান্ বিহার ত্যক্তা উপেক্ষ্য অপ্রাপ্তেযু চ নিম্পৃহঃ যতো নিরহঙ্কারঃ অতএব তত্তোগগাধনেযু নির্মমঃ সন্নস্তদৃষ্টিভূত্বা ৮চরতি প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙ্ক্তে যত্র কুজাপি গচ্ছতি বা স শাস্তিং প্রাপ্নোতি ॥ ৭১ ॥

বলদেব ।—বিহারেতি । প্রাপ্তানপি কামান্ বিষয়ান্ সর্বান্ বিহার শরীরোপজীবনমাত্রাহপি নির্মমো মমতাশূন্যঃ নিরহঙ্কারঃ অনাঅনি শরীরে আত্মাভিমানশূন্যচরতি তদুপজীবনমাত্রং ভক্ষয়তি যত্র কাপি গচ্ছতি বা স শাস্তিঃ লভতে । ইতি ব্রজেন্ত ক্রিমিত্যভ্যন্তরম্ ॥ ৭১ ॥

মধুসূদন ।—বস্মাদেবং, তস্মাৎ প্রাপ্তানপি সর্বান্ বাহান্ গৃহলেক্সাদীন্ আভরান মনোরাজ্যরূপান্ বাসনামাত্ররূপাংশ্চ পথি গচ্ছতত্বগম্পর্শতুলান্ কামান্ ত্রিবিধান্ বিহারোপেক্ষ্য শরীরজীবনমাত্রাহপি নিম্পৃহঃ সন্ যতো নিরহঙ্কারঃ শরীরেজ্জিহাদাবরমহমিত্যভিমানশূন্যঃ বিভাবাদিনিমিত্তান্বসন্তাবনারহিত ইতি বা, অতো নির্মমঃ শরীরবাত্মাত্মার্থেহপি প্রারব্ধ-

কর্মাঙ্কিতে কোণীনাচ্ছাদনাদৌ সর্গেদমিত্যভিমানবর্জিতঃ সন্ যঃ পুমান্ চরতি প্রারব্ধকর্ম্মবশেন
ভোগান্ ভুঙ্ক্তে যাদৃচ্ছিকতয়া যঃ কাপি গচ্ছতীতি বা, স এবতুত হিতপ্রজ্ঞঃ শান্তিঃ সর্ব-
সংসারহঃ ধোপন্নলক্ষণঃ অবিত্যাতংকার্যানিবৃত্তিমধিগচ্ছতি জ্ঞানবলেন প্রাপ্নোতি তদেতদীদৃশং
ব্রহ্মণং হিতপ্রজ্ঞোতি চতুর্থপ্রপ্নাত্তত্ত্বং পরিসমাপ্তম্ ॥ ৭১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—প্রাসঙ্গিকীমাশঙ্কাঃ পরিহৃত্য “ব্রজেত কিং” ইত্যস্ত প্রপ্নাত্তত্ত্বমাহ
বিহারেতি । পূর্বোক্তান্ ত্রিবিধান্ কামান্ বিহার যশ্চরতি বিষয়ান্ ভুঙ্ক্তে নিস্পৃহস্ত যতো
নির্ম্মমঃ মমতাবান্ হি ইদং মম ভূগাদিত্যভ্যর্থনাত্ত্বং স্পৃহাং কেরোতি, নির্ম্মমোহপি কৃতঃ যতো
নিরহঙ্কারঃ, ন হৃৎকারশৃঙ্খল সূপ্ত্যাদৌ মমতা দৃষ্টা তস্মাদহঙ্কারপ্রবিলম্বাৎ শান্তিঃ মোক্ষঃ
প্রাপ্নোতি, অত্র যঃ সর্বস্বানভিলেহেহ ততি সর্বজ যচ্ছন্দদর্শনাৎ সাধনবিধিপর এবায়ং গ্রন্থঃ, অত্থথা
হিতপ্রজ্ঞস্ত প্রকৃতত্বাৎ তদমুবাদার্থো চ্ছন্দোহনর্থকঃ প্রাপ্নোতি, লোকেহপি হি পরম্ভাবকথনে
এবং কেরোতীতি তচ্ছন্দ এব প্রযুক্ত্যতে ন তু যচ্ছন্দঃ, বিধৌ তু এবং কেরোতি স ইদং
প্রাপ্নোতীতি ঘরোরপি প্রয়োগো দৃষ্টতে লক্ষণকথনার্থত্বেহপি তত্র তাৎপর্য্যভাবাধিবাংবেব
পর্য্যবস্ততীতি দিক্ ॥ ৭১ ॥

বিশ্বনাথ ।—কশ্চিৎ কামেষবিশ্বসন্ নৈব তান্ ভুঙ্ক্তে ইত্যাহ বিহারেতি ।
নিরহঙ্কারো নির্ম্মম ইতি দেহদৈহিকেবহন্তা মমতাশৃঙ্খঃ ॥ ৭১ ॥

তাৎপর্য্য ।—যে সন্ন্যাসী পুরুষ কামনার বিষয়ীভূত যাবতীয় পদার্থ
সমুদ্র-তীরস্থ বালুকারাশির ন্যায় মূল্যবিহীন জ্ঞান করেন, অথবা মানস-
পথে সমুদিত বাসনাসমূহকে পর্য্যটন কালে চরণ-সংস্পৃষ্টে দূর্জাদলের স্তায়
তুচ্ছবোধে উপেক্ষা করিয়া স্বকীয় দেহ ও জীবনেও স্পৃহাশূন্য হইতে
পারিয়াছেন এবং স্বকীয় বিদ্যা ও ক্ষমতাদি জনিত অহঙ্কার পরিশূন্য,
অন্তরাং স্বকীয় জীবন যাত্রা নিকীহোপযোগী কোপীনবাস ও তণুল-
কণিকাতেও স্বকীয় স্বামিত্ব বোধবিহীন হইয়াছেন, তাদৃশ জ্ঞান-বল-সম্পন্ন
মহাপুরুষ প্রারব্ধ কর্ম্মবশে যে কোন বিষয়ই উপভোগ করুন না কেন,
নিশ্চয়ই কৈবল্য বা মুক্তির অধিকারী হন । কারণ অবিদ্যা-বিলসিত
ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-বিষয়-ভোগ-বিরহিত হইয়া সর্বসংসার দুঃখজিহ্বিতরূপা
শান্তিকে প্রাপ্ত হইবার তিনিই অধিকারী । এতদ্বারা অর্জুনকৃত চতুর্থ
প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইল ॥ ৭১ ॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহুতি ।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্ম-নির্বাণমুচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে সাধ্যাযোগো
নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অনুয় ।—পার্থ ! (কৌন্তেয়) এষা (যথোক্তা) ব্রাহ্মী (ব্রহ্মবিষয়া)
স্থিতিঃ (নিষ্ঠা) এনাং (স্থিতিং) প্রাপ্য (লব্ধ্বা) ন বিমুহুতি (মোহং
প্রাপ্নোতি) অস্তকালে (শেষে বয়সি) অপি অস্যাং (ব্রাহ্মাং)
স্থিত্ব ব্রহ্মনির্বাণং (ব্রহ্মণি নির্বাণং) মুচ্ছতি (গচ্ছতি) ॥ ৭২ ॥

প্রতিশব্দ ।—কৌন্তেয় ! ইহাই পূর্বোক্তরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠা এই-ব্রহ্ম-
জ্ঞান পাইয়া মোহ-প্রাপ্ত-হয় না শেষ-বয়সে-ও ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিত-হইয়া
ব্রহ্মে-বিলয় প্রাপ্ত-হয় ॥ ৭২ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে প্রধানন্দন ! এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাই ব্রহ্ম-
বিষয়িনী নিষ্ঠা । এই ব্রহ্মজ্ঞান সজ্জাত হইলে মানব আর কখনই
সংসারমোহে বিমোহিত হইতে পারে না এবং জীবনের পরিশ্রমাপ্ত
কালেও এই পরম জ্ঞান সমুদিত হইলে, মানব ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ নির্বাণ
মুক্তির অধিকারী হন ॥ ৭২ ॥

শঙ্করাচার্য ।—সৈবা জ্ঞাননিষ্ঠা তু যতে এষা ব্রাহ্মীতি । এষা যথোক্তা ব্রাহ্মী
ব্রহ্মণি ভবেয়ং স্থিতিঃ সৰ্ব্বকর্ম সংজ্ঞাত ব্রহ্মরূপেণৈবাবস্থানমিত্যেতৎ, হেপার্থ ! নৈনাং স্থিতিং
প্রাপ্য লব্ধ্বা বিমুহুতি ন মোহং প্রাপ্নোতি, স্থিত্বাস্যং স্থিতৌ ব্রাহ্মাং যথোক্তাস্যামন্তকালেহপি
অন্তে বয়সপি ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মনির্বাণং মোক্ষমুচ্ছতি । কিন্তু বক্তব্যং ব্রহ্মচর্যাং দেব সন্ন্যাস
যাবজ্জীবং যো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে স ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতীতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকাচার্যশ্রীমচ্ছঙ্করভাগবতঃ ।

৩ কৃষ্ণো গীতাভাষ্যে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

জ্ঞানান্ধগিরি ।—তত্র তত্র সংকেপাবত্তরাত্যাং প্রদর্শিতাং জ্ঞাননিষ্ঠাং অধিকারি-
 প্রবৃত্তার্থেভ্যে ন ত্তৌতুমুত্তরশ্লোকমবতারয়তি সৈবেতি । গৃহস্থঃ সংন্যাসীভূতাবপি চেদ্ব্যক্তি-
 ভাগিনো, কিং তর্হি কষ্টেন সর্বত্বেব সংন্যাসেনেচাশঙ্ক্য সংন্যাসিব্যতিরিক্তানামস্তরায়ন্ত-
 বাদপেক্ষিতঃ সন্ন্যাসো মুমুক্শোরিত্যাহ এবেতি । স্থিতিমেব ব্যাচষ্টে সর্বমিতি । (ন বিমুক্ত-
 তীতি পুনর্নঞোহমুকর্ষণমবতার্য) সংন্যাসিনো বিমোহাভাবেহপি গৃহস্থো ধনহানাদি-
 নিমিত্তং প্রায়েণ বিমুক্তি বিক্ষিপ্তঃ সন্ পরমার্থবিবেকরহিতো ভবতীত্যর্থঃ । যথোক্তা ব্রাহ্মী
 স্থিতিঃ সর্বকর্ষণংন্যাসপূর্ষিকা ব্রহ্মনিষ্ঠা, তস্তাং স্থিত্য তামিমামামুদ্ব্যস্তত্বার্থেহপি তাগে কৃৎস-
 ন্যর্থঃ । অপিশঙ্কচিত্তং কৈমুক্তিকন্যারমাহ কিমু ব্যক্তব্যমিতি । তদেবং তৎসংপদাথে
 ভট্টক্যং ব্যাক্যার্থন্তজ্ঞানাদেকাকিনো মুক্তিস্তদুপারশ্চেত্যেভ্যামটেককত্র শ্লোকে প্রাধা-
 ন্যেন প্রদর্শিতমিতি নিষ্ঠাব্রহ্মপারোপেরত্বতমধ্যায়েন সিদ্ধম্ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকচাৰ্য্য-শুদ্ধানন্দ-পূজ্যপাৰ-শিষ্য ভগবদানন্দগিরি-

বিরচিত্তে শ্রীগীতাভাষ্যবিবেচনে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্মানুজ ।—এবেতি । এষা নিত্যাত্মজ্ঞানপূর্ষিকাসদকর্মণি স্থিতিঃ সৈষা হিরণী-
 লক্ষণা ব্রাহ্মী ব্রহ্মপ্রাপিকা ঈদৃশীঃ কর্মস্থিতিং প্রাপ্য ন বিমুক্তি ন পুনঃ সংসারমাপ্নোতি ।
 অগ্যাং স্থিত্যমস্তিমহপি বরসি স্থিত্য ব্রহ্মনির্কীগমুচ্ছতি নির্কীগময়ং ব্রহ্ম গচ্ছতি স্মৃৎক-
 তানমাত্মানমপিগচ্ছতীত্যর্থঃ । এষামাত্মাধ্যাত্মজ্ঞানপূর্ষকবুদ্ধাধ্যাত্ম কর্মণস্তৎপ্রাপ্তিসাধন-
 তামজ্ঞানতঃ পরীরাষ্ট্রজ্ঞানেন মোহিতস্ত তে তব তেন চ মোহেন যুদ্ধান্নিযুক্তস্য তস্মোহশান্তয়ে
 নিত্যাত্মনিষয় সাধ্যাবুদ্ধিতংপূর্ষিকা চাসদকর্মীমুঠানরূপা কর্মযোগনিষয়ী বুদ্ধিঃ স্থিতপ্রজ্ঞতা
 যোগসাধনভূতা দ্বিতীয়েহধ্যায়ে প্রোক্তা । তত্চক্ৰং “নিত্যাত্মানসদকর্মহোগোচরা সাধ্যাযোগধীঃ ।
 দ্বিতীয়ে হিরণীলক্ষ্য প্রোক্তা তস্মোহশান্তয়ে” ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমত্তগবদগীতাভাষ্যবিরচিত্তে শ্রীমত্তগবদগীতাভাষ্যে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

হুমুমান্ ।—এবেতি । এষা যথোক্তা ব্রাহ্মী ব্রহ্মণি ভবেৎ স্থিতিঃ নৈনাং স্থিতিং প্রাপ্য
 লক্ষ্য বিমুক্তি ন মোহং প্রাপ্নোতি, স্থিত্যস্তাং ব্রাহ্মাং স্থিতৌ যথোক্তায়াং অন্তকালেহপ্যন্তে
 বরস্তপি হি ব্রহ্মনির্কীগং ব্রহ্মনিবৃত্তিং মোক্ষমুচ্ছতি গচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমদ্রহ্মসংহিতায়ৈ পৈশাচভাষ্যে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধর ।—উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্বপ্নপসংহরতি এবেতি । ব্রাহ্মী স্থিত্তিব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা
 এষা এবংবিধা, এনাং পরমেশ্বরসাধনে ন বিশুদ্ধাত্মকরণঃ পূমান্ প্রাপ্য ন বিমুক্তি পুনঃ সংসার-
 মোহং ন প্রাপ্নোতি । যতোহনন্তকালে যুক্ত্যগময়েহপি অগ্যাং ক্রমমাত্রং স্থিত্য ব্রহ্মনির্কীগং ব্রহ্মণি
 লভ্যমুচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কিং পুনর্কৃত্যং বাশ্যমাত্রং স্থিত্য প্রাপ্নোতীতি । শোকপঙ্কনিময়ঃ যঃ
 সাধ্যযোগোপদেশতঃ । উজ্জহার্জুনং তত্বে ন কৃৎসনং ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমত্তগবদগীতায়াং শ্রীমত্তগবদগীতায়াং সাধ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

বলদেব ।—স্থিতপ্রজ্ঞতাং ত্তৌতি এবেতি । ব্রাহ্মী ব্রহ্মপ্রাপিকা অন্তকালে

চরমে বরসি কিং পুনরাকৌমারং ব্রহ্ম ঋজুতি লভতে । নির্দোষমমৃতরূপং তৎপ্রদমিত্যর্থঃ । নহু
ততোঃ হিতঃ কথং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি ? তৎপ্রাপ্তেত্তত্কেহেতুকবাদিতি চেচ্ছ্যতে । ততাত্তত্কে-
হেতুকবাদত্তত্কেহেতুত্যাচ্চ তৎপ্রাপকভেতি ॥ ৭২ ॥

• . নিকামকর্মভিজ্ঞানী চরমেব স্মরন ভবেৎ । অন্যথা দ্বিঃ এবৈতি দ্বিতীরোহধারণনির্ণয়ঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্তে শ্রীভগবদগীতোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীরোহধারণঃ ।

মধুসূদন ।—তদেবং চতুর্গাং প্রদানামৃতরথাজেন সর্বাণি হিতপ্রজ্ঞলক্ষণাণি মধুক-
কর্তব্যত্বা কথিতানি, সম্প্রতি কর্মযোগফলভূতাং সাধ্যানিষ্ঠাং ফলেন স্বরূপসংহরতি এবৈতি ।
এবা হিতপ্রজ্ঞলক্ষণবাজেন কথিতা, “এবা চেহতিভিতা সাধ্যো বুদ্ধিঃ” ইতি চ প্রাপ্তক্কা হিতি-
নিষ্ঠা সর্বকর্মসংন্যাসপূর্বকপনসাম্যজ্ঞানলক্ষণা ব্রাহ্মী ব্রহ্মবিষয়া, হে পার্থ ! এনাং স্থিতিং প্রাপা
যঃ কশ্চিদপি পুনর্ন বিমুহতি, ন হি জ্ঞানবোধিত্তাজ্ঞানস্ত পুনঃ সম্ভবোহিতি অনাদিহোমোৎ-
পত্তাসম্ভবাৎ, অস্তাং তিষ্ঠে অস্তকালেহপি অস্তোহপি বরসি হিবা ব্রহ্মনির্দোষঃ নিবৃত্তিঃ
ব্রহ্মরূপনির্দোষমিতি বা ঋজুতি গচ্ছত্যাত্মদেন, কিমুৎকথাং, বো ব্রহ্মচর্যাণেব সন্ন্যস্ত বাবজীবমস্তাং
ব্রাহ্মাণ্যং তিতাববতিষ্ঠতে স ব্রহ্মনির্দোষমুচ্চতীত্যপিপকার্থঃ । জ্ঞানং তৎসাধনং কর্ম সম্ভবদ্বিচ্চ
তৎকলম্ । তৎকলং জ্ঞাননিষ্ঠেবেত্যপ্যারেহস্মিন্ প্রকীর্তিতম্ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্যাবিশেষবরসরস্বতী-শ্রীশাশ্বতীয়া শ্রীমধুসূদন সরস্বতীবি-
চিত্তায়াং গীতাগুণাধীপিকার্যাং সর্বগীতাধনুজগৎ নাম দ্বিতীরোহধারণঃ ।

নীলকণ্ঠ ।—প্রতিপাদিতাং কর্মযোগপ্রাপ্যাং সাধ্যাবোগনিষ্ঠাং ফলেন স্বরূপ সংহরতি
এবৈতি । এবা হিতপ্রজ্ঞলক্ষণপ্রসঙ্গাৎ কথিতা, ব্রাহ্মী ব্রহ্মলক্ষণাত্ত ব্রহ্মবিচ্ছ্যতে, “ব্রহ্মবিচ্ছ্যত্বৈব
ভবতি” ইতি স্মৃতেঃ, তন্তেরং ব্রাহ্মী স্থিতিঃ নিষ্ঠা । এনাং নিষ্ঠাং প্রাপ্য নরো ন বিমুহতি
পুনর্মোহং ন প্রাপ্নোতি, অস্তামস্তকালেহপি স্থিতিং সত্বজ্ঞাতাপীরং ফলবতী ন ভূপাসনা-
বজ্জিরাভ্যাসসাপেক্ষত্যাচ্চ, ব্রহ্ম ঋজুতি প্রাপ্নোতি, কিং লোকাভ্যবৎ গতিপ্রাপ্যাং ব্রহ্ম নেত্যাচ্চ
নির্দোষমিতি । নির্গতং বাসং গমনং যস্মিন্ প্রাপ্যো ব্রহ্মবি তনির্দোষম্, তথা চ স্মৃতিঃ, “ন তত
প্রাপা উৎক্রামত্যট্টেব সমবলীরস্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপোতি” ইতি গতিসম্বরণে প্রাপকপোপাধি-
প্রবিলম্বমাত্যং । ঘটাকাশস্ত মগাকাশস্তপ্রাপ্তিবৎ জীবন্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাহ অস্তকালেহনীতি ।
অপিপকার্ৎ এবা ব্রহ্মচর্যাদারভ্যাত্ত প্রতিষ্ঠতি স ব্রহ্মনির্দোষঃ কৈমুতিকভায়েন প্রাপ্নোতীতি
গম্যতে । অভ্যাসারভ্যার্থঃ সংগৃহীতো মধুসূদনশ্রীপাদৈঃ । “জ্ঞানং তৎসাধনং কর্ম সম্ভবদ্বিচ্চ
তৎকলম্ । তৎকলং জ্ঞাননিষ্ঠেবেত্যপ্যারেহস্মিন্ প্রকীর্তিতম্” ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্যাবিশেষবরসরস্বতী-শ্রীশাশ্বতীয়া শ্রীমধুসূদন সরস্বতীবি-
চিত্তায়াং গীতাগুণাধীপিকার্যাং সর্বগীতাধনুজগৎ নাম দ্বিতীরোহধারণঃ ।

বিশ্বনাথ ।—উপসংহরতি এবৈতি । ব্রাহ্মী ব্রহ্মপ্রাপিকা । অস্তকালে মুহ্যসময়েহপি

কিং পুনরাবালাম্ । জ্ঞানং কৰ্মচ যিম্পষ্টমম্পষ্টং তত্ত্বিমুক্তবান্ । অন্তঃসারমখ্যায়ঃ শ্রীগীতাসুত্র-
মুচ্যতে ॥ ৭২ ॥

ইতিসারার্থবর্ণিণ্যং হর্ষিণ্যং তত্চেতসাম্ । শ্রীগীতাসু দ্বিতীয়োহয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যাম্ ॥

তাৎপর্য্য ।—অৰ্জুনকৃত প্রশ্ন চতুষ্ঠয়ের উত্তরচ্ছলে শ্রীভগবান্ স্থিত-
প্রজ্ঞের সৰ্ববিধ লক্ষণ এবং মুক্তিকাম পুরুষের কর্তব্য বিবৃত করিয়াছেন ।
একণে সেই সাধ্যানিষ্ঠা বা জ্ঞাননিষ্ঠার মাহাত্ম্য পরিকীৰ্ত্তন করিয়া
প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছেন । স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ-বর্ণন-প্রসঙ্গে যে
সকল বিবরণ কথিত হইয়াছে এবং ‘এষা তেহতিহিতা সাংখ্যো’ ইত্যাদি
শ্লোকে যে বুদ্ধির বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, সেই সৰ্ব কৰ্ম সন্ন্যাস পূৰ্ব্বক
পরমাত্ম-জ্ঞানলক্ষণা নিষ্ঠা অর্থাৎ বুদ্ধিই ‘ব্রাহ্মী’ অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিষয়িণী ।
হে-কৌন্তেয় ! তাঁহার বুদ্ধি এইরূপে ব্রহ্ম বিষয়ে স্থির ভাবাপন্ন হইয়াছে,
তাঁহার জ্ঞান কখনই অজ্ঞানভিমির-জালে সমাচ্ছন্ন হয় না । সুতরাং
তিনি কখনই পুনরায় মোহ-রূপে নিপতিত হন না । যে ব্যক্তি আজীবন
চেষ্টা করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, জীবন-প্রয়াণের
কিঞ্চিৎ পূর্বেও যদি তাঁহার হৃদয়-কন্দর ব্রহ্ম-জ্ঞানে আলোকিত হয় এবং
তাঁহার জ্ঞান ব্রহ্ম-বিষয়ে স্থির ভাব পরিগ্রহ করে, তাহা হইলেও তিনি
ব্রহ্মরূপে নির্মাণ পদবী লাভ করিয়া পবন ধন্য হন । যিনি যাবজ্জীবন
সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম-বিষয়িণী বুদ্ধিকে স্থির করিয়া রাখিতে
পারেন, তাঁহার ব্রহ্মনির্মাণ যে অবশ্যস্বাবী এ কথা বলাই বাহুল্য । এই
অধ্যায়ে কৰ্মজনিত সত্ত্বশুদ্ধি এবং তাহার ফলস্বরূপ জ্ঞাননিষ্ঠার বিবরণ
প্রকীৰ্ত্তিত হইল । এই অধ্যায়ের নামান্তর সৰ্বগীতার্থ সূত্র ॥ ৭২ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তাৎপর্য্য সমাপ্ত ।

যাযুধনুনি ।—অহান দেহকারণ্যধর্ম্মাধর্ম্মধিরাহুলম্ । পার্থঃ প্রপন্নবুদ্ধিশ্চ শাস্ত্রবি-
ভরণং কৃতম্ ॥ নিত্যাত্মা সঙ্গকর্ম্মেহা গোচরা সাধ্যাবোগধীঃ । দ্বিতীয়ে স্থিতধী দক্ষ্যা প্রোক্তা
ভ্রমোহনশাস্ত্রে ॥

ভাবার্থ ।—গীতাশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে, অনুপযুক্ত স্থলে দেহ ও কারণ্য-প্রণোদিত
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনির্ধারণ ব্যাকুলিত-হৃদয় শরণাগত অৰ্জুনের উদ্দেশ্য করিয়া এই শাস্ত্রের অবতারণা
করা হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে, অৰ্জুনের মোহ শাস্তির নিমিত্ত, প্রথমতঃ আত্মার নিত্যত্ব
এবং নিরাম কৰ্মরূপ সাধ্যাবোগ, পরে স্থিতধী লক্ষণ প্রকীৰ্ত্তিত হইয়াছে ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

—: (•) :—

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমবায়ম্ ।

বিবস্বান্ মনসে প্রাহ মনুরিক্শাকবেত্রবীৎ ॥ ১ ॥

অন্থয় ।—শ্রীভগবান্ উবাচ । অহং বিবস্বতে (সূর্য্যায়) ইমং অবায়ম্ (অবায়রূপত্বাৎ অক্ষয়ং) যোগং প্রোক্তবান্ (প্রকর্ষণে কথিত-বান্) বিবস্বান্ (সূর্য্যঃ) মনসে (মনু নামকায় স্বপুত্রায়) প্রাহ মনুঃ ইক্ষাকবে (ইক্ষাকু নামধেয়ায় স্বপুত্রায়) অত্রবীৎ ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন । আমি সূর্য্যকে এই অক্ষয়-কলপ্রদ যোগ বিশেষ-রূপে বলিয়াছিলাম সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন মনু ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ।—আমি আদিকালে সূর্য্য দেবকে এই যোগ-সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম; সূর্য্য স্বকীয় পুত্র মনুকে এবং মনু নিজ নন্দন ইক্ষাকুকে এই যোগ-বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—শ্রীভগবানুবাচ । যোগঃ যোগোহধ্যায়ঃ সেনোক্তো জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণঃ স সন্ন্যাসঃ স কৰ্ম্মযোগোপায়ঃ, যন্নি বেদার্থঃ পরিসমাপ্তঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিমৃত্তিলক্ষণঃ গীতাহ চ সৰ্ব্বাধরমেব যোগো বিবক্ষিতো ভগবতা, অতঃ পরিসমাপ্তঃ বেদার্থঃ মহানন্তঃ বংশকথনেন ত্তোতি শ্রীভগবান্ ইমমিতি । ইমং অধ্যায়ঃ সেনোক্তঃ যোগং বিবস্বতে আদিভ্যায় সর্গাদৌ প্রোক্তবান্, অহং জগৎপরিপালয়িতৃণাং ক্ষত্রিয়াণাং ব্রাহ্মণানাং, তেন যোগবলেন বৃত্তান্তে সমৰ্থা ভবন্তি ব্রহ্ম পরিয়ক্তিভূং, ব্রহ্মক্সত্রে পরিপালিতে জগৎপরিপালয়িতুমলম্ । অবায়মবায়রূপত্বায় হত সম্যগ্দর্শননিষ্ঠালক্ষণত মোক্ষার্থ্যং কলং বেতি, সচ বিবস্বান্ মনসে প্রাহ, মনুরিক্শকিণে স্বপুত্রাদিরাজাদ্যত্রবীৎ ॥ ১০ ॥

আনন্দগিনি ।—পূর্বোক্তাধ্যায়ভাষ্যে নিষ্ঠাধরায়নো যোগস্ত গীতস্বাং বেদার্থস্ত চ সমাপ্তস্বাং ব্যক্তব্যাশেষাভাবাং উক্তযোগস্ত কৃত্তিতত্ত্বশক্ত্যানিবৃত্তয়ে বংশকথনপূর্বিকং স্ততিঃ ভগবান্ভুক্তবানিত্যাহ শ্রীভগবানিতি । তদেতত্ত্বগবচনং বৃত্তান্তবাদদ্বারেণ প্রস্তোতি যোহয়মিতি । উক্তমেব যোগং বিতজ্জানুদতি জ্ঞানেতি । সম্যাসেনৈতিকর্তব্যতয়া সহিতস্ত জ্ঞানায়নো যোগস্ত কৰ্ম্মাখ্যো যোগো হেতুরতশ্চোপায়োপেয়ভূতং নিষ্ঠাধরং প্রতিষ্ঠাপিতমিত্যর্থঃ । উক্তে যোগদ্বয়ে প্রমাণমুপপত্ততি যস্মিন্মিতি । অথবা জ্ঞানযোগস্ত কৰ্ম্মযোগোপায়ত্বমেব ক্ষুণ্ণতি যস্মিন্মিতি । প্রবৃত্তা লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে কৰ্ম্মযোগো নিবৃত্তা চ লক্ষ্যতে জ্ঞানযোগ ইতি বিভাগঃ । যত্ৰপি পুন্স্মিন্নপ্যায়দ্বয়ে যথোক্তনিষ্ঠাধরং ব্যাখ্যাতং, তথাপি বক্ষ্যমাণাধ্যায়েষু বক্তব্যাস্তরমসীত্যাশঙ্ক্যাহ গীতাসু নচেতি । কথং তর্হি সমনস্তরাদ্যায়স্ত প্রবৃষ্টিরত আহ অত ইতি । বংশকথনং সম্যাসায়োপদেশচ অকৃত্তিমত্বাশক্ত্যানিবৃত্ত্যা যোগঃ স্ততো পর্যাপত্ততি । শুকশিষ্যপরম্পরোপতাস-মেবানুক্রামতি ইমমিতি । ইমমিত্যস্ত সমিহিতং নিয়মং দর্শয়তি অধ্যায়েতি । যোগং জ্ঞান-নিষ্ঠালক্ষণং কৰ্ম্মযোগোপায়লভামিত্যর্থঃ । অমমকৃতার্থানাং প্রয়োজনব্যাগাণাং পরার্থপ্রবৃত্ত্য-সম্ভবাত্ত্বগতস্তথাপিপ্রবৃষ্টিদর্শনাং কৃতার্থতা কল্পনীয়েত্যাহ বিবস্বত ইতি । অব্যয়বেদমূলবাদ-ব্যয়ত্বং যোগস্ত গময়িতব্যং কিমিতি ভগবতা কৃতার্থেনাপি যোগপ্রবচনং কৃতমিতি তদাহ ভগদিতি । কথং যথোক্তেন যোগেন ক্ষত্রিগাণাং বলাপানং তদাহ তেনেতি যুকাঃ ক্ষত্রিয়া ইতি শেষঃ । ব্রহ্ম-শব্দেন ব্রাহ্মণজ্ঞাতিকৃত্যতে । যত্ৰপি যোগপ্রবচনেন ক্ষত্রং রক্ষিতং তেন চ ব্রাহ্মণত্বম্ তথাপি কথং রক্ষণীয়ং জগদশেষং রক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মেতি । তাভ্যাং হি কৰ্ম্মফলভূতং জগদমুষ্ঠান-দ্বারা রক্ষিতং শক্যমিত্যর্থঃ । যোগস্তাবয়বত্বে হেতুস্তরমাহ অব্যয়ফলত্বাদিতি । নহু কৰ্ম্মফল-বহুভুযোগফলস্তাপি সাধ্যত্বেন ক্ষয়িত্বমহুমীয়তে নেত্যাহ ন হীতি । অপুনরাবৃতিশ্রুতিপ্রতি-ততমমুমানং ন প্রমাপীভবতীতি ভাবঃ । ভগবতা বিবস্বতে প্রোক্তো যোগস্তত্রৈব পর্যাবস্তুতীত্যা-শঙ্ক্যাহ সচেতি । অপুত্রায়ৈতুভয়ত্র সম্বধ্যতে, আদিরাজ্ঞায়ৈতীক্ষুকোঃ সূর্য্যবংশপ্রবর্ত্তকত্বেন নৈশিষ্ট্যমুচ্যতে ॥ ১ ॥

হনুমান্ ।—পূর্বোক্তযোগমনেকশিষ্টপরিগ্রহেণ চ স্তোতি প্রয়োজনার্থং শ্রীভগবানুবাচ ইমমিতি । ইমং পূর্বোক্তং, বিবস্বতে প্রোক্তবানহং অব্যয়ং অবিনাশিনং, স চ বিবস্বান্ মনবে অপুত্রায় গ্রাহ, স মহুরিক্কাকবেহব্রবীদিতি ॥ ১ ॥

শ্রীধর ।—আবির্ভাবতিরোত্তরাণাবিকৃত্ত্বং স্বয়ং হরিঃ । তত্বস্পদবিবেকার্থং কৰ্ম্মযোগং প্রশংসতি ॥ এবং তাবদধ্যায়দ্বয়েন কৰ্ম্মযোগোপায়কজ্ঞানযোগো মোক্ষপাথনত্বেনোক্তস্তমেব ব্রহ্মার্ণবদিশুণবিধানেন তত্বস্পদার্থবিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িত্বান্ প্রথমং তাবৎ পরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন স্তবন্ শ্রীভগবানুবাচ, ইমমিতি ত্রিভিঃ । অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ং ইমং যোগং পুরাহং বিবস্বতে আদিত্যায় কথিতবান্, স চ অপুত্রায় মনবে শ্রীকৃষ্ণদেবায় গ্রাহ, স চ মহুঃ অপুত্রায়ৈক্কাক-বেহব্রবীৎ ॥ ১ ॥

বলদেব ।—ভূধো ষাতিব্যক্তিহেতুং স্বলীলানিত্যত্বং, সৎ কৰ্ম্মজ্ঞ জ্ঞানযোগম্ ।

জ্ঞানত্বাপি আগ্ৰ্যম মহাস্বামুচৈঃ প্রাথ্যাক্বেবো দেবকীন্দনোহসৌ ॥ পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তঃশ্লোকঃ
জ্ঞানযোগং কৰ্মযোগৈককণবাদেকীকৃত্য তদ্বংশং কীর্তয়ন্ ত্তোতি তগবান্৮, ইমমিতি । ইমং
যাঃ প্রত্যুক্তং যোগং পুরা ভক্তায় সৰ্বকজ্জিগ্মস্ববীজায় বিবস্বতে সূর্য্যায়াহং প্রোক্তবান্ । অব্যয়ং
নিত্যং বেদার্থত্বায় ব্যোতি স্বফলাদিত্যব্যভিচারিকলত্বাচ্চ । স চ মচ্ছিয়ো বিবস্বান্ স্বপুত্রায়
মনবে বৈবস্বতায় প্রাহ । স চ মহুরিক্ষাকবে স্বপুত্রায়াত্রবীৎ ॥ ১ ॥

মধুসূদন ।— যত্বপি পূৰ্ব্বমুপেয়ত্বেন জ্ঞানযোগস্তদুপায়ত্বেন চ কৰ্মযোগ ইতি যৌ যোগৌ
কণিতৌ তথা “গোকং সাম্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশুতি স পশুতি” ইত্যনয়া দিশা সাধ্যসাধনয়োঃ
ফলৈক্যাদৈক্যমুপচর্য সাধনভূতং কৰ্মযোগং সাধ্যভূতঞ্চ জ্ঞানযোগমনেকবিধশৃঙ্গবিধানায় ত্তোতি
বংশকথনেন ভগবান্ ইমমিতি । ইমমধ্যায়দ্বয়েনোক্তং যোগং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং “কৰ্মনিষ্ঠা-
পায়লভ্যং বিবস্বতে সৰ্বকজ্জিগ্মস্ববীজভূতায়াদিত্যায় প্রোক্তবান্ প্রাকর্ষণে সৰ্বসন্দেহোচ্ছেদাদি-
রূপেণোক্তবান্, অহং ভগবান্ বাসুদেবঃ সৰ্বজগৎপরিচালকঃ, সর্গাদিকালে রাজ্ঞাং বলাধানেন
তদধীনং সৰ্বং জগৎ পালয়িতুম্ । কথমনেন বলাধানমিতি বিশেষণেন দর্শয়তি, অব্যয়ং
অব্যয়বেদমূলত্বাৎ অব্যয়মোক্ষফলত্বাচ্চ নব্যোতি স্বফলাদিত্যব্যয়ং অব্যভিচারিকলং, তথাচৈ-
তাদৃশেন বলাধানং শক্যমিতি ভাবঃ । স চ মম শিষ্যো বিবস্বান্ মনবে বৈবস্বতায় স্বপুত্রায়
প্রাহ, স চ মহুরিক্ষাকবে স্বপুত্রায়দিরাজায়াত্রবীৎ । যদ্যপি প্রতিমহত্তরং স্বায়ত্ত্বমম্বাদিসাধা-
রণোহয়ং ভগবদুপদেশস্তথাপি সাম্প্রতিকবৈবস্বতমহত্তরাভিপ্রায়েণাদিত্যায়লভ্য সস্ত্রায়ো
গণিতঃ ॥ ১ ॥

নীলকণ্ঠ ।— অধ্যায়দ্বয়োক্তেহর্থপ্রামাণ্যলক্ষ্য মাভূদিতি বিধাবংশসস্ত্রদায়ম্ আত্মনশ্চ
ভ্রমবিপ্রলম্বকত্বাদিনিরাসায়ৈশ্বরত্বং সৰ্বজ্ঞত্বঞ্চ দর্শয়তি ইমমিত্যাদিনা । ইমং সাম্যযোগং কৰ্ম-
যোগরূপোপায়সহিতং সন্ন্যাসমিতি ভাষ্যম্, ইমং সঙ্কোচাপগনাদি নিকীৰ্ণকলসমধ্যাহুর্ভানন্তং
কৰ্মযোগং জ্ঞাননিষ্ঠোপসর্জনং পারিত্রাজ্যানাধিকারিণাং রাজ্ঞামেব যোগ্যং বিবস্বতে সূর্য্যায়
মণ্ডলাভিমানিনে সৰ্বেষাং কজ্জিগামাদিভূতায়াহম্, “আদিত্যাস্তর্ধামী য এষোহিত্তরাদিত্যে
হিরণ্ময়ঃ পূৰ্ব্বো দৃষ্টতে হিরণ্যশ্মশ্রুহিরণ্যকেশ আশ্রণত্বাৎ সৰ্ব্ব এব স্রবণতঃ স্বাকীপ্যাসং
পুণ্ডরীকর্মণেকগী ততোদিতি নাম” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধঃ প্রোক্তবান্ পুরা অগ্নয়ম্ অবিজ্জিন্ন-
গস্ত্রদায়ং ত্তনানাদিত্বমপি, মনবে স্বপুত্রায় বিবস্বান্ ইক্ষাকবে মহুঃ স্বপুত্রায়াত্রবীৎ ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ ।— তুর্ঘ্যে স্বাবির্ভাবহেত্বাদিত্যং জন্মকৰ্মণোঃ । স্বতোক্তং ব্রহ্মবজ্রাদি
জ্ঞানোৎকর্ষপ্রপঞ্চম্ । অধ্যায়দ্বয়েনোক্তং নিকামকৰ্মসাধ্যং জ্ঞানযোগং ত্তোতি ইমমিতি ॥ ১ ॥

ভাৎপর্য্য ।— পূৰ্ব্বালোচিত অধ্যায়দ্বয়ে উপেয়ভূত জ্ঞানযোগ এবং
উপায়-ভূত কৰ্ম-যোগের বিষয় কথিত হইয়াছে । এই যোগদ্বয় যে পরস্পরা-
ক্রমে প্রচলিত আছে, তাহাই প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্

এক্ষণে বংশ-কীৰ্ত্তন করিতেছেন । চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম তিন শ্লোক এই যোগ-মহিমা প্রতিপাদক । শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, এই যে জ্ঞাননিষ্ঠা লক্ষণ এবং কর্মনিষ্ঠা লক্ষণ, সাধ্য ও সাধনভূত যোগদ্বয়ের বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম, হে মথ্যে ! তাহা অদ্য তোমার বিনোদনার্থ কল্পিত হয় নাই, সৃষ্টির আদি কালে ক্ষত্রিয়বংশের বীজস্বরূপ * আদি পুরুষ বিবস্বৎ দেবকে † অর্থাৎ দিবাকর দেবতাকে আমি ভগবান্ বাসুদেব তাঁহার বাবতীয় সন্দেহ উচ্ছেদ করিয়া, এই যোগের বিষয় বলিয়াছিলাম । ভগবান্ আদিত্যকে এই যোগ-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করার অভিপ্রায় এই যে, এতদুপায়ে তদীয় বংশাবলী শক্তি-সম্পন্ন হইয়া প্রকৃষ্ট রূপে রাজ-কার্য পরিচালনে সক্ষম হইবেন । এই যোগ অব্যয়, কারণ ইহা বেদমূলক, ধ্রুব মোক্ষপ্রদ এবং অব্যভিচারী ফলদায়ক । আমার সেই শিষ্য সূর্য্য স্বকীয় পুত্র বৈবস্বত মনুকে ‡ এই যোগ বিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন । মনু পুনরায় নিজপুত্র ইক্ষ্বাকুকে § এই যোগ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করেন ।

* ক্ষত্রিয় সূর্য্যবংশ । সূর্য্যপুত্র মনু সত্যযুগে রাজা ছিলেন । সেই বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু দ্বৈতযুগে রাজত্ব করিয়াছিলেন ।

† সূর্য্য ।—সূর্য্যের বহনামের অন্ততম নাম বিবস্বান্ । “নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ তাস্মৈ বিষ্ণুভ্যসে জগৎসবিত্রে হুচরে সবিত্রে কর্মদায়িনে নমঃ ।” ইত্যাদি সূর্য্যার্ঘ্য-মন্ত্রে সূর্য্যের বিবস্বান্ নাম সর্বত্র স্মরণিচিত আছে ।

‡ মনু ।—প্রতি করে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয় । তাঁহাদের বিবরণ যথা ; “আদ্যো মনুর্ব্রহ্মপুত্রঃ পতঙ্গপাতিব্রতী । ধর্ম্মিষ্ঠানাং বরিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠো মনু প্রভুঃ ॥ স্বায়ম্ভুবঃ শতুশিষ্যো বিষ্ণুভ্রতপরায়ণঃ । জীবন্তুকো মহাজানী ভরতঃ প্রপিতামহঃ ॥ সংপাপ কৃষ্ণদাম্যক গোলাকক জগাম সঃ । দৃষ্টা মুক্তং স্বপুত্রক প্রকৃষ্টক প্রজাপতিঃ ॥ তুষ্ঠাব শঙ্করং তুষ্ঠং সমুজ্জৈ মনুমন্যকম্ । স চ স্বমভুপুত্রশ্চ পুরঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ॥ স্বারোচিষো মনুশ্চৈব দ্বিতীয়ো বহ্নিনন্দনঃ । রাজা স্বদান্যো ধর্ম্মিষ্ঠঃ স্বায়ম্ভুগম্যো মহান্ ॥ জিহ্বতস্তম্ভতাবজ্ঞৌ বৌ মনুধর্ম্মিণাং বরৌ । তৌ তৃতীয়-চতুর্থৌ চ বৈষ্ণবৌ তাপসোত্তমৌ ॥ হৌ চ শঙ্করশিষ্যৌ চ কৃষ্ণভ্রতপরায়ণৌ । ধর্ম্মিষ্ঠাণাং বরিষ্ঠশ্চ দ্বৈবতঃ পঞ্চমা মনুঃ ॥ বৃষ্টশ্চ চাক্ষুষো জ্যেষ্ঠো বিষ্ণুভ্রতপরায়ণঃ । প্রাক্কদেবঃ সূর্য্যজ্ঞতো বৈষ্ণবঃ সপ্তমো মনুঃ ॥ সার্বপিঃ সূর্য্যভনয়ো বৈষ্ণবো মনুরষ্টমঃ । নবমো দক্ষ-সার্বপিবিষ্ণুভ্রতপরায়ণঃ ॥ দশমো ব্রহ্মসাবর্ণিব্রহ্মজ্ঞানবিশারদঃ । ততশ্চ ধর্ম্মসাবর্ণিমনুরেকাদশ স্বতঃ । ধর্ম্মিষ্ঠশ্চ বরিষ্ঠশ্চ বৈষ্ণবানাং সদা ব্রতী । জ্ঞানী চ ব্রহ্মসাবর্ণিমনুশ্চ দ্বাদশ স্বতঃ ॥ ধর্ম্মসাবর্ণি দেবসাবর্ণিমনুরেব ত্রয়োদশঃ । চতুর্দশো মহাজানী চৈব সার্বপিণ্যে চ ॥”—ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ । বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভগবতঃ ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত আছে । ইহার মধ্যে ছয়জন মনু অতীত হইয়াছেন । বৈবস্বত নামক সপ্তম মনু এক্ষণে বর্তমান ।

§ ইক্ষ্বাকু ।—সূর্য্যানন্দন বৈবস্বত মনুর পুত্র । ইনি সত্যযুগে অশ্বোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন । ইনিই সূর্য্যবংশীয় রাজগণের প্রবর্তকরূপে খ্যাত ।

যদিও প্রতি মন্বন্তরে * মনুষ্যবাদের মনুর আবির্ভাব হয়, তথাপি ইদানী-
 শুন কালে বৈবস্বত মন্বন্তর বলিয়া, তক্ষক সূর্য্য এই যোগতত্ত্বের প্রথম
 উপদেশ পাত্র, ইহাই কীর্তিত হইল। এতদ্বারা ইহাই সপ্রমাণিত হইতেছে
 যে, এই যোগ নবোদ্ভাবিত বা আধুনিক অনুষ্ঠান নহে; ইহা সৃষ্টির আদি-
 কাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে; হুতরাং ইহার সনাতনত্ব সন্দেহে কোনই
 নন্দেহ নাই। কাহাকেও কোন অপরিজ্ঞাত বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে
 হইলে, তদ্বিষয়ের প্রাচীনত্ব, স্থায়িত্ব ও মহত্ত্বাদি বিষয়ক সমর্থন সূচক
 প্রমাণ-প্রয়োগ করিলে, সেই বিষয়ে সেই ব্যক্তির ভক্তি ও শ্রদ্ধা সংস্কৃষ্ট
 হইয়া থাকে। এই ক্ষণেই এস্থলে এতৎ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে।
 আরও, এই অক্ষয়-কল-প্রদ যোগোপদেশের বীজ প্রথমতঃ কত্রিয়-কুলের
 আদি-পুরুষ ভগবান্ ভাস্করের হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং বংশ-পরম্পরা-
 ক্রমে ইহা কত্রিয়-কুলে প্রবর্তিত ছিল, জানিতে পারিলে, নিশ্চয়ই অর্জুন
 তৎসম্বন্ধে অধিকতর প্রজ্ঞাবান্ ও ভক্তিমান্ হইবেন ॥ ১ ॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমাং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরম্পরা ॥ ২ ॥

অনুয়।—এবং (এবং প্রকারেণ) পরম্পরাপ্রাপ্তম্, (পিতাদেঃ
 পুত্র্যেণ একস্মাৎ অপরেণ ইত্যাকারেণ লঙ্ঘম্) ইমাং (যোগং) রাজর্ষয়ঃ
 (রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চ নিমিত্তানুখাঃ) বিদুঃ (জানন্তি স্ম) পরম্পরা !

* মন্বন্তর।—মনুষ্যপরিমাণের চারিসহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়; তাহার নাম কল্প।
 (৬২৫১০০ পৃষ্ঠায় টিপ্পনি দ্রষ্টব্য) সেই কালের মধ্যে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয়। এক এক
 মনুর বতকাল অধিকার থাকে, তাহাকে এক এক মন্বন্তর বলে। সেই মনুগণের নাম অচির-
 পূর্বে লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক মন্বন্তরে ভগবানের অবতার, ইন্দ্র, দেবগণ, গুপ্তর্ষি, মনু,
 মনুপুত্র, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া থাকেন। দেব পরিমাণের একসপ্ততি যুগে এক মন্বন্তর হয়।
 “মন্বন্তরং মনোঃ কালো যাবৎ পালয়তে প্রজাঃ। একো মনুঃ স কালস্ত মন্বন্তরমিতি শ্রুতম্।
 তদেকসপ্ততিযুগৈর্দেবানামিহ জায়তে। তৈশ্চতুর্দশভিঃ কল্পা দিনমেকস্ত বেদমঃ ॥—
 কালিকাপুরাণ।

(শত্রুতাপন) ইহ (লোকে) স যোগঃ মহতা (দীর্ঘেণ) কালেন
(কালাত্যয়েন) নষ্টঃ (বিচ্ছিন্নঃ) ॥ ২ ॥

প্রতিশব্দ ।—এইরূপ পরম্পরাগত ইহা রাজর্ষিগণ জানিতেন
অরিসুদন এই লোকে সেই যোগ সুদীর্ঘ কালে বিচ্ছিন্ন ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে শত্রুতাপন অর্জুন ! রাজর্ষিগণ এইরূপ পরম্পরা
ক্রমে এই যোগ পরিত্যাগত ছিলেন ; কিন্তু কালসহকারে ইহলোকে
সেই যোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—এবমিতি । এবং কল্পিতপরম্পরাপ্রাপ্তমিমাংস রাজর্ষয়ো রাজানশ্চ
তে ঋষয়শ্চ রাজর্ষয়ো বিহ্রিমসং যোগং, স যোগঃ কালেনেহ মহতা দীর্ঘেণ নষ্টো বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ঃ
সংবৃত্তঃ, হে পরস্তপ ! আত্মনো বিপক্ষভূতাঃ পরে উচ্যন্তে, তান্, শৌৰ্য্যভোজোগর্ভস্তিভির্ভাষুর্বিব
ভাপয়তীতি পরস্তপঃ শত্রুতাপন ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি ।—যথোক্তে যোগে পরম্পরাগতে বিশিষ্টজনসম্মতিমুদাহরতি এবমিতি ।
তত্ত্ব কথং সম্প্রতি বক্তব্যম্ তদাহ স কালেনিতি । পূর্ব্বাঙ্কং ব্যাকরোতি এবমিত্যাদিনা ।
ঐশ্বর্য্যসম্পত্তিসংস্কং রাজত্বং তেষামেব সূক্ষ্মাণিনিরীক্ষণক্ষমত্বমুপবিভ্রমিহেতি ভগবতোহর্জুনেন সহ
ব্যবহারকালো গৃহ্যতে । পরস্তপেতি সম্বোধনং বিভজ্যতে আত্মন ইতি ॥ ২ ॥

রামানুজ ।—তৃতীয়েহধ্যায়ে প্রকৃতিসংসৃষ্টস্য মুমুক্শোঃ সহসা জ্ঞানযোগানধিকারঃ
কর্ম্মযোগ এব কার্য্যঃ, জ্ঞানযোগাধিকারিণোহপ্যকর্তৃত্বানুসন্ধানপূর্ব্বককর্ম্মযোগ এব শ্রেয়ানিতি
সহেতুকমুক্তং নিশ্চিষ্টতয়া ব্যগদেদ্রস্য তু বিশেষতঃ কর্ম্মযোগ এব কার্য্য ইতি চোক্তং, চতুর্থ
বিদ্যানীমৈত্তব কর্ম্মযোগস্য নিখিলজগদুচ্চরণায় মনস্তরাদাবেনোপদিষ্টতয়া কর্তব্যতাং দৃঢ়মিচ্ছাস্তর্গত-
জ্ঞানতরায়ৈস্যেব জ্ঞানযোগাকারতাং কর্ম্মযোগস্য প্রদর্শ্য কর্ম্মযোগস্বরূপং তদ্ভেদাৎ কর্ম্মযোগে
জ্ঞানান্বেষণে প্রাধান্যং প্রোচ্যতে । প্রসঙ্গাচ্চ ভগবদবতারবাধাভ্রাম্যচ্যতে । ৩ ভগবানুবাচ
ইমমিতি । সোহয়ং তবোদিতো যোগঃ স কেবলং যুদ্ধপ্রোৎসাহনার ইদানীমুদিত ইতি ন
মন্তব্যঃ, মনস্তরাদাবেন নিখিলজগদুচ্চরণায় পরমপুণ্যার্থলক্ষণমোকসাদানতরমং যোগমহমেব
বিবশ্বতে প্রোক্তবান্, বিবশ্বাশ্চ মনবে মনুরিক্ষ্যকবে । ইত্যেবং সম্প্রদায়পরম্পরাপ্রাপ্তমিমাংস
যোগং পূর্ব্বো রাজর্ষয়ো বিহুঃ । স মহতা কালেন তত্ত্বজ্ঞোত্ববুদ্ধিমদ্যাবিনষ্টপ্রায়োহভূৎ ॥১২॥

হুমানু ।—এবমিতি । এবং কল্পিতপরম্পরাপ্রাপ্তঃ প্রোক্তমিমাংস রাজর্ষয়ো মনু-
প্রভৃভয়ো বিহ্রাজন্তি স যোগো মহতা কালেন নষ্টঃ বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ঃ সংবৃত্তঃ । পরস্তপ !
পরায়স্তাপয়তীতি পরস্তপ শত্রুস্তপ ॥ ২ ॥

শ্রীধর ।—এবমিতি । এবং রাজানশ্চ তে ঋষশ্চেতি, অজ্ঞেহপি রাজর্ষয়ো নিমি-
প্রমুখাঃ অপিজ্ঞাদিতিকৃৎপ্রমুখৈঃ প্রোক্তমিমেং যোগং বিদ্বদ্বীনতি স্ব । অতঃতনানামজ্ঞানে
কারণমাহ, হে পরম্পর শত্রুতাপন ! স যোগঃ কালবশাদিহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নঃ ॥ ২ ॥

বলদেব ।—এবং বিবসন্তমারভ্য গুরুশিষ্যপরম্পরয়া প্রাপ্তমিমেং যোগং রাজর্ষয়ঃ
অপিজ্ঞাদিতিকৃৎপ্রভৃতিভিরূপদিষ্টং, বিদ্বঃ । ইহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ঃ ॥ ২ ॥

মধুসূদন ।—এবমাদিত্যমারভ্য গুরুশিষ্যপরম্পরয়া প্রাপ্তমিমেং যোগং রাজানশ্চ তে
ঋষশ্চেতি রাজর্ষয়ঃ, প্রভূষে সতি হুম্মাঅনিরীক্ষণকমা নিমিপ্রমুখাঃ অপিজ্ঞাদিপোক্তং বিদ্বঃ,
তন্মাদনাদিবেদমূলধেনানাদিগুরুশিষ্যপরম্পরাপ্রাপ্তেহন চ কৃত্রিমত্বশক্তানাংস্পদহান্যহাপ্রভৃতিবোহয়ং
যোগ ইতি প্রজ্ঞাতিশয়র ত্বয়তে । স এবং মহাপ্রয়োজনোহপি যোগঃ কালেন মহতী দীর্ঘেণ
ধর্মহ্রাসকরণে ইহ ইদানীমাবয়োরব্যবহারকালে আপরাস্তে দুর্কালানজিতেন্স্রিয়ানন্যিকাদিগঃ
প্রাণ্য কামক্রোধাদিভিরভিন্নভিন্নমানো নষ্টঃ বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ো জাতঃ । তং বিনা পুরুষার্থী প্রাপ্তেঃ,
অহো দৌর্ভাগ্যং লোকতেতি শোচতি ভগবান্ । হে পরম্পর ! পরং কামক্রোধাদিরূপং
শত্রুগণং শৌর্ষেণ বলবত্তা বিবেকেন তপসা চ ভাঙ্গয়িব তাপরজীতি পরম্পরঃ শত্রুতাপনো
জিতেন্স্রিয় ইত্যর্থঃ । উরুণ্যপেক্ষণাত্তদুতকর্মদর্শনাং, তস্যাং স্বঃ জিতেন্স্রিয়বাদ্যাদিকারীতি
সূচয়তি ॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবমিতি এবং পরম্পরাপ্রাপ্তঃ ইচ্ছাকুনিমিনাভাগাদিক্রমেণ রাজর্ষয়ঃ
জনকজাতশত্রুত্বকেষরপ্রভৃত্যো রাজানঃ, ঋষশ্চ সনকবশিষ্ঠাভ্যাং, হুম্মার্থদর্শিনস্তে রাজান
এবং ঋষ ইতি বা অবিদ্বঃ জাতবন্তঃ (সিজভ্যশ্চ বিদিত্যশ্চেতি লুঙভ্যজ্জুন) নষ্টঃ অবশ্রবণং
গতঃ ॥ ২ ॥

ভাৎপর্য্য ।—আদিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া গুরু-শিষ্য-ক্রমে নিমিঃ
প্রভৃতি সূক্ষ্ম-দর্শন-কম রাজর্ষিগণ ণ অপিজ্ঞাদির নিকট হইতে এই পরম
যোগ জানিয়া আসিতেছেন । অতএব অনাদি বেদমূল হইতে, অনন্ত
কলপ্রদায় হইতে, অনাদিকাল প্রবর্তিত গুরু-শিষ্য-ক্রমে পরম্পরা প্রাপ্ত,
হস্তরাং কৃত্রিমতা সম্ভাবনা বিরহ হইতে এই যোগ সাতিশয় প্রভাবশালী ।
মহাপ্রয়োজনীয় হইলেও, ধর্ম-হ্রাস-কারী সুদীর্ঘ কালাতায় হেতু, আমাদের

• নিমি ।—ইচ্ছাকুর পুত্র । নিমি রাজা মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক অতিশয় হইয়া বিদেহ
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । (৬৬৬ পৃষ্ঠার টিপ্সনী দেখুন) ।

† রাজর্ষি ।—রাজ-সিংহাসনে আনীন হইয়া এবং অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও
নিমি নিকার কার্য্য দ্বারা ক্রবিশ্য অন্যসক ব্যবহারের পরিচর প্রদান করেন, তিনিই রাজর্ষি ।
রাজর্ষি জনক ইহার একই দৃষ্টান্ত (৬৬৬ পৃষ্ঠার ভাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) ।

সমসময়ে এই বোণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে । ষাপর যুগের অবসানে *
লোক সকল দুর্বল ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অনধিকারী হইয়া কামক্রোধাতিভূত
ও বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় হইয়াছে, অতরাং এ সকল বিধের কর্ণে তাহার। আস্থা-
হীন ও অধিকারবিহীন হইয়া পড়িয়াছে । পুরুষাৰ্থ প্রাপ্তির সাধনভূত

* ষাপর যুগের অবসানে কলিযুগের প্রবৃতি হইয়াছে । এই কলিযুগে ধর্মের অভাব
নিবন্ধন, মানবেয়া ত্রিমতি ও অধর্মচারী হইলে ; অতরাং বেদবিহিত কর্মকাণ্ডে তাহাদের
অধিকার থাকিলে না, ধর্মশাস্ত্রে এই কথাই লিখিত আছে । যথা ; “কলৌ তু ধর্মপাদানাং
তুর্ঘ্যাংশোহধর্মহেতুভিঃ । এধমাতৈঃ কীর্যমাণো হস্তে সোহপি বিনজ্যতি ॥ তান্ধনং লুপ্তা
হরাচার। নির্দয়া শুকবৈরিণঃ । হর্ভাঃ ভুরিতর্বাশ্চ শূদ্রা দাসোত্তরাঃ প্রজাঃ ॥ বস্মাং কুদৃশো
মর্ত্যাঃ কুদৃশাগা মতাশনাঃ । কামিনো নিতহীনাস্চ শৈরিশাশ্চ জিহোহসতীঃ ॥ দম্বাংকটী
জনপদা বেদাঃ পাবগুদ্বিতাঃ । রাজানশ্চ প্রজাভোক্ত্যাঃ শিশ্রোদরপরা ধিমাঃ ॥ অত্রতা
বটেবোহশোচা তিকবশ্চ কুটুধিনঃ । তপস্বিনো গ্রামবাগা জাগিনোহত্যর্থলোলুপাঃ ॥ হবকায়া
মহাহারা তুর্ঘ্যপত্যা গতাঃ ॥ শবংকটুকভাষিণ্যশ্চৌর্য্যমারোক্ষসাহসঃ । পণয়িবাস্তি বৈ
কুদ্রাঃ কিরাটাঃ কুটকারিণঃ । অনাপতপি মন্তস্তে বার্তাং সাধুজ্ঞপ্তিতাম্ ॥ পতিং তাক্ততি
নিজ্রব্যং ভূত্যা অপাণিলোভম্ ॥ ভূত্যাং বিপন্নং পতরঃ কোলং গাশ্চাপরশ্বিনীঃ । পিতৃন্
ভ্রাতৃন্ সূহৃদ্ভ্রাতৃন্ হিমা সৌরভসৌহবঃ । ননান্দ-শ্রালসংবালা ধীনাঃ স্তৈগাঃ কলৌ নরাঃ ॥
শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীবাশ্চ তপোবেশোপজাবিনঃ । ধর্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্মজ্ঞা অধিক্রহোত্তমাসনম্ ॥ নিত্য-
সুখিগমনগো হর্ভিককরকর্ষিতাঃ । নিরয়ে ভূতলে রাজম্ননাবৃষ্টিভরাভূরাঃ ॥ বাসোহরণানশয়ন-
ব্যবায়মানভূষণৈঃ । ধীনাঃ শিশাচসন্দর্শা ভবিযাস্তি কলৌ প্রজাঃ ॥ কলৌ কাকিগিকেহপ্যর্থে
বিগ্রহ তাক্তসৌহবঃ । তাক্ততি হি প্রিয়ান্ প্রাণান্ হনিযাস্তি স্বকানপি ॥ ন রক্ষিযাস্তি মদুজাঃ
সুধীনো পিতরাবপি । পুত্রান্ ভাৰ্য্যাক কুলজাং কুদ্রাঃ শিশ্রোদরন্তরাঃ ॥ কলৌ ন রাজন্ জগতাং
পরং গুরুং জিলোকনাগানতপাদপকলম্ ॥ প্রায়েণ মর্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং বক্ষ্যন্তি পাবগুবিভিন্ন-
চেতসঃ ॥ যদ্যমধেষং ত্রিমাণ আতুরঃ পতন্ অগন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্ । বিযুক্তকর্মার্গল
উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি বক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥”—(শ্রীমদ্ভগবত ১২।৩) অর্থাৎ কলিকালে
অধর্ম হেতু ধর্মের ভিন পাদ করিত হইয়া এক পাদ মাত্র অংশিষ্ট থাকিবে ; কলিশেষে তাহাও
কীর্যমাণ হইয়া নিমেষ্ট হইবে । তখন লোকেরা লোভী, হরাচার, নির্দয়, কঠিনহৃদয়, হর্ভাগ্য,
বহু লাজজ্ঞা সম্বিত হইবে এবং শূদ্র ও অধম জাতি প্রধান হইবে । তৎকালে লোকসকল
কাষী, নিতহীন হইবে এবং জীর্ণগ ‘অসতী ও ব্যাভিচারিণী হইবে । জনপদ সমূহ দহ্ময়ম,
বেদ সকল পাবগুগণ কর্তৃক বিনিমিত হইবে, রাজারা প্রজাতক হইবেন, কুটুশাণী গৃহহেমা
তিকাযুক্তি অগণন করিবে, তপস্বী বনাশ্রম ত্যাগ করিয়া গ্রামবাগী হইবেন এবং বর্জগণ
অশ্লীলাভী হইবেন । জীর্ণগ কুদ্র কারা, বহুতোজিনী, বহুসন্তান প্রসবিনী, নিলজ্জা, সূর্ববা
অত্রিপ্রবাহিনী, চৌর্য্য ও মারায় অতি সাহসশালিনী হইবে । সামান্ত ধূর্তবৃদ্ধ বণিকেরা ক্রয়
বিক্রয়ের ব্যবসা করিবে এবং সাধারণে নিয়মপন সময়েও, নিমিত্ত ব্যবহারকে উত্তম বলিয়া মান
করিবে । ভূকোরা মদ্যোক্তর প্রভৃক সম্পত্তিহীন দেখিলেই পরিত্যগ করিবে, প্রকুদ্রা যোগাধি
অনিত অক্ষম বংশ-পরম্পরাগত ভূমুকে এবং হর্ভহীনা গাভীকে ত্যাগ করিবে । শিকা, রাজা,

এই অমোঘ উপায় জট হইয়া মানবকুলের নিরতিশয় শোচনীয় দুর্দশা ও দুর্ভাগ্য সমুপস্থিত হইয়াছে। “পরন্তপ” এই সম্বোধন বাক্যে ইহাই প্রকটিত হইতেছে যে, সূর্য্য যেমন প্রচণ্ড তাপে সকল পদার্থ প্রতপ্ত করেন, তদ্রূপ তুমিও স্বকীয় শৌর্য্য শক্তি বিবেক এবং তপস্তা দ্বারা কামক্রোধাদি দুর্জয় শত্রুকুলকে বিজিত ও নিৰ্জিত করিয়াছ। অরপূরে অরপুন্দরী শিরোমণি স্বরূপ উর্ধ্বশী অপরার প্রথম প্রসঙ্গে ● অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া

অহং জাতি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া লোকেরা কেবল ইঞ্জিয় ভোগের সম্বন্ধ বিশিষ্ট জন-গণকেই অহং জ্ঞান করিবে এবং জীর ভ্রাতা ও ভগিনীর সহিত মন্ত্রণাদি করিবে। শূদ্রেরা তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া প্রতিপ্রহর দ্বারা জীবন পাত করিবে এবং ধর্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিরা উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম-ব্যাখ্যা করিবে। লোক সকল দুর্ভিক্ষ ও করভারে প্রপীড়িত অনা-বৃষ্টির ভয়ে বাকুল ও সর্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত থাকিবে। কলিতে প্রজারা বসন, অন্ন, পান, শয়ন, ক্রীসংসর্গ, বান এবং ভূষণদ্বারা হীন হইয়া পিশাচের ন্যায় কুৎসিত দর্শন হইবে। কলিতে কুড়িটা কপর্দকের নিমিত্তও বিরোধ করিয়া সৌজদ্য ত্যাগ করিয়া, প্রিয়জনকে ত্যাগ করিবে এবং আত্মীয় সংহার করিবে। বৃদ্ধ পিতা মাতাকেও পালন করিবে না এবং ইঞ্জিয়মোদন পরারণ হইয়া পুত্র ও কুল-লক্ষী ভাৰ্য্যাকেও ত্যাগ করিবে। পাবণ কর্তৃক ভিন্ন মত বিশিষ্ট হইয়া কলির লোকেরা প্রায় ভগতের শ্রেষ্ঠ-গুরু ত্রিলোকনাথ ভগবান অচ্যুতের পাদপদ্ম পূজা করিবে না। বাঁহার নাম স্মরণ কবিলে, ত্রিরমাণ, আতুর, পতনোগুপ্ত, স্থলিত, বিবশ পুরুষও কপ-বন্ধন বিনির্মুক্ত হইয়া উত্তম গতি লাভ করে, কলির লোকেরা সে নামও করিবে না।” অত্বেথা যথা; “ন বেদাঃ প্রভাস্ত্রয় স্মৃতীনাম্ স্মরণং কুতঃ। নানেন্দিয়াসমুত্তানাম্ নানামার্গপ্রদর্শিনাম্ ॥ বহুগানাম্ পুরাণানাম্ বিনাশো ভবতি বিভো। তদা লোকা ভবিষ্যন্তি ধর্মকর্ম্মণির্মুখাঃ ॥ উচ্ছ্রালা মদোন্মত্তাঃ পাপকর্ম্মরতাঃ সদা। কামুকা লোলুপাঃ ক্রুরা নিষ্ঠুরা দুর্মুখাঃ শঠাঃ ॥ সন্ন্যাসব্রহ্মমত্তরো রোগশোকসমাকুলাঃ। নিঃশ্রীকা নির্ঝলা নীচা নীচাচারপরায়ণাঃ ॥ নীচ-সংসর্গ-নিরতাঃ পরবিত্তাপহারকাঃ। পরনিন্দা পরজোহপরীবাদপরাঃ খলাঃ ॥ পরস্ট্রীহরণে পাণাঃ শত্রুভয়বিবর্জিতাঃ। নির্দ্বন্দ্বা মলিনা হীন দরিদ্রাশিরেরাশিণাঃ ॥ রিপ্ৰাঃ শূদ্রসমাকারঃ সন্ধ্যাবল্লনবর্জিতাঃ। অযাক্ষাযাজকা মুচ্ছা চরুর্ভাঃ পাপকারিণাঃ। অসত্যভাবিণো মূর্খা ক্ষান্তিকা হস্তপক্ষকাঃ। কতাবিক্রিয়ণো ব্রাত্যাতপোব্রতপরানুখাঃ ॥ লোকপ্রভারার্থায় অপপূজা-পরায়ণাঃ। পাবণাঃ পতিতশ্রমণাঃ প্রকৃতভক্তিবিবর্জিতাঃ ॥ কন্যাহারাঃ কন্যাচারাঃ বৃত্তকাঃ শূদ্রসেবকাঃ ॥ পুত্রান্নভোজিনাঃ ক্রুরা বৃহলীরতিকামুকাঃ ॥ দাস্যস্তি ধনলোভেন স্বদারাদ্-নীচকাজিহ্ব ॥ ব্রাহ্মণচিক্ৰমেতাবৎ কেবলং সূত্রধারণম্ ॥ নৈব পানাদিদিরমো ভক্যাত্মকবিবে-চনম্। ধর্ম্মযাজে মদানিন্দা সাধুজ্যোহো নিরস্তরম্ ॥”—মহানির্দীপতত্ত্ব ১ম উদ্ভাস। অর্থাৎ কলিযুগে বেদের প্রভাব নাই, স্মৃতিযাজের আলোচনাও নাই। এই কালে নানা ইতিহাস সংবলিত বহুবিধ পন-প্রদর্শক নানা প্রকার পুরাণের বিনাশ হইবে; অতএব লোকেরা ধর্মকর্ম্ম-বিমুখ হইবে। তাহারা উচ্ছ্রালা, মদোন্মত্ত, সর্বদা পাপকর্ম্ম-রতা, কামুক, লোভী, ক্রুর, নিষ্ঠুর, দুর্মুখ, শঠ, সন্ন্যাস, ব্রহ্মমত্ত, রোগ-শোকাকুল, শ্রীহীন, দুর্বল, নীচ, বৃগিত-আচারপরায়ণ, নীচ-সংসর্গরত, পরব্যাপহারী, পরনিন্দারত, পরানিষ্টকারী, পণন্যস্তাব, পরস্ট্রীহরণে পাণের অপব্য-বহীন, নির্দ্বন্দ্ব, মলিন, হীন, দরিদ্র এবং চিররোগী হইবে। অজ্ঞানেরা শূদ্রের ভার আচার-

তুমি স্বকীয় জিতেজিরদের অবিসংবাদিত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছ।
অতরাং ইজিরবিজয় হেতু তুমি এই যোগের যোগ্যাদিকারী ব্যক্তি ইহাই
সুচিত হইতেছে।

পূর্বশ্লোকে, বংশ বিবেচনায় তুমি ইহার যোগ্যপাত্র ও অধিকারী,
অতএব এ যোগ তোমার অবলম্বনীয় ইহাই ইজিতে ব্যক্ত করা হইয়াছে।
গদ্যপ্রতিষ্ঠা সম্পন্ন অথচ স্বাধিবৎ মহাযুক্তিগণ ইহার চিরন্তন অনুরূপতা,
তদনুসারেও ইহা তোমার অবলম্বনীয়, কারণ অলৌকিক বিবিধ কর্মানু-
ষ্ঠান হেতু তুমিও বিশিষ্টগণের শিরোভূষণ এবং ইজির বিজয় বিষয়ে
স্বাধিদগেরও বরণীয়। দ্বিতীয় শ্লোকে ইজিতে এই ভাব বিজ্ঞাপিত
হইল। ২।

সম্পন্ন, সন্ধ্যাবন্দনবিহীন, নীচযাজক, লোভী, দুর্বৃত্ত, পাপকারী, মিথ্যাবাদী, মুখ, দান্তিক,
সম্বন্ধ-রত, কল্পাবিক্রমী, পতিত, তপো-ব্রত-পরামুখ হইবে। তাহার লোককে প্রভাবিত
করিবার অভিপ্রায়ে অপ পূজা করিবে এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি পরিশুদ্ধ হইয়া পাবণ ও পতিততুল্য
হইবে। ইহার কুৎসিতভোজী, কদাচারসম্পন্ন, শূদ্র-সেবক ও শূদ্রপালিত, ক্ষুরকর্মী, নীচ
জাতীয় জীগমনকারী এবং ইজির-পরায়ণ হইবে। ধনলোভে স্বকীয় জীকেও ইহার নীচ
জাতিকে প্রদান করিবে এবং ব্রাহ্মণের চিরস্বরূপে বজ্রস্বত্র ধারণ করিবে। তাহাদের ভক্ত্যা-
ভাজ্যের কোন বিচার থাকিবে না এবং পানেরও কোন নিয়ম থাকিবে না। তাহার সর্কণ
ধর্মশাস্ত্রের নিন্দাবাদ করিবে এবং সাধু ব্যক্তির বিরোধী হইবে। ইত্যাদি। অধ্যাত্ম
রামায়ণাদি অস্ত্রান্ত ধর্মগ্রন্থেও কলির এইরূপ বিবরণ আছে।

৩ অর্জুন অমরপুর গমন করিলে অরুণি ইজির নিদেশানুসারে একদা উর্ধ্বশী প্রভৃতি স্বর্গীয়
লক্ষ্যকীর্ণ ধনজরকে বিনোদিত করিবার অভিপ্রায়ে বিবিধ বিলাসলীলা সহকারে নৃত্য করেন।
অর্জুন তৎকালে পুনঃপুনঃ উর্ধ্বশীর প্রতি দৃষ্টিপাত করায়, ইজি বিবেচনা করেন যে, তাহার
তনয় সেই অরুণদারীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন। এই বিবেচনার বশবর্তী শচীনাথ, উর্ধ্বশীকে
বিবিধ বিধানে অর্জুনের বিনোদন করিতে আদেশ করেন। অনন্তর সমুচিত ভ্রমণে স্বকীয়
শৌলভ্যগার কলেবর সজ্জীভূত করিয়া, মদনোন্মত্তা উর্ধ্বশী অভিসারিকা বেশে অর্জুন-সমক্ষে
উপস্থিত হইয়া স্বকীয় বাসনা বিজ্ঞাপিত করিয়া প্রণয়-লীলার প্রার্থনা করিলে, অর্জুন নিভীক
সমুচিতভাবে অবনত মস্তকে তাঁহাকে গুরুপত্নী বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন এবং কুন্তী,
দ্রৌপদী ও ইজিরীয় ভ্রাতৃ মাতৃহানীক বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। “অপমানিতা ও
সম্মানিতা উর্ধ্বশী তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, “তোমাকে এই অপরাধে জীবনরূপে
বিখ্যাত হইয়া নানীমণ্ডলীর মধ্যে নৃত্য করিতে হইবে।” বলা বাহুল্য যে, অজ্ঞানবানকালে
ক্রীত পদকে বেশে বিরাট-ভবনে উভয়ার নৃত্য-গুরুরূপে অর্জুনকে এক কংসর অভিযোজিত
করিতে হইয়াছিল।—(সহায়ত বঙ্গবর্গ।)

স এবারং ময়া তেহু যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদ্বক্তৃত্বম্ ॥ ৩ ॥

অর্থ ।—[ত্বং] মে (মম) ভক্তঃ সখা চ অসি ইতি (হেতোঃ) এবারং সঃ পুরাতনঃ (সনাতনঃ) যোগঃ (জ্ঞানকর্ম্মরূপঃ) অস্ত ময়া তে (তুভ্যং) এব প্রোক্তঃ হি (যস্ম্যং) এতৎ উত্তমং রহস্যম্ (অতি-গোপ্যম্) ॥ ৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—[তুমি] আমার ভক্ত এবং সখা হও এই জ্ঞাত্য এই সেই প্রাচীন জ্ঞানকর্ম্মযোগ আমার-দ্বারা তোমাকে-ই কথিত-হইল যেহেতু ইহা অতীব গুঢ়তত্ত্ব ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে অর্জুন ! তুমি আমার ভক্ত এবং সখা; একজ্ঞ সেই পরম্পরাগত প্রাচীন জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ-তত্ত্ব তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম । এই যোগ অতিশয় রহস্য-জালে জড়িত ॥ ৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—হর্ষলান্, অজিতেন্দ্রিয়ান্, প্রাপ্য নষ্টঃ যোগমিমমুপলভ্য লোকক-পুরুষস্বধিনঃ, স এবারং ময়া তে তুভ্যমভ্যেনানীং যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ভক্তোহসি মে সখা চাসীতি রহস্যং হি যস্ম্যভ্যেতদ্বক্তৃত্বমং যোগং জ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরি ।—কিমিতি বর্ত্তমানে কালে প্রকৃতো যোগঃ সম্প্রদায়রহিতোহতু-দিত্যাশঙ্ক্যাদিকার্য্যভাবাদিত্যাহ হর্ষলানিতি । তদেব দৌর্ব্বল্যং প্রকৃতোপযোগিত্বেন ব্যাকুলোতি অজিতেন্দ্রিয়ানিতি । যতপি কামক্রোধাদিপ্রধানান্, পুরুষান্, প্রতিপত্ত্য কামক্রোধাদিতিরতি-ভূত্বাননো যোগো নষ্টো বিজিন্নসম্প্রদায়ঃ সঙ্গাতিস্তথাপি যোগাদৃতে পুরুষার্থো লোকত লভাতে চেৎ, কিমনেন যোগোপদেশেনেত্যাশঙ্ক্য যথোক্তযোগাভাবে পরমপুরুষার্থাপ্রাপ্তেমৈবমিত্যাহ লোককেতি । পূর্ণো যোগো বিজিন্নসম্প্রদায়োহধুনা যত্নযোগো মদর্থমুচ্যতে ভগবতেত্যাশঙ্ক্যাহ ন গ্রহেতি । কস্মাদভ্যর্থ কস্মৈচিৎ পুরাতনো যোগো নোক্তোভগবতেত্যাশঙ্ক্যাহ ভক্তোহসীতি । উত্তমবিচারিণঃ প্রতি যোগস্ত বক্তব্যং হেতুমাং রহস্যং ইতি । অনাদিবেদমূলক্যং যোগস্ত পুরাতনত্বং, ভক্তিপরমবুদ্ধ্যং প্রীতিস্তয়া যুক্তো নিজরূপমবেক্ষ্য ভক্তো বিবক্ষিতঃ, সমানবল্লঃ বিধঃ সহায়ঃ সর্বেভ্যুচ্যতে । এইদ্বিতি কথং যোগো বিশেষ্যতে তত্রাহ জ্ঞানমিতি ॥ ৩ ॥

রামানুজ ।—স ইতি । স এবারং মখলিতবরূপঃ পুরাতনো যোগঃ সখ্যেনী তমজি-

তত্যা চ মাষেব প্রপন্নায় তে মরা প্রোক্তঃ, সপরিষ্করঃ সবিস্তরমুক্ত ইত্যর্থঃ । মদন্তেন কেমাপি জাহ্নুং বক্তুং বা ন শক্যং বত্, ইদং বেদান্তোদিতমুত্তমং রহস্যং জ্ঞানম্ ॥ ৩ ॥

বহুমান্ ।—স এবারমিতি । স এব বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ো যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ তে তব, রহস্যং গুপ্তপ্রকাশঃ উত্তমং নিরূপমম্ ॥ ৩ ॥

ত্রীধর ।—স এবারমিতি । স এবারং যোগো দ্ব্যধিবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ে সতি পুনশ্চ মরা তে তুভ্যমুক্তো বতত্বং মম ভক্তোহসি সখা চ অজ্ঞানৈ মরা নোচ্যতে, বস্মাদেতদুত্তমং রহস্যম্ ॥ ৩ ॥

বলদেব ।—স ইতি । স এব তদানুপূর্ব্বিকবচনবাচ্যো যোগঃ মরা স্বৎসংখ্যেনাতিরিঞ্চেৎ তে তুভ্যং মৎসংখ্যায়ৈতি দ্বিধার প্রোক্তঃ, স্বং মে ভক্তঃ প্রিয়ঃ সখা চাসীতি হেতোঃ ন অন্য্যৈ কঠৈরচিৎ । তত্র হেতুঃ রহস্যমিতি, হি যস্মাদুত্তমং রহস্যমিতি গোপ্যমেনতৎ ॥ ৩ ॥

মধুসূদন ।—স ইতি । স এবং পূর্ব্বমুপদিষ্টোহপিযাধিকার্য্যভাবেবিচ্ছিন্নসম্প্রদায়োহতুৎ বা বিনা চ পূর্ব্বার্থো ন লভ্যতে, স এবারং পুরাতনোহিনাদিপারম্পর্য্যগতো যোগোহস্য সম্প্রদায়-বিচ্ছেদকাল মরাতিরিঞ্চেৎ তে তুভ্যং প্রকর্ষেণোক্তঃ, ন অজ্ঞানৈ কঠৈরচিৎ । কস্মাৎ ? তক্তোহসি মে সখা চেতি ঠাতিশয্যো হেতৌ । যস্মাৎ স্বং মম ভক্তঃ শরণাগতঃ সত্যত্যাগপ্রীতিমান্ সখা চ সমানবর্য্যঃ দ্বিধঃ সহায়োহসি সর্ব্বদা তবসি, অতস্তুভ্যমুক্ত ইত্যর্থঃ । অন্য্যৈ কুতো নোচ্যতে ? তত্রাহ, হি যস্মাদেতদুত্তমমুত্তমং রহস্যং অতিগোপ্যম্ ॥ ৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—স ইতি । অদ্য সম্প্রদায়বিচ্ছেদে সতি ভক্তঃ শরণাগতঃ সখা প্রীতিবিবরঃ রহস্যং গোপ্যং অভক্তাদিত্যো ন দেবম্ অন্যথা নির্বীৰ্য্য বিত্তা ভবেদিত্যর্থঃ । তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ, “বিদ্যা ই বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেহহমসি অমুর কামানুববেহব্রতায় ন মাং কুর্য্য অবীৰ্য্যবতী চ তথা তাম্” ইতি ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—স ইতি । স্বাং প্রত্যেবাত্ত প্রোক্তঃ হেতুঃ, তক্তো দাসঃ সখা চেতি ভাবকঃ অন্যত্বস্বাচীনং প্রত্যেবাবক্তব্যং হেতুঃ, রহস্যমিতি ॥ ২ । ৩ ॥

ভাৎপর্ষ্য ।—বদিও এই যোগ প্রথমে আমার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া, পুরুষপরম্পরা ক্রমে হুচারুরূপে চলিয়া আসিতেছিল, তথাপি কালসুহকারে উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে এবং মানব-কুলের পাপ-প্রবৃত্তির প্রাবল্যে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় হইয়া নষ্ট-প্রায় হইয়াছে । কিন্তু বাঁহারা পুরুষার্ধ-কামী, ভীহাদিগের পক্ষে এতদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই ; কারণ এই যোগ পুরুষার্ধ সাধনের একমাত্র অমোঘ উপায় । সেই অনাদি কাল-প্রবর্তিত পরম-যোগ-কর্ত্ত্ব অদ্য, এই সম্প্রদায়-বিচ্ছেদ কালে, আমি স্বেচ্ছাভিমুখ হইয়া, তোমার নিকট পরিব্যক্ত করিলাম । অতুনি আমার পরম ভক্ত,

আমাতে একান্ত অনুরক্ত, বিপন্ন ও সম্পদে আমারই অনুগত এবং সর্বভেদ-
ভাবে আমার শরণাগত । আর তুমি আমার অকৃত্রিম সখা, আমার
সমবয়স্ক, আমার সহিত সমানাকার, সর্বদা আমার ত্রেহময় সহায় এবং
আমার নিত্য সহচর । তোমাকে বখাযোগ্য পাত্র বিবেচনায়, এই পরম
ভরের দ্বার অদ্য প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তোমার নিকট উদ্ঘাটন করিলাম ।
এই যোগ এতই গূঢ় ও এতই রহস্য-আলে সমাচ্ছন্ন যে, প্রকৃষ্ট পাত্র ও
হযোগ্য অধিকারী ব্যতীত আর কাহারও নিকট ইহা ব্যক্ত করা বিধেয়
মহে । ৩ ।

—:(.):—

অৰ্জুন উবাচ ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।

কথমেতদ্বিজানীরাং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

অমর ।—অৰ্জুন উবাচ । ভবতঃ জন্মঃ অপরং (অপ্পকালীনং)
বিবস্বতঃ (সূর্য্যস্য) জন্ম পরং (বহুকালীনং) [তস্যাং] ত্বম্, আদৌ
(সৃষ্টিপ্রারম্ভকালে) ইতি (ইমং যোগং) প্রোক্তবান্ (কথিতবান্)
এতৎ কথং বিজানীরাং (জাতুং শক্রুরাম্,) ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—তোমার জন্ম পরবর্তী সূর্য্যের জন্ম বহুপূর্ববর্তী
[মতএব] তুমি প্রথম-কালে এই-যোগ বলিয়াছিলে ইহা কিরূপে
জানিব ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—তোমার আবির্ভাবের নহুকাল পূর্বে সূর্য্য দেব আবি-
র্ভূত হইয়াছেন । তুমি যে এই যোগ-তত্ত্ব প্রথমে সূর্য্যের নিকট
পরিব্যক্ত করিয়াছিলে, একথা কিরূপে বুঝিব ; ॥ ৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—ভগবদ্ভা বিশ্রুতিবিদ্বয়কামিহি মা ভূং নতচ্চিৎ বুদ্ধিরিতি পরিহারার্থং
চোদ্যামিৎ কুর্কন্ অৰ্জুন উবাচ, অপবসিতি । অপময়স্বীকৃৎ বহুমেবগৃহে ভবতো জন্ম, পরং পূর্ব্বং
সর্গাহৌ অম্বোৎপত্তিবিবস্বত আদিভ্যস্ত তৎ কথমেতদ্বিজানীরাং বিবস্বতঃ ইতি বহুমেবাহৌ প্রোক্ত-
বানিতি যোগং ন এব দ্বিধানীং বহুং প্রোক্তবানসীতি ॥ ৪ ॥

অধঃস্রগ্নি ।—ভগবতি লোকগ্যানীধরত্বকাং নিবর্তয়িতুং চোদামুত্ভাবমতি ভগবত্তেতি । পরিহারার্থং ভগবতো মনুবাধববিত্তিত্তানীধরত্বমুপেত্য ভবচনে শক্তি বিপ্রতি-বেধস্যেতি শেবাং, ভগবতো নিজরূপমুপেত্য মেধং চোদাং, কিন্তু লীলাবিগ্রহং গৃহীত্বৈতি বক্তুং চোদামিবেত্যুতম্ । এতচ্ছব্দার্থমেব ক্ষুটরতি যদ্ব্যমিতি ॥ ৪ ॥

রামানুজ ।—অমিন্ প্রসঙ্গে ভগবদবতারবাধায়াং বধাবজ্জাতুমর্জুন উবাচ, অপর-মিতি । কাগসম্মায়া অপরমস্বজ্ঞানসমকালং হি ভবতো জ্ঞান বিবদতচ্চ কাগসম্মায়া পরমহী-বিশতিচতুর্ব'গসম্মায়াসম্মাতং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি । কথমেতদসম্মাতবনীয়াং বিশেষণ বধার্থং জানীয়াৎ । নহু জ্ঞাত্বেরেণাপি বক্তুং শক্যতে জ্ঞানান্তরকৃতস্ত মহতাং স্মৃতিশ্চ যুজাতে ইতি নাজ্জ কচ্চিষিরোধঃ, নচাসৌ বক্তারমেনং বহুদেবতনয়ং সর্কেখরং ন জানাতি ব এবং বক্ষ্যতি, "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ । পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং নিভূম্ ॥ আহবাসুবরঃ সর্কে দেবদিনী'রবতথা । অসীতো দেবলো বাসঃ স্বরকৈব ব্রহ্মি মে ॥" ইতি সুখিষ্টিররাজহর্ষাদিষু ভীয়াবিত্যশাসকুং শ্রুতং, "কৃষ্ণ এব হি লোকানাসুংপত্তিশ্রভবাণ্যয়ঃ । কৃষ্ণস্ত হি কৃতে ভূতমিহং বিখ্যং চরাচরম্ ॥" ইত্যেবমাদিষু কৃষ্ণস্ত হি কৃতে কৃষ্ণস্ত শেবভূতং কুংসং জগদিত্যর্থঃ । অত্রোচ্যতে জানাত্যেবারং ভগবন্তং বহুদেবতনয়ং পার্থঃ । জানতো-হপাজানন্ত ইব পূজতোহরমাশয়ঃ । নিখিলহেরপ্রত্যানীককল্যাণৈকতানস্ত সর্কেখরস্ত সর্কজস্ত সত্যসকলস্ত চাবাণ্ডসমস্তকামস্য কামকর্ষণপরবশাদেব মনুষ্যানি সজাতীয়াং জ্ঞান, কিমিত্রজাগমিব, মিথ্যা কিং বা সত্যং বসত্যে চ কথং জ্ঞান প্রকারঃ ? কিমাত্মকোহয়ং দেহঃ ? কচ্চ জ্ঞান হেতুঃ ? কদাচ জ্ঞান কিংর্থং বা জ্ঞান্বেতি পরিহারপ্রকারেণ প্রশ্নার্থো জ্ঞায়তে ॥ ৪ ॥

হনুমান্ ।—এবং শ্রদ্ধা অর্জুন উবাচ অপরমিতি । অপরমর্কাচীনং বহুদেবগৃহে ভবতো জ্ঞান, পরং পূর্কং বিবদত আদিত্যস্য জ্ঞান স্বর্গদৈবতঃ কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ বিবদতে প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

শ্রীধর ।—ভগবতো বিবদতং প্রতি যোগোপদেশাসম্ভবং পশ্চমর্জুন উবাচ অপরমিতি । অপরং অর্কাচীনং তব জ্ঞান পরং প্রাক্কালীনং বিবদতো জ্ঞান তস্যাং তবাধুনাতনত্বাতি'ভনার বিবদতে ত্বমাদৌ যোগং প্রোক্তবানিত্যেতৎ কথমহং জানীয়াং জাতুং শক্যম্ ॥ ৪ ॥

বলদেব ।—কৃষ্ণস্য সনাতনস্বৈ সার্কজে চ শকমানাননভিজ্ঞান্ নিরাকর্ষুমর্জুন উবাচ অপরমিতি । অপরমর্কাচীনং পরং পরাচীনং তস্মাদাধুনিকস্বং প্রাচীনায় বিবদতে যোগযুক্তবাদিত্যেতৎ কথমহং বিজানীয়াং প্রতীয়াৎ ? অরমর্থঃ ন খলু সর্কেখরস্বেন কৃষ্ণমর্জুনো ন বেতি তস্য নরাধাতবদভ্যন্তরতাজ্যাতং, "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম" ইত্যাদি ভুক্তেন্চ । কিন্তু দেবক্যাং জাতিস্বেন মনুষ্যতাবেন চাতু'বিতাং তৎসনাতনস্বতৎ-সার্কজবৈবরামজ্ঞপকামপাকর্ষুমপরাভিত্যদি পূজতি । সর্কেখরঃ স বধা বতস্বং 'মেতি ন

তথাক্ৰঃ । ততস্তথাব্রুবাদেব তদ্রূপতজ্ঞানাদিপ্রকাশনীরং লোকমঙ্গলায়, তদৰ্থং স্বমহিমানং প্রবক্ষ্যম্ বিকখনতয়া স নাক্ষেপ্যঃ, কিন্তু তবনীয় এব কৃপালুতয়া । তচ্চ মনুষ্যাত্মাতিপারম্যগন্তব্রূপং জ্ঞানাদি চ লোকবিলক্ষণং কিংবিধং কিমর্থকং কিংকালকথিতং বিজ্ঞেয়াপ্যজ্ঞবৎ প্রমোহমজ্ঞগুণানিরাশক প্রতিপচনার্থঃ ॥ ৪ ॥

মধুসূদন ।—বা ভগবতি ব্রাহ্মদেবে মনুষ্যভেদানসর্গজ্ঞানিত্যত্মাশঙ্কা মূর্খাণাং তামপ-
নেতুমমুদেন অর্জুন আশঙ্কতে অর্জুন উবাচ, অপরমিতি । অপরমগলকালীনমিদানীন্তনং বহু-
দেবগৃহে ভবতো জন্ম শরীরগ্রহণং বিধানক মনুষ্যত্বাৎ, পরং বহুকালীনং সর্গাদিতবং উৎকৃষ্টক
দেবত্বাৎ বিবক্ষতো জন্ম অজ্ঞানেনো জ্ঞানাত্মবস্ত প্রাগ্ভূতপাদিত্বাদেহাতিপ্রায়েণৈবাক্ষুণত
প্রশ্নঃ অতঃ কথমেতদ্বিজানীয়ামবিদ্বদ্বার্থতয়া এতচ্ছবার্থমেব বৃণোতি স্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ।
স্বমিদানীন্তনো মনুষ্যোহসর্গজঃ সর্গাদৌ পূর্বতনায় সর্গজ্ঞানাদিত্য প্রোক্তবানিতি বিদ্বদ্বার্থ-
মেতদ্বিতি ভাবঃ । তত্রায়ং নির্গলিতোহর্থঃ এতদেহাবচ্ছিন্নস্ত তব দেহান্তরাবচ্ছিন্নেন বা
আদিত্যং প্রত্যাপদেহৈব এতদেহেন বা, নাস্ত্যঃ জ্ঞানান্তরানুভূতাসসর্গজেন স্তম্ভমণকাত্বাৎ, অস্তথা
মমাপি জ্ঞানান্তরানুভূতস্মরণপ্রদঃ, তব মম চ মনুষ্যভেদানসর্গজ্ঞানিশেষাৎ । তচ্ছক্তমতিবৃষ্টঃ
“জ্ঞানান্তরানুভূতক ন স্বর্ঘ্যতে” ইতি । নাপি দ্বিতীয়ঃ সর্গাদাবিদানীন্তনস্ত দেহভাসম্ভবাৎ তদেবং
দেহান্তরেণ সর্গাদৌ সত্ত্বাসম্ভবেহীদানীন্তনস্মরণানুপপত্তিঃ, অনেন দেহেন স্বরণোপপত্তানপি
সর্গাদৌ সত্ত্বানুপপত্তিরিত্যসর্গজ্ঞানিত্যত্মাত্মাং হ্যাক্ষুণত পূর্বপক্ষৌ ॥ ৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—ভগবদেহস্ত বহুদেবাভূতপত্তিঃ স্বানোহাক্ষুণ উবাচ অপরমিতি । অপরং
অর্কাকালিকম্ পরং বহুকালিকং বিজানীয়াম্ । যতপি শব্দাদয়মর্থো জ্ঞাতঃ, তথাপি বিদ্বদ্বার্থস্ত
বাক্যত্বাবোধকত্বাৎ কথমেতদ্বিজানীয়াসিত্যুক্তং, পদযোজনানু স্পষ্টা ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—উক্তমর্থমগন্তবং মত্বা পৃচ্ছতি অপরমিতি । অপরমিদানীন্তনম্, পরং
পুরাতনম্ । অতঃ কথমেতং প্রত্যমীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

ভাঃপর্য্য ।—ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুনের আশঙ্কা উপস্থিত হইল
যে, শ্রীকৃষ্ণ আমার সমসাময়িক মনুষ্য, আর ভগবান্ ভাস্কর সৃষ্টির আরম্ভ
কাল হইতে বিরাজমান । সুতরাং সেই সূর্য্যদেবকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান
করা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না । এই অঙ্গদত
উক্তি মীমাংসিত করিবার অভিপ্রায়ে অর্জুন এই প্রশ্নের অবতারণা
করিলেন । তুমি ইদানীন্তন কালে, কয়েক বৎসর মাত্র পূর্বে, বহুদেব গৃহে
মনুষ্য শরীর পরিগ্রহ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; কিন্তু সেই সূর্য্যদেব
সৃষ্টি-আরম্ভ কাল হইতে দেবদেহে আবিস্কৃত হইয়া রহিয়াছেন । আত্মা
জন্ম-মরণ-বিরহিত এবং দেহই জন্ম-মরণ-ধর্ম্ম-শীল, একথা পূর্বে ভগবান্
বিবিধ বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত করিয়াছেন । সূর্য্য ও শ্রীকৃষ্ণ এতদূরতের

শরীরানির্ভাব কালের সমতা না থাকায়, অর্জুনের এই আশঙ্কা সমুপস্থিত হইয়াছে। অর্জুনের এই প্রশ্ন সহসা অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, কেননা ভগবানের পূর্বোপদেশ সমস্ত সাংগ্ৰহে গ্রহণ করিয়া, অধুনা আত্মার অজরত্ব ও অমরত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ হওয়া সম্ভব নহে। শরীরের বিনাশ ও জন্ম আছে। শ্রীকৃষ্ণের যে শরীর তৎকালে বর্তমান থাকিয়া সারথিরূপে অর্জুনের রথ-সম্মুখে সমুপস্থিত, তাহা নিত্যস্থ আধুনিক; এবং সূর্য্যের যে শরীর দেবতারূপে চিরকাল নভঃ-প্রদেশে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা অনাদি কাল হইতে বিরাজিত। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সেরি সূর্য্য দেবকে উপদেশ প্রদান নিত্যস্থ অসম্ভব। এই জন্ত এই প্রশ্ন সময়ে কোন বিরুদ্ধার্থ ঘটে নাই। শ্রীকৃষ্ণ এই দেহেই অথবা দেহান্তরে আদিত্যকে উপদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন, তাহাই পরিজ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে, অর্জুন এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। যদি শ্রীকৃষ্ণ কোন পূর্ব জন্মে, এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, অসংস্কৃত মনুষ্য-শরীর-পরিগ্রহ করিয়া, তৎপূর্ব-জন্ম-জন্মিত ঘটনা স্মরণ করা এক্ষণে তাঁহার অসম্ভব। যদি তাহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমিও মনুষ্য, আমারও অবশ্য পূর্ব জন্মগত বৃত্তান্ত স্মরণ-পথে সমুদিত হইত। আর যদি এই শরীরেই শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির প্রারম্ভ কালে সূর্য্যকে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাও অসঙ্গত নহে; কারণ শ্রীকৃষ্ণের ইদানীন্তন কাল-জাত দেহ সৃষ্টির আরম্ভ কালে বর্তমান থাকা কখনই সম্ভবপর নহে। শরীরান্তর সহকারে সৃষ্টির প্রারম্ভকালে উপদেশ প্রদান সম্ভব হইলেও, বর্তমান কালে তাহার স্মরণ অসম্ভব। আর এই শরীরেই উপদেশ প্রদান সম্ভব হইলেও, সৃষ্টির প্রারম্ভ কালে তাহার স্মরণ কখনই সম্ভবপর নহে। অর্জুন এই প্রশ্ন দ্বারা উল্লিখিত দুইটি প্রতিপক্ষ উপস্থিত করিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদের অভিপ্রায়। অর্জুন যে শ্রীকৃষ্ণের সর্বৈশ্বর্য্য জানিতেন না, ইহা কখনই সম্ভব নহে। তাঁহার। নর-নারায়ণ ঋষিরূপে অবতীর্ণ হইয়া একত্র বহুবিধ লীলা করিয়াছিলেন; সুতরাং সেই পরব্রহ্মের বৃত্তান্ত তাঁহার অপরিজ্ঞাত থাকা অসঙ্গত। কিন্তু সম্প্রতি তিনি দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, মনুষ্যরূপে বিরাজমান, তাঁহার সর্বৈশ্বর্য্য ও সনাতনত্ব কিরূপে সঙ্গত হইবে, তাহাবশে সন্দেহান হইয়া, অর্জুন এই প্রশ্ন করিয়া-

ছেন । সেই মর্কটের স্বকীয় তত্ত্ব অরং যেমন জ্ঞাত আছেন, তাপন কেহই
সে রূপ জ্ঞাত থাকিতে পারেন না । তাঁহার সেই শ্রীমুখ-পদম্বু চটতে
তদীয় জন্ম ও রূপাদির প্রসঙ্গ ক্ষুণ্ণ হইলে জগতের জীবের প্রভুত্ব কল্যাণ
সাধিত হইবে । এই জন্ম পরম দয়ালু শ্রীভগবান্ নিজ-মুখে নিজ-মহিমা
কীর্তন করিয়া আমাদের অনন্ত স্তবের পাত্র হইয়াছেন । দিক্ত অর্জুনের
এই অজবৎ প্রায় জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলময় হইয়াছে ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন ! ।

তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেথ্য পরন্তপ ! ॥ ৫ ॥

অর্থঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ । পরন্তপ অর্জুন ! মে (মম) তব চ
বহুনি জন্মানি ব্যতীতানি (অতিক্রান্তানি) অহং তানি সর্বাণি বেদ
(জানামি) ত্বং (অবিদ্যা প্রতিবদ্ধজ্ঞানাৎ ন বেথ্য (জানামি) ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন । শত্রুতাপন অর্জুন আমার
এবং তোমার অনেক জন্ম অতীত-হইয়াছে আমি সে সকল জানি
তুমি জান না ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে অরিন্দম অর্জুন ! আশাদের এই জন্মের পূর্বেও
অনেকবার জন্ম হইয়া গিয়াছে । আমি তৎ সমস্তের বৃত্তান্ত সম্যক
অবগত আছি ; কিন্তু তুমি তাহা জান না ॥ ৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যা বাহুদেবেহনীশ্বরাসকলজ্ঞানম্ স্বর্বাণাং, তাং পরিহরন্ শ্রীভগবানুবাচ
যদর্থো হর্জুনস্ত প্রসঙ্গঃ, বহুনীতি । বহুনি মে মম ব্যতীতানি অতিক্রান্তানি জন্মানি তব চ, হে
অর্জুন ! তাত্বেৎ বেদ জানে সর্বাণি, ন ত্বং বেথ্য ন জানীবে, পরন্তপ ! স্বর্বাণ্যর্থাণি প্রতিবদ্ধজ্ঞান-
শক্তিভাবহঃ পুনর্নিত্যাত্ত্ববুদ্ধমুক্তসত্যবতাবতাদনাবরণজ্ঞানশক্তিরিতি বোদ্ধব্যং, হে পরন্তপ ! ॥ ৫ ॥

অরিন্দমিরি ।—ভগবদ্ভজ্ঞানং সমুদ্যতশব্দাৎ বারিরিত্বং প্রতিবচনসম্বন্ধীয়মিতি
বা বাহুদেব ইতি । অতীতানি জন্মে কথমাশঙ্ক্যন্তরং পরিহর্ত্বং ভগবদচনির্ভাঃ শব্দাৎ প্রতি-

বচনরোরেকার্থত্বাহ বদার্থো হ্যাত । বক্ত শক্তিতত্ত্ব বিরোধস্ত পরিহারার্থং তত্ত্ব প্রস্তুতমেব
পরিহারঃ বক্তৃং ভগবদ্বচনমিচ্ছার্থঃ । অতীতানেকজন্মবৎ সন্মৈব নান্যধারণং, কিন্তু সৰ্বপ্রাপি-
সাধারণমিত্যাহ তব চেতি । তানি প্রমাণাভাবান প্রতিভাস্তীত্যশঙ্ক্যাহ তানীতি ।
ঈশ্বরতানাবৃতজ্ঞানবাদিত্যর্থঃ । কিমিতি তর্হি তানি মম ন প্রত্যয়ন্তে তবাবৃতজ্ঞানবাদিত্যাহ
ন স্বমিতি । পরান্ পরিকল্প্য তৎপবিত্তবাহং প্রবৃত্ত্বাৎ তব জ্ঞানাবরণং বিজ্ঞেরমিত্যাহ
পরন্তপেতি । অর্জুনস্ত ভগবতা সহাতীতানেকজন্মবৎ তুলোহপি জ্ঞানবৈবম্যো হেতুমাহ
ধর্ম্মেতি । আদিশব্দেন রাগলোভাদরো গৃহন্তে ঈশ্বরতাতীতানাগতবর্তমানসর্বার্থবিষয়জ্ঞানম্
হেতুমাহ অহমিতি ॥ ৫ ॥

রায়াভুজ ।—পরিহরতি বহুনীতি । অনেন জন্মনঃ সত্যস্মকুং বহুনি মে কাতীতানি
জ্ঞানীতি বচনাৎ, তব চেতি দৃষ্টান্তরোপাদানাত ॥ ৫ ॥

হুমান্ ।—আত্মনো নিরীশ্বরতাং মূর্খবুদ্ধিপবিকল্পিতাং পবিরহন্ ভগবান্ভুবাচ
বহুনীতি । তান্তং বেদ বিজ্ঞানানি অনাবরণজ্ঞানত্বাৎ, ত্ব ন বেধ ন জানাসি অবিভা-
কামকর্পাবৃত্ত্বাৎ ॥ ৫ ॥

শ্রীশ্রম ।—রূপান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যভি প্রারোপোত্তরং শ্রীভগবান্ভুবাচ বহুনীতি । তান্তং
বেদ বেদ্বি অনুপুবিভাশক্তিত্বাৎ, ত্ব ন বেধ ন বেৎসি অবিভাবৃত্ত্বাৎ ॥ ৫ ॥

বলদ্রব ।—“এক এবাহমেকোহপি সন্ বহুনা বোহবভাতি” ইত্যাদিশ্রুত্যানি
নিত্যানিহানি বহুনি রূপাণি বৈদূর্ঘ্যবদ্যনি দধানঃ পুরা রূপান্তরেণ তং প্রত্যাশদিষ্টবান্ ইতি
ভাবেনাহ ভগবান্ বহুনীতি । তব চেতি মৎসম্বাৎ তাগন্তি জ্ঞানানি ত্বাপাভূগ্নমিত্যর্থঃ ।
ন ত্বং বেখেতি, ইদানীং মরৈবাচিন্ত্যশক্তিনা স্বলীলাগিচ্ছরে স্বজ্ঞানান্ধাদনাদিতি ভাবঃ
এতেন সার্কজ্যং স্বত্ব দর্শিতম্ । অত্র ভগবজ্জন্মানং বাস্তবত্বং বোধ্যং, বহুনীত্যাди
শ্রীমুখোক্তেস্তব চেতি দৃষ্টান্তাত । ন চ জ্ঞানার্থো বিকারঃ, তত্ত্বাগ্রিমব্যাখ্যায়
প্রত্যাখ্যানাৎ ॥ ৫ ॥

মধুসূদন ।—তএব সর্বজ্ঞেন প্রথমত পরিহারং জ্ঞানানি জীলাদেহগ্রহণানি লোক-
দৃষ্ট্যভিপ্রারোপাদিত্যসোদরবদে মম বহুনি ব্যতীতানি তব চাজ্ঞানিনঃ কণ্ঠাঙ্কিতানি
দেহগ্রহণানি তব চেতুপদকণমিতরেবামপি জীবানাং জীবৈক্য্যতিপ্রারোপ বা, হে অর্জুন !
প্রেবেণ অর্জুনবৃক্ষমায় সোধোদয়ন্ আবৃত্তজ নঃ সূচরতি । তানি জ্ঞাতঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ব-
শক্তিধীশ্বরো বেদ জানাসি সর্বাপি দবীরানি স্বদীরাত্তবীরানি চ, ন ত্বমজ্ঞো জীবন্তিরোহিত-
জ্ঞানশক্তির্কোথ ন জানাসি স্বীরাত্তপি কিং পুনঃ পরকীরানি । হে পরন্তপ ! পরং শত্রুং
ভেদকৃত্য পরিব্রজ্য ত্বং প্রবৃত্তোহনীতি বিপরীতদর্শিত্বাৎ ভ্রাত্তোহনীতি সূচরতি ত্বমদেন
সোধোদয়নোবাবরণবিক্ষেপো বাবণ্যজ্ঞানধর্ম্মো দর্শিতো ॥ ৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অববৃত্ত্যভাবঃ সাধয়িতুং স্বত সর্বজ্ঞঃ ভাবমাহ বহুনীতি । স্পষ্টার্থঃ
মোকঃ ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—পবতারান্তরেণোপদিষ্টবান্‌তাতিপ্রায়েণাহ্‌ বহুনীতি । তব চেতি, বঁদা যদৈব সমাপ্যারতদা মৎপাৰ্শ্বভ্যং তবাপ্যাদিত্যোহভূদেবেত্যর্থঃ । বেদ বেদ্যি সর্কেষ্বরত্বেন সৰ্বজ্ঞত্বাৎ । অং ন বেখ মটৈব স্বলীলাসিদ্ধার্থং স্বজ্ঞানাববণাদিতি ভাবঃ । অতএৱ হে পরম্পর ! সাম্প্রতিককুতীপূজ্যত্বাতিমানমাত্রেণৈব পরান্‌ শক্রংস্তাপয়সি ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—স্বকীয় সৰ্বজ্ঞত্বের সমর্থন করিয়া শ্রীভগবান্‌ অৰ্জুনের উজ্জিখিত পূৰ্ব্বপক্ষ ঘরের প্রথমটির পরিহার করিতেছেন । প্রতিদিন উষা সমাগমে আকাশ পথে আদিত্যকে সমুদ্রিত হইতে দেখিয়া এবং সাং-কালে তাঁহার সেই জ্যোতির্ময় কলেবর লোক-লোচনের অন্তরিত হইতে দেখিয়া, মানব তাঁহার উদয়াস্ত অনুমান করে । সেই রূপ লৌকিক দর্শনে আমায়ও বহুবার আবির্ভাব ও তিনোভাব হইয়াছে । লীলা প্রদর্শনার্থ আমি জগতে পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন শরীর পরিগ্রহ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়া । তুমি অজ্ঞানোচ্ছন্ন হইলেও, প্রারম্ভ কর্তব্যশে তোমা-রও বহুবার বহুশরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ হইয়া গিয়াছে । যাবতীর প্রাণীই এইরূপ জন্ম মরণের অধীন ; অতরাং সকলেই পুনঃ পুনঃ এইরূপ জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে ও করিতেছে । হে অৰ্জুন ! এই শ্লোকপূর্ণ সম্বোধন বাক্য দ্বারা ভগবান্‌ অৰ্জুন ব্রহ্মের সহিত তাঁহার নামের সমতা বিজ্ঞাপিত করিয়া, তিনিও যে ব্রহ্মাদি স্থাবর পদার্থের ন্যায় অজ্ঞানোচ্ছন্ন ইহাই ইঙ্গিত করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বশক্তিগম্পন্ন পবনেশ্বর, এইজন্ত তিনি স্বকীয় ও অন্যান্য সকলেরই ভূত জন্মঘটিত বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছেন । কিন্তু অৰ্জুন জ্ঞানশক্তি বিরহিত অজ্ঞ জীব মাত্র ; এইজন্ত স্বীয় জন্ম বৃত্তান্তই জানেন না, অন্যের জন্ম-বৃত্তান্ত জ্ঞান তাঁহার পক্ষে সুদূর-পরাহত । পরম্পর শব্দ-দ্বারা এস্থলে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, ভেদদৃষ্টি বশতঃ তুমি পর অর্থাৎ শত্রুকে বিপরীত দর্শন হেতু তাহাদিগকে হনন করিতে আসিয়াও জ্ঞাত হইতেছ । অৰ্জুন ও পরম্পর এই দুই সম্বোধন দ্বারা অৰ্জুনের অজ্ঞানোচ্ছন্নতা কথিত হইল ॥ ৫ ॥

অজোহপি সন্নবায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মায়মা ॥ ৬ ॥

অর্থঃ ।—অজঃ (জন্মরহিতঃ) সন্ অপি অব্যয়াত্মা (অবিদ্বন্দ-
স্বভাবঃ) ভূতানাং (ব্রহ্মাদিস্তদ্বর্ণার্থস্তানাং সর্বেষাং) ঈশ্বরঃ (কর্ণাধী-
নভাবিরহিতঃ) অপি সন্ [অহং] স্বাং প্রকৃতিং (বৈকল্যীং মায়াম্)
অধিষ্ঠায় (বশীকৃত্য) আত্মায়মা (স্বেচ্ছয়া) সন্তবামি (অব-
তরামি) ॥ ৬ ॥

প্রতিশব্দ — জন্মরহিত হইয়া ও বিনাশ-বিহীন সকল-ভূতের
ঈশ্বর-হইয়া [আমি] স্বকীয় প্রকৃতিকে বশীভূত-করিয়া নিজমায়ার দ্বারা
আবিস্ফুট হই ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—আমি জন্মগরন নিরাহিত হইলেও, স্বকীয় প্রকৃতিকে
বশতাগরন করিয়া স্বেচ্ছা-সারে তা-রূপ শরীর ধারণ করি ॥ ৬ ॥

শঙ্করাচার্য ।—কথং তর্হি তব নিতোদ্বারত ধর্মাধর্মাভাবেহপি জন্ম ? ইত্যাচাচে
অজোহপীতি । অজোহপি জন্মরহিতোহপি সংস্খাভাবায়াত্মা অক্ষীণজ্ঞানশক্তিবতাবেহপি
সন্ তথা ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তদ্বর্ণার্থস্তানাং ঈশ্বর ঈশনশীলোহপি সন্, প্রকৃতিং মায়াম্ মম
বৈকল্যীং ত্রিগুণাক্ষিকাম্, যত্না বশে সর্বং জগৎ বর্ততে, যদা মোহিতঃ সন্, স্বমায়ানং বাস্তুদেবং
ন জানতি, তদা প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় বশীকৃত্য সন্তবামি দেহবানিব তবামি আত ইদাম্মায়মা
ন পরমার্থতো লোকবৎ ॥ ৬ ॥

অনন্দগিরি ।—ঈশ্বরস্য কারণাতাবৎ জন্মবানুজন্মভীতানেকজন্মবন্ত দুর্যো-
সারিতমিতি শব্দতঃ কথমিতি । বস্ততো জন্মাতাবেহপি সারাবশাক্ষয় সন্তবতীত্যন্তরংহে উচ্যত
ইতি । পারমার্থিকজন্মযোগে কারণং পূর্বাচ্ছিন্নানুত প্রাতিভাবিকজন্মসত্তবে কারণবাহ
প্রকৃতি-মিতি । প্রকৃতিশব্দস্য স্বরূপবিবরণং প্রত্যাদেষ্টমাত্মায়মরেক্যাক্ষয় । বস্ততো জন্মাতাবে
কারণাত্মানভাগং বিবৃণোতি অজোহপীত্যানি । প্রাতিভাবিকজন্মসত্তবে কারণকথন-
পদমুত্তরানুতঃ শিতরতে প্রকৃতিমিত্যানি । প্রকৃতিশব্দস্য স্বরূপশব্দার্থানুতঃ বারয়তি সারামিতি ।
ভগ্যাঃ স্বাতন্ত্র্যং নিরাকৃত্য তদগবদ্বীনন্দমাহ মমেতি । তস্যাশ্চ অধিকরণধারোপান-
হিতরতি বৈকল্যমিতি । সারাবশক্যাপি প্রজ্ঞানবন্ত পাঠ্যবিজ্ঞানশক্তিবিবরণস্যার্থ্যাহ
ত্রিগুণাশ্চকামিতি । ভগ্যাঃ কার্যনিজকমুখানাং হুচরতি বদ্য ইতি । জগতো সারাবশক্যমিব
কটুত্বমিতি বহেতি । বখা লোকে কণ্ঠিকাভোদেহবানানক্যতো, এরবহপি সারাবশক্যমিতি বখা ।

স্বপ্নমি সন্তানমি তেন মায়াসমীকৃতস্য জ্ঞানোক্তং তং প্রকৃতিমিত্যাদিনা । সন্তানমি ইত্যুক্তম্বেন
বিতজতে দেহবানিতি । অজ্ঞানাদেহি ন তবাপি পারমার্থিকভিত্তিমানো জ্ঞানাদিবিদেহে সাধিত্যাশঙ্ক্য
প্রাকৃতস্বরূপপরিজ্ঞানবত্বাদীশ্বরস্য মৈবমিত্যাহ ন পরমার্থত ইতি । আত্মতত্ত্বানন্দভো লোকস্যা
জ্ঞানাদিবিষয়ে পরমার্থভিত্তিমানঃ সন্তবতীত্যাহ লোকবদিতি ॥ ৬ ॥

রামানুজ ।—আত্মনোহবতারপকারং দেহযাথাত্ম্যং জ্ঞাতৃত্বকাক অজ্ঞোহনীতি ।
অজ্ঞত্বাব্যবহৃতকৈবল্যাদিসর্বপারমৈশ্বর্য্যপ্রকারমজ্ঞত্বেন ত্বং প্রকৃতিমিতিভাষ্যায়মায়য়া সন্তানমি,
প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ অসেন স্বভাবমিতিভাষ্যে নৈব রূপেণ সেক্ষর্য্য সন্তানমীত্যর্থঃ । স্বরূপত্ব
“আদিভাবগং তমসঃ পরস্তাং কয়ং তমস্যবজসং পরাকরং যথোক্ত্যাদিত্যে হি সন্তানমিভাষ্যায়ঃ
পুরুষো মনোময়োহিন্ৰিতো হি সন্তানঃ । সর্বকৈ নিমেষা কজিত্রে বিদ্যাতঃ পুরুষাদিভাবরূপঃ, সত্যকামঃ
সত্যসঙ্কল্পঃ পাকশিখায়া সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্ববসঃ সত্যরাজতবাসঃ” ইত্যাদি প্রতীতিগন্ধঃ
আত্মসারয়া আত্মীয়বা মায়য়া মায়া বৈবনং জ্ঞানমিতি জ্ঞানপৰ্যায়োহস্, মায়াশব্দঃ, তথাচাভিযুক্ত-
প্রয়োগঃ “মায়য়া সত্যতং বেত্তি প্রাচীনঞ্চ শুভাশুভম্” ইত্যাদি মায়য়া আত্মীয়েন জ্ঞানেনাত্ম-
সঙ্কল্পেনেত্যর্থঃ । অতোহপহতপাপুত্বাদি সনস্ত-কল্যাণগুণাত্মকত্বং সর্বমৈশ্বর্য্যসত্যবসমজ্ঞেব
স্বমেব রূপং দেহমজ্ঞবাদিসঙ্গাভীরসংস্থানং কুর্করাত্মসংকল্পেন দেবাদিরূপঃ সন্তানমি তদ্বিষমাহ ।
“অজ্ঞানমানে বহুখতিভারতঃ” ইতি প্রতীতিঃ, ইতিবপুরুষসাধারণং জ্ঞানাকুর্কন দেবাদিরূপেণ
স্বসঙ্কল্পেনোক্তপ্রক্রিয়য়া জায়ত ইত্যর্থঃ । “বহুনি মে ব্যতাতানি জ্ঞানানি তব চাক্ষুণ্ । তাতকঃ
বেদ সর্গাপি, তদাত্মানং সৃজামহ”, জ্ঞানকর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেতি সত্যক ” ইতি
পূর্বাণ্যবিবোধোক্ত ॥ ৭ ॥

হনুমান্ ।—কণং তর্হি তব নিত্যোখরস্য ধর্ম্মার্থপীভাবে জ্ঞানোক্ত্যজ্ঞান্য প্রপ্তে সতি
ভগবান্ অজ্ঞোহপি জ্ঞানরহিতোহপি সন্ অব্যয়াত্মা অজ্ঞপক্ষীগজ্ঞানশক্তি-স্বভাবঃ, তুংগা-
মাত্রীকৃতস্বপৰ্য্যায়ানামীশ্বরঃ জ্ঞানলীলোহপি প্রকৃতিং মম নৈকবীর্য্য মায়য়া ত্রিগুণাত্মিকং বস্যা নপে
সর্বকৈ জগদ্বর্ত্ততে, বস্যা মোহিতং স্বমাত্মানং বাসুদেবং মাং ন জানাতি তং প্রকৃতিং সামগ্ধিভার
বীকৃত্য তবামি দেহবানিবি জাত ইব চ তবামাত্মায়মায়য়া আত্মনো মায়য়া ন পরমার্থভো
লোকবৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীশঙ্কর ।—এতৎ অনাদেত্তব কুতো জ্ঞান অবিবর্ত্তনশ্চ কণং পুনর্জন্ম যেন “বহুনি মে
ব্যতাতান” ইত্যচ্যতে জৈবরস্য তব পুণাপাপগীতীনস্য কণং বা জীববজ্ঞ্যেগ্রাত আহ অজ্ঞো-
নীতি । সত্যকমং তবাপি অজ্ঞোহপি জ্ঞানশূন্যোহপি সন্তানং তবামায়য়াপি অনন্তরস্বভাবোহপি
সন্, তথা জৈবরোহপি কর্ম্মসারতত্ত্বারহিতোহপি সন্ মায়য়া সন্তানমি সমাগপ্রচ্যুতজ্ঞান-
বলবীৰ্য্যাদিনৈকৈব তবাম । নহু তবাপি বোড়নকল্যাণকলিঙ্গদেহশূন্যস্য চ তব কুতো জ্ঞান
ইত্যত উক্তং ত্বং ভগবদাত্মিকং প্রকৃতিমিতিভাষ্যে বীকৃত্য বিতর্ক্যেহর্ষিত্যজ্ঞান্য
সেবসত্যবত্বমীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বলদেব ।—লোকবিলক্ষণতয়া স্বরূপং বলদেব চ বদনু সনাতনম্ । অস্যাহ অজোহী-
নীতি । অত্র স্বরূপস্বভাবগর্ভাঃ প্রকৃতিগণাঃ স্বাঃ প্রকৃতিং স্বং স্বরূপং অধিষ্ঠারানবা সম্ভবাসি
আবির্ভবামি । “সংসিদ্ধিপ্রকৃতিত্বমে, স্বরূপঞ্চ স্বভাবঞ্চ” ইত্যাদিঃ । স্বরূপেণৈব সম্ভবামীতি ।
এতমর্থঃ বিবরিতুং বিশিনতি অজোহনীত্যাदिना । অপি অবধারণে । অপূৰ্বেদেহযোগো জন্ম
তদ্রহিত এব সন্ । অব্যয়াস্মাপি সন্ অব্যয়ঃ পরিণামশূন্য আস্মা বুদ্ধাদিবিষয়্য তাদৃশ এব
সন্ । আস্মা পুংসীভাছ্যাক্তেঃ । ভূতানামীষরোহপি সন্ বেতরেবাং জীবানাং নিয়ন্তেব সন্
ইত্যর্থঃ । অজসাদিশুণকং যদ্বিজ্ঞানমুৎসবনং রূপং তেনৈবাবতরামীতি স্বরূপেণৈব সম্ভবামীত্যস্য
বিবরণঃ তাদৃশস্য সৰ্বরূপস্য রবেব্রিবাতিব্যক্তিমাत्रमेव জন্মেতি তৎস্বরূপস্য তজ্জন্মনশ্চ লোক-
বিলক্ষণম্ । তেন সনাতনম্বক ব্যক্তম্ । কৰ্ম্মতত্ত্বং নিরন্তম্ । প্রতিষ্ঠেচমাহ “অজায়মানো
বহবা-বিজায়তে” ইতি । স্মৃতিশ্চ “প্রত্যক্ষঞ্চ হরেজন্ম ন বিকারং কথঞ্চন” ইত্যাদ্য । অতএব
স্মৃতিকাপুংহে দিব্যায়ুধভূষণস্য দিব্যরূপস্য যদৈধৰ্ম্ম্যাসম্পন্নস্য তস্য বীৰ্য্যং স্বর্য্যতে । প্রয়োজন-
মাহাশ্রমায়রেতি । ভজজীবাশুকম্পা হেতুনা তদ্ব্যাকারেত্যর্থঃ । “মারা দন্তে কুপারাক”
ইতি বিখ্যঃ । আশ্রমায়রা স্বসার্কজেন স্বসক্সেনেতি কোচিৎ । “মারা বদুং জ্ঞানকে”তি
নির্ঘটকোবাৎ । লোকঃ খলু রাজাদিঃ পূৰ্ব্বেদেহাদীনি বিহার্য্যপূৰ্ব্বেদেহাদীনি ভজন্নরহুসন্ধিরজো
জন্মী তবতি ইতি তদৈধৰ্ম্ম্যং হরেজন্মিনঃ প্রস্কটম্ । ভূতানামীষরোহপি সন্নিত্যেনৈব লক্ষসিদ্ধয়ো
যোগিপ্ৰভৃতরোহপি ব্যাবৃত্তাঃ । স্মৃতিদ্বয়েন হরিদেহদেহিত্তেদেন শুণ্ণগণিতেন চ শূন্যোহপি
নিষেববাং তন্তদ্ভাণেন বিহবাং প্রতিষ্ঠারানীদিতি ॥ ৬ ॥

মধুসূদন ।—নবগীতানেকজন্মবৎসাম্মনঃ স্বসি চেৎ, তর্হি জাতিস্মরো জীবৎ
পন্নজন্মজ্ঞানমাপ যোগিনঃ সর্কাস্মাভিমানেন “শাস্ত্রদৃষ্টো তুপদেশো বামদেববাং” ইতিন্যারেন
সম্ভবতি, তথাচাহ বামদেবো জীবোহপি, “অহং মমুতবং স্বধ্যাচাং ককীবানুবিরস্মি বিপ্র”
ইত্যাহি দাশতবাং, অতএব ন মুখ্যং সর্কজন্মঃ, তথাচ কথমাদিত্যং সর্কজমুপদিষ্টবানসি
অনীষরঃ সন্, নহি জীমস্য মুখ্যং সর্কজন্মঃ সম্ভবতি বাষ্টুপাথেঃ পন্নজন্মদ্বেন সর্কস্বদ্বি-
ভাবাৎ । সমষ্টুপাথেরপি বিরাজঃ স্মলভূতোপাধিভেন স্মলভূতপরিণামবিবরণং মারাপরিণাম-
বিবরণঞ্চ জ্ঞানং ন সম্ভবতি, এবং স্মলভূতোপাথেরপি হিরণ্যগর্ভস্য তৎকারণমারপরিণাম-
কাশাদিসর্গক্রমাদিবিবরণজ্ঞানাভাবঃ সিদ্ধ এব । তন্মাদীষরএব কারণোপাধিভাদতীতানাগত-
বর্তমানসর্কার্থবিবরণজ্ঞানান্ মুখ্যঃ সর্কজন্মঃ, অতীতানাগতবর্তমানবিবরণং মারাবৃত্তিজনমেকৈব
বা সর্কবিষয়া মারাবৃত্তিরিত্যক্তং, তস্য চ নিত্যেবরস্য সর্কজন্মস্য ধর্ম্মার্থাদ্যভাবেন জন্মেবাত্ম-
পন্নমতীতানেকজন্মবৎস্ব দুরোৎসারিতমেব, তথাচ জীবদে সর্কজন্মমুপপত্তিঃ, জীবরবে
চ দেহপ্রপঞ্চমুপপত্তিরিত লক্ষ্যবৎ পরিহরন্ নিত্যতপস্কস্যাপি পরিহারমাহ অত্র ইতি ।
অপূৰ্ব্বেদেহজন্মাদিপ্রবণং জন্ম, পূৰ্ব্বেদেহদেহজন্মাদি বিযোগো ব্যয়ঃ বহুত্বং ভাবিকৈঃ
প্রোক্তাব ইত্যুচ্যতে । তদ্বৎ “জাতস্য হি এবো মৃত্যুর্কং জন্ম মৃত্যু চ” ইতি, তদ্বৎ

ধর্মীধর্মবশতবতি, ধর্মীধর্মবশতকাজত জীবন্ত দেহাভিমানিনঃ কৰ্মাদিকারিত্যতবতি, তত্র
বহুতে সৰ্বকৃত্তেবরত সৰ্বকারণতেন্দ্রেহগ্রহণং নোপপাদ্যতে ইতি, তত্রৈব কথং ? ববি
তত শরীরং সুলভৃতকার্যং ত্যাং তদা ব্যাট্রপথে আগ্রবহান্নাদিতুল্যত্বং, সমষ্টরূপথে চ
বিরাত্ জীবৎ, তস্য তত্পাদিভ্যাং । অথ সুলভৃতকার্যং তদা ব্যাট্রপথে ব্রহ্মবহান্নাদিতুল্যত্বং,
সমষ্টরূপথে চ হিরণ্যগৰ্ভজীবৎ তস্য তত্পাদিভ্যাং । তথাচ ভৌতিকং শরীরং জীবানাবিষ্টং
পরমেশ্বরস্য ন সম্ভবত্যেবেতি সিদ্ধম্ । ন চ জীবাবিষ্ট এতাদৃশে শরীরে তস্য ভূতাবেশবৎ
এবেশ ইতি বাচ্যং, তচ্ছরীরাবেচ্ছেদেন তজ্জীবস্য ভোগাত্মপগমেহস্তর্ঘ্যামিরূপেণ সৰ্বশরীর-
এবেশস্য বিদ্যমানত্বেন শরীরবিশেষাত্মপগমবৈকল্যাৎ । ভোগাত্বে চ জীবশরীরবাহুপপত্তেঃ,
অতো ন ভৌতিকং শরীরমীশ্বরসোতি পূর্বাঙ্কেনালীকরোতি । অজোহপি মরবারাহ্মী
ভূতানামীশ্বরোহপি সন্নিতি অজোহপি সন্নিত্যপূর্কদেহগ্রহণং অব্যয়ান্মাপি সন্নিতি পূর্কদেহ-
বিচ্ছেদং ভূতানাং ভবনধর্মীণাং সর্বেষাং ব্রহ্মাদিত্ত্বপৰ্য্যস্তানামীশ্বরোহপি সন্নিতি ধর্মীধর্মবশৎ
নিবারয়তি, কথং তর্হি দেহগ্রহণমিত্যুক্তরাক্ষেণাহ, প্রকৃতিং সামদিষ্ঠায় সম্ভবামি, প্রকৃতিং
মারাত্যাং বিচিজ্ঞানেকশক্তিমমচমানবচনাপটীরসীং স্বাং স্বোপাধিত্বাত্মনিষ্ঠায় চিনাতালেম
বলীকৃত্য সম্ভবামি তৎ বিগামনিশেঠৈব দেহবানিব জাতইব চ তবামি । অনাদিমারীর
মহাপাধিত্বা যাবৎকালস্থায়িত্বেন চ নিত্য্য জগৎকারণত্বসম্পাদিকা মদিক্ষ্টৈব প্রাপ্তমানা
বিশুদ্ধসম্ময়ত্বেন মম মূর্তিস্তবিশিষ্টস্য চাজস্বমব্যয়ত্বমীশ্বরত্বকোপপন্নম্ । অতোহনেন নিত্যেনৈব
দেহেন বিবষন্তক স্বাক প্রতীমং যোগমুপদিষ্টবানহমিত্যুপপন্নম্ । তথাচ শ্রুতিঃ, “আকাশশরীরং
ব্রহ্মেতি আকাশোহব্রাব্যাকৃতং আকাশ এব তদোতক প্রোতক” ইত্যাদৌ তথা দর্শনাৎ,
“আকাশস্তল্লিঙ্গং” ইতি (তদোপাধিতি) ন্যায়াক । তর্হি ভৌতিকবিগ্রহাতাবাত্ত্বমমহাব্যাদি-
প্রতীতিঃ কথমিতি চেৎ তব্রাহ আত্মায়ারোতি । মম্মারদৈব ময়ি মম্মব্যাদিপ্রতীতির্লোকাহু-
গ্রহায়, ন তু বস্তবুত্যেতিতাবঃ । তথাচোক্তং মোক্ষধর্মৈ, “মামা হেবা মমা স্টী যদ্যাং পত্ৰসি
নারদ । সৰ্বভূতগুণৈশ্বর্যং ন তু মাং জষ্টীমহিসি” ইতি সৰ্বভূতগুণৈশ্বর্যং কারণোপাধিৎ মাং
চর্ষচক্ষুবা জষ্টুং নার্দনীত্যর্থঃ । উক্তক ভগবতা ভাব্যকারেণ, “স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তি-
বলবীৰ্য্যভূজোতিঃ সদাসম্পন্নস্তিগুণান্নিকং বৈকনীং স্বাং মায়াং প্রকৃতিং বলীকৃত্যাজোহব্যরো
ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমূলস্বভাবোহপি সন্ অমায়রা দেহবানিব জাতইব চ লোকাত্মগ্রহ-
কূর্কন্ লক্ষ্যতে অপ্রয়োজনাতাবেহপি ভূতাহুজিহ্মকরা” ইতি । ব্যাখ্যাত্তিষ্ঠোক্তং বেদ্যাবিনি-
শ্চিতেন মায়াময়েন দিব্যেন রূপেণ সম্ভবতি নিত্য্য যঃ কাবণোপাধির্মায়াজোহনেকশক্তিমান্
সএব ভগবদেহ ইতি ভাব্যকৃত্যং মতম্ । অন্যেতু পরমেশ্বরে দেহদেহিতাবং ন মন্যন্তে, কিন্তু
বচ নিত্য্য কিছুঃ সজ্জিমানন্দধনো ভগবান্ বাস্তুদেবঃ পরিপূর্ণো নিস্তৃণঃ পরমাত্মা সএব তদ্বি-
গ্রহো নান্যঃ কশ্চিভৌতিকো মায়িকোবেতি । অস্মিন্ পক্ষ যোজনাম আকাশবৎ সৰ্বগতস্ত
নিত্য্য: “অবিনাশী বা অরেহরমাত্মাহুজ্জিতিধর্মঃ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ, অসম্ভবত্ব মতোহুদ্রুপপত্তেঃ,
মামা শ্রুতেনিত্য্যাকৃত তাত্ৰ ইত্যাদি ন্যায়াক, বস্তগত্যা অসম্ভবত্ববিঃ সূর্য্যভাসকঃ সৰ্ব-

কারণমারাদিতানশ্চেন সৰ্বভূতেশ্চরোহপি সমহং প্রকৃতিং স্বভাবং সচ্চিদানন্দময়ৈকমুদয়ং আত্মং
ব্যাবৰ্ত্তয়তি ইতি । নিজবরূপমিত্যর্থঃ । “সত্তগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্বে মহিম্নি” ইতি শ্রুতং,
স্বরূপমধিষ্ঠায় স্বরূপাবস্থিত এব সন্ সত্ত্বামি দেহদেহিতাবশমত্তরেণৈব দেহিব্যবহরামি, কথং তর্হি
অদেহে সচ্চিদানন্দময়ং দেহং প্রতীতিরত আহ আত্মায়রেতি । নিশ্চয়ং তদে সচ্চিদানন্দময়-
ময়ং যস্মি ভগবতি বাসুদেবে দেহদেহিতাবশূন্যে তদ্রূপেণ প্রতীতিপ্ৰারামাজমিত্যর্থঃ । তদ্বক্তং
“কুরুসেনমবেহি স্মাস্মানমখিলাস্মানাম্ । জগদ্ধিতার সোহপাত্র দেহীবাভাতি মায়য়া” ইতি ।
“অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজোকসাম্ । যস্মিদ্ধং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্” ইতি
চ । কেচিত্তু নিত্যস্য নিরবয়বস্য নির্জিকারস্যাপি পরমানন্দস্যাব্যবহারবিভাবং বাস্তবমবেক্ষ্য
তে নিযুক্তিকং ক্রবাণাস্ত নাস্মাভির্কিনবিবাধ্যতে ইতি ন্যারেণ নাপবাদ্যোঃ । বদি সত্ত্ববেৎ তটৈ-
বোক্ত কিমতিপন্নবিতেনেতুপন্নময়াতে ॥ ৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কিন্তুহি বোগীনাং সৰ্বজ্ঞত্বপ্রসিদ্ধেৎ জাতিস্বরো জীবোহনীত্যাশঙ্ক্যাহ
অজ ইতি । দেহান্নিকৃষ্টস্যাজ্ঞাবায়ত্বে “ন দেবাহং জাতু নাগম্” ইত্যত্র সাধিতে, ইহ তু দেহ-
বিশিষ্টেণৈব তে উচ্যেত, ক্షরোহপীত্যনেন দেহান্নিকৃষ্টস্যান্দাদেবপীত্বরতঃ “তত্ত্বমস্যাহং ব্রহ্মাস্মি”
ইত্যাদিশ্রুতিগিন্ধমতো দেহবিশিষ্টস্যেব অজতনিত্যত্বে দৃঢ়ীক্ৰিয়েতেহন্যাথা অনীত্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ, ন
হ্যনিত্যাত্ত্বায়াগিণঃ পরমেধরত্ব হিরণ্যশ্রুত্বাদিবিশিষ্টো দেহো জন্মাবয়বানিতি বক্তুং শক্যম্,
অকর্শ্মজত্বাৎ, কৰ্ম্মফলত্ব হি পরাকাষ্ঠা হৈরণ্যগর্ভশরীরপ্রাপ্তিঃ, ন চ “পুরুষো হ বৈ নারায়ণোহ-
কাময়ত অভ্যতিষ্ঠেয়ং সৰ্বাণি ভূতানি অহমেবেদং সৰ্বং শ্রামিতি স এতং পুরুষমেধং পঞ্চরাত্রং
বজ্রকুরুমপশুং” ইত্যাদিনা শতপথে, নারায়ণাখ্যস্ত পরমাত্মনঃ “সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ
সহস্রপাং স তুবিং দিব্যতো বৃহতাত্তিষ্ঠদশাজুলম্” ইতি “পাদোহস্ত সৰ্বা ভূতানি ত্রিপাদভ্যামৃতং
দিবি” ইতি চ পুরুষস্তুত্বপ্রতিপাদ্যস্ত সৰ্বাণি ভূতাত্তিক্রম্য স্থিততত্ত্বেরতাপি শরীরং পঞ্চরাত্রাখ্য-
কৰ্ম্মবিশেষকনমিতি শ্রুতং ইতি বাচ্যম্, তত্র নারায়ণশব্দেন হিরণ্যগর্ভস্তেব বিবক্ষিতত্বাৎ,
ন হি পরমেধরত্ব পূর্ণকামস্য সৰ্বানতিক্রম্য স্থিতস্ত পুনরত্যতিষ্ঠেয়ং সৰ্বাণি ভূতানীতি কামনা
ভবতি । নহু পরমেধরেহপি কামনা দৃষ্টা “সোহকাময়ত বহুত্যাং প্রজায়েরত” ইতি চেৎ
প্রাচীনপ্রজ্ঞোদেবানাং প্রয়োযত আশু কামস্ত কা স্পৃহেতি শ্রুতেশৌকবতু গীণাকৈকল্যামিত্তি
ভ্রাম্যচ্চ নিশ্চয়স্ত গীণৈব ব্রহ্মাণ্ডকোটিঃ সৃজতো ভগবতো রাজগোপালস্ত কৰ্ম্মকিরণেণ কৰ্ম্মণা
সার্বীক্স্য প্রার্থয়তা সাধ্যমাপাদয়তি, তস্মান্নকৰ্ম্মফলং ভগবতঃ শরীরম্, অতএব ন ভৌতিকত্ব-
বিরহিত্বজ্ঞানাত্তিরিক্তস্ত জৌতিকত্বাত্তাবাৎ, তস্মাদ্যুক্তং অজোহপি সমিতি । নহু তর্হি তদ-
বহুরীত্যুক্তিমুদানম্ । অবিকোক্তি চেৎ ন পরমেধরে ভদভাবাৎ, জীবাবিদ্যা চেৎ ন তত্তি-
রজতাবেহির তুচ্ছত্বাপত্তেঃ, চিদ্রাত্ত্বঃ চেৎ চিত্তঃ সাকারাত্মাযোগাৎ, তথাহে বা তত্বাত্তিরিক্তত্বাপত্তিঃ
তস্মাৎ কিমালবনোহং ভগবদেহো বেংকীগর্ভপ্রবেশজননবালাকোমারশৌভকমৌবনাদি
প্রতীতিবিষয় ইতি চেৎ শূন্যং, “প্রকৃতিং স্বাবিষ্ঠায় সত্ত্বান্যায়মায়য়া” ইতি, অরম্বঃ জীবাত্মাসো
হি জ্ঞানমুদ্রতাং প্রকৃতিং ভেজ্যবদ্ব্যক্তিকং পঞ্চভূতাদ্ব্যক্তিকং বা অধিত্যৈ সত্ত্বত্বি জ্ঞানবীজ

লভতে, অহঙ্কৃত্বাৎ প্রত্যগনন্যাত্ম প্রকৃতিং প্রত্যকৃষ্টতন্যমেবেত্যর্থঃ, তদেবাবিষ্ঠানং ন তৃণাদানান-
স্তরঙ্গং, আত্মনারয়া নারয়া তবামি, নণা কণ্ঠিআরাবী স্বয়ং স্বহানাদপ্রোক্তত্বভাবোহপি অদৃষ্টো
তুচ্ছা হুগহুগতৃতান্যহুগাদিষ্টেণ কেবলয়া নারয়া বিতীরং মার্যাবিনং স্বসদৃশমেব স্তজমার্গেণ গগন-
ক্ষরোহস্তং স্তজতি, এবমহং কৃষ্টত্বচিন্মাত্রো গ্রাহঃ স্বমারয়া চিন্ময়মাখনঃ শরীরং স্তজামি, তস্ত
কাল্যাণ্যন্যন্যন্ত স্তজারোহণংদর্শয়ামি, এতাবাস্তব বিশেষঃ, লৌকিকনাবাৰী মায়ামুপসংহরন্
বিতীরং মার্যাবিনমপ্যুপসংহরতি, অহঙ্কৃত্বাৎ তামহুপসংহরন্ সবিগ্রহমপি নোপসংহরামীতি । এবং
হি সতি হিরণ্যাক্ষপ্রহাণিলক্ষণবিগ্রহযোগিনশ্চৈতন্যস্য অন্তস্তদ্ব্যর্থোপদেশাদিত্যাধিন্যায়সিদ্ধং বিদ-
দাত্তাপাদানত্বলক্ষণং সৰ্ব্বৈক্যত্বং বুজ্যতে নানাথেতি, তস্মাৎ সিদ্ধং পরমেশ্বরস্য মায়ামবশরীর-
নিত্যমিতি । একে নৈব দেহেন বিশ্ববহুশূপনিশা তামপ্যুপনিশামীতি । অন্যত্রাপি, “নিষ্টৈব
স্যাৎগজুষ্টিঃ” ইতি সানধাবৎ প্রতিজ্ঞায়তে । “দেবাণাং কার্যাসিদ্ধার্থমাবির্ভবতি সা যদা । উৎ-
পরেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে” ॥ ইতি, নিত্যায়্য অপ্যাবির্ভাবাপেক্ষয়া সূর্য্যস্যেব
বাল্যাদিকম্ উৎপত্ত্যাছুপগম্যতে । ভাষ্যেতু “স্বাৎ প্রকৃতিং বৈকরীং ত্রিগুণাশ্রিত্যং মার্যং অবি-
ষ্ঠায় বশীকৃত্য আত্মনারয়া সন্তয়ামি দেহবান্ জাত ইব আত্মনো মায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ”
ইতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—স্বয়ং জন্মপ্রকারমাহ অজোহপীতি । অজোহপি জগদ্রহিতোহপি সন্
সন্তয়ামি, দেবমহুপাত্যিগ্যা দিবু আবির্ভবামি । নহু কিমত্র চিত্তং জীবোহপি বস্ততোহজএব
হুগলহনাশাস্তবং জায়ত এব তত্রাত্ম অব্যয়াত্মা অনবশরীরঃ । কিঞ্চ জীবস্য স্বদেহভিন্নস্ব-
স্বরূপেণ অজমমেব আবিদ্যকেন দেহসম্বন্ধেনৈব তস্য জন্মবৎ, মমতু জৈশ্বরত্বাৎ স্বদেহভিন্নস্য
অজমং জন্মবৎ ইত্যুতয়মপি স্বরূপসিদ্ধম্ । তচ্চ দুৰ্ঘটত্বাৎ চিত্তং কঠকীয়মেব । অতঃ
পুণ্যপাপাদিন্তো জীবস্যেব সদসদ্বৈশ্বিনু ন মে জন্মশক্যমিত্যাহ । তৃতানামীশ্বরোহপি সন্
কৰ্ম্মপারিত্যয়হিতোহপি ভূত্বা ইত্যর্থঃ । নহু জীবো হি লিঙ্গশরীরেণ স্ববদ্ধকেন কৰ্ম্মপ্রাপ্যান্
দেবাদিদেহান্-প্রাপ্নোতি, ত্বং পরমেশ্বরো লিঙ্গরহিতঃ সৰ্ব্বগ্যাপকঃ কৰ্ম্মকালাদিনিবৃত্তা ।
“কল্পস্যান্” ইতিশ্রুতে: সৰ্ব্বজগজ্জুগো ভবস্যেব তদপি বশিষেবত এবস্তুতোহপ্যহং সন্তবামীতি
ক্রমে, তস্মক্তে সৰ্ব্বজগদ্বিলক্ষণান্ দেহবিশেষান্ নিত্যানৈব লোকে প্রকাশয়িতুং স্বস্বস্ব
ইত্যবশ্যম্ । তং থলু কৰ্ম্মমিত্যত আহ প্রকৃতিং স্বামিষ্ঠায়ৈতি । অত্র প্রকৃতিশব্দেন যদ
বহিরঙ্গা মার্যশক্তিকচ্যতে, তদা তদবিষ্ঠাতা পরমেশ্বরস্তদ্বারা জগজ্জুগো তবত্যেবেতি ন
বিশেষোপপাদিঃ । তস্মাৎ “সংসিদ্ধি প্রকৃতিভিমি, স্বরূপক স্বতাবচ্চ” ইত্যুভয়ানাং, অত্র
প্রকৃতিশব্দেন স্বরূপমেবাচ্যতে । ন স্বং স্বরূপত্বা মার্যশক্তিঃ, স্বরূপক তস্য সতিবাসিন এব ।
অতএব স্বাৎ তদস্ববাসিকং প্রকৃতিমিতি শ্রীবারিচরণাঃ । প্রকৃতিং স্বতাবৎ স্বমেব স্বতাবমিষ্ঠায়
স্বরূপেণ কেবলম লভবামীত্যর্থঃ । ইতি শ্রীমদ্রাজাচার্য্যচরণাঃ । প্রকৃতিং স্বতাবৎ
সতিবাসিনেববাসিকরমং মার্যং ব্যাবৰ্ত্তয়তি স্বামিতি লিঙ্গস্বরূপমিত্যর্থঃ । ন তদপবতঃ কিমিন্
প্রকৃতিভিঃ স্ববহিঃ ইতি শ্রুতম্ । স্বরূপস্বামিষ্ঠায় স্বরূপাবহিত এব সন্তয়ামি দেহদেহিষ্ঠাব-

‘সকলোই এক দেহবিন্দুস্বরূপীভূতি শ্রীমদুদ্ভয়নন্দনস্বরূপীপাণ্ডাঃ । নহু যদব্যয়াক্ষা অনন্তরন্য-
কূর্ষাদিস্বরূপ এন ভবসি, তর্হি তব প্রোচুর্ভবং স্বরূপং পূর্কপ্রোচুর্ভবরূপাণি চ যুগপদেব কিং
নোপলভ্যন্তে তজ্জাহ, আত্মভূতা বা ময়া তয়া । স্বরূপাবরণপ্রকাশনকর্ম চ যয়া চিহ্নিতবৃত্তা
যোগমায়েরতার্থঃ । তয়া হি পূর্ককালাবর্তীণরূপাণি পূর্কমেব আবৃত্য বর্তমানস্বরূপং প্রকাশ্য
সত্ত্বামি আত্মমায়য়া, সমাগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীর্ঘ্যাদিগটেক্যব ভরামীতি স্বামিচরণাঃ । আত্মমায়য়া
আত্মজ্ঞানেন । “ময়া বয়ুনং জ্ঞানম্” ইতি জ্ঞানপর্যায়োহত্র ময়াশব্দঃ । তথাচাতিযুক্তপ্রয়োগঃ ।
“মায়য়া সততং বেত্তি প্রাচীনানাং শুভাশুভম্” ইতি শ্রীমামুজাচার্যচরণাঃ । ময়ি ভগবতি
নামুদেবে দেহদেহিতাবশূন্যো ভজ্ঞপেণ প্রতীতিঃ ময়ামাত্মমিতি শ্রীমদুদ্ভয়নন্দনস্বরূপীপাণ্ডাঃ ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য ।—বঁাহার বর্তমান জন্মে বিগত জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে
সক্ষম, তাঁহাদিগকে জ্ঞাতিস্মর বলে । অনেক যোগী সর্কচ্ছ । অর্জুন
আশঙ্কা করিতেছেন, তবে কি শ্রীকৃষ্ণও একজন জ্ঞাতিস্মর জীব । এই
আশঙ্কার উত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে । যিনি বিরাট পুরুষরূপে (এই
গীতার ১১শ অধ্যায়ে বিশেষ বৃত্তান্ত দেখিবেন) সকল পদার্থে পরিব্যাপ্ত
রহিয়াছেন, বঁাহার পক্ষে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনই সমান, বঁাহার
ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি সংঘটিত হয়, তাঁহার জন্ম ও মরণ কখনই
সম্ভব নহে, তবে যে তাঁহার দেবকীদেবীর গর্ভবাস পূর্কক মানবাকারে
আবির্ভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহা কেবল সেই পরম পুরুষের স্বকীয়
মায়ার প্রভাবে এবং তাঁহার বাসনা বশেই সিদ্ধ হইতেছে । ঐশ্বর্য্যজালিক
যেমন অসংখ্য স্থির থাকিয়াও বাত্মবিদ্যা-প্রভাবে কতই রূপান্তর ও অবস্থান্তর
প্রদর্শন করে, ভগবানও তদ্রূপ চিরস্থির ও অবিচলিত থাকিয়া, স্বকীয়
মায়ার দ্বারা নানা সময়ে নানা মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন । তুমি
আমাকে যেভাবে দর্শন করিতেছ, আমার এইরূপ ইদানীন্তন নহে । আমার
এই রূপও অনন্ত, অস্তিত্বও অনন্ত । সুতরাং আমি এই শরীরেই, যে
যোগের বিষয় সূর্য্যকে উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তোমাকেও তদ্বিবরক
উপদেশ প্রদান করিতেছি, ইহাতে বিচিহ্নতা কিছুই নাই ।

শ্রীমদুদ্ভয়নন্দনের অভিপ্রায় । বঁাহার সখা শ্রীকৃষ্ণ সেই অর্জুন যে মুহু
কনোচিত রূপা আশঙ্কার বশবর্তী হইবেন, তাহা কখনও সম্ভবপর নহে ;
কিন্তু মুখ’জনের যে সমস্ত আশঙ্কা অসং ভগবান বা তাঁহার একান্ত রূপাপন্ন
যাতিত অন্ত ব্যক্তির পক্ষে অপদের নহে, সেই সমস্ত আশঙ্কা অপমোহনের
ইচ্ছায়, অর্জুন ভগবানকে মুখ’জন-জন্ম বহুবিধ প্রদা করিয়াছেন ও

বশ্যবশ মনুতরও পাইয়াছেন। উপস্থিত (৪র্থ অধ্যায় ৪র্থ শ্লোকে) এই দুইটি পূর্বপক্ষ স্থাপন করিয়াছেন যে, “যেহেতু তুমি মনুষ্য, সুতরাং সৰ্বজ্ঞও হইতে পার না, এবং নিত্যও হইতে পার না।” বাস্তবিক মূৰ্খগণ ভগবান্ বাসুদেবকে মনুষ্য জ্ঞানে উক্তবিধ শঙ্কা করিয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ৪ম শ্লোকে প্রথম পূর্ব পক্ষের উত্তর প্রদান করিয়াছেন, অর্থাৎ নিজের সৰ্বজ্ঞত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে স্বকীয় অভিপ্রায় বিশদীকৃত না হওয়ায়, বর্তমান শ্লোকে ভগবান্ নিম্নলিখিত রূপে অৰ্জুনোদ্ভাবিত সৰ্ববিধ আশঙ্কার সম্মুখোচ্ছিন্নক মনুতর এবং চতুর্থ শ্লোকে উৎপাদিত দ্বিতীয় পূর্ব পক্ষের (অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেব মনুষ্য বলিয়া নিত্য হইতে পারেন না) সীমাংসা করিতেছেন।

যদি অৰ্জুন এরূপ আশঙ্কা করেন যে, “হে মনুষ্য-দেহ-ধারিন্ শ্রীকৃষ্ণ! যদি তোমার অনেক অতীত জন্ম-স্মৃতিও আচ্ছিন্ন স্বরূপ থাকে, তাহা হইলে তোমাকে জাতিস্মরণ জীবের মধ্যে পরিগণিত করিতে প্রস্তুত আছি। “শাস্ত্রদৃষ্ট্য ছুপদেশো বাসদেবঃ ॥” (ব্যাাসসূত্র ১।১।৩৭) ইত্যাদি শাস্ত্রের নিম্নলিখিত অভিপ্রায় দেখা যায়। ইচ্ছা যে, “আমিই প্রাণ, আমিই প্রকৃষ্ণ। আমাকেই জান” ইত্যাদি বলিয়াছিলেন, তাহা বাসদেব ঋষির জ্ঞান শাস্ত্র-জ্ঞান অনুসারেই বলিয়াছিলেন। বাসদেব ঋষি জীব হইয়াও বলিয়াছেন যে, “আমিই মনু ছিলাম, আমি সূর্য্য ছিলাম” (বৃহদারণ্যক ১।৪।১০) ইত্যাদি। সুতরাং যোগী বা আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানী সৰ্বত্র আত্মাভিমান করে বলিয়া, তাহারও পর-জন্ম-জ্ঞান সম্ভবপর। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাকে বা তোমাকে মূখ্য সৰ্বজ্ঞের শ্রেণীভুক্ত করিব, তাহা-কখনও হইতেই পারে না। আর তুমি দেখর না হইয়াও সেই সৰ্বজ্ঞ আদিত্য দেবকে, কিম্বচপাই বা উপদেশ প্রদান করিলে? মূখ্য সৰ্বজ্ঞর কখনও জীবের হইতে পারে না। কারণ জীব ব্যাষ্টোপাধি, সুতরাং পরিচ্ছিন্ন; সন্তানের সকলের সন্নিহিত তাহার সম্বন্ধ হইতেই পারে না। মূখ্য সৰ্বজ্ঞর বিরাক্টেরও হইতে পারে না; কারণ বিরাক্ট সমষ্টোপাধি এবং স্থল সূক্ষ্মোপাধি বলিয়া তাহার সূক্ষ্ম সূত সমূহের পরিণাম-বিষয়ক এবং সারা-পরিণাম-বিষয়ক জ্ঞান কখনও সম্ভাবিত হইতেই পারে না। আর ত্রিগুণ-মর্ডেরও মূখ্য সৰ্বজ্ঞ হইতে পারে না, কারণ, যদিও ত্রিগুণমর্ড সূক্ষ্ম

ভূতগোপাধি, তথাপি সেই সূক্ষ্ম ভূতের কারণ স্বরূপ মায়ার পরিণাম যে আকাশাদি সৃষ্টি তাহার ক্রমাদি বিষয় জ্ঞান তাঁহার নাই, অতএব একমাত্র ঈশ্বরই মুখ্য সর্গজ্ঞ । ঈশ্বর কারণোপাধি (মায়োপাধি), সূত্রাং অতীত অনাগত বর্তমান সর্বার্থ বিষয়ক জ্ঞান তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ । ঈশ্বরের কাছে অতীত অনাগত ও বর্তমান এই তিনই সমান, কারণ অতীতাদি ভেদ সমূহ মায়ার লীলা । তিনি মায়াভীত, নিভ্য, সর্গজ্ঞ ; তাঁহার ধর্ম নাই অধর্মও নাই, সূত্রাং কোন জন্মই হইতে পারে না, অনেক জন্মের কথা শুনে থাকুক । শ্রীকৃষ্ণ ! তবে এখন দেখ, তোমার কথায় তুমি দোষী হই-
 'রাছ' কি না, এবং "বহুনি মে ব্যতীতানি" ইত্যাদি তোমার এই বাক্য উপহাসাম্পদ কি না । তুমি ঈশ্বর হইলে সর্গজ্ঞ হইতে পার বটে, কিন্তু তোমার বহু জন্মের কথা দূরে থাকুক, কোন জন্মই হইতে পারে না ; আর জীব হইলে তোমার জন্ম হইতে পারে বটে, কিন্তু তুমি সর্গজ্ঞ হইতে পার না ।

ভগবান্ বাসুদেব বহিস্মুখ জনগণোদ্দেশে ঈদৃশ অনন্য-সীমাংস্ত প্রশ্ন-
 তৎপর সখা অর্জুনের উল্লিখিত প্রশ্ন ও চতুর্থ শ্লোকোল্লিখিত দ্বিতীয় পূর্ব-
 পটকের উত্তর স্বরূপে বলিতে লাগিলেন । হে হৃদয়-সখ্যে ! বাহ্য পূর্বে ছিল
 না এমন যে দেহেজিয়াদি গ্রহণ তাহারই নাম জন্ম এবং পূর্বগৃহীত যে
 দেহেজিয়াদি তাহার যে বিরোগ জাহারই নাম ব্যার বা মৃত্যু ; তार्কিকগণ
 এতদুত্তরকে প্রেত্যভাব বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন । আমি পূর্বে
 "জাতস্ত হি ব্রবো'মৃত্যুর্জীবং জন্ম মৃতস্ত চ" (২ অঃ ২৭) এই শ্লোকে এবং বিধ
 জন্ম মৃত্যুর কথাই বলিয়াছি । এইরূপ জন্ম ও মৃত্যু, ধর্ম ও অধর্মের বশীভূত
 হয় । সর্গকারণ স্বরূপ সর্গজ্ঞ ঈশ্বর ধর্ম ও অধর্মের অবশীভূত সূত্রাং জন্ম
 মৃত্যুর অনধীন ; ইহা তুমি সম্পূর্ণ সত্যই বলিতেছ । কেন না, যদি তাঁহার
 শরীর স্থলভূতের কার্য্যই হইত, তাহা হইলে ব্যষ্টিরূপে হেতু তাঁহার
 জাগ্রদবস্থা আমাদেরই মত হইত ; আর সমষ্টিরূপ হইলেও বিরাট-রূপ
 হইতেন, কারণ বিরাট সমষ্ট্যুপাধি । আর যদি সূক্ষ্মভূতের কার্য্য হইত,
 তাহা হইলে ব্যষ্টিরূপ হেতু তাঁহার স্পন্দবস্থা আমাদেরই মত হইত, অর্থাৎ
 সমষ্টিরূপ হইলেও হিরণ্যগর্ভকীক হইত, কারণ হিরণ্যগর্ভ সমষ্ট্যুপাধি ।
 তাহা হইলে সিন্ধু হইল যে, পরমেশ্বরে জীবনাবিষ্ট, (জাগরু) তৈরিক

শরীর হইতেই পারে না । আর একথাও বলিতে পার না যে, ঈশ্বর তাদৃশ প্রাণযুক্ত ভৌতিক শরীরে ভূতাবেশের ন্যায় প্রবেশ করেন ; কারণ যে ঈশ্বর সর্বশরীরাত্তর্য্যাগী সেই ঈশ্বরসম্বন্ধে একটি শরীর-বিশেষ স্বীকার করা নিতান্ত বিফল । আর যে শরীর-বিশেষে ঈশ্বরের প্রবেশ বলিবে, সেই ভৌতিক শরীরাবচ্ছেদে স্থিত যে জীব, সেই জীবের ভৌতিক ভোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে ; কারণ ভোগাভাব হইলে জীব শরীরস্থই অমুপাদিত হয় ; হতরাং ঈশ্বরের ভৌতিক শরীর হইতে পারে না । বর্তমান শ্লোকের পূর্বার্দ্ধে উক্ত বিষয়ই ভগবান অদীকার করিতেছেন ।

হে অৰ্জুন ! আমি অজ, সুতরাং অপূর্ব দেহ গ্রহণ করি না । আমি অব্যায়াত্মা অর্থাৎ আমার আত্মা বা স্বরূপের ব্যয় নাই, হতরাং পূর্বদেহ বিচ্ছেদও আমার নাই, অর্থাৎ আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত উৎপত্তিশীল সকল জীবেরই ঈশ্বর, হতরাং আমি ধর্ম্মেরও বশীভূত মহি, বা অধর্ম্মের বশীভূত মহি ।

এখন যদি অৰ্জুন বলেন যে, হে শ্রীকৃষ্ণ ! যদি তুমি জন্ম মৃত্যু, ধর্ম্ম অধর্ম্ম প্রভৃতির অতীত বা ঈশ্বরই হইলে, তবে তোমার সাধারণ জনবৎ দেহগ্রহণ কিরূপে উপাদিত হইতে পারে ? এই অৰ্জুন-বাক্যের উত্তরস্বরূপে ভগবান বর্তমান শ্লোকের উত্তরাৰ্দ্ধের অবতারণা করিতেছেন । “প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি” । হে অৰ্জুন ! প্রকৃতি আমার উপাধি অর্থাৎ সেই প্রকৃতি আমার জগৎ কারণত্ব সম্পাদন করেন । সেই প্রকৃতির নাম মায়ী । মায়ার শক্তি বিচিত্র ও অনেক; এবং সেই মায়ী অষ্টটন ষটন বিষয়ে নিরতিশয় পটীয়াসী । আমি নিয়োপাধিতে সেই প্রকৃতি বা মায়াকে চিদাভাসধারণী বশীভূত করিয়া সম্ভূত হই, অর্থাৎ সেই মায়ার পরিণাম বিশেষ মায়াই যেন দেহবিশিষ্টের মত ও গৃহীত-জন্মের মত হই । আমিও যতদিন হিলাম আছি বা থাকিব, মনুপাধিকৃত। সেই মায়ীও ততদিন ছিল আছে বা থাকিবে, সুতরাং সে নিত্য । সেই মায়ী আমার ইচ্ছানুসারেই কার্য্যে প্রযুক্ত হয় এবং সে শুদ্ধস্বপ্রদান, হতরাং আমারই মূর্ত্তিধরপা । অতএব সেই মায়াবিশিষ্ট যে আমি সেই আমার অজত, অব্যয়ত্ব ও ঈশ্বরত্বের কোন রূপই ব্যাঘাত হইতে পারে না ; হতরাং আমি এই নিত্য দেহেই

যে আদিত্য দেব ও তোমার প্রতি এই যোগবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তাহা স্বতঃ উপশাসিত হইতেছে । এখন যদি অর্জুন বলেন যে, “শ্রীকৃষ্ণ! তোমার দেহ যদি ভৌতিকই নহে, তবে তোমাতে সমুদ্যা-
দ্বাদি ভৌতিক ধর্মের প্রতীতি কিরূপে হইতেছে?” তাহারই উত্তর স্বরূপে ভগবান্ বলিতেছেন “আত্মমায়য়া” অর্থাৎ হে অর্জুন! আমার মায়ার দ্বারা আমি আমাতে সমুদ্যাদি বুদ্ধি হইয়া থাকে । আর আমি লোকের প্রতি অমুগ্ৰহের নিমিত্তই এইরূপে প্রতীত হই । যখন আমি জননী দেবকী দেবীর গর্ভ হইতে প্রসূত হইরাছিলাম, তখন আমার স্নেহময় পিতা-মাতা আমার সর্বেশ্বর্যসম্পন্ন শঙ্খচক্র-গদা-পদ্মধারী ও দিব্যকলেবর ঐ সংযুক্ত রূপই দর্শন করিয়াছিলেন । আমি তাঁহাদের অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া সেই দিব্যকলেবর উপসংহার পূর্বক পশ্চিমোন্মাদ শরীর পরিগ্রহ করিয়াছি । মোক্ষ ধর্মের কথিত আছে, “মায়্যা হোয়া ময়া সৃষ্টা যন্তাং পশ্চাদি নারদ । সর্বভূতগুণৈযুক্তং ন তু মাং সৃষ্টুমর্হসি ।” হে নারদ! তুমি যেভাবে আমাকে দেখিতেছ, ইহা আমার সৃষ্টা মায়্যা অর্থাৎ এই রূপ মায়িক ; কিন্তু মায়ো-
পাধি আমার যে রূপ, সে রূপ তুমি এই চর্মচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইবে না ।” ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এই গীতা ভাষ্যাবতারণোপক্রমে (১৬ পৃষ্ঠা দেখুন) উক্ত বিষয়ই বলিয়াছেন ॥ ৬ ॥

* শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইলে বসুদেব বলিলেন,—“জাতোহসি দেবদেবেণ শঙ্খচক্রগদাধর । দিব্যরূপমিদং দেব প্রসাদেনোপসংধর ॥ অদ্যৈব দেব কংসোহয়ং ক্রুতে মম বাতনম্ । অবতীর্ণ-
মিতি জ্ঞাত্বা দ্বাশবিন্ মম মন্দিরে ॥” অর্থাৎ হে দেবতাদিগেরও দেবেশ আমি তোমাকে জানিতে পারিয়াছি । তুমি এসস হইয়া এই শঙ্খচক্রগদাধারী স্বগীররূপ উপসংহার কর । তুমি আমার এই গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ, একথা কংস জানিতে পারিলে এখনই আমাকে উৎপীড়িত করিবে । দেবকী বলিলেন,—“বৌহনস্তরূপোহখিল বিশ্বরূপো গর্ভেহু লোকান্ বপুর্বা বিতর্জি । প্রলী-
তমেষু স দেবদেবঃ স্বমারদ্যবিষ্কৃতবালরূপঃ ॥ উপসংহর সর্বাঙ্গান্ রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্ । জানাতু
অবতারঃ তে কংসোহয়ং দিওদামনঃ ॥” অর্থাৎ যিনি অনন্ত স্বরূপ, তিনি লোক সকলকে স্বকীয় গর্ভে দারণ করেন, তুমি সেই দেবদেব, নিজ মায়্যা প্রভাবে বালরূপ দারণ করিয়াছ—এসস হও । তোমার এই চতুর্ভুজ মূর্তি উপসংহার কর । দৈত্যাদি কংস যেন তোমাকে অবতার বলিয়া জানিতে না পারে । অতঃপর ভগবান্ স্বকীয় দিব্য রূপের প্রতিলিপ্যে করিয়া মাজক মূর্তি দারণ করিলেন । (বিষ্ণুপুরাণ ৫:৩) শ্রীমদ্ভগবত ১০ম অধ্যায়ঃ ॥

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

অম্বা ।—ভারত ! যদা যদা হি ধর্মস্য (বর্ণাশ্রমলক্ষণস্ত বেদবিহিতস্ত ধর্মস্ত) গ্লানিঃ (হানিঃ) অধর্মস্য চ অভ্যুত্থানং (সমুদ্ভবঃ) ভবতি তদা অহং আত্মানং সৃজামি (মায়ায়া দেহবিশিষ্টমিব দর্শয়ামি) ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—ভরতবংশোদ্ভব ! যখন ধর্মের হানি-হ্রস্ব এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয় তখন আমি আপনাকে সৃষ্টি-করি ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জুন ! যে যে সময়ে জগতে ধর্মের হীনদশা এবং সঙ্কে সঙ্কে অধর্মের অভ্যুদয় উপস্থিত হয়, তখনই আমি শরীর পরিগ্রহ করিয়া আবিভূত হই ॥ ৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তচ্চ জন্ম কদা কিমর্থং বেত্ত্যচ্যতে যদেতি । যদা যদা হি ধর্মস্ত গ্লানির্হি নিবর্ণাশ্রমাদিলক্ষণস্ত প্রাণিনামত্মদায়নিঃশ্রেয়সসাধনস্ত অভাবো ভবতি ভারত ! অভ্যুত্থানং সমুদ্ভবঃ। অহমহং তদা তদাত্মানং সৃজাম্যহং মায়ায়া ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি ।—যদা যদা মায়াবিবন্ধনং জন্মেত্যুক্তং তস্ত প্ৰসূপূর্বকং কালং কথয়তি তচ্চেত্যানিবা । চাতুর্লক্ষ্যে চাতুরাশ্রম্যে চ যথাবদনুষ্ঠীয়মানে নাস্তি ধর্মহানিরিতি ম্বাশো নিশিগিষ্টি বর্ণেতি । বর্ণৈরাশ্রমৈস্তদাচরৈশ্চ লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে যো ধর্মঃ তত্তেতি ধাবৎ । ধর্মহানৌ সমস্তপুরুষবর্তক্ষে । ভবতীত্যভিপ্রোক্ত্যাহ প্রাণিনামিতি । ন চ যথোক্তগর্ভধর্মস্ত হানিং সোঢ়ং শক্ণো ভবামিত্যাহ ভারতেতি । ন কেবলং প্রাণিনাং ধর্মহানিরেব ভগবতো মায়াবিগ্রহস্ত পরিগ্রহে হেতুরপি তু তেষামধর্মপ্রবৃত্তিরণীত্যাহ অভ্যুত্থানমিতি । যদা যদেতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৭ ॥

রামানুজ ।—জন্মকালমাহ যদা যদা হীতি । ন কালনিয়মোহসংসদ্বস্ত, যদা যদা হি ধর্মস্ত বেত্তোদিতস্ত চাতুর্লক্ষ্যচাতুরাশ্রমাব্যবস্থাবস্থিতস্ত কর্তব্যস্ত গ্লানির্ভবতি, যদা যদা চ ভবিষ্যদস্য ধর্মস্যাত্মানং তদাহমেন স্বগন্ধেনোক্তপ্রকারেণাত্মানং সৃজামি ॥ ৭ ॥

হনুমান ।—তচ্চ জন্ম কদা কিমর্থং বেত্ত্যচ্যতে যদেতি । যদা যদা যস্মিন্ কালে ধর্মস্য প্রাণিনামত্মদায়নিঃশ্রেয়সসাধনস্য গ্লানির্ভবতি, অধর্মস্য যদা অভ্যুত্থানমুদ্ভবো ভবতি তদাহমাত্মানং সৃজামি উৎপন্নতামি ॥ ৭ ॥

ত্রিধর ।—কদা সম্ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ যদা যদেতি । গ্লানির্হানিঃ অধর্মস্য অভ্যুত্থানমাদিক্যম্ ॥ ৭ ॥

বলদেব ।—অথ সত্ত্বগুণসাহ যদে'ত । মন্ত্রত বেদোক্তস্য গ্ৰামিণীনামঃ অধঃসত্য
তদ্বিকল্পস্য ভূত্থানমন্ত্রা দয়ঃ তদাহমাস্মানং স্বজ্ঞাম প্রকটরামি ন তু নির্মমে তস্য পূর্বসিদ্ধতা-
নিতি নাস্তি যৎসত্ত্বগুণনিয়মঃ ॥ ৭ ॥

মধুসূদন ।—এবং সচ্চিদানন্দঘনস্য ভব কদা চিন্ময় বা দেহিব্যবহার ইতি
ভজোচ্যতে যদা যদা হীতি । ধর্ম্যস্য বেদ বচিতগা প্রাণিামন্ত্রাদয়নির্দেশসমাধনস্য প্রকৃতি-
নিবৃত্তিলক্ষণস্য বর্ণাশ্রমতদাচারব্যবস্থা যদা যদা প্রাপ্তির্ভবতি । হে ভারত ! ভরতবংশোক্তাং যেন
জ্ঞানং তত্র সত্ত্বেন বা, স্বং ন ধর্মহানং মোচু' শক্লোযীত সৎসোধনার্থঃ । এতৎ যদা
জ্ঞাত্বাখ্যায়িত্বং বর্ণাধর্ম্যস্য বেদনিবিকৃত্য নানানিঃশ্রেয়সমাধনস্য ধর্মবিরোধিনঃ তদা তদাস্মানং
বেদং স্বজ্ঞামি নিত্যসিদ্ধমেবং সৃষ্টমিব দর্শয়ামি ম'রযা ॥ ৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কদা সত্ত্বগীতাপেক্ষারামাহ বদেতি । প্রাণিহাসঃ, ভূত্থানং
বুদ্ধিঃ ॥ ৭ ॥

বিদ্বান্থ ।—কদা সত্ত্বগীতি উপেক্ষারামাহ বদেতি । ধর্ম্যস্য ম নির্হানিরধর্ম্যস্য
অভূত্থানং বুদ্ধিতে যে মোচু'মশক্বনু তরোঠৈ'পরীত্যং কর্তৃমিতি ভাবঃ । আস্মানং বেদং
স্বজ্ঞামি নিত্যসিদ্ধমেবং সৃষ্টমিব দর্শয়ামি ম'রয়েতি শ্রীমধুসূদনসববতীপাদাঃ ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য ।—তুমি সচ্চিদানন্দঘন পরম পুরুষ ; তথাপি তোমাকে
দেহীল স্মার ব্যবহার কেন কবিত হইবে, এবং কিরূপ সময়েই বা তোমাকে
আবিভূত হইতে হয়, অর্জুন একরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারেন মনে কবিয়া,
এই স্নোক অবতারণিত হইতেছে । যখন জগতে বেদবিহিত ধর্মকর্মের বিলম্ব
উপস্থিত হয়, যখন মানবগণ নিঃশ্রেয়সমাধন প্রকৃতি-নিবৃত্তি-লক্ষণ সমাচার-
বিরহিত হইয়া উঠে, যখন বর্ণাশ্রম বিহিত আচার-ব্যবহার-পরিজ্ঞে হইয়া
মলুষ্যেরা উদ্যোগগামী হন এবং যখন হতাদর ও অপরিপালন হেতু ধর্ম
ক্ষীণকার ও পরিল্লাব হইতে থাকেন, অথচ আপন দিকে যখন বেদ-বিরুদ্ধ
বিবিধ অসদনুষ্ঠান প্রবল হইয়া উঠে, যখন মানবেরা নানাপ্রকার দুঃখ-
দুর্গতি বিধায়ক অধর্ম কর্মের সেবক হই এবং যখন অধর্ম অকীর নিমিত্ত
ও কুৎসিত কলেবর স্কীত করিয়া সপক্ষে মন্তকোত্তোলন করে, তখনই হে
অর্জুন ! আমি খীর মারাত্মকভাবে আত্ম সৃষ্টি করিয়া অবতাররূপে প্রাক-
ভূত হই । তুমি ভরতবংশজাত অথবা তুমি তা অর্থাৎ জানরত ; সূতরাং
ধর্মরক্ষণার্থ সমরোদ্যত হইয়া এবং অধর্মকে নির্মূল করিতে প্ররত হইয়া,
অনর্থক নিরস্ত হওনা তোমার পক্ষে বিধেয় নহে । তুমি আমার মধ্য ;
আমার বাহা প্রিয়তম তোমারও তাহাই অবলম্বন করা আবশ্যক । কণ-

বদানির্ভাবের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই ; সমুচিত প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি পূর্বোক্ত প্রকারে স্বকীয় সকল বারা আত্মসৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

—::—

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ভুক্ত্যাম্ ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

অর্থঃ ।—সাধুনাং (বেদমার্গস্থিতানাং স্বধর্মনিরতানাং) পরিভ্রাণায় (পরিরক্ষণায়) ভুক্ত্যাম্ (বেদমার্গবিরোধিনাং স্বধর্মভ্রষ্টানাং) বিনাশায় (বধায়) ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় (বেদবিহিতকর্মপ্রবর্তনরূপধর্মস্থাপনং কর্তৃত্বম্) চ যুগে যুগে (প্রতিযুগম্) সম্ভবামি (স্বসঙ্কল্পেন উৎপদ্যে) ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—ধর্মনিষ্ঠগণের রক্ষার-জন্য ধর্মভ্রষ্টগণের বধের-জন্ত এবং ধর্ম-স্থাপনের জন্ত যুগে যুগে জন্ম-গ্রহণ-করি ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—ধর্মপরায়ণ জনগণের পরিরক্ষণ, ধর্ম-ভ্রষ্ট পাষণ্ডগণের উচ্ছেদ সাধন এবং বেদ-বিহিত ধর্ম-সংস্থাপনের অতিপ্রায়ে আমি প্রতিযুগে আবিভূত হইয়া থাকি ॥ ৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিসংগৎ পরিভ্রাণায়েতি । পরিভ্রাণায় পরিরক্ষণায় সাধুনাং সম্মার্গানাং, বিনাশায় চ ভুক্ত্যাম্ পাপকারিণাং, কিল ধর্মস্য সংস্থাপনার্থায় সম্যক স্থাপনং তদর্থং সম্ভবামি, যুগে যুগে প্রতিযুগম্ ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরি ।—যথোক্তে কালে কৃতকৃত্যস্য ভগবতৌ মারাক্তে জন্মনি প্রাপ্তপূর্বকং প্রয়োজনমাহ কিমর্থমিত্যাदिना । যথা সাধুনাং রক্ষণমসাধুনাং নিগ্রহচ ভগবদবতারকলং তথা কলাহরমপি তস্যাতীত্যাহ কিলেতি । ধর্মে হি স্থাপিতে জগদেব স্থাপিতং তবত্যান্যং তিরসর্যাদং জগৎসমুৎপাদোভ্যেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

রামানুজ ।—পুনর্জন্মঃ প্রয়োজনমাহ পত্নীতি । সাধবঃ উত্তমলক্ষণধর্মশীলা বৈকুণ্ঠপ্রেরাঃ মৎসমশ্রয়ণে প্রবৃত্তা মদ্রামকর্ষবরূপাণামবাণ্ডম্নসগোচরতয়া মদর্শনানুভূতে স্বাক্ষারবর্ণণাবগাহিত্ববর্জভয়ানা অণুসাত্রকালমপি যুগসংগ্রহঃ মথানাঃ প্রাণিখিলসর্বগাজা-ভবেহুয়তি মৎসরূপেষ্টি বাবলোকনালোপাদিদানেন তেবাং পারমার্থ্য তদ্বিশ্রীতানাং বিশেষায় চ কীর্ত্য বৈবিকস্য ধর্মস্য মধ্যমধনরূপস্যারাম্যবরূপপ্রদর্শনেন স্থাপনায় চ বেদমধ্যম্যবিরূপেণ যুগে যুগে সম্ভবামি, কৃতজ্ঞেতাধিযুগেব বিশেষনিয়মোহপি নাতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

হুইনান্ ।—কিমর্থমিত্যাহ পরিভ্রাণায়েতি । যুগে যুগে প্রতিযুগম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীধর ।—কিমর্থমিত্যপেক্ষামাহ পরিভ্রাণায়ৈতি । সাধুনাং অধর্মবর্ত্তিনাং রক্ষণায়
দুঃখং কৰ্ম কুৰ্ব্বতীতি দৃষ্টান্তেবাং বধায় চ, এতৎ ধর্মসংস্থাপনার্থায় সাধুবক্ষণেন দৃষ্টবদেন
চ ধর্মঃ দ্বিরীকৃতঃ যুগে যুগে ততদবসরে সম্ভবামীত্যর্থঃ । নচৈবং দৃষ্টিনিগ্রহঃ কুৰ্ব্বতোহপি
নৈমিত্ত্যং শঙ্কনীয়ং । বথাহং, “লালনে তাড়নে নাড়ুনাকারুণ্যং বথার্থকে । শুদ্ধদেব মহেশস্য
নিয়ন্তৃশৃংগদোষয়োঃ ॥” ইতি ॥ ৮ ॥

বলদেব ।—নমু বদন্তা রাজর্ষয়োহপি ধর্মগ্নানিগধর্মভূতানকাপনেতুং প্রভবন্তি
ভাবতেহর্থায় কিং সম্ভবনীতি চেদন্তি মদগ্ৰহকরং কার্যং তদর্থং সম্ভবামীতি আহ পরীতি ।
সাধুনাং মদ্রূপশৃংগনিরতানাং মৎসাক্ষাৎকারমাক্ষাতাং তেন বিনাতিব্যগ্রাণাং তদ্বরাগ-
রূপাং দুঃখাং পরিভ্রাণায়তিমনোজ্বররূপসাক্ষাৎকারেণ, তথা দৃষ্টতাং দৃষ্টকর্মকারিণাং
মদগ্নৈরবধানাং দশগ্রীবকংসাদীনাং তাদৃগ্ভক্তদ্রোহিণাং বিনাশায় ধর্মস্ত মদেকার্জন-
ন্যানাদিলক্ষণস্ত শুদ্ধভক্তিযোগস্ত বৈদিকস্তাপি মদিতৈঃ প্রচারয়িতুমশক্যস্ত সংস্থাপনায়
সম্প্রচার্যৈরেত্যেতৎ ত্রয়ং মৎসম্ভবস্ত কারণমিতি । যুগে যুগে ততৎসময়ে, ন চ দৃষ্টবদেন
হরৌ বৈবধ্যং, তেন দৃষ্টানাং মোক্ষানন্দলাভে সতি তন্তাহুগ্রহরূপেণ পরিণামাৎ ॥ ৮ ॥

অধুসূদন ।—ভৎ কিং ধর্মস্ত হানিরধর্মস্ত চ বুদ্ধিস্তব পরিতোষকারণং, যেন
ভগ্নৈবেব কাল আবির্ভবতীতি, তথ্যচানর্থ্যবহ এব ভবাবতারঃ স্মাদিতি নেতাহ পরীতি ।
ধর্মহান্তা হীরমানানাং সাধুনাং পুণ্যকারিণাং বেদমার্গস্থানাং পরিভ্রাণায় পরিতঃ সন্মতো
রক্ষণায়, তথা ধর্মহান্তা বর্ধমানানাং দৃষ্টতাং পাপকারিণাং বেদমার্গবরোধিনাং বিনাশায় চ
তদুত্তরং কথং স্মাদিতি তদাহ, ধর্মসংস্থাপনার্থায় ধর্মস্ত সম্যগধর্মনিয়মরূপেন স্থাপনং
বেদমার্গপরিরক্ষণং ধর্মসংস্থাপনং তদর্থং সম্ভবামি পূর্ববৎ, যুগে যুগে প্রতियুগম ॥ ৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কিমর্থমাত্মনাং মায়য়া সৃজ্যমীত্যত আহ পরিভ্রাণায়ৈতি । দৃষ্টতাং দৃষ্টং
কর্ম কুৰ্ব্বতাং পাশিনাং নাশায় চ সম্ভবামি আবির্ভবামি ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—নমু বদন্তা রাজর্ষয়ো ব্রহ্মর্ষয়োহপি বা ধর্মহান্তাধর্মবর্জী দ্বিরীকৃতং
শরুবজ্যেব এতাবদর্থমেব কিং ভবাবতারেণ ইতি চেৎ, সত্যং অস্তদপি অস্তদ্রূপং কর্ম
কর্তুং সম্ভবামীত্যাহ পরীতি । সাধুনাং পরিভ্রাণায় মদেকান্ততত্ত্বানাং মদর্শনাৎকর্তৃক্ষু-
চিত্তানাং ঘটবশ্রয় (বৈবধ্য) রূপং দ্রুতং তদ্রায় ভ্রাণায় । তথা দৃষ্টতাং মদ্রূপলোকজগৎপরিণাং
মদগ্নৈরবধানাং রাবণ-কংস-কেশাদিনাং বিনাশায়, তথা ধর্মসংস্থাপনার্থায় মদীয়ন্যনিয়জন-
পরিচর্যা-সংকীর্তনলক্ষণং পরমধর্মং মদিতৈঃ প্রবর্তয়িতুমশক্যং সম্যক প্রকারেণ স্থাপয়িতু-
মিতিার্থঃ । যুগে যুগে প্রতियুগং প্রতিকল্পং বা । ন চৈবং দৃষ্টিনিগ্রহকৃতো ভগবতো
বৈবধ্যসাধকনীয়ং, দৃষ্টানামপি অস্তরাণাং প্রকর্তৃকবদেন বিবিধদৃষ্টতকালসংকল্পসম্মিশ্রিপাক-
* সূন্যারূঢ় পরিভ্রাণতত্ত্বস্ত ন খলু নিগ্রহকোপদ্রুগ্ৰহ এব নিগীতঃ ॥ ৮ ॥

ভাৎপর্ধ্য ।—তবে কি ধর্মেরা হানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হওয়ার

বিশেষ পরিচোষজনক বলিয়াই তুমি তৎকালে আবির্ভূত হইয়া থাক।
তাহা হইলে তোমার অবতার * অণের অনর্থের হেতু হুত বলিয়া মনে
করিতে হইবে। এইরূপ আশঙ্কা অমূলক হইবে। প্রতিপাদনার্থ ভগবদভ্যাসের
উদ্দেশ্য স্পষ্টীকৃত হইতেছে। সগাঙ্গমদো ধর্মহানিরূপ দুর্দশা উপস্থিত
হইলে, ধর্মনিষ্ঠ বেদনির্ভিত কর্মপরায়ণ, পুণ্যশীল সাধুপুরুষদিগের স্বতঃ
স্ফূর্ত ভাব ও পর সংঘটিত হইয়া থাকে। তাদৃশ ব্যক্তিবর্গকে সেই দারুণ
দুর্দৈব হইতে সর্বতোভাবে রক্ষা করা আমার অবতারের একটি উদ্দেশ্য।
সেইরূপ ধর্মহানির সময়ে বেদনির্দিষ্ট পন্থা পরিভ্রষ্ট, বিরুদ্ধ কর্ম-নিরূত,
পাপ-পরায়ণ জনগণের ক্ষোভ ও সংঘটিত ভাব উপজাত হইয়া থাকে।
তাদৃশ হতভাগ্যগণের উদ্ধার সাধন আমার অবতারের আর একটি

• $অব + ত + ব$ = অবতার । অব পূর্বক তৃধাতুর অর্থ অবতারণ বা নামিয়া আসা । অবতার শব্দের অর্থও অবতারণ । এক্ষেপে ভগবানের অবতার বলিতে গেলে স্বতঃই এইরূপ প্রাপ্ত আসা । চব্বকে আকুলীভূত করে যে, যদি অবতারণ বা নামিয়া আসাট অবতার শব্দের অর্থ হয়, তবে ভগবানের আগার অবতার কি ? বা তিনি কোথা হইতে নামিয়া আইসেন ? উক্ত প্রশ্নের সম্বন্ধে স্বরূপে লক্ষ্য রাখিয়া ভ্রামুত গ্রন্থের মূল ও টীকা হইতে কিছুৎ অংশ সম্বন্ধে কার্য্য দেখাই ।

“স্বয়ংক্রিয়তা” আবেশনামঃ । ইত্যাদৌ ত্রিবিধো ভ্রাত প্রপঞ্চাতীতমঃ ॥ অনভ্য-
পে ক্ষয়জনকঃ স্বয়ংক্রিয়ঃ স উভয়ে যজ্ঞাং তদভ্যেদেন স্বয়ংক্রিয় নিরাক্রান্তে । আকৃত্যাদিত্তিরজ্ঞাদৃক
স তদভ্যাক্রান্তকঃ । জ্ঞানশক্তিাদিকল্পয়া যজ্ঞাবিহিতো জনাধিনঃ ॥ ৩ আবেশা নিগম্যন্তে জীবা এব
মহত্তমঃ । পূর্বোক্তা বিশ্বব্যাপী সপূর্বাঃ চৈব চৈব স্বয়ম্ । স্বায়ত্ত্বেরেণ বাচিঃ স্বায়ত্ত্বাত্ম্যাত্ম্য
বৃত্তাঃ ॥ অস্যা টাকারাক—পূর্বোক্তকৃতলক্ষণাঃ স্বয়ংক্রিয়স্বয়ংক্রিয় যদি স্বয়ং অস্বায়ত্ত্বাত্ম্য (স্ব-
দেবাণি) স্বায়ত্ত্বেরেণ বা জগতি আচিঃ স্বয়ং তদা অবতারাঃ বৃত্তাঃ । অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চে অব-
তরণং স্বয়ংক্রিয়ঃ ॥ যথা মন্তঃ অস্বায়ত্ত্বাত্ম্য আবিভূতঃ স্বয়ংক্রিয় তদভ্যাদিত্তি । স্বায়ত্ত্বাত্ম্য যথা
বহুদেবতঃ কৃত্যঃ, যথা চ মনস্যাং রামঃ । প্রয়োজনমাহ বিবেচিতি । নিম্নরূপং স্থিতিম্ বা বৎ
কালং, পক্ষ্যঃ কালভবতাত্ম্যাদিনং, দুইবিমর্দনং, দেবদীনাং স্বয়ংক্রিয়ং, স্বয়ংক্রিয়তানাং সাধ-
কানাং স্বয়ংক্রিয়তানাং প্রয়োজনবিভবং, বিজ্ঞানভক্তিপ্রচারণক তদর্শনিতার্থঃ । অপূর্বা ইব
নূতনা ইব, অশ্চর্য্যকরং তেষাম্ ॥ ইহার স্থানার্থ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চাতীত পরব্যোমাখ্য
ধামসহে স্বয়ংক্রিয়, তদেকাক্ষর্য্যগণ ও আবেশ, এই ত্রিক্রমে অবতাত হন, কিন্তু যে সময়ে তিনি
তক্তে দ্বৈত দ্বীকরণ, বৈদিক দ্বৈত সংরক্ষণ, অমুরনিধনাদি প্রয়োজন উপলক্ষে সেই প্রপঞ্চাতীতি
ধাম হইতে এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চে অবতরণ করেন বা নানিয়া আইসেন, সে সময়ে তাঁহার
উক্তবিশ্ব অবতরণ বা নানিয়া আগমন নামই তাঁহার “অবতার” । ভগবানের অবতার অলংকা,
স্বয়ংক্রিয়বিগত তেজ ও বিশেষ বিশেষ লক্ষণ লক্ষ্যপাত্রসমূহ প্রভে ও উচিততর চরিতাবৃত্ত প্রভে
মধ্যমীয়া বিশিষ্ট পরিচ্ছদে প্রভে । বহুবিকৃতি তরে প্রপঞ্চে উক্ত হইল। —শ্রীমদ্ভগ-
বদগোবিন্দোঃ ।

উদ্দেশ্য । এইরূপ ছুটনিগ্রহ এবং শিষ্টপালন ও বেদ-বিহিত কর্ত্তের প্রবর্ত্তন দ্বারা সম্যকরূপে ধর্ম্ম সংস্থাপন আমার অবতারণার আর একটি উদ্দেশ্য । এই সকল উদ্দেশ্য সংসাধিত করিবার অভিপ্রায়ে আমি বখা-যোগ্য সময়ে, পূর্ব্বোক্ত উপায়ে অন্তীর্ণ হইয়া থাকি ।

যখন ছুর্ত্ত হিরণ্যকশপুব দৌণাত্ত্যে বহুকলা শাপ-পরিপ্লাবিত-প্রায়া হইয়া উঠিলেন, তখন সেই দৈত্যাধমের নিদন-সাদনার্থ এবং ভক্তোত্তম ও সাধুচূড়ামণি প্রজ্ঞাদেব পানিবর্ণার্থ ভগবান্ শ্রীহরি নব-সিংহরূপ ধারণ করিয়া ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । যখন বলগর্ভিত ও তেজোমুগ্ধ সশানন নিরস্তর পাণানুষ্ঠানে অবনীমণ্ডলকে নিরাতিশয় উৎপীড়িত করি-ভেছিল, তখন সেই রাক্ষসাদমকে সৎশেষে বিনষ্ট করিয়া, ধার্ম্মিক-শিবোমণি

* ভগবান্ হরি নানা উদ্দেশ্য সাধনের নিমন্ত নানা সময়ে নানা মূর্ত্তিতে কল্পগ্রহণ করেন । সারায়ণ-পরিগৃহীত সেই সকল মূর্ত্তি তাঁহার অবতার নামে খ্যাত । অবতার অসংখ্য ও তাঁহাদের কার্যও অনন্ত । কোন অবতারে ভগবান্ পূর্ণ বরূপে বিরাজি, কোন অবতারে তাঁহার অংশমাত্র পরিষ্কৃত, এবং কোন অবতারে তাঁহার আবেশমাত্র প্রাক্টগত । ভগবানের অবতার সৰ্ব্ব স্থানান্তরে নানাবিধ বর্ণনা আছে । সাধারণতঃ তাঁহার দশাবতারের কথা সর্গত্বে পরিচর্চিত হইয়া থাকে । কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীটীকাত্ত চবিতামৃত অনেক অবতারের উল্লেখ আছে । নিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের অবতাব প্রসঙ্গ প্ৰদত্ত হইতেছে । যথা; —“স এব প্রথমং দেবঃ কোমার সর্গন প্রিতঃ । চচাঃ দুচৎ একা ব্রহ্মসংগমঃ ৩৩ ॥ বিতীৰ্ণস্ত ভবরাত্ত রসাতলগতাঃ মহীন্ । উদ্ধারবার্ণাশত বজ্জৈঃ শৌকরং নপুঃ । ভূতায়ম্বর্ষগং বৈ দেববিষমুপেতা সঃ । তত্র সাভ্যতমচেষ্ট নৈকয়ং কর্ণায়ঃ ৪৩ ॥ তু যা ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবুযী । ভূগাম্পো-খম্পোপেতমকরোদ্ধতং তঃ ৫ ॥ পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশ্বঃ কাণবপুঃ ৬ ॥ গোবাচ হুয়ং মাখ্যং তদ্বগাম্পানর্গম্ ॥ বঠনঃ ব্রহ্মপাতং ব্রতং পাশ্টোহ-স্থগা । আত্মিকশ্রীমগর্ভায় প্রজ্ঞা-দা'বখ্য উচ্যাম্ ॥ ততঃ সপ্তম অকুণ্ডাঃ কচেষ্ট জাহত্যারত । স বামটোঃ সুরগণৈরপাৎ স্বারজ্যাত্তম্ ॥ অই ম সেরদেগাত্ত নাভর্জাত উরুক্রমঃ । দর্শান্ বদ্য'ধীবাগাং সকাশ্রমনমন্ত-তম্ ॥ ষষ্টিত্বাচ.তা তে ক নবমং পারিৎ নপুঃ । ছন্দমামোবণীপগাভেনারং সঃ উপতমঃ । জগৎ স অগৃহে মাংস্তং চাকুবেদনিসংগে । নাবারোপা মদৌষামপাটৈবৎ ৩৭ ৩৮ ॥ হুয়ং-হুয়ং বাবু'ধং মধুতাং মল্লচাচম্ । দঃ কর্ম্মরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে ভিঃ ॥ ধাবতঃ ধাবশমং জ্যোদশমমেষত । অপাশ্রমং হুয়ানভান্ মোহিতা মোহয়ন্ । জরা ॥ চতুর্দশং নারাসংৎ বিজ-দৈভোত্তমমুভিতম্ । দ্বায় করতৈকরাবেরকাং কটকদ্ববা ১ ॥ পঞ্চদশং বামনকং কুবাগাধবরং বণেঃ । পবিত্রং বাচমানঃ প্রত্যাখিত্ত্রি'পঠিতম্ ॥ অবতারে বোড়শমে পশুন্ ব্রহ্মহ.হা নৃপান্ । ত্রিংশতকৃৎকৃপিতো নিকজামকরোমহীন্ ॥ ততঃ সপ্তমশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরায় ১ ॥ ততঃ বেবতরোঃ খাণ্ড বৃষ্টা পুংসোহম্বকেশবঃ ১ ॥ মরদেবদ্বাপয়ঃ সুরকার্যচিকীর্ষবা । নহু-বিগ্রহীনি ততঃ বীর্ষাশ্রয়ঃ পরম্ ॥ একেদিকিশে বিংশমে বৃকিমু প্রাণ্য অম্বনী ১ ॥ 'দামককর্ষিত্তি কুং ভগবানবরতম্ ॥ ততঃ কশো সংগ্রহতে নদেবাহ্য জরবিদ্য ১ ॥ কুং-

বিভীষণাদির রক্ষা-বিধানের নিমিত্ত গোপকবিহারী শ্রীহরি শ্রীরামরূপে
পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । যখন ভূবাসার কংস, মন্দগতি জরা-
মক্ষ, হীনচেতা শিশুপাল প্রভৃতির অত্যাচাৰে ধার্মিক ব্যক্তিগণ যৎপনো-
নাস্তি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন এবং পাণ্ডবগণে ধনাদি নষ্টকরুণ হইয়া
উঠিল, তখন বহুদেব, দেবকী, রুক্মিণী, অঙ্গিরাজগণ ও অস্ত্রাঙ্গ সাপু-
গণের রক্ষা বিধানার্থ সেই বৈকুণ্ঠধর নাগায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ রূপ ধারণ করিয়া
জগতে জন্মগ্রহণ করিলেন । এক্ষণে অনন্ত ভাবে ও অনন্ত উদ্বেগে সেই
অনন্ত পুরুষ অনন্ত কাল জগতে দেব ও মানবরূপে লীলা বিস্তার করিয়া
ভক্তবৃন্দকে দর্শন দানে চরিতার্থ ও দন্য করিতেছেন । বাহারা 'সেই
সনাতন পুরুষের নামমাত্র শ্রবণে প্রেমে পুণ্যকিত-তনু হইয়া থাকেন এবং

নাম জপতঃ কীৰ্ত্তেযু ভবিষ্যতি ॥ অপানৌ বৃষসক্ষায়াঃ দত্তা পাত্বেষু রাজস্থ ॥ জমিতা নিষ্কু-
বণসো নারী কচ্ছিন্নগৎপতেঃ ॥ অন্তরাঙ্কসম্ভ্রোণে কবেঃ সমুনিপেদ্বিজাঃ । বধাবিদাশিনঃ
কুলাঃ সৎসঃ স্ত্রাঃ সঃস্রণঃ ॥" — (শ্রীমদ্ভাগবত ১ স্কন্ধ ৩ অধ্যায় ।)

অর্থাৎ তিনি প্রথমে কৌমার নামক সর্গ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রূপে অব্যাহত
ব্রহ্মচর্য্যে অটুতান করেন । এই মতীমণ্ডল রম্যতলগতা হইলে তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত সেই
ব্রাহ্মণ পুরুষ গোপক রূপ ধারণ করেন, ইহাও তাঁহার দ্বিতীয় অবতার । তৃতীয় বারে তিনি
নারদরূপে দেবর্ষির পারগ্রহ করিয়া নিকাম কর্মোপদেশের মূল স্কন্ধ পঞ্চরাত্র নামক বৈষ্ণবগম
পবিত্র করবেন । চতুর্থ বারে তিনি ধর্ম্মের ভাষ্যী সূর্য দেবীর গর্ভে নয়নারাধন নামক হুই
রূপে আবির্ভূত হইয়া হুণ্ডর তপস্যা করিয়াছিলেন । পঞ্চম বারে তিনি কপিল নামে
নিকাগণের অধীশ্বর হইয়া কালপর্য্যে বিনষ্ট তত্ত্ব-বিশদীকার সাম্রাজ্যে পরিবর্ত্ত করেন । ষষ্ঠবারে
তিনি অগ্নিগন্ধা অনসুবার গর্ভে দত্তাত্রেয় রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অর্ক ও তুলাদিকে আদৌ-
জ্বলি অর্থাৎ আত্মবদার উপদেশ প্রদান করেন । সপ্তম বারে তিনি রচির ঔরসে আকৃতির
গর্ভে বজ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আত্ম-পুত্র বামনাসক দেবভাগ্যের সঞ্চিত স্রব ইন্দ্ররূপে স্বার-
জ্য সম্বস্তর পালন করিয়াছিলেন । অষ্টম বারে তিনি মেরু দেবীর গর্ভে নাভির ঔরসে স্বস্ত
নামে জন্মগ্রহণ করিয়া ধীর-জনগণকে অস্ত্রাশ্রমস্বরূপে সবসংসপণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন ।
নবমে তিনি পুণ্ড্র নামক পার্শ্বী শরীর ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে দোহন করেন এবং ওষধি
প্রভৃতি নষ্টলব্ধ নিষ্কাশিত করেন ; এই অবতারখণ্ডে জনোত্তম কামরী । দশমে তিনি,
সংস্যা শরীর পরগ্রহ করিয়া চাক্ষুষ সম্বস্তর জগদ্রাসনকালে মতীকে নৌকারূপা করিয়া বৈশ্বস্ত
মহুক হুকা করেন । একাদশ বারে তিনি কমঠরূপ গ্রহণ করিয়া দেবাত্মের সমুদ্র সমুদ্রকালে
মন্দর পর্ব্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করেন । দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বারে, ধ্বস্তরূপে অমৃত সংগ্রহ করিয়া
মোহিনী রূপে অমৃতগণকে নিমোদিত এবং দেবগণকে অমৃত পান করাইয়াছিলেন । চতু-
র্দশ বারে তিনি, সরসিহরুপ পরিগ্রহ করিয়া অমৃত বৈষ্ণবজ হিরণ্যকশিপুকে উদ্ধৃত্ত হাপন
করিয়া, কটকুডের কটকু বিদায়ের ভায় অনারাসে বিনীর্ণ করেন । পঞ্চদশে তিনি, বামনরূপ
ধারণ করিয়া বসি পানীয় স্বজ্ঞে সমন করেন এবং তাহার নিকট জিহাদ হুই আর্ধনা করেন ।

তাহার গুণানুকীর্ণনে বাহাদের নয়ন হইতে অজ্ঞান দ্বারা প্রোক্ষিত নিনিঃ-
সৃত হয়, সেই ভক্তোত্তমগণকে ধর্ম নিম্নব কালে, সেই ভক্তাভীষ্ট-কলপ্রদ
ভগবান্ যদি রক্ষা না করেন, তবে আর কে রক্ষা করিবে ?

মূলোক্ত “যুগে যুগে” শব্দে প্রত্যেক যুগে একটি মাত্র অবতারের আবি-
র্ভাব হয়, এরূপ অর্থ নহে । ভগবানের অবতার অনন্ত এবং একই যুগে বহু-
বার প্রয়োজন হইলে, বহুবারই সেই রূপাসিদ্ধ দীনবন্ধু হরি আবির্ভূত
হইয়া থাকেন ।

ঈশাকার শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন যে, পুনঃ পুনঃ সেই পরমেশ্বর
অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টগণকে বিনষ্ট করেন ; কিন্তু ইহাতে তাহার উপর নিকা-
রণ্য রূপ নিন্দা কখনই আরোপ করা বাইতে পারে না । স্নেহময় জনক
জননী সন্তানের হিতার্থ কখন বা তাহাকে আদর সহকারে কোড়ে ধারণ
করেন, কখন বা তাহার কঠোর তাড়না বা প্রহাররূপ দণ্ডের ব্যবস্থা
করেন । সন্তানের প্রতি এবং বিধ ব্যবহারে পিতামাতার স্নেহহীনতা বা
নির্দয়তা কখনই প্রতিপন্ন হয় না । তদ্রূপ সেই সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের
কোন কার্যোই গুণদোষের সম্ভাবনা নাই ॥ ৮ ॥

যোড়শবারে, কজ্রিগণের ব্রাহ্মণ-নিরোধ দর্শনে ক্রোধিত হইয়া এক বিশ্ণুভিনায় পুণ্যলোকে
নিঃকজ্রিয়া করেন । গপ্তদশবারে, পরাণবের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া
অঙ্গবুদ্ধি মানবের হিতার্থ বেদরূপ পাদপের শাখানিভাগ করেন । অষ্টাদশবারে, দেবগণের
মঙ্গলাভিলাষে রামরূপে নরদেহ দাবণ করিয়া স্বকীয় শক্তি দ্বারা সমস্ত নির্যাত পতুতি কার্য
সম্পন্ন করেন । একোনিংশ এবং বিংশ বাবে, ভগবান্ শ্রীলগ্নাম ও শ্রীকৃষ্ণরূপে তুলসে অব-
তীর্ণ হইয়াছিলেন । একবিংশ বাবে, কাল সঞ্জাত হইলে, তিনি কীকট, অর্থাৎ গণা প্রদেয়ে
অজ্ঞানের পুত্র বৃদ্ধ নামে আবির্ভূত হইলেন । তদনন্তর দ্বাবিংশ বারে, ভূমণ্ডলের ভূ-ভিগণ দ্বারা-
প্রায় হইলে সেই অগণপতি বিষ্ণুরূপ ব্রাহ্মণর ঔরসে কজ্রিক্রমে অবতীর্ণ হইলেন । তদনন্তর
সমুদ্রমগ্নরূপ শ্রীরির অবতার সম্ভাষিত । যেমন উপক্ষুণ্ণ্য নিপাল বাণিষি হইতে সহস্র সহস্র
প্রাণ বিনির্গত হয়, তদ্বৎ ভগবান্ হইতে বহুবিধ অবতার আবির্ভূত হইয়া থাকেন ।

জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

তাত্ত্ব্যং দেহং পুনর্জন্ম নৈতি যামেতি সৌহর্জুন ॥৯॥

অর্থঃ ।—অর্জুন ! যঃ মে এবং (স্বেচ্ছয়াগৃহীতং) জন্ম দিব্যং (ধর্ম-
স্থাপনেন জগৎপালনরূপং অলৌকিকম্) কৰ্ম চ তত্ত্বতঃ (ভ্রমাতাবেন
যথাবৎ) বেত্তি (জানাতি) সঃ দেহং তাত্ত্ব্যং (দেহাভিমানং বিষৃজ্য)
পুনঃ জন্ম (দেহধারণরূপং পুনরুদ্ভবম্) ন এতি (প্রাপ্নোতি । [কিঞ্চ]
মাম্ এব এতি (ভগবচ্ছকাশং গচ্ছতি ইতি ভাবঃ) ॥ ৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—অর্জুন যিনি এইরূপ জন্ম এবং অলৌকিক কৰ্ম
প্রকৃতিরূপ জানেন তিনি দেহত্যাগ-করিয়া পুনর্জন্ম পান না [কিঞ্চ]
আমাকে-ই লাভ-করেন ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি আমার এইরূপ স্বেচ্ছা পরিগৃহীত
জন্ম এবং ধর্মস্থাপনরূপ অলৌকিক কৰ্মের মর্ম্য নিঃসন্দিক্ত ভাবে পরি-
জ্ঞাত হইয়াছেন, এই বর্তমান দেহ নাশের পর তাঁহাকে আর দেহ ধারণ
করিতে হয় না ; তিনি স্বচ্ছন্দে ভগবান্ বাসুদেবের সমীপস্থ হন ॥ ৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অন্যেতি । তদ্ জন্ম দ্বারারূপং কৰ্ম চ সাধুনাং পরিত্রাণাদি মে মম
নিয়মপ্রাকৃতমৈশ্বর্যমেবং যথোক্তং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ তৎস্বেন যথাবৎ তাত্ত্ব্যং । দেহমিমং পুনর্জন্ম
পুনরুৎপত্তিং নৈতি ন প্রাপ্নোতি মাংসভাগচ্ছতি স মুচ্যতে অর্জুন ! ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি ।—মায়াময়মীশ্বরস্য জন্ম ন বাস্তবং তদৈব চ জগৎপরিপালনং কৰ্ম
মান্যসোতি জানিতঃ শ্রেয়োহ্যাপ্তিঃ দর্শয়ন্ বিশদ্যে প্রত্যাবায়ং সূচয়তি তজ্জন্মত্যাগিনা ।
যথোক্তং মায়াময়ং কল্পিতমিতি যাবৎ, বেদনস্যা যথাস্বঃ বেদনস্য জ্ঞানাদেকরূপানন্তিগুণিত্বং
যদি পুনর্জন্মভূতো বাস্তবঃ জন্ম সাধুজনপরিপালনাদি চানাস্যৈব কৰ্ম কল্পিয়সোতি বিবক্ষ্যতে
তদা তদ্ব্যপরিজ্ঞানপ্রযুক্তো জন্মাদিঃ সংসারো চর্য্যারঃ সীদিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

রাজানুজ ।—অন্যেতি । এবং কৰ্ম্মবুলহেতুত্রেণ প্রকৃতিসংসাররূপজন্মরহিতস্য সর্বে-
শ্বরত্বসর্বজ্ঞত্বস্যাত্মকজ্ঞত্বাদিসমস্ত কলাগুণগোপেতস্য সাধুপরিত্রাণায় মৎসমশ্রয়ণৈকপ্রয়োজনং
দিব্যমপ্রাকৃতং মদসাধারণং মম জন্ম চৈটিতক ভূতভো যো বেত্তি স বর্তমানং দেহং পরিত্যজ্য
পুনর্জন্ম নৈতি যামেব প্রাপ্নোতি । মদীরদ্বিভাজনচৈটিতযাখ্যাজ্ঞানেন বিধ্বস্তসমস্তমৎসমশ্রয়ণ-
বিবোধিপাপা। অস্মিন্নেব জন্মনি যথোদিতপ্রকারেণ মামশ্রিত্য মদেকগ্রন্থে মদেকচিহ্নে
মামেব প্রাপ্নোতি ॥ ৯ ॥

হনুমান্ ।—অস্মেতি । জন্ম মারাক্ষণং কৰ্ম চ ধৰ্মসংস্থাপনারং কংসবধাদিৰূপং দিব্যমপ্রাকৃতমৈশ্বর্যং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ তথাগৎ দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্ম ন গচ্ছতি । কিঞ্চ মামেবৈতি প্রাপ্নোতি বুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ক্ৰীধন্ন ।—অস্মেতি । এবংবিধানামীশ্বরজন্মকৰ্মণাং জ্ঞানে কলমাহ অস্মেতি । বেজ্জদা কৃতং সম জন্ম কৰ্ম চ ধৰ্মপালনরূপং দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরাঙ্গুগ্রহার্থমেবৈতি যো বেত্তি স দেহাতিমানং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্ম সংসারং নৈতি স প্রাপ্নোতি, কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি ॥ ৯ ॥

কলদেব ।—বহুগায়ত্রীসং সাদনসঙ্কল্পৈরপি দুর্গভো যোকে মজ্জমচরিতশ্রবণেন মদেকান্তিপথানুবর্তনাং সুলভোহুত্বতোতদর্থঞ্চ সম্ভবামীশ্যশরা ভগবানাহ অস্মেতি । মম সূৰ্য্যেশ্বরস্য সত্যোচ্চস্য বৈদুৰ্য্যব্রিস্তাসিদ্ধনৃসিংহঃ সূনাধাধিবহনপদ্য তত্র তত্রোক্তলক্ষণং জন্ম তথা কৰ্ম চ তত্ত্বতঃসম্বন্ধঃ চরিতং তদুভয়ং দিব্যমপ্রাকৃতং নিত্যং তবভীত্যেবম্ভেতদিত্তি বৃত্তবৃত্তো গেষি “বদন্তং তবচ্চ ভবিষ্যচ্চ একো দেবো নিত্যলীলাহুংকো তত্তব্যাপী তত্ত্বদ্যন্তরাঙ্গা” ইতি শ্রুত্যা দিব্যমিতি মদুক্র্যা চ দৃঢ়শ্রদ্ধা যুক্তিনিরপেকঃ সন্ হে অৰ্জুন ! স বর্তমানং দেহং ত্যক্ত্বা পুনঃ প্রাপ্তিকং জন্ম নৈতি । কিন্তু মামেব তত্ত্বকৰ্মমোজ্জমতি মুক্তো তবভীত্যর্থঃ । বহা মোচকল্পনিজেন “তদ্ব্যমসি” ইতি শ্রুতশ্চ, মে জন্মকৰ্মণা তদ্বৃত্তো ব্রহ্মদেব যো বেত্তীতি ব্যাখ্যায়ম্ । ইতরথা “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নানাঃ পদ্মা বিদ্যাতে অন্ননার” ইতি শ্রুতিৰ্যাক্ষ্যোপোৎ । সমানমনাং । জন্মাদিসমিতাতায়াং যুক্তঃ সত্যত্ব বিবৃতা ঐষ্টব্যঃ ॥ ৯ ॥

মধুসূদন ।—অস্মেতি । জন্ম নিত্যসিদ্ধসৈব মম সচ্চিনানন্দধনস্য লীলরা তথানুকরণং, কৰ্ম চ ধৰ্মসংস্থাপনেন অগৎপরিপালনং, মে মম নিত্যসিদ্ধেশ্বরস্য দিব্যমপ্রাকৃতম্ । অনৈঃ কৰ্ম্মমশ্যকামীশ্বরসৈব সাধারণং এবম্ “অঃজাহপি সন্” ইত্যাদিনা প্রতীপাদিতং যো বেত্তি তত্ত্বতো ভ্রমনিবর্তনেন মূঢ়ৈহি মদুৰ্য্যভ্রাতৃয়া ভগবতোহপি গর্ত্বাবাসাদিরূপমেব জন্ম স্বতোগাৰ্থমেব কৰ্ম্মোক্ত্যরোপিতং, পরমার্থঃ শুদ্ধসচ্চিদানন্দবনরূপজ্ঞানেন তদপমুদ্য অজস্যাপি মাদরা জন্মানুকরণমকৰ্ম্মরূপি পরাঙ্গুগ্রহাৰ কৰ্ম্মানুকরণমিত্যেবং যো বেত্তি স আত্মনোহপি তদ্ব্যকুরণং ত্যক্ত্বা দেহমিমং পুনর্জন্ম নৈতি, কিন্তু মাং ভগবন্তং বাঙ্গুদেবমেব সচ্চিদানন্দ-ধনমেতি সংসারানুচ্যত ইত্যর্থঃ । হে অৰ্জুন ! ॥ ৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অস্মেতি । জন্ম মারাক্ষণং কৰ্ম সাধুজ্ঞাণং দিব্যং অপ্রাকৃতং যো বেত্তি স ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম ন প্রাপ্নোতি কিন্তু মামেতি প্রাপ্নোতি, এতেন ভগবতো জন্মানি কৰ্ম্মাণি চ ভগবৎপ্রাপ্তিকামেন গেরানীতি দর্শিতম্ ॥ ৯ ॥

বিষ্ণুনাথ ।—উক্তলক্ষণত মজ্জনং, তথা জন্মানন্তরং মৎকৰ্ম্মণশ্চ তত্ত্বতো জ্ঞানমাত্রেণৈব কৃতার্থঃ ভাবিত্যাহ অস্মেতি । দিব্যং অপ্রাকৃতমিতি শ্রীমাদ্ভক্তাচার্যচরণাঃ, শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীপাদিকঃ । দিব্যমলৌকিকমিতি স্বামিচরণাঃ । লোকানাং প্রকৃতিস্বষ্ট্যাং অপৌকিকং শব্দতাপ্রাকৃতবসেবার্থভেদানপ্যভিপ্রোক্তঃ । অতএব অপ্রাকৃতত্বেন ঐশ্যভীতবাদ্ভক্তপন্থক-কৰ্ম্মণো নিত্যম্ । তচ্চ ভগবৎসম্বৰ্ত্তে “ন বিত্ততে যত চ কৰ্ম কৰ্ম বা” ইত্যম যোকে

শ্রীভীষ্মরূপ গোবিন্দচরিতৈরূপপাদিতম্। যদ্বা যুক্ত্যা অল্পপদগমিত্তি ক্রতি স্মৃতিবাচ্যবলাদেতৎ
 তর্ক্যমেবেহং সম্ভবাম্। তত্র পিঙ্গলানিশাখারং পুরুষবোধনী ক্রতিঃ। “একো দেবেণ
 নিত্যানীগাহরক্তো তক্তব্যাপী তক্তদ্যাত্তরাহ্মা” ইতি। তথা জন্মকৰ্ম্মণোনিত্যং শ্রীভাগবতামৃত
 বহুং এব প্রপকিতম্। এবং যো বেত্তি তত্ত্বত ইতি, “অজোহপি সন্নব্যাহ্মা” ইতি, অগ্নিঃতথা
 জন্ম কৰ্ম্ম চ যে দিব্যানিত্যশ্লিষ্ট মৰ্যাক্যমেবান্তিকতরা মজ্জকৰ্ম্মণোনিত্যত্বমেব যো জানাতি
 নতু তয়োনিত্যত্বে কাকিদ্বুক্তিমণ্যপেক্ষমানো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা তত্ত্বতঃ “ও” তৎসদিত্তি
 নির্দেশো ব্রহ্মণত্ৰিবিধঃ স্মৃতঃ” ইত্যত্রিমোক্তেতচ্ছব্দেন ব্রহ্মোচ্যতে। তত্ৰ তাবত্ত্বং তেন
 ব্রহ্মবরণেণ যো বেত্তীত্যর্থঃ। স বর্তমানদেহং তাক্স। পুনর্জন্ম নৈতি কিন্তু মামেবৈবতি।
 অত্র দেহং তাক্স। ইত্যত্র আধিক্যাদেবং ব্যাচকতে স্ম। স দেহং তাক্স। পুনর্জন্ম নৈতি,
 কিন্তু দেহমত্যট্ভুব মামেতি, মদীরদিব্যজন্মচেষ্টিতবাখার্থজ্ঞানেন বিধ্বস্তমত্মংসমাপ্রাপ-
 বিরোধিপাপু। অগ্নিরেব জন্মনি মামাপ্রিতা মদেকপ্রিয়ো নামেব প্রাপ্নোতি ইতি
 শ্রীরামাহুজাচার্য্যচরণাঃ ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—ভগবানের এবংবিধ জন্মকৰ্ম্মের হুতাশ্ত জানিলে কি
 লাভের সম্ভাবনা, তাহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইতেছে। নিত্যসিদ্ধ আনন্দ-
 ঘন ভগবানের জন্ম কেবল লীলা প্রকাশের নিমিত্ত। ধর্ম্মসংস্থাপন রূপ
 জগৎ পরিপালনই তাঁহার কৰ্ম্ম। তাঁহার এই কৰ্ম্মানুষ্ঠান কেবল তাঁহার
 পক্ষেই সম্ভব; তিনি ভিন্ন আর কাহারও তৎসম্পাদনে সাধ্য নাই। অথচ
 তিনি অজ, সৎ এবং নিত্যস্বরূপ। বাহারা মূঢ় ও দৈবর-মহিমা জ্ঞানে
 বঞ্চিত তাহার। মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন;
 তাঁহার সাধারণ মানবের ন্যায় গর্ভবাগাদি স্বীকার করিয়া, কৰ্ম্মকল ভোগ
 করিবার জন্য দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে এবং তিনি রাগদেবাদির বশী-
 কৃত হইয়া লঘুচেতা মনুষ্যের ন্যায়, কাহারও সহিত শত্রুতা ঘটিয়া
 তাহাকে লুপ্তি করিতেছেন বা কাহারও সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া
 তাহার প্রভুত মঙ্গল সাধন করিতেছেন। সেই হতভাগ্য নরাধমেরা অজ্ঞের
 একশেষ; তাঁহাদের দুঃখ-দুর্গতি অবচ্ছিন্ন ভাবে তাহাদের সঙ্গে বিচরণ
 করিবে এবং তাহাদিগকে বারবার জন্মমরণ রূপ অশেষ ক্লেশ ভোগ
 করিতে হইবে। কিন্তু বাহারা ভগবানের জন্ম ও কৰ্ম্ম ষটিত উল্লিখিত সমস্ত
 হুতাশ্ত নিঃসন্দেহ রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, বাহারা তাঁহার লীলা ও
 মহিমা সম্যকরূপে জ্ঞাপ্রদেশে প্রণিধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার।
 এই দেহনাশের পর পুনরায় শরীরধারণ রূপ সংসারাদীন কখনই হইবেন

না । সেই ভাগ্যবানেরা ভগবান্ বাসুদেবকে লাভ করিয়া তাঁহার দর্শন এবং নিকটাবস্থান আদি অমূল্য সুখ-মৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া জন্ম মরণ রূপ সংসার-বন্ধন হইতে চির-মুক্তি লাভ পূর্বক চরিতার্থ হইবেন । ভগবানের দিব্য জন্ম ও কার্যাদির বাণ্যায় পরিচ্ছন্ন দ্বারা তাঁহাদের সমস্ত গাণি বিধ্বস্ত হওয়ার এই জন্মেই তাঁহারা বিহিত বিধানে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকেই একমাত্র পরম শ্রিয় জানে তাঁহাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া চরমে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

বীতরাগ-ভয়-ক্রোধা মন্যয়া ম মু ॥প্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্রাবাগতাঃ ॥ ১০ ॥

অর্থ ।—বীতরাগ-ভয়-ক্রোধাঃ (বিগতা রাগশ্চ ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ যেভ্যঃ তে) মন্যয়া (মদেকচিত্তাঃ) মাম্ উপাশ্রিতাঃ (শরণং গতাঃ) [সন্তাঃ] জ্ঞানতপসা (জ্ঞানমেব তপঃ তেন) পূতাঃ (পবিত্রাঃ) বহবঃ স্নাকৃতি-শালিনঃ (মদ্রাবং (মদ্রপত্নং মোক্ষং) আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ ।—অনুরাগ-ভীতি-ক্রোধ-শূন্য মদেকচিত্ত আমার শরণাগত [হইয়া] জ্ঞানরূপ-তপস্তা-দ্বারা পবিত্রীকৃত অনেকে আমার ভাব পাইয়াছেন ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা ।—বিষয়াসক্তি ভয় এবং ক্রোধ বিরহিত হৃদয়ে সর্বতো-ভাবে আমাতে চিত্তসমর্পণ, সম্পূর্ণরূপে আমার আশ্রয় গ্রহণ এবং জ্ঞান-রূপ তপস্তা দ্বারা পবিত্র চিত্ত হইয়া, বহু ব্যক্তি আমার স্বরূপ লাভ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—নৈব মোক্ষমার্গ ইদানীং গন্তব্যঃ, কিং তর্হি পূর্বমপি বীতরাগেতি । (বীতরাগভয়ক্রোধা যুগলত উরঞ্চ ক্রোধশ্চ রাগভয়ক্রোধাঃ বীতা বিগতা যেভ্যস্তে) বীতরাগ-ভয়ক্রোধা মন্যয়া ব্রহ্মবিদ ইবরাভেববর্ণিনো ॥ নামেংচ পরমেশ্বরমুপাশ্রিতাঃ কেবলজ্ঞাননিষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥ বহুবাহনেকে জ্ঞানতপসা জ্ঞানমেব চ পরমেশ্বরবিষয়ে তপস্বিন জ্ঞানতপসা

পুতাঃ পরাং শুদ্ধিং গতাঃ সন্তো মত্তাবমীষরভাবং মোক্ষমাগতাঃ সমুদ্রপাশ্চাঃ ইত্যন্তপোনিরপেক্ষ্য
জ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যন্ত লিঙ্গং জ্ঞানতপসেতি বিশেষণম্ ॥ ১০ ॥

আনন্দগিরি ।—সম্প্রতি প্রকৃতমোক্ষমার্গস্ত নূতনজ্ঞানার্গবিন্ধিতত্বাশঙ্ক্য পহিহতি
নৈব ইতি । সমুদ্রবস্ত্র মত্তাবগম্নেনান্যপৌনরুক্তাং দর্শয়তি ব্রহ্মবিদ ইতি । আনন্দো নিরঞ্জন
ভিন্নাভিন্নত্বেন বা ব্রহ্মণো বেদনং স্বাবর্ত্তয়তি জীবয়েতি । অতেন্দর্শনেন সমুচ্চিত্য কৰ্ম্মাকর্ষণং
প্রত্যচষ্টে মামেবেতি । তদুপাশ্রয়মেব বিশদয়তি কেবলেতি । মামুপাশ্রিতা ইতি কেবল-
জ্ঞাননিষ্ঠমুক্তা জ্ঞানতপসা পুতা ইতি কিমর্থং পুনরুচ্যতে তত্রাহ ইত্যেতি ॥ ১০ ॥

রামানুজ ।—নীতরাগভয়ক্ৰোধা ইতি । তদাহ মদীরজস্বকৰ্ম্মত্বজ্ঞানাত্মেন তপসা
পুতা বহব এবং সংবৃত্তাঃ । তথাচ শ্রুতিঃ, “তস্য ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিম্” ইতি ধীরাঃ স
ধীমতাগ্রেসরা এব তস্ত জন্মপ্রকারং জ্ঞানস্বীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হনুমান্ ।—নৈব মোক্ষমার্গঃ ইদানীং প্রবৃত্তঃ কিং তর্হি পূর্ব্বমপি বীতরাগেতি ।
মম্ময়া ব্রহ্মবিদঃ মামুপাশ্রিতাঃ মামেব পরমেশ্বরমাপ্রিতাঃ, জ্ঞানমেব তপন্তেন জ্ঞানতপসা পুতাঃ
শুদ্ধা মত্তাবমীষরভাবমাগতা মুক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

ক্ৰীষ্ণ ।—কথং জস্বকৰ্ম্মজ্ঞানে ত্বং পাশ্চিঃ তাদিত্যত আহ বীতরাগেতি । অহং শুদ্ধ-
সম্ভাবতারৈর্দর্শপালনং করোমীতি মদীরং পরমকারুণিকত্বং জ্ঞাত্বা (বীতা বিগতা রাগভয়-
ক্ৰোধা যেভ্যস্তে) চিত্তবিক্ষেপাভাবান্ময়া বদেকচিত্তা ত্বা মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তো মৎপ্রসাদ-
লক্শং যদাত্মজ্ঞানঞ্চ তপন্ত তৎপরিপাকহেতুঃ স্বধর্ম্মঃ (স্বৈশ্বৈক্যবত্বাৎ) তেন জ্ঞানতপসা পুতাঃ
শুদ্ধা নিরস্তাজ্ঞানতৎকার্য্যমলা মত্তাবং মৎসামুজ্ঞাং প্রাপ্তা বহবঃ, ন ত্বয়ুনৈব প্রবৃত্তোহহং মত্তক্তি-
মার্গ ইত্যর্থঃ, তদেবং তাস্থহং বেদ সর্বাঙ্গীত্যাদিনা বিদ্যাবিদ্যোপাধিভ্যাং ত্বং পদার্থবীষ্ম-
জীবো প্রদর্শ্য জীবন্ত্য চাবিদ্যাভাবেন নিত্যশুদ্ধত্বাজীবস্য চেত্বরশ্রসাদলক্ষজ্ঞানেনাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ
শুদ্ধস্য স্বতচ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি ব্রূইষ্যম্ ॥ ১০ ॥

বলদেব ।—ইদানীমিহ পুরাপি মজ্জন্মাদিনিত্যজ্ঞানেন বহুনাং বিষুক্তিরভূমিতি
ভক্তিত্যভ্যাং জড়ব্রহ্মাহ বীতেতি । বহবো জনা জ্ঞানতপসা পুতাঃ সন্তঃ পুরা মত্তাবমাগতা ইত্য-
ন্বয়কঃ । মজ্জন্মাদিনিত্যত্ববিষয়কং বজ্জ্ঞানং তদেব হরধিগমশ্রুতিযুক্তিসম্পাদাত্বাং তপন্তম্বিন্
জ্ঞানে বা বহিবিধকুমতকুতর্কাদিনিগারণরূপং তপন্তেন পুতা নির্দ্ধূ ানিত্য ইত্যর্থঃ । যদ্বি
ভাবং প্রমাণং বিস্তমানভাঃ বা মৎসাক্ষংকৃতিম্ । কদীশাস্ত্রে ইত্যাহ বীতেতি । বীতাঃ পরি-
ত্যাক্তান্ত্রিত্যত্ববরোধিবু রাগাদয়ো বৈশ্তে, ন তেহু রাগং ন ভয়ং ন চ ক্রোধং প্রকাশয়ন্তীত্যর্থঃ
তত্র হেতুঃ মম্ময়া বদেকনিষ্ঠাঃ উপাশ্রিতাঃ সংসেবমানাঃ ॥ ১০ ॥

মধুসূদন ।—মামেতি মোহজ্বলনত্বাকং, তত্র যস্য সর্ব্বমুকপ্রাপ্যতরা পুরুষার্থত্বমস্য
মোক্ষমার্গগণ্যাদিশরম্পরাগতক দর্শয়তি বীতরাগেতি । রাগভূতৎকলঃ ত্বয়া সর্গান্ বিধরান্
পরিভ্রাজ্য জ্ঞানমার্গে কথং জীবিত্যমিতি জ্ঞানো ভয়ং সর্ব্ববিষয়োচ্ছিন্নকোহহং জ্ঞানমার্গঃ
কথং হিতং স্যাংমিতি যেহং ক্রোধঃ, (ত এতে রাগভয়ক্ৰোধা বীতা বিকোঁকন নিগূজ মোহাত্তে

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ) তদস্বাঃ স্বয়ং মাং পরমাত্মানং তৎপদার্থকং পদার্থভেদেন সাক্ষাৎ
কৃতবত্তঃ মদেকচিত্তা বা মাদুশাশ্রিতাঃ একান্তপ্রেমতত্বজ্ঞা মামীষরং শরণং গতাঃ বহুবোহ-
নেকে জ্ঞানতপসা জ্ঞানমেব তপঃ সৰ্বকৰ্ম্মকরহেতুযাং, “ন হি জ্ঞানেন সঙ্গং পবিভ্রমিহ
বিভতে” ইতি হি বক্ষ্যতি, তেন পুতাঃ কীণসৰ্ব্বপাপাঃ সন্তো নিরস্তাজ্ঞানভংকার্যমলাঃ
মত্বাং মজ্ঞপং বিত্তদ্বন্দ্বিহীনলব্ধং যৌক্ষমাগতাঃ অজ্ঞানমাত্রাপনয়নেন প্রাপ্তাঃ, জ্ঞানতপসা
পুতা জীবন্তাঃ সন্তো মত্বাং মম্বিরং ভাবং রত্যাথাং প্রেমাগমাগতা ইতি বা । “তেষাং
জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একতত্ত্বির্নিশিষাতে” ইতি হি বক্ষ্যতি ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এতদ্যাপি ভগবৎপ্রাপ্তেদ্বারমাহ বীতেতি । রাগো বিষয়েষু স্ত্রীতিঃ
ভয়ং বোদ্ধেদপক, ক্রোধঃ স্বপনপীড়াহেতুরভিজ্ঞানং, (তে ত্রয়ো বীতাঃ বেভ্যন্তে) বীতরাগ-
ভয়ক্রোধাঃ, অতএব স্বয়ং মদেকপ্রধানাঃ কিং জারিণী বধা জারমপি তত্ত্বরূপাশ্রিতা
যোগক্ষেমাৰ্থং তব্রহ্মত্যাং, মাদুশাশ্রিতাঃ জ্ঞানতপসা জ্ঞানময়ং তপ আলোচনং মম জন্মকৰ্ম্মণোঃ
স্বরূপস্য চ নিরস্তরং চিত্তনং স্বয়ং জ্ঞানময়ং তপ ইতি প্রতিপ্রদিকং জ্ঞানতপঃ তেন পুতাঃ
সন্তো মত্বাং মতাদাত্ম্যং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

বিবনাথ ।—ন কেবলমেক এব আধুনিক এব মজ্ঞকৰ্ম্মতত্ত্বজ্ঞানমাত্রৈণেব মাং
প্রাপ্তোতি, অগিতু প্রাপ্তনা অপি পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বকমাগতীর্ণস্য মম জন্মকৰ্ম্মতত্ত্বজ্ঞানবস্তা
মাং আপুৰেব ইত্যাহ বীতেতি । জ্ঞানং উক্তলক্ষণং মজ্ঞকৰ্ম্মণোস্তত্ত্বতোহনুতবরূপমেব
তপন্তেন পুতা ইতি শ্রীমাদুজাচার্যচরণাঃ । যদা জ্ঞানে জন্মকৰ্ম্মণোনিত্যত্বনিশ্চরানুতবে
বদানাকুমতকুতকুয়ুক্তিসর্গী-বিবদাহসহনরূপং তপন্তেন পুতাঃ । তথ্যচ রাধাহকভাব্যুত
কতিঃ—“তস্য ধীরাঃ পরিজানন্তি বোনিমিতি ।” ধীরাঃ ধীমন্ত এব তস্য বোনিং জন্মপ্রকারং
জানন্তীত্যর্থঃ । বীতাত্মক্যঃ কুমতপ্রজন্মিতেষু জনেষু রাগাত্মা বৈন্তেন তেষু রাগঃ স্ত্রীতিনাপি
তেত্যো ভয়ং নাপি তেষু ক্রোধো মদ্বক্তনানিতিত্যর্থঃ । কুতো মদ্রা মজ্ঞকৰ্ম্মানুধ্যানমন-
প্রবণকীৰ্ত্তনাদিপ্রচুরাঃ । মত্বাং মমি প্রেমাগম্ ॥ ১০ ॥

ভাংপর্য ।—তথ্যবানের জন্ম কৰ্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান হইলেই কিপ্রকারে
তাঁহাকে লাভ করা যায় তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইতেছে । যিষয়ে
অনুরাগ জন্মিলে তাহার কল স্বরূপে তৃষ্ণা সন্মুৎপন্ন হয় । স্বাক্তীয় বিষয়
সন্তোষ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে জীবিত থাকিব, ইহা মনে
করিলে ভয় জন্মে । জ্ঞানমার্গ বিষয়-ভোগের কটক স্বরূপ, অতএব
তাঁহাতে কিরূপে কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, ইহা মনে করিয়া জ্ঞানের
প্রতি যের-সুচক কোথ জন্মে । যিনি বিবেকবলে এই রাগ, ভয় এবং
কোথকে পরিহার করিতে পারেন, তিনিই শুদ্ধ-চিত্ত সাধু পুরুষ । তাহু
পুরুষ বেদান্ত মহাবাক্য প্রতিপাদিত ভং এবং স্বং পদার্থের অভেদ-বোধ-

অনিত পরমাত্ম স্বরূপ আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সম্পূর্ণরূপ মঙ্গল-
চিন্তা হন এবং একান্ত প্রেম ও ভক্তি সহকারে আমার শরণাগত হইয়া
থাকেন । তদ্রূপ বহু ব্যক্তি সৰ্ব্ব কৰ্ম্মের ক্ষয় নিবন্ধন এবং বিধ জ্ঞান স্বরূপ
তপঃপ্রভাবে ক্রীণ-পাপ ও পবিত্র হইয়া এবং জ্ঞান ও তাহার কল স্বরূপ
মলিনতা বিরহিত হইয়া বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ মস্তাব প্রাপ্ত হন এবং
মোক্শ লাভ করেন । শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে, জ্ঞানের সূচন পবিত্র আর
কিছুই নাই । বাঁহারা এই পরম পবিত্র জ্ঞানরূপ তপঃপ্রভাবে পবিত্রীকৃত
হইয়াছেন, তাঁহারা জীবমুক্ত হইয়া সৰ্ব্বতোভাবে আমার প্রতি রত হইয়া-
ছেন এবং আমার প্রেম-মাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন ।

শ্রীমদ্ভগবদ্ভাষ্যে অভিপ্রায় । আমার জন্ম কৰ্ম্ম বিধরক জ্ঞানই
তপঃ । শ্রুতি বলিয়াছেন, বাঁহারা ধীর অর্থাৎ জ্ঞানী, তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের
প্রকার পরিজ্ঞাত আছেন ।

শ্রীমৎশ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায় । আমি বিশুদ্ধ চিত্তে অবতীর্ণ হইয়া ধৰ্ম্ম
পালন করিয়া থাকি । যিনি তজ্জন্য আমার পরম কারুণিক উপলব্ধি
করিয়া অনুরাগ ভর্য এবং ক্রোধকে হৃদয় হইতে বিসর্জন দেন এবং
সৰ্ব্বপ্রকার চিন্তা-বিক্ষোভকারী প্রতিকূল কারণের অসম্ভাব হেতু সৰ্ব্বতো-
ভাবে আমাতেই চিন্তা সমর্পণ করিয়া আমারই শরণাগত হন, তাহারা সাধু-
জনেরা আমার অনুগ্রহে আত্মজ্ঞান এবং তপঃ সম্পন্ন হইয়া শুদ্ধ-চিত্ত
হইয়া থাকেন । অনেকানেক সাধু ব্যক্তি এইরূপ জ্ঞান-তপঃ-সম্পন্ন হইয়া
অজ্ঞান অনিত মলিনতা বিরহ হেতু, আমার সাযুজ্যরূপ মুক্তি লাভ করিয়া-
ছেন । অতএব এই মন্তুতিরূপ মোক্ষ-মার্গ আধুনিক নহে, ইহা অনাদি
পরম্পরাগত, ইহাই প্রদর্শিত হইল । ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন, “তান্যাহং
বেদ সূর্য্যণি” (৪র্থ অ । ৫ শ্লোক) অর্থাৎ আমি সে সকলই আনি । এক্ষণে
“তৎ” এবং “ত্বং” পদার্থ প্রতিপাদ্য দেখর এবং জীবের বিভিন্নতা প্রদর্শন
করিয়া ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন যে, দেখর অবিদ্যা বিহীনতা হেতু
নিত্য শুদ্ধ এবং জীব দেখরানুগ্রহ-প্রাপ্ত জ্ঞান প্রভাবে অজ্ঞান বিদূরিত
হইলে শুদ্ধচিত্ত হইয়া ব্রহ্ম চিদংশের দ্বারা দেখরের সহিত ঐক্যরূপ মোক্ষ
লাভ করেন । ১০ ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।

মম বহ্নী নুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১৯ ॥

অর্থঃ ।—যে (মনুষ্যাঃ) যথা (যেন প্রকারেণ সন্ধ্যাতয়া নিকাম-
তয়া বা) মাংস (সর্বাভ্যুপেক্ষাক্রমাদিত্যং) প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি) তান্ অহং
তথা এব (তদাকাজিক্রমাদিত্যং) ভজামি (অনুগৃহ্ণামি) পার্থ
মনুষ্যাঃ সর্বশঃ (সর্বপ্রকারৈঃ) মম বহ্নী (ভজনমার্গঃ) অনুবর্তন্তে
(ইন্দ্রাদিরূপেণ মামেব সেবন্তে) ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—যাহারা যে-প্রকারে আমার ভজনা-করে তাহাদিগকে
আমি সেই-প্রকারে-ই অনুগ্রহ-করি। কোন্সেই মানবেরা সর্বপ্রকারে
আমার পথ অনুসরণ-করে ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—মনুষ্যেরা যেরূপ প্রয়োজনে ও অভিপ্রায়ে আমার সেবা
করে আমি তাহাদিগকে তদনুরূপ ফল প্রদান করি। হে পার্থ!
মানবেরা সর্বথা আমারই ভজন-মার্গের অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তব তর্হি রাগদ্বৈতঃ স্তঃ, যেন কেভাশ্চিদেবাত্ম্যবৎ প্রযচ্ছতি
ন সর্বেভ্য ইত্যুচ্যতে যে বথেনিতি । যে যথা যেন প্রকারেণ যেন প্রয়োজনে বৎফলার্থিতয়া
মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব তৎফলদানেন ভজাম্যহমনুগৃহ্ণাম্যহং, ইত্যাতঃ তেবাং মোক্ষং
প্রত্যক্ষং প্রত্যান্বিত্যবৎ । ন হ্যেকস্ত মুমুক্শুঃ কলার্থিত্বকং বৃণণং সমুৎপত্তি, অতো যে বৎফল-
র্থিনঃ তান্ তৎফলপ্রদানেন, যে বৎফলকামিণস্তৎফলার্থিনো মুমুক্শবন্ত তান্ জ্ঞানপ্রদানেন,
যে জ্ঞানিনঃ সন্ন্যাসিনো মুমুক্শবন্ত তান্ মোক্ষপ্রদানেন, তথা আর্তানার্তিহরণেমেতোবৎ
যথা যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে যে, তাংস্তথৈব ভজামীত্যর্থঃ । ন পুনঃ রাগদ্বৈতনিমিত্তঃ
মোক্ষনিমিত্তঃ বা কিকিঞ্চজামি সর্বথাপি সর্বাভ্যুপেক্ষা মমেতরস্ত বহ্নী মার্গমনুবর্তন্তে° মনুষ্যাঃ,
যৎ ফলার্থিতয়া বসিন্ কল্যাণার্থিত্বাৎ যে প্রযতন্তে, তে মনুষ্যাঃ অত্র উচ্যন্তে, হে পার্থ! সর্বশঃ
সর্বপ্রকারৈঃ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি ।—ঈশ্বরঃ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যো মোক্ষং প্রযচ্ছতি চেৎ প্রাপ্তকৃতিশেষণ-
বৈশিষ্ট্যং, যদি তু কেভাশ্চিদন মোক্ষং প্রযচ্ছৎ তর্হি তত্ত রাগাদিমদ্বাদনীশ্বরত্বাপত্তিরিতি
শব্দে তব তর্হিতি । যে মুমুক্শবন্তেভ্যো মোক্ষমীষরো জ্ঞানসম্পাদনদ্বারা প্রযচ্ছতি
ফলার্থিত্বাৎ তত্ত্বপারিতোক্তানেন তত্তদেব দদাতীতি নাস্য রাগদ্বৈতবিত্তি পরিহরতি
উচ্যতে ইতি । মুমুক্শবানীষরাহসারিষেংপি ফলার্থার্থিনাং কৃত্তবহ্নীশ্বরিত্যাপত্ত্য
কল্যাণ উপপত্তিরিতি জ্ঞানেন তৎফলপ্রদানত্বাৎ তদনুবর্তিত্ববৎফলার্থিত্যাহ বসেনিতি ।

ভগবৎচরিতাঙ্গিনাং সর্বেষামেব কৈবল্যমঙ্গলং কিমিতি নানুগৃহ্যেত তজ্জাত চেদামিতি ।
অত্য়াদমনিঃশ্রয়সার্থিৎ প্রার্থনানৈচিহ্নাদেকতৈত্ত্বং কিং ন ত্ৰাদিত্যাশঙ্ক্য পর্য্যায়েন তদমঙ্গলত্বঃ
সামর্থ্যমিতি ন হীতি । মুমুক্ষুণাং কলার্মিনাঞ্চ বিভাগে ত্ৰিতমস্তাত্ত্বগ্রন্থবিভাগঃ কথিতব্যঃ অত
ইতি । কলপ্রদানেনাত্ত্বগৃহ্যমীতি সৎকঃ । নিত্যনৈমিত্তিককৰ্ম্মাভ্যাসিনামেব কলার্মিনাভ্যাসে
সতি মুমুক্ষুঃ কথং তেষুগ্রন্থঃ ত্ৰাদিতি তজ্জাত যে বোধোক্তেতি । জ্ঞানপ্রদানেন কলানীত্যন্তরায়
সৎকঃ । সতি, কেচিভ্যস্তসর্কৰ্ম্মার্থাণাং জ্ঞানিনো মোক্ষপ্রাপ্তিপেক্ষামাণান্তেবমুগতপ্রত্যয়ঃ
প্রকটয়তি যে জ্ঞানিন ইতি । ত্ৰেচিদায়াঃ সন্তো জ্ঞানানিশাশনাত্তরতিভা ভগবৎস্বমর্শিসম-
ভর্ষমুদবর্জিত, তেতু ভগবৎসংস্পৃশ্যত্মনেষং দর্শয়তি তাৎপ্তি । পূর্বাঙ্কবাখ্যানমুগতমঙ্গলমি
ইত্যোনমিতি । ভগবৎসংস্পৃশ্যত্মনিমিত্তকত্বং নিবারণমিতি ন পুনরিতি । কলার্মিণে মুমুক্ষুঃ
চ জন্তুনাং ভগবৎসমুদগম্যমানকর্ম্মিতাত্ত্বাঙ্কং নিভকৃত সর্কৰ্ম্মপীতি । সর্কৰ্ম্মবত্বং তেন
তেনোজ্ঞানা পর্বতশ্চৈবদ্বৈতানন্তানং, মাংসাং জ্ঞানকর্ম্মলক্ষণঃ স্তব্যগ্রহণাধিতবসামীধরমার্গাভ্য-
বস্ত্রিঃসমুদাসঃ ত্ৰাদিত্যাশঙ্ক্য চ মংকংগতি । সর্কৰ্ম্মপ্রকাটৈবমং মার্গমমুদবর্জিত ইতি পূর্বেণ
সৎকঃ ॥ ১১ ॥

রামানুজ ।—যে যথা মানিতি । ন কেবলং দেবমুখ্যাদিক্রপেণাবতীর্ণ্য
সংসমাপ্ররণাপেক্ষাং পন্নিজ্ঞাণং কবোমি, অপি তু সংসমাপ্ররণাপেক্ষা যথা যেন প্রকারেণ
প্রাপেক্ষাত্ত্বকপং মাং সঙ্কর্য প্রপনাত্ত্ব সমাপ্রণাম, তান প্রতি তথৈব তদ্ব্যবহিতপ্রকারেণ
ভজামি মাং দর্শয়ামি । কিমত্র নতনা, সর্কৈ স্তব্যয়া মদমুদবর্জিতকর্ম্মনোবণা মম বস্ম মংসত্বং
সর্কৈযোগিসামবাঙ মনসগোচরমপি স্ব কীর্ষৈশ্চকরা দিকরৈঃ সর্কৈঃ প্রাপেক্ষিতৈঃ সর্কৈ প্রকারৈরমু-
ভুয়াভুবর্জিত ॥ ১১ ॥

হনুমান ।—মতাবগাগ গ ইত্যশঙ্ক্য মোক্ষমেব প্রযচ্ছতি ভগবান্ তজ্জ্ঞানং ন
জ্ঞানৈবধ্যাদিক্রপমিত্যজ্ঞানস্ত বচনমাশঙ্ক্যাত্ত্বং যে বোধেতি । যে সংকলপ্রার্থিনঃ পুরুষা যথা যেন
প্রকারেণ সাধিকরাজসতামগভাবেন মাং প্রপদ্যন্ত, তানহং তথৈব তৎকলনানৈনৈবধ্যাদি-
কলার্মিনঃ তত্তদানেনৈবভ্যতিপ্রায়ঃ । মমেতৎ মম্মার্গং যথাভিগবিতকলপ্রদত্তমুদবর্জিত
অমুদবর্জিত । সং সংকলমভিলষিতং তদেব মাং প্রার্থনতু ত্ৰাদিত্যিপ্রায়ঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধর ।—নহু তর্হি হিং ত্ব্যপি বৈষম্যমসি বস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্ত্বানং
নদাদি ব্যঞ্জ্যেবাং সাকামানামিভ্যাত্ত্বং অত যে ইতি । যথা যেন প্রকারেণ সাকামতয়া নিকাম-
তয়া বা যে মাং ভজন্তি তানহং তথৈব তদপেক্ষতকলনানেন ভজামি অমুদবর্জিত ন তু
সাকামা মাং বিচারেজ্ঞানীনেব যে ভজন্তে তানহংপেক্ষ ইতি মতব্যম্ । সতঃ সর্কৈঃ
সর্কৈপ্রকাটৈরিত্ত্বাদিসেবকা অপি মটৈব বস্ম ভজনমার্গমুদবর্জিত ইত্যাদিক্রপেণাপি মটৈব
সেব্যত্বাৎ ॥ ১১ ॥

বলদেব ।—নহু নিত্যজ্ঞানাদিমনোজঃ সর্কৈবত্বং মদাবগতঃ কতিবহুতমাত্ত্বাদিগণী-
খরো জ্ঞানপিপ্লুঃ জ্ঞানভেদং তৎ কিং তব বহুগণনস্ত চ বৈবিশ্যং তদেবমিতি চেদেবমিতি

যে যথেষ্ট । যে ভক্তা নামেকং গৈদৃগ্যমেব বহুৰূপং সৰ্বেষ্বরং যথা যেন প্রকারেণ ভাবেনেতি যাবৎ প্রপদ্যন্তে ভক্তন্তি, তানহং তাদৃশস্তথৈব ভক্তাবাসুগ্ৰামিণা রূপেণ ভাবেন চ ভজামি সাক্ষাৎ ভবরহুগ্ৰামি । নূনভামেবকারো নিবর্তয়ন্তি । অতো মমৈকত্বৈব বহুরূপত্ব বস্তু বহুবিধমুপাসনমার্গমাদি পবুত্বত্বেহাসকপৰম্পরানুকম্পিতা মনুষ্যাঃ সৰ্বেষুহুগ্ৰত্বেনৈবাসয়ন্তি ॥ ১১ ॥

মধুসূদন ।—নহু য়ে জ্ঞানতপসা পূতা নিকামান্তে ভক্তাবং গচ্ছন্তি, যে যপূতাঃ সাক্ষাৎ ন গচ্ছন্তীতি ফলদাতৃত্বং বৈষম্যনৈবদ্ব্যপো ভ্রাতামিতি নেতাহ যে যথেষ্ট । যে আত্মী অর্থার্থিনো জিজ্ঞাসবো জ্ঞানিনশ্চ যথা যেন প্রকারেণ সাক্ষাত্তা নিকামতয়া চ যামী-
শ্বরং সৰ্বকলদাতারং প্রপদ্যন্তে ভক্তন্তি, তাংস্তথৈব তদপেক্ষিতফলদানেনৈব ভজাম্যসুগ্ৰা-
মাহং, ন বিপর্যয়েণ, তদ্রাম্যসুগ্ৰানর্থার্থিনশ্চাৰ্গিহরণে নর্থদানেন চাহুগ্ৰামি, জিজ্ঞাসুন্
“বিবিদ্যন্তি যজ্ঞেন” ইত্যাদি বিহিতনিকামকৰ্ম্মানুষ্ঠাতৃন্ জ্ঞানদানেন জ্ঞানিনশ্চ যুযুজুন্
যোকদানেন নভক্তকামায়ান্তং দদামীত্যর্থঃ । নহু তথাপি বভক্তানামেব ফলং দদামি নভক্ত-
দেবভক্তানিহিত বৈষম্যং স্থিতমেবেতি নেতাহ, মম সৰ্বায়নো বাসুদেবস্ত বস্তু ভজনমার্গং
কৰ্ম্মজ্ঞানলক্ষণমহুবর্ত্তন্তে, হে পার্থ ! সৰ্পণঃ সৰ্বপ্রকারৈরিত্রাদোনপ্যহুবর্ত্তমানা মনুষ্যা
ইতি কৰ্ম্মাধিকারিণঃ, “ইহুঃ মিহং বরুণমগ্নিমাহুঃ” ইত্যাদিসম্ভবণ্যং “ফলমত উপপত্তেঃ” ইতি
জ্ঞাত্যচ, সৰ্বরূপেণাপি ফলদাতা ভগবান্ এক প্রোক্তার্থঃ । তথাচ বক্ষ্যতি “যেহ্যন্তদেবতা
ভক্তাঃ” ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু সাধবসাধোস্ত্রাণবিনাশো কুর্গতত্বং বৈষম্যনৈবদ্ব্যপো স্তোহতঃ
কিং তদান্বাবিতুল্যত্ব জন্মকৰ্ম্মবরূপাণাং বিচিস্তনেনেত্যাশঙ্কাহ যে যথেষ্ট । যে মনুষ্যাঃ
মাং সৰ্বশরীরত্বং যথা যেন প্রকারেণ শরীরেন মিচ্ছন্তেন বা প্রপদ্যন্তে প্রাপ্নুবন্তি, তান্
তেনৈব প্রকারেণাহমপি ভজামি অহুসরামি । যে তু মম বস্তু ভক্তিধ্যানপ্রাণানাস্বক-
মহুবর্ত্তন্তে তান্ মমায়ত্বতান্ তথৈব সৰ্পণঃ সৰ্পেঃ প্রকারৈরহুবর্ত্তেহহমিতি যোজনা ।
ততশ্চ মবিষভূত প্রাণিজাতো যো যথা পীতিং ঘেষং বা কৰোতি তস্মিন্ মংপ্রতিবিষ-
ভূতেহহমপি তথৈব পীতিং ঘেষক কৰোমি বিষপ্ৰজাপরিতবো প্রতিবিষে এব সংক্রামতো-
হতো ন মম বৈষম্যনৈবদ্ব্যপো ত্বঃ, তন্মাং শ্রেয়োহর্থিনা সৰ্বত্র কল্যাণারৈব বভিতবামিতি
ভাবঃ । ভাবো তু যে যথা যেন প্রকারেণ যেন প্রয়োজনেন আত্মী জিজ্ঞাসবোহর্থার্থিনো
জ্ঞানার্থিনো বা প্রতিপদ্যন্তে তাংস্তথৈব পীড়াপরিহারেণ জ্ঞানদানেন অর্থদানেন যোকদানেন
বা অহুগ্ৰামি সৰ্পণা তে মমৈব বস্তুমহুবর্ত্ত ইতি অন্তদেবতাত্ত্বা অপি মমৈব ভক্তা ইতি
চৈতৎপ্রাচক্যতে ॥ ১১ ॥

বিষনাথ ।—নহু যদেকান্তভক্তাঃ কিম বজ্জমকৰ্ম্মণোনিত্যং মন্তস্ত এব, কেচিত্ত
জ্ঞানাদিগিহ্মাং য়ং প্রপদ্যঃ জ্ঞানিপ্রভুত্বঃ বজ্জমকৰ্ম্মণোনিত্যং নাপি মন্তস্তে ইতি
ভক্তাহ যে যথেষ্ট । যথা যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে কল্পন্তে অহমপি তাংস্তেনৈব

প্রকারেণ ভজ্যামি ভজনকলং দদামি । অরমৰ্শঃ, যে মৎপ্রত্যেকজন্মকৰ্ম্মণী নিত্যে এবেতি মনসি কুর্বাণাত্তত্ত্বীগায়ামেব কৃতমনোরণবিশেষাঃ মাং ভজন্তঃ সুখমসি অহমপি জৈবরথ্যাং কৰ্ত্তৃমকৰ্ত্তৃমস্তথা কৰ্ত্তৃমপি সমর্থন্তেষামপি জন্মকৰ্ম্মণোনিত্যং কৰ্ত্তৃং তান্ বপার্বদীকৃত্য তৈঃ সার্কিঃ এষ বধ্যাসমরমণতরমস্তদানন্ত তান্ প্রতিকণদমুগ্ধকুরেব ভজ-ভজনকলং প্রেমার্ণমেব দদামি । যে জ্ঞানিগভূতয়ো মজ্জমকৰ্ম্মণোন'বরত্বং মহিগ্রহন্ত মায়াময়ত্বক মজ্জমানাঃ মাং প্রেমধ্বাস্তে অহমপি তান্ পুনঃ পুনঃ'বরজন্মকৰ্ম্মণরতো মায়াপাশ-পতিতানেব কুর্বাণঃ তৎপ্রতিকলং জন্মমৃত্যুধ্বংসমেব দদামি । যে তু মজ্জমকৰ্ম্মণো-নিত্যং মহিগ্রহন্ত চ সচ্চিদানন্দং মজ্জমানা জ্ঞানিনঃ ব্রজানসিদ্ধার্থং মাং প্রপদ্যন্তে তেবাং স্বদেহদ্বয়ভঙ্গমেবেচ্ছতাং মুমুক্শুগামনধ্বংসং ব্রহ্মানন্দমেব সম্পাদয়ন্ ভজনকলমাবিস্যক-জন্মমৃত্যুধ্বংসমেব দদামি । তস্মায় কেনলং মজ্জতা এব মাং প্রপদ্যন্তে, অগিতু-সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বেহপি মনুবাঃ জ্ঞানিনঃ কৰ্ম্মিণঃ যোগিনশ্চ দেবতাস্তরোপাসকাশ্চ মম বজ্র'অম্ববর্ত্তন্তে । মম সৰ্ব্ববরুপত্যাং জ্ঞানকৰ্ম্মাদিকং সৰ্ব্বং মামকমেব বজ্রো'তিভাবঃ ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য ।—ভগবানেরও কি তবে রাগ ঘেব আছে? তিনি কি তবে পাত্র বিনির্গয় করিয়া। এবং জ্ঞান-তপঃ-প্রভাবে পবিত্রীকৃত নিকাম ব্যক্তি নির্বাচন করিয়া স্বকীয় ভাব বা সাযুজ্যরূপ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন? যাহারা অপবিত্র ও সকাম, তাদৃশ অধম জনেরা কি সেই কুপাসিদ্ধি দীনবন্ধুর করুণা-কপিকা লাভে বঞ্চিত থাকিবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে এই শ্লোক অবতারণিত হইতেছে । যিনি যে ভাবে, যে রূপ ফলাভিসন্ধিৎসু হৃদয়ে, অথবা যাদৃশ প্রয়োজনানুরোধে, সৰ্ব্বকল-বিধাতা পরমেশ্বরের পরিচর্যা করেন, ভক্ত-বাহু-কল্পতরু ভগবান্ তাঁহাকে তাঁহার বাঞ্ছিত ফল প্রদানে অনুগৃহীত করিয়া থাকেন । জ্ঞানী বা অজ্ঞানী, সকাম বা নিকাম কোন ব্যক্তিই গেই মজ্জলময় বিশ্ব-বিধাতার করুণা-পূর্ণ চরণোপান্তে স্বকীয় বাসনা নিবেদিত করিয়া বিকল-মনোরণ হন না । সেই পক্ষপাত-বিবৰ্জিত সেবক-বৎসল বিশ্ব-পতির পরিমাণাতীত কুপা-ভাণ্ডা-রের সম্মুখীন হইলে, কোন বাচককেই রিক্ত হস্তে বা ক্ষুণ্ণ মনে প্রত্যাহৃত হইতে হয় না । যে যে ভাবে ও যে বাসনায় তাঁহার শরণাগত হয়, সেই মুক্ত-হস্ত পূর্ণ পুরুষ তৎকরণে তাহার সেই কামনাই পূর্ণ করেন । সেই স্থনীতল মলিল রাশির উৎসম্বরূপ সৰ্ব্বেশ্বরের সমীপগত হইলে, সকলের সকল পিপাসাই প্রশমিত হইয়া যায় । যিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু রূপে ভগবানের ভজনা করেন, ভগবান্ তাঁহাকে জ্ঞানরূপ অমৃত পান করাইয়া তাঁহার

হৃদয়-ভুজা নিখারিত করেন । যে জ্ঞানী মোক্ষাভিলাষে ভগবানের শরণে অবলম্বন করেন, করুণাময় ভগবান্ মোক্ষরূপ পরম সুখা পান কনাইয়া তাঁহার পিপাসা বিদূরিত করেন । এক্ষণে যদি একপ আশঙ্কা উত্থাপিত হয় যে, ভগবান্ কেবল স্বকীয় ভক্ত ও শরণাগত সেবকগণকেই অভীষ্টকণ প্রদান করিয়া থাকেন ; তবে কি অশ্রু দেবতাক্তের প্রতি : তাঁহার কৃপা নাই ? তবে কি অশ্রু দেব-সেবকেরা চিবদিন সেই জগৎপতির করুণা-সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিবে ? এই আশঙ্কা পরিহারার্থ কথিত হইতেছে, “ও পার্থ ! সকল কর্ম্মাদিকারী মনুষ্যই সর্বার্থা বাহুদেবকণ আমান জ্ঞান-কর্ম্ম লক্ষণ ভজনমার্গ সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিয়া থাকে । লোক সমাজে যত প্রকার দেবতার উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং সম্প্রদায়-ভেদে এইহ লোকে

• অনেক দেবতার উপাসনার নিমিত্ত অনেক সম্প্রদায় প্রচলিত আছে ; কিন্তু তন্মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, শৌর ও গাণপত্য এই পাঁচ সম্প্রদায় প্রধানরূপে পরিচিত ; অত্যাশ্রয়তম ধর্ম্ম সম্প্রদায় গরিষ্ঠ হইয়া, তাহা প্রায় এই পাঁচ সম্প্রদায়ের আবৃত্তি ভাগ মাত্র । নিম্নে এই সম্প্রদায়গুলোর সংক্ষেপ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে ।

বৈষ্ণব ।—বিষ্ণু দেবতাই এই সম্প্রদায়ের আরাধ্য ।—নানারূপ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া এবং নানাবিধ মত পার্থক্য জনিত অবাস্তব সম্প্রদায় পরিগণিত হইয়া, বৈষ্ণবেরা বহু বিদ্বত হইয়াছেন । রামায়ণ, বিষ্ণুস্মৃতি, মাধব চর্য্য এবং নিখাদিত্য এই চারিজন বৈষ্ণব ধর্ম্মের চারিটা সম্প্রদায় প্রারম্ভরূপে পসিদ্ধ । তৎপরেই নিম্নাংশিত বচন পরামর্শরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে । “রামায়ণঃ শ্রীঃ শ্রীমদ্রে মাধবচর্য্যং চতুর্ভুজঃ । শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিং ক্রতী নিখাদিত্যং চতুঃসনঃ ॥” অর্থাৎ লক্ষী রামায়ণকে স্বীকার করিলেন, চতুর্ভুজ মাধবচর্য্যকে, ক্রতী শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিকে, চারিজন সন (অর্থাৎ সনক, সনত, সনাতন, ও সনৎকুমার এই সনাত্ত চতুষ্টয়) নিখাদিত্যকে । এত রামায়ণ সম্প্রদায়ের অত্র এক নাম শ্রীমদ্রায় । এই সম্প্রদায় সর্বার্থপেক্ষা প্রবল বলিয়া বোধ হয় । শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর হইতে এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ সমুন্নত হইয়াছে এবং নানাবিধ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের উদ্ভব হওয়ার বিশেষ পল্লবিত হইয়াছে । শ্রীবিষ্ণু, লক্ষী, নারায়ণ, তুঙ্গী, রামচন্দ্র, ক্ষীতাদেবী, শ্রীকৃষ্ণ, রাবিকা, কল্লিনী, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অষ্টভাঙ্গি দোদেবীগণকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়াবলম্বী ব্যক্তিরা, কেহবা স্বতন্ত্রভাবে, কেহবা যুগলভাবে আরাধনা করিয়া থাকেন । শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা-স্বচক রাধিকা সহকৃত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা এ সম্প্রদায় মধ্যে বাহ্যরূপে প্রচলিত । বিষ্ণুর অত্রাত্ত অবতার ও বৈষ্ণবগণের আরাধ্য । নানাহানে নৃসিংহাদি অবতারেরও প্রতিমা সৃষ্টিত হয় ।

শৈব ।—শিব এই সম্প্রদায়ের আরাধ্য । শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুর অপেক্ষা সন্ন্যাসীর ভাগ অধিক দেখা যায় । প্রদেশ-বিশেষে সকল গ্রন্থই শৈব বৃষ্ট হইলেও তাহার সম্বন্ধ অধিক বলিষ্ঠ বোধ হয় না । কিন্তু শৈব সন্ন্যাসী বিপুল । শাস্ত্রেও লিখিত আছে যে, “বতীনাঞ্চ যদ্বৈষ্ণবঃ ; তস্মৈব সন্ন্যাসীশ্রিণের মতেষুই দেবতা । শ্রীমদ্রায় শৈব সম্প্রদায়ের প্রকৃত পরিপূষ্টি জ্ঞান করুন ।” বিভিন্ন স্বর্গগিরি, হারিকা, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি কর ধ্যানে মগ্ন স্থাপন করেন ।

বস্তু প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রবর্তিত আছে এক মাত্র আমিই তৎসমস্তের কল বিধাতা ।” বেদাদি শাস্ত্রে ইস্রা, মিত্র, বরুণ, সূর্য্য, শিব, ক্ষত্রি, গুণেশাদি বিভিন্ন দেবতা-পূজার ব্যবস্থা আছে । মনুষ্যেরা বিভিন্ন বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া, বিভিন্ন ভাবে এবং নানাবিধ কামনায়, বিভিন্নসম্প্রদায়ের অনুসরণ-ক্রমে নানা দেবোপাসনা করিয়া থাকে । কিন্তু যে যে ভাবে যাহাই কেন করুক না, কাহারও সেই সর্ব্বেশ্বরের পথ অতিক্রম করিয়া গমন করিবার সম্ভাবনা নাই । মানব, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, যে পথ কেন অবলম্বন করুক না, সকলই সেই পরম-পুরুষের বিশাল সার্বজনীন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ।

উহার দশজন প্রণাম শিষ্য ছিলেন । কাল সহকারে সেই শিষ্য-পরম্পরাক্রমে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায় সাতিশর পল্লবিত হইয়াছে । ব্রহ্মচারী, দণ্ডী, পরমহংস হংস, যোগী প্রভৃতি শৈব সন্ন্যাসিগণের অনেক শ্রেণী আছে । মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি গঠিত করিয়া পূজার পদ্ধতি শৈবগণের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত নাই । লিঙ্গরূপ মহাদেবের মূর্ত্তি ভারতবর্ষীয় প্রায় সকল শৈব-মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত আছেন । নিম্নরূপে যে পীঠের উপর লিঙ্গ সংস্থাপিত, তাহার নাম যোনিপীঠ, তদুর্দ্ধে মহেশ্বরের লিঙ্গ সংস্থাপিত । শিব লিঙ্গ দুই প্রকার ; স্বয়ম্ভু ও বাণলিঙ্গ । কোন কোন স্থানে যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছেন, তাহা বাণলিঙ্গ অর্থাৎ কৃত্রিম নহে ; আর সমস্ত প্রায় মহাব্য হস্ত নির্মিত । স্বয়ম্ভু লিঙ্গাদি নির্নির্গয়ের শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা আছে । শিবপুরাণে ষাটশটি লিঙ্গ জ্যোতির্লিঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছেন, এই কয় লিঙ্গই সর্ব্ব প্রধান ও সর্ব্বাঙ্গেকা পূজনীয় । যথা ; সোরাষ্ট্রে সোমনাথক শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম্ । উজ্জয়িন্তাং মহাকালমোক্ষারমরেশ্বরম্ ॥ কৈদারং হিমবৎপৃষ্ঠে ডাকিণ্ডাং ভীমশঙ্করম্ । বারাগস্তাক বিশেষং জ্যৈষ্ঠং গৌতমীতটে ॥ বৈষ্ণবানাং চিতাভূমৌ নাগেশং দাক্ষকাবনে । সেতুবন্ধে তু রামেশং যুশ্মণক শিবালয়ে ॥—(শিবপুরাণ) অর্থাৎ “সোরাষ্ট্রে সোমনাথ, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুন, উজ্জয়িনীতে ওঙ্কার মহাকাল নামক মহাদেব, হিমালয়ের পৃষ্ঠে কৈদার, ডাকিনীতে ভীমশঙ্কর, বারাগনীতে বিশেষ্বর, গৌতমীতীরে জ্যৈষ্ঠ, চিতাভূমিতে (দেওবের) বৈদ্যানাথ, দাক্ষকাবনে নাগেশ, সেতুবন্ধে রামেশ এবং শিবালয়ে যুশ্মণ ।” শিবপূজার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণের স্ত্রী এবং পুরুষ সকলেরই অধিকার আছে ।

শাক্ত ।—কালী, তারা, বোড়নী, ভুবনেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, দুর্গা প্রভৃতি শিবানীগণের নাম শক্তি । শক্তি দেবীর বহু রূপ ও বহু লীলা-কাহিনী পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে কীর্তিত আছে । সেই শক্তি ষ্টোত্রাদির আরাধ্য, তাহারাই শাক্ত । শাক্তগণ কুলাগত পদ্ধতিক্রমে একই দেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন । ইহাদের পূজার বহুদান প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা আছে । ইহানীতিবাক্যে ইহাদিগকে তান্ত্রিক বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তাহার কারণ শাক্ত । তান্ত্রিকেরা পূজার ও বীর্য্যের প্রভৃতি নানাবিধ বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন । তাহাদিগের মধ্যে সুরাপানাদিরও বিশেষ ব্যবস্থা আছে । “মদাং মাংসকং মন্ত্রকং মূর্ত্তাং মৈথুনমিব চ । মতাসপকং কৈব মহাপাতকনাশনম্ ॥” এই শাস্ত্রীয় বচনানুসারে মদ্যমাংসাদি প্রচুররূপে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কেহ কেহ এই পক্ষমতের অসঙ্গত স্বর্গত করেন । এই সকল দেবীর সুগুরী বা পাষণধরী মূর্ত্তি নির্মিত করিয়া সাময়িক পূজা বা দ্বারা স্থাপিত করিয়া নিরুদ্ভিন্নরূপে পূজা করার পদ্ধতি আছে ।

মনুষ্য ইত্যাদি যে দেবতারাই কেন উপাসনা করুক না, তাহাতে তাঁহারই ভজনা করা হয় ।

শ্রীমদ্ভগবদ্ভাষ্যে অভিপ্রায় । আমি যে কেবল দেব-মনুষ্যাদি আকারে অবতীর্ণ হইয়া আমার শরণাগত জনগণের পরিদ্রাণ সাধন করি এমন নহে । যে যে প্রকারে এবং যে রূপ সংকল্প করিয়া আমার শরণাগত হয়, আমি তাহাকে সেইরূপ ভাবেই দর্শন দিয়া থাকি । সকল মনুষ্যই আমার অনুবর্তন করে । আমার স্তুতাব বাঙ্মনসাগোচর হইলেও, যোগিগণ চকুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব প্রকারে আমাকে অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

কাজ্জন্তুঃ কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্তু ইহ দেবতাঃ ।

ক্ষিপ্ৰং হি মানুষ্যে লোকে সিদ্ধিৰ্ভবতি কৰ্ম্মজা ॥ ১২ ॥

অর্থঃ ।—কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং (কৰ্ম্মফলং) কাজ্জন্তুঃ (অভিলষন্তুঃ) ইহ মানুষ্যে লোকে (নরলোকে) দেবতাঃ (ইন্দ্রাদীনু) যজন্তু (পূজয়ন্তি) হি (যন্মাং) কৰ্ম্মজা সিদ্ধিঃ (কৰ্ম্মজন্মং ফলং) ক্ষিপ্ৰং (শীঘ্ৰং) ভবতি ॥ ১২ ॥

সৌর ।—সূর্য্যর উপাসকেরা সৌর । সৌর্যের সংখ্যা অধিক নহে । শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, সূর্য্য চতুর্ভুজ, অস্তর ও পদ্মধারী, ত্রিনেত্র এবং অরুণ বর্ণ । কিন্তু সূর্য্যের একরূপ প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজা করার প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায় না । ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দনা সহকারে সূর্য্যার্চা প্রদান করিয়া সূর্য্যপ্রণামান্তে নিত্যক্রিয়ার সমাপ্তি করেন । জীলোকেরা বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে সূর্য্য পূজা করিয়া জল গ্রহণ করেন । অনেক ইতর সম্প্রদায় কেবল সূর্য্যদেবকে প্রণাম ও তত্ত্বদেখে জলদান করিয়াই পরিতৃপ্ত হয় । কিন্তু এসকল লোকেরা কেহই নিঃসঙ্কল্প সৌর নহে । সৌরেরা কোন দিনই সূর্য্যদর্শন না করিয়া অন্নপানাদি গ্রহণ করেন না এবং রবিবারে ও সংক্রান্তিতে অলবণ আচার করেন । পশ্চিমোত্তর প্রদেশবাসীরা ছট্টনামক এক ব্রতের অনুষ্ঠান করে । উহাও সূর্য্যপূজা ও তত্ত্বদেখে অহুষ্ঠিত ব্রতব্রাজ ।

গণেশপতা ।—গণেশের উপাসকেরা গণেশপতা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । ইহাঁদেরও সম্মান নিতান্ত অল্প । নিরবচ্ছিন্ন গণেশপূজক বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না । হিন্দুসম্প্রদায়েই সর্বকর্তারূপে সিদ্ধিব্রতগণেশের পূজা করিয়া থাকেন এবং তাঁহার শ্ররণ করেন । বক্রভুজ ও চুড়িধার এই দুই প্রকার গণেশের পূজা ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রচলিত আছে । কান্দীতে চুড়ীধার গণেশ বিশেষ সম্মানিত । বিবেকচন্দ্রের মন্দিরে গমন-পথেই সেই গণেশ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি সর্বপ্রাণে পূজ্য । গণেশদেব শিবশক্তির সন্তান ।

প্রতিশব্দ ।—কর্মের ফল-অভিলাষীগণ এই নরলোকে দেবতা-দিগের পূজা-করে যেহেতু কর্মজনিত ফল শীঘ্র হয় ॥১২ ॥

ব্যাখ্যা ।—যাহারা মানবজন্ম লাভ করিয়া ফল কামনা করে, তাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার উপাসনা না করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করে ; কারণ ইহ লোকে কর্মজনিত ফলপ্রাপ্তি অতি শীঘ্রই সঙ্গটিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যদি তবৎকর্ত্ত রাগাদিদোষাভাবঃ, তদা সৰ্গপ্রাণিষু অমূল্যকাম্যৈঃ তুল্যায়ৈ সৰ্ব্বকলপ্রদানসমর্থৈ চ ত্বয়ি সতি বাহুদেবঃ সৰ্গমিতি জ্ঞানেনৈব মুহুৰ্ভবঃ সন্তঃ কস্মাৎ তামেব সৰ্গে ন প্রীতিপদ্যন্তে? ইতি, শৃণু তত্র কারণং কাঙ্ক্ষত্ব ইতি । অতিগম্যঃ কর্মণাং দিগ্ধং ফলনিম্পত্তং প্রার্থয়ন্তো যজন্তে, ইহাশ্রিনু লোকে দেবতা ইন্দ্রাদিভ্যাং । “অথ যোহাং দেবতামুপাস্তেহেত্জোহসাবজ্জোহমম্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্” ইতি ঋতঃ, তেষাং হি ভিন্নদেবতাব্যাজিনাং ফলাকাঙ্ক্ষিণাং কিপ্রং শীঘ্রং হি যদ্ব্যাম্মাহুযে লোকে মত্ৰমালোকে হি শাস্ত্রাদিকারঃ । কিপ্রং হি যদ্ব্যাম্মাহুযে লোকে ইতি বিশেষণাদন্তেষাং কর্মফলসিদ্ধিঃ দর্শ্যতি ভগবান্ যদ্ব্যাম্মাহুযে লোকে বর্ণাশ্রমাদিকর্ম্মাণীতি বিশেষঃ, তেষাং বর্ণাশ্রমাদিকারিণাং কর্মণাং ফলসিদ্ধিঃ কিপ্রং ভবতি কর্ম্মজা কর্ম্মণো জাতা ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরি ।—অহুগ্রাহণাং জ্ঞানকর্ম্মাহু'রাদেন ভগবতঃ তেষুগ্রহবিধানাং ততঃ রাগদোষৌ যদি ন ভবতস্তর্হি ততঃ রাগাদ্যভাবাদেব সৰ্গেণ প্রাণিষুগ্রহেচ্ছা তুল্যা প্রাপ্ত্যা, ন চ ততঃ সত্যামেব ফলস্বামীরসঃ সম্পাদনে সামর্থ্যাৎ ন তু ভগবতো মহতো মোক্ষাখ্যাত ফলতঃ প্রদানেশক্তিমিতি যুক্তমপ্রতিহতজ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তিমতন্তব সৰ্ব্বকলপ্রদান-সামর্থ্যাৎ, তথা চ যথোক্তাহুজিহ্মকামাং সত্যং ত্বয়ি চ যথোক্তসামর্থ্যবতি সতি সৰ্গে কল্কফলাদভ্যুদয়াৎ বিমুখা মোক্ষমেবাণেকমাণা জ্ঞানেন স্বামেব কিমিতি ন প্রীতিপদ্যন্তিতি চৌদয়তি যদীতি । মোক্ষাপেক্ষাতাবাৎ ততপায়ত্বজ্ঞানাদপি বৈমুখ্যাত্তগবৎপ্রাপ্ত্যভাবে হেতুযতিবধনিঃ সমাধন্তে শ্রুতি । কর্মফলসিদ্ধিমিচ্ছতা কিমিতি যদ্ব্যাম্মাহুযে লোকে দেবতা-পূজনমিবাতে তত্রাহ কিপ্রং হীতি । কর্মফলসম্পত্ত্যর্থিনাং বহুগটব্যবিভাগবর্ণিণাং তদ্বর্ণনে কারণমাত্মজ্ঞানমিত্যত্র বৃহদারণ্যকপ্রতিমুদাহরতি অংগি । অবিদ্যাপ্রকরণোপক্রমার্থেভে-তুল্যম্ । উপায়নং তেষদ্বর্ণননিতানুদ্য কারণমাত্মজ্ঞানং ন তত্রৈতি দর্শয়তি নেতি । বধ্যাদ্য-দীনাং হলবহনাদিনা পশুরূপকরোভ্যবমজ্ঞো দেবাদীনাং বাগাদিভিরূপকরোভীত্যাহ যথোতি । কিমিতি তে ফলাকাঙ্ক্ষিণো ভিন্নদেবতাব্যাজিনো জ্ঞানমার্গং নাপেক্ষন্তে তজ্জোভ্যর্জিত্বপুণ্যেণ যোজয়তি তেযামিতাদিন্য । যদ্ব্যাম্মাহুযে লোকে মত্ৰমালোকে হি শাস্ত্রাদিকারঃ । কর্মপ্রযুক্তং ফলং লোকে যদ্ব্যাম্মাহুযে

ইতি সিদ্ধিঃ, তন্মাং তেবাং মোক্ষমার্গাদিত্তি বৈবৃধ্যবিভার্যঃ । মাহুবলোকবিশেষণং
কিমর্থমিত্যাপহ্যাহ মাহুবলোকে তীতি । লোকাভ্যন্তরে তুর্হি কর্মকলসিদ্ধিনীতীত্যাশঙ্ক্য
কিপ্রবিশেষণত্ব ত্যাংপর্যমাহ কিপসিদ্ধিঃ । কচিং কর্মকলসিদ্ধিবিনাশেন ভবত্যন্তর তু
বিলম্বেতি বিভাগে কো চেতুনিত্যাশঙ্ক্য সামগীভাব্যভাবাত্মানিচ্চাহ মাহুন ইতি ।
মাহুবলোকে কর্মকলসিদ্ধিঃ পৈত্ৰ্যাত্তদভির্দুখানাং জ্ঞানমার্গবৈমুখ্যাং প্রারিকমিত্যাপসংহতি
ভেদামিতি ॥ ১২ ॥

স্বামানুজ ।—উদানীং প্রাসঙ্গিকং পরিসমাপ্য প্রকৃতত্ব কর্মবিষয়ত্ব জ্ঞানাকারতা-
প্রকারং বক্তুং তদবিধকর্মযোগাধিকারিণো হুস্তভ্যমাহ কাজ্জন্ত ইতি । সর্ব এব
পুত্রবাঃ কর্মণাং ফলং কাজ্জমাণা ইহুদিদেবতা যথাশাস্ত্রং বজন্তে, আরাধয়ন্তি । ন হি
কৈচিৎকিন্ভিসংতিতকর্মমিত্রাদিদেবমাহুস্ততং সর্ববজ্ঞানাং ভোক্তারং মাং বজন্ত, কৃত এতৎ,
যতঃ কিপ্রবিশেষণং মাহুবে লোকে কর্মজা পশুপুত্রাদিহা সিদ্ধির্ভবতি । মাহুবলোককর্মণঃ
স্বর্গানিলোকপদর্শনার্থঃ সর্ব এব হি লৌকিকঃ । পুরুষা অকীর্ণানাদিকালপবৃত্তাননুপাপসঞ্চর-
তয়ানিবন্ধিনঃ কিপ্রফলভিকাজ্জিগণঃ পুত্রপঞ্চরান্যস্বর্গার্থতয়া সর্বানি কর্মানীজাদিদেবতাব্যাপন-
মাত্রানি কুর্ন্তে ন তু কচিং সংসারোবিষয়করো মুখুকুললকণকর্মযোগং সদাধনভূতমাবতত
ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

হনুমান ।—কিঞ্চ কাজ্জন্ত ইতি । কাময়মানা কর্মণাং বজ্ঞানীনাং সিদ্ধিং স্বর্গানিলকং
বজন্তে পুজয়ন্তি, ইহ লোকে দেশতা ইজ্ঞান্যাঃ যৎ কিপ্রং কীং মাহুবে লোকে কর্মজা সিদ্ধিঃ
কর্মকলং ভবতি জারতে, ন লোকাভ্যন্তরে বর্ণাশ্রমাদিশেষাবলাভাৎ ॥ ১২ ॥

শ্রীধর ।—তুর্হি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্বো ভাং ন ভজন্তীত্যত আহ কাজ্জন্ত ইতি ।
কর্মণাং সিদ্ধিঃ কর্মকলং কাজ্জন্তঃ প্রায়েণৈব মাহুবলোকে ইজ্ঞাদিদেবতা এষ বজন্তে
ন তু সাক্ষাত্তমেব, তি যন্মাং কর্মজা সিদ্ধিঃ কর্মজং ফলং শ্রীত্ব ভবতি ন তু জ্ঞানকলং কৈবল্যং
হুতাপ্যাত্মজ্ঞানত্ব ॥ ১২ ॥

বলদেব ।—এবং প্রাসঙ্গিকং প্রোচ্য প্রকৃতত্ব নিকামকর্মণো জ্ঞানাকারত্বং বদিস্যৎ-
ভূতুর্ভূতাবিরলম্বমাহ কাজ্জন্ত ইতি । ইহ লোকেহনাদিত্যোগবাসনানিবহিতাঃ প্রাণিনঃ
কর্মণাং সিদ্ধিঃ পশুপুত্রাদিকলসিদ্ধিঃ কাজ্জন্তোহনিত্যামকপদানীপ্রাদিদেবতান্ বজন্তে
সকামৈঃ কর্মভিন্ তু সর্বদেবেষং নিত্যানন্তকলপ্রদমপি মাং নিকামৈর্ভজন্তে । হি
বদ্যাদমাহুবে লোকে কর্মজা সিদ্ধিঃ কিপ্রং ভবতি । নিকামকর্মরাধিত্যন্তো জ্ঞানতো
মৌলিককলং সিদ্ধিঃ চিরৈর্গেব ভবতীতি । সর্বো লোকা ভোগবাসনাগ্রস্তসদাশদিবেকাঃ
(সংসারবাসিনঃ) নীত ভগেন্দ্রসত্ত্ববৎ মদুত্যান্ দেবান্ ভজন্তি, ন তু কচিং সৎসংসারিকী
সংসারজ্ঞানবিহীনত্বদ্বয়ঃখনিবৃত্তয়ে নিকামকর্মভিঃ সর্বদেবেষং মাং ভজন্তীতি বিরলম্বদ-
কৌতুহিত্যতঃ ॥ ১২ ॥

দুসুন্দর ।—নহি মাহুবে ভগবন্তং বাহুবেবং কিপ্রিতি সর্ব ন প্রাপ্যত ইতি ইত্যাহ

কাজ্জন্ত ইতি। কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং ফলনিপত্তিং কাজ্জন্ত ইহ লোকে দেবতাঃ দেবান্ ইন্দ্রা-
 য়াত্তান্ বজন্তে পূজয়ন্তি অজ্ঞানপ্রতিহতহাং ন তু নিকামাঃ সন্তো য়াং ভগবন্তং বাসুদেব-
 মিতিশেষঃ, কস্মাৎ ? হি বস্মাৎ ইন্দ্রাদিদেবতাব্যাজিনাং তৎফলকাজ্জিগাং কৰ্ম্মজা সিদ্ধিঃ কৰ্ম্ম-
 জন্তঃ ফলং কিপ্রাং শীঘ্রমেব ভবতি মানুষে লোকে জ্ঞানফলমন্তঃকরণভ্রমাদিসাপেক্ষতায়
 কিপ্রাং ভবতি মানুষে লোকে কৰ্ম্মফলং শীঘ্রং ভবতীতি বিশেষণাদন্তলোকেহপি বর্ণাশ্রম-
 ধৰ্ম্মাবতিরিক্তকৰ্ম্মফলসিদ্ধিৰ্ভগবতঃ সূচিতা, যতন্ততৎসুদ্রকলসিদ্ধার্থঃ সকামা মোক্ষবিমুখা
 অজ্ঞা দেবতা বজন্তেহতো ন মুসুক্ষ্ম ইব য়াং বাসুদেবং সাক্ষাৎ তে প্রপত্ত্বন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কাজ্জন্ত ইতি । হি বস্মাৎ মানুষে লোকে কৰ্ম্মজা সিদ্ধিঃ কাম্যকৰ্ম্মফলং
 পুত্রপশ্যাদিকং কিপ্রাং ভবতি ন তু নিকামকৰ্ম্মজা চিত্তভ্রমঃ, অতো যে কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিঃ
 ফলং ইহৈব কিপ্রাং কাজ্জন্তঃ কাজ্জমাণাঃ দেবতাঃ ইন্দ্রাদীন্ বজন্তে তেহপি মনৈব
 বস্মাৎসু বজন্ত ইতি পূৰ্বেণাশয়ঃ । বস্মাতি চ “বেহপ্যন্তদেবতাতত্ত্বাঃ” ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ ।—ভজাপি মনুষ্যেণ মধ্যে কামিনস্ত মম সাক্ষাৎভূতমপি ভক্তিমার্গং
 পরিহার শীঘ্রফলসাধকং কৰ্ম্মবজ্ঞ এবামুবজ্ঞন্তে ইত্যাহ কাজ্জন্ত ইতি । কৰ্ম্মজা সিদ্ধিঃ
 স্বর্গাদিময়ী ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য ।—তুমি যখন রাগাদিদোষ বিরহিত সর্বেশ্বর ভগবান্ এবং
 সকল জীবের প্রতি রূপা সহকারে তুল্য ফল প্রদান করাই তোমার ব্যবস্থা,
 তখন সকলে তোমার উপাসনা করে না কেন ? এইরূপ আশঙ্কিত প্রশ্নের
 উত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে । যাহারা ফলাকাজ্ঞী হইয়া কৰ্ম্মামুষ্ঠান
 করে এবং এই লোকে তদর্থৈ ইন্দ্রাদি দেবগণের আরাধনা করে, তাহারা
 অতিসব্বর কাজ্জিত ফললাভ করিয়া থাকে । শাস্ত্রে নানা ফল লাভার্থ নানা
 দেবতা পূজার ব্যবস্থা আছে । মনুষ্য-লোকেই সেই শাস্ত্র-সম্মত ব্যবহার
 প্রচলিত আছে, এই জন্যই মূলে “মানুষে লোকে” এই কথা প্রযুক্ত হইয়াছে ।
 ভগবানের এই বাক্য দ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে, অত্র লোকে বর্ণাশ্রম-
 ধৰ্ম্মাভীত কৰ্ম্মেরও ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে । মনুষ্য লোকেই ফল লাভার্থ
 বর্ণাশ্রমাদি লক্ষণ কৰ্ম্মের আবশ্যক । কৰ্ম্মের ফলই স্বরিত লাভ করা যায়,
 কিন্তু জ্ঞানজনিত কৈবল্যরূপ ফল তাদৃশ শীঘ্র লভ্য নহে ; তাহা দুস্ত্রাপ্য ।
 মনুষ্যেরা যে সকল ফললোভে অজ্ঞাত দেবতার ভজনা করে, মোক্ষরূপ পরম
 ধনের তুলনায় তৎসমস্ত নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অত্যন্তকালস্থায়ী । কেহ বা
 ধন-কামিনার, কেহ বা পুত্রলাভার্থ, কেহ স্বর্গলাভবাসিনায়, কেহ বা তাদৃশ
 অন্ত কোন ফল প্রার্থিনায়, ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, বরুণাদি দেবতার অর্চনা করে ।

সেই সকল ফল সহজ লভ্য হইলেও, জ্ঞান-ফলরূপ মোক্ষের সহিত কখনই সমতুল্য হইতে পারে না। তাহার, সেই সকল তুচ্ছ ফলের লোভে মোহাচ্ছন্ন হইয়া, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার উপাসনা না করিয়া, অন্যান্য দেবতার সাধনা করে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকোপনিষৎ হইতে এই উপলক্ষে একটি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার ভাবার্থ এইরূপ ; “যাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে, এবং আমাকে ও অন্য দেবতাকে বিভিন্ন জ্ঞান করে, তাহার জানে না যে, তাহারা সেই দেবতাদিগের পশুস্বরূপ।” বলীবর্দ হলবহনাদি নানা কার্য্য দ্বারা কৃষিজীবী মনুষ্যগণের বিবিধ উপকার করে, অজ্ঞজনেরা তদ্রূপ নানা প্রকার কাম্য যজ্ঞ-পূজা প্রভৃতির দ্বারা দেবগণের সেবা ও পরিচর্যা করে। মনুষ্য যেমন পরমোপকারী পশুগণকে যৎসামান্য তৃণ জল মাত্র প্রদান করে, দেবতারাও মনুষ্যগণকে তদ্রূপ যৎসামান্য ফল প্রদান করেন মাত্র। মানব-প্রদত্ত তৃণজল, পশু-প্রদত্ত উপকারের তুলনায় অতীব সামান্য। দেবতা-প্রদত্ত ধন-পুত্রাদি ফলও মানব-প্রদত্ত যজ্ঞাদির তুলনায় অতীব সামান্য। ফলতঃ নিকাম কৰ্ম্ম-পরায়ণ ভগবন্তের সখ্যা সংসারে নিতান্ত বিরল। ভোগবাসনাগ্রস্ত মানবেরা, অতি লীজ্বল ফললাভের বাসনায়, সদসদ্বিবেক বিরহিত হইয়া, মদভৃত্যস্বরূপ দেবতাদিগের ভজনা করে ; কিন্তু সংসারের অশেষ দুঃখ সন্দর্শনে বিধ্বস্ত-হৃদয় হইয়া, সেই অনর্থরাশির হস্ত হইতে চিরনিষ্কৃতি লাভ বাসনায়, সদসৎ বিবেক সহকারে নিকাম কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সর্বদেবের একেশ্বর স্বরূপ আমার ভজনা কেহই করিতে চাহে না ॥ ১২ ॥

চাতুৰ্ভূগ্যং যন্না সৃষ্টিং গুণকৰ্ম্মবিভাগশঃ ।

তস্ম কৰ্ত্তারমপি মাং বিদ্যাকৰ্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৩॥

অর্থঃ ।—যন্না (ভগবতা) গুণকৰ্ম্ম-বিভাগশঃ (গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং, কৰ্ম্মণাং শমদমশৌর্য্যতেজঃশুক্রবাদীনাং বিভাগৈঃ) চাতুৰ্ভূগ্যং (ব্রাহ্মণাদিবর্ণ-চতুষ্টয়ম্) সৃষ্টিং তস্ম (বর্ণাদিসৃষ্টিব্যাপারস্ম) কৰ্ত্তারং (স্রষ্টারং) অপি [ফলতঃ] অকৰ্ত্তারং (আসক্তিরাহিত্যেন কৰ্ত্তৃত্ব-বিহীনম্) অব্যয়ং (অমরহিতম্) মাং বিদ্বি (জানীহি) ॥ ১৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—আমার-দ্বারা গুণ-কর্মের বিভাগ-ক্রমে বর্ণচতুষ্কয়
সৃষ্ট তাহার কর্তা-ও [বস্তুতঃ] কর্তৃত্বহীন শ্রমহীন আমাকে
জানিবে ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—যদিও সত্ত্বাদি গুণ ও শমদমশৌর্য্যবীর্য্যাদি কর্মানুসারে
আমিই ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্কয়ের সৃষ্টি করিয়াছি, তথাপি আসক্তি-
বিহীনতা-হেতু আমাকে সেই কার্য্যের কর্তৃত্ববিহীন এবং তজ্জন্ম
আয়াসশূন্য জ্ঞান করিবে ॥ ১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—মাহুষ এব লোকে বর্ণাশ্রমাদিকর্মাধিকারো নাভ্যেযু লোকেষ্মিতি
নিয়মঃ কিং নিমিত্ত ইতি । অথবা বর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগোপেতাঃ মনুষ্যাঃ মম বর্য়ানুবর্তন্তে
সর্কশঃ ইত্যাঙ্কঃ, কস্মাৎ পুনঃ করণাৎ নিয়মেন তথৈব বর্য়ানুবর্তন্তে নান্তত্ ? ইত্যাচাতে
চাতুর্কর্ণ্যমিতি । চাতুর্কর্ণ্যং চত্বার এব বর্ণাশচাতুর্কর্ণ্যং ময়ৈকধেণ সৃষ্টমুংপাদিতং “ব্রাহ্মণোহস্ত
মুখমাসীৎ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ, গুণকর্মবিভাগশঃ গুণবিভাগশঃ কর্মবিভাগশচ, গুণাঃ সত্ত্বরজ-
স্তমাংসি তত্র সাত্ত্বিকস্ত সর্বপ্রধানস্ত ব্রাহ্মণস্ত শমোদমস্তপ ইত্যাদীনি কর্ম্মাণি, সর্বোপসর্জন
রজঃপ্রধানস্ত ক্ষত্রিয়স্ত শৌর্য্যতেজঃপ্রভৃতীনি কর্ম্মাণি । তমউপসর্জনরজঃপ্রধানস্ত বৈশ্যস্ত
কৃষাদীনি কর্ম্মাণি, রজউপসর্জনতমঃপ্রধানস্ত শূদ্রস্ত শুশ্রূষৈব কর্ম্মৈতৌবং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ
চাতুর্কর্ণ্যং ময়া সৃষ্টমিত্যর্থঃ । তচ্চেনং চাতুর্কর্ণ্যং নাভ্যেযু লোকেষু, অতো মাহুষে লোকে
ইতি বিশেষণম্ । হস্ত তর্হি চাতুর্কর্ণ্যস্ত সর্গাদেঃ কর্ম্মণঃ কর্তৃত্বাৎ তৎকর্মেযু যুদ্ধাসে অতো ন
স্বং নিত্যমুক্তো নিত্যোখর ইত্যাচাতে, যদিপি মায়াসংবাবহারেণ তস্ত কর্ম্মণঃ কর্তারমপি
সস্তং তথাপি মাং পরমার্থতো বিজ্ঞাকর্তারমতএবাব্যয়মংসারিণঞ্চ মাং বিদ্ধি ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি ।—মহুষ্যলোকে চাতুর্কর্ণ্যং চাতুরাশ্রমামিতানেন দ্বায়েণ কর্ম্মাধিকারে
নিয়মে কারণং পৃচ্ছতি মাহুষএবেতি । আদিশব্দেনাবস্থা বিশেষা বিবক্ষ্যন্তে । প্রকারাধারেণ
ব্রতানুবাদপূর্ব্বকঞ্চোদ্যমুখং পরতি অথ বেত্যাদিনা । প্রসন্নরং পরিহরতি উচ্যত ইতি । তর্হি
তব কর্তৃত্বভোক্তৃ-দ্বন্দ্ববাদস্বনাদিত্যুগাধেনানৌখরমিত্যাশঙ্ক্যাহ তন্ত্বেতি । ঈশ্বরস্ত ঐশ্বর্য্যসৃষ্টিং
বিদধানস্ত সৃষ্টিঐশ্বর্য্যনির্বাহকং কথয়তি গুণতি । গুণবিভাগেন কর্ম্মবিভাগন্তেন চাতুর্কর্ণ্যস্ত
সৃষ্টিমেবোপদিষ্টাং স্পষ্টয়তি তত্রৈত্যাদিনা । প্রসন্নরং প্রতিবিধানং প্রকৃতমুপসংহরতি তচ্চেনমিতি ।
মহুষ্যলোকে পরং বর্ণাশ্রমাদিপূর্ব্বক কর্ম্মাধিকারঃ তত্ৰৈব বর্ণাদেশৌখরেণ সৃষ্টদ্বার লোকান্তরেযু
তত্র বর্ণাভাবাদৌখরমেব চাতুর্কর্ণ্যপ্রমাদিবিভাগভাগিনোহধিকারিণোহনুবর্তন্তে, তেনৈব
বর্ণাদেশত্যাগারস্ত চ সৃষ্টদ্বাৎ তদনুবর্তনস্ত যুক্তত্বাদিত্যর্থঃ । তস্যোত্যাগি দ্বিতীয়ভাগাপোদ্য
চোদ্যমনুজীবতি হন্তেতি । যদি চাতুর্কর্ণ্যাদিকর্তৃত্বাদৌখরস্ত প্রাপ্তকো নিয়মোহভিমতস্তর্হি
তদ্বিবরসৃষ্টাদেশত্ৰিষ্টব্যাপারস্ত চ* ধর্ম্মাদেনিবর্তকত্বাত্তৎকলস্ত কর্তৃত্বমিহাৎ* কর্তৃত্বভোক্তৃ-

সুয়োদ্ধি ঐসঙ্গাং নিতামুক্ত্বাদি তে ন স্যাদিতার্থঃ । মায়ায়া কৰ্ত্ত্বং পরমার্থতশ্চাকৰ্ত্ত্ব-
মিত্যভ্যাপগম্যামিত্যামুক্ত্বাদি সিধাতীতাস্তরমাহ উচাত ইতি । মায়াপ্রবৃত্তেন (সং) সংব্যব-
হারেণ চাতুর্কৰ্ণ্যাদেস্তৎকৰ্ম্মগণচ যদ্যপি কৰ্ত্তাহং তথাপি তথাবিধং মাং পরমার্থতোহকৰ্ত্তারং
বিকীতি যোজনা । অকৰ্ত্ত্বাদেবাতো জুত্বসিদ্ধিরিত্যাহ অতএবেতি ॥ ১৩ ॥

রামানুজ ।—অথোক্তকৰ্ম্মারম্ভবিরোধিপাপক্ষয়হেতুমাহ চাতুর্কৰ্ণ্যমিতি । চাতুর্কৰ্ণ্য-
প্রমুখং ব্রহ্মাদিস্তত্বপর্যাস্তং কৃত্তং জগৎ সত্ত্বাদিগুণবিভাগেন তদ্ব্যুৎপত্তিশ্রমাদিকৰ্ম্মবিভাগেন
চ প্রবিভক্তং ময়া সৃষ্টম্ । সৃষ্টিগ্রহণং প্রদর্শনার্থং ময়ৈব ব্রহ্মতে ময়ৈবোপসংস্থিতে ।
তত্ত্ব বিচিত্রসৃষ্টাদেঃ কৰ্ত্তারমপাকৰ্ত্তারং মাং বিদ্ধি ॥ ১৩ ॥

হনুমান্ ।—চাতুর্কৰ্ণ্যমিতি । অতএব চত্বারো বর্ণাশ্চাতুর্কৰ্ণ্যং ময়েশ্বরেণ
সৃষ্টম্, গুণাঃ সত্ত্বাদয়স্তদ্বিভাগেন চ । তত্র সাংখ্যিকস্ত ব্রাহ্মণস্ত শমো দমস্তপ ইত্যাদীনি
কৰ্ম্মাণি, সযোপসর্জনস্ত রজঃপ্রধানস্ত ক্ষত্রিয়স্ত শৌর্য্যতেজঃপ্রভৃতীনি কৰ্ম্মাণি, তম-
উপসর্জনস্ত রজঃপ্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি কৰ্ম্মাণি, তামস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব
কৰ্ম্মেত্যেবং গুণকৰ্ম্মবিভাগঃ চাতুর্কৰ্ণ্যং ময়া সৃষ্টমিত্যর্থঃ । তস্য চাতুর্কৰ্ণ্যস্য
কৰ্ম্মণঃ শমপ্রভৃতেঃ কৰ্ত্তারং মামীশ্বরং বিদ্ধি জানীহি । বস্তুতো কৰ্ত্তারমপি মামব্যয়মবি-
কারিণম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধর ।—নহু কেচিৎ স কামতয়া প্রবর্ত্তন্তে কেচিরিচ্ছামত্যয়েতি কৰ্ম্মবৈচিত্র্যং
তৎকৰ্ত্তৃণাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনামুত্তমমধ্যমাদিবৈচিত্র্যং কুৰ্ব্বতস্তব কথং বৈষম্যং নাস্তীত্যশঙ্ক্যাহ
চাতুর্কৰ্ণ্যমিতি । (চত্বারো বর্ণা এবেতি চাতুর্কৰ্ণ্যং স্বার্থে ব্যঞ্জনপ্রত্যয়ঃ ।) অয়মর্থঃ সৰ্ব্বপ্রধানা
ব্রাহ্মণান্তেবাঃ শমদমাদীনি কৰ্ম্মাণি, সৰ্ব্বরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়ান্তেবাঃ শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কৰ্ম্মাণি
রজস্তমঃপ্রধানা বৈশ্যান্তেবাঞ্চ কৃষিবাণিজ্যাদীনি কৰ্ম্মাণি, তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রান্তেবাঞ্চ
জৈববর্নিকশুশ্রূষাদীনি কৰ্ম্মাণীত্যেবং গুণানাং কৰ্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চাতুর্কৰ্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টমিতি
সত্যং, তথাপ্যেবং তস্য কৰ্ত্তারমপি কলতোহকৰ্ত্তারমেব মাং বিদ্ধি, তত্র হেতুরব্যয়ং
আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতম্ ॥ ১৩ ॥

বলদেব ।—অথ নিকামকৰ্ম্মানুষ্ঠানবিরোধিভোগবাসনাবিনাশহেতুমাহ চাতুর্কৰ্ণ্য-
মিতি দ্বাত্যাম্ । (চত্বারো বর্ণাশ্চাতুর্কৰ্ণ্যং স্বার্থিকঃ ব্যঞ্জন ।) সৰ্ব্বপ্রধানা বিশ্রান্তেবাঃ
শমাদীনি কৰ্ম্মাণি, রজঃসৰ্ব্বপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়ান্তেবাঃ যুদ্ধাদীনি, তমোরজঃপ্রধানাঃ বৈশ্যান্তেবাঃ
কৃষ্যাদীনি, তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রান্তেবাঃ বিশ্রাদিজিকপরিচর্যাদীনীতি গুণবিভাগৈঃ কৰ্ম্ম-
বিভাগৈশ্চ বিভক্তাস্চত্বারো বর্ণাঃ সৰ্ব্বেশ্বরেণ ময়া সৃষ্টাঃ স্থিতিসংস্থত্যোপলক্ষণমেতৎ ।
ব্রহ্মাদিস্তত্বাস্তস্য প্রেক্ষাস্যাহমেব সর্গাদিকৰ্ত্তেতি । বদাহ সূত্রকারঃ, “জন্মানাম্যস্য যতঃ” ইতি ।
তস্য স্বৰ্গাদেঃ কৰ্ত্তারমপি মাং তত্ত্বকৰ্ম্মান্তরিতত্বাদিকৰ্ত্তারং বিদ্ধীতি স্বস্মিন্ বৈষম্যাদিকং
পরিহৃতম্, এতৎ প্রাহাব্যমিতি । অষ্টং হেহপি সামান্য বোমৌত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

• মধুসূদন ।—শরীরারম্ভকগুণবৈষম্যাদপি ন সৰ্ব্বে সমানশ্রুতাবা ইত্যাহ চাতুর্কৰ্ণ্য-

মিতি । (চত্বারো বর্ণাএব চাতুর্ভূত্যাং স্বার্থে ব্যঞ্জে) মরেশ্বরেণ সৃষ্টমুৎপাদিতং গুণকর্মবিভাগশুঃ
গুণবিভাগশঃ কর্মবিভাগশচ, তথাহি সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণ্যন্তেষাঞ্চ সাত্বিকানি শমদমাদীনি
কর্মাণি, সর্বোপসর্জনরজঃপ্রধানাঃ কল্মিষ্যন্তেষাঞ্চ তাদৃশানি শৌর্ধাতজঃপ্রভৃতীনি কর্মাণি,
তমউপসর্জনরজঃপ্রধানাঃ বৈশ্রান্তেষাঞ্চ ক্ৰমাদীনি তাদৃশানি কর্মাণি, তমঃপ্রধানাঃ
শূদ্রান্তেষাঞ্চ তাদৃশানি তামসানি ত্রৈবর্ণিকগুণবাদীনি কর্মাণীতি মাহুবে লোকে
ব্যবস্থিতানি, এবং তর্হি বিষমস্বভাবচাতুর্ভূত্যাং সৃষ্টে ত্বেন তব বৈষম্যং দুর্কারমিত্যাশঙ্ক্য নেতাহ
তস্মৈ বিষমস্বভাবস্ত চাতুর্ভূত্যাং ব্যবহারদৃষ্ট্যা কর্তারমপি মাং পরমার্থদৃষ্ট্যা বিজ্ঞা-
কর্তারমব্যয়ং নিরহঙ্কারেণাকীর্ণমহিমানম্ ॥ ১৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অত্বেবতা ভক্তা অপি কস্মাৎ পুনঃ কারণং তবৈব বস্তুস্বভাবস্তে
নান্নস্তেত্যত আহ চাতুর্ভূত্যাং মিতি । চতুর্ভূত্যাং বর্ণানাং হিতং চাতুর্ভূত্যাং, (গুণাশ্চ-কর্মাণি
চেতি গুণকর্ম দ্বন্দ্বকবদ্ভাবঃ,) কর্মাণি অগ্নিহোত্ৰাদীনি, গুণাশ্চ দ্রব্যাদেবতাদিরূপাঃ,
বিভাগশঃ সাধারণসাধারণবিভাগেন, তথাহি দানদমাদিকং সর্বসাধারণম্ অগ্নিহোত্ৰাদিকং
ত্রৈবর্ণিকস্তেব ন শূদ্রস্ত, রাজস্বাদিকং রাজ্য এব নেতরেষামিতি বিভাগো দৃশ্যতে,
যতচাতুর্ভূত্যাং গুণকর্ম ময়া সৃষ্টং, ততঃ অত্বেবতানামপি মত্বেবত্যাং পুত্রপ্ৰীত্যা পিতৃপুত্র-
তৎপ্ৰীত্যা মমৈব তৃপ্তিরন্তীত্যর্থঃ । বদ্য গুণবিভাগশঃ কর্মবিভাগশঃ ইতি যোজ্যম্ । তথাহি
সত্ত্বপ্রধানাঃ ব্রাহ্মণাঃ তেষাং কর্ম শমাদিকম্, সর্বোপসর্জনরজঃপ্রধানাঃ কল্মিষ্যন্তেষাং কর্ম
শৌর্ধাদি, তমউপসর্জনরজঃপ্রধানাঃ বৈশ্রান্তেষাং কর্ম ক্রমাদি, রজউপসর্জনতমঃপ্রধানাঃ
শূদ্রান্তেষাং কর্ম গুণত্রৈবৈতি গুণকর্মবিভাগো দৃশ্যতে, তদা (চাতুর্ভূত্যাং মিতি স্বার্থে ব্যঞ্জে)
চত্বারো বর্ণাঃ গুণকর্মবিভাগশো ময়া সৃষ্টা ইত্যর্থঃ । অত্বেবতাভক্তা অপি মত্বেবতাকর্ম-
কারিত্বান্নভক্তা এবৈতি ভাবঃ । নহু বদোবাং ত্বং অসন্ততিতর্পণেন স্বাক্ষারকরণেন প্রীয়েসে
তদর্থঞ্চ বদ্য চাতুর্ভূত্যাং সৃষ্টং, তর্হি মহান্ সংসারী স্বমসীত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মৈতি । কর্তারং
মায়ামোগাং বস্তুতোহকর্তারম্, অতএবাবঃস্বং অবিকারিণম্ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—নহু ভক্তিজ্ঞানমার্গো মোচকৌ কর্মমার্গস্ত বদ্ধক ইতি সর্বমার্গঅষ্টমি
ষ্মি পূরমেশ্বরে বৈষম্যং প্রসক্তং, তত্র নহি নহীত্যাহ চাতুর্ভূত্যাং মিতি । (চত্বারো বর্ণাএব
চাতুর্ভূত্যাং স্বার্থে ব্যঞ্জে) । অত্র সত্ত্বপ্রধানাঃ ব্রাহ্মণ্যন্তেষাং শমদমাদীনি কর্মাণি, রজঃসত্ত্ব-
প্রধানাঃ কল্মিষ্যন্তেষাং শৌর্ধাদীনি কর্মাণি, তমোরজঃপ্রধানাঃ বৈশ্রান্তেষাং ক্রমগো-
রমাদীনি কর্মাণি । তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রান্তেষাং পরিচর্য্যাস্বকং কর্ম ইত্যেবং গুণকর্ম-
বিভাগশঃ গুণানাং কর্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চত্বারো বর্ণাঃ ময়া কর্মমার্গাপ্রিত্বেন সৃষ্টাঃ । কিন্তু
তেষাং কর্তারং অষ্টারমপি মাং অকর্তারং অঅষ্টারং এব বিদ্ধি । তেষাং প্রকৃতিগুণসৃষ্টত্যাং
প্রকৃতেশ্চ মচ্ছক্তিভ্যাং অষ্টারমপি মাং বস্তুত্বঅষ্টারং মমপ্রকৃতিগুণাতীতবন্ধপদ্বাদিতি
ভাবঃ । অতএব অব্যয়ং অষ্টেত্বেহপি ন মে সাম্যং কিঞ্চিৎবেতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য ।—বর্ণাশ্রমাদি কর্মাধিকার কেবল মনুষ্যলোকেই প্রচলিত

আছে । অত্যাশ্র লোকে একরূপ নিয়ম কেন প্রবর্তিত নাই ? শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, “মনুষ্যেরা সর্ব প্রকারে আমারই ভজন-মার্গের অনুসরণ করে ; কেনই বা তাহারা অশ্র কাহারও অনুগামী না হইয়া, কেবল আমারই ভজনমার্গের অনুসরণ করে ?” এই শ্লোকে এই সকল আশঙ্কার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে । শ্রীভগবান্ চতুর্বিধাত্মক মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন । দেহ-প্রাপ্তির আরম্ভকালে, বর্ণগত বৈষম্য হেতু, মনুষ্যেরা সমানস্বভাবসম্পন্ন হয় নাই । সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের বিভাগানুসারে এবং শম, দম, শৌর্য্য, বীৰ্য্য, শুশ্রূষা, পরিচর্যা ইত্যাদি কৰ্ম্ম বিভাগ-ক্রমে, মনুষ্যেরা বিভিন্ন প্রকৃতিশালী হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উত্তম, মধ্যমাদি বিভাগ যেমন স্বাভাবিক, সকাম ভাবে ও নিকাম ভাবে কৰ্ম্মানুষ্ঠান প্রবৃত্তিও সেইরূপ স্বাভাবিক । শ্রুতি বলিয়াছেন, “সৃষ্ট বর্ণসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্বশ্রেষ্ঠ ।” ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণপ্রধান এবং শম, দম, তপঃ প্রভৃতি তাঁহাদের কৰ্ম্ম । সত্ত্বসহকৃত রজোগুণপ্রধান ক্ষত্রিয়গণের শৌর্য্য, তেজঃ প্রভৃতিই কৰ্ম্ম । তমঃসহকৃত রজোগুণপ্রধান বৈশ্যদিগের গোপালন, কৃষি, বাণিজ্যাদিই কৰ্ম্ম । তমোগুণপ্রধান শূদ্রগণের উল্লিখিত বর্ণগণের শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যাই কৰ্ম্ম । এই রূপ গুণ ও কৰ্ম্ম বিভাগক্রমে ভগবানের দ্বারা বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্ট হইয়াছে । অশ্র কোন লোকেই একরূপ চাতুর্বিধের ব্যবস্থা নাই ; সুতরাং কেবল মনুষ্য লোকেই বর্ণাশ্রম বিধানানুসারে কৰ্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক । এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, যখন এই চাতুর্বিধ ভগবান্ কর্তৃক সৃষ্ট, তখন অবশ্যই তজ্জন্ম তাঁহারই উপর কর্তৃত্বের ও তজ্জনিত ফলের আরোপ করিতে হইবে । সেই জন্ম ভগবান্ বলিতেছেন যে, “কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিবে” । কারণ, তিনি অহঙ্কার ও আসক্তিবিরহিত । সুতরাং কর্ত্ত্বাভিমান না থাকায়, কোন কৰ্ম্মের কর্ত্ত্ব তাহাতে আরোপিত হইতে পারে না । তিনি নির্বিকার ও নির্লিপ্ত । অতএব কর্ত্তা হইলেও, তিনি অকর্ত্তা এবং মূল হইলেও তিনি সস্বকশূণ্য ॥ ১৩ ॥

ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা ।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কৰ্ম্মভিন্ স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

অর্থঃ ।—কৰ্ম্মাণি (বিশ্বসৃষ্টাদীন) মাং ন লিম্পন্তি (আসক্তং কুৰ্বন্তি) কৰ্ম্মফলে মে স্পৃহা (তৃষ্ণা) ন ইতি (ইত্যেবং) যঃ মাং অভিজানাতি সঃ কৰ্ম্মভিঃ ন বধ্যতে (সোহপি অকট্টাঅজ্ঞানেন অহঙ্কারাদিরাহিত্যাং সংসারবন্ধনবিরহরূপং মোক্ষং লভতে) ॥ ১৪ ॥

প্রতিশব্দ :—কৰ্ম্ম সকল আমাকে আসক্ত করে না, কৰ্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই, এরূপ যিনি আমাকে জানেন, তিনি কৰ্ম্মে বদ্ধ হন না ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—আমি বিশ্বরচনা প্রভৃতি যাবতীয় কৰ্ম্মের কর্তা হইলেও কোন কৰ্ম্মেই আসক্ত নহি এবং কোনই কৰ্ম্মফল লাভার্থ আমার অন্তরের ব্যাকুলতা নাই ; এই তত্ত্ব যিনিসম্যাক্রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার আর কৰ্ম্মবন্ধন থাকে না ॥ ১৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যেহাঙ্গু কৰ্ম্মণাং কর্তারং মাং যন্তসে পরমার্থতন্তেষামকর্ত্তেবাহঃ যতঃ ন মামিতি । ন মাং তানি কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি দেহাদ্যায়ত্ত্বক্বেনাহঙ্কারাভাবাৎ, ন চ তেবাং কৰ্ম্মণাং ফলেষু মে স্পৃহা তৃষ্ণা, যেহাঙ্গু সংসারিণাং অহং কর্ত্তেভাভিমানঃ কৰ্ম্মসু স্পৃহা তৎফলেষু চ তান্ কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তীতি যুক্তং, তদভাবান্ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তী-
ত্যেবং যোহন্তোহপি মামান্বয়েনাভিজানাতি নাহং কর্ত্তা ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহেতি স কৰ্ম্মভিন্ বধ্যতে তস্তাপি ন দেহাদ্যায়ত্ত্বকপি কৰ্ম্মাণি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি ।—ঈশ্বরস্ত কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োৰ্কন্ততোহভাবে কৰ্ম্মতৎফলসম্বন্ধবৈধূয়াং ফলভীত্যাহ যেষাং স্থিতি । কৰ্ম্মতৎফলসংস্পর্শশূন্যমীশ্বরঃ মাং পশ্যতো দর্শনানুরূপং ফলং দর্শয়তি ন মামিতি, তানি কৰ্ম্মাণীতি । যেষাং কৰ্ম্মণামহং কর্ত্তা ত্বাভিমত-
স্তানীতি যাবৎ । দেহেজ্জিহ্বাদায়ত্ত্বক্বেন তেবাং কৰ্ম্মণামীশ্বরে সংস্পর্শভাবে তস্ত
তৎকারণাবস্থায়ান্নহঙ্কারাভাবং হেতুং কৰোতি অহঙ্কারাভাবাদিতি । কৰ্ম্মফলতৃষ্ণা-
ভাবাচ্ছেদনং কৰ্ম্মাণি ন লিম্পন্তীত্যাহ ন চেতি । উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি যেষাং স্থিতি ।
তদভাবাৎ কৰ্ম্মস্বহং কর্ত্তেভাভিমানস্ত তৎফলেষু স্পৃহাস্যাভাবাদিত্যর্থঃ । ঈশ্বরস্ত
কৰ্ম্মাণি নির্লেপেহপি ক্ষেত্রজস্ত কিমাত্মমিত্যাশঙ্কোত্তরাক্ষং ব্যাচটে ইত্যেবমিতি । অভি-
জ্ঞানপ্রকারমভিনয়তি নাইমিতি । জ্ঞানকলং কথয়তি স কৰ্ম্মভিরিতি । কৰ্ম্মাণামহং
বিদুৰি বিশদয়তি তস্তাপীতি ॥ ১৪ ॥

। রামানুজ ।—কথমিত্যাহ ন মামিতি । যত ইমানি বিচিত্রসৃষ্টাদীনি কৰ্ম্মাণি ন মাং লিম্পন্তি ন মাং সংবদন্তি ন মৎপ্রযুক্তানীমানি দেবমমুখাদি বৈচিত্র্যাণি সৃজ্যানাং পুণ্যাপারুণককৰ্ম্মবিশেষ প্রযুক্তানীত্যর্থঃ । অত্র প্রাপ্তাপ্রাপ্তববেকেন বিচিত্রসৃষ্টাদেনোহং কৰ্ত্তা, যতশ্চ সৃষ্টাঃ ক্ষেত্রজাঃ সৃষ্টলক্ষকরণকলেবরাঃ সৃষ্টিলক্ষঃ ভোগ্যজাতঃ ফলসজ্জাদি-হেতুভিঃ স্বকৰ্ম্মানুগুণং ভুঞ্জতে, সৃষ্টাদিকৰ্ম্মফলেন চ তেবামেবং স্খাদিতি, ন মে স্পৃহা । তথাহি সৃজকারঃ, “বৈষম্যানৈর্নৃণো ন সাপেক্ষত্বাৎ” ইতি । তথাহি ভগবান্ পরাশরঃ, “নিমিত্তমাত্রমুক্তে দুঃ-নার্থং কিঞ্চিদপেক্ষতে । নীরতে তপতাং প্রেৰ্ত্ত ! স্বশক্ত্যা বস্তবস্ততাম্ ॥” ইতি সৃজ্যানাং দেবাদীনাং ক্ষেত্রজানাং সৃষ্টেঃ কারণমাত্রমেবাং পরমপুরুষঃ, দেবাদিবিচিত্রো তু প্রধানঃ “কারণং, সৃজ্যভূতক্ষেত্রজানাং প্রাচীনকৰ্ম্মশক্তয় এব । অতো নিমিত্তমাত্রমুক্তা । সৃষ্টেঃ কৰ্ত্তারং পরমপুনঃসুত্বা ইদং ক্ষেত্রজবস্ত্বং দেবাদিবিচিত্রভাবেনান্তদপেক্ষতে, স্বগত-প্রাচীনকৰ্ম্মশক্ত্যেব হি দেবাদিবস্ত্বভাবমুপনীয়ত ইত্যর্থঃ । এবমুক্তেন প্রকারেণ সৃষ্টাদেঃ কৰ্ত্তারমপ্যকৰ্ত্তারং সৃষ্টাদিকৰ্ম্মফলসঙ্গরহিতঞ্চ যো মামভিজানাতি স কৰ্ম্মযোগারম্ভ-বিরোধিভিঃ ফলসজ্জাদিহেতুভিঃ প্রাচীনকৰ্ম্মভিন্নং বধ্যতে মুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

হনুমান্ ।—কৰ্ত্তৃত্বং কৰ্ম্মফলসম্বন্ধাৎ তবানীশ্বরত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন মামিতি । ন মাং কৰ্ম্মাণি যজ্ঞাদীনি লিম্পন্তি উপল্লব্যস্তি দেহাদ্যারম্ভকত্বেন অহঙ্কারাভাবাৎ ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা অতো হেতোরকৰ্ত্তা । আত্মজানাদহং কৰ্ম্মভিন্নলিপ্ত ইত্যতোহপি মাং পরমাত্মনাং বোহভিজানাতোব গচ্ছতি কৰ্ম্মভিন্নং বধ্যতে ন লিপ্যতে ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর ।—তদেব দর্শয়াম্যহ ন মামিতি । কৰ্ম্মাণি বিব্ধসৃষ্টাদীন্তপি মাং ন লিম্পন্তি আসক্তং ন কুৰ্কন্তি নিরহঙ্কারহাদাপ্তকামত্বেন মম কৰ্ম্মফলে স্পৃহাভাবাচ্চ, মাং ন লিম্পন্তীতি কিং বক্তব্যং, যতঃ কৰ্ম্মলেপরাহিত্যেন মাং বোহভিজানাতি সোহপি কৰ্ম্মভিন্নং বধ্যতে, মম নির্লেপকারণং নিরহঙ্কারত্বনিষ্পৃহাদিকং জ্ঞানতত্ত্বত্যা-পাহঙ্কারাদিশৈথিল্যাৎ ॥ ১৪ ॥

বলদেব ।—এতৎপ্রদয়তি ন মামিতি । কৰ্ম্মাণি বিব্ধসৃষ্টাদীনি মাং ন লিম্পন্তি বৈষম্যানিদোষণে জীবমেব লিপ্তং ন কুৰ্কন্তি যস্তানি সৃজ্যজীবকণপ্রযুক্তানি ন চ সৃজ্যপ্রযুক্তানি, ন চ সর্গাদিকৰ্ম্মফলে মম স্পৃহাস্তাতো ন লিম্প্যতি । ‘ফলস্পৃহয়া যঃ কৰ্ম্মাণি করোতি স তৎফলেৰ্লিপ্যতে । অহস্ত স্বরূপানন্দপূর্ণঃ প্রকৃতিবিলীন-ক্ষেত্রজবৃত্তক্ষাত্যাদিতদ্বয় পৰ্জ্জতব্রহ্মনিমিত্তমাত্রঃ সন্ তৎকৰ্ম্মাণি প্রবর্ত্তয়ামীতি । স্মৃতিশ্চ, “নিমিত্তমাত্রমেবাসৌ সৃজ্যানাং সর্গকৰ্ম্মণি । প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ ॥” ইত্যাদ্যাঃ । সৃজ্যানাং দেবমানবাদিভাবভাজাং ক্ষেত্রজানাং সর্গক্রিয়ায়ামসৌ পরেশো নিমিত্তমাত্রমেব দেবাদিভাববৈচিত্র্যাং কারণীভূতাস্ত সৃজ্যানাং তেবাং প্রাচীনকৰ্ম্মশক্তয় এব ভবন্তীতি তদর্থঃ । এবমাহ সৃজকঃ, “বৈষম্যানৈর্নৃণো ন ইত্যাদিনা । এবং জ্ঞানত

ফলমাহেতি মামিতি । ইত্থঙ্কং মাং যোহভিজানীতি স তদ্বিরোধিত্ত্বং কৃত্ত্বিঃ
প্রাচীনকৰ্ম্মভিনং বধ্যতে তৈবিশ্রুতাত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

মধুসূদন ।—ন মামেতি । কৰ্ম্মাণি বিশ্বসৰ্গাদীনি মাং তিরহকারেণ কৰ্ত্তৃত্বাভিমান-
হীনং ভগবন্তং ন লিম্পন্তি দেহারক্তকঙ্কণেন ন বদন্তি এবং কৰ্ত্তৃত্বং নিরাকৃত্য ভোক্তৃত্বং
নিরাকরোতি ন মে মম আপ্তকামস্ত কৰ্ম্মফলে স্পৃহা তৃষ্ণা “আপ্তকামস্ত কা স্পৃহা” ইতি শ্রুতেঃ,
কৰ্ত্তৃত্বাভিমানফলস্পৃহাভ্যাং হি কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি তদভাবান্ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তীতি । এবং
যোহন্তোহপি মামকর্ত্তারমভোক্তারক্ষাভ্যেনাভিজানীতি কৰ্ম্মভিনং স বধ্যতে, অকৰ্ত্তৃত্বা-
জ্ঞানেন মুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু কৰ্ত্তুরপি কথমকৰ্ত্তৃত্বমিতি আহ ন মামিতি । কৰ্ম্মলেপোহপি
কৃত্তো নাস্তীত্যত আহ ন মে ইতি । যঃ কৰ্ত্তৃত্বাভিমানী স লিপ্যতে, বস্ত কলেচ্ছুঃ স এবাশ্বনঃ ।
কৰ্ত্তৃত্বং মন্তত ইতি কলেচ্ছাভাবানকৰ্ত্তা অকৰ্ত্ত্বাক্ষ ন লিপ্যতেহং ইতি মাং যোহভি-
জানীতি স কৰ্ম্মফলস্পৃহাত্যাগাৎ কৰ্ম্মভিনং নিবধ্যতে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—নদেত্তাবদাস্তাং সম্প্রতি ঙ্গ কন্নিয়কুলেহবতীৰ্গঃ কন্নিয়জাত্যুচিতানি
কৰ্ম্মাণি প্রত্যাহং করোষ্যেব তত্র কা বাৰ্ত্তেত্যত আহ ন মামিতি । ন লিম্পন্তি জীবমিব
ন লিপ্তীকুর্যন্তি । নাপি জীবন্তেব কৰ্ম্মফলে স্বৰ্গাদৌ স্পৃহা, পরমেশ্বরেণ স্বানন্দপূর্ণদেহপি
লোকপ্রবর্ত্তনর্থমেব মে কৰ্ম্মাদিকরণমিতি ভাবঃ । ইতি মামিতি বস্ত ন জানীতি
স কৰ্ম্মভিবধ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূৰ্ব্ব শ্লোকের ভাব এই শ্লোকে আরও বিশদীকৃত হই-
তেছে । ভগবান্ কৰ্ত্তৃত্বাভিমানবিহীন, এজন্য কোন কৰ্ম্মেই তিনি আসক্ত
নহেন । তাঁহার কৰ্ম্মজনিত ফললাভে কখনই লালসা নাই । যাঁহার
অহঙ্কার ও অভিমান নাই, তাঁহার কোন কৰ্ম্মে আসক্তি বা তাহার ফল-
ভোগার্থ স্পৃহা কখনই থাকিতে পারে না । তৈল ও জল একপাত্রস্থ হইলেও,
উভয়েই যেমন স্বতন্ত্র থাকে, ভগবান্ ও কৰ্ম্মের সহিত তদ্রূপ সংযুক্ত থাকি-
লেও, তিনি কৰ্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র । পদ্মপত্র জলে ভাসমান থাকিলেও, তাহা
যেমন জলের প্রলেপযুক্ত হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ সর্বদা কৰ্ম্মপরায়ণ হইলেও,
তিনি কৰ্ম্ম-লেপ-রহিত । এই জন্যই তিনি বিশ্বের স্রষ্টা হইলেও, তদ্বিশয়ে
উদাসীন ; সকল কার্যের কৰ্ত্তা হইলেও, কৰ্ত্তৃত্ববিহীন ; সকল ব্যাপারের
মূলস্বরূপ হইলেও, নিঃসম্পর্কিত । এই কারণেই ভগবান্ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি
আমার এই ভাব সম্যক্রূপে অবগত হইয়াছে, তাহার আর কৰ্ম্মবন্ধন থাকে
না । যে মানব আমার এই অকৰ্ত্ত্ব অভোক্ত্বাদি স্বভাব বিহিতরূপে

পরিজ্ঞাত হইয়াছে, সেও অহঙ্কার ও স্পৃহা শূন্য হইয়া জন্মমরগরূপ ভববন্ধন বিনিমুক্ত হয় । আমার প্রকৃতি উপলব্ধি করায় তাহারও আত্মজ্ঞান জন্মে, এবং আত্মজ্ঞানের ফলস্বরূপ মুক্তি তাহার আয়ত্ত হয় ।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য ও শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায় । এই যে বিচিত্র সৃষ্টি-ব্যাপার বিশ্বের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহা আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না । জীবগণ কৃত কার্যের ফলাফলে ষেরূপ লিপ্ত হয়, সৃষ্টাদি কৰ্ম্মে কোনই স্পৃহা না থাকায়, আমাকে তাহা সেরূপ প্রলেপিত করিতে পারে না । এই দেবমনুষ্যাদি বৈচিত্র্য আমার দ্বারা সজ্জ্বলিত হয় নাই । স্ব স্ব পাপ ও পুণ্যানুসারে কেহ বা দেবতা, কেহ বা মনুষ্যরূপে জন্মলাভ করিতেছে । মনুষ্যের বিবেকের তারতম্যই তাহাদের উন্নতি বা অবনতির হেতুভূত ; আমি তাহার কৰ্ত্তা নহি । সৃষ্ট ক্ষেত্রজেরা অর্থাৎ দেহধারিগণ (ক্ষেত্রজ শব্দের বিশেষ বৃহাস্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়ে থাকিবে) ইন্দ্রিয়যুক্ত কলেবর লাভ করিয়া, স্ব স্ব গুণকৰ্ম্মানুসারে আসক্তি সহকারে সৃষ্টিলব্ধ ভোগ্য সমূহ উপভোগ করে । আমি স্বরূপানন্দ পূর্ণ ; সুতরাং স্পৃহা-বিবর্জিত ভাবেই সৃষ্টিকার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকি । মেঘ যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে অবনীমণ্ডল হইতে বাষ্প আকর্ষণ করিয়া বারিবর্ষণ করে এবং সেই কার্য্যে মেঘ যেমন ইচ্ছা সহকারে বা কোন ফলকামনায় প্রবৃত্ত হয় না, আমিও তদ্রূপে এই বিশ্বরচনা ব্যাপারে নিগিপ্তভাবে বিনিযুক্ত রহিয়াছি । জগতে যে বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়, আমি তাহার কারণ নহি । আমার একের প্রতি দয়া, অপরের প্রতি ঘৃণা নাই । ভগবান্ বেদব্যাসও এই উক্তির সমর্থন করিয়াছেন । ভগবান্ পরাশরও বলিয়াছেন, সৃজ্যগণের সৃষ্টিব্যাপারে আমি কেবল নিমিত্তকারণ মাত্র । সকলেই স্ব স্ব কৰ্ম্মানুসারে উন্নতি ও অবনতি লাভ করিয়া থাকে । অতএব সৃজ্যগণের দেব-মনুষ্যাদি বিচিত্রতা বিষয়ে তাহাদের প্রাচীন কৰ্ম্মই একমাত্র কারণ ; আমি পরমপুরুষ ও পরেশ, কেবল সৃষ্টিবিষয়ে নিমিত্তমাত্র ; আমি সৃষ্টিব্যাপারের কৰ্ত্তা হইলেও বস্তুতঃ তৎসম্বন্ধে অকৰ্ত্তা এবং কৰ্ম্মফলে সঙ্গহীন ; এই রহস্ত যিনি প্রণিধান করিতে সক্ষম, তিনি কলাকাজকাবিহীন এবং কৰ্ম্মযোগের প্রতিকূল ফলকামনাশূন্য হইয়া পূর্বজন্মান্বিত কৰ্ম্ম-ফলাদি নিমুক্ত হন এবং মোক্ষ লাভ করেন ॥ ১৪ ॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কৰ্ম পূৰ্বেৱপি মুমুক্শুভিঃ ।

কুরু কৰ্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূৰ্বেঃ পূৰ্বতরং কৃতম্ ॥১৫॥

অর্থঃ ।—এবং (অহং ন কৰ্মকৰ্ত্তা ন চ মে কৰ্মফলে স্পৃহা অপিচ নিরহঙ্কারিত্ব-নিষ্পৃহত্বভাবেনানুষ্ঠিতং কৰ্মবন্ধকং ন ভবতীতি) জ্ঞাত্বা পূৰ্বেঃ (পূৰ্বকালীনৈঃ জনকাদিভিরিতি যাবৎ) মুমুক্শুভিঃ (মোক্ষার্থিভিঃ) অপি কৰ্ম কৃতং তস্মাৎ (তদ্ব্যতীতং) ত্বং পূৰ্বেঃ পূৰ্বতরং (যুগান্তরেষপি) কৃতং কৰ্ম এব কুরু ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—এইরূপ জানিয়া পূৰ্বকালীন মুক্তিকামীগণও কৰ্ম করিয়াছেন ; অতএব তুমি অতীতকালজাতগণের যুগান্তরে অনুষ্ঠিত কৰ্মই কর ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—আমি কৰ্মের কৰ্ত্তা নহি এবং আমার কৰ্মফলে স্পৃহাও নাই, এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া জনকাদি পূৰ্বকালীন মুক্তিলাভার্থিগণ কৰ্মানুষ্ঠান করিয়াছেন ; অতএব তুমিও সেই পূৰ্বতন পুরুষগণের যুগান্তরে অনুষ্ঠিত কৰ্মমार्গের অনুগামী হও ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—নাহং কৰ্ত্তা ন মে কৰ্মফলে স্পৃহেতি এবমিতি । এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কৰ্ম পূৰ্বেৱপাতিক্রান্তমুমুক্শুভিঃ কুরু তেন কৰ্মৈব ত্বং ন ভূক্ষীমাসনং, নাপি সন্ন্যাসঃ কৰ্তব্যস্তস্মাৎ ত্বং পূৰ্বেৱপানুষ্ঠিতত্বাদ্ভগ্নান্যজ্ঞত্বং তদান্বত্ত্বার্থঃ তত্বেতিচৈলোক-সংগ্রহার্থং পূৰ্বেজ্জনকাদিভিঃ পূৰ্বতরং কৃতং নাধুনাতনং কৃতং নির্বর্তিতম্ ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি ।—তব কৰ্মতৎকলসম্বন্ধাভাষে তথা জ্ঞানবজ্রস্ত তদসম্বন্ধে মমাপি কিং কৰ্মণেতাশঙ্ক্য কদপি কৰ্ত্তব্যভিমানং তৎকলে স্পৃহাকাঙ্ক্ষয়া মুমুক্শুৎ ওয়া কৰ্ম কৰ্তব্যমেবেত্যাহ নাহমিত্যাदिना । এবমিতি নাহং কৰ্ত্তেত্যেবমাদি পরামৃশ্ততে, তেন পূৰ্বেমুমুক্শুভিরনুষ্ঠিতত্বেন হেতুনেতার্থঃ । . কৰ্মৈবেত্যেবকার্যার্থমাহ নেত্যাदिना । (তৎকলস্ত ক্রিয়াপদেন সম্বন্ধঃ) তস্মাদিত্যুক্তমেব স্মৃটয়তি পূৰ্বেৱিতি । বহুত্বং কিং মম কৰ্মণেতি, তত্ত্ব সম্বন্ধো বা তত্বেতি বা বস্তুজ্ঞত্বাদি চিত্তত্বার্থঃ কুরু কৰ্মৈত্যাহ বদীতি । দ্বিতীয়ঃ প্রত্যাহ তত্বেতি । কুরু কৰ্মেতি সম্বন্ধঃ । পূৰ্বেমুট্টোচ্যতমিত্যেতাভ্যত্বা কিমিতি বিবেকবত্তা ময়া তৎকৰ্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ জনকাদিভিরিতি । তে তদৈব সম্পাদ্য কৰ্ম কৃতবন্তো ন তদ্বিদানীমপ্রামাণিকত্বাদনুষ্ঠেয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ পূৰ্বতরমিতি ॥ ১৫ ॥

রামানুজ ।—এবমিতি । এবং মাং জ্ঞাত্বাপি বিষুতপাটৈঃ পূৰ্বেৱপি মুমুক্শুভিরক

লক্ষণং কৰ্ম কৃতং, তস্মাৎ ত্রমুক্তপ্রকারঃ মন্বিবয়জ্ঞানবিধূতপাপঃ । পূৰ্ণৈৰ্বিবস্বদাদিভিঃ
কৃতং পূৰ্ণতরং পুরাতনং তদানীমেব মন্বোক্তং বক্ষ্যমাণাকারং কৰ্মৈব কুরু ॥ ১৫ ॥

হনুমান্ ।—এবং জ্ঞায়েতি । অহমেবেশ্বরঃ কৰ্মণঃ স্রষ্টা অহমেব চ কৰ্ত্তেতি জ্ঞাত্বা
পূৰ্ণৈঃ পূৰ্ণপুৰুষৈঃ পূৰ্ণতরমেব কৃতং কৰ্ম তৎ তস্মাদেব হেতোঃ কুরু ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর ।—“যে যথা মাম্” ইত্যাদিচতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রাসঙ্গিকমীশ্বরস্ত বৈবশ্যং
পরিহৃত্য পূৰ্ণোক্তমেব কৰ্মবোগং প্রপঞ্চয়িতুমহুম্মারয়তি এবমিতি । অহঙ্কারাদিরাহিত্যেন
কৃতং কৰ্মবন্ধকং ন ভবতীত্যেবং জ্ঞাত্বা পূৰ্ণৈর্জনকাদিভিরপি সুমুখুভিঃ সম্বৃত্ত্যর্থং
পূৰ্ণতরং যুগান্তরেষপি কৃতং, তস্মাৎ ত্রমপি প্রথমং কৰ্মৈব কুরু ॥ ১৫ ॥

বলদেব ।—এবমিতি । মামেবং জ্ঞাত্বা তদনুসারিভির্মাজ্ঞৈঃ পূৰ্ণৈবিবস্বদাদিভি-
মুখুভিনিকামং কৰ্ম কৃতং, তস্মাৎ ত্রমপি কৰ্মৈব তৎ কুরু ন তু কৰ্মসন্ন্যাসম্ । অশুদ্ধ-
চিত্তশ্চেজ্ঞানগর্ভতঃ চিত্তশুদ্ধ্যে শুদ্ধচিত্তশ্চেন্নোকসংগ্রহায়েত্যর্থঃ । কৌদৃশং পূৰ্ণৈস্তৈঃ
কৃতং পূৰ্ণতরমতিপ্রাচীনম্ ॥ ১৫ ॥

মধুসূদন ।—এবমিতি । যতো নাহং কৰ্ত্তা ন মে কৰ্মফলস্পৃহেতি জ্ঞানাত্ কৰ্মভিন-
বধাতে, অত এবমাস্থনোহকৰ্ত্তৃঃ কৰ্ম্মালেপং জ্ঞাত্বা কৃতং কৰ্ম পূৰ্ণৈরতিক্রান্তৈরপি অশ্বিন-
যুগে যথাতিবহুপ্রভৃতিভিমুখুভিঃ, তস্মাৎ ত্রমপি কৰ্মৈব কুরু ন তুষ্ণীমাসনং নাপি সন্ন্যাসম্,
যদি অতশ্চবিৎ তদাত্মশুদ্ধ্যর্থং তত্ৰবিৎ চেন্নোকসংগ্রহার্থং পূৰ্ণৈঃ জনকাদিভিঃ পূৰ্ণতরং অতি-
পূৰ্ণং যুগান্তরেষপি কৃতং, এতেনাশ্বিনু যুগে অন্তযুগে চ পূৰ্ণপূৰ্ণতরৈঃ কৃতবাদবস্তং ত্রয়া
কৰ্ত্তব্যং কৰ্মেতি দর্শয়তি ॥ ১৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এতদেব শিষ্টাচারপ্রদর্শনপূৰ্ণকং গ্রাহয়তি এবং জ্ঞায়েতি । পূৰ্ণতরং
বেদোক্তত্বাৎ, নত্বধুনা কেনচিৎ কল্পিতামত্যর্থঃ, পূৰ্ণতরং প্রথমতরং কৃতং অত্যাশ্চ-
কত্বাদিতি বার্থঃ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—এবমিতি । এবং এবমুতমেব মাং জ্ঞাত্বা পূৰ্ণৈ জনকাদিভিরপি লোক-
প্রবর্তন্যর্থমেব কৰ্ম কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

তাৎপৰ্য্য ।—শ্রীভগবান্ পূৰ্ব দুই শ্লোকে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে,
তিনি কৰ্ত্তা হইলেও অকৰ্ত্তা এবং তাঁহার কৰ্ম-ফল লাভার্থ কোনই স্পৃহা
নাই । আর একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ এই শ্লোকচতুষ্টয়ে ইহাও
“প্রদর্শন” করিয়াছেন যে, তাঁহার বিচার-বৈষম্য নাই এবং তাঁহার কোথায়
অনুগ্রহ বা কোথায় নিগ্রহ নাই । তাঁহার এই ভাব সম্যকরূপে হৃদয়গত
করিলে যে প্রভূত কল্যাণ নিশ্চয়ই সাধিত হইয়া থাকে, ইহাই এক্ষণে
প্রদর্শন-ব্যপদেশে, প্রসঙ্গতঃ পূৰ্ব্বকথিত কৰ্মবোগের মাহাত্ম্য পুনরায় কীৰ্ত্তন
করিতেছেন এবং অৰ্জুনের স্মৃতিপথে তাহা সমুদিত করাইয়া দিতে-

ছেন । এইরূপে আত্মাকে কর্মের কর্তৃবিহীন এবং কর্ম-প্রলেপ-বিরহিত জানিয়া এই দ্বাপর যুগে যযাতি (২৪৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনো দ্রষ্টব্য), বৃদ্ধ প্রভৃতি রাজগণ এবং তৎপূর্বেও জনকাদি মুক্তিলাভেচ্ছুগণ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন । তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া, তোমারও কর্ম সম্বন্ধে ঔদাসীন্য় অবলম্বন করা বা নিষ্ক্রিয় ও নির্বাক হওয়া, অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করা কখনই শোভা পায় না । অতঃস্ববিদেরা চিন্তাশুদ্ধির নিমিত্ত এবং তত্ববিদেরা লোকহিতার্থে কর্মানুষ্ঠান করেন । এইরূপ কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি ইদানীন্তন কালে প্রবর্তিত হয় নাই ; ইহা যুগ-যুগান্তর অতিক্রম করিয়া সৃষ্টির আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । অতএব তোমার পক্ষেও প্রথমে এইরূপ কর্ম অবশ্য কর্তব্য ।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের অভিপ্রায় । এইরূপে আমাকে জানিয়া এবং তজ্জন্ম পাপ-পরিহীন হইয়া পূর্বকালেও মুমুক্শুগণ কর্তৃক পূর্বোক্ত লক্ষণ কর্মানুষ্ঠিত হইয়াছে । অতএব তুমি উক্ত প্রকার মদ্বিষয়-পরিজ্ঞান-জনিত বিধৌত-পাপ হইয়া বৈবস্বত মনু প্রভৃতির অনুষ্ঠিত এবং তদানীন্তন কালে মদ্বিহৃত বক্ষ্যমাণরূপ কর্মই কর ॥ ১৫ ॥



কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ ।

তৎ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥১৬॥

অর্থ ।— কিং কর্ম (কর্তব্যং) কিং অকর্ম (অকর্তব্যং) ইতি অত্র (অগ্নিন্ অর্থে) কবয়ঃ (মেধাবিনঃ) অপি মোহিতাঃ (ছুরবগম্যত্বাৎ নির্ণয়িতুং মোহং গত্যাঃ) তৎ (তস্মাৎ) তে (তুভ্যাং) কর্ম প্রবক্ষ্যামি (সন্দেহোচ্ছেদেন কথয়িষ্যামি) যৎ . জ্ঞাত্বা (বিদিত্বা) অশুভাৎ (সংসারাৎ) মোক্ষ্যসে (মুক্তঃ ভবিষ্যসি) ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—কি কর্ম কি অকর্ম এই বিষয়ে বিবেকীগণও মোহাচ্ছন্ন হন ; তজ্জন্ম তোমাকে কর্ম বলিব, যাহা জানিয়া সংসার হইতে মুক্ত হইবে ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—কোনটি কর্মপদবাচ্য এবং কোনটি অকর্মপদবাচ্য

ইহা নিশ্চয় করা এতই সূকঠিন যে, বিবেকসম্পন্ন জনেরাও তদ্বিষয়ে মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকেন । অতএব আমি তোমার নিকট কৰ্ম্ম-সম্বন্ধে এরূপ নিঃসন্দিক্ত উপদেশ প্রদান করিব যে, তাহার পরিজ্ঞান হইলে তুমি অকল্যাণ-জনক সংসার-বন্ধন বিনিমুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করিবে ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তত্র কৰ্ম্ম চেৎ কর্তব্যং ব্ৰহ্মচর্যাদেব করোম্যহং কিং বিশেষিতেন পূৰ্ণৈঃ পূৰ্ণৈঃ কৃতমিত্যুচ্যতে যস্মান্নহৈবম্যং কৰ্ম্মাকৰ্ম্মণি কথং কিং কৰ্ম্মেতি । কিং কৰ্ম্ম কিঞ্চাকৰ্ম্মেতি কবরো মেধাবিনোহপি, অত্রাস্মিন্ কৰ্ম্মাদিবিষয়ে মোহিতাঃ মোহঃ সত্যঃ, অতন্তে তুভ্যমহং কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম চ প্রবক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাত্বা বিদিত্বা কৰ্ম্মাদি, মোক্ষাসে অন্ত্যভাং সংসারং । ন চৈবং স্বয়া মন্তব্যং কৰ্ম্ম নাম দেহাদিচেষ্টা, লোকপ্রসিদ্ধকৰ্ম্ম নাম তদক্রিয়া ভূত্বমাসনং কিং তত্র বোধব্যমিতি ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরি ।—কৰ্ম্মবিশেষণমাক্ষিপতি তত্রৈতি । মহুৰ্বালোকঃ সপ্তমার্থঃ । কৰ্ম্মণি মহতো বৈষম্যস্ত বিদ্যমানত্বাৎ তস্ত পূৰ্ণৈরনুষ্ঠিতত্বেন পূৰ্ণতনত্বেন চ বিশেষিতত্বেন তস্মিন্ প্রবৃত্তিত্বং সূক্রেতি যুক্তং বিশেষণমিতি পরিহরতি উচ্যত ইতি । কৰ্ম্মণি দেহাদিচেষ্টাক্রমে লোকপ্রসিদ্ধে নাস্তি বৈষম্যমিতি শব্দতে কথমিতি । বিজ্ঞানবতামপি কৰ্ম্মাদিবিষয়ে ব্যামোহোপপত্তেঃ সূতরামেব তব তদ্বিষয়ে ব্যামোহসম্ভবান্তদপোহার্ধনাপ্ত বাক্যাপেক্ষণাদস্তু কৰ্ম্মণি বৈষম্যমিত্যন্তরমাহ কিং কৰ্ম্মেতি । (তন্তে কৰ্ম্মেত্যত্রাকারানু-বন্ধেনাপি পদং ছেত্তবম্) কৰ্ম্মাদিপ্রবচনস্ত প্রয়োজনমাহ যজ্জ্ঞাত্বৈতি । তৎকৰ্ম্মাকৰ্ম্ম চেতি সম্বন্ধঃ, অতো মেধাবিনোহপি যথোক্তে বিষয়ে ব্যামোহস্ত সত্যাদিতার্থঃ । কৰ্ম্মণো-হকৰ্ম্মণশ্চ প্রসিদ্ধত্বং তদ্বিষয়ে ন কিঞ্চিৎ বোধব্যমিতি চোত্তমনুস্ত নিরস্তমিতি ন চেতি ॥ ১৬ ॥

রামানুজ ।—বক্ষ্যমাণস্ত কৰ্ম্মণো হুজ্ঞানতামাহ কিং কৰ্ম্মেতি । মুমুক্শুণামনুষ্ঠেয়ং কৰ্ম্ম কৰ্ম্ম স্বরূপং অকৰ্ম্ম চ কিং কৰ্ম্মাভিসন্ধিরহিতং ভগবদাধাররূপং কৰ্ম্ম, অকৰ্ম্মেতি কর্তুরান্বেনো যথাত্মজ্ঞানমুচ্যতে । অনুষ্টেয়ং কৰ্ম্ম তদন্তর্গতং জ্ঞানঞ্চ কিং স্বরূপমিত্যর্থঃ, অত্র কবরো বিধাংসোহপি মোহিতা, যথার্থতয়া ন জ্ঞানন্তি । এবমন্তর্গতজ্ঞানং যৎ কৰ্ম্ম তৎ তে প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাহুষ্ঠারান্ত্যভাং সংসারবন্ধাশ্মোক্যসে ॥ ১৬ ॥

হনুমান্ ।—অধ্যাত্মজ্ঞানেন কৰ্ম্মকলং প্রাপ্তং মন্তমানঃ স্বয়মেব কৰ্ম্মণা আধ্যাত্মিক-স্বরূপাবিকরণার্থমাহ কিং কৰ্ম্ম কিমকৰ্ম্মেতি । কৰ্ম্মাকৰ্ম্মস্বরূপমজ্ঞানন্তঃ কবরোহপি মোহিতা যুতাঃ তদ্ব্যতন্তং তে কৰ্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যৎ কৰ্ম্মস্বরূপং জ্ঞাত্বা অন্ত্যভাং সংসারং বিমোক্ষসে ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর ।—তচ্চ তদ্ব্যবহিতঃ সহ বিচার্য্য কর্তব্যং ন লোকপরম্পরানাজ্ঞেয়োত্যাহ

কিং কশ্মেতি । কিং কৰ্ম কৌদৃশং কৰ্ম করণং কিমকৰ্ম কৌদৃশং কৰ্মাকরণং, ইত্যন্বিত্যর্থঃ
বিবেকিনোহপি মোহিতাঃ, যতো যজ্ঞজ্ঞাতা যদমুষ্ঠানান্ততাং সংসারান্মোক্যসে মুক্তো
ভবিষ্যসি, তৎ কৰ্মাকৰ্ম চ তুভ্যমহং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ১৬ ॥

বলদেব ।—নহু কিংকৰ্মবিষয়কঃ কশ্চিৎ সন্দেহোহপ্যস্তি যতঃ পূৰ্বেঃ পূৰ্ব্বতরং
কৃতমিত্যাতিনির্লক্ষ্যাদবৌধীতি চেদন্ত্যেবেত্যাহ কিং কশ্মেতি । মুমুক্তিরমুষ্ঠেয়ং কৰ্ম
কিং রূপং জ্ঞানকৰ্ম চ কৰ্মজ্ঞং তদন্তর্গতং জ্ঞানকং কিংরূপমিত্যর্থঃ, তদন্তরে এনকং ।
অত্রার্থে কবয়ো ধীমন্তোহপি মোহিতান্তন্ বাথান্মানির্গম্যামর্থ্যান্মোহং প্রাপুঃ । অহং
সর্বেশঃ সর্বজ্ঞস্তে তুভ্যং তৎ কৰ্ম অকারপ্রলোভাদকৰ্ম চ প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞাতামুষ্ঠান প্রাপ্য
চান্ততাং সংসারং মোক্ষাসে ॥ ১৬ ॥

মধুসূদন ।—নহু কৰ্মবিষয়ে কিং কশ্চিৎ সংশয়োহপ্যস্তি, যেন পূৰ্বেঃ পূৰ্ব্বতরং
কৃতমিত্যাতিনির্লক্ষ্যাসি অন্ত্যেবেত্যাহ কশ্মেতি । নৌহস্ত নিষ্ক্রেমেষ্টপ তটস্থবৃক্ষশু গমনভ্রম-
দর্শনাৎ, তথাদ্রাক্ষকুঃ (র) সরিষাঃষ্টযু গচ্ছৎস্বপি পৃক্বেদগমনভ্রমদর্শনাৎ পরমার্থতঃ কিং
কৰ্ম কিংবা পরমার্থতোহকশ্মেতি কবয়ো মেধাবিনোহপাত্মানিন্ বিষয়ে মোহিতা মোহং
নির্গম্যামর্থ্যাং প্রাপ্তাঃ অত্যন্তহনিক্রপাদিত্যর্থঃ, তন্তস্মাৎ তে তুভ্যমহং কৰ্ম অকার-
প্রলোভেণ ছেদাদকৰ্ম চ প্রবক্ষ্যামি প্রকর্ণেণ সন্দেহোচ্ছেদেন বক্ষ্যামি, যৎকৰ্মাকৰ্মস্বরূপং
জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যন্তুভ্যং সংসারং ॥ ১৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—আবশ্যকযেষপি কৰ্মণো ন গতাহুগতিকতয়ামুষ্ঠানং কৰ্তব্যং, কিন্তু
জ্ঞাত্বা কৰ্ম্মাপি কুৰ্ব্বতেতি বচনাৎ কৰ্ম্মাপ্রিতং কিঞ্চিৎবিশেষং জ্ঞাপয়িতুন্ উপোদঘাতয়তি
কিং কশ্মেতি । যতঃ কৰ্ম্মাকৰ্ম্মণী কবীনাংপি দুর্নিরূপো তৎ তস্মাৎ তে তুভ্যং কৰ্ম্ম অকৰ্ম্ম চ
অকারপ্রলোভেণ গ্রাহ্যম্, উভে প্রবক্ষ্যামি যৎ যৎ জ্ঞাত্বা অন্ততাং সংসারান্মোক্যসে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—কিঞ্চ কৰ্ম্মাপি ন গতাহুগতিকতয়াইনৈব কেবলং বিবেকিনা কৰ্তব্যং
কিন্তু তন্ত প্রকারবিশেষং জ্ঞাত্বৈব ইত্যন্তস্ত প্রথমং হুজ্জৈয়তমাহ ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য ।—অৰ্জুন যদি আশঙ্কা করেন যে, কৰ্ম্ম-বিষয়ে হয়ত কোন-
প্রকার সংশয় আছে ; নচেৎ তাহার প্রাচীনত্ব ও সনাতনত্ব বিষয়ে ভগবান্
“পূৰ্বেঃ, পূৰ্ব্বতরং কৃতম্” প্রভৃতি বাক্যে সমর্থন কেন করিতেছেন ? বস্তুতঃই
কৰ্ম্মতর্ক নিতান্ত দুজ্জৈয় । অতঃপর সেই দূরবগম্য কৰ্ম্মবৃত্তান্ত শ্লোকত্রেয়
বিবৃত হইতেছে । অৰ্জুন এরূপও বলিতে পারেন যে, “হে পুরুষশাস্ত্রম্ !
কৰ্ম্ম অবশ্যকরণীয় বলিয়া যখন তুমি নির্দেশ করিতেছ, তখন তোমার বাক্যই
যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া, আমি অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব । এরূপ স্থলে তোমার
“পূৰ্বেঃ পূৰ্ব্বতরং কৃতম্” এই বাক্য শ্রবণে আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, হয়ত
কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্ম-সম্বন্ধে জ্ঞাতিশয় মতবৈষম্য আছে । কৃপা করিয়া আমার

নিকট সেই বৈষম্য ব্যক্ত করুন।” এইরূপ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে কৰ্ম্মনির্ণয় যে নিরতিশয় সুকঠিন ব্যাপার তাহাই প্রথমে সমর্থিত হইতেছে ।

কেবল যে লোক-পরম্পরাক্রমে কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে এবং বৈবৰ্ণ্যত মনু প্রভৃতি মহাজনেরা ভগবানের উপদেশক্রমে কৰ্ম্ম-যোগ পরিপালন করিয়াছেন বলিয়াই, তাহার দূরবগম্য তত্ত্ব হৃদগত হইবে এমন নহে । যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ ও কৰ্ম্ম-যোগের মৰ্ম্মজ্ঞ, তাঁহাদের সহিত বিচার করিয়া ও তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম বিনির্ণয় করা আবশ্যিক । “মমুষ্য নিতাস্ত ভ্রম-পরায়ণ । অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌকিক ব্যাপারে তাহাদের বিজাতীয় ভ্রম ঘটিয়া থাকে । নৌকারূঢ় ব্যক্তিগণ জানে যে, তীরস্থিত বৃক্ষাদি অচল ও নিষ্ক্রিয় ; তথাপি তাহাদের ভ্রম হয় যে, সেই বৃক্ষাদি গমন করিতেছে, এবং আপনারা অগ্রসর হইলেও, ভ্রমপ্রযুক্ত বোধ হয়, যেন একস্থানেই স্থির হইয়া রহিয়াছে । চির-পরিজ্ঞাত বিষয়েও মমুষ্যের এতাদৃশ ভ্রম যখন সাধারণ, তখন এরূপ দূরবগম্য রহস্যজালে বিজড়িত কৰ্ম্মতত্ত্ব বিনির্ণয়ে যে তাহারা ভ্রমাচ্ছন্ন হইবে, তাহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই । প্রত্যুত যাঁহাদের হৃদয় বিবেকবলে বলীয়ান, যাঁহারা মেধাবী, তাঁহারাও কৰ্ম্ম-বিনির্ণয়ে অক্ষমতা হেতু মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকেন । অতএব হে অৰ্জুন ! আমি এক্ষণে তোমার যাবতীয় সন্দেহ অপনোদিত করিয়া, এই কৰ্ম্ম-বিষয়ক উপদেশ প্রকৃষ্টরূপে পরিব্যক্ত করিতেছি ; তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । এই কৰ্ম্মাকৰ্ম্মের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলে, তুমি সংসাররূপ দারুণ অশুভ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে । বারবার ইহ-সংসারে শরীর ধারণ করিয়া গমনাগমন যৎপরোনাস্তি যজ্ঞগার হেতুভূত । শ্রীভগবানের শ্রীবদন-বিনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণে শত জন্মের পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও যদি কৰ্ম্মাকৰ্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া বিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে, সেও সংসারবন্ধন-বিনিমুক্ত হইয়া এবং মোক্ষপদ লাভ করিয়া ধন্য ও চরিতার্থ হয় । সাধারণতঃ লোক-সমাজে দেহাদি চেষ্টাকে কৰ্ম্ম এবং তদ্বিরোধী তুষ্টীস্তাবে অবস্থিতিকে অকৰ্ম্ম বলে ; কৰ্ম্মাকৰ্ম্মের এই প্রসিদ্ধার্থ ভ্রমাচ্ছন্ন ; তোমার শ্রায় সর্ববশুণাঙ্কিত মহাব্যক্তির তাদৃশ অলৌক অর্থ গ্রহণ করা কখনই বিধেয় নহে । এইরূপ বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম সম্বন্ধে নৰ্ম্ম-সখার সন্দেহ-ছেদনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৬ ॥

কৰ্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকৰ্মণঃ ।

অকৰ্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কৰ্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

অর্থঃ ।—হি (যস্মাৎ) কৰ্মণঃ (শাস্ত্রবিহিতস্য ব্যাপারস্য) অপি বোদ্ধব্যং বিকৰ্মণঃ (শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধাবিহিতব্যাপারস্য) চ বোদ্ধব্যং অকৰ্মণঃ (তুষ্টীস্তাবরূপাবিহিতব্যাপারস্য) চ বোদ্ধব্যঃ (জ্ঞাতব্যম্) [তত্ত্বং অস্তি] কৰ্মণঃ (কৰ্ম্মাকৰ্ম্মবিকৰ্ম্মণাম্) গতিঃ (স্বরূপতত্ত্বম্) । গহনা (দুর্জ্ঞেয়া) ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—যেহেতু কৰ্ম্মেরও বেদিতব্য বিকৰ্ম্মেরও বেদিতব্য এবং অকৰ্ম্মের বেদিতব্য [তত্ত্ব আছে] কৰ্ম্মসমূহের যথার্থতত্ত্ব দুর্বিজ্ঞেয় ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—শাস্ত্রসিদ্ধ কৰ্ম্ম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিকৰ্ম্ম এবং তুষ্টীস্তাবরূপ অকৰ্ম্ম এই তিনেরই সম্যক্ তত্ত্ব অবশ্য জ্ঞাতব্য ; কারণ তৎসমস্তের নিগূঢ় ভাব নিরতিশয় দুর্জ্ঞেয় ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কস্মাৎ ? উচ্যতে কৰ্ম্মণ ইতি । কৰ্ম্মণঃ শাস্ত্রবিহিতস্য হি যস্মাৎ অপ্যস্তি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চাত্যেব বিকৰ্ম্মণঃ প্রতিষিদ্ধস্য, তথা অকৰ্ম্মণশ্চ তুষ্টীস্তাবস্য বোদ্ধব্যমন্তীতি ত্রিষদধ্যাহারঃ কৰ্ত্তব্যো যস্মাৎ গহনা বিঘনা দুর্জ্ঞেয়া, কৰ্ম্মণ ইতাপলক্ষণার্থঃ কৰ্ম্মাদীনাং কৰ্ম্মাকৰ্ম্মবিকৰ্ম্মণাং গতির্বাধ্যাত্ম্যং তত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরি ।—তত্র হেত্বাকাজ্ঞাপূৰ্ব্বকমনস্তরং শ্লোকমবতারণতি কস্মাদিতি । ত্রিষপি কৰ্ম্মাকৰ্ম্মবিকৰ্ম্মসু বোদ্ধব্যমন্তীতি যস্মাদধ্যাহারস্তস্মাদন্যদীয়ং প্রবচনমর্থবদ্বিতি বোজনা । বোদ্ধব্যসত্ত্বাবে হেতুমাং যস্মাদিতি । ত্রিতয়ং প্রকৃত্যান্ততমস্য গহনং প্রবচনম-
যুক্তমিত্যাশঙ্ক্যান্ততমগহনস্তোপলক্ষণার্থমুপেত্য বিবক্ষিতমর্থমাহ কৰ্ম্মাদীনামিতি ॥ ১৭ ॥

রামানুজ ।—কৰ্ত্তব্যং কৰ্ম্মজ্ঞানং হৃদ্বর্জানকলং কূতোহস্ত দুর্জ্ঞানতেত্যত আহ কৰ্ম্মণ ইতি । যস্মান্মোকসাধনভূতে কৰ্ম্মণাং স্বরূপং বোদ্ধব্যমন্তি বিকৰ্ম্মণি চ নিত্য-
নৈমিত্তিক-কাম্যাকৰ্ম্মরূপেণ তৎসাধনদ্রব্যার্জনদ্বাষ্ট্যাকারেণ বিবিধতামাপন্নং কৰ্ম্ম বিকৰ্ম্ম অকৰ্ম্ম তস্মিন্নকৰ্ম্মণি জ্ঞানে চ বোদ্ধব্যমন্তি । গহনা দুর্জ্ঞানা মুমুক্শোঃ কৰ্ম্মণো গতিঃ, বিকৰ্ম্মণি চ বোদ্ধব্যং নিত্যনৈমিত্তিককাম্যদ্রব্যার্জনাদৌ কৰ্ম্মণি কলভেদকৃতং ত্রৈবিধ্যং, পরিত্যজ্য মোক্ষৈককলভরৈকশাস্ত্রার্থহানুসন্ধানং তদেতদ্ব্যবসায়াদ্বিকল বুদ্ধিরেকেতা-
ত্রৈবোক্তমিতি নেহ প্রপঞ্চতে ॥ ১৭ ॥

হনুমান্ ।—কৰ্ম নাম শরীরেজ্জিয়ব্যাপারঃ তদভাবচাকৰ্ম, কথমত্র কবরোহপি
মোহিতা ইতি চেচ্চ্যতে কৰ্মণো হীতি । কৰ্মণোহপি বোদ্ধবাং শরীরেজ্জিয়ব্যাপার (ত্র)
নিরতায়ং বোদ্ধবাং কিংদন্তি, তথা বিকৰ্মণঃ প্রতিষিদ্ধতাপি বোদ্ধবাং প্রতিষেধ্যরূপম স্ত,
তথা অকৰ্মণঃ কৰ্মাভাবতাপি বোদ্ধবাং রূপমস্তি যন্তং কৰ্মণো গতির্গহনা দুর্কোথা ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর ।—নহু লোকপ্রসিদ্ধনৈব কৰ্ম দেহাদিব্যাপারাস্বয়ং, অকৰ্ম চ তদ-
ব্যাপারাস্বয়কং অতঃ কথমুচ্যতে কবরোহপ্যত্র মোহং প্রাপ্তা ইতি তত্রাহ কৰ্মণ ইতি ।
কৰ্মণো বিহিতব্যাপারস্তাপি তবঃ বোদ্ধবামস্ত ন তু লোকপ্রসিদ্ধমাত্রঃনব, অকৰ্মণো-
বিহিতব্যাপারস্তাপি তবঃ বোদ্ধবামস্তি, বিকৰ্মণো নিষিদ্ধব্যাপারস্তাপি তবঃ বোদ্ধবামস্তি,
যতঃ কৰ্মণো গতির্গহনা, কৰ্ম ইতুপলক্ষণার্থং কৰ্মাকৰ্মবিকৰ্মণাং তবঃ দুৰ্বিজ্ঞেয়-
ত্বিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

বলদেব ।—নহু কবরোহপি কণং মোহং প্রাপুরিতি চেত্তত্রাহ কৰ্মণ ইতি । কৰ্মণো
নিকামস্ত মুমুক্তিরহুষ্ঠাতব্যস্ত স্বরূপং বোদ্ধবাম্, বিকৰ্মণো জ্ঞানবিরুদ্ধস্য কাম্যকৰ্মণঃ স্বরূপং
বোদ্ধবাম্, অকৰ্মণচ কৰ্মভিন্নস্যাজ্ঞানস্য চ স্বরূপং বোদ্ধবাম্ । তন্ত্বেস্বরূপবিভিঃ সাক্ষং
বিচার্যমিত্যর্থঃ । কৰ্মণোহকৰ্মণচ গতির্গহনা দুর্গমা, অতঃ কবরোহপি তত্র মোহিতাঃ ॥ ১৭ ॥

মধুসূদন ।—নহু সর্বলোকপ্রসিদ্ধত্বাদহমেবৈতজ্ঞানামি দেহেজ্জিয়াদিব্যাপারঃ কৰ্ম,
তুষ্ণীমানমকৰ্মেতি, তত্র কিংরা বক্তব্যমিতি তত্রাহ কৰ্মণো হীতি । হি স্ম্যাং কৰ্মণঃ
শাস্ত্রবিহিতস্যাপি তবঃ বোদ্ধবামস্তি, বিকৰ্মণঃ প্রতিষিদ্ধস্ত অকৰ্মণচ তুষ্ণীস্তাবস্ত অত্র
বাক্যত্রেহপি তব্বমন্তীত্যধাহারঃ, স্ম্যাং গহনা দুর্জানা কৰ্মণ ইতুপলক্ষণং কৰ্মাকৰ্ম-
বিকৰ্মণাং গতিস্তব্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এতজ্ঞানমাবশ্যকমিত্যাহ কৰ্মণ ইতি । তবঃ বোদ্ধব্যমন্তেতি স্থল-
জরেহপি তব্বমন্তীতি পদদ্বয়াধাহারঃ । কৰ্মণঃ শাস্ত্রবিহিতস্ত, বিকৰ্মণঃ প্রতিষিদ্ধস্ত, অকৰ্মণ-
তুষ্ণীস্তাবস্ত । গহনা কৰ্মণ ইত্যত্র কৰ্মণ ইতি ত্রিতয়োপলক্ষণং কৰ্মবিকৰ্মাকৰ্মণাং
গতির্বাধ্যাতবঃ গহনম্ ॥ ১৭ ॥

বিগ্ননাথ ।—নহু বদ্ধকথাং নিকৃষ্টত্ব কৰ্মণো জ্ঞানেন কবীনাং কিং প্রয়োজনং
তত্রাহ কৰ্মণ ইতি । কৰ্মণস্তবঃ কৌদৃশং কৰ্মবদ্ধকং ভবতীতি বোদ্ধবাং বোদ্ধুমর্হমেব,
তথৈব বিকৰ্মণো নিষিদ্ধাচরণস্তাপি কৌদৃশং নিষিদ্ধাচরণং দুর্গতিপ্রাপকমিতি তব্বম্, তথা
অকৰ্মণঃ কৰ্মাকরণস্তাপি সন্ন্যাসিনঃ কৌদৃশং কৰ্মাকরণং শুভমমতি অন্তথা নিশ্চেষ্টসং কথং
হস্তগতং তাদিতি ভাবঃ । কৰ্মণ ইতুপলক্ষণং কৰ্মাকৰ্মবিকৰ্মণাং গতিস্তবঃ গহনা দুর্গমা ॥ ১৭ ॥

তাৎপৰ্য্য ।—কৰ্মাকৰ্মের লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ কেন গ্রহণীয় নহে
এবং কেনই বা মেধাবী জনেরাও কৰ্মতব্ব বিনির্ণয়ে অক্ষম, তাহাই এস্থলে
বিবৃত হইতেছে । লোকে যে দেহেজ্জিয়াদির চেত্বকেই কৰ্ম বলে,

বাস্তবিক তাহা কৰ্ম নহে, শাস্ত্রবিহিত ব্যাপারই কৰ্ম, শাস্ত্রানিরোধী ব্যাপারই বিকৰ্ম; এবং তুষ্টান্তারূপ কৰ্মসম্মাসই অকৰ্ম; অতএব কৰ্ম, বিকৰ্ম ও অকৰ্ম এই তিনেরই প্রকৃততথ্য প্রকৃষ্টরূপেই পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কৰ্মাকৰ্মের তত্ত্ব অবগত না হইলে, বিহিত ব্যাপারের অন্তর্ধান কখনই সম্ভব নহে। এই কৰ্মাকৰ্মের যথার্থ তত্ত্ব নিতান্ত দুষ্কর, অতএব বিশেষ সাবধানতা সহকারে কৰ্মাকৰ্মের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়গত করা আবশ্যক। সাধারণের স্থূল বিচারে কৰ্মাকৰ্ম সম্বন্ধে যে মীমাংসা স্থিরীকৃত রহিয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। যে তত্ত্ব বিনির্গমে মেধাবীগণও অকৃতকার্য হন, অস্ত্র জনসাধারণ যে, সহজে তাহার তত্ত্ব-পরিজ্ঞানে সমর্থ হইবে, ইহা কখনই সম্ভব নহে।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। কৰ্মের তত্ত্ব অতি দুষ্কর; এই জন্যই মুমুক্শুগণের পক্ষে কৰ্ম, বিকৰ্ম ও অকৰ্মের তত্ত্ব নির্ণয় করা নিতান্ত আবশ্যক। শাস্ত্র-বিহিত কৰ্মই মোক্ষের হেতুভূত; শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বিকৰ্ম দুর্গতি-বিধায়ক, এবং সর্ব-কৰ্ম সম্মাসরূপ অকৰ্মও নিশ্চেষ্ট সাধনের প্রতিকূল। কৰ্মের এই বিভাগত্রয়ের উল্লিখিতরূপ স্বরূপ পরিজ্ঞানই তাহার তত্ত্ব-জ্ঞান। কৰ্ম নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যভেদে ত্রিবিধ। এতদ্ব্যয়ের মধ্যে যাহা মোক্ষ-বিধায়ক, শাস্ত্রার্থ-পর্যালোচনা পূর্বক কেবল তাহারই যে অনুসন্ধান প্রবৃত্তি তাহাই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। সেই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি একা, ইহা পূর্বের উক্ত হইয়াছে (২ অ, ৪১ শ্লোক দেখুন) মূলে “কৰ্মণো গহণা গতিঃ” এই বাক্য মধ্যস্থ “কৰ্মণঃ” শব্দে কৰ্ম, বিকৰ্ম ও অকৰ্ম এই তিনই উপলক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। নিকামভাবে মুমুক্শুগণ কর্তৃক যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই কৰ্ম। যাহা জ্ঞানবিরুদ্ধ ও কামনা সহকারে অনুষ্ঠিত, তাহাই বিকৰ্ম এবং কৰ্মবিহীন যে জ্ঞান তাহাই অকৰ্ম। এ তিনেরই স্বরূপ বোদ্ধব্য। যাহারা কৰ্ম, বিকৰ্ম ও অকৰ্মের স্বরূপবিৎ, তাহাদের সহিত বিচার দ্বারা এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। ইহাদের স্বরূপ নিতান্ত দুষ্কর বলিয়াই কবিজনেরাও তদ্বিরূপে অক্ষম হন ॥ ১৭ ॥

কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্যেদকৰ্মণি চ কৰ্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকৰ্মকৃৎ ॥১৮॥

অর্থঃ ।—যঃ কৰ্মণি (দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে) অকৰ্ম (কৰ্মা-
ভাবং) অকৰ্মণি (কৰ্মসম্বন্ধে) চ কৰ্ম (কৰ্মবৎ) পশ্যেৎ মনুষ্যেষু
সঃ বুদ্ধিমান্ (পণ্ডিতঃ) সঃ কৃৎস্ন-কৰ্মকৃৎ (সৰ্বকৰ্মানুষ্ঠাতা) যুক্তঃ
(সমাধিস্থঃ যোগী এবত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ ।— যিনি কৰ্মে অকৰ্ম এবং অকৰ্মে কৰ্ম দেখেন, মানব-
মধ্যে তিনি পণ্ডিত, তিনি সৰ্বকৰ্মনিরত যোগী ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—যিনি দেহাদি চেষ্টা রূপ কৰ্মমধ্যেও কৰ্মহীনতা এবং
কৰ্মাভাবেও কৰ্মের বিচ্যুততা উপলব্ধি করিতে সক্ষম, মানবজাতির
মধ্যে তিনিই পণ্ডিত ; তাদৃশ ব্যক্তি আহার বিহারাদি বাবতীয়
সাংসারিক কার্যে লিপ্ত থাকিলেও, বস্তুতঃ যোগী পুরুষের ন্যায়
সৰ্বব্যাপারে নিলিপ্ত ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিং পুনস্তৎ কৰ্মাদেববোধকং বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতমুচ্যতে
কৰ্মগীতি । কৰ্মণি কৰ্ম ক্রিয়ত ইতি ব্যাপারমাাত্রং তস্মিন্ কৰ্মণি, অকৰ্ম কৰ্মাভাবং যঃ
পশ্যেদকৰ্মণি চ কৰ্মাভাবে কৰ্ত্তৃত্বত্বাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্তোৰ্দ্ধ্বপ্রাপৌব হি সৰ্ব এব ক্রিয়াকার-
কাদিব্যবহারোহবিজ্ঞাতমাবেব কৰ্ম যঃ পশ্যেৎ যঃ পশ্যতি স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তোযোগী
চ কৃৎস্নকৰ্মকৃৎ সমস্তকৰ্মকৃৎ, স ইতি স্মৃতে, কৰ্মাকৰ্মগোব্রিতরেতরনর্থী । নহু কিমিদং
বিরুদ্ধমুচ্যতে কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্যেদিত্যকৰ্মণি চ কৰ্মেতি, ন হি কৰ্মাকৰ্ম শ্রাদ্ধকৰ্ম বা কৰ্ম,
তত্র বিরুদ্ধং কথং পশ্যেৎ ত্রুটী । নহকৰ্মৈব পরমার্থতঃ সৎকৰ্মবদবতাসতে মুচ্যতেইদংকৃত্য,
তথা কৰ্মৈবাকৰ্মবৎ, তত্র বথাত্তদৰ্শনার্থমাহ ভগবান্ কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্যেদিত্যদি, অতো ন
বিরুদ্ধং বুদ্ধিব্যাখ্যাপপত্তেচ, বোধব্যমিতি চ বথাত্ততঃ দৰ্শনমুচ্যতে, ন চ বিপরীতজ্ঞানাদন্তা-
ন্যোকণং শ্রাব্যং, যৎ জ্ঞানো বোধ্যসেহন্তাভাদিতি চোক্তং, তস্মাৎ কৰ্মাকৰ্মণী বিপর্যায়ণ গৃহীতে
প্রাণিত্তিত্ত্বপৰ্যায় গ্রহণনিবৃত্তার্থং ভগবতো বচনং কৰ্মণ্যকৰ্ম য ইত্যাদি, ন চাত্ৰ কৰ্মাধি-
করণমকৰ্মান্তি কৃৎস্ন বদরাগিব, নাপ্যকৰ্মাধিকরণং কৰ্মান্তি কৰ্মাভাববাদকৰ্মগোহতো বিপ-
রীতে গৃহীতে এব কৰ্মাকৰ্মণী লৌকিকৈঃ, বথা মৃগতৃক্ষিকারামৃদকং শুক্লিকার্যং বা রজতম্ ।
নহু কৰ্ম কৰ্মৈব সৰ্বেষাং ন কচিং ব্যতিচরতি, তত্র নোহন্ত্যাবি গচ্ছত্যং তটস্থেবগতিকেষু
নগেষু প্রতিকূলগতিদৰ্শনাৎ দুৰেষু চক্ষুবোহসন্নিকটেবু গচ্ছৎসু পত্যাভাবদৰ্শনাদেববিহাপ্য-

কৰ্ম্মণি অহং করোমীতি কৰ্ম্মদৰ্শনং কৰ্ম্মণি চাকৰ্ম্মদৰ্শনং বিপরীতদৰ্শনং যেন তন্নিরাকর-
ণার্থমুচ্যতে কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ পশ্চেদিত্যাদি । তদেতদুক্তপ্রতিবচনমপ্যসক্লভতাস্ত্রবিপরীতদৰ্শন-
ভাবিতয়া মোহমুহমানো লোকঃ শ্রুতমপ্যসক্লং তস্বং বিশ্বতা মিথ্যাশ্রয়ঙ্গমবতাব্যাবতাব্য
চোদয়তীতি পুনঃ পুনরুত্তরমাহ ভগবান, দুৰ্ব্বিজ্ঞেয়ত্বকালক্ষ্যবস্তনঃ “অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়ং,
ন জায়তে ম্রিয়তে” ইত্যাদিনাশ্চনি কৰ্ম্মাভাবঃ শ্রুতিস্মৃতিশ্রায়প্রসিদ্ধ উক্তো বক্ষ্যমাণস্ত
তন্নিরাস্ত্রানি কৰ্ম্মাভাবে অকৰ্ম্মণি কৰ্ম্মবিপরীতদৰ্শনমত্যন্তনিরূঢ়ং, যতঃ “কিং কৰ্ম্ম কিমকৰ্ম্মেতি
কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ” দেহাশ্রয়শ্রয়ঃ কৰ্ম্মাশ্রয়ধারোপায়াঃ কৰ্ত্তা, মমৈতৎ কৰ্ম্ম ময়াস্ত
কৰ্ম্মণঃ কলং ভোক্তব্যমিতি চ, তথাহং তুষ্ণীং ভবামি যেনাহং নিরায়াসোহকৰ্ম্মা সূখী
শ্রামিতি কার্য্যকরণাশ্রয়ব্যাপারো পরমং কৰ্ম্মৈব তৎকৃতঞ্চ সুখিত্বমাত্মশ্রয়ধারোপা ন করোমি ।
কিঞ্চ তুষ্ণীং সুখমাসমিত্যভিমন্ততে লোকন্তজ্ঞেদং লোকস্ত বিপরীতদৰ্শনাপনয়নায়মাহ
ভগবান্ কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ পশ্চেদিত্যাদি । অত্র চ কৰ্ম্ম কৰ্ম্মৈব সংকার্য্যকরণাশ্রয়ঃ কৰ্ম্মরহিতে-
হবিক্রিয়ে আশ্চিন্দি সৰ্ব্বৈরধ্যাত্বং, যতঃ পণ্ডিতোহপ্যাহং করোমীতি মন্ততে অত আশ্চিন্দমবেত-
তয়া সৰ্ব্বলোকপ্রসিদ্ধে কৰ্ম্মণি নদীকুলস্থেযিব বৃক্ষেষু গতিঃ প্রাতিলোম্যানাতোহকৰ্ম্ম
কৰ্ম্মাভাবং যথাভূতং গত্যাভাবমিব বৃক্ষেষু যঃ পশ্চেৎ অকৰ্ম্মণি চ কার্য্যকরণব্যাপারোপরমে
কৰ্ম্মবৎ আশ্রয়ধারোপিতে তুষ্ণীমকুৰ্ব্বন্ সুখমাসে ইত্যাহকার্য্যভিসন্ধিহেতুত্বাৎ তন্নি-
অকৰ্ম্মণি চ কৰ্ম্ম যঃ পশ্চেৎ য এবং কৰ্ম্মাকৰ্ম্মবিভাগজঃ স বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতো মনুষ্যোবু স
যুক্তো যোগী কৃৎস্নকৰ্ম্মক্লুপ্ত সোহন্তভাষ্যোক্তিতঃ কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ ।

অয়ং শ্লোকোহন্তথা ব্যাখ্যাতঃ কৈশ্চিৎ । কথং নিত্যানাং কিল কৰ্ম্মণ্যামীশ্বরার্থেহুষ্ণী-
মানানাং তৎফলাভাবাদকৰ্ম্মাণি তাহুচ্যন্তে গোণ্যা বৃত্ত্যা তেষাংকারণমকৰ্ম্মতচ্চ প্রত্য-
বায়কলত্বাৎ কৰ্ম্মোচ্যতে গোণোব বৃত্ত্যা তত্র নিত্যে কৰ্ম্মণি অকৰ্ম্ম যঃ পশ্চেৎ ফলা-
ভাবাৎ যথা খেচুরপি গৌরগৌরচ্যতে ক্ষীরাখ্যং ফলং ন প্রযচ্ছতীতি তদ্বৎ, তথা নিত্যাকরণে
ত্বকৰ্ম্মণি কৰ্ম্ম যঃ পশ্চেৎ নরকাদিপ্রত্যবায়ফলং প্রযচ্ছতীতি, নৈতৎ যুক্তং ব্যাখ্যানমেবং
জ্ঞানাদন্তভাষ্যোক্তানুপপত্তেৰ্জ্ঞানত্বা মোক্ষ্যসেহন্তভাদিতি ভগবতোক্তং বচনং বাধ্যত,
কথং নিত্যানামহুষ্ঠানাদন্তভাৎ শ্রান্নাম মোক্ষণং, ন তু তেষাং ফলাভাবজ্ঞানং ন হি
নিত্যানাং ফলাভাবজ্ঞানমন্তভুক্তিকলত্বেন চোদিতং নিত্যকৰ্ম্মজ্ঞানং বা, ন চ ভগবতৈ-
বেহোক্তং এতেনাকৰ্ম্মণি কৰ্ম্মদৰ্শনং প্রত্যু-
ক্তং, ন হ্যকৰ্ম্মণি কৰ্ম্মেতি দৰ্শনং কৰ্ত্তব্যত্বেরহ
চোত্ততে, নিত্যস্ত তু কৰ্ত্তব্যতামাত্রং, ন চাকরণান্নিত্যস্ত প্রত্যবায়ো ভবতীতি বিজ্ঞানং
কিঞ্চিৎ ফলং শ্রান্নাপি নিত্যাকরণং জ্ঞেয়ত্বেন চোদিতং, নাপি কৰ্ম্মাকৰ্ম্মেতি মিথ্যাদৰ্শনাদন্ত-
ভাষ্যোক্তং, ন চ বুদ্ধিমতঃ যুক্ততা কৃৎস্নকৰ্ম্মক্লুপ্তিত্যাদি চ ফলমুপপত্ততে স্তুতিৰ্কা
মিথ্যাজ্ঞানমেব হি সাক্ষাদন্তভরূপং কূতোহন্ত্রাদন্তভাষ্যোক্তং, ন হি তমন্তমসো নিবর্তকং,
ভবতি । নহু কৰ্ম্মণি চাকৰ্ম্মদৰ্শনং অকৰ্ম্মণি বা কৰ্ম্মদৰ্শনং ন তৎ মিথ্যাজ্ঞানং কিং তহি
গৌণং ফলাভাবাত্তাবনিমিত্তং, ন কৰ্ম্মাকৰ্ম্মবিজ্ঞানাদপি গৌণং, ফলশ্রবণায়াপি

ঐতহাশ্রুতপরিকল্পনয়া কশ্চিৎশেষো লভ্যতে অশ্বেনাপি শকাং বক্তুং নিত্যকৰ্ম্মণাং
কণং নাস্ত্যকরণাচ্চ তেষাং নরকপাতঃ শ্রাদ্ধিতি, তত্র ব্যাঞ্জন পরব্যামোহরূপেণ কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম
যঃ পশ্চদিত্যাদিনা কিং তলৈবং ব্যাচক্ষাণেন ভগবতোক্তং বাক্যং লোক ব্যামোহার্থমিতি
ব্যক্তং কল্পিতং শ্রাম চৈতচ্ছবরূপেণ বাক্যেন রক্ষণীয়ং বক্ত, নাপি শব্দান্তরেণ পুনঃ পুন-
রুচ্যমানং বক্তব্যং সুবোধ্যং শ্রাদ্ধিতোবং বক্তুং যুক্তং, “কৰ্ম্মণোবাধিকারন্তে” ইত্যত্র হি
স্ফুটতর উক্তোহর্থো ন পুনরুক্তব্যো ভবতি সৰ্বত্র চ প্রশস্তং সুবোধব্যক্ত কৰ্ত্তব্যমেব, ন
নিশ্চয়োজনং বোধব্যমিত্যাচ্যতে, ন চ মিথ্যাজ্ঞানং বোধব্যং ভবতি, তৎ প্রতাপস্থাপিতকা-
বস্থাভাসং, নাপি নিত্যানামকরণাদভাবাৎ প্রত্যাবায়োৎপত্তিঃ, “না সতো বিদ্যতে ভাবঃ”
ইতি বচনাৎ, কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি চ দর্শিতং, অসতঃ সজ্জন্ম প্রতিষেধাৎ অসতঃ সত্বপত্তিঃ
ক্ৰেবতা অসদেব সত্তবেৎ সচাপ্যাসত্তবেদিত্যুক্তং শ্রাৎ, তচ্চাপ্যুক্তং সৰ্বপ্রমাণবিরোধায় চ
নিষ্ফলং বিদধ্যাৎ কৰ্ম্মশাস্ত্রং হুঃখরূপত্বাৎ, হুঃখস্ত চ বুদ্ধিপূৰ্ব্বকতয়া কার্যত্বানুপপত্তেঃ,
তদকরণে চ নরকপাতাত্তাপগমে অনর্থট্রৈবোভয়ধাপি করণে অকরণে চ শাস্ত্রং নিষ্ফলং
কল্পিতং শ্রাৎ স্বাত্ত্বাগমবিরোধচ নিতাং নিষ্ফলং কৰ্ম্মেতাত্তাপগম্যতে মোক্ষফলাধেতি
ক্ৰেবতঃ তস্মাদবধাশ্রুত এবার্থঃ কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম ইত্যাদেত্তথা চ ব্যাখ্যাতেহস্মাভিঃ শ্লোকঃ ॥ ১৮ ॥

আনন্দগিরি ।—উত্তরশ্লোকমাকাজ্জাপূৰ্ব্বকমুপাদন্তে কিং পুনরিতি । প্রথম-
পাদশ্লোকরোখমর্থং কথয়তি কৰ্ম্মণীত্যাদিনা । দ্বিতীয়পাদশ্লোপি শব্দপ্রকাশিতমর্থং
নির্দিষ্টমিতি অকৰ্ম্মণি চেতি । কৰ্ম্মাভাবে যঃ কৰ্ম্ম পশ্ততীতি সম্বন্ধঃ । প্রবৃত্তেবেব
কৰ্ম্মত্বানিবৃত্তেত্তদভাবত্বাৎ তত্র কথং কৰ্ম্মদর্শনমিত্যাশঙ্ক্য দ্বয়োরপি কারকাদীনত্বেনা-
বিশেষমভিপ্রেতাহ কৰ্ত্তৃত্বত্বাদিতি । প্রবৃত্তাবিব নিবৃত্তাবপি কৰ্ম্মদর্শনমবিরুদ্ধমিতি
শেষঃ । নহু নিবৃত্তেৰ্দ্ধীনত্বাৎ কারকনিবন্ধনাভাবায় তত্র কৰ্ম্মদর্শনং, যজ্ঞাতে তত্রাহ
বদ্বিতি । ক্রিয়াকারককলব্যবহারস্ত সৰ্বপ্রাবিত্তাবহস্যামেব প্রবৃত্তত্বাদন্তসংস্পর্শশূন্যত্বাৎ
প্রবৃত্তিবিন্নিবৃত্তাবপি যঃ কৰ্ম্ম পশ্ততি স মহুষোষু বুদ্ধিমানিতি সম্বন্ধঃ । কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম অকৰ্ম্মণি চ
কৰ্ম্ম পশ্ততো বুদ্ধিমন্তঃ যুক্তত্বং সমস্তকৰ্ম্মকৰ্ত্তৃত্বঞ্চ কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইতি স্মৃত্য ইতি । শ্লোকস্ত
শব্দোৎসেধেৰ্ধে দর্শিতে তাৎপর্যার্থাপরিজ্ঞানান্নিখোনিরোধং শব্দতে নব্বিতি । কথমিদং
বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ কৰ্ম্মণীতি । বিবরসপ্তমী বা শ্রাদ্ধিকরণসপ্তমী বেতি বিকল্যাণ্ডেহস্তা-
কারং জ্ঞানমন্তালম্বনমিতি স্পষ্টো বিরোধঃ শ্রাদ্ধিত্যাহ ন ইতি । অন্তস্তান্ত্রাত্মযোগাৎ
কৰ্ম্মাকৰ্ম্মণোরভেদাসম্ভবাদকৰ্ম্মাকারং কৰ্ম্মাবলম্বনং জ্ঞানমযুক্তমিত্যর্থঃ । দ্বিতীয়ং দ্বয়তি
তত্ত্বেতি । কৰ্ম্মণ্যধিকরণে ততো বিরুদ্ধমকৰ্ম্ম কথমাধেয়ং ত্রষ্টা ত্রষ্ট্রমীটে, ন হি কৰ্ম্ম-
কৰ্ম্মণোশ্চিধোবিরুদ্ধয়োরাধারাদেয়তাবঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ । বিবরসপ্তমীমুপেত্যা সিদ্ধান্তী পরি-
হরতি নবকৰ্ম্মৈবেতি । লোকস্ত সূচনৃষ্টেৰ্কিবেকবর্জিতস্ত পরমার্থতো ব্রহ্মাকৰ্ম্মাক্রিয়মেব
সৎ, ত্রাস্ত্যা কৰ্ম্মসহিতং ক্রিয়াবদ্বিব প্রতিভাতীত্যাক্যর্থঃ । পরস্পরাধ্যাসমুপেত্যোক্তং
তথেন্ধি । যথা খরকৰ্ম্মব্রহ্মবহুপলভ্যতে তথা কৰ্ম্ম সক্রিয়মেব বৈজ্ঞঃ অক্রিয়ে ব্রহ্মণ্যধি-

ঠানে সংস্কেতং তদ্ব্যভূতীত্যক্ষরযোজনা । কৰ্ম্মাকৰ্ম্মণোরিতরেতরাধ্যাসে সিদ্ধে সমাগদর্শন-
 সিদ্ধার্থং ভগবতো বচনমুচিতমিত্যাহ তত্রৈতি । যথা যদিৎ রজতমিতি প্রতিপন্নং তদিদানীং
 শুক্লিশকলং পশ্যেতি ভ্রমসিদ্ধরজতরূপবিষয়ানুবাদেন তদধিষ্ঠানং শুক্লিমাভ্রমূপদিষ্টতে,
 তথা ভ্রমসিদ্ধকৰ্ম্মাশ্রয়কবিষয়ানুবাদেন তদধিষ্ঠানং কৰ্ম্মাদিরহিতং কূটস্থং ব্রহ্ম ভগবতা
 ব্যাপদিষ্টতে, তথা চ ভগবৎচনমবিরুদ্ধমিত্যাহ অত ইতি । ইতচ্চাধ্যারোপিতকৰ্ম্মাশ্রয়বাদ-
 পূর্বকং তদধিষ্ঠানস্ত কৰ্ম্মাদিরহিতস্ত নির্বিশেষস্ত ব্রহ্মণো ভগবতা বোধ্যমানত্বাৎ তত্র
 বিরোধাশঙ্কাবকাশো ভবতীত্যাহ বুদ্ধিমত্বাদিতি । কূটস্থং ব্রহ্মণোহন্তস্ত সৰ্ব্বস্ত মায়ামাত্রত্বাৎ ।
 অস্তজ্ঞানাদ্ভূক্তিমত্বমুক্তসৰ্ব্বকৰ্ম্মকৃত্বানামমুপপত্তেরত্র চ বুদ্ধিমানিত্যাदिনা । বুদ্ধিমত্বাদিনির্দে-
 শাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাদেব তদুপপত্তেঃ সৰ্ব্বাবক্ৰিয়রহিতং ব্রহ্মজ্ঞানমেব বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ ।
 বোধশব্দস্ত সমাগজ্ঞানে প্রসিদ্ধত্বাৎ কৰ্ম্মাকৰ্ম্মবিকৰ্ম্মণাং স্বরূপং বোদ্ধব্যমন্তীতি বদতা
 সমাগজ্ঞানোপদেশস্ত বিবক্ষিতত্বাদপি কূটস্থং ব্রহ্মাত্মাভিপ্ৰেতমিত্যাহ বোদ্ধব্যমিতি ।
 কলবচনপর্যাণোচনারামপি কূটস্থং ব্রহ্মাত্মাভিপ্ৰেতং প্রতিভাতীত্যাহ ন চেতি । সমাগ-
 জ্ঞানাধীনকলমত্র ন প্রতীতিত্যাগত্বাহ যজ্ঞজ্ঞাত্বৈতি । অধ্যারোপাপবাদার্থং ভগ-
 বৎচনমবিরুদ্ধমিত্যুপপাদিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি । তদ্বিপর্যায়ত্বাৎ তচ্ছব্দেন
 প্রাণিনো গৃহ্যন্তে । বিষয়সপ্তমৌপরিগ্রহেণ পরিহারমভিধায়াদিকরণ সপ্তমাপেক্ষে দর্শিতং
 দূষণমঙ্গীকারেণ পরিহরতি ন চেতি । ব্যবহারভূমিরত্রেতুচ্যুত্বাৎ, যোগ্যত্ব সত্যমুপলক্ষে-
 রিত্যর্থঃ । অকৰ্ম্মাদিকরণং কৰ্ম্ম ন সম্ভবতীত্যত্র হেতুস্বরমাহ কৰ্ম্মাভাবত্বাদিতি ।
 ন হি তুচ্ছাধিকরণত্বং কচ্চিদৃষ্টমিষ্টং বেত্যর্থঃ । নিরূপ্যমাণে কৰ্ম্মাকৰ্ম্মণোরধিকরণাধি-
 কৰ্ত্তব্যভাবাসম্ভবে কলিতমাহ অত ইতি । শাস্ত্রপরিচয়বিরহিণামধ্যারোপমুদাহরতি যথৈতি ।
 কৰ্ম্মাকৰ্ম্মণোরারোপিতত্বমুক্তমশুগ্রহমানঃ শব্দতে ন যিতি । কৰ্ম্ম কৰ্ম্মৈবেত্যত্রাকৰ্ম্ম-
 চাকৰ্ম্মৈবেতি দ্রষ্টব্যং, বিমতং সত্যমব্যভিচারিত্বাৎ ব্রহ্মবদিত্যর্থঃ । তত্র কৰ্ম্ম-
 তত্বতো নাব্যভিচারিকৰ্ম্মত্বান্নোহন্ত তটস্থবৃক্ষগমনবদিত্যব্যভিচারিত্বং কৰ্ম্মণ্যাসিদ্ধ-
 মিতি পরিহরতি তত্রৈতি । অকৰ্ম্ম চ তত্বতো নাব্যভিচারি কৰ্ম্মাভাবত্বাৎ, দূরপ্রদেশে
 চৈত্রমৈত্রাদিষু গচ্ছৎসেব চক্ষুশা সন্নিধানবিষুত্রেষু দৃশ্তমানগত্যাভাবাদিত্যাহ দূর ইতি ।
 দূরত্বাদেব বিশেষতঃ সন্নির্কর্ষবিরহিতেষু তেষু স্বরূপেণ চক্ষুঃসন্নির্কর্ষেণ চক্ষুশা গত্যাভাবদর্শ-
 নাদিতি যোজনা । গতিরহিতেষু তরুষু গতিদর্শনবৎ প্রকৃতে ব্রহ্মণ্যবিক্রিয়ে কৰ্ম্মদর্শনং
 সক্রিয়ে চ দ্বৈতপ্রপঞ্চে চিতিমৎস্ত চৈত্রাদিষু গত্যাভাবদর্শনবৎ কৰ্ম্মাভাবস্ত বিপরীতদর্শনং
 যেন হেতুনা সম্ভবতি তেন তস্ত বিপরীতদর্শনস্ত নিরসনার্থং ভগবৎচনমিতি দাষ্টান্তিকং
 নিগময়তি এবমিত্যাदिনা । নহু কৰ্ম্ম তদভাবরোরোরোপিতত্বাদবিক্রিয়স্ত ব্রহ্মণো জ্ঞান-
 মাত্রমভিপ্ৰেতং চেৎ অব্যাক্তোহয়মচিহ্নোহয়ং ন জায়তে ত্রিরতে বা^১ ইত্যাদিনা পৌনরুক্ত্যং
 প্রাপ্তং তত্রৈব ব্রহ্মাত্মনো নির্বিকারত্বস্তোক্তত্বাদিতি তত্রাহ তদেতদিতি । তদেতদ্ব্যাস্ত্রনি-
 শ্চিতং সক্রিয়ত্বমসকৃত্বকং প্রতিবচনমপি নির্বিকারাত্মবত্বপেক্ষাত্যন্তবিপরীতদর্শনং

নিখ্যাক্তানং তেন ভাবিত্বং তৎসংস্কারপ্রচয়বৎ ততোহতিশয়েন মোহমাপদামানো লোকঃ
 ঐশ্বর্যমপি তৎসং বিস্মৃতা পুনর্যৎকিঞ্চিৎ প্রসঙ্গমাপাদ্য সক্রিয়ত্বমেবাত্মনশ্চোদয়তীতি
 পুনঃ পুনঃস্বভূতমুত্তরং ভীষণানভিধন্তে, বস্তুনশ্চ দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ পুনঃপুনঃ প্রতিপাদনং
 তত্তদ্রমনিরাকরণার্থমুপযুক্ত্যতে । তথা চ নাস্তি পুনরুক্তিরিত্যর্থঃ । অসঙ্কুতত্বপ্রতিবচন-
 মেবামুদয়তি অব্যাক্তোহয়মিতি । কৰ্ম্মাভাব উক্ত ইতি সম্বন্ধঃ । উক্তস্য “ন জায়তে
 ত্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ” ইত্যাদিশ্রুতৌ প্রকৃতস্বতাবসঙ্গত্বাদিত্যয়েন চ প্রসিদ্ধত্বমস্তুতীতাহ
 ঐশ্বর্যতীতি । ন কেবলমুক্তঃ কৰ্ম্মাভাবঃ কিন্তু সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি মনসা সম্যাসোত্যাদৌ বক্ষ-
 মাণশ্চেত্যাহ বক্ষ্যমাণশ্চেতি । নহু কৰ্ম্মণাং দেহাদিনির্কৰ্ত্তকত্বেন ত্রৈবিধ্যাৎ কূট-
 স্বভাবত্বাত্মনোহসঙ্গত্বাৎ তদ্ব্যাপাররূপস্ত কৰ্ম্মণোহপ্রসিদ্ধত্বাৎ । ন তস্মিন্নকৰ্ম্মণি বিপরীতস্ত
 কৰ্ম্মণো দৰ্শনং সিধ্যতীত্যশঙ্ক্যাহ তস্মিন্নিতি । কৰ্ম্মৈব বিপরীতং তস্ত দৰ্শনমিতি
 বাবৎ অহং কৰ্ত্তেত্যাত্মসমানাধিকরণস্ত ব্যাপারস্তাহুত্বাৎ কৰ্ম্মভ্রমস্তাবদাত্মত্বাত্ম-
 রূঢ়োহস্তুতীত্যাৰ্থঃ । আত্মনি কৰ্ম্মবিভ্রমোহস্তুতীত্যা হেতুমাং যত ইতি । আত্মনো নিক্রিয়ত্বে
 কৃতস্তস্মিন্ যথোক্তো বিভ্রমঃ সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ দেহেতি । ইদানীনাশ্চ কৰ্ম্মভ্রম-
 মুদাহরতি তথেষ্টাদিনা । যথা শুভৌ স্বাভাবিকমরূপাঘং রূপাত্মমারোপিতং তদভাবোহ-
 প্যারোপ্যভাবত্বাদারোপপক্ষপাতী তথাত্মনোহপি স্বাভাবিকমবিক্রিয়ত্বং পুনরধ্যস্তং তদ-
 ভাবত্বাৎ কৰ্ম্মাভাবোহপ্যধ্যস্ত এবৈতি মতানঃ সম্মুপসংহরতি তত্রৈদমিতি । আত্মনি
 কৰ্ম্মাদিবিভ্রমে লৌকিকে সিদ্ধে সতি এবং কৰ্ম্মণীত্যাদিবচনং তৎপরিহারার্থং ভগবান্নুক্ত-
 বানিত্যর্থঃ । সম্প্রভূত্বেন্ত্বেহর্থে শ্লোকাক্রমসম্বয়ং দৰ্শয়িতুং কৰ্ম্মণীত্যাদিব্যাচিধ্যাত্মঃ
 ভূমিকাং কৰোতি অত্র চেতি । ব্যবহারভূমৌ কার্য্যাকরণাধিকরণং কৰ্ম্ম যেনৈব
 রূপেণ ব্যবস্থিতং সদাত্মত্ববিক্রিয়ে কার্য্যাকরণাধোপগম্যারেণ সৰ্ব্বৈরারোপিতমিত্যত্র
 হেতুমাং যত ইতি । অব্যবহিকানস্ত কৰ্ত্তৃত্বাভিমানঃ স্তুতরামিতি বক্তুমপিশব্দঃ ।
 আত্মনি কৰ্ম্মরহিতে কৰ্ম্মারোপে দৃষ্টান্তমাহ নদীতি । এবমাত্মনি কৰ্ম্মারোপমুপপাদ্য
 প্রথমপাদ্যং ব্যাচষ্টে অত ইতি । আরোপবশাদাত্মনিষ্ঠত্বেন কৰ্ম্মণি সৰ্বলোকপ্রসিদ্ধে
 কৰ্ম্মাভাবঃ যঃ পশ্যেৎ স বুদ্ধিমানিতি সম্বন্ধঃ, অকৰ্ম্মদৰ্শনস্ত যথাত্মত্বং সম্যক্ত্বম্ ।
 তত্র দৃষ্টান্তমাহ গতাভাবমিবেতি । দ্বিতীয়পাদং ব্যাকরোতি অকৰ্ম্মণি চেতি । অধ্যা-
 রোপমভিনয়তি তুচ্ছীমিতি । অকৰ্ম্মণি কৰ্ম্মদৰ্শনে যুক্তিমাহ অহকারেতি । “পূৰ্ব্বার্জে-
 নোক্তমনুজ্ঞোত্তরার্জে বিভজ্যতে য এবমিতি ।

আত্মনি কার্য্যাকরণসংঘাতসমারোপদ্বারেণ তদ্ব্যাপারমাত্রে কৰ্ম্মণি শুক্তিকার্য্যমিব
 রজতমারোপিতে বিষয়ে তদভাবকৰ্ম্ম বস্তুতো যো রজতভাববদহুতবতি অকৰ্ম্মণি
 চ সংঘাতব্যাপারোপরমে তদ্বারা স্বাত্মত্বং তুচ্ছীমাসে সূখমিত্যারোপিতে গোচরে
 কৰ্ম্মাহকার্য্যহেতুং বস্তুত্বতো মন্ততে সৰূপাতদভাববিভাগহীনশক্তিমাত্রবদাত্মাত্মাঃ কৰ্ম্ম-
 তদভাববিভাগশূন্যং কূটং পরমার্থতোহবগচ্ছন্ বুদ্ধিমানিত্যাদিস্তিমোগ্যাতাং গচ্ছতীত্যেবং

স্বাভিপ্ৰায়েণ শ্লোকং ব্যাখ্যায় অত্র বৃত্তিকারব্যাখ্যানমুখ্যপরিতি অয়মিতি । অন্তথা
ব্যাখ্যানমেব প্রেরণায়া একটয়তি কথমিত্যাदिना । ঈধরার্থেনাহুষ্ঠানে কলাভাববচনং
বাহতমিতি মত্বাহ কিলেতি । নিত্যানামকর্ষমগ্রসিদ্ধিমিত্যাশঙ্ক্য কলরাহিত্যগুণ-
যোগাৎ তেষকর্ষমব্যবহারঃ সিধ্যাতীতাহ গোণোতি । নিত্যানামকরণং মুখ্যবৃত্তৈবাব-
কর্ষমশ্ববাচ্যমিত্যাহ তেবাঞ্চেতি । তত্র কর্ষমশ্বস্ত্র প্রত্যবায়াদ্যকলহেতুত্বগুণযোগাৎ
গৌণেব বৃত্ত্যা প্রবৃত্তিরিত্যাহ তচেতি । পাতনিকামেবং কৃষ্টা শ্লোকাঙ্করাণি ব্যাচটে
তত্রেত্যাदिना । অকর্ষণি চেত্যাদি ব্যাকরোতি তথেতি । সবুদ্ধিমানিত্যাди পূর্ববৎ ।
পরকীয়ং ব্যাখ্যানং বৃন্দন্ততি নৈতদিতি । নিত্যং কর্ষাকর্ষ নিত্যাকরণং কর্ষেতি
জ্ঞানং হুরিতনিবৃত্তাহুপপত্তেৰ্গবহচনং বৃত্তিকারমতে বাধিতং স্তাদিতার্থঃ । “ধর্মণ
পাপমপমুদতি” ইতি ক্রতের্নিত্যাহুষ্ঠানাৎ হুরিতনিবর্হণপ্রসিদ্ধেত্তদহুষ্ঠানস্ত কলান্তরাভাবাৎ
তদকর্ষেতি জ্ঞাহুষ্ঠানে ক্রিয়মাণে কথমন্তত্করো নেতি শব্দতে কথমিতি । “ক্ষেত্রজন্তেশ্বর-
জ্ঞানাদিগুহিঃ পরমা মতা” ইতি স্মরণাৎ কর্ষণাত্যস্তিকান্তভক্ষরাভাবেহ্যদৌক্যত পরিহরতি
নিত্যানামিতি । নিত্যাহুষ্ঠানাদন্তত্করোহপি নাস্মিন্ একরণে তদ্বিবক্ষিতং, বজ্জ্ঞাহু
মোকাসেংগুতাদিতি জ্ঞানাদন্তত্করস্ত্র প্রতিজাতত্বাৎ, ন চ তজ্জ্ঞানকলাভাববিষয়মেবিতব্য-
মিত্যাহ ন ষিতি । অন্ততস্ত্র কলাভাবজ্ঞানকার্যত্বাভাবাৎ ন কলাভাবজ্ঞান (দন্তত) কয়ঃ
সিধ্যাতীতার্থঃ । কিকাতীজ্রিহোহর্থঃ শাজ্জারিস্টীয়তে, ন চ নিত্যকর্ষণাৎ কলাভাব-
জ্ঞানাদন্ততনিবৃত্তিরিত্যত্র শাজ্জমস্তীতাহ ন হীতি । নিত্যাকরণং কর্ষেতি জ্ঞানমপি
নান্ততনিবৃত্তিকলত্বেন চোদিতমস্তীতাহ নিত্যকর্ষেতি । ভগবহচনমেবাত্র প্রমাণমিত্যা-
শঙ্ক্যাহ ন চেতি । সাধারণমেব যৎ জ্ঞাহেত্যাদি ভগবতো বচনং ন তু নিত্যানাং কলাভাবঃ
জ্ঞাহেতি বিশেষবিষয়মিতার্থঃ । অন্ততমোকণাসন্তবপ্রদর্শনেন কর্ষণাকর্ষদর্শননিরাকরণ-
স্ত্রায়োনাকর্ষণি কর্ষদর্শনং নিরাকরোতি এতেনেতি । নামাদিবু কলার ত্রক্ষদৃষ্টিবদকর্ষণপি
কলার্থঃ । কর্ষদৃষ্টিবিধানাচ্চান্ততমোকণাহুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি । অত্র হি শ্লোকে
নিত্যস্ত কর্তব্যতামাত্রং পরমতে বিবক্ষিতমত্যাশঙ্ক্যপি কর্ষদর্শনং বিধীয়তে, তৎকলার্যেতি
কলনাপরস্ত্র : সিদ্ধান্তবিক্রোচেত্যাহ নিত্যস্ত ষিতি । পরমতেহপি নিত্যস্ত কর্তব্যতামাত্রমত্র
শ্লোকে ন বিবক্ষিতং কিন্তু নিত্যাহুষ্ঠানে প্রবৃত্তিসিদ্ধার্থঃ নিত্যাকরণাৎ প্রত্যবায়ো
ভবতীতি জ্ঞানমপি কর্তব্যত্বেনাত্র বিবক্ষিতমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ নচেতি । ন তাবৎ প্রবৃত্তিরস্ত্র
বিজ্ঞানস্ত্র কলং নিরোগাদেব তহুপপত্তের্নাপি কলান্তরমহুপলভ্যতাহকলত্বাদকরণাৎ
প্রত্যবায়ো ভবতীতি জ্ঞানং, নাত্র কর্তব্যত্বেন বিবক্ষিতমিতার্থঃ । কিকাকরণে কর্ষদৃষ্টিঃ
বিধাবকরণস্ত্রালখনত্বেন প্রধানত্বাৎ জ্ঞেয়ত্বং বক্তবাং, তচ্চ তুচ্ছত্বাহুপপন্নমিত্যাহ নাপীতি ।
অকরণস্ত্রাসতো নামাদিবদাশ্রয়ত্বেন দর্শনাসন্তবেহপি সামানাদিকরণোনেদং রজতমিতিবদর্শনং
তবিষয়তীত্যাশঙ্ক্যাহ নাপি কর্ষেতি । আদিগত্বেন সর্বোৎকর্ষাদি গৃহতে, কলবত্বঃ স্ততির্কা
সম্যাজ্ঞানস্ত্র যুক্তং ন মিথ্যাজ্ঞানসাহুপপত্তেরিতার্থঃ । স্বপ্নে মিথ্যাজ্ঞানমপি কলবহুপলভ-

মিত্যাশক্য মিথ্যাজ্ঞানশ্রান্ত্তাবিরোধিত্বায় তস্মাস্তত্ত্ববৃত্তিরিত্যাহ মিথ্যাজ্ঞানমেবেতি ।
 অন্ততাদেবান্ততানিবৃত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ ন হীতি । অব্যবহিকপূৰ্ব্বকমিদং ব্রহ্মত্বমিতি সদস্যতোঃ
 সামান্যধিকরণ্যামিথ্যাজ্ঞানং যুক্তং কৰ্ম্মাকৰ্ম্মণোস্ত বিবেকেন ভাসতোঃ সামান্যধিকরণ্য-
 ধীনং জ্ঞানং সিংহদেবদত্তরোরিব গোণং ন মিথ্যাজ্ঞানং ইতি শব্দতে নম্বিতি । কৰ্ম্মাকৰ্ম্মেতি
 দৰ্শনে কলাভাবো গুণঃ, অকৰ্ম্মাকৰ্ম্মেতি দৰ্শনে তু কলাভাবো গুণস্তত্ত্বমিত্ত্বমিদং জ্ঞানং
 গোণমিত্যাহ কলেতি । যথোক্তজ্ঞানশ্র গৌণত্বেহপি প্রামাণিককলাভাবায় তদগৌণতোচিত্তেতি
 দৃষয়তি নেত্যাদিনা । কৰ্ম্মাকৰ্ম্মেত্যাদিগৌণবিজ্ঞানোপপাদ্যাজ্ঞেন নিত্যকৰ্ম্মকৰ্ত্তব্যতয়া
 বিবক্ষিতত্বাদ্গৌণজ্ঞানশ্রাকলত্বমদৃষণমিত্যাশক্যাহ নাপীতি । জ্ঞানাদন্তভমোক্ষণশ্র শ্রতশ্র
 হানিরশ্রতশ্র নিত্যাহুষ্ঠানশ্র কলনেত্যেনে ন ব্যাপারগোরবেণ ন কশ্চিৎশেষঃ সিধ্যতীতার্থঃ ।
 উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি স্বশব্দেনেতি । নরকপাতঃ শ্রাদতো বিধেরেবাহুষ্ঠেয়ানি তানীতি শেষঃ ।
 যথোক্তবাচকশব্দপ্রয়োগাদেবাপেক্ষিতার্থসিদ্ধিসম্ভবে ভগবতো ব্যাজবচনকলনমহুচিতমিত্যাহ
 তজ্জেতি । প্রকৃতে শ্লোকে বৃত্তিকৃত্যং ব্যাখ্যানেন পরমাপ্তশ্চেব ভগবতো বিপ্রলম্ব-
 কত্বমাপাদিতমিতি তদীয়ং ব্যাখ্যানমুপেক্ষিতব্যমিতি কলিতমাহ তত্ৰৈবমিতি । নিত্য-
 কৰ্ম্মাহুষ্ঠানসিদ্ধার্থং ব্যাজরূপমিতি ভগবৎচমুচিতমিত্যাশক্য স্বশব্দেনাপীত্যাদি প্রাপ্ত-
 পরিপাট্যপি তদহুষ্ঠানবোধনসম্ভবান্নৈবমিত্যাহ ন চৈতদিতি । বস্ত্তশব্দেন নিত্যকৰ্ম্মাহুষ্ঠান-
 মুচ্যতে । যথাস্থ প্রতিপাদনং সুবোধনসিদ্ধার্থং পোনঃপুন্তেন ক্রিয়তে, তথা নিত্যানামপি
 কৰ্ম্মণাং অহুষ্ঠানং কৰ্ম্মণ্যাকৰ্ম্মেত্যাदि । শব্দান্তরেণোচ্যমানং সুবোধঃ শ্রাদিত্তি
 ভগবতঃ শব্দান্তরং যুক্তমিত্যাশক্য তশ্র নিত্যাহুষ্ঠানবাচকত্বাবান্নৈবমিত্যাহ নাপীতি ।
 কিঞ্চ পূৰ্ব্বমেব নিত্যাহুষ্ঠানশ্র স্পষ্টমুপদিষ্টত্বায় তশ্র সুবোধনার্থং শব্দান্তরমপেক্ষিত-
 মিত্যাহ কৰ্ম্মণোবেতি । কৰ্ম্মাকৰ্ম্মাদিবিজ্ঞানব্যাজেন নিত্যকৰ্ম্মাহুষ্ঠানকৰ্ত্তব্যতায়াঃ
 তাৎপর্যমিত্যোত্তরিত্ত্বাকৃত্য কৰ্ম্মাকৰ্ম্মাদিদৰ্শনং গোণমিতি পক্ষে দৃষণান্তরমাহ সৰ্ব্বত্র
 চেতি । লোকে বেদে চ যথা প্রশস্তং দেবতাদিত্ত্বং যচ্চ কৰ্ত্তব্যমহুষ্ঠানার্হমগ্নিহোত্ৰাদি তদেব
 বোদ্ধব্যমিত্যুচ্যতে, ন নিক্ষেপং কাকদত্বাদি । কৰ্ম্মণ্যাকৰ্ম্মদৰ্শনং অকৰ্ম্মণি চ কৰ্ম্মদৰ্শনং
 গোণত্বাদেবাপ্রশস্তমকৰ্ত্তব্যকনাতত্ত্ববোদ্ধব্যমিতি বচনমৰ্থতীতার্থঃ । কিঞ্চ কৰ্ম্মদেৰ্ম্মায়ামাজ-
 ত্বাদ্গৌণমপি তদ্বিবরণ জ্ঞানং মিথ্যাজ্ঞানমিতি ন তস্য বোদ্ধব্যত্বসিদ্ধিরিত্যাহ ন চেতি ।
 মিথ্যাজ্ঞানশ্র বোদ্ধব্যত্বাবেহপি তদ্বিবরণশ্র বোদ্ধব্যতা সিদ্ধোদিত্যাশক্য বদ্ব্যভাসত্বান্নৈ-
 বমিত্যাহ তৎপ্রত্যাপস্থাপিতক্কেতি । বৎপুনরকরণস্য প্রত্যাবায়হেতুত্বং অকরণে গোণ্য
 বৃত্তা কৰ্ম্মশব্দপ্রয়োগে নিমিত্তমিতি তদ্বৃষয়তি নাপীতি । অকরণং প্রত্যাবায়ো-
 ভবতীত্যত্র শ্রুতিবৃত্তিবিরোধমতিধায় যুক্তিবিরোধমভিধাতি অসত্য ইতি । অসত্যঃ
 সজ্ঞপেণ ভবনমভবনক নিঃস্বরূপত্বাদমুপপন্নং নিরন্তরমন্ততত্ত্বস্য কিক্তিত্বাত্ত্বাপগমে
 সৰ্ব্বপ্রমাণানামপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাদিত্যাহ তজ্জেতি । বস্ত্তু নিত্যানাং কলরাহিত্যং তত্র-
 কৰ্ম্মশব্দপ্রয়োগে নিমিত্তমিতি তদ্বিরস্যাতি ন চেতি । ন কেবলং বিধ্যুদেধে স্বকলা-

ভাবান্নিত্যানাং বিধাতুপপত্তিরপি তু ধাত্বৰ্ণস্ত ক্লেশাত্মকত্বাৎ তত্র ঐক্যলভ্যতাবেনৈব
বিধিরবকাশমাদিদেদিত্যাহ হুঃখতি । হুঃখরূপস্তাপি ধাত্বৰ্ণস্ত সাধায়েন কাৰ্য্যস্বাত্ত্বিযয়ে
বিধিঃ শ্রাদ্ধিতি চেত্রেতাহ হুঃখস্ত চেতি । স্বর্গাদিফলাভাবেহপি নিত্যানামকরণনিমিত্ত-
নিরন্ননিবাসার্থঃ হুঃখরূপাণামপি শ্রাদ্ধমুঠৈরত্মিত্যাশঙ্ক্যাহ তদকরণে চেতি । ফলাভ-
বতাবেহপি মোক্ষসাধনত্বাৎ সুসুকুণা নিত্যানি কৰ্ম্মাণি অমুঠৈরানি ইত্যশঙ্ক্যাহ স্বাত্ম্যপ-
গমেতি । বৃত্তিকারব্যাখ্যানাসম্ভবে কলিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি । কোহসৌ যথাশ্রতোহর্থঃ
শ্লোকস্তেত্যাশঙ্ক্যাহ তথা চেতি ॥ ১৮ ॥

রামানুজ ।—কৰ্ম্মাকৰ্ম্মণোর্বোদ্ধবামাহ কৰ্ম্মণীতি । অকৰ্ম্মণকেনাত্ৰ কৰ্ম্মেতরং
প্রস্তুতমাত্মজ্ঞানমুচ্যতে কৰ্ম্মণি ক্রিয়মাণে এবাত্মজ্ঞানং যঃ পশ্চেৎ । অকৰ্ম্মণি চাত্মজ্ঞানে
বর্ত্তমান এব যঃ কৰ্ম্ম পশ্চেৎ কিমুক্তং ভবতি ক্রিয়মাণমেব কৰ্ম্মাত্মাধাত্মাত্মসন্ধানেন
জ্ঞানাকারং যঃ পশ্চেৎ তচ্চ জ্ঞানং কৰ্ম্মণাস্তর্গততয়া কৰ্ম্মাকারং যঃ পশ্চেদিত্যুক্তং ভবতি,
ক্রিয়মাণে হি কৰ্ম্মণি কৰ্ত্তৃত্বাত্মাধাত্মাত্মসন্ধানেন সতি তদ্ব্যয়ং সম্পন্নং ভবতি এবমাত্মাধা-
ত্মাত্মসন্ধানগর্ভং কৰ্ম্ম যঃ পশ্চেৎ স বুদ্ধিমান্ কৃত্ত্বশাস্ত্রার্থবিৎ মহম্বোষু যুক্তঃ মোক্ষার্থঃ
স এব কৃত্ত্বকৰ্ম্মকৃত্ত্ব কৃত্ত্বশাস্ত্রার্থকৃত্ত্ব ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর ।—তদেব কৰ্ম্মাদীনাং দুর্কিঞ্জেরত্বং দর্শয়মাহ কৰ্ম্মণীতি । পরমেখরারাদন-
লক্ষণে কৰ্ম্মণি কৰ্ম্মবিষয়ে অকৰ্ম্ম কৰ্ম্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্চেৎ তস্ত জ্ঞানহেতুত্বেন বদ্ধ-
কত্বাভাবাৎ অকৰ্ম্মণি চ বিহিতাকরণে কৰ্ম্ম যঃ পশ্চেৎ প্রত্যবায়োৎপাদকত্বেন বদ্ধহেতুত্বাৎ,
মহম্বোষু কৰ্ম্ম কুর্বাণেবু স বুদ্ধিমান্ বাবসায়াত্মকবুদ্ধিমত্বাচ্ছেষঃ, তং প্রত্যোতি স যুক্তো
যোগী তেন কৰ্ম্মণা জ্ঞানযোগাবাপ্তেঃ, স এব কৃত্ত্বকৰ্ম্মকর্ত্তা চ সর্বতঃ সংপ্রত্যোদকস্থানীয়ে চ
তস্মিন্ কৰ্ম্মণি সর্বকৰ্ম্মফলানামন্তর্ভাবাৎ, তদেবমাকরুক্ষোঃ কৰ্ম্মযোগাধিকারাবস্থায়ঃ
“ন কৰ্ম্মণামনারন্তাৎ” ইত্যাদিনোক্ত এব কৰ্ম্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতস্তৎপ্রপঞ্চরূপত্বাচ্চাত্ত
প্রকরণস্ত ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ, অনেনৈব যোগাক্রচাবস্থায়ঃ “যত্নাস্তরতিরেব শ্রাং” ইত্য-
দিনা যঃ কৰ্ম্মাত্মপযোগ উক্তস্ততাপ্যার্থাৎ প্রপঞ্চঃ কৃত্তো বেদিতব্যঃ, যদাকরুক্ষোরপি
কৰ্ম্মবদ্ধকং ন ভবতি, তদাক্রচস্ত কৃত্তো বদ্ধকিং শ্রাদ্ধিতাত্মপি শ্লোকো বুধ্যতে । যদা,
কৰ্ম্মণি দেহেজ্জিহ্বাদিবিপারে বর্ত্তমানেহপ্যাত্মনো দেহাদিবিষয়িরেকাত্মভবেন অকৰ্ম্ম
স্বাভাবিকং নৈকৰ্ম্ম্যমেব যঃ পশ্চেৎ, তথা অকৰ্ম্মণি চ জ্ঞানরহিতে হুঃখবুদ্ধ্যা কৰ্ম্মণাং
ত্যাগে কৰ্ম্ম যঃ পশ্চেৎ তস্ত প্রবৃত্তসাধায়েন মিথ্যাচারত্বাৎ । তদ্ব্যয়ং, “কৰ্ম্মেজ্জিহ্বাণি সংযম্য”
ইত্যাদিনা । য এবমুতঃ স তু সর্বেষু মহম্বোষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ, তত্র হেতুর্ভূতঃ কৃত্ত্বানি
সর্বাপি যদৃচ্ছা*প্রাপ্তানি আহারাদানি কৰ্ম্মাণি কুর্স্বন্নপি স যুক্ত এব অকর্ত্ত্বাত্মজ্ঞানেন
সমাধিঃ এবত্যর্থঃ, অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাবাদাপন্নং কলঙ্কভক্ষণাদিকং ন দোষায়,
অজ্ঞস্ত তু রাগতঃ কৃত্তঃ দোষায়ৈতি বিকৰ্ম্মণোহপি তত্ত্বং নিরূপিতং ব্রট্টবান্ ॥ ১৮ ॥

বলদেব ।—কৰ্ম্মাকৰ্ম্মণোর্বোদ্ধবামাহ স্বরূপমাহ কৰ্ম্মণীতি । অমুঠৈরমানে নিকাষে

কৰ্ম্মণি বোহকৰ্ম্ম প্রাপ্তত্বাৎ কৰ্ম্মণ্যাত্মজ্ঞানং পশ্চেৎ, অকৰ্ম্মণ্যাত্মজ্ঞানে যঃ কৰ্ম্ম পশ্চেৎ । এতচ্ছব্দঃ ভবতি, বো মনুকুর্হবিশুদ্ধকরে ক্রিয়মাণঃ কৰ্ম্মাত্মজ্ঞানাত্মসন্ধিগৰ্ভ-
জ্ঞানজ্ঞানাকারং পশ্চেৎ তচ্চ জ্ঞানং কৰ্ম্মস্বাকৰ্ম্মত্বাৎ কৰ্ম্মাকারং পশ্চেৎ । উভয়োরেকাত্মো-
দেষ্টবাহুভয়মেকং বিদ্যাদিত্যর্থঃ । এবমেব বক্ষ্যতে, “সাত্মবোগৌ পৃথগ্খালাঃ” ইত্যাদি-
নেতি । এবমভুজীয়মানে কৰ্ম্মণি আত্মবাধ্যাত্ম্যং বোহনুসন্ধন্তে স মনুষ্যো বুদ্ধিমান্
পশ্চিতঃ । যুক্তো মোক্ষযোগ্যঃ । ক্লেশকৰ্ম্মক্লেশং সৰ্ব্বৈবাং কৰ্ম্মকলানামাত্মজ্ঞানসুখান্ত-
ৰ্ভূতত্বাৎ ॥ ১৮ ॥”

মধুসূদন ।—কীদৃশং তর্হি কৰ্ম্মাদীনাং তত্ত্বমিতি তদাহ কৰ্ম্মণীতি । কৰ্ম্মণি দেহিজিহ্বাদি-
ব্যাপারে বিহিতে প্রতিবিদ্ধে চ অহং করোমীতি ধৰ্ম্মাধ্যাসেনাত্মভারোপিতে নোহেনা-
চলৎস্ব তটস্থবৃক্ষাদিষু সমারোপিতে চলন ইব অকর্তৃত্বান্বরূপালোচনেন বস্তুতঃ কৰ্ম্মাভাবঃ
তটস্থবৃক্ষাদিষু যঃ পশ্চেৎ পশ্চতি, তথা দেহিজিহ্বাদিষু ত্রিগুণমায়াপরিণামতেন সৰ্ব্বদা
সব্যাপারেষু নির্বাপারস্বত্বাৎ স্বধমাস ইত্যভিমানেন সমারোপিতেহকৰ্ম্মণি ব্যাপারো-
পরমে দূরত্বচক্ষুঃসঙ্কীর্ণপুরুষেষু গচ্ছৎস্বপাগমন ইব সৰ্ব্বদা সব্যাপারদেহিজিহ্বাদি-
স্বরূপপর্যালোচনেন বস্তুগত্যা কৰ্ম্মনিবৃত্তাধ্যাপ্রযত্নরূপং ব্যাপারং যঃ পশ্চেদ্দাহত-
পুরুষেষু গমনমিব ঔদাসীন্তাবস্থায়ামপ্যুদাসীনোহমাস ইত্যভিমান এব কৰ্ম্ম, এতাদৃশঃ
পরমার্থদর্শী স বুদ্ধিমানিত্যাदिনা বুদ্ধিমত্ব-বোগযুক্তত্ব-সৰ্ব্বধর্ম্মকৃত্বৈক্সিভির্ধর্ম্মৈঃ স্মৃত্যে ।
অত্র প্রথমপাদেন কৰ্ম্মবিকৰ্ম্মণোন্তত্বং কৰ্ম্মশব্দস্ত বিহিতপ্রতিবিদ্ধপরত্বাৎ, দ্বিতীয়-
পাদেন চাকৰ্ম্মণস্তত্বং দর্শিতমিতি দ্রষ্টব্যম্ । তত্র যৎ ত্বং মন্তসে কৰ্ম্মণো বদ্ধহেতুত্বাৎ
তুক্ষীমেব ময়া স্মৃথেন স্থাতব্যমিতি তদ্ব্যবাসতি কর্তৃত্বাভিমানেন বিহিতস্ত প্রতি-
বিদ্ধস্ত বা কৰ্ম্মণো বদ্ধহেতুত্বাভাবাৎ । তথাচ ব্যাখ্যাতে “ন মাং কৰ্ম্মাণি লিপ্সন্তি” ইত্য-
দিদা, সতি চ কর্তৃত্বাভিমানেন তুক্ষীমহমাস ইত্যৌদাসীন্তাভিমানাত্মকং যৎ কৰ্ম্ম তদপি বদ্ধ-
হেতুরেব বস্তুত্বাপরিজ্ঞানাৎ, তস্মাৎ কৰ্ম্মবিকৰ্ম্মাকৰ্ম্মণাং তদ্বমীদৃশং জ্ঞাত্বা বিকৰ্ম্মাকৰ্ম্মণী
পরিত্যজ্য কর্তৃত্বাভিমানফলাভিসংক্রিহানেন বিহিতং কৰ্ম্মৈব কুর্বিত্যভিপ্রায়ঃ । অপরা
ব্যাখ্যা, কৰ্ম্মণি জ্ঞানকৰ্ম্মণি দৃষ্টে জড়ে সজ্জপেণ ক্ষুরগজপেণ চাহুত্বাতঃ সৰ্ব্বব্রমাধিষ্ঠানম-
কৰ্ম্ম অবৈদ্যাং স্বপ্রকাশচৈতন্ত্যং পরমার্থদৃষ্ট্যা যঃ পশ্চেৎ, তথা অকৰ্ম্মণি চ স্বপ্রকাশে
দৃথস্তনি কল্পিতং কৰ্ম্ম দৃষ্টং মায়াময়ং ন পরমার্থং সৎ দৃগ্-প্রয়োঃ সম্বন্ধানুপপত্তেঃ, “যন্ত
সৰ্ব্বাণি ভূতান্নাত্মভেদবাহুপশ্চতি । সৰ্ম্মভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজ্ঞপ্সতে ॥” ইতি
শ্রুতেঃ, এবং পরম্পরাধ্যাসেহপি শুদ্ধং বস্তু যঃ পশ্চতি মনুষ্যো যথো স এব বুদ্ধিমান্
নান্তঃ, অত্র পরমার্থদর্শিত্বাদিত্যত্র চাপরমার্থদর্শিত্বাৎ, স চ বুদ্ধিসাধনবোগযুক্তঃ অগ্নঃকরণ-
শুদ্ধ্যা একাগ্রচিত্তঃ, অতঃ সএবাস্তঃকরণত্ববুদ্ধিসাধনক্লেশকৰ্ম্মক্লেশিতি বাস্তবধর্ম্মৈরেব স্মৃত্যে ।
যস্মাদেবং তস্মাৎ তস্মপি পরমার্থদর্শী ভব, তাবতৈব ক্লেশকৰ্ম্ম কারিষোপপত্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ ।
অতো বহুত্বং “বজ্রজ্ঞাত্বা মোক্ষাসেহন্তত্বাৎ” ইতি বজ্রোক্তং কৰ্ম্মাদীনাং তৎ পোছ্যবান-

স্তীতি স বুদ্ধিমানিত্যাদি, স্ততিশ্চ তৎসৰ্বং পরমার্থদর্শনে সঙ্গচ্ছতে অতজ্ঞানাদগুতাৎ
সংসারান্মোক্ষংহুপপত্তেঃ, অতঃকালং ন বোধ্যবাস্ত্যতি, ন বা তজ্ঞানে বুদ্ধিমবসিতি
হুস্তেব পরমার্থদর্শিনাং ব্যাখ্যা । যতু ব্যাখ্যানং কৰ্ম্মণি নিত্যে পরমেশ্বরার্থেহুজীৰ্ম্মানে
বন্ধহেতুত্বাভাবাদকৰ্ম্মেদমিতি যঃ পশ্যেৎ, তথা অকৰ্ম্মণি চ নিত্যকৰ্ম্মাকরণে প্রত্যাবায়-
হেতুত্বেন কৰ্ম্মেদমিতি যঃ পশ্যেৎ, স বুদ্ধিমানিত্যাদি তদসঙ্গতমেব, নিত্যকৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্মেদ-
মিতি জ্ঞানগুণতমোক্ষহেতুত্বাভাবাৎ মিথ্যাজ্ঞানত্বেন তস্মৈবাস্তত্বাচ্চ । ন চৈতাদৃশং
মিথ্যাজ্ঞানং বোধ্যবাং তৎ নাপ্যেতাদৃশজ্ঞানে বুদ্ধিমত্বাদিত্ত্বাপত্তিভ্রান্তত্বাৎ, নিত্য-
কৰ্ম্মানুষ্ঠানং হি স্বরূপতোহস্তঃকরণশুদ্ধিচারোপযুক্ত্যে, ন তজ্ঞাকৰ্ম্মবুদ্ধিঃ কৃত্রীয়াপ-
যুক্ত্যেতে শাস্ত্রেণ নামাদিষু ব্রহ্মদৃষ্টিবদবিহিতত্বাৎ । নাপীদমেব বাক্যং তদ্বিষয়কং উপক্রমাদি-
বিরোধস্তোক্তেঃ, এবং নিত্যকৰ্ম্মাকরণমপি স্বরূপতো নিত্যকৰ্ম্মবিরুদ্ধকৰ্ম্মলক্ষক-
তরোপযুক্ত্যে, ন তু তজ্ঞ কৰ্ম্মদৃষ্টিঃ কাপ্যাপযুক্ত্যে, নাপি নিত্যকৰ্ম্মাকরণাৎ প্রত্যাবায়ঃ
অভাবাত্যাবোৎপত্ত্যবোগাৎ, অতঃ তদবিশেষণ সৰ্বদা কার্যোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ । ভাবার্থাঃ
কৰ্ম্মণ্যকালন্তাঃ ক্রিয়া প্রতীয়ৈতৈব স হর্থো বিধীরত ইতি জ্ঞানেন ভাবার্থস্ত্রৈয়াপূৰ্ণজন-
কত্বাৎ, “অতিরাক্তে ষোড়শিনং ন গৃহ্মতি” ইত্যাদাবপি সঙ্গলবিশেষবৈম্যাবপূৰ্ণজনক
ত্বাপগমাৎ, “নেক্ষেতোত্তমমাদিত্যম্” ইত্যাদি, প্রজাপতিব্রতবৎ, অতো নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানার্হে
কালে তদ্বিরুদ্ধতয়া যদুপবেশনাদি কৰ্ম্ম তদেব নিত্যকৰ্ম্মাকরণোপলক্ষিতং প্রত্যাবায়-
হেতুরিতি বৈদিকানাং সিদ্ধান্তঃ । অত এব “অকুৰ্ম্মনু বিহিতং কৰ্ম্ম” ইত্যত্র লক্ষণার্থেন
শতাঃ (১) ব্যাখ্যাতাঃ । লক্ষণহেত্বাঃ ক্রিয়ান্নাঃ ইত্যবিশেষস্বরূপেণ্যত্র হেতুত্বাঙ্গুপপত্তেঃ,
তস্মান্মিথ্যাদর্শনাপনোদে প্রস্তুতে মিথ্যাদর্শনব্যাখ্যানং ন শোভতেতরাং, নাপি নিত্যানুষ্ঠান-
পরমৈবেতৎবাধ্যং, নিত্যানি কুৰ্যাদিত্যর্থং কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি তদবোধক-
বাক্যং প্রযুক্তানন্ত ভগবতঃ প্রত্যাকৃত্যাপত্তিরিত্যাদি ভাষা এব বিস্তরেণ ব্যাখ্যাতমিভ্যা-
পরমাত্তে ॥ ১৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—যৎ কৰ্ম্মাদেশত্বং বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতং তদাহ কৰ্ম্মণীতি । কৰ্ম্মণি
কৰ্ম্মাকৰ্ম্মবিকৰ্ম্মাশ্বক্ দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে অবিস্তরা প্রত্যগাত্মনি আরোপিতে সতি,
তত্র অকৰ্ম্ম কৰ্ম্মভাবং নোহেন তৌরতরৌ চগনে আরোপিতে সতি তৎস্ববুদ্ধ্যা তত্র চলনা-
ভাবমিব যঃ পশ্যেৎ, তথা চলং গুণব্রতমিতি জ্ঞানেন ত্রিগুণাশ্বকেষু দেহেন্দ্রিয়াদিষু নিত্যকৰ্ম্ম-
বৎস্ব বশচক্রতারকাদৌ গত্যভাবমিব তুষ্ণীভূতোহহমস্মি ন কিঞ্চিৎ কৰোমীত্যাত্তে,
অকৰ্ম্মণি কৰ্ম্মভাবে কৰ্ম্ম তন্নিত্যপ্রাথমিকত্বং যঃ পশ্যতি, স মহুৰ্যোষু বুদ্ধিমান্ তত্ত্বদর্শী,
আত্মনি ত্রাস্তিজনিতব্যাপারস্ত অনাত্মনি চ তাদৃশনির্কর্যপারত্বস্ত বাধ্যং স এব চ যুক্তো যোগী,
কৃত্ত্বককৰ্ম্মকৃত্ত্বক কৰ্ম্মবোগকলস্ত তৎস্বজ্ঞানস্ত প্রাপ্তত্বাৎ ; ইতি স্ততিমাজঃ । আত্মনোহকৰ্ম্মত্বং
সত্ত্বাত্তৈব কৰ্ত্ত্বমিতি ভাবয়তাং কৰ্ম্মণি কৰ্ত্তব্যানীত্যর্থঃ । যন্তোপাতত্বত্বাৎ প্রাপ্তিক্তঃ
“অব্যাকোহরম্” ইত্যাদৌ, তথাপি তৎস্বত্বং হৃদ্বৈরিত্বাৎ পুনঃ পুনরুচ্যত ইতি প্রোক্তঃ । যতু কৰ্ম্মণি

নিত্যে পরমেশ্বরার্থেহুগ্ৰীষ্মমানে বহুহেতুত্বাভাবদকর্ণেদমিতি যঃ পশ্চেৎ, তথা অকর্ণশ্চ
 নিত্যকর্ণাকরণে প্রত্যাবায়হেতুত্বেন কর্ণেদমিতি চ যঃ পশ্চেৎ স বুদ্ধিমানিতি, তদসঙ্গতমেব ।
 নিত্যকর্ণশ্চ অকর্ণেদমিতি জ্ঞানশ্রান্তভ্রমোক্ষহেতুত্বাভাবাৎ মিথ্যাজ্ঞানত্বেন তন্ত্ৰৈবান্তত্বাচ্চ,
 ন চৈতাদৃশং মিথ্যাজ্ঞানং বোদ্ধবাং তৎ, নাপোতাদৃশজ্ঞানে বুদ্ধিমত্বাদিস্ত্যুপপত্তিরিতি
 দিক্ । যে তু, কর্ণশ্চ জ্ঞানকর্ণশ্চ দৃশ্যে জড়ে সঙ্গপেণ ক্ষুরপ্লবপেণ বাহুহ্যতং সর্বত্রমাধিষ্ঠানং
 অকর্ণ্য অবেষ্টং স্বপ্রকাশচৈতন্তং পরমার্থদৃষ্টা যঃ পশ্চেৎ, তথা অকর্ণশ্চ স্বপ্রকাশে দৃশ্যন্তনি
 কল্পিতং কর্ণ্য দৃশ্যং মায়াময়ং ন পরমার্থং সন্দিতি যঃ পশ্চতি, স বুদ্ধিমানিতি পরমার্থদর্শিত্বা-
 দ্বান্তবৈরেব গুণৈশ্চ সূত ইত্যপি ব্যাচখ্যঃ, তদপাসঙ্গতমেব । কর্ণ্য কুরু, কর্ণ্য প্রবক্ষ্যামীত্যুচৈর-
 কর্ণ্য প্রস্তাবে তত্ত্বজ্ঞানানবসরাৎ । নাপি । “কর্তৃরীপ্সিততমং কর্ণ্য” ইতি পারিভাষিক্যা কর্ণ্য-
 সংজ্ঞয়া দৃশ্যস্ত কর্ণ্যশব্দার্থঃ গ্রহীতুং শকাৎ” তস্তা বু-টি ভাদিসংজ্ঞানামিবাগমার্থনির্ণয়ানর্হত্বা-
 দিতি সজ্ঞেপঃ।)বস্তুতস্ত “কর্ণ্যণো হি” ইতি শ্লোকে কর্ণ্যবিকর্ণ্যাকর্ণ্যণং গতি-শব্দিতং পর্যাবসানং
 গহনত্বাষোদ্ধবাং ইতু্যপক্ষিণ্ডং ; তদ্ব্যাখ্যানম্, কর্ণ্যণ্যকর্ণ্য যঃ পশ্চেৎ স মহুষ্যেযু বুদ্ধিমানিতি ।
 তথাহি, কর্ণ্যশ্চ কর্ণ্যাকর্ণ্যবিকর্ণ্যরূপে অকর্ণ্য তদ্বৈপরীত্যং শাস্ত্রতো দৃশ্যতে, যথা ক্রতুঃ কর্ণ্যশ্চ
 প্রজ্ঞাহীনস্ত ক্রতোহপাক্রত এব ভবতীত্যকর্ণ্যশ্চ পর্যাবস্তুতি, দাস্তিকস্ত তু বিকর্ণ্যশ্চ পর্যাবস্তুতি ।
 যথোক্তং, “অশ্রদ্ধয়া হতং দত্তং তপস্তপ্তং ক্রতঞ্চ যৎ । অসদিত্যুচ্যাতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো
 ইহ ॥” ইতি, “চত্বারি কর্ণ্যণাভয়ঙ্করাণি ভয়ং প্রয়চ্ছন্ত্যযথাকৃতানি । মানাগ্নিহোজ্জ্বলমানমোনঃ
 মানেনাধীতমুত মানষজঃ ॥” ইতি চ । এবমোদাসোত্তমকর্ণ্যপি শক্তশ্রান্তপরিজ্ঞাপাতাবাদি
 কর্ণ্যশ্চ পর্যাবস্তুতি, দীক্ষিতস্ত ভগবদ্ব্যানাত্মাসক্তস্ত বা স্বকালে পঞ্চযজ্ঞাত্মকরণম্ “দীক্ষিতো ন
 দদাতি” ইত্যাদিবচনাৎ, “সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্যা” ইত্যাদিবচনাচ্চ কর্ণ্যণ্যেব পর্যাবস্তুতি, নিত্য-
 কর্ণ্যকালে প্রত্যাবায়হেতোরন্তস্তাবিহিতস্তাকরণাৎ । এবং বিকর্ণ্যপি হিংসা “অগ্নিবোমীয়ং
 পশুমাশতেত” ইতিবচনাৎ যজ্ঞে কর্ণ্যেব ভবতি, সৈব বৃথা নষ্টে পশৌ ন কর্ণ্য বিধার্থানিস্পত্তেঃ,
 নাপি বিকর্ণ্যকামকারেণাকৃতত্বাৎ, কিন্তু পরিশেষাৎ কৃতাপাকৃতৈবেত্যকর্ণ্যশ্চ পর্যাবস্তুতি ।
 এবং স্তেনপ্রমোচনং তৎসমুখানাং কর্ণ্যপি রাজ্ঞো বিকর্ণ্য, “স্তেনঃ প্রমুক্তো রাজনি পাপং
 মাষ্টি” ইতি বচনাৎ তদেব যতীনাযুপেক্ষণীয়ত্বাদকর্ণ্য । এবং হিংসাকলকে সত্যাদৌ দানকলকে
 অনৃতাদৌ চ, বিকর্ণ্যত্বকর্ণ্যত্বে বোধো ; তন্মাত্রাৎ কর্ণ্যাকর্ণ্যবিকর্ণ্যার্থো কর্ণ্যশ্চ অকর্ণ্য তদ্বৈপরীত্যং
 যঃ পশ্চেৎ স কায্যা কাৰ্য্যবিভাগজ্ঞো বোদ্ধব্যানামেষাং প্রবোধাৎ বুদ্ধিমানিত্যুচ্যতে । তথা
 “কিং কর্ণ্য” ইতি শ্লোকে যজ্ঞ কবীনাশপি মোহোহস্তি যয়োশ্চ জ্ঞানমণ্ডভ্রমোক্ষহেতুঃ, তে
 কর্ণ্যাকর্ণ্যশ্চ প্রবক্ষ্যামীত্যুপক্ষিণ্ডং ; তদ্ব্যাখ্যানম্ অকর্ণ্যশ্চ চ কর্ণ্য যঃ পশ্চেৎ স বুদ্ধ ইতি ।
 চকারো দর্শনদ্বয়সমুচ্চারণঃ, তেন যো বুদ্ধিমান্ বুদ্ধশ্চ স এব কৃতংকর্ণ্যকৃতং নষ্টকৈক
 ইত্যপি জ্ঞেয়ম্ । তথাহি, অকর্ণ্যশ্চ স্পন্দশূন্তে কূটস্থে বস্তুনি কর্ণ্য সম্পাদং বাহুং বিরদাদি,
 আভ্যন্তরং প্রমোদাদিকঞ্চ, আধারাত্মকত্বেন বা উপাদানোপাদেয়ত্বেন বা অধিষ্ঠানা-
 দ্যন্তত্বেন বা পুণ্ড্রত্বঃ শাস্ত্রবিদঃ কর্ণ্যশ্চি কুব্ধস্তি । তজ্ঞাত্ত্বঃ সাম্যঃ, অসঙ্গো যদ্বি সত্যাত্ত্বম্

এব সন্ কৰ্ত্ত্বাদিরবিবেকং ক্ষটিকে লৌহিত্যমিব ভাতীতি মন্ততে । দ্বিতীয়স্ত, কনককুণ্ডলবৎ
 ব্রহ্মোক্তবৎ সৰ্বং ব্রহ্মৈবেতি, কৰ্ম-তৎসাদনাদিকং-অহং ব্রহ্মৈবেতি ভাষয়ন্ কৰোতি ।
 এতৌ যুক্তাবপাতিবুদ্ধিমানপি “অযুক্তঃ কৰোতি তস্ত সৰ্বং অসংগেব ভবতি নতুগুণমোক্ষায়,”
 “যে বা এতদকরং গার্গ্যবিদিত্বান্নি লোকে যজতি দদাতি তপস্তপ্যাতেহপি বহুনি বর্ষ-
 সহস্রাণাস্তবদেবাস্ত তত্ত্ববতি” ইতি শ্রুতেঃ । বস্ত যুক্তোহপি নির্বুদ্ধিত্বাদকার্য্যমপি কৰোতি
 স প্রত্যবেতি, পাপাশ্লেষনিমিত্তস্তাপরোকজ্ঞানস্তাভাবাৎ । অনয়োশ্চাবিত্তাবিদ্যাশক্তিরয়োঃ
 কৰ্ম্মপরোকজ্ঞানয়োঃসমুচ্চয়ঃ শ্রয়তে, “বিজ্ঞাণাবিত্তাণ” ইতি মন্ত্রে । যদ্বা, দ্বিবিধং কৰ্ম্মণি কৰ্ম্ম
 দৰ্শনং, পরোকনপরোকক্ষ । তত্রাত্ত্বান্, জ্ঞানকৰ্ম্মসমুচ্চয়ানুষ্ঠাভা বুদ্ধিমানুচ্যতে । অপরোক-
 মপি দ্বিবিধং, উপাস্তাসাক্ষাৎকাররূপং তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপঞ্চ । তত্রাত্ত্বমপি ব্যাকৃতাব্যাকৃতা-
 রূপেপাত্তভেদেন দ্বিবিধং । তত্রাপি ব্যাকৃতাঃ সূত্রং কার্য্যং, তদদর্শী বিগতদেহাহঙ্কারভাৎ
 যোগশায়ে বিদেহ উচ্যতে । অব্যাকৃতাঃ কারণং, তদদর্শী প্রকৃতিগয় উচ্যতে । অনয়ো-
 রূপাসনয়োঃ সম্ভবাসম্ভবসংজ্ঞয়োঃ সমুচ্চয়ো বিধীয়তে, অত্রদেবাহঃ সম্ভবাদিত্যাদিনা ।
 সোহয়ং যুক্ত ইত্যাচ্যতে । অস্ত্রাপ্যাগ্রে কৰ্ত্তব্যমবশিষ্টমন্তীতি নারমপি কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ । কিন্তু
 যস্ত কৰ্ম্মবাধেনাকৰ্ম্মদৰ্শনং মুখ্যমস্তি, স এব কৃতকৃত্যত্বাৎ মুখ্যঃ কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ ইতি ।
 এতেষাত্তো, মহুযোষু দেহাভিমানিষেব বুদ্ধিমান্ ইত্যাক্রান্তদৰ্শিত্বাদকবিরেব, মধ্যমো,
 ক্রান্তদৰ্শিনাবপি তত্ববিষয়ে সূচত্বাৎ কবরোহপ্যত্র মোহিতা ইত্যুক্তৌ, এতয়োৰ্য্যাবধানেনা
 গুভান্মুক্তিঃ ; উত্তমস্ত, জীবন্মোহগুভান্মুক্ত ইতি শ্লোকার্থঃ প্রতিভাতি । “ব্যাখ্যাভূরপি মে
 নাস্তি ভাষাকারেণ তুল্যতা । গুহাবাত্তোতিনোহপ্যস্তি কিংদোপস্মার্কতুল্যতা ॥” যদ্বা, কৰ্ম্মাকৰ্ম্মণী
 বক্তব্যত্বেন বোদ্ধব্যত্বেন চোপক্ষিপ্যাত্তয়োল্লক্ষণপ্রদর্শনমুচিতম্, অতো যদকৰ্ম্মণা বিশেষিতং
 তদেব কৰ্ম্ম নাত্তদিতি কৰ্ম্মলক্ষণং, যচ্চ কৰ্ম্মণা বিশেষিতং তদেবাকৰ্ম্মৈত্যকৰ্ম্মলক্ষণমিতি
 ব্যাখ্যায়ম্ । অক্ষরার্থস্ত, কৰ্ম্ম যজ্ঞাদিকং সমাধনং, তত্রাকৰ্ম্ম স্পন্দশূন্যং কুটস্থং ব্রহ্ম, যঃ
 পশ্চেৎ, কৰ্ম্ম তদঙ্গৈযু ব্রহ্মদৃষ্টিমধ্যস্তেৎ, “অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ । মন্তোহহমহমে-
 বাজ্যমহমগ্নিরহং হতম্ ॥” ইত্যুক্তপ্রকারেণ, অস্তথা যৎ কৃতং তদব্রথাচেষ্টারূপমেবাতো গুহনা
 কৰ্ম্মণো গতিঃ । কিং তদকৰ্ম্ম যৎ কৰ্ম্মণ্যধ্যাত্ত ইত্যাক্রান্তাঃ যত্রৈতৎ কৰ্ম্ম পুণ্যাপাত্মকং
 দৃষ্টতে, “গুণো বৈ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন” ইতি তৎফলঞ্চ সুখদুঃখাদিকং অহঃ
 সুখী অহং, দুঃখীতি, স প্রত্যক্চেতনোহকৰ্ম্ম, তত্রৈবেদং কৰ্ম্ম অস্পন্দে স্পন্দাত্মকমসর্পে
 সর্প ইবাধ্যাত্তমিতি যঃ পশ্চেদিতি । অয়ং ভাবঃ, যথা রজ্জ্বামধ্যস্তং সর্পং পশ্চন্ নারং
 সর্পো রজ্জুরিমিতি বাক্যাৎ তস্ত রজ্জ্বঃ বিক্ষেপপ্রাবলাদপ্রতিপদ্যমানো নরঃ সর্পমিহ
 রজ্জ্বদৃষ্টোপাশ্বেতি নিষোজ্যতে, স চোপাসনাদার্যো সর্পং বিশ্বত্যা রজ্জ্বমিব বিস্মতি ।
 বস্ত বাক্যাদেব রজ্জ্বত্বং বিন্দতি, ন তস্ত প্রত্যয়ান্তিলক্ষণা উপাস্ত্যা প্রয়োজনমস্তি, এবং
 কৰ্ম্মণ্যধ্যাত্তং কৰ্ত্ত্বাদি, তত্ত্বমসীতিবাক্যাদ্বাধিবা, অকৰ্ম্মপ্রতিপত্তিৰ্ভবতি । শুদ্ধসত্ত্ব অস্ত্রত্ব তু
 কৰ্ত্ত্বাদিনেবাকৰ্ম্মদৃষ্ট্যা উপাসীনস্ত ভাবনাদার্য্যং কৰ্ত্ত্বাদিরূপতিরোধানেনাকৰ্ম্মতত্ব-

প্রতিপত্তিরিতি । যদ্বা কৰ্ম্মণীব অকৰ্ম্মণাপি বিকৰ্ম্মসহিতে অকৰ্ম্মদৃষ্টিৰ্ম্মাত্মদ্বিত্যাশঙ্ক্যাহ কৰ্ম্মণীতি । বিহিতাকরণে প্রতিষিদ্ধাকরণে চ কৰ্ম্মদৃষ্টিরেব ভবেৎ । অকৰ্ম্মতো বিত্যাৎ কৰ্ম্ম ব্রহ্মদৃষ্ট্য কুৰ্য্যায় স্বকৰ্ম্মণপি তাদৃশদৃষ্ট্য কুৰ্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—তত্র কৰ্ম্মাকৰ্ম্মণোস্তত্ত্ববোধমাহ কৰ্ম্মণীতি । শুদ্ধান্তঃকরণত জ্ঞানবশেষপি জনকাদেৱিবাকৃতসন্ন্যাসস্ত কৰ্ম্মণ্যতুষ্টিৰ্ম্মানে নিষ্কামকৰ্ম্মযোগে অকৰ্ম্ম, কৰ্ম্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেৎ তৎকৰ্ম্মণো বন্ধকত্বাভাবাদিতি ভাবঃ । তথা অন্তঃকরণস্ত জ্ঞানাভাবেপি শাস্ত্রজ্ঞত্বাৎ জ্ঞানবাবদুকৃত সন্ন্যাসিনোহকৰ্ম্মণি কৰ্ম্মাকরণে কৰ্ম্ম পশ্যেৎ হর্গতিপ্রাপকং কৰ্ম্মবন্ধমেবোপলভতে স এব বুদ্ধিমান্ স তু কুৎসকৰ্ম্মাণ্যেব কৰোতি । নতু তস্ত জ্ঞানবাবদুকৃত জ্ঞানিমানিনঃ সজ্ঞেনাপি তদ্বচসাপি সন্ন্যাসং কৰোতীতি ভাবঃ । তথাচ ভগবদ্বাক্যং—“যত্বেসংযতবদ্ভবর্গঃ প্রচণ্ডোজ্জ্বলসারথিঃ । জ্ঞানবৈরাগ্য-রহিতস্তদগমুপজীবতি । স্মরানান্মানমাস্থং নিহুতে নাক ধর্ম্মহা । অবিপককষায়োহ-স্মাদমুয়াচ্চ বিহীয়তে ॥” ইতি ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য ।—শ্রীমচ্ছকরাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি এবং শ্রীমদ্ধনুমানের অভিপ্রায় । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে (১৬ ও ১৭ শ্লোকে) অর্জুনকে প্রতিজ্ঞা পূর্বক বলিয়াছেন যে, “সখে ! তুমি এরূপ মনে করিও না যে, সর্বলোক-প্রসিদ্ধ (গমন, ভোজন, চিন্তনাদি) দেহাদি চেষ্টাই কৰ্ম্ম এবং কোন দেহাদি চেষ্টা না করিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকাই অকৰ্ম্ম । কৰ্ম্মের যাথাত্যা তত্ত্ব অতি দুষ্কর । অতি সূক্ষ্ম-বুদ্ধি-সম্পন্ন জনগণও কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম বিনার্ণয়ে মোহপ্রাপ্ত হন । সুতরাং কি শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্ম, কি শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ কৰ্ম্ম, কি তুষ্ণীস্তাব (চুপ করিয়া থাকা) রূপ অকৰ্ম্ম, এই তিনের ভিতরই যথেষ্ট বৃক্ণিবার বিষয় বা গুঢ় তত্ত্ব আছে । অর্জুন ! তুমি যদি এই কৰ্ম্মা-দির তত্ত্ব জানিতে পার, তাহা হইলে অমঙ্গলময় সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবে । সেই তত্ত্বের বিষয় আমি তোমাকে বলিতেছি ।” এই প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত ভগবান্ বলিতেছেন, “বান্ধব ! যাহা করা যায় তাহারই অর্থাৎ সেই দেহাদির ব্যাপার বা চেষ্টা টুকুরই নাম কৰ্ম্ম । যে ব্যক্তি সেই কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম অর্থাৎ কৰ্ম্মাভাব এবং কৰ্ম্মাভাবে কৰ্ম্ম দেখিয়া থাকেন, মনুষ্যের মধ্যে সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, সেই ব্যক্তিই যোগী ও সেই ব্যক্তি সমস্ত কৰ্ম্মই সাধন করিয়াছেন ।” ভগবদুক্ত বর্তমান শ্লোকটিকে আপাততঃ একটি প্রহেলিকা বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না । বাস্তবিক, কৰ্ম্মে কৰ্ম্মাভাব এবং কৰ্ম্মাভাবে কৰ্ম্ম দেখাকে প্রহেলিকা ব্যতীত আর কি বলিয়া নির্দেশ করিব,

কিছুই বুঝিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ ও অৰ্জুনের উভয়েই সুদৃঢ় সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ ; সুতরাং উপহাসাদিচ্ছলে তাঁহাদিগের মধ্যে দুই একটা হেঁয়ালি লইয়া আমোদ চলিলেও চলিতে পারে ; কিন্তু সেই সর্ববাস্তব্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে এইরূপ বিপক্ষবর্গ-পরিবৃত্ত, শোক-মোহে অভিভূত, কিংকর্তব্য-বিমুঢ়, শিষ্যভাবে প্রকৃত কর্তব্য-জিজ্ঞাসু অৰ্জুনের হৃদয়কে, অন্থানে প্রযুক্ত, প্রহেলিকা দ্বারা ব্যথিত করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে ।

বর্তমান শ্লোকের অক্ষরগত শূন্য অর্থ আপাততঃ প্রহেলিকাবৎ প্রতীত হইলেও, ইহার যে কোন গুঢ় হইতেও গুঢ়তম অর্থ আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। এখন দেখা যাউক যে, সেই ভগবদভিপ্রেত প্রকৃত অর্থ কি ? যদি কাহাকে পন্থাবিহীন নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রথমতঃ বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া গমনোপযোগী পথ পরিষ্কার করিতে হয় ; আর তাহাকে সেই অরণ্য মধ্যে যে সতত সাবধানভাবে যাইতে হয়, একথা বলাই বাহুল্য। অধুনা আমাদেরও সেই নীতির অনুগমন করিতে হইবে ; অর্থাৎ প্রথমতঃ শ্লোকের বহিরাবরণ স্বরূপ দুই চারিটা কথা আলোচনা করিয়া বুঝিবার পথ একটু পরিষ্কার করিতে হইবে। যে বাক্যের বক্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অৰ্জুনের মত শ্রোতাই সক্ষম ও উপযুক্ত ; সেই কথা আমাদের কিছু বুঝিতে হইলে, বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে এবং উপায়ান্তরেরও আশ্রয় লইতে হইবে। মহারণ্য প্রবেশের নিমিত্ত পশুরাজ সিংহকে কোনরূপ আয়োজন করিতে হয় না, কিন্তু অস্ত্রের বিবিধ আয়োজনের প্রয়োজন হয়। ভাষ্যাদির নৃষ্টি অৰ্জুনের জন্ম হয় নাই ; তাহা আমাদেরই শ্রায় জ্ঞানদরিত্রদিগের জন্মই বিরচিত হইয়াছে। সমালোচ্য শ্লোকটির অক্ষরগত অর্থ শুনিলেই প্রথমতঃ এইরূপ আশঙ্কা হইয়া থাকে যে, যদি দেহাদিচেষ্টা, ব্যাপার বা প্রযুক্তি-মাত্রেরই নাম কৰ্ম্ম ইহাই সিদ্ধান্তীকৃত হইল, তাহা হইলে সেই কৰ্ম্মের যে অভাব তাহা নিবৃত্তি স্বরূপ ; সেই নিবৃত্তিতে কিরূপে কৰ্ম্ম-দর্শন হইতে পারে ? অর্থাৎ কৰ্ম্মের মধ্যে কৰ্ম্ম দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অকৰ্ম্ম বা কৰ্ম্মাভাবে কিরূপে কৰ্ম্ম দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে ? প্র অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপ যে বৃত্তি বা ব্যাপার তাহার নাম প্রযুক্তি এবং নি অর্থাৎ নাই যে ব্যাপার বা ব্যাপারাত্মক তাহারই নাম নিবৃত্তি। ব্যাপার মাত্রই কৰ্ম্মের

স্বরূপ ; সুতরাং কৰ্ম্মই প্রবৃত্তি এবং অব্যাপার মাত্রই অকৰ্ম্মের বা কৰ্ম্মাভাবের
 স্বরূপ ; সুতরাং অকৰ্ম্ম বা কৰ্ম্মাভাবই নিবৃত্তি স্বরূপ বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত
 হইল । এরূপ শঙ্কা হইতে পারে না । যেহেতু প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে
 যে, যাহা কর্তার অধীন তাহারই নাম কৰ্ম্ম ; কর্তা না হইলে কোনরূপ দেহাদি-
 ব্যাপার হইতেই পারে না । বর্তমান শ্লোকে কি কৰ্ম্ম কি অকৰ্ম্ম
 এতদুভয়ই কর্তার অধীনরূপে উল্লিখিত হইয়াছে । “পশ্যেৎ” এই ক্রিয়ার
 কর্তা “যঃ” এবং কৰ্ম্ম হইতেছে “কৰ্ম্ম” ও “অকৰ্ম্ম” । দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু দেখা
 যাইতেছে যে, কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্ম এতদুভয়ই অবিশেষ রূপে কারকের অধীন ;
 সুতরাং কি প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তি এতদুভয়েই যে কৰ্ম্ম দেখিতে পাওয়া
 যাইবে, এ বিষয়ে কোনরূপ বিরোধ হইতে পারে না । দ্বিতীয় আশঙ্কা
 এই যে, যেহেতু নিবৃত্তি মাত্রই বস্তুর অধীন এবং যাহা যাহা বস্তুর অধীন,
 তাহা তাহাতে কারক নিবন্ধন হইতে পারে না ; সুতরাং তাহাতে কৰ্ম্ম-
 দর্শন হইতে পারে না । যাহা বস্তু তাহাতে কারক নিবন্ধন হইতে পারে,
 কিন্তু যাহা বস্তুর অধীন তাহাতে কারক নিবন্ধন হইতে পারে না । ইহার
 নিষ্কৰ্ণার্থ এই যে, যাহা বস্তু তাহারই উপর কর্তা কৰ্ম্মাদি কারকের আরোপ
 হইতে পারে ; কিন্তু যাহা অবস্তু অর্থাৎ কিছুই নহে, কারক তাহাকে কি
 সূত্রে বাঁধিবে ? এস্থলে নিবৃত্তিকে বস্তুর অধীন বলিবার তাৎপর্য্য
 এই যে, যে রূপ মাথা না থাকিলে মাথা ব্যথা হইতে পারে না ; সুতরাং ব্যথা
 মাথার অধীন, সেইরূপ বস্তু না থাকিলে তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না
 বলিয়া, নিবৃত্তি বস্তুরই অধীন । নিবৃত্তি স্বয়ং অভাব স্বরূপ ; সুতরাং তাহা
 অবস্তু । অবস্তুতে বস্তুর স্থায় কোনরূপ কারক চলিতে পারে না ; কেননা,
 যাহা অবস্তু, অর্থাৎ বস্তু নহে, তাহা বস্তু হইতে পারে না । সুতরাং যাহা কৰ্ম্মা-
 ভাব তাহা কৰ্ম্মই বা কিরূপে হইবে, আর তাহাতে কৰ্ম্মোচিত কারকই বা
 কিরূপে আরোপিত হইবে ? কিছু থাকিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা
 কিছুই নহে তাহার আর কি দেখিতে পাওয়া যাইবে ? এরূপ শঙ্কাও হইতে
 পারে না । কারণ, কৰ্ম্মের মধ্যে কৰ্ম্ম দেখিতে তো সকল লোকেই পায়, কিন্তু
 সেই সকল লোকের মধ্যে যে মহাপুরুষ অকৰ্ম্মের মধ্যেও কৰ্ম্ম দেখিতে পান,
 তিনি বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী ও তিনিই স্বার্থ সকল কৰ্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া-
 ছেন । সুতরাং সেই মহাপুরুষই এরূপ (বুদ্ধিমামাদি) জ্ঞতিবাদের অধিকারী,

তাহার সহিত সাধারণ জনগণের পার্থক্য যে অনেক, একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। এই পার্থক্যের হেতু অনুসন্ধান করিলেই উক্ত শঙ্কা স্বতঃই নিরস্ত হইবে। এই জগতী-তল-বাসী প্রায় সকলে, অবিজ্ঞার করাল কবলে নিপতিত। কেহ ভূতাবিষ্ট হইলে যেরূপ তাহাকে সেই ভূতের বশেই সমস্ত কার্য্য করিতে হয়, সে মনুষ্য হইলেও তখন তাহার ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই ভূতের অধীন হইয়া যায় ; সুতরাং সে তখন সকল বিষয়ই মানুষের চক্ষে না দেখিয়া ভূতের চক্ষে দেখে, মানুষের খাওয়া না খাইয়া ভূতের খাওয়া খায় এবং সকল কার্য্যই সে ভূতের অনুরূপ ভাবেই করিয়া থাকে। এইরূপে ব্রহ্মাভিন্ন হইয়াও সেই অবিদ্যাভিভূত জীব যাহা কিছু করে, তাহা সমস্তই অবিজ্ঞার বশেই করিয়া থাকে ও যাহা কিছু দেখে, তাহাও সেই অবিজ্ঞারই লীলা। ভূতাবেশ অপগত হইলে যেরূপ মানুষ মানুষই হয়, সেইরূপ অবিজ্ঞার আবেশ ছাড়িলেও ব্রহ্মাভিন্ন জীব ব্রহ্মই হইয়া থাকে। ভূতাবিষ্ট মনুষ্যের সমস্ত কাণ্ডই ভূতুড়ে, অবিজ্ঞাবিষ্ট জীবেরও সমস্ত কাণ্ডই আবিজ্ঞক। বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রেও অভিহিত আছে যে, একমাত্র পরং ব্রহ্মই বস্তু, তদ্যতীত সমস্তই অবস্তু। সেই ব্রহ্মবস্তু নিষ্ক্রিয় ও সর্ববিধ কারকেরই অধিকারাতীত। ক্রিয়া-কারকাদি সমস্ত ব্যবহার অবিজ্ঞা-বশ্যতেই প্রবৃত্ত হয়। অবিজ্ঞাবিষ্ট জীব, ভূতাবিষ্টের ন্যায়, সেই বস্তুসংস্পর্শ-পরিহীন অবিজ্ঞাবস্থা তদবস্থোচিত ক্রিয়া-কারকাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু এই জীবসজ্জের মধ্যে যে জীব, প্রবৃত্তির ন্যায় নিবৃত্তিতেও কর্ম্ম দেখিয়া থাকেন, অর্থাৎ এতদুভয়কে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তিনিই বাস্তবিক বুদ্ধিমান, যোগী ও কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। অবিজ্ঞাবশ্যতেই ইহা কর্ম্ম, ইহা অকর্ম্ম এইরূপ দুই দুই ভাব বা দ্বৈতভাব হইয়া থাকে ; কিন্তু কর্ম্মাকর্ম্মের যথার্থ বিচার করিয়া দেখিলে, অবিজ্ঞার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় ; তখন আর ইহা কর্ম্ম, ইহা অকর্ম্ম এরূপ দ্বৈতজ্ঞান থাকে না। তখন কারকাদি ব্যাপারই থাকে না, সুতরাং কর্ম্মাকর্ম্ম ভেদজ্ঞানও থাকে না। তাই আজি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপ মনুষ্যকে উদ্দেশ্য করিয়া, সপ্রগল্ভে স্তুতিবাদ করিতেছেন যে, মনুষ্যের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী ও তিনিই সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছেন। এতদ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, অসমদর্শী সাধারণ জন ও এবস্তুত সমদর্শীজনের পরস্পরগত পার্থক্য প্রভূত পরিমাণে অধিক। ভাবে ইহাও বলা হইল যে, মনুষ্যের মধ্যে যিনি সকলকে সমান চক্ষে না

দেখেন, তিনি যোগী নহেন—ভণ্ড ও তদনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম সমূহই অকৰ্ম্ম অর্থাৎ কিছুই নহে ; সে কৰ্ম্ম করা না করা দুই সমান ; সে কৰ্ম্ম মুক্তির কারণ নহে, বন্ধনের কারণ । বোধ হয়, এতক্ষণে এই শ্লোকের অভ্যন্তরে প্রবেশের পথ কথঞ্চিৎ পরিষ্কৃত হইয়াছে ; এক্ষণে ইহার অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়া তাৎপর্যার্থ পর্যালোচনা করা যাউক ।

আপত্তি স্থলে যদি কেহ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ (যে বাক্তি কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম দেখিয়া থাকে এবং অকৰ্ম্মে কৰ্ম্ম দেখিয়া থাকে) এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ কথা কি নিমিত্ত বলিতেছেন ? আর এক কথা, “কৰ্ম্মণ্” শব্দের সপ্তমীর একবচনে “কৰ্ম্মণি” এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং “অকৰ্ম্মণ্” শব্দের সপ্তমীর একবচনে “অকৰ্ম্মণি” এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । “কৰ্ম্মণি” এই পদের অর্থ কৰ্ম্মেতে এবং অকৰ্ম্মণি এই পদের অর্থ কৰ্ম্মাভাবেতে । এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কৰ্ম্মণি বা অকৰ্ম্মণি এই উভয় পদ কিসে সপ্তম্যাস্ত হইল—বিষয়ে সপ্তমী, বা অধিকরণে সপ্তমী ? অর্থাৎ কৰ্ম্মণি এই পদের অর্থ কৰ্ম্ম-বিষয়ে না কৰ্ম্মাধিকরণে, এবং অকৰ্ম্মণি এই পদের অর্থ কৰ্ম্মাভাব বিষয়ে বা কৰ্ম্মাভাবাধিকরণে ? যদি বল, বিষয়ে সপ্তমী ; তাহা হইতে পারে না ; কারণ, অজ্ঞাকার জ্ঞান কখনও অজ্ঞের অবলম্বন হইতে পারে না । কৰ্ম্ম কখনও অকৰ্ম্ম হইতে পারে না, আর অকৰ্ম্ম কখনও কৰ্ম্ম হইতে পারে না ; কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্মের অভেদহ কখনই সম্ভবপর নহে । অকৰ্ম্মাকার জ্ঞান কখনও কৰ্ম্মাবলম্বন হইতে পারে না, এবং কৰ্ম্মাকার জ্ঞান কখনও অকৰ্ম্মাবলম্বন হইতে পারে না । কৰ্ম্মবিষয়ে কৰ্ম্মাকার জ্ঞানই হইয়া থাকে এবং অকৰ্ম্ম-বিষয়ে অকৰ্ম্মাকার জ্ঞানই হইয়া থাকে ও এবংবিধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত । ঘট বিষয়ে পটাকার জ্ঞান হইতে পারে না এবং পট বিষয়ে ঘটাকার জ্ঞান হইতে পারে না ; কারণ, ঘট ও পট এতদুভয়ই ভিন্ন পদার্থ । কৰ্ম্ম এবং অকৰ্ম্মও সেইরূপ পরস্পর ভিন্ন ; সুতরাং তাহারও উক্ত নিয়মের অধীন । আর যদি বল যে, অধিকরণে সপ্তমী ; তাহাও হইতে পারে না । কারণ, ব্রহ্মী অর্থাৎ যে বাক্তি কৰ্ম্ম বা অকৰ্ম্ম দেখিবে, সে কখনও কৰ্ম্মাধিকরণে বিরুদ্ধ আধেয়-স্বরূপ অকৰ্ম্ম দেখিতে ইচ্ছা করে না এবং অকৰ্ম্মাধিকরণে বিরুদ্ধ আধেয়-স্বরূপ কৰ্ম্মকে দেখিতে ইচ্ছা করে না । বাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ, তাহাদের পরস্পর আধার ও ~~অভ্যন্তর~~ ভাব কিরূপে হইবে ? সুতরাং কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্ম

এতদুভয়েরও পরস্পর আধার ও আধেয় ভাব হইতেই পারে না । পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্মাক্রান্ত অগ্নি এবং জল কখনও পরস্পর আধার ও আধেয় ভাব সম্প্রাপ্ত হইতে পারে না ? অর্জুনের এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে ভগবান্ বলিতেছেন যে, সখে ! বিবেকবিহীন ব্যক্তিগণ যেরূপ ভ্রান্তিক্রমে পরমার্থতঃ নিষ্ক্রিয় (অকর্ম) ব্রহ্মকে সক্রিয়ের স্থায় (কর্মবৎ) দেখিয়া থাকে, সেইরূপ সক্রিয় প্রপঞ্চরূপ যে কর্ম, তাহা অক্রিয় অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মে সংশ্লিষ্ট বলিয়া তাহাকে অক্রিয়ের স্থায় (অকর্মবৎ) দেখিয়া থাকে । অর্থাৎ অস্বাভাবিক জীব ভ্রান্তিক্রমে কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্মের আরোপ করিয়া থাকে । এইরূপ অশ্রের উপর অশ্রের আরোপ হওয়ার নাম অধ্যাস । অধ্যাস ভ্রান্তি-বশতঃই হইয়া থাকে । যেরূপ শুক্তিকায় (ঝিনুকে) রজতের অধ্যাস কিংবা রজতে শুক্তিকার অধ্যাস । এস্থলেও দেখা যাইতেছে যে, কর্ম অকর্ম এতদুভয়েরও পরস্পরগত অধ্যাস রহিয়াছে । সম্যক্ বিচার পূর্বক দর্শন দ্বারা অধ্যাস বিনিবৃত্ত হয় ; সুতরাং সম্যক্ দর্শন সিদ্ধির নিমিত্ত তোমার কর্মাকর্ম বিচার করা অবশ্য কর্তব্য এবং এতদুদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশ্যেই আমি তোমাকে পূর্বোক্ত রূপ “কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ” ইত্যাদি উপদেশ প্রদান করিয়াছি । আমি তোমাকে কোনরূপ বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক কথা বলি নাই ; কারণ, যদি কেহ বলে যে, তুমি যাহাকে রজত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলে, এক্ষণে দেখ তাহা শুক্তিকাখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে ; এরূপস্থলে যেরূপ শুক্তিকায় ভ্রান্তিবশতঃ আরোপিত রজতরূপ বিষয়ের অপবাদ পূর্বক কেবল মাত্র ভ্রান্তি-কল্পিত রজতের অধিষ্ঠান স্বরূপ সেই শুক্তিকা খণ্ডই উপদিষ্ট হইয়া থাকে, আমিও সেইরূপ ভ্রমসিদ্ধ কর্মাকর্মাদি রূপ বিষয়ের অপবাদ পূর্বক সেই ভ্রমাদিষ্ঠান স্বরূপ কর্মাদি-রহিত কূটস্থ ব্রহ্মের বিষয়েই উপদেশ প্রদান করিয়াছি ; সুতরাং আমি তোমাকে কোনরূপ বিরুদ্ধ বলি নাই । আর এক কথা, সেই কূটস্থ ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্তই কেবল মাত্র মায়াময় ; সুতরাং ব্রহ্ম ভিন্ন অশ্রের জ্ঞানে কখনও কেহ প্রকৃত বুদ্ধিমান, যোগী বা কৃৎস্নকর্মকৃৎ হইতে পারে না । অতএব আমি যে তোমাকে কোনরূপ বিরুদ্ধ কথা না বলিয়া, সেই সর্ববিধ বিক্রিয়া-রহিত ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই বলিতেছি, তাহাও পূর্বোক্ত (স বুদ্ধিমান ইত্যাদি) কয়টি কথাতে পরিষ্কৃত আছে । আর ইতি-পূর্বেও (১৭ শ্লোকে) তোমাকে বলিয়াছি যে, “কর্মাকর্ম ও বিকর্ম এই

তিনেরই স্বরূপ বোদ্ধব্য আছে।” এই কথাতেই বলা হইয়াছে যে, আমি তোমাকে সম্যক্ জ্ঞানের বিষয়েই উপদেশ প্রদান করিব। ভাবিয়া দেখ, ‘বোধ’ শব্দের অর্থ কি ? বোধ শব্দের অর্থ সম্যক্ জ্ঞান, বা যথার্থত্ব দর্শন। আরও ভাবিয়া দেখ, আমি তোমাকে কস্মাদি-বিচার-জনিত যে ফলের কথা বলিয়াছি (১৭ শ্লোকে) অর্থাৎ তুমি যদি কস্মাদির যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পার, তাহা হইলে অমঙ্গলময় সংসার হইতে মুক্ত হইবে। এই অশুভ-বিনাশ-সাধক পূর্বোক্ত বচনটি পর্যালোচনা করিলেও তুমি দেখিতে পাইবে যে, আমি তোমাকে সেই কুটস্থ ব্রহ্ম-বিষয়ক উপদেশই প্রদান করিতে সমুদ্বৃত হইয়াছি, কোনকপ বিরুদ্ধ বাক্য-ব্যয় করা আমার অভিপ্রেত নহে। বিপরীত জ্ঞান দ্বারা কখনও সংসারমোচন রূপ ফললাভ হইতে পারে না ; ফললাভ সম্যক্ জ্ঞানেরই অধীন। তবে এখন বুঝিয়া দেখ, আমার উক্ত বাক্য, কেবল মাত্র অধ্যারোপের অপবাদের নিমিত্ত ; অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধ জীব ভ্রান্তিবশতঃ অকস্মৎ বিষয়ে যে কস্মের আরোপ করে এবং কস্মবিষয়ে যে অকস্মের আরোপ করিয়া থাকে, তাহার সেই ভ্রান্তি (যাহা যাহা নহে তাহাকে সেই বস্তু গ্রহণরূপ ভ্রম) নিবারণ করিবার ইচ্ছায় আমি পূর্বোক্ত রূপ (কস্মাণ্যকস্মা যঃ ইত্যাদি) কথাই বলিয়াছি। আর পূর্বেরই বলিয়াছি যে, অকস্মৎ বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝাইবে ; ব্রহ্মে কোনও রূপ ক্রিয়া নাই, অর্থাৎ তিনি নিষ্ক্রিয় বলিয়া অকস্মৎ এবং ব্রহ্ম ব্যতীত মায়াবিজৃম্বিত দ্বৈতজাতই মায়ার প্রভাবে সক্রিয় বলিয়া কস্ম-পদবাচ্য, এ কথাও পূর্বের বলা হইয়াছে।

আর এক কথা, বাস্তবিক এক বিষয়ে অগ্ন্যাকার জ্ঞান হইতে পারে না, কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ সমস্তই সম্ভাবিত। লোকে ভ্রান্তিবশতঃই শুক্তিকায় রজ্জত দেখিয়া থাকে। জীবেরও সেইরূপ ভ্রান্তিবশতঃ কস্মবিষয়ে অকস্মাকার জ্ঞান এবং অকস্মৎ বিষয়ে কস্মাকার জ্ঞান সঞ্জাত হয় ; সুতরাং মনুজিগত কস্মাণি ও অকস্মাণি এতদুভয় পদই বিষয়ে সপ্তমী, অধিকরণে সপ্তমী নহে। অধিকরণে সপ্তমী উপলক্ষ করিয়া তুমি পূর্বের যে সমস্ত দোষ দেখাইয়াছ, তাহা আমার সম্পূর্ণ অনুমোদিত। কারণ, কুণ্ডে বদর ফল আছে (হাঁড়িতে কুল আছে), এরূপ স্থলে কুণ্ড অধিকরণ বা আধার এবং বদর আধেয়, সুতরাং “কুণ্ডে” এই পদ অধিকরণে সপ্তমী ; ইহাতে কোনরূপ আপত্তিও সমুৎপাদিত হইতে পারে না। কিন্তু এই

ব্যবহার ভূমির মধ্যে কোন স্থলেই এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না যে, কৰ্ম্মাধিকরণে অকৰ্ম্ম আছে এবং অকৰ্ম্মাধিকরণে কৰ্ম্ম আছে; বিশেষতঃ যাহা অকৰ্ম্ম (কৰ্ম্মাভাব) তাহা আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় তুচ্ছ অর্থাৎ কিছুই নহে; কেবল কল্পিত নামমাত্র। এবস্তৃত কৰ্ম্মাভাব কাহারও অধিকরণ হইতেই পারে না, বা কোথাও এরূপ হইতে দেখা যায় না; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্ম এই দুইয়েরই পরস্পর অধিকরণ, অধিকর্তব্য বা আধার-আধেয় ভাব সম্ভবপর নহে, ইহাই নিরূপিত হইল; অতএব লোকে মৃগতৃষ্ণিকায় বারি বা শুল্কিকায় রজতের ন্যায়, কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্মকে বিপরীতভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ লোকে দেখে যে, কৰ্ম্মাধিকরণে অকৰ্ম্ম থাকিতে পারে না এবং অকৰ্ম্মাধিকরণে কৰ্ম্ম থাকিতে পারে না; সুতরাং তাহারা যে কৰ্ম্মবিষয়ে অকৰ্ম্মের এবং অকৰ্ম্মবিষয়ে কৰ্ম্মের আরোপ করিয়া থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকর্তব্য; অতএব কৰ্ম্মণি বা অকৰ্ম্মণি এতদুভয়পদই বিষয়ে সঙ্গত। এখন যদি বল যে, যাহা কৰ্ম্ম, তাহা সকলের কাছে কৰ্ম্মই হইয়া থাকে; তাহার ব্যভিচার কখনও হয় না, অর্থাৎ কৰ্ম্ম কখনও অকৰ্ম্মরূপে প্রতীত হইতে পারে না এবং যাহা অকৰ্ম্ম, তাহাও সকলের কাছে অকৰ্ম্মরূপেই প্রতীত হয়; তাহার ব্যভিচার কখনও হয় না, অর্থাৎ অকৰ্ম্ম কখনও কৰ্ম্মরূপে প্রতীতি-বিষয়ীভূত হইতে পারে না। ইহা যে একান্ত নিয়ম, তাহা বলিতে পার না; কারণ দেখ, যখন কোন ব্যক্তি দ্রুতগামী নৌকায় আরোহণ-পূর্বক গমন করে, তখন সে দেখে যে, তীরস্থিত বৃক্ষপর্বতাদি সমূহ যেন নৌকার প্রতিকূল দিকে (পশ্চাৎদিকে গমন করিতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বৃক্ষাদি কি বাস্তবিকই পশ্চাৎদিকে গমন করে? না, তাহা কখনই নহে। বৃক্ষ যেখানকার সেইখানেই থাকে, পর্বতও যেখানকার, সেইখানেই থাকে; কিন্তু এইরূপ বোধ হয় মাত্র। উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, অকৰ্ম্মও কৰ্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ অকৰ্ম্ম-লক্ষণ গতিক্রিয়াহীন বৃক্ষাদি জড় পদার্থেও কৰ্ম্ম-লক্ষণ গতিক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। আরও দেখ, একজন মনুষ্য বহুদূরস্থিত পথ দিয়া বাস্তবিক গমন করিতেছে; সেই মনুষ্য এত দূরে রহিয়াছে যে, ততদূরে দৃষ্টিশক্তি উপনীত হইতে পারে না; তখন দেখা যায়, সেই মনুষ্যটি যেন

দাঁড়াইয়া রহিয়াছে । এস্থলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, বাস্তবিক কি সেই মনুষ্য গতিবিহীন ? না, তাহা কখনই নহে ; সেই মনুষ্যের গতিক্রিয়া বেরূপ হইবার তখনও তাহাই হইতেছে ; তাহার চরণচালনের বিশ্রাম নাই, কিন্তু সে বহুদূরে আছে বলিয়াই এইরূপ বোধ হয় মাত্র । উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, কস্মে'ও অকস্ম' দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ কস্ম-লক্ষণ গতিক্রিয়াবিশিষ্ট মনুষ্যেও অকস্ম-লক্ষণ গতিক্রিয়া-রাহিত্য দেখিতে পাওয়া যায় । তবে এখন দেখ, বেরূপ প্রকৃত গতি-রহিত জড় তরু প্রভৃতিতে গতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ জীব অবিক্রিয় ব্রহ্মেও কস্ম' দেখিয়া থাকে ; এবং বেরূপ প্রকৃত গতিবিশিষ্ট সচেতন মনুষ্যে গতিবিহীনতা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ জীব সক্রিয় দৈতপ্রপঞ্চে কস্ম'ভাব দেখিয়া থাকে । অর্থাৎ যিনি সেই প্রকৃত আত্মা বা 'আমি,' তিনি নিষ্ক্রিয় এবং দৈতপ্রপঞ্চ সক্রিয়, কিন্তু অজ্ঞানান্ধভূত জীব সেই নিষ্ক্রিয় আমির উপর কস্মের আরোপ করিয়া থাকে, এবং বাহ্য আমি নহে, তাহার উপর অকস্মের অর্থাৎ প্রকৃত আমির আরোপ করিয়া থাকে । ইহার স্পষ্টার্থ বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় যে, অজ্ঞানান্ধ জীব বলিয়া থাকে যে, "আমি করিতেছি, আমি করিতেছি" কিন্তু বাহ্য 'আমি' তাহা তো নিষ্ক্রিয় : সুতরাং অকস্মের উপর কস্মের বা ক্রিয়ার আরোপ হইতেছে । আর সক্রিয় যে দৈতপ্রপঞ্চ, তাহাতে অকস্ম' সন্দর্শন বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃত আত্মা বা আমি নিষ্ক্রিয় ; সুতরাং তদ্ব্যতীত সমস্তই সক্রিয় । ক্রিয়া ব্রহ্মে নাই ; ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত কল্পিত দৈতপ্রপঞ্চেই ক্রিয়া আছে । অজ্ঞানান্ধ জীব সেই কল্পিত সক্রিয় দৈতপ্রপঞ্চে অক্রিয় 'আমিকে' দেখিয়া থাকে, অর্থাৎ বাহ্য আমি, তাহা একই, আমি কখনও ছুই বা তদধিক হইতে পারে না ; কিন্তু জীব দেখে কি ? "আমি গমন করিতেছি", এখানে তাহার চরণযুগল আমি ; "আমি গ্রহণ করিতেছি", এখানে তাহার কর দুইটি আমি ; "আমি দেখিতেছি", এখানে তাহার নয়নযুগল আমি ; এইরূপ প্রত্যেক কস্মে'ই জীব অসম্ব্য অসম্ব্য অকস্ম' আমিকে দেখিয়া থাকে । সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্তীকৃত হইল যে, অজ্ঞানান্ধ জীব প্রকৃত অকস্মে' কস্ম' ও কস্মে' অকস্ম' দেখিয়া থাকে । জীবের কাছে বাহ্য অকস্ম', বস্তুতঃ তাহা কস্ম', এবং জীবের কাছে

যাহা কৰ্ম্ম, তাহা বস্তুতঃ অকৰ্ম্ম । জীবের এবংবিধ বিপরীত জ্ঞান নিবৃত্তি না হইলে তাহার সংসার-মোচনের আশা সুদূর-পরাহিত ; আর সম্যক্ জ্ঞান বাতীত যে সংসার-মোচন হইতেই পারে না, তাহাও পূর্বের বলিয়াছি । অতএব আমার পূর্বোক্ত (কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ ইত্যাদি) উপদেশ জীবের এই ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া সম্যক্ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে । আমি কোনরূপ বিরুদ্ধ কথা বলি নাই ।

এখন যদি বল যে, হে শ্রীকৃষ্ণ ! যদি কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্মের পরস্পরগত আরোপের অপবাদপূর্বক সেই এক অবিক্রিয় ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় উপদেশ প্রদান করাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহাও তো কিছু নূতন উপদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না ; পূর্বের “ন জায়তে ত্রিয়তে বা কদাচিত্” ইত্যাদি স্থলে (২ অ, ২০ শ্লোকে) তো এ সমস্ত কথা অনেকবার বলা হইয়াছে ; ব্রহ্ম যে নির্বিকার, তাহাও পূর্বের প্রতিপাদিত হইয়াছে ; সুতরাং তোমার সেই এক পুরাতন কথা বারবার বলিবার প্রয়োজন কি ? পুনরুক্তি দোষ পরিহার পূর্বক যদি নূতন কথা কিছু থাকে, তাহা বল, আমি শুনিতে প্রস্তুত আছি । অর্জুন ! তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, তুমি প্রথমতঃ, বিবেচনা করিয়া দেখ যে, যে সংস্কারটি যাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, সে সহজে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না । দ্বিতীয়তঃ, যে বিষয় অতিশয় কঠিন, তাহা যদি কোন ব্যক্তিকে বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে সেই বিষয়টি বারংবার তাহাকে বলিতে হয় ; নচেৎ সে বিষয় কখনই তাহার মস্তিষ্কে স্থান পাইবে না, ইহা সূনিশ্চিত । বারংবার বিপরীত দর্শন করিয়া মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কার জীবের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া থাকে, সুতরাং সে মোহবশতঃ প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়াও সে কথা ভুলিয়া যায় এবং পুনরায় সংস্কারবশে মিথ্যাপ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া, সেই মিথ্যা বিষয়েরই (আত্মা সক্রিয় ইত্যাদি বিষয়ক) প্রশ্ন করিয়া থাকে । তোমারও দশা ঠিক তাহাই হইয়াছে ; সেই নিমিত্ত আমাকে তদ্বিষয়ক উপদেশ বারংবার প্রদান করিতে হইতেছে । আর এই আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানরূপ বিষয়ও বড়ই গহন অর্থাৎ অতি দুর্বিজ্ঞেয় ; সুতরাং তোমায় এই একই কথা অর্থাৎ আত্মবস্তু যে নিষ্ক্রিয় তাহা “অব্যক্তোয়মচিন্তোয়ম্” (২ অ, ২৫ শ্লোক), “ন জায়তে ত্রিয়তে বা” ইত্যাদি স্থলে পূর্বের বারবার বলিয়াছি এবং অগ্রে (সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্ত ইত্যাদি স্থলে) আরও বলিব ।

এখন যদি আশঙ্কা কর যে, দেহাদির নির্বর্তক কৰ্ম তিন প্রকার ; কৰ্ম, বিকৰ্ম ও অকৰ্ম । কূটস্থস্বভাব যে আত্মা তিনি অসঙ্গ, সূতরাং তাঁহার ব্যাপাররূপ যে কোন প্রকার কৰ্ম আছে তাহা নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ ; অতএব অকৰ্ম ত্রয়ো কৰ্মের দর্শন কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না । এইরূপ আশঙ্কিত-বাক্যের বিহিত উত্তর শ্রবণ কর । আত্মা অকৰ্ম, তাহাতে কোনরূপ ক্রিয়ার সংস্পর্শমাত্র নাই, সেই অকৰ্মে বিপরীত দর্শনের নামই কৰ্ম । বস্তুতঃ ইহা কৰ্ম নহে, কিন্তু কৰ্মভ্রম । আর “আমি কৰ্ত্তা”, “আমি ভোক্তা” ইত্যাদি স্থলে কৰ্মের সহিত আত্মাকে একাসনেই উপবিষ্ট বা কৰ্ম ও আত্মার পরস্পর সমানাধিকরণ পরিদৃষ্ট হয় । “আমি কৰ্ত্তা” ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়ারূপ ব্যাপারের আরোপ আমার উপরেই দেখা যাইতেছে, সূতরাং এস্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, অকৰ্ম স্বরূপ ত্রয়ো দেহাভ্যাশ্রয় কৰ্ম অর্থাৎ কৰ্মভ্রম নিতান্ত বদ্ধমূলভাবে অবস্থান করিতেছে । অতএব কৰ্ম কি এবং অকৰ্মই বা কি, কবিগণও ইহা নির্ণয় করিতে অক্ষম হইয়া মোহপ্রাপ্ত হন (কিং কৰ্ম কিম-কৰ্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ) । আর যদি এরূপ আশঙ্কা হয় যে, আত্মা যদি নিষ্ক্রিয়ই হইলেন, তবে আবার কৰ্মভ্রম তাঁহার উপর কিরূপে আরোপিত হইতে পারে ? তাহাও বলিতেছি । দেহকে আশ্রয় করিয়া কৰ্মের উদ্ভব হয় ; লোক সেই কৰ্ম শুদ্ধিকায় রজতের স্থায় আত্মার উপর অধ্যারোপ করিয়া “আমি কৰ্ত্তা,” “আমার এই কৰ্ম,” “আমি এই কৰ্মের ফলভোগ করিব”, এরূপ অভিমান করিয়া থাকে । ইত্যাকার অভিমানের নামই বিপরীত জ্ঞান বা ভ্রম । ১৭শ শ্লোকে বর্ণিত । অকৰ্ম অর্থাৎ তুষ্ণীক্যাবও (চুপ করিয়া থাকা, কিছু না করা) আত্মার উপর অধ্যারোপিত ; সূতরাং তাহাও ভ্রমমাত্র । কারণ, যেরূপ আমি বলিলাম যে, “কিছু না করিয়া চুপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে কোন কৰ্মও হইবে না, অথচ আমি সুখী হইব,” এরূপ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেহেন্দ্রিয়াশ্রয় ব্যাপারের নাম কৰ্ম, সেই কৰ্মের যে উপরম অর্থাৎ সেই কৰ্ম হইতে উপরত হওয়া, তাহাও কৰ্ম, কারণ তাহাও ব্যাপার বিশেষ । সেই কৰ্মোপরমরূপ কৰ্মকৃত যে সুখী, তাহা আত্মাতে আরোপ করিয়াই, আমি কিছু করি না, তুষ্ণীক্যাব অবলম্বন করিয়া থাকি ; সূতরাং সেই অকৰ্ম বা তুষ্ণীক্যাব অবস্থাতেও “আমি সুখী” এইরূপ অভিমান বা অহঙ্কার হয় বলিয়া, তাহাও যে আত্মার উপর

ভ্রমপূর্বক অধ্যারোপিত হইয়াছে, ইহাও বিচার পূর্বক বুঝিয়া দেখা উচিত। কৰ্ম্মাভাব বা তুষ্ণীভাবকেও কি কারণে আরোপিত বলিয়া উল্লেখ করিলাম, তাহা একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক সবিশেষ বুঝাইয়া দিতেছি। বিবেচনা করিয়া দেখ, শুক্তিকাতে স্বভাবতঃ রূপাত্মক নাই; রূপাত্মক তাহাতে আরোপিত-মাত্র, এবং সেই শুক্তিকায় যখন রূপাত্মক আরোপিত, তখন সূতরাং তাহাতে রূপাত্মাভাবও আরোপের পক্ষপাতী। এইরূপ আত্মাতে স্বভাবতঃ বিক্রিয়া নাই, কিন্তু কৰ্ম্ম তাহাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত মাত্র এবং সেই ত্রন্ধে কৰ্ম্মাভাবও সূতরাং আরোপিত বা অধ্যস্ত। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, সকল লোকেরই আত্মার উপর কৰ্ম্মাদি বিভ্রম হইয়া থাকে এবং তোমারও সেই দশাই সমুপস্থিত হইয়াছে; সূতরাং সেই বিপরীত জ্ঞান অপনীত না হইলে, তোমার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় বা মুক্তির আশা নাই। সূতরাং সেই বিপরীত দর্শন অপনয়নার্থ, আমি যে পূর্বাভিহিত বাক্য (কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্মেত্যাদি) বলিয়াছি, বোধ হয় এতক্ষণে তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। অৰ্জ্জুন! আমার কথার প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার জন্য তোমার নিকট প্রয়োজনের অধিক অনেক কথা বলিতে হইয়াছে এবং সেই সমস্ত কথা নানাস্থানে বিক্লিপ্ত ভাবে রহিয়াছে; সূতরাং এক্ষণে সেই সমস্ত কথার সারমর্ম তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর।

এই অবিচার লীলাভূমি দ্বৈত প্রপঞ্চে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেহা-দ্ভিয়াশ্রয় যে কৰ্ম্ম, তাহা স্বস্বরূপে অবস্থিত হইলেও সকল লোকেই কৰ্ম্মরহিত অবিক্রিয় ত্রন্ধে তাহার অধ্যাস করিয়া থাকে। কারণ, অবिवেকীর কথা দূরে থাকুক, বিবেকীরাও আত্মার উপর “আমি কর্তা”, “আমি করিতেছি” ইত্যাদি রূপ কৰ্ম্মের আরোপ বা কর্তৃত্বাভিমান করে। অতএব যে ব্যক্তি আত্ম-সমবেত (আমির সঙ্গে মিশ্রিত, আত্মাভিमानে মাখান) লোক-প্রসিদ্ধ কৰ্ম্মে, ক্রতগামী নৌকায় আরুঢ় ব্যক্তির তীরস্থ বৃক্ষে পশ্চাৎগমনরূপ কৰ্ম্মে, গত্যভাবরূপ অকৰ্ম্ম দর্শনের দ্বারা, অকৰ্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়ারাহিত্য দেখিয়া থাকে, অর্থাৎ নৌকারোহী ব্যক্তি যে তীরস্থ বৃক্ষের গতি প্রাতিলোম্য (বিপরীত গতি) অনুভব করে, তাহা ভ্রান্তিমাত্র; কারণ বৃক্ষের গতি নাই। নৌকারোহীর পক্ষে তীরস্থ বৃক্ষের গতি প্রাতিলোম্য আপাততঃ প্রতিভাত হইলেও, সে যখন বিচার করিয়া দেখে যে, বৃক্ষের ত গতি নাই, সূতরাং তাহার গতি-

প্রাতিলোম্য হওয়া অসম্ভব; অতএব আমি যাহাকে গতি বলিয়া বুঝিতেছি তাহা প্রকৃত গতি নহে—আমাকর্তৃক আরোপিত ও ভ্রমমাত্র। তখন তাহার অকর্মে কৰ্ম-জ্ঞানরূপ ভ্রম বিদূরিত হয়, বা তখনই তাহার যথার্থ জ্ঞান সিদ্ধ হয়। এইরূপ যে ব্যক্তি আত্মাধিষ্ঠানে আরোপিত স্তূতরাং আত্মনিষ্ঠ যে লোক-প্রসিদ্ধ কৰ্ম তাহাতে অকৰ্ম অর্থাৎ কৰ্ম্যভাব দেখিয়া থাকে, মনুষ্যের মধ্যে সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তিই যোগী ও সেই ব্যক্তিই কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ। ইহার স্থলার্থ, যেরূপ বৃক্ষ বাস্তবিক ক্রিয়ারহিত, আত্মাও সেইরূপ ক্রিয়ারহিত। যেরূপ ক্রিয়ারহিত বৃক্ষেই ভ্রমপূর্বক ক্রিয়া আরোপিত, সেইরূপ ক্রিয়ারহিত ব্রহ্মেও ভ্রমপূর্বক ক্রিয়া আরোপিত হয়। যেরূপ নৌকারোহী, বিচার-দৃষ্টিতে নিজ ভ্রম অপাকৃত করিয়া, সেই আরোপিত-ক্রিয় বৃক্ষেই ক্রিয়ারাহিত্য দেখিয়া থাকে বা বৃক্ষবিষয়ক সম্যক জ্ঞানলাভ করে; যদি কোন ব্যক্তি সেইরূপ আরোপবশে আত্মনিষ্ঠ কৰ্মে কৰ্ম্যভাব দেখিয়া থাকে, অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি বিচার-দৃষ্টিতে নিজভ্রম অপাকৃত করিয়া আরোপিতক্রিয় নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মেই ক্রিয়ারাহিত্য (অকৰ্ম্ম) দেখিয়া থাকে, বা ব্রহ্মবিষয়ক সম্যক জ্ঞানলাভ করে, মনুষ্যের মধ্যে সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, সেই ব্যক্তিই যোগী ও সেই ব্যক্তিই কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ। আর যে ব্যক্তি কৰ্ম্মের স্মায় আত্মায় আরোপিত লোকপ্রসিদ্ধ অকৰ্ম্মে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি-ব্যাপারের উপরমাবস্থাতেও (তৃষ্ণীস্তাবে) কৰ্ম্ম দেখিয়া থাকে, মনুষ্যের মধ্যে সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমত্তাদিগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধ-দৃষ্টি লোক-সকল সাধারণতঃ দেহাদিচেষ্টাকেই কৰ্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া থাকে, আর কিছু না করিয়া চূপচাপ বসিয়া থাকা বা তৃষ্ণীস্তাবকেই অকৰ্ম্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। অথচ, বিচার করিলে দেখা যায় যে, ঐ লৌকিক অকৰ্ম্মাবস্থাতে অর্থাৎ তৃষ্ণীস্তাবাবস্থাতেও কৰ্ম্ম বা ব্যাপার সমরূপই চলিতেছে; কারণ, মনুষ্য মনে করে যে, ‘আমি কিছু কৰ্ম্ম না করিয়া চূপ করিয়া বৈশ্ব স্তূখে আছি।’ এই “আমি স্তূখে আছি” রূপ ব্যাপার ক্রিয়া বা চেষ্টা তখন পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজিত; কারণ, প্রকৃত আমির উপর ত কোনরূপ ক্রিয়ার আরোপ নাই। স্তূতরাং এই “আমি স্তূখে আছি” রূপ অভিমান বা অহঙ্কারই লোকপ্রসিদ্ধ অকৰ্ম্মাবস্থাতেও কৰ্ম্মের অস্তিত্ব দেখাইয়া দেয়। আর যে ব্যক্তি ঐই লোকপ্রসিদ্ধ অকৰ্ম্মেও কৰ্ম্ম দেখিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই

বুদ্ধিমান, সেই ব্যক্তিই যোগী, সেই ব্যক্তিই কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ । আর যে ব্যক্তি লোকপ্রসিদ্ধ অকৰ্ম্মে কৰ্ম্ম দেখিতে পায়, সে যে কৰ্ম্মে পূৰ্বেবাক্তরূপ অকৰ্ম্ম দেখিবে তাহা বলাই বাহুল্য । ফলতঃ যে ব্যক্তি এইরূপ কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্মের বিভাগ জ্ঞাত আছেন, সেই ব্যক্তির নিষ্কাম্যজ্ঞান। বুদ্ধিই নিশ্চয় নিশ্চয়-জ্ঞান; সুতরাং তিনি বুদ্ধিমান । সেই ব্যক্তিরই যথার্থ সমজ্ঞান হইয়াছে, সেই ব্যক্তিরই যথার্থ চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইয়াছে, সুতরাং তিনি যোগী । এবং তিনি সকল কৰ্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহার আর কোনরূপ কৰ্ম্ম করিতে বাকি নাই ; অর্থাৎ যে ব্যক্তি সম্যক্ জ্ঞানলাভ করেন, জ্ঞানানলে তাঁহার সমস্ত কৰ্ম্মই ভস্মীভূত হয়, সুতরাং জ্ঞানীকে আর নূতন করিয়া কোন-রূপ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয় না । এই নিমিত্তই বলা হইল যে, তাহার আর কোনরূপ কৰ্ম্ম করিতে বাকি নাই ; সুতরাং সে কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ । এইরূপ ব্যক্তিই অশুভ সংসার হইতে মুক্তিলাভ পূর্বক কৃতকৃত্য হয় ।

পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য দাভিমত পরিব্যক্ত করিয়া, বৃত্তিকারের মত সমুৎপাদন পূর্বক খণ্ডন করিতেছেন । বৃত্তিকারের মতে, ঈশ্বরার্থে অনুষ্ঠীয়-মান যে নিত্যকৰ্ম্ম, তাহা ফলপ্রদ নহে ; সুতরাং গোণীবৃত্তিতে তাহাই (নিত্যকৰ্ম্মই) অকৰ্ম্ম । অর্থাৎ যেরূপ লোকে দুষ্করূপফলহীন গাভীকে, অগাভী (এ গরুটা গরুই নহে, এইরূপ) বলিয়া থাকে ; বাস্তবিক তাহাতে গাভীর মুখ্যার্থ অর্থাৎ প্রকৃত গাভীত্ব নষ্ট হয় না বটে, গুণাংশ লইয়া গাভীত্ব নষ্ট হয় মাত্র ; সুতরাং এইরূপ প্রয়োগ মুখ্যবৃত্তিতে না হইয়া গোণীবৃত্তিতে হইয়া থাকে । সেইরূপ নিত্যকৰ্ম্ম ও স্বর্গাদি কোন ফল প্রসব করে না বলিয়াই অকৰ্ম্ম । আর সেই নিত্যকৰ্ম্মের অকরণ রূপ যে মুখ্য অকৰ্ম্ম, তাহাই আবার গোণী (অপ্রধান) বৃত্তিতে ‘কৰ্ম্ম’ । নিত্যকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে বিদ্ব-ভূত নরকাদি ফললাভ হয় বলিয়াই, নিত্যকৰ্ম্মের অকরণরূপ অকৰ্ম্মই ‘কৰ্ম্ম’ । বাহা ফলপ্রসব করে তাহাই কৰ্ম্ম, এবং বাহা ফলপ্রসব না করে তাহাই অকৰ্ম্ম । এই নিয়মানুসারে বৃত্তিকারের মতে, নিত্যকৰ্ম্মই “অকৰ্ম্ম” এবং নিত্য-কৰ্ম্মের অননুষ্ঠান রূপ অকৰ্ম্মই কৰ্ম্ম । যে ব্যক্তি, কৰ্ম্মে অর্থাৎ নিত্যকৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম অর্থাৎ ফলাভাব হেতু কৰ্ম্মাভাব দেখিয়া থাকেন এবং যে ব্যক্তি, অকৰ্ম্মে অর্থাৎ নিত্যকৰ্ম্মের অকরণরূপ অকৰ্ম্মে, (নরকাদি ফলপ্রদ বলিয়া) কৰ্ম্ম দেখিয়া থাকেন, যন্মুখ্যের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমত্বাদিগুণবিশিষ্ট ।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, বহুবিধ ঐতিমুক্ত্যাদির সহায়তায় বৃত্তিকারের উক্ত মত যেরূপে নিরাকৃত করিয়াছেন, তাহার স্থূল মস্ম এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (১৭ শ্লোকে) বলিয়াছেন, “যজ্ঞজ্ঞাত্মা মোক্ষসংশুভাৎ” অর্থাৎ “তুমি যে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া অশুভসংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবে।” ভগবানের উক্ত বাক্য স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে যে, নিত্যকর্ম-বিষয়ক জ্ঞান বা নিত্যকর্মের ফলা-
 ভাব জ্ঞান, ভগবদভিপ্রেত জ্ঞান নহে। কারণ, নিত্যকর্ম-জ্ঞান বা নিত্য-
 কর্মের ফলাভাব-জ্ঞান কোন স্থলেই মুক্তিফলপ্রদরূপে উল্লিখিত হয় নাই।
 অথচ, ভগবদুল্লিখিত জ্ঞানের ফল অশুভমুক্তি; স্তুরতাং বৃত্তিকারের উল্লি-
 খিতরূপ ব্যাখ্যা, ভগবদাক্যের পরস্পর সামঞ্জস্য সংরক্ষিত না করিয়া বিরু-
 দ্ধার্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া হয়।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। এই শ্লোকে কর্মাকর্মের স্বরূপ পরিজ্ঞানের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইতেছে। এস্থলে কর্ম শব্দে নিকামভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম এবং অকর্ম শব্দে ফলস্বরূপ আত্মজ্ঞান সূচিত হইতেছে। ক্রিয়মাণ কর্মে যিনি আত্মজ্ঞানই দর্শন করেন এবং আত্মজ্ঞান রূপ অকর্মে যিনি কর্মই বর্তমান রহিয়াছে বলিয়া বোধ করেন, অর্থাৎ যে মুক্তিলাভার্থী ব্যক্তি হৃদবিশুদ্ধি হেতু, কর্মের বাধাত্ম্য অনুসন্ধানের দ্বারা অনুষ্ঠীয়মান কর্মে অকর্ম সন্দর্শন করেন, তিনিই পণ্ডিত। জ্ঞান কর্মেরই অনুগত; কর্ম দ্বারাই জ্ঞান উপজাত হয়। জ্ঞান ও কর্ম উভয়েরই উদ্দেশ্য আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি। এই বোধের বশবর্তী হইয়া বুদ্ধিমান জনেরা কর্মকে জ্ঞানাকার এবং জ্ঞানকে কর্মাকার বোধ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অজ্ঞান জনেরাই জ্ঞান-
 ভোগ ও কর্মযোগের পার্থক্য অনুভব করে; পণ্ডিতেরা তাহা করেন না।
 ক্রিয়মাণ কর্মে তৎকর্তৃকস্বরূপ আত্মার বাধাত্ম্য অনুসন্ধানে সম্প্রবৃত্ত হইলে
 যুগপৎ উভয় ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে
 জ্ঞান লাভও ঘটিয়া থাকে। এইরূপে কর্মানুষ্ঠান সহকারে যিনি আত্ম-
 বাধাত্ম্য অনুসন্ধান করেন, মনুষ্যের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান অর্থাৎ ‘সকল
 শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ’, মোক্ষলাভের যোগ্য এবং বাবতীয় শাস্ত্রানুগত কর্মানুষ্ঠাতা।
 সর্বপ্রকার কর্মানুষ্ঠান দ্বারা যে শুখ লাভ করা যায়, একমাত্র আত্মজ্ঞান
 রূপ পরম স্থখে তৎসমস্তই অন্তর্নিহিত আছে (২ অ, ১৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য

দেখুন) ; এই জ্ঞানই আত্মজ্ঞানীকে “কৃৎস্নকর্ষকৃৎ” বলা হইয়াছে । আত্ম-জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বকর্মের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, সকল কর্মের ফলই তিনি উপভোগ করিয়া থাকেন, ইহাই ভাবার্থ ।

শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায় । কর্ম, বিকর্ম ও অকর্মের দুজ্ঞেয়ত্ব প্রদর্শন করিয়া, এক্ষণে শ্রীভগবান্ তাহাই স্ফুটীকৃত করিতেছেন । পরমেশ্বর আরাধনারূপ কর্মবিষয়েও যে ব্যক্তি অকর্ম দর্শন করেন, অর্থাৎ তাহা জ্ঞানের হেতুভূত, সূতরাং বন্ধনের কারণ নহে জানিয়া, ভগবদারাধনারূপ কর্মও কর্ম নহে বলিয়া যিনি উপলব্ধি করেন ; এবং শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানরূপ অকর্মেও যিনি কর্ম দর্শন করেন, অর্থাৎ তাহা প্রত্যবায়ের উৎপাদক, সূতরাং বন্ধনের হেতুভূত বলিয়া বিহিত কর্মের অপরিপালনরূপ অকর্মও যিনি কর্মরূপে উপলব্ধি করেন, কর্মানুষ্ঠানকারী মনুষ্যগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান, তাঁহারই বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা, এইজন্ম তিনিই শ্রেষ্ঠ । তাদৃশ ব্যক্তির প্রশংসার্থ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, তিনিই যোগী, কারণ উল্লিখিত বুদ্ধি সহকারে কর্মানুষ্ঠান দ্বারা তিনি জ্ঞানযোগের অধিকারী হইয়াছেন । যাবতীয় কর্মানুষ্ঠান জনিত ফল তাঁহার বিশাল বারিধিতুল্য কর্মফলের অন্তর্ভূত, এজন্ম তিনিই সর্ব কর্মের অনুষ্ঠাতা । পূর্বের “ন কর্মনামনারস্তাৎ” (৩ অ, ১ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে, কর্মযোগের অধিকারাবস্থায়, জ্ঞানভূমিতে আরোহণাভিলাষী ব্যক্তিবৃন্দের নিমিত্ত যে কর্মযোগের ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই স্পষ্টীকৃত হইল ; সেই প্রকরণই এস্থলে বিস্তারিতরূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছে ; এজন্ম পুনরুক্তি দোষ ঘটে নাই । পূর্বের “যত্নাত্মরতিরেব স্তাৎ” (৩ অ, ১৭ শ্লোক) ইত্যাদি বচন দ্বারা জ্ঞানভূমিকা সমাক্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দের পক্ষে কর্মবিহীনতা কীর্তিত হইয়াছে । এই শ্লোকে তাহারও তাৎপর্য্য বিশদীকৃত হইল । যখন জ্ঞানভূমিকা আরোহণাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে কর্ম বন্ধক স্বরূপ হয় না, তখন জ্ঞানভূমিকা সমাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে যে কর্ম বন্ধক হইতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য । অতএব সেই শ্লোকের সহিত সমালোচ্য শ্লোকের সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হইয়াছে । অতঃপর অন্য প্রকারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা উত্থাপিত হইতেছে । দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপাররূপ কর্মে বর্তমান থাকিলেও আত্মা দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র ; এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া যিনি স্ফুটাবতঃ ক্রিয়াহীন আত্মায় অকর্ম দর্শন করেন, এবং

জ্ঞানবলে ত্যাগ না করিয়া, কেবল কৰ্ম্মের অশেষ ক্রেশ দর্শনে কৰ্ম্ম ত্যাগরূপ অকৰ্ম্ম প্রযত্ন সাধ্য সূত্রের মিথ্যাচার বোধে, যিনি তাহাতে কৰ্ম্মই দর্শন করেন, তিনিই পণ্ডিত। পূর্বে “কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্যা” (৩ অ, ৮) ইত্যাদি শ্লোকে অবশ্যকর্তব্য কৰ্ম্ম পরিপালনের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা এবং তাহার অনমুষ্ঠানে যে প্রত্যাবয় সম্ভাবিত, তাহা স্মরণ করিয়া যে ব্যক্তি কৰ্ম্মকে বন্ধনস্বরূপ জ্ঞান করেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান; কারণ, যদৃচ্ছালব্ধ সর্ববিধ আহালাদি কার্য সম্পন্ন করিলেও, তাঁহারা আত্মার অকর্তৃত্ব জ্ঞান হেতু সমাধিস্থ যোগীর তুল্য। এতদ্বারা বিকৰ্ম্মের তত্ত্বও প্রতিপাদিত হইল, যেহেতু জ্ঞানিজনের স্বয়মগত কলঙ্ক (৭১০ পৃষ্ঠার টিপ্পনো দ্রষ্টব্য) ভক্ষণাদিরূপ শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ বিকৰ্ম্মও দোষাবহ হয় না, কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তির অমুরাগ সহকারে তদমুষ্ঠান দোষাবহ হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্বিখনাথের অভিপ্রায়। রাজর্ষি জনকাদির ন্যায় যে শুদ্ধাস্তঃকরণ ও জ্ঞানবান্ পুরুষ কৰ্ম্মত্যাগী না হইয়াও, নিকাশভাবে সকল কৰ্ম্মের অমুষ্ঠান করেন এবং কৰ্ম্মযোগে প্রবৃত্ত হইয়াও তাহা মুক্তির প্রতিবন্ধক হইবে না জানিয়া, কৰ্ম্ম করা হইতেছে না বলিয়াই বোধ করেন; আর যিনি জ্ঞান-বিহীন ও অশুদ্ধাস্তঃকরণ হইলেও, জ্ঞানাভিমানী ভণ্ড সন্ন্যাসীগণের ন্যায় কৰ্ম্মত্যাগ করাকে শাস্ত্রজ্ঞানপ্রভাবে, দুর্গতিপ্রাপক বন্ধনরূপ কৰ্ম্ম বলিয়াই উপলব্ধি করেন, তাঁহারাই বুদ্ধিমান এবং তাঁহারাই যাবতীয় কৰ্ম্মের অমুষ্ঠান করেন। তাঁহারা সেই জ্ঞানবাচাল জ্ঞানাভিমানীর সঙ্গে থাকিয়াও এবং তাহার বাক্যমুরোধ শ্রবণ করিয়াও কখনই সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া কৰ্ম্মত্যাগ করেন না, ইহাই ভাণ্ডার্থ। ভগবান্ বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তির যদ্বিদ্ভি অসংযত এবং ইন্দ্রিয়গণের সারার্থস্বরূপ মনও বাহার প্রচণ্ড, সেই জ্ঞানবৈরাগ্য-রহিত ব্যক্তির ত্রিদণ্ড (বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড) অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রম কেবল জীবনোপায় স্বরূপ। সেই ধর্ম্মঘাতী ব্যক্তি দেবতাদিগকে এবং আপনার আত্মাকে এবং আমাকেও বঞ্চনা করে। তাহার অকালমৃত সন্ন্যাসীবেশ তাহাকে ইহলোক ও পরলোক পরিভ্রষ্ট করে মাত্র।”

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি কোন কোন টীকাকার এই শ্লোকের শেষাংশের অর্থ স্থলে “বুদ্ধিমান” এই পদের পর “কৃত্ত্বকৰ্ম্মকৃত্ত্ব” এই পদ স্থাপন করিয়াছেন, এবং তদনন্তর “অপি” এই পদ উচ্চ করিয়াছেন। এক্ষণে ভাবে অর্থ করিলে

তাৎপর্যার্থ এইরূপ হয় । যথা ; তিনিই বুদ্ধিমান, কারণ তিনি যদৃচ্ছালক আহারাদি সর্ব কৰ্ম করিলেও যোগীর তুলা । শ্রীমচ্ছরীচার্য্য প্রভৃতি কোন কোন মহাত্মা “কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ” শব্দ শেষেই স্থাপিত করিয়াছেন এবং কোন শব্দ উচ্চরূপেও গ্রহণ করেন নাই । তদনুসারে যে অর্থ হয় তাহা পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং পুনরুল্লেখ নিম্প্রয়োজন । এই শ্লোকের অর্থ প্রতীশব্দ ও ব্যাখ্যা স্থলে শ্রীধরস্বামীর অনুকরণ করা হইয়াছে । “কৃৎস্ন-কৰ্ম্মকৃৎ” শব্দের অর্থ সম্বন্ধেও সামান্য মতভেদ আছে । কেহ কেহ “সর্বক-শাস্ত্রার্থানুযায়ী কৰ্ম্মতৎপর” এবং কেহ “যাবতীয় কৰ্ম্মতৎপর” এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন ।

পূজ্যপাদ নীলকণ্ঠ সূরির অভিপ্রায় । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে (১৬ শ্লোকে) অৰ্জুনের নিকটে “তন্তে কৰ্ম্ম প্রপঞ্চ্যামি” রূপ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অধুনা তাহারই উদ্ভব স্বরূপে বলিতেছেন । অসেচনক অৰ্জুন্ ! তোমাকে পূর্বেই (১১ শ্লোকে) বলিয়াছি যে, কৰ্ম্ম, অকৰ্ম্ম ও বিকৰ্ম্মভেদে দেহেন্দ্রিয়াদি-ব্যাপার রূপ কৰ্ম্ম ত্রিবিধ । তন্মধ্যে, শাস্ত্রবিহিত যে দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপার, তাহার নাম “কৰ্ম্ম” । শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ যে দেহেন্দ্রিয়াদি চেষ্টা, তাহার নাম বিকৰ্ম্ম, এবং তৃষ্ণীস্তাবের নাম অকৰ্ম্ম । এই কৰ্ম্মের গতি বা যথাযথ তত্ত্ব অতি গহন অর্থাৎ দূরবগম্য । এই দূরবগম্য-গতি কৰ্ম্ম অর্থাৎ কৰ্ম্ম-অকৰ্ম্ম-বিকৰ্ম্মরূপ দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপার, সেই অবিক্রিয় নিষ্ক্রিয়, প্রতিশরীরন্ত, আত্মায় অনাদি অবিজ্ঞা কর্তৃক সমারোপিত । নৌকান্বিত ব্যক্তি, গতিহীন তীর-তরুতে ভ্রাস্তিবশতঃ গতির আরোপ করিয়া থাকেন ; কিন্তু তত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা তিনি, সেই তীরস্থপাদপে বেরূপ গত্যভাব দেখিয়া থাকেন, সেইরূপ যে ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় আত্মায় অবিজ্ঞাকর্তৃক কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম বিকৰ্ম্মাত্মক কৰ্ম্ম সমারো-পিত হইলে, তাহাতে অকৰ্ম্ম অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ কৰ্ম্মাভাব দেখিয়া থাকেন, মনুষ্য মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমত্তাদিগুণবিশিষ্ট । আর এক কথা, সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিবিধ গুণের সংমিশ্রণে সজ্জাত বস্তুজাতই চঞ্চলস্বভাব । দেহ-ইন্দ্রিয়া-দিও ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং তাহারাও চঞ্চলস্বভাব বা নিয়ত কৰ্ম্মবিশিষ্ট । ত্রিগুণাত্মক দেহেন্দ্রিয়াদি এক মুহূর্ত্তও কৰ্ম্মবিহীনভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না । আত্মার দেহও নাই, আর ইন্দ্রিয়াদিও নাই, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয় । অবিজ্ঞা ত্রিগুণাত্মিকা, কিন্তু আত্মা ত্রিগুণাতীত । এই নিমিত্ত

ত্রিগুণের সহিত যাহার সম্বন্ধ অবিচার সহিতই তাহার সম্বন্ধ, অতএব ত্রিবিধ কৰ্ম্মই অবিচারোপিত । আত্মা অবিজ্ঞাতীত বা ত্রিগুণাতীত বলিয়াই নিষ্ক্রিয় । কাজেকাজেই বলিতে হয় যে, সেই ত্রিগুণাতীত নিষ্ক্রিয় আত্মায় কৰ্ম্ম বা ক্রিয়া, অবিজ্ঞা কর্তৃক আরোপিত ।

বীজাকুর গায় (২৩২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) সৃষ্টি অনাদি, অবিজ্ঞাও অনাদি ; সুতরাং জীবের কৰ্ম্মবন্ধনও অনাদি । অবিজ্ঞা অনাদি হইয়াও সাস্তু, (অর্থাৎ তাহার নাশ আছে), আর আত্মা অনাদি ও অনন্ত ; অবিজ্ঞা এবং পরমাত্মার প্রভেদ এই পর্য্যন্ত । জীব অসংখ্য বলিয়া একের অবিজ্ঞা নাশ হইলে অপরের অবিজ্ঞা নষ্ট হয় না । যে আত্মাভিন্ন জীব অবিচার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ না করিয়াছে, সেই জীবই আত্মাতে বা আপনাতে কৰ্ম্মের আরোপ করিয়া থাকে । কিন্তু যে জীব বহুজন্মান্তরীণ অনির্বচনীয় সৃষ্টি-ফলে সেই অবিচার স্বরূপ সমবগত হইতে পারে, তাহারই অবিজ্ঞা বিনিবৃত্তি হয়, বা সেই ব্যক্তি শোক-বারিধি বা অপার সংসারের পরপারে গমন করিতে পারে, সুতরাং সেই মনুষ্যই বুদ্ধিমত্তাদিগুণবিশিষ্ট । যে ব্যক্তি অবিজ্ঞাকে চিনিতে পারে, অবিজ্ঞা তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে । ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রতারক অপরের সহিত প্রতারণা কতক্ষণ করিতে পারে ?—না, যতক্ষণ সেই প্রতারিত ব্যক্তি আপনাকে প্রতারিত বলিয়া মনে না করে, বা তাহাকে প্রতারক বলিয়া চিনিতে না পারে । প্রতারক যখন বুঝে যে, এ ব্যক্তি আমায় চিনিয়া ফেলিয়াছে, সে তখনই তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে । অবিচার দশাও এইরূপ । প্রতারককে চিনিতে পারা বুদ্ধিমানেরই কার্য্য ; সুতরাং অবিজ্ঞাকে যে চিনে, সে যে বুদ্ধিমত্তাদিগুণ-বিশিষ্ট, তাহা বলাই বাহুল্য । অবিজ্ঞা কখনও আত্মার সম্মুখীন হইতে পারে না । অবিজ্ঞা-মুক্ত জীবও আত্মাভিন্ন ; সুতরাং অবিজ্ঞা লজ্জায় আর তাহার সম্মুখে আসিতে পারে না । ফলতঃ, এককে আর বুঝার নামই অবিজ্ঞা ; বা এককে আর বুঝানই অবিচার স্বভাব । যে বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বরূপ, বিচার পূর্বক তাহা অবগত হইলে, অপরটি যে তাহাতে আরোপিত হইয়াছিল, তখনই তাহা বুঝিতে পারা যায় । আর যখনই এইটি আরোপিত বলিয়া ধরা পড়ে, সেই আরোপিত বস্তুটি তখনই সে স্থান পরিত্যাগ করে, আর সে স্থানে আসিতে সাহসী হয় না । এইরূপ জীব যখনই সবিচার দৃষ্টরূপে বুঝিতে

পারে যে আত্মা বা-আমাতে কোনও ক্রিয়া নাই, ক্রিয়া আমার উপর আরোপিত হইয়াছে, একে আর ঘটিয়াছে, আমি প্রতারণিত হইয়াছি ; অবিজ্ঞা তখনই নিজের আরোপিত বহুবিধ কৰ্ম্মাদি-জাল প্রতिसংস্রত করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করে, আর পুনরায় সে স্থানে আইসে না । ইহারই নাম অবিজ্ঞা বিনিবৃত্তি বা সংসারমোচন ।

সখে অৰ্জুন ! এস্থলে যদি তোমার এরূপ আশঙ্কা হয় যে, শাস্ত্রবিহিত ও নিষিদ্ধ দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারকে না হয় কৰ্ম্মশ্রেণীর অন্তর্গত করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু অকৰ্ম্ম বা তুষ্টীস্তাবকে কিরূপে কৰ্ম্মশ্রেণীভুক্ত করি' ? কিছু না করিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকার নামই তো তুষ্টীস্তাব ? সেই তুষ্টীস্তাব, কিরূপে কৰ্ম্মশ্রেণীর অন্তর্গত হইবে ? তাহাও বলিতেছি । চন্দ্র-তারকাদি নিয়ত চলনশীল হইলেও, মূঢ়জনে অর্থাৎ যাহারা চন্দ্রতারকাদির যথার্থত্ব সমবগত নহে, তাহারা দেখে যে, চন্দ্রতারকাদি চলনবিহীন । যাহারা সূক্ষ্মবুদ্ধি পূর্বক বিচার করিয়া থাকেন, তাহারাই চন্দ্রতারকাদির গতি দেখিতে পান । এইরূপ যাহারা মূঢ়, তাহারাই মনে করে যে, তুষ্টী-স্তাবই অকৰ্ম্ম বা কৰ্ম্মশ্রেণীর বহির্ভূত ; কিন্তু বুদ্ধিমান তাহা মনে করেন না । তিনি দেখেন যে, তুষ্টীস্তাবের ভিতরেও পূর্ণমাত্রায় কৰ্ম্ম বিরাজিত । ভ্রান্তজন ভাবে, আমি কিছু করিতেছি না, আমি চুপ করিয়া আছি, সুতরাং আমি যখন করিতেছি না বা নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিতেছি, তবে আবার ইহার ভিতর কৰ্ম্ম কেমন করিয়া আসিবে ? কিন্তু সখে ! একবার হিরবুদ্ধিতে ভাবিয়া দেখ, তুষ্টীস্তাবের ভিতরেও কৰ্ম্ম দেখিতে পাও কি না । তুমি বলিতেছ যে, “আমি কিছু করিতেছি না” ; কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে, সেই নিষ্ক্রিয় আত্মা বা আমার উপর আবার “আমি কিছু করিতেছি না” এরূপ একটা বালকোচিত উক্তি কোথা হইতে আসিল ? তখনও তোমার অহঙ্কার পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ; আর তুমি সেই নরকমূলক অহঙ্কারের রাজ্যকে পবিত্র আত্মার রাজ্যে পরিণত করিতে চাও । অহঙ্কারও ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং তাহাও সক্রিয় । অহঙ্কার যতক্ষণ, কৰ্ম্মও ততক্ষণ । অহঙ্কার জীবকে অভুলিনির্দেশ পূর্বক দেখাইয়া দেয়, ঐ ক্রিয়া—ঐ ক্রিয়া । কারকের রাজ-প্রাসাদ অহঙ্কার কর্তৃক বিরচিত হয় । অহঙ্কারাভিভূত জীবই বলিয়া থাকে যে, “আমি করিতেছি, আমি করিতেছি”, “ইহা আমার, উহা আমার”,

কিন্তু যিনি এইরূপে দেখেন যে, তুষ্টীস্তাবরূপ অকর্মেও কর্ম রহিয়াছে, তিনিই বুদ্ধিমত্তাদিগুণশিশিষ্ট । রোগ ধরা পড়িলে আর তাহাকে অপাকৃত করিতে বিলম্ব হয় না । এইরূপ কর্ম ধরা পড়িলে, তাহাকে বিদূরিত করিতে তত্ত্বজ্ঞানীর বিলম্ব হয় না । বুদ্ধিমান দেখেন যে, অকর্ম না তুষ্টীস্তাবও কর্ম এবং বিকর্মের ত্রায় কর্ম-শ্রেণীর অন্তর্গত ; সুতরাং ইহাও অবিজ্ঞা-কর্তৃক অক্রিয় আত্মায় আরোপিত হইয়াছে । আত্মার ক্রিয়া নাই ; সুতরাং কর্ম তাঁহাতে আরোপিত । একে আর বুঝার নামই অবিজ্ঞা ; সুতরাং এই নিষ্ক্রিয় আত্মাকে সক্রিয় বুঝাই অবিজ্ঞা বা অবিজ্ঞার লীলাবিলসিত । এইরূপ বুঝিয়া অবিজ্ঞার স্বরূপ অবগত হইলেই, অবিজ্ঞা সেন্ধান পরিত্যাগ করে, সুতরাং জীব সংসারমুক্ত হয় । যে মনুষ্য এইরূপ কর্মের যাখাত্মাতত্ত্ব সমবগত হইতে পারেন, মনুষ্য মধ্যে সেই মনুষ্যই বুদ্ধিমান অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী, সেই মনুষ্যই যোগী এবং সেই মনুষ্যই কৃৎস্নকর্মকৃৎ । জরায়ুজ, স্বেদজ, অণুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ চেতনের মধ্যে মনুষ্যই তত্ত্বজ্ঞানলাভোপযোগী । মনুষ্যে বিচার-শক্তি সন্নিহিত আছে বলিয়াই এস্থলে “স বুদ্ধিমান মনুষ্যোয়” এই কথা বলিলাম । এবংবিধ মনুষ্য, প্রাস্তিক্রমে নিষ্ক্রিয় আত্মায় আরোপিত ব্যাপারকে এবং সক্রিয় অনাত্মবস্তুতে আরোপিত নির্ব্যাপারকে বাধিত করিয়াছেন বলিয়া “যোগী” । আর তিনি কর্মযোগের ফল স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়াই “কৃৎস্নকর্মকৃৎ” । এবংবিধ মনুষ্য এরূপ স্ততিরই উপযুক্ত পাত্র । অতএব সখে ! তোমার এইরূপ ভাবিয়া কর্ম করা উচিত যে, আত্মার কর্তৃত্ব নাই ; কর্তৃত্ব দেহেন্দ্রিয়াদি সমূহের । “আত্মার কর্তৃত্ব নাই” এই কথা যদিও পূর্বে (অব্যাক্তোহয়-মচিস্ত্যোহয়ম্ ইত্যাদি স্থলে) অনেক বার বলা হইয়াছে, তথাপি বিষয়ের দুর্জ্ঞেয়ত্ব হেতু পুনঃ পুনঃ তোমাকে বলিতে হইতেছে । (শঙ্করা-চার্যের এই মতকে, টীকাকার অলঙ্কৃত করিয়া স্বাভিমত পরিবর্ত্ত করিয়াছেন) যদি বল যে, ঈশ্বরার্থে অনুষ্ঠীয়মান যে নিত্যকর্ম তাহা সংসার-বন্ধনের হেতুভূত নহে, সুতরাং যে ব্যক্তি সেই নিত্যকর্মে অকর্ম অর্থাৎ কর্ম্য-ভাব দেখিয়া থাকে এবং সেই নিত্যকর্মের অকরণরূপ অকর্ম, বিব্রের হেতু বলিয়া, যে ব্যক্তি তাহাতে কর্ম দেখিয়া থাকে ; সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান প্রভৃতি স্ততির অধিকারী । (ইহাই বৃত্তিকারের মত, অতঃপর ইহার খণ্ডন) তাহা বলিতে

পার না ; কারণ, নিত্যকৰ্ম্মকে অকৰ্ম্ম বলিয়া জানা রূপ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান দ্বারা কখনও অশুভসংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না । আর এই নিত্যকৰ্ম্মে যে অকৰ্ম্ম জ্ঞান, তাহা নিজেই মিথ্যাজ্ঞান স্বরূপ, সুতরাং তাহা অশুভ । অশুভপদার্থ দ্বারা কখনও অশুভের নাশ হইতে পারে না ; অন্ধকার দ্বারা কখনও অন্ধকার বিদূরিত হইতে পারে না ; যে তত্ত্ব বোদ্ধব্য, তাহা কখনও এইরূপ মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ হইতে পারে না । আর এইরূপ মিথ্যাজ্ঞানীও কখনও বুদ্ধিমান্ আদি স্তুতির অধিকারী হইতে পারেন না । সুতরাং তোমার উক্ত আশঙ্কা নিতান্ত অসঙ্গত । এতদ্বারা বৃত্তিকারের মত খণ্ডিত হইল ।

আর যদি বল যে, জ্ঞানকৰ্ম্ম অর্থাৎ দৃশ্য জড়বস্তু সমূহই কৰ্ম্ম । যে ব্যক্তি এবংবিধ জ্ঞানকৰ্ম্মে সর্বব্রহ্মাধিষ্ঠান সাক্ষপে বা স্মরণরূপে সর্বত্র অনুসৃত, অকৰ্ম্ম অর্থাৎ অবেদ্য স্বপ্রকাশ চৈতন্যকে পরমার্থ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন ; এইরূপ আবার অকৰ্ম্ম অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ বস্তুতে কল্লিত কৰ্ম্ম অর্থাৎ অখিল দৃশ্যজাতই মায়াময়, বাস্তবিক তাহার কোনরূপ সত্তা নাই, এইরূপে দেখিয়া থাকেন ; এবংবিধ ব্যক্তিই পরমার্থদর্শী ; সুতরাং তিনি নিজগুণে বুদ্ধিমান্ প্রভৃতি স্তুতির উপযুক্ত পাত্র । অর্জুন ! তোমার এরূপ আশঙ্কাও অসঙ্গত । তুমি মহুক্তির পূর্বাগর পর্যালোচনা করিয়া দেখ, আমি তোমাকে যে কৰ্ম্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছি, সে কৰ্ম্ম অনুষ্ঠেয় । “কৰ্ম্ম কুরু” কৰ্ম্ম কর, “কৰ্ম্ম প্রবক্ষ্যামি” কৰ্ম্মের বিষয় বলিব, ইত্যাদি স্থলে অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মই প্রস্তাবিত হইয়াছে ; সুতরাং অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মের প্রস্তাবে কখনও তত্ত্বজ্ঞানের প্রসঙ্গ সমুৎপাদিত হইতে পারে না । ঐকরূপ উপক্রম করিয়া অন্তরূপে উপসংহার করা নিতান্ত অযুক্তিযুক্ত । আর যদি এরূপ বল যে, “কর্ত্তরূপিততমং কৰ্ম্ম” অর্থাৎ কর্ত্তার বাহ্য অত্যন্ত অভিলষিত তাহাই কৰ্ম্ম । এইরূপ পারিভাষিক কৰ্ম্মসংজ্ঞা দ্বারা দৃশ্যজাত কৰ্ম্মশব্দের অর্থরূপে পরিগণিত হইতে পারে ; অর্থাৎ বাহ্য কর্ত্তার অত্যন্ত অভিলষিত যদি তাহাই কৰ্ম্ম হইল, অথচ কর্ত্ত্বদেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাতেরই হইল, তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধান্তীকৃত হইতেছে যে, কখনও চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ত্তার ঐন্দ্রিয়তম রূপ, কখনও কণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ত্তার ঐন্দ্রিয়তম শব্দ, কখনও শ্রোণেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ত্তার ঐন্দ্রিয়তম গন্ধ, কখনও বা রসেন্দ্রি-

যের দ্বারা কর্তার ঐঙ্গিততম রস, ইত্যাদিরূপ দৃশ্যজাতই দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ কর্তার অত্যন্ত ঐঙ্গিত ; সুতরাং দৃশ্যজাতই কৰ্ম্ম । আর পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কৰ্ম্মশব্দের অর্থ জ্ঞানকৰ্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় ; সুতরাং কৰ্ম্মপ্রস্তাবেও জ্ঞানের অবসর আছে । অর্জুন ! তোমার এরূপ আশঙ্কাও হইতে পারে না । কারণ, “অনিয়মে নিয়মকারিণী পরিভাষা” অর্থাৎ যাহা অনিয়মে নিয়মের বিধান করে, তাহার নাম পরিভাষা । যেরূপ, ঘু, টি, ভ, প্রভৃতি সংজ্ঞা । ঘু, টি, ভ, ইত্যাদি নামে প্রচলিত কোন শব্দ না থাকিলেও, বা তাহার সমীচীন প্রসিদ্ধ কোনরূপ নিয়মিত অর্থ না থাকিলেও, বৈয়াকরণিক সেই অনিয়মের ভিতরও নিয়ম বাঁধিয়া লইলেন । এই ঘু, টি, ভ আদি সংজ্ঞা লইয়া ব্যাকরণে অর্থ নির্ণয়রূপ ইচ্ছালাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা কখনও আগমার্থ নির্ণয় হইতে পারে না । এইরূপ পারিভাষিক কৰ্ম্ম সংজ্ঞা দ্বারা কখনও আগমার্থ বিনির্নয় হইতে পারে না । যে নিয়ম যেখানকার সে নিয়ম সেইখানেই চলিতে পারে, অণ্ডত্র চলিতে পারে না । এক রাজার রাজ্যের ব্যবহার কখনও অণ্ড রাজার রাজ্যে চলিতে পারে না । অতএব এখন তুমি পূর্বাপর পর্যালোচনা পূর্বক বুঝিয়া দেখ যে, আমি তোমাকে যে কৰ্ম্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তাহা অমুষ্ঠেয় কৰ্ম্ম ; জ্ঞানকৰ্ম্ম বা জড়দৃশ্যজাত নহে । বাস্তবিক ভাবিয়া দেখ, আমি পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি যে, কৰ্ম্ম অকৰ্ম্ম বিকৰ্ম্মরূপ কৰ্ম্মের গতি বা যাথাত্ম্যত্ব অর্থাৎ চরম সীমা অতীব গহন ; সুতরাং তাহাও বোদ্ধব্য । অধুনা তোমার সহিত যে প্রশ্নের আলোচনা হইতেছে ও তোমাকে যে কথা বলিতেছি, (যে কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম দেখে, মনুষ্য-মধ্যে সেই মনুষ্যই বুদ্ধিমান) তাহা পূর্ব-প্রস্তাবিত বাক্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ব্যতীত, কিছুই নহে । সখে ! তুমি অবহিত চিন্তে শ্রবণ কর, আমি তোমাকে শাস্ত্রদৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি যে, কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম-বিকৰ্ম্মরূপ কৰ্ম্মে, অকৰ্ম্ম অর্থাৎ তাহার বৈপরীত্য লক্ষিত হয় । এখানে তোমার স্মৃত্যর্থ পুনরুল্লেখ করিতেছি যে, কৰ্ম্ম শব্দের অর্থ দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপার । সেই কৰ্ম্ম ত্রিবিধ ; কৰ্ম্ম, অকৰ্ম্ম ও বিকৰ্ম্ম । শাস্ত্রবিহিত দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের নাম কৰ্ম্ম ; শাস্ত্র-নিষিদ্ধ দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের নাম বিকৰ্ম্ম এবং যাহা কৰ্ম্মও নহে বা বিকৰ্ম্মও নহে, তাহারই নাম অকৰ্ম্ম । এই অকৰ্ম্মই পূর্বে তুচ্ছীকৃত বলিয়া

বহুশঃ অভিহিত হইয়াছে। এখন দেখ, শাস্ত্রতঃ কিরূপে কৰ্ম্মে (দেহে-
 স্ত্রিয়াদি ব্যাপারে) অকৰ্ম্ম (তদৈবপরীতা) দেখিতে পাওয়া যায়। যেক্রপ
 যজ্ঞ একটি কৰ্ম্ম বা শাস্ত্রবিহিত দেহেস্ত্রিয়াদি ব্যাপারবিশেষ; কিন্তু সেই
 যজ্ঞ যদি বীতশ্রদ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই কৰ্ম্মরূপ যজ্ঞ,
 কৃত অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হইয়াও, অকৃত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সেই যজ্ঞ করা,
 না করার তুল্য হইয়া থাকে; সুতরাং তাহা অকৰ্ম্মরূপে পর্য্যবসিত হয়,
 অর্থাৎ ঠিক বিপরীত হইয়া যায়। অগ্রে (গীতা ১৭ অধ্যায় ২৮ শ্লোকে)
 এ সমস্ত কথা সবিশেষ বলিব। (পূজ্যপাদ টীকাকার এস্থলে এই গীতাশাস্ত্রের
 সপ্তদশ অধ্যায়স্থ অষ্টাবিংশতি সংখ্যক “অশ্রদ্ধয়া হৃতং দত্তং” ইত্যাদি
 শ্লোকটিকে প্রমাণরূপে সমুদ্বৃত্ত করিয়াছেন।) আরও দেখ, দাস্তিক কর্তৃক
 অনুষ্ঠিত এই শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মই আবার বিকৰ্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। কারণ,
 দাস্তিক যাহা কিছু করে, তাহা কেবল বাহিরে লোক দেখাইবার নিমিত্ত।
 ঠিক প্রমাণানুযায়ী কোন কৰ্ম্মই দাস্তিক কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয় না; সুতরাং
 তাহার অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম বিকৰ্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। শাস্ত্রেও অভিহিত আছে যে,
 “নিত্যানুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, মৌনব্রত, বেদাধ্যয়ন ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ,
 এই কৰ্ম্মচতুষ্টয় যদি শাস্ত্র-প্রমাণানুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ভয়রাশি
 বিদূরিত করে; নচেৎ ভয়রাশি প্রদান করে।” বিকৰ্ম্মও ভয়রাশি প্রদান করে,
 সুতরাং দাস্তিককর্তৃক অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম বিকৰ্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। এইরূপ আবার
 শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মও বিকৰ্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। যেক্রপ, এক ব্যক্তি উদাসীন,
 সুতরাং তিনি বিধি-নিষেধের বা কৰ্ম্ম-বিকৰ্ম্মের অতীত; তাঁহার ঔদাসীণ্যই
 অকৰ্ম্ম। সেই উদাসীন নিকৰ্ম্মভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় হয়তো
 এক ব্যক্তি দম্ভ্য-হস্ত হইতে মুক্তিলভার্থ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল
 ও কাতরভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইল। এখন সেই উদাসীন, যদি সমর্থ
 হইয়াও তাহাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই অকৰ্ম্মরূপ ঔদা-
 সীণ্যই বিকৰ্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। “আর্তকে ত্রাণ করিবে” এই শাস্ত্রের
 বিধি। উদাসীন বিধি-নিষেধের অতীত বলিয়াই, অক্রেপে এই শাস্ত্রের
 মৰ্যাদা উল্লঙ্ঘন করে। সুতরাং শাস্ত্রতঃ প্রতিপাদিত হইতেছে যে,
 উদাসীনের ঔদাসীণ্যরূপ অকৰ্ম্ম, আর্তত্রাণরূপ শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মকে অতিক্রম
 করে বলিয়া, আত্মদৃষ্টিতে কৰ্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। আবার, কোমরূপ ত্রতে

দীক্ষিত অথবা ভগবানের ধ্যানাদিতে আসক্ত কোন ব্যক্তি, যদি উপযুক্ত সময়ে নিত্যানুষ্ঠেয় পঞ্চযজ্ঞাদি দানের অনুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলে সেই দীক্ষিত বা ভগবদ্ধ্যানাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে পঞ্চযজ্ঞাদির অকরণরূপ যে অকর্ম্ম, তাহা বিকর্ম্ম-শ্রেণীভুক্ত না হইয়া, বরং কর্ম্ম-শ্রেণীভুক্তই হইয়া থাকে । নিত্যকর্ম্ম-কালে কোনরূপ অবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে না ; কারণ, তাহা প্রত্যবায়জনক । অথচ শাস্ত্র বলিতেছেন যে, “দীক্ষিতো ন দদাতি” অর্থাৎ কোনরূপ ব্রতাদিতে দীক্ষিত ব্যক্তি, পঞ্চযজ্ঞাদি দানের উপযুক্ত সময় সমুপস্থিত হইলেও, দান করিবেন না ; সুতরাং উপযুক্তকালে পঞ্চযজ্ঞাদির অকরণ আমাদের দৃষ্টিতে বিকর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হইলেও শাস্ত্র-দৃষ্টিতে তাহা কর্ম্ম পর্য্যবসিত হয় । ভগবদ্ধ্যানাসক্তেরও উপযুক্ত সময়ে পঞ্চযজ্ঞাদির অকরণ দোষাবহ নহে ; কারণ, তিনি সর্ব্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবচ্চরণ-সরোজে নিজ-চিত্ত সমর্পণ করিয়া, তাঁহারই শরণাগত হইয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার কোনরূপ বিঘ্ন সম্ভব হইতে পারে না । এ কথাও তোমাকে অগ্রে (“সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । অহং হ্যং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥” গীতা ৮ অধ্যায় ৬৬ শ্লোকে) বলিব । অতএব ভগবদ্ধ্যানাসক্তের পক্ষে উপযুক্তকালে পঞ্চ-যজ্ঞাদির অকরণ আমাদের দৃষ্টিতে অকর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হইলেও তাহা কর্ম্ম ; কারণ, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত । (টীকাকার গীতার “সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য” ইত্যাদি উক্ত শ্লোকই শাস্ত্রীয় প্রমাণরূপে এস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন ।) এইরূপ আবার হিংসা অস্বদৃষ্টিতে বিকর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হইলেও, “অগ্নীষো-র্মীয়ং পশুমালাভেত” এই শাস্ত্রানুশাসন বলে, যজ্ঞে কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হয় । সেই হিংসাই আবার স্থলবিশেষে কর্ম্ম ও বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত না হইয়া অকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয় । বুধা নষ্ট পশুই ইহার দৃষ্টান্তস্থল । বুধা নষ্ট পশুতে বিধার্কের নিষ্পত্তি হয় না, কারণ তাহা অবিহিত ; সুতরাং তাহা কর্ম্ম নহে । অবৈধ নষ্টও বুধা নষ্ট, আর হঠাৎ নষ্টও বুধা নষ্ট । সুতরাং এরূপ শঙ্কা হইতে পারে না যে, যদি বুধা নাশ অবৈধই হইল, তবে তাহা কর্ম্ম না হউক, বিকর্ম্ম হইতে আপত্তি কি ? কারণ, যাহা অবৈধ তাহাই বিকর্ম্ম বলিয়া পরিচিত । হঠাৎ নাশও বুধা নাশ বলিয়া, তাহা (অর্থাৎ উক্ত হিংসা) বিকর্ম্ম শ্রেণীতেও পরিগণিত হইতে পারে না । অতএব

যখন এবংবিধ হিংসা, কৰ্ম্মও হইল না বা বিকৰ্ম্মও হইল না, তখন স্তুতরাং তাহা অকৰ্ম্ম শ্রেণীভুক্ত হইবে। কারণ, তাহা কৃত হইয়াও অকৃতস্বরূপ। এইরূপ আবার চোরবিমোচন (মুক্ত) চোরের সহচরদিগের পক্ষে কৰ্ম্ম হইলেও নৃপতির নিকট বিকৰ্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। কারণ, শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন যে, “স্তেনঃ প্রমুক্তো রাজনি পাপং মাষ্টি” অর্থাৎ নৃপতি কর্তৃক মুক্ত হইলে, চোর নিজ পাপসমূহ প্রক্ষালিত করিয়া নৃপতিকে প্রদান করে। এই চোর-বিমোচনই আবার যতির পক্ষে অকৰ্ম্ম; কারণ, তাহা যতির উপেক্ষণীয়। এইরূপ আবার হিংসা-ফলক সত্য, কৰ্ম্ম হইয়াও বিকৰ্ম্মে পরিগণিত হয়। অর্থাৎ সাধারণতঃ সত্য শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্ম। কিন্তু সেই সত্যের ফল যদি হিংসা হয়, তাহা হইলে তাহা বিকৰ্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। হিংসা-ফলক সত্য যথা; “আমি গৃহদ্বারে বসিয়া আছি, এমন সময়ে দস্যু-বিতাড়িত এক ব্যক্তি আসিয়া আমার গৃহে প্রবেশপূর্বক লুণ্ঠায়িত রহিল; এমন সময় সেই দস্যু আসিয়া যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, ‘মহাশয়! এই পথ দিয়া এইরূপ একজন মনুষ্য গিয়াছে বা কোথায় আছে, জানেন কি?’ এখন আমি যদি সত্যের অনুরোধে বলি যে, হাঁ, এইরূপ এক ব্যক্তি অলক্ষণ হইল আসিয়াছে ও আমার গৃহে লুণ্ঠায়িতভাবে অবস্থান করিতেছে। দস্যু আমার এই কথা শুনিয়াই তাহাকে গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে লইয়া আসিল ও কিঞ্চিৎ দূরে গমনপূর্বক তাহাকে বধ করিয়া, যথাসর্বস্ব অপহরণ করিল। এইরূপ স্থলে, আমি দস্যুকে সত্য কথা বলিলাম বটে, কিন্তু আমার এবংবিধ সত্যের ফল হইল হিংসা; স্তুতরাং এবংবিধ হিংসাফলক সত্য বিকৰ্ম্ম।” শাস্ত্রেও অভিহিত আছে যে, “কাহারও জীবনরক্ষার্থ বা দরিদ্রকে দানার্থ মিথ্যা প্রত্যবায়জনক নহে।” এইরূপ আবার দানফলক মিথ্যা বিকৰ্ম্ম হইয়াও কৰ্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। সাধারণতঃ মিথ্যা, শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ কৰ্ম্ম বা বিকৰ্ম্ম; কিন্তু যদি তাহা দানফলক হয়, তাহা হইলে সেই মিথ্যা কৰ্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। দানফলক মিথ্যা যথা; আমি এক ধনীর মন্ত্রিহাদি পদে অধিষ্ঠিত আছি, এমন সময়ে একজন দানের যথোপযুক্ত পাত্র দরিদ্র দ্বিজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি ধনীর নিকট হইতে কিরূপে ধন আদায় করিতে হয়, তাহা আদৌ জানেন না; স্তুতরাং তাঁহার ধন-

প্রাপ্তি-সম্ভাবনা অতি অল্প । এখন আমি যদি তাঁহার হইয়া, তাঁহার যে গুণ নাই, সেই গুণ সমুল্লেখ করি, এবং সে ব্যক্তি আমার অপরিচিত হইলেও আমার পরিচিত বলিয়া ধনীকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করি, তাহা হইলে আমার মিথ্যা কথা বলা হইল, সন্দেহ নাই । কিন্তু এইরূপ মিথ্যা কথার ফল হইল কি ? না,—দান । ধনী আমার এই কথা শুনিয়াই তাঁহাকে কিছু দান করিলেন, নচেৎ করিতেন না । সুতরাং এরূপ স্থলে, মিথ্যা দানফলক । এই দানফলক মিথ্যা কৰ্ম্মে পর্য্যবসিত । তবে এখন দেখ, এই কৰ্ম্ম-অকৰ্ম্ম-বিকৰ্ম্মাখ্য যে কৰ্ম্ম, তাহাতে যে ব্যক্তি অকৰ্ম্ম অর্থাৎ তাহার বৈপরীতা দেখিয়া থাকেন, তাদৃশ ব্যক্তি কার্য্যাকার্য্যের বিভাগ সমবগত হইয়াছেন ; সুতরাং কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম-বিকৰ্ম্মের ভিতর যাহা বোদ্ধব্য, তাহাও তিনি সমস্ত সবিশেষ বুঝিয়াছেন । অতএব তিনি বুদ্ধিমান !

অৰ্জুন ! আরও ভাবিয়া দেখ, আমি পূর্বের (১৬ শ্লোকে) তোমাকে বলিয়াছি যে, যাহাতে কবিগণও বিমোহিত হন, যাহার জ্ঞান সংসারমোচনের হেতু, আমি তোমাকে সেই কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্মের বিষয় বলিব । বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অবতারণিত অকৰ্ম্মে কৰ্ম্মদর্শনরূপ যে বিষয়, তাহা বাস্তবিক সেই পূর্বোক্ত (১৬ শ্লোকে উপক্ষিপ্ত) বাক্যেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা । যে ব্যক্তি এবংবিধ অকৰ্ম্মে কৰ্ম্মদর্শন করেন, তিনিই যুক্ত । এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, পূর্বের বলা হইয়াছে যিনি কৰ্ম্মে অকৰ্ম্মসন্দর্শন করেন, তিনিই বুদ্ধিমান । আর এখানে বলা হইল যে, যিনি অকৰ্ম্মে কৰ্ম্ম সন্দর্শন করেন, তিনিই যুক্ত ; সুতরাং এতদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, যিনি কেবলমাত্র কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম দেখেন, তিনি বুদ্ধিমান হইলেও, যোগী বা কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ নহেন ; আর যিনি অকৰ্ম্মে কৰ্ম্ম দেখেন, তিনি যোগী হইলেও, বুদ্ধিমান বা কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ নহেন । কিন্তু যিনি যুগপৎ উভয়রূপই সন্দর্শন করেন অর্থাৎ কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম এবং অকৰ্ম্মে কৰ্ম্ম সন্দর্শন করেন, তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই যুক্ত ও তিনিই কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ । (মূল শ্লোকস্থিত ‘চ’ কার, উক্ত অর্থই ব্যক্তীকৃত করিতেছি ।) তোমাকে এই বিষয়টি শাস্ত্রসঙ্গতরূপে বুঝাইয়া দিতেছি । তুমি তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে যে, কেবল বুদ্ধিমান হইলেও কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ হইতে পারে না ; আর কেবল

যোগী হইলেও কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ হইতে পারা যায় না ; কিন্তু যিনি বুদ্ধিমান ও যোগী, তিনিই কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ । শাস্ত্র-বিচক্ষণ জনসমূহ অকৰ্ম্ম অর্থাৎ সম্পদশূণ্য (নিষ্ক্রিয়) কূটস্থ বস্তুতে কৰ্ম্ম অর্থাৎ সম্পদ (সক্রিয়) বাহ্য আকাশাদি এবং আভ্যন্তর অন্তঃকরণাদিকে নানারূপে দেখিয়া থাকেন । কেহ দেখেন, আধার আধেয় ভাবে ; কেহ দেখেন, উপাদান উপাদেয় ভাবে ; আর কেহ বা দেখেন, অধিষ্ঠানাদ্যন্ত ভাবে । শাস্ত্রবেত্তগণ এইরূপ দেখিয়াই কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন । তন্মধ্যে প্রথম, অর্থাৎ যিনি আধার আধেয় ভাবে দেখেন, তাঁহার কথা বলিতেছি । এই প্রথম শাস্ত্রবেত্তা সাংখ্য নামে সুপরিচিত । তিনি মনে করেন যে, আমি (অর্থাৎ পুরুষ) অসঙ্গ অর্থাৎ কমল-দলস্থিত জলের ন্যায় নিম্নিপ্ত । দেহেন্দ্রিয়াদিসজ্জাত ধৰ্ম্ম আধাররূপ আমার উপর আহিত হইয়াছে । পুরুষ উদাসীন ; সুতরাং তাঁহার কর্তৃত্ব নাই, কর্তৃত্ব সজ্জাতেরই । এই নিমিত্ত আমার কর্তৃত্ব না থাকিলেও, সজ্জাত-ধৰ্ম্ম কর্তৃত্বাদি অবিবেকবশতঃ আমাতে অবভাত হইতেছে । অর্থাৎ যেরূপ একটি স্ফটিক-নির্ম্মিত বস্তুর সন্নি-কটে কেহ যদি জ্বা-কুসুম রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে সেই জ্বা-কুসুমের লৌহিত্যে স্ফটিক পদার্থটিও অনুরঞ্জিত হয় । স্ফটিক লৌহিত্য-গুণবিশিষ্ট না হইলেও, লোকে অজ্ঞানতঃ দেখে যে, স্ফটিক পদার্থটি লৌহিত । এইরূপ আমাতে (পুরুষে) কোনরূপ ক্রিয়া না থাকিলেও, লোকে অবিবেকবশতঃ, আমার উপর প্রকৃতি-সম্ভূত ধৰ্ম্মনিচয় দেখিয়া থাকে । এক্ষণে দ্বিতীয়, অর্থাৎ যিনি উপাদান উপাদেয় ভাবে দেখেন, তাঁহার কথা বলিতেছি । এই দ্বিতীয় শাস্ত্রবেত্তা বেদান্তী ; কিন্তু তিনি বেদান্তের একদেশ-মতাবলম্বী ; সুতরাং একদেশী বেদান্তী বলিয়াই পরিচিত । তিনি মনে করেন যে, যেরূপ বলয়কুণ্ডলাদি স্বর্ণ হইতে রূপান্তরিত হইয়া বিরচিত হইলেও, উপাদানস্বরূপ স্বর্ণ হইতে ব্যতিরিক্ত নহে ; সেইরূপ উপাদানকারণীভূত যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন যে সমস্ত প্রপঞ্চ, তাহা কখনও ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত নহে । সুতরাং কৰ্ম্মও ব্রহ্ম, কৰ্ম্মের সাধনাদিও ব্রহ্ম এবং আমিও ব্রহ্ম । তিনি এইরূপ ভাবিয়াই সৰ্ববিধ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । এখন তৃতীয় শাস্ত্রবেত্তা, বা যিনি অধিষ্ঠানাদ্যন্ত ভাবে কৰ্ম্ম দেখেন, তাঁহার বিষয় বলিতেছি । এই তৃতীয় শাস্ত্রবেত্তাই বৈখান্দ্যবেদান্ত-

তদ্বদশী । তিনি মনে করেন যে, যেরূপ রজ্জু-অধিষ্ঠানে ভ্রমপূর্বক সর্প অধ্যস্ত হয়, এবং ভ্রম বিদূরিত হইলে সর্পের অধ্যাস বিনষ্ট হয় ও রজ্জু প্রকৃত রজ্জুই সম্প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বাহ্যভাস্তর প্রপঞ্চ সমূহই অজ্ঞানতঃ সেই কূটস্থবস্তুরূপ অধিষ্ঠানে অধ্যস্ত হইয়াছে । সেই একমাত্র অকর্ম্ম (নিষ্ক্রিয়) ব্রহ্মবস্তুরই সত্য, তদ্ব্যতীত কর্ম্ম (সক্রিয়) দ্বৈতজাতই রজ্জুতে ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাতে অজ্ঞানতঃ অধ্যস্ত, স্ততরাং মিথ্যা । এই তৃতীয় শাস্ত্রবেত্তাই ষথার্থ শাস্ত্রার্থবেত্তা, এবং ইনিই বুদ্ধিমান, ইনিই যুক্ত ও ইনিই কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ।

দ্বিতীয়ও বেদান্তী আর তৃতীয়ও বেদান্তী বটেন, কিন্তু দ্বিতীয়ের উপাদান-উপাদেয় ভাবে আবিষ্টক উপাধি কল্পনা করিতে হয়, আর তৃতীয়ের তাহা হয় না ; উভয়গত পার্থক্য এই পর্য্যন্ত । ব্রহ্মবস্তুরূপে যে জগতের উপাদান কারণ বলা হয়, তাহা কল্পিত কথা । যদি সমস্তই তিনি হইলেন, তবে আর সামান্য উপাদানের সীমায় তাঁহাকে আবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত নহে । অধিষ্ঠান ও অধ্যস্তভাবে কোনরূপ কল্পনাদির অধিকার নাই ; অবিদ্যার লীলা-বিলাসের তাহাই উপযুক্ত দৃষ্টান্ত স্থল । এককে আর দেখানই অবিদ্যার লীলা । এই প্রথম বা দ্বিতীয় শাস্ত্রবেত্তা অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন বলিয়া, যদিও তাঁহারা যুক্ত, তথাপি বুদ্ধিমান নহেন ; স্ততরাং কৃৎস্ন-কর্ম্মকৃৎও নহেন । এ বিষয়ে শাস্ত্র কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর । শাস্ত্রে অভিহিত আছে যে, যদি কেহ অতিশয় বুদ্ধিমান হইয়াও অযুক্ত-ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত কর্ম্ম অসৎই । অর্থাৎ করা না করার সমান) হইয়া থাকে । সেই কর্ম্ম দ্বারা অন্তঃ-মোচন হইতে পারে না । শাস্ত্রে আরও কথিত আছে যে, “যে ব্যক্তি ইহলোকেই এই অক্ষরকে (ব্রহ্মকে) না জানিয়া বহুবর্ষ পর্য্যন্তও যজ্ঞ, দান, তেপস্তাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই নাশপ্রাপ্ত হয় ।” আরও অভিহিত আছে যে, “যে ব্যক্তি যোগানুষ্ঠানকারী হইয়াও বুদ্ধিহীনতা প্রযুক্ত অকার্য্যানু-ষ্ঠান করেন, তিনি প্রতাবয়ভাগী হইয়া থাকেন । কারণ, পাপ-সম্বন্ধ হেতু তিনি অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই ।” প্রথম ও দ্বিতীয় শাস্ত্র-বাক্যে দেখা গেল যে, যিনি বুদ্ধিমান, অথচ যোগী নহেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই নাশ প্রাপ্ত হয়, বা তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই করা আর না করা দুই সমান হইয়া পড়ে ; স্ততরাং তিনি কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ হইতে

পারেন না। তৃতীয় শাস্ত্র-বাক্যেও ইহা প্রদর্শিত হইল যে, যে ব্যক্তি যোগী অথচ বুদ্ধিমান্ নহেন, তিনি বুদ্ধিদোষে অকার্য্যানুষ্ঠান করিলেও করিতে পারেন; সুতরাং তিনি কৃৎস্নকৃৎ হইতে পারেন না। অতএব ইহাই সিদ্ধান্তীকৃত হইল যে, যিনি যুগপৎ কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম সন্দর্শন করেন, তিনি বুদ্ধিমান্ ও যোগী; সুতরাং তাঁহার বুদ্ধিমত্ত্ব ও যুক্তত্ব আছে বলিয়া তিনিই কৃৎস্নকৃৎ।

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে, “বিজ্ঞাণাবিজ্ঞাণ যন্তদ্বৈদোভয়ং সহ। অবিজ্ঞয়া যুত্যাং তীত্বা বিজ্ঞয়া যুতমশ্নুতে। (ঈশোপনিষৎ, ১১ মন্ত্র) অর্থাৎ “যিনি বিজ্ঞা অর্থাৎ দেবতাজ্ঞান এবং অবিজ্ঞা অর্থাৎ কর্ম্ম এতদুভয়কে এক ব্যক্তিরই অনুর্ত্তেয়রূপে অবগত হন, তিনি কর্ম্ম দ্বারা যুত্ব, অর্থাৎ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া, দেবতা-জ্ঞান-দ্বারা অমৃত অর্থাৎ দেবত্ব লাভ করেন।” এই শ্রুতি-দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, কেবল কর্ম্ম বা অবিজ্ঞাকে জানিলে হইবে না, আর কেবল অকর্ম্ম বা তদ্বিপরীত বিজ্ঞাকে জানিলেও হইবে না; কিন্তু কৃতকৃত্য বা কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ হইতে পারিলে উভয়কেই জানিতে হইবে।

এই বিষয় অগ্ন্যরূপে প্রতিপাদন করিতে পারা যায়। যেরূপ, কর্ম্মে কর্ম্মদর্শন দুই প্রকার: পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ। তন্মধ্যে যিনি কর্ম্মে পরোক্ষ কর্ম্ম দর্শন করেন, তিনি জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ানুষ্ঠাতা, সুতরাং কেবলমাত্র বুদ্ধিমান্ বলিয়া অভিহিত হন। দ্বিতীয় অপরোক্ষ আবার দুই প্রকার; উপাস্যের (যাঁহার উপাসনা করা যায়) সাক্ষাৎকাররূপ এবং তত্ত্ব সাক্ষাৎকাররূপ। এই উপাস্যসাক্ষাৎকার আবার ব্যাকৃত ও অব্যাকৃতরূপ উপাস্য ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে যাহা ব্যাকৃত তাহা সূত্র অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ বা কার্যাত্মক। এই ব্যাকৃতদর্শীর দেহস্থ (আমি, আমার ইত্যাদি) অহঙ্কার দুরীভূত হয়। এই নিমিত্ত এবং বিধ ব্যাকৃতদর্শীই যোগশাস্ত্রে “বিদেহ” বলিয়া অভিহিত। আর যাহা অব্যাকৃত তাহা কারণ অর্থাৎ প্রকৃতি। এই অব্যাকৃতদর্শীও যোগশাস্ত্রে “প্রকৃতিলয়” বলিয়া অভিহিত। যিনি এই ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত এতদুভয়দর্শী তিনিই ষথার্থ যোগী। ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত এতদুভয় সম্ভব ও অসম্ভব নামেও পরিচিত। শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, “অথ দেবাহ সন্তুবাদন্তদাহরসন্তবাহ। ইতি শুশ্রুমধীরাণাং যেষু নন্তদ্বিচ্চ-

ক্ষিয়ে ॥ সমুত্তীর্ণ বিনাশক যন্তুদেদোভয়ং সহ। বিনাশেন মৃত্যুং তীৰ্ণী
সমুত্ত্যামৃতমমুতে।” অর্থাৎ জ্ঞানিগণ কার্যাত্মক এবং প্রকৃতির উপাসনার স্বতন্ত্র
স্বতন্ত্র ফল বলিয়াছেন। কার্যাত্মকোপাসনার ফল অগ্নিমানি (২৪ : পৃষ্ঠার
টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ঐশ্বর্যলাভ, এবং প্রকৃত্যুপাসনার ফল প্রকৃতিতে লয়। যে ব্যক্তি
এই হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতির উপাসনাকে একই ব্যক্তির অনুর্ত্তেয় বলিয়া অবগত
হন, তিনি হিরণ্যগর্ভোপাসনা দ্বারা অনৈশ্বর্য ও অহঙ্কারাদিরূপ মৃত্যুকে অতি-
ক্রম করিয়া প্রকৃতির উপাসনার দ্বারা অমৃতত্ব বা দেবত্ব লাভ করেন। এই
যোগীরও অগ্রে কর্তব্য অবশিষ্ট আছে বলিয়া, তিনি কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ নহেন।
কিন্তু অবিচ্ছাধা কর্ম্মকে বাধা দিয়া অকর্ম্মস্বরূপ ব্রহ্মসন্দর্শনই যাঁহার মুখ্য
অবলম্বন, তিনিই কৃতকৃত্য হন, সুতরাং তিনি ষথার্থ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। পূর্বেবাক্ত
বাক্য দ্বারা ইহাই সংসূচিত হইল যে, যিনি জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয়ের অনুর্ত্তা, তা,
যদিও তিনি দেহাভিমাত্রী মনুষ্যদর্শের মধ্যে বুদ্ধিমান, তথাপি তাঁহার
ষথেষথ দর্শন-শক্তি না থাকায়, তিনি অকবি বলিয়াই পরিচিত। আর
ব্যক্তব্যক্তোপাসকদ্বয় যদিও দর্শনশক্তিবিশিষ্ট, সুতরাং কবি বটেন, কিন্তু
তাঁহার তত্ত্ববিষয়ে মুঢ় বলিয়া, “কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ”, এই কথা পূর্বে
বলিয়াছি। এই দ্বিবিধ উপাসক মুক্তিলাভ করেন বটে, কিন্তু বিলম্বে। আর
যিনি উত্তম (তৃতীয় শাস্ত্রবেত্তা) তিনি ইহলোকে জীবিত থাকিয়াই অশুভ
হইতে মুক্ত হন। ইনিই জীবমুক্ত ॥ ১৮ ॥

. যস্য সর্বৈ সমারম্ভাঃ কামসংকম্পবর্জিতাঃ ।

জ্ঞানাগ্নিদন্ধকর্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯॥

অর্থঃ ।—যস্য (যথোক্ত পরমার্থদর্শিনঃ) সর্বৈ (বৈদিকা লৌকিকা
যাবন্তঃ) সমারম্ভাঃ (কর্ম্মাণি) কাম-সঙ্কল্প-বর্জিতাঃ (ফলকামনা-
কর্তৃত্বাভিমাত্রাভ্যাং বিরহিতাঃ, প্রাণধারণার্থঃ লোকসংগ্রহার্থঃ ; বা অনু-
ষ্ঠিতা ইতি ভাবঃ) বুধাঃ (ব্রহ্মবিদঃ) জ্ঞানাগ্নি-দন্ধকর্মাণং (জ্ঞানরূপেণ
অগ্নিনা অকর্ম্মতাং নীতানি শুভাশুভ লক্ষণাণি কর্ম্মাণি যস্য) তং
পণ্ডিতং (সন্ন্যাসদর্শী) আহঃ (ক্রবন্তি) ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—সাঁহার সকল কর্ম তৃষ্ণা-সংকল্প-বিবর্জিত ব্রহ্মজ্ঞেয়া জ্ঞান-পাবক-ভস্মীকৃত-কর্ম তাঁহাকে পণ্ডিত বলেন ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—যিনি যাবতীয় কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিমান বিবর্জিত ভাবে অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার জ্ঞানানলে শুভাশুভ লক্ষণ কর্ম সমস্ত ভস্মীভূত হইয়া থাকে ; ব্রহ্মবিদগণ তাদৃশ ব্যক্তিকেই পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করেন ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তদেতৎ কর্মণ্যকর্মাদিদর্শনং সূর্যতে যজ্ঞোতি । যজ্ঞ যথোক্ত-দর্শিনঃ সর্বৈ বাবস্তঃ সমারম্ভাঃ সর্বাণি কর্ম্মাণি সমারম্ভ্যন্তে ইতি সমারম্ভাঃ, কামসঙ্কল্প-বর্জিতাঃ কামৈশ্বর্য্যকারণৈশ্চ সঙ্কল্পৈর্বিবর্জিতাঃ যুধৈব চেষ্টামাত্রা অমুষ্টিয়ন্তে প্রবৃত্তেন চেন্দ্রোক-সংগ্রহার্থং নিবৃত্তেন চেৎ জীবনযাত্রার্থং তৎ জ্ঞানায়িত্বকর্ম্মাণং কর্ম্মাদাবকর্মাদিদর্শনং জ্ঞানং তদেবাগ্নিস্তেন জ্ঞানায়িনা দগ্ধানি শুভাশুভলক্ষণাণি কর্ম্মাণি যজ্ঞ তমাহঃ পরমার্থতঃ পণ্ডিতং বৃধাঃ ব্রহ্মবিদঃ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি ।—কর্ম্মণ্যকর্ম্মদর্শনং পূর্ব্বোক্তং স্তোতুমুত্তরশ্লোকং প্রস্তোতি তদেত-দ্বিতি । যথোক্তদর্শিনঃ পূর্ব্বোক্তদর্শনসম্পন্নত্বম্ । সমারম্ভণমস্ত কর্ম্মবিষয়ত্বং ন ক্রুত্যা কিস্ত ব্যাপ্তোত্যাহ সমারম্ভ্যন্ত ইতীতি । কামসঙ্কল্পবর্জিতত্বে কথং কর্ম্মণামনুষ্ঠানমিত্যা-শঙ্ক্যাহ যুধৈবেতি । উদ্দেশ্যকলাভাবে তেষামনুষ্ঠানং যাদৃচ্ছিকং স্তাদিত্যাশঙ্ক্য প্রবৃত্তেন নিবৃত্তেন বা তেষামনুষ্ঠানং যাদৃচ্ছিকং স্তাদিতি বিকল্পা ক্রমেণ নিরস্ত্যতি প্রবৃত্তেনেত্যাদিনা । জ্ঞানায়ীত্যাदि বিভক্ততে কর্ম্মাদাবিতি । যথোক্তজ্ঞানং যোগ্যমেব দহতি নাব্যোগ্যমিতি বিবক্ষিতত্বাৎ তস্মিন্নগ্নিপদম্ । যথোক্তবিজ্ঞানবিরহিণামপি বৈশেষিকাদীনাং পণ্ডিতত্বপ্রসিদ্ধি-মাশঙ্ক্য তেষাং পণ্ডিতাভাসত্বং বিবক্ষিত্বা বিশিনষ্টি পরমার্থত ইতি ॥ ১৯ ॥

রামানুজ ।—প্রত্যক্ষেণ ক্রিয়মাণস্ত কর্ম্মণো জ্ঞানাকারতা কথমুপপত্ত্ব ইত্যত আহ যজ্ঞোতি । যজ্ঞ মুমুক্শোঃ সর্বৈ দ্রব্যার্জ্জনাदि লৌকিককর্ম্মপূর্ব্বকনিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যরূপকর্ম্মসমারম্ভাঃ কামবর্জিতাঃ কলসঙ্গরহিতাঃ সঙ্কল্পবর্জিতাশ্চ প্রকৃত্যা তদগুণৈশ্চাত্মা-নমেকীকৃত্যাহসঙ্কানং সঙ্কল্পঃ প্রকৃতিবিযুক্তাস্বরূপানুসঙ্কানবৃত্ততয়া তদ্রহিতাঃ । তমেবং কর্ম্ম কুর্যাণং পণ্ডিতং কর্ম্মান্তর্গতাস্থাধাখ্যাজ্ঞানায়িনা দগ্ধপ্রাচীনকর্ম্মাণমাহঃ তস্বজ্ঞা । অতঃ কর্ম্মণো জ্ঞানাকারত্বমুপপত্ততে ॥ ১৯ ॥

হনুমান্ ।—ইদানীং কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মাণং বোদ্ধব্যং রূপং দর্শয়িতুমাহ কর্ম্মণীতি । কর্ম্মণি শরীরেজ্জিহ্বাব্যাপারে লক্ষণে কর্ম্মণ্যকর্ম্ম নিত্যসিদ্ধত্বাৎ আত্মস্বরূপং দ্রষ্টব্যমিতি শেষঃ । যথামরীচ্যদকে উদকস্ত স্বরূপভূতা মরীচয়ঃ তদভাবে উদকস্ত নৈবায়াগ্রসঙ্গঃ, এবং কর্ম্মণি অকর্ত্ত্ব্যাস্বরূপমস্তি, তথা অকর্ম্মকে বস্ত্রনি নিশ্চলে কর্ম্মরূপং দ্রষ্টব্যম্ । যথা নাবি স্থিতস্ত নিশ্চলে তটনগে জ্রমণ কর্ম্মদর্শনম্ অতএব যঃ কর্ম্মণ্যকর্ম্মরূপম্ অকর্ম্মণি কর্ম্মরূপং

পশ্চতি, স মনুষ্যেন্দ্রিয়কারিষু পুরুষেষু বুদ্ধিমান্, স চ যুক্তো যোগী, স চ কৃৎনকৰ্মকৃৎ সকল কৰ্মকৃদিত্যর্থঃ । তস্যাং ত্বমপি কৰ্মাকৰ্মণোৰ্বিথাবৎ স্বরূপপরিজ্ঞানেন কৃৎনকৰ্মকৃদিত্যভাবঃ । কৰ্মাকৰ্মতত্ত্বজ্ঞানমেব জ্ঞানায়িস্তেন দধ্যাকৰ্মাণং বুধাঃ ব্রহ্মবিদঃ পণ্ডিতমাহুঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর ।—“কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্চেৎ” ইত্যনেন প্রত্যর্থার্থাপত্তিভ্যাং যদুক্তমর্থব্ধয়ং তদেব স্পষ্টয়তি যন্তেতি পঞ্চাভিঃ । সমাগারভাস্ত ইতি সমারম্ভাঃ কৰ্মাণি কাম্যত ইতি কামঃ ফলং তৎসঙ্কলেন বজ্জিতা যন্ত ভবন্তি তং পণ্ডিতমাহুঃ, অত্র হেতুর্ঘতন্তে সমারম্ভে: শুদ্ধে চিত্তে সতি জ্ঞাতেন জ্ঞানায়িনা দধ্যানি অকৰ্ম্যতাং নীতানি কৰ্মাণি যন্ত তং, আকৃঢ়াবস্থায় তু কামঃ ফলহেতুবিষয়ঃ, তদর্থমিদং কৰ্তব্যমিতি কৰ্তব্যবিষয়ঃ সঙ্কল্পস্তাভ্যাং বজ্জিতাঃ । শেষঃ স্পষ্টম্ ॥ ১৯ ॥

বলদেব ।—কৰ্মণো জ্ঞানাকারমাহ যন্তেতি পঞ্চাভিঃ । সমারম্ভাঃ কৰ্মাণি কাম্যস্ত ইতি কামাঃ ফলানি তৎসঙ্কলেন বজ্জিতাঃ শূন্যা যন্ত কৰ্ম্যভিরাছোদেপিনো ভবন্তি তং বুধাঃ পণ্ডিতমাহুঃ । তত্র হেতুর্জ্ঞানেতি, তৈঃ সমারম্ভে: হৃদিশুদ্ধে সত্যামাবিভূতেনাশ্রয়জ্ঞানায়িনা দধ্যানি সঙ্কিতানি কৰ্মাণি যন্ত তম্ ॥ ১৯ ॥

মধুসূদন ।—তদেতৎ পরমার্থদর্শিনঃ কৰ্ত্ত্বাভিমানাভাবেন কৰ্ম্যালিপ্তত্বং প্রপঞ্চাতে, “ব্রহ্ম কৰ্ম সমাধিনা” ইত্যন্তেন যন্তেতি । যন্ত পূর্বোক্তপরমার্থদর্শিনঃ সৰ্ব্বৈ যাবন্তো বৈদিকালৌকিকা বা সমারম্ভাঃ সমারভাস্ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা কৰ্মাণি কামসঙ্কলবজ্জিতাঃ, কামঃ ফলতৃষা, সঙ্কল্লোহং করোমীতি কৰ্ত্ত্বাভিমানস্তাভ্যাং বজ্জিতাঃ, লোকসংগ্রহার্থং বা জীবনযাত্রার্থং বা প্রারম্ভকৰ্মবেগাদবৃথাচেষ্টাক্রপাঃ সম্ভবন্তি, তথা কৰ্মাদাবকৰ্মাদিদর্শনং জ্ঞানং তদেবায়িস্তেন দধ্যানি শুভাশুভলক্ষণানি কৰ্মাণি যন্ত তদধিগম উত্তরপূর্বাধ (জ্ঞ)-য়োরল্লেষবিনাশো তদ্বাপদেশাদিতি ত্রয়াং জ্ঞানায়িদধ্যাকৰ্মাণং তং বুধা ব্রহ্মবিদঃ পরমার্থতঃ পণ্ডিতং আহুঃ, সম্যাদর্শী হি পণ্ডিত উচ্যতে ন তু ভ্রাস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অবিহ্বাং কৰ্মণ্যকৰ্ম্যভাবনাং জটয়িত্বং বিহ্বাং কৰ্মদর্শনং স্তোতি যন্ত সৰ্বৈ সমারম্ভা ইত্যাদিভিঃ ষড়্ভিঃ । যন্ত বিহ্বঃ সৰ্বৈ সমারভাস্ত ইতি সমারম্ভাঃ কৰ্মাণি কামেন ফলেচ্ছয়া সঙ্কলেন অহমিদং করোমীত্যভিमानেন চ বজ্জিতাঃ, তং জ্ঞানায়িনা কৰ্মাদাবকৰ্মাদিদর্শনেন দধ্যানি অঙ্কুরীভাবাং চ্যাবিতানি কৰ্মাণি শুভানি যেন, তং পণ্ডিতং বুধা আহুঃ ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—উক্তমর্থং বিবৃণোতি যন্তেতি পঞ্চাভিঃ । সমাগারভাস্ত ইতি সমারম্ভাঃ কৰ্মাণি । কামঃ ফলঃ তৎসঙ্কলেন বজ্জিতাঃ । জ্ঞানমেবায়িস্তেন দধ্যানি কৰ্মাণি ক্রিয়মাণানি বিহিতানি নিষিদ্ধানি চ যন্ত সঃ । এতেন বিকৰ্মণশ্চ বোদ্ধব্যমিত্যপি বিবৃতম্ । এতাদৃশাধিকারিণি কৰ্ম যথা অকৰ্ম্য পশ্চেৎ, তথৈব বিকৰ্মাণি অকৰ্ম্যৈব পশ্চেদিতি পূর্বল্লোকাৰ্থস্তেব সঙ্গতিঃ, যদগ্রে বক্ষ্যতে । “অপি চেদসি পাপেভ্যাঃ সৰ্বৈভ্যাঃ পাপকৃত্তমঃ । সৰ্বং জ্ঞানম্বেনৈব বৃজিনং সত্তরিষ্যসি । যথৈবাংসি সমিছোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহৰ্জুন । জ্ঞানায়িঃ সৰ্বকৰ্মাণি তস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥” ইতি ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য ।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমদ্বাংসদন, শ্রীমদ্রীলকর্ণ ও শ্রীমদ্বাংসদনের অভিপ্রায় । এক্ষণে কর্মে অকর্ম্য দর্শনের প্রশংসা ব্যক্ত করিতেছেন এবং বর্তমান শ্লোক হইতে চতুর্বিংশ পর্য্যন্ত শ্লোক পঞ্চ বিশদ-রূপে প্রদর্শন করিতেছেন যে, যে সকল পরমার্থদর্শী পুরুষ কর্তৃহাভিমান পরিশূন্য হইয়া কর্ম্যামুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে কখনই কর্মে লিপ্ত হইতে হয় না । পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত যে পরমার্থদর্শী পুরুষ, যাবতীয় বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়াকলাপ ফলতৃষ্ণা এবং আমি করিতেছি, ইত্যাকার কর্তৃহাভিমান বিবর্জিত ভাবে, অথবা কেবল লোকসমাজের হিতসাধনোদ্দেশে, বা কেবলমাত্র জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে, সম্পাদন করেন, তাঁহাকে প্রারম্ভ কর্ম্যবশে কর্মসাধন করিতে হইলেও, তাঁহার সে কর্ম্য উদ্দেশ্য ও কামনাবিহীন, স্মৃতিরং বৃথা চেষ্টা রূপে পর্য্যবসিত হয় মাত্র । তাঁহার কর্মে অকর্ম্য-দর্শন এবং অকর্ম্যে কর্ম্য-দর্শন রূপ জ্ঞান, প্রদীপ্ত পাবকস্বরূপ হইয়া, শুভাশুভ লক্ষণ যাবতীয় কর্মকে ভস্মীভূত করিয়া দেয় । কর্ম্যবিশেষের শুভ অথবা কর্ম্যাস্তরের অশুভ তঁহার জ্ঞানচক্ষে সমরূপে প্রতীয়মান হয় । যে কার্য্য অজ্ঞজনেরা অশেষ কল্যাণের হেতুভূত বলিয়া মনে করে, তিনি তদমুষ্ঠান কালে শুভফলের প্রত্যাশা করিয়া উৎফুল্ল হন না ; আর যে কার্য্য সাধারণ জনগণের চক্ষে অপরিণীম ক্রেশের নিদানরূপে প্রতীত হয়, তিনি তদমুষ্ঠান কালে আপৎপাত কল্পনা করিয়া মুহমান হন না । তাঁহার জ্ঞানরূপ তুল্যদণ্ডে কর্ম্যাকর্ম্য সমভার । কর্মের বিচারও তদ্বিষয়ে আসক্তি তাঁহার হৃদয় হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করে । তাঁহার বিচারে কর্ম্যাকর্ম্য পার্থক্যবিহীন ও নিরর্থক মাত্র । ব্রহ্মবিদগণ এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষকেই পণ্ডিত শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন । কেবল রাশি রাশি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই পণ্ডিত হওয়া যায়, এমন নহে । জ্ঞানবলে সম্যগ্দর্শিতা অর্জন করিয়া ভ্রান্তির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেই পণ্ডিত নামের উপযুক্ত হওয়া যায় । ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহাব্রহ্মগণ, উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্ত মহাজনকেই, পণ্ডিতরূপ গৌরবছোতক নামের অধিকারী স্থির করিয়াছেন ।

শ্রীমৎ শ্রীধর-স্বামীর অভিপ্রায় । পূর্ববল্লোকে ঐতর্য ও আর্থ্যপত্তি (৩০.৯ পৃঃ টিঃ দেখ) এতদ্ব্যভি প্রতীপাদিত হইয়াছে । অধুনা সমালোচ্য শ্লোক হইতে পঞ্চ শ্লোকে তাহাই স্পষ্টীকৃত করিতেছেন । সম্যগ্রূপে বাহার আশ্রয় হয়,

তাঁহাই সমারম্ভ অর্থাৎ কর্ম্ম । যাঁহার কর্ম্মসমূহ ফলাকাঙ্ক্ষা ও তৎসঙ্কল্প বর্জিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায় । কারণ, তাদৃশ সমারম্ভ সহকারে শুদ্ধচিত্ত হইলে সঞ্জাত জ্ঞানানল দ্বারা, তদীয় কর্ম্মসমূহ অকর্ম্মরূপে পর্য্যবসিত হয় । ফলহেতুরূপ বিষয়কে অর্থাৎ কর্ম্মফলকেই কাম বলে ; তন্নাভ্যর্থ কর্তব্যাকর্তব্য বিচাররূপ বিষয়কে সঙ্কল্প বলে । জ্ঞানমার্গে সমারম্ভ ব্যক্তির কাম বা সঙ্কল্প কিছুই থাকে না । শ্লোকের শেষভাগ স্পষ্টার্থ ।

. শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের অভিপ্রায় । প্রত্যক্ষরূপে অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মের জ্ঞান-
 ক্লারতা কিরূপে সিদ্ধ হইবে, এই আশঙ্কার উত্তর বর্তমান শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে । প্রকৃতিবশে প্রাকৃতিক গুণ ও আত্মাকে অভিন্নরূপে অনুসন্ধানের নাম সঙ্কল্প । মুমুক্শু ব্যক্তির দ্রব্যার্জুনাদি সর্বপ্রকার লৌকিক কর্ম্ম এবং নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যরূপ কর্ম্ম সমূহ কামবর্জিত ও সঙ্কল্পবর্জিত, অর্থাৎ প্রকৃতির প্রভাব অতিক্রম করিয়া আত্মানুসন্ধানযুক্ত ; সুতরাং সঙ্কল্প-
 রহিত । এইরূপ কর্ম্ম-পরায়ণ পণ্ডিতের কর্ম্মান্তর্গত আত্ম-যাথাত্মা জ্ঞান-
 রূপ অগ্নি-দ্বারা প্রাচীন কর্ম্ম সমূহ দগ্ধীভূত হইয়া যায় । তদ্বজ্জেরা তাদৃশ ব্যক্তিকেই পণ্ডিত শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন । অতএব কর্ম্মের জ্ঞানাকারত্ব উপপন্ন হইল ।

শ্রীমদলদেবের অভিপ্রায় । যাঁহার কর্ম্ম-সমূহ আত্মোদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহাকেই বুধগণ পণ্ডিত অর্থাৎ আত্মজ্ঞ বুলিয়া থাকেন । সেইরূপ কাম সঙ্কল্পবিবর্জিত ভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা আবির্ভূত জ্ঞানায়িতে তাঁহার সঞ্চিত কর্ম্মরাশি দগ্ধ হইয়া যায় ।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায় । পূর্বেবাক্ত বাক্য এক্ষণে পঞ্চ শ্লোক দ্বারা বিশদীকৃত হইতেছে । (অগ্ন্যাগ্ন শব্দার্থ ও ভাবার্থ পূর্ববৎ) যাঁহার জ্ঞান-
 রূপ অগ্নি দ্বারা ক্রিয়মাণ বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম সমূহ দগ্ধ হইয়াছে, তিনিই পণ্ডিত-পদ-বাচ্য । এতদ্বারা, বিকর্ম্মের তত্ত্বও বোদ্ধব্য, ইহাই বিবৃত হইল । এতাদৃশ জ্ঞানধিকারী ব্যক্তি যেমন কর্ম্ম অকর্ম্ম দর্শন করেন, সেইরূপ বিকর্ম্মেও অকর্ম্ম দর্শন করিয়া থাকেন । পূর্ব-শ্লোকের সহিত সমালোচ্য শ্লোকের এইরূপ সঙ্গতি দ্রষ্টব্য । বর্তমান অধ্যায়ের ষট্‌ত্রিংশ ও সপ্তত্রিংশ শ্লোকদ্বয়ে এই বাক্য ব্যক্ত হইবে । (টীকাকার মহাত্মা এম্বলে উক্ত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন ।)

[“জ্ঞানান্নিদম্ কৰ্ম্মাণং” এই বাক্যস্থিত “কৰ্ম্মাণং” শব্দের অর্থোপলক্ষ্যে ভাষ্য ও টীকাকারগণ যে বিভিন্ন অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন, পাঠকগণ তৎপ্রতি লক্ষ্য করিবেন ।] ॥ ১৯ ॥

তাত্প্র। কৰ্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।

কৰ্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিং কৰোতি সঃ ॥২০॥

অন্বয় ।—সঃ কৰ্ম্মফলাসঙ্গং (কৰ্ম্মফলতৃষ্ণাং) তাত্প্র। (পরিত্যজ্য) নিত্যতৃপ্তঃ (নিরাকাজ্ঞঃ) নিরাশ্রয়ঃ (আশ্রয়রহিতঃ, দেহেন্দ্রিয়াদ্য-ভিমানশূন্যঃ) [সন্] কৰ্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ (সমুদ্যক্তঃ) অপি কিঞ্চিং এব ন কৰোতি ॥ ২০ ॥

প্রতিশব্দ ।—তিনি কৰ্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া আকাজ্ঞা-বিহীন অবলম্বন-বিরহিত [হইয়া] কৰ্ম্মে সমুদ্যত হইয়াও কিছুই করেন না ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা ।—সেই পণ্ডিত ব্যক্তি, কৰ্ম্ম ও তৎফলে আসক্তি পরি-বর্জন পূর্বক, আকাজ্ঞা-বিহীনতা হেতু, পরিতুষ্ট এবং দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান-বিহীনতা হেতু, নিরবলম্ব তিনি তাদৃশ ভাবে কৰ্ম্মানু-ষ্ঠানে সম্প্রবৃত্ত হইলেও, বাস্তবিক কোন কৰ্ম্মই করেন না ॥ ২০ ॥ .

শঙ্করাচার্য্য ।—বস্তুকৰ্ম্মাদিদৰ্শী সোহকৰ্ম্মাদিদৰ্শনাদেব নিকৰ্ম্ম। সন্ন্যাসী জীবন-মাত্রার্থচেষ্টে সন্ কৰ্ম্মণি ন প্রবর্ততে, যদ্যপি প্রাগ্বিবেকতঃ প্রবৃত্তঃ বস্তু প্রারম্ভকৰ্ম্মা সন্ উত্তরকালমুৎপন্নাসমাগ্ধৰ্শনঃ ত্রাং স কৰ্ম্মণি প্রয়োজনমপশ্চন্ সমাধনং কৰ্ম্ম পরিত্যজতেব স কুতশ্চিন্মিত্তাৎ কৰ্ম্মপরিত্যাগাসম্ভবে সতি কৰ্ম্মণি তৎকালে চ সঙ্গরহিতয়া স্বপ্রয়োজনা-ভাবান্নোকসংগ্রহার্থং পূৰ্ণবৎ কৰ্ম্মণি প্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিং কৰোতি জ্ঞানান্নিদম্ কৰ্ম্ম-ত্বাং তদীয়ং কৰ্ম্মাকর্ষেব সম্পদ্যত ইত্যেতদর্থং দর্শয়িষ্যামাহ ত্যক্তেতি । তাত্প্র। কৰ্ম্ম-ভিমানঃ ফলাসঙ্গঃ বধোক্তে জ্ঞানে নিত্যতৃপ্তো নিরাকাজ্ঞো বিষয়েষ্বিত্যর্থো নিরাশ্রয়ঃ আশ্রয়রহিতঃ, আশ্রয়ো নাম যদাপ্রিত্য পুরুষার্থং সিদাধয়িষ্যতি, দৃষ্টাদৃষ্টেইকলসাধনাপ্র-রহিত ইত্যর্থঃ । তেনৈবভূতেন স্বপ্রয়োজনাভাবাৎ সমাধনং কৰ্ম্ম পরিত্যক্তব্যমেবেতি

প্রাপ্তে ততো নির্গমাসম্ভবাং লোকসংগ্রহচিকীর্ষয়া শিষ্টবিগর্হণাপরিজিহীর্ষয়া বা পূর্ববৎ
কৰ্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নিক্ষিপ্যাত্মদর্শনসম্পন্নহাট্রৈব কিঞ্চিং কৰোতি সঃ ॥ ২০ ॥

আনন্দগিরি ।—বিবেকাৎ পূৰ্ণং কৰ্ম্মণি প্রবৃত্তাবপি সতি বিবেকে তত্র ন
প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাদীকরোতি যদ্বিতি । বিবেকাৎ পূৰ্ণমভিনিবেশেন প্রবৃত্তস্ত বিবেকা-
নস্তরমভিনিবেশাভাবাৎ প্রবৃত্ত্যাসম্ভবেহপি জীবনমাত্মমুদিশ্চ প্রবৃত্ত্যভাসঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ ।
সত্যপি বিবেকে তত্তৎসাক্ষাৎকারামুদয়াৎ কৰ্ম্মণি প্রবৃত্তস্ত কথং তত্ত্যাগঃ শ্রাদিত্যাশঙ্ক্যাহ
যন্ত প্রারম্ভেতি । তাত্ত্বৈতাদি সমনস্তরশ্লোকমবতারয়িতুং ভূমিকাং কৃত্বা তদবতারণপ্রাকারং
দর্শয়তি স কৃতচ্চিদিতি । লোকসংগ্রহাদিনিমিত্তং বিবক্ষিতং কৰ্ম্মপরিত্যাগাসম্ভবে সতি তস্মিন্
প্রবৃত্তোহপি নৈব কৰোতি কিঞ্চিদিতিসম্বন্ধঃ । কৰ্ম্মণি প্রবৃত্তো ন কৰোতি কৰ্ম্মেতি কথমুচ্যতে
তত্রাহ অপ্রয়োজন্যভাবাদিতি । কথং তর্হি কৰ্ম্মণি প্রবর্ত্ততে তত্রাহ লোকেতি । প্রবৃত্তেরর্থ-
ক্রিয়াকারিত্বাভাবং পঞ্চাদিতিশ্চাবিশেষাদিতি ত্রায়েন ব্যাবর্ত্তয়তি পূর্ববদिति । কথং তর্হি
বিবেকিনামবিবেকিনাঞ্চ বিশেষঃ শ্রাদিত্যাশঙ্ক্য কৰ্ম্মাদৌ সঙ্গাসঙ্গাত্যামিত্যাহ কৰ্ম্মণীতি ।
উক্তেহর্থে সমনস্তরশ্লোকমবতারয়তি জ্ঞানায়ীতি । এতমর্থং দর্শয়িষ্যামিঃ শ্লোকমাহেতি
যোজন্য । যথোক্তং জ্ঞানং কূটস্থাত্মদর্শনং তেন স্বরূপভূতং সূখং সাক্ষাদহুভূয় কৰ্ম্মণি
তৎকলে চ সঙ্গমপান্ত্র বিষয়েষু নিরপেক্ষশ্চেষ্টেতে বিদ্যানিত্যাহ তাত্ত্বৈতাদিনা । ইষ্টসাধন-
মপেক্ষস্ত কূতো নিরপেক্ষত্বমিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্ট নিরাশ্রয় ইতি । যদাশ্রিত্যেতি যচ্ছব্দেন
ফলসাধনমুচ্যতে আশ্রয়রহিতং ইত্যন্তার্থঃ স্পষ্টয়তি দৃষ্টেতি । তেন জ্ঞানবতা পুরুষেণৈবস্তু-
তেন “তাত্ত্বা কৰ্ম্মকলাসঙ্গম্” ইত্যাদিনা বিশেষিতেনেত্যর্থঃ । ততঃ সমাধানং কৰ্ম্মণঃ
সকাশাদিতি বাবৎ । নির্গমাসম্ভবে হেতুমাং লোকেতাদিনা । পূর্ববৎ জ্ঞানোদয়াৎ
প্রাগবহ্যারামিবেত্যর্থঃ । অভিপ্রবৃত্তোহপি লোকদৃষ্টোতি শেষঃ । নৈব কৰোতি কিঞ্চিদिति
স্বদৃষ্টোতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২০ ॥

রামানুজ ।—এতদ্বিবৃণোতি তাত্ত্বৈতি । কৰ্ম্মকলাসঙ্গং তাত্ত্বা নিত্যতৃপ্তো
নিত্যে স্বাত্মজ্ঞেব তৃপ্তঃ । নিরাশ্রয়ঃ অস্থিরপ্রকৃতাভ্যশ্রয়বুদ্ধিরহিতো যঃ কৰ্ম্মণি কৰোতি
স কৰ্ম্মণ্যভিমুখ্যেন প্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিং কৰোতি, কৰ্ম্মপদেশেন জ্ঞানাত্যাসমেব
করোতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

হনুমান্ ।—তাত্ত্বৈতি । স পণ্ডিতঃ কৰ্ম্মকলাসঙ্গং তাত্ত্বা নিরাশ্রয়ঃ আশ্রিতব্য-
বর্জিতঃ কৰ্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিং কৰোতি সঃ, কৰ্ম্মণাং তস্ত বদ্ধকত্বা-
ভাবাদিত্যাতিপ্রায়ঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ তাত্ত্বৈতি । কৰ্ম্মণি তৎকলে চাসক্তিং তাত্ত্বা নিত্যেন নিজানন্দেন
তৃপ্তঃ, অতএব যোগকেমার্মমাশ্রয়ীণ্যরহিতঃ, এবমুতো যঃ সঃ স্বাভাবিকে বিহিতে বা কৰ্ম্মণি
অভিতঃ প্রবৃত্তোহপি কিঞ্চিদপি নৈব কৰোতি তস্ত কৰ্ম্ম অকৰ্ম্মতামাপত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বলদেব ।—উক্তমর্থং বিশদয়তি তাত্ত্বৈতি । কৰ্ম্মকলে সঙ্গং তাত্ত্বা নিত্যো-

নান্যনামুভূতেন তৃপ্তঃ, নিরাশ্রয়ঃ ষোগক্ষেমার্থমপ্যাশ্রয়রহিতঃ, ঈদৃশো বোহধিকারী
স কৰ্ম্মণ্যভিতঃ প্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিং কৰোতি কৰ্ম্মাভ্যাসানাপদেশেন জ্ঞাননিষ্ঠামেব
সম্পাদয়তীত্যাকরক্কোদশৈরম্ । এতেন বিকৰ্ম্মণঃ স্বরূপং বন্ধকং বোদ্ধব্যমিত্যুক্তং
ভবতি ॥ ২০ ॥

মধুসূদন ।—ভবতু জ্ঞানাগ্নিনাপ্রকটনানামপ্রারব্ধকৰ্ম্মণাং দাহঃ, আগামিনা-
কামুৎপত্তিঃ, জ্ঞানোৎপত্তিকালে ক্রিয়মাণস্ত পূৰ্ব্বোক্তরয়োঃ সত্ত্বাৎ ফলায় ভবেদিত্তি, ভবেৎ
কন্তুচিদাশঙ্কা তামপনুভতি তাক্তেতি । কৰ্ম্মণি ফলে চার্সঙ্গং কৰ্ত্তৃত্বাভিমানং ভোগাভিলাষঞ্চ
তাক্তু । অকৰ্ত্তৃত্বোক্তাস্বাসমাগদৰ্শনেন বাধিত্বান্নিত্যতৃপ্তঃ পরমানন্দস্বরূপলাভেন সৰ্ব্বত্র
নিরাশ্রয়ঃ নিরাশ্রয়ঃ আশ্রয়ো দেহেন্দ্রিয়াদিরদ্বৈতদৰ্শনেন নির্গতো যস্মাৎ স নিরাশ্রয়ো
দেহেন্দ্রিয়াত্ত্বাভিমানশূন্যঃ ফলকামনায়াঃ কৰ্ত্তৃত্বাভিমানস্ত চ নিবৃত্তৌ হেতুগৰ্ভং ক্রমেণ
বিশেষণদ্বয়ং, এবমুতো জীবনুক্তো ব্যাখ্যানদশায়াঃ কৰ্ম্মণি বৈদিকে লৌকিকে বা অভি-
প্রবৃত্তোহপি প্রারব্ধকৰ্ম্মবশলোকদৃষ্টাভিতঃ সাক্ষোপাস্থ্যাত্ত্বানায় প্রবৃত্তোহপি স্বদৃষ্টা নৈব
কিঞ্চিং কৰোতি সঃ নিজস্বাস্বদৰ্শনেন বাধিত্বান্নিত্যার্থঃ ॥ ২০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু প্রায়শ্চিত্তেনেব জ্ঞানাগ্নিনা পূৰ্ব্বকৰ্ম্মদাহেহপি ক্রিয়মাণং তৎ
ফলায় ভবেদিত্যত আহ তাক্তেতি । আত্মলাভেন নিত্যতৃপ্তত্বাৎ ফলাসঙ্গং তাক্তু ।
নিরাশ্রয়ত্বাৎ অহঙ্কারাত্ত্বাশ্রয়েণ হি কৰ্ম্ম ক্রিয়তে, নিরাশ্রয়ে নিরহঙ্কারো যস্মাৎ ততঃ
কৰ্ম্মসঙ্গং অহং কৰোমীত্যভিমানঞ্চ তাক্তু । কৰ্ম্মণি লৌকিকে বৈদিকে বা অভিতঃ
সৰ্ব্বাক্ষোপসংহারেণ প্রবৃত্তোহপি স নৈব কিঞ্চিং কৰোতি অতোহস্ত ক্রিয়মাণমপি কৰ্ম্ম
ন ফলায় প্রভবতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ ।—তাক্তেতি । নিত্যতৃপ্তঃ নিত্যং নিজানন্দেন তৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ
স্বযোগক্ষেমার্থং ন কমপ্যাশ্রয়তে ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য ।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমৎশ্রীধরস্বামী ও
শ্রীমদ্বনুমানেৰ অভিপ্রায় । অবিবেকিগণ বিবেকোদয়ের পূৰ্বে বাসনা
সহকারে কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু বিবেক উৎপন্ন হইলে তাঁহাদের কৰ্ম্মে
আর প্রবৃত্তি হয় না ; তখন তাঁহারা কৰ্ম্মকে অকৰ্ম্মরূপে দৰ্শন করেন ।
কারণ, বিবেকজনিত ফল-কামনা-বিরহিত হইলে তাঁহাদের কৰ্ম্ম-প্রবৃত্তি
অসম্ভব ; তখন কেবল জীবনধারণার্থ ই তাঁহাদের চেষ্টা সজ্ঞাত হয় ; সুতরাং
নিষ্কৰ্ম্মা সন্ন্যাসীগণের জীবনযাত্রার্থ অনুষ্ঠিত যে কৰ্ম্ম, তাহা কৰ্ম্ম নহে ।
যদ্বারা জীবগণ জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনপ্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম কৰ্ম্ম । আত্মদৰ্শী
যোগিগণের প্রাপ্তন সংস্কারবশতঃ কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি হয় ; কিন্তু জ্ঞানোদয় হইলে,
তাঁহারা কৰ্ম্মকে নিপ্রয়োজন মনে করিয়া, তাহা হইতে বিরত হন ।

তখন তাঁহারা কোন কারণবশতঃ দৈবাৎ কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও, তাহাতে স্বপ্রয়োজন না থাকায়, সে কৰ্ম্ম অকৰ্ম্মস্বেই পরিগণিত। এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অৰ্জুন ! কৰ্ম্মে অভিমান, অর্থাৎ আমি এই কৰ্ম্ম করিতেছি ইত্যাকার অহঙ্কার, ও তৎফল-কামনা পরিত্যাগ করিয়া যথোক্ত-জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হও, অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে নিরাকাজ্ঞ হইয়া নিত্য-আনন্দময় পরব্রহ্মে পরমানন্দ অনুভব কর। এইরূপ হইলে যোগ ও ক্রমের (অলক্ লাভের নাম যোগ, লক্ বস্তুর রক্ষার নাম ক্রম । ২ অ । ৪৫ শ্লোকের তাৎপর্য্য দেখুন) নিমিত্ত তাদৃশ ব্যক্তির কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না। যাহাকে অবলম্বন করিয়া লোক সকল পুরুষার্থ-সাধনে ইচ্ছুক হয়, তাহারই নাম আশ্রয়। যিনি সর্ব-পুরুষার্থ-সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দে লীন হইয়াছেন, তিনি আর কি নিমিত্ত আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ? সুতরাং তিনিও নিরাশ্রয়। অতএব তোমার ন্যায় আত্মদর্শী যোগী পুরুষের কৰ্ম্মে প্রয়োজন না থাকায়, কৰ্ম্ম অবশ্য পরিত্যজ্য। কিন্তু কৰ্ম্মজালে আবদ্ধ জীবের কৰ্ম্ম হইতে নির্গম অসম্ভব; তিনি লোকসংগ্রহের নিমিত্ত বা শিষ্টাচার পরিরক্ষণার্থ, পূর্বের অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের পূর্বাবস্থার ন্যায়, কৰ্ম্ম ও তৎফলে আসক্তিশূন্য এবং অবলম্বন-রহিত ভাবে, কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও, তাদৃশ কৰ্ম্ম তাঁহার পক্ষে কৰ্ম্মরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। যেহেতু তিনি আত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন; আত্মজ্ঞানীর অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম অকৰ্ম্মই প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। যিনি ফলাসক্ত পরিত্যাগ করিয়া কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই প্রকৃতপ্রস্তাবে মুক্তির অধিকারী এবং তাঁহার অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্মস্বরূপ; অর্থাৎ তিনি কৰ্ম্মানুষ্ঠানের ছলে জ্ঞাননিষ্ঠাই সম্পাদিত করেন। এতদ্বারা “বিকৰ্ম্ম অর্থাৎ কাম্যকৰ্ম্ম বন্ধকস্বরূপ ইহা বোধব্য,” এই গুণার্থ পরিস্ফুট হইল।

শ্রীমদ্বিশ্বসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। বিবেকিগণের জ্ঞানায়ি দ্বারা প্রাপ্ত কৰ্ম্ম সকল দক্ষীভূত হয়, এবং ভবিষ্যতেও তাঁহাদের আর কৰ্ম্মোৎপত্তি হয় না; কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তি কালে যে কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল কেন না হইবে? তাহা তো পূর্বতন কৰ্ম্মও নহে, তবে তাহা জ্ঞানায়ি দ্বারা ভস্মীভূত হইবে কেন? ঐদৃশ মুঢ়জনোচিত আশঙ্কা পরিহারার্থ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন। কৰ্ম্মফলে ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া যিনি পরমানন্দ লাভে নিত্যতৃপ্ত

বা সর্বত্র নিরাকাঙ্ক্ষ, এবং নিরাশ্রয় অর্থাৎ দেহাচ্ছাভিমানশূন্য হইয়াছেন, তাদৃশ জীবমুক্ত পুরুষের, দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বৈতদর্শন বিরহ-হেতু, বুৎখানদশাতেও অনুষ্ঠিত বৈদিক বা লৌকিক কৰ্ম্ম সকল নিষ্কৰ্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ২০ ॥

নিরাশীৰ্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহঃ ।

শারীরং কেবলং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্ নাপ্নোতি কিলিষন্ ॥২১॥

অর্থঃ ।—নিরাশীঃ (নিষ্কামঃ) যতচিত্তাত্মা (নিগৃহীতান্তঃকরণাত্মা) ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহঃ (যাবতীয়ভোগোপকরণবিবার্জিতঃ) কেবলং শারীরং (শরীরযাত্রামাত্রার্থঃ) কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্ কিলিষং (সংসাররূপং বন্ধনং) ন আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২১ ॥

প্রতিশব্দ ।—কামনা-বিহীন বশীকৃতান্তঃকরণ-দেহেন্দ্রিয়াদি সকল-ভোগোপকরণ-পরিত্যক্ত কেবল দেহধারণ-মাত্র-প্রয়োজনে কৰ্ম্ম করিলে পাপ পায় না ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা ।—ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য-হৃদয়ে অন্তঃকরণ ও আত্মাকে সংযত এবং সর্বপ্রকার ভোগসাধন-সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া, কেবল-মাত্র শরীরযাত্রা নির্বাহিত করিবার অভিপ্রায়ে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে ভব-বন্ধন-বিনিষ্ট হওয়া যায় ॥ ২১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যঃ পুনঃ পূৰ্ব্বোক্তবিপরীতঃ প্রাগেব কৰ্ম্মরম্ভাদৃদ্ধশি সৰ্ব্বান্তরে প্রত্যগাত্মনি নিষ্ক্রিয়ৈ সজ্ঞাতাত্মদর্শনঃ স দৃষ্টাদৃষ্টেইবিষয়াণীর্কিবর্জিততয়া দৃষ্টাদৃষ্টার্থে কৰ্ম্মণি প্রয়োজনমপাশ্রন্ সসাধনং কৰ্ম্ম সম্যাস্ত শরীরযাত্রামাত্রচেষ্টে যতিজ্ঞাননিষ্ঠে মুচ্যত ইত্যোতমর্থঃ*দর্শয়িতুমাহ নিরতি । নিরাশীর্নির্গতাঃ আশিবো যন্মাৎ স নিরাশীঃ, যতচিত্তাত্মা চিত্তমন্তঃকরণমাত্মা বাহ্যঃ কার্য্যকরণসজ্ঞাতন্তাবুভাবপি যতো সংযতো যেন স যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহঃ ত্যক্তঃ সৰ্ব পৰিগ্রহো যেন স ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহঃ শরীরং শরীরস্থিতিমাত্র-প্রয়োজনং কেবলং কৰ্ম্ম তত্রাপাতিমানবর্জিতং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্ নাপ্নোতি ন প্রাপ্নোতি কিলিষ-মনিষ্টরূপং পাপং ধৰ্ম্মঞ্চ, ধৰ্ম্মোহপি সুমুকোরনিষ্টরূপত্বাৎ কিলিষমেব বন্ধাপাদকত্বাৎ । কিঞ্চ শারীরং কেবলং কৰ্ম্মেত্যত্র কিং শরীরনির্কর্তব্যং শারীরং কৰ্ম্মাভিপ্রেতমাহোষিচ্ছরীরস্থিতি-মাত্রপ্রয়োজনং শারীরং কৰ্ম্মেতি । কিঞ্চাতো যদি শরীরনির্কর্তব্যং শারীরং কৰ্ম্ম, যদি বা শরীর-

স্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরমিত্যুচ্যতে, যদা শরীরনির্কর্তাঃ কৰ্ম্ম শারীরমভিপ্রেতং জ্ঞাৎ, তদা দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং কৰ্ম্ম প্রতিষিদ্ধমপি শরীরেণ কুৰ্ব্বন্ নাপ্রোতি কিম্বিমিতি ক্রবতো বিরুদ্ধাভিধানং প্রসজ্যেত, শাস্ত্রীয়ঞ্চ কৰ্ম্ম দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং শরীরেণ কুৰ্ব্বন্ নাপ্রোতি কিম্বিমিত্যপি ক্রবতোহপ্রাপ্তপ্রতিবেদপ্রসঙ্গঃ। শারীরং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বমিতি বিশেষণাৎ কেবলশব্দপ্রয়োগাচ্চ বাহ্যনসনির্কর্তাঃ কৰ্ম্ম বিধিপ্রতিবেদবিষয়ঃ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মশব্দবাচ্যং কুৰ্ব্বন্ নাপ্রোতি কিম্বিমিত্যুক্তং জ্ঞাৎ, তত্রাপি বাহ্যনসাভ্যাং বিহিতানুষ্ঠানপক্ষে কিম্বিপ্রাপ্তিবচনং বিরুদ্ধমাপণ্ডেত, প্রতিষিদ্ধসেবাপক্ষেহপি ভূতার্থানুবাদমাত্রমনর্থকং জ্ঞাৎ। যদা তু শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরং কৰ্ম্মাভিপ্রেতং ভবেৎ, তদা দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং কৰ্ম্ম বিধিপ্রতিবেদশাস্ত্রগম্যং শরীর-বাহ্যনসনির্কর্তাঃ অন্তদকুৰ্ব্বৎস্বরেব শরীরাদিভিঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কেবলশব্দ-প্রয়োগাদহং করোমীত্যভিমানবর্জিতঃ শরীরাদিচেষ্টামাত্রং লোকদৃষ্টা কুৰ্ব্বন্ নাপ্রোতি কিম্বিমমেবভূতস্ত পাপশব্দবাচ্যকিম্বিপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ কিম্বিঃ সংসারং নাপ্রোদ্ধি জ্ঞানান্ধি-দগ্ধসৰ্ককৰ্ম্মবাদপ্রতিবন্ধেন মুচ্যতে এবেতি পূৰ্ব্বোক্তসম্যগ্দর্শনফলানুবাদএবৈবঃ, এবং শারীরং কেবলং কৰ্ম্মেত্যস্তার্থস্ত পরিগ্রহে নিরবণ্ডং ভবতি ॥ ২১ ॥

আনন্দগিরি ।—সত্যপি বিক্ষেপকে কৰ্ম্মণি কুটস্থাত্মাহুসদ্ধানস্ত সিদ্ধে কৈবল্যা-
হেতুত্বে বিক্ষেপাভাবে সূতরাং তস্ত তদ্বৈতত্বসিদ্ধিরিত্যভিপ্রেতাহ বঃ পুনরিতি। পূৰ্ব্বোক্ত-
বিপরীতত্বং লোকসংগ্রহাদিনিরপেক্ষত্বং, তদেব বৈপরীত্যং ক্ষোরয়তি প্রাগেবেতি।
সমাধনসৰ্ককৰ্ম্মসন্ন্যাসে শরীরস্থিতিরপি কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ শরীরেতি। তর্হি তথাবিধ-
চেষ্টানিবিষ্টচেতস্তয়া সম্যগ্জ্ঞানবহিষ্মখস্ত কুতো মুক্তিরিত্যাশঙ্ক্য যথোপদিষ্টচেষ্টায়ামনা-
দরাত্মবমিত্যাহ জ্ঞাননিষ্ঠ ইতি। ইতি দর্শয়িতুমিমং শ্লোকং প্রাহেতি পূর্ববৎ। আশিষঃ
প্রার্থনাভেদান্তুষ্টকাবিশেষাঃ। আশিষাং বিহবো নির্গতস্বৈ হেতুমাহ যতেতি। চিন্তবদান্বনঃ
সংযমনং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মা বাহ ইতি। স্বয়োঃ সংযমেনে সত্যর্থসিদ্ধমর্থমাহ ত্যক্তেতি।
সৰ্কপরিগ্রহপরিতাগে দেহস্থিতিরপি হুঃস্থা তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ শরীরমিতি। মাত্রশব্দেন
পৌদরুস্ত্যাদনর্থকং কেবলং পদমিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রাপীতি। শরীরং কেবলমিত্যাদৌ শরীর-
পদার্থং ক্ষুটীকর্তৃমুভয়থা সম্ভাবনয়া বিকল্পয়তি শারীরমিতি। শরীরনির্কর্তাঃ শারীর-
মিত্যস্মিন্ পক্ষে কিং দুষণং শরীরস্থিতিমাত্রং শারীরমিত্যস্মিন্ পক্ষে কিং ফলমিতি
পূর্ববাদী পৃচ্ছতি কিঞ্চাত ইতি। শরীরনির্কর্তাঃ শারীরমিত্যস্মিন্ পক্ষে সিদ্ধান্তী দুষণমাহ
উচ্যত ইতি। শরীরেণ বল্লির্কর্তাঃ তৎ কিং প্রতিষিদ্ধং বিহিতং বা, প্রথমে বিরোধঃ তাদিত্যাহ
যদেতি। প্রতিষিদ্ধাচরণেহপি নানিষ্টপ্রাপ্তিরিত্যুক্তে প্রতিবেদশাস্ত্রবিরোধঃ তাদিত্যর্থঃ।
দ্বিতীয়ে বিহিতকরণে সতানিষ্টপ্রাপ্ত্যভাবাদপ্রাপ্তপ্রতিবেদঃ তাদিত্যাহ শাস্ত্রীয়ঞ্চেতি।
দৃষ্টপ্রয়োজনং শারীর্যাদিকং কৰ্ম্মাদৃষ্টপ্রয়োজনং স্বর্গসাধনং জ্যোতিষ্টোমাদিকং কৰ্ম্মেতি
বিভাগঃ। শরীরনির্কর্তাঃ কৰ্ম্ম শারীরমভিমতমিতি পক্ষে দুষণান্তরমাহ শারীরমিতি।
বার্চা মনসা চাকৰ্ম্মণোহনুষ্ঠানে সন্ন্যাসিনো ভবত্যেব কিম্বিপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যত্রাপীতি।

বান্ধনোভ্যাং বিহিতাহুষ্ঠানে বা প্রতিবিদ্ধকরণে বা কিবিশপ্রাপ্তিঃ সন্ন্যাসিনঃ শ্রাদ্ধি-
বিকল্পান্তে অপধ্যানবিধিবিবোধঃ শ্রাদ্ধিত্যক্তা দ্বিতীয়ং দৃশয়তি প্রতিবিদ্বেতি । শরীরনির্কর্তব্যং
কৰ্ম শরীরমিতি পক্ষমেবং প্রতিক্ষিপ্য দ্বিতীয়পক্ষে লাভং দর্শয়তি যদা দ্বিতি । অন্তদেহ-
স্থিতিপ্রয়োজন্যং কৰ্মণঃ সকাশাদিতি শেষঃ । তত্রাপি বিহবঃ স্বদৃষ্টা ন প্রযুক্তিরিতি
সূচয়তি লোকেতি । বিহবাহুস্তয়া রোত্যা বর্তমানো নাপ্রোতি কিবিশমিত্যত্র বিবক্ষিতমর্থমাহ
এবমুত্তেতি । বিধিনিবেশগম্যং কৰ্ম দেহস্থিতিহেতুভাব্যতিরিক্তমকুৰ্বত ইত্যর্থঃ । শরীরং
কেবলং কৰ্ম কুৰ্বন্ নাপ্রোতি কিবিশমিত্যন্তোক্তেন প্রকারেণ পরিগ্রহে শরীরং কেবলমিতি
বিশেষণবয়ং নির্দোষং সিধ্যতীতি কলিতমাহ এবমিতি ॥ ২১ ॥

রামানুজ ।—পুনরপি কৰ্মণো জ্ঞানাকারত্বমন্ত্রেব বিশোধ্যতে নিরাশীরিতি ।
নিরাশীর্নির্গতকলাভিসন্ধিঃ যতচিত্তাত্মা যতচিত্তমনাঃ ত্যক্তসৰ্মপরিগ্রহঃ আত্মৈকপ্রয়োজন-
তয়া প্রকৃতিপ্রাকৃতবস্তুনি মমতারহিতো যাবজ্জীবং কেবলং শরীরমেব কৰ্ম কুৰ্বন্
কিবিং সংসারং নাপ্রোতি জ্ঞাননিষ্ঠাব্যবধানরহিতকেবলকৰ্মযোগেণৈবংরূপেণাত্মানং
পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

হনুমান্ ।—নিরাশীরিতি । নিরাশীঃ প্রার্থনারহিতঃ যতচিত্তাত্মা সংযতাস্তঃকরণ-
ত্যক্তসৰ্মপরিগ্রহঃ শরীরং কেবলং কৰ্ম শরীরস্থিতিসাধনং কৰ্ম কুৰ্বন্ নাপ্রোতি
কিবিং পাপম্ ॥ ২১ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ নিরাশীরিতি । নির্গতা আশিষঃ কামনা বশ্যং, যতং নিয়তং চিত্ত-
মাত্মা শরীরঞ্চ যন্ত, ত্যক্তাঃ সৰ্বে পরিগ্রহা যেন সঃ, শরীরং শরীরমাত্রনির্কর্তব্যং কৰ্ত্তৃত্বাভি-
নিবেশরহিতং কৰ্ম কুৰ্বন্নপি কিবিং বন্ধং ন প্রাপ্নোতি । যোগাক্রটপক্ষে শরীরনির্কর্তব্যমাত্মো-
পযোগি স্বাভাবিকং ভিক্ষাটনাদি কুৰ্বন্নপি কিবিং বিহিতাকরণনিমিত্তদোষং
ন প্রাপ্নোতি ॥ ২১ ॥

বলদেব ।—অথাক্রটপ দশমাহ নিরাশীরিতি ত্রিভিঃ । নির্গতা আশীঃ কলেচ্ছা
বশ্যং সঃ, যতচিত্তাত্মা বলীকৃতচিত্তঃদহঃ ত্যক্তসৰ্মপরিগ্রহঃ আত্মৈক্যাবলোকনার্থত্বাৎ
প্রাকৃতেষু বস্তুষু মমত্ববর্জিতঃ । শরীরং কৰ্ম শরীরনির্কর্তব্যং কৰ্মাসংপ্রতিগ্রহাদি
কুৰ্বন্নপি কিবিং পাপং নাপ্রোতি ॥ ২১ ॥

মধুসূদন ।—যদাত্মস্বাবক্ষেপহেতোরপি জ্যোতিষ্টোমাদেঃ সমাগ্জ্ঞানবশাৎ তৎকলা-
জনকত্বং, তদা শরীরাবস্থিতিমাত্রহেতোরবিক্ষেপকস্ত ভিক্ষাটনাদেনীন্ত্যেব বন্ধহেতুত্বমিতি
কৈবল্যভ্রাত্যেনাহ নিরাশীরিতি । নিরাশীর্গতভৃকঃ যতচিত্তাত্মা চিত্তমন্তঃকরণং, আত্মা বাহ্যে-
প্রিয়সহিতো দেহভ্যো সংযতো প্রত্যাহারেণ নিগৃহীতৌ যেন সঃ, যতো জিতেপ্রিয়োহতো
বিগতভৃকত্বাৎ ত্যক্তসৰ্মপরিগ্রহঃ ত্যক্তাঃ সৰ্বে পরিগ্রহা ভোগোপকরণানি যেন সঃ,
এতাদৃশোহপি আরক্তকৰ্মবশাৎ শরীরং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কৌপীনাজ্ঞানাদি-
প্রহণভিক্ষাটনাদিভিঃ যতঃ প্রতি শাস্ত্রাত্মহুজাতং কৰ্ম কারিকং বাচিকং মানসক-

‘তদপি কেবলং কৰ্ত্তৃত্বাভিমানশূন্তং পরাধারোপিতকৰ্ত্ত্বত্বেন কুৰ্কন্ পৰমার্থতোহকৰ্ত্তৃত্ব-
দৰ্শনাপ্রাপ্নোতি ন প্রাপ্নোতি কিমিষং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মকলভৃতমনিষ্টং সংসারং পাপবৎ
পুণ্যভ্রাপ্যানিষ্টকলেন কিমিষদ্বাৎ । যে তু শরীরনির্কৰ্ত্তব্যং শারীরমিতি ব্যাচক্ষতে,
তদ্ব্যতে কেবলং কৰ্ম্ম কুৰ্কন্নিতাতোহধিকার্বলাভাদব্যাবৰ্ত্তকত্বেন শারীরপদস্ত বৈয়ৰ্থ্যং,
অথ বাচিকমানসিকব্যাবৰ্ত্তনর্থমিতি জ্ঞানং তদা কৰ্ম্মপদস্ত বিহিতমাত্রপরন্তে শারীরং
বিহিতং কৰ্ম্ম কুৰ্কন্ নাপ্রাপ্নোতি কিমিষমিত্যশ্রশক্তপ্রতিষেধোহনর্থকঃ, বাচিকং মানসক
বিহিতং কৰ্ম্ম কুৰ্কন্ নাপ্রাপ্নোতি কিমিষমিতি চ শাস্ত্রবিরুদ্ধমুক্তং ত্রাৎ বিহিতপ্রতিষিদ্ধ-
সাধারণপরন্তেহপ্যেবমেব ব্যাধাত ইতি ভাষ্য এব বিস্তরঃ ॥ ২১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নবেতদ্বাদোগোপাৎ কৰ্ম্মকরণাদকরণং মুখ্যমেব তদ্ব্যমিত্যাশঙ্ক্য
গৃহস্থ তৎপ্রত্যবাস্যাবহমিতি ব্যতিরেকমুখেনাহ নিরাশীরিতি । যো নিম্পরিগ্রহঃ
জ্ঞাদিপরিগ্রহরহিতঃ সন্ন্যাসী স চেৎ নিরাশীঃ যোগৈশ্বৰ্য্যমপানিচ্ছন্ বতং চিত্তং বুদ্ধিঃ
আত্মা চ দেহেন্দ্রিয়সম্ভবাতো যেন স বতচিত্তাত্মা সমাধিকালে নিরুদ্ধবাহ্যভাস্তরবৃত্তিরিত্যর্থঃ,
স ব্যুৎখানকালে শারীরং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং ভিক্ষাটনাদি তদপি কেবলং কৰ্ত্তৃত্বাভি-
মানশূন্তং পরাধারোপিতকৰ্ত্ত্বত্বেন কুৰ্কন্নিপি কিমিষং “বাবজীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিতি”
বাবজীবাদিকারচৌদিত্যগ্নিহোত্রাত্মকরণজং প্রত্যবাস্যং নাপ্রাপ্নোতি বিধিতস্তেষাং ত্যাগাৎ ।
বস্ত্ৰ সপরিগ্রহঃ স নিরাশীরপি বতচিত্তাত্ম্যিতি কেবলমপি শারীরং কৰ্ম্ম কুৰ্কন্ বিহিতাকরণাৎ
কিমিষং প্রাপ্নোত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য ।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি ও শ্রীমদধুসূদনের অভি-
প্রায় । যিনি পূৰ্ব্বোক্ত ব্যবস্থার বিপরীত ব্যবহার সম্পন্ন, অর্থাৎ লোক-
সংগ্রহার্থ কৰ্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু সৰ্ব্বাস্তববর্ত্তী ত্বেকরূপ নিষ্ক্রিয় প্রত্য-
গাত্মাতে (জীবাত্মাতে) আত্মসন্দর্শন করেন, তিনি ঐহিক ও পারত্রিক
বাবতীয় বিষয়-বাসনা-বিবৰ্জিত হওয়ায়, দৃষ্টাদৃষ্টার্থ কৰ্ম্মে অর্থাৎ ইহলৌকিক
ও পারলৌকিক ফল-সাধন ক্রিয়ার প্রয়োজনবিহীনতা উপলব্ধি করিয়া
সৰ্ব্বকৰ্ম্মপরিত্যাগ ও জ্ঞাননিষ্ঠা অবলম্বন পূর্বক মুক্ত হন । ‘এই অর্থ
পরিব্যক্ত করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, “যিনি অস্তঃকরণ ও
দেহেন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত করিয়া, সৰ্ব্ববিধ কামনা ও সৰ্ব্বপরিগ্রহ (ভোগ্য
বস্তু) পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি প্রারব্ধ কৰ্ম্মানুসারে কেবল শরীর-
স্থিতিমাত্র প্রয়োজনে কৌপীনাচ্ছাদনাদি গ্রহণপূর্বক ভিক্ষাটনাদিরূপ
যতিধৰ্ম্মানুমোদিত কায়িক, বাচিক ও মানসিকরূপ ত্রিবিধ কৰ্ম্মের
অনুষ্ঠান করিলেও পাপ ও পুণ্যভাগী হইবেন না । কারণ, তিনি কৰ্ম্মে
অভিমানবিবৰ্জিত অর্থাৎ স্বয়ং কৰ্ম্ম করিয়াও সৰ্ব্বদিশ্ৰুতা ভগবানের কৰ্ম্মের

কৰ্ত্ত্ব্য আরোপিত করেন। সৰ্বব্যাগী সম্যাসীগণ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম উভয়কেই বন্ধনের হেতুভূত কল্পনা করিয়া, পাপবৎ পুণ্যবিষয়েও নিষ্পৃহ। তাঁহারা মনে করেন, পাপভোগার্থ যেমন শরীর পরিগ্রহণ করিতে হয়, পুণ্যভোগার্থও তদ্রূপ শরীর গ্রহণ করিতে হয়; উভয়ই জন্মমৃত্যুপ্রদ; হুতরাং পাপ পুণ্য উভয়ই সমান। অতএব মুমুক্শুগণ উভয়কে কিছিন্নরূপে গণনা করেন। এই অভিপ্রায়ে মূলে কিছিন্ন শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অপিচ “কেবলং শারীরং কস্ম' কুর্বন্ কিছিন্নং নাপ্নোতি” এই বাক্যে “শারীরং” এই পদের অর্থবিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া, কেহ কেহ এইরূপ আশঙ্কা করেন যে, “শারীর” এই পদটি কস্ম' পদের বিশেষণ। শারীর পদের দ্বিবিধ যৌগিক অর্থ প্রত্যত হয়; প্রথম অর্থ, “শরীরেণ নির্বর্ত্যং শারীরং” অর্থাৎ শরীরের দ্বারা যাহা নিষ্পাদ্য হয়, তাহাই শারীর (শরীর-নিষ্পন্ন)। দ্বিতীয়, “শরীর-স্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরম্” অর্থাৎ কেবল শরীর রক্ষার নিমিত্ত যাহা করা হয়, তাহাই “শারীর”। এই দ্বিবিধ অর্থের মধ্যে কোন অর্থটি মনে করিয়া শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে শারীর শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন? যদি বল, শরীর নিষ্পন্ন কস্ম'ই শারীর, এই অর্থেই শারীর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহাও বলিতে পার না; কারণ, শরীর দ্বারা শাস্ত্রবিহিত স্বর্গাদি-সাধন অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞাদির ত্রায়, শাস্ত্রনিষিদ্ধ নরক-সাধন ব্রহ্মহত্যাदि কস্ম'ও নিষ্পন্ন হয়। বিহিতাবিহিতরূপ উভয়বিধ কস্ম'ানুষ্ঠান করিয়াও মানবগণ পাপপঙ্কে প্রলিপ্ত হইতে পারে না; যেহেতু, ভগবান্ বলিয়াছেন, “কেবল শারীর-কস্ম' করিলে লোক সকল পাপভাগী হয় না।” আর শাস্ত্রীয় কস্ম'ই শারীর কস্ম', যদি ইহাই ভগবদভিপ্রায় হয়, তাহা হইলেও, শাস্ত্রোক্ত শারীরকস্ম' করিয়া পাপভাগী হইবে না, এই নিষেধ বাক্যটি বৃথা হইয়া যায়; কারণ, শাস্ত্রোক্ত কস্ম' করিলেও পাপ হয়, এইরূপ উক্তি শাস্ত্রের কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। আর যদি বল, কস্ম' ত্রিবিধ; কায়িক, বাচিক ও মানস; তন্মধ্যে বাচিক ও মানস কস্ম' নিবৃত্তির নিমিত্ত মূলে শারীর পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে; তাহা হইলেও পূর্বোক্ত দোষই সমুপস্থিত হয়। অতএব শরীর স্থিতির নিমিত্ত যাহা করা হয়, তাহাই শারীর কস্ম'। এই অভিপ্রায়েই মূলে শারীর শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। এক্ষণে ইহাই নিদাশিত হইল যে, সৰ্ব্বোপন্নত-মুমুক্শু যতিগণ আমি করিতেছি, ইত্যাকার

অভিমানশূন্য হইয়া, লৌকিক প্রথানুসারে কেবল শরীরস্থিতির নিমিত্ত দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলপ্রদ, অর্থাৎ দৃষ্টফলপ্রদ ভিক্ষাটনাদি, অদৃষ্ট-ফলপ্রদ জ্যোতিষ্কো-
মাদি (১৭৬ পৃ: টি: দ্রষ্টব্য) কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও কিঞ্চিৎ (সংসার)
প্রাপ্ত হন না, বরং তাঁহারা জ্ঞানানল দ্বারা যাবতীয় কর্মফলকে দহীভূত
করিয়া মুক্তিকেই প্রাপ্ত হন ।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের অভিপ্রায় । আবারও কর্মের জ্ঞানাকারতা বিশদ
করিতেছেন । “নিরাশীঃ” অর্থাৎ নির্গত ফলাভিসন্ধি, “যতচিন্তাত্মা” অর্থাৎ
“যতচিন্তননা”, “ত্যক্ত সর্বপরিগ্রহাঃ” অর্থাৎ একমাত্র আত্মার প্রয়োজনে সমস্ত
কর্ম লক্ষিত হওয়ায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তু সমূহে মমতারহিতভাবে
যাবজ্জীবন কেবল শারীর কর্ম করিলেও, সংসারকে প্রাপ্ত হয় না । জ্ঞাননিষ্ঠা
ব্যবধান থাকিলেও, তাঁহারা এইরূপ কর্মযোগ দ্বারা আত্ম-সন্দর্শন করেন,
ইহাই ভাবার্থ ।

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায় । যাঁহার হৃদয় হইতে সকল কামনা
বিনির্গত হইয়াছে, যাঁহার অন্তঃকরণ ও শরীর সংযত অর্থাৎ বশীভূত
হইয়াছে, এবং যিনি সর্বপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাদৃশ
ব্যক্তি শরীর নির্বাহমাত্র উদ্দেশে, কর্তৃত্বাভিনিবেশ-বিরহিতভাবে কর্মানু-
ষ্ঠান করিলেও, তাহা বন্ধরূপ হয় না । যোগারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে কেবল শরীর
নির্বাহোপযোগী স্বাভাবিক ভিক্ষাটনাদিরূপ কর্মানুষ্ঠান করিলেও, ক্রিয়া-
বিহীনতারূপ অবস্থোচিত বিহিত-কর্মের অকরণ জন্য দোষ সজ্জাতিত হয় না ।

শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায় । এক্ষণে যোগারূঢ় ব্যক্তির অবস্থা বিবৃত
হইতেছে । (অষ্টাশ্র অংশ শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের অনুরূপ) সেই ব্যক্তি
শরীর নির্বাহার্থ অসৎ প্রতিগ্রহাদি করিলেও পাপগ্রস্ত হন না ॥ ২১ ॥

যদৃচ্ছালাভসম্ভবো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ ।

সমঃ সিদ্ধাবসিকৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২॥

অর্থ ।—যদৃচ্ছালাভসম্ভবঃ (অপ্রার্থিতাগতেন বস্তুনা পরিতৃপ্তঃ)
দ্বন্দ্বাতীতঃ (ক্ষুৎপিপাসাশীতোষ্ণাদীনি অতিক্রান্তঃ তৎসহনশীলঃ)
বিমৎসরঃ (নির্বৈরবুদ্ধিঃ) সিদ্ধৌ অসিকৌ (অভীষ্টকলাভঃ সিদ্ধিঃ

তদ্বিপরীতা অসিদ্ধিঃ তয়োঃ) চ সমঃ (তুল্যবোধঃ) [এবভূতঃ জনঃ]
কৃত্বা (ভিক্ষাটনাদিরূপঃ শরীরযাত্রার্থং স্বাভাবিকং কৰ্ম্ম সম্পাদ্য)
অপি ন নিবধ্যতে (বন্ধং প্রাপ্নোতি) ॥ ২২ ॥

প্রতিশব্দ ।—অযাচিতলাভে পরিতুষ্ট শীতোষ্ণাদি-সহনশীল বৈর-
বুদ্ধিবিহীন সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে তুল্যজ্ঞান [এতাদৃশ ব্যক্তি] কৰ্ম্ম
করিলেও বন্ধ হয় না ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা ।—অপ্রার্থিতভাবে স্বয়মুপস্থিত সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াই
যিনি পরিতুষ্ট, যিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-উষ্ণাদির অতীত, যাহার
হৃদয়ে হিংসা বা বিবেষবুদ্ধির স্থান নাই, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়-
কেই যিনি সমজ্ঞান করেন ; তাদৃশ পুরুষ শরীরধারণার্থ কৰ্ম্মানুষ্ঠান
করিলেও তাহা তাঁহার সংসার-বন্ধনের হেতুভূত হয় না ॥ ২২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—ভাক্তসৰ্ব্বপরিগ্রহস্ত যতেরদ্বাদেঃ শরীরস্থিতিহেতোঃ পরিগ্রহস্তা-
ভাবাৎ যচনাদিনা শরীরস্থিতৌ কর্তব্যভাৱাৎ প্রাপ্তারামবাচিতমসংকল্পমুপপন্নং “যদৃচ্ছা”
ইত্যাদিনা বচনেনাহুজাতং যতঃ শরীরস্থিতিহেতোরদ্বাদেঃ প্রাপ্তিধারমাবিকূৰ্ণগ্রাহ যদৃচ্ছতি ।
যদৃচ্ছাভাতমন্ত্যৌহ প্রার্থিতোহযততো লাভো যদৃচ্ছাভাতন্তেন সন্তষ্টঃ সংজাতাল্পভারঃ
সম্বাতীতো ঘটনৈর্হি শীতোষ্ণাদিভিঃ হস্তমানোহবিষয়চিত্তো সম্বাতীত উচ্যতে, বিমৎসরো
বিগতমৎসরো নির্দৈর্ঘ্যবুদ্ধিঃ, সমস্তল্যো যদৃচ্ছা লাভস্তাপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ য এবভূতো যতি-
রদ্বাদেঃ শরীরস্থিতিহেতোঃ লাভালাভয়োঃ সমোহপি হর্ষবিষাদবর্জিতঃ কৰ্ম্মাদৌ অকৰ্ম্মাদিদর্শী
যথা ভূতাত্মদর্শননিষ্ঠঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনেন ভিক্ষাটনাদিকৰ্ম্মণি শরীরাদিনির্কর্তব্যং “নৈব
কিঞ্চিৎ কৰোম্যহং, শুণা শুণেশু বর্তন্তে” ইত্যেবং সদা সম্পরিচক্ষাণ আত্মনঃ কর্তৃত্বাভাবং
পশ্যন্ নৈব কিঞ্চিভিক্ষাটনাদিকং কৰ্ম্ম কৰোতি লোকব্যবহারসামান্যদর্শনেন তু লৌকি-
কৈরারোপিতকর্তৃত্বে ভিক্ষাটনাদৌ কৰ্ম্মণি কর্তা ভবতি, ভিক্ষাটনাদিচেষ্টোহপি অকর্তৃত্বা-
ত্মহুসন্ধানমেব বিহবঃ স্বাহুভবেন তু শাস্ত্রপ্রমাণাদিজনিতেনাকর্ত্তেব স এবং পরাধারোপিত-
কর্তৃত্বং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং ভিক্ষাটনাদিকং কৰ্ম্ম কৃৎসাপি ন নিবধ্যতে বন্ধহেতোঃ
কৰ্ম্মণঃ সর্বেতুকস্ত জ্ঞানায়িনা দৃষ্ট্যাদিত্যজ্ঞানাদি এবৈবঃ ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরি ।—পূর্বশ্লোকে ন সঙ্গতিং দর্শয়ন্তুত্তরশ্লোকমুখাপরতি ত্যক্তেতি ।
অদ্বাদেরিত্যাদিশব্দে ন পাঙ্কাজ্ঞানাদি গৃহ্যে, যচনাদিনেত্যাदिপদেন সেবাক্রমাদ্রাপা-
দীরতে, ভিক্ষাটনার্থম্বেগাৎ প্রাক্কালে কেনাপি যোগ্যেন নিবেদিতং ভৈক্ষ্যমবাচিতং
অভিসপ্তং পতিতঞ্চ বর্জয়িত্বা সৰ্ব্বমন্তরেণ পঞ্চভ্যঃ সপ্তভ্যো বা গৃহেভ্যঃ সমানীতং
ভৈক্ষ্যমসংকল্পং সিদ্ধমন্তঃ ভক্তকর্মে নঃ স্বস্বীপমুপানাতমুপন্নং যদৃচ্ছা স্বকীরপ্রবৃত্ত্যতি-

রেক্ষেণেতি যাবৎ, আদিশব্দেন “মাধুকরমসংকল্পং প্রাক্ প্রণীতমবাচিতম্ । তাৎকালিকো-
পপন্নঞ্চ তৈক্যাং পঞ্চবিধং স্মৃতম্” ইত্যাদি গৃহ্যে, আবিজুর্নস্মদং বাক্যমাহেতি বোজনীয়ম্ ।
পরোৎকর্ষ্যমর্ষপূর্ব্বিকা স্বত্বোৎকর্ষ্য বাহ্য বিগতা স্বম্বাদিতি ব্যুৎপত্তিমাশ্রিত্য বিবক্ষিতমর্থ-
মাহ নিরৈক্যেতি । সংক্ষেপতো দর্শিতমর্থং বিশদয়তি য এবজুত ইতি । তথাপি প্রকৃতস্ত
যতেভিক্কাটনাদৌ কর্তৃত্বং প্রতিভাতি তদভাবে ভিক্কাটনাশ্চভাবে ন জীবনাতাবশ্রম্ভা-
দিত্যাশঙ্ক্যাহ লোকোক্তি । লৌকিকৈরবিবেকিভিঃ সহ ব্যবহারস্ত জ্ঞানাত্মনোভোজনাদি-
লক্ষণস্ত বিদুষ্যপি সামাজ্যেন দর্শনাৎ তদনুসারেণ লৌকিকৈরধ্যারোপিতকর্তৃত্বভোক্তৃ-
ত্বাধিবানপি লোকদৃষ্টা ভিক্কাটনাদৌ কর্তৃত্বমন্তুভবতীতার্থঃ । কথং তর্হি তস্তাকর্তৃত্বং
তজ্জাহ স্বীকৃতবেনেতি । যদৃচ্ছ্যেত্যাদিপাদত্রয়ঃ ব্যাখ্যায় কৃৎসাপীতাদিচতুর্থপাদং
ব্যাচষ্টে স এবমিতি । ভিক্কাটনাদিনা প্রতিভাসিকেন কর্ম্মণা বিদুষো বদ্ধতাবাবেহপি
কর্ম্মাস্তরেণ নিবদ্ধত্বং ভবিষ্যতীত্যশঙ্ক্যাহ বন্ধেতি । জ্ঞানান্ধিদগ্ধাদিতোবাং শারীরং
কেবলমিত্যাদাবুক্ত্তারমমুবাদ ইতি বোজন । যপোক্তস্ত কর্ম্মণো বৃত্ত্যা মহাবিরোধাত্ম্যপ-
গম্যত্বনার্থোহপি শব্দঃ ॥ ২২ ॥

ব্রাহ্মানুজ ।—যদৃচ্ছালাভেতি । যদৃচ্ছাপ্রাপ্তশরীরধারণহেতুবস্তসত্ত্বঃ, দ্বন্দ্বাতীতঃ যাবৎ-
সাধনসমাপ্তবর্জ্জনীয়শীতোষ্ণাদিসহঃ । বিমৎসরঃ অন্তকৃতোপদ্রবপরিপাত (অনিষ্টোপনিপাত)
হেতুভূতকর্ম্মনিরূপণেন পরেযু বিগতমৎসরঃ, সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ যুদ্ধাদিকর্ম্মসু
জয়াদিসিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ সমচিত্তঃ, কঠোরং কৃৎসাপি জ্ঞাননিষ্ঠাং বিনাপি ন নিবধ্যতে ন সংসারং
প্রতিপদ্যতে ॥ ২২ ॥

হনুমান্ ।—যদৃচ্ছতি । যদৃচ্ছালাভসত্ত্বঃ অপ্রার্থিতলাভসত্ত্বঃ, দ্বন্দ্বাতীতঃ শীতোষ্ণ-
স্বপ্নঃখাদিরহিতঃ, কিঞ্চ বিমৎসরঃ ক্রোধবর্জ্জিতঃ কর্ম্মণাং কলভাবাতবয়োঃ সমচিত্তঃ
কৃৎসাপি ন নিবধ্যতে ন কর্ম্মকলশরীরাদি প্রাপ্নোতি ॥ ২২ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ যদৃচ্ছালাভেতি । অপ্রার্থিতোপস্থিতো লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন
সত্ত্বঃ, দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদৌতীতোহতিক্রান্তস্তৎসহনশীল ইত্যর্থঃ, বিমৎসরো নিরৈক্যঃ,
যদৃচ্ছালাভস্তাপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো হর্ষবিষাদরহিতঃ, য এবজুতঃ স পূর্ব্বোত্তর-
ভূমিকরোধার্থাযথং বিহিতং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কৃৎসাপি বন্ধং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২২ ॥

বলদেব ।—অথ শরীরনির্কাহার্থমদ্রাচ্ছাদনাদিকং স্বপ্রবৃত্তেন ন সম্পাদ্যমিত্যাহ
যদৃচ্ছয়তি । যাক্রাং বিনৈব লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সত্ত্বঃস্বপ্নঃ, দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদৌত-
তীতস্তৎসহিষ্ণুঃ, বিমৎসরোহষ্টৈরুপক্রতোহপি তৈঃ সহ বৈরমকুর্কন্ যদৃচ্ছালাভসিদ্ধৌ
হর্ষস্ত তদসিদ্ধৌ বিষাদস্ত চাতাবাৎ সমঃ, এবজুতঃ শারীরং কর্ম্ম কৃৎসাপি তেন তেন ন
বধ্যতে, জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রভাবান্ লিপ্যতে ॥ ২২ ॥

মধুসূদন ।—তাক্তসর্কপরিগ্রহস্ত যতেঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কর্ম্মভাহুজাতং
তজ্জাদ্রাচ্ছাদনাদিবাতিরেকেণ শরীরস্থিতেরসস্তবাদ্ভ্রাজাদীনাপি স্বপ্রবৃত্তেনাদিকং

সম্পাদ্যমিতি প্রাপ্তে নিয়মানাহ যদৃচ্ছতি । শাস্ত্রানুসৃতপ্রযত্নব্যাতিরেকো যদৃচ্ছা তত্রৈব চ
 যো লাভোহিমাচ্ছাদনাদেঃ শাস্ত্রানুসৃতস্ত স যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টস্তদধিকতৃষ্ণারহিতঃ, তথাচ
 শাস্ত্রং “ভৈক্ষুঃকরৈদিতি” প্রকৃত্য “কুৰ্ব্বাচিতমসংকল্পমুপপন্নং যদৃচ্ছয়া” ইতি যাজ্ঞাসঙ্করাদি-
 প্রযত্নং বারয়তি । মহুরপি “ন চোৎপাতনিমিত্তাভ্যাং ন নক্ষত্রাঙ্গবিজ্ঞয়া । নানুশাসন-
 বাদাভ্যাং ভিক্ষাং লিপ্সেত কহিচিৎ ॥” ইতি যত্নো ভিক্ষার্থং গ্রামং প্রবিশস্তি ইত্যাদি-
 শাস্ত্রানুসৃতস্ত প্রযত্নঃ কৰ্ত্তব্য এব, এবং লক্ষ্যমপি শাস্ত্রনিষ্তমেব “কোপীনযুগলঃ বাসঃ
 কহ্যং শীতনিবারণীম্ । পাণ্ডকে চাপি গৃহীয়াৎ কুৰ্য্যান্নাত্তস্ত সংগ্রহম্ ॥” ইত্যাদি, এবমন্তদপি
 বিধিমিষেধরূপং শাস্ত্রমূহম্ । নহু স্বপ্রযত্নমন্তরেণালাভে শীতোষ্ণাদিপীড়িতঃ কথং
 জীবেদত আহ, স্বদ্বাতীতঃ স্বদ্বানি ক্লুংপিপাসাশীতোষ্ণবর্ষাদীনি অতীতোহতিক্রান্তঃ
 সমাধিদশায়াং তেষামক্ষুরণাৎ ব্যুত্থানদশায়াং ক্ষুরণেহপি পরমানন্দাদ্বিতীয়াকৰ্ত্তৃ-
 ভোক্ত্রাশ্রিত্যয়েন বাধাৎ তৈষ্মৈরুপহন্তমানোহপ্যকুভিতচিত্তঃ, অতএব পরস্ত লাভে
 স্বস্থালাভে চ বিমৎসরঃ পরোৎকর্ষাসহনপূৰ্ব্বিকা শ্বোৎকর্ষবাহা মৎসরস্তদ্রহিতঃ অদ্বিতীয়াশ্র-
 দর্শনেন নিৰ্জৈরবুদ্ধিঃ, অতএব সমস্তলো যদৃচ্ছালাভস্ত সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সিদ্ধৌ ন
 দৃষ্টেঃ নাপ্যসিদ্ধৌ বিষয়ঃ স স্বানুভবেনাকর্ষেব পরৈরারোপিতকৰ্ত্তৃত্বং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়ো-
 জনং ভিক্ষাটনাদিরূপং কৰ্ম্ম কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে, বন্ধহেতোঃ সহেভুক্তস্ত কৰ্ম্মণো জ্ঞানাগ্নিনা
 দগ্ধত্বাদিতি পূৰ্ব্বোক্তানুবাদঃ ॥ ২২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু সপরিগ্রহঃ কুটুম্বভরণবাগ্ৰতয়া কথং বিস্তব্যান্নাসসামান্যভগ্নি-
 হোত্বাদীভুত্বহুতিষ্ঠেদিতিাত্মশব্দাহ যদৃচ্ছতি । যদৃচ্ছয়া অপ্রার্থিতোপনতো লাভো যদৃচ্ছা-
 লাভস্তেন সন্তুষ্টঃ, তথাহি স্বতামৃতভাভ্যাং জীবনং ব্রাহ্মণস্ত বিধায় ব্যাখ্যাভ্যাং “ঋতমুৎকৃষ্টলিং
 প্রোক্তমমৃতং স্নাদবাচিতম্” ইতি, স্বদ্বাতীতঃ বহুলাভে অলাভে বা স্বধঃখান্ততীতঃ,
 বিমৎসরঃ পরস্ত লাভং দৃষ্ট্বা সন্তাপহীনঃ, সমঃ যদৃচ্ছলাভেনৈব ইষ্টপণ্ডচারুর্মাংসাদেনিত্যাং
 কৰ্ম্মণঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ বা সমো নির্জৈকায় এবজুত ইষ্টাদীন কৃত্বাপি তৎফলেন স্বর্গাদিনা
 ন নিবধ্যতে, অপি শব্দাৎ তজ্জেন প্রত্যবায়েন ন নিবধ্যতে বন্ধহেতোঃ কৰ্ম্মণস্তত্ত্বজ্ঞানেনৈব
 দ্বাহাৎ । তথা চ স্মৃতিঃ, “ভ্রামাগতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোহতিথিপ্রিয়ঃ । শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ
 গৃহহোহপি বিশ্বচ্যতে ॥” ইতি, ভাব্যে স্বয়ং শ্লোকঃ সন্ন্যালিপয়রথেনৈব ব্যাখ্যাভ্যাং ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ ।—নিরাশীরিত । আত্মা স্থলদেহঃ । শরীরং শরীরনির্কাহার্থং কৰ্ম্ম অসৎ-
 প্রতিগ্রহাদিকম্ । কুৰ্ম্মপি কিসিৎ পাপং নাপ্নোতি ইত্যেতদপি বিকৰ্ম্মণচ্চ বোদ্ধব্যং
 ইত্যন্ত বিবরণম্ ॥ ২১ । ২২ ॥

তাৎপর্য ।—সর্বপরিগ্রহরহিত যতি ব্যক্তির কেবল শরীর ধারণার্থ
 কৰ্ম্মানুষ্ঠান অনুমোদিত, অন্নচ্ছাদনাদি ব্যতীত শরীর ধারণ কখনই
 সম্ভবপর নহে । অতএব ভিক্ষাদি প্রযত্নসাধ্য কৰ্ম্ম-দ্বারা অন্নচ্ছাদন

নির্বাহিত করার ব্যবস্থা কথিত হইতেছে। প্রযত্ন বাতিরেকে যে অন্নচ্ছাদনাদি লাভ করা যায়, তাহাই শাস্ত্রসম্মত যদৃচ্ছালাভ। সেই যদৃচ্ছালব্ধ সামগ্রীতে যিনি পরিতৃপ্ত, অর্থাৎ অধিকতর অন্নচ্ছাদনাদি লাভের নিমিত্ত যঁাহার হৃদয় ব্যাকুল হয় না, তিনিই যদৃচ্ছালাভসম্মত। শাস্ত্র ব্যবস্থা প্রদান করিতেছেন যে, “ভিক্ষালব্ধ পদার্থে জীবনপাত কর।” কিন্তু তজ্জন্ম বাচমান বা প্রয়াসবান্ হওয়া অনাবশ্যক। মূলস্থিত “যদৃচ্ছা” শব্দ দ্বারা যাক্ষা বা সঙ্কল্পাদি প্রযত্ন নিবারণিত হইতেছে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, “ভুকম্পনাং উৎপাত এবং অঙ্গম্পন্দনাদি অশুভ চিহ্ন, এতদুভয়ের ব্যাখ্যা করিয়া, অথবা জ্যোতিষ বা সামুদ্রিক বিজ্ঞা দ্বারা মনুষ্যের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া, অথবা শাস্ত্রানুসারে মনুষ্যের ঈদৃশ নীতিমার্গের অনুসরণ করিতে হইবে, বা এইরূপ প্রণালীক্রমে কালপাত করিতে হইবে, ইত্যাকার অনুশাসন বাক্য দ্বারা, কোথাও ভিক্ষালাভের কামনা করিবেন না। (মনু ৬ অ। ৫০) “যতিগণ ভিক্ষার জন্ম গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন,” ইত্যাকার শাস্ত্রীয় বাক্য দ্বারা তজ্জন্ম প্রযত্নের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইতেছে। এইরূপ প্রযত্ন সহকারে লব্ধব্য বস্তু কি, তাহাও শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যথা; “পরিধানার্থ কোপীনদ্রয়, শীতনিবারণার্থ কন্বা, এবং পাছুকাও গ্রহণ করিবে, কিন্তু জন্ম কোন পদার্থ সংগ্ৰহ করিবে না।” শাস্ত্রে এইরূপ বিধিনিষেধ প্রতিপাদক শাসন পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু প্রযত্ন ব্যতীত কোন পদার্থই লাভ হইতে পারে না। তাহা না হইলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও শীতোষ্ণাদি সহ্য করিয়া মনুষ্য কিরূপে জীবিত থাকিবে? এই অশঙ্কার উত্তরস্বরূপে কথিত হইয়াছে যে, তাঁহাকে দন্দ্বাভীত হইতে হইবে, অর্থাৎ শীত, উষ্ণ, ক্ষুৎ, পিপাসা প্রভৃতি দন্দ্ব সমূহের সহিষ্ণু হইতে হইবে। সেই যতি পুরুষ যখন সমাধিস্থ থাকিবেন, তখন শীতোষ্ণাদি কোন ব্যাপারই তাঁহার গোচরীভূত হইবে না, আর বুথান দশায় তৎসমস্ত গোচরীভূত হইলেও, পরমানন্দস্বরূপ আত্মাই একমাত্র কর্তা ও ভোক্তা এই ধ্রুব বিশ্বাস হেতু, কিছুই তাঁহাকে অভিজুত করিতে পারিবে না। উল্লিখিত দন্দ্ব সমূহ বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেও, তিনি ক্ষুভিতচিন্ত হন না। পরের লাভে এবং স্বকীয় অলাভেও তিনি মৎসরশূন্য। পরকীয় শ্রেষ্ঠতা বা উৎকর্ষ দর্শনে অসহিষ্ণুতা সহকৃত তদ্বিষয় লাভার্থ বাসনাকে মৎসর বলে। “একমাত্র আত্মা বিশ্বব্যাপারের

সর্বত্র অনুসৃত ; এইরূপ আত্ম-দর্শন হেতু তিনি সর্বত্র সমদর্শী ও বৈর-
বুদ্ধিবিহীন হইয়া থাকেন । সিদ্ধি অর্থাৎ অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি হইলে তিনি
জয়, বা অসিদ্ধি ঘটিলে বিষয় হন না । এইরূপে আপনাকে অকর্তৃজ্ঞানে,
শরীর ধারণমাত্র প্রয়োজনে ভিক্ষাটনাদিরূপ কর্ম করিলেও বদ্ধ হন না ।
কারণ, তাঁহার জ্ঞানাগ্নি-প্রভাবে সহেতুক কর্ম সমূহ বিদগ্ধ হইয়াছে ।
পূর্বোক্ত বাক্যের ইহাই অনুবাদ ।

শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের উল্লিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়া উপ-
সংহারকালে লিখিয়াছেন । এতাদৃশ ব্যক্তি পূর্বাবস্থা অর্থাৎ যোগে
অনারুঢ় দশা, অথবা উত্তর ভূমিকাবস্থা অর্থাৎ যোগারুঢ় দশা, এতদুভয়-
কালেই বিহিত বা স্বাভাবিক যে কোন কর্মের অনুষ্ঠান করিলেও বদ্ধ
প্রাপ্ত হন না ॥ ২২ ॥

গতসঙ্গস্য যুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

অর্থ ।—গতসঙ্গস্য (নিষ্কামস্য) যুক্তস্য (নিবৃত্তকর্তৃভ্রাতৃধ্যাসস্য)
জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (জ্ঞানে ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধে অবস্থিতং প্রতিষ্ঠিতং
চিত্তং যস্য তস্য) যজ্ঞায় (যজ্ঞার্থং) আচরতঃ (নির্বর্তয়তঃ) সমগ্রং
(কর্মফলে সহ) কর্ম প্রবিলীয়তে (অকর্ম্যতামাপদ্যতে বিনশ্যতী-
ত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—কামনা-বিহীন বন্ধন-বিনির্মুক্ত ব্রহ্মাত্মভেদ-চিত্ত
ব্যক্তির যজ্ঞ-রক্ষণার্থ অনুষ্ঠীয়মান ফল-সংকুল কর্ম বিলয়-প্রাপ্ত
হয় ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে কামনা-বর্জিত, ধর্ম্যাধর্ম্যা-বন্ধন-বিনির্মুক্ত আত্মা
ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ যজ্ঞ-সংরক্ষণোদ্দেশে কর্ম্যানুষ্ঠান
করেন, তাঁহার তত্তাবৎকর্ম, ফলের সহিত বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—“তজ্জা কর্মফলাসঙ্গম্” ইত্যনেন শ্লোকেণ যঃ প্রারম্ভকর্ম্যম্
যদা নিজিয়ব্রহ্মদর্শনসম্পাদ্যঃ তাত্ তদাত্মনঃ কর্তৃকর্মপ্রয়োজনাতাবধিনিঃ কর্ম-

পরিত্যাগে প্রাপ্তে কৃতশ্চিন্মিত্তাৎ তদসম্ভবে সতি পূৰ্ণবৎ তস্মিন্ “কৰ্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি
নৈব কিঞ্চিৎ কৰোতি সঃ” ইতি চ কৰ্ম্মাভাবঃ প্রদৰ্শিতঃ, যন্তৈবং কৰ্ম্মাভাবো দৰ্শিতস্তত্ত্বৈব
গতসম্ভবেতি । গতসম্ভব সৰ্ব্বতো নিবৃত্তাসক্তেৰ্মুক্তস্ত নিবৃত্তধৰ্ম্মাদিবন্ধনস্ত জ্ঞানাবস্থিত-
চেতসো জ্ঞানে এব অবস্থিতং চেতো যন্ত সোহয়ং জ্ঞানাবস্থিতচেতান্তস্ত যজ্ঞায় যজ্ঞনিৰ্ক-
তাৰ্থমাচরতো নিৰ্কৰ্ত্তয়তঃ, কৰ্ম্ম সমগ্রং সহাগ্ৰেণ কৰ্ম্মকলেন বৰ্ত্ততে ইতি সমগ্রং কৰ্ম্ম
তৎসমগ্রং প্রবিলীয়তে বিনশ্তুতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরি।—গতসঙ্গতোতাদিল্লোকস্ত ব্যবহিতেন সম্বন্ধং বস্তুং বৃত্তং কীর্তয়তি
 ভ্যক্তেতি। অনেন ল্লোকেন “নৈব কিঞ্চিৎ কয়োতি সঃ” ইত্যত্র কৰ্ম্মাভাবঃ প্রদৰ্শিত
 ইতি সম্বন্ধঃ। কস্ত কৰ্ম্মাভাবপ্রদৰ্শনমিত্যাশঙ্ক্যামাহ যঃ প্রারক্কেতি। প্রারক্কৰ্ম্মা
 সন্ বোহবতিষ্ঠতে তস্ত কৰ্ম্মাভাবঃ প্রদৰ্শিতশ্চেদ্বিরোধঃ শ্রাদিত্যাশঙ্ক্যাবস্থাविशेषे तत्-
 प्रदर्शनान्नैवमिति। नह्यु ज्ञानवतः क्रियाकारककलाभावदर्शनः कर्मपरित्याग-
 होव्यां कर्माभाववचनमप्राप्तप्रतिषेधः श्रुदित्याशङ्क्याह आश्रय इति। लोकसंग्रहादि-
 निमित्तं प्रागेवोक्तमविद्यावस्थायामिव पूर्ववदित्युक्तम्। एवं वृत्तमन्तस्तद्विलोक-
 मवतारयति वशेति। यथोक्तश्रुति विद्यावतो मुक्तस्तु तद्वत्प्रीत्यर्थं कर्माश्रुतानो-
 पलब्धत्वं ततो वक्ष्यारब्धः सन्ताव्यतोतयाशङ्क्याह वक्ष्येति। धर्माधर्मादीत्यादिशङ्केन राग-
 द्वेषादिसंग्रहः, तस्तु वक्ष्यन्तः करणव्यापक्या प्रतिपत्तव्यां, वक्ष्यनिर्कर्तव्यः यक्ष्यशक्तित्तु
 भगवतो विज्ञानायागमस्तु प्रीतिमपलब्धार्थमिति यावत्। ज्ञानमेव बाह्यतो ज्ञानस्तु प्रति-
 वक्ष्यं कर्म परिशक्तिः परिहरति कर्मेति। समग्रैवेताद्वीकृत्या चोच्छेदे सहेत्यादिना ॥२७॥

রামানুজ ।—গতসঙ্গতি । আত্মবিষয়জ্ঞানাবস্থিতমনেইন বিগততদিতরসদগত
 ততএব নিখিলপরিগ্রহবিমুক্তশ্রোতুলক্ষণজ্ঞাদিকৰ্মনিবৃত্তয়ে বর্তমানস্ত পুরুষস্ত বন্ধহেতুভূতং
 প্রাচীনং কৰ্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে নিঃশেষং কীর্ত্তে ॥ ২৩ ॥

हनुमान् ।—गतसङ्गतेति । गतसङ्गश्च कलसङ्गरहितश्च ज्ञानावहितचेतसः
 परमात्मानि व्यावहितबुद्धेः वज्राय ईश्वरायानार्थमाचरतः कर्माहृतिष्ठितञ्च कर्म समग्रं
 प्रेषित्वैव ते अकलप्रज्ञं भवेत् अवक्कं भवति ॥ २७ ॥

ଶ୍ରୀଧର ।—କିଞ୍ଚିତ୍ ଗତେତି । ଗତମନ୍ତ୍ର ନିକାମନ୍ତ ରାଗାଦିଭିର୍ଭୁକ୍ତଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେହବହିତଃ
 ଚେତୋ ବଞ୍ଚ, ବଞ୍ଚାର ପରମେଧରାଧନାର୍ଥଃ କର୍ମ ଚେତଃ ସତଃ ସମଗ୍ରଃ ସବାସନଃ କର୍ମ
 ଅବିଳୀରତେ ଅକର୍ମତାବସାମପାତେ । ଆକ୍ରତ୍ସୋଗପକ୍ତେ ବଞ୍ଚାର ବଞ୍ଚରକ୍ଷାର୍ଥଃ ଲୋକସଂଗ୍ରହାର୍ଥଃ
 କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇତ୍ୟାର୍ଥଃ ॥ ୨୦ ॥

বলদেব ।—গতসঙ্গত্বেতি । গতসঙ্গত্বে নিকামত্বে রাগহেবাদিভিন্নকৃত্ত্বা স্বাভাবিক-
জ্ঞাননিবিশ্ৰমণসঃ বজ্জার বিষ্ণুঃ প্রসাদবিত্ত্বঃ তচ্চিহ্ননমাচরতঃ প্রাচীনঃ বদ্ধকঃ কৰ্ম সমগ্রঃ
কুংহ্রঃ প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

মধুসূদন ।—তাসকসৰ্কপৰিগ্রহন্ত বদ্বজ্জাগান্তসক্ৰেত । বতেৰ্ঘচ্ছরীৰহিতিশাস্ত্রপ্রো-

জনং ভিক্ষাটনাদিরূপং কৰ্ম তৎ কৃত্বা ন নিবধ্যতে ইত্যুক্তেৰ্গৃহস্থস্ত ব্রহ্মবিদো জন-
কাদেৰ্হজ্ঞাদিরূপং যৎ কৰ্ম তদ্বন্ধহেতুঃ শ্রাদ্ধাদি ভবেৎ কস্তচিদাশঙ্কা, তামপনেন্তঃ “তাক্সা
কৰ্মফলাসঙ্গম্” ইত্যাদিনোক্তং বিবৃণোতি গতসঙ্গস্তেতি । গতসঙ্গস্ত ফলাসঙ্গশ্চ মুক্তস্ত
কৰ্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাশ্রয়্যাসমুচ্চস্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ নিবিকল্পব্রহ্মাষ্টক্যাবোধ এব স্থিতং চিত্তং
যস্ত তস্ত স্থিতপ্রজ্ঞস্তেত্যর্থঃ, উত্তরোত্তরবিশেষণস্ত পূৰ্বপূৰ্বহেতুত্বেনাঘয়ো দ্রষ্টব্যঃ । গত-
সঙ্গস্য কুতঃ যতোহধ্যাসহীনং, তৎ কুতো যতঃ স্থিতপ্রজ্ঞত্বমিতি, দৈদৃশস্তাপি প্রারম্ভকৰ্ম-
বশাৎ যজ্ঞায় যজ্ঞসংস্কৰ্ণার্থং জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ঞে শ্রেষ্ঠাচারেণ লোকপ্রবৃত্তার্থং যজ্ঞায়
বিধেবে তৎপ্রীত্যর্থমিতি বা আচরতঃ কৰ্ম যজ্ঞদানাদিকং সমগ্রং সহাগ্রাণ ফলেন বিদ্যত
ইতি সমগ্রং প্রবিলীয়তে প্রাকর্ষণে কারণোচ্ছেদেন তদ্বদর্শনাদ্বিলীয়তে বিনশ্তি
ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—“তাক্সা কৰ্মফলাসঙ্গম্” ইত্যাদিনা শ্লোকত্রয়েণ বিদ্বান্ কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্নপি
ন কৰোতি অতো ন লিপ্যতে লেপাভাবাচ্চ ন বধ্যতে তৃত্বাক্সম্ । তৎকিং কৰ্ম্মণঃ ফলাদান-
শক্তিপ্রতিবন্ধো বা জ্ঞানেন ক্রিয়তে, উত নিরঘয়োচ্ছেদ এবত্যোশঙ্ক্যস্তে মুক্তস্তাপি পুনঃ
সংসারপ্রসক্তিং পশ্যন্ত দ্বিতীয়মভ্যুপগচ্ছতি গতসঙ্গস্তেতি । যতঃ বিদ্বান্ গতসঙ্গঃ কৰ্ত্তৃত্বাভি-
মানশূন্যোহতো ন কৰোতীত্বাক্সং, যতো মুক্তঃ ফলাকামতঃ অতো ন লিপ্যত ইত্যাক্সং,
যতো যজ্ঞায়ৈব যজ্ঞার্থমেবাচরতি ন ফলাস্তরার্থং প্রাপ্যাতাবাৎ অতন্তমোবাৎপাশ্ব কৃতার্থঃ
কৰ্ম্মভিন্ন বধ্যতে ইত্যাক্সং, যতোহয়ং জ্ঞানে সম্যাদর্শনেনবস্থিতচেতাঃ প্রতিষ্ঠিতপ্রজ্ঞঃ,
অত দৈদৃশপ্রীতিফলস্ত জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রতিরূপস্ত অপি প্রাগেব লাভাৎ গতসঙ্গস্ত মুক্তস্ত
অস্ত যজ্ঞায়ৈব কৰ্ম্মাচরতো জ্ঞানাবস্থিতস্ত সৰ্বং কৰ্ম্ম ক্রিয়মাণাদিকং সৰ্বপ্রাকারেণ
নিশ্চরোজ্ঞনং সৎ সমগ্রং অগ্রাণ ফলেন বাসনয়া বা সহ সমগ্রং প্রাকর্ষণে নিরঘয়ং
বিলীয়তে নশ্তাত্যতো ন কদাচিদপি প্রাহুৰ্ভবতি, অয়ঞ্চ ক্রিয়মাণকৰ্ম্মপ্রলয়ো বিধকৃষ্টেব
স্বাভাবিকস্যা তেষাং ফলাজননসামর্থ্যস্ত বহ্নৌক্ষবদপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ, অতএব জ্ঞানেন
পূৰ্বকৰ্ম্মণাং দাহঃ উত্তরেষামগ্নেবশ্চ ক্ষরতে ন তুত্তরেষামপি দাহঃ তদবধৌকাতুলমগ্নৌ (?)
প্রোতং প্রদ্বিরেতৈব হস্ত সৰ্বৈ পাপপানঃ প্রদ্বয়ন্ত ইতি, তং বিদিত্বা ন কৰ্ম্মণা লিপ্যতে
পাপকেনেতি চ, তস্ত পুত্রা দায়মুপযন্তি স্নহদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিঘন্তঃ পাপকৃত্যামিতি বিদ্বা-
ধনস্তেব কৰ্ম্মণামপ্যস্ত্র গমনদর্শনাং ন তেষাং বস্তবৃত্ত্যা প্রলয়োহন্তীতি ধ্যায়ম্ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—গতসঙ্গস্তেতি । যজ্ঞো বক্ষ্যমাণলক্ষণস্তদর্থং কৰ্ম্মাচরতস্তৎ কৰ্ম্ম
প্রবিলীয়তে । অকৰ্ম্মভাবমাপত্তত্ব ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য ।—সৰ্ব-পরিগ্রহবিহীন, বদৃচ্ছালাভ পরিভৃণ্ড যতি পুরুষের
শরীর ধারণমাত্র প্রয়োজন্য ভিক্ষাটনাদি কৰ্ম্ম, বন্ধনের হেতুভূত হয় না ।
এস্থলে একপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, রাজর্ষি জনকাদির শ্রায় ব্রহ্মবিদ

যে ব্যক্তির অনুষ্ঠীয়মান কর্ম অবশ্যই বন্ধনের কারণস্বরূপ হইবে। তাদৃশ আশঙ্কার উত্তর এখানে অবতারণিত হইতেছে। অপিচ, “তাস্মৈ কর্ম-ফলাসঙ্গং” ইত্যাদি (৪ অঃ। ২০) শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রারব্ধ-কর্মবশে কর্মপরায়াণ মনুষ্য যখন নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মাত্ম-দর্শন-সম্পন্ন হয়, তখন আত্মার কর্তৃকর্ম-প্রয়োজনাভাবদর্শী সেই ব্যক্তি কর্ম পরিত্যাগ করিলেও, যদি কোন কারণে কর্মানুষ্ঠান তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ব্যক্তি তাদৃশভাবে কর্মে প্রযুক্ত হইলেও তাহা তাঁহার পক্ষে কর্মই নহে ; ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার কর্মহীনতা প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই কর্মবিহীন ব্যক্তির অনুষ্ঠীয়মান কর্ম সম্পূর্ণরূপে বিলয় প্রাপ্ত হয়, ইহাই এখানে প্রদর্শিত হইতেছে। কর্মজনিত ফল-প্রাপ্তিশূন্য ব্যক্তিই গতসঙ্গ। কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি অভিমান যিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই মুক্ত। নির্বিকল্প ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভিন্নতা বোধজনিত যাঁহার চিন্তা দূত হইয়াছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিই জ্ঞানাবস্থিত-চেতা। মূলে যতিজনের বিশেষণ স্বরূপে এই যে তিনটি পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহার দ্বিতীয়টি প্রথমটির হেতুস্বরূপ এবং তৃতীয়টি দ্বিতীয়টির হেতুস্বরূপ। অর্থাৎ তাঁহার গতসঙ্গত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতেছে ? তিনি মুক্ত অর্থাৎ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি অধ্যাস বিরহিত বলিয়া। আবার তাঁহার মুক্তত্ব কিরূপে উপপন্ন হইতেছে ? তিনি জ্ঞানাবস্থিতচেতা অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া। ঐদৃশ ব্যক্তি প্রারব্ধ-কর্মবশে যজ্ঞ সংরক্ষণার্থ জ্যোতিষ্ঠোমাদি যজ্ঞে লোক সমূহের, প্রযুক্তি ও অনুরাগ সমুদ্ভূত করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা যজ্ঞরূপ বিষ্ণুর শ্রীতি-বিধানার্থ যে যজ্ঞ-দান-পূজা প্রভৃতি কর্মানুষ্ঠান করেন, তৎসমস্ত কর্ম পরিণামভূত ফলের সহিত এবং কারণের উচ্ছেদপূর্বক বিনষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার তত্ত্বদর্শিত্ব হেতু তৎসমস্ত বিলয় হয়।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের অভিপ্রায়। যাঁহার আত্মবিষয়ে জ্ঞান অবস্থিত হওয়ায় আত্মোত্তর সমস্ত বস্তুরে সঙ্গহীনতা জন্মিয়াছে, তিনিই বিগতসঙ্গ। যিনি নিখিল বিশ্বের যাবতীয় পরিগ্রহ বিমুক্ত তিনিই মুক্ত। তাদৃশ ব্যক্তি উক্ত লক্ষণ সহকারে যজ্ঞাদি কর্ম সম্পাদন করিয়া, স্বকীয় বর্তমান বন্ধনের হেতুভূত সমস্ত প্রাচীন অর্থাৎ জন্মান্তরীণ কর্মপাশ বিনির্মুক্ত হন। তাঁহার কর্মসমূহ নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী যজ্ঞ শব্দের পরমেশ্বরারাদনা এই অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সমগ্র শব্দের বাসনা সহিত এইরূপ অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন; যোগারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে যজ্ঞরক্ষণ ও লোকসংগ্রহ এইরূপ অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। গতসঙ্গ অর্থাৎ নিকাম, মুক্ত অর্থাৎ রাগদ্বेष-বিহীন, আত্মবিষয়ক জ্ঞানে নিবিস্টচিত্ত পুরুষ যজ্ঞার্থ অর্থাৎ বিষ্ণু প্রসাদ-লাভার্থ তচ্চিস্ত্বনাদি আচরণ করিলেও বন্ধনরূপ প্রাচীন কৰ্ম্মসমূহ বিলয় হয় ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হৃতম্ ।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

অর্থ।—অর্পণং (অর্প্যতে অনেন ইতি অর্পণং জুহাদি) ব্রহ্ম, হবিঃ (হুতাदिकं त्याज्यमानं देवाम्) ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মৈব অগ্নিঃ তস্মিন্) ব্রহ্মণা (কর্তা) হৃতং তেন ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা (এবংব্রহ্মরূপে কৰ্ম্মণি চিত্তেকাগ্র্যং যশ্চ তেন) ব্রহ্মৈব গন্তব্যং (প্রাপ্তব্যম্) ॥ ২৪ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্পণ-পাত্র ব্রহ্ম হুত ব্রহ্ম ব্রহ্মানলে ব্রহ্ম-কর্তৃক অনুষ্ঠিত হোম সেই ব্রহ্মরূপ-কৰ্ম্মে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মেই গমন করেন ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা।—শ্রব জুহাদি যজ্ঞীয় পাত্র সমূহে যাঁহার ব্রহ্ম-জ্ঞান, আভূতি প্রদানার্থ হুতাদিতেও যাঁহার ব্রহ্মবোধ, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ যজ্ঞমান হোমানুষ্ঠান করেন ইহাই যাঁহার ধারণা, তাদৃশ ব্রহ্মৈকচিত্ত পুরুষ ব্রহ্মই পাইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কস্মাৎ পুনঃ করণাৎ ক্রিয়মাণঃ কৰ্ম্ম স্বকাৰ্য্যারম্ভমকুৰ্ম্মন্ সমগ্রাং প্রবিলীয়তে ? ইত্যুচ্যতে যতঃ ব্রহ্মৈতি । ব্রহ্মার্পণং যেন করণেন প্রকারেণ ব্রহ্মবিক্তবিরণ্য-বর্পয়তি তদ্ব্রহ্মৈবেতি পশ্চতি, তন্ত্ৰাস্রব্যতিরেকেণাভাবঃ পশ্চতি, যথা শুক্তিকায়্যং রজতাব্যং পশ্চতি তদ্বদুচ্যতে । ব্রহ্মৈবার্পণমিতি যথা যজ্ঞজতং তচ্ছুক্তিকৈবেতি, ব্রহ্ম অর্পণমিত্যসময়ে পদে যদর্পণবুদ্ধ্যা গৃহ্যতে লৌকিক তদন্ত ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ । ব্রহ্ম হবিত্ত্বা যজ্ঞবিক্তব্যা

গৃহমাণং তদ্ব্যবস্থান্, তথা ব্রহ্মাণ্যাবিত্তি সমস্তং পদমগ্নিরপি ব্রহ্মৈব যত্র হুয়তে ব্রহ্মণ্য
 কর্ত্ত্বা ব্রহ্মৈব কৰ্ম্ম কর্ত্তেত্যর্থঃ, যৎ তেন হতং হবনক্রিয়াপি তদ্ব্যবস্থান্, যৎ তেন গন্তব্যং
 ফলং তদপি ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা ব্রহ্মৈব কৰ্ম্ম ব্রহ্মকৰ্ম্ম তস্মিন্ সমাধিষ্ঠত্ব স ব্রহ্মকৰ্ম্ম-
 সমাধিস্তেন ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা ব্রহ্মৈব গন্তব্যাম্, এবং লোকসংগ্রহং চিকীৰ্ষুণাপি ক্রিয়মাণং
 কৰ্ম্ম পরমার্থতোহকৰ্ম্ম ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমুদিতত্বাৎ তদেবং সতি নিবৃত্তকৰ্ম্মণোহপি সৰ্ব্বকৰ্ম্মসন্ন্যাসিনঃ
 সমাগদর্শনস্ত্যর্থঃ যজ্ঞত্বসম্পাদনং জ্ঞানস্ত্র সূতরায়ুপপত্ততে, বদর্পণাত্ত্ববিষয়ে প্রসিদ্ধং
 তদন্তাধ্যাত্মব্রহ্মৈব পরমার্থদর্শন ইতি, অন্তথা সৰ্ব্বস্ত্র ব্রহ্মত্বেহর্পণাদীনামেব বিশেষতো
 ব্রহ্মাত্ত্বাভিধানমনর্থকং ত্রাৎ, তন্মাদ্ভ্যবস্থানং সৰ্ব্বমিত্যভিজ্ঞানতো বিদ্রবঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাভাবঃ
 কারকবুদ্ধ্যভাবাচ্চ । ন হি কারকবুদ্ধিরহিতং যজ্ঞাধাং কৰ্ম্ম দৃষ্টং, সৰ্ব্বমেবাগ্নিহোত্রাদিকং
 কৰ্ম্মশব্দসমপিতদেবতাবিশেষবস্পাদনাদিকারকবুদ্ধিমং কর্ত্ত্বাভিমানফলাভিসন্ধিমচ্চ দৃষ্টং,
 নোপমুদিতক্রিয়াকারককৰ্ম্মফলভেদবুদ্ধিমং কর্ত্ত্বাভিমানফলাভিসন্ধিরহিতঞ্চ, ইদন্ত ব্রহ্ম-
 বুদ্ধ্যুপমুদিতার্পণাদিকারকক্রিয়াকলভেদবুদ্ধিমং কৰ্ম্মাতোহকৰ্ম্মৈব তৎ । তথা চ
 দর্শিতং “কৰ্ম্মণাভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিং करोति सः”, “शुभा शुभेषु वर्तते”,
 “नैव किञ्चिं करोमीति युक्ते मन्त्रे तत्सर्ववि” ইত্যাদিভিত্তথা চ দর্শয়ন্ তত্র তত্র
 ক্রিয়াকারকফলভেদবুদ্ধ্যুপমদং करोति, দৃষ্টা চ কাম্যাগ্নিহোত্রাদৌ কাম্যোপমদেন
 কাম্যাদগ্নিহোত্রাদিহানিস্তথা মতিপূৰ্ব্বকামতিপূৰ্ব্ববাদীনাং এবংবিধেন কারকাত্মনাং
 কৰ্ম্মণাং কার্যাবিশেষতারুজত্বং দৃষ্টং তথোহপি ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমুদিতার্পণাদিকারকক্রিয়াকলভেদ-
 বুদ্ধেক্ষাহচেষ্টামাত্রোণ কৰ্ম্মাপি বিদ্রবোহকৰ্ম্ম সম্পত্ততেহত উক্তং “সমগ্রং এবিলীয়তে”
 ইতি । অত্র কেচিদাহর্ষবুদ্ধ্য তদর্পণাদীনি ব্রহ্মৈব ক্রিয়ার্পণাদিনা পঞ্চবিধেন কারকাত্মনা
 ব্যবস্থিতং সৎ তদেব কৰ্ম্ম करोति তত্র নার্পণাদিবুদ্ধিনিবর্ত্ততে কিন্তুর্পণাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরা-
 ধীয়তে, যথা প্রতিমাদৌ বিষ্মাদিবুদ্ধির্থথা চ নামাদৌ ব্রহ্মবুদ্ধিরেবং, সত্যমেবমপি ত্রাদ্য দি
 জ্ঞানযজ্ঞস্ত্যর্থঃ প্রকরণং ন ত্রাৎ, অত্র তু সমাগদর্শনং জ্ঞানযজ্ঞশক্তিভবেনকান্ যজ্ঞ-
 শক্তিতান্ ক্রিয়াবিশেষাহুপত্তস্ত্র “শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ভ্যজ্ঞাং জ্ঞানযজ্ঞঃ” ইতি জ্ঞানং স্তোতি,
 অত্র চ সমর্থমিদং বচনং ব্রহ্মার্পণমিত্যাদি জ্ঞানস্ত্র যজ্ঞত্বসম্পাদনে, অন্তথা সৰ্ব্বস্ত্র ব্রহ্মত্বেহ-
 র্পণাদীনামেব বিশেষতো ব্রহ্মাত্ত্বাভিধানমনর্থকং ত্রাৎ । যে স্বর্পণাদিষু প্রতিমারঃ বিবুদ্ধৃষ্টিবৎ
 ব্রহ্মদৃষ্টিঃ ক্রিপাতে নামাদিষিব চেতি ক্রবতে, ন তেবাং ব্রহ্মবিত্তোক্তেহ’ বিবুদ্ধিতা
 ত্রাদর্পণাদিবিষয়ত্বাং জ্ঞানস্ত্র, ন চ দৃষ্টিসম্পাদনজ্ঞানেন মোক্ষফলং প্রাপ্যতে, ব্রহ্মৈব তেন
 গন্তব্যমিতি চোচ্যতে, বিকল্পক সমাগদর্শনমন্তরেণ মোক্ষফলং প্রাপ্যতে ইতি প্রকৃতবিরোধচ্চ,
 সমাগদর্শনঞ্চ প্রকৃতং “কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ পশ্যেৎ” ইত্যত্রাস্তে চ সমাগদর্শনং তত্শিবোপসংহারাৎ ।
 “শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ভ্যজ্ঞাং জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ । জ্ঞানং লব্ধ্বা পরং শান্তিম্” ইত্যাদিনা সমাগ-
 দর্শনস্ততিমেব কুর্করুপক্ষীণোহু্যয়ারঃ, তত্রাকন্মাদর্পণাদৌ ব্রহ্মদৃষ্টিরপ্রকরণেইপ্রতিমার্যমিব
 বিবুদ্ধৃষ্টিকচ্যত ইত্যহুপপন্নম্, তন্মাদ্ভ্যবস্থানং ত্রাদ্যব্যবস্থানং এবাং শ্লোকঃ ॥ ২৪ ॥

আনন্দগিরি ।—“নাভুক্তং কীরতে কৰ্ম্ম” ইতি স্থতিমাশ্রিত্য শব্দতে কৰ্ম্মাদিত্ত্বং । সমস্তস্ত ক্রিয়াকারকফলান্বকস্ত দ্বৈতস্ত ব্রহ্মব্রাহ্মণেন বাধিতত্বাৎ ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মব্রাহ্মণ কৰ্ম্ম প্রবিলীয়তে সৰ্ব্বমিতি যুক্তমিত্যাহ উচ্যত ইতি । ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মৈব সৰ্ব্বক্রিয়াকারক-ফলজাতং দ্বৈতমিত্যাহ হেতুত্বেনানন্তরঙ্গলোকমবতারয়তি যত ইতি । অৰ্পণশব্দস্ত করণ-বিষয়ত্বং দর্শয়ন্ অৰ্পণং ব্রহ্মেতি পদদ্বয়পক্ষে সামান্যধিকরণাৎ সাধয়তি যেনেতি । যদ্বজতং সা শুক্রিরিতিবৎ বাধায়ামিদং সামান্যধিকরণ্যমিত্যাহ তন্ত্বেতি । তত্র দৃষ্টোক্তমাহ যথেন্ধি । উক্তোক্তার্থে পদদ্বয়মবতারয়তি তদ্ব্যচ্যাত ইতি । উক্তমেবার্থঃ স্পষ্টয়তি যথা বদিতি । সমাসসম্বন্ধাৎ ব্যাবৰ্ত্তয়তি ব্রহ্মেতি । পদদ্বয়পক্ষে বিবক্ষিতমর্থঃ কথয়তি যদপর্ণেন্ধি । ব্রহ্মহবিরিতি পদদ্বয়মবতারা ব্যাচষ্টে ব্রহ্মেত্যাदिना । यदपর্ণबुद्ध्या गृह्यते तद्ब्रह्मविदो ब्रह्मैवेति यथোक्तं तथेहापीत्याह तथेति । अन्तेति यज्ञी ब्रह्मविदमधिकरोति । पूर्ववदसमासमाश्रया व्यावर्तयन् पदान्तरमवतारा व्याकरोति तथेति । प्रागुक्तसमास-वदिति ব্যতিরেকঃ । তত্র বিবক্ষিতমর্থমাহ অগ্নিরপীতি । ব্রহ্মণেতি পদস্তাভিমত-মর্থমাহ ব্রহ্মণেতি । কৰ্ত্তা হুয়ত ইতি সম্বন্ধঃ । কৰ্ত্তা ব্রহ্মণঃ সকাশাধ্যাতিরিক্তো নাস্তীত্যেতদভিমতমিত্যাহ ব্রহ্মৈবেতি । হতমিত্যস্ত বিবক্ষিতমর্থমাহ যন্তেনেতি । ব্রহ্মৈব তেনেত্যাदिभागं বিভज्यते ब्रह्मैवेत्यादिना । ब्रह्मकर्मेत्याद्यवतारा व्याकरोति ब्रह्मेति । कर्मत्वं ब्रह्मणो ज्ञेयत्वात् आप्यादाच्च प्रतिपत्तव्यम् । एवं ब्रह्मापर्णमयस्तु अकारार्थमुक्तु । तात्पर्यार्थमাহ এবমিতি । নিবৃত্তকৰ্ম্মাণং সম্যাসিনং প্রতি কথমস্ত মন্তস্ত প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ নিবৃত্তেতি । যথা বাহুযজ্ঞাহুষ্ঠানাসমর্থস্তাজস্ত সঙ্করাশ্বকযজ্ঞে দৃষ্টস্তথা জ্ঞানস্ত যজ্ঞত্বসম্পাদনং স্ত্যার্থঃ স্ত্যত্রায়ুপপত্ততে তেন স্ততিলাভাৎ কল্পনায়াঃ স্বাধী-নত্বাৎতার্থঃ জ্ঞানস্ত যজ্ঞত্বসম্পাদনমভিনয়তি যদপর্ণাদীতি । কেন প্রমাণেনাত্র যজ্ঞত্বসম্পা-দনমবগতমিত্যাশঙ্ক্য অৰ্পণাদীনাং বিশেষতো ব্রহ্মত্যাভিধানাহুপপত্তোত্যাহ অন্তথেন্ধি । জ্ঞানস্ত যজ্ঞত্ব সম্পাদিতে কলিতমাহ তস্মাদিতি । আত্মৈবেদং সৰ্ব্বমিত্যাস্তব্যতিরেকেণ সৰ্ব্বজ্ঞাবস্ত্বং প্রতিপাত্তমানস্ত কৰ্ম্মভাবে হেতুত্বমাহ কারকেতি । কারকবুদ্ধেস্তেইতি-মানস্তাভাবংপি কিমিতি কৰ্ম্ম ন স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি । উক্তমেবাস্তব্যতিরেকাভ্যাং ত্রুয়তি সৰ্ব্বমেবেতি । ইদ্রায়ৈত্যাदिना शब्देन समर्पितो देवताविशेषः सम्प्रदानं कारकमादिशैवाहूिह्यादिकरणकारकं तद्विषयबुद्धिमन्कर्तृश्रीत्यातिमानपूर्वके मोक्षफल-मन्तेति फलाभिसिद्धिमत्त कर्मदृष्टमिति योजना । अवयमुक्तु । व्यतिरेकमাহ নেত্যাदिना । উপস্থিতা ক্রিয়াদিভেদবিষয়া বুদ্ध्यন্ত তৎ কৰ্ম্ম, তথা কৰ্ত্তৃত্বাতিমানপূৰ্ব্বকো মোক্ষে' ফলমন্তেতি বোহন্তিসিদ্ধিস্তেন রহিতঞ্চ ন কৰ্ম্ম দৃষ্টমিত্যধঃ । তথাপি ব্রহ্মবিদো ভাদমান-কৰ্ম্মভাবে কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইদমিতি । যদিদং ব্রহ্মবিদো দৃষ্টমানং কৰ্ম্ম তদহমস্মি ব্রহ্মেতি বুদ্ধ্য নিরাকৃতকারकादिभेदविषयबुद्धिमदतश्च कर्त्तव्यं न भवति, तच्चज्ञाने सति० व्यापकं कारकादिव्यावर्तजनं व्याप्यं कर्मापि व्यावर्तयति, तच्चविषयः श्रीरादिष्टो कर्मा-

ভাবঃ কৰ্মব্যাপকরহিতত্বাৎ সুবৃশ্চেষ্টাবদিতার্থঃ । জ্ঞানবতো দৃষ্টমানঃ কৰ্মাকর্মেবেত্যত্র ভগবদুভয়মাহ তথাচেতি । ব্রহ্মবিদো দৃষ্টং কৰ্ম নাস্তীত্যুক্তেহপি তৎকারণাহুপমদ্বাং পুনর্ভবিষ্যতীত্যশঙ্ক্যাহ তথা চ দর্শয়ন্নতি । অবিহানিব বিহানপি কৰ্মপি প্রবর্তমানো দৃষ্টতে, তথাপি তন্ত কৰ্মাকর্মেবেত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ দৃষ্টা চেতি । বিহংকৰ্ম্যপি কৰ্মত্বা-
বিশেষাদিতরকৰ্মবৎ কলারন্তকমিত্যপি শঙ্কা ন যুক্তেত্যাহ তথেন্তি । ইদং কৰ্মেব কৰ্তব্য-
মন্ত চ কলং ভোক্তব্যমিতি মতিস্বত্পূৰ্ব্বেকাণ্যতৎপূৰ্ব্বেকাণি চ কৰ্ম্যনি তেষামবাস্তবভেদ-
সংগ্রহার্থমাদিপদম্ । দাষ্টান্তিকমাহ তথেন্তি । (সপ্তম্যা বিহংপ্রকরণং পরামৃষ্টং যষ্ঠো
সমানাধিকরণে ।) উক্তেহর্থং পূৰ্ব্ববাক্যমমুকুলয়তি অত ইতি । ব্রহ্মার্ণবমন্ত্রস্ত স্বব্যাখ্যান-
মুক্তা স্ববৃত্ত্যব্যাখ্যানমমুবদতি অত্রেন্তি । প্রসিদ্ধোদদেশেনাপ্রসিদ্ধবিধানস্ত শ্রাব্যত্বাদ-
প্রসিদ্ধোদদেশেন প্রসিদ্ধবিধানঃ কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মেবেতি । কিণেতাশ্মিন্ ব্যাখ্যানে
সিদ্ধান্তিনোহসংপ্রতিপত্তিং হুচয়তি কৰ্ত্তৃকৰ্মকরণসম্প্রদানাদিকরণরূপেণ পঞ্চবিধেন ব্রহ্মেব
ব্যবহৃতং কৰ্ম কৰোতীত্যঙ্গীকারাৎ তদপ্রসিদ্ধাভাবাৎ তদমুবাদেনোপপাদ্যদ্বিকল্পতদ্বৃষ্টবিধি-
রিতার্থঃ । দৃষ্টিবিধিপক্ষে সিদ্ধান্তাধিগমঃ দর্শয়তি তত্রেন্তি । অপর্ণাদিষু কৰ্তব্যং
ব্রহ্মবুদ্ধিং দৃষ্টান্তাভ্যাং স্পষ্টয়তি যথেন্ত্যাदिना । দৃষ্টিবিধানে বিধেয়দৃষ্টে মানসক্রিয়াস্বেন
সমাগ্জ্ঞানত্বাভাবাৎ প্রকরণভঙ্গঃ শ্রাদিত্যভিপ্রোক্ত্য পরিহরতি সত্যমেবমিতি । বিধিৎ-
সিতদৃষ্টিস্ততিপরমেব প্রকরণং ন জ্ঞানস্ততিপরমিত্যাশঙ্ক্য প্রকরণপর্যালোচনয়া জ্ঞানস্ততি-
রেবাত্র প্রতিভাতীতি প্রতিপাদয়তি অত্র দ্বিতি । কিঞ্চ ব্রহ্মার্ণবমন্ত্রস্তাপি সমাগ্-
জ্ঞানস্ততো সামর্থ্যং প্রতিভাতীত্যাহ অত্র চেতি । নষপর্ণাদিষু ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কুৰ্ব্বতামপি
ব্রহ্মবিষ্টেবাত্র বিবক্ষিতেতি পক্ষভেদাসিদ্ধিরिति চেৎ তত্রাহ বে দ্বিতি । যথা ব্রহ্মদৃষ্টা
নামাদিকমুপাত্তং তথাপর্ণাদিষু ব্রহ্মদৃষ্টিকরণে সত্যপর্ণাদিকমেব প্রাধান্তেন জেয়মিতি
ব্রহ্মবিষ্টা যথোক্তেন বাক্যেন বিবক্ষিতা ন শ্রাদিতার্থঃ । কিঞ্চ “ব্রহ্মেব তেন গন্তব্যম্” ইতি
ব্রহ্মপ্রাপ্তিকলাভিধানাদপি দৃষ্টিবিধানমগ্নিষ্টমিত্যাহ ন চেতি । ন চার্ণাভালঘনা দৃষ্টি-
ব্রহ্ম প্রাপয়ত্যপ্রতীকালঘনান্নয়তীতি শ্রায়বিরোধাদिति ভাবঃ । দৃষ্টিবিধানেহপি নিয়ো-
গবলাদেব স্বর্গবদদৃষ্টো মোক্ষো ভবিষ্যতীত্যশঙ্ক্যাহ বিরুদ্ধচেতি । জ্ঞানাদেব কৈবল্যমুক্তা
মার্গান্তরাপবাদিত্যা প্রত্যা বিরুদ্ধং মোক্ষস্ত অবিজ্ঞানবৃত্তিলক্ষণস্ত দৃষ্টস্ত নৈয়োগিকত্ব-
বচনমিতার্থঃ । দৃষ্টিনিয়োগামোক্ষো ভবতি ইত্যেতৎ করণাবিরুদ্ধচেত্যাহ প্রকৃতেন্তি ।
তদেব প্রপঞ্চয়তি সমাগ্दर्शनंচেति । অস্তে চ সমাগ्दर्शनं প্রকৃতমिति सचक्षः ।
तत्र हेतुः तद्वेति । समगज्ज्ञानेनोपक्रम्य तेनैवोपसंहारेहपि मध्ये किंचिदन्तर्ह-
मिति प्रकरणश्रावयित्वाशङ्क्याह प्रेरयानिति । प्रकरणे समगज्ज्ञानविषये सत्य-
हूपमो दर्शनविधिरिति कलितमह तत्रेति । ब्रह्मार्णवे परकीरव्याख्यानसम्भवे
प्रकीरव्याख्यानं व्यवहितमित्युपसंहरति तन्नादिति ॥ २४ ॥

रामानुज । — अकृतिनिवृत्ताश्चक्षणाहसकानमुक्तयः कर्षणे । ज्ञानाकारवृत्तम्,

ইদানীং সৰ্ব্বত্র সপরিষ্কৃত্য কৰ্মণঃ পরব্রহ্মরূপপুরুষাত্মকত্বাহুসন্ধানযুক্ততয়া জ্ঞানাত্ম-
কত্বমাহ ব্রহ্মার্পণমিতি । হবির্কিংশিষ্যতে অর্পাতে অনেনেতাৰ্পণং ঋগাদি বস্ত তদব্রহ্মকাৰ্য্য-
বাদব্রহ্ম ব্রহ্ম, বস্ত হবিষোহৰ্পণং তদব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাত্মকং হবিঃ স্বরূপ ব্রহ্মভূতং
ব্রহ্মাণ্যো ব্রহ্মভূতেহ্যো ব্রহ্মণা কর্তৃ। হতমিতি সৰ্বং ব্রহ্মাত্মকত্বাদ্ ব্রহ্মময়মিতি যঃ সমাধত্তে
স ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিঃ তেন ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা ব্রহ্মৈব গন্তব্যং ব্রহ্মাত্মকতয়া ব্রহ্মভূতমাত্ম-
স্বরূপং গন্তব্যং সুসুক্লাং ক্রিয়মাণং কৰ্ম্ম পরব্রহ্মাত্মকমেবেত্যাহুসন্ধানযুক্ততয়া জ্ঞানাকারং
সাক্ষাদাত্মাবলোকনসাধনং ন জ্ঞাননিষ্ঠা ব্যবধানেনেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

হনুমান্ ।—ব্রহ্মার্পণমিতি । অয়মপরো যোগঃ ব্রহ্ম পরমাত্মা অর্পাতে হুয়তেহনে-
নেতি অর্পণং ঋবাদি তদেব ব্রহ্ম তদেব হুয়তে ইতি হবিঃ চকুপুয়োডাশাদিকং, তথা
(ক্রবে) ব্রহ্মৈবাগ্নিত্বজ ব্রহ্মণা হতং প্রকৃপ্তং বস্ত এতৎ সৰ্বং তেন পুরুষেণ ব্রহ্মৈব তদা
গন্তব্যং, কথঙ্কুতেন ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা ব্রহ্মণা কৰ্ম্মণি সমাধিঃ প্রতীপৰ্য্যবস্ততে, অতঃ শ্লোকে
বিহুৰ্বোহৰ্পণাদিপক্ষে ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কর্তব্যত্যয়োপদিষ্টতে, বিহুৰ্বামাঐবেদং সৰ্বমিতি পরমার্থ-
রূপত্বং বিভূমানমুপদিষ্টতে ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর ।—তদেবং পরমেখরাদানলক্ষণং কৰ্ম্ম জ্ঞানহেতুত্বেন ব্রহ্মকত্বাভাবাদকৰ্ম্মৈব,
আক্লটাবস্থায়াক্ত অকর্তৃত্বজ্ঞানবাধিতত্বাৎ স্বাভাবিকমপি কৰ্ম্ম অকৰ্ম্মৈবেতি “কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ
পশ্চেৎ ইত্যনেনোক্তঃ কৰ্ম্মপ্রবিলয়ঃ প্রাপকিতঃ, ইদানীং কৰ্ম্মণি তদেব চ ব্রহ্মৈবাহুত্বাৎ
পশ্চতঃ কৰ্ম্মপ্রবিলয়মাহ ব্রহ্মার্পণমিতি । অর্পাতেহনেনেতাৰ্পণং জুহ্বাদি, তদপি ব্রহ্মৈব
অর্পমাণং হবিরপি স্থতাদিকং ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মৈবাগ্নিত্বম্নি ব্রহ্মণা কর্তৃ। হতঃ, হোমোহগ্নিশ্চ
কর্তা চ ক্রিয়া চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ, এবং ব্রহ্মণ্যেব কৰ্ম্মাত্মকে সমাধিষ্ঠিতৈকাগ্রাং বস্ত
তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্যং, ন তু কলাস্তরমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

বলদেব ।—এবং বিবিক্তজীবাত্মাহুসন্ধিগর্ভতয়া অবিহিতস্ত কৰ্ম্মণো জ্ঞানাকার-
তামভিধায় সাক্ষত তস্ত পরমাত্মরূপতাহুসন্ধিনা তদাকারতামাহ ব্রহ্মার্পণমিতি । অর্পাতে-
হনেনোক্তে বেতি ব্যুৎপত্তের্পণং ঋবং মন্ত্রাদিদৈবতং চেদ্রাদি তত্ত্বচ ব্রহ্মৈব । অর্পমাণং
হবিস্চাত্মাদি তদপি ব্রহ্মৈব । তচ্চ হবির্হোমাধারেহ্যো ব্রহ্মণি ব্রহ্মমানেনাধ্বযুগা চ
ব্রহ্মণা হতং ত্যক্তং প্রকৃপ্তঞ্চ । অগ্নির্যজমানোহধ্বযুগ্ধ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ । (ব্রহ্মাণ্যাবিত্যজ
ণিকারলোপশ্ছান্দসঃ । ন চ সমস্তং পদং ইতি বাচ্যং, অদ্যো ব্রহ্মদৃষ্টেবিধেয়ত্বাৎ ।)
ইথঞ্চ ব্রহ্মরূপে সাক্ষে কৰ্ম্মণি সমাধিষ্ঠিতৈকাগ্রাং বস্ত তেন সুসুক্লা ব্রহ্মৈব গন্তব্যং
স্বরূপং পরস্বরূপঞ্চ লভ্যমবলোক্যমিত্যর্থঃ । “বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদেদ” ইত্যাদ্যো জীবে
ব্রহ্মণঃ । “বিজ্ঞানমানকং ব্রহ্ম” ইত্যাদ্যো পরমাত্মনি চ । ব্রহ্মার্পণত্বাদিগুণযোগান্নাস্ত
প্রকরণস্ত পৌনরুক্ত্যম্ । ঋবাদীনাং ব্রহ্মত্বং তদারম্ভবৃত্তিকত্বাৎ তদ্যাপ্যত্বাচ্চেতি ব্যাখ্যা-
তারঃ । তাদৃশতয়াহুসন্ধিতং কৰ্ম্ম জ্ঞানাকারং সৎ তদবলোকনায় কল্যাতে ॥ ২৪ ॥

মধুসূদন ।—নহ ক্রিয়মাণং কৰ্ম্ম কলমজনয়িষ্যেব কুতো নশ্চতি ব্রহ্মবোধেন তৎ-

ফায়ণোচ্ছেদাদিত্যাহ ব্রহ্মেতি । অনেককারকসাধ্যা হি যজ্ঞাদিক্রিয়া ভবতি, দেবতো-
 ক্ষেশেন হি দ্রব্যাত্যাগো যাগঃ, স এব ত্যজ্যমানদ্রবস্ত্যাহৌ প্রক্ষেপাক্ষোম ইত্যাচ্যতে, তত্রো-
 ক্ষেত্রো দেবতা সম্প্রদানম্, ত্যজ্যমানং দ্রব্যং হবিঃশব্দবাচ্যং সাক্ষাৎকার্থং কৰ্ম, তৎকলস্ত
 স্বর্গাদিব্যবহিতং ভাবনাকৰ্ম, এবং ধারকত্বেন হবিসৌহৃদৌ প্রক্ষেপে সাধকতমতয়া
 জুহ্বাদিকরণং প্রকাশকতয়া মন্ত্রাদিকরণমপি কারকজ্ঞাপকভেদেন বিবিধম্, এবং
 ত্যাগোহৃদৌ প্রক্ষেপচ হে ক্রিয়ে, তত্রাত্মায়াং যজমানঃ কৰ্ত্তা, প্রক্ষেপে তু যজমান-
 পরিক্রীতোহধ্বযুঃ, প্রক্ষেপাধিকরণকাণিঃ এবং দেশকালাদিকমপ্যধিকরণম্, সৰ্ব্বক্রিয়া-
 সাধারণং দ্রষ্টব্যম্, তদেবং সৰ্ব্বেষাং ক্রিয়াকারকব্যবহারাণাং ব্রহ্মজ্ঞানকল্পিতানাং
 ব্রহ্মজ্ঞানকল্পিতানাং সৰ্পধারাদণ্ডাদীনাম্ রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানেনৈব ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানেন বাধে বাধিতানু-
 বৃত্ত্যা ক্রিয়াকারকাদিব্যবহারাভাসো দৃশ্যমানোহপি দৃশ্যপটভ্যায়েন ন ফলার কল্পত ইত্যেনেন
 শ্লোকেন প্রতিপাত্ততে, ব্রহ্মদৃষ্টিরেব চ সৰ্ব্বযজ্ঞাত্মিকেতি স্মৃত্যে । তথাহি অর্পাতেহনেনেতি
 করণব্যুৎপত্ত্যা অর্পণং জুহ্বাদি মন্ত্রাদি চ, এবমর্পাতেহস্মা ইতি ব্যুৎপত্ত্যা অর্পণং দেবতা-
 রূপং সম্প্রদানং, এবমর্পাতেহস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যা অর্পণমধিকরণং দেশকালাদি, তৎ সৰ্বং
 ব্রহ্মণি কল্পিতত্বাৎ ব্রহ্মৈব, রজ্জুকল্পিতভুজঙ্গবদধিষ্ঠানবাতিরেকেণাসদিতার্থঃ, এবং
 হবিস্ত্যাগপ্রক্ষেপক্রিয়য়োঃ সাক্ষাৎকৰ্ম্মকারকং তদপি ব্রহ্মৈব, এবং যত্র প্রক্ষি-
 প্যতে অর্ঘ্যো সৌহপি ব্রহ্মৈব ব্রহ্মাণ্যাবিতি সমস্তং পদম্ । তথা যেন কৰ্ত্তা যজ্ঞমানে-
 নাধ্বযুঃ চ ত্যজ্যতে প্রক্ষিপ্যতে চ, তদুভয়মপি কৰ্ত্তৃকারকম্, কৰ্ত্তরি বিহিতয়া-
 তৃতীয়য়ানুষ্ঠ ব্রহ্মেতি বিধীয়তে ব্রহ্মণেতি । এবং হতমিতি হবনং ত্যাগক্রিয়া প্রক্ষেপ
 ক্রিয়া চ তদপি ব্রহ্মৈব, তথা তেন হবনেন যদগস্তব্যং স্বর্গাদিব্যবহিতং কৰ্ম্ম তদপি
 ব্রহ্মৈব । (অত্রত্য এবকারঃ সৰ্ব্বত্র সংবধ্যতে, হতমিত্যত্রাপি, ইত এব ব্রহ্মেত্যনুসঙ্গ্যাতে
 ব্যবধানাভাবাৎ সাক্ষাৎকার্হাচ্চ) । “চিৎপতিত্বা পুনাস্তিত্যাদাবচ্ছিন্নেত্যাদিপরাব্যাক্য-
 শেষবৎ”, অনেন রূপেণ কৰ্ম্মণি সমাধিঃ ব্রহ্মজ্ঞানং যন্ত স কৰ্ম্মসমাধিস্তেন ব্রহ্মবিদা
 কৰ্ম্মাহুষ্ঠাভ্যপি ব্রহ্ম পরমানন্দাধ্বং গন্তব্যমিত্যনুসঙ্গ্যাতে সাক্ষাৎকার্হাদব্যবধানাচ্চ, “যা তে
 অগ্নেরজাশয়েত্যাদৌ তহুর্বিষ্ঠ” ইত্যাদি পূর্বব্যাক্যশেষবৎ । তথবা অর্পাতেহসৌ ফলায়েতি
 ব্যুৎপত্ত্যা অর্পণপদেনৈব স্বর্গাদিকল্পমপি গ্রাহম্ । তথাচ ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম-
 কৰ্ম্মসমাধিনেত্যুস্তরার্হং জ্ঞানকলকখনায়ৈবেতি সমঞ্জসম্ । (অগ্নিন্ পক্ষে ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধি-
 নেত্যেকং বা পদম্, পূর্বং ব্রহ্মপদং হতমিত্যনেন সম্বধ্যতে, চরমং গন্তব্যপদেনেতি
 ভিন্নং বা পদং, এবঞ্চ নানুসঙ্গধ্বরক্লেণ ইতি দ্রষ্টব্যম্ । (ব্রহ্ম গন্তব্যমিত্যভেদেনৈব তৎপ্রাপ্তি-
 রূপচারায়ং, অতএব ন স্বর্গাদি তুচ্ছকলং তেন গন্তব্যং বিস্তরা আবিষ্টককারক-
 ব্যবহারোচ্ছেদাৎ, তদন্তং বার্তিককৃত্তিঃ, “কারকব্যবহারে হি শুদ্ধং বস্ত্র ন বীকতে ।
 তুচ্চে বস্ত্রনি সিন্ধে চ কারকব্যাপৃতিঃ কুতঃ ॥” ইত্যর্পণাদি কারকস্বরূপাহুপমর্দেনৈব
 তত্র নামাদাবিব ব্রহ্মদৃষ্টিঃ ক্ষিপ্যতে সম্প্রদায়েণ ফলবিশেষবারেতি কেবাক্ষিষাধ্যানং

ভাষ্যকৃত্তিরেব নিরাকৃতং উপক্রমাদিবিরোধাত্ৰক্ষবিজ্ঞাপকরণে সম্পন্নম (আ) ত্রাতাপ্রসক্তত্বা-
দিত্যাদিযুক্তিভিঃ ॥ ২৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কুতো বিদ্বাং কৰ্ম্মাণি প্রবিলীয়ন্ত ইত্যংশকাহ ব্রহ্মার্ণমিতি ।
যতন্তে বিদ্বাংসঃ সবিকল্পসমাদৌ সৰ্ব্বং জগৎ প্রত্যক্চিতিশক্তিनिश्चितং পশুন্তি, তথাচ
ঋতিঃ, কিং কারণমিত্যুপক্রমা “কালঃ স্বভাব ইতি কালাদীনি লোকদৃষ্ট্যানেকানি কারণা-
ন্যুপক্ষিপ্য কারণং নির্ণায় তে ধ্যানযোগানুগতা অপশুন্ দেবান্মনস্তিৎ স্বপ্তগৈর্নিগূঢ়াম্” ইতি
সমাধিনা দর্শয়তি । তথা চ সমাধিনা সৰ্ব্বশ্চ ব্রহ্মণি কল্পিতত্বং পশুতাং তেবাং বদপর্ণগাধনং
মন্ত্রজুহ্বাদি তৎ ব্রহ্মৈব, এবশব্দঃ সৰ্ব্বত্রাহ্মযজ্ঞনীয়ঃ, বদপর্ণীয়ং হবিস্তদপি ব্রহ্মৈব, বৎ হতং
হবনক্রিয়া হতং তপিতং দেবব্রাহ্মণাদি বা তদপি ব্রহ্মৈব, বৎ অগ্নৌ হতং তদপি ব্রহ্মণ্যেব
হতম্, (অত্র ব্রহ্মণীতি পদমধ্যাহৰ্তব্যাম্) বৎ যজ্ঞমানেন হতং তদ্ব্রহ্মণ্যেব হতম্, বৎ তেন
কৰ্ম্মণা গন্তব্যং প্রাপ্তব্যং ফলং তদপি ব্রহ্মৈব, কিং বহুনা, বৎ কিঞ্চিৎ তন্ত কৰ্ম্ম শরনাসনাদিকং
তৎ সৰ্ব্বং ব্রহ্মৈব । তত্র কারণং সমাধিনা সমাধিভেদান্মনসাক্ষাৎকারেণ, যতঃ সৰ্ব্বমশ্চ ব্রহ্মান্মকম্,
ব্রহ্ম চ প্রত্যগনন্তং, অতঃ প্রদেয়শ্চ ফলশ্চাত্তাবাং কৰ্ম্মাণি প্রবিলীয়ন্তে, দাহাত্তাবাদহন
ইবেতি ভাবঃ । যন্তু কৰ্ম্মাণি তদঙ্গেষু চ নামাদিষু ব্রহ্মদৃষ্টিরত্র বিধীয়ত ইতি ব্যাখ্যানম্,
তন্তু উপক্রমাদিবিরোধাত্ ব্রহ্মবিজ্ঞায়াঃ প্রকৃতত্বাচ্চাসঙ্গতমিতি ভাষ্যে এব নিরন্তম্ ।
যা হি ব্রহ্মবিদা কৰ্ম্মাঙ্গেষু তাত্ত্বিকৌ ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কীর্তিতা সা স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণবৎ অব্রহ্ম-
বিদামনুষ্ঠানায়ৈব ফলতো ভবতীতি ন তত্র তস্তান্তাৎপর্যং বর্ণনীয়মিতি দিক্ ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—“যজ্ঞায়াচরতঃ” ইত্যুক্তং স যজ্ঞ এব কীদৃশ ইত্যপেক্ষায়ামাহ ব্রহ্মৈতি ।
অপ্যতে অনেন ইত্যৰ্পণঃ জুহ্বাদি তদপি ব্রহ্মৈব, অৰ্প্যমাণং হবিরপি ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মাধাবিতি
হবনাধিকরণমগ্নিরপি ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মণেতি হবনকর্তাপি ব্রহ্মৈব । এবং বিবেকবতা
পুংসা ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্তব্যং নতু ফলান্তরমিতার্থঃ । কুতঃ ব্রহ্মান্মকং বৎকৰ্ম্ম তত্রৈব
সমাধিশ্চিষ্টৈকাগ্রাং যন্ত তেন ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য ।—শ্রীমচ্ছকরাচার্য ও শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমৎশ্রীধর ও শ্রীমন্নীল-
কণ্ঠের অভিপ্রায় । “নাভুক্তং ক্ষীয়তে কৰ্ম্ম” অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম, ফলভোগ
ব্যতীত যুগযুগান্তরেও ক্ষয় হয় না, স্মৃতিশাস্ত্রে ইত্যাদি নির্দেশ থাকায়,
যতিগণের অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম সকল ফল প্রদান না করিয়া, কি কারণে সমগ্র
বিলীন হইবে ? ইহার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, ভ্রান্ত বয়শ্চ
অৰ্দ্ধজন ! শাস্ত্রে লৌকিক ক্রিয়া নিষ্পত্তির নিমিত্ত, কৰ্ত্তা, কৰ্ম্ম, করণ,
সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণরূপ ষড়্বিধ কারক উক্ত হইয়াছে ।
কৰ্ম্মফলাভ্যন্তী অজ্ঞগণ, সংসার-দশায় পার্থক্য-বুদ্ধি-হেতু, উক্ত কৰ্ত্তাদি কারক
অর্থাৎ স্মৃত, কীর্ত, অগ্নি প্রভৃতি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন

করে; সুতরাং তাহাদের কৰ্ম ফলপ্রদ; ফলভোগ ব্যতীত তাদৃশ কৰ্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। তাঁহারা সমস্ত কৰ্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবদ্বদ্দেশে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাদের ক্রিয়া সিদ্ধির নিমিত্ত পূর্বোক্ত কর্তাদি কারক অর্থাৎ স্মৃত সমিধ্ কুশ বহি প্রভৃতি লৌকিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয় না; তাঁহারা ব্রহ্মকেই যজ্ঞাদি-বস্তুজাতরূপে বিবেচনা করেন। যথা; যদ্বারা অগ্নিতে স্মৃতাহতি প্রদত্ত হয়, তাহার নাম অর্পণ বা ঋব। ব্রহ্মবিদগণ উক্ত অর্পণ বা ঋবকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন; কারণ, তাঁহারা ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বৈতপ্রপঞ্চকে মিথ্যা রূপে অবলোকন করিয়া থাকেন। তখন ব্রহ্মবিদগণ ক্রিয়া সিদ্ধির নিমিত্ত অলীক লৌকিক করণ (ঋবাদি) আর কেন গ্রহণ করিবেন? যিনি জানেন, এইটী শুক্তিকা, রজত নহে, তিনি রৌপ্যাভিলাষী হইয়া কখনও শুক্তিকা গ্রহণ করেন না। অতএব জ্ঞানিগণ আখ্যাশ্লিকবাগে মিথ্যাভূত বাহ্য ঋব প্রভৃতি করণাদি কারক পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মকে অর্পণ অর্থাৎ ঋবরূপে গ্রহণ করেন। হবন ক্রিয়ার কৰ্মরূপ হবি, অধিকরণরূপ অগ্নি, যজমানরূপ কর্তা ও হবনরূপ ক্রিয়া, এই সমস্তই ব্রহ্ম। ঐদৃশ ব্রহ্মরূপ কৰ্মে, যিনি সমাহিত হইয়াছেন, তিনি উক্ত কৰ্মের ফলস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবেন। অধিক বলা বাহুল্য; ব্রহ্মবিৎ সন্ন্যাসিগণ শয়নভোজনাদিরূপ যে কিছু কৰ্ম করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই ব্রহ্ম; কারণ, তখন তাঁহারা সকল দ্বৈতবোধ বিহীন হইয়া একমাত্র ব্রহ্মেই সমাহিত হন। অতএব সন্ন্যাস-দশায় লোকসংগ্রহের নিমিত্ত ব্রহ্মবিদগণের অনুষ্ঠিত কৰ্ম সকল পরমার্থতঃ অকৰ্ম বা ব্রহ্মস্বরূপ; কারণ, তাঁহারা সকল পদার্থকে ব্রহ্মরূপে জানিয়াছেন এবং তাহাদের কর্তাদিকারক-বুদ্ধিও তিরোহিত হইয়াছে। যেমন দাছ কাষ্ঠাদি না থাকিকে অগ্নি স্বয়ং নির্বাণ হয়, তদ্রূপ নিরতিমানী সন্ন্যাসিগণের কৰ্মও অহঙ্কারশূন্য হওয়ায়, স্বয়ংই লয় প্রাপ্ত হয়। অগ্নিহোত্রাদি যাবতীয় যজ্ঞক্রিয়ায় কারকাদি ব্যবহার সম্যকরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তত্ত্বৎ কৰ্মে উদ্ভিক্ট দেবতা প্রভৃতিতে সম্প্রদানাদি কারক-বুদ্ধি সহকারে কর্তৃত্বাভিমানযুক্ত ফলাভিসন্ধি পরিদৃষ্ট হয়। অতএব এই আশঙ্কা সমুপস্থিত হইতেছে যে, যজ্ঞাদি ক্রিয়া কখনই কারক-বুদ্ধিবিহিত ও কর্তৃত্বাভিমান এবং ফলাভিসন্ধিবিবর্জিত নহে। এই আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে যে, তত্ত্বৎ কৰ্মে

অর্পণাদি কারক-ক্রিয়া-ফল-ভেদ-বুদ্ধি থাকিলেও, সকলই ব্রহ্ম-বুদ্ধি কর্তৃক উপমর্দিত হইয়া বস্তুতঃ অকর্ম্মরূপে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। এই স্থলে প্রমাণস্বরূপে পূজ্যপাদ ভাষ্যকার গীতা শাস্ত্রের চতুর্থাধ্যায়স্থ বিংশ প্রভৃতি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তত্ত্বৎ স্থলে জ্ঞান দ্বারা ক্রিয়া-কারক-ফল-ভেদ-বুদ্ধি উপমর্দিত হইয়া থাকে এবং ইহাও উপলব্ধি হইতেছে যে, কামের বিনাশ হইলে কাম্য অগ্নিহোত্রাদিরও হানি হয়। উল্লিখিতরূপ কারকাত্মক কর্ম্মে ব্রহ্ম-বুদ্ধি-প্রভাবে, কারক-ক্রিয়া-ফল-ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হইলে, তত্ত্বৎ কর্ম্ম সমাধানার্থ বাহ্য চেষ্টা সমূহ ব্রহ্মবিদগণের নিকট অকর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব তাহা সমগ্ররূপে বিলয় প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মোদ্দেশে অর্পণাদি পঞ্চবিধ কারকরূপে অবস্থিত থাকিলেও এবং তত্ত্বৎ কার্য্যে ব্রহ্মবোধ হইলেও, অর্পণাদি বুদ্ধি নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু অর্পণাদি কারকে ব্রহ্মবুদ্ধি অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে। মনুষ্য পাষণ বা ধাতু বা মৃত্তিকাদি উপকরণ সমাহারপূর্ব্বক প্রতিমা বিনির্মাণ করিয়া, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা-বুদ্ধি সহকারে পূজাদি করিয়া পরিতৃপ্ত হয় এবং নারায়ণ বাসুদেব প্রভৃতি নাম, ব্রহ্মবুদ্ধি সহকারে স্মরণ, মনন ও কীর্ত্তন করিয়া, বিশুদ্ধানন্দ উপভোগ করে। প্রতিমা ও নামাদির সহিত ব্রহ্মের পার্থক্য উপলব্ধি হইলেও, তাহা ব্রহ্মরূপেই অনুভব করে। তদ্রূপ অর্পণাদিতে ক্রিয়াকারক-ভেদবুদ্ধি থাকিলেও, তৎসমূহে ব্রহ্মভাব উপজাত হওয়ার কোন বাধা নাই। ইত্যাকার প্রসঙ্গ জ্ঞানযজ্ঞের পক্ষে কখনই আরোপিত হইতে পারে না। এই প্রকরণ জ্ঞানযজ্ঞের উপলক্ষে অবতারণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অধ্যায়ের ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকে “শ্রোয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ” ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানযজ্ঞেরই মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। “ব্রহ্মার্ণবম্” ইত্যাদি শ্লোকে যদি জ্ঞানেরই যজ্ঞত্ব সমর্থিত না হইত, তাহা হইলে অর্পণাদি ব্যাপার সমূহে ব্রহ্মত্বের আরোপ ও ব্রহ্মরূপে উল্লেখ অনর্থকরূপে পর্য্যবসিত হইত। প্রতিমাদিতে বিষ্ণু-দৃষ্টির চায় যদি অর্পণাদিতে ব্রহ্ম-দৃষ্টির আরোপ কর, তাহা হইলে অর্পণাদি জ্ঞানের বিষয়ীভূত থাকিবে; সুতরাং তত্ত্বৎ-পদার্থের প্রাধান্ত্য হেতু ব্রহ্ম-বিজ্ঞা লাভে ব্যাঘাত ঘটিবে এবং মোক্ষরূপ পরম-ফল লাভ হইবে না।

শ্রীমদ্ভগবদুদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। যজ্ঞাদি ক্রিয়া অনেক কারক-সাধ্য ব্যাপার। দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগস্বরূপ কার্যের নাম যাগ; অগ্নিতে ত্যজ্যমান দ্রব্য প্রক্ষেপের নাম হোম; হোমের জন্তু দেবতার উদ্দেশে যে সামগ্রী অর্পণ করা যায়, তাহার নাম হবিঃ; সমস্ত কার্যাজীর নাম কৰ্ম্ম এবং স্বর্গাদিপ্রাপ্তি তাহার ফল। এই কার্যো জ্ঞাপকাদিভেদে দ্বিবিধ কারকের ব্যবহার দেখা যাইতেছে। যজ্ঞকার্যো যে পাত্র দ্বারা অগ্নিতে ঘুতাদি অর্পিত হয়, সেই জুহু ও ঋবাদি * করণ কারক, আর যে বৈদিক মন্ত্রাদি দ্বারা তাহা প্রকাশিত হয়, তাহাও করণ কারক; অগ্নিতে হবিত্যাগ ও প্রক্ষেপ এই দ্বিবিধ ক্রিয়া। প্রথম ক্রিয়ার অর্থাৎ ত্যাগের কর্ত্তা যজমান (যাগকর্ত্তা), দ্বিতীয় ক্রিয়া অর্থাৎ প্রক্ষেপের কর্ত্তা অধ্বর্যু (৬৭০ পৃষ্ঠায় ঋত্বিক শব্দের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। প্রক্ষেপ ক্রিয়ার অধিকরণ অগ্নি এবং দেশ-কালাদি। কিন্তু যজ্ঞ ক্রিয়ার সর্বত্র এইরূপ ক্রিয়া-কারকাদির আভাস দৃষ্ট হইলেও, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের স্থায় সকলই অলীক। দণ্ড পট দেখিতে পূর্ববৎ থাকিলেও, তাহা কার্যকালে অকৰ্ম্মণ্য। সর্ব-যজ্ঞাদি ব্রহ্মদৃষ্টিবশতঃ ব্রহ্মাত্মক; সূতরাং তদিতর স্বর্গাদি সামান্য ফল-প্রসূ নহে। যাহার দ্বারা অর্পণ করা যায়, সেই জুহুবাди ও মন্ত্রাদি করণ; যে দেবতাকে অর্পণ করা যায়, তিনি সম্প্রদান; যাহাতে অর্পণ করা যায় এবং যে দেশ-কালাদিতে অর্পণ ঘটে, তদুভয় অধিকরণ, তৎসমস্তই ব্রহ্মে কল্পিত; সূতরাং ব্রহ্ম। ত্যাগ ও প্রক্ষেপ ক্রিয়ার সাক্ষাৎ কৰ্ম্ম-কারকস্বরূপ হবিও ব্রহ্ম এবং যে অগ্নিতে সেই হবি প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহাও ব্রহ্ম। যে যজমান ও অধ্বর্যু কর্ত্তৃদ্বয় হবি ত্যাগ ও প্রক্ষেপ করেন, তাঁহারাও ব্রহ্ম। ত্যাগ ও প্রক্ষেপ-ক্রিয়ারূপ হবনও ব্রহ্ম, আর সেই হবন ক্রিয়া দ্বারা স্বর্গাদি যে স্থানে গন্তব্য, তাহাও ব্রহ্ম। কৰ্ম্মে যাহার এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, সেই ব্রহ্মবিদ কৰ্ম্মানুষ্ঠাতাও ব্রহ্ম এবং তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই পরমানন্দস্বরূপ অদ্বয় ব্রহ্ম লাভ করেন। কারক ব্যবহার কেবল অবিচ্চারই কার্য। কিন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মার অবিচ্চার

* অথ, যজ্ঞীর পাত্র বিশেষ। ঋবা, উপভূং, জুহু ভেদে অথ ত্রিবিধ। ঋবা বট-পত্রাকার এবং বৈকটক কাঠ-নির্মিত, উপভূং চক্রাকার এবং অথবা কাঠ-নির্মিত ও জুহু অর্ধচক্রাকার এবং পলাশকাঠ-নির্মিত। অথ মানব-হস্তের এক হস্ত পরিমাণ হওয়া আবৃত্তক।

তিরোহিত হওয়ায়, কারক-ব্যবহারও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। স্বর্গাশ্রিত্য তুচ্ছ ফল তিনি কামনা করেন না। বার্তিককারও বলিয়াছেন, “কারক-ব্যবহারে বস্তুর স্বরূপ পরিদূষিত হয় না। বস্তুর যথার্থ ভাব হৃদয়ঙ্গম হইলে, কারক-ব্যবহারের কোনই প্রয়োজন থাকে না।”

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য ও শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। যে কৰ্ম্ম প্রকৃতি-বিযুক্ত এবং আত্মস্বরূপানুসন্ধানযুক্ত, তাহার জ্ঞানাকারকত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে সর্বদা সহকৃত কৰ্ম্ম পরব্রহ্মভূত পরম-পুরুষের অনুসন্ধানযুক্ততা হেতু জ্ঞানাকার, ইহাই কথিত হইতেছে। হবি অর্পণরূপ স্রবাদি ব্রহ্ম হইতে জাত, এজ্ঞাত তাহাও ব্রহ্ম; যে হবি অর্পিত হয়, তাহা ব্রহ্ম হইতে সঞ্জাত হয় বলিয়া, তাহাও ব্রহ্ম। কৃতীও স্বয়ং ব্রহ্মভূত। ব্রহ্মভূত অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ কর্ত্তা দ্বারা হোম কার্য্য নিষ্পন্ন হয়; সকল কৰ্ম্মই ব্রহ্মাত্মক বোধে যিনি অখিল পদার্থ ব্রহ্মময় দর্শন করেন, সেই ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধি ব্যক্তি ব্রহ্মেই গমন করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মকতা হেতু ব্রহ্মভূত স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হন। মুমুক্শুগণের অনুষ্ঠীয়মান কৰ্ম্ম পরব্রহ্মাত্মক। ইত্যাকার অনুসন্ধান-যুক্ততা হেতু জ্ঞানাকার। তাঁহার কৰ্ম্মে জ্ঞাননিষ্ঠার ব্যবধান নাই, তাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মাবলোকনের সাধনভূত; সুতরাং তাহা জ্ঞানাকার ॥ ২৪ ॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পশুত্ৰ্য্যপাসতে ।

ব্রহ্মাণ্যাপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—অপরে (অগ্নে) যোগিনঃ (কৰ্ম্মযোগিনঃ) দৈবং এব যজ্ঞং পশুত্ৰ্য্যপাসতে (সর্বদা অনুতিষ্ঠন্তি) অপরে (জ্ঞানযোগিনঃ) ব্রহ্মাণ্যো (ব্রহ্মরূপে অর্থাৎ) যজ্ঞেন এব যজ্ঞং উপজুহ্বতি (তৎস্বরূপং পশ্যন্তি) ॥ ২৫ ॥

প্রতিশব্দ।—অন্য কৰ্ম্মযোগীগণ দেবোদ্দেশেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, অগ্নেরা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মার দ্বারা আত্ম-যজ্ঞ সম্পাদন করেন ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—কোন কোন কৰ্ম্মযোগী উল্লিখিত প্রণালীতে ইন্দ্রাদি-
দেবোদ্দেশে যজ্ঞ-সম্পন্ন করিয়া থাকেন, আর কোন কোন জ্ঞান-
যোগী ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া আত্ম-যজ্ঞ সম্পাদন
করেন ॥ ২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য —তত্র অধুনা সমাগদর্শনস্ত যজ্ঞঃ সম্পাদ্য তৎসত্যার্থমন্ত্ৰেহপি
যজ্ঞা উপক্ষিপ্যন্তে দৈবমেবেত্যাদিনা । দৈবমেব দেবা ইজ্যন্তে যেন যজ্ঞেনাসৌ দৈবো যজ্ঞ-
স্তমেবাপরে যজ্ঞঃ যোগিনঃ কৰ্ম্মিণঃ পৰ্য্যাপাসতে কুর্কীভ্যর্থঃ, ব্রহ্মায়ৌ “সত্যং জ্ঞানমনন্তং-
ব্রহ্ম, বিজ্ঞানমানকং ব্রহ্ম, যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্বিদ্ধং ব আত্মা সৰ্বাস্তরঃ” ইত্যাদিবচনোক্ত-
মশনায়াদিসৰ্বসংসারধৰ্ম্মবর্জিতং “নেতি নেতি” ইতি নিরন্তরশেষবিশেষঃ ব্রহ্মশব্দেনোচ্যতে,
ব্রহ্ম চ তদগ্নিস্ত স হোমাদিকরণত্ববিবক্ষয়া ব্রহ্মাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মাণ্যবপরেহন্তে ব্রহ্মবিদৌ যজ্ঞঃ
যজ্ঞশব্দবাচ্য আত্মা, আত্মানামহু যজ্ঞশব্দস্ত পাঠাৎ, তস্মাত্মানং যজ্ঞঃ পরমার্থতঃ পরমেব
ব্রহ্ম সন্তং বুধ্যাহুপাধিসংযুক্তমধ্যস্তসৰ্বোপাধিধৰ্ম্মকলাহতিরূপং যজ্ঞেনৈবাত্মনৈবোক্তলক্ষণে-
নোপকুৰ্ব্বতি প্রতিক্রিপন্তি সোপাধিকস্তাত্মনো নিরূপাধিকেন পরব্রহ্মস্বরূপেণৈব যদর্শনং
স তস্মিন্ হোমস্তং কুর্কীতি ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শননিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিন ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরি ।—জ্ঞানস্ত যজ্ঞঃ সম্পাদ্য পূর্বল্লোকে স্থিতে সত্যধুনা তন্ত্ৰৈব
জ্ঞানস্ত সত্যর্থঃ যজ্ঞান্তরনির্দেশাৎসুতরগ্রন্থপ্রবৃতিরিতিহ তজ্জৈতি । সৰ্বস্ত প্রেরঃসাধনস্ত
মুখাগৌণবৃত্তিতাং যজ্ঞঃ দর্শনং আদৌ যজ্ঞদ্বয়মাদর্শয়তি দৈবমেবেতি । প্রতীকমান্বায়
দৈবযজ্ঞং ব্যাচটে দেবা ইতি । সমাগজ্ঞানাখ্যঃ যজ্ঞঃ বিভজ্যতে ব্রহ্মাণ্যাবিতি । তত্র
ব্রহ্মশব্দার্থঃ শ্রুত্যাষ্টস্তেন স্পষ্টয়তি সত্যমিতি । যদজ্ঞমনৃতবিপরীতমপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম তস্ত
পরমানন্দত্বেন পরমমপূৰ্ণার্থত্বমাহ বিজ্ঞানমিতি । তস্ত জ্ঞানাদিকরণত্বেন জ্ঞানত্বমোপচারিক-
মিত্যাশঙ্ক্যাহ যৎ সাক্ষাদিতি । জীবব্রহ্মবিভাগে কথমপরিচ্ছিন্নত্বমিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি
ব আত্মেতি । পরন্ত্ৰৈবাত্মত্বং সৰ্বস্বাদ্বেহাদেরব্যাকৃতাস্তাদান্তরত্বেন সাধয়তি সৰ্বাস্তর
ইতি । বিধিমুখং সৰ্বমেবোপনিষদ্বাক্যং ব্রহ্মবিষয়মাদিশব্দার্থঃ । নিবেদ্যমুখং ব্রহ্মবিষয়-
মুণনিষদ্বাক্যমশেষমেবার্থতো নিবধ্যতি অশনায়েতি । ব্রহ্মণ্যগ্নিশব্দপ্রয়োগে নিমিত্তমাহ
সহোমেতি । বুধ্যাক্রতর সৰ্বস্ত দাঁহকত্বাচ্ছিন্নস্ত বা হেতুত্বাদিতি ত্রুটব্যম্ । যজ্ঞশব্দ-
স্তাত্মনি ত্বম্পদার্থে প্রয়োগে হেতুমাহ আত্মনামস্বিতি । আধারাত্মেভাবেন বাস্তবভেদং
ব্রহ্মাত্মনোর্য্যাবস্তয়তি পরমার্থত ইতি । কথং তর্হি হোমো ন হি তন্ত্ৰৈব তত্র হোমঃ
সম্ভবতীত্যশঙ্ক্যাহ বুধ্যাদীতি । উপাধিসংযোগকলং কথয়তি অধ্যন্তেতি । উপাধিবিঘ্ন-
বারা তদ্ব্যবধাসে প্রাপ্তমর্থং নিদিশতি আহতীতি । ইথন্তুলক্ষণাং ত্বতীয়ামেব ব্যাকরোতি
উক্তেতি । অশনায়াদিসৰ্বসংসারধৰ্ম্মবর্জিতেন নির্কিংশেবেণ স্বরূপেণৈতি বাবৎ । আত্মনো-
ব্রহ্মণি হোমমেব একটয়তি সোপাধিকত্বৈতি । পর ইত্যন্তার্থং ফোরয়তি ব্রহ্মেতি ॥ ২৫ ॥

রামানুজ ।—এবং কৰ্ম্মণো জ্ঞানাকারতাং প্রতিপাদ্য কৰ্ম্মযোগভেদানাহ দৈবমিতি ।
দৈবং দেবার্চনরূপং যজ্ঞমপরে কৰ্ম্মযোগিনঃ পৰ্য্যাপাসতে সেবন্তে, তদৈব নিষ্ঠাং কুর্কন্তী-
ত্যর্থঃ । অপরে ব্রহ্মাণ্যৌ যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি । যজ্ঞং যজ্ঞরূপং ব্রহ্মাণ্যকমাজ্যাদিভব্যং
যজ্ঞেন যজ্ঞসাধনভূতেন ঋগাদিনা জুহ্বতি, [অপরে হোমএব নিষ্ঠাং কুর্কন্তীত্যর্থঃ ।]
অত্র যজ্ঞশব্দো হবিঃঋগাদিযজ্ঞসাধনে বর্ততে । “ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ” ইতি জ্ঞানেন হোমএব
নিষ্ঠাং কুর্কন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

হনুমান্ ।—ইদানীং ব্রহ্মোপাসনপ্রসঙ্গেনোপাসনান্তরাণি সম্বন্ধার্থমবিহ্বামাহ
দৈবমিতি । দেবা ইন্দ্রাদয়স্তেবাং ইদং দৈবং সোমবাগাদি, অপরে যোগিনঃ অহুতানঃ
মন্তরেণাপি দৈবমেব যজ্ঞং ধ্যানেন নিম্পাদয়ন্তি, সম্বন্ধার্থং ব্রহ্মৈবাধিক্রমেণোপাস্তং,
ব্রহ্মাধিক্রম্যন্তি ব্রহ্মাণ্যৌ, অপরে তু যজ্ঞং পরমাত্মানং তেন সোমবাগাদিনা উপজুহ্বতি
ধ্যানেন নিম্পাদয়ন্তি হোমমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধর ।—তদেবং যজ্ঞেহেন সম্পাদিতং সৰ্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনলক্ষণং জ্ঞানং সৰ্ব্বযজ্ঞো-
পায়প্রাপ্যত্বাং সৰ্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠমিত্যেবং জ্ঞাতুমধিকারিভেদেন জ্ঞানোপায়ভূতান্
বহুন্ যজ্ঞানাহ দৈবমিত্যাদিভিরষ্টভিঃ । দেবা ইন্দ্রবরুণাদয় ইজ্যস্তে বস্মিন্, এবকারেণেজাদিষু
ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতং, তদেবং যজ্ঞমপরে কৰ্ম্মযোগিনঃ পৰ্য্যাপাসতে শ্রদ্ধয়াহুতিষ্ঠন্তি,
অপরে তু জ্ঞানযোগিনো ব্রহ্মরূপেহ্যৌ যজ্ঞেনৈবোপাসেন “ব্রহ্মার্পণম্” ইত্যাহুতপ্রকারেণ
যজ্ঞমুপজুহ্বতি, যজ্ঞাদিসৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ, সোহং জ্ঞানযজ্ঞঃ ॥ ২৫ ॥

বলদেব ।—এবং ব্রহ্মাহুসন্ধিগর্ভতয়া চ কৰ্ম্মণো জ্ঞানাকারতাং নিরূপ্য কৰ্ম্মযোগ-
ভেদানাহ দৈবমিতি । দৈবমিত্রাদিদেবার্চনরূপং যজ্ঞমপরে যোগিনঃ পৰ্য্যাপাসতে
তদৈব নিষ্ঠাং কুর্কন্তি । অপরে “ব্রহ্মার্পণম্” ইত্যাদিজ্ঞানেন ব্রহ্মভূতেহ্যৌ যজ্ঞেন
ঋগাদিনা যজ্ঞং স্তুতাদি হবীরূপং জুহ্বতি হোমএব নিষ্ঠাং কুর্কন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

মধুসূদন ।—অধুনা সমাগদর্শনস্ত যজ্ঞরূপত্বেন স্তাবকতয়া ব্রহ্মার্পণমন্ত্রে স্থিতে পুন-
রপি তত্ত্ব স্তব্যার্থমিতরান্ যজ্ঞানুপপত্ত্বতি দৈবমিতি । দেবা ইন্দ্রাধ্যাদয় ইজ্যস্তে যেন স
দৈবস্তমেব যজ্ঞং দর্শপূর্ণমাসজ্যোতিষ্টোমাদিরূপং, অপরে যোগিনঃ কৰ্ম্মণি পৰ্য্যাপাসতে
সৰ্ব্বদা কুর্কন্তি ন জ্ঞানযজ্ঞঃ, এবং কৰ্ম্মযজ্ঞমুক্তান্তঃকরণত্বদ্বিধারেণ তৎফলভূতং
জ্ঞানযজ্ঞমাহ । “ব্রহ্মাণ্যৌ সত্যজ্ঞানানন্তানন্দরূপং নিরন্তমমন্তবিশেষং ব্রহ্ম তৎপদার্থস্তস্মিন্ন্যৌ
যজ্ঞং প্রত্যগাত্মানং সম্পদার্থং যজ্ঞেনৈব যজ্ঞলক্ষ আত্মনামহ যাজ্ঞেন পঠিতঃ, (ইথুক্ত-
লক্ষণে তৃতীয়া, এবকারো ভেদাভেদব্যাহৃত্যর্থঃ) তম্পদার্থাভেদেনৈব উপজুহ্বতি তৎস্বরূপ-
তয়া পত্ত্বন্তীত্যর্থঃ, অপরে পূর্ববিলাক্ষণান্তবদর্শননিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিন ইত্যর্থঃ জীবব্রহ্মাভেদ-
দর্শনং যজ্ঞেহেন সম্পাদ্য তৎসাধনযজ্ঞমধ্যে পঠ্যতে, “শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্বজ্ঞানজ্ঞানযজ্ঞঃ”
ইত্যাদিনা জ্ঞাতুম্ ॥ ২৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবং সমাগদর্শনস্ত যজ্ঞঃ সম্পাদ্য তৎস্তব্যার্থঃ যজ্ঞান্তরাণ্যলক্ষিতং

দৈবমিত্যাদিনা । দৈবং দেবতা প্রধানমেব দর্শপূর্ণমাসাদিযজ্ঞং নাভ্যং, একে যোগিনঃ কৰ্ম্ম-
যোগিনঃ পৰ্য্যাপাসতে, অপরে তু ব্রহ্মৈব সত্যজ্ঞানানন্তানন্দাত্মকমথগৈকরসং বস্তু, তদেব
জ্ঞাতং সৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মদঙ্ঘ্ৰাদগ্নিরিবাগ্নিঃ স্রাজ্জ্বলন্তত্বে যজ্ঞঃ জীবং, যজ্ঞশব্দভাষ্যনামহু পাঠাৎ
সোপাধিঃ, যজ্ঞেনৈব আত্মনৈব নিরুপাধিকেন রূপেণ জুহ্বতি ঘটাকাশমিব মহাকাশে
উপাধি প্রহাণেন প্রবিলাপয়ন্তি, সোহয়ং জ্ঞানযজ্ঞো মুখ্যঃ ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—যজ্ঞাঃ খলু ভেদেনাত্তেহপি বহবো বর্তন্তে তাংস্বং শৃণুতাহৈ দৈব-
মেবেতাষ্টভিঃ । দেবা ইজ্রবরুণাদয় ইজ্রাস্তে যস্মিন্ তং দৈবমিতি । ইজ্রাদিষু
ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতম্ । (সাত্ত্ব দেবতেত্যন্য) যোগিনঃ কৰ্ম্মযোগিনঃ । অপরে
জ্ঞানযোগিনস্ত ব্রহ্ম পরমাত্মবায়িস্তান্নিঃসৃত্যপদার্থে, যজ্ঞঃ হবিঃস্থানীয়ং ত্বম্পদার্থঃ
জীবং, যজ্ঞেন প্রণবরূপেণ মন্ত্রেণৈব জুহ্বতি । অয়মেব জ্ঞানযজ্ঞঃ প্রোক্তোহ্যে ।
(অত্র যজ্ঞঃ যজ্ঞেন ইতি শব্দৌ কৰ্ম্মকরণসাধনৌ প্রথমাত্মিকয়োঃ ক্রা শুদ্ধজীবপ্রণব-
বাহতুঃ) ॥ ২৫ ॥

তাৎপৰ্য্য ।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমদধুসূদন, শ্রীমন্নীল-
কণ্ঠ ও শ্রীমৎশ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায় । এইরূপ যজ্ঞ দ্বারা ব্রহ্মদর্শনরূপ
জ্ঞানলাভ সঙ্গটিত হয় । অধিকারীভেদে জ্ঞানলাভের উপায়ভূত বহুবিধ
যজ্ঞের বিবরণ অধুনা আট শ্লোকে বিবৃত হইতেছে । তন্মধ্যে সৰ্ব্ব যজ্ঞাপেক্ষা
ব্রহ্মদর্শনাত্মক জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে । ইন্দ্র, অগ্নি
প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে দর্শপূর্ণমাস (১৯২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) জ্যোতি-
ষ্টোম (১৭৬ পৃঃ টিঃ দ্রষ্টব্য) আদি যে সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই
দৈব । যাঁহারা কৰ্ম্মী অর্থাৎ কৰ্ম্মযোগপরায়ণ, তাঁহারা সৰ্ব্বদা উল্লিখিত
দৈবযজ্ঞই সম্পাদন করেন এবং জ্ঞানযজ্ঞ সম্পাদন না করিলেও, কেবল
কৰ্ম্মযজ্ঞ দ্বারা অন্তঃকরণ-শুদ্ধি লাভ করিয়া, তাহার ফলস্বরূপ জ্ঞান ও
মুক্তির অধিকারী হন । ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ও
বিজ্ঞানস্বরূপ । তিনি যাবতীয় সংসার-ধৰ্ম্ম-বিবর্জিত । সমস্ত পদার্থ
তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিলে, যে স্থলে বিচার নিরস্ত হয় ও যাহা
অবশেষ অর্থাৎ তৎপদার্থরূপে উপলব্ধ হয়, তাহাই ব্রহ্ম । সেই তৎপদার্থস্বরূপ
ব্রহ্মাগ্নিতে ত্বম্পদার্থস্বরূপ প্রত্যগাত্মার সমর্পণরূপ যজ্ঞের নাম জ্ঞানযজ্ঞ ।
পরমার্থতঃ সেই ব্রহ্মানলে সোপাধিক আত্মাহুতি প্রদানই আত্মযজ্ঞ
বা জ্ঞানযজ্ঞ । যাঁহারা সোপাধিক আত্মায় নিরুপাধিক পরব্রহ্মদর্শনরূপ
হোমানুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারাই ব্রহ্মাত্মৈক্যদর্শন-নিষ্ঠ
সন্ন্যাসী । এইরূপ জীব-ব্রহ্মাভেদ দর্শনরূপ জ্ঞানযজ্ঞ সর্বশ্রেষ্ঠ ।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, শ্রীমদলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অতিপ্রায় । যজ্ঞ
নানাপ্রকার । অধুনা অষ্ট শ্লোকে তাহার বৃদ্ধান্ত কথিত হইতেছে । ইন্দ্র-
বরুণাদি দেবতার অর্চনাই দৈবযজ্ঞ ; তাদৃশ যজ্ঞ-নিরত ব্যক্তিগণ কর্ণ-
'যোগী । তৎপর্য্যায়রূপ ব্রহ্মাগ্নিতে ত্বম্পদার্থরূপ জীব-হবিঃ প্রণব * রূপ
মন্ত্র দ্বারা হোম করার নাম জ্ঞানযজ্ঞ । পরে এই জ্ঞানযজ্ঞের প্রশংসা সবিশেষ
কীর্ত্তিত হইবে ॥ ২৫ ॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্তে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।

শব্দাদীন্ বিষয়ানন্তে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

অন্বয় ।—অন্তে (নৈষ্ঠিকাঃ ব্রহ্মচারিণঃ) সংযমাগ্নিষু (ইন্দ্রিয়-
সংযমা এবাগ্নয়ঃ তেষু) শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি জুহ্বতি (ইন্দ্রিয়সংযমং
কুর্বন্তি, প্রবিলাপয়ন্তি) অন্তে (গৃহস্থাঃ) শব্দাদীন্ বিষয়ান্
ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (ইন্দ্রিয়াএবাগ্নয়ঃ তেষু) জুহ্বতি (স্পৃহাশূন্যত্বাৎ শব্দাদি-
বিষয়গ্রহণং ন কুর্বন্তি) ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—নৈষ্ঠিক যোগিগণ ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে কর্ণাদি
ইন্দ্রিয় সকলকে হোম করেন, অন্তেরা শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় সকলকে
ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে হোম করেন ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—নিষ্ঠাচারসম্পন্ন যোগিগণ ইন্দ্রিয়সংযমস্বরূপ অগ্নিতে
ইন্দ্রিয়গণকে হবিরূপে প্রাক্ষেপ করিয়া জিতেন্দ্রিয় হন, আর অন্তেরা
ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-বিষয় সমূহ প্রাক্ষেপ করেন, অর্থাৎ
স্পৃহাহীনতা হেতু বিষয়-গ্রহণে বিরত হন ॥ ২৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—সোহয়ং সমাগৃদর্শনলক্ষণো যজ্ঞো দৈবযজ্ঞাদিষু যজ্ঞেষু প্রক্ৰিয়তে
ব্রহ্মার্ণগমিত্যাদিম্বোক্তৈঃ “শ্রোত্রান্ দ্রব্যমিদ্ভাদ্ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরমুপঃ” ইত্যাদিনা স্তৃতার্থঃ
শ্রোত্রাদীনীতি । শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্তে যোগিনঃ সংযমাগ্নিষু “প্রতীন্দ্রিয়ং সংযমো ভিত্ততে”
ইতি বহুবচনং, সংযমা এবাগ্নয়ন্তেষু জুহ্বতীন্দ্রিয়সংযমমেব কুর্বন্তীত্যর্থঃ, শব্দাদীন্ বিষয়ানন্তে

* প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার । সূর্য্যবের বিশেষ বৃত্তান্ত গীতার অষ্টমাধ্যায়ে বিবৃত হইবে ।

ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ইন্দ্রিয়াণ্যোবাধয়ন্তে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি শ্রোত্রাদিভিরবিরুদ্ধবিষয়গ্রহণং
হোমং মত্তস্তে ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরি ।—উক্তস্ত জ্ঞানগজস্ত দেবযজ্ঞাদিষু যজ্ঞেষু ব্রহ্মার্চনমিত্যাদিম্নোটৈক-
রূপক্ষিপ্যমাণস্তং দর্শয়তি সোহয়মিতি । উপক্ষেপপ্রয়োজনমাহ শ্রেয়ানিতি । সম্প্রতি
যজ্ঞদ্বয়মুপভুক্ত্যতি শ্রোত্রাদীনীতি । বাহ্যানাং করণানাং মনসি সংযমস্তৈকত্বাৎ কথং
সংযমাগ্নিষিতি বহুবচনমিত্যাপেক্ষাহ প্রতীক্ষিষ্যতি । সংযমানাং প্রত্যাহারাদিকরণত্বেন
ব্যাপ্তিতানাং মনোরূপাণাং হোমাধারত্বাদগ্নিত্বং ব্যপদিগতি সংযমা ইতি । বিষয়েভ্যো-
হস্তকীহানীন্দ্রিয়াণি প্রত্যাহরত্বীতি সংযমযজ্ঞঃ সংক্ষিপ্য দর্শয়তি ইন্দ্রিয়েতি । শ্রোত্রাদী-
ন্দ্রিয়াগ্নিষু শব্দাদিবিষয়হোমস্ত তত্তদ্বিত্ত্বৈস্তত্ত্ববিষয়োপভোগলক্ষণস্ত সর্বসাধারণত্বমাশঙ্ক্য
প্রতিষিদ্ধান্ বর্জয়িত্বা রাগদ্বেষরহিতো ভূত্বা প্রাপ্তান্ বিষয়ান্ ভুঞ্জতে । তৈস্তৈরিন্দ্রি-
য়েরিতি বিবক্ষিতং হোমং বিশদয়তি শ্রোত্রাদিভিরিতি ॥ ২৬ ॥

রামানুজ ।—শ্রোত্রাদীনীতি । অস্ত্রে শ্রোত্রাদীনামিন্দ্রিয়াণাং সংযমেন বর্ত্ততে ।
অস্ত্রে যোগিনঃ ইন্দ্রিয়াণাং শব্দাদিবিষয়প্রবণতানিবারণে প্রবর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥

হনুমান্ ।—শ্রোত্রাদীনীতি । শ্রোত্রমাদির্ঘেষাং তানি শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি অস্ত্রে
ব্রহ্মবিদঃ সংযমাদিষু চিত্তনিরোধাগ্নিষু জুহ্বতি ধ্যানেন সম্পাদয়ন্তি, অস্ত্রে যোগিনঃ
শব্দাদীন শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাদীন বিষয়ানিন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর ।—শ্রোত্রাদীনীতি । অস্ত্রে নৈষ্টিকা ব্রহ্মচারিণস্তত্তদ্বিত্ত্বসংযমরূপেষু
শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্থিষ্ঠত্বীত্যর্থঃ । ইন্দ্রিয়াণ্যো-
বাধয়ন্তেযু শব্দাদীনস্তে গৃহস্থা জুহ্বতি বিষয়ভোগসময়েহপ্যনাসক্তাঃ সন্তোহগ্নিষ্মেন
ভাবিতেষু ইন্দ্রিয়েষু হবিষ্টেন ভাবিতান্ শব্দাদীন প্রক্ষিপন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

বলদেব ।—শ্রোত্রাদীনীতি । অস্ত্রে নৈষ্টিকব্রহ্মচারিণঃ সংযমাগ্নিষু তত্তদ্বিত্ত্ব-
সংযমরূপেষুগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি তানি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্থিষ্ঠতি । অস্ত্রে গৃহিণ
ইন্দ্রিয়াগ্নিষুগ্নিষ্মেন ভাবিতেষু শ্রোত্রাদিষু শব্দাদীহুপজুহ্বতি অনাসক্ত্য তান্ ভুঞ্জানান্তানি
তৎপ্রবণানি কুর্যন্তি ॥ ২৬ ॥

মধুসূদন ।—তদ্বচনেন মুখ্যগৌণৌ দ্বৌ যজ্ঞভেদৌ দর্শিতৌ, যাবদ্ধি কিঞ্চিদৈদিকং
শ্রেয়ঃসাধনং তৎ সর্বং যজ্ঞত্বেন সম্পাদ্যতে । তত্র শ্রোত্রাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি তানি
শব্দাদিবিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য অস্ত্রে প্রত্যাহারপরাঃ সংযমাগ্নিষু ধারণা ধ্যানং সমাধিরিতি
ত্রয়মেকবিষয়ং সংযমশব্দেনোচ্যতে । তথাচাহ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ “ত্রয়মেকত্র সংযমঃ” ইতি ।
তত্র হৃৎপুণ্ডরীকাদৌ মনসচ্চিত্রকালহাপনং ধারণা, এবমেকত্র ধৃতস্ত চিত্তস্ত ভগবদাকার-
বৃত্তিপ্রবাহোহস্তরাস্ত্রাকারপ্রত্যয়বাবহিতো ধ্যানং, সর্বথা বিশ্রাণীতপ্রত্যয়ানন্তরিতঃ
সজ্ঞাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ সমাধিঃ, স তু চিত্তভূমিতেদেন বিবিধঃ সম্প্রজাতোহসম্প্রজাতস্ত ।
চিত্তস্ত হিপঞ্চভূময়ো ভবন্তি, ক্ষিপ্তং মৃঢ়ং বিক্ষিপ্তমেকাগ্রং নিরুদ্ধমিতি, তত্র রাগদ্বেষাদিবিষয়াং

বিষয়েষুভিনিবিষ্টং ক্ষিপ্তং, তদ্রাদিগ্রস্তং মূঢ়ং, সৰ্ব্বদা বিষয়াসক্রমপি কৰ্মাচিং ধ্যাননিষ্ঠং ক্ষিপ্তাধিশিষ্টতয়া বিক্ষিপ্তম্ । তত্র ক্ষিপ্তমূঢ়য়োঃ সমাধিশষ্টৈব নাতি, বিক্ষিপ্তে তু চেতসি কৰ্মাচিং কঃ সমাধিঃ বিক্ষেপগ্রাধাত্যাদোষাপক্ষে ন বৰ্ত্ততে, কিন্তু তীত্ৰপবনবিক্ষিপ্তপ্রদীপবৎ স্বয়মেব নশ্রুতি, একাগ্রস্ত একবিষয়কধারাবাহিকবৃত্তিসমর্থং সর্বোদ্রেকেন তমোগুণকৃত-তদ্রাদিরূপলয়াভাবাদাত্মাকারবৃত্তিঃ, সা চ রজোগুণকৃতচাক্ষল্যরূপবিক্ষেপাভাবাদেক-বিষয়েবেতি শুদ্ধে সত্বে ভগবতি চিত্তমেকাগ্রং অস্ত্যং ভূমৌ সম্প্রজাতঃ সমাধিঃ, তত্র ধোয়া-কারা বৃত্তিরপি ভাসতে, তস্তা অপি নিরোধে নিরুদ্ধং চিত্তমসম্প্রজাতসমাধিভূমিঃ । তদুক্তং, “তস্তা অপি নিরোধে সৰ্ব্ববৃত্তিনিরোধান্নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ” ইতি । অয়মেব সৰ্ব্বতো বিরক্তস্ত সমাধিক্ষণমপি সুখমনপেক্ষমাণস্ত যোগিনো দৃঢ়ভূমিঃ সন্ ধৰ্ম্মমেধ ইত্যাচ্যতে । তদুক্তং, “প্রসংখ্যানেনহ্যকুসীদস্ত সৰ্ব্বথা বিবেকখ্যাতেৰ্ধৰ্ম্মমেধসমাধিঃ । ততঃ ক্লেশকৰ্ম্মনিবৃত্তিঃ” ইতি । অনেন রূপেণ সংযমানং ভেদাদগ্নিস্থিতি বহুবচনম্ তেষু ইঞ্জিয়ানি জুহ্বতি ধারণা-ধ্যানসমাধিসিদ্ধার্থং সৰ্ব্বাণীন্দ্রিয়ানি স্বস্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরহীতার্থঃ । তদুক্তং “স্বস্ববিষয়া সম্প্রযোগে চিত্তরূপাত্মকরণমেবেन्द्रিয়াণাং প্রত্যাহারঃ” ইতি । বিষয়েভ্যো নিগৃহীতানীন্দ্রি-য়ানি চিত্তরূপাণ্যেব ভবন্তি । ততশ্চ বিক্ষেপাভাবাচ্চিহ্নধারণাদিকং নির্ব্বহতীতার্থঃ । তদনেন প্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধিরূপং যোগান্ধচতুষ্টয়মুক্তম্, তদেব সমাধাবস্থায়ং সৰ্ব্বৈঞ্জিয়বৃত্তি-নিরোধো যজ্ঞত্বেনোক্তঃ, ইদানীং বুখানাবস্থায়ং রাগদ্বेषরাহিত্যেন বিষয়ভোগো যঃ সোহ্যাপ্যরো যজ্ঞ ইত্যাহ, শব্দাদীন্ বিষয়ানন্ত ইন্দ্রিয়ানিষু জুহ্বতি, অস্ত্রে বুখিতাবস্থাঃ শ্রোত্রাদিভিরবিরুদ্ধবিষয়গ্রহণং স্পৃহাশূন্তত্বেনানন্যসাধারণং কুৰ্ব্বন্তি, স এব তেষাং হোমঃ ॥ ২৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—যজ্ঞান্তরমাহ শ্রোত্রাদীনীতি । তত্র কিকিদ্ধাহঃ আভ্যন্তরং বা বিশেষমুপাদায় তত্র চেতসো নিয়মনং ক্রিয়তে, তে চ সংযমাঃ অনেকবিষয়বাদনেকে পৃথক্কলাশ্চ । তথা চ যোগযজ্ঞকৃত্য প্রোক্তম্, “ভূবনজ্ঞানং সূর্য্যো সংযমাং, চক্রে তারাবৃহ-জ্ঞানম্, কণ্ঠকূপে ক্ষুংপিপাসানিবৃত্তিরিত্যাদি,” তে এবায়ম ইন্দ্রিয়েকনসংহারহেতুহাং, তেষু সংযমাগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি, তত্র শ্রোত্রম্ অনাহতধ্বনৌ সন্নিয়ম্য হংসোপ-নিষক্তরীত্যা ঘটানাদাদীন্ দশ নাদানুভবন্তি, ন হি তত্র সন্নিয়তে চেতসি শব্দান্তরগ্রহণং তদা ভবতি, সোহয়ং শ্রোত্রস্ত সংযমাদৌ হোমো বোধঃ, এবমন্যত্রাপি, তদ্বারা চ নিকলং তস্বং প্রতিপত্ত্বন্তে, তথান্যে বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহতকরণাঃ ধারণাধ্যানসমাধ্যাশ্রয়কং মনসঃ সংযমম্ একত্র মূলসাধারাত্ম্যতমচক্রে কৰ্ত্তৃমশক্তাঃ সমনস্তেজিয়েষু বিষয়বিরোগাদপ্তেজানা-নলবৎ স্বয়ং বিলীনেষু যেষাং সমাধিবুদ্ধিস্তৈরিত্তিয়েষু বিষয়া এবোপসংহত্যাঃ নছিন্দ্রিয়া-দীনি মন আদিষু পূৰ্ব্বোক্তরীত্যা উপসংহতানি, তানেতানিছিন্নচিত্তকান্ প্রকৃতোক্তাঃ। বায়বীরে, “দশ মঘন্তরাগ্নিহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিত্তকা” ইতি ॥ ২৬ ॥

বিষয়নাথ ।—অস্ত্রে মৈষ্টিকাঃ শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়ানি, সংযমঃ সংযতঃ মন এব

অগ্ন্যস্তেষু জ্বলতি, শুদ্ধে মনসি ইন্দ্রিয়াণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ । অন্তে ততো নানা ব্রহ্ম-
চারিণঃ শব্দাদান্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়াগ্রিষু ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্ন্যস্তেষু জ্বলতি । শব্দাদীনিদ্রিয়েষু
প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

তাৎপৰ্য্য ।— শ্রীমদ্ভগবদন সরস্বতীর অভিপ্রায় । দৈব ও জ্ঞান যজ্ঞের
গৌণ ও মুখ্যরূপ প্রভেদ প্রদর্শিত হইতেছে । সর্বপ্রকার বৈদিক শ্রেয়ঃ কার্য্যই
যজ্ঞ দ্বারা সাধ্য । এই জগৎ যজ্ঞের মুখ্য-গৌণত্ব বিনির্নয় করা আবশ্যিক ।
যাঁহারা শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকে শব্দাদি বিষয়পঞ্চ হইতে প্রত্যাহার
করেন, তাঁহারা প্রত্যাহারী যোগী । ধারণা, ধ্যান ও সমাধি একত্রয়কে এক
বিষয়ে সংলগ্ন করার নাম সংযম । ভগবান্ পতঞ্জলি (২৭৯ পৃঃ টিঃ দ্রঃ
বলিয়াছেন, তিন একত্র হইলে সংযম হয় । প্রথমতঃ মনকে হৃদয়পদ্মে
চিরকালের নিমিত্ত সংস্থাপনের নাম ধারণা (৪৪ ও ৩৮৮ পৃঃ টিঃ দ্রষ্টব্য) ;
এইরূপ একস্থানে স্থাপিত চিত্তের ভগবদাকার প্রত্যয়-বাবহিত যে বৃত্তি-প্রবাহ,
তাহার নাম ধ্যান । সর্বপ্রকার বিজাতীয় প্রত্যয় পরিশূন্য যে সজাতীয়
প্রত্যয়-প্রবাহ, তাহাই সমাধি (৪৪ ও ৩৮৮ পৃঃ টিঃ দ্রষ্টব্য) । চিত্তের ভূমি
অর্থাৎ অবস্থা ভেদে সমাধি দ্বিবিধ ; সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত । চিত্তের পাঁচ
প্রকার ভূমি অর্থাৎ অবস্থা আছে । যথা ; ক্ষিপ্ত, মুঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং
নিরুদ্ধ । রাগদ্বेषাদির বশবর্ত্তিতা হেতু বিষয়ে অভিনিবেশই চিত্তের ক্ষিপ্তা-
বস্থা । তন্দ্রাদি সমাচ্ছন্নতাই চিত্তের মুঢ়াবস্থা । সর্বদা বিষয়াসক্ত থাকিয়াও,
কখন কখন চিত্ত ধ্যাননিষ্ঠ হইলে, ক্ষিপ্তাবস্থা হইতে বিশিষ্টতা হেতু, তাহাই
বিক্ষিপ্তাবস্থা । চিত্তের ক্ষিপ্ত ও মুঢ়াবস্থায় সমাধির কোনই সম্ভাবনা নাই ।
চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থায় কদাচিৎ সমাধি সম্ভব হইলেও, বিক্ষেপের প্রাধান্য
হেতু, তাহা যোগপক্ষে স্থায়ী হয় না ; প্রচণ্ড পবন-পরিচালিত প্রদীপের ন্যায়
তাহা আপনিই নাশ প্রাপ্ত হয় । এক বিষয়ে চিত্তের ধারাবাহিক বৃত্তির
নাম একাগ্রতা । এই অবস্থায় সত্ত্বগুণের উদ্রেক হওয়ায়, তমোগুণ-জনিত
তন্দ্রাদির অভাব হইয়া আত্মাকার বৃত্তি উপজাত হয় ; এবং রজোগুণ-জনিত
বিক্ষেপের অভাব হওয়ায়, চিত্ত এক-বিষয়-লগ্ন হইয়া অন্তঃকরণ-শুদ্ধি জন্মে ;
এইরূপ অবস্থার নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি । এই অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুর আকার
বিষয়ক বৃত্তি বিজ্ঞান থাকে । যখন সে বৃত্তিরও নিরোধ হয়, তখনই চিত্তের
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ভূমি উপস্থিত হয় । পাতঞ্জলে কথিত আছে, “তাহারও

নিরোধে সকল বৃত্তির নিরোধ হওয়ায় নির্বাক সমাধি হয়।” এই অবস্থা সম্পূর্ণ-বিরক্ত এবং সমাধিফলরূপ-সুখাকাজ্ঞাবিহীন যোগিগণের দৃঢ়ভূমি। এই অবস্থায় কর্মের নিবৃত্তি হয়। ইত্যাকার সংঘমরূপ অগ্নিতে কোন কোন যোগী ইন্দ্রিয়গণের হোম করেন; অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সিদ্ধির নিমিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তাহাদের বিষয় হইতে প্রত্যাহার করেন। ইন্দ্রিয়সমূহের স্বস্ববিষয় পরিত্যাগ পূর্বক চিত্তের রূপানুকরণের নামই প্রত্যাহার। তদবস্থায় বিষয় হইতে নিগৃহীত ইন্দ্রিয়সমূহ চিত্তের সরূপতা প্রাপ্ত হয় এবং বিক্ষেপবিহীন হইয়া চিত্ত ও ধারণাদি কার্যে অগ্রসর হয়। এতদ্বারা প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, যোগের এই অঙ্গচতুষ্টয় কীৰ্ত্তিত হইল। এই প্রকার সমাধি অবস্থায় সর্বেন্দ্রিয়ের নিরোধকেই এস্থলে যজ্ঞরূপে কথিত হইয়াছে। ব্যুৎথানাবস্থায় রাগদ্বेष-বিমুক্ত ভাবে যে বিষয়-ভোগ, তাহাও অহ্মরূপ যজ্ঞ নামে অভিহিত। ব্যুৎথিতাবস্থাতেও স্পৃহাহীনতা হেতু ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় গ্রহণে অননুরাগ দৃষ্ট হয়। এইরূপ সংযমানলে ইন্দ্রিয়াল্পতি এবং ইন্দ্রিয়ানলে বিষয়াল্পতি প্রদানই যোগিগণের হোম।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। বাহ ও আভ্যন্তর কোন বিষয়-বিশেষকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত-সংযম করিতে হয়। বিষয়-শূণ্য হইয়া চিত্ত কখনও থাকিতে পারে না; যখন যে বিষয়ে চিত্ত সংযত বা লীন হয়, তখন তদ্বিষয়ের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দাদি অনুভব করে। বিষয়ভেদে চিত্ত-সংযম অনেক প্রকার এবং তৎফলও বহুবিধ। পাতঞ্জল দর্শনে এই বিষয়ের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে। উক্ত চিত্তসংযমই অগ্নিস্বরূপ, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-গণ ইন্দ্রনস্বরূপ; যোগিগণ বিবেক-বলে ইন্দ্রিয়রূপ ইন্দ্রনরাশিকে চিত্তসংযমানলে আল্পতি প্রদান করেন। যথা : অনাহত ধ্বনিতে শ্রোত্র সংযত হইলে, ঘণ্টানাদাদি দশবিধ নাদেরই অনুভব হয়; কিন্তু চিত্ত সংযত হইলে শব্দান্তরের অনুভব হয় না। ইহাকেই যোগিগণ সংযমানলে শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের হোম-রূপে জ্ঞান করেন; অহ্মাশ্রয় ইন্দ্রিয়-হোমও এইরূপ জানিবে। প্রতি-নিয়ত হংসোপনিষদুক্ত প্রণালীক্রমে এইরূপ হোম করিতে করিতে যিনি ইন্দ্রিয়নিচয়কে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, ধ্যান, ধারণা, সমাধিরূপ চিত্ত-সংযম করেন, তাহার মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয় সকল, অন-লাপিত কাষ্ঠের স্থায়, স্বয়ং বিনষ্ট হয়, এবং তিনি অজর ও অমর হইয়া

দীর্ঘকাল ধরাধামে অবস্থিতি করেন। বায়ু পুরাণে উক্ত হইয়াছে, “ইন্দ্রিয়-চিস্তনশীল ব্যক্তি দশ মন্বন্তর পর্য্যন্ত ইহলোকে বর্ত্তমান থাকেন”। চরম-দশায় তাদৃশ সাধকের হৃদয়-পুণ্ডরীকে জ্যোতির্ময় নিকল ব্রহ্ম-তত্ত্ব প্রদীপ্ত হইয়া, তাঁহাকে পরমানন্দ-পদে প্রতিষ্ঠিত করে।

[এই স্থানে কয়টি বচন দ্বারা শ্রীভগবান্ যজ্ঞের আধ্যাত্মিক ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। সকল বিষয়েই লৌকিক ও আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ ভাব আছে। অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট জনসাধারণ লৌকিক ভাব গ্রহণ করিয়াই কর্ম সম্পাদন করেন ; কিন্তু যাঁহারা সৌভাগ্যবলে জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা সকল কর্মেরই আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করেন। এই কারণে তত্ত্বদর্শী মহাত্ম-গণ যজ্ঞরূপ কর্মের প্রত্যেক ব্যাপারেই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মদর্শন করেন এবং লৌকিক যজ্ঞের পরিবর্ত্তে আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ জ্ঞানযজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করেন। সেই আধ্যাত্মিক যজ্ঞে চরুর প্রয়োজন হয় না, যজ্ঞীয় পাত্রের আবশ্যকতা হয় না, অজ্যাদির অভাব হয় না, হুতাশনকে উপস্থিত হইতে হয় না, ঋত্বিকাদিকে আহ্বান করিতে হয় না। অথচ সে যজ্ঞ অঙ্গহীন নহে; তাহাতে সকলই আছে। পূর্ণায়োজনে ও পূর্ণভাবে সেই আধ্যাত্মিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, আত্মা পূর্ণ-পরিভূষিত উপভোগ করেন। পূজ্যপাদ সরস্বতী মহাশয় এস্থলে উপর্যুপরি কয়টি শ্লোকে যোগের বিস্তর তত্ত্ব সুন্দর, বিশদ ও প্রকৃষ্টরূপে আলোচনা করিয়াছেন।] ॥ ২৬ ॥

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে ।

আত্মসংযমযোগায়া জুহুতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

অর্থ—অপরে (ধ্যাননিষ্ঠাঃ) জ্ঞানদীপিতে (ব্রহ্মাত্মক্য-সাক্ষাৎকারেণ প্রজ্জলিতে) আত্মসংযমযোগায়া (আত্মসংযমরূপঃ যোগঃ স এবায়াঃ তস্মিন্) সর্বাণি ইন্দ্রিয়কর্মাণি (শ্রবণদর্শনবচনাদীনি) প্রাণকর্মাণি (বায়োরাকৃষ্ণনপ্রসারণাদীনি) চ জুহুতি (প্রবিলা-পয়ন্তি) ॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—অন্যেরা জীব-ব্রহ্মাভেদ-দর্শনজনিত-জ্ঞান-প্রজ্বলিত-
আত্ম-সংযমরূপ-যোগায়িতে সকল শ্রবণ-দর্শনাদি-ইন্দ্রিয়কর্ম ও প্রাণাদি
বায়ুর আকৃষ্টন-প্রসারণাদি প্রাণ-কর্ম হোম করেন ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—অন্য একপ্রকার যোগিপুরুষেরা ব্রহ্ম ও আত্মার
অভেদ উপলব্ধিরূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সমুজ্জ্বলিত আত্ম-সংযমরূপ যোগা-
নলে ইন্দ্রিয় ও প্রাণের কর্মসমূহ আত্মত্ব প্রদান করেন ॥ ২৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিঞ্চ সর্বাণীতি । সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি ইন্দ্রিয়াণাং কর্মাণীন্দ্রিয়-
কর্মাণি, তথা প্রাণকর্মাণি প্রাণো বায়ুরাধ্যাত্মিকস্তৎকর্মাণ্যাকৃষ্টনপ্রসারণাদীনি তানি চাপরে
আত্মসংযমযোগায়ে আত্মনি সংযম আত্মসংযমঃ সএব যোগায়িত্ত্বিন্দ্ৰিয়সংযমযোগায়ে
জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি জ্ঞানায়িত্ত্বদীপিতে ন্নেহেনেব প্রদীপিতে বিবেকজ্ঞানেনোজ্জলভাবমা-
পাদিতে জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরি ।—যজ্ঞান্তরং কথয়তি কিলেতি । ইন্দ্রিয়াণাং কর্মাণি শ্রবণবদনাদীনি
আত্মনি সংযমো ধারণাধ্যানসমাধিলক্ষণঃ । সর্বমপি ব্যাপারং নিরুধ্য আত্মনি চিত্তসমাধানং
কুর্কস্তীত্যাহ বিবেকেতি ॥ ২৭ ॥

রামানুজ ।—সর্বাণীতি । অস্ত্রে জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযমযোগায়ে সর্বাণীন্দ্রিয়-
কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চ জুহ্বতি । মনসা ইন্দ্রিয়প্রাণানাং কর্ম শ্রবণতানিবারণে প্রযতন্ত
ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

হনুমান্ ।—সর্বাণীতি । ইন্দ্রিয়াণাং কর্মাণি প্রেক্ষণাদীনি, তথা প্রাণকর্মাণি
উচ্ছ্বাসাদীনি, অপরে যোগিনঃ আত্মনোহন্তঃকরণস্ত সংযমঃ য এব যোগঃ সএবাগ্নিঃ
আত্মসংযমযোগাগ্নিঃ তস্মিন্ জ্ঞানদীপিতে বিবেকজ্ঞানেন প্রজ্বলিতে জুহ্বতি এবং হোমঃ
সম্পাদয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ সর্বাণীতি । অপরে ধ্যাননিষ্ঠা বুদ্ধীজ্ঞিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কর্মাণি
শ্রবণদর্শনাদীনি, কণ্ঠেজ্ঞিয়াণাং বাক্যপাণ্যাদীন্যে কর্মাণি বচনোপাদানাদীনি, প্রাণানাঞ্চ
দশানাং কর্মাণি, প্রাণস্ত বহির্গমনং, অপানস্তাধোগমনং, ব্যানস্ত ব্যায়নাকৃষ্টনপ্রসারণাদীনি,
সমানস্তাশিতগীতাদীন্যে সমুন্নয়নং, উদানস্তোর্জনয়নং, “উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কুর্য়
উন্মীলনে স্তুতঃ । ককরঃ স্তুংকরো জেরো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে । ন জহতি স্তুতঞ্চাপি
সর্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ” ইত্যেবং রূপাণি জুহ্বতি, আত্মনি সংযমো ধ্যানৈক্যাগ্ৰ্যং সএব যোগঃ
সএবাগ্নিত্ত্বিন্ জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্বলিতে ধ্যেয়ঃ সমাগ্জাহ্ন তস্মিন্ মনঃ
সংযম্য তানি সর্বাণি কর্মাণি উপরময়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

বলদেব ।—সর্বাণীতি । অপরে ইন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চ আত্মসংযমযোগায়ে
চ জুহ্বতি, আত্মনো মনসঃ সংযমঃ স এব যোগতত্ত্বনিবন্ধেন ভাবিতে জুহ্বতি ।

মনসা ইঞ্জিরাণাং প্রাণানাঞ্চ কৰ্ম্মপ্রবণতাং নিবারয়িতুং প্রবর্তন্তে । ইঞ্জিরাণাং শ্রোত্রা-
দীনাং কৰ্ম্মাণি শব্দগ্রহণাদীনি, প্রাণকৰ্ম্মাণি প্রাণস্ত বহির্গমনং কৰ্ম্ম, অপানস্তাধোগমনম্,
ব্যানস্ত নিখিলদেহব্যাপনমাক্ষকনপ্রসারণাদি, সমানস্তাশিতপীতাদিসমীকরণম্, উদান-
স্তোৰ্দ্ধনয়নক্ষেতোবৎ বোধ্যানি সৰ্ব্বাণি সামন্ত্যেন জ্ঞানদীপিতে আত্মাহুসন্ধানো-
জ্জলিতে ॥ ২৭ ॥

মধুসূদন ।—তদেবং পাতঞ্জলমতানুসারেণ লব্ধপূৰ্ব্বকসমাধিং ততো ব্যাখ্যানঞ্চ যজ্ঞধ্ব-
মুক্তা ব্রহ্মবাদিমতানুসারেণ বাধপূৰ্ব্বকং সমাধিং কারণোচ্ছেদেন ব্যাখ্যানশূন্তং সৰ্ব্বকল-
ভূতং যজ্ঞান্তরমাহ সৰ্ব্বাণীতি । দ্বিবিধো সমাধিৰ্ভবতি লব্ধপূৰ্ব্বকো বাধপূৰ্ব্বকশ্চ, তত্র
“তদনন্তরমারম্ভগণস্বাদিতাঃ” ইতি জ্ঞানেন কারণবাতিরেকেণ কার্যাত্মাস্বাৎ পক্ষীকৃত-
পঞ্চভূতকার্য্যং ব্যক্তিরূপং সমষ্টিরূপবিদ্যাটুকার্য্যত্বাৎ তদ্বাতিরেকেণ নাস্তি, তথা সমষ্টিরূপমপি
পক্ষীকৃতপঞ্চভূতাত্মকং কার্য্যমপক্ষীকৃতপঞ্চমহাভূতকার্য্যত্বাৎ তদ্বাতিরেকেণ নাস্তি, তত্রাপি
পৃথিবী শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাধ্যাপঞ্চগুণা গন্ধেতরচতুশ্চুর্ণাপ্কার্য্যত্বাৎ তদ্বাতিরেকেণ নাস্তি,
তাশ্চতুশ্চুর্ণা আপো গন্ধরসেতরজিগুণাত্মকতেজঃকার্য্যত্বাৎ তদ্বাতিরেকেণ ন সত্তি, তদপি
জিগুণাত্মকং তেজো গন্ধরসরূপেতরদ্বিগুণবায়ুকার্য্যত্বাৎ তদ্বাতিরেকেণ নাস্তি, সোহপি দ্বিগু-
ণাত্মকো বায়ু শব্দমাত্রগুণাকশকার্য্যত্বাৎ তদ্বাতিরেকেণ নাস্তি, স চ শব্দগুণাকাশো বহু
জামিতি পরমেধরসস্কন্নাশ্বকাহকার্য্যত্বাৎ তদ্বাতিরেকেণ নাস্তি, সোহপি স্কন্নাশ্ব-
কোহহকারো মারেক্ষণরূপমহত্ত্বককার্য্যত্বাৎ তদ্বাতিরেকেণ নাস্তি, তদপি ঈক্ষণরূপং
মহত্ত্বকং মায়াপরিণামত্বাৎ তদ্বাতিরেকেণ নাস্তি, তদপি মায়াত্বং কারণং জড়ত্বেন
চৈতন্ত্বেহধ্যাত্বাৎ তদ্বাতিরেকেণ নাস্তীত্যনুসন্ধানেন বিজ্ঞমানেহপি কার্য্যকারণাত্মকে
প্রপঞ্চে চৈতন্ত্যমাত্রাগোচরো যঃ সমাধিঃ স লব্ধপূৰ্ব্বক উচ্যতে, তত্র তত্ত্বমস্তাদিবেদান্ত-
মহাবাক্যার্থজ্ঞানাভাবেনাবিজাততৎকার্য্যাত্মাক্ষণত্বাৎ, এবং চিস্তনেহপি কারণস্বেন পুনঃ
কৃত্বপ্রপঞ্চোৎথানাদয়ঃ স্রষ্টৃপ্তিবৎ সর্বাঃ সমাধিন মুখাঃ, মুখাস্ত তত্ত্বমস্তাদিমহাবাক্যার্থ-
সাক্ষাৎকারেণাবিজাতা নিবৃত্তৌ সর্গক্রমেণ তৎকার্য্যনিবৃত্তেরনাত্তবিদ্যায়াম্ পুনরুৎথানা-
ভাবেন তৎকার্য্যস্তাপি পুনরুৎথানাভাবান্নিবীজো বাধপূৰ্ব্বকঃ সমাধিঃ, স এবানেন স্রোতেন
প্রদর্শ্যতে, তথাহি সৰ্ব্বাণ্যধিলানি স্তুরূপাণি সংস্কাররূপাণি চ ইঞ্জিরকৰ্ম্মাণি ইঞ্জিরাণাং
শ্রোত্রযচ্চক্ষুরসনজাগাথানাং পঞ্চানাং বাকৃপানি পাদপায়ুপস্থাথানাঞ্চ পঞ্চানাং বাহানা-
মিঞ্জিরাণাং আন্তরয়োশ্চ মনোবুদ্ধ্যোঃ কৰ্ম্মাণি শব্দপ্রবণস্পর্শগ্রহণরূপদর্শনরসগ্রহণগন্ধগ্রহ-
ণাণি, বচনাদানবিররণোৎসর্গানন্দাধ্যানি চ স্কন্নাধ্যাবস্তুদৌ চ, এবং প্রাণকৰ্ম্মাণি চ প্রাণানাং
প্রাণাপানব্যানোদানসমানথানাং পঞ্চানাং কৰ্ম্মাণি, বহির্গমনং, অনেদানয়নং, আক্ক্ষমপ্রসা-
রণাদি, অশিতপীতসমনয়নং, উৰ্দ্ধনয়নমিত্যাদীনি, অনেন পঞ্চ জ্ঞানেঞ্জিরাণি, পঞ্চ কৰ্ম্মেঞ্জিরাণি,
পঞ্চ প্রাণাঃ, মনো বুদ্ধিচেতি সপ্তদশাত্মকং লিঙ্গমুক্তম্, তত্চ হৃদভূত সমষ্টিরূপং হিরণ্যগৰ্ভাধ্য-
মিহ বিবক্তিমিতি বদিতুং সৰ্ব্বাণীতি বিশেষণম্, আত্মসংঘমবোধাগ্গৌ আত্মবিষয়কঃ সংঘমো

ধারণাখ্যানসম্প্রজ্ঞাতসমাধিরূপত্বং পরিপাকং সতি যোগো নিরোধসমাধিঃ, যং পতঞ্জলিঃ
 সূত্রমাস, “বুথাননিরোধসংস্কারয়ো রতিভবপ্রাধুর্ভাবৌ নিরোধকণ্ঠচিত্তাঘরৌ নিরোধ-
 পরিণামঃ” ইতি । বুথানং ক্ৰিপ্তমূঢ়বিক্সিপ্তাধ্যং ভূমিজয়ং তৎসংস্কারাঃ সমাধিবিরোধিনস্তে
 যোগিনা প্রযত্নেন প্রতিদিনং প্রতিকণ্ঠকণ্ঠভূয়ন্তে তদ্বিরোধিনশ্চ নিরোধসংস্কারাঃ প্রাধুর্ভ-
 বন্তি, ততশ্চ নিরোধমাত্রকণ্ঠেন চিত্তাঘরৌ নিরোধপরিণাম ইতি । তন্তু কলমাহ, “ততঃ প্রশান্ত-
 বাহিতা সংস্কারাঃ” ইতি তমোরজসোঃ ক্ষয়ান্নয়বিক্ষেপশূন্তত্বেন শুদ্ধস্বরূপং চিত্তং প্রশান্ত-
 মিত্যাচাতে, পূর্বপূর্বপ্রশমসংস্কারপাটবেন তদাধিকাং প্রশান্তবাহিতেতি । তৎকারণঞ্চ সূত্র-
 মাস, “বিরামপ্রত্যাহাভাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোহন্তঃ” ইতি । বিরামো বৃত্ত্যুপরমন্তস্ত প্রত্যয়ঃ
 কারণং বৃত্ত্যুপরমার্থঃ পুরুষপ্রযুক্তস্তাভ্যাসঃ পৌনঃপুণ্যেন সম্পাদনং তৎপূর্বকন্তজ্ঞোহন্তঃ
 সম্প্রজ্ঞাতাছিলকণ্ঠোহসম্প্রজ্ঞাত ইত্যর্থঃ । এতাদৃশো য আত্মসংযমরূপো যোগঃ ‘স
 এবাগ্নিতস্মিন্ জ্ঞানদীপিতে জ্ঞানং বেদান্তবাক্যগ্রন্থো ব্রহ্মাত্মকাসাক্ষাৎকারস্তেনাবিদ্যা-
 তৎকার্যানাশদ্বারা দীপিতে অতাস্তোজ্জ্বলিতে বাধপূর্বকে সমাধৌ সমষ্টিলক্ষণরীরমপরে
 জ্বলতি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ । অত্র চ সর্বাণীতি আশ্রয়তি জ্ঞানদীপিত ইতি বিশেষণৈরঘা-
 ত্যেকবচনেন চ পূর্ববৈলক্ষণ্যং সূচিতমিতি ন পৌনরুক্ত্যম্ ॥ ২৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—ইতো বিশিষ্টং যোগাশ্রমমাহ সর্বাণীতি । ইন্দ্রিয়ানাং কর্ম্মাণি শব্দাদি-
 গ্রহণানি, প্রাণকর্ম্মাণি আকুঞ্চনপ্রসারণশ্বাসপ্রশ্বাসাদীনি, অপরে যোগিনঃ আত্মনি
 বুদ্ধৌ সংযমঃ স এব যোগোহগ্নিশ্চ তস্মিন্ জ্ঞানেন দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানেন
 দীপিতে প্রকাশিতে জ্বলতি প্রবিলাপয়ন্তি, ইন্দ্রিয়যোগিনাং হি সুপ্তাবিব প্রাণোহহুপসংহৃত
 এবান্তে তৎসহচরস্ত মনসোহহুপসংহারাত্, বুদ্ধিযোগিনাস্ত মনসোহপ্যুপসংহারাত্ তদায়ত্তস্ত
 প্রাণস্তাপ্যুপসংহারো ভবতীতি বিশেষঃ । এতেষামপি বুদ্ধৌ বোদ্ধব্যাতাবাৎ পূর্ববল্লীনায়াং
 সমাধিবুদ্ধিরস্তি ন ত্বৈতবুদ্ধিরন্তয়েন আত্মা জ্ঞাতঃ নাপি তস্মিন্ বুদ্ধিরূপসংহৃতা, অত-
 এতৈতান্ প্রকৃত্যোক্তং বারবীরে, “বোদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠতি বিগতজরাঃ” ইতি
 বোদ্ধাঃ বুদ্ধৌ লীনাঃ দশসহস্রাণি মনস্তরাণীতানুবদঃ ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—অপরে শুদ্ধতম্পদার্থবিজ্ঞাঃ, সর্বাণীন্দ্রিয়াণি তৎকর্ম্মাণি শ্রবণ-
 দর্শনাদীনি চ, প্রাণকর্ম্মাণি দশপ্রাণাঃ তৎকর্ম্মাণি চ, প্রাণস্ত বহির্গমনং অপানস্তাধো-
 গমনং, সমানস্ত ভূক্তপীতাদীনাং সমাকরণং, উদানন্তোচ্চৈর্নয়নং, ব্যানস্ত বিশ্বক্চয়নং
 “উদগারে নাগ আধ্যাতং, কুর্শ্বে উদ্রীলনে শ্বতঃ । ককরস্ত কুতি জ্যেয়োঃ দেবদত্তো বিজুস্তনে ।
 ন জহাতি মৃতক্যপি সর্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ” ইত্যেবং দশপ্রাণাঃ তৎকর্ম্মাণি । আত্মনশ্ব-
 ম্পদার্থস্ত সংযমঃ শুদ্ধিরেবাগ্নিতস্মিন্ জ্বলতি । মনোবুদ্ধাদীন্দ্রিয়াণি দশ প্রাণাশ্চ প্রবিলা-
 পয়ন্তি । একঃ প্রত্যগাত্মৈবাস্তি, নান্তে মনোদাদয় ইতি ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—শ্রীমদধুসূদনের অভিপ্রায় । পূর্ব শ্লোকে পাতঞ্জলসম্মত
 ময়পূর্বক সমাধি ও বুথানরূপ যজ্ঞঘরের বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে । এক্ষণে

ব্রহ্মবাদিগণের মতানুযায়ী ব্যাখ্যানবিরহিত সর্ববাক্যপ্রদ বাধপূর্বক সমাধির বিষয় কথিত হইতেছে। সমাধি দুই প্রকার ; লয়পূর্বক এবং বাধপূর্বক । কারণ ব্যতিরেকে কার্যের সত্তা অসিদ্ধ । ব্যষ্টিক্রপ পক্ষীকৃত পঞ্চভূত (১৪ পৃ: টি: দ্রষ্টব্য) সমষ্টিক্রপ বিরাট হইতে সজ্জাত ; সুতরাং কারণস্বরূপ বিরাট ব্যতিরেকে কার্যস্বরূপ পক্ষীকৃত পঞ্চভূত অসিদ্ধ । তদ্রূপ সমষ্টিক্রপ হইলেও, পক্ষীকৃত পঞ্চভূতাত্মক কার্য অপক্ষীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে সজ্জাত ; সুতরাং কারণস্বরূপ অপক্ষীকৃত পঞ্চ মহাভূত ব্যতীত, কার্যস্বরূপ পক্ষীকৃত পঞ্চভূত অসিদ্ধ । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পৃথিবীর এই পঞ্চগুণ । ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতের প্রথমটিতে অর্থাৎ পৃথিবীতে পঞ্চ গুণই আছে, কিন্তু অপ্ অর্থাৎ জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই গুণচতুষ্টয় আছে ; তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই গুণত্রয় আছে । মরুতে অর্থাৎ বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এই গুণদ্বয় আছে এবং ব্যোম অর্থাৎ আকাশে শব্দমাত্র গুণ আছে । এইরূপে একটীর অভাবে অপরটি অসিদ্ধ । ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবী জলের কার্যরূপ ; অতএব জল ব্যতীত পৃথিবী থাকে না । কারণ-স্বরূপ তেজ ব্যতিরেকে কার্যস্বরূপ জল অসিদ্ধ ; কার্যরূপ তেজ কারণরূপ বায়ু ব্যতীত থাকে না । কার্যরূপ বায়ু কারণস্বরূপ আকাশ ব্যতিরেকে থাকে না ; সেই শব্দগুণাত্মক আকাশরূপ কার্যের, পরমেশ্বরের ‘আমি বহু হইব’ ইত্যাকার সঙ্কল্পরূপ অহঙ্কারই কারণ (৩৮ পৃ: টি: দ্রষ্টব্য) ; সুতরাং অহঙ্কাররূপ কারণ ব্যতিরেকে কার্যরূপ আকাশ অসিদ্ধ । অহঙ্কাররূপ কার্য মায়ার ঈশ্বররূপ মহত্ত্বসম্ভূত (৩৮ পৃ: টি: দ্রষ্টব্য) ; সুতরাং কারণস্বরূপ মহত্ত্ব অভাবে কার্যস্বরূপ অহঙ্কার অসিদ্ধ * । ঈশ্বররূপ মহত্ত্ব মায়ার (২০১ পৃ: টি: দ্রষ্টব্য)

* সৃষ্টিসম্বন্ধে মহাসংহিতায় নিম্নলিখিত বিবরণ দেখা যায় । উর্দ্ধবর্হীস্বনশ্চৈব মন: সন্দসদান্নকম্ । মনস্কাপ্যাহঙ্কারমভিসম্ভারমীশ্বরম্ । মহাস্তম্বেব চাক্সানং সর্বাণি ত্রিগুণানি চ । বিবরাণাং ঐহীভূতানি ননৈ: পক্ষেদ্রিয়ানি চ । তেবাস্ববয়বান্ হৃদ্যান্ বরামগ্যামিতৌজসাম্ । সন্নিবেশান্নমাত্রাহ সর্বভূতানি নির্গমে । যন্মূর্ত্ত্যবয়বা: হৃদ্যান্তস্তেমাত্তাশ্রয়ন্তি বহু । ত্য়গ্গাচ্ছরীরমিত্যাহস্তন্ত মুখি: মণীবিণ: । তদা বিশন্তি ভূতানি মহান্তি সহ কর্ণভি: । মনস্কাবয়বৈ: হৃদ্যৈ: সর্বভূতকৃৎব্যয়ম্ । তেবানিদন্ত সপ্তান্যং পুরুষাণাং মহৌজসাম্ । হৃদ্যাত্ত্যো মূর্ত্তিমাত্রাত্ত্য: সম্ভবত্যব্যায়বয়ম্ । আদ্যাদ্যন্ত গুণদ্বৈবামবায়োভিঃ পর: পর: । যো যো বাবতিথ্যৈকবাং স স তাৎসঙ্গ্য: স্মৃত: । (মহাসংহিতা, ১ম অধ্যায়, ১৪-২০ শ্লোক) ব্রহ্মা পরমাত্মা হইতে, তাঁহার স্বরূপ মনের উচ্চার করিলেন; এই মন সূক্ষ্ম এবং অসং উত্তর ধর্মাত্মক

পরিণামস্বরূপ । সূতরাং কারণস্বরূপ মায়া ব্যতিরেকে কার্যরূপ মহত্ত্বই অসিদ্ধ । সেই মায়ারূপ কারণ জড়তা হেতু চৈতন্যে অধাস্ত ; সূতরাং চৈতন্য ব্যতিরেকে মায়াও অসিদ্ধ । এইরূপ কার্যকারণ অনুসন্ধানের দ্বারা একমাত্র সৎকারণস্বরূপ চৈতন্য উপলব্ধ হয়, এবং কার্যস্বরূপ সমস্ত প্রপঞ্চই মিথ্যারূপে অবভাসিত হয় । এতাদৃশ উপায়ে চৈতন্যমাত্র গোচরজনিত যে সমাধি, তাহারই নাম লয়পূর্বক সমাধি ; কিন্তু তাদৃশ সমাধিতে তত্ত্বমশ্বাদি (৪২ ও ৩৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনৌদ্ভূত) বেদান্ত মহাবাক্য বিচারজনিত জ্ঞানের উদ্ভব হয় না ; সূতরাং অবিজ্ঞা ও তাহার কার্যও ক্ষীণ হয় না । স্মৃশু-ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গ যে কোন সময়েই হইতে পারে, সেইরূপ লয় সমাধিতেও যে কোন সময়ে নিদ্রাভঙ্গরূপ ব্যুত্থান ঘটবার সম্ভাবনা । অতএব এতাদৃশ সবীজ সমাধি মুখ্য নহে । তত্ত্বমশ্বাদি মহাবাক্য-বিবেক-জনিত জ্ঞানদ্বারা অনাদি অবিজ্ঞার নিঃশেষ নিবৃত্তি হইলে, সেই অবিজ্ঞা ও তাহার কার্য-সমূহের আর উত্থান সম্ভাবনা থাকে না । সেইরূপ বাধপূর্বক নির্বীজ

মনের সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন । অহঙ্কার-তত্ত্বের পূর্বে মহৎ তত্ত্বের সৃষ্টি করিলেন । আত্মা হইতে মহত্ত্বের উদ্ভব হয় বলিয়া তাহা আত্মা নামেও কথিত । তদনন্তর সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক বাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিলেন । বিবরের গ্রহীতা পঞ্চ ইন্দ্রিয়েরও ক্রমশঃ সৃষ্টি করিলেন । পঞ্চ-তন্মাত্র অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ । অহঙ্কারের বিকার ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রের বিকার পঞ্চভূত । তন্মাত্র ও অহঙ্কারের যোজনা করিয়া মনুষ্য, তিথ্যাক্, স্থাবরাদি সমস্ত ভূতের নির্মাণ করিলেন । শরীর-সম্পাদক পঞ্চতন্মাত্র হুস্ত পদার্থ এবং অহঙ্কার এই ছয়টি সপ্রকৃতিক ব্রহ্ম কার্যরূপ পূর্বোক্ত ভূত ও ইন্দ্রিয় সমূহকে আশ্রয় করে । তন্মাত্র হইতে ভূতের এবং অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় । বাহ্য ছয়ের আশ্রয়, তাহাই শরীর । পঞ্চতন্মাত্র হইতে ভূত সকলের স্ব স্ব কণ উদ্ভূত হয় । আকাশের কণ অবকাশদান, বায়ুর কণ সন্নিবেশ, তেজের কণ পাক, জলের কণ সংগ্রহ, পৃথিবীর কণ ধারণ । অহঙ্কারাবহিঃস্রাব ব্রহ্ম হইতে মন উদ্ভূত হয় । সেই মন অব্যয় ও অবিনাশী । মহত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র পরম পুরুষের বৃত্তি গ্রহণ করিয়া, পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া, তাহারিগকেও পুরুষ বলে । তাহারিগের হুস্ত অবয়ব হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হয়, এই জন্ত জগৎ নবম । পঞ্চভূত আকাশাদিক্রমে উৎপন্ন, অর্থাৎ প্রথমে আকাশ, তাহার পরিণামস্বরূপ বায়ু, তাহার পরিণাম তেজ, তাহার পরিণাম জল, তাহার পরিণাম পৃথিবী । তাহার আদ্য অর্থাৎ আকাশাদির শব্দাদি গুণ পর পর ভূত প্রাপ্ত হয় । আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, তেজের গুণ রূপ, জলের গুণ রস, পৃথিবীর গুণ গন্ধ । ক্রমশঃ একের গুণ অপরে পায়, অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ ও স্পর্শ, তেজের গুণ রূপ, স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ রস, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং ক্রিতির গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ । অস্ত্রান্ত নানা শাস্ত্রেও সৃষ্টির ইত্যাকার বিবরণ আছে । তৎসমস্ত সংগ্রহ করিয়া প্রস্তাব বাহ্য্য কর, অনাবস্তক ।

সমাধির মুখ্যত্ব এই শ্লোকে প্রকাশিত হইতেছে । শ্রোত্র, স্বকৃ, চক্ৰ, রসনা, জ্ঞান, এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এইগুলি বাহ্যেন্দ্রিয় । মন ও বুদ্ধি অন্তরেন্দ্রিয় (৬:২ পৃ: টি: দ্রষ্টব্য) । নিখিল ব্যাপারের স্থূলরূপ ও সংস্কাররূপ কার্য্য-সমূহ বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয়সাধ্য । শব্দ গ্রহণ, স্পর্শ গ্রহণ, রূপ দর্শন, রস গ্রহণ, গন্ধ গ্রহণ ; বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ, আনন্দ ; এবং সঙ্কল্প ও অধাবসায় উল্লিখিত ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য্য । মনুষ্যের শরীরে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান নামধেয় পঞ্চপ্রাণ অধিষ্ঠিত আছে । বায়ুকে বহির্নয়ন, অধোনয়ন, আকুঞ্চন, প্রসারণাদি প্রাণকর্ম্ম । পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, এবং মন ও বুদ্ধি লিঙ্গ শরীর এই সপ্তদশাত্মক (২৪৫ ও ২১৪ পৃ: টি: দ্রষ্টব্য) । তাহা সূক্ষ্মভূত ও সমষ্টিক্রপ হিরণ্যগর্ভ নামধেয় । ইহাই পরিবাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে মূলে “সর্ব্বাণি” এই বিশেষণ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে । আত্মবিষয়ক সংযম অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিপাক হইলেই, যোগ-নিরোধ সমাধি উপস্থিত হয় । তাদৃশ আত্ম-সংযম অগ্নিস্বরূপ । ক্ষিপ্ত, মুঢ় ও বিক্ষিপ্ত নামধেয় ব্যাথানাবস্থাবিধায়ক ভূমিত্রয়, বিষয় সংস্কার সহকৃত থাকায়, সমাধির বিরোধী । এইজন্ত যোগিগণ প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণ তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া, তদ্বিরোধি সংস্কারেরই প্রাচুর্ভাব করেন । তমঃ ও রজোগুণের ক্ষয় হইলে চিত্তের যে লয় ও বিস্কোপ শূন্য অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহারই নাম প্রশান্ত অবস্থা । বিরাম, প্রত্যয় ও অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ সংস্কার সমূহ তিরোহিত হয় । চিত্তবৃত্তির উপরমকে বিরাম বলে, প্রত্যয় তাহার কারণ ; বৃত্তির উপরমসাধনার্থ পুরুষের যে প্রযত্ন, তাহাই অভ্যাস । এইরূপ আত্মসংযমরূপ যোগ, অগ্নিস্বরূপ । সেই অগ্নি বেদান্ত-বাক্য-সম্ভূত ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ-দর্শন-জনিত অবিচ্ছিন্ন ও তৎকার্য্য-নাশ-রূপ-জ্ঞান দ্বারা প্রদীপ্ত । এক শ্রেণীর যোগী এইরূপ বাধপূর্ব্বক সমাধিতে সমষ্টিস্বরূপ লিঙ্গশরীর আছতি প্রদান করেন ।

পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত বর্ত্তমান শ্লোকের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইতেছে । পূর্ব্ব শ্লোকে ‘সংযমায়িত্ব’ এই বহুবচনাস্ত বাক্য আছে । বর্ত্তমান শ্লোকে উল্লিখিত ‘সংযমায়িত্ব’ শব্দের পূর্ব্ব ‘আত্ম’ শব্দ ও ‘জ্ঞানদীপিত’ এই বিশেষণ পদ স্থাপনা করায় এবং অগ্নি শব্দ একবচনাস্ত করায় বিশেষ বৈলক্ষণ্য সংরক্ষিত হইয়াছে । অতএব এস্থলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে নাই ।

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায় । শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কৰ্ম্ম শ্রবণ, দর্শনাদি ; বাক্, পাণি প্রভৃতি কৰ্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের কৰ্ম্ম বচন, গ্রহণ ইত্যাদি ; প্রাণাদি দশ বায়ুর কৰ্ম্ম ;—প্রাণের কৰ্ম্ম বহিন্য়ন, অপানের কৰ্ম্ম অধোনয়ন, ব্যানের কৰ্ম্ম আকৃঞ্চন ও প্রসারণ, সমানের কৰ্ম্ম ভুক্ত ও পীত পদার্থের পরিপাক করণ, উদানের কৰ্ম্ম উর্জনয়ন, নাগ বায়ুর কৰ্ম্ম উদগার, কূর্ম্মবায়ুর কৰ্ম্ম উন্মীলন, ক্রকর বায়ুর কৰ্ম্ম ক্ষুদ্ৰুৎপাদন, দেবদন্ত বায়ুর কৰ্ম্ম বিজৃম্বণ (হাই তুলা), ধনঞ্জয় বায়ু সর্বব্যাপী, মরণাস্তেও তাহা দেহত্যাগ করে না । ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কৰ্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের উল্লিখিতরূপ কৰ্ম্মসমূহকে হোম করেন । আত্মার সংযম অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা একাগ্রতা সমুৎপাদিত হইলে যোগ বলা যায় । তাদৃশ আত্মসংযম অগ্নিস্বরূপ । যোগিগণ জ্ঞানের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত সেই আত্মসংযমায়িতে সকল কৰ্ম্ম সমর্পণ করেন । ধোয় পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহারা সংযতচিত্ত হন এবং সমস্ত কৰ্ম্মের উপরম করেন ।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায় । প্রাণের সহচরস্বরূপ মনের উপসংহার না হওয়ায়, ইন্দ্রিয়-যোগিগণের প্রাণের উপসংহার হয় না এবং তাহা স্তম্ভবৎ থাকে । বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান-যোগিগণের মন উপসংহৃত ও আয়ত্ত হওয়ায়, প্রাণের উপসংহার হইয়া থাকে । ইন্দ্রিয়-যোগির ও জ্ঞান-যোগির ইহাই প্রভেদ । এতাদৃশ বুদ্ধি সজ্ঞাত হইলে আর বোধবা কিছুই থাকে না । এইরূপ লীন ব্যক্তির সমাধি-বুদ্ধি সমুৎপন্ন হয় । বায়ুপুরাণে কথিত আছে, “বুদ্ধি-যোগিগণ দশ সহস্র মন্বন্তর স্বচ্ছন্দে থাকেন ।”

[অষ্টাশ্র টীকা ও ভাষ্যকৃদগণ উল্লিখিত ভাবেরই অনুরূপ অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন ।, ॥ ২৭ ॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে ।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২৮॥

অম্বয় ।—[কেচিৎ] দ্রব্যযজ্ঞাঃ (তীর্থস্থানেষু যজ্ঞবুদ্ধ্যা দ্রব্যদানং কুর্বন্তি যে তে) [কেচিৎ] তপোযজ্ঞাঃ (কৃচ্ছ্রাচ্ছ্রাদ্রায়ণাদিতপ এব যজ্ঞে যেমাং তে) [কেচিৎ] যোগযজ্ঞাঃ (যমনিয়মাদিলক্ষণযোগ এব যজ্ঞো যেমাং তে) তথা অপরে (অন্যে চ , যতয়ঃ (প্রযত্ন-শীলাঃ)) সংশিতব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রতাঃ) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ (বেদাভ্যাসো যজ্ঞো যেমাং তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ, শাস্ত্রার্থজ্ঞানং যজ্ঞো যেমাং তে জ্ঞানযজ্ঞাঃ) চ ॥ ২৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—[কেহ কেহ] দ্রব্যযজ্ঞপরায়ণ, [কেহ কেহ] তপোযজ্ঞ অনুর্তাতা [কেহ কেহ] যোগযজ্ঞনিরত, সেইরূপ অন্য যত্নশীল দৃঢ়সঙ্কল্পগণ স্বাধ্যায় ও জ্ঞানযজ্ঞ-পরায়ণ ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা—অনেকে দ্রব্য-দানাদিরূপ দ্রব্য-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, অনেকে যজ্ঞজ্ঞানে চান্দ্রায়ণাদি তপের দ্বারা তপোযজ্ঞ-সাধন করেন, অনেক যত্নশীল দৃঢ়-ব্রত-ব্যক্তি ঋগাদি বেদালোচনাকেই যজ্ঞ-বোধে তদ্বারা স্বাধ্যায়-যজ্ঞ-সম্পাদন করেন এবং শাস্ত্রার্থ অবধারণরূপ জ্ঞান-কেই যজ্ঞ মনে করিয়া জ্ঞান-যজ্ঞ সম্পন্ন করেন ॥ ২৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—দ্রব্যোতি । দ্রব্যযজ্ঞাস্তীর্থেষু দ্রব্যবিনিয়োগং যজ্ঞবুদ্ধ্যা কুর্বন্তি যে তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ, তপোযজ্ঞাস্তপো যজ্ঞো যেমাং তপস্বিনাং তে তপোযজ্ঞাঃ, যোগযজ্ঞাঃ প্রাণায়াম-প্রত্যাহারাদিলক্ষণো যোগো যজ্ঞো যেমাং তে যোগযজ্ঞাঃ, তথাপরে স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ স্বাধ্যায়ো যথাবিধি ঋগাদ্যভ্যাসো যজ্ঞো যেমাং তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ, জ্ঞানযজ্ঞাঃ শাস্ত্রার্থ-পরিক্রমং যজ্ঞো যেমাং তে জ্ঞানযজ্ঞাঃ, স্বাধ্যায়যজ্ঞা জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ, যতয়ো যতনশীলাঃ সংশিতব্রতাঃ সম্যক্শিতানি তনুকৃতানি তীক্ষ্ণকৃতানি ব্রতানি যেমাং তে সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

আনন্দগিরি ।—যজ্ঞবটকমবতারয়তি দ্রব্যোত্তীতি । তত্র দ্রব্যযজ্ঞান্ পুরুষা-পাদায় বিভজ্যতে তীর্থোদ্বিতি । তপস্বিনাং যজ্ঞবুদ্ধ্যা তপোহুতিষ্ঠতাং নিয়মবতাং ইত্যর্থঃ । প্রত্যাহারাদীত্যাদিগণেন যমনিয়মাসনধ্যানধারণাসমাধয়ো গৃহ্যন্তে, যথাবিধি প্রায়শ্চরণ-বিজ্ঞপাণিভ্যাদ্যলবিধিমনতিক্রম্যোতি বাবৎ, ব্রতানাং তীক্ষ্ণকরণমিতি দৃঢ়ম্ ॥ ২৮ ॥

রামানুজ ।—দ্রব্যযজ্ঞা ইতি । কেচিৎ কৰ্ম্মযোগিনো দ্রব্যযজ্ঞা জ্ঞায়তো দ্রব্যার্থা-
দায় দেবার্জনে প্রযতন্তে । কেচিচ্চ দানেষু কেচিচ্চ যোগেষু কেচিচ্চ হোমেষু, এতৈ সৰ্কে
দ্রব্যযজ্ঞাঃ । কেচিচ্চ তপোযজ্ঞাঃ কৃচ্ছ্রাচ্ছারণোপবাসাদিষু নিষ্ঠাং কুৰ্বন্তি । যোগযজ্ঞা-
শ্চাপরে পুণ্যতীর্থপুণ্যস্থানপ্রাপ্তিষিহ নিষ্ঠাং কুৰ্বন্তি । ইহ যোগশব্দঃ কৰ্ম্মনিষ্ঠাতেদপ্রকরণাং
তদ্বিষয়ঃ । কেচিৎ স্বাধ্যায়পরাঃ, স্বাধ্যায়ভ্যাসপরাঃ, কেচিৎ তদর্থজ্ঞানভ্যাসপরাঃ, যতরো
যত্নশীলাঃ সংশিতব্রতাঃ দৃঢ়সংকল্পাঃ ॥ ২৮ ॥

হনুমান্ ।—দ্রব্যোতি । দ্রব্যাদীনাং হিরণ্যগবাদীনাং দানামেব যজ্ঞো যেষাং
তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ দানমেব যজ্ঞমুপাসত ইত্যর্থঃ । অপরে তু তপোযজ্ঞা, তপঃ কৃচ্ছ্রাদি-
চ্ছারণাদিকং তদেব যজ্ঞবুদ্ধ্যা কুৰ্বন্তি যোগযজ্ঞাঃ যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ সএব যজ্ঞো
যেষাং তে :যোগযজ্ঞাঃ, যজ্ঞবুদ্ধ্যা চিন্তবৃত্তিনিরোধমেব কুৰ্বন্তীত্যর্থঃ, স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ,
যজ্ঞশব্দঃ প্রত্যেককমতিসম্বন্ধে, স্বাধ্যায়ো বেদপাঠঃ সএব যজ্ঞো যেষাং তে তথা, জ্ঞানং
শাস্ত্রপরিজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে জ্ঞানযজ্ঞাঃ যজ্ঞবুদ্ধ্যা জ্ঞানং কুৰ্বন্তীত্যর্থঃ ।
সৰ্ব্ব এব যতয়ঃ যত্নশীলাঃ, সংশিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ দ্রব্যযজ্ঞা ইত্যাদি । দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ,
কৃচ্ছ্রাচ্ছারণাদি তপ এব যজ্ঞো যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণসমাধিঃ
সএব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ, স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমনাদিনা যজ্ঞদর্থজ্ঞানং
তদেব যজ্ঞো যেষাং তে, যদা বেদপাঠযজ্ঞাস্তদর্থজ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি দ্বিবিধা, যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ
সম্যক্শিতং নিশিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে ॥ ২৮ ॥

বলদেব ।—দ্রব্যোতি । কেচিৎ কৰ্ম্মযোগিনো দ্রব্যযজ্ঞাঃ অন্নাদিদানপরাঃ,
কেচিৎ তপোযজ্ঞাঃ কৃচ্ছ্রাচ্ছারণাদিব্রতপরাঃ, কেচিৎযোগযজ্ঞাঃ পুণ্যতীর্থাদিসম্বন্ধপরাঃ,
কেচিৎ স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ বেদাভ্যাসপরাস্তদার্থভ্যাসপরাস্চ, যতয়স্তত্র প্রযত্নশীলাঃ
সংশিতব্রতাতীক্ষ্ণতত্তদাচরণাঃ ॥ ২৮ ॥

মধুসূদন ।—এবং ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানধ্বনিকেন শ্লোকেন বড়যজ্ঞানাহ
দ্রব্যোতি । দ্রব্যভ্যাগ এব স্বাধ্যায়ং যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ পূৰ্ণদাতব্যান্নাৰ্চকৰ্ম্মপরাঃ ।
তথাচ স্মৃতিঃ, “বাপী-কুপ-তড়াগাদি-দেবতায়তনানি চন অন্নপ্রদানমারামঃ পূৰ্ণমিত্যভি-
ধীয়তে ॥ শরণাগতসম্ভ্রাণং ভূতানাঞ্চাপ্যহিংসনম্ । বহির্বেদি চ বন্ধনং দত্তমিত্যভি-
ধীয়তে ॥” ইতি । ইষ্টাখ্যং শ্রোতং কৰ্ম্ম তু “দৈবমেবাপরে যজ্ঞম্” ইত্যজ্ঞোক্তম্, অন্তর্বেদাদি-
নমপি তত্রৈবাস্তভূতম্, তথা কৃচ্ছ্রাচ্ছারণাদিতপ এব যজ্ঞো যেষাং তে তপোযজ্ঞাস্তপ-
স্বিনঃ, তথা যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধোহষ্টাঙ্গো যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ যমনিয়মাসনাদি-
যোগানুষ্ঠানপরাঃ, যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়ো হি যোগ-
তাইবদানি, তত্র প্রত্যাহারঃ “শ্রোত্রাদীনীত্বিরাপ্যত্রে” ইত্যজ্ঞোক্তঃ, ধারণাধ্যান-সমাধয়ঃ
“আনন্দসংবমযোগ্যো” ইত্যজ্ঞোক্তাঃ, প্রাণায়ামঃ “অপানে জ্বলতি প্রাণম্” ইত্যনন্তরশ্লোকে

বাক্যতে, যমনিয়মাসনাত্তজ্যোচ্যন্তে, অহিংসাসত্যান্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ পঞ্চ, শৌচ-
সন্তোষতপঃস্বাধ্যায়ৈশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ পঞ্চ, স্থিরস্থখ্যাসনং পদ্মকম্বস্তিকাদ্যানেক-
বিধম্ । অশাজীৱপ্রাণিবধো হিংসা সাচ কৃতকারিতাহুমোদিতভেদেন ত্রিবিধা, এবমযথার্থ-
ভাষণমযথাহিংসানুবন্ধি যথার্থভাষণকানুতং, স্তেয়মশাজীৱমার্গেণ পরদ্রব্যস্বীকরণং, অশা-
জীৱঃ জীপুংসব্যতিরেকো মৈথুনং, শাস্ত্রনিষিদ্ধমার্গেণ দেহযাজ্ঞানিক্রীহকভোগসাধনস্বীকারঃ
পরিগ্রহঃ, এতন্নিবৃত্তিলক্ষণা উপরমা যমাঃ “যম উপরমঃ” ইতি স্মরণাৎ । তথা শৌচং
দ্বিবিধং বাহ্যমাত্মান্তরঞ্চ, মৃচ্ছলাদিভিঃ কায়াদিকালনং হিতমিতমেধাশনাদি চ বাহ্যং, মৈত্রী-
মুদিতাদিভির্মদমানাদিচিত্তমলকালনমাত্মান্তরং, সন্তোষো বিদ্যমানভোগোপকরণাদিক্রী-
তাদিপাদিসারূপা চিত্তবৃত্তিঃ, তপঃ ক্ষুৎপিপাসাশীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহনম্, কাষ্ঠমোনাকারমোনাদি-
ব্রতানি চ ইঞ্জিতেনাপি স্বাভিপ্রায়প্রকাশনং কাষ্ঠমোনম্, অবচনমাজ্ঞাকারমোনমিতি
ভেদঃ । স্বাধ্যায়ো মোক্ষশাস্ত্রাণাং অধ্যয়নং প্রণবজপো বা, ঈশ্বরপ্রণিধানং সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাং তস্মিন্
পরমশুরো ফলনিরপেক্ষতমার্গণং, এতে বিধিরূপা নিয়মাঃ পুরাণেষু যেষুধিকা উক্তান্ত
এদেব যমনিয়মেযন্তর্ভাব্যাঃ, এতাদৃশযমনিয়মাত্তভ্যাসপরা বোগযজ্ঞাঃ, স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ
যথাবিধি বেদাভ্যাসপরাঃ স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ, জ্ঞানেনবেদার্শনিশ্চয়পরা জ্ঞানযজ্ঞাঃ । যজ্ঞান্তরমাহ,
যতয়ে যত্নশীলাঃ, সংশিতব্রতাঃ সম্যক্ শীতানি তীক্ষ্ণকৃতান্তচিত্তদৃঢ়ানি ব্রতানি যেষাং তে
সংশিতব্রতযজ্ঞা ইত্যর্থঃ । তথাচ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ, “তে জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ
সার্বভৌমা মহাব্রতম্” ইতি । যে পূৰ্ব্বমহিংসাত্মাঃ পঞ্চ যমা উক্তান্ত এব জাত্যাত্তবচ্ছেদেন দৃঢ়-
ভূময়ো মহাব্রতশব্দবাচ্যাঃ, তজ্জাহিংসা জাত্যবচ্ছিন্না যথা যুগয়োর্মৃগাতিরিক্তান হনিষ্যামীতি,
দেশাবচ্ছিন্না যথা ন তীর্থে হনিষ্যামীতি, সৈব কালাবচ্ছিন্না যথা ন চতুর্দশ্যং ন পূণ্যেহ-
হনীতি, সৈব প্রয়োজনবিশেষরূপসময়াবচ্ছিন্না যথা ক্ষত্রিয়স্ত দেবব্রাহ্মণপ্রয়োজনব্যতি-
রেকেন ন হনীষ্যামীতি যুদ্ধং বিনা ন হনিষ্যামীতি চ, এবং বিবাহাদিপ্রয়োজনব্যতিরেকে-
ণানুতং ন বদিষ্যামীতি, এবমাপংকালব্যতিরেকেন ন ক্ষুদ্ৰদ্রাব্যতিরিক্তস্তেয়ং ন করিষ্যামীতি,
এবমুতুব্যতিরিক্তকালে পদ্মো ন গমীষ্যামীতি, এবং গুরাদিপ্রয়োজনমন্তরেণ ন পরিগ্রহীষ্যা-
মীতি যথা যোগ্যমবচ্ছেদো দ্রষ্টব্যঃ । এতাদৃগবচ্ছেদপরিহারেণ যদা সৰ্ব্বজাতিসৰ্ব্বদেশসৰ্ব্বকাল-
সৰ্ব্বপ্রয়োজনেষু ভবাঃ সার্বভৌমা অহিংসাদয়ো ভবন্তি মহতা প্রযত্নেন পরিপাল্যমানত্বাৎ তদা
তে মহাব্রতশব্দেনোচ্যন্তে, এবং কাষ্ঠমোনাদিব্রতমপি দ্রষ্টব্যম্, এতাদৃগব্রতদার্ঢ্যে চ কাম-
ক্রোধলোভমোহানাং চতুৰ্ণামপি নরকদ্বারভূতানাং নিবৃত্তিঃ, তজ্জাহিংসয়া ক্রময়া ক্রোধস্ত,
ব্রহ্মচর্য্যেণ বস্ত্রবিচারেণ চ কামস্ত, অস্তেয়াপরিগ্রহরূপেণ সন্তোষেণ লোভস্ত, সত্যেন বর্ষার্থ-
জ্ঞানরূপেণ বিবেকেন মোহস্ত, তন্মূলানাঞ্চ সৰ্ব্বেষাং নিবৃত্তিরিতি দ্রষ্টব্যম্, ইত্যানি চ
কলানি সাকামানাং বোগশাস্ত্রে কথিতানি ॥ ২৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবং যজ্ঞপঞ্চকং শ্লোকজয়েণোক্তং, অর্ধেকেকৈনব শ্লোকেণ পঞ্চযজ্ঞানাহ
জ্যেতি । ঐষ্যসাধ্যাঃ বাপীকুপারামাঃ তীর্থে বহির্কৈদিকাদানং শ্রৌতযজ্ঞানাং প্রাগেব

গ্রহণাৎ ত এব যজ্ঞা যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ, তথা তপঃ কৃচ্ছ্রচাক্ষ্যায়ণমাসোপবাসাদি তদ্বৈব যজ্ঞস্থানীয়ং যেষাং তেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ, তথা যোগযজ্ঞাঃ সঙ্গকলত্যাগপূৰ্ণকং সঙ্কোপাসনাদিনির্বিকল্পসমাধ্যস্তানাং কৰ্ম্মণামমুষ্ঠানং তৃতীয়াধ্যায়োক্তং যোগঃ, স এব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ, যদ্বা যমনিয়মান প্রাণায়াম প্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধিরূপোহষ্টাঙ্গোপেতো “যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ” ইতি সূত্রিতো যোগ এব যজ্ঞো যেষাং ত ইতি, তথা স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ যে নিত্যং বেদাধ্যয়নরতাঃ তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ জ্ঞানং স্বাধ্যায়ার্থস্ত পূৰ্ব্বোক্তর-মীমাংসাবিচারঃ স এব যোগো যেষাং তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ তে চ জ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি স্বাধ্যায়জ্ঞান-যজ্ঞা ইতি সমাসঃ, যত্নঃ যত্নশীলাঃ সংশিতব্রতাঃ সম্যক্ শিতং তৈক্স্যং ব্রতমুহিংসাদিকং যেষাং তে ইতি সৰ্ব্বেষাং বিশেষণম্ ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—দ্রব্যোতি ।০ দ্রব্যাদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ, তপঃ কৃচ্ছ্র চাক্ষ্যায়ণাদি এব যজ্ঞো যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ, যোগোহষ্টাঙ্গ এব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ, স্বাধ্যায়ো বেদস্ত পাঠঃ তদর্থস্ত জ্ঞানঞ্চ যজ্ঞো যেষাং তে, যত্নো যত্নপরাঃ, সৰ্ব্বেতে সম্যক্ শিতং তীক্ষ্ণকৃতং ব্রতং যেষাং তে ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য ।—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় । বিগত শ্লোকত্ৰয়ে পাঁচ প্রকার যজ্ঞের বিবরণ ব্যক্ত করিয়া, এক্ষণে এক শ্লোকে ছয় প্রকার যজ্ঞের বিবরণ বিবৃত করিতেছেন । শাস্ত্রসঙ্গত প্রণালীক্রমে দ্রব্য-ত্যাগই যাহাদের যজ্ঞ, তাঁহারাই দ্রব্যযজ্ঞ, অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত পূৰ্ণ ও দত্ত কৰ্ম্ম-পরায়ণ । স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে, “বাপী কূপ তড়াগাদি খনন, দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও উদ্যান স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য পূৰ্ণ নামে অভিহিত । শরণাগত জনের রক্ষাবিধান, সৰ্ব্বভূতের অহিংসা এবং বহির্বেদি * দানকার্য্য দত্ত নামে অভিহিত । শ্রুতিসঙ্গত ইচ্ছাখ্য কৰ্ম্মের ভাব “দৈবমেবাপরে যজ্ঞম্” (৪ অ, ২৫) ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যানকালে বিদ্যাস্ত ইহা আছে । অন্তর্বেদি দান

* অন্তর্বেদি ও বহির্বেদি । “নবৈতান্ সাতকান্ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণান্ ধর্ম্মভিক্ষুকান্ । নিঃসেভ্যো দেয়মেতেভ্যো দানং বিদ্যাবিশেষতঃ ॥ এতেভ্যো হি দ্বিজাগ্রেভ্যো দেয়মন্নং সদক্ষিণম্ । ইতরেভ্যো বহির্বেদি কৃতান্নং দেয়মুচ্যতে ॥ (মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ২৩ শ্লোক) । শেব শ্লোকের কুলুকভট্টের টীকা বধা ; এতেভ্যো নবেভ্যো ব্রাহ্মণগ্রেষ্ঠেভ্যোহন্তর্বেদি সদক্ষিণমন্নং দাতব্যং এতস্মাতিরিজেভ্যো পুনঃ সিদ্ধারং বহির্বেদি দেয়ভেনোপদিগুতে ধনদানে ত্বনিয়মঃ । ইহার ভাবার্থ বধা ; নর প্রকার ব্রাহ্মণ সর্বগ্রেষ্ঠ । উহাদিগকে অন্তর্বেদি অর্থাৎ যজ্ঞীয় বেদীর মধ্যে দক্ষিণা সহকারে অন্ন প্রদান করিবে । তদিতর সকলকে বহির্বেদিতে অর্থাৎ যজ্ঞীয় বেদীর বহির্ভাগে সিদ্ধার ভোজন করাইবে । অন্তর্বেদি দান ও বহির্বেদি দানের ইহাই প্রভেদ ।

আহারই অন্তর্ভূত । যে সকল তপস্বী কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি † তপকেই যজ্ঞরূপে
অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা তপোযজ্ঞ । চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ ।
যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি,
যোগের এই অষ্টাঙ্গ । “শ্রোত্রাদীনৌদ্দ্রিয়াণ্যন্তে” ইত্যাদি (৪ অধ্যায় । ২৬)
শ্লোক ব্যাখ্যানকালে প্রত্যাহারের বিষয় কথিত হইয়াছে । “আত্মসংযম-
যোগায়ো” ইত্যাদি (৪ অধ্যায় । ২৭ শ্লোকের শেষভাগ) স্থলে ধ্যান,
ধারণা ও সমাধির বিষয় বিবৃত হইয়াছে । “অপানে জুহ্বতি প্রাণম্” ইত্যাদি
পরবর্তী (৪ অধ্যায় । ২৯) শ্লোকের ব্যাখ্যানকালে প্রাণায়ামের বিষয়
বিবৃত হইবে । যম, নিয়ম, ও আসনের বিষয় এই স্থানে কথিত হইতেছে ।
অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ এই পঞ্চকে যম বলে ।
শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান এই পঞ্চকে নিয়ম বলে ।
পদ্ম, স্বস্তিকাদি স্থিরভাবে সুখসহকারে উপবেশনপ্রণালীকে আসন
বলে । এক্ষণে একে একে প্রত্যেকের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে । শাস্ত্র-
বিগর্হিত প্রাণিবধকে হিংসা বলে ; যে প্রাণী বধ করে, যাহার উদ্বোধে
প্রাণিবধ হয়, এবং যাহার অনুমোদনক্রমে তাহা অনুষ্ঠিত হয়, এই ভেদক্রমে
হিংসা ত্রিবিধ । যথার্থ-ভাষণই সত্য । শাস্ত্র-বিরুদ্ধ উপায়ে পরদ্রব্য গ্রহণ
স্তেয় । অশাস্ত্রীয় মৈথুন ব্যবহারকে অব্রহ্মচর্য্য বলে । শাস্ত্রনিষিদ্ধ উপায়ে
ভোগসাধন সামগ্রী গ্রহণের নাম পরিগ্রহ । এই সকলের নিবৃত্তিকে স্মৃতি-

† কৃচ্ছ্রব্রত । একৈকং গ্রাসমন্নীয়ং ত্র্যাহাণি ত্রিণি পূর্ব্ববৎ । ত্র্যাহকোপবসেদন্ত্যমতিকৃচ্ছ্রং চরন্
বিজঃ ॥ (সমুসংহিতা, ১১শ অধ্যায় । ২১৪ শ্লোক) প্রথমে তিন দিন দিবাভাগে এক এক গ্রাস,
পরে তিন দিন সায়ংকালে এক এক গ্রাস, তদনন্তর তিন দিন অবাচিতভাবে পূর্ব্ববৎ এক এক গ্রাস
ভোজন করিবে । শেষ তিন দিন উপবাস করিতে হইবে, ইহা অতিকৃচ্ছ্রব্রত । কৃচ্ছ্রসান্তপন, অতি-
কৃচ্ছ্র, তপ্তকৃচ্ছ্র ভেদে কৃচ্ছ্রব্রত অনেক প্রকার ।

চান্দ্রায়ণ । একৈকং হ্রাসয়েৎ শিঙং কৃষ্ণে গুরে চ বর্দ্ধয়েৎ । উপশুশংস্বিবর্ণমেতচ্চান্দ্রায়ণং
স্মৃতম্ । (সমুসংহিতা ১১শ অধ্যায় । ২১৭ শ্লোক) । সাং, প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নে ভ্রমণ করিয়া পৌর্ণমাসীতে
পঞ্চদশ গ্রাসমাত্র ভোজন করিতে হয় । তদনন্তর প্রতিপদাদি তিথিক্রমে এক এক গ্রাস হ্রাস করিয়া,
চতুর্দশীতে এক গ্রাসমাত্র ভোজন এবং অমাবস্তায় উপবাস করিতে হয় । পুনরায় গুরু প্রতিপদাদি
তিথিক্রমে এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া, পূর্ণমাসীতে পঞ্চদশ গ্রাস আহার করিবে । এইরূপ হইলে তাহা
পিপীলিকামধ্য চান্দ্রায়ণ নামে অভিহিত হয় । ব্যবস্যা চান্দ্রায়ণ, বতিমধ্য চান্দ্রায়ণ, শিঙচান্দ্রায়ণ
ইত্যাদি ভেদে চান্দ্রায়ণ নানাপ্রকার । চন্দ্রলোক-গমন ইহার ফল ।

শাস্ত্রে যম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। শৌচ বিবিধ; বাহ্য ও আভ্যন্তর। মুক্তিকা, শিলা, জল প্রভৃতির দ্বারা দেহকে পরিষ্কার করা ও হিতকর পরিমিত আহারাদি বাহ্য-শৌচ। মৈত্রী, করুণা ও মুদিতাদি দর্শন-শাস্ত্রোক্ত এই ভাবনাত্রয় দ্বারা চিত্ত বলবান হয়। এতদ্বারা চিত্তের মলিনতা প্রক্ষালন করার নাম আভ্যন্তর শৌচ। বিত্তমান ভোগোপকরণে পরিতৃপ্তি এবং অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষাহীনতার নাম সন্তোষ; ক্ষুৎপিপাসা, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা এবং মৌনাদি ব্রতের নাম তপ; মৌনব্রত বিবিধ; ইঞ্জিতেও স্বকীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত না করার নাম কাষ্ঠমৌন এবং কেবল শাক্যমাত্র ত্যাগ করার নাম মৌন। মোক্ষবিধায়ক শাস্ত্রাধ্যয়ন অথবা প্রণব মন্ত্রের জপকে স্বাধ্যায় বলে। ফল-নিরপেক্ষ-ভাবে কর্ম্ম সকল সেই পরম গুরু ভগবান্কে সমর্পণ করার নাম ঈশ্বর-প্রণিধান। পুরাণে যম ও নিয়মের কিছু আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু তৎসমস্তই উল্লিখিতরূপ যমনিয়মের অন্তর্ভূত। যাহারা এতদূশ যমনিয়ম-পরায়ণ, তাঁহারা ই যোগযজ্ঞ। ষথাবিধি বেদাভ্যাসপরায়ণতার নাম স্বাধ্যায়-যজ্ঞ। যুক্তি দ্বারা বেদার্থ নিশ্চয় করার নাম জ্ঞানযজ্ঞ। উল্লিখিতরূপ যত্নশীল দৃঢ়ব্রত মহাত্মগণ ব্রতযজ্ঞ নামে অভিহিত। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, “এই পঞ্চবিধ যম, জাতি, দেশ, কাল ও প্রয়োজন বিশেষ দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হইলে, সার্বভৌম মহাব্রতরূপে পরিগণিত হয়।” (পাতঞ্জলদর্শন, সাধনপাদ, ৩১ সূত্র।) যুগয়াকালে যুগ ব্যতীত অশ্ম কোন পশু-হিংসা না করা, হিংসা-বিষয়ে জাত্যবচ্ছিন্নতার দৃষ্টান্ত। তীর্থ-স্থানে হনন না করা, দেশাবচ্ছিন্নতার উদাহরণ। চতুর্দশী তিথি বা পুণ্যদিনে প্রাণি-হিংসা না করা, কালাবচ্ছিন্নতার দৃষ্টান্ত। ক্ষত্রিয়ের দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রয়োজনে হত্যা, বা যুদ্ধে হত্যা প্রয়োজনাবচ্ছিন্নতার উদাহরণ। এইরূপ বিবাহ উপলক্ষে মিথ্যা ভাষণ, আপৎকালে বা ক্ষুৎপিপীড়িত হইলে চৌর্য্য, ঋতুকালে পত্নীগমন, গুরুপ্রয়োজনে প্রতিগ্রহ ইত্যাদি সকল স্থলেই অবচ্ছিন্নতা দৃষ্ট হয়। এইরূপ অবচ্ছেদ থাকিলে, যমাদির পূর্ণানুষ্ঠান হয় না। সর্বজাতি, সর্বদেশ, সর্বকাল ও সর্বপ্রয়োজনে অব্যাহতভাবে নিরন্তর যমাদির অনুষ্ঠান করিলে, তবেই তাহা সার্বভৌম হয়। সকল অবস্থাতেই তৎসমূহ প্রকৃষ্ট যত্নসহকারে পরিপালন করিলে, মহাব্রতরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপ দৃঢ়ব্রত হইলে কাম, ক্রোধ, মোহ, মোহ

রূপ নরকদ্বারভূত প্রবৃত্তিচতুষ্টয়ের নিবৃত্তি হইবে। অহিংসা ও ক্ষমার দ্বারা ক্রোধের নিবৃত্তি, ব্রহ্মচর্য্যরূপ বস্তুবিচারের দ্বারা কামের নিবৃত্তি, অপরিগ্রহ ও অস্তেয় দ্বারা লোভের নিবৃত্তি, সত্যসম্ভূত যথার্থ জ্ঞানরূপ বিবেক দ্বারা মোহের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মূলীভূত সকল দুঃপ্রবৃত্তিই ক্ষান্ত ও নিবৃত্ত হয়।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিষ্ণুনাথের অভিপ্রায়। কোন কোন কর্ম্মযোগী শ্রায়ার্জ্জিত দ্রব্য দ্বারা দেবার্চনার প্রযত্ন করেন; কেহবা যোগাদির, কেহবা হোমের অনুষ্ঠান করেন; এই সকল ব্যক্তিই দেবযজ্ঞ। কেহ কেহ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান করেন; তাহাদিগকে তপোযজ্ঞ বলে। পুণ্যস্থান ও তীর্থক্ষেত্রপ্রাপ্তি এস্থলে যোগশব্দের লক্ষিত; যাঁহারা তীর্থাদি সঙ্গম-পরায়ণ, তাঁহারাই তপোযজ্ঞ। কেহ কেহ স্বাধ্যায়-পরায়ণ, কেহ কেহ স্বাধ্যায়ভ্যাস-পরায়ণ, কেহ কেহ তদর্থ জ্ঞানাভ্যাস-পরায়ণ ॥ ২৮ ॥

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেইপানং তথাপরে ।

প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥২৯॥

অর্থঃ ।—তথা অপরে অপানে (অধোরভৌ) প্রাণং (উর্দ্ধবৃত্তিঃ) জুহ্বতি (প্রক্ষিপন্তি) তথা প্রাণাপানগতী (উর্দ্ধাধোগতী) রুদ্ধা (কুন্তকেন নিরুদ্ধা) প্রাণে অপানং জুহ্বতি (কুন্তকং কুর্বন্তি) প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ (রেচকপূরককুন্তকাখ্য প্রাণায়ামতৎপরঃ) অপরে 'নিয়ত-াহারাঃ (মিতভোজিনঃ) প্রাণেষু প্রাণান্ জুহ্বতি (সর্ব্বে প্রাণা একী-কুর্বন্তি) ॥ ২৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—অন্যেরা অপানে প্রাণবায়ু নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ প্রাণ-অপানের-গতি নিরোধ করিয়া প্রাণায়ামনিরত অপরে আহার-সংযমী প্রাণসমূহকে প্রাণসমূহে হোম করেন ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—কোন কোন ব্যক্তি পূরক দ্বারা অপানে প্রাণকে,

কেহ কেহ বা রেচক দ্বারা প্রাণে অপানকে আছতি দিয়া থাকেন ।
কেহ কেহ বা প্রাণ ও অপানের গতি নিরোধ করিয়া প্রাণায়ামানুষ্ঠান
করিয়া থাকেন । অপরে মিতাহারী হইয়া প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুতে
ইন্দ্রিয় সকল সমর্পণ করেন ॥ ২৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য —কিঞ্চ অপান ইতি । অপানে অপানবৃত্তৌ জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি
প্রাণঃ প্রাণবৃত্তিং পূরকাধাং প্রাণায়ামং কুর্কন্তীত্যর্থঃ, প্রাণেহপানঃ তথাপরে জুহ্বতি
রেচকাধাঞ্চ প্রাণায়ামং কুর্কন্তীত্যেতৎ, প্রাণাপানগতৌ রুদ্ধা মুখনাসিকাভ্যাং বায়োনি-
র্গমনং প্রাণস্ত গতিস্তদ্বিপৰ্য্যয়েণাধোগমনমপানস্ত, তে প্রাণাপানগতৌ এতে রুদ্ধা নিরুধ্য
প্রাণায়ামপরায়ণাঃ প্রাণায়ামতৎপর্য্যঃ কুন্তকাধাং প্রাণায়ামং কুর্কন্তীত্যর্থঃ । কিঞ্চ
অপর ইতি অপরে নিয়তাহারা নিয়তঃ পরিমিত আহারো যেষাং তে নিয়তাহারাঃ সন্তঃ
প্রাণান্ বায়ুভেদান্ প্রাণভেদেষেব জুহ্বতি, যন্ত যন্ত বায়োর্জয়ঃ ক্রিয়তে ইতরান্ বায়ুভেদাৎ-
তন্মিহ জুহ্বতি তে তত্র প্রবিষ্টা ইব ভবন্তি ॥ ২৯ ॥

আনন্দগিরি ।—প্রাণায়ামাধাং যজ্ঞমুদাহরতি কিঞ্চেতি । প্রাণায়ামপরায়ণাঃ
সন্তো রেচকং পূরকঞ্চ কৃৎস্না কুন্তকং কুর্কন্তীত্যাহ প্রাণেতি । প্রাণাপানয়োর্গতৌ স্বাস-
প্রশ্বাসৌ নিরুধ্য কিং কুর্কন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ কিঞ্চেতি । প্রাণাপানগতিনিরোধরূপং
কুন্তকং কৃৎস্না পুনঃ পুনর্বায়ুজয়ং কুর্কন্তীত্যর্থঃ । আহারস্ত পরিমিতত্বং হিতত্বমধ্যাহ্নোপলক্ষ-
ণার্থম্ । প্রাণানাং প্রাণেষু হোমমেব বিভজ্যতে যজ্ঞেতি । জ্বিতেষু বায়ুভেদেষুজিতানাং
তেষাং হোমপ্রকারং প্রকটয়তি তে তজ্জেতি ॥ ২৯ ॥

রামানুজ ।—অপান ইতি । অপরে কৰ্ম্মযোগিনঃ প্রাণায়ামেষুদুষ্ঠানং কুর্কন্তি তে
চ ত্রিবিধাঃ পূরক-রেচক-কুন্তকভেদেন, অপানে জুহ্বতি প্রাণমিতি পূরকঃ প্রাণেহপানমিতি
রেচকঃ প্রাণাপানগতৌ রুদ্ধা প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতীতি কুন্তকঃ । প্রাণায়ামপরেষু
ত্রিষপানুযজ্যতে নিয়তাহারা ইতি ॥ ২৯ ॥

হনুমান্ ।—অপান ইতি । অপানে অপানবায়ৌ প্রাণঃ জুহ্বতি উপাসনয়া
প্রাণহোমং সম্পাদয়ন্তীত্যর্থঃ, প্রাণবায়ৌ অপানঃ জুহ্বতি, যথাক্রৌ স্বতাদিকং, তথা
হোমং ধ্যানেন সম্পাদয়ন্তি । কথং ভূতাঃ সন্তঃ প্রাণচাপানশ্চ তয়োর্গতৌ প্রাণ-
পানগতৌ রুদ্ধা নিরুধ্য প্রাণায়ামপরায়ণাঃ প্রাণায়ামঃ পরমরনং স্থিতিযেষাং তে প্রাণায়াম-
পরায়ণাঃ, অপরে যোগিনঃ নিয়তঃ সঙ্কুচিতঃ আহারো ভোজনং যেষাং যে নিয়তাহারা
অনশনলক্ষণেন তপসি ব্যবস্থিতা ইত্যর্থঃ । প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি প্রাণহোমং ধ্যানেন
সম্পাদয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ অপানে ইতি । অপানেহধোবৃত্তৌ প্রাণমূর্দ্ধবৃত্তিং পূরকেণ জুহ্বতি
পূরককালে প্রাণমপানেত্বেকীকুর্কন্তি, তথা কুন্তকেন প্রাণাপানয়োৰুদ্ধাধোগতৌ রুদ্ধা

রেচককালেহপানং প্রাণে জুহ্বতি, এবং পুরককুন্তকরেচকৈকঃ প্রাণায়ামপরায়ণা অপরে ইত্যর্থঃ । কিঞ্চ অপরে ইতি ! অপরে আহারসঙ্কোচমভ্যাস্তস্তঃ স্বয়মেব জীৰ্যমাণে-
ষিজ্জিয়েষু তদ্বদ্বিজ্জিয়বৃত্তিলয়ং হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ । যদ্বা অপানে জুহ্বতি প্রাণঃ প্রাণে-
হপানং তথাপর ইত্যনেন পুরকরেচকয়োরাবর্ত্ত্যমানয়োহঁসঃ সোহহমিত্যনুলোমতঃ প্রাতি-
লোমতঃচাভিব্যজ্যমানেনাজপামস্ত্রেণ তত্শব্দার্থকাং ব্যতীহারেণ ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ । তদ্বক্তৃ-
যোগশাস্ত্রে, “সকারেণ বহির্থাতি হকারেণ বিশেষং পুনঃ । প্রাণস্তত্র সএবাহমহং স ইতি
[হংস ইত্যনুচিন্তয়েৎ] চিন্তয়েৎ ” ইতি । প্রাণাপানগতী রুদ্ধেত্যনেন শ্লোকেন প্রাণায়ামযজ্ঞা
অপরে কথ্যস্তে, তত্রায়মর্থঃ, “যৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈর্জলেনৈকং প্রপূরয়েৎ । মারুতস্ত
প্রচারার্থং চতুর্ধমবশেষয়েৎ ।” ইত্যেবমাদিবচনোক্তো নিয়ত আহারো যেষাং তে কুন্তকেন
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণসংযমনপরায়ণাঃ সন্তঃ প্রাণানিজ্জিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি, কুন্তকেন
হি সর্বৈ প্রাণা একীভবন্তি, তত্রৈব লীয়েমানেষিজ্জিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ । তদ্বক্তৃ-
যোগশাস্ত্রে “যথা যথা সদাত্যাসাম্মনসঃ স্থিরতা ভবেৎ । বায়ুবাঙ্করদৃষ্টীনাং স্থিৰতা
চ তথা তথা ॥” ইতি ॥ ২৯ ॥

বলদেব ।—কিঞ্চাপানে ইতি । তথাপরে প্রাণায়ামপরায়ণান্তে ত্রিধা অধো-
বৃত্তাবপানে প্রাণমূৰ্দ্ধবৃত্তিঃ জুহ্বতি । পুরকেণ প্রাণমপানেন সর্হেকীকৃষ্তি । তথা
প্রাণেহপানং জুহ্বতি রেচকেনাপানং প্রাণেন সর্হেকীকৃত্য বহিনির্গময়ন্তি । যথা
প্রাণাপানয়োর্গতী খাসপ্রখাসৌ কুন্তকেন রুদ্ধা বর্ত্তন্ত ইতি । আন্তরস্ত বায়োর্নাসান্ত্রেন
বহিনির্গমঃ খাসঃ প্রাণস্ত গতিঃ, বিনির্গতস্ত তস্তান্তঃপ্রবেশঃ প্রখাসঃ অপানস্ত গতিঃ,
তয়োনিরোধঃ কুন্তকঃ । স দ্বিবিধঃ, বায়ুমাপূর্য্য খাসপ্রখাসয়োনিরোধোহস্তঃকুন্তকঃ,
বায়ুং বিরোচ্য তয়োনিরোধো বহিঃকুন্তকঃ, অপরে নিয়তাহারা ভোজনসঙ্কোচমভ্যাস্তঃ
প্রাণান্ ইজ্জিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি । তেষ্মন্যাহারেণ জীৰ্যমাণেষু তদায়ত্তবৃত্তিকানি তানি
বিষয়গ্রহণাক্ষমাণি তপ্তায়োনিষিক্তোদবিন্দুবৎ তেষেব বিলীয়ন্তে ॥ ২৯ ॥

মধুসূদন ।—প্রাণায়ামযজ্ঞমাহ অপান ইত্যাদি সার্কেন । অপানেহপানবৃত্তৌ জুহ্বতি
প্রক্ৰিপন্তি, প্রাণঃ প্রাণবৃত্তিঃ বাহ্যবায়োঃ শরীরভ্যন্তরপ্রবেশেন পুরকার্থঃ প্রাণায়ামং কূর্ষ-
ন্তীত্যর্থঃ । প্রাণেহপানং তথাপরে জুহ্বতি শরীরবায়োর্বহিনির্গমনেন রেচকার্থঃ প্রাণায়ামং
কূর্ষন্তীত্যর্থঃ । পুরকরেচককথনেন চ তদবিনাভূতো দ্বিবিধঃ কুন্তকোহপি কথিত এব,
যথাশক্তি বায়ুমাপূর্য্যান্তরং খাসপ্রখাসনিরোধঃ ক্রিয়মাণোহস্তঃকুন্তকঃ, যথাশক্তি সর্বং বায়ুং
বিরোচ্যান্তরং ক্রিয়মাণো বহিঃকুন্তকঃ, এতৎপ্রাণায়ামত্রয়ানুবাদপূর্ব্বকং চতুর্থং কুন্তকমাহ
প্রাণাপানগতী মুখনাসিকাত্যামান্তরস্ত বায়োর্বহিনির্গমঃ খাসঃ প্রাণস্ত গতিঃ, বহিনির্গত-
স্তান্তঃপ্রবেশঃ প্রখাসোহপানস্ত গতিঃ, তত্র পুরকে প্রাণগতিনিরোধঃ, রেচকেহপানগতিনি-
রোধঃ, কুন্তকে তৃত্বগতিনিরোধ ইতি ক্রমেণ যুগপচ্চ খাসপ্রখাসাধ্যে প্রাণাপানগতী রুদ্ধা
প্রাণায়ামপরায়ণাঃ সন্তোহপরে পূর্ব্ববিলক্ষণাঃ নিয়তাহারাঃ আহারনিয়মাদিযোগসাধন-

বিশিষ্টাঃ, প্রাণেষু বাহ্যভ্যন্তরকুস্তকাভ্যাসনিগৃহীতেষু প্রাণান্ জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্মেন্দ্রিয়রূপান্
 জুহ্বতি, চতুর্থকুস্তকাভ্যাসেন বিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ। তদেতৎ সর্কং ভগবতা পতঞ্জলিনা
 সংক্ষেপবিস্তারভ্যাং হৃদিতং, তত্র সংক্ষেপন্থত্রং “তস্মিন্ সতি স্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদ-
 লক্ষণঃ প্রাণায়ামঃ” ইতি। তস্মিন্নাসনে স্থিরে সতি প্রাণায়ামোহন্থষ্ঠেয়ঃ, কৌদৃশঃ স্বাসপ্রশ্বা-
 সয়োর্গতিবিচ্ছেদলক্ষণঃ, স্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ প্রাণাপানধর্ম্মরোধা গতিঃ পুরুষপ্রযত্নমন্তরেণ
 স্বাভাবিকপ্রবহণং ক্রমেণ যুগপচ্চ পুরুষপ্রযত্নবিশেষণং তস্ত বিচ্ছেদো নিরোধ এব লক্ষণং
 স্বরূপং যন্ত স তথেন্দি। এতদেব বিবৃণোতি “বাহ্যভ্যন্তরস্তত্ত্ববৃত্তির্দেশকালসম্ব্যাপ্তিঃ
 পরিদৃষ্টো দীর্ঘস্থলঃ” ইতি। বাহ্যগতিনিরোধরূপত্বাৎ বাহ্যবৃত্তিঃ পুরকঃ, আন্তরগতি-
 নিরোধরূপত্বাভ্যন্তরবৃত্তী রেচকঃ। কৈশ্চিত্তু বাহ্যশব্দেন রেচক আন্তরশব্দেন চ পুরকো
 ব্যাখ্যাতঃ, যুগপত্তরগতিনিরোধঃ স্তত্ত্ববৃত্তিঃ কুস্তকঃ। তদ্বক্তং, “যত্রোভয়োঃ স্বাস-
 প্রশ্বাসয়োঃ সক্রদেব বিধারকাৎ প্রযত্নাদভাবো ভবতি ন পুনঃ পূর্ব্ববদাপূরণ-
 প্রযত্নোপবিধারণং, নাপি রেচকপ্রযত্নোপবিধারণং, কিন্তু যথা তথ উপলৈ নিহিতং জলং
 পরিপুষ্যাৎ সর্কতঃ সঙ্কোচমাপত্ততে এবময়মপি মারুতো বহনশীলো বলবদ্বিধারক-
 প্রযত্নাবরুদ্ধক্রিয়ঃ শরীরএব স্থলভূতোহবতিষ্ঠতে, ন তু পুরগতি যেন পুরকঃ ন তু
 রেচগতি যেন রেচক ইতি ত্রিবিধোহয়ং প্রাণায়ামো দেশেন কালেন সংখ্যয়া চ
 পরীক্ষিতো দীর্ঘস্থলসংজ্ঞো ভবতি, যথা ঘনীভূতস্থলপিণ্ডঃ প্রৈমার্ধ্যমাণো বিরলতয়া দীর্ঘঃ
 স্থলশ্চ ভবতি, তথা প্রাণোহপি দেশকালসম্ব্যাপ্তিকোনোভ্যন্তরাণো দীর্ঘো দুর্লভতয়া স্থলোহপি
 সম্পত্ততে। তথাহি হৃদয়ান্নিগৃহীতা নাসাগ্রসম্মুখে দ্বাদশাঙ্গুলপর্য্যন্তে দেশে স্বাসঃ সমাপ্যতে,
 তত এব চ পরাবৃত্তা হৃদয়পর্য্যন্তং অবিশ্রীতি স্বাভাবিকী প্রাণাপানয়োর্গতিঃ, অভ্যাসেন তু
 ক্রমেণ নাভেরাধারস্থারা নির্গচ্ছতি নাসাস্তশ্চতুর্কিংশতাজুলপর্য্যন্তে ষট্জিংশদজুলপর্য্যন্তে
 বা দেশে সমাপ্যতে, এবং প্রবেশোহপি ভাবানবগম্যবাঃ, তত্র বাহ্যদেশব্যাগ্ধিনির্কীতে দেশে
 ঈষীকাদিস্থলজুলক্রিয়ানুমানতব্যা, আন্তরমপি পিণ্ডীলিকা স্পর্শসদৃশেন স্পর্শেনানুমানতব্যা,
 সেয়ং দেশপরীক্ষা, তথা নিমেষক্রিয়াবচ্ছিন্নস্ত কালস্ত চতুর্থো ভাগঃ ক্ষণন্তেযামিন্নস্তাবধা-
 রণীয়া, স্বজ্ঞানমণ্ডলং পাশিনা ত্রি পরামৃষ্য ছোটিকাবচ্ছিন্নঃ কালো মাত্রা তাভিঃ ষট্জিংশ-
 স্ত্রাজ্জাভিঃ প্রথম উদ্যাতো মন্ডঃ, সএব দ্বিগুণীকৃতো দ্বিতীয়ো মধ্যঃ, সএব ত্রিগুণীকৃততৃতী-
 যস্তীত্র ইতি নান্ভিমূল্যং প্রেরিতস্ত বায়োর্কিরিচ্যমানস্ত শিরস্তভিহননমুদ্যাত ইত্যুচ্যতে,
 সেয়ং কালপরীক্ষা, সম্ব্যাপরীক্ষা চ প্রণবজপাবৃত্তিতেদেন বা, সম্ব্যাপরীক্ষা স্বাসপ্রবেশগণ-
 নয়া বা, কালসম্ব্যায়োঃ কথঞ্চিৎসেদবিবক্ষুরা পৃথগুপভাসঃ। যতপি কুস্তকে দেশব্যাগ্ধিনির্বাগ-
 ম্যতে তথাপি কালসম্ব্যাব্যাগ্ধিরবগম্যত এব, স থদয়ং প্রতাহমভ্যাস্তো দিবসপক্ষমাসাদি-
 ক্রমেণ দেশকালপ্রচরব্যাগ্ধিতয়া দীর্ঘঃ পরমনৈপুণ্যসমাধিগমনীয়তয়া চ স্থল ইতি নিরূপি-
 তত্রিবিধঃ প্রাণায়ামঃ।” চতুর্থং কুলভূতং হৃদয়তি স্ব “বাহ্যভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ” ইতি।
 বাহ্যবিষয়ঃ স্বাসো রেচকঃ অভ্যন্তরবিষয়ঃ প্রশ্বাসঃ পুরকঃ বৈপরীত্যং তাবৃত্তাবপেক্ষা

সকৃৎসলবধিধারকপ্রযত্নবশাদ্ভবতি, বাহ্যভ্যন্তরভেদেন দ্বিবিধত্বীয় কুস্তকঃ, তাবুভাবনপেক্ষ্যব কেবল কুস্তকাভ্যাসপাটবৈনাসকৃৎসত্ত্বং প্রযত্নবশাদ্ভবতি চতুর্থঃ কুস্তকঃ, তথাচ বাহ্যভ্যন্তর-বিষয়াক্ষেপীতি তদনপেক্ষ ইত্যর্থঃ । অত্রা ব্যাখ্যা বাহ্যো বিষয়ো দ্বাদশাস্তাদিরাত্যন্তরো বিষয়ো হৃদয়নাভিচক্রাদিঃ, তৌ যৌ বিষয়বাক্ষিপ্য পর্যালোচ্য যঃ স্তম্ভরূপো গতিবিচ্ছেদঃ স চতুর্থঃ প্রাণায়াম ইতি । তৃতীয়স্ত বাহ্যভ্যন্তরৌ বিষয়াবপর্যালোচ্যোব সহসা ভবতি ইতি বিশেষঃ । এতাদৃশশ্চতুর্বিধঃ প্রাণায়ামোহপানে জুহ্বতি প্রাণমিত্যাदिনা সার্ধেন শ্লোকেন দর্শিতঃ ॥ ২৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—একাদশং যজ্ঞমাহ অপানে ইতি । অপরে অপানে অপানবৃত্তৌ জুহ্বতি প্রাক্ষিপন্তি, প্রাণঃ প্রাণবৃত্তিং পূরকাখ্যঃ প্রাণায়ামঃ কূর্ক্সতীত্যর্থঃ, তথা প্রাণে চ অপানং প্রাক্ষিপন্তি রেচকাখ্যঃ প্রাণায়ামঃ কূর্ক্সতীত্যর্থঃ, প্রাণাপানগতী রুদ্ধা মুখনাসিকাভ্যং বায়োনির্গমনং প্রাণস্ত গতিঃ, তদ্বিপর্যায়েরণাধোগমনং অপানস্ত গতিঃ, তে প্রাণাপানগতী, এতে রুদ্ধা নিরুধ্য প্রাণায়ামপরায়ণাঃ প্রাণায়ামতঃপরঃ কুস্তকাখ্যঃ প্রাণায়ামঃ কূর্ক্সতীত্যর্থঃ । দ্বাদশং যজ্ঞমাহ অপর ইতি । নিয়তো নিগৃহীত আহারো বিষয়ভোগো-যেষ্টে নিয়তাহারাঃ বৈরাগ্যাদিমন্তঃ প্রাণান্ (অত্র সমনস্কানৌজিরাণি প্রাণশঙ্কেন গৃহ্যন্তে দ্বিতীয়াস্তপ্রাণশঙ্কেন শ্রোত্রাদৌনি বাগাদৌনি চ গৃহ্যন্তে) । তান্ প্রাণান্ প্রাণেষু মনশ্চিত্তাহ-কারেঘটঃকরণবৃত্তিভেদেষু বুদ্ধেঃ প্রাক্ গৃহীতত্বাৎ অগ্রহণম্ জুহ্বতি প্রেবিলাপয়ন্তি, ইজ্জিরাণি সকলান্নকে মনসি সংহত্যা মনোহপি স্মরণান্নকে চিত্তে সংহত্যা তদপি অহঙ্কারে সংহরন্তি, স চাভিমানরূপোহহঙ্কারোহভিমন্তব্যাভাবাৎ স্বয়মেব দত্তেক্কনানলবদ্বিলীয়তে । তত্র যেষাং সমাধিবুদ্ধিরস্তি তে আভিমানিকাঃ বুদ্ধিযোগিত্যঃ পূর্ক্সোক্তেভ্যো নিরুপ্তাঃ, অত-এব এতান্ প্রকৃত্যোক্তং বায়বীয়ে, “সংস্রজ্জাভিমানিকাঃ” ইতি সহস্রং মনস্তরানীত্যাহুযজঃ । ভৌতিকস্ত যোগোহত্র নোক্তঃ, যদহুষ্ঠাত্ত্বান্ প্রকৃত্য তত্রৈবোক্তং, “ভৌতিকাস্ত শতং পূর্ণম্” ইতি, অত্রাপি শতং মনস্তরানীত্যাহুযজ্ঞনীয়ম্ ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—অপান ইতি । অপরে প্রাণায়ামনিষ্ঠাঃ, অপানে অধোবৃত্তৌ প্রাণঃ উর্দ্ধবৃত্তং জুহ্বতি, পূরককালে প্রাণমপানেনৈকীকূর্ক্সন্তি, তথা রেচককালে অপানং প্রাণে জুহ্বতি, কুস্তককালে প্রাণাপানর্যোগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণা ভবন্তি । অপরে ইজ্জিরাণ্যকামাঃ, নিয়তাহারাঃ অন্নাহারাঃ, প্রাণেষু আহারসঙ্কোচনেনৈব জীর্ধামাণেষু প্রাণান্ ইজ্জিরাণি জুহ্বতি, ইজ্জিরাণাং প্রাণাধীনবৃত্তিত্বাৎ প্রাণদৌর্কল্যে সতি স্বয়মেব স্বস্ববিষয়গ্রহণাসমর্থানৌজিরাণি প্রাণেষুেব লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য ।—শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায় । কেহ কেহ অধোগামী অপান বায়ুতে উর্দ্ধগামী প্রাণবায়ুর পূরকদ্বারা হোম করেন; অর্থাৎ পূরককালে অপান ও প্রাণ উভয়কেই এক করেন । কেহ বা কুস্তকদ্বারা

প্রাণ ও অপান বায়ুর উর্দ্ধ ও অধোগতি রোধ করিয়া, রেচককালে প্রাণ বায়ুতে অপান বায়ুর হোম করেন ; অর্থাৎ কেহ কেহ এইরূপ পূরক, কুস্তক ও রেচকদ্বারা প্রাণায়াম * তৎপর হন । কেহ কেহ আহার সংযম অভ্যাস করিয়া, স্বয়ং জ্যোৎস্না ও শক্তিবিশীন ইন্দ্রিয়গণের তত্ত্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তি লয়রূপ হোমের ভাবনা করেন । অথবা অপানে প্রাণের হোম, এবং প্রাণে অপানের হোম, এতদনুসারে পূরক ও রেচকের আবর্তনদ্বারা, অমূলোম ও বিলোমক্রমে, হংসরূপে প্রকাশমান অজ্ঞপা মন্ত্রের জপ করেন । পূরককালে ‘হং’ এবং রেচককালে ‘সঃ’ এই মন্ত্র স্বতঃ নিঃসৃত হয়, তাহারই বিপরীত অর্থাৎ রেচককালে ‘সঃ’ এবং পূরককালে ‘হং’ হইলে “সোহং” হয় । এই মন্ত্র ইচ্ছাপূর্বক জপ না করিলেও মনুষ্যের শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা স্বয়ং নিঃসৃত হয় বলিয়া, ইহার নাম অজ্ঞপা মন্ত্র । এতদুপায়ে তত্ত্বমসি নামক মহাবাক্যস্থ তৎ ও ত্বম্পদার্থের অভেদ ভাব তাঁহারা ব্যতীহার দ্বারা ভাবনা করেন ; অর্থাৎ একবার আমিই ব্রহ্ম ও আর একবার সেই ব্রহ্মই আমি ইত্যাকার চিন্তা করেন । যোগশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে, “সকারের দ্বারা বহির্গমন করে এবং হকারের দ্বারা পুনরাগমন করে ।” প্রাণাপানের গতিরোধ দ্বারা প্রাণায়াম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় । “উদরের দুইভাগ অন্নদ্বারা পূর্ণ করিবে, একভাগ জলের দ্বারা পূরণ করিবে, এবং অবশিষ্ট একভাগ বায়ু সঞ্চারের নিমিত্ত পদার্থান্তরে অনধিকৃত রাখিবে ।” ইত্যাদি বচনানুসারে

* প্রাণায়াম ।—প্রাণায়াম স্বধর্ম-নিষ্ঠ দ্বিজগণের সর্বস্বধন ও সর্বশাস্ত্রের সারস্বরূপ । প্রাণায়ামের প্রকৃত সাধন সৎগুরুর নিকট হইতে শিখিতে হয় ; তাহা লিখিয়া বুঝাইতে পারা যায় না । তথাপি উপনিষৎ আদি শাস্ত্র, প্রাণায়ামের বিষয় বৈরাগ্য বলিয়াছেন, তাহা যথাযথ নিয়ে লিখিত হইতেছে । প্রাণায়াম এই শব্দটির অর্থ পর্যালোচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ দেখা যায় যে, প্রাণ+আরাম=প্রাণায়াম । প্রাণ শব্দের অর্থ বায়ুবিশেষ ; আর আরাম শব্দের অর্থ বিবৃত্তি । সেই প্রাণের যে আরাম অর্থাৎ বিবৃত্তি করণ, (অর্থাৎ আনন্দপ্রাপ্তি কেশ পর্যাঙ্ক নিরোধ করণ) তাহারই নাম প্রাণায়াম । এই বিষয় একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চবিধ বায়ুর বিষয় অগ্রে জানা উচিত । প্রধানতঃ বায়ু পঞ্চবিধ ; প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান । (মতান্তরে নাদ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নাম ভেদে আরও পাঁচটা বায়ু প্রসিদ্ধ আছে) । “প্রাণ আদ্যো হৃদিস্থানে অপানস্ত পুনর্গদে । সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠমাত্রিতঃ ॥ ৩৪ ॥ ব্যানঃ সর্বেষু চাক্ষুঃ সর্বা ব্যাহৃত্য-তিষ্ঠতি ॥ ৩৫ ॥ (অমৃতবিন্দু উপনিষৎ) । অন্তরে চ । যদি প্রাণো গুহ্যংপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ । উদানঃ কণ্ঠদেশে চ ব্যানঃ সর্বশরীরগঃ ॥ অন্নপ্রবেশনং মুত্রাহারসর্গোহরবিচালনম্ । ভাবধারিনিমেবাধি তথ্যাপ্যুদারঃ

বাঁহারা পরিমিতাহার করেন, তাঁহারা কুস্তকদ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ুর গতিরোধ করিয়া প্রাণসংযম-পরায়ণ হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রূপ প্রাণসমূহকে প্রাণরূপ বায়ুসমূহে হোম করেন। কুস্তকদ্বারা সকল প্রাণ একাকার হইয়া যায় এবং তাহাতেই ইন্দ্রিয়গণও লীয়মান হইয়া থাকে। এই ব্যাপারকেই তাঁহারা হোমরূপে ভাবনা করেন। যোগশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে, “সদাভ্যাস হেতু যেমন যেমন যোগী ব্যক্তির মনের স্থিরতা জন্মিবে, বায়ু, বাক্য, দেহ ও দৃষ্টিরও সেই সেইরূপ স্থিরতা হইবে।”

শ্রীমদামানুজাচার্যের অভিপ্রায়। কর্মযোগিগণ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। প্রাণায়াম পূরক, রেচক ও কুস্তকভেদে ত্রিবিধ। ‘অপানে জুহ্বতি প্রাণম্’ ইহাই পূরক, ‘প্রাণে অপানম্’ ইহাই রেচক, প্রাণ-পানের গতিরোধ করিয়া প্রাণাপানের হোমই কুস্তক।

শ্রীমদ্ব্যাসসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। এক্ষণে সার্বক শ্লোক দ্বারা প্রাণায়াম যজ্ঞের বিবরণ কথিত হইতেছে। অপান বৃত্তিতে প্রাণবৃত্তির প্রক্ষেপ অর্থাৎ শরীরাত্ম্যস্তরে বাহ্যবায়ু প্রবেশ করাইলে পূরক নামক প্রাণায়াম হয়। প্রাণ বৃত্তিতে অপান বৃত্তির প্রক্ষেপ অর্থাৎ শরীর বায়ু নির্গমন করাইলে, রেচক নামক প্রাণায়াম হয়। আর শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিনিরোধ করিয়া বায়ুর ধারণার নাম কুস্তক। (শ্রীমৎ টীকাকার মহোদয় অতঃপর ভগবান্ পতঞ্জলিকৃত যোগশাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সমুদ্ধৃত করিয়া প্রাণায়ামতত্ত্ব বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। নিম্নে টিপ্পনী মধ্যে পাতঞ্জল দর্শনের সেই অংশ উদ্ধৃত ও যথেষ্টরূপে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ॥ ২৯ ॥

ক্রমাদগী । (ভরতঃ) । অর্থাৎ হৃদিস্থিত বায়ুই প্রাণ ; অনাদি ভোজন এই প্রাণ-বায়ু দ্বারাই সংসাধিত হয় । মূত্রপূরীষাদির উৎসর্গ-দ্বারা স্থিত বায়ুই অপান ; মূত্রাদি ত্যাগই এই বায়ুর কার্য্য । ‘নাভিদেশস্থিত বায়ুর নাম সমান ; উক্ত অনাদির পরিপাক সাধন এই বায়ুর দ্বারাই হয় । উদান বায়ুর স্থান কণ্ঠদেশ ; উৎক্রমণ (চেকুর তোলা), ভাবণ (কথা কওয়া) প্রভৃতি এই বায়ুর কার্য্য । ব্যান বায়ু সর্বশরীরেই অবস্থিত ; নিমেষ (চক্ষের পাতা গড়া) প্রভৃতি এই বায়ুরই কার্য্য । এই পঞ্চ বায়ুর মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ুই শ্রেষ্ঠ । যথা ; ‘প্রাণোহপানঃ সমানন্দোদানো ব্যানশ্চ পঞ্চমঃ । নাগঃ কুর্শ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১ ॥ দশ নামানি মুখ্যানি মনোজ্ঞানীহ শাস্ত্রকে । কুর্শ্চি তেহজ কার্য্যাণি প্রেরিতানি স্বকর্শ্চিৎ ॥ ২ ॥ অত্রাপি বায়বঃ পঞ্চ মুখ্যাঃ স্যাদর্শনতঃ পুনঃ । তত্রাপি শ্রেষ্ঠকর্ত্তারো প্রাণাপানো মনো-

সর্বৈহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥

নায়াং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃকুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

অনয় ।—এতে সর্বৈ (পূর্বোক্তপ্রকারাঃ) যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞজ্ঞাঃ) যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ (যজ্ঞৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং পাপং যেষাং তে) যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজাঃ (যজ্ঞাবশেষরূপং অমৃতশব্দবাচ্যং অন্নং ভুঞ্জতে যে তে) সনাতনং (নিত্যং) ব্রহ্ম যান্তি (গচ্ছতি, প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ৩০ ॥ কুরু-সত্তম (কৌরবশ্রেষ্ঠ) অযজ্ঞস্য (উক্তানাং যজ্ঞানাং একোহপি নাস্তি যস্য সঃ অযজ্ঞঃ তস্য) অয়ং লোকঃ (সামান্যস্থতসাধনঃ মনুষ্যালোকঃ) ন অস্তি কুতঃ অন্যঃ (বহুস্থতসাধনঃ পরলোকঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ৩১ ॥

প্রতিশব্দ ।—এই সকল যজ্ঞজ্ঞাতা যজ্ঞ-বিনষ্ট-পাপ যজ্ঞাবশেষ-রূপ-অমৃতভোজী নিত্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ॥ ৩০ ॥ কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞবিরহিতের এই লোক নাই কোথায় অপর ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা—যে সকল ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান-তৎপর, যজ্ঞ-ানুষ্ঠান-জনিত ক্ষয়িত-পাপ এবং অমৃতস্বরূপ যজ্ঞাবশেষ ভোজনরত, তাঁহারা নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই লাভ করেন । যাঁহারা কোন যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহারা যৎসামান্য স্থতবিধায়ক এই মনুষ্যালোক হইতেই পরিভ্রষ্ট, স্ততরাঃ তাঁহাদের বহুস্থতাত্মক পরলোক লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই ॥ ৩০ ॥

বিতো ॥ ৬ । (শিবসংহিতা, তৃতীয় পটল) । মার্কণ্ডেয় ঋষির মতে, এই প্রাণ ও অপানের যে নিরোধ, তাহারই নাম প্রাণায়াম । যথা ; প্রাণাপাননিরোধস্ত প্রাণায়াম ইতি শ্রুতঃ” (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) । গরুড়পুরাণেও অভিহিত আছে, প্রাণায়াম শব্দের অর্থ “মরুজ্জয়” অর্থাৎ বায়ুকে জয় করা । যথা ; “আসনং পদ্মকোমলং প্রাণায়ামো মরুজ্জয়ঃ” (গরুড় পুরাণ, চতুর্থ অধ্যায়) । বিষ্ণুপুরাণে অভিহিত আছে যে, “অভ্যাস দ্বারা প্রাণবায়ুকে যে বশীভূত করা, তাহার নাম প্রাণায়াম ।” যথা ; প্রাণাধ্যায়নিলং বস্ত্রমভ্যাসং কুরুতে তু যৎ । প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ * * * (বিষ্ণুপুরাণ, ৬ অংশ, ৭ অধ্যায়) । এইরূপে সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাক্য ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, অর্থতঃ প্রাণায়াম বলিতে, বায়ু-নিরোধ বা বায়ু-জয়কে বুঝায় । এখন দেখা যাউক যে, প্রাণকে নিরোধ বা জয় করিবার প্রয়োজন

শঙ্করাচার্য্য ।—সৰ্ব ইতি । সৰ্ব্বেহপোতে বজ্রবিদো বজ্রক্লিয়তকন্মবাঃ যজ্ঞ-
যথোক্তৈঃ ক্লিয়তো নাশিতো কন্মবো যেষাং তে বজ্রক্লিয়তকন্মবাঃ, এবং যথোক্তান্ বজ্ঞান্
নির্কৰ্ত্ত্য যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো বজ্ঞানাং শিষ্টং যজ্ঞশিষ্টং যজ্ঞশিষ্টঞ্চ তদমৃতঞ্চ যজ্ঞশিষ্টামৃতং তৎ
ভূজত ইতি যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যথোক্তান্ বজ্ঞান্ কৃত্বা তচ্ছিষ্টেন কালেন যথা বিধিচোদিত-
মন্নমমৃতার্থাং ভূজত ইতি যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যান্তি গচ্ছন্তি ব্রহ্ম সনাতনং চিরন্তনম্,
মুমুক্শবশ্চেৎ কালাতিক্রমাপেক্ষয়েতি শব্দসামৰ্থ্যাৎ গম্যতে । নারয়মিতি । নারং লোকঃ
সৰ্বপ্রাণিসাধারণোহ্যপ্যন্তি, যথোক্তানাম্ বজ্ঞানামেকোহপি যজ্ঞো যন্ত নাস্তি সোহযজ্ঞন্তস্ত
কৃতোহন্তো বিশিষ্টসাধনসাধাঃ কুরুসন্তম ! ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরি ।—প্রকৃতান্ বজ্ঞানুপসংহরতি সৰ্ব্বেহপীতি । যথোক্তবজ্ঞনির্কৰ্ত্ত-
নানন্তরং কৌণে কন্মবে কিং শ্রাদিত্যাশঙ্ক্যাহ এবমিতি । যথোক্তানাং বজ্ঞানাং মথো
কেনচিদপি বজ্ঞেনাবিশেষিতস্ত পুরুষস্ত প্রত্যাবায়ং দর্শয়তি নারয়মিতি পাদান্তরেণ ।
কথং যথোক্তবজ্ঞানুষ্ঠায়িনামবশিষ্টেন কালেন বিহিতারভূজাং ব্রহ্ম প্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্য
মুমুক্শুসে সতি চিন্তণ্ডদ্ধিহায়েত্যাহ মুমুক্শবশ্চেদिति । তৎ কিমিদানীং সাক্ষাদেব মোক্ষো
বিবক্ষিতঃ, তথা চ গতিশ্রুতিবিরোধঃ শ্রাদিত্যাশঙ্ক্য গতিনির্দেশসামৰ্থ্যাৎ ক্রমমুক্তিরজ্ঞাতি-
প্রোতেত্যাহ কালাতীতি । তৃতীয়ং পাদং ব্যাচষ্টে নারয়মিতি । বিবক্ষিতং কৈমুক্তিকল্পায়মাহ
কৃত ইতি । সাধারণলোকাভাবে পুনরসাধারণলোকপ্রাপ্তিদূরনিরন্তেত্বার্থঃ । যথোক্তেহৰ্থে
বুদ্ধিসমাধানং কুরুকুলপ্রধানশার্দ্ধুনস্ত অনার্যাসলভ্যমিতি বক্তুং কুরুসন্তমেতুক্তম্ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

রামানুজ ।—সৰ্ব্বে ইতি । দ্রব্যযজ্ঞপ্রভৃতিপ্রাণায়ামপৰ্য্যন্তেষু কৰ্ম্মযোগভেদেষু
অসমীহিতেষু প্রবৃত্তা এতে সৰ্ব্বে “সহযজ্ঞেঃ প্রজাঃ সৃষ্টাঃ” ইত্যভিহিতমহাযজ্ঞপূৰ্বকনিত্য-
নৈমিত্তিককৰ্ম্মরূপযজ্ঞবিদন্তগ্নিষ্ঠান্ততএব ক্লিয়তকন্মবাঃ । যজ্ঞশিষ্টামৃतेन শরীরধারণং কুৰ্ব্বন্ত
এব কৰ্ম্মযোগে ব্যাপৃতাঃ সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি । নারয়মিতি । অযজ্ঞস্ত মহাযজ্ঞাদি-
পূৰ্বকনিত্যনৈমিত্তিককৰ্ম্মরহিতস্ত নারং লোকঃ ন [প্রাকৃতলোকঃ প্রকৃতলোকসম্বন্ধি-
ধৰ্ম্মার্থার্থকামার্থাঃ পুরুষার্থঃ স ন সিধ্যতি] প্রাকৃতলোকসম্বন্ধী প্রাকৃতেষ্বন্তি যো
ধৰ্ম্মার্থকামার্থাঃ পুরুষার্থঃ সন্ বিদ্যতে, কৃত ইতোহন্তো মোক্ষার্থাঃ পুরুষার্থঃ পরমপুরুষার্থতয়া
মোক্ষস্ত প্রস্তুতত্বাদিতরপুরুষার্থোহয়ং লোক ইতি নির্দিষ্টতে স হি প্রাকৃতঃ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

কি, আর উদ্দেশ্যই বা কি । এরূপ প্রশ্নের উত্তরে যোগশাস্ত্র বলেন যে, “বায়ু চকল থাকিলে চিন্তাও
চকল থাকে, বায়ু নিশ্চল হইলে চিন্তাও নিশ্চল হয় । যাহার চিন্তা এইরূপ নিশ্চল হয়, তিনি দীর্ঘ-জীবন
ও ঈশিদ্বাদি সিদ্ধি লাভ করেন ; হুতরাং সকলেরই অভ্যাস দ্বারা বায়ু-নিরোধ করা অবশ্য কর্তব্য ।
আরও বলিয়াছেন যে, প্রাণ-বায়ু বতকণ দেহে অবস্থিতি করে, ততকণেরই নাম জীবন । আর সেই
প্রাণ-বায়ুর বিক্ৰমণের নামই মরণ ; হুতরাং সেই প্রাণ-বায়ুক নিরোধ করা কর্তব্য ।” যথা ;
“চলে বাত্বে চলং চিন্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ । যোগী দ্বাগুৰ্য্যামোতি ততো বায়ু নিরোধয়েৎ ॥ ২ ॥

হনুমান্ ।—সৰ্কে ইতি । সৰ্কেহপ্যেতে যজ্ঞবিদঃ যজ্ঞোপাসকাঃ, যজ্ঞশ্চ শিষ্টঃ যজ্ঞশিষ্টমেষামৃতং “যজ্ঞশিষ্টং তথামৃতম্” ইতি ক্রয়তে । অতো যজ্ঞবিদো যজ্ঞোপরিশাণ্ডাঃ সন্তঃ পরীক্ষাভ্যর্থং যদভুঞ্জতে তৎযজ্ঞশিষ্টামৃতভুঞ্জানা ইত্যর্থঃ । যান্তি গচ্ছন্তি ব্রহ্ম সনাতনং নিতাম্, অযজ্ঞশ্চ পুংসঃ অন্নমপি লোকো নাস্তি বিশিষ্টযজ্ঞাবমানত্বাৎ, কুতোহন্তঃ পরলোকোহনেকসাধনসাধ্যযজ্ঞাদিসাধ্যত্বাৎ, যজ্ঞঃ প্রযুক্ততঃ কার্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর ।—তদেবমুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ সৰ্কেহপ্যেতে ইতি । যজ্ঞান্ বিন্ধতি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদো যজ্ঞজ্ঞা ইতি বা যজ্ঞৈঃ ক্রয়িতং নাশিতং কন্মবাঃ যৈঃ যজ্ঞান্ কৃৎবাশিষ্টকালেহনিষিক্ষমন্নমমৃতরূপং ভুঞ্জত ইতি, তথা যে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারেণ প্রাপ্নুবন্তি । তদকরণে দোষমাহ নায়মিতি । অন্নমন্নস্থখোহপি সন্মুখ্য-লোকোহযজ্ঞশ্চ যজ্ঞানুষ্ঠানরহিতশ্চ নাস্তি কুতোহন্তো বহুস্থখঃ পরলোকঃ, অতো যজ্ঞাঃ সৰ্কেণা কৰ্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

বলদেব ।—এতে ঋষির্দ্বিত্ববিজ্ঞরকামাঃ সৰ্কেহপীতি । যজ্ঞবিদঃ পূৰ্ব্বোক্তান্ দৈবাদি-যজ্ঞান্ বিন্ধমানা তৈরেব যজ্ঞৈঃ ক্রয়িতকন্মবাঃ । অননুসংহিতং ফলমাহ যজ্ঞশিষ্টেতি । যজ্ঞশিষ্টং যদমৃতমন্নাদি ভোগৈর্ঘর্য্যাসিক্যাদি চ তদুজ্ঞানাঃ । অনুসংহিতং ফলমাহ যান্তীতি । তৎসাধ্যেন জ্ঞানেন ব্রহ্মেতি প্রাপ্তং । তদকরণে দোষমাহ নায়মিতি । অযজ্ঞশ্চোক্তযজ্ঞ-নুষ্ঠাতুরয়ং প্রাকৃতো লোকস্তত্তত্তান্নিবর্গো নাস্তি, অন্তো মোক্ষলভ্যো লোকঃ কুতঃ স্তাৎ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

মধুসূদন ।—তদেবমুক্তানাং দ্বাদশনাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ সৰ্কে ইতি । যজ্ঞান্ বিদন্তি জ্ঞানন্তি বিন্ধন্তি লভন্তে যেতি যজ্ঞবিদো যজ্ঞানাং জ্ঞাতারঃ কৰ্ত্তারশ্চ, যজ্ঞৈঃ পূৰ্ব্বোক্তৈঃ ক্রয়িতং নাশিতং কন্মবাঃ যেহাং তে যজ্ঞক্রয়িতকন্মবাঃ যজ্ঞান্ কৃৎবাশিষ্টকালেহ-ন্নমমৃতশব্দবাচ্যং ভুঞ্জত ইতি যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ তে সৰ্কেহপি সন্মুখ্যজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ যান্তি

যাবদায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবনমুচ্যতে । মরণং তন্ত নিকৃষ্টিত্বতো বায়ুং নিরোধয়েৎ ॥ ৩ ॥ (হঠযোগ-প্রদীপিকা—ঋতীর উপদেশ) । গোরক্ষসংহিতায় অভিহিত আছে যে, প্রাণায়াম-পরায়ণ ব্যক্তি অল্পকাল-মধ্যেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন । যথা ; “অল্পকালে ভবেৎ প্রাজ্ঞঃ প্রাণায়ামপরায়ণঃ ॥” ২৩২ ॥ (গোরক্ষ-সংহিতা, অধ্যায়ঃ) যেহুগসংহিতাগ্রন্থের ৫৪ উপদেশ ৫৬ শ্লোকে প্রাণায়ামের অশেষবিধ খেচরদ্বারা গুণ বর্ণিত আছে । ফলতঃ প্রাণায়াম বা অনিল জয় দ্বারা সর্ববিধ সিদ্ধিই লাভ করিতে পারা যায় । আর এক কথা, যেহুগসংহিতায় অভিহিত আছে যে, “হংকারেণ বহির্বাতি সকারেণ বিশেষ পুনঃ । ষট্-শতানি দিব্যারাত্রৌ সহস্রাণ্যেব বিংশতিঃ । অজপানাম গায়ত্রীং জীবো জপতি সর্বদা ॥ ৬৩ ॥ মূলধারে যথা হংসস্তথা হি হৃদিপঙ্কজে । তথা নাসাপটুঘ্নে ত্রিবিধং সঙ্গমগমম্ ॥ ৬৪ ॥ বরবত্যঙ্গুলীমানং পরীরং কৰ্ম্মরূপকম্ । দেহাবহির্গতো বায়ুঃ স্বভাবো দ্বাদশাঙ্গুলিঃ ॥ ৬৫ ॥ শরনে বোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতিঃ তথা । চতুর্বিংশাঙ্গুলীঃ পানঃ ত্রিংশাঙ্গুলিঃ । মৈথুনে ষট্‌ত্রিংশাঙ্গুলং ব্যায়ানে চ ততোহ-ধিকম্ ॥ ৬৬ ॥ স্বভাবোহস্ত গতে ন্যূনে পূর্ণমায়ুঃ প্রযুক্ততে । আয়ুক্রেমেধিকে প্রোক্তো ন্যাক্রতে চান্তরী-ধিকম্ ॥ ৬৭ ॥

ব্রহ্ম সনাতনং নিত্যং সংসারানুচ্যত ইত্যর্থঃ । এবমবশ্যে গুণমুক্তা ব্যতিরেকে দোষমাহ
নারমিত্যর্থেন । উক্তানাং যজ্ঞানাং মধ্যেহন্ততমোহপি যজ্ঞো যন্ত নাস্তি সোহযজ্ঞন্তত
অরমন্নস্থো মনুষ্যালোকো নাস্তি সর্বনিন্দ্যত্বাৎ, কুতোহন্তো বিশিষ্টসাধনসাধ্যঃ পরলোকঃ
হে কুরুসত্তম ! ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—সর্বে ইতি । সর্বেহপোতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞলক্ষ্যারো যজ্ঞেন ক্রিয়িতং
কন্মবং যেবাং তে তথাবিধা ভবন্তি, সর্বে যজ্ঞাঃ কন্মবক্ষ্যাম্যৈব ভবন্তি ন পুনঃ
সাক্ষ্যোক্ত্যেত্যর্থঃ । সর্বেষামেতেবাং মধ্যেহন্ততমমপ্যনুষ্ঠাতুমশক্তং প্রতি প্রাহ যজ্ঞেতি ।
যজ্ঞাঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞাঃ তেভাঃ শিষ্টমবশিষ্টমরমমৃত্যাং যে ভুঞ্জতে তেহপি চিত্তশুদ্ধিদ্বারা
সনাতনং ব্রহ্ম বাঞ্ছি প্রাপ্নবন্তি, অব্যক্তত্ব পূর্বোক্তেষু দ্বাদশব্রহ্মতমো বা নিত্যঃ পঞ্চ বা
যন্ত যজ্ঞা ন সন্তি স অব্যক্তঃ, তন্ত অরমপি লোকো নাস্তি পরলোকঃ আত্মলোকো বা
কুতো ভবেন্ন কৃতশ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ ।—বিষয়গ্রহণাদযজ্ঞবিদাং ফলমাহ সর্বে ইতি । সর্বেহপোতে যজ্ঞবিদঃ
উক্তলক্ষণান্ যজ্ঞান্ বিন্দমানাঃ সন্তঃ জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্ম যান্তি । অত্রাননুসংহিতং ফলমাহ
যজ্ঞশিষ্টং যজ্ঞাবশিষ্টং যদব্রুতং ভোগৈশ্বর্যাসিদ্ধাদিকং তদ্ভুক্তীতেতি । তথা অনুসংহিতং
ফলমাহ ব্রহ্ম যান্তীতি । তদকরণে প্রত্যাবায়মাহ নারমিতি । অরমন্নস্থো মনুষ্যালোকোহপি
নাস্তি কুতোহন্তো দেবাদিলোকন্তেন প্রাপ্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য ।—পূর্বে ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের বৃত্তান্ত বিবৃত
হইয়াছে ; এক্ষণে তাহার ফল বর্ণিত হইতেছে । যাঁহারা যজ্ঞের মহিমা
জ্ঞাত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান-তৎপর হইয়াছেন, যজ্ঞানুষ্ঠান হেতুঁ যাঁহাদের পাপ-
সমূহ বিদূরিত হইয়াছে এবং যাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া অবশিষ্ট কালে অমৃত-
রূপ অনিবিদ্ধ অন্নভোজন করেন, তাঁহারা সকলেই সম্বৎসরজিনিত জ্ঞানলাভ
দ্বারা সংসারবন্ধন বিনির্মুক্ত হন এবং চরমে সেই সনাতন পরম পুরুষ
ব্রহ্মকে লাভ করেন । এইরূপে অল্পে যজ্ঞপরায়ণগণের শুভ কীর্তন করিয়া

গতে ৮৭ ॥ তন্মাৎ প্রাণে স্থিতে দেশে নরণং নৈব জারতে ॥ ৭৮ ॥ (বৈবসংহিতা, পঞ্চম উপদেশ)
ইহার স্থলার্থ, মনুষ্য দিবারাত্র একুশ হাজার ছয় শত বার হংসমত বা অজপা গায়ত্রী জপ করিয়া
থাকে । বায়ুর বহির্গমন (বাস) কালে “হং” এই শব্দ এবং অভ্যন্তরে প্রবেশ (প্রবাস) কালে “সঃ”
এই শব্দ সমুচ্চারিত হয় । এই “হংস” শ্রীধার ও হৃদয়মধ্যস্থিত অনাহত চক্রে ও নাসারন্ধ্রে ঘরে গমনাগমন
করে । স্বাভাবিকঃ এই বায়ু বাসকালে নাসাগ্রভাগ হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি দূরে গমন করে । বৈধুনাদি
কর্ণে উক্ত বায়ু দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান হইতে দূরতর প্রদেশে গমন করে । বায়ু বত দূরে গমন
করে, আরও সেই পরিমাণে কীর্ণ হইয়া থাকে । আর অভ্যাস দ্বারা বায়ুর স্বাভাবিক গতির
(বায়ুশক্তি পরিমিত স্থান পর্যন্ত গমনের) দ্বারা হ্রাস করিয়া দিলে, পরমায়ু প্রবর্ধিত হয় । এইরূপ

এক্ষণে ব্যতিরেকে তদ্বিরহিত ব্যক্তিগণের দোষ সংঘোষিত করিতেছেন ।
উল্লিখিত যজ্ঞসমূহের মধ্যে কোন যজ্ঞই বাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না,
হে কোরবশ্রেষ্ঠ ! সেই সর্বত্র নিন্দাভাজন অধমব্যক্তি এই অকিঞ্চিৎকর
সুখসম্পদপূর্ণ মনুষ্যালোকেই বঞ্চিত । এই নরলোকে যজ্ঞ ভিন্ন আর কিছুই
নাই । এতাদৃশ যজ্ঞ বাহার পক্ষে নাই, তাহার পক্ষে এ লোকও নাই ।
এইরূপ সুখস্বরূপ যজ্ঞ বিমুখ হইয়া, এই নরলোকেই যে ব্যক্তি বঞ্চিত হয়,
বিশিষ্ট সাধন-সাধ্য পরলোকপ্রাপ্তির আশা তাহার আর কোথায় আছে ?
অতএব এই নরলোকে মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা সকলের
পক্ষেই নিতান্ত আবশ্যক । “কুরুসত্তম” এই সম্বোধন দ্বারা ইহাই সূচিত
হইতেছে যে, উল্লিখিত বিষয়ে বুদ্ধি সমাধানপূর্বক তদনুরূপ কার্য সম্পাদন
করা কুরু-কুল-প্রধান অর্জুনের পক্ষে কখনই কঠিন নহে ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।

কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বান্বেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

অর্থ ।—ব্রহ্মণঃ (বেদশাস্ত্র) মুখে (দ্বারে) এবং (পূর্বোক্তাঃ)
বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ (বিস্তৃতরূপেণ বিহিতাঃ) তান্ সর্বান্
(যজ্ঞান্) কর্মজান্ (কায়িকবাচিকমানসকর্মজনিতান্) বিদ্ধি
(জানীহি) এবং (ইত্যাকাররূপং) জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে (সংসারবন্ধনাং
বিমুক্তো ভবিষ্যসি) ॥ ৩২ ॥

প্রতিশব্দ ।—বেদের মুখে পূর্বোক্তরূপ অনেক প্রকার যজ্ঞ বিহিত
হইয়াছে, সে সকল কর্মজনিত জানিবে ; এইরূপ জানিয়া মুক্ত
হইবে ॥ ৩২ ॥

বায়ুর আভাবিক পতিরোধের নামই প্রাণরোধ বা প্রাণায়াম । এই প্রাণায়াম সাধন দ্বারা প্রাণ-বায়ু
দেহেই থাকিয়া যায় ; অতঃপর প্রাণায়াম সাধকের দেহ হৃদয়মুখে নিপতিত হয় না । শ্রীমদ্ভগবত শাস্ত্রেও
কথিত আছে যে, “যিনি হাস অর্থাৎ বহির্গমনশীল বায়ুকে জয় করিয়াছেন, এবজুত যোগী অচিরে সিদ্ধি
লাভ করেন ।” বলা ; “জিতেন্দ্রিয়স্ত যুক্তস্ত জিতহাসস্ত যোগিনঃ । যদ্বি ধারয়তশ্চেতঃ উপতিষ্ঠতি সিদ্ধয়ঃ ॥”
এইরূপে সর্ববিধ শাস্ত্রেই প্রাণায়ামের উপকারিতাবিবয়ক ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় । এখন দেখা যাউক

৩০ শ্লোক পাঠান্তর ।—যজ্ঞকপিত কথ্যবাঃ ।

ব্যাখ্যা ।—পূর্বোক্তরূপ বহুবিধ যজ্ঞের বৃত্তান্ত ব্রহ্মরূপী বেদ দ্বারা বিস্তৃতরূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে ; তৎসমস্তই বাহ্মনঃকায়-কৰ্ম্ম-জনিত । যজ্ঞ-সমূহের এতাদৃশ স্বরূপ পরিজ্ঞান-হেতু জ্ঞান-নিষ্ঠ হইলে সংসার-বন্ধন হইতে বিনিৰ্ম্মুক্ত হইতে পারিবে ॥ ৩২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—এবমিতি । এবং যথোক্তা বহুবিধা বহুপ্রকারা যজ্ঞা বিততা বিত্তীর্ণা ব্রহ্মণো বেদস্ত মুখে দ্বারে বেদদ্বারোণাবগম্যমানাঃ ব্রহ্মণো মুখে বিততা উচ্যন্তে, তদ্ব্যথা “বাচি হি প্রাণঃ জুহমঃ” ইত্যাদয়ঃ কৰ্ম্মজান্ কায়িকবাচিকমানসকৰ্ম্মোক্তবান্ বিদ্ধি তান্ সৰ্ব্বাননাশ্রজান্ নির্কীয়াপারো হ্যাত্মা অতএব জাত্বা মোক্ষসংস্ফুটভাং ন মধ্যাপারো ইমে নির্কীয়াপারোহমুদাসীন ইত্যেবং জাত্বান্মাং সম্যগ্দর্শনাং মোক্ষ্যসে সংসারবন্ধনা দিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

আনন্দগিরি ।—উক্তানাং যজ্ঞানাং বেদমূলত্বেনোৎপ্রেক্ষানিবন্ধনং নিরশ্রুতি এব-মিতি । আশ্রয়ব্যাপারসাধ্যত্বমুক্তকৰ্ম্মণামাশঙ্ক্য দুষয়তি কৰ্ম্মজানিতি । আশ্রনো নির্কীয়াপারত্ব-জ্ঞানে ফলমাহ এবমিতি । কথং যথোক্তানাং যজ্ঞানাং বেদস্ত মুখে বিত্তীর্ণত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ বেদদ্বারোণেতি । আশ্রনোহবগম্যমানত্বমেবাদাহরতি তদ্ব্যথেনিতি । “এতদ্বস্ত্র বৈ তৎপূর্বে বিদ্বাস আচ্ছঃ” ইত্যুপক্রম্যাধ্যয়নাদ্যক্ষিপ্য হেত্বাকাঙ্ক্ষায়ামুক্তং বাচি হীতি । জ্ঞানশক্তি-মদ্বিষয়ে ক্রিয়াক্রিয়াক্তিমদ্রুপসংহারোহত্র বিবক্ষিতঃ, “প্রাণে বা বাচং যো হেব প্রভবঃ স এবাপারঃ” ইতি বাক্যমাদিশঙ্ক্যর্থঃ, জ্ঞানশক্তিমতাং ক্রিয়াক্রিয়াক্তিমতাং বাহ্যোক্তোৎপত্তি-প্রলয়দ্বাং তদভাবেনাধ্যয়নাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । কৰ্ম্মণামাশ্রয়ব্যাপারজ্ঞাত্বাভাবে হেতুমাহ নির্কীয়াপারো হীতি । তস্ত চ নির্কীয়াপারত্বং ফলবজ্জজ্ঞাতব্যমিত্যাহ অত ইতি । এবং জ্ঞানমেব জাপয়ন্ উক্তং ব্যানক্তি নেত্যাদিনা ॥ ৩২ ॥

রামানুজ ।—এবমিতি । এবং হি বহুপ্রকারাঃ কৰ্ম্মযোগাঃ ব্রহ্মণো মুখে বিততা আশ্রয়ব্যাপারব্যাপ্যাপ্তিসাধনতয়া স্থিতান্তাহুক্তলক্ষণাহুক্তভেদান্ কৰ্ম্মযোগান্ সৰ্ব্বান্ কৰ্ম্মজান্ বিদ্ধি অহরহরহুজীৰ্যমাননিত্যনৈমিত্তিককৰ্ম্মসক্তান্ বিদ্ধি, এবং জাত্বা যথোক্ত প্রকারোণাহুষ্ঠায় বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

যে, প্রাণ-বায়ুকে কিরূপে নিরোধ বা জয় করিতে পারা যায় । অমৃতবিন্দু উপনিষদে লিখিত আছে যে, “প্রাণায়ামৈর্দেহদোষান্ ধারণাভিষ্ঠ কিম্বিষম্ । কিম্বিষম্ করং নীড়া রুচিরকৈব চিন্তয়েৎ ॥ ৮ ॥ রুচিরে রেচককৈব বায়োরাবর্ষণং তথা । প্রাণায়ামাত্মনঃ প্রোক্তা রেচক-পূরক-কুন্তকাঃ ॥ ৯ ॥ সব্যাহতিং সপ্রণবং পায়জীং শিরসা সহ । ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়াম্ স উচ্যতে ॥ ১০ ॥ এতেষাং নারায়ণবিরচিতা দীপিকা চ । মনোহরং রুচিরং গুরুপদটিং রূপং । চিন্তয়েৎ ধ্যানেৎ । রুচিরে চিন্ত্যমানে সতি রেচকং কুর্বাৎ, চ-কারাৎ কুন্তকম্, তথা বায়োঃ আবর্ষণম্ অন্তর্দমনং কুর্বাৎ । প্রাণায়ামাঃ নিরোধাঃ, জয়ঃ ত্রিবিধাঃ । প্রাণায়াম বস্ত্রমাহ সব্যাহতিমিতি । ব্যাহতিশিরসোপি সপ্রণবত্বং বোদ্ধব্যম্ ; তদুক্তম্ । “এতা এতাং সৈদেভেদ ভৈষেভির্দর্শভিঃ সহ । ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়াম্ স উচ্যতে ॥ ইতি । এতাঃ সপ্তব্যাহতীঃ,

হনুমান্ —এবমিতি । এবমুক্তপ্রকারেণ বহুবিধা বহুপ্রকারা যজ্ঞা বিততী
বিস্তীর্ণা ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ মুখে আশ্বে, এতে যজ্ঞাঃ পরমাত্মানং প্রতাসন্নান্নান্না ব্রতী
ইত্যর্থঃ ৭ তাংস্চ যজ্ঞান্ কৰ্ম্মজ্ঞান্ বায়নঃ কায়কৰ্ম্মাত্মনঃ স্বলয়ভূতাত্মনঃ শুদ্ধকূটস্থ-
রূপত্যাং ॥ ৩২ ॥

শ্রীধর ।—জ্ঞানযজ্ঞঃ স্তোতুমুক্তান্ যজ্ঞানুপসংহরতি এবং বহুবিধা ইতি । ব্রহ্মণো
বেদস্ত মুখে বিততা বেদেন সাক্ষাদ্বিহিতা ইত্যর্থঃ, তথাপি তান্ সৰ্ব্বান বায়নঃ কায়কৰ্ম্ম-
জ্ঞানিতানাশ্বরূপসংস্পর্শরহিতান্ বিদ্ধি জানীহি, আত্মনঃ কৰ্ম্মণোহগোচরত্যাং । এবং জ্ঞাত্বা
জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ সংসারাদিমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩২ ॥

বলদেব ।—এবমিতি । ব্রহ্মণো বেদস্ত মুখে বিততাঃ বিবিদ্ধাস্থপ্রাপ্তিপায়তয়া
স্বমুখেনৈব তেন ক্ষুটমুক্তাঃ । কৰ্ম্মজ্ঞানিতি বাঙ্মনঃ কায়কৰ্ম্মজ্ঞানিতানিত্যর্থঃ । এবং জ্ঞাত্বা
তদুপায়তয়া তেনোক্তান্ তানববুধ্যাহুষ্ঠায় তত্ৎপন্নবিজ্ঞানেনাবলোকিতাস্বদয়ঃ সংসারা-
দ্বিমোক্ষাসে ॥ ৩২ ॥

মধুসূদন ।—কিঙ্করা স্মোৎপ্রেক্ষামাত্রৈণৈবমুচ্যতে, ন হি বেদ এবাত্র প্রমাণমিত্যাহ
এবমিতি । এবং যথোক্তা বহুবিধা বহুপ্রকারা যজ্ঞাঃ সৰ্ব্ববৈদিকশ্রেয়ঃসাধনরূপা বিততা
বিস্তৃতা ব্রহ্মণো বেদস্ত মুখে দ্বারে বেদদ্বারেণৈব তেহবগতা ইত্যর্থঃ । বেদবাক্যানি
তু প্রত্যেকং বিস্তরভয়ান্নোদাহ্রিয়ন্তে, কৰ্ম্মজ্ঞান্ কায়িকবানিকমানসকৰ্ম্মোক্তবান্ বিদ্ধি
জানীহি, তান্ সৰ্ব্বান যজ্ঞানান্নজ্ঞান্ নির্ব্যাপারো হ্যাত্মা ন তদ্ব্যাপারা এতে, কিন্তু নির্ব্যা-
পারোহহমুদাসীন ইত্যেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষাসেহস্মাৎ সংসারবন্ধনাদিতি শেষঃ ॥ ৩২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবমিতি, ব্রহ্মণো বেদস্ত মুখে দ্বারে বেদদ্বারেণৈব বিততাঃ বিস্তারিতা
শুকভিরূপদিষ্টা ইত্যর্থঃ, কৰ্ম্মজ্ঞান্ কায়িকমানসিককৰ্ম্মজ্ঞান্ ন তু নৈককৰ্ম্মরূপান্ এবং
জ্ঞাত্বা অস্মাদশুভাৎ মোক্ষাসে তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণৈত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ ।—এবমিতি । ব্রহ্মণো বেদস্ত মুখে বেদেন :স্বমুখেনৈব স্পষ্টমুক্তা ইত্যর্থঃ ।
কৰ্ম্মজ্ঞান্ বায়নঃ কায়কৰ্ম্মজ্ঞানিতান্ ॥ ৩২ ॥

এতাং গায়ত্রীং ; এতেন শিরসা, এতিঃ প্রণবঃ ; শক্তৌ সত্যং ত্রিঃ পঠেৎ, অশক্তৌ তু সত্ৱং পঠেৎ ॥”
ইহার স্থলার্থ, প্রাণায়াম তিন প্রকার, রেচক, পুরক ও কুন্তক । প্রথমতঃ, গুরুপদটি মনোহর রূপ চিন্তা
করিতে করিতে প্রণব ও সপ্ত ব্যাহতি সহিত সম্যকরূপে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ পুরক করিবে, পরে
এরূপে কুন্তক করিবে এবং তদনন্তর রেচক করিবে । পুরক, কুন্তক ও রেচক, এই তিনটি অনুষ্ঠিত হইলেই
একটি পূর্ণ প্রাণায়াম হয় । ব্রাহ্মণগণ বৈদিক সন্ধ্যা করিবার সময় যে প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করেন,
তাহা এই প্রাণায়ামের অন্তর্গত । কি বৈদিক, কি বোগী, কি তাত্ত্বিক, সকলেরই প্রাণায়ামে এই ত্রিবিধ
কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, কিন্তু বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগের কিছু কিছু ভেদ আছে মাত্র । সর্বশাস্ত্রেই
দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাণায়াম দ্বারা প্রথমতঃ নাড়ীশুদ্ধি সম্পন্ন হয় । হঠযোগপ্রদীপিকা দ্বিতীয়
উপদেশ সমস্ত শ্লোক হইতে এবং বিধি প্রাণায়ামের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । এইরূপ প্রাণায়াম করিতে

তাৎপর্য্য ।—যজ্ঞ সমূহের প্রশংসা কেবল যে আমিই উৎপ্রেক্ষা সহকারে কীর্ত্তন করিতেছি, এমন নহে; বেদেও এতদ্বিষয়ক যথেষ্ট প্রামাণিক নিদর্শন আছে। পূর্ব্বোক্তরূপ বহুবিধ যজ্ঞ সর্ব্বপ্রকার বৈদিক শ্রেয়োলাভের হেতুভূত। তৎসমূহের বিস্তারিত বিবরণ বেদশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে; তদ্বারা আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান হয় বলিয়া, ব্রহ্মা স্বয়ং তাহা স্মৃষ্টীকৃত করিয়াছেন। বেদের দ্বারাই যজ্ঞের তত্ত্ব সমস্ত পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ব্রহ্মারূপ বেদ-মুখে (বেদ ও ব্রহ্ম সমানার্থ, কোষশাস্ত্রে ইহা নির্দিষ্ট আছে) পরিজ্ঞান হয় যে, যজ্ঞ সমূহ কৰ্ম্মজ্ঞ অর্থাৎ কায়িক, বাচনিক ও মানসিক বিবিধ কৰ্ম্মের দ্বারা উদ্ভূত। বেদে এতদ্বিষয়ক বিস্তর প্রমাণ আছে। কোন যজ্ঞই আত্মার দ্বারা অন্তুষ্ঠিত হয় না; কারণ, আত্মা নির্ব্যাপার। স্তূতরাং আত্মা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নির্লিপ্ত; এইরূপ জ্ঞানকে হৃদয়ে স্থাপিত করিলে, সমাগদর্শন সিদ্ধ হইবে এবং অশুভ সংসার-বন্ধন হইতে বিনিৰ্ম্মুক্ত হইবে ॥ ৩২ ॥

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ।

সৰ্ব্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

অর্থ ।—পরন্তপ (শত্রুতাপন) দ্রব্যময়াৎ (দ্রব্যসাধনসাধ্যাৎ) যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ (জ্ঞানরূপো যজ্ঞঃ) শ্রেয়ান্ (প্রশস্ততরঃ) পার্থ সৰ্ব্বং অখিলং (নিঃশেষং) কৰ্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে (পর্য্যবস্তুতি) ॥ ৩৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—শত্রু-নাশন দ্রব্য-সাধ্য যজ্ঞের অপেক্ষা জ্ঞান-যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; কোন্তেয়, যাবতীয় নিরবশেষ কৰ্ম্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত ॥ ৩৩ ॥

করিতে প্রকৃত প্রাণারাম আপনা আপনিই হইরা থাকে। যোগশাস্ত্র অষ্টবিধ কৃন্তককেই বিশেষতঃ কেবলীকৃন্তককে প্রকৃত প্রাণারাম শব্দে শব্দিত করেন। এখন দেখা যাউক, কোন্ শাস্ত্র প্রাণারামের কিরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। “যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব আসনৈশ্চ হুগংঘতঃ। নাড়িত্ত্বদ্বিজ তৎকৃত্বা প্রাণারামঃ ততঃ কুরু ॥ (বাজবল্ক্য)। ততশ্চ দক্ষাক্ষুণ্ঠেন নিরুধ্য পিজলাং হৃদীঃ। ইড়রা পুরয়েদ্বায়ুং যথাশক্ত্যা তু কুন্তয়েৎ ॥ ২৪ ॥ ততস্ত্যজ্জ্বা পিজলরা শনৈরেব ন বেগতঃ। পুনঃ পিজলরাপূৰ্ণ্য যথাশক্ত্যা তু কুন্তয়েৎ ॥ ইড়রা রেচয়েদ্বায়ুং ন বেগেন শনৈঃ শনৈঃ। (শিবসংহিতা, তৃতীয় পটল) মারাবীজং বোড়শধা জপ্ত্বা বায়েন বায়ুনা। পুরয়েদ্বায়ুনো দেহং চতুঃষষ্ঠ্যাঙ্ক কুন্তয়েৎ ॥ কনিষ্ঠানাম্বিকাক্ষুণ্ঠৈর্দ্ব্যব্দ্বা ন্যদাধরং হৃদীঃ। ষাট্রিংশতা জপন্ বীজং বায়ুং দক্ষেণ রেচয়েৎ ॥ ১—২-১২০ ॥ (মহানির্ঝাপতন্ত্রম্

ব্যাখ্যা ।—হে অরাতি-দলন অর্জুন ! পূর্বোক্ত সকলই দ্রব্য-
সাধ্য যজ্ঞ । এরূপ যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান-যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ ; কারণ, যাবতীয়
ফল-সহকৃত কর্ম নিঃশেষরূপে জ্ঞানেরই অন্তর্নিহিত ॥ ৩৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—“ব্রহ্মার্পণম্” ইত্যাদিশ্লোকেন সমাগদর্শনস্ত যজ্ঞঃ সম্পাদিতম্,
যজ্ঞাচ্চ অনেকবিধা উপদিষ্টান্তে: সিদ্ধপুরুষার্থপ্রয়োজনৈর্জ্ঞানং তুর্য্যতে কথং শ্রেয়ানিতি ।
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াং দ্রব্যসাধনসাধ্যাং যজ্ঞাং জ্ঞানযজ্ঞ: হে পরস্তপ: ! দ্রব্যময়ো হি যজ্ঞ: কল-
স্তারম্ভকো ন জ্ঞানযজ্ঞ: ফলস্তারম্ভকোহত: শ্রেয়ান্ প্রশস্ততর:, কথং ? যত: সর্বং কর্ম সমস্ত-
মখিলং অপ্রতিবন্ধং পার্থ ! জ্ঞানে মোক্ষসাধনে সর্বত: সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে পরিশ্রমাপ্যভেদ-
স্তর্ভবতীত্যর্থ: । “যথা কৃত্য বিজিতায়াধরেয়া: সংযন্ত্যেবমেনং সর্বং তদভিসমেতি যৎ
কিঞ্চিৎপ্রজ্ঞা: সাধু কুর্য্যন্তি যন্তবেদ যৎ স বেদ” ইতি ঞ্জতে: ॥ ৩৩ ॥

আনন্দগিরি :—কর্মযোগেহনেকথাভিহিতে সর্বস্ত শ্রেয়:সাধনস্ত কর্মাত্মক-
প্রতিপত্ত্যা কেবলং জ্ঞানমনাদ্রিয়মাণমজ্ঞানমালক্য বৃত্তাহ্বাদপূর্বক মূর্ত্তরশ্লোকস্ত
তাৎপর্য্যমাহ ব্রহ্মেতাদিনা । সিদ্ধেতি, সিদ্ধ: পুরুষার্থভূতং পুরুষাপেক্ষিতলক্ষণং
প্রয়োজনং যেবাং যজ্ঞানাং তৈরনন্তরোপদিষ্টৈরিত্যি বাবৎ । প্রশ্নপূর্বকং স্তুতিপ্রকারং
প্রকটয়তি কথমিত্যাদিনা । জ্ঞানযজ্ঞস্ত দ্রব্যযজ্ঞাং প্রশস্ততরসে হেতুমাহ শ্রেয়ানিতি ।
দ্রব্যসাধনসাধ্যাদিত্যুপলক্ষণং স্বাধ্যায়াদিরপি । ততোহপি জ্ঞানযজ্ঞস্ত শ্রেয়স্বাবিশেষাং দ্রব্য-
ময়াদিযজ্ঞেভ্যো জ্ঞানযজ্ঞস্ত প্রশস্ততরত্বং প্রপঞ্চয়তি দ্রব্যময়ো হীতি । কলস্তাত্ত্বাদয়ন্তে-
ত্যাং, ন ফলারম্ভকো ন কস্তচিৎ ফলস্তোৎপাদক:, কিন্তু নিত্যসিদ্ধস্ত মোক্ষস্ত
অভিব্যঞ্জকইত্যর্থ: । তস্ত প্রশস্ততরসে হেতুস্তরমাহ যত ইতি । সমস্তং কর্মেত্যগ্নি-
হোত্রাদিকমুচ্যতে অখিলমবিদ্যমানং খিলং শেবোহন্তেত্যনন্তং মহত্তরমিতি বাবৎ,
সর্বমখিলমিতি পদদ্বয়োপাদানমসঙ্কোচার্থম্ । সর্বং কর্ম জ্ঞানেহস্তর্ভবতীত্যত্র ছান্দোগ্যশ্রুতিং
প্রমাণয়তি যথোক্তি । চতুরায়কেহি দ্বাতে কশিদায়: চতুরক: সন্ কৃতশব্দেনোচ্যতে, তন্মৈ
বিজিতায় কৃতায় তাদর্থ্যেনাধরেয়াস্তস্মাদধস্তাত্ত্ববিনদ্বিছোকাকান্তেতাদ্বাপরকলিনামান:

পঞ্চমোঃসঃ ॥ চত্রেণ পুরেদ্বায়ুং বীজং ষোড়শতৈ: স্থবী: । চতু:ষষ্ঠ্যা মাজরা চ কুন্তকেনৈব ধার-
য়েৎ ॥ ৩৮ ॥ ষাতিংশমাজরা বায়ুং সূর্য্যনাভ্যা চ রেচয়েৎ ॥ ৩৯ ॥ ইত্যাদি (ব্রহ্মসংহিতা, পঞ্চম উপদেশ)
এবংবিধা নাড়িগুচ্ছিং কৃতা নাড়ীং বিশোধয়েৎ । দৃঢ়ো ভূদাসনঃ কৃতা প্রাণায়ামঃ সমাচরেৎ ॥ ১২৪ ॥
সহিত: সূর্য্যভেদশ্চ, উষ্ণরী, শীতলী তথা । , ভদ্রিকা, জামরী, মুছুরী, কেবলীচাষ্টকৃন্তিকা: ॥ ১২৫ ॥ ইত্যাদি
(গোবিন্দসংহিতা, প্রথমঃশ ।) প্রাণায়ামস্ত্রিধা প্রোক্তা রেচপূরককুন্তকৈ: । সহিত: কেবলশ্চেতি কুন্তকো
বিবিধো যত: ॥ রেচশ্চাপূরকৈ: কার্য্য: স তৈ সহিতকুন্তক: । বাবৎ কেবলসিদ্ধি: স্তাং সহিতং ভাবদভ্যাসেৎ ॥
রেচকং পূরকং ত্যক্ত্বা স্থং যথায়ুধারণম্ । প্রাণায়ামোহয়মিত্যুক্ত: স তৈ কেবলকুন্তক: ॥ ইত্যাদি (শ্রীমদ-
ভগবদ্গীতা, যোগাধ্যায়:) প্রাণায়ামনির্লং বস্ত্রং অভ্যাসাৎ কুরতে তু যৎ । প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়:

সংযন্ত্যায়ঃ সঙ্গচ্ছন্তি চতুরকে খবায়ৈ ত্রিঘোকাঙ্কায়ানামভ্যর্ভাবো ভবতি মহাসম্ভ্যায়-
মবাস্তরসংখ্যাস্তর্ভাবাবস্ত্রস্তাবাদেবমেনং বিস্তাবস্তং পুরুষং সর্বং তদাভিমুখ্যেন সন্মতি
সঙ্গচ্ছন্তি, কিং তৎ সর্বং যদ্বিহুবি পুরুষেহস্তর্ভবতি তদাহ যৎকিঞ্চিদিতি । প্রজ্ঞাঃ সর্বা যৎ
কিমপি সাধু কৰ্ম কুর্কন্তি তৎ সৰ্বমিত্যর্থঃ । এনমভিসমেতীত্যুক্তং তমেব বিস্তাবস্তং
পুরুষং বিশিনষ্টি যন্তদিতি । কিং তদ্বিত্যুক্তং তদেব বিশদয়তি যৎ স ইতি । স
রৈক্যো যৎ তৎ বেদ তৎ তৎ যোহন্তোহপি জানাতি তমেনং সর্বং সাধু কৰ্ম্মাভি-
সমেতীতি যোজনা ॥ ৩৩ ॥

রামানুজ ।—অ [সুর্গ] ভূগতজ্ঞানতরা কৰ্ম্মণো জ্ঞানাকারত্বমুক্তম্ । তত্রাস্তর্গতজ্ঞানে
কৰ্ম্মণি জ্ঞানান্বেষণে প্রাধান্যমাহ শ্রেয়ানিতি । উভয়াকারে কৰ্ম্মণি দ্রব্যময়াদংশজ্ঞান-
ময়োহংশঃ শ্রেয়ান্ সৰ্ব্বত্র কৰ্ম্মণস্তদিতরস্ত চাখিলস্ত্রোপাদেয়স্ত জ্ঞানে পরিসমাপ্তেঃ, তদেব
সর্বৈঃ সাধনৈঃ প্রাপ্যভূতং জ্ঞানং কৰ্ম্মাস্তর্গত [বৈদ] ভেদেনাভ্যন্তরে তদেব অভ্যন্তরমানং
ক্রমেণ প্রাপ্য দশাং প্রতিপত্ততে ॥ ৩৩ ॥

হনুমান্ ।—শ্রেয়ানিতি । জ্ঞাননিবৃত্তৌ যজ্ঞো জ্ঞানযজ্ঞো মনোনিয়মরূপেণ
পরমাত্মসম্বোধস্ত প্রত্যাসন্নরূপত্বাৎ, ক্রিয়ানুরূপমুপাসনানুরূপঞ্চ জ্ঞানে পরমাত্মসম্বোধে পরি-
সমাপ্যতে বিলীয়তে বিলয়ং গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধর ।—কৰ্ম্মযজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞস্ত শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ শ্রেয়ানিতি । দ্রব্যময়াদনাস্ব-
ব্যাপারজ্ঞানাদেবাদিযজ্ঞজ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেষ্ঠঃ, যদ্যপি জ্ঞানস্তাপি মনোব্যাপারাদীনস্বমন্ত্যেব
তথ্যাপ্যাস্বরূপস্ত জ্ঞানস্ত মনঃপরিণামে অভিব্যক্তিমাত্রং ন তজ্জন্তব্রহ্মমিতি দ্রব্যময়াদিশেষঃ,
শ্রেষ্ঠত্বে হেতুঃ সর্বং কৰ্ম্মাখিলং কলসহিতং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ । “সর্বং
তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চিৎ প্রজ্ঞাঃ সাধু কুর্কন্তি” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৩ ॥

বলদেব ।—উক্তাঃ কৰ্ম্মযোগা বিবিক্তান্ধাসন্ধিগর্ভত্বাদরণ্যাদিব উভয়রূপান্তেষু
জ্ঞানরূপং সংশ্লোতি শ্রেয়ানিতি । দ্বিরূপে কৰ্ম্মণি কৰ্ম্মদ্রব্যময়াদংশজ্ঞানময়োহংশঃ
শ্রেয়ান্ প্রাপ্যন্তরঃ । দ্রব্যময়াদিত্যুপলক্ষণানামিচ্ছিন্নসংযমাদীনং তেবাং তদুপারত্বাৎ ।
এতদ্বিবৃণোতি, হে পার্থ ! জ্ঞানে সতি সর্বং কৰ্ম্মাখিলং সাক্ষং পরিসমাপ্যতে নিবৃত্তিমতি
কলে জাতে সাধননিবৃত্তেৰ্দর্শনাৎ ॥ ৩৩ ॥

সবীজোহবীজ এবচ ॥ পরম্পরোপাভিত্বং প্রাণাপানৌ যদানিলৌ । কুরুতঃ সধিধানেন তৃতীয়ঃ সংযমাৎ
তয়োঃ । তস্ত চালম্বনবতঃ স্থূল রূপং দ্বিজোত্তম । আলম্বনমনস্তস্ত যোগিনোহভ্যাসতঃ স্ততম্ ॥
ইত্যাদি (বিষ্ণুপুরাণ, ৬ অংশ, ৭ অধ্যায়) এতেষাং টীকা—প্রাণায়ামমাহ প্রাণাধ্যমিতি । সবীজঃ
সালম্বনঃ ভগবদ্ভূত্ৰিধানমস্তজপসহিতঃ । দ্বিবিধস্তাপি তস্ত পুনরৈবিধ্যমাহ পরম্পরোপাভি । উচ্ছ্বাসেন
মুখনাসিকাভ্যাং বহিনির্গচ্ছতি বায়ুঃ সং প্রাণঃ । নিবাসেনান্তঃ প্রবিশতি বঃ সোহপানঃ । তত্র প্রাণ-
বৃত্ত্যাপানবৃত্তেরতিভবো নিরোধো রেকাধাঃ প্রাণায়ামঃ । এবমপানবৃত্ত্য প্রাণবৃত্তেরতিভবঃ পুরকাধাঃ ।
এবমেনে পরম্পরাভিষঙ্গকারম্বয়েন স প্রাণায়ামো দ্বিধা । তয়োঃ গুণং সংযমাৎ কুরুকাধাঃ তৃতীয়ঃ প্রাণা-

মধুসূদন ।—সর্বেষাং ভূলাবগ্নির্দেশাৎ কৰ্মজ্ঞানয়োঃ সাম্যপ্রাপ্তাবাহ শ্রেয়ানিতি । শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ সাক্ষাৎকলকলহাৎ দ্রব্যময়াং তদুপলক্ষিতাং জ্ঞানশূন্তাং সৰ্বস্বাদপি যজ্ঞাৎ সংসারকলাং জ্ঞানযজ্ঞ একংএব হে পরস্তপ । কস্মাদেবং যজ্ঞাৎ সৰ্বং কৰ্ম ইষ্টিপশুসোম-চয়নরূপং শ্রোতং অধিলং নিরবশেষং স্মার্তমুপাসনাদিরূপঞ্চ যং কৰ্ম তজ্জ্ঞানে ব্রহ্মাত্মকা-সাক্ষাৎকারে পরিসমাপ্যতে প্রতিবন্ধকদ্বারেণ পর্য্যবস্ততি “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশস্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন ইতি, ধৰ্ম্মেণ পাপমপনুদতি” ইতি চ শ্রুতেঃ, সৰ্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতিরশ্ববদिति জ্ঞানোচেতার্থঃ ॥ ৩৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—যদর্থম্মেতে যজ্ঞা উপস্তস্তাস্তং জ্ঞানযজ্ঞং শ্রোতি শ্রেয়ানিতি । দ্রব্য-বাহুমাভাসরূপং দেহেন্দ্রিয়াদিতৎসাধ্যাং দ্রব্যময়াং যজ্ঞাং জ্ঞানযজ্ঞঃ নিঃশেষবায়নঃ-কায়প্রবৃত্ত্যুপরমাত্মকঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ (ঈয়ম্হন্ প্রত্যয়েন তেষামপি প্রশস্ততরত্বং জ্ঞোতাত্যে), তত্র হেতুঃ সৰ্বমিতি । কৰ্ম্মফলং সৰ্বমধিলং সৰ্বান্নোপসংহারযুক্তং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতি । “যথা কৃত্যাবিজিতায়াধরয়োঃ সংযন্তোবম্ভৈনং সৰ্বং তদভিসমতি যং কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুৰ্বন্তি যন্তচ্ছেদ যং স বেদ” ইতি ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—শ্রেয়ানিতি । তেষাপি মধ্যে “ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ” ইত্যুক্তলক্ষণাদপি দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাদব্রহ্মণ্যাবিত্যনেনোক্তঃ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ । কুতঃ জ্ঞানে সতি সৰ্বং কৰ্ম্ম অধিলং অব্যর্থং সৎ পরিসমাপ্যতে সমাপ্তীভবতি জ্ঞানানন্তরং কৰ্ম্ম ন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য ।—“ব্রহ্মার্পণং” ইত্যাদি (৪ অধ্যায়, ২৪) শ্লোক হইতে নানাপ্রকার যজ্ঞের বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে । এক্ষণে যাহা পুরুষার্থ-সিদ্ধির হেতুভূত ও সর্ববিশেষ, সেই জ্ঞান-যজ্ঞের বিষয় পরিকীর্তিত হইতেছে । বেদে যে সকল যজ্ঞের বিধি আছে, তৎসমস্ত কৰ্ম্মজ ; সুতরাং দ্রব্য-সাধ্য । তাহাতে জ্ঞানের প্রয়োজন নাই ; কেবল বাক্য, কায় ও মনের দ্বারাই তাহা

১১৮। যথা, সুবিধানেন : অর্থাৎ সৎগুরুপদিষ্টমার্গেণ রোচকপূরকাত্মাং যং পরম্পরাভিতুতং স্বয়ং, যন্ত কৃত্তকেন উভয়োগে সহাভিভবঃ, এবমভিভব জয়েণৈব প্রাণায়ামঃ ॥”

উল্লিখিত শাস্ত্রীয় বচনগুলির পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা করিতে হইলে একখানি বৃহদাকার গ্রন্থ হইয়া পড়ে ; সুতরাং তাহা করা হইল না । সুতরাং বচনগুলির ভাব পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রোচক, পূরক ও কৃত্তক ভেদে প্রাণায়াম ত্রিবিধ । এই প্রাণায়াম দুই প্রকার ; সর্বাঙ্গ বা সগৰ্ভ এবং নির্বাঙ্গ বা নির্গৰ্ভ । ভগবন্-মুর্তিধ্যান বা মন্ত্রজপ সহিত যে প্রাণায়াম, তাহার নাম সর্বাঙ্গ এবং ধ্যান বা মন্ত্র পরিত্যাগপূর্বক মাত্রা সংখ্যা দ্বারা যে প্রাণায়াম অহুষ্ঠিত হয়, তাহারই নাম নির্বাঙ্গ প্রাণায়াম । যথা ; “সগৰ্ভো মন্ত্রজালেন নির্গৰ্ভো মাত্রয়া ভবেৎ ॥” মাত্রা শব্দের অর্থ নান্য-

সম্পন্ন হয় ; এজন্য তাহা জ্ঞানশূন্য । যদিও জ্ঞান মানসিক ব্যাপারের অধীন স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও আত্মস্বরূপ জ্ঞান মনের অভিব্যক্তি-মাত্র ; তদুভয়ের জন্ম-জনক সম্বন্ধ নাই । অতএব দ্রব্য-সাধ্য যজ্ঞাপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ যে শ্রেষ্ঠ, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই । দ্রব্যময় যজ্ঞমাত্রই ফলের আরম্ভক, কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞে ফলারম্ভ নাই । শ্রোত যাবতীয় যজ্ঞীয় কৰ্ম্ম এবং স্মার্ত্ত উপাসনাদিরূপ সমস্ত অনুষ্ঠান, সকলই জ্ঞানের অন্তর্নিবিষ্ট । কেননা, জ্ঞান দ্বারা ত্র্যক্ষাঐক্যদর্শনজনিত সকল প্রতিবন্ধেরই ক্ষয় হয় ' ইহার শ্রোত প্রমাণ ২য় অধ্যায়, ৪১ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে , । এই জ্ঞান “সংপ্লুতোদক” স্থানীয় (২ অঃ, ৪৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ; সুতরাং যাবতীয় যজ্ঞাদির ফল জ্ঞানে-রই অন্তর্ভূত । এই সকল কারণেই দ্রব্য-সাধ্য যাবতীয় যজ্ঞাপেক্ষা জ্ঞান-যজ্ঞই বিশেষ শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৩ ॥

তদ্বিকি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

অর্থ ।—প্রণিপাতেন (দীর্ঘনমস্কারেণ) পরিপ্রশ্নেন (বিবিধ-বিজ্ঞানবাদেন) সেবয়া (গুরুশুশ্রূষয়া) তৎ জ্ঞানং বিদ্বি (জানীহি) জ্ঞানিনঃ (আত্মবোধসম্পন্নাঃ) তত্ত্বদর্শিনঃ (পরোক্ষানুভববিশিষ্টাঃ) তে (তুভ্যং) জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি (উপদেশচ্ছলেন কথয়িষ্যন্তি) ॥ ৩৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—প্রণাম দ্বারা, জিজ্ঞাসা-বাদ দ্বারা, শুশ্রূষা দ্বারা সেই

রূপে ব্যাখ্যাত আছে । কেহ বলেন, এক ছোটকা (মধ্যম অঙ্গুলির নিম্নে বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরিভাগ রাখিয়া মীত্র মীত্র বর্ধণপূর্বক উপরে উঠাইয়া লওয়ার নাম ছোটকা) পরিমিত কালই মাত্রা ; কেহ (যাজ্ঞবল্ক্য) বলেন, তিন ছোটকা পরিমিত সময়ই এক মাত্রা, ইত্যাদি । (হঠযোগপ্রদীপিকা দ্বিতীয় উপদেশ, ষাটশ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) । উল্লিখিত বচনসমূহের কোন কোনটিতে সর্বাঙ্গ এবং কোনটিতে সর্বাঙ্গ প্রাণায়ামের বিষয় আছে । মহানির্ঝাণতন্ত্রের উল্লিখিত বচনটিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবলমাত্র একবার রেচক, একবার পুরক ও একবার কুস্তকে প্রাণায়াম হয় না । এই রেচক, পুরক, কুস্তক, অমূলোম ও বিলোম ক্রমে তিনবার করিলে, তবে একটা প্রাণায়াম শেষ হইবে । বেক্রপ, অথমে দক্ষিণ নাসাপুট দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়া চাপিয়া ধরিতে হইবে, পরে বাম নাসাপুট দিয়া শনৈঃ শনৈঃ বামু গ্রহণ (পুরক) করিতে হইবে ; এই পুরকের সময় বোদ্ধশবার মন্ত্র সমুচ্চারণ করিতে হইবে ।

জ্ঞান জানিবে ; আত্ম-জ্ঞানবিশিষ্ট সম্যগ্‌দর্শিগণ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দিবেন ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—জ্ঞান-সম্পন্ন সম্যগ্‌দর্শী মহাত্মগণকে বিনীত প্রণাম, বিবিধ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং বিহিতবিধানে শুশ্রূষা করিয়া সেই জ্ঞান জানিয়া লইবে ; তাঁহারা শ্রীত হইয়া তোমাকে জ্ঞান-বিষয়ক সমুচিত উপদেশ প্রদান করিবেন ॥ ৩৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তদেতদ্বিশিষ্টং জ্ঞানং তর্হি কেন প্রাপ্যতে ? ইত্যাচাতে তদ্বিকীতি । তদ্বিকি বিজ্ঞানীহি যেন বিধিনা প্রাপ্যত ইত্যাচার্য্যানভিগম্যা প্রণিপাতেন প্রকর্ষণে নীটেঃ প্রপতনং প্রণিপাতো দীর্ঘনমস্কারস্তেন, কথং বন্ধুঃ কথং মোক্ষঃ কা বিদ্যা কা চাবিদ্যোতি পরিপ্রপ্তেন, সেবয়া গুরুশুশ্রূষ্যৈবমাধিনা প্রশ্রয়েণাবজ্জিতা আচার্য্যা উপদেক্যাস্তি কথয়িষ্যাস্তি তে জ্ঞানং, যথোক্তবিশেষণং জ্ঞানিনো জ্ঞানবন্তোহপি কেচিদ্ব্যথাবৎ তদদর্শনশীলাশ্চ ন ভবন্তি, অপরে তু ভবন্ত্যতো বিশিনষ্টি তদ্বদর্শিন ইতি, যে সম্যগ্‌দর্শিনৈস্তৈরুপদিশ্টং জ্ঞানং কার্য্যকমং ভবতি নেতরদ্বিতি ভগবতো মতম্ ॥ ৩৪ ॥

আনন্দগিরি ।—যদ্যেবং প্রশস্ততরমিদং জ্ঞানং তর্হি কেনোপায়েন তৎপ্রাপ্তিরিতি পৃচ্ছতি তদেতদ্বিতি । জ্ঞানপ্রাপ্তৌ প্রত্যাঙ্গমুপায়মুপদিশতি উচ্যত ইতি । তদ্বিজ্ঞানং গুরুভ্যো বিদ্ধি গুরুবচ প্রণিপাতাদিতিক্রপাটৈর্যাবজ্জিতচেতসো বদিষ্যন্তীত্যাহ তদ্বিকীতি । উপদেষ্টৃত্বমুপদেশকর্তৃত্বম্ । পরোক্তজ্ঞানমাত্রেণ ন ভবতীত্যাহ উপদেক্যন্তীতি । তদ্বিতি প্রেক্ষিতং জ্ঞানসাধনং গৃহ্যতে যেন বিধিনেতি বিশেষদর্শনং, যদ্বা যেনাচার্য্যাবজ্জনপ্রকারেণ তদুপদেশবশাদপেক্ষিতং জ্ঞানং লভতে, তথা তজ্জ্ঞানমাত্যর্থোভ্যো লভস্বেত্যর্থঃ । তদেব-ক্ষেপটয়তি আচার্য্যানিতি । এবমাদিনেত্যাदिপদ্বেন শমাদয়ো গৃহ্যন্তে, এবমাধিনা বিদ্ধীতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । উক্তরাক্ষং ব্যাচটে প্রশ্রয়েণেতি । প্রশ্রয়ো ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বকো নিয়তিশ্রয়োঃ হ্রস্বনতিবিশেষঃ, যথোক্তবিশেষণং পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ প্রশস্ততরমিতিার্থঃ । বিশেষণস্ত

পরে বায়ু দ্বারা দেহ পূর্ণ হইলে, কুস্তক করিয়া ঐ মন্ত্র চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে হইবে । কুস্তক করিবার সময় দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা এবং অনামিকা নামক দুইটা অঙ্গুলি দিয়া বাম নাসাপুট ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট রোধ করিতে হইবে । পরে, দক্ষিণ নাসাপুট হইতে বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বাত্রিংশৎ বার ঐ মন্ত্র জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়া রুদ্ধ বায়ু শনৈঃ শনৈঃ পরিত্যাগ করিতে হইবে । তদনন্তর দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা বাম নাসাপুট রোধপূর্ব্বক বোড়শবার মন্ত্র (মারাবীজ) জপ করিতে করিতে, দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া বায়ু গ্রহণ করিয়া, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসারন্ধ্র রোধ করিতে হইবে । পরে কুস্তক করিয়া চতুঃষষ্টিবার ঐ মন্ত্র জপ করিতে হইবে । তদনন্তর বাম নাসাপুট হইতে কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলি উঠাইয়া, দ্বাত্রিংশৎ বার ঐ মন্ত্র জপ করিতে করিতে

গৌনরুপরিহারার্থমর্থভেদং কথয়তি জ্ঞানবন্তোহপীতি । জ্ঞানিন ইত্যুক্তা পুনস্তত্ত্বদর্শিন ইতি ক্রবতো ভগবতোহভিপ্রায়মাহ বে সম্যগ্গতি । বহুবচনৈকতদাচার্য্যবিষয়ং বহুভাঃ শ্রোতবাং বহুধা চেতি সামান্ত্যভাভাহুজ্ঞানার্থং ন ত্বাত্মজ্ঞানমধিকৃত্য আচার্য্যবহুত্বং বিবক্ষিতং, তন্ত তত্ত্বসাক্ষাৎকারবদাচার্য্যমাত্রোপদেশাদেবোদয়সম্ভবঃ ॥ ৩৩ ॥

রামানুজ ।—তদ্বিকীতি । তদাত্মবিষয়ং জ্ঞানম্ “অবিনাশি তু তদ্বিকি” ইত্যারভ্য “এবা তেহভিহিতা” ইত্যন্তেন ময়োপদিষ্টঃ মহত্কৰ্ম্মণি বর্ত্তমানত্বং বিপাকাহুগুণং কালে প্রণিপাতপরিপ্রস্নসেবাভিষিখনদাকারং জ্ঞানিত্যো বিদ্ধি, সাক্ষাৎ কৃতাত্মস্বরূপান্ত জ্ঞানিনঃ প্রণিপাতাদিভিঃ সেবিতাঃ জ্ঞানবুভুংসয়া পরিতঃ পৃচ্ছতস্তবাসন্নমালক্য জ্ঞান-মুপদেক্যন্তি ॥ ৩৪ ॥

হনুমান্ ।—এবম্ভূতং পরমাত্মানং কথমহংজানীয়ামিত্যাহ তদ্বিকীতি । তজ্জ্ঞান-রূপং ব্রহ্ম বিদ্ধি বিজানীহি, প্রণিপাতেন প্রকর্ষেন নোচৈর্দেত্তবং পতনং প্রণিপাতঃ নমস্কার-বিশেষস্তেন, পরিপ্রস্নেন পরিতঃ সৰ্ব্বতোহবলোকা গুরোশ্চিত্তে প্রসাদাবগত্যা প্রস্নস্তেন চ, সেবয়া ইচ্ছয়া [অমুবর্ত্ততে ন ?] এবং সতুপদেক্যন্তি তে তব জ্ঞানং পরমার্থসম্বোধনরূপং ব্রহ্মজ্ঞানিনঃ জ্ঞানবন্তস্তত্ত্বদর্শিনঃ সাক্ষাৎকৃতপরমার্থাঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর ।—এবং ভূতাত্মজ্ঞানে সাধনমাহ তদ্বিকীতি । তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি জানীহি প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ । জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন নমস্কারেণ, ততঃ পরিপ্রস্নেন কুতোহয়ং মম সংসারঃ কথং বা নিবর্ত্ততে ইতি পরিপ্রস্নেন, সেবয়া গুরুশ্চময়্যা চ, জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাস্তত্ত্বদর্শিনোহ-পরোক্ষাহুভবসম্পন্নাস্চ তে তুভ্যং জ্ঞানমুপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি ॥ ৩৪ ॥

বলদেব ।—এবং জীবস্বরূপজ্ঞানং তৎসাধনঞ্চ সাধনমুপদিষ্ট পরস্বরূপোপাসনজ্ঞান-মুপদিষ্টং সংপ্রসঙ্গলভ্যত্বং তস্তাহ তদ্বিকীতি । যদর্থং তদুভয়ং ময়া তবোপদিষ্টম্ “অবিনাশি তু তদ্বিকি” ইত্যাদিনা তৎ পরাত্মস্বরূপজ্ঞানং প্রণিপাতাদিভিঃ প্রসাদিতেভ্যো জ্ঞানিত্যঃ সত্যাত্মবৎগতস্বরূপো বিদ্ধি প্রাপ্নুহি । তত্র প্রণিপাতো দণ্ডবৎ প্রণতিঃ সেবা ভূতাবৎ তেবাং পরিচর্যা, পরিপ্রস্নঃ তৎস্বরূপতদুগুণতদ্বিত্তিবিষয়কো বিবিধঃ প্রস্নঃ । ননুদাসীনাস্তে ন বক্ষ্যন্তীতি চেৎ তত্রাহ উপেতি । তে জ্ঞানিনোহধিগতত্বপরাত্মানঃ প্রণিপাতাদিনা তজ্জিজ্ঞা-

শনৈঃ শনৈঃ রুদ্ধ বায়ু বায়ু নাসারক্ দিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। আবার পূর্বের ঝার বায়ু নাসাপুট দিয়া বায়ু গ্রহণ করতঃ কুন্তক করিয়া, দক্ষিণ নাসারক্ দিয়া পূর্ববর্ণনামুযায়ী মস্ত্র জপ করিতে করিতে বায়ু পরিচ্যুত করিতে হইবে। ইহারই নাম সম্পূর্ণ প্রাণায়াম ; কিন্তু বৈদিক প্রাণায়ামে এরূপ বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক ও তান্ত্রিক প্রাণায়ামের গুরুত্বপূর্ণ ভেদও এই পর্য্যন্ত। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র জপের ভিন্ন ভিন্ন প্রাণায়ামের বিধি তন্ত্রশাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। যেসকল ব্রহ্মমন্ত্রের প্রাণায়ামে রোচক ও পুরক উভয়ই এক নাসারক্ দিয়া করিতে হয়। যথা; মধ্যমানামিকান্ত্যাক দক্ষহস্তস্ত পার্শ্বতি । বামনাসাপুটঃ বৃদ্ধা দক্ষনাসাপুটেন চ । পুরয়েৎ পবনং ময়ী মূলমষ্টমিতং জপনু । অভূঠেন ‘দক্ষনাসাং’ বৃদ্ধা কুন্তকযোগতঃ । জপেদ্যত্রিশতাংস্তা ততো দক্ষিণনাসয়া । শনৈঃ শনৈস্ত্যজেষ্বায়ুঃ

সুতামালকা তে তুভ্যং তাদৃশায় তৎসম্বন্ধি জ্ঞানমুপদেক্যন্তি তত্বদর্শিনস্তজ্ঞানপ্রচারকাঃ
কারুণিকা ইতি বাবৎ । নন্বত্র তদিতি জীবজ্ঞানং বাচ্যং প্রকৃতত্বাদিতি চেন্ন “ন ত্বেবাহং
জাতু নাসম্”, “যুক্ত আসীত মৎপরঃ”, “অজোহপি সন্নব্যয়ান্মা” ইত্যাদিনা পরাম্বনোহপি
প্রকৃতত্বাৎ তজ্ঞানান্যৈব জীবজ্ঞানশ্রাপ্যপদেষ্টত্বাৎ । এবমাহ স্বত্রকারঃ, “অত্রার্থশ্চ পরামর্শঃ”
ইতি । অত্রথা প্রতিশ্রুত্বার্থসংবাদিনোহগ্রিমশ্রু জ্ঞানমহিম্নো বিরোধঃ শ্রাৎ উক্তমেব স্মৃষ্ট ॥ ৩৪ ॥

মধুসূদন ।—এতাদৃশজ্ঞানপ্রাপ্তৌ কোহতিপ্রত্যাসন্ন উপায়ঃ ? ইত্যাচ্যতে তদ্বিকীতি ।
তৎ সর্বকর্ম্মকলত্বং জ্ঞানং বিদ্ধি লভস্ব, আচাৰ্য্যান্ অভিজগম্য তেষাং প্রণিপাতেন প্রকর্ষণে
নীচৈঃ পতনং প্রণিপাতো দীর্ঘনমস্কারস্তেন, কোহং, কথং বজোহস্মি, কেনোপায়েন মুচ্যামি-
ত্যাদিপরিশ্রমেন বহুবিষয়েণ প্রশ্নেন, সেবয়া সর্বভাবেন তদনুকূলকারিত্বয়া, এবং ভক্তিপ্রজ্ঞা-
তিশয়পূর্ব্বকোবনতিবিশেষোণাভিমুখাঃ সন্তঃ উপদেক্যন্তি উপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি তে
তুভ্যং জ্ঞানং পরমাত্মবিষয়ং সাক্ষ্যাত্মোক্ষকং জ্ঞানিনঃ পদবাক্যান্তারাদিমাননিপুণাঃ তত্ব-
দর্শিনঃ কৃতসাক্ষাৎকারাঃ, সাক্ষাৎকারবদ্ধিরূপদিষ্টমেব জ্ঞানং ফলপর্ধ্যবসায়ি ন তু তদ্রহিতৈঃ
পদবাক্যমাননিপুণৈরপীতি ভগবতো মতম্, তদ্বিজ্ঞানার্থং “স শুক্লমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্” ইতি, প্রতিসংবাদি তত্রাপি শ্রোত্রিয়মণীতবেদং ব্রহ্মনিষ্ঠং কৃতব্রহ্ম-
সাক্ষাৎকারমিতি ব্যাখ্যানান্ । (বহুবচনকোদমাচার্য্যবিষয়মেকস্মিন্নপি গৌরবাতিশয়ার্থং ন তু
বহুব্ধিবিক্রয়া) একস্মাদেব তত্বসাক্ষাৎকারবত আচাৰ্য্যাৎ তত্বজ্ঞানোদয়ে সত্যাচার্য্যাস্তর-
গমনশ্চ তদর্থমযোগাদিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—তদ্বিকীতি । জ্ঞানিনঃ গ্রন্থজ্ঞাঃ তত্বদর্শিনঃ অমুভববন্তঃ জ্ঞানং ব্রহ্ম,
স্পষ্টার্থঃ শ্লোকঃ ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—তজ্ঞানপ্রাপ্তয়ে প্রকারমাহ তদিতি । প্রণিপাতেন জ্ঞানোপদেষ্টরি
শরৌ দণ্ডবদ্রমস্কারেণ, ভগবন্ ! কুতোহং মে সংসারঃ কথং নিবর্তিষ্যত ইতি পরিশ্রমেন
চ, সেবয়া তৎ পরিচর্য্যা চ তদ্বিজ্ঞানার্থং “স শুক্লমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং
ব্রহ্মনিষ্ঠম্” ইতিশ্রুতে: ॥ ৩৪ ॥

অপন্ বোড়শা সমুখ । বামনাঙ্গপুটেহ্যোবং পুরককৃত্তকরেচকম্ । পুনর্দক্ষিণতঃ কূর্ঘ্যাৎ পূর্ব্ববৎ হরপুজিতে ।
প্রাণায়ামবিধিঃ প্রোক্তা ব্রহ্মসূত্র সাধনে ॥ ৪৪-৪৮ ॥ (মহানির্বাণতন্ত্রম্, তৃতীয়োলাসঃ) । গোপালমন্ত্রাদিরণ্ড
একপ ত্বেদ পরিলক্ষিত হয় । (শব্দকল্পদ্রুম, প্রাণায়াম শব্দ দ্রষ্টব্য) । পূর্ব্বোক্ত নির্বীজ প্রাণায়াম, মাত্রার
তারতম্য অনুসারে ত্রিবিধ ; লঘু, মধ্য ও শ্রেষ্ঠ । যথা ; “আসন্নং পদ্মকান্ধাতং প্রাণায়ামো মরুজয়ঃ ।
মন্ত্রধ্যামযুতো ধর্ভো বিপন্নীতো হৃগর্ভকঃ । অগর্ভাস্তু সগর্ভস্থঃ প্রাণায়ামস্ততোহধিকঃ । এবং ত্রিধা
ত্রিধাপ্যুক্তঃ পূরণাৎ পূরকঃ স চ ॥ কৃত্তকো নিচলত্বাৎ স রেচনাত্রেচকত্রিধা । লঘুর্দশমাত্রঃ শ্রাৎ চতু-
র্বিংশতিকঃ পয়ঃ । বটত্রিংশমাত্রিকঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রত্যাহারশ্চ রোধনম্ ॥ (গুরুড়পুরাণ, ৪২ অধ্যায়) । এ বিষয়
হঠযোগপ্রদীপিকাদি যোগগ্রন্থে বিবৃতিরূপে লিখিত আছে । (হঠযোগপ্রদীপিকা, দ্বিতীয় উপদেশ,
১২ শ্লোকের দীক্ষা অবশ্য দ্রষ্টব্য ; বাহ্যল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না ।)

১. তাৎপর্য ।—শ্রীমচ্ছরীচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায় । এই পরম ধন জ্ঞান কি উপায়ে লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই কথিত হইতেছে । আচার্য্যের সমীপগত হইয়া, ভক্তিভাবে তাঁহাদের চরণারবিন্দে প্রণিপাত করিবে, তাহার পর ‘কে আমি, কেন এই ঘোর সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, কি উপায়ে এই সংসার-বন্ধনবিনিমুক্ত হইব’ এবং বিধি বিবিধ প্রশ্ন করিবে । তদনন্তর বহুপ্রকার শুশ্রূষার দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবে । তখন সেই জ্ঞানগৌরবসম্পন্ন ব্রহ্মবোধবিশিষ্ট মহাপুরুষেরা, তোমার বিনয়, শিষ্টাচার, ভক্তিপ্রদীপিত দর্শনে তোমার হিতসাধনার্থ পরমাত্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিবেন । কেবল জ্ঞানী হইয়াও অনেকের অপরোক্ষ দর্শনশক্তি জন্মে না ; জীবব্রহ্মের অভেদদর্শনজনিত যাঁহার সমাগদশিতা লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তিই মোহচ্ছেদপূর্ব্বক মোক্ষফলবিধায়ক জ্ঞানোপদেশ প্রদানে সমর্থ, এই জগুই এস্থলে জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী এই দুইটি পদ প্রযুক্ত হইয়াছে । গৌরবার্থে ঐ পদদ্বয় বহুবচন হইয়াছে । অতীতও বলিয়াছেন, “আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে সমিৎপাণি হইয়া গমন করিবে ।” (১৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায় । আচার্য্যের সমীপগত হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম, ভূতাবৎ সেবা করিবে । আত্ম-বস্তুর স্বরূপ, তাঁহার গুণ ও বিভূতি বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে । যাঁহার জ্ঞানবিষয়ে আগ্রহ নাই, তাহাকে তাঁহারা কোনই উপদেশ প্রদান করেন না । তোমাকে প্রণিপাত শুশ্রূষাদি পরায়ণ দেখিলে, তাঁহারা জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন । সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানার্চাধ্যয়ন করুণাপ্রবণ হৃদয় ; এখানে ‘তৎ’ পদ দ্বারা জীবজ্ঞান কথিত

এখন দেখা যাউক, রেচক, পুরক, কুন্তক কাহাকে বলে । “নাসিকোৎকৃষ্ট উচ্ছ্বাসো দ্ব্যতঃ পুরক উচ্যতে । কুন্তকো নিম্নলম্বাসো মুচ্যমানস্ত রেচকঃ ॥” (যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ) । অর্থাৎ নাসিকা দ্বারা বায়ুর আকর্ষণের নাম পুরক, বায়ু পরিত্যাগের নাম রেচক এবং বায়ুর নিম্নলম্বভাবে স্থিতির নাম কুন্তক । অমৃতবিন্দু উপনিষদে লিখিত আছে যে, বায়ুকে উর্দ্ধে লইয়া উদরকে প্রাণ-রহিত করতঃ প্রাণবায়ুকে শূন্যে বোজিত করণেরই নাম রেচক । বধা ; “ উৎক্লিপ্য বায়ুশালাং শূন্যং কৃৎবা নিরাস্তকম্ । শূন্যভাবেন বৃক্ষীয়াৎ রেচকভেত্তি লক্ষণম্ ॥ (১১ শ্লোক) । বাতাবিক বাসপ্রবাস ও গাত্র-সঞ্চালন পরিত্যাগপূর্ব্বক নিশ্বাস (গিলে কেলা) লক্ষণ যে অমুচ্ছ্বাস করা বা বায়ু গ্রহণ, তাহারই নাম পুরক । বধা ; “ন চোচ্ছ্বাসোচ্ছ্বাসেইব গাত্রাণি চালয়েৎ । এবং বায়ুগ্রহীতব্যাঃ পুরকভেত্তি লক্ষণম্ ॥” (১২ শ্লোক)

হইয়াছে, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে পরবর্তী শ্লোকের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় । সূত্রকারও ‘তৎ’ শব্দে পরমাত্ম-জ্ঞান এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন । প্রস্তাবানুসারে জীবজ্ঞান সম্ভব মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু পূর্বের বহু শ্লোকেই পরমাত্মবিষয়ক প্রস্তাবও বিধিবদ্ধ হইয়াছে । অতএব তাহা প্রস্তাববহির্ভূত নহে ॥ ৩৪ ॥

যজ্ঞজ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্মসি পাণ্ডব ।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্তাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয় ।—পাণ্ডব যৎ (জ্ঞানং) জ্ঞাত্বা (প্রাপ্য) পুনঃ এবং মোহং (বন্ধুবধাদিনিমিত্তং ভ্রমং) ন যাস্মসি (প্রাপ্যসি) যেন (জ্ঞানেন) অশেষাণি (ব্রহ্মাদিস্তত্ত্বপৰ্য্যন্তানি ভূতানি পিহপূজাদীনী) অথ (অনন্তরম্) আত্মনি ময়ি (পরমাত্মনি ভগবতি বাসুদেবে) দ্রক্ষ্যসি (অভেদবোধং করিষ্যসি ইতি ভাবঃ) ॥ ৩৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—পাণ্ডুনন্দন যাহা জানিয়া পুনরায় এরূপ ভ্রম পাইবে না যাহার দ্বারা যাবতীয় ভূতে অতঃপর পরমাত্মা আমাতে দেখিবে ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে পাণ্ডুতনয় ! সেই জ্ঞান লাভ করিলে আর কখনই তোমার বন্ধুবধাদি হেতু মোহ উপস্থিত হইবে না । তখন তোমার পুত্রপিত্রাদি যাবতীয় জীবাত্মাকে বাসুদেবরূপ পরমাত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া বোধ হইবে ॥ ৩৫ ॥

অমৃতবিন্দু উপনিষৎ) এই অমৃতবিন্দু উপনিষদে দুই প্রকার কৃত্তকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । পদ্মনালের অভ্যন্তরস্থিত স্তম্ভ স্তম্ভ ছিদ্র দিয়া যেসকল বায়ু সঞ্চারিত হয়, মুখকে সেইরূপ স্তম্ভরূপে বায়ুসঞ্চারণ্যবোধগী করতঃ সেই মুখ দিয়া বায়ুকে বাহিরে নির্গত করিয়া যে অবস্থান, ইহাই প্রথম কৃত্তক । আর, উক্তরূপে বায়ু গ্রহণপূর্বক তাহাকে বন্ধ করিয়া যে অবস্থান, ইহা দ্বিতীয় কৃত্তক । যথা ; “বক্ত্রেণোৎপলনালেন বায়ুং কৃদ্বা নিরামরম্ । এবং বায়ুর্গৃহীতব্যাঃ কৃত্তকন্তেতিলক্ষণম্ ।” (১৩ ঋতি ; ইহার দীপিকা ত্রষ্টব্য) । উক্ত উপনিষদের দীপিকাধার নারায়ণাচার্য বলেন যে, প্রথমোক্ত কৃত্তক বা একৃত্ত প্রাণায়াম তাত্ত্বিক এবং দ্বিতীয়েক কৃত্তক বা একৃত্ত প্রাণায়ামটী বৈদিক । যথা ; “পূরণাদি রেচনান্তঃ প্রাণায়ামস্ত দৈমিকঃ । রেচনাদিপূরণান্তঃ প্রাণায়ামস্ত তাত্ত্বিকঃ ।” (অমৃতবিন্দু উপনিষদীপিকা) । সূক্তিকোপনিষদেও অভি-

শঙ্করাচার্য্য ।—তথা চ সতীদমপি সমর্থং বচনং বদিতি । যজ্ঞজ্ঞাত্বা যজ্ঞজ্ঞানং তৈরুপদিষ্টমধিগম্য প্রাপ্য পুনৰ্ভূয়ো মোহমেবং যথেনানীং মোহং গতৌহসি পুনরেবং ন যাত্তসি হে পাণ্ডব ! কিঞ্চ যেন জ্ঞানেন ভূতান্ত্রশেষেণ ব্রহ্মাদীনী স্তম্বপৰ্য্যন্তানি ত্রক্ষ্যাসি সাক্ষাদান্মনি প্রত্যগান্মনি মৎসংস্থানীমানি ভূতানীতি, অথো অপি ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে চেমানীতি ক্ষেত্রজ্ঞেত্বৈকত্বং সৰ্বোপনিষৎ প্রসিদ্ধং ত্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

আনন্দগিরি ।—বিশিষ্টৈরাচার্য্যে রূপদিষ্টে জ্ঞানে কীর্য্যকমে প্রাপ্তে সতি সমনস্তর-বচনমপি যোগাবিষয়মর্থবদ্ব্যবসায়ীত্যাহ তথা চেতি । অতস্তস্মিন্ বিশিষ্টে জ্ঞানে স্বদীর্ঘমোহা-পোহহেতৌ নিষ্ঠাবতা ভবতা ভবিতব্যমিতি শেষঃ । তত্র নিষ্ঠাপ্রতিষ্ঠায়ৈ তদেব জ্ঞানং পূর্নক্লিষ্টমিতি যেনেতি । যজ্ঞজ্ঞাত্বাত্মবুদ্ধং জ্ঞানাবোগাদিত্যাশঙ্ক্য প্রাপ্ত্যর্থস্বমধিপূর্ব্বস্ত গামেরদীকৃত্য ব্যাকরোতি অধিগমোতি । ইতশ্চাচার্য্যোপদেশলভো জ্ঞানে ফলবতি প্রতিষ্ঠাবতা ভবিতব্যমিত্যাহ কিঞ্চেতি । জীবৈ চেত্বরে চোভয়ত্র ভূতানাং প্রতিষ্ঠিতত্ব-প্রতিনির্দেশে ভেদবাদানুমতিঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ক্ষেত্রজ্ঞেতি । মূলপ্রমাণাতাবে কথং তদেকত্বদর্শনং স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্বেতি ॥ ৩৫ ॥

রামানুজ ।—আত্মবোধাত্মাবিষয়স্ত জ্ঞানস্ত সাক্ষাৎকাররূপস্ত লক্ষণমাহ যজ্ঞ-জ্ঞাত্বেতি । যজ্ঞজ্ঞানং জ্ঞাত্বা পুনরেবং দেহদ্যাভিমানরূপং তৎকৃতং মমতাপ্রাপ্তদঞ্চ মোহং ন যাত্তসি যেন দেবমহুযাজ্ঞাকারেণাহুসংহিতানি সর্বাণি ভূতানি স্বাত্মজ্ঞেব ত্রক্ষ্যাসি, যত-স্তবাত্মেবাঞ্চ জীবানাং [ভূতানাম্ প্রকৃতিবিস্কৃতানাং জ্ঞানৈকাকারতয়া সাম্যং প্রকৃতি-সংসর্গদোষবিস্কৃতাত্মস্বরূপং সর্বং সমমিতি চ বক্ষ্যতে, “নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম” ইতি । অথো ময়ি সর্বাণি ভূতান্ত্রশেষেণ ত্রক্ষ্যাসি মৎস্বরূপসাম্যাত । পরিশুদ্ধস্ত সর্বস্তাত্মবস্তনঃ “ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাদৃশ্যমাগতাঃ” ইতি বক্ষ্যতে । তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূম নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীত্যেবমাদিশু নামরূপবিনিমুক্তস্তাত্মনঃ বস্তনঃ । পরং স্বরূপসাম্যমবগম্যতে । অতঃ প্রকৃতিবিনিমুক্তং সর্বমাত্মবস্ত পরস্পরং সমং সর্বেশ্বরেণ চ সমম্ ॥ ৩৫ ॥

হনুমান্ । তজ্ঞজ্ঞানং বিশিনষ্টি যজ্ঞজ্ঞাত্বেতি । যজ্ঞজ্ঞানরূপং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বা পুনঃ পশ্চাদেবং মোহং ব্যামোহনং ন যাত্তসি ন গন্তাসি তজ্ঞজ্ঞানমুপদেক্যস্বীত্যর্থঃ । পুন-

হিত আছে যে, কুস্তক দুই প্রকার। যথা; “অপানেহস্তং গতে প্রাণো যাবরাভ্যাদিতো হৃদি । তাবৎ সা কুস্তকাবহা যোগিভির্দাহুভূয়তে । বহিরন্তঃ গতে প্রাণে যাবরাপান উল্লতঃ । তাবৎ পূর্ণাং সমাবহাং বহিষ্ঠং কুস্তকং বিদ্ধঃ” (৪৯, ৫০ শ্লোক) । অর্থাৎ বাহু ও আভ্যন্তর ভেদে কুস্তক দুিবিধ । তদ্বাধ্যে পূরক দ্বারা অগনি বায়ু অন্তর্মিত হইলে যতক্ষণ না প্রাণ-বায়ু সমুদিত হয়, সেই অবস্থার নাম আভ্যন্তর কুস্তক; আর রেচক দ্বারা প্রাণবায়ু অন্তর্মিত হইলে যতক্ষণ না অগনি বায়ু সমুদিত হয়, সেই অবস্থার নাম বহিঃ কুস্তক । বিচার করিলে, অমৃতবিন্দু উপনিষৎ ও মুক্তিকোপনিষদে বর্ণিত কুস্তকদ্বয়ই এক-রূপ, কেবল ভাবা ভিন্ন মাত্র । যোগতত্ত্বোপনিষদে বর্ণিত আছে যে, “নিবিচ্ছে তু নববারে উজ্জস্রিষসং তথা । ঘটমধ্যে যথা দীপং নিকীর্ণং কুস্তকং বিদ্ধ ॥” (১০ শ্লোক) । অস্ত দীপিকা—এবং সোক্তরে মনসি শিরসি

বিশিনষ্ট যেন জ্ঞানেন ভূতানি কার্যাকারণসজ্জাতানি ভূতানি অশেষেণ ব্রহ্মস্বাপলক্ষ্যঃস
আত্মনি প্রভাগাত্মনি ময়ি সৈবৈব বাসুদেবাত্মনি ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধর ।—জ্ঞানফলমাহ বজ্জ্ঞাত্বৈতি সাক্ষিক্রিতিঃ । বজ্জ্ঞানং জ্ঞাত্ব প্রাপ্য পুন-
র্নবজ্জ্ঞানাদিনিমিত্তং মোহং ন প্রাপ্যসি । তত্র হেতুর্ধেন জ্ঞানেন ভূতানি পিতৃপুত্রাদীনি
স্বাবিভাবিজুস্তিতানি আত্মজ্ঞেবাভেদেন ব্রহ্মসি । অথো অনন্তরং আত্মানং ময়ি পরমাত্ম-
ভেদেন ব্রহ্মসীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

বলদেব ।—উক্তজ্ঞানফলমাহ যদিতি । বজ্জীবজ্ঞানপূর্বকং পরমাত্মসম্বন্ধিজ্ঞানং
জ্ঞাত্বোপলভ্য পুনর্যেবং বজ্জুবধাদিহেতুকং মোহং ন বাস্তসি । কথং ন যাত্লামীত্যজ্ঞাহ
যেনেতি । যেন জ্ঞানেন ভূতানি দেবমানবাদিশরীরাপি অশেষেণ সামন্ত্যেন সর্বাণীত্যর্থঃ ।
আত্মনি স্বরূপে উপাধিভেদে হিতানি তানি পৃথক্ ব্রহ্মসি । অথো ময়ি সর্বৈধরে
সর্বহেতৌ কার্যভেদে হিতানি তানি ব্রহ্মসীতি । এতদ্ব্যক্তং ভবতি, “দেহদ্বয়বিবিক্তা
জীবাত্মানস্তেবাং হরিবিমুখানাং হরিমায়রৈব দেহেষু দৈহিকেষু চ মমত্বানি রচিতানি
হস্তংহস্তবাত্তাবভাসচ্চ তদৈব । শুদ্ধস্বরূপাণাং তন্ত্বংসম্বন্ধঃ, পরমাত্মা ধনু সর্বৈধরঃ
স্বাপ্রিতানাং জীবানাং তন্ত্বংকণ্ঠাশুগুণতয়া তন্ত্বদেহেস্ত্রিয়ানি তন্ত্বদেহবাত্তাং লোকান্তরেষু
তন্ত্বংস্থতোগাংচ্চ সম্পাদয়ত্বাপাসিতস্ত মুক্তিমিত্যেব জ্ঞানিনো ন মোহাবকাশ ইতি ॥ ৩৫ ॥

মধুসূদন ।—এবমতিনির্দ্বন্ধেন জ্ঞানোৎপাদনে কিং শ্রাদত আহ বজ্জ্ঞাত্বৈতি ।
যৎ পূর্বোক্তং জ্ঞানমাচার্য্যরূপদিষ্টং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য (ওদনপাকং পচতীতিবৎ তদৈব ধাতোঃ
সামান্ত্রবিবক্ষয়া প্রয়োগঃ) ন পুনর্যোহমেবং বজ্জুবধাদিনিমিত্তং ভ্রমং যাত্য়সি হে পাণ্ডব !
কস্মাদেবম্ ? যস্মাৎ যেন জ্ঞানেন ভূতানি পিতৃপুত্রাদীনি অশেষাণি ব্রহ্মদিস্তত্ত্বপৰ্য্যস্তানি
স্বাবিভাবিজুস্তিতানি আত্মনি ময়ি তস্পদার্থেহথোহপি ময়ি ভগবতি বাসুদেবে তৎপদার্থে
পরমার্থতো ভেদরহিতেহধিষ্ঠানভূতে ব্রহ্মসি অভেদেদৈব অধিষ্ঠানাতিরেকেণ কল্পিত-
শ্রুতাবাৎ, মাং ভগবন্তং বাসুদেবমাত্মভেদেন সাক্ষাৎকৃত্য সর্বজ্ঞাননাশেন তৎকার্য্যানি ভূতানি
ন স্বান্তস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—বজ্জ্ঞাত্বৈতি । যৎ চিন্মাত্রস্বরূপং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বা এবং ইদানোমিহ পুনর্যোহং
ন যাত্য়সি, অথো অপি চ যেন জ্ঞানেন ভূতানি ব্রহ্মদিস্তত্ত্বপৰ্য্যস্তানি আত্মনি ময়ি

নীতে, ততো বার পূর্বে উদরে সতি নবদ্বাররোধঃ কর্তব্য ইত্যাহ নবদ্বার ইতি । নবদ্বারে নিষিদ্ধে সতি
অন্তরেব উচ্ছন্নং নিষঙ্গং স্তিষ্ঠেত, ইমং কুন্তকং নির্বাণং যোক্ষ্যং বিদ্রুঃ ঘটনিক্ৰিপ্তদীপোপমম্ ॥ অয়ং
কেবলকুন্তকঃ । তদ্ব্যক্তং, “রেচকং পুরুষং মুক্তা হুখং বদামুদারণম্ । প্রাণায়ামোহরমিত্যুক্তঃ স বৈ
কেবলকুন্তকঃ । কেবলে কুন্তকে দিচ্ছে রেচ-পুরুষ-বর্জিতে । ন তস্মৈ দুর্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু
বিদ্যতে ॥” অয়মষ্টবিধকুন্তকানামন্তো মুখাঃ তদ্ব্যক্তং,—“সূর্য্যভেদনবৃক্ষারী সীংকারি শীতলী তথা ।
ভগ্নিকা জমরী মুচ্ছা কেবলশাষ্টকুন্তকাঃ ॥” গোরকোহপি,—“দ্বারাণাং নবকং নির্বাণ মনন্তং গীত্বোদকো
ধারিতং, নীলকান্দশরণ-বহ্নি-সহিতং শক্ত্য সমুচ্ছালিতম্ । আত্মধ্যানযুতত্বেনেব বিধিনা মুক্তিঃ প্রবং

তস্পদলক্ষ্যার্থাদিনন্তভূতে পরমেশ্বরে ত্রক্ষ্যসি নাভ্যোহতোহস্তি ত্রেষ্টেতি প্রতীচোহন্ত
ত্রষ্টুনীবেধাৎ । ভাষ্যে তু সাক্ষাদান্নি মৎস্থানীমানীতি :ত্রক্ষ্যসি, অথো অপি ময়ি বাসুদেবে
পরমেশ্বরে চাত্মনীতি কেত্রেজ্ঞেধরৈকত্বং সর্বোপনিবৎ প্রসিদ্ধং ত্রক্ষ্যসীতার্থ ইতি ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—জ্ঞানন্ত ফলমাহ যজ্ঞাত্তেতি সার্বৈক্যমিতিঃ । যজ্ঞানং দেহাদতি-
রিক্ত এবাত্তেতি লক্ষণং জ্ঞাত্বা এবং মোহমন্তঃকরণধর্মং ন প্রাপ্যসি । যেন চ মোহবিগমেন
স্বাভাবিকনিত্যসিদ্ধাত্মজ্ঞানলাভাৎ অশেষাণি ভূতানি মনুষ্যতিথ্যাগাদীনি আত্মনি জীবা-
ত্মনি উপাধিহেন স্থিতানি পৃথগ্ ত্রক্ষ্যসি । অথো ময়ি পরমকারণে চ কার্যাহেন স্থিতানি
ত্রক্ষ্যসি ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায় । উল্লিখিতরূপ
নির্ব্বাক্যতিশয্যসহকারে জ্ঞান উপার্জন করিয়া কি লাভ হইবে, তাহাই এই
শ্লোকে প্রদর্শিত হইতেছে । পূর্ব্বোক্তরূপে আচার্য্যের নিকট হইতে উপদেশ
দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে, বহি যেমন ভক্ষ্য পদার্থকে জীর্ণ করে, তদ্রূপ
তোমার মোহ অপাকৃত হইবে । বন্ধুবধাদি নিমিত্ত তুমি অধুনা যে মোহে
অভিভূত হইতেছ, জ্ঞান দ্বারা তোমার হৃদয় আলোকিত হইলে, সে মোহ
বিদূরিত হইবে । তখন ব্রহ্মাদিস্তম্ভপর্য্যন্ত অনিষ্টাবিজৃম্বিত পিতৃ-পুত্রাদি
যাবতীয় ভূতাত্মরূপ তস্পদার্থে, পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবরূপ তৎপদার্থ-
নির্ব্বিশেষরূপে উপলব্ধি করিবে । তখন পরমার্থদর্শনশক্তি উন্মুক্ত হওয়ায়,
অভিন্নভাবে আমাকে দর্শন করিয়া, যাবতীয় অজ্ঞান ও তাহার কার্য্যস্বরূপ
ভূতসমূহ আর বিভিন্নভাবে উপলব্ধ হইবে না ।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায় । জীবজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাসম্বন্ধি
জ্ঞান উপজাত হইলে, বন্ধুবধাদিজনিত মোহ আর উপস্থিত হইবে না ।
সেই জ্ঞান দ্বারা দেবমানবাদি সর্ব্বপ্রকার শরীর, উপাধিরূপে অবস্থিত
বোধে, তৎসমস্ত পৃথগ্রূপে দর্শন করিবে, এবং আমি সর্ব্বেশ্বর ভগবান্

বিস্তং, বাবন্তিষ্ঠতি তাবদেব মহতাং সজ্জেন সংস্কৃতঃ ॥ অর্থাৎ নববার নিষিদ্ধ (নিরোধ) হইলে
ঋশপ্রধাসের গতি ভিতরেই হইতে থাকে ; এই অবস্থার স্থিতির নামই নির্বাণ (অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ)
কৃত্তক । যোগশাস্ত্রে এই কৃত্তকই কেবল কৃত্তক নামে পরিচিত । আজকাল অনেকেই সোঁ সোঁ
করিয়া বায়ুর টানা ও ছাড়া করিয়াই প্রাণায়াম সাধন করেন, তাহাদের প্রাণায়ামে কৃত্তক নাই ।
এরূপ প্রাণায়ামের ব্যবস্থা .যে কোন্ শাস্ত্রে আছে, তাহা তো কৈ দেখিতে পাইলাম না ! আর
এরূপ টানাছাড়াতে প্রাণায়াম কথার মার্থকতাও তো কৈ দেখা যায় না । কেবল রেক ও পুরকে বায়ু
নিরোধ হইতে পারে না । [পণ্ডিত শ্রীমুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ।]

সকলের হেতুস্বরূপে অবস্থিত, এইরূপ উপলব্ধি করিবে । শ্রীহরির মান্যাস্বরূপ দেহ ও দেহীতে তখন আর মমতা থাকিবে না এবং হস্ত-হস্তব্যভাবও আর থাকিবে না ॥ ৩৫ ॥

অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সৰ্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ ।

সৰ্বং জ্ঞানপ্লেবেনৈব বৃজিনং সন্তুরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

অর্থ—সৰ্বেভ্যঃ অপি পাপিভ্যঃ চেৎ (যদি) [তুমি] পাপ-কৃত্তমঃ (অতিশয়েন পাপকারী) অসি (ভবসি) [তথাপি] জ্ঞান-প্লেবেন এব (জ্ঞানরূপেণ পোতেন এব) সৰ্বং বৃজিনং (অখিলং পাপ-রূপং সমুদ্রম্) সন্তুরিষ্যসি (অতিক্রমিষ্যসি) ॥ ৩৬ ॥

প্রতিশব্দ—সকল পাপী অপেক্ষাও যদি [তুমি] অতিশয় পাপ-কারী হও, [তথাপি] জ্ঞানরূপ পোত দ্বারাই সকল পাপার্ণব অতিক্রম করিবে ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা—যদি তুমি যাবতীয় পাপীর অপেক্ষাও অধিকতর পাপী হও, তাহা হইলেও জ্ঞানরূপ নৌকারোহণপূর্বক, অনায়াসেই সেই সমস্ত পাপ-পারাবার অতিক্রম করিতে পারিবে ॥ ৩৬ ॥

ভগবান্ পতঞ্জলি প্রণীত যোগশাস্ত্রে প্রণাম্যম্ সম্বন্ধে হৃদিত্ত আলোচনা আছে । নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে । “তস্মিন্ সতি বাসপ্রবাসরোগতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ।” (সাধনপাদ, ৪৯ শ্লোক) । প্রাণায়াম কি ? না, বাসপ্রবাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া, তাহাকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন করা বা স্থানবিশেষে বিধৃত করা । আসন সিদ্ধ হইলেই এই দুঃসাধ্য কার্য সহজে সম্পন্ন করা যায়, মচেৎ বড়ই দুষ্কর । “বাহ্যভ্যন্তরস্তুত্ত্বত্ত্বির্দেহকালসম্ব্যাপ্তিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘঃ স্থলঃ ।” (সাধনপাদ, ৫০ শ্লোক) । প্রাণায়াম তিন প্রকার ; এক বাহ্যবৃত্তি, দ্বিতীয় অভ্যন্তরবৃত্তি, তৃতীয় স্তুত্ববৃত্তি । এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম দেখ, কাল ও সম্ব্যাপ্তি দীর্ঘ ও স্থলরূপে সিদ্ধ হইতে দেখা যায় । এই অভ্যন্তর কথা দ্বারা প্রাণায়াম-তত্ত্বটী ঠিক বুঝা গেল না । হুতরাং ইহাকে বিতৃপ্তরূপে বলা আবশ্যক হইতেছে । তত্ত্বব্যাখ্যা ; যোগশাস্ত্রে ইহার কৌশল ও ব্যবস্থা বিবরণ উপদেশ ও কলাকল সকল বিশেষ-রূপে লিখিত আছে । সে সকল লিপির তাৎপর্য্য পর্যালোচনা করিলে এইরূপ প্রতীতি হয় যে, প্রাণায়াম এক প্রকার প্রাণবায়ুর শিল্প, অর্থাৎ প্রাণ-বায়ু যে বিনা প্রবর্ত্তে অর্থাৎ স্বাভাবিকরূপে সदा সর্বদা অন্তরে ও বাহিরে গমনাগমন করিতেছে, প্রবর্ত্ত বিশেষ অবলম্বন করিয়া, তাহার সেই স্বাভাবিক গতি

পাঠান্তর ৩৫ শ্লোক ।—ভূতান্ত্রণেবেণ ।

শঙ্করাচার্য্য ।—কিঞ্চৈতত্ত্ব জ্ঞানস্ত মাহাত্ম্যং অসীতি । অপি চেদসি পাপিভ্যঃ পাপকৃত্যঃ সৰ্বেভ্যঃ সকাশাদতিশয়েন পাপকৃত্যং পাপকৃত্তমঃ বদসি ভবসি সৰ্বং জ্ঞানপ্ৰবেশেনৈব জ্ঞানমেব প্ৰবং জ্ঞানপ্ৰবং কৃত্বা বুদ্ধিনং বুদ্ধিনাৰ্ণবং পাপং সন্তরিয়্যসি ধৰ্ম্মোহপীহ মুবুদ্ধোঃ পাপমুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

আনন্দগিরি ।—জ্ঞানস্ত প্রকারান্তরেণ প্রশংসাং প্রস্তুতি কিঞ্চৈতি । পাপ-কারিভ্যঃ সৰ্বেভ্যঃ সকাশাদতিশয়েন পাপকারিত্বমেকস্মিনসম্ভাবিতমপি জ্ঞানমাহাত্ম্যাপ্রসি-দ্ধার্থমঙ্গীকৃত্য ব্রবীতি অপিচেদতি । ব্রহ্মাত্মকাজ্ঞানস্ত সৰ্বপাপনিবৰ্ত্তকত্বেন মাহাত্ম্য-মিদানীং প্রকটয়তি সৰ্বমিতি । অধৰ্ম্মে নিবৃত্তেহপি ধৰ্ম্মরূপ প্রতিবন্ধান্ন জ্ঞানবতোহপি মোক্ষঃ সম্ভবতীত্যাপদ্যাহ ধৰ্ম্মোহপীতি । ইহেতাদ্যাত্মশাস্ত্রং গৃহ্যতে ॥ ৩৬ ॥

রামানুজ ।—অপি চেদতি । যত্ত্বাপি সৰ্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ পাপকৃত্তমোহসি সৰ্বং পূৰ্ব্বাঙ্জিতং বুদ্ধিরূপং সমুদ্রমাশ্রয়বিষয়জ্ঞানরূপপ্ৰবেশেনৈব সন্তরিয়্যসি ॥ ৩৬ ॥

হনুমান্ ।—আত্মনি চ জ্ঞানফলমাহ অপি চেদতি । অপি চেদসি ভবসি সৰ্বেভ্যঃ পাপকৃত্যঃ অতিশয়েন পাপকৃত্যং পাপকৃত্তমঃ, সৰ্বং জ্ঞানপ্ৰবেশেনৈব প্ৰবতেহনেনোত প্ৰবঃ জলতরণং জ্ঞানমেব প্ৰবো জ্ঞানপ্ৰবন্তেনৈব বুদ্ধিনং পাপং তরিয়্যসি ॥ ৩৬ ॥

ভঙ্গ করিয়া দিয়া, অস্ত্র এক প্রকার নুতন ভাবের অধীন করা। এই প্রাণায়ামরূপ প্রাণ-শিল্প আয়ত্ত হইলে, চিত্ত যে কতদূর বেগশালী ও ক্ষমতাপন্ন হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রাণ-বায়ুর চিরা-ভ্যস্ত বা স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া, নুতন নিয়মের অধীনে স্থাপন করার নাম প্রাণায়াম বটে, পরন্তু তন্মধ্যে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা কি, তাহা বলা যাইতেছে; প্রাণায়াম প্রথমতঃ তিনপ্রকার; এক বায়ু-বৃত্তি, দ্বিতীয় অভ্যাস্তর-বৃত্তি এবং তৃতীয় স্তম্ভ-বৃত্তি। ঔদৰ্ঘ্য বায়ুকে বাহির করিয়া দিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত নিয়মে শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, তাহাকে বাহিরে স্থাপন করার নাম বায়ু-বৃত্তি। এই বায়ু-বৃত্তির অপর নাম রেচক। বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করিয়া, শরীরের মধ্যে পূর্ণ করার নাম অভ্যাস্তর-বৃত্তি। ইহার অস্ত্র নাম পূরক। রেচক-পূরক কিছুই না করিয়া, প্রপূরিত বায়ুরাশিকে অভ্যাস্তরে রুদ্ধ করার নাম স্তম্ভ-বৃত্তি। এই স্তম্ভ-বৃত্তির অস্ত্র নাম কুস্তক। কুস্ত্র মধ্যে জল পূর্ণ হইলে তাহা যেমন নিশ্চল থাকে, চক্ চক্ করিয়া নড়ে না, সেইরূপ শরীরও বায়ু-পূর্ণ হইলে, তন্মধ্যস্থ পরিপূর্ণ বায়ুও নিশ্চল হয়, নড়ে না। এই অস্ত্রই স্তম্ভ-বৃত্তির নাম কুস্তক। শরীরের শিরা ও অশিরা প্রভৃতি সমস্ত হিঙ্গ্র যদি বায়ু-পূর্ণ না হয়, তাহা হইলেই তরঙ্গ, আন্দোলন বা বেগ উপস্থিত হইয়া, শরীরকে, বিকল করিয়া ফেলে, পরন্তু যদি সমস্ত স্থান পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে আর তরঙ্গ, আন্দোলন বা বেগ জন্মে না। সুতরাং শরীরও নির্বিকল, লঘু, স্বীতপ্রায় হয়। তপ্তশিলার জল-বিন্দু স্থাপন করিলে, তাহা যেমন সঙ্কুচিত বা শুক হইয়া যায়, সেটরূপ সন্নিবদ্ধ বায়ুও ত্রয়ে, শরীরে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া, সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ উষ্মগজকল বেগের হ্রাস হইয়া গিয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। এতরূপ লক্ষণাত্মক প্রাণায়াম-ত্রয় আবার বিবিধ; দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম। প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা কেবল স্থান, কাল ও সম্য্যা বিশেষের দ্বারা জানা যায়। রেচক প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা বোধক স্থান কিরূপ? তাহা গুন; প্রথমতঃ দেখিবে যে, রিচ্যমান বায়ু কতদূর যায়; আদৌই পরিসিত বাহিরে যায়? কি বিতস্তি

শ্রীধর ।—কিঞ্চ অপি চেদিতি । সৰ্কেভ্যোহপি পাপকারিত্যো যত্নপাতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি তথাপি সৰ্কে পাপসমুদ্রং জ্ঞানপ্লেবেনৈব জ্ঞানপ্লেতেনৈব সম্যগনারাসেন তরিস্বাসি ॥ ৩৬ ॥

বলদেব ।—জ্ঞানপ্রভাবগাহ অপি চেদিতি । যত্নপি সৰ্কেভ্যঃ পাপকৰ্ত্তৃত্বমতিশয়েন পাপকৃত্বমসি তথাপি সৰ্কে বুজিনং নিখিলং পাপং দুস্তরস্বেনার্ণবতুল্যমুক্তলক্ষণজ্ঞানপ্লেবেন সত্তরিস্বাসি ॥ ৩৬ ॥

মধুসূদন ।—কিঞ্চ শৃণু জ্ঞানশ্রু মাহাত্ম্যম্ অপিচেদিতি । (অপিচেদিত্যসম্ভাবিতাভ্যুপগমপ্রদর্শনার্থো নিপাতো) যত্নপি অরমর্থো ন সম্ভবত্যেব তথাপি জ্ঞানকলকখনারাত্তপেতোচ্যতে । যত্নপি ত্বং পাপকারিত্যঃ সৰ্কেভ্যোহপিঅতিশয়েন পাপকারী পাপকৃত্ত্বমন্তথাপি সৰ্কে বুজিনং পাপং অতিদুস্তরস্বেনার্ণবসদৃশং জ্ঞানপ্লেবেনৈব নান্তেন, জ্ঞানমেব প্লেবং পোতং

পরিমিত বার? কি হস্ত পরিমিত বার? কি তনপেক্ষা অধিক দূরে বার? যদি অন্নদূর বার, তবে হৃদয়; নচেৎ দীর্ঘ। হস্তে নিষ্পিজিত তূলা কি মজ্জু (চাহু) রাখিয়া রেচন করিলেই বায়ুর বহির্গতির পরিমাণ জানা যাইবে। পুরক ও কুন্তক প্রাণায়ামের স্থানিক দীর্ঘতা ও হৃদয়তা কি? তাহাও শুন; পুরক ও কুন্তক প্রাণায়ামের স্থান অভ্যন্তর। পুরককালে ও কুন্তককালে যদি শরীরভ্যন্তরের সর্বস্থান বায়ুপরিপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া অনুভব হয়, তবে তাহা দীর্ঘ; নচেৎ হৃদয়। পুরক ও কুন্তকের দীর্ঘই ভাল। পুরককালে ও কুন্তককালে যদি আপাদ-মস্তক সর্বত্রই পিপীলিকা সঞ্চরণ সম্পন্ন হয় অর্থাৎ কি অল্প কোন বায়ুক্রিয়া অনুভূত হয়, তবেই জানিবে যে, প্রপূরিত বায়ু তোমার শরীরের সর্বস্থানেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ কালের দ্বারাও উক্ত প্রাণায়াম-ত্রয়ের দীর্ঘতা ও হৃদয়তা নির্ণয় করিবে। রেচক হউক, পুরক হউক, আর কুন্তক হউক, দেখিবে যে, কি পরিমাণ বা কি পরিমিত কাল স্থায়ী হইতেছে। যত অধিক কাল উহা স্থায়ী হইবে, ততই তাহা দীর্ঘ এবং ততই তাহা ভাল অর্থাৎ ভবিষ্যৎ-যোগের উপকারী। এইরূপ সংখ্যা গণনা দ্বারাও উহার দীর্ঘতা ও হৃদয়তা জানা যায়। প্রাণায়ামের এতরূপ দীর্ঘতা ও হৃদয়তা সহজে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত যোগীরা যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেন যেন বিধি-বিধানক্ৰমে ১৬,৬৪৩০ বার যন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যথাক্রমে রেচক, পুরক ও কুন্তক করিতে পারিলেই, লিখিত একারের দীর্ঘতা ও হৃদয়তা নির্ণয় হয়। যোগীরা প্রাণায়াম-যন্ত্রগুলিকে অথবা যন্ত্র-জপের সংখ্যাগুলিকে এরূপ স্বকোশলে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, যন্ত্রগুলি যথাবিধি উচ্চারণ শেষ হইলেই প্রাণ-নিরোধের কালাদি পরিমাণ আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়। বাদ্যের বোল যেমন তাল-মাত্রার সংখ্যানুসারে রচিত, প্রাণায়াম-যন্ত্রগুলিও সেইরূপ তাল-মাত্রার নিয়মানুসারে রচিত। “বাহ্যভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥” (সাধনপাদ, ৫১ সূত্র) উক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়াম যদি বাহিরের বাদ্যশব্দাদি পরিমিত স্থান ও স্থান, নাস্তি, মন্তকভ্যন্তর, কি সর্ব-শরীর-ব্যাপ্ত শিরা-প্রশিরা প্রভৃতির অভ্যন্তর স্থান পর্য্যালোচন বা অনুসন্ধানপূর্বক কৃত হয়, তবে তাহা চতুর্থ বলিয়া গণ্য। প্রথম অভ্যাসের সময় এই চতুর্থ প্রাণায়ামই অবলম্বনীয়। কিন্তু অভ্যাস দৃঢ় হইয়া আসিলে, তখন আর স্থানের কি কালের পরিমাণাদির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, অনুসন্ধানও থাকে না। অনুসন্ধান বা লক্ষ্য না থাকিলেও তাহা সূক্ষ্ম অভ্যাসের বলে আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়; ইহাই বলা বাহুল্য।—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীদাস বেদান্তবাসীশ ।

কৃষা সত্ত্বরিষাসি সমাগনায়াসেন পুনরাবৃত্তিবজ্জিতয়েন চ তন্নিষাসি অতিক্রমিষাসি ।
বুজিনশঙ্কেনোজ্জ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মরূপং কৰ্ম সংসারফলমভিপ্রেতম্, মুমুক্শোঃ পাপবৎ পুণ্যভাপা-
নিষ্টম্বাৎ ॥ ৩৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অপি চেদিত্তি । বুজিনং বুজিনার্ণবং ধৰ্ম্মোহপীহ মুমুক্শোঃ পাপ-
মিত্যাচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—জ্ঞানন্তু বাহ্যাত্মাহ অপি চেদিত্তি । পাপিত্যঃ পাপকৃত্যঃ অপি সকা-
শাৎ যন্তপ্যতিশয়েন পাপকারী ভ্রমসি, তথাপি অত্রেতাবৎপাপসম্বন্ধে কথমন্তঃকরণতচ্ছিন্নিঃ ?
তদভাবোচ কথং জ্ঞানোৎপত্তিঃ ? নাপ্যুৎপন্নজ্ঞানস্যৈতদদুরাচারত্বং সম্ভবেদতোহজ্ঞ ব্যাখ্যা
শ্রীমধুসূদনসরস্বতীপাদানাম্, (অপিচেদিত্যসম্ভাবিতাত্মাপগমপ্রদর্শনার্থো নিপাতৌ)
যন্তপ্যন্নমর্থো ন সম্ভবত্যেব তথাপি জ্ঞানফলকথনাত্মাপেত্যোচ্যতে ইত্যোষা ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য ।—জ্ঞানের আরও মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতেছে । তোমার
পক্ষে তাহা সম্ভবপর না হইলেও, যদি তুমি বিশ্বের যাবতীয় পাপ-পরায়ণ-
গণের অগ্রগণ্য হও, তথাপি অতি দ্রুতর সমুদ্রোপম পাপরাশি, জ্ঞানরূপ
তরণির সহায়তায় অনায়াসেই অতিক্রম করিতে পারিবে । পাপ অতীব
দ্রুতর, এই জন্তই তাহার সমুদ্রের সহিত সাদৃশ্য স্থাপিত হইল । জ্ঞান-
পোতের দ্বারা পাপপারাবারের পরপারে গমন করিলে, আর পুনরাগমনের
সম্ভাবনা থাকিবে না । বুজিন শব্দ দ্বারা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম সংসারফল-ভূত সমস্ত
কৰ্ম্মই লক্ষিত হইল । পাপ যেমন সর্বজনেরই অনিষ্টকারক, মুমুকু ব্যক্তির
পক্ষে ধৰ্ম্মও সেইরূপ অনিষ্টজনক ; অতএব তাহাও পাপবৎ বর্জনীয় ।
যাঁহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহার পক্ষে সামান্য পাপেও লীন হওয়া কখনই
সম্ভাবিত নহে ; তথাপি এস্থলে জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থই, অসম্ভব বিষয়কেও
সম্ভবরূপে উল্লেখ করা হইল ॥ ৩৬ ॥

যথৈধাংসি সমিক্শোঃ শির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

অর্থ ।—অর্জুন, যথা সমিক্শঃ (সগ্যক্ দীপ্তঃ) অগ্নিঃ এধাংসি
(কাষ্ঠানি) ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ
কুরুতে ॥ ৩৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—অৰ্জুন, যেৰূপ প্রকৃত পাবক কাৰ্ঠসমূহকে ভস্মীভূত
করে, সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি বাবতীয় কৰ্ম ভস্মীভূত করে ॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—প্রদীপ্ত পাবক যেৰূপ কাৰ্ঠরাশিকে ভস্মাবশেষে পরিণত
করে, হে অৰ্জুন ! জ্ঞানস্বরূপ অনলও কৰ্মসমূহকে তদ্রূপ ভস্মসাৎ
করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—জ্ঞানং কথং নাশয়তি পাপমিতি সদৃষ্টান্তমুচ্যতে যথেন্তি ।
যথা এথাংসি কাষ্ঠানি সমিদ্ধঃ সমাক্ ইচ্ছো দীপ্তোহগ্নিৰ্ভস্মসাৎ ভস্মীভাবং কুরুতেহৰ্জুন !
এবং জ্ঞানমেব অগ্নির্জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা নির্বীজং করোতীত্যর্থঃ ।
ন হি সাক্ষাদেব জ্ঞানাগ্নিঃ তানি কৰ্ম্মাণীকনবভস্মীকৰ্ত্ত্বং শক্নোতি, তস্মাৎ সমাগ্দর্শনং
সৰ্বকৰ্ম্মণাং নির্বীজত্বে কারণমিত্যভিপ্রায়ঃ সামর্থ্যাৎ, যেন কৰ্ম্মণা শরীরমারব্ধং তৎ
প্রবৃত্তকলহানুপভোগেনৈব ক্ষীয়তেহতৌ বাস্তবপ্রবৃত্তকলানি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্ কৃতানি
জ্ঞানসহভাবীনি চাতীতানেকজন্মকৃতানি চ তাত্ত্বেব সৰ্ব্বাণি ভস্মসাৎ কুরুতে ॥ ৩৭ ॥

আনন্দগিরি ।—জ্ঞানে সত্যপি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ময়োৰূপলভ্যাৎ কৃতস্তয়োস্ততো নিবৃত্তি-
রিত্যাশক্য জ্ঞানস্ত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মনিবৰ্ত্তকত্বং দৃষ্টান্তেন দর্শয়িতুমনন্তরম্লোকমবতারয়তি জ্ঞানমিতি ।
যোগ্যাযোগ্যবিভাগেন নিবৰ্ত্তকত্বানিবৰ্ত্তকত্ববিভাগমুদাহরতি যথেন্তি । দৃষ্টান্তামূহুতং
দাৰ্ষ্টান্তিকম্যাচষ্টে জ্ঞানায়িরিতি । যোগ্যবিষয়েহপি দাহকত্বমগ্নেরপ্রতিবন্ধাপেক্ষয়েতি
বিবক্ষিত্বা বিশিনষ্টি সমাগতি । দাৰ্ষ্টান্তিকং ব্যাচষ্টে জ্ঞানমেবেতি । নহু জ্ঞানং
সাক্ষাদেব কৰ্ম্মদাহকং কিমিতি নোচ্যতে, নির্বীজং করোতি কৰ্ম্মেতি কিমিতি ব্যাখ্যা-
নমিত্যাশক্যাহ ন হৌতি । জ্ঞানস্ত স্বপ্রমেয়াবরণাজ্ঞানাপাকরণে সামর্থ্যস্ত লোকে
দৃষ্টেদ্বাদবিক্রিয়ত্বজ্ঞানমপি তদজ্ঞানং নিবৰ্ত্তয়ন্ তজ্জন্মকৰ্ত্তৃত্বভ্রমং কৰ্ম্মবীজভূতং
নিবৰ্ত্তয়তি, তন্নিবৃত্তৌ চ কৰ্ম্মাণি ন হ্যতুং পারয়তি ন তু সাক্ষাৎ কৰ্ম্মণাং নিবৰ্ত্তকং জ্ঞানং
অজ্ঞানৈস্তবু নিবৰ্ত্তকমিতি ব্যাপ্তেস্তদনিবৃত্তৌ তু পুনরপি কৰ্ম্মোক্তবসন্তবাদিত্যর্থঃ ।
জ্ঞানস্ত সাক্ষাৎ কৰ্ম্মনিবৰ্ত্তকত্বাভাবে ক্লিষ্টমাহ তস্মাদিতি । সমাগ্জ্ঞানং মূলভূতা-
জ্ঞাননিবৰ্ত্তনেন কৰ্ম্মনিবৰ্ত্তকমিষ্টকেদারক্কলস্তাপি কৰ্ম্মণো নিবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ জ্ঞানোদয়সম-
কালমেব শরীরপাতঃ তাদিত্যাশক্যাহ সামর্থ্যাদিতি । জ্ঞানোদয়সমসময়মেব দেহোপোহে
তদ্বদশিত্তিরূপদ্বিষ্টঃ জ্ঞানং কলবদিতি ভগবদভিপ্রায়স্ত বাধিতত্বপ্রসঙ্গাদাচার্য্যালভান্তথা-
নুপপত্ত্যা প্রবৃত্তকলকৰ্ম্মসম্পাদকমজ্ঞানলেশং ন নাশয়তি জ্ঞানমিত্যর্থঃ । কথং তর্হি
প্রারব্ধকলং কৰ্ম্ম নস্ততীত্যাশক্যাহ যেনেন্তি । তর্হি কথং জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি ভস্ম-
সাৎ করোতীত্যুক্তং তত্রাহ অত ইতি । জ্ঞানাদারব্ধকলানাং কৰ্ম্মণাং নিবৃত্ত্যানুপপত্তের-
নারব্ধকলানি যানি কৰ্ম্মাণি পূৰ্বে জ্ঞানোদয়াদগ্নিরেব অগ্নিনি কৃতানি জ্ঞানেন চ সহ

বর্তমানানি প্রাচীনেষু চানেকেষু জন্মস্বর্জিতানি তানি সর্বাণি জ্ঞানং কারণনিবর্তনেন নিবর্তয়তীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

রামানুজ ।—যথেন্তি । সমাক্ প্রবুদ্ধোহগ্নিরিক্তনসমুচ্চয়মিবাশ্বাখাশ্বাজ্ঞানরূপোহগ্নি-
জ্যোত্স্নগতমনাদিকালপ্রবৃত্তানেককর্মসঞ্চয়ান্ ভস্মীকরোতি ॥ ৩৭ ॥

হনুমান্ ।—ব্রহ্মজ্ঞানস্ত সফলবৃজ্জিতরণত্বমাহ বধেন্তি । যথা অয়ং দৃষ্টান্তঃ এধাংসি
কাষ্ঠানি সমিদ্ধঃ জ্বলিতঃ অগ্নিভস্মসাৎ সর্বং কুরুতে অর্জুন ! তথা জ্ঞানমেবাগ্নিঃ সর্ব-
কর্ম্যাণি নিত্যনৈমিত্তিককাম্যপ্রতিষিদ্ধরূপাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধর ।—সমুদ্রবৎ স্থিতশ্চৈব পাপস্ত অতিলজ্জনমাঞ্জন ন তু পাপস্ত নাশ ইতি
শ্রান্তিঃ দৃষ্টান্তেন বারয়ন্নাহ যথৈধাংসীতি । এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদৌগ্ধোহগ্নির্যথা ভস্মীভাবং
নয়তি, তথা জ্ঞানস্বরূপোহগ্নিঃ প্রারককর্মফলব্যতিরিক্তানি সর্বাণি কর্ম্যাণি ভস্মীকরো-
তীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

বলদেব ।—ব্রহ্মবিজ্ঞয়া পাপকর্ম্যাণি নশ্তস্তীত্যুক্তম্, ইদানীং পুণ্যকর্ম্যাণ্যপি
নশ্তস্তীত্যাহ বধেন্তি । এধাংসি কাষ্ঠানি সমিদ্ধঃ প্রজ্বলিতোহগ্নির্যথা ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা
জ্ঞানাগ্নিঃ স্বপরাশ্মাত্তত্ত্ববহিঃ সর্বাণি কর্ম্যাণি পুণ্যানি পাপানি চ প্রারকোত্তরাণি ভস্মসাৎ
কুরুতে । তত্র সক্ষিতানি প্রারকোত্তরাণীবীকতুলবদ্বিহতি, ক্রিয়মাণানি পদ্মপত্রাণ্যুবিদ্যুদ্বহি-
শ্লেষয়তি, প্রারকানি তু তৎপ্রভাবোপাতিজ্বীর্ণাভ্যপি সৎপথপ্রচারার্থয়া হরিরিচ্ছয়ৈবাত্মা-
ভবিত্ত্ববস্থাপয়তীতি । শ্রুতিঃ “উভে উইষ্টৈব এতে তরতামৃতঃ সাধবসাধুনী” ইতি । এষ
ব্রহ্মাত্মত্বী উভে সক্ষিতাক্রিয়মাণে এতে সাধবসাধুনী পুণ্যপাপে কর্ম্মণী তরতি ক্রামতী-
ত্যর্থঃ । এবমাহ হৃদ্বকারঃ, “তদধিগম উত্তরপূর্বাদ্যোরোন্নৈববিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ”
ইত্যাদিভিঃ ॥ ৩৭ ॥

মধুসূদন ।—নহু সমুদ্রবত্তরণে কর্ম্মণাং নাশো ন শ্রাদিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তস্তারমাহ বধেন্তি ।
যথা এধাংসি কাষ্ঠানি সমিদ্ধঃ প্রজ্বলিতোহগ্নিভস্মসাৎ কুরুতে ভস্মীভাবং নয়তি, হে অর্জুন !
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্ম্যাণি পাপানি পুণ্যানি চাবিশেষেণ প্রারকফলভিন্নানি ভস্মসাৎ কুরুতে,
তথা তৎকারণজ্ঞানবিনাশেন বিনাশয়তীত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ ; “ভিদ্ধ্যতে হৃদয়গ্রন্থিহিদ্ধ্যাস্তে
সর্বসংশয়াঃ । স্মরন্তে চাস্ত্র কর্ম্যাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥” ইতি “তদধিগম উত্তরপূর্বাদ্যোরো-
ন্নৈববিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ । ইতরস্তাপোবমসংশ্লেষঃ পাতেতু” ইতি চ স্থলে অনারক্কে
পুণ্যপাপে নশ্তত এবত্যত্র হৃদ্বং “অনারক্কার্থ্যে এব তু পূর্বে তদবধেরিতি, জ্ঞানোৎপাদক-
দেহারন্তকাণস্ত তদেহান্ত এব বিনাশঃ, তস্ত তাবদেব চিরং বাবন্ন বিমোক্ষোহর্থ সম্পৎস্তে”
ইতি শ্রুতেঃ, “ভোগেন স্থিতরে ঋপরিদ্ধা সম্পত্ততে” ইতি হৃদ্বাচ্চ আধিকারিকাণস্ত বাস্তবে
জ্ঞানোৎপাদকদেহারন্তকাণি তাজ্জৈব দেহান্তরারন্তকাণ্যপি যথা বশিষ্ঠাশাস্ত্রতমঃ-
প্রভৃতীনাং । তথাচ হৃদ্বং ; “বারদ্বিকারমবহিত্তিরাদিকারিকাণাম্” ইতি অধিকারোহ-
নৈকদেহারন্তঃ বলবৎ প্রারকফলং কর্ম্ম তচ্চোপাসকানামেব নাশো অনারক্ফলানি নশ্ততি,

আরক্তকলানি তু বাবভোগসমাপ্তি তিষ্ঠন্তি, ভোগশৈশ্বেন দেহেনানেকেন বেতি [ন] বিশেষঃ, বিস্তরত্বাকরে দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৩৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—যথেন্তি । এথাংসি কাষ্ঠাণি কৰ্ম্মাণি প্রারক্তাদন্তানি ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—শুদ্ধান্তঃকরণভোগপন্নঃ জ্ঞানন্ত প্রারক্তিত্বঃ কৰ্ম্মমাত্রঃ বিনাশয়তীতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেন্তি । সমিদ্ধঃ প্রজ্জলিতঃ ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য ।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায় । সমুদ্রবৎ পাপ অতিক্রম করিলেও, তাহার নাশ হয় না । এইরূপ আশঙ্কার উত্তরার্থ এস্থলে দৃষ্টান্ত দ্বারা জ্ঞানের পাপনাশকত্ব শক্তির বিষয় কীৰ্ত্তিত হইতেছে । হে অৰ্জুন ! প্রজ্জলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, জ্ঞানায়িও তদ্রূপ পাপপুণ্যানির্বিশেষে সমস্ত কৰ্ম্ম ভস্মীভূত করে, অর্থাৎ তাহার কারণস্বরূপ অজ্ঞানের বিনাশ করিয়া, কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম সমস্তই বিনষ্ট করে । শ্রুতি বলিয়াছেন, “সেই পরমাত্ম বস্তু দৃষ্ট হইলে সাধকের হৃদয়-গ্রন্থি সকলের ভেদ, সংশয় সকলের উচ্ছেদ ও তাহার কৰ্ম্ম সকলের ক্ষয় হয় ।” বেদান্ত শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, “তদ্বারা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পাপসমূহ নিঃশেষে বিনষ্ট হয় ।” ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জ্ঞানবারা অনারক্ত পুণ্য-পাপের ক্ষয় হয় বটে, কিন্তু প্রারকের ক্ষয় হয় না । শ্রুতি বলিয়াছেন, “জ্ঞানোৎপাদক যে দেহ, তাহার প্রারক অর্থাৎ তদেহ প্রাপ্তির সমসময়ে যে ফলাফলের সূচনা হইয়াছে, দেহ বিনাশ না হইলে তাহার বিনাশ হয় না ।” বেদান্ত সূত্রেও কথিত হইয়াছে যে, “ভোগ ব্যতীত প্রারকের ক্ষয় হয় না ।” অতএব যে কৰ্ম্ম দ্বারা শরীর আরম্ভ হইয়াছে, তাহার প্রবৃত্ত কৰ্ম্মফল উপভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না ; কিন্তু অপ্রবৃত্ত ফলসমূহ এবং অনেক অতীত-জন্মকৃত কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম জ্ঞান দ্বারা নিঃশেষে ও নির্বীজরূপে বিনষ্ট হয় ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায় । ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়, একথা পূর্বে কথিত হইয়াছে । এক্ষণে তদ্বারা পুণ্যকৰ্ম্মও বিনষ্ট হয়, ইহাই কথিত হইতেছে । প্রজ্জলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠসমূহ ভস্মসাৎ করে, জ্ঞানায়িও তদ্রূপ প্রারক্ত ভিন্ন সমস্ত পাপ-পুণ্যের বিনাশ করে । প্রারক্ত ব্যতীত অল্প বস্তু সঞ্চিত কৰ্ম্ম, ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারা তৎসমস্ত তৃণ ও তুলার আয় দগ্ধ হইয়া যায় ; ব্রহ্মবিদ্যাক্তি কৰ্ম্মে লীন হইলেও, ব্রহ্মবিজ্ঞান পদ্যপত্রে জল-বিন্দুর আয়, তাঁহাকে ক্রিয়মাণ কৰ্ম্মসমূহ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে । প্রারক্তও ব্রহ্মবিজ্ঞানপ্রভাবেঃ শ্রীহরির ইচ্ছাক্রমে, জীর্ণ হইয়া ব্রহ্মানুভবাবস্থায়

অবস্থিতি করে । প্রতিও বলিয়াছেন, “ব্রহ্মানুভব দ্বারা সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ উভয় প্রকার কৰ্ম্ম-জনিত পুণ্য পাপ হইতে ত্রাণ পায়” ॥ ৩৭ ॥

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্বতে ।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

অর্থঃ ।—হি (যস্মাৎ) ইহ (বৈদিকলৌকিকব্যবহারে, তপো যোগাদিষু বা) জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং (পূতং) ন বিদ্বতে কালেন যোগসংসিদ্ধঃ (কৰ্ম্মযোগেন যোগ্যতামাপন্নঃ সন্) আত্মনি স্বয়ং তৎ (আত্মবিষয়ং জ্ঞানং) বিন্দতি (লভতে) ॥ ৩৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—যেহেতু এই যোগাদির মধ্যে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র নাই, কালক্রমে কৰ্ম্মযোগ সিদ্ধ হইয়া আপনাতে আত্মজ্ঞান স্বয়ং লাভ করে ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—পূর্বোক্ত তপোযোগাদির মধ্যে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই । কালসহকারে কৰ্ম্মযোগ দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে, এই জ্ঞান স্বয়ংই অন্তঃকরণে সমুদিত হইয়া থাকে ।

শঙ্করাচার্য্য ।—যত এবমতঃ ন ইতি । ন হি জ্ঞানেন সদৃশং তুল্যং পবিত্রং পাবনং শুদ্ধিকরমিহ বিদ্বতে, হি যস্মাৎ তৎ জ্ঞানং স্বয়মেব যোগসংসিদ্ধো যোগেন কৰ্ম্ম-যোগেন সমাধিযোগেন চ সংসিদ্ধঃ সংস্কৃতো যোগ্যতামাপন্নো মুমুক্শুঃ কালেন মহতা আত্মনি বিন্দতি লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

আনন্দগিরি ।—নহন্তেনৈব পরমপরিশুদ্ধিকরণে কেনচিদন্যমেধাদিনা পরমপুরুষার্থ-সিদ্ধেরন্তমাজ্ঞানেনেত্যশঙ্ক্যাহ যত ইতি । পূর্বোক্তেন প্রকারেণ জ্ঞানমাহাঙ্গাং যতঃ সিদ্ধমতন্তেন জ্ঞানেন তুল্যং পরিশুদ্ধিকরং পরমপুরুষার্থোপায়িকমিহ ব্যবহারভূমৌ নাস্তী-ত্যর্থঃ । তৎপুনরাশ্রয়বিষয়ং জ্ঞানং সর্ব্বেষাং কিমিতি ষটিতি নোৎপত্ততে তজ্জাহ তজ্জ্ঞানং স্বয়মিতি । মহতা কালেন বধোক্তেন সাধনেন যোগ্যতামাপন্নঃ তদধিকৃতঃ স্বয়ং তদাত্মনি জ্ঞানং বিন্দতীতি বোজনা । সর্ব্বেষাং ষটিতি জ্ঞানাত্মদ্বয়ো যোগ্যতাতৈবধূর্য্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

রামানুজ ।—ন ইতি । যস্মাদাজ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং শুদ্ধিকরমিহ অগতি বৈদ্বস্তরং ন বিদ্বতে, তস্মাদাজ্ঞানং সর্ব্বং পাপং নাস্তবতীত্যর্থঃ, তৎ তৎপ্রবিধং জ্ঞানং

যথোপদেশমহরহ [রহস্যগীতমানং] রূপচীরমানং জ্ঞানাকারকর্ষণযোগেন সংসিদ্ধঃ কালেন
আত্মনি স্বয়মেব লভতে ॥ ৩৮ ॥

হনুমান্ ।—নহীতি । অতএব যতো জ্ঞানেন তদ্ব্যবোধেন সদৃশং পবিত্রং
পাবনমিহলোকে ন বিদ্যতে তজ্জ্ঞানং, যোগসংসিদ্ধঃ যোগাহুষ্ঠানেন সংস্কৃতান্তঃকরণঃ
কালেন পরিপাক্যেণ আত্মনি অন্তঃকরণে বিন্দতি লভতে স্বয়মেব ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধর ।—তজ্জ হেতুমাংহ ন হীতি । পবিত্রং শুদ্ধিকরং ইহ তপোযোগাদিষু মধ্যে
জ্ঞানতুল্যং নাশ্চেৎ, তর্হি সর্বেষুপি কিমিতি আত্মজ্ঞানমেব নাভ্যন্তরীত্যত আহ তৎ স্বয়-
মিতি সার্ধেন । তদাত্মবিষয়ে জ্ঞানং কালেন মহতা কর্ষণযোগেন সংসিদ্ধো যোগাত্মা
প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়মেবানাম্মাসেন লভতে ন তু কর্ষণযোগং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

বলদেব ।—ন হীতি । হি যতো জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং শুদ্ধিকরং তপস্তীর্থা-
টনাদিকং নাস্তি অতন্তং সর্বপাপনাশকম্ তজ্জ্ঞানং ন সর্বমুলভং, কিন্তু যোগেন নিকাম-
কর্ষণা সংসিদ্ধঃ পরিপক্য এব কালেনৈব ন তু সত্ত্বঃ । আত্মবিৎ স্বস্মিন্ স্বয়ং লব্ধং বিন্দতি ।
ন তু পারিত্রজ্যাগ্রহণমাত্রাণেতি ॥ ৩৮ ॥

মধুসূদন ।—যস্মাদেবং তস্মাৎ, ন হীতি । নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং পাবনং
শুদ্ধিকরমন্তদিহ বেদে লোকবাবহারে বা বিদ্যতে জ্ঞানভিন্নতাজ্ঞানান্নিবর্তকত্বেন সমূলপাপ-
নিবর্তকত্বাভাবাৎ কারণসম্ভাবেন পুনঃপাপোদয়াজ্জ্ঞানেন স্বজ্ঞাননিবৃত্ত্যা সমূলপাপ-
নিবৃত্তিরিতি তৎসমমন্তরবিদ্যতে, তদাত্মবিষয়ং জ্ঞানং সর্বেষাং কিমিতি ঋটিতি
নোৎপত্ততে তজ্জাহ, তজ্জ্ঞানং, কালেন মহতা যোগসংসিদ্ধঃ যোগেন পূর্বোক্ত-
কর্ষণযোগেন সংসিদ্ধঃ সংস্কৃতো যোগাত্মাপন্নঃ স্বয়মাত্মসত্ত্বঃকরণে বিন্দতি লভতে ন তু
যোগাত্মানাপন্নোহন্তদন্তং অনিষ্ঠতয়া ন বা পরনিষ্ঠং স্বীয়তয়া বিন্দতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—ন হীতি । যোগেন নিকামকর্ষণাহুষ্ঠানেন সমাধিযোগেন বা সংসিদ্ধঃ
সংস্কৃতো যোগাত্মাপন্নঃ । কালেনেতি চিরপ্রবৃত্তসাধ্যং জ্ঞানন্তোচ্যতে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—ইহ তপোযোগাদিযুক্তেষু মধ্যে জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং নাস্তি । তজ্জ-
জ্ঞানং ন সর্বমুলভং কিন্তু যোগেন নিকামকর্ষণযোগেন সম্যক্ সিদ্ধ এব, ন স্বপরিপক্যঃ,
সোহপি কালেনৈব, ন তু সত্ত্বঃ । আত্মনি স্বস্মিন্ স্বয়ং প্রাপ্তং বিন্দতি । ন তু সন্ন্যাস-
গ্রহণমাত্রাণেবেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য ।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায় । বাবতীয় বৈদিক ও
লৌকিক ব্যবহারে অথবা পূর্ববিবৃত্ত তপোযোগাদির মধ্যে জ্ঞানের তুল্য
পাবন পদার্থ আর কিছুই নাই । জ্ঞান অজ্ঞান নিবারণ করিয়া সমূলে
পাপের নিবৃত্তি করে; অত্ৰ কোন উপায়েই তাহা সংসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা
নাই; এই অজ্ঞই জ্ঞানকে সর্বাপেক্ষা শুদ্ধিকর বলিয়া নির্দেশ করা হইল ॥

আত্মবিষয়ক জ্ঞান সহসা সমুৎপন্ন হয় না ; কাল-সহকারে পূর্বোক্ত কৰ্ম্ম-যোগের দ্বারা সংস্কৃতি লাভ করিলে, এই জ্ঞান আপনিই অন্তঃকরণে সঞ্চারিত হয় । কৰ্ম্মযোগে সিদ্ধি লাভ ব্যতীত জ্ঞান-প্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই ।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায় । তীর্থ-পর্যটনাদি কোন কার্য্যই জ্ঞানের স্থায় শুদ্ধিকর নহে । কিন্তু এই জ্ঞান সর্বসাধারণের পক্ষে তুল্য নহে । নিকাম কৰ্ম্মযোগ দ্বারা, বহুকালে পরিপক্ব হইলেই ইহা লাভ করা যায় ; সত্তাপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই । কেবল পারিত্রজ্য গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেই জ্ঞান হয় না ; ইহা কালে নিকাম কৰ্ম্ম দ্বারা আত্মাতে স্বয়ং সমুদিত হয় ॥ ৩৮ ॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

অর্থ ।—শ্রদ্ধাবান্ (গুরুবেদান্তবাক্যে আশ্রিত্যবুদ্ধিমান্) তৎপরঃ (তদেকনিষ্ঠঃ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (সংযতানি বিষয়েভ্যঃ নিবর্তিতানি ইন্দ্রিয়ানি যন্ত সং) জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং (চরমাং) শান্তিং (মোক্ষং) অচিরেণ (শীঘ্রং) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—শ্রদ্ধাযুক্ত তন্নিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়া চরম মোক্ষ শীঘ্র প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—গুরু-বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাসযুক্ত, তাহাতেই নিষ্ঠাবান্ এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিয়া, অত্যল্প কাল মধ্যেই চরম মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যেইনকাস্তেন-জ্ঞানপ্রাপ্তিৰ্ভবতি স উপায় উপদিষ্টতে শ্রদ্ধাবানিতি । শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্ধালুভতে জ্ঞানম্, শ্রদ্ধালুৎসেপি ভবতি কশ্চিন্নলপ্রস্থানোহত আহ, তৎপরঃ, গুরুপাসনাদভিব্যক্তো জ্ঞানলব্ধুপায়ে শ্রদ্ধাবাস্তংপরোহপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ আদিত্যত আহ, সংযতেন্দ্রিয়ঃ সংযতানি বিষয়েভ্যো নিবর্তিতানি যন্তেইন্দ্রিয়ানি স সংযতেন্দ্রিয়ো বোগী, য এবজুতঃ শ্রদ্ধাবাস্তংপরঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ সোহবস্তং জ্ঞানং লভতে, এপিপাতাদিস্ত বাহানৈকান্তিকোহপি ভবতি মায়াবিহাদিসম্ভবাৎ ন তু তথা তদ্ভ্রদ্ধাবাদাবিত্যেকান্ততো জ্ঞানলব্ধুপায়ঃ কিং পুনর্জানলাভাৎ আদিত্যচ্যতে জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং মোক্ষাখ্যাং

শাস্তিমুপরিমতিরেণ কিপ্রমেবাধিগচ্ছতি সমাগদর্শনাং কিপ্রমেব মোক্ষো ভবতীতি
সর্বশাস্ত্রভায়প্রসিদ্ধঃ স্থনিশ্চিতোহর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

আনন্দগিরি ।—কৰ্ম্মযোগেন সমাধিযোগেন চ সম্পন্নস্ত জ্ঞানোৎপত্তাবস্তরঙ্গসাধন-
মুপদিশতি যেনেতি । জ্ঞানলাভে প্রয়োজনমাহ জ্ঞানমিতি । ন কেবলং শ্রদ্ধালুত্বমেব সহায়ং
জ্ঞানলাভে হেতুরপি তু তাৎপর্যমপীত্যাহ শ্রদ্ধালুত্বেহপীতি । মন্দপ্রজ্ঞানত্বং তাৎপর্যবিধুরত্বং,
ন চ ততোপদিষ্টমপি জ্ঞানমুৎপত্তুমীষ্টে তেন তাৎপর্যমপি তত্র কারণং ভবতীত্যাহ অত
আহেতি । অভিব্যক্তো নিষ্ঠাবান্, উপাসনাদাবিত্যাदिश्चেন শ্রবণাদি গৃহ্যতে । ন কেবলং শ্রদ্ধা
তাৎপর্যকৃত্যভয়মেব জ্ঞানকারণং, কিন্তু সংযতেজিয়ঃস্বমপি তদভাবে শ্রদ্ধাদেবকিঞ্চিৎকর-
ত্বাদিত্যাশয়েনাহ শ্রদ্ধাবানিতি । উক্তসাধনানাং জ্ঞানেন সইকান্তিকত্বমাহ য এবমুত
ইতি । তদ্বিকি প্রণিপাতেনেত্যাদৌ প্রাগেব প্রণিপাতাদেজ্ঞানহেতোরুক্তত্বাং কিমিতী-
দানীং হেতুস্তরমুচ্যতে তত্রাহ প্রণিপাতাদিস্বিতি । তদ্বি বহিরঙ্গমিদং পুনরঙ্গরঙ্গং, ন
চ তত্র জ্ঞানেন প্রতিনিয়মো মনস্তত্ত্বা কৃত্বা বহিরঙ্গত্বা প্রদর্শনাত্মনো মায়াবিহস্ত
সম্ভবাধিপ্রলম্বকত্বাদেবপি সম্ভাবনোপনৌত্বাদিত্যর্থঃ । মায়াবিহাদেঃ শ্রদ্ধাবত্বতাৎপর্যা-
দাবপি সম্ভবাদনৈকান্তিকত্বমবিশিষ্টমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন ইতি । ন হি মায়য়া বিপ্রলম্বেন
বা শ্রদ্ধাতাৎপর্যসংযমান্ যোগতো নিষ্ঠাতুমর্হতীত্যর্থঃ । উত্তরার্ধং প্রম্পূৰ্ণকমবতারা
ব্যাকরোতি কিং পুনরিত্যাदिना । সম্যগ্জ্ঞানাদভ্যাসাদিসাধনানপেক্ষাম্বোক্ষো ভবতীত্যাহ
প্রমাণমাহ সমাগদর্শনাদিতি । শাস্ত্রশব্দেন তমেব বিদিত্বা জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যমিত্যাदि
বিবক্ষিতম্, ভায়স্ত জ্ঞানাদজ্ঞাননিবৃত্তে: রজ্ঞাদৌ প্রসিদ্ধত্বাং আত্মজ্ঞানাদপি নিরপেক্ষাদজ্ঞান-
তৎকার্য্যপ্রকল্পলক্ষণো মোক্ষঃ শ্রাদিতোবাং লক্ষণম্ ॥ ৩৯ ॥

রামানুজ ।—তদেব স্পষ্টমাহ শ্রদ্ধাবানিতি । এবমুপদেশাজ্ জ্ঞানং লক্ষ্য চোপদিষ্ট-
জ্ঞানবুদ্ধৌ শ্রদ্ধাবাস্তত্বেপরন্তত্বেব নিয়মিতমনাস্তদিতরবিষয়াং সংযতেজিয়োহচিরেণ কালে-
নোক্তলক্ষণবিপাকদশাপন্নং জ্ঞানং লভতে, তথাবিধং জ্ঞানং লক্ষ্য পরাং শাস্তিমচিরেণাধি-
গচ্ছতি পরং নির্বাণং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯ ॥

হনুমান্ ।—ইদানীং জ্ঞানপ্রাপ্য উচ্যতে শ্রদ্ধাবানিতি । প্রক্ষধানো লভতে
প্রাপ্নোতি, তৎ পরং প্রধানং বস্ত তৎপরঃ জ্ঞাননিষ্ঠ ইত্যর্থঃ, সংযতেজিয়ঃ সংযতানি
নিরুদ্ধানি ইজিয়ানি চক্ষুরাদৌ যেন স সংযতেজিয়ঃ অনেনোপায়েন জ্ঞানপ্রাপ্তৌ কিং
লভতে ইত্যত্রাহ জ্ঞানমেকত্বাববোধং লক্ষ্য প্রাপ্য পরাং মোক্ষলক্ষণাং শাস্তিমচিরেণা-
কালেনাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ শ্রদ্ধাবানিতি । শ্রদ্ধাবান্ গুরুপদিষ্টে অর্থে আন্তিক্যবুদ্ধিমান্
তৎপরস্তদেকনিষ্ঠঃ সংযতেজিয়ঃ চ তজ্ঞানং লভতে নাস্তং, অতঃ শ্রদ্ধাসম্পত্ত্যা
জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কৰ্ম্মযোগ এব তদ্ব্যর্থবহুর্ভেদঃ, জ্ঞানলাভানন্তরন্ত ন তন্ত কিঞ্চিৎ কৰ্ত্তব্য-
মিত্যাহ জ্ঞানং লক্ষ্য তু মোক্ষমচিরেণ প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯ ॥

বলদেব ।—কীদৃশঃ সন্ কদা বিন্দতীত্যাহ প্রজ্ঞাবানিতি । নিকামেণ কৰ্ম্মণা হৃষিকৌ জ্ঞানং শ্রাদ্ধিতি । দৃঢ়বিশ্বাসঃ প্রজ্ঞা তদান্ তৎপরস্তদনুষ্ঠাননিষ্ঠঃ তাদৃগপি যদা সংযতেঙ্গিয়স্তদা পরাং শান্তিং মুক্তিম্ ॥ ৩৯ ॥

মধুসূদন ।—যেনেকাঙ্কেন জ্ঞানপ্রাপ্তিৰ্ভবতি স উপায়ঃ পূৰ্ব্বোক্তপ্রণিপাতাত্তপে-
ক্ষাপ্যাসন্নতর উচ্যতে প্রজ্ঞাবানিতি । গুরুবেদান্তবাক্যার্থেষ্বিদমিখমেবেতি প্রমাক্রপান্তিক্য-
বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞা তদান্ পুরুষো লভতে জ্ঞানং, এতাদৃশোহপি কশ্চিদলসঃ শ্রাত্ তত্রাহ তৎপরো
গুরুপাসনাদৌ জ্ঞানোপায়োহত্যাত্তিযুক্তঃ প্রজ্ঞাবাঃস্তৎপরোহপি কশ্চিদজিতেন্দ্রিয়ঃ শ্রাদ্ধত
আহ সংযতানি বিষয়েভ্যো নিবর্তিতানি ইন্দ্রিয়ানি যেন স সংযতেঙ্গিয়ঃ,যএবঃ বিশেষণত্রয়বৃক্তঃ
সোহবশ্তং জ্ঞানং লভতে, প্রণিপাতাদিস্ত বাহ্যে। মায়াবিবাদিসম্ভবাদনৈকান্তিকোহপি প্রজ্ঞা-
বজ্রাদিষ্টকান্তিক উপায় ইত্যর্থঃ । ঈদৃশেনোপায়েন জ্ঞানং লভ্য। পরাং চরমাং শান্তিম-
বিত্তাতৎকার্য্যনিবৃত্তিরূপাং মুক্তিমচিরেণ তদ্যবধানেনৈবাবগচ্ছতি লভতে, যথা হি দীপঃ
শ্বোৎপত্তিমাভ্রৈগৈবাক্ষকারণনিবৃত্তিঃ কৰোতি ন তু কক্ষিৎ সহকারিণমপেক্ষতে, তথা
জ্ঞানমপি শ্বোৎপত্তিমাভ্রৈগৈবাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ কৰোতি ন তু কক্ষিৎ প্রসজ্ঞানাদিকমপেক্ষত
ইতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—প্রজ্ঞাবানিতি । প্রজ্ঞাবান্ জ্ঞানং লভতে প্রজ্ঞাবানপি মন্দপ্রযত্নে।
মাত্তদত আহ তৎপর ইতি । তৎপরোহপ্যজিতেন্দ্রিয়ো মাত্তদত আহ সংযতেঙ্গিয় ইতি ।
পরং শান্তিং বিদেহটকবল্যম্, অচিরেণ প্রায়ক্ককৰ্ম্মসমাপ্তৌ সত্যাম্ ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—তর্হি কীদৃশঃ সন্ কদা প্রাপ্নোতীত্যত আহ প্রজ্ঞাবানিতি । প্রজ্ঞা
নিকামকৰ্ম্মণৈবাস্তঃকরণগুণ্যেব জ্ঞানং শ্রাদ্ধিতি শাস্ত্রার্থে আন্তিক্যবুদ্ধিস্তদান্এব । তৎপরস্তদ-
নুষ্ঠাননিষ্ঠঃ । তাদৃশোহপি যদা সংযতেঙ্গিয়ঃ শ্রাত্ তদা পরাং শান্তিং সংসার-নাশনম্ ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য ।—জ্ঞানলাভার্থ পূৰ্ব্বোক্ত প্রণিপাতাদি অপেক্ষা আসন্নতর
উপায় কথিত হইতেছে । গুরুপ্রদত্ত উপদেশ ও বেদান্ত মহাকাব্যে স্মৃদৃঢ়
বিশ্বাস ও তাহাতেই প্রমাক্রপ (৩০৮ পৃঃ টিঃ দ্রষ্টব্য) আন্তিক্য বুদ্ধির নাম
প্রজ্ঞা । এইরূপ প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন । কিন্তু এত-
দৃশ প্রজ্ঞালু হইলেও, কেহ হয়ত আলম্পরবশ হইয়া বিপথ-গামী ও ভ্রষ্টাচার
হইতে পারে । এই জন্তই ‘তৎপর’ এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । অর্থাৎ গুরু-
বাক্য-সঙ্গত উপাসনাদি ও ঞ্জতিবিহিত ক্রিয়াকাণ্ডে অত্যন্ত নিবিষ্ট ও একান্ত
নিষ্ঠাবান্ হইতে হইবে । কিন্তু এরূপ প্রজ্ঞাবান্ ও তৎপর হইলেও হয়ত কেহ
অজিতেন্দ্রিয় হইতে পারে । এই জন্তই “সংযতেঙ্গিয়” এই শব্দ প্রযুক্ত
হইয়াছে । অর্থাৎ বাবতীয় বিষয়-ব্যাপার হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে নিবর্তিত
করিতে হইবে । যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাবান্, তৎপর, সংযতেঙ্গিয় এই বিশেষণত্রয়-

যুক্ত, তিনি অবশ্যই জ্ঞানলাভের অধিকারী। পূর্বকথিত প্রণিপাতাদি বাহ্য মায়াবিদ্বাদির পরিচায়ক কার্যে যিনি ঐকান্তিক নহেন, তাঁহার পক্ষে শ্রদ্ধা-বদ্ধাদি ঐকান্তিক উপায় বিহিত হইল। এইরূপ উপায়ে জ্ঞান লাভ করিয়া, পুরুষ অবিজ্ঞা ও তৎকার্য্য সমূহের নিবৃত্তিরূপ চরম মুক্তি, অনতিকালমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেৰূপ প্রদীপ প্রজ্বলিত হইবামাত্র অন্ধকার বিদূরিত করে, তজ্জন্ম সহকারী পদার্থান্তরের অপেক্ষা করে না; তদ্রূপ জ্ঞান উৎপত্তি মাত্রই অজ্ঞানকে দূরীভূত করে: তজ্জন্ম আর কোন অনুরূপানের অপেক্ষা করে না। জ্ঞানের এতাদৃশ মোক্ষ-প্রদান-ক্ষমতা সর্বশাস্ত্রসম্মত ও সূনিশ্চিত ॥ ৩৯ ॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ।

নায়াং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

অর্থঃ ।—অজ্ঞঃ (অনভিজ্ঞঃ অনাত্মজ্ঞঃ) অশ্রদধানঃ (শ্রদ্ধাবিহীনঃ) সংশয়াত্মা (সন্দেহাকুলচিত্তঃ) চ বিনশ্যতি (স্বার্থনাশাৎ মৃত্যুতুল্যো ভবতি) সংশয়াত্মনঃ অয়াং লোকঃ ন অস্তি ন পরঃ (পরলোক ইতি যাবৎ) ন সুখং [অস্তি] ॥ ৪০ ॥

প্রতিশব্দ ।—আত্মজ্ঞান-বিহীন শ্রদ্ধা-বিরহিত সন্দেহসমাকুলচিত্ত বিনষ্ট হয়; সন্দেহাচ্ছন্ন মনের এই লোক না আছে পরলোক না সুখ না [আছে] ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে ব্যক্তির হৃদয় আত্মজ্ঞান-পরিশূন্য, যাহার হৃদয়ে শ্রদ্ধাও নাই এবং অন্তঃকরণ নিরন্তর সন্দেহে দোলায়মান, সে ব্যক্তি মুক্তিরূপ স্বার্থ-লাভে বঞ্চিত হয়। সন্দেহাকুল ব্যক্তির এই নরলোক, পরলোক এবং কোনই সুখ নাই ॥ ৪০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অজ্ঞ সংশয়ো হি ন কর্তব্যঃ পাপিষ্ঠো হি সংশয়ঃ, কথম্ ? ইত্যাচ্যতে অজ্ঞশ্চেতি । অজ্ঞানাত্মজ্ঞোহশ্রদধানশ্চ সংশয়াত্মা চ বিনশ্যতি, অজ্ঞাশ্রদধানৌ বস্তপি বিনশ্যতঃ, তথাপি ন তথা বথা সংশয়াত্মা স তু পাপিষ্ঠঃ সর্বেষাম্, কথম্ ? নায়াং সাধারণোহস্মি

লোকোহস্তি, তথা ন পরলোকো ন সূখং তত্রাপি সংশয়োপপত্তেঃ সংশয়াত্মনঃ সংশয়চিত্তস্ত, তস্মাৎ সংশয়ো ন কৰ্ত্তব্যঃ ॥ ৪০ ॥

আনন্দগিরি ।—উত্তরশ্লোকস্ত পাতনিকাং কৰোতি অজ্ঞেতি । যথোক্তসাধন-
বাহুপদেশমপেক্ষাচিরেণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কৰোতি সাক্ষাৎকৃতব্রহ্মত্বেহচিত্তৈর্গেব মোক্ষং
প্রাপ্নোতীত্যেবোহর্থঃ সপ্তম্যা পরামৃশ্ততে । সংশয়শ্চাকৰ্ত্তব্যত্বে হেতুর্মাহ পাপিষ্ঠো হীতি ।
উক্তং হেতুং প্রত্নপূৰ্ব্বকমুত্তরশ্লোকেন সাধয়তি কথমিত্যাदिना । অজ্ঞাদশ্রদ্ধানাচ্চ সংশয়-
চিত্তস্ত বিশেষমাদর্শয়তি নায়মিতি । দ্বিতীয়ভাগবিভজনার্থং ভূমিকাং কৰোতি অজ্ঞেতি ।
অজ্ঞানীনাং মধ্যে সংশয়াত্মনো যৎ পাপিষ্ঠত্বং তৎ প্রত্নদ্বারা একটয়তি কথমিতি ।
লোকহরস্ত তৎপ্রযুক্তসূত্রস্ত চাভাবে হেতুর্মাহ তত্রাপীতি । সংশয়চিত্তস্ত সৰ্বত্র সংশয়-
প্রবৃত্তেহুনিবারত্বাদিত্যর্থঃ । সংশয়স্তানর্থমূলত্বে স্থিতে ফলিতমাহ তস্মাদিতি ॥ ৪০ ॥

রামানুজ ।—অজ্ঞশ্চেতি । অজ্ঞএবমুপদেশলঙ্ঘনানরহিতঃ উপদিষ্টজ্ঞানবুদ্ধ্যুপায়ে
চাশ্রদ্ধানং অস্তরমাণঃ । উপদিষ্টে চ জ্ঞানে সংশয়াত্মা সংশয়িতমনা বিনশ্চতি নষ্টো
ভবতি । অগ্নিমুপদিষ্টে আত্মযাথাত্ম্যবিষয়ে জ্ঞানে সংশয়াত্মনোহয়মপি প্রাকৃতলোকো
নাস্তি, ন চ পরঃ ধর্মার্থকামাদিপুরুষার্থাশ্চ ন সিধ্যস্তি, কুতো মোক্ষ ইত্যর্থঃ, শাস্ত্রীয়-
কর্মসিদ্ধিক্রপত্যাং সৰ্বেষাং পুরুষার্থানাং শাস্ত্রীয়কর্মজন্তসিদ্ধেচ্চ দেহাতিরিক্তাত্মনিশ্চয়-
পূৰ্ব্বকত্বাৎ । অতঃ সুখলবভাগিত্বমাত্মনি সংশয়াত্মনো ন সম্ভবতি ॥ ৪০ ॥

হনুমান্ ।—ইদানীং জ্ঞানপ্রাপ্তৌ বাধকমাহ অজ্ঞ ইতি । অজ্ঞঃ প্রজ্ঞানপ্রাপ্তে-
বিষুথোহশ্রদ্ধানঃ শ্রদ্ধাশূন্যস্ত সংশয়াত্মা (সংশয় ইতি পচাত্তচ্) সংশয়ঃ সৰ্বত্র সন্দেহবা-
নাত্মা বিনশ্চতি জ্ঞানলক্ষণাং পুরুষার্থাং ভ্রংশত ইত্যর্থঃ । কিঞ্চাত্তৎ সংশয়াত্মনস্তস্ত
অয়ং সৰ্বসাধারণোহপি লোকো নাস্তি, ন চ পরঃ স্বর্গাখ্যাঃ, নাপ্যন্নপানদিকমপি
সুখমস্তি ॥ ৪০ ॥

শ্রীধর ।—জ্ঞানাধিকারিণমুক্তা তদ্বিপরীতমনধিকারিণমাহ অজ্ঞেতি । অজ্ঞো
শূন্যপদিষ্টার্থানভিভ্যঃ কথঞ্চিজ্ঞানে জাতেহপি তত্রাশ্রদ্ধানশ্চ জ্ঞাতারামপি শ্রদ্ধায়াং
মমদং সিধ্যো য় বেতি সংশয়াক্রান্তচিত্তস্ত বিনশ্চতি স্বার্থাভ্যুপ্তি, এতেষু ত্রিষপি সংশয়াত্মা
সৰ্বথা নশ্চতি যতস্তস্যায়ং লোকো নাস্তি ধনার্জনবিবাহাত্তসিদ্ধেঃ, ন চ পরলোকো
ধর্মজ্ঞানিহপত্তেঃ, ন চ সূখং সংশয়েরনৈব ভোগস্তাপ্যাসম্ভবাৎ ॥ ৪০ ॥

বলদেব ।—জ্ঞানাধিকারিণঃ তৎফলকাভিধায় তদ্বিপরীতঃ তৎফলকাহ অজ্ঞ-
শ্চেতি । অজ্ঞঃ পন্থাদিবচ্ছান্ধজ্ঞানহীনঃ, অশ্রদ্ধানঃ শাস্ত্রজ্ঞানে সত্যপি বিবাদিপ্রতি-
পত্তিভিন্ন কাপি বিশ্বস্তঃ, শ্রদ্ধানত্বেহপি সংশয়াত্মা মমৈতৎ সিধ্যো য় বেতি সন্দ্বিহান-
মনাঃ, বিনশ্চতি স্বার্থাষিচ্যবতে । তেষপি মধ্যে সংশয়াত্মানং বিনিশ্চতি নায়মিতি ।
অয়ং প্রাকৃতো লোকঃ পরোহপ্রাকৃতঃ সংশয়াত্মনঃ কিঞ্চিদপি সূখং নাস্তি । শাস্ত্রীয়কর্ম-
জন্তং হি সূখং তচ্চ কর্ম বিবিক্তাত্মজ্ঞানপূৰ্ব্বকম্ তত্র সন্দ্বিহানন্ত কৃতস্তদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

মধুসূদন ।—অজ্ঞশ্চেতি । অত্র চ সংশয়ো ন কর্তব্যঃ, কস্মাৎ ? অজ্ঞোহনধীত-
শাস্ত্রত্বেনাশ্রয়ানশূন্যঃ গুরুবেদাস্তবাক্যার্থে ইদমেবং ন ভবত্যেবেতি বিপর্যয়রূপা নাস্তিক্য-
বুদ্ধিরশ্রদ্ধা তদানশ্রদ্ধাধানঃ, ইদমেবং ভবতি নবেতি সৰ্বত্র সংশয়াক্রান্তচিত্তঃ সংশয়াত্মা
বিনশ্চতি স্বার্থাদ্রষ্টো ভবতি, অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধাধানশ্চ বিনশ্চতীতি সংশয়াত্মাপেক্ষয়া নূনত্ব-
কথনার্থং চকারাভ্যাং তয়োঃ প্রয়োগঃ উক্তঃ । কুতঃ ? সংশয়াত্মা হি সৰ্বতঃ পাপীয়ান্, যতো
নায়ং মনুষ্যালোকোহস্তি বিভ্রাজ্জনাশ্রুতাবাং ন পরলোকঃ স্বৰ্গমোকাদিঃ ধৰ্ম্মজ্ঞানাত্ম-
তাবাং, ন সুখং ভোজনাদিকৃতং, সংশয়াত্মনঃ সৰ্বত্র সন্দেহাক্রান্তচিত্তশ্চ, অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধাধানশ্চ
চ পরলোকো নাস্তি মনুষ্যালোকো ভোজনাদিসুখঞ্চ বৰ্ত্ততে, সংশয়াত্মা তু জিতসুহীনত্বেন
সৰ্বতঃ পাপীয়ানিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অজ্ঞ ইতি । অজ্ঞঃ সুখেন চিকিৎসিতুং শক্যঃ, অশ্রদ্ধাধানো যত্নেন
সংশয়াত্মা হৃদাধ্য এব, যতঃ মিত্রাদিষপি সংশয়ং কুরুতোহস্ত ভয়ং লোকোহপি নাস্তি,
নাপি পরঃ বেদবাক্যোহপি সংশয়াৎ, অতএব সৰ্বদা সংশয়াকুলত্বাৎ সুখমপি তস্ত নাস্তি,
তস্মাৎ সংশয়ো ন কর্তব্যঃ ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ ।—জ্ঞানাদিকারিণমুক্তা তদ্বিপরীতাদিকারিণমাহ নহীতি । অজ্ঞঃ
পশ্চাদিবমুঢ়, অশ্রদ্ধাধানঃ শাস্ত্রজ্ঞানবদ্ব্যপ্য নানাবাদিনাং পরম্পরাং বিপ্রতিপত্তিং দৃষ্ট্বা
ন কাপি বিশ্বস্তঃ । শ্রদ্ধাবদ্ব্যপ্য সংশয়াত্মা মমৈতৎ সিধ্যোন্নবেতি সন্দেহাক্রান্তমতিঃ ।
তেষপি মধ্যে সংশয়াত্মানং বিশেষতো নিন্দতি নায়মিতি ॥ ৪০ ॥

তাৎপর্য ।—কথিত বিষয়ে সন্দেহ করা নিতান্ত অবিধেয় : কারণ, সন্দেহ
সৰ্বনাশের মূলীভূত । কেন সন্দেহ এরূপ দোষাবহ, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে ।
যে ব্যক্তি শাস্ত্রাদির অনধ্যয়ন হেতু, অথবা গুরুরূপদিষ্ট বাক্যের অপরিজ্ঞান
হেতু, আত্মজ্ঞানবিহীন ; গুরুপ্রদত্ত উপদেশে ও বেদাস্তবাক্যার্থে যাহার
শ্রদ্ধা নাই ; ইহাই হইবে, বা এরূপ হইবে না, ইত্যাকার সন্দেহে যাহার
চিত্ত সতত আক্রান্ত, তাদৃশ ব্যক্তি বিনষ্ট অর্থাৎ স্বার্থ-ভ্রষ্ট হয় । কিন্তু এই
তিনের মধ্যে সংশয়াত্ম ব্যক্তি সৰ্ব্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ ; সর্বপ্রকারেই
তাহার সৰ্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে । সৰ্ব্বসাধারণভোগ্য এই মনুষ্যালোকও
তাহার পক্ষে নাই ; কারণ, তাদৃশ সন্দ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তি ধনোপার্জনবিবাহাদি
করিয়া মানবোচিত কোন ব্যবহারই করিতে পারে না । তাহার পক্ষে
পরলোকও নাই ; কারণ, আজীবন সন্দেহপ্রযুক্ত সে ধৰ্ম্মসম্বন্ধে কোন
মীমাংসায় উপনীত হইয়া তদনুষ্ঠানে অক্ষম । তাহার সুখও নাই ; কারণ,
ধনোপার্জন করিয়া ও পুত্রকলত্রাদি পরিবৃত্ত হইয়া লোকে ঐহিক সুখভোগ

করে, তাহার অদৃষ্টে সে সুখ ঘটে নাই ; অপিচ, অবিরত সন্দেহপ্রযুক্ত নিরুদ্বিগ্নমনে ভোজনাদি কোন ভোগোপভোগ করিতে পারে না। বাহ্যের অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধাবান, তাহাদের পক্ষে পরলোক না থাকিলেও, মনুষ্য-লোকের ভোগ্য-সুখ সমস্তই আছে। কিন্তু হতভাগ্য সংশয়াত্মার কোন দিকই নাই। অতএব সংশয়ী ব্যক্তি সকলের অপেক্ষাই পাপিষ্ঠ ; এই জন্যই সংশয় করা কদাপি বিধেয় নহে।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায়।—যে ব্যক্তি পশু প্রভৃতির স্থায় শাস্ত্রজ্ঞানহীন, সেই অজ্ঞ। শাস্ত্রীয় কৰ্ম্ম সম্পাদনজনিত আত্মজ্ঞান-হেতুই সুখ হয়। সন্দিহান ব্যক্তি বিশ্বাসসহকারে কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তই হয় না ; সুতরাং তাহার সুখের আশা কোথায় ? ॥ ৪০ ॥

যোগসন্ন্যস্তকৰ্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ ।

আত্মবস্তুং ন কৰ্ম্মাণি নিবধ্বন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

অর্থঃ ।—ধনঞ্জয়, যোগসন্ন্যস্তকৰ্ম্মাণং (যোগেন পরমার্থদর্শনলক্ষ-
ণেন সমত্ববুদ্ধিরূপেণ সন্ন্যস্তানি ভগবতি সমর্পিতানি কৰ্ম্মাণি যেন তং)
জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ং (ব্রহ্মাত্মৈক্যদর্শনরূপেণ জ্ঞানেন সংছিন্নঃ বিদূরিতঃ
সংশয়ো যেন তং) আত্মবস্তুং (অপ্রমাদিনং) ন কৰ্ম্মাণি নিবধ্বন্তি
(ফলং ন আরভন্তে ইতি ভাবঃ) ॥ ৪১ ॥

প্রতিশব্দ ।—অর্জুন, সমত্ব-বুদ্ধি-হেতু যাঁহার কৰ্ম্ম ভগবানে সমর্পিত,
অদ্বৈত-দর্শন-জনিত যিনি সন্দেহ-হীন, যিনি ভ্রান্তি-বিরহিত, কৰ্ম্ম-সমূহ
তাঁহাকে বন্ধ করে না ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে পার্থ ! যিনি সর্বত্র সমদর্শী হইয়া কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম সম-
স্তই ভগবানে সমর্পণ করিয়াছেন, ব্রহ্মাত্মের অভেদ বোধ হওয়ায়
যাঁহার হৃদয় সন্দেহ-পরিশূন্য হইয়াছে এবং যিনি নিশ্চয়-জ্ঞান-হেতু
প্রমাদ-বিহীন হইয়াছেন, তিনি আর কোনপ্রকার কৰ্ম্ম-পাশেই বন্ধ
হন না ॥ ৪১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কস্মাৎ ? যোগেতি । যোগসন্ন্যাস্তকৰ্ম্মাণং পরমার্থদর্শনলক্ষণেন যোগেন সন্ন্যস্তানি কৰ্ম্মাণি যেন পরমার্থদর্শনা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাখ্যানি তং যোগসন্ন্যাস্তকৰ্ম্মাণম্, কথং যোগসন্ন্যাস্তকৰ্ম্মেত্যাহ জ্ঞানেনান্দ্রৈকৈকত্বদর্শনলক্ষণেন সংহ্রিয়ঃ সংশয়ো বস্ত স জ্ঞানসংহ্রিয়সংশয়ঃ, য এবং যোগসন্ন্যাস্তকৰ্ম্মা তমাত্মবস্তমগ্রমন্তং গুণচেষ্টারূপেণ দৃষ্টানি ন কৰ্ম্মাণি নিবগ্নস্তি অনিষ্টাদিরূপং ফলং নারভস্তে হে ধনঞ্জয় ! ॥ ৪১ ॥

আনন্দগিরি ।—যতপি সংশয়ঃ সৰ্ব্বানর্থহেতুত্বাৎ কর্তব্যো ন ভবতি, তথাপি নিবর্তকভাবে তদকরণমস্বাধীনমিতি শঙ্কতে কস্মাদিতি । ঐতিযুক্তিপ্রযুক্তমৈক্যজ্ঞানং তন্নিবর্তকমিভ্যন্তরমাহ জ্ঞানেনেতি । সংশয়রহিতত্বাপি কৰ্ম্মগানর্থহেতুনি ভবন্তীত্যাহ যোগেতি । বিষয়পরবশস্ত পুংসো যোগাযোগাৎ কুতো যোগসন্ন্যাস্তকৰ্ম্মমিত্যাণুস্মাহ আত্মবস্তমিতি । পরমার্থদর্শনতঃ সংশয়োচ্ছিত্তৌ তদ্বচ্ছেদকজ্ঞানমাহাত্মাদেব কৰ্ম্মণাঞ্চ নিবৃত্তাবপ্রমত্তস্ত প্রাতিভাসিকানি কৰ্ম্মাণি বন্ধহেতবো ন ভবন্তীত্যাহ ন কৰ্ম্মাণীতি । কৰ্ম্মযোগাদেব কৰ্ম্মসন্ন্যাসস্তানুপপত্তিমাশঙ্ক্য আত্মং পাদং বিভজ্ঞতে পরমার্থেতি । তচ্চ বৈধসন্ন্যাসপক্ষে পরোক্ষং ফলসন্ন্যাসপক্ষে ত্বপরোক্ষমিতি বিবেকঃ । যথোক্তজ্ঞানেন সন্ন্যাস্তকৰ্ম্মত্বমেব সতি সংশয়ে ন সিধ্যতি সংশয়বতস্তদযোগাদিতি শঙ্কতে কথমিতি । দ্বিতীয়ং পাদং ব্যাকুর্স্বন্ পরিহরতি আহেত্যাদিনা । পাঠক্রমাদর্থক্রমস্ত বলীয়স্বাদাদৌ দ্বিতীয়ং পাদং ব্যাখ্যায় পশ্চাদাদং পাদং ব্যাচক্ষীতেত্যাহ এবমিতি । সৰ্ব্বমিদং প্রমাদবতো বিষয়পরবশস্ত ন সিধ্যতীত্যভিসন্ধায় আত্মবস্তং ব্যাকরোতি অগ্রমত্তমিতি । ন কৰ্ম্মাণী-
ত্যাদিকলোক্তিং ব্যাচষ্টে গুণচেষ্টেতি । অনিষ্টাদীত্যাদিগন্ধেন ইষ্টং মিশ্রঞ্চ গৃহতে ॥ ৪১ ॥

রামানুজ ।—যোগেতি । যথোপদিষ্টযোগেন সন্ন্যাস্তকৰ্ম্মাণং জ্ঞানাকারতাপন্নকৰ্ম্মাণং যথোপদিষ্টেন চাত্মজ্ঞানেনান্দ্রৈক্যনি সংহ্রিয়ঃ সংশয়ঃ আত্মবস্তং মনস্বিনমুপদিষ্টার্থে দৃঢ়াবস্থিত-
মনস্বকহেতুত্বতপ্রাচীনানন্তকৰ্ম্মাণি ন নিবগ্নস্তি ॥ ৪১ ॥

হনুমান্ ।—যোগেতি । [অসংশয়ানন্ত] যোগসন্ন্যাস্তকৰ্ম্মাণং যোগেন ফলত্যাগেন সন্ন্যস্তানি ত্যক্তানি কৰ্ম্মাণি যেন তম্, জ্ঞানসংহ্রিয়সংশয়ঃ জ্ঞানঃ পরমাত্মাববোধন্তেন সংহ্রিয়াঃ সংশয়ো বস্ত তমাত্মবস্তং জিতেজিয়ঃ কৰ্ম্মাণি বন্ধকাত্তপি ন নিবগ্নস্তি ইষ্টানিষ্টানি শরীরেজিয়বিষয়প্রাপকাপি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীধর ।—অধ্যায়ষষোক্তাঃ পূৰ্ব্বাপরভূমিকান্তেইষে কৰ্ম্মজ্ঞানময়ীঃ বিবিধাঃ ব্রহ্মনিষ্ঠারূপসংহরতি যোগেতি স্বাভ্যাম্ । যোগেন পরমেশ্বরারাদনরূপেণ তস্মিন্ সন্ন্যস্তানি সমর্পিতানি কৰ্ম্মাণি যেন তং পুরুষঃ কৰ্ম্মাণি স্বকলৈর্ন নিবগ্নস্তি, ততশ্চ জ্ঞানেনাকর্তৃত্ব-
বোধেন সহ্রিয়ঃ সংশয়ো দেহাদ্যভিধানলক্ষণো বস্ত তমাত্মবস্তমগ্রমাদিনঃ কৰ্ম্মাণি লোক-
সংগ্রহার্থানি স্বাভাবিকানি বা ন নিবগ্নস্তি ॥ ৪১ ॥

বলদেব ।—ঈদৃশস্ত নৈকৰ্ম্ম্যলক্ষণা সিদ্ধিঃ স্তাদিত্যাহ যোগেতি । যোগেন “যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি” ইত্যজ্ঞোক্তেন সন্ন্যস্তানি জ্ঞানাকারতাপন্নানি কৰ্ম্মাণি বস্ত তম্, যদুপদিষ্টেন

জ্ঞানেন ছিন্নসংশয়ো যন্ত তম্, আত্মবস্তুমবলোকিত্বান্যং কৰ্ম্মাণি ন নিবৰ্দ্ধন্তি, তেষাং জ্ঞানেন বিগমাৎ ॥ ৪১ ॥

মধুসূদন ।—এতাদৃশস্ত সৰ্বানর্থমূলস্ত সংশয়স্ত নিরাকরণায়ান্শিচয়মুপায়ং বদন্ত-
ধ্যায়যোক্তাং পূৰ্ব্বাপরভূমিকাভেদেন কৰ্ম্মজ্ঞানময়ীং দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি যোগেতি ।
যোগেন ভগবদারাদনলক্ষণসমত্ববুদ্ধিরূপেণ সন্নাস্তানি ভগবতি সমর্পিতানি কৰ্ম্মাণি যেন,
যদ্বা পরমার্থদর্শনলক্ষণেন যোগেন সন্নাস্তানি ত্যক্তানি কৰ্ম্মাণি যেন তং যোগসন্নাস্তকৰ্ম্মাণম্,
সংশয়ে সতি কথং যোগসন্নাস্তকৰ্ম্মত্বমত আহ জ্ঞানসং ছিন্নসংশয়ং জ্ঞানোৎপত্তিরিত্যত আহ
আত্মবস্তুং অপ্ৰেমানিনং সৰ্বদা সাবধানম্, এতাদৃশমপ্ৰমাদিহেন জ্ঞানবস্তুং জ্ঞানসংছিন্ন-
সংশয়েন যোগসন্নাস্তকৰ্ম্মাণং কৰ্ম্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি যথা চেষ্টারূপানি বা ন নিবৰ্দ্ধন্তি
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং বা শরীরং নারভন্তে হে ধনঞ্জয় ! ॥ ৪১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কিঞ্চ যোগেতি । যোগেন কৰ্ম্মাণ্যকৰ্ম্মদর্শনাভ্যুতেন সন্নাস্তানি কলতঃ
স্বরূপতো বা ত্যক্তানি কৰ্ম্মাণি তেন তং যোগসন্নাস্তকৰ্ম্মাণম্, জ্ঞানেন সম্যগদর্শনেন সম্যক্
ছিন্নাঃ সংশয়াঃ আত্মা দেহোহন্তো বা, অন্তোহপি বিভূরবিভূর্বা, অবিভূরপি কৰ্ত্তাকৰ্ত্তা বা,
অকৰ্ত্তাপোক্তোহনেকো বা, একোহপি সত্ত্বগো নিস্ত্বগো বেত্যেবমাদয়ঃ যন্ত স জ্ঞানসঙ্ক্লি-
সংশয়ন্তং আত্মবস্তুং শব্দমাদিপদং কৰ্ম্মাণি কৃতানি ন নিবৰ্দ্ধন্তি হে ধনঞ্জয় ! ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ ।—নৈকৰ্ম্ম্যন্তেতাদৃশস্ত স্তাদিত্যাহ যোগেতি । যোগান্নিকামকৰ্ম্মযোগানন্তর-
মেব সন্নাস্তকৰ্ম্মাণং সন্ন্যাসেন ত্যক্তকৰ্ম্মাণম্, ততশ্চ জ্ঞানাত্মানন্তরং ছিন্নসংশয়ম্, সংশয়-
চ্ছেদানন্তরং আত্মবস্তুং প্রাপ্তং প্রত্যগাত্মানং কৰ্ম্মাণি ন নিবৰ্দ্ধন্তি ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য ।—সর্বানর্থের মূলীভূত সংশয়ের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ
করিবার উপায় কথিত হইতেছে । সঙ্গে সঙ্গে অতঃপর দুই শ্লোকে পূর্ব-
বর্তী অধ্যায়দ্বয়ে বিবৃত যোগের প্রথম ও পরিপক্ব এতৎ অবস্থাদ্বয় ভেদে
জ্ঞান ও কৰ্ম্ম-নিষ্ঠার প্রসঙ্গ কীর্তন করিয়া অধ্যায়ের উপসংহার করা
হইতেছে । ভগবদারাদন-লক্ষণ সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগ দ্বারা যিনি ধর্ম ও
অধর্ম্মাখ্য কৰ্ম্ম সমূহ ভগবানে সমর্পণ করিয়াছেন, অথবা পরমার্থ-
দর্শনরূপ যোগের দ্বারা যিনি কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম সকলই ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই
যোগ-সন্নাস্তকৰ্ম্ম । জীব ব্রহ্মের অভেদ বোধরূপ জ্ঞানের দ্বারা যাঁহার
সন্দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তিনিই জ্ঞানসংছিন্ন-সংশয় । বিষয়াসক্তিরূপ ভ্রান্তি
পরিহার করিয়া যিনি আপনাকে স্থির করিয়াছেন, তিনিই আত্মবস্তু ।
এতাদৃশ মহাত্মাকে কোন কৰ্ম্মেই বদ্ধ করিতে পারে না । যিনি বিষয়ানু-
রাগরূপ প্রমাদ-পরিশুদ্ধ, তিনিই আত্মবস্তু ; যিনি জ্ঞানবান, তিনিই

সন্দেহ-বিহীন ; যিনি সন্দেহশূন্য, তিনিই যোগসম্মাস্তকৰ্ম্মা । পরস্পরের
এইরূপ কার্যাকারণ সম্বন্ধ । এবম্বূত পুরুষ লোক-সংগ্রহার্থ হিতকর বা
শরীর-রক্ষার্থ স্বাভাবিক ইচ্ছানিষ্ঠ ফলপ্রদ কোন কার্যেই প্রবৃত্ত হন না ॥ ৪১ ॥

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ॥
ছিদ্রৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদ্গীতায়ূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানকৰ্ম্মণ্যাসা-
যোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

অর্থ ।—তস্মাৎ আত্মনঃ অজ্ঞানসম্ভূতং (অজ্ঞানাজ্জাতং) হৃৎস্থং
(হৃদয়স্থিতং) এনং সংশয়ং জ্ঞান-অসিনা (সম্যগ্‌দর্শনরূপেণ খড়্গেন)
ছিদ্রা যোগং আতিষ্ঠ (কুরু) ভারত উত্তিষ্ঠ (প্রস্তুতায় যুদ্ধায়
উত্তমং কুরু) ॥ ৪২ ॥

প্রতিশব্দ ।—অতএব আত্মার অজ্ঞানতা-জনিত হৃদয়স্থ এই সংশ-
য়কে জ্ঞানরূপ খড়্গ-দ্বারা ছেদন করিয়া যোগ আশ্রয় কর, ভারত বংশ-
ধর যুদ্ধোত্তম কর ॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যা ।—আত্মার অজ্ঞানতা-হেতু হৃদয়-মধ্যে সংশয়ের সমুদ্ভব
হয় । হে ভারতাত্মজ ! জ্ঞানস্বরূপ কৃপাণসহকারে সেই সংশয়কে
বিচ্ছিন্ন করিয়া, নিকাম-কৰ্ম্মযোগে প্রবৃত্ত এবং উপস্থিত যুদ্ধার্থ বন্ধ-
পরি কর হও ॥ ৪২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যস্মাৎ কৰ্ম্মবোগাহুষ্ঠানাৎ অণুজিগ্মসহেতুকজ্ঞানসংছিদ্রসংশয়ো ন
নিবধ্যতে কৰ্ম্মভিজ্ঞানাদ্বিধকৰ্ম্মস্বাদেব, যস্মাচ্চ জ্ঞানকৰ্ম্মাহুষ্ঠানবিষয়ে সংশয়বান্ বিনশ্চতি
তস্মাদিতি । তস্মাৎ পাপিষ্ঠমজ্ঞানসম্ভূতং অজ্ঞানাদবিবেকাজ্জাতং হৃৎস্থং হৃদি বুজ্যে

হনুমান্ ।—অত উপসংহরতি তস্মাদিতি । যস্মাৎ সৰ্বানর্থহেতুঃ সংশয়ঃ, তস্মাদজ্ঞানসম্বৃতমবিদ্যাশ্রিতবং হংসং যদি তিষ্ঠতি হংসং জ্ঞানপ্রতিপক্কতয়া জ্ঞানাবকাশং হৃদয়দেশমধিষ্ঠায় বর্তমান, জ্ঞানমেবাসিদ্ধানানিস্তেন তুর্যোভূয়ঃ উৎপত্তমানং হিঁষা বিনাশ্র এনং পূৰ্বোক্তসংশয়ং, যোগং কলসদ্ধরহিতং কৰ্ম আতিষ্ঠ সেবশ্ব, উত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় ভারতেতি ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতায় পৈশাচভাষ্যে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধর ।—তস্মাদজ্ঞানেতি । যস্মাদেবং তস্মাদাত্মনোহজ্ঞানেন সম্বৃতং যদিহিতমনেং সংশয়ং শোকাদিনিমিত্তং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানখণ্ডেগন হিঁষা কৰ্মযোগমতিষ্ঠ আশ্রয় । তত্র চ প্রথমং প্রস্তুতায় যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ । হে ভারতেতি ক্ষত্রিয়ধেন যুদ্ধস্ত ধৰ্ম্মত্বং দর্শিতম্ । পূমবহাদি-ভেদেন কৰ্মজ্ঞানময়ী বিধা । নিষ্ঠোক্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয়সংছিদম্ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্বামিকৃতটীকায়াং চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

বলদেব ।—তস্মাদিতি । হংসং হৃদয়তমাত্মবিষয়কং সংশয়ং মহাপদিস্তেন জ্ঞানাসিনা হিঁষা যোগং নিক্ষেপ্য কৰ্ম মরোপদিষ্টমতিষ্ঠ তদর্থমুত্তিষ্ঠেতি । দ্ব্যংশকং ধাতবং কৰ্ম তুবাংশাদিব তত্বগঃ । শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মাংশতো জ্ঞানমিতি তুর্য্যস্ত নির্ণয়ঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদেকুতে শ্রীভগবদগীতাপনিষদ্রাষ্যে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

মধুসূদন ।—যস্মাদেবং অজ্ঞানাদবিবেকায় সমুদ্ভূতমুৎপন্নং হংসং যদি বুদ্ধৌ স্থিতং কারণভ্রান্তাশ্রয়স্ত চ জ্ঞানে শত্রুঃ স্তথেন হস্তং শকাতে ইত্যুভয়োগোপায়াঃ, এনং সৰ্বানর্থমূলভূতং সংশয়ং আত্মনো জ্ঞানাসিনা আত্মবিষয়কনিশ্চয়খণ্ডেগন হিঁষা যোগং সমাগদর্শনোপায়ং, নিক্ষেপকৰ্ম আতিষ্ঠ কুরু । অত ইদানীমুত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় হে ভারত ! ভরতবংশে জাতস্ত যুদ্ধোদ্যমো ন নিক্ষেপ ইতিভাবঃ । স্বস্তানীশদ্ববাধেন ভক্তিশ্রদ্ধে দৃঢ়ীকৃতো । ধীহেতুঃ কৰ্মনিষ্ঠা চ হরিণেহোপসংহতা ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিষ্মেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্য-শ্রীমধুসূদনসরস্বতী-

বিরচিতায়াং গীতার্থগুটদীপিকায়াং ব্রহ্মার্পণযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

নীলকণ্ঠ ।—তস্মাদিতি । হংসং বুদ্ধিহং জ্ঞানাসিনা জ্ঞানখণ্ডেগন যোগং সমাগদর্শনোপায়ং নিক্ষেপকৰ্ম আতিষ্ঠ কুরু । উত্তিষ্ঠ যুদ্ধায়েতি শেষঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমৎগুদাক্যপ্রমাণমর্যাদাধুরন্ধরচতুর্ধরবংশাবতঃ-শ্রীগোবিন্দহরিহনোঃ শ্রীনীলকণ্ঠ

কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্য্য ভগবদগীতার্থপ্রকাশো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

বিশ্বনাথ ।—উপসংহরতি তস্মাদিতি । হংসং হৃদয়ং সংশয়ং হিঁষা যোগং নিক্ষেপ-

কৰ্মযোগং আতিষ্ঠ আশ্রয় । উত্তিষ্ঠ যুদ্ধং কৰ্ত্তুমিতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

উক্তেযু মুক্ত্যুপায়েষু জ্ঞানমাত্র প্রস্তুতং । জ্ঞানোপায়স্ত কৰ্ম্মেবেত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ ॥

ইতি সারার্থবর্ষিণ্যং হর্ষিণ্যং ভক্তচেতসাম্ । গীতার্থং চতুর্থো হি সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূৰ্বে কথিত হইয়াছে যে, কৰ্ম্মযোগাশুষ্ঠান দ্বারা অন্তঃ

করণশুদ্ধি হেতু জ্ঞানের উদ্ভব হয় ; সেই জ্ঞান দ্বারা বাঁহার সংশয় অপাকৃত হইয়াছে, তাঁহার অ্যুর কৰ্ম্ম-বন্ধন থাকে না এবং ইহাও কথিত হইয়াছে, কৰ্ম্ম-যোগ ও জ্ঞানযোগসম্বন্ধে যাহার সংশয় থাকে, সে বিনষ্ট হয়। অতএব এই পাপস্বরূপ অজ্ঞান দ্বারা সমুৎপন্ন বুদ্ধি-ভ্রংশকর হৃদয়স্থিত সংশয়কে নিৰ্ম্মূল করাই আবশ্যক। তদভিপ্রায়ে শোক-মোহাদিনাশক জ্ঞান-রূপ শাণিত তরবার দ্বারা অবিবেকজ্ঞানিত স্বকীয় সংশয় ছেদন কর। একের সংশয় অপরে ছেদন করিতে পারে না। স্বকীয় সংশয় স্বয়ং ছেদন করাই যিধেয়। এইরূপে বিনাশের হেতুভূত সংশয়ের আক্রমণ হইতে নিকৃতি লাভ করিয়া, সমাগদর্শনের উপায়স্বরূপ মোক্ষপ্রদ নিকাম-কৰ্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও এবং হে ভরত-কুল-প্রদীপ ! যে যুদ্ধার্থ অধুনা সমরক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছ, তাহাতে সমাগরূপ উদযুক্ত হও। “ভারত” এই সম্বোধন পদ দ্বারা ইহাই দর্শিত হইল যে, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই ধৰ্ম্ম, অথবা ভরত-বংশ সম্ভূত বীরের যুদ্ধোত্তম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এই স্থানে চতুর্থাধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হইল। কেহ কেহ এই অধ্যায়ের “ব্রহ্মার্পণ” এই নাম নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর উপসংহার বাক্য। মানবের অবস্থা ভেদে কৰ্ম্ম ও জ্ঞানরূপা নিষ্ঠাদ্বয়ের বিবরণ যিনি পরিব্যক্ত করিয়াছেন, সেই সংশয়-বিনাশক শৌরিকে বন্দনা করি।—শ্রীমদ্বলদেব বিছাভূষণের উপসংহার বাক্য। ধাত্তের যেমন তুষ ও তণ্ডুল এই দুই অংশ, কৰ্ম্মেরও তদ্রূপ দুই ভাগ ; তন্মধ্যে দ্রব্য-কৰ্ম্মাপেক্ষা জ্ঞান-কৰ্ম্ম শ্রেষ্ঠ, ইহাই চতুর্থ অধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে।—শ্রীমদধুসূদন সরস্বতীর উপসংহার বাক্য। স্বকীয় অনীশ্বর প্রতিপাদনপূর্বক ভক্তি ও শ্রদ্ধা দৃঢ়ীকৃত করিয়া, শ্রীহরি-জ্ঞান-লাভার্থ কৰ্ম্ম-নিষ্ঠার কীৰ্ত্তন দ্বারা উপসংহার করিলেন।—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর উপসংহার বাক্য। বিবৃত মুক্তির উপায় সমূহের মধ্যে এই অধ্যায়ে জ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠতা সমর্থিত হইল, এবং ইহাও নিরূপিত হইল যে, কৰ্ম্মানুষ্ঠান কেবল জ্ঞান-লাভের উপায়-স্বরূপ।
চতুর্থ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

যামুন মুনি।—প্রসঙ্গাৎ স্বরভাবোক্তিঃ কৰ্ম্মণোহকৰ্ম্মতাত্ত্ব চ। ভেদাজ্ঞানস্ত
মাহাত্ম্যং চতুর্থাধ্যায় উচ্যতে ॥

তাৎপর্য্য।—চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ প্রসঙ্গতঃ স্বকীয় স্বভাব, :কৰ্ম্মের অকৰ্ম্মতা, ভেদ-বিষয়ক-অজ্ঞানের মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিয়াছেন।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ ।

সন্ন্যাসং কৰ্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি ।

যচ্ছেয় এতয়োৱেকং তন্মে ব্রূহি স্থনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

অন্নয় ।—অৰ্জুন উবাচ । কৃষ্ণ কৰ্মণাং সন্ন্যাসং (ত্যাগরূপং) [কথ-
য়িত্বা] পুনঃ যোগং (কৰ্মযোগং) চ শংসসি (কথয়সি) এতয়োঃ
(এতদুভয়োঃ) যৎ মে শ্রেয়ঃ (মঙ্গলদায়কম্) তৎ একং স্থনিশ্চিতং
(ধ্রুবরূপেণ) ব্রূহি (কথয়) ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ ।—অৰ্জুন বলিলেন । শ্রীহরি কৰ্ম-সমূহের ত্যাগ
[বলিয়া] পুনরায় কৰ্ম যোগও বলিতেছ, এতদুভয়ের যাহা আমার
শুভকর, তাহা এক স্থিররূপে বল ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ।—অৰ্জুন বলিলেন, হে নারায়ণ ! তুমি প্রথমতঃ কৰ্ম-
ত্যাগ-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়া, পুনৰ্বার কৰ্মযোগের প্রশঙ্গ
কৌতূহল করিতেছ । এক্ষণে কৰ্মসংন্যাস ও কৰ্মযোগ এতদুভয়ের
মধ্যে যাহা আমার পক্ষে কল্যাণ-জনক, তাহাই অবধারিত করিয়া
নির্দেশ কর ॥ ১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—“কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্যেৎ” ইত্যরভ্য “স যুক্তঃ কৃৎস্নকৰ্মকৃৎ”
“জ্ঞানাগ্নিবৎকৰ্মাগম্” “শারীরং কেবলং কৰ্ম কুৰ্বন্” “ষদৃচ্ছাভাসস্তটঃ” “ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম
হবিঃ” “কৰ্মজান্ বিদ্ধি তান্ সৰ্বান্” “সৰ্বং কৰ্মাখিলং পার্থ” “জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্বকৰ্মাগ্নিঃ”
“যোগসংগতকৰ্মাগম্” ইত্যন্তৈবচনৈঃ সৰ্বকৰ্মসন্ন্যাসমবোচঙগবান্, “হিতৈষনঃ সংশয়ঃ
যোগমাতীতঃ” ইত্যনেন বচনেন পুনর্যোগঞ্চ কৰ্মাহুষ্ঠানলক্ষণমহুতিষ্ঠেত্যুক্তবান্, তয়োৱ-
ভয়োচ কৰ্মাহুষ্ঠানকৰ্মসন্ন্যাসয়োঃ স্থিতিগতিবৎ পরস্পরবিরোধাদেकेन सह कर्तुं न
शक्याৎ কালভেদেন চাহুষ্ঠানবিধানাভাবাদৰ্থাদেতয়োৱন্ততরকর্তব্যতায়ং প্রাপ্তৌ সত্যং

যৎ প্রশস্যতরমেতয়োঃ কৰ্ম্মসুষ্ঠানকৰ্ম্মসন্ন্যাসয়োঃ তৎ কৰ্ত্তব্যং নেতরদিত্যেবং মন্তমানঃ
 প্রশস্ততরবুভুৎসয়াজ্জুন উবাচ সন্ন্যাসং কৰ্ম্মণাং কৃষ্ণ ইত্যাদিনা । নহু চান্মবিদো জ্ঞান-
 যোগেন নিষ্ঠাং প্রতিপাদয়িত্বান্ পূৰ্ব্বোদাহৃতৈৰ্বচনৈর্ভগবান্ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসন্ন্যাসমবোচ-
 ত্বনাম্ভক্তান্তাশ্চ কৰ্ম্মসুষ্ঠানকৰ্ম্মসন্ন্যাসয়োৰ্ভিন্নপুরুষবিষয়বাদদ্ব্যতরশ্চ প্রশস্ততরবুভুৎসয়া
 প্রশ্নোহনুপপন্নঃ, সত্যমেবং তদভিপ্রায়েণ প্রশ্নো নোপপত্ততে গ্রন্থঃ স্বাভিপ্রায়েণ
 পুনঃ প্রশ্নো যুক্ত্যত এবৈতি বদামঃ, কথম্ ? পূৰ্ব্বোদাহৃতৈৰ্বচনৈর্ভগবতা কৰ্ম্মসন্ন্যাসস্ত
 কৰ্ত্তব্যতয়া বিবক্ষিতত্বাৎ প্রাধান্তমন্তরেণ চ কৰ্ত্তারং তস্ত কৰ্ত্তব্যত্বাসম্ভবাদনাম্মবি-
 দপি কৰ্ত্তা পক্ষে প্রাপ্তোহনুত্তত ইতি ন পুনরান্মবিন্ধকৰ্ত্তৃকত্বমেব সন্ন্যাসস্ত বিবক্ষিত-
 মিত্যেবং মত্যানস্তাজ্জুনস্ত কৰ্ম্মসুষ্ঠানকৰ্ম্মসন্ন্যাসয়োৰবিষয়পুরুষকৰ্ত্তৃকত্বমপ্যন্তীতি পূৰ্ব্বো-
 ক্তেন একায়েণ তয়োঃ পরস্পরবিরোধাদদ্ব্যতরশ্চ কৰ্ত্তব্যত্বে প্রাপ্তে প্রশস্ততরঞ্চ
 কৰ্ত্তব্যং নেতরদিত্যি প্রশস্ততরবিবিদয়য়া প্রশ্নো নানুপপন্নঃ প্রতিবচনব্যাক্যর্থনিরূপণে-
 নাপি গ্রন্থরভিপ্রায় এবমেবেতি গম্যতে, কথম্ ? সন্ন্যাসকৰ্ম্মযোগৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ
 তয়োস্ত কৰ্ম্মসংহ্রাসাং কৰ্ম্মযোগৌবিশিষাতে ইতি প্রতিবচনমেতদ্বিরূপাং, কিমনেনান্মবিন্ধ-
 কৰ্ত্তৃকয়োঃ সন্ন্যাসকৰ্ম্মযোগয়োনিঃশ্রেয়সকরত্বং প্রয়োজনমুক্তা তয়োরেব কৃতশ্চি-
 দ্বিশেষাৎ কৰ্ম্মসন্ন্যাসাং কৰ্ম্মযোগস্ত বিশিষ্টত্বমুচ্যতে, আহোষিদনান্মবিন্ধকৰ্ত্তৃকয়োঃ
 সন্ন্যাসকৰ্ম্মযোগয়োঃ তদ্ব্যতনমুচ্যতে ইতি, কিঞ্চাতো যথান্মবিন্ধকৰ্ত্তৃকয়োঃ কৰ্ম্মসন্ন্যাসকৰ্ম্ম-
 যোগয়োনিঃশ্রেয়সকরত্বং তয়োস্ত কৰ্ম্মসংহ্রাসাং কৰ্ম্মযোগস্ত বিশিষ্টত্বমুচ্যতে, যদি বানান্মবিন্ধ-
 কৰ্ত্তৃকয়োঃ সন্ন্যাসকৰ্ম্মযোগয়োস্তদ্ব্যতনমুচ্যতে ইতি । অত্রোচ্যতে আন্মবিন্ধকৰ্ত্তৃকয়োঃ
 সন্ন্যাসকৰ্ম্মযোগয়োৰসম্ভবাৎ তয়োনিঃশ্রেয়সকরত্ববচনং তদীয়াক কৰ্ম্মসন্ন্যাসাং কৰ্ম্মযোগস্ত
 বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেতদ্ব্যতনমুপপন্নম্, যত্নান্মবিদঃ কৰ্ম্মসন্ন্যাসঃ তৎপ্রতিকূলশ্চ কৰ্ম্মসুষ্ঠান-
 লক্ষণঃ কৰ্ম্মযোগঃ সম্ভবেতাং তদা তয়োনিঃশ্রেয়সকরত্বোক্তিঃ কৰ্ম্মযোগস্ত চ কৰ্ম্ম-
 সন্ন্যাসাবিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেতদ্ব্যতনমুপপদ্যেত, আন্মবিদস্ত সন্ন্যাসকৰ্ম্মযোগয়োৰসম্ভবাৎ
 তয়োনিঃশ্রেয়সকরত্বাভিধানং কৰ্ম্মসন্ন্যাসাচ্চ কৰ্ম্মযোগো বিশিষাত ইতি চানুপপন্নম্, অত্রাহ
 কিমান্মবিদঃ সন্ন্যাসকৰ্ম্মযোগয়োৰপ্যাসম্ভব আহোষিদনাতরস্তাসম্ভবঃ, বদা চান্ততরস্তাসম্ভব-
 ত্বদা কিং কৰ্ম্মসন্ন্যাসস্তোত কৰ্ম্মযোগস্তোতাসম্ভবে কারণঞ্চ বক্তব্যমিতি, অত্রোচ্যতে
 আন্মবিদো নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানত্বাধিপৰ্যায়জ্ঞানমূলস্ত কৰ্ম্মযোগস্তাসম্ভবঃ স্যাজ্জ্ঞানাদিসৰ্ব্ববিক্রিয়া-
 রহিতত্বেন নিষ্ক্রিয়মান্মানাম্মত্বেন যো বেত্তি তস্তান্মবিদঃ সম্যগদৰ্শনেনোপাস্তমিথ্যাজ্ঞানস্ত
 নিক্ৰিয়ান্মত্বরূপাবস্থানলক্ষণং সৰ্ব্বকৰ্ম্মসন্ন্যাসমুক্তা তদ্বিপৰীতস্ত মিথ্যাজ্ঞানমূলক-
 কৰ্ত্তৃত্বাভিমানপূরঃসদস্ত সক্রিয়ান্মত্বরূপাবস্থানরূপস্ত কৰ্ম্মযোগস্তেহ শব্দে তত্র তত্রান্ম-
 ত্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু সম্যগজ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানতৎকার্যবিরোধাদভাবঃ প্রতিপাদ্যতে, যন্মাৎ
 তদ্বাদান্মবিদো নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানস্ত বিপর্যায়জ্ঞানমূলঃ কৰ্ম্মযোগো ন সম্ভবতীতি বক্তব্যমু-
 ক্ত্যাং । *কেষু কেষু পুনরান্মত্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু আন্মবিদঃ কৰ্ম্মভাবঃ প্রতিপাদ্যত ইত্য-

জ্যোত্যাতে “অবিনাশি তু তৎ” ইতি প্রকৃত্য “য এনং বেত্তি হস্তারম্” “বেদাবিনাশিনং নিতাম্” ইত্যাদৌ, তত্র তত্রাত্মবিদঃ কৰ্ম্মাভাব উচ্যতে । নহু চ কৰ্ম্মযোগোহপ্যাত্মস্বরূপনিরূপণ-
 প্রদেশেষু তত্র তত্র প্রতিপাদ্যত এব তদ্বথা “তস্মাদ্ বৃথাস্ব ভারত” “স্বধৰ্ম্মমপি চাবেক্ষ্য”
 “কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে” ইত্যাদাবতশ্চ কথমাশ্রবিদঃ কৰ্ম্মযোগস্তাসম্ভবঃ স্তাদিতি, অজ্যোত্যাতে
 সম্যগ্জ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানতৎকার্য্যাবিরোধাৎ “জ্ঞানযোগেন সাধ্যানাং” ইত্যনেন সাধ্যানাং
 তত্ত্ববিদ্যামনাত্মবিৎকৰ্ত্তৃককৰ্ম্মযোগনিষ্ঠাতো নিষ্কৃতিয়াশ্রয়রূপাবস্থানলক্ষণায় জ্ঞানযোগনিষ্ঠায়াঃ
 পৃথক্করণাৎ কৃতকৃত্যত্বেনাশ্রবিদঃ প্রয়োজনাস্তরাতাবাৎ “তস্ত কার্য্যং ন বিত্ততে” ইতি
 কৰ্ত্তব্যাস্তরাতাববচনাচ্চ, “ন কৰ্ম্মণামনারম্ভাৎ” “সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো” “হঃখমাণ্ডুমযোগতঃ” ।
 ইত্যাদিবচনাত্মজ্ঞানান্বেষেন কৰ্ম্মযোগস্ত বিধানাৎ যোগাক্রান্ত তন্ত্ৰৈব সমঃ কারণ-
 মুচ্যত ইত্যনেন চোৎপন্নসম্যগদর্শনস্ত কৰ্ম্মযোগাভাববচনাৎ “শারীরং কেবলং কৰ্ম্ম
 কুৰ্ম্মন্নাপ্নোতি কিমিষম্” ইতি চ শরীরস্থিতিকারণাতিরিক্তস্ত কৰ্ম্মণো বারণাৎ “নৈব কিঞ্চিৎ
 কৰোমি” ইতি “যুক্তো মত্তেত তত্ত্বিং” ইত্যনেন চ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রযুক্তেষুপি দর্শনপ্রবণা-
 দিকৰ্ম্মস্বাধাধাত্মবিদঃ কৰোমিতি প্রত্যয়স্ত সমাহিতচেতস্বয়া সদা কৰ্ত্তব্যহোপদেশাদাত্ম-
 তত্ত্ববিদঃ সম্যগদর্শনেন বিরুদ্ধো মিথ্যাজ্ঞানহেতুকঃ কৰ্ম্মযোগঃ স্বপ্নেহপি ন সম্ভাবয়িতুং
 শক্যতে, বস্মাৎ তস্মাদনাত্মবিৎকৰ্ত্তৃকরোরব সন্ন্যাসকৰ্ম্মযোগগৌনিঃশ্রেয়সকরত্ববচনং তদী-
 য়াচ্চ কৰ্ম্মসন্ন্যাসাৎ পূৰ্ব্বোক্তাত্মবিৎকৰ্ত্তৃকসৰ্ম্মকৰ্ম্মসন্ন্যাসবিলক্ষণাৎ সত্যোককৰ্ত্তব্যবিজ্ঞানে
 কৰ্ম্মৈকদেশবিষয়ত্বাৎ যমনিয়মাদিসহিতত্বেন চ হ্রস্বগুষ্ঠৈরত্বাৎ, সূকরত্বেন চ কৰ্ম্মযোগস্ত
 বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেবং প্রতিবচনব্যাক্যর্থনিরূপণেনাপি পূৰ্ব্বোক্তঃ প্রট্টুরভিপ্রায়ো নিশ্চীৰ্যত
 ইতি স্থিতম্, “জ্যায়সী চেৎ কৰ্ম্মণস্তে” ইত্যত্র জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ সহাসম্ভবে বচ্ছিন্ন এতয়োস্তয়ে
 ক্রহি ইত্যেবং পৃষ্টোহৰ্জুনেন ভগবান্ জ্ঞানযোগেন সাধ্যানাং নিষ্ঠা পুনঃ কৰ্ম্মযোগেন
 যোগিনাং নিষ্ঠা প্রোক্তেতি, নির্ণয়ং চকার, “ন চ সন্ন্যাসনাদেব কেবলাৎ সিদ্ধিঃ সমধিগচ্ছতি”
 ইতি বচনাৎ জ্ঞানসহিতস্ত তস্ত সিদ্ধিসাধনত্বমিষ্টং কৰ্ম্মযোগস্য চ বিধানাৎ জ্ঞানরহিতস্ত
 সন্ন্যাসঃ শ্রেয়ান্ কিংবা কৰ্ম্মযোগঃ শ্রেয়ানিত্যোতরোৰ্বিশেষবুজ্জন্মসন্ন্যাস উবাচ । সন্ন্যাসঃ
 পরিত্যাগঃ কৰ্ম্মণাং শারীর্য্যামহুষ্ঠানবিপেষাণাং শংসি প্রশংসি কথরসীত্যেতৎ
 পুনৰ্যোগক্ তেবামেবাহুষ্ঠানমবশ্যং কৰ্ত্তব্যং শংসতো মে কতরং শ্রেয়ঃ ইতি সংশয়ঃ, কিং
 কৰ্ম্মাহুষ্ঠানং শ্রেয়ঃ কিংবা তদ্বানমিতি প্রশস্ততরঞ্চাহুষ্ঠৈরমতশ্চ বচ্ছিন্নঃ প্রশস্ততরমেতরোঃ
 কৰ্ম্মসন্ন্যাসকৰ্ম্মাহুষ্ঠানয়োৰ্যদহুষ্ঠানাৎ শ্রেয়োহবাশ্চির্মম স্তাদিতি মত্তসে তদেকমত্ততরং
 সট্টেকপুৰুষাহুষ্ঠৈরত্বাসম্ভবায়ৈ ক্রহি স্থনিশ্চিতমভিপ্রোতং তবেতি ॥ ১ ॥

আনন্দগিরি ।—পূৰ্ব্বোক্তসাধার্য্যোঃ সম্বন্ধমভিদধানো বৃত্তাহুবাদপূৰ্ব্বকমৰ্জুন-
 প্রশস্তাভিপ্রায়ঃ প্রদর্শয়িতুং প্রকৃতমেতৎ কৰ্ম্মণীত্যাদিনা । ইত্যরভ্য কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্মদর্শনমুক্তা
 তৎপ্রশংসা প্রসারিতেভ্যাহ সযুক্ত ইতি । জ্ঞানবস্তঃ সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি লোকসংগ্রহার্থং
 কুৰ্ম্মন্তং জ্ঞানলক্ষণেনাগ্নিনা দহন্তসৰ্ব্বকৰ্ম্মাণং কৰ্ম্মপ্রযুক্তলক্ষণসম্বন্ধবিধুরং বিবেকবস্তো বদন্তীতি ।

জ্ঞানবতো জ্ঞানকলভূতং সন্ন্যাসং বিবক্ষন্ বিবিধিষোঃ সাধনরূপমপি সন্ন্যাসং ভগবান্
বিবক্ষিতবানিত্যাহ জ্ঞানায়ীতি । নিরাশিরিত্যারভ্য শরীরস্থিতিমাত্রাকারণং কৰ্ম্ম শরীর-
স্থিতাবপি সঙ্গরহিতঃ সন্ সমাচরন্ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মফলভাগী ন ভবতীত্যপি পূৰ্ব্বোক্তরাভ্যামধ্যা-
য়াভ্যাং দ্বিবিধং সন্ন্যাসং হুচিতবানিত্যাহ শরীরমিতি । যদৃচ্ছ্যেতাদাবপি সন্ন্যাসঃ হুচিতঃ
তদ্ব্যৰ্থকলারোপদেশাদিত্যাহ যদৃচ্ছ্যেতি । জ্ঞানস্ত যজ্ঞত্বসম্পাদনপূৰ্ব্বকং প্রশংসাবচনাদপি
কৰ্ম্মসন্ন্যাসো দৰ্শিতো জ্ঞাননিষ্ঠস্যেত্যাহ ব্রহ্মপৰ্গমিতি । জ্ঞানযজ্ঞস্ত্যর্থঃ বিহিতান্ নানাবিধান্
যজ্ঞাননুষ্ঠ তেষাং দেহাদিব্যাপারজন্তত্ববচনেনান্মনো নির্ব্যাপারত্ববিজ্ঞানফলাভিলাপাদপি
যথোক্তমাশ্রয়ং বিবিধিষোঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসন্ন্যাসেসহধিকারো ধ্বনিত ইত্যাহ কৰ্ম্মজ্ঞানিতি । সমস্ত-
শৈবাবশেষবর্জিতস্ত কৰ্ম্মণো জ্ঞানে পৰ্য্যবসান্যভিধানাচ্ছ জিজ্ঞাসোঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসন্ন্যাসঃ হুচিত
ইত্যাহ সৰ্ব্বমিতি । তদ্বিকীত্যাदिना ज्ञानप्राप्त्युपायं श्रणिपातादि प्रदर्श्या प्राप्तेन ज्ञाने-
नातिशयमाहास्यावता सৰ্ব্বকৰ্ম্মণাং নিবৃত্তিরেবেতি বদতা চ জ্ঞানার্থিনঃ সন্ন্যাসেসহধিকারো
দৰ্শিতো ভগবতেত্যাহ জ্ঞানায়ীমিতি । জ্ঞানেন সমুচ্ছিন্নসংশয়ং তস্মাদেব জ্ঞানাৎ কৰ্ম্মাপি
সন্ন্যস্ত ব্যবস্থিতমশ্রমন্তং বশীকৃতকৰ্ম্মাকরণসংঘাতবন্তং প্রতিভাসিকানি কৰ্ম্মাপি ন নিব্রুন্তি
ইত্যপি দ্বিবিধং সন্ন্যাসো ভগবতোক্ত ইত্যাহ যোগেতি । কৰ্ম্মণীত্যারভ্য যোগসন্ন্যস্তকৰ্ম্মাণ-
মিত্যন্তৈকদাহতৈৰ্কটনৈরুক্তং সন্ন্যাসমুপসংহরতি ইত্যন্তৈরিতি । তহি কৰ্ম্মসন্ন্যাসশ্চৈব
জিজ্ঞাসুনা জ্ঞানবতা চাদরগীরতাং কৰ্ম্মানুষ্ঠানমনাদেয়মাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যোক্তমর্থীভূতমুদ্বদতি
ছিদ্বৈশ্বনমিতি । কৰ্ম্মতত্ত্বাগয়োরুক্তরোরেকেনৈব পুরুষেণানুষ্ঠেয়ত্বসম্ভবান বিরোধোহস্তীত্যা-
শঙ্ক্য যুগপদ্বা ক্রমেণ বাহুষ্ঠানমিতি বিকল্লাদ্যং দুষয়তি উভয়োশ্চেতি । দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ
কালভেদেনেতি । উক্তয়োর্দ্বয়োরেকেন পুরুষেণানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভবে কথং কৰ্ত্তব্যত্বসিদ্ধিরিত্যা-
শঙ্ক্যাহ অর্থাদিতি । দ্বয়োরুক্তরোরেকেন যুগপৎক্রমাভ্যাং অনুষ্ঠানানুপপত্তেয়িত্যর্থঃ ।
অন্ততরস্ত কৰ্ত্তব্যত্বের কতরন্তেতি কুতো নির্ণয়োদ্বয়োঃ সম্মিধানাবিশেষাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যৎ
প্রশস্ততরমিতি । ভগবতা কৰ্ম্মণাং সন্ন্যাসো যোগশ্চোক্তো ন চ তয়োঃ সমুচ্ছিত্যানুষ্ঠানং
তেনান্ততরস্ত শ্রেষ্ঠত্বানুষ্ঠেয়ত্বে তদ্বৃত্তংসয়া প্রলোপপতিরিত্যুপসংহরতি ইত্যেবমিতি ।
নায়ং প্রষ্টুরভিপ্রায়ঃ কৰ্ম্মসন্ন্যাসকৰ্ম্মযোগয়োভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বশ্চোক্তবাদেকস্মিন্ পুরুষে
প্রাপ্ত্যভাবাদিতি শঙ্কতে নৰিতি । চোত্তমদ্বীকৃত্য পরিহরতি সত্যমেবমিতি । কীদৃশস্ত্বি
প্রষ্টুরভিপ্রায়ো যেন প্রশ্নপ্রবৃতিরিতি পৃচ্ছতি কথমিতি । এ স্মিন্ পুরুষে কৰ্ম্মতত্ত্বাগয়োর-
ন্ত প্রাপ্তিরিতি প্রষ্টুরভিপ্রায়ং প্রতিনির্দেষ্টুং প্রারভতে পূৰ্ব্বোদাহৃতৈরিতি । যথা
“স্বৰ্গকামো যজ্ঞতঃ” ইতি স্বৰ্গকামোদেশেন যাগো বিধীয়তে ন তু তশ্চৈবাধিকারো
নান্তন্তেত্যপি প্রতিপাত্ততে বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ, তথানান্যবিৎকৰ্ত্তা সন্ন্যাসপক্ষে প্রাপ্তোহ-
নুত্ততে, নচান্যবিৎকৰ্ত্তৃকত্বমেব সন্ন্যাসস্ত নিরম্যতে বৈরাগ্যমাত্রেণোক্ত্যপি সন্ন্যাস-
বিষয়দৰ্শনাৎ, তস্মাৎ কৰ্ম্মতত্ত্বাগয়োরবিষৎকৰ্ত্তৃকত্বমন্তীতি মধানস্যাৰ্জুনস্য প্রশ্নঃ সম্ভব-
তীতি ভাষ্যঃ । ভবতু সন্ন্যাসস্য কৰ্ত্তব্যত্ববিবক্ষা তথাপি কথং প্রশস্যতরবৃত্তংসয়া প্রশ্নপ্রবৃতি-

রিত্যাশঙ্কাহ প্রাধান্তমিতি । তথাপি কথমেকস্মিন পুরুষে তয়োরাপ্রাপ্তাবৃত্তান্তিপ্রায়শঃ
 প্রশ্নবচনং প্রকল্পাতে তত্রাহ অনাস্মবিদিতি । আত্মবিদো বিজ্ঞাসামর্থ্যাৎ কৰ্ম্মত্যাগ-
 ঐব্যবদিতরস্তাপি সতি বৈরাগ্যে তন্ত্যাগস্তাবশ্যকত্বাৎ তত্র কৰ্ত্তাসৌ প্রাপ্তোহজ্ঞানদ্বায়ে,
 তথা চ কৰ্ম্মতন্ত্যাগয়োরেকস্মিন্ বিহৃষি প্রাপ্তেৰ্বাক্তবাহুক্তান্তিপ্রায়শঃ প্রশ্নপ্রবৃত্তিরবিরুদ্ধে-
 তার্থঃ । সন্ন্যাসস্তাত্মবিৎকৰ্ত্তৃকত্বমেবাত্র বিবিক্তং কিং ন ত্রাদিত্যাশঙ্ক্য কৰ্ত্তৃত্বত্বপৰ্য্যদাসঃ
 সন্ন্যাসবিধিষেতার্থভেদে বাক্যভেদপ্রসঙ্গান্নৈবমিত্যাহ ন পুনরিতি । ইতিশব্দো বাক্যভেদ
 প্রসঙ্গহেতুদ্যোতনর্থঃ । ততঃ কিমিত্যাশঙ্ক্য কলিতমাহ এবমিতি । কৰ্ম্মানুষ্ঠান-কৰ্ম্মসন্ন্যাস-
 যোরবিষয়কৰ্ত্তৃকত্বমপ্যন্তীতোবাং মহানস্তার্জুনস্ত প্রশ্নস্ততরবিবিধিষয়া প্রশ্নো নানুপপন্নঃ
 ইতি সম্বন্ধঃ । তয়োঃ সমুচ্চিতানুষ্ঠানসম্ভবে কথং প্রশ্নস্ততরবিবিধিষেত্যাশঙ্কাহ
 পূৰ্ব্বোক্তেনেতি । উভয়োশ্চেত্যানাবৃত্তপ্রকারেণ কৰ্ম্মতন্ত্যাগয়োর্মিথোবিরোধায় সমুচ্চিতানু-
 ঠানং সাবকাশমিতার্থঃ । ভবতু তর্হি যন্ত কস্তচিদন্ততরস্তানুষ্ঠেয়ত্বমিতি কুতো যথোক্তান্তি-
 প্রায়শঃ প্রশ্নপ্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্কাহ অন্ততরশ্চেতি । উভয়প্রাপ্তৌ সমুচ্চরানুপপত্তাবস্ততরপরিগ্রহে
 বিশেষস্তাষেব্যত্বাহুক্তান্তিপ্রায়শঃ প্রশ্নোপপত্তিরিতার্থঃ । ইতচ্চাবিষয়ককৰ্ত্তৃকরোঃ সন্ন্যাসকৰ্ম্ম-
 যোগয়োঃ কতরঃ শ্রেয়ানিতি প্রষ্টুরতিপ্রায়ো ভাতীত্যাহ প্রতিবচনেতি । কিং তৎ
 প্রতিবচনং কথং বা তন্নিরূপণমিতি পৃচ্ছতি কথমিতি । অত্র প্রতিবচনং দর্শয়তি সন্ন্যাসেতি ।
 তন্নিরূপণং কথয়তি এতদ্বিতি । তদন্তরং নিঃশ্রেয়সকরত্বং কৰ্ম্মযোগস্ত শ্রেষ্ঠত্বকেতার্থঃ ।
 গুণদোষবিভাগবিবেকার্থং পৃচ্ছতি কিঞ্চেতি । অতোহস্মিন্নাস্তে পক্ষে কিং দুষণং অস্মিন্ বা
 দ্বিতীয়ে পক্ষে কিং ফলমিতি প্রশ্নার্থঃ । তত্র সিদ্ধান্তী প্রথমপক্ষে দোষমাদর্শয়তি অত্রোক্তা-
 দিনা । তদেবানুপপন্নত্বং ব্যতিরেকদ্বারা বিবৃণোতি যদীত্যাদিনা । নিঃশ্রেয়সকরত্বোক্তিরি-
 ত্যত্র পারস্পর্যোগেতি দ্রষ্টব্যম্, বিশিষ্টত্বাভিধানমিতি প্রতিযোগিনোহসহায়ত্বাদন্ত চ শুদ্ধিযারা
 জ্ঞানার্থবাদিতার্থঃ । আত্মজন্ত কৰ্ম্মসন্ন্যাসকৰ্ম্মযোগয়োঃসম্ভবে দর্শিতে চোদয়তি অত্রাহেতি ।
 চোদয়িতা নির্দারণার্থংবিমুশতি কিমিত্যাদিনা । অন্ততরাসম্ভবেহপি সন্দেহাৎ প্রশ্নোহবতরতী
 ত্যাহ যদা চেতি । যন্ত কস্তচিদন্ততরস্তাসম্ভবো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্য কারণমন্তরোপাসম্ভবো
 ভবয়তিপ্রসঙ্গ্যাদিতি মহানঃ সন্ন্যাস অসম্ভব ইতি । আত্মবিদঃ সকারণং কৰ্ম্মযোগাসম্ভবং
 সিদ্ধান্তী দর্শয়তি অত্রোক্তি । সংগ্রহবাক্যং বিবৃণুন্নাস্মবিদঃ বিবৃণোতি জন্মাদীতি । তন্ত
 বহুত্বং নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানত্বং তদ্বাদানীং ব্যনক্তি সমাগতি । বিপর্যায়জ্ঞানমূলশ্চেত্যানাদিনোক্তং
 প্রপঞ্চয়তি নিক্কুরেতি । যথোক্তসন্ন্যাসমুক্তা ততো বিপরীতস্ত কৰ্ম্মযোগস্তাতাবঃ প্রতি-
 পাদ্যত ইতি সম্বন্ধঃ । বৈপরীত্যং ফোরয়ন্ কৰ্ম্মযোগমেব বিশিষ্টী মিথ্যাজ্ঞানেতি । মিথ্যা
 চ তদজ্ঞানকেত্যানান্যনির্বাচ্যমজ্ঞানং তন্মূল্লাহং কৰ্ত্তেত্যাশ্মনি কৰ্ত্তৃত্বাভিমানস্তজ্ঞানান্তস্তেতি
 যাবৎ । যথোক্তং সন্ন্যাসমুক্তা যথোক্তকৰ্ম্মযোগস্তাসম্ভবপ্রতিপাদনে হেতুমাহ সমাগ-
 জ্ঞানেতি । কুত্র তদভাবপ্রতিপাদনং তদাহ ইহেতি । উক্তং হেতুং কৃদ্বাক্তজন্ত কৰ্ম্মযোগা-
 সম্ভবে কলিতমাহ ইত্যাদিতি । ইহ শাস্ত্রে । তত্র তত্রোক্তানাবৃত্তমেব ব্যাক্তীকৰ্ত্তৃং পৃচ্ছতি

কেষু কেষুতি । তানেব প্রদেশান্ দর্শয়তি অত্রৈতি । আত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেবু সন্ন্যাস-
 প্রতিপাদনাদাত্মবিদঃ সন্ন্যাসো বিবিক্তিতশ্চেত্ত্বহি কর্মযোগোহপি তত্ত্ব কন্মার ভবতি প্রকর-
 ণাবিশেষাদিতি শক্যতে নহু চেতি । আত্মবিজ্ঞাপ্রকরণে কর্মযোগপ্রতিপাদনমুদাহরতি তদ্
 বধেতি । প্রকরণাদাত্মবিদোহপি কর্মযোগস্ত সম্ভবে কলিতমাহ মতশ্চেতি । আত্মজ্ঞানো-
 পারত্বেনাপি প্রকরণপাঠসিদ্ধৌ জ্ঞানাদূর্দ্ধং ত্রায়বিরুদ্ধং কর্ম কল্পয়িতুমশক্যমিতি পরিহরতি
 অত্রোচ্যাত ইতি । সমাগ্জ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানয়োস্তৎকার্যায়োশ্চ ভ্রমনিবৃত্তিভ্রমসম্ভাবয়োর্মিথোবিরো-
 ধাৎ কর্তৃত্বাদিভ্রমমূলং কর্ম সমাগ্জ্ঞানাদূর্দ্ধং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ । আত্মজ্ঞস্ত কর্মযোগাসম্ভবে
 হেতুস্তরমাহ জ্ঞানযোগেনেতি । ইতশ্চাত্মবিদো জ্ঞানাদূর্দ্ধং কর্মযোগো ন যুক্তিমানিত্যাহ
 কৃতকৃত্যত্বেনেতি । জ্ঞানবতো নাস্তি কর্মেত্যত্র কারণস্তরমাহ তত্রৈতি । তর্হি জ্ঞানবতা
 কর্মযোগস্ত হেতুত্ববজ্জিজ্ঞাসুনাপি তত্ত্ব ত্যাক্ষাত্বং জ্ঞানপ্রাপ্ত্য তস্তাপি পুরুষার্থসিদ্ধিরিত্যা-
 শঙ্ক্য জিজ্ঞাসোরন্তি কর্মযোগাপেক্ষা ইত্যাহ ন কর্মণামিতি । স্বরূপোপকার্যাদমস্তরেণাদি-
 স্বরূপানিশ্পত্তেজ্ঞানার্থিনা কর্মযোগস্ত শুদ্ধাদিছারাং জ্ঞানহেতোরাদেয়ত্বমিত্যর্থঃ । তর্হি
 জ্ঞানবতামপি জ্ঞানফলোপকারিত্বেন কর্মযোগো যুগাতামিত্যাশঙ্ক্যাহ যোগারূঢ়শ্চেতি ।
 উপদ্রবসমাগ্জ্ঞানস্ত কর্ম্যভাবে শরীরস্থিতিহেতোরপি কর্মণোহসম্ভবান তত্ত্ব শরীরস্থিতি-
 স্তদস্থিতৌ চ কৃতৌ জীবযুক্তিস্তদভাবে চ কসোপদেহ্ৎ উপদেশাভাবে চ কৃতৌ জ্ঞানোদয়ঃ
 ত্রাদিত্যাশঙ্ক্যাহ শরীরমিতি । বিহ্বোহপি শরীরস্থিতিরাস্থিতা চেদ্রাজপ্রযুক্তেষু দর্শন-
 প্রবণাদিষু কর্তৃত্বাভিধানোহপি তস্য সাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নৈবেতি । তৎস্ববিদিত্যেনেচ সমাহিত
 চেতস্তরা করোমীতি প্রত্যয়স্য সর্দৈবাকর্তব্যত্বোপদেশাদিতি সধকঃ । বহু বিহ্বঃ শরীর-
 স্থিতিনিমিত্তকর্ম্যভাহুজ্ঞানে তস্মিন্ কর্তৃত্বাভিমানোহপি সাদিতি তত্রাহ শরীরেতি ।
 আত্মবাধাত্মবিদঃ তেষপি নাহকরোমীতি প্রত্যয়স্য নৈব কিঞ্চিৎ করোমীত্যাদাবকর্তৃত্বোপদে-
 শান কর্তৃত্বাভিমানসম্ভাবনেত্যর্থঃ । বথোক্তোপদেশাহুসম্ভাবনাতাবে বিহ্বোহপি করোমীতি
 স্বাভাবিকপ্রত্যয়দ্বারা কর্মযোগঃ সাদিত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মতত্বৈতি । বস্তপি বিদ্বান্ বথোক্ত-
 যুপদেশঃ কদাচিন্নাহুসকন্তে তথাপি তৎস্ববিজ্ঞাবিরোধামিথ্যাজ্ঞানং তন্নিমিত্তং কর্ম বা তত্ত্ব
 সম্ভাবয়িতুমশক্যমিত্যর্থঃ । আত্মবিৎকর্তৃকরোঃ সন্ন্যাসকর্মযোগয়োঃযোগাৎ তন্নোনিশ্চয়-
 স্করত্বমন্যতরস্য বিশিষ্টত্বমিত্যেতদযুক্তিমিতি সিদ্ধত্বাদ্বিতীয়াং পক্ষমঙ্গীকরোতি বস্মাদিত্যা-
 দিনা । তদীয়াচ্চ কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগস্য বিশিষ্টত্বাভিধানমিতি সধকঃ । নহু
 কর্মযোগেন শুদ্ধবুদ্ধেঃ সন্ন্যাসো আরমানস্তস্মাহুৎকৃষাতে কথং তস্মাৎ কর্মযোগস্যোৎকৃষ্ট-
 ত্ববাচো যুক্তিযুক্তৈতি তত্রাহ পূর্বোক্তৈতি । বৈলক্ষণ্যমেব স্পষ্টয়তি সত্যেবেতি । স্বাপ্রম-
 বিহিতপ্রবণাদৌ কর্তৃত্ববিজ্ঞানে সত্যেব পূর্বাশ্রমোপাস্তকর্মেকদেশবিষয়সন্ন্যাসাৎ কর্মযোগস্য
 শ্রেয়ত্ববচনং নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তমিত্যাদিস্বত্ববিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ যমনিয়মাদিতি ।
 “আনুশংস্যাং কমা সত্যমহিংসাদম আর্জবম্ । শ্রীতিঃ প্রসাদো মাধুর্যমক্ৰোধশ্চ বমা দশ ॥
 ‘দানমিচ্ছা তপো ধ্যানং স্বাধ্যায়োপহনিগ্রহৌ । ব্রতোপবাসৌ মৌনঞ্চ দানঞ্চ নিয়মা দশ ॥”

ইত্যুক্তৈর্বনির্ভয়ৈরৈক্যশ্চাপ্রমথৈর্নৈবিশিষ্টৈশ্চেনাহুষ্ঠাতুমশক্যাদাহুস্তসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগস্ত বিশিষ্ট-
 যোক্তিত্বং ক্ত্যর্থঃ । নহি কশ্চিদ্বিত্তি ভ্রাত্রেণ কর্মযোগস্তেত্তরাপেক্ষয়া স্করত্বাচ্চ
 তস্ত বিশিষ্টত্ববচনং শিষ্টমিত্যাহ স্করত্বেন চেতি । প্রতিবচনবার্থ্যালোচনাং সিদ্ধমর্থ-
 মুপসংহরতি ইত্যেবমিতি । সন্ন্যাসকর্মযোগয়োর্মিথোবিরুদ্ধয়োঃ সমুচ্চিতাহুষ্ঠাতুমশক্য-
 যোরন্ততরস্ত কর্মব্যত্যেপ্রশস্ততরস্ত তত্ত্বাবান্তাবস্ত চানির্দারিতত্বাৎ তত্রির্দারয়িষ্যা প্রপ্নঃ
 তাদিত্তি প্রপ্নবার্থপর্যালোচনয়া প্রটুরতিপ্রায়ো যথাপূর্বমুপদিষ্টত্বাৎ প্রতিবচনার্থনিরূপ-
 পণেনাপি তস্ত নিশ্চিতত্বাৎ প্রম্লোপপত্তিঃ সিদ্ধেত্যর্থঃ । নহু তৃতীয়ে যথোক্তপ্রপ্নস্ত ভগবতা
 নির্ণীতত্বান্ন প্রপ্ন প্রতিবচনয়োঃ সাবকাশত্বমিত্যাশঙ্ক্য বিস্তরেণোক্তমেব সম্বন্ধঃ পুনঃ সংক্ষে-
 পতো দর্শয়তি জ্ঞায়সী চেদিত্তি । সাধ্যযোগয়োর্ভিন্নপুরুষাহুষ্ঠেয়ত্বেন নির্ণীতত্বান্ন পুনঃ প্রপ্ন-
 যোগাত্মকিত্যর্থঃ । ইতোহপি ন তয়োঃ প্রপ্নবিষয়ত্বমিত্যাহ ন চেতি । এবকারবিশেষণজ্ঞান-
 সহিতসন্ন্যাসস্ত সিদ্ধিসাধনত্বং ভগবতোহভিমতম্ “ছিষ্টৈবনং সংশয়ং যোগমার্তিষ্ঠ” ইতি চ কর্ম
 যোগস্ত বিধানাৎ তস্তাপি সাধ্যসাধনত্বমিষ্টং ততশ্চ নির্ণীতত্বান্ন প্রপ্নস্তবিষয়ঃ সিধ্যাতীত্যর্থঃ ।
 কেনাতিপ্রায়ের তর্হি প্রপ্নঃ তাদিত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানরহিতসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগস্ত প্রশস্ততরত্ব-
 বৃত্তংস্নেত্যাহ জ্ঞানরহিত ইতি । প্রটুরতিপ্রায়মেবং প্রদর্শ্য প্রম্লোপপত্তিমুক্তা প্রপ্নমুখাপরতি
 সংস্তাসমিতি । তর্হি স্বয়ং স্বাহুষ্ঠেয়মিত্যাশঙ্ক্য তদশক্তৈককৃত্বাৎ প্রশস্ততরস্যাহুষ্ঠানার্থং
 তদ্বদমিতি নিশ্চিত্য বক্তব্যমিত্যাহ যচ্ছের ইতি । কাম্যানাং প্রতিষিদ্ধানাঞ্চ কর্মণাঃ পরি-
 ত্যাপো ময়োচ্যতে, ন সর্বেষামিত্যাশঙ্ক্য কর্মণ্যকর্মত্যাভৌ বিশেষদর্শনান্নৈবমিত্যাহ শাস্ত্রী-
 য়াণামিতি । অস্ত তর্হি শাস্ত্রীয়াশাস্ত্রীয়রোরশেষরোরপি কর্মণোন্ত্যাগো নেত্যাহ পুনরিত্তি ।
 তর্হি কর্মত্যাগস্তদেবাগশ্চেতুস্তরমাদর্শিতব্যমিত্যাশঙ্ক্য বিরোধান্নৈবমিত্যভিপ্রোত্যাহ অত
 ইতি । স্বরোরেকেনাহুষ্ঠানাবোগস্তোক্তত্বাৎ কর্মব্যত্যোক্তেচ সংযয়ো জায়তে তমেব সংশয়ং
 বিশদয়তি কিং কর্মেতি । প্রশস্ততরবৃত্তংসা কিমর্থত্যাশঙ্ক্যাহ প্রশস্ততরকেতি । তন্মো-
 বাহুষ্ঠেয়ত্ব প্রপ্নসাবকাশত্বমাহ অতশ্চেতি । তদেব প্রশস্ততরং বিশিনষ্টি যদাহুষ্ঠানাদিত্তি
 তদেকমন্ত তরমন্মৈ ক্রহীতি সম্বন্ধঃ । উভয়োরুক্তত্ব সতি কিমিত্যেকং বক্তব্যমিতি
 নিযুক্তাতু তজ্জাহ সহতি । কর্মতন্ত্যাগয়োর্মিথোবিরোধাদিত্যর্থঃ । ১ ।

রামানুজ ।—চতুর্থোধ্যায়ের কর্মযোগস্ত জ্ঞানাকারতাপূর্বকস্বরূপভেদে জ্ঞানান্বেশসা
 চ প্রাধান্তমুক্তম্, জ্ঞানযোগাধিকারিণোহপি কর্মযোগস্য [স্তব্গতা] ভূগতান্নজ্ঞানবাদপ্রমাদ-
 ত্বাৎ স্করত্বান্নিরপেক্ষত্বাৎ জায়তং তৃতীয়ে এবোক্তম্, ইদানীং কর্মযোগস্যাত্ম প্রাপ্তিসাধনত্ব
 জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ শ্রেষ্ঠাঃ কর্মযোগান্তর্গতাকর্তৃত্বাহুস্তদানপ্রকারঞ্চ প্রতিপাত্ত তন্মূলং জ্ঞানঞ্চ
 পরিশোধ্যতে সন্ন্যাসমিতি । কর্মণাং সন্ন্যাসং জ্ঞানযোগং পুনঃ কর্মযোগঞ্চ শংসসি । এতদ্বক্তং
 ভবতি ত্বিতীয়েধ্যায়েরমুমুক্তোঃ প্রথমং কর্মযোগ এব কার্য্যঃ, কর্মযোগেন [শুদ্ধিতা] মুদিতা-
 ত্বঃকরণকবারস্য জ্ঞানযোগেনান্বেদর্শনং কার্য্যমিতি প্রতিপাত্ত পুনত্বতীরচতুর্থয়োজ্ঞানযোগাধি-
 কারদশমাপন্নস্যপি কর্মনিষ্ঠেব জ্ঞায়সী সৈব জ্ঞাননিষ্ঠা নিরপেক্ষাত্মপ্রাপ্ত্যেকসাধনমিতি

কৰ্মানিষ্ঠাং শ্রেয়ঃসঙ্গীতি, তত্ৰৈব জ্ঞানযোগকৰ্মযোগয়োরাশ্চ প্রাপ্তিসাধনভাবে যদেকং সৌকৰ্য্যাক্ষেপ্ত্যাক শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠমিতি অনিশ্চিতং তন্মে ব্রূহি ॥ ১ ॥

হনুমান্ ।—অৰ্জুন উবাচ । সকলকৰ্মসন্ন্যাসেন শমদমাদিসাধনানুষ্ঠানেন ব্রহ্মজিজ্ঞাসমানস্য ব্রহ্মাববোধঃ স্যাদেব, তথা যুমুক্ষোঃ সকলকামপ্রতিষিদ্ধকৰ্মসন্ন্যাসেন বাহুদেবার্কনবুদ্ধ্যা কৰ্মণানুষ্ঠিতসবশুদ্ধেনাৰ্থস্য কালেন সম্বোধঃ স্যাদেবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধর ।—নিবার্য্যাসংশয়ঃ জিজ্ঞাষোঃ কৰ্মসন্ন্যাসযোগয়োঃ । জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমববৌৎ ॥ অজ্ঞানসম্ভূতং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা হিষ্ট্বা কৰ্মযোগমাতিষ্ঠেত্ভ্যাক্তম্, তত্র পূৰ্ব্বাপরবিরোধং মন্বানোহৰ্জুন উবাচ সন্ন্যাসমিতি । “যন্তাশ্রয়তিরেব স্যাৎ” ইত্যাদিনা “সৰ্বং কৰ্মাখিলং পার্থ” ইত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কৰ্মসন্ন্যাসং কথয়সি, জ্ঞানাসিনা সংশয়ং হিষ্ট্বা যোগমাতিষ্ঠেতি পুনর্যোগঞ্চ কথয়সি, ন চ কৰ্মসন্ন্যাসঃ কৰ্মযোগশ্চৈকতৈক্যকদৈবাসম্ভবতোঃ বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ, তন্মাদেতয়োৰ্মধ্যে একশ্লিষ্টানুষ্ঠাতব্যে সতি মম যচ্ছ্রেয়ঃ অনিশ্চিতং তদেকং ব্রূহি ॥ ১ ॥

বলদেব ।—জ্ঞানতঃ কৰ্মণঃ শ্রেষ্ঠাং শ্রুতরত্নাদিনা হরিঃ । শুদ্ধস্য তদকর্তৃত্বস্বৈত্যাঙ্গি প্রাহ পঞ্চমে ॥ দ্বিতীয়ে যুমুক্ষুঃ প্রত্যাহবিজ্ঞানং মোচকমভিধায় তদুপায়তয়া নিক্রমং কৰ্ম কৰ্ত্তব্যমভ্যধাৎ, লব্ধবিজ্ঞানস্য ন কিঞ্চিং কৰ্মাতীতি “যন্তাশ্রয়তিরেব স্যাৎ” ইতি তৃতীয়ে “সৰ্বং কৰ্মাখিলং পার্থ” ইতি চতুৰ্থে চাবাদীৎ । অন্তে তু তন্মাদজ্ঞানসম্ভূতমিত্যাাদিনা তসৈব পুনঃ কৰ্মযোগং প্রাবোচৎ । তত্রার্জুনঃ পৃচ্ছতি সন্ন্যাসমিতি । হে কৃষ্ণ কৰ্মণাং সন্ন্যাসং সৰ্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারবিরতিরূপং জ্ঞানযোগমিত্যর্থঃ । পুনর্যোগঃ কৰ্মানুষ্ঠানঞ্চ সৰ্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপং শংসসি । ন চৈকস্য যুগপৎ তৌ সম্ভবেতাং স্থিতিগতিবৎ তমস্তেজোবচ্চ বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ । তন্মাত্রকজ্ঞানঃ কৰ্ম সন্ন্যাসেনানুষ্ঠিষ্ঠেতি ভবদভিমতং বেত্তুমশক্তোহহং পৃচ্ছামি, এতয়োঃ কৰ্মসন্ন্যাসকৰ্মানুষ্ঠানয়োৰ্বদেকং শ্রেয়ত্বয়া অনিশ্চিতং তৎ ত্বং মে ব্রূহি ইতি ॥ ১ ॥

মধুসূদন ।—অধ্যায়ান্ত্যং কৃতো দ্ব্যভ্যাং নির্ণয়ঃ কৰ্মবোধয়োঃ । কৰ্মতত্ত্বাগয়ো-দ্ব্যভ্যাং নির্ণয়ঃ ক্রিয়তেহধুনা ॥ তৃতীয়েহধ্যায়ে “জ্যায়সী চেৎ কৰ্মণস্তে” ইত্যাদিনার্জুনেন পৃষ্ঠো ভগবান্ জ্ঞানকৰ্মণোর্বিকল্পসমুচ্চয়সম্ভবেনাধিকারিভেদব্যবস্থয়া “লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়া” ইত্যাদিনা নির্ণয়ং কৃতবান্, তথাচাজ্ঞাধিকারিকং কৰ্ম ন জ্ঞানেন সহ সমুচীয়তে তেজশ্চিরমিরয়োবি যুগপদসম্ভবাৎ কৰ্মাধিকারহেতুভেদবুদ্ধ্যাপনোদকত্বেন জ্ঞানস্য তদ্বিরোধিত্বাৎ, নাপি বিকল্যতে একার্থব্রাহ্মত্বাৎ জ্ঞানকার্য্যসাজ্ঞাননাশস্ত কৰ্মণা কৰ্ত্তুমশক্যত্বাৎ “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমিতি নাত্তঃ পহা কিস্ততেহরনায়” ইতি ঋতেঃ । জ্ঞানে জ্ঞাতে তু কৰ্ম কার্য্যং নাপেক্ষত এবৈত্বাক্ষং, “বাবানৰ্থ উদপানে” ইত্যত্র, তথাচ জ্ঞানিনঃ কৰ্মানধিকারে নিশ্চিতো প্রায়ককৰ্মবশাচ্ছাচেষ্ঠারূপেণ তদনুষ্ঠানং বা সৰ্বকৰ্মসন্ন্যাসো বৈতি নির্বিবাদং চতুৰ্থে নির্ণীতম্, অজ্ঞান স্বভঃকরণতদ্বিকল্পয়া জ্ঞানোৎপত্তয়ে কৰ্মানুষ্ঠেয়ানি

“তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশস্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানানশকেন” ইতি শ্রুতেঃ ।
 “সৰ্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে” ইতি ভগবদ্বচনাচ্চ, এবং সৰ্ব্বাকৰ্ম্মাণি
 জ্ঞানার্থানি, তথা সৰ্ব্বকৰ্ম্মসম্মাসোহপি জ্ঞানার্থঃ শ্রুয়তে, “এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ
 প্রব্রজন্তি শাস্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূষান্মন্ত্ৰেবাশ্রয়ানং পশ্চেৎ, ত্যজতৈব
 হি তজ্জ্ঞেয়ং ত্যক্তুঃ প্রত্যক্ পরং পদম্ । সত্যানুতে সূখদুঃখে বেদানিমং লোকমমুঞ্চ
 পরিত্যজ্যাত্মানমষিচ্ছেৎ” ইত্যাদৌ তত্র কৰ্ম্মতন্ত্যাগয়োরাৱাহুপকারকসন্নিপত্যোপকারকয়োঃ
 প্রযাজ্যাবধাতয়োৱিব ন সমুচ্চয়ঃ সম্ভবতি বিরুদ্ধত্বেন যোগপত্তাভাবাৎ, নাপি কৰ্ম্ম-
 তন্ত্যাগয়োৱাত্মজ্ঞানমাত্রকলত্বেনৈকার্থবাদতিরাজয়োঃ বোড়িশগ্রহণাগ্রহণয়োৱিব বিরুদ্ধঃ
 স্তাৎ দ্বারভেদেনৈকার্থত্বাভাবাৎ, কৰ্ম্মণো হি পাপকররূপমদৃষ্টমেব দ্বারং, সন্ন্যাসস্ত তু
 সৰ্ব্বক্লিষ্টপাভাৱেন বিচাৱাবসরদানরূপং দৃষ্টমেব দ্বারম্, নিয়মাপূৰ্ণস্ত দৃষ্টসমবায়িত্বাদ-
 বধাতাদাবিব ন প্রয়োজকং, তথাচাদৃষ্টার্থদৃষ্টার্থয়োৱাহুপকারকসন্নিপত্যোপকারকয়োৱেক-
 প্রধানার্থত্বেহপি বিরুল্লো নাস্ত্যেব প্রযাজ্যাবধাতাদীনামপি তৎপ্রসঙ্গাৎ, তস্মাৎ ক্রমেণোভয়-
 মপ্যমুঠেয়ং, তত্রাপি সন্ন্যাসানন্তরং কৰ্ম্মাহুষ্ঠানং চেৎ তদা পরিত্যক্তপূৰ্ব্বাপ্রমথ্যাকারেণাক্রট-
 পতিতত্বাৎ কৰ্ম্মানধিকারিত্বং প্রোক্তনসন্ন্যাসবৈৱৰ্থ্যঞ্চ তস্মাদদৃষ্টার্থত্বাভাবাৎ প্রথমকৃত-
 সন্ন্যাসেনৈব জ্ঞানাদিকারলাভে তদন্তরকালে কৰ্ম্মাহুষ্ঠানবৈৱৰ্থ্যঞ্চ, তস্মাদাদৌ ভগবদৰ্পণ-
 বুদ্ধ্যা নিকামকৰ্ম্মাহুষ্ঠানাদন্তঃকরণশুদ্ধৌ তীব্রৈৰ্ বৈরাগ্যেণ বিবিদিষায়াং দৃঢ়ায়াং সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-
 সন্ন্যাসঃ শ্রবণমননাদিরূপবেদান্তবাক্যবিচারায় কৰ্ত্তব্য ইতি ভগবতো মতম্, তথাচোক্তং, “ন
 কৰ্ম্মণামনারম্ভাতৈরকৰ্ম্ম্যং পুরুষোহম্মুতে” ইতি । বক্ষ্যতে চ, “আকরুক্কোমুর্নেৰ্যোগং কৰ্ম্মকারণ-
 মুচ্যতে । যোগাক্রটস্ত তন্ত্ৰৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥” ইতি চ । যোগোহত্র তীব্রবৈরাগ্যাপূৰ্ব্বিকা
 বিবিদিষা । তদুক্তং বাস্তবিকারে, “প্রত্যগুবিবিদিষাসিদ্ধৌ বেদানুবচনাদয়ঃ । ব্রহ্মাৱাণ্যো তু
 তন্ত্যাগ ঈক্ষন্তীতি শ্রুতেৰ্ভবলাৎ ॥” ইতি । স্মৃতিশ্চ, “কষায়পঙ্ক্তিঃ কৰ্ম্মভ্যো জ্ঞানস্ত পরমা
 গতিঃ । কষায়ে কৰ্ম্মভিঃ পক্ষে ততো জ্ঞানং প্রবর্ততে ॥” ইতি । মোক্ষধৰ্ম্মে চ, “কষায় পাচ
 যিহা চ শ্রেণী স্থানেষু চ ত্রিষু । প্রব্রজেচ পরং স্থানং পারিব্রাজ্যমমুত্তমম্ ॥ ভাবিতৈঃ কারণৈ-
 শ্চায়ং বহুসংসারযোনিষু । আসাদয়তি শুদ্ধাত্মা মোক্ষং বৈ প্রথমাপ্রমে ॥ তমাসাদ্য তু মুক্তস্ত
 দৃষ্টার্থস্ত বিপশ্চিতঃ । ত্রিষাপ্রমেযু কোহম্বৰ্থো ভবেৎ পরমজীপ্সিতঃ ॥” ইতি । মোক্ষং বৈরাগ্যং
 এতেন ক্রমাক্রমসন্ন্যাসৌ দ্বাবপি দৰ্শিতৌ । তথাচ শ্রুতিঃ, “ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী
 ভবেদগৃহাৱনীভূত্বা প্রব্রজেদমদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদগৃহাৱা বনাৱা যদহরেব
 বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ” ইতি । তস্মাদজ্ঞতাবিরক্ততাদশায়াং কৰ্ম্মাহুষ্ঠানমেব তন্ত্ৰৈব
 বিরক্ততাদশায়াং সন্ন্যাসঃ শ্রবণাশ্রবসরদানেন জ্ঞানার্থ ইতি দশাভেদোজ্ঞমধিকৃত্যেব
 কৰ্ম্মতন্ত্যাগৌ ব্যাখ্যাভূৎ পঞ্চমবষ্ট্যাবধ্যাৱাবরভ্যোতি । বিহংসন্ন্যাসস্ত জ্ঞানবলাদধসিদ্ধ
 এবেতি সন্দেহাত্বাৎ নাত্র বিচার্য্যতে, তত্রৈকমেব জিজ্ঞাস্তুমজ্ঞং প্রতি জ্ঞানার্থত্বেন
 কৰ্ম্মতন্ত্যাগয়োৱিধানাৎ তয়োৰ্চি বিরুদ্ধয়োৰ্গপদমুষ্ঠানাসম্ভবান্ময়া জিজ্ঞাস্তুনা কিমিদানী-

মহুষ্ঠেরমিতি সন্নিহানঃ অর্জুন উবাচ সন্ন্যাসমিতি । হে কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দরূপ ! তত্ত্বজ্ঞঃ-
কর্ষণেতি বা, কর্ম্মাণাং যাবজ্জীবাদিশ্রুতিবিহিতানাং নিত্যানাং নৈমিত্তিকানাঞ্চ সন্ন্যাসং
ত্যাগঃ জিজ্ঞাসুর্মজ্ঞঃ প্রতি কথয়সি, বেদমুখেন পুনস্তদ্বিরুদ্ধঃ বোগঞ্চ কর্ম্মমুষ্ঠানরূপং শংসসি
“এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি তমেতং বেদামুচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি
যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন” ইত্যাদিনা বাক্যদ্বয়েন “নিরাশীর্ষতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরি-
গ্রহঃ । শারীরঃ কেবলং কর্ম্ম কুর্স্বান্নাপ্নোতিক্ষিষম্ ॥” “হিষ্টৈশ্চনং শংসয়ং বোগমাতীষ্ঠোতিষ্ঠ
ভারত !” ইতি গীতাবাক্যদ্বয়েন বা তদৈকমজ্ঞং প্রতি কর্ম্মতন্ত্ৰ্যাগয়োর্বিশ্বদানাদ্যুপ-
পদুস্তমামুষ্ঠানাসম্ভবাৎ, এতয়োঃ কর্ম্মতন্ত্ৰ্যাগয়োর্মধ্যে যদেকং শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরং মন্তসে
কর্ম্ম বা তন্ত্ৰ্যাগং বা তস্মৈ ব্রূহি স্তুনিশ্চিতং তব মতমুষ্ঠানায় ॥ ১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—তৃতীয়েংধ্যায়ে “লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা” ইতি বিভিদ্ভাধিকারিকং
নিষ্ঠাধ্বং প্রস্তুত্যা “ন কর্ম্মণামনারম্ভাদ্নৈককর্ম্মাং পুরুষোহশ্রুত” ইত্যাদিনা কর্ম্মনিষ্ঠায়া জ্ঞান-
নিষ্ঠাদ্বয়েন ভূয়সা নির্বন্ধেনামুষ্ঠেরত্মমুক্তম্, “কর্ম্মণে বাধিৎসারন্তে” ইত্যাদিনা চতুর্থে তুংপন্ন-
সম্যাদর্শনৈঃ কৃতমপি কর্ম্মাকৃতমেব ভবতি জ্ঞানেন কর্তৃত্বাদিবাধাৎ অতন্তেবুৎপাদেটাবৎ
কর্ম্ম বা কর্তব্যং সন্ন্যাসো বা কর্তব্য ইত্যন্যাহ্মা প্রোক্তম্ । অথেদানীং পঞ্চমবস্তুরায়জ্ঞানিনা
জ্ঞানার্থিনা বৈরাগ্যোৎপত্তেঃ প্রাক্কর্মেণবামুষ্ঠেরং সম্পন্নে তু বৈরাগ্যে দৃষ্টবিক্ষেপনিবৃত্তার্থং
কর্ম্মসন্ন্যাসং কৃত্বা জ্ঞানোৎপত্তার্থং বোগোহমুষ্ঠের ইত্যাচ্যতে, তত্র চতুর্থে “ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ”
ইতি সন্ন্যাসঃ “যোগমাতীষ্ঠোতিষ্ঠ” ইতি কর্ম্মযোগশ্চেকং মাং প্রতি বিহিতঃ, ন চৈতরয়োঃ
স্থিতিগতিবদ্যুগপদেকেন ময়ামুষ্ঠানং কর্ত্বুং শক্যতে পরম্পরবিরুদ্ধত্বাদিতি মদ্বানোহর্জুন
উবাচ সন্ন্যাসমিতি । হে কৃষ্ণ ! পাপকর্ষণ মে ময়ং জ্ঞানার্থিনে সন্ন্যাসং কর্ম্মযোগং
চেতি দ্বয়ং পরম্পরবিরুদ্ধং কথং শংসসি কথয়সি, পুনরিত্যানেন প্রাগপি ত্বয়া বেদকর্ত্ত্বা । ইদং
দ্বয়ং বিহিতমস্তীতি গম্যতে, তথা চ শ্রুতিস্মৃতী ভবতঃ, “এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ
প্রব্রজন্তি” “সংসারমেবং নিঃসারং দৃষ্ট্ৱা সারদিদৃক্ষয়া । প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্ধাঃ পরং বৈরাগ্য-
মাক্ষিতাঃ” ইতি চ, তথা “তমেতং বেদামুচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন
তপসানাশকেন” ইতি, “মহাযজ্ঞেচ্চ যজ্ঞেচ্চ ব্রাহ্মীযং ক্রিয়তে তজ্জুঃ” ইতি চ, ব্রাহ্মী
ব্রহ্মদর্শনযোগ্যা অত এতরয়োঃ শ্রুতিবিহিতদ্বয়েন প্রশস্তয়োর্মধ্যে একং শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরং যৎ
তৎ মে স্তুনিশ্চিতং ব্রূহীতি প্রশ্নঃ ॥ ১ ॥

বিষ্মনাথ ।—প্রোক্তং জ্ঞানাদপি প্রেষ্ঠং কর্ম্ম তদার্যাসিদ্ধয়ে । তৎপদার্থস্ত চ জ্ঞানং
সাম্যাদ্যা অপি পঞ্চমে ॥ পূর্বাধ্যায়ান্তে শ্রুতেন বাক্যদ্বয়েন বিরোধমাশঙ্কমানঃ পৃচ্ছতি সন্ন্যাস-
মিতি । “যোগসন্ন্যাসকর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্ । আত্মরত্তং ন কর্ম্মাণি নিব্রজন্তি ধনঞ্জয় ॥”
ইতি বাক্যেন স্বং কর্ম্মযোগেনোৎপন্নজ্ঞানস্ত কর্ম্মসন্ন্যাসং ব্রূষে । “তস্মাদজ্ঞানসমুত্তং
জুংহং জ্ঞানাসিনাশ্বনঃ । হিষ্টৈশ্চনং সংশয়ং যোগমাতীষ্ঠোতিষ্ঠ ভারত !” ইত্যনেন
পুনস্তত্বেব কর্ম্মযোগঞ্চ ব্রূষে । নচ কর্ম্মসন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ একত্বৈকদৈব সম্ভবতঃ,

হিতিগতিবহিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ, তন্মাজ্জানৌ কর্মসম্মাসং কুর্বাৎ কর্মযোগং বা কুর্বাদিত্তি
 ব্ধভিপ্রায়োহনবগতোহং পৃচ্ছামি এতরোর্মধ্যে বদেকং ৷ শ্রেয়স্বরা নুনিশ্চিতং
 তন্মে ব্রুহি ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য ।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায় । অর্জুনের
 প্রশ্ন সহকারে অধ্যায়ের আরম্ভ হইতেছে । প্রথমতঃ পূর্ববর্তী ও পর-
 বর্তী অধ্যায় সকলের সহিত সম্বন্ধ নিরূপণপূর্বক অর্জুনাবতারিত প্রশ্নের
 অভিপ্রায় প্রদর্শিত হইতেছে । “কর্ম্মণি অকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ” (১ অধ্যায় । ১৮)
 ইত্যাদি শ্লোকে কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শনের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া, ‘সঃ যুক্তঃ’ অর্থাৎ
 তিনিই ব্রহ্মপরায়ণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । জ্ঞানবান্ জনেরা লোক-
 সংগ্রহার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; তাঁহাদের জ্ঞানানলে সমস্ত কর্ম্ম ও
 তাহার ফলাফল দগ্ধীভূত হইয়াছে ; “জ্ঞানায়িদগ্ধকর্ম্মাণাং” (৪ অধ্যায় । ১৯)
 ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্ ইহাই পরিব্যক্ত করিয়াছেন । “নিরাশী” ইত্যাদি
 (৪ অধ্যায় । ২১) শ্লোকে ভগবান্ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কেবল শরীর-ধারণের
 নিমিত্ত কামনা-বিরহিতভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ফলভাগী হইতে
 হয় না । এইরূপে “যদৃচ্ছালাভসম্বন্ধঃ” (৪ অধ্যায় । ২২) ইত্যাদি শ্লোকে,
 “ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ” (৪ অধ্যায় । ২৩) শ্লোকে, “কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্’
 (৪ অধ্যায় । ৩২), “জ্ঞানায়ি সর্ব্বকর্ম্মাণি” (৪ অধ্যায় । ৩৭) ইত্যাদি
 বাক্যে এবং “যোগসম্মাস্তকর্ম্মাণাং ” ৪ অধ্যায় । ৪১ . শ্লোকে কর্ম্ম-সম্মা-
 সের মাহাত্ম্য বারংবার পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে । কিন্তু এইরূপে বিবিধ-
 বিধানে কর্ম্মকেই জ্ঞান-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া এবং
 কর্ম্ম-সম্মাসের বিধেয়তা উপপন্ন করিয়া, চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহারকালে
 শ্রীভগবান্, “হিষ্টৈনং সংশয়ং যোগমার্তিষ্ঠ” (৪ অধ্যায় । ৪২) অর্থাৎ কর্ম্ম-
 যোগেরই অনুষ্ঠান কর, ইত্যাকার উপদেশ সংবলিত আদেশ নির্দেশ
 করিয়াছেন । কিন্তু কর্ম্ম-ত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠান উভয়ই একই ব্যক্তি কর্ত্ত্বক
 এক সময়ে কখনই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না । স্থির হইয়া থাকা ও গমন
 করা উভয়ই এক সময়ে কখন সাধিত হইতে পারে না ; কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্ম-
 সম্মাসও তদ্রূপ এককালে এক ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব ।
 তদুভয় যুগপৎ অনুষ্ঠেয়, বা ক্রমে ক্রমে অনুষ্ঠেয়, ইহা নির্ণয় করিবার
 জন্য আগ্রহ হওয়াই সুসঙ্গত । তদুভয় এক ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত না

হইলে, কর্তব্য-সাধনের ব্যাঘাত হইবে কি না, ইহা জানিবার বাসনাও অনুচিত নহে। যদি তদুভয় সমসময়েই অনুষ্ঠেয় না হয়, যদি একটিকে ত্যাগ করিয়া অপরটির অনুষ্ঠানে হানির সম্ভাবনা না থাকে, যদি একটির অপেক্ষা অপরটি অধিকতর ফলপ্রদ হয়, এতাদৃশ বিষয়ের মীমাংসার জন্য অৰ্জ্জুনের হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে। তিনি তদ্বিষয়ক সদুত্তর লাভার্থ এই প্রশ্নের অবতারণা করিলেন। একরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, শ্রীভগবান্ কৰ্ম্মসম্মাস ও কৰ্ম্ম-যোগ এতদুভয়ই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অবলম্বনীয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং অৰ্জ্জুনের প্রশ্নের কোনই সার্থকতা নাই। একরূপ অনুমান অমূলক। কারণ, পূর্বেবাদাহৃত বচন সমূহে শ্রীভগবান্ কৰ্ম্ম সমূহের কর্তব্যতা নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র, তাহার অধিকারী নির্দেশ করেন নাই। যদি কেহ বলেন যে, “স্বর্গকামো যজ্ঞেত” ইত্যাদি বাক্যে স্বর্গকামী ভিন্ন অন্তের যজ্ঞের আবশ্যকতা নাই; তদ্রূপ পূর্ব-উদ্ধৃত ভগবদ্‌বাক্য দ্বারা ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, অনাত্মজ্ঞ জনেরই কৰ্ম্মসংন্যাস আবশ্যক। এস্থলে একথা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না; কারণ, বৈরাগ্য ব্যতীত কৰ্ম্মসম্মাস অসম্ভব। অজ্ঞ ব্যক্তির সহসা তাদৃশ বৈরাগ্যোদয় হইতেই পারে না। অতএব অৰ্জ্জুনের মনে হইতে পারে যে, হয়ত আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই কৰ্ম্মসম্মাসের অধিকারী। ফলতঃ আত্মজ্ঞ ও অনাত্মজ্ঞ এতদুভয়ের কে অধিকারী, তাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম হইয়া, কৰ্ম্মযোগ ও কৰ্ম্মসম্মাস এতদ্বয়ের যেটা শ্রেষ্ঠ, তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায়েই অৰ্জ্জুন কর্তৃক এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ ভগবদ্বচন আলোচনা করিলেও, বর্তমান প্রশ্নের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট হইবে। কৰ্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ, শ্রীভগবানের এই উত্তর বাক্য দ্বারা অৰ্জ্জুন-কৃত প্রশ্নের সুসঙ্গতি নিরূপিত হইল। কৰ্ম্মসম্মাস ও কৰ্ম্ম-যোগের নিঃশ্রেয়স্বরূপ রূপ প্রয়োজনের উল্লেখ করিয়া, কোন অভিপ্রায় বিশেষ লক্ষ্য পূর্বক, ভগবান্ কৰ্ম্মসম্মাস হইতে কৰ্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন; আত্মবিদগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত কিংবা অনাত্মবিদগণের অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মসম্মাসাপেক্ষা, কৰ্ম্মযোগের সেই শ্রেষ্ঠতা লক্ষিত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আত্মবিদগণের পক্ষে কৰ্ম্মসম্মাস ও কৰ্ম্মযোগ উভয়ই অসম্ভব, সুতরাং তদীয় কৰ্ম্মযোগের বিশিষ্টত্বাভিধান কিরূপে সম্ভবপর হইবে? অতএব

অনাত্মবিদগণের পক্ষে কর্মসম্মাস অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ । আত্মবিদগণেরও, মিথ্যাজ্ঞানের অভাব হেতু, অজ্ঞানমূলক কর্মযোগের অনুষ্ঠান নিতান্ত অসম্ভব । “অবিনাশি তু তদ্বিক্রি” (২অ। ৭ শ্লোক), “য এনং বেত্তি হস্তারম্” (২অ। ১৯ শ্লোক), “বেদাবিনাশিনম্ নিত্যম্” (২অ। ২১) ইত্যাদি স্থলে আত্মবিদগণের কর্ম্যভাব অর্থাৎ সম্মাসের বিষয় উক্ত হইয়াছে । “স্বধর্ম্মমপিচানেক্য” (২অ। ২১), “কর্ম্মণ্যেবাধিকারন্তে” (২অ। ৪৭) ইত্যাদি আত্মস্বরূপ নিরূপণ স্থলে কর্ম্মযোগের কথাও উক্ত হইয়াছে । তবে আত্মবিদগণের পক্ষে কর্ম্মযোগ কিরূপে অসম্ভব হইতে পারে ? তাহা বলিতেছি, অবহিতচিত্ত হও । যথার্থ-জ্ঞান ও মিথ্যা-জ্ঞান এতদুভয়ের কার্য্য ক্রমাশ্রয়ে ভ্রম-নিরাশ ও ভ্রম ; এই দুইয়ের পরস্পর বিরোধ হেতু, “জ্ঞানযোগেন সাধ্যানাং” ইত্যাদি (২অ। ৩) শ্লোকে আত্মবিদগণের জ্ঞাননিষ্ঠা ও “তত্ত্বকার্য্যং ন বিদ্বতে” (২অ। ১৭) ইত্যাদি শ্লোকে প্রয়োজনভাব হেতু কর্ম্মভাব এবং “শরীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্নম্নাপ্নোতি কিল্বিষম্” (৪অ। ২১) ইত্যাদি বাক্যে শরীর-রক্ষণার্থ কর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে । মিথ্যাজ্ঞানভূত কর্ম্মযোগ আত্মবিদগণের পক্ষে অসম্ভব । অতএব অনাত্মবিদগণের পক্ষেই কর্ম্মসম্মাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই নিঃশ্রেয়সকর । কর্ম্মসম্মাসাপেক্ষা সুখকর বলিয়া, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে । ইত্যাদি ভগবানের উত্তর দ্বারা অর্জুনের অভিপ্রায় পরিব্যক্ত হইল ।

শ্রীমদ্বিসূদন ও শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায় । তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমে অর্জুন কর্তৃক পৃষ্ঠ হইয়া, শ্রীভগবান জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের অধিকার-বিষয়ক ভেদ ব্যবস্থা দ্বারা, তদুভয়ের বিকল্প ও সমুচ্চয় অসম্ভব, ইহাই নির্ণয় করিয়াছেন । যুগপৎ অলোক ও অন্ধকার যেমন এক স্থানে থাকিতে পারে না, সেইরূপ অজ্ঞ অধিকারীর পক্ষে যুগপৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠান অসম্ভব । কারণ, জ্ঞান ভেদ-বুদ্ধির বিরোধী, কিন্তু কর্ম্মাধিকারীর ভেদ-বুদ্ধি স্বাভাবিক ; অতএব তদুভয়ের সমুচ্চয় কখনই সম্ভব নহে । তাহাদের বিকল্প অর্থাৎ একের পরিবর্তে অন্নের অনুষ্ঠানও অসম্ভব । যে স্থানে উভয় পক্ষই একার্থ প্রতিপাদন করে, তথায় বিকল্প হইতে পারে । এস্থলে উভয়ই বিরোধী ; অজ্ঞাননাশই জ্ঞানের কার্য্য ; কর্ম্মদ্বারা তাহা কখনই সংসিদ্ধ হয় না ; অতএব তদুভয়ের বিকল্পও হইতে পারে না । ঐতিও বলিয়াছেন, “ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অতি-মৃত্যু অর্থাৎ

মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে অন্য পন্থা নাই ।” “যাবানর্থ উদপানে” ইত্যাদি (২ অ। ১৬.) শ্লোকে শ্রীভগবান্ও এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যাহার ত্রন্ধজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার আর কোন কর্মেরই প্রয়োজন নাই । চতুর্থ অধ্যায়ে ইহা নিঃসংশয়িতরূপে নির্ণীত হইয়াছে যে, জ্ঞানিগণ প্রারম্ভ কৰ্ম্মবশে বুঝা চেষ্টারূপে কর্ম্মের অনুসন্ধান কবেন, অথবা সর্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন ; আর অভ্যেতা কৰ্ম্মানুষ্ঠানজনিত অন্তঃকরণশুদ্ধির ফলভূত জ্ঞান-লাভার্থ কর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া থাকে । এস্থলে প্রমাণস্বরূপে যে ঋতি উদ্ধৃত হইয়াছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে । চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তত্রিংশ শ্লোকে শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন যে, একমাত্র জ্ঞানেই যাবতীয় কর্ম্ম পর্যাবসিত । সকল কর্ম্মই জ্ঞানার্থ অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্ব কর্ম্ম ত্যাগও জ্ঞান দ্বারা সাধিত হয় । কর্ম্ম ও তত্ত্যাগ, এতদ্বয় এতই বিরোধী যে, তাহাদের সমুচ্চয় ও যুগপৎ অনুষ্ঠান কখনই সম্ভবপর নহে । কোন কোন বৈদিকানুষ্ঠানে ষোড়শি অর্থাৎ সোমরসপান-পাত্র গ্রহণ বিষয়ে বিকল্পের ব্যবস্থা আছে । কর্ম্ম-যোগ ও সম্যাস এতদ্বয়ের মধ্যে তাদৃশ বিকল্পও হইতে পারে না ; কারণ, উভয়ের সম্পূর্ণরূপ দ্বারভেদ ও একার্থাভাব পরিদৃষ্ট হয় । কর্ম্মের দ্বার পাপক্ষয়রূপ অদৃষ্ট, আর সম্যাসের দ্বার সর্ববিক্ষেপের অভাবজনিত বিচারের অবসর দানরূপ দৃষ্ট । অতএব এতদ্বয়ের সমুচ্চয় ও বিকল্প হইতে পারে না । এক্ষণে উভয়ই ক্রমশঃ অনুষ্ঠেয় ইহাই সীকার করিয়া, কেহ বলিতে পারেন যে, অগ্রে সম্যাস সাধন করিয়া, পরে কৰ্ম্মানুষ্ঠান বিধেয় । কিন্তু একথা সহজেই অসঙ্গত বলিয়া উপলব্ধ হয় । শাস্ত্রে যাহার জ্ঞা যে আশ্রম বিহিত হইয়াছে, তাহার তাহাই পরিপালন করা আবশ্যিক । সম্যাস-আশ্রম (১৫ পৃষ্ঠা টি: দ্রষ্টব্য) সকলের শেষ ; তৎপূর্ববর্তী আশ্রমত্রয় কর্ম্মসাপেক্ষ । যাহা হউক, যদি কেহ পূর্বোক্ত আশ্রম ত্যাগ করিয়া, সর্বশ্রেষ্ঠ শেবাশ্রমে আরোহণ করেন, তাহা হইলে সেই অবস্থা হইতে পুনরায় কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার পতন হইবে এবং তাঁহার সম্যাস ব্যর্থ হইবে । অপিচ, প্রথমানুষ্ঠিত সম্যাস দ্বারা জ্ঞানাদিকার জন্মে, কিন্তু পরে কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, সকলই অনর্থক হয় । অতএব প্রথমতঃ ভগদর্শন বুদ্ধি সহকারে নিকাম কৰ্ম্মানুষ্ঠান জনিত তীব্র বৈরাগ্য ও দৃঢ়ভূতা জ্ঞানেচ্ছা জন্মিলে, অরণ্যম-নাদি রূপ (৩৮ পৃ: টি: দ্র:) বেদান্ত বাক্যের বিচার দ্বারা (৩৯ পৃ: টি: দ্র:)

সর্ব কৰ্ম সম্যাস কৰ্তব্য। ভগবান্ বলিয়াছেন, কৰ্মের অনুষ্ঠান না করিয়া, কেহই নিকৰ্মতা প্রাপ্ত হয় না (৩অ। ৪ শ্লোক)। ইহাও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, “যোগমার্গে আরোহণেচ্ছ মুনির কৰ্মই তদ্বিষয়ে কারণস্বরূপে কথিত হয়। যোগে আরূঢ় হইলে শমই তদ্বিষয়ে কারণস্বরূপে কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে।” এখানে যোগ শব্দে তীত্র বৈরাগ্য-সহকৃতা জ্ঞানেচ্ছাই লক্ষিত। বার্তিককার বলিয়াছেন, জীবাত্মার বেদ-বচনাদির দ্বারা জ্ঞানেচ্ছা সিদ্ধ হইলে, ব্রহ্ম-প্রাপ্তির দ্বারা বিষয়-ত্যাগের ইচ্ছা হয়। স্মৃতি শাস্ত্রেও কৰ্ম্যাপেক্ষা জ্ঞানের মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তিত হইয়াছে এবং কৰ্মের পরিণক্যবস্থায় জ্ঞানের উদ্ভব হয়, ইহাই নির্দিষ্ট হইয়াছে। মোক্ষধৰ্ম্মেও মোক্ষরূপ ক্রম সম্যাস এবং বৈরাগ্যরূপ অক্রম সম্যাস প্রদৰ্শিত হইয়াছে। ঋতি বলিয়াছেন, “ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, গৃহ হইতে বনী হইয়া সম্যাসী হইবে।” জ্ঞানী ব্যক্তির ব্রহ্মচর্য্য হইতে একেবারেই বৈরাগ্যজনিত প্রত্যাখ্যৰ্ম্মের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু অজ্ঞ জনের অবিরক্ত দশায় কৰ্মই অনুষ্ঠেয় এবং বিরক্ত দশায় জ্ঞানার্থ সম্যাসই তাঁহার পক্ষে বিধি-সঙ্গত। গীতা শাস্ত্রের পঞ্চম ও ষষ্ঠাধ্যায়ে অজ্ঞ অধিকারীর দশাভেদে কৰ্ম্যযোগ ও সম্যাস-যোগের বিধেয়তা-বিষয়ক ব্যাখ্যার সূত্রপাত করা হইয়াছে। যাঁহার জ্ঞানী তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনই বিচার্য্য নাই। অজ্ঞ জনেরই জ্ঞানলাভার্থ কৰ্ম ও সম্যাসের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তদুভয় বিরুদ্ধ ও তাহাদের যুগপদানুষ্ঠান অসম্ভব। এই জন্ম সন্দেহাকুল অৰ্জ্জুন, তদুভয়ের কোনটি অগ্রে অনুষ্ঠেয়, ইহাই জানিবার অভিপ্রায়ে, এই প্রশ্নের অবতারণা করিলেন। হে কৃষ্ণ! হে পরমানন্দরূপ পরমপুরুষ (১০৯ পৃঃ টিঃ দ্রষ্টব্য) তুমি কৰ্ম্যত্যাগ ও কৰ্ম্যযোগ এতদুভয়েরই উপদেশ কীৰ্ত্তন করিয়াছ। কিন্তু এককালে তদুভয় কদাপি অনুষ্ঠান করা যায় না। অতএব কৃপা করিয়া, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া তুমি বিবেচনা কর, আমাকে নিশ্চিতরূপে তাহারই ব্যবস্থা বলিয়া দেও।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রত্যেক আত্মার পার্থক্য বোধরূপ অজ্ঞান বিনাশের উপায় স্বরূপ জ্ঞান লাভার্থ নিকাম কৰ্মের কৰ্তব্যতা বিহিত হইয়াছে। যাঁহার জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তাঁহার আর কোন কৰ্মেরই প্রয়োজন নাই। কারণ, কৰ্ম্যযোগ জ্ঞান-

যোগের অন্তর্ভূত, তৃতীয় অধ্যায়ে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মের জ্ঞানাকারতা নির্দেশ করিয়া, জ্ঞান ও কর্ম বিষয়ক ভেদবুদ্ধি কেবল অজ্ঞানেরই কার্য্য, ইহাই সমর্থিত হইয়াছে; এবং উপসংহার কালে পুনরায় আত্ম-প্রাপ্তির সাধনভূত জ্ঞাননিষ্ঠা-লাভের উপায় স্বরূপ কর্মযোগানুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। সুতরাং অর্জুন সন্দ্বিহান হইয়া প্রশ্ন করিতেছেন, হে কৃষ্ণ! সকল ইন্দ্রিয়ের বিরতিরূপ কর্মসম্মাস অর্থাৎ জ্ঞানযোগের বিষয় তুমি পূর্বের কীর্তন করিয়াছ। পুনরায় সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বাপাররূপ কর্মযোগের বিধেয়তা নির্দেশ করিতেছ। স্থিরাবস্থান ও গমন এবং তেজ ও তিমিরের স্থায় তদুভয়ই বিরুদ্ধস্বভাব। সুতরাং এক সময়ে উভয়ের অনুষ্ঠান অসম্ভব। অতএব এতদুভয়ের যেটি শ্রেয়ঃ বলিয়া তুমি বিবেচনা কর, তাহাই আমাকে বল ॥ ১ ॥

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর প্রারম্ভ বাক্য। ভগবান্ জিযুঃ, কর্মযোগ ও সম্মাসযোগ বিষয়ক সন্দেহ নিবারিত করিয়া, জিতেন্দ্রিয় যতি পুরুষের মুক্তির বিষয় পঞ্চমাধ্যায়ে সমর্থন করিতেছেন।

শ্রীমদ্বলদেবের প্রারম্ভ বাক্য। শ্রীহরি পঞ্চম অধ্যায়ে জ্ঞানাপেক্ষা কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও সুকরত্ব এবং শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির তদ্বিষয়ে অধিকারিত্বাদি বিষয়ের কীর্তন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্রথুসূদনের প্রারম্ভ বাক্য। পূর্ব দুই অধ্যায়ে কর্ম ও জ্ঞানের নির্ণয় করিয়া, এক্ষণে দুই অধ্যায়ে কর্ম ও তত্ত্ব্যাগের নিরূপণ করিতেছেন।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের প্রারম্ভ বাক্য। জ্ঞানের অপেক্ষা তাহার দৃঢ়তা বিধায়ক কর্মের শ্রেষ্ঠতা, এবং তৎপদার্থের জ্ঞান ও সাম্যবিষয়ক উপদেশ পঞ্চমাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীভগবানুবাচ ।

সন্ন্যাসঃ কৰ্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ ।

তয়োস্তু কৰ্মসন্ন্যাসাৎ কৰ্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২ ॥

অন্বয় ।—শ্রীভগবান্ উবাচ । সন্ন্যাসঃ কৰ্মযোগঃ চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ (মোক্ষবিধায়কৌ) তয়োঃ (তাবুভয়োঃ) তু কৰ্ম-সন্ন্যাসাৎ কৰ্মযোগঃ বিশিষ্যতে (বিশিষ্টৌ ভবতি) ॥ ২ ॥

প্রতিশব্দ ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন । কৰ্মত্যাগ ও কৰ্মানুষ্ঠান উভয় মোক্ষপ্রদ, তত্বতয়ের কিন্তু কৰ্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কৰ্মযোগ শ্রেষ্ঠ হয় ॥২॥

বাখ্যা ।—অৰ্জুনের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান্ কহিলেন, কৰ্ম-সন্ন্যাস ও কৰ্মযোগ উভয়ই জ্ঞানোৎপাদন পূৰ্বক মোক্ষ বিধান করিয়া থাকে ; কিন্তু তত্বতয়ের মধ্যে কৰ্ম-সন্ন্যাসের অপেক্ষা কৰ্মযোগই শ্রেষ্ঠরূপে নির্দেশ করিতেছি ॥ ২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—স্বাভিপ্রায়মাচক্ষণে নির্ণয় শ্রীভগবানুবাচ সন্ন্যাস ইতি । সন্ন্যাসঃ কৰ্মণাং পরিত্যাগঃ কৰ্মযোগশ্চ তেষামনুষ্ঠানং তাবুভাবপি নিঃশ্রেয়সকরৌ নিঃশ্রেয়সঃ মোক্ষং কুর্বাতে, জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন, উভৌ যদ্যপি নিঃশ্রেয়সকরৌ তথাপি তয়োস্তু নিঃশ্রেয়সহেত্বোঃ কৰ্মসন্ন্যাসাৎ কেবলাৎ কৰ্মযোগো বিশিষ্যতে ইতি কৰ্মযোগঃ স্তৌতি ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি ।—প্রশ্নমেবমুখাপ্য প্রতিবচনমুখাপর্য্যন্ত স্বাভিপ্রায়মিতি । নির্ণয় তদ্বারেণ পরস্ত সংশয়নিবৃত্তার্থমিত্যর্থঃ । এবং প্রশ্নে প্রবৃ্ত্তে কৰ্মযোগস্ত সৌকৰ্য্যমভিপ্রেত্যা প্রশস্ততরত্বমভিধিংস্বৰ্ভগবান্ প্রতিবচনং কিমুক্তবানিত্যাশঙ্ক্যাহ সন্ন্যাস ইতি । উভয়ো-রপি তুল্যার্থক্যং বারয়তি তদ্ব্যস্তিতি । কথং তর্হি জ্ঞানস্তেব মোক্ষোপায়ত্বং বিবক্ষ্যতে •তজ্ঞাহ জ্ঞানোৎপত্তীতি । তর্হি দ্বয়োরপি প্রশস্তত্বমপ্রশস্তত্বং বা তুল্যামিত্যাশঙ্ক্যাহ উভাবিতি । জ্ঞানসহায়স্ত কৰ্মসন্ন্যাসস্ত কৰ্মযোগাপেক্ষয়া বিশিষ্টত্ববিবক্ষয়া বিশিনষ্টি কেবলাদিতি ॥ ২ ॥

রামানুজ ।—সন্ন্যাসঃ জ্ঞানযোগঃ কৰ্মযোগশ্চ জ্ঞানযোগশক্ততাপুভৌ নির-পেক্ষৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ, তয়োস্তু কৰ্মসন্ন্যাসাজ্ঞানযোগাৎ কৰ্মযোগ এব বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

হনুমান ।—ভগবান্ অৰ্জুনস্যাতিপ্রায়ং বিদিতবানুবাচ সন্ন্যাস ইতি । সন্ন্যাসঃ কৰ্মযোগশ্চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ মোক্ষকরাবেব, তর্হি তয়োঃ কো বিশেষঃ ইতি চেৎ,

করোস্ত কৰ্মসম্মাসাৎ কৰ্মত্যাগাৎ কৰ্মযোগঃ শ্রেয়ান্ কৰ্মণাং জ্ঞানকলত্বেন বিশেষবিধা-
নাৎ, “তৎকৰ্মণা তমভার্য্য সিদ্ধিং বিন্দতি” ইতি ॥ ২ ॥

শ্রীধর ।—অন্তোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ সম্মাস ইতি । অসম্ভাবঃ, ন হি বেদান্ত-
বেদান্ততত্ত্বজ্ঞঃ প্রাতি কৰ্মযোগমহং ত্রবীমি যতঃ পূৰ্ব্বোক্তেন সম্মাসেন বিরোধঃ স্তাৎ,
অপি তু দেহাত্মাভিমানিনঃ স্তাৎ বদ্ধুবাদিনিমিত্তশোকমোহাদিকৃতমনঃ সংশয়ঃ
দেহাত্মবিবেকজ্ঞানাসিনা ছিবা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ত্বতঃ কৰ্মযোগমাতীষ্ঠেতি ত্রবীমি,
কৰ্মযোগেন শুদ্ধচিত্তস্তাত্মতত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞাতে সতি তৎ পরিপাকার্থং জ্ঞাননিষ্ঠাকলত্বেন সম্মাসঃ
পূৰ্ব্বমুক্তঃ, এবঞ্চ সত্যং প্রধানম্বোৰ্বিকল্পাযোগাৎ সম্মাসঃ কৰ্মযোগশ্চেত্যেতাবুভাবপি
ভূমিকালেদেন সমুচ্চিতাবেব নিঃশ্রেয়সঃ সাধয়তঃ, তথাপি তস্মোৰ্মধ্যে কৰ্মসম্মাসাৎ
সকাশাৎ কৰ্মযোগো বিপিষ্টো ভবতীতি ॥ ২ ॥

বলদেব ।—এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ সম্মাস ইতি । নিঃশ্রেয়সকরো মুক্তিহেতু-
কৰ্মসম্মাসাজ্ঞানযোগাদ্বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠো ভবতি । অয়ং ভাবঃ, ন খলু লব্ধজ্ঞানস্তাপি
কৰ্মযোগো দোষাবহঃ কিন্তু জ্ঞানগৰ্ভত্বাজ্ঞানদার্ঢ়কুদেব । জ্ঞাননিষ্ঠতয়া কৰ্মসম্মাসিনস্ত
চিত্তদোষে সতি তদোষবিনাশায় কৰ্মানুষ্ঠেয়ং প্রতিবেদকশাস্ত্রাৎ । কৰ্মত্যাগবাক্যানি
ত্বাত্মনি রতো সত্যং কৰ্মাণি তৎ স্বয়ং তাজ্ঞাতীত্যাহঃ । তস্মাৎ স্ককরত্বাদপ্রমাদত্বাজ্ঞান-
গৰ্ভত্বাচ্চ কৰ্মযোগঃ শ্রেয়ানিতি ॥ ২ ॥

মধুসূদন ।—এবমৰ্জুনস্ত প্রশ্নে তদুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ সম্মাস ইতি । নিঃশ্রেয়-
সকরো জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন মোক্ষোপযোগিনো তস্মোস্ত কৰ্মসম্মাসাদনধিকারিত্বাৎ
কৰ্মযোগো বিশিষ্যতে শ্রেয়ান্ অধিকারসম্পাদকত্বেন ॥ ৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অন্তোত্তরং ভগবানুবাচ সম্মাস ইতি । নিঃশ্রেয়সকরো জ্ঞানোৎ-
পত্তিহেতুতয়া তথাপি কৰ্মসম্মাসাৎ অবিরক্তকৃত্যৎ কৰ্মযোগ এব বিশিষ্যতে, চিত্তশুদ্ধিহারা
বৈরাগ্যাদিহেতুত্বাৎ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ ।—ভগবানুবাচ সম্মাস ইতি । কৰ্মযোগো বিশিষ্যত ইতি জ্ঞানিনঃ
কৰ্মকরণে ন কোহপি দোষঃ, প্রত্ন্যত নিষ্কামকৰ্মণা চ চিত্তশুদ্ধিদার্ঢ়্যাৎ জ্ঞানদার্ঢ়্যমেব
স্তাৎ, সম্মাসিনস্ত কদাচিত্ চিত্তবৈগুণ্যে সতি তদুপশমনার্থং কিং কৰ্মনিবন্ধং জ্ঞানাত্ম্যস-
প্রতিবন্ধকস্ত চিত্তবৈগুণ্যমেব বিষয়গ্রহণে তু বাস্তবিত্বমেব স্তাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য ।—অৰ্জুন কৃত প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে শ্রীভগবান্ কহিতে লাগি-
লেন যে, হে সখে ! বেদান্ত পরিজ্ঞানে বাঁহাদের হৃদয়ে আত্মজ্ঞানের
সমুদ্ভব হইয়াছে, আমি তাঁহাদের সম্বন্ধে কৰ্মানুষ্ঠানের বিধেয়তা ব্যবস্থা
করি নাই; সুতরাং তাদৃশ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষদিগের অবলম্বিত
কৰ্মসম্মাসের সহিত মৎপ্রতিপাদিত কৰ্মযোগের কোনই বিরোধ-সম্ভাবনা

নাই । দেহাত্মাভিমান-হেতু বন্ধুবান্ধব-নিমিত্ত শোক-মোহে তোমার হৃদয় সংশয়-সমাকুল হইয়াছে । অতএব তুমি দেহাত্ম-বিরুদ্ধ-জনিত জ্ঞান-খণ্ডেগ এই ভ্রান্তি-পাশ ছেদন করিয়া পরমাত্মজ্ঞানের উপায়স্বরূপ কর্মযোগ অবলম্বন কর, ইহাই আমার বক্তব্য । কর্মযোগ দ্বারা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির আত্মজ্ঞান জন্মিলে, তাহার পরিপাকার্থ জ্ঞাননিষ্ঠার অঙ্গস্বরূপ সন্ন্যাসের ব্যবস্থা পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি । ভূমিকাভেদে উভয়ই মুক্তিদায়ক ; তথাপি কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগই বিশিষ্ট । অনধিকারী ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা, অধিকারী ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কর্মযোগ শ্রেয়স্কর ॥ ২ ॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সূখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

অর্থ । —যঃ ন দ্বেষ্টি (বিষয়বিশেষে দ্বেষং অনুরাগং বা ন করেতি) ন কাঙ্ক্ষতি (দুঃখং বা সূখং বা ন প্রার্থয়তি ইতি ভাবঃ) সঃ নিত্য-সন্ন্যাসী (কর্মানুষ্ঠানকালেহপি সন্ন্যাসীতুল্যঃ) জ্ঞেয়ঃ হি (যস্মাৎ) মহাবাহো নির্দ্বন্দ্বঃ (রাগদ্বেষসুখদুঃখাদিহৃদ্বন্দ্বরহিতঃ) সূখং (অনায়াসেন) বন্ধাৎ (সংসারবন্ধনাৎ) প্রমুচ্যতে (যুক্তো ভবতি) ॥ ৩ ॥

প্রতিশব্দ । —যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি অব্যাহত-সন্ন্যাসী জানিবে ; যেহেতু ভুজ্জ-বলশালিন্ রাগ-দ্বেষাদি-শূন্য অনায়াসে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা । —যাঁহার হৃদয়ে কোন বিষয়েই রাগ-দ্বেষ নাই, কোন বিষয় লাভার্থ যাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই, কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিলেও তাদৃশ পুরুষকে সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে । কারণ, হে বিপুলবাহু-বল-শালিন্ ! সুখদুঃখাদিরূপ দ্বন্দ্বাতীত পুরুষ অনায়াসেই সংসার-বন্ধন বিনিমুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য । —কস্মদিত্যাহ জ্ঞেয় ইতি । জ্ঞেয়ো জ্ঞাতব্যঃ স কর্মযোগী নিত্য সন্ন্যাসীতি যো ন দ্বেষ্টি কিক্রিয় কাঙ্ক্ষতি দুঃখসুখে তৎসাধনে চৈববিদ্যো যঃ কর্মশি বর্জ

নানোহপি স নিত্যসন্ন্যাসীতি জ্ঞাতব্য ইত্যর্থঃ, নিৰ্ঘন্দো ব্হ্মবর্জিতো হি বন্ধ্যাৎ মহাবাহো !
স্বং বদ্ধানারাসেন প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরি ।—কর্ম হি বদ্ধকারণং প্রসিদ্ধং তৎ কথং নিঃশ্রেয়সকরং স্তাদিতি
শব্দতে কন্মাদিতি । অকর্তৃত্ববিজ্ঞানাৎ প্রাগপি সর্বদাসৌ সন্ন্যাসী জ্ঞেয়ো যো রাগদ্বेषৌ
কচিদপি ন করোতীত্যাহ ইত্যাহেতি । যথানুষ্ঠীয়মানানি কন্মাণি সন্ন্যাসিনং ন
নিবগ্নস্তি কৃতানি চ বৈরাগ্যোদ্রেকসংযমাদীনি কলাভিসন্ধিরহিতানি তথৈবানভিসংহিত-
কলানি নিতানৈমিত্তিকানি যোগিনমপি ন নিবগ্নস্তি নিবর্তয়তি চ সঙ্কিতং ছুরিতমিত্যভি-
প্রোত্যাহ নিৰ্ঘন্দো হীতি । কর্মযোগিনো নিত্যসন্ন্যাসিভজ্ঞানমন্তথা জ্ঞানত্মান্মিথ্যাজ্ঞানমিত্যা-
শঙ্ক্যাহ এবংবিধ ইতি । কর্মিণোহপি রাগদ্বেষাভাবেন সন্ন্যাসিভ্যং জ্ঞাতুমুচিতমিত্যর্থঃ ।
রাগদ্বেষরহিতস্তানারাসেন বদ্ধপ্রধংসসিদ্ধেচ যুক্তং তস্ত সন্ন্যাসিভ্যমিত্যাহ নিৰ্ঘন্দ ইতি ॥ ৩ ॥

রামানুজ ।—কৃত ইত্যত আহ জ্ঞেয় ইতি । যঃ কর্মযোগী তদন্তর্গতাত্মাহুতবতৃপ্ত-
স্তদ্ব্যতিরিক্তং কিমপি ন কাঙ্ক্ষতি । তত এব কিমপি ন দ্বেষতি তত এব ব্হ্মসংহৃৎ স নিত্য-
সন্ন্যাসী নিত্যজ্ঞাননিষ্ঠশ্চেতি জ্ঞেয়ঃ । স হি সুকরকর্মযোগনিষ্ঠয়া স্বং বদ্ধাৎ
প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

হনুমান্ ।—জ্ঞেয় ইতি । কথং শ্রেয়ানিতি চেৎ তন্নোর্বোদ্ধবাঃ স নিত্যসন্ন্যাসী
যো ন দ্বেষতি ন কাঙ্ক্ষতি, কথমিতি চেৎ কামক্রোধাদরো ব্হ্মাস্তদ্রহিতো নিৰ্ঘন্দঃ হি বন্ধ্যাৎ
মহাবাহো ! স্বধর্মক্লেশেন বদ্ধাৎ প্রমুচ্যতে যুক্তো ভবতি কর্মযোগী কৃতসকলকর্মসন্ন্যাস
এবেত্যভিপ্রায়ঃ রাগদ্বেষবিরোগাৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীধর ।—কৃত ইত্যপেক্ষায়াং সন্ন্যাসিভ্যেন কর্মযোগিনং স্তবংস্তস্য শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়তি
জ্ঞেয় ইতি । রাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন পরমেধরার্থঃ কর্মাণি যোহনুতিষ্ঠতি স নিত্যং কর্মাহু-
ষ্ঠানকালেহপি সন্ন্যাসীত্যেব জ্ঞেয়ঃ । তত্র হেতুঃ নিৰ্ঘন্দো রাগদ্বেষাদিভবশূন্যো হি শুদ্ধ-
চিত্তো জ্ঞানদ্বারা স্বধর্মনারাসেনৈব সংসারাত্ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

বলদেব ।—কৃতো বিশিষ্যতে তত্রাহ জ্ঞেয় ইতি । স বিমুক্তচিত্তঃ কর্মযোগী
নিত্যসন্ন্যাসী স সর্বদা জ্ঞানযোগনিষ্ঠো জ্ঞেয়ঃ যঃ কর্মাস্তর্গতাত্মাহুতবানন্দপরিভূত-
স্ততোহন্তং কিঞ্চিং ন কাঙ্ক্ষতি ন চ দ্বেষতি নিৰ্ঘন্দো ব্হ্মসংহৃৎ স্বধর্মনারাসেন
সুকরকর্মনিষ্ঠয়েত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

মধুসূদন ।—তমেব কর্মযোগং স্তোতি জ্ঞেয় ইতি জিভিঃ । স কর্মাণি
প্রমুতোহপি নিত্যং সন্ন্যাসীতি জ্ঞেয়ঃ, কোহসৌ ? যো ন দ্বেষতি ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা জিরমাণং
কর্ম নিষ্ফলশকরা ন কাঙ্ক্ষতি স্বর্গাদিকং হি বন্ধ্যাৎ নিৰ্ঘন্দো রাগদ্বেষাদিরহিতস্তন্মাৎ স্বধ-
র্মনারাসেন বদ্ধাভ্যন্তঃকরণাশুদ্ধিক্রপাৎ জ্ঞানপ্রতিবদ্ধাৎ প্রমুচ্যতে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদি
প্রকর্ষণে যুক্তো ভবতি হে মহাবাহো ! ॥ ৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু প্রত্যকঃ কর্মযোগিনাং বিবেকঃ সন্ন্যাসিনাস্ত স নাস্তীতি

কৰ্মমুচ্যতে কৰ্মযোগো বিশিষ্যত ইত্যশঙ্ক্যাহ জ্ঞেয় ইতি বো রাগদেবরহিতঃ স কৰ্মম্ব
 স্বরূপতন্ত্যাক্রেষ্যতাক্তেবু বা নিত্যং সন্ন্যস্তৈব এতেন সাধনকৃতয়োঃ সাধ্যযোগয়োঃ
 রাগদেবরাহিত্যকৃতং সাম্যমুক্তম্, কলভূতয়োস্ত সৰ্ববিকল্পরাহিত্যসাম্যরূপং অনন্তর-
 শ্লোকোভ্যামুচ্যতে, তথাপি চিন্তাভাব্যাং কদাচিৎ সন্ন্যাসিনো রাগোদরে পাতাশঙ্ক্যন্তি
 নেতরন্তেতি স এব শ্রেয়ানিতি ভাবঃ । যন্তপ্যেবং তথাপি হি প্রসিদ্ধং নিব্বন্দ্যঃ বন্দ্যং
 সত্যানৃতয়োরাখ্যানান্বনোর্মিথুনং পরম্পরাধাসন্তদ্রহিতঃ সাধ্যো রাগাদ্যদয়হেতোর-
 জ্ঞানভাত্যন্তোচ্ছেদাৎ সুখং কৰ্মকরণারাসং বিনাপি বন্ধাৎ সংসারাৎ কেবলেন জ্ঞানেনৈব
 মুচ্যতে ন কৰ্মাণ্যাপেক্ষতে । বধা নিব্বন্দ্যো বন্দ্যং বৈ মিথুনং “তন্মাবন্দ্যং মিথুনং প্রজারতঃ”
 ইতি ঞ্জতেবন্দ্যং স্ত্রীপুংসরোর্মিথুনং তদ্রহিতঃ জ্ঞাদিত্যাগী সন্ন্যাসী অনারাসেন মুচ্যতে ।
 রাগাদিভয়তোভয়ত্র তুল্যত্বাৎ, অত্র চ কুটুম্বভরণবৈয়গ্র্যাতাবাৎ সুখং মুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—নচ সন্ন্যাসপ্রাপ্যো মোক্ষঃ অকৃতসন্ন্যাসেনৈব তেন ন প্রাপ্য ইতি
 বাচ্যঃ ইত্যাহ জ্ঞেয় ইতি । স তু তদ্বচিভঃ কৰ্মী নিত্যসন্ন্যাসী এব জ্ঞেয়ঃ । হে মহাবাহো !
 ইতি মুক্তিনগরীং জ্ঞেতুং স এব মহাবীর ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য ।—অতঃপর তিন শ্লোকে কৰ্মযোগের প্রশংসা পরিকীর্তিত
 হইয়াছে । যাঁহার কোন বিষয়েই দ্বেষ নাই, অর্থাৎ বিষয়-বিশেষে অনু-
 রাগাধিক্য থাকিলেই প্রতিকূল বিষয়ে স্বভাবতঃ দ্বেষ জন্মে । যাঁহার
 কোন বিষয়ে দ্বেষ নাই, তাঁহার কোন বিষয়েই অনুরাগও নাই । যাঁহার
 কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা নাই, অর্থাৎ ভগবদর্পণ-বুদ্ধি-সহকারে যাঁহার
 সমস্ত কৰ্মসমূহ অনুষ্ঠিত হওয়ায়, স্বর্গাদি কোন ফলেরই কামনা নাই,
 তাদৃশ ব্যক্তিই নিত্য-সন্ন্যাসী, অর্থাৎ কৰ্মামুষ্ঠানে সম্প্রবৃত্ত থাকিলেও
 তাঁহার হৃদয়গত সন্ন্যাসের কখনই ব্যাঘাত হয় না । তাঁহার ইন্দ্রিয়-সংযম
 ও ফলাভিসন্ধি-রাহিত্য হেতু অমুণ্ডীয়মান নিত্য-নৈমিত্তিক কোন কৰ্মই
 তাঁহাকে বন্ধ করে না । তাঁহার রাগ-দ্বেষ-শূণ্যতা ও কামনাবিহীনতাই
 তাঁহার সন্ন্যাসিহের পরিচায়ক । তাদৃশ বিশুদ্ধ-চিন্তা পুরুষ কৰ্মযোগ-
 পরায়ণ হইলেও, বস্তুতঃ সন্ন্যাসী । এবংবিধ সুখ-দুঃখ-রাগ-দ্বেষ-বিহীন
 পুরুষ নিত্যানিত্য বস্তুর সম্যক পরিজ্ঞান হেতু, সংসার-পাশ ছিন্ন করিয়া
 মুক্তিলভ করেন ॥ ৩ ॥

সাধ্যযোগো পৃথগ্ভালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একমপ্যাহ্নিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

অর্থ ।—বালাঃ (শাস্ত্রার্থজ্ঞাঃ) সাধ্যযোগো (সাধ্যং জ্ঞানং যোগং কৰ্মযোগং তো) পৃথক্ (স্বতন্ত্রফলো) প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানিনঃ) একং অপি (তয়োঃ অন্যতরমপি) সম্যগাহ্নিতঃ (শাস্ত্রানুসারেণানুষ্ঠিতবান্) উভয়োঃ (সাধ্যযোগকৰ্মযোগয়োঃ) ফলং (নিঃশ্রেয়সরূপং) বিন্দতে (লভতে) ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—শাস্ত্রার্থজ্ঞানহীনেরা জ্ঞানযোগ-কৰ্মযোগকে বিরুদ্ধ-বলে শাস্ত্রজ্ঞেরা না একটি-ও শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠান-করিলে উভয়ের ফল-লাভ-হয় ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—মূৰ্খজনেরা জ্ঞানযোগ ও কৰ্মযোগ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করে, কিন্তু পণ্ডিতেরা সেরূপ মনে করেন না । শাস্ত্র-সঙ্গত প্রণালীক্রমে তদুভয়ের একটিও অনুষ্ঠিত হইলে, কৈবল্যরূপ ফল লাভ করা যায় ॥ ৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—নহু সন্ন্যাসকৰ্মযোগয়োৰ্ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়য়োৰ্বিরুদ্ধয়োঃ ফলেহপি বিরোধো যুক্তো ন তত্ত্বয়োনিঃশ্রেয়সকরত্বমেবেতি প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে সাধ্যযোগাবিতি । সাধ্য-যোগো পৃথক্ বিরুদ্ধভিন্নফলো বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ, পণ্ডিতাশ্চ, জ্ঞানিন একং ফলমবিরুদ্ধমিচ্ছন্তি, কথম্ ? একমপি সাধ্যযোগয়োঃ সম্যগাহ্নিতঃ সম্যগনুষ্ঠিতবানিত্যর্থঃ, উভয়োবিন্দতে ফলমুভয়োস্তদেব হি নিঃশ্রেয়সং ফলমতো ন ফলে বিরোধোহস্তি । নহু সন্ন্যাসকৰ্মযোগশব্দেন প্রস্তুত্যা সাধ্যযোগশব্দয়োঃ কণৈকত্বং কথমিহাপ্রকৃতং ব্রবীতি ? নৈব দোষঃ বক্তব্যর্জুনে সন্ন্যাসং কৰ্মযোগঞ্চ কেবলমভিপ্রোক্ত্য প্রস্নঃ কৃতো ভগবান্স্ত তদপরিত্যাগেনৈব স্বাভিপ্রোক্তঞ্চ বিশেষং সংযোজ্য শব্দান্তরবাচ্যতয়া প্রতিবচনং দদৌ সাধ্যযোগাবিতি । তাবেব সন্ন্যাসকৰ্মযোগো জ্ঞানতদুপারসমবুদ্ধিভাদিসংযুক্তৌ সাধ্য-যোগশব্দবাচ্যাবিতি ভগবতো মতামতো না প্রকৃতপ্রক্রিয়ৈতি ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরি ।—বহুত্বং সন্ন্যাসকৰ্মযোগয়োঃ নিঃশ্রেয়সকরত্বং তদাক্ষিপতি নহু সন্ন্যাসেতি । তজ্জ্ঞোত্তরত্বেনোত্তরলোকমমতায়তি ইতি প্রাপ্ত ইতি । বিবেকিনস্তর্হি বদন্তীত্যাকাক্ষারমাহ, একমিতি । সাধ্যামানন্দময়ীকামহীতি সাধ্যং সন্ন্যাসো যোগস্ত 'কৰ্মযোগস্তাবুতাবপি পৃথগিত্যভ্যর্থমাহি বিরুদ্ধেতি । শাস্ত্রার্থবিবেকশূন্যত্বং বালাবদৃ ।

উত্তরার্দ্ধমবতারয়িতুং ভূমিকাং কৰোতি পণ্ডিতাঙ্ঘ্রিতি । জ্ঞানিনো বোগিনশ্চেতিশেষঃ ।
 স্বয়োরবিরুদ্ধকলত্বমেব প্রত্নপূর্বকং প্রকটয়তি কথমিত্যাदिना । একং সাধনমুদ্ভূতবতে ।
 স্বয়োরপি কলং ভবতীতি বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ উভয়োরিতি । সাংখ্যযোগয়োঃ সন্ন্যাস-
 কৰ্ম্মানুষ্ঠানয়োস্তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা निःश्रेयसकलद्वारा বিরুদ্ধकलत्वशङ्का इत्यर्थः । সাংখ্যযোগ-
 য়োরেককলত্ববচনং প্রকরণানন্তুগুণমিতি শঙ্কতে নহিতি । অপ্রকৃতত্বমসিদ্ধমিতি পরি-
 হরতি নৈষ দোষ ইতি । সন্ন্যাসং কৰ্ম্মণামিত্যাदिना संग्रहासं कर्मयोगकाङ्क्षीकृत्या
 প্রপ্নে সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চেত্যাদিনা তথৈব প্রতিবচনে চ কথং সাংখ্যযোগয়োরেক-
 কলত্বমপ্রকৃতং ন ভবতীত্যাচ্যতে তজ্জাহ যত্তপীতি । প্রতিবচনমপি তদনুরূপমেব
 ভগবতা নিরূপিতমিতি বিশেষানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ভগবাংস্বিতি । তদপরিভ্যাগে-
 নেত্যত্র তৎপদেন প্রাপ্তা প্রতিনির্দিষ্টৌ কৰ্ম্মসন্ন্যাসকৰ্ম্মযোগাবুচ্যেতে সাংখ্যযোগা-
 বিতি । শঙ্কাস্তরবাচ্যতরা তয়োরেব সন্ন্যাসকৰ্ম্মযোগয়োরত্যাগেন স্বাতিপ্রৈতঞ্চ
 বিশেষং সংযোজ্য ভগবান্ প্রতিবচনং সন্দর্শাবিতি যোজন্য । যত্ক্ষং স্বাতিপ্রৈতঞ্চ
 বিশেষং সংযোজ্যেতি তদেব ব্যক্তীকরোতি ভাবেবেতি । সমবুদ্ধিছাদীতাদিণশ্চেন
 জ্ঞানোপায়ভূতং শমাदिरानीयते । প্রকৃতয়োরৈব সন্ন্যাসকৰ্ম্মযোগয়োরূপাদানে কলিত-
 মাহ অত ইতি । সাংখ্যযোগাবিত্যাदिम्लोकव्याख्यानसमाप्तिरिति शङ्कार्थः ॥ ৪ ॥

রামানুজ ।—জ্ঞানযোগকৰ্ম্মযোগয়োরাস্থাপ্তিসাধনতাবেহন্তোনৈনরপেক্ষামাহসা-
 ংখ্যযোগাবিতি । জ্ঞানযোগকৰ্ম্মযোগৌ কলভেদাৎ পৃথগ্ভূতৌ যে প্রবদন্তি তে বালাঃ
 অনিশ্চয়জ্ঞানাঃ, ন পণ্ডিতাঃ ন তু কৃত্ত্ববিদঃ কৰ্ম্মযোগৌ জ্ঞানযোগমেব সাধয়তি, জ্ঞানযোগ-
 স্বাভাবলোকনং সাধয়তি ইতি তয়োঃ কলভেদেন পৃথক্ বদন্তৌ ন পণ্ডিতা ইত্যর্থঃ ।
 উভয়োরাস্থাবলোকনৈককলয়োরেককলত্বেনৈকমপ্যাহিতত্ত্বদেব কলং লভতে ॥ ৪ ॥

হনুমান ।—ইদানীং যোগস্ত সন্ন্যাসযোগদ্বাং স্বরূপৈক্যেন ফলৈকাং দর্শয়িতু-
 মাহ সাংখ্যযোগাবিতি । সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ ভিন্নৌ বালাঃ মন্দাঃ প্রবদন্তি, ন পণ্ডিতাঃ
 বুদ্ধিমতঃ । বস্মাদেকমপ্যাহিতঃ সেবমানঃ সম্যক্ বাবহুভয়োঃ সাংখ্যযোগয়োঃ কলং বিন্দুতে
 লভতে ॥ ৪ ॥

শ্রীধর ।—বস্মাদেবমঙ্গপ্রধানত্বেনোভয়োরবস্থাতেদেন ক্রমসমুচ্চরোহতো বিকল্পমজী-
 কৃত্যোভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রপ্নোহজ্ঞানমেবোচিতঃ ন বিবেকিনামিত্যাহ সাংখ্যযোগা-
 বিতি । সাংখ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গং সন্ন্যাসং লক্ষয়তি, সন্ন্যাসকৰ্ম্মযোগাবেককলৌ
 সন্তৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা অজ্ঞাএব প্রবদন্তি, ন পণ্ডিতাঃ । তত্র হেতুঃ অনয়োরেক-
 মপি সম্যগাহিত আপ্রিতবাহুভয়োঃ কলমাপ্নোতি । তথা হি কৰ্ম্মযোগং সম্যগুদ্ভূতিন্
 শুদ্ধচিত্তঃ সন্ জ্ঞানদ্বারা যত্নভরোঃ কলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি, সন্ন্যাসং সম্যগাহিতোহপি
 পূর্বমুদ্ভূতিস্ত কৰ্ম্মযোগস্তাপি পরম্পররা যৎ কলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি ন পৃথক্
 কলত্বমনয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

বলদেব ।—যঃ শ্রেয় এতরোরেকমিতি স্বাক্ষ্যাক্ষ ন ঘটত ইত্যাহ সাংখ্যোতি ।
জ্ঞানযোগকৰ্ম্মযোগৌ কলঃ সদাৎ পৃথগ্ভূতাবিতি বালাঃ প্রবদন্তি, ন তু পণ্ডিতাঃ । অতএব
একমিত্যাদিকলমাত্মাবলোকলক্ষণম্ ॥ ৪ ॥

মধুসূদন ।—নহু যঃ কৰ্ম্মণি প্রবৃত্তঃ স কথং সন্ন্যাসীতি জ্ঞেয়ঃ ? কৰ্ম্মতত্ত্বাবয়োরঃ
স্বরূপতো বিরোধাৎ, ফলৈক্যাৎ তথ্যেতি চেৎ ন, স্বরূপতো বিরুদ্ধয়োঃ ফলেহপি
বিরোধসৌচিত্যাৎ, তথাচ নিঃশ্রেয়সকরাবুভাবিতজ্ঞাপপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ সাংখ্যযোগাবিতি ।
সংখ্যা সমাগাশ্রবুদ্ধিস্তা বহতীতি জ্ঞানান্তরঙ্গসাধনতয়া সাংখ্যো সন্ন্যাসঃ, যোগঃ পূৰ্ব্বোক্তঃ
কৰ্ম্মযোগঃ তৌ পৃথক্ বিরুদ্ধকলৌ বালাঃ বালিশাঃ শাস্ত্রার্থবিবেকজ্ঞানশূন্তাঃ প্রবদন্তি, ন
পণ্ডিতাঃ । কিং শ্রাৎ তর্হি পণ্ডিতানাং মতম্ ? উচ্যতে, একমপি সন্ন্যাসকৰ্ম্মণোর্মধ্যে
সমাগাহিতঃ স্বাধিকারাহরূপেণ সমাক্ষ বখাশাস্ত্রং কৃতবান্ সন্ন্যাসয়োঃ কলং বিন্দতে জ্ঞানোৎ-
পত্তিধারেণ নিঃশ্রেয়সমেকমেব ॥ ৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নযেকত্র পাতাশঙ্ক্য একত্র কৰ্ম্মশ্রমতদনয়োরঃ পথোঃ কতরঃ শ্রেয়ানিত্যা-
শঙ্ক্য স্বরোরপি ফলতঃ সাম্যমিত্যাহ সাংখ্যযোগাবিতি । সাংখ্যো সমিত্যেকীভাবে ইতি বাঙ্কঃ,
একীভাবেনাস্থানমন্ত্বেন ধ্যায়তে প্রেকান্ততে বস্ত্ত্বরূপমনয়েতি সংখ্যা স্থলস্থলকারণ-
প্রপঞ্চত্বে নিবিকল্পে প্রত্যগাত্মনি প্রবিলাপনেন উদ্ভিতা চেতোবৃত্তিঃ তৎসাধনভূতাহং সাংখ্যো
সন্ন্যাসঃ, স চ দারাদিবুধ্যত্বানাং পদার্থানামাত্মত্বেকীভাবেন ত্রসনং ত্যাগঃ প্রবিলাপনম্,
তথা যোগোহপি অগ্নিহোজসক্লোপাসনাদিনিবিকল্পসমাধ্যাত্তমহুষ্ঠানম্, তত্র মুখ্যত্ব যোগত্ব
লক্ষণং “যোগশ্চিন্তবৃত্তি নিরোধঃ” ইতি, “বৃত্তয়শ্চ প্রমাণবিপর্যায়বিকল্পনিজান্বতরঃ ইতি পঞ্চ,
তত্র “প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি” তেষু প্রত্যক্ষং ইন্দ্রিয়ং তজ্জা বৃত্তিঃ শুভ্রাদিবিষয়ঃ
যাধারণেন জ্ঞানম্, বিপর্যায়স্ত তত্রৈব রাজতাদিবিষয়ঃ স্মৃতিরূপং জ্ঞানম্, সংশয়োহপি ইয়ং
শুভ্রিকী রজতং োতি অনির্দারিতাত্ততরকোটিকং জ্ঞানম্, স বিপর্যয়ে এবান্তর্ভবতি,
বিকল্পস্ত শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্ত্তশূন্তঃ, যথা পুরুষস্ত চৈতন্ত্যং বক্ষ্যাপুত্র ইতি, ন হি পুরুষচৈতন্ত্য
তৎসম্বন্ধানাং পৃথক্ভূমন্তি কিন্তু চৈতন্ত্যমেব হি শব্দজ্ঞানযোগ্যাচ্যতে, নাপি বক্ষ্যাপুত্রত্ব
লক্ষণমন্তি অথাপি শব্দেনাভিলপ্যতে সোহং বিকল্পঃ, শব্দজ্ঞানানুপাতী, বস্ত্তশূন্তঃ
একস্মিন্ননেকবুদ্ধিরসতি চ সধুচ্ছিরিতি নিজা স্বতী লোকপ্রসিদ্ধে, এতাসাং নিরোধেহপি
নির্বিকল্পঃ প্রত্যগাত্মৈবাবশিষ্যতে, তাবেতৌ ফলভূতৌ সাংখ্যযোগৌ সাধনভূতৌ তাবেষ
সন্ন্যাসকৰ্ম্মযোগাখৌ তজ্ঞান্যায়োঃ সাম্যম্, “জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী” ইত্যনেন স্মৃতিতম্,
আজ্ঞারোষ্ট্রকামজ্ঞোচ্যতে, আহ্বিতঃ অহুতিষ্ঠন্ কলং নির্বিকল্পাত্মনাবস্থিতিরূপম্ ॥ ৪ ॥

বিষ্ণুনাথ ।—তন্নাৎ যচ্ছ্রেয় এতরো রিতি স্বত্বত্বমপি বস্ত্ততো ন ঘটত বিবেকি-
ভিন্নভরোঃ পার্থক্যাতাবস্যা দৃষ্টবাদিত্যাহ সাংখ্যযোগাবিতি । সাংখ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠা-
রাচিনা তদকঃ সন্ন্যাসো লক্ষ্যতে । সন্ন্যাসকৰ্ম্মযোগৌ পৃথক্ স্বত্বত্বাবিতি বালা বদন্তি,
নহু বিজ্ঞাৎ “জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী” ইতি পূৰ্ব্বোক্তেঃ অত একমপীত্যাদী ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্ব শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, অবস্থা বিশেষে কর্ম্য-
যোগ-পরায়ণ ব্যক্তিকেও সম্যাসী বলিয়া জানিতে হইবে । * কিন্তু কর্ম্যত্যাগী ও
কর্ম্যযোগ পরম্পর নিতান্ত বিরুদ্ধ ; সুতরাং তাহাদের ফলও বিরুদ্ধ
হওয়াই সম্ভব । অতএব উভয়ের নিঃশ্রেয়সকরত্ব কখনই উপপন্ন হইতে
পারে না । এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যাহার
শাস্ত্রার্থ-পরিজ্ঞান-জনিত তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই, তাদৃশ জনেরাই সাধ্য্য অর্থাৎ
জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্যযোগ এতদুভয়কে বিরুদ্ধ-ফলপ্রসূ বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু
শাস্ত্রদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত জনেরা কখনই সেরূপ মনে করেন না ।
পণ্ডিতগণের মত এই যে, সাধ্য্য অর্থাৎ জ্ঞান-জনিত সম্যাস ও কর্ম্য এই
দুইটির যেটি হউক, বিহিতবিধানে অনুষ্ঠান করিলে, অর্থাৎ স্বকীয় অধি-
কারানুসারে সম্পাদন করিলে, নিঃশ্রেয়সরূপ ফল লাভ করা যায় । বিহিত-
বিধানে কর্ম্যযোগের অনুষ্ঠান করিলে, অন্তঃকরণ শুদ্ধি-জনিত জ্ঞানোদয়
দ্বারা কৈবল্য লাভ হয় এবং সম্যাসাবলম্বিত ব্যক্তিরও পূর্বানুষ্ঠিত কর্ম্যযোগ
এবং তদানীন্তন জ্ঞানযোগ উভয়ের দ্বারা কৈবল্যরূপ ফল লভ হয় । ভগবান্
সম্যাস ও কর্ম্যযোগ সম্বন্ধে অর্জুনের সন্দেহ বিদূরিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া,
এবং সম্যাস শব্দে প্রস্তাব আরম্ভ করিয়া, সহসা সাধ্য্যযোগ শব্দ ব্যবহার করায়
কোনই দোষ হয় নাই । অর্জুন-কৃত প্রশ্নের অভিপ্রায় স্থির রাখিয়া, অধিকন্তু
স্বকীয় অভিপ্রায় যুক্ত করিয়া, ভগবান্ সম্যাসের ও কর্ম্যের প্রতিবাক্য-
স্বরূপে সাধ্য্যযোগ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

যৎ সাঠৈধ্যঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদযোগৈরপি গম্যতে ।

একং সাধ্য্যকং যোগকং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

অর্থ ।—সাঠৈধ্যঃ (সম্যগাত্মজৈঃ) যৎ (মোক্ষার্থং) স্থানং
প্রাপ্যতে যোগৈঃ (নিকামকর্ম্যযোগিভিঃ) অপি তৎ (মোক্ষার্থং)
গম্যতে যঃ সাধ্য্যং চ যোগঃ চ একং (একফলং) পশ্যতি সঃ পশ্যতি
(সম্যক্ পশ্যতি) ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—জ্ঞান-নিষ্ঠা দ্বারা যে স্থান পাওয়া যায়, নিকাম-কর্ম যোগিগণও তথায় যান ; যিনি জ্ঞান ও কর্মযোগকেও সম-ফল দর্শন করেন, তিনি দর্শন করেন ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—আত্ম-জ্ঞানরূপ সাধ্যযোগ অবলম্বন করিয়া যে রূপ মুক্তি লাভ করা যায়, নিকাম-কর্মাত্মান দ্বারা সেইরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় । যিনি জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগকে সম-ফলদায়ক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সম্যগ্‌দর্শী ॥ ৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—একস্তাপি সম্যগ্‌মুষ্ঠানাং কথমুভয়োঃ কলং বিন্ধত ইত্যুচ্যতে বদিতি । যৎ সাঠৈজ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানং মোক্ষাখ্যং তদ্ব্যোমৈগরিণি জ্ঞানপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেনৈবৈব সম্যগ্‌ কর্ম্মণি আত্মনঃ কলমনভিসন্ধারামুতিষ্ঠন্তি যে তে যোগিনঃ তৈরিপি পরমার্থজ্ঞানসন্ন্যাসপ্রাপ্তিহারেণ গম্যত ইত্যভিপ্রায়োহত একং সাধ্যাক্ষ্য যোগঞ্চ যঃ পশ্চতি স পশ্চতি ফলৈকত্বাৎ সমাক্‌ পশ্চতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরি ।—প্রমুখপূর্বকং প্রোক্তান্তরমবতারয়তি একস্তাপীতি । কেচিদেব তন্নোরেককলত্বং পশ্চতীত্যশঙ্ক্য তেভ্যমেব সম্যগ্‌দর্শিত্বং নেতরেষামিত্যাহ একমিতি । তিষ্ঠত্যগ্নিঃ চাবতে পুনরিতি ব্যাপ্তিমাপ্রিত্যাহ মোক্ষাখ্যমিতি । যোগশব্দার্থমাহ জ্ঞানপ্রাপ্তীতি । যে হি জিজ্ঞাসবঃ সর্বাণি কর্ম্মণি ভগবৎপ্রীত্যর্থেন তেবাং ফলাভিলাষমকৃৎ জ্ঞানপ্রাপ্তৌ বুদ্ধিভ্রান্তিহারেণোপায়ত্বেনামুতিষ্ঠন্তি তেহত্র যোগা বিবক্ষ্যন্তে । অচ্যুতায়ন্ত মত্বর্থত্বং গৃহীত্বোক্তং যোগিন ইতি । সর্বোহপি বৈতপ্রপঞ্চো ন বস্তুভূতো-মারাবিলাসবাদাস্মা বহিঃক্রিয়োহবিতীয়ো বস্তু সন্নতি প্রযোজকজ্ঞানং পরমার্থজ্ঞানং তৎপূর্বকসন্ন্যাসহারেণ কর্ম্মভিরপি তদেব স্থানং প্রাপ্যমিত্যেককলত্বং সন্ন্যাসকর্ম্ম-যোগয়োঃ বিকল্পমিত্যাহ তৈরিপীতি । ফলৈকত্বে ফলিতমাহ অত ইতি ॥ ৫ ॥

রামানুজ ।—এতদেব বিবরণোতি বদিতি । সাঠৈজ্ঞাননিষ্ঠৈর্ধনাত্মাবলোকনরূপং কলং প্রাপ্যতে, তদেব কর্ম্মযোগনিষ্ঠৈরিপি প্রাপ্যতে এবমেককলত্বেনৈকং বৈকল্লিকং সাধ্যং যোগঞ্চ যঃ পশ্চতি স পশ্চতি সএব পশ্চতি ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ।

হনুমান্ ।—বদিতি । যৎ সাঠৈজ্ঞাননিষ্ঠৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং মোক্ষাখ্যং তদ্ব্যোমৈগরিণি কর্ম্মভিরপি গম্যতে অতএবাভিন্নং সাধ্যং যোগঞ্চ যঃ পশ্চতি স সমাক্‌ দর্শীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধর ।—এতদেব স্মৃটয়তি যৎ সাঠৈয়তি । সাঠৈজ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ যৎ স্থানং মোক্ষাখ্যং প্রার্থেণ সাক্ষাদবাপ্যতে । (ব্যোমৈরিতি অর্থ আদিভ্যাম্বর্ষ্য্যোহেৎ-প্রত্যয়ো জটবাঃ) তেন কর্ম্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞানহারেণ গম্যতেহবাণ্যত ইত্যর্থঃ, অতঃ সাধ্যাক্ষ্য যোগৈককলত্বেনৈকং যঃ পশ্চতি সএব সমাক্‌ পশ্চতি ॥ ৫ ॥

বলদেব ।—এতদ্বিশদয়তি বদিতি । সাঠৈজ্ঞানযোগিভির্যোগৈঃ নিকামকর্ম্মভিঃ

(অর্শ আশ্চ) স্থানমাআবলোকলক্ষণম্ তিষ্ঠন্ত্যশ্বিন্ ন তু কদাচিৎ প্রচ্যবন্তে ইতি ব্যুৎপত্তেঃ । অতএব তদ্বয়ং নিবৃত্তিপ্রবৃত্তিরূপভয়া ভিন্নরূপমপি কলৈক্যাদেকং যঃ পশ্ততি বেত্তি স পশ্ততি, স চক্ষুযান্ পণ্ডিত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

মধুসূদন ।—একভ্রাতৃভান্যং কথমুভয়োঃ ফলং বিন্দতে তত্রাহ বদিতি । সাঠ্যো-
জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিরৈহিককর্মাভ্যুত্থানশূন্যত্বেহপি প্রাগুভবীয়কর্মান্বিত্বেরেব সংস্কৃতান্তঃকরণৈঃ
শ্রবণাদিপূর্বিকর্য জ্ঞাননিষ্ঠয়া যৎ প্রসিদ্ধং স্থানং তিষ্ঠতোবান্ধিন্ ন তু কদাচিৎপি
চ্যবতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা মোক্ষাখ্যং প্রাপ্যতে আবরণাভাবমাত্রেন লভাত ইব নিত্য-
প্রাপ্তত্বাৎ । যোগৈরপি ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা কলাভিসন্ধিরাহিত্যেন কৃতানি কর্মানি
শাস্ত্রীয়াণি যোগান্তে যেষাং সত্তি তেহপি যোগাঃ (অর্শ-আদিদ্বান্বত্বার্থীহচ্চপ্রত্যয়ঃ) তৈর্যো-
গিভিরপি সম্বন্ধত্বাৎ সন্ন্যাসপূর্বিকশ্রবণাদিপুরুঃসরয়া জ্ঞাননিষ্ঠয়া বর্তমানে ভবিষ্যতি
বা জন্মানি সম্পৎশ্রুমানয়া তৎস্থানং গম্যতে অত একফলত্বাৎ, একং সাঠ্যাক্ষং যঃ
পশ্ততি স এব সম্যক্ পশ্ততি নান্তঃ ।^১ আরম্ভাবঃ, যেষাং সন্ন্যাসপূর্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠা দৃষ্টতে
তেষাং তরৈব লিঙ্গেন প্রাগ্জন্মস্থ ভগবদর্পিতকর্ম নিষ্ঠামুদীয়তে, কারণমন্তরণে
কার্যোৎপত্ত্যযোগাৎ । তদ্বক্তব্যং “যাত্ততোহন্তানি জন্মানি তেব নুনং কৃত্যং ভবেৎ । সং কৃত্যং
পুরুষেণেহ নান্তথা ব্রহ্মণি স্থিতিঃ ॥” ইতি এবং যেষাং ভগবদর্পিতকর্মনিষ্ঠা দৃষ্টতে তেষাং
তরৈব লিঙ্গেন ভাবিনী সন্ন্যাসপূর্বিকজ্ঞাননিষ্ঠামুদীয়তে সামগ্র্যাঃ কার্যাব্যভিচারিহাৎ
তদ্বাদজ্ঞেন মুমুক্শাস্তঃকরণশুদ্ধরে প্রথমং কর্মযোগোহুভয়ো ন তু সন্ন্যাসঃ স তু
বৈরাগ্যাতীত্ৰতারাং স্বয়মেব ভবিষ্যতীতি ॥ ৫

নীলকণ্ঠ ।—বদিতি । যোগৈর্যোগিভিঃ, (অর্শ আশ্চ প্রত্যয়ান্তোহমং যোগ-
শব্দঃ,) স্থানং মোক্ষাখ্যম্ একং অভিন্নম্ । স্পষ্টা বোজনা শ্লোকদ্বয়স্ত ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—এতদেব স্পষ্টয়তি বদিতি । সাঠ্যোঃ সন্ন্যাসেন যোগৈর্নিকাম
কর্মণা (বহুবচনং গৌরবেণ), অতএব তদ্বয়ং পৃথগ্ভূতমপি যো বিবেকেন একমেব
পশ্ততি স পশ্ততি ; চক্ষুযান্ পণ্ডিত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তাহপর্য্য ।—উভয় যোগের অন্ততর অনুষ্ঠান করিলে কিরূপে উভয়ের
ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই এস্থলে স্পষ্টীকৃত হইতেছে । সাঠ্য অর্থাৎ
জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ, ঐহিক কর্মের অবসান হইলেও, জন্মান্তরীণ
কর্ম-দ্বারা বিশুদ্ধাস্তঃকরণ হইয়া, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি উপায়ে
জ্ঞান-নিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্ম যে প্রসিদ্ধ স্থানে তাঁহারা অধি-
ষ্ঠিত হন, তাহা হইতে আর কখনই ভ্রষ্ট হন না । অর্থাৎ তাঁহারা মোক্ষা-
ভিধেয় চিরস্থায়ী ফলের অধিকারী হন । বাঁহারা শাস্ত্রসঙ্গত প্রণালী-ক্রমে, ভগ-
বদর্পণ বুদ্ধি সহকারে, কলাভিসন্ধি রহিত ভাবে, কর্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা

কৰ্মযোগী । তাদৃশ কৰ্মযোগীগণও কৰ্ম দ্বারা সম্বশুদ্ধি লাভ করিয়া কালে সম্যাস আশ্রয় করিবেন এবং শ্রবণ মননাদি দ্বারা সমুৎপন্ন জ্ঞান-নিষ্ঠা লাভ করিয়া, এই জন্মেই হউক, বা ভবিষ্যৎ জন্মেই হউক, নিশ্চয়ই সেই মোক্ষের অধিকারী হইবেন । অতএব একফলহু হেতু যিনি সাত্ব্য এবং কৰ্মযোগ উভয়কে একরূপে দর্শন করেন, তিনি ভিন্ন আর কেহই সম্যকদর্শী নহেন । ইহার ভাবার্থ এই যে, যাঁহাদের বর্তমান জন্মে সম্যাসজনিত জ্ঞাননিষ্ঠা দৃষ্ট হয়, তাঁহারা পূর্বজন্মে ভগবদর্পণ বুদ্ধি সহকারে নিকাম কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া-ছেন, ইহাই অনুমান করিতে হইবে ; যেহেতু, কারণ ব্যতীত কার্যের উৎপত্তি অসম্ভব । আর যাঁহাদের বর্তমান জন্মে ভগবদর্পণ বুদ্ধি সহকৃত নিকাম কৰ্ম্মনিষ্ঠা দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের সম্যাস-জনিত জ্ঞাননিষ্ঠা পরে সমুৎপন্ন হইবে, ইহাই অনুমান করা আবশ্যক । অতএব মুক্তিকাম অজ্ঞ ব্যক্তির চিন্তশুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমেই কৰ্ম্মযোগানুষ্ঠান করা বিধেয় ; সম্যাস তাঁহার অবলম্বনীয় নহে । তীব্র বৈরাগ্য প্রভাবে আপনিই সম্যাস উপজাত হইবে ॥ ৫ ॥

সম্যাসস্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।

যোগযুক্তো যুনিব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

অর্থ ।—মহাবাহো অযোগতঃ (কৰ্ম্মযোগং বিনা) সম্যাসঃ দুঃখং আপ্তুং (প্রাপ্তুং) [ভবতি] (অসাধ্যত্বাৎ দুঃখপ্রদঃ ইতিভাবঃ) তু (কিন্তু) যোগযুক্তঃ (নিকামকৰ্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণঃ) যুনিঃ (সম্যাসী) ন চিরেণ (শীঘ্রমেব) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—বীরশ্রেষ্ঠ ! কৰ্ম্ম-যোগ-ব্যতীত সম্যাস প্রাপ্ত হওয়া সাধ্যাতীত, কিন্তু কৰ্ম্ম-যোগ-তৎপর সম্যাসী অবিলম্বে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে অর্জুন ! কৰ্ম্ম-যোগ ব্যতীত সম্যাস লাভ নিতান্ত সঙ্কটজনক ; নিকাম কৰ্ম্মপরায়ণ হইয়া, ক্রমশঃ সম্যাস অবলম্বন করিলে, অনতিকাল মধ্যে পরমাত্ম লাভ করা যায় ॥ ৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—এবং তর্হি যোগাৎ সম্যাস এব বিশিষ্যতে, কথং তর্হি এবমুক্তং তদ্বাক্ত কৰ্ম্মসম্যাসাৎ কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ? ইতি শৃণু, তত্র কারণং ব্রহ্ম পুষ্টং কেবলং

কৰ্মসম্বাসং কৰ্মবোগকাভিপ্ৰেতা তন্নোরন্ততরঃ কঃ শ্ৰেয়ানিতি, তদনুরূপং প্রতিবচনং যন্নোরন্তং কৰ্মসম্বাসাং কৰ্মবোগো বিশিষ্যত ইতি জ্ঞানমনপেক্ষা, জ্ঞানাপেক্ষস্ত সন্মাসঃ সাম্ব্যামিতি সম্বাভিপ্ৰেতঃ, পরমার্থবোগস্ত স এব, যন্ত কৰ্মবোগো বৈদিকঃ সচ তাদৰ্থ্যাদেবাগঃ সন্মাস ইতি চোপচৰ্য্যতে, কথং তাদৰ্থ্যম্ ? ইত্যাচ্যতে সন্মাস ইতি । সন্মাসস্ত পারমার্থিকো হে মহাবাহো ! হুঃখমাপ্তুং প্রাপ্তুমযোগতঃ বোগেন বিনা বোগ-বৃক্তো বৈদিকেণ কৰ্মবোগেন ঈধরসমর্পিতরূপেণ কলনিরপেক্ষেণ তেন বৃক্তো মুনিৰ্মন-নাদীধররূপস্ত মুনিব্রজ পরমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণত্বাৎ প্রকৃতঃ সন্মাসো ব্রহ্মোচ্যতে, “ভ্রাস ইতি ব্রজ, ব্রজ হি পরঃ” ইতি ঋতেঃ, ব্রজ পরমার্থসন্মাসং পরমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং ন চিরেণ কিপ্রমেবাবিগচ্ছতি প্রাপ্নোতাতো যন্নোরন্তং কৰ্মবোগো বিশিষ্যত ইতি ॥ ৬ ॥

আনন্দগিরি ।—যদি যথোক্তজ্ঞানপূৰ্বকসন্মাসদ্বারা কৰ্মিণামপি শ্ৰেয়োহবাগ্নিরিষ্টা তহি সন্মাসস্তৈব শ্ৰেয়স্বং প্রাপ্তিমিতি চোদয়তি এবং তর্হীতি । সন্মাসস্ত শ্রেষ্ঠে কৰ্মবোগস্ত প্রশস্তত্ববচনমুচিতমিত্যাহ কথং তর্হীতি । পূর্বোক্তমেবাভিপ্রায়ঃ স্মারয়ন্ পরিহতি শৃণ্বতি । কৰ্মবোগস্ত বিশিষ্টবচনং তদ্ব্রুতি পরামৃষ্টম্ । তদেব কারণং কথয়তি স্বয়েত্যাदिना । কেবলং বিজ্ঞানরহিতমিতি যাবৎ, তন্নোরন্ততরঃ কঃ শ্ৰেয়ানিতি ইতিশব্দোহধ্যাহর্তব্যঃ । স্বদীপ্যং প্রশ্নমনুস্ত তদনুগুণং প্রতিবচনং জ্ঞানমনপেক্ষা তদ্রহিতাৎ কেবলাদেব সন্মাসাং বোগস্ত বিশিষ্টত্বমিতি যথোক্তমিত্যাহ তদনুরূপমিতি । জ্ঞানাপেক্ষঃ সন্মাসস্তর্হি কীদৃগিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানেতি । তহি কৰ্মবোগে কথং বোগশব্দঃ সন্মাসশব্দো বা প্রযুক্ত্যতে তদ্রাহ যদ্বিতি । তাদৰ্থ্যং পরমার্থজ্ঞানশেষবাদিতি যাবৎ । তদেব তাদৰ্থ্যং প্রশ্নপূর্বকং প্রশাধয়তি কথমিত্যাदिना । কৰ্ম্মমুষ্ঠানাতাবে বৃক্তিশব্দভাবাৎ পরমার্থসন্মাসস্ত সমাগুজ্ঞানাত্মনো ন প্রাপ্তিরিতি ব্যতিরেকমুপভ্রান্তাব-মুপভ্রান্ততি যোগেতি । পারমার্থিকঃ সমাগুজ্ঞানাত্মকঃ সামগ্র্যভাবে কার্য্যপ্রাপ্তিরবৃক্তেতি মহাহ হুঃখমিতি । বোগযুক্তত্বং ব্যাচটে বৈদিকেনেতি । ঈধরস্বরূপস্ত সবিশেষসোতি-শেষঃ । ব্রহ্মেতি ব্যাখ্যেয়ং পদমুপাদায় ব্যাচটে প্রকৃত ইতি । তত্র ব্রহ্মশব্দপ্রয়োগে হেতুমাহ পরমাত্মেতি । লক্ষণশব্দো গমকবিষয়ঃ । সন্মাসে ব্রহ্মশব্দ-প্রয়োগে তৈত্তিরীয়ক-ক্রুতিং প্রমাণয়তি ভ্রাস ইতি । কথং সন্মাসে হিরণ্যগর্ভবাচী ব্রহ্মশব্দঃ প্রযুক্ত্যতে স্বদীপ্যপি পরমার্থবিশেষাদিত্যাহ ব্রহ্ম ইতি । ব্রহ্মশব্দস্ত সন্মাসবিষয়বে কলিতং বাক্যার্থমাহ ব্রহ্মেত্যাदिना । নদ্যাঃ স্রোতাংগীব নিম্নপ্রবণানি কৰ্ম্মতিরতিতয়াং পরিপককষায়ত করণানি সৰ্ব্বতো ব্যাপ্তানি নিরন্তাশেষকূটস্থপ্রভাগাত্মাঘেষণপ্রবণানি ভবন্তীতি । কৰ্ম-বোগস্ত পরমার্থসন্মাসপ্রাপ্ত্যপারম্ভে কলিতমাহ অত ইতি ॥ ৬ ॥

রামানুজ ।—ইয়াংক বিশেষঃ ইত্যাং সন্মাসত্বিতি । সন্মাসো জ্ঞানবোগস্ত কৰ্ম-বোগাদৃতে প্রাপ্তুমশক্যঃ । বোগযুক্তঃ কৰ্মবোগযুক্তঃ স্বয়মেব মুনিরাত্মবননশীল ইতি । অথেন “কৰ্মবোগং সাধনিত্বাচিরৈনৈবাঙ্গকালেনৈব ব্রহ্মবিগচ্ছত্যাশ্বানং” ব্রহ্মোক্তে, জ্ঞান-

যোগযুক্তস্ত মহতা হৃৎখেন জ্ঞানযোগঃ সাধয়তি হৃৎখণ্ডাধাৎ হৃৎখণ্ডাপ্যধাৎমানং চিরেণ
প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

হনুমান ।—কৰ্মসন্ন্যাসাৎ কৰ্মযোগো বিশিষ্ট ইত্যুক্তঃ, কথং বিশিষ্ট ইত্যব্রাহ
সন্ন্যাস ইতি । সন্ন্যাসো জ্ঞাননিষ্ঠা মহাবাহো ! অবোগিতিঃ হৃৎখেন প্রাপ্যতে, কৰ্মভিত্ত
অখেন সৎকৃচ্ছিরেণ প্রাপ্যতে অতঃ কৰ্মযোগো বিশিষ্যতে ইত্যুক্তম্, যতঃ যোগযুক্তো
মুনির্জানী ব্রহ্মাচিরেণাধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৬ ॥

শ্রীধর ।—যদি কৰ্মযোগিনোহপ্যন্ততঃ সন্ন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা তর্হি আদিতএব
সন্ন্যাসঃ কৰ্ত্ত্বং যুক্ত ইতি মন্তমানং প্রত্যাহ সন্ন্যাসস্থিতি । অবোগতঃ কৰ্মযোগঃ বিনা
সন্ন্যাসঃ হৃৎখং হৃৎখহেতুরশকা ইত্যর্থঃ চিত্তগুচ্ছাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায় অসম্ভবাৎ, যোগ-
যুক্তস্ত গুচ্ছচিত্ততয়া মুনিঃ সন্ন্যাসী ভূত্বা অচিরেণ ব্রহ্মাধিগচ্ছতি অপরোক্ষং জানাতি । অত-
চিত্তগুচ্ছঃ প্রাক্ কৰ্মযোগ এব সন্ন্যাসাধিশিষ্যত ইতি পূর্বোক্তঃ সিদ্ধঃ, তদুক্তঃ বার্তিককৃতিঃ
“প্রমাণিনো বহিচ্চিত্তাঃ পিণ্ডনাঃ কলহোৎস্রকাঃ । সন্ন্যাসিনোহপি দৃষ্টান্তে দৈবসমুৎপাদ-
শয়াঃ ॥” ইতি ॥ ৬ ॥

বলদেব ।—জ্ঞানযোগস্ত হৃদয়ত্বাৎ স্বকরকৰ্মযোগঃ প্রেরানিত্যাহ সন্ন্যাসস্থিতি ।
সন্ন্যাসঃ সর্বক্ৰিয়ব্যাপারবিনিবৃত্তিরূপো জ্ঞানযোগঃ, অবোগতঃ কৰ্মযোগঃ বিনা হৃৎখং
প্রাপ্তুং ভবতি, হৃদয়ত্বাৎ সপ্রমাদত্বাচ্চ হৃৎখহেতুরেব স্তাদিত্যর্থঃ । যোগযুক্তনিকামকৰ্মী
তু মুনিরাত্মসমনশীলঃ সন্ন্যাসেণ শীঘ্রমেব ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৭ ॥

মধুসূদন ।—অগুচ্ছান্তঃকরণেনাপি সন্ন্যাস এব প্রথমং কুতো ন ক্রিয়তে ? জ্ঞান-
নিষ্ঠাহেতুর্জেন তত্তাবশ্যকত্বাদিতি চেৎ তব্রাহ সন্ন্যাসস্থিতি । অবোগতঃ যোগমন্তঃকরণ-
শোধকং শাস্ত্রীয় কৰ্মান্তরেণ হঠাদেব যঃ কৃতঃ সন্ন্যাসঃ স তু হৃৎখপ্রাপ্তমেব ভবতি, অগুচ্ছান্তঃ-
করণজেন তৎকলস্ত জ্ঞাননিষ্ঠায় অসম্ভবাৎ, শোধকত্বে চ কৰ্মণ্যনধিকার্যং কৰ্মব্রহ্মোত্তম-
ব্রহ্মজেন পরমশকটাপত্তেঃ, কৰ্মযোগযুক্তস্ত গুচ্ছান্তঃকরণত্বাঙ্গনির্মলনশীলঃ সন্ন্যাসী ভূত্বা
ব্রহ্মসত্যজ্ঞানাদিলক্ষণমাত্মনং ন চিরেণ শীঘ্রমেবাধিগচ্ছতি সাক্ষাৎ ক্রোতি প্রতিবন্ধক-
তাভাবাৎ, এতচ্চোক্তং প্রাগেব “ন কৰ্মণ্যমনারজ্ঞাতৈককৰ্ম্যং পুরুষোহব্রুতে । ন চ সন্ন্যাসনাদেব
সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥” ইতি অত এককলহেহপি কৰ্মসন্ন্যাসাৎ কৰ্মযোগো বিশিষ্যতে
ইতি যৎ প্রাপ্তক্ৰমং তদুপপন্নম্ ॥ ৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নযেবং নির্বিকল্পহানপ্রাপ্যার্থে যৌ মার্গাবুক্তৌ ভ্রাতাম্ তচ্চ “নাত্তঃ
পহা বিস্ততেহয়নার” ইতি ঋতিবিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ সন্ন্যাসস্থিতি । সন্ন্যাসোনৈককৰ্ম্যং
অবোগতো যোগঃ বিনা অবাপ্তুং হৃৎখং, হে মহাবাহো ! অরমর্থঃ, নির্বিকল্পকসমাধিরপি
তত্ত্বমসীতোতৎকাক্যার্থপ্রতিপত্ত্যুপারকৃত এব ন যতঃ পুরুষার্থ ইতি দ্বিতীয়মার্গভ্রাতাবাদো-
দাহত ঋতিবিরোধঃ, “শান্তোদাত্ত উপরতস্তিতিকুঃ সমাহিতো ভূত্বাশ্রিতৈবাত্মনং পশুতি”
ইতি ঋতৈব শমাদিবৎ সমাধেরপ্যাত্মদর্শনার্থত্বত্ব দর্শিতত্বাৎ, তথাচ সমাহিতপদং বার্তিক-

কারৈর্য্যাপ্যাতম্ । “স্বাতন্ত্র্যং যেষু কর্তৃঃ স্তাৎ করণাকরণং প্রতি । তাত্ত্বেব তু নিষিদ্ধানি
কৰ্ম্মাণীহ শমাদিভিঃ ॥” শমাদিশ্রুত্যা “অস্বাতন্ত্র্যং যেষু স্তাৎ করণাকরণং প্রতি সমাহিতো-
ক্তাধেদানীং তন্নিরোধোহতিথীয়তে ॥” অস্বাতন্ত্র্যং গুরুপদেশোপেক্ষং, যেষু মানমেন্নব্যব-
হারনিরোধেষু । “পিণ্ডীকৃতোজ্জিন্নগ্রামং বুদ্ধাবারোপ্য নিশ্চলম্ । বিষয়ান্তংস্ব তীত্বাত্মা
তিষ্ঠেচ্চিদভ্যুদয়তঃ ॥ এবোহুত্য়াপারঃ সৰ্বত্র বেদান্তেষু প্রতিষ্ঠিতঃ । তত্ত্বমজ্ঞাদিবাক্যার্থ-
জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থমাদরাৎ” ইতি, এবং ব্যতিরেকমুক্তদ্বয়মাহ যোগযুক্ত ইতি মুনিঃ সন্ন্যাসী
ন চিরেণ শীত্ৰমেব ব্রহ্মাধিগচ্ছতি বাক্যপ্রবণমাজ্ঞেণ ন তু কেবলসন্ন্যাসী, বধোক্তম্, “ন
চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি” ইতি ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—কিন্তু সম্যক্চিত্তশুদ্ধিমনির্দায়য়তো জ্ঞানিনঃ সন্ন্যাসো দুঃখদঃ, কৰ্ম্ম-
যোগস্ত স্তূত্বদ এবেতি পূৰ্ব্ববাক্তিতমর্থং স্পষ্টমেবাহ সন্ন্যাসস্থিতি । চিত্তবৈশিষ্ট্যো সতীতি
শেষঃ, অযোগতঃ কৰ্ম্মযোগাভাবাৎ চিত্তবৈশিষ্ট্যপ্রণমককৰ্ম্মযোগস্ত সন্ন্যাসিত্ত্বতাবাৎ
তজ্ঞানদিকারাদিত্যর্থঃ । সন্ন্যাসো দুঃখবেদ প্রাপ্তুং ভবতি । তদ্বক্তং বার্তিককৃষ্ণিঃ,
“প্রমাদিনো বহিষ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ । সন্ন্যাসিনোহপি দৃষ্টস্তে দৈবসংদুষিতা-
শয়াঃ ॥” ইতি । শ্রুতিরপি, “যদি ন সমুচ্ছরন্তি যতরো হৃদি কামজটাঃ” ইতি । ভগবতাপি
“বস্তুং সংযতবড়্‌বর্গঃ” ইত্যাহ্ব্যক্তম্ । তস্মাৎ যোগযুক্তঃ নিকামকৰ্ম্মবান্ মুনির্জানী সন্
ব্রহ্ম শীত্ৰং প্রাপ্নোতি ॥ ৬

তাৎপর্য্য ।—অশুদ্ধাস্তঃকরণ পুরুষ প্রথমে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে
কখনই সফল-মনোরথ হন না ; কারণ, সন্ন্যাসে জ্ঞাননিষ্ঠার আবশ্যক ;
অবিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির জ্ঞানলাভের কোনই সম্ভাবনা নাই । এই জন্মই অগ্রে
কৰ্ম্ম-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা এবং তদনন্তর সন্ন্যাস পরিগ্রহ
করাই প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা । অতএব কৰ্ম্মযোগ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ
করিলে, কেবল অনর্থক বিডম্বনাই ভোগ করিতে হয় । সন্ন্যাস-সৌখে আরো-
হণ করিতে হইলে, কৰ্ম্মরূপ সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করা নিতান্ত আব-
শ্যক । বর্তমান শ্লোকে এই অভিপ্রায় প্রদর্শিত হইতেছে । অস্তঃকরণের
শুদ্ধিকারক শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মযোগ অনুষ্ঠান না করিয়া, সহসা সন্ন্যাস গ্রহণ
করিলে, তাঁহা দুঃখেরই কারণীভূত হইয়া থাকে । তাদৃশ সন্ন্যাসীর উভয়
কুলই ভ্রষ্ট হয় । কৰ্ম্মানুষ্ঠান না করায়, তাঁহার চিত্তের মলিনতা বিদূরিত হয়
না ; সুতরাং সে অবস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠালাভের কোনই সম্ভাবনা থাকে না । আর
সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কৰ্ম্মাধিকার-বিরহিত হওয়ায়, ভবিষ্যতে জ্ঞানলাভেরও
কোনই আশা থাকে না । সুতরাং তিনি কৰ্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয়-পরিভ্রষ্ট হইয়া
সঙ্কট-সঙ্কুল বিষম দশায় সংস্থাপিত হন । যিনি কৰ্ম্মযোগের সুবিহিত পদ্ধতি

অবলম্বন করিয়া নিঃশ্রেয়স লাভের প্রয়াস করেন, তিনি কৰ্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধি অৰ্জন করিয়া, শ্রবণ-মননাদি সহকারে, সৰ্বকৰ্ম্মভ্যাগী সন্ন্যাসী হন এবং সৰ্ব-প্রকার প্রতিবন্ধক-পরিশূণ্য হইয়া, অনতিকালমধ্যে সত্যজ্ঞানাদি লক্ষণাত্মক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন । শ্রুতি বলিয়াছেন, “ব্রহ্মাই সৰ্বশ্রেষ্ঠ ।” অতএব এই ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা পরমাত্মাই লক্ষিত হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেन्द्रিয়ঃ ।

সৰ্বভূতাত্মভূতাত্মা কুৰ্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

অর্থ ।—যোগযুক্তঃ (কৰ্ম্মযোগপরায়ণঃ) বিশুদ্ধাত্মা (নিৰ্ম্মলচিত্তঃ) বিজিতাত্মা (স্বায়ত্তশরীরঃ) জিতেन्द्रিয়ঃ সৰ্ব-ভূত-আত্ম-ভূত-আত্মা (সৰ্বত্র সমদর্শী) কুৰ্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—কৰ্ম্মযোগী, শুদ্ধাস্তঃকরণ, বশীভূত-দেহ, ইन्द्रিয়জয়ী, সমাগ্দর্শী কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলেও লিপ্ত হন না ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে কৰ্ম্মযোগ-পরায়ণ ব্যক্তির চিত্ত নিৰ্ম্মল হইয়াছে, যাঁহার দেহ সৰ্বতোভাবে বশীভূত হইয়াছে, যাঁহার ইन्द्रিয়সমূহ নিগ্ৰহীত হইয়াছে এবং সৰ্বভূতে যাঁহার আত্মদৃষ্টি হইয়াছে, তিনি কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না ॥ ৭ ॥

• শঙ্করাচার্য্য ।—যদা পুনরয়ং সমাগ্দর্শনপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন যোগেতি । যোগেন যুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিশুদ্ধচিত্তো বিজিতাত্মা বিজিতদেহো জিতেन्द्रিয়শ্চ সৰ্বভূতাত্মা সৰ্বেষাং ব্রহ্মাদীনাং শুভপথস্তানাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা প্রত্যেক চেতনো যন্ত স সৰ্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা সমাগ্দর্শীত্যর্থঃ, স তত্বেব বর্তমানো লোকসংগ্রহায় কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে যোগযুক্তো ন কৰ্ম্মভিৰ্বধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি ।—নহু পারিব্রাজ্যঃ পরিগৃহ্য শ্রবণাদিসাধনমসক্লদুত্তীৰ্ত্ততো লঙ্ক-সমাগ্‌বোধস্তাপি যথাপূৰ্ব্বং কৰ্ম্মাণ্যুপলভ্যন্তে তানি চ বদ্ধহেতুনি ভবিষ্যন্তীত্যশঙ্ক্য প্রোক্তান্তরমবতারয়তি যদা পুনরিতি । সমাগ্দর্শনপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন যদা পুনরয়ং পুরুষো যোগযুক্তাদিবিশেষণঃ সমাগ্দর্শী সম্পদ্যতে তদা প্রাতিভাসিকীঃ প্রবৃত্তিমহুহতা কুৰ্ব্বন্নপি ন লিপ্যত ইতি যোজনা, যোগেন নির্ভানৈরিত্তিককৰ্ম্মানুষ্ঠানেনেতি ধাবৎ ।

আমো নিত্যভূতানবতো রজস্তমোমলাত্যামকলুষিতঃ সখঃ শুধ্যভীত্যাহ বিগুহ্বতি ।
বুদ্ধিগুহ্বো কার্যকরণসংঘাতস্তাপি স্বাধীনত্বং ভবভীত্যাহ বিজিতেনি । তস্ত যথোক্ত-
বিশেষণবতো জ্ঞানতে সমাগদর্শিত্বমিত্যাহ সর্বভূতেতি । সমাগদর্শনস্তর্হি কৰ্ম্মাভূতানাং কুত্র ত্যাং
তদভূতানে বা কুতো বদ্ধবিশ্লেষসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ স তজ্জৈতি । সমাগদর্শনং সপ্তমার্থঃ ॥ ৭ ॥

রামানুজ ।—যোগযুক্ত ইতি । কৰ্ম্মযোগযুক্তস্ত শাস্ত্রীরপরমপুরুষারাদনরূপে বিগুহ্ব
কৰ্ম্মণি বর্তমানস্তেন বিগুহ্বমনা বিজিতাত্মা স্বাভাস্তে কৰ্ম্মণি ব্যাপ্তমনস্তেন স্তথেন
বিজিতমনাস্তত এব বিজিতেজ্জিন্নচাকৰ্ত্তৃত্বানো যাথাশ্রায়ানুসন্ধাননিষ্ঠতয়া সর্বভূতাত্মভূতাত্মা
সৰ্বেষাং দেবাদিভূতানামাত্মভূত আত্মা বস্তাসৌ সর্বভূতাত্মভূতাত্মা আত্মযাথাশ্রায়ানুসন্-
ধানস্ত হি দেবাদীনাম্ স্বস্ত চৈক্যকারত্বাদেবাদিভেদানাং প্রকৃতিপরিণামবিশেষরূপ-
তয়াত্মাকারত্বাসম্ভবাৎ প্রকৃতিবিযুক্তঃ সৰ্বত্র দেবাদিদেহেষু জ্ঞানৈক্যকারতয়া সমানাকার
ইতি নির্দোষঃ হি সমঃ ব্রহ্মেতানন্তরং বক্ষ্যতে স এবভূতঃ কৰ্ম্মকুৰ্ম্মপনানাত্মাত্মা-
ত্মাভিমানেন ন লিপ্যতে সদ্ধধ্যতে অতো ন চিরেণোজ্ঞানমাপ্নোভীত্যর্থঃ, যতঃ সৌকৰ্ণ্যং
শ্রৈষ্ঠ্যাচ্চ কৰ্ম্মযোগ এব শ্রেয়ান্ ॥ ৭ ॥

হনুমান্ ।—যোগযুক্ত ইতি । অতো যোগযুক্তো বিগুহ্বাত্মা প্রাপ্তসবগুহ্বিঃ
বিজিতাত্মা রাগদ্বেষাত্মানাক্রম্যমাণো জিতেজ্জিন্নঃ সর্বভূতাত্মভূতাত্মা সৰ্বেষু ভূতেষ্টৈক্যকঃ
তদর্শী কৰ্ম্মণি কুৰ্ম্মত্বাপি তৎকলৈর্ন লিপ্যতে ন সদ্ধধ্যতে ॥ ৭ ॥

শ্রীধর ।—কৰ্ম্মযোগাদিক্রমেণ ব্রহ্মাধিগমে সত্যপি তদুপরিতনেন কৰ্ম্মণা বদ্ধঃ
স্তাদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ যোগযুক্ত ইতি । যোগেন যুক্তঃ অতএব বিগুহ্ব আত্মা চিত্তং বস্ত,
অতএব বিজিত আত্মা শরীরং যেন, অতএব বিজিতানীজ্জিন্নাণি যেন, ততশ্চ সৰ্বেষাং ভূতা-
নামাত্মভূত আত্মা বস্ত স লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কৰ্ম্ম কুৰ্ম্মপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

বলদেব ।—ঈদৃশো মুমুক্শুঃ সৰ্বেষাং শ্রেয়ানিত্যাহ যোগেতি । যোগে নিকারে
কৰ্ম্মণি যুক্তো নিরতঃ, অতএব বিগুহ্বাত্মা নির্মলবুদ্ধিঃ, অতএব বিজিতাত্মা বশীকৃত-
মনাঃ, অতএব জিতেজ্জিন্নঃ শব্দাদিবিষয়রাগশূন্যঃ, অতএব সৰ্বেষাং ভূতানাং জীবা-
নামাত্মভূতঃ, প্রেমাস্পদতাং গত আত্মা দেহো বস্ত সঃ । ন চাত্র পার্শ্বসারথিনা
সূৰ্ব্বান্বৈক্যমভিমতং ন দেবাহমিত্যাদিনা সৰ্ব্বান্বনাং মিথো ভেদস্ত তেনাভিধানাং ।
তদাদিনাণি বিজ্ঞাজ্ঞাতেষু বক্তৃমশক্যত্বাচ্চ । এবভূতঃ কুৰ্ম্মপি বিবিজাত্মানুসন্ধানা-
নাত্মাত্মাভিমানেন ন লিপ্যতে অচিরেণোজ্ঞানমধিগচ্ছতি । অতঃ কৰ্ম্মযোগঃ শ্রেয়ান্ ॥ ৭ ॥

মধুসূদন ।—নহু কৰ্ম্মণো বদ্ধহেতুত্বাৎ যোগযুক্তো যুনিব্রহ্মাধিগচ্ছতীত্যনুপপন্ন-
মিত্যভ্যাহ যোগযুক্ত ইতি । ভগবদর্শনকলাতিসন্ধিরাহিত্যাদিগুণযুক্তং শাস্ত্রীরং কৰ্ম্মযোগ
ইত্যুচ্যতে তেন যোগেন যুক্তঃ পুরুষঃ প্রথমং বিগুহ্বাত্মা বিগুহ্বো রজস্তমোমলকলুষিত
আত্মাত্ত্বঃকরণরূপং সখঃ বস্ত সঃ, তথা নির্মলাস্তঃকরণঃ সন্ বিজিতাত্মা স্ববশীকৃতদেহঃ
ততো জিতেজ্জিন্নঃ স্ববশীকৃতসৰ্ব্ববাহেজ্জিন্নঃ, এতেন মনুজ্জিন্নগী কথিতঃ, বাপুয়তোহখ-

মনোদগুঃ কারদগুভৈব চ । যন্তেতে নিরতা দগুঃ স ত্রিদগীতি কথ্যতে ॥” ইতি
বাগিতি বাহেত্রিরোগলকণঃ এতাদৃশস্ত তত্ত্বজ্ঞানমবশ্যস্তবীত্যাহ সৰ্বভূতান্নভূতান্না
সৰ্বভূত আন্বভূতশ্চান্না স্বরূপং যন্ত স তথা, জড়াজড়ান্নাকং সৰ্বমান্নমাং পশ্চন্নিত্যর্থঃ ।
সৰ্বেবাং ভূতানামান্নভূত আন্বা যন্তেতি ব্যাখ্যানে তু সৰ্বভূতান্নেত্যেত্যাবতৈবার্থলা-
ভান্নান্নভূতেত্যধিকং ত্রাং সৰ্বান্নপদয়োৰ্জড়াজড়পদয়োৰ্ভেদে তু সমঙ্গসম্, এতাদৃশঃ পরমার্থদর্শী
কুর্কন্নপি কৰ্ম্মাণি পরদৃষ্ট্যা ন লিপাতে তৈঃ কৰ্ম্মভিঃ স্বদৃষ্ট্যা তদভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—যোগেতি । যোগেন নির্জিকল্পসমাধিনা যুক্তো যোগযুক্তঃ অতএব
‘বিশুদ্ধান্না’ বৃত্তিসাক্ষ্যপ্যদোষণে হীনঃ আন্বা প্রত্যক্চেতনো যন্ত নির্জিকল্পাবস্থায়ঃ কেবল
এব চেতনোহস্তি নান্তদেত্যুক্তম্, “তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানং, বৃত্তিসাক্ষ্যামিতরজ্জ” ইতি, তদা
বৃত্ত্যভাবে ইতরজ্জ বৃত্তিকালে ইতি সৌত্রপদদ্ব্যর্থঃ । অত্র হেতুঃ যতোহয়ং বিজিতান্না
বিজিতচিত্তো জিতেন্দ্রিয়শ্চ, এবং শুদ্ধঃ সম্পদার্থ উক্তঃ, তন্ত তৎপদার্থভেদমাহ সৰ্বভূতান্ন-
ভূতান্নেতি । সৰ্বেবাং ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তত্ত্বপর্যায়ানাং বিয়দাদীনাঞ্চ চেতনচেতনানাং
আন্বভূতঃ উপাদানভেদে স্বরূপভূতঃ কনকমিব কুণ্ডলাদীনাং স্বরূপভূতঃ কারণানন্তত্বাৎ
কার্য্যন্ত, সৰ্বভূতান্নভূতঃ আন্বা প্রত্যক্চেতনোযন্ত স সৰ্বভূতান্নভূতান্না । যন্তু সৰ্বেবাং
ভূতানাং আন্বভূত আন্বা যন্তেতি ভাষ্যে সৰ্বভূতান্নেত্যেত্যাবতৈবার্থলাভান্নান্নভূত ইত্যধিক-
মিতি দৃষিতং, স্বয়ং সৰ্বভূত আন্বভূতশ্চাসৌ আন্বা যন্তেতি বিগ্রহো দর্শিতঃ, তত্র
সঙ্কোচে কারণাভাবাৎ সৰ্বপদেনৈব চিহ্নড়য়োগ্রহে পরস্তাপি আন্বভূতেত্যধিকমেব,
সৰ্বভূতঃ চেতনচেতনপ্রপঞ্চভূত আন্বা যন্তেতি তজ্জাপীঠার্থলাভাৎ সৰ্বঞ্চ আন্বানশ্চ
তত্ত্বত আন্বা যন্তেতি বিগৃহ সৰ্বান্নভূতান্নেত্যেত্যাবতৈব সিদ্ধে প্রথমভূতপদস্ত বৈয়র্থ্যক,
ভাষ্যমতে ব্রহ্মাদীনাং প্রত্যগ্ভূত আন্বা যন্তেতি শ্রুতৌব জীবেশাভেদ উচ্যতে, পরন্তু তু
উপাদানফলিভেন জড়সাধারণেন জীবন্ত ব্রহ্মাভেদোগম্যত ইতি বিজিতবিনয়ঃ ক্ষন্তব্যঃ,
যতোহয়ং সৰ্বেবাং প্রত্যগান্নাতোহহমিব সোহপি কুর্কন্নপি ন লিপাতে অসঙ্গান্নজ্ঞানাৎ
কৰ্ম্মাদেৰ্কাষিতত্বাচ্চ ব্যাখ্যানে তৎপ্রতীতাযপি উৎপাতদংষ্ট্রোরগবদবাধকত্বাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—কুতেনাপি কৰ্ম্মণা জ্ঞানিনস্তন্ত ন লেপ ইত্যাহ যোগেতি । যোগযুক্তো
জানী ত্রিবিধঃ; বিশুদ্ধান্না বিজিতবুদ্ধিরেকঃ, বিজিতান্না বিশুদ্ধচিত্তঃ দ্বিতীয়ঃ,
জিতেন্দ্রিয়তৃতীয়ঃ । ইতি পূৰ্ব্বপূৰ্বেবাং সাধনতারতম্যাহ্বৎকৰ্ষঃ । এতাদৃশে গৃহণে তু
সৰ্কেহপি জীবা অম্বরজ্যাতীত্যাহ, সৰ্কেষামপি ভূতানাং আন্বভূতঃ প্রেমান্দীভূত
আন্বা দেহো যন্ত সঃ ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—কৰ্ম্ম বন্ধনের হেতুভূত ; অতএব কৰ্ম্মপরায়াণ মুনি ব্রহ্মলাভ
করেন, একথা সহসা অসঙ্গত বলিয়াই মনে হইতে পারে । এই আশঙ্কা নির-
সনার্থ এই শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে । ‘ভগবদর্পণবুদ্ধি সহকারে, নিকাম-

ভাবে ও শাস্ত্রবিহিত প্রণালী-ক্রমে অনুষ্ঠিত কৰ্মই কৰ্মযোগ । তাদৃশ কৰ্ম-
যোগ-পরায়ণ হইলে প্রথমেই চিন্তাশুদ্ধি হয়, অর্থাৎ অন্তঃকরণ রজঃ ও তমো-
গুণ বর্জিত হইয়া কেবল সাত্বিক-গুণ-পূর্ণ হইয়া থাকে । সেইরূপ নির্মলচিত্ত
হইলে শরীর সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন হয় ; দেহ বশীভূত হইলে বাহ্যেস্ত্রিয় সমূহ
নিগৃহীত হইয়া বিষয়-বিমুক্ত হয় । এইরূপ ব্যক্তিকে ভগবান্ মনু ত্রিদশী
শব্দে অভিহিত করিয়াছেন । এতাদৃশ ব্যক্তির নিশ্চয়ই তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্তি
ঘটিয়া থাকে । আত্মকান্ত্যপর্য্যন্ত জড় বা অজড় যাবতীয় পদার্থকে তিনি
আত্ম-স্বরূপে পরিদর্শন করেন । এইরূপ পরমার্থদর্শী পুরুষ কৰ্ম্মানুষ্ঠান
করিলেও, তাহাতে কখনই লিপ্ত হন না । তিনি স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া
কোন কৰ্ম্মই সম্পাদন করেন না ; তাঁহার কৰ্ম্ম কেবল লোক-সংগ্রহার্থ
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । অতএব তাদৃশ ব্যক্তিকে কৰ্ম্ম দ্বারা কখনই বদ্ধ
হইতে হয় না ॥ . ॥

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তদ্বিৎ ।

পশ্যন্ শৃণুন্ স্পৃশন্ জিহ্মশ্নগ্গন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ নিম্নিমিষন্পি ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

অর্থঃ ।—যুক্তঃ (কৰ্ম্মযোগেন সমাহিতঃ) তদ্বিৎ (সম্যগ্জ্ঞানী)
পশ্যন্ শৃণুন্ জিহ্মন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্
উন্মিষন্ নিমিষন্ (দর্শনশ্রবণাদীনি ইন্দ্রিয় প্রাণাদিকৰ্ম্মাণি কুৰ্বন্) অপি
ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্তে ইতি ধারয়ন্ (নিশ্চিন্ত) [অহং]
ন কিঞ্চিৎ এব করোমি ইতি মন্যেত (মন্যেত) ॥ ৮ । ৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—সমাহিত জ্ঞানী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ভোজন, গমন,
নিক্রা, শ্বাস, ভাষণ, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মিষণ ও নিমিষণ করিয়াও ইন্দ্রিয়
সমূহ ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে বিনিযুক্ত আছে ইহা স্থির করিয়া কিছু-ই করি
না, ইহা মনে করেন ॥ ৮ । ৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, দর্শন, শ্রবণ, গন্ধগ্রহণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাসপ্রশ্বাস, বচন, বিসর্জন, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ এই সকল কার্যো বিনিযুক্ত থাকিলেও, কখনই তাহাতে লিপ্ত হন না ; কারণ, তিনি স্থনিশ্চিতরূপে জ্ঞাত আছেন যে, ইন্দ্রিয়সমূহই স্ব স্ব বিষয়-ব্যাপারে বিনিযুক্ত রহিয়াছে, তিনি তাহাতে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত ॥ ৮ । ৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—ন চাসৌ পরমার্থতঃ করোতীত্যতঃ ক্বিঞ্চিৎ করোমীতি । যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ মন্ত্রেত চিন্তয়েত তত্ত্ববিদ্যাত্মনো যথাশ্রাং তৎৎ বেদ্যীতি তত্ত্ববিৎ পরমার্থ-দর্শীত্যর্থঃ । কদা কণং বা তত্ত্বমবধারণন্ মন্ত্রেতেত্যাচ্যতে পশুন্নতি । মন্ত্রেতেতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । যন্তৈবং তত্ত্ববিদঃ সর্বকর্মাকরণচেষ্টাস্থ কর্মস্থ একত্বৈব পশুতঃ সম্যগ্‌দর্শিনস্তত্ত্ব সর্বকর্মসম্মাস এবাদিকারঃ কর্মণোহভাবদর্শনাৎ ন হি যুগত্বিকার্য্য-মুদকবুদ্ধ্যা পানায় প্রবৃত্ত উদকভাবজ্ঞানেহপি তজ্জৈব পানপ্রয়োজনায় প্রবর্ততে ॥ ৮ । ৯ ॥

আনন্দগিরি ।—কর্মাণ্যঙ্গীকৃত্য তৈরস্ত বিহ্বো বন্ধো নাস্তীত্যুক্তমিদানীং বস্ত্ততস্তত্ত্ব কর্মাণ্যেব ন সম্ভীত্যাহ ন চেতি । লোকদৃষ্ট্যা বিহ্বোহপি কর্ম্মাণি সম্ভীত্যাশঙ্ক্য স্বদৃষ্ট্যা তদভাবমভিপ্রেত্যাহ নৈবেতি সাক্ষিম্ । সমনস্তরলোকমাকাজ্ঞাপূর্ব্বকমুখাপন্নতি কদেত্যো-
 দিনা । চক্ষুরাদিজ্ঞানেস্ত্রিরেকাগাদিকর্মেস্ত্রিরৈঃ প্রাণাদিবাযুতেদৈরন্তঃকরণচতুষ্টয়েন চ তত্ত্বচেষ্টানির্কর্ত্তনাবহারাং তত্ত্বমর্থেষু সর্বা প্রবৃত্তিরিচ্ছিন্নাণামেবেত্যুসন্দধানো নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি বিদ্বান্ প্রতিপদ্যতে ইত্যর্থঃ । যথোক্তস্ত বিহ্বো বিধাতাবেহপি বিভাসামর্থ্যাৎ প্রতিপত্তিকর্ম্মভূতং কর্ম্মসম্মাসং ফলাস্বকমভিলপলি যন্তেতি । অজ্ঞস্তেব বিহ্বোহপি কর্ম্মস্থ প্রবৃত্তিসম্ভবাৎ কুতঃ সম্মাসেসহধিকারঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি ॥ ৮ । ৯ ॥

রামানুজ ।—অতস্তদপেক্ষিতং শূণ্ নৈবেতি । এবমাস্ততত্ত্ববিৎ প্রোক্তাদীনি জ্ঞানেস্ত্রি-
 াণি, বাগাদীনি কর্ম্মেস্ত্রিমাণি, প্রাণাশ্চ অবিসয়েষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্নুসন্দধানো নাহং কিঞ্চিৎ করোমীতি মন্ত্রেত, জ্ঞানৈককর্ত্তব্যস্ত মম কর্ম্মমূলেস্ত্রিপ্রাণসম্বন্ধকৃতদীদৃশং কর্ত্ত্বং ন স্বরূপপ্রযুক্তমিতি মন্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ । ৯ ॥

হনুমান্ ।—নৈবেতি । যত এবমতঃ আত্মনোহকর্ত্ত্ব্যম্ভবৈ কিঞ্চিদহং করোমীতি মন্ত্রেত, তদর্শনাদিষু কর্ত্ত্ব্যস্তাবিদ্যাভঃ । প্রতিভাসে সত্যপি পশুন্ রূপমালোচয়ন্, শৃণ্ শব্দং শৃণ্, জিহ্বন্ গন্ধাঙ্গুপাদদানঃ, অঙ্গন্ ওদনান্ ভুজানঃ, গচ্ছন্ পত্যাং বিহরন্, স্বপন্ শয়ানঃ, শ্বসন্ শ্বাসং বিস্থজয়ন্, তথা প্রলপন্ প্রভাষমাণঃ, বিস্থজন্ যুক্তপূরীষে বিস্থজন্, গৃহ্ণন্ হস্তেনোপাদদানঃ, উদ্বিষন্ নিমিষন্ উদ্বীলয়ন্, নিবীলয়ন্, ইচ্ছিন্নাণি চক্ষুরাদীনি ইচ্ছিন্নার্থেষু বিষয়ান্তিমুখং বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ ধন্তমানো নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি

যুক্তো মন্ত্রেত তৎস্ববিদিতি পূৰ্বেণ সৰ্বকঃ। তত্ৰৈবং তৎস্ববিদঃ সৰ্বকৰ্ম্যাকারণচেষ্টাঃ কৰ্ম্মজ্ঞ
অকৰ্ম্মৈব সম্প্রস্তুতঃ সম্যগশিনঃ সৰ্বকৰ্ম্মসম্যাস এবাধিকারন্ততৎকৰ্ম্মণোহভাবদৰ্শনাৎ। ন
হি ভুগত্ৰিকিয়ারায়দকবুদ্ধ্যা পানায় লোকঃ প্রবৃত্তঃ উদকাতাবজ্ঞানেহপি তত্রৈব পানপ্রয়ো-
জনায় অবৰ্ত্ততে ॥ ৮। ২ ॥

ত্ৰিধয় ।—কৰ্ম্ম কুৰ্ম্ময়পি ন লিপ্যতে ইত্যোতদ্বিকল্পমিত্যাশঙ্ক্য কৰ্ত্তৃত্বাভিমানাতাবাগ্বে-
ত্যাহ নৈবেতি স্বাভ্যাম্। কৰ্ম্মবোগেন যুক্তঃ ক্রমেণ তৎস্ববিদুহা দৰ্শনশ্রবণাদৌনি কুৰ্ম্ময়গীজি-
য়াগীজিয়াৰ্থেযু বৰ্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিনয়ন্ কিঞ্চিদপাহং ন করোমীতি মন্ততে।
তত্র দৰ্শনশ্রবণস্পৰ্শনভ্রাণাশনানি চক্ষুরাদিজ্ঞানেস্ত্রিয়ব্যাপারাঃ, গতিঃ পাদয়োঃ, বাপো
বুদ্ধেঃ, শ্বাসঃ শ্রাণস্ত, শ্রলপনং বাগিজিয়ন্ত, বিসৰ্গঃ পায়ুপহরোঃ গ্রহণং হস্তয়োঃ,
উন্মেষনিমেষণে কুৰ্ম্মাধাশ্রাণস্তেতি বিবেকঃ, এতানি সৰ্ম্মাণি কুৰ্ম্ময়পি অনভিমানাৎ
ব্রহ্মবিৎ ন লিপ্যতে, তথাচ পারমৰ্থং যত্র “তদধিগমে উত্তরপূৰ্ণাত্তয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপ-
দেশাৎ” ইতি ॥ ৮। ২ ॥

বলদেব ।—শুদ্ধত্বান্ননোহবিষ্ঠানাদিপক্ষাপেক্ষিতকৰ্ম্মকৰ্ত্তৃত্বং নাস্তীতি উপদিশতি
নৈবেতি। যুক্তো নিকামকৰ্ম্মী প্রাধানিকদেহেস্ত্রিয়াদিসংসর্গাকৰ্ম্মনাদৌনি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ম্ময়পি
তৎস্ববিৎ বিবিজ্ঞমাত্তত্বমজ্ঞত্ববন্ ইজিয়াৰ্থেযু রূপাদিযু ইজিয়াণি চক্ষুরাদৌনি মদ্যাসনাত্মগুণ-
পরমাত্মপ্রেরিতানি বৰ্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ নিশ্চিনয়ন্তঃ কিঞ্চিদপি ন করোমীতি মন্ততে।
পশুন্ শৃণুন্ স্পৃশুন্ জিহ্বয়ন্ত ইতি। চক্ষুঃশ্রোত্রাশ্রগুণাশ্রয়সনানাং জ্ঞানেস্ত্রিয়াণাং দৰ্শনশ্রবণ-
স্পৰ্শনভ্রাণাশনাদি ব্যাপারাঃ; গচ্ছন্ শ্রলপন্ বিষজন্ গৃহ্ণন্ ইতি গমনাদয়ঃ কৰ্ম্মেস্ত্রিয়-
ব্যাপারাঃ; তত্র গমনং পাদয়োঃ, শ্রলপো বাচঃ, বিসর্গানন্দঃ পায়ুপহরোঃ, গ্রহণং হস্তয়োঃ
ইতি বোধাম্। স্বপন্নতি শ্রাণাদৌনাম্, উন্মেষনিমেষনতি নাগাদৌনাং শ্রাণভেদানাম্,
অপস্রিত্যন্তঃকরণানামিতার্থঃ, ক্রমাছাধোয়ম্। বিজ্ঞানহুৎকরসস্ত মমানাদিবাসনাহেতুক-
প্রাধানিকদেহাদিসম্বন্ধনির্মিতং তদৌদৃশকৰ্ম্মকৰ্ত্তৃত্বম্। ন তু স্বরূপৈকনির্মিতমিতি মন্তত
ইত্যর্থঃ। ন চ স্বরূপপ্রযুক্তমাত্মনঃ কৰ্ত্তৃত্বং কিঞ্চিদপি নাস্তীতি শক্যমতিধাতুং নির্দ্ধারণে
মননে চ তত্ত্বাভিধানাৎ। তত্ৰক্ত জ্ঞানমেব তচ্চাত্মনো নিত্যং “ন হি বিজ্ঞাতুবিজ্ঞাতেবি-
পরিণোপো বিদ্যতে” ইতি ঋতেঃ। তৎসিদ্ধন্ত হরিণা ধৰ্ম্মভূতেন জ্ঞানেন চেত্যাহঃ ॥ ৮। ২ ॥

মধুসূদন ।—এতদেব বিরূপোতি নৈবেতি স্বাভ্যাম্। চক্ষুরাদিজ্ঞানেস্ত্রিয়ৈঃ বাগাদি
কৰ্ম্মেস্ত্রিয়ৈঃ, শ্রাণাদিবাস্তুভেদৈরন্তঃকরণচতুর্ভয়েন চ তত্ৰচেষ্টাঃ ক্রিয়মাণাঃ ইজিয়াণি
ইজিয়াদৌন্তেব ইজিয়াৰ্থেযু অস্ববিধয়েযু বৰ্ত্তন্তে প্রবৰ্ত্তন্তে নব্বহমিতি ধারয়ন্ অবধারণন্
নৈব কিঞ্চিং করোমীতি মন্ততে মন্ততে, তৎস্ববিৎ পরমার্থদৰ্শী যুক্তঃ সমাহিতচিত্তঃ। অথবা
আদৌ যুক্তঃ কৰ্ম্মবোগেন তৎস্ববিৎ পশ্চাদন্তঃকরণশুদ্ধিকারেণ তৎস্ববিদুহা নৈব কিঞ্চিং
করোমীতি মন্ততে ইতি সৰ্বকঃ। তত্র দৰ্শনশ্রবণস্পৰ্শনভ্রাণাশনানি চক্ষুঃশ্রোত্রাশ্রগুণাশ্রয়সনানাং
পক্ষজ্ঞানেস্ত্রিয়াণাং ব্যাপারাঃ, পশুন্ শৃণুন্ স্পৃশুন্ জিহ্বয়ন্ত অনন্ ইত্যুক্তাঃ, গতিঃ পাদয়োঃ,

প্রলাপো বাচঃ, বিসর্গঃ পাদুপস্থরোঃ, গ্রহণং হস্তয়োঃ, পঞ্চকর্ষেজ্জিহ্বাণাং ব্যাপাৱাঃ, গচ্ছন্ প্রলপন্ বিন্শদন্ গৃহ্নন্নিভূতাঃ, স্বস্নিতি প্রাণাদিপঞ্চকস্ত চ ব্যাপারোপলক্ষণম্, উন্নিবন্নিমিষন্নিতি নাগকূর্মাদিপঞ্চকস্ত চ, অপস্নিত্যন্তঃকরণচতুষ্টয়স্ত, অর্থক্রমবশাৎ পাঠক্রমং ভঙ্কু। ব্যাখ্যাতোহয়ং শ্লোকঃ। যস্মাৎ সর্বব্যাপারেষপ যাত্ননোহকর্তৃষমেব পশ্চতি, ততঃ “কূর্সন্নপি ন লিপ্যতে” ইতি যুক্তমেবোক্তমিতি ভাবঃ ॥ ৮। ৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—“ন লিপ্যতে” ইত্যেতদুপপাদয়তি নৈবেতি দ্বাভ্যাম্। তদ্বিৎ অহং নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি মন্তেত মন্ততে। তত্র হেতুঃ ইজ্জিহ্বাগি, উপলক্ষণবিদং প্রাণাদেয়পি, ইজ্জিহ্বাদয়ঃ ইজ্জিহ্বার্থেষু বেষু বিষয়েষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ নিশ্চিঘ্ন ন তু অহং বিষয়েষু বর্তে ইতি মন্ততে। (ধারয়ন্নিতি হেতৌ শত্ৰুপ্রভায়ঃ) অত্র দর্শনাদয়ঃ পঞ্চ জ্ঞানেজ্জিহ্বাণাং ব্যাপাৱাঃ, গমনবিসর্গপ্রলপনগ্রহণানি কর্ষেজ্জিহ্বাণাং, তানি চ আনন্দস্ত উপলক্ষণানি। স্বস্নিতি প্রাণস্ত, অপস্নিতি বুদ্ধেঃ, উন্নিবণনিমেষণে কূর্মাখ্যপ্রাণস্তেতি বিভাগঃ। ক্রমস্থ-বিবক্ষিতঃ, এতানি কূর্সন্নপ্যতিমানাতাবায় লিপ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৮। ৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—যেন কৰ্ম্মণা লেপস্তং প্রকারঃ ‘শিকয়তি নৈবেতি। যুক্তঃ কৰ্ম্ম-যোগী দৰ্শনাদীনি কূর্সন্নপি ইজ্জিহ্বাগীজ্জিহ্বার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধা নিশ্চিঘ্ন নিরতি-মানঃ কিঞ্চিদপ্যহং নৈব করোমীতি মন্ততে ॥ ৮। ৯ ॥

তাৎপর্য ।—পূর্ববল্লোকোক্ত বিষয় এই শ্লোকে আরও বিশদীকৃত হই-
তেছে। বস্তুতঃ ত্রক্ষনিষ্ঠ ব্যক্তি সহস্র কৰ্ম্ম সম্পাদন করিলেও, পরমার্থতঃ
কোন কৰ্ম্মই করেন না; ইহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। কৰ্ম্মযোগ দ্বারা
যিনি সমাহিত হইয়াছেন এবং আত্মযাখাত্ম্য পরিজ্ঞান হেতু যিনি পরমার্থদর্শী
হইয়াছেন, অথবা যিনি প্রথমে সমাহিতচিত্ত হইয়া, পরে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি-
জনিত পরমার্থদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তি চক্ষুরাদি জ্ঞানেজ্জিহ্ব
(৬১২ পৃ: টি: দ্র:), বাগাদিকর্ষেজ্জিহ্ব, প্রাণাদি বায়ু (২৩ পৃ: টি: দ্র:),
এবং মন প্রভৃতি অন্তরেজ্জিহ্ব সমূহের অনুষ্ঠীয়মান কৰ্ম্ম-সমূহ স্বয়ং সম্পন্ন করি-
তেছি বলিয়া কখনই মনে করেন না। ইজ্জিহ্বসমূহই স্ব স্ব বিষয়-ব্যাপারে
প্রবর্তিত থাকিয়া স্ব স্ব কৰ্ম্ম সম্পাদন করে এবং সে কার্যের সহিত তাঁহার
কোনই সম্পর্ক নাই, ইহাই স্থির বিশ্বাস করিয়া, তিনি উদাসীন থাকেন। এই
শ্লোকে যে যে কৰ্ম্মের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার কোনটি কাহার কার্য্য তাহা
প্রদর্শিত হইতেছে। চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, নাসার শ্রাব, হৃকের স্পর্শ,
রসনার স্বাদগ্রহণ, পদের গমন, বুদ্ধির নিজ্রা, প্রাণবায়ুর শ্বাস, বাগেজ্জিহ্বের
বচন, পায়ু ও উপস্থের ত্যাগ, হস্তের গ্রহণ, নাগকূর্মাদির বায়ুর উন্নিবণ ও
নিমেষণ। এই সকল কার্য্যের কোনটিতেই ত্রক্ষবিৎ ব্যক্তির আমি করিতেছি,

এরূপ অভিমান নাই ; এই জগত্‌ই কোন কৰ্ম্ম তাঁহাকে বন্ধ করিতে পারে না । ব্রহ্মসূত্রেও কথিত হইয়াছে, “ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সকল কৰ্ম্মেরই ক্ষয় হয় ।” (ব্রহ্মসূত্র ৪অ, ২ম পাদ, ১৩ সূত্র) । কৰ্ম্ম বিষয়ে তাঁহার কোনই পিপাসা নাই, সুতরাং তাঁহার কৰ্ম্মরূপ যুগতৃফিকার অভিমুখে, বাসনারূপ জল-ভ্রমের বশবর্তী হইয়া, প্রধাবিত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কৰোতি যঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তমা ॥ ১০ ॥

অর্থ ।—যঃ ব্রহ্মাণি (ভগবতি) আধায় (সমর্প্য) সঙ্গং (ফলাভি-
সন্ধিং) ত্যক্ত্বা কৰ্ম্মাণি কৰোতি সঃ আস্তমা (জলেন) পদ্মপত্রং ইব
পাপেন ন লিপ্যতে ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ ।—যিনি পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া ফলাভিলাষ ত্যাগ
করিয়া কৰ্ম্মসমূহ করেন তিনি জলদ্বারা পদ্মপত্রের ন্যায় পাপের দ্বারা
লিপ্ত হন না ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা ।—যিনি পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া ফল-কামনা-বিবর্জিত-
ভাবে যাবতীয় কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তিনি জলে পদ্মপত্রের ন্যায়
কখনই পাপ প্রলিপ্ত হন না ॥ ১০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যন্ত পুনরতঃসংবিৎ প্রবৃত্তস্ত কৰ্ম্মযোগে ব্রহ্মণীতি । ব্রহ্মণীশ্বরে
আধায় নিক্ৰিয়া তদর্থং কৰোমীতি ভূত্ব ইব স্বাম্যর্থং সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি মোক্ষেহপি কলে
সঙ্গং ত্যক্ত্বা কৰোতি যঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি লিপ্যতে ন স পাপেন সন্ধ্যাত্তে পদ্মপত্রমিবাস্ত-
মোদকেন ॥ ১০ ॥

আনন্দগিরি ।—তর্হি বিদ্যানিবাবিজ্ঞাননি কৰ্ম্মাণি ন প্রবর্ততে পাপোপহতি-
সম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বস্বতি । যথা ভূতাত্ত্বা স্বাম্যর্থং কৰ্ম্মাণি কৰোতি ন স্বকলমপেক্ষতে
তর্থেব যো বিদ্বান্ মোক্ষেহপি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ভগবদর্থমেব সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি কৰোতি ন
স্বকৰ্ম্মণা বধ্যতে, ন হি পদ্মপত্রমাস্তমা সন্ধ্যাত্তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

রামানুজ ।—ব্রহ্মণীতি । ব্রহ্মণশ্চেন প্রকৃতিরিহোচ্যতে, “মম যোনির্মহৎসু” ইতি
বাক্যতে, ইজ্রিরাণাং প্রকৃতিগরিপাশবিশেষরূপশ্চেনেজ্রিরাকারেণাবস্থিতায়াং প্রকৃতৌ “পদ্ম

পুণ্যং” ইত্যাদিনোক্তপ্রকারেণ কর্ম্মাণ্যাদায় কলসঙ্গং ত্যক্ত্বা নৈব কিঞ্চিং করোমীতি যঃ কর্ম্মাণি করোতি স প্রকৃতিসংশ্লিষ্টতয়া বর্তমানোহপি প্রকৃত্যাত্মাভিমানরূপেণ সম্বন্ধহেতুনা পাপেন ন লিপ্যতে, পদ্মপত্রমিবাস্তসা যথা পদ্মপত্রমন্তসা সংশ্লিষ্টমপি ন লিপ্যতে তথা ন লিপ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হনুমান্ ।—ব্রহ্মণীতি । যস্ত পুনস্তত্ববিৎ প্রবৃত্তশ্চ কর্ম্মযোগে ভবতি কর্ম্মাণি ব্রহ্মণি জৈশ্বরে আধায় তদর্থং করোমীতি ভূত্ব ইব স্বাম্যর্থং মোক্ষেহপি কলে সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ কর্ম্মাণি লিপ্যতে ন স পাপেন সম্বধ্যতে পদ্মপত্রমিবাস্তসা উদকেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধর ।—তর্হি যস্ত করোমীত্যভিমানোহস্তি তস্ত কর্ম্মলেপো দুর্কারঃ, তথা অবিশুদ্ধচিত্তত্বাৎ সন্ন্যাসোহপি নাস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মণীতি । ব্রহ্মণ্যাদায় পরমেশ্বরে সমর্প্য তৎকলে চ সঙ্গং ত্যক্ত্বা যঃ কর্ম্মাণি করোতি অসৌ পাপেন বদ্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্যাপাণ্যকেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে, যথা পদ্মপত্রমন্তসি স্থিতমপি তেনাস্তসা ন লিপ্যতে তদ্বৎ ॥ ১০ ॥

বলদেব ।—উক্তং বিশদয়ম্মাহ ব্রহ্মণীতি । ব্রহ্মশব্দেনাত্ম ত্রিগুণাবস্থং প্রধানমুক্তম্ । “তন্মাদেতদ্বৃদ্ধ নামরূপময়ঞ্চ জায়তে” ইতি শ্রবণাৎ “মম যোনির্মহদ্বৃদ্ধ” ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ । দেহেন্দ্রিয়াদীনি প্রধানপরিমাণামবিশেষাণি ভবন্তি তদ্রূপতয়া পরিণতে প্রধানেন দর্শনাদীনি কর্ম্মাণ্যাদায় তন্ত্বেবৈতানি ন তু তদ্বিবিক্তস্ত শুদ্ধস্ত ময়েতি নির্দ্বার্য্যোত্যর্থঃ । সঙ্গং তৎকলা-
ভিলাষং তৎকর্তৃত্বাভিনিবেশঞ্চ ত্যক্ত্বা যন্তানি করোতি স তাদৃগ্দেহাদিমন্তরা সন্নপি দেহাত্মাত্মাভিমানেন পাপেন ন লিপ্যতে, যথোপরিমিত্তিপ্তেনাস্তসা স্পৃষ্টমপি পদ্মপত্রং তদ্বৎ । ন চ “ময়ি সন্ন্যস্ত কর্ম্মাণি” ইতি পূর্ব্বস্মারত্যাৎকপি পরমাত্মনীতি ব্যাখ্যেয়ম্ । প্রাধানিকদেহাদিসংশ্লিষ্টৈব জীবস্ত দর্শনাদিকর্ম্মকর্তৃত্বং ন তু তদ্বিবিক্তস্তেত্যর্থস্ত প্রকৃতত্বাৎ ॥ ১০ ॥

মধুসূদন ।—তর্হ্যবিধান্ কর্তৃত্বাভিমানাৎ লিপ্যোতৈব তথাচ কথং তস্ত সন্ন্যাস-
পূর্ব্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠা স্তাদিতি তত্রাহ ব্রহ্মণীতি । ব্রহ্মণি পরমেশ্বরে আধায় সমর্প্য সঙ্গং কলাভি-
লাষং ত্যক্ত্বা জৈশ্বর্য্যং ভূত্ব ইব স্বাম্যর্থং স্বকলনিরপেক্ষতয়া করোমীত্যভিপ্রায়েণ কর্ম্মাণি লৌকিকানি বৈদিকানি চ করোতি যঃ লিপ্যতে ন স পাপেন পাপপুণ্যাত্মকেন কর্ম্মণেতি যাবৎ, যথা পদ্মপত্রমুপরি প্রক্টিপ্তেনাস্তসা ন লিপ্যতে, তদ্বৎভগবদর্পণবুদ্ধ্যা অমুষ্টিতং কর্ম্ম বুদ্ধি-
শুদ্ধিকলমেব স্তাৎ ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—ব্রহ্মণীতি । যতো বিধান্ অসঙ্গত্বাৎ কুর্করমপি ন লিপ্যতে তন্মাদ-
বিধানপি ব্রহ্মণি সর্কাস্তর্ঘ্যমিপি কর্ম্মাণি আধায় অয়মেব কারয়িতা ন হুং কর্ত্তেতি সমর্প্য
যঃ কর্ম্মাণি করোতি সঃ পাপেন ন লিপ্যতেহন্তসা পদ্মপত্রমিব ॥ ১০ ॥

বিষ্ণুনাথ ।—কিঞ্চ ব্রহ্মণীতি । ব্রহ্মণি পরমেশ্বরে ময়ি কর্ম্মাণি সমর্প্য সঙ্গং ত্যক্ত্বা
সাত্ত্বমানোহপি কর্ম্মাসক্তিং বিহার যঃ কর্ম্মাণি করোতি । পাপেনেতু্যপলক্ষণম্ । সোহপি
কর্ম্মমাত্রোপৈব ন লিপ্যতে ।

তাৎপর্য্য ।—কৰ্ম্মসমূহ আমি করিতেছি, বাহার হৃদয়ে এই অভিমান আছে, তাহার কৰ্ম্ম-লেপ দুর্নিবার্য্য ; কৰ্ম্মজনিত বিশুদ্ধচিত্ততার অভাবে তাহার সম্যাসও অসম্ভব । সুতরাং সে মহৎ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সংস্থাপিত হয় । এই জ্ঞানী শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পরমেশ্বরে সমস্ত কৰ্ম্মা-র্পণ করিয়া, কৰ্ম্মজনিত ফলকামনা হৃদয় হইতে বিসর্জন দিয়া, দাস যেমন প্রভুর কৰ্ম্ম নির্বাহিত করে এবং তজ্জ্ঞান ফলাফলের প্রত্যাশা করে না, তদ্রূপে ভগবানের নিমিত্ত লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করেন, তিনি পাপে প্রলিপ্ত হন না ; অর্থাৎ পাপ-পুণ্যাত্মক কোন কৰ্ম্মই তাঁহাকে স্পর্শ করে না । যেমন জলোপরি ভাসমান পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না, অথবা তাহাতে জল প্রক্ষেপ করিলেও তাহা নিলিপ্তভাবেই থাকে, তদ্রূপ ভগবদর্পণ বুদ্ধিসহকারে নিকামভাবে অনুর্ত্তিত কার্য্যসমূহ অনুর্ত্তাতাকে কখনই লিপ্ত করিতে পারে না ; সুতরাং তাদৃশ কৰ্ম্মানুর্ত্তান হেতু, হৃদিশুদ্ধিরূপ শুভ ফল ভিন্ন কখনই অশুভ ফল সমুৎপন্ন হয় না ॥ ১০ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।

যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুৰ্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

অর্থ্য ।—কায়েন (শরীরেণ) মনসা (অন্তঃকরণেণ) বুদ্ধ্যা কেবলৈঃ (মমত্ববর্জিতৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈ অপি যোগিনঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে (সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং) কৰ্ম্ম কুৰ্বন্তি ॥ ১১ ॥

প্রতিশব্দ ।—শরীর দ্বারা মনের দ্বারা বুদ্ধির দ্বারা অভিনিবেশবিহীন ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যোগিগণ ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কৰ্ম্মানুর্ত্তান করেন ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা ।—কৰ্ম্মযোগিগণ মমত্বভাব বর্জন করিয়া শরীর মন বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা, ফলকামনা বিবর্জিত ভাবে কেবল অন্তঃকরণ-শুদ্ধির নিমিত্ত কৰ্ম্মানুর্ত্তান করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কেবলঃ সত্ত্বশুদ্ধিমাভ্যসয়েব তন্ত্বেব কৰ্ম্মণঃ ত্যাং বদ্যাত্ কায়ে-

নেতি । কারেনে. দেহেন মনসা বুদ্ধ্যা চ কেবলৈরিত্তিরৈর্মমত্ববর্জিতৈরপি ঈশ্বরাত্মৈব
কৰ্ম করোমীতি ন কল্যেতি মমত্ববুদ্ধিশূন্তৈরিত্তিরৈরপি (কেবলশব্দঃ কারাদিত্তিরপি
প্রত্যেকং সম্বন্ধাতে) সৰ্বব্যাপারেষু মমতাবর্জনার যোগিনঃ কৰ্মিণঃ কৰ্ম কুৰ্বন্তি
সঙ্গং ত্যক্ত্৷ কলবিষয়মাত্মগুণে সত্ত্বগুণে ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

আনন্দগিরি ।—অবিদ্বত্ত্বাহি কুতেন কৰ্মণা কিং জ্ঞাদিত্যাশঙ্ক্যাহ কেবলমিতি ।
অজ্ঞানেন্দ্রিয়পৰ্ণবুদ্ধাহুষ্টিতঃ কৰ্ম বুদ্ধিগুণিকলমিত্যত্রৈব হেতুমাং বস্মাদিতি । কেবলশব্দ
প্রত্যেকসম্বন্ধে প্রয়োজনমাহ সৰ্বব্যাপারেষু ইতি ॥ ১১ ॥

রামানুজ ।—কারেনেতি । কায়মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়সাধ্যং কৰ্ম স্বর্গাদিকলসঙ্গং ত্যক্ত্৷
যোগিন আত্মবিগুণে কুৰ্বন্তি আত্মগতপ্রাচীনকৰ্মবন্ধনবিনাশায় কুৰ্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

হনুমান ।—কারেনেতি । কেবলং সত্ত্বগুণিকলমাত্রমেব স্যাৎ কেবলৈর্মমত্ব-
বজিতৈঃ ঈশ্বরায় করোমি ন কৰ্ম কল্যেতি মমত্ববুদ্ধিশূন্তৈঃ ইত্ৰিতৈঃ কেবলশব্দঃ কারা-
দিত্তিরপি প্রত্যেকমভিসম্বন্ধাতে সৰ্বব্যাপারাদিষু 'মমতাবর্জনার যোগিনঃ কৰ্মাণি
কুৰ্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্৷ কলবিষয়ম্, আত্মগুণে সত্ত্বগুণে ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধর ।—বদ্ধকর্তৃত্বাবমুক্ত্৷ মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি কারেনেতি ।
কারেনে জানাদি, মনসা ধ্যানাদি, বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদি, কেবলৈঃ কৰ্মাভিনিবেশরহিতৈরি-
ত্ৰিতৈঃ শ্রবণকীৰ্ত্তনাদিলক্ষণং কৰ্মকলসঙ্গং ত্যক্ত্৷ চিত্তগুণে কৰ্ম যোগিনঃ কুৰ্বন্তি ॥ ১১ ॥

বলদেব ।—সদাচারং প্রমাণয়ন্তেতদ্বিগোতি কারেনেতি । কারাদিত্তিঃ সাধ্যং
কৰ্ম কারাত্তত্ত্বাবশূক্তা যোগিনঃ কুৰ্বন্তি কেবলৈবিগুণৈঃ, সঙ্গং ত্যক্ত্৷, ইতি প্রাগুবৎ ।
আত্মগুণে অনাদিদেহাত্মাভিমাননিবৃত্তয়ে ॥ ১১ ॥

মধুসূদন ।—তদেব বিগোতি কারেনেতি । কারেন মনসা বুদ্ধোক্তিরৈরপি
যোগিনঃ কৰ্মিণঃ কলসঙ্গং ত্যক্ত্৷ কৰ্ম কুৰ্বন্তি, কারাদীনাং সৰ্ব্বেষাং বিশেষণং কেবলৈ-
রিত্তি, ঈশ্বরাত্মৈব করোমি ন মম কল্যেতি মমতাত্মৈরিত্যর্থঃ । আত্মগুণে
চিহ্নসত্ত্বগুণার্থম্ ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কারেনেতি । কেবলৈরিত্তি বিপরীণামেন সৰ্বজ্ঞ সত্ত্বকনীয়ম্, কেবলেন
কারেনে অহময়ং ব্রাহ্মণো বুবেত্যাখ্যাযাসশূন্তেন এবমজ্ঞত্বাপি সঙ্গং ত্যক্ত্৷ দেহাদিত্যো-
বিবিক্তেহপি আত্মনি তাকিকাদিবদং করোমীত্যভিনিবেশং ত্যক্ত্৷ যোগিনঃ কৰ্ম কুৰ্বন্তি
আত্মগুণে চিত্তগুণার্থম্, তস্মাৎ তথাপি তত্ত্বৈবাবিকারোহন্তীতি তদেব স্বং কুঃ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ ।—কারেনেতি । কেবলৈরপি ইত্ৰিতৈরিত্তি ইজার বাহেত্যাদিনা হবি-
রাতপর্ণকালে বজ্রপি মনঃ কাহপাত্তত্ব তদপীত্যর্থঃ । আত্মগুণে মনঃগুণার্থম্ ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য ।—তগবদপর্ণ বুদ্ধি সহকারে অনুষ্ঠিত কৰ্মদ্বারা কেবল চিত্ত-
গুণি ব্যতীত অন্ত কোনই কল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহাই এক্ষণে প্রদর্শিত

হইতেছে । কর্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধি-লভ্যার্থ শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় দ্বারা মমতাপূর্ণভাবে, কেবল ভগবানের উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য ফল-কামনা-বিহীন হইয়া, কর্মানুষ্ঠান করেন । তাদৃশ কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না । “কেবল” শব্দ কায়াদি প্রত্যেকেরই বিশেষণ । কি শারীরিক, কি মানসিক, কি বুদ্ধিসাধ্য, কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল ব্যাপারেই মমতা-হীনতা প্রদর্শনার্থ ‘কেবল’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ।

শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, কর্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত ফল-কামনা-বিহীন হইয়া, দেহাদির দ্বারা ভ্রবণ, কীর্তন, ধ্যান, ধারণাদি কার্য সম্পন্ন করেন ॥ ১১ ॥

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্ৱা শান্তিমাप्নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সন্তো নিবধ্যতে ॥ ১ ॥

অর্থ ।—যুক্তঃ (কর্মযোগেন সমাহিতঃ) কর্মফলং ত্যক্ত্ৱা নৈষ্ঠিকীং (নিষ্ঠা-ক্রমেণ জাতাং) শান্তিং (মোক্ষরূপাম্) আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) অযুক্তঃ (সকামকর্মশীলঃ) কামকারেণ (কামতঃ প্রবৃত্ত্যা) ফলে সন্তো (অনুরক্তঃ) নিবধ্যতে (বদ্ধং ভবতি) ॥ ১২ ॥

প্রতিশব্দ ।—সমাহিত-ব্যক্তি কর্মফল ত্যাগ করিয়া নিষ্ঠাজাত মোক্ষ প্রাপ্ত হন ; সকাম-ব্যক্তি কামদ্বারা প্রবৃত্ত ফলে অনুরাগী বদ্ধ হয় ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা ।—কর্মযোগ-পরায়ণ পুরুষ, কর্মফল-প্রাপ্তির কামনা পরি-ত্যাগ করিয়া, চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা মোক্ষলাভ করেন ; কিন্তু কামনা-পরায়ণ ব্যক্তি কামপ্রেরিত হইয়া ফলকামনায় কর্মানুষ্ঠান করে ; স্ত্রুতরাং সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হয় ॥ ১২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তস্মাৎ তত্রৈব তবাধিকার ইতি কুরু কঠোরবশমাত যুক্ত ইতি । যুক্ত জৈবায় কর্মণি করোমি ন মম ফলায়েতি এবং সমাহিতঃ সন্ কর্মফলং ত্যক্ত্ৱা পরিত্যজ্য শান্তিং মোক্ষাখ্যমাप्নোতি নৈষ্ঠিকীং নিষ্ঠায়াং তবাং সমুত্তমজ্ঞানপ্রাপ্তিসর্ব-কর্মলগ্ন্যসজ্ঞাননিষ্ঠাক্রমেণেতি বাক্যশেষঃ, বদ্ধ পুনরুক্তোহসমাহিতঃ কামকারেণ করণং

কারঃ কামস্ত কারঃ কামকারন্তেন কামকারেণ কামপ্রেরিততয়েত্যর্থঃ, মম লাভারেষং
করোমি কৰ্ম্মেত্যেবং কলে সক্তো নিবধ্যতে অতঃপুং যুক্তো ভব ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরি ।—কৰ্ম্মণশ্চিত্ততত্ত্বজ্ঞিকলঙ্ঘ্যে তাদৰ্থেন কৰ্ম্মানুষ্ঠানমেব তব কৰ্ত্তব্যমিতি
যস্মাদিত্যন্তাপেক্ষিতং বদন্ কলিতমাহ তস্মাদিতি । ইত্যন্ত সঙ্গং ত্যক্ত্বা কৰ্ম্মানুষ্ঠানং হুয়া
কৰ্ত্তব্যমিত্যাহ যস্মাচ্ছেতি । যুক্তঃ সন্ কলং ত্যক্ত্বা কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্ মোক্ষাখ্যাং শাস্তিং
যস্মাদাপ্নোতি তস্মাচ্চ হুয়া সঙ্গং ত্যক্ত্বা কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যমিতি বোদ্ধব্যা । বিপক্ষে দোষমাহ
অযুক্ত ইতি । যুক্তত্বং ব্যাকরোতি জৈমিন্যেতি । কলং পরিত্যজ্য কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বমিতি
শেষঃ । নৈষ্ঠিকীং শাস্তিমিত্যেতদেব বিশদয়তি সঙ্ঘেতি । দ্বিতীয়মৰ্গং বিভজ্যেত যদ্বিতি ।
অসমাধানে দোষাদভূতনস্ত নিরোগং দর্শয়তি অতঃপুং ইতি ॥ ১২ ॥

রামানুজ ।—যুক্ত ইতি । যুক্ত আত্মব্যতিরিক্তকলেষচপলঃ আত্মৈকপ্রবণঃ
কৰ্ম্মকলং ত্যক্ত্বা কেবলাত্মলঙ্ঘ্যে কৰ্ম্মানুষ্ঠানান্নৈষ্ঠিকীং শাস্তিমাশ্রিত্য হিরাণ্ময়ভবরূপাং
নিবৃত্তিং প্রাপ্নোতি । অযুক্ত আত্মব্যতিরিক্তকলেষু চপলঃ আত্মাবলোকনবিমুখঃ কাম-
কারেণ কলে সক্তঃ কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ নিত্যং কৰ্ম্মভিবর্ষ্যতে নিত্যসংসারী ভবতি, অতঃ
কলসদ্ব্যবহিতঃ ইচ্ছিত্রাকারেণ পরিণতয়াং প্রকৃতৌ কৰ্ম্মাণি সন্ন্যস্তাশ্বনো বন্ধনমোচনান্নৈব
কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বিত্যুক্তং ভবতি ॥ ১২ ॥

হনুমান্ ।—যুক্ত ইতি । তস্মাৎ তত্রৈবাধিকার ইতি কঠং ব কুরু, যস্মাচ্চ যুক্তঃ
কৰ্ম্মকলং ত্যক্ত্বা যুক্ত জৈমিন্য কৰ্ম্মাণি ন কৰ্ম্মকলায় ইতি । এবং সমাহিতস্ত কৰ্ম্মকলং
ত্যক্ত্বা শাস্তিং মোক্ষাখ্যামাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং নিষ্ঠায়াং ভবামিতি, সম্বৃত্তিজ্ঞানপ্রাপ্তিসৰ্ব্ব-
কৰ্ম্মসন্ন্যাসজ্ঞাননিষ্ঠাক্রমেণ ইতি বাক্যশেষঃ । বস্ত পুনরুক্তঃ অসমাহিতঃ কামেন করণং
কামকারন্তেন কামকারেণ কামপ্রেরিততয়েত্যর্থঃ, মম কলারেষং করোমি কৰ্ম্মেত্যেবং
কলাসক্তো নিবধ্যতে ন যুক্তো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধর ।—নহু কথং তেনৈব কৰ্ম্মণা কশ্চিদ্ভূচ্যতে কশ্চিদ্ভূত ইতি বাবহ। অতআহ
যুক্ত ইতি । যুক্তঃ পরমেষ্ঠরৈকনিষ্ঠঃ সন্ কৰ্ম্মণাং কলং ত্যক্ত্বা কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্নাত্মিকীং
শাস্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি । অযুক্তস্ত বহির্মুখঃ কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্য কলে
আসক্তো নিতরাং বন্ধঃ প্রাপ্নোতি ॥ ১২ ॥

বলদেব ।—যুক্ত ইতি । যুক্ত আত্মার্পিতমনাঃ কৰ্ম্মকলং ত্যক্ত্বা কুৰ্ব্বন্ নৈষ্ঠিকীং
হিরাং শাস্তিমাশ্রাবলোকলক্ষণামাপ্নোতি । অযুক্ত আত্মানর্পিতমনাঃ কৰ্ম্মকলে সক্তঃ
কামকারেণ কামতঃ কৰ্ম্মাণি প্রবৃত্ত্যা নিবধ্যতে সংসরতি ॥ ১২ ॥

মধুসূদন ।—কৰ্ত্তব্যভিমানসাম্যোহপি তেনৈব কৰ্ম্মণা কশ্চিদ্ভূচ্যতে কশ্চিদ্ভূ বধ্যতে-
ইতি বৈষম্যো কো হেতুরিতি তত্রাহ যুক্ত ইতি । যুক্তঃ জৈমিন্যরৈবতানি কৰ্ম্মাণি ন
মম কলারেষোভবমভিপ্রায়বান্ কৰ্ম্মকলং ত্যক্ত্বা কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ শাস্তিং মোক্ষাখ্যা-
মাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং সম্বৃত্তিজ্ঞানিত্যানিত্য-বস্তববৈকসন্ন্যাসজ্ঞাননিষ্ঠাক্রমেণ জাতামিতি বাবৎ ।

যত্ব পুনরুক্তঃ ঐশ্বর্যৈবৈতানি কৰ্ম্মাণি ন মম কলায়েততিপ্রায়শ্চুতঃ স কামকারেণ,
কামতঃ প্রবৃত্ত্যা মম কলায়ৈবেদং কৰ্ম্ম করোমীতি কলে সক্তো নিবধ্যতে কৰ্ম্মভি-
নিষ্ঠরাং সংসারবন্ধং প্রাপ্নোতি, বন্ধাদেবং তস্মাৎ ভ্রমপি যুক্তঃ সন্ কৰ্ম্মাণি কুর্ষিতি
ব্যাক্যশেষঃ ॥ ১২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কিঞ্চ যুক্ত ইতি । যুক্তঃ “ব্রহ্মণ্যাধার কৰ্ম্মাণি” ইত্যাদিনা উক্তলক্ষণঃ
কৰ্ম্মণাং ফলং ত্যক্তু। ঐশ্বরে সমর্প্য শান্তিং কৈবল্যাং নৈষ্টিকীং সম্বৎসরাদিক্রমপ্রাপ্তব্রহ্ম-
নিষ্ঠাকলভূতাং প্রাপ্নোতি, অযুক্তঃ তদ্বিপরীতঃ কামকারেণ বৈশ্বর্যবৃত্ত্যা ফলে সক্তঃ সন্
নিতরাং বধ্যতে ॥ ১২ ॥

বিষ্ণুনাথ ।—কৰ্ম্মকরণে অনাসক্ত্যাসক্তী এব মোক্ষবন্ধহেতু ইত্যাহ যুক্ত ইতি ।
যুক্তো যোগী নিকামকৰ্ম্মীত্যর্থঃ । নৈষ্টিকীং নিষ্ঠাপ্রাপ্তাং শান্তিং মোক্ষমিত্যর্থঃ । অযুক্তঃ
সকামকৰ্ম্মীত্যর্থঃ । কামকারেণ কামপ্রবৃত্ত্যা ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য ।—কর্তৃত্ব এক হইলেও, কৰ্ম্ম কাহারও বা মুক্তির কারণস্বরূপ
হয়, আবার কাহাকেও বা সংসার-বন্ধনে বন্ধ করে ; কেবল কামই এই বৈষ-
ম্যের হেতু, ইহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে । যিনি সকল কৰ্ম্মই ঐশ্বরের
নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইতেছে জানিয়া, স্বয়ং কোনই ফলপ্রাপ্তির কামনা করেন
না, তিনি চিত্তশুদ্ধি, নিত্য ও অনিত্য বস্তুবিবেক, সম্যাস এবং জ্ঞাননিষ্ঠার
দ্বারা সম্ভ্রাত মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাকেন । কিন্তু যিনি, কৰ্ম্মসমূহ স্বকীয়
কললাভের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইতেছে জানিয়া, ফলাকাঙ্ক্ষাসহকারে কৰ্ম্মানু-
ষ্ঠান করেন, তিনি তাদৃশ কৰ্ম্মজনিত সংসারবন্ধনে বন্ধ হইয়া থাকেন ।
অতএব হে অৰ্জুন ! তুমিও নিকাম কৰ্ম্মযোগ-পরায়ণ হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান
কর ॥ ১২ ॥

সৰ্বকৰ্ম্মাণি যনসা সন্ন্যস্তান্তে সুখং বশী ।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

অশ্বয় ।—বশী (যতচিত্তঃ জিতেন্দ্রিয়ো বা) দেহী মনসা (বিবেক-
বুদ্ধ্যা) সৰ্বকৰ্ম্মাণি সন্ন্যস্ত (পরিত্যজ্য) সুখং (সুখেন সহ) নব-
দ্বারে পুরে (যস্মিন্ পুরে শরীরে নেত্রনাসিকাদীনি নবানি দ্বারানি)
ন কুর্বন্ ন কারয়ন্ এব আন্তে (বর্ততে) ॥ ১৩ ॥

প্রতিশব্দ।—জিতেজিয় শরীরী মনের দ্বারা সকল কৰ্ম ত্যাগ করিয়া নবদ্বারযুক্ত শরীরে স্থখ না করিয়া না করাইয়াই থাকেন ॥১৩॥

ব্যাখ্যা।—যিনি চিত্তকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি মনের দ্বারা যাবতীয় কৰ্ম-পরিত্যাগ পূর্বক এই নবদ্বার-যুক্ত দেহরূপ গৃহে স্থয়ং কোন কৰ্মই করিতেছি না, বা কাহার দ্বারা সম্পন্ন করাই-তেছি না জানিয়া, পরম স্থখে অবস্থিতি করেন ॥ ১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যন্ত পরমার্থদর্শী স সর্কোতি । সর্কাণি কৰ্ম্মাণি সর্ককৰ্ম্মাণি সন্ন্যস্ত পরিত্যজ্য নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রতিবিচ্ছক্য তানি সর্কাণি কৰ্ম্মাণি মনসা বিবেকবুদ্ধ্যা কৰ্ম্মাদৌ অকৰ্ম্মসন্দর্শনেন সন্ত্যজ্যোত্যর্থঃ, আন্তে তিষ্ঠতি স্থখং ত্যক্তব্যাঘ্রনঃকারচেটৌ যতিঃ নিরায়াসঃ প্রসন্নচিত্তঃ আত্মনোহন্তত্র নিবৃত্তবাহুসর্কপ্রয়োজন ইতি স্থখমাস্ত ইত্যুচ্যতে, বশী জিতেজিয় ইত্যর্থঃ । কাস্ত ইত্যাহ নবদ্বারে পুরে সপ্তদ্বীৰ্ঘ্যাত্মাশ্রয় উপলব্ধিধারাণ্যর্কাগৃহে যুক্তপূরীষবিসর্গার্থে তৈষারৈর্নবদ্বারং পুরমুচ্যতে, শরীরং পুরমিব পুরমটৈশ্বক্যমিকং তদর্থ-প্রয়োজনৈশ্চেজিয়মনোবুদ্ধিবিষয়ৈরনেককলবিজ্ঞানস্তোপাদটৈঃ পৌরৈরিবাধিষ্ঠিতং তস্মিন্ নবদ্বারে পুরে দেহী সর্কং কৰ্ম্ম সন্ন্যস্তান্তে ইতি কিং বিশেষণেন সর্কো হি দেহী সন্ন্যস্ত সন্ন্যাসীব দেহএবান্তে তজ্ঞানর্থকং বিশেষণমুচ্যতে, বহুজ্ঞো দেহী দেহেজিয়সংঘাতমাত্মাশ্রয়দর্শী স সর্কোহপি গেহে ভূমাবাসনে বাসে ইতি মন্ততে । ন হি দেহমাত্মাদ্বদর্শিনো দেহ ইব দেহ আস ইতি প্রত্যয়ঃ সম্ভবতি, দেহাদিসংঘাতব্যক্তিরিক্তাশ্রয়দর্শিনস্ত দেহ আস ইতি প্রত্যয় উপপদ্যতে, পরকৰ্ম্মণাঞ্চ পরশ্মিন্নাত্মন্তবিদ্যাত্মাধারোপিতানাং বিদ্যায়া বিবেকজ্ঞানেন মনসা সন্ন্যাস উপপদ্যতে উৎপন্নবিবেকবিজ্ঞানস্ত সর্ককৰ্ম্মসন্ন্যাসিনোহপি গেহ ইব দেহ এব নবদ্বারে পুরে আসনং প্রারম্ভকলকৰ্ম্মসংস্কারশেষাহুত্বা দেহএব বিশেষবিজ্ঞানোপপত্তের্দেহ এবান্ত ইত্যন্ত্যেব বিশেষণকলং বিঘ্নবিঘ্নপ্রত্যয়ভেদাপেক্ষাদ্ব্যবদ্যপি কার্য্যকরণকৰ্ম্মাণ্য-বিদ্যাত্মাত্মধারোপিতানি সন্ন্যস্তান্তে ইত্যুক্তং তথাপ্যাত্মসমবারি তু কর্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নৈব কুর্স্বন্ স্বয়ং ন চ কার্য্যকরণানি কারয়ন্ ক্রিয়ানু প্রবর্তয়ন্ কিং যৎ তৎ কর্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ দেহিনঃ স্বাত্মসমবারি সৎ সন্ন্যাসান্ন সম্ভবতি, বধা গচ্ছতো গতিঃ গমনব্যাপারপরিত্যাগে ন স্তাৎ তদ্বৎ, কিং বা স্বতএবাশ্রমো নাস্তীত্যজ্যোচ্যতে, নাস্ত্যাশ্রমঃ স্বতঃ কর্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ । উক্তং হি “অবিকার্য্যোহয়মুচ্যতে” “শরীরম্বোহপি কোন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে” ইতি । “ধ্যারতীব লেলারতীব” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি।—তহি কলে সক্তিং ত্যক্তা সর্কৈরপি কৰ্ম্ম কর্তব্যমিতি কৰ্ম্মসন্ন্যাসস্ত নিরবকাশমিত্যাশঙ্ক্যাবিহ্বঃ সকাশাবিহ্বো বিশেষঃ দর্শয়তি যদ্বিতি । সর্ককৰ্ম্মপরিত্যাগে প্রাপ্তং মরণং ব্যাবর্তয়তি আন্ত ইতি । বৃত্তিঃ লভমানোহপি শরীরতাপেনাধ্যাত্মিকাদিনা তপ্যমানতিষ্ঠতি চেত্তেত্যাহ স্থখমিতি । কার্য্যকরণসংঘাতপারবর্তঃ পর্য্যদ্বতি

বশীতি । আসনশ্রাপেক্ষিতমধিকরণং : নির্দিশতি নবেতি । দেহসম্বন্ধাভিমানাতাসবন্ধমাত্ম দেহোতি । মনসা সৰ্ব্বকৰ্ম্মসম্মাসেহপি লোকসংগ্রহার্থং বহিঃ সৰ্ব্বং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যমিতি প্রাপ্তং প্রত্যাহ নৈবেতি । তাস্তেব সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি পরিত্যজ্যানি বিশিনষ্টী নিত্যমিতি । তেবাং পরিত্যাগে হেতুমাংহ তানীতি । বহুত্বং স্তম্বমাত্ম ইতি তদুপপাদয়তি ত্যক্তেতি । জিতেন্দ্রিয়ঃ কারবশীকারস্তাপ্যপলক্ষণম্, যে প্রোত্রে যে চক্ষুরী যেনাসিকে বাগে কৈতি সপ্ত শীর্ষণ্যানি শিরোগতানি শব্দাহ্যপলক্ষিয়ারাণি । অথাপি কথং নবদ্বারত্বমযোগিতাত্যাং পানুপদ্যাত্যাং সহেত্যাং অৰ্কাগিতি । শরীরস্ত পুরসায়াং স্বামিনা পৌটৈরশাখিত্তিত্বেন দর্শয়তি আত্মে-
ত্যাদিনা । বস্তপি দেহে জীবনদ্বাদেহসম্বন্ধাভিমানাতাসবানবতিষ্ঠতে তথাপি প্রবাসীব্য পরগেহে তৎপূজাপরিভবাদিত্তিরপ্রদ্বায়ান বিবীদন্ ব্যামোহাদিরহিতচ তিষ্ঠতীতি মদ্বাহ তন্নিয়তি । বিশেষণমাক্ষিপতি কিমিতি । তদুপপত্তিমেকা দর্শয়তি সৰ্ব্বো হীতি । সৰ্ব্ব-
সাধারণে দেহাবস্থানে সন্ন্যস্ত দেহে তিষ্ঠতি বিদ্বানিতি বিশেষণমকিক্রিয়করমিতি কলিতমাহ তজ্জৈতি । বিশেষণকলং দর্শয়ন্তুরমাহ উচ্যত ইতি । কিং অবিবেকিনঃ প্রীতি বিশেষণা-
নর্থক্যং চোক্ততে কিংবা বিবেকিনঃ প্রতীতি বিকল্যাস্তমদীকরোতি বদ্বিতি । অজ্ঞঃ দেহিষে হেতুঃ । তদেব দেহিষং স্ফুটয়তি দেহেতি । সংঘাতাত্মদর্শিনোহপি দেহে স্থিতিপ্রীতি-
ভাসঃ স্তাদিতি চেত্রেত্যাং ন হীতি । দ্বিতীয়ং দুষয়তি দেহাদীতি । গৃহাদিবু দেহস্তাবস্থানেনা-
দ্বাবস্থানভ্রমব্যাবৃত্যর্থং দেহে বিদ্বানাত্ম ইতি বিশেষণমুপপত্ততে, বিবেকবতো দেহেবস্থান-
প্রতিভাসসম্ভবাদিত্যর্থঃ । নহু বিবেকিনো দেহাবস্থান প্রতিভানেহপি বাসানোদেহব্যাপার-
দ্ব্যনাং কৰ্ম্মণাং তন্নিহ্ন প্রসঙ্গাতাবাং তত্ত্যাগেন কৃতস্তত্ত দেহেবস্থানমুচ্যাতে তজ্জাহ পরকৰ্ম্ম-
ণাকৈতি । নহু বিবেকিনো দিগান্তনবচ্ছিন্নবাহ্যাত্মস্তরাবিক্রিয়ব্রহ্মদ্ব্যতাং মত্তমানস্ত কুতো দেহেবস্থানমাস্থাত্ম শক্যতে তজ্জাহ উৎপন্নৈতি । তজ্জ হেতুমাংহ প্রারকেতি । বদ্বি প্রারম্ভ-
কলং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাত্মকং কৰ্ম্ম ততোপভূতস্ত শেবাদুপভূতাদেহাদিসংস্কারোহনুবর্ততে তদনুভূত্যা
চ তজ্জৈব দেহে বিশেষবিজ্ঞানমবস্থানবিষয়মুপপত্ততে অতো বিবেকবতঃ সন্ন্যাসিনো দেহে-
বস্থানব্যপদেশঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ । অবিষং প্রত্যয়াপেক্ষয়া বিশেষণাসম্ভবেহপি বিষংপ্রত্যয়া-
পেক্ষয়া বিশেষণমর্থবদিত্যুপসংহরতি দেহ এবৈতি । দেহে স্বাবস্থানবিষয়ো বিষংপ্রত্যয়স্ত
দবিষয়চাবিষংপ্রত্যয়স্তরোরবং ভেদে ,বিষংপ্রত্যয়াপেক্ষয়া বিশেষণমর্থবদিত্যুপসংহর-
ণ্নেব হেতুং বিশদয়তি বিদ্বদিতি । আরোপিতকর্তৃদ্ব্যস্তাবেহপি স্বগতকর্তৃবাদিহুর্কারমিত্যা-
শঙ্কামনুত্ব দুষয়তি বস্তপীত্যাদিনা । ক্রিয়ান্ত্র এবর্ত্তয়ন্ত ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ পূর্বেতাপি শত-
রেবমেব সম্বন্ধঃ । কর্তৃকং কারয়িতৃকদ্ব্যনো নেত্যজ্জ বিচারয়তি কিমিতি । বৎ কর্তৃকং
কারয়িতৃক তৎ কিং দেহিনঃ স্বাত্মসমব্যাগি সদেব সন্ন্যাসায় ভবতীত্যাচ্যতে, বথা গচ্ছতো
দেবদন্তস্ত বগতৈব গতিঃ তৎহিত্যা ত্যাগায় ভবতি, অথবা আরন্তেন কর্তৃকং কারয়িতৃক-
দ্ব্যনো নাতীতি বক্তব্যমাশ্বে সক্রিয়ঃ দ্বিতীয়ে কূটস্থমিত্যর্থঃ । দ্বিতীয়ং পক্ষমাপ্রিত্যোক্ত-
মাহ অজ্ঞৈতি । উক্তেহর্থে বাক্যোপক্রমমহুকুলয়তি উক্তং হীতি । তজ্জৈব বাক্যশেষমপি

সুখাদয়তি শরীরস্থোহপীতি । স্বভূতক্ৰোধে প্রতিমপি দর্শয়তি ধ্যায়তীবতি । উপাধি-
গতৈব সৰ্বা বিক্রিয়া নান্বনি স্ততোহস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

রামানুজ ।—অতো দেহা কারণে পরিণতায় প্রকৃতৌ কর্তৃত্বসম্বাস উচ্যতে
সৰ্বোতি । আত্মনঃ প্রাচীনকর্ম্মমূলদেহসম্বন্ধপ্রযুক্তমিদং কর্ম্মণাং কর্তৃত্বং ন স্বরূপপ্রযুক্ত-
মিতি বিবেকবিষয়েণ মনসা সৰ্ব্বানি কর্ম্মানি নবদ্বারে পুরে সম্যস্ত বশী দেহী স্বয়ং
দেহাধিষ্ঠান [প্রবৃত্ত] মর্ম্মমকুর্লন দেহেনৈব কারয়ন্ সুখমাশ্তে ॥ ১৩ ॥

হমুমান্ ।—সৰ্বোতি । যন্ত পরমার্থদর্শী স নিতানৈমিত্তিকং কাম্যং প্রতিবিদ্ধক
সৰ্ব্বানি তানি মনসা বিবেকব্রহ্মান্বকর্ম্মদর্শনেन সন্ত্যজেদিত্যর্থঃ । আন্তে তিষ্ঠতি
সুখমিত্যর্থঃ । বাত্মনঃকায়চেটানিরায়াসঃ প্রসন্নচিত্তঃ, আত্মনোহন্তজ নিবৃত্তবাহুসৰ্ব্বপ্রয়ো-
জন ইতি সুখমাশ্তে ইত্যুচ্যতে, বশী জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ । কাশ্তে ? ইত্যত্রাহ নব-
দ্বারে, সপ্ত শীর্ষপাত্মান উপলদ্ধিদ্বারাণি, অথো যে মূত্রপূরীষবিসর্গার্থে ইতি
তৈর্দ্বারৈ নবদ্বারৈঃ, প্রযুচ্যতে, শরীরং পুরমিব পুরমন্ত্ৰৈকস্বামিকং বা তদর্থপ্রয়োজনৈ-
তেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়ৈঃ অনেককলবিজ্ঞানোৎপাদকৈঃ পৌরৈরিবাধিষ্ঠিতে দেহে দেহী
সৰ্ব্বানি কর্ম্মানি সম্যস্ত্যজ্যে, কিং বিশেষণেন সৰ্ব্বোহপি দেহী সম্যস্ত সম্যাসীব দেহে এবাস্তে
ইতি চেদুচ্যতে, বস্তুতদেহেন্দ্রিয়সম্ভাতমাত্রার্থদর্শিনঃ স সৰ্ব্বোহপি দেহে ভূমাবাসনে
বা আস ইতি মন্ততঃ, নহি দেহমাত্রাশ্রয়দর্শিনো দেহ ইব আস্তে ইতি প্রত্যয় উপপত্ততে,
পরমকর্ম্মণাঞ্চ পরম্নিরাশ্রয়বিশ্রুতা অধ্যারোপিতানাং বিশ্রুতা বিবেকজ্ঞানেন মনসা সম্যাস
উপপত্ততে, উৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্ত সৰ্ব্বকর্ম্মসম্যাসিনোহপি দেহএব নবদ্বারে আসন-
প্রযুক্তং আরক্ককর্ম্মাদিসংস্কারশেবানুবৃত্তা দেহ এব বিশেষ জ্ঞানোৎপত্তেদেহএব আস্তে ইত্য-
ন্তোৎ বিশেষণকলং বিষদবিষয়প্রত্যয়ভেদাপেক্ষাৎ, যন্তপি কর্ম্মণ্যবিশ্রুতা অধ্যারোপি-
তানি সম্যস্তেভ্যুক্তং তথাপ্যাশ্রয়সমবাসি কর্তৃত্বং কারয়িতৃষক্ শ্রাদিত্যাশক্যাহ নৈব কুর্লন স্বয়ং
ন চ কার্যকারণানি কারয়ন্ ক্রিয়াসু ন প্রবর্তয়তি, কিন্তু কর্তৃত্বং কারয়িতৃষক্ দেহিনঃ
স্বাশ্রয়সমবাসি সৎ সম্যাসাৎ ন ভবতি । যথা গচ্ছতো গতিঃ গমন ব্যাপার পরিত্যাগে ন সম্ভ-
বতি তথ্যং কিংবা স্তত্বেবাস্তনো নাস্তি, অত্রোচ্যতে নাস্তি স্বাশ্রয়ঃ কর্তৃত্বং কারয়িতৃষক্ বা, উক্তং
হি “অবিকার্যোহয়মুচ্যতে” ইতি, “শরীরস্থোহপি কৌন্তের ন করোতি ন লিপ্যতে” ইতি চ,
“ধ্যায়তীব লেগারতীব” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধর ।—এবং তাবৎ চিত্তশুদ্ধিশূন্য সম্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইত্যেতৎ
প্রপঞ্চিতম্, ইদানীং শুদ্ধচিত্তস্ত সম্যাসঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ সৰ্ব্বকর্ম্মাণীতি । বশী জিতচিত্তঃ
সৰ্ব্বকর্ম্মানি বিবেককাণি মনসা বিবেকযুক্তেন সম্যস্ত্যজ্যে স্বয়ং যথা ভবত্যেবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ
সম্যস্তে । কাশ্তে ? ইত্যত্র আহ নবদ্বারে নেত্রে নাসিক্বে কণো মুখক্বেতি সপ্ত শিরোগতানি,
অধোগতে যে পায়ুপহরূপে ইত্যেবং নবদ্বারাণি বস্মিন্ পুরে পুরবদহকারশূন্তে দেহে দেহী
অতিষ্ঠিতে অহকারাতাবাদেব স্বয়ং তেন দেহেন নৈব কুর্লন স্বমকারাতাবাৎ ন কারয়তি

অশুদ্ধচিত্তাচার্যস্তিক্তা, অশুদ্ধচিত্তো হি সন্ন্যস্ত পুনঃ করোতি কারয়তি চ ন স্বয়ং তৎক্ষ
অতঃ সূখমাস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

বলদেব ।—সর্কেতি । বিবেকবতা মনসা তাদৃশি প্রধানে সর্ককর্মাণি সন্ন্যস্তা-
শ্লিষ্য দেহাদিনা বহিত্তানি কুর্কল্পপি বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ সূখমাশ্তে । নবদ্বারে পুরে
পুরবদহস্তাববর্জিতে দেহে যে নেজে যে নাসিকে যে শ্রোত্রে যুধকেতি শিরসি সপ্ত দ্বারাণি,
অদ্যন্ততু পায়ুপহাণ্যে যে ইতি নবদ্বারাণি দেহী লক্ষ্যজানো জীবঃ । নৈবেতি । দেহাদি-
বিবিক্তস্তান্ননঃ কৰ্ম্মসু কৰ্ত্তব্যং কারয়িতৃৎক নাস্তীতি বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

মধুসূদন ।—অশুদ্ধচিত্তস্ত কেবলাৎ সন্ন্যাসাৎ কৰ্ম্মযোগঃ শ্রেয়ানিতি । পূর্বোক্তঃ
প্রপঞ্চা অধুনা শুদ্ধচিত্তস্ত সর্ককৰ্ম্মসন্ন্যাস এব শ্রেয়ানিত্যাহ সর্কেতি । সর্ককৰ্ম্মাণি
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রতিবিদ্ধকেতি সর্কাণি কৰ্ম্মাণি মনসা “কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ পশ্যেৎ”
ইত্যজ্ঞোক্তেনাকৰ্ত্ত্ব্যস্বরূপসমাগদর্শনে সন্ন্যস্ত পরিত্যজ্য প্রারম্ভকৰ্ম্মবশাদান্তে তিষ্ঠতোব,
কিং হুঃধেনেত্যাহ সূখং অনারাসেন আরাসহেতুকায়বান্ননোবাপারশূন্তত্বাৎ, কায়বান্ননাংসি
স্বচ্ছন্দানি কুতো ন ব্যাপ্রিয়ন্তে ? তত্রাহ বশী স্ববশীকৃতকার্য্যকরণসংঘাতঃ । কাতে
নবদ্বারে পুরে যে শ্রোত্রে যে চক্ষুরী যে নাসিকে বাগেকেতি শিরসি সপ্ত যে পায়ুপ-
হাণ্যে অদ্য ইতি নবদ্বারবিশিষ্টে দেহে দেহী দেহভিন্নাত্মদশী প্রবাসীব পরগেহে তৎ পূজাপরি-
ভবাদিভিন্নপ্রবাস্যবিষয়দ্রব্যংকারমমকারশূন্ততিষ্ঠতি । অজ্ঞো হি দেহতানাত্মাতিমানাৎ
দেহ এব ন তু দেহী স চ দেহাধিকরণমেবাত্মনোহধিকরণং মজ্ঞমানো গৃহে ভূমাবাসনে
বাহমাস ইত্যক্তিমত্তে ন তু দেহেহহমাস ইতি ভেদদর্শনাভাবাৎ, সংঘাতব্যতিরিক্তাত্মদশী তু
সর্ককৰ্ম্মসন্ন্যাসী ভেদদর্শনাদেহেহহমাস ইতি প্রতিপত্ততে, অতএব দেহাদিব্যাপারাগামবিমু-
ক্তাত্মবিক্রিয়সমারোপিতানাং বিমুক্তা বাধ এব সর্ককৰ্ম্মসন্ন্যাস ইত্যুচ্যতে, এতন্মাদেবাক-
বৈলক্ষণ্যাদুক্তং বিশেষণং নবদ্বারে পুরে আস্ত ইতি । নহু দেহাদিব্যাপারাগামাত্মারোপি-
তানাং নোব্যাপারাগাং তীরস্থক ইব বিমুক্তা বাধেংপি স্বব্যাপারেষু আত্মনঃ কৰ্ত্তৃত্বং
দেহাদিব্যাপারেষু কারয়িতৃৎক তাদৃশি নেত্যাহ নৈব কুর্কন্ ন কারয়ন্, আস্তে
ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ১৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবমবিদ্বান্ কলাসক্ত্যানাসক্তিবশাৎ কৰ্ম্মভির্বধাতে ন বধ্যতে চেতুঃকন্ম,
বিধাংস্ত তদ্বিশ্রীত ইত্যাহ সর্ককৰ্ম্মাণীতি । বশী জিতচিত্তঃ সমাধিস্থো যোগী নবদ্বারে নটৈব
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, বঠঃ প্রাপ্তে নৈব তৎপ্রবর্ত্ত্যানাং কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণাং সংগ্রহঃ, বুদ্ধাহকার-
চিত্তানীতি নব, এতানি দ্বারাণীব পুরপতেজীবস্ত ভোগার্থং বিষয়প্রবেশস্থানানি, বশিন্
নবদ্বারে শরীরাত্ম্যে পুরে বিচিৎসবাসুনাকলিতানন্তবিষয়বতি অনৈকৈঃ কৰ্ম্মসচিৎবৈরধিষ্ঠিতে
সূখদুঃখাদিনানাপুণ্যবতি মনসা সর্ককৰ্ম্মোক্তাটনকুক্ষিকরা সহ সর্কাণি কৰ্ম্মাণি পুরপতিরিব
রাজকার্য্যাণি সন্ন্যস্ত সূখং নিবিকল্পকসংবিন্ধ্যাত্মরূপেণাস্তে কৰ্ম্মাণি কেদ্রতৈব ধৰ্ম্মঃ নঃ
আত্মন ইতি কেদ্রেভ্যুক্তং শক্যাত্মেব, তথা চ ঋতিঃ, “শরীরে পাপুনো হিষ্যতি বধি

সৌহার্দ্যঃ স্নাত্তো মদন্তে বিহার রোগং তদ্বাং স্বারাম্” ইতি চ । দেহী সন্ দেহান্তি-
মানকালে ব্যুত্থানেহপীত্যর্থঃ, তদাপি নৈব কুর্স্মাস্তে নাপি কারয়স্মাস্তে, স্নাত্তোহ্যামাত্যেযু
সিহিত্তভারঃ সমাবৌ ক্ষেত্রেণ মহাস্থানঃ সম্বন্ধাভাবদর্শনাৎ । যদ্বা নবদ্বারানি চক্ষুঃশ্রোত্র-
নাসাবিলম্বনানি ষট্ সপ্তমং মুখম্ অধস্তনে হে ইতি, অস্মিন্ পক্ষে ইঞ্জিয়ানি পরিচারিকাঃ
বুদ্ধিরমাত্যঃ অহঙ্কারো যুবরাজ ইত্যাদিকমূহম্, বিহ্বলঃ কৰ্মসম্বন্ধ এব নাস্তি দূরে তৎ-
কলাসক্তানাসক্তী ইতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—অতোহনাসক্তঃ কৰ্ম্মাণি কুর্স্মপি “জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসী” ইতি
গূৰ্ব্বোক্তবৎ বস্তুতঃ সন্ন্যাসী এবোচ্যতে ইত্যাহ সৰ্বেতি । সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্ত
কারাদিব্যাপারেণ বহির্কুর্স্মপি বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ স্নাত্তোহ্যামাত্যে । কুত্র ? নবদ্বারে পুরে
পুরবদহস্তাবশূভে দেহে দেহী উৎপন্নজ্ঞানো জীবঃ নৈব কুর্স্মিতি কৰ্ম্মমুখস্ত বস্তুতঃ
কৰ্ত্তৃৎ নৈবাঙ্গীতি জ্ঞানন্ ন কারয়স্মিতি নাপি তেভু স্বস্ত প্রয়োজনকত্বমিত্যপি
জ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য ।—অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সন্ন্যাসের অপেক্ষা কৰ্ম্মযোগের
বিধেয়তা ও বিশিষ্টতা এতন্ধে বিশেষরূপে আলোচিত হইল ; এক্ষেপে শুদ্ধ-
চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে কৰ্ম্মযোগ অপেক্ষা সন্ন্যাসের বিশিষ্টতা ও আবশ্যিকতা
প্রতিপাদিত হইতেছে । জ্ঞানীজনেরা নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রতিবিদ্ধ-
রূপে বাবতীয় কৰ্ম্ম বিবেকবুদ্ধি-সহকারে পরিত্যাগ করেন । আত্মা কোন
কৰ্ম্মেরই কৰ্ত্তা নহেন জানিয়া, “কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম” (৪ অ। ১৮ শ্লোক) ইত্যাদি
বচনের মৰ্ম্মানুসারে তাঁহারা কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম সন্দর্শন করেন । এইরূপ যতচিত্ত,
জিতেন্দ্রিয় যতি, বাক্য, মন ও শরীরের চেষ্টা সমূহ পরিহার করিয়া, অনাগ্রাসে
প্রসন্নচিত্তে এই দেহরূপ নরদ্বারসম্বিত্ত আবাস-গৃহে বসতি করেন ।
এই শরীররূপ সৌধের শীর্ষদেশে দুইটি চক্ষু, দুইটি কর্ণ, দুইটি নাসিকা ও
একটি মুখগহ্বর এই সাতটি দ্বার এবং অধোভাগে মূত্রপূরীষনিগমনার্থ পায়ু
ও উপস্থ এই দুই দ্বার, সর্বসমেত নয়টি দ্বার রহিয়াছে । পান্দুশালানিবাসী
প্রবাসীর স্থায় এই নবদ্বারসংযুক্ত দেহপুরে আত্মা কিয়ৎকালের নিমিত্ত বাস
করেন মাত্র । পরকীর্ত্তনভবনের শোভা ও সমৃদ্ধি, ক্রিয়াকাণ্ড ও সমারোহ
সন্দর্শনে যেমন কাহারও মনে অহঙ্কার বা মমত্ব বুদ্ধির আবির্ভাব হয় না,
দেহরূপ গৃহের ব্যবস্থা ও কার্যকলাপ দর্শনে আত্মারও তদ্রূপ কোনরূপ
অহঙ্কার বা মমত্ববোধের সমুদ্ভব হয় না । অজ্ঞজনেরা এই কার্য্যকারণ-সংঘাত

দেহকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে এবং দেহের যাবতীয় ইন্দ্রিয়-চেষ্টাদি কার্যকে আত্মারই কার্য বলিয়া মনে করে । নৌকারূঢ় ব্যক্তি যেমন ভ্রমপর-বশ হইয়া তীরস্থ নিশ্চল বৃক্ষাদিকে গমনশীল বলিয়া মনে করে, অজ্ঞ দেহাত্মা-ভিমানী ব্যক্তিও তদ্রূপ নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন আত্মাকে সকল কৰ্ম্মের কর্ত্তা জ্ঞান করিয়া ভ্রমকূপে নিমজ্জিত হয় । তাদৃশ ব্যক্তি ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমিই সকল কৰ্ম্ম করিতেছি, অথবা আমিই সকল কৰ্ম্ম করাইতেছি, ইত্যাকার অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া থাকে । কিন্তু জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, দেহের অনু-ষ্ঠিত সর্ব্বপ্রকার কৰ্ম্মের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া, অহঙ্কার ও মমত্বশূন্য হৃদয়ে, এই দেহরূপ আবাসে নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর ন্যায় অবস্থান করেন । দেহানু-ষ্ঠিত কোন কৰ্ম্মই তিনি স্বয়ং সম্পন্ন করিতেছেন, বা তাঁহার বাসনাক্রমে সম্পাদিত হইতেছে, ইহা তিনি ভ্রমেও মনে করেন না । তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ও কারয়িত্ব কিছুই থাকা সম্ভব নহে । গীতাশাস্ত্রে এই তত্ত্ব পুনঃপুনঃ প্রতি-পাদিত হইতেছে ; প্রতিও ইহার সমর্থন করিয়াছেন ।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায় । মহাত্মা নীলকণ্ঠ এই অধ্যায়ের চতুর্থশ্লোক হইতে যোগ শব্দের অর্থালোচনা প্রসঙ্গে পাতঞ্জল সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন । “যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ।” (পাতঞ্জল, সমাধিপাদ, ২ সূত্র) চিন্তের বৃত্তি সমূহকে নিরোধ করার নাম যোগ । চিন্তের বৃত্তি কি কি না জানিলে যোগের লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন । “প্রমাণ-বিপর্যায়-বিকল্প-নিদ্রা-শ্মৃতয়ঃ ॥” (পাতঞ্জল, সমাধিপাদ, ৬ সূত্র) । প্রমাণ, বিপর্যায়, বিকল্প, নিদ্রা এবং শ্মৃতি, চিন্তের এই পাঁচ বৃত্তি । প্রমাণ বৃত্তি তিন প্রকার । “প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ।” প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম, প্রমাণ বৃত্তি এই তিন প্রকার । চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যবস্তু দর্শনাদি করিবামাত্র যে জ্ঞানরূপ চিত্তবৃত্তির উদয় হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে । কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া সম্ভাবিত পদার্থান্তর সম্বন্ধে যে জ্ঞানরূপ চিত্তবৃত্তির উদ্ভব হয়, তাহাকে অনুমান বলে । শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া এবং গুরুপদেশাদি শ্রবণ করিয়া প্রতিপাদ্য পদার্থ সম্বন্ধে যে জ্ঞানরূপ চিত্তবৃত্তি জন্মে, তাহাকে আগম বলে । (৩০৮ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে প্রমাণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে) । বিপর্যায়ো মিথ্যাজ্ঞানমতরূপপ্রতিষ্ঠিতম্ ।” (পাতঞ্জল, সমাধি-পাদ, ৮ সূত্র) । যে মিথ্যাজ্ঞান তরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে না, তাহাই বিপর্যায়

বুত্তি । শুদ্ধি দর্শনে রজতরূপ মিথ্যা-জ্ঞান জন্মে ; কিন্তু সেই ভ্রান্তি অপগত হইবামাত্র, পূর্বের মিথ্যা-জ্ঞান বিদূরিত হইয়া যায় ; তাহা স্থায়ীরূপে প্রতি-
 ঠিত থাকে না বলিয়াই তাহার নাম বিপর্যায় । “শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো-
 বিকল্পঃ ।” (পাতঞ্জল, সমাধিপাদ, ৯ সূত্র) । বস্তু না থাকিলেও কেবল
 শব্দ দ্বারা তৎসম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহাই বিকল্প বৃত্তি । যেমন, বক্ষ্যাপুত্র । বস্তুতঃ
 বক্ষ্যার পুত্র ও তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব হইলেও, কেবল বক্ষ্যার পুত্র এই
 শব্দমাত্র প্রবণে মনের একটি বিশেষ ভাব হয় । পুরুষ অর্থাৎ আত্মার
 চৈতন্য বাললে দুইটি পদার্থের উপলব্ধি হয়, কিন্তু আত্মা ও চৈতন্য একই
 পদার্থ । এইরূপ কল্পনা-সম্ভূত মিথ্যা-জ্ঞানকে বিকল্প বলে । “অভাবপ্রত্যয়া-
 লক্ষনাবৃত্তিনিদ্রা ।” (পাতঞ্জল দর্শন, সমাধিপাদ, ১০ সূত্র) । অভাবকে
 অবলম্বন করিয়া যে বৃত্তি থাকে, তাহাই নিদ্রা । নিদ্রাকালে সমস্ত মনোবৃত্তির
 অভাব হইলেও, অভাবকে আশ্রয় করিয়া একটি জ্ঞান বর্তমান থাকে ।
 লোকে বলে “আমি অনেকক্ষণ সুখে নিদ্রিত ছিলাম ।” কোনরূপ জ্ঞান না
 থাকিলে ইহার কোন কথাই সার্থক হয় না । নিদ্রাকালের ইত্যাকারী
 স্মৃতি জাগরূক থাকে বলিয়াই নিদ্রাও একটি চিত্তবৃত্তিরূপে পরিগণিত ।
 “অশুভূতবিষয়সম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ।” (পাতঞ্জল, সমাধিপাদ, ১১ সূত্র) । বস্তু
 সম্বন্ধে স্থির জ্ঞান জন্মিলে, সময়ান্তরে সেই অশুভূত বিষয়ের পুনরায়
 চিন্তে আবির্ভূত হওয়ার নাম স্মৃতি । (চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে ৫০০ পৃষ্ঠার টিপ্পনী
 দ্রষ্টব্য) । সাংখ্যযোগ অর্থাৎ জ্ঞানযোগ-লাভার্থ চিন্তের উল্লিখিতরূপ বৃত্তি
 সমূহের নিরোধ করা আবশ্যিক । সম্যাস এবং কর্মযোগ উভয়ই তাহার
 সাধনভূত ; সুতরাং উভয়ই ফলতঃ সমান । এইরূপ ভাবে যিনি চিত্তবৃত্তির
 নিরোধ করিয়াছেন, তিনিই জিতচিত্ত ও সমাধিস্থ যোগী । তাদৃশ যোগী
 এই শরীর নামক নবদ্বারবিশিষ্ট পুরে পুরপতির স্থায় অবস্থান করেন ।
 পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ষষ্ঠ প্রাণ, সপ্তম কর্মেন্দ্রিয়সমূহ, অষ্টম বুদ্ধি এবং নবম
 অহঙ্কার, এই শরীরে বিষয়প্রবেশের নিমিত্ত এই কয়টি দ্বারস্বরূপ । এই
 শরীররূপ পুরের বিচিত্র-বাসনা-কল্পিত অনন্ত বিষয় আছে ; তাহার কার্য্য
 সমাধানার্থ কর্মসচিব যথেষ্ট ; তাহার স্তম্ভঃখাদি বিবিধ-পণ্য-সামগ্রীও বিপুল ।
 মন এই পুরের দ্বারসমূহ উদঘাটনের কুঞ্চিকা । অমাত্যগণের উপর যথা-
 যোগ্য কর্মভার সমর্পণ করিয়া, পুরপতির স্থায় দেহী নির্লিপ্ত ও স্বচ্ছন্দভাবে

এই শরীরপুরে অবস্থান করেন । তিনি স্বয়ং কোন কৰ্ম সম্পন্ন করেন না । এবং কাহার দ্বারা কোন কৰ্ম সম্পাদন করান না । সকলে নিয়মানুসারে স্ব স্ব নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করে, দেহী স্বয়ং উদাসীনবৎ অবস্থান করেন । অষ্ট পক্ষে ইন্দ্রিয় সমূহ দেহীর পরিচারক, বুদ্ধি তাঁহার অমাতা, অহঙ্কার যুবরাজস্বরূপ । যিনি তৎসম্মত, কৰ্মেরই সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধ নাই ; সুতরাং তৎফলাসক্তি তাঁহার কখনই থাকিতে পারে না ।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের অভিপ্রায় । প্রাচীন কৰ্ম হেতু, অর্থাৎ প্রারম্ভ কৰ্ম বশেই, আত্মার এই দেহের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে । সুতরাং কৰ্মের কর্তৃক তাঁহার স্বরূপ নহে । বিবেকবলে এইরূপ স্থির করিয়া সকল কৰ্ম পরিত্যাগ-পূর্বক, দেহী এই নবদ্বারসম্বিত পুরে, স্বয়ং সর্ব-প্রযত্ন-বিরহিত-ভাবে, সুখে অবস্থান করেন ॥ ১৩ ॥

ন কর্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কৰ্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥

অর্থ ।—প্রভুঃ (আত্মা, ঈশ্বরঃ) লোকস্ত (জীবস্ত) কর্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি ন কৰ্ম্ম-ফল-সংযোগং (কৰ্ম্মণা সহ তৎফলসম্বন্ধম্) ন সৃজতি স্বভাবঃ (প্রকৃতিঃ) তু প্রবর্ততে (কর্তৃত্বাদিরূপেণ ইতি শেষঃ) ॥ ১৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—আত্মা লোকের কর্তৃত্ব কৰ্ম্ম-সকল কৰ্ম্মফল-সম্বন্ধ সৃষ্টি করেন না মায়া-ই প্রবৃত্ত হয় ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—আত্মরূপ ব্রহ্ম কোন ব্যক্তির কর্তৃত্ব, কৰ্ম্ম ও তাহার ফলাফলের সহিত সম্বন্ধ সৃষ্টি করেন না ; মনুষ্যের প্রকৃতিই তাহার প্রবর্তক ॥ ১৪ ॥

শঙ্করাচার্য ।—কিঞ্চ ন কর্তৃত্বমিতি । ন কর্তৃত্বং স্বতঃ কুর্ন্বতি নাপি কৰ্ম্মাণি রথশটপ্রাসাদাদীনি ঈপ্সিততমানি লোকস্ত সৃজত্যুৎপাদয়তি প্রভুরাত্মা নাপি রথাদিকৃত-বতন্তৎফলেন সংযোগং ন কৰ্ম্মফলসংযোগং যদি কিঞ্চিদপি স্বতো ন করোতি ন কারয়তি চ দেহী, কস্তহি কুর্নু কারয়ন্ত প্রবর্ততে ? ইত্যুচ্যতে স্বভাবস্ত যো ভাবঃ স্বভাবোহবিভা-লক্ষণা প্রকৃতিঃ মায়া প্রবর্ততে “দেবী ক্রীতাদি” ইতি বক্ষ্যমাণা ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি ।—আত্মনো যদ্বক্তং কারয়িত্বং নাস্তীতি তৎ প্রপঞ্চয়তি নেত্যা-
দিনা । যত্মপি লোকস্ত কৰ্ত্ত্বং ন সৃজতীতি নাস্তীতি কারয়িত্বং তথাপি রথশকটাদীনি
কুৰ্শ্শন ভবতি কৰ্ত্তেত্যাশঙ্ক্যাহ ন কৰ্ম্মাণীতি । তথাপি ভোজয়িত্বেন বিক্রিয়াবৎ ছন্দ্রি-
হারমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন কৰ্ম্মেতি । কস্ত তর্হি প্রবর্তকঃ তদাহ স্বভাবম্বিতি । কুৰ্শ্শিতি কৰ্ত্ত্বং
লোকস্ত ন সৃজত্যাশ্নেতি সম্বন্ধঃ । রথাদীনাম্ কৰ্ম্মং সাধয়তি ঈপ্সিতেতি । আত্মনো
দেহাদিস্বামিষেন প্রভৃৎ-রথাদিকৃতবতো লোকস্ত রথাদিকলেন সম্বন্ধমপি ন সৃজত্যাশ্নে-
ত্যাশ্ননো ভোজয়িত্বং প্রত্যাচষ্টে নাপীতি । চতুর্থপাদং শঙ্কোত্তরদেহনাবতারয়তি ।
স্বভাববাদন্তর্হীত্যাশঙ্ক্য ব্যাকরোতি অবিভালক্ষণেতি । গুরুতের্হিদ্যাভাবং ব্যাদসিতুং
মার্যেত্যাং ৭। ৮ সপ্তমে, তেন প্রধানবিলক্ষণেত্যাহ দৈবী হীতি ॥ ১৪ ॥

রামানুজ ।—সাক্ষাদাত্মনঃ স্বাভাবিকং রূপমাহ ন কৰ্ত্ত্বমিতি । অস্ত দেবতির্য্য-
মহুয়াহাবরাহ্মণা প্রকৃতিসংসর্গেন বর্তমানস্ত লোকস্ত দেবাদ্যসাধারণং কৰ্ত্ত্বং
দেবাদ্যসাধারণানি কৰ্ম্মাণি তত্তৎকৰ্ম্মজ্ঞদেবাদিকলসংযোগাঞ্চায়ং প্রভুরকর্ম্ম [বশঃ] বহঃ
স্বাভাবিকস্বরূপেণাবস্থিত আত্মা ন সৃজতি নোৎপাদয়তি । কস্তর্হি ? স্বভাবস্ত প্রবর্ততে,
স্বভাবঃ প্রকৃতির্বাসনা অনাদিকালপ্রবৃত্তপূর্ব্বকর্ম্মজনিতদেবাদ্যাকারপ্রকৃতিসংসর্গকৃত
তত্তদাশ্রাভিমানজনিতবাসনাকৃতমীদৃশং কৰ্ত্ত্বাদিকং ন স্বরূপপ্রযুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

হনুমান্ ।—ন কৰ্ত্ত্বমিতি । ন কৰ্ত্ত্বং স্বতঃ নচ কুৰ্শ্শমপি কৰ্ম্মাণি রথ-
প্রাসাদাদীনি ঈপ্সিততমানি লোকস্ত সৃজতি উৎপাদয়তি, প্রভুরাত্মা নাপি রথাদিকৃতবত-
হুঃশ্বলেন সংযোগং কৰ্ম্মসংযোগং যদি কিঞ্চিদপি স্বতো ন করোতি ন কারয়িতি চ
দেহী, কস্তর্হি কুৰ্শ্শন কারয়ন্ত প্রবর্ত্তত ইত্যাচ্যতে স্বভাবস্ত স্বভাবঃ অবিভালক্ষণা
প্রকৃতিঃ মার্য প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর ।—নহু “এব এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উল্লীনীষতে
এব এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যোহধো নিনীষতে” ইত্যাদিশ্রুতেঃ, পরম-
শ্রেণৈব শুভান্তত্বকলেষু কর্ম্মসু কৰ্ত্ত্বেন প্রযজ্যমানোহস্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ কথং তানি কৰ্ম্মাণি
তাজে ঈশ্বরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযজ্যমানঃ শুভান্তত্বানি চ তাক্ষতীতি চেৎ এবং সতি
বৈষম্যনৈদ্ব্যগ্যাভ্যাবীকরস্তাপি প্রবোজককৰ্ত্ত্বাৎ গুণ্যাপাসম্বন্ধং শ্রাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন
কৰ্ত্ত্বমিতি দ্বাত্যাম্ । প্রভুরীকরো জীবলোকস্ত কৰ্ত্ত্বাদিকং ন সৃজতি কিন্তু জীবন্ত
স্বভাবোহবিভেদে কৰ্ত্ত্বাদিক্রপেণ প্রবর্ত্ততে অনাত্মবিজ্ঞাকামবশাৎ, প্রবৃত্তিস্বভাবমেব
লোকমীকরঃ কর্ম্মসু নিযুক্তো ন তু স্বয়মেব কৰ্ত্ত্বাদিকসুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বলদেব ।—এতদ্ব্যং শুদ্ধস্ত নাস্তীতি বিশদয়তি নেতি । প্রভুর্দেহজিয়াদীনাম্
স্বামী জীবঃ লোকস্ত জনস্ত কৰ্ত্ত্বং ন সৃজতীতি স্বং কুৰ্শ্শিতি কারয়িতা ভবতি ।
নাপি তন্তেক্ষিততমানি কৰ্ম্মাণি মাল্যাঘরাদীনি সৃজতীতি স্বং কৰ্ত্ত্বাপি ন ভবতি ।
নচ কর্ম্মকলেন স্মথেন হুঃথেন চ সংযোগং সম্বন্ধঃ সৃজতীতি ভোজয়িতা ভোক্তা চ

ন ভবতীত্যর্থঃ । যত্বেৎ তর্হি কঃ কারয়ন্ কুর্ষংশ্চ প্রত্যয়তে তত্রাহ স্বভাবম্বিতি । অনাদিপ্রবৃত্ত্যা প্রধানবাসনাচ্চ স্বভাবশব্দেনোক্তপ্রাধানিকদেহাদিনান্ জীবঃ কারয়িতা কর্তা চেতি ন বিবিক্তস্ত তদ্ব্যমিতি । শুদ্ধেহপি কিঞ্চিদকর্তৃত্বমন্ত্যেব পূর্বত্র স্বধাসনে তদ্ব্যস্তোক্তেঃ ভানাদাবিবেতদ্ব্যবোধঃ ধার্ম্যঃ ধনু ক্রিয়া তদ্ব্যবাহং হি কর্তৃত্বমুক্তম্ ॥ ১৪ ॥

মধুসূদন ।—দেবদত্তস্ত স্বগতৈব গতির্যথা স্থিতৌ সত্যং ন ভবতি এবমাত্মনোহপি কর্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ স্বগতমেব সৎ সন্ন্যাসে সতি ন ভবতি, অথবা নভসি তলমলিন-তাদিবদন্তবৃত্ত্য তত্র নাস্ত্যেবেতি সন্দেহাপোহায়াহ নাদত্ত ইতি । লোকস্ত দেহাদেঃ কর্তৃত্বং প্রভুরাত্মা স্বামী ন সৃজতি স্বং কুর্ষতি নিয়োগেন তস্ত কারয়িতা ন ভবতীত্যর্থঃ । নাপি, লোকস্ত কৰ্ম্মাণি জ্ঞাপ্তততমানি ঘটাদানি স্বয়ং সৃজতি কর্তা ন ভবতীত্যর্থঃ । নাপি লোকস্ত কৰ্ম্মকৃতবতন্তৎফলসংক্ৰমং সৃজতি ভোজয়িতাপি ভোক্তাপি ন ভবতীত্যর্থঃ । “সমান সন্ উভৌ লোকৌ অনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব সৃধীঃ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ যত্রাপি “শরীরস্থোহপি কোন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে” ইত্যুক্তেঃ, যদি কিঞ্চিদপি স্বতো ন কারয়তি ন করোতি চাত্মা কস্তর্হি কারয়ন্ কুর্ষংশ্চ প্রবর্তত ইতি তত্রাহ স্বভাবস্ত অজ্ঞানাত্মিকা দৈবী মায়্যা প্রকৃতিঃ প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নবেৎ ভূত্যবৎ কর্তৃত্বং স্বামিবৎ কারয়িতৃত্বং বাস্ত মাস্ত, অয়কান্ত-বদবিকারশ্চৈব সতঃ কর্তৃত্বাদিধর্ম্মকাহকারাদিপ্রবর্তকত্বমস্তিত্যাশঙ্ক্যাহ ন কর্তৃত্বমিতি । কর্তৃত্ব-মহাকারস্ত কৰ্ম্মাণি ইন্দ্রিয়াণাং বচনাদানাদীনি প্রবণদর্শনাদানি চ, লোকস্ত লোকাতে প্রকৃ-
শ্রুত ইতি লোকা জড়বর্গঃ প্রভূশ্চিদাত্মা সূর্য্য ইবাসাদাদীনাং প্রকাশকোহপি ন কৰ্ম্মাদৌ প্রবর্তকস্তত্বং অস্ত কৰ্ম্মফলসংযোগং বা ন সৃজতি কিন্তু যো যাদৃক্ যস্ত স্বভাবঃ স তথা প্রবর্ততে যথা সূর্য্যোহভ্যাদিতে কমলানাং বিকসনং কুমুদানামুদ্বগধঞ্চেতি তত্বং এবমাত্মনি প্রকাশমানে ঘটাদয়ো ন চেষ্টন্তে মনুষ্যাদয়স্ত চেষ্টন্তে ন স্বাত্মা কস্তচিৎ প্রবর্তকো নিবর্তকো বা লোহারস্বাস্তর্য্যোন্নিব সত্যান্তর্য্যোরাশ্বানাত্মনোঃ সম্বন্ধাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—নহু চ যদি জীবস্ত বস্ততঃ কর্তৃত্বাদিকং নৈবাস্তি, তর্হি পরমেশ্বর-সৃষ্টে জগতি সর্বত্র জীবস্ত কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিদর্শনাত্মন্ত্রে পরমেশ্বরেণৈব বলাৎ তস্ত কর্তৃত্ব-
দিকং সৃষ্টম্ । তথা, সতি তস্মিন্ বৈবমানৈশ্চরণো প্রসক্তে তত্র ন হীত্যাহ ন কর্তৃত্বমিতি । নাপি তৎকর্তৃত্বাভেদে কৰ্ম্মাণ্যপি । ন চ কৰ্ম্মফলৈর্ভোগৈঃ সংযোগমপি । কিন্তু জীবস্ত স্বভাবোহনান্তবিষ্টেব প্রবর্ততে । তং জীবং কর্তৃত্বাশ্রয়ভিমানমারোহয়িত্বমুচ্যতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—শ্রুতি বলিয়াছেন, ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সাধু কৰ্ম্ম সম্পাদন করাইয়া উঠে লইয়া যান ; অথবা অসাধু-কৰ্ম্ম সম্পাদন করাইয়া তাহার অধোগতি করেন । পরমেশ্বরই জীবকে শুভাশুভ ফলপ্রসূ বিবিধ কৰ্ম্মে প্রযুক্ত করিয়া থাকেন । মানবের কর্তৃত্ব বিষয়ের তিনিই প্রযোজক ।

তথাপি অনেকেই তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা পরিত্যাগ পূর্বক অশুভকর পন্থায় বিচরণ করিয়া, স্বকীয় সর্বনাশ সংসাধিত করে কেন ? মনুষ্যকে এইরূপ বিসদৃশ পুণ্যপাপাত্মক কর্মে প্রবর্তিত করা ঈশ্বরেরই কার্য্য। এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে দুইটি শ্লোক অবতারণিত হইয়াছে। মনুষ্যের কর্মাকর্ম বিষয়ের, কর্তৃত্ব স্বামীস্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা সৃষ্টি করেন নাই ; “তুমি এই কার্য্য কর” এইরূপ নির্দেশ সহকারে তিনি কর্তৃত্ব বিধানের কারণ স্বরূপও নহেন। অথবা লোকের যান, রথ, ঘট, প্রাসাদাদি সুখসৌকর্য্য-সাধক স্পৃহনীয় পদার্থ বিনির্মাণরূপ কর্মেরও তিনি স্রষ্টা নহেন। অথবা লোকে অনুষ্ঠিত কর্মের সহিত যে শুভাশুভ পরিণাম প্রাপ্তির সম্বন্ধ রাখিয়া থাকে, সে ফলসংযোগেরও কর্তা তিনি নহেন। এই শরীররূপ আগারে বাস করিলেও, তিনি কোন কর্মই সম্পাদন করেন না, এবং কোন ব্যাপারে প্রলিপ্ত হন না। যদি আত্মা স্বয়ং কোন কাজ করেন না, বা অপরকেও করান না, তবে মানব কাহার নিয়ম-পরতন্ত্র হইয়া কর্মের কর্তৃত্ব ও কারয়িত্ব নির্বাহ করে ? স্বভাব অর্থাৎ অবিজ্ঞা-লক্ষণা প্রকৃতি বা মায়াই মনুষ্যকে কর্ম-সেবায় নিযুক্ত করে। জীব অজ্ঞানরূপা মায়ার অধীনতাপাশে বদ্ধ হইয়াই কর্ম-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। জগতের যাবতীয় দেব, তির্য্যাক্, মনুষ্য, ও স্থাবর পদার্থে, প্রকৃতির সংসর্গক্রমে, আত্মা বর্তমান আছেন। এতাবতের দেবাদিরূপ অসাধারণ কর্তৃত্ব, অসাধারণ কর্মসমূহ এবং সেই কর্মজ্ঞাত দেবাদিরূপ অসাধারণ ফলসংযোগ, কর্মের অনধীন, স্বাভাবিক স্বরূপে অবস্থিত আত্মা উৎপাদন করেন না। তৎসমস্ত প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত। অনাদিকাল প্রবৃত্ত, পূর্ব পূর্ব জন্মজন্মিত দেবাদিরূপ আকার ও তত্ত্ব অবস্থোচিত কর্মাদি আত্মাভিমান জনিত প্রকৃতিরূপা বাসনার দ্বারা কৃত। অতএব এই কর্তৃত্বাদি, ব্যাপার সমূহ কখনই স্বরূপ প্রযুক্ত নহে।

শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। জীবাত্মাই এই দেহেন্দ্রিয়াদির স্বামী। সেই জীবাত্মা মনুষ্যের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, অথবা তাহার লোচনানন্দদায়ক বসন-ভূষণাদিরও সৃষ্টি করেন না। অথবা সেই কর্মজন্মিত ফলের সহিত সুখদুঃখরূপ সম্বন্ধও সৃষ্টি করেন না। স্বভাবই এই সমস্তের প্রবর্তক। অনাদিপ্রবৃত্ত প্রধান বাসনা এখানে স্বভাব শব্দে লক্ষিত।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। পরিদৃশ্যমান জড়বর্গ লোকশব্দ বাচ্য। চিদাত্মা প্রভু শব্দে লক্ষিত। সূর্য্যের স্থায় চিদাত্মা আমাদের প্রকাশক হইলেও, আমাদেরকে কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করেন না, অথবা তাহার সহিত কৰ্ম্মফলের সংযোগও করেন না। সকলেই স্ব স্ব স্বভাবানুসারে কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। আকাশ প্রদেশে দিবাকর সমুদিত হইলে স্ব স্ব স্বভাবানুসারে সরোবরে কমলিনী বিকসিতা ও কুমুদিনী মুদ্রিতা হয়। সেইরূপ আত্মা প্রকাশমান থাকিলেও, ঘটাদি পদার্থ কোনই চেষ্টা করে না, কিন্তু মনুষ্যাদি বিবিধ চেষ্টায় নিযুক্ত হয়। আত্মা এইরূপ চেষ্টা বিষয়ে কাহাকেও 'প্রবর্তিত' বা নিবর্তিত করেন না। অয়স্কান্ত নায়ক লৌহাকর্ষক মণি, স্বকীয় স্বভাব-প্রভাবেই লৌহকে আভিमुखে আকর্ষণ করে; লৌহও স্বতঃ তদভিमुखে প্রধাবিত হয়। তদ্বিষয়ে কাহারও প্রবর্তন বা প্রবর্তনের অপেক্ষা করে না। লোকের কৰ্ম্মকৰ্ম্ম-বিষয়ে কর্তৃত্বও তদ্রূপ ॥ ১৪ ॥

নাদত্তে কশ্চিৎ পাপং ন চৈব স্মৃতং বিভুঃ ।

অজ্ঞানেনারতং জ্ঞানং তেন মুহন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—বিভুঃ (পরমেশ্বরঃ) কশ্চিৎ পাপং ন স্মৃতং (পুণ্যং) ন চ এব আদত্তে অজ্ঞানেন (মায়াখ্যেন তমসা) জ্ঞানং আরতং (আচ্ছাদিতং) তেন (তদ্বৈতানা) জন্তবঃ (সংসারিণঃ) মুহন্তি (মোহং গচ্ছন্তি) ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ।—পরমেশ্বর কাহারও পাপ না এবং পুণ্য-ও প্রদান করেন না মায়া দ্বারা জ্ঞান আচ্ছাদিত সেই-কারণে জীবসকল মোহ-প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা।—পরমেশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য কিছুই প্রদান করেন না; মায়াপ্রভাবে মানবের জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকায় তাহার ভ্রমপরবশ হয় ও আভিমত কৰ্ম্মানুষ্ঠান করে ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—পরমার্থতত্ত্ব নেতি । নাদত্তে ন চ গৃহ্মতি ভক্তস্তাপি কন্তুচিং
পাপং ন চৈবাদত্তে স্কৃতং বিভূঃ ভট্টৈঃ প্রযুক্তং বিভূঃ, কিমর্থং তর্হি ভট্টৈঃ পূজাদি-
লক্ষণং বাগদানহোমাদিকঞ্চ স্কৃতং প্রযুক্ত্যত ইত্যাহ অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং বিবেক-
বিজ্ঞানং তেন মুহুন্তি করোমি কারয়ামি ভোক্ষ্যে ভোজয়ামীত্যেবং মোহং গচ্ছন্ত্যবিবেকিনঃ
সংসারিণো জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি ।—কর্তৃত্বভোক্তৃত্বৈধৰ্ম্মাণ্যাত্মনোহবিদ্যা কৃতানীত্যাভিমদানীমীশ্বরে
সন্ন্যস্তসমস্তবাপারস্ত তদেকশরণস্ত ছরিতং স্কৃতং বা তদমুগ্রহার্থং ভগবানাদত্তে মদেক-
শরণো মৎপ্রীত্যর্থং কৰ্ম কুর্স্যাণো দুষ্কৃতাদ্যমুদোদনেনামুগ্রাহো ময়েতি প্রত্যয়ভাভ্যাদিত্যা-
শঙ্কা সোহপি পরমার্থতো নাস্ত্যস্ত্যাবিকিয়তাদিত্যাহ পরমার্থতত্ত্বিতি । কথং তর্হি
ভক্তানাংমুগ্রাহত্বমীশ্বরস্ত্যাহুগ্রাহীত্বমিতি প্রসিদ্ধস্তত্রাহ অজ্ঞানেনেতি । পূর্বার্দ্ধগতাশ-
ঙ্করাণি ব্যাখ্যায় আকাঙ্ক্ষাপূর্বকমুত্তরার্দ্ধমবতাগ্য ব্যাচষ্টে কিমর্থমিত্যাदिना ॥ ১৫ ॥

রামানুজ ।—কন্তুচিং সম্বন্ধিতয়াভিমতস্ত পুত্রীদেঃ পাপং হুঃখং নাদত্তে নাপমুদতি
কন্তুচিং প্রতিকূলতয়াভিমতস্ত স্কৃতং স্কুং নাদত্তে নাপমুদতি । যতোহয়ং বিভূঃ ন
কাচ্চিং কঃ ন দেবাদিদেহেন সাধারণদেশঃ, অতএব ন কন্তুচিং সম্বন্ধী, ন কন্তুচিং
প্রতিকূলশ্চ, সর্বমিদং বাসনাকৃতং এবং স্বভাবস্ত কথময়ং বিপরীতবাসনোপপত্ততে ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং জ্ঞানবিরোধিনা পূর্বকর্ষণা স্বফলাভূতবযোগ্যত্বায়াস্ত জ্ঞান-
মাবৃতং স্কুচিৎ তেন জ্ঞানাবরণরূপেণ কৰ্ম্মণা দেবাদিদেহসংযোগস্ততদাত্মাভিমানরূপ-
মোহশ্চ জায়তে তদাত্মাভিমানবাসনা তদুচিতকৰ্ম্মবাসনা চ বাসনাতো বিপরীতাত্মাভিমানঃ
কৰ্ম্মারম্ভশ্চোপপত্ততে ॥ ১৫ ॥

হনুমান্ ।—নাদত্ত ইতি । পরমার্থতত্ত্ব নাদত্তে ন গৃহ্মতি ভক্তস্তাপি কন্তুচিং পাপং
নৈবাদত্তে স্কৃতং, ভট্টৈঃ প্রযুক্তং বিভূঃ । কথং তর্হি পূজালক্ষণবাগদানাদিস্কৃতং
প্রযুক্ত্যতে ইত্যাহ । অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং, তেন মুহুন্তি করোমি কারয়ামি ভোক্ষ্যে
ভোজয়ামি ইত্যেবং মোহং গচ্ছন্তি অবিবেকিনঃ সংসারিণো জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর ।—বস্মাদেবং তস্মাৎ নাদত্ত ইতি । প্রয়োজকোহপি সন্ প্রভুঃ কন্তুচিং
পাপং স্কৃতঞ্চ নৈবাদত্তে ন ভজতে, তত্র হেতুঃ বিভূঃ পরিপূর্ণঃ আপ্তকাম ইত্যর্থঃ,
যদি হি স্বার্থকামনয়া কারয়েৎ তর্হি তথা স্তাৎ ন হেতদন্তি আপ্তকামতৈবাচিন্ত্যনিজ-
মায়য়া তত্তৎপূর্বকৰ্ম্মাহুসারেণ প্রবর্তকত্বাৎ । নহু ভক্তানাংমুগ্রহতোহভক্তান্ নিগৃহ্তশ্চ বৈষ-
ম্যোপলভ্যৎ কথমাপ্তকামত্বমিত্যত আহ অজ্ঞানেনেতি । নিগ্রহোহপি দণ্ডরূপোহমুগ্রহ
এবেতোবমজ্ঞানেন সর্বত্র সমঃ পরমেশ্বরইত্যেবমুতঃ জ্ঞানমাবৃতং তেন হেতুনা জন্তবো
জীবা মুহুন্তি ভগবতি বৈষম্যং মনস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বলদেব ।—নহু যদি বিগৃহ্তস্ত জীবস্ত তদুশকৰ্ম্মকর্তৃত্বাদি নাস্তীতি ক্ৰবে, তর্হি
কৌতুকাক্রান্তঃ পরমাত্মা প্রধানঃ তদগলে নির্পাত্য তৎপরিণামদেহেজ্জিহাদিমতস্ত

তদ্রচিত্তবানিভ্যাপত্তে । যুক্তকৈতৎ, অন্তথা “এব উ হেব সাধু কৰ্ম কারয়তি তং
যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নীযতে । এব উ এবাসাধু কৰ্ম কারয়তি তং যমথো নিনীযতে”
ইতি শ্রুতিঃ । “অজ্ঞো অন্তরনীশোহরমাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ । জৈশ্বর্যপ্রেরিতো গচ্ছৎ
স্বৰ্গং বা স্বত্রমেব চ ॥” ইতি স্মৃতিশ্চ ব্যাকুপোৎ । তথাচ পাপপুণ্যময়ীমবস্থাং নয়তি ।
প্রয়োজকে ভগ্নিন্ বৈষম্যাদিকং পাপাদিভাগিত্বঞ্চ স্মাদিতি চেৎ, তত্রাহ নাদত্ত ইতি ।
বিভূরপরিমিতবিজ্ঞানানন্দোহনন্তশক্তিপূর্ণঃ স্বানন্দৈকরসিকস্ততোহস্তজ্ঞোদাসীনঃ পরমাত্মানা-
দি প্রধানবাসনানিবন্ধং বৃত্তকুং স্বসন্নিধিমাত্রপরিণত প্রধানময়দেহাদিমন্তঃ জীবং তদ্বাসনামু-
সারেণ কর্ম্মণি কারয়ন্ কৃত্তচিচ্ছিবন্ত পাপং স্কৃত্ততঞ্চ নাদত্তে ন গৃহ্নতি । এবমুক্তং
শ্রীবৈষ্ণবে, “যথা সন্নিধিমাাত্রৈণ গন্ধঃ ক্লেভায় জায়তে । মনসো নোপকর্তৃভ্যাং তথাসৌ
পরমেশ্বরঃ ॥ সন্নিধানান্দ্যধাকাশকালাজাঃ কারণং তয়োঃ । তথৈবাংপরিণামেন বিশ্বস্ত
ভগবান্ হরিঃ ॥” ইতি । ঔদাসীন্যমাত্রৈঃ যং গন্ধাদিদৃষ্টান্তো ন দ্বিচ্ছারা অভাবে তন্তাঃ
সৌহক্যময়তেতি শ্রুতত্বাৎ । তর্হি জীবান্তং বিষয়ং কুতো বদন্তি তত্রাহ অজ্ঞানেনেতি ।
অনাদিতত্বৈষমুখ্যোক্ত্যজ্ঞানেন জীবানাং নিত্যমপি জ্ঞানমাবৃতং তিরোহিতং তেন হেতুনা
জন্তবো জীবা মুহুন্তি । সমমপি তং বিমূঢ়া বিষয়ং বদন্তি ন বিজ্ঞা ইত্যর্থঃ । আহ
চৈবং সূত্রকারঃ, “বৈষম্যনৈর্ঘ্যেণ সাপেক্ষত্বাং তথাহি দর্শয়তি ।” (১ম পাদ । ২ অ । ৩৪
শ্লোক), “ন কর্ম্মবিভাগাৎ ইতি চেন্নানাদিত্বাৎ” ইতি । (১ম পাদ । ২ অ । ৩৫ শ্লোক) ॥ ১৫ ॥

মধুসূদন ।—নবীশ্বরঃ কারয়তি জীবঃ কৰ্ম্ম, তথাচ শ্রুতিঃ, “এব উ হেব সাধু-
কৰ্ম কারয়তি তং যমুন্নীযতে এব উবাসাধু কৰ্ম কারয়তি তং যমথো নিনীযতে”
ইত্যাদিঃ । স্মৃতিশ্চ “অজ্ঞো অন্তরনীশোহরমাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ । জৈশ্বর্যঃ প্রেরিতো
গচ্ছৎ স্বৰ্গং বা স্বত্রমেব বা ॥” ইতি । তথাচ জীবেশ্বরয়োঃ কর্তৃত্বকারয়িত্বভাভ্যাং ভোক্তৃ-
ভোজয়িত্বভাভ্যাঞ্চ পাপপুণ্যালেপসম্ভবাৎ, কথং কুং স্বভাবস্ত প্রবর্তত ইতি তত্রাহ নাদত্ত
ইতি । পরমার্থতঃ বিভূঃ পরমেশ্বরঃ কৃত্তচিৎ জীৱন্ত পাপং স্কৃত্ততঞ্চ নৈবাদত্তে পরমার্থতো
জীবন্ত কর্তৃত্বভাবাৎ, পরমেশ্বরস্ত চ কারয়িত্বভাবাৎ, কথং তর্হি শ্রুতিঃ স্মৃতির্লোক-
ব্যবহারশ্চ, তত্রাহ অজ্ঞানোবরণবিক্ষেপশক্তিমতা মায়াধেন্যানুতেন তমসা আবৃত-
মাচ্ছাদিতং জ্ঞানং জীবেশ্বরজগৎদেহরূপাধিষ্ঠানভূতং নিত্যং স্বপ্রকাশং সচ্চিদানন্দরূপ-
মধিতীয়ং পরমীর্ষসভ্যং তেন স্বরূপাবরণেন মুহুন্তি প্রমাতৃপ্রমেরপ্রমাণকর্তৃকর্ম্মকরণভোক্তৃ-
ভোগ্যভোগাধ্যানববিশংসাররূপং মোহমতস্মিন্তদ্বতারূপং বিক্ষেপং গচ্ছন্তি জন্তবো
জননশীলাঃ সংসারিণো বস্তবরূপাদর্শিনঃ অকর্তৃভোক্তৃপরমানন্দাদ্বিতীয়স্বরূপাদর্শন-
নিবন্ধনোহয়ং জীবেশ্বরজগৎদেহরূপঃ প্রতীতমানো বর্ততে, মূঢ়ানাং তত্রাকাবহারাং মূঢ়-
প্রত্যাহারবাদিত্যবতে শ্রুতিস্মৃতি বাস্তবভেদবোধিবাক্যশেষভূতে ইতি ন দোষঃ ॥ ১৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহ “এব হেব সাধু কৰ্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নীযতে
এব এবাসাধু কৰ্ম কারয়তি তং যমথো নিনীযতে” ইতি শ্রুত্যা পরমেশ্বরে কারয়িত্বং

বোধ্যতে তৎকথমুচ্যতে স্বভাবস্ত প্রবর্ত্তত ইতি তজ্জাহ নাদত্ত ইতি । কত্চিৎ কৰ্ত্তুঃ পাপং
অয়ং নাদত্তে নাপি স্কৃতং আদত্তে কারয়িতৃভ্যাবাৎ যতো বিভূঃ ব্যাপকঃ নিষ্কিয় ইতি
যাবৎ, সক্রিয়ো হস্তং প্রবর্ত্তয়তি তদীয়ং পাপং পুণ্যং বা লভতে, অয়ন্ত ন তথা কিন্তু
স্বর্ঘ্যবৎ প্রকাশত এব ন তু স্বপ্রকাশানাং কৰ্ত্তৃদীনাং কৰ্ম্মণা সম্বধ্যত ইতি ভাবঃ ।
কারয়িতৃসমপ্যস্ত সত্তামাত্রৈণ স্বর্ঘ্যবৎ, যথা ঘটঃ প্রকাশতে সবিতা প্রকাশয়তীতি নোদ-
হতশ্রুতিবিরোধঃ । কথং তর্হীশ্বরাদানার্থং কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্তি তদকরণাচ্চ বিভ্রাভীত্যাশঙ্ক্যাহ
অজ্ঞানেনেতি । যথা হি মহারাজস্ত সার্কভৌমস্ত অহং সর্কেশ্বরো নিবৃত্তোহস্মীতি জ্ঞানং
অজ্ঞানেন সৌম্যেণাবৃতং সৎ স তত্র বিবিধানি পরচক্রাদীনি মহাস্তি সঙ্কটশতানি পশুতি
অহো অহং দীনোহস্মি হৃৎখ্যস্মীতি চ মুহুতি তদ্বদেতে জন্তবঃ স্বভাঃ ব্রহ্মাস্মীতি প্রমাণেন
ব্রহ্মভাবমজ্ঞানস্ত ঈশ্বরাদান্যনাং পৃথক্ মন্তমানাঃ ঈশাস্ত্রানোঃ সেব্যসেবকভাবঞ্চ পশুন্তো
মুহুন্তি, তথা চ শ্রুতিঃ, “অথ যোহস্তাং দেবতামুপাস্তেহস্তোহহমিতি ন স বেদ যথা পতুরেব
স দেবানাম্” ইতি, “এষ হেব” ইতি শ্রুতিরপি ভ্রান্তজনব্যবহারবিষয়েবেতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—বস্মাদনাথগাধুকৰ্ম্মণাং ঈশ্বরো ন কারয়িতা, তস্মাদেব ন তস্ত
পাপপুণ্যভাগিস্বমিত্যাহ নাদত্ত ইতি । নাদত্তে ন গৃহ্নাতি, কিন্তু তদীয়া ধনু বা শক্তিরবিভা
সৈব জীবজ্ঞানমাবুণোভীত্যাহ অজ্ঞানেনেতি । অজ্ঞানেনাবিশ্বরা জ্ঞানং জীবন্ত স্বাভাবিকং,
তেন হেতুনা ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—জীব কার্যের কর্ত্তা বটে, কিন্তু ঈশ্বরই তাহার প্রবর্ত্তক ।
এ সম্বন্ধে শ্রোত প্রমাণ পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । স্মৃতিও বলিয়া-
ছেন, অস্ত্র জীবেরা স্ব স্ব সুখদুঃখ বিষয়ে কর্ত্তৃহবিহীন । পরমেশ্বর কর্ত্তৃক
প্রেরিত হইয়াই তাহার স্বর্গ বা নরকে গমন করে । যখন শ্রুতি-স্মৃতি
সম্বন্ধে ঈশ্বরের কারয়িতৃহ সংঘোষিত করিতেছেন, তখন জীবের কর্ত্তৃহ
বা ভোক্তৃহ নাই এবং ঈশ্বরের কারয়িতৃহ বা ভোজয়িতৃহ কিছুই নাই ;
‘সুতরাং তজ্জন্তু পাপ-পুণ্যও আত্মাকে স্পর্শ করে না, এরূপ অভিপ্রায়
কেন সমর্থিত হইতেছে এবং স্বভাবের স্বন্ধেই বা সমস্ত নিয়ন্তৃহ কেন
আরোপিত হইতেছে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে কথিত হইতেছে
যে, ঈশ্বর বস্তুতঃ কোন জীবকে পাপ বা পুণ্যে প্রণোদিত করেন না ।
আবরণবিক্ষেপশালিনী মায়ার অজ্ঞানাক্রকারে জীব-ব্রহ্মেব অভেদ-বোধরূপ
নিত্য ও পরমার্থ সত্যস্বরূপ জ্ঞান সমাচ্ছন্ন হইয়া যায় । এইরূপে স্বরূপ
সমাবৃত্ত হয় বলিয়া, জীবগণ সংসাররূপে মোহগ্রস্ত হয় । বাহ্যদের জন্ম

ও মরণ আছে, তাহারাই মায়ার প্ররোচনা-পরতন্ত্র এবং ভেদ-জ্ঞানরূপ, ভ্রম-সাগরে নিপতিত হইয়া, প্রমাতৃ, প্রমেয়, প্রমাণ, কর্তৃ, কৰ্ম্ম, করণ, ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগ নামধেয় নববিধ সংসার-দশা প্রাপ্ত হয়। অশ্রুতি-স্মৃতিতে যে অভিপ্রায় পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত সমালোচ্য মতের কোনই বিরোধ হইতে পারে না। তাহাতে জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে বিভিন্ন বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা অদ্বৈত-প্রতিপাদক; সুতরাং ফলতঃ তদভিপ্রায়ও বর্তমান অভিপ্রায়ের সমর্থক।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। যদি বিশুদ্ধচিত্ত জীবের কৰ্ম্ম-কর্তৃত্বাদি নাই বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়, তবে কি পরমাত্মা কোতূহল-পরবশ হইয়া প্রকৃতির স্বন্ধে দায়িত্ব নিক্ষেপকরতঃ প্রকৃতির পরিণাম-ভূত এই দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট জীবগণের বিনিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন? অশ্রুতি-স্মৃতি সকলেই বলিতেছেন, ঈশ্বরই পাপ-পুণ্যের প্রযোজক। তিনি যখন এই বৈষম্যের প্রযোজক, তখন অবশ্যই তজ্জন্তু তাঁহাকেও পাপ-পুণ্য-ভাগী হইতে হইয়াছে। এইরূপ আশঙ্কা অপনোদিত হইতেছে। ঈশ্বর অপরিমিত, বিজ্ঞানানন্দপূর্ণ ও অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন। তিনি নিরন্তর স্বকীয় পূর্ণানন্দ-সাগরে ভাসমান, সুতরাং অন্ত্র উদাসীন। জীবগণ অনাদি প্রকৃতি হইতে দ্রব লাভ করিয়া তদীয় বাসনা-ক্রমেই কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ঈশ্বর কোন জীবেরই পাপ-পুণ্য বিধান করেন না। তিনি কাহারও প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া তাহাকে পুত্র-সুখৈশ্বর্য্যাদি প্রদান করেন না, বা কাহারও প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে ক্লেশ-প্রদান করেন না। জীবের অধোগতি-বিধায়ক পাপ এবং উর্দ্ধগতি-বিধায়ক পুণ্য কিছুরই তিনি বিধান করেন না। সকলই জীবের প্রাচীন বাসনা-সম্ভূত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবের এই বিষম অবস্থা

হয়। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। অম্মাচ্ছিন্নমতে বিশ্বমত্রেব এবিলীরতে। অমারী মায়য়া বন্ধঃ কৰোতি বিবিধানতঃ। ন চাপ্যায়ং সংসরতি ন চ সংসারয়েৎ প্রভুঃ। নায়ং পৃথী ন সলিলং ন তেজঃ পথনো ন তৎ। ন গ্রাণো ন মনো ব্যক্তং ন শব্দঃ স্পর্শ এব চ। ন রূপ-রস-গন্ধাশ্চ নাহং কর্তা ন বাস্তুপি। ন পাপিপাতনৌ নো পার্জুনটোপহো দ্বিজোদ্যমোঃ। ন কর্তা ন চ ভোক্তা বা ন চ একতিপুরুষৌ। ন মায় বৈব চ প্রাণৈস্তেজঃ পরমার্থতঃ। অহং কর্তা স্বখী দুঃখী কৃপঃ ক্লেশেতি বা বতিঃ। সা চাহকারকর্তৃবাদাত্মাত্মারোগ্যতে জনৈঃ। বদন্তি বেদবিদ্যাংসঃ সাক্ষিণং প্রকৃতেঃ পরম্। ভোক্তা-হনকরঃ শুভঃ সর্বত্র সমবস্থিতম্। তদ্বাদজ্ঞানমুদোহয়ং সংসারঃ সর্বমেহিনাম্।

কি কারণে ঘটয়া থাকে ? তাহার উত্তর এই যে, অজ্ঞানের দ্বারা জীবের নিত্য-জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায় এবং আত্মাভিমানরূপ মোহ সমুৎপন্ন হয় ; সঙ্গে সঙ্গে পাপপুণ্যাত্মক কর্মেরও আরম্ভ হয়। তখন অজ্ঞানোচ্ছন্ন মানবগণ সেই সমদর্শী ভগবানের উপর বৈষম্য-দোষ সমারোপিত করিয়া তাঁহার ব্যবহার নিন্দাবাদ করে।

শ্রীমদ্রীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। যেরূপ প্রবলপরাক্রান্ত সার্বভৌম নরপতি আপনাকে সর্বপ্রকারে সুখী বলিয়া জানিলেও, নিদ্রাবেশে আপনাকে অশেষ সংকট-জালে জড়ীভূত বোধ করিয়া নিরতিশয় দীনতা ও দুঃখানুভব করেন, তদ্রূপ জীবগণ “আমি ব্রহ্ম” এই প্রামাণিক বাক্য দ্বারা ব্রহ্মভাব উপলব্ধি না করিয়া, আত্মা ও ঈশ্বরকে পৃথকরূপে উপলব্ধি করে এবং এই অজ্ঞানতা হেতু ঈশ্বরের সহিত আত্মার সেব্য-সেবক ভাব সংস্থাপন করিয়া মোহাচ্ছন্ন হয়। ঋতি বলিয়াছেন, “যাহারা অশ্রু দেবতার উপাসনা করে এবং আমাকে ও অশ্রু দেবকে পৃথক জ্ঞান করে, তাহারা সেই সেই দেবতার পশুতুল্য। (৪অ। ১২ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।

তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ১৬ ॥

অর্থঃ ।—তু আত্মনঃ জ্ঞানেন (আত্মসাক্ষাৎকাররূপেণ) যেষাং (জীবানাং) অজ্ঞানং নাশিতং আদিত্যবৎ (সূর্য্যইব) তেষাং তৎ জ্ঞানং পরম্ (ব্রহ্মস্বরূপং পরমার্থতত্ত্বম্) প্রকাশয়তি (অবভাসয়তি) ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—কিন্তু আত্মবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা যাহাদিগের অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, সূর্য্যের ন্যায় তাহাদিগের সেই জ্ঞান ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করে ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—সূর্য্য যেমন সকল বস্তু প্রকাশ করেন, আত্ম-সাক্ষাৎ-কাররূপ জ্ঞানের দ্বারা যে সকল জীবের অজ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে, তাহাদের সেই ভগবদ্জ্ঞানও, তদ্রূপে পরমার্থ-তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—জ্ঞানেন ইতি । জ্ঞানেন তু যেন অজ্ঞানেনাবৃত্তা মুহুৰ্ত্তি^১ অন্তবৎ তদজ্ঞানং যেষাং অজ্ঞানাং বিবেকজ্ঞানেনাস্ববিষয়েণ নাশিতমাত্মনো ভবতি তেষাং অজ্ঞানাদিত্যবৎ বধাদিত্যঃ সমস্তং রূপজাতং অবভাসয়তি তদ্বৎ জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ বস্ত সৰ্ব্বং প্রকাশয়তি তৎ পরমার্থতত্ত্বম্ ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরি ।—তর্হি সৰ্ব্বেষামনাত্মজ্ঞানাবৃত্তজ্ঞানত্যাং ব্যামোহাভাবাচ্চ কৃতঃ সংসারনিবৃত্তিরিতি তত্রাহ জ্ঞানেনেতি । সৰ্ব্বমিতি পূর্ণত্বমুচ্যতে, জ্ঞেয়স্তৈব বস্তনস্তৎ-
পরিমিতি বিশেষণম্ । তদ্ব্যাচটে পরমার্থতত্ত্বমিতি ॥ ১৬ ॥

রামানুজ ।—জ্ঞানেনেতি । “সৰ্ব্বং জ্ঞানপ্রবেশেন বুদ্ধিনং সম্ভবিষ্যসি ।” “জ্ঞানান্নিঃ-
সৰ্ব্বকর্মাণি ভঙ্গ্যাং কুরুতে তথা ।” তথা “ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিজন্ম” ইতি পূর্বোক্তং
স্বকালে সঙ্গময়তি জ্ঞানেনেতি । এবং বর্তমানেনু সৰ্ব্বাশ্রয়ু যেষামাত্মনামুক্তলক্ষণে নাত্মাধাণ্যো-
পদেশজনিতেনাস্ববিষয়েণাহরহরভ্যাসাধেয়াতিশয়েণ নিরতিশয়পবিত্রেন জ্ঞানেন তজ্ঞান-
বরণমনাদিকালপ্রবৃত্তানন্তকর্মসঙ্কর [সংশয়] রূপমজ্ঞানং নাশিতং তেষাং তৎস্বাভাবিকং পরং
জ্ঞানমপরিমিতমস্ফুটিতমাদিত্যবৎ সৰ্ব্বং বধাবস্থিতং প্রকাশয়তি । তেষামাদিত্যবজ্ঞানমিতি
বিনষ্টাজ্ঞানানাং বহুত্বাভিধানাদাত্মস্বরূপবহুত্বং “নত্বেবাহং জাতু নাং ন ত্বং নেমে”
ইত্যুপক্রমাবগতমত্র স্পষ্টতরমুক্তম্, ন চেদং বহুত্বমুপাধিকৃতং বিনষ্টাজ্ঞানানামুপাধিগন্ধা-
ভাবাৎ । তেষামাদিত্যবজ্ঞানমিতি ব্যতিরেকনির্দেশাজ্ঞানশ্চ স্বরূপানুবদ্ধিধর্মত্বমুক্তম্ ।
আদিত্যদৃষ্টান্তেন চ জ্ঞাতৃজ্ঞানয়োঃ প্রভাপ্রভাবতোরিবাবস্থানঞ্চ, ততএব চ সংসার-
দশায়ং জ্ঞানশ্চ কর্মণা সঙ্কোচঃ, মোক্ষদশায়ং বিকাশশ্চেপপত্ততে ॥ ১৬ ॥

হনুমান্ ।—জ্ঞানেনেতি । জ্ঞানেন তু যেনাজ্ঞানেনাবৃত্তা মুহুৰ্ত্তি অন্তবস্তদজ্ঞানং
যেষাং অজ্ঞানাং বিবেকজ্ঞানেনাস্ববিষয়েণ নাশিতমাত্মনো ভবতি তেষাং অজ্ঞানাদিত্য-
বৎ, বধাদিত্যন্তমঃস্বরূপাদিজাতমবভাসয়তি তদ্বজ্ঞানং জ্ঞেয়বস্ত সৰ্ব্বং প্রকাশয়তি
তৎপরম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর ।—জ্ঞানিনস্ত ন মুহুৰ্ত্তীত্যাহ জ্ঞানেনেতি । আত্মনো ভগবতো জ্ঞানেন
যেষাং তত্বেষু ম্যাপলভ্যকমজ্ঞানং নাশিতং তজ্ঞানং তেষামজ্ঞানং নাশয়িত্বা তৎ পরং পরি-
পূর্ণবীরস্বরূপং প্রকাশয়তি বদাদিত্যন্তমো নিরন্ত সমস্তং বস্তজাতং প্রকাশয়তি
তদ্বৎ ॥ ১৬ ॥

বলদেব ।—বিজ্ঞা ন মুহুৰ্ত্তীত্যোতদাহ জ্ঞানেনেতি । “সৰ্ব্বং জ্ঞানপ্রবেশেন” ইতি
“জ্ঞানান্নিঃ সৰ্ব্বকর্মাণি” ইতি “ন হি জ্ঞানেন সদৃশম্” ইতি চোক্তমহিয়ারসঙ্গুপ্রসাদলব্ধেন
স্বপরাশ্রয়বিষয়কেণ জ্ঞানেন যেষাং সংপ্রসাদিনাং তত্বেষু ধ্যামজ্ঞানং নাশিতং প্রধঃসিতং তেষাং
তজ্ঞানং কর্তৃ পরং প্রকাশয়তি । দেবীদেঃ পরং জীবং বৈবশ্যাদিদোবাৎ পরবীররূপ বোধ-
য়তি । আদিত্যবৎ বধা যবিকল্পিত এব তস্যো নিরন্তন বধাববস্ত প্রদর্শয়তি তথা সদৃশরূপদে-
শস্বরূপজ্ঞানং বধাববাস্তবমিতি । জ্ঞান বিনষ্টাজ্ঞানানাং জীবানাং বহুত্বং নিগদত।

পার্শ্বসারথিনা মোক্ষং তেবাং তদর্শিতং ঔপাধিক্যং তত্ত্ব প্রত্যুক্তং নেমে জনাধিপা
ইত্যুপক্রমোক্তঞ্চ তৎ সোপপত্তিকমত্বং ॥ ১৬ ॥

মধুসূদন ।—তর্হি সর্বোন্মাদনাত্তজ্ঞানাবৃত্তাৎ কথং সংসারনিবৃত্তিঃ স্তাদিত আহ-
জ্ঞানেনেতি । তদাবরণবিক্ষেপশক্তিমননাত্তনিকীচ্যমনৃতমনর্থত্বাত্ত্বলাশ্রয়জ্ঞানমাত্ত্ববিষয়-
বিজ্ঞানাদিশিক্ষাবাচ্যং আত্মনো জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং শুদ্ধপদিষ্টবেদান্তমহাবাক্যজ্ঞেন শ্রবণ-
মনননিরীক্ষাসনপরিপাকানির্মলাস্তঃকরণবৃত্তিরূপেণ নির্বিকল্পকসাক্ষাৎকারেণ শোভিত-
তৎসম্পদার্থভেদরূপশুদ্ধসচ্চিদানন্দাধৈক্যকরসবস্তমাত্রবিষয়েণ নান্নিতং বাধিতং কাল-
জয়েৎপ্যসদেবাসত্ত্বজ্ঞানমধিষ্ঠানট্টেতত্ত্বমাত্রতাং প্রাপিতং শুদ্ধাবিব রজতং শুক্তিজ্ঞানেন
যেবাং শ্রবণমননাদিসাধনসম্পন্নানাং ভগবদহুগৃহীতানাং মুমুক্শাং তেবাং তজ্ঞানং
কর্তৃ আদিত্যবৎ বধাদিত্যঃ স্বেদয়মাত্রৈণৈব তমো নিরবশেষং নিবর্তয়তি নতু কিঞ্চিৎ
সহায়মপেক্ষতে, তথা ব্রহ্মজ্ঞানমপি শুদ্ধসত্ত্বপরিণামত্বাদ্যাপকপ্রকাশরূপং স্বেতপত্তি-
মাত্রৈণৈব সহ কার্যাত্তরনিরপেক্ষতয়া সকার্যামজ্ঞানং শিবর্তয়ৎ পরং সত্যজ্ঞানানন্তানন্দরূপ-
মেকমেবাদ্বিতীয়ং পরমাত্মত্বং প্রকাশয়তি প্রতিক্ষায়াগ্রহণমাত্রৈণৈব কর্মাস্তরেণা-
ভিব্যনুক্তি । অত্রাজ্ঞানেনাবৃত্তং জ্ঞানেন নান্নিতমিত্যজ্ঞানশ্রাবরণজ্ঞাননাশ্চাত্মতাং জ্ঞানা-
ত্বাবরূপং ব্যাবহিক্তম্, নহতাবঃ কিঞ্চিদাবুগোতি ন বা জ্ঞানাত্বাবো জ্ঞানেন নান্নিতে
স্বতাবনাশরূপত্বাৎ তত্ত্ব তস্মাদহমজ্ঞো যামজ্ঞঞ্চ ন জ্ঞানামীত্যাদি সাক্ষিপ্রত্যক্ষসিদ্ধং ত্বাবরূপ-
মেবাজ্ঞানমিতি ভগবতো মতম্, বিস্তারত্বৈবতসিদ্ধৌ দ্রষ্টব্যঃ । যেসামিতি বহুবচনেনানিরমো
দ্রশিতঃ । তথাচ শ্রুতিঃ “তদেবা বো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদত্ববৎ তথর্বাণাং তথা
মহুত্বাণাং তদ্বদমপ্যেতাহি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি” ইত্যাদিঃ ।
“বিষয়ং যদাশ্রয়মজ্ঞানং তদ্বিষয়তদাশ্রয়প্রমাণজ্ঞানং তদ্রিভূতিঃ” ইতি স্ত্রায়প্রাপ্তনিরমং
দর্শয়তি তত্রাজ্ঞানগতমাবরণং বিবিধম্, একং সতোহপ্যসত্ত্বাপাদকং, অন্ততু তাতমগ্যতানা-
পাদকং তত্রাত্ত্বং পরোক্ষাপরোক্ষসাধারণপ্রমাণজ্ঞানমাত্রানিবর্ততে, অহুমিতেহপি বহু্যাদৌ
পর্কতে বহুর্নাস্তীত্যাদি ব্রহ্মাদর্শনাৎ । তথা “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মান্তি” ইতি বাক্যাৎ
পরোক্ষনিষ্ঠেহপি ব্রহ্ম নাস্তীতি ব্রহ্মো নিবর্ততএব, অন্তেষ্য ব্রহ্ম কিন্তু মম ন আতীত্যেকং
ব্রহ্মজনকং দ্বিতীয়মতানাবরণং সাক্ষাৎকারাদেব নিবর্ততে স চ সাক্ষাৎকারো বেদান্তবাক্যে-
নৈব অন্ততে নির্বিকল্পক ইত্যাত্ত্বৈবতসিদ্ধাবহুসঙ্কেয়ম্ ॥ ১৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—জ্ঞানেনেতি । তৎ আত্মন আবরকমজ্ঞানং যেবাং জ্ঞানেন ব্রহ্মাস্মীতি
প্রমাণজ্ঞেন নান্নিতং তেবাং তৎ জ্ঞানং কর্তৃ আদিত্যবৎ আদিত্যো বধা কুৎসং দৃষ্টং প্রকাশ-
য়তি ‘তৎসৎ পরমাত্মত্বং । পরমার্থবস্ত প্রকাশয়তি অজ্ঞানজ্ঞাননিবৃত্ত্যর্থং জ্ঞানমেবেষ্টব্য-
মিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—জ্ঞানেনেতি । যথা অবিত্তা তত্ত্ব জ্ঞানমাবুগোতি, তথৈবাপরা তত্ত্ব বিজ্ঞা-
প্যতিবিত্তাৎ বিনাশ্ত জ্ঞানং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ । জ্ঞানেন বিভাপত্যা অজ্ঞানমবিত্তাৎ তেবাং

জীবানাং জ্ঞানমেব কর্তৃ, আদিত্যপ্রভা যথা অন্ধকারং বিনাশ্ত
 ঘটপটাদিকং প্রকাশয়তি, তথৈব বিদ্যেবাবিদ্যাং বিনাশ্ত তজ্জীবনিষ্ঠং জ্ঞানং পরং
 অপ্রাকৃতং প্রকাশয়তি । তেন পরমেশ্বরো ন কমপি বধ্নাতি, নাপি কমপি মোচয়তি ।
 কিন্তু অজ্ঞানজ্ঞানে প্রকৃতেরেব ধর্মে ক্রমেণ বধ্নাতি মোচয়তি চ ; কর্তৃষতোক্তৃষতৎপ্রয়ো-
 জকত্বাদয়ো বন্ধকাঃ ; অনাসক্তিশাস্ত্যাদয়ো মোচকাশ্চ প্রকৃতেরেব ধর্ম্মাঃ । কিন্তু
 পরমেশ্বরভাস্তর্ধানিষেধে এব প্রকৃতেস্তে তে ধর্ম্মা উদ্বৃধ্যস্তে ইত্যেতদংশেনৈব তত্ত
 প্রয়োজকত্বমিতি ন তত্ত বৈষম্যানৈস্বর্ণ্যে ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—শ্রীমদ্ভগবদগীতা সরস্বতীয় অভিপ্রায় । জীবগণের জ্ঞান যদি
 অনাদি অজ্ঞান দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকিল, তবে তাহাদের সংসার-নিবৃত্তির
 উপায় কি ? এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে কথিত হইতেছে যে, যাহারা
 জ্ঞানী তাঁহাদের মোহ উপস্থিত হয় না, সুতরাং তাঁহাদিগকে সংসারেও
 বন্ধ হইতে হয় না । গুরুর উপদেশক্রমে, বেদান্ত মহাবাক্যাদির পর্যা-
 লোচনা হেতু, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ নিঃশূল হয়,
 তাঁহাদেরই ষথার্থ আত্মজ্ঞান জন্মে । নির্বিকল্প সংস্কার দ্বারা তাঁহাদের
 তৎপদার্থ-স্বরূপ ব্রহ্ম এবং ত্বম্পদার্থ স্বরূপ জীব এতদুভয়ের প্রভেদ-বুদ্ধি
 তিরোহিত হওয়ায়, তাঁহারা সচ্চিদানন্দরূপ আত্ম-জ্ঞানের অধিকারী হন ।
 তাঁহাদের সেই আত্ম-জ্ঞান দ্বারা ভ্রান্তিরূপ অজ্ঞান নিঃশেষে বিদূরিত হয় ।
 শুক্তিজ্ঞান জন্মিলেই যেমন শুক্তিতে রজত-ভ্রম নিবারিত হয়, সেইরূপ
 শ্রবণমননাদি সাধন-সম্পন্ন ভগবদনুগৃহীত মুমুক্শুগণের আত্মজ্ঞান অজ্ঞানের
 নাশ করে । সূর্য্য যেমন উদয় মাত্র নিঃশেষে তমোরাশি বিদূরিত করেন,
 এবং তদ্বিষয়ে কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা করেন না, তদ্রূপ হৃদয়াকাশে
 চিত্তশুদ্ধির পরিণামভূত প্রকাশকরূপ ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইলে, অজ্ঞানরূপ
 অন্ধকার নিঃশেষে নাশ করেন এবং সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ,
 আনন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয় পরমাত্ম-তত্ত্বের প্রকাশ করেন । নৈয়ায়িকদিগের
 মতে জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান বলিয়া সমর্থিত হয় । কিন্তু এস্থলে অজ্ঞানকে
 জ্ঞানের আবরক এবং জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয়, এই ভগবদ্বাক্য
 দ্বারা অজ্ঞানেও পৃথগস্তিত্ব স্বীকৃত হইল এবং অজ্ঞান যে কেবল জ্ঞানের
 অভাবই নহে, ইহাও প্রতিপাদিত হইল । 'অভাব পদার্থ পদার্থান্তরকে
 আবরণ করিয়া রাখা সম্ভবপর' নহে ; সুতরাং জ্ঞানদ্বারা জ্ঞানের অভাবরূপ

অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়া, কখনই সম্ভব নহে। বস্তুতঃ অজ্ঞানেরও ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব আছে। বৈদান্তিকেরা অজ্ঞানের পৃথগস্তিত্ব স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকের মত এস্থলে খণ্ডিত হইল। মূলস্থিত “যেষাং” এই বহুবচন যুক্ত পদ প্রয়োগে ইহাই পরিব্যক্ত হইতেছে যে, যে কেহ জ্ঞানবলে অজ্ঞান নাশ করিতে সক্ষম, তাঁহারই মোহ অসম্ভব; এ সম্বন্ধে নিয়মান্তর নাই। অজ্ঞানকৃত আবরণ দ্বিবিধ; প্রথম, সৎ হইলেও সৎ নহে বলিয়া ভ্রম; দ্বিতীয় ভাত হইলেও, ভাত নহে বলিয়া ভ্রম। প্রথম ভ্রম পরোক্ষ অপরোক্ষ প্রমাণজনিত জ্ঞানের দ্বারা নিবার্য্য। ধূমদর্শনে পর্ব্বতে বহি আছে বলিয়া অনুমান হয়; তথায় বহি নাই, ইহা না বুঝিলে সে ভ্রম অপগত হয় না। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মাস্তি” অর্থাৎ সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম আছেন। এই বাক্যদ্বারা পরোক্ষ নিশ্চয় হইলে ব্রহ্ম নাই বলিয়া যে ভ্রম ছিল তাহা অপগত হয়। কিন্তু ব্রহ্ম থাকিলেও, হৃদয়ে তাঁহার স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় যে দ্বিতীয় প্রকার ভ্রমের উদ্ভব হয়, তাহা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা নিবৃত্ত হয়। বেদান্তবাক্যজনিত জ্ঞানবলে নির্বিবকল্প সাক্ষাৎকার দ্বারা ব্রহ্মাত্মিক্য বোধ জন্মে। অতএব অজ্ঞান যৈরূপেই জ্ঞানকে আবৃত করুক না কেন, জ্ঞান বলবান্ হইলেই তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারে।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের অতিপ্রায়। শ্রীভগবান্ পূর্বে “সর্বং জ্ঞানপ্রবৈনৈব বুজিনং সন্তুরিষ্যসি” (৫ অ। ৩৬), “জ্ঞানায়িঃ সর্বকর্মাণি ভন্সসাৎ কুরুতে তথা” (৫ অ। ৩৭), “নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্বতে” (৪ অ। ৪৮) ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানের মহিমা কীৰ্ত্তিত করিয়াছেন। এক্ষণে আবার তাহারই সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিতেছেন। অতিশয় পবিত্র জ্ঞানের দ্বারা বাঁহাদের অনাদিকাল প্রবৃত্ত, অনন্ত কৰ্ম্ম-সংশয়রূপ অজ্ঞানাবরণ নাশিত হয়, তাঁহারই পরজ্ঞান, অপরিমিত, অসঙ্কুচিত সূর্যের স্থায়, যথাবস্থিত সর্ব বস্তুর প্রকাশ করে। বিনষ্টাজ্ঞানদিগের বহু বিজ্ঞাপনার্থ “যেষাং” এই বহুবচনযুক্ত পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। “নম্বেবাং জাতু নাং ন ঙং নে মে জনাধিপাঃ” (২। ১২) ইত্যাদি শ্লোকের ভাব এতদ্বারা স্পষ্টীকৃত হইল। বহুবচন উপাধি থাকিলেও বাঁহাদিগের অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগের উপাধি রক্ষিত থাকে না। আদিত্যের দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে

যে, জ্ঞান ও অজ্ঞান, প্রভা ও প্রভাবানের ম্যয় অবস্থিত। অর্থাৎ সংসারদশায় কর্মের দ্বারা জ্ঞানের সংকোচ এবং মোক্ষদশায় বিকাশ প্রতিপাদিত হইল ॥ ১৬ ॥

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরারুতিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

অর্থঃ ।—তৎ বুদ্ধয়ঃ (তস্মিন্ পরমাত্মতত্ত্বে বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াগ্নিক্রান্তঃ-করণবৃত্তিঃ যেযাং তে) তৎ-আত্মানঃ (তৎ পরব্রহ্ম আত্মা যেযাং তে) তৎ-নিষ্ঠাঃ (তস্মিন্ ব্রহ্মণি নিষ্ঠা স্থিতিঃ যেযাং তে) তৎ-পরায়ণাঃ (তৎ ব্রহ্মৈব পরময়নং আশ্রয়ঃ যেযাং তে) জ্ঞান-নির্দ্ধূত-কল্মষাঃ (জ্ঞানেন নির্দ্ধূতং উন্মূলিতং কল্মষং পুণ্যপাপরূপং যেযাং তে) অপুনরারুতিং (পুনর্দেহাপ্রাপ্তিরূপাং মুক্তিম্ গচ্ছন্তি (যাস্তি) ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—পরমাত্মাতে যাহাদের স্থিরা-বুদ্ধি, পরব্রহ্মই যাহাদের আত্ম-স্বরূপ, ব্রহ্মেই যাহাদের স্থিতি, ব্রহ্মই যাহাদের শ্রেষ্ঠ-আশ্রম, জ্ঞান-দ্বারা যাহাদের পাপ-পুণ্য-নিবৃত্ত পুনর্জন্মাভাবরূপ-মোক্ষে গমন করেন ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—পরমাত্মাতে যাহাদের বুদ্ধি নিশ্চয়রূপে অধিষ্ঠিত, যাহারা পরব্রহ্মকেই আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করেন, ব্রহ্মেই যাহাদের সর্বকর্ম পর্য্যবসিত, ব্রহ্মই যাহাদের একমাত্র অবলম্বন, পুণ্য-পাপ পরিবর্জিত, হইয়া সেই মহাত্মারা বারবার গমনামগনের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যৎ পরং জ্ঞানং প্রকাশিতং তদ্বুদ্ধয় ইতি । তস্মিন্ গতা বুদ্ধির্যেযাং তে তদ্বুদ্ধয়ঃ, তদাত্মানস্তদেব পরং ব্রহ্ম আত্মা যেযাং তে তদাত্মানঃ, তন্নিষ্ঠা ইতি তন্নিষ্ঠা নিষ্ঠাভিনিবেশস্তাৎপর্য্যং সর্বাণি কর্মাণি সম্যক্ত ব্রহ্মণ্যেবাহ্বানং যেযাং তে তন্নিষ্ঠাঃ, তৎপরায়ণাঃ তদেব পরময়নং পরা গতির্যেযাং ভবতি তে তৎপরায়ণাঃ কেবলাশ্রয়তর ইত্যর্থঃ, তে গচ্ছন্ত্যেবাংবিধা অপুনরারুতিং পুনর্দেহসম্বন্ধং ন গৃহ্ণন্তি, জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ

যথোক্তেন জ্ঞানেন নির্দ্ধূতো নিৰ্দ্ধূতা নাশিতঃ কন্দৰ্বঃ পাপাদিসংসারকারণদোষো
যেবাং তে জ্ঞাননিৰ্দ্ধূতকন্দৰ্বাঃ যতঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরি ।—বিদ্বাং বিবিদিযুগাঙ্কাস্তরঙ্গাণি বিভাপরিপাকসাধনানি ইত্যুপ-
দিদিক্কুরন্তরলোকস্তাপেক্ষিতং পুরয়তি যৎ পরমিতি । তস্মিন্ পরমার্থতবে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি
বাহুং বিষয়মপোহু গতা প্রবৃত্তা শ্রবণমননিদিধ্যাননৈরসক্লদহুষ্টিতৈবুদ্ধিঃ সাক্ষাৎকার
লক্ষণা যেবাং তে তথেন্তি । প্রথমবিশেষণং বিভজ্যতে তস্মিন্নিতি । তর্হি, বোদ্ধা
জীবো বোদ্ধব্যং ব্রহ্মেতি জীবব্রহ্মভেদাত্মাপগমো নেত্যাহ তদাত্মান ইতি । কল্পিত
বোদ্ধবোদ্ধব্যং বস্ততস্ত ন ভেদোহস্তীত্যঙ্গীকৃত্য ব্যাচষ্টে তদেবেতি । নহু দেহাদা-
বাআভিমানমপনীয় ব্রহ্মণ্যোবাহমস্মীত্যবস্থানং তত্তদহুষ্টিয়মানকর্ষপ্রতিবন্ধান্ সিধ্যতীত্যা-
শঙ্ক্য বিশেষণাস্তরমাদন্তে তন্নিষ্ঠা ইতি । তত্র নিষ্ঠাপ্রার্থং দর্শয়ন্ বিবক্ষিতমর্থমাহ
নিষ্ঠেত্যাধিনা । তথাপি পুরুষার্থাস্তরাপেক্ষাপ্রতিবন্ধাৎ কথং যথোক্তে ব্রহ্মণ্যোবাবস্থানং
সেদ্ধুং পারয়তি তজ্জাহ তৎপরায়ণাশেতি । যথোক্তানামধিকারিণাং পরমপুরুষার্থস্তোক্ত-
ব্রহ্মানতিরেকান্নাত্মাসক্তিরিতি তাৎপর্যার্থমাহ কেবলেতি । নহু যথোক্তবিশেষণবতাং
বর্তমানদেহপাতেহপি দেহাস্তরপরিগ্রহব্যগ্রতয়া কৃতো যথোক্তে ব্রহ্মণ্যবস্থানমাস্বাতুং
শক্যতে তজ্জাহ তে গচ্ছন্তীতি । সতি সংসারকারণে ছুরিতাদৌ সংসারপ্রসরন্ত
ছুরীরাশ্রয়ান্নাপুনরাবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানেতি । উক্তবিশেষসম্পত্ত্যা দর্শিতকলশালিত্বমা-
শ্রমাস্তরেণসম্ভাবিতমিতি মথানো বিশিনষ্টি যতঃ ইতি ॥ ১৭ ॥

রামানুজ ।—তদ্বুদ্ধয় ইতি । তদ্বুদ্ধয়স্তথাবিধাঅদর্শনাধাবসারঃ । তদাত্মানন্তবিষয়-
মনসঃ তন্নিষ্ঠাস্তদভ্যাসনিরতাঃ তৎপরায়ণাস্তদেব পরময়নং যেবাং তে এবমভ্যাস্তমানেন
জ্ঞানেন নির্দ্ধূতপ্রাচীনকন্দৰ্বাঃ । তথাবিধমাত্মানমপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি । যদবস্থাত্মনঃ পুনরা-
বৃত্তির্ন বিস্ততে স আত্মা অপুনরাবৃত্তিঃ স্নেন স্বরূপেণাবস্থিতস্তমাত্মানং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

হনুমান্ ।—তদ্বুদ্ধয় ইতি । আত্মতত্ত্বং যৎ পরং জ্ঞানং প্রকাশিতং তস্মিন্ গতা
বুদ্ধির্যেবাং তে তদ্বুদ্ধয়স্তদেব পরং ব্রহ্মাত্মা যেবাং তে তদাত্মানঃ তন্নিষ্ঠা তস্মিন্ নিষ্ঠা
অভিনিবেশস্তাৎপর্যং সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্ত ব্রহ্মণ্যোবাবস্থানং যেবাং তে তন্নিষ্ঠাঃ তৎ-
পরায়ণাশ্চ তদেব পরময়নং পরা গতির্যেবাং ভবতি তৎপরায়ণাঃ কেবলান্নরতা ইত্যর্থঃ ।
তে গচ্ছন্তি এবংবিধা অপুনরাবৃত্তিং ন পুনর্দেহসম্বন্ধং জ্ঞাননিৰ্দ্ধূতকন্দৰ্বাঃ যথোক্তজ্ঞানেন
নিৰ্দ্ধূতা নাশিতঃ কন্দৰ্বঃ পাপাদিসংসারকারণদোষো যেবাং তে জ্ঞাননিৰ্দ্ধূতকন্দৰ্বা যতঃ
ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর ।—এবং ভূতেশ্বরোপাসকানাং কলমাহ তদ্বিতি । তস্মিন্নেব বুদ্ধিনিষ্ঠরাস্মিকা
যেবান্, তস্মিন্নেব আত্মা এবম্বো যেবান্, তস্মিন্নেব নিষ্ঠা তাৎপর্যং যেবান্, তদেব পরময়না-
শ্রয়ো যেবান্, ততশ্চ তৎপরায়ণকেনোজ্ঞানেন নির্দ্ধূতং নিরন্তং কন্দৰ্বং যেবাং
তেহপুনরাবৃত্তিং বাস্তি ॥ ১৭ ॥

বলদেব ।—পরমাত্মত্ববৈষম্যাদি ধ্যায়তাং কলঙ্কঃ তদिति । তস্মিন্ভদ্রবৈষম্যাদিকে^০ ভগবৎপুণ্যে বুদ্ধিনিষ্ঠায়িত্বাৎ। যেষাং তে । তদাত্মানন্তস্মিন্ নিবৃট্টমনসঃ তন্নিষ্ঠাত্তত্ত্বাৎপর্যাবস্তঃ তৎপরায়ণাত্তৎসমাশ্রয়াঃ এবমভ্যাসেন তদ্বৈষম্যাদিশুভজ্ঞানেন নির্দ্ধূতকল্মষা বিনষ্টতদ্বৈ-
সৃখ্যাঃ সন্তঃ অপুনরাবৃতিং মুক্তিং গচ্ছন্তীতি ॥ ১৭ ॥

মধুসূদন ।—তদ্বুদ্ধয় ইতি । জ্ঞানেন পরমাত্মতত্ত্বপ্রকাশে সতি তস্মিন্ জ্ঞানপ্রকা-
শিতে পরমাত্মতত্ত্বে সচ্চিদানন্দধন এব বাহ্যসর্ববিষয়পরিত্যাগেন সাধনপরিপাকাত্ পর্য-
বসিতা বুদ্ধিরন্তঃকরণবৃত্তিঃ সাক্ষাত্কারলক্ষণা যেষাং তে তদ্বুদ্ধয়ঃ সর্বদা নিবীজসমাধিতাজ
ইত্যর্থঃ । তৎ কিং বোদ্ধারো জীবাঃ বোদ্ধব্যং ব্রহ্মতত্ত্বমিতি বোদ্ধবোদ্ধব্যলক্ষণভেদোহস্মি-
নেত্যাহ । তদ্ব্যাত্মানঃ তদেব পরং ব্রহ্মাত্মা যেষাং তে তথা, বোদ্ধবোদ্ধব্যভেদো হি মায়-
াবিজ্ঞপ্তিতো ন বাস্তবভেদবিরোধীতি ভাবঃ । নহু তদাত্মান ইতি বিশেষণং বার্থং অবিস্বপ্না-
বৃত্তয়ে হি বিদ্বদ্বিশেষণম্, অজ্ঞা অপি হি বস্তুগত্যা তদাত্মান ইতি কথং তদ্ব্যাবৃত্তিরিতি চেৎ
ন ইত্তরাশ্চর্য্যাব্যবৃত্তৌ তাত্পর্য্যাৎ, অজ্ঞা হি অনাত্মভূতে দেহাদাবাত্মাভিমানিন ইতি ন
তদাত্মান ইতি ব্যপদিষ্টস্তে, বিজ্ঞাস্ত নিবৃত্তদেহাভিমানী ইতি বিরোধিনিবৃত্ত্যা তদাত্মান
ইতি ব্যপদিষ্টস্ত ইতি যুক্তং বিশেষণম্ । নহু কর্ম্মানুষ্ঠানবিক্ষেপে সতি কথং দেহাভিমান-
নিবৃত্তিরিতি তত্রাহ তন্নিষ্ঠাঃ তস্মিন্শ্রবণব্রহ্মণি সর্বকর্ম্মানুষ্ঠানবিক্ষেপনিবৃত্ত্যা নিষ্ঠা স্থিতির্থেবাং
তে তন্নিষ্ঠাঃ সর্বকর্ম্মসন্ন্যাসেন তদেকবিচারপরা ইত্যর্থঃ । ফলরাগে সতি কথং তৎসাধন-
ভূতকর্ম্মত্যাগ ইতি তত্রাহ তৎপরায়ণাঃ তদেব পরমরনং প্রাপ্তবাং যেষাং তে তৎপরায়ণাঃ
সর্বতো বিরক্তা ইত্যর্থঃ । অত্র তদ্বুদ্ধয় ইত্যনেন সাক্ষাত্কার উক্তঃ, তদাত্মান ইত্যনাত্মা-
ভিমানরূপবিপরীতভাবনানিবৃত্তিকলকে । নিদিধ্যাসনপরিপাকঃ, তন্নিষ্ঠা ইত্যনেন সর্ব-
কর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকঃ প্রমাণপ্রমেরগতাসম্ভাবনানিবৃত্তিকলকে । বেদান্তবিচারঃ শ্রবণমননপরি-
পাকরূপঃ, তৎপরায়ণা ইত্যনেন বৈরাগ্যপ্রকর্ষ ইত্যন্তরোত্তরস্ত পূর্ব্বপূর্ব্বহেতুত্বং ত্রুটীযাম্ ।
উক্তবিশেষণাঃ যতরো গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃতিং পুনর্দেহসম্বন্ধাভাবরূপাং মুক্তিং প্রাপ্নুবন্তি । সফলভূতা
নামপি পুনর্দেহসম্বন্ধঃ কুতো ন ভাদিতি তত্রাহ জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ জ্ঞানেন নির্দ্ধূতং সমুদ-
মুদুলিতং পুনর্দেহসম্বন্ধকারণং কল্মষং পুণ্যপাপাত্মকং কর্ম্ম যেষাং তে তথা, জ্ঞানেন
অনাত্মজ্ঞাননিবৃত্ত্যা তৎকার্য্যকর্ম্মকরে তদমূলকং পুনর্দেহগ্রহণং কথং ভবেদिति ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—তদ্বুদ্ধয় ইতি । যৎ পরং ব্রহ্ম প্রশান্তং তদ্বৈব বুদ্ধিঃ অস্তি ব্রহ্মেতি
নিশ্চয়ো যেষামাপাততঃ প্রত্যর্থবিজ্ঞাং তে তদ্বুদ্ধয়ঃ, তদেব আত্মা প্রত্যকৃত্বং যেষাং
শ্রবণমননাত্মকবিচারেণ প্রমাণপ্রমেরগতাসম্ভাবনাবিহীনানাং তে তদাত্মানঃ, তদ্বৈব নিষ্ঠা
বিজাতীরবৃত্ত্যানন্তরিতসম্বাতীরবৃত্তিপ্রবাহো যেষাং দেহাদাবনাত্মনি আত্মদীরূপবিপরীত-
ভাবনারহিতানাং তে তন্নিষ্ঠাঃ, তদেব পরং অরনং অজ্ঞানরূপোপাধিনিরাসেন প্রাপ্য
যেষাং অজ্ঞানানন্দময়ানাং তে তৎপরায়ণাঃ, অপুনরাবৃতিং বোদ্ধং গচ্ছন্তি, যতঃ জ্ঞানেন
নির্দ্ধূতং কর্ম্মং মূলজ্ঞানং সংসারবীজভূতং যেষাং তে জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ — তদ্বুদ্ধয় ইতি । কিন্তু বিজ্ঞা জীবাত্মজ্ঞানম্বেব প্রকাশয়তি, নতু পরমাঙ্গানং “তক্ত্যাহমেবম্ গ্রাহঃ” ইতি ভগবদ্বক্তেঃ । তস্মাৎ পরমাত্মজ্ঞানার্থং জ্ঞানিভিরপি পুনর্নির্দেশ্যেভ্যো ভক্তিঃ কার্য্যা ইত্যত আহ তদ্বুদ্ধয় ইতি । তৎপদেন পূর্বপ্রক্রান্তো বিভূঃ পরামুত্তমো । তস্মিন্ পরমেশ্বর এব বুদ্ধির্ধেয়াঃ তে, তদ্ব্যননপরা ইত্যর্থঃ । তদাত্মানন্ত-অনন্তাত্মম্বেব ধ্যায়ন্ত ইত্যর্থঃ । তন্নিষ্ঠাঃ “জ্ঞানঞ্চ ময়ি সন্নাসেৎ” ইতি ভগবদ্বক্তেঃ । দেহা-ভূতিরিক্তাত্মজ্ঞানেহপি সাধ্বিকে নিষ্ঠাঃ পরিত্যজ্য তদেকনিষ্ঠাত্বং পরায়ণাত্মদীর্ঘশ্রবণ-কীর্তনপরাঃ । যদ্বাক্যে,—“তক্ত্যামামভিজ্ঞানাতি যাবান্ যচ্চামি তদ্বতঃ । ততো য়াং তদ্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥” ইতি । জ্ঞাননির্ভূতকল্যাণাঃ জ্ঞানেন বিজ্ঞৈবেব পূর্বমেব ধন্যতমস্তাবিত্যাঃ ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—শ্রীমদ্বিশ্বনাথসূদনের অভিপ্রায় । এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি-বর্গের যে শুভ পরিণাম ঘটে, তাহাই কথিত হইতেছে । সেই জ্ঞান-দ্বারা প্রকাশিত, সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মতত্ত্বে, বাহ্য সর্ববিষয় পরিত্যাগ পূর্বক, যাহাদের অন্তঃকরণ-বৃত্তিরূপা বুদ্ধি পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাঁহারা “তদ্বুদ্ধয়ঃ” ; অর্থাৎ তাঁহারা সাধনের পরিপাক হেতু, ক্রমশঃ নির্বীজ সমাধি-সম্পন্ন হইয়াছেন । জীবই বোদ্ধা এবং ব্রহ্মতত্ত্বই বোদ্ধব্য, ইত্যাকার বোদ্ধবোদ্ধব্য-বিষয়ক ভেদবুদ্ধি সে অবস্থায় আর থাকে না ; পরবর্তী বিশেষণবাক্যে ইহাই স্ফুটীকৃত হইতেছে । সেই পরব্রহ্মই যাহাদের আত্মা, তাঁহারা “তদাত্মানঃ” । অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম ব্যতীত জীব-দেহগত আত্মার স্বাতন্ত্র্য-বোধ তাঁহাদের অপগত হইয়াছে ; সুতরাং সে অবস্থায় ব্রহ্মকে তাঁহারা অভিন্ন বলিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন । তাদৃশ অবস্থায় মায়াবিজ্ঞপ্তিত বোদ্ধ-বোদ্ধব্যবিষয়ক ভেদ-বুদ্ধি কখনই থাকিতে পারে না । কিন্তু কস্মাশুষ্ঠান নিবৃত্ত না হইলে, দেহাদি-বিষয়ে অভিমান শূন্য হওয়া যায় না ; এই জগুই পরবর্তী সার্থক বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে । সেই ব্রহ্মেই যাহাদের সকল কর্ম সংস্থিত তাঁহারা “তন্নিষ্ঠাঃ” । অর্থাৎ তাঁহারা সকল কর্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া কেবল ব্রহ্মতত্ত্ব পর্যালোচনা ব্যাপারেই চিত্ত সংযম করিয়াছেন । কিন্তু ফলবিষয়ে আসক্তি থাকিলে কর্মত্যাগ কখনই সম্ভব হয় না ; এই জগুই পক্ষে আর একটি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে । সেই ব্রহ্মই যাহাদের একমাত্র লক্ষিত ও প্রাপ্তব্য, আশ্রয় ও অবলম্বন, তাঁহারা “তৎপরায়ণাঃ” । অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপারে তাঁহারা বিরক্ত ও কামনা-শূন্য । এস্থলে উল্লিখিত কর্তৃক বিশেষণ বাক্য দ্বারা যোগমার্গের সোপান-পরম্পরা প্রদর্শিত

হইয়াছে এবং পরবর্তী বাক্য পূর্ববর্তী বাক্যের হেতুস্বরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। “তদ্বৃক্ষয়ঃ” এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার সূচিত হইয়াছে। তদাত্মানঃ” শব্দ দ্বারা নিদিধ্যাসনের পরিণাকাবস্থা প্রকটিত হইয়াছে। “তন্নিষ্ঠাঃ” এই বাক্য দ্বারা শ্রবণমননের পরিণাকাবস্থা লক্ষিত হইয়াছে। “তৎপরায়ণাঃ” এই বাক্যে বৈরাগ্য সূচিত হইয়াছে। উল্লিখিত বিশেষণ সমূহের আশ্পদীভূত যতিগণ পুনরায় দেহপ্রাপ্তিসম্ভাবনার অভাবরূপা মুক্তি লাভ করেন; অর্থাৎ দেহ ধারণ করিয়া তাঁহাদের পুনরায় জন্ম-মরণের অধীন হইতে হয় না। একবার মুক্ত হইলেই পুনরায় দেহসম্বন্ধ না ঘটবে কেন? তাহারই উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে যে, যাঁহাদের জ্ঞানদ্বারা দেহ সম্বন্ধের কারণস্বরূপ পুণ্য-পাপাত্মক কর্ম-সমূহ সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে, তাঁহাদের পুনরায় শরীর-ধারণের সম্ভাবনা নাই; কারণ, জ্ঞান দ্বারা তাঁহাদের অনাদি অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়; সুতরাং তাহার কার্যস্বরূপ কর্মেরও ক্ষয় হইয়া যায়। কর্ম-জন্মই জীবের এই দেহ-সম্বন্ধ হয়; কর্ম ক্ষয় হইলে আর দেহসম্বন্ধ কেন হইবে?

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। বিদ্যা দ্বারা জীবাশ্মজ্ঞানই সমুদ্ভাসিত হয়; পরমাত্ম-জ্ঞান তো তাহাতে প্রকাশিত হয় না। ভক্তিই ভগবজ্জ্ঞানের একমাত্র সম্বল। অতএব পরমার্থ-জ্ঞানলাভার্থে জ্ঞানীজনেরও সবিশেষরূপে ভক্তিপথের পথিক হওয়া আবশ্যক, ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইতেছে। এই শ্লোকস্থ “তৎ” পদদ্বারা পূর্বোক্ত বিভূই লক্ষিত। তাঁহাতে যাঁহাদের বুদ্ধি সংস্থিত এবং যাঁহারা তন্মনন-পরায়ণ, কেবল তাঁহারই ধ্যানে যাঁহারা নিমগ্ন, যাঁহাদের জ্ঞানও সেই ব্রহ্মে পর্যাবসিত, যাঁহারা কেবল তাঁহারই শ্রবণ-কীৰ্ত্তন-পরায়ণ, তাঁহাদের জ্ঞানদ্বারা পূর্বকালীন যাবতীয় অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া যায়। তাদৃশ ব্যক্তির আর পুনর্জন্ম হয় না ॥ ১৭ ॥

বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

অর্থঃ ।—বিজ্ঞা-বিনয়-সম্পন্নে (বিজ্ঞা বেদার্থপরিজ্ঞানং বিনয়ঃ অনৌদ্ধত্যং তাভ্যাং সম্পন্নে বিশিষ্টে) ব্রাহ্মণে (ব্রহ্মমুখ-সমুৎপন্নে বর্ণশ্রেষ্ঠে) স্বপাকে (সর্বোধমে চণ্ডালে) চ এব গবি হস্তিনি শুনি (কুকুরে) চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ (সমং ব্রহ্মেব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে) ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—জ্ঞান-নিরহঙ্কার-যুক্ত ব্রাহ্মণে এবং চণ্ডালে-ও গাভীতে, হস্তীতে, কুকুরে জ্ঞানীগণ ব্রহ্মবৎ-দৃষ্টি-যুক্ত ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—পণ্ডিতগণ জ্ঞান ও বিনয় সমন্বিত বর্ণ-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও অধম চণ্ডাল এবং গাভী, হস্তী ও কুকুর সকলকেই ব্রহ্ম-বোধে সমভাবে দর্শন করেন ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যেহাং জ্ঞানেন নাশিতমাত্মনোহজ্ঞানং তে পণ্ডিতাঃ কথং তৎ পশুভীত্যাচ্যতে বিদ্বেতি । বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্নে বিজ্ঞা চ বিনয়শ্চ বিজ্ঞাবিনয়ো বিজ্ঞা আত্মনো বোধো বিনয়শ্চ উপশমঃ, তাভ্যাং বিজ্ঞাবিনয়াভ্যাং সম্পন্নো বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্নো বিদ্বান্ বিনীতশ্চ যো ব্রাহ্মণস্তস্মিন্ ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্নে উত্তমসংস্কারবতি ব্রাহ্মণে সাত্ত্বিকে মধ্যমায়াঞ্চ রাজস্তাং গবি, সংস্কার-হীনান্নামত্যন্তমেব কেবলতামসে হস্ত্যাদৌ চ সৎসাদিশুণৈস্তজ্জৈশ্চ সংস্কারৈস্তথারাজসৈস্তথা তামসৈশ্চ সংস্কারৈরত্যন্তমেবাস্পৃষ্টং সমমেকমবিক্রিয়ং ব্রহ্ম দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

আনন্দগিরি ।—যদগুনরাবৃত্তিসাধনং তত্ত্বজ্ঞানং তদেব প্রমুখধারেণ বিবৃণোতি বেষামিত্যাদিনা । বিজ্ঞা বেদার্থবিজ্ঞানমিত্যঙ্গীকৃত্য বিনয়ং ব্যাচষ্টে বিনয় ইতি । উপশমে নিরহঙ্কারত্বমনৌদ্ধত্যম্ । পদার্থমেবমুক্তা বাক্যার্থঃ দর্শয়তি বিদ্বানিতি । গবীত্যন্তনুত বাক্যার্থঃ কথয়তি বিদ্বেতি । হস্ত্যাদৌ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিন ইত্যন্তরত্ব সৰ্ব্বকঃ । তত্র তত্র প্রাপিপ্রভেদেব তত্ত্বদৃষ্টৈস্তত্ত্বনিমিত্তসংস্কারৈশ্চ সংস্পৃষ্টত্বসম্ভবান ব্রহ্মণঃ সমবসিত্যাশঙ্ক্যাহ সৎসাদীতি । তজ্জৈশ্চ তত্র তচ্ছবেন সৎসবৈব গৃহ্যতঃ সাত্ত্বিকসংস্কারৈরিব রাজসসংস্কারৈরিব সর্বকৈবাসংস্পৃষ্টং ব্রহ্মেত্যাহ তথেনিতি । রাজসৈরিব তামসৈরিব সংস্কারৈর্ব্রহ্মাত্যন্ত-মেবাস্পৃষ্টত্বিত্যাহ তথা তামসৈরিতি । ব্রহ্মণোহম্বিতীতরং কুটস্থত্বমঙ্গত্বকোক্তেহর্থ

হেতুরিতি মত্বা সমশব্দার্থমাহ সমমিতি । সমদর্শিবমেব পাণ্ডিত্যং তদ্ব্যচাটে
ব্রহ্মেতি ॥ ১৮ ॥

রামানুজ ।—বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্ন ইতি । বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গোহন্তি-
খপাকাদিবু অত্যন্তবিষমাকারতয়া গৌরমাণেষু চান্দ্রহ পণ্ডিতা আত্মবাখ্যাভাবিনো জ্ঞানৈ-
কাকারতরা সর্বত্র সমদর্শিনঃ বিষমাকারন্ত প্রকৃতের্নান্বনঃ, আত্মা তু সর্বত্র জ্ঞানৈ-
কারতরা সম ইতি পশ্চাত্তীতার্থঃ ॥ ১৮ ॥

হনুমান্ ।—যেবাং জ্ঞানেন নাশিতমাত্মনোহজ্ঞানং তে পণ্ডিতাঃ, কথং তে পণ্ডিতাঃ
তৎ পশ্চত্তি ? অজ্ঞোচ্যতে বিজ্ঞতি । বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্নে উত্তমসংস্কারবতি ব্রাহ্মণে সাধিকৈ
মধ্যমায়াং রাজভ্যাং গবি সংস্কারহীনায়ং কেবল তামসে হস্তাদৌ চ সত্বাদিসংস্কারৈরন্তথা
রাজসৈন্তথা তামসৈশ্চ সংস্কারৈরত্যন্তমেবাপ্পৃষ্টং সমমেবাবিক্রিয়ং সমং ব্রহ্ম ব্রহ্মং শীলং
যেবাং তে পণ্ডিতাঃ সমাদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর ।—কীদৃশান্তে জ্ঞানিনো যেষপুনরাবুত্তিঃ মুক্তিং গচ্ছন্তীত্যপেক্ষারামাহ
বিজ্ঞেতি । বিব্রমেত্বপি সমং ব্রহ্মৈব ব্রহ্মং শীলং যেবাং তে পণ্ডিতা জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ ।
তত্র বিজ্ঞাবিনয়ভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে চ জ্ঞানো যঃ পচতি তস্মিন্শ্চেতি কৰ্ম্মণো বৈষম্যং,
গবি হস্তিনি শূনি চেতি জাতিতো বৈষম্যং দর্শিতম্ ॥ ১৮ ॥

বলদেব ।—তান্ শ্রোতি বিজ্ঞেতি । তাদৃশে ব্রাহ্মণে খপাকে চেতি কৰ্ম্মণৈতো
বিষমৌ গবি হস্তিনি শূনি চেতি জাতিতো বিষম্যঃ এবং বিষমতয়া সৃষ্টেব ব্রাহ্মণাদিবু যে
পরমাত্মানং সমং পশ্চত্তি ত এব পণ্ডিতাঃ । তৎকৰ্ম্মাহুসারিণী তেন তেবাং তথা তথা সৃষ্টিঃ
ন তু রাগদেবাহুসারিণীতি । পরজ্ঞত্বং সর্বত্র সমঃ পরমাত্মেতি ॥ ১৮ ॥

মধুসূদন ।—দেহপাতাদুর্দ্ধং বিদেহকৈবল্যরূপং জ্ঞানকলমুক্ত্য প্রারম্ভকৰ্ম্মবশাৎ
সত্যপি দেহে জীবমুক্তিরূপং তৎকলমাহ বিজ্ঞেতি । বিজ্ঞা বেদার্থপরিজ্ঞানং ব্রহ্মবিজ্ঞা বা,
বিনয়ো নিরহকারত্বমনৌক্যমিতি বাবৎ, তাভ্যাং সম্পন্নে ব্রহ্মবিদী বিনীতে চ ব্রাহ্মণে
সাধিকৈ সর্বোত্তমে, তথা গবি সংস্কারহীনায়ং রাজভ্যাং মধ্যমায়াং, তথা হস্তিনি শূনি খপাকে
চাত্যন্ততামসে সর্বাধমেত্বপি সত্বাদিসংস্কারৈস্তৈজ্ঞৈশ্চ সংস্কারৈরপ্পৃষ্টমেব সমং ব্রহ্ম ব্রহ্মং
শীলং যেবাং তে সমদর্শিনঃ পণ্ডিতাঃ জ্ঞানিনঃ । যথা গল্ফাতোয়ে তড়াগে সুরায়াং মূত্রে বা
প্রতিবিম্বিতস্তাদিত্যন্ত ন তদগুণদোষসম্বন্ধস্তথা ব্রহ্মণেত্বপি চিদাভাসদ্বারা প্রতিবিম্বিতস্ত
নোপাধিগতগুণদোষসম্বন্ধ ইতি প্রতিসন্দধানাঃ সর্বত্র সমদৃষ্টেব রাগদেবরাহিত্যেন
পরমানন্দমুক্ত্য জীবমুক্তিমহুতবত্তীতার্থঃ ॥ ১৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এতেবাং অগতি দৃষ্টিমাহ বিজ্ঞেতি । উত্তমব্রাহ্মণে চণ্ডাভ্যাদৌ
বা সমং ব্রহ্মৈব সজপেণ ক্ষুরপল্পেণ চ ভাসমানং ব্রহ্মং শীলং যেবাং তে সমদর্শিনঃ,
যথোক্তং, “অস্তি তাত্তি প্রিয়ং রূপং নায চেত্য়ংশপককম্ । আন্তং ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং
ততো বয়ম্ ॥” ইতি, চরাচরং অগদ্যং কণ্ঠ্যেব পশ্চাত্তীতার্থঃ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বানাত্ম ।—ততশ্চ গুণাতীতানাং তেবাং গুণসময়ে বস্তুভাজ্ঞ এব তায়তম্যময়ং বিশেষমজিয়স্কৃণাং সমবুদ্ধিরেব স্তাদিত্যাহ বিজ্ঞেতি । ব্রাহ্মণে গবি ইতি সাত্ত্বিকজাতিত্বাৎ, হস্তিনি মধ্যমে গুনি চ স্থপাকে চেতি তামসজাতিত্বাদন্থমেহপি তত্তদবিবেচনাগ্রহণাৎ সমদর্শিনঃ পণ্ডিতাঃ গুণাতীতাঃ বিশেষাগ্রহণমেব সমং গুণাতীতং ব্রহ্ম, তদ্ব্যুৎপত্ত্বং সীলং যেষাং তে ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য ।—জ্ঞানের ফলস্বরূপে এই দেহনাশের পর বিদেহকৈবল্যরূপ মুক্তি প্রাপ্তি ঘটে । ' প্রারব্ধ কৰ্ম্মবশে দেহপ্রাপ্তি হইলেও, জ্ঞানদ্বারা জীবন্মুক্তি লাভ হইতে পারে, ইহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে । বেদার্থ-পরিজ্ঞান-জনিত ব্রহ্মবিদ্যায়ুক্ত এবং মনের নিরহঙ্কৃত ও ঔদ্ধত্য-ভাব-শূন্য স্বত্বগুণ-সম্পন্ন মানবশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও তমোগুণের আধার স্বরূপ মানবান্থম চণ্ডাল উভয়কেই জ্ঞানিগণ সমভাবে দর্শন করেন । তাঁহাদের জ্ঞান-প্রদীপ্ত লোচনে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, হস্তী ও কুকুর সকলই সমান । সকলকেই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান থাকায় তাঁহারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে পাণ্ড-অৰ্ঘ্য দ্বারা সম্পূজিত করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হন না, এবং হীনবৃত্তি-পরায়ণ নিষাদকে ঘৃণার্থ ও অশুচি মনে করিয়া অবজ্ঞা করেন না । পয়স্বিনী পরমহিতৈষিনী গাভী, বলগর্বিত অতিকায় মাতঙ্গ, প্রসাদলোলুপ অতিহীন সারমেয় সকলই ব্রহ্ম জানিয়া, তাঁহারা সকলকেই সমচক্ষে সন্দর্শন করেন । পরম পবিত্র জাহ্নবী-জলে, সীমাবদ্ধ সরসী-সলিলে, পৃথিবী ও ক্লেদপূর্ণ পয়ঃপ্রণালীতে ভগবান্ ভাস্করের প্রতিবিশ্ব প্রকটিত হয়, কিন্তু তজ্জন্ম তত্ত্বপদার্থের গুণ বা দোষ দিবাকরকে স্পর্শ করে না । তদ্রূপ ব্রহ্মও, চিদাভাসরূপে সকল জীবে প্রতিবিস্তৃত হইলেও, তত্ত্ব জীবের উপাধি-গত গুণ ও দোষের সহিত সন্মিশ্রহীন । সর্বত্র এইরূপ সমদর্শন ও রাগ-দ্বেষ-বিরহ-হেতু পণ্ডিতগণ পরমানন্দ-স্বরূপ-জনিত জীবন্মুক্তি অনুভব করেন । এস্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপে, সাত্ত্বিক-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, রজোগুণসমম্বিতা গাভী এবং কেবল তমোগুণ সমম্বিত হস্তী প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে । প্রাবৃট্ কালের বারি-ধারা যেমন ব্যক্তি-বিশেষ বা পাত্র-বিশেষ নির্বাচন করিয়া নিপতিত হয় না, পরমাত্মাও সেইরূপ জীব-বিশেষ বা গুণবিশেষ লক্ষ্য করিয়া অবভাসিত হন না । সর্বত্রই তিনি সমভাবে বিরাজমান । এইরূপ জ্ঞানই সমদর্শন ॥ ১৮ ॥

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেবাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥১৯॥

অর্থঃ ।—যেবাং মনঃ সাম্যে (সমত্বে) স্থিতং ইহ এব (জীবন-
দশায়ামেব) তৈঃ (সমদর্শিভিঃ) সর্গঃ (দ্বৈতপ্রপঞ্চরূপঃ সংসারঃ) জিতঃ
(অতিক্রান্তঃ, নিরন্তঃ) হি (যস্মাৎ) ব্রহ্ম নির্দোষং (বিকাররহিতং)
সমং (নিত্যমেকং) চ তস্মাৎ তে (সমদর্শিনঃ) ব্রহ্মণি স্থিতাঃ (ব্রহ্ম-
ভাবং প্রাপ্তাঃ) ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—যাঁহাদের চিত্ত সমতায় অবস্থিত, এই জীবদশাতেই
তাঁহাদের সংসার নিরন্ত; গেহেতু ব্রহ্ম নির্বিকার ও সমভাব
অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই স্থিত ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে সমদর্শিদিগের মনে সমজ্ঞান স্থিরভাবে বদ্ধমূল
হইয়াছে, তাঁহারা এই জীবনেই সংসার-পাশ-বিনির্মুক্ত হইয়াছেন ;
কারণ, ব্রহ্ম সর্বত্র সমভাবাপন্ন ও বিকার-রহিত ; অতএব তাদৃশ
ব্রহ্মবিদগণ ব্রহ্মই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—নবভোজ্যান্নান্তে দোষবন্তঃ “সমাসমাত্যাং বিবমসমে পূজাতঃ” ইতি
স্বতেন তে দোষবন্তঃ, কথম্ ? ইহেতি । ইহৈব জীবন্তিরেব তৈঃ সমদর্শিভিঃ পণ্ডিতৈর্জিতো
বলীকৃতঃ সর্গো জন্ম যেবাং সাম্যে সর্বভূতেষু ব্রহ্মণি সমভাবে স্থিতং নিশ্চলীভূতং মনোহ-
ন্তঃকরণং নির্দোষম্ বদ্যপি দোষবৎস্থ স্বপাকাদিষু মূঢ়ৈস্তদ্বদোষৈর্দোষবদিব বিভাসতে তথাপি
তদ্বদোষবৎস্পৃষ্টমিতি নির্দোষং হি দোষবর্জিতং হি বস্মান্নাপি স্বগুণভেদভিন্নং নিগুণত্বা-
চ্চৈতন্তত্বং বক্ষ্যতি চ ভগবানিচ্ছাদীনাং ক্ষেত্রধর্মস্বমনাদিত্মানিগুণত্বাদিতি চ, নাপ্যন্ত্যাদি-
বিশেষা আত্মনো ভেদকাঃ সন্তি প্রতিশরীরং তেবাং সবে প্রমাণাগ্রপপত্তেঃ, অতঃ সর্বং
ব্রহ্মৈকঞ্চ তস্মাদ্ ব্রহ্মণোব তে স্থিতাঃ, তস্মান্ন দোষগন্ধমাভ্রমপি তান্ স্পৃশতি দেহাদি-
সংঘাতাশ্চন্দর্শনাভিমানাভাবাৎ, তেবাং দেহাদিসংঘাতাশ্চন্দর্শনাভিমানবদ্বয়ন্ত তৎ স্বত্বং
“সমাসমাত্যাং বিবমসমে পূজাতঃ” ইতি পূজাবিবমত্ববিশেষণাৎ, দৃশ্যতে হি ব্রহ্মবিৎ বড়সবিৎ
চতুর্ষেদবিৎ ইতি পূজাদানাদৌ গুণবিশেষসম্বন্ধঃ কারণং ব্রহ্ম তু সর্বগুণদোষসম্বন্ধবর্জিত-
মিত্যতো ব্রহ্মণি তে স্থিতা ইতি যুক্তম্ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি ।—সাবিকেষু রাজসেযু তামসেযু চামসেযু সমদর্শনমহুচিতমিতি

শক্তে নথিতি । সৰ্বত্র সমদৰ্শনঃ তচ্ছব্দেন পরামুত্তমো তেবাং দোষবত্বাদভোজ্যায়ত্ন-
মিত্যত্র প্রমাণমাহ সমাসমাভ্যামিতি । সমানামধারনাদিভিঃ সমানধৰ্ম্মকাণাং বজ্রালঙ্কারাদি-
পূজয়া বিষয়ে প্রতিপত্তিবিশেষে ক্রিয়মাণে সত্যসমানাঙ্কাসমানধৰ্ম্মকাণাং কন্তুচিদেক-
বেদত্বমপরন্তু দ্বিবেদত্বমিত্যাদিধৰ্ম্মবতাং প্রাপ্তকৃতয়া পূজয়া সমে অপ্ৰতিপত্তিবিশেষে
পূজয়িতা পুরুষবিশেষণং জ্ঞাত্বা প্রতিপত্তিমকুৰ্ব্বন্ ধনাকর্ষ্যাক হীয়তে, তেন সাব্বিকে
রাজসতামসয়োগে সমবুদ্ধিঃ কুৰ্ব্বন্ প্রত্যবৈতীত্যর্থঃ । উত্তরত্বেনোত্তরম্লোকমবতারয়তি
ন তে দোষবন্ত ইতি । স্বত্বাবষ্টেন সৰ্বসত্ত্বेषু সমত্বদৰ্শনাং দোষবৎস্কৃতং কথং
নাভীতি প্রতিজ্ঞামাত্রেন সিধ্যতীতি শক্তে কথমিতি । স্বতের্গতিমগ্রে বদিত্বান্
নির্দোষত্বং সমত্বদৰ্শনাং বিশদয়তি ইহৈবেতি । সৰ্ব্বেষাং চেতনানাং সাম্যে
প্রবণমনসাং ব্রহ্মলোকগমনমন্তরেণ তস্মিন্নেব দেহে পরিভূতজন্মানামশেষদোষরাহিত্যে
হেতুমাহ নির্দোষং হীতি । বর্তমানো দেহঃ সপ্তম্যা পরিগৃহ্যতে । তানেনব সমদৰ্শিনো
বিশিনষ্টি যোমিতি । নহু ব্রহ্মণো নির্দোষত্বমসিকং দোষবৎস্ব স্বপাদিমিষু তদোবৈ-
দোষবত্বোপলভ্যসম্ভবাং তত্রাহ যদ্যপীতি । যস্মাং তন্নির্দোষং তস্মাং তস্মিন্ ব্রহ্মণি স্থিতৈ-
র্নির্দোষৈঃ সর্গো জিত ইতি সম্বন্ধঃ । ব্রহ্মণো গুণভূতবাদম্লীয়ান্ দোষোহপি জ্ঞাদিত্যাশঙ্ক্যাহ
নাপীতি । চেতনন্ত গুণবিশেষে বিশিষ্টত্বমনিষ্টং নিগুণত্বপ্রবণাদিত্যুক্তং বুদ্ধিস্বখাদীনং
পরিণেশাদানুধৰ্ম্মত্বত্ব কৈশ্চিন্নিচিৎত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বক্ষ্যতি চেতি । আত্মনো নিগুণত্বে
বাক্যশেষং প্রমাণয়তি অনাদিস্বাদিতি । চকারো বক্ষ্যতীত্যনেন সম্বন্ধার্থঃ । গুণদোষ-
লশানাস্বনো ভেদাভাবেহপি ভেদোহস্ত্যবিশেষেভ্যো ভবিষ্যতীতি প্রসঙ্গাদাশঙ্ক্য দূষয়তি
নাপীতি । প্রতিশরীরমান্নভেদসিদ্ধৌ তদ্বৎত্বেন তেবাং সত্বং তেবাঞ্চ সত্বে প্রতিশরীর-
মান্ননো ভেদসিদ্ধিরিতি পরম্পরাশ্রয়ত্বমভিপ্রেত্যা হেতুমাহ প্রতিশরীরমিতি । আত্মনো
ভেদকাতাবে কলিতমাহ অত ইতি । সমত্বমেব ব্যাকরোতি একঞ্চেতি । ব্রহ্মণো
নির্কিংশেষত্বেনৈকত্বাজ্জীবানাঞ্চ ভেদকাতাবেনৈকত্বোক্তত্বাদৈকলক্ষণত্বাদেকত্বং জীবব্রহ্মণো-
বৈষ্টব্যমিত্যাহ তস্মাদিতি । জীবব্রহ্মণোরেকত্বে জীবানাং ব্রহ্মবন্নির্দোষত্বং সিধ্যতীত্যাহ
তস্মান্নেতি । তচ্ছব্দার্থমেব ক্ষোরয়তি দেহাদীতি । যদি সৰ্বসত্ত্বেষু সমত্বদৰ্শনমদৃষ্টমিষ্টং
তহি কথং গোতমমুত্রমিত্যাশঙ্ক্যাহ দেহাদিসংঘাতেতি । মুত্রস্ত যথোক্তাভিমানবদ্বিষয়ত্বে
গমকমাহ পূজেতি । যদি চতুর্কোদানাং সত্যং পূজয়া বৈষম্যং যদি বা চতুর্কোদানাং
ষড়ঙ্গবিজ্ঞাং ব্রহ্মবিদাঞ্চ পূজয়া সাম্যং তদা তেবামুক্তপূজাবিষয়াণাং কেবাঙ্কিম্বনোবিকার-
সম্ভবে কৰ্ত্তা প্রত্যবৈতীত্যবদ্বিষয়ত্বং মুত্রস্ত প্রতিভাতীত্যর্থঃ । তন্মৈব চানুভবমহু-
কুলত্বেনোদাহরতি দৃশ্যতে হীতি । দেহাদিসংঘাতাভিমানবতাং গুণদোষসম্বন্ধসম্ভবাং
তদ্বিষয়ং মুত্রমিত্যুক্তমিদানীং ব্রহ্মানুদৰ্শনাভিমানবতাং গুণদোষসম্বন্ধান তদ্বিষয়ং
মুত্রমিত্যভিপ্রেত্যা ব্রহ্মবিতি ॥ ১১ ॥

রামানুজ ।—ইহৈবেতি । ইহৈব সাধনামুষ্ঠানদশানামেব তৈঃ সর্গো জিতঃ সংসারো

জিতঃ বেদাভ্যুত্তরীত্য। সৰ্বেষাংস্বাহু সান্যো স্থিতং মনঃ, নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম প্রকৃতিসংসর্গ-
দোষাবিমুক্ততয়া, সমমাস্ববস্ত হি ব্রহ্ম আস্বাহু সান্যো স্থিতাশ্চৈবব্রহ্মণি স্থিতা এব তে ।
ব্রহ্মণি স্থিতিরেব হি সংসারজয়ঃ । আস্বাহু জ্ঞানৈকাকারতয়া সাম্যমেবাহুসন্দধানা মুক্তা
এবেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

হনুমান্ ।—নবভোজ্যাদ্ব্যস্তে দোষবস্তঃ “সমাসমভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ” ইতি
স্বতে: ন দোষবস্তঃ কথং ইহেতি । ইহৈব জীবন্তি: সমদর্শিত: পণ্ডিতৈর্জিতো বশীকৃত: সর্গো
জয় বেদাং সান্যো সৰ্বভূতেষু ব্রহ্মণ: সমভাবে স্থিতং মনঃ অস্ত:করণং নির্দোষম্, যতপি
দোষবৎস্ব স্বপাকাदिषু মুদৈস্তদোষবদিব বিভাব্যতে, তথাপি তদ্ব্যবস্থাপূৰ্ণমিতি
নির্দোষং দোষবর্জিতম্, হি যস্মাদ্ভাষি স্বগুণভেদাভিঃ নিগুণৈর্দৈতন্ত ব্রহ্মণি
ভগবানিচ্ছাদীনাং ক্ষেত্রধর্মমনাদিচারিগুণতাদিতি চ, নাপ্যন্তে বিশেষা আস্বাহুনো ভেদকা:
সন্তি প্রতিশরীরং তেবাং সবে প্রমাণাহুপপত্তে:, অত: সমঞ্চ ব্রহ্মকাং স্থাং, ব্রহ্মন্তেব তে
স্থিতা: তস্মান্ন দোষগন্ধমাত্রমপি তাম্ স্পৃশতি দেহাদিসংঘাতাশ্চদর্শনাভিমানাতাবাং, তেবাং
দেহাদিসংঘাতাশ্চদর্শনাভিমানবিস্ময়স্ত তৎ হৃত্ব “সমাসমভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ”
ইতি, পূজাবিস্ময়েন বিশেষণাং, দৃষ্টতে হি ব্রহ্মবিৎ বড়লবিৎ চতুর্দেববিদিতি পূজাদানাদৌ
গুণবিশেষসম্বন্ধ: কারণম্ ব্রহ্ম তু সৰ্বগুণদোষবর্জিতমিত্যতো ব্রহ্মণি তে স্থিতা ইতি
যুক্তম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর ।—নহু বিষমেষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুর্কস্তোহপি কথং তে পণ্ডিতা:, যথাহ
গোতমঃ, “সমাসমভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ” ইতি, অস্তার্থ: সমায় পূজায়া বিষমে প্রকারে
কৃতে সতি বিষমায় চ সমে প্রকারে কৃতে সতি স পূজক ইহলোকাং পরলোকাচ্চ হীয়ত
ইতি তজ্জাহ ইহৈবেতি । ইহৈব জীবন্তিরেব তৈ: স্মর্যত ইতি সর্গ: সংসারো জিতো
নিরন্ত: । কৈ: ? বেদাং মন: সান্যো সমবে স্থিতং, তজ্জ হেতু: হি যস্মাদ্ভ্যুচ্চ সমং নির্দোষঞ্চ,
তস্মাৎ তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতা ব্রহ্মভাবে প্রাপ্তা ইত্যর্থ: । গোতমোক্তস্ত দোষো
ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তে: পূর্কমেব পূজাত ইতি পূজকাবস্থাশ্রবণাং ॥ ১৯ ॥

বল্লভদেব ।—ইহেতি । ইহ সাধনদশায়ামেব তৈ: সর্গ: সংসারো জিত: পরাভূত: ।
কৈ: ? বেদাং মন: সান্যোহবৈষম্যাণ্যে ব্রহ্মধর্ম্যে স্থিতং নিবিষ্টম্ । কুতো ব্রহ্মাবিসমং
তজ্জাহ নির্দোষং হীতি । হি যতো ব্রহ্ম নির্দোষং রাগদ্বेषশূন্তমত: সমবিসমমিত্যর্থ: । যতো
ব্রহ্মণ্যবৈষম্যাদিকং নিশ্চিকৃদ্যন্তস্মাৎ প্রপঞ্চে তিষ্ঠন্তোহপি তে ব্রহ্মণ্যেব স্থিতা মুক্তিভেবাং
মূলভেত্যর্থ: ॥ ১৯ ॥

মধুসূদন ।—নহু সাধিকরাজসতামসেযু স্বভাববিষমেষু প্রাণিষু সমদর্শনং—
শাস্ত্রনিষিদ্ধম্, তথাচ তস্তায়মভোজ্যামিত্যুপক্রমা গোতম: স্মরতি, “সমাসমভ্যাং বিষমসমে
পূজাতঃ” ইতি (সমাসমভ্যামিতি চতুর্দৈবচনম্, বিষমসম ইতি বৈশেষিকবক্তাবেন
সপ্তম্যেকবচনম্) । চতুর্দৈবপারসাপাংস্তাস্তসদাচার্যাণাং বাদ্ধশো বজ্রালঙ্কারমঙ্গলাদিনানপূর:-

সর্গঃ পূজাবিশেষঃ ক্রিয়তে তৎসমায়ৈবান্ত্রৈ চতুর্ষোদপারগায় সনাতারায় বিবশে তদপেক্ষয়া
 ন্যূনে পূজাপ্রকারে কৃতে তথান্নবেদানাং হীনাচার্যাণাং বাদৃশো হীনসাধনঃ পূজাপ্রকারঃ
 ক্রিয়তে তাদৃশাট্যৈবাসমায় পূর্বোক্তবেদপারগসনাতারব্রাহ্মণাপেক্ষয়া হীনার তাদৃশহীনায়
 তাদৃশহীনপূজাধিকে মুখ্যপূজাসমে পূজাপ্রকারে কৃতে উত্তমস্ত হীনতয়া হীনস্তোত্তমতয়া
 পূজাতো হেতোস্তস্ত পূজয়িতুরন্নমভোজ্যঃ ভবতীত্যর্থঃ । পূজয়িতা প্রতিপত্তিবিশেষমকুর্স্বন
 ধনাৎ ধর্ম্মাচ্চ হীয়ত ইতি চ দোষান্তরম্ । যন্তপি যতীনাং নিম্পরিগ্রহাণাং পাকাভাবাদ্ধনা-
 ভাবাচ্চাতোজ্যান্নত্বঞ্চ ধনহীনত্বঞ্চ স্বতএব বিত্ততে, তথাপি ধর্ম্মহানিন্দোষো ভবত্যেব
 অতোজ্যান্নত্বঞ্চাশ্চিৎসেন পাপোৎপত্ত্যুপলক্ষণম্, তপোধানানাঞ্চ তপ এব ধনমিতি
 তজ্জানিরপি দূষণং ভবত্যেবেতি, কথং মমদর্শিনঃ পণ্ডিতা জীবন্তুক্তা ইত্যাহ ইহেতি । তৈঃ
 সমদর্শিভিঃ পণ্ডিতৈঃ ইহৈব জীবনদশায়ামেব জিতোহিতক্রান্তঃ সর্গঃ সৃজাত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা
 দৈতপ্রপঞ্চঃ দেহপাতাদূর্দ্ধমতিক্রমিতব্য ইতি কিমুবক্তব্যম্, কৈর্ঘেবাং সাম্যে সর্বভূতেষু
 বিষয়েষুপি বর্তমানস্ত ব্রহ্মণঃ সমভাবে স্থিতং নিশ্চলং মনঃ, হি যস্মাৎ নির্দোষং সমং
 সর্ববিকারশূন্যং কুটস্থনিত্যমেকঞ্চ ব্রহ্ম তস্মাৎ তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণোব স্থিতাঃ । অয়ং ভাবঃ
 দৃষ্টবঃ হি বেধা ভবতি অদৃষ্টস্তাপিদৃষ্টসম্বন্ধায়া, যথা গন্ধোদকস্ত মূত্রগর্ভপাতাৎ স্বত এব বা
 যথা মূত্রাদেঃ, তত্র দোষবৎসু, স্বপাকাদিষু স্থিতং তদোবৈচ্ছ্যাতি ব্রহ্মেতি মূর্টৈর্কীর্তাব্য-
 মানমপি সর্বদোষাসংসৃষ্টমেব ব্রহ্ম যোমবদসঙ্গত্যাং “অসঙ্গো হুয়ং পুরুষঃ, সূর্য্যো যথা
 সর্বলোকস্ত চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুর্ষের্কোহুদোষৈঃ । একস্তথা সর্বভূতান্তরায়ান্ন ন লিপ্যতে
 লোকহুঃখেন বাহু” ইতিশ্রুতে: নাপি কামাদিধর্ম্মবস্তয়া স্বত এব কলুষিতং কামাদেবস্তঃকরণ-
 ধর্ম্মত্বস্ত শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধত্যাং, তস্মাদ্নিদোষব্রহ্মরূপায় এতরোজীবন্তুক্তা অতোজ্যান্নাদি-
 দোষদৃষ্টাশ্চেতি ব্যাহতম্, স্মৃতিস্ত অবিঘ্নগৃহস্থবিষয়ৈব তস্মান্ন ভোজ্যমিত্যুপক্রমাৎ পূজাত
 ইতি মধ্যে নির্দোষাৎ ধনাদ্বর্গ্মাচ্চহীয়ত ইত্যুপসংহারাক্ষেপেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু “সমাসমাত্যাং বিষমসমে পূজাতঃ” ইতি তুল্যাশ্রুতশীলার ব্রাহ্মণ-
 দ্বয়ার বিষমাং পূজাং প্রযুক্তবতঃ, তথা অতুল্যাশ্রুতশীলার ব্রাহ্মণদ্বয়ার চ সমাং পূজাং
 প্রযুক্তবতশ্চাতোজ্যান্নত্বং গোতমেন স্বর্গ্যতে, তৎ কথং ব্রাহ্মণচণ্ডালয়োঃ, সমদর্শিভঃ
 মুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইহেবেতি । যেবাং মনঃ সর্বভূতেষু সাম্যে ব্রহ্মভাবে স্থিতং নিশ্চলং তৈঃ
 ইহৈব জীবন্তিরেব সর্গো জন্ম জিতো বশীকৃতঃ, হি যস্মাৎ নির্দোষং সমং সর্বজ্ঞাবিবদমং
 ব্রহ্মাতি । যথা হিরণ্যরোর্দেবতাৎপীঠয়োঃ স্বর্ণদৃক্ সাম্যং পশ্চতি, পূজকস্ত আকায়-
 দৃক্ তারতম্যং পশ্চতি, তদ্বৎ পূজাস্থিতিঃ ব্রাহ্মিকৃততারতম্যবিষয়া, সামাদৃষ্টিস্ত তদ্ব্যবহারেতি
 তৎকথং । যস্মাদেবং তে সাম্যং পশ্চতি তস্মাৎ ব্রহ্মণি অখণ্ডেকরূপে তে ঈশ্বরঃ স্থিতাঃ
 একীভাবেন সমাপ্তিং গতাঃ ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্ব্ব শ্লোকে সাংখ্যিক, রাজসিক বা তামসিক ধর্ম্মাক্রান্ত
 সকল জীবকেই সমভাবে দর্শন করার ‘প্রাণংসা’ কীর্ত্তিত হইয়াছে । কিন্তু

বিষম স্বভাব ও বিষম গুণধর্মী জীববৃন্দকে সমভাবে দর্শন করা ধর্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি সম ব্যক্তির পূজায় বিষম ব্যবহার করে এবং বিষম ব্যক্তির পূজায় সম ব্যবহার করে, সেই পূজক ইহলোক ও পরলোক-ভ্রষ্ট হয়।” চতুর্বেদ-পরায়ণ অত্যন্ত সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে যেরূপ বস্ত্র, অলঙ্কার, অন্নাদি দান করিয়া সম্পূজিত করা হয়, তাঁহার সমতুল্য গুণসমন্বিত অন্য ব্রাহ্মণকে বিষম অর্থাৎ তদপেক্ষা নূন দানাদি দ্বারা সম্পূজিত করিলে, অথবা সামান্য বেদাশাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন হীনাতার ব্রাহ্মণকে যেরূপ সামান্য উপচার ‘সহকারে’ সম্পূজিত করা হয়, তাঁহার অপেক্ষা সর্বথা শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান ও সদাচার-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে তদ্বৎ দানাদি দ্বারা পূজিত করিলে, অথবা হীন জনকে শ্রেষ্ঠ জনাপেক্ষা অধিকতর সংকৃত করিলে, সেই পূজকের অন্ন অভোজ্য হয়। আরও শাস্ত্রীয় শাসন দৃষ্ট হয় যে, যে পূজক যথাযোগ্য ব্যক্তির যথাযোগ্য সম্মানের ইতর-বিশেষ করেন, তিনি ধন ও ধর্ম-ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। যতিগণ পরিগ্রহ করেন না, পাক করেন না এবং ধন-সঞ্চয়ও করেন না। সুতরাং তাঁহারা এই শাসনের ব্যতিচার করিলে তাঁহাদের কোনই ক্ষতি নাই; যেহেতু, তাঁহাদের অন্ন ও ধনই নাই, তাঁহাদের অভোজ্যাম্নত্ব ও ধনহীনতা চিরদিনই বর্তমান। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদের ধর্মহানিত্ব দোষ অবশ্যই ঘটিবে। অভোজ্যাম্নতা অশুচিহ্নের ফল। পাপ হইতেই অশুচিহ্ন সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তপোধনদিগের তপই ধন; সুতরাং তাঁহাদের তপোরূপ ধনহানি অবশ্যই ঘটিবে। অতএব সমদর্শী পণ্ডিতগণকে যে জীবমুক্ত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা কখনই সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরার্থ এই শ্লোক অবতারণিত হইয়াছে। সমদর্শী পণ্ডিতগণ জীবদ্দশাতেই এই দ্বৈতপ্রপঞ্চরূপ সংসার অতিক্রম করেন; সুতরাং দেহনাশের পরে তাঁহারা যে সংসার-পাশ-বিমুক্ত হইবেন, একথা বলাই বাহুল্য। বিষয় হইলেও সকল ভূতে ব্রহ্ম সমভাবেই বিরাজমান আছেন; ইহাই তাঁহাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস, তাঁহারাই সমদর্শী। তাঁহারা জানেন যে, ব্রহ্ম নির্দোষ ও সম, অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রকার বিকার-বিরহিত, কূটস্থ, নিত্য এবং এক। দুর্দৃষ্ট দ্বিবিধ; স্বতঃ দুর্দৃষ্ট ও দুর্দৃষ্ট-সম্বন্ধজনিত দুর্দৃষ্ট; মূত্রাদি স্বতঃই দুর্দৃষ্ট। গঙ্গাজল অদুর্দৃষ্ট হইলেও, মূত্রগর্তপাত-স্বরূপ দুর্দৃষ্ট-সংস্পর্শ-জনিত

দৃষ্ট হয়। মূঢ় জনেরা মনে করে যে, চণ্ডালাদিতে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মও দোষযুক্ত হইয়া থাকেন। এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমাত্মক। ব্রহ্ম কোন দোষেরই সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন; কারণ, তিনি আকাশের স্থায় সঙ্গশূন্য। ঐতি বলিয়াছেন, “এই পরব্রহ্ম অসঙ্গ, সূর্য যেমন লোকের বাহ্যদোষ দ্বারা লিপ্ত হন না, সর্বব্যাপী অদ্বিতীয় অন্তরাত্মাও তদ্রূপ লোকের বাহ্য-ব্যাপারে লিপ্ত হন না।” অতএব চণ্ডাল-কুকুরাদির সহিত সম্বন্ধ-হেতু পরমাত্মা কখনই দোষ-ভাগী হইতে পারেন না। পরমাত্মাতে কামাদি ধর্মের আরোপ করিয়া ভাঁহাকে স্বতঃই কলুষিত বলা যায় না; কারণ, ঐতি-স্মৃতির মতানুসারে কামাদি অন্তঃকরণেরই ধর্ম বলিয়া অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব নির্দোষ ব্রহ্মস্বরূপ যতিগণ জীবন্মুক্ত। স্মার্ত-শাসনানুসারে অভোজ্যাম্রহাদি দোষে আত্মা কখনই স্পৃষ্ট নহেন; বিশেষতঃ স্মৃতির উল্লিখিত বচন জ্ঞান-বিরহিত গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষেই প্রযোজ্য; জ্ঞান-সম্পন্ন যতিগণ তাহার লক্ষ্যীভূত নহেন।

শ্রীমল্লীলকণ্ঠ এই উপলক্ষে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। স্বর্ণ-বেদিকা ও তদুপরি সমাসীনা স্তবর্ণময়ী দেবী-প্রতিমা স্বর্ণদ্রষ্টা এক স্বর্ণ-রূপেই দর্শন করেন, এবং পূজকাদি জনগণ দেবীমূর্ত্তি ও পীঠ-ভেদে তারতম্য সন্দর্শন করেন। এ সকলই ভ্রান্তিকৃত তারতম্য মাত্র ॥ ১৯ ॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।

স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

অর্থ।—ব্রহ্মবিৎ (আত্মদর্শী) ব্রহ্মণি স্থিতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ (ব্রহ্মণি স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধির্ষস্র সং) অসংমূঢ়ঃ (মোহরহিতঃ) প্রিয়ং (স্বাভিমত-বিষয়ম্) প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ (হর্ষযুক্তঃ স্যাৎ) চ অপ্রিয়ং (বাসনা-হ্রিক্তবিষয়ং) প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ (বিবীদতি) ॥ ২০ ॥

প্রতিশব্দ।—আত্মদর্শী ব্রহ্মাবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ মোহশূন্য ইহঁ লাত্ত করিয়া হ্রস্ত হন না এবং অনিহঁ পাইয়া উদ্বিগ্ন হন না ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা ।—যিনি আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া ব্রহ্মে নিশ্চল বুদ্ধি-
সম্পন্ন ও মোহাতীত হইয়াছেন, তিনি অভ্যুপেক্ষিত বিষয়লাভ
করিয়া আনন্দিত ও অনভ্যুপেক্ষিত ব্যাপার সংঘটন হেতু বিষম
হন না ॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কর্মবিষয়ক সমাসমাত্ম্যামিত্যাদি, ইদম্ সর্বকর্মসম্মাস্যসিবিষয়ং
প্রস্তুতং “সর্বকর্মাণি মনসা” ইত্যারভ্যাদ্যায়পরিসমাপ্তেঃ, বস্মান্নির্দোষং সমং ব্রহ্মাত্মা তস্মাৎ
নেতি । ন প্রহর্যোৎ ন হর্ষং কুর্ঘ্যাৎ প্রিয়মিষ্টং প্রাপ্য লব্ধ্বা, মোহবিজ্ঞেয়ং প্রাপ্যৈব চাপ্রিয়-
মনিষ্টং লব্ধ্বা, দেহমাত্মাদ্বন্দর্শনাৎ হি প্রিয়প্রিয়প্রাপ্তৌ হর্ষবিবাদৌ কুর্য্যতে ন কেবলাত্ম-
দর্শিনঃ তস্মাৎ প্রিয়প্রিয়প্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ, সর্বভূতেষ্বেকঃ সমো নির্দোষ আয়েতি, স্থিরা
নির্বিচিকিৎসা বুদ্ধির্ভূত স স্থিরবুদ্ধিঃ, অসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জিতস্ত তাদৃশথোক্তব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি
স্থিতোহকর্মকৃৎ সর্বকর্মসম্মাসীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

আনন্দগিরি ।—ইতচ্চ নেদং সূত্রং ব্রহ্মবিদ্বিষয়মিত্যাহ কর্ম্মাতি । তত্ৰৈব পূজা-
পরিভবসম্ভবাদিত্যর্থঃ । নহু যত্র সমত্বদর্শনং তত্ৰৈব ত্বিদং সূত্রং ন তু :কর্ম্মণ্যকর্ম্মণি বেতি
ষিভাগোহস্তু তজ্জাহ ইদম্বিতি । সমত্বদর্শনস্ত সম্মাস্যসিবিষয়ত্বেন প্রস্তুতত্বে হেতুমাৎ সর্ব-
কর্ম্মাণীতি । অধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ সর্বকর্ম্মাণীত্যারভ্য তত্র তত্র সর্বকর্ম্মসম্মাস্যসাধিধানাৎ
তদ্বিষয়মিদং সমত্বদর্শনং গম্যতে, তত্র চ নিরহঙ্কারে নিরবকাণং সূত্রমিত্যর্থঃ । নহু ইষ্টানিষ্ট-
প্রাপ্তিভ্যাং হর্ষবিবাদৌ বিদ্বানপি কুর্য্যন্ নির্দোষে ব্রহ্মণি কথং স্থিতিং লভতেতত্যাশঙ্ক্যা-
কাজিকতং পূরয়ন্তুরল্লোকমুখ্যাপরতি বস্মাদিতি । আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাবতো বিদ্বসো হর্ষবিবাদ-
নিমিত্তভাবান্ তাবুচিতাবিত্যাহ স্থিরবুদ্ধিরিতি । নহু হর্ষবিবাদনিমিত্তত্বং প্রিয়প্রিয়য়োঃ
সিদ্ধমিতি কথং তৎপ্রাপ্ত্যা হর্ষোদযোগৌ ন কর্তব্যাবিতি নিযুক্ত্যতে তজ্জাহ দেহেতি । বিদ্ব-
বোহপি প্রিয়প্রিয়প্রাপ্তিসামর্থ্যাৎ হর্ষবিবাদৌ কুর্য্যাবিত্যাশঙ্ক্যাহ ন কেবলেতি । অদ্বি-
তীয়দর্শনশীলস্ত ব্যতিরিক্তপ্রিয়প্রিয়প্রাপ্ত্যবোগান্ তন্নিমিত্তৌ হর্ষবিবাদাবিত্যর্থঃ । ইত্যপি
বিদ্বসো হর্ষবিবাদাবসম্ভাবিতাবিত্যাহ কিস্তেতি । নির্দোষে ব্রহ্মণি প্রাপ্ত্যন্তে দৃঢ়প্রতিপত্তিঃ
সম্মোহেন হর্ষমিহেতুনা রহিতো যথোক্তে সর্বদোষরহিতে ব্রহ্মণ্যহমস্মীতি বিদ্যাবানশেষ-
দোষশূন্তে তস্মিন্বেব ব্রহ্মণি স্থিতস্তদনুরোধাৎ কর্ম্মণ্যম্ব্যমাণো নৈব হর্ষবিবাদভাগী ভবিতুম-
শমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

রামানুজ ।—যেন প্রকারেণাবহিতস্ত কর্ম্মযোগিনঃ সমদর্শনরূপো জ্ঞানবিপাকো
ভবতি তং প্রকারমুপদিশতি ন প্রহর্যোদিতি । বাদৃশদেহস্থস্ত প্রাচীনকর্ম্মবাসনয়া
বৎ প্রিয়ং যচ্চাপ্রিয়ং তদ্বতয়ং প্রাপ্য হর্ষোদযোগৌ ন কুর্ঘ্যাৎ । কথম্ ? স্থিরবুদ্ধিঃ স্থিরে
আত্মনি বুদ্ধির্ভূত স স্থিরবুদ্ধিঃ, অসংমূঢ়ঃ অস্থিরেণ শরীরেণ স্থিরমাত্মানমেকীকৃত্য
মোহঃ সংমোহস্তদ্রহিতঃ সংমোহং ন প্রাপ্তঃ । তচ্চ কথং ব্রহ্ম ব্রহ্মণি স্থিতঃ উপদেশেন ব্রহ্মবিৎ

সংতপ্তম্ ব্রহ্মণ্যভ্যাগযুক্তঃ । এতদ্বক্তং ভবতি, তত্ত্ববিদামুপদেশেনাস্বাধ্যায়াবিভূত্বা তত্রৈব
বর্তমানো দেহাত্মাভিমানং পরিত্যজ্য স্থিররূপাত্মাবলোকনপ্রয়াসুভবে ব্যবস্থিতঃ
অহিংরে প্রাকৃতপ্রিয়াপ্রিয়ে প্রাপ্য হর্ষোদ্বেগৌ ন কুর্যাদিতি ॥ ২০ ॥

হনুমান্ ।—ন প্রহৃষ্যেদিতি । কৰ্ম্মবিষয়স্ত সমাসমাত্ম্যামিত্যাদি, ইদম্
সৰ্বকৰ্ম্মসন্ন্যাসবিষয়ং প্রস্তুতং “সৰ্বকৰ্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্ত” ইত্যারভ্যাধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ,
বস্মাদেবং সমং ব্রহ্মাত্মাত্ম্যং ন প্রহৃষোৎ প্রহৰ্ষণং কুর্য্যৎ । প্রিয়মভীষ্টং প্রাপ্য নোদ্ভিজেৎ
প্রাপ্য চাপ্রিয়মনভীষ্টং লভ্য । দেহমাত্মাদর্শনো হি প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তৌ হৰ্ষবিষাদৌ কুর্য্যতে,
নকেবলাত্মদর্শনমুত্তম প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ । কিঞ্চ সৰ্বভূতেষু একঃ সমো নির্দোষ আত্মনি
স্থিতির্নির্কিচিকিৎসা বুদ্ধিৰ্ভক্ত স স্থিরবুদ্ধিঃ, অসংযুতঃ সংমোহবর্জিতস্ত চ শ্রুতঃ । যথোক্তং ব্রহ্মবিদ্
ব্রহ্মণি স্থিতঃ অকৰ্ম্মকৃতং সৰ্বকৰ্ম্মসন্ন্যাসীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীধর ।—ব্রহ্মপ্রাপ্তস্ত লক্ষণমাহ ন প্রহৃষ্যেদিতি । ব্রহ্মবিদ্ ভূত্বা ব্রহ্মণ্যেব যঃ
স্থিতঃ স প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষোৎ ন প্রহৃষ্টো হৰ্ষবান্ ভ্রাত্য, অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ নোদ্ভিজেৎ ন
বিষাদভীত্যর্থঃ, যতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধিৰ্ভক্ত, তৎ কৃতঃ যতোহসংযুতঃ নিবৃত্ত-
মোহঃ ॥ ২০ ॥

বলদেব ।—ব্রহ্মণি স্থিতস্ত লক্ষণমাহ নেতি । বর্ত্তমানে দেহে স্থিতঃ প্রারব্ধকৃষ্টঃ
প্রিয়মপ্রিয়ঞ্চ প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ চোদ্ভিজেৎ । কৃতঃ ? স্থিরা আত্মনি বুদ্ধিৰ্ভক্ত সঃ । অসং-
যুতঃ অনিত্যেন দেহেন নিত্যমাত্মানমেকীকৃত্য মোহং ন লভ্যঃ, ব্রহ্মবিৎ তাদৃশং
ব্রহ্মভূতবন্, এবং লক্ষণো ব্রহ্মণি স্থিতো বোধ্যঃ ॥ ২০ ॥

মধুসূদন ।—বস্মাদ্ভির্দোষং সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ তজ্জপমাত্মানং সাক্ষাৎ কুর্স্বন “হৃৎখেদমু-
খিঘমনাঃ স্তখেযু বিগতস্পৃহঃ” ইত্যত্র ব্যাখ্যাতে পূর্বার্জঃ জীবন্তুক্তানাং স্বাভাবিকক্লমিতমেব
মুহুৰ্ভূতিঃ (প্রযত্নপূর্বকমহুর্ভূতমিতি বদিতুং, লিংপ্রত্যয়ো) অদ্বিতীয়াত্মদর্শনশীলস্ত ব্যতিরিক্ত-
প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্ত্যযোগাৎ ন তন্নিমিত্তো হৰ্ষবিষাদাবিত্যর্থঃ, অদ্বিতীয়াত্মদর্শনমেব বিবুণোতি
স্থিরবুদ্ধিরিতি । স্থিরা নিশ্চলা সন্ন্যাসপূর্বকবেদান্তবাক্যবিচারপরিপাকেণ সৰ্বসংশয়শূন্যেন
নির্কিচিকিৎসা নিশ্চিতা ব্রহ্মণি বুদ্ধিৰ্ভক্ত স তথা, লক্ষপ্রবণমনকল ইতি যাবৎ,
এতাদৃশস্ত সৰ্বাসম্ভাবনাপ্রস্তুত্বেহপি বিপরীতভাবনাপ্রতিবন্ধাৎ সাক্ষাৎকারো নোদ্যোতি
নিদিধ্যাসনমাহ অসংযুতঃ, নিদিধ্যাসনস্ত বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতসজাতীয়প্রত্যয়-
প্রবাহস্ত পরিপাকেণ বিপরীতভাবনাত্ম্যসংমোহরহিতঃ, ততঃ সৰ্বপ্রতিবন্ধাপগমাৎ
ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ ততস্ত সমাধিপরিপাকেণ নির্দোষে সমে ব্রহ্মণ্যেব স্থিতো নান্ত-
প্রতি ব্রহ্মণি স্থিতো জীবন্তুক্তঃ হিতপ্রজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ । এতাদৃশস্ত বৈতদর্শনাত্মাবাৎ প্রহর্ষো-
দ্বেগৌ ন ভবত ইত্যুচিতমেব সাধকে ন তু বৈতদর্শনে বিস্তমানেহপিবিষয়দোষদর্শনাৎ
প্রহৰ্ষবিষাদৌত্যাগবিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—ন প্রহৃষ্যেদিতি । বস্মাৎ নির্দোষং সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ প্রিয়ং পুত্রাদিকং

প্রাপ্য ন প্রহযোৎ অশ্রিয়ং শত্রুং দুঃখং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ (বুদ্ধিস্থিতিরবুদ্ধেনাহুর্থেয়েতি, জ্ঞাপয়িতুমুভয়ত্র লিঙ্ প্ররোগঃ), স্থিরবুদ্ধিঃ প্রত্যগব্ধেতে ঐতিবুদ্ধিভ্যাং স্থিরীকৃতপ্রজ্ঞঃ অসংমৃঢ় ধ্যানজ্ঞসাক্ষাৎকারেণ নির্গতমোহঃ অতএব ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মভাবস্ত লব্ধ্বা ব্রহ্মভাবং গত ইত্যর্থঃ । ব্রহ্মণ্যেব প্রত্যগব্ধয়ে ব্যুৎথানাবস্থায়ামপি স্থিতঃ সর্বং ব্রহ্মেত্যেব পশুন্নিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ ।—সমদৃষ্টিঃ ত্তোতি ইহৈবেতি । ইহৈব ইহ লোক এব, সৃজ্যত ইতি সর্গঃ সংসারো জিতঃ পরাভূতঃ । এবং লৌকিকপ্রিয়াশ্রিয়ায়োরপি তেবাং সাম্যমাহ ন প্রহযোদিতি । ন প্রহযোৎ ন প্রহযতি, নোদ্বিজেৎ নোদ্বিজতে (সাধনদশায়ামেব-মভ্যসেদিতি । বিবক্ষয়া বা লিঙ্) । অসংমৃঢ়ঃ হর্ষশোকাদীনাম্ অভিমাননিবন্ধনত্বেন, সংমোহমাত্রত্বাৎ ॥ ১৯ । ২০ ॥

তাৎপর্য ।—পূর্ব শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম নির্দোষ ও সম । আত্মাকে এইরূপে উপলব্ধি করিয়া দুঃখে ও সুখে অবিচলিত-চিত্ত থাকাই জীবমুক্ত পুরুষদিগের লক্ষণ । “দুঃখেষু দুঃখমনাঃ সুখেষু বিগতম্পৃহঃ” (২অ। ৫৬) ইত্যাদি শ্লোকে এই তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে । যাঁহারা মুক্তিলাভের বাসনা করেন, তাঁহাদের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সহকারে ইচ্ছানিষ্ঠ বিষয়ে সম্ভাব থাকাই বিষয়ে, ইহাই এক্ষণে সমর্থিত হইতেছে । বেদান্তবাক্য-বিচারের পরিপাক হেতু, সর্বপ্রকার সংশয় বিরহিত হইয়া, যিনি শ্রবণমনাদির ফলস্বরূপ নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, যাঁহার নিদিধ্যাসনের পরিপাক হওয়ায় বিপরীত ভাবনারূপ সম্মোহ বিদূরিত হইয়াছে, এইরূপে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধ-পরিশূন্য হইয়া যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, এবং সমাধির পরিপাক হেতু যিনি সম ও নির্দোষ ব্রহ্মেই অবস্থিত হইয়া জীবমুক্ত হইয়াছেন ; দ্বৈতদর্শন না থাকায় তাঁহার কোন কারণেই হর্ষ বা বিষাদ জন্মে না । দ্বৈতদর্শন বিচ্যমান থাকিলেও, বিষয়ের দোষ দর্শন করিয়া হর্ষ-বিষাদ-ভ্যাগ করাই আবশ্যক । যাঁহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা ইচ্ছা বস্তু লাভ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া থাকেন, অথবা অনিষ্টজনক ব্যাপার ঘটিলে, বিষাদে আকুলিত হন । কিন্তু যাঁহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহার প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই । সর্বভূতে সম ও নির্দোষ ব্রহ্ম বিরাজিত জানিয়া, তাঁহার বুদ্ধি স্থির প্রাপ্ত হইয়াছে । মোহ বিদূরিত হওয়ায়, তিনি সর্বকর্ম পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসী হইয়াছেন ॥ ২০ ॥

বাহস্পর্শেষমসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষরমশ্নুতে ॥ ২১ ॥

অন্বয় ।—বাহ-স্পর্শেষু (শব্দাদিবিষয়েষু) অসক্তাত্মা (অভি-
নিবেশ বিরহিতঃ), আত্মনি (অন্তঃকরণে) যৎ সুখং [তৎ]
বিন্দতি (লভতে) সঃ ব্রহ্ম-যোগ-যুক্ত-আত্মা (পরমাত্মনি সমা-
ধিনা স্থিতং অন্তঃকরণং যন্ত) অক্ষয়ং (অনন্তং) সুখং অশ্নুতে
(প্রাপ্নোতি) ॥ ২১ ॥

প্রতিশব্দ ।—বাহেन्द्रিয়-বিষয়ে তৃষ্ণারহিতচিত্ত অন্তঃকরণে যে সুখ
[তাহা] লাভ করেন তিনি পরমাত্মাতে সুমাধি-যুক্ত অনন্ত সুখ প্রাপ্ত
হন ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা ।—ইन्द्रিয়-গ্রাহ্য বাহ্য বিষয় উপভোগে যাঁহার কোনই
আসক্তি নাই, তিনি অন্তঃকরণে শান্তিজনিত সুখভোগ করেন ; যাঁহার
আত্মা পরমাত্মায় সমাধিযুক্ত, তিনি অনন্ত সুখের অধিকারী হইয়া
থাকেন ॥ ২১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিঞ্চ ব্রহ্মণি স্থিতঃ বাহেতি । বাহস্পর্শেষু বাহ্যৈশ্চ তে স্পর্শাশ্চ
বাহস্পর্শাঃ স্পৃশ্তস্ত ইতি স্পর্শাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তেষু বাহস্পর্শেষু আসক্ত আত্মান্তঃকরণং যন্ত
ক্লেঃসমসক্তাত্মা বিষয়েষু প্রীতিবর্জিতঃ, স বিন্দতি লভতে আত্মনি যৎ সুখং তদ্বিন্দতীত্যেতৎ
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা ব্রহ্মণি যোগঃ সমাধিব্রহ্মযোগন্তেন ব্রহ্মযোগেন যুক্তঃ সমাহিতস্তম্ভিন্
ব্যাপৃতঃ আত্মা অন্তঃকরণং যন্ত স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষরমশ্নুতে প্রাপ্নোতি, তন্মাদ্বাহ-
স্বিষয়প্রীতেঃ ক্ষণিকারা ইन्द्रিয়ানি নিবর্তয়েদাত্মাত্মক্ষয়সুখার্থীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

আনন্দগিরি ।—শব্দাদিবিষয়প্রীতিপ্রতিবন্ধান্ন কণ্ঠচিরপি ব্রহ্মণি স্থিতিঃ সিধ্যোদি-
ত্যাশঙ্ক্যাহ কিঞ্চেতি । ন কেবলং পূর্বোক্তরীত্যা ব্রহ্মণি স্থিতো হর্ষবিষাদরহিতঃ, কিন্তু
বিত্তাস্তরেণাপীত্যর্থঃ । বাবদ্ব্যাবহিষয়েষু রাগরূপমাবরণং নিবর্তিতে তাবত্তাবদাত্মস্বরূপসুখ-
মভিব্যক্তং ভবতীত্যাহ বাহেতি । ন কেবলমসক্তাত্মা শমবশাদেব সুখং বিন্দতে, কিন্তু ব্রহ্ম-
যোগিনা সমাহিতাত্মঃকরণঃ সুখমনন্তং ব্যাপ্নোতীত্যাহ স ব্রহ্মেতি । তত্র পূর্বোক্তং ব্যাচষ্টে
বাহ্যশ্চেতি । সমাধানাধীনসম্যগজ্ঞানধারণা নিরতিশয়সুখপ্রাপ্তিসুতরাং ব্যাখ্যানেন কথয়তি
ব্রহ্মণীত্যাধিনা । শব্দাদিবিষয়বিশুদ্ধানন্তসুখাপ্তিসম্ভবাৎ তদর্থিনা প্রযত্নেন বিষয়বৈমুখ্যং
কর্তব্যমিতি শিষ্যশিক্ষার্থমাহ তন্মাদিতি ॥ ২১ ॥

রামানুজ ।—বাহ্যস্পর্শেস্থিতি । এবমুক্তেন প্রকারেণ বাহ্যস্পর্শেদ্ব্যব্যতিরিক্ত-
বিষয়ানুভবেষসক্তমনা অন্তরাশ্মন্তেব যঃ স্ত্বং বিন্দতি লভতে স প্রকৃত্যভাসং বিহার
ব্রহ্মযোগযুক্তায়া ব্রহ্মভ্যাসযুক্তমনা ব্রহ্মানুভবরূপমক্ষয়ং নিবৃত্তস্থং প্রাপ্নোতি ॥ ২১ ॥

হনুমান্ ।—কিঞ্চ বাহেতি । ব্রহ্মণি স্থিতঃ বাহ্যস্পর্শে বাহ্যন্ত তে স্পর্শান্ত
তে বাহ্যস্পর্শাঃ স্পৃশ্ত ইতি স্পর্শাঃ শব্দাদয়ো বিষয়ান্তে বাহ্যস্পর্শে অসক্তায়া অন্তঃকরণং
যন্ত সোহয়মসক্তায়া, বিষয়েষু প্রীতিবর্জিতঃ স বিন্দতি লভতে আত্মনি যৎ স্ত্বং তন্
বিন্দতি স ব্রহ্মযোগযুক্তায়া ব্রহ্মণি যোগঃ সমাধিঃ ব্রহ্মযোগন্তেন যুক্ত আত্মান্তঃকরণং যন্ত
স ব্রহ্মযোগযুক্তায়া স্ত্বমক্ষয়স্ত্বমশ্নুতে প্রাপ্নোতি, তস্মাদ্বাহ্যবিষয়েষু প্রীতেঃ ক্ষণিকারা
ইঞ্জিয়াণি নিবর্তয়েৎ ॥ ২১ ॥

শ্রীধর ।—মোহনিবৃত্তা বুদ্ধিহৈর্গো হেতুমাহ বাহেতি । ইঞ্জিরৈঃ স্পৃশ্ত ইতি
স্পর্শা বিষয়া বাহ্যেজ্জিরবিষয়েষসক্তায়া অনাসক্তচিত্তঃ আত্মান্তঃকরণে যত্নশমাত্মকং
সাত্ত্বিকং স্ত্বং তদ্বিন্দতি লভতে, স চোপশমস্ত্বং লব্ধ্বা ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্ত-
দৈক্যং প্রাপ্ত আত্মা যন্ত সোহক্ষয়ং স্ত্বমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২১ ॥

বলদেব ।—গৌরোত্তর্যেণ স্বপরাশ্রয়ানাবহুভবতীত্যাহ বাহেতি । বাহ্যস্পর্শে
শব্দাদিবিষয়ানুভবেষসক্তায়া সন্ যশাস্তনি স্বরূপেহহুভূয়মানে স্ত্বং তদানৌ বিন্দতি,
তদন্তরং ব্রহ্মণি পরমাত্মনি যোগঃ সমাধিস্তদযুক্তায়া সন্ বদক্ষয়ং মহদহুভবলক্ষণং
স্ত্বং তদশ্নুতে লভতে ॥ ২১ ॥

মধুসূদন ।—নহু বাহ্যবিষয়প্রীতেরনেকজন্মানুভূতত্বেনাতিপ্রবলত্বাৎ তদাসক্তচিত্ত-
কথমলৌকিকে ব্রহ্মণি দৃষ্টসর্বস্ত্বরহিতে স্থিতিঃস্তাৎ, পরমানন্দরূপত্বাদিত্যে ন তদানন্দস্তা-
নহুভূতচরত্বেন চিত্তস্থিতহেতুত্বাভাবাৎ । তদুক্তং বার্তিকং, “অপানন্দঃ শ্রুতঃ সাক্ষাৎ মানেনা-
বিষয়ীকৃতঃ । দৃষ্টানন্দাভিলাষঃ স ন মন্দীকর্তৃমপ্যলম্ ॥” ইতি তত্রাহ বাহেতি । ইঞ্জিরৈঃ
স্পৃশ্ত ইতি স্পর্শাঃ শব্দাদয়ঃ তে চ বাহ্য অনাস্ত্বধর্মত্বাৎ তেষসক্তায়া অনাসক্তচিত্তঃ তৃষ্ণা-
শূন্ততয়া বিরক্তঃ সন্ আত্মনি অন্তঃকরণ এব বাহ্যবিষয়নিরপেক্ষং যত্নশমাত্মকং স্ত্বং তদ্বি-
ন্দতি লভতে নির্মলসম্ভবত্বাৎ । তদুক্তং ভারতে, “যচ্চ কামস্ত্বং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ
স্ত্বম্ । তৃষ্ণাক্ষয়স্ত্বং তৈতে নারহতঃ বোড়শীং কলাম ॥” ইতি । অথবা প্রত্যগাত্মনি স্বপদার্থে
যৎ স্ত্বং যত্র যত্রপতং স্ত্বপ্ৰণবহুভূয়মানং বাহ্যবিষয়সক্তপ্রতিবন্ধাদলভ্যমানং তদেব
তদভাবান্নভতে ন কেবলং স্বপদার্থস্ত্বমেব লভতে, কিন্তু তৎপদার্থেকাহুভবেন পূর্ণস্থ-
মপীতাহ । স তৃষ্ণাশূন্তঃ ব্রহ্মণি পরমাত্মনি যোগঃ সমাধিস্তেন যুক্তঃ তস্মিন্ ব্যাপৃত
আত্মান্তঃকরণং যন্ত স ব্রহ্মযোগযুক্তায়া, অথবা ব্রহ্মণি তৎপদার্থে যোগেন বাধ্যত্বাৎ
তবল্লপেণ সমাধিনা যুক্ত ঐক্যং প্রাপ্তত্বায়া স্বপদার্থস্বরূপং যন্ত স তথা, স্ত্বমক্ষয়মনন্তং
স্বরূপভূতমশ্নুতে ব্যাপ্নোতি প্রাপ্নোতি স্ত্বাহুভবরূপএব সর্বদা ভবতীত্যর্থঃ । নিত্যোহপি
বস্ত্তবিত্তানিবৃত্ত্যতিপ্রায়েণ ধাত্বর্থেযোগ . ঔপচারিকঃ, তস্মাদাত্মকস্বাহুভবার্থী সন্

‘বাহ্যবিষয়প্রীতে: ক্ষণিকারা: মহানরকাহুৰ্দ্ধিতা: সকাশাদিহ্মিয়াণি নিবর্তয়েৎ তাবতৈব চ ব্রহ্মণি স্থিতির্ভবতীতাভিপ্রায়: ॥ ২১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নয়নভূতাত্মসুখেপ্সয়া প্রসিক্তং বাহুসুখং ত্যক্তু মশক্যমতো ন গ্রাহ্যো-
দিত্যসঙ্গতমত আহ বাহেতি । বহির্ভবা: বাহা: স্পর্শা: বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধান্তেষু অসক্তাত্মা
অনাসক্তচিত্ত: সন্ আত্মনি প্রত্যগদ্বয়ানন্দে অনুষ্ঠিকালে স্থিত্বা যৎ সুখং বিন্দতি লভতে, স
তদেব সুখং (বিষয়োপেক্ষং পুংস্বম্), কতং সুখং যো ব্রহ্মযোগে ব্রহ্মণি যোগ: সমাধিস্থত্ব
যুক্তো যোজিত আত্মা বুদ্ধির্যেন স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা ব্রহ্মবিদিত্যর্থ: । “ব্রহ্মবিদুঃ কৈব
ভবতি” ইতিশ্রুতে: , ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা তদেব সুখং বিন্দতীতি বক্তব্যো ব্রহ্মবিদেব তৎ-
সুখমিতি তত্ত্ব সুখাভিন্নত্ববিবক্ষয়া ইদমুক্তম্ । ননুভয়ত্র একমেব সুখং চেৎ ক: সুপ্ত-
সমাধিস্থয়োবিশেষ ইত্যাশঙ্ক্যাহ সুখমিতি । অক্ষয়ং সুখং মোক্ষ: তৎ অগ্নুতে ব্যাপ্নোতি
বৈতাদর্শনশ্রুতুল্যাত্মভিন্নত্বকমেব সুখং, তথাপি যোগী মূল্যবিদ্যয়া নষ্টবাদক্ষ্যং
সুখমগ্নুতে ন সুপ্ত: অবিত্যাহুচ্ছেদ্যৎ, তথা চ মোক্ষসুখশ্রুত মূখ্যস্তাপি অহুত্বাত্তদর্থং
বাহুসুখং সত্যজমিত্যর্থ: ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ ।—বাহেতি । স চ বাহুস্পর্শেষু বিষয়সুখেসু অসক্তাত্মা অনাসক্তমনা:,
অত্র হেতু: আত্মনি জীবাত্মনি পরমাত্মানং বিন্দতি, সতি প্রাপ্তে যৎ সুখং তৎ অক্ষয়ং সুখং
সএব অগ্নুতে প্রাপ্নোতি । নহি নিরন্তরমমৃতাত্মাদিনে মৃত্তিকা রোচতে ইতি ভাব: ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য ।—জন্মে জন্মে নিরন্তর বাহ্যবিষয় উপভোগ করিয়া তৎসম্বন্ধে
হৃদয়ে অতিপ্রবলা প্রীতি বন্ধমূল হইয়া থাকে । ব্রহ্মে স্থিতিচিন্ত হইলে
আপাতত: কোন প্রত্যক্ষ সুখেরই সম্ভাবনা পরিদৃষ্ট হয় না । ব্রহ্ম পরমানন্দ-
রূপ হইলেও, সে আনন্দ অনুভূত হয় না ; সুতরাং বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বিষয়-
তৃষ্ণা পরিবর্জন পূর্বক ব্রহ্মে চিন্ত স্থির করা অসম্ভব । বার্তিককারও বলিয়া-
ছেন, “ব্রহ্মানন্দের বিষয় শ্রুত হইলেও, মনের দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে কখনই
উপভুক্ত হয় না ; সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষ আনন্দভোগাভিলাষকে খর্বীকৃত
করিতে অশক্ত ।” এইরূপ আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে এই শ্লোক অবতারণিত হই-
য়াছে । শব্দাদি বাহ্য ব্যাপার সমূহ কেবল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই অনুভূত হয়,
তাহারা আত্মার ধর্ম্য নহে । তত্ত্বদ্বিয়োপভোগে তৃষ্ণাশূন্য হইয়া যাঁহারা অনা-
সক্তচিত্ত ও বিষয়-বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অন্ত:করণে বাহ্য-বিষয়-নিরপেক্ষ
ঐশ্বর্যমরূপ সুখ সম্ভোগ করেন । মহাভারতে কথিত হইয়াছে: ; “মনুষ্যালোকে
কামজনিত যে সুখ এবং স্বর্গলোকে যে মহৎ সুখ, তৃষ্ণাকরজনিত সুখের
সহিত তুলনায় তৎসমস্ত বোড়শভাগের একভাগ হইবারও যোগ্য নহে ।”
সেই তৃষ্ণাশূন্য যোগী সমাধির দ্বারা তৎপদার্থরূপ পরমাত্মাতে তৎপদার্থরূপ

প্রত্যগাত্মা যোগ করিয়া ব্রহ্মযোগ-পরায়ণ হন । এইরূপে তৎ ও ত্বম্পদার্থের যোগ হইলে তিনি নিরন্তর অনন্ত সুখ সম্ভোগ করেন । অতএব বাহ্যবিষয়ো-পভোগজনিত ক্ষণিক সুখের লোভ সংবরণ করিয়া ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার কর এবং অনন্ত সুখ-সম্ভোগ-বাসনা-পরতন্ত্র হইয়া ব্রহ্মে আত্ম-সংযোগ কর ॥ ২১ ॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে ।

আত্মন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয় ।—যে সংস্পর্শজাঃ (বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজনিতাঃ) ভোগাঃ (সুখানি) তে হি দুঃখ-যোনয়ঃ (দুঃখহেতবঃ) এব আদি-অন্তবন্তঃ (প্রারম্ভাবসানবিশিষ্টত্বাৎ অনিত্যাঃ) কৌন্তেয় বুধঃ (পণ্ডিতঃ) তেষু (ভোগেষু) ন রমতে (অনুরাগেণ সহ প্রবর্ততে) ॥ ২২ ॥

প্রতিশব্দ ।—যে সকল বিষয়েন্দ্রিয়জনিত সুখ, সে সকল নিশ্চয় দুঃখের কারণভূতই এবং অনিত্য ; পার্থ পণ্ডিত তাহাতে অনুরক্ত হন না ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা ।—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-হেতু যে সুখের উদ্ভব হয়, তাহা কেবল দুঃখেরই কারণস্বরূপ এবং ক্ষণবিধ্বংসী ; অতএব হে পার্থ ! পণ্ডিতগণ কখনই তাহাতে অনুরক্ত হন না ॥ ২২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—ইতচ্চ নিবর্তয়েৎ যে হীতি । যে হি বস্তুং সংস্পর্শজা বিষয়েন্দ্রিয়সংস্পর্শভ্যো জাতা ভোগা ভুক্তয়ো দুঃখযোনয় এব তেহবিভাকৃতত্বাৎ দৃষ্টান্তে হ্যধ্যাত্মিকাদীনি দুঃখানি তদ্বিনিমিত্তান্তেব, যথেষ্ট লোকে তথা পরলোকেহপি গম্যতে, এবশব্দান সংসারে সুখস্ত গন্ধমাত্রমপ্যস্তীতি বুজ্জা বিষয়ভূগতৃক্ষিকারা ইন্দ্রিয়ানি নিবর্তয়েৎ ন কেবলঃ দুঃখযোনয় আত্মন্তবন্তঃ আদিক্রিয়য়েন্দ্রিয়সংযোগো ভোগানামন্তঃ তদ্বিয়েগএবাত আত্মন্তবন্তোহনিত্যা মধ্যক্ষণভাবিত্বাদিত্যর্থঃ । কৌন্তেয় ! ন তেষু রমতে বুধো ভোগেষু বিবেকী, অবগতপরমার্থতবেহত্যন্তমুচ্চানামেব হি বিষয়েষু রতিদৃষ্টতে যথা পশুপ্রভৃতীনাং ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরি ।—তজ্জৈব হেতুস্তরপরমেনোত্তরম্লোকমুদাহরতি ইত্যশেতি । বিষ-
য়েভ্যঃ সকাশাদিঙ্গিরানীতি শেষঃ । বৈরাগ্যার্থমেব বৈষয়িকানি সূধানি দুষয়তি যে হীতি ।
নহু বিষয়েঙ্গিরসংপ্রয়োগসম্বৃত্তেযু ভোগেষু জন্তুনামভিরুচিদর্শনাৎ কৃতস্তেবাং দুঃখবোধনিব-
মিত্যাশঙ্ক্যাবিবেকিনাং তেষাংসঙ্গেহপি ন বিবেকিনামিত্যাহ আন্তস্তবস্ত ইতি । বস্মাদাধিবা-
ধিজরামরণাদিসহিতেভ্যঃ সমাগমনাদিক্লেশরূপভাগিত্যাশ বিষয়েঙ্গিরসস্বক্কেভ্যো ভোগাঃ
সুখলবাহুভবা জায়ন্তে, কস্মান্তে দুঃখহেতবো ভবন্তীতি বোজনা । অবিত্তীকার্যস্বাদুঃখানাং
কুতো ভোগজন্তুসমিত্যাশঙ্ক্য ভোগানামবিজ্ঞাপ্রযুক্তত্বাত্তন্নিবন্ধনত্বং দুঃখানাং যুক্তমিত্যভি-
প্রোত্যাহ অবিত্তেতি । ভোগানাং দুঃখবোধনিবে মানমহুভবমুপগন্ততি দৃশ্যন্তে হীতি ।
ঐহিকানাং ভোগানাং দুঃখনিমিত্তেহপি নামুচ্ছিকাণাং তথাহমহুভবাতাবাদিত্যাশঙ্ক্যাব-
ধারণসামর্থ্যসিদ্ধমর্থমাহ যথেনি । পূর্বাঙ্কিত্যাকরার্থমুক্তা তৎপর্ব্যার্থমাহ নেত্যাদিনা । ইতচ্চ
বিষয়েভ্যঃ সকাশাদিঙ্গিরানি নিবর্তয়িতবানীত্যাহ ন কেবলমিতি । আন্তস্তবস্তে মধ্যক্ষণ-
বর্ত্তিভেন ক্ষণভঙ্গুরত্বাদুপেক্ষীয়ত্বং ভোগানাং সিধ্যতি। অস্তি হি তেষাং ক্ষণভঙ্গুরত্বং
ক্ষণিকবিষয়াকারমনোবৃত্তিব্যক্তত্বাদিতি মন্বানঃ সমাহ অত ইতি । বুদ্ধিপূর্ব্বেকারিণাং
বিবেকবতাং ভোগেষুপেক্ষোপলক্ষেচ তেষামাভাসত্বং প্রতিভাতীত্যাহ ন তেহিতি । প্রতি-
কোপাদানমাত্তমিদং পুনরীক্যখ্যানমিতি ন পুনরুক্তিঃ । নহু কেবাঙ্কিত্যাগেষুভিরুচিরূপ-
লভ্যতে তজ্জাহ অত্যন্তোতি ॥ ২২ ॥

রামানুজ ।—প্রাকৃতস্ত বাহুস্বত্ব সূত্যজতামাহ যে হীতি । বিষয়েঙ্গিরস্পর্শজা
'যে ভোগা দুঃখবোধনস্তে দুঃখোদর্কা আন্তস্তবস্তঃ অরকালবর্ত্তিন উপলভ্যন্তে । ন তেষথ্যাস-
বিদ্রমতে ॥ ২২ ॥

হনুমান্ ।—যে হীতি । যে হি বস্মাৎ সংস্পর্শা বিষয়েঙ্গিরসংস্পর্শেভ্যো জাতা
ভোগা ভুক্তয়ঃ দুঃখবোধনর এব তে অবিত্তাকৃতত্বাৎ দৃশ্যন্তে আধ্যাত্মিকানি দুঃখানি
বিষয়েঙ্গিরসংস্পর্শেভ্যো জাতান্তেব যথেষ্ট লোকে তথা পরলোকেহপীতি মন্ততে, এব-
শঙ্ক্যায় সংসারে সুখস্ত গন্ধমাত্রমপ্যস্তীতি বুদ্ধা বিষয়মুগতৃষ্ণিকার্যাং ইঙ্গিরানি নিবর্ত্তয়েৎ, ন
কেবলং দুঃখবোধনরঃ আন্তস্তবস্তশ্চ আদিবিষয়েঙ্গিরসংযোগভোগানামন্তশ্চ তুবিয়োগ
এবাতঃ আন্তস্তবস্তঃ অনিত্যা মধ্যক্ষণভাবিত্যাদিত্যর্থঃ । কোস্তের ! ন তেষু রমতে
বুধঃ বিবেকী অবগতপরমার্থত্বঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীধর ।—নহু প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ স্তাৎ তজ্জাহ
যে হীতি । সংস্পৃশ্যন্ত ইতি সংস্পর্শা বিষয়ান্তেভ্যো জাতা যে ভোগাঃ সূধানি তে হি
বৈষয়িককালেহপি স্পর্শানুস্মাদিবাণ্ডস্বাদুঃখস্তেব বোধনরঃ কারণভূতাঃ তথাদিমন্তোহন্ত-
বর্ত্তশ্চ অতো বিবেকী তেষু ন রমতে ॥ ২২ ॥

বলদেব ।—অদৃষ্টাকৃষ্টেষু বিষয়ভোগেষু অনিত্যত্বাবিশিষ্টরায় সজ্জতীত্যাহ যে
হীতি । সংস্পর্শজা বিষয়জ্ঞা ভোগাঃ সূধানি, স্ফুটমন্তৎ ॥ ২২ ॥

মধুসূদন ।—নহু বাহুবিসয়শ্রীতিনিবৃত্তাবাস্তবস্বাভাববস্ত্বস্বংস্চ সতি তৎপ্রমা-
দাদেব বাহুবিসয়শ্রীতিনিবৃত্তিরিতি ইতরেতরাশ্রয়বশাৎসৈক্যমপি সিধ্যোদিভ্যাশঙ্ক্য বিষয়দোষ-
দর্শনাভ্যাসেনৈব তৎশ্রীতিনিবৃত্তির্ভবতীতি পরিহারমাহ যে হীতি । হি যস্মাৎ যে সম্পর্শজা
বিষয়েজ্জিয়সম্বন্ধজাঃ ভোগাঃ ক্ষুদ্রসুখলবানুবভাঃ ইহ বা পরজ বা রাগদ্বेषাদিবিষয়গুণেন হৃৎ-
যোনয় এব তে, তে সর্বোহপি ব্রহ্মলোকপর্যন্তং হৃৎখহেতব এব । তদ্ব্যক্তং বিষ্ণুপুরাণে, “বাবস্তঃ
কুরুতে যন্ত [জন্তু] সম্বন্ধান্ মনসঃ শ্রিয়ান্ । তাবন্তোহস্ত নিখন্ত্যে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ ॥”
ইতি এতাদৃশা অপি ন স্থিরাঃ, কিন্তু আত্মন্তবন্তঃ, আদির্বিষয়েজ্জিয়সংযোগোহস্ত্যচ তদ্বিরোগ
এব তৌ বিজ্ঞেতে যেবাং তে পূর্বাপরায়োরসম্বন্ধাশ্রয়ে স্বপ্নবদাবিতৃতাঃ ক্ষণিকাঃ মিথ্যাতৃতাঃ ।
তদ্ব্যক্তং গৌড়পাদাচার্যোঃ “আদাবস্তে চ যদাস্তি বর্তমানোহপি তৎ তথা” ইতি । “যস্মাদেবং
তস্মাৎ তেষু বুধো বিবেকী ন রমতে প্রতিকূলবেদনীরহ্মাশ্রীতিমমুভবতি । তদ্ব্যক্তং ভগবতা
পতঞ্জলিনা, “পরিণামতাপসংস্কারদ্বৈধগুণবৃত্তিবিরোধাত হৃৎখমেব সর্বং বিবেকিনঃ” ইতি ।
সর্বমপি বিষয়স্বং দৃষ্টমানুশ্রবিকঞ্চ হৃৎখমেব প্রতিকূলবেদনীরহ্মাশ্রীতিমমুভবতি । তদ্ব্যক্তং
ক্লেশাদিস্বরূপস্ত ন স্ববিবেকিনঃ অক্ষিপাজকলো হি বিদ্বানত্যয়হৃৎখলেশেনাপ্যাবিজ্ঞেতে,
যথোপাত্তবৃত্তিরিত্যুপকুমারোহপ্যক্ষিপাত্রে ত্ত্বস্তঃ স্পর্শেন হৃৎখয়তি নেতরেষু, তদ্বিবেকিন
এব মধুবিসম্পৃক্তান্নভোজনবৎ সর্বমপি ভোগসাধনং কালত্রয়েহপি ক্লেশানুবিজ্ঞেত্বং হৃৎখম্,
ন মুচ্যন্ত বহুবিসংখ্যসংস্কারিতার্থঃ । তত্র পরিণামতাপসংস্কারদ্বৈধরিতি ভূতবর্তমান-
ভবিষ্যৎকালেহপি হৃৎখানুবিজ্ঞেত্বানোপাধিকং হৃৎখম্ বিষয়স্বংস্রোক্তম্, গুণবৃত্তিবিরোধ-
চেত্যনেন স্বরূপতোহপি হৃৎখম্, তত্র পরিণামচ তাপচ সংস্কারচ ত এব হৃৎখানি তৈরি-
ত্যর্থঃ (ইখন্তুতলক্ষেণ তৃতীয়া) । তথাহি রাগানুবিজ্ঞ এব সর্বোহপি সুখানুভবঃ, ন হি
যজ্ঞ ন রজ্যতে তেন সুখী চেতি সম্ভবতি রাগ এব চ পূর্বমুভূতঃ সন্ বিষয়প্রাপ্ত্যা স্বরূপেণ
পরিণমতে, তস্ত চ প্রতিকণ্ঠং বর্তমানেন স্ববিষয়াপ্রাপ্তিনিবন্ধনহৃৎখতাপরিহার্যত্বাৎ
হৃৎখরূপতৈব, বা হি ভোগেষু ইজ্জিয়াণামুপশান্তিঃ পরিতৃপ্তত্বাৎ তৎ স্বং যা লৌল্যাদনুপশান্তিঃ
তৎ হৃৎখম্, ন চেজ্জিয়াণাং ভোগাভ্যাসেন বৈতৃষ্ণং কর্তব্যং শক্যম্ যতো ভোগাভ্যাসমমু-
বিবর্জ্যে রাগাঃ কোশলানি চ ইজ্জিয়াণাম্ । স্মৃতিশ্চ, “ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন
শাম্যতি । হবিষা কৃষ্ণবস্তুং ভূম এবাভিবর্জ্যতে ॥” ইত্যাদি, তস্মাদ্ধ্বংস্বাকরাগপরি-
ণামস্বাধিবিসম্পৃক্তমপি হৃৎখমেব, কার্যাকরণয়োরেভেদাদিতি পরিণামদ্বৈধং, তথা সুখানু-
ভবকালে তৎপ্রতিকূলানি হৃৎখসাধনানি দ্বেষ্টী নানুপহতা ভূতানুপভোগঃ সম্ভবতীতি,
ভূতানি চ হিনন্তি দ্বেষ্ট সর্বাণি হৃৎখসাধনানি যে মাভুবন্তি সঙ্গলবিশেষঃ, ন চ তানি
সর্বাণি কশ্চিদপি পরিহর্তুং শক্যোতি, অতঃ সুখানুভবকালেহপি তৎপরিপন্থিত-
প্রতি দ্বেষ্ট সর্বদৈবাবস্থিতত্বাৎ তাপদ্বৈধং হৃৎখিরহম্, তাপো হি দ্বেষঃ, এবম্ হৃৎখ-
সাধনানি পরিহর্তুমশক্যে মুহুতি চেতি মোহদ্বৈধতাপি ব্যাখ্যেয়া । তথাচোক্তং বোগ-
ভাব্যকারৈঃ, “সর্বস্ত বোগানুবিজ্ঞেতনচেতনসাধনাধীনতাপানুভবঃ” ইতি । তদ্ব্যজ্ঞি

দেবজ্ঞঃ কৰ্ম্মাশয়ঃ হৃৎখসাধনানি চ প্রার্থয়মানঃ কারেন বাচা মনসা চ পরিস্পন্দতে, ততঃ পরমহুগ্ৰভূতাপহন্তি চেতি পরামুগ্রহপীড়াভ্যাং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাবুপচিনোতি স কৰ্ম্মাশয়ো লোভান্মোহাচ্চ ভবতীত্যেবা তাপহৃৎখতোচ্যতে, যথাচ বর্তমানঃ সুখানুভবঃ স্ববিনাশকালে সংস্কারমাধতে, স চ সুখস্মরণম্, তচ্চ রাগম্, স চ মনঃকারবচনচেষ্টাম্, সা চ পুণ্যাপুণ্যকৰ্ম্মাশয়ো, তৌ চ জন্মান্বীনীতি সংস্কারহৃৎখতা, এবং তাপমোহরোরপি সংস্কারৌ ব্যাধোরৌ । এবং কালত্রয়েহপি হৃৎখানুবেদ্যাদিবয়সুখং হৃৎখমেবেত্যুক্তা স্বরূপতোহপি হৃৎখতামাহ গুণবৃত্তি- বিরোধাজেতি । গুণাঃ সম্বরজন্তমাংসি সুখহৃৎখমোহাস্বকাঃ পরস্পরবিরুদ্ধস্বভাবা অপি তৈল- বর্ত্যধ্বয় ইব দীপং পুরুষভোগপ্রযুক্তত্বেন জ্যাস্বকমেকং কার্য্যমারভন্তে, তত্রৈকশ্চ প্রাধান্তে- স্বয়োগুণভাবাৎ প্রধানমাত্রাবাপদেশেন সাত্ত্বিকং রাজসং তামসমিতি ত্রিগুণমপি কার্য্যমেकेन গুণেন বাপদিশতে, তত্র সুখোপভোগরূপোহপি প্রত্যয় উদ্ধৃতস্বকার্য্যত্বেহ্যনুদৃত- রজস্তমঃকার্য্যত্বাৎ ত্রিগুণাত্মকএব । তথাচ সুখাত্মকত্ববৎ হৃৎখাত্মকত্বং বিষাদাত্মকত্বঞ্চ তস্তাৎ প্র- মিতি হৃৎখমেব সৰ্ব্বং বিবেকিনঃ । ন চৈতাদৃশোহপি প্রত্যয়ঃ স্থিরঃ, যন্মাৎ চলঞ্চ গুণবৃত্তিমিতি কিপ্রপরিণামি চিত্তযুক্তম্ । নম্বেকঃ প্রত্যয়ঃ কথং পরস্পরবিরুদ্ধসুখহৃৎখমোহস্বান্তে কদা প্রতিপত্তত ইতি চেৎ ন উদ্ধৃতানুদৃতয়োৰ্কিরোধাভাবাৎ সমবৃত্তিকানামেব হি গুণানাং যুগপদ্বিরোধঃ ন বিষমবৃত্তিকানাং যথা ধৰ্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যার্থ্যাণি লব্ধবৃত্তিকানি লব্ধবৃত্তিকৈরে- বাধৰ্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈস্বৰ্গ্যৈঃ সহ বিরুদ্ধাস্তে ন তু স্বরূপসত্তিঃ প্রধানস্ত প্রধানেন সহ বিরোধো ন তু হৃক্লেণেনেতি হি ভ্রায়ঃ, এবং সম্বরজন্তমাংশপি পরস্পরং প্রাধান্তমাত্রং যুগপন্ন সহস্তু ন তু সত্ত্বাবমপি, এতেন পরিণামতাপসংস্কারহৃৎখেষপি রাগদেবমোহানাং যুগপৎ সত্ত্বাবো ব্যাখ্যাতঃ, প্রমুগ্ততত্ত্ববিচ্ছিন্নোদাররূপেণ ক্লেশানাং চতুরবস্থত্বাৎ । তথাহি “অবিজ্ঞান্মিতারাগদেবান্তিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ ।”, “অবিজ্ঞা ক্ষেত্রমুত্তরেবাং প্রমুগ্ধ- তত্ত্ববিচ্ছিন্নোদারাগাম্ ।”, “অনিত্যগুচিহৃৎখানাস্থস্থ নিত্যগুচিসুখাস্থখ্যাতিরবিজ্ঞা ।”, “দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাস্থতৈবান্নিতা ।”, “সুখানুশরী রাগঃ ।”, “হৃৎখানুশরী দেবঃ ।”, “স্বরসবাহী বিদ্রবোহপি তথাক্রটোহভিনিবেশঃ ।”, “তে প্রতিপ্রসবহেরাঃ স্থম্ভাঃ ।”, “দ্যানহেরাস্তদ্বৃ- ত্তয়ঃ ।”, “ক্লেশমূলঃ কৰ্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ।”, “সতি মূলে তদ্বিপাকাজাত্যযুর্ভোগাঃ ।” ইতি পাতঞ্জলানি সূত্রানি । তত্রাতন্ত্রিস্তদ্বুদ্ধির্কিৰ্পিণ্যরৌ মোহোহজ্ঞানমবিশ্তেতি পর্য্যারাঃ, তস্তা বিশেষঃ সংসারনিদানম্, তত্রানিত্যে নিত্য- বুদ্ধিৰ্থথা ঐবা পৃথিবী, ঐবা সচক্রতারকাঃ দ্যৌঃ, অমৃতাদিবৌকস ইতি, অন্তটৌ পরমবীভৎসে কারে শুচিবুদ্ধিৰ্থথা নবেব শশাকলেখা কমনীয়েয়ং কস্তা মধ্বমৃতাবয়ব- বুদ্ধিতৈব চক্রং ভিষা নিঃসৃতৈব জায়তে নীলোৎপলপত্রারতাকী হাবগর্ভাভ্যাং লোচ- নভ্যাং জীবলোকমাখ্যাসয়তীবেতি কস্ত কেন সম্বন্ধঃ । “স্থানাদীনাহুপষ্টান্নিপ্পন্দান্নিধ- নাদপি । কামমাধেয়শৌচস্বাৎ পণ্ডিতা হুগুচিং বিহুঃ ॥” ইতি চ বৈরাসিকঃ । এতেনাপুণ্যে পুণ্যপ্রত্যয়োরনর্থে চার্ধপ্রত্যয়ৌ ব্যাখ্যাতঃ । হৃৎখে সুখখ্যাতিরুদ্ধত্বাৎ । “পরিণামতাপ-

সংস্কারহঃৈবৈতৎপনুত্তিবিরোধাতঃ হুঃখমেব সৰ্বং বিবেকিনঃ" ইতি । অনাস্বাদ্যাদ্ব্যক্তিঃ
 যথা, শরীরে মনুষ্যেহমিত্যাदिঃ । ইয়ংকাবিত্তা সৰ্বক্লেশমূলভূতা তম ইত্যুচ্যতে । বুদ্ধি-
 পুরুষদ্বোরভেদাভিমানোহস্মিতা মোহঃ । সাধনরহিতস্তাপি সৰ্বং স্নখজাতীৰ্ণং মে ত্রাসাদি-
 বিপর্যায়বিশেষো রাগঃ স এব মহামোহঃ । হুঃখসাধনে বিদ্যমানোহপি কিমপি হুঃখং মে দাক্ষ-
 দ্বিতি বিপর্যায়বিশেষো ঘেবঃ স তামিশ্রঃ । আত্মরভাবেহপোঠৈঃ শরীরেস্ত্রিরাশিভিন্ননিষ্ঠৈ-
 রপি বিক্লোগো মে মা ভূদিত্যবিদগদনালাঃ স্বাভাবিকঃ সৰ্ব প্রাণিসাধারণো মরণজানক্লপো
 বিপর্যায়বিশেষোহভিনিবেশঃ সোহন্ধতামিশ্রঃ । তদ্বক্তং পুরাণে, "তমোমোহো মহামোহস্তা-
 মিত্রোহন্ধসংজিতঃ । অবিদ্যা পঞ্চপটৈৰ্বা প্রাচ্ছত্বা মহাম্বনঃ ॥" ইতি । এতেচ ক্লেশশ্চতুরবস্থা
 ভবন্তি ; তা সতোহহুংপন্তেরনভিব্যক্তরূপেণাবস্থানং প্রস্তুপাবস্থা । অভিব্যক্তস্তাপি সহকার্য-
 লাভতাবাৎ কার্যাজনকত্বং তববস্থা । অভিব্যক্তস্তাপি জনিতকার্যন্ত কেনচিৎপলবতা-
 জিতবো বিচ্ছেদাবস্থা । অভিব্যক্তস্ত প্রাপ্তসহকারিসম্পত্তেরপ্রতিবন্ধেন স্বকার্যাকরত্ব-
 মুদারাবস্থা । এতাদৃগবস্থাচতুষ্টয়বিধিষ্টানামস্মিতাদীনাং চতুর্গাং বিপর্যায়রূপাণাং ক্লেশানা-
 মবিষ্টেব সামান্তরূপা ক্লেঃ প্রসবভূমিঃ সৰ্বেষামপি বিপর্যায়রূপত্বত্ব দর্শিতবাৎ, তেনা-
 বিভ্রানিবৃন্তোব ক্লেশানাং নিবৃত্তিরিত্যর্থঃ । তে চ ক্লেশাঃ প্রস্তুপা যথা প্রকৃতিগীনাং
 তনবঃ, প্রতিপক্ষভাবনরা তনুভূতা যথা যোগিনাং তে উত্তরেহপি সূক্ষ্মাঃ প্রতিপ্রসবেন মনো-
 নিরোধেঠৈব নির্বীজসমাধিনা হেয়াঃ । যে তু স্নস্বত্তরন্তৎকার্যভূতাঃ স্থলা বিচ্ছিন্না উদারান্ত
 বিচ্ছিন্না বিচ্ছিন্ন তেন তেনাস্থনা পুনঃ প্রাচ্ছত্বন্তি । বিচ্ছিন্নাঃ যথা রাগকালে ক্রোধো বিস্ত-
 মানোহপি ন প্রাচ্ছত্ব ইতি বিচ্ছিন্ন উচ্যতে । এবমেকস্তাং ত্রিরাং চৈক্সো রক্ত ইতি নাত্তাহ
 বিরক্তঃ কিস্বেকস্তাং রাগো লক্ষ্যন্তিরস্তাহ চ ভবিষ্যদ্বৃতিরিতি, স তদা বিচ্ছিন্ন উচ্যতে । যে
 বদা বিবরেণ লক্ষ্যন্তিরন্তে তদা সৰ্বাস্থনা প্রাচ্ছত্বা উদারা উচ্যন্তে । তত উত্তরেহ্যতিমূলত্বাৎ
 শুদ্ধস্বমরেন ভগবচ্ছানেন হেয়াঃ ন মনোনিরোধমপেক্ষন্তে । নিরোধহেয়াস্ত সূক্ষ্মা এব ।
 তথাচ পরিণামতাপসংস্কারহুঃখেণু প্রস্তুতহুবিচ্ছিন্নরূপেণ সৰ্ব্বে ক্লেশাঃ সৰ্ব্বদা সন্তি, উদারতা
 তু কদাচিত্ব কস্ত বিশেষঃ । এতে চ বাধনালক্ষণং হুঃখমুপজনয়ন্তঃ ক্লেশশব্দবাচ্যা
 ভবন্তি । বতঃ কৰ্ম্মাশয়ো ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাধাঃ ক্লেশমূলক এব সতি চ মূলভূতে ক্লেশে তন্ত কৰ্ম্মা-
 শয়ন্ত বিপাকঃ কলং জন্মায়ুর্ভোগশ্চেতি, স চ কৰ্ম্মাশয় ইহ পরজ চ স্ববিপাকারন্তকছেন
 বৃষ্টাবুইজন্মবেদনীরঃ । এবং ক্লেশসত্ত্বতির্থটীব্রবদনিশ্চয়াবর্ততে, অতঃ সমীচীনমুক্তম্ । যে হি
 সংস্পর্শজা ভোগা হুঃখবোদন এব তে আন্তস্তবন্ত ইতি হুঃখবোদিত্বং পরিণামাভিভূতপনুত্তি-
 বিরোধাতঃ । আদ্যন্তবত্বং ঔপনুত্তত্ব চলদ্ব্যমিতি যোগমতে বাধ্যা । ঔপনিষদানন্ত
 "অনামিত্যব্রহ্মপদজানবিদ্যা । অহংকারধৰ্ম্মাধ্যাসো হস্মিতা রাগঘেবাভিনিবেশত্ববৃদ্ধি-
 বিশেষা" ইত্যবিদ্যামূলত্বাৎ সৰ্ব্বেহ্যবিদ্যাস্বকছেন মিথ্যাত্বতা বস্তুভূতবাব্যাসবৎ মিথ্যা-
 বৃত্ত্যবত্বাৎ ব্রহ্মবানরঃ স্বরূপিবৎ বৃষ্টিস্টিমাত্রধেনাব্যন্তবস্ত্বেতি ব্রহ্মোহিতিবাক্য-
 কথিতং নিবৃত্তবস্ত্বে স সমতে ঐগত্বকিক। স্বরূপজানবানিব ততোহহংকারী ন

প্রবর্ত্তে । ন সংসারে সুখত গন্ধমাজমপ্যতীতি বুজা ততঃ সৰ্বাণীজিৱাণি নিবৰ্ত্তয়ে-
মিতার্থঃ ॥ ২২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু হুস্থিতুল্যন্ত মোক্ষসুখভার্থে কঃ প্রাপ্তমেব বাহুঃ দিব্যজ্ঞানপান-
নীতবান্যাদিসুখং ত্যজ্জেদিত্যাশঙ্কা বাহুসুখং অনিত্যত্যাং নিদতি যে হীতি । সংস্পর্শজাঃ
বিষয়সম্বন্ধজাঃ । দুঃখযোনিস্থে হেতুঃ আদ্যন্তবন্ত ইতি । জাতে পুত্রে যৎ সুখং তৎ তস্মিন্
নষ্টে নশ্চতি দুঃখঞ্চ মহৎ প্রযচ্ছতীতি তেহু ভোগেষু বুধঃ পরিপাকদর্শী ন রমতে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ ।—বিবেকবানেন বস্তুতো বিষয়সুখেনৈব সজ্জতীত্যাহ যে হীতি ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য ।—বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হেতু যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখানুভব
সমুদ্ভূত হয়, তাহার সহিত রাগদ্বেষের সংশ্রব আছে ; সুতরাং তৎসমস্ত
দুঃখের কারণস্বরূপ । বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে, “জীব, প্রিয় বস্তুর সহিত
যতদিন মনের সম্বন্ধ স্থাপন করে, ততদিন শোক-শলাকা তাহার হৃদয়দেশ
বিদ্ধ করিতে থাকে ।” অতএব এই বাহু-বিষয়-প্রীতি যতদিন পরিত্যাগ
করিতে না পারা যায়, ততদিনই তাহা দুঃখের হেতুভূত হইয়া থাকে ।
তাহার সর্বনাশ-সাধিনী শক্তি এত প্রবল হইলেও, সে কিন্তু স্থির নহে ;
তাহার উদ্ভব ও লয় আছে । বিষয়ের সহিত যখন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়,
তখনই সেই সুখের আরম্ভ হয় ; এবং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগের
অবসান হইলেই সে সুখের বিয়োগ হয় । বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ
ও তদভাব, এতদুভয়ের মধ্যবর্তীকালে সেই মিথ্যাভূত সুখ, স্বপ্নবৎ আবির্ভূত
হইয়া কণকাল মাত্র অবস্থিতি করে । শ্রীমদগোড়াচার্য্য লিখিয়াছেন, “আদিতে
যাহা মাই, অন্তেও যাহা নাই, বর্তমানেও তাহা নাই ।” এই সুখ কণিক,
মিথ্যাভূত এবং ক্রেশেরই কারণস্বরূপ জানিয়া, বিবেকী ব্যক্তি কখনই তাহাতে
প্রীতি অনুভব করেন না । ভগবান্ পাতঞ্জলি বলিয়াছেন, “পরিণামতাপসংস্কার-
দুঃখৈগুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ ।” (পাতঞ্জল দর্শন, সাধন-
পাদ, ১৫ সূত্র) । পরিণামে তাপ, ভোগকালেও দুঃখ, পশ্চাতেও দুঃখপ্রদ এবং
সম্বাদিগুণের বিরোধ হয় বলিয়া, বিবেকিগণ সকলই দুঃখরূপে মনে করেন ।
অর্থাৎ বিষয়ভোগের পরিণাম নিতান্ত ক্রেশজনক, ভোগকালেও তাহা ক্রেশপ্রদ
এবং ভোগাবসানেও তাহার স্মরণ ক্রেশকর । এই জন্যই পণ্ডিতগণ তাহাতে
আসক্ত হন না । কিন্তু বাহারা অবিবেকী, তাহারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা
না করিয়া, ভ্রমতিমুখে প্রধাবিত হয় । অতি স্বকুমার উপাত্তন্ত বদি চক্ষু
মধ্যে নিপতিত হয়, তাহা হইলেও যন্ত্রণাদায়ক হয় ; কিন্তু চক্ষু তির্যক

অঙ্গে তাহা পড়িলে কোন ক্লেশ জন্মে না। সেইরূপ চক্ষুঃস্বরূপ বিবেকিগণই বিষয়ভোগরূপ লুতাতস্তপাত ক্লেশকর বলিয়া জ্ঞান করেন, অম্ম অঙ্গরূপ অবিবেকিগণ তাহা বোধ করেন না। মধু-সম্পৃক্ত বিষায়ভোজন যেমন যজ্ঞগারই হেতুভূত, সেইরূপ সর্ববিধ ভোগসাধন সকল সময়েই দুঃখজনক। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়েই বিষয়সুখ দুঃখ প্রদান করে; এজন্ত তাহা ঔপাধিক দুঃখরূপে কথিত হয়। বিষয়সুখ গুণবৃদ্ধির বিরোধী; অর্থাৎ স্বাস্থ্য, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় বিষয়ভোগকালে পরস্পর বিরুদ্ধ হয়; অতএব বিষয়-সুখের দুঃখই স্বরূপ অর্থাৎ স্বাভাবিক। সর্বপ্রকার সুখানুভব অনুরাগ-সংশ্লিষ্ট; যে বিষয়ের জন্য অনুরাগ জন্মে না, তাহার দ্বারা কাহারও সুখও জন্মে না। প্রথমেই অনুরাগ সমুদ্ভূত হইয়া, বিষয়-লাভ-রূপ সুখে পরিণত হয়। সেই অনুরাগ প্রতিকর্ণেই প্রবর্দ্ধিত হয় এবং যদি অভিলষিত বিষয়-লাভের ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে মানব অপরিহার্য দুঃখের অধীন হইয়া উঠে। ভোগ-পরিভৃষ্টি-হেতু ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির উপশান্তিই সুখ; ভোগের নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা ও লোভজনিত যে অনুপশান্তি, তাহাই দুঃখ। কিন্তু বিবেচনা করিলেই দেখা যায় যে, নিরন্তর বিষয়ভোগ করিলেও তজ্জন্ত তৃষ্ণা কখনই নিবারিত হয় না; বরং অনুরাগ ও কৌশল বৃদ্ধি সহকারে বিষয়-ভোগাভ্যাসও সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। “ন জাতু কামঃ কামানামুপ-ভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবজ্রৈব ভূয়োহপ্যোবাভিবর্দ্ধতে ॥” কামিদিগের কামপ্রবৃত্তি ভোগ দ্বারা কখনই উপশমিত হয় না; বরং যুতসংযুক্ত অগ্নির স্থায় তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অতএব অনুরাগের পরিণাম কেবলই দুঃখময়। কার্য্য ও কারণ অভেদ। সুতরাং কারণস্বরূপ অনুরাগ যখন পরিণাম-দুঃখজনক, তখন তাহার কার্য্যস্বরূপ বিষয়ভোগও পরিণাম-দুঃখজনক। অপিচ, বিষয়-ভোগ-কালে তজ্জনিত সুখের বিরোধী ও প্রতিকূল বিষয়ের সম্বন্ধে মনে বিরাগ থাকে এবং কখন যেন সেই সুখের অপচয় হইয়া দুঃখের আবির্ভাব না হয়, এজন্ত মনের ব্যগ্রতা থাকে। সুখানুভবকালে তৎপ্রতিকূল বিষয় সম্বন্ধে যে দেব নিরন্তর মনুষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহা অপরিহার্য্য এবং তাহাই তাপ বা দুঃখ। যোগভাব্যকার মহাবিবেকবান বলিয়াছেন, সকল তাপই দেবজনিত। লোভ এবং মোহই সুখ-সাধনস্বরূপ পুণ্যাপুণ্য কৰ্ম্মাশয়ের প্রবর্তক। দুঃখ হ্রাস ও

মোহ বাহার প্রবর্তক তাহা যে দুঃখ ও ভাপজনক, একথা বলাই বাহুল্য । বর্তমান কালের সুখানুভব সমাপ্তি অর্থাৎ বিনাশকালে সংস্কাররূপে পরিণত হয় । সেই সংস্কার সুখের স্মরণরূপে, সুখের স্মরণ রাগরূপে, সেই রাগ মন শরীর ও বাক্যের চেষ্টারূপে, সেই চেষ্টা পুণ্যাপুণ্য কর্মশায়রূপে, সেই পুণ্যাপুণ্য জন্মান্তরীণ সংস্কাররূপে আবর্তিত হয় । এইরূপ কালত্রয়ে বিষয়সুখের সহিত দুঃখের সম্বন্ধ ; এই জন্মই তাহা দুঃখ নামেই অভিহিত হয় । তাহার দুঃখজনকতা স্বাভাবিক, ঔপাধিক নহে । বিষয়সুখ গুণবৃত্তির বিরুদ্ধ ; এজন্ম দুঃখময় । সুখ দুঃখ ও মোহ স্বরূপ সত্ত্ব ও রজঃ এবং তমোগুণ পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব হইলেও, তৈল, বার্তিকা ও অগ্নি-সংযুক্ত দীপের স্থায় তিনে এক হইয়া মনুষ্যের কার্য সম্পাদন করে । কোন কার্যে সত্ত্ব গুণের প্রাধান্য, কোন কার্যে বা রজোগুণের এবং কোন কার্যে বা তমোগুণের প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয় । তদনুসারে কর্মসমূহ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক নামে অভিহিত হইলেও, প্রধানীভূত গুণের কার্য উদ্ভূত ও অপ্রধানীভূত গুণদ্বয়ের কার্য অনুদ্ভূত থাকে । এইরূপ সুখাত্মক, দুঃখাত্মক ও বিষাদাত্মক, কার্যসমূহ ত্রিগুণ সম্মিলিত ; সুতরাং নিশ্চয়ই পরিণাম-দুঃখাত্মক । এই সকল কারণে বিবেকিগণ সকল কার্যই দুঃখস্বরূপ বলিয়াই জানেন । চিন্তা ক্ষিপ্ৰ-পরিণামি, অর্থাৎ চিন্তে এখনই যে প্রত্যয় আছে, অনতিকাল মধ্যে তাহা পরিবর্তিত হইয়া অভিনব প্রত্যয়ের সমুদ্ভব হইতে পারে ; আবার অচিরে তাহাও বিদূরিত হইয়া নূতন প্রত্যয়ান্তরের আবির্ভাব হইতে পারে । এই জন্মই চিন্তকে ক্ষিপ্ৰ-পরিণামি বলা যায় । চিন্তে প্রত্যয়ের স্থায়িত্ব এরূপ অনিশ্চিত হইলেও, রাগ, দ্বেষ ও মোহ চিন্তে একসময়েই বিস্তারিত থাকে । “অবিজ্ঞান্দিভ্যারাগদেহাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ ।” (পাতঞ্জল, সাধনপাদ, ৩ সূত্র) । অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ এই পাঁচ প্রকার ক্লেশ । যোগশাস্ত্রোক্ত এই পঞ্চবিধ ক্লেশের বৃত্তান্ত নিম্নে সবিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে । “অবিজ্ঞান্কেতুমুত্তরেণাং প্রমুগ্ধ-তনুবিচ্ছিন্নোদারাগাম্ ।” (পা, সা, ৪ সূ) । অবিজ্ঞা পরবর্তী ক্লেশসমূহের কেত্বরূপ । উল্লিখিত ক্লেশসমূহ প্রমুগ্ধ, তনু অর্থাৎ সূক্ষ্ম, বিচ্ছিন্ন অথবা উদারভাবে থাকে । বীজে বৃক্ষজনন শক্তি আছে ; কিন্তু তাহা দেখিতে পায় না । এইরূপ ভাবের বাহ প্রমুগ্ধত্ব । অতি সূক্ষ্মরূপে চিন্তা

মধ্যে ক্রেশের অবস্থানকে তন্মুভাব বলে। একটি প্রবৃত্তি প্রবল হইলে প্রতি-
কূলটি বিচ্ছিন্ন হয়। ক্রোধের উদয় হইলে অনুরাগ বিচ্ছিন্ন হয়; কিন্তু এককালে
অন্তরিত হয় না। এইরূপ ভাবের নাম বিচ্ছিন্নাবস্থা। ক্রেশ কখন কখন অতি
প্রবল হইয়া পূর্ণ ও বিস্ময়কর হয়; তখনই তাহার উদারাবস্থা। এইরূপ চারি
ভাবে মনুষ্যের চিন্তে ক্রেশ অবস্থান করে। “অনিত্যাশুচিহ্নঃখানাশ্চ
নিত্যাশুচিস্থাশ্চাত্মাতিরবিজ্ঞা।” (পা, সা, ৫ সু)। অনিত্যকে নিত্য, অশু-
চিকে শুচি, দুঃখকে সুখ, অনাত্ম পদার্থকে আত্মজ্ঞান করার নাম অবিজ্ঞা।
অমর অর্থাৎ দেবতারা অনিত্য; কিন্তু তাঁহাদিগকে নিত্য বলিয়া মনু-
ষ্যের যে ভ্রম দৃষ্ট হয়, তাহা অবিজ্ঞার কার্য। ভগবান ব্যাস বলিয়া-
ছেন, শরীর নিত্যন্ত অশুচি পদার্থ; তাহার জন্মস্থান, বীজ, পোষক
পদার্থ, নিঃসরণদ্বার সকলই অশুচি। এইরূপ অশুচি দ্বীপদেহ দর্শনে
মানবেরা ভ্রমাক্রম হইয়া পরম সুন্দর ও অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান
করে; ইহা অবিজ্ঞারই কার্য। বিষয়ভোগ পরিণামে দুঃখজনক; কিন্তু
মানবেরা ভ্রান্তিক্রমে তাহা পরম সুখেরই কারণ বলিয়া জ্ঞান করে;
ইহাই অবিজ্ঞা। দেহাদি নশ্বর পদার্থ কখনই নিত্য আত্মা নহে; কিন্তু
অবিজ্ঞাক্রমে মানব এই ভঙ্গুর দেহকেই আত্মজ্ঞান করিয়া চরিতার্থ হয়।
“দৃক্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈরাস্মিতা।” (পা, সা, ৬ সু)। দৃক্‌শক্তি অর্থাৎ আত্মা
ও দর্শনশক্তি উভয়েরই একভাবে অনুভব হওয়ার নাম অস্মিতা। চেতন-
পুরুষই দৃক্‌শক্তি, সাত্বিক অন্তঃকরণ দর্শনশক্তি; তদুভয়ের একাগ্রতা বোধ-
রূপ ভ্রমের নাম অস্মিতা। লৌহিত্য স্ফটিকের গুণ নহে; কিন্তু লৌহিত্য
পদার্থ-সন্নিধানে স্ফটিক লৌহিত্যবর্ণ দৃষ্ট হয়। তদদর্শনে স্ফটিক ও লৌহিত্য-
বর্ণ একীভূত জ্ঞান করা ভ্রম মাত্র। আত্মা নিরতিমান-স্বভাব; তথাপি
আমি কর্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাকার যে অভিমান তাহাই অস্মিতা নামক
ক্রেশ। “স্বখামুশরী রাগঃ।” (পা, সা, ৭ সু)। সুখের অনুশরকে রাগ বলে।
পূর্বানুভূত সুখের স্মৃতিহেতু তদনুরূপ স্বখলাভের নিমিত্ত যে তৃষ্ণা উপস্থিত
হয়, তাহারই নাম রাগ। “দুঃখামুশরী দেবঃ।” (পা, সা, ৮ সু)।
দুঃখের অনুশরকে দেব বলে। . যে কখন দুঃখ ভোগ করিয়াছে, অনুভূত
দুঃখ স্মরণ পূর্বক, দুঃখজনক বিষয় সম্বন্ধে তাহার যে নিন্দাগর্ভ অনভিলাষ
তাহাই দেব। “শরসবাহী বিদুবোহপি তথাক্রোহতিনিবেশঃ।” (পা

পা, ৯ সূ)। বারংবার মরণ-দুঃখ অনুভব জনিত যে ভীতি-জনক-বাসনা সঞ্চিত থাকে, তাহাই স্বরস। সেই স্বরস বাহাদের দ্বারা জাগরুক থাকে, তাহারাই স্বরসবাহী। সেই মরণ-স্মৃতি জনিত ত্রাসকে অভিনিবেশ বলে। জ্ঞানী ও মুখ্য সকলেরই চিত্তে এই ক্লেশ সাধারণ। জাত-মাত্রেই জীবমাত্রেরই এই মরণ-ভীতি দৃষ্ট হয়। পূর্ব-মরণ-জনিত ভীতি ব্যতীত ইহা জন্মিতে পারে না। “তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ।” (পা, সা, ১০ সূ)। তাহার সূক্ষ্ম হইলে প্রতিলোম-পরিণামের দ্বারা ত্যাগ করা আবশ্যিক। উল্লিখিত পাঁচ প্রকার ক্লেশ তপস্তাদির দ্বারা সংস্কার মাত্রাবশেষ ও তনুভূত হইলে চিত্তের লয় হয়। সুতরাং তৎসমস্ত ত্যাগ করা বিধেয়। ধর্ম্মিনাশে ধর্ম্মেরও নাশ হয়। চিত্তের নাশ হইলে সংস্কার সমূহেও বিনাশ অবশ্যস্বতী। “ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃন্তয়ঃ।” (পা, সা, ১১ সূ)। সেই বৃত্তি সকল ধ্যান দ্বারা বর্জ্জনীয়। সেই পঞ্চবিধ ক্লেশের সুখ-দুঃখাদি-রূপ যে বৃত্তি অর্থাৎ স্থূলরূপ তাহা চিত্তের একাগ্রতালক্ষণ ধ্যান দ্বারা ত্যাজ্য। “ক্লেশমূলঃ কৰ্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ।” (পা, সা, ১২ সূ)। ক্লেশমূলক কৰ্ম্মাশয় দৃষ্ট জন্মবেদনীয় ও অদৃষ্ট জন্মবেদনীয় ভেদে দুই প্রকার। পূর্বোক্তরূপ ক্লেশসমূহ যাহার কারণস্বরূপ, সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ সংস্কার-বিশেষের নাম কৰ্ম্মাশয়। যে দেহে কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই দেহেই তাহার বিপাক ঘটিলে তাহাকে দৃষ্ট জন্মবেদনীয় কৰ্ম্মাশয় বলেন আর জন্মান্তরীণ কৰ্ম্ম জন্ম যে ফল তাহাই অদৃষ্ট জন্মবেদনীয় কৰ্ম্মাশয়। “সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।” (পা, সা, ১৩ সূ)। মূলে কৰ্ম্মাশয় থাকিলে সেই সেই কৰ্ম্মের জাতি, আয়ু, ভোগরূপ বিপাক অর্থাৎ ফল নিষ্পত্তি হয়। জাতি অর্থাৎ জন্ম বা দেবত্বাদি, আয়ু অর্থাৎ জীবন, ভোগ অর্থাৎ বিষয়া-সক্তি। ভগবান্ পতঞ্জলি কৃত যোগ-শাস্ত্রোক্ত এই সকল সূত্র আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, অবিজ্ঞা বাবর্তী অনর্থের একমাত্র কারণ; অবিজ্ঞাই উল্লিখিত চতুর্বিধ ক্লেশের প্রসবভূমি; অতএব এই অবিজ্ঞার নিবৃত্তি হইলে সকল ক্লেশেরই নিবৃত্তি হয়। এই ক্লেশসমূহ ঘটিকাবস্তুর দ্বারা অবিরত পরিক্রমণ করিতেছে। তাহার প্রকার, প্রকৃতি, উৎপত্তি ও নিবারণোপায় সকলই পূর্বোক্ত যোগশাস্ত্রীয় বচন-পরম্পরা দ্বারা প্রস-শ্লিষ্ট হইয়াছে। তৎসমস্ত সম্যকরূপে আলোচনা করিলে উপলব্ধি হইবে

যে, বাস্তবিক ভোগসমূহ সংস্পর্শজনিত, দুঃখের কারণস্বরূপ এবং অচিরস্থায়ী । যোগশাস্ত্রানুসারে ক্রেশের মর্ষ সমীচীনরূপে ব্যাখ্যাত হইল । উপনিষদেও কথিত হইয়াছে যে, “অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞানই অবিজ্ঞা ; অহঙ্কারের অধ্যাসকে অস্মিতা বলে । রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ তাহার বৃদ্ধি ।” অতএব মিথ্যারূপ অবিজ্ঞা যখন সকলেরই মূল, তখন রজ্জ্বতে ভুজঙ্গ অধ্যাসের দ্বায় সকলই মিথ্যাভূত হইলেও, তাহা দুঃখের কারণস্বরূপ এবং স্বপ্নবৎ ক্ষণস্থায়ী । ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হেতু বাঁহাদের ভ্রম নিবৃত্ত হইয়াছে, তাদৃশ বুধগণ এই অলৌক বিষয়-ব্যাপারে অনুরক্ত হন না । মায়াময়ী মৃগ তৃষ্ণিকার স্বরূপ পরিজ্ঞান হেতু, তাঁহারা পিপাসা শান্তির নিমিত্ত, তথায় জলাবেষণ করেন না । এই সংসারে সুখের লেশমাত্র নাই, বিষয়-ব্যাপারে প্রীতির গন্ধমাত্রও নাই জানিয়া, তাঁহারা যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে তাহা হইতে নিবর্তিত করেন ।

মনুষ্যেরা জ্ঞানরূপ পরমধন লাভ করিয়া পশ্বাদির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব সম্ভোগ করিতেছেন । পশুগণ আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদি সকল ব্যাপারই নির্বাহিত করে । কিন্তু জ্ঞানবলে যে পরমতত্ত্ব আয়ত্ত করা যায়, তাহা লাভ করা তাহাদের সাধ্যাতীত । জ্ঞানবান্ মনুষ্যেরা পরমার্থ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া, কেবল বাহ্য বিষয়ভোগে উন্নত থাকিয়া, এই জ্ঞানময় মানবজীবন কখনই বৃথা অতিবাহিত করেন না ॥ ২২ ॥

শক্ৰোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ ।

কামক্ৰোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

অর্থ ।—যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ (দেহনাশাৎ) প্রাক্ (পূর্বে) ইহ (বর্তমানে জন্মনি) কাম-ক্রোধ-উদ্ভবং (কামেন তৃষ্ণয়া ক্রোধেন মনু্যনা চ জাতং) বেগং (প্রবলাং গতিং) সোঢ়ুং (সহিতুং) শক্ৰোতি (শক্ৰো ভবতি) সঃ যুক্তঃ (যোগী) সঃ নরঃ সুখী ॥ ২৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—যিনি মরণের পূর্বে কাম-ক্রোধ-জনিত উদ্ভেজনাৎ মুক্ত করিতে পারেন তিনি যোগী তিনি সুখী মনুষ্য ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে ব্যক্তি জীবনান্ত হইবার পূর্বেই কাম ক্রোধের প্রবল শাসন অতিক্রম করিতে পারেন, তিনিই যোগী পুরুষ এবং পরমসুখী ॥ ২৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অরঞ্চ শ্রেয়োমার্গপ্রতিপক্ষী কষ্টতমো দোষঃ সর্জনর্থপ্রাপ্তিহেতু-
হুর্নিবার্য্যশ্চেতি তৎপরিহারে বরাধিক্যং কৰ্ত্তব্যমিত্যাহ ভগবান্ শঙ্কোত্তীতি । শঙ্কোত্তাৎ-
সহতে ইহৈব জীবনৈব যঃ সোচুং প্রসিদ্ধুং প্রাক্ পূৰ্ণং শরীরবিনোদনাং আনন্দপা-
দিত্যর্থঃ । মরণসীমাকরণং জীবতোহবশ্যতাবী হি কামক্রোধোত্তবো বেগঃ অনন্তনিমিত্তবান্ হি
ঋ ইতি বাবদ্ররণং তাবদ্র বিশস্তগীর ইত্যর্থঃ, কাম ইন্দ্রিয়গোচরপ্রাপ্তে ইষ্টে বিষয়ে অরম্যে
অর্য্যমাণে চাহুত্বতে সুখহেতৌ বা গৃধিঃ ক্ষুধা স কামঃ, ক্রোধশ্চাত্মনঃ প্রতিকূলেবু হুঃখহেতু
বৃন্তমাণেবু অরম্যমাণেবু অর্য্যমাণেবু বা যো দেবঃ স ক্রোধন্তৌ কামক্রোধৌ উত্তবো বস্ত বেগস্ত
স কামক্রোধোত্তবো বেগঃ, রোমাঞ্চনহট্টনেত্রবদনাদিলিঙ্গোহন্তঃকরণপ্রকোভরূপঃ কামোত্তবো
বেগঃ, পাত্তপ্রকম্পপ্রসেদসন্দট্টৌষ্ঠপুটরক্তনেত্রাদিলিঙ্গঃ ক্রোধোত্তবো বেগস্তং কামক্রোধোত্তবং
বেগং ব উৎসহতে সোচুং সহিতুং শক্তঃ স যুক্তো যোগী সুখী চেহ লোকে নরঃ ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরি ।—উত্তরশ্লোকস্ত তাৎপর্য্যমাহ অরঞ্চেতি । শ্রেয়োমার্গপ্রতিপক্ষ্যং
কষ্টতমস্বে হেতুস্তত্রৈব হেতুস্তরমাহ সর্জেতি । প্রবরাধিক্যস্ত কৰ্ত্তব্যস্বে হেতুঃ সূচরতি
হুনিবার্য্য ইতি । প্রসিদ্ধং হি কামক্রোধোত্তবস্ত বেগস্ত হুনিবার্য্যং বেন মাতরমপি চাধিরো-
হতি পিতরমপি হস্তি তমবস্তঃ পরিহৰ্ত্তব্যং দর্শয়তি শঙ্কোত্তীতি । বধোক্তং বেগং বহিরনর্থ-
রূপেণ পরিধামাং প্রাগেব দেহান্তরোৎপন্নং যঃ সোচুং ক্ষমতে তং জ্ঞোতি স যুক্ত ইতি ।
মরণসীমাকরণস্ত তাৎপর্য্যমাহ মরণেতি । প্রসিদ্ধৌ হিশব্দঃ । তত্র হেতুমাহ অনন্তেতি ।
ব্যাধ্যুপহতানাং বুদ্ধানাঞ্চ কামাদিবেগেন ভবভীত্যাশঙ্ক্যাহ ইতি বাবদিতি । কামক্রোধো-
ত্তবং বেগং ব্যাধ্যাতুমারৌ কামং মনোবিকারবিশেষত্বেন ব্যাচষ্টে কাম ইতি । কথমন্ত
মনোবিকারবিশেষত্বং তদাহ ইন্দ্রিয়েতি । কামো গৃধিভূকেতি পর্য্যায়ঃ সন্তঃ শব্দা মনো-
বিকারবিশেষে পর্য্যবস্ত্যতীত্যর্থঃ । ক্রোধশ্চ মনোবিকারবিশেষত্ববহিত্যাহ ক্রোধশ্চেতি ।
তমেব ক্রোধং স্পষ্টয়তি আত্মন ইতি । এবং কামক্রোধৌ ব্যাধ্যায় তরোরুৎকটত্বাবস্থান্ননৌ
বেগস্ত তাত্যায়ুৎপত্তিদুগন্তত্বতি তাবিতি । বধোক্তবেগাবগমোপারদুগদিগতি রোমাঞ্চন-
হট্টনেত্রত্যাগিনা । উত্তরবিধবেগং যো জীবনৈব সোচুং শঙ্কোতি তং পুরুষবীরেরত্বেন
জ্ঞোতি তমিত্যাগিনা ॥ ২৩ ॥

রামানুজ ।—শঙ্কোত্তীতি । শরীরবিনোদনাং প্রাপ্তিহৈব শাসনবশায়ামেবাচ্ছাহতব-
প্রীত্যা কামক্রোধোত্তবং বেগং সোচুং নিরোচুং যঃ শঙ্কোতি স যুক্তঃ । আত্মাহতবার্য্যঃ,
যু এবং শরীরবিনোদকথোত্তরকালসাত্বাহতবস্ত্বং সম্প্রত্যন্তে ॥ ২৩ ॥

হতুমান্ ।—অত্যন্তবুদ্ধানামেব বিষয়েবু রতিবৃদ্ধিতে যথা পদপ্রবৃত্তিবাদ্, অরঞ্চ

শ্রেয়োমার্গপরিপন্থী কষ্টতমো দুর্কারশ্চ অতন্তংপরিহারে যত্নঃ কৰ্তব্য ইত্যাহি ভগবান্ শক্ৰোতীতি । শক্ৰোতি সহতে, ইহৈব জীবন্তেব যঃ সোঢ়ুং প্রসহিতুম্, প্রাক্ পূৰ্ণং শরীর-মোক্ষণাৎ মরণাৎ মরণগীমাকরণং জীবতো জনস্ত হি কামক্ৰোধোক্তবা বেগা অনন্ত নিমিত্ত-বস্তঃ সৰ্ব্ব ইতি ন হি যাবৎ মরণং ভাবৎ সংবিশন্তগীরা ইত্যর্থঃ । কামশ্চেন্দ্রিয়গোচরপ্রাপ্ত ইষ্টবিষয়ে দৃশ্যমানে শ্রমমাণে বাহুভূতে সুখহেতৌ যো গৃধিঃ তৃষ্ণা স কামঃ, ক্রোধশ্চান্ননঃ প্রতিকূলেষু দুঃখহেতুযু দৃশ্যমানেষু উপশ্রমমাণেষু স্বর্ধ্যমাণেষু বা, যো ঘেবঃ স ক্রোধ-স্তৌ কামক্ৰোধৌ উক্তবৌ যস্ত স কামক্ৰোধোক্তবঃ, রোমাঞ্চপ্রহৃষ্টবদননেত্রলিঙ্গান্তঃকরণ প্রকোভরূপঃ কামোক্তবো বেগঃ, গাত্রপ্রকম্পপ্রস্বেন্দসন্দষ্টৌষ্ঠপুটবক্সনৈজাদিলিঙ্গঃ ক্রোধো-ক্তবো বেগস্তং কামক্ৰোধোক্তবং বেগং যঃ প্রসহতে সোঢ়ুম্ স যুক্তো যোগী সুখী চ ইহ লোকে নরঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর ।—তস্মায়োক্এব পরমঃ পুরুষার্থস্তত্ত্ব চ কামক্ৰোধবেগোহতিপ্রতিপক্ষেহত-
ন্তংসহনসমর্থএব মোক্ষভাগিত্যাহ শক্ৰোতীহৈবেতি । কামাৎ ক্রোধাচ্ছোক্তবতি যো বেগঃ
মনোনেত্রাদিক্ছোভলক্ষণস্তমিহৈব তদ্ব্যবসায়এব যো নরঃ সোঢ়ুং প্রতিরোদ্ধুং শক্ৰোতি
তদপি ন ক্ষণমাত্রম্, কিন্তু শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাদেহপাতাদিত্যর্থঃ । য এবভূতঃ স এব যুক্তঃ
সমাহিতঃ সুখী চ ভবতি নাশ্তঃ । যথা মরণাদুর্দ্ধং বিলসন্তীভিব্যবতিভিন্নালিঙ্গমানোহপি
পুত্রাদিভির্ভিন্নমানোহপি যথা প্রাণশূন্তঃ কামক্ৰোধবেগং সহতে তথা মরণাৎ প্রাণপি জীবন্তেব
যঃ সহতে সএব যুক্তঃ, সুখী চেত্যর্থঃ । তদ্ব্যবঃ বশিষ্ঠেন, “প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখহঃখে
ন বিদতি । তথা চেৎ প্রাণযুক্তোহপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ ॥” ইতি ॥ ২৩ ॥

বলদেব ।—কামাদিবেগো হি জ্ঞাননিষ্ঠা প্রতিকূলোহতন্তস্ত্ব সহনে প্রযত্নবতা ভাবা-
মিত্যাহ শক্ৰোতি । কামাৎ ক্রোধাচ্ছোক্তবতি যো বেগো মনোনেত্রাচ্ছোভাদিবপুস্তং ইহ
তদ্ব্যবকাল এবমাত্মানুভবপ্রীত্যা যঃ সোঢ়ুং নিরোদ্ধুং শক্ৰোতি, শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্
যাবচ্ছরীরতাগম, স এব যুক্তঃ কৃতাত্মসমাধিঃ স এব সুখী আত্মানুভবানন্দবান্, তথা তদেগ-
সহনে তীব্রপ্রযত্নো যোগ্যঃ ॥ ২৩ ॥

মধুসূদন ।—সৰ্বানর্থপ্রাপ্তিহেতুহুনিবারোহয়ং শ্রেয়োমার্গঃ প্রতিপকঃ কষ্টতমো
দোষো মহতা যত্নেন মুমুকুণা নিবারণীয় ইতি যদ্বাধিক্যবিধানায় পুনরাহ শক্ৰোতীতি । আত্ম-
নোহনুকূলেষু, সুখহেতুযু দৃশ্যমানেষু শ্রমমাণেষু স্বর্ধ্যমাণেষু বা তদগুণানুসন্ধানাত্যাসেন যো
রত্যাশ্রকো গর্কোহভিলাষতৃষ্ণা লোভঃ স কামঃ জীপুঃসন্নোঃ পরস্পরব্যতিকরাভিলাষে
দ্ব্যন্তগুনিচ্ছকামশব্দঃ, এতদভিপ্রায়েণ “কামক্ৰোধস্তথা লোভঃ” ইত্যত্র ধনতৃষ্ণালোভঃ
জীপুঃসব্যতিকরতৃষ্ণা কাম ইতি কামলোভৌ পৃথগুক্তৌ, ইহতু তৃষ্ণাসামান্তাভিপ্রায়েণ কাম-
শব্দঃ প্রযুক্ত ইতি লোভঃ পৃথগুক্তোক্তঃ । এবমাত্মনঃ প্রতিকূলেষু দুঃখহেতুযু দৃশ্যমানেষু শ্রমমা-
ণেষু স্বর্ধ্যমাণেষু বা তত্তদোষানুসন্ধানাত্যাসেন যঃ প্রজ্জনাশ্রকো ঘেবো মহাঃ স ক্রোধঃ
তন্নোক্তকটাবস্থালোকবেদবিবোধে প্রত্নিসন্ধানেন্যপ্রতিবন্ধকতয়া লোকবেদবিরুদ্ধপ্রত্য-

‘সুখহরুপানদীবেগসামোন বেগ ইত্যাচ্যতে । যথা হি নত্যা বেগো বর্ষাঋতিপ্রবলতয়া লোক-
বেদবিরোধপ্রতিসন্ধানেনানিচ্ছন্তমপি গর্ভে পাতয়িত্বা মজ্জয়তি চাধো নয়তি চ, তথা কাম-
ক্রোধরোরপি বেগো বিষয়াভিধানাভ্যাসেন বর্ষাকালস্থানীয়েনানিতি প্রবলো লোকবেদবিরোধ-
প্রতিসন্ধানেনানিচ্ছন্তমপি বিষয়গর্ভে পাতয়িত্বা সংসারসমুদ্রে মজ্জয়তি চাধো মহানরকান্
নয়তি চেতি বেগপদপ্রয়োগেণ সূচিতম্ । এতচ্চ “অথ কেন প্রযুক্তোহয়ম্” ইত্যত্র বিবৃতম্ ।
তমেতাদৃশং কামক্রোধোদ্ভবং বেগং অন্তঃকরণপ্রক্ষোভরূপং স্তম্ভধেদাভ্যনেকবাহুবিকারিণিঃ
আশরীরবিমোক্ষণাৎ শরীরবিমোক্ষণপর্যাস্তমনেকনিমিত্তবশাৎ সর্বদা সম্ভাব্যমানত্বেনাবিস্র-
স্তগীষ্মমস্তরুৎপন্নমাত্রং ইহৈব বহিরিঙ্গিয়ন্ত ব্যাপাররূপাৎ গর্তপাতনাৎ প্রাগেব যো যতিধীরস্তি-
‘মিজ্জিল ইধ নদীবেগং বিষয়দোষদর্শনাভ্যাসজেন বশীকারসংস্কটবৈরাগোণ সোঢ়ুং তদনুরূপ-
কার্যসংপাদনেনানার্থকং কর্তুং শক্নোতি সনর্থো ভবতি স এব যুক্তো যোগী, স এব সুখী,
স এব নরঃ পুমান্ পুরুষার্থসম্পাদনাৎ । তদিতরস্বাহারনিদ্রাভয়মৈধুনাদিপশুধর্ম্মমাত্ররতত্বেন-
মহুযাকারঃ পশুরেবেতি ভাবঃ । আশরীরবিমোক্ষণাদিত্যাত্তদ্বাখ্যানং যথা, মরণাদুর্দ্ধং
বিলপস্ত্যভিযুঁবতিভিরালিঙ্গ্যমানোহপি পুত্রাদিভির্দহমানোহপি প্রাণশূন্তত্বাৎ কামক্রোধবেগং
সহতে, তথা মরণাৎ প্রাণপি জীবন্তেব যঃ সহতে স যুক্ত ইত্যাদি । অত্র যদি মরণ-
বজ্জীবনেহপি কামক্রোধানুৎপত্তিমাত্রং ক্রয়াৎ তদৈতদ্যুক্তোত । যথোক্তং বিশিষ্টেন, “প্রাণে
গতে যথা দেহঃ সুখদুঃখে ন বিন্ধতি । তথা চেৎ প্রাণযুক্তোহপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ ॥”
ইতি । ইহ তুৎপন্নরোঃ কামক্রোধর্যোর্বৈর্যগসহনে প্রস্তুতে ন তরোরনুৎপত্তিমাত্রং ন দৃষ্টান্ত
ইতি কিমতিনির্ব্বন্ধেন ॥ ২৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কঃ পুনমুখ্যঃ সুখী ? ইত্যাহ শক্নোতীতি । ইহৈব জীবতোব দেহে প্রাক্
শরীরবিমোক্ষণাৎ যাবদেহপাতং ময়া কামক্রোধৌ জিতাবিতি বিস্রম্ভো ন কর্তব্য ইত্যর্থঃ ।
ঋতে দৃষ্টেহুস্মিতে বা বিষয়ে যো গর্দ্ধন্তুষ্কারূপা অতৃপ্তিচ্চ স কামঃ, ক্রোধস্তাদৃশে এব বিষয়ে
দেবন্তৌ কামক্রোধৌ উদ্ভবৌ যন্ত বেগস্ত স রোমাঞ্চদ্বষ্টেনেত্রবস্তুলিঙ্গেহস্তঃ ক্রণপ্রক্ষোভরূপঃ
কামোদ্ভবো বেগঃ, গাত্রপ্রকম্পপ্রস্বেদসন্দটৌষ্ঠপুটরক্তনেত্রাদিলিঙ্গঃ ক্রোধোদ্ভবো বেগস্তং
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং সোঢ়ুং যঃ শক্নোতি স এব যুক্তো যোগী মুখ্যঃ সুখী চ নান্তঃ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—সংসারসিকৌ পতিতোহপ্যেব এব যোগী এব এব সুখীত্যাহ
শক্নোতীতি ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য ।—ভোগানুরক্তি যাবতীয় অনর্থের হেতুভূত এবং মুক্তিরূপ
পরম মঙ্গল-সাধনের পরিপন্থী । অতএব নিরতিশয় যত্ন সহকারে তাহা
পরিহার করা মুমুকু ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক । স্নেহের হেতুভূত
অনুকূল বিষয়-লাভার্থ অনুরাগাত্মক অভিলাষ বা তৃষ্ণার নাম লোভ বা কাম ।
নর এবং নারীর পরস্পর সংমিশ্রণ-জনিত সুখলাভ-বাসনা কাম শব্দের নিগূঢ়

অর্থ—এস্থলে সর্বপ্রকার বাসনা লক্ষ্য করিয়াই কাম শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । দুঃখের হেতুভূত প্রতিকূল বিষয় সম্বন্ধে মনের নিরতিশয় দেষকে ক্রোধ বলে । এতদুভয় যখন উৎকট হইয়া সমাজ, ধর্ম ও শাস্ত্রীয়-শাসন উপেক্ষা করিতে করিতে অগ্রসর হয়, তখনই তাহাদিগকে বেগবান্ বলা যায় । যেমন বর্ষা কালের শ্রোতস্বতা, প্রবল ও উদ্যম গতি সহকারে কূল প্লাবিত করিয়া অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হয় এবং তন্মধ্যে নিপতিত মানবকে হীনবল ও অধীন করিয়া, কখন বা নিমজ্জিত ও কখন বা ঘোরাবর্তে নিপাতিত করে ; তদ্রূপ কাম-ক্রোধের প্রবল ও প্রখর প্রবাহ বিষয়লোভরূপ বর্ষা-সমাগমে নিরতিশয় বিশালকায় ও বলবান্ হইয়া, অভিলষিত বিষয়াভিমুখে ‘প্রবাহিত’ হয় এবং স্বকীয় আয়ত্তগত মানবকে সংসার-সলিলে মজ্জমান ও বিষয়াবর্তে ঘূর্ণ্যমান করিতে করিতে, অবশেষে মহা-নরকরূপ সাগরে সংস্থাপিত করে । “অথ কেন প্রযুক্তোহয়ম্” (ঐ অ । ৩৬) ইত্যাদি শ্লোকে এই ভাব পরিবাক্ত হইয়াছে । যতদিন পর্য্যন্ত মানবের জীবনান্ত না হয়, যতদিন পর্য্যন্ত বিষয়-ব্যাপারের দোষ-দর্শনে মানব তৎসম্বন্ধে বাতস্পৃহ ও বিদেষ-বুদ্ধি-পরবশ না হয়, যতদিন পর্য্যন্ত অশেষ ক্লেশ-সঙ্কুল, তিমিনক্র-কুস্তীর-সমাকীর্ণ কাম-ক্রোধ-তরঙ্গিণীর উত্তাল তরঙ্গমালা সন্দর্শনে এবং বিষয়াবর্তের দুর্নিবার বিপদ্-পরম্পরা স্মরণ করিয়া, সে সত্যে সঙ্কুচিত না হয়, ততদিন তাহার পদে পদে এই দারুণ দূরিত-পাতের সম্ভাবনা থাকে । অতএব সময় থাকিতে, বিষয়-বৈরাগ্য-রূপ বলবান্ বান্ধবের সহায়তায়, সাবধান হইয়া বিষয়াকর্ষণ হইতে বিদূরিত ভাবে অবস্থান করাই বিহিত ব্যবস্থা । যিনি দেহনাশের পূর্বেই সাবধানতা সহকারে বিষয়ের আক্রমণ অতিক্রম করিয়াছেন, তিনিই সমাহিত যোগী পুরুষ, তিনিই সুখী এবং পুরুষার্থ সম্পাদন-হেতু, মানবকূলে তিনিই ধন্য । এই দেহ হইতে প্রাণবায়ু প্রয়াণ করিলে, দেহের সকল চেষ্ঠাই তিরোহিত হয় । তখন হাবভাব-শালিনী, লীলা, লালসা ও লাষণ্যময়ী দিব্যাজনার আলিঙ্গন ; চিরন্তন শত্রুর তিরস্কার বা নিন্দাবাদ ; পুঞ্জ-ভ্রাতা-জ্ঞাতি-কুটুম্বাদি আত্মীয়গণ কর্তৃক জলন্ত চিতানলে প্রক্ষেপ, কিছুই মমুষ্যকে বিচলিত করিতে পারে না । মরণের পূর্বেই যিনি চিত্তকে বৈরাগ্যসহকারে এতদ্রূপে পরিণত করিয়া বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ ও হৃদয়বেগ সংযত করিতে সক্ষম, তিনিই যোগী ও মুক্ত পুরুষ । মহর্ষি,

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, “প্রাণ বিগত হইলে মনুষ্য যেমন সুখ ও দুঃখ কিছুই অনুভব করে না, যিনি প্রাণযুক্ত অবস্থাতেই সেইরূপ হইতে পারেন, তিনি কৈবল্যাশ্রম লাভ করেন।” “আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্। জ্ঞানং নরাণামধিকো বিশেষো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥” আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই সকল প্রবৃত্তি পশু ও মানবে সমভাবেই বিद्यমান আছে। কেবল একমাত্র জ্ঞানই মানব-দিগকে পশু হইতে বিশেষ করে। জ্ঞান না থাকিলে মানব পশুরই সমান হয় ॥ ২৩ ॥

যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথাত্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

অর্থঃ—যঃ অন্তঃ-সুখঃ (আত্মনি সুখং যস্য সঃ) অন্তরারামঃ (আত্মনি আরামঃ ক্রীড়া যস্য সঃ) তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ (আত্মনি জ্যোতিঃ দৃষ্টির্যস্য সঃ) সঃ যোগী ব্রহ্মনির্বাণং (ব্রহ্মণি নির্বৃতিরূপং মোক্ষং) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—যাঁহার আত্মায় সুখ আত্মায় যাঁহার আনন্দ তদ্রূপ যাঁহার আত্মাতেই দৃষ্টি তিনি যোগী ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—যাঁহার সকল সুখ অন্তরাত্মায় সীমাবদ্ধ, যাঁহার সকল আনন্দ আত্মাতেই নিহিত এবং যাঁহার আত্মাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ, সেই যোগী পুরুষ পরব্রহ্মেই নির্বাণরূপ মোক্ষ লাভ করেন ॥ ২৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কথন্তু তচ্ ব্রহ্মণি স্থিতো ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি । ইত্যাহ ভগবান্ ব ইতি । যোহন্তরাত্মনি সুখং যস্য সোহন্তঃসুখস্তথাত্তরোবাত্তরারামঃ ক্রীড়া যস্য সোহন্তরারাম-স্তথৈবাত্তরাত্মনি জ্যোতিঃ প্রকাশো যস্য সোহন্তর্জ্যোতিরেব, য ইদৃশঃ স যোগী ব্রহ্ম-নির্বাণং ব্রহ্মণি নির্বৃতিং মোক্ষমিহ জীবন্তেব ব্রহ্মভূতঃ সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥

১. ৩ আনন্দগিরি ।—জ্ঞানস্তাভ্যন্তরমাত্রমাত্মনিষ্ঠত্বং দর্শয়ন্ প্রকৃতং ব্রহ্মবিদমেব বিশিনষ্টি কথন্তু তচ্চেতি । যথাস্তরেব সুখং ন বাহৈর্কির্বনৈস্তথাস্তরেব জ্যোতির্ন প্রোজাদিভিরতো বিষয়াস্তরবিজ্ঞানরহিত ইত্যাহ তথেন্টি । যথোক্তবিশেষণসমাধিমান

জীবন্তেব যুক্তিমধিগচ্ছতীত্যাহ স যোগীতি । আত্মভূতন্তরেব সুখমিতি বাহ্যবিষয়নিরপেক্ষত্বং
বিবক্ষিতমন্তরারামস্তঞ্চ ইন্দ্রিয়াদিবিষয়াপেক্ষামন্তরেণ ক্রীড়াশ্রুতকণভাত্ত্বমভিমতমিচ্ছি-
য়াদিজ্ঞত প্রকাশশূন্যত্বমাত্মজ্যোতির্দৃষ্টিং যথোক্তবিশেষণসম্পন্নঃ সমাহিতশ্চ জীবন্তেব ব্রহ্মভাবং
প্রাপ্নোতি ব্রহ্মণি পরিপূর্ণে নিরু-^১তিং সর্বানর্থনিবৃত্ত্যুপলক্ষিতাং স্থিতমনতিশয়ানন্দা-
বির্ভাবলক্ষণাঃ প্রাপ্নোতীত্যাহ য ঈদৃশ ইতি ॥ ২৪ ॥

রামানুজ ।—য ইতি । যো বাহ্যবিষয়ভূতবৎ সর্বঃ বিহারাত্তঃসুখ আত্মভূতবৈক-
সুখঃ অন্তরারামঃ আত্মৈক্যধীনঃ স্বভূতৈরাষ্ট্রব সুখবর্দ্ধকো যন্ত স তথোক্তঃ, তথাস্তর্জ্যোতি-
রাষ্ট্রকজ্ঞানো যো বর্ত্ততে স ব্রহ্মভূতো যোগী ব্রহ্মনির্বাণমাশ্রয়ভবসুখং প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥

হনুমান্ ।—কণভূতশ্চ ব্রহ্মণি স্থিতো ব্রহ্মণি প্রাপ্নোতি ইত্যত্রাহ ভগবান্ য ইতি ।
যঃ অন্তঃ আত্মনি সুখং যন্ত সোহন্তঃসুখস্তান্তরাত্মনি আরামঃ ক্রীড়া যন্ত সোহন্তরারামঃ,
তথাস্তরাষ্ট্রকজ্যোতিঃ, য ঈদৃশো যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মনিরু-^১তিমিহ জীবন্তেব ব্রহ্মভূতঃ
সন্ অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর ।—ন কেবলং কামক্রোধবেগসংবরণমাত্রেণ মোক্ষং প্রাপ্নোতি অপিতু
যোহন্তরিতি । অন্তরাষ্ট্রভেব সুখং যন্ত ন তু বিষয়েষু, অন্তরেবারামঃ ক্রীড়া যন্ত ন বহিঃ,
অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টিশ্চ ন গীতনৃত্যাদিষু, স এবং ব্রহ্মণি ভূতঃ স্থিতঃ সন্ ব্রহ্মণি নির্বাণং
লয়মধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥

বলদেব ।—যৎপ্রীত্যা তং সোঢ়ং শতস্তমাহ যোহন্তরিতি । অন্তর্কর্ত্তিনামু-
ভূতেনাত্মনা সুখং যন্ত সঃ, তেনৈবারামঃ ক্রীড়া যন্ত সঃ, তস্মিন্বেব জ্যোতির্দৃষ্টিশ্চ সঃ ।
ঈদৃশো যোগী নিকামকর্মা ব্রহ্মভূতো লক্ষণবৈজবস্বরূপো ব্রহ্মাধিগচ্ছতি পরমাত্মানং লভতে
নির্বাণং মোক্ষরূপং তেনৈব তল্লাভ্যং ॥ ২৪ ॥

মধুসূদন ।—কামক্রোধবেগসহনমাত্রৈণেব মুচ্যতে ইতি ন কিন্তু অন্তর্কর্ত্তিবিষয়-
নিরপেক্ষমেব স্বরূপভূতং সুখং যন্ত সোহন্তঃসুখো বাহ্যবিষয়জনিতসুখশূন্য ইত্যর্থঃ । কুতো-
বাহ্যবিষয়সুখাভাবঃ ? তত্রাহ য ইতি । অন্তঃ আত্মভেব ন তু জ্ঞাদিবিষয়ে বাহ্যসুখসাধনে
আরামঃ আরমণং ক্রীড়া যন্ত সোহন্তরারামস্ত্যক্তসর্বপরিগ্রহেহেব বাহ্যসুখসাধনশূন্য ইত্যর্থঃ ।
নমু তাক্ষসর্বপরিগ্রহস্ত্যপি যতের্দৃচ্ছোপনতৈঃ কোকিলাদিমধুরশব্দশ্রবণমন্দপবনসংস্পর্শব-
চচ্ছোদয়মধুরনৃত্যাদিদর্শনাতিমধুরশীতলগন্ধোদকপানকেতকীকুম্ভমসৌরভাত্তবজাণাদিতীয়াঃ
সুখোৎপত্তিসম্ভবাৎ কথং বাহ্যসুখতৎসাদনশূন্যতমিতি ? তত্রাহ । তথাস্তর্জ্যোতিরেব
যঃ যথাস্তরেব সুখং ন বাহ্যৈর্বিষয়ৈস্তথাস্তরেবাত্মনি জ্যোতির্কিঞ্জানং ন বাহ্যৈরিন্দ্রৈর্ঘেহস্ত
সোহন্তঃজ্যোতিঃ শ্রোত্রাদিজ্ঞানাদিবিষয়বিজ্ঞানরহিতঃ । এবকারো বিশেষণজয়েহপি
সম্বধ্যতে । সমাধিকালে শব্দাদিপ্রতিভাসাভাবাৎ, ব্যাখানকালে তৎপ্রতিভাসেহপ্তি
মিথ্যাবিশিষ্টাৎ, ন বাহ্যবিষয়ৈস্তত্ত্ব সুখোৎপত্তিসম্ভব ইত্যর্থঃ । য এবং যথোক্তবিশেষণ-
সম্পন্নঃ স যোগী সমাহিতঃ, ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্ম পরমানন্দরূপং কল্পিতবৈতোপশ্মরূপেহন

নির্বাণং তদেব কল্পিতভাবস্তাধিষ্ঠানকত্বাৎ অবিজ্ঞাবরণনিবৃত্ত্যাধিগচ্ছতি, নিত্যপ্রাপ্তম্ভব
প্রাপ্তোতি । যতঃ সৰ্ব্বদৈব ব্রহ্মভূতো নাত্তঃ । “ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যোতি” ইতি ঋতঃ ।
অবস্থিতেরিতি কাশকুৎস ইতি ভ্রাতাচ ॥ ২৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কোহসৌ যোগী যো মুখ্যঃ সুখীভূত্বাং তদ্রাহ য ইতি । সুখং বিষয়-
সঙ্গজা প্রীতিঃ আরামঃ প্রীতিহেতুঃ জ্ঞাদিভিঃ সহ ক্রীড়া, জ্যোতিঃ ক্রৌড়োপকরণানাং
প্রকাশঃ, তদেতৎ ত্রয়ং যন্ত অন্তরেব সোহন্তঃসুখোহন্তরামোহন্তজ্যোতিশ্চ ন ত্বিচ্ছিন্নদ্বারক-
মিতি এবশব্দার্থঃ, য এবন্তুতঃ স যোগী কিমতো যজ্ঞেবং ব্রহ্মনির্বাণং গতা প্রাপ্য পরমানন্দং
ব্রহ্ম ইহৈবাধিগচ্ছতি, যতো ব্রহ্মভূতো জীবন্তেব ব্রহ্মদর্শনে ন ব্রহ্মভাবং গচ্চতঃ ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—যন্ত সংসারাতীতন্তু তু ব্রহ্মানুভব এব সুখমিত্যাহ য ইতি ।
অন্তরাত্মন্তেব সুখং যন্ত সঃ । যতোহন্তরাত্মন্তেব রমতে, অতোহন্তরাত্মন্তেব জ্যোতি-
দৃষ্টিৰ্যন্ত সঃ ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য ।—কেবল কাম-ক্রোধের বেগ সংবরণ করিলেই যে মোক্ষ
লাভ করা যায়, এমন নহে । বাহ্য-বিষয়-জনিত সুখ পরিত্যাগ করিয়া
কেবল আত্মানন্দ ও আত্মসুখেই যিনি মগ্ন, তিনিই মুক্তি লাভের অধিকারী ।
সেই আত্মানন্দ কিরূপ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে । বাহ্য-বিষয়-জনিত সুখ
অকিঞ্চিৎকর জানিয়া যিনি নিরন্তর স্বরূপভূত ব্রহ্মেই সুখানুভব করেন ;
জ্ঞী প্রভৃতি বাহ্য আরাম-জনক পদার্থ অতি তুচ্ছ বোধে যিনি আত্মস্বরূপ
ব্রহ্মেই রমণ করেন ; কোকিলকণ্ঠোথিত স্তমধুর কাকলী, বীণাসপ্তস্বর
প্রভৃতি বাদিত্রসমূহের শ্রবণ-বিনোদন নিকণ, কলকণ্ঠ কামিনীর কোমল
গীত-ধ্বনি, সুরভি-সার প্রসূন-পুঞ্জের প্রীতিপ্রদ শ্রাবণ, মুহুমন্দ মলয় মারু-
তের সুখময় হিল্লোল, স্নানীল নভস্তলে শারদ শশধরের কমলীয়া কান্তি,
বিলাসিনী বরবর্ণিনীর বিলোল কটাক্ষ, নব জলধর সন্দর্শনে শিখিনীর
সানন্দ নর্ত্তন প্রভৃতি সর্বপ্রকার বাহ্য-সুখ-সাধন সামগ্রী নিতান্ত সামান্য ও
ইতর বোধে যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই সমাহিত । আত্মানন্দরূপ
অতুলনীয় সুখ ও আমোদে তিনি পরিপূর্ণ ; সে আনন্দের শেষ নাই ।
তাদৃশ বিমলানন্দের সহিত ক্ষণবিশ্বংসী, তুচ্ছ বাহ্য বিষয়-ভোগ-জনিত
আনন্দের কখনই বিনিময় হইতে পারে না । এইরূপ বোধ হেতু তাঁহার
জ্ঞান ও দৃষ্টি কেবল ব্রহ্মেই সংলগ্ন হইয়াছে ; কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য
বিষয়ে তাঁহার চিন্তা সর্বথা উদাসীন । এইরূপ যোগী পুরুষ যখন সমাধি-
মগ্ন থাকেন, তখন শব্দাদি বাহ্য ব্যাপার তাঁহার চিন্তে প্রবেশ করিতে

পায় না ; আর যখন তাঁহার ব্যাখ্যান হয়, তখন তৎসমস্ত নিতান্ত হেয় ও মিথ্যা বোধে তিনি তাহাতে স্থানান্তর করেন না। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত যোগী। তিনি এই জীবনেই ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মেই লয় প্রাপ্ত হন। ঋতি বলিয়াছেন, “সর্ববিষয়ে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য চিন্তা-বিরহিত ব্যক্তি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন” ॥ ২৩ ॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্বয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।

ছিন্নদৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥

অম্বয় ।—ক্ষীণকল্মষাঃ (ক্ষয়িতপাপাদিদোষাঃ) ছিন্নদৈধাঃ (নিবৃত্ত-সংশয়াঃ) যতাত্মানঃ (সংযতচিন্তাঃ) সর্বভূতহিতে রতাঃ (সর্বেষাং ভূতানাং আনুকূল্যে প্রবৃত্তাঃ) ঋষয়ঃ (সম্যগ্‌দর্শিনঃ) ব্রহ্মনির্বাণং লভন্তে ॥ ২৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—ক্ষীণপাপ, নিবৃত্ত-সন্দেহ, জিতেন্দ্রিয় সকল প্রাণীর মঙ্গল-সাধনে অনুরক্ত সম্যাসিগণ ব্রহ্ম-লয় লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—যাঁহাদের পাপাদি দোষ ক্ষীণ হইয়াছে সন্দেহ তিরোহিত হইয়াছে, ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হইয়াছে এবং যাঁহারা সকল প্রাণীর মঙ্গল-সাধনে নিয়োজিত, তাদৃশ সম্যগ্‌দর্শিগণ ব্রহ্মে নির্বাণ-রূপ মোক্ষ লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিঞ্চ লভন্ত ইতি । লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণঃ মোক্ষম্, ঋষয়ঃ সম্যগ্‌দর্শিনঃ সম্যাসিনঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ক্ষীণপাপাদিদোষাঃ ছিন্নদৈধাঃ ছিন্নসংশয়াঃ যতাত্মানঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ সর্বেষাং ভূতানাং হিতে আনুকূল্যে রতা অহিংসকা ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরি ।—মুক্তিহেতুজ্ঞানশ্রম সাধনাস্তরমাহ কিঞ্চেতি । বজ্রাদিনিত্যকর্মা-মুষ্ঠানাং পাপাদিলক্ষণং কল্মষঃ ক্ষীয়তে ততশ্চ শ্রবণাজ্ঞাবৃত্তেঃ সম্যক্ দর্শনং জায়তে, ততো মুক্তিরপ্রযত্নেন ভবতীত্যাহ লভন্ত ইতি । জ্ঞানপ্রাপ্ত্যুপায়ান্তরং দর্শয়তি ছিন্নেতি । শ্রবণাঙ্গীনা সংশয়নিরসনং কার্য্যকারণনিরসনঞ্চ দয়ালুত্বেনাহিংসকত্বমিত্যেতদপি সম্যগ্‌জ্ঞানপ্রাপ্তৌ কারণমিত্যর্থঃ । অক্ষরব্যাখ্যানাং স্পষ্টবাক্য ব্যাখ্যায়তে ॥ ২৫ ॥

রামানুজ ।—ছিন্নদৈধাঃ শীতোষ্ণাদিষ্মৈর্কিস্মুক্তা যতাস্থানঃ । আত্মন্তেব নিয়মিত-
মনসঃ সৰ্বভূতহিতে রতাঃ আত্মবৎ সৰ্বেষাং ভূতানাং হিতেষেব নিরতাঃ ঋষয়ঃ ব্রহ্মচারঃ ।
আত্মাবলোকনপরাঃ, যে এবম্ভূতান্তে ক্লীণশেষাত্মপ্রাপ্তিবিরোধিকত্বাৎ ব্রহ্মনির্বাণং
লভন্তে ॥ ২৫ ॥

হনুমান্ ।—কিঞ্চ লভন্ত ইতি । ব্রহ্মনির্বাণং মোক্ষম্, ঋষয়ঃ সম্যগ্দর্শিনঃ সন্ন্যাসিনঃ
ক্লীণকল্মষাঃ ক্লীণপাপাদিদোষাঃ ছিন্নসংশয়া যতাস্থানঃ সংযতেজ্জিয়াঃ সৰ্বভূতহিতে
রতাঃ সৰ্বেষাং ভূতানাং হিতে অহুকূলে রতাঃ অহিংসকা ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ লভন্ত ইতি । ঋষয়ঃ সম্যগ্দর্শিনঃ ক্লীণং কল্মষং যেষাম্, ছিন্নং
দৈধং সংশয়ো যেষাম্, যতঃ সংযত আত্মা চিত্তং যেষাম্, সৰ্বেষাং ভূতানাং হিতে রতাঃ যে
কৃপালবন্তে ব্রহ্মনির্বাণং মোক্ষং লভন্তে ॥ ২৫ ॥

বলদেব ।—এবং সাধনসিদ্ধা বহবো ভবন্তীত্যাহ লভন্ত ইতি । ঋষয়স্তত্ত্বব্রহ্মচারঃ ।
ছিন্নদৈধা বিনষ্টসংশয়াঃ । স্মৃটমন্তঃ ॥ ২৫ ॥

মধুসূদন ।—মুক্তিহেতোজ্ঞানিন্ত সাধনাস্তরাণি বিবৃদ্বাহ লভন্ত ইতি । প্রথমং
যজ্ঞাদিভিঃ ক্লীণকল্মষান্ততোহস্তঃকরণশুদ্ধ্যা ঋষয়ঃ হৃদ্রবস্তবাবেচনসমর্থাঃ সন্ন্যাসিনঃ, ততঃ
শ্রবণাদিপরিপাকেন ছিন্নদৈধা নিবৃত্তসৰ্বসংশয়াঃ, ততো নিদিধ্যাসনপরিপাকেন যতাস্থানঃ
পরমাত্মন্তেবৈকাগ্রচিত্তাঃ, এতাদৃশাশ্চ দ্বৈতাদর্শনে সৰ্বভূতহিতে রতাঃ হিংসাশূন্যা ব্রহ্মবিদে
ব্রহ্মনির্বাণং লভন্তে । “যস্মিন্ সৰ্বাণি ভূতানি আত্মবাত্ত্বিধানতঃ । কো মোহস্তত্র কঃ
শোক একত্বমুপশ্রুতঃ ॥” ইতিশ্রুতেঃ । (বহুবচনম্ তদ্ব্যো যো দেবানামিত্যাदिশ্রুত-
নিয়মপ্রদর্শনার্থম্) ॥ ২৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—লভন্ত ইতি । ঋষয়ঃ সম্যগ্দর্শিনঃ ছিন্নদৈধাঃ ছিন্নসংশয়াঃ যতাস্থানো
জিতচিত্তাঃ ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—এবং বহব এব সাধনসিদ্ধা ভবন্তীত্যাহ লভন্ত ইতি ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায় । মুক্তির আরও
উপায় বিবৃত হইতেছে । প্রথমতঃ যজ্ঞাদির দ্বারা পাপাদি ক্ষয় হইলে
অস্তঃকরণ-শুদ্ধি জন্মে ; তদনন্তর শ্রবণ-মননাদির দ্বারা সর্বপ্রকার সংশয়ের
নিবৃত্তি হয় । তদনন্তর নিদিধ্যাসন দ্বারা পরমাত্মসম্বন্ধে চিত্তের একাগ্রতা
জন্মে । এইরূপ অবস্থায় আর দ্বৈত-দর্শন থাকে না এবং সকল ভূতে
সমদর্শন হেতু হিংসা-দেষ তিরোহিত হইয়া যায় । এতাদৃশ সম্যগ্দর্শী
সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মে নির্বাণ রূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হন । শ্রুতি বলিয়াছেন, “যে
অবস্থায় সকল ভূতকেই আত্ম বলিয়া জ্ঞান জন্মে, তখন এক স্বরূপ ব্রহ্মচার
কোথায় বা মোহ কোথায় বা শোক থাকে ?”

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায় । যাঁহারা দ্বন্দ্বাতীত, তাঁহারা হই “হিঙ্গদৈধাঃ ।” অর্থাৎ তাঁহারা শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি রূপ দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন ; যাঁহারা মনকে আত্মাতেই নিয়মিত করিয়াছেন ; তাঁহারা “যতাত্মানঃ ।” যাঁহারা আত্মবৎ ভূত-সমূহের হিত-সাধনেই রত, তাঁহারা “সর্বভূতহিতে রতাঃ ।” তাদৃশ ঋষি অর্থাৎ আত্মা-বলোকন-পরায়ণ ঋষিগণের আত্ম-প্রাপ্তির বিরোধী কল্মষের শেষ হওয়ায় ব্রহ্মনির্ব্বাণ-প্রাপ্তি ঘটে ॥ ২৫ ॥

কাম-ক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।

অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥২৬॥

অন্বয় ।—কামক্রোধবিমুক্তানাং (কাম-ক্রোধভ্যাং বিমুক্তানাং) বিদিতাত্মনাং (জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানাং) যতীনাং (যতচেতসাং) অভিতঃ (উভয়তঃ জীবতাং মৃতানাঞ্চ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (মোক্ষঃ) বর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—কামক্রোধবিমুক্ত আত্মতত্ত্বজ সংযত-চিন্ত সম্যাসি-গণের উভয়ত্র মোক্ষ আছে ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—কামক্রোধ-বিরহিত, সংযতাত্ত্বকরণ, ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারবান্ সম্যাসিদিগের জীবন ও মরণ উভয় অবস্থাতেই মোক্ষ-লাভ ঘটিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিঞ্চ কামেতি । কামক্রোধবিমুক্তানাং কামশ্চ ক্রোধশ্চ কাম-ক্রোধৌ ভাভ্যাং বিমুক্তানাং যতীনাং সম্যাসিনাং যতচেতনাং সংযতাত্ত্বকরণানাং অভিতঃ উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষো বর্ত্ততে । বিদিতাত্মনাং বিদিতো জ্ঞাত আত্মা যেষাং তে বিদিতাত্মানন্তেষাং বিদিতাত্মনাং সম্যগ্দর্শিনা-মিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরি ।—পূর্ব্বং কামক্রোধম্মোবেগঃ সোঢ়ব্যো দর্শিতঃ, সম্প্রতি তাবেব ত্যাগ্যাবিত্যাহ কিঞ্চেতি । নহু দর্শিতবিশেষবতাং মৃতানামেব মোক্ষো ন জু জীবতামিতি চেন্নত্যাহ অভিত ইতি । অন্যদাদীনামপি তর্হি প্রভূতকামাদিপ্রভাববিধূরাণাং কিমিতি মোক্ষো ন ভবতীত্যশঙ্ক্য সম্যগ্জ্ঞানবৈশেষ্যাত্যাদিত্যাহ বিদিতেতি । উক্তেহর্থে শ্লোকাক্ষরাণামবয়বমাচষ্টে কামক্রোধেত্যাধিনা ॥ ২৬ ॥

রামানুজ ।—উক্তগুণানাং ব্রহ্মাত্মস্থলভমিত্যাহ কামেতি । কামক্রোধবিযুক্তানা-
মিতি, যতীনাং যত্নশীলানাং যতচেতসাং নিয়মিতমনসাং জিতাশ্বনাং বিজিতমনসাং
ব্রহ্মনির্কাণমভিতো বর্ততে । এবমুতানাং হস্তস্বং ব্রহ্মনির্কাণমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

হনুমান্ ।—কামেতি । কামক্রোধবিযুক্তানাং কামশ্চ ক্রোধশ্চ তৌ কামক্রোধৌ
তাভ্যাং বিযুক্তানাং যতচেতসাং সংযতাস্তঃকরণানাং অভিতঃ উভয়তঃ জীবতাং মৃতানাঞ্চ
ব্রহ্মনির্কাণং মোক্ষো বর্ততে । বিদিতাশ্বনাং বিদিতো জাতঃ আশ্বা যেষাং তে
বিদিতাশ্বনাঃ, তেষাং সম্যগ্दर्শিনাং যতীনাং সম্যাসিনাং সত্ত্বো মুক্তিঃ । অতঃ কৰ্ম্মযোগ-
শ্চেশ্বর্যপীতসৰ্ব্বভাবেনৈবৈ ব্রহ্মণ্যাধায় ক্রিয়মাণঃ সম্বৃত্তিজ্ঞানদ্বারেণ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসম্মাসঃ
ক্রমেণ মোক্ষায়তি ভগবান্ পদে পদে এবীতীহ বক্ষ্যতি চ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ কামেত্যাदि । কামক্রোধাভ্যাং বিযুক্তানাং যতীনাং সম্যাসিনাং
সংযতচিত্তানাং জ্ঞাতাশ্বতশ্বানামভিত উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ ন দেহাস্তএব তেষাং
ব্রহ্মণি লয়োহপি তু জীবতামপি বর্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

বলদেব ।—ঈদৃশান্ পরমাত্মাপানুবর্ততে ইত্যাহ কামেতি । যতীনাং প্রবন্ধবতাং
তানভিতো ব্রহ্ম বর্তত ইত্যর্থঃ । যুক্তম্, “দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈর্মমংস্তুকুৰ্ম্মবিহঙ্গমাঃ । স্বাভা-
পত্যানি পুষত্তি তথাহমপি পদ্মজ ॥” ইতি ॥ ২৬ ॥

মধুসূদন ।—পূৰ্ব্বং কামক্রোধয়োৰুৎপন্নয়োৰপি বেগঃ সোঢ়ব্য ইত্যুক্তমধুনা তু
তন্নারুৎপত্তিপ্ৰতিবন্ধ এব কৰ্ত্তব্য ইত্যাহ কাম ইতি । কামক্রোধয়োৰ্কিয়োগস্তদভুৎপত্তিরেব
তদযুক্তানাং কামক্রোধবিযুক্তানাং অতএব যতচেতসাং সংযতচিত্তানাং যতীনাং যত্নশীলানাং
সম্যাসিনাং বিদিতাশ্বনাং সাক্ষাৎকৃতপরমাত্মনাং অভিতঃ উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ
তেষাং ব্রহ্মনির্কাণং মোক্ষো বর্ততে নিত্যত্বাৎ ন তু ভবিষ্যতি সাধাস্বাভাবাৎ ॥ ২৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কিঞ্চ কামেতি । অভিতো জীবতাং মৃতানাঞ্চ বিদিতাশ্বনাং জ্ঞাতাশ্ব-
তশ্বানাম্ ॥ ২৬ ॥

বিধ্বনাথ ।—জ্ঞাতত্বস্পদার্থানাং অপ্রাপ্তপরমাত্মজ্ঞানানাং কিয়তা কালেন ব্রহ্ম-
নির্কাণমুখং জ্ঞাদিত্যপেক্ষারামাহ কামেতি । যতচেতসাং উপরতমনসাং কীর্ণলিঙ্গ-
শরীরগামিতি যাবৎ । অভিতঃ সৰ্ব্বতো ভাবেনৈব বর্ততে এবেতি ব্রহ্মনির্কাণে তত্ত্ব
নৈবাতিবিলম্বমিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—কাম-ক্রোধের বেগ দমন করা আবশ্যিক ; এই তত্ত্ব
পূর্বে পরিব্যক্ত হইয়াছে । হৃদয়ে এককালে কাম-ক্রোধের উৎপত্তি না
হওয়াই, যে পরম মঙ্গলজনক, তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে । যাঁহাদের
হৃদয় কাম-ক্রোধের উৎপত্তি পরিশূন্য, তাঁহারা সতত তদুভয়ের শাসন-
সম্ভাবনা বিরহিত এবং সংযতচিত্ত । ‘তাৎদৃশ’ পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ সম্যাসিগণের

জীবন ও মৃত্যু উভয় দশাতেই ব্রহ্ম-নির্বাকরূপ মোক্ষ লাভ হয়। তাঁহাদের মোক্ষ নিত্য ; ক্রিয়া দ্বারা ক্রবিশ্যৎকালে তাহা লাভ্য নহে এবং উপায়ান্তরের সাপেক্ষ নহে ॥ ২৬ ॥

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যং চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিযু নির্মোক্ষপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৭। ২৮ ॥

অর্থঃ ।—বাহ্যান্ স্পর্শান্ (রূপরসগন্ধাদীন) বহিঃ কৃত্বা চক্ষুঃ চ ভ্রুবোঃ অন্তরে এব [কৃত্বা] নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ (কুস্তকেন) কৃত্বা যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ (যতাঃ সংযতাঃ ইন্দ্রিয়মনো-বুদ্ধয়ো যন্ত সঃ) মোক্ষপরায়ণঃ (মোক্ষ এব পরময়নং প্রাপ্যং যন্ত) বিগত-ভয়-ইচ্ছা-ক্রোধঃ যঃ মুনিঃ সঃ সদা মুক্ত এব ॥ ২৭। ২৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—বাহ্য-বিষয়-সমূহ বহিষ্কৃত করিয়া এবং নয়ন ক্রম্বয়ের মধ্যে-ই [করিয়া] নাসিকা-মধ্য-প্রবাহী প্রাণ-অপান-বায়ুকে সমান করিয়া ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-সংযমী মোক্ষ-পরায়ণ বাসনা-ভীতি-ক্রোধ-বিরহিত যে সন্ন্যাসী, তিনি সর্বদা মুক্ত-ই ॥ ২৭। ২৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—যিনি হৃদয় হইতে বিষয়-বাসনা বিদূরিত করিয়া, ক্রম্বয়ের মধ্য প্রদেশে দৃষ্টি সংস্থাপিত করিয়া এবং কুস্তক দ্বারা বায়ুকে স্থির করিয়া, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়াছেন, যাঁহার মোক্ষই একমাত্র গতি, যিনি বাসনা, ভয় ও ক্রোধ পরিশূন্য, তাদৃশ সন্ন্যাসী পুরুষ সতত মুক্তির অধিকারী ॥ ২৭। ২৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—সম্যগদর্শননিষ্ঠানাং সন্ন্যাসিনাং সত্ত্বোমুক্তিরূপা কৰ্ম্মবৈগত জ্ঞানার্হিতসৰ্ব্বভাবেনৈবৈব ব্রহ্মণ্যধায় ক্রিয়মাণঃ সৰ্ব্বগুণজ্ঞানপ্রাপ্তিসৰ্ব্বকৰ্ম্মসন্ন্যাসক্ৰমেণ

মোক্ষায়ৈতি ভগবান্ পদে পদেহব্রবীষক্চিতি চ । অথ ইদানীং ধ্যানযোগং সমাগৃদর্শনশাস্ত্ররজং
বিস্তরেণ বক্ষ্যামীতি তত্ত্ব সূত্রস্থানীয়ান্ শ্লোকানুপদিশতি স্ত্র ভগবান্ বাসুদেবঃ স্পর্শানিতি ।
স্পর্শান্ শব্দাদীন কৃৎস্না বহির্বিহান্ শ্রোত্রাদিহ্যারোণাস্তর্কবুদ্ধৌ প্রবেশিতাঃ শব্দাদয়ো
বিষয়স্তানচিস্তয়তঃ শব্দাদয়ো বাহ্য বহিরেব কৃতা ভবন্তি, তানেবং বহিঃ কৃৎস্না চক্ষুশ্চৈ-
বাস্তরে ক্রবোঃ কৃৎস্নাত্মবজ্ঞাতে, তথা প্রাণাপানৌ নাসাত্যস্তরচারিণৌ সমৌ কৃৎস্না ।
যতেজস্র ইতি । যতেজস্রমনোবুদ্ধিঃ যতানি সংযতানি ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিচ্চ যন্ত স
যতেজস্রমনোবুদ্ধিঃ, মননাং মূনিঃ সন্ন্যাসী মোক্ষপরায়ণঃ, এবং দেহসংস্থানো মোক্ষপরায়ণো
মোক্ষএব পরময়নং পরা গতির্ভিক্ষু সৌহরং মোক্ষপরায়ণো মূনির্ভবেৎ । বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধ
ইচ্ছা চ ভয়ঞ্চ ক্রোধচ্চ ইচ্ছাভয়ক্রোধান্তে বিগতা যন্তাং স বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ, য এবং
বর্ততে সদা সন্ন্যাসী মুক্ত এব স ন তন্ত মোক্ষেহন্তঃ কর্তব্যোহস্তি ॥ ২৭ । ২৮ ॥

আনন্দগিরি ।—বৃত্তমনুত্তোত্তরশ্লোকত্রয়স্ত তাৎপর্যার্থমাহ সমাগৃদর্শনেতি ।
ঈশ্বরার্চিতসর্বভাবেনৈতি । ভগবতি পরশ্রীধরে সমর্পিতঃ সর্বেষাং দেহেজস্রময়নসাং
ভাবশ্চেষ্টাষিষো ন কচিদপি বহিস্তেষাং ব্যাপারস্তেনেতাধঃ । কর্মযোগস্ত তৎফলস্ত
চাভিধানানস্তরমিত্যর্থশব্দার্থঃ । অতো বাহ্যানাং বিষয়াণাং কূতো বহিষ্করণমিত্যাশঙ্ক্যাহ
শ্রোত্রাদীতি । তেষাং বহিষ্করণং কৌতুহিত্যাশঙ্ক্যাহ তানিতি । বিষয়প্রাবল্যং পরিত্যজ্য
চক্ষুরপি ক্রবোর্মধ্যে বিক্ষেপপরিহারার্থং কৃৎস্না প্রাণাপানৌ নাসাত্যস্তরচরণশীলৌ সমৌ
নানাধিকবর্জিতৌ কুন্তকেন নিরুদ্ধৌ কৃৎস্না করণানি সর্বাণ্যেবং সংযম্য প্রাণায়ামপরো
ভূত্বা কিং কুর্য়াদিত্যপেক্ষায়ামাহ যতেজস্রয়েতি । ইন্দ্রিয়াদিসংযমং কৃৎস্না মোক্ষমেবাপেক্ষমাণো
মননশীলঃ শ্রাদিত্যর্থঃ । জ্ঞানাতিশয়নিষ্ঠস্ত সর্বদেচ্ছাদিশূন্তস্ত সন্ন্যাসিনো মুক্তেরনান্না-
সসিদ্ধয়স্ত তন্ত কিকিদ্দপি কর্তব্যমন্তীতাহ বিগতেতি । পূর্বাধীক্ষরাণি ব্যাকরোতি
যতেত্যাদিনা । দ্বিতীয়াধীক্ষরাণি ব্যাচষ্টে বিগতেত্যাদিনা ॥ ২৭ । ২৮ ॥

রামানুজ ।—উক্তং কর্মযোগং স্বলক্ষ্যভূতযোগশিরস্তুমুপসংহরতি স্পর্শানিতি
ছাভ্যাম্ । বাহ্যান্ বিষয়স্পর্শান্ বহিঃ কৃৎস্না বাহ্যেজস্রব্যাপারং সর্বমুপসংহৃত্য যোগযোগ্যাসন
ঋজুকায় উপবিষ্ট চক্ষুর্ক্রবোরস্তরে নাসাগ্রে বিনস্ত নাসাত্যস্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ
কৃৎস্না উচ্ছ্বাসনিবাসৌ সমগতী কৃৎস্নাবলোকনাদন্তত্র অপ্রবৃত্তানর্হোজস্রমনোবুদ্ধিঃ ।
অতএব বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো মোক্ষপরায়ণো মোক্ষৈকপ্রয়োজনো মূনিরাত্মাবলোকনশীলো
যঃ সদা মুক্ত এব সঃ সাধ্যদশায়ামিব সাধনদশায়ামপি মুক্ত এব স ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ । ২৮ ॥

হনুমান্ ।—অথেনানীং সমাগৃদর্শনশাস্ত্ররজং ধ্যানযোগং বিস্তরেণ বক্ষ্যামীতি, তত্র
সূত্রস্থানীয়ান্ শ্লোকানুপদিশতি স্পর্শানিতি । স্পর্শান্ শব্দাদীন বহিঃ কৃৎস্না বাহ্যান্ শ্রোত্রাদি-
হারোণাস্তরে বুদ্ধৌ প্রবেশিতাঃ শব্দাদয়ো বিষয়স্তানচিস্তয়তো বাহ্য বহিরেব কৃতা ভবন্তি,
তানেব বহিঃ কৃৎস্না চক্ষুশ্চৈবাস্তরে, ক্রবোঃ কৃৎস্নাত্মবজ্ঞাতে । তথা যতেজস্রমনোবুদ্ধিঃ
যতানি ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিচ্চ যন্ত সঃ যতেজস্রমনোবুদ্ধিঃ, মননামূনিঃ সন্ন্যাসী মোক্ষ-

পরায়ণো মোক্ষ এব পরময়নঃ পরা গতির্যশ্চ স মোক্ষপরায়ণো মুনির্ভবেৎ । বিগতেচ্ছাভয়ক্ৰোধঃ ইচ্ছা চ ভয়ঞ্চ ক্ৰোধশ্চ ইচ্ছাভয়ক্ৰোধাঃ বিগতা ইচ্ছাভয়ক্ৰোধা যশ্চ সং, য এবং বর্ততে স সন্ন্যাসী সন্নিমুক্ত এব নাস্ত মোক্ষাদিত্যঃ কৰ্ত্তব্যোহস্মি ॥ ২৭ । ২৮ ॥

শ্রীধর ।—স যোগী ব্রহ্মনির্বাণমিত্যাदिषু যোগী মোক্ষমবাগ্নোত্তীত্বাং তমেব যোগং সংক্ষেপেণাহ স্পর্শানিতি স্বাভ্যাম্ । বাহ্য এব স্পর্শা রূপরসাদয়ো বিষয়াশ্চিস্তিতাঃ সন্তোহস্তঃ প্রবিশন্তি তাংস্তচ্চিস্তিত্যাগেন বহিরেব কৃৎস্না চক্ষুর্কবোরস্তরে ক্রমধ্যে এব কৃৎস্না অত্যন্তঃ নেত্রয়োনিমীলনে নিদ্রয়া মনো লীয়তে, উন্মীলনে চ বহিঃ প্রসরতি তদ্ব্যভ্যাসদোষপরিহারার্থমর্কনিমীলনে ক্রমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ । উচ্ছাসনিব্বাসরূপেণ নাসিকরোরভ্যন্তরে চরন্তো প্রাণাপানাবৃদ্ধাধোগতিরোধেন সমো কৃৎস্না কুন্তকং কৃৎস্নেত্যর্থঃ । যথা প্রাণোহয়ং যথা ন বহিনির্বাতি যথা বাপানোহন্তর্ন প্রবিশতি কিন্তু নাসামধ্য এব দ্বাবপি যথা চরতস্তথা মন্দাভ্যাসুচ্ছাসনিব্বাসাভ্যাং সমো কৃৎস্নেতি । যতেতি । অনেনোপায়েন যতাঃ সংযতা ইঞ্জিয়মনোবুদ্ধয়ো যশ্চ, মোক্ষ এব পরময়নঃ প্রাপ্যং যশ্চ, অতএব বিগতা ইচ্ছাভয়ক্ৰোধা যশ্চ, এবমুতো যো মুনিঃ স সদা জীবন্তপি মুক্তএবেত্যর্থঃ ॥ ২৭ । ২৮ ॥

বলদেব ।—অর্থ কর্মণা নিকামেণ বিমুক্তমনাঃ সমুদিতাত্মজ্ঞানস্তদর্শনায় সমাধিঃ কুর্যাদিতি সাক্ষং যোগং হৃচরগ্রাহ স্পর্শানিতি । স্পর্শাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তে বাহ্য এব স্মৃতাঃ সন্তো মনসি প্রবিশন্তি তাংস্তৎস্বতিপরিত্যাগেন বহিকৃতা বিষয়েভ্যো মনঃ প্রত্যাহতোত্যর্থঃ । কবোরস্তরে মধ্যে চক্ষুশ্চ কৃৎস্না নেত্রয়োঃ সন্নিমীলনে নিদ্রয়া মনসো লয়ঃ, প্রোন্মীলনে চ বহিস্তশ্চ প্রসারঃ স্তাৎ, তদ্ব্যভ্যাসিনিব্বৃত্তয়েহর্কনিমীলনে ক্রমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ । তথা নাসাভ্যন্তরচারিণো প্রাণাপানাবৃদ্ধাধোগতিনিরোধেন সমো তুল্যো কৃৎস্না কুন্তিকৃত্যর্থঃ । যতেতি । এতেনোপায়েন যতা আত্মাবলোকনায় স্থাপিতা ইঞ্জিয়াদয়ো যেন স মুনিরাশ্রমনশীলঃ মোক্ষপরায়ণো মোক্ষৈকপ্রয়োজনঃ, অতো বিগতেচ্ছাদিঃ । ঈদৃশো যঃ সর্বদা ফলকালবৎ সাধনকালেহপি মুক্ত এব ॥ ২৭ । ২৮ ॥

মধুসূদন ।—পূর্বমীশ্বর্যপিত্তসর্বভাবশ্চ কর্মযোগেনাস্তঃকরণশুদ্ধিততঃ সর্বকর্ম-সন্ন্যাসঃ, ততঃ শ্রবণাদিপরশ্চ তত্ত্বজ্ঞানং মোক্ষসাধনমুদেত্তীত্বাং, অধুনা স যোগী ব্রহ্মনির্বাণমিত্যত্র হৃচিতম্, ধ্যানযোগং সম্যগদর্শনশাস্ত্ররঙ্গসাধনং বিস্তরেণ বক্তুং স্বত্বস্থানীয়ান্ জীন্ শ্লোকানাহ ভগবান্ । এতেষামেব বৃত্তিস্থানীয়ঃ কৃৎস্নাঃ যতোহধ্যায়ো ভবিষ্যতি । তত্রাপি স্বাভ্যাং সংক্ষেপেণ যোগ উচ্যতে, তৃতীয়েন তু তৎকলং পরমাত্মজ্ঞান-মিতি বিবেকঃ । স্পর্শানিতি । স্পর্শান্ শব্দাদীন্ বাহ্যান্ বহির্ভাবানপি শ্রোত্রাদিধারা তত্ত্বদা-কারান্তঃকরণবৃত্তিভিন্নতঃপ্রবিষ্টান্ পুনর্বহিরেব কৃৎস্না পরবৈরাগ্যবশেন তত্ত্বদাকারাং বৃত্তিমুহুৎপাতেত্যর্থঃ । যন্তেতে আন্তরা ভবেয়ুস্তদোপায়সহশ্রেণাপি বহিন্ স্মাঃ স্বভাব-তদপ্রসঙ্গাৎ । বাহ্যনাস্ত রাগবশাদন্তঃপ্রবিষ্টানাং বৈরাগ্যেণ বহির্গমনং সম্ভবতীতি বদিতুং বাহ্যানিতি বিশেষণম্ । তদুনেন বৈরাগ্যমুক্তা অভ্যাসমাহ, চক্ষুশ্চৈবান্তরে ক্রবোঃ

কৃত্বৈত্যমুৎসাহ্যতে, অত্যন্তনিমীলনে হি নিদ্রাখ্যাগ্নয়াশ্চিকা বৃত্তিরেকা ভবেৎ, প্রসারণে তু প্রমাণবিপর্যায়বিকল্পস্বতন্ত্রশতভ্রো বিক্ষেপাশ্চিকা বৃত্তয়ো ভবেয়ুঃ, পক্ষাপি তু বৃত্তয়ো নিরোদ্ধবা ইতি অর্দ্ধনিমীলনে ক্রবোর্মধ্যে চক্ষুষো নিধানম্ । তথা প্রাণাপানৌ সমৌ তুল্যাবুদ্ধাধোগতিবিচ্ছেদেন নাসাভ্যন্তরচারিণৌ কুন্তকেন কৃত্বা । অনেনোপায়েন যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো যন্ত স তথা, মোক্ষপরায়ণঃ সর্ববিষয়বিরক্তা মুনির্মলন-
শীলো ভবেৎ । বিগতেচ্ছাভয়ক্ৰোধইতি বীতরাগভয়ক্ৰোধ ইত্যত্র ব্যাখ্যাতম্ । এতা-
দৃশো যঃ সন্ন্যাসী সদা ভবতি মুক্ত এব সঃ ন তু তন্ত মোক্ষঃ কর্তব্যোহস্মি । অথবা য
এতাদৃশঃ স সদাজীবন্তপি মুক্ত এব ॥ ২৭ । ২৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবং সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানাং সত্ত্বোমুক্তিকৃত্তা, কর্মযোগশ্চ সঙ্গফলত্যাগেন
জৈশ্বরপ্রীত্যর্থমুচ্ছিতঃ সৎসত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ মোক্ষায় ভবতীত্যপ্যুক্তম্ । অবেদানীঃ
সম্যগ্দর্শনস্তাস্তরঙ্গসাধনং ধ্যানযোগঃ বিস্তরেণ বক্ষ্যামীতি তৎসুত্রভূতান্ ত্রীন্
শ্লোকানুপদিশতি স্পর্শানিতি । অত্র উত্তরাধেন প্রাণায়াম উক্তঃ, স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যা-
নিতি প্রত্যাহার উক্তঃ, ক্রবোরন্তরে চক্ষুঃ কৃত্বৈতি ধারণা উক্তা, বিগতেচ্ছাভয়ক্ৰোধ ইতি
সাধনভূতা ফলভূতাশ্চ দ্বিবিধা যমা নিয়মাশ্চ উক্তাঃ, যতেজ্রি ইতি বিতর্কাধাঃ সম্প্রজাতঃ,
যতমন ইতি বিচারাধাঃ, যতবুদ্ধিরিত্যানন্দান্বিতাখ্যৌ, মোক্ষপরায়ণ ইত্যসম্প্রজাত উক্তঃ,
শেষেণ যোগফলমিতি বিভাগঃ । পাঠক্রমমনমুদ্বার্যক্রমেণাক্ষরার্থঃ স্পষ্টীকিয়তে । তত্র
বিগতেচ্ছো বিগতভয়ো বিগতক্ৰোধ ইতি সম্বন্ধঃ, যো হি ইচ্ছাবান্ স ইষ্টসিদ্ধার্থং হিংসা-
নৃতন্তেষজ্ঞাপরিগ্রহানিচ্ছেৎ, অতো বিগতেচ্ছপদেন তদ্বিপর্যায়ান্ “অহিংসাসত্যাস্তেষ-
ত্রাক্ষর্যাপরিগ্রহা যমাঃ” ইতি সূত্রোক্তান্ যমান্ লক্ষয়তি, তথা ভয়ং যোচ্ছেদশকা তস্মা
হ্যদ্বিগ্নো ন “শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়ৈশ্বরপ্রাধানানি নিয়মাঃ” ইতি সূত্রোক্তান্ নিয়মান্
স্বীকর্তুমিচ্ছেদতো বিগতভয় ইত্যনেন তেষাং গ্রহণং, তথা ক্রোধাক্রান্তো মৈত্র্যাদীন্ ভাবয়ি-
তুমশক্তশ্চিত্তপ্রসাধনং কর্তুং ন শক্নোতি, “তচ্চ মৈত্রীকরণমুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যা-
পুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাধনম্” ইতি সূত্রিতম্, তত্র বিগতক্ৰোধঃ শান্তপ্রকৃতিত্বাৎ
সুখিতেষু মৈত্রীং পরন্তোষ্টেন মমৈবেষ্টমিদং জ্ঞাতমিতি ভাবয়েৎ, তথা দুঃখিতেষু করুণাং,
পুণ্যবৎসু সুদিতাং, পাপবৎসুপেক্ষাঞ্চ ভাবয়েৎ, ন চৈতেন প্রসাধনেন বিনা চিত্তাদর্শন্ত
নৈশ্রল্যাৎ ভবতি, এবং সাধনাবস্থায়ঃ যমনিয়মচিত্তপ্রসাধনানাং সিদ্ধার্থঃ বিগতেচ্ছাভয়-
ক্ৰোধত্বমীপ্সিতং, এবং ফলাবস্থায়ামপি তদীপ্সিতং, তথাহি সম্প্রজাতসমাধিকলভূতারাং
মধুমত্যাং যোগভূমৌ স্থিতং যোগিনং প্রতি দ্বিবাঃ কামা উপতিষ্ঠন্তে, তত্রাপি বিগতেচ্ছ-
মিষ্টং, তথাহি “স্বাস্থ্যপনিমজ্জণে সঙ্গস্নায়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ” ইতি সূত্রিতং, স্থানিনো
দেবাঃ তৈঃ উপনিমজ্জণে ইহাস্তাত্যমিমে রম্যাবসথা ইয়া রম্যা রামা ইমানি জরামরণহরাপি
রসায়নানি ইমে বয়ং কিঙ্করাঃ স্বপুণ্যার্জিতমিদং স্থানং ত্বয়া ভূত্বাত্যমিতি প্রার্থনারাং
ক্রিয়মাণারাং সঙ্গো লিপ্সা তত্র ন কর্তব্যা, নাপি তন্নাষ্টেনাশ্বনো মহাতাগত্বং দেবপ্রার্থনঃ

মহা গর্ভো পি কর্তব্যঃ, তয়োঃ সঙ্গস্বয়য়োঃ ত্রংশহেতুত্বাদিত্যিত্যর্থঃ, তথা ভয়মপি দ্বিবিধং
 যোগাস্তরায়জং বিতর্কজঞ্চ তত্রাশ্রয়ঃ “ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালম্ব্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালকৃত্তমি-
 কত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপান্তেহ স্তরায়ঃ,” “দুঃখদৌর্গন্ধনশ্রাদ্ধমেজরসক্কাংস প্রাধান্যবিক্ষেপসহ-
 ভুবঃ” ইতি সূত্রাত্মাকং, স্ত্যানং অকর্ষণাতা, অবিরতিরবৈরাগ্যং, অঙ্গমেজরসং কম্পবায়ুঃ,
 বিতর্কী হিংসাদয়স্তজ্জঞ্চ ভয়ং, আত্মস্ত নিবারণং ঈশ্বরপ্রণিধানেন, তথা চ সূত্রিতং, “ততঃ
 প্রত্যক্চেতনাধিগমোহস্তরায়াতাবশ্চ” ইতি, তত ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ, দ্বিতীয়স্ত প্রতিপক্ষভাবনেন,
 তথা চ সূত্রিতং “বিতর্কবোধেন প্রতিপক্ষভাবনম্” ইতি, “বিতর্কী হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতাহুমোদি-
 তালোভক্ৰোধমোহমূল্য মূহমধ্যমাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তকলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্” ইতি চ,
 আদিপদাদনৃত্তস্তেয়াদয়ঃ, হিংসাদয়ঃ প্রত্যেকং কৃতকারিতাহুমোদিতভেদেন ত্রিবিধাঃ,
 তেহপি প্রত্যেকং লোভাদিমূলকত্বেন ত্রিবিধাঃ, তেহপি মূহমধ্যমাধিমাত্রভেদেন প্রত্যেকং
 ত্রিবিধাঃ, তে চ মূলভূতা বিতর্কাঃ ত্রয়ঃ চত্বারঃ পঞ্চ অধিকা বা ত্রিগুণিতা একাশীতি-
 রষ্টোত্তরশতং পঞ্চত্রিংশদধিকং শতং অধিকা বা ভবন্তি, শাখা প্রশাখাভেদেনানন্তাশ্চ
 দুঃখরূপমজ্ঞানরূপকানন্তকলং যেষাং তে দুঃখাজ্ঞানানন্তকলা ইত্যানয়া প্রতিপক্ষভাবনয়া তে
 নিবর্তনীয় ইতি এবং যমনিয়মচিত্তপ্রসাধনপ্রতিপক্ষভাবনৈর্নিরস্তরায়ঃ মূহকৃতচিত্তো যোগী
 বিবিক্তদেশে আসীনঃ সম্ভবাদিত্যিত্যয়েন স্থিরসুখমাসনমধ্যাসীত তত্র দেশাসনে শ্রয়তে,
 “সমে শুচৌ শর্করবহ্নিবালুকাবিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ । মনোহরকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে
 শুহানিবাতাশ্রয়ে প্রযোজয়েৎ । ত্রিরস্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীশ্রিয়ানি মনসা সগ্নিরুখা ।
 ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি ॥” ইতি, (চক্ষুরিত্যত্র বিসর্গ-
 লোপশ্চান্দসঃ), ত্রিরস্নতং কটিবন্ধকঙ্করাপ্রদেশেষু স্নতং ততো জিতাসনঃ প্রাণায়ামমভ্যাসেৎ,
 তেন হি মন্দগতো প্রাণে সতি তদমুসারি মনোহপি চাক্ষুশ্যং ত্যজতি, নো চেদ্বায়ুবিক্ষেপেন
 বিক্ষিপ্যতে । তত্র প্রাণজয়প্রমাণম্, “প্রাণান্ প্রপীড়্যেহ সংযুক্তচেষ্ঠঃ ক্রোধে প্রাণে নাসিকরো-
 চ্ছনীতা” ইতি শ্রুতাক্তমেব সংগৃহ্যতি । প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভাস্তরচারিণ্যবিত ।
 প্রাণাপানৌ সমৌ তুল্যৌ উজ্জ্বাধোগতিবিচ্ছেদেন নাসাভাস্তরচারিণৌ কুস্তকেন কৃত্বা
 ততো বাহ্যান্ বহির্ভবান্ স্পর্শান্ বিষয়সংক্কাং ইজ্জিরযারা নিতাঃ শুষ্কবুদ্ধৌ ক্রিয়মাণান্
 যোগী ইজ্জিরাণাং প্রত্যাহরণেন তান্ বহিরেব কুর্যাৎ, ততো বিষয়েভ্যো ব্যাবৃত্তেষ্ণু
 করণেষু স্বপ্নকালে ইবাস্তম্বনোমাত্রোণাবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ । ইমং প্রত্যাহারং কর্তুমশক্তস্তা-
 বিরক্তস্ত কা গতিরিত্যত আহ চক্ষুশ্চৈবাস্তরে ক্রবোরিত্যিতি । চক্ষো বাধে, চক্ষুরেব বা
 ক্রবোরস্তরে কুর্যাৎ খেচরী মুদ্রামভ্যাসেদিত্যর্থঃ । সা চোক্তা যোগসারে, “লম্বিকোর্ধ-
 স্থিতে গুপ্তে জিহ্বাং ব্যাবৃত্য ধারয়েৎ । দৃঢ়াসনশ্চিরং তিষ্ঠেৎ মুদ্রেণ খেচরী, মতা ।
 জমধ্যমুষ্টিরপোষা মহাদেবেন কীৰ্ত্তিতা ॥” ইতি । য এবং সর্বোহপি বাহ্যে বিষয়ে
 সূর্য্যাদৌ সংযমো যথোক্তং প্রত্যাহারমমুষ্ঠাতুমশক্তান্ প্রত্যেবোপদিষ্টত ইতি জ্ঞেয়ম্,
 যতেজ্জিহ্ব ইতি । যস্মিন্ কস্মিন্চিৎ, স্থলে বিষয়ে সূর্য্যে তদ্রশ্মিষু বা বিকুপ্রতিমায়াঃ

বা অনাহতধ্বনৌ বা অন্ত্রজ বা চক্ষুরাদ্যতমদ্বারা মনো ধারণে, তচ্চ মনস্তদ্বিষয়-
 কারতাং প্রাপ্তং তদ্রূপে স্থিরাভ্যাসেন বিশ্রান্তং স্বদেহমপি ন পশুতি, সেয়ং মহাবিদ্দিহা
 নাম ধারণা, অস্তাং সিদ্ধারামিচ্ছিন্নগণঃ স্বং স্বং বিষয়ং ন তু গৃহ্নাতি, সোহয়ং বহিবিষয়ঃ
 প্রত্যাহারঃ পূর্বোক্তস্বাস্তর ইতি ভেদঃ । অতএব তয়োস্তল্যাকলঙ্ঘং সূত্রিতম্, “ততঃ কীরতে
 প্রকাশাবরণম্” ইতি । ততঃ অভ্যস্তরপ্রত্যাহারং, তথা বহিরকল্পিতা বৃত্তিমহাবিদেহা
 তৎসংযমাৎ প্রকাশাবরণক্ষয় ইতি, যদা চিত্তং দেহমবিস্থতৌব হঠেন পুরস্থিতমূর্ত্যাজ্জাকারং
 ক্রিয়তে তদা সা চিত্তস্ত মূর্ত্যাকারতাক্রুপা বৃত্তিঃ কল্পিতা, যদা তু নিরবশেষেণ দেহং
 বিস্মৃত্য চেতঃ কেবলং ধোয়াকারমাত্রং ভবতি তদা সা মহাবিদেহা নাম ধারণা, তস্তা
 অপি ফলং তদেব তৎসংযমাৎ, তস্তাং চেতসো নিগ্রহাৎ প্রকাশাবরণক্ষয়ো ভবতি, সোহয়ং
 বাহ্যবিষয়ঃ সমাধিঃ । বিতর্কাত্মো দ্বিবিধঃ সবিতর্কনির্কর্তকভেদাৎ, তত্রাত্মস্ত লক্ষণং
 সূত্রিতং, “শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কী” ইতি, সবিতর্কী নাম সমাপত্তিঃ সমাধি-
 রিত্যর্থঃ । যদা বিষ্ণুপ্রতিমাদৌ পূর্বাপরামুসন্ধানেন শব্দার্থোল্লেখেন চ ভাবনা প্রবর্ততে
 তদা সবিতর্কী সমাপত্তিঃ, অস্মিন্নোল্লেখনে পূর্বাপরামুসন্ধানেন শব্দার্থোল্লেখনমন্তরেণ
 ভাবনা প্রবর্ততে তদা নির্কর্তকী নাম সমাপত্তিঃ । তথা চ সূত্রং, “স্মৃতিপরিপ্তকৌ
 স্বরূপশূন্তো বার্থমাত্রনির্ভাসা নির্কর্তকী” । স্মৃতেঃ, শব্দার্থস্মরণস্ত পরিপ্তকৌ বর্জনে সতি
 ভাবয়িতুঃ স্বরূপেণ শূন্তা তদাহমিদং ভাবয়ামীত্যেবমাকারা বৃত্তিরপি ভাবয়িতুর্নাস্তীবেতি
 ভাতি, যতোহর্থমাত্রনির্ভাসা ধোয়ার্থমাত্রমস্তাং ভাসতে নন্তুদৃশিতি সূত্রার্থঃ, অস্তাং সিদ্ধায়াং
 ‘যোগী জিতেন্দ্রিয় ইত্যুচ্যতে । জিতমনা ইতি অভ্যস্তরপ্রত্যাহারপূর্বকং যদা মনঃ কল্পিতে
 সূত্রে বিষয়ে পূর্ববচ্ছব্দার্থোল্লেখপূর্বকং তদ্বর্জক মনসো ভাবনা প্রবর্ততে তদা তে উভে
 সমাপত্তৌ সবিচারনির্কর্তারাত্মো ভবতঃ, তথা চ সূত্রম্, “এতস্বৈব সবিচারী নির্কর্তারা চ
 সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা” ইতি, অত্র সূক্ষ্মবিষয়েতি গ্রহণাৎ পূর্বস্তাং, সূক্ষ্মবিষয়ত্বং গম্যতে,
 এতস্বৈব দ্বিবিধবিতর্কসমাপত্তৌব নির্কর্তারসমাপত্তৌ দৃঢ়ায়াং যোগী জিতমনা ইত্যুচ্যতে,
 যদা পুনশ্চেতসো মূর্ত্যাকারতাং পরিত্যজ্য সত্ত্বোদ্ভেকাৎ সমষ্টিমনোময়বিষয়া অহমেবেদং
 সযোহস্মীত্যেবমাকারা ভাবনা প্রবর্ততে সোহয়ং সানন্দঃ সমাধিঃ, যদা তু তামপি ভাবনাং
 পরিত্যজ্য বিষয়বেদনমন্তরেণাস্মীত্যেবাত্মাত্মাকারা ভাবনা প্রবর্ততে সা অস্মিতা,
 অস্মিতাহকারয়োর্ভেদস্ত ক্রমেণ বিষয়তৈবমুখ্যতদাভিমুখ্যমাত্রকৃতঃ, যথৈক এব পূর্বাভিমুখঃ
 পশ্চিমাভিমুখশ্চেতি তদ্বৎ, অস্তামবস্থায়ং যোগী বুদ্ধিতো বিবিক্তস্ত ত্পদার্থস্ত সাক্ষাৎকারাৎ
 জিতবুদ্ধিরিউচ্যতে, তদেতচ্ছব্দঃ জিতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিরিতি । এতান্তেব প্রাধান্যানি
 গুণপর্কুণ্যুচ্যন্তে । তথা চ সূত্রম্, “বিশেষাবিশেষালক্ষমাত্রা লিঙ্গানি গুণপর্ক্যাণি” ইতি, তত্র
 বিশেষাঃ সূক্ষ্মভূতানি একাদশেন্দ্রিয়াণি চ অবিশেষাঃ পৃক্ক তন্মাত্রাণি অহকারশ্চ লিঙ্গমাত্রাঃ
 বৃহত্তত্বং অলিঙ্গং প্রধানং তত্র বিশেষাদবিশেষং প্রবিবিক্তো যোগিনো দৈনন্দিনলয়াভ্যাসাৎ
 সমন্বানীন্দ্রিয়াণি লীয়ন্তে, স লয়ঃ বহির্মুখান্তেব বা ভবন্তি ন বিক্লেপঃ, এবমবিশেষেভ্যো

লিঙ্গমাত্রং প্রবিবিক্তোহপি লয়বিক্ষেপো স্তঃ, লিঙ্গমাত্রাৎ পরং পুরুষং প্রবিবিক্তোহপি তৌ স্তঃ, তাবেতৌ লয়বিক্ষেপৌ চেয়ো শ্রয়েতে, “লয়বিক্ষেপরহিতং মনঃ কৃতা স্থনিশ্চলম্। যদা যাত্যমনীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্” ইতি। এতেষু ত্রিষু লীনেষাণ্ডঃ স্পৃষ্ট এব দ্বিতীয়ো বিগলিতদেহাহঙ্কারত্বাষ্টদেহসংজ্ঞঃ, তৃতীয়ঃ প্রকৃতিলয় ইতি, এতয়োঃ সমাধিগৌণঃ। অতএব সূত্রিতং, “ভবপ্রত্যয়োবিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্” ইতি। ভবপ্রত্যয়ো জন্মান্তরহেতুরেবাং সমাধিৰ্ভবতি, যদা জন্মান্তরে এতবাং জন্মনৈব সমাধিসিদ্ধিঃ পক্ষিণামাকাশগমন-সিদ্ধিবদ্ভবতীতি সূত্রার্থঃ। সর্বথাপি তেবাং সত্ত্বোমুক্তির্নাশ্তীতি সিদ্ধম্। যদা তু অস্মিতা-মাত্রস্তাপি নির্বিকল্পে চিন্মাত্রে লয়ো ভবতি তদা অয়ং বিদ্বান্ কৈবলাৎ স্বর্গমেষণমাধ্যাত্ম্য-মমুভবতি। সমধিকৃত্য শ্রয়েতে, “রূপমেকং ক্রতুশতস্ত চতুঃসপ্তত্যা যৎ ফলং তদবাপ্নোতি” ইতি, অয়মেব মোক্ষাধাঃ পরং অয়নং প্রাপ্য স্থানং যন্ত স মুনির্মোক্ষপরায়ণ ইত্যাচ্যতে, যতোহস্তমেবাবস্থায়াং যোগী জীৱমুক্ত ইত্যাচ্যতে। বিগতেচ্ছাত্তয়াক্রোধ ইতি পাদঃ প্রাগেব ব্যাখ্যাতঃ। য এবমুভূতঃ স সদা মুক্তঃ বদ্ধপ্রতীতিকালেহপি স মুক্ত এবাস্তি, অজ্ঞানমাত্রাবাবধানান্মুক্তেঃ, এতেনাহঙ্কারাদেবকৃত্ত কালত্রয়েহপি অসত্ত্বোক্ত্যা মিথ্যাস্বং দর্শিতম্ ॥ ২৭। ২৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—তদেবমীশ্বর্যপিতনিকামকর্মযোগেনাস্তঃকরণশুদ্ধি, ততো জ্ঞানং ত্বম্পদার্থবিষয়কম্, ততস্তৎপদার্থজ্ঞানার্থং ভক্তিঃ, তদ্বৎজ্ঞানেন গুণাভীতেন ব্রহ্মানুভব ইত্যুক্তম্। ইদানীং নিকামকর্মযোগেন শুদ্ধাস্তঃকরণশ্রাষ্টাব্যোগং ব্রহ্মানুভবসাধনং জ্ঞান-যোগাদপ্যাক্রষ্টেত্বেন ষষ্ঠাধ্যায়ে এব বক্তুং তৎসূত্ররূপং শ্লোকত্রয়মাহ স্পর্শানিতি। বাহ্য এব শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ স্পর্শশব্দবাচ্যাঃ। মনসি প্রবিষ্টা য়ে বর্তন্তে তান্, তস্মান্মনসঃ সকাশাৎ বহিষ্কৃত্য বিষয়েভ্যো মনঃ প্রত্যাহৃত্য ইত্যর্থঃ। চক্ষুশ্চ ক্রবোরন্তরে মধ্যে কৃতা নেত্রয়োঃ সম্পূর্ণনিমীলনে নিদ্রয়া মনো লীয়তে উন্মীলনে বহিঃ প্রসরতি তদুভয়দোষ-পরিহারার্থং অর্দ্ধনিমীলনে ক্রমধ্যে দৃষ্টিং নিধায় উচ্ছ্বাসনিবাসরূপেণ নাসিকায়োরভ্যন্তরে চরন্তো প্রাণাপানৌ উর্দ্ধাধোগতিনিরোধেন সমৌ কৃতা যতা বশীকৃতা ইন্দ্রিয়াদয়ো, যেন সঃ ॥ ২৭। ২৮ ॥

তাৎপর্য্য।—ভগবানে কর্মফল সমর্পণ করিয়া তাঁহারই উদ্দেশে নিকামভাবে কর্মানুষ্ঠান করিলে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হয়। তদনন্তর সর্বকর্ম পরিত্যাগ রূপ সম্যাস জন্মে এবং তদনন্তর শ্রবণমননাদি দ্বারা মোক্ষের সাধনস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানের সমুদ্ভব হয়। এই সকল তত্ত্ব শ্রীভগবান্ পূর্বের পরিব্যক্ত করিয়াছেন। পরে “ব্রহ্মনির্বাকম্” এই বাক্যে (৫অ। ৪ শ্লোক) সম্যগদর্শিদিগের অন্তরঙ্গ-সাধনস্বরূপ যে ধ্যানযোগের প্রসঙ্গ সূচিত করিয়াছেন, অধুনা তাহাই ‘বিস্তারিতরূপে পরিব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে

তিনটি শ্লোক অবতারিত করিয়াছেন। এই শ্লোক তিনটি যোগের সূত্র-
স্বরূপ এবং সমগ্র ষষ্ঠাধ্যায় এই শ্লোকত্রয়ের বৃত্তিস্বরূপ। প্রথম শ্লোকদ্বয়ে
(২৭।২৮) সংক্ষেপে যোগের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে এবং তৃতীয়ে (২৯)
সেই যোগের ফলস্বরূপ আত্মজ্ঞানের তত্ত্ব পরিকীর্তিত হইয়াছে। শব্দ,
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ সকলই বাহ্যব্যাপার ; কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা অস্ত্র-
করণকে অবলম্বন করিয়া তাহারা মনুষ্যের অন্তরে প্রবেশলাভ করে ; বৈরাগ্য
সহকারে, অস্ত্রকরণকে বশীভূত করিলে, বাহ্য-বিষয় সমূহ মানব-হৃদয়ে স্থান
লাভ করিতে পারে না ; এইরূপে অন্তর-সঞ্চিত বিষয়-জ্ঞানও বিদূরিত হইয়া
যায়। বাহ্যবিষয়ের প্রবেশাধিকার নিরোধ করাই বৈরাগ্য। তদনন্তর
জ্ঞদ্বয়ের মধ্যে চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি স্থিরভাবে সংস্থাপনরূপ অভ্যাসের প্রয়োজন।
তৎকালে নেত্রদ্বয় অত্যন্ত নিমীলিত করিলে নিদ্রানাস্ত্রী লয়াত্মিকা বৃত্তির
সমুদ্ভব হয় এবং অতি প্রসারণ করিলে প্রমাণ, বিপর্যায়, বিকল্প এবং
স্মৃতিরূপা বিক্ষেপিকা বৃত্তির সমুদ্ভব হইতে পারে (৫ অ। ১৩ শ্লোকের
তাৎপর্য্য দেখ)। এইরূপে বৃত্তিপঞ্চকের নিরোধ করিয়া, অর্দ্ধনিমীলিত-
ভাবে, জ্ঞদ্বয়ের সন্ধিস্থলে নয়ন-দৃষ্টি-সংযত করা আবশ্যক এবং কুস্তক
দ্বারা প্রাণ এবং অপান বায়ুর উর্দ্ধ এবং অধোগতি নিরোধ করিয়া শ্বাস-
প্রশ্বাস রহিত করা বিধেয়। এইরূপ উপায় দ্বারা বাঁহার ইন্দ্রিয়, মন
ও বুদ্ধি সংযত হইয়াছে এবং মোক্ষই যিনি একমাত্র আশ্রয় ও প্রাপ্তব্য
স্থানরূপে স্থনিশ্চিত করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে বাসনা, ভয় এবং ক্রোধ
কখনই থাকিতে পারে না (২ অ। ৫৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। যে
মননশীল মহাপুরুষ এইরূপে সর্ববিষয়বিরক্ত, তিনি প্রতিনিয়তই মুক্তপুরুষ
হইয়াছেন। 'মুক্তিলাভার্থ তাঁহার আর কোনই কৰ্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন
নাই। এতাদৃশ মহাত্মা এই জীবনকালেই মুক্তিরূপ পরম-ধনের অধিকারী।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, উল্লিখিতরূপ
সম্যগদর্শিগণ সচ্চ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, এবং ইহাও কথিত হইয়াছে
যে, কৰ্ম্মজনিত ফলপ্রত্যাশাবিরহিত, কেবল ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত অমুষ্ঠিত
কৰ্ম্মযোগও, অস্ত্রকরণ-শুদ্ধি সংসাধিত করিয়া, মোক্ষের হেতুভূত হইয়া
থাকে। অধুনা সম্যগদর্শনের, অস্ত্ররঙ্গ সাধনস্বরূপ ধ্যানযোগের বিস্তারিত
বিবরণ বিবৃত করিবার অভিপ্রায়ে, তাহার, সূত্রস্বরূপ তিনটি শ্লোক অবতারিত

হইতেছে। ইহার প্রথমাংশে প্রাণায়ামের বিষয় কীর্তিত হইয়াছে, দ্বিতীয়াংশে প্রত্যাহার, তৃতীয়াংশে ধারণা, চতুর্থাংশে যম ও নিয়ম, পঞ্চমাংশে বিতর্ক নামক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, ষষ্ঠাংশে বিচার নামক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, সপ্তমাংশে অস্মিতা, অষ্টমাংশে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং শেষভাগে যোগের ফল কীর্তিত হইয়াছে। মূলস্থিত বিগত-ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধ এই পদমধ্যস্থ বিগত পদের সহিত প্রত্যেক পদের সম্বন্ধ আছে। যে ব্যক্তি ইচ্ছাবান, সে ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত হিংসা, অনৃত, স্তেয়, স্ত্রীপরিগ্রহ ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম-সম্পাদনে ইচ্ছুক হয়। সুতরাং মূলের বিগতেচ্ছ এই পদদ্বারা যোগশাস্ত্রোক্ত “অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ” (পাতঞ্জল দর্শন, সাধনপাদ, ৩০ সূত্র), এই সূত্র-সঙ্গত যমের বিষয় কথিত হইয়াছে; বিগতভয় এই পদদ্বারা যোগশাস্ত্রোক্ত “শৌচসন্তোষস্বাধায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ” (পাতঞ্জল, সাধনপাদ, ৩২ সূত্র), এই সূত্রবিহিত নিয়ম লক্ষিত হইয়াছে; অর্থাৎ এতাদৃশ নিয়মের অধীন ব্যক্তির স্বকীয় উচ্ছেদ সম্বন্ধে কোনই ভয় থাকিতে পারে না; সুতরাং যিনি নিয়ম-পরায়ণ তিনিই বিগতভয়, ইহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে (যমনিয়ম বিষয়ে ৪অ। ২৮ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। কিন্তু চিন্তা ক্রোধাক্রান্ত সুতরাং মৈত্র্যাদি ভাবনায় অশক্ত হইলে, তাদৃশ চিন্তের মলিনতা অপগত হয় না। যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, “মৈত্রীকরুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।” (পাতঞ্জল, সমাধিপাদ, ৩৩ সূত্র)। পরের দুঃখদর্শনে সুখ বোধ করার নাম মৈত্রী, কাহারও দুঃখদর্শনে কিরূপে তাহার দুঃখ-বিমোচন হয় তদ্বিষয়িণী চিন্তার নাম করুণা, পুণ্যবানের পুণ্যের অনুমোদনজনিত হর্ষের নাম মুদিতা, অপুণ্যবান্নের প্রতি ওদাসীত্বের নাম উপেক্ষা; এইরূপ ভাবনা দ্বারা চিন্তের প্রসাদন অর্থাৎ মলিনতা বিদূরিত হইয়া থাকে। যিনি বিগতক্রোধ সুতরাং শান্তস্বভাব তাঁহার পক্ষেই এ সকল ভাবনা সম্ভব। তাদৃশ ব্যক্তির চিত্তরূপ দর্পণ মলিনতাপরিশৃঙ্খল হইয়া থাকে। সাধনাবস্থায় যম, নিয়ম, চিত্তপ্রসাদন-লাভার্থ বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধ হওয়া আবশ্যক; সফলাবস্থাতেও তাহা আবশ্যক। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির (৪অ। ২৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) ফলস্বরূপ মধুমতি * যোগভূমিতে অবস্থিত যোগিদিগেরও বিগতেচ্ছ মঙ্গল-

* যোগের চারিটি অবস্থা আছে। (১) কলিক, (২) মধুমতিক, (৩) প্রজ্ঞাভ্যোতি ও (৪) অতিক্রম

জনক ; কারণ, তখনও তাঁহাদের স্বর্গীয় ভোগস্থলে প্রলুপ্ত ও আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, “স্থান্যাপনিমন্ত্ৰণে সঙ্গস্যায়-
করণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ।” (পাতঞ্জল, বিভূতিপাদ, ৫২ সূত্র)। মৰ্থাৎ
তাদৃশ সিদ্ধাবস্থায় স্বর্গাদি স্থানের অধিপতিগণ, ‘এই স্থানে থাক, এই স্থানে
রমণ কর’ ইত্যাদিরূপ বাক্যে আহ্বান বা প্রার্থনা করিয়া যোগীকে বিপথগামী
করেন। অতএব তাহার অনিষ্টজনকত্ব আলোচনা করিয়া যোগিগণের
তাহাতে আকাঙ্ক্ষিত, বা আমার কি যোগপ্রভাব মনে করিয়া বিশ্বয়াবিস্ট বা
গর্বিত হওয়া উচিত নহে। ভয় দুই প্রকার, অন্তরায়জ ও বিতর্কজ। যোগশাস্ত্রে
কথিত হইয়াছে, “ব্যাধিস্ত্যান-সংশয়প্রমাদালম্ব্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালকভূমি-
কস্থানবস্থিতস্থানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেহন্তরায়ঃ।” (পাতঞ্জল, সমাধিপাদ, ১০ সূত্র)।
ব্যাধি অর্থাৎ গীড়া, স্ত্যান অর্থাৎ চিত্তের অকর্ষণ্যতা, সংশয় অর্থাৎ যোগ-
সাধ্য কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ, প্রমাদ অর্থাৎ চিত্তের অমুখানশীলতা বা ঔদাসীন্য,
আলম্ব্য অর্থাৎ দেহ ও চিত্তের গুরুত্ব, অবিরতি অর্থাৎ বিষয়তৃষ্ণা, ভ্রান্তিদর্শন
অর্থাৎ বিপরীত বুদ্ধি, অলকভূমিকত্ব অর্থাৎ কোন কারণে সমাধিভূমির
অলাভ, অনবস্থিতত্ব অর্থাৎ চিত্তের অস্থিরতা। এই সকল কারণে
চিত্তের বিক্ষেপ উপস্থিত হয় ; এইজন্য এই বিঘ্ন সমস্ত যোগের অন্তরায় বলিয়া
গণ্য। যোগপক্ষে এইরূপ অন্তরায় বিশেষ ভয়ের কারণ সন্দেহ নাই।
অপিচ “দুঃখদৌর্শ্বনস্তাপ্রমেজয়ত্বাশ্বাসপ্রশ্বাসবিক্ষেপসহভূবঃ।” (পা, স,
৩১ সূ)। দুঃখ, দৌর্শ্বনস্ত অর্থাৎ ইচ্ছার ব্যাঘাতজনিত মনের ক্ষোভ, অঙ্গ-
এজয়ত্ব অর্থাৎ দেহের কম্পন এবং শ্বাসপ্রশ্বাস, চিত্তের বিক্ষেপ জন্মিলেই,
উপস্থিত হয়। এজন্য এগুলিও পূর্বোক্ত অন্তরায় সমূহের সহচর। হিংসাদি
জন্ত যে ভয়ের উদ্ভব হয়, তাহার নাম বিতর্কজ। প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ অন্ত-
রায়জ ভয় নিবারণের উপায় যথা ; “ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোহপ্যন্তরায়-
ভাবশ্চ।” (পা, স, ২৯ সূ)। ততঃ অর্থাৎ ঈশ্বর ভাবনা ও প্রণব জপদ্বারা

ভাবনীয়। ঐহাদের যোগ-প্রভাবে কেবল অভ্যন্তরীণ জ্ঞানোদয় হইয়াছে, তাঁহারা ই কল্পিক। ঐহাদের
যোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় ও ভূত জয় হইয়াছে তাঁহারা মধুমতী অবস্থাপন্ন মধুভূমিক যোগী। ঐহাদের
যোগপ্রভাবে দেবতাদিগেরও প্রলোভন অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারা প্রজ্ঞাজ্যোতি যোগী। ঐহাদের
বিবেকজ্ঞান সাতিশয় বর্জিত হইয়াছে এবং ঐহাদের যোগের কোন বিশ্ব সম্ভাবনা নাই, তাঁহারা ই অতিক্রান্ত-
ভাবনীয় যোগী।

আত্মজ্ঞান জন্মিলে সকল অন্তরায়ের অভাব হইয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকার, ভয় নিবারণের উপায় যথা; “বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্।” (পাতঞ্জল, সাধনপাদ, ৩৩ সূ)। হিংসা ঘেষ প্রভৃতি যোগের শত্রু সমূহের নাম বিতর্ক। প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারা তাহা নষ্ট হয়। অব্যবহিত পরবর্তী সূত্রে ইহার ব্যাখ্যা আছে। যথা; “বিতর্কাহিংসাদয়ঃ কারিতানুমোদিতা লোভমোহ-ক্রোধ-পূর্ব্বিকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানাস্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্।” (পা, সা, ৩৪ সূ,। বিতর্কসমূহ কৃত, অকৃত ও অনুমোদিত ভেদে তিন প্রকার। যাহা স্বয়ং সম্পন্ন করা যায় তাহাই কৃত, অশ্রের নিয়োজ্ঞনক্রমে সম্পন্ন কারিত, এবং কাহারও অনুমোদনক্রমে অনুষ্ঠিত অনুমোদিত। বিতর্কসমূহ লোভ, মোহ ও ক্রোধ দ্বারা উৎপন্ন হয়; তদনুসারে ইহার আবার তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। তৎসমূহ আবার মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে বিতর্কসমূহ শাখা-প্রশাখা-ভেদে অনন্ত হইয়া উঠে এবং অনন্ত দুঃখ ও অজ্ঞানের কারণ-স্বরূপ হয়। প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারাই তাহা নিবারণ করা আবশ্যক। অর্থাৎ যম, নিয়ম, চিন্ত-প্রসাদন ইত্যাদি উপায়ে যোগীর চিন্তকে মৃদুভাবাপন্ন করিয়া, নির্বিকল্প প্রদেশে স্থির স্থখাসনে উপবেশন করা বিধেয়। কটি, বক্ষ এবং গ্রীবা সমুন্নত করিয়া, জিতাসন হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে, ইহাই শ্রোত ব্যবস্থা। এইরূপে প্রাণাদি বায়ু জয় হইলে তদনুযায়ী মনও চাক্ষু্য পরি-ত্যাগ করিবে। বায়ুর বিক্ষেপ থাকিলে চিত্তের বিক্ষেপ অপরিহার্য। এক্ষণে মূল শ্লোকের “প্রাণাপানৌ সমৌ কৃৎস্না নাসত্যন্তরচার্ণাণৌ” এই অংশের আলোচনা করা যাউক। প্রাণ এবং অপান বায়ুর উর্দ্ধাধোগতি কুস্তক দ্বারা নিরুদ্ধ করিলে তাহারা সমান হইবে। প্রতিনিয়ত বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্তরঙ্গ হয়। ইন্দ্রিয় সমূহের প্রত্যাহার হইলে বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধও বহিষ্কৃত হইয়া যায় এবং বাহ্য-বিষয়-বিনিবৃত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ স্বপ্নের ন্যায় কেবল মনের মধ্যেই অবস্থিতি করে। যাহাদের বিষয়-বৈরাগ্য হয় নাই, এবং যাহারা ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার করিতে অশক্তি, তাহাদের নিমিত্ত ক্রোধের মধ্য-প্রদেশে চক্ষুদৃষ্টি স্থাপন করিয়া খেচরী মুদ্রার * অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। যোগসারে কথিত হইয়াছে যে, “মুখ-

* বিশেষ বিশেষ দেবতার আরাধনায় ও যোগাদি ক্রিয়ায় যে বিশেষ বিশেষ অঙ্গুলী ও হস্তাদির

গহ্বরের উর্দ্ধভাগে যে বিস্তৃত ছিদ্র আছে, জিহ্বা ব্যবৃত করিয়া তাহার মধ্যে ধারণ করিবে এবং দৃঢ়াসন হইয়া চিরকাল স্থির থাকিবে, ইহারই নাম খেচরী মুদ্রা । ক্রমধ্যে দৃষ্টি সংস্থাপন ও ইহার ব্যবস্থা মহাদেব কর্তৃক কীর্তিত হইয়াছে । যাঁহারা যাবতীয় বাহ্য বিষয় হইতে চিত্তসংযম করিতে অশক্তি, তাঁহাদের নিমিত্ত এই ব্যবস্থা হইল । যে ব্যক্তি সূর্য্য, বা সূর্য্য-রশ্মি, বা বিষ্ণু-প্রতিমা বা অন্য কোন স্থূল পদার্থে চক্ষু স্থির করিয়া মনেতে ধারণা করেন, তাঁহার মন সেই সেই বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হইয়া, তাহাতেই স্থিরভাবে অবস্থিত হয় এবং স্বকীয় শরীর পর্য্যন্তও আর দর্শন করে না । তাদৃশ অবস্থানকে মহাবিদেহ ধারণা বলে । এইরূপ অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ আর স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করে না : স্মৃতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যাহার ও এইরূপ প্রত্যাহার উভয়ই তুল্যফল । এইরূপ প্রত্যাহার শিক্ষা হইলে পাপ বা ক্লেশরূপ বহিরাবরণ ক্ষয় হয় । যথা : “ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ।” (পা, সা, ৫২ সৃ) । যে সময়ে যোগী স্বীয় দেহের বিষয়ও প্রায় ভুলিয়া সম্মুখস্থ প্রতিমাদিতেই সংযত হন, তখন তাঁহার চিত্তের মূর্ত্তাকারতারূপ বৃদ্ধি হয় । কিন্তু যখন তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বকীয় দেহের বিষয় ভুলিয়া যান এবং চিত্ত সম্পূর্ণভাবে ধোয় বস্তুর আকার পরিগ্রহ করে, তখনই মহাবিদেহা ধারণা বলা যায় । চিত্তনিগ্রহ হেতু তখন প্রকাশাবরণের ক্ষয় হয় । তাহাই বাহ্য বিষয় সমাধি । সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক ভেদে বিতর্ক দ্বিবিধ । “তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সংকীর্ণা সবিতর্কী ।” (পা, সা, ৪২ সৃ) । যে সময় বিষ্ণু-প্রতিমাদিতে শব্দ বা অর্থ জ্ঞান দ্বারা ভাবনার সংকীর্ণতা উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে সবিতর্ক সমাধি

সন্নিবেশ প্রয়োজন হয়, তাহার নাম মুদ্রা । নিম্নে তাহার বিস্তারিত বিবরণ সংগৃহীত হইল । উদ্দেশ্যানুক্রমাদানামুচ্যন্তে লক্ষণান্তথা । হস্তান্ত্যামঞ্জলিং বদ্ধানানিকামূলপর্ব্বণোঃ । অঙ্গুষ্ঠে নিক্ষিপেৎ সেরং মুদ্রা দ্বাবাহনী স্মৃতা । অধোমুণী ত্রিযং চেৎ স্রাৎ স্থাপনী মুদ্রিকা স্মৃতা ॥ উচ্ছিতাঙ্গুষ্ঠমুদ্রোস্ত সংযোগাৎ সন্নিধাপনী । অন্তঃপ্রবেশিতাঙ্গুষ্ঠা সৈব সম্বোধনী মতা ॥ উত্তানমুষ্টিযুগলা সংমুণী করণীমতা । দেবতাক্ষে ষড়্ভূতানাং স্থাসঃ স্রাৎ সকলীকৃতিঃ ॥ সব্যহস্তকৃতা মুষ্টির্দীর্ঘাধোমুখতর্জ্জনী । অব-
 ওষ্ঠনমুদ্রেরমভিতো জাম্বিতা মতা । অস্ত্রোস্তান্তিমুখানিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ । তথৈব তর্জ্জনী মধ্যা ধেনু-
 মুদ্রা প্রকীর্তিতা । অমৃতীকরণং কুর্ধ্যাৎ তয়া সাধকসন্তমঃ । অস্ত্রোস্তপ্রথিতাঙ্গুষ্ঠা প্রসারিতপরাঙ্গুলী । মহা-
 মুদ্রৈঃসুদিতা পরমীকরণে বৃথৈঃ । প্রযোজয়েদমাং মুদ্রাং দেবতাবাহ্বানকর্ষণি ॥ বৈকবীনাস্ত মুদ্রাণাং কথাস্তে
 লক্ষণান্তথা । বামাঙ্গুষ্ঠং সংগৃহ্য দক্ষিণেন তু মুষ্টিনা । কুণ্ডলানং ততো মুষ্টিমঙ্গুষ্ঠং প্রসারয়েৎ । বামা-
 ঙ্গুলান্ত্যানিষ্টাঃ সংযুক্তাঃ স্রাঃ প্রসারিতাঃ । দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংস্পৃষ্টা জ্যেয়েবা শব্দমুদ্রিকা । হস্তৌ তু
 ধঃমুখৌ কুণ্ডা সন্নতশ্রেণিধিতাঙ্গুলী । তলান্তর্মিলিতাঙ্গুষ্ঠৌ হস্তয়োঃ প্রসারিতৌ । কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ লগ্নৌ

বলে। “স্মৃতিপরিপূর্ণো স্বরূপশৃঙ্খলার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিবর্তক।” (পা, সা, ৪১ সূ)। স্মৃতি শব্দ ও অর্থের জ্ঞান পযাস্ত্র বিলুপ্ত এবং স্বকীয় কপও মনে না থাকিলে নির্বিবর্তক সমাধি হয়। এইরূপ সিদ্ধ হইলে সেই যোগীকে জিতে-
ন্দ্রিয় বলা যায়। উল্লিখিত উভয়বিধ সমাধির দ্বারা সৃক্ষম বিষয় গ্রহণে
মনের ভাবনা প্রবর্তিত হইবে, তখন সবিচার ও নির্বিচার সমাধি হইবে।
“এতয়ৈব সবিচারো নির্বিচারো চ সৃক্ষমবিষয়া ব্যাখ্যাতা।” (পা, সা, ৪৪ সূ)।
এই দ্বিবিধ সমাধির মধ্যে নির্বিচার সমাধিতে স্তব্ধচৈতন্যস্থিত যোগী
জিতমনশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। যখন আবার চিত্ত মূর্ত্য-
কারতা পরিভাগ করে, এবং সঙ্কল্পের উদ্বেকহেতু “আমিই সকল”
এইরূপ ভাবনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন যোগীর সানন্দসমাধি উপস্থিত হয়।
যখন আবার বিষয়ান্তরের বোধও বিলুপ্ত হইয়া কেবল মাত্র “আমি আছি”
এইরূপ ভাবনা প্রবৃত্ত হয়, তখনই অস্মিতা হয়। সেই সময়ে যোগী হৃদ্যদার্থ
সাক্ষাৎকার হেতু জিতবুদ্ধি শব্দে অভিহিত হন। (এই স্থলে পাতঞ্জল,
সাধনপাদ, ২৯ সূত্র বিবৃত হইয়াছে) সেই সময়ে যোগীর দৈনন্দিন লয়াভ্যাস
হেতু ইন্দ্রিয়াদি সকলেরই লয় হয়। কিন্তু এ সকলের কোন সমাধিই জন্মান্তর

মুদ্রা চক্ষুঃসংজ্ঞক। অস্ত্রোক্তাভিমুখো হস্তো কৃদা তু যথিতাজ্জলী ॥ অঙ্গুলো মধ্যমে ভূষঃ স্থলশ্চে
হুগ্রসংসংজ্ঞক। গদামুদ্রায়মুদিতা বিদ্যোঃ সঙ্ঘোষবর্জিনী ॥ হস্তো তু সংমুখো কৃদা সন্নতপ্রোপিতাজ্জলী।
তলান্তর্মিলিতাঙ্গুলো কুণ্ডলঃ পদ্মমুদ্রিক। ॥ ওষ্ঠে বামকবাজুগো লগ্নস্তত্ত্ব কনিষ্ঠক। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠস্যংযুক্তা
তৎকনিষ্ঠা প্রসারিতা। তজ্জনীমধ্যমানামাঃ কিঞ্চিৎ স কৃচা চালিতাঃ। বেণুমুদ্রা ভবতোষা হুগুপ্তা প্রেয়সী
হরেঃ। অস্ত্রোক্তপৃষ্ঠকরয়োর্মধ্যমানামিকাজ্জলী। অঙ্গুঠেন তু বদ্রীবাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলসংস্থিতে। তজ্জঙ্ঘ-
কারয়েদেবা মুদ্রা শ্রীবৎসসংজ্ঞক। অনামাপৃষ্ঠসংলগ্না দক্ষিণস্ত কনিষ্ঠিক। কনিষ্ঠয়াস্ত্রা বদ্ধা তৎকৃন্তা
দক্ষয়া তথা। বামনাসাৎ বদ্রীবাৎ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠয়লকে। অঙ্গুঠমধ্যমে বামে সংযোজ্য দঃসরলাঃ পরাঃ।
চতুঃপ্রোপ্যগ্রসংলগ্না মুদ্রা কপ্তভৎসংজ্ঞক। স্পৃশ্যে কঠাদিপাদাঃ তজ্জন্তাঙ্গুঠয়া তথা। করদ্বয়েন মালা-
বৎ মুদ্রেয়ং বনমালিকা। তজ্জন্তুগুঠকো শক্তাবগ্রতো বিস্তসৎ জদি। বামহস্তাঙ্গুঠঃ বামজাহ্নুমূর্দ্ধনি
বিস্তসৎ। জ্ঞানমুদ্রা ভবেদেবা রামচন্দ্রস্ত প্রেয়সী ॥ অঙ্গুঠং বামসুদণ্ডিতমিতরকরাঙ্গুঠকেনাপি বদ্ধা
তস্তাং পীড়যিহাঙ্গুলিভিরপি চ তা বামহস্তাঙ্গুলীভিঃ। বদ্ধা গাঢ়ঃ জদি স্থাপয়তু বিমলবীর্ষাহরন্
নারবীজঃ বিদ্যার্থা মুদ্রিকৈবা ক্ষুটমিহ গদিতা গোপনীয়া বিবর্তিঃ ॥ হস্তো তু বিমুখো কৃদা গ্রন্থমিহা
কনিষ্ঠিকে। মিশ্রতজ্জনিক স্নিগ্ধে স্নিগ্ধাঙ্গুঠকো তথা। মধ্যমানামিকে ধে তু দ্বৌ পক্ষানিব চ্যুলমেৎ।
এষা গরুড়মুদ্রা স্তাদ্বিকোঃ সন্তোষবর্জিনী ॥ জাহ্নুমধ্যে করো কৃদা চিবুকোষ্ঠো সমাবুভো। হস্তো তু
ভূমিসংলগ্নো কপমানঃ পুনঃপুনঃ। মুখং বিবৃতকং কুর্ধ্যাৎ লেলিহানাকঃ জিহ্বিকাম্। নারসিংহী ভবেদেবা
মুদ্রা তৎপ্রীতিবর্জিনী ॥ অথবা। স্বকৃষ্ঠাত্মাত্ত করোন্তথাঃ কনিষ্ঠিকে। অধোমুখীভিঃ সন্ধীভিমুদ্রেয়ং

নিবারণে সক্ষম নহে । প্রথমোক্ত সমাধি স্থপ্ত, দ্বিতীয় বিদেহ, এবং তৃতীয় কৈবল্য । এ সকলই গোণ সমাধি ও জন্মান্তর-প্রাপক । “ভবপ্রত্যবিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্ ।” (পাতঞ্জল সমাধিপাদ, ১৯ সূত্র) । জন্মান্তরে এই সকল সমাধিসম্পন্ন যোগী জন্মান্তর সমাধিসিদ্ধি লাভ করেন । পক্ষী যেমন আকাশপথে গমন করে, তদ্রূপ যোগিগণের সমাধি সিদ্ধি হয় । কিন্তু উল্লিখিত কোন সমাধিতেই সত্ত্বমুক্তি হয় না । যখন অস্মিতাবোধও থাকে না, তখনই যোগী কৈবল্য লাভ করেন । যোগীর এইরূপ অবস্থায় ধর্ম্মমেঘ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন । “ধর্ম্মমেঘমিমং প্রাভঃ সমাধিং যোগবিন্ধ্যমাঃ । বর্ষতোষ যতো ধর্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ ॥” (পঞ্চদশী, তত্ত্ববিবেক প্রকরণ, ৬০) । এই অবস্থায় ধর্ম্মরূপ অমৃত অজস্রধারে নিপতিত হয় বলিয়া সাধকশ্রেষ্ঠগণ ইহাকে ধর্ম্মমেঘ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন । এইরূপ যোগীরা প্রতিকর্মেই প্রভূত ফলের অধিকারী হন । এইরূপ ফলস্বরূপে পরম স্থান বাঁহার প্রাপ্য তিনিই মোক্ষপরায়ণ । এইরূপ যোগীই জীবমুক্ত ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

নৃহরমতা ॥ দেবোপরি করং বামং কুহোভানমথঃ স্থধীঃ । নমরেবিতি সংপ্রোক্তা মুক্তা বারাহসংজিকা ॥
 * যথা । দক্ষহস্তকৌর্দ্ভমুগং বামহস্তমধোমুগম্ । অঙ্গুল্যগ্রস্ত সংযুক্তং মুক্তা বারাহসংজিকা ॥ বামহস্ততলে দক্ষা অঙ্গুলীভাবমধোমুগীঃ । সংরোপ্য মধ্যমাং তানামুন্নম্যাধো বিকুঞ্চয়েৎ । হরগ্রীবাপ্রায় মুক্তা তদুর্দ্ধে-
 রমুকারিণী । বামস্ত মধ্যমাগ্রস্ত তর্জন্তগ্রেণ ধোজয়েৎ । অনামিকাং কনিষ্ঠাঞ্চ তস্তাঙ্গুঠেন পীড়য়েৎ ।
 দর্শয়েদামকে ক্ষক্ষে ধনুর্মুদ্রেরমীরিতা ॥ দক্ষমুঠেন্ত তর্জন্তা দীর্ঘেবা বাণমুদ্রিকা ॥ যথা জ্ঞানার্ণবে ।
 যথাহস্তগতং চাপং তথা হস্তং কুরু প্রিয়ে । চাপমুদ্রেরমাখাতা বামহস্তে ব্যবস্থিতা ॥ যথাহস্তগতং বাণা-
 ন্তথা হস্তং কুরু প্রিয়ে । বাণমুদ্রেরমাখাতা রিপুবর্ণনিকৃতনী ॥ তলে তলস্ত করয়েত্তির্ধ্যাক্ষংযোজ্য চাঙ্গুলীঃ ।
 সংহতাঃ প্রস্বতাঃ কুর্যাৎ মুক্তা পরশসংজিকা ॥ উচ্ছ্রিতাঙ্গুঠমুগীষে মুক্তা ত্রৈলোক্যমোহিনী । হস্তো তু
 সম্পূর্ণৌ কুহা প্রস্বতাজুলিকৌ তথা । তর্জন্তৌ মধ্যমাপৃষ্ঠে অঙ্গুষ্ঠে মধ্যমাশ্রিতৌ । কামমুদ্রেরমুদিতা
 সর্বদেবপ্রিয়করী ॥ মহাদেবপ্রিয়াণস্ত কথান্তে লক্ষণান্তথা । উচ্ছ্রিতং দক্ষিণাঙ্গুঠং বামাঙ্গুঠেন বেষ্টয়েৎ ॥
 বামাঙ্গুলীর্দক্ষিণাভিরঙ্গুলীভিষ্ঠ বন্ধয়েৎ । লিঙ্গমুদ্রেরমাখাতা শিবসারিধ্যকারিণী ॥ শিথুঃ কনিষ্ঠিকে
 বদ্ধা তর্জনীভ্যাননামিকে । অনামিকৌর্দ্ভসংলিষ্টদীর্ঘমধ্যময়োঃ ॥ অঙ্গুষ্ঠাগ্রঘরং স্তভেৎ যোনিমুদ্রের-
 মীরিতা ॥ অঙ্গুঠেন কনিষ্ঠান্ত বদ্ধা শিষ্টাঙ্গুলীত্রয়ম্ । প্রসারয়েৎ ত্রিশূলাখ্যা মুদ্রেবা পরিকীর্ণিতা ॥
 অঙ্গুঠতর্জন্তগ্রে তু ঐশ্বরিশাজুলিত্রয়ম্ । প্রসারয়েদক্ষমালা মুদ্রয়েৎ পরিকীর্ণিতা ॥ অথঃস্থিতো দক্ষহস্তঃ
 প্রস্বতো ঐশ্বরমুদ্রিকা ॥ উর্দ্ধাক্রুর্তো বামহস্তঃ প্রস্বতোহস্তমুদ্রিকা ॥ মিলিতানামিকাজুঠং । মধ্যমাগ্রে
 নিযোজয়েৎ । শিষ্টাঙ্গুলীচ্ছ্রিতে কুর্যাৎ মৃগমুদ্রেরমীরিতা । পঞ্চাঙ্গুলো দক্ষিণান্ত মিলিতা হৃদ্বমুদ্রতাঃ ।
 * ঐশ্বরমুদ্রা বিখ্যাতা শিবস্তাতিপ্রিয় মতা ॥, পাত্রবদামহস্তস্ত কুহাজে বামকে তথা । নিধায়োচ্ছ্রিতবৎ
 কুর্যাৎ মুক্তা কাপালিকী মতা ॥ মুঠঞ্চ শিথিলাং বদ্ধা ঐবমুচ্ছ্রিতমধ্যমাং । দক্ষিণাঙ্গুঠমুদ্রমা কর্ণদেশে

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সৰ্বলোকমহেশ্বরম্ ।

সুহৃদং সৰ্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমুচ্ছতি ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়া-
সিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্ম-
বিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

অর্থঃ ।—যজ্ঞতপসাং (যজ্ঞানাং তপসাক্ষ) ভোক্তারং (ভোগকর্তারং)
সৰ্বলোকমহেশ্বরং (সৰ্বেষাং লোকানাং নিয়ামকং) সৰ্বভূতানাং
সুহৃদং (প্রত্যুপকারনিরপেক্ষোপকারিণম্) মাং জ্ঞাত্বা শান্তিং (মোক্ষং)
মুচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—যজ্ঞ ও তপস্তার ভোগকর্তা সকল লোকের মহান্
পরিপালক-সকল-জীবের প্রত্যুপকার নিরপেক্ষোপকারী আমাকে
জানিয়া মোক্ষ-প্রাপ্ত-হন ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—মুনিগণ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্তার ভোক্তা, সৰ্বলোকের
অধিতীয় বিধাতা, যাবতীয় প্রাণীর হিতৈষী বন্ধুরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া
মুক্তিলাভ করেন ॥ ২৯ ॥

প্রচলয়েৎ । এষা মুহূৰ্ণা ভবনকা সৰ্ববিষয়বিশাশিনী । তথা গণেশমুহূৰ্ণায়াচ্যন্তে লক্ষণান্তৰ্ণ । উত্তানোর্ধ্ব
মুখী মধ্যা সরলা বহুমুখিকা । দন্তমুহূৰ্ণা সমাখ্যাতা সৰ্বাগমবিশারদৈঃ । বামমুঠেস্ত তর্জন্তা দক্ষমুঠেস্ত
তর্জনীম্ । সংযোজ্যাকুটকাগ্রাভ্যাং তর্জন্তগ্রে স্বকে ক্রিপেৎ । এষা পাশাস্ত্রয়া মুহূৰ্ণা বিবর্তিঃ পরিকীর্তিতা ।
বখীক মধ্যমাং কৃৎবা তর্জনীমধ্যপর্বণি । সংযোজ্যাকুটকয়েৎ কিকিমুদ্রৈবাকুশসংজ্ঞিকা । তর্জনীমধ্যমা-
নামাকনিটাকুট মুটিকা । অথোমুখী দীর্ঘরূপা মধ্যমাবিরমুটিকা । পরমুমুহূৰ্ণা নিগমিতা প্রসিদ্ধা লুহড়
মুটিকা । বীজপুরাস্ত্রয়া মুহূৰ্ণা এসিদ্ধহাস্তপেক্ষিতা । শান্তেয়ীনাং মুহূৰ্ণাং কথ্যন্তে লক্ষণান্তৰ্ণ । পাশা-
স্থপবরাভীতিবহুর্কাণাঃ সনীরিতাঃ । কনিষ্ঠানামিকে বদ্ধা সাকুঠেনৈব দক্ষতঃ । রিষ্টাস্থলী তু প্রপ্ততে
সংসিটে বক্তনমুটিকা । বামহস্তঃ তথা ত্রির্বা কৃৎবা চৈব প্রসার্য চ । আকুক্ষিতাস্থলীঃ কুর্বাৎ চর্মমুদ্রেন-
সীরিতা । মুটী কৃৎবা তু হস্তাভ্যাং বামস্তোপরিদক্ষিণম্ । কুর্বাৎস্থলমুদ্রেনঃ সৰ্ববিষয়বিশাশিনী ।

শঙ্করাচার্য্য ।—এবং সমাহিতচিত্তেন কিং বিজ্ঞেয়মিতি চোক্তো ভোক্তারমিতি । ভোক্তারং বজ্ঞানাং তপসাক্ষ কৰ্ত্ত্বরূপেণ দেবতারূপেণ চ সৰ্বলোকমহেশ্বরং সৰ্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং সৰ্বলোকমহেশ্বরং সুখদং সৰ্বভূতানাং সৰ্বপ্রাণিনাং পিতৃ-পকারনিরপেক্ষতয়োপকারিণং সৰ্বভূতানাং হৃদয়েশ্বরং সৰ্বকৰ্ম্মকলাধ্যক্ষং সৰ্বপ্রত্যয়দানকিণং মাং নারায়ণং জ্ঞাত্বা শান্তিং সৰ্বসংসারোপরতিমুচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবদপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভাগবত-
কৃতৌ গীতাভাষ্যে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

আনন্দগিরি ।—অধিকারিণো যথোক্তস্ত কৰ্ত্তব্যভাবে জ্ঞাতবামপি নাস্তীত্যশঙ্ক্য পরিহরতি এবমিত্যাখ্যায়িনা । প্রসিদ্ধং ভোক্তারং ব্যবচ্ছিনন্তি সৰ্বলোকেতি । ততো হস্ত বদ্ধবিপর্য্যয়াবিত্তি ত্রায়েন সৰ্বকলদাতৃত্বং দর্শয়তি সুহৃদ্রমিতি । উক্তেশ্বরজ্ঞানে কলং কথরতি জ্ঞায়েতি । যজ্ঞেষু তপঃসু চ বিধা ভোক্তৃত্বং বানক্তি কৰ্ত্ত্বরূপেণেতি । হিরণ্যগৰ্ভাদি-ব্যবচ্ছেদার্থং বিশিনষ্টি মহান্তমিতি । স্বপরিকরোপকারিণং রাজানং ব্যাবৰ্ত্তয়তি প্রভূপ-কারেতি । ইশ্বরস্ত তাটস্থ্যং বৃন্দন্ততি সৰ্বভূতানামিতি । তর্হি তত্র তত্র ব্যবহিতকৰ্ম্ম-তৎকলসংসর্গিত্বং শ্রাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সৰ্বকর্মেতি । ন চ তস্ত বুদ্ধিতত্ব-ভূক্তিসম্বন্ধোহপি বস্ত-তোহস্তীত্যাহ সৰ্বপ্রত্যয়েতি । যথোক্তেশ্বরপরিজ্ঞানফলমভিদধাতি মাং নারায়ণমিতি । তদেবং কৰ্ম্মযোগস্তাশ্রম্যসন্ন্যাসাপেক্ষয়া প্রশস্তত্বেহপি ততো শ্রম্যসন্ন্যাসস্তাধিক্যং তদ্বতো বুদ্ধিগুণ্যাদিসূক্তস্ত কামক্ৰোধোদ্ভবং বেগমিহৈব সোচ্চুঃ শক্তস্ত শমনমাদিন্নতো বোগাধি-কৃতস্ত ত্বম্পদার্থাভিজ্ঞস্ত পরমাত্মানং প্রত্য্যক্তেন জ্ঞানতো মুক্তিরিতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শুদ্ধানন্দ-পূজ্যপাদশিষ্য-

ভগবদানন্দগিরি-বিরচিতো শ্রীগীতাভাষ্য-

বিবেচনে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

মুষ্টিং কৃৎবা করাভ্যাক বামস্তোপরিদক্ষিণম্ । কৃৎবা শিরসি সংযোজ্য দুর্গা মূদ্রেয়মীজিতা । চক্রমুজ্ঞাং তথা বদ্ধা মধ্যমে ঘে প্রদার্য্য চ । কনিষ্ঠিকে তথানীয় তদগ্রেহমুঠকৌ কিপেৎ । লক্ষ্মীমুজ্ঞা পরাশ্বেষা সৰ্বসম্পৎপ্রদায়িনী । বীণাবাদনবদ্ধভৌ কৃৎবা সকালয়েচ্ছিরঃ । বীণামূদ্রেয়মাখ্যাতা সরস্বত্যাঃ প্রিয়ঙ্করী । বামমুষ্টিং খাতিমুখীং কৃৎবা পুস্তকমুজ্ঞিকা দক্ষিণামুঠতর্জ্জস্তাবত্রলয়ে পরাঙ্গুলীঃ । প্রদার্য্য সংহতোত্তানা এষা বাখ্যানমুজ্ঞিকা । শ্রীরামস্ত সরস্বত্যা অত্যন্তপ্রেরনী মতা । মণিবন্ধস্থিতৌ কৃৎবা প্রহতান্গুলিকে কৰৌ । কনিষ্ঠামুঠবৃগলে মিলিভাতঃ প্রসারয়েৎ । সপ্তজিহ্বা-ধ্যামুদ্রেয়ং বৈদ্যানরপ্রিয়ঙ্করী । কনিষ্ঠামুঠকৌ শক্তৌ করয়োরিতরেতরম্ । তর্জ্জনীমধ্যমানামা সংহতা-ভুগ্নবন্ধিতা । মূদ্রেষা গালিনী প্রোক্তা শম্বস্তোপরি চালিতা । দক্ষামুঠং পরামুঠে কিপ্তুং । হস্ত-যেন তু । সাবকাশামেকমুষ্টিং কৃৎবাৎস কুস্তমুজ্ঞিকা । মূটোরক্ষীকৃতামুঠৌ তর্জ্জস্তগ্রে তু বিস্তবেৎ । সৰ্বরক্ষাকরীশ্বেষা দন্তমুজ্ঞা একীকৃতিতা । প্রহতান্গুলিকে, হতৌ বিধঃশিষ্টৌ চ সংসৃজ্যে । কৃৎবাৎস

রামানুজ ।—উক্তস্ত নিত্যনৈমিত্তিককৰ্ম্মৈতিকৰ্ত্তব্যতাক্ত কৰ্ম্মযোগস্ত যোগ-
শিরক্ত অশক্যতামাহ ভোক্তারমিতি । বজ্রতপসাং ভোক্তারং সৰ্বলোকমহেশ্বরং সৰ্ব-
ভূতানাং সুহৃদং মাং জ্ঞাত্বা শান্তিমুচ্ছতি কৰ্ম্মযোগকরণ এব সুখমুচ্ছতি, সৰ্বলোকমহেশ্বরং
সৰ্বেষাং লোকেশ্বরেখরাণামপীশ্বরম্ । “তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্” ইতি ঋতে: । মাং
সৰ্বলোকমহেশ্বরং সৰ্বসুহৃদং জ্ঞাত্বা মদারাদনরূপঃ কৰ্ম্মযোগ এব সুখেন তত্র প্রবর্ত্তত
ইত্যর্থ: । সুহৃদমাদারাদনায় সৰ্ব্বে প্রবর্ত্তন্তে ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যবিরচিতে গীতাভাষ্যে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

হনুমান্ ।—এবং সমাহিতচিত্তেন কিং ধ্যায়মুচ্যতে ভোক্তারমিতি । বজ্রানাং তপ-
সাঞ্চ কৰ্ত্ত্বরূপেণ দেবতারূপেণ ভোক্তারং সৰ্বলোকমহেশ্বরং সৰ্বলোকানাং মহাস্তমীশ্বরং
সৰ্বলোকমহেশ্বরং সৰ্বভূতানাং সুহৃদং সৰ্বপ্রাণিনাং প্রতাপকারনিরপেক্ষতরোপকারিণং
সৰ্বভূতহৃদয়েশং সৰ্বকৰ্ম্মফলাধ্যক্ষং সৰ্বপ্রত্যয়সাক্ষিণং সকললোকবীজমূলং সদাসুখরূপ-
মত্যন্তবিমলং জ্যোতিষং পরমাত্মানং নারায়ণং মাং জ্ঞাত্বা শান্তিং সংসারোপশ্রুতি-
মুচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ধনুমানীয়ে শৈশাচভাষ্যে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধর ।—নদেবমিস্ত্রিরাদিসংযমমাত্রেণ কথং মুক্তিঃ শ্রাৎ ন তাবন্মাত্রেণ কিন্তু জ্ঞান-
দ্বারেণেত্যাহ ভোক্তারমিতি । বজ্রানাং তপসাতীক্ৰম মম ভক্তৈ: সমর্পিতানাং বদুচ্ছয়া
ভোক্তারং পালকমিতি বা সৰ্বেষাং লোকানাং মহাস্তমীশ্বরং সৰ্বভূতানাং সুহৃদং
নিরপেক্ষোপকারিণমন্তর্য্যামিণং মাং জ্ঞাত্বা মৎপ্রসাদেন শান্তিং মোক্ষমুচ্ছতি প্রাপ্নোতি ।
বিকল্পশব্দাপোহেন যেনৈবং যোগসাধ্যারো: । সমুচ্চয়ঃ ক্রমেণোক্তঃ সৰ্বজ্ঞঃ নৌমি তং
গুরুম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীভগবদগীতারং স্বামিকৃতটীকারং সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

হৃদয়ে সেয়ং মুদ্রা প্রাৰ্ধনসংজ্ঞিকা । অঙ্গুল্যঙ্গুলিমুদ্রা শ্রাবাস্থদেবাহ্বয়া চ সা । অঙ্গুষ্ঠাব্রতৌ কৃষ্ণা-
মুঠ্যাসংলগ্নরোধয়ো: । তাবোভিমুখৌ কুৰ্ঘ্যাৎ মুদ্রৈবা কালকর্ণিকা । দক্ষিণা নিবিড়ী মুঠিনাসিকার্ণিত
তর্জ্বনী । মুদ্রা বিষয়সংজ্ঞা শ্রাৎ বিষয়াবেশকারিণী । মুঠিকর্ষীকৃতাজুষ্ঠা দক্ষিণা নাদমুদ্রিকা ।
তর্জ্বন্তমুঠসংযোগাদয়তো বিলুপ্তমুদ্রিকা । অথোমুখে বামহস্তে উদ্ধাত্তং দক্ষহস্তকম্ । কিণ্ডাঙ্গুলী-
রঙ্গুলীতি: সংগ্রন্থ্য পরিবর্ত্তয়েৎ । এবা সংহারমুদ্রা শ্রাৎ বিসর্জনবিধৌ দ্ব্যতা । দক্ষপাণিপৃষ্ঠদেশে
বামপাণিতলং জ্ঞাসেৎ । অঙ্গুষ্ঠৌ চালয়েৎ সম্যক্ মুদ্রেরং মন্তরুপিণী । বামহস্তস্ত তর্জ্বন্তাঃ দক্ষিণস্ত
কনিষ্ঠয়া । তথা দক্ষিণতর্জ্বন্তাঃ বামঙ্গুঠেন বোজয়েৎ । উন্নতং দক্ষিণাঙ্গুঠং বামস্ত মধ্যমাঙ্গিকা: ।
অঙ্গুলীর্বোজয়েৎ পৃষ্ঠে দক্ষিণস্ত করস্ত চ । বামস্ত পিতৃতীর্ধেন মধ্যমানামিকে তথা । অথোমুখে চ
তে কুৰ্ঘ্যাৎ দক্ষিণস্ত করস্ত চ । কূর্ধপৃষ্ঠসং কূর্ধগ্নাৎ দক্ষপাণিক সর্বত: । কূর্ধমুদ্রেরাধ্যাত্তা দেবতা-

বলদেব ।—এবং সমাধিস্থঃ কৃতস্মান্নাবলোকনঃ পরমাত্মানমুপাত্ত যুচ্যত ইত্যাহ ভোক্তারমিতি । যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ ভোক্তারং পালকম্, সৰ্কেষাং লোকানাং বিধিকল্পা-
দীনামপি মহেশ্বরম্ । “তদ্বীথরাণাং পরমং মহেশ্বরম্” ইত্যাদিশ্রবণাৎ । সৰ্বভূতানাং সুহৃদ-
নিরপেক্ষোপকারকম্ । ঈদৃশং মাং জ্ঞাত্ব আরাধ্যতমাহুত্ব শান্তিং সংসারনিবৃত্তিমুচ্ছতি
লভতে । সৰ্কেষরস্ত সুহৃদশ্চ সমাধাধনং খলু সুখাবহং সুখসাধনমিতি । নিকামকৰ্ণণা
যোগশিরস্কেন বিমুচ্যতে । সনিষ্ঠো জ্ঞানগর্ভেণৈতোষ পঞ্চমনির্ণয়ঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীবলদেবকৃতে গীতোপনিষদ্বাযো পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

মধুসূদন ।—এবং যোগযুক্তঃ কিং জ্ঞাত্বা যুচ্যত ইতি তত্রাহ ভোক্তারমিতি ।
সৰ্কেষাং যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ কর্তৃরূপেণ দেবতারূপেণ চ ভোক্তারং ভোগকর্তারং পালক-
মিতি বা (ভুজ্ পালনাভ্যবহারয়োঃ ইতি ধাতুঃ) । সৰ্কেষাং লোকানাং মহাত্মবীথরং হিরণ্য-
গৰ্ভাদীনামপি নিরস্তারং সৰ্কেষাং প্রাণিনাং সুহৃদং প্রতাপকারনিরপেক্ষতরোপকারিণং
সৰ্বাস্ত্রযামিণং সৰ্বভাসকং পরিপূর্ণং সচ্চিদানন্দৈকরসং পরমার্থসত্যং সৰ্বাত্মানং নারায়ণং
মাং জ্ঞাত্বা আত্মত্বেন সাক্ষাৎকৃত্য শান্তিং সৰ্বসংসারোপরি তং মুক্তিমুচ্ছতি প্রাপ্নোতী-
ত্যর্থঃ । ত্বাং পশুন্নপি কথং নাহং মুক্ত ইত্যাহ্বানিরাকরণায় বিশেষণানি উক্তরূপেণৈব
মম জ্ঞানং মুক্তিকারণমিতি ভাবঃ । অনেকসাধনাভ্যাসনিম্পন্নং হরিশেরিতম্ । স্বরূপপরি-
জ্ঞানং সৰ্কেষাং মুক্তিসাধনম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাকাচার্য্য-শ্রীবিষ্মেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্য-

শ্রীমধুসূদনসরস্বতী-বিরচিতায়াং শ্রীভগবদ্গীতাগুর্চাৰ্ঘ-

দীপিকারং স্বরূপপরিজ্ঞানং নাম

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ধানকৰ্ণণি ॥ অন্তরাস্তমুষ্টিস্ত কৃতা বামকরস্ত চ । মধ্যমাংসং দক্ষিণস্ত তথালম্ব্য প্রবৃত্ততঃ ॥
‘মধ্যমেনাথ তর্জন্তামঙ্গুষ্ঠাং প্রেণ যোজয়েৎ । দক্ষিণং যোজয়েৎ পাণিং বামমুজৌ তু সাধকঃ ॥ দর্পয়ে-
দক্ষিণে ভাগে মুণ্ডমুদ্রায়ুচ্যতে ॥ তর্জনীমধ্যমানামাঃ সমং কুর্বাদ্যধোমুখম্ ॥ অনামায়াং কিপে-
দ্ব্যং কথীং কৃতা কনিষ্ঠিকাম্ । লেলিহা নাম মুদ্রয়ং জীবন্তাসে একীর্ষিতা ॥ তর্জন্তনামিকামধ্য-
কনিষ্ঠাক্রমযোগতঃ । করয়োর্ধোজয়তোব কনিষ্ঠামুলযোগতঃ । অঙ্গুলাগ্রে তু বিঃকিপ্য মহাবোনিঃ
একীর্ষিতা ॥ তারারা বোস্তাদি মুদ্রা যথা ।—যোনি মুদ্রা চ বক্তব্য্য ভূতিনী বক্তব্য্য বীজাখ্যাপি । পরিবর্ত্য
করৌ স্পৃষ্টৌ কনিষ্ঠাকৃষ্টমধ্যমে । অনামাযুগলকাং তর্জনীযুগলং পৃথক্ । অন্তোস্তং নিবিড়ং বৃদ্ধানুষ্ঠা-
গ্রেঃ প্রেমাসিকৈ ততঃ । দানবধুমকেতখ্যা মুদ্রৈবা কথিতা শ্রিযে । অন্তান্ত বন্ধনায়ত্রী বন্ধনানুচ্যতে
ব্রহ্ম । বক্তং বিস্তারিতং কৃতাপ্যধো জিহ্বাঞ্চ চালয়েৎ । পার্শ্বং মুষ্টিযুগলং লেলিহানেতি কীর্ষিতা ॥
এব। তারারাদ্যেনেত্ৰা লেলিহানা বক্তব্য্য । যোনিমারাদয়ঃ সেন্দূর্বধুঃ কুর্কঃ ক্রমাদিহঃ । বীজাসি চোক্তরন্
শ্রীমুদ্রা বন্ধনমচরণং ॥ তর্জন্তমুষ্টিসংযোগাদিত্রোতা বিন্দুমুদ্রিকাঃ বামকেশ্বরতয়োক্তাঃ একান্তত্রেহ

নীলকণ্ঠ ।—এবং সমাহিতচিত্তেন কিং বিজ্ঞেয়মিত্যুচ্যতে ভোক্তারমিতি
সোপাধিকেন রূপেণ বজ্ঞানাং তপসাকং কর্তৃকপেব দেবগারূপেণ চ ভোক্তারং তথা সর্বেষাং
ভূতানাং হিরণ্যগর্ভাদীনামপি মহাস্তং বাপকং ঈশ্বরং ঈশিতারমন্তর্যামিণং সুহৃদং সর্বভূতানাং
প্রাণিনাং প্রত্যুপকারনিরপেক্ষতয়া উপকারিণং সর্বপ্রত্যয়নাক্ষিণং নারায়ণং য়াং প্রত্যগভেন
জ্ঞাত্বা সাক্ষাৎকৃত্য মত্বাং প্রাপ্য শাস্তিমনুপাধ্যবস্থাং নিরুপাধ্যাং কৈবল্যসংজ্ঞাং
প্রাপ্নোতি । এবঞ্চ সোপাধিব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিপূর্বিকৈব নিরুপাধিপ্রাপ্তিরিতি গম্যতে ।
যথোক্তং বার্তিকসারে, “সোপাধিনিরুপাধিষ্ঠে যথা ব্রহ্মবিদ্যুচ্যতে । সোপাধিকঃ স্ত্রাৎ
সর্বাণ্য নিরুপাধ্যোহনুপাধিকঃ । জন্মন্ জীড়ন্ রতিং প্রাপ্তঃ ইতি । সোপাধিকস্ত তু,
ছান্দোগ্যে সর্বকামাপ্তিঃ সর্বাণ্যাপ্য স্পষ্টমীরিতা । অহময়ং তথান্নাদঃ শ্লোককাব্যাপ্যাহো
অহম্ । ইতি তত্ত্ববিদঃ সামগানে সর্বাশ্রুতা শ্রুতা । অজ্ঞাপি চক্রদৃষ্টান্তাং সোপাধিস্তব-
বিস্তৃতঃ । অপূর্বানপরাহৃত্য প্রোচ্যতে নিরুপাধিকঃ ॥” ইতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপদ্মাবাক্যপ্রমাণমর্ষণাদাপুরকর-চতুর্ধরবংশাবতংস-শ্রীগোবিন্দহরিশূনোঃ

শ্রীনীলকণ্ঠস্ত কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্বণি ভগবদ্গীতার্থ-

প্রকাশে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

বিশ্বনাথ ।—এবমুত্তম বোগিনোহপি জ্ঞানিন ইব ভক্ত্যুত্থেন পরমাত্মজ্ঞানেনৈব
মোক ইত্যাহ ভোক্তারমিতি । বজ্ঞানাং কশ্মিকৃতানাং, তপসাক জ্ঞানিকৃতানাং, ভোক্তারং,
পালয়িতারমিতি কশ্মিণাং জ্ঞানিনাং চোপাস্তম্, সর্বলোকানাং মহেশ্বরং মহানিরন্তারং
অন্তর্যামিণং বোগিনামুপাস্তম্, সর্বভূতানাং সুহৃদং রূপয়া স্বভক্তদ্বারা স্বভক্ত্যুপদেশেন
হিতকারিণমিতি তক্তানামুপাস্তম্ য়াং জ্ঞাত্বৈতি সত্ত্বগুণময়জ্ঞানেন নিগুণস্ত মমাত্মভাবা-

মুক্তিকাঃ ॥ শূণু দেবী প্রবক্ষ্যামি মুদ্রাঃ সর্বার্থসিদ্ধিদাঃ । বাতিবিরচিতাভিস্ত সান্নিধ্যং ত্রৈপুয়ং ভবেৎ ।
পরিবর্ত্য করৌ স্পষ্টীবদ্ধুঠৌ কারয়েৎ সমৌ । অনামান্তর্গতে কৃদ্বা তর্জুঠৌ কুটিলাকৃতা । কনিষ্ঠিকৈ
নিম্নস্কীত নিবন্ধনান্নে মহেশ্বরী । ত্রিখণ্ডেয়ঃ সমাখ্যাতা ত্রিপুরাধ্যানকল্পণি । মধ্যমা মধ্যমে কৃদ্বা
কনিষ্ঠেহুঠরোথিতে । তর্জুঠৌ দন্তবৎ কৃদ্বা মধ্যমোপর্ধানামিকৈ । এষ চ এতম্বা মুদ্রা সর্বসংকোভ-
কারিণী । এতস্তা এব মুদ্রায়া মধ্যমে সরলে যদা । ত্রিযতে পরমেশানি সর্ববিজ্ঞাবিনী তদা । মধ্যমা
তর্জুনীত্যাঞ্চ কনিষ্ঠা নামিকৈ সমে । অক্ষুশাকাররূপাভ্যাং মধ্যমে পরমেশরি । অঙ্গুঠৌ তু নিম্নস্কীত
কনিষ্ঠানামিকোপরি । ইয়নাকর্ষণী মুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণী পরা ॥ পুটাকারৌ করৌ কৃদ্বা তর্জুস্তাব-
হুশাকৃতা । পরিবর্ত্যক্রমেণৈব মধ্যমে তবধোগতে । ক্রমেণ দেবি তেনৈব কনিষ্ঠানামিকৈ তথা ।
সংখোজ্য নিবিড়াঃ সর্বা অঙ্গুষ্ঠাবপ্রদেশতঃ । মুদ্রেয়ঃ পরমেশানি সর্ববশ্তকরী মদা । সমুদ্রেণৈতু করৌ
কৃদ্বা ঐক্যামধ্যমেহত্যজে । অনামিকৈ তু সরলে তদহিতর্জুনীঘরম্ । দস্তাকারৌ তদঙ্গুঠৌ মধ্যমা
মধ্যমেশৌ । মুদ্রেয়োদ্বাদিনী নামা কর্ষণী সর্ববোধিতাম্ । অস্তান্তনামিকা যুগ্মমণ্যঃ কৃদ্বাহুশাকৃতা ॥
তর্জুস্তাবণি তেনৈব ক্রমেণ নিবিরোদ্ধরেন ॥ ইয়ং মহাহুশামুদ্রা সর্বকামার্থসাধিনী । সব্যঃ দক্ষিণদেশে

সম্ভবাৎ “ভক্ত্যাহমেকরা গ্রাহঃ” ইতি মহাক্তেঃ । নিঃসৃণয়া ভক্ত্যেব যোগী যোগাত্তং
পরমাত্মানং মাং অপরোক্ষানুভবগোচরীকৃত্য শান্তিং মোক্ষমুচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৯ ॥

নিঃসৃণয়া জ্ঞানী যোগী চাত্তং বিশৃণোতি । জ্ঞানাত্মপরমাত্মানাবিত্যাধারার্থে দ্বিরিতঃ ॥

ইতি সারার্থবর্ণিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ । গীতাস্থ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ সম্ভবতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবতঃ ॥

তাৎপর্য্য :—শ্রীমদ্ভগবদেন্নেত্র অভিপ্রায় । এইরূপে ইন্দ্রিয়াদির
সংযম করিলে কি প্রকারে মুক্তি হইতে পারে, অথবা উল্লিখিতরূপে যোগযুক্ত
‘হইয়া কোন জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায় ? এইরূপ প্রশ্নের
উত্তর প্রদত্ত হইতেছে । যিনি উল্লিখিতরূপে চিত্তসংযম করেন, তিনি
সর্বাসুখার্থী, সর্বাবভাসক, সচ্চিদানন্দ নারায়ণরূপ আমাকেই যাবতীয় যজ্ঞ
ও তপস্যার কর্তা ও দেবতারূপে ভোগকর্তা বা পালক, সকল লোকের মহান্
নিয়ন্তা, সকল জীবের প্রতাপকার-প্রত্যাশা-পরিশূন্য পরম-শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ-
রূপে, সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন এবং আত্মস্বরূপ আমার সাক্ষাৎকার
লাভ করিয়া, সর্বসংসারোপারমরূপ শাস্তিলাভ করেন । অর্জুন যদি বলেন,
“হে নারায়ণ ! তুমি সশরীরে আমার এই মর নয়নযুগলের সমক্ষে বিরাজমান
রহিয়াছ এবং আমি তোমাকে নিরন্তর সন্দর্শন-জনিত সুখ-সন্তোষ
করিতেছি, তথাপি আমি মুক্ত হইতেছি না কেন ?” এইরূপ আশঙ্কার
উত্তরস্বরূপে সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ এই শ্লোকে ইহাই পরিব্যক্ত করিলেন
যে, উল্লিখিত প্রকারে চিত্তজয়, বাসনা-নিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়-নিরোধ করিয়া,
যোগমার্গাবলম্বনে জ্ঞান দ্বারা আত্মরূপে আমার সাক্ষাৎকার লাভ না
করিলে, মুক্তিলাভ করা যায় না । অতএব মুক্তিকাম ব্যক্তির এই পথ
অবলম্বন করাই বিধেয় ।

তু সর্বদেবেষু দক্ষিণম্ । বাহুং কৃৎবা মহাদেবি হস্তৌ সংপরিবর্ত্য চ । কনিষ্ঠেহনামিকে দেবি বৃহত্ত তেন
ক্ৰমেণ চ । তর্জনীভ্যাং সমাক্রান্তে সর্কোচ্ছবিপি মধ্যমে ॥ অঙ্গুষ্ঠৌ তু মহেশানি সরলাবপি কারয়েৎ । ইয়ং সা
খ্যেচরী নামা পার্শ্ববহ্নাবোজিতা । পরিবর্ত্য করৌ স্পষ্টাবদ্ধচন্দ্রাকৃতী প্রিয়ে । তর্জঙ্গঙ্গুষ্ঠমুগলং
যুগপৎ কারয়েৎ ততঃ ॥ অধঃকনিষ্ঠাবষ্টকে মধ্যমে ধিতি যোজয়েৎ । তথৈব কুটিলে যোজ্যে সর্কোচ্ছান্তাদান-
মিকে ॥ বীজমুদ্রেরমচিরাৎ সর্কসিদ্ধিবিবর্দ্ধিনী । মধ্যমে কুটিলে কৃৎবা তর্জঙ্গাপরিসংস্থিতে । অনামিকে
মধ্যমতে তথৈব হি কনিষ্ঠিকে । সর্কী একত্র সংযোজ্য অঙ্গুষ্ঠপরিপীড়িতাঃ । এষা তু পরমা মুদ্রা
যোনিমুদ্রেরবীরিতা ॥ এতা মুদ্রা মহেশানি ত্রিপুরায়া যোগিতা । পূজাকালে প্রয়োক্তব্য বখামুদ্রম
যোগতঃ ॥ বাসবন্তেন সূষ্টিত বদ্ধা কর্ণপ্রদেশকে । তর্জনীং সরলাং কৃৎবা জাময়েদঙ্গুষ্ঠবিভমঃ ॥ সৌভাগ্যা
র্ধিতিনী মুদ্রা জ্ঞানকালেহপি হৃতিতা । অন্তরঙ্গুষ্ঠমুদ্রা তু নিরুধ্য তর্জনীমিমাং । ত্রিপুঞ্জিহ্মাগ্রহা মুদ্রা জ্ঞান-
কালে কুং হৃতিতা ॥ বদ্ধা তু যোনিমুদ্রা বৈ মধ্যমে কুটিলে কুং ॥ জাম্যর্থের্ব তদগ্রে মুদ্রয়েৎ ভূতিনী বতা ॥

শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায় । শ্রীমন্নারায়ণ যজ্ঞ ও তপস্তার সোপাধিক-
রূপে ভোক্তা ও কর্তা । হিরণ্যগর্ভাদি যাবতীয় ভূতের তিনি ব্যাপক ঈশ্বর
অর্থাৎ অন্তর্যামী । সর্বপ্রাণীর তিনি প্রভূপকার-নিরপেক্ষ উপকারী স্রষ্টা ।
যোগীগণ এইভাবে নারায়ণরূপী আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ও সম্ভাব
প্রাপ্ত হইয়া অনুপাধিক অবস্থারূপ শাস্তি প্রাপ্ত হন । নিরূপাধিক ব্রহ্ম-
লাভের পূর্বে সোপাধিক ব্রহ্মপ্রাপ্তি আবশ্যক । বার্ত্তিককার বলিয়াছেন,
ব্রহ্মবিদগণ ব্রহ্মের সোপাধিক ও নিরূপাধিক এই দুই ভাবের উল্লেখ করিয়া-
ছেন । যেভাবে ব্রহ্ম সর্বাত্মরূপে বিরাজিত, তাহাই সোপাধিক । আর
নিরূপ নামে তাঁহার যে ভাব তাহাই অনুপাধিক । ভোজন, নর্তন, রমণ
ইত্যাদি সোপাধিক ব্রহ্মেরই কার্য্য । সর্বকামনার সমাপ্তি নিরূপাধিক
ব্রহ্মের লক্ষণ । বেদাদি সর্ববিশ্বশাস্ত্রেও ইহা সমর্থিত হইয়াছে । প্রথমতঃ
সোপাধিক ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত নিরূপাধিক ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব । ব্রহ্মকে মাতা
বা পিতা, ভ্রাতা বা স্রষ্টা, প্রভু বা সর্বেশ্বর, প্রেমিক বা সখা, ইত্যাদিরূপে
উপলব্ধ করিয়া, পুষ্পচন্দনাদি সহকারে তাঁহার অর্চনা ও আরাধনা, অথবা
বিবিধ ভোজ্যপানীয় সহকারে তাঁহার বিনোদন, অথবা তদগতচিত্তে বিবিধ
বিধানে তাঁহার সেবা ও পরিচর্যা করা আবশ্যক । এইরূপে সগুণ ব্রহ্ম-নিষ্ঠ
হইয়া সর্বতোভাবে তন্ময় হইলে নিগুণ ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃই উপজাত হয় ।
নতুবা বিনা সাধনায় সহসা নিগুণ ব্রহ্মজ্ঞান কখনই সম্ভব নহে ; ইহাই
শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় । এই জন্যই অগ্রে ব্রহ্মকে যজ্ঞ তপস্তাদি
ব্যাপারের কর্তা, দেবতা, সর্বলোকের মহেশ্বর, সর্বপ্রাণীর পরম-হিতৈষী
স্রষ্টা স্বরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক । এ সকলই সগুণ অর্থাৎ সোপাধিক
ব্রহ্মের লক্ষণ । এইরূপ জ্ঞান হইলে শাস্তিস্বরূপ নিগুণ অর্থাৎ অনুপাধিক
ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবে ।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায় । উল্লিখিতরূপ যোগাশ্রয় করিয়া জ্ঞানলাভ
করিলেও, কেবলমাত্র ভক্তিজাত পরমাত্ম-জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ করা যায়,
ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদিত হইতেছে । কশ্মিদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি
এবং জ্ঞানদিগের অনুষ্ঠিত তপস্তাদি উভয়েরই আমি ভোক্তা ও
পালয়িতা ; সুতরাং কশ্মী ও জ্ঞানী উভয়েরই আমি উপাস্ত । সর্বলোকের
আমি মন্থনীয়স্তা ও অন্তর্যামী, সুতরাং যোগীদিগেরও আমি উপাস্ত । সকল

ভূতকে আমি কৃপা সহকারে স্বকীয় ভক্তদ্বারা স্বকীয় ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদের হিতসাধন করি; সুতরাং আমি ভক্তদিগেরও উপাস্ত। সাধকেরা সঙ্কণ্ঠময় জ্ঞানের দ্বারা ভক্তের ভগবান্‌স্বরূপ আমাকে জানিয়া ও অপরোক্ষানুভব দ্বারা গোচরীভূত করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হন ॥ ২৯ ॥

এই অধ্যায়ের নাম “কর্মসন্ন্যাসযোগ”। কেহ কেহ এতদধ্যায়ের স্বস্বরূপ-পরিজ্ঞান এই নাম নির্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর উপসংহার বাক্য।—যিনি কর্মযোগ ও সান্ধ্যযোগ এতদুভয়ের বিকল্প-শঙ্কা বিদূরিত করিয়া তাহার ক্রম সহকৃত সমুচ্চয় প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই সর্বজ্ঞ গুরুকে নমস্কার করি।

শ্রীমদ্বলদেবের উপসংহার বাক্য।—নিষ্ঠাসহকৃত জ্ঞানগর্ভ নিকাম কর্মদ্বারা যোগিগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, ইহাই পঞ্চম অধ্যায়ে নির্ণীত হইল।

শ্রীমদ্রথুসূদনের উপসংহার বাক্য।—শ্রীহরি ইহাই পরিব্যক্ত করিয়াছেন যে, সকলের মুক্তির সাধনস্বরূপ স্বস্বরূপ-পরিজ্ঞান অনেক সাধনা-সহকৃত অভ্যাসের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের উপসংহার বাক্য।—এই অধ্যায়ে ইহাই নিরূপিত হইয়াছে যে, নিকাম কর্মদ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞানলাভ করিয়া যোগী ও জ্ঞানিগণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

পঞ্চমাধ্যায়ের তাৎপর্য সমাপ্ত।

যায়ুনয়ুনি।—কর্মযোগস্ত সৌকর্য্যং শৈত্ৰ্য্যং কাশ্চন তদ্বিধাং। ব্রহ্মজ্ঞান-প্রকারন্ত পঞ্চমাধ্যায় উচ্যতে ॥

তাৎপর্য্য।—কর্মযোগের সহজসাধ্যতা শীত্র-ফলপ্রদায়িত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকার পঞ্চমাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

ততীয়োহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

জ্যায়সী চেৎ কৰ্মণস্তে মতা বুদ্ধিজ্ঞানদীন ।।

তৎ কিং কৰ্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব ।। ১ ॥

অনুব্র।—অৰ্জুন উবাচ । জনাৰ্দ্দন চেৎ (যদি) : কৰ্মণঃ (নিকামা-
দপি কৰ্ম্মানুষ্ঠানাং) বুদ্ধিঃ (আত্মতত্ত্বজ্ঞানং) জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠতরা)
তে (তব) মতা (অনুমোদিতা) কেশব ! তৎ (তদা) কিং (কিমর্থং)
ঘোরে (হিংসাত্মকে আশ্রয়লাভে চ) কৰ্মণি মাম্ (মাদৃশং শর-
ণাগতং জনৈ) নিযোজয়সি (প্রযুক্তয়সি) ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ।—অৰ্জুন বলিলেন । এাৰ্থনা-পূরণ-কম ! যদি কৰ্ম্মা-
পেক্ষা আত্মবুদ্ধি শ্রেষ্ঠতরা তোমার অনুমোদিতা নারায়ণ ! তবে
কেন নিষ্ঠুর-বিশদ-বহুল কৰ্ম্মে আমাকে প্রযুক্তি-করিতেছ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা।—অৰ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নারায়ণ ! আত্মোন্নতির
নিমিত্ত যদি নিকাম কৰ্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা পরমার্থজ্ঞানই অধিকতর
লভ্যপার বলিয়া তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে আমাকে সেই হিংসাবহুল
কৰ্ম্মানুষ্ঠানে কেন বিনিযোজিত করিতেছ ॥ ১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—শাস্ত্র প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিষয়ভূতে যে বুদ্ধী তদগত। নির্দিষ্টোপাখ্য-
য়কিৰোগবুদ্ধিঃ, তত্র “প্রলোভতি বদা কামান্” ইত্যারভ্যায়ারশরিসূত্রমাণেঃ সাখ্যবুদ্ধ্যাজি-
তানাং সম্যাককৰ্ত্তব্যতানুক্ৰ। তেবাং তদ্বিষ্ঠতয়েব চ কৃতার্থগোচরা “এবা ব্রাহ্মী হিতিঃ” ইত্য-
ৰ্জুনায় চ ‘কৰ্ম্মণোবাধিকারন্তে না তে সদোহং কৰ্ম্মণি’ ইতি কৰ্ম্মেব কৰ্ত্তব্যানুক্ৰবান্ বোগবুদ্ধি-
মল্লিত্য। ন ততএব প্রেরঃপ্রাপ্তিকৃতবান্, তদেতদানক্য পর্য্যাকুলীভূতবুদ্ধিরৰ্জুন উবাচ, কথঃ

ভক্ত্যঃ প্রেরোহির্ষিনে বৎ সাক্ষাৎপ্রেরঃপ্রাপ্তিনাথনঃ সাক্ষ্যবুদ্ধিনিষ্ঠাঃ প্রাবরিষা মাং কৰ্ম্মণি
 দৃষ্টানেকানর্থযুক্তে পারম্পর্য্যোপাধীনকাস্তিকপ্রেরঃপ্রাপ্তিকলে নিবৃত্ত্যাৎ ? ইতি ক্লঃ পৰ্য্যা-
 কুলীভাবোহর্জুনস্ত, তদনুক্রমশ্চ প্রেরো জায়সী চেদিত্যাদি । প্রাপ্তাপাকরণশাক্য ভগবতো
 যুক্তঃ, যথোক্তঃ বিভাগবিষয়ে শাস্ত্রে । কেচিৎসর্জুনস্ত প্রার্থ্যমগ্নত্বা কল্পরিষা তৎপ্রতিকূলং
 ভগবতঃ প্রতিবচনং বর্ণয়তি । যথা চাত্মনা সৰ্ব্বকল্লহে গীতার্থো নিরূপিতঃ, তৎপ্রতিকূলক্ষেপ
 পুনঃ প্রেরপ্রতিবচনরোরর্থং নিরূপয়তি । কথং তত্র সৰ্ব্বকল্লহে ভাবং সৰ্ব্বোপাশ্রমিণাং
 জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো গীতাশাস্ত্রে নিরূপিতোহর্থ ইত্যুক্তম্, পুনর্নিশ্চেষতক বর্জিত্বং প্রতি-
 চোদিতানি কৰ্ম্মণি পরিত্যজ্য কেবলাদেব জ্ঞানান্মোকঃ প্রাপ্যতে ইত্যেতদেকাক্ষতেনৈক
 প্রতিবিদ্ধিমতীহ স্বাশ্রমবিষয়ঃ দর্শয়তী বাবজ্জীবং প্রতিচোদিতানামেব কৰ্ম্মণাং পরিত্যাগ
 উক্তঃ । তৎ কথমীদৃশং বিন্দকমগ্নর্জুনায় ক্রমাত্তগবান, শ্রোতা বা কথং বিন্দকমগ্নমবধারয়েৎ ?
 তত্রৈতৎ স্যাৎ গৃহস্থানামেব শ্রৌতকৰ্ম্মণরিত্যাগেন কেবলাদেব জ্ঞানান্মোকঃ প্রতিবন্ধতে,
 ন স্বাশ্রমাত্তরাগামিত্যেতদপি পূর্ব্বোক্তরাবিন্দকমেব, কথং সৰ্ব্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো
 গীতাশাস্ত্রে নিশ্চিতোহর্থ ইতি প্রতিজ্ঞায়ৈহ কথং তবিক্লং কেবলাদেব জ্ঞানান্মোকঃ ক্রম্যৎ
 আশ্রমাত্তরাগাৎ । অথ সত্যং শ্রৌতকৰ্ম্মাধেয়করৈতবচনং কেবলাদেব জ্ঞানং শ্রৌতকৰ্ম্মরহিতাৎ
 গৃহস্থানাং মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যত ইতি, তত্র গৃহস্থানাং বিত্তমানমপি স্মার্ত্তং কৰ্ম্মাবিত্তমানবহুপেক্য
 জ্ঞানাদেব কেবলাদিত্যুচ্যতে, ইত্যেতদপি বিন্দকং, কথং গৃহস্থস্যেব স্মার্ত্তকৰ্ম্মণা সমুচ্চিতাৎ
 জ্ঞানান্মোকঃ প্রতিষিধ্যতেন স্বাশ্রমাত্তরাগামিত্তি কথং বৈবোক্তঃ শক্যমবধারিতুং । কিঞ্চ
 যদি মোক্ষসাধনত্বেন স্মার্ত্তানি কৰ্ম্মাণুর্দ্ধরিতগাং সমুচ্চরন্তে, তথ গৃহস্থতাপি স্মার্ত্তৈরেব
 সমুচ্চরো ন শ্রৌটঃ । অথ শ্রৌটঃ স্মার্ত্তশ্চ গৃহস্থতৈব সমুচ্চরো মোক্ষারোদ্ধরিতগাত্ত
 স্মার্ত্তকৰ্ম্মগাত্তসমুচ্চিতাৎ জ্ঞানান্মোক ইতি, তত্রৈব সাত গৃহস্থাত্তয়াসবাহল্যাৎ শ্রৌতং স্মার্ত্তশ্চ
 বহুত্বংক্লং কৰ্ম্ম শিরস্তারোগতং ত্র্যং, অথ গৃহস্থতৈবায়সবাহল্যাৎ তৎকরণান্মোকঃ
 স্মার্ত্তাশ্রমাত্তরাগাৎ শ্রৌতানিত্যকৰ্ম্মরহিতত্বাতি, তদন্যস্যং সৰ্ব্বোপাশ্রমবৎপ্রতিহাসপূরণযোগ-
 শাস্ত্রে চ জ্ঞানান্মোকেন মুমুকোঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসংজ্ঞাবধানাশ্রমবিষয়সমুচ্চয়াবধানাক্ত, প্রতিষ্মতোঃ
 সিদ্ধত্বি সৰ্ব্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চরো ন মুমুকোঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসংজ্ঞাবধানাৎ, “পূর্ব্বৈষণার
 বিটৈষণারান্ত লোটৈষণারান্ত বুধ্যায়োষ তিস্তাচর্য্যং চরতি, তস্মাৎ সংজ্ঞাসমেবাং তপসামতি-
 রিত্তমাহঃ, ত্রাসএবাত্ত্যরৈচরতি, ন কৰ্ম্মণা ন প্রজরা ধনেন ত্যাগেনৈকেহমৃত্ত্বানন্তরিত্তি
 চ, ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ” ইত্যাদ্যঃ প্রত্যয়ঃ, “তজ ধৰ্ম্মমধৰ্ম্মক উতে সত্যানুতে ত্যজ ।
 যেন ত্যজসি তৎ ত্যজ । সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট । সারাদদৃশ্বমা । প্রব্রজত্যাকৃতোবাহাঃ
 পরং বৈরাগ্যমিত্তিতাঃ” ইতি বৃহস্পতিঃ । “পরমাত্মনি যো রক্তো যো রক্তোহপরমাত্মনি ।
 সৰ্ব্বৈষণাবিনিমুক্তঃ স তৈক্যং ভোক্তুমহীতি । কৰ্ম্মণা বধ্যতে ভক্তিসিধ্যমা চ বিমুচ্যতে ।
 তস্মাৎ কৰ্ম্ম ন কুৰ্ব্বতি বতরঃ পারদর্শিনঃ ।” ইতি শুকাত্মপালনঃ । ইহানি চ “সৰ্ব্বকৰ্ম্মণি
 মনসা সংতত” ইত্যাদি । মোক্ষত চাকার্য্যাত্মমুকোঃ কৰ্ম্মানর্থক্যং নিত্যানি প্রত্যবান-

পরিহারার্থানীতি চেৎ নাসম্মাণসিবিষয়ত্বাৎ প্রত্যবারম্ভোপেতং বহির্বিধাত্তকরণং সংজ্ঞাসিনঃ
 প্রত্যবারঃ কল্পিতুং শক্যে যথা ব্রহ্মচারিণাং অসম্মাণসিনামপি, ন তাবস্মিত্যানাং কৰ্ম্মণাম-
 ভাবাদেব ভাবরূপত্ব প্রত্যবারম্ভোপেতঃ কল্পিতুং শক্যো, “কৰ্ম্মমতঃ সজ্জায়েতেভ্যাসতঃ
 সজ্জমাসম্ভবঃ” ইতি শ্রুতে: । যদি বিহিতাকরণত্বসম্ভবামপি প্রত্যবারং জ্ঞানোপদেশানর্থকরো
 বেদোহপ্রমাণমিত্যুক্তং ত্রাৎ, বিহিতত্ব করণাকরণয়োঃ হুংখমাত্মকগত্যাৎ, তথা চ কারকং শাস্ত্রং
 ন জ্ঞাপকমিত্যুপপাদ্যর্থং কল্পিতং তন্ন চৈতদ্বিষ্টং, তস্মান সম্মাণসিনাং কৰ্ম্মাণ্যতো জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ
 সমুচ্চরাত্মপদ্বিত্তিঃ, “জ্যায়সী চেৎ কৰ্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিঃ” ইত্যৰ্জুনত্ব প্রমাণপদ্বিত্তিঃ । যদি
 হি তগবতা দ্বিতীরেহধ্যায়ো জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ সমুচ্চরেন দ্বরা একেনাহুষ্ঠেরমিত্যুক্তং ত্রাৎ,
 ততোহৰ্জুনত্ব প্রমাণোহুপপন্নঃ “জ্যায়সী চেৎ কৰ্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিঃ” ইত্যৰ্জুনায় চেৎ
 বুদ্ধিকৰ্ম্মণী দ্বরাহুষ্ঠেরে ইত্যুক্তং যা চ কৰ্ম্মণো জ্যায়সী বুদ্ধিঃ সাপ্যুটেকংবেতি, “তৎ কিং
 কৰ্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব” ইতিউপালভ্যো বা প্রমো বা ন কথকনোপপদ্যতে ।
 ন চার্জুনশ্চৈব জ্যায়সী বুদ্ধিনাহুষ্ঠেরেতি তগবতোক্তং পূৰ্ব্বমিতি কল্পিতুং যুক্তং, যেন জ্যায়সী
 চেদ্বিতি বিবেকতঃ প্রশ্নঃ ত্রাৎ, যদি পুনরেকত্ব পুৰুষত্ব জ্ঞানকৰ্ম্মণোর্কিরোবাৎ যুগপদ্বিত্ত্যানং
 ন সম্ভবতীতি ভিন্নপুরুষাহুষ্ঠেরত্বং তগবতা পূৰ্ব্বমুক্তং ত্রাৎ ততোহয়ং প্রশ্ন উপপন্নো জ্যায়সী
 চেদিত্যাদিরবিবেকতঃ প্রশ্নকল্পনারামপি ভিন্নপুরুষাহুষ্ঠেরত্বেন তগবতঃ প্রতিবচনং নোপপদ্যতে ।
 ন চাজ্ঞাননিবৃত্তং তগবৎপ্রতিবচনং কল্পনীয়ং, অস্মাদ ভিন্নপুরুষাহুষ্ঠেরত্বেন জ্ঞানকৰ্ম্মণিষ্ঠয়োৰ্ভ-
 বতঃ প্রতিবচনমূল্যং জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চরাত্মপদ্বিত্তিঃ, তস্মাৎ কেবলাদেব জ্ঞানান্মোকঃ
 ইত্যেবোহর্থো নিশ্চিতো গীতাহু সৰ্ব্বোপনিষৎসু চ, জ্ঞানকৰ্ম্মণোরেকং বদ নিশ্চিত্যোতি
 চৈকবিবর্ষেব প্রার্থনাত্মপদ্বিত্তিরোঃ সমুচ্চরাত্মত্বং “কুরু কৰ্ম্মেব তস্মাৎ যম্” ইতি চ জ্ঞাননিষ্ঠা-
 সম্ভবমৰ্জুনত্বপ্রধারণেন দর্শয়তি জ্যায়সী চেদ্বিতি । জ্যায়সী শ্রেয়সী চেদবদি কৰ্ম্মণঃ সকাশাৎ
 তে তব মতা অভিন্নোতা বুদ্ধিজ্ঞানং হে জনাৰ্দ্দন ! যদি বুদ্ধিকৰ্ম্মণী সমুচ্চিতে ইষ্টে তদেকং শ্রেয়ঃ-
 সাধনমিতি কৰ্ম্মণো জ্যায়সী বুদ্ধিরিতি কৰ্ম্মণোহতিরিক্তং করণং বুদ্ধেরহুপপন্নং অৰ্জুনেন কৃতং
 তন্ন হি তদেব তস্মাৎ কলতোহতিরিক্তং ত্রাৎ, তথা চ কৰ্ম্মণঃ শ্রেয়স্বরী তগবতোক্তা বুদ্ধির-
 শ্রেয়স্বরক কৰ্ম্ম কুরীতি মাং প্রতিপাদয়তি তৎ কিম্ কারণমিতি তগবত উপালভ্যমিব সূৰ্ব্বং তৎ
 কিং কস্মাৎ কৰ্ম্মণি ঘোরে ক্রুরে হিংসালক্ষণে মাং নিযোজয়সি কেশবেতি চ বদাহ তত নোপ-
 পদ্যতে ॥ ১৬

আবন্দগিহি ।—পূৰ্ব্বোক্তরাধ্যায়য়োঃ সম্বন্ধং পূৰ্ব্বশ্লোকপ্রাধিকারে বৃত্তমর্থং সংক্ষিপ্যাত্মবদতি
 শাস্ত্রোক্তেতি । গীতাশাস্ত্রপ্রারম্ভোপেক্ষিতং হেতুফলভূতং বুদ্ধিব্যং তগবতোপদিষ্টমিত্যর্থঃ । এই-
 র্জুনত্বপ্রমাণনির্দেশং বৃত্তমর্থাসম্বন্ধঃ কথয়তি তত্রোক্তি । অধ্যায়রৌবুদ্ধিব্যবহারনির্ধারণং বা
 শাস্ত্রমর্থঃ, পারমার্থিকে তত্ত্ব তজ্জ্ঞানং তদ্বিষ্টানামশেষকামত্যাগিনাং কামমূলানাং কৰ্ম্মণামপি
 প্রতিপত্তিকৰ্ম্মবৎ ত্যাগং কর্তব্যত্বেন তগবাহুত্ববানিত্যর্থঃ । তথাপি মোক্ষসাধনে বিরলমুচ্চর-
 যোরতত্ত্বতত্ত্ব বিবক্ষিততত্ত্ববৎ সমন্বত্বপ্রমাণবৃতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ উক্তেতি । অৰ্জুনত্ব মনসি ব্যাহু

সংঃ প্রসবীকঃ নশ্বরিত্বমুক্তমৰ্থাত্তমমুত্ৰাবতে অৰ্জুনঃ চেতি । সাধ্যাবুদ্ধিমাশ্রিত্য কৰ্মভাগ-
 যুক্ত্য পুনরুপায় কৰ্তব্যং কথং মিথোবিরুদ্ধঃ ত্রীতীত্যাপহাং যোগেতি । যথা সাধ্যাবু-
 দ্ধিমাশ্রিতানাং সংশ্রাস্কারা, তস্মিন্ভানং কৃতার্থতোক্তা, তথা যোগবুদ্ধিমাশ্রিত্য কৰ্মঃকুৰ্ব্বতোহপি
 কৃতার্থমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন তত এবতি । “দূরেণ হবং কৰ্ম বুদ্ধিযোগাৎ” ইতি শেষঃ
 বুদ্ধিযাকুলং প্রসবীকঃ প্রতিলভ্যঃ প্রশ্নঃ কৰোতীত্যাহ তদেতদ্বিতি । সাক্ষাদেব শ্রেয়ঃসাধনং
 জ্ঞানমন্ত্ৰেত্যো নশিতং তদিত্যুচ্যতে, তদ্বিপরীতং কৰ্ম বতানুষ্ঠেয়মেকমেতদ্বিতি নির্দিষ্টতে
 ভগবন্তেকম্বর্থে সন্নিহমানস্য নির্ণয়াকঙ্করা প্রশ্নপ্রভেদরূপে পূৰ্ব্বোক্তরাধ্যায়োক্তাখ্যাণ্যাপক-
 লক্ষণসঙ্গতিরিভার্থঃ । অৰ্জুনস্ত প্রশ্ননিমিত্তং পৰ্য্যাকুলং প্রশ্নপূৰ্ব্বকং আপেক্ষতি কথমিত্যাশঙ্ক্য ।
 বুদ্ধি সাক্ষাদেব শ্রেয়ঃসাধনং সাধ্যাশ্রিতং পরমার্থতত্ত্ববিষয়বুদ্ধৌ নিষ্ঠারূপং তদন্তত্বে শ্রেয়োহৰ্থিনে
 তজ্জ্ঞান শ্রাবয়িত্ব মাং পুনরততমশ্রেয়োহৰ্থিনমিব কৰ্ম্মণি পূৰ্ব্বোক্তবিপরীতে কথং ভগবানু
 নিয়োক্তুমহিতি ইত্যৰ্জুনস্ত পৰ্য্যাকুলীভাবো যুক্ত ইতি সৰ্ব্বত্র । জ্ঞাননিষ্ঠাতো বৈপরীত্যং
 কোরয়িতুং কৰ্ম্ম বিশিনষ্টি নৃষ্ঠেতি । যুদ্ধে হি কল্পকৰ্ম্মাণি দৃষ্টোহনেকোহনর্থো গুরুভ্রাতৃহিংসাদিভেদেন
 সৰ্ব্বদ্বৈন বুদ্ধিভেদায়াপি বৰ্ত্তমানে জন্মন্তেব কলমিত্যানিয়তে সম ততস্ত শ্রেয়োহৰ্থিনো নিয়োগো
 কল্পবত্যা যুক্তো ন ভবতীতি শেষঃ । যথোক্তং নিমিত্তং প্রশ্নস্ত যুক্তং তদন্তগুণবাৎ তত্ত্বতি
 ত্তোক্তকমাহ তদন্তরূপশ্চেতি জ্ঞাননিষ্ঠানাং কৃতার্থতা কৰ্ম্মানিষ্ঠানাত্ম ন তথৈত্যুক্তে বিভাগ-
 ভাগিশাস্ত্রমিত্যত্র লোকেহস্মিন্নিত্যাধিবাক্যাত্মাণি দ্ব্যোতকত্বং নশ্বরতি প্রস্তুতি । সাক্ষাদেব শ্রেয়ঃ-
 সাধনমন্ত্ৰেত্যো ভাগবতোক্তং ন তু মহমিতি যদ্বা ব্যাকুলীভূতঃ সন্ পৃচ্ছতীতি ব্যতিপ্রায়েণ সৰ্ব্ব-
 যুক্ত্য বৃত্তিকার্য্যপ্রায়ঃ দ্বয়রতি কেচিৎসিতি । জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চয়মবধারণ্যঃ প্রশ্নাঙ্গীকারে
 সমুচ্চয়বিধারণেনৈব প্রতিবচনমুচিতং ন তথা ভগবতা প্রতিবচনমুক্তং, তথা চ প্রশ্নস্ত সমুচ্চয়-
 যিরয়বিষয়মাং প্রত্যাক্ষোক্তাসমুচ্চয়বিষয়বাৎ তরোমিথোবিরোধো বৃত্তিকারমতে স্যাদিত্যর্থঃ ।
 কিন্তু কেবলং প্রশ্নপ্রতিবচনরোরৈব পরমতে পরস্পরবিরোধো ন ভবতসপি তু পরেবাৎ ব্রহ্মহুপি
 পূৰ্ব্বাপরবিরোধোহতীত্যাহ যথা চেতি । আত্মনা বৃত্তিকারৈরিত্যি বাবৎ, সৰ্ব্বত্রগ্রহো গীতাসাঙ্গ-
 রক্তোপোদ্বাতঃ, ইহেতি তৃতীয়াধ্যায়রন্তঃ পরামুশতি । তদেব বিবৃৎসাকাক্ষমাহ কথমিতি ।
 পূৰ্ব্বাপরবিরোধঃ কোরয়িতুং সৰ্ব্বত্রগ্রহোক্তমৰ্থমন্তবদতি তজ্জৈতি । (পরকীয়া বৃত্তিঃ সপ্তম্য
 সমুচ্চয়যুক্তো) সৰ্ব্বত্রগ্রহে তাবৎসমৰ্থ উক্ত ইতি সৰ্ব্বত্রঃ । তমেবার্থঃ বিশদয়তি সৰ্ব্বোবাশিত ।
 সৰ্ব্বকৰ্ম্মসম্যাপূৰ্ব্বকজ্ঞানাদেব কেবলাৎ কৈবল্যমিত্যস্মিন্ধে শাস্ত্রস্য পৰ্য্যবসানায় সমুচ্চরো
 বিবক্তিতত্ত্বজ্ঞেয়াশঙ্ক্যাহ পুনরিত্যি । উক্তো গীতার্থো বৃত্তিকারৈরৈব কৰ্ম্মভাগ্যাবোগেন
 বিশেষিতব্যারবিবক্তিতো তবিতুংসহতে, তথা চ শ্রোতানি কৰ্ম্মাণি তাক্ষা জ্ঞানাদেব
 কেবলাশ্রুতিৰ্ভবতীত্যন্তমতঃ নিয়মেনৈব বাবজীকপ্রতিতিৰ্গিপ্রতিবিদ্ধহাসাত্ম্যপগন্তুচিত-
 তিত্যর্থঃ । তথাপি কথং মিথোবিরোধবীরিত্যাশঙ্ক্যাহ ইহ বিতি । প্রথমতো হি
 সৰ্ব্বত্রগ্রহে সমুচ্চরো গীতার্থঃ প্রতিপাডয়েন বৃত্তিকতা প্রতিপাডঃ শ্রোতকৰ্ম্ম-
 পরিভাগশ্চ মিথোবিরোধাদেব ন সম্ভবতীত্যুক্তং, তৃতীয়াধ্যায়রন্তে পুনঃ সন্ন্যাসিনাং জ্ঞাননিষ্ঠা

কর্ণিণাং কৰ্মনিষ্ঠেতাশ্রমবিভাগমতিদধতা পূৰ্ণপ্রতিবিদ্ধকৰ্মত্যাগাত্মপগমানিবোধো
 দর্শিতঃ ভাবিতার্থঃ । নহু বথা ভগবতা প্রতিপাদিতং তথৈব বৃত্তিকৃত্য ব্যাখ্যাতমিতি ন
 ততাপরোধোহসীত্যাশঙ্ক্যাহ তৎকথমিতি । ন হি ইহ ভগবান্ বিরুদ্ধমর্থমতিথ্যে সৰ্বজ্ঞত্ব
 পূর্যমাণত্ব বিরুদ্ধার্থবাদিত্যাবোগাৎ, কিন্তু তদতিপ্রাপরিজ্ঞানাদেব ব্যাখ্যাতুর্কিরুদ্ধার্থবাদিতে-
 ত্যর্থঃ । ভগবতো বিরুদ্ধার্থবাদিত্যভাবোহপি শ্রোতুর্কিরুদ্ধার্থপ্রতিপত্তিঃ প্রতীত্য ব্যাচক্ষণো
 বৃত্তিকারো নাপরাধাতীত্যাশঙ্ক্যাহ শ্রোতাবেতি । অর্জুনো হি শ্রোতা, সোহপি বুদ্ধিপূৰ্ণকারী
 ভগবদ্বক্তৃমেবাবধারণয় বিরুদ্ধমর্থমবধারণয়িতুমর্হতি, তথা চ পরন্তেব বিরুদ্ধার্থবাদিতেত্যর্থঃ ।
 বিরোধঃ পরিহরশাসক্তে তত্রৈতি । সম্বন্ধগ্রহে হি বৃত্তিকারত্বভেদভিত্ত্যেতৎ গৃহস্থানামেব
 সত্যং পরিপক্কজ্ঞানমন্তরেণ বাবজ্জীবপ্রতিচোদিত্মিহোজাবিত্যাগেন কেবলান্দেবাশ্রিতিকাদাশ্র-
 জ্ঞানান্মোক্ষমবেক্ষ্যমানানাং বাবজ্জীবাদিশাষ্ট্রেরনৌ নিবিধ্যতে ন তু স্বরূপেণৈব কৰ্মত্যাগো
 জ্ঞানান্মোক্ষো বা নিবেদুনিধ্যতে, তৃতীয়ে পুনরথ্যায় কৰ্মত্যাগিনাং গৃহহেত্যো ব্যতিরিক্তা-
 নামেব কেবলান্দাশ্রজ্ঞানান্মোক্ষো বিবক্ষ্যতে, অতো ভিন্নবিষয়স্মিবেধাত্যজ্ঞানয়েমি' বিরো-
 ধাশঙ্ক্যেত্যর্থঃ । বিধান্তরেণ বিরোধঃ নশ্রমসুত্ৰমাহ এতদপীতি । বিরোধমেবাকীজ্ঞানান্
 সাধয়তি কথমিত্যাদিনা । শ্রোতং কৰ্ম গৃহস্থানামবশ্যমুচ্যেতমিত্যেনেনাতিপ্রায়েণ তেবাং
 কেবলান্দাশ্রজ্ঞানান্মোক্ষো নিবিধ্যতে ন তু গৃহস্থানাং জ্ঞানমাত্রারত্বং মোক্ষং প্রতিবিধ্যাত্তেবাং
 কেবলজ্ঞানানীনে মোক্ষো বিবক্ষ্যতে, আশ্রমাস্তরাগামি আর্হেণ কৰ্মণা সমুচ্চরাত্মাপগমারিতি
 চোদয়তি অশেতি । এতৎপদপদ্যমুচ্যেত বচনমেবাভিনয়তি কেবলানিতি । নহু গৃহস্থানাং শ্রোত-
 কৰ্মস্মারিতোহপি সতি আর্হে কৰ্ম্মণি কুতো জ্ঞানত্ব কেবলত্বং লভ্যতে ? যেন নিবেদোক্তি-
 রর্থবতী তত্রাহ তত্রৈতি । প্রকৃতবচনমেব 'সপ্তমার্থঃ, প্রধানং হি শ্রোতং কৰ্ম তত্রাহিত্যে
 সতি আর্হত্ব কৰ্মণঃ সতোহপ্যসম্ভাবমতিপ্রত্য জ্ঞানত্ব কেবলত্বমুক্তমিতি যুক্তা নিবেদোক্তি-
 রিত্যর্থঃ । গৃহস্থানামেব শ্রোতকৰ্মসমুচ্চরো নাত্তেবাং, অশেবাচ্চ আর্হেনেনি পক্ষপাতে
 হেতুত্বাং স্ববানঃ সন্ পরিহরতি এতদপীতি । তমেব হেতুত্বাং প্রামাণ্য বিবৃণোতি
 কথমিত্যাদিনা । গৃহস্থানাং শ্রোতস্মার্তকৰ্মসমুচ্চিতং জ্ঞানং বৃত্তিহেতুরিত্যত্মাপগমাৎ কেবল-
 স্মার্তকৰ্মসমুচ্চিতং ততো ন বৃত্তিরিতি নিবেদো যুক্ত্যতে, উক্তয়েতস্মাত স্মার্তকৰ্মসমুচ্চিতং
 জ্ঞানানুবৃত্তিরিতি বিভাগে নাতি হেতুরিত্যর্থঃ । পক্ষপাতে কারণং নাতি ইত্যুক্তা । পক্ষপাত-
 পরিভাগে কর্ণিণমসীতীহ কিলৈতি । গৃহস্থানামপি ব্রহ্মজ্ঞানং আর্হেত্বেরেব কৰ্মভিঃ সমুচ্চিতং
 মোক্ষসাধনং ব্রহ্মজ্ঞানবাদুর্জয়েতঃস্ব ব্যবস্থিতব্রহ্মজ্ঞানবদिति পক্ষপাতত্যাগে হেতুং কুটরতি
 ধীত্যাভিনা । যদি গৃহস্থানাং ব্রহ্মজ্ঞানং আর্হেত্বেরেব কৰ্মভিঃ সমুচ্চিতং তদীরং জ্ঞানং মোক্ষত্ব
 হেতুরিতি বিবক্ষিতং তদা তান্ প্রতি বাবজ্জীবপ্রতিষিদ্ধকথ্যেত, যদি আর্হেত্বেরপি কৰ্মভিঃ সমুচ্চিতং
 তদীরং জ্ঞানং মোক্ষসাধনং বিবক্ষিতং, তদা সিদ্ধসাধ্যতেতি প্রাপ্তকথ্যমতিপ্রত্য চোদয়তি
 অশেতি । আশ্রমাস্তরাগাং তর্হি কেবলান্দেব জ্ঞানানুবৃত্তিরিতি প্রাপ্তকথ্যবিরোধতাবদ্ব্যমিত্যা-
 নক্যাহ উক্তয়েতদাবিতি । 'প্রাধিকারিক বিভাগে গাইহ্যং সোপাধিকং কৰ্ম বাহগ্যাং অহুগাধিক-

নাগন্তেভেতি' বুঝয়িত ত্যজেতি । সাধনকুরূষে কলকুরূষমিতি ভ্রামশ্রিত্য শব্দভেদে অগেতি । কেশ-
বাহুল্যোপেতং শ্রোতং স্মার্তকং বহু কৰ্ম তত্তাহুষ্ঠানং গৃহস্থত্বমোকঃ ভাদেবেত্যর্থঃ । এনকার-
নিরস্তং ধৰ্মরতি নাপ্রমত্তরামিতি । তেবাং নান্তি মুক্তিরিত্যত্র স্বাবজ্জীবানিশ্রুতিবিহিতা-
বক্তাহুষ্ঠৈরকৰ্ম্মরাহিত্যং তেতুং সূচয়তি শ্রোতেতি । শাস্ত্রবিরোধে ভ্রামস্ত নিরবকাশত্বমভিপ্রোক্তং
বুঝয়িত তদগীতি । ঐক্যপ্রমত্তত্যা গার্হস্থ্যন্তেতৎ প্রাধিক্তাদনধিক্তাত্মাদিবিসয়ং কৰ্ম্মসংক্রাস-
বিধানমিত্যাপন্যাহ জ্ঞানাক্ষেপেনতি । ন খননধিক্ততানামজ্ঞানীনাং সংক্রাসং শ্রবণভাবুত্তিহার্য
জ্ঞানাদং ভবিষ্যৎ, তেবাং শ্রবণভাব্যাসসামর্থ্যাদতঃ শ্রুতগানীনাং বিরোধে নান্তি গার্হস্থ্যত্ব
প্রাধিক্তমিত্যর্থঃ । তত্ত প্রাধিক্ত্যভাবে তেতুংসুতরাহ আশ্রমেতি । "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী
তবেৎ গৃহাধনী কৃষ্য প্রব্রজেৎ, যদি যেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেন প্রব্রজেৎ গৃহাধা বনাংবা" ইতি
শ্রুতৌ তত্তাপ্রমবিকল্পমেকং ক্রবতে ইতি, "যমিচ্ছেক্তমাবসেৎ" ইত্যাদি শ্রুতৌ চাপ্রমাণাং সমুচ্চয়ে
বিকল্পেন চাপ্রমত্তরমিচ্ছন্ত প্রতিবিধানং গার্হস্থ্যত্ব প্রধানত্বমিত্যর্থঃ । যদি সৰ্ব্বেষামাপ্রমাণাং
শ্রুতিবুদ্ধিভুলত্বং, তর্হি তত্তাপ্রমবিকল্পকৰ্ম্মণাং জ্ঞানেন সমুচ্চরঃ সিধ্যতীতি শব্দভেদে সিদ্ধান্তীতি ।
যতপি জ্ঞানোৎপত্ত্যাপ্রমত্তরকৰ্ম্মণাং সাধনত্বং, তথাপি জ্ঞানমুৎপন্নং নৈবাং কলে সিংহকামিভেন
তত্তাপেকতঃ, অতথা সংন্যাসবিধাহুপপত্তেরিতি বুঝয়িত ন মুম্বক্ষোরিতি । সংক্রাসবিধানমেবাহু-
ক্রামতি ব্যাখ্যায়ত্যাশ্রিত্য । এষণাক্তো বৈমুখেনোপানং তৎপরিভাষাঃ আশ্রমসম্পত্ত্যনন্তরং
তত্র বিহিতকৰ্ম্মকলাপাহুষ্ঠানমপি কৰ্ত্তব্যমিত্যাহ অগেতি । প্রাপ্তকান্যং সত্যাদীনামন্ন-
কলহার্যাসত্ত চ জ্ঞানহার্য্য মোক্ষকলহাদিত্যাহ তদ্বাদিতি । অতিরিক্তমতিপ্রভং মহাকলমিতি
স্বাবৎ । প্রকৃতকৰ্ম্মণ্যঃ সকাশাংসংসারভিষরবানাসীদিত্যুস্তেহর্থঃ বাক্যভরং পঠতি ন্যাস-
এবেতি । লোকজরহেতুং সাধনত্বং পরিভাষ্য সংসারাদিরক্তাঃ সংন্যাসপূর্ব্বকাদাহুজ্ঞানাদেন
প্রাপ্তসন্তো মোক্ষমিত্যাহ ন কৰ্ম্মণেতি । সতি বৈরাগ্যো নান্তি কৰ্ম্মাপেক্ষা সত্যং সামগ্র্য্যং
কাৰ্য্যাপেক্ষাহুপপত্তেরিত্যাহ ব্রহ্মচর্য্যাদেবেতি । ইত্যাত্মাঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসংন্যাসবিধারিনাঃ শ্রুতরো
তবতীতি শেবাং, "আত্মানমেব লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইত্যাদিবাংসংগ্রহার্থমাদিপদম্ ।
তত্রৈব বৃত্তিমুদাহরতি ত্যজেতি । ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ময়োঃ সত্যানুতরোচ্চ সংসারারম্ভকত্বাসুসুক্ষ্মা তত্তাপে
প্রযত্নিত্যমিত্যর্থঃ । তাত্ত্বাত্মানমিত্যপি তদ্বতঃ স্বরূপমিচ্ছাভাবাৎ তাত্ত্বাত্মবিশিষ্টমিত্যাহ
বেনেতি । অমৃতবাস্তবসারেণ প্রমাদৃত্যপ্রমুখত্বং সংসারত্বং হুংখলত্বমালক্ষ্য মোক্ষহেতুসম্যক-
জ্ঞানসিদ্ধয়ে ব্রহ্মচর্য্যাদেব পারিত্রাক্যমহুষ্ঠৈরসিত্যুৎপত্তিবিধিসুপনাত্ততি সংসারমিতি । তদ্বজ্ঞান-
সুদৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্যাদেব কৰ্ম্মসংন্যাসে সামগ্রীমতিদধানো বিনিয়োগবিধিং সূচয়তি পরমিতি ।
জ্ঞানকৰ্ম্মণোরসমুচ্চর্য্য কলবিভাগং কথয়তি কৰ্ম্মণেতি । উক্তং কলবিভাগমনুজ্ঞাননিষ্ঠানাং
কৰ্ম্মণয়সত্ত কৰ্ত্তব্যত্বমাহ তদ্বাদিতি । বাক্যপেয়েহপি সৰ্ব্বকৰ্ম্মসম্মাসো বিবক্ষিতোহতীতাহ
ইহাপীতি । জ্ঞানার্থিনো বুদ্ধ্যোঃ সন্মাসবিধাহুপপত্তিবাধিতং সমুচ্চরবিধিবচনমিত্যুক্তমিদানীং
মোক্ষবতালোচনমপি সমুচ্চরবচনমুচ্চরিতমিত্যাহ মোক্ষত্ব চেতি । "অকুর্ণনু বিহিতং কৰ্ম্ম
নিশ্চিভক সমাচরন । প্রসজ্ঞংচেজ্জিহ্বার্থেবু লরঃ পতনমুচ্ছতি" ইতি শ্রুতেঃ, বুদ্ধকলাপি প্রত্য-

বারনিবৃত্তয়ে কর্তব্যং নিত্যকর্মেতি শব্দতে নিত্যানীতি । যো যুস্মিন্ কৰ্ম্মণ্যধিকৃত্তস্য তদকরণাৎ
 প্রত্যবায়ো ভবতি ন তু কৰ্ম্মানধিকারিণঃ সন্ন্যাসিনস্তদকরণাৎ প্রত্যবায়ঃ সম্ভবতীতি দ্বয়রতি
 নাসন্ন্যাসীতি । তদেব স্পষ্টয়তি ন হীতি । সন্নিহোমাধ্যয়নাশ্রয়করণাৎ প্রত্যবায়ঃ সন্ন্যাসিনো
 নাতীত্যর্থঃ । তত্র ব্যতিরেকোদাহরণমাহ যথেন্তি । অকরণাৎ প্রত্যবায়োৎপত্তিমভূতপেত্যুক্তঃ
 সম্প্রতি প্রতিসিদ্ধকরণাদেব প্রত্যবায়ো ন তদকরণাদভাবাৎ ভাবোৎপত্তিলোকবেদবিরুদ্ধত্বাদিত্যাহ
 ন ভাবহিতি । নহু নিত্যকৰ্ম্মবিধারী বেদস্তদকরণাৎ প্রত্যবায়ো ভবতীতি ত্রবীতি তৎকথঞ্চকর-
 ণাৎ প্রত্যবায়ো ন ভবতীতি স্পতিমপ্রিত্যোচ্যতে স্পত্যস্তবিরোধাদিতি তত্রাহ যদীতি । বিহিত-
 স্যাকরণে সত্যনর্থপ্রাপ্তেন নিত্যকৰ্ম্মবিধারী বেদোহনর্থকরত্বেনাপ্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যাহ বিহিতস্যোতি ।
 ন হি বিহিতস্য করণে পিতৃলোকপ্রাপ্তিলক্ষণং ফলং ভবতেত্যাতে, ধূমাদিনা নয়নপীড়াদিহঃখস্ত
 প্রত্যক্ষমেবাকরণে চ প্রত্যবায়োৎপত্তিরুভয়থাপি পুরুষস্যানর্থকরো বেদোহপ্রমাণমেব স্যাদি-
 ত্যর্থঃ । নবভাবস্যাপি ভাগোৎপাদনসামর্থ্যং যেনঃ সম্পাদয়িয্যতি তথা চ বিহিতাকরণপ্রত্যবায়-
 পরিহারো বিহিতকরণে ফলিযাতীতি নেত্যাহ তথা চেতি । লোকপ্রসিদ্ধপদার্থশক্ত্যাপ্ররণেন
 শাস্ত্রপ্রবৃত্ত্যঙ্গীকারাদপূৰ্ণশক্ত্যাদিনাযোগাৎ জ্ঞাপকমেব শাস্ত্রমিত্যর্থঃ । কারকত্বে চ তস্যাপ্রমাণ্য-
 মপ্রত্যহং স্যাদিত্যাহ কারকমিতি । ভবতু শাস্ত্রস্যাপ্রমাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যাপৌরুষেয়তরা অপেব-
 দোষানাগম্ভিতত্বমৈবমিত্যাহ ন চেতি । অনির্কীচ্যানুপলব্ধস্ত সংবেদনমস্তাবজ্ঞানে কারণং
 সমীহিতসাধনজ্ঞানস্ত চরণজ্ঞানাদিপ্রবৃত্তিকারণমিত্যঙ্গীকৃত্যোপসংহরতি তস্মাদিতি । অকরণাৎ
 প্রত্যবায়োৎপত্ত্যসম্ভবস্তচ্ছদ্যর্থঃ । সন্ন্যাসিনাং জ্ঞাননিষ্ঠানাং কৰ্ম্মসন্ন্যাসিত্বাদেব কৰ্ম্মাসম্ভবে
 কলিতমাহ অত ইতি । সমুচ্চরানুপপত্তৌ হেতুস্তরমাহ জায়সীতি । প্রস্নানুপপত্তিম্বেব প্রপঞ্চয়তি
 যদী হীতি । সমুচ্চরোপদেশে ঐন্দ্রকবেদানুপপত্তেচ্চ ন তত্বেপদেশোপপত্তিরিত্যাহ অজ্ঞান্নারেতি ।
 “কৰ্ম্মণ্যোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন” ইতি অজ্ঞানং প্রত্যাগদেশাৎ তৎ প্রতি জায়সী
 বুদ্ধিনেীকৈতি যুক্তং তৎ কিস্মিত্যাভ্যুপালস্তবচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন চেতি । যেন কল্পনেন
 জায়সী চেদিত্যারভ্য তৎ কিং কৰ্ম্মণীত্যাশঙ্ক্যাত্মা প্রশ্নঃ স্তাৎ তথান যুক্তং কল্পয়িতুং “এবা
 তেহ্ভিহিতা সাত্মো বুদ্ধিঃ” ইতি বচনবিরোধাদিতি যোজন্য । কস্মিন্ পক্ষে তর্হি প্রশ্নোপ-
 পত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যদীতি । তদ্ব্যবহৃত্তেহর্থো ঐষ্টব্রিবেকাভাবাৎ প্রশ্নঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্য পূর্বোক্ত-
 মেবাধিকং বিবক্ষরা স্মারয়তি অবিবেকত ইতি । ভগবতোহপি প্রতিবচনমজ্ঞাননিমিত্তং
 প্রশ্নানুপপত্তিস্ত্রিত্যাশঙ্ক্যাদিকং দর্শয়তি ন চেতি । ভগবতঃ সর্বজ্ঞত্বপ্রসিদ্ধিবিরোধানজ্ঞানাবীন-
 প্রতিবচনাযোগাদিত্যর্থঃ । ইতচ্চ সমুচ্চরঃ শাস্ত্রার্থো ন ভবতীত্যাহ অস্মাচেতি । কতর্হি
 শাস্ত্রার্থো বিবক্ষিততত্রাহ কেবলাদিতি । জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চরানুপপত্তৌ কারণান্তরমাহ
 জ্ঞানেতি । ব্যাক্যশেষবশাদপি সমুচ্চরস্ত্রাশাস্ত্রার্থতেত্যাহ কুরু কঠৈবেতি । প্রাথমিকেন
 সম্বন্ধগ্রহেন সমস্তশাস্ত্রার্থসংগ্রাহকণ তদ্বিচরণান্নানোহস্ত সম্বর্ত্তস্ত নাস্তি গৌনকৃত্যমিতি নহা
 প্রতিপদং ব্যাখ্যাতুং ঐন্দ্রকবেদশঃ সমুপাশয়তি জায়সী চেদিতি । বেদান্তেৎ প্রমাণমিতি-
 বচনেনিত্যস্ত নিশ্চরার্থকং ব্যাবর্ত্তয়তি বদিতি । বুদ্ধিশব্দভাতঃকরণবিষয়ঃ ব্যবহ্বিনতি জ্ঞানমিতি ।

পূর্বার্জিতাকরবোজনাং কৃৎস্না সমুচ্চর্য্যভাবে তাৎপর্য্যমাহ বদীতি । ইষ্টে ভগবতেতি শেষঃ, একং জ্ঞানং কৰ্ম্মাসমুচ্চিতমিতি বাবৎ, জ্ঞানকৰ্ম্মণোরভীষ্টে সমুচ্চরে সমুচ্চিতস্য শ্রেয়ঃসাধন-
সম্যকভাবে কৰ্ম্মণঃ সকাশাৎ জ্ঞানস্য পৃথক্করণমবুক্তমিতিার্থঃ । একমপি সাধনং কলতোহতিরিক্তং
কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন ইতি । ন চ কেবলাৎ কৰ্ম্মণো জ্ঞানস্য কেবলস্য কলতোহতিরিক্তকং
বিবক্ষিত্বা পৃথক্করণং, সমুচ্চরণকে প্রত্যেকং শ্রেয়ঃসাধনদ্বানভ্যাপগমাদিতি ভাবঃ । পূর্বা-
ৰ্জস্যোবোত্তরার্জিগ্যাপি সমুচ্চরণকে তুল্যামুপপত্তিরিত্যাহ তথেষি । “দূরেণ হুবরং কৰ্ম্ম” ইত্যত্র
কৰ্ম্মণঃ সকাশাৎ বুদ্ধিঃ শ্রেয়স্করী ভগবতোক্তা কৰ্ম্ম চ বুদ্ধেঃ সকাশাদশ্রেয়স্করমুক্তং তথাপি
তদেব কৰ্ম্ম “কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারন্তে মা কলেশু” ইতি স্নিগ্ধং শিবাং তত্ত্বঞ্চ মাং প্রতি কুরীতি
ভগবান্ প্রতিপাদয়তি তত্র কারণামুপলব্ধাদবুক্তমতিক্রুরে কৰ্ম্মণি ভগবতো যস্মিন্ বোজনমিতি
বদন্তুনো বদীতি তচ্চ সমুচ্চরণকেহমুপপন্নং শ্রাদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

রাশামুজ ।—তদেবং সমুচ্চরণং পরমপ্রাপ্যতরা বেদান্তোদিতনিরন্তরনিখিলান্য-
বিদ্যাবিদ্যোবগজ্ঞানবধিকৃতিশরাসঙ্খ্যায়কল্যাণশুভগুণপরব্রহ্মপুরুষোত্তমপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতং বেদনো-
পাসনাদ্যানাদিশব্দাভ্যাং তদেকান্তিকাত্যন্তিকতত্ত্বিবোগাৎ বক্তুং তদন্তত্বং “য আত্মাপহতপাপ্যা”
ইত্যাদিপ্রজাপতিবাক্যোদিতং প্রাপ্তুরাশ্বনো যাথাত্মাদর্শনং তস্মিত্যভ্যাজ্ঞানপূর্ব্বকাসককৰ্ম্ম-
নিষ্পাদ্যজ্ঞানযোগসাধ্যমুক্তম্ । প্রজাপতিবাক্যে হি দহরবিজ্ঞানবাক্যোদিতপরিভাষেবভরা
প্রাপ্তুরাশ্বনঃ অরূপদর্শনং “বক্তমান্যানমহুবিদ্যা বিজানাতি” ইত্যুক্তম্ । আগরিতত্বপ্রমুখ্যভীতং
প্রত্যগাত্মস্বরূপমশরীরং প্রতিপাঠ্যবসেব “এষ সম্প্রদানোহস্মাচ্ছরীরাত্ সমুখার পরং জ্যোতি-
রূপসম্পদা যেন রূপেণাতিনিষ্পদ্যতে” ইতি দহরবিজ্ঞানকলেনোপসংহতম্ । অত্রাপ্য” ধ্যান-
যোগাধিগমেন দেবং মতা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি” ইত্যেবমাদিষু দেবং মত্বৈতি বিদীয়মান-
পরবিজ্ঞানভরাত্ম্যাস্বযোগাধিগমেনেতি প্রত্যগাত্মজ্ঞানমপি বিধায় “ন জায়তে ন ম্রিয়তে য
বিপশিৎ” ইত্যাদিনা প্রত্যগাত্মস্বরূপং বিশোধ্য “অণোরণীরান্” ইত্যারভ্য “মহাত্তং বিভূমাত্মানং
মতা ধীরো ন শোচতি ।” “নারমাত্মা প্রবচনে ন লভ্যো ন মেধস্বা ন বহন্য ত্রৈতেন ।
যমেবৈব বৃণতে তেন লভ্যন্তস্যৈব আত্মা বিবৃণতে তন্তুং স্বাম্” ইত্যাদিভিঃ । পরস্বরূপং
তত্ত্বপাসনমুপাসনস্য চ ত্তিকরূপতাং প্রতিপাদ্যবসানে “বিক্তানসারির্ধ্বস্ত মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ ।
সোহন্ধনঃ পারমাম্প্রোতি তদ্বিকোঃ পরমং পদম্” ইতি পরবিজ্ঞানকলেনোপসংহতম্ । অতঃ
পরমধারণচতুষ্টয়েনৈবৈব প্রাপ্তুঃ প্রত্যগাত্মনো দর্শনং সমাধনং প্রপক্যন্তে জায়সীতি ।
যবি কৰ্ম্মণো বুদ্ধিরেব জায়সীতি তে মতা, কিমর্থং তর্হি যোরে কৰ্ম্মণি মাং নিবোজয়সি ।
এতদ্বক্তং ভবতি, জ্ঞাননিষ্ঠেবাশ্বাবলোকনসাধনম্, কৰ্ম্মনিষ্ঠা তু তস্যা নিষ্পাদিকা । আত্মাব-
লোকনসাধনভূতা তু জ্ঞাননিষ্ঠা সকলোজ্জিন্নমনসাঃ লব্ধাদিবিষয়ব্যাপারোপপত্তিনিষ্পাদ্যেত্যভি-
হিতা । ইজ্জিন্নব্যাপারোপপত্তিনিষ্পাদ্যমাত্মাবলোকনকেৎ সিসাধরিবিতং সকলকৰ্ম্মনিবৃত্তিপূর্ব্বক-
জ্ঞাননিষ্ঠারসেবাং নিবোজয়িতব্যঃ ; কিমর্থং যোরে কৰ্ম্মণি সর্কেজ্জিন্নব্যাপাররূপে আত্মাব-
লোকনবিয়োধিনি কৰ্ম্মণি মাং নিবোজয়সীতি ॥ ১ ॥

হনুমান্ ।—অৰ্জুন উবাচ । জ্যায়সীতি । কৰ্ম্মণঃ সকাশাৎ হে জনাৰ্দ্দন !
বুদ্ধিজ্যায়সী তব মতা চেৎ তর্হি যোরে বুদ্ধাত্মকে কৰ্ম্মণি মাঃ কিমর্থং নিবোধয়সি-
কেশব ! ॥ ১ ॥

শ্রীধনু ।—এবং তাবৎ “অশোচ্যানবশোচয়ম্” ইত্যাদিনা প্রথমং মোক্ষসাধনত্বেন
দেহাত্মবিবেকবুদ্ধিকল্পা, তদনন্তরং “এবা তেহতিহিতা সাত্ম্যো বুদ্ধিবোধে দ্বিমাং শৃণু” ইত্যাদিনা
কৰ্ম্ম চোক্তং, ন চ তয়োৰ্গুণপ্রধানতাবঃ স্পষ্টং দর্শিতং, তত্র বুদ্ধিবুদ্ধস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিজ্জিয়স্ব-
নিরতেজ্জিয়স্বনিরহকারিত্বাভিধানাৎ “এবা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পাথ” ইতি সপ্রশংসনমুপসংহারোক্ত-
বুদ্ধিকৰ্ম্মণোর্থে বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠত্বং ভগবতোহভিপ্রেতং মথানোহৰ্জুন উবাচ জ্যায়সী চেদিত্তি ।
কৰ্ম্মণঃ সকাশাৎমোক্ষহস্তরত্বেন বুদ্ধিজ্যায়সী! অধিকতরা শ্রেষ্ঠা চেৎ তব সম্মতা, তর্হি কিমর্থং
“তস্মাদবুধ্যস্ব” ইতি “তস্মাদ্ভুক্তিঃ” ইতি চ বারং বারং বদন্ যোরে হিংসাত্মকে কৰ্ম্মণি মাং
প্রবর্তয়সি ॥ ১ ॥

বলদেব ।—তৃতীয়ে কৰ্ম্ম নিকামং বিস্তরেণোপবর্ণিতম্ । কামাদেবীজরোগায়ে
দুর্জয়স্যপি দর্শিতঃ ॥ পূৰ্ব্বত্র কৃপালুঃ পার্থসারথিরজ্ঞানকৰ্দমনিমগ্নঃ অগৎ স্বাত্মজ্ঞানোপাস-
নোপদেশেন সমুদ্দীৰ্ঘুত্তদভূতাঃ জীবাত্মবাথাত্ম্যবুদ্ধিমুপদিষ্টা তদুপায়তরা নিকামকৰ্ম্ম-
বুদ্ধিমুপদিষ্টবান্ । অয়মেবার্থো বিনিশ্চয়ায় চতুর্ভিরধ্যাত্বৈবীধ্যান্তরৈবর্ণ্যতে । তত্র কৰ্ম্ম-
বুদ্ধিনিপাদ্যত্বাজীবাত্মবুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠ্যং স্থিতম্ । তত্রার্জুনঃ পৃচ্ছতি জ্যায়সীতি । কৰ্ম্মণো নিকা-
মাদপি চেৎ তব তৎসাধ্যত্বাৎ জীবাত্মবুদ্ধিজ্যায়সী শ্রেষ্ঠা মতা, তর্হি তৎসিদ্ধয়ে মাং যোরে
হিংসাদ্যনেকারাসে কৰ্ম্মণি কিং নিবোধয়সি “তস্মাদবুধ্যস্ব” ইত্যাদিনা কথং প্রেরয়সি ।
আত্মাত্মভবকৃতভূতা খলু সা বুদ্ধিনিখিলেজ্জিয়ব্যাপারবিরতিসাধ্যা তদর্থং তৎস্বজাতীয়াঃ
শমাদয় এব যজ্যেয়ান্, ন তু সৰ্ব্বৈজ্জিয়ব্যাপাররূপাণি তদ্বিজাতীয়ানি কৰ্ম্মাণীতি তাবৎ । হে-
জনাৰ্দ্দন ! শ্রোয়োহর্থিজনযাচনীয হে কেশব বিধিরূদ্রবশকারিন্ ! “ক ইতি ব্রহ্মণো নাম
জৈশোহিহং সৰ্ব্বদেহিনাম্ । আবাং তবাক্সজুতো তস্মাৎ কেশবনামভাক্” ইতি হরিবংশে-
কৃষ্ণঃ প্রতি ক্রজোক্তে । দুর্লভ্যাক্ষয়ং শ্রোয়োহর্থিনা মমাত্মার্থতো মম শ্রোয়ো নিশ্চিত্য ব্রহ্মীতি
তাবৎ ॥ ১ ॥

মধুসূদন ।—এবং তাবৎ প্রথমেনোধ্যায়েনোপোদঘাতিতো দ্বিতীয়েনোধ্যায়েন কৃষ্ণঃ
শাস্ত্রার্থঃ সূজিতঃ । তথাহি আদৌ নিকামকৰ্ম্মনিষ্ঠা, ততোহন্তঃকরণশুদ্ধিঃ, ততঃ শমবমাদি-
সাধনপুংসরঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসম্যাগঃ, ততো বেদান্তবাক্যবিচারসহিতা “তৎস্বজাতিনিষ্ঠা, ততঃ স্ব-
জ্ঞাননিষ্ঠা, ওস্তাঃ কলক জিগ্ণাক্ষিকাবিদ্যানিবৃত্ত্যা জীবমুক্তিঃ প্রায়ককৰ্ম্মকলতোপগচ্ছত্বা,
তদন্তে চ বিবেকমুক্তিঃ, জীবমুক্তিরশারাক পরমপুরুষার্চনত্বেন পরমবৈরাগ্যপ্রাপ্তিঃ বৈব-

সম্পদাখ্যা চ' শুভবাসনা তদুপস্থানিগ্যা দেয়া। আত্মরসম্পদাখ্যা' শুভভবাসনা তদ্বিরোধিনী হেয়া,
 'দৈবসম্পদোহসাদধারণং কারণং সাত্বিকী শ্রদ্ধা, আত্মরসম্পদস্ত রাজসী ভাসনী চেতি হেয়োপাদেশ-
 বিভাগেন কৃৎস্নশাস্তিার্থপরিসমাপ্তিঃ। তত্র "যোগস্থঃ কুরু কর্মণি" ইত্যাদিনা সূত্রিতা
 সম্বৎসরাদিশাসনভূতা নিকামকর্মনিষ্ঠা সামান্যবিশেষরূপেণ তৃতীয়চতুর্থাত্ম্যং প্রপঞ্চ্যতে, ততঃ
 শুদ্ধাক্তঃকরণস্ত শমদমাদিশাসনসম্পত্তিপূরঃসরা "বিচার কামান্ যঃ সর্কাণি" ইত্যাদিনা সূত্রিতা
 সর্ককর্মপন্যাসনিষ্ঠা সংকেপবিস্তররূপেণ পঞ্চম-ষষ্ঠীাত্ম্যং, এতাদৃশতা চ সম্পদার্থোহপি নিরূপিতঃ,
 ততো বেদান্তবাক্যবিচারসহিতা "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদিনা সূত্রিতানেকপ্রকারভগ-
 বদুক্তিনিষ্ঠা অধ্যায়মট্টকেন প্রতিপত্ত্বতে, এতাবতা চ তৎপদার্থোহপি নিরূপিতঃ। প্রত্য-
 বারম্ভাবান্তরসঙ্গতিমবাস্তরপ্রয়োজনভেদঞ্চ তত্র প্রদর্শয়িষ্যামঃ। ততঃ সম্পদার্থৈকাজ্ঞানরূপা
 "যেদ্যাবিনাশিনং নিত্যম্" ইত্যাদিনা সূত্রিতা তদ্বিজ্ঞাননিষ্ঠা ত্রয়োদশে প্রকৃতিপুরুষবিবেকদ্বারা
 প্রপঞ্চিতা, জ্ঞাননিষ্ঠায়াশ্চ ফলং "ত্রেগুণ্যবিষয়া দেদ্য নিরৈশ্বর্যগুণ্য ভবাজ্জুন" ইত্যাদিনা সূত্রিতা
 ত্রেগুণ্যানিবৃত্তিচতুর্দশে গৈব জীবমুক্তিরিতি গুণাতীতলক্ষণকথনেন প্রপঞ্চিতা। "তস্যা
 গন্তাসি নির্ঝেদম্" ইত্যাদিনা সূত্রিতা পরমবৈরাগ্যানিষ্ঠা সংসারবন্ধচ্ছেদদ্বারেন পঞ্চদশে।
 "হুঃখেদহুঃখময়নাঃ" ইত্যাদিস্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণেন সূত্রিতা পরমবৈরাগ্যোপকারিণী দৈবী সম্প-
 দাদেয়া। "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম্" ইত্যাদিনা সূত্রিতা তদ্বিরোধিভ্যাস্ত্রীসম্পদ হেয়া
 বোদ্ধশে। দৈবসম্পদোহসাদধারণং কারণঞ্চ সাত্বিকী শ্রদ্ধা "নির্ঘন্দো নিত্যসম্বহুঃ" ইত্যাদিনা
 সূত্রিতা তদ্বিরোধপরিহারেণ সপ্তদশে, এবং সফলা জ্ঞাননিষ্ঠা অধ্যায়পঞ্চকেন প্রতিপাদিতা।
 অষ্টাদশেন চ পূর্বোক্তসর্বোপসংহার ইতি কৃৎস্নগীতার্থসঙ্গতিঃ। তত্র পূর্বঃ দ্বিতীয়াধ্যায়ে
 সামান্যবুদ্ধিমাশ্রিত্যজ্ঞাননিষ্ঠা ভগবতোক্তা, "এবা তেহতিহিতা মাংস্মা বুদ্ধিঃ" ইতি তথা যোগবুদ্ধি-
 মাস্রিত্য কর্মনিষ্ঠোক্তা "যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইত্যারম্ভ "কর্মণ্যোবা'দিকারন্তে মা তে সঙ্গোহঙ্ক-
 কর্মণি" ইত্যন্তেন। ন চানয়োরনিষ্ঠোরধিকারিভেদঃ স্পষ্টমুপনিষ্টো ভগবতা, ন চৈকাধিকারি-
 কত্বমেবোভয়োঃ সমুচ্চরন্ত বিবক্ষিততাদৃশিতি বাচ্যম্। "দূরেণ হবরং কস্য বুদ্ধিযোগাক্রনজয়" ইতি
 কর্মনিষ্ঠায়া বুদ্ধিনিষ্ঠাপেক্ষয়া নিকৃষ্টত্বাভিধানাং। "যাবানর্থ উদপানে" ইত্যত্র চ জ্ঞানফলে সর্ক-
 কর্মকলাস্তর্ভাবস্য দর্শিতত্বাৎ। স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণমুক্তা চ "এবা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ" ইতি সপ্রশংসং
 জ্ঞানফলোপসংহার্যাং, "যা নিশা সর্কভূতানাম্" ইত্যাদৌ জ্ঞানিনো দ্বৈতদর্শনাত্ম্যেন কর্মাহুতান-
 সন্তব্যস্য চোক্তত্বাৎ, অবিভ্রানিবৃত্তিলক্ষণে মোক্ষফলে জ্ঞানমাত্রপ্ৰাপ্য লোকাহুসারেন সাধনত্বকল্পনা-
 ভাবাৎ, "তমেব বিবিদ্যতিমৃত্যুমেতি নাশ্র্যঃ পস্থা বিদ্বতেহয়নাং" ইতি প্রত্যেকঃ। নহু তর্হি
 তেজস্তিমিরয়োরিব বিরোধিনোজ্ঞানকর্মণোঃ সমুচ্চরাসম্ভবাৎ তিন্নাধিকারিকত্বমেবাস্ত, সত্যমেবং
 সম্ভবতি, একমজ্জুনং প্রত্যুভয়োপদেশো ন বৃত্তঃ। নহি কর্মাধিকৃতং প্রতি জ্ঞাননিষ্ঠোপদেশে
 সূচিতা, নবা জ্ঞানাধিকারিণং প্রতি কর্মনিষ্ঠা। একমেব প্রতি বিকল্পেনোভয়োপদেশ ইতি চেদ্র,
 উৎকৃষ্টনিকৃষ্টমোক্ষিকরাসুপপত্তেঃ, অবিভ্রানিবৃত্ত্যুপলক্ষিতাত্ম্যরূপে বোকে তারতম্যলক্ষ্যত্বাৎ,
 তস্যাং জ্ঞানকর্মনিষ্ঠমোক্ষির্ভাধিকারিকত্বে একং প্রত্যুপদেশোবাগোপকাধিকারিত্বে চ বিকল্পয়োঃ

সমুচ্চরাসত্ত্বাৎ কর্ম্মপেক্ষয়া জ্ঞানপ্রাপ্ত্যাহুপত্তেচ্চ, বিকল্পাত্ম্যপুণমে চোৎকৃষ্টমনারামসাধ্যং জ্ঞানং
বিহার নিরুপমেনেকারামবহুলং কর্ম্মানুষ্ঠাতুমযোগ্যমিতি মত্বা পৰ্য্যাকুলীভূতবুদ্ধিঃ অৰ্জুন উবাচ,
জ্যায়সীচেদিতি । হে জনাৰ্দ্দন ! সৰ্ব্বৈৰ্জ্ঞানৈরদ্যতে বাচ্যতে বাতিলীষিতসিদ্ধয়ে ইতি যং তথা-
ভুক্তো ময়্যপি শ্রেয়োনিশ্চয়ার্থং বাচ্যস ইতি নৈবানুচিতমিতি সম্বোধনাভিপ্রায়ঃ । কর্ম্মণো
নিকামাদপি বুদ্ধিমান্বত্ত্বং যস্য জ্যায়সী প্রশস্ততরা চেৎ যদি তে তব মতা, তৎ তদা কিং কর্ম্মণি
যোরে হিংসাত্তনেকারামবহুলং সামতিভক্তং নিয়োজয়সি, “কর্ম্মণ্যেবাধিকারন্তে” ইত্যাদিনা বিশে-
ষণে প্রেরয়সি । হে কেশব সৰ্ব্বেশ্বর ! সৰ্ব্বৈষ্বরত্ব সৰ্ব্বৈষ্টদায়িনত্বং মাং ভক্তং “শিব্যন্তেহং
শাধি মাম্” ইত্যাদিনা তবামি, স্বদেকশরণতয়োপসন্নং মাং প্রতি প্রতারণা নোচিতত্যাভি-
প্রায়ঃ ॥ ১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—পূর্ব্বাশ্রমধায়ে “এবা তেহতিহিতা সাম্যো বুদ্ধির্যোগে দ্বিমাং শৃণুঃ” ইতি
দে বুদ্ধী প্রদর্শ্য “বাবসাম্যায়িক্য বুদ্ধিঃ” ইতি শ্লোকেন সাম্যানিষ্ঠাবতাং পাতশঙ্কা নাতি, কর্ম্ম-
যোগনিষ্ঠাবতাস্ত সাতীভূক্ত। “বাবানর্থ উদশানে” ইতি সাম্যানিষ্ঠায়াং সৰ্ব্বকর্ম্মকলাত্তর্জ্যব-
শ্রবণাৎ ভাসেব প্রশমায়িক্যং স্বাশ্রয়ানুকূলাঃ সম্মানোহর্জুন উবাচ জ্যায়সীতি । হে জনাৰ্দ্দন !
কর্ম্মণো নিকামকর্ম্মযোগাপেক্ষয়া বুদ্ধিঃ সাম্যানিষ্ঠালক্ষণং জ্ঞানং জ্যায়সী প্রশস্ততরা চেৎ তে
তব মতা, তৎ তর্হি মাং ভৈক্যাবৃত্ত্যাপি তুষ্যন্তঃ যোরে বহুদধাণ্যে কর্ম্মণি কিং কুতো হেতো-
নিয়োজয়সি পুনঃ পুনর্বুধ্যসেতি বদন্ ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ ।—নিকামমর্পিং কর্ম্ম তৃতীয়ে তু প্রপঞ্চ্যতে । কামকোষজিগীষায়াং
বিবেকোহপি প্রদর্শ্যতে ॥ পূর্ব্ববাক্যেহু জ্ঞানযোগাৎ নিকামকর্ম্মযোগাচ্চ নিব্রূণ্যপ্রাপকত্ব
গুণাতীতভক্তিরোগন্ত উৎকর্ষমকণযা তত্রৈব যৌৎসুক্যমভিব্যজয়ন্ স্বধর্মে সংগ্রামে প্রবর্ত্তকং
ভগবন্তং সখ্যতাবেনোপালভতে জ্যায়সীতি । জ্যায়সী শ্রেষ্ঠা বুদ্ধির্ক্সাবসাম্যায়িক্য গুণাতীতা
ভক্তিরিতিার্থঃ । যোরে বৃদ্ধরূপে কর্ম্মণি কিং নিয়োজয়সি প্রবর্ত্তয়সি । হে জনাৰ্দ্দন, জনানু-
ব্রজনানু স্বাজয়া পীড়য়সীতিার্থঃ । নচ তবাজ্ঞা কেনাপ্যন্তথা কৰ্ত্ত্বং শক্যত ইত্যাহ হে কেশব !
কো ব্রহ্ম কেশো মহাদেবঃ তাংপি স্নয়ং বকসে বশীকরোষি ১

তাৎপর্য্য ।—পরাপরদর্শী তত্ত্ববিৎ ভগবান্ বাহুদেব, শোকমোহাঙ্কুর
অৰ্জুনের মানস-সম্ভাপ সমুদ্র নিরাস-কামনীয়, দ্বিতীয়াধ্যায়ে সমগ্র গীতা-
শাস্ত্রের সার-সঙ্কলন করিয়া, পরম তত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছেন ।
শোকাহুল-চিত্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্জুন, পূর্ব্বোক্ত ভগবাক্যে সন্নিহান হইয়া,
ভাবিতেছেন, হিতোপদেশে পরমগুরু শ্রীভগবান্ নারায়ণ, আমাকে প্রকৃত
তত্বোপদেশই প্রদান করিতেছেন, না বৃথা বাক্য-জাল বিস্তার করিয়া
আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন ? আমি তো এই জটিল বাক্যের গূঢ়তাব

কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না । তিনি একবার বলিতেছেন, স্বধর্ম রক্ষার নিমিত্ত হিংসাজনক যুদ্ধাদি ক্রিয়া ক্ষত্রিয়গণের অবশ্য কর্তব্য । আবার বলিতেছেন, যিনি রাগদ্বेषাদি পরিত্যাগপূর্বক ইন্দ্রিয়বর্গকে স্বায়ত্ত করিয়া, অশ্বদুঃখাদিতে সমভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তিপথের প্রকৃত অধিকারী । ইত্যাদি বাক্যে কখন কর্মের প্রাধান্য, কখনও বা জ্ঞানের প্রাধান্য দেখাইতেছেন । এইরূপ পুনঃপুনঃ চিন্তা করিয়া অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে জনাৰ্দ্দন ! যদি কর্ম হইতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, ইহাই আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে ‘তস্মান্ যুধ্যস্ব,’ ‘তস্মাদুত্তিষ্ঠ’ ইত্যাদি বাক্য বার বার বলিয়া, কেন আমাকে হিংসাজনক তুরকর্মে নিয়োজিত করিতেছেন ?

পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য, আনন্দগিরি ও শ্রীধর স্বামী, এই শ্লোকে নিম্ন-লিখিত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সমস্ত বেদশাস্ত্র-প্রতি-পাদ্য প্ররুতি-নিরুতি-বিষয়-ভূত কর্ম ও জ্ঞানরূপ মুক্তির উপায়কে, এই গীতাশাস্ত্রে যোগবুদ্ধি ও জ্ঞান-বুদ্ধিরূপে বিভক্ত করিয়াছেন । “প্রজহাতি বদা কামান্” ইত্যাদি (২য় । ৫৫) শ্লোকে নিরুতিমার্গগামী সাঙ্খ্যমতাবলম্বী সন্ন্যাসিগণের সন্ন্যাস-কর্তব্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । “এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্ধ” ইত্যাদি (২য় । ৭২ শ্লোক) উপসংহারে সন্ন্যাসগ্রহণের ফল-কীর্তন দ্বারা সাঙ্খ্যবুদ্ধির অর্থাৎ জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন । আবার যোগবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া “অশোচ্যানশশোচস্ব” ইত্যাদি (২য় । ১১) শ্লোকে, “এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে দ্বিমাং শৃণু” ইত্যাদি (২য় । ৩৯) শ্লোকে, “কর্মণ্যেবাধিকারন্তে” ইত্যাদি (২য় । ১৭) শ্লোকে কর্মেরই কর্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন । শ্রেরোহভিলাষী ভগবন্ত অর্জুন, এই সকল বাক্যাবলী আলোচনা করিয়া, ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং সাঙ্খ্য শ্রেরঃসাধন সাঙ্খ্যবুদ্ধি ও অনেক অনর্থ-সকল যোগবুদ্ধি (কর্ম) এই উভয়ের মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ ইহাই জিজ্ঞাসা করিলেন । সন্দ্বিষ্ট অর্জুন, “জ্যায়সী চেৎ” ইত্যাদি শ্লোকে ভগবানকে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধিযুক্ত হইয়াছে ; যেহেতু, অর্জুন তখন ভগবাক্যে পর্য্যাকুলচিত্ত হইয়াছেন । শ্রীভগবানও বিভাগশাস্ত্রে জ্ঞানকর্মের সমুচ্চরবাদ পরিহার-পূর্বক জ্ঞান ও কর্মের যে পৃথক পৃথক অধিকারী নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাও বুদ্ধিসত্ত্ব হইয়াছে ।

সমুচ্চয়বাদী হৃত্তিকার এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, “সাধকগণ, মুক্তিকামনায় জ্ঞান ও কর্মের যুগপৎ অনুষ্ঠান করিবেন। জ্ঞান ও কর্ম যত্নভাবে মুক্তির প্রয়োজক নহে।” ইত্যাদি হৃত্তিকারের মত। অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে; কারণ যদি এই গীতাশাস্ত্রে ভগবৎ কর্তৃক জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ই নিরূপিত হইয়া থাকে, তবে স্রষ্টা ক্রিয়া-কলাপ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল জ্ঞান দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে, ইত্যাদি ভগবৎশাস্ত্র কল্পে সঙ্গত হইবে এবং অধিকারিভেদে যে আশ্রম বিকল্প বিধান করিয়াছেন, তাহাই বা কিরূপে সঙ্গত হইবে? অতএব গীতাশাস্ত্রে সমুচ্চয়বাদ কখনও প্রতিপাদিত হয় নাই। অপিচ সর্বার্থদর্শী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বিরুদ্ধ বাক্যের উপদেশ প্রদান করিলেন কেন? বাক্যার্থ-সারবিৎ অর্জুনই বা এইরূপ বিরুদ্ধ বাক্য হৃদয়ে ধারণা করিলেন কেন? শুকদেব বলিয়াছেন, “কর্ম দ্বারা জীবগণ সংসারে বদ্ধ হন, আর জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ করেন; অতএব তত্ত্বদর্শী বত্তিগণ কর্ম করিবেন না।” ইত্যাদি শুকদেব কথিত বাক্যে সন্ন্যাসিগণের পক্ষে কর্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। হৃত্তিকারের মতে তাহাও অসঙ্গত। বিশেষতঃ যদি জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়ই গীতাশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইবে, তবে এই শ্লোকে, ‘হিংসাত্মক ক্রুরকর্মে কেম আমাকে নিয়োজিত করিতেছ,’ ইত্যাদি উপালম্ব সহকৃত অর্জুনকৃত প্রশ্নও উপপন্ন হইতে পারে না। যদি বল একই পুরুষের দ্বারা জ্ঞান ও কর্মের যুগপৎ অনুষ্ঠান অসম্ভব; অতএব জ্ঞান ও কর্ম ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ কর্তৃক অনুষ্ঠেয়, ইহাই পূর্বোক্ত ভগবৎবাক্যের ভাৎপর্ষ্য; তাহা হইলে অর্জুনকৃত প্রশ্নও উপালম্ব উভয়ই স্বসঙ্গত হয়। তাহাও বলিতে পারা না; কারণ, তাহা হইলে “জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্” ইত্যাদি শ্রীভগবানের উত্তর বাক্যে, ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ কর্তৃক জ্ঞান ও কর্মের অনুষ্ঠেয়ই বিষয়ক বিধান অসঙ্গত হইয়া পড়ে। অতএব হৃত্তিকারের সমুচ্চয়োক্তি অযুক্তিযুক্ত বলিয়া নিতান্ত অশ্রদ্ধের। সাধকগণ সর্বকর্ম পরিত্যাগপূর্বক, কেবল জ্ঞান দ্বারাই মুক্তিলাভ করেন, ইহাই এই গীতাশাস্ত্রে ও অন্যান্য সকল উপনিষদে বিনিশ্চিত হইয়াছে। অধুনা জ্ঞান ও কর্ম এই উভয়ের মধ্যে একটি নিশ্চয় করিয়া আমাকে বলুন, ইত্যাদি অর্জুনকৃত, প্রার্থনাও উপপন্ন হইল। (জ্ঞান-কর্মের সমুচ্চয়

বাদ লম্বকে আচার্য্যের বিস্তারিত অভিপ্রায় ২য় অধ্যায় ১১শ শ্লোকে
অষ্টব্য ।)

পূজ্যপাদ রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায় । ছান্দোগ্য ও কঠ উপনিষদে
আত্মজ্ঞানাদির বিষয় বেরূপ রীতি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়াছে, এই
গীতাশাস্ত্রে অর্জুনের প্রতি ভগবদ্রূপদেশও তদনুরূপ । মহাত্মা রামানুজ
বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা উপলক্ষে উক্ত বিষয়েরই সবিশেষ বিচার
করিয়াছেন ।

স্থূলদর্শী মুমুক্শুবর্গের হিতার্থ প্রজ্ঞাপতি (অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুত্রো দহর
পুণ্ডরীকং বেষ্মদহরোহস্মিন্যেচ্ছুরাকাশঃ ইত্যাদি) ছান্দোগ্য উপনিষদ,
অষ্টম প্রপাঠক, প্রথম ঋণ্ড, প্রথম সূত্র হইতে দহর বিদ্যার উপদেশ প্রদান
করিয়াছেন । দহর বিদ্যার স্থূল অর্থ হৃদয়-পুণ্ডরীকে সঞ্চারিত ব্রহ্মোপাসনা ।
উক্ত দহর বিদ্যা প্রকরণের উপরল্লিখিত প্রজ্ঞাপতির বাক্যগমূহ বিচার পূর্ব্বক
নির্ণীত হইয়াছে যে, দহর শব্দেরই অর্থ ব্রহ্ম, বিষ্ণু বা ঈশ্বর । এতদর্থ
প্রতিপাদনোদ্দেশ্যেই, ভগবান্ বেদব্যাস স্বকৃত ব্রহ্মসূত্রে “দহর উত্তরেভ্যঃ”
(ব্রহ্মসূত্র ১ম অধ্যায়, ৩য় পাদ, ২১ সূত্র) এই সূত্র সন্নিবেশ করিয়াছেন ।
এই দহর বিদ্যা উপদেশের ফল স্বরূপে বলা হইয়াছে যে, “এষ সম্প্রসাদো-
হস্মাক্ষরীরাং সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদা শ্বেন রূপেণাভিনিম্পদ্যতে”
(ছান্দোগ্য ৮।৩।১) এই সম্প্রসাদ (প্রত্যগাত্মা) এই শরীরের অভিমান
ত্যাগ করিয়া, পরং জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপ সম্প্রাপ্ত হয় । তদনন্তর
“কোন্ স্বরূপ ?” ইহার উত্তররূপে প্রজ্ঞাপতি বলিয়াছেন যে, “য আত্মা
অপহতপাপা, বিজরো, বিমুক্তাঃ, বিশোকঃ, অবিজিৎসং, অপিপাসং,
সত্যকামঃ, সত্যসঙ্কল্পঃ, সোহষেষ্ঠেবাঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, স সর্বাংশ
লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ কামান্, বস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজ্ঞানাত্তি ।” যে
আত্মা অপাপী, অজর, অমর, অশোক, ভোজনেন্দ্ৰিয়া-বিহীন, সত্যকাম
(বাঁহার কামনা কখনও বিকল হয় না), সত্যসঙ্কল্প (সূতরাং কাম-হেতু-
ভূত সঙ্কল্পও বাঁহার সত্য), সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিবে এবং আচার্য্যের
নিকট তদ্বিষয়ক কথা জিজ্ঞাসা করিবে । যে ব্যক্তি শাস্ত্র ও আচার্য্যের
উপদেশানুসারে সেই আত্মাকে নিজ জ্ঞানবিষয়ীভূত করেন, তিনি সকল
লোক এবং সর্ববিধ কামনা লাভ করেন, অর্থাৎ তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই

থাকে না । উক্ত দুই ক্ষতির নির্গলিতার্থ বিহীন হইতেছে । ঐত্যগাত্মার (জীবের) অপহতপাপন্যাদিগুণ স্বাভাবিক হইলেও, সংসার-দশায় উক্ত গুণগণ কর্ম্মাখ্য অবিদ্যার আবরণে আবৃত থাকে ; সুতরাং কর্ম্ম-বশে আনন্দাদি গুণগণ আত্মাতে সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থান করে ; কিন্তু যখন জীব শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে আত্মবস্তুকে জাগ্রৎ, অঙ্গ ও স্বপ্ন এতৎ ত্রিবিধ অবস্থা এবং স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এতৎ ত্রিবিধ শরীর হইতে অতীতরূপে একান্ত নিশ্চয় করিয়া শরীরাদিতে অভিমান পরিত্যাগ করে, তখন সেই পরং জ্যোতিঃ বা পরমাত্মার বিকাশে জীবের অবিদ্যা তিরোহিত হয় এবং অপহতপাপন্যাদি স্বাভাবিক গুণনিচয় আবিষ্কৃত হয়, অর্থাৎ যাহা আবৃত থাকে তাহাই প্রকাশিত হয়, নূতন করিয়া কিছু উৎপন্ন হয় না । কর্ম্ম-লিপ্ততা প্রযুক্ত তিরোহিত-প্রকাশ মণি প্রকাশন করিলে কোন নূতন তেজ প্রকাশ করে না, তাহার যে তেজ পূর্বে ছিল, সেই স্বাভাবিক তেজই প্রকাশিত হয় মাত্র । মৃত্তিকা অপসারণ করতঃ জলাশয় খনন করিলে, তাহা হইতে কিছু নূতন জল সমুদ্ভূত হয় না ; সেখানে যে জল সংরূপে ছিল এবং মৃত্তিকার আবরণে অসৎ বলিয়া প্রতীত হইতে ছিল, তাহাই (সেই সঙ্কপ জলই) প্রকাশিত হয় মাত্র । এইরূপ ছেয় গুণগণ ধ্বংস হইলে আত্মার নিত্য গুণগণই প্রকাশিত হয় মাত্র, নূতন গুণ আর কিছুই জন্মে না । প্রজাপতি, এই স্বরূপাবির্ভাবকেই জীবের চরম ফলরূপে নির্দেশ করিয়া, দহর বিদ্যার উপসংহার করিয়াছেন ।

বাক্যশ্রবণের পুত্র নচিকেতাকে যমরাজ যে তত্ত্ব-জ্ঞানোপদেশ প্রদান করেন, কঠোপনিষদে তাহাই বর্ণিত আছে । উক্ত তত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে যমরাজ নচিকেতাকে বলিলেন, “হে নচিকেতা ! অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং মম্বা ধীরো হর্ব-শোকো জহাতি” (কঠ ২। ১২) ; “সেই দেবতাকে অধ্যাত্মবেগি দ্বারা জ্ঞাত হইয়া, জীব হর্বশোক পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ হর্বশোকের অধিকার অতিক্রম করে” ইত্যাদি ক্ষতির তাৎপর্য্যাবধারণ করিলে দেখা যায় যে, এই দেবতাকে জানা অবশ্য কর্তব্য । এস্থলে যমরাজ নচিকেতাকে ইঙ্গিতে ইহাই বুঝাইতেছেন, বা বিধি প্রদান করিয়াছেন যে, “এই দেবতাই বিজিজ্ঞাসিতব্য” এবং আমি যে তোমাকে পরম আত্ম-বিদ্যা বিবরক উপদেশ প্রদান করিতেছি, ইহাই (এই দেবকে জানাই)

তাহার প্রধান অঙ্গ । আর “অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা” এই কথা বলিয়া যমরাজ প্রত্যাগাত্ম জ্ঞানের বিষয়ই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । তদনন্তর “ন জায়তে ভ্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ” (কঠ ২।১৮) ইত্যাদি শ্রুতিতে যমরাজ নচিকেতাকে ইহাই বলিতেছেন যে, প্রত্যাগাত্মার (জীবের) প্রকৃত স্বরূপ শুদ্ধ, কারণ জীবের জন্ম-বিনাশাদি নাই (গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় ২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । তদনন্তর “অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মাণ্য জ্ঞেতানিহিতং গুহ্যমাং” (কঠ ২।২০) এই শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া “মহাস্তং বিভূমাত্মানং মন্তা মীমো ন শোচতি” (কঠ ২।২২) এবং “নাম্নমাত্মা প্রবচনেন লভেত্যা ন মেধয়া বহুনা শ্রুতেন । যমেবৈষ যুগুতে তেন লভ্যস্তৈশ্চ বাত্মা বিরপুতে তনুং স্মান্ ।” (কঠ ২।২৬) ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই পরমাত্মার উপাসনাই যে সৰ্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সাধন এবং সেই উপাসনাই যে ভক্তি তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে ; অর্থাৎ সেই আত্মা অণু হইতেও অণু, মহৎ হইতেও মহৎ, তিনি এই প্রাণী সমূহের হৃদয়গুহায় বা পঞ্চকোষপরম্পরারূপ গুহা মধ্যে অবস্থিত ; তিনি মহৎ, তিনি বিভূ (সৰ্বব্যাপী), ধীরব্যক্তি তাঁহাকে জানিয়া শোক প্রকাশ করেন না । বেদাধ্যাপন, গ্রন্থার্থাবধারণ-শক্তি, বা বহু শাস্ত্র-জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না ; এই আত্মা, আত্মস্বরূপ সন্দর্শনার্থ যে ভাগ্যবানকে বরণ করেন, ভগবৎকৃপাপাত্র সেই জীবই তাঁহাকে লাভ করে, এবং অবস্তুত ব্যক্তির নিকটই তিনি নিজ তনু প্রকাশ করেন ; ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, সেই সৰ্ব্বশক্তিমান্ অচিৎস্বার্থী ভগবান্ ভক্ত-বৎসল ; হুতরাং যিনি তাঁহাকে ভক্তি করেন তিনি তাঁহার প্রতি কৃপা পূর্বক নিজ স্বরূপ দর্শনোপযোগী সামর্থ্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে কৃতকৃতার্থ করেন, বা নিজ তনু তাঁহার নিকট প্রকাশিত করেন । ইহা দ্বারা যমরাজ প্রধানতঃ ইহাই দেখাইলেন যে, একমাত্র ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন । তদনন্তর “বিজ্ঞানসারধিৰ্ঘন্ত মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ । সোহধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥” (কঠ ৩।১৯) “বাহার বিজ্ঞান সারধি, মন প্রগ্রহ (লাগাম), সেই ব্যক্তি সংসার-মার্গের অবসানস্বরূপ বিষ্ণুর সেই পরম পদ লাভ করে অর্থাৎ আর তাহাকে সংসার-পথের পথিক হইতে হয় না ।” এই শ্রুতিতে পরবিদ্যার ফলই বিষ্ণুর পরম-পদ-প্রাপ্তি, ইহাই প্রতিপাদন করিয়া যমরাজ প্রস্তাবিত প্রকরণের উপসংহার করিয়াছেন ।

এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রেও পূর্বে (২য় অধ্যায়ে) প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই নিখিন গুণাবিত পৱিত্র পুরুষোত্তম প্রাপ্তির একমাত্র উপায়ভূত যে দৈবরৈকনিষ্ঠ আত্যন্তিক ভক্তিবোগের বিষয় সখা অৰ্জুনকে উপদেশ প্রদান করিবেন; এবং বেদন উপাগন ধ্যানাদি বে ভক্তিবোগেরই নাগাস্তরমাত্র, আত্মবাথাত্মা দর্শন সেই ভক্তিবোগেরই অঙ্গ-ভূত। প্রজাপতি ছান্দোগ্যে এই আত্মদর্শনের বিষয়ই “য আত্মাপহত-পাপশূ” ইত্যাদি বাক্যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এবং “ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশিৎ” ইত্যাদি কঠশ্রুতিতে যমরাজ উক্ত বিষয়েরই উপ-দেশ প্রদান করিয়াছেন। (গীতার ২য় অধ্যায় ২০ শ্লোক আদি দ্রষ্টব্য)।

পূর্বে আরও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, “আত্মা নিত্য” এইরূপ জ্ঞান পূর্বক নিকামকর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যে জ্ঞান যতঃ সমুদ্ভূত হইবে, সেই জ্ঞানযোগ দ্বারাই ভক্তি সঙ্গীত হয়। জ্ঞান, নিকাম-কর্মযোগ-সাধ্য। ভক্তি জ্ঞানযোগ-সাধ্য। স্মৃণ কথা, ছান্দোগ্য এবং কঠোপনিষদে প্রজাপতি ও যমরাজ যেরূপ পরবিদ্যোপদেশের প্রারম্ভ করিয়াছেন, ভগ-বান্ শ্রীকৃষ্ণও মুমুক্শু অৰ্জুনকে উপদেশ প্রদানের প্রারম্ভেও সেইরূপই করিয়াছেন এবং উপসংহারাদিও উক্ত রীতিতেই করিবেন। তৎসমূহ বর্ণন্যানে দ্রষ্টব্য। (“নাগসাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ” ইত্যাদি কঠশ্রুতির তাৎপর্য্য গীতার ১০ম অধ্যায় ১০-১১ প্রভৃতি শ্লোকে দ্রষ্টব্য, এবং “বিজ্ঞান মারথিযন্ত” এই কঠশ্রুতির বা উপসংহার শ্রুতির তাৎপর্য্য গীতার ১৮শ অধ্যায়ে ৬২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। উপস্থিত চারি অধ্যায়ে পূর্বোক্ত সমাধন-আত্ম দর্শনের বিষয় বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইবে।)

টীকাকার পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় লিখিয়াছেন, শ্রীমদ্ভগ-বদ্গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে সমস্ত গীতা শাস্ত্রার্থ সূত্রিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের প্রথমে নিকাম কর্মনিষ্ঠা, তদনন্তর তাহার ফলস্বরূপ অন্তঃকরণ-শুদ্ধি, তদনন্তর তজ্জনিত শগদনাদি রাজধর্ম সাধন পূর্বক সর্ব ধর্ম সমন্বয়, তদনন্তর তত্ত্বমস্তাদি বেদান্ত বাক্য বিচারসহকৃত ভগবদ্ভক্তি নিষ্ঠা, তদনন্তর তজ্জনিত তত্ত্ব-জ্ঞাননিষ্ঠা, তাহার ফলস্বরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী অবিদ্যার নিরস্তিত্বজনিত প্রারম্ভ কর্ম-ফল-সমুদ্ভূত ভোগাবগান ও জীবমুক্তি, তদনন্তর বিদেহ-মুক্তি অর্থাৎ দেহাবগানসহকৃত ব্রহ্মসমতার প্রাপ্ত এই

অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। জীবন্যুক্তি দশায়, পরম পুরুষার্থের আশ্রয়ে, পরবৈরাগ্য প্রাপ্তি সজ্জিত হয়। দৈবসম্পদ প্রাপ্তিরূপ শুভ বাসনা তাহার অনুকূল, আত্মর সম্পদরূপ অশুভবাসনা তাহার প্রতিকূল। সত্ত্ব-গুণ-প্রণোদিতা শ্রদ্ধা, দৈব সম্পদ প্রাপ্তির প্রবর্তক এবং আত্মর সম্পদরূপ অশুভ-বাসনা রজোগুণ ও তমোগুণের আতিশয়াজনিত। শুভবাসনার উপাদেশজ্ঞা এবং অশুভবাসনার হেয়তা বিভাগে এই শাস্ত্রার্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে ‘যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মণি’ (২।৪৮) ইত্যাদি শ্লোকে অন্তঃকরণ-শুদ্ধির সাধনভূত বে নিকাম কৰ্ম্মনিষ্ঠার প্রসঙ্গ সূত্রিত হইয়াছে, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। তদনন্তর শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির, শমদমাদি সাধন পূৰ্ব্বক, সৰ্ব্বকৰ্ম্ম সন্ন্যাসনিষ্ঠার প্রসঙ্গ ‘বিহার কামানু বঃ সৰ্ব্বানু’ (২।৭১) ইত্যাদি শ্লোকে সূত্রিত হইয়াছে; পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহাই বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে, এবং উদ্ভাভেই ‘তত্ত্বমসি’, এই মহাবাক্য মধ্যস্থ ‘তম্’ পদার্থও নিরূপিত হইয়াছে। তদনন্তর ‘যুক্ত আসীত মৎপরঃ’ (২।৬১) ইত্যাদি শ্লোকে বেদান্ত মহাবাক্য বিচারের সহিত বহু প্রকার ভগবন্ত্যক্তি-নিষ্ঠা সূত্রিত হইয়াছে; সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ এই ছয় অধ্যায়ে সেই প্রসঙ্গই বিস্তারিতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, উদ্ভাভে মহাবাক্য মধ্যস্থ ‘তৎ’ পদার্থও নিরূপিত হইয়াছে। তদনন্তর ‘বেদাবিনাশিনং নিত্যম্’ (২।২১) ইত্যাদি শ্লোকে তৎপদার্থের সহিত অভিন্নতা-বোধজনিত যে তত্ত্বজ্ঞান-নিষ্ঠার প্রসঙ্গ সূত্রিত হইয়াছে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তাহাই আলোচিত হইয়াছে। “ত্রেগুণ্যবিময়া বেদা নিত্রেগুণ্যো ভবাঙ্কুন” (২।৪৫) ইত্যাদি শ্লোকে যে প্রকৃতি ও পুরুষ বিষয়ক রোধের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠার ফল সূত্রিত হইয়াছে, চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত-লক্ষণের বিবরণ দ্বারা সেই জীবন্যুক্তির বিষয় স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। “তদাপস্তাসি নির্বেদং” (২।৫২) ইত্যাদি শ্লোকে যে পরম বৈরাগ্য নিষ্ঠার বিষয় সূত্রিত হইয়াছে, সংসার-রূপ মহীরূপের ছেদন দ্বারা তাহা সাধ্য, ইহাই পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত-রূপে আলোচিত হইয়াছে। স্থিতপ্রজ-লক্ষণ প্রসঙ্গে ‘দুঃখেদমুদ্বিগ্নমনাঃ’ (২।৫৬) ইত্যাদি শ্লোকে পরম বৈরাগ্যের শুভসাধিনী দৈবী সম্পদের উপাদেশ এবং “বাসিমাং পুষ্পিতাং বাচং” (২।৪২) ইত্যাদি শ্লোকে

ভবিষ্যদী আত্মরী সম্পদের হেয়ত্ব সূত্রিত হইয়াছে। ষোড়শ অধ্যায়ে তাহাই
 বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। “নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসম্বন্ধঃ” ইত্যাদি
 (২।৪৫) শ্লোকে দৈবী সম্পদের সাত্ত্বিকী প্রকারে অসাধারণ কারণরূপে
 সূত্রিত হইয়াছে, সপ্তদশ অধ্যায়ে বিরোধী রাজগী ও তামসী প্রকার পরি-
 হার দ্বারা, তাহারই বিষয় বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ
 হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত পঞ্চাধ্যায়ে জ্ঞান-নিষ্ঠার সফলতা প্রতিপাদিত
 হইয়াছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে পুরোক্ত ঐশ্বর্য সমূহের উপসংহার করা হই-
 য়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে শ্রীভগবান্ সাত্ত্ব্য বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া “এবা
 ত্তেহভিহিতা সাত্ত্ব্যে বুদ্ধিঃ” (২।২৯) এই বাক্যে জ্ঞান নিষ্ঠার ঐশ্বর্য
 প্রকীর্ণিত করিয়াছেন এবং যোগ বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া “যোগে দ্বিমাং
 শৃণু” (২।৩৯) হইতে “কর্ষণ্যেবাধিকারন্তে—মা তে সন্দোহস্তকর্মণি”
 (২।৪৭) এই পর্য্যন্ত বাক্য দ্বারা কর্ম নিষ্ঠার বিষয় বিবৃত করিয়াছেন।
 কিন্তু এই উভয় নিষ্ঠার অধিকারিত্বের বিষয়ক ব্যবস্থা ভগবৎ কর্তৃক সম্পষ্ট-
 রূপে উপদিষ্ট হয় নাই, অথবা একই ব্যক্তির উভয় নিষ্ঠার অধিকারিত্বও
 নির্দিষ্ট হয় নাই; সুতরাং ইহাতে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় সম্মাণিত
 হইতেছে না। কারণ “কুরেণ হবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাং ধনজয়” (২।৪৯)
 এই শ্লোক আলোচনা করিলে, বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠাপেক্ষা কর্মনিষ্ঠা নিকৃষ্ট
 বলিয়াই উপলব্ধ হয়। অপিচ “যাবানর্থ উদপানে” (২।৪৬) এই শ্লোকে
 সর্ব কর্ম জনিত ফল, জ্ঞানফলের অন্তর্নিহিত আছে, এই অভিপ্রায় বিস্তৃত
 থাকায়, জ্ঞান নিষ্ঠারই প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভগবান্
 স্থিতপ্রাজ্ঞের লক্ষণ বিবৃত করিয়া “এবা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ” (২।৭২)
 জ্ঞানফলের এই প্রশংসা-সহকৃত উপসংহার করিয়াছেন। ‘যা নিশা’ সর্ব-
 সূতানাং’ (২।৬৯) ইত্যাদি শ্লোকে দ্বৈত-দর্শন-বিরহিত জ্ঞানী পুরুষের
 কর্ম্যাসুষ্ঠানিঅসম্ভব, এবং অবিদ্যা নিবৃত্তিরূপে মোক্ষ-ফলের জ্ঞান মাত্রই
 সাধন, ইহাই সূচিত হইয়াছে। প্রতিও বলিয়াছেন, ‘তোমাকে জানিয়া
 সমুদ্র অতি-মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়, উপায়ান্তর নাই।’ অতএব আলোক
 ও অন্ধকারের দ্বার বিরোধী জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় যখন অসম্ভব এবং
 তদুভয়ের ভিন্নাধিকারিকত্ব বাস্তবিকই সম্ভব, তখন একমাত্র অর্জুনকে
 উভয় নিষ্ঠা বিষয়ক উপদেশ প্রদান করা যুক্তিযুক্ত নহে। যদি অর্জুনকে

ভবতীতি ভাবঃ) তৎ একং (জ্ঞানং বা কর্ম বা উভয়োর্মধ্যে একং)
নিশ্চিত্য (অবধার্য্য) বদ (ক্রহি) যেন (জ্ঞানেন, কর্মণা বা) অহং
শ্রেয়ঃ (মোক্ষং) আপ্নুয়াম্ (প্রাপ্স্যামি) ॥ ২ ॥

প্রতিশব্দ ।—অনিশ্চিত বাক্য-দ্বারাই আমার জ্ঞান ভ্রমাক্রম
করিতেছে যেন তাহার এক স্থির-করিয়া বল যাঁহা-দ্বারা আমি মোক্ষ
পাইতে-পারি ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা ।—তুমি স্বয়ং মোহাভীত হইলেও, কখন কর্মের কখন বা
জ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া, আমার বুদ্ধিকে যেন সন্দেহ-সমাকুল
করিয়া দিতেছ । এক্ষণে জ্ঞান ও কর্ম এতদ্ব্যতিরিক্ত কোনটির অনুষ্ঠান
করিলে আমি মোক্ষ লাভের অধিকারী হইব, তাহা অবধারিতরূপে
নির্দেশ কর ॥ ২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অথ স্মার্ত্তেনৈব কর্মণা সমুচ্চয়াঃ সর্বেষাং ভগবতোক্তঃ অর্জুনে
চাবধারিতশ্চেৎ “তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি” ইত্যাদি কথং যুক্তং বচনং, কিঞ্চ
ব্যামিশ্রেণেতি । ব্যামিশ্রেণেতি যত্নপি বিবিক্তাভিধারী ভগবান্ তথাপি মম মন্দবুদ্ধের্য্যামিশ্রমিব
ভগবৎকথং প্রতিভাতি, তেন মম বুদ্ধিং মোহয়সীবেতি মম মন্দবুদ্ধের্য্যামোহোপনয়নায় হি প্রবৃত্ত-
বুদ্ধ কথং মোহয়ন্ততো ব্রূমি বুদ্ধিং মোহয়সীবেতি মমোতি । বৃত্ত ভিন্নকর্তৃকয়োজ্ঞানকর্ম-
ণোরেকপুরুষানুষ্ঠানাসম্ভবং যদি মন্ত্যসে, তর্হৈবং সতি তৎ তয়োরেকং বুদ্ধিং কর্ম বা ইদমেবাক্ষুণ্ড-
যোগ্যং বুদ্ধিশক্ত্যবহাহুরূপমিতি নিশ্চিত্য বদ ক্রহি, যেন জ্ঞানেন কর্মণা বাহুত্বেরেণ শ্রেয়োহ-
হমাপ্নুয়ামিতি বহুত্বং, তদপি নোপপত্ততে । যদি চি কর্ম-স্টায়াং গুণভূতমপি জ্ঞানং ভগ-
বতোক্তং স্তাৎ তৎ কথং তয়োরেকং বদেতি একদিবৈবাক্ষুণ্ডমন্ত্য গুণত্বা স্তাৎ নচি ভগবতোক্তমন্ত্য-
তরমেব জ্ঞানকর্মণোর্ক্যামি, নৈব দয়মিতি । যেনোক্তয়প্রাপ্ত্যসম্ভবমায়ানো মন্ত্যমান একমেব
প্রার্থয়েৎ ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি ।—যত্ন বুদ্ধিকারকত্বং শ্রোতেন স্মার্ত্তেন চ কর্মণা সমুচ্চয়ো গৃহস্থানাং
শ্রেয়ঃসাধনমিত্যেবাং স্মার্ত্তেনৈবেতি ভগবতোক্তমর্জুনেন চ নির্দ্ধারিতমিতি তদেতদভুবদতি
অধেতি । তৎ কিমিত্যাচ্যাপালম্ভবচনমহুপপন্নং কর্মমাত্রসমুচ্চয়বাদিনো ভগবতো নিয়োজনাতাবা-
দিত দুষয়তি তৎ কিমিতি । ইতচ্চ প্রশংসমুচ্চরাসারী ন ভবতীত্যাহ বিধেতি । ভগবতো
বিবিক্তার্থবাদিদ্বাদযুক্তং ব্যামিশ্রেণেত্যাদিবচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ যত্নপীতি । যদি ভগবচনং দৃষ্টমিব
তে ভাতি, তর্হি তেন দ্বীষ্মবুদ্ধিব্যামোহনমেব তস্য বিবিক্তমিতি কিমিতি মোহয়সীবেত্যাচ্যতে

জ্ঞানমমিতি । জ্ঞানকর্ণণী শিখোবিরোধঃ যুগপদেকপুরুষানুষ্ঠেয়তয়া ভিন্নকৰ্ত্তৃকে কথ্যেতে, তথা চ তদ্যোরন্তরস্মিন্নেবং নিযুক্তো ন তু তে বুদ্ধিব্যামোহনমভিমতমিতি ভগবতো মতমন্ত-
বদতি ইমিতি । তদেকমিত্যাদিপ্রোকার্কেনোত্তরমাহ তজ্জৈতি । উক্তং ভাগবতমতং সপ্তমা
পরামুখ্যে একমিত্যুক্তপ্রকারোক্তিঃ । একমিত্যুক্তমেব ক্ষুটরতি বুদ্ধিমিতি । নিশ্চরপ্রকারং
প্রকটরতি ইদমিতি । যোগ্যত্বং স্পষ্টরতি বুদ্ধীতি । অগা হি কল্লিরস্ত সতোহস্তঃ করণস্ত দেহ-
শক্তেঃ সমরসনারস্তাবস্থায়াস্তেদমেব জ্ঞানং কৰ্ম বাহুগুণমিতি নির্দাৰ্য্য ক্রুহি ইত্যর্থঃ । নিশ্চি-
ত্যান্তরোক্তৌ তেন প্রোক্তঃ শ্রেয়োহবাস্তিকলমাহ যেনেতি । তদেকমিত্যাদিপ্রকাসাক্ষরো-
মধুসূক্তা সমুচয়স্ত শাস্ত্রার্থত্বাভাবে তাৎপর্যমাহ যদি ইতি । গুণভূতমপি ইত্যাদিনা প্রধানভূত-
মপি চেতি বিবক্ষিতং ন তূতরপ্রাপ্ত্যসম্ভবমাত্মনো মন্তমানম্ভার্জুনস্তাত্তরবিষয়া শুক্রা ভবিষ্যতি
নেত্যাহ ন ইতি । যথোক্তভগবদ্বচনাতাবে দয়প্রাপ্ত্যসম্ভববুদ্ধ্যা নাস্ততরপ্রার্থনা সম্ভবতীতাহ
যেনেতি । ন হি তথাবিধং ভগবদ্বচনং তবতেষ্টং ভগবতঃ সমুচয়বাদিভাদীকারাদতত্ত্বতাবাহুক্ত-
বুদ্ধ্যা ন বুদ্ধান্ততরপ্রার্থনেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

রামানুজ ।—বামিশ্রেণেতি । অতো ব্যামিশ্রবাকোন মাং মোহয়সীবেতি মে প্রতি-
ভাতি, তথাহাশ্রাবলোকনসাধনভূতায়ঃ সৰ্ব্বৈশ্রিয়ব্যাপারোপরতিরূপায়া জ্ঞাননিষ্ঠায়ত্ববিপর্য-
ায়ণং কৰ্মসাধনং তদেব কুৰ্ব্বতি বাক্যং বিকল্পম্ । ব্যামিশ্রমেব তস্মাদেবকমশ্মিশ্রং বাক্যং বদ,
যেন বাক্যোহমমুষ্ঠেয়রূপং নিশ্চিত্যাত্মনঃ শ্রেয়ঃ প্রাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

হমুনানু ।—কিঞ্চ ব্যামিশ্রেণেতি । ব্যামিশ্রৈণৈব সর্কীর্ণৈব বুদ্ধিং মোহয়সীব,
কবাচিং কৰ্ম শ্রেয় ইতি, কদাচিৎকিঞ্চ শ্রেয়সীতি চ, সর্কীর্ণেনৈব বাক্যোন বুদ্ধিং
মোহয়সীব মোহং নয়সীব মে, তৎ তস্মাদেকমমুষ্ঠেয়ং নিশ্চিত্য বব, যেনামুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো-
হমাপ্নুয়াম্ ।

শ্রীধর ।—নমু “ধৰ্ম্ম্যাদি বুদ্ধাচ্ছে মোহন্তং কল্লিরস্ত ন বিততে” ইত্যাদিনা কৰ্ম্মণোহপি
শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেবেতাশঙ্ক্যাহ ব্যামিশ্রেণেতি । কচিং কৰ্ম্মপ্রপংসা কচিজ্ঞানপ্রপংসেত্যেবং
ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিবা যদ্যাক্যং, তেন মে মতিমুভয়ত্র দোলায়িতাং কুৰ্ব্বন্
মোহয়সীব পরমকারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাত্যেব, তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতি
ইতীবশব্দেনোক্তং, অত উত্তরোপপাদ্যে যদুদ্রং তদেকং নিশ্চিত্য বদেতি । যদা অহং ইদং বব
শ্রেয়ঃসাধনমিতি নিশ্চিত্য যেনামুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো মোক্ষমহাপুণ্যং প্রাপ্সামি তদেটৈকং
নিশ্চিত্য বদেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

বলদেব ।—বামিশ্রেণেতি । শাস্ত্রাবুদ্ধিযোগবুদ্ধ্যোরিত্তিরনিবৃত্তিতৎপ্রবৃত্তিরূপয়োঃ
সাধ্যসাধকত্বাববোধি যদ্যাক্যং তদ্যামিশ্রমুচ্যেতে তেন মে বুদ্ধিং মোহয়সীব । বস্ততস্ত সৰ্ব্ব-
শ্রয়স্য সংসখ্যা চ তে মম্মোহকতা নাত্যেব মদ্বুদ্ধিদোষাদেব প্রত্যোম্যাহনিতীবশব্দার্থঃ । তৎ
তস্মাদেকমব্যামিশ্রং বাক্যং বদ । “ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনানুতমমানুসর্গ-
ত্যাগতঃ কৃতঃ” ইতি শ্রুতিবৎ । যেনাহমমুষ্ঠেয়ং নিশ্চিত্যাত্মনঃ শ্রেয়ঃ প্রাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

মধুসূদন ।—নহ নাহং কঞ্চিদপি প্রভারয়ামি, কিং পুনর্যামতিপ্রিয়ং, বহু কিং
মে প্রভারয়ামিচিং পশুসীতি চেৎ তজাহ ব্যামিশ্রেণেবেতি । তব বচনং ব্যামিশ্রং ন ভবত্যেব
মম ত্বেকাধিকারিকত্বভিন্নাদিকারিকত্বলক্ষ্যেহ্যামিশ্রং সঙ্গীর্ণার্থমিব তে বধাক্যং মাং প্রতি জ্ঞান-
কৰ্ম্মনিষ্ঠাষরপ্রতিপাদকং, তেন বাক্যেন হং মে মম মন্দবুদ্ধিকর্ষীক্য হাৎপৰ্যাপরিজ্ঞানং বুদ্ধিমন্তঃ-
করণং মোহয়সীব প্রাত্যা যোজয়সীব পরসকারণিকত্বাৎ হং ন মোহয়সোব, মম তু স্বাণয়-
দোষান্মোহো ভবতীতি ইবশকার্যঃ । একাধিকারিত্বে বিরুদ্ধরোঃ সমুচ্চরানুপপত্তেরেকার্থত্বা-
ভাবেন চ বিরুদ্ধানুপপত্তেঃ প্রাপ্তকর্তৃত্বধিকারিত্ত্বং মন্তসে, তদৈকং মাং প্রতিবিরুদ্ধরোনিষ্ঠয়ো-
রূপদেশাযোগাৎ তৎ জ্ঞানং বা একমেবাদিকার্যং মে নিশ্চিত্য বদ, যেনাধিকারিনিশ্চয়পুরঃসর-
মুক্তেন তরা ময়া চাহুষ্ঠিতেন জ্ঞানেন কৰ্ম্মণা চৈকেন শ্রেয়ো মোক্ষমহমাপ্নুয়াম্ প্রাপ্তং যোগাঃ
জাম্ । এবং জ্ঞানকৰ্ম্মনিষ্ঠরোেকাধিকারিত্বে বিরুদ্ধসমুচ্চরোরসম্ভবাদধিকারিত্ত্বজ্ঞানারজ্জুনস্ত
প্রশ্ন ইতি স্থিতম্ । ইহেতরেবাং কুমতং সমস্তং জ্ঞতিস্থিতিভারবলান্নিরন্তম্ । পুনঃ পুনর্ভাব্য-
কৃত্যতিবজ্রাদতো ন তং কৰ্ত্তুমহং প্রবৃত্তঃ । ভাষাকারমতসারদর্শিতা গ্রন্থমাত্রমিহ যোজ্যতে ময়া ।
আশয়ো ভগবতঃ প্রকাশ্যতে কেবলং স্ববচসো বিদুর্হরে ॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহ তব জ্ঞাননিষ্ঠায়ামনদিকার্যং কৰ্ম্মেব কুর্কীতি মাং দ্রবীণীভ্যা-
শঙ্ক্যাহ ব্যামিশ্রেণেতি । ব্যামিশ্রেণ অব্যবিক্তেন ইব ইবশকো বিবিক্তেহপি বুদ্ধিমোষাদ-
বিরুদ্ধতাং গৃহ্যসীতি সূচয়তি, এতেন বাক্যেন “তৈঃ শুণ্যাবিষয়না বেদা নিষ্টৈঃ শুণ্যো ভবাজ্জুন”
ইতি কচিদেবনিষ্ঠাং ত্র্যজয়সি “কৰ্ম্মণোবাধিকারন্তে” ইতি তামেন চ গ্রাহয়সি, তথা
“নির্বন্ধো নিশ্যস্বক্শো নির্যোগক্ষেম আশ্রয়ান্ ভব” ইতি চ নিরুক্তিমার্গঃ উপদিশসি,
“পদ্য্যাক্তি বুদ্ধাঃ শ্রেয়াহিত্যং ক্ষত্রিয়স্ত ন নিষ্ঠতে” ইতি প্রবৃত্তিমপাদিশসি, ন হেতেন
ময়া শুণ্যচত্বয়ং হিতগতিবদচুচ্যতুং শক্যং, অতো মে মম বুদ্ধিং মোহয়সীব । বহুতত্ত্ব মম
মোহং নাশয়িতুং প্রবৃত্তোহসীতি ইবশকেনোচ্যতে । তৎ তয়োর্মধ্যে মদেকং প্রধানং মদযোগ্যং
তৎ নিশ্চিত্য বদ, যেনাচুষ্ঠিতেনাহং শ্রেয়ঃ কল্যাণং আপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ ।—ভো বরুণ অর্জুন ! সত্যং শুণ্যতীতা ভক্তিঃ সর্কোৎকর্ষ্টেব, কিন্তু সা
যাদৃচ্ছিকমনৈকান্তিকমহাভক্তকূপৈকলভ্যত্বাৎ পুরুষোত্তমসাধ্যা ন ভবতি । অতএব “নিষ্টৈঃ শুণ্যো
ভব” শুণ্যতীতরায় মদভক্ত্যা হং নিষ্টৈঃ শুণ্যো ভূয়া ইত্যাদীর্বাদ এব দত্তঃ । সচ বদা
কশিয়াতি তদা তাদৃশযাদৃচ্ছিকৈকান্তিকভক্তকূপয়া প্রাপ্তাশংসি লপ্তসে । সাম্প্রতিক “কৰ্ম্মণো-
বাধিকারন্তে” ইতি মরোক্তমেবেতি চেৎ সত্যং তর্হি কৰ্ম্মেব নিশ্চিত্য কথং ন ক্রবে কিমিতি
সন্দেহসিকৌ মাং ক্রিণসীত্যাহ ব্যামিশ্রেণেতি । বিশেষত আ সমাকৃতরা মিশ্রণং নানাবিধার্থ-
মিলনং বহু তেন বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি । তথাহি “কৰ্ম্মণোবাধিকারন্তে” ইতুজ্জাপি
“বুদ্ধিবৃত্তো জহাতীহ উত্তে মজ্জতুজ্জতে । তদাদযোগার বুদ্ধাব যোগঃ কৰ্ম্মহ কৌশলম্” ।
ইতি । “সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সম্বন্ধে ত্বা সমব্ধং যোগ উচ্যতে” যোগশব্দবাচ্যং জ্ঞানমপি

ত্রয়ীবিঃ। “বলং তে মোহকলিমসু” ইত্যনেন জ্ঞানং কেবলমপি ত্রয়ীবিঃ। বিকল্পজ্ঞেবশব্দেন
 বদ্যবাক্যত্ব বস্তুতো নাস্তি নানার্থমিশ্রিতত্বং নাপি কৃপালোত্তরং সম্বোধনেন্দ্ৰো, নাপি মন
 ত্তত্ত্বমর্থানভিজ্ঞত্বং, কিন্তু স্পষ্টীকৃত্য এব তব কখনমুচিতমিতি ভাবঃ। অয়ং গুণোহভিপ্রায়ঃ
 ব্রাহ্মসাৎ কর্মণঃ সকাশাৎ সাত্বিকং কর্ম প্রেষ্ঠং, তস্মাদপি জ্ঞানং প্রেষ্ঠং তচ্চ সাত্বিকমেব।
 নিগুণা তজ্জিহ্ব তস্মাদতিশ্রেষ্ঠেব। তত্র সা যদি ময়ি ন সম্ভবেদিতি ক্রোধে, তদা সাত্বিকং জ্ঞান-
 মেবৈকং মামুপগমি। ততএব হুঃখময়াং সংসারবন্ধনাশুকো ভবেয়মিতি ॥ ২ ॥

ভাঃপর্য্য।—পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও শ্রীধরস্বামী
 অভিপ্রায়। স্বখদুঃখময় সংসার-চক্রে ঘূর্ণিত মানবগণের পরিভ্রাণের
 নিমিত্ত শ্রীভগবান্ এই গীতা শাস্ত্রে শ্রোত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের সমুচ্চয় প্রতি-
 পাদন করিয়া গৃহাশ্রমীর প্রতি কর্ম্মের প্রাধান্ত ও জ্ঞানের অপ্রাধান্ত
 দেখাইয়াছেন এবং জ্ঞানলোভী অর্জুনও তাহাই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।
 প্রাচীন চীকাকারগণ গীতার উল্লিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু
 উক্ত ব্যাখ্যা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। কারণ, যদি প্রাগুক্ত কর্ম্মের প্রাধান্ত
 স্থাপনই ভগবানের অভিপ্রায় এবং অর্জুনেরও তাহাই স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া
 থাকে তবে “তৎ কিং কর্ম্মণি বোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব” ইত্যাদি
 প্রশ্নে অর্জুন কর্ম্মের নিন্দা করিলেন কেন? আর দেখ, বদ্যপি অধিকারি-
 ভেদে জ্ঞান কর্ম্মের পৃথক্ উপাসনা করিবে, ইহাই ভগবান্ বলিয়াছেন
 স্বীকার করা যায়, তথাপি অর্জুন অতি সন্দেহমতি বলিয়া বুদ্ধি-দোষে
 পূর্ক্কোক্ত ভগবদ্বাক্য তাঁহার নিকট যেন সন্দীর্ণের ভায় প্রতীত হইতেছে।
 অতএব তিনি অতি বিনীতভাবে জানাইতেছেন, হে ভগবন্। আপনি
 শরণাগত অজ্ঞানের মোহ দূরীকরণার্থ প্ররত হইয়া, কখন কর্ম্মের প্রশংসা,
 কখন বা জ্ঞানের প্রশংসাসূচক সন্দেহজনক ব্যামিশ্র বাক্য দ্বারা আমার
 চিন্তকে উভয় দিকে দোলায়িত করতঃ অতিশয় মোহিত করিতেছেন।
 আপনি পরম দয়ালু, কপট-বাক্যে শরণাগত ব্যক্তিকে মোহিত করা
 আপনার শ্রায় মহাপুরুষের কখনও সম্ভবপর নহে; আমারই বুদ্ধিদোষে
 এইরূপ ভ্রান্তি বোধ হইতেছে। “ইব” শব্দ দ্বারা ইহা প্রকটিত হইল।
 আর যদি এক পুরুষ কর্ত্তৃক জ্ঞান ও কর্ম্মের যুগপদমুষ্ঠান অসম্ভব, ইহাই
 আপনার অভিमत হয়, তবে জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে কোনটী প্রশস্ততর
 আমার শ্রায় হুর্ক্কোধের বুদ্ধিশক্তি ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহার
 উপদেশ প্রদান করুন। সেই অবশিষ্ট জ্ঞান বা কর্ম্মের উপাসনা করিয়া

আমি পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইব ।” ইত্যাদি বাক্যে অৰ্জুন যে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা কিরূপে উপপন্ন হইবে ? কিংবা যদি প্রাচীন গীতাকার-গণের মতে সমুচিত কর্মেরই প্রাধান্য স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, তবে “জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে একটি আমাকে বলুন” ইত্যাদি অৰ্জুনের এক-বিষয়-শুষ্কবা কেন হইবে ? অতএব অবস্থাভেদে জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই মুক্তির প্রযোজক, কেবল কর্ম নহে ।

গীতাকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ সরস্বতী ও শ্রীমদ্রীলকঠ সূরী মহাশয়ের অভিপ্রায় । অৰ্জুনোক্ত পূর্বশ্লোকের উত্তর স্বরূপে যদি ভগবান্ বলেন, যে, আমি কখনও কাহারও সহিত প্রতারণা করি না ; তুমি তো আমার অতি প্রিয় পাত্র, হুতরাং তোমার সহিত তাদৃশ ব্যবহার নিতান্ত অসম্ভব । তুমি আমার ব্যবহারে কি প্রতারণার চিহ্ন পরিদর্শন করিয়াছ বল । এই আশঙ্কায় অৰ্জুন বলিতেছেন, তোমার উপদেশ বাক্য সন্দেহ-সম্ভাবনা-বিরহিত হইলেও, মন্দবুদ্ধি আমি, তাহা জ্ঞান-কর্ম-নিষ্ঠাঘর প্রতিপাদক, হুতরাং ব্যামিশ্র বলিয়াই মনে করিতেছি এবং তজ্জন্ত আমার অন্তঃকরণ জমাচ্ছন্ন হইয়াছে । তুমি পরম-করণা-নিধান, অতএব তুমি যে ইচ্ছাপূর্বক আমার চিত্তকে মোহাচ্ছন্ন করিতেছ, ইহা কদাপি সম্ভব নহে । কেবল আমার চিত্ত-শুদ্ধির অভাব ও ভ্রান্তি হেতু আমার অন্তঃকরণ মোহ-জালে সমারূঢ় হইতেছে । মূলোক্ত ‘ইব’ শব্দে এই অর্থ স্ফুটিত হইতেছে । যদি অধিকারী ভেদে জ্ঞান ও কর্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক বলিয়া তুমি বিবেচনা কর, তাহা হইলে আমি কোন্টির অধিকারী তাহা স্থিরীকৃত করিয়া বল । তুমি নিশ্চিতরূপে তাহা নির্দেশ করিলে, আমিও সন্দেহশূন্য-হৃদয়ে তাহার অনুষ্ঠান করিব ; অতএব যে উপায়ে মুক্তিলাভের যোগ্য হই, তাহারই উপদেশ প্রার্থনা করিতেছি । যুগপৎ জ্ঞান ও কর্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব, হুতরাং উভয়ের একাধিকারিত্ব অসম্ভব । এই জন্তই অৰ্জুন এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন । এতদ্ব্যতীত অস্বাভাবিক কুমত সমূহ ক্ষতি, ক্ষতি ও ক্ষতির বিরোধী ।

গীতাকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের অভিপ্রায় । হে হৃদয়সখে অৰ্জুন ! সত্য, রজঃ ও তমঃ ; এই ত্রিগুণাতীতা ভক্তিই • যে

* “ভক্তিরস্য ভজনং, ভদ্রাহমুজ্ঞাপাধিনৈরাসো নৈবায়ুগিন্, মনসঃ কলমমেতদেব চ নৈকরসম্ ।” (অধর্ষবেদীর শ্রীগোপালভাগবতী উপনিষদ, ১৫শ শ্লোক) ভজ্ + ক্ৰি = ভক্তি ।

সর্বোৎকৃষ্ট তাহার কোনই সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহাশী ভক্তি আমাদের কোন একান্ত ভক্তজনের রূপা হইলেই লক্ষ হইতে পারে, নতুবা পুরুষ অকীর উদ্যম দ্বারা তাহা কদাপি লাভ করিতে পারে না । অতএব আমার প্রতি গুণাভীত ভক্তিবৃদ্ধ হইয়া তুমি ত্রিগুণ বিরহিত হও । এই অভিপ্রায়ে

ভক্ত্যাত্মক ভজন । (এই) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণাদিরূপ ভক্তজনের নামই “ভক্তি,” বা শ্রবণাদিরূপ ভক্তির নামই “ভজন” । ভক্তি ও ভজন এতদ্ব্যতীত একপার্থ্যাবচী । ইহাই ভক্তির সাধারণ লক্ষণ । কিন্তু এই (শ্রবণাদি-লক্ষণ) ভক্তি যদি ইহলোকে ও পরলোকে উপাধি নৈরাশ্য-ভাবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত অজ্ঞ ফলাভিলাষরাহিত্যভাবে এই শ্রীকৃষ্ণই সঙ্গীত হয়, এবং বিধ মানস করণ অর্থাৎ শ্রবণাদি চেতুক মানস ভাব বিশেষই উত্তমা বা আত্মাত্মিকী ভক্তির লক্ষণ । এই উত্তমা ভক্তিই নৈকর্য্য, অর্থাৎ আত্মমঙ্গিকরূপে মোক্ষ ফল প্রদান করেন ; অর্থাৎ ইচ্ছাক্রমে জল সেচন করিলে জল-গমন-মার্গের পার্থক্যিত তৃণাদি বেল্পন বৃত্ত: পুষ্ট হয়, তৃণাদি উপলব্ধ করিয়া আর স্বতন্ত্র জল-সেচন করিতে হয় না, সেইরূপ উত্তমা ভক্তি লাভ করিলে, মোক্ষাদি লাভও স্বতঃই সম্পাদিত হয় ; তজ্জন্ত আর স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হয় না । এইজন্তই কথিত হয় যে, মুক্তি ভক্তির কিকরী ; এবং এইজন্ত মুক্তি হইতে উত্তমা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব । শ্রীমদ্ভগবতের তৃতীয় স্কন্ধেও কথিত আছে, “দেবানাং গুণলিপ্তানামাত্ম-শ্রবিককর্ণণাম্ । সত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বভাবিকী তু বা । অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ শিবের্গরীরনী । জররত্যাশু বা কোণং নিগীর্ণনলো যথা ॥ নৈকাত্মতাং মে স্পৃহস্বি কেচিৎসংবাদসেবাভিরতা মদীহাঃ ।” (শ্রীমদ্ভগবত—৩ স্কন্ধ, ২৫ অধ্যায়, ২৯—৩১ শ্লোক) ইহার স্থলার্থ, কপিলমুখী ভগবান্, জননী দেবহৃতিকে বলিতেছেন, মাতঃ ! একমনা-ব্যক্তির সত্ববৃত্তি শ্রীহরিতেই অনিমিত্তা অর্থাৎ ফলাভিলাষি শূন্য এবং স্বভাবিকী অর্থাৎ অব্যবসিক যে বৃত্তি অর্থাৎ প্রীতি, তাহারই নাম “ভক্তি” এবং সেই ভক্তি, নিম্ন অপেক্ষা অর্থাৎ সাংলোক্যাদি মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । লিপ্তশরীর নাশের নামই মুক্তি । সেই মুক্তি, ভক্তির আত্মমঙ্গিক ফল । বেল্পন জঠরানল কোনরূপ পুরুষ-প্রযত্ন ব্যতিরেকেই তুচ্ছ অল্পকৈ জীর্ণদশার উপনীত করে, সেইরূপ ভক্তিও অজ্ঞ কোনরূপ সাধনাস্তরকে অপেক্ষা না করিয়া, লিপ্তশরীরকে জীর্ণ করেন ; সূতরাং মুক্তি ভক্তির আত্মমঙ্গিক ফল । মাতঃ ! মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আর এক হেতুবাণও নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন ;—সংযত-চিত্ত কোন কোন অসাধারণ ভক্তি-রসিক আমার সহিত একাত্মতা (এক হইয়া যাওয়া) অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তিও প্রার্থনা করেন না ॥ এই আত্মাত্মিকী ভক্তিরই নামান্তর অনজ্ঞা ভক্তি, উত্তমা-ভক্তি, পরা ভক্তি, নিগুণা ভক্তি, নিকিঞ্চনা ভক্তি ও প্রেমভক্তি প্রভৃতি । এই নিগুণভক্তি বাতীত অজ্ঞ সগুণভক্তি তুচ্ছাত্মন । ভগবান্ কপিল দেব (এই তৃতীয় স্কন্ধে) অজ্ঞ বলিয়াছেন যে, মাতঃ ! “ভক্তিযোগো বহু-বিধো মার্গৈর্ভাষিনি ভাব্যতে । স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিন্দ্যতে ॥ অভিসন্ধার বন্ধিনাং বন্তং সাংসর্ধ্যমেব বা । সংরক্তী ভিন্নদৃগ্ ভাবং মরি-কুর্ধ্যাৎ স ভাসসঃ । বিষয়ানভি-কঙ্কার বশ ঐশ্বর্য্যমেব বা । অর্জুনোবর্জ্যয়েৎ যো মাং পৃথগ্ভাবঃ স রাজসঃ । কৰ্ম্মনির্হীনমুদিত্ত পরমিত্ত বা ভবর্ষণম্ । যজ্ঞদ্বন্দ্বৈবানিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্বিকঃ ॥ মদগুণভক্তিমায়েণ মরি সৰ্ব্বগুণময়ে । মনোগতিমবিজিহ্না যথা গজান্তসোহবুধো ॥ লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নিগুণস্য হ্যনামৃতম্ । অষ্টৈক্যব্যবহিতা বা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ সাংলোক্য-সাধি-সামীপ্য-সার্বপৌৰ-ষমপ্যত । বীর্য্যমাত্মনঃ গুহুতি বিনা স্বপ্নেবনং জনাঃ ॥ স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্মাত্মিক

তোমাকে “নিষ্টৈরুণ্যো ভব” এই আশীর্বাদ করিয়াছি। আমার সেই শুভাশীর্বাদ বর্ণন ফলবান হইবে, তখন আমার কোন ঐকান্তিক ভক্তের রূপায় তুমি ভক্তিধনকে লাভ করিবে।

ভগবদুক্ত এই বাক্যের প্রতিবাক্য স্বরূপে অর্জুন বলিতেছেন যে,

উদাহৃতঃ। যেনাত্ত্রয়্য ত্রিগুণান্ভাব্যোপপদ্যতে ॥ (শ্রীমদ্ভগবতঃ, ৩ স্কন্ধ, ২৯ অধ্যায়, ৬—১২ শ্লোক) ইহার দুর্গার্থ; মা! আমি পূর্বে আপনাকে যে অনন্তনিমিত্তা নিষ্ঠুৰা আত্মাত্মক-ভক্তির বিষয় বলিয়াছি, সেই ভক্তিই মুখ্য ভক্তি এবং সেই ভক্তিই ভক্তিযোগ-পদাঘাট। সেই ভক্তির পর অল্প প্রকার ভক্তি নাই বলিয়াই তাহার নাম আত্মাত্মিকী। এই আত্মাত্মিকী ভক্তি স্বয়ং নিরোধরূপ ও ফলবরূপ; সুতরাং তিনি অল্প কোনরূপ ফল প্রদান করেন না এবং এই নিমিত্তই কথ্য, জ্ঞান ও যোগ হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব। দেবী নারদও বলিয়াছেন যে, ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ ॥ ৭ ॥ ওঁ সা তু কাম-জ্ঞান-যোগেভ্যোহপাধিকৃতরা ॥ ২৫ ॥ ওঁ ফলরূপত্বাৎ ॥ ২৬ ॥ (নারদ ভক্তিসূত্র) কোন কোন মতে কাম জ্ঞান যোগাদির ফলবরূপই ভক্তি (জ্ঞানমিশ্রা)। গীতাপাশ্বে “অহংকারং বলাং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। ধিমুঢ়া নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়াঃ কল্মষে ॥ ব্রহ্মতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্কতি। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদভক্তিং লভতে পরাম্ ॥” ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত অর্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক হইয়াও, এই নিষ্ঠুৰা ভক্তিই আমার দাস্যাদি অভিমান ভেদে এবং হিংসাদি গুণভেদে বহুবিধ। অর্থাৎ ফল-সম্বন্ধ-ভেদেই ভক্তিভেদ হয়। যে সমস্ত ব্যক্তি ক্রোধ-লোভাদির বশীভূত, বাহ্যারা তিরস্রণী অর্থাৎ বাহ্যারা অস্ত্রের সূত্রঃখ নিজের তুল্য বলিয়া মনে করেন না, এবং ভূত নির্দয় জনসমূহ কাহারও বধ-সাধনোদ্দেশ্যে বা ভ্রষ্ট-চরিত্রা, কুলকামিনীর পতিসেবার ছায় কেবল লোকে দেখাইবার নিমিত্ত, এবং অল্প ব্যক্তিকৃত দেব-পূজন দেখিয়া ভ্রুপরি স্পর্ধা পূর্ণক (অর্থাৎ অসুখ এতক্ষণ পূজা করে, আমিও ওর চেয়ে বেশী বেশী পূজা করিব, এইরূপ স্পর্ধা করিয়া) আমার ভজনা করে; এতৎ ত্রিবিধ ভজনই তামসিক। যে সমস্ত লোক আমাকে চায় না, অথচ বিষয়, যশ এবং ঐশ্বর্য উদ্দেশ্য করিয়া প্রতিমাতে আমার ভজনা করে, তাহাদের এই ত্রিবিধ ভজনই রাজসিক। আর বাহ্যারা মোক্ষকেই ভক্তি হইতে পৃথক্ পরম পুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চয় পূর্বক পাপ-ক্ষয়োদ্দেশ্যে ভগবৎ-প্রীত্বাৎ এবং (শাস্ত্র আমার প্রতি বাহ্য বিধি প্রদান করিয়া-ছেন, তাহা অবশ্য পালনীয়) এইরূপে বিদ্যি-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে আমার ভজনা করে, তাহাদের এই ত্রিবিধ ভজনই সাত্বিক। তাহা হইলে এখন দেখুন যে প্রধানতঃ শ্রবণাদি ভেদে ভক্তি নববিধ; তামসিক ভক্তি তিন, রাজসিক ভক্তি তিন এবং সাত্বিকী ভক্তি তিন। এই নববিধ সত্ত্বা ভক্তি প্রত্যেকেই শ্রবণাদি নবভেদে ভিন্ন। সুতরাং শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি নবগুণিতা হইয়া, মোট একাশীতি প্রকার। মা! যে নিষ্ঠুৰা-ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার নিমিত্ত সত্ত্বগ-ভক্তির লক্ষণগুলি দেখাইলাম, সেইটুকু নিষ্ঠুৰা-ভক্তির আরও বিশেষ লক্ষণ আপনাকে বলিতেছি। বৈষ্ণব জগৎ-পূজনীয়, পরিত্রীকৃত-বসুন্ধরা, নিধিগ-জন-মনঃ-প্রাণ-শীতল-কারিণী জাহ্নবীর সলিলরাশি যৌথিত-সহরীষণ তাহাকে কিরাইরা কিরাইরা দিলেও, তাহাদের মানা না মানিয়া, বা বৃক্ষ বৈগাণাদি কাহারও মানা না মানিয়া, যেনের আবেগে তর তর বেগে আনন্দে কুলু কুলু ধ্বনি করিতে করিতে তরতর ভে নাচিতে নাচিতে তক্তপ্রবৃত্ত নানামূল্য সাজিয়া, সাগরের অন্তিমূলে অবস্থিতভাবে (একটানা) ধাবমানা হইতেছেন; সেইরূপ সত্ত্বগ শ্রবণযজ্ঞ যে মনোগতি অল্প কালের কথা দুই পাঁচ, মতপ্রবৃত্ত মালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তিকেও অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া

বত দিন তাহাশ কোন পরম ভক্ত মহাপুরুষের কৃপায় ভক্তির আলোকে আমার হৃদয়াকার অপগত না হইবে, তত দিন যদি কর্মই আমার অবশ্য করণীয় হয়, তাহা হইলে, হে নারায়ণ ! আমাকে তৎসম্বন্ধে নিশ্চিত উপদেশ প্রদান না করিয়া, কেন তুমি সন্দেহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া

বিষয়াস্তরের আটক না মানিয়া, জগদ্বাসীকে ভ্রাণ ও পবিত্র করিতে করিতে, (ওঁ স তরতি স তরতি স লোকাঃস্তরমতি ॥ ৫০ ॥ নারদ ভক্তিসূত্র) এবং উপদেশরূপ শীতল অমৃত বারি সেচনে 'ভক্ত-জিজ্ঞাসুর মনঃপ্রাণ শীতল করিতে করিতে, তর তর বেগে আমার প্রতি প্রধাবিত হয়, অহৈতুকী অর্থাৎ কলানুসন্ধান-শূন্য এবং অব্যবহিতা অর্থাৎ ভেদদর্শন রহিতা যে মনোগতি বা ভক্তি তাহাই নিগুণ ভক্তিবোধের লক্ষণ । আর দেখ মা ! আমার একান্ত ভক্তগণ সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে বাস), সাষ্টি (আমার সমান ঐশ্বর্য), সামীপ্য (আমার সমীপে থাকা), সাক্ষ্য (আমার সমানরূপত্ব) এবং ঐক্যত্ব (সাযুজ্য) এই পঞ্চবিধ মুক্তিকে অতিশয় স্থগা করে এবং আমি দিতে চাহিলেও গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে । কিন্তু যদি কদাচিত্ কেহ কেহ সালোক্যাদি চতুষ্টয়কে গ্রহণ করে, তাহাও সেবাভিলাষে । সাযুজ্যকে কেহই কখনও চাহে না । তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ;—“পঞ্চবিধ মুক্তি ভাগ করে ভক্তগণ । কন্ত (তুচ্ছ) করি মুক্তি দেখে নরকের সম ॥ (মধ্যলীলা—নবম পরিচ্ছেদ) অস্ত্রজাপি ;—“ব্যাপিও মুক্তি হয় এ পঞ্চ প্রকার । সালোক্য, সামীপ্য, সাক্ষ্য, সাষ্টি, সাযুজ্য আর ॥ সালোক্যাদি চারি বধি হয় সেবাধার । তবে কদাচিত্ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় স্থগা ভয় । নরক বাহ্যে তবু সাযুজ্য না নয় ॥ (চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) অর্থাৎ সেবাস্বর্গে বঞ্চিত হইতে হয় বলিয়া ভক্ত সাযুজ্য মুক্তিকে স্থগা করে এবং নরকে ঘোর বাতনা ভোগের সমরও কদাচিত্ ভগবানের স্মরণ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সাযুজ্যে তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া ভক্ত, সাযুজ্যমুক্তিকে ভয় করে । এই জন্তই সাধক-প্রবর ভক্তবর্ষা রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন যে ;—“কি হবে সাযুজ্য পেলে জলে জল বাবে মিশি । চিনি হ'তে চাইনে মাগো চিনি খেতে ভালবাসি ॥” ভগবানের একান্ত ভক্ত চিনি খাইতে চায়, জ্ঞানীর মত চিনি হইতে চায় না । ভক্ত চায় সেই আনন্দকন্দ নন্দ-নন্দনের চারু-চরণ-সরোজ-সুগলের সমরোপযোগী সেবা করিতে ; ভক্ত চায় সেই নিত্য নবনব মাধুরীময় নবীন জলধর-শ্রাম সুরলী-ধারীর মধুর হইতেও অভিভূতমধুর ভক্ত-সুখবিনিঃসৃত মধুর লীলাগীতি শ্রবণ করিকে, সেই গীতি স্বর কীর্তন করিতে এবং সেই লীলা স্মরণ করিতে ; ভক্ত চায় নব নব তুলসী মঞ্জরী ও বিবিধ সুগন্ধিপুষ্প চন্দন চর্চিত করিয়া তাঁহার চারু চরণে উপহার প্রদান করিতে ; ভক্ত চায় তাঁহাকে কুম্ভাবলুটিত মস্তকে প্রণাম করিয়া নিজ মস্তকের উত্তমাজ নাম সার্থক করিতে ; ভক্ত চায় “আমি তব দাস” “আনি তোমার” ইত্যাকার দাস্য ও সখ্য ভাব জানাইতে ; আর ভক্ত চায় দেহাদি সমস্তই তাঁহার রাজীবর্ণদে সর্বতোভাবে অর্পণ করিতে । যে প্রহ্লাদকে ভগবান্ “প্রহ্লাদচন্দ্রি বৈভ্যানাং” বলিয়া (গীতা ১০ম অধ্যায় ৩০ শ্লোকে) উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ভক্তকুল-চুড়াধারি, পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, হে পিতঃ ! শ্রবণ কীর্তনং বিকোঃ স্মরণং পাদ-সেবনং । অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যাম্বানির্বেদনম্ ॥ ইতি পুংসার্পিতা বিকৌ ভক্তিশ্রেয়সলক্ষণা । কিসেত ভগবতর্জ্য ভগবত্বেবীতমুত্তমম্ ॥ (শ্রীমদ্ভগবত—৭ কণ্ড—৫ম অধ্যায়—১৮ ও ১৯ শ্লোক) ভগবান্ বিকৃত শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আনির্বেদন এই

নিত্যেহ ? সত্য বটে তুমি “কৰ্মণ্যোবাধিকারন্তে” ইত্যাদি বাক্যে আমার প্রতি কৰ্মের অনুরোধই নির্দেশ করিয়াছ, তথাপি স্থানান্তরে “বুদ্ধিবৃত্তো জহাতীহ উত্তে হরুতদুহুতে । তস্মাদ্ বোগায় বুদ্ধ্যস্ব বোগঃ কৰ্মসু কোশলম্ ॥” “সিদ্ধ্যসিদ্ধোঃ সমো ভূত্বা সমদ্বং বোগ উচ্যতে ।” ইত্যাদি

নর প্রকার ভক্তি যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানে অর্পণ করতঃ অপ্রতিত হয়, তাহাকেই উত্তম অধ্যয়ন বোধ করি । সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বলিবার তাৎপর্য যে, ভগবান্ ব্যতীত অন্য কামনার অপেক্ষা-শূন্যতা; এবংবিধ আত্যাত্মিক ভক্তিই ভক্তিবোগ-পদবাচ্য, এবং এই নিগূর্ণা-ভক্তিই আত্মবলিকল্পে ভগবৎ-সাক্ষাৎকাররূপ নিদ্বৈগুণ্য মোক্ষ ফল প্রদান করে । মুক্তি, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের শীর্ষস্থানীয় হইলেও, উক্ত কারণে ভক্তি হইতে অবর । “এই নিমিত্তই পরা ভক্তি পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া পরিচিত । তথাহি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ।—শ্ররণ-কীর্তন হইতে কৃপে হয় প্রেমা । সেই পঞ্চম-পুরুষার্থ পুরুষার্থ সীমা ॥ (চৈতন্যচরিতামৃত—৯ম পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা) শ্রীনারদপঞ্চরাজে চ ।—সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরম্ভেন নির্মলম্ । স্বাকোশ স্বাকোশ-সেবনং ভক্তিরূঢ়তে ॥ শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ চ ।—অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদানাবৃত্তম্ । আত্মক্লোশান কৃষ্ণাহুশীলনং ভক্তিরত্নম্ ॥ (পূর্ববিভাগ—১ম লহরী) শ্রীশান্তিলাঃ ।—ওঁ সা পরাভুক্তিরীশ্বরে ॥ ২ ॥ (শান্তিলাভক্তিসূত্র) শ্রীরামানুজঃ ।—সেহপূর্ব-মুখ্যানং ভক্তিরিত্যভিধারতে । শ্রীনারদঃ ।—ওঁ সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা ॥ ২ ॥ (শ্রীনারদভক্তিসূত্র) ।

উল্লিখিত কারিকা ও সূত্রের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ পূর্বভাবানুযায়ী; সুতরাং স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা নিম্ন-রোজন; বহুল পুনরুক্তিদোষ-তয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল । সুবুদ্ধিমান পাঠক দেখিয়া লইবেন । প্রকৃত প্রত্যবে এই আত্যাত্মিক-ভক্তি বা প্রেমের স্বরূপভাবের বর্ণনা করা বাইতে পারে না । তথাহি শ্রীনারদভক্তিসূত্রে ।—ওঁ অনির্কটনীরং প্রেমস্বরূপম্ ॥ ওঁ মুক্‌আদনবৎ ॥ ৫১-৫২ সূত্র ॥ যে দেবর্ষি নারদকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ “দেবর্ষীগাঞ্চ নারদঃ” (গীতা ১০ম অধ্যায়, ২৬ শ্লোক) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই অহরহঃ হরিলীলামৃত-পানোন্নত ভক্তবর্ষা দেবর্ষি নারদ পূর্বোক্তরূপ বহুবিধ প্রেমের লক্ষণ বলিয়া, বা নিজ স্বভাব-সুগভ কল্পণাবশে আমাদিগের মত পাণ্ডুদিগকে ইজিতে প্রেমস্বরূপের কিঞ্চিৎ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া অবশেষে প্রেমের লক্ষণ বলিলেন যে, “প্রেমের স্বরূপ অনির্কটনীর”, “প্রেমের স্বরূপ মুকের (বোবার) আশ্বাদনের ন্যায় ।” বেক্ষণ বোবাকে কিছু উত্তম ভোজ্য ভোজন করাইয়া দিলে, সে নিজেই তাহার সুশ্বাদুজনিত আনন্দ উপভোগ করে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে পারয় না, সেইরূপ যে ভাগ্যবান্ সেই পীযুষ-ধারা পান করিয়া পরম চরিতার্থতা লাভ করে, প্রেমের বর্ণনাকল্প, প্রেমের আশ্বাদন কল্প, ভাল ক্রি মন্দ, সে কিছুই বলিতে পারে না । আর বলিরেই বা কে ? যে বলিবে, সে যে তখন, যে মদ খাইলে আর নেশা ছোটো না, সেই মদ খাইয়া নেশার বিস্তার হইয়া আছে ! সুতরাং দেবর্ষি বলিতে বাধ্য হইলেন যে, প্রেমের স্বরূপ “অনির্কটনীর” । দেবর্ষি নারদই বখন প্রেম-স্বরূপকে অনির্কটনীর বলিয়া উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত হইলেন না, আজ সেই প্রেমের বা আত্যাত্মিক ভক্তির ব্যাখ্যায় সপ্রস্তুত আমাদিগের মত অমূল্যরত্ন কি পাঠক-সমাজে উপহাস্যাম্পদ হইবে না ? মত ভেদে ভক্তির লক্ষণগত যে সমস্ত স্বল্প স্বল্প ভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহা ততঃ গ্রহে জড়িত ।

শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত অতুলকল্প গোপালী ।

বাক্যে জ্ঞানেরই মহিমা প্রতিপাদন করিয়াছি। এবং 'বদা তে মোহ-
কলিলং' ইত্যাদি বাক্যে কেবল জ্ঞানের কথাই বলিয়াছি। তোমার ন্যায়
কৃপালু পুরুষের আমার ন্যায় ব্যক্তিকে মোহাক্ষর করিবার সামনা কদাচ
সম্ভব নহে এবং তোমার বাক্য বস্তুতঃ কখনই নানার্থ মিশ্রণ জন্য জটিল
হইতে পারে না; তথাপি আমি যখন তোমার বাক্যের গূঢ়াভিপ্রায়
হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়াছি, তখন স্পষ্টরূপেই উপদেশ প্রদান করা
তোমার উচিত। রাজস কর্মের অপেক্ষা সাত্ত্বিক কর্ম শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান তাহার
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাত্ত্বিকগুণাভীতা ভক্তিই সর্ব শ্রেষ্ঠ। তাদৃশ ভক্তি-
যোগে যদি আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে
আমাকে কেবল সাত্ত্বিক জ্ঞানেরই উপদেশ প্রদান কর। তাহাতেই আমি
এই দুঃখময় সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া চরিতার্থতা লাভ করিব ॥২॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

লোকৈশ্বিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।

জ্ঞানযোগেন সাধ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩॥

অনুয়।—শ্রীভগবানু উবাচ । অনঘ (পাপরহিত) অশ্বিন্ লোকে
(ইহ জগতি) দ্বিবিধা (দ্বিপ্রকার) নিষ্ঠা (স্থিতিঃ কর্মজ্ঞানযোগরূপা)
ময়া পুরা (পূর্বাধ্যায়) প্রোক্তা (প্রকৃষ্টরূপেণোক্তা) জ্ঞানযোগেন
(জ্ঞানমেষ যোগন্তেন) সাধ্যানাং (জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ানাং বেদান্ত-
বিজ্ঞানত্বনিশ্চিতার্থানাং) কর্মযোগেন (কর্মেষ যোগন্তেন) যোগিনাং
(জ্ঞানভূমিকামনারূঢ়ানাং কর্মাধিকারিণাম্) ॥ ৩ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন । অপাপ । এই জগতে দুই-প্রকার-
বুদ্ধি যৎ-কর্তৃক পূর্বাধ্যায় স্পষ্টোক্ত-হইয়াছে জ্ঞানযোগ-দ্বারা
সুদান্তঃকরণদিগের কর্মযোগ-দ্বারা কর্মদিগের ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা।—অর্জুনকৃত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবানু বলিলেন, যে
পাপাভীত নৃপে । ইহলোকে দুইপ্রকার বুদ্ধির বিষয় আমি পূর্বা-
ধ্যায় প্রকৃষ্টরূপে নির্দেশ করিয়াছি, যাঁহারা আত্মজ্ঞান সম্পন্ন, তাঁহা-

নিগের পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং বাঁহারা অন্তর্ভুক্ত কৰ্ম্মাধিকারী তাঁহা-
নিগের পক্ষে কৰ্ম্মযোগ অবলম্বনীয় ॥ ৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—প্রস্তুতরূপমেব প্রতিবচনং শ্রীতগবাহুবাচ, লোকেহ্মমিতি । লোকে
অস্মিন্ শাস্ত্রার্থমুঠানাদিকৃতানাং ত্রৈবর্ণিকানাং দ্বিবিধা দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা । হিতৈশ্বর্য্যভ্যন্তরভাৎপৰ্য্যং
পূৰ্ণা পূৰ্ণং সৰ্গাদৌ প্রজ্ঞাঃ সৃষ্টা । তামামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিসাধনং বেদার্থমপ্রদায়মাবিহুৰ্জ্জ্বতা
প্রোক্তা ময়া সৰ্ব্বজ্ঞেন জৈবরেশ, হে অনব । অপাপ । তত্র কা সা দ্বিবিধা নিষ্ঠেত্যাহ
জ্ঞানেতি । তত্র জ্ঞানযোগেন জ্ঞানমেব যোগন্তেন, সামান্যাসামান্যাসামান্যবিষয়বিবেকজ্ঞানবতাং
ব্রহ্মচর্য্যাপ্রমাদেব কৃততন্ময়াসানাং বেদান্তবিজ্ঞানহুনিষ্ঠিতার্থানাং পরমহংসপরিভ্রাজকানাং
ব্রহ্মণ্যোগাবহিতানাং নিষ্ঠা প্রোক্তা, কৰ্ম্মযোগেন কৰ্ম্মেব যোগঃ কৰ্ম্মযোগন্তেন কৰ্ম্মযোগেন
যোগিনাং কৰ্ম্মিণাং নিষ্ঠা প্রোক্তেত্যাৰ্থঃ । যদি চৈকেন পুরুষেণৈকস্মৈ পুরুষার্থায় জ্ঞানং কৰ্ম্ম
চ সমুচ্চিত্যাহুঠেয়ং ভগবতেষ্টমুক্তং বক্ষ্যমাণং বা গীতাস্থ বেদেষু চোক্তং কথমিহাঙ্কুন্যৈর্যোগসমায়
প্রিয়ায় বিশিষ্টভিন্নপুরুষকৰ্ত্ত্বকে এন জ্ঞানকৰ্ম্মনিষ্ঠে ক্রমাৎ, যদি পুনরাঙ্কুনো জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ ধরং
ঈদা ধরমেবাহুঠাত্তি, অস্ত্রোবাঙ্ক ভিন্নপুরুষাহুঠেয়তাং বক্ষ্যামীতি মতং ভগবতঃ কল্লোত, তদা
রাগদ্বेषবানপ্রমাণভূতো ভগবান্ ক্রমিতঃ স্তাৎ তচ্চাসুতং, তন্মাৎ কয়পি যুক্ত্য ন সমুচ্চরো
জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ ॥ ৩ ॥

জ্ঞানম্ভগিনি ।—সমুচ্চয়বিরোধিতয়া প্রস্নং ব্যাখ্যায় তদ্বিরোদিত্বেনৈব প্রতিবচন-
মুখ্যপয়তি প্রস্নেতি । যেহং ব্যবহারভূমিকপলভ্যতে, তত্র ত্রৈবর্ণিকা জ্ঞানং কৰ্ম্ম বা শাস্ত্রীয়-
মুঠাত্তমধিক্রিয়ন্তে তেবাং দ্বিধা হিতৈশ্বর্য্য প্রোক্তেতি পূৰ্ব্বাঙ্কঃ যোজয়তি লোকেহ্মমিতি ।
হিতৈশ্বর্য্য ব্যাকরোতি অহুঠেযেতি । পূৰ্ণং প্রবচনপ্রসঙ্গং প্রদর্শয়ন্ প্রবক্তারং বিশিনষ্ট
সৰ্গাদোপনিষি । প্রবচনত্যাগার্থত্বশ্চাং বারয়তি সৰ্ব্বজ্ঞেনেতি । অঙ্কুনস্ত ভগবদ্রূপশ্রবণে
যোগাৎ সৃচয়তি অনঘেতি । নিষ্কারণার্থে তত্রোতি সপ্তমী, জ্ঞানং পরমার্থবস্তুবিষয়ং তদেব
যোগশক্তিং যুক্ত্যতে অনেন ব্রহ্মণতি ব্যাপ্তেস্তেন নিষ্ঠেত্যাহুঠতে । উক্তজ্ঞানোপায়মুপ-
দিশ্বিহুঃ সামান্যপদার্থমাহ আক্সেতি । তেবামেব কৰ্ম্মনিষ্ঠত্বং শ্যাবর্ত্তয়তি ব্রহ্মচর্য্যেতি । • তেবাং
তথাপিপারবস্ত্রেন শ্রবণাদিপরাধুত্বং পরাকরোতি বেদান্তেতি । উক্তবিশেষণবতাং মুখ্য-
লক্ষ্যনিঘেন কুণাবহুত্বং দর্শয়তি পরমহংসেতি । কৰ্ম্ম বর্ণাপ্রমবিহুতং দর্শনাৎ তদেব যুক্ত্যতে
তেনাভ্যুদয়েনেতি যোগন্তেন নিষ্ঠা কৰ্ম্মিণাং প্রোক্তেত্যহুঠং দর্শয়মাহ কৰ্ম্মেবেত্যাদিনা । এবং
প্রতিবচনবাক্যান্তেবাকরানি ব্যাখ্যায় তত্বেব তাত্পৰ্য্যার্থঃ কথংতি যদি চেতি । ইষ্টেতাপি
হুঠেবদ্ব্যবসায়ত্যাহ উক্তমিতি, জ্ঞানত্বাপি মূলবিকলতয়া বিভ্রমত্বমাত্মক্যাহ বেদেযিতি ।
ততাপিযত্বমুঠাত্তপাকপনমিত্যাপক্যাহ উপসন্নয়েতি । তথাপি তন্নিরোধাদীতাবদন্ত্যোক্ত-
মিত্যাপক্যাহ প্রিয়ানেতি । ত্রীতি চ ভিন্নপুরুষকৰ্ত্ত্বকং নিষ্ঠাধরং তেন সমুচ্চরো ভগবদভীঃ
শাস্ত্রার্থো ন ভবতীতি শেষঃ । নবঙ্কুনস্ত প্রেকাপূৰ্ব্বকারিখাজ্ঞানকৰ্ম্মশ্রবণাত্তরুঠনির্দোষপ-

পত্যা সমুচ্চরাষ্ট্রানং সম্পৎভতে, ত্র্যাত্তিরিকানাস্ত জ্ঞানকৰ্ম্মণোতিপুৰুষাভ্যুত্থং প্রজ্ঞা প্রত্যেকং
তদুচ্চানং ভবিষ্যতীতি ভগবতো যত্নং করতে, তত্কার্জুনেহমুদ্যোগাতিয়েকাবিতরেব চ তদভাবা-
দিত্তি তজ্জাহ যদি পুনরিত্তি । অপ্রমাণভূতত্বমনাপ্তবান্ । ন চ ভগবতো রাগাদিমদ্বেশানাপ্তবং
বুত্বং, সনং সর্কেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তমিত্যাদিবিরোধাদিত্যাহ ভজেতি । নিষ্ঠাধরস্ত তিমপুৰুষাভ্যুত্থং
নির্দেশকলমুপসংহরতি তদ্বাদিত্তি ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মাণ্ডজ্ঞান ।—পুরুষোক্তং ন সমাগবদ্ব্যং বরা, পুরাপ্যস্মিন্ লোকে বিচিহ্নাধিকারি-
সম্পূর্ণে বিবিধা নিষ্ঠা জ্ঞানকৰ্ম্মবিষয়া যথাধিকারমসঙ্কীর্ণৈব ময়োক্তা, ন হি সর্বো শৌকিকঃ
পুরুষঃ সজ্ঞাতমোক্ষাভিলাষন্তদানীমেব জ্ঞানযোগাধিকারে প্রভবতি, অপি বনভিসংহিতকলেন
কেবলপরমপুরুষাধীনকল্পপেণাশ্রুতিভেদে কৰ্ম্মণা বিধবস্তমনোমলোহব্যাকুলেন্দ্রিয়ো জ্ঞান-
নিষ্ঠারামধিকরোতি । “যতঃ প্রবৃতিভূতানং যেন সৰ্গমিদং ততম্ । স্বকৰ্ম্মণা ভগভার্য্য
সিদ্ধিং বিস্কতি মানবঃ ॥” ইত্যাদিনা পরমপুরুষাধীনকবেবতা কৰ্ম্মণাং বক্ষ্যতে । ইহাপি
“কৰ্ম্মণোযাধিকারতে” ইত্যাদিনানভিসংহিতকলং কৰ্ম্মাভ্যুত্থং বিধায় তেন বিধবব্যাকুলভা-
রুপমোহাহতার্ণবুত্বঃ “প্রজবতি যদা কামান্” ইত্যাদিনা জ্ঞানযোগ উদিতঃ, অতঃ সাধ্যানামেব
জ্ঞানযোগেন জ্ঞানযোগসিদ্ধিকল্পনা, যোগিনাস্ত কৰ্ম্মযোগেন কৰ্ম্মযোগসিদ্ধিকল্পনা, সাধ্যা বুদ্ধিস্তদ-
বুত্বাঃ সাধ্যাঃ আত্মৈকবিষয়া বুদ্ধা বৃত্তাঃ সাধ্যাঃ অতদর্হাঃ । কৰ্ম্মযোগাধিকারিণো যোগিনঃ
বিধবব্যাকুলবুদ্ধিবৃত্তানং কৰ্ম্মযোগাধিকারঃ, অব্যাকুলবুদ্ধীনাস্ত জ্ঞানযোগাধিকার উক্ত ইতি,
ন কিকিঞ্চিৎ বিকল্পঃ, নাপি ব্যামিশ্রণমতিহিতম্ ॥ ৩ ॥

হুমান্ ।—শ্রীভগবান্ হুবাচ, লোকে ইতি । লোকেহস্মিন্ শাস্ত্রাহুতানাদিকৃতেষু
পুরুষেষু বিবিধা বিপ্রকারা নিষ্ঠা স্থিতিঃ অহুতেরতাৎপর্য্যং পুরা পূৰ্ব্বং সর্গাদৌ প্রজ্ঞাঃ সৃষ্টা
ভাসামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিসাধনং বোধার্থসম্প্রদায়ঃ কুর্ততা পুরা প্রোক্তা যদা সৰ্বজেন দীপ্যেণ ।
ক। নিষ্ঠা বিবিধা ইত্যত আহ জ্ঞানযোগেনেতি । তত্র জ্ঞানমেব যোগন্তেন সাধ্যানং
আত্মবিধববিবেকজ্ঞানবতাং নিষ্ঠা প্রোক্তা, কৰ্ম্মযোগেন কৰ্ম্মৈব যোগন্তেন কৰ্ম্মণাং কৰ্ম্মনিষ্ঠা
প্রোক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধর ।—অত্রোক্তরং শ্রীভগবান্ হুবাচ, লোকেহস্মিন্ স্থিতি । অরমর্থঃ যদ যদা পরস্পর-
নিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কৰ্ম্মজ্ঞানযোগরূপং নিষ্ঠাধরমুক্তং ভাৎ, তর্হি ধরোশ্রম্যে, বহুভং ভাৎ
তদেকং বদেতি তদীদং প্রঃ সঙ্কল্পতে, ন তু যদা ভগোক্তং, কিন্তু দ্বাভ্যামেতৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা
শ্রুতপ্রধানভূতয়োঃ বাতজ্ঞাহুপপত্তেঃ একতা এব তু প্রকারভেদমাত্রমধিকারিতভেদনোক্তমিতি,
অস্মিন্ শুদ্ধাশুদ্ধাভ্যুত্থংকরণতরা দ্বিবিধে লোকেহধিকারিকলেন যে বিধে প্রকারো যত্নাঃ সা বিবিধা
নিষ্ঠা মোক্ষপরতা পুরা পূৰ্ব্বাধ্যায়ৈ যদা সৰ্বজেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা । প্রকারধরমেব
নির্দিষ্টমিতি, সাধ্যানং শুদ্ধাভ্যুত্থংকরণানং জ্ঞানকুর্তিকারিতানং জ্ঞানপরিণ্যকার্থং জ্ঞানযোগেন
ধানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতোক্তা “ভানি স ধীনি সংবদা বুদ্ধ আদীত মৎপরঃ” ইত্যাদিনা ।

সাম্যভূমিকামানুজ্ঞানাত্ অন্তঃকরণশুদ্ধিগা তদারোহার্থং তদুপারত্বকৰ্মবোধোপাধিকারিণাং
যোগিনাং কৰ্মযোগেন নিষ্ঠোক্তা "ধৰ্ম্মাচ্চি বুদ্ধাচ্ছৈয়োহন্তং কজ্জিয়ত ন বিদ্যাতে" ইত্যাদিনা ।
অতএব তব চিত্তশুদ্ধাশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদেন বিবিধানি নিষ্ঠোক্তা "এবা তেহতিহিতা সাংখ্যে
বুদ্ধিবোধেণে যিমাং শৃণু" ইতি ॥ ৩ ॥

বলদেব ।—এবং পৃষ্ঠো ভগবান্নবাচ, লোকেহশ্রিত্তি । হে অনব নির্মলবুদ্ধে
পার্শ্ব ! "জাননী চেৎ" ইতি কৰ্মবুদ্ধিসাম্যবুদ্ধ্যাগুণপ্রধানতাবং জানন্নপি তমন্তেষসোরিব
বিকল্পরোক্তরোঃ কথমেকাধিকারিকবশিত্তি শকরা প্রেরিতঃ পূচ্ছনীতি ভাবঃ । অগ্নিন্
মুমুক্তরাত্তিমতে শুদ্ধাশুদ্ধচিত্ততরা বিবিধে লোকে জনে বিবিধা নিষ্ঠা হিত্তিৰ্মরা সৰ্ব্বেষরেন
পূরা পূৰ্ব্বাধ্যায়ে প্রোক্তা । নিষ্ঠেত্যেকবচনেন একাঙ্খোদেপ্রভাদেতৈব নিষ্ঠা সাধ্যসাধন-
নশাধরভেদেন দ্বিপ্রকারা ন তু যে নিষ্ঠে ইতি সূচ্যতে । এবমেবাগ্রে বক্ষ্যতি "একং সাংখ্যক
যোগক" ইত্যাদি, তাং নিষ্ঠাং বৈবিধ্যেন ধৰ্ম্মরতি জ্ঞানেতি । সাংখ্যে জ্ঞানং "(কৰ্ম আতচ্)
তবতাং জ্ঞানিনাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠা হিত্তিরুক্তা, "প্রজহাতি যদা কামান্" ইত্যাদিনা, জ্ঞানমেব
যোগো যুজ্যতে আত্মনামেনেতি ব্যুৎপত্তেঃ । যোগিনাং নিকামকৰ্মবতাং কৰ্মযোগেন নিষ্ঠা
হিত্তিরুক্তা "কৰ্মযোগোবাধিকারতে" ইত্যাদিনা, কটৈব যোগো বুদ্ধাভে জ্ঞানগতরা চিত্তশুদ্ধা-
নেনেতি ব্যুৎপত্তেঃ । এতদ্ব্যক্তং তবতি । ন থলু মুমুক্তজ্ঞানন্তদৈব শমাত্তদ্বিকার জ্ঞাননিষ্ঠাং
লভতে । কিন্তু সাচারেণ কৰ্মযোগেন চিত্তমালিন্তং নির্জুরৈবতোত্তমেষ মরা প্রাগতানি "এবা
তেহতিহিতা সাংখ্যে" ইত্যাদিনা । ততো ন কিকিছামিশ্রণমত্তি ॥ ৩ ॥

মধুসূদন ।—এবমধিকারিতভেদেহর্জুনেন পৃষ্ঠে তদুচ্চরুপং প্রোতিবচনং শ্রীভগবান্নবাচ,
লোকেহশ্রিত্তি । অশ্রিত্তিধিকারিত্তিমতে লোকে শুদ্ধাশুদ্ধাত্তঃকরণভেদেন বিবিধে জনে
বিবিধা দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা হিত্তিঃ জ্ঞানপরতা কৰ্মপরতা চ পূরা পূৰ্ব্বাধ্যায়ে মরা তবাত্ত-
হিত্তিকারিণা প্রোক্তা প্রাকর্ষণে স্পষ্টত্বলক্ষণেনোক্তা, তথাচাধিকাঠৌক্যশকরা মাম্মানীরিত্তি
ভাবঃ । হে অনব ! অপাপ ! ইতি সযোধরনুপদেশযোগাত্তামর্জুনন্ত সূচয়তি । এতৈব নিষ্ঠা
সাধ্যসাধনাবস্থাভেদেন দ্বিপ্রকারা ন তু যে এব বতন্ত্রে নিষ্ঠে ইতি কথরিত্তুং নিষ্ঠেত্যেক-
বচনম্ । তথাচ বক্ষ্যতি "একং সাংখ্যক যোগক যঃ পজ্জতি স পজ্জতি" ইতি তামেব নিষ্ঠাং
বৈবিধ্যেন . প্রুন্নতি, সখ্যা সমাগাশ্ববুদ্ধিত্তাং প্রাপ্তবতাং ব্রহ্মচর্যাধেব কৃতসন্ন্যাসিনাং
বেদান্তবিজ্ঞানহুনিচ্চিত্তার্থানাং জ্ঞানভূমিসানুজ্ঞানাং শুদ্ধাত্তঃকরণানাং সাংখ্যানাং জ্ঞানযোগেন
জ্ঞানমেব বুদ্ধাভে ব্রহ্মণানেনেতি ব্যুৎপত্তা যোগন্তেন নিষ্ঠোক্তা "তানি সৰ্ব্বাপি সংযদা যুক্ত
আসিত মংপরঃ" ইত্যাদিনা অন্তঃকাত্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিসানুজ্ঞানাং যোগিনাং কৰ্মাধিকার-
যোগিনাং কৰ্মযোগেন কটৈব বুদ্ধাভে অন্তঃকরণশুদ্ধানেনেতি ব্যুৎপত্তা যোগঃ তেন
নিষ্ঠোক্তাত্তঃকরণশুদ্ধিগা জ্ঞানভূমিকারোহণার্থঃ "ধৰ্ম্মাচ্চি বুদ্ধাং শৈয়োহন্তং কজ্জিয়ত ন
বিদ্যাতে" ইত্যাদিনা । অতএব জ্ঞানকৰ্মযোগো সযুক্তরা বিকল্পো বা, কিন্তু নিকামকৰ্মণা

শুদ্ধাভ্যাসঃকরণাণীং সৰ্ব্বকৰ্মণাম্যাসেনৈব জ্ঞানমিতি চিত্তশুদ্ধ্যন্তঃকরণাবস্থাতেদেনৈকমেব যাঃ
প্রতি বিবিধা নিষ্ঠোক্তা, “এবা তেহতিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিবোধেগে ত্রিমাং শৃণু” ইতি । অতো
ভূমিকাতেদেনৈকমেব প্রত্যাভ্যাসোপযোগান্নাধিকারভেদেহুপদেশবৈবৰ্থ্যমিত্যভিপ্রায়ঃ । এতদেব
দর্শনিতুমশক্তচিত্তস্ত চিত্তশুদ্ধিপৰ্য্যন্তং কৰ্ম্মানুষ্ঠানং “ন কৰ্ম্মণামনানুষ্ঠাৎ” ইত্যাদিভিঃ, “যোগঃ
পার্থ স জীবতি” ইত্যন্তেন্নৈবদশভির্দর্শয়তি । শুদ্ধচিত্তস্ত তু জ্ঞানিনো ন কিঞ্চিদপি কৰ্ম্মাপেক্ষিত-
মিতি দর্শয়তি “বদ্যন্তরতিঃ” ইতি দ্বাভ্যাং, “তদ্বাদশক্তঃ” ইত্যারভাতু বদ্ধহেতোরপি কৰ্ম্মণো
মোক্ষহেতুত্বং সৰ্ব্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিধারেন সন্তবতি ফলাভিসন্ধিরাহিত্যরূপকোণেনেতি দর্শয়-
য্যতি, ততঃ পরস্তথ কেনেতি প্রশ্নমুখ্যাপা কামদোষেণৈব কাম্যকৰ্ম্মণঃ শুদ্ধিহেতুত্বং নাস্তি, অতঃ
কামান্নাহিতোনেব কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ অন্তঃকরণশুদ্ধ্যা জ্ঞানাদিকারী ভবিষ্যি ইতি যাবদধ্যায়সমাপ্তি
বেদিয্যতি ভগবান্ ॥ ৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অত্ৰোক্তং শ্রীভগবানুবাচ, লোকেহস্মিন্নিতি । পূরা পূৰ্ব্বাধ্যায়ৈ বরা
নিষ্ঠা একৈব প্রোক্তা, পরস্ত সা বিবিধা ত্রিপ্রকারা, একস্তা এব ব্রহ্মনিষ্ঠায়াঃ প্রকারদ্বয়মুক্তং
আধিকারিতেদেন, ন তু ব্রহ্মপ্রাপ্তায় পরম্পরনিরপেক্ষমার্গদ্বয়মুক্তমিতি ভাবঃ, হে অনঘ
বিশুদ্ধাভ্যাসঃকরণ ! মনচনস্তার্থং সমাগালোচয়েতার্থঃ । তদেব প্রকারদ্বয়মাহ জ্ঞানযোগেনেতি ।
সাংখ্যানাং প্রকৃতিপুরুষয়োৰ্কিঁবিশুদ্ধং জ্ঞানতাং আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানবতাং, জ্ঞানার্থং বৃজ্যত
ইতি জ্ঞানযোগঃ জ্ঞানোপায়ো বেদান্তশ্রবণমনননিদিধ্যাসনাত্মকন্তেন জ্ঞানযোগেন ব্রহ্মণি
নিষ্ঠাং পরিসমাপ্তিং সাংখ্যাঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ, যোগিনাং “সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমো ভূত্বা সমতং যোগ
উচ্যতে” ইতি উক্তলক্ষণযোগবতাং কৰ্ম্মযোগেন সঙ্কোচাপসনাদিনির্কিকল্পকসমাধ্যুষ্ঠানান্তমিহ
কৰ্ম্মযোগপদার্থঃ, তেন যোগিনো ব্রহ্মনিষ্ঠাং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ, ইহ জ্ঞাননি জ্ঞানান্তরে
বা ঈশ্বরশ্রীত্যাৰ্গমুষ্টিতৈঃ কৰ্ম্মভির্বিশুদ্ধসম্বো বিবেকবৈরাগ্যসমাধিবটুকোপেতো মুমুকুঃ প্রত্যক্-
প্রবণচিত্তঃ শ্রবণমননাত্যামেব কৃতকৃত্যো ভবতি স চেৎ শ্রবণাদেঃ প্রাগুপমাহিতচিত্তভূমি
নিদিধ্যাসনমস্তাপেক্ষিতত্বং অতএব “সহকার্যাপ্তরবিধিঃ পক্ষণ” ইতি সূত্রকৃত্য নিদিধ্যাসনস্ত
পাক্ষিকত্বমুক্তং সোহয়ং সাংখ্যমার্গঃ, তথা সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি পরমশূরাবর্পয়ন্ শ্রবণমননাত্মকং
বিচারমস্তরেণৈব কেবলং প্রচ্যাম্যাত্ৰাং প্রতীচো নির্কিঁশেবব্রহ্মরূপত্বং গুরুবাক্যতো নিশ্চিত্যা-
সন্তাবনাদিদোষরহিত আচাৰ্যাং নিগুণব্রহ্মোপাতিপ্রকারমধিগম্য কৰ্ম্মচ্ছিত্ত্রেষু সমাধ্যাত্যসং
কুৰ্ব্বন্ নিফলং প্রত্যগাত্মস্বরূপং সাক্ষাৎ কৰোতি সোহয়ং যোগমার্গঃ, তেন উহংগোহকোণলং
বেদাস্তি তে সাংখ্যাঃ, বেদাং তন্নাস্তি তে যোগিন ইতি, অত ইয়ং ত্রিপ্রকারা নিষ্ঠা ন তু
যে নিষ্ঠে ইতি ব্রমিতব্যম্ । যথোক্তং বশিষ্ঠেন, “যৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্ত যোগো জ্ঞানক
রাধব । যোগো বৃকিনিরোধো হি জ্ঞানং সমাগবেক্ষণম্ । অসাধ্যঃ কত্চিৎ তদ্বশনিষ্ঠরো
জগতীতলে । প্রকারো যৌ ততো দেবো জগাদ পরমঃ শিবঃ ॥” ইতি, চিত্তাবশ্নোপগমকিত্ত
ব্রহ্মণাক্যংকারস্ত যৌ ক্রমৌ, চিত্তাদেৰ্শিধ্যাত্মপক্ষে জ্ঞানমেব যথা বজ্ররূগাদি সমাগবেক্ষণেনৈব
নন্ততি তৎ, তত সত্যরূপকে যোগ এত, যথা সত্য উন্নয়ঃ ব্রহ্মাদিনা নিরুদ্ধপ্রচারঃ ব্রহ্মমেব

নশ্রুতি ভবচ্ছিত্তমপি যোগেন নিরুধ্যমানং নশ্রুতি, তত্ত্ব নিরবরোচ্ছেদস্ত প্রায়শ্চকৰ্ম্মাস্তে ।
পক্ষযয়েহপি তুলা ইতি ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—অত্রোক্তং যদি ময়া পরম্পরনিরপেক্ষাং যোগলাভনত্বেন কর্ম-
যোগজ্ঞানযোগাবুক্তৌ জ্ঞাতং তদা “তদেকং বদ নিশ্চিত্য” ইতি স্বংপ্রশ্নো ঘটতে, ময়া তু
কর্মনিষ্ঠাজ্ঞাননিষ্ঠাবশ্বেন যদৈববিধ্যমুক্তং, তৎ খলু পূর্বোক্তরদণ্ডভেদাদেব । নতু বস্ততো
যোগ্যং প্রত্যধিকারিত্বৈবমিতিাহ লোকে ইতি দ্বাত্ম্যম্ । বিবিধা বিপ্রকারী নিষ্ঠা নিতয়াং
হিতিমর্যাদা ইত্যর্থঃ । পুরা প্রোক্তা পূর্বাদ্যায়ে কথিতা । তামেবাহ সাধ্ব্যানাং
সাধ্ব্যং জ্ঞানং তদ্বতাং (অর্শ আদ্যচ্) তেষাং শুদ্ধাস্তঃকরণত্বেন জ্ঞানভূমিকামধিকরণাং জ্ঞান-
যোগেন নিষ্ঠা তেনৈব মর্যাদা স্থাপিতা । অত্র লোকে তে জ্ঞানিভ্যেনৈব খ্যাপিতা ইত্যর্থঃ ।
“তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আনীত মৎপরঃ” ইত্যাদিনা । তথা শুদ্ধাস্তঃকরণভাবত্বেন
জ্ঞানভূমিকামধিরোচনমসমর্থানাং যোগিনাং তদারোহণার্থমুপায়বতাং কর্মযোগেন মধর্ষিত-
নিকামকর্মণা নিষ্ঠা মর্যাদা স্থাপিতা । তে খলু কর্মিভ্যেনৈব খ্যাপিতা ইত্যর্থঃ । “ধর্ম্ম্যাদি
যুদ্ধাৎ শ্রেয়োহন্তং ক্ষত্রিয়স্ত ন বিদ্যতে” ইত্যাদিনা । তেন কর্মিণো জ্ঞানিন ইতি নাম-
মাত্রেণৈব বৈবিধ্যম্ । বস্তত্ত্ব কর্মিণ এব কর্মভিঃ শুদ্ধচিত্তা জ্ঞানিনো ভবন্তি, জ্ঞানিন এব
তত্যা মুচ্যন্তে ইতি মধাক্যসমুদায়ার্থ ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য ।—পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও
নীলকণ্ঠ সুরির অভিপ্রায় । বন্ধুস্নেহাকুলমতি অর্জুন, পূর্ব শ্লোকদ্বয়ে সর্ব-
নিয়ন্তা সর্বজ্ঞ শ্রীভগবানের প্রতি দোষারোপ করিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছেন,
তাহার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অনঘ ! হে বিশুদ্ধ-হৃদয়
বরস্ত অর্জুন ! (ভগবৎরূপায় সর্বপাপ পরিশৃণু হইয়া অর্জুন বিশুদ্ধ-চিত্ত
হইয়াছেন, অতএব তিনি ভগবদুপদিষ্ট নিগূঢ় বেদার্থ-তত্ত্ব এইণের যোগ্য-
পাত্র, ইহাই “অনঘ” এই সম্বোধন পদের তাৎপর্য্য ।) সৃষ্টির প্রাক্কালে
সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর আমি প্রজাবর্গকে সৃষ্টি করিয়া এই ব্যবহারিক জগতে
তাহাদের অদ্ভুত-প্রাপ্তি-গাধন বৈদিক কর্মকাণ্ড প্রকাশের নিমিত্ত,
শাস্ত্রানুষ্ঠানের প্রকৃত অধিকারী ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপাসনার্থ জ্ঞান ও
কর্মরূপ নিষ্ঠাধর অর্থাৎ এক-ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রাপ্তির প্রকারদ্বয় বিষয়ক প্রসঙ্গ
মাত্র বলিয়াছি ; বাস্তবিক ব্রহ্ম প্রাপ্তির প্রকারীভূত জ্ঞান ও কর্মরূপ
নিষ্ঠাধর পরম্পর নিরপেক্ষ বা বিরোধী নহে । হে নির্মল-হৃদয় সখে ! তুমি
আমার পূর্বোক্ত বাক্য সকল উত্তমরূপে পর্যালোচনা করিলেই বুঝিতে
পারিবে, জ্ঞান ও কর্মের পার্থক্য কি । আমি বেদান্তবিৎ আত্মানুভবিনেক-

শীল, ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ পরমহংসগণের নিমিত্ত সাধ্যাযোগ বা জ্ঞানযোগ, আর সঙ্কোচাপাসনাদি নির্বিকল্প সমাধির অনুরূপতা কর্মযোগের নিমিত্ত কর্মযোগের বিধান করিয়াছি। আমি জ্ঞান ও কর্মের নিরুপেষ বা উৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন করি নাই। কোন ভাগ্যবান পুরুষ ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে অভিনাশ-শূন্য হইয়া, কেবল ঈশ্বর প্রীত্যর্থ কর্মকরতঃ চিত্তের বিশুদ্ধতা লাভ করেন, পরে সেই মুমুক্শু ব্যক্তি ভগবৎ রূপায় বিবেক, বৈরাগ্য ও শমাদিকে সহায় করিয়া, গুরু-প্রদর্শিত পথে আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তখন তিনি বাবতীয় ক্রিয়া পরিত্যাগ পূর্বক সমাহিচিতে কেবল তত্ত্বমস্তাদি বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ ও মননে নিরত থাকেন। ইহারই নাম জ্ঞাননিষ্ঠা বা জ্ঞানমার্গ। আর পরম গুরু ভগবান্ নারায়ণে সকল ক্রিয়া সমর্পণ পূর্বক, শ্রবণমননাদি বিচার ব্যতীত কেবল শ্রদ্ধাবলে, গুরুর উপদেশ কৌশলে, ব্রহ্মোপাসনার প্রকার সম্যক অবগত হইয়া, সমাধি যোগের অভ্যাস করিবে এবং তদ্বারা নিষ্কল প্রত্যগাত্মরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবে; ইহারই নাম যোগমার্গ বা কর্মযোগ। অতএব বাঁহারা উহাপোহ অর্থাৎ তর্ক বিতর্কাদি-রহিত, তাঁহারাই সাধ্য বা জ্ঞানী, আর বাঁহাদের সন্দেহ স্থলে বিতর্কাদি জাঙ্ঘ্যমান রহিয়াছে, তাঁহারাই যোগী বা কর্মী। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, “হে রাঘব। চিত্তকে বিনষ্ট বা নিয়মিত করিবার নিমিত্ত যোগ ও জ্ঞানরূপ দুইটি উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে; চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধের নাম যোগ, আর তত্ত্বসাক্ষাৎকারের নাম জ্ঞান। পরম কারুণিক ভগবান্ ভবানীপতি এই প্রকারদ্বয় স্বয়ং বলিয়াছেন। অতএব চিত্ত বিনষ্ট হইলে জগতীতলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার কাহার অসাধ্য?” চিত্ত নাশের প্রকার যথা; চিত্তাদির কল্লিত্ত্ব পক্ষে যেমন রজ্জুতে আরোপিত সর্পবুদ্ধি রজ্জু-জ্ঞানে স্বয়ং বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ শ্রবণাদি দ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে চিত্ত স্বয়ংই বিনষ্ট হইবে। আর সত্যত্ব পক্ষে মন্ত্রোবধাদি দ্বারা নিরুদ্ধ-বেগ সর্প যেমন স্বয়ংই বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ যোগাদি দ্বারা নিরুদ্ধ বৃত্তি চিত্তও স্বয়ং বিনষ্ট হইবে। অতএব উক্ত জ্ঞান ও কর্মরূপ নিষ্ঠাই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধন স্বরূপ; পর্যায়ক্রমে উভয়ের উপাসনা করিলে, সাধক ব্রহ্মধর্মে বিলীন হইবেন। যদি এক পুরুষার্থ লাভের নিমিত্ত, একই সাধক জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চরভাবে উপাসনা করিবেন, ক্রীতগবানের এইরূপই

অভিপ্রায় হয়, তবে শ্রীভগবান্ বিনীত সমীপাশ্রিত প্রিয় শিষ্য অৰ্জুনকে, পুরুষ বিশেষ-সাধ্য জ্ঞান ও কর্মের বিভিন্ন উপদেশ করিলেন কেন? অতএব বুঝিতে হইবে যে, উভয়ই বিভিন্ন রূপে মুক্তির প্রয়োজক। অপিচ যদি শ্রীভগবান্ নিরপেক্ষ ভাবে জ্ঞান ও কর্মকে মুক্তির সাধনরূপে ব্যক্ত করিয়া থাকেন, তবে উভয়ের মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন, ইত্যাদি অৰ্জুনকৃত প্রশ্ন সঙ্গত হইতে পারে। বাস্তবিক ভগবান্ তাহা বলেন নাই; অৰ্জুন ভগবদ্ভাক্যের অর্থ পরিজ্ঞাত না হইয়া এবং-বিধ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ উপক্রম ও উপসংহারে ভগবদ্ভাক্যের কোন বিরোধ নাই।

গীতাকার পূজ্যপাণ্ড শ্রীমদ্বিশ্বম্ভদন সরস্বতী মহাশয়ের অভিপ্রায়। অধিকারী নির্ণয়েচ্ছু অৰ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন; এই লোকরাজ্যে শুদ্ধাশুদ্ধচিত্তভেদে দুই প্রকার নিষ্ঠার বিষয় আমি পূর্সাধ্যায়ের ব্যক্ত করিয়াছি, তথাপি অধিকারীর একত্ব আশঙ্কা করিয়া কেন তুমি আকুলচিত্ত হইতেছ? মূলোক্ত “অনঘ” এই সম্বোধন পদ দ্বারা অৰ্জুনের পাপ-রাহিত্য, স্মৃতরাং উপদেশ-গ্রহণ-যোগ্যতা সূচিত হইতেছে। নিষ্ঠা একই; কেবল সাধ্য সাধন অবস্থাভেদে দুই প্রকারে পরিলক্ষিত হয় বলিয়া, নিষ্ঠা দুই প্রকার স্বতন্ত্র নহে। ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত মূলে নিষ্ঠাশব্দ একবচনান্ত হইয়াছে। যিনি বুঝিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে সাধ্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগ অর্থাৎ কর্মনিষ্ঠা একই। নিষ্ঠার দ্বিবিধ ভাব প্রদর্শিত হইতেছে। বাঁহাদের হৃদয়ে সমাগ্ররূপে জ্ঞান উপজাত হইয়াছে এবং বাঁহারা: ব্রহ্মচর্যা কালাবধি সন্ন্যাসব্রত পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই বেদান্ত-বিজ্ঞানের অনিশ্চিত মর্ষজ্ঞ জ্ঞানভূমিসমাক্রান্ত শুদ্ধাস্তঃকরণ সাধ্যাদিগের পক্ষে জ্ঞানযোগ অর্থাৎ ধ্যানাদিনিষ্ঠা দ্বারা ব্রহ্মপরতানির্দিষ্ট হইয়াছে। “তানি সন্ন্যাসি সংযম্য যুক্ত আনীত মৎপরঃ” ইত্যাদি বাক্যে এই জ্ঞাননিষ্ঠা নিরূপিত আছে। বাঁহারা অশুদ্ধাস্তঃকরণ এবং জ্ঞানভূমিতে সমাক্রান্ত নহেন তাদৃশ কর্মাদিকারী যোগিদিগের পক্ষে কর্মযোগ নিরূপিত হইয়াছে। কর্মনিষ্ঠাই জ্ঞানভূমিতে আরোহণের উপায়ভূত। ইহাই প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত “ধর্ম্যাক্তি যুক্তাং প্রয়োজন্তং কত্রিস্ত ন বিদ্যতে” ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব জ্ঞানকর্মের

সমুচ্চর বা বিকল্প নিক্রপিত হয় নাই । নিকাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধচিত্ত পুরুষগণের সর্ব কর্ম্ম সন্ন্যাসরূপ যে জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তাহা বস্তুতঃ এক হইলেও, শুদ্ধাশুদ্ধি অবস্থাভেদে দ্বিবিধ । ‘এষা তেহভিহিতা সাংখ্যো বুদ্ধি-
বোঁগে দ্বিমাং শূনু’ এই শ্লোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠার প্রাদব্ধি উল্লিখিত হই-
য়াছে । অতএব ভূমিকাবেদে একেণ অধিকারীর প্রতি উভাবিধ উপদেশ
যুক্তিযুক্ত ; কিন্তু অধিকারিভেদে, এই নিষ্ঠাধরের স্বতন্ত্র উল্লেখ আবশ্যক ।
ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত “ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ” (৩য় অধ্যায় ৪ শ্লোক)
‘ইত্যাদি হইতে “গোষণং পার্থ স জীবতি” (৩য় অধ্যায় ১৬ শ্লোক) পর্য্যন্ত
ত্রয়োদশটি শ্লোকে অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের
আবশ্যকতা কীর্ত্তন করিয়াছেন । শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মের
কোনই অপেক্ষা নাই । ইহাই প্রদর্শনার্থ ‘যন্তান্নরতিঃ’ ইত্যাদি শ্লোক-
ধরের অবতারণা করিয়াছেন । ফলাভিগন্ধিরাহিত্যরূপ কৌশল দ্বারা
চিত্তশুদ্ধি জনিত জ্ঞানোৎপত্তি হইলে বন্ধনের হেতুভূত কর্ম্মও মোক্ষের
হেতুভূত হয় । ইহাই প্রদর্শনার্থ ‘তস্মাদসক্তঃ’ ইত্যাদি শ্লোক অবতারণিত
হইয়াছে । কাম্য কর্ম্ম মাত্রই কামনাদোষে শুদ্ধিহেতুত্ববিহীন হয় । অতএব
কামনা শূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধিজনিত
জ্ঞানাদিকারী হইবে ।’ এই কথাই ভগবান্ অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিবৃত
করিবেন ।

গীতাকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের অভিপ্রায় ।
শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, বয়স্য অর্জুন ! যদি পরম্পর নিরপেক্ষভাবে
কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়ই মোক্ষের সাধন পূর্বাধায়ে উপদিষ্ট হইত,
‘তাহা হইলে “উভয়ের মধ্যে কোনুগী শ্রেষ্ঠ” তোমার এই প্রশ্ন সঙ্গত হইত ।
আমি তো তাহা বলি নাই । পূর্বাধায়ে কর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠার যে
কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহাতে সাধকের সাধ্যসাধনরূপ অবস্থাভেদ মাত্র
প্রদর্শিত হইয়াছে । বস্তুতঃ “জানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আনীত মংপরঃ”
ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞানভূমিকা আরুঢ় বিশুদ্ধহৃদয় সাংখ্যগণের নিমিত্ত
জ্ঞাননিষ্ঠা, ও জ্ঞানভূমিকারোহণে অগম্য অশুদ্ধ-হৃদয় যোগিগণের নিমিত্ত
“ধর্ম্ম্যাদি যুক্তাচ্ছে মোহন্যং কত্রিয়স্ত ন রিদিযতে” ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা
নিকাম কর্ম্মনিষ্ঠার কীর্ত্তন করিয়াছি । অতএব জ্ঞানী ও কর্ম্মীর কেবল
নামমাত্রই ভেদ । ফলতঃ কর্ম্মপুরুষই কর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইলে লোকে
তাহাকে জ্ঞানী বলে । হুতরাং যিনি কর্ম্মী, কালে জ্ঞান হইবে ;

জ্ঞানী ও কর্মীর অবস্থারই ভেদ, প্রকৃত ভেদ নাই। সাধকগণ, জন্ম-জন্মান্তরীণ সাধন দ্বারা জ্ঞানভূমি সমারুঢ় হইয়া, ভগবৎরূপায় একান্ত ভক্তিলাভ করতঃ, সংসার-ক্লেশ হইতে মুক্ত হন, ইহাই পূর্বোক্ত ভগবদ্বাক্যের সারার্থ ॥ ৩ ॥

ন কর্মণামনারস্তান্নৈকর্য্যং পুরুষোইশ্বরুতে ।

ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অর্থঃ ।—পুরুষঃ (জনঃ) কর্মণাং (নিকামকর্মণাং) অনারস্তাং (অননুষ্ঠানাং) নৈকর্য্যং (সর্বকর্মশূন্যত্বং) ন অশ্বরুতে (প্রাপ্নোতি) চ (চিত্তশুদ্ধিঃ বিনা কৃতাং) সন্ন্যাসনাং (সন্ন্যাসগ্রহণাং) এব (কেবলং) সিদ্ধিং (মোক্ষং) ন সমধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—মুখ্য নিকাম-কর্মের অননুষ্ঠান-হেতু কর্মহীনতা পায় না চিত্তশুদ্ধি-বিনা কেবল সন্ন্যাসগ্রহণে মোক্ষ প্রাপ্ত-হয় না ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—নিকামভাবে কর্মানুষ্ঠান না করিয়া কোন পুরুষই কর্মহীনতারূপ জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না এবং কর্মের ফলভূত চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেবলমাত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কেহই মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে না ॥ ৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যদর্জুনেনোক্তং কর্মণো জ্যায়ত্বং বুদ্ধিঃ, তচ্চ স্থিতমনিরাকরণাৎ তত্শাস্ত্র জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ সন্ন্যাসিনামেবান্তেষম্, ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বচনাচ্চ ভগবত্ এবম্বেবানু-মতমিতি গম্যতে, মাধ্ব বঙ্কর্যণে কর্মণ্যেব নিবোজয়সীতি বিবরণসং অর্জুনঃ কর্ম নারতে ইত্যেবং সম্ভবমালঙ্কার ভগবান্, ন কর্মণামনারস্তাদিতি । অথ বা জ্ঞানকর্মনিষ্ঠয়োঃ পরম্পরবিরোধাদেকেন পুরুষেণ বৃগপদনুষ্ঠাতৃমশক্যত্বেন সতীতরেভরানপেক্ষরোরেষ পুরুষার্থ-হেতুত্বেন প্রাপ্তে কর্মনিষ্ঠায়াঃ জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিহেতুত্বেন পুরুষার্থহেতুত্বং, ন স্বাতন্ত্র্যেণ, জ্ঞান-নিষ্ঠা তু কর্মনিষ্ঠোপায়লক্ষ্যিকা সতী স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থহেতুরজ্ঞানপেক্ষাত্যেতদমর্থং দর্শয়িষ্যামহ ভগবান্, ন কর্মণেতি । ন কর্মণামনারস্তাদপ্রারস্তাং কর্মণাং ক্রিয়াণাং বজা-নীনাংমিহ জ্ঞাননি জ্ঞানান্তরে বাস্তবিকতানামুপাত্তহরিতকরহেতুত্বেন সম্বন্ধিকারিণানাং ভৎসনার-ণেন চ জ্ঞানোৎপত্তিবারেণ, জ্ঞাননিষ্ঠ হেতুনাং “জ্ঞানমুৎপত্ততে পুংসাং ক্রমাৎ পাপাত কর্মণঃ ।

বখানবর্তনপ্রযো পশুত্যান্মনমাদ্বনি ॥” ইত্যাবিশ্রমণাদনারজ্ঞানমহুতানাং নৈকর্যং নৈকর্য-
 তাৎ কৰ্মশূন্যতাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং নিজ্জিরাশ্বরূপেণৈবাবস্থানমিতি বাবৎ পুৰুষো
 নান্নুত ম প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ । কৰ্মণামনারজ্ঞানৈকর্যং নান্নুত ইতি ঘটনাং তদ্বিপর্যয়াৎ
 তেষামারজ্ঞাৎ নৈকর্যমশ্লুত ইতি গম্যতে, কস্মাৎ পুনঃ কারণং কৰ্মণামনারজ্ঞানৈকর্যং
 নান্নুত ? ইত্যাচাতে কৰ্ম্মারজ্ঞন্তেব নৈকর্যোপায়ত্বাৎ, ন হ্যপায়মন্তরেণোপেয়োৎপত্তিরসি,
 কৰ্ম্মযোগোপায়ত্বক নৈকর্যালক্ষণস্ত জ্ঞানযোগস্ত ঐক্যবিহ চ প্রতিপাদনাৎ । ঐক্যো তাবৎ
 প্রকৃততত্ত্বালোকস্ত বেদস্ত বেদনোপায়ত্বেন “তমেতৎ বেদাহুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদ্যসি
 যজ্ঞেন” ইত্যাদিনা, কৰ্ম্মযোগস্ত জ্ঞানযোগোপায়ত্বং প্রতিপাদিতম্, ইহাপি চ “সন্ন্যাসস্ত
 মহাব্যহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ । যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্তি সতং ত্যক্ত্বাস্তগুরুম্ । যজ্ঞো
 দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥” ইত্যাদি প্রতিপাদয়িষ্যতি । নহু চ “অভয়ং সৰ্ব-
 ভুতেশ্চো দত্ত্বা নৈকর্যমাচরেৎ” ইত্যাদৌ কর্তব্যকৰ্ম্মসন্ন্যাসাবপি নৈকর্য্যপ্রাপ্তিং দর্শয়তি,
 লোকে চ কৰ্ম্মণামনারজ্ঞানৈকর্য্যমিতি প্রসিদ্ধতরমতশ্চ নৈকর্য্যার্থিনঃ কিং কৰ্ম্মারজ্ঞন্তেতি
 প্রাপ্তমত আহ ন চ সংস্তনাদেবেতি । নাপি সন্ন্যাসনাদেব কেবলাৎ কৰ্ম্মপরিত্যাগমাত্ৰাদেব
 জ্ঞানরহিতাৎ সিদ্ধিং নৈকর্যালক্ষণাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সমধিগচ্ছতি ন প্রাপ্নোতি ॥ ৪ ॥

জ্ঞানক্ষণিগ্নিঃ ।—কিমিতি ভগবতা বুদ্ধ্যায়ত্বং “জ্ঞায়সী চেৎ” ইত্যত্রোক্তরূপে-
 ক্তিমিতি তত্রাহ যদৰ্জ্জুনেনেতি । কিঞ্চ জ্ঞাননিষ্ঠায়াং সন্ন্যাসিনামেবাধিকারো ভগবতোহ-
 তিপ্রোভোহন্তথা তদীয়বিতাগবচনবিরোধাদিতি বিতাগবচনসামর্থ্যসিদ্ধমর্থমাহ তত্ত্বাশ্চেতি ।
 তর্হি বিতাগবচনানুরোধাদৰ্জ্জুনস্তাপি সন্ন্যাসপূৰ্ণিকার্নাং জ্ঞাননিষ্ঠার্নামেবাধিকারো ভবিষ্যতি
 নেতাহ হাচেতি । বুদ্ধ্যায়ত্বরূপেতাপীতি চকারার্থঃ, অৰ্জ্জুনমালক্য ভগবানাহেতিসদৃশঃ ।
 অন্তরেণাপি কৰ্ম্মাণি শ্রবণাদিতিজ্ঞানাবাপ্তিন্ ভবিষ্যতীতি পরবুদ্ধিমহুধ্যা বিশিনষ্ট
 কৰ্ম্মেতি । বিতাগবচনবশাদসমুচ্চরশ্চেহুত্তরোরপি জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ স্বাতন্ত্র্যেণ পুৰুষার্থ-
 হেতুত্বমন্তথা কৰ্ম্মবজ্ঞানমপি ন স্বাতন্ত্র্যেণ পুৰুষার্থ সাধরেদিত্যাশঙ্ক্য সৎকান্তরমাহ অধ-
 বেতি । তর্হি জ্ঞাননিষ্ঠাপি কৰ্ম্মনিষ্ঠাবৎ নিষ্ঠাবিণেবায় স্বাতন্ত্র্যেণ পুৰুষার্থহেতুরিতি
 সমুচ্চরসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞাননিষ্ঠা ইতি । ন হি রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানসুংগমঃ কলসিদ্ধৌ সহকারি-
 নাপেক্ষ্যমাণক্যতে, তথেষমপি চোৎপন্নঃ যোক্ষার নাস্তদপেক্ষ্যতে তদাহ অন্তেতি ।
 যন্ত চৈতৎ কৰ্ম্মেতি ঐক্যবিহ কৰ্ম্মশব্দস্ত জিন্নমাগবত্তবিস্বত্বমশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে কিন্নাপামিতি ।
 তাস্চ নিত্যনৈমিত্তিকত্বেন বিভজ্যতে যজ্ঞাদীনামিতি । অগ্নিরেব অন্নভক্ষুষ্টিতানাং কৰ্ম্মণাং
 বুদ্ধিভক্ষিয়ার জ্ঞানকারণত্বে ব্রহ্মচারিণাং কুতো জ্ঞানোৎপত্তিকৰ্ম্মান্তরকৃতানাং কৰ্ম্মণাং বা
 তথাহে গৃহস্থাদীনামৈহিকানি কৰ্ম্মাণি ন জ্ঞানহেতবঃ স্মরিত্যাশঙ্ক্যানিয়মং দর্শয়তি ইহেতি ।
 নেমানি সৎকৃতকারণাহ্যাপান্তহরিতপ্রবছাদিত্যাশঙ্ক্যাহ উপাত্তেতি । তর্হি ভাবন্তেব কৃতার্থানাং
 কুতো জ্ঞাননিষ্ঠাহেতুত্বং তত্রাহ তৎকারণত্বেনেতি । কৰ্ম্মণাং চিত্তভক্ষিয়ার জ্ঞানহেতুত্ব-
 মনমাহ জ্ঞানমিতি । অনারজত্বকস্তোপক্রমবিপরীতবিস্বত্বং বাবর্তয়তি অনহুতানাদিতি ।

নৈকৰ্শণঃ সন্ন্যাসিনঃ কৰ্ম জ্ঞানং ব্যাচষ্টে নৈকৰ্শ্যমিতি । কৰ্মাভাবাবস্থাঃ ব্যবহ্রিনস্তি জ্ঞান-
যোগেনেতি । ততঃ সাধনপক্ষপাতিত্বং ব্যবৰ্ত্তয়তি নিষ্কিণ্ণেতি । কৰ্মাহুতানোপায়লক্ষ্য
জ্ঞাননিষ্ঠা স্বতঃ পূৰ্ব্বেহেতুরিতি প্রকৃতার্থসমর্থব্যতিরেকবচনত্বাৎ ১ পৰ্য্যবসানং যথা ব্যাচষ্টে
কৰ্মণামিতি । তদ্বিপৰ্য্যয়মেব ব্যাচষ্টে তেষামিতি । উক্তেহর্থং হেতুং পূছতি কৰ্মাহিতি ।
জিহ্মাসিতং হেতুমাং উচ্যত ইতি । উপায়ত্বেহপি তদভাবে কুতো ন নৈকৰ্শ্যসিদ্ধিরিত্যা-
শঙ্কা ন হীতি । জ্ঞানযোগং প্রতি কৰ্মযোগস্ত উপায়ত্বে প্রতিবৃত্তী প্রমাণয়তি কৰ্মযোগেতি ।
শ্রৌতমুপারোপেয়ত্বপ্রতিপাদনং প্রকটয়তি ক্রতাবিতি । যত্ন গীতাশাস্ত্রে কৰ্মযোগস্ত জ্ঞানযোগং
প্রভুপায়যোগপাদনং তদ্বাদানীমুদাহরতি ইহাপি চেতি । ন কৰ্মণামিত্যাदिना पूर्वाङ्कं
व्याख्यास्तोत्राङ्कं व्याख्यातुमाशङ्कयति नमिति । आदिशब्देन शास्त्रो दास्य उपरतत्तिङ् ।
सन्न्यासयोगाद्व्यवहारः शुद्धसत्ता इत्यादि गृह्यते । तत्रैव लोकप्रसिद्धिमनुकूलयति लोके
चेति । असिद्धतरं “यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते । निवर्तनाद्धि सर्वतो न
वेति ह्यधमरावपि ॥” इत्यादिदर्शनादिति शेषः । लौकिकवैदिकप्रसिद्धित्वात् सिद्धमर्थमाह
अतश्चेति । तज्ज्ञातव्येनोत्राङ्कमवतार्य व्याकरोति अत आहेशादिना । एवकारार्थमाह
केवलादिति । तदेव स्पष्टयति कर्मेति । उक्तमेव नष्टमनुकूपा क्रियापदेन सति दर्शयति
न आप्नोतीति ॥ ४ ॥

রাযাভুজ ।—সৰ্ব্বত্ৰ লৌকিকত পুৰুষত মোক্ষোচ্ছায়াং সজ্ঞাতায়াং সহস্বেব জ্ঞান-
যোগো হুয় ইত্যাহ ন কৰ্মণামিতি । ন শাস্ত্রীয়াণাং কৰ্মণামনারম্ভাদেব পুৰুষো নৈকৰ্শ্যং
জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তি সৰ্ব্বেন্দ্ৰিয়পায়ার্থকৰ্মোপৰতিপূৰ্ণিকাং জ্ঞাননিষ্ঠাং ন আপ্রোতীত্যর্থঃ ।
ন চারকত শাস্ত্রীয়ত কৰ্মণ্যন্ত্যাগাৎ, যতোহনতিসংহিতকলস্ত পরমপুৰুষাৰাধনবিষয়ত
কৰ্মণঃ সিদ্ধিরাশ্চনিষ্ঠা, ততস্তেন বিনা তাং ন আপ্রোতি । অনতিসংহিতকলঃ কৰ্ম-
ভিন্ননাৰাধিতগোবিন্দৈরবিনষ্টানাদিকালপ্রবৃত্তানন্তপাপসঞ্চয়েরব্যাকুলেন্দ্ৰিয়তাপূৰ্ণিকান্ধনিষ্ঠা হু-
সম্পাত্তা ॥ ৪ ॥

হনুমান্ ।—যোঃ কৰ্ম ন কৰ্তব্যমিতি মন্তমানমৰ্জুনং প্রতি কৰ্মাধিকারিণা কৰ্ম
কৰ্তব্যমিতি প্রতিপাদয়িতুমাং ন কৰ্মণামিতি । কৰ্মণামনারম্ভাদকরণাং নৈকৰ্শ্যালক্ষণম-
কৰ্ত্তব্যজ্ঞানলক্ষণং সিদ্ধি পুৰুষোহনুতে, যথাজ্ঞানাদিকারী জ্ঞানেন । তর্হি সকলসন্ন্যাস
এব পুৰুষার্থতমহুতিষ্ঠামীতি চেৎ তদপি ন নিয়তং, ন সন্ন্যাসনাদেব কৰ্মত্যাগমাত্তাদেব সিদ্ধি
নৈকৰ্শ্যালক্ষণং সিদ্ধি সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

শ্রীধর ।—অতঃ সম্যক্চিত্তত্বাৎ জ্ঞানোৎপত্তিপৰ্য্যন্তঃ বর্ণাপ্রমোচিতানি কৰ্মাণি
কৰ্তব্যানি অতথা চিত্তশুদ্ধ্যতাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ ন কৰ্মণামিতি । কৰ্মণাং অনারম্ভাৎ
অনরম্ভান্ননৈকৰ্শ্যং জ্ঞানং নানুতে ন আপ্রোতি । নহ চ “এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ
প্রব্রজতি” ইতি ক্রত্যা সন্ন্যাসস্ত মোক্ষাঙ্গত্বশ্চেতঃ সন্ন্যাসাদেব মোক্ষো ভবিষ্যতি কিং

কৰ্ম্মভিরিত্যশ্চ্যোক্তং ন চেতি । ন চ চিন্তাশুদ্ধিং বিনা কৃত্যং সন্ন্যাসনাদেব জ্ঞানপূৰ্ণাং সিদ্ধিং যোক্তব্যং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৪ ॥

বলদেব ।—অশৌচশুদ্ধিচিন্তেন চিন্তাশুদ্ধেঃ অবহিতানি কৰ্ম্মাণ্যেবাহুর্থেদানীত্যাহ ন কৰ্ম্মণামিত্যাদিভিত্তয়াদেশভিঃ । কৰ্ম্মণাং তমেতমিতিবাক্যেন জ্ঞানাক্তরা বিহিতানাং অনারম্ভাদনমুষ্ঠানাদবিশুদ্ধচিত্তঃ পুরুষো নৈকৰ্ম্মাং নিখিলেক্সিয়ব্যাপাররূপকৰ্ম্মবিরতিং জ্ঞান-নিষ্ঠামিতি যাবৎ নান্দ্রুতে ন লভতে । ন চ স তেষাং কৰ্ম্মণাং সন্ন্যাসনাং পরিত্যাগাং সিদ্ধিং মুক্তিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

মধুসূদন ।—তত্র কারণাতাবে কার্যাহুপপত্তেঃ, ন কৰ্ম্মণামিতি । কৰ্ম্মণাং “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদ্যবস্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন” ইতি শ্রুত্যা আত্মজ্ঞানে বিনিবৃত্তানামনারম্ভাদনমুষ্ঠানাং চিন্তাশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানযোগ্যো বহির্মুখঃ পুরুষো নৈকৰ্ম্মাং সৰ্ব্বকৰ্ম্মশূন্যং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠামিতি যাবৎ নান্দ্রুতে ন প্রাপ্নোতি । নহু “এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজতি” ইতি শ্রুতে: সৰ্ব্বকৰ্ম্ম সন্ন্যাসাদেব জ্ঞাননিষ্ঠোপপত্তে: কৃত্যং কৰ্ম্মভিরিত্যত আহ নচ সন্ন্যাসনাদেব চিন্তাশুদ্ধিং বিনা কৃত্যং সিদ্ধিং জ্ঞাননিষ্ঠা-লক্ষণং সম্যক্ কলপর্যবসারিষ্যেনাধিগচ্ছতি নৈব প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ । কৰ্ম্মজ্ঞাতং চিন্তা-শুদ্ধিসম্বরেণ সন্ন্যাস এব ন সম্ভবতি, যথাকথঞ্চিদৌৎসুক্যমাত্রেণ কৃতোহপি ন কলপর্যব-সারীতিভাবঃ ॥ ৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অনয়োঃ প্রকাররোরনালজিতাবমাহ ন কৰ্ম্মণামিতি । কৰ্ম্মণাং যজ্ঞা-দীনামনারম্ভাং অনমুষ্ঠানাং নৈকৰ্ম্মাং জ্ঞাননিষ্ঠা: নান্দ্রুতে ন প্রাপ্নোতি, “বিবিদ্যবস্তি যজ্ঞেন” ইতি শ্রুত্যা যজ্ঞাদীনাং বিভ্রাজন্তেন বিধানাং । নহু সনপ্রত্যয়প্রাধাত্যাং কৰ্ম্মণাং বিবিদ্যাবলম্বনমত্র গম্যতে, তেন বিবিদ্যাবাং যজ্ঞাদিনা সিদ্ধায়াম্, “এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজতি” ইতি শ্রুতে: , প্রব্রজ্যাক্রপমেব নৈকৰ্ম্ম্যমিহ জ্ঞাননিষ্ঠাসাধনং গ্রাহ্যং, ন জ্ঞানং নৈকৰ্ম্ম্যাসিদ্ধিং পরমামিত্যাদাবিবাজ্ঞ তদগ্রাহকস্ত পরমত্ববিশেষণস্তাত্য়াং । ন চ কৰ্ম্মবোগ-জনিতচিন্তাশুদ্ধ্যভাবে কেবলাং সন্ন্যাসাং সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতীতি যোজন্যাং বিপ্রকষ্টরো-জ্ঞানকৰ্ম্মণো: সমুচ্চয়াসম্ভবত্য়াভীষ্টসিদ্ধে: কিমিতি নৈকৰ্ম্ম্যাপেক্ষেন জ্ঞাননিষ্ঠা গৃহ্যতে ? ইতি চেৎ সত্যম্ ভগৈ: কৰ্ম্ম কার্যত ইতি বাক্যশেবায়ৈগুণ্যহেতুকং মুখ্যং জ্ঞানমেবেহ নৈকৰ্ম্ম্যপদার্থঃ ন তু প্রব্রজ্যাদি, “বিবিদ্যবস্তি যজ্ঞেন” ইত্যত্রাপি জিগমিবত্যাখেন জিহ্বা:সত্যসিন্ধু-ইত্যাদাবিব তৃতীয়াস্তত্ত্ব থাকর্ষে নৈবাবশ্যাং অবাদীনাং গমনাদাবিব যজ্ঞাদীনাং বেদন এবাষয়ো জ্ঞেয়ঃ, এতমেবেতি শ্রুতিস্ত বিবিদ্যাসন্ন্যাসাতিপ্রায়েণ প্রবৃত্তা, “এত এবেতমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণা: পূজয়ণারাক্ষ লোটকষণারাক্ষ সুখায়াধ ভিক্ষাচর্যাং চরন্তি” ইতি জ্ঞানপরিপাকার্ধত্ব জীবমুক্তিসুখার্ধত্ব বা বাজবক্যাদিভিরমুষ্ঠিতস্ত বিধংসন্ন্যাসস্তাপি শাস্ত্রে দর্শনাং অসন্ন্যাসিনো জ্ঞানমেব নোৎপত্ত ইতি প্রাচীনাগ্রহো বিস্কোপকৰ্ম্মত্যাগরূপসন্ন্যাসবিষয়ঃ ন তু কাষায়-পরিধানমাত্রবিষয়ঃ, গৰ্গবাসবশিষ্ঠাদীনামতথাবিধানানপি জ্ঞানোৎপন্ন্যবগমাদিত্যাত্যাং তাদং,

কৰ্মভিন্নশোধিতচিত্তস্ত মনবুদ্ধেরাগধেবাদিগ্রন্থস্ত আত্মানাম্ভবিবেক্ষার বা নৈকৰ্ম্মপ্রাপ্তিনীতীতি পূৰ্ব্বাৰ্হাঃ । নহু “অভয়ং সৰ্বভূতেভ্যো দদ্বা নৈকৰ্ম্মমাচরেৎ” ইতি কেবলাৎ কৰ্ম্মসংযোগাধপি নৈকৰ্ম্মসিদ্ধিঃ স্বৰ্য্যতে, তৎকথনুচাতে, ন কৰ্ম্মণামন্যায়ন্ত্যনৈকৰ্ম্মসিদ্ধীতি ? তদ্বাহ ন চেতি । কৰ্ম্মজনিতচিত্তশুদ্ধ্যভাবে কৃতাদপি সন্ন্যাসায় যোকসিদ্ধিঃ, উদাহৃতমুতিস্ত চিত্তশুদ্ধিপূৰ্ব্বক-সন্ন্যাসাতিপ্রায়া, ন হি সন্ন্যাসিগ্রন্থঃ সৰ্বভূতেভ্যঃ সৰ্ব্বাশ্বনাভয়ং দাতুমীটে, অতো বৃত্তমুক্তং ন চ সন্ন্যাসনাদেবেতি ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—চিত্তশুদ্ধ্যভাবে জ্ঞানানুৎপত্তিমাহ ন কৰ্ম্মণেতি । শাস্ত্রীয়কৰ্ম্মণামন্য-রতাদননুষ্ঠাননৈকৰ্ম্মণ্যং জ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি, ন চাশুদ্ধচিত্তঃ সন্ন্যাসনাৎ শাস্ত্রীয়কৰ্ম্মভাগাৎ ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও শ্রীধরস্বামীৰ অভিপ্রায় । “জ্যায়সী চেৎ কৰ্ম্মণস্তে” (৩ অ, ১ম) ইত্যাদি শ্লোকে কৰ্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলিয়া অৰ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষেও তাহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে ; যেহেতু শ্রীভগবান্ ঈশ্বর অৰ্জুনবাক্যের কোন প্রতিবাদ করেন নাই । আরও দেখা যাইতেছে যে, “জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্ম্মযোগেন যোগিনাম্” ইত্যাদি বিভাগশাস্ত্রে শ্রীভগবান্ জ্ঞান ও কৰ্ম্মের ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছেন । অতএব কেবল সন্ন্যাসিগণই জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত । অৰ্জুন এই বিষয় আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, হে সখে নারায়ণ ! বর্ধন কৰ্ম্ম হইতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, ইহাই তোমার সম্পূর্ণ অভিমত, তখন আমাকে জ্ঞানানুষ্ঠানে নিযোজিত না করিয়া, “কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা, কেবল কৰ্ম্মানুষ্ঠানে নিযোজিত করিতেছ কেন ? অৰ্জুনকে ইত্যা-কার চিন্তাকুল দেখিয়া ভগবান্ এই শ্লোক অবতারণিত করিতেছেন । অপিত যদি বলা যায়, বিভাগবচন অৰ্থাৎ “লোকেহস্মিন্ বিবিধা নিষ্ঠা” ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা, শ্রীভগবান্ জ্ঞান কৰ্ম্মের অসমুচ্চর পক্ষই গ্রহণ করিয়াছেন, তবে জ্ঞান ও কৰ্ম্ম উভয়ই স্বতন্ত্রভাবে মুক্তির প্রযোজক, ইহাও বলিতে ইঁইবে ; নতুবা কৰ্ম্মের ন্যায় জ্ঞানও স্বতন্ত্রভাবে পুরুষার্থ সাধনে সমর্থ হইতে পারে না । তাহাও বলিতে পার না, কারণ পরস্পর বিরোধী জ্ঞান ও কৰ্ম্মের এক পুরুষ কর্তৃক যুগপৎ অনুষ্ঠান অসম্ভব । অতএব পরস্পর নিরপেক্ষভাবে উভয়ই মুক্তির প্রযোজক হইলেও, কৰ্ম্মনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠাৎপত্তির উপায়স্বরূপ, হুতরাং কৰ্ম্মনিষ্ঠা স্বতন্ত্রভাবে পুরুষার্থের হেতু নহে । কিন্তু জ্ঞাননিষ্ঠা কৰ্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা সমুৎপন্ন হইলেও, নিরপেক্ষ-

ভাবে সাক্ষাৎ পুরুষার্ধের প্রয়োজক । এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে বিমুগ্ধসখে অর্জুন ! ইহজন্মে বা জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি ক্রিয়া-কলাপ, পূর্বসঞ্চিত দুর্নিতরাশি বিদূরিত করিয়া, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা সম্পাদন করে । জ্ঞানোৎপত্তির হেতুভূত দৈদৃশ কর্মনিষ্ঠার অনুষ্ঠান না করিলে, নৈকর্য্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা সম্পাদিত হইতে পারে না ; যেহেতু ক্রিয়ারন্তই নিক্ষিপ্ততা লাভের উপায় স্বরূপ । উপায় ব্যতীত উপেরভূত বস্তুর উৎপত্তি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না । “ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞাদিক্রিয়া দ্বারা সেই ব্রহ্মবস্তুরে জানিবার ইচ্ছা করিবেন” ইত্যাদি শ্রুতিও কর্ম-যোগকে নৈকর্য্য লক্ষণ জ্ঞাননিষ্ঠার উপায়স্বরূপে প্রতিপাদিত করিয়াছেন । এই গীতাশাস্ত্রে (৫।৬, ৫।১১, ১৮।৫ শ্লোকে) শ্রীভগবান্ কর্মকে জ্ঞানোৎপত্তির উপায়স্বরূপে প্রতিপাদিত করিবেন । যদি বল “এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি” ইত্যাদি শ্রুতিবলে সন্ন্যাস হইতেই মোক্ষ হইবে ; কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি ? তাহাও বলিতে পার না ; কারণ চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সর্বকর্ম পরিত্যাগরূপ নৈকর্য্য লক্ষণ সন্ন্যাস ধর্ম হইতে সিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা সমাধাধিত হইতে পারে না । অতএব প্রথমতঃ যজ্ঞাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত করিবে, তৎপরে সর্বকর্ম পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাসাত্মক জ্ঞাননিষ্ঠা আশ্রয় করিবে । স্তত্রাং কর্ম ও জ্ঞাননিষ্ঠা উভয়ই পরস্পর মুক্তির প্রয়োজক, কেবল কর্ম নহে ।

চীকাকার পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ের অভিপ্রায় । কারণ-ভাবে কার্য্য কখনই সম্ভাবিত নহে । “তস্মৈতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন” এই শ্রোত (এই শ্রুতি ব্যাক্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দ্বিতীয় অধ্যায় ৪০ ও ৪১ শ্লোকের তাৎপর্য্যে দ্রষ্টব্য) শাসনানুসারে আত্মজ্ঞান-প্রণোদক কর্মানুষ্ঠান না করিলে অন্তঃকরণ শুদ্ধি কখনই হয় না । চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানযোগ অসম্ভব । স্তত্রাং তাদৃশ অশুদ্ধচিত্ত ও জ্ঞানযোগ-বিহীন পুরুষের সর্ব-কর্ম-বিহীনতারূপ জ্ঞান-নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই । যদি “এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি” ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যানুসারে আশঙ্কা উদ্ভিত হয় যে, কেবল সর্ব-কর্ম-সন্ন্যাস দ্বারাই জ্ঞাননিষ্ঠা উপজাত হইবে, তাহারই উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে যে, অত্র চিত্ত-শুদ্ধি নৈব হইলে, সন্ন্যাস

এহণে জ্ঞাননিষ্ঠার চরম ফলরূপ মুক্তি কখনই লাভ করা যায় না । কর্তব্যজনিত চিন্তাশুদ্ধি ব্যতীত সন্ন্যাস সম্ভাবিত নহে । যদি কেহ ঐশ্বর্য্য পরবশ হইয়া, অন্তঃকরণ বিশুদ্ধি বিনা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তিনি কখনই মোক্ষের অধিকারী হন না ॥ ৪ ॥

—*—

ন হি কশ্চিৎ ক্ৰণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।
কার্য্যতে হবশঃ কন্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ ॥৫॥

অম্বর ।—হি (যন্মাৎ) জাতু (কদাচিৎ) কশ্চিৎ (জিতেজ্জিহ্মো (জনোহপি) ক্ৰণং অপি (কিঞ্চিৎ কালমপি) ন অকর্মকৃৎ (কর্ম্মানি অকুর্বাণঃ) তিষ্ঠতি [কন্মাৎ] প্রকৃতিজৈঃ (স্বভাবজাতৈঃ) গুণৈঃ (সত্ত্বরজন্তমোতিগুণৈর্বা রাগদ্বৈবাতিভিঃ) সর্বঃ (জনঃ) অবশঃ (অন্বতন্ত্রঃ) [সন্] কর্ম্ম কার্য্যতে (কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে) ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—যেহেতু কখনও কেহ অত্যপ্প-কাল-ও কর্ম্ম-বিরত থাকে না [কেননা] স্বভাবসিদ্ধ সত্ত্বরজন্তমগুণ-প্রভাবে সকলে অধীন [হইয়া] কর্ম্মানুষ্ঠান করে ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—জগতে কোন ব্যক্তি অত্যপ্প মাত্র কালও কর্ম্মানুষ্ঠান-বিরত হইয়া থাকিতে পারে না । কারণ স্বভাবজাত সত্ত্বরজন্তমগুণ-জনিত রাগদ্বৈবাদি সকলকে অধীন করিয়া কর্ম্ম-সেবার বিনিয়ুক্ত করে ॥ ৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কন্মাৎ পুনঃ কারণাৎ কর্ম্মসন্ন্যাসমাজ্ঞাদেব কেবলাৎ জ্ঞান-রহিতাৎ সিদ্ধিং নৈকর্মাণ্যলক্ষণাৎ পুরুষো নাধিগচ্ছতীতি হেত্বাকাজ্ঞায়ামাহ ন হীতি । ন হি বন্মাৎ ক্ৰণমপি কিঞ্চিৎ কালং জাতু কদাচিমপি কশ্চিৎ তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ সন্ কন্মাৎ ? কার্য্যতে হি বন্মাদবশএব কর্ম্ম সর্বঃ প্রাণী প্রাকৃতিজৈঃ প্রকৃতিভ্যো জাতৈঃ সত্ত্বরজন্তমোতিগুণৈঃ, অজ্ঞইতি বাক্যশেষঃ, যতো বাক্যতি গুণৈর্ঘ্যো ন বিচাল্যত ইতি সাম্যানাং পৃথক্করণাৎ জ্ঞানামেব হি কর্ম্মযোগো ন জ্ঞানিনাং, জ্ঞানিনাস্ত গুণৈরচাল্যমানাং স্বতচ্চলনাতাবাৎ কর্ম্মযোগো নোপপত্তে, তথা চ ব্যাখ্যাতঃ “বেদাবিনাশিনম্” ইত্যত্র ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরি ।—উক্তার্থে বৃত্তংসিতং হেতুং বক্তুংস্তদ্রোক্তব্যাখ্যানম্ভি কদা-

দিতি । কস্মিন্ন কৰ্ম্মসম্মানাদেব সিদ্ধিমধিগচ্ছতীতি পূৰ্বেণ সম্বন্ধঃ । কদাচিৎ কণমাত্র-
নপি ন কশ্চিদকৰ্ম্মকৃতং তিষ্ঠতীত্যত্র হেতুত্বেনোত্তরোক্তঃ ব্যাচষ্টে কস্মাদিতি । সৰ্ব্বশব্দাৎ
জ্ঞানবানপি গুণৈরবশঃ সন্ কৰ্ম্ম কাৰ্য্যতে, ততশ্চ জ্ঞানবতঃ সম্মানসবচনমনবকাশঃ ত্রাদি-
ত্যাশঙ্ক্যাহ অজ্ঞ ইতীতি । তমেব বাক্যশেষং বাক্যশেষাবষ্টেজেন স্পষ্টয়তি যত ইতি । আত্ম-
জ্ঞানবতো গুণৈরবিচাল্যতয়া গুণাতীতত্ববচনাদজ্ঞত্বৈব সম্বাদিগুণৈরিচ্ছাভেদেন কাৰ্য্যাকারণ-
সংঘাতং প্রবর্তয়িতুমশক্তত্বজিতকাৰ্য্যাকারণসংঘাতস্ত ক্রিয়ান্ত প্রবর্তমানত্বমিত্যর্থঃ । জ্ঞান-
যোগেনেত্যাদিনা উক্তত্বাচ্চ বাক্যশেষোপপত্তিরিত্যাহ সাম্বাদানামিতি । জ্ঞানিনো গুণপ্রযুক্ত-
চলনাতাবেহপি স্বাভাবিকচলনবলাৎ কৰ্ম্মযোগো তবিষ্যতীত্যশঙ্ক্যাহ জ্ঞানিনাস্বিতি ।
'প্রত্যগীশ্বানি স্বায়মিকচলনাসম্ভবে প্রাপ্তকৃত্যসংসারয়তি তথা চেতি ॥ ৫ ॥

সামানুজ ।—এতদেবোপপাদয়তি নহীতি । ন হস্মিন্ লোকে বর্তমানঃ পুরুষঃ
কশ্চিৎ কদাচিদপি কৰ্ম্মাকুরূপতিষ্ঠতি । ন কিঞ্চিৎ কৰোমীতি ব্যবসিতোহপি সৰ্ব্বঃ প্রকৃতি-
সমুদ্ভবৈঃ সম্বরজন্তমোভিঃ প্রাকৃতনকৰ্ম্মাশ্রয়গুণপ্রবৃত্তিগুণৈঃ । যোচিতং কৰ্ম্ম প্রত্যবশঃ কাৰ্য্যতে
প্রযুক্ত্যতে । অত উক্তলক্ষণেন কৰ্ম্মযোগেন প্রাচীনং পাপসঞ্চয়ং নাশয়িত্বা গুণাংশ্চ সম্বাদীন
বশে কৃত্বা নিৰ্ম্মলান্তঃকরণেন সম্পাদ্যে জ্ঞানযোগঃ ॥ ৫ ॥

হুমানু ।—কিঞ্চ, যোগানুষ্ঠানপূৰ্ব্বকাৎ সম্বৎসরজনিতাদাত্মবিজ্ঞানাৎ সিদ্ধিং
সমধিগচ্ছতি । তত্র কশ্চিৎ কৃতো নৈককৰ্ম্মা নানুভূত ইতি হিত্বা ব্যাখ্যামাহ ন ইতি ।
ন হি যস্মাৎ কণমপি জগতি জাতু কদাচিদপি তিষ্ঠতি অকৰ্ম্মকৃতবিক্রিয়ঃ, কস্মাৎ কাৰ্য্যতে
প্রবর্ত্যতে, হি যস্মাৎ অবশ এব কৰ্ম্ম সৰ্ব্বঃ প্রাপী প্রকৃতিভৈঃ গুণৈঃ সম্বরজন্তমোভি-
রবশ ইতি ॥ ৫ ॥

শ্রীধর ।—কৰ্ম্মণ্যক সম্মানসন্তোষনাসক্তিত্বাৎ, ন তু স্বরূপেণাশকাভ্যাদিত্যাহ ন হি
কশ্চিদিতি । জাতু কস্তাঞ্চিদপাবহায়াং কণমাত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞানী অজ্ঞানী বা অকৰ্ম্মকৃতং
কৰ্ম্মাণ্যকুরূপো ন তিষ্ঠতি । অত্র হেতুঃ প্রকৃতিভৈঃ স্বভাবপ্রভবৈরাগদেবাদিত্যিগুণৈঃ
সৰ্ব্বোহপি জনঃ কৰ্ম্ম কাৰ্য্যতে কৰ্ম্মনি প্রবর্ততে অবশোহস্বতন্ত্রঃ সন্ ॥ ৫ ॥

বলদেব ।—অবিগুচ্ছতিঃ কৃতবৈদিককৰ্ম্মসম্মানসো লৌকিকেহপি কৰ্ম্মনি নিমজ্জতী-
ত্যাহ ন ইতি । নহু সম্মান এব তত সৰ্ব্বকৰ্ম্মবিরোধীতি চেৎ তজ্জাহ কাৰ্য্যত ইতি । প্রকৃ-
তিভৈঃ স্বভাবোদ্ভবৈঃ গুণৈঃ রাগদেবাদিভিঃ কাৰ্য্যতে প্রবর্ততে । অবশঃ পরাধীনঃ সন্ ॥ ৫ ॥

মধুসূদন ।—নহীতি । তত্র কৰ্ম্মজন্তুত্বাভাবে বহিন্মুখঃ হি যস্মাৎ কণমপি কালঃ
জাতু কদাচিৎ কশ্চিদপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ অকৰ্ম্মকৃতং সন্ ন তিষ্ঠতি, অপি তু লৌকিকবৈদিক-
কৰ্ম্মানুষ্ঠানবাগ্র এব তিষ্ঠতি, তস্মাদগুচ্ছতিস্ত সম্মানো ন সম্ভবতীত্যর্থঃ । কস্মাৎ পুনরবি-
দ্যান কৰ্ম্মাণ্যকুরূপো ন তিষ্ঠতি হি যস্মাৎ সৰ্ব্বঃ প্রাপী চিত্তগুচ্ছিরহিতঃ অবশঃ অস্বতন্ত্র
এব সন্ প্রকৃতিভৈঃ প্রকৃতিভো জাটৈঃ অতিব্যাক্তৈঃ কাৰ্য্যাকারণে সম্বরজন্তমোভিঃ
স্বভাবপ্রভবৈরাগদেবাদিত্যিগুণৈঃ কৰ্ম্ম লৌকিকং বৈদিকং বা কাৰ্য্যতে, অতঃ কৰ্ম্মাণ্য-

কুর্সাগো ন কশ্চিদপি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । যতঃ স্বাভাবিকাঃ গুণাশ্চালকাঃ, অতঃ পরবশতয়া সর্বত্র কৰ্ম্মাণি কুর্সতোহশুদ্ধবুদ্ধেঃ সর্বকৰ্ম্মসন্ন্যাসো ন সম্ভবতীতি সন্ন্যাসনিবন্ধনা জ্ঞাননিষ্ঠা সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

• নীলকণ্ঠ ।—এতদেব প্রপঞ্চয়তি ন হীতি । অবশঃ কৰ্ম্মজগুহ্যতাবাৎ অজিতচিত্তঃ কশ্চিদপি জাতু কদাচিৎ সমাধিকালেহপি অকৰ্ম্মকৃতং কৰ্ম্মাণি তুৰ্ম্মনোরথাদীনি অকুর্সন্ হি প্রসিকং ন তিষ্ঠতি । হি যস্মাৎ সৰ্ব্বোহপি লোকঃ প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ সম্বরণস্তমোভিঃ স্বেভ্যঃ প্রভবৈঃ রাগদ্বेषাদিতিক্রী কৰ্ম্ম কায়িকং বাচিকং মানসিকং বা কাৰ্য্যতেহবশ্যং তত্র প্রবর্ত্যতে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—কিঞ্চ অশুদ্ধচিত্তঃ কৃতসন্ন্যাসঃ শাস্ত্রীয়ং কৰ্ম্ম পরিত্যাগ্য ব্যবহারিক কৰ্ম্মাণি নিমজ্জতীত্যাহ ন হীতি । নহু সন্ন্যাস এব তত্ত্ব বৈদিকলৌকিককৰ্ম্মপ্রবৃত্তিবিমোহী তত্রাহ কাৰ্য্যত ইতি । অবশঃ অবতস্তঃ ॥ ৫ ॥

ভাৎপর্য্য ।—পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী ও শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূত্রীর অভিপ্রায় । অৰ্জুনে যেন বলিতেছেন, “হে ভগবন! জ্ঞানযোগ বিরহিত হইয়া কেবল সর্বকৰ্ম্ম পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস দ্বারা নৈকৰ্ম্ম্য লক্ষণ মুক্তি কেন হয় না ?” এই আশঙ্কা পরিহারার্থ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, “মখে অৰ্জুনে ! জ্ঞানীই হউক বা অজ্ঞানীই হউক, কোন ব্যক্তিই কিঞ্চিৎ কালও কাৰ্য্য পরিত্যাগ করতঃ অবস্থিতি করিতে পারে না ; যেহেতু সম্ভব রজঃ তমঃ প্রভৃতির কাৰ্য্যস্বরূপ স্বাভাবিক রাগ-দ্বেষাদি প্রাণীমাত্রকেই বশীভূত করিয়া কাৰ্য্যে ব্যাপ্ত করে । কিন্তু যিনি কৰ্ম্ম করিতে করিতে বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়াছেন, তিনি স্বাভাবিক গুণ দ্বারা কৰ্ম্ম করিলেও, তাহাতে আসক্তিশূন্য ; তাঁহার কৰ্ম্মও অকৰ্ম্মতুল্য । আর যাহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তাদৃশ অন্ধ পুরুষের কৰ্ম্ম অনিবার্য্য ; হুতরাং তাহার কৰ্ম্ম অবশ্য কর্তব্য । অতএব হে অৰ্জুনে ! তুমি এখনও জ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী নহ ; হুতরাং এখনও তোমাকে স্বদৰ্শনানুষ্ঠান করিতে হইবেই হইবে ।

টীকাকার পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ের অভিপ্রায় । মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় হইলেও, কখনই কিঞ্চিৎ কালও কৰ্ম্ম-বিমুক্ত হইয়া থাকে না ; কেবল লৌকিক ও বৈদিক কৰ্ম্মানুষ্ঠানার্থ ব্যাকুলিত থাকে । হুতরাং এরূপ কল-কামনা-পূর্ণ কৰ্ম্মানুষ্ঠান-তৎপর মানবের চিত্ত-বিশুদ্ধি হইতে পারে না । অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির সন্ন্যাস অসম্ভব । মনুষ্য কৰ্ম্ম-বিমুক্ত

হইয়া থাকে না কেন ? ইহার উত্তর এই যে, চিত্ত-শুদ্ধি-বিহীন মানবগণ প্রকৃতিজাত সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সহিত অভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া অথবা স্বভাব সত্ত্বাত রাগ-দ্বेषাদি গুণের পরবশ হইয়া, লৌকিক ও বৈদিক কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় । যখন এই স্বাভাবিক গুণ পরিচালিত, তখনই তদধীন হইয়া, অশুদ্ধবুদ্ধি মানবগণ সর্বদা কর্মানুষ্ঠান তৎপর থাকে, তখন তাহাদের সর্ব-কর্ম-সন্ন্যাস বা সন্ন্যাস-নিবন্ধন জ্ঞাননিষ্ঠা কখনই সম্ভব নহে ॥ ৫ ॥

কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আশ্বে মনসা অরন্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

অর্থ ।—যঃ কর্মেন্দ্রিয়ানি (বাকুপাণ্যাদীনি) সংযম্য (নিগৃহ্য) মনসা (অন্তরিস্থিরেণ) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (ইন্দ্রিয়ভোগ্যান্ শব্দাদীন্ বিবর্যান্) অরন্ (চিন্তয়ন্) আশ্বে (বর্ততে) বিমূঢ়াত্মা (মুর্থঃ) মিথ্যাচারঃ (কপটাচারঃ) উচ্যতে (কথ্যতে) ॥ ৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—যেব্যক্তি হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়-সমূহকে নিগ্রহ-করিয়া মনের-দ্বারা ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বিষয়-সমূহের চিন্তা করিতে-থাকে সে মুর্থ কপটী কথিত-হয় ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে তত্ত্ববোধী, বাহ্যতঃ বাকুপাণি প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়-নিচয়কে নিরুদ্ধ করিয়া, মনে মনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-ব্যাপারের আলোচনার নিমগ্ন থাকে, সেই বিধেক-বিহীন ব্যক্তিকে ভ্রষ্টাচার বা দান্তিক বলা যায় ॥ ৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—বন্ধনামজ্ঞানোদিতং কর্ম নারভত ইতি তদসমবেত্যাঃ কর্মে-
ন্দ্রিয়গীতি । কর্মেন্দ্রিয়ানি হস্তাদীনি সংযম্য সংক্ৰত্য য আশ্বে তিষ্ঠতি মনসা অর-
ন্ ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিবর্যান্ বিমূঢ়াত্মা বিমূঢ়ান্তঃকরণো মিথ্যাচারো মূঢ়াচারঃ পাপাচারঃ স
উচ্যতে ॥ ৬ ॥

আমন্দগিরি ।—আত্মজ্ঞানবদনামজ্ঞানগীতি তর্হি কর্মাকুর্ততো ন প্রত্যবারঃ, পরী-
য়েজিয়সংখ্যাতঃ নিরুদ্ধমগমর্থত মূঢ়তাপি সন্ন্যাসসম্ভবানির্ভাষ্যাহ বখতি । তত

চোদিতাকরণং তচ্ছব্দেন পরাবৃত্ততে তদসদ্বিত্তি । * মিথ্যাচারদ্বাদিত্যভ্যঃ । মিথ্যা-
চারভাবেন বর্ণয়তি কৰ্ম্মজিরাণীতি ॥ ৬ ॥

রায়াভুক্ত ।—অত্ৰা জ্ঞানযোগার প্রবৃত্তোহপি মিথ্যাচারো ভবতীত্যাহ কৰ্ম্ম-
জিরাণীতি । অবিনষ্টপাপতরা অদ্বিতবাহান্তঃকরণ আত্মজ্ঞানার প্রবৃত্তো বিষয়প্রবণতরা-
বিশুধীকৃতমনাঃ বিষয়ান্ অরন্ ব আন্তে অত্থাংসক্সোহত্থা চরতীতি ন মিথ্যাচার উচ্যতে ।
আত্মজ্ঞানারোদ্বৃত্তো বিপরীতো বিনষ্টো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

হুমান্ ।—কৰ্ম্মেতি । কৰ্ম্মজিরাণি বাক্ষ্যপাণিগাধাপুপহানি সংযম্য নিকৃধ্য
য আন্তে উপবিশতি । মনসা ইজিরাণীন্ বিষয়ান্ অরন্ বিশুচ্যা বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ
মিথ্যাচারঃ পাপাচরঃ স উচ্যতে, নাসৌ সন্নাসী মানসব্যাপারস্তাহুপরতদ্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধর ।—অতোহজঃ কৰ্ম্মত্যাগিনঃ নিদ্রতি কৰ্ম্মজিরাণীতি । বাক্ষ্যপাণীনি
কৰ্ম্মজিরাণি সংযম্য নিগৃহ্য যো মনসা ভগবদ্যানচ্ছলেন ইজিরাণীন্ বিষয়ান্ অরন্নান্তে-
বিশুদ্ধতরা মনসা আত্মনি হৈর্ধ্যাভাবাৎ, স মিথ্যাচারঃ কপটাচারো দান্তিক উচ্যত
ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

বলদেব ।—নহু রাগাদিবাণারশূভ্রো মুদ্রিতপ্রোজাভিঃ কচ্চিৎ, কচ্চিদ্ বতিদ্বৃত্ততে
তজ্জাহ কৰ্ম্মজিরাণীতি । যো যতিঃ কৰ্ম্মজিরাণি বাগাদীনি সংযম্য মনসা ধ্যানচ্ছন্ননা
ইজিরাণীন্ শক্পর্শনাধীন অরন্নান্তে, স বিশুচ্যা মূৰ্খো মিথ্যাচারঃ কথ্যতে । স চ
নিকৃদ্বাগাদেবজ্ঞত নিফাক্ষ্মাধুষ্ঠানেন মনঃশুদ্ধেরমুদয়াৎ প্রোজাতপ্রসারেহ্যাবিশুদ্ধতামনসা
তদ্বিষয়াণাং অরণজ্ঞানারোদবতস্তাপি তস্ত জ্ঞানালভাৎ মিথ্যাচারো ব্যর্থবাগাদিনিরমনক্রিরো
দান্তিক ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

মধুসূদন ।—যথা কথঞ্চিদৌৎসুক্যমাত্রেন কৃতসন্ন্যাসদ্বগুচ্চিক্তত্তৎকলাভাও ন
ভবতি, যতঃ যো বিশুচ্যা রাগদেবাদিদুর্ভিতান্তঃকরণ ঔৎসুক্যমাত্রেন কৰ্ম্মজিরাণি
বাক্ষ্যপাণীনি সংযম্য নিগৃহ্য বহিরিজিঠৈঃ কৰ্ম্মাণ্যকুর্ক্সমিতি যাবৎ, মনসা রাগাদিপ্রেরি-
তেন ইজিরাণীন্ শকাধীন ন বাহ্যতত্ত্ব অরন্নান্তে কৃতসন্ন্যাসোহহং ইত্যভিমানেন কৰ্ম্ম-
পুত্রতিষ্ঠতি, স মিথ্যাচারঃ সত্ত্বগুদ্ব্যভাবেন ফলাযোগ্যত্বাৎ পাপাচার উচ্যতে । “কল্পদাৰ্ধ-
বিবেকার সন্ন্যাসঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাম্ । ক্রতোহ বিহিতো যদ্বাৎ তত্ত্বাগী পতিতো ভবেৎ ॥”
ইত্যাদিধৰ্ম্মশাস্ত্রৈণ, অত উপপন্নং ন চ সন্ন্যাসন্যদেবাগুদ্বান্তঃকরণঃ সিদ্ধিঃ সমধি-
গচ্ছতীতি ॥ ৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু সন্ন্যাসপূৰ্ব্বকঃ ধ্যানেনৈব চিত্তভক্তিমপি সম্পাদয়িষ্যাদি কিং
কৰ্ম্মভিত্তিত্যাশক্যাহ কৰ্ম্মজিরাণীতি । যো বিশুচ্যা রাগাত্মাক্রান্তচিত্তঃ কৰ্ম্মজিরাণি
বাগাদীনি সংযম্য নিগৃহ্য আন্তে একান্তে ধ্যানাপদেশেনোপবিশতি স মিথ্যাচারঃ তস্ত
ভবাসনাদিকং আচরণং মিথ্যা অলীকম্বেব নিকলত্বাৎ । ভজ হেতুঃ ইজিরাণীমদমনা অরন্মিতি ।

যতঃ ইঞ্জিয়ার্থান্ শব্দাদীন্ শ্রোত্রাদিভির্গৃহ্ণাতি মনসা চ স্মরতি অতো মিথ্যাচারঃ স বিষয়ান্ চিন্তয়ন্ যোগনিষ্ঠামান্বনো নোকেহভিব্যনক্তি অতঃ কপটীত্যর্থঃ, তস্মাৎ কৰ্ম্মব্যতিরিক্ত-শিত্ততুঙ্গ্যুপায়ো নাতীতি জ্ঞাবঃ ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—নমু তাদৃশোহপি সন্ন্যাসী কশ্চিদিক্রিয়ব্যাপারশূন্যো মুদ্রিতাক্ষো দৃষ্টতে তত্রাহ কৰ্ম্মেজ্জিরাগমতি । বাক্পাণ্যাদীনি নিগৃহ্য যো মনসা ধ্যানচ্ছপেন বিষয়ান্ স্মরন্তে স মিথ্যাচারো দান্তিকঃ ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য ।—যদি অৰ্জুন্ একরূপ আশঙ্কা করেন যে সন্ন্যাস গ্রহণ পূৰ্ব্বক কেবল ধ্যানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিব, সুতরাং অনর্থক কৰ্ম্মের অধীনতা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? এই আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, রাগাদি মনোবৃত্তি-নিচয় কর্তৃক আক্রান্ত-হৃদয় পুরুষ বাক-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ এই কৰ্ম্মেজ্জিয় * পঞ্চকের নিগ্রহ করিয়া একান্তে সন্ন্যাসীর আয় ধ্যানোপবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার যাবতীয় আচরণ ভণ্ড ও কপটরূপে প্রকীৰ্ত্তিত হয় । কারণ তাহার অন্তরিক্রিয়-সমূহ, বল্লা-বিহীন অশ্বের আয়, স্বাধীন ভাবে ইঞ্জিয়ভোগ্য বিষয়-ব্যাপারে বিচরণ করে । সুতরাং তাদৃশ ছদ্মবেশধর অনংযত-চিত্ত পুরুষ বিহিত বিধানে আসনাদি সন্ন্যাসীর করণীয় যাবতীয় অনুষ্ঠানের সাধন করিলেও, তৎসমস্ত অনুষ্ঠান নিষ্ফলতা হেতু অলীকরূপে প্রতীত হয় । অতএব কৰ্ম্ম ব্যতীত চিত্তশুদ্ধির উপায়ান্তর নাই, কেবল ঐশ্বর্য্য পরবশ হইয়া সন্ন্যাস ত্রুত অবলম্বন করিলে কখনও তাহার ফলভাগী হওয়া যায় না । “আগি সন্ন্যাসী হইয়াছি,” এই অহঙ্কারে ক্ষীত-হৃদয় অথচ বাহ্যতঃ কৰ্ম্মশূন্য ব্যক্তি কপটাত্মীরূপে সৰ্বত্র নিন্দিত ও দিক্কৃত হইয়া থাকে । ধৰ্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, “ঐতিবিধান কবিয়াছেন, ভ্রম্ভাদার্থ বিবেকের অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানের নিমিত্ত, সৰ্ব্বকৰ্ম্ম সন্ন্যাস বিহিত হইয়াছে, যিনি তত্ত্বাঙ্গী তিনি

* বেদান্ত শাস্ত্রানুসারে ইঞ্জিয় চতুর্দশটি । কর্ণ, তৃক্ষু, চক্ষু, শ্রিহ্মা, ও নাসিকা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় । বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই ষোল্ল কৰ্ম্মেন্দ্রিয় । মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটি অন্তরিক্রিয় । এই সমস্ত ইঞ্জিয়ার নিয়ন্তা-মন । কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ার দেবতা দিক্, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, শ্রিহ্মার প্রচেতা, জ্ঞানের আধিনী, বাকের বহ্নি, হৃদয়ের ইন্দ্র, পাদের বিষ্ণু, পায়ুর মিত্র, উপস্থের প্রজাপতি, মনের চন্দ্র, বুদ্ধির চতুর্দুর্গ, অহঙ্কারের শঙ্কর এবং চিত্তের অচ্যুত । শ্রোত্রেজ্জিয়ার বিষয় শব্দ, ত্বকের স্পর্শ, চক্ষুর রূপ, মনসায় রস, নাসিকায় গন্ধ । এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় বধ্যব্রমে আকাশ, বায়ু, তেল, জল ও পৃথিবীর অংশ সমুদ্ভূত ।

পতিত ।” অতএব কেবল সন্ন্যাসমাত্র অবলম্বন করিয়া অশুদ্ধাস্তঃকরণ ব্যক্তি কখনও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না । ফলতঃ জ্ঞানবলে বাহার হৃদয় বলীয়ান হয় নাই, বাহার অস্তঃকরণ, ব্রহ্ম-লোকগুণ মক্ষিকার স্তায়, সাংসারিক বিষয়-মলে বিচরণ করিতেছে এবং যে ব্যক্তির হৃদয় অসীম বাসনা রূপ তামসজ্বালে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাদৃশ অবিভক্ত-হৃদয় পাপ পাপিল মানব, জনসমাজে গৌরব লাভের বাসনায় বা ঐশ্বর্য্য অথবা অর্থলাভ-লালসা পরবশ হইয়া, যদি বাহ্য কর্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিগীর্ণিতনেত্রে ধ্যান-নিগম সন্ন্যাসী হয়, তাহা হইলে সন্ন্যাসের কলমরূপ মোক্ষরূপ ধনের কদাচ অধিকারী হইতে পারে না । সেই পাপাত্মা যখন পরম পুণ্যশীল যতি-কুল-চূড়ামণি মহাপুরুষের স্তায় মুদ্রিত নয়নে বিহিত আসনে নগ্নবেশে উপবিষ্ট থাকে, তখন হয়ত তাহার চিরভুক্তিাসক্ত হৃদয় কোন পূর্বদৃষ্টা রূপসী যুবতীর নঙ্গ-সুখ-সন্তোগ-লালসায় নিতান্ত ব্যাকুল থাকে । অথবা কোন ভাগ্যবান জনের অসামান্য সুখ-মৌভাগ্য স্মরণ করিয়া নিতান্ত ভ্রিয়মাণ হইতে থাকে । ইত্যাকার ভোগ বাসনাসক্ত অথচ বাহ্য নিগৃহীতেন্দ্রিয় যোগী স্বকীয় কপট ব্যবহারে জনসমাজে কিয়ৎকাল ঐতিষ্ঠাভাজন ও গুরুত্ব্য সম্মানিত হইলেও কালে তাহার ভণ্ড ব্যবহার সমস্ত নিশ্চয়ই মানবগণের গোচরীভূত হইবে এবং পারলৌকিক উন্নতি ত দূরের কথা, জনসমাজে অনন্ত নিগ্রহ ও বিজাতীয় কলঙ্ক তাহার পুরস্কার হইবে ॥ ৬ ॥

—:::—

যস্মিন্দ্রিয়ানি মনসা নিয়ম্যারভতে ২র্জ্জুন ।

কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

অর্থঃ ।—অর্জ্জুন যঃ তু ইন্দ্রিয়ানি (শ্রোত্রাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি) মনসা (বিবেকবলে) নিয়ম্য (বলীকৃত্য) অসক্তঃ (কলাভিলাষ-বর্জ্জিতঃ) [মনু] কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ (বাক্‌পাণ্যাদিভিঃ) কর্ম্মযোগং (কর্ম্ম-রূপং যোগং) আরভতে (করোতি) স বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠো ভবতি) ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—কাজুনি যিনি কিন্তু ইন্দ্রিয়-সমূহকে মনের দ্বারা বলীভূত-করিয়া কলকামনা-পরিশূণ্য [হইয়া] হস্তপদাদির-দ্বারা কর্ম্মযোগ করিতে-শ্রমাকেন, তিনি শ্রেষ্ঠ হন ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে অর্জুন ! যিনি মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রকে আয়ত্তীকৃত করিয়া নিকামভাবে কর্ম্মেইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা কর্ম্মরূপ যোগের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, তিনিই শ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হন ॥ ৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যদ্বিতি । যন্ত পুনঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতোহজ্ঞো বুদ্ধীজিরাণি মনসা নিরম্য আরভতেহর্জুন কর্ম্মেজিরৈর্কোপাণ্যাদিভিঃ, কিমারভতে ইত্যাহ কর্ম্মযোগমসক্তঃ সন্ কলাতিলাববর্জিতঃ স বিশিষ্যতে ইতরস্মাশ্মিথ্যাচার্য্য ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি ।—অনাম্যজ্ঞস্ত চোদিতমকুর্কতো জাগ্রতো বিষয়ান্তরদর্শনপ্রোবাৎ নিখ্যাচারতেন প্রত্যবারিতমুক্তা বিহিতমহুতিষ্ঠতন্তত্বেব কলাতিলাববিকলস্ত সদাচারতেন বৈশিষ্ট্যমাচটে যদ্বিজিরাণীতি । বিহিতমহুতিষ্ঠতো মূর্খাৎ কর্ম্ম ত্যজতো বৈশিষ্ট্যমক্ষরযোজনয়া স্পষ্টয়িত যন্ত পুনরিতি ॥ ৭ ॥

রামানুজ ।—অতঃ পূর্বাভ্যন্তবিষয়সজাতীয়ে শাস্ত্রীয়ে কর্ম্মণীজিরাণ্যাবলোকন-প্রবৃত্তেন মনসা নিরম্য তৈঃ স্বতএব কর্ম্মপ্রবণৈরিজিরৈরসঙ্গপূর্ব্বকং যঃ কর্ম্মযোগমারভতে সোহসম্ভাব্যমানপ্রমাদতেন জ্ঞাননিষ্ঠানপি পুরুষাশিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

হুয়ান্ ।—যদ্বিতি । তস্মাশ্মিথ্যাচার্য্য যতএবমতঃ যন্ত পুনঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতো-হজ্ঞো বুদ্ধীজিরাণি মনসা নিরম্য আরভতে, অর্জুন ! কর্ম্মেজিরৈঃ বাকুপাণ্যাদিভিঃ, কিমারভতে ইত্যাহ, কর্ম্মযোগং কর্ম্ম চ যোগ আরাধ্যারাদকসম্বন্ধরূপকথাৎ অসক্তঃ অকলাকাজী স বিশিষ্যতে তস্মাশ্মিথ্যাচার্য্য ॥ ৭ ॥

ক্রীধর ।—এতদ্বিপরীতঃ কর্ম্মকর্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ যদ্বিজিরাণীতি । যন্ত জ্ঞানে-জিরাণি মনসা নিরম্য ঈশ্বরপরানি কৃত্বা কর্ম্মেজিরৈঃ কর্ম্মরূপং যোগমুপায়মারভতেহ হুতিষ্ঠতি অসক্তঃ কলাতিলাববর্জিতঃ স বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বলদেব ।—এতদ্বিপরীতেন অবিহিতকর্ম্মকর্তা গৃহস্থোহপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ যদ্বিতি । আত্মাহুতবপ্রবৃত্তেন মনসেজিরাণি শ্রোত্রাদীনি নিরম্যাসক্তঃ কলাতিলাবশূন্তঃ সন্ যঃ কর্ম্মেজিরৈঃ কর্ম্মরূপং যোগমুপায়মারভতেহহুতিষ্ঠতি স বিশিষ্যতে । সম্ভাব্যমানজ্ঞানস্বাৎ পূর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

মধুসূদন ।—ওংস্বক্যার্থোপ সর্ব্বকর্ম্মণ্যসন্ন্যস্ত চিত্তশুদ্ধয়ে নিকামকর্ম্মাণ্যেব যথা-শাস্ত্রং কুর্য্যাৎ যদ্বাৎ তুশবোহুতকাস্তঃকরণসন্ন্যাসিব্যতিরেকার্থঃ । ইজিরাণি জ্ঞানেজিরাণি শ্রোত্রাদীনি মনসা সহ নিরম্য পাপহেতুশব্দাদিবিব্রাসক্কেনিবর্ত্য ॥ মনসা বিবেকযুক্তেন নিরম্যোতি বা কর্ম্মেজিরৈর্কোপাণ্যাদিভিঃ কর্ম্মযোগং শুদ্ধিহেতুতয়া ॥ বিহিতং ॥ কর্ম্মারভতে করোত্যসক্তঃ কলাতিলাবশূন্তঃ সন্ বো বিবেকী, স ইতরস্মাশ্মিথ্যাচার্য্যবিশিষ্যতে পরিশ্রম-সাম্যোহপি কলাতিশরভাক্তেন শ্রেষ্ঠো ভবতি । হে অর্জুন ! আশ্চর্য্যমিদং পদং, যদেকঃ

কর্মেদ্বিরাপি নিগৃহ্ণন্ জানেদ্বিরাপি ব্যাপারয়ন্ পুরুষার্থশূন্যোহপরম্ জানেদ্বিরাপি নিগৃহ্ণ-
কর্মেদ্বিরাপি ব্যাপারয়ন্ পরমপুরুষার্থভাগ্ ভবতীতি ॥ ৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—যত পূর্বস্মাশ্রিতাচার্য্য বিলক্ষণঃ ইদ্বিরাপি মনসা সহ নিয়মা
রাগদ্বৈবিবৃক্তানি কৃৎস্না কর্মেদ্বিরৈঃ কর্মযোগং আরভতে হে অর্জুন ! স কর্মফলে
স্বর্গাদৌ ঐহিকে বা শব্দাদৌ অসক্তোহনাসক্তোহতো বিশিষ্যতে পূর্বস্মাদধিকোত্তম-
তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বিশ্বমাখ ।—এতদ্বিপন্নীতঃ শাস্ত্রীয়কর্মকর্তা পৃহহন্ত শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ যদ্বিতি । কর্মযোগং
শাস্ত্রবিহিতম্ । অসক্তোহকলাকাজ্ঞী বিশিষ্যতে । “অসম্ভাবিতপ্রমাদত্বেন জ্ঞাননিষ্ঠাদপি
পুরুষাধিশিষ্টঃ” ইতি শ্রীরামাশ্রিতাচার্য্যচরণাঃ ॥ ৭ ॥

ভাৎপর্য্য ।—পূর্ব শ্লোকে বাহ্যতঃ বিষয়-ব্যাপারে উদাসীন, অথচ
অন্তরে বিষয়-চিন্তা-পরায়ণ ভণ্ডিগের কথা উল্লেখ করিয়া, অধুনা
শ্রীভগবান্ তদ্বিপন্নীত ধর্ম্মাক্রান্ত মহাত্মদিগের প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিতেছেন ।
হে অর্জুন ! যে মহাপুরুষ আপনার আন্তরিক শক্তি প্রভাবে, শ্রোত্র নেত্র
নাসিকা প্রভৃতি জ্ঞানেদ্বিরগ্রামকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিয়া, কলাভিসন্ধি
বিবর্জিত হৃদয়ে, বাক্, পাণি, পাদ প্রভৃতি কর্মেদ্বির সহকারে কর্ম-
যোগের অনুষ্ঠান করেন, সেই বিবেকী মহাত্মাই শ্রেষ্ঠ । চিন্ত-শুদ্ধির
নিমিত্ত কর্মযোগ আবশ্যক ; হুতরাং ঘৃণিত ভোগাভিলাষ বা পরিণামে
সুখলাভের প্রত্যাশা তাহার প্রণোদক হওয়া উচিত নহে । যিনি,
অশেষ সুখ-সৌভাগ্য-পরিবৃত্ত এবং ভোগ-বিলাস-সাগরে ভাসমান
হইয়াও, চিন্তকে কদাচ তাহাতে লিপ্ত বা মগ্ন হইতে দেন না, যিনি বাহ্যতঃ
বিষয়-রাজ্যে বিচরণশীল হইলেও, অন্তরে তদ্বিসয়ে সম্পূর্ণরূপ উদাসীন
সেই সাধু পুরুষ মিথ্যাচার-নিরত, অষ্টমতি পুরুষদিগের অপেক্ষা
সর্বাংশেই শ্রেষ্ঠ । দেখ সখে ! কি আশ্চর্য্যের বিষয়, একদিকে এক
ব্যক্তি কর্মেদ্বির সমূহকে নিগ্রহ করিয়া, অথচ জ্ঞানেদ্বির সহকারে বিষয়-
পরায়ণ হইয়া, পুরুষার্থভ্রষ্ট হইতেছে ; অপরদিকে আর এক ব্যক্তি
জ্ঞানেদ্বির সমূহকে নিগৃহীত করিয়া, কর্মেদ্বির সহকারে বিষয় ভোগ
করিয়া পুরুষার্থের অধিকারী হইতেছে ॥ ৭ ॥

নিয়তং কুরু কৰ্ম ত্বং কৰ্ম জ্যায়ো হ্যকৰ্মণঃ ।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদকৰ্মণঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয় ।—ত্বং নিয়তং (নিত্যবিহিতং) কৰ্ম (শ্রমশাস্ত্রানুযায়িতং) কুরু হি (যস্মাৎ) অকৰ্মণঃ (নৈককৰ্ম্যাত্) কৰ্ম জ্যায় (শ্রমশাস্ত্রতঃ) অপিচ অকৰ্মণঃ (বিহিতকৰ্ম্মরহিতস্ত) তে (তব) শরীরযাত্রা (জীবিকা-নিৰ্ব্বাহঃ) ন প্রসিধ্যোৎ (এককৰ্ম্মরূপেণ সিদ্ধা ভবেৎ) ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—তুমি বিহিত কৰ্ম্ম কর যেহেতু কৰ্ম্মহীনতার অপেক্ষা কৰ্ম্ম শ্রমশাস্ত্রের আরও সৰ্ব্ব-কৰ্ম্ম-হীন হোমার জীবন যাত্রা সুসিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে অৰ্জুন ! যখন কৰ্ম্ম-হীনতার অপেক্ষা কৰ্ম্মানুষ্ঠানই অধিক শ্রেয়স্কর, তখন বেদাদি-ধৰ্ম্ম-শাস্ত্র-বিহিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করাই উচিত ; আরও দেখ, তুমি সৰ্ব্ব-কৰ্ম্ম-পরিশৃঙ্খ হইলে, হোমার জীবন-যাত্রা কখনই সুনিৰ্ব্বাহিত হইতে পারে না ॥ ৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যত এবমতো নিয়তং নিত্যং শাস্ত্রোপদিষ্টং যো যস্মিন্ কৰ্ম্মণাধি-কৃতঃ ফলার চাক্ষতং তন্নয়তং কৰ্ম্ম, ত্বং কুরু ত্বং, হে অৰ্জুন ! যতঃ কৰ্ম্ম জ্যায়োহপিকতরং ফলতো হি যস্মাদকৰ্ম্মণোহকৰ্ম্মণাদনারম্ভাত্, কণঃ ? শরীরযাত্রা শরীরস্থিতিরপি চ তে তব ন প্রসিধ্যোৎ প্রসিদ্ধিং ন গচ্ছেদকৰ্ম্মণোহকৰ্ম্মণাৎ, অতো দৃষ্টঃ কৰ্ম্মাকৰ্ম্মণোরর্থবিশেষো লোকে ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরি ।—কৰ্ম্মানুষ্ঠায়িনো বৈশিষ্ট্যমুপদিষ্টমনুত্তমতদনুষ্ঠানমপিকৃতেন কৰ্ত্তব্য-মিতি নিগময়তি যতইতি । উক্তমেন হেতুং ভগবদনুমতিকথনেন কটয়তি কৰ্ম্মেতি । ইতচ্চ ত্বয়া কৰ্ত্তব্যং কৰ্ম্মেত্যাহ শরীরেতি । তন্নয়তং তত্ত্বাদিকৃতত্তেতি সম্বন্ধঃ । স্বর্গাদি-ফলে লক্ষ্যপূর্ণমাসাদাবধিকৃতস্ত তস্ত তদপি নিত্যং ত্রাদিত্যাসক্ত্য নিশিগাষ্ট ফলায়তি । নিত্যং কৰ্ম্মেতি নিয়মেন কৰ্ত্তব্যমিত্যত্র হেতুর্নাম যত ইতি । বিশ্লোকোপাত্তমুক্তমেন হেতুমনুবদতি যস্মাদিতি । কৰ্ম্মণস্তাকরণজ্ঞানস্বং প্রসঙ্গপূর্বকং প্রকটয়তি কণমিত্যাদিনা । সত্যেব কৰ্ম্মণি বেদাদিচেষ্টাঘারা শরীরং স্থাতুং পারয়তি তদভাবে জীবনমেব দুর্লভ ভবেদिति ফলিতমাহ অত ইতি ॥ ৮ ॥

রাধামুজ ।—নিয়তং ব্যাপ্তং প্রকৃতিসংস্পৃষ্টেন হি ব্যাপ্তং কৰ্ম্ম প্রকৃতিসংস্পৃষ্ট-বদনাদিবাসনয়া নিয়তম্ভেন সশকত্বাদসম্ভাবিতপ্রমাদত্বাচ্চ কৰ্ম্মণঃ, কৰ্ম্মেব কুরু । অক-

কৰ্মণো হি জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসি কঠোর জ্ঞায়ঃ । “নৈকৰ্ম্মাং শূকৰোহমুত্তে” ইতি প্রকৃত্যং, অকৰ্ম্মশ্চেন জ্ঞাননিষ্ঠেভ্যোভ্যভে । জ্ঞাননিষ্ঠাধিকারিণোহপানভ্যুপকৃত্য চানিরতশ্চেন মুঃশকত্যাং সপ্রমাদত্যাচ্চ, জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ কৰ্ম্মনিষ্ঠেব জ্ঞায়সী । কৰ্ম্মণি ক্রিয়মাণে ত্বাৎস্বাধ্যা-জ্ঞানেনাস্মনোহকৰ্ত্তৃত্বাহুসদ্ধানমনস্তরমেব বক্ষ্যতে, অত আত্মজ্ঞানত্ৰাপি, কৰ্ম্মযোগান্তর্গতত্বাৎ সএব জ্ঞানানিত্যার্থঃ । কৰ্ম্মণো জ্ঞাননিষ্ঠায়া জ্ঞায়ত্বমবগতং জ্ঞাননিষ্ঠায়াধিকারে সত্যোবোপ-পত্ততে । যদি সৰ্ব্বং কৰ্ম্ম পরিত্যজ্য কেবলং জ্ঞাননিষ্ঠায়াধিকরোষি, তর্হ্যকৰ্ম্মশ্চ জ্ঞাননিষ্ঠ জ্ঞাননিষ্ঠোপকারিণী শরীরযাত্রাপি ন সেত্ৰতি । যাবৎ সাধনসমাপ্তি শরীর-ধারণকাবশ্যং কার্য্যং, জ্ঞানার্জিতধনেন মহাবজ্রাদিকং কৃৎস্না তচ্ছিষ্টাশনেনৈব শরীরধারণং কার্য্যম্ । “আহারগুড়ো সখগুড়িঃ, সখগুড়ো ধ্রুবা নৃতিঃ” ইতিশ্রুতেঃ, “তে ত্বং ভুঞ্জতে পাণিঃ” ইতি চ বক্ষ্যতে । অতো জ্ঞাননিষ্ঠত্ৰাপি কৰ্ম্মাকুর্ত্তো দেহযাত্রা ন সেত্ৰতি, যতো জ্ঞানমিষ্ঠ-ত্ৰাপি প্রিয়মাণশরীরত যাবৎসাধনসমাপ্তি মহাবজ্রাদি নিতানৈমিত্তিকৰ্ম্মাবশ্যং কার্য্যম্ । যতশ্চ কৰ্ম্মযোগেহপ্যাস্মনোহকৰ্ত্তৃত্বাবনয়াত্বাধ্যায়াহুসদ্ধানমনস্তর্ভূতং, যতশ্চ প্রকৃতিসংহত কৰ্ম্মযোগঃ সুশকোহপ্রমাদশ্চ, অতো জ্ঞাননিষ্ঠাযোগত্ৰাপি জ্ঞানযোগাৎ কৰ্ম্মযোগো জ্ঞানান্, তস্মাৎ ত্বং কৰ্ম্মযোগমেব কুর্ত্তিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮ ॥

হনুমান্ ।—নিরতমিতি । যতএবমতস্তস্মাৎ নিরতং নিত্যং কৰ্ম্ম ত্বং কুরু, যত কৰ্ম্ম জ্ঞায়ঃ শ্রেষ্ঠং ফলকরত্বাৎ, অকৰ্ম্মণঃ অনারম্ভাৎ ইতশ্চ জ্ঞায়ঃ শরীরযাত্রা শরীর-স্থিতিরপি চেৎ তে তব ন প্রসিধ্যৎ ন প্রসিধ্যতি, অকৰ্ম্মণ অকরণাৎ তস্মাৎ কৰ্ত্তব্য-মিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধর ।—নিরতমিতি । যতাদেবং তস্মাদ্নিরতং নিত্যং কৰ্ম্ম সঙ্কোপাগনাদি কুরু, হি যস্মাদকৰ্ম্মণঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মণোহকরণাৎ সকাশাৎ কৰ্ম্মকরণং জ্যায়োহধিকতরম্ । অজ্ঞাথা অকৰ্ম্মণঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মশূন্যত্বং তব শরীরনির্কাহোহপি ন ভবেৎ ॥ ৮ ॥

বলদেব ।—নিরতমিতি । তস্মাৎ ত্বমনিশুচ্ছিত্তো নিরতমানস্তকং কৰ্ম্ম কুরু চিত্ত-বিশুদ্ধয়ে নিকামতয়া অবহিতং কৰ্ম্মাচরত্যর্থঃ । অকৰ্ম্মণঃ ঐৎসুক্যমাত্রেণ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসমাস-সকাশাৎ কঠোর জ্ঞায়ঃ প্রশস্ততরং ক্রমসোপানদ্বায়েন জ্ঞানোৎপাদকত্বাৎ । ঐৎসুক্যমাত্রেণ কৰ্ম্ম “ভ্যক্তো যমিনে হৃদি জ্ঞানপ্রকাশাৎ । কিঞ্চাকৰ্ম্মণঃ সম্যক্তসৰ্ব্বকৰ্ম্মণস্তব শরীরযাত্রা দেহনির্কাহোহপি ন সিধ্যৎ । যাবৎসাধনপূর্ত্তি দেহধারণত্ৰাবশ্যকত্বাৎ তদর্থং জ্ঞানী তিষ্ঠাটনাদি-কৰ্ম্মানুষ্ঠিত । তচ্চ কল্পিত তবাহুচিতম্ । তস্মাৎ অবহিতেন বুদ্ধপ্রজাপালনাদিকৰ্ম্মণা গুহ্মানি বিভ্রাণ্যপার্জ্য তৈনিবৃঢ়দেহযাত্রঃ স্বাভানমহুসক্ষেহীতি ॥ ৮ ॥

হধুসুদন ।—নিরতমিতি । যতাদেবং তস্মাদ্নয়নি নিগৃহ কৰ্ম্মেজ্জিরৈঃ ত্বং প্রাগনবুধিত্ত্বকিহেককৰ্ম্মা নিরতং বিশ্বদেবে ফলসবদ্ধমুত্তরায় নিরতং নিমিত্তেন বিহিতং কৰ্ম্ম শ্রোতং দ্ব্যর্ভুক্ত নিত্যমিতি প্রসিদ্ধং কুরু । (কুর্ত্তিতি মধ্যমপুরুষপ্রয়োগেণৈব

যমিতিলক্কে ভমিতিপদমর্থাভরে সংক্রমিতম্ ।) কন্মাদিত্যভ্যন্তঃকরণেন কঠৈর্ব কঠব্যং ? হি
বদ্যং অকর্ষণোৎকরণং কঠৈর্ব জ্যায়ঃ প্রশস্ততরম্ । ন কেবলং কন্মাতাবে তবাত্তঃকরণ-
ভক্তিরেবং ন সিধ্যৎ, কিন্তু অকর্ষণো বুদ্ধাদিকর্ষরহিতত তে তব শরীরবাত্মা শরীরস্থিতি-
রপি ন একর্ষণে কাঙ্ক্ষবৃত্তিকৃতফলকণেন সিধ্যৎ, তথা প্রাপ্তকম্ । অপিচেত্যন্তঃকরণভক্তি-
সমুচ্চরার্থঃ ॥ ৮ ॥

মীলকণ্ঠ ।—নিরতমিতি । যন্মাদেবং তন্মাং হং নিরতং সঙ্কোপাসনাদি কঠৈর্ব
কুরু, যথা নিরতং নিয়মেন হং কন্ম নিত্যকাম্যসাধারণং হং পাপবিনিবর্তকত্বত্বাৎ তদেব
কুরু, হি বদ্যং অকর্ষণঃ সকলকর্মেজিরনিগ্রহেণ তদকরণং চিত্তজরশূভাৎ কঠৈর্ব জ্যায়ঃ
প্রশস্ততরং, অপি চ তে তব কত্রিয়স্য অকর্ষণঃ সত্যামপি চিত্তগুণৌ সর্সকর্ষভ্যাগিনঃ শরীরবাত্মা
দেহব্যবহারঃ ন এসিধ্যৎ তৈক্যচর্য্যারামনধিকারাৎ । “ব্রাহ্মণাঃ পুত্রেষণারাস্ত বিতৈষণারাস্ত
বুখারামাধ তিক্কাচর্য্যং চরতি” ইতি সন্ন্যাসবিধায়কে বাক্যে “রাজা রাজসূয়েন ব্রাহ্মণ্যামো
বজ্জেত” ইত্যত্র রাজপদবৎ ব্রাহ্মণপদস্য বিবক্ষিতার্থত্বাৎ “চত্বার আশ্রমা ব্রাহ্মণস্য, ত্রয়ো
রাজসূয়া, বৌ বৈশ্যস্য” ইতি শ্রুতেন্চ, অস্ত্রজ্ঞাপ্যক্তং পারিত্রাজ্যং প্রকৃত্য, “মুখজানাময়ং ধর্মো
বৈক্যং লিঙ্গধারণম্ । বাহজাতোকজাতানাং নায়ে ধর্মো বিধীয়তে” ইতি ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—নিরতমিতি । তন্মাং হং নিরতং নিত্যং সঙ্কোপাসনাদি অকর্ষণঃ
কর্ষসন্ন্যাসাৎ সকাশাৎ জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠম্ । সন্ন্যস্তসর্সকর্ষণতব শরীরনির্কাহোহপি ন
সিধ্যৎ ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য ।—অতঃপর হে অর্জুন ! তোমার কর্ষবিষয়ে ঔদাসীন্য
পরিত্যাগ করা বিধেয় ; তুমি, কল-কামনা-বিরহিত হইয়া এবং মনের
দ্বারা জ্ঞানেজির সমূহকে নিগৃহীত করিয়া, ক্রুতিঃ-স্মৃতি-অনুমোদিত
কর্ষানুষ্ঠান কর । তোমার চিত্ত-শুদ্ধির অভাব না থাকিলেও, কর্ষ অবশ্য
করীয়, কেননা, কর্ষ-হীনতার অপেক্ষা কর্ষই প্রশস্ততর । কর্ষানুষ্ঠান
ব্যতীত কেবল যে তোমার চিত্ত-শুদ্ধির ব্যাঘাত ঘটবে, এমন নহে ।
বুঝিয়া দেখ, বুদ্ধাদিরূপ অধর্ম-বিহিত কর্ষানুষ্ঠান না করিলে, তোমার
জীবনবাত্মাও স্থনির্কাহিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই ।

ভাব্যকার পুণ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও বলদেব বিদ্যাতুষণ মহা-
শয়ের অভিপ্রায় । শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে বরশ্র অর্জুন ! চিত্ত-শুদ্ধি
পর্যন্ত তোমাকে আবশ্যক কর্ষ সকল সর্সদা করিতে হইবে । কর্ষ সকল
বহু-আরাম-সাধ্য ও অনর্থ-বহুল হইলেও, তৎসম্পাদনে, অনাদি বাসনা
বশতঃ, অর্থাৎ পূর্ষ পূর্ষ জন্মান্তরীণাত্যাসবশতঃ, কোন প্রমাদ ঘটবে না

(অনারাসে তাহা সুসম্পন্ন হইবে); কারণ এই বুদ্ধিক্রিয়াজীব নিচর প্রাকৃতিক বন্ধনে বদ্ধ; সুতরাং প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করা জীবহৃদয়ের সাধ্যাতীত; যতকাল জীবগণ আপনাকে জানিতে না পারিবে, ততকাল প্রকৃতির গুণে বিমোহিত থাকিবে। ভগবৎরূপায় সৎগুরুর উপদেশে যখন চিত্তশুদ্ধি সম্ভব হইবে, তখন আর প্রকৃতির প্রভুত্ব থাকিবে না, জীবগণও অহঙ্কারশূন্য হইবে এবং সুখ-দুঃখময় সংসারে লিপ্ত হইবে না। অতএব বলিতেছি, কামনাশূন্য হইয়া চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত, সর্বদা স্বধর্মবিহিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান কর। অকর্ম্ম অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞান-নিষ্ঠা, অবলম্বন করার অপেক্ষা, স্বধর্মবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ; বেহেতু (৩য় অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, “কর্ম্ম আরম্ভ না করিয়া নৈকর্ম্ম্য অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।” অপিচ পূর্ব পূর্ব সংস্কারবশতঃ জীবগণের কর্ম্ম সকল অতিশয় অভ্যস্ত আছে, কিন্তু জ্ঞান বিষয়ে তো এই প্রথম শিক্ষা, সুতরাং জ্ঞান পূর্ব-সংস্কার-রহিত। অতএব পূর্ব অনভ্যস্ত জ্ঞান-নিষ্ঠায় প্রবৃত্ত সাধকের জ্ঞানসাধন অসম্ভব, এবং বহু বড় জ্ঞান-নিষ্ঠার অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে প্রমাদ অর্থাৎ চিত্ত-ব্যামোহ ঘটবার সম্ভব। কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা আত্ম-বাধ্যত্ব-জ্ঞান উৎপন্ন হইলে আত্মার কর্তৃত্বাভিমানও দূরীভূত হইবে। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, আত্ম-জ্ঞানও কর্ম্মযোগের অধীন; সুতরাং জ্ঞাননিষ্ঠাপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। যদি সর্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্বক কেবল জ্ঞাননিষ্ঠাই আশ্রয় কর, তবে তোমার দেহ বাত্মাই নির্ভীক হইবে না এবং দেহধারণ ব্যতীত জ্ঞান-নিষ্ঠাও সম্পন্ন হইতে পারিবে না। অতএব যতকাল আত্মজ্ঞান সাধনের চেষ্টা থাকিবে ততকাল দেহধারণও অবশ্য করিতে হইবে। স্তায়োপার্জিতকাল ধন দ্বারা মহাবিজ্ঞান সম্পন্ন করিয়া যজ্ঞ-শেষ ভোজন করতঃ শরীর ধারণ করিবে। “আহারের বিশুদ্ধতা হেতু চিত্তের বিশুদ্ধি, এবং চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে পূর্বানুভূত বস্তুর স্মৃতি হয়।” ইহাই প্রতিসম্মত ব্যবস্থা। অতএব

* বর্ত্তমান ব্রহ্মণ্য বিশ্রো রাজতো রক্ষা ভূমঃ। বৈভব বার্ত্তমা জীবৎ শূন্য বিজ্ঞসেবরাঃ। কৃষি-বাণিজ্য-পোষণ-কুসীল-তুর্গমেব চ। বার্ত্তা চতুর্ধিবা ভজ যমঃ পোষ্যতোহনির্ম্মদঃ। ইত্যুবাথে প্রবৃত্ত পিতা সন্মতে ঈত্বক যলিত্তেহেব; ব্রাহ্মণ্যং বেদাধ্যাপনাদি দ্বারা, রাজত্ববর্ণ পৃথিবী পালন দ্বারা, বৈভবগণ চতুর্ধিবা বার্ত্তা দ্বারা, শূন্যগণ ব্রাহ্মণ, ক্রিয় ও বৈভবজ্ঞানির সেবা দ্বারা ধনোপার্জন করিয়া জীবিতা নির্ভীক করিবে। কৃষি, বাণিজ্য, পোষণ ও কুসীল, এই চতুর্ধিবা বার্ত্তা; বৈভবগণ এই চতুর্ধিবা বার্ত্তা দ্বারা ধন উপার্জন করিবে।

জ্ঞাননিষ্ঠাবলম্বী পুরুষের কর্ম না করিলে দেহযাত্রা গিন্ধ হইবে না ; সুতরাং শরীরধারী জ্ঞাননিষ্ঠাবলম্বী পুরুষের শমদমাদি সাধন সম্পাদন পর্যন্ত, মহাবিজ্ঞানি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম সকল অবশ্যকরণীয় । নিজস্ব কর্মযোগ প্রকৃতি-সংসৃষ্ট হইলেও, আত্ম-কর্তৃত্বাভিমান না থাকায়, তাহা আত্ম-জ্ঞানের অন্তর্ভূত ; ঈদৃশ কর্মযোগে কোন বিঘ্ন বা প্রমাদের সম্ভব নাই । জ্ঞান-নিষ্ঠার যোগ্য হইলেও তাহার পক্ষে জ্ঞানযোগাপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ । অতএব তুমি স্বধর্মবিহিত যুদ্ধ ও প্রজাপালনাদি দ্বারা, বিশুদ্ধ বিত্ত উপার্জন করিয়া, দেহযাত্রা নির্বাহ পূর্বক আত্ম-তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও ।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূরির অভিপ্রায় । যেহেতু কর্ম পরিত্যাগ অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ, অতএব পাপ বিনিবৃত্তির নিমিত্ত সঙ্কোচপালনাদি নিত্য ও কাব্য সাধারণ কর্মের অনুষ্ঠান কর । কর্মোপশ্রয়গ্রামকে নিগ্রহ না করিয়া কর্ম পরিত্যাগ করিলে চিত্তকে স্থায়ত্ব করিতে পারা যায় না এবং চিত্তজয় ব্যতীত জ্ঞান-নিষ্ঠাও সিদ্ধ হইবে না ; অতএব কর্মই প্রশস্ত-তর । অপিচ হে অর্জুন ! চিত্তশুদ্ধি হইলেও তুমি কর্ম ত্যাগ করিতে পার না, কেন না কর্ম ত্যাগ করিলে দেহযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবে না । ব্রাহ্মণগণই ভিক্ষাপ্রসঙ্গের অধিকারী ; তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার সম্যাসে অধিকার নাই । সুতরাং ব্রাহ্মণের স্থায় ভিক্ষা দ্বারা তুমি জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবে না । “রাজা রাজসূয়েন স্বারাজ্যকামো বজ্জেত” এই শ্রুতি বাক্যে রাজ পদ যেমন ক্ষত্রিয়ার্থ ভিন্ন অন্যার্থের প্রতিপাদক নহে, তদ্রূপ “ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়া বিতৈষণায়াশ্চ ব্যুখায়াথ ভিক্ষার্চর্য্যং চরন্তি” ইত্যাদি সম্যাস বিধায়ক শ্রুতি বাক্যে ব্রাহ্মণপদ, কেবল মুখজাত ব্রাহ্মণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, “চত্বার আশ্রমা ব্রাহ্মণশ্চ, ত্রয়ো ক্ষত্রিয়শ্চ, দ্বৌ বৈশ্যশ্চ” ইতি স্মৃতি বাক্যেও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর বর্ণের সম্যাসাধিকার উক্ত হয় নাই । সম্যাস প্রস্তাবে শাস্ত্রান্তরেও লিখিত আছে, “মুখজানাময়ং ধর্মো বৈকল্যঃ

আমরাও বৈদ্য, কিন্তু গো-পালনই আমাদের বৃত্তি, এই জন্য আমরা গোপজাতি বলিয়া লোক-প্রসিদ্ধ । (শ্রীমদ্ভগবতঃ ১০ : ২৪ : ২০—২১) উক্ত নিয়মানুসারে যে ধর্ম অর্জিত হয়, তাহাই ভাস্কর্যজিত ধর্ম, স্বধর্মস্বরূপ ব্রাহ্মণ্যের বর্ণ সকল, এই নিয়মে দেহ-যাত্রা নির্বাহ করিলে কোন পাপ হইবে না ; বিশুদ্ধ বৃত্তি আচারে চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া জ্ঞান-নিষ্ঠার অধিকার জন্মে ।

লিঙ্গ দারণম্ । বাহু জাতোরুজাতানাং নায়ং ধর্মো বিদীয়তে” ইতি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতিরই বৈকুণ্ঠ চিত্র সন্ন্যাস ধর্ম, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির নিমিত্ত এই ধর্ম বিহিত হয় নাই । অতএব তুমি সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিতে পারিবে না । স্বধর্মবিহিত কর্মদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবে । হুতনাং কর্ম করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ॥ ৮ ॥

যজ্ঞার্থং কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

অনুয় ।—যজ্ঞার্থং (পরমেশ্বরারাধনার্থং) কর্মণঃ অন্যত্র (তদতি-
রিক্তে স্থলে) অয়ং লোকঃ (কর্মাধিকারী মানবঃ) কর্মবন্ধনঃ (কর্মতিঃ
বধ্যতে) কৌন্তেয় তদর্থং (যজ্ঞার্থং) মুক্তসঙ্গঃ (নিকামঃ) [সন্]
কর্ম সমাচর (সন্ন্যাসাচর সম্পাদয়) ॥ ৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—বিষ্ণু-আরাধনা-হইতে কর্মের অন্য-স্থলে তাহা
মনুষ্যের কর্ম-বন্ধন হয় পার্শ্ব যজ্ঞোদ্দেশে নিকাম [হইয়া] কর্মের
প্রকৃষ্ট-অমুষ্ঠান কর ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—পরমেশ্বরের আরাধনা ব্যতীত অন্য যে কোন উদ্দে-
শেই কর্ম অমুষ্ঠিত হউক না কেন তাহা মনুষ্যের সংসারবন্ধনের হেতুভূত
হয় । অতএব হে পার্শ্ব ! তুমি কামনা বিহীন হইয়া, কেবল ঈশ্বর
আরাধনার নিমিত্ত কর্মের অমুষ্ঠান করিতে থাক ॥ ৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যচ্চ সঙ্গসে বদ্ধার্থভ্যাং কর্ম ন কর্তব্যমিতি তদগাসৎ, কথং ?
যজ্ঞার্থাদিতি । “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ” ইতি শ্রুতৈর্বিজ্ঞ ঈশ্বরতদর্থং বৎ ক্রিয়তে, তদযজ্ঞার্থং কর্ম,
তস্যাং কর্মণোহজ্ঞজ্ঞানেন কর্মণা লোকোহয়মধিকৃতঃ কর্মকৃত্ব কর্মবন্ধনঃ কর্ম বন্ধনঃ বস্যা
সোহয়ং কর্মবন্ধনো লোকো ন তু যজ্ঞার্থাদিতদর্থং কর্ম কৌন্তেয় ! মুক্তসঙ্গঃ কর্মকলসঙ্গ-
বর্জিতঃ সন্ সমাচর নির্বর্ত্তনঃ ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি ।—“কর্মণা বধ্যতে লব্ধ” ইতি শ্রুতৈর্ব্যর্থঃ কর্ম তৎ ন প্রয়োহর্ধিনা
কর্তব্যমিত্যাদিসংসারং দ্বন্দ্বতি বচোভ্যাদিনা । কর্মাদিকৃতস্য তদকরণমুকমিতি প্রতিজ্ঞাতং
প্রাপ্তপূর্বকং বিবৃণোতি ভূত্বমিত্যাদিনা । কলাভিসন্ধিসত্ত্বেরেণ যজ্ঞার্থং কর্ম কুর্য্যাপস্যা

বজ্ঞাত্বাৎ তাদর্শেন কর্ম কর্তব্যমিত্যাহ তদর্থমিতি । বজ্ঞার্থঃ কর্মেত্যবৃত্তং, ন হি কর্মার্থমেব কর্মেত্যাশঙ্কা ব্যাচষ্টে বজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি । কথং তর্হি "কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ" ইতি শ্রুতিজ্ঞাহ তদ্বাদিতি । ঈশ্বরার্শংবুদ্ধ্য কৃতস্য কর্মণো বজ্ঞার্থব্যাভাবে কলিতমাহ জন্ত ইতি ॥ ৯ ॥

স্বামানুজ ।—এবং তর্হি ত্রব্যাক্ত্যাদিকর্মণোহহকারসমকারাদি সর্বক্সিরব্যাকুলতা-গর্ত্ষেনাস্য পুরুষস্য কর্ম বাসনয়া বন্ধনং তবিষ্যতীত্যন্ত আহ বজ্ঞার্থাদিতি । বজ্ঞাশিত্রীর কর্মশেবত্বাৎ ত্রব্যাক্ত্যাদিঃ কর্মণোহন্তজ্ঞাত্বীরপ্রয়োজনশেবত্বাৎ কর্মণি ক্রিয়মাণেহরং লোকঃ কর্মবন্ধনো ভবতি । অতঃ বজ্ঞাত্ত্বং ত্রব্যাক্ত্যাদিকং কর্ম সমাচর । তত্র আত্মপ্রয়োজনসাধনতয়া যঃ সঙ্গতস্তাৎ সঙ্গামুক্তঃ সন্ সমাচর, এবং মুক্তসঙ্গেন বজ্ঞাত্ত্বতয়া কর্মণি ক্রিয়মাণে বজ্ঞাদিভিঃ কর্মভিরারাদিতঃ পরমপুরুষোহস্যানাদিকালপ্রবৃত্তকর্মবাসনামুচ্ছিত্তা-ব্যাকুলত্যাংবলোকনং দদাতীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

হনুমান্ ।—বস্তু মন্তসে বন্ধহেতুত্বাৎ কর্মাকর্তব্যমিতি তদসৎ, কথং ? বজ্ঞার্থাদিতি । বজ্ঞোহপি বিষ্ণুঃ "বজ্ঞো বৈ বিষ্ণু" ইতিশ্রুতে: সোহর্থঃ প্রয়োজনং বস্য তদবজ্ঞার্থঃ বিষ্ণু-রাধনার্থং, তস্যাৎ বিষ্ণুরাধনার্থং কর্মণোহন্তজ্ঞাত্বীরং লোকঃ কর্মবন্ধনতদর্থং বিষ্ণুরাধনার্থং বজ্ঞাদিকর্ম কৌন্তের । মুক্তসঙ্গো মুক্তঃ সঙ্গো যেন স মুক্তত্বক্: সমাচর অহুতিষ্ঠ ॥ ৯ ॥

শ্রীধর ।—সাধ্যাত্ত সর্বমপি কর্ম বন্ধকত্বান্ন কাব্যমিত্যাহন্তরিরাকুর্ত্বাহ বজ্ঞার্থাদিতি । "বজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতিশ্রুতে: তদ্বারাধনার্থং কর্মণোহন্তজ্ঞাত্বী তদেকং বিনা, লোকেহরং কর্মবন্ধনঃ কর্মভির্বধ্যতে, ন স্বীকৃতারাধনার্থেন কর্মণা, অতন্তদর্থং বিষ্ণুপীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিকাশঃ সন্ কর্ম সমাগাচর ॥ ৯ ॥

বলদেব ।—নহু কর্মণি ক্রতে বজ্ঞো ভবেৎ । নহু "কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ" ইত্যাদি শ্ররণাজেতি চেৎ তজ্ঞাহ বজ্ঞার্থাদিতি । বজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ । "বজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতিশ্রুতে: । তদর্থং তন্তোবকলাৎ কর্মণোহন্তজ্ঞাত্বীরং বহুধকলকে কর্মণি ক্রিয়মাণেহরং লোকঃ প্রাণী কর্ম-বন্ধনঃ কর্মণা বধ্যতে । তস্যাৎ তদর্থং বিষ্ণুতোষণার্থং কর্ম সমাচর । হে কৌন্তের ! মুক্ত-সঙ্গতাক্তত্বাতিলাবঃ সন্ জ্ঞায়োপাক্তিত্রব্যাসিদ্ধেন বজ্ঞাশিত্রী বিষ্ণুমার্য্য তচ্ছবেণ দেহবাজ্ঞাৎ কুর্ত্বান্ ন বধ্যস ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

মধুসূদন ।—"কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ" ইতি শ্রুতে: , সর্ব কর্ম বজ্ঞাত্ত্বকত্বানুসঙ্গণা ন কর্তব্যমিতি মত্বা তন্তোত্তরমাহ বজ্ঞার্থাদিতি । বজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ "বজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতে: , তদ্বারাধনার্থং বৎ ক্রিয়তে কর্ম তদবজ্ঞার্থং, তস্যাৎ কর্মণঃ অন্তজ কর্মণি প্রবৃত্তোহরং লোকঃ কর্মাধিকারী কর্মবন্ধনঃ কর্মণা বধ্যতে, ন স্বীকৃতারাধনার্থেন, অতন্তদর্থং বজ্ঞার্থঃ কর্ম হে কৌন্তের ! জং কর্মণাধিকৃতো মুক্তসঙ্গঃ সন্ সমাচর সমাক্ প্রজাদিপুরঃসরং আচর ॥ ৯ ॥

শ্রীলকণ্ঠ ।—নহু "কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ" ইতি কর্মণাং বন্ধকত্বশ্রুতে: কথং মুদুসুং মাং তত্র নিষোজয়তীত্যশঙ্ক্যাহ বজ্ঞার্থাদিতি । বজ্ঞঃ পরমেশ্বরারাধনং, "বজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতেবিষ্ণুর্ভা, তদ্বারাধনার্থং বৎ কর্ম তন্তোহ-

ভজ কৰ্মণি স্বৰ্গাভ্যর্থং প্রবৃত্তোহয়ং লোকঃ কৰ্মবন্ধনঃ কৰ্মণা বধ্যতে ন বীৰরাধনাৰ্থেন, অতন্তদর্থং ঈশ্বররাধনার্থং কৰ্ম বর্ণাশ্রমোচিতং, হে কোত্তের ! মুক্তসঙ্গঃ কলাভিলাষশূন্তঃ সন্ সমাচর সম্যক্ কুঃ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—নহু তর্হি “কৰ্মণা বধ্যতে লভঃ” ইতি শ্রুতেঃ, কৰ্মণি বন্ধঃ জ্ঞাদিত্ব চেষ্ট, পরমেশ্বরপার্পিতং কৰ্ম ন বন্ধকমিত্যাহ যজ্ঞার্থান্নাত । বিকুর্পিতো, নিকামো ধর্ম এব যজ্ঞ উচ্যতে । তদর্থং যং কৰ্ম ততোহস্তত্বৈব অয়ং লোকঃ কৰ্মবন্ধনঃ কৰ্মণা বধ্যমানো ভবতি । তস্মাৎ যং তদর্থং তাদৃশধর্মসিদ্ধার্থং কৰ্ম সমাচর । নহু বিকুর্পিতোহপি ধর্মঃ কামনামুদ্ভিক্ত কৃতশ্চেদ্ বন্ধকো ভবত্যেব ইত্যাহ মুক্তসঙ্গঃ, কলাকাজ্ঞা রহিতঃ । এবমেবোক্তবং প্রত্যপি শ্রীভগবতোক্তং, “অর্থমহো যজন্ যজ্ঞেরনাশীঃ কাম উচ্ছব । ন বাতি স্বর্গনরকৌ যন্তস্তং ন সমাচরেৎ । অস্মিন্ লোকে বর্তমানঃ অর্থমহোহনঘঃ শুচিঃ । জ্ঞানং বিভুক্তমাপ্নোতি” ইতি ॥ ৯ ॥

ভাঃপর্য্য ।—অৰ্জুন যদি মনে করেন যে, সামান্য অর্থাৎ জানীদিগের পক্ষে সর্বপ্রকার কৰ্মই অননুষ্ঠের অথবা যদি “কৰ্মণা বধ্যতে লভঃ” এই স্মার্ত্ত বচন স্মরণ করিয়া সকল কৰ্মই বন্ধনের হেতুভূত, হুতরাং মুমুক্শুগণের অকর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন, এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যজ্ঞই পরমেশ্বর ; ঋতিও এই কথার সমর্থন করিয়াছেন । সেই যজ্ঞার্থ অর্থাৎ বিষ্ণু শ্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কৰ্ম তিন্ন অন্তান্ত বাবতীর কামনা-মূলক কৰ্ম, লোকের সংসার-বন্ধনের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে এবং তদ্বারা মনুষ্যের অধোগতির পথই উত্তরোত্তর প্রশস্ততর হয় ; কিন্তু ঈশ্বররাধনার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কৰ্ম মানবের মোক্ষ বিধান করে । কেননা নিকাম ভাবে অনুষ্ঠিত কৰ্মের লক্ষ্যীভূত ঈশ্বর সাধকের অনাদিকাল-প্রযুক্ত কৰ্মবাসনার উচ্ছেদ করিয়া, তাঁহাকে আত্ম-দর্শনে সন্নিহিত করেন । অতএব হে সখে ! তুমি আসক্তি ও কামনা বিরহিত হইয়া, বিহিত শ্রদ্ধাদি সহকারে, ভগবদ্বারাধনার নিমিত্ত কৰ্মের অনুষ্ঠান কর ॥ ৯ ॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিষাধ্বমেব বোহিস্তিষ্ঠ কামধুক ॥ ১০ ॥

অর্থঃ ।—পুরা (কম্পাদৌ) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞ
সহিতাঃ যজ্ঞাধিকৃতাঃ) প্রজাঃ (ব্রাহ্মণাদি বর্ণান্) সৃষ্টা (উৎপাদ্য)
উবাচ (বথয়্যামাস) অনেন (যজ্ঞেন) প্রসবিষাধ্বং (উত্তরোত্তরাং
বৃদ্ধিং লভ্যং) এষঃ (যজ্ঞঃ) বঃ (যুগ্মকং) ইষ্টকামধুক্ (ইষ্টান্
অভিমতান্, কামান্ ফলানি, দোষৈ পূরয়তি, অতীষ্ট ভোগপ্রদ ইতি
শাকং) অস্ত (ভবতু) ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ ।—আদি-কালে ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত লোক সৃষ্টি-করিয়া
বলিয়াছিলেন এই যজ্ঞের-দ্বারা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত-হও ইহা তোমাদিগের
অতীষ্ট-ফলপ্রদ হউক ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা ।—পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞ সহকৃত ব্রাহ্মণাদি
ত্রিবর্ণাত্মক প্রজা উৎপাদন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞের
অনুলরণ ক্রমে তোমরা উত্তরোত্তর অতি-বৃদ্ধি লাভ কর; কেন না
এই যজ্ঞ ক্রিয়া তোমাদিগের পক্ষে কামধেনুর ন্যায় অভিলষিত
ভোগপ্রদ ॥ ১০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—উত্শাধিকৃতেন কর্ম কর্তব্যং, সহেতি । সহযজ্ঞা যজ্ঞসহিতাঃ প্রজা-
জ্ঞয়ো বর্ণান্তা সৃষ্টোৎপাদ্য পুরা পূৰ্ব্বং সর্গাদাবুচ্যক্তবান্ প্রজাপতিঃ প্রজানাম্ স্রষ্টা, অনেন
যজ্ঞেন প্রসবিষাধ্বং প্রসবো বৃদ্ধিকংপত্তিতাং কুরুধ্বম্, এষ গো যজ্ঞঃ যুগ্মকমস্ত ভবতু,
ইষ্টকামধুক্ ইষ্টান্ভিপ্রোতান্ কামান্ ফলবিশেষান্ দোষীভীষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

আনন্দগিরি ।—নিত্যস্য কর্মণো নৈমিত্তিকসহিতগাধিকৃতেন কর্তব্যং হেতুতর-
পরত্বেনানন্তরলোকমবতারয়তি ইত্যেতি । কথং পুনরনেন যজ্ঞেন বৃদ্ধিরশক্তিঃ শকা
কর্তু নিত্যশকাহ এষ ইতি ॥ ১০ ॥

রামানুজ ।—যজ্ঞশিষ্টেনৈব সর্বপুণ্যার্থসাধননিষ্ঠানাং শরীরধারণং কর্তব্যং, অবজ্ঞ-
শিষ্টেন শরীরধারণং কুর্য্যেতাং দোষমাহ সহেতি । “পতিং বিষয়া” ইত্যাদি শ্রুতেনৈকপাদিকঃ
প্রজাপতিশব্দঃ সর্বত্রয়ং বিশ্বস্তরং বিশ্বাস্তানং পরারণং নারারণমাহ, পুরা সর্গকালে স
ভগবান্ প্রজাপতিরনাদিকালপ্রবৃত্তান্তিংলংসর্গবিবশা উপসংহৃতনামরূপবিভাগাঃ স্মিন্
প্রাণীনাং সকলপুণ্যার্থানির্হাশ্চেষ্টেনেতরকর্য্যঃ প্রজাঃ সমীক্য পরমত্বানিকঃ তদ্ব্যবহার

স্বাধীনত্ব-অনিবৃত্তির বৈজ্ঞঃ সহ তাঃ সৃষ্টে বসুবাচ । অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যৎ আত্মনো
বুদ্ধিং কুরুষ্বঃ, এষ বো যজ্ঞঃ পরমপুরুষার্থলক্ষণমোক্ষাখ্য কামস্য তদনুষ্ঠানাক কামানং
প্রাপুরিত্য ভবন্তিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হনুমান্ ।—সহযজ্ঞা ইতি । ইতচ্চাধিকৃতেন কর্তব্যং কর্ম, সহেতি । সহযজ্ঞাঃ
যজ্ঞসহিতাঃ, প্রজাঃ প্রাণিনঃ ব্রাহ্মণাত্মা ধ্যানযজ্ঞাধিকারিণঃ সৃষ্টে । পুরা পূর্বসর্গাদৌ উবাচ
প্রজাপতিঃ, প্রজাসৃষ্টেরনন্তরং কথমুবাচ, অনেন যজ্ঞেনোৎপাদয়ধ্বম্, এষ যজ্ঞঃ বো যুগ্মকমন্ত
তবতু ইষ্টকামধুক্ ইষ্টকামানতিমতান্ ফলবিশেষান্ দোদ্বীতি ইষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

শ্রীধর ।—প্রজাপতিবচনাদপি কর্মকর্ত্তেব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ সহযজ্ঞা ইতি চতুর্ভিঃ । যজ্ঞেন
সহ বর্ত্তন্ত ইতি সহযজ্ঞা যজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাত্মাঃ প্রজাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃষ্টেদমুবাচ ব্রহ্মা, অতেন
যজ্ঞেন প্রসবিষ্যৎ প্রসবো বুদ্ধিঃ উত্তরোত্তরামতিবুদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ । তত্র হেতুঃ এষ যজ্ঞো
বো যুগ্মকমিষ্টকামধুক্ ইষ্টান্ কামান্ দোদ্বীতি তথা অতীষ্টভোগপ্রদোহন্তিত্যর্থঃ । অত্র চ
যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যককর্মোপলক্ষণার্থম্ । কাম্যকর্মপ্রশংসা তু প্রকরণেহসঙ্গতাপি সামান্ততোহকর্মণঃ
কর্মশ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থমিত্যাদোষঃ ॥ ১০ ॥

বলদেব ।—অযজ্ঞশেষেণ দেহকাজাং কুর্কতো দোষমাহ সহেতি । প্রজাপতিঃ
সর্কেষরো বিষ্ণুঃ “পতিং বিশ্বতাস্থেধরম্” ইত্যাদিশ্রুতেঃ, “ব্রহ্ম প্রজাণাং পতিরূঢ়াতোহদৌ”
ইত্যাদিস্মরণাচ । পুরা আদিসর্গে সহযজ্ঞা যজ্ঞঃ সহিতা দেবমানবাদিরূপাঃ প্রজাঃ সৃষ্টে ।
নামরূপবিভাগশূভাঃ প্রকৃতিশক্তিকে স্বম্বিন্ বিলীনাঃ পুরুষার্থাযোগ্যভাত্ত্বং সম্পাদকনাস্বরূপ-
ভাজো বিধায় যজ্ঞঃ তস্মিন্নরূপকং বেদক প্রকাশ্যেত্যর্থঃ । তাঃ প্রতীদমুবাচ কারুণিকঃ । অনেন
বেদোক্তেন মদর্পিতেন যজ্ঞেন যুগং প্রসবিষ্যৎ, প্রসবো বুদ্ধিঃ স্ববুদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ । এষ
মদর্পিতো যজ্ঞো বো যুগ্মকমিষ্টকামধুক্ হৃদ্বিশুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানদেহব্রাহ্মাসম্পাদনদ্বারা বাহিত্যমোক্ষ-
প্রদোহন্ত ॥ ১০ ॥

মধুসূদন ।—প্রজাপতিবচনাদপ্যধিকৃতেন কর্মকর্ত্তব্যমিত্যাহ সহযজ্ঞা ইত্যাদিচতুর্ভিঃ ।
সহযজ্ঞেন স্বাপ্রমোচিতবিহিতকর্মকলাপেন বর্ত্তন্ত ইতি সহযজ্ঞাঃ কর্মাধিকৃতা ইতি বাবুৎ ।
(বোপসর্জনস্যোতি পক্ষে সাদেশাভাবঃ) প্রজাজীন্ বর্ণান্ পুরা কল্যাদৌ রূপরা সৃষ্টেবাচ
প্রজানাং পতিঃ সৃষ্টে । কিমুবাচেত্যাহ অনেন যজ্ঞেন স্বাপ্রমোচিতধর্মেণ প্রসবিষ্যৎ প্রস্বরধ্বং
প্রসবো বুদ্ধিঃ উত্তরোত্তরামতিবুদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ । কথমনেন বুদ্ধিঃ স্যাদত আহ এষ
যজ্ঞাখ্যো ধর্মঃ বো যুগ্মকঃ ইষ্টকামধুক্ ইষ্টানতিমতান্ কামান্ কাম্যানি ফলানি দোদ্বী
জাপরতীতি তথা অতীষ্টভোগপ্রদোহন্তিত্যর্থঃ । অত্র যদাপি যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যককর্মোপলক্ষণার্থম্-
করণে প্রত্যাবারসাগ্রে কথনং, কাম্যকর্মণাঞ্চ প্রকৃতে প্রজাবো নাভ্যেব “মা কর্মফলহেতুভূঃ”
ইত্যনেন নিরাকৃতত্বাৎ, তথাপি নিত্যকর্মণামপ্যাহুসজিকফলসম্ভাবাদেব, বোহৃদ্বিষ্টকামধুগিত্যুপ-
পত্তে । তথাচাপত্যঃ সঙ্গতি তদবধা “জাত্রে ফলার্থে নিমিত্তে (নিমিত্তে) জ্ঞানো পক্ষ
ইত্যনুৎপাদ্যতে এবং কর্মকর্মসুপমর্থে অনুৎপাদ্যতে, নো চেদনুৎপাদ্যতে ন ধর্মহানির্ভবতি”

ইতি কলসঙ্ঘাবহপি তদভিসম্ভ্যনভিসম্ভিত্যাং কাম্যানিত্যরোর্বিশেষঃ, অনভিসংহিতস্যাপি বহুবভাবান্ধংগতো ন বিশেষঃ । বিস্তরেণ চাগ্রে প্রতিপাদয়িত্বাৎ ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এতদেবার্ধবাদেন দ্রষ্টরতি সহতি । যজ্ঞৈঃ সহতি সহবজ্ঞাঃ (“বোপ-সর্জনস্য” ইতি পক্ষে সাদেশাত্ভাবঃ) কর্ম্মাধিকৃতা ইতি যাবৎ, প্রজ্ঞাত্বৈবর্ণিকাঃ, অমেন যজ্ঞেন প্রসবো বুদ্ধিত্যাং লভধ্বং, এব যজ্ঞঃ বঃ বুদ্ধ্যাকং ইষ্টকামধুক্ ইষ্টার্ধপূরকোহস্ত ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ ।—তদেবমন্তকচিহ্নো নিকামং কর্ম্মৈব কুর্ঘ্যাৎ নতু সন্ন্যাসঃ ইত্যুক্তম্ । ঈদানীং যদি চ নিকামোহপি ভবিতুং ন শক্নুরাৎ তদা সকামমপি ধর্ম্ম বিকৃপিতং কুর্ঘ্যাৎ নতু কর্ম্মভাগমিত্যগ্ৰহ সহতি সপ্তভিঃ । যজ্ঞেন সহিতাঃ (বোপসর্জনস্যোতি সহস্য সাদেশ-তাভঃ ।) পুরা বিকৃপিতধর্ম্মকারিণীঃ প্রজাঃ সৃষ্টা ব্রহ্মা উবাচ, অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসবো বুদ্ধিঃ উত্তরোত্তরামতিবুদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ । তাংসং সকামত্বমভিলক্ষ্যাহ এবযজ্ঞো ব ইষ্টকামধুক্ অতীষ্টভোগপ্রদোহস্বিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য ।—কর্ম্মের কর্তব্যতা প্রজ্ঞাপতির বাক্য দ্বারা সমর্থনার্থ এই স্থলে চারিটি শ্লোক অবতারণিত হইতেছে । স্ব স্ব আশ্রমোচিত ক্রিয়াকলাপ সহকৃত ভ্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়াত্মক প্রজা সমূহ সৃষ্টি করিয়া, কল্পারম্ভ কালে * প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, তোমরা সকলে স্ব স্ব আশ্রমোচিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া, ক্রমশঃ প্রচুর পরিমাণে বদ্ধিত হইতে থাক । যদি বল, ইহাতে কিরূপে স্বদ্ধি লাভ করিব ? তাহার উত্তর এই যে, এই যজ্ঞরূপ ধর্ম্ম ণ তোমাদিগের সর্বপ্রকার অতীষ্ট ভোগ প্রদানে সমর্থ । যদিও এখানে যজ্ঞ আবশ্যক কর্ম্মরূপেই কীর্ত্তিত হইল, কেন না তাহার অকরণে প্রত্যবায়ের প্রলঙ্গও পরে কথিত হইয়াছে ; এবং “মা কর্ম্মকল-

* মানবীর পরিণামানুসারে চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন কথিত হয় । তাহাই কল । তাহাতে চতুর্দশ মনু আবির্ভূত হন । যথা ; চতুর্য়ুগ সহস্রত ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে । স কলো বহু মনবশ্চতুর্দশ বিশাশ্পতে । শ্রীমদ্ভগবত ॥ ১২।৪।২ ॥

† বরাহের শরীর হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি হইয়াছে । তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নোক্ত অংশ পাঠ করিলে জানিতে পারিবে । “স যজ্ঞোহবুধরাহস্ত কারাৎ শত্ৰুবিদারিতাৎ । যথাহং কথয়ে তবঃ শৃণুযুঃসি বিজাঃ ॥ বিদারিতে বরাহস্ত কারে ভর্গেণ তৎক্ষণাৎ । ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবা দেবাঃ সর্গৈশ্চ প্রমথৈঃ সহ ॥ নিম্ন্যজলাং সমুদ্ভূতাতঙ্করীরং নভঃ প্রতি । ভবিভেদুঃ শরীরন্তে বিকোশ্চক্রেণ খণ্ডশঃ ॥ তত্ৰাজসকরো বজ্রা জাতান্তে বৈ পৃথক্ পৃথক্ । বহ্নাদ্ বহ্নাচ্চ বে বজ্রান্তং শৃণু মহর্ষয়ঃ ॥ ক্র-নাশা-সন্ধিনা জাতো জ্যোতিষ্টোমো মহাধরঃ । হহুপ্রবণস্ক্যোস্ত বহিষ্টোমো ব্যকারত ॥ চক্ৰক্ৰবোঃ সন্ধিনা কু ব্রাতাষ্টোমো ব্যকারত । রাজঃ পোনর্ত্বষ্টোমস্ত পোজ্যোষ্ট-সন্ধিনা ॥ বৃদ্ধষ্টোমবৃহ্টোমো জিহ্বামুগাঘাকারত । অভিরাজ সর্বৈরাজবোধোজিহ্বাতরাবহুৎ ॥ অধ্যাপনং ব্রহ্মবজ্রঃ পিতৃবজ্রস্ত তর্পণম্ । হোমো দৈবো বহিষ্ঠোমো বৃহজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥

হেতুভূঃ” ইত্যাদি বাক্যে কাম্য কর্মের অবৈধতা উক্ত হইরাছে, হুভরাং তাহার সহিত বর্তমান প্রসঙ্গের কোনই সম্বন্ধ নাই ; তথাপি নিত্য ক্রিয়া-কলাপ, অবশ্য কর্তব্য কর্মরূপে কলকামনা-পরিশূষ্ঠ হৃদয়ে অনুষ্ঠিত হইলেও, তাহার অবশ্যস্বাভাবী আনুভূতিক ফল কখনই অপগত হইবে না । তাহা স্বতঃই কামধেনুর দ্বারা মানবকুলের সর্বাভীষ্ট ফল প্রদান করিবে । ইহাই প্রজাপতি বাক্যের তাৎপর্য । আপস্তম্ব উল্লেখ করিয়াছেন, “কল প্রাপ্তির নিমিত্ত আত্মরক্ষা রোপিত হইলেও, ছায়া ও গন্ধ আনুভূতিক লাভ এবং ধর্মের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কার্যের অর্থও আনুভূতিক লাভ, তাহাতে

দ্বানং তর্পণপর্বাত্তং নিত্যযজ্ঞাচ্চ সর্কশঃ । কঠসঙ্কে সমুৎপন্নো জিহ্বাতো বিধয়ন্তথা ॥ বাজি-
মেধো মহামেধো নরমেধস্তথৈব চ । প্রাণিহিংসাকরা বেহজে তে জাতাঃ পাদসঙ্কিতাঃ ॥ রাজ-
শুরোহিষ কারীষো বাজপেরন্তথৈব চ । পৃষ্ঠসঙ্কো সমুৎপন্নো গ্রহযজ্ঞান্তথৈব চ ॥ ঐতিষ্ঠোৎসর্গযজ্ঞাচ্চ
দানশ্রাদ্ধাদয়ন্তথা । হুংসঙ্কিতাঃ সমুৎপন্নো স্যাবিত্রীযজ্ঞ এব চ ॥ সর্কেবাং সাধকা যজ্ঞাঃ
প্রারম্ভিত্তকরাচ্চ যে । তে মেট্রসঙ্কিতো জাতা যজ্ঞান্তস্য মহাত্মনঃ ॥ রক্ষঃসজ্ঞং সর্পসজ্ঞং
সর্কৈবভিচারিকম্ । গোমেধো বৃক্কাপশ্চ খুরেভ্যো হুভবশ্চ ॥ মারেষ্টিঃ পরমেষ্টিন্চ
গীপতিষ্ঠোগসম্ভবঃ । লাকুলসঙ্কো সংজাতো অগ্নিষ্টোমন্তথৈব চ ॥ নৈমিত্তিকাচ্চ যে যজ্ঞাঃ
সংক্রান্ত্যাদৌ প্রকীর্তিতাঃ । লাকুলসঙ্কো তে জাতান্তথা দাদশবার্ষিকম্ ॥ তীর্থপ্রয়োগসামৌজ-
যজুঃসম্ভবন্তথা । আর্কমাখর্কগণৈকৈব নাতিসঙ্কে সমুৎপাতাঃ ॥ ঋচোৎকর্ষঃ ক্ষেত্রযজ্ঞঃ
পঞ্চমার্গোহতিযোজনঃ । লিঙ্গসংস্থানহৈরম্বযজ্ঞা জাতাচ্চ জাহুনি ॥ এবমষ্টাদিকং জাতং সহস্রং
বিজসন্তমাঃ । যজ্ঞানাং সততং লোকা বৈভাব্যন্তেহধুনাপি চ ॥ অগস্য পোদ্ধাৎ সংজাতা
নাসিকার্যাঃ ক্রবোহভবৎ । অস্ত্রে ক্রক্ৰবভেদা যে তে জাতাঃ পোদ্ধনাসয়োঃ ॥ গ্রীবা-
ভাগেন তস্যাভূৎ প্রাগ্বেংশো মুনিসন্তমাঃ । ইষ্টাপূর্তং বধুখ্যে জাতাঃ শ্রবণরক্ষতঃ ॥
দংষ্ট্রোভ্যো হবন যুগাঃ কুণ রোমনি চাভবন্ । উদগাতা চ তথাধবুর্হোতা সমিধ এব চ ॥
অগ্রদক্ষিণবামান্ধপশ্চাৎপাদেবু সজাতাঃ । পুরোভাশাঃ সচরবো জাতা মত্তিকসঙ্কমাং ॥ কহুর্নৈজ-
যুগাঁদ্ধাতা যজ্ঞকেতুন্তথা খুরাৎ । মধ্যভাগোহভবঘেরী মেট্রাৎ কুণ্ডমজায়ত ॥ রেতোধারান্তথৈ-
বাক্যং বরাগ্নদ্বাঃ সমুৎপাতাঃ । যজ্ঞালয়ঃ পৃষ্ঠভাগাৎ হুংপদ্যাৎ যজ্ঞ এব চ । তদান্বা যজ্ঞপুঙ্কো,
মুগাঃ কক্ষাৎ সমুৎপাতাঃ । এবং বাবন্তি যজ্ঞানাং ভাগানি চ হবীংষি চ ॥ তানি যজ্ঞ বরাহস্য
শরীরাদেব চাভবন্ । এবং যজ্ঞবরাহস্য শরীরং যজ্ঞভাগমাং ॥ যজ্ঞরূপেণ সকলমাধ্যাক্রিষ্টুমিদং
অগৎ । এবং বিদায় যজ্ঞস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞমহেশ্বরাঃ ॥ সূর্যতং কনকং ঘোরমাসৌর্ধ্বতৎপরাঃ ।
ততস্তেবাং শরীরানি পিত্তীকৃত্য পৃথক্ পৃথক্ ॥ ত্রিদেবাক্রিশরীরানি বাধমমুখবায়ুতিঃ । সূর্যতস্য
শরীরস্ত বাধমমুখবায়ুনা ॥ বরমেব অগৎ শ্রষ্টা দক্ষিণাক্রিততোহভবৎ ॥ কনকস্য শরীরস্ত
দ্বাপরান্নাস কেশবঃ । ততোহজুর্গার্হপত্যায়িঃ পঞ্চ বৈভানভোজনঃ ॥ ঘোরস্য তু বপুঃ
শক্তুর্দ্বাপরান্নাস বৈ বরম্ । তত আহবনীরোহরিতংকৃপাৎ সমজারত ॥ এতৈত্তিত্তির্জগদ্বাধঃ
ত্রিসূলং সকলং অগৎ । এতদ্ বজ্র জয়ং নিত্যং তিষ্ঠতি বিজসন্তমাঃ । সমস্তা দেবতাস্তত্র বসন্তেহ-
মুচরৈঃ সহ । এতদ্রজপ্রমং নিত্যমেতদেব ব্রহ্মান্বকম্ । এতৎ ব্রহ্মবিধিনানমেতৎ পুণ্যকরং
পরম্ ॥ বহিন্ জনপদে চৈতে হরন্তে অগ্নয়জ্ঞাঃ । তস্মিন্ জনপদে নিত্যং চতুর্দাগৌ বিবর্জ্যতে ॥

—কালিকাপুরাণ।

ধর্মহানি হয় না ।” নিত্য কর্মের অনুষ্ঠানে যদি আনুযায়িক কল লাভ হয়, তাহাতে হানি নাই ; কেন না সে অনুষ্ঠানের সহিত কোনই কল প্রাপ্তির কামনা নাই । কলপ্রদানে, উভয়ের যোগ্যতা থাকিলেও কলাভিসন্ধান সহকৃত কর্মই কাম্য এবং কলাভিসন্ধান বিবর্জিত কর্ম নিত্য ; কাম্য ও নিত্যের ইহাই প্রভেদ । এই প্রসঙ্গ পরে আরও বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইবে । আর যদি এই ব্রহ্মবাক্যকে কাম্য কর্মের প্রশংসা স্বরূপই মনে করা হয়, তাহা হইলেও এস্থলে অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই । কেন না কর্মহীনতার অপেক্ষা কর্মই শ্রেষ্ঠ, একথা ভগবান্ বিশেষ রূপে নির্দেশ করিয়াছেন । সুতরাং এস্থলে কাম্য কর্মের প্রশংসাও দোষাবহ বলা যায় না । (এতদ্বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ ২অ, ৪০ শ্লোকের তাৎপর্যে দ্রষ্টব্য ।)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাচার্য ও শ্রীমদ্ভগবদ্ভবিদ্যাভূষণের অভিপ্রায় । “প্রজাপতিঃ সর্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ”, “পতিং বিশ্বস্তাত্ত্বেশ্বরম্” ইত্যাদি ঋতিবাক্য এবং “ব্রহ্ম প্রজানাং পতিরচ্যুতোহসৌ” ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সেই সর্বেশ্বর, বিশ্বস্তা, বিশ্বাত্মা, অখিল বিশ্বের পরমেশ্বর নারায়ণই প্রজাপতি । সেই পরমকারুণিক ভগবান্ প্রজাপতি সৃষ্টিকালে দেখিলেন যে, অনাদিকাল প্রবৃত্ত দেব-মানবাদি প্রজাসমূহ, চৈতন্যস্বরূপ স্বরূপে বিলীন হইয়া বিবর্ণভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহাদের নাম-রূপ-আদি বিভাগ উপসংহৃত হইয়াছে, অতএব তাহারা সর্ববিধ পুরুষার্থ সাধনে নিতান্ত অক্ষম হইয়া অচেতনবৎ অবস্থান করিতেছে । অনন্তর তাহাদিগকে পুনরায় পুরুষার্থ-সাধনে সক্ষম করিবার নিমিত্ত পুরুষার্থ-সম্পাদক নাম-রূপাদি প্রদান করিলেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন । নাম ও রূপের উদ্ভবের নামই সৃষ্টি এবং নাম ও রূপের কারণ রূপে স্থিতি বা উপসংহতির নাম প্রলয় । প্রজাপতি যে কেবলমাত্র প্রজাবর্গকেই সৃষ্টি করিলেন তাহাই নহে, পরন্তু তাহাদিগের পুরুষার্থ-সাধক যে আরাধনরূপ যজ্ঞ এবং তত্ত্বরূপক যে বেদ তাহাও আদৌ প্রকাশিত করিলেন ও প্রজাবর্গকে বলিলেন যে, এই মনোয়ারাধনরূপ যজ্ঞ, ভোমাদিগের পরমপুরুষার্থ রূপ যোক্ত এবং তদানুযায়িক সর্ববিধ কামনাপূরণ করুক । ১০ ।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তুঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

অনুব্র।—অনেন (যজ্ঞেন) দেবান্ (ইন্দ্রাদীন্ অমরান্) ভাবয়ত (সংবর্দ্ধয়ত) তে দেবা বঃ (ব্রহ্মান্) ভাবয়ন্তু (সংবর্দ্ধয়ন্তু) পরম্পরং ভাবয়ন্তু পরং শ্রেঃ (মোকরুণং) অবাপ্স্যথ (প্রাপ্স্যথ) ॥ ১১ ॥

প্রতিশব্দ।—যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধনা-কর সেই দেবতারা তোমাদিগকে আপ্যায়িত-করুন। পরস্পর সংবর্দ্ধিত-হইয়া পরম মঙ্গল পাইবে ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা।—বিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তোমরা দেবতাদিগকে সজ্জ্বল ও সম্মানিত করিলে তাঁহারাও তোমাদিগের হিত সাধন করিয়া পরিতৃপ্ত করিবেন। এইরূপে পরস্পর সংবর্দ্ধিত করিতে থাকিলে, পরিণামে তোমরা মোকরূপ পরম মঙ্গলের অধিকারী হইবে ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য।—কথং? দেবানিতি। দেবানিন্দ্রাদীন্ ভাবয়তা বর্দ্ধয়তানেন যজ্ঞেন তে দেবা ভাবয়ন্ত আপ্যায়ন্ত বৃষ্টাদিনা বো ব্রহ্মানেবং পরম্পরমন্তোত্তমং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমণি মোকলক্ষণং জ্ঞানপ্রাপ্তিং ক্রমেণাবাপ্তত্বং স্বর্গং বা পরং প্রেরোহবাপ্তত্বং ॥ ১১ ॥

আমন্দগিরি।—কথং পুনবীষ্টকলবিশেষহেতুত্বং যজ্ঞস্ত বিজ্ঞারন্তে। ন হি দেবতা-প্রদাদান্তে স্বর্গাদিরভ্যুদয়ো লভ্যতে নাপি সম্যগদর্শনমন্তরেণ নিঃশ্রেয়সং লেভুং পারিতীতি শব্দতে কথমিতি। তত্র শ্লোকেনোত্তরমাহ দেবানিতি। ব্রহ্মব্রহ্মব্রহ্মবিভাগেন শ্রেয়সি বিকল্পঃ ॥ ১১ ॥

রাধাকৃষ্ণ।—দেবানিতি। অনেন দেবতারাদনভূতেন দেবান্ মজ্জরীবৃত্ততান্ মদাম্বকা-নারায়ণতা “অহং হি সর্ববজানাং তোক্তা চ প্রভরেষ চ” ইতি হি বক্ষ্যতে। যজ্ঞেনারাধিতান্তে দেবা মদাম্বকীঃ স্বারাধিতা অপেক্ষিতারপানাতৈর্যুর্য়ান্ পুঙ্খভু এবং পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ পরং প্রেরো মোক্ষাধ্যমবাপ্তত্বং ॥ ১১ ॥

হুমানু।—কথমিষ্টকামধুক্ যজ্ঞ ইত্যত্রাহ দেবান্ ভাবয়তানেনেত্যাদি। দেবান্ ইন্দ্রাদীন্ ভাবয়ত বর্দ্ধয়ত, অনেন যজ্ঞেন তে দেবা বর্দ্ধিতা ব্রহ্মান্ ভাবয়ন্ত পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরং বিজ্ঞানং প্রাপ্তিক্রমেণাবাপ্তত্বং ॥ ১১ ॥

শ্রীধর।—কথমিষ্টকামধোক্তা যজ্ঞোত্তবেদিত্যত্রাহ দেবানিতি। অনেন যজ্ঞেন ব্রহ্ম

দেবান্ ভাবরত হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত, তে চ দেবা বো যুমান্ সংবর্দ্ধয়ন্ত বৃষ্টাদিনারোগোৎপত্তি-
দ্বারেন, এবমভ্যোক্তং সংবর্দ্ধয়ন্তো দেবাশ্চ বৃক্ষ পরস্পরং শ্রেয়োহভীষ্টমর্থং প্রাপ্তবৎ ॥ ১১ ॥

বলদ্রব ।—দেবানিতি । ইদঞ্চ প্রজাঃ প্রভুক্তাঃ, অনেন যজ্ঞেন মদজত্বানিহ্রাদীন্
ভাবরত তত্ত্ববিদ্যাদিনেন প্রীতান্ বৃক্ষ কুরুত, তে দেবা বো যুমান্তত্ত্বয়দানেন ভাবরত প্রীতান্
কুরুন্ত । ইখং শুদ্ধাহারেন মিথো ভাবিতান্তে চ বৃক্ষ পরং মোক্ষলক্ষণং শ্রেয়ঃ প্রাপ্তবৎ ।
তত্রাহারশুদ্ধির্হি জ্ঞাননিষ্ঠাস্থ । তত্র “ভাতারশুদ্ধৌ সম্বশুদ্ধিঃ সম্বশুদ্ধৌ প্রভা স্মৃতিঃ স্মৃতিলব্ধে
সর্ব ১১ীনাং বিগমোক্ষঃ” ইতি শ্লোকে ॥ ১১ ॥

মধুসূদন ।—কথমিষ্টকামদোষু যং যজ্ঞোতি তদাহ দেবানিতি । অনেন যজ্ঞেন বৃক্ষ
বলমান্নাঃ দেবানীহ্রাদীন্ ভাবরত হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত তর্পরতেত্যর্থঃ, তে দেবা যুমান্ভির্ভাবিতাঃ
সজ্ঞে বো যুমান্ ভাবরত বৃষ্টাদিনা অরোগোৎপত্তিদ্বারেন সংবর্দ্ধয়ন্ত, এবমভ্যোক্তং সংবর্দ্ধয়ন্তো
দেবাশ্চ বৃক্ষ পরং শ্রেয়োহভীষ্টমতমর্থং প্রাপ্তবৎ বেনাহুস্তিং প্রাপ্তস্তি বৃক্ষ অর্গাধ্যং পরং
শ্রেয়ঃ প্রাপ্তবৎত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীলকণ্ঠ ।—ইষ্টার্শপূরকম্বেবাহ দেবানিতি । ভাবরত তর্পরত, অনেন দেবতাপূজা-
দ্ব্যজ্ঞেন যজ্ঞেন বঃ যুমান্ ভাবরত বৃষ্টাদিনানেন পরস্পরং ভাবরন্তো দেবাশ্চ বৃক্ষ শ্রেয়ঃ পরং
প্রাপ্তবৎ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ ।—কথমিষ্টকামপ্রদো যজ্ঞো ভবেৎ ? তদাহ দেবানিতি । অনেন যজ্ঞেন
দেবান্ ভাবরত ভাবযুক্তান্ কুরুত । ভাবঃ প্রীতিতদ্ব্যক্তান্ কুরুত প্রীণয়ত ইত্যর্থঃ । তে
দেবা অপি বঃ প্রীণয়ন্ত ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য ।—যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা কিরূপে মনুষ্যের হিত সাধিত হইতে
পারে এবং কেনই বা প্রজাপতি যজ্ঞ কার্য্যকে কামধুক্ শব্দে নির্দেশ
করিয়াজেন, তাহাই এই স্থানে বিবৃত হইতেছে । বেদ-বিহিত যজ্ঞ-ক্রিয়ায়
বলমান হবিঃ ও সোমরসাদির দ্বারা ইন্দ্র, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার, সবিতা
প্রভৃতি দেবগণকে সংবর্দ্ধিত ও পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন । এইরূপে
আপ্যায়িত হইরা, দেবগণ প্রাৰ্থনানুরূপ বৃষ্টাদি দ্বারা বহুদ্বারাকে শস্ত-
শালিনী করিয়া, মানব কুলের প্রভূত কল্যাণ-সাধন করিয়া থাকেন * ।
যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ইত্যাকার দেব ও গানব পরস্পরের সংবর্দ্ধন-মুত্র অবিচ্ছিন্ন
থাকিলে, কালক্রমে মনুষ্য সকল মঙ্গলের সারভূত মোক্ষ লাভের উপায়

* কালিকা পুরাণের নিম্নলিখিত মার্কণ্ডেয় উক্তিতে মূলের ভাব স্পষ্টীকৃত হইরাছে ।
“যজ্ঞেনু দেবান্তিষ্ঠাত যজ্ঞে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ । যজ্ঞেন ত্রিযতে পৃথী যজ্ঞভারয়তি প্রজাঃ ॥ অয়েন
কৃত্য প্রীযতি পক্ষ্যভাবরসভবঃ । পক্ষ্যাক্তো ভাবতে বজ্রাৎ সর্বং যজ্ঞমুৎ-ততঃ ॥”

স্বরূপ জ্ঞান-ধনের অধিকারী হইতে পারিবে ; অথবা অতীষ্ট লাভ করিয়া
চরিতার্থ হইবে ॥ ১১ ॥

— :::: —

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বে। দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়েভ্যো। যো ভুঙ্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

অর্থঃ ।—দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞঃ সংবর্দ্ধিতাঃ) ইষ্টান্
(অতিলবিতান্) ভোগান্ (ভোগ্যপদার্থান্) বঃ (যুগ্মভ্যং) দাস্যন্তে
(বিতরিষ্যন্তি) হি (যস্মাৎ) তৈঃ (দেবৈঃ) দত্তান্ (অন্নাদীন্ ভোগ্যান্)
এভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) অপ্রদায় (যজ্ঞেষু অদত্ত্বা) বঃ (পুরুষঃ) ভুঙ্তে
(অশ্রাতি) স স্তেনঃ (তস্করঃ) এব ॥ ১২ ॥

প্রতিশ্রুতি ।—দেবতারা যজ্ঞ দ্বারা পরিতৃপ্ত-হইয়া অতিলবিত
ভোগ্য-বস্তু-সকল ভোমাদিগকে দিবেন যেহেতু তজ্জন্ম তাঁহাদিগের
প্রদত্ত তাঁহাদিগকে না দিয়া যে ভোগ-করে সে চোর-ই ॥ ১২ ॥

* দেবতাদিগের প্রীতির নিমিত্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এবং দেবতারাও প্রীত হইয়া যজ্ঞমানের
কল্যাণসাধন ও প্রার্থনা পূরণ করেন । বৈদিক যে কোন যজ্ঞের সস্ত্রাদি আলোচনা করিলেই
এ কথা স্মরণ করা বাইবে । যথা, “আজ্যেন হবিষাতুং স্বাহা ” (যজুর্কেদ ২য়
অধ্যায়, ৯ কণ্ডিকা ।) অর্থাৎ “আজ্যমিশ্রিত এই হবি দেবগণের তুষ্টি সাধনার্থ ই প্রোক্ষিত
হইয়াছে । তাঁহারা এতৎ প্রাপ্তে তৃপ্ত হইয়া আমাদের ইষ্টসিদ্ধ করুন—এই আহুতি সাহায্যে
হউক । ” (শ্রীযুক্ত আচার্য্য সভাব্রত সামশ্রমী) অত্র যথা, “অয়েদধ্যাবৌশীতসপাহি মাদিভোঃ
পাহি পানিত্র্যে পাহিহুরিষ্টে পাহি হুরগ্নরা অবিবস্তঃ পিতৃকুপ্তবদারোনৌ স্বাহা । ” (যজুর্কেদ ২য়
অধ্যায় ২০ কণ্ডিকা ।) অর্থাৎ “যজ্ঞমানের সজলকারী, বহুতোঙ্গী তে গার্হপত্য অগ্নে ! তুমি
আমাদিগকে যজ্ঞপাত হইতে রক্ষা কর । আমাদিগকে হর্ভোজন হইতে রক্ষা কর । আমাদের
তক্ষণীয় অন্ন জল নির্ব্বিয় কর । আমাদিগকে সূখ-শস্যার শয়ান কর । এই আহুতি স্তব্ধরূপে
গৃহীত হইবে । ” (আচার্য্য সভাব্রত সামশ্রমী) ঋগ্বেদেও ইহার প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে ।
যথা ; “অগ্নিা রবিপ্রবংশোবসেব দিবে দিবে । যশসং বীরবস্তম্ ॥ ” অর্থাৎ যজ্ঞমান অগ্নিধারা ধন
প্রাপ্ত হন, তাহা দিনে দিনে বর্দ্ধিত হয় । তাহাতে অনেক বীর নিযুক্ত করা যায় । (১ মণ্ডল,
১ শ্লোক, ৩ শ্লোক ।) অত্র যথা ; “ইন্দ্রবার ইমে সূতা উপ প্রোষতিরা গভম্ । ইন্দ্রো
বায়ুংতি হি । ” হে ইন্দ্র বায়ু ! সোমরস অভিযুত হইয়াছে । তোমরা অন্ন লইয়া আইস ।
সোমরস তোমাকে কামনা করিতেছে । ইত্যাদি স্তুতি সকল বেদের সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয় ।

ব্যাখ্যা।—যজ্ঞদ্বারা সেবিত ও পরিভূক্ত দেবগণ, তোমাদিগকে
বিবিধ বাসনারূপ ভোগ্য পদার্থ প্রদান করিবেন । যে ব্যক্তি সেই
দবদত্ত ভোগ্য বস্তুসমূহ যজ্ঞাদি দ্বারা দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত না
করিয়৷ স্বয়ং উপভোগ করে, সে তস্কর-তুলা ॥ ১২ ॥

শঙ্করাচার্য্য —কিঞ্চ ইষ্টান্ ভোগানিতি । ইষ্টানভিপ্রেতান্ ভোগান্ হি বো মুমুত্সাং
দেবা দাস্যন্তে বিতরিয্যন্তি ত্রীপশুপ্ত্রাদীন যজ্ঞভাবিতা যজ্ঞৈর্বদ্ধিতান্তোষিতা ইত্যর্থঃ,
তৈদে বৈদন্তান্ ভোগান প্রদাদম্বা অনুগামকৃত্বৈত্যর্থঃ, এত্যা দেবেত্যা বো ভুক্তে
স্বদেহেজিরাণোব তর্পরন্তি তেন এব তস্কর এব স দেবদিশাপহারী ॥ ১২ ॥

জ্ঞানান্দগিরি ।—উত্শাধিকৃতেন ষ্ঠামিত্যাহ কিঞ্চিৎ । কথমস্মাভির্ভাবিতাঃ
সন্তো দেবা ভাবরিয্যন্তি অস্মানিতি তদাহ ইষ্টানিতি । যজ্ঞাহুষ্ঠানেন পূর্বোক্তরীত্য স্বর্গাপ-
স্বর্গয়োর্ভাবেষুপি কথং ত্রীপশুপ্ত্রাদিসিকিরিত্যাশঙ্ক্য পূর্বাদ্বিৎ ব্যাকরোতি ইষ্টানভিপ্রেতানিতি ।
পঞ্চাদিত্যিচ্চ যজ্ঞাহুষ্ঠানদ্বারা ভোগো নিবর্তনীয়োহুত্থা প্রত্যবায়প্রসঙ্গাদিত্যুত্থারাদ্বিৎ ব্যাচষ্টে
তৈরিতি । অনুগামকৃত্বৈত্যর্থঃ, দেবানাংমুখীণাং পিতৃণাঞ্চ যজ্ঞেন ব্রহ্মচর্য্যেণ প্রকুর্য্য চ
সন্তোষমলাপাত্ত স্বকীরং কার্য্যাকরণসংঘাতমেব পোষ্টুং ভুজ্ঞানন্তস্করো ভবতীতি ॥ ১২ ॥

রাধাকৃষ্ণ ।—ইষ্টানিতি । যজ্ঞভাবিতা যজ্ঞেনারাধিতা মদাম্বকা দেবাঃ । ইষ্টান্
ভোগান্ বো দাস্যন্তে, পরমপুরুষার্থলক্ষণং মোক্ষং সাধয়তাং য ইষ্টা ভোগান্তান্ পূর্বপূর্ব-
যজ্ঞভাবিতা দেবা দাস্যন্তে, উত্তরোত্তরারাদনাপেক্ষিতান্ সর্বান্ ভোগান্ বা দাস্যন্তীত্যর্থঃ ।
স্বারাদনার্থতরা তৈদন্তান্ ভোগান্তেত্যা ন প্রদায় বো ভুক্তে চোর এব সঃ । চৌর্যাং হি
নামাহুদীয়ে তৎপ্রায়াজন্যায়ৈব ক্লপ্তে বস্তনি স্বকীরতাবুদ্ধিঃ কৃত্বা তেন স্বাস্বপোষণম্ ।
অতোহস্য ন পরমপুরুষার্থানর্হতাগাত্রমপি তু নিরয়গামিত্বঞ্চ ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

হুহুম্বানু ।—কিঞ্চ ইষ্টানিতি । ইষ্টান্ ভোগান্ অভিযতান্ স্বর্গপুত্রাদীন বঃ মুমুত্সাং
দেবা ইপ্রায়ঃ দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ, অভ্যুতৈদৈ বৈদন্তান্ পরিগৃহ্য অপ্রদায় চরপুয়োভাদি-
ক্লপেণ অদ্বা বো ভুক্তে স তেন এব, স অনুগামকৃত্বা তৈদন্তোপভোগাদীনামিত্যা-
ভিপ্রায়ঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধর ।—এতদেব স্পষ্টীকূর্জন কস্মাকরণে দোষমাহ ইষ্টানিতি । যজ্ঞৈর্ভাবিতা
দেবা বৃত্তাদিধারেন বো মুমুত্সাং ভোগান্ দাস্যন্তে, হি অতো বৈদন্তানরাধীনেত্যা দেবেত্যাঃ
পঞ্চযজ্ঞাদিত্যিরদ্বা বো ভুক্তে স তু চোর এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২ ॥

বলদেব ।—এতদেব বিশদয়ন কস্মাহুষ্ঠানে দোষমাহ ইষ্টানিতি । পূর্বভাবিতা
মদমহুতা দেবা বো মুমুত্সামিষ্টান্ মুমুত্সকাম্যাহুত্থরয়োত্তরবজ্ঞাপেক্ষান্ ভোগান্ দাস্যন্তি
বৃত্তাদিধারা ব্রীহীবীহুৎপাত্তেত্যর্থঃ । স্বর্গনার্থং তৈদে বৈদন্তান্ ভোগানেত্যাঃ পঞ্চ-

যজ্ঞান্ভিরপ্রদায় কেবলান্নতৃপ্তিকরো যো ভুঙ্ক্তে স ত্তেনশ্চৌর এব। দেবশাস্তপন্থতা
তৈরাশ্বনঃ পোবাৎ । চৌরো ভূগাদিব স যমাক্রমহঁতি পুমর্ধানহঁঃ ॥ ১২ ॥

মধুসূদন ।—ন কেবলং পারমিতিকমেব কলং যজ্ঞাৎ, কিংবৈহিকলমপীত্যাহ ইষ্টানিতি ।
ইষ্টান্ অভিলষিতান্ ভোগান্ পশ্চন্নহিরণ্যাদীন বোমুয্যতাং দেবা দাত্ত্বেন বিতরিষ্যন্তি । হি
যম্যৎ তৈর্ভুক্তাবিত্যন্তোবিত্যন্তে, যম্যাৎ তৈর্ভুক্তবৎ ভবত্যো দত্তা ভোগান্তম্যাৎ তৈর্দৈবৈবর্ত্তান্
ভোগানেভ্যো দেবেভ্যোহপ্রদায় যজ্ঞেবু দেবোদ্যেশেনাহতীরসম্পাত্ত বে ভুঙ্ক্তে দেহেজ্জিরাণ্যেব
তৃপ্তিরতি, ত্তেন এব তত্কর এব স দেবশাপহারী দেবর্ণানাপাকরণাৎ ॥ ১২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কিঞ্চ ইষ্টানিতি । ইষ্টান্ পুত্রপঞ্চাদীংশ্চ যঃ মুয্যতাং এভ্যো দেবেভ্য-
তৃপ্তদানেব ত্রীহিপঞ্চাখ্যাদীন অপ্রদায় অদত্বা দেবতোদ্যেশেন ত্র্যযাত্যাগাস্বকং বাগং নিত্য-
নৈমিত্তিকরূপং বৈশ্বদেবাগ্নিহোত্রজাতেষ্টাদিরূপং অক্ৰমেষ্যত্যাং, অদত্বা যো ভুঙ্ক্তে স ত্তে-
নশ্চৌর এব ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ ।—এতদেব স্পষ্টীকূর্কন, কস্মাকরণে দোষমাহ ইষ্টানিতি । তৈর্দত্তান্
বৃষ্টাদিদ্বারোগ্যাদীন উৎপাত্ত ইত্যর্থঃ । এভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চমহাযজ্ঞাদিভিরদত্বা যো ভুঙ্ক্তে
স তু চৌর এব ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য ।—যজ্ঞানুষ্ঠান না করিলে যে দোষ ঘটে তাহাই এই স্থলে
বিবৃত হইতেছে । যজ্ঞীয় হবিঃ, সোমরস ও স্তুতি বাক্যাদির দ্বারা পরি-
ভূষ্ট দেবগণ ভোমাদিগকে ত্রী, পশু, অন্ন, পুত্রাদি বহুবিধ ভোগ্য পদার্থ
প্রদান করিবেন । তজ্জন্য ভোমরা দেবভাগণের নিকট স্বর্গী * । যে ব্যক্তি
দেবভাদিগের অনুগ্রহ প্রদত্ত ভোগ্য পদার্থ সমূহ পুনরায় পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি
বিহিত ক্রিয়া দ্বারা দেবোদ্যেশে আস্থতি প্রদান না করিয়া, স্বর্গীয় পদার্থ
বোধে তৎসমস্ত দ্বারা আত্ম-দেহেজ্জিরাতির পরিতৃপ্তি সাধন করে, সেই
ব্যক্তি দেবশাপহারী তত্কর । চৌরেরা বেক্রপ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তক্রপ
এই সকল লোকও যম দণ্ড ভোগ করিবে, অর্থাৎ পুরুষার্থ লাভ না করিয়া
নিরন্নগামী হইবে ॥ ১২ ॥

* "দেবানাক পিতৃণাক স্বর্গীণাক তথানরঃ । স্বর্গবান্ জারতে যম্যাৎ তন্মোক প্রযতেৎ
সদা ॥ দেবানামনৃণো জন্মর্ভজৈর্ভবতি মানবঃ । তৎপরিশোধন মাহ । অন্নবিত্তশ্চ পুত্রাভিরূপ-
বাগব্রতৈতথা । প্রাক্তেন প্রক্সা চৈব পিতৃণামনৃণো ভবেৎ । স্বর্গীণাং ব্রহ্মচর্য্যেণ প্রাক্তেন তপসা
তথা ।" ইতি বিষ্ণুস্মৃতিঃ ।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো যুচ্যন্তে সৰ্বকিল্বিধৈঃ ।

ভুঞ্জতে তে ত্বং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাং ॥ ১৩ ॥

অর্থঃ ।—যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (দেবযজ্ঞাবশিষ্টভোজিনঃ) সন্তো (শিষ্টাঃ) সৰ্বকিল্বিধৈঃ (সৰ্ববিধৈঃ পাতকৈঃ) যুচ্যন্তে (বিযুক্তা ভবন্তি) যে তু আত্মকারণাং (আত্মনঃ ভোজনার্থং) পচন্তি (পাকং কুরুন্তি) তে পাপাঃ (দুরাচারাঃ) ত্বং (পাপং) ভুঞ্জতে (ভোগং-কুরুতে) ॥ ১৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুগণ সকল-পাপ-হইতে মুক্ত-হয় কিন্তু যাহারা আপন-ভোজনের-নিমিত্ত পাক-করে সেই দুরাচারেরা পাপ ভোজন-করে ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে সাধু পুরুষেরা দেব-যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন তাঁহারা সৰ্ববিধ পাপ হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকেন । কিন্তু যে দুর্য্যকেরা কেবল আত্মাদর পূরণার্থ ভোজ্য প্রস্তুত করে, তাহারা পাপই ভোজন করে ॥ ১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি । যে পুনঃ দেবযজ্ঞাদীন্ নির্কলুষ্য তচ্ছিষ্ট-মশনম্-যজ্ঞাশ্যমিত্যং জীলং যোবাং তে যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো যুচ্যন্তে সৰ্বকিল্বিধৈঃ সৰ্বৈঃ পাপৈশ্চ স্নানাদিপঞ্চনাকৃষ্টৈঃ প্রমাদকৃতহিংসাদিঅনিতৈশ্চাত্তৈর্ঘো বাস্তুস্তরয়ো ভুঞ্জতে তে ত্বং পাপাং, ত্বমপি পাপাঃ যে পচন্তি পাকং নির্কলুষন্তি আত্মকারণাদাত্মহেতোঃ ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি ।—দেবাদিত্যঃ সংবিভাগমকৃত্য ভুজানানাং প্রত্যবারিহমুক্তা তদন্তেবাং সৰ্বদোষরাহিত্যং দর্শয়তি যে পুনরিতি । যজ্ঞশিষ্টাশিনো যে পুনন্তে তাপূশাঃ সন্তঃ সৰ্বকিল্বিধৈর্ভুক্ত ইতি যোজন্য । তৈর্দত্তানিত্যাদিনোক্তং নিগময়তি ভুঞ্জত ইতি । দেবযজ্ঞাদীনিত্যাদিশব্দেন পিতৃবজ্রো মহাব্যজ্ঞো ভূতবজ্র ব্রহ্মবজ্রশ্চেতি চত্বারো বজ্রাঃ গৃহ্যন্ত, চুরীশব্দেন পিতৃধারণাভ্যর্থকিয়াং কুরুতো বিভাগবিশেষবস্তুর্যো গ্রাহ্যাণো বিবক্ষতে । আদিশব্দেন কণ্ডনী পেশী মার্কন্ডাদককুন্তশ্চেত্যেতে হিংসাহেতবো গৃহীতাত্মভেতানি পঞ্চপ্রাণিনাং স্নানাহানানি হিংসাকারণানি, তৎপ্রযুক্তৈঃ সৰ্বৈরপি বুদ্ধিপূর্ব্বৈর্হরিতৈর্ভুচ্যন্ত ইতি সত্বঃ, প্রমাণো বিচারব্যক্তিরেকোবুদ্ধিপূর্ব্বকমুপনতং পাদপাতাদিকাৰ্য্যং তেন প্রাণিনাং হিংসা সভাব্যতে, আদিশব্দেনাঙটিন্যংশাদি গৃহীতং, তদ্বৈশ্চ পাপৈর্মহাবজ্রকারিণো যুচ্যন্তে । উক্তং হি, “কণ্ডনং পেশণং চুরী উপকুন্তশ্চ মার্কন্ডম্ । পঞ্চস্নানং গৃহ্যন্ত পশুং বজ্রাং প্রণততি ॥” ইতি ।

“পঞ্চশূন্য গৃহস্থ চুল্লী পেণ্যবন্ধরঃ । কণ্ঠনী চৈব কুন্তল বধ্যতে বাস্ত বাহরন্ ॥” ইতি চ’ ।
অভ্যাসমর্থঃ, বা যথোক্তাঃ পঞ্চলংখাঃ গৃহস্থ শূন্যাত্মা বা বাহরম্পাদরন্ বর্ততে, তেন প্রাপিনো
বুদ্ধিপূৰ্ণকক বধ্যতে তৎপ্রকৃতঃ সৰ্বমপি পাপং মহাবজ্ঞাহুষ্ঠানং প্রণতীতি মহাবজ্ঞাহুষ্ঠান-
স্ত্যর্থম্ । তদহুষ্ঠানবিশুদ্ধান্ নিশ্চতি যে স্থিতি । আত্মস্তরিত্বমেব স্বেদয়তি যে পচতীতি ।
অদেহেজ্জিন্নপোষণার্থমেব পাকং কুরুতাং দেববজ্ঞাদিপরাশ্রয়ণাং পাপভূয়স্বঃ দর্শয়তি ভুঞ্জত ইতি ।
পাঠক্রমস্বৰ্থক্রমাদপবাধনীরঃ ॥ ১৩ ॥

রামানুজ ।—তদেব বিশ্বণোতি বজ্রশিষ্টাশিন ইতি । ইদ্রাত্মান্নাবহিতপরম-
পুরুষাধিনার্বতয়েব দ্রব্যাপ্যপাদার বিশ্বচ্য তৈৰ্ব্যাবহিতং পরমপুরুষমাদ্য তচ্ছিষ্টাশিনেম
বে শরীরবাত্ম্যং কুরুতে তে হৃদয়াদিকালোপচিতকিৰ্বিবৈরুপাঙ্জিতকিৰ্বিবৈরাশ্রয়ণাশ্রয়ণলোকন-
বিরোধিতিঃ সৰ্বৈক্বিমুচ্যতে । যে তু পরমপুরুষেণৈদ্রাত্মান্না স্বাধীনায়দতান্নাশ্রয়িতরোণান্নার
বিপচ্যাস্তি তে পাপাশ্রয়ানোহবমেব ভুঞ্জতে, অদপরিণামিত্বাৎষমিত্যুচ্যতে । আশ্রয়লোকন-
বিশুদ্ধা নরকার্যেব পচ্যতে ॥ ১৩ ॥

হনুমান্ ।—যজ্ঞেতি । যজ্ঞাঃ পঞ্চ মহাবজ্ঞাঃ দেববজ্ঞাঃ পিতৃবজ্ঞা ভূতবজ্ঞা মনুষ্য-
বজ্ঞা ব্রহ্মবজ্ঞ ইতি, এতে পঞ্চমহাবজ্ঞাঃ তেষাং শিষ্টং যজ্ঞশিষ্টং দেববজ্ঞাদীন্ নির্কৃত্য
তচ্ছিষ্টমশনমমৃতার্থমশিতুং শীলো যেষাং তে যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সৰ্বকিৰ্বিবৈঃ সৰ্বপাপৈশ্চুচ্যতে,
শিষ্টাশিনঃ, চুল্লীপেণ্যবন্ধরকণ্ঠনীকুন্তলকণাচুল্ল্যাদিপঞ্চশূন্যকৃতৈঃ প্রমাদকৃতৈঃ প্রমাদকৃত-
হিংসাকনিতৈশ্চ কিৰ্বিবৈশ্চুচ্যতে । যে দ্বাদ্ব্যকারণাং পচন্তি তে তু পাপাঃ পাপবন্ধুণা অথঃ
পাপমেব ভুঞ্জতে । তদ্বাদবস্ত্রং পঞ্চমহাবজ্ঞাঃ কৰ্তব্যাঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর ।—ইতশ্চ বজ্র এব শ্রেষ্ঠা নেতর ইত্যাহ বজ্রশিষ্টাশিন ইতি । বৈবদেবাদি-
বজ্ঞাবশিষ্টং যেহস্তি তে পঞ্চশূন্যাদিকৃতৈঃ সৰ্বৈঃ কিৰ্বিবৈশ্চুচ্যতে, পঞ্চশূন্যশ্চ স্তবাক্তাঃ,
“কণ্ঠনী পেণী চুল্লী উদকুষ্ঠী চ মাজ্জনী । পঞ্চশূন্য গৃহস্থ তাতিঃ স্বৰ্গং ন গচ্ছতি ॥”
ইতি যে দ্বাদ্ব্যনো ভোজনার্থমেব পচন্ত ন তু বৈবদেবাত্মকং, তে পাপা হুন্নাতারা অথমেব
ভুঞ্জতে ॥ ১৩ ॥

বলদেব ।—যে ইদ্রাত্মজতরাবহিতঃ বজ্রং সৰ্বৈবরং বিকমভার্য্য তজ্জৈবমশ্নাত
তেন তদেহবাত্ম্যং সম্পাদয়তি তে ব্রহ্মঃ সৰ্বৈবরন্ত বজ্রপুরুষন্ত স্তবাক্তাঃ সৰ্বকিৰ্বিবৈ-
রুদাদিকালকিৰ্বিবৈরাশ্রয়ণাশ্রয়ণপ্রতিবন্ধকনিবিধিঃ পাপৈশ্চিমুচ্যতে তে তু পাপাঃ পাপপ্রভাঃ
অথমেব ভুঞ্জতে । যে তত্তদেবতাজ্ঞতরাবহিতেন বজ্রপুরুষেণ স্বর্গনার দত্তং ব্রীহাত্মাদ্ব্যকারণাং
পচন্তি তদ্বিপচ্যাস্রপোষণং কুরুতীত্যর্থঃ । পঞ্চ ব্রীহাদেববন্ধুগ্ণ পরিণামানবশ্যমুচ্যম্ ॥ ১৩ ॥

মধুসূদন ।—বজ্রশিষ্টাশিন ইতি,। যে তু বৈবদেবাদিবজ্ঞাবশিষ্টমমৃতমশ্নতি তে সন্তঃ
শিষ্টা যেষোক্ত্যকারিয়েন দেবার্ণাপকরণাং, অতন্তে মুচ্যতে । সৰ্বৈবহিতাকরণানিমিত্তৈঃ
পূৰ্ণকৃতৈশ্চ পঞ্চশূন্যানিমিত্তৈঃ কিৰ্বিবৈঃ ভূতভাবিপাতকাসংসর্গিণস্তে তবস্তীত্যর্থঃ । এবমদেহে
ভূতভাবিপাতাবশুক্যঃ স্ততিরেক দেবমাহ ভুঞ্জতে ইতি । তে বৈবদেবাত্ম্যকারিণোহিবঃ

পাপমেব । তুশকোহিবধারণে । “বে, পাপাঃ পঞ্চস্থানানিমিত্তঃ প্রমাদকৃতহিংসানিমিত্তক কৃতপাপাঃ সন্তঃ আত্মকারণাদেব পচন্তি ন তু বৈষদেবাত্যর্থম্ । তথাচ পঞ্চস্থানাদিকৃতপাপে বিস্ত্রমানে এব বৈষদেবাদিনিত্যকৰ্ম্মাকরণনিমিত্তপয়ঃ পাপমাপ্নুবন্তীতি, তুজতে তে যৎ পাপম্ ইত্যুক্তম্, তথাচ স্মৃতিঃ, “কণ্ডনী পেবণী চূন্নী উদকুজী চ মার্জ্জনী । পঞ্চস্থনা গৃহহস্ত তাত্তিঃ স্বৰ্গং ন বিল্ভতি ॥” ইতি । “পঞ্চস্থনা কৃতং পাপং পঞ্চবৈজ্ঞেয়বোহতি” ইতি চ । ঐতিশ্য “ইদমেবান্ত তৎ সাধারণময়ং যদি মন্যতে স য এতদ্রূপান্তে ন স পাপানো ব্যবৰ্ত্ততে মিশ্রং হেতৎ” ইতি মন্তবর্ণোহপি “মোঘময়ং বিন্দতেহপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধা ইংস তন্ত নার্যমণং পুয্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাৎ” ইতি । ইদংকোপলক্ষণঃ পঞ্চ-মহাবজ্ঞানাং স্মার্তানাং শ্রীতানাঞ্চ নিত্যকৰ্ম্মণামধিকৃতেন নিত্যানি কৰ্ম্মণ্যবশ্তমহুঠৈরানীতি চ প্রাপ্তিবিবচনার্থঃ ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি । যে তু যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ বৈষদেবাদিশেষায়ত্তোজনশীলাঃ সন্তঃ ঋণাপাকরণাৎ তে মূঢ়ান্তে সৰ্ককিষিধৈঃ প্রমাদকৃতৈঃ বিহিতাকরণনিমিত্তৈঃ পঞ্চস্থনা-নিমিত্তৈর্কা, যে চাত্মকারণাৎ স্বার্থমেব পচন্তি ন তু পঞ্চমহাবজ্ঞার্থং, তে পাপাঃ স্বয়ং পাপরূপা এব সন্তঃ, পাপমেব তুজতে । তথা চ স্মৃতিঃ, “কণ্ডনী পেবণী চূন্নী উদকুজী চ মার্জ্জনী । পঞ্চস্থনা গৃহহস্ত তাত্তিঃ স্বৰ্গং ন বিল্ভতি ।” ইতি “পঞ্চস্থনাকৃতং পাপং পঞ্চবৈজ্ঞেয়বোহতি” ইতি চ । ঐতিশ্য, “ইদমেবান্ত তৎ সাধারণময়ং যদি মন্যতে স য এতদ্রূপান্তে ন স পাপানো ব্যবৰ্ত্ততে মিশ্রং হেতৎ” ইতি । মন্তবর্ণোহপি “মোঘময়ং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইংস তস্য নার্যমণং পুয্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাৎ” ইতি ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ ।—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি । বিষদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টময়ং যেহস্মি তে পঞ্চস্থনা-কৃতৈঃ সৰ্ককিষিধৈঃ পাপৈশ্চ্যুক্তৈঃ । পঞ্চস্থনাঃ স্মৃত্যুক্তাঃ, “কণ্ডনী পেবণী চূন্নী উদকুজী চ মার্জ্জনী । পঞ্চস্থনা গৃহহস্ত তাত্তিঃ স্বৰ্গং ন বিল্ভতি” ॥ ১০ ॥

ভাৎপর্য্য ।—নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠান নিরত মানবের ঐশ্বর্য্যতা প্রতিপাদন এই স্লোকের উদ্দেশ্য । ঐহারা প্রতিদিন অবশ্যকরণীয় বৈষদেবাদি বজ্ঞ দ্বারা ভোজ্য পদার্থ সমূহ দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত করিয়া, তৎপরে ভোজন দ্বারা দেহবাত্মা সম্পাদন করেন, তাঁহারাই সাধু পুরুষ এবং সেই

* বিষদেবাঃ বধা ; “বহুসত্যো ক্রতুদক্ষৌ কালকামৌ স্মৃতিঃ কৃদঃ । পুন্নরথা সাত্বাশ্চ বিষদেবাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥” (ভরত) । অপিচ, “বিষদেবৌ ক্রতুদক্ষৌ সৰ্ককিষিধৌ বিকৃতৌ । নিত্যং নান্দীমুখশ্রাণে বহুসত্যো চ গৈজ্জকে । নবান্নালঙ্কনে দেবৌ কামকালৌ সনৈব হি । অপি কভাগতে স্বৰ্ঘ্যে শ্রাণে চ ধনিস্রোচকৌ । পুন্নরবাস্ত্রাবাশ্চ বিষদেবৌ চ পৰ্শ্বিণি ।” (বাহুপুত্র) । বিষদেব সৰ্ব্বদীয় বজ্ঞ হোমানিকে বৈষদেব বলে । শ্রীমৎপুণ্ডরীক আদিত্যকর্ত্তবে ইহারি বিচারিত বিবরণ বর্ণিত আছে ।

সর্বেশ্বর যজ্ঞপুরুষের ভক্ত । কারণ তাঁহারা বেদোক্ত বিধানের অনুগামী ।
তাদৃশ ব্যক্তি বিহিত কর্মের অকরণ নিমিত্ত, অথবা পঞ্চসূনা জনিত, আত্ম-
জ্ঞানের প্রতিবন্ধক স্বরূপ বাবতীয় ভূত ও ভবিষ্যৎ পাপ হইতে বিমুক্ত
হইয়া থাকেন । ব্যতিরেক মুখে এই কথা আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে ।
বাহারা দেবোদ্দেশে ভোজ্যায়োজন না করিয়া কেবল আত্মোদয় পূরণার্থ
ভক্ষ্য প্রস্তুত করে, তাহারা পাপই উদরস্থ করিয়া থাকে * । স্মৃতি শাস্ত্রে
উক্ত হইয়াছে, “উদুখল, জাঁতা, চুজী, জল-কলস এবং সম্মার্জ্জনী গৃহস্থের
গৃহে এই পঞ্চসূনা, অর্থাৎ প্রাণিহিংসার স্থান, বিদ্যমান আছে, তাহার
জন্ত স্বর্গ লাভের ব্যাঘাত হয় ।” এই পঞ্চসূনাকৃত পাপের ঋণনার্থ স্মৃতি-
শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, “পঞ্চ যজ্ঞাং হারা পঞ্চসূনাকৃত পাপের বিনাশ
হয় ।” ঋতিও বলিয়াছেন, “অগ্নে দেব ও মনুষ্যের সাধারণ অধিকার, যে
মানব দেবতাকে নিবেদন না করিয়া ইহা আপনি ভোগ করে সে পাপ-
ভাগী হয় ।” ব্রহ্মবর্ণেও এই বাক্যের সমর্থন পরিদৃষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

—:~:~:~:—

অগ্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।

যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্যন্তো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অর্থঃ ।—ভূতানি (প্রাণিনঃ) অগ্নাৎ (ভুক্তপদার্থাৎ শুক্রশোণিত-
রূপেণ) ভবন্তি (জায়ন্তে) পর্জ্জন্তাৎ (বৃক্ষেঃ) অন্নসম্ভবঃ (অন্নল্যোৎ-
পত্তিঃ) যজ্ঞাৎ (অগ্নিহোতাদেঃ) পর্জ্জন্যঃ ভবতি (উৎপাদ্যতে) যজ্ঞঃ
কর্মসমুদ্ভবঃ (কর্মপরিণামভূতঃ) ॥ ১৪ ॥

* পঞ্চসূনা জনিত পাপ পঞ্চযজ্ঞ হারা বিনষ্ট হয় । পঞ্চযজ্ঞ বধা; অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃ-
যজ্ঞস্ত তর্পণম্ । হোমো দৈবো বলিভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥ (পঞ্চম পূরণ) অধ্যাপনা
অর্থাৎ শিষ্যকে শাস্ত্রোপদেশ প্রদান ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃলোকের উদ্দেশে তর্পণাদি পিতৃযজ্ঞ, হোবাদি
দৈবযজ্ঞ, বলি প্রভৃতি ভূতযজ্ঞ, এবং অতিথি সৎকার নৃযজ্ঞ নামে অভিহিত ।

† বিষ্ণুপুরাণের মূল শ্লোকের নিম্নলিখিত সমর্থন পরিদৃষ্ট হয় । দেবতাপিতৃভূতানি শুধানভ্যর্চ্য
যোহতিথীন । ভূতৈস্তে স পাতকং কুণ্ডে নিহতিস্ততঃ কৌদরী ॥ যে ব্যক্তি দেবতা, পিতৃপণ
এবং অতিথিগণের অর্চনা না করিয়া ভোজন করে, সে পাতক ভোজন করে, তাহার নিহতি
কিরণে হইবে? (বিষ্ণুপুরাণ । তায়াম ১৮ অধ্যায়, ৪৫ শ্লোক)

প্রতিশব্দ ।—প্রাণিগণ 'অন্ন-হইতে জন্মে বৃষ্টি-হইতে অন্নের উৎ-
পত্তি-হয় যজ্ঞ-হইতে বৃষ্টির উদ্ভব-হয় যজ্ঞ কর্ম-হইতে উৎপন্ন ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—অন্ন রূপান্তরিত হইয়া প্রাণী সমূহের উদ্ভব করে ।
সেই অন্ন বৃষ্টি হইতে সমুদ্ভূত, সেই বৃষ্টি যজ্ঞ ক্রিয়ার পরিণাম স্বরূপ
এবং সেই যজ্ঞ, কর্ম হইতে সমুৎপন্ন ॥ ১৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—ঈশচাঞ্চিকুতেন কর্ম কর্তব্যং, অগচ্চকপ্রবৃত্তিহেতুর্হি কর্ম, কথ-
মিচ্ছাচ্যতে অন্নাত্তবতীতি । অন্নাত্ত্বান্নোহিতয়েতঃপরিণতাং প্রত্যক্ষং ভবন্তি জায়ন্তে
তুতানি, পক্ষ্যভাষ্টেরন্নস্য সত্ত্বঃ অন্নসত্ত্বঃ । যজ্ঞাত্তবতি পর্জন্তঃ, "অমৌ প্রোহিতাহতিঃ
সমাগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জাহতে বৃষ্টিকৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা" ইতি । যজ্ঞোৎপূর্বং স চ
যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ঋষিগণমাননোচ্চ ব্যাপারঃ কর্ম ততঃ সমুদ্ভবো যস্য যজ্ঞস্যাপূর্বস্য, স যজ্ঞঃ
কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি ।—দেবযজ্ঞাদিকং কর্মাধিকুতেন কর্তব্যমিত্যত্র হেতুভিন্নমিতঃশব্দোপাত্তমেব
বর্ণয়তি অগতিতি । নহু তুচ্ছমন্নং রেতোলোহিতপরিণতিক্রমেণ প্রজারূপেণ জায়তে তচ্চন্নং
বৃষ্টিনসত্ত্বং প্রত্যক্ষদৃষ্টং তৎ কথং কর্মণো অগচ্চকপ্রবর্তকত্বমিতি শব্দতে কথমিতি । পারম্পর্য্যেণ
কর্মণত্বহেতুঃ সাধয়তি উচ্যত ইতি । উক্তেহর্থে স্বতাস্তন্নং সংবাদয়তি অন্নাতিতি । তত্র হি
দেবতাভিধানাপূর্বকং তদ্ব্যদেশেন প্রোহিতাহতিরপূর্বতাং গতা রশ্মিধারেনাভিত্যামাক্ষজ বৃষ্ট্যান্মনা
পৃথিবীঃ প্রাণা ব্রীহিযজ্ঞভ্রমভ্যবমপদ্য সংবৃত্তো তুত্বা শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতা প্রজাতাঃ
প্রোপ্রোতীত্যর্থঃ । যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভব ইত্যুক্তং অত্রৈব বোদ্ধবে কারণত্বাযোগাদিত্যশব্দাহ
ঋষিগিতি । অব্যাদেবভরোঃ সংগ্রাহকশ্চকারঃ ॥ ১৪ ॥

রাধাকৃষ্ণ ।—পুনরপি লোকদৃষ্টা শাস্ত্রদৃষ্টা চ সর্বত্র যজ্ঞমূলকং বর্ণয়িত্বা যজ্ঞ-
বর্জনভাবত্বকাব্যতামনুসত্ত্বেন চ দোষমাহ অন্নাতিতি । "অন্নাৎ সর্বাণি তুতানি ভবন্তি
পর্জন্তাবরসত্ত্বঃ" ইতি, "সর্বলোকসাক্ষিকং যজ্ঞাৎ পর্জন্তো ভবন্তি" ইতি শাস্ত্রোবাগম্যাতে ।
"অমৌ প্রোহিতাহতিঃ সমাগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জাহতে বৃষ্টিকৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা"
ইত্যাদিনা যজ্ঞশ্চ অব্যাক্তনাদিকর্ষপুরুষব্যাপাররূপকর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

হুয়ানু ।—অন্নাতিতি । অন্নাত্তবন্তি জায়ন্তে তুতানি কার্য্যকারণসম্বন্ধান্যকানি,
পর্জন্তাৎ বৃষ্টেরন্নসত্ত্বঃ, যজ্ঞাত্তবতি পর্জন্তঃ । "অমৌ প্রোহিতাহতিঃ সমাগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে ।
আদিত্যাহ জায়তে বৃষ্টিকৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা" ইতি, অতঃ । যজ্ঞো বাগক্রিয়ানুসত্ত্বাৎ
যজ্ঞাত্তবতি পর্জন্তঃ, যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ, বাগক্রিয়ানুসত্ত্বো ধর্মকর্মসমুদ্ভবঃ, কর্ম ঋষি-
যজ্ঞমানব্যাপারাক্ষকো বাগঃ সমুদ্ভবঃ কারণং যত্সৌ কর্মসমুদ্ভবঃ বাগক্রিয়ানুসত্ত্ব-
ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর ।—অগচ্ছ প্রযুক্তিহেতুত্বাদপি কৰ্ম কৰ্ত্তব্যমিত্যাহ অন্নাদিতি জিতিঃ । অন্নাক্রমশোণিতরূপেণ পরিণতাত্ত্বত্বাৎপদ্যন্তে, অন্নস্য চ সত্ত্বঃ পৰ্জ্জনাৎ৫ঃ, স চ পৰ্জ্জন্তো বজ্রাত্ত্বতি, সচ বজ্রঃ কৰ্মসমুৎপৎ কৰ্মণা বজ্রমানাদিব্যাপারেন সমাক্ সম্পত্ততে ইত্যর্থঃ । “অমৌ প্রাতাহতিঃ সমাগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাক্ষারতে বুটিবুট্টেরন্নতঃ প্রজা” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৪ ॥

বলদেব ।—প্রজাপতিনা পরেশেন প্রজাঃ সৃষ্টে। তদুপজীবনার তদৈব বজ্রঃ সৃষ্টততঃ পরেণাহুবর্তিনাবশ্রুং স কার্য ইত্যাহ অন্নাদিতি ভাত্যাম্ । তুতানি প্রাণিনোহন্নাদিত্রীহাদেৰ্ত্ব-বন্তি । শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাত্ত্বত্বাৎ তদেহানাং সিদ্ধেঃ । তত্ত্বানন্ত সত্ত্বঃ পৰ্জ্জ-জাত্বর্থেভবতি, পৰ্জ্জনাশ্চ বজ্রাত্ত্বতি, বজ্রশ্চ বজ্রিগ্বেজমানাদিব্যাপাররূপাৎ কৰ্মণঃ সমুৎপত্তি-সিধাতীত্যর্থঃ । “অমৌ প্রাতাহতিঃ সমাগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাক্ষারতে বুটিবুট্টেরন্ন-ততঃ প্রজা” ইতি মহান্বতেঃ ॥ ১৪ ॥

মধুসূদন ।—ন কেবলং প্রজাপতিবচনাদেব কৰ্ম কৰ্ত্তব্যং অপি তু অগচ্ছ প্রযুক্তি-হেতুত্বাদপীতাহ অন্নাদিতি জিতিঃ । অন্নাত্ত্বজ্ঞেতো লোহিতরূপেণ পরিণতাত্ত্বত্বানি প্রাণি-শরীরানি ভবন্তি জায়ন্তে, অন্নস্ত সত্ত্বো জন্ম অন্নসত্ত্বঃ পৰ্জ্জনাৎ৫ঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধমৈব-তৎ । অন্ন কৰ্মোপযোগমাহ বজ্রাৎ কারীৰ্য্যাদেবগ্নিহোত্রাদেশচাপূৰ্ণাখ্যাকৰ্মাত্ত্বতি পৰ্জ্জনাঃ । যথাচারিহোত্রাহতেবুট্টিজনকত্বং তথা ব্যাখ্যাত্তমষ্টাধারীকাণ্ডে জনকবাজ্রবজ্রসংবাদরূপায়াং বট্টগম্ভাঃ, মহুনা চোক্তং, “অমৌ প্রাতাহতিঃ সমাগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাক্ষারতেবুট্টি-বুট্টেরন্ন ততঃ প্রজা ॥” ইতি । স চ বজ্রো ধৰ্ম্মাখ্যঃ স্তম্ভঃ কৰ্মসমুৎপৎ বজ্রিগ্বেজমানব্যাপার-সাধ্যঃ, বজ্রস্ত হি অপূৰ্ণস্ত বিহিতং কৰ্ম কারণম্ ॥ ১৪ ॥

১ নীলকণ্ঠ ।—অগচ্ছ প্রযুক্তিহেতুত্বাদপি কৰ্ম কৰ্ত্তব্যমিত্যাহ অন্নাদিতি । অন্নাত্ত্ব-রোক্তরূপেণ পরিণতাত্ত্বত্বানি প্রাণিশরীরানি ভবন্তি, অন্নক পজ্ঞন্যাৎ, এতৎ প্রসিদ্ধম্ভব, বজ্রাত্ত্বতি পৰ্জ্জনাঃ, “অমৌ প্রাতাহতিঃ সমাগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাক্ষারতে বুটিবুট্টেরন্ন-ততঃ প্রজা” ইতি শ্রুতেঃ । বজ্রো দেবতাধনজো ধৰ্ম্মঃ কন্মতে । বাগহোমদানাদিত্যঃ সমুৎপত্তীতি কৰ্মসমুৎপৎ ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য ।—কেবল প্রজাপতিব আদেশানুসাবেই যে কৰ্ম কৰ্ত্তব্য এবং জ্ঞাতিস্বতির শাসনানুসারেই যে পঞ্চ মহায়জ্ঞাদি কৰ্ম অবশ্র অনুষ্টেয় এমন নহে । এই জগতে জীবসজ্জ সাপেক্ষ ভাবে চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতেছে । সেই ঘূর্ণ্যমান অগচ্ছের গতি অব্যাহত রাখিবাব নিমিত্ত কৰ্মের অনুষ্ঠান একান্ত আবশ্রক । অতঃপর শ্লোকদ্বয়ে এই সত্য প্রতিপাদিত হইতেছে । জীবের দুঃখ হ্রব্য শুদ্ধ-শোণিতে রূপান্তরিত হইয়া অদ্বুত উপায়ে অদ্বুত-প্রাণ শরীর সংগঠিত করে, সেই ভোজ্য অন্ন, বৃষ্টির সাহায্যে সমুৎপন্ন হয়,

ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ । অর্থাৎ বৃষ্টিপাত হেতু পৃথিবী রস-শালিনী হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন । অগ্নিহোত্র বজ্র ক্রিয়ার ফল স্বরূপে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে । অগ্নিহোত্র বজ্রের আছতিই যে বিষ্টির কারণ, তাহা জনক বাজবল্য সংবাদে ষট্ প্রপাৎকারে অষ্টাধ্যায়ী কাণ্ডে বিবৃত আছে । ভগবান্ সমুও বলিয়াছেন, “আদিত্য দেবতান উদ্দেশে অগ্নিতে আছতি প্রদত্ত হয় । আদিত্য হইতে বৃষ্টি জন্মে, বৃষ্টি হইতে অন্ন, তাহা হইতে প্রজা ।” ঋষিক * ও বজ্রমানেব অনুষ্ঠিত কর্মই অগ্নিহোত্রাদি † বজ্র । অতএব পরিশ্রুত সূত্রে বিহিত কর্মই বজ্রের কারণ স্বরূপ ॥ ১৪ ॥

* ঋষিক ।—বজ্রকার্যে অধ্বর্যু, হোতা, উলগাতা, এবং ব্রহ্মা এই চারি জন ঋষিকের প্রয়োজন । প্রত্যেক ঋষিকের তিন জন করিয়া সহকারী থাকেন । অধ্বর্যুর প্রথম সহকারীর নাম প্রতীগ্রহাতা, দ্বিতীয় সহকারীর নাম নেষ্ঠী এবং তৃতীয় সহকারীর নাম উন্নতা । হোতার প্রথম সহকারীর নাম সৈত্রাবরণ, দ্বিতীয় সহকারীর নাম অচ্ছাৎক এবং তৃতীয় সহকারীর নাম ঔষধং । উলগাতার প্রথম সহকারীর নাম প্রস্তোতা, দ্বিতীয় সহকারীর নাম প্রতীহর্তা এবং তৃতীয় সহকারীর নাম সুব্রহ্মণ্য । ব্রহ্মার প্রথম সহকারীর নাম ব্রাহ্মণাচ্ছাসি, দ্বিতীয় সহকারীর নাম আয়ীত্র এবং তৃতীয় সহকারীর নাম পোতা । বজ্রীর বেদীনির্মাণ প্রভৃতি বজ্র-শরীর সম্পাদন অধ্বর্যুর কর্ম ; এই কর্মের নাম অধ্বর ক্রিয়া । নির্মিত বেদীতে হোমাদি বজ্রালঙ্কার সম্পাদন হোতার কর্ম ; এই কর্মের নাম হোতৃক্রিয়া । হোমাদির সমসময়ে বিষ্ণুস্মরণাদি উলগাতার কর্ম ; এই কর্মের নাম উলগান ক্রিয়া । উল্লিখিত কর্ম সমূহের ক্রটি সংশোধন ও পর্যবেক্ষণ সর্গবেদ-পারদর্শী ব্রহ্মার কর্ম । অধ্বর্যুর কার্য বজ্রকর্ষদীর্ঘ, হোতার কার্য স্ত্রণেদীর্ঘ এবং উলগাতার কার্য সামবেদীর্ঘ ; সুতরাং বজ্রক্রিয়ার বেদজয়েরই প্রয়োজন । ব্রহ্মা বজ্রের পরিদর্শক ও পরীক্ষক স্বরূপ । সুতরাং বেদজয়ে সম্পূর্ণ অধিকার তাহারই আবশ্যক ।

† অগ্নিহোত্র ।—অগ্নি-দেবতার উদ্দেশে অমুষ্ঠের বৈদিক বজ্রবিশেষ । তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে । সন্নিধানিস্থত তদ্বৃত্তৈকোপধরতাতিথিম্ । আশ্বিনব্যা-জুহোতন ॥ ১ ॥ হে ঋষিকগণ ! তোমরা অগ্নি-দেবতার পরিচর্যা কর, এই অতিথিকে স্তুতে উদ্বোধিত কর, এই অগ্নিকুণ্ডে হব্য সকল আছতি কর । ১ । স্নগমিকারশোচিব্ধতস্তী-ব্রহ্মহোতন ; অগ্নরে জাতবেদনে ॥ ২ ॥ হে ঋষিকগণ তোমরা দীপ্তিমান, জাতপ্রজ্ঞ, সম্যক্ দীপ্ত অগ্নিতে হব্য হুতাহতি প্রদান কর । ২ । তস্মাসমিত্তিরদিরোবুভেন বর্জ্যামসি । বৃহছোচার-বিষ্ট ॥ ৩ ॥ হে কম্পনহৃতাব অগ্নে ! সেই প্রসিদ্ধ তোমাকে স্তুতের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিতেছি । হে তিরতরণ ! দীপ্তি প্রভাবে অতি বৃহৎ হও । ৩ । উপহায়ে হবিষ্যতীর্ষ্যতাচীর্ষ্যত্বং হবত । জুববসমি-ধোমস ॥ ৪ ॥ হে অগ্নে ! হবি সমুখিত হুতাক্ত এই সমিধগুলি তোমাতে উপাহ হউক । হে কাঙ্ক্ষিত নদীর সমিধগুলি গ্রহণ কর । ৪ । তুর্ভুংঃবদ্যোনিবভূতা পৃথিবীববরিষণা । ততাত্তে পৃথিবী ধেববজনিপৃষ্ঠয়িন্নাদন্নভারাবধে ॥ ৫ ॥ অগ্নে ! ভূমি ভুলোক ভুবলোক ও স্বলোক এই গোলকত্রয়ের সর্বত্রই বিস্তারিত আছে । হে দেববজনি পৃথিবী ! সেই প্রাণক তোমার পৃষ্ঠে অন্নাদি লাভ কামনার অন্ন ভক্ষক এই অগ্নি স্থাপন করিতেছি । হে অগ্নে ! ছালোক বেদগণ বহুতর তার-কাহ মণ্ডিত অসিও যেন সেইরূপ বহুপ্রাণ সমন্বিত হই, এই পৃথিবী বেদগণ বহুপ্রাণ অসিও যেন

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবঃ বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।

তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥

অর্থঃ ।—কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবম্, (বেদাৎ প্রসূতম্) বিদ্ধি (বিজানীহি)

ব্রহ্ম (বেদঃ) অক্ষর-সমুদ্ভবম্, (অক্ষরাৎ পরমাশ্রয়ঃ সমুদ্ভবং জাতম্)

তস্মাৎ সর্বগতং (সর্বপ্রকাশকম্, নিত্যং (অবিনাশি) ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্, (সংস্থিতম্) ॥ ১৫ ॥

প্রতিপদ ।—কর্ম বেদ-হইতে উদ্ভূত বেদ পরব্রহ্ম হইতে-সজ্জাত অতএব সর্বার্থ প্রকাশক সংস্বরূপ ব্রহ্ম যজ্ঞে অবস্থিত-আছেন ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—ঐত্বিক ও যজ্ঞমান সাধ্য কর্ম বেদ হইতে সমুৎপন্ন, সেই বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত । সুতরাং সর্ব প্রকাশক অবিনাশী বেদরূপ ব্রহ্ম যজ্ঞ-কর্মে সতত বিরাজমান আছেন ॥ ১৫ ॥

সেইরূপ বহুশ্রম হই ॥ ৫ ॥ আরকৌ পুণ্ড্রকমীদগদম্মাতরম্পুর । পিতরক প্রয়ন্তঃ ॥ ৬ ॥ এই সর্বজ্ঞাণী প্রাণীর্গণ অগ্নিই হেঃপুঞ্জ স্বর্ধাক্রমে পূর্ব দিকে উদিত হইয়া থাকেন, উদিত হইয়াই ভূত সমূহের নিয়োগ-ভূমি মাতুরূপা এই পৃথিবীকে প্রসঙ্গ করেন এবং পিতৃরূপে সমস্ত প্রাণিবর্গের পালয়িতা হ্রালোকেরও প্রকাশক হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥ অন্তঃসরিত সোচ্যমান প্রাণদ-পানতী । ব্যাখ্যাহিষোদিবম্ ॥ ৭ ॥ এই দেবতারই দীপ্ত, সমস্ত শরীরে প্রাণপানাদি বায়ু সঞ্চালন হেতু জঠর রূপে বিচরণ করিতেছে । ইনিই হ্রালোকে মহান্ প্রবৃদ্ধ বিদ্যাক্রমে দৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥ জিংশ্চামবিরাজতি বাক্ পতঙ্গায় ধীরতে । প্রতিবন্তোরহস্যভিঃ ॥ ৮ ॥ এই দেবতা জিংশং দিবসই প্রত্যহ প্রতি গৃহে বাকের জায় চির বিরাজমান আছেন, ইনি অরণীধর হইতে প্রথম পতিত হইয়া গার্হপত্যে পরে আহবনীয়ে অন্তর দক্ষিণ রূপে স্থাপিত হইয়া থাকেন সুতরাং পাতঙ্গ ॥ ৮ ॥ অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিঃস্বিঃ স্বাহা স্বর্ধোজ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বর্ধাঃ স্বাহা । অগ্নির্কর্জ্যোতির্কর্জঃ স্বাহা স্বর্ধোবর্জ্যোতির্কর্জঃ স্বাহা । জ্যোতিঃ স্বর্ধাঃ স্বর্ধো জ্যোতিঃ স্বাহা ॥ ৯ ॥ এই অগ্নি জ্যোতিঃ স্বরূপ, এই দৃষ্টমান জ্যোতিই অগ্নি । অগ্নি দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত এই আহুত স্বাহতি ৫৬ক ॥ ৯ ॥ সজুর্দেবেন সাবিত্রা সজুর্দাত্তোজ্জবত্যা । জুবাণো অগ্নিবেতুস্বাহা সজুর্দেবেন সাবিত্রাসজ ক্রবসজ্জবত্যা । জুবাণঃ স্বর্ধোবেতু স্বাহাঃ ॥ ১০ ॥ সপিতৃ দেবতুর্গ প্রভাবে ঐশ্বর্যবতী রাত্রির সহিত বর্তমান প্রীত অগ্নি আমাদের প্রদত্ত হবি ভক্ষণ করণ । সপিতৃ দেবতার প্রভাবে ঐশ্বর্যবতী উবার সহিত বর্তমান প্রীঃ স্বর্ধা আমাদের প্রদত্ত হবি ভক্ষণ করণ ॥ ১০ ॥ উপপ্রমত্তোঅধ্বং মত্তঃবোচে মায়রে । আরেঅশ্বৈচ শৃণ্বতে ॥ ১১ ॥ অগ্নি দূরে বা নিকটে থাকুন তাঁহার প্রীত সাধনার্থ যাগকার্যে প্রবৃত্ত আমরা কতিপয় মত্ত উচ্চারণ করিতেছি তিনি সমস্তই শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥ অগ্নিমুর্দ্ধাদিধঃ ককুংগতিঃ পৃথিৱ্যা অরম্ । অপাথরেভ্যাসিদ্ধাত ॥ ১২ ॥ অগ্নি হ্রালোকে মত্তক স্বরূপ প্রাধাত্য লাভ করিয়াছেন । পৃথিবী হ্রালোকে ককুং সদৃশ উচ্ছিত ও সর্বত্রই আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, অন্তরীক হ্রালোকেও ইনিই সর্বত্র কারণ সেরে পোষক ॥ ১২ ॥ উভাবানিজ্যদী আহবদ্যা উভারাবদ্যঃ সহস্রাবরথো উভাবাতারাবিৎ সরীপাসুজ্যোতিঃ সত্যরে হবোবাম্ ॥ ১৩ ॥ হে ইজাদী দেবদর । উভোমাদিগকে

শঙ্করার্চ্য ।—তচ্চ এবংবিধং কৰ্ম কুঠো জাতিমিত্যাহ কৰ্ম্মেতি । তচ্চ কৰ্ম্ম
ব্রহ্মোক্তং, ব্রহ্ম বেদ স উক্তবো বস্ত তৎ কৰ্ম্ম ব্রহ্মোক্তং বিজি বিজানীহি, ব্রহ্ম পুনর্বেদাধ্যাক্ষয়-
সমুত্তং অক্ষয়ং ব্রহ্ম পরমাত্মা সমুত্তবো বস্ত তদক্ষয়সমুত্তং ব্রহ্ম বেদ ইত্যর্থঃ । যন্মাং সাক্ষাৎ-
পরমাত্মাধ্যাক্ষয়ং তৎপুরুষনিখাসবৎ সমুত্তং ব্রহ্ম, তন্মাং সর্কার্ধপ্রকাশকত্বাৎ সর্কগতমপি সৎ
নিত্যং সদা বজ্রবিধিপ্রধানত্বাদ্যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি ।—যদপূর্বেহেতুত্বেন কর্ম্মোক্তং তৎ কিং চৈত্যবলনাদি কিংবারিহোজাদি,
ইতি সন্দিহানং প্রত্যাহ কৰ্ম্মেতি । কিমিতি কর্ম্মণো ব্রহ্মোক্তবৎসূচ্যতে সর্কস্ত তদুত্তংতা-
বিশেষাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্ম বেদ ইতি । ব্রহ্ম তর্হি বেদাধ্যাক্ষয়াদিনিধনমিতি তজ্জাহ ব্রহ্ম পুনরিতি ।

উত্তরকেই আহ্বান করিতে ইচ্ছা করি ; তোমরা উভয়ে একত্র মৎ প্রদত্ত অন্ন গ্রহণে পরিতৃপ্ত
হও ; তোমরা উভয়েই অন্ন পানীয় দানে সমর্থ অতএব তোমাদিগকে উত্তরকেই অন্ন লাভের
জন্য আহ্বান করি ॥ ১৩ ॥ অন্নস্তেরানি ঋষিরোরতোজাতো অরোচথাঃ । তজ্জানন্নম্
আরোহাথানোবর্জয়ামি ॥ ১৪ ॥ হে আহবনীয় অগ্নে ! এই ঋতু বিশেষে লব্ধ গার্হপত্যগ্নি
তোমার উৎপত্তির স্থান, যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তুমি এক্ষণে জৈশ্র শ্রাদ্ধ হইয়াছ, হে
আহবনীয়গ্নে ! তাহা জানিয়া কর্ম্মান্তর সাধনার্থ দক্ষিণ কুণ্ডে আরোহণ কর, আমাদের ধন বর্জক
হও ॥ ১৪ ॥ অন্নমিহ প্রথমোদারিত্বাভিহোতাম জিঠো অধ্বরেঈষাঃ । রমণবানোভূগবোবির-
কচূর্ধনেষু চিত্রং বিস্তংবিশেষে ॥ ১৫ ॥ ভৃগু বংশোৎপন্ন অগ্নবান্ প্রভৃতি ঋষিগণ যে বহু
ব্যাপী, বিচিত্ররূপ অগ্নিকে প্রতি বাগে প্রতি মনুষ্যের মঙ্গল কামনায় প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন—
যিনি যজ্ঞের মধ্যে প্রধান হোতা—যিনি সকল প্রকার যজ্ঞেই ত্ববনীয়, সেই এই আহবনীয় নামক
প্রধান অগ্নি ঋষিকগণ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছেন ॥ ১৫ ॥ অস্তপ্রত্নানহুত্বাতং শুক্রশূত্ৰে অহুয়ঃ ॥
পবঃ সহস্রসামৃষি ॥ ১৬ ॥ এই অগ্নিরই চিরন্তন দ্যুতি অহুসরণ করতঃ লজ্জালুনা ঋষিকগণ
গাভী হইতে সহস্র সহস্র কার্ণের উপযোগী পবিত্র তৃণ দোহন করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥ তনুণা
অগ্নেসিত্ত্বমোপহাযুর্দা অগ্নেষ্তাস্বর্গেদেহিবর্জোদা অগ্নেসিবর্জোমেদেহি । অগ্নেষ্মৈত্বাউনস্তস্মৈ
আপূণঃ ॥ ১৮ ॥ হে অগ্নে ! তুমি জাঠর রূপে শরীর রক্ষক হইতেছ, আমার শরীর নীরোগে
রক্ষা কর । হে অগ্নে ! তুমি পাচকরূপে আয়ুঃপ্রদ হইতেছ, আমাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান কর ।
হে অগ্নে ! তুমি সূর্য্যরূপে তেজঃপুঞ্জ হইতেছ, আমাকে তেজস্বী কর । হে অগ্নে ! তুমি
বিদ্যাসুত্রপী সর্বারূপ হইতেছ, আমার শরীরে যে কোন স্থানে বিদ্যাদংশ ন্যূন আছে তাহা পূরণ
কর ॥ ১৭ ॥ ইক্ষানাত্মা শতংহিমাত্ম্যমন্তং সমিধীমহি । বরষস্তোবরষুতং সহস্রজঃ সহস্রতম্ ॥
অগ্নেসপত্তনস্তনম দক্ষাসোহি অদাত্যম্ । চিত্রাবসোহস্তি তে পারমশায় ॥ ১৮ ॥ হে অগ্নে !
দ্রাতিমান্ তোমাকে চির সন্দীপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে আমরা দ্রাতিমান্ হইতেছি ।
অগ্নে ! অগ্নবান্ তোমাকে চির সন্দীপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে আমরা অগ্নবান্
হইতেছি । অগ্নে ! বলবান্ তোমাকে চির সন্দীপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে আমরা
বলবান্ হইতেছি । অগ্নে ! শক্রদমনক তোমাকে চির সন্দীপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি
ইহাতে আমরা শত্রু দমনকারী হইতেছি । হে চিত্রাবসো ! তোমার কল্যাণে আরক্ত যজ্ঞ পার
প্রাপ্ত হউক ॥ ১৮ ॥ সত্বমগ্নে সূর্য্যস্ত বর্জসাগথাঃ সমুধীণাস্ততেন । সন্ত্রিগ্নেণধার্মাস
মহমাস্বাসং বর্জসাস্ত্রজরাসংসার স্পোবেণগ্নিধীম ॥ ১৯ ॥ হে অগ্নে ! তুমি যেমন সূর্য্যের বর্জঃ
সমবিত, ঋষিগণের স্তুতি সমবিত এবং প্রিয় হব্যাদি সমবিত ;—আসিও যেন সেইরূপ তোমার
প্রদানে নীরোগ আয়ুঃ সমবিত, পুত্র পৌত্রাদি সমবিত এবং প্রভূত ধন সম্পন্ন হই ॥ ১৯ ॥

অক্ষরান্বনো বেদস্ত পুনরক্ষরেষাঃ সকাশাদেব সমুদ্ভবো ন সন্তবতীত্যশঙ্ক্যাহ অক্ষরমিতি ।
ব্রহ্মৈত্যক্ষবমেবোক্তং, তৎ কথং তস্মাদেবোক্তবতীত্যশঙ্ক্য ব্রহ্মশব্দার্থমুক্তমেব প্রারম্ভতি ব্রহ্ম বেদ
ইতি । ননু ব্রহ্মশব্দতস্ত বেদস্তাপি পৌরুষেবত্বাৎ প্রামাণ্যাসন্দেহাৎ কথং তত্ত্বমগ্নিহোত্ৰাদিকং
কর্ম নির্দ্ধাবরিতুং শক্যতে তত্রাহ বস্মাদিতি । কথং তর্হি তস্ত বাক্য-প্রতিষ্ঠিতত্বং সর্বগতত্বে
বিশেষাযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্বগতমপীতি ॥ ১৫ ॥

রামানুজ ।—কর্ম্মেতি । কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবমত্র ব্রহ্মশব্দনির্দিষ্টং প্রকৃতিপরিণামরূপ
শরীরং “তদেতদ্ভুক্ত নামকপমরূপ জায়তে” ইতি ব্রহ্মণ্যকন প্রকৃতিনির্দিষ্টা । ইহাশি “মম
যোনির্মহদ্ভুক্ত” ইত্যুচ্যতে, অতঃ কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবমিতি প্রকৃতিপরিণামকপশরীরোদ্ভবং কর্ম্মেতুতং

অন্ধস্থাক্ষোবোভক্ষীরমহদ্ব্যহোবোভক্ষীরোজ্জ্বলঃ বোভক্ষীরায় স্পোবস্থরায় স্পোবং
বোভক্ষীর ॥ ২০ ॥ হে গাভী সকল ! তোমরা প্রাপ্ত এদনীর বস্ত্রব আধার, তোমাদের
প্রসাদে আমরাও যেন ঐরূপ প্রাপ্ত বস্ত্র উপভোগে সমর্থ হই । তোমরা প্রাপ্ত পূজনীয়,
তোমাদের প্রসাদে আমরাও যেন পূজনীয় হই ! তোমরা বীৰ্য্যবৎ বস্ত্র প্রাপ্তি, আমরাও
যেন তোমাদের প্রসাদে বীৰ্য্যবান্ পূজাদি লাভ করি । তোমরা অনেকের পক্ষে প্রভূত ধনের
আধার, আমরাও যেন তোমাদের প্রসাদে প্রভূত ধন ভোগ করিতে সমর্থ হই ॥ ২০ ॥
রেবতীরমধ্বমসিন্ যোনাবসিন্ গোষ্ঠেগ্নি স্নোকেহ’অনুস্মরে । ইহেবস্ত্রমাপগাত ॥ ২১ ॥
হে রেবতী গাভী সকল ! তোমরা এই যজ্ঞযোনি অগ্নিহোত্ৰ মণ্ডপে সম্প্রতি বিরাজমান থাক,
পশ্চাৎ দোহনানন্তর এই সমীপবর্তী লোকস্বরে এই দৃষ্ট প্রায় গোষ্ঠে সঞ্চরণ কর, অনন্তর
যজ্ঞমানের গৃহে পুনরাগমন করতঃ রাজিযাপন কর—এই যজ্ঞমানের গৃহেই চিরদিন বসতি কর,
অজ্ঞাত কুত্রাপি গমন করিও না ॥ ২১ ॥ সংহিতাসিবিষয়কপূজার্মাণি গোপত্যেন । উপস্থাত্বেদি-
বেদিবেদিবেদোবাবতুর্জিরাবয়ম্ । নমোভরন্ত এমসি ॥ ২২ ॥ হে গো ! তুমি অতি নিকটস্থ,
তুমি বিচিত্রবর্ণা, তুমি এই যজ্ঞে প্রচুব রস দান কর, এবং আমার গো-স্বামিও অবিচলিত রাখ ।
রাজিকালে দেদীপ্ত হে গার্হপত্যগ্নে ! আমরা যেন চিরদিনই শ্রদ্ধা বুদ্ধি সহকারে হবি
লইরা তোমার নিকটে উপস্থিত হই ॥ ২২ ॥ রাজতমধ্ববাণাকোপামৃতস্ত দীদিবিস্ম । বর্জমানং
শ্বেদমে ॥ ২৩ ॥ সমস্ত যজ্ঞে রক্ষকরূপে বিরাজমান, সত্যের উদ্বীপক ও অস্বদীর গৃহে বর্জমান
এই গার্হপত্য অগ্নিকে নমস্কার ॥ ২৩ ॥ সনঃ পিতে বহ্ননবেগ্নে স্থপারনোভব । সচস্বানঃ
স্বস্তয়ে ॥ ২৪ ॥ হে গার্হপত্যগ্নে ! পূজগণ পিতাকে যেরূপ সহজে ও নির্ভয়ে প্রাপ্ত হয়, আমিও
যেন তোমার সেইরূপ সহজে ও নির্ভয়ে প্রাপ্ত হই । আমাদিগের কল্যাণেব চেষ্টা কর ॥ ২৪ ॥
অশ্বৈরোক্তমুট্টজাতা শিবেভাবাবরূধ্যাঃ । বহ্নয়গ্নি বহ্নশ্রবা অচ্ছান’ক্ক্ষদ্রাস্তমং রয়িলাঃ ॥ ২৫ ॥
হে গার্হপত্যগ্নে । বরদীয় তুমি আমাদিগের সমীপস্থারী হও, ত্রাতা হও এবং কল্যাণকর হও ।
বহ্ননামে প্রসিদ্ধ অগ্নি বহ্ন-বর্ষকরূপে আমাদিগকে ব্যাপ্ত হও এবং দ্রুতিমান ধন প্রদান
কর ॥ ২৫ ॥ তৎশোণোচ্চিঠীদিবঃসুয়ারহ্ননমীমহে সখিত্যঃ । সনোবোধিষ্ণুগীহবমুক্খ্যাণোষারন্তঃ
সময়াৎ ॥ ২৬ ॥ হে প্রদীপ্ত সর্বদীপক, গার্হপত্যগ্নে ! এই ঋত্বিকগণের জন্ত তোমার নিকটে
নিত্য গুণ প্রার্থনা করি । তুমি আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর ! আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর,
সমস্ত পাপ হৃদয়ে আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ২৬ ॥ ইড় এহুদিত এহি কাম্যগ্রত । হরিবঃ
কামধরণস্তরাৎ ॥ ২৭ ॥ হে ইড়ে ! আগমন কর, হে অদিতে ! আগমন কর । হে গো ! তুমি
সর্ব সাধারণের পুত্রদী, কল্জ আগমন কর । আমাদিগকে প্রদান করণার্থ-ঐ কল ধারণ

ভবতি । ব্রহ্মাকরসমুদ্ভবমিত্যব্রহ্মাকরণকনির্দিষ্টো জীবাশ্চ। অন্নপানানিবা তৃপ্তাক্ষয়ধিষ্টিতঃ শরীরং
কৰ্ম্মণি প্রোতবতি, কৰ্ম্মসাধনভূতং শরীরমক্ষরসমুদ্ভবম্ । তস্মাৎ সৰ্ব্বগতং ব্রহ্ম সৰ্ব্বাধিকারিগতং
শরীরং নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং যজ্ঞমূলমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

হনুমান্ ।—কৰ্ম্মেতি । কৰ্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং ব্রহ্ম বেদঃ প্রকাশকো যতঃ তৎকৰ্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং
বিক্রি বিজানীহি, ব্রহ্ম পুনবেদাধ্যাক্ষরসমুদ্ভবং বিক্রি, অক্ষরঃ পরমাত্মা সমুদ্ভবঃ কারণং যতঃ
ব্রহ্মণঃ তদক্ষরসমুদ্ভবং, অক্ষরাৎ তু পুরুষনিবাসবৎ সমুদ্ভূতং ব্রহ্ম, তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রকাশকত্বাৎ
সৰ্ব্বগতং ব্রহ্ম বেদঃ যজ্ঞপ্রকাশকত্বাৎ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর ।—কৰ্ম্মেতি । তচ্চ যজমানাদিব্যাপাররূপং কৰ্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিক্রি ব্রহ্ম
বেদতস্মাৎ প্রোতবতঃ জানীহি, তচ্চ বেদাধ্যাক্ষর অক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং জানীহি,

করিরাহ, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর ॥ ২৭ ॥ সোমানং স্রবণকুণ্ডলিব্রহ্মণস্পতে । কক্ষীবন্তঃ
বঠশিখঃ ॥ ২৮ ॥ হে ব্রহ্মণস্পতে ! উশিক্-প্রসূত কাকীণান্ নামক আমাকে সোমের অভিব্যব
কার্যে অধিকারী কর ॥ ২৮ ॥ য়োরেবানুয়ো অমীবহাবসুবিৎ পুষ্টিবর্জনঃ । সনঃ সিবক্তুর-
ত্তরঃ ॥ ২৯ ॥ যিনি ধনবান্, যিনি রোগহস্তা, ধন যেতা, পুষ্টিবর্জনক, যিনি অদীর্ঘসূত্রী, তিনিই
আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন ॥ ২৯ ॥ মানঃ শংসো অরক্ষযো ধূর্তিঃ প্রণঙমর্ত্তত । রক্ষাণো-
ব্রহ্মণস্পতে ॥ ৩০ ॥ বাহারা যাগবিমুখ—কখনই দেবোদ্দেশে বা পিতৃগণোদ্দেশে কিছুমাত্র ব্যয়
করে না, সেই নাস্তিক মনুষ্যের নৃশংস বুদ্ধি ও ধূর্ততা আমাদিগকে যেন স্পর্শ না করে । হে
ব্রহ্মণস্পতে ! আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৩০ ॥ মহিষীণামবোস্তদ্রাক্ষ্মিভ্রাতার্যায়ঃ । দ্রাব্যধ্বং
বক্ষণন্ত ॥ ৩১ ॥ মিত্র দেবতা অর্থ্যামা দেবতা এবং বক্ষণ দেবতা এই দেবত্বেরই সহৎ জাতিমান
অতিক্রমণীর পালন শক্তি আমাদিগের প্রতি কার্যকর হউক ॥ ৩১ ॥ নহি তেষামসামান্য-
স্বভাবরণেযু ঈশেরিপুরবশঃসঃ ॥ ৩২ ॥ এই দেবত্বের রক্ষিত ব্যক্তির কি গৃহে কি পণিমধ্যে কি
ছুর্গম-গহন কাননে কোন স্থলেই পাণকৰ্ম্ম। নৃশংস রিপুগণ কিছুই কল্পিতে পারে না ॥ ৩২ ॥
তেহি পুত্রাসো অনিতেঃ প্রজীবসে মর্ত্যায় । জ্যোতির্ধচ্চরজশ্রম ॥ ৩৩ ॥ সেই অদ্বিতি পুত্র,
দেবত্বের আশ্রিত ব্যক্তির জীবন রক্ষণার্থ, তাহার প্রতি অক্ষয় জ্যোতিঃ বিতরণ করিতে
থাকেন ॥ ৩৩ ॥ কন্যচন স্তরীরদিনেন্দ্রসশ্চন্দ্রদাস্তম । উপোপের মঘবনমভূরট্টেতে দানন্দেবন্ত
পুঁচাতে ॥ ৩৪ ॥ হে ঐশ্বর্য্যবান্ ! তুমি আশ্রিত ব্যক্তির প্রতি কণনট কুপিত হও না প্রত্যুত
তাঁহাকে শোধিত কর । মঘবন ! আশ্রিতগণ তোমার দান বার বার প্রাপ্ত হইতে থাকেন ॥ ৩৪ ॥
তংসবিতুর্ধ্বরেণ্যন্তর্গোদেবন্ত ধীমহি । বিরোয়োনঃ প্রচোদযাৎ ॥ ৩৫ ॥ আমরা গর্বিতৃ দেবতার
সেই বরণীর তেজ ধ্যান করি, বাহার প্রভাবে আমরা স্বীয় স্বীয় কর্তব্যাক্রান্তানে ঐবৃত্ত হইতে
সমর্থ হই ॥ ৩৫ ॥ পরিতেন্দ্রুভোরণোন্ম্যাৎ । অশ্নোতু বিধতঃ । যেন রক্ষসদাশুণঃ ॥ ৩৬ ॥ হে
অগ্নে ! বাহার দ্বারা তুমি সমস্ত যজমানদিগকে রক্ষা করিয়া থাক সেই অপ্রতিহত গতি রথে
আমাদিগকে সৰ্ব্ব প্রকারে আবৃত্ত করত রক্ষা কর ॥ ৩৬ ॥ ভূভুবঃঃ স্ব প্রজাঃ প্রজাভিঃ স্তাং
সুবীর্য্যোবীরৈঃ সুপোষংগপাঠৈঃ নর্যা প্রজাশ্চৈ পাহি শংস্ত পশুশ্চ পুহুগধ্যপিতৃশ্চোপাহি ॥ ৩৭ ॥
ভূলোক ভুবলোক ও হ্রলোক এই লোকত্রয়াস্তব্যাপী হে অগ্নে ! তোমার প্রসাদে আমি যেন
ঈনুশ সাধু পরিজন লাভ করি, বাহাতে প্রশংসিত প্রজাবান্ বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারি ।
আমি যেন ঈনুশ সর্কা গুণালঙ্কৃত পুত্র লাভ করি, বাহা দ্বারা প্রশংসিত পুত্রগান বলিয়া বিখ্যাত
হইতে পারি । আমি যেন ঈনুশ উৎকৃষ্ট সমধিক সম্পত্তি লাভ করি, বাহাতে প্রশংসিত সম্পত্তি-

“অন্ত মহতো ভূতস্য নিব্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্কেদঃ সামবেদঃ” ইতিশ্রুতেঃ, যত এতদক্ষরাদেব যজ্ঞপ্রবৃত্তেরতাত্তম্যমতিশ্রেতো যজ্ঞতন্মাত্রং সর্বগতমপ্যক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং যজ্ঞেনোপারভূতেন প্রাপ্যত ইতি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমুচ্যতে ইতি, “উত্তমস্য সদা লক্ষ্মীঃ” ইতিবৎ । যদা যজ্ঞাজ্ঞগচ্চক্রস্য সুগং কৰ্ম, তন্মাত্রং সর্বগতং মন্ত্রার্থবানৈঃ সর্কেষু সিদ্ধার্থপ্রতিপাদকেষু ভূতার্থাখ্যানাদিষু গতং স্থিতমপি বেদাধাঃ ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে তাৎপর্য্যেণ প্রতিষ্ঠিতং, অতো যজ্ঞাদি কৰ্ম কৰ্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বলদেব ।—কহঁত । তচ্চ ঋত্বগাদিব্যাপাররূপং কৰ্ম ব্রহ্মোক্তবৎ নিকি । ব্রহ্ম বেদতন্মাত্রং তৎপ্রবৃত্তিং জানীহীত্যর্থঃ । তচ্চ বেদরূপং ব্রহ্ম অক্ষরং পরেণাৎ সমুদ্ভবং প্রেকটং নিকি । “অস্মা মহতো ভূতস্য নিব্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্কেদঃ সামবেদোহধর্কেহজিরসঃ”

বান বলিয়া বিখ্যাত হই । হে মনুজ হিতসাধক গার্হপত্য অগ্নে ! আমার পুত্রাদি প্রজাগুলিকে রক্ষা কর । হে ভূরোভূয় প্রশংসা সহ দত্ত আহুতি ভূক্ (আহবনীর) অগ্নে ! আমার গোবৎস প্রভৃতি পশুপাল রক্ষা কর । হে সত্যত গমনশীল ! (নক্ষিণাথে !) আমার অন্ন সকল রক্ষা কর ॥ ৩৭ ॥ আগ্নমগ্নির্ষবেদ সমমাত্রাংবহ্নুবিভমম্ । অগ্নেসম্নাভিত্যন্নমতি সহ আরচ্ছস্ব ॥ ৩৮ ॥ হে সম্যক্ প্রদীপ্ত অগ্নে ! প্রধানতঃ তোমাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রকাশ হইতে আসিতেছি, তুমি আমার গৃহের সমস্ত সংবাদই অবগত আছ, তুমি প্রভূত ঐশ্বর্য্যবান্ আমাকে বশঃ ও বল প্রদান কর ॥ ৩৮ ॥ অন্নমগ্নিগৃহপতির্গার্হপত্যঃ প্রজান্নাবহ্নুবিভমমঃ । অগ্নে গৃহপতেতিহ্যন্নমতি সহ আরচ্ছস্ব ॥ ৩৯ ॥ এই গার্হপত্য অগ্নিই আমাদের গৃহের অধিপতি ইনি প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী,— হে গৃহস্বামিন্ ! পুত্র কলত্রাদির রক্ষণার্থ আমাকে বশঃ ও বল প্রদান কর ॥ ৩৯ ॥ অন্নমগ্নিঃ পুরীষোরন্নমন্ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ । অগ্নে পুরীষাভিত্যন্নমতি সহ আরচ্ছস্ব ॥ ৪০ ॥ এই অগ্নি পশু-গণের হিতৈষী ইনি ধনবান্ ও পুষ্টিবর্দ্ধন,—হে পশুহিত অগ্নে ! আমাকে পশু রক্ষণার্থই বশঃ ও বল প্রদান কর ॥ ৪০ ॥ গৃহস্বামিভীত ম্বেপধ্বম্ ঋষিভ্রত এবসি । উর্জ্জ্বলিবঃ স্তম্ননাসমনার স্তমেবাগৃহানৈমি মনসা মোদমানঃ ॥ ৪১ ॥ হে গৃহ সকল ! তোমাদের অধিবাসী উপস্থিত নাই বিবেচনার ভীত হইও না, আমি প্রবাস হইতে সমধিক তেজস্বী হইয়া প্রত্যাগত হইলাম, আমি যেন তোমান্নিকেও তেজস্বী করতঃ প্রবেশ করিতেছি, এ সময়ে আমার মন বিশুদ্ধ আছে এবং মেধাও সচেষ্ট রহিয়াছে, আমি আত্মরিক আনন্দ সহকারে এই গৃহ সকলে প্রবেশ করিতেছি ॥ ৪১ ॥ য়েবামদ্ধেতি প্রবসন্ যোযুসৌমনসোবহঃ । গৃহান্নপহ্নরামহে তেনোজানন্ত জানতঃ ॥ ৪২ ॥ আমি যখন প্রবাসে ছিলাম তখন যে গৃহ সকলকে স্মরণ করিতাম, যে গৃহ গুলিতে অভিশয় শ্রীতি প্রকাশ করিতাম সেই গৃহ সকলকে অস্ত্র আহ্বান করিতেছি—আমি কৃত্য নহি ইহা ঋতাকার অংগত হউন ॥ ৪২ ॥ উপহৃতাইহগাব উপহৃতাজাবরঃ । অথো অন্নত কীলাল উপহৃতো গৃহেযুনঃ । ক্লেমাববঃ শাস্তোপ্রপদ্যোশিবঃ শগ্নঃ শংযোঃ ॥ ৪৩ ॥ আমি এই গৃহ হইতে যাত্রাকালে গোবানগণের স্তব্ধস্থিতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম যেব ও ছাগাদিরও স্তব্ধস্থিতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম, এবং আমাদের এই গৃহে অন্ন রস স্তব্ধস্থিত থাকুক এক্ষণও প্রার্থনা করিয়াছিলাম ; অন্য শাস্তি কামনার কল্যাণ কামনার সেই এই গৃহ সকল পুনঃপ্রাপ্ত হইরাছিক্তু আমি নিভান্ত কল্যাণপ্রার্থী, আমার এই গৃহেই য়ুন ঐহিক ও পায়লৌকিক উভয়বিধ কল্যাণই সাধিত হয় ॥ ৪৩ ॥—আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী ।

ইত্যাদি শ্রবণাৎ । যন্মাৎ দৃষ্টপ্রজ্ঞানজীবনাতঃস্মিতো বজ্রস্তন্মাৎ সৰ্ব্বেগতং নিখিলব্যাপকমপি ব্রহ্ম নিত্যং সৰ্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং ০ নৈব তৎপ্রাপ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

মধুসূদন ।—তচ্চাপূর্ব্বোৎপাদক কৰ্ম্ম ব্রহ্মোক্তং, ব্রহ্ম বেদঃ প এবেদোক্তং প্রমাণং বস্ত তত্থা, বেদগর্হিতমেব কৰ্ম্মাপূর্ব্বসাধনং জামীহি, নত্বত্বং পাষণ্ডপ্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ । নমু পাষণ্ডশাস্ত্রাপেক্ষয়া বেদস্ত কিং বৈলক্ষণ্যং, যতো বেদপ্রতিপাদিত এব ধৰ্ম্মো নাস্তি ইত্যত আহ । ব্রহ্ম বেদাখ্যঃ অক্ষরসমুদ্ভবঃ অক্ষরাৎ পরমাত্মনো নির্দোষাৎ পুরুষনিখাস-
স্তায়েনাবুদ্ধিপূর্ব্বং সমুদ্ভব আবির্ভাবো যন্ত তদক্ষরসমুদ্ভবং, তথাচাপৌরুষেষ্যেহেন নিরন্তরসমস্ত-
দোষাসক্ত বেদবাচ্যঃ প্রমিতিজ্ঞনকতয়া প্রমাণমতীন্দ্রিয়েহেত্বং নতু ভ্রমপ্রমাদ-করণপাটব-
বিপ্রলম্বাদিদোষবৎ প্রণীতং পাষণ্ডবাচ্যং প্রমিতিজ্ঞনকমিতি ভাবঃ । তথাচ শ্রুতিঃ ।
“অস্ত মহতো ভূতস্য নিখসিতমেতদনুদুখেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহগর্ভাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ
পুরাণং বিস্তা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্ৰাণ্যমুখ্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্ত্যৈবৈতানি নিখাসিতানি”
ইতি । তন্মাৎ সাক্ষাৎ পরমাত্মসমুদ্ভবতয়া সৰ্ব্বেগতং সৰ্ব্বপ্রকাশকং নিত্যমবিনাশি চ ব্রহ্মবেদাখ্যং
যজ্ঞে ধৰ্ম্মাখ্যেহতীন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিতং তাৎপর্য্যেণ, অতঃ পাষণ্ডপ্রতিপাদিতোপধৰ্ম্মপরিত্যাগেন
বেদবোধিতএব ধৰ্ম্মোহুচ্যেত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কৰ্ম্মেতি । কৰ্ম্ম ব্রহ্মোক্তং বেদোক্তং বেদ এব ধৰ্ম্মে প্রমাণং, ন তু
পাষণ্ডাদিপ্রণীতগমঃ, ব্রহ্ম বেদোহপি অক্ষরসমুদ্ভবং, “অস্ত মহতো ভূতস্য নিখসিতমেতদনু-
দুখেদো যজুর্বেদঃ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ, সাক্ষাৎ পরমেধ্বরাদেব উৎপন্নঃ অতো ন তত্র ভ্রমবিপ্রলম্ব-
কাদিদোষাক্রান্তপাষণ্ডাদিবাচ্যবদপ্রমাণ্যশঙ্কাতীতি ভাবঃ । যন্মাদেবং তন্মাৎ তস্মিন্
দেশে কালে চ বর্তমানং ব্রহ্ম বেদঃ, এতেন বেদস্য নিত্যত্বং শব্দস্ত বিভূত্বক দর্শিতং, নিত্যং
নিরমেন যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং তাৎপর্য্যেণ পর্য্যবসন্নম্ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—অগচ্ছকপ্রবৃত্তিহেতুবাদপি যজ্ঞং কুৰ্যাদেবেত্যাহ অন্নাদিত্তি । অন্নাত্তু-
তানি প্রাণিনো ভবন্তীতি ভূতানাং হেতুরন্নম্ । অন্নাদেব শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাং প্রাণি-
শরীরসিদ্ধিঃ । তস্তারস্য হেতুঃ পৰ্জ্বন্যঃ বৃষ্টিভিরেবারসিদ্ধিঃ । তস্ত পৰ্জ্বন্তস্ত হেতুর্যজ্ঞঃ, লোটকঃ
কৃতেন যজ্ঞেনৈব সমুচিতবৃষ্টিপ্রদমেবসিদ্ধিঃ । তস্ত যজ্ঞস্ত হেতুঃ কৰ্ম্ম ঋত্বিগ্য়জ্ঞমানব্যাপা-
স্নান্নকৃত্বাৎ কৰ্ম্মণএব যজ্ঞসিদ্ধিঃ । তস্ত কৰ্ম্মণো হেতুর্ব্রহ্ম বেদঃ । বেদোক্তবিশিষ্টাব্যাক্য-
শ্রবণাদেব যজ্ঞঃ প্রতি ব্যাপারোৎপত্তেঃ । তস্ত বেদস্য হেতুরক্ষরং ব্রহ্ম ব্রহ্মত্বএব
বেদোৎপত্তেঃ । তথাচশ্রুতিঃ—“অস্মা মহতো ভূতস্য নিখসিতমেতদুদুখেদো যজুর্বেদঃ সাম-
বেদোহগর্ভাঙ্গিরসঃ” ইতি । তন্মাৎ সৰ্ব্বেগতং সৰ্ব্বব্যাপকং ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমিতি যজ্ঞেন
ব্রহ্মপি প্রাপ্যত ইতি ভাবঃ । অত্র যত্রপি কার্য্যকারণভাবেনান্নাত্তা ব্রহ্মপর্য্যন্তাঃ পদার্থা
উক্তাস্তদপি তেবু মধ্যো যজ্ঞ এব বিধেয়ত্বেন শাস্ত্রেনোচ্যতে ইতি । স এব প্রস্তুতঃ । “অনৌ
প্রাপ্যত্বতিঃ সম্যগাবিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাক্ষরতে বৃষ্টিবৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ” ইতি
স্বতেঃ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য ।—সৰ্বকামনা-সিদ্ধি-কলপ্রদ কৰ্ম কোথা হইতে আবির্ভূত-
হইল, তাহাই এই শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। ব্রহ্ম শব্দে বেদকে বুঝায় ;
ঋত্বিক ও যজমানাদি-সাধ্য কৰ্মকাণ্ড সেই বেদ দ্বারা প্রবর্তিত ও তাহারই
অনুমোদিত ; ইতরাং কৰ্ম অপূৰ্ণ-সাধন—দ্রষ্টমতি ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক
প্রতিপাদিত নহে। যদি বল কৰ্ম বেদবিহিত হইলেই বা তাহার প্রাধান্ত
স্বীকার করিবার কারণ কি ? এই কথার উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে
যে, বেদ পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত, অপৌরুষেয় এবং সমস্ত দোষসন্-
বিবর্জিত। ঋতি বলিয়াছেন, “এই মহাত্মতের (পরব্রহ্মের) নিখাসে ঋক্,
যজু, সামবেদ ইত্যাদির উৎপত্তি হইয়াছে।” লৌকিক শাস্ত্রে বা পাষণ্ড
বাক্যে যে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিশ্রুতিপ্ৰসাদি (ইহার বৃত্তান্ত ২৪
পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য) দোষ দৃষ্ট হইতে পারে, বেদে তাহার কোনই
সম্ভাবনা নাই। সেই সাক্ষাৎ পরমাত্ম সমুদ্ভূত, সৰ্বপ্রকাশক, অবিনাশী,
বেদাশ্রয় ব্রহ্মপুরুষ যজ্ঞরূপ ধৰ্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অতএব পাষণ্ড-প্রতি-
পাদিত অপধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, তুমি বেদ-প্রতিপাদিত কৰ্মরূপ ধৰ্ম্মের
অনুষ্ঠান কর।

* পাষণ্ড ।—বাহার আচারাদি বেদবিরোধী সেই পাষণ্ড। বৌদ্ধ, ক্ষণপক, নগ্নাদি পাষণ্ড নামে
অভিহিত হইয়া থাকেন। পদ্মপুরাণে সদাচারদ্রষ্ট শক্তি মাত্রকেই পাষণ্ড বলা হইয়াছে। তদ্বৎথা ;
“সদাশিব উবাচ। যেহৃদয়েৎ পরশ্চেন বদন্তাজ্ঞানমোহিতাঃ। নারায়ণাজ্জগদ্বন্দ্যং তে বৈ পাষণ্ডিন-
স্তথা ॥ কপালভাঙ্গাধিহারা যো হৃদৈদিকলিঙ্গিনঃ। ঋতে বনশাশ্রমাশ্চ কটাবকুলধারিণঃ। অবৈদিক-
ক্রিয়োপেতাশ্চৈব পাষণ্ডিনস্তথা ॥ শব্দচক্রোদ্ধিপুণ্ডা দিচিহ্নৈঃ শ্রিয়তমৈর্হৃদৈঃ। রহিতা যে দ্বিজা
দেবি তে বৈ পাষণ্ডিনো মতাঃ ॥ ঋতিস্বহৃদ্যাক্ষমাচারং যন্ত নাচরতি দ্বিজঃ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ
সৰ্বলোকেষু গহিতঃ। সমস্তযজ্ঞভোক্তাঃ পিতৃং ব্রহ্মণ্যদৈবতম্। উদন্ত দেবতাকৈব জুহোতি
চ দদাতি চ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাপি কৰ্ম্মজ ॥ স্বাতন্ত্র্যাৎ ক্রিয়তে যৈস্ত কৰ্ম্ম বেদো-
দিতং মহৎ। বিনা বৈ ভগবৎপ্রীত্যা তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ ॥ যন্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মকৃতাদি-
দৈবতৈঃ। সমর্চেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা ॥ অনাস্তা ক্রিয়তে যৈস্ত মনোণাকারকৰ্ম্মভিঃ।
বাস্তবদেবং ন জানাতি স পাষণ্ডী ভবেৎ দ্বিজঃ ॥ হরেন্নামকমন্ত্রাভ্যাং লোকাঃ সন্তি স্ৰবজ্জিতাঃ।
যদি বর্ণাশ্রমাদ্যা যো তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ ॥ বর্ণানাম্ গুরবো নিত্যং শিবে যদাপ্যটৈকবাঃ।
ভগবদ্ব্যঙ্গরহিতা বৈকুণ্ঠাদিবিন্দকাঃ ॥ রক্তমোমরা জীৱহিংসকা জীৱভক্ষকাঃ। অসংপ্রতিগ্রহ-
রতা দেবলা গ্রামযাজকাঃ ॥ দ্রষ্টাচারান্তথা ভ্রাতা নানানিবৃদ্ধপূজকাঃ। দেবতোচ্ছিষ্টপ্রাঙ্গাদিতো-
জিনঃ শূদ্রবৎক্রিয়াঃ। বিবিধাসংকৰ্ম্মরতা ভক্ষণাদ্যবিচারিণঃ। লোভ-মোহ-মদ-ক্রোধ-কামাহঙ্কা-
রিণঃ সদা ॥ এবংবিধাঃ পারদারিক্যাদ্যা যেষ্বত্র গুণতাননে। অস্তেবাং কা কথা তত্র পাষণ্ডা ব্রাহ্মণাঃ
স্মৃতাঃ ॥ বর্ণাশ্রমাদ্যা যো মৰ্ত্তম্ স্বকৰ্ম্মবিবর্জিতাঃ। তেবৈ পাষণ্ডিনো দেবি নারায়ণাধিহারাঃ ॥

পুষ্পাদি ভাষ্যকার শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের অভিপ্রায়। পূর্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, “কর্তৃপুরুষ-সাপা জন্মাজ্জনাদি বাপানের নাম কৰ্ম্ম, তাহা হইতে বন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে।” উক্ত বন্ধ ব্রহ্ম হইতে নমুৎপন্ন। এইস্থলে ব্রহ্ম শব্দে ত্রিগুণাত্মক। প্রকৃতির পরিণামরূপ শরীর নমূহই-নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতি বলিয়াছেন, “যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ, তস্মাদে-তদ্বাক্ষ্য নামরূপমগ্নঞ্চ জায়তে।” অর্থাৎ যিনি সৰ্ব্বজ্ঞত্বাদি ধৰ্ম্মবিশিষ্ট, তাঁহা হইতে ব্রহ্ম অর্থাৎ মহদহঙ্কারাদি বিকার নমূহের কারণ স্বরূপ প্রকৃতি বা প্রকৃতির পরিণাম শরীর ও নাম, রূপ এবং অগ্ন উৎপন্ন হইয়াছে।” “ব্রহ্মই, বা প্রকৃতিই আমার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ” ইত্যাদি বাক্যে গীতাশাস্ত্রে (১৪ অ, ১ শ্লোকে) এই বিষয় বিশেষ বিবৃত হইবে। অতএব ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি বা প্রকৃতির পরিণাম স্বরূপ শরীর হইতে কৰ্ম্ম নমুৎপন্ন ইহা বলা হইল। ব্রহ্ম, (প্রকৃতি বা তৎপরিণাম শরীর) অক্ষর সঙ্গাৎ, অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে নমুৎপন্ন। অন্নপানাদি দ্বারা পরিভূপ্ত জীবামিষ্টিত শরীর কৰ্ম্ম দ্বারা সঙ্গাত হয়; অতএব সৰ্ব্বগত (সৰ্ব্বাধিকারিগণের আবশ্যকী-ভূত) শরীর নমূহ সৰ্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, শরীরই যজ্ঞ ক্রিয়ার মূলস্বরূপ, শরীর ব্যতীত উক্ত যজ্ঞক্রিয়া কখনও সম্পন্ন হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

সর্বাশিনো দ্বিগা যেষ'প সর্বাশ্রয়িত্বাৎ । যত্বেদাচারবহিভাষে বৈ পাষণ্ডিনো মতাঃ ॥ যে
 স্বসত্ত্বপানাদরতা গোকা নিরস্তম্ । শিবো পাষণ্ডিনো জ্ঞেয়া ইত্বে নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ বিষ্ণু-
 নৈকো গোত্মি-দেবাদিবু নিঃশবতঃ । অশ্বথ তুগদী-তর্ঘ-ক্ষেত্রাদিবু মতাপ্তরৌ ॥ লক্ষ্মী-সরস্বতী-
 গজ-যমুনাত্ম বরাননে । স্মৃতা পাষণ্ডিনস্তেহাপ যেন সেবা-পরাদ্ধাঃ ॥ কৃত্রাক্ষেত্রাক্ষতত্রাক-
 ক্ষাতিকাক্ষাদধাধিগঃ । জটিলভাস-লপ্তাক্ষান্তে বৈ পাষণ্ডিনঃ প্রিযে ॥ অগ্নিভীর্বা ময়ীজানী
 দাবকঃ পাচকস্তথা । এতে'পাষাণ্ডিনা বিপ্রা মাদবজ্রব্যভোজিনঃ ॥ দেব কাষ্যাদয়ো ভক্তা
 জনকশরণাস্ত্বে যৈ । পাষণ্ডজং ন ধুয়াতদেগেহে পানভোজনে । বাধ দৈববশ্যমোভ্যোহাতত্যান্ন-
 ভোজনম্ । তৎস্পর্শকপানক চক্ৰত্বংসঙ্গমাদিত্যং ॥ তৎপানভোজনাগাপসঙ্গাশিঙ্গনভোহিচিরাং ।
 পাষণ্ডিনো বৈকুণ্ঠাঃ সুরনোষামাপ কা'কথা ॥ কিমত্র বহনোভেন ত্রাক্ষণা বেহুণ্ঠৈকবাঃ । অসদা-
 চরণাশ্চৈব স্রাস্তবা পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ ॥ এতস্তোজনপানাদকশ্মভির্বেকবা জনাঃ । পাষণ্ডিনস্তথা
 স্ম্যতৈক জটাত্ত্বাদিধাধিগেঃ ॥—পদ্মপুরাণ ।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অঘ যুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ ! স জীবতি ॥১৬ ॥

অনুবর্তন ।—এবং (পূর্বোক্তরূপম্) প্রবর্তিতং (ব্রহ্মণা প্রতিষ্ঠিতম্) চক্রং (জগচ্চক্রম্) যঃ (পুরুষঃ) ন ইহ (সংসারে) অনুবর্তয়তি (অনুভূতিষ্ঠতি) হে পার্থ ! সঃ অঘায়ুঃ (পাপজীবনঃ) ইন্দ্রিয়ারামঃ (বিষয়োপভোগপরায়ণঃ) মোঘং (ব্যর্থং) জীবতি (শরীরভারং বহতি) ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—এই-একার ব্রহ্ম-স্থাপিত জগচ্চক্রের যে সংসারে অনুবর্তন না করে হে পার্থ ! সে পাপজীবন ভোগাসক্ত বৃথা জীবন-ধারণ-করে ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে ব্যক্তি ইহ সংসারে ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত উল্লিখিত রূপ জগচ্চক্রের অনুগামী না হয়, হে পার্থ ! সেই পাপায়ুঃ বিষয়-ভোগ-পরায়ণ ব্যক্তি অনর্থক দেহভার বহন করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—এবমিতি । এবমীদৃশেণ বেদযজ্ঞপূর্ব্বকং জগচ্চক্রং প্রবর্তিতং নানুবর্তয়তীহ গৌকে যঃ কর্ণ্যাদিকৃতঃ সন্ন্যাসাশ্রয়ং পাপমায়ুর্জীবনং বদ্য মোঘায়ুঃ পাপজীবন ইতি যাবৎ, ইন্দ্রিয়ারাম ইন্দ্রিয়েরারসগনাক্রোড়া বিষয়েষু বদ্য স ইন্দ্রিয়ারামো মোঘং বৃথা হে পার্থ ! স জীবতি, তস্মাদজ্ঞানাদিকৃতেন কর্তব্যমেব কথ্যেতি প্রকরণার্থঃ । জ্ঞাননিষ্ঠা-যোগাতাপ্রাপ্তেস্তাদর্শেন কাম্যযোগান্তর্ধানমদিকৃতেনান্যজ্ঞেন কর্তব্যমিত্যেতৎ “ন কর্ণ্যাসন্ন্যাসাতঃ” ইত্যত আরভ্য “শরীরযাত্রাপি চ তে ন এসিধ্যোদকর্ষণঃ” ইত্যেবমজ্ঞেন প্রতিপাদ্য “বজ্রার্থং কর্ণগোহস্তহ” ইত্যাদিনা “মোঘং পার্থ স জীবতি” ইত্যেবমজ্ঞেনাপি এত্বেন প্রাসঙ্গিকমদিকৃততান্যাদিভিঃ কর্ণ্যমুষ্ঠানে বহুকারণযুক্তম্, তদবরণে চ মোঘ-সংকীর্ণনং কৃতম্ ॥ ১৬ ॥

আনন্দীশ্বর ।—অদিকৃতেনাধ্যয়নাদিধারা জগচ্চক্রমনুবর্তনীমন্ত্রধেয়রাজ্যান্তি লভিন-নন্তস্য প্রতিপাদ্যঃ স্তাদিত্যাহ এবমিতি । “ন কর্ণ্যাসন্ন্যাসাতঃ” ইত্যাদিনোক্তবুণমদিকৃতি তস্মাদিতি । জগচ্চক্রস্য প্রাপ্তকৃতপ্রকারেণানুবর্তনে বৃথা জীবনমবলাদনং বদ্যং, তস্মাজীবন-নিরতং কর্ণ কর্তব্যমিত্যর্থঃ । বস্তাদিকৃতেন কর্তব্যমেব কর্ণ, তর্হি কিমিত্যজ্ঞেনেতি বিধিযুক্ত-জ্ঞাননিষ্ঠেনাপি তৎ কর্তব্যমেবাদিকৃততাবিশেষাদিত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্বোক্তমনুবর্ততি প্রাগিতি । স ইহ জ্ঞানকর্ষণোক্তিযোধ্যং জ্ঞাননিষ্ঠেন কর্ণ কর্ত্বং শক্যতে, তথা চান্যজ্ঞেনৈব চিত্তকর্ষণা-পরম্পরায় জ্ঞানার্থং কর্ণ্যমুষ্ঠানমিতি প্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ । তর্হি “বজ্রার্থং” ইত্যাদি কিমর্থঃ

ন হি ভয় জ্ঞাননিষ্ঠা প্রতিপাত্তে, কর্মনিষ্ঠা তু পূর্বমেবোক্তদ্বান্নাক বক্তব্যোক্ত্যশক্য বৃত্তমর্থান্তর-
মহুবদতি প্রতিপাত্তেতি । প্রাসঙ্গিকমজ্ঞান্য কর্মকর্তৃত্বতোক্তিশ্রাসঙ্গাগতমিতি যাবৎ বহু-
কারণবীধরপ্রদানো দেবতা প্রীতিশ্চৈত্যাদিদোষসংকীর্ণনম, “তৈর্দত্তানপ্রদায়” ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

রামানুজ ।—এবমিতি । এবং পরমপুরুষেণ প্রবর্তিতমিদং চক্রং অশান্তকর্ত্তি
ভূতানীতি । অত্র ভূতশক্তির্দ্বিষ্টানি সজীবানি শরীরানি, পর্জন্তাদয়ঃ, যজ্ঞাৎ পর্জন্যঃ, যজ্ঞশ্চ
কর্ত্তৃণ্যাপারামুদ্রুপাৎ কর্মণঃ কর্ম চ সজীবাচ্ছরীরং, সজীবং শরীরঞ্চ পুনরপ্যাদিত্যন্তোন্ম্যা-
কাঁধ্যাকারণভাবেন চক্রং পরিবর্তমানমিহ সাধনে বর্ত্তমানো যঃ কর্মযোগাধিকারী জ্ঞান-
যোগাধিকারী বা নানুভবতি ন প্রবর্ত্তয়তি স যজ্ঞশিষ্টেন দেহধারণমকুর্পন্ সোহঘায়ুর্ভবতি ।
অঘায়ুস্ত্যৈবাস্যায়ুরবপরিণতং বা উভয়রূপং বা সোহঘায়ু অতএবেচ্ছিন্নারামো ভবতি
নাশ্মারামঃ । ইচ্ছিন্নাণ্যেবাস্যোক্তাতানি ভবন্তি অযজ্ঞশিষ্টবর্দ্ধিতদেহমনস্বেনোজিতরজস্তমস্ক
আত্মাবলোকনমুখতয়া বিষয়শ্চৌগৈকরতিভবতি । অতো জ্ঞানযোগাদৌ যতমানোহপি নিষ্কল-
প্রযত্নতয়া “মোঘং পার্থ স জীবতি” ॥ ১৬ ॥

হুমান ।—এবমিতি । এবমনুপূর্বকং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নিষ্পাদিতং ক্রমেণ নানুভবতি
নানুভবতি, যঃ অঘায়ুঃ অঘমাত্মন ইচ্ছতি ইত্যায়ুঃ ইচ্ছিন্নাণামারাম ইচ্ছিন্নকীড়াহানং মোঘং
বৃথা হেয়ার্থং স জীবতি স প্রাণং ধারয়তি, তন্মাদজ্ঞেন কর্মণ্যদিকৃতেন যজ্ঞঃ কর্তব্য
ইত্যতিপ্রায়ঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর ।—যস্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থসিদ্ধয়ে কস্মাদিচক্রং প্রবর্ত্তিতং,
তস্মাৎ তদকুর্ষতো বৃথৈব জীবতিমিত্যাহ এবমিতি । পরমেশ্বরবাক্যভূতাবেণাধ্যাত্মকরণঃ
পুরুষাণাং কর্মণি প্রবৃত্তিঃ, ততঃ কর্মনিষ্পত্তিঃ, ততঃ পর্জন্তঃ, ততোহয়ং ততো ভূতানি, ভূতানাং
পুনস্তথৈব কর্মপ্রবৃত্তিরিত্যেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং যো নানুভবতি নানুভবতি স অঘায়ু অঘং
পাপরূপমায়ুর্ভব্য স, যত ইচ্ছিন্নৈর্ক্ৰিয়েষেধেয়ারমতি ন স্বীকরাদানার্থে কর্মণি, অতো মোঘং
ব্যর্থং স জীবতি ॥ ১৬ ॥

বলদেব ।—যজ্ঞাকরণে দোষমাহেবমিতি । পরমাদ্রব্রহ্মণো বেদাবির্ভাবস্তস্মাৎ
ব্রহ্মপ্রতিবোধকাদ্ যজ্ঞস্ততঃ পর্জন্যস্ততোহয়ং ততো ভূতানি, পুনস্তথৈব ভূতানাং কর্ম-
প্রবৃত্তিরিত্যেবং নিখিলজগদ্রিকাহকং ধ্বংসেন প্রজাপতিনা প্রবর্ত্তিতং চক্রং যো নানুভবতি স
জনঃ পরেশবিমুখোহঘায়ুঃ পাপজীবনো মোঘং ব্যর্থমেব জীবতি । হে পার্থ ! যদসাবিচ্ছিন্নৈ-
র্বিধয়েষেব রমতে ন তু পরব্রহ্মাভিমতে যজ্ঞে তচ্ছেষাশনে চ ॥ ১৬ ॥

মধুসূদন ।—তবধেয়ং ততঃ কিং ফলিতমিত্যাহ এবমিতি । আদৌ পরমেশ্বরাৎ
সর্বাভাগকামিত্যানির্দোষবেদাবির্ভাবঃ, ততঃ কর্মপরিজ্ঞানং, ততোহহুষ্ঠানাৎ ধর্মোৎপাদঃ, ততঃ
পর্জন্যঃ, ততোহয়ং ততো ভূতানি, পুনস্তথৈব ভূতানাং কর্মপ্রবৃত্তিরিত্যেবং পরমেশ্বরেণ প্রবর্ত্তিতং
চক্রং সর্বাভাগকামিত্যেবং যো নানুভবতি নানুভবতি স অঘায়ুঃ পাপজীবনো মোঘং ব্যর্থমেব

জীবতি । হে পার্থ । তস্য জীবনাং মরণমেব বরং জন্মান্তরে ধৰ্ম্মানুষ্ঠানসম্ভবাদিত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ, “অথোহয়ং বা আত্মা সর্কেবাং ভূতানাং লোকঃ স যদজুহোতি যদযজতে তেন দেবানাং লোকেহং যদমুজতে তেন ঋষীগামথ যং পিতৃভ্যো নিপুণাতি যং প্রজামিচ্ছতে তেন পিতৃণামথ বনমুয্যান বাসয়তে যদেভ্যোহশনং দদাতি তেন মনুষ্যাণামথ যং পশুভ্যামুগোদকং বিন্ধতি তেন পশুনাং যদস্য গৃহেষু স্থাপদাবয়াংস্যপি পিপীলিকাভ্য উপজীবন্তি তেন তেষাং লোকঃ” ইতি ব্রহ্মবিদং ব্যাবর্তয়তি ইন্দ্রিয়ারাম ইতি যতইন্দ্রিরৈক্যবয়েষারমতি অতঃ কৰ্ম্মাধিকারী সন্ তদকরণং পাপমেবাচিন্ধন্ বার্থমেব জীবতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—ভবৎস্বং ততঃ কিং ফলিতমিত্যত আহ এবমিতি । ভূতানাদৌ বেদাধিগমস্ততঃ কৰ্ম্মজ্ঞানং, ততঃ কৰ্ম্মানুষ্ঠানং, ততো দেবানাং তৃপ্তিঃ, ততো বৃষ্টিস্তুতোহমং, ততো ভূতানি, তেষাং বেদাধিগম ইত্যেবং রূপং চক্রমিব চক্রং নিরন্তরমাবর্তমানং জগদবজ্র নীর্কাহকং নানুবর্তয়তি নানুতিষ্ঠতি যঃ সঃ অঘায়ুঃ পাপজীবনঃ ইন্দ্রিয়ারামো ন তু ধৰ্ম্মারাম আত্মারামো বা মোক্ষং ব্যব দংশমশকাদিবং জীবতি, যস্যৈতদমুবর্তয়তি স জগদ্রূপকারকো ধন্থ ইতি ভাবঃ । তথা চ শ্রুতিঃ, “অথো অয়ং বা আত্মা সর্কেবাং ভূতানাং লোকঃ স যদজুহোতি যদযজতে তেন দেবানাং লোকেহং যদমুজতে তেন ঋষীগামথ যং পিতৃভ্যো নিপুণাতি যং প্রজামিচ্ছতি তেন পিতৃণামথ বনমুয্যান বাসয়তে যদেভ্যোহশনং দদাতি তেন মনুষ্যাণামথ যং পশুভ্যামুগোদকং বিন্ধতি তেন পশুনাং যদস্য গৃহেষু স্থাপদাবয়াংস্যপি পিপীলিকাভ্য উপজীবন্তি তেন তেষাং লোকঃ” ইতি ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—এতদমুষ্ঠানে প্রত্যাবারমাহ এবমিতি । চক্রং পূৰ্ণপশ্চাত্তাগেন প্রবর্তিতম্, যজ্ঞাৎ পৰ্জন্মঃ, পৰ্জন্মাদন্নং, অন্নং পুরুষঃ, পুরুষাৎ পুনৰ্জন্মঃ, যজ্ঞাৎ পৰ্জন্ম ইত্যেবং চক্রং যো নানুবর্তয়তি যজ্ঞানুষ্ঠানেন স পরিবর্তয়তি স অঘায়ুঃ পাপবান্ধবায়ুশ্চো নরকে নিমজ্জয়তি ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য ।—প্রাণিগণের পুরুষার্থগিদ্ধির নিমিত্ত পরমেশ্বর কৰ্ম্মাদি চক্র প্রবর্তিত করিয়াছেন । প্রথমতঃ ব্রহ্ম হইতে সৰ্ব্বাবভানক নিত্য ও নিরদোষ বেদের উদ্ভব; বেদ হইতে কৰ্ম্ম-পরিজ্ঞান, কৰ্ম্ম-পরিজ্ঞান হইতে ধৰ্ম্ম, ধৰ্ম্ম হইতে পৰ্জন্ম, পৰ্জন্ম হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীব, পুনরায় জীবের কৰ্ম্ম প্রবৃতি, এবংবিধ ক্রম-প্রতিষ্ঠিত জগচ্চক্রের যে ব্যক্তি অনুবর্তন না করে, অর্থাৎ এতদ্বিহিত প্রণালীক্রমে কৰ্ম্মানুষ্ঠান না করে, তাহার জীবন নিরবচ্ছিন্ন পাপময় । সেই বিষয়-ভোগ-পরায়ণ ব্যক্তির দংশমশকাদির ন্যায় জীবন-ধারণ অনর্থক । তাহার মরণই মঙ্গল; কেন না মৃত্যু হইলে জন্মান্তরে পুনরায় তাহার ধৰ্ম্মানুষ্ঠানের সুযোগ উপস্থিত হইতে পারে । আত্মজ্ঞান নিষ্ঠান

‘যোগ্যতা প্রাপ্তির নিমিত্ত, প্রথমে কৰ্ম্ম-যোগানুষ্ঠানের বৈধতা প্রতিপাদনার্থ
“ন কৰ্ম্মণামনারম্ভাৎ” ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া, “শরীর যাত্রাপি
চ তে ন প্রসিধ্যোদকৰ্ম্মণঃ” ইত্যাদি শ্লোক অবতারণিত করিয়াছেন । তদনন্তর
“যজ্ঞার্থং কৰ্ম্মণোহিন্যত্র” ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া, “মোক্ষং
পার্বস জীবতি” ইত্যাদি শ্লোক পর্যন্ত অংশে অনান্যবিধ ব্যক্তির কৰ্ম্মানু-
ষ্ঠান বিষয়ক বহু হেতুবাদ প্রদর্শিত এবং তাহার অকরণে দোষের বিষয়
কীর্তিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

— :::: —

যত্নাত্মরতিরেব সাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যাতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয় ।—যঃ তু মানবঃ আত্মরতিঃ (আত্মনি এবং প্রীতির্যস্য সঃ)
আত্মতৃপ্তঃ (আত্মনি এবং তৃপ্তঃ) চ আত্মনি এবং সন্তুষ্টঃ (আনন্দিতঃ)
চ স্যাৎ তস্য (তাদৃশ পুরুষস্য) কার্যং (কৰ্ত্তব্যং কৰ্ম্ম) ন বিদ্যাতে
(অস্তি) ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—কিন্তু যে মানব আত্মপ্রীত ও আত্মপরিপূর্ণ এবং
আত্মাতেই সন্তুষ্ট-হন, তাঁহার কৰ্ত্তব্য নাই ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—কিন্তু যে মহুষ্যের কেবল আত্ম-বিষয়েই প্রীতি, তৃপ্তি
এবং সন্তোষ সীমাবদ্ধ, তাঁহার পক্ষে আর কোন কৰ্ম্মেরই প্রয়োজনীয়তা
নাই ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—এবং হিত কিমং প্রবর্তিতং চক্রং সৰ্বেণামুপকর্ষনীয়মাহোবিৎ
পূৰ্ব্বোক্তকৰ্ম্মযোগানুষ্ঠানোপায়প্রাপ্যামান্যনিন্দো জ্ঞানঃযোগেনৈব নিষ্ঠামান্যনিন্দো
তৈরানপ্রাপ্তে নৈবেত্যেবমর্থমর্জুনস্য প্রশ্নমাশঙ্ক্য স্বয়মেব বা শাস্ত্রার্থত্বং বিবেকপ্রতিপত্ত্যর্থ-
মেব চৈতমাত্মানং বিদিত্বা নিবৃত্তগিণ্যাজ্ঞানাঃ সন্তোঃ ব্রহ্মণা মিথ্যাজ্ঞানবদ্ভিন্নবস্তং কৰ্ত্তব্যোক্ত্যঃ
পূৰ্ব্বৈবগাদিত্যো ব্যাখ্যায় ভিক্ষাচর্য্যং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রযুক্তং চরন্তি ন তেবামাত্মজ্ঞাননিষ্ঠা-
বাস্তবৈকেশ্যন্যকার্য্যমস্তি ইত্যোং প্রত্যর্থমিহ গীতাশাস্ত্রে প্রতিপাদয়িতব্ধতমানিহুর্করাহ
ভগবান্ বহিষ্কৃত্য যন্ত সত্যম্ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ আত্মরতি আত্মনি এবং রতিঃ বিষয়েষু যন্ত
স আত্মরতিরেব স্তাত্বেৎ । আত্মতৃপ্তশ্চ আত্মনিব তৃপ্তো নারয়সাদিনা স মানবো মহুষ্যঃ
সম্যগী আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ সন্তোষো হি বাহ্যার্থলাভেন সৰ্ব্বকৃত্তবতি, তদনপেক্ষ্যাত্মন্যেব

চ সত্ত্বঃ সৰ্ব্বতো বিগততৃষ্ণ ইত্যোতৎ । য জৈদৃশ আত্মবিকৃত কাৰ্য্যং করণীয়ং ন বিত্ততে
নাতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরি ।—বৃত্তমর্থমেব বিতজ্যানুগানন্তরঙ্গীকরণাশ্চোত্তরজেনাবতারয়তি
এবমিতি । অর্জুনস্ত প্রসন্নিতোবসর্গমাশঙ্ক্যাহ ভগবানিতি সত্বকঃ । নহেনা শঙ্কা নাবকাশ-
মাণাদয়তান্নাত্মজ্ঞেন কর্তব্যং কশ্চেতি বহুশো বিশেষিতত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ স্বরমেবেতি ।
কিমর্থং শ্রুতার্থঃ স্বরমেব ভগবানত্র প্রতিপাদয়তি ইত্যশঙ্ক্যাহ শাস্ত্রার্থস্যোতি । গীতাশাস্ত্রস্য
সমঙ্গ্যাসং জ্ঞানমেব মুক্তিসাধনমর্থো নার্থান্তরমিতি বিবেকার্থমিহ শ্রুতার্থং সংকপতি
কীর্ত্তমতীত্যর্থঃ । তমেব শ্রুতার্থং সংকপতি এতমিতি । শিবক্ষেদাত্মবেদনমনর্থকং ত্বহি
বুখানাদীতাশঙ্ক্যাপাতিকবিজ্ঞানফলমাহ নিবৃত্তেতি । ব্রাহ্মণগ্রহণং তেষামেব বুখানে
মুখ্যমধিকারিত্বমিতি জ্ঞাপনার্থম্ । ক্রেশাত্মকত্বাদীষণানাং তাত্ত্ব্যাবুখানং সর্কেষাং শ্রুতাবিক-
ত্বাদবধিসংতিমিত্যাশঙ্ক্যাহ মিথ্যেতি । ভিক্ষার্চর্য্যং চরত্বীতি বচনং বুখানবিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ
শরীরেতি । ত্বহি তৎক্ষণেব তেষামমিহোজ্ঞাদ্যপি কৰ্ত্তব্যমাপদোত্তেতাশঙ্ক্য বুখারিনাসাশ্রম-
ধর্ম্মবদমিহোজ্ঞাদেবমুষ্ঠাপকত্বাব্যবহিত্যাহ ন তেষামিতি । যথোক্তং শ্রুতার্থমস্মিন্ গীতাশাস্ত্রে
পৌর্কোপগ্যেণ পর্যালোচ্যমানে প্রতিপাদয়িতুমিষ্টং প্রকটীকুর্কন্ কৰ্ত্তব্যমেব কৰ্ম্ম জীবতেতি
নিয়মে “জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্” ইতি চোদ্যপরিহারমুপদশয়তি ইত্যেবমিতি । আত্মনিষ্ঠস্ত
বিষয়সঙ্গরাহিত্যং দৃষ্টং তদনাত্মজ্ঞেন জিজ্ঞাসুনা কৰ্ত্তব্যমিতি মত্বাহ যন্ত সাখ্য ইতি । কিঞ্চ
আত্মজ্ঞস্ত জ্ঞানেনাত্মনৈব পরিতৃপ্তস্বান্নানাদিনা সাধ্যা তৃপ্তিরিষ্টা, তেন বিজ্ঞার্থিনা সন্ন্যাসিনাপি
নান্নরসাদাবাসক্তিকুর্কন্ কৰ্ত্তুমিত্যাহ আত্মতৃপ্ত ইতি । কিঞ্চ আত্মবিদঃ সৰ্ব্বতো বৈতৃষ্ণ্যং দৃষ্টং
তদনাত্মবিদা বিজ্ঞার্থিনা কৰ্ত্তব্যমিত্যাহ আত্মন্যেবেতি । রতিতৃপ্তিসংস্তোষণং মোদপ্রমোদা-
নন্দবদবাস্তরভেদঃ, অথবা রতিক্ষিৎসরবিশেষসম্পর্কজং সুখং সন্তোষোহতীষ্টবিষয়মাত্রাভাবীনং
সুখসামান্যমিতি ভেদঃ । নত্যাশ্রতেরাশ্রতৃপ্তত্বান্যেব সত্ত্বইত্যপি কিঞ্চিং কৰ্ত্তব্যং সূক্তরে
ভবিষ্যতীতি নেত্যাহ য জৈদৃশ ইতি ॥ ১৭ ॥

রামানুজ ।—অসাধনারস্তাত্মদর্শনস্য মুক্তস্যৈব মহাবজ্ঞাদিবর্ণাপ্রমোচিতকৰ্ম্মণ্যানারম্ভ
ইত্যাহ বধ্বিতি । বস্ত জ্ঞানযোগকৰ্ম্মযোগসাধননিরূপেকঃ স এবাত্মরতিরাত্মাতিমুখঃ আত্মনৈব
তৃপ্তো নান্নপানাদিত্যাত্মব্রতীরৈকরাশ্রন্যেব সত্ত্বো নোদ্যানশ্চক্চন্দনগীতবাগিত্তনৃত্যাদৌ
ধারণপোষণভোগাদিকং সৰ্ব্বমাত্মৈব বস্ত, তস্যাত্মদর্শনার কৰ্ত্তব্যং ন বিদ্যাতে স্বতএব সৰ্ব্বদা
দৃষ্টাত্মরূপত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

হুমুদানু ।—বধ্বিতি । কৰ্ম্মণ্যবিকৃতস্য জ্ঞানিনঃ আত্মন্যেবচ সত্ত্বঃ বাহ্যার্হলভে
ভবতি তদনপেক্ষা আত্মজ্ঞেবচ সত্ত্বঃ আত্মবিদস্তস্য কাৰ্য্যং করণীয়ং ন বিদ্যাতে ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর ।—তদেব “ন কৰ্ম্মণামনারম্ভাৎ” ইত্যাদিনা অজস্যাত্ত্বঃকরণত্বার্থং কৰ্ম্ম-
যোগযুক্তা জ্ঞানিনঃ কৰ্ম্মহীনযোগমাহ বধ্বিতি দ্বাত্যাম্ । আত্মন্যেব রতিতৃপ্তীতির্থস্য সঃ,

ততশ্চান্মন্যেব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নিবৃত্তঃ অতএবান্মন্যেব সন্তুষ্টো ভোগাপেক্ষারহিতে
যতস্য কর্তব্যং কৰ্ম নাস্তীতি ॥ ১৭ ॥

বলদেব ।—যন্ত মদুৰ্ত্তেন নিকামকৰ্মণা মদুপাসনেন চ বিমূৰ্খে চিন্তদৰ্শণে সংজ্ঞাতেন
ধৰ্ম্মভূতজ্ঞানেনাশ্বানন্দদৰ্শঃ তস্য ন কিঞ্চিৎ কৰ্ম কৰ্মব্যমিত্যাহ যদ্বিতি স্বাভাষ্যম্ । আশ্বান্য-
পদ্বতপাপুত্বাদিগুণাষ্টকবিশিষ্টে স্বরূপেহবলোকিতে রতিৰ্ঘন্য সঃ । আশ্বানা স্বপ্রকাশানন্দে-
নাবলোকিতেন তৃপ্তো ন ভ্রমপানাদিনা । আশ্বন্তেব চ তাদৃশে সন্তুষ্টো ন তু নৃত্যগীতাদৌ ।
ততৈবভূতস্য তদবলোকনার কিঞ্চিৎ কৰ্ম কর্তব্যং ন বিদ্যাতে সৰ্বদাবলোকিতাশ্ব-
পরূপদ্বাং ॥ ১৭ ॥

মধুসূদন ।—যদ্বিঃস্মারামো ন ভবতি পরমার্থদৰ্শী স এবং অগচ্চকপ্রবৃত্তিহেতুভূতঃ
“কৰ্ম্মানুভূতিষ্ঠনপি ন প্রত্যাবতি কৃতকৃত্যাদিত্যাহ যদ্বিতি স্বাভাষ্যম্ । ইন্দ্ৰিয়ানামোহি অক-
চন্দনবনিতাদিষু রতিমদুভবতি মনোজ্ঞানপানাদিষু তৃপ্তিং পশুপুত্রহিরণ্যাদিলাভেন রোগাদ্য-
ভাবেন চ তৃপ্তিং উক্ত বিষয়াভাবে রাগিণামরতাতৃপ্ত্যতৃপ্তিদৰ্শনাৎ, রতিতৃপ্তিতৃপ্তয়ো মনোভূতিবিশেষাঃ
সাক্ষিসিদ্ধাঃ, লক্ পরমানন্দস্ত বৈতদৰ্শনাভাবাদতিফলশূন্যত্বাচ্চ বিষয়মুখং ন কামরত ইত্যুক্তং
“যাবানর্থ উৰণানে” ইত্যত্র । অতোহনাত্মবিষয়করতিতৃপ্তিতৃপ্ত্যভাবাদান্যং পরমানন্দমদ্বয়ং
সাক্ষাৎ কুৰ্ম্মমুপচারাদেবমুচ্যতে আশ্বরতিরাশ্বতৃপ্ত আশ্বসন্তুষ্ট ইতি । আশ্বতৃপ্তশ্চেতি
চকারএবকারানুকৰ্ষণার্থঃ । মানব ইতি যঃ কশ্চিদপি মনুষ্য এবভূতঃ, স এব কৃতকৃত্যো ন তু
ব্রাহ্মণাদি প্রকৰ্ষণেতি কথয়িতুং আশ্বন্যেব চ সন্তুষ্ট ইত্যত্র চকারঃ সমুচ্চয়ার্থঃ । য এবভূত-
তত্ৰাধিকারহেতুভাবাৎ কিমপি কার্যং বৈদিকং লৌকিকং বা ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবমীশ্বরেণ বেদযজ্ঞপূৰ্ব্বকং অগচ্চকং প্রবৰ্ত্তিতমৈজয়েরধিকৃতৈরনুভববৰ্ত্তিত-
ব্যমিত্যুক্তং, অস্তাননুভবতেন যঃ মহান্ প্রত্যাবায় উক্তঃ, স ব্রহ্মবিদমপি স্পৃশেদिति সম্ভাবিতা-
শাপদ্বাং পরিহরতি যদ্বিতি । আশ্বন্যেব রতিঃ প্রীতিৰ্ঘত ন তু জ্ঞানো স তথা, নহান্মনি প্রীতিঃ
প্রাণিসাত্ত্বানোপাধিকী অস্তি প্রত্যুত তদর্থংযেনৈব জ্ঞাদিষপি প্রীতিৰ্ভবতীত্যত উক্তং আশ্ব-
তৃপ্ত ইতি । আশ্বনৈব পরমানন্দরূপেণ তৃপ্তো ন মিষ্টানাদিনা । নহু মন্দাগ্নিষপি জ্ঞানো ন
রমতে নাপি মিষ্টান্নেন তৃপ্যতি, অত উক্তং আশ্বন্যেব চ সন্তুষ্ট ইতি । মন্দাগ্নির্হি ধাতুবুদ্ধিং
জাঠরৌদীপনক কামরমান ঔষধাশ্বত্থমিতত্ততো ধাবতি । নহু আশ্বন্যেব তৃপ্যতি, বিদ্বাস্ত
মতিভূতিভূতীরাশ্বন্যেবানুভবতি ন জ্ঞানপানাদিভিরিতি, তত্ৰ কার্যং কর্তব্যং কিমপি নাস্তি,
ক্রিয়াপ্রাপ্ত কতচিদপ্যর্থভাবাৎ ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—তদেবং নিকামস্বাসামর্থ্যে সকামোহপি কৰ্ম কুৰ্য্যাদেবেত্যুক্তং । যন্ত
তদ্ব্যস্তকরণদ্বাং জ্ঞানভূমিকামারুঢ়ঃ স তু নিত্যং কাম্যক ন কৰোতীত্যাহ যদ্বিতি স্বাভাষ্যম্
আশ্বরতিঃ আশ্বায়ানঃ অত আশ্বানন্দানুভবেন নিবৃত্তঃ । নহান্মনি নিবৃত্তো বহির্বিষয়-
ভোগেহপি কিকিরিবৃত্তো ভবতু, তত্র নৈবেত্যাহ আশ্বন্যেব নহু বহির্বিষয়ভোগে, তস্য কার্যং
কর্তব্যমেন কৰ্ম্মনাস্তি ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য ।—অজ্ঞ ও অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্মব্যোগের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ক প্রসঙ্গ পূর্বে কথিত হইয়াছে । এক্ষণে দুই শ্লোকে শুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞানী ব্যক্তির কর্মের অনাবশ্যকতা কীর্তিত হইতেছে । যাহারা ইন্দ্রিয়ারাম নহেন, সেই পরমার্থদর্শী কৃতকৃত্য পুরুষেরা পুরুষোক্তরূপ জগজ্জ্ঞের হেতুভূত কর্মের অনুসরণ করিলেও, কখনই বিষয়-বিলাসী হুন না । ইন্দ্রিয়ারাম ব্যক্তিগণ অক-চন্দন-বনিতাদি বিষয়ে রতি, মনোজ্ঞ অন্ন-পান্য-দিত্তে তৃপ্তি, পশু-পুত্র-স্বর্ণ-স্বাস্থ্যাদিলাভ হেতু তৃষ্টি অনুভব করিয়া থাকেন । যাহারা বিষয়ানুরাগী, এই সকল বিষয়ের অভাব ঘটিলে, তাঁহাদের অতৃপ্তি ও অতৃষ্টি অপরিণীম হইয়া উঠে ; কিন্তু যাহারা পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছেন, দ্বৈতদর্শনের অভাব হেতু, বিষয়-সুখকে তাঁহারা অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ করিয়াছেন ; তাদৃশ মহাত্মগণ বিষয় সুখের কামনা করেন না । জ্ঞানাদিকারীর হৃদয়ই যে সকল সুখের সমষ্টি ও নারভূত পরম সুখের আধার স্বরূপ, “স্বাবানর্থ উদপানে” ইত্যাদি (২য় অ, ৪৬) শ্লোকে তাহা বিবৃত হইয়াছে । যিনি আত্মাকেই পরমানন্দস্বরূপ এবং অদ্বয়রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার সকল রতি, সকল তৃপ্তি এবং সকল সন্তোষ আত্মাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে । প্রকৃতি বলিয়াছেন, আত্মাতেই যাহার ক্রীড়া, আত্মাতেই যাহার রতি, যিনি আত্মাতেই ক্রিয়াবান্, তিনি ব্রহ্মবিদগণের শ্রেষ্ঠ ।” মূলে ‘মানব’ শব্দ প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য এই যে, যে কোন বর্ণোদ্ভব ব্যক্তি যদি আত্ম-সন্তোষ লাভ করে, সেই পরম ধন্য ও কৃতকৃত্য হয় ; কেবল ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণেরই যে এইরূপ অসুলভ নৌভাগ্য সমুপস্থিত হইবে, এমন নহে । যে ব্যক্তি এইরূপ উন্নত স্থানের অধিকারী হইয়াছেন, কি লৌকিক কি বৈদিক কোন কার্য্যেই তাঁহার প্রয়োজন নাই । যাহার তৃষ্ণা নাই, জলে তাহার কি আবশ্যক ? ॥ ১৭ ॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনৈহ কশ্চন ।

ন চ স। সৰ্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অর্থঃ ।—ইহ (জগতি) কৃতেন (কর্মণা) তস্য (পরমাত্মরতেঃ জনস্য) অর্থঃ (নিঃশ্রেয়সলক্ষণং প্রয়োজনম্, ন এষ অকৃতেন (অকরণেন কর্মণা) চ কশ্চন (কোহপি প্রত্যবারঃ) ন চ অন্য (আত্মভূক্তস্য পুরুষস্য) সৰ্বভূতেষু (দেবাদিহাবরপর্য্যন্তেষু) কশ্চিৎ অর্থ-ব্যাপাশ্রয়ঃ (প্রয়োজন-সম্বন্ধঃ) ন [অস্তি] ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—জগতে অমুষ্ঠিত-ক্রিয়া-বার। জ্ঞানীজন্মের প্রয়োজন নাই কর্মের-অকরণে-ও কোনও প্রত্যবার না আত্মজ-ব্যক্তির সকল জীবে কোন আলম্বনীয়-সম্বন্ধ না [আছে] ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—যাঁহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহার আর এই জগতে কর্মামুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজনীয়তা বা কর্মের অনমুষ্ঠান হেতু কোন প্রত্যবায়েরও আশঙ্কা নাই। তাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে দেবতা হইতে বৃক্ষলতাদি পর্য্যন্ত, কাহারও আশ্রয়ে সিদ্ধকাম হইবার আবশ্য-কতা নাই ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিঞ্চ নৈবেতি । নৈব তত্ত পরমাত্মরতেঃ কৃতেন কর্মণার্থঃ প্রয়োজনমস্তি, অন্ত তত্ কৃতেন অকরণেন প্রত্যবারাধ্যোহনর্থো নাকৃতেনৈহ লোকে কশ্চন কশ্চিৎপি প্রত্যবারপ্রাপ্তিরূপঃ আত্মহানিলক্ষণো বা নৈবাস্তি, ন চাত্ত সৰ্বভূতেষু ব্রহ্মাদি-হাবরাজেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ প্রয়োজননিমিত্তক্রিয়াসাধ্যো ব্যাপাশ্রয়ঃ, ব্যাপাশ্রয়ং আলম্বনং ককিছুতবিশেষমাপ্রিত্য ন সাধ্যঃ কশ্চিদর্থোহস্তু, যেন তদর্থী ক্রিয়ামুষ্ঠেয়া ভিন্ন ভবেন্তদ্বিন্ সৰ্বতঃ সংস্পৃতোদকস্থানীয়ে সমাগদর্শনে বর্তসে ॥ ১৮ ॥

আনন্দগিরি ।—ইতশ্চাত্তবিমো ন কিঞ্চিৎ কর্তব্যমিত্যাহ কিঞ্চেতি । অভ্যাস-নিঃশ্রেয়সযোগতত্তরং প্রয়োজনং কৃতেন মুকৃতেনার্ত্তবিমো ভবিষ্যতীত্যশঙ্কাহ নৈবেতি । প্রত্যবারনিবৃত্তের স্বরূপ প্রচুতিপ্রত্যাখ্যানের বা কর্ম ভাবিত্যাশঙ্কাহ নেত্যাদিনী । ব্রহ্মাদিষু হাবরাজেষু ভূতেষু ককিছুতবিশেষমাপ্রিত্য কশ্চিদর্থো বিদ্বৎ সাধ্যো ভবিষ্যতি তদর্থং তেন কর্তব্যং কর্তব্যশঙ্কাহ নচেতি । তজ্জাতং পদমানন্তে নৈবেতি । তৎ ব্যাচষ্টে তত্তেতি । আত্মবিদঃ পরীতভাবানবিশিষ্ট নিঃশ্রেয়সস্ত চ প্রাপ্তবার কৃতং কর্মার্থবিত্যাধঃ । আত্মবিদা চেৎ কর্ম ন ক্রিয়তে, তদ্বিকৃতেনাকৃতেন ততানর্থো ভবিষ্যতীতি তৎ প্রত্যাখ্যানার্থং তত্ত কর্তব্যং কর্তেতি

কর্মেতি শব্দে তদ্বিতি । দ্বিতীয়পাদেনোক্তমাহ নৈতাদিনী । অতো ন তদ্বিত্যর্থং কৃতমর্থ-
বদিত্তি শেষঃ । দ্বিতীয়ং জাগং বিজ্ঞতে ন চান্তেতি । ব্যাপ্যপ্রবণমালম্বনং নৈতি সম্বন্ধঃ ।
পদার্থমুক্তা বাক্যার্থমাহ কিকিদিতি । তুতবিশেষতাপ্রিততাপি ক্রিয়াধারা প্রয়োজনপ্রসবহেতু-
নিত্তি মতাহ বৈনৈতি । অহি ময়াপি বখোক্তং তদ্ব্যাপ্রিত্য ত্যাদ্যামেব 'কর্মেত্যর্জুনস্ত মমতা-
শঙ্কাহ ন বদিত্তি ॥ ১৮ ॥

সামান্যমুজ — নৈবেতি । অতএব তস্যাস্বাদর্শনার কৃতেন তৎসাধনেনার্থো ন কিকিৎ
প্রয়োজনং অকৃতেনাস্বাদর্শনসাধনেন ন কশ্চিদনর্থঃ । অসাধনারস্বাদর্শনত্যাৎ স্বতএবাস্বা-
বতিরিক্তসকলাচিবস্তপিসুখস্ত অস্যা সর্কেষু প্রকৃতিপরিণামবিশেষেধাকাশাদিভূতেষু সকার্যেষু
ন কশ্চিৎ প্রয়োজনতয়া সাধনতয়া বা ব্যাপ্যশ্রয়ঃ । বহুতদ্বিমুখীকরণার সাধনারন্তঃ, স.হি
মুক্ত এব ॥ ১৮ ॥

ক্রীধর ।—তত্র হেতুমাহ নৈবেতি । কৃতেন কর্মণা তস্যার্থঃ পুণাং নৈবান্তি, ন
চাকৃতেন কশ্চন কোহপি প্রত্যবারোহতি নিরহঙ্কারেণ বিধিনিষেধাতীতত্যাৎ । তথাপি
“তদ্ব্যোহাং ন প্রিয়ং বদেতঅমুখ্যা বিদুঃ” ইতি শ্রুতেঃ, মোক্ষে দেবকৃতবিদ্বঙ্গমভাবতৎপরিহারার্থং
কর্মভির্দেবাঃ সেবা ইত্যাপেক্ষ্যোক্তং সর্কভূতেষু ব্রহ্মাদিহাবরাস্তেষু কশ্চিদপার্থব্যাপ্যশ্রয়ঃ
আশ্রয় এব ব্যাপ্যশ্রয়ঃ অর্থে মোক্ষে আশ্রয়গীয়োহস্য নাতীত্যর্থঃ বিদ্বাভাবস্য শ্রুত্যৈবোক্তত্যাৎ ।
তথা চ শ্রুতিঃ, “তস্যা হন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হেবাং সম্ভবতি” ইতি, হনেন্ত্যব্যয়ম-
পার্থে, দেবা অপি তস্যাস্বতত্ত্বজ্ঞস্য অতুতৈ ব্রহ্মভাবপ্রতিবন্ধার.নেশতে ন শকু বস্তীতি শ্রুতেরর্থঃ ।
দেবকৃতাস্ত বিদ্যাঃ সম্যগজ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগেব “বদেতদ্বক্ মমুখ্যা বিদুস্তদেবৈবাং দেবানাং ন
প্রিয়ম্” ইতি শ্রুত্যা ব্রহ্মজ্ঞানৈস্যাব্যপ্রিয়হোক্ত্যা তত্রৈব বিদ্বকর্তৃত্বস্য স্চিতিত্যাৎ ॥ ১৮ ॥

বলদেব ।—কৃতেন তদলোকনারায়ণকৃতেন কর্মণার্থঃ ফলং নৈবান্তি । অকৃতেন
অদবলোকনসাধনেন কর্মণা কশ্চনানর্থস্ত তদবলোকনকতিলক্ষণ ইহ ন ভবতি, স্বাভাবিকাস্বা-
বলোকনত্যাৎ । ন ত্বীদৃশোহপি দেবকৃতাবিদ্ভ্যাং বিভ্যাং ততোষার তৎপূজ্যকং কর্ম কুর্যাৎ ।
শ্রুতিশ্চ, “দেবান্ জ্ঞানদ্বিষঃ প্রাহ । তস্যাং তদেবাং ন প্রিয়ং বদেতঅমুখ্যা বিদুঃ” ইতি ।
তত্রাহ ন চেতি । অস্ত লক্ষ্যাবলোককৃত বিদ্বমঃ সর্কভূতেষু দেবেষু মানবেষু চ মধ্যে কশ্চিদ-
পার্থ্যায়নতিকৈর্কিয়্যার ব্যাপ্যশ্রয়ঃ কর্মভিঃ দেব্যো ন ভবতি । জ্ঞানোদয়াৎ পূর্বনৈব দেবকৃত্য
বিদ্যাঃ, তেনাস্বরতো সত্য্যস্ত ন তৎকৃত্যন্তে তৎপ্রত্যবেগ সম্ভবন্তি, “তস্যা হন দেবাশ্চ নাভূত্যা
ঈশতে আত্মা হেবাং সম্ভবতি” ইতিশ্রবণাৎ । হনেন্ত্যপার্থে নিপাতঃ । দেবা অপি তত্যা-
তবিনোহতুতৈ আশ্রয়তিকতরে নেশতে । হি বদ্যদেবাং স আত্মা তবৎ প্রেতৌ
ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

মধুসূদন ।—নদ্যাব্যবহোহপি অত্য়াব্যার্থং নিশ্রেয়সার্থং প্রত্যবারপরিহারার্থং বা
কর্মভাবিত্যত আহ নৈবেতি । উক্তাস্বরতে কৃতেন কর্মণাক্রিয়লক্ষণো নিঃশ্রেয়সলক্ষণো

বার্হঃ প্রয়োজনং নৈবাতি, তস্য স্বর্গাদ্যভ্যুদয়ানর্থিবাং নিঃশ্রেয়সস্য চ কর্মসাধ্যাভাং । তথাচ
 ক্রটিঃ, “পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিহ্নান্ ত্রাঙ্কণা নির্কেদমারামাত্যকৃতঃ কৃতেন” ইতি, অকৃতো
 নিত্যো যোক্ষঃ কৃতেন কর্মণা নাতীতার্থঃ । জ্ঞানসাধ্যস্যাপি ব্যাবৃত্তিরেব কারণেণ হৃতিতা ।
 আত্মরূপস্য হি নিঃশ্রেয়সস্য নিত্যপ্রাপ্তস্য জ্ঞানমাত্রমপ্যসিদ্ধিঃ, ততঃ তদ্ব্যবস্থানমাত্রোপনোদ্যঃ,
 তস্মিন্তত্ত্বজ্ঞানেনাপনুয়ে তত্ত্বায়বিনো ন কিঞ্চিং কর্মসাধ্যং জ্ঞানসাধ্যং বা প্রয়োজনমতীত্যর্থঃ ।
 এবহুতেনাপি প্রত্যাবারপরিহারার্থঃ কর্মসাধ্যমুচ্চৈরান্যেবেত্যত আহ নাকৃতেনৈতি (ভাবে
 নিষ্ঠা) । নিত্যকর্মীকরণেন ইহ লোকে গহিতত্বরূপো বা প্রত্যাবারপ্রাপ্তিরূপো বা কষ্টনার্থো
 নান্তি সর্বত্রোপপত্তিমাহ উত্তরাঙ্কেন । চো হেতো । বসাদভ্যাবিধঃ সর্কেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদি-
 হাবিস্তেষু কোহপি অর্থব্যাপ্যশ্রয়ঃ প্রয়োজনস্বকো নান্তি ককিছুতনিশেষমাপ্রিত্য কোহপি
 ক্রিয়াসাধ্যোহর্থো নাতীতি বাক্যার্থঃ । অতোহন্ত কৃতাকৃতে নিশ্চয়োজনে “নৈনং কৃতাকৃতে
 তপতঃ” ইতি শ্রুতেঃ, “তত্ত্ব হন দেবাশ্চ নাতৃত্যা জীশত আত্মা হেবাং সন্তবতি” ইতি শ্রুতেঃ,
 দেবা অপি তস্য মোক্ষাভয়ান ন সমর্থী ইত্যাক্টেন বিনাভাবার্থমপি দেবারাধনরূপকর্মাসুষ্ঠান-
 মিত্যভিপ্রায়ঃ । এতাবুশো ব্রহ্মবিৎ ভূমিকাসম্বন্ধেদেন নিরূপিতা বশিষ্ঠেন, “জ্ঞানভূমিঃ
 শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা পরিকীর্তিতা । বিচারণা দ্বিতীয়া ত্যাং তৃতীয়া তত্ত্বমানসা ॥ সম্বাপত্তিঃ চতুর্থী
 ত্রাভতোহসংসক্তিমানসিকা । পদার্থভাবনী বজী সপ্তমী তুর্থাগা স্বতা ॥” ইতি । তত্র নিত্যা-
 নিত্যবস্তববেদাদিপুরুঃসরা কলপন্যবসায়িনী মোক্ষেচ্ছা প্রথমা, ততো শুদ্ধমুপস্থিত্য বেদান্তবাক্য-
 বিচারঃ শ্রবণমননাত্মকো দ্বিতীয়া, ততো নির্দিষ্টাসনাত্ম্যাসেন মনস একাগ্রতয়া দৃষ্টবস্ত-
 বগ্রহণযোগ্যত্বং তৃতীয়া, এতভূমিকাত্রয়ঃ সাধনরূপং জাগ্রদবহোচ্যতে বোগিভিঃ তেদেন জগতো
 ভানাং । তদুক্তং, “ভূমিকা ত্রিতরশ্চেতদ্রাম জাগ্রদ্বিত্তি হিতম্ । বধাবন্তেনবুদ্ধোদয়ং জগৎ
 জাগ্রতি দৃষ্টতে ॥” ইতি । ততো বেদান্তবাক্যনির্দিষ্টকরকো ব্রহ্মাত্মকাস্যাকাংকারশ্চতুর্থী
 ভূমিকা কলরূপা সম্বাপত্তিঃ বপ্রানবহোচ্যতে সর্বস্যাপি জগৎক্ষেত্র মিথ্যাত্বেন ক্ষরণাৎ । তদুক্তং
 “অবৈতে হৈর্ধ্যমারাতে যৈতে প্রশমমাগতে । পশ্যন্তি ব্রহ্মবল্লোকং চতুর্থীং ভূমিকামিতা ॥”
 ইতি । সোহয়ং চতুর্থভূমিংপ্রাপ্তো বাগী ব্রহ্মবিদিত্যচ্যতে । পঞ্চমী-বজী-সপ্তম্যস্ত ভূমিকা
 জীবমুক্তেরবাস্তবভেদাত্ত্রয়ঃ সবিবর্তনসাধ্যাত্ম্যাসেন বিবর্ত্তে মনসি য নির্বিকল্পকসমাধাবস্থা
 সাংসক্তিগতিঃ সুবৃষ্টিগতিঃ চোচ্যতে, ততঃ ব্রহ্মমেব ব্যাখ্যানাং সোহয়ং যোগী ব্রহ্মবিষয়ঃ ।
 ততত্ত্বভ্যাসপরিপাকেন বা চিরকালাবস্থায়িনী সা পদার্থভাবনীতি গাচসুবৃষ্টিগতিঃ চোচ্যতে,
 ততঃ ব্রহ্মমহাশিতয়া যোগিনঃ পরপ্রয়ত্নেনৈব ব্যাখ্যানাং সোহয়ং ব্রহ্মবিষয়ীরান্ । উক্তং হি
 “পঞ্চমীঃ ভূমিকামেতাঃ সুবৃষ্টিপদনামিকাম্ । বজীং গাচসুবৃষ্ট্যাখ্যাং ক্রমাৎ পততি ভূমিকাম্ ॥”
 ইতি । বজাস্ত সম্ভাব্যবহারাঃ স যতো বা পরতো যুগ্মেতো ভবতি সর্বথা ভেদবর্ণনাভাবাৎ,
 কিন্তু সর্বথা ভিন্নর এব ব্রহ্মব্রহ্মস্বরেণৈব পরমেবরপ্রেতিপ্রাণবাস্তবশাৎ অতৈনানির্বাচ্যমান-
 বৈদিকব্যবহারঃ পরিপূর্ণপরমানন্দরূপ এব সর্বতত্ত্বভিত্তি, সা সপ্তমী তৃতীয়াবস্থা, ত্যাং প্রাপ্তো
 ব্রহ্মবিষয়িত্ব ইত্যচ্যতে । উক্তং হি, “ব্যাং ভূম্যামনৌ হিবা সপ্তমীং ভূমিমাশ্রয়াৎ । কিকিবে-

বৈব সম্পন্নত্ববৈব ন কিকন । বিদেহমুক্ততা তু কামস্য সপ্তমী যোগভূমিকা । "অগম্যা বচসাং শাস্তা না সীমা যোগভূমিষু ॥ ইতি । যামযিকৃত্য শ্রীমদ্ভাগবতে সূর্য্যভ্যে, "দেহক নবর-মবস্থিতমুখিতং বা সিন্ধো ন পশ্চতি যতোহধ্যগমৎ স্বরূপম্ । দৈবাত্মপেতমথ দৈববশাদপেতং বাসো যথা পরিকৃতঃ সন্নিরামদাঙ্কঃ ॥ দেহোহপি দৈববশগঃ খলু কর্ম যাবৎ স্বারম্ভকং প্রীতি সযীকৃত এব সাত্মঃ । তং সপ্রপ্লবমধিকৃতগমাধিবোগঃ স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবন্তঃ ॥" ইতি । প্রতীশ্চ, "তদ্বথা হি নিষ্মরনীংস্মীকে মৃত্যু প্রত্যস্তাশরীভৈবমেবেদং শরীরং শেতেহপারমশরীরো মৃতঃ প্রাপো ব্রহ্মৈব তেজ এব" ইতি । তদ্রায়ং সংগ্রহঃ "চতুর্থী ভূমিকাজ্ঞানং তিস্রঃ স্রাঃ সাধনং পুরা । জীবমুক্তেরবস্থাস্ত পরাতিশ্রঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥" অত্র প্রথমভূমিরমাকটোহজ্ঞোহপি ন কর্মাদিকারী, কিং পুনস্তত্ত্বজ্ঞানী তদ্বিনিষ্টো জীবমুক্তো বেত্যাতিপ্রায়ঃ ॥ ১৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এতদেবাহ নৈবেতি । ভক্তাস্থরতেঃ কুতেন কর্মণা অর্থঃ প্রয়োজনং নাস্তি স্বর্গাদৌ লিপ্সাতাবাৎ, মোক্ষস্য চাক্রিয়াসাধ্যত্বাৎ "নাস্ত্যাকুঃ কুতেন" ইতি শ্রুতঃ, অকুতো মোক্ষঃ কুতেন কর্মণা নাস্তীতি শ্রুত্যর্থঃ । অকুতেন বিরুদ্ধকর্মণাপি অনর্থো নরকা-দিন্নস্ত নাস্তি, অত্র কৃতাকৃতশব্দৌ মিত্রামিত্রপদবৎ পরস্পরবিরুদ্ধার্থবাচিতর্য্য পুণ্যপাপবচনৌ । যেতু অকুতেনেতি (ভাবে নির্ভা) নিত্যাকরণাৎ গর্হিতস্বরূপো বা প্রত্যাবারপ্রাপ্তিরূপো বা কশ্চন্যর্থো বিদ্রবো নাস্তীতি ব্যাচক্ষেতে, তেষামপ্যভাবাত্তাবোৎপত্তেরনভ্যাপগমাৎ নিত্যানাং কালে যদন্তদবিহিতং ক্রিয়তে তত এব প্রত্যাবারোৎপাদো যজ্ঞব্য ইতি (ঘট্য কুত্যাং প্রভাত-বৃত্তা আপদ্যতে ? কুট্যাং প্রভাত ইতি বৃত্তান্ত আপদ্যতে ?) অত্রোপপত্তিমাহ ন চেতি । চো হেতৌ । যস্মাৎ অস্যা আস্থরতেঃ সর্বভূতেষু চেতনাচেতনেষু উত্তমমধ্যমাধমেষু কশ্চিদপি অর্থঃ ব্যাপাশ্রয়ঃ সূখভোগাশ্রয়কপ্রয়োজনভিত্তিসম্বন্ধো নাস্তি আস্থরতিত্বাদেব নিকামস্বাধিগ্নঃ পুণ্যপাপফলসম্বন্ধো নাস্তীতিার্থঃ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—নৈবেতি । কুতেনাহুষ্টিভেন কর্মণা নার্থঃ ন ফলম্ । অকুতেন কশ্চন প্রত্যাবারোহপি ন । যস্মাদস্য সর্বভূতেষু ব্রহ্মান্তহাবয়াদিষু মধ্যে কশ্চিদপার্থ্য স্বপ্রয়োজনার্থ ব্যাপাশ্রয় আশ্রয়ণীরো ন ভবতি । পুরাণাদিষু ব্যাপাশ্রয়শব্দেন তথৈবোচ্যতে । যথা "বাসুদেবে ভগবতি তত্ত্বিমুদ্বহতাং নৃণাম্ । জানতৈবরাগ্যবীৰ্য্যাদিঃ নেহ কশ্চিৎব্যাপাশ্রয়ঃ ॥" ইতি । তথা বদপাশ্রয়শ্রয়ঃ তদ্ব্যতীতি সংহাহেতুরপাশ্রয় ইত্যাদাবপ্যত্যাধিকার্ব্যঃ সূচন্ ॥ ১৮ ॥

ভাৎপর্য্য ।—পূর্ব্বশ্লোকে আত্মভূত ব্যক্তির পক্ষে কর্মের অনাবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে । এই শ্লোকে তাহার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে । আত্মক পুরুষও পারলৌকিক মঙ্গলকামনার প্রত্যাবার পরিহারার্থ কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন । বর্ত্তমান শ্লোকে এইরূপ আশঙ্কার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে ।

আজ্ঞারত পুরুষের অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম দ্বারা মুক্তিরূপ সঙ্গতি লাভের প্রয়োজন নাই; কারণ তিনি স্বর্গাদিলাভরূপ অভ্যাস-শাকাক্ষ্য বিবর্জিত এবং তাঁহার নিশ্চেষ্ট-সাধন কৰ্ম্মের সাধ্যাভীত । শ্রুতি বলিয়াছেন, “জান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কৰ্ম্মব্রতা স্বর্গাদিলোকের মায়াগম্যতা পরীক্ষা করিয়া, কৰ্ম্ম-সাধনে অনাসক্ত হইয়া থাকেন ।” কৰ্ম্মে অনাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে নিত্য মোক্ষ স্থিরীকৃত আছে, কিন্তু তাহা অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মদ্বারা লভ্য নহে । আত্মজ্ঞানরূপ মুক্তির, অজ্ঞানই একমাত্র প্রতিবন্ধক । তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে, সেই অজ্ঞান বিদূরিত হয় । বাঁহ্যর দ্বন্দ্বের তাদৃশ জ্ঞান সমুদিত হইয়াছে, তাঁহার আর কৰ্ম্মসাধ্য বা জ্ঞানসাধ্য কোন ফলেরই প্রয়োজন নাই । এতাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যাবার পরিহারার্থ কৰ্ম্মানুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন নাই । নিত্য কৰ্ম্ম না করিলে ইহলোকে গর্হিতরূপ প্রত্যাবার হয় বটে, কিন্তু কৰ্ম্মাভীত জ্ঞানী পুরুষের পক্ষে তাদৃশ কোনই প্রত্যাবার ঘটতে পারে না । যেহেতু আত্মজ্ঞ ব্যক্তির ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত কোন পদার্থের সহিত কোনই প্রয়োজন সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ কোন ভূতবিশেষকে আশ্রয় করিয়া কোন ক্রিয়াসাধ্য পুণ্যসঞ্চয় করিবার আবশ্যকতা নাই । শ্রুতি বলিয়াছেন, “এইরূপ প্রয়োজনবিহীন মহাত্মার মোক্ষের প্রতিকূলচরণে দেবতারাও সমর্থ নহেন ।” হুতরাং সৰ্ব্বপ্রকার বিঘ্নসম্ভাবনাসূক্ততা-হেতু দেবারাধনা-রূপ কৰ্ম্মও তাঁহার অনুষ্ঠেয় নহে । ভগবান্ বসিষ্ঠদেব কর্তৃক উল্লিখিত ব্রহ্মবিদ্যা গণ্ডভূমিকাভেদে বিভক্ত হইয়াছেন । “শুভেচ্ছানামী জ্ঞানভূমি প্রথমাক্রমে পরিকীর্ত্তিতা, বিচারণা দ্বিতীয়া, তনুমানসা তৃতীয়া, সম্বাপতি চতুর্থী, অসংসক্তি পঞ্চমী ।” নিত্য ও অনিত্য বস্তুবিবেক পূর্বক যে ফল-পর্য্যবসায়িনী মোক্ষেচ্ছা, তাহাই শুভেচ্ছা নামী প্রথম জ্ঞানভূমি; তদনন্তর গুরুসমীপে সমুপস্থিত হইয়া শ্রবণগননাজ্ঞক বেদান্তবিচারই, বিচারণা নামী দ্বিতীয়া জ্ঞানভূমি; তদনন্তর নিদিধ্যাসন অভ্যাসবলে মনের একাগ্রতা হেতু সূক্ষ্মবস্তুর ধারণার ক্ষমতাই, তনুমানসা নামী তৃতীয়া জ্ঞানভূমি । বোগিগণ এই ভূমিকাক্রমকে সাধনরূপ জীৱদবস্থা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন । তদনন্তর বেদান্ত মহাবাক্য বিষয়ক জ্ঞানজনিত ব্রহ্মজ্ঞান নির্বিকল্প শাকাক্ষ্যকার, সম্বাপতি নামী চতুর্থী ভূমিকা; জঘন্তের সকল ব্যাপারই তদবস্থায় মিথ্যাক্রমে ক্ষরিত হয় বলিয়া, তাহাকে ব্রহ্মাবস্থা বলা

যার । যে যোগী পুরুষ চতুর্থ ভূমিকার সমারূঢ় হইরাছেন, তাহাকে ব্রহ্মবিদ্য বলে । পঞ্চমী, ষষ্ঠী এবং সপ্তমী ভূমিকা জীবমুক্তাবস্থার অবান্তর ভেদ মাত্র । সেই অবস্থার সবিকল্প সমাধির অভ্যাস বলে মন নিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি উপস্থিত হয় ; এইরূপ অবস্থাকে অমুখিত বলে । এই অবস্থায় ব্রহ্মবিদ্যর যোগীর আপনাই ব্যুৎপান হয় । তদনন্তর অভ্যাসের পরিপক্বতা হেতু যে চিরকালাবস্থায়িনী সমাধির উদ্ভব হয়, তাহাকে গাঢ় অমুখিত বলে । সে সময়ে স্বয়ং অনুখিত যোগিপুরুষের অপর ব্যক্তির প্রবৃত্তি ব্যুৎপান সজ্জিতিত হয় বলিয়া, তিনি ব্রহ্মবিদের শ্রেষ্ঠ । এই প্রকার পরিপূর্ণ আনন্দধনরূপ তুরীয়াবস্থার যোগী বিদেহমুক্ততা প্রাপ্ত হন । শ্রীমদ্ভগবতেও এই কথার সমর্থন আছে । ঋতিও ইহার পরিপোষণ করিয়াছেন । চতুর্থী ভূমিকা হইতেই জানেন উদ্ভব হয়, প্রথম তিনটি তাহার সাধন । জীবমুক্তাবস্থাই সর্বশ্রেষ্ঠ । প্রথম ভূমিকারারূঢ় অজ্ঞজনও যখন কর্ম্যাতীত অর্থাৎ কর্মের অনধিকারী, তখন তত্ত্বজানী ও তত্ত্বজান-সম্পন্ন জীবমুক্ত মহাত্মগণ যে সর্বধা কর্ম্যাতীত এ কথা বলাই বাছল্য ॥ ১৮ ॥

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর ।

অসক্তো হ্যচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

অনুব্র ।—তস্মাৎ (যস্মাৎ এবং) অসক্তঃ (কলাসক্তিবিরহিতঃ) [মন্] সততং (সর্লদা) কার্য্যং (কর্তব্যাতয়াবশ্যিকরণীয়ম্) • কর্ম্ম (নিত্যনৈমিত্তিকমিতিবাৎ) সমাচর (শাস্ত্রোপদেশমমুসরন্ নির্বর্তয়) হি (যস্মাৎ) অসক্তঃ কর্ম্ম আচরন্ (পরমেশ্বরার্থং কর্ম্ম কুর্স্বন্) পুরুষঃ পরং (মোকং) আপ্নোতি ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—তদ্ব্যতীত কলকামনাশূন্য [হইয়া] নিরন্তর কর্তব্য-কর্ম্ম নির্বাহ-কর যেহেতু আকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্ম্মশীল পুরুষ মোক প্রাপ্ত-হয় ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—অতঃপূর্ব্ব কলকামনাবিবর্জিত হৃদয়ে প্রতিনিরন্তর অবস্থা-

কর্তৃগণ নিতানৈমিত্তিক কর্মসমূহ সম্পাদন কর; কারণ আসক্তিবির-
হিত-ভাবে কর্মপরায়ণ মানব পরিণামে মোক্ষের অধিকারী হইয়া
থাকেন ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য — যতএবং তস্মাদিতি । তস্মাদসক্তঃ সংসর্গবর্জিতঃ সততং সর্বদা কার্য্যং
কর্তৃণ্যং নিত্যং কর্ম সমাচর নিবর্তয়, অসক্তো হি যস্মাৎ সমাচরন্নীশ্বার্থং কর্ম কুর্কন্ পরমাপ্নোতি
পুরুষঃ মোক্ষমাপ্নোতি পুরুষঃ সমুত্ত্বিদ্ধারেণেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি ।—সমাগ্জ্ঞাননিষ্ঠত্বাভাবে কর্ম্মমুষ্ঠানমানস্তকমিত্যাহ বত ইতি । তস্মাৎ
জ্ঞাননিষ্ঠারাহিত্যাদিতি যাবৎ । মোক্ষসেবাপেক্ষমাণস্য কথং কর্ম্মণি ফলান্তরবতি নিয়োগঃ
স্যান্দিত্যাহ অসক্তো হীতি ॥ ১৯ ॥

রামানুজ । — তস্মাদিতি । যস্মাদসাধনায়ত্তাশ্রয়নৈস্যৈব সাধনাপ্রবৃত্তিঃ, যস্মাচ্চ তৎ-
সাধনে প্রবৃত্ততাপি মুশকাহ্বাদপ্রমাণত্বাৎ তদন্তর্গতাত্মব্যাখ্যানমুশকানত্বাচ্চ জ্ঞানযোগিনোহপি
দেহবাসীভাঃ কর্ম্মমুষ্ঠাপেক্ষত্বাচ্চ কর্ম্মযোগ এবাশ্রয়দর্শননিবৃত্তৌ প্রেরান্, তস্মাদসঙ্গপূর্ব্বকং
কার্য্যমিত্যেব সততং যাবদাশ্রয়প্রাপ্তি কঠোর সমাচর, অসক্তঃ কর্ম্ম কার্য্যমিতি বক্ষ্যমাণা-
কর্তৃত্বামুশকানপূর্ব্বকক কর্ম্মমুচরন্ পুরুষঃ কর্ম্মযোগেনৈব পরমাপ্নোত্যাশ্রয়ানঃ প্রাপ্নো-
তীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

হুইমানু ।—কিঞ্চ নৈবেতি । তস্মাৎসরতে: কৃতেন করণেন নার্থঃ প্রয়োজনং এবং
নাপ্যকৃতেনাকরণেন কশ্চিৎ প্রত্যবারঃ । নচাস্য বিহবঃ কশ্চিৎ ব্রহ্মানিষ্টাবরাত্তেদ্বর্থব্যাপাশ্রয়ঃ
কার্য্যার্থমাপ্ররম্ । বস্তু কর্ম্মার্থধিকৃতং, তস্মাদসক্তঃ ফলসঙ্গবর্জিতস্ততঃসদা কার্য্যং কর্তব্যং
কর্ম্ম মুক্তাদি সমাচর অমুতিষ্ঠ । কিন্তুতঃ ? ইতি চেৎ, অসক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ হি যস্মাৎ
আচরন্ অমুতিষ্ঠন্ কর্ম্ম পরমাত্মানমাপ্নোতি পুরুষঃ, তস্মাদিত্যং কর্ম্ম কুর্কিতি সঙ্গঃ ॥ ১৮ । ১৯ ॥

শ্রীধর ।—যস্মাদেবমুতস্য জ্ঞানিন এব কর্ম্মমুপযোগো নাস্তস্য, তস্মাৎ তৎ কর্ম্ম
কুর্কিত্যাহ তস্মাদিতি । অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্য্যমবশ্যকর্তব্যতয়া বিহিতং
নিতানৈমিত্তিকং কর্ম্ম সমাগচর, হি যস্মাদসক্তঃ কর্ম্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্ততত্ত্বিধারা
প্রাপ্নোতি ॥ ১৯ ॥

বলদেব ।—তস্মাদিতি যস্মাদকাস্মাবপোকনৈস্যৈব কর্ম্মমুপযোগস্তস্মাদভ্যুত্বং কার্য্যং
কর্তব্যমেন বিহিতঃ কর্ম্ম সমাগচর । অসক্তঃ ফলেচ্ছাপৃক্তঃ সন্ পরং দেহাদিভিন্নমাত্মানমাপ্নোত্যব-
লোকতে বাধ্যত্বেন ॥ ১৯ ॥

মধুসূদন ।—তস্মাদিতি । যস্মাদযমেবমুতো জ্ঞানী, কিন্তু কর্ম্মার্থধিকৃতএব মুহুঃ,
তস্মাৎ অসক্তঃ ফলাসক্তিশূন্তঃ সততং সর্বদা ন তু কদাচিৎ কার্য্যং অবশ্যকর্তব্যং যাবজ্জীবাদি
শ্রুতিচোদিতং, “তদেতৎ বেদাহ্বয়চক্রেণ ব্রাহ্মণ্যবিধিবিষয়ি ব্রহ্মেন্দ্রিয়ানেন তপসা নাপকেন”

ইতি স্রষ্টা জ্ঞানেন নিমিষকৃত্ত্ব কর্ম নিভাতৈমিত্তিকসকলং সমগাচর যথাশাস্ত্রং নিরুত্ব, অসংল
হি যদ্বাদাচরন্ কীর্ত্তার কর্ম কুরন্ নভুক্তিজন্যপ্রাপ্তির্ভায়েন যোক্তব্যোতি পুরুষঃ পুরুষঃ
নশ্ব সৎপুরুষো নাস্তি ইত্যতি প্রাণঃ ॥ ১৯ ॥

• **নীলকণ্ঠ ।**—বয়ানিকামস্ত কৰ্ম্মণোপা নাস্তি তদ্ব্যং তদপি অসক্তঃ কলাসক্তিশ্চরঃ
সততং সৰ্ব্বদা কাৰ্য্যা অবশ্যকৰ্ত্তব্যং কৰ্ম্ম নিত্যনৈমিত্তিকং সমাচর । হি যদ্ব্যং অসক্তঃ কৰ্ম্মাচরন্
পরং মোক্ষং সম্ভুক্তিবারেণাপ্নোতি ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ ।—তথাৎ তব জ্ঞানভূমিকারোহণে নান্তি যোগ্যতা কাম্যকৰ্ম্মণি হু
 নবিবেকবতত্ব মৈবাধিকারঃ, তস্মাৎকামকৰ্ম্মৈব কুর্ষিত্যাহ তস্মাদিতি । কার্যমবশ্যককর্তব্যাকেন
 বিহিতম্, পরং মোক্ষম্ ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য।—বাহার। উল্লিখিতরূপ জ্ঞানী তাঁহাদেবই পক্ষে কর্ম্মের প্রয়োজনীতা নাই; তুমি ভাদৃশ জ্ঞানী নহ—কর্ম্মাধিকারী মুমুক্শু মাত্র; অতএব কলকামনাশূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। তোমার পক্ষে নিত্যান্ত আবশ্যক। কর্ম্ম অবশ্যকরণীয় বোধে প্রতিনিয়ত তাহার অনুসরণ করিতে হইবে; ইচ্ছানুসারে কখন কখন তাহার অনুষ্ঠান করিলে চলিবে না। “তমেতং বেদানুবচনেন” ইত্যাদি শ্রুতির (ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ২য় অধ্যায় ৪০ ও ৪১ শ্লোকের তাৎপর্যে দ্রষ্টব্য) মর্ম্মানুসারে জ্ঞানের সাধন-ভূত নিত্যনৈনিত্তিকলক্ষণ কর্ম্মের শাস্ত্রবিহিত পদ্ধতিক্রমে অনুষ্ঠান কর। ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত ভাবে, কেবল ভগবদ্বুদ্ধেধে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে, ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি ও তজ্জনিত জ্ঞান লাভ হইলে, পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ কর্ম্মপরায়ণ পুরুষই সাধু পুরুষ ॥ ১৯ ॥

कर्मणैव हि संसिद्धिमाप्नुता जनकानयः ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পদান্ কর্তুমহঁসি ॥ ২০ ॥

অহর।—জনকাদয়ঃ কৰ্মণা (নিষ্কামভাবেনাতুষ্টিভেন কৰ্মণা) এব হি সংসিদ্ধিঃ (জ্ঞানরূপং মোক্ষম্) আস্থিতাঃ (প্রাপ্তাঃ) লোক-সংগ্রহম্ (লোকানাং স্বধৰ্ম্মে প্রবর্তনং উদ্যোগপ্রযত্ননিবর্তনঞ্চ) এব অপি সম্পদানু (আলোচয়নিত্তি ভাবঃ) [কৰ্ম] কৰ্ত্ত্বঃ অহসি (যোগ্যো-ভবসি) । ২০ ।

প্রতিশ্রুতি ।—জনকাদি কর্মদ্বারা-ই মোক্ষ প্রাপ্ত হইরাছেন নহু-
যোর হিত-সাধন দেখিয়া [কর্ম] করিবার-নিমিত্ত বোধ্য-ইতি ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা ।—রাজর্ষি জনকাদি মহাত্মগণ কেবল নিজের ভাবে কর্ম-
স্থান করিয়াই জ্ঞানরূপ মোক্ষ লাভ করিয়াছেন । তাঁহাদের দৃষ্টান্তের
অনুকরণে এবং মানবকুলকে স্বধর্ম-প্রণোদিত করিবার আত্মপ্রস্নে
তোমারও কর্মস্থান আবশ্যক ॥ ২০ ॥

• শঙ্করাচার্য্য ।—যদ্বাক্ত করণেবেতি । করণেব হি তন্মাৎ পূর্বে কত্রিণাঃ বিধাংসঃ
সংসিদ্ধিঃ মোক্ষঃ গন্ত্যাহিতাঃ প্রবৃত্তা জনকাদয়ো জনকাস্বপতিপ্রভৃতয়ো বহি তে প্রাপ্তসম্যগ্-
দর্শনাত্তো লোকসংগ্রহার্থঃ প্রারককর্মদ্বাৎ কর্মণা সঠৈবাসন্ন্যাস্তেব কর্ম সংসিদ্ধিসাহিত্য
ইত্যর্থঃ । অত্র প্রাপ্তসম্যগ্ দর্শনা জনকাদয়ন্তলা কর্মণা সম্বৃত্তিসাধনভূতেন ক্রমেণ সংসিদ্ধি-
সাহিত্য ইতি ব্যাখ্যায়ঃ শ্লোকোহয়ং মন্যতে, পূর্ব্বেরাণ জনকাদিভিরপ্যজ্ঞানন্তিরেব কর্তব্যং
কৃতং কর্ম ভাবতা নাবশ্যমজ্ঞেন কর্তব্যং সম্যগ্ দর্শনবতা কৃতার্থেনেতি । তথাপি প্রারক-
কর্মারম্ভঃ গেকেসংগ্রহমেবাপি লোকতোম্মার্গ প্রবৃত্তিনিবারণং লোকসংগ্রহন্তমেবাপি প্রয়োজনং
সংপত্তন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

আনন্দগিরি ।—যদ্যপি জিতেপ্রিয়োহপি বিবেকী শ্রবণাদিত্তিরজস্বং ব্রহ্মণি নির্ভাতুং
শংকতি তথাপি কত্রিয়েন ত্বয়া বিহিতং কর্ম ন ত্যাভ্যমিত্যাহ যদ্বাক্তেতি । তন্মাৎ ত্বমপি কর্ম
কর্তুমর্হসীতি সঙ্কঃ । ইতোহপি ত্বয়া বিহিতং কর্ম কর্তব্যমিত্যাহ লোকেতি । পূর্বাঙ্কং বিতজতে
কর্মণেবেতি । কথং জনকাদীনাম কর্মণা সংসিদ্ধি প্রাপ্তিরূচ্যতে কর্মভাজা হি সম্যগ্ দর্শনবতাং
প্রসিদ্ধা সংসিদ্ধিরিতি তৎ কিং জনকাদয়োহপি প্রাপ্তসম্যগ্ দর্শনাঃ স্যুঃ উত অপ্রাপ্তসম্যগ্ দর্শনা
ভবেন্নুরিতি বিকল্পা, প্রথমং প্রত্যাহ বদীতি । লোকসংগ্রহার্থঃ কর্মণা সঠৈব সংসিদ্ধিসাহিত্য
ইতি সঙ্কঃ । কর্মণা সঠৈবেতোতং ব্যাকরোতি অসন্ন্যাসেব কর্মেতি । তত্র হেতুনাহ
প্রারক্বেতি । জনকাদীনাম সত্যপি জ্ঞানিষে প্রারককর্মবশাৎ কর্মাপরিত্যক্তেব লোকসংগ্রহার্থঃ
প্রবর্তমানানাং জ্ঞানমাহাত্ম্যাহরণম্ সংসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । দ্বিতীয়মন্দ্য পূর্বাঙ্কেনোত্তরমাহ
অথেষাংদিনা । দ্বিতীয়ার্দ্ধংব্যবর্ত্যমাশঙ্কানুখাপরতি অথেষিতি । অজ্ঞেনাকৃতার্থেন কৃতং
কর্মেতোতাবতা জ্ঞানবতা কৃতকৃতো ন তৎ কর্তব্যমিত্যুক্তমঙ্গীকরোতি তথাপীতি । তর্হি
মরাপি জ্ঞানবতা কৃতার্থেন কর্ম ন কর্তব্যমিত্যাপকার্জুনস্ত কর্তব্যমেব কর্মেত্যুক্তবাক্যব্যাখ্যানেন
কথরতি প্রারক্বেতি ॥ ২০ ॥

রায়াবুজ ।—কর্মণেতি । যতো জ্ঞানযোগাধিকারিণোহপি কর্মযোগ এবাধ্যদর্শনে
প্রেরণ, অতঃ জনকাদয়ো রাজর্ষয়ো জ্ঞানিনামঙ্গৈসভাঃ কর্মযোগেনৈব সংসিদ্ধিসাহিত্যঃ ।
আত্মানং প্রাপ্তবৃত্তঃ, এবং প্রথমঃ সুবুদ্ধজানিয়োগানইতরা । কর্মযোগাধিকারিণঃ, কর্মযোগ

এব কার্য ইত্যুক্তজ্ঞানযোগাধিকারিণোহপি জ্ঞানযোগাৎ কর্মযোগ এব শ্রেয়ানিতি সংহেতু-
নুতম্ । ইদানীং বিশিষ্টতয়া ব্যপনেশত সর্বথা কর্মযোগ এব কার্য ইত্যুচ্যতে । লোকসংগ্রহঃ
পশুয়সি কর্মৈব কর্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

• হনুমান্ ।—কর্মণেতি । ইতচ্চ কর্মণৈবহি পূর্বে ক্ষত্রিয়াঃ জনকপ্রভৃতয়ঃ সংসিক্তি-
মোকং প্রাপ্তুং প্রবৃত্তাঃ । যদি তে প্রাপ্তসম্যগ্দর্শনাঃ কেবলং লোকসংগ্রহার্থং কর্মণি
প্রবৃত্তান্তর্হি তস্মিণ লোকসংগ্রহং লোকস্ত ধর্মগরিসংগ্রহং পশুন্ প্রথমমেব কর্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

শ্রীধর ।—অত্র সদাচারঃ প্রমাণরূপে কর্মণৈবেতি । কর্মণৈবোপায়েন বিমুক্তচিত্তাঃ
সম্যগ্জ্ঞানং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ । যত্বেপি ত্বং সম্যগ্জ্ঞানিনমেবাত্মানং মন্তসে, তথাপি কর্মচারণং
ভদ্রমেবেত্যাহ লোকসংগ্রহমিত্যাदि । লোকস্ত সংগ্রহঃ স্বধর্ম্যে প্রবর্তনং যয়া কর্মণি কৃতে
জনঃ সর্বোহপি করিষ্যতি অত্রথা জ্ঞানিদৃষ্টান্তেনাজ্ঞো নিজধর্ম্যং নিত্যং কর্ম ত্যজন্ পতেদি-
তোবাং লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং পশুন্ কর্ম কর্তুমেবাহঁসি ন ত্যক্তুমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বলদেব ।—সদাচারমত্র প্রমাণরূপে কর্মণৈবেতি । কর্মণৈবোপায়েন বিমুক্তচিত্তাঃ
সন্তঃ সংসিক্তিঃ স্বাশ্রাবলোকনলক্ষণামাহিতাঃ প্রাপ্তাঃ, কর্মণৈবেতি বিশেষণসম্বন্ধ এবকারন্তত্যা-
যোগং ব্যবচ্ছিনন্তি শম্পাণ্ডুর এবোতিবৎ, তেন শ্রবণাদেন ব্রাদাসঃ কর্মণা যজ্ঞাদীনাং সর্হেব
শ্রবণাদিনেতি কেচিৎ । নহু সনিষ্ঠত্যাশ্রাবলোকেন সতি কর্ম্মহুষ্ঠানং নাস্তীত্যুক্তং মম পরি-
নিষ্ঠিতত্যাশ্রাবলোকিতত্বপরাশ্রয়ঃ কর্ম্মোপদেশঃ কুত ইতি চেত্তত্রাহ লোকেতি । সত্যং স্বমীদৃশ
এব, তথাপি লোকসংগ্রহায় কর্ম কুর্তিতি । অর্জুনে ময়ি কর্ম কুর্ত্বাণে সর্বলোকঃ কর্ম
করিষ্যতি, ইতরথা মদদৃষ্টান্তেনাজ্ঞোহপি লোকঃ কর্ম ত্যজন্ পতিষ্যতীতি লোকসংরক্ষণঃ
তৎফলম্ ॥ ২০ ॥

মধুসূদন ।—নহু বিবিধিষোরপি জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তার্থঃ শ্রবণ-মনননিদিধ্যাসনামুষ্ঠানায়
সর্বকর্ম্মত্যাগলক্ষণঃ সন্ন্যাসো বিহিতঃ, তথাচ কেবলং জ্ঞানিন এব ন কর্ম্মানধিকারঃ, কিন্তু
জ্ঞানার্হিনোহপি বিরক্তস্য, তথাচ যম্যপি বিরক্তেন জ্ঞানার্হিনা কর্ম্মাণি হেয়াত্তেবেত্যজ্ঞানশব্দঃ
ক্ষত্রিয়স্য সন্ন্যাসানধিকারঃ প্রতিপাদনেনাপহুদতি ভগবান্ কর্ম্মণৈব হীতি । জনকাদিরো
জনকাজাতঃ প্রভৃতয়ঃ ক্রতিস্বত্বিপুরাণপ্রসিদ্ধাঃ ক্ষত্রিয়া বিদ্বাংসোহপি কর্ম্মণৈব সহ নহু
কর্ম্মত্যাগেন সহ সংসিক্তিঃ শ্রবণাদিসাধ্যঃ জ্ঞাননিষ্ঠামাশ্রিতাঃ প্রাপ্তাঃ, হি যম্মাদেবং, তস্মাৎ
তস্মিণ ক্ষত্রিয়ৌ বিবিধিসুর্কিষান্ বা কর্ম কর্তুমর্হসীত্যনুশঙ্গঃ । “ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈশ্বর্য্যমাশ্চ বিষ্টৈ-
শ্বর্য্যমাশ্চ লৌকৈশ্বর্য্যমাশ্চ বাখ্যায়াম্ ভিক্ষাচর্য্যাকরন্তি” ইতি সন্ন্যাসবিধায়কে বাক্যে
ব্রাহ্মণস্য বিবক্ষিতবাৎ, “স্বরাজ্যকামো রাজা রাজহ্মনে যজত” ইত্যত্র ক্ষত্রিয়ত্ববৎ
“চত্বর আশ্রমা ব্রাহ্মণস্য ত্রয়ো রাজহ্মণ্য বৌ বৈশ্বত” ইতি চ শ্রুতেঃ । পুরাণোহপি
“মুখজানাময়ঃ ধর্মো যদ্বিকোণিজধারণম্ । বাহজাতোরজাতানাং নারং ধর্মঃ প্রশস্যতে ॥”
ইতি ক্ষত্রিয়বৈশ্বর্য্যোঃ সন্ন্যাসাভাব উক্তঃ । তস্মাদনুসৃতমেবোক্তং ভগবতা, “কর্ম্মণৈব হি
সংসিক্তিমাহিতা জনকাদয়ঃ ইতি । “সর্বো রাজাশ্রিতা ধর্ম্য রাজা ধর্মত ধারকঃ ।” ইত্যাদি

স্বভেদকর্ণপ্রমথশ্চ প্রবর্তকভেনাপি ক্ষত্রিয়োহবশ্তঃ কৰ্ম কুৰ্যাদিত্যাহ লোকোক্তি । লোকানাম্
যে যে ধৰ্ম্মে প্রবর্ত্তনমুদ্বার্ম্মিণিবর্ত্তনঞ্চ লোকসংগ্রহন্তঃ পশুন অপিশ্বাজ্ঞনকাদিশিষ্টাচারমপি
পশ্যন্ কৰ্ম কৰ্ত্তৃমুহন্তেবেত্যম্বয়ঃ । ক্ষত্রিয়জন্মপ্রাপকেষু কৰ্ম্মণারক্ষণরীরত্বং বিদ্বানপি জনকানিবৎ
প্রারম্ভকৰ্ম্মবশেন লোকপ্রসংহার্থং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তৃং যোগ্যো ভবসি নতু তাকুং ব্রাহ্মণজন্মাভাদিত্যাহ
তিপ্রায়ঃ । এতাদৃশভগবদভিপ্রায়বিদা ভাবাকুতা ব্রাহ্মণৈশ্চৈব সন্ন্যাসো নান্তস্যেতি নির্ণীতং ।
বার্ত্তিককৃতা তু শ্রৌতিবাদমাত্রেণ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োরাপি সন্ন্যাসোহস্তীত্যুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ ।—অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি কৰ্ম্মণেতি । যদি বা তস্মাস্থানং জ্ঞানাদি-
কারিণং মন্যেত তদপি লোকে শিক্ষাগ্রহণার্থং কৰ্ম্মেণ কুৰ্ব্বিত্যাহ লোকোক্তি ॥ ২০ ॥

ভাৎপর্য্য ।—জ্ঞান-রাজ্যে অগ্রসর হইবার অভিলাষ-পরতন্ত্র ব্যক্তি-
রূপের জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন (৩৮৮ পৃষ্ঠার টিপ্পনী
দ্রষ্টব্য) পূৰ্ব্বক সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম ত্যাগরূপ সন্ন্যাস বিধেয় । প্রকৃত জ্ঞানী পুরুষগণই
যে কেবল কৰ্ম্মের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন, এমন নহে । বাঁহারা বিষয়ে
অনাগত চিন্তা, অথচ জ্ঞান লাভেচ্ছুক তাঁহারাও কৰ্ম্মাশীত । অর্জুন যদি
এরূপই বিচার করিয়া মনে করেন যে, আমিও বিষয়-বিরক্ত এবং জ্ঞানার্থী,
সুতরাং কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন । এই আশঙ্কা পরিহারার্থ
শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাসে অধিকার
নাই । রাজর্ষি জনক *, অজাতশত্রু † প্রভৃতি, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-প্রসিদ্ধ
ক্ষত্রিয় প্রবরগণ কেবল কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রবণাদি-সাধ্য জ্ঞাননিষ্ঠা ও
সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহারা কেহই কৰ্ম্ম ত্যাগ করেন নাই ।
ভুগিও মুক্তিকামী এবং হুপণ্ডিত ক্ষত্রিয় ; সুতরাং তোমারও কৰ্ম্মানুষ্ঠান
আবশ্যক । (ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাসে অনধিকার সম্বন্ধীয় প্রশ্নাধি ৬২০ পৃষ্ঠার
ভাৎপর্য্যে দ্রষ্টব্য ।) অপিচ “সকল ধৰ্ম্মই রাজার আশ্রিত, রাজা ধৰ্ম্মের

* রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক, ঋষিশাপে বিদেহত্ব প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন । “অতোমিথিরিতি খ্যাতো জননার্জুনকোহভবৎ । বিদেহশচাভবদবস্মান্ মহাত্মা ন
মহাতপাঃ ॥ তস্মাদ্বিদেহাঃ প্রোচান্তে সৰ্ব্বৌ তৎশব্দা নৃপাঃ । এবং বিদেহরাজন্ত পূৰ্ব্বকো জনকো-
হভবৎ । মিথির্নাম মহাধীৰ্যো যেন সা মিথিলাভবৎ” —রামায়ণ । এই জনক রাজা দশা-
নয়ারি ত্রেতাযুগের রামচন্দ্রের খণ্ডর ।

† রাজা দুর্দিনের নামান্তর ।

‡ শ্রীমদ্ভগবতের ১১শ স্কন্ধে, ১৫শ অধ্যায়ে সিদ্ধি ও তন্নাতের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ
আছে । ঐহসিদ্ধি সন্ধে ২০১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখুন ।

ধারক ।” ইত্যাদি স্মার্ত প্রমাণানুসারেও রাজ্য মধ্যে ধর্মের পরিরক্ষণার্থে রাজ্যভাতি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্যানুষ্ঠান আবশ্যক । লোকদিগকে শ্রম ধর্মে প্রবর্তিত করিবার এবং তাহাদিগের উন্নয়নগামিনী প্রবৃত্তি নিবর্তিত করিবার নিমিত্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান বিধেয় । যখন ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে এবং ইহাও জানিয়াছে যে, প্রারক * কর্ম-বশেই এই শরীর প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন জনকাদি মহাত্মগণের দৃষ্টান্তানুসরণে মানব-সমাজের হিতার্থে কর্ম করাই তোমার পক্ষে বিহিত ব্যবস্থা । সম্রাটস্বাধিকারী ব্রাহ্মণজন্ম যখন লাভ কর নাই, তখন কর্ম ত্যাগ করা কখনই বিধেয় নহে† । তুমি যদি আপনাকে সম্যক জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলেও লোক-হিতার্থে কর্মের অনুষ্ঠান করা তোমার আবশ্যক ॥ ২০ ॥

—(০)—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১ ॥

অনুব্র ।—শ্রেষ্ঠঃ (প্রধানো জনঃ) যৎ যৎ (কর্ম) আচরতি (করোতি) ইতরঃ (অনুগতঃ প্রাকৃতঃ জনঃ) তৎ তৎ এব [আচরতি] সঃ (শ্রেষ্ঠো জনঃ) যৎ (শাস্ত্রং) প্রমাণং (প্রামাণ্যরূপেণ অবলম্বনং) কুরুতে লোকঃ তৎ অনুবর্ততে (অনুসরতি) ॥ ২১ ॥

প্রতিশব্দ ।—প্রধান যাহা যাহা আচরণ-করেন অনুগত-লোক-ও তাহা তাহা-ই [আচরণ-করে] তিনি যাহা প্রমাণ-করেন লোক তাহার অনুসরণ-করে ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা ।—সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে কর্মের অনুষ্ঠান করেন,

* যে অলঙ্কিত সূত্র অবলম্বনে আদিত্য দেহ প্রাপ্তি সম্ভবিত হয়, যে নিয়মাবলীভার দেহের পারম্পর্য্য রক্ষিত হয়, এবং মুক্তিতে পূর্ব্বক জন্ম মরণের অবসান পর্য্যন্ত যে শাসন শরীরাধারী সজ্জাত্যগ করে না তাহাই প্রারক ।

† ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণের পক্ষে ভিক্ষাপ্রদ বিহিত নহে, একথা শ্রীমদ্ভগবতেও নির্দিষ্ট আছে । তদ্বৎ ; “ইজ্যাধ্যয়নদানানি সর্ব্বেষাঞ্চ বিজ্ঞানানি । প্রতিগ্রহোহধ্যাপনঞ্চ ব্রাহ্মণৈস্যেব যাজনম্ ॥” শ্রীমদ্ভগবতঃ ॥ ১১ । ১৭ । ৩৪ ॥ সকল জিজ্ঞেসই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বস্ত্র অধ্যয়ন এবং দানই ধর্ম, প্রতিগ্রহ অর্থাৎ অন্নগ্রহ স্বীকার, অধ্যাপন ও বীজন ব্রাহ্মণেরই ধর্ম ।

উঁহায় অনুগত লোকেরাও সেই কর্ম করিয়া থাকে । সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে শাস্ত্রকে প্রামাণ্যরূপে অবলম্বন করেন, ইতর লোকেরাও সেই শাস্ত্রেরই অনুসরণ করে ॥ ২১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—লোকসংগ্রহঃ কিমর্থ উচ্যতে যদ্যদिति । যদ্বৎ কর্ম আচরতি শ্রেষ্ঠঃ প্রধানন্ততদেব কর্মাচরতি ইতরো জনস্তদনুগতঃ । কিঞ্চ শ্রেষ্ঠো যৎ প্রমাণং কুরুতে লৌকিকং বৈদিকং বা, লোকস্তদনুবর্ততে তদেব প্রমাণীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

আনন্দগিরি ।—জ্ঞানবতা কৃতার্থেন লোকসংগ্রহার্থমপি ন প্রার্থিতব্যমিত্যাশঙ্ক্য-
মুখাপ্য পরিহরতি লোকেত্যাদিনা । অত্যাধারনসম্পন্নত্বেনাভিমতো যদ্বদ্বিহিতং প্রতিবন্ধং
বা কর্ম্যমুত্তীর্ণত্বং তদেব প্রাকৃতো জনোহনুবর্ততে, তেন বিজ্ঞাবতাপি লোকমর্যাদাহাপ-
নার্থং বিহিতং কৰ্তব্যমিত্যর্থঃ । শ্রেষ্ঠানুসারিত্বমিতরেষামাচারে দর্শয়িত্বা প্রতিপত্তাবপি দর্শয়তি
কিঞ্চতি ॥ ২১ ॥

রামানুজ ।—যদ্যদिति । শ্রেষ্ঠঃ কৃৎস্নশাস্ত্রজাত্যনুষ্ঠাতৃতরা চ প্রথিতো যদ্বদা-
চরতি ততদেবাকৃৎস্নবিজ্ঞনোহপ্যচরতি । অনুষ্ঠায়মানমপি কর্ম শ্রেষ্ঠো যৎ প্রমাণং যদঙ্গবুদ্ধমমু-
ত্তীর্ণত্বং তদঙ্গবুদ্ধমেবাকৃৎস্নবিজ্ঞানোহনুষ্ঠীত্বতি, অতো লোকরক্ষার্থং শিষ্টতরা প্রথিতেন
স্ববর্ণাপ্রমোচিতঃ কর্মসকলং সৰ্বদানুষ্ঠেয়ম্ । অত্রথা লোকনাশজনিতং পাপং জ্ঞানযোগাদপোয়ং
প্রচ্যাবয়েৎ ॥ ২১ ॥

হনুমান্ ।—লোকসংগ্রহার্থং কিং কৰ্তব্যমিত্যাচ্যতে যদ্যদिति । যদ্বৎ কর্ম আচরতি
শ্রেষ্ঠঃ প্রধানন্তৎ তদেব কর্ম আচরতি ইতরো জনস্তদনুগতঃ । কিঞ্চ স শ্রেষ্ঠঃ যৎ লৌকিকং
বৈদিকং বা প্রমাণং কুরুতে প্রত্যোতি, লোকস্তদনুবর্ততে তদেব প্রমাণীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ক্ৰীধর ।—কর্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা জ্ঞাৎ তদাহ যদ্যদिति । ইতরঃ প্রাকৃতোহপি
জনস্তদেবাচরতি স শ্রেষ্ঠো জনঃ কর্মণশ্চ তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং মন্যতে তদেব
লোকেহিণ্যমুসরতি ॥ ২১ ॥

বলদেব ।—লোকসংগ্রহঃ প্রকারমাৎ যদ্যদिति । শ্রেষ্ঠো মহত্তমো যৎ কর্ম যথাচরতি
তৎ কর্ম তথৈবেতরঃ কনিষ্ঠোহপ্যচরতি । স শ্রেষ্ঠস্তস্মিন্ কর্মণি যচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং কুরুতে মজ্ঞতে,
লোকঃ কনিষ্ঠোহপি তদনুযায়ী তদেবানুবর্ততেহনুসরতি । শাস্ত্রোপেতং শ্রেষ্ঠাচরণং কল্যাণলিপ্সুনা
কনিষ্ঠেনানুষ্ঠেয়মিত্যর্থঃ । ইত্থং তেজস্বিনঃ শ্রেষ্ঠস্ত চ যৎ কচিৎ স্বৈরাচরণং তদ্যাবৃত্তং তত
শ্রেষ্ঠকৃতম্বেহপি শাস্ত্রোপেতত্বম্ভাব্যং ॥ ২১ ॥

মধুসূদন ।—নহু সয়া কর্মণি ক্রিয়মাণেহপি লোকঃ কিমিতি তৎ সংগৃহীত্বাতিত্যাশঙ্ক্য
শ্রেষ্ঠানুসারানুবিধানিত্যাহ যদिति । শ্রেষ্ঠঃ প্রধানভূতো রাজাদির্দ্বয়ং কর্মাচরতি শুভমশুভং
বা ততদেবাচরতীতরঃ প্রাকৃতস্তদনুগতো জনো ন স্বত্বং স্বাতন্ত্র্যেনেত্যর্থঃ । নহু শাস্ত্রমবলোক্যা-

শাস্ত্রীয়ং শ্রেষ্ঠাচারং পরিত্যজ্য শাস্ত্রীয়মেব কুতো নাচরতি লোক ইত্যশঙ্ক্যাচারবৎ শাস্ত্রপ্রতি-
পত্তাবশি শ্রেষ্ঠানুগারিতামিতরস্ত দর্শয়তি স যদিতি । স শ্রেষ্ঠো যজ্ঞৌকিকং বৈদিকং বা প্রমাণং
কুৰ্ব্বতে প্রমাণত্বেন মন্যতে, তদেবং লোকোহপ্যনুবর্ততে প্রমাণং কুৰ্ব্বতে ন তু স্বাতন্ত্র্যেণ
ক্লিকিদিত্যর্থঃ । তথাচ প্রধানভূতেন ত্রয়া রাজা লোকসংরক্ষণার্থং কৰ্ম কৰ্ত্তব্যমেব “প্রধানানু-
যায়িনো জনব্যবহারো ভবন্তি” ইতি ন্যায়াদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অত্র শিষ্টাচারং প্রমাণয়তি কৰ্ম্মণেতি । কৰ্ম্মণৈব সহ সংস্কৃতিং শ্রবণাদি-
সাধ্যাং জ্ঞাননিষ্ঠাং গন্তং আস্থিতাঃ প্রবৃত্তাঃ জনকাদয়স্তাদৃশাঃ ক্রতীনা ন তু সন্ন্যাসেন । নহু
উচ্ছিতস্ত মম নাস্তি কৰ্ম্মাপেক্ষেত্যশঙ্ক্যাহ শোকেতি । লোকস্ত সংগ্রহঃ স্বধৰ্ম্মে প্রবর্তনং
নহু স্বপ্রয়োজন্যভাবেহপি কেবলং লোকসংগ্রহর্থং চেৎ কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যং তদা বিজ্ঞাৎ ব্রাহ্মণানামপি
সন্ন্যাসো ন স্তাৎ, যতীনেব সন্ন্যাসধৰ্ম্মান্ গ্রাহয়িতুং তেষাং সন্ন্যাস ইতি চেৎ, অৰ্জুনৈহপি ন
তদুপবাসিতমস্মি । নহু ক্রতীস্য সন্ন্যাসেহধিকারো নাস্তীতি চেৎ, লিঙ্গধারণেহধিকারাত্বেহপি
ভরতশ্চযতাদিবহিঃক্ষেপকৰ্ম্মতাগমাত্রেহধিকারাৎ, বাস্তিকে “সৰ্ব্বাধিকারবিচ্ছেদি জ্ঞানক্ষেপভূপে-
রতে । কুতোহধিকারনিয়মো ব্যুত্থানে ক্রিয়তে বলা” দিতি বিষংসন্ন্যাসে ক্রতীমাদেবপি অধিকারস্য
গাধিতত্বাৎ, অতো লোকসংগ্রহো ন মুখ্যং কৰ্ম্মপ্রয়োজনমিতি চেৎ সত্যং ন মে পার্থাতি
কৰ্ত্তব্যমিতি স্বদৃষ্টান্তেন আধিকারিকত্বাদৰ্জুনং এতৈবং নিষোজ্যতে, ন ক্রতীস্যাভিমতি তুযাকু
ভবান্ ॥ ২০ । ২১ ॥

বিশ্বনাথ ।—লোকসংগ্রহপ্রকারমেবাহ যদ যদিতি ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য ।—অৰ্জুন যদি মনে করেন, আমি নিজাম কৰ্ম্মানুষ্ঠান
করিলে জনসমাজের কিরূপে কল্যাণ সাধিত হইবে? এইরূপ আশঙ্কার
উত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে । সমাজ মধ্যে রাজাদি পদ-প্রতিষ্ঠা-
সম্পন্ন ব্যক্তি শুভাশুভ যেরূপ কৰ্ম্মাচরণই কেন করুন না, তদনুগত প্রাকৃত
জনেরা সেই সেই ব্যবহারের অনুকরণে কৰ্ম্মাচরণ করে; স্বতন্ত্র ভাবে
নূতনবিধ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান কখনই করে না । যদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, প্রকৃষ্ট
শাস্ত্র-সম্মত ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া, অংশাস্ত্রীয় ব্যবহারের অনুসরণ
করেন, তাহা হইলে হিতাহিত-বোধ-বিরহিত প্রকৃতিপুঞ্জ সেই বিগর্হিত
ব্যবহারেরই অনুকরণ করিয়া থাকে । তিনি লৌকিক বা বৈদিক যে
কোন শাস্ত্রকে প্রামাণ্যরূপে পরিগ্রহ করেন, লোকেরাও তাহাই প্রমাণ
স্বরূপ জ্ঞান করে । তিনি যদি কৰ্ম্ম শাস্ত্র অথবা তদ্বিরোধী কৰ্ম্মহীনতা-
প্রতিপাদক জ্ঞান শাস্ত্রকে অবলম্বন করেন, লোকেরাও নিঃসংশয় হিঁতে

তাহাই গ্রহণ করে । তুমিও রাজা এবং সমাজে প্রধান ও সম্মানিত ব্যক্তি ।
অতএব লোক সমক্ষে সুখাবিহিত দৃষ্টান্ত সংস্থাপন ও তাহাদের কল্যাণ
সাধনার্থ কর্ণের অনুষ্ঠান করা তোমার পক্ষে সর্বথা বিধেয় ॥ ২১ ॥

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাশ্রমবাপ্তব্যং বর্ত্তএব চ কর্মণি ॥ ২২ ॥

অনুন্নয় ।—পার্শ্ব ! মে (মম) কর্তব্যং (কার্য্যং) ন অস্তি [বতঃ]
ত্রিষু লোকেষু অনবাশ্রমং (অপ্রাপ্তং) অবাপ্তব্যং (প্রাপ্যং) কিঞ্চন
(কিঞ্চিং) ন [অস্তি] [তথাপি অহং] কর্মণি (কর্ম্মানুষ্ঠানে)
বর্ত্তে (করোমি) এবচ ॥ ২২ ॥

প্রতিশব্দ ।—কৌন্তেয় আমার করণীয় নাই [যে-হেতু] তিন
লোকে অপ্রাপ্ত প্রাপ্তব্য কিছু না [আছে] [তথাপি আমি] কর্ম্মেই
প্রবৃত্ত-আছি ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে পার্শ্ব ! সংসারে আমার কর্তব্য কর্ম্ম কিছুই নাই ।
কারণ ত্রিলোকে আমার অলঙ্ঘ্য বা লভনীয় কোন পদার্থই নাই, তথাপি
আমি নিরন্তর কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপ্ত রহিয়াছি ॥ ২২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যত্তত্র লোকসংগ্রহকর্তব্যতারাং বিপ্রতিপত্তিতর্হি মাং কিং ন পশ্যসি
নেতি । ন মে মম পার্থ নাস্তি ন বিজ্ঞতে কর্তব্যং ত্রিষপি লোকেষু কিঞ্চন কিঞ্চিদপি, কস্মিন্ন
অনবাশ্রমপ্রাপ্তমবাপ্তব্যং প্রাপণীয়ং, তথাপি বর্ত্তে এব চ কর্ম্মণ্যহম্ ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরি ।—কৃতার্থগ্যাপি লোকসংগ্রহার্থং বিহিতং কর্ম্ম কর্তব্যমিত্ত্বজ্ঞা তত্রৈব
ভাগবতমতমুদাহরণে নোপন্যস্যতি বদিত্যাदिना । অপ্রাপ্ত্য প্রাপ্তয়ে তথাপি কর্তব্যসম্ভবাৎ
ন কিঞ্চিদপি বিজ্ঞতে কর্তব্যমিতি কথমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ নানবাশ্রমমিতি । অবশ্যার্থং পুনর্নৈকো-
হম্বাদঃ । ভগবতো মে নাস্তি কর্তব্যমিত্যেতদাকঙ্কিত্বাদাং ক্ষোভয়তি কস্মাদিত্যাदिना ।
প্রয়োজনাত্মাবে অস্মাপি নাহুর্ভেদঃ কর্তব্যত্যাগ্য লোকসংগ্রহার্থং মমাপি কর্ম্মানুষ্ঠানমিতি মদ্বাহ
তথ পীড়তি ॥ ২২ ॥

রামানুজ ।—নমে ইতি । ন মে সর্বোপরতাবাপ্তমমৃতকারণত সর্বভূত সত্যসকলত

ত্রিষু লোকেষু দেবমহুব্যাধিরূপেণ অচ্ছন্দতো বর্তমানস্ত কিকিদ্দপি কর্ম কর্তব্যমসি । অতো-
হনবাপ্তং কর্মণাবাপ্তব্যং ন কিকিদ্দপাস্তি, অতোহপি লোকরক্ষায়ৈ কর্মণ্যেব বর্তে ॥ ২২ ॥

হুমানু ।—উদর্শয়তি ন মে ইতি । মে মম পার্থ ! কর্তব্যমহুষ্ঠেরং ত্রিষু লোকেষু
কিঞ্চন কিমপি ন, কুত ইতি চেৎ, ন মে অনবাপ্তং অপ্রাপ্তং অবাপ্ত্যং প্রাপ্তং নাস্তি, তথাপি
কর্মণ্যেব বর্তে ॥ ২২ ॥

শ্রীধর ।—অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ন মে ইতি ত্রিভিঃ । হে পার্থ ! মে কর্তব্যং
নাস্তি যতত্রিষুপি লোকেষুনবাপ্তমপ্রাপ্তং অবাপ্তব্যং প্রাপ্যং নাস্তি, তথাপি কর্মণি বর্তেব কর্ম
করোম্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বলদেব ।—শ্রেষ্ঠঃ কর্মকলনিরপেক্ষোহপি লোকসংগ্রহায় শাস্ত্রোদিতানি কর্মাণ্যচরে-
দিত্যর্থঃ স্বঃ দৃষ্টান্তমাহ ন মে পার্থেতি ত্রিভিঃ । সর্বেশস্ত সত্যসংকরস্ত সত্যকামস্য মে কর্তব্যং
নাস্তি, ফলার্থিনা থলু কর্মাহুষ্ঠেরম্ । ন চ নিখিলফলাশ্রয়স্য স্বয়ং পরমফলাস্মিনো মে কর্মাপেক্ষা-
মিত্যর্থঃ । এতদর্শয়তি ত্রিষুপি, যতঃ সর্বেষু লোকেষু কর্মণা যৎফলগবাপ্তব্যং তদনবাপ্তমলঙ্কং
মম নাস্তি সর্বং তস্মদীয়স্বেবেত্যর্থঃ, তথাপি শাস্ত্রোক্তং কর্মাহং করোম্যেবেত্যাহ বর্ত
ইতি ॥ ২২ ॥

এধুসুদন ।—অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ন মে ইত্যাদি ত্রিভিঃ । হে পার্থ ! মে মম
পরমেশ্বরস্য ত্রিষুপি লোকেষু কিমপি কর্তব্যং নাস্তি যতোহনবাপ্তং ফলং কিকিদ্দমাবাপ্তব্যং নাস্তি,
তথাপি বর্তেব কর্মণ্যহং কর্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ । পার্থেতি সোধয়ন্ বিপুলকজ্রিবংশোক্তবৎ
শূরাপত্যাপত্যেভ্যে চাত্যস্তং মৎসমঃ অহমিব বর্তিতুমর্হসীতি দর্শয়তি ॥ ২২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নেতি । কর্মণি বর্তেব অহং কর্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ ।—অত্রাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ নেতি ত্রিভিঃ ॥ ২২ ॥

ভাৎপর্য্য ।—কেবল যে জনকাদিই দৃষ্টান্ত স্থলীভূত এমন নহে । সেই
ভব-সিদ্ধুর কর্ণধার ভক্তাভীষ্টফলপ্রদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্মানুষ্ঠানের অধিষ্ঠায়
উদাহরণ । অতঃপর শ্লোকত্রয়ে তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে । হে পার্থ !
বিবেচনা কুরিয়া দেখ, আমি জগন্নাথ এবং নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্বেশ্বর ।
ত্রিলোকে * আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য বিষয় কিছুই নাই । হুতরাং
আমার কোন বিষয়েই কোন কর্তব্য নাই । তথাপি আমি অধিরত বিহিত
বিধানে কর্ম-পরতন্ত্র হইয়া কাল-বাণন করিতেছি । “পার্থ” এই সোধয়ন

* ত্রিলোক ।—“ত্ৰৈলোক্যে ভুবঃ স্বর্গোলকৈঃ ত্রৈলোক্যমিহ মুচ্যতে ।” মহর্ষিভগবতঃ গীত্যাঃ
সপ্তলোকাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৬-৪-দেবীপুরাণ ।

পদ ধারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, তুমি বিগত ক্রিয় বংশোদ্ভূত, বীরতনয়ার গর্ভ-প্রসূত এবং দেবৌরসগদ্ভূত । হুতরাং তুমিও আমার সমতুল্য ব্যক্তি । অতএব আমার ব্যবহারের অনুকরণ করাই তোমার আবশ্যক ॥ ২২ ॥

যদি অহং ন বর্তেয়ং জাতু কৰ্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ ।

মম বত্সানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সৰ্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

অর্থঃ ।—পার্থ ! যদি অহং জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ (অনলসঃ) [সন্] কৰ্ম্মণি ন বর্তেয়ং (অনুভিষ্ঠেয়ং) [তদা] হি (নিশ্চিতং) মনুষ্যাঃ মম বত্স' (মার্গং) সৰ্ব্বশঃ (সৰ্ব্ব প্রকারৈঃ) অনুবর্তন্তে (অনু-সরণং কুরুতে) ॥ ২৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—কৌন্তেয় যদি আমি কখন অনলস [হইয়া] কৰ্ম্মে না থাকি [তাহা হইলে] নিশ্চিত মানবেরা আমার পথ সৰ্ব্বতোভাবে অনুসরণ-করিবে ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে পার্থ ! যদি আমি স্বর্ণমাত্রও আলস্য-বিহীন হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে যুগ্মবকুল আমার পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণ করিয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান বর্জন করিবে ॥ ২৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যদি হি পুনরাহং ন বর্তেয়ং জাতু কদাচিৎ কৰ্ম্মণ্যতন্দ্রিতোহনলসঃ সন্ মম শ্রেষ্ঠস্য সতো বত্স' মার্গমনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ হে পার্থ ! সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্ব প্রকারৈঃ ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরি ।—লোকসংগ্রহোহপি ন তে কর্তব্যো বিকলবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদি ইতি ॥ ২৩ ॥

রাধাকৃষ্ণ ।—বদীতি । অহং সৰ্ব্বেশ্বরঃ সূত্যশব্দঃ সকলকৃতজগদ্রহস্যবিভবলয়দীপঃ বহুদ্রবো অগতঃকৃত্যে মৰ্ত্ত্যো জাতোহপি মনুষ্যেযু শিষ্টজনাগ্রেসরবহুদেবগৃহে অবতীর্ণতং-কুলোচিতকৰ্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ সৰ্ব্বদা যদি ন বর্তেয়ং মম শিষ্টজনাগ্রেসরবহুদেবনোবত্স' কৃৎসবিদঃ শিষ্টাঃ সৰ্ব্বপ্রকারেণাসেমৈব ধৰ্ম্ম ইত্যনুবর্তন্তে, তে চ স্বকৃত্যানুষ্ঠানেনোপানমনুগত্য নিরম-গামিনো ভবেয়ুঃ ॥ ২৩ ॥

হুমান্ ।—যদীতি । যদি পুনরয়মিথঃ কৃতার্থবুদ্ধিগুণবিদজ্ঞো বা তত্ত্বাভ্যবিনঃ কৰ্তব্যঃ।
তাব্যেহপি পরাহুগ্রহঃ কৰ্তব্য ইত্যাত্মসম্ভেদ উচ্যতে ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর ।—অকরণে লোকস্ত নাশং দর্শয়তি যদি হুহমিতি । জাতু কদাচিত্তজিতো-
হননসঃ সন্ যদি কৰ্ম্মণি ন বর্জেয়ঃ কৰ্ম্ম নাসুতিষ্ঠেয়ং, তর্হি মমৈব বজ্র মর্গেঃ মনুষ্যা অমুবর্তন্তে-
হমুবর্তেন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

বলদেব ।—যদীতি ॥ অহং সর্বেশ্বরঃ সিদ্ধসর্কার্থোহপি যদুক্লাবতীর্ণো জাতু কদাচিৎ
তৎকুলোচিতো শাস্ত্রোক্তে কৰ্ম্মণি ন বর্জেয়ঃ তন্ন কুর্যাদতজ্জিতঃ সাবধানঃ সন্, তর্হি মাং
দৃষ্টান্তঃ কৃত্বা মনুষ্যাঃ শ্রেষ্ঠস্ত মম বজ্র কুলবিহিতাচারভাগরূপমমুবর্তেন্ন ততো ভ্রংশেরনি-
ত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

মধুসূদন ।—লোকসংগ্রাহোহপি ন তে কৰ্তব্যো দিকগুণাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদীতি । যদি
পুনরহমতজ্জিতোহননসঃ সন্ কৰ্ম্মণি জাতু কদাচিৎ বর্জেয়ঃ নাসুতিষ্ঠেয়ং কৰ্ম্মণি, তদা মম শ্রেষ্ঠস্ত
সতো বজ্র মর্গেঃ হে পার্থ ! মনুষ্যাঃ কৰ্ম্মাধিকারিণঃ সন্তঃ অমুবর্তন্তে অমুবর্তেন্ন সর্কশঃ
সর্কপ্রকারৈঃ ॥ ২৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—যদীতি । যত্ত্বং কৰ্ম্মণি ন বর্জেয়ঃ, তর্হি মনুষ্যা মমৈব বজ্রামুবর্তন্তে
অমুবর্তেন্ন কৰ্ম্ম ন কুবীর্যন্নিত্যর্থঃ । অতজ্জিতোহননসঃ, সর্কশঃ সর্কপ্রকারৈঃ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—যদীতি । অমুবর্তন্তে অমুবর্তেন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ভাঃপর্য্য ।—হে সখে ! যদিও আমি ত্রিলোকেশ্বর, সর্কবিধ পদার্থের
অধিতীয় অধিকারী, আমার বাসনায় বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রায়ঃ সজ্জিত
হয়, এবং যদিও আমি লোকহিতার্থ নররূপ পরিগ্রহ করিয়া অবনীমণ্ডলে
শিষ্টজনচূড়ামণি বহুদেব-গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছি, তথাপি আমারও মানবো-
চিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানে কোন সময়েই ঔদাসীত্য প্রদর্শন করা বিধেয় নহে ।
কারণ যদি আমি কখনও ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কৰ্ম্মানুষ্ঠানে অসহেলা করি,
তাহা হইলে বহুসংখ্যক কৰ্ম্মাধিকারী মানবগণ সর্কতোভাবে কৰ্ম্মানুষ্ঠান
পরিত্যাগ করিবে । আমি সর্কার্থসিদ্ধ ও অতি সম্মানিত বহুবংশে
অবতীর্ণ । জনসমাজ আমাকে সর্ক প্রধান ও সতের শিরোমণি বলিয়া
পরিজ্ঞাত আছে । সুতরাং আমার অবলম্বিত ব্যবহারের অনুগরণ ক্রমে,
কুলোচিত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে, তাহাদের স্বতঃই বাসনা
জন্মিবে ॥ ২৩ ॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাৎ কৰ্ম চেনহম্ ।

সঙ্করস্য চ কৰ্ত্তা স্যামুপহৃত্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

অর্থঃ ।—চেৎ (যদি) অহং কৰ্ম ন কুর্যাম্, [তদা] ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ (কৰ্মলোপেন বিনশ্যেয়ুঃ) [অহং] চ সঙ্করস্য (বর্ণ-সঙ্করস্য) কৰ্ত্তা স্যাৎ (ভবেয়ং) [এবং অহং] ইমাঃ প্রজা উপ-হৃত্য (বিনাশয়েয়ং)

প্রতিশব্দ ।—যদি আমি কৰ্ম না করি [তবে] এই লোক-সকল উৎসন্ন-হইবে এবং [আমি] বর্ণ-সঙ্করের প্রবর্তক হইব [এইরূপে আমি] এই প্রজা-সকলকে বিনষ্ট-করিব ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—আমি যদি কৰ্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হই তাহা হইলে মানব-সমাজ কৰ্ম্ম-লোপ-হেতু উচ্ছৃঙ্খল দশায় উপনীত হইবে এবং আমিই তাদৃশ ধৰ্ম্ম-বিহীন সমাজের অবশ্যত্বাবী পরিণামস্বরূপ বর্ণ-সঙ্করের প্রবর্তক রূপে পরিগণিত হইব । এইরূপে আমার দ্বারাই প্রজাগণ হীন-দশাপন্ন হইবে ॥ ২৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তথাচ কো দোষ ইত্যাহ উৎসীদেয়ুরিতি । উৎসীদেয়ুর্কিনশ্চেয়ুরিমে সৰ্গে লোকাঃ লোকস্থিতিনিমিত্ত কৰ্ম্মগোহত্বাৎ ন কুর্যাৎ কৰ্ম চেনহম্ । কিঞ্চ সঙ্করস্য চ কৰ্ত্তা স্যাৎ, তেন কারণমোপহৃত্যামিমাঃ প্রজাঃ প্রজানামমুগ্রহায় প্রবৃত্তন্তরুপহতিং উপহননং কুর্যামিতি । সমেশ্বরস্যানন্তরূপমাংগত্বত যদি পুনরহমিৎ তং কৃতার্থবুদ্ধিরান্নবিদিত্বো বা তস্যাপ্যন্যনঃ কৰ্ত্তব্যাতাবেহপি পরামুগ্রহেব কৰ্ত্তব্য ইতি ॥ ২৪ ॥

আনন্দগিরি ।—শ্রেষ্ঠস্য তব মার্গানুবর্তিৎ মনুষ্যাণামুচিতমেবেত্যশঙ্ক্য দুষ্যতি তথাচেত্যাহমিহ । স্বৰ্গস্য কৰ্ম্মণ্যপ্রবৃত্তৌ তদনুবর্তিনামপি কৰ্ম্মানুপপত্তেরিতি হেতুমাহ লোকস্থিতি । ইতশ্চেৎকরণে কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যমিত্যাহ কিঞ্চৈতি । যদি কৰ্ম্ম ন কুর্যামিতি শেষঃ । সঙ্করকরণস্য কাৰ্য্যং কথয়তি তেনেতি । প্রজোপহতিরপি প্রাপ্যতে চেৎ কিং তরা তব স্যাদিতি তত্রাহ প্রজানামিতি । ভ্রামনাচরন্তমনুষ্যবর্তমানানাং সৰ্গেবাং কো দোষঃ স্যাদিত্যেপকারানীশ্বরস্য কৃতার্থতয়া কীৰ্ত্তমানাতাবে তদনুবর্তিনামপি তদভাবাদেবা স্থিতিহেতুত্বাৎ পৃথিব্যাভিত্তানাং বিনাশপ্রলম্বাৰ্ণপ্রমদ্যব্যবস্থানুপপত্তেচাধিকৃতানাং প্রাণভূতাং পাপোপহতত্বপ্রসঙ্গাৎ, পরামু-গ্রহার্থং প্রবৃত্তিরীশ্বরগোচ্যত্বং । স্প্রতি লোকসংগ্রহায় কৰ্ম্ম কুর্যাম্য কৰ্ত্তৃত্বাভিমানেন ভ্রামাভিতবে প্রাপ্তে প্রমাহ যদি পুনরিতি । কৃতার্থবুদ্ধিষে হেতুর্মাহ আনন্দগিরি । যথা-

বদান্মনমবগচ্ছন কৃত্বাত্ততিমানাতাবাৎ কৃতার্থো ভবত্যেবেত্যর্থঃ । অৰ্জুনানন্তরাপি জ্ঞানবর্তি
কৃতার্থবুদ্ধিঃ কৃত্বাত্ততিমানহীনে তুলামিত্যাহ অন্যো বেতি । তস্য তর্হি কৰ্ম্মানুষ্ঠানম-
কলস্বাদনবকাশমিত্যাশঙ্ক্যাহ তস্যাঙ্গীতি । কৰ্ত্তব্য ইত্যাত্মবিদ্যাপি পরানুগ্রহায় কৰ্ত্তব্যমেব
কৰ্ম্মেত্যাহেতি শেষঃ ॥ ২৪ ॥

রামানুজ । — উৎসীদেয়ুরিতি । অহং কুলোচিতং কৰ্ম্ম নচেৎ কুর্যাৎ এবমেব সৰ্কে
শিষ্টজনা লোকা মদাচারায়ত ধৰ্ম্মনিষ্ঠরাঃ অকরণাদেবোৎসীদেয়ুঃ নষ্টা ভবেয়ুঃ শাস্ত্রীরাচারায়াম-
পালনাৎ সৰ্কেবাৎ শিষ্টানাং সঙ্করস্ত চ কৰ্ত্তা ত্রাৎ অতএবেমাঃ প্রজা উপহত্যাং, এবমেব ত্বমপি
শিষ্টজন্যাগ্রেসরপাণ্ডুনরো যুধিষ্ঠিরানুজঃ সন্ শিষ্টতয়া যদি জ্ঞাননিষ্ঠায়ামধিকরোষি ততৎকৃত্যচারানু-
বর্তিনোহকৃত্বান্নবিদঃ শিষ্টাশ্চ মুমুকুবাঃ স্বাদিকারমজ্ঞানস্তঃ কৰ্ম্মনিষ্ঠায়ামনধিকুৰ্ব্বন্তো বিনশ্বেযুঃ ।
অতোহত্যস্তব্যাপবেশ্তেন বিহুবা কৰ্ম্মেব কৰ্ত্তব্যম্ ॥ ২৪ ॥

হুমানু । — ততশ্চ কো দোষ ইত্যত আহ উৎসীদেয়ুরিতি । অমেন কারণে-
নোপহত্যানিমাঃ প্রজাঃ প্রজানামনুগ্রহায় প্রবৃত্তঃ কৰ্ম্মোপহন্তি কুর্য্যামিতি ততশ্চ মমেশ্বরত্বাননু-
রূপমাপদ্যত ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর । — ততঃ কিমত আহ উৎসীদেয়ুরিতি । উৎসীদেয়ুঃ ধৰ্ম্মলোপেন নশ্বেযুঃ ততশ্চ
যো বর্ণসঙ্করো ভবেৎ ততাপ্যহমেব কৰ্ত্তা ত্রাৎ ভবেয়ং, এবমহমেব প্রজা উপহত্যাং মলিনী-
কুর্য্যামিতি ॥ ২৪ ॥

বলদেব । — ততঃ কিং শ্রুতিত্যাহ উৎসীদেয়ুরিতি । অহং সৰ্কশ্ৰেষ্ঠশ্চেৎ শাস্ত্রোক্তং কৰ্ম্ম
ন কুর্যাৎ তর্হি মে লোকা উৎসীদেয়ুর্বিভ্রষ্টমৰ্যাদাঃ স্রাঃ । ভবিষ্যংশে সতি যঃ সঙ্করঃ ত্রাৎ
ততাপ্যহমেব কৰ্ত্তা ত্রাম্ । এবঞ্চ প্রজাপতিরহমিমাঃ প্রজা সাধ্ব্যাদোষণোপহত্যাং মলিনাঃ
কুর্য্যাম্ । তথাচ “এব সেতুর্বিধারণ এবাং লোকানাং অসংভেদায়” ইতি শ্রুত্যা লোকমৰ্যাদা-
বিধারণকেনেদে পরিণীতস্ত মে তন্মৰ্যাদাভেদকত্বং শ্রুদিত্তি । এবং উপনিষতোহপি হরের্বৎ
কিঞ্চিৎ স্বভক্তনুখেচ্ছাঃ স্বৈরাচরিতং দৃষ্টং তৎ থলু বিধারণকেন তদ্বচসানুপেতভাদীশ্বরীর-
স্বাচ্ছাবরৈনৈবাচরণীয়ম্ । যজুঃ স্ত্রীমতা স্তকেন । “ঈশ্বরায়ঃ বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং
কচিং । তেষাং যৎ স্ববচো যুজং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ ॥ নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি
হনীশ্বরঃ । বিনশ্বেত্যাচরন্ মোঢ়াদ্ যথা ক্রোহক্লিগং বিষম্ ॥” ইতি ॥ ২৪ ॥

মধুসূদন । — শ্রেষ্ঠস্ত তব মার্গানুবর্তিৎ মনুষ্যাণামুচিতমেব অনুবর্তিৎ কো দোষ ইত্যত
আহ উৎসীদেয়ুরিতি । অহনীশ্বরশ্চেৎ যদি কৰ্ম্ম ন কুর্যাৎ তদা মদনুবর্তিনাং মদানীনাংমপি
কৰ্ম্মানুপপত্তেলোকস্থিতিহেতোঃ কৰ্ম্মণো লোপেন ইমে সৰ্কে লোকা উৎসীদেয়ুর্বিনশ্বেযুস্ততশ্চ
বর্ণসঙ্করস্ত চ কৰ্ত্তাহমেব ত্রাৎ তেন চেমাঃ সৰ্কাঃ প্রজাঃ অহমেবোপহত্যাং ধৰ্ম্মলোপেন
বিনাশয়েয়ম্ । কথঞ্চ প্রজানামনুগ্রহার্থং প্রবৃত্ত ঈশরোহহং তাঃ সৰ্কা বিনাশয়েরমিত্যভিপ্রায়ঃ
বদ্যদাচরতীত্যাদেয়পর্য্য বোধিনা, ন কেবলং লোকসংগ্রহং পশ্যন্ কৰ্ত্তুমর্হসি, অপিতু শ্রেষ্ঠাচার-

দাদপীত্যাহ যদবদীতি । তথাচ মম শ্রেষ্ঠত্ব বাদৃশ আচারতাদৃশ এব মদনুবর্তিনা তদানু ষ্ট্রয়ো
ন স্বাতন্ত্র্যোপাশ্র ইত্যর্থঃ । কীদৃশস্তবাচারো যো মদানুবর্তনীয় ইত্যাকাঙ্কায়ঃ ন মে পার্থে
ত্যাদিভিত্তিভিঃ শ্লোকৈকত্বং প্রদর্শনমিতি ॥ ২৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—ততশ্চ কিমিত্যত আহ উৎসীদেয়ুর্নিতি । “যদবদাচরতি” ইত্যাদেবপরা
যোজনা, কেবলং লোকসংগ্রহং পশুন্ন কৰ্ত্তুমহর্ষি, অপিতু শ্রেষ্ঠাচারতাদাদপীত্যাহ যদবদতি । তথা
চ মম শ্রেষ্ঠত্ব বাদৃশ আচারতাদৃশ এব মদনুবর্তিনা তদানু-অনুষ্ঠেয়ঃ, ন স্বাতন্ত্র্যোপাশ্র ইত্যর্থঃ ।
কীদৃশস্তবাচারো যো মদানুবর্তনীয় ? ইত্যাকাঙ্কায়ঃ ন মে পার্থেত্যাদিভিত্তিভিঃ শ্লোকৈকত্বং-
প্রদর্শনমিতি মধুসূদনশ্রীপাদাঃ ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—উৎসীদেয়ুর্নিতি । উৎসীদেয়ুর্ন্যাং দৃষ্টান্তীকৃত্য ধর্মমকুর্ক্যাণা অংশেযুঃ,
ততশ্চ বর্ণনকবো ভবেৎ ততাপ্যহমেব কৰ্ত্তা ত্যাং, এবমহমেব প্রজা উপহৃত্যাং মলিনাঃ
বুধ্যাম্ ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য ।—অর্জুন যদি বলেন যে, “হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি সর্ব শ্রেষ্ঠ
পুরুষোত্তম । সুতরাং তোমার ব্যবহারেব অনুসরণ কল্যে মনুষ্যাগণেব
পক্ষে বিহিত ব্যবস্থা । অতএব যদি তাতাবা তোমাব অনুসরণ ক্রমেই কর্ণে
বিরত হয়, তাহাতে দোষেব সম্ভাবনা কি আছে ?” এই শ্লোকে উল্লিখিত
আশঙ্কার উত্তর প্রাপ্ত হইতেছে ।—আমিই দেখিব বটি, কিছু কস্মানুষ্ঠানে
বাধ্য । কেননা যদি আমি কর্ণে বিরত হই, তাহা হইলে মদনুবর্তি মনু
প্রভৃতি সমাজসংস্থাপক শাস্ত্রকাববর্গ আর কর্ণেব প্রয়োজনীয়তা স্বীকার
করিবেন না । সুতরাং জগতীভল হইতে যজ্ঞ ব্রহ্ম নিয়মাদি ধর্ম কর্মগমূহ
বিলুপ্ত হইবে । তখন বশুন্ধবান মানবকুল উন্মার্গগামী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া
উৎসন্ন দশায় উপনীত হইবে এবং ধর্ম ও নিয়ম বিহীনতা হেতু, ব্যভিচার-
প্রোত অপ্রতিহত প্রভাবে প্রবাহিত হইয়া সমাজে বর্ণ সঙ্করেব উদ্ভব
করিবে । আমারই কর্ণ ত্যাগজনিত এই অশুভ পরিণাম সমুপস্থিত হও-
য়ায়, আমি সেই অনিষ্টের মূলাভূত রূপে পরিগণিত হইব এবং বশুন্ধবান
প্রজাপুঞ্জের উচ্ছেদকরূপে কলঙ্কিত হইব । আমি দেখিব, জীবকুলের
কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত ; তাহাদের বিনাশের উপায় বিধান করা কদাচ
আমার পক্ষে বিধেয় নহে । এই শ্লোকদ্বয়ে ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, কেবল
লোক সংগ্রহের নিমিত্তই কর্ণানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে এমন নহে,
কর্ণানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠাচারত্ব হেতু তাহার অনুসরণও করা বিধেয় । এই

মোকদ্দয়ে ইহাও প্রতিপাদিত হইল যে, আমিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ, আমার যেরূপ আচার আমার অনুবর্তী তোমারও তদনুরূপ আচার হওয়া আবশ্যিক । অন্য স্বতন্ত্ররূপ ব্যবহার কখনই তোমার পক্ষে বিধেয় নহে ॥ ২৪ ॥

সক্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুৰ্ব্বন্তি ভারত ।

কুর্যাৎবিদ্বাংস্তথা সক্তশ্চিকীৰ্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

অনুয় ।—ভারত ! কৰ্ম্মণি সক্তাঃ (অভিনিবিষ্টাঃ) অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞাঃ) যথা কুৰ্ব্বন্তি অসক্তঃ [সন্] লোকসংগ্রহং চিকীৰ্ষুঃ (কৰ্ত্তৃ-মিচ্ছুঃ) বিদ্বান্ (আত্মবিৎ) তথা কুর্যাৎ ॥ ২৫ ॥

প্রতিশব্দ — ভারত বংশোদ্ভব ! কৰ্ম্মে আসক্ত অজ্ঞেরা যেরূপ করে অনাসক্ত [হইয়া] লোক-হিত সাধনান্তিলাষী আত্ম-জ্ঞান-সম্পন্ন সেইরূপ করিবেন ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে ভারত-বংশাবতংস অৰ্জুন ! অজ্ঞানী জনগণ লক্ষ্য ভাবে যেরূপ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ মহাত্ম-গণেরও মোকদ্দেয় হিতসাধনার্থ ফলকামনা বিবর্জিত হৃদয়ে তাদৃশ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয় ॥ ২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—সক্তাইতি । সক্তাঃ কৰ্ম্মণাস্ত কৰ্ম্মণঃ ফলং মম ভবিষ্যতীতি কেচিদবিদ্বাংসো যথা কুৰ্ব্বন্তি, ভারত । কুর্যাৎবিদ্বাংস্চিকীৰ্ষুঃ তথা অসক্তঃ সন্ তৎসং, কিমর্থং কৰোতি ? তচ্ছূ চিকীৰ্ষুঃ কৰ্ত্তৃমিচ্ছুঃ লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরি ।—দৃষ্টান্তদাষ্টান্তিকল্পণং শ্লোকঃ ব্যাকরোতি সক্তা ইত্যাদিনা । অসক্তঃ সন্ কৰ্ত্তৃভাষ্যমানং ফলাভিসন্ধিং বা কুৰ্ব্বন্তিতি বাবৎ ॥ ২৫ ॥

স্বামীজী ।—সক্তা ইতি । অবিদ্বাংসঃ আত্মন্যকৃত্ত্ববিদঃ কৰ্ম্মণ্যাসক্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবর্জনার-সম্বন্ধা আত্মন্যকৃত্ত্ববিদ্বত্তা তদভ্যাসরূপজ্ঞানযোগেহনধিকৃত্যঃ কৰ্ম্মযোগাধিকারিণঃ কৰ্ম্মযোগমেব যথাঅনুপর্ণায় কুৰ্ব্বতে । তথাঅনি কৃত্ত্ববিদ্বত্তা কৰ্ম্মণ্যাসক্তাঃ জ্ঞানযোগাধিকারযোগোহপি ব্যাপদেশঃ । শিষ্টো লোককৰ্ম্মণার্থং স্বাচারেণ শিষ্টলোকানাং ধৰ্ম্মনিষ্ঠরং চিকীৰ্ষুঃ কৰ্ম্মযোগমেব কুর্যাৎ ॥ ২৫ ॥

হুমান্ ।—সক্তা ইতি । ততশ্চ সক্তাঃ কলাভিসন্ধৌ বিদ্বান্ জানী, তথা তেন প্রকারেণ অসক্তঃ কলাভিসন্ধিরহিতঃ চিকীৰ্ষুঃ কৰ্ত্তুমিচ্ছুলোকসংগ্রহং লোকত ইদং কৰ্ত্তব্যং ধৰ্ম্মোৎপাদনন্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধর ।—তস্মাৎ আবিদপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকপয়া কৰ্ম্ম কার্য্যমেবেতু্যপসংহরতি সক্তা ইতি । কৰ্ম্মণি সক্তাঃ অতিনিবিষ্টাঃ সন্তো যথাজ্ঞাঃ কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্তি অসক্তঃ বিদ্বানপি তথৈব কুৰ্য্যাম্লোকসংগ্রহং কৰ্ত্তুমিচ্ছুঃ ॥ ২৬ ॥

বলদেব ।—তস্মাৎ পরিনিষ্ঠিতোহপি স্বং লোকহিতায় বেদোক্তং স্বকৰ্ম্ম প্রকুৰ্ব্বিত্যাশেন্নাহ সক্তা ইতি । অজ্ঞা যথা কৰ্ম্মণি সক্তাঃ ফললিপ্সরাভিনিবিষ্টান্তং কুৰ্ব্বন্ত্যেবং বিদ্বানপি কুৰ্য্যাম্, কিন্তুনক্তঃ ফললিপ্সাশূন্যঃ সন্ । ক্ষুটমন্যৎ ॥ ২৭ ॥

মধুসূদন ।—নহু তবেশ্বরস্য লোকসংগ্রহার্থং কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বাণস্যাপি কৰ্ত্তৃত্বাভিমানাত্বাৎ ন কাপি কৃতিঃ, মমত্ব জীবস্য লোকসংগ্রহার্থং কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বাণস্য কৰ্ত্তৃত্বাভিমানেন জ্ঞানাভিভবঃ স্যানিত্যত আহ সক্তা ইতি । সক্তাঃ কৰ্ত্তৃত্বাভিমানেন ফলাভিসন্ধিনা চ কৰ্ম্মাণ্যভিনিবিষ্টা অবিধাসোসোহজ্ঞা যথা কুৰ্ব্বন্তি কৰ্ম্ম লোকসংগ্রহং কৰ্ত্তুমিচ্ছুঃ বিদ্বানাশ্রবিদপি তথৈব কুৰ্য্যাম্, কিন্তু অসক্তঃ সন্ কৰ্ত্তৃত্বাভিমানং ফলাভিসন্ধিং চাকুৰ্ব্বন্ ইত্যর্থঃ । তারতেতি ভরতবংশোক্তবৎসেন জ্ঞানং তস্যাং রতত্বেন বা স্বং যথোক্তশাস্ত্রার্থবোধযোগোহসীতি দর্শয়তি ॥ ২৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—যদি সাদৃশ এব স্বং কৃতার্থোহপি তথাপি পরায়ুগ্রহার্থং কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বিত্যাহ সক্তা ইতি । কৰ্ম্মণি কৰ্ম্মফলে, কুৰ্ব্বন্তি কৰ্ম্মাণীতি শেষঃ । অসক্ত ইতি ছেদঃ ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—তস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতেন জ্ঞানিনাপি কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যমিত্যুপসংহরতি সক্তা ইতি ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য ।—অজ্ঞান বলিতে পারেন, তুমি সৰ্ব্বেশ্বর ভগবান্ ; লোক সংগ্রহের নিমিত্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে কৰ্ত্তৃত্বাভিমানের বিহীনতা হেতু তোমার কোনই ক্ষতি নাই । কিন্তু আমার জ্ঞান জীবের সাদৃশ অভিপ্রায়ে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলেও, কৰ্ত্তৃত্বাভিমানের প্রাবল্য হেতু জ্ঞানের বিনাশ হইবে । এই আশঙ্কার উত্তর যথা ; অজ্ঞ জনগণ কৰ্ত্তৃত্বাভিমান প্রণোদিত হইয়া ফলাভিসন্ধি সহকারে যে যেরূপ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, মানব সমাজের কল্যাণ সাধন অভিলাষী আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষগণেরও সেই সেইরূপ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যিক । কিন্তু তাঁহাদের কৰ্ম্মানুষ্ঠান কৰ্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি বিবর্জিত হৃদয়ে সাধিত হওয়া বিধেয় । “ভারত” এই মহাধর্ম্ম পঞ্চাশা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, তুমি সুপ্রতিষ্ঠিত ভরত রাজার বংশে

জন্মলাভ করিয়াছ, অথবা তুমি “ভা” অর্থাৎ জ্ঞানে “রত” অর্থাৎ অমুরক্ত, এই জন্যই তুমি যথা বিহিত শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞানের যোগ্য পাত্র ॥ ২৫ ॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ।

যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

অর্থঃ ।—কর্মসঙ্গিনাং (কর্মাসক্তানাং) অজ্ঞানাং (অবিবেকানাং) বুদ্ধিভেদং (বুদ্ধিবিচালনং) ন জনয়েৎ (উৎপাদয়েৎ) [অপিতু] বিদ্বান্ (বিবেকী) যুক্তঃ (অবহিতঃ) [সন্] সর্বকর্মাণি সমাচরন্ (শ্রমমুত্তীর্ণন্) যোজয়েৎ (অবিশ্রুতং কর্মণি প্রযোজয়েৎ ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—কর্মাসক্ত, অবিবেকিগণের বুদ্ধির অর্থহীন জন্মাইবে না [বরং] জ্ঞানী-ব্যক্তি অবহিত [হইয়া] সকল কর্ম আচরণ-করিয়া নিয়োজন-করিবে ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—কর্ম-পারায়ণ অজ্ঞানাত্মক জনগণের বুদ্ধির বিপর্যয় সজ্জ্বলিত করা অবিধেয়, বরং স্বল্পং, বিহিত বিধানে সর্ব প্রকার কর্ম-মুঠান করিয়া, তাহাদিগকে কর্মে বিনিযুক্ত করাই বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্তব্য ॥ ২৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—এবং লোকসংগ্রহং চিকীর্ষোমাম্মনিদঃ কর্তব্যমত্ভক্ত বা লোকসংগ্রহমুক্ত। ততস্ততঃপ্রবিবেকমুপদিষ্টতে নেতি। বুদ্ধের্ভেদো বুদ্ধেভেদঃ ময়। ইদং কর্তব্যং ভোক্তব্যাক্ত কর্মণঃ কণমতি নিশ্চয়রূপায়। বুদ্ধের্ভেদনং চালনং বুদ্ধিভেদস্তন জনয়েদ্যোগোপদেয়জ্ঞানামবিবেকিনাং কর্মসঙ্গিনাং কর্মগ্যাসক্তানাং আসক্তবতাং। কিন্তু কুর্যাৎ যোজয়েৎ কারয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ স্বয়ং তদেবাশ্রিত্বাৎ কর্ম যুক্তোহতিযুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরি ।—বৃত্তমহাত্মোত্তরশ্লোকমবতারয়তি এবমিতি। কর্তব্যং কর্মেতি শেষঃ। পূর্বাঙ্কসেবং ব্যাখ্যায় উত্তরার্ধঃ প্রাপ্তপূর্বকং অবতারণ্য ব্যাচাটে। কিন্তু কুর্যাদিতি। সর্বকর্মাণি কারয়েত্তেৎ প্রীতিং কুর্যমিতি শেষঃ। কথং কারয়েদিত্যাক্ষারামাহ তদেবেতি ॥ ২৬ ॥

রামানুজ ।—নেতি ॥ অজ্ঞানাত্মাত্মকং মবিতরা জ্ঞানযোগোপপাদানাসক্তানাং মু-
ক্ণাং কর্মসঙ্গিনামনাদিকর্মবাসনা কর্মণ্যেব নিরতয়েন কর্মযোগাধিকারিণাং কর্মযোগাত্ত-

আত্মাবলোকনমতীতি ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ, কিং তর্হি আত্মনি কৃত্ত্ববিভিন্না জ্ঞানযোগে-
ন লোকেহপি পুৰ্ব্বোক্তরীত্যা কৰ্মযোগ এব জ্ঞানযোগনিরপেক্ষ আত্মাবলোকনসাধনমিতি বুধ্য-
যুক্তঃ কৰ্মৈবচরন্ সৰ্বকৰ্মস্বকৃত্ত্ববিদাং শ্রীতিং জনয়েৎ ॥ ২৬ ॥

হুমানু।—কিঞ্চ ন বুদ্ধিভেদমিতি। তদ্বদ্বীতি সমাচরন্ কৰ্ম ন কৰ্তব্যমিতি
বুদ্ধেরন্তথাভাবং ন জনয়েৎ নোৎপাদয়েৎ, কেবামজ্ঞানিনামবিবেকিনাং কৰ্মসঙ্গিনামিদং
বিশিষ্টকলাধনমিতি কৰ্মসঙ্গিনাং কিঞ্চ বুধ্যাৎ যোজয়েৎ কারয়েৎ সৰ্বকৰ্মাণি যজ্ঞাদীনি
বিধান্ অয়ং তদেবাবিহ্বাং কৰ্মাশ্রয়াদি ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর।—নহু কপরা তদ্বজ্ঞানমেবোপদেশেৎ যুক্তং নেত্যাহ ন বুদ্ধিভেদমিতি।
অজ্ঞানামতএব কৰ্মসঙ্গিনাং কৰ্মাসক্তানামকৰ্ত্ত্বাশ্রোপদেশেন বুদ্ধেৰ্ভেদমন্তথাভং ন জনয়েৎ
কৰ্মণঃ সকাপাদ্বুদ্ধিচালনং ন বুধ্যাৎ। অপি তু যোজয়েৎ সেবয়েৎ অজ্ঞান্ কৰ্মাণি
কারয়েদিত্যর্থঃ। কথং যুক্তোহবহিতো ভূষা অয়মাচরন্ সন, বুদ্ধিচালনে ক্রতে সতি কৰ্মহু
শ্রদ্ধানিবৃত্তেজ্ঞানন্ত চাহুংগতেভেবামুত্তরভংগঃ প্রাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

বলদেব।—কিঞ্চ লোকহিতৈচ্ছুজ্ঞানী সাগহিতঃ প্রাদিত্যাহ ন বুদ্ধীতি। বিধান্
পরিণিষ্ঠিতোহপি কৰ্মসঙ্গিনাং কৰ্মশ্রদ্ধাজাত্যভ্যাসজ্ঞানাং বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ। কিং
কৰ্মতিরহমিব জ্ঞাতেনৈব কৃতার্থো ভবেতি কৰ্মনিষ্ঠাতত্ত্বদ্বিঃ নাপনয়েদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ অয়ং
কৰ্মহু যুক্তঃ সাবধানতানি সম্যক্ সৰ্বাঙ্গোপসংহারেণাচরন্ সৰ্বাণি বিহিতানি কৰ্মাণি যোজয়েৎ
শ্রীত্যা সেবয়েৎ অজ্ঞান্ কৰ্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ। বুদ্ধিভেদে সতি কৰ্মহু শ্রদ্ধানিবৃত্তে জ্ঞানন্ত
চাহুংগতভবব্রহ্মান্তে স্মরিতিত্যর্থঃ। “অয়ং নিশ্রেয়সং বিধান ন বক্তব্যঃ কৰ্ম হি।
ন স্মারিরোগিণোহপথ্যং বাহুতো হি ভিবক্তমঃ” ॥ ইত্যজিতোক্তিত্ত্ব কৰ্মসঙ্গীতপরতয়া
নেয়া ॥ ২৬ ॥

মধুসূদন।—নহু কৰ্মাহুষ্ঠানেনৈব লোকসংগ্রহঃ ন তু তদ্বজ্ঞানোপদেশেন ইতি কো
হেতুরত আহ ন বুদ্ধীতি। অজ্ঞানামবিবেকিনাং কৰ্ত্ত্ব্যতিমানেন ফলাতিসঙ্গিনা চ কৰ্মসঙ্গিনাং
কৰ্মগণভনিবিষ্টানাং বা বুদ্ধিরহমেতৎ কৰ্ম করিয়ে এতৎফলঞ্চ ভোক্তা ইতি তত্ৰা ভেদং
বিচালনং অকৰ্ত্ত্বাশ্রোপদেশেন ন বুধ্যাৎ, কিঞ্চ যুক্তোহবহিতঃ সন বিধান্ লোকসংগ্রহং চিকীৰুঃ
অবিষদধিকারিকাপি সৰ্বকৰ্মাণি সমাচরন্ তেবাং শ্রদ্ধামুৎপাদ্য যোজয়েৎ শ্রীত্যা সেবয়েৎ,
অনধিকারিণামুপদেশেন বুদ্ধিবিচালনে “কতে কৰ্মহু শ্রদ্ধানিবৃত্তেজ্ঞানন্ত চাহুংগতেভবব্রহ্মান্তে
ভাৎ। তথাচোক্তং “অজ্ঞানার্দ্ধপ্রবুদ্ধত সৰ্ব ব্রহ্মেতি যো বদেৎ। মহানিরয়জালেষু স তেন
বিনিরোজিতঃ ॥” ইতি ॥ ২৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—ন বুদ্ধীতি। বিধান্ অজ্ঞানাং কৰ্মসংসক্তানাং বুদ্ধিভেদং বুদ্ধেচ্চালনং
ন জনয়েৎ নোৎপাদয়েৎ, কিঞ্চ তান্ সৰ্বাণি কৰ্মাণি যোজয়েৎ সেবয়েৎ। কথং? যুক্ত-
আদৃতো ভূষা সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

শ্রীশঙ্করাখ্য।—অহং কৰ্মবক্তা স্বং কৰ্মসংসক্তাং বুধ্যা জ্ঞানাত্ম্যাসেনোহমিব কৃতার্থী-

ভবেতি বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ কর্মসঙ্গিনামশুদ্ধাস্তঃকরণেৎ । কর্মস্বৈবাসক্তিমতাম্ । কিন্তু স্বকৃতাধীভবিষ্যন্ নিষ্কামকর্মৈব কুরীতি কর্ম্মাণ্যেব যোজয়েৎ কারয়েৎ । অত্র কর্ম্মাণি সমাচরন্ স্বয়মেব দৃষ্টান্তীভবেন । নহু “স্বয়ং নিশ্রেয়সং বিধান্ ন বক্তজ্ঞায় কর্ম্ম হি । ন রাস্তি শ্রেয়গিনোহপথাং বাহুতোহপি ভিষকৃতমঃ ॥” ইত্যজিতবাক্যেনৈতদ্বিসৃধ্যতে, সহ্যং । তৎখলু ভক্ত্যুপদেশেই কবিষয়ং, ইদম্ জ্ঞানোপদেশেই কবিষয়মিত্যবিরোধঃ । জ্ঞানশ্রাস্তংকরণশুদ্ধাধীনত্বাৎ তচ্ছুদ্ধেস্ত নিষ্কামকর্ম্মাধীনত্বাৎ, ভক্তেস্ত স্বতঃপ্রাবল্যাদস্তঃকরণশুদ্ধিপরিণ্যস্তানপেক্ষত্বাৎ । যদি ভক্তৌ শ্রদ্ধাসমুৎপাদয়িতুং শক্যুয়াৎ তদা কর্ম্মিণাং বুদ্ধিভেদমপি জনয়েৎ, ভক্তৌ শ্রদ্ধাবতাং কর্ম্মানধিকার্যং । “তাবৎ কর্ম্মাণি কুরীত ন নির্কীন্তেত বাবতা । মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা বাবন্নজায়তে ॥” ইতি । “ধর্মান্ সংত্যক্ত্য যঃ সর্কান্ মাং ভজ্যেৎ সূচ সন্তমঃ ।” ইতি । “সর্বধর্মান্ পরিত্যক্ত্য মামেকং শরণং ব্রজ” ইতি । “ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাশ্রজং হরের্ভজয়গকোহথ পতেৎ ততো যদি” ইত্যাদি বচনেভ্য ইতি বিবেচনীয়া ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—লোক-সংহার্য কেবল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে কেন ? তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দ্বারাও তো সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে । এইরূপ আশঙ্কার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে । অজ্ঞানান্ধর্য অবিবেকীগণ ফলাভি-সন্ধি ও কর্তৃত্বাভিমান সহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় ; তাহারা জানে, আমারই ইহা কর্তব্য, আমি ইহা করিব, এই কর্ম্মের ফল আমারই ভোক্তব্য ইত্যাদি । শাস্ত্রীয় উপদেশাদি দ্বারা তাহাদের এইরূপ দ্রব বিশ্বাস মূলক বুদ্ধির ভেদ অর্থাৎ বিচালন বা বিরোধ সজ্জিত করা, লোক হিতকাগ জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কখনই বিধেয় নহে । কর্ম্মাধিকারীগণের অনুর্তের কর্ম্ম সমূহের, স্বয়ং বিহিত বিধানে ও আগ্রহাশ্রিত প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে অনুষ্ঠান পূর্বক, তদ্বিষয়ে অজ্ঞান জনগণের শ্রদ্ধা সমুৎপাদন করিয়া, তাহাদিগকে কর্ম্ম সেবার অভি-নিবিষ্ট ও অনুরক্ত করিবে । তত্ত্ব জ্ঞান ও উপদেশ দ্বারা অনধিকারী অজ্ঞান ব্যক্তির বুদ্ধি বিচালিত করিলে তাহার উভয়ই ভ্রষ্ট হয় । কারণ কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা বিনিবৃত্ত হওয়ায়, সে কর্ম্ম নান্দনে বঞ্চিত হয় এবং জ্ঞানের অনুৎপত্তি হেতু জ্ঞানমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে । এই জন্যই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, “যে ব্যক্তি অজ্ঞ এবং অন্ধপ্রবুদ্ধ অর্থাৎ মোহরূপ নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন-প্রায় মানবকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করে যে, পরিতৃষ্ণাগান সকল পদার্থই ব্রহ্ম, সে তাহাকে ঘোর নরকে নিমজ্জিত করে ।” ॥ ২৬ ॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্বশঃ ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

অনুব্র।—প্রকৃতেঃ (সত্ত্বরজস্তমোগুণাশ্রিকার্যাঃ মায়ায়াঃ) গুণৈঃ (কার্য্যাকারণরূপৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ) ক্রিয়মাণানি (সেব্যমানানি) কৰ্ম্মাণি (লৌকিকানি বৈদিকানি) সৰ্বশঃ (সৰ্ব্বপ্রকারেণ) অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা (আত্মাভিমানী) অহং কৰ্ত্তা (অহমেব করোমি) ইতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ।—মায়ায় বিকাররূপ-ইন্দ্রিয়-দ্বারা সম্পাদিত কৰ্ম্ম-সকল সৰ্ব্বতোভাবে আত্মাভিমানী আমি করিতেছি ইহা মনে করে ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা।—মানবের অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম সমূহ প্রকৃতি নারী ঐশ্বরিক শক্তি প্রসূত ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু অহঙ্কারে কলুষিত-হৃদয় মানবগণ আপনাকে সেই কৰ্ম্ম সমূহের সম্পাদক বলিয়া জ্ঞান করে ॥ ২৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অবিদ্বান্, অজ্ঞঃ কথং কৰ্ম্মসু সজ্জত ইত্যাহ প্রকৃতেরिति। প্রকৃতেঃ প্রকৃতিঃ প্রাণাং সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সাম্যাবস্থা, তত্ভাঃ প্রকৃতেঃ গুণৈর্করকারৈঃ কার্য্যাকারণ-রূপৈঃ ক্রিয়মাণানি কৰ্ম্মাণি লৌকিকানি শাস্ত্রীয়ানি চ সৰ্বশঃ সৰ্ব্বপ্রকারেরহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কার্য্যাকরণসংঘাতাদুপভ্যসোহহঙ্কারস্তেন বিবিধং নানাবিধং মূঢ়ঃ আত্মান্তঃকরণং যন্ত সৌহরং কার্য্যাকরণধৰ্ম্মা কার্য্যাকরণাতিমাত্রবিদ্যায়া কৰ্ম্মাণাঙ্ঘনি মন্তমানস্তত্তং কৰ্ম্মণামহং কৰ্ত্তেতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরি।—অজ্ঞানাং কৰ্ম্মগজিনামিত্যুক্তং তেনোত্তরশ্লোকত্ব সজ্জতিমাহ অবিদ্বানिति। কৰ্ত্তৃত্বমাত্মনো বাঁস্তবমিত্যভ্যুপগম্যবিদ্বান্, কথং কুর্কদেব তত্তাত্ৰাং পত্নী-ত্যাশবাহ প্রকৃতেরिति। কৰ্ম্মস্ববিদ্বং শক্তিপ্রকারং প্রকটয়ন্, ব্যাকরোতি প্রকৃতেরিত্যাখিনি। প্রধানশব্দেন মায়াক্রিয়াক্রিয়াতে, অবিদ্যায়তুভয়তঃ সম্বধ্যতে ॥ ২৭ ॥

রামানুজ।—অথ কৰ্ম্মযোগমহুতিষ্ঠতো বিদ্ববোহবিদ্বশ্চ বিশেষঃ দর্শয়ন্, কৰ্ম্মযোগা-পেক্ষিতমাত্মনোহকৰ্ত্তৃত্বমজ্ঞানপ্রকারমুপদিশতি প্রকৃতেরिति। প্রকৃতেঃ গুণৈঃ সৎবাদিভিঃ, স্বাত্মরূপক্রিয়মাণানি কৰ্ম্মাণি অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মাহং কৰ্ত্তেতি মন্যতে। অহঙ্কারেণ বিমূঢ় আত্মা যন্তাসৌ অহঙ্কারো নামাহমর্থে প্রকৃতাবহনিত্যভিমানন্তেনাজাতাত্মাবরূপো গুণকৰ্ম্মসং কৰ্ত্তেতি মন্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

হুমান্ ।—প্রকৃতেরিতি । লোকিকানি শাস্ত্রীরাণি চ সৰ্বশঃ সৰ্বপ্রকারাণি, অহঙ্কার-
বিমুচ্যাস্তা কৰ্ত্তাহমেবাং কৰ্ম্মণামিতি কৰ্ত্তব্যমিতি মন্ততে ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর ।—নহু বিহুবাপি চেৎ কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যং তর্হি বিষদবিহুবাঃ কো বিশেষ ইত্যাশঙ্কো-
ভয়োবিশেষঃ দর্শয়তি প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্ । প্রকৃতেশ্চ গুণৈঃ প্রকৃতিকার্যৈরিত্তিরৈ সৰ্বপ্রকারেণ
ক্রিয়মাণানি কৰ্ম্মাণি তাত্ত্বহমেব কৰ্ত্তা করোমীতি মন্যতে । তত্র হেতুঃ অহমিতি । অহং-
কারেণজিয়াদিদ্বাদ্বাদ্ব্যাসেন বিমুচুবুদ্ধিঃ সন্ ॥ ২৭ ॥

বলদেব ।—কর্ষদ্বাদ্ব্যাসোহপি বিজ্ঞানোবিশেষমাহ প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্ । অহঙ্কার-
বিমুচ্যাস্তা জনোহহং কৰ্ম্মাণি কৰ্ত্তেতি মন্ততে । (ন লোকাব্যয়নিষ্ঠেতি সূত্রাৎ যজ্ঞনিবেশঃ ।)
কৰ্ম্মানি লোকিকানি বৈদিকানি চ, তানি কীদৃশানীত্যাহ, প্রকৃতেরীশমায়ামা গুণৈশ্চ কার্যৈঃ
শরীরৈজিয়াপ্রাণৈরীশ্বরপ্রবর্তিতৈঃ ক্রিয়মাণানীতি । ইদমত্র বেদিতব্যম্, উপক্রমবিনির্গমাৎ
সংবিদ্বিবপুর্জীবাস্তান্মদর্ঘ্যঃ কৰ্ত্তা চানাদিকালবিষয়ভোগবাসনাক্রান্তস্তত্ত্বোগাধিকারিণঃ স্বসম্মিহিতাং
প্রকৃতিমগ্নিষ্ঠৈশ্চ কার্যৈণাহঙ্কারেণ বিমুচ্যাস্তা তাদৃশাবিজ্ঞানশূন্যঃ শরীরাদ্যহংভাববান্ প্রাকৃতেঃ
শরীরাদিভিরীশেন চ সিদ্ধানি কৰ্ম্মাণি ময়ৈবৈকেন কৃতানীতি মন্ততে । কৰ্ত্তুরাত্মনো যৎ কৰ্ত্তব্যং
তৎ কিং দেহাদিতিক্রিতিঃ পরমাত্মনা চ সৰ্বপ্রবর্তকেন চ সিধ্যতি ন ত্বেকেন জীবেনৈব । তচ্চ
ময়ৈব সিধ্যতীতি জীবো যন্নন্ততে তদহঙ্কারবিমোচ্যাদেব । অধিষ্ঠানং তা ॥ কৰ্ত্তেত্যাদিকাজর-
মাধ্যায়বাক্যত্রয়াৎ । কার্যাকারণকর্ত্ত্বহে হেতুঃ প্রকৃতিরূঢ়ত ইত্যত্র শরীরৈজিয়াদিকর্ত্ত্বৎ প্রকৃতে-
রিতি যৎকরিষ্যতে, তত্রাপি কেবলাস্মান্ততাত্ত্ব শক্যং মন্তম্ । পুরুষসংসর্গেণৈব তৎপ্রবৃত্তে-
রঙ্গীকারাৎ । ততশ্চ পুরুষস্ত কৰ্ত্ত্বমবজ্ঞানীরমিতি ব্যাখ্যাত্ততে ॥ ২৭ ॥

মধুসূদন ।—বিষদবিহুবাঃ কৰ্ম্মাহষ্ঠানসাম্যোহপি কৰ্ত্ত্ব্যভিমানতদভাষাত্মাঃ বিশেষঃ
দর্শয়ন্ "সক্তাঃ কৰ্ম্মণি" ইতি শ্লোকার্থং বিবৃণোতি প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্ । প্রকৃতিমায়ী সত্ব-
রজস্তমোগুণোন্নয়ী মিথ্যাজ্ঞানাস্ত্রিকা পারমেস্বরী শক্তিঃ, "মায়াক্ত প্রকৃতিং বিদ্যাম্মারিনক্স মহেশ্বরম্"
ইতি শ্রুতেঃ, তত্ভাঃ প্রকৃতেশ্চ গুণৈর্সিদ্ধকর্তৈ কার্যাকারণরূপৈঃ ক্রিয়মাণানি লোকিকানি বৈদিকানি
চ কৰ্ম্মাণি সৰ্বশঃ সৰ্বপ্রকারৈঃ অহঙ্কারেণ কার্যাকারণসম্ব্যভাস্ত্রপ্রত্যয়েন বিমুচঃ স্বরূপবিশেষাস-
মর্থঃ আত্মাস্তঃকরণং যন্ত সোহহঙ্কারবিমুচ্যাস্তা অনাস্ত্র্যস্ত্র্যভিমানি তানি কৰ্ম্মাণি কৰ্ত্তাহমিতি
করোম্যহমিতি মন্ততে কৰ্ত্ত্ব্যাসেন (কৰ্ত্তাহমিতি ত্বন্ প্রত্যয়ঃ । তেন ন লোকাব্যয়নিষ্ঠা-
খলবর্ত্তণামিতি যজ্ঞীপ্রতিবেশঃ) ॥ ২৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অবিদ্বান্ কথং কৰ্ম্মসু সজ্জত ইত্যত আহ প্রকৃতেরিতি । প্রকৃতেঃ
পারমেস্বর্যাঃ সত্বরজস্তমোগুণাস্ত্রিকার্যৈঃ, "দেবাস্ত্রশক্তিঃ স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধায়াঃ
শক্তেঃ গুণৈঃ কার্যাকারণসম্ব্যভাস্ত্রৈঃ ক্রিয়মাণানি কৰ্ম্মাণি অহঙ্কারেণ স্বসিদ্ধপাভ্যেন বিমুচঃ
তদীয়ান্ কৰ্ত্ত্ব্যবীনাশ্বপর্শয়েন পতন্ত আত্মনশ্চ অসজ্জনসংসর্গবিজ্ঞপ্তভাবপতন্ত আত্মা (অহঙ্কারেণ
বিমুচ্যাস্তা দ্ব্যভ্যেতি বিশেষঃ) অহং কৰ্ম্মাণি কৰ্ম্মাণি কৰ্ত্তেতি মন্ততে, কৰ্ত্ত্ব্যাসেনা (কৰ্ত্তাহ-

মিতি ত্বন্ প্রত্যয়ঃ, তেন ন শ্লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থভূগামিতি যতীনিবেধঃ, অভথা তচ্ প্রত্যয়ে
কৰ্ম্মণাং কৰ্ত্ত্বাহিমিতি যষ্ঠা ভাব্যম্) ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—নহু 'যদি বিদ্বানপি কৰ্ম্মকুৰ্য্যাৎ তর্হি বিদ্বদ্বিজুষোঃ কো বিশেষঃ ?
ইত্যশঙ্ক্য তয়োবিশেষঃ দর্শয়তি প্রকৃতেরिति দ্বাভ্যাম্ । প্রকৃতেশ্চ গৈশ্চ গণকাঠোরিক্রিষ্টৈঃ সৰ্ব্বশঃ
সৰ্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি যানি কৰ্ম্মানি তাগ্ৰহমেব কৰ্ত্তা কৰোমীতি অবিদ্বান্ মন্যতে ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—অজ্ঞগণ কৰ্ম্মে অতিশয় আসক্ত হয় কেন ? ইহার উত্তর
স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন । হে অৰ্জুন ! অজ্ঞ ও বিদ্বানের কৰ্ম্মানুষ্ঠানে
তুল্যতা দৃষ্ট হইলেও, তাহাদের পরস্পর কি ভেদ, তাহা বলিতেছি প্রবণ
কর । সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি (২০১ পৃষ্ঠার
টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) সেই গুণময়ী পারমেশ্বরী শক্তিরূপা প্রকৃতির গুণ দ্বারা
(ইন্দ্রিয় দ্বারা) লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়া সকল সমুৎপন্ন হইতেছে ।
অজ্ঞপুরুষ অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া অর্থাৎ প্রকৃতি-গুণ-সম্প্রাত ক্রিয়া কলাপে
আত্মকর্তৃত্ব আরোপিত করিয়া এবং স্বীয় শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবের বিষয়
বিস্মৃত হইয়া, উক্ত প্রাকৃতিক গুণ সমুৎপন্ন কৰ্ম্মের আমিই কৰ্ত্তা এরূপ
বিবেচনা করে । অতএব অহঙ্কারে অভিভূত আত্ম-বিস্মৃত অজ্ঞ পুরুষ কি
লৌকিক কি বৈদিক ব্যবহারী কৰ্ম্মেই অতিশয় আসক্ত হয় । অনুষ্ঠিত
কৰ্ম্ম কোনরূপ অঙ্গহীন হইলে তাহাদের হৃদয়-দৌৰ্ভল্য ও নানারূপ আশঙ্কা
উপস্থিত হয় । অতএব তাহার কৰ্ম্মকে সৰ্ব্বাঙ্গীনরূপে সংস্পন্ন করিবার
নিমিত্ত সৰ্ব্বদা বড় করে ॥ ২৭ ॥

তত্ত্ববিত্ত্ব মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ ।

গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি যত্র ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

অমর ।—তু (কিত্ত্ব) মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ (গুণেভ্য
আত্মনঃ পার্থক্যং কৰ্ম্মেভ্য আত্মনঃ পার্থক্যং তয়োঃ) তত্ত্ববিত্ত্ব (পরি-
জ্ঞাতা) গুণাঃ (ইন্দ্রিয়ানি) গুণেষু (বিষয়েষু) বর্তন্তে (নাহং)
ইতি যত্র (জাহ্ন) ন সজ্জতে (কৰ্ত্ত্বত্বাভিনিবেশং কৰোতি) ॥ ২৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—কিত্ত্ব দীর্ঘভূজ গুণ-ও-কর্ম্ম-বিভাগের নির্ণয়কম-

ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সমূহ বিষয়ে রহিয়াছে ইহা জানিয়া কর্তৃত্বাভিমান করেন না ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে ভূজবলশালিন্ সখে ! যাঁহার ঞ্জ ও কর্মের স্বাভাব্য বিনির্নয়ে সক্ষম তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহকেই বিষয়ে বিচরণশীল এবং আত্মাকে বিষয় ব্যাপারে নিঃসঙ্গ জানিয়া কোন কর্মেই কর্তৃত্বাভিমান করেন না ॥ ২৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিং (যঃ) পুনর্মুক্তিতে বিদ্বান্ তত্ত্ববিদ্বিতি । তত্ত্ববিত্ত্ব মহাবাহো ! কন্তু তত্ত্ববিৎ ঞ্জকর্মবিভাগয়োঃ ঞ্জবিভাগস্ত কর্মবিভাগস্ত চ তত্ত্ববিদিত্যর্থঃ । ঞ্জাঃ কৰ্মণাম্বকাঃ ঞ্জেষু বিষয়ান্নকেষু বর্তন্তে নাশ্মেতি মত্বা ন সজ্জতে সক্তিং ন করোতি ॥ ২৮ ॥

আনন্দগিরি ।—অজ্ঞস্ত কৰ্মসু সক্তিযুক্তা বিদ্বন্তদভাবমভিহ্বাতি কিং (যঃ) পুন রিতি । তত্ত্বং বাখ্যাত্ম্যং বেত্তীতি ব্যুৎপত্ত্যা তত্ত্ববিদ্বিতি । তুশ্চেন্নোজ্ঞাধিশিষ্টো নির্দিষ্টঃ । প্রাপ্তপূর্ব্বকং দ্বিতীয়পাদমবত্যাং ব্যাচষ্টে কন্তেত্যাদিনা । ঞ্জানানামেব ঞ্জেষু বর্তমানত্বমুক্তং নিঃসর্গতত্ত্বোক্তমিত্যাশঙ্ক্য বিভজ্যতে ঞ্জা ইতি । কার্য্যাকারণানামেব বিষয়েষু প্রবৃত্তিরান্বনস্ত কুটস্থত্বান্নৈবমিতি জ্ঞাত্বা তত্ত্ববিৎ কৰ্মসু দৃঢ়তরং কর্তৃত্বাভিমানং ন করোতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

রামানুজ ।—ঞ্জকর্মবিভাগয়োঃ সত্বাদিঃ ঞ্জবিভাগে তত্ত্বকর্মবিভাগে চ তত্ত্ববিৎ ঞ্জাঃ সত্বাদয়ঃ ঞ্জেষু যেষু কার্য্যেষু চ বর্তন্ত ইতি মত্বা ঞ্জকর্মস্বহং কর্তেতি ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

হনুমান্ ।—তত্ত্ববিদ্বিতি । তত্ত্ববিদকর্তা স্বরূপবিদ্ ঞ্জাঃ সত্বাদয়ঃ ঞ্জানানং কর্তৃত্বতানাং কর্মণাঞ্চ কার্য্যভূতানাং বিভাগয়োঃ সতোঃ ঞ্জাঃ সত্বরূপভূতানি, ঞ্জেষু তৎকার্য্যেষু গমনাগমনাদিকর্মসু কর্তৃত্বেন বর্তন্ত ইতি স্মৃত্তমানঃ ন সজ্জতে নাহং কর্তেতি মন্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর ।—বিদ্বাংস্ত তথা ন মন্তত ইত্যাহ তত্ত্ববিদ্বিতি । নাহং ঞ্জাঙ্ক ইতি ঞ্জেষুভ্যোঃ আত্মনো বিভাগঃ, ন মে কর্মণীতি কর্মভ্যোহপ্যাত্মনো বিভাগঃ, তয়োঃ ঞ্জকর্মবিভাগের্যন্তত্ত্বং বেত্তি সতু ন সজ্জতে কর্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি । তত্র হেতুঃ ঞ্জাইতি । ঞ্জা ইন্দ্রিয়ানি ঞ্জেষু বিষয়েষু বর্তন্তে নাহমিতি মত্বা ॥ ২৮ ॥

বলদেব ।—বিজ্ঞস্ত ন তথেষ্যাহ তত্ত্ববিদ্বিতি । ঞ্জবিভাগস্ত কর্মবিভাগস্ত চ তত্ত্ববিৎ ঞ্জেষু ইন্দ্রিয়েভ্যঃ কর্মভ্যাম্ তৎকৃত্তেভ্যো যঃ যস্ত বিভাগো ভেদকস্ত তত্ত্বং স্বরূপং তত্ত্বত্বৈবদ্ব্যর্থ্যপার্থ্যালোচনয়া যো নাহং ঞ্জকর্মপুত্রিতি বেত্তীত্যর্থঃ । স হি ঞ্জা ইন্দ্রিয়ানি ঞ্জেষু লব্ধাদিষু বিষয়েষু তত্ত্বদেবতাপ্রেরিতানি প্রবর্তন্তে তান্ প্রকাশয়ন্তি । অংস্বেগসবিক্রানানন্দস্বাৎ তত্ত্বিন্নো ন তেষু ভাজ্যেণ বর্তে, ন চ তান্ প্রকাশয়ামীতি মত্বা তেষু ন সজ্জতে, কিম্বাদ্ব্যক্তেব সজ্জতে । অতাপি মত্বেন্নৈব কর্মস্বং জীবন্তোক্তং বোধ্যম্ ॥ ২৮ ॥

" মধুসূদন ।—বিষাংস্ত তথা ন মজ্জতে ইত্যাহ তত্ত্ববিদ্বিতি । তৎস্ব বাধাভ্যাং বেদীতি তত্ত্ববিৎ, তুশ্চেন্দ্রিয়তত্ত্বজ্ঞান বৈশিষ্ট্যমাহ । কস্ত তত্ত্বমিত্যত আহ, গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ, গুণা দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণানি, অহঙ্কারান্ধাদানি কৰ্ম্মাণি চ তেবাং ব্যাপারভূতানি মমকারান্ধাদানি ইতি (গুণকৰ্ম্মেতি দ্বন্দ্বৈকবস্তাবঃ, বিভজ্যতে সৰ্কেষাং জড়ানাং বিকারিণাং ভাসকণ্ডেন পৃথগ্ ভবতীতি বিভাগঃ, স্বপ্রকাশ জ্ঞানরূপেহসঙ্গ আত্মা গুণকৰ্ম্ম চ বিভাগশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ) তয়োঃ গুণ-কৰ্ম্মবিভাগয়োভ্যন্তঃভাসকয়োৰ্জ্জড়ৈচৈতন্যমোর্ক্যকারিনির্কীর্যকরোক্তস্বং বাধাভ্যাং যো বেতি সঃ, গুণাঃ করণাত্মকাঃ গুণেষু বিষয়েষু বর্তন্তে বিকারিত্বাৎ, ন তু নির্কীর্য আত্মেতি মত্বা ন সজ্জতে সাক্ষং কত্বং ভাভিনিবেশমতত্ত্ববিদ্বি ন কৰোতি । হে মহাবাহো ! ইতি সযোধ্যয়ন্ সামুদ্রিকৌতুসংপুরুষলক্ষণযোগিভ্যাম্ পৃথগ্জ্ঞানসাধারণেন ভ্রমবাবেকৌ ভবিতুমর্হগীতি সূচয়তি । গুণবর্তাগস্ত কৰ্ম্মবিভাগস্ত চ তত্ত্ববিদ্বিতি, বা অগ্নিন্ পক্ষে গুণকৰ্ম্মণোরিত্যেতাবতৈব নির্কাহে বিভাগপদস্ত প্রয়োজনং চিত্তাম্ ॥ ২৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবং সক্তস্ত কৰ্ম্মাচরণং প্রদর্শ্যাসক্তস্ত তত্ত্বদর্শয়তি তত্ত্ববিদ্বিতি । গুণকৰ্ম্ম-বিভাগয়োঃ গুণবিভাগস্ত কৰ্ম্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিদ্বিতি ভাষ্যম্ । নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্য আত্মনো বিভাগঃ, নাহং কৰ্ম্মাত্মক ইতি কৰ্ম্মভ্যাশ্চাত্মনো বিভাগঃ, তয়োঃ গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োক্তস্বং বেদীতি শ্রীধরঃ । মধুসূদনস্ত গুণাঃ দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণানি অহঙ্কারান্ধাদানি, কৰ্ম্মাণি তু তেবাং ব্যাপারভূতানি মমকারান্ধাদানি, (গুণকৰ্ম্মেতি দ্বন্দ্বৈকবস্তাবঃ,) বিভজ্যতে, সৰ্কেষাং জড়ানাং ভাসকণ্ডেন পৃথগ্ভবতীতি বিভাগঃ স্বপ্রকাশজ্ঞানরূপঃ অসঙ্গ আত্মা, (গুণঃ কৰ্ম্ম চ বিভাগশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ) তয়োৰ্জ্জড়াজড়য়োক্তস্বং যো বেতি সঃ, গুণাঃ করণাত্মকাঃ গুণেষু বিষয়েষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে কত্বং ভাভিনিবেশং ন কৰোতীত্যর্থঃ । গুণবিভাগস্ত কৰ্ম্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিদ্বিতি পক্ষে গুণকৰ্ম্মণোরিত্যেবসিদ্ধে বিভাগপদং ব্যর্থমিতি । যদ্বা, যত্তত্ত্ববিৎ সঃ "গুণাঃ গুণেষু বর্তন্তে" ইতি মত্বা গুণবিভাগে কৰ্ম্মবিভাগে চ ন সজ্জত ইতি যোজন্য । গুণানাং স্বস্বরজন্তমসাং বিভাগঃ বুদ্ধাহঙ্কারজ্ঞানেন্দ্রিয়কৰ্ম্মেন্দ্রিয়বিষয়রূপেণ বিভজ্যাবস্থানং, তস্মিন ন সজ্জতে ইদমহমিতি ন মন্যতে । তথাহি, শরীরে গোরোহহং গোরোহস্মি, কস্তাভ্যামাত্তে ময়েদমাত্তমিতি, চক্ষুষা দৃষ্টে ময়েদং দৃষ্টমিতি, অহঙ্কারেণাভিমতে মমেদমিত্যভিমন্যতে, বুদ্ধৌ বিক্রিয়মাণায়ামহং স্মৃতি চ সৰ্কেষু বুদ্ধাদিষু বিভজ্য গৃহমাণেষুপি প্রত্যেকং প্রত্যক্তমধ্যম্যাহনিদমিতি মমেদং কৰ্ম্মেতি চ মন্যতে । এতেনকৰ্ম্মবিভাগোহপ্যাবশ্যকণ্ডেন ব্যাখ্যাতঃ, অন্যথা চিদাত্মন্যেব আদ্যাদিকত্বং হুঃখাদি মন্তকাপত্ততি । অসঙ্গ কৰ্ম্মবিভাগঃ স্রষ্ট্যপি দর্শিতঃ, "অক্কো মণিমবিন্দং তমনজ্জুলিরাবয়ং, অগ্রীবাঃ প্রত্যয়ুৎ তমজ্জিহ্বেহগ্রসচ্চ" ইতি, অক্কঃ, স্বয়ং প্রকাশহীনোহপি চক্ষুরাদিশিখি-রূপাদিকং বিষয়ং অবিন্দং প্রকাশয়তি, অনজ্জুলিঃ কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিবৎ জড়ত্বাৎ স্বয়ং কৰ্ম্মকর্তৃম শক্তোহপি পাণ্যাদিঃ আবয়ং আশীবাৎ বিষয়ং উপাধত্তে, অগ্রীবাঃ ছিন্নশিরস্ককবরিকীর্বোহহঙ্কারন্তঃ প্রত্যয়ুৎ গ্রীবায়াং ধারণতি ময়েদং লক্ষমিতি মন্যতে, অজিহ্বেহা বীধাতুঃ জড়ত্বাৎ স্বগতস্ব-হুঃখমোগে পট ইব স্বগতরূপাধেঃ প্রকাশনে অসমর্থোহপি স্বগ্রসং অক্কং স্মৃৎস্মৃতীতি চাহতমতি ।

তথা চ আত্মানামনোবোধাখ্যাতঃ ব্যাবৃত্তেবহকারাদিষু তৎকৰ্ম্মহু চাতিমানাদিষু কুত্বেষু
সুহৃদ্বিবাহুবর্তমানং আত্মানং তেভাঃ পৃথক্ভূতং জানন গুণাঃ ধীচক্ষুরাদয়ঃ গুণেষু দুঃখরূপাদিষু
বর্ত্তন্তে, ন ত্বাশ্বেতি মত্বা ন সজ্জতে, অহমেব হস্তাদিসজ্জাতরূপো মমৈবেদমাত্মানাদিকং কৰ্ম্মেতি
ন সক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—তত্ত্ববিশিতি । গুণকৰ্ম্মগোষ্ঠী বিভাগে তন্নোত্তমং বেত্তীতি সঃ । তত্র
গুণবিভাগঃ সত্ত্বরজস্তমাসি কৰ্ম্মবিভাগঃ সম্বাদিকাৰ্য্যভেদা দেবতেশ্চিন্নবিষয়াঃ, তন্নোত্তমং স্বরূপং
তজ্জন্তু গুণাঃ দেবতাপ্রযোজ্যানীজিয়াপি চক্ষুরাদীন গুণেষু রূপাদিষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে । অহন্ত
ন গুণঃ নাপি গুণকাৰ্য্যঃ কোহপি নাপি, গুণেষু গুণকাৰ্য্যেষু তেষু কোহপি ন মে সম্বন্ধঃ ইতি
মত্বা বিজ্ঞাস্ত ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য ।—বিবেকী ব্যক্তিগণ আপনাকে কোন কার্যেরই কর্ত্তা
মনে করেন না । দেহ ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণাদি অহঙ্কারের আশ্রয় স্বরূপ গুণ
সমূহ এবং সেই ইন্দ্রিয় সমূহের ব্যাপার ভূত কৰ্ম্ম সমূহ যিনি স্বার্থরূপ
পর্য্যবেক্ষণ ও বিনির্গয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সেই তত্ত্ববিৎ মহাপুরুষ
বুঝিয়াছেন যে, আত্মা স্বপ্রকাশ, জ্ঞানরূপ এবং অঙ্গ । জড় ও চৈতন্তের
পরস্পর ভাস্ক-ভাসক সম্বন্ধ । জড় বিকারী অর্থাৎ পরিণাম-ধৰ্ম্মশীল এবং
চৈতন্ত স্বরূপ আত্মা নির্বিকার, অর্থাৎ নিত্য ও অবিনাশী । প্রকৃতির
বিকার স্বরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য কারণরূপ রূপ রসাদির পরিজ্ঞান হয় ।
কিন্তু নির্বিকার আত্মা সেই বিষয় ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন
ভাবে অবস্থান করেন । বাঁহারা এইরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন তাঁহারা আপনাকে
কোন কৰ্ম্মেরই কর্ত্তা জ্ঞান করেন না । মূলে অজ্ঞ ও বিজ্ঞের পার্থক্য
প্রদর্শনার্থ “তু” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । “মহাবাহো” এই সম্বোধন পদ দ্বারা
ইহাই সূচিত হইতেছে যে, সামুদ্রিক * শাজে সংপুরুষের যে যে লক্ষণ

* সামুদ্রিকশাস্ত্রে গ্রী ও পুরুষের শারীরিক চিহ্নাদির বিচার নির্ণীত আছে । নিম্নে পুরুষ ও গ্রীতিহর
লক্ষণবিচার উদ্ধৃত হইল । পক্ষদীর্ঘঃ চতুর্দ্বং পক্ষস্থলঃ ষড়্ভুংসঃ সত্ত্বরজঃ ত্রিগুণ্ডারঃ ত্রিংশলং
প্রশস্তে । বাহনৈত্রয়ং কক্ষী যৌ তু নাসা তথৈব চ । অন্তঃকরন্তরৈক্য পক্ষদীর্ঘঃ প্রশস্তে । গ্রীবাথ
কর্ণৌ পৃষ্ঠক ইবে জজ্ঞে হৃৎপৃষ্ঠিতে । চত্বারি বস্ত্র হৃদ্বানি পূতাঃ প্রোমোতি নিত্যাঃ । হৃদ্বাণামূলি
পক্ষাণি বস্ত্রকেশনবস্ত্রতঃ । পক্ষস্থলানি বেবাংগহিতে নরাদীর্ঘ জীবিনঃ । নাসা নেত্রক সস্তাশ্চ ললাটক
শিরস্তথা । কবচকৈব বিজ্ঞেরনুভূতং বট প্রশস্তে । পাণিপাদভলৌ রক্তৌ নেত্রান্তর নথানি চ । ভাস্ক
কোহংগমিহা চ সত্ত্বরজঃ প্রশস্তে । বরো বুদ্ধিত নাভিস্ত ত্রিগুণ্ডারমুদ্রতঃ । উরশিরৌ ললাটক
ত্রিবিধৌ প্রশস্তে । কক্ষীর্ষাদৌ বহুপূত্রকারী বিশালহস্তো নরপুরুষদ্যাহ । উরো বিশালং বিনদাত-
ভাগী শিরো বিশালং নরপুরুষদ্যাহ । ন গ্রীভাজতি রক্তলং নার্যঃ কনকপাংকলম্ । দীর্ঘাং ন চৈত্রবাং

নির্দিষ্ট আছে, অর্জুনের শরীরে তাহা বিদ্যমান থাকায়, সাধারণ মানবের জ্ঞান অবিবেকী হওয়া তাঁহার পক্ষে কখনই উচিত নহে; অথবা ইহাই স্মৃতিত হইতেছে যে, তাঁহার জ্ঞান লক্ষণাক্রান্ত পুরুষ অবশ্যই গুণ বিভাগ ও কর্ম বিভাগের তত্ত্ববেত্তা । আমি গুণাত্মক নহি, এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই গুণ হইতে আত্মার বিভাগ এবং কর্ম সকল আমার নহে, এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কর্ম হইতে আত্মার বিভাগ । হে অর্জুন ! তুমি এইরূপ বিভাগবিৎ হইয়া আত্মার নিক্রিয়ত্ব উপলব্ধি কর এবং সকল বিষয়েই আগন্তুশূন্য হও ॥ ২৮ ॥

— :::: —

প্রকৃতে গুণসংযুতাঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু ।

ত নকৃৎস্রবিদো মন্দান্ কৃৎস্রবিন্ বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয় ।—প্রকৃতে গুণ-সংযুতাঃ (সত্ত্বাদিভিঃ আচ্ছন্নচিত্তাঃ) [যে জনাঃ] গুণ কর্মসু (ইন্দ্রিয়াদিষু তৎকর্মসু চ) সজ্জন্তে (আসক্তাঃ ভবন্তি) কৃৎস্রবিৎ (পূর্ণাত্মজ্ঞঃ) তান্ অকৃৎস্রবিদঃ (অজ্ঞান্) মন্দান্ (মন্দমতীন্) ন বিচালয়েৎ (চালনং বুদ্ধিতেদং কুর্য্যৎ) ॥ ২৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—মাধার সত্ত্বাদিগুণাচ্ছন্নচিত্ত [যে লোকেরা] ইন্দ্রিয় তৎকার্য্যে আসক্ত-হয় বিবেকী-ব্যক্তি সেই অজ্ঞ মন্দমতিদিগকে বিচালিত করিবেন না ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ প্রভাবে বিমোহিত হইয়া বাহ্যার ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমূহে আসক্ত হয়, সেই অজ্ঞান ও হীনবুদ্ধি মানবগণের বুদ্ধির বিপর্য্যয় সজ্জটন করা কখনই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তির বিধেয় নহে ॥ ২৯ ॥

ন মাংসোপ'চিত্তাসকম্ । কদাচিদোত্তরো মূর্খঃ কদাচিং লোমশঃ স্তবী । কদাচিং তুলিলো হুঃখী কদাচিং চকলা সত্তা । নেত্রস্নেহেন সৌভাগ্যং দন্তস্নেহেন ভোজনম্ । হস্তস্নেহেন ঐশ্বর্যং পাদস্নেহেন বাহনং । অকর্ণবট্টিনো হস্তো পাদাবল্লব'ন কোমলো । বস্য'পাণিতলো রক্তো তস্য রাজ্যং বিনির্দ্দিনেৎ । দীর্ঘলিঙ্গেন দ্বারিধ্যং, তুললিঙ্গেন নিধনঃ । কৃশলিঙ্গেন সৌভাগ্যং তুঘলিঙ্গেন ভূপতিঃ । রেখাতির্কহতি-হৃৎপিং বিন্ তিধ'নহীনতা । রক্তাভিঃ স্ত্রিরমাংসোতি কৃকাভিঃ শ্বেযাতাং ব্রহ্মণঃ । অজুতৌঘ নথোজু-যথোদ্যম্য বিসর্জিতঃ । উন্নতং ভে'জমং তস্য শতং জীবতি সামবঃ ॥ অজুটং কুলিশং হস্তং বস্য পাণিতলে

শঙ্করাচার্য্য ।—প্রকৃতেতি । যে পুনঃ প্রকৃতে গুণৈঃ সম্যক্ মূঢ়াঃ সংমোহিতাঃ
সন্তঃ সজ্জন্তে গুণানাং কর্মসু গুণকর্মসু বয়ং কর্ম কুর্ম্যঃ ফলাশ্বেতি, তান্ কর্মসঙ্গিনোহকৃত্বংস্বিদঃ
কর্মফলমাত্রাদর্শিনো মন্দান্ মন্দপ্রজ্ঞান কৃত্বংস্বিদাশ্চবিং স্বয়ং ন বিচালয়েৎ বুদ্ধিভেদকরণমেন
চালনং, তন্ন কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

• আনন্দগিরি ।—বিদ্বানবিদ্বানিত্যভাবপি প্রকৃত্য বিদ্বান্ নাবিহুষো বুদ্ধিতেদংকুর্য্যা-
দিত্যুপসংহরতি যে পুনরिति । প্রকৃতেকৃত্যঃ গুণেদেহাদিভির্বিচারৈঃ সংমূঢ়ান্তানেনাব্যভেদ
মজ্জমানা যে তে গুণানাং তেষামেব দেহাদীনাং কর্মসু ব্যাপারেষু সজ্জন্তে সক্তিং দৃঢ়তরাস্বাদী-
বুদ্ধিঃ কুর্যন্তীত্যাহ প্রকৃতেরিত্যাদিনা । তেষামন্যস্ববিদাং স্বয়মস্ববিদবুদ্ধিতেদং নাপাদয়ে-
দিত্যাহ তানিত্যাদিনা ॥ ২৯ ॥

ভবেৎ । তন্তৈশ্বর্য্যং বিনির্দিষ্টং অশীত্যাযুর্ভবেৎ প্রথমং ॥ ধনুর্যশ্চ ভবেৎ পানৌ পক্ষঙ্গং বাণ
তোরণম্ । তন্তৈশ্বর্য্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ অশীত্যাযুর্ভবেৎ প্রথমং ॥ কনিষ্ঠাতর্জ্জুনীং যাবদ্রেণা ভবতি
চাক্ষতা । বিংশত্যঙ্গাদিকশতং নরো জীবন্তানাময়ঃ ॥ কনিষ্ঠা মধ্যমাং যাবদ্রেণা ভবতি
চাক্ষতা । শতাব্দং বাণ বাণীতিং নরো জীবন্ত সংশয়ঃ ॥ কনিষ্ঠানামিকার্য্যাক্ষং রেখা ভবতি
চাক্ষতা । ষষ্টিং লক্ষাশদকং বা নরো জীবন্ত্যসংশয়ম্ । রেখয়া ভিদ্যাতে রেখা স্বয়ম্যুশ্চ ভবেৎ নরঃ ।
কনিষ্ঠাধঃ স্থিতা রেখাঃ সন্ধ্যা যাবতিকাঃ স্মৃতাঃ । তাবতী পুরুষাণাস্ত নারী ভবতি নিশ্চিতম্ ॥
করমধ্যগতারেণা প্রণাউর্দ্ধং ভবেদ্য যদি । নৃপো বা নৃপতুল্যো বা চিরং খ্যাতোহর্পবান্ ভবেৎ ॥
মংস্তপুচ্ছপ্রকীর্ণেন বিভ্রাণিত্তসমবৃত্তঃ । পিতামহস্ত বা কিঞ্চিদনঞ্চ লভতে প্রথমং ॥ মধ্যমায়াং
যদি যবা দৃশ্যন্তেহত্যন্তশোভনাঃ । তদাত্তসক্ষিতং বিত্তং প্রাপ্নোত্যসুষ্ঠকে যবে ॥ যস্তাথ চক্রদক্ষুষ্ঠে
যব পূর্ণচ দৃশ্যতে । তদা পিতামহাদীনাং মজ্জিতং ধনমাপ্নুয়াৎ ॥ তর্জ্জুস্তামথ চক্রঞ্চ মিত্রদ্বারা
ধনং ভবেৎ । তেনৈব বিপরীতস্ত ব্যয়ো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ মধ্যমায়াং স্থিতে চক্রে দেবদ্বারা
ধনং লভেৎ । তেনৈব বিপরীতস্ত ব্যয়ো ভবতি নিশ্চিতম্ । অনামিকার্য্যং ভূপেচক্রং
সর্ব্বদ্বারা ভবেদ্বনম্ । তেনৈব বিপরীতস্ত ব্যয়ো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ কনিষ্ঠায়াং ভবেচ্চক্রং
বাণিজ্যেন ধনং ভবেৎ । তেনৈব বিপরীতস্ত ব্যয়ো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ললাটেদৃশ্যতে যশ্চ
চক্রে রেখা চতুষ্ঠয়ম্ । অশীত্যাযুঃ সমাপ্নোতি পঞ্চরেখা শতং সমাঃ ॥ যন্তোন্নতং ললাটঞ্চ তাস্রপর্ণঞ্চ
দৃশ্যতে । - রেখাহীনশ্চ কক্ষশ্চ চোন্নন্তো মহীং ভ্রমেৎ ॥ যস্য জিহ্বা ভবেদ্বীর্ঘা নাসাগ্রং লোচি
সর্ব্বদা । যোগী ভবতি নির্ঝাণঃ পৃথীং ভ্রমতি সর্ব্বদা ॥ দস্তাশ্চ বিরলা যস্য গণ্ডে কৃপোহপি
জারতে । পরস্ত্রীরমণো নিত্যং পরবিত্তেন বিভবান্ ॥ কর্কেণৈঃ কঠিনৈর্লিঙ্গৈঃ প্রমাণানির্ঘটৈঃ
সদা । রমতে চ সদা দাসীং নির্ঝনো ভবতি প্রথমং ॥ ক্షলিঙ্গেন স্বপ্নেণ রক্তবর্ণেন ভূপতিঃ ।
বহস্ত্রীরমণো নিত্যং নারীগং বল্লভো ভবেৎ ॥ যস্য পাদতলে পদ্যং চক্রেং ব্যাণাথ তোরণং ।
অঙ্গুণং কুলিণং বাপি স রাজা ভবতি প্রথমং ॥ ক্షাতিলোমশা যে স্যাঃ কে কক্ষাফাঃ কুচে-
লকাঃ । কাতরং ব্যালজিহ্বাশ্চ তে দরিদ্রা ন সংশয়ঃ ॥ কপিলা মলিনাঙ্গাশ্চ হ্রস্বাশ্চৈব
বৃহন্নথাঃ । ক্షাতিবীর্ঘা মহুজান্তে দরিদ্রা ন সংশয়ঃ ॥ চিবুকে শ্মশ্রুশূন্যা যে নিলেগজ্জবদাশ্চ যে ।
তে ধূর্তা নৈব সন্দেহঃ সমুদ্রবচনং যথা ॥ স্থতীমুখা ভয়পৃষ্ঠাঃ ক্షদস্তা ক্চেলকাঃ । বক্রনাসা
বক্রনাসান্তে নরা হৃষ্টমানসাঃ ॥ দয়ালবশ্চ দাতারো রূপবন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ । পরোপকারিণশ্চৈব
তেঃপূর্কমানবাঃ স্মৃতাঃ ॥

পুরুষ লক্ষণ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । অধুনা স্ত্রীজাতির লক্ষণ উদ্ধৃত হইতেছে । যস্তা
পাদতলে রেখা সা ভবেৎ ক্ষিত্তিপালনা । ভবেদপণ্ডাভাগা চ বা মধ্যাজুলিসঙ্গতা ॥ উন্নতো

রামানুজ ।—অকৃতংগবিদঃ স্বাক্ষরদর্শনপ্রবৃত্তাঃ প্রকৃতিসংসৃষ্টতয়া প্রকৃতেশু গৈর্বখা-
বহিষ্ঠাক্ষনি সংসৃষ্টাঃ গুণকর্মাক্রিয়াস্বৈন সজ্জন্তে ন তদ্বিবিক্তাশ্চরুপে, অতন্তে জ্ঞানযোগায় ন
প্রতবন্তীতি কর্মযোগেব তেষামধিকারঃ । এবজ্ঞাতান্ মন্দান্ অকৃতংগবিদঃ কৃতংগবিৎ স্বয়ং
জ্ঞানযোগেনো ন বিচালয়েৎ, তে কিল মন্দাঃ শ্রেষ্ঠজনাচারানুবর্তিনঃ কর্মযোগাচাঞ্চিতমেনং
দৃষ্টা কর্মযোগাৎ প্রচলিতমননো ভবেয়ুঃ । অতঃ শ্রেষ্ঠঃ স্বয়মপি কর্মযোগে তিষ্ঠন্নাস্বাধা-
জ্ঞানেনোহনোহকর্তৃকমমুসন্দধানঃ কর্মযোগ এবাশ্রাবলোকনেহতিনিয়পেক্ষমোকসাধনমিতি
দর্শয়িত্বা তানকৃতংগবিদো মন্দান্ যোজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

হনুমান ।—প্রকৃতেরেতি । যে পুনঃ প্রকৃতেশু গৈর্বরং কর্তার ইতি সংসৃষ্টাঃ সন্তঃ
সজ্জন্তে-গুণানং কর্মসু গুণকর্মসু বয়ং কর্ম কুশ্লঃ ফলায়েতি সজ্জন্তে মজ্জন্তে তানকৃতংগবিদঃ

মাংসলোহকুষ্ঠো বর্জুলোহতুলভোগদঃ । বক্রোহৃষ্মচ চিবিটঃ সূখমোভোগ্যভোগ্যঃ ॥ দীর্ঘা-
জুলিভিঃ কুণ্টা কৃশ্যাভিরাতনির্জনা । হৃষ্মতি স্তাচ হৃষ্ময়ুঃ ভগ্নাভির্ভগ্নবন্তিনী ॥ চিবিটান্তি-
র্ভবেদাসী বিরলাভিরিঙ্গিণী । পরম্পরং সমাক্রুতা যদাজুল্যো ভগ্নান্তি হি ॥ হৃষ্মা বহুমপি
পতীন্ পরপ্রেষা তদা ভবেৎ । স্নিগ্ধা সমুন্নতাস্তাত্তা বৃত্তাঃ পাননখাঃ শুভাঃ ॥ রাজীকৃষ্মচকং
ক্রীণাং পানপৃষ্ঠং সমুন্নতম্ । সমপাক্ষী শুভা নারী পৃথুপাক্ষী হৃষ্মভাগা ॥ কুলটোন্নতপাক্ষী স্তাৎ
দীর্ঘপাক্ষী চ দুঃখভাক্ । রোমহীনে সমে স্নিগ্ধে জজ্যে চ ক্রমবর্তুলে ॥ সা রাজপক্ষী ভবতি-
বিশি্রে স্তমনোহরে । বৃত্তং পিশিতসংলগ্নং জাহ্নবুগং প্রশস্ততে ॥ নিশ্বাসং স্বৈরচারিণ্যা
দরিদ্রায়াশ্চ বিপ্রধম্ । বিশিঠৈঃ করভা কাঠৈরুন্নতিম'স্পর্শৈর্ধনৈঃ । স্তবৃষ্টে রোমরহিটৈর্ভবেয়ু-
ভূপবলভাঃ ॥ চতুর্ভুজরজলৈঃ শস্তা কটিবিশংতি সংযুতৈঃ । সমুন্নতনিতম্বাচ্যা চতুরয়া যুগী-
দুশাম্ ॥ নিতম্ববিশো নারীগামুন্নতো মাংসল পৃথুং ॥ মহাভোগায় সংপ্রোক্ততদজ্ঞোহিশর্মা
চ ॥ গভীরা দক্ষিণাবর্তী নাভিঃ স্তাৎ সূখসম্পদে । বামাবর্তী সমুন্নতান্যাক্ষগ্রহী ন শোভনা ॥
উদরে নাভিকুচ্ছেন বিশি্রেণ যুত্বচা । যোষিত্ববতি ভোগাচ্যা নিত্যমিষ্টায় সেবিনী ॥ কুস্তা-
কারং দরিদ্রায়া কঠরঞ্চ যদদবৎ । কুস্তাশ্চাতং যবাতঞ্চ হৃষ্মরং জারতে ক্রীরাঃ । নিলোমকদরং
যস্তাঃ সমং নিয়মবজ্জিতম্ । ঐশ্বর্যাকাপ্যবৈধবাং প্রিরপ্রোমা চ সা ভবেৎ ॥ যনৌ বৃত্তৌ দৃঢ়ৌ
পীনৌ সনৌ শস্তৌ পরোধরৌ । কুলাগ্রৌ বিরলৌ স্তম্বৌ বামোন্নয়ং ন শর্মদৌ ॥ দক্ষিণোন্নত-
বকোজা পুঞ্জিনিষগ্রণীম'তা । বামোন্নতকূচা স্ততে কস্তাং সৌভাগ্যহৃদয়ীং ॥ মূলে কুলৌ
ক্রমকৃশাবগ্রে তীক্ষ্ণৌ পরোধরৌ । স্তব্দৌ বালাকালে তু পশ্যাদত্যন্তদুঃখদৌ ॥ অস্তোজ-
মুকুলাকাবমুষ্ঠাজুলিসমুখম্ । হস্তদ্বয়ং যুগাক্ষীণাং বহুভোগায় জারতে ॥ মুহু মথোন্নতং রক্তং
তলং পাণ্যোরররু কম্ । প্রশস্তং শস্তরেখাচ্যামরং শুভপ্রদম্ ॥ বিধগা বহুরেখণ বিরেখণ
দরিদ্রিণী । তিক্ষুকি স্তিরাদোচান নারীকরতলেন বৈ ॥ মংস্তেন স্তভগা নারী সন্তিকেন চ
স্প্রজা । পদ্যেন ভূপতেঃ পত্নী জনয়েৎ ভূপতিং স্তভং । চক্রবর্তিস্তিরাঃ পাণৌ নন্দাবর্ত-
প্রদক্ষিণঃ ॥ শম্বাতপজকমঠা রাজমাতৃকৃষ্মচকঃ ॥ কৃষীবলস্ত পত্নী ভাজ্জকটেন যুগেন বা
চামরাজুশকোদটৌঃ রাজপত্নী ভবেৎ ক্রমম্ ॥ অজুতমূলার্গিত্য রেখা যাতি কনিষ্ঠিকাম্
বহি স্তাৎ পতিহস্তী সা দূরতস্থঃ ভাজেৎ স্তনীঃ । ক্রিশূলাসিগদাশক্তিহৃদুভ্যাকৃতিরেখরা ।
নিতম্বিনী কীর্তিমতী কয়েণ পৃথিবীতলে ॥ পাটলো বর্তুলঃ স্নিগ্ধো রেখাহবিতম্বাভুঃ
সীমন্তিনী নামধরো রাজাক্ষৈব প্রোয়ো ভবেৎ ॥ স্তামঃ কুলোহধরোষ্ঠঃ স্যৎ বৈধব্যকলহপ্রবঃ
মস্ত্যো মস্তকাশিষ্ঠাশ্চোস্তরোষ্ঠস্তভোগদঃ ॥ গীতা স্তামাশ্চ দশনাঃ কুলাদীর্ঘাশিগুস্তরঃ
স্তম্বাকারাস্চ নিরলা দুঃখ দৌর্ভাগ্যকারণং ॥ অধস্তাদধিষ্টকম'তম'তরং ভবয়েৎ স্ত'টম্

কৰ্মকলমাত্রদর্শিনঃ মন্দান্ মন্দপ্রজ্ঞান্ কৃত্ত্ববিৎ সৰ্ববিৎ ব্রহ্মবিৎ ন বিচালয়েৎ । বুদ্ধিভেদ-
করণমেব চালনং তন্ন কুৰ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর ।—“ন বুদ্ধিভেদম্” ইত্যুপসংরতি প্রকৃতেরिति । বৈঃ প্রকৃতেঃ গুণৈঃ
লব্ধাদিভিঃ সংমুচাঃ সন্তো গুণেষু ইতি যেষু তৎকৰ্মসু চ সজ্জন্তে তানকৃত্ত্ববিদো মন্দমতীন
কৃত্ত্ববিৎ সৰ্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

বলদেব ।—“ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ” ইত্যেতদুপসংরতি প্রকৃতেরिति । প্রকৃতে-
গুণেন তৎকার্য্যোণাহকারেণ মুচা ভূতাবেশভায়েন দেহাদিকমেবাদ্বানং মন্তানা জনা-
গুণানাং দেহেজ্জিরাণাং কৰ্মসু ব্যাপারেষু সজ্জন্তে । তানকৃত্ত্ববিদোহরজ্ঞান্ মন্দানা-
মতব্ধগ্রহণালসান্ কৃত্ত্ববিৎ পূৰ্ণস্বজ্ঞানো ন বিচালয়েৎ গুণকৰ্ম্মাত্মো বিগুহ্যচৈতন্তানন্দ-

পতিহীনা চ বিকটে: কুলটা বিরলৈর্ভবেৎ । সমবৃত্তপুটা নাসা লঘুচ্ছিত্রা শুভাবহা ॥ কুলাগ্রা
মধ্যানব্রা চ ন প্রযন্তা সমুন্নতা । ললনালোচনে শস্তে রক্তান্তে কৃষ্ণতারকে ॥ গোক্ষীরবর্ণবিশদে
সুস্মিদ্ধে কৃষ্ণপক্ষিণী । উন্নতাক্ষী ন দীর্ঘায়ুঃ বৃদ্ধাক্ষী কুলটা ভবেৎ ॥ মেঘাক্ষী মহিষাক্ষী চ কেক-
রাক্ষী ন শোভনা । কামগ্রীবা নীতরাং গোপিলাক্ষী সুহর্ষদা ॥ পারাবতাক্ষী হংশীলা রক্তাক্ষী
ভর্তৃবাতিনী । কোটরানয়না চুটী গজনেত্রা ন শোভনা ॥ পুংচলী বামকাপাক্ষী বহ্না দক্ষিণ-
কাপিকা । ময়ূপিলাক্ষী রমণী ধনধান্যসমৃদ্ধিতাক্ষী ॥ প্রলম্বলিকং যন্তা দেবরং হস্তি সা ধ্রুবম্ ।
রোমশেন শিরসে প্রাংগুনা রোগিণী মতা ॥ কুলমূৰ্দ্ধা চ বিপবা দীর্ঘশীর্ষা চ বহুকী । বিশালে-
নাপি শিরসা ভবেদ্বোভাগ্যভাজনম্ ॥ কেশা অলিকুলচ্ছায়াঃ স্নিগ্ধাঃ সুস্নাঃ সুকোমলা । কিঞ্চিদা-
কৃষ্ণিতাগ্রাশ্চ কুটীলাশ্চাতিশোভনাঃ ॥ ক্রবোরস্তে ললাটে বা মশকো রাজ্যসুচকঃ । বামে কপোলে
মশকঃ শোনো মিষ্টারমঃ শুভঃ ॥ তিলকং লাজনং বাপি হৃদি সৌভাগ্যাকারণম্ । যন্তা দক্ষিণ-
বকোজে ভবেৎ তিলকলাঞ্জনম্ ॥ কন্তা চতুর্ধরং স্ততে স্ততে সা চ স্তত্বরম্ । তিলকং লাজনং শোণং
যন্তা বামকুচে ভবেৎ ॥ একং পুত্রং প্রহরাদৌ অস্তে চ বিধবা ভবেৎ । গুহুস্ত দক্ষিণে ভাগে
তিলকং যদি বোবিতঃ ॥ তথা ক্রিতিপতে: গভ্রী স্ততে চ ক্রিতিপং স্ততম্ । নাসাগ্রে মশকঃ শোণো
মহিষা এব জায়তে ॥ কৃষ্ণঃ স এব ভর্তৃয়াঃ পুংচল্যা বা প্রকীর্তিতঃ । নাভেরম্ভতাং তিলকং
মশকো লাজনং শুভম্ ॥ মশকতিলকং চিহ্নং গুল্ফদেশে দরিত্রকুৎ । সুলক্ষণাপি হংশীলা কুলক্ষণ-
শিরোমণিঃ ॥ কুলক্ষণাপি যা সাধবী সৰ্বলক্ষণভূত্ব সা । কৃষ্ণা কপিলকেশী চ মিলিতভ্রুকুটিভূত্বা ॥
গমনং সত্বরকৈব ত্যক্তব্যা স্তাৎ সৰ্বা বৃথৈঃ । যন্তা গমনমাত্রেণ ভ্রমো কম্পঃ প্রজায়তে ।
বহ্নাশিণীঃ প্রলোভকু তাং নারীং পরিবর্জয়েৎ ॥ বিরলা দশনা যন্তা: কৃষ্ণাক্ষী কৃষ্ণজিহ্বিকা ।
ভর্তারং প্রথরীং হস্তি দ্বিতীয়কৈব বিদ্বতি ॥ অঙ্গুলী মিরলা যন্তা: সলোমা গাজকর্কশা । ভেকা
ভেকান্তনী ক্ষুদ্রা দূরতঃ পবিবর্জয়েৎ । ত্রীণি যন্তা: প্রলম্বানি ললাটং উন্নয়ং ভগৎ । ত্রীণি সা
ভক্ষয়োরারী ঋগুরং দেবরং পতিং ॥ ললাটে ঋগুরং হস্তাৎ জঠরে দেবরং তথা । ভগবৎ হন্যাভর্তারং
মহাদোষজিয়ঃ স্ততাঃ । যন্তা অত্যাংকটঃ নারীয়া বক্ষস্ বিদ্বতং ভবেৎ । উত্তরোষ্ঠে চ লোমানি
শীঘ্রং সা ভক্ষয়েৎ পতিং ॥ চরণানামিকাঃ সস্তাঃ ক্রিতিং ন স্পৃশতে যদি । দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া বা
সা কন্যা সুখবর্জিতাঃ ॥ নাসাগ্রে দৃষ্টতে সস্তাঃ তিলকং মশকোহপি চ । কৃষ্ণদন্তা কৃষ্ণজিহ্বা
দশাহেন পতিং হরয়েৎ ॥ হৃদ্যকেশা তু বা কন্যা গৌরবর্ণা চ বা ভবেৎ । অষ্টৌ জনসন্তে পুত্রান্
প্রাপ্নোতি বিপুলং স্তবম্ ॥ ইতি সাংখ্যিকশাস্ত্রম্ ।

স্মৃতি তস্বঃ গ্রাহয়িতু নেচ্ছেৎ । কিন্তু তদ্রুচিগমুশ্চৈব বৈদিককৰ্ম্মাণি শ্রেণ্যাক্রমানাম্ব-
তস্বশ্রবণং চিকীৰ্ষেদিতি ভাঃ ॥ ২৯ ॥

মধুসূদন।—তদেবং বিষয়বিহ্বলোঃ কৰ্ম্মাঙ্কানসামোন বিদ্বান্ অবিহ্বলো বুদ্ধিতেঃ
ন কুৰ্যাদিত্যুক্তমুপসংহরতি প্রকৃতেরিতি । প্রকৃতেঃ পূৰ্ব্বোক্তায়া মায়ায়া গুণৈঃ কার্যতয়া
ধৰ্ম্মৈর্দেহাদিভির্কিঁকটৈঃ সংমূঢ়াঃ সমাক্ মূঢ়াঃ স্বরূপাক্ষুরণেন তানেবাশ্রয়েন অন্যমানাস্তেবা-
মেব গুণানাং দেহেজ্জিহ্বাস্তঃকরণানাং কৰ্ম্মহু ব্যাপায়েষু সজ্জন্তে সক্তিং বয়ং কৰ্ম্ম কুৰ্ম্ম-
স্তংফলায়েতি দৃঢ়তরামায়ীযবুদ্ধিং কুৰ্ম্মন্তি যে তান্ কৰ্ম্মমঙ্গিনোহকুংস্বনিদোহনাম্বা-
ভিমানিনো মন্দান্ অন্তরুচিত্তেহেন জ্ঞানাদিকারমপ্রাপ্তান্ কুংস্ববিং পরিপূর্ণাম্ববিং স্নয়ং
ন বিচালয়েৎ কৰ্ম্মশ্রদ্ধাতো ন প্রচ্যাবয়েদিত্যর্থঃ । যে ভ্রম্নাঃ শুদ্ধাস্তঃকরণান্তে স্বয়মেব
বিরেকোদয়ে ন বিচলন্তি জ্ঞানাদিকারং প্রাপ্তা ইত্যতিপ্রায়ঃ । কুংস্বাকুংস্বশব্দৌ
আত্মানাম্বপরতয়া শ্রুত্যাৰ্থমুসায়েণ বার্তিককৃতিব্যাখ্যাতৌ । “সদেবেত্যাদিবােক্যভ্যঃ
কুংস্বং বস্তৃ যতোহবয়ম্ । সম্ভবস্তৃদ্বিকৃত্য কুতোহকুংস্বস্তৃ বস্তৃনঃ ॥ যস্মিন্ দৃষ্টোহপ্যদৃষ্টোহর্থঃ-
স তদনাশ্চ শিষ্যতে । তথা দৃষ্টেহপি দৃষ্টঃ শ্রাদকুংস্বস্তাদৃশ্যতে ॥” ইতি, অনাম্বনঃ সাবয়বভা-
দনেককৰ্ম্মবভাক্ষ কেনচিদ্রুশ্ৰেণ কেনচিদবয়বেন বা বিশিষ্টে তস্মিন্নেককৰ্ম্মন শ্রুতাদৌ
জ্ঞাতেহপি ধৰ্ম্মান্তরেণাবয়বান্তরেণ বা বিশিষ্টঃ স এবাজ্ঞাতোহবশিষ্যতে তদনাশ্চ পটাদির-
জ্ঞাতোহবশিষ্যতএব, তথা তস্মিন্ শ্রুতাবজ্ঞাতেহপি পটাদিজ্ঞাতঃ শ্রাদিতি তজ্জ্ঞানেহপিতত্ত্বান্যাস্য
চাজ্ঞানাৎ তদজ্ঞানেহপ্যন্যাজ্ঞানাচ্চ সোহকুংস্ব ইতি উচ্যতে, কুংস্ব ইতি কুংস্ববয়ব আত্মৈব
তজ্জ্ঞানে কশ্চিদবশেষস্তাভাবাদিতি শ্লোকদ্বয়ার্থঃ ॥ ২৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবং সৰ্ত্তাসক্তয়োঃ কৰ্ম্মাণি বিভজ্য সৰ্ত্তকৰ্ম্মাহুবাদপূৰ্ব্বকং “ন বুদ্ধিতেদং
জনয়েদজ্ঞানাম্” ইত্যুপক্রান্তমুপসংহরতি প্রকৃতেরিতিঃ । গুণৈরহঙ্কারাদিভিঃ স্মিয়নিধ্যাত্তেঃ
সংমূঢ়াঃ একীভাবেন অভেদাধ্যাসেন মূঢ়াস্ত প্রকৃতেঃ প্রকৃতিসম্বন্ধিষু গুণেষু দেহাদিষু কৰ্ম্মহু
গমনাদিষু চ সজ্জন্তে, অহময়ং ব্রাহ্মণো মমৈবেদং যজ্ঞাদিকং কৰ্ম্মেতি সজ্জন্তে সক্তা ভবন্তি ।
তান্ মূঢ়াং কুংস্ববিদঃ আত্মজ্ঞানহীনত্বাৎ আত্মবিদ্ধি কুংস্ববিং । “আত্মনো বা অরে দৰ্শনেন
শ্রবণেন মত্যা পিজ্ঞানেনেদং সৰ্ব্বং বিদিতম্” ইতি শ্রুতেঃ । মন্দান্ শাস্ত্রার্থগ্রহণাসমর্থান্ কুংস্ববিং
আত্মবিদ্য বিচালয়েৎ কৰ্ম্মনিষ্ঠাতো ন প্রচ্যাবয়েৎ তেবামুত্তরলষ্টত্বাপত্তেঃ । প্রকৃতেগুণৈঃ সংমূঢ়াঃ
গুণানাং কৰ্ম্মহু সজ্জন্ত ইতি প্রোচাৎ যোজন্য ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—নহু যদি জীবা গুণেভ্যো গুণকার্যভ্যশ্চ পৃথগ্ভূতাত্তদসম্বন্ধাত্তর্হি কথং
তে নিবরণে সজ্জন্তো দৃষ্টান্তে ভজ্যাহ প্রকৃতেরিতি । প্রকৃতেগুণৈঃ সংমূঢ়তদাবেশাৎ প্রাপ্ত-
সংমোহাঃ যথা ভূতাবিষ্টো মনুষ্য আত্মানং ভূতমেব মন্ততে, তথৈব প্রকৃতিগুণাবিষ্টাঃ জীবাঃ
আত্মানং গুণানেব মন্ততে । অতো গুণকৰ্ম্মহু গুণকার্যেষু বিষয়েষু সজ্জন্তে । তানকুংস্ববিদো
মন্দমতীন কুংস্ববিং সৰ্ব্বজঃ ন বিচালয়েৎ । অং গুণেভ্য পৃথগ্ভূতৌ জীবাঃ নতু গুণ ইতি বিচারঃ

প্রাপন্নিত্বং ন বততে । কিন্তু শুণাবশনিবর্তকং নিকামকর্মেণ কারয়েৎ । নহি ভূতানিহৌ
মহুবাৎ ন ভূতঃ কিন্তু মনুষ্যঃ এবৈতি শতকৃতোহপ্যুপদেশেন স্বাস্থ্যাপত্ততে, কিন্তু তন্নিকটকৌ-
ষথমশিমদ্বাদিপ্রয়োগেণৈবেতি ভাঃ ॥ ২৯ ॥

ভাঃপর্য্য।—বিজ্ঞ ও অবিজ্ঞের কর্মানুষ্ঠান সমান হইলেও, বিদ্বান ব্যক্তির অবিদ্বানের বুদ্ধি-ভেদ-সজ্ঞটন করা বিধেয় নহে । ইহাই ব্যক্ত করিয়া শ্রীভগবান্ এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছেন । বাহ্যদের ক্ষদয়ে প্রাকৃত জ্ঞানের ক্ষুর্তি হয় নাই, তাহারা দেহাদি ধ্বংসশীল পদার্থকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে এবং দেহেন্দ্রিয়াদির কর্মভূত বিষয়-ব্যাপারে আসক্ত হইয়া, আমরা কর্ম করিতেছি, ফল ভোগ করিতেছি ইত্যাকার দৃঢ়তর আত্মাভিमानে পরিপূর্ণ হয় । তাদৃশ কর্মাসক্ত অনভিজ্ঞ আত্মাভিমানপূর্ণ অশুদ্ধ-চিত্ত জ্ঞানাধিকার-বিগহিত ব্যক্তিবর্গকে কর্ম-বিষয়িণী শ্রদ্ধা হইতে বিপথগামী করা আত্মজ পুরুষের কখনই উচিত নহে । বাহ্যারা শুদ্ধান্তঃকরণ, অন্তরঙ্গাত বিবেক-প্রভাবে জ্ঞানাধিকারিত্ব হেতু তাঁহাদের বুদ্ধি কখনই বিচলিত হওয়া সম্ভাবিত নহে । সুতরাং কেবল অজ্ঞজনগণের নিমিত্ত এইরূপ সতর্কতা বিধান আবশ্যিক । মূলের “কৃৎস্ন ও অকৃৎস্ন” এই শব্দদ্বয় ক্ষত্যার্থ সঙ্গত ও বাস্তবিককারের ব্যাখ্যানুমোদিত ॥ ২৯ ॥

যস্মি সর্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ।

নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

অর্থঃ।—সর্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি যস্মি (বাস্তবদেবে) সন্ন্যস্য (সমর্প্য) অধ্যাত্মচেতসা (অন্তর্য্যাম্যধীনঃ কর্ম করোম্যহং ইতি বুদ্ধ্যা) নিরাশীঃ (নিকামঃ) নির্ম্মমঃ (মমতাশূন্যঃ) ভূত্বা বিগতজ্বরঃ (শোকবিরহিতঃ) [সন্] যুধ্যস্ব (যুদ্ধং কুরুষ) ॥ ৩০ ॥

প্রতিশব্দ।—সকল কর্ম আমাতে সমর্পণ-করিয়া ঈশ্বর্য্যধীন-কর্ম-করিতেছি-এই-বুদ্ধি-সহকারে কামনা-শূন্য মমতা-রহিত হইয়া ত্যক্ত-শোক [হইয়া] যুদ্ধ কর ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা।—শুদ্ধাশুভ যাবতীয় কর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া অন্তর্য্য-

মৌর কৰ্ম সম্পাদন করিতেছি, এই বুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করিয়া এবং কামনা-শূন্য, মমতা-শূন্য ও শোক-শূন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ॥ ৩০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কথং পুনঃ কৰ্মণ্যধিকৃতেনাজেন যুদ্ধং কৰ্ম কৰ্তব্যমিত্যুচ্যতে মনীষি । ময়ি বাহুদেবে পরমেশ্বরে সৰ্ব্বজ্ঞে সৰ্ব্বান্ননি সৰ্ব্বাণি কৰ্মাণি সন্ন্যাস্য নিক্ৰিয়াধ্যাত্ম-চেতসা বিবেকবুদ্ধ্যাঃ কৰ্ত্তব্যমায় ভূত্যবৎ কৰোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা, কিঞ্চ নিরাশীঃ ত্যক্তাশীঃ নির্মমো মমতাবশ্চ নির্গতো যস্য তব স কং নির্মমো ভূষা যুধ্যস্ব বিগতজরো বিগতসত্তাপো বিগতশোকঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

আনন্দগিরি ।—যদ্যপি কৰ্মণ্যোক্তহিক্রিয়তে, তথাপি মোক্ষমাগেন তেন কৰ্ম ত্যক্তব্যং মোক্ষস্য কৰ্মসাধ্যাত্মায় তু তেন কৰ্ত্তুং শক্যং কৰ্মণঃ সাপেক্ষিতবিরোধিত্বাদিতি শঙ্কতে কথমিতি । শ্লোকেনোত্তরমাহ উচ্যত ইতি । যথোক্তে পরশ্চিন্নান্ননি সৰ্ব্বকৰ্মাণাং সমৰ্পণে কারণমাহ অধ্যাত্মেতি । বিবেকবুদ্ধিম্বেব ব্যাকরোতি অহমিতি । দর্শিতরীত্যাহ কৰ্ম্মনু প্রবৃত্তস্য কৰ্ত্তব্যান্তরমাহ কিঞ্চেতি । ত্যক্তাশীঃ কলপ্রার্থনাহীনঃ সন্নিত্যর্থঃ । নির্মমো ভূষা পূজাজ্ঞাদি-বিত্তি শেষঃ । নহু যুদ্ধে নিরোগো নোপপদ্যাতে পুত্রভ্রাতাদিহিংসাত্মনস্তস্য সত্তাপহেতোনিরোগ-বিষয়জ্ঞাযোগাদিতি ভজাহ বিগতেতি ॥ ৩০ ॥

রামানুজ ।—জ্ঞানযোগাধিকারিণোহপি জ্ঞানযোগাদৈস্যব কৰ্ম্মযোগস্য বায়স্বং পূৰ্ণ-মেবোক্তম্ । অতো বাপদেভ্যো লোকসংগ্রহায় স্বমেবং (কৰ্ম) কুৰ্ব্বাঃ । প্রকৃতিবিবিক্তাশ্চতাব-নিরূপণেন গুণেষ্ কৰ্ত্তব্যমারোপ্য কৰ্ম্মানুষ্ঠানপ্রকার উক্ত, গুণেষ্ কৰ্ত্তব্যহুসন্ধানকেদমেব । আত্মনো ন স্বরূপপ্রযুক্তমিষং কৰ্ত্তব্যমপি তু গুণসম্বন্ধকৃতমিতি প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিবেকেন গুণকৃতমিত্য-হুসন্ধানম্ । ইদানীমান্মনাং পরমপুরুষশরীরতয়া তন্নিরাম্যত্বস্বরূপনিরূপণেন ভগবতি পুরুষোত্তমে সৰ্ব্বাত্মভূতে গুণকৃতঞ্চ কৰ্ত্তব্যমারোপ্য কৰ্ম্মকৰ্ত্তব্যাতোচ্যতে মনীষি ময়ি সৰ্ব্বেশ্বরে সৰ্ব্বভূতান্তরা-ত্মভূতে সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি অধ্যাত্মচেতসা সন্ন্যাস্য নিরাশীনির্মমো বিগতজরো যুদ্ধাদিকং সৰ্ব্বমেবে দানীং, (চোদিতং) কৰ্ম কুরুষ । আত্মনি যচেতন্তদধ্যাত্মচেতন্তং তেন আত্মস্বরূপবিষয়েণ ক্রতিশতসিদ্ধেন জ্ঞানেনেত্যর্থঃ । “অন্তপ্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাং সৰ্ব্বাত্মা অন্তপ্রবিষ্টঃ কৰ্ত্তারমেতং য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানোহন্তরোহরমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরোহরমরতি সত আত্মান্তৰ্য্যাম্যভূতঃ” ইত্যেবমাদ্যাঃ ক্রতঃ, পরমপুরুষপ্রবর্ত্যতঃশরীরভূতমেনমান্মনাং পরমপুরুষঞ্চ প্রবর্তয়িতারমাত্মকতে । স্বতঃস্বচ্ছ “প্রশাসিতারং সৰ্ব্বেষামিত্যায়াঃ ।” “সৰ্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ, ঈশ্বরঃ সৰ্ব্বভূতানাং হৃদেদেশেৰ্জুন তিষ্ঠতি । ভ্রাময়ন্ সৰ্ব্বভূতানি যন্ত্রাক্রাণি মায়য়া ॥” ইতি চ বক্ষ্যতে । অতো মচ্ছরীরতয়া মংপ্রবর্ত্যাত্মস্বরূপাহুসন্ধানেন সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি মইষেব ক্রিয়মানীভি ময়ি পরমপুরুষে সন্ন্যাস্য তানি চ কেবলং মদারাদনানীভি কৃষ্য তৎকলে নিরাশীভূত এব তত্র কৰ্ম্মাণি মমতারহিতো ভূষা বিগতজরো যুদ্ধাদিকং কুরুষ । স্বকীয়েনাত্মনা কৰ্ত্ত্বা স্বকীয়ৈষেব স্বরূপৈঃ স্মারাদনৈকপ্রয়োজনায় পরমপুরুষঃ সৰ্ব্বেশ্বরঃ সৰ্ব্বশেষঃ, স্বয়মেব স্বকৰ্ম্মাণি

কারয়তিভাঙ্গনকার কর্মসু মমতারহিতঃ । প্রাচীনেনানিকালপ্রবৃত্তানন্তপাপকরেন কথমহং
তুবিদ্যামীতোবা তুভ্যন্তজ্ঞরবিদিনিযুক্তঃ পরমপুংস এব কর্মভিরারামিতো বদ্যাম্যেচরতীতি
সদর্থমুথেন কর্মযোগেব কুরুষ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

হনুমান্ ।—মরীতি । ত্বত্ত কর্মাধিকারী মরি বাহুদেবে পরমেশ্বরে সৰ্ব্বজ্ঞে
সৰ্ব্বভোক্তরি সৰ্ব্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্য, আধ্যাত্মচেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা নিরাশীঃ নির্দমঃ কর্মাণি
তৎকলং বা মমত্ববর্জিতঃ যুধ্যস্ব বিগতজরঃ বিগতসম্পাপঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর ।—তবেদং তুভ্যবিদাপি কর্ম কর্তব্যং ত্বত্ত নাদ্যপি তদ্বিনয়তঃ কঠোর কুর্বিতাহ
মরীতি । সৰ্ব্বাণি কর্মাণি মরি সন্ন্যস্য সমর্প্যাধ্যাত্মচেতসাস্ত্যর্থামাধীনোহহং কর্ম করোমীতি
চৃষ্টা নিরাশীর্নিকামহতএব মৎকলসাধনং মদর্থমিদং কর্মেত্যেবং মমতানুশ্লিষ্ট ভূত্বা বিগতজরতুষ্ক-
শোকশ্চ ভূত্বা যুধ্যস্ব ॥ ৩০ ॥

বলদেব ।—মরীতি । যদ্বাদেবং তন্মাতং পরিনিষ্ঠিতমধ্যাত্মচেতঃস্বাত্মতত্ত্ববিষয়কজ্ঞানেন
সৰ্ব্বাণি কর্মাণি রাজ্ঞি ভূত্ব ইব মরি পরেশে সন্ন্যস্তার্পিত্বা যুধ্যস্ব কর্তৃভাভিনিবেশশূন্যঃ । যথা
রাজতত্ত্বো ভূত্যস্তদাজ্ঞয়া কর্মাণি কৰোতি তথা মত্তত্ত্বং মদাজ্ঞয়া তানি কুরু লোকান্ সংলিঙ্গস্বঃ ।
আত্মনি বহুচেতস্তদধ্যাত্মচেতন্তেন । (বিভক্ত্যর্থৈহব্যরীভাঃ) নিরাশীঃ স্বাম্যাজ্ঞয়া করোমীতি
তৎকলেজ্ঞাশূন্যঃ । অতএব মৎকলসাধনানি মদর্থমস্মিন কর্মাণীত্যেবং মমত্ববর্জিতঃ । বিগত-
জরতাকবদ্ধবধনিমিত্তকসম্পাপশ্চ ভূত্বৈতি অর্জুনস্ত কজ্রিরতাদ্বধ্যাস্বত্যাগম্ । স্বাপ্রমবিহিতানি
কর্ম্মাণি মুমুক্তিঃ কার্য্যাণীতি বাক্যার্থঃ ॥ ৩০ ॥

মধুকুন্দম ।—এবং কর্ম্মহুষ্ঠানসাম্যোহপ্যজ্ঞবিজ্ঞয়োঃ কর্তৃভাভিনিবেশ-তদভাবাত্যাং
বিশেষ উক্তঃ । ইদানীমজ্ঞতাপি মুমুকোরমুমুকুপেক্ষয়া ভগবদর্পণং কলাপিনদ্যভাবক বিশেষং
বদন্ অজ্ঞতমার্জুনস্ত কর্ম্মাধিকারং দ্রুতয়তি মরীতি । মরি ভগবতি বাহুদেবে পরমেশ্বরে সৰ্ব্বজ্ঞে
সৰ্ব্বনিয়ন্তরি সৰ্ব্বাত্মনি সৰ্ব্বাণি কর্ম্মাণি লৌকিকানি বৈদিকানি চ সৰ্ব্ব প্রকারাণি অধ্যাত্মচেতসা
অহং কর্ম্ম অন্তর্ধ্যামাধীনস্তস্মা এবেশ্বরায় রাজ্ঞ ইব ভূত্যাঃ কর্ম্মাণি করোমীত্যানরা বুদ্ধ্যা সন্ন্যস্ত
সমর্প্য নিরাশীর্নিকামঃ নির্দমো দেহপুঞ্জভ্রাজাদিষু স্বীয়েষু মমতানুনাঃ বিগতজরঃ সম্পাপহেতুবাৎ
শোকএব জরশব্দেনোক্তঃ ঐহিকপারিত্রিক চর্য্যাপোনরকপাতাদিনিমিত্তশোকরহি শ্চ ভূত্বা স্ব
মুমুকুর্যুধ্যস্ব বিহিতানি কর্ম্মাণি কুর্বিত্যভিপ্রায়ঃ । অত্র ভগবদর্পণং নিকামত্বক সৰ্ব্বকর্ম্ম সাধারণং
মুমুকোঃ নির্দমত্বং ত্যক্তশোকত্বক বুদ্ধমাত্রৈ প্রকৃত ইতি দ্রষ্টব্যম্ । অন্যত্র মমতাপোকরোর-
প্রশক্ত্যাং ॥ ৩০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—মরীতি । ত্বত্ত অজোমুমুকুশ্চ মরি সৰ্ব্বাস্তর্ধ্যামিপি সৰ্ব্বাণি কর্ম্মাণি
সন্ন্যস্ত সমর্প্য অধ্যাত্মচেতসা আত্মানুমুখিকৃত্য প্রবৃত্তং শাস্ত্রং অগ্ন্যাত্ম তত্র প্রবণেন চেতসা,
(শাকপাণ্ডিবাদিবদ্ব্যমপদলোপী সমাসঃ) আত্মানাত্মবিবেকবতেত্যর্থঃ । কৈশরপ্রেরিতোহহং
করোমীত্যানরা বুদ্ধ্যা নিরাশীঃ কলমনিচ্ছন্ নির্দমো লক্কে মমত্বাভিমানশূন্যশ্চ ভূত্বা যুধ্যস্ব
বিগতজরো বিশোকঃ সন্ ॥ ৩০ ॥

নিশ্চয়মিতি ।—সরীতি । তস্মাৎ তৎ যদি অগ্ন্যায় চেষ্টা আত্মনীত্যর্থঃ । (এবমধ্যায়-
দ্বয়সীতাৰণমাণ্যং) ততশ্চ আত্মনি যচ্চ তদধ্যায়চ্চেতন্তেন আত্মনিষ্ঠেনৈব চেতসা নতু বিবর-
নিষ্ঠেনেত্যর্থঃ । যদি কর্ম্মাণ সমাস্ত সমর্প্য মিরাসীনিষ্কামঃ নির্মমঃ সর্কজ মমতাস্থগো
স্থপাদ # ৩০ #

তাৎপর্য্য ।—পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীপর স্বামী, মধুসূদন সরস্বতী ও
নীলকণ্ঠ সূরির অভিপ্রায় । পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অজ্ঞ ও বিজ্ঞের
কর্ম্মানুষ্ঠানের সাম্য থাকিলেও, কর্তৃহাভিনিবেশের সন্ধ্যাব ও অনন্ধ্যাব হেতু
তত্ত্বভিন্ন পরস্পর বিভিন্ন । মুমুক্শু অর্থাৎ মুক্তিকাম অজ্ঞব্যক্তির কর্ম্ম,
ফলাভিসন্ধিশূন্য ভাবে ভগবানে অর্পিত হওয়ায়, অমুমুক্শু ব্যক্তির কর্ম্মানু-
ষ্ঠান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই অধুনা প্রতিপাদিত করিয়া, শ্রীভগবান্ অজ্ঞান
অর্জুনের কর্ম্মাধিকারিত্ব নির্দেশ করিতেছেন । ভগবান্ পূর্বেই দেখাইয়া-
ছেন যে, তত্ত্ববিদ্যাক্তিরও কর্ম্ম কর্তব্য ; কিন্তু অর্জুনের অদ্যাপি তত্ত্ববিৎ
হইতে পারেন নাই ; সুতরাং তাঁহার যে কর্ম্ম অবশ্য করণীয় তদ্বিষয়ে
কোনই সন্দেহ নাই । কর্ম্মাধিকারী অজ্ঞজনেরও কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক ।
লৌকিক ও বৈদিক যাবতীয় প্রকার কর্ম্ম আমাতে অর্পাৎ সর্কজ্ঞা, সর্কজ,
সর্কনিয়ন্তা, পরমেশ্বর, ভগবান্ বাহুদেবে সমর্পণ করিয়া এবং আপনাকে
সেই অন্তর্যামী পরমেশ্বরের ভূতাবৎ অধীন জ্ঞান করিয়া, অনুষ্ঠিত কার্য্য
সমূহ সেই সর্কেশ্বরের অধীনতায় সম্পন্ন হইতেছে, এই বিশ্বাসের বশবর্তী
হইয়া, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে । এই কর্ম্ম আমার ফল বিধায়ক
অথবা ইহা আমারই নিমিত্ত অনুষ্ঠিত ইত্যাদি রূপ কার্য্যাকার্য্য-বিচার-
বিবর্জিত, দেহ, পুত্র, ভ্রাতাদিতে মমতাস্থন্য এবং শোকবিরহিত ভাবে
কর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয় । সন্তাপ জনিত শোক মূলোক্ত “ছর” শব্দের লুক্কিত ।
বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠানে ইহলোকে অশেষ এবং পরকালে ঘোরনরক-
নিপাত ঘটে । হে অর্জুনে ! তুমি মুমুক্শু, যুদ্ধরূপ বিহিত কর্ম্ম সম্পাদনে
বীতস্পৃহ হওয়া তোমার কর্তব্য নহে । মুমুক্শু মাত্রেরই কর্ম্মে ভগবদর্পণ
বুদ্ধি ও কামনাস্থন্যতা আবশ্যক এবং মমতাস্থন্যতা ও শোকরাহিত্য
যুদ্ধকার্য্যে আবশ্যক, ইহা এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইল ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর

অভিপ্রায় । যিনি শাস্তি বিধাতা-স্বরূপে মানবকুলের অন্তর-প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি কর্তৃস্বরূপে মানবের অন্তরে নিরন্তর বিদ্যমান আছেন, এবং যিনি আত্মার বিরাজমান থাকিলেও আত্মা তাঁহাকে জানিতে পারে না, যিনি অন্তর্যামী রূপে আত্মার অন্তরে অবস্থান করেন, সেই শ্রুতিসঙ্গত পরম পুরুষ এ স্থলে “ময়ি” শব্দে লঙ্কিত হইয়াছেন । স্মৃতি শাস্ত্রে এই কথার নিম্ন উদ্ধৃত সমর্থন পরিদৃষ্ট হয় । “আমিই ঈশ্বর সকলের অন্তরে সন্নিবিষ্ট এবং সকলের হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া সকলকে গাথার দ্বারা জাম্যমাণ করিতেছি ।” অতএব মৎপ্রবর্তিত আত্ম স্বরূপের পরিজ্ঞান পূর্বক, সংসারের সকল কর্মই মৎকৃত, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সর্ব কর্ম আগাতে সমর্পণ কর । কেবল আমার আরাধনা সম্বন্ধে ফল-কামনা-শূন্য হইলেই নিষ্কামতার শেষ হইল, এমন নহে ; কর্মমাত্রেই গমতা-রহিত এবং সম্ভাপ-শূন্য হইয়া যুদ্ধাদির অনুষ্ঠান কর । আপনাকে বা আপনার ইন্দ্রিয়নিচয়কে কোন কার্যের কর্তা বলিয়া জ্ঞান করিও না । যদি বল, অনাদি প্রাচীনকাল হইতে আমার বহু পাপ সঞ্চিত হইয়া আছে, আমি মহনা কিরূপে এরূপ নির্লিপ্ততা লাভ করিব ? জীবসকল পরমপুরুষের রূপায় পাপজনিত সম্ভাপ-দ্বারা বিনির্মুক্ত হয় । কর্মদ্বারা আরাধিত ভগবান্ পাপক্ষয় করিয়া তাহা-দিগের ভব-বন্ধন বিমোচন করেন । এই কথা স্মরণ করিয়া কর্মযোগে বিনিযুক্ত হও ॥ ৩০ ॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুষ্ঠিতন্তি মানবাঃ ।

প্রদ্ধাবন্তোহনসূরন্তো মুচ্যন্তে তেহপি কর্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

অর্থঃ ।—প্রদ্ধাবন্তঃ (প্রদ্ধাবানঃ) অনসূরন্তঃ (কর্মনিরোজন-জনিতং দোষদর্শনং অকুর্তন্তঃ) যে মানবাঃ যে (মম) ইদং (পূর্বোক্ত-রূপং) মতং (অভিপ্রায়ং) নিত্যং (সততং) অনুষ্ঠিতন্তি (অনুবর্তন্তে) তে অপি কর্মভিঃ (কর্মবন্ধনৈঃ) মুচ্যন্তে (মুক্তা ভবন্তি) ॥ ৩১ ॥

প্রতিশব্দ ।—প্রদ্ধাবান্ দোষদর্শনবিমুক্ত যে মানবেরা, উল্লিখিতরূপ আমার অভিপ্রায় সর্বদা পালন-করেন তাঁহারাও কর্ম-সমূহ-হইতে-মুক্ত-হন ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে সকল ব্যক্তি আমার কাটক্য প্রজ্ঞাবান্ এবং কর্ম-
নিরোজন-জনিত দোহ দর্শন-বিরহিত-হৃদয়ের 'আমার পূর্বোক্ত অতি-
প্রায়ানুসারে সতত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, কর্ম্মাধিকারী হইলেও তাঁহারা
কর্ম্ম-বন্ধন হইতে বিনির্মুক্ত হন ॥ ৩১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যদেতদ্যম মতং কর্ম্ম কর্তব্যমিতি সপ্রমাণমুক্তং তৎ তথা যে মে
ইতি । যে মদীরমিদং মতমহুতিষ্ঠতি অহুবর্ত্ততে মানবাঃ প্রজাবন্তঃ প্রদধানাঃ
অনস্মরন্তোহনুস্মরাক ময়ি পরমশরৌ বাহুদবেহকুসন্তো মুচ্যন্তে তেহপ্যেবমুচ্যতাঃ কর্ম্মভির্দ্বা-
ধর্ম্মাধৈঃ ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরি ।—প্রকৃতঃ ভগবতো মতমুক্তপ্রকাবমহুতৌবাহুতিষ্ঠতাং ক্রমমুক্তিকলং
কথয়তি যদেতদিতি । শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টে অদৃষ্টার্থে বিশ্বাসবৎ প্রদধানং, শুণেদু দোষাধিকরণ-
মহুত, অপি যোগোক্তারা মুক্তেরমুখ্যভোতনার্থঃ ॥ ৩১ ॥

রাধাকৃষ্ণ ।—“ভমীধরাণাং পরমং মহেশ্বরং পতিং বিশ্বত” ইত্যাদিপ্রতিশিদ্ধঃ হি
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বশেষিঃ জৈশ্বর্যং নিবর্ত্তং সশেষিঃ পতিশ্বক । অরমেব সাক্ষাৎপনিবৎসু
সারভূতোহি ইত্যাহ যে মে মতমিতি । যে মানবা আত্মনিষ্ঠাঃ শাস্ত্রাধিকারিণঃ । অরমেব
শাস্ত্রার্থ ইতোত্তমতং নিশ্চিত্য তপাহুতিষ্ঠতি, যে চানহুতিষ্ঠন্তোহপি অস্মিন্ শাস্ত্রার্থে প্রদধানা
ভবন্তি যে চাপ্রদধানা অপোং শাস্ত্রার্থে ন সম্ভবতীতি নাস্ম্যস্মরতি । অস্মিন্ মহাশুণে শাস্ত্রার্থে
দোষদর্শিনো ন ভবন্তীত্যর্থঃ । তে সর্ব্বে বহুহুতিধরনাদিকালপ্রারম্ভৈঃ সটৎঃ কর্ম্মভিমুচ্যন্তে,
তেহপি কর্ম্মভিরিত্যপিপক্ষাদেবাং পৃথকবণম্ । ইদানীমনহুতিষ্ঠন্তোহপি অস্মিন্ শাস্ত্রার্থে প্রদধানা
অনক্যাস্মরন্ত প্রজরা চানস্মরন্ত কীণপাপা অচিরেইনৈব তমেব শাস্ত্রার্থমহুতার মুচ্যন্ত
ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

হুমানু ।—যে মে ইতি । যদেতদ্যম মতং কর্ম্ম কর্তব্যমিতি সপ্রমাণমুক্তং তথা যে
অধিকারিণঃ যে মম মতমিদমুক্তবকপং নিত্যমহুতিষ্ঠতি মানবাঃ প্রজাবন্তো অনস্মরন্তোহপি
বাহুদবে উপদিষ্টরি অনস্মরহিতা তেহপি কর্ম্মভিঃ সকলকির্ষৈর্মুচ্যন্তে ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর ।—এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে শুণমাহ যে মে ইতি । যদ্যক্যে প্রজাবন্তোহনস্মরন্তো
জ্ঞানাত্মকে কর্ম্মিণি প্রবর্ত্তরতীতি দোষদৃষ্টিকুর্বন্তত যে মদীরমিদং মতমহুতিষ্ঠতি তেহপি শনৈঃ
কর্ম্ম কুর্বাণাঃ সম্যগ্জ্ঞানিবৎ কর্ম্মভিমুচ্যন্তে ॥ ৩১ ॥

বালদেব ।—অতিরহন্তে স্বমতেহহুবর্ত্তিনাং কলং বদন্ তত প্রৈষ্ঠাং ব্যজয়তি যে মে
ইতি । নিত্যং সর্ব্বদা প্রতিবোধিতদ্বেনাদিপ্রাপ্তং বা, প্রজাবন্তো দৃঢ়বিশ্বাসাঃ অনস্মরন্তো
মোটকশুণমতি তস্মিন্ কিমহুনা প্রববহুদেনে নিশ্চলেন কর্ম্মণেভ্যেং কোষারোপিতঃ তেহ-
পীত্মনিবদ্যানে । যদ্য তে সমেবাঃ বহুহুতিষ্ঠতি, যে চাহুতাধুদশকুর্জ্ঞানহি ক্রম জ্ঞানবৎ

যে চ অকালবোহপি তদানুসঙ্গে তেহপীত্যর্থঃ । সান্ত্রাত্যুষ্ঠানাবেহপি তন্নিহ্ন প্রকরাননুস
চ কীণবোহাতে কিকিং প্রোক্তে তদনুষ্ঠান-মুচ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

মধুসূদন ।—কলাভিসন্ধিরাহিত্যেন ভগবদর্পণবৃদ্ধা বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানং সম্বৎসরজ্ঞান-
প্রাপ্তিধারেণ মুক্তিফলমিত্যাহ যে মে ইতি । তদং কলাভিসন্ধিরাহিত্যেন বিহিতকর্ম্মাচরণরূপা
মম মতং নিত্যং নিত্যবেদবোধিতম্বেন অনাদিপরম্পরাগতং, আবশ্যকমিতি বা, সর্বদেতি বা
মানবাঃ সমুদ্যা যে কেচিৎসমুদ্যাদিকারিত্যাং কর্ম্মণাং প্রজ্ঞাবন্তঃ শাস্ত্রাচার্যোপদিষ্টেহবেদননুভূতেহ-
পোষমেবৈতদ্বিতি বিশ্বাসঃ প্রজ্ঞা তদন্তঃ অননুসৃত্তঃ গুণেবু দোষাবিস্করণমহুয়া, সা চ দুঃখাত্মকে
কর্ম্মণি মাং প্রবর্ত্তয়ন্ত কারণিকোহবমিত্যেবং রূপা, প্রকৃত্তঃ প্রসক্তাঃ তামনুসারমপি গুবো বাহুদে
সর্বস্বমি অকুর্ষন্তো যেহুতিষ্ঠন্তি তেহপি সম্বৎসরজ্ঞানপ্রাপ্তিধারেণ সমাগ্ জ্ঞানিবহুচ্যবে
কর্ম্মভিঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাধৈঃ ॥ ৩১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—যে মে ইতি । যেহুজ্ঞেহপি তাদৃশাঃ মে মম মতং অসক্তা কর্ম্মানুষ্ঠানং
অনুতিষ্ঠন্তি অনবর্ত্তন্তে, মানবাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ অননুসৃত্তা, অত্র বোধমপশ্যন্তঃ তেহপি স্বকর্ম্মভিঃ ধর্ম্মা
ধর্ম্মাধর্ম্মাধৈঃ ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ ।—স্বকতোপদেশে তে প্রবর্ত্তয়িতুমাহ যে মে ইতি ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য ।—কলাভিসন্ধি-পবিশুস্ত হইয়া এবং ভগবানে অর্পণ বুদ্ধির
বশবর্ত্তী হইয়া বাঁহাবা বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, সম্বৎসর-জ্ঞান-
লাভ করিয়া তাঁহারা মুক্তি-ফলেব অধিকারী হবেন । নিষ্কাম ভাবে বিহিত
কর্ম্মানুষ্ঠানই আমাব অভিপ্রায়সম্মত । কর্ম্ম নিত্য, কারণ তাহা বেদ
প্রতিপাদিত, স্মৃতরাং অনাদি পরম্পরাগত । যে সকল কর্ম্মাধিকারী মনুষ্য,
তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রাচার্য্য প্রদত্ত উপদেশ সমাগ্ রূপে প্রণিধান করিতে না
পারিলেও, তাহাতে বিশ্বাস বা প্রজ্ঞা বিহীন হন না এবং দোষ-বিহীন গুণ-
প্রধান কার্য্যেব দোষ আবিষ্কার করিয়া বিকল-হৃদয় হন না, তাঁহাবাই সাধু
পুরুষ । কর্ম্ম পরিণাম-মধুব কিন্তু আপাত-ক্লেশকর । এইরূপ-দুঃখাত্মক কর্ম্মেব
ব্যবস্থা আমিই প্রবর্ত্তিত কবিয়াছি এবং তাহাতে মানবগণকে নিযোজিত
করিতেছি বলিয়া, বাঁহারা বিশ্বাস করিয়া, বাহুদেব রূপ আমাব
নিন্দাবাদ করিয়া বিবেচ প্রকাশ করেন না, তাঁহাবাই চিত্তভঙ্গি জনিত
জ্ঞান লাভ করিয়া, সমাগ্ জ্ঞানী পুরুষের স্তার, ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ কর্ম্ম-বন্ধন
হইতে মুক্তি লাভ করেন । প্রতি বর্ত্তমানের শতিনই ইহাদেরও প্রের্ত
সংস্কার এবং বিবেচ পতি ।” অতএব
সিদ্ধান্ত এবং পতিত বেদোপনিষ

আজ্ঞামিষ্ট এবং শাস্ত্রাধিকারী মানব, যথার্থ শাস্ত্র-সঙ্গত বোধে, আমার অনু-
মোদিত অভিপ্রায়ের অনুরূপ অনুষ্ঠান করে, কিংবা যাহারা, তাহার
অনুষ্ঠান না করিলেও, তাহাতে শ্রদ্ধাবান হইয়া থাকে, কিংবা যাহারা
তাহাতে অশ্রদ্ধাবান হইলেও, এই সৰ্ব গুণাশ্রিত শাস্ত্রার্থে দোষ দর্শন করে
না, তাহার। সকলেই অনাদি প্রারম্ভ-প্রবর্তিত বন্ধনের হেতু-ভূত সকল কর্ম
হইতে মুক্তি লাভ করে । যাহারা এক্ষণে আমার অনুমোদিত কর্মানুষ্ঠান
করে না, কিন্তু মৎপ্রতিপাদিত শাস্ত্রার্থে অশ্রদ্ধাবান বা বিদ্বেষ-পরবশ নহে,
তাহার। অনতিকাল মধ্যে শ্রদ্ধা ও অবিদ্বেষ হেতু ক্ষীণ-পাপ হইবে ।
তুমিও এইরূপ শাস্ত্রার্থ-সঙ্গত কর্মানুষ্ঠান করিলে মুক্তি লাভ করিতে
পারিবে ॥ ৩১ ॥

—*—

যে ত্বেতদভ্যাস্থ্যন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।

সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্ঠানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ী—যে তু অভ্যাস্থ্যন্তঃ (দোষদর্শনং নিন্দাং বা কুর্ষন্তঃ)
মে (মম) এতৎ মতং ন অনুতিষ্ঠন্তি (অনুবর্তন্তে) তান্ অচেতসঃ
(ভ্রষ্টমতীন্ অবিবেকিনঃ) সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ (সকলবোধবিহীনান্)
নষ্ঠান্ (যাবতীয়পুরুষার্থবিরহিতান্) বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ৩২ ॥

প্রতিশব্দ ।—যাহারা কিন্তু দোষ-দর্শনে-বিরক্ত-হইয়া আমার এই
মত অনুষ্ঠান করে না সেই বিবেকবিহীনদিগকে অধোগতি-প্রাপ্ত
জানিবে ॥ ৩২ ॥

বাখ্যা ।—যে দুর্বুদ্ধি মানবগণ কেবল দোষ-কম্পনা করিয়া
আমার এই মতের অনুগামী না হয়, সেই বিবেকবিহীন হিতাহিত-
বোধ-শূন্য ব্যক্তিগণকে যাবতীয় পুরুষার্থ-পরিজন্ম বলিয়া জ্ঞান
করিবে ॥ ৩২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যে বিতি । যে তু তদ্বিপরীতা এতৎ মম মতং অভ্যাস্থ্যন্তো নিন্দন্তো
নানুতিষ্ঠন্তি নানুবর্তন্তে মে মতং সর্বেষু জ্ঞানেষু বিবিধং মূঢ়ান্তে সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিনষ্টান্ নাশং
গতানচেতসোহব্রবেকিনঃ ॥ ৩২ ॥

আনন্দগিরি ।—ভগবদজ্ঞানানুবর্তিনা প্রত্যবারিতং প্রত্যায়তি যে বিতি । তদ্বিপরী-
তত্বং ভগবদনুবর্তিতো বৈপরীত্যং, তদ্বেষ দর্শয়তি এতদিত্যাশ্রয়িনাঃ । অভ্যাস্থ্যন্তোভ্যাস্থ্যন্তমপি

দোষমুদ্ভাবয়ন্ত ইত্যর্থঃ, সৰ্বজ্ঞানানি সন্তুগনিষ্ঠানিবিষয়ানি, 'প্রমাণ প্রমের প্রয়োজন বিভাগতো' বিবিধত্বম্ ॥ ৩২ ॥

রামানুজ ।—ভগবদভিমতমোপনিষদর্থমনুষ্ঠিত্তামশ্রদ্ধানানামভাস্বরূপাৎ দোষমাহ য়ে স্থিতি । যেহেতুং সৰ্বমাশ্রয়ন্ত মচ্ছরীরতয়া মদারাদনভূতং মদেকপ্রবর্ত্যমিতি মে মতং নানুষ্ঠিত্তি নৈবমভাস্বকার সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বতে, যে ন শ্রদ্ধপতে যে চাত্যহ্মস্তো বর্জ্যন্তে, তান্ সৰ্বেষু জ্ঞানেষু বিশেষেণ মূঢ়াঃস্ততএব নষ্টানচেতসো বিদ্ধি । চেতঃ কার্য্যং হি বস্তবাণাস্বা-
নিশ্চয়ঃ তদভাবাদেতসঃ নিপরীতজ্ঞানাঃ সৰ্বত্র মূঢ়াঃ ॥ ৩২ ॥

হনুমান্ ।—যেস্থিতি । যে হেতুস্বয়ং মতমভাস্বরূপং ঈর্ষন্তঃ নানুষ্ঠিত্তি ন কুৰ্ব্বন্তি, মে মম ঈশ্বরস্ত মতং সৰ্বাণি বচনানি জ্ঞাতানি তেবু গিমূঢ়া ন পরমার্থবিদঃ, গিদ্ধি জানীহি নষ্টান-
চেতসঃ অবিবেকিনঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধর ।—বিপক্ষে দোষমাহ যে স্থিতি । যে তু মে মতং ঈশ্বরার্থং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্য-
মিত্যভুশাসনমভাস্বরূপো দ্বিষাস্তো নানুষ্ঠিত্তি তানচেতসো বিবেকশূন্যান্ অতএব সৰ্বস্মিন্ কৰ্ম্মণি
ব্রহ্মবিষয়ে চ যজ্ঞজ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২ ॥

বলদেব ।—বিপক্ষে দোষমাহ যে স্থিতি । যে তু মে সৰ্বেষ্বরস্ত সৰ্বস্বত্বদ এতচ্ছ তি-
রহস্তভূতং মতমশ্রদ্ধানাং সন্তো নানুষ্ঠিত্তি কিস্বহ্মস্তি তান্ সৰ্বস্মিন্ কৰ্ম্মজ্ঞানে স্বাস্বজ্ঞানে
পরমাস্বজ্ঞানে চ বিমূঢ়ানতএব বিচেতসশ্চিহ্নশূন্যানতএব নষ্টান্ পুরুষার্থনিষ্ঠান্ বিদ্ধি ॥ ৩২ ॥

মধুসূদন ।—এবম্বধয়ে গুণমুক্তা ব্যতিরেকে দোষমাহ যে স্থিতি । তুশব্দঃ
শ্রদ্ধাবর্ধেধর্ম্যমশ্রদ্ধাং সূচয়তি যেস্থিতি । তেন যে নাস্তিক্যদশ্রদ্ধানা অভ্যহ্মস্তো দোষমুদ্ভাবয়ন্তঃ
এতন্ময় মতং নানুষ্ঠন্তে, তানচেতসো দুষ্টচিত্তান্ অতএব সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ সৰ্বত্র কৰ্ম্মণি ব্রহ্মপি
সন্তুগে নিগুণে চ যজ্ঞজ্ঞানং তত্র বিবিধং প্রমাণতঃ প্রমেয়তঃ প্রয়োজনতশ্চ মূঢ়ান্ সৰ্ব প্রকারেণা-
যোগ্যান্ নষ্টান্ সৰ্বপুরুষার্থল্লেখান্ বিদ্ধি জানীহি ॥ ৩২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—বিপক্ষে দোষমাহ যে স্থিতি । সৰ্বশব্দ ঈশ্বরবাচী "সৰ্বং সমাপ্রোষি
ততোহসি সৰ্বঃ" ইতি নির্কচনাং, তস্ত জ্ঞানে বিষয়ে বিশেষেণ মূঢ়ান্ পারোক্ষ্যেণাপি তে ঈশ্বর-
মজানন্তো দেহস্বাদনিষ্ঠান্ নষ্টান্ স্বর্গাপবর্গল্লেখান্ অচেতসঃ অভ্যচেতসঃ বিবেকশূন্যান্ ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ ।—বিপক্ষে দোষমাহ যে স্থিতি ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য ।—ভগবানের মতানুবর্তী না হইলে যে প্রত্যবায় ঘটে, তাহাই
এ স্থলে বিবৃত হইতেছে । শ্রীভগবানের অভিপ্রায়-সম্মত কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে
যে অমূল্য গৌতাম্য সমুপস্থিত হয়, তাহা পূর্বে শ্লোকে অস্বর-মুখে প্রদর্শিত
হইরাছে । এক্ষণে ব্যক্তিরেক-মুখে তবিরোধী হইলে যে দোষ, সজ্জাতিত

হয়, তাহাই কীর্তিত হইতেছে। কোম কোম ব্যক্তি, নাস্তিক্য বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া, উপনিষৎ সম্মত ভগবানের উদার অভিপ্রায়ের অনুসরণ কবা দূরে থাকুক, নিরন্তর অশ্রদ্ধা সহকারে তদ্বিষয়ক নানা প্রকার দোষ উদ্ভাষন ও উদ্দেশ্যষণ কবে, এবং সেই সনাতন পুরুষানুমোদিত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিবৃত্ত হইয়া আপনাদের স্বৈরাচার ও ধর্ম্ম-জ্ঞান-শূন্যতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। সেই মূঢ়মতি হতভাগ্যোবা কর্ম্ম ও ব্রহ্মের সত্ত্বগত ও নিগূর্ণন বিষয়ক বোধ বিরহিত হয় এবং প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রয়োজন সম্বন্ধে জ্ঞানহীন হইয়া সম্যক্ প্রকায়ে পুরুষার্থ-ভ্রষ্ট ও অধঃপতিত হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি ।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

অর্থ ।—জ্ঞানবান্ (ব্রহ্মবিৎ) অপি স্বস্যাঃ (স্বকীর্ত্যঃ) প্রকৃতেঃ (পূর্বজন্মকৃতধর্ম্মাধর্ম্মজনিতসংস্কারঃ প্রকৃতিঃ তম্যাঃ) সদৃশম্ (অনুরূপম্) চেষ্টতে (ষততে) [যতঃ] ভূতানি (নরক প্রাণিনঃ) প্রকৃতিং যান্তি (অনুবর্তন্তে) [অতঃ] নিগ্রহঃ (প্রতিবন্ধঃ) কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—জ্ঞানবান্-ও স্বকীর্ত্য আপনার পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারের অনুরূপ ব্যবহার-করে [যেহেতু] প্রাণিগণ প্রকৃতির অনুরূপন করে [অতএব] ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি করিবে ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষও পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারের বশবর্তী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে; সংস্কারের অধীন হইয়া কার্য্য করাই প্রাণিগণের ধর্ম্ম; সুতরাং তাহার কল্পে তাহার প্রতিবিধান করিবে ? ॥ ৩৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কস্য পুনঃ কারণং স্বকীর্ত্য ব্রহ্মজ্ঞানবান্ পূর্বজন্মার্জিত ধর্ম্মকর্ম্ম নাহবর্তন্তে তৎপ্রতিকূলাঃ কথং ন বিজ্যতি ॥ ৩৩ ॥

সদৃশমিতি । সদৃশমরূপং চেষ্টতে চেষ্টাং কল্পেতি, কতঃ ? যতঃ স্বকীয়ায়ঃ প্রকৃতেঃ প্রকৃতির্নাম পূর্বকৃতধর্মাদিসংস্কারো বর্তমানজ্ঞানাবতিব্যক্তঃ স। প্রকৃতিততঃ সদৃশমেব লক্ষ্যে জন্তজ্ঞানবানপি চেষ্টতে, কিং পুনর্মূর্খঃ, তন্মাৎ প্রকৃতিং যান্তি অমুগচ্ছতি তুতানি, নিগ্রহঃ নিবেশরূপঃ কিং করিষ্যতি মম চান্তত বা ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানস্বপ্নিগিরি ।—ভগবদ্ব্যতীততত্ত্বমন্তরেণ পরমদ্ব্যতীতানে স্বদ্ব্যতীততত্ত্বানে চ কাঃপং পৃচ্ছতি কন্মাদিতি । ভগবৎপ্রতিকূলত্বমেব তত্র কারণমিত্যাশঙ্ক্যাহ তৎপ্রতিকূলা ইতি । রাজানু-শাসনাতিক্রমে দোষদর্শনাৎ ভগবদ্ব্যতীততত্ত্বমন্তরেণ দোষদন্তবাৎ তৎপ্রতিকূলত্বং ভরকারণ-মিত্যর্থঃ । উত্তরত্বেন লোকসমভারয়তি সদৃশমিতি । সর্বত্র প্রাণিবর্গস্ত প্রকৃতিবশবর্ত্তিভ্যে কৈয়তিকত্বাৎ সূচয়তি জ্ঞানবানপীতি । সর্বাণ্যপি তুতানিচ্ছন্ত্যপি প্রকৃতিসদৃশীঃ চেষ্টাং গচ্ছন্তীতি নিগময়তি প্রকৃতিমিতি । তুতানং প্রকৃতেরধীনত্বেনপি প্রকৃতির্ভগবতঃ নিগ্রাহেত্যা-শঙ্ক্যাহ নিগ্রহ ইতি । ক। পুনরিত্যং প্রকৃতিবদমুগারিণী তুতানং চেষ্টেতি পৃচ্ছতি প্রকৃতির্নামেতি । ভগবদতিপ্রভাৎ প্রকৃতিং প্রকটয়তি পূর্বেতি । আদিশব্দেন জ্ঞানেচ্ছাদি সংগৃহ্যতে । যথোক্তঃ সংস্কারঃ স্বপদ্ব্যা প্রবর্ত্তকশ্চেৎ প্রলয়েহপি প্রবৃত্তিঃ সাদিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি বর্ত্তমানেনিতি । সর্বো জন্তরিত্বাতঃ বিবেকি প্রবৃত্তেরতথাবাদিশিষ্টাবিশেষাদিতি স্মারসমুদ্রস্রাহ জ্ঞানবানিতি । জ্ঞান-বতামজ্ঞানবতাক প্রকৃত্যধীনত্বাবিশেষে ফলিতমাহ তন্মাদিতি । প্রকৃতিং যান্তি প্রকৃতিসদৃশীঃ চেষ্টাং গচ্ছন্ত্যনিচ্ছন্ত্যপি সর্বাণি তুতানি ইত্যর্থঃ । প্রকৃতের্ভগবতঃ তত্ত্বল্যেন বা কেনচিৎ নিগ্রহমাশঙ্ক্যাবতারিত চতুর্থপাদস্তার্থাপেক্ষিতং পুরয়তি মম চেতি ॥ ৩৩ ॥

সামান্যজ্ঞ ।—এবং প্রকৃতিসংসর্গিণস্তদ্ব্যতীতককৃত্বং, তত্র পরমপুরুষারম্ভ-মিত্যনুসন্ধার কর্মযোগযোগেন জ্ঞানযোগযোগেন চ কর্মযোগস্ত সূক্ষ্মকৃত্যদপ্রমাদভাদসর্গজ-জ্ঞানতয়া নিরপেক্ষতামিতরস্ত হুঃশকত্বাৎ সপ্রমাদত্বাচ্ছরীরধারণাভ্যর্থতয়া কর্মাপেক্ষত্বাৎ কর্মযোগ এব কর্তব্যঃ, ব্যপদেশস্ত তু বিশেষতঃ সএব কর্তব্য ইতি চোক্তম্ । অতঃ পরমদ্ব্যতীততত্ত্বেন জ্ঞানযোগস্ত হুঃশকতয়া সপ্রমাদভোচ্যতে সদৃশমিতি । প্রকৃতিবিবিক্তমীদৃশমাত্মবরূপং তদেব সর্বদানুসন্ধায়মিতি শাস্ত্রাণি প্রতিপাদয়ন্তীতি জ্ঞানবানপি যতঃ প্রকৃতেঃ প্রাচীনবাসনারাঃ সদৃশং প্রাকৃতিবিশেষেব চেষ্টতে । কুতঃ ? প্রকৃতিং যান্তি তুতানি অচিৎসংসৃষ্টা জন্তবোহনাদিকাল-প্রবৃত্তবাসনামেব যান্তি, তানি বাসনানুসারীনি তুতানি শাগ্রকতো নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ? ॥ ৩৩ ॥

হুমানু ।—সদৃশমিতি । তথাহি সদৃশমরূপং চেষ্টতে, যতঃ প্রকৃতেঃ, প্রকৃতির্নাম পূর্বকৃতধর্মাদিসংস্কারঃ বর্ত্তমানজ্ঞানাবতিব্যক্তো যঃ স। প্রকৃতিততঃ সদৃশমেব সর্বজন্তঃ জ্ঞানবানপি, কিমুত তুতানি । নিগ্রহো নিরোধঃ কিং করিষ্যতি মম বান্যত বা ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধর ।—নহু তর্হি মহাফলবাদিজিরাণি নিগৃহ নিফায়াঃ সন্তঃ সর্ব্বেহপি স্বধর্মমেব কিং নাহুর্কর্ত্তিত ? তন্মাহ সদৃশমিতি । প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্মসংস্কারাধীনঃ যতাবঃ, যতঃ স্বকীয়ায়ঃ প্রকৃতেঃ স্বকীয়ত্বং সদৃশমরূপং তদেব জ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনরন্যত্র ভ্রষ্ট ইতি ।

যস্মাদ্ভুতানি সৰ্ব্বৈহপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তি অমূল্যভূতঃ, এবং সত্যজ্ঞাননিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি
প্রকৃতেৰ্জগৌলম্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

বলদেব ।—নহু সৰ্ব্বৈবরস্ত তে মতমতিক্রমতাং দণ্ডঃ শাস্ত্রেণোচ্যতে, তস্মাৎ তে কিম্
ন বিভ্যতি ইত্যাহ সদৃশমিতি । প্রকৃতিরনাদিকালপ্রবৃত্তা স্বদুর্কাসনা তস্তাঃ সীমারাঃ সদৃশ-
মতরূপমেব জ্ঞানবান্ শাস্ত্রোক্তং দণ্ডং জানন্নপি জনশ্চেষ্টেতে অবশ্যতে কিমুতাক্ষঃ । ততো
ভুতানি সৰ্ব্বে জনাঃ প্রকৃতিং পুরুষার্থবিভ্রংশহেতুভূতামপি তাং যাস্ত্যমুসরস্তি । তত্র নিগ্রহঃ
শাস্ত্রজ্ঞাতোহপি দণ্ডঃ সংপ্রসঙ্গশূন্য কিং করিষ্যতি ? দুর্কাসনারাঃ প্রাবল্যতাং নিবর্তয়িতুং
ন শক্যাতীত্যর্থঃ । সংপ্রসঙ্গসহিতস্য তু তাং প্রবল্যামপি নিহন্তি, “সন্ত এবাণ্য হিন্দন্তি মনো
ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ” ইত্যাদিস্থিতিভাঃ ॥ ৩৩ ॥

মধুসূদন ।—নহু রাজ ইব তব শাসনাতিক্রমে ভয়ং পশ্যন্তুঃ কথমসুয়ন্তস্তব মতং
নামূল্যভূতঃ, কথং বা সৰ্ব্বপুরুষার্থসাধনে প্রতিকূলা ভবন্তীত্যাহ সদৃশমিতি । প্রকৃতিরনাম
প্রাগ্জন্মকৃতদর্শনার্থজ্ঞানেচ্ছাদিজন্তসংস্কারো বর্তমানজন্মকৃতভিযুক্তঃ সৰ্ব্বতো বলবান্ “তং বিভা-
কৰ্ম্মণী সমহারভতে পূৰ্ণ শ্রদ্ধা চ” ইতি ঋতিপ্রমাণকঃ স্তাঃ স্বকীরায়ঃ প্রকৃতে: সদৃশমমূল্যরূপ-
মেব সৰ্ব্বো জন্তজ্ঞানবান্ ব্রহ্মনিদপি “পশ্বাদিতিস্চাবিশেষাৎ” ইতি ন্যায়ঃ গুণদোষজ্ঞানবান বা
চেষ্টেতে, কিং পুনর্মূৰ্খঃ ? তস্মাদ্ভুতানি সৰ্ব্বে প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তি অমূল্যভূতঃ, পুরুষার্থভ্রংশ-
হেতুভূতামপি তত্র মম বা রাজো বা নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি রাগোৎকটোন হুরিতান্নিবর্তয়িতুং ন
শক্যাতীত্যর্থঃ । মহানরকসাধনত্বং জ্ঞাত্বপি দুর্কাসনা প্রাবল্যং পাপেধু প্রবর্তমানো ন মচ্ছাঙ্গনা-
তিক্রমদোষাভিভ্যতীতিভাঃ ॥ ৩৩ ॥

মীলকণ্ঠ ।—নহু তে চেৎ তব মতং নামূল্যভূতং তর্হি কথং তবাস্তব্যোমিত্তিস্থিত্যাহ
সদৃশমিতি । স্বস্তাঃ প্রকৃতে: স্বকীরয় প্রাগ্ভবীরদর্শনার্থসংস্কারস্ত সদৃশমমূল্যরূপং জ্ঞানবানপি
চেষ্টেতে কিমু মূৰ্খঃ । “পশ্বাদিতিস্চাবিশেষাৎ” ইতি ত্রায়ঃ তস্মাৎ । প্রকৃতিং যান্তি অমূল্যসস্তি
ভুতানি প্রাণিনঃ, তত্র মম বাস্তস্ত বা নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ন কিমপ্যহমপি, পূৰ্বকৰ্ম্মাপেক্ষয়ৈব
তান্ প্রবর্তয়ামীতিভাঃ ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—নহু রাজ ইব তব পরমেশ্বরস্ত মতমমূল্যভূতঃ রাজকৃতানির্বন্ধকৃত্যং
নিগ্রহাৎ কিং ন বিভ্যতি, সত্যং যে ঋষিঃস্মাণি চারয়ন্তো বস্তস্তে তে বিবেকিনোহপি রাজঃ
পরমেশ্বরস্ত চ শাসনং মন্তং ন শকুবন্তি । তথৈব তেবাং স্বভাবোহভূদিত্যাহ সদৃশমিতি ।
জ্ঞানবান্যেবাং পাপে কৃতে সত্যেব নরকো ভবিষ্যতি, এবং রাজদণ্ডো ভবিষ্যতি এবং দুর্বশচ
ভবিষ্যতীতি বিবেকবানপি স্বস্তাঃ প্রকৃতেশ্চিরন্তনপার্ণাভ্যাসোৎকৃষ্টভারস্ত সদৃশমমূল্যরূপমেব
চেষ্টেতে, তস্মাৎ প্রকৃতিং স্বভাবং যান্তি অমূল্যসস্তি । তত্র নিগ্রহঃ শাস্ত্রদ্বারা সংকতো রাজকৃতো
বা তেনাস্তদ্বচিত্তান্ উত্তলকণ্ঠো নিকারকৰ্ম্মযোগঃ, শুদ্ধচিত্তান্ জ্ঞানযোগচ্চ সংকল্প-
প্রবোধবিরুদ্ধ-শক্যোতি নবভাষ্যশুদ্ধচিত্তান্ । কিন্তু, ভূতানি পাপিষ্ঠস্বভাবান

বাহ্যিকমৎকপোখভক্তিযোগ এব উচ্চঃ প্রভবেৎ । যত্নঃ কামে—“অহো ধাতোহসি দেবর্ষে”
কৃপয়া যত্ন তে কৃণাৎ । নীচোহপ্যংগুলকো লেভে লুক্কো রতিমুচ্যতে” ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য ।—ভৃত্য যেমন প্রভুর আজ্ঞাধীন এবং প্রজাগণ বৈরূপ
ভূপতির আদেশ-বশবর্তী হইয়া সভয়ে কার্য্য সম্পাদন করে, মানবগণ সেই
ভাবে তোমার অপ্রতিহত শাসনের ভয়ে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে । এরূপ স্থলে
তাহারা বিদ্বেষ-বুদ্ধির প্রাবল্যে দোষোদ্ভাবন পূর্ব্বক এবং শাস্ত্রীয় শাসন
উল্লঙ্ঘন করিয়া তোমার মতের অনুবর্তন করিবে না, অথবা স্বেচ্ছায় সর্ব্ব
পুরুষার্থ লাভের উপায় স্বরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিকূল হইবে, ইহা কদাপি
সম্ভবপর নহে । এই আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন ।
পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানেচ্ছা-জনিত যে সংস্কার, বর্ত্তমান জন্মেও মনু-
ষ্যের হৃদয়ে জাগরুক থাকে, তাহার নাম প্রকৃতি । (এ স্থলে প্রকৃতি
শব্দের অর্থ মায়া নহে, ইহা সকলে লক্ষ্য করিবেন ।) এই প্রাকৃতিক সংস্কার
অতিশয় বলবান্ । প্রকৃতি বলিয়াছেন, “জ্ঞান ও কর্ম্ম সমূহ পূর্ব্ব প্রজ্ঞা
অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত সংস্কারের অনুগমন করে ।” শাস্ত্রান্তরেও দৃষ্ট হয়
যে, “পূর্ব্বজন্মানি য়া বিদ্যা পূর্ব্বজন্মানি যদ্বদনম্ । পূর্ব্বজন্মানি য়া নারী অগ্রে
ধাবতি ধাবতি ॥” এইরূপ অতি প্রবল প্রকৃতি অর্থাৎ স্বকীয় দুর্কাসনার
অধীন হইয়া, জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষও অনুরূপ কর্ম্মাঘেষণ করেন এবং তদনু-
ষ্ঠানেই আত্ম-নিয়োজন করেন । যখন ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিগণও এই পুরুষার্থ-
জ্ঞংশের কারণীভূতা প্রাচীনসংস্কাররূপা প্রকৃতির শাসন অতিক্রম করিতে
পারেন না, তখন মূখ-জন-সাধারণ যে সর্ব্বতোভাবে তাহার অধীন থাকিবে
তাহাতে সন্দেহ কি ? যখন সকল প্রাণিই এইরূপ প্রকৃতির অনুবর্তী, তখন
তাহাদের নিবারণ বা নিষেধ করিবার সাধ্যই বা কি ? ধর্ম্মশাসন বা রাজ-
শাসন কিছুই এরূপ চিরন্তন স্বভাবানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান প্ররতি নিরোধ
করিতে পারে না । অনুরাগের আতিশয্য হেতু তজ্জনিত দুর্জিত-রাগি
বিদূরিত করা সকলেরই সাধ্যাতীত । কেবল একমাত্র সংসঙ্গ বা ভগবৎ-
রূপালক ভক্তিযোগই এই অতি প্রবল প্রকৃতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের
অমোঘ উপায় । স্বন্দ পুরাণে দৃষ্ট হয় যে, “হে দেবর্ষে ! অহো তুমি ধন্য ।
তোমার রূপায় নীচজনও প্রেমে পুলকিতকায় হয় এবং ঘৃণিত ব্যাধিও
মুক্তিলাভ করে ।” নরহন্তা ও দুরন্ত দহ্য রত্নাকর এইরূপ সংসঙ্গ জনিত

ভগবন্তুক্তি লাভ করিয়া, চিরন্তন সংস্কারের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া ছিলেন এবং ভক্তচূড়ামণি বাম্প্রীকি নামে জগতে চিরসম্পূজিত হইয়া রহিয়াছেন । এরূপ সংসঙ্গ না ঘটিলে, এই দুর্ভাগ্যবান হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের উপায়ান্তর নাই । প্রকৃতির প্রাবল্যে পাপানুষ্ঠান হেতু, শাস্ত্রীয় শাসনানুসারে পরিণামে নরক-ভোগ ও লৌকিক শাসনানুসারে বর্ত্তমান কালে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয় । তথাপি ইহা এতই প্রবল ও মানবকে এতই অধীন করিয়া রাখে যে, তাহার কলাকল জানিয়াও এবং ইহকাল ও পরকাল ভয়েও প্রকৃতির শাসন অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

—: (.) :—

ইন্দ্রিয়স্যেन्द्रিয়সার্থে রাগদ্বेषৌ ব্যবস্থিতৌ ।

তয়োৰ্ণ বশমগেচ্ছৎ তো হস্য পরিপস্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

অর্থঃ ।—ইন্দ্রিয়ম্-ইন্দ্রিয়স্য (চক্ষু-কর্ণ-নাসাদেঃ) অর্থে (শব্দাদৌ স্বস্ববিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (অনুকূলবিষয়ে অনুরাগঃ প্রতিকূল-বিষয়ে বিদ্বেষঃ) ব্যবস্থিতৌ (অবশ্যস্তাবিনৌ) [অতএব] তয়োঃ (রাগ-দ্বেষয়োঃ) বশং (বশবর্ত্তিতাং) ন আগচ্ছৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) তো (রাগ-দ্বেষৌ) অস্য (মুমুক্শোঃ) পরিপস্থিনৌ (প্রতিপক্ষৌ) ॥ ৩৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—ইন্দ্রিয়ের-ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অনুরাগ-বিদ্বেষ অবশ্যস্তাবী [অতএব] তাহার বশবর্ত্তী হইও না রাগদ্বেষ মুক্তিকামের বিরোধী ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই তাহার বিষয়ভূত পদার্থে অনুকূল ও প্রতিকূল-ভেদে অবশ্যই অনুরাগ বা বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে । কিন্তু অনুরাগ ও দ্বেষ মুক্তির বিরোধী ; অতএব কদাচ তদুভয়ের বশীভূত হইও না ॥ ৩৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যদি সর্ব্বো অন্তরাত্মানং প্রকৃতিসদৃশমেব চেষ্টতে, ন চ প্রকৃতিশূন্তঃ কশ্চিদতি, ততঃ পুরুষকারস্ত বিঘ্নানুপপত্তেঃ শাস্ত্রানর্থক্যপ্রাপ্তাবিদঘ্যুচ্যতে ইঞ্জিয়ন্তেতি । ইঞ্জিয়স্যেन्द्रিয়সার্থে সর্ব্বোজ্ঞিয়াগামর্থে শব্দাদিবিষয়ে ইষ্টে শব্দাদৌ রাগোহনিষ্টে দ্বেষ ইত্যেবং প্রতীজিয়ার্থে রাগদ্বেষাবশস্তাবিনৌ, তজ্জ্ঞানং পুরুষকারস্ত শাস্ত্রার্থস্ত বিষয় উচ্যতে, শাস্ত্রার্থে

প্রবৃত্তে: পূৰ্ণমেব রাগদ্বৈতমেকং নাগচ্ছ্যে, বা হি পুরুষত্ব প্রকৃতি: সা রাগদ্বৈতমেকং সৈব
স্বকারণে পুরুষং প্রবর্তয়তি যদা, তদা স্বধর্মপরিচয়ং পরধর্মাত্মনঃ ভবতি । যদা পুন:
রাগদ্বৈতৌ তৎপ্রতিপক্ষং নিরসয়তি তদা শাস্ত্রদৃষ্টিরেব পুরুষো ভবতি ন প্রকৃতিবশ: তস্মাৎ
ভয়ো রাগদ্বৈতমেকং নাগচ্ছ্যেদ্যতস্তৌ হস্ত পুরুষস্ত পরিপস্থিনৌ শ্রেয়োগার্গস্ত বিয়কর্তারৌ
তদ্ব্যবহিতার্থ: ॥ ৩৪ ॥

আনন্দগিনি ।—সর্বত্র ভূতবর্গস্ত প্রকৃতিবশবর্তিছে লৌকিকবৈদিকপুরুষাকার-
বিষয়াভাববিধিনিষেধানর্থক্যমিতি শব্দভেদে যদীতি । নহু যস্ত ন প্রকৃতিরস্তি তস্ত পুরুষাকার-
সম্ভবাদর্থবৎ তদ্বিশেষে বিধিনিষেধয়োর্বিষ্যতি নেত্যাহ নচেতি । শব্দভেদোৎপাদকেন
পরিহরতি ইদমিত্যাদিনা । বীক্ষায়া: সর্বকরণাগোচরত্বং দর্শয়তি সর্কেতি । প্রত্যর্থ: রাগ-
দ্বৈতমেকংব্যবস্থায়ং প্রাপ্তৌ প্রত্যাশিত্যি ইষ্টে ইতি । প্রতিবিষয়ং বিভাগেন ভয়োরন্যাতরম্যা-
বশ্যকভেদপি পুরুষকারবিষয়াভাবপ্রযুক্ত্য প্রাপ্তকং দূষণং কথং সমাধেয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ
তদ্ব্যতি । তয়োৱিত্যাভাবভারিতং ভাগং বিভজ্যতে শাস্ত্রার্থস্যেতি । প্রকৃতিবশত্বাদজ্ঞেয়ত্বৈব
নিষেজ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ বা ইতি । রাগদ্বৈতদ্বারা প্রকৃতিবশবর্তিত্বৈব স্বধর্মত্যাগাদি হর্মস্বাৱমিত্যুক্ত-
মিমানীং বিবেকবিজ্ঞানেন রাগাদিনিবারণে শাস্ত্রীয়দৃষ্ট্য প্রকৃতিপারবশ্যং পরিহৃতুং শক্যমিত্যাহ
ষদেতি । মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনৌ হি রাগদ্বৈতৌ তৎপ্রতিপক্ষং বিবেকবিজ্ঞানস্য মিথ্যাজ্ঞান-
বিরোধিত্বাদবশেষম্ । রাগদ্বৈতয়োর্মূলনিবৃত্ত্য নিবৃত্তৌ প্রতিবন্ধকংসে কাৰ্য্যগিদ্ধিমভিসন্ধ্যায়োক্তং
তদেতি । এবকারম্যানাযোগব্যবচ্ছেদকত্বং দর্শয়তি নেতি । পূর্বোক্তং নিয়োগমুপসংহরতি
তস্মাদিতি । তত্র হেতুসাহ যত ইতি । বিশেষোপাত্তৌ হেতুর্ভবতি ইতি একটিতঃ, স চ পূর্বকং
তচ্ছব্দেন সম্বন্ধনীয়ঃ । পুরুষপরিপস্থির্বৈব ভয়ো: সোদাহরণং ফোরয়তি শ্রেয়োগার্গস্তেতি ॥ ৩৪ ॥

রামানুজ ।—প্রকৃত্যনুগামিত্বপ্রকারমাহ ইঞ্জিয়স্তেতি । শ্রোত্রাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়সম্বন্ধে
শব্দাদৌ, রাগাদিকর্মেন্দ্রিয়সম্বন্ধে বচনাদৌ প্রাচীনবাসনাজনিততত্ত্বদুঃখভ্রূষণরূপো রাগো বর্জনীয়ো
ব্যবস্থিতঃ, তদনুভবে প্রতিহতে চাবর্জনীয়ো বৈষ্যো ব্যবস্থিতঃ, তৌ হি জ্ঞানযোগায় যতমানং
নিয়মিতসর্কেজিয়ং স্বপশে কুরা প্রসহ স্বকারণ্যু নিষেজয়তঃ । তত্চাসমান্যস্বরূপানুভববিমুখো
বিনষ্টো ভবতি তয়োৱ বশমাগচ্ছ্যে । জ্ঞানযোগারম্ভেণ রাগদ্বৈতবশমাগম্য ন বিনষ্টেৎ । • তৌ
রাগদ্বৈতৌ (হস্ত) সর্বত্র ভূতয়ো শত্রু আনন্দজ্ঞানাত্ম্যং বারয়তঃ ॥ ৩৪ ॥

হনুমানু ।—অত: শাস্ত্রানর্থক্যমিতি চেৎ তত্রাহ ইঞ্জিয়স্তেতি । ইঞ্জিয়স্যেন্দ্রিয়সম্বন্ধে
সর্কেজিয়স্যম্বন্ধে ইষ্টে রাগঃ, অনিষ্টে দ্বেষ ইত্যেবং, ব্যবস্থিতৌ অবশস্তাবিনৌ । যদাপি
প্রকৃত্যনুগামিত্বং স্বভাব: প্রবৃত্তিনিবৃত্তি, তথাপি তয়ো রাগদ্বৈতপূর্বকং প্রত্যক্ষং, রাগাৎ প্রবৃত্তি:
দ্বৈতনিবৃত্তি: ইত্যতো রাগদ্বৈতৌ নিরম্য • যথাশাস্ত্রং প্রবর্ততে, যতস্তৌ রাগদ্বৈতৌ পরিপস্থিনৌ
পুরুষার্থপ্রতিবন্ধকৌ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর ।—নরেষং প্রকৃত্যনুগামিত্বং চেৎ পুরুষস্য প্রবৃত্তিত্ত্বি বিধিনিষেধশাস্ত্রস্য বৈপর্য্যং
প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইঞ্জিয়স্তেতি । (ইঞ্জিয়স্যেন্দ্রিয়সম্বন্ধে বীক্ষায়া: সর্কেবামিঞ্জিয়ানাং প্রকৃতি:)

ইত্যুক্তং) অথে স্বস্থবিষয়ে অমুকূলে অমুরাগঃ, প্রতিকূলে দ্বেষ ইত্যেবং রাগদ্বৈবো ব্যবস্থিতৌ অবশ্রাস্তাবিনৌ, ততশ্চ তদমুরূপা প্রবৃত্তিরিতি ভূতানাং প্রকৃতিঃ, তথাপি তয়োর্বশবর্তী ন ভবেদ্রিতি শাস্ত্রেণ নিয়মহত, হি বস্মাদন্য মুমুকোস্তৌ পরিপস্থিনৌ প্রাপ্তৌ । অয়ং ভাবঃ, বিষয়স্বরূপাদিনা রাগদ্বৈবাবুৎপাদ্যানবহিতং পুরুষমনর্গেহতিগন্তীয়ে শ্রোতনীব প্রকৃত্তেবলাৎ প্রবর্তয়তি, শাস্ত্রস্ত ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু রাগদ্বৈষপ্রতিবন্ধকে পরমেশ্বরভজনাদৌ তং প্রবর্তয়তি, ততশ্চ গন্তীরশ্রোতঃপাতাং পূৰ্বমেব নাবমাশ্রিত ইব নানর্থং প্রাপ্নোতি । তদেবং স্বাভাবিকীং পশাদিসদৃশীং প্রবৃত্তিঃ ত্যক্তা ধর্ম্মে প্রবর্তিতব্যমিত্যুক্তম্ ॥ ৩৪ ॥

বলদেব ।—নমু প্রকৃত্যধীন চৈৎ পুংসাং প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধিনিষেধশাস্ত্রে ব্যর্থ ইতি চৈৎ ভজাহ ইঞ্জিয়সোতি । বীপসয়া সর্কেবাং ইত্যুক্তম্ । ততশ্চ জ্ঞানেঞ্জিয়াণাং শ্রোত্রাদীনামর্থৈ বিধয়ে শব্দাদৌ, কর্ম্মেঞ্জিয়াণাঞ্চ বাগাদীনামর্থৈ বচনাদৌ, অমুকূলে শাস্ত্রনিষিদ্ধেহপি পরদার-সম্ভাষণতৎস্পর্শনতন্তোষণাদৌ রাগঃ, প্রতিকূলে শাস্ত্রবিহিতেহপি সংসম্ভাষণসংসে-নসন্তীর্থা-গমনাদৌ দ্বেষ ইত্যেবং রাগদ্বৈবো ব্যবস্থিতৌ চামুকূল্যপ্রাতিকূল্যে ব্যবস্থয়া স্থিতৌ ভবতো ন অনিয়মেনেত্যর্থঃ । যদ্যপি তদমুরূপা প্রাণিনাং প্রবৃত্তিস্তথাপি শ্রেয়োনিপুর্জনস্তয়ো রাগ-দ্বৈষয়োর্বশং নাগচ্ছেৎ । হি বস্মাৎ তাবস্য পরিপস্থিনৌ বিষয়কর্তারৌ ভবতঃ পাহস্যেব দৃশ্যঃ । এতদুক্তং ভবতি । অনাদিকালপ্রবৃত্তা হি বাসনা নিষ্ঠানুবন্ধিভজ্ঞানাত্তাবসহকৃত্তেনেট্টসাধনত-জ্ঞানেন নিষিদ্ধেহপি পরদারসম্ভাষণাদৌ রাগমুৎপাদ্য-পুংসাঃ প্রবর্তয়তি । তথেষ্টসাধনতজ্ঞানা-তাবসহকৃত্তেননিষ্ঠসাধনতজ্ঞানেন বিহিতেহপি সংসম্ভাষণাদৌ দ্বেষমুৎপাদ্য ততস্তান্ নিবর্তয়তি । শাস্ত্রং কিল সংপ্রসঙ্গশ্চ তমনিষ্ঠানুবন্ধিবোধনেন নিষিদ্ধান্নোহমুকূলাদপি নিবর্তয়তি দ্বেষমুৎ-পাদ্য । ইষ্টানুবন্ধিবোধনেন বিহিতে মনঃপ্রতিকূলেহপি রাগমুৎপাদ্য প্রবর্তয়তীতি ন বিধিনিষেধ-শাস্ত্রয়োর্বৈষম্যমিতি ॥ ৩৪ ॥

মধুসূদন ।—নমু সর্বস্য প্রাণিবর্গস্য প্রকৃতিবশবর্তিত্বে গোতিকবৈদিকপুরুষকারবিষ-য়াভাবাধিনিষেধানর্থক্যং প্রাপ্তম্, ন চ প্রকৃতিশূন্যঃ কশ্চিৎপ্রতি, যং প্রতি তদর্থবৎ স্যাদিত্যত আহ ইঞ্জিয়সোতি । ইঞ্জিয়সোতি ইঞ্জিয়সোতি বীপসয়া সর্কেবামিজিয়াণামর্থৈ বিধয়ে শাস্ত্রে স্পর্শে রূপে রসে গন্ধে চ এবং কর্ম্মেঞ্জিয়বিষয়েহপি বচনাদৌ অমুকূলে শাস্ত্রনিষিদ্ধেহপি রাগঃ, প্রতিকূলে শাস্ত্রবিহিতেহপি দ্বেষ ইত্যেবং প্রতীজিয়ার্থং রাগদ্বৈবো ব্যবস্থিতাবামুকূল্য-প্রতিকূল-ব্যবস্থয়া স্থিতৌ ন অনিয়মেন সর্বত্র ভৌ ভবতঃ । তত্র পুরুষস্য শাস্ত্রস্য চারং বিষয়ো যং তয়োর্বশং নাগচ্ছেদ্রিতি । কথং বা হি পুরুষস্য প্রকৃতিঃ সা বলবদনিষ্ঠানুবন্ধিভজ্ঞানাত্তাব-সহকৃত্তেট্টসাধনতজ্ঞাননিবন্ধনং রাগং পুরুষত্ব্যেব শাস্ত্রনিষিদ্ধে কলজভজ্ঞাদৌ প্রবর্তয়তি তথা বলবদিট্টসাধনতজ্ঞানাত্তাবসহকৃত্তানিষ্ঠসাধনতজ্ঞাননিবন্ধনং দ্বেষং পুরুষত্ব্যেব শাস্ত্রবিহিতাদপি সক্ষ্যাবল্লদাদের্বৈষম্যমিতি, তত্র শাস্ত্রেণ প্রতিবিদ্যন্ত বলবদনিষ্ঠানুবন্ধিভজ্ঞানিতে সহকার্য্যতাবাং কেবলং দ্বেষ্টসাধনতজ্ঞানং মধুবিষসম্পৃক্তারভোজন ইব তত্র ন রাগং জনয়িতুং শক্যোতি, এবং

বিহিত্ত শাস্ত্রেণ বলবদিষ্টানুবন্ধিষে বোমিতে সহকার্যভাবাৎ কেবলমনিষ্টসাধনজ্ঞানং ভোক্তৃ-
নাদাবিব তত্র ন ধেষং জনয়িতুং শক্যোতি । ততশ্চাপ্রতিবন্ধং শাস্ত্রং বিহিতে পুরুষঃ প্রবর্তয়তি ।
নিষিদ্ধাচ্চ নিবর্তয়তীতি শাস্ত্রীরবিবেকবিজ্ঞানপ্রাবল্যেন স্বাভাবিকরাগদ্বেষয়োঃ কারণোপমর্দনাৎ
ন প্রকৃতিবিরীতমার্গে পুরুষঃ শাস্ত্রদৃষ্টিং প্রবর্তয়িতুং শক্যোতীতি ন শাস্ত্রস্ত পুরুষ-কা স্ত চ
বৈষয়প্রসঙ্গঃ, তয়োরাগদ্বেষয়োর্বাৰ্হণং নাগচ্ছেৎ তদধীনো ন প্রবর্তেত ন নিবর্তেত বা, কিন্তু
শাস্ত্রীয়তবিপক্ষজ্ঞানেন তৎকারণবিঘটনদ্বারা তৌ নাশয়েৎ । হি যস্মাৎ তৌ রাগদ্বেষৌ
স্বাভাবিকদোষপ্রযুক্তৌ অস্তপুরুষস্য শ্রেয়োহর্গনঃ পরিপস্থিনৌ শত্রু শ্রেয়োমার্গস্য বিয়কর্তারৌ,
দম্য ইব পথিকস্য । ইদঞ্চ “দ্বয়েহ প্রজাপত্যাদেবাস্তাম্রশচ ততঃ কানীযসা এব দেবা জায়সা
অম্রশচ এষ লোকেষু অস্পর্দন্ত” ইত্যাদিশ্রুতৌ স্বাভাবিকরাগদ্বেষবিনাশশাস্ত্রং পবিত্রীতপ্রবৃত্তি-
মম্বরজেন, শাস্ত্রীয়প্রবৃত্তিঞ্চ দেবজেন নিরূপ্য ব্যাখ্যাতমিতিবিশ্তরেণেতু্যপরম্যতে ॥ ৩৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবং তর্হি পুরুষস্য স্বাতন্ত্র্যভাবাবিধিনিষেধশাস্ত্রং ব্যর্থমত্যাশঙ্ক্যাহ ইঞ্জি-
রস্য ইতি । (ইঞ্জিরস্যোজ্জিরস্যোতি দ্বির্বচনং বীপ্গাঃ) প্রতীজিরং স্পে স্বেহর্থে শব্দাদৌ বচনাদৌ
চ বিষয়ে রাগদ্বেষৌ, অমুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষচ ব্যবস্থিতৌ নিত্যসম্বন্ধৌ, তত্র তয়োর্ব্বাৰ্হণং
নাগচ্ছেদিত শাস্ত্রস্তাত্ত্বমুক্তা, পুরুষস্ত চ তদমুঠানে স্বাতন্ত্র্যমতি, হি যতঃ তৌ রাগদ্বেষাবেষান্ত
প্রাণিনঃ পরিপস্থিনৌ বিরোধিনৌ অদৃষ্টদ্বায়েণ প্রবর্তকস্মাৎ, ন তু প্রকৃত্যনমুসারী ঈশ্বরোহস্ত
পরিপস্থী, তস্ত বৈষম্যাদিদোষাপত্তেঃ । অয়ং ভাবঃ, যথা হস্তনৈব স্বাজোজ্জ্বলনজেনাপরাধেন
কুপিতো রাজা অপরাধিনং হি নিগড়াদৌ নিগৃহিতুং স্বীয়ান্ ভটান্ প্রবর্তয়তি, স এবাদ্যতনেনৈব
দানমানেন প্রসাদিত এনং তেষামেব ভটানামাধিপত্যে নিযুক্তে, এবং পূর্ব্বকস্মাৎসারী ঈশ্বরো
রাগাদিদ্বারা পুরুষং বাধমানোহপি বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রাস্মারিণা তেনৈব ভক্তিধ্যানপ্রণিধানেন
অর্জিতঃ এনং রাগাদিজয়ে নিযুক্তে । তস্মাদ্বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রস্ত নানর্থক্যং, পুরুষস্য স্বাতন্ত্র্য-
সত্ত্বাং নাপীশ্বরে বৈষম্যাদিকং প্রাণিকস্মারিত্বাদিতি ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—যস্মাদুঃস্বভাবেষু লোকেষু বিধিনিষেধশাস্ত্রং ন প্রভবতি, তস্মাৎ যাবৎ
পাপাত্যাসোখঃস্বভাবো নাভূৎ তাবদ্ যণেষ্টমিজ্জিরাশি ন চারয়েদিত্যাহ ইঞ্জিরস্তেতি ।
(ইঞ্জিরস্যোজ্জিরস্যোতি বীপ্গা) প্রত্যেকং সর্কেজ্জিরাগাগর্থে স্ববিস্বয়ে পরস্ত্রীমাত্রজ্ঞানদর্শন-
স্পর্শনতৎপরিচরণতৎসম্প্রদানকত্রব্যাদানাদৌ শাস্ত্রনিষিদ্ধেহপি রাগঃ, তথা গুরুবিপ্রতীর্থাতিথি-
দর্শনস্পর্শনপরিচরণতৎসম্প্রদানকরণবিতরণাদৌ শাস্ত্রবিহিত্বেহপি দ্বেষঃ, ইত্যেতৌ বিশেষণা-
বস্থিতৌ বর্ততে, তয়োবর্শমধীনত্বং ন প্রাপ্নুয়াৎ । যদা ইঞ্জিরার্থে জ্ঞানদর্শনাদৌ রাগঃ, তৎ-
প্রতিঘাতে কেনচিৎ কৃতে সতি দ্বৈষ ইতি, অস্যা পুরসার্থসাধকস্য, কচিৎসুনোহমু-
কূলেহর্থে অরসজ্ঞানাদৌ রাগঃ, মনঃ প্রতিকূলেহর্থে বিরসরূপ্যাদৌ দ্বেষঃ । তথা
স্বপুত্রাদিদর্শনশ্রবণাদৌ রাগঃ, বৈরি-পুত্রাদিদর্শনশ্রবণাদৌ দ্বেষঃ । তয়োর্ব্বাৰ্হণং ন গচ্ছেদিত
ব্যাচকতে ॥ ৩৪ ॥

ভাৎপর্য্য।—যখন মনুষ্যমাত্রই প্রকৃতির বশবর্তী এবং তাহাদের চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা জন্মান্তরীণ সংস্কারের অনুগামী, তখন মনুষ্যের পুরুষকারের আর কোনট নার্য্যকতা থাকিতেছে এবং না বিপিনিষেধ প্রতিপাদক শাস্ত্রও রূপা হইয়া পড়িতেছে । প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে, অর্থাৎ চক্ষুর রূপে, কণের শব্দে, হ্রকের স্পর্শে, রসনার রসে, নাসিকার জ্ঞানে, হস্তের গ্রহণে, পদের গমনে, বাক্যের বচনে, পাসুর মলত্যাগে এবং উপস্থের আনন্দে স্বভাবতঃ অনুরাগ ও বিদ্রোহ জন্মিয়া থাকে । যদি বিষয় ইন্দ্রিয়ের বাগনা-নুযায়ী হয়, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে প্রবল অনুরাগ জন্মে এবং যদি তাহা বাগনার বিরোধী হয় তাহা হইলে তদ্বিষয়ে নিরতিশয় বিদ্রোহ সমুৎপন্ন হয় । যদি অনুরাগজনক বিষয়ের অনুসরণ করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও মনুষ্য নিরস্ত হইতে পারে না । অথবা যদি দ্বেষজনক বিষয় শাস্ত্র-বিহিত হয়, তাহা হইলেও তৎসম্বন্ধে বিদ্রোহ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারে না । বিষয় সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের অনুরাগ ও বিদ্রোহ কোন নিয়মেরই অধীন নহে এবং পুরুষকার বা শাস্ত্রীয় শাসনের বশবর্তী নহে । কলঙ্ক * ভক্ষণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইলেও, অনেকের তদ্বিষয়ে অতিশয় অনুরাগ দৃষ্ট হয় এবং সঙ্ক্যাবন্দনাদি কার্য্য শাস্ত্র-বিহিত হইলেও, অনেকের তদ্বিষয়ে নিতান্ত দ্বেষ দৃষ্ট হয় । রাগদ্বেষ্টকে সন্মুখীন করিয়া, প্রকৃতি মনুষ্যকে হিতাহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত করে । কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান দৃঢ়তর হইলে প্রকৃতি কখনই মনুষ্যকে আপাত-মনোহর ও পরিণাম-ক্লেশকর বিষয়ে অনুরাগী করিতে পারে না । মধু ও বিষ সংমিশ্রিত অন্ন আপাততঃ অতিশয় মধুর হইলেও, বাহাদের হৃদয় অজ্ঞানান্ধ নহে, তাহারা কখনই তাহা ভোজন করিতে অনুরক্ত হন না । বাহারা জ্ঞানহীন ও শাস্ত্রার্থজ্ঞ তাহারা পরিণাম চিন্তা করে না, এবং শাস্ত্রীয় নিষেধ উপেক্ষা করিয়া আশু প্রীতিপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করেন । অতএব রাগদ্বেষ্টই বাবলীয় অনিষ্টের মূলীভূত জানিয়া, কদাচ তাহার বশীভূত হইবে না । যখন প্রকৃতি তদু-ভাগকে অবলম্বন করিয়া ও তাহাদিগকেই পুরোবর্তী রাখিয়া মানবের

* কলঙ্ক।—বিষাক্ত-অন্ন-বিদ্ধ পশুপক্ষীর মাংস । “ন কলঙ্ক ভক্ষয়েৎ” এই বিধি-বাক্যানুসারে কলঙ্ক ভক্ষণ শাস্ত্র-বিষিদ্ধ । এই কলঙ্ক শব্দের ‘ভাবকুট’ এই অর্থও প্রচলিত আছে । কোন কোন পণ্ডিত ভাবকুট-সেবনই শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া মনে করেন ।

মুক্তিকে বিপণ্যগামিনী করে এবং তাহাদের 'মুক্তি কামনার প্রতিকূলতা' সাধন করে, তখন রাগদেহকে পরিত্যাগ করিলেই ব্রহ্মবতী প্রকৃতির হস্ত হইতে এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বদানর্থের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। অতি বলশালিনী প্রকৃতি, মনুষ্যের স্রদয়ে রাগদেহ সমুৎপন্ন করিয়া, তাহাদিগকে সবলে বিষয়ের ঘনাবর্তে নিক্ষেপ করে; কেবল শাস্ত্রার্থ জ্ঞান-রূপ নৌকাই তাহাদিগকে সেই বিপদ-সঙ্কুল তরঙ্গাবর্ত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ। পরনারীর সৌন্দর্য্য নস্তোগবাসনা; অথবা পরস্বাপহরণ-প্রবৃত্তি, অথবা দেহেন্দ্রিয়ের বিবিধ ভোজ্যারোজন-স্পৃহা পশুদিগেরও পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং নিরন্তর তৎসাধন করিলে কেবল পশুপুষ্টিরই অনুষ্ঠান করা হয়। রাগদেহ এই প্রবৃত্তিষয়ের সাহায্যেই প্রকৃতি মনুষ্যকে এইরূপ পশুভাবাপন্ন করে। অতএব মুক্তিকাম পুরুষের পক্ষে রাগদেহ লগুড়ধারী পথমধ্যবর্তী দস্যুর স্থায় সর্বনাশ-সাধক ও ভ্রেষঃসাধনের বলবান্ প্রতি-ষন্ধক। শাস্ত্রীয় জ্ঞানরূপ সংসঙ্গী ও সহায় না পাইলে এই দারুণ দুর্কির্পাক নিবারণের উপায়ান্তর নাই। শাস্ত্রীয় জ্ঞান জন্মিলে মনুষ্য হিতাহিত বোধ-সম্পন্ন হয় ও রাগদেহের বিষয় সমূহে নিস্পৃহ ও আকাজ্ঞা শূন্য হয়। আজ্ঞা-লজ্জন-জনিত কুপিত রাজা যেমন অপরাধী প্রজাকে একদা ধৃত করিয়া, নানাবিধ শাস্তি-প্রয়োগে তাহাকে অপমানিত ও লাঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে স্বকীয় অনুচরগণকে বিনিযুক্ত করেন, এবং অশ্রুদিন সেই প্রজারই শিষ্টাচার ও সাধু ব্যবহার দর্শনে, তাহাকে দানমানাদি সংকারে সমাদৃত করিয়া অনুচরগণকে তদীয় অধীনতায় নিযুক্ত করেন; সেইরূপ পক্ষপাত বিবর্জিত সর্বেশ্বর ভগবান্, মানবের প্রারব্ধ কর্মানুযায়ী দুষ্কৃতির যথোচিত দণ্ড-বিধানার্থ রাগদেহরূপ সৈন্য বিনিযুক্ত করেন। ঐ সৈন্যদ্বয় তাহাকে হিতাহিত বোধ-শূন্য করিয়া এবং ক্রমশঃ তাহার বিবিধ অনিষ্ট সাধন করিয়া অবশেষে সর্বনাশ সংসাধিত করে। কিন্তু যদি সেই অপরাধী মানব, ভক্তিদ্যানপ্রণিধানাদি দ্বারা বিধি-নিষেধ শাস্ত্রানুবর্তী হইয়া, স্বীয় সাধু ব্যবহারের পরিচয় প্রদান করে, তখন সেই সর্বেশ্বর দয়াময় পরমেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া রাগদেহকে তাহার অধীনতায় পরিত্যাপিত করেন। অতএব শাস্ত্রার্থ পরিদর্শী হইয়া রাগদেহকে বিজিত ও অধীন করিলে প্রকৃতির অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া, মানব পুরুষকারের সাহায্যে

অব্যাহত ভাবে মোক্ষপথে "অগ্রসর হইয়া থাকে । এই রাগদেব অহুর স্বরূপ এবং শাস্ত্রীয় বুদ্ধি দেবতা স্বরূপ । দুঃ অহুর চিরকালই দেবগণের প্রতিকূলতাচরণে নিযুক্ত । শাস্ত্রজ্ঞানরূপ দেবতার সাহায্যে, রাগদেব স্বরূপ অহুরকে বিজিত ও নির্জিত করাই একমাত্র সুব্যবস্থা । শাস্ত্র ও পুরুষকার অনর্থক বলিয়া যে আশঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহা অমূলক । শাস্ত্র-জ্ঞান-বলে রাগদেব জয় করিয়া প্রকৃতির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায় এবং তখন পুরুষকারের সাহায্যেই ধর্ম্যে প্রবৃত্ত হইয়া উত্তরোত্তর আয়োন্নতি ও জ্ঞানার্জন দ্বারা মুক্তি স্বরূপ পরম মঙ্গল লাভ করা যায় । প্রতি ইন্দ্রিয় বুঝাইবার নিমিত্ত মূলে ইন্দ্রিয় শব্দের বীজ্য অর্থাৎ পুনরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

—:(.):—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্যো বিগুণঃ পরধর্ম্যাং অনুষ্ঠিতাং ।

স্বধর্ম্যে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্যে ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

অর্থ ।—সু-অনুষ্ঠিতাং (সর্বাঙ্গপূর্ত্যা কৃত্যং), পরধর্ম্যাং (বর্ণান্তরধর্ম্যাং) বিগুণঃ (অঙ্গহীনঃ) [অপি] স্বধর্ম্যঃ (স্বকীরবর্ণাশ্রমোচিতঃ ধর্ম্যঃ) শ্রেয়ান্ (প্রশস্যতরঃ) স্বধর্ম্যে [হিতস্য] নিধনং (মরণং) শ্রেয়ঃ (অধিকতরং প্রার্থিতং) পরধর্ম্যঃ ভয়াবহঃ (ভীতিজনকঃ) ॥ ৩৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—সর্বাঙ্গসম্পাদিত বর্ণান্তর-ধর্ম্য-অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্য [৩) শ্রেষ্ঠ, স্বধর্ম্য [অনুষ্ঠানকারী] মরণ ভাল পরধর্ম্য ভয়ানক ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—স্বধর্ম্যানুষ্ঠানে যদি কোন অঙ্গহীন ঘটে, তথাপি সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন পরধর্ম্য অপেক্ষা তাহাই শ্রেষ্ঠ । স্বধর্ম্য অনুষ্ঠানে যদি মরণ হয়, তাহাও বরং শ্রেয়ঃ ; কারণ পরধর্ম্য নিতান্ত ভয়সঙ্কুল ॥ ৩৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তত্ত্ব রাগদেবপ্রযুক্তো মন্ততে, শাস্ত্রার্থমপ্যাত্তথা পরধর্ম্যোহপি ধর্ম্যজা-দহর্মেণ এবোতি ভদ্রস্য শ্রেয়ানিতি । শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বধর্ম্যঃ স্বকীরবর্ণো বিগুণোহপি বিগতগুণোহপি, অহুজ্ঞানঃ, পরধর্ম্যাং অনুষ্ঠিতাং সাকল্যেন সম্পাদিতাদপি স্বধর্ম্যে

হিতস্ত নিধনং মরণমপি শ্রেয়ঃ পরধর্ম্যে হিতস্ত জীবিতাং, কস্মাৎ ? পরধর্ম্যে ভয়াবহঃ
নরকাদিলক্ষণং ভয়মাবহতি যতঃ ॥ ৩৫ ॥

আনন্দগিরি ।—রাগদ্বেষয়োঃ শ্রেয়োমার্গপ্রতিপক্ষত্বং একটয়িত্বং পরমতোপজ্ঞাসিত্বা
গমনস্তরল্লোকমবতারয়তি তদ্ব্যত্যাদিনা । (ব্যবহারভূমিঃ সপ্তমার্থঃ) শাস্ত্রার্থতত্ত্বাৎ প্রতী-
পত্তিমেন প্রত্যায়য়তি পরধর্ম্যেহপীতি । স্বধর্ম্মবদিত্যপেরর্থঃ । অল্পমানং দ্বয়স্বত্ত্বরত্বেন
ল্লোকমুখাপয়তি তদসদिति । ক্ষত্রধর্ম্মাদযুদ্ধাদহরহুষ্ঠানাং পরিব্রাড্ধর্ম্মস্ত ত্তিকশানাদিলক্ষণস্ত
স্বাত্মর্থেতরয়া মমাপি কর্তব্যত্বং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে শ্রেয়ানিতি । উক্তেহর্থ্যে প্রশ্নপূর্ব্বকং
হেতুমাং কস্মাদিত্যাদিনা । স্বধর্ম্মমবধূয় পরধর্ম্মমহুতীষ্ঠতঃ স্বধর্ম্মাতিক্রমকৃতদোষস্ত দ্রুপদ্বিহারত্বাদি
তত্ত্বাগঃ সাধীয়ানিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

রামানুজ ।—শ্রেয়ানিতি । অতঃ স্পষ্টকতয়া স্বধর্ম্মভূতঃ কর্ম্মযোগো বিগুণোহপ্য-
প্রমাদগর্ভঃ প্রকৃতিসংসৃষ্টস্ত হ্রঃশকতা পরধর্ম্মভূতাং জ্ঞানযোগাৎ সগুণাদপি কিঞ্চিৎকালমহুষ্ঠিতাং
স প্রমাদাচ্ছ্রয়ান্ স্নেহৈনবোপাদাতুং যোগ্যতয়া স্বধর্ম্মভূতে কর্ম্মপি বর্তমানসৈক্যমিহ জন্মপ্রাপ্ত-
ফলতয়া নিধনমপি শ্রেয়ঃ । অন্তরায়াহততয়ানন্তরজন্মস্তপ্যাব্যাকুলকর্ম্মযোগারম্ভসম্ভবাৎ, প্রকৃতি-
সংসৃষ্টস্ত স্নেহৈনবোপাদাতুমশক্যতয়া পরধর্ম্মভূতো জ্ঞানযোগঃ প্রমাদগর্ভতয়া ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

হনুমান্ ।—শ্রেয়ানিতি । শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ, কিঞ্চিৎকালং যতঃ স্বধর্ম্মে নিধনং
শ্রেয়ান্, পরধর্ম্মঃ, স্বধর্ম্মো বিগুণঃ কতিপয়াদিৈ রহিতঃ, পরস্ত ধর্ম্মঃ পরধর্ম্মস্তম্বাৎ পরধর্ম্মাৎ স্বগুণ-
মহুষ্ঠিতাদিনা যতঃ শ্রেয়ঃ পরস্য ধর্ম্মঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ভয়মানহতীত্যর্থঃ, বুদ্ধিপূর্ব্বকারিপুরুষেষু
প্রসিদ্ধানিত্যর্থঃ, বুদ্ধিপূর্ব্বকারিপুরুষেষু প্রসিদ্ধনিষ্ঠাদর্শনাৎ (?) ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধর ।—তর্হি স্বধর্ম্মস্য যুদ্ধাদেহঃখকপস্য যথাবৎ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্ম্মস্ত চাহিংসাদেঃ
স্বকরত্বাদ্ব্যবিশেষাক্ষ, তত্র প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তঃ প্রত্যাং শ্রেয়ানিতি । কিঞ্চিদঙ্গহীনোহপি স্বধর্ম্মঃ
শ্রেয়ান্ প্রাপ্ততরঃ অহুষ্ঠিতাং সকলাঙ্গসম্পূর্ত্ত্যা কৃতাদপি পরধর্ম্মাৎ সকশাৎ । তত্র হেতুঃ স্বধর্ম্মে
যুদ্ধাদৌ প্রবর্ত্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠঃ স্বর্গাদিপ্রাপকত্বাৎ, পরধর্ম্মস্ত পরস্য ভয়াবহো
নিষিদ্ধত্বেন নরকপ্রাপকত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

বলদেব ।—নহু স্বপ্রকৃতিনির্ম্মিতাং রাগদ্বেষময়ীং পঞ্চাদিসাধারণীং প্রবৃত্তিঃ বিহীন
শাস্ত্রোক্তেষু ধর্ম্মেষু পর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তম্ । ধর্ম্মদ্বিগুণী তাদৃশপ্রবৃত্তিনিবর্ত্তিত । ধর্ম্মাশ্চ যুদ্ধাদি-
বদহিংসাদয়েহপি শাস্ত্রোক্তাঃ, তস্মাদ্রাগদ্বেষরাহিত্যেন কর্ত্তুমশক্যাদযুদ্ধাদেহিংসামিলোক্ত-
ব্রুতিপক্ষণো ধর্ম্ম উত্তম ইতি চেত্তত্রাহ শ্রেয়ানিতি । যস্ত বর্ণস্যাত্মস্যা চ যো ধর্ম্মঃ বেদেন বিহিতঃ
স চ বিগুণঃ কিঞ্চিদঙ্গকিলোহপি অহুষ্ঠিতাং সর্ব্বাঙ্গোপদংহারেণাচরিতাদপি পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্ ।
যথা ব্রাহ্মণস্যাহিংসাদিঃ স্বধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধাদিঃ । ন হি ধর্ম্মো বেদাতিরিক্তেন প্রমাণেন
গম্যতে । চকুর্ভিন্নৈকিয়েণেব রূপম্ । যথাহ জৈমিনিঃ । “চোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ” ইতি । তত্র
হেতুঃ স্বধর্ম্মে নিধনং মরণমপি শ্রেয়ঃ প্রত্যবাস্যত্বাৎ, পরজন্মনি ধর্ম্মাচরণসম্ভবাচ্চেষ্টসাপক-

মিতার্থঃ । পরধর্মস্ত ভয়াবহোহনিষ্টজনকঃ । তং প্রত্যাবিহিত্যেহন প্রত্যাভয়াসম্ভবাৎ । ন চ পরন্তরামে নিবাহিত্রে চ ব্যভিচারঃ, তয়োস্তত্ত্বকুলোৎপন্নাবপি তত্ত্বচোক্রমহিমা তৎকর্মোদয়াৎ । তথাপি বিগানং কষ্টঞ্চ তয়োঃ স্মর্যতে । অতএব দ্রোণাদেঃ ক্ষত্রধর্মোহসকৃদ্বিগীতঃ । নহু দৈবব্রাত্যাদেঃ ক্ষত্রিয়স্য পারিত্রাজ্যং ক্রয়তে ততঃ কথমহিংসাদেঃ পরধর্মত্বমিতি চেৎ সত্যং পূর্বপূর্বাশ্রমশ্রমৈঃ কৌণাশ্রমস্য পারিত্রাজ্যাদিকারে সতি তং প্রত্যাহিংসাদেঃ স্বধর্মত্বেন বিহিতত্বাৎ অতএব স্বধর্মো স্থিতস্যোতি যোগ্যতে ॥ ৩৫ ॥

মধুসূদন ।—নহু স্বাভাবিকরাগদ্বেষপ্রযুক্তপশ্বাদিসাধারণপ্রবৃত্তিপ্রাণেন শাস্ত্রীয়মেব কর্ম কর্তব্যং চেৎ তর্হিৎৎ স্করং ভিক্ষাণনাদি তদেব ক্রিয়তাং কিমতিহঃখাবহেন যুদ্ধেনেত্যত আহ শ্রেয়ানিতি । শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বধর্মঃ যং বর্ণমাশ্রমং প্রতি যো বিহিতঃ স তত্র স্বধর্মঃ, বিগুণোহপি সর্বাদ্রোপসংহারমন্তরেণ কৃতোহপি পরধর্ম্যাৎ স্বং প্রত্যাবিহিতাৎ স্বহুষ্টিতাং সর্বাদ্রোপসংহারেণ সম্পাদিতাদপি, ন হি বেদাতিরিক্তমানগম্যো ধর্মঃ, যেন পরধর্মোহপ্যনুষ্ঠেয়ঃ ধর্মত্বাৎ স্বধর্মবদিত্যনুমানং, তত্র মানং স্মাৎ “চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ” ইতি স্মায়াৎ, অতঃ স্বধর্মো কিকিদ্ভজহীনোহপি স্থিতস্য নিধনং, মরণমপি শ্রেয়ঃ প্রশস্যতরং, পরধর্মস্য জীবিতাদপি স্বধর্মস্য নিধনং, হি ইহ লোকে কীর্ত্যাবহং পরলোকে চ স্বর্গাদিপ্রাপকং, পরধর্মস্ত ইহাকীর্তিকরত্বেন পরত্র নরকপ্রদত্বেন চ ভয়াবহো যতঃ, অতো রাগদ্বেষাদিপ্রযুক্তস্বাভাবিকপ্রবৃত্তিবৎ পরধর্মোহপি হয় এবোত্যর্থঃ । এবং তাবদুগবয়তাজীকারিণাং শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিসুদনজীকারিণাঞ্চ শ্রেয়োমার্গলভ্যমুক্তং শ্রেয়োমার্গলং ফলাভিসন্ধিপূর্বককাম্যকর্মচরণে চ কেবলপাপমাত্রাচরণে চ বহুনি কারণানি কথিতানি, “যে বেতদভ্যাস্তস্যঃ” ইত্যাদিনা, তজ্জায়াং সংগ্রহঃ শ্লোকঃ । “শ্রদ্ধাহানিস্তথাহুয়া হুষ্টিচিন্তামুচতে । প্রকৃতৈর্কলবর্ত্তিৎ রাগদ্বেষৌ চ পুঙ্গবৌ । পরধর্মোচিৎক্ষেতৃত্বাচ্ছর্গার্গবাহকাঃ” ॥ ৩৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—শ্রেয়ানিতি । যস্মাদেবং তস্মাৎ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ স্বধর্মঃ স্বস্য বর্ণাশ্রমানুসারেণ জীবরণে বিহিতত্বাৎ, বিগুণো হিংসাদিমিশ্রোহপি কিকিদ্ভজহীনোহপি পরধর্ম্যাৎ হিংসাদিদোষবিহিতধর্ম্যাপেক্ষয়া স্বহুষ্টিতাং সর্বাদ্রোপসংহারেণ সমাগহুষ্টিতাদপি স এব শ্রেয়ান্ স্বধর্মো যুদ্ধাদৌ নিধনং মরণমপি শ্রেয়ঃ বিহিতত্বাৎ, পরস্য ধর্মো মোক্ষার্থ্যাদির্ভয়াবহঃ ক্ষত্রিয়স্য ভব নিষিদ্ধত্বাৎ, তস্মাৎ স্বতজ্ঞেয় তস্য স্বধর্ম এবানুষ্ঠেয় ইতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—ততশ্চ বুদ্ধরূপস্য ধর্মস্য যথাবজ্রাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্মস্য চাহিংসাদেঃ স্করত্বাৎ ধর্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ শ্রেয়ানিতি । বিগুণঃ কিকিদ্ভোষবিশিষ্টোহপি সমাগহুষ্টিতুমশক্যোহপি পরধর্ম্যাৎ স্বহুষ্টিতাং সাধেবাহুষ্টিতুমশক্যাদপি সর্গগুণপূর্ণাদপি সকাশাৎ শ্রেয়ান্, তত্র হেতুঃ স্বধর্ম ইত্যাদি । “বিশ্বঃ পরধর্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ । অধর্মশাখাঃ পঞ্চমা ধর্মজ্ঞোহধর্মবন্ত্যজ্ঞেৎ” ইতি সপ্তমোক্তেঃ ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—অৰ্জুন আশঙ্কা করিতেছেন, যখন শাস্ত্রজ্ঞান সহকারে
 আভাবিক অনুরাগ ও ঘেব পরিবৰ্জ্জনপূৰ্ণক পাশব প্ররুতি পরিহার করাই
 আবশ্যক, তখন অতি দুঃখপ্রদ হিংসাত্মক যুদ্ধাদি কৰ্ম্ম না করিয়া, ভিক্ষা-
 শনাদি অতি সহজ-সাধ্য কৰ্ম্ম দ্বারা জীবিকাপাত করাই শ্রেয়স্কর । এই
 আশঙ্কা নিরসনের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ বলিতেছেন । যে বর্ণ ও যে আশ্রমের
 প্রতি যে ধৰ্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহাই তাহার স্বধৰ্ম্ম । (৬২০ এবং ৬২১
 পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য এবং ৬৬৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে ক্ষত্রিয়াদির স্বধৰ্ম্ম নিরূপিত
 হইয়াছে ।) যুদ্ধ, প্রজাপালন ও রাজ্য রক্ষা প্রভৃতি কার্য্যই ক্ষত্রিয়ের
 স্বধৰ্ম্ম । ভিক্ষাশন, বজ্জন, বাজ্জন ও অধ্যাপন ব্রাহ্মণের স্বধৰ্ম্ম । গোপালন,
 বণিগ্ৰুতি প্রভৃতি বৈশ্যের স্বধৰ্ম্ম । ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পরিচর্যা শূদ্রের
 স্বধৰ্ম্ম । ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং ভিক্ষা এই আশ্রম চতুষ্টয় এবং
 উল্লিখিত বর্ণ চতুষ্টয় সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কৰ্ম্মের বিধান আছে । বিহিত
 বিধানে তত্তৎ বর্ণাশ্রমোচিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানই স্বধৰ্ম্ম পালন । যদি স্বধৰ্ম্মপালনে
 কোন ক্রটি বা অজ্ঞহানিজনিত বৈগুণ্য বটে, তাহাও শ্রেয়ঃ ; তথাপি
 সৰ্ব্বাঙ্গসম্পন্ন পরধৰ্ম্ম অর্থাৎ বর্ণাস্তরের বা আশ্রমাস্তরের অনুর্ত্তেয় ধৰ্ম্ম
 কখনই অবলম্বন করা বিধেয় নহে । যদি পরধৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে সুদীর্ঘ-
 কাল জীবিত থাকার উপায় হয় এবং স্বধৰ্ম্ম-অনুষ্ঠান করিলে অচিরে মৃত্যু
 উপস্থিত হয়, তথাপি পরধৰ্ম্ম পরিবৰ্জ্জন করিয়া, স্বধৰ্ম্মেরই অনুগমন
 করিবে । কারণ স্বধৰ্ম্মানুষ্ঠানে নিধন ঘটিলেও ইহলোকে সুনির্মল কীর্ত্তি
 এবং পরলোকে স্বর্গাদি সুখ-সৌভাগ্য লাভের পথ প্রশস্ত হইবে । পর-
 ধৰ্ম্মানুষ্ঠান অবনীমণ্ডলে অকীর্ত্তি সমুৎপাদন করে ; সুতরাং পরলোকে
 নরকভোগের কারণস্বরূপ হয় । অতএব পরধৰ্ম্ম নিরন্তর ভয়াবহ ।
 রাগদ্বेषাদিপ্রযুক্ত প্রাকৃতিক প্ররুতি যেমন পরিত্যজ্য, পরধৰ্ম্মও তদ্রূপ
 পরিহার্য্য । তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধাদি তোমার স্বধৰ্ম্ম । তুমি যদি এক্ষণে স্বধৰ্ম্ম
 ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাশনাদি ব্রাহ্মণরুতি অবলম্বন কর, তাহাতে তোমার
 কোনই শ্রেয়োলাভ হইবে না । তাহা হইলে তুমি ইহলোকে অশক্যতায়
 এবং পরলোকে নরকভাগী হইবে । ভগবান্ কৰ্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে যে অভি-
 প্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহারা তাহাই অবলম্বন করে, তাহাদেরই শ্রেয়ঃ
 লাভ হয় । যাহারা তাহা অবলম্বন না করে, তাহারা শেয়ঃমার্গ-ভ্রষ্ট হইয়া

থাকে । ভগবদ্ভাক্যের বিরোধী, ফলাভিসন্ধি সহকৃত কর্মপরায়ণ মানবের নানাপ্রকার পাপাচরণের বহুবিধ কারণ পরিব্যক্ত হইল । “যে ভেতদভ্যাসুয়ন্তঃ” ইত্যাদি (৩ অঃ । ৩২ শ্লোক) হইতে ভগবদ্বিরোধী ব্যক্তিবর্গের অশুভ পরিণামের কারণ সমূহ আলোচিত হইল ।

ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমদলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অভিপ্রায় । যদি বল, হিংসাজনক যুদ্ধাদির অপেক্ষা শিলোঙ্খবৃত্তির * দ্বারা জীবিকা-নিরীহ করা শ্রেয়স্কর, এ কথাও অসঙ্গত । কেন না স্বধর্ম ত্যাগ কখনই বিধেয় নহে । পরশুরাম ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়বৎ কার্য্য করিয়াছিলেন এবং বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণবৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের অপরিণীত শক্তি ও তেজঃপ্রভাবে তাঁহারা তাদৃশ কার্য্য সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তজ্জন্তু তাঁহাদের যথেষ্ট অপযশ ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল । দ্রোণাদি ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় ব্যবহার সর্বত্র পুনঃ পুনঃ নিন্দিত হইয়া থাকে । দৈবরাতি প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজার গম্যাস গ্রহণের প্রসঙ্গ শ্রুত হওয়া যায় বটে, কিন্তু পূর্ব পূর্ব আশ্রম-ধর্মের বিহিত পরিপালন জনিত ক্ষীণপাপ হইয়া, তাঁহারা পারি-ব্রাজ্য ধর্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । অতএব স্বধর্মে থাকিয়া বাহাতে পাপক্ষয় হয়, তাহারই উপায় কর ॥ ৩৫ ॥

* শিলোঙ্খবৃত্তি ।—মানব ধর্মশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, “অদ্রোহেণৈব ভূতানামদ্রোহেণ বা পুনঃ । বা বৃত্তিতাং সমাহার বিপ্রো জীবদনাপদ ॥ যাত্রাসারং প্রসিদ্ধার্থং যৈঃ কর্মভিরগর্হিতৈঃ । অক্লেশেন শরীরস্থ কুর্বীত ধনসঞ্চয়ম্ ॥ ঋতামৃত্যুভ্যাং জীবৎ তু মৃতেন প্রমৃতেন বা । সত্যানুত্থায়া বাপি ন খবুধ্যা কদাচন ॥ ঋতমুহুশিলং জ্ঞেয়মতং জ্ঞাদবাচিতম্ । মৃতস্ত যাচিতং ভৈক্ষ্যং প্রমৃতং কর্ণণং শ্বতম্ ॥ সত্যানুত্থস্ত বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে । সেবা খবুস্তিরিখাতা তস্মাৎ তাং পরিবর্জয়েৎ ॥” অর্থাৎ বিপ্র, আপদ না ঘটিলে, যে বৃত্তিতে প্রাণি-গণের কোন অনিষ্ট না হয়, অথবা অল্পমাত্র অনিষ্ট হয়, তাহার দ্বারা জীবিকাপাত করিবে । শাস্ত্রসঙ্গত কুটুম্ব সংবর্দ্ধন ও নিত্যকর্ম্মাহুতান পূর্বক, কেবল প্রাণধারণের নিমিত্ত, শরীরকে ক্লেশ না দিয়া, অনিন্দিত উপায়ে ধনসঞ্চয় করিবে । ঋত ও অমৃত বৃত্তি দ্বারা, বা মৃত ও প্রমৃত বৃত্তি দ্বারা, অথবা সত্যানুত্থ বৃত্তি দ্বারা জীবনপাত করিবে, কখনই কুকুর বৃত্তি অর্থাৎ দাসত্ব করিবে না । পথে বা অব্যবহৃত স্থানে পতিত ধাতু এক একটা করিয়া সংগ্রহ করার নাম উহু বৃত্তি এবং মঞ্জরী সহকৃত অনেক ধাতু সংগ্রহের নাম শিল বৃত্তি ; এতদ্ব্যতীত শ্বত ; অবাচিত ভাবে উপহৃত বস্ত্র অমৃত ; ভিক্ষালব্ধ বস্ত্র মৃত ; কৃষি বৃত্তি প্রমৃত ; সত্যমিথ্যাত্মক বাণিজ্য বৃত্তি সত্যানুত্থ ; বরং তাহার দ্বারাও জীবিকাপাত করিবে ; তথাপি কুকুরকূলা সেবাবৃত্তি পরিবর্জন করিবে । (মহাসংহিতা । ৪ অধ্যায় । ২৩৪।৫।৬) বিপ্রের যে যে বৃত্তির দ্বারা জীবনযাত্রা নিরীহ করিবার ব্যবস্থা ধর্মশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তন্মধ্যে উহু ও শিল ঋতবৃত্তি অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত ।

অৰ্জুন উবাচ ।

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপধরতি পুরুষঃ ।

অনিচ্ছন্নপি বাফেয় ! বলাদিব নিযোজিতঃ ॥ ৬৩ ॥

অনুয় ।—অৰ্জুন উবাচ । অথ (অনন্তরম্) বাফেয় ! (বৃষ্টিবৎ শ-
সত্ত্বত ক্লিষ্ট !) [পাপং কর্তৃম্] অনিচ্ছন্ (অনভিলষন্) অপি অয়ং
পুরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ (প্রেরিতঃ) বলাৎ নিযোজিতঃ ইব [সন্] পাপং
চরতি ॥ ৬৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—অৰ্জুন বলিলেন । অতঃপর কৃষ্ণ [পাপ করিতে]
ইচ্ছা না থাকিলে-ও এই মানব কাহা-কর্তৃক প্রেরিত বল-দ্বারা নিযুক্ত
যেন [হইয়া] পাপ করে ॥ ৬৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—অৰ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ ! পাপাচরণে
বাসনা না থাকিলেও, মানব যেন কাহার দ্বারা বলপূর্বক পাশে নিযো-
জিত হয় । কাহার শক্তিতে এরূপ ঘটে ? ॥ ৬৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যদ্যপ্যনর্থমূলং “দ্যায়তো বিমথান্ পুংসঃ” “রাগদ্বৈষৌ হস্ত পরি-
পস্থিনৌ” ইতি চোক্তং, বিক্ষিপ্তমনবধারিতঞ্চ যত্নকং, তৎসংক্ষিপ্তং নিশ্চিতক্ষেদমেবেতি জ্ঞাতু-
মিচ্ছন্নর্জুন উবাচ, জ্ঞাতে হি তন্মিচ্ছ তদ্বৎ কুর্য়ামিতি অপেতি । অথ কেন হেতু-
ভূতেন যুক্তঃ সন্ রাজেব ভূত্যোহয়ং পাপং কর্তৃ চরত্যাচরণত পুরুষঃ স্বয়মনিচ্ছন্নপি হে বাফেয়
বৃষ্টিকুলগ্রস্থ ! বলাদিব নিযোজিতো রাজেবেত্যুক্তো দৃষ্টান্তঃ ॥ ৬৩ ॥

আনন্দগিরি ।—প্রাগেবানর্থমূলস্যোক্তত্বাৎ পুনস্তজ্জিজ্ঞাসয়া প্রত্নাহুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ
যদ্যপৌতি । বিক্ষিপ্তং বিবিদেযু প্রদেশেষু ক্ষিপ্তং দর্শিতমিতি বাবৎ, অনবধারিতমনেকজোক্ত-
ত্বাদনেকার্থ বা বিবেককামাদিভিক্ষিকম্নত্বাদিত্যর্থঃ । নহনর্থমূলঃ পরিহর্তব্যঃ, তৎ কিমিতি
জ্ঞাতুমিবাংস্তে তত্রাহ জ্ঞাতে হীতি । কুর্য়ামিতি তজ্জ্ঞানমর্থবর্জিত শেবঃ । বাক্যারম্ভার্থমথ-
শব্দস্য গৃহীত্বা প্রশ্নবাক্যং ব্যাকরোতি অপেত্যানিবা । অনিচ্ছতোহপি বলাদেব দৃষ্টচরিতে
প্রেরিতত্বে দৃষ্টান্তমাচটে রাজেবেতি । বিনিযোজ্যত্বস্যোচ্ছাসাপেক্ষত্বাৎ তদভাবে তদসিদ্ধিমাশঙ্ক্য
প্রাপ্তকং আরম্ভতি রাজেবেত্যুক্ত ইতি ॥ ৬৩ ॥

রায়াবুজ ।—অপেতি । অথায় জ্ঞানযোগায় প্রবৃত্তঃ পুরুষঃ স্বয়ং বিষয়ানমুভবিতু-
মনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তো বিষয়াবুভবরূপঃ পাপং বলাৎ নিযোজিত ইবাচরতি ॥ ৬৩ ॥

হনুমান্ ।—তস্তু কারণবৃত্তংসয়া অৰ্জুন উবাচ, অপেতি । নিযোজিত ইব ॥ ৬৩ ॥

১. **শ্রীধর ।**—“তয়োঁন বশমাগচ্ছৎ” ইত্যুক্তং, তদেতদশক্যং মন্বানোহর্জুন উবাচ অথেতি । বৃক্ষবংশেহগতীর্ণো বাঁফেঁরঃ হে বাঁফেঁর ! অনর্থকপং পাপং কর্তুমনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোহয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি, কামক্রোধৌ বিবেকবলেণ নিবন্ধতোহপি পুরুষস্য পুনঃ পাপে প্রবৃত্তির্দর্শনাৎ, অতোহপি তয়োঁনুগতঃ কশ্চিৎ প্রবর্তকো ভবেদिति সম্ভাবনয়া শ্লোকঃ ॥ ৩৩ ॥

বলাদেব —“উদ্ভিন্নস্য” ইত্যাদৌ শাস্ত্রনিষিদ্ধেহপি পরদারসম্ভাবণাদৌ রাগো ব্যবস্থিত ইতি যদুক্তং, তদ্বার্জুনঃ পৃচ্ছতি অথ কেনেতি । হে বাঁফেঁর বৃক্ষবংশোদ্ভব ! (শুভানুভব-শ্চেতি চক্ (অয়ং জ্ঞানযোগায়োদ্যতঃ পুণ্যবো জীবঃ কেন প্রযোজ্যকেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতঃ পাপং চরতি । নিষেধশাস্ত্রার্থজ্ঞানাৎ তচ্চবিগমনিচ্ছন্নপি, বলাদেবেতি । প্রযোজ্যকেচ্ছাপন্নতয়া প্রযোজ্যোহপীচ্ছা প্রজায়তে, ন কিমীশ্বরঃ পূর্বসংস্কারো বা, তদ্রাদ্যাঃ সাক্ষিত্বাৎ কাৰ্গকক্কাচ ন পাপে প্রেরকঃ । ন চ পরো জড়ত্বাদिति প্রশ্নার্থঃ ॥ ৩৩ ॥

মধুসূদন ।—তত্র কাম্যপ্রতিষিদ্ধকর্ম্মপ্রবৃত্তিকারণমপন্য ভগবন্মতমমুর্ভুতং তৎ-কাবণ্যবধারণায় শ্রীমর্জুন উবাচ, অথ কেনেতি । “ধ্যায়তো দিব্যান্ পুংসঃ” ইত্যাদিনা পূর্বমনর্থমূলযুক্তং, সাম্প্রতিক “প্রকৃতে গুণগমুচাঃ” ইত্যাদিনা বহুপিত্তরং কথিতং, তত্র কিং সর্বাণ্যপি সমগ্রাদান্যোন কারণানি, অথৈকমেব মুখ্যং কাবণ্যমিতরাণি তু তৎসহকারিণি । কেবলং তত্রাদৌ সর্বেষাং পৃথক্ পৃথক্ নিবারণে মহান্ প্রশ্নাসঃ স্যাৎ অন্ত্যো হে কস্মিন্নেব নিরাকৃতে কৃতকৃত্যতা তাদিত্যতো প্রতি, মে কেন হেতুনা প্রযুক্তঃ প্রেরিতোহয়ং অন্যতামুর্ভুতী সজ্ঞানবিমুচঃ পুরুষঃ পাপমনর্থাত্মন্যকি সন্না কনাভিসন্ধিপুরুসসরং কাম্যং চিত্তাদি শ্রবণসাধনঞ্চ শ্রোতাদিপ্রতিষিদ্ধঞ্চ কলজভক্ষণাদি বহুবিধং কৰ্ম্মাচরতি । স্বয়ং কর্তুমনিচ্ছন্নপি ন তু নিবৃত্তি-লক্ষণং পরমপুরুষার্থানুবন্ধি স্বরূপদৃষ্টং কৰ্ম্মজগ্ৰীতি কবোতি । ন চ পারতন্ত্র্যং বিনেথং সম্ভবতি অতো যেন বলাদেব নিষোজ্যতো রাগেব ভূতাস্বভাববিকল্পং সর্কানর্থানুবন্ধিত্বং জ্ঞানমপি তাদৃশং কৰ্ম্মাচরতি, তমনর্থমার্গপ্রবর্তকং মাং প্রতি ক্রুহি জ্ঞাত্বা সমুচ্ছেদায়ৈতার্থঃ । হে বাঁফেঁর ! বৃক্ষবংশে মন্বাতামকুলে রূপয়াবতীর্ণ ! ইতি সম্বোধনেণ বাঁফেঁরীহুতোহহং জ্ঞানানোপেক্ষণীয় ইতি সূচয়তি ॥ ৩৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—ঈশ্বরো ধন্যাদ্যমৌ রাগদেবৌ বা পুরুষস্য প্রবর্তকৌ ভবত ইতি আত্ম-নোহিবাংস্তাং মন্বানোহর্জুন উবাচ । অথ কেনেতি । কেন ঈশ্ববাদীনামন্তাত্মনাভ্যেণ বা প্রযুক্তঃ প্রবর্তিতঃ সন্নয়ং পুরুষঃ পাপমানষ্টং চরতি করোতি । অনিচ্ছনিত্যানেন রাগদেবয়োঃ প্রবর্তকত্বং নিরন্তং, সতি ইহ রাগে ইচ্ছা ভবতি অতঃ ইচ্ছায়া অভাবাদ্রাগাতাবঃ রাগস্য-প্রবর্তকত্বেন তন্মূলভূতসংস্কারহেত্বোধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ প্রবর্তকত্বং, ততশ্চ তৎসাপেক্ষস্য ঈশ্বরম্যাপীতি সর্কেবামাক্ষেপঃ, তস্মাৎ মুখ্যং প্রবর্তকং যৎ তদ্ব্যচ্যমিত্যর্থঃ, বলাদেব নিষোজ্যতঃ বিশিষ্টগৃহীত ইবেত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—যদুক্তং রাগদেবৌ ব্যবস্থিতাবিত্যত্র শাস্ত্রনিষিদ্ধেহপীত্মিন্নার্থে পরম্পর-

সন্তোষাদৌ রাগ ইত্যত্র পৃচ্ছত অথেন্তি । কেনঃ প্রযোজককর্মা অনিচ্ছন্নপি নিদিনিব্যবসায়ার্থ-
জ্ঞানবশাৎ পাশে প্রবর্তিতুমিচ্ছারহিতোহপি বলাদিবেতি প্রযোজকপ্রেরণবশাৎ প্রযোজ্যস্যাপি
ইচ্ছা সম্যগুৎপদ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য ।—কাম্যকর্ম অশেষ অনিষ্টের মূলীভূত, ইহা। শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন
স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। মানবেরা তাহার অনিষ্ট-
কারিতা জানিতে পারিয়াও কেন তাহার অধীনতাপাশে বদ্ধ হয়, ইহাই
সংক্ষেপে জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে অর্জুন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন।
“ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ” ইত্যাদি (২ অঃ। ৬২ শ্লোক) এবং “প্রকৃতেতৎপূর্ণ-
সংমূঢ়াঃ” ইত্যাদি (৩ অঃ। ২৯) শ্লোকে ভগবান্ বিষয়াসক্তির বিস্তর দোষ
কীর্তন এবং তদ্বিষয়ে নানা কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। সেই সকল
কারণের সকল গুলিই সমপ্রধান বা একটিমাত্র মুখ্য; অন্তগুলি তাহার
সহকারিমাত্র, ইহাই অর্জুনের জিজ্ঞাস্ত। যদি একটিমাত্র কারণ বিদূরিত
করিলে কর্মাসক্তি নিবারিত হয়, তাহা হইলে বহু আয়াসে পৃথক্ পৃথক্ বহু
কারণ বিদূরিত করিবার চেষ্টা অনাবশ্যক। অতএব একটিমাত্র কারণ
নিবারণ করিলে, যদি বিষয়াসক্তি অপগত হওয়ায় কৃতকৃত্যতা লাভ করিতে
পারি, তাহা হইলে অনর্থক বহু কারণ উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত আয়াস-
ভোগ কেন করিব? এই অভিপ্রায়েই অর্জুন এই প্রশ্ন অবতারণা করিতে-
ছেন। কোন্ অপরিজ্ঞাত শক্তিপ্রভাবে সর্বজ্ঞানবিমূঢ় মনুষ্য তোমার
কল্যাণময় অভিপ্রায়ে বিরোধী হইয়া এবং পাপময় স্বার্থসিদ্ধি প্রণোদিত
হইয়া বহুবিধ কলাকাজ্ঞাপূর্ণ হৃদয়ে শত্রু-নিপাতাভিলাষে ঘণিত অভিচার
ক্রিয়ামূলক শ্রেন যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অথবা কলঙ্গভঙ্গাদি অতি বিগর্হিত
কর্মাচরণ করে? তাহাদের পাপানুষ্ঠানে বাসনা না থাকিলেও এবং
তোমার উপদেশমূলক পুরুষার্থ-সিদ্ধিপ্রদ ক্রমাচরণে অভিলাষী হইলেও,
তাহারা পাপমাগরে কেন নিমগ্ন হয়? তাহাদের বাসনার স্বাধীনতা
থাকিলে কখনই এরূপ ঘটিত না; নিশ্চয়ই তাহারা কাহারও ইচ্ছা-পরতন্ত্র
হইয়া, এবং রাজাদিষ্টে ভূত্যের স্থায় বলাকৃষ্ট হইয়া তোমার মত-বিরুদ্ধ
সর্বানর্থের হেতুভূত পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। যে কারণে মানব কর্মসম্বন্ধে
এইরূপে স্বকীয় স্বাধীনতা-দ্রষ্ট হয়, তাহার প্রতাপে অনিচ্ছাতেও পাপ-
প্রবৃত্ত হইয়া মানব স্বকীয় সর্বনাশ সংসাধিত করে, আমাকে বিশেষরূপে

তাহার পরিচয় প্রদান কর। তাহার বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইলে আমিও অবধানস্তা সহকারে তাহার সমুচ্ছেদ সাধনে সার্থক হইব । “বাক্যেয়” এই সম্বোধন পদ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, নারায়ণ ! তুমি কৃপা সহকারে আমার মাতামহকূলে অবতীর্ণ হইয়াছ । আমি তোমার পরমাত্মীয়, কারণ আমিও বৃষ্ণিবংশীয় মহিলার গর্ভজাত ; সুতরাং আমি কদাপি তোমার উপেক্ষণীয় নহি ॥ ২৬ ॥

—••—

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপু বিদ্যোনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

অর্থঃ ।—শ্রীভগবানু উবাচ । রজঃ-গুণ-সমুদ্ভবঃ মহাশনঃ (মহৎ অশনং যস্য সঃ হৃস্প্রঃ) মহাপাপু (অত্যাশ্রঃ) এষঃ কামঃ এষঃ ক্রোধঃ ইহ (মোক্ষমার্গে) এনং (কামং) বৈরিণং (শত্রুং) বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ৩৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন । রজঃ-গুণ-হইতে-সমুৎপন্ন হৃস্প্র অতি-কঠিন এই কাম এই ক্রোধ মোক্ষপথে কামকে শত্রু জানিবে ॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা । অর্জুনের প্রশ্নোত্তরার্থ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত কামের তৃপ্তি সংবিধান করা অকঠিন, কারণ তাহা অতীব উগ্র ; ক্রোধ কামেরই পরিণামস্বরূপ । অতএব এই কামকে মোক্ষ লাভের শত্রু বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—শৃণু যং তং বৈরিণং সর্কানর্থকরং যং যং পৃচ্ছসি, শ্রীভগবানুবাচ । ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্ত বশসঃ প্রিয়ঃ । বৈরাগ্যস্তাথ মোক্ষস্ত যোগঃ ভগ ইতীক্ষণা” ঐশ্বর্য্যাদি যটকং যস্মিন্ বাস্তুদেবে নিত্যমশ্রতিবন্ধেণ সামন্ত্যেন চ বর্ততে “উৎপত্তিং প্রলয়ক্লেব ভূতানাং আগতিং গতিম্ । বেত্তি বিভ্রামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥” উৎপত্তাদিবিষয়ঞ্চ বিজ্ঞানং যস্য স বাস্তুদেবো বাচ্যো ভগবানিতি । কাম ইতি । কাম এষ সর্ক-লোকবর্ণং কুর্কন্ শক্রব্রাহ্মতা সর্কানর্থপ্রাপ্তিঃ প্রাপিনাং, স এষ কামঃ প্রত্নিতঃ কেনচিৎ ক্রোধেণ পরিণমতেহতঃ ক্রোধোহপ্যেয এষ রজোগুণোঃ সমুদ্ভবো রজঃশ্চ তদ্গুণশ্চ রজোগুণঃ সমুদ্ভবো যস্য স কামো রজোগুণসমুদ্ভবো রজোগুণস্ত বা সমুদ্ভবঃ, কামো হাতুতো রজঃ প্রবর্ত্তন পুরুষং প্রবর্ত্তনতি তুষ্ণা হৃৎকারিতঃ ইতি গুণদ্ব্যধিনাং রজঃকার্য্যে সেবাদৌ প্রবৃত্তানাং প্রলাপঃ

শ্রয়তে । মহাশনো মহদশনমন্তেতি মহাশনোহিতএব মহাপাপা কামেন প্রেরিতো ভক্তঃ পাখং
করোতি, অতো বিদ্বানং কামমিহ সংসারে বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

আনন্দগিরি ।—সম্প্রতিপ্রতিবচনং প্রস্তোতি শৃণুতি । তত্ত্ব বৈপরীত্যং স্ফোরয়তি
সর্কেতি । অপ্ৰস্তুতং কিমিতি প্রস্তুয়তে তত্রাহ যং ভ্রমিতি । ভগবচ্ছার্থং নির্দারয়িতুং
পৌরাণিকং বচনমুদাহরতি ঐশ্বর্য্যভেতি । সমগ্রভেদোক্তং প্রত্যেকং বিশেষণৈঃ সম্বধ্যতে, অথ
শব্দস্তথাশব্দপর্যায়ঃ সমুচ্চরার্থঃ, মোক্ষশব্দেন তদুপায়ো জ্ঞানং বিবক্ষ্যতে । উদাহৃতবচনস্তাৎ-
পর্য্যামাহ ঐশ্বর্য্যাদীতি । স বাচ্যো ভগবান্নিতি সম্বন্ধঃ । তত্রৈব পৌরাণিকং বাক্যান্তরং পঠতি
উৎপত্তিমিতি । ভূতানামিতি প্রত্যেকমুৎপত্তাদিভিঃ সম্বধ্যতে, কারণার্থো চোৎপত্তিপ্রলয়-
শব্দৌ ক্রিয়ামাত্রস্ত পুরুষান্তরগোচরত্বসম্বাদাগতিগতিশ্চেতাগামিত্বৌ সম্পদ্বিপদৌ হৃচ্যতে ।
বাক্যান্তরস্তাপি তাৎপর্য্যমাহ উৎপত্তাদীতি । বেত্তীভূক্তঃ সাক্ষাৎকারো বিজ্ঞানমিভূত্যাভে, •
সমগ্রৈশ্বর্য্যাদিসম্পত্তিসমুচ্চরার্থশ্চকারঃ । উক্তলক্ষণো ভগবান্ কিমুক্তবান্নিতি তদাহ কাগ ইতি ।
কামস্ত সর্বলোকশত্রুত্বং বিশদয়তি যন্নিমিত্তেতি । তথাপি কথং তত্রৈব ক্রোধত্বং তদাহ স
এব ইতি । কামক্রোধয়োরেব হেয়ত্বভোতনার্থং কারণং কথয়তি রজোগুণ ইতি । কারণ
দ্বারা কামাদেয়েব হেয়ত্বমুক্তা কার্য্যদ্বারাপি তত্ত্ব হেয়ত্বং হৃচয়তি রজোগুণভেতি । কামস্ত
পুরুষপ্রবর্তকত্বমেব ন রজোগুণজনকত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ কামো হীতি । তত্রৈবানুভবানুসারিণীং
লোকপ্রসিদ্ধিং প্রমাণয়তি তৃষ্ণয়া হীতি । তত্ত্ব যোগ্যযোগ্যবিভাগমন্তরণে বহুবিষয়ত্বং
দর্শয়তি মহাশন ইতি । বহুবিষয়ত্বপ্রযুক্তং কর্ম নির্দিশতি অত ইতি । সর্ববিষয়ত্বংপি
কুতোহস্ত পাপত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ কামেনেতি । কামভোক্তবিশেষণবশে কণিতমাহ অত
ইতি ॥ ৩৭ ॥

রাধাকৃষ্ণ ।—অন্তোদ্রবাভিভবরূপেণ বর্তমানগুণময়প্রকৃতিসংসৃষ্টস্ত প্রারব্ধজ্ঞানযোগস্ত
রজোগুণসমুদ্ভবঃ । প্রাচীনবাসনাজনিতশব্দাদিবিষয়োহয়ঃ কামো মহাশনঃ শত্রুঃ সর্ববিষয়েষেন-
মাকর্ষতি, এষ এব প্রতিহতগতিঃ প্রতিহতিহেতুত্বচেতনান্ প্রতিক্রোধরূপেণ পরিণতো
মহাপাপা পরহিংসাদিষু প্রবর্তয়তি । এনং রজোগুণসমুদ্ভবং সহজং জ্ঞানযোগবিরোধিনং
বৈরিণং বিদ্ধি ॥ ৩৭ ॥

হনুমান্ ।—আত্মপ্রবৃত্তিকারণঃ শ্রীভগবানু উবাচ কাম ইতি । এষ কামঃ ক্রোধশ্চ
রজোগুণসমুদ্ভবঃ, মহদশনং যন্ত স মহাশনঃ বিষয়সেবাহুপরতঃ, অতএব মহাপাপা মহান্ পাপা
পাপং বশ্যং ভবতি স মহাপাপা এনং কামঃ ক্রোধমিহ অধিকারিপুরুষাণাং বিষয়ে বৈরিণং •
বিদ্ধি ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধর ।—অন্তোদ্রবঃ শ্রীভগবানুবাচ, কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি । যদ্বদ্যাপুষ্ঠো
হেতুরেষ কাম এব । নহু ক্রোধোহপি পূর্বেং ত্রয়োক্তঃ, “ইন্দ্రిয়ন্তেজ্রিয়স্তার্থে” ইত্যত্র, সত্যং
নাসৌ ততঃ পূণক্, কিন্তু ক্রোধোহপ্যেয কাম এব হি কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধোহন্য
পরিণমতে, পূর্বেং পূণকুনোক্তোহপি ক্রোধঃ কামজ এবত্যন্তিপ্রারম্ভৈকীকৃত্যোচ্যতে ।

সম্ভোগ্যং সমুদ্ভবতীতি তথা, অনেন সমুদ্ভবত্বা রজসি ক্ষয়ং নীতে সতি কামো ন জায়ত ইতি স্মৃতিতম্, এনং কামসিহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি, অয়ঞ্চ বক্ষ্যমাণক্রমেণ হস্তব্য এব, যতো নানৌ দানেন সদ্ধাতুং শক্য ইত্যাহ, মহাশনো মহদশনং যন্ত দুস্পুর ইত্যর্থঃ । ন চ সান্না সদ্ধাতুং শক্যো যতো মহাপাপা অত্যাগ্রঃ ॥ ৩৭ ॥

বলদেব ।—তত্রাহ ভগবান্ কাম ইতি । কামঃ প্রাক্তনবাসনাতেতুকঃ শকাদিবিষয়-কোহভিলাষঃ পুরুষং পাশে প্রেরয়তি তদনিচ্ছমপি সোহস্ত প্রেরকঃ ইত্যর্থঃ । নবভিচারাদৌ ক্রোধোহপি প্রেরকো দৃষ্টঃ । স চেব প্রেরিত্যাদৌ ভবতাপি পৃথগুক্ত ইতি চেৎ, সত্যং, ন স তস্মাৎ পৃথক্, বিবেক্য কাম এব কেনচিচ্চেতনেন প্রতিহতঃ ক্রোধো ভবতি । দুঃখমিবায়েন বৃত্তং দধি । কামজয় এব ক্রোধজয় ইতি ভাবঃ । কীদৃশঃ কাম ইত্যাহ রজোগুণেতি । সমুদ্ভবত্বা রজসি নির্জিতে কামো নির্জিহতঃ স্মাদিত্যর্থঃ । ন চাপেক্ষিতপ্রদানেন কামস্ত নিবৃত্তিরিত্যাহ মহাশন ইতি । “যং পৃথিব্যাং ত্রীহিবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ । নালমেকস্ত তৎসৰ্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ ॥” ইতি স্মরণং । ন চ সান্না ভেদেন বা স বশীভবেদিত্যাহ মহাপাপোহুতি । যোহত্যাগ্রো বিবেকজ্ঞানবিলোপেন নিষিদ্ধেহপি প্রবর্তয়তি । তস্মাদিহ জ্ঞানযোগে এনং বৈরিণং বিদ্ধি, তথা চ দানাদিভিত্তিভিরূপারৈঃ সদ্ধাতুমশক্যত্বাবক্ষ্যমাণেন দণ্ডেন স হস্তব্য ইতি ভাবঃ । কৈশ্বরঃ কৰ্ম্মাস্তরিতঃ পৰ্জ্জবৎ সৰ্বত্র প্রেরকঃ । কামস্ত স্বয়মেব পাপ্যাগ্রে ইতি তথোক্তম্ ॥ ৩৭ ॥

মধুসূদন ।—এবমৰ্জ্জুনেন পৃষ্ঠে “অথো থবাহঃ কামময় এবায়ং পুরুষঃ” ইতি “আত্মবেদমগ্র আসীদেক এব সোহকাময়ত জয়া মে স্তাদপপ্রজায়েরাথ বিত্তং মে স্তাদপ কৰ্ম্ম কুরুণ” ইত্যাদিপ্রতিসিক্ৰমুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ কাম এব ইতি । যন্তয়া পৃষ্ঠৌ হেতুব লাদনর্থমার্গে প্রবর্তকঃ স এব কাম এব মহান্ শক্রঃ, যন্নিমিত্তা সৰ্ব্বানর্থপ্রাপ্তিঃ প্রাপিনাম্ । নহু ক্রোধোহ্যপ্তি-চারাদৌ প্রবর্তকো দৃষ্ট ইত্যত আহ ক্রোধ এব কাম এব, কেনচিচ্চেতনা প্রতিহতঃ ক্রোধেবন পরিণমতেহতঃ ক্রোধোহপোষঃ কাম এব, এতস্মিন্বেব মহাবৈরিণি নিবারিতে সৰ্ব্বপুরুষার্থ-প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ । তন্নিবারণোপায়জ্ঞানায় তৎকারণমাহ রজোগুণসমুদ্ভবঃ দুঃখপ্রবৃত্তিবলান্ব্যকো রজোগুণ এব সমুদ্ভবঃ কারণং যন্ত, অতঃ কারণানুবিদায়িত্বং কার্যাস্য সোহপি তথা, যন্তপি তমোগুণোহপি তস্য কারণং, তথাপি দুঃখে প্রবৃত্তৌ চ রজস এব প্রাদাভ্যাং ভট্টমাব নির্দেশঃ এতেন সাধিক্যা বৃত্ত্যা রজসি ক্ষীণে সোহপি ক্ষীয়ত ইত্যুক্তম্ । অথবা তস্য কথমনর্থমার্গে প্রবর্তকত্বমিত্যত আহ, রজোগুণস্য প্রবৃত্তাদিলক্ষণস্য সমুদ্ভবো যন্তাং, কামো হি বিষয়াভি-লাষাত্মকঃ স্বয়মুদ্ভূতো রজঃ প্রবর্তয়ন্ পুরুষং দুঃখান্ব্যকো কৰ্ম্মপি প্রবর্তয়তি তেনায়মবস্তং হস্তব্য ইত্যভিপ্রারঃ । নহু সাম-দান-ভেদ-দণ্ডাস্তার উপায়ান্ত্র প্রথমত্রিকস্তাসম্ভবে চ চতুর্থো দণ্ডঃ প্রয়োক্তব্যো ন তু হঠাদেবেত্যশক্য ত্রয়ণামসম্ভবং বক্তুং বিশিনষ্টি মহাশনো মহাপাপোহুতি । মহদশনমস্যাতি মহাশনঃ “যং পৃথিব্যাং ত্রীহিবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ । নালমেকস্য তৎসৰ্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ ॥” ইতি স্মৃতেঃ, অতো ন দানেন সদ্ধাতুং শক্যঃ, নাপি সাম-ভেদান্তঃ, যতো মহাপাপ্যাভ্যাগঃ, তেন হি বলাৎ প্রেরিতোহনিষ্টকলমপি জানন্ পাপং করোতি, অতো বিদ্ধি

জানীহি এনং কামমিহ সংসারে বৈরিণম্ । তদেতৎ সৰ্বং বিবৃতং বার্তিককারৈঃ “আত্মবেদমগ্র
আসীৎ” ইতি শ্রুতিব্যাখ্যানে । “প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ যথোক্তস্যাধিকারিণঃ । স্বাতন্ত্র্যে সতি
সংসারশ্রুতৌ কস্মাৎ প্রবর্ততে ॥ ১ ॥ ন তু নিঃশেষবিধ্বস্তসংসারানর্থবজ্জানি । নিবৃত্তিলক্ষণে
ব্যচ্যং কেনায়ং প্রের্যতেহবশঃ ॥ ২ ॥ অনর্থপরিপাকত্বমপি জানন, প্রবর্ততে । পারতন্ত্র্যমুত্তে
দৃষ্টৌ প্রবৃত্তিনেদৃশী কচিৎ ॥ ৩ ॥ তস্মাচ্ছ্রয়োহর্থিনঃ পুংসঃ প্রেরকোহনিষ্টকশ্চপি । বক্তব্য-
স্তগ্নিরাসার্থমিত্যর্থো স্যাৎ পরাশ্রুতিঃ ॥ ৪ ॥ অনাপ্তপুরুষার্থোহয়ং নিঃশেষানর্থসঙ্কুলঃ । ইত্য-
কাময়তানাপ্তান্ পুমর্থান্ সাধনৈর্জড়ঃ ॥ ৫ ॥ জিহাসতি তথানর্থানবিদ্যানাশ্রয়নি শ্রিতান্ ।
অবিভোভুতকামঃ সন্নথো পল্লিতি চ শ্রুতিঃ ॥ ৬ ॥ অকামতঃ ক্রিয়াঃ কাশ্চিৎ দৃশ্যস্তে নেহ কস্যাচিৎ ।
যদবচ্চি কুরুতে জন্তস্তত্তৎকামস্য চেষ্টিতম্ ॥ ৭ ॥ কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদিবচনং, “স্বভেতঃ ।
প্রবর্তকো নাপরোহতঃ কামাদভ্যঃ প্রতীয়তে ॥ ৮ ॥” ইতি অকাময়ত ইতি সঙ্গুবচনং অংগ্ৰ
স্পষ্টম্ ॥ ৩৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অত্রোক্তং “কাময়ত এবায়ং পুরুষঃ” ইত্যাদি শ্রুতিগন্ধং শ্রীভগবানুবাচ
কাম এষ ইতি । এষ প্রসিদ্ধঃ কামঃ, “সোহকাময়ত জাহ্না মে সাদদথ প্রাজায়েয় অথ গিতং
মে সাদদথ কৰ্ম কুর্কীয়” ইতি শ্রুতেরিদং মে ভূয়াদিদং মে ভূয়াদিতি তীত্রাভিলাষহেতুভূতশ্চেত-
সোহনবস্থিততাপাদিকো বৃত্তিবিশেষঃ, স চ চেতোরূপ এব, কামঃ সঙ্কল্প ইত্যাশ্রয়ত্বাৎ এতৎ সৰ্বং
মন এব ইত্যাশ্রয়সংহার্যং, স এষ কামঃ কেনচিন্নিমিত্তেন প্রতিহতঃ ক্রোধরূপেণ পরিণমতে,
অতঃ ক্রোধোহভিজ্ঞানান্ধাপ্যেব এব, তমেনমিহ শরীরে অন্তঃস্থিতং বৈরিণং বিদ্ধি, কুতো বৈরী ?
যতঃ রজোগুণসমুদ্ভবঃ রজো রজ্জনাশ্রকঃ প্রাকৃতো গুণঃ তস্য গুণো কার্যভূতৌ ত্বয়ামঙ্গৌ
তাংবেব উদ্ভবো যস্য সঃ, রজঃকার্যাদ্ধাতুৈকফলোঃসমমতো বৈরী । যদা রজোগুণস্য লোভ-
প্রবৃত্তাদিলক্ষণস্য সমুদ্ভবো যস্মাৎ । নহু বিঘ্নাভিলাষাশ্রকঃ কামো বিঘ্নার্পণেন শাম্যতি বিঘ্নস্য
দৌলভানিশ্চয়ে স্বত এব বা নিবর্ততে, অক ইব রূপদর্শনাভিলাষাদিত্যাশঙ্ক্যাহ মহাশনো মহা-
পাপেপুতি । মহৎ দাতুমপরানীয়মশনমস্যা স তথা । যথোক্তং, “ন জাতু কামঃ কামানামুপ-
ভোগেন শাম্যতি । হবিষা কৃষ্যবশ্চৈব ভূয় এবাভিবৰ্দ্ধতে ॥” ইতি । “যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং
হিরণ্যং পশবঃ জিহ্বাঃ । নানমেকস্য তৎ সৰ্বমিতি মদ্বা শমং ব্রজেৎ ॥” ইতি । যথা মহাপাপ্যা
অভ্যাগঃ স হি সহস্রণঃ প্রবোধিতোহপি ন নিবর্ততে তদ্বদ্বয়মপি হুশ্চিকিংস্যাঃ মহাশনভ্রাতারং
বৈরী দানসাধক, নাপি সামভেদসাধ্যঃ অভ্যাগঃ, অতো হস্তব্য এবেতি ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—কাম এষ ইতি । এষ কাম এব বিঘ্নাভিলাষাশ্রকঃ পুরুষঃ পাপে প্রবর্ত্তয়তি,
তেনৈব প্রযুক্তঃ পুরুষঃ পাপং চরতীত্যর্থঃ । এষ কাম এব পৃথকহেন দৃশ্যমান এষ প্রযুক্তঃ
ক্রোধো ভবতি । কাম এব কেনচিৎ প্রতিহতো ভূত্বা ক্রোধাক্রোধান্নৈব নিবর্ত্তয়তি । কামো
রজোগুণসমুদ্ভব ইতি । রজসাং কামাদেণ তামসঃ ক্রোধো জগত উৎপত্তিঃ । কামোহপ্যাক্রো-
ধপূরণেন নিবৃত্তিঃ স্যাতিতি চেদ্রোহাহ, মহাশনঃ মহদশনং বদ্য সঃ । “যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং
হিরণ্যং পশবঃ জিহ্বাঃ । নান্য কামস্ত তৎসৰ্বমিতি মদ্বা শমং ব্রজেৎ” ইতি স্রুতঃ কামস্য

পেক্ষিতং পুরয়িতুমশক্যমেব । নম্ন দানেন সদ্ধাতুমশক্যশ্চেৎ সামভেদাত্যাং স স্ববশীকর্তব্যঃ
তজ্জাহ মহাপাপা অত্যাগ্রঃ ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—অৰ্জুন কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ নিম্নলিখিত ঋতি-
সম্মত উত্তর প্রদান করিলেন । ঋতি বলিয়াছেন, “সেই পুরুষ কামময়”
এবং অন্তত্ৰ, “অগ্রে আত্মাই ছিলেন, তিনি জায়া-কামনা করিলেন ; পরে
প্রজা, পরে বিস্ত, পরে কর্ম করিবার কামনা করিলেন ।” কে বলপূর্ব্বক
পাপমার্গে মনুষ্যকে পরিচালিত করে ? তুমি যে এই প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার
উত্তরস্বরূপে বলিতেছি যে, কামই প্রাণিগণের প্রবল শত্রু, তাহারই জন্য
সর্ব্বপ্রকার অনর্থ সংঘটিত হয় । ক্রোধকেও অনেক সময়ে প্রাণির সর্ব্বনাশ
সাধন-ক্রম দেখা যায় সত্য ; কিন্তু ক্রোধ কামেরই পরিণামমাত্র । কোন
কারণে কাম প্রতিহত হইলে, অর্থাৎ অভিলষিত বিষয়লাভে ব্যাঘাত উপ-
স্থিত হইলে, কামই ক্রোধরূপে পরিণত হয় । ইহাদিগকে নিরস্ত করিতে
পারিলে সকল পুরুষাৰ্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় । কাম দুঃখপ্রবর্তক রজোগুণ
হইতে সমুদ্ভূত । কার্য্য কারণেরই অনুবর্তী হইয়া থাকে ; দুঃখজনক রজো-
গুণ সমুৎপন্ন কামও দুঃখজনক । দুঃখপ্রবর্তি সম্বন্ধে রজোগুণেরই প্রাধান্য
আছে ; তজ্জন্য কামকে তমোগুণোদ্ভব না বলিয়া, রজোগুণোদ্ভব রূপে
নির্দেশ করা হইয়াছে । সাধ্বিকী বৃত্তি দ্বারা রজোগুণের ক্ষয় হইলে কাম
ক্ষয়িত হইয়া থাকে । অথবা, কাম কিরূপে প্রাণিকে অনর্থপথে পরিচালিত
করে, তাহার আলোচনা করিলেও অন্য সদৰ্শ নিষ্কাশিত হইতে পারে ।
যাহার দ্বারা রজোগুণের প্রবৃত্তিসমূহ উদ্ভূত হয়, সেই বিষয়াভিলাষাত্মক
কাম, স্বয়ং উদ্ভূত হইয়া রজোগুণকে প্রবর্তিত করে এবং পুরুষকে দুঃখাত্মক
কর্মে বিনিযুক্ত করে ; সুতরাং এই কাম অবশ্য হস্তব্য । শত্রু-দমনাৰ্থ
গাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারি প্রকার উপায় বিহিত আছে । প্রথম তিনটি
অসম্ভব হইলে অথবা নিষ্ফল হইলে, দণ্ডনামক চতুর্থ উপায় প্রযোজ্য । এই
কাম-প্রবৃত্তি এতই প্রবল, যে কিছুতেই ইহার ভূপ্তি হয় না ; কারণ কামনার
উপভোগের দ্বারা কাম প্রবৃত্তি কখনই শাস্ত হয় না । দ্ব্যুতদ্বারা অগ্নি
অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । “বস্তুজ্ঞার যাবতীয় ব্রীহি, বব, স্বর্ণ, পশু ও
দ্রুতী লাভ করিয়াও এক কাম প্রবৃত্তির পর্য্যাপ্ত হয় না বুঝিয়া শান্তিকে

অবলম্বন কর।” অতএব এই বিশালোদর কাম কিছুতেই তৃপ্ত হয় না ; এবং তাহার অভ্যুৎপত্তা কিছুতেই নিবারিত হয় না । অতরাং এরূপ কঠিন স্থলে সাম, দান ও ভেদ প্রয়োগে কোনই ফললাভের সম্ভাবনা নাই । এই সংসারে শত্রুস্বরূপ এই কামকর্তৃক মনুষ্যগণ পাপকার্য্যে সবলে নিষোজিত হয় এবং পাপের অমিষ্টকারিতা জানিয়াও তাহা হইতে নিরস্ত হইতে পারে না । এই সকল প্রসঙ্গ বার্তিককার “আত্মবেদগম্বে আসীৎ” ইত্যাদি স্তোত্রের ব্যাখ্যা কালে বিবৃত করিয়াছেন । এই স্তোত্রের অর্থ এই তাৎপর্য্যের প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে । বার্তিককারের এতদ্বিষয়ক বচন সমূহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সরস্বতী মহাশয় টীকার শেষে উদ্ধৃত করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ ।

যথোন্মেনারিতো গর্ভস্তথা তেনৈদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয় ।—যথা বহ্নিঃ (অগ্নিঃ) ধূমেন আব্রিয়তে (আচ্ছাদ্যতে) যথা আদর্শঃ (দর্পণঃ) মলেন চ (ধূলিপ্ৰভৃতিনা) যথা গর্ভঃ উন্মেন (জরায়ুণা) আরিতঃ (পরিবেষ্টিতঃ) তথা তেন (কামেন) ইদম্ (আত্মজ্ঞানম্) আবৃতম্ (আচ্ছাদিতম্) ॥ ৩৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—যেৰূপ অগ্নি ধূমদ্বারা আবৃত যেৰূপ দর্পণ মলদ্বারা এবং যেৰূপ গর্ভ জরায়ুদ্বারা সমাচ্ছন্ন সেইৰূপ কামদ্বারা এই জ্ঞান আচ্ছাদিত ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—ধূমের দ্বারা অগ্নি যেমন আচ্ছাদিত থাকে, মলসম্বন্ধে দর্পণ যেমন সমাচ্ছন্ন হয় এবং গর্ভ যেমন জরায়ু সংবেষ্টিত থাকে, তদ্রূপ কামের দ্বারা আত্মজ্ঞান সমাবৃত রহিয়াছে ॥ ৩৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কথং বৈরীতি দৃষ্টান্তঃ প্রত্যায়ন্তি ধূমেনতি । ধূমেন সহজেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ প্রকাশাকোহপ্রকাশকেন, যথা বাদর্শো মলেন চ, যথোন্মেন গর্ভবেষ্টেনৈদম্ জরায়ুণা আবৃত আচ্ছাদিতো গর্ভস্তথা তেনৈদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

আনন্দগিরি ।—উত্তরশ্লোকমবতারয়তি কথমিতি । অনেক দৃষ্টান্তোপাধানং প্রতিপত্তিসৌকর্যার্থম্ । সহজস্য ধুমস্য প্রকাশাত্মকবহ্নিং প্রতি আবরকম্বনিক্যর্থং বিশিনষ্টি অপ্রকাশাত্মকেনেতি ॥ ৩৮ ॥

রামানুজ ।—ধূমেনেতি । যথা ধূমেন বহ্নিরাত্রিয়তে যথা চাদর্শো মলেন, যথাষণে গর্ততথা তেন কামেনেদং জন্তজানমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

হনুমান্ ।—কথং সর্করিত্যাহ ধূমেনেতি । যথা ধূমেনাত্রিয়তে বিদীপতে বহ্নির্থথা চাদর্শো মৰ্পণঃ মলেন চ কালিমাত্মেন বিদীপতে, যথা চ উভেন জরায়ুদ্বারেণ গৰ্ভঃ, তথা তেনেদ-
গিতি কামঃ ক্রোধশ্চ বৈবীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধর ।—কামস্য বৈরিভ্যঃ দর্শয়তি ধূমেনেতি । ধূমেন সহজেন যথা বহ্নিরাত্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে, যথা চাদর্শো মলেন আগস্তাকন, যথা চোষেন গৰ্ভবেষ্টনচৰ্ম্মণা গৰ্ভঃ সর্কতো নিকৃষ্ট আবৃততথা প্রকারত্বয়েণাপি তেন কামেনাবৃতমিদম্ ॥ ৩৮ ॥

বলদেব ।—মূহমধ্যতীব্রভাবেন ত্রিবিধস্য কামস্য ধুমমলোভেনেতি ক্রমেণ দৃষ্টান্তানাহ ধূমেনেতি । যথা ধূমেনাবৃতোহমুচ্ছলেহপি বহ্নিরৌষাদকং কিঞ্চিং কৰোতি, মলেনাবৃতো মৰ্পণঃ অচ্ছতাতিরোধনাং প্রতিবিশং ন শক্নোতি গ্রহীতুং, উভেন জরায়ুণাবৃতো গৰ্ভস্ত পাদাদি-
প্রসারণং ন শক্নোতি কৰ্ত্তুং, ন চোপলভ্যতে । তথা মূহনা কামেনাবৃতঃ জ্ঞানং কথঞ্চিং তদ্ব্যর্থং গ্রহীতুঃ শক্নোতি মধোনাবৃতঃ ন শক্নোতি । তীক্ষ্ণাবৃতস্ত প্রসৰ্ত্তুমপি ন শক্নোতি ন চ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

মধুসূদন ।—তত্ত্ব মহাপাণ্ডুভ্যে ন বৈবিশ্বমেব দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টয়তি ধূমেনেতি । তত্র শরীররন্তাৎ আগন্তুকরণস্যালকবৃত্তিকল্পাৎ সূক্ষ্মঃ কামঃ শরীররন্তকেন কৰ্ম্মণা পুনশরীরাবচ্ছিন্নে লকবৃত্তিকেহস্তঃকরণং কৃত্যভিবাঞ্ছিতঃ সন্মূলো ভবতি, স এব বিষমস্য চিন্ত্যমানাবস্থায়ঃ পুনরুজ্জিচ্যমানঃ সুলভমো ভবতি, স এব পুনর্বিষমস্য ভ্রাম্যমানতাবস্থায়ামত্যন্তোদ্রেকং প্রাপ্তঃ সুলভমো ভবতি । তত্র প্রথমাবস্থায়ঃ দৃষ্টান্তঃ যথা ধূমেন আগন্তুকপ্রকাশাত্মকেন প্রকাশাত্মকো বহ্নিরাত্রিয়তে । দ্বিতীয়াবস্থায়ঃ দৃষ্টান্তঃ যথা মলো মলেনাসহজেন আদর্শোৎপত্তানন্তবমুদ্রিক্তেন, চকারোহবাস্তবতৈবধর্ম্মানুচনাগঃ, আত্রিয়তে ইতি ক্রিয়ান্নকৰ্ম্মণাশ্চ । তৃতীয়াবস্থায়ঃ দৃষ্টান্তঃ যথাষেন জরায়ুণা গৰ্ভবেষ্টনচৰ্ম্মণা অস্থুলেন সর্কতো নিকম্যাবৃতো গৰ্ভঃ, তথা প্রকারত্বয়েণাপি তেন কামেনেদমাবৃতম্ । অত্র ধূমেনাবৃতোহপি বহ্নির্দাঢ্যাদিলক্ষণং স্বকর্য্যং কৰোতি, মলেনা-
বৃত্তাদমৰ্পণঃ প্রতিবিশ্বগ্রহণলক্ষণং স্বকর্য্যং ন কৰোতি, অচ্ছতাদধর্ম্মমাত্রাতিরোধনাং স্বরূপতত্ত্বপ-
লভ্যত এব, উভেনাবৃতস্ত গৰ্ভো ন হস্তপদাদিপ্রসারণরূপং স্বকর্য্যং কৰোতি, ন বা স্বরূপত
উপলভ্যত ইতি বিশেষঃ ॥ ৩৮ ॥

মীলকণ্ঠ ।—অস্ত বৈবিশ্বমেব বিবৃণোতি ধূমেনেত্যাदिना । উভেন গৰ্ভবেষ্টনেন জরায়ুণা তেন কামেন ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানং আবৃতম্, আবরণায়স্য ত্রৈবিধ্যাৎ তদমুগুণং দৃষ্টান্ত-
জয়ঃজেরম্ ॥ ৩৮ ॥

বিধ্বনাধ ।—নচ কন্তচিদেবাঃ বৈরী অপিতু নর্যৈভেবতি সৃষ্টাস্তমাহ ধূমেনেতি ।
কামভাগাচুৎষে গাঢ়ত্বেনতিগাঢ়ত্ব চ ক্রমেণ দৃষ্টাস্তাঃ । ধূমেনাবৃতোহপি মলিনো বহ্নির্দাহাদিলক্ষণং
স্বকার্যন্ত করোতি । মলেনাবৃতো দর্পণস্ত স্বচ্ছতাধর্মতিরোধানাং বিষগ্রহণং স্বকার্য্যং ন করোতি
স্বরূপতত্ত্ব উপলভ্যতে । উষেন জরায়ুণা আবৃতো গর্ভস্ত স্বকার্য্যং করচরণাদিপ্রসারণং ন
করোতি, ন বা স্বরূপত উপলভ্যত ইতি । এবং কামভাগাচুৎষে পরমার্গস্ররণং কর্ত্বুং শক্নোতি,
গাঢ়ত্বেন শক্নোতি অতিগাঢ়ত্বে অচেতনমেব স্তাদিদং জগদেব ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য্য ।—কামের প্রবল শত্রুতার বিষয় দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টীকৃত
হইতেছে । শরীরের প্রারম্ভ কালে অন্তঃকরণের অপূর্ণ অবস্থায় কাম সূক্ষ্ম-
রূপে দেহাশ্রয় করিয়া, শরীরের পরিপুষ্টি ও অন্তঃকরণের পূর্ণতার সহিত
ক্রমশঃ স্থূলতা প্রাপ্ত হইতে থাকে । বিষয়চিন্তাকালে ভোগোত্তেজনা হেতু
সেই কাম ক্রমশঃ স্থূলতর হইতে থাকে ; এবং বিষয় ভোগ কালে পুনঃ
পুনঃ ভোগোৎসাহে স্থূলতম হইয়া উঠে । অপ্রকাশরূপ সহজাত ধূম প্রকাশ
স্বরূপ বহ্নিকে আবরণ করিয়া রাখে, ইহাই উল্লিখিত প্রথমাবস্থার উদাহরণ ।
দর্পণ আগন্তুক ধূলি প্রভৃতি মলিন পদার্থে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু তজ্জন্ত
তাহার আন্তরিক ধর্মের বিলোপ হয় না ; ইহাই দ্বিতীয়াবস্থার উদাহরণ ।
অতি স্থূল জরায়ু অর্থাৎ গর্ভবেষ্টনচর্য্য দ্বারা গর্ভস্থ শিশু নর্যৈভোভাবে নিরুদ্ধ
থাকে, ইহাই তৃতীয়াবস্থার দৃষ্টান্ত । এই ত্রিবিধ প্রণালীতে গায়া দ্বারা
জ্ঞান সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । ধূম দ্বারা আবৃত হইলেও বহ্নির দাহাদি
লক্ষণ স্বকার্য্য সাধনের ব্যাঘাত হয় না ; মলিনতা সমাচ্ছন্ন দর্পণের স্বচ্ছতা
ধর্মের অভাবে প্রতিবিম্ব গ্রহণ রূপ স্বকার্য্য সাধন ক্ষমতা তিরোহিত হয় ;
কিন্তু তাহার স্বরূপের অন্তথা হয় না । জরায়ু দ্বারা আবৃত জ্ঞান হস্ত পদাদি
প্রসারণরূপ স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম থাকে এবং আপনার স্বরূপও উপলব্ধি
করিতে পারে না । এই তিন দৃষ্টান্তের দ্বারা ত্রিবিধ অবস্থা প্রদর্শিত
হইল ॥ ৩৮ ॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।

কামরূপেণ কৌন্তেয় ! হৃষ্পুরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

অর্থঃ ।—কৌন্তেয় ! (পার্শ্ব) জ্ঞানিনঃ (বিবেকিনঃ) এতেন নিত্য-বৈরিণা (চিরশত্রুণা) কামরূপেণ (কাম ইচ্ছা স এব রূপং যস্য তেন) হৃষ্পুরেণ (হৃঃধেন পূরণং যস্য তেন) অনলেন (হৃঃখতাপহেতুহাৎ অনলতুল্যেন) চ জ্ঞানম্ আবৃতম্ (সমাচ্ছাদিতম্) ॥ ৩৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—পার্শ্ব জ্ঞানীর চিরশত্রু এই কাম-স্বরূপ অপূরণীয় অগ্নিধারা জ্ঞান আবৃত ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে কৌন্তেয় ! জ্ঞানীজনের চিরশত্রু ক্রেশ-পূরণীয় অনলোপম এই কাম জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে ॥ ৩৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিং পুনস্তদ্বিশেষকবাচ্যং যৎ কামেনাবৃতমিত্যুচ্যতে আবৃতমিতি । আবৃতমেতেন জ্ঞানং জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা, জ্ঞানী হি জ্ঞানাত্মনেন অহমনর্থে প্রযুক্তঃ পূর্ব-মেবাতঃ হৃঃখী চ ভবতি নিত্যমেব অতোহসৌ জ্ঞানিনো নিত্যবৈরী, ন তু মুখ্যতঃ, স হি কামং তৃষ্ণাকালে মিত্রমিব পশ্যন্তংকার্য্যো হৃঃখে প্রাপ্তে জানাতি তৃষ্ণাহং হৃঃখিত্বমাপাদিত ইতি ন পূর্বমেবাতো জ্ঞানিনো এব নিত্যবৈরী । কিংরূপেণ কামরূপেণ কাম ইচ্ছৈব রূপমভ্যেতি কাম-রূপন্তেন হৃষ্পুরেণ হৃঃধেন পূরণমস্যেতি হৃষ্পুরোহতন্তেনানলেন নাস্যাং পর্যাণ্তিক্ৰিয়ত ইত্যনলন্তেন ॥ ৩৯ ॥

আনন্দগিরি ।—সামান্ততো নির্দিষ্টং বিশেষতো নির্দিষ্টং আকাজ্জাপূর্বকমনস্তর-শ্লোকমবতারয়তি কিং পুনরিতি । কামস্য জ্ঞানং প্রত্যাবরণসিদ্ধার্থং জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণে-ত্যাদিবিশেষণম্ । প্রতীকমাদায় বাচষ্টে আবৃতমিত্যাदिना । জ্ঞানিনাং প্রতি বৈরিণেহেপি নিত্যবৈরিণঃ কামস্য কথমিত্যাহ জ্ঞানী হীতি । অনর্থপ্রাপ্তিমন্তরেণ কামস্য প্রসঙ্গাবস্থা পূর্বমেবেত্যুচ্যতে, অতঃ শব্দেন কামপ্রসঙ্গিরেব পরামৃশ্যতে, নিত্যমেবেত্যুৎপত্ত্যবস্থা কার্য্যাবস্থা চ কামস্য কথ্যতে । নহু সর্বস্যাপি কামাত্মতা ন প্রশস্তেতি, কামো নিত্যবৈরী ভবতি, ততঃ কুতো জ্ঞানিবিশেষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন ত্বিতি অজস্য নাসৌ নিত্যবৈরীত্যেতদ্রূপাদয়তি সহীতি । কার্য্যপ্রাপ্তিপ্রাগবস্থা পূর্বমিত্যুক্তা, অজ্ঞং প্রতি বৈরিণেহে সত্যপি কামস্য নিত্যবৈরিণাত্বাবে কলিতমাহ অত ইতি । স্বরূপতো নিত্যবৈরিণীবািশেষেহেপি জ্ঞানাজ্ঞানাত্ম্যমবাস্তবভেদসিদ্ধি-রিত্যর্থঃ । আকাজ্জাধারা প্রকৃতং বৈরিণমেব ক্ষেত্রয়তি কিং রূপেণেত্যাদিনা ॥ ৩৯ ॥

রাধাকৃষ্ণ ।—আবরণপ্রকারমাহ আবৃতমিতি । অস্য জ্ঞানোজ্ঞানিনো জ্ঞানবতাব-

ভাববিবরণ জ্ঞানং এতেন কাম্যাকারেণ বিবরণ্যামোহজ্ঞেয়ং নিত্যবৈরিণাবৃতম্ । হৃদ্পুরেণ
প্রাপ্তানহীবিষয়গানলেন চ পর্যাপ্তিরহিতেন ॥ ৩৯ ॥

‘হৃদ্পুরা’ ।—আবৃতমিতি । আবৃতং শিহিতং বিবেকজ্ঞানম্ব্যতেন কামেন ক্রোধেন চ
জ্ঞানিনোহপি কিমুত মুখত, নিত্যং বৈরিণা নিত্যবৈরিণা তেন নিত্যবৈরিণেন (জ্ঞানমপি-
ধানং তদ্বারকং ?) কামরূপেণ হৃদ্পুরেণানলেন চ, হৃদেধেন পূর্য্যত ইতি হৃদ্পুরঃ ন বিভক্তে
অগং পর্যাপ্তিরন্তেত্যনলঃ তুরো তুরো বিষয়সেবয়া বর্দ্ধমানেন প্রত্যুক্তঃ প্রয়োহর্থঃ পুরুষঃ পাপং
চরতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর ।—উদংশকনির্দিষ্টং দর্শনং বৈরিণং ক্ষুটয়তি আবৃতমিতি । ইদং বিবেকজ্ঞানং
এতেনাবৃতং, অজ্ঞাতং খলু ভোগসময়ে কামঃ সূত্রেতুরেব, পবিণামে তু বৈরিণং প্রতিপদ্যতে,
জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকালমণ্যার্থাস্বাদানাদুঃখহেতুরেণেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তম্ । কিঞ্চ বিশ্বাসঃ
পূর্য্যমাণোহপি যো হৃদ্পুরঃ অপূর্য্যমাণস্ত শোকসন্তাপহেতুতাদনলত্বাৎ, অনেন সর্বান্ প্রতি
বৈরিত্বমুক্তম্ ॥ ৩৯ ॥

বলদেব ।—উক্তমর্থং ক্ষুটয়তি আবৃতমিতি । অনেন কামরূপেণ নিত্যবৈরিণা
জ্ঞানিনো জীবন্ত জ্ঞানমাবৃতমিতি সন্দেহঃ । অজ্ঞাতং বিষয়ভোগসময়ে সূত্রেতুরেব সূত্রেতু-
কামস্তৎকার্য্যে হৃদে সতি বৈরীভাৎ, বিজ্ঞাতং তু তৎসময়েহপি হৃদাঃস্বাদানাদুঃখহেতুরেবেতি
নিত্যবৈরিণেত্যুক্তঃ, তন্মাং সর্বথা হস্তব্য ইতি ভাবঃ । কিঞ্চ হৃদ্পুরেণেতি চন্দ্র ইবার্থঃ ।
অনলো যথা হবিষা পুররিতুমশক্যত্বা ভোগেন কাম ইত্যর্থঃ । স্মৃতিশৈচবমাহ । “ন জাতু
কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি । হবিষা কৃকবশ্চৈব তুর এবাতিবর্দ্ধতে ॥” ইতি । তন্মাং
সর্বথাং স নিত্যবৈরীতি ॥ ৩৯ ॥

মধুসূদন ।—তথা তেনেদমাবৃতমিতি সংগ্রহণাক্যং বিবৃণোতি আবৃতমিতি ।
জ্ঞানতেহনেনেতি জ্ঞানমস্তকরণং বিবেকবিজ্ঞানং বা ইদংশকনির্দিষ্টং, এতেন কামেনাবৃতং,
তথাপ্যাপাতসূত্রেতুতাদ্রপাদেয়ঃ শ্রাদিত্যত আহ জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা, অজ্ঞো হি বিষয়ভোগ-
কালে কামঃ মিত্রনিব পশুন্ তৎকার্য্যে হৃদে প্রাপ্তে বৈরিণং জানাতি কামেনাহং হৃদেব-
মাণাতি ইতি, জ্ঞানী তু ভোগকালেহপি জানাত্যনেনাহমস্বার্থে প্রবেশিত ইতি, অতো বিবেকী
হৃদী ভবতি ভোগকালে চ তৎপরিণামে চানেনেতি জ্ঞানিনোহসৌ নিত্যবৈরীতি সর্বথা তেন
হস্তব্য এবৈত্যর্থঃ । তর্হি । কং স্বরূপোহসাবিত্যত আহ, কামরূপেণ কামিতমিচ্ছা তৃষ্ণা সৈব
রূপং যন্ত তেন । হে কোত্তরেতি সন্দেহাবিকারেণ প্রমাণং সূচয়তি । নহু বিবেকিনা হাত-
ন্যোহপ্যবিবেকিন উপায়েনঃ স্যামিত্যত আহ, হৃদ্পুরেণানলেন চ চকার উপমানর্থঃ । ন
সিদ্ধান্তেহলং পর্যাপ্তিবৃত্তেত্যনলো বহিঃ, স যথা হবিষা পুররিতুমশক্যত্বাৎসামি ভোগেনেত্যর্থঃ ।
অতো নয়ন্তং সন্তাপহেতুতাদ বিবেকিন ইবাবিবেকিনোহপি হেয় এবাসৌ । তথাচ স্মৃতিঃ,
“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি । হবিষা কৃকবশ্চৈব তুর এবাতিবর্দ্ধতে ॥” ইতি ।

স্বধৰ্ম্ম ইচ্ছায়া বিষয়নির্দ্ধিনিবর্ত্যতাদিচ্ছারূপঃ কামো বিষয়ভোগেন স্বয়মেব নিবর্ত্তিত্বাৎ, কিং তত্রাতিনির্দ্ধেনেত্যত উক্তং দুষ্পূরেণানলেন চেতি । বিষয়সিদ্ধ্যা তৎকালমজ্জাতিরোধানেহপি পুৰুষঃ শ্রাদ্ধভাবায় বিষয়নির্দ্ধিরিচ্ছা নিবর্ত্তিকা, কিন্তু বিষয়বোধদৃষ্টিয়ের তথেষ্ঠি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—আবৃত্তিস্থিতি । জ্ঞানঃ অন্তঃকরণসম্বৎ “হ্রীর্ধীর্জীরিত্যেতৎ সৰ্ব্বং মন এষ” ইতি শ্রুতেঃ । এতেন কামেন রজোগুণাত্মকেন আবৃত্তম্, জ্ঞানিনঃ অন্তঃকরণবিশিষ্টম্ প্রমাতৃঃ নিত্যৈবরিণা কামরূপেণ দুষ্পূরেণ পূরয়িতুমযোগেন, অয়ং হি পূর্য্যমাণেহনর্থানেব পসবেৎ অনলেন, অথাপি পূর্য্যতে চেৎ অনলঃ নাস্ত্যলং পর্য্যাপ্তির্ভূত স তথা তেনানলেন, ন স্থলঃ কঠৈস্তপ্পরিতুং শক্যঃ, কিন্তু বর্দ্ধত এব তদ্বদয়মপীভার্থঃ । অয়ং ভাবঃ, অন্তঃকরণসম্বৎ হি প্রকাশাত্মকং তৎ সহজেন কামেন বহ্নিরিব ধূমেন আবৃতং চেৎ প্রমাতারং অনর্থে পাতরতি অস্তথা তদেব স্বভাবগুহ্যত্বং বিবেকবৈরাগ্যোগোপগং ভূত্বা তদ্বদ্বরেৎ অতোহয়ং কামো জ্ঞানিনো নিত্যবৈরীতি ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—কাম এব হি জীবন্তাবিদ্যা ইত্যাহ আবৃত্তিস্থিতি । নিত্যৈবরিণা ইত্যতোহিনো সৰ্ব্বপ্রকারেণ হস্তব্য ইতি ভাবঃ । কামরূপেণ কামাকারেণাজ্ঞানেত্যর্থঃ । চকার ইবার্থে । অনলো যথা হবিষা পূরয়িতুমশক্যত্বা কামোহপি ভোগেনেত্যর্থঃ । যত্ফলং—“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি । হবিষা কৃষ্ণবজ্রৈব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে” ইতি ॥ ৩৯ ॥

ভাৎপর্য্য ।—পূর্ব্ব শ্লোকে যে ‘ইদং’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহার অর্থ পরিস্ফুট হইতেছে এবং কামের শত্রুতা অধিকতর স্ফুটীকৃত হইতেছে । অন্তঃকরণ বা বিবেক-বিজ্ঞানই ‘ইদং’ শব্দে লক্ষিত এবং তাহাই কামের দ্বারা সমাচ্ছন্ন । জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই কামের অধীনতায় দুঃখ ভোগ করে । অজ্ঞ জনেরা আপাতমনোহর বিষয়ভোগকালে কামকে পরম মিত্র-তুল্য বোধ করিয়া থাকে, কিন্তু পরিণামে যখন তৎকার্য্যের ফল স্বরূপে দারুণ দুঃখ সমুপস্থিত হয়, তখন তাহাকে নিদারুণ বৈরী বলিয়া উপলব্ধি করে এবং কামের প্ররোচনায় তাহার সৰ্ব্বনাশ ঘটয়াছে জানিয়া, বার বার কামের নিন্দাবাদ করিতে থাকে । সুতরাং কাম তাহার নিত্য বৈরী বা চিরশত্রু নহে ; কারণ ভোগ কালে অজ্ঞানী কামকে মিত্র স্বাভীভ শত্রু বোধ করে না । জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কাম চিরশত্রু ; কেননা ভোগ কালেও জ্ঞানীজনের মনে হয় যে, পরম শত্রু কামের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়াই তিনি এই অনর্থ-সকল বিষয়-মাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন । ভোগ পরিণামেও শুদ্ধনিত, অনুরূপে নিরুত্তর মণীভূত হইয়া,

ভিনি কামের কুংসা কীৰ্ত্তন করেন। অতএব কাম, বিবেকী ব্যক্তির কি ভোগ কালে কি ভোগাবগানে, সকল সময়েই শত্রুবৎ। এই কাম ইচ্ছাময় কলেবর ধারণ করিয়া, অর্থাৎ বিষয় ভোগার্থ দারুণ তৃষ্ণা স্বরূপে সমুপস্থিত হইয়া, মানবের সৰ্ব্বনাশ সাধন করে। এই ইচ্ছা বা তৃষ্ণা এতই অগৌরব, অত্যায়াসে ও বিপুলায়োজনেও তাহার নিরুত্তি হয় না; অর্থাৎ সেই ভোগ-পিপাসা শাস্তির নিমিত্ত বিষয়ের পর নূতন বিষয়, এইরূপে অবিশ্রান্ত ভাবে বিষয়-শ্রেণী তাহার আয়ত্তগত হইলেও, বাসনার অবসান জনিত পরিভূষণ লাভ হয় না; বরং ইন্ধন সংযুক্ত অনলের স্থায় নিরন্তর সেই ছুনিবার বালনা সংবদ্ধিত হইয়া মানবকে অধিকতর দুঃখাচ্ছিন্ন করে। এই কামের অধীনতা-পাশে বদ্ধ হইলে শোক ও সন্তাপ ক্রমশঃ মানবকে দক্ষীভূত করিতে থাকে। এই জন্তই কাম অনলোপম। অপিচ যাহার অল অর্থাৎ পর্যাাপ্তি নাই তাহাই অনল অর্থাৎ অগ্নি। অগ্নি সৰ্ব্ব-দাহনকারী এবং তাহার বুভুক্ষা সীমামুক্ত, কামও তদনুরূপ। ইহাই জ্ঞাত করাইবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অনল তুল্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। চ শব্দ উপমা জ্ঞানার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। নিরন্তর বিষয়ভোগ দ্বারা বীতস্পৃহ হইয়া ভোগেচ্ছা নিরুত্তি হইলেও, কামের শাসন অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ ভোগেচ্ছার শাস্তি ও নিরুত্তি কিছুতেই হয় না। এক ভোগের অবসানে, অন্য ভোগের নিমিত্ত কাম মানবকে সমুত্তেজিত করিতে থাকে এবং মানব, সেই নূতন ভোগের নিমিত্ত উন্মত্ত ও অধীর হইয়া উঠে। বিষয় ভোগ দ্বারা কামের নিরুত্তি হয় না, কেবল বিষয়ের দোষ-দর্শন-জনিত তৎসম্বন্ধে বিবেচ্যই কাম নিরুত্তির একমাত্র সচুপায়। ৩৯ ॥

—:(.):—

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।

এতৈবিমোহয়তোষ জ্ঞানমাস্রত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

অর্থঃ—ইন্দ্রিয়াণি (প্রোক্তাদীনি) মনঃ বুদ্ধিঃ অস্যা (কাম্যস্য) অধিষ্ঠানং (আশ্রয়ঃ) উচ্যতে (কথ্যতে) এবং কামঃ এতৈঃ (ইন্দ্রিয়া-
দিত্তিঃ) জ্ঞানম্ (বিবেকম্) আস্রত্য (সমাল্লাভ্য) দেহিনম্ (শরী-

রিণম্) বিমোহয়তি (বিবিধং মোহং জনয়তি, আত্মজ্ঞানবিমুখং করো-
তীতি ভাবঃ) ॥ ৪০ ॥

প্রতিশব্দ ।—ইন্দ্রিয়-সকল মন বুদ্ধি ইহার আশ্রয় কথিত-হয় এই
কাম ইহাদিগের-দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন-করিয়া প্রাণিগণকে বিমোহিত-
করে ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা ।—ইন্দ্রিয় সমূহ, মন এবং বুদ্ধি এই কামের আশ্রয় স্বরূপ ;
ইহাদিগকেই অবলম্বন করিয়া কাম প্রাণিগণের জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন করে
ও তাহাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ॥ ৪০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিমিধানং পুনঃ কামো জ্ঞানভাবরণেন বৈরী সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠাতাপেক্ষারামাহ,
জ্ঞাতে হি শত্রোরমিধানেন হৃদেন নিবৰ্হণং কৰ্ত্তুং শক্যমিতি ইঞ্জিয়ানীতি । ইঞ্জিয়ানি মনো
বুদ্ধিচাত্ত কামপ্রাধান্যমুচ্যতে, এতৈরিঞ্জিয়াদিভিরাশ্রয়ৈর্বিমোহয়তি বিবিধং মোহয়ত্যেব কামো
জ্ঞানমাবৃত্যচ্ছাদ্য দেহিনং শরীরিণম্ ॥ ৪০ ॥

আনন্দগিরি ।—কামস্ত নিরাশ্রয়স্ত কার্য্যকরত্বাভাবং মত্বা প্রম্পূৰ্ণকমাত্রং দর্শয়তি
কিমিধান ইতি । কামস্ত নিত্যবৈরিষ্মেন পরিজিহীৰ্ষিতস্ত কিমিত্যধিষ্ঠানং জ্ঞাপ্যতে তজ্ঞাহ
জ্ঞাতে হীতি । ইঞ্জিয়ানীনাং কামাধিষ্ঠানং প্রকটয়তি এতৈরিতি । নশ্চেতাভিরিতি বক্তব্যে
কথ্যমৈতৈরিত্যুচ্যতে তজ্ঞাহ ইঞ্জিয়াদিভিরিতি ॥ ৪০ ॥

রামানুজ ।—কৈরূপকরণৈরয়ং কাম আত্মানমধিষ্ঠিতীত্যজ্ঞাহ ইঞ্জিয়ানীতি । অদি-
তিষ্ঠাত্যেতিয়ং কাম আত্মানমিঞ্জিয়ানি মনো বুদ্ধিরত্যাধিষ্ঠানং এতৈরিঞ্জিয়মনোবুদ্ধিভিঃ কামা-
ধিষ্ঠানভূতৈর্কিষ্মণপ্রবর্ণৈর্দেহিণং প্রকৃতিসংসৃষ্টং জ্ঞানমাবৃত্য বিমোহয়তি আত্মজ্ঞানবিমুখং বিষয়া-
মুক্তবপয়ং করোতীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

ছানুমান্ ।—কিঞ্চ অস্যা কামস্য কারণমুচ্যতে ইঞ্জিয়ানীতি । ইঞ্জিয়ানি লোচনানি
চক্ষুরানীনি মনঃ সঙ্করাস্বকং বুদ্ধিরধ্যবসারাস্বিকা, অস্যা কামস্যাদিষ্ঠানং কারণমুচ্যতে, ইঞ্জিয়েণ
পিহিতং প্রণমং মদলীচং বিষয়মালোচ্য মনসা তস্ত স্পৃহেতৃত্বং সঙ্কর্যাহমেনেনৈঞ্জিয়েণৈবং বিষয়ং
সেবে ইতি বৃত্তাদ্যাবলম্ব্য পুরুষঃ কামরতে, তস্মাদিঞ্জিয়ানীনি কামস্যাদিষ্ঠানং কারণং, এতৈরিঞ্জিয়া-
নিভিঃ কারণৈরেনং দেহিনং বিমোহয়তি ভোক্তৃপ্রতিপত্তৌ হি কারণং ভবতীতি জ্ঞানং সম্যক্
জ্ঞানমাবৃত্যচ্ছাদ্য বত এবমত ॥ ৪০ ॥

শ্রীধর ।—ইদানীং তস্যাদিষ্ঠানং কথয়ন্ জরোপারমাহ ইঞ্জিয়ানীতি স্বাক্যাম্ ।
বিষয়বর্শনশ্রবণাদিভিঃ সঙ্করেনাধ্যবসারেন চ কামস্যাবির্ভাবাদিঞ্জিয়ানি চ মনশ্চ বুদ্ধিচাত্ত্যাদি-
ষ্ঠানমুচ্যতে এতৈরিঞ্জিয়াদিভিঃ শরীরাদিবিষয়াণামবিত্তরাশ্রয়ভূতৈর্বিবেকজ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং বিমো-
হয়তি ॥ ৪০ ॥

বলদেব ।—বৈরিণঃ কামস্ত দুর্গেবু নির্জিতেবু তস্ত অগঃ সুকর ইতি তাত্ত্বিক ইঞ্জিরাগীতি । বিষয়প্রবণাদিনা সঙ্কল্পেনাপ্যবসায়েন চ কামস্তাভিব্যক্তেঃ প্রোক্তাদীনি চ মনস্ত বুদ্ধিচ তত্ত্বাধিষ্ঠানং মহাহুর্গলজধানীকরণং ভবতি, বিষয়স্ত তস্ত তস্ত জনপদা গোষ্ঠাঃ । এতৈরিবিসয়সংকারিতিনিজ্জিরাতিভিত্তির্নৈকিনঃ প্রকৃতিসৃষ্টদেহবস্তঃ জীৱমাত্মজ্ঞানোক্তমেব কামো বিমোহয়তি । আত্মজ্ঞাননিমগ্নং বিষয়রসপ্রবণঞ্চ কণোত্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

মধুসূদন ।—জ্ঞাতে হি শত্রোঃ অধিষ্ঠানে সুথেন জেতুং শক্য ইতি তদধিষ্ঠানমাহ ইঞ্জিরাগীতি । ইঞ্জিরাগি শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধগ্রাহকানি প্রোক্তাদীনি, বচনাদানগমনবিসর্গানন্দজনকানি বাগাদীনি চ, মনঃ সঙ্কল্পাত্মকং, বুদ্ধিব্যাবসারাত্মিকং চ, অস্ত কামস্তাধিষ্ঠানমাত্মর উচ্যতে । যত এতৈরিবিসয়সংকারিতিনিজ্জিরাতিভিত্তিঃ সস্বাপ্যাপাববজ্জিরাপ্রতৈরিকিমোহয়তি বিবিধং মোহয়তি, এব কামঃ জ্ঞানং বিবেকজ্ঞানমাবৃত্যচ্ছাদ্য দেহিনং দেহাভিমানিনম্ ॥ ৪০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কিঞ্চ, ইঞ্জিরাগীতি । অরমর্থঃ, ইঞ্জিরমনোবুদ্ধয়ো হি কামেনাধিষ্ঠিতাঃ বাহার্থপ্রবণা ভবন্তি, তৈস্ত তথাত্ত্বৈতরয়ং কামঃ জ্ঞানং চিদাকাশরূপম্ আদর্শতলপ্রাণং বহু যোগিনো ব্যবহিতং বিশুদ্ধমতীতমনাগতং বা পশুস্তি, যথোক্তমাচাৰ্য্যৈঃ বিশ্বঃ দর্শনদৃষ্টমান-নগরীতুল্যং নিজাস্তর্গতং পশুস্তাত্মনীতি নিজাস্তর্গতং শরীরাস্তর্গতম্ আত্মনি হৃদীকাশাণ্যে ব্রহ্মণি তৎ মলেন আদর্শমিব আবৃত্য দেহিনং দেহাভিমানিনং বিশেষণ মোহয়তি, বিশকাৎ দেহাভিমানশূন্যং যোগিনমপি বাখানাবহারাং কিকিমোহংতীতি গম্যত ইতি, অক্ষরযোজনাতু স্পষ্টা ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ ।—কাসৌ চিঠিত্যত আহ ইঞ্জিরাগীতি । অস্ত বৈরিণঃ কামস্ত অধিষ্ঠানং মহাহুর্গলজধানীকরণং শব্দাদয়ো বিষয়স্ত তস্ত রাজো দেশা ইতিতানঃ । এতৈরিবিসয়সংকারিতিনিজ্জিরাতিভিত্তিঃ দেহিনং জীবম্ ॥ ৪০ ॥

তাৎপর্য্য ।—শত্রুর আশ্রয় ও অবলম্বন সমূহ পরিজ্ঞাত হইলে তাহাকে পরাভূত করা অনায়াস-সাধ্য হইবে বিবেচনায়, অতঃপর সেই দুর্ব্বীর বৈরী কামের অধিষ্ঠান সমূহের বিষয় কীর্ত্তিত হইতেছে । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের গ্রাহক স্বরূপ কণাদি জ্ঞানেঞ্জিয় সমূহ (৬১২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ও বচন, আদান, গমন, বিসর্গ এবং আনন্দজনক কর্ম্মেঞ্জিয় সমূহ ; সঙ্কল্পাত্মক মন ; এবং অধ্যবসারাত্মিকা বুদ্ধি । * এই কামের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় স্বরূপ । অর্থাৎ কাম এই ইঞ্জিয় গ্রামের এবং মন ও বুদ্ধির সাহায্যে দেহা-

* বেদান্ত শাস্ত্রে নিশ্চরাত্মিকা অন্তঃকরণরূপিত, বুদ্ধি শব্দে নির্দিষ্ট । বুদ্ধি সম্বন্ধে বিস্তারিত বৃত্তান্ত শ্রীমত্তগবদগীতা শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ কর্তৃক পরে বিবৃত হইবে । দ্বিতীয় অধ্যায় ৪১-প্রোক্তের তাৎপর্য্য দেখুন !

ভ্রিমামী মানবের জ্ঞানকে রূমাচ্ছন্ন করিয়া তাহাদিগকে সর্বতোভাবে মোহ সমাকুলিত করে । বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাম, মন এবং বুদ্ধির দ্বারা বিষয়গ্রহ ও ভোগানুভব করে বলিয়া, তাহাদের সহায়তা ব্যতীত, কাম কখনই মানব-হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিত ন' । অতএব তাহাদিগকে কামের অধিষ্ঠান বলিয়া উল্লেখ করাই সঙ্গত । মানবের জ্ঞান বলবান্ ও গতেজ থাকিলে, তাহার পাপ প্রবৃত্তি জন্মে না ; এই জন্যই ইন্দ্রিয়াদির আশ্রয়ে কাম প্রথমতঃ জ্ঞানকে আবৃত্ত করিয়া, মানবকে সম্পূর্ণরূপে অধীন, কায়ন্ত, আজ্ঞাজ্ঞান-বিমুখ ও বিষয়-রস-প্রবণ করে ।

কোন কোন ভাষা ও টীকাকার উপমাশ্লে কামকে প্রবল প্রতাপাশ্বিত নরপতিরূপে কল্পনা করিয়াছেন । ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সেই ভূপতির প্রাকার ও পরিখা সমন্বিত মহাভূগংগবেষ্টিত রাজধানী স্বরূপ এবং বিষয় সমূহের প্রত্যেকটি সেই ভূজবল-পরাক্রান্ত ভূপতির শাশনাধীন ও কর্তৃত্বাধীন এক একটা জনপদ স্বরূপ ॥ ৪০ ॥

—(০)×(০)—

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ! ।

পাপ্যানং প্রজহি হেনং জ্ঞান-বিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১॥

অর্থঃ ।—ভরতর্ষভ (ভরতরাজবংশোদ্ভূতানাং শ্রেষ্ঠ অর্জুন) তস্মাৎ ত্বম্ আদৌ (পূর্ব্বং) ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য (বশীকৃত্য) জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্ (শাস্ত্রাচার্যোপদিষ্টং আত্মবোধং জ্ঞানম্, নিদিষ্ট্যাসনজনিভং অমুক্তবং বিজ্ঞানং তয়োনাশনম্) পাপ্যানং (পাপরূপং) এনং (কামং) প্রজহি (পরিত্যজ) ॥ ৪১ ॥

প্রতিশব্দ ।—ভারত অতএব তুমি সর্বপ্রায়ে ইন্দ্রিয়-সকলকে বশীভূত-করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিনাশক পাপরূপ এই কামকে পরিত্যাগ-কর ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে অর্জুন ! তুমি প্রথমতঃ স্বকীয় ইন্দ্রিয় সমূহকে বশতাপন্ন করিয়া আত্মার জ্ঞান ও অমুক্তবের বিনাশকারী পাপের কারণীভূত এই কামকে বিজিত কর ॥ ৪১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যতএবং তস্মাদিতি । তস্মাৎ স্বমিস্রিয়াণ্যাদৌ পূৰ্ণং নিরম্য বশীকৃতী, ভয়তৰ্ভত । পাপ্যানং পাপাচারং কামং প্রজহি পরিত্যজ । হি, যস্মাৎ এনং প্রকৃতং বৈরিণং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্, জ্ঞানং শাস্ত্রত আচার্য্যাতশ্চ আত্মাদীনামববোধঃ, বিজ্ঞানং বিশেষতত্ত্বদৃষ্-
তবস্তয়োজ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ শ্রেয়ঃ প্রাপ্তিহেত্বোনাশনং নাশকত্বনাশনং প্রজহি আত্মনঃ
পরিত্যজেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

জ্ঞানান্দগিনি ।—তেবাং কামাশ্রয়ে সিদ্ধে সাশ্রয়ত তন্ত পরিহর্ষবাস্যমাহ যত ইতি ।
তস্মাদিহ্মিরাদীনামাশ্রয়াদিতি যাবৎ, পূৰ্ণং কামনিরোধাৎ প্রাগবহার্য্যমিত্যর্থঃ । তেষু
নিয়মিতেষু মনোবুদ্ধ্যানিয়মঃ সিধ্যতি তৎপ্রবৃত্তিরিতরপ্রবৃত্তিব্যতিরেকেণাকলম্বাদিতি ভাবঃ ।
পাপমূলতয়া কামস্ত তচ্ছব্বাচ্যমুন্নয়ম্ । কামস্ত পরিত্যজ্যে বৈরিঃ হেতুঃ, তমেব হেতুং
সাধয়তি জ্ঞানেতি । জ্ঞানবিজ্ঞানশব্দয়োর্থভেদমাবেদয়তি জ্ঞানমিত্যাदिना ॥ ৪১ ॥

রামানুজ ।—যস্মাৎ সৰ্কেজিয়ব্যাপারোপরতিরূপে জ্ঞানযোগে প্রবৃত্ততায় কামরূপ-
শক্তিবিষয়াভিমুখ্যকরণেনাশ্রবৈমুখ্যং কৰোতি, তস্মাৎ প্রকৃতিসংসৃষ্টতয়েজিয়ব্যাপারগণবস্তুমাদৌ
মোকোপায়ারস্তময় এবৈজিয়ব্যাপাররূপে কৰ্ম্মযোগে ইজিয়ানি নিয়ম্যৈনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ।
আত্মরূপবিষয়ত্ব জ্ঞানস্ত তদ্বিবেকবিষয়ত্ব চ নাশনং পাপ্যানং কামরূপং শক্তিং প্রজহি
নাশয় ॥ ৪১ ॥

হনুমান্ ।—ইজিয়ানীতি । স যস্মাদিহ্মিরাণি রাগদ্বেষমূলে তস্মাৎ তাত্ত্বাদৌ
প্রথমং নিরম্য নিরূপ্য এনং প্রকৃতং বৈরিণং পাপ্যানং স কথং পাপহেতুং কামং প্রজহীতি
জ্ঞানমাত্মশাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতং বিজ্ঞানং প্রত্যগাত্মাত্ত্বভবন্তয়োনাশনং প্রজহি ॥ ৪১ ॥

শ্রীধর ।—যস্মাদেবং তস্মাদিতি । তস্মাদাদৌ নিমোহাৎ পূৰ্ণমেবেজিয়ানি মনো বুদ্ধিক
নিরম্য পাপ্যানং পাপরূপমেনং কামং হি ক্ষুটং প্রজহি ঘটয় । যদ্বা প্রজহি পরিত্যজ, জ্ঞান-
মাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং তয়োনাশনং, যদ্বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজং, বিজ্ঞানং
নিদিধ্যাসনজং “তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্কীত” ইতিশ্রুতে: ॥ ৪১ ॥

বলদেব ।—তস্মাদিতি । যস্মাদয়ং কামরূপো বৈরী নিখিলেজিয়ব্যাপারবিরতি-
রূপারামজ্ঞানান্নোত্ততস্য বিষয়রসপ্রবণৈরিক্সিতৈর্জ্ঞানমাবুণোতি, তস্মাৎ প্রকৃতিসংসৃষ্টদেহাদি-
মাংসমাধাবাজ্ঞানোদয়ারারম্ভকাল এবৈজিয়ানি সৰ্কাণি তত্ত্বাপাররূপে নিকামে কৰ্ম্মযোগে
নিরম্য শ্রবণনি কৃষা এনং পাপ্যানং কামং শক্তিং প্রজহি বিদাশয় । যস্মাদ্জ্ঞানস্ত শাস্ত্রীয়স্য
দেহাদিবিবিক্সান্নবিষয়কস্য বিজ্ঞানস্য চ তাদৃগাত্মাত্ত্বভবন্তয়োনাশনমাবরকম্ ॥ ৪১ ॥

মধুসূদন ।—যস্মাদেবং তস্মাদিতি । তস্মাৎ স্বমিস্রিয়াণ্যাদৌ নিরম্য ভয়তৰ্ভত ।
যস্মাদিহ্মিরাধিষ্ঠানঃ কামো যেহিনং মোহয়তি, তস্মাৎ স্বমাদৌ মোহনাৎ পূৰ্ণং কামনিরোধাৎ
পূৰ্ণমিতি বা, ইজিয়ানি শ্রোত্ৰাবীনি নিরম্য বশীকৃত্য তেষু হি বশীকৃত্যে মনোবুদ্ধ্যোয়পি
বশীকরণং সিধ্যতি সৰ্ব্বমাধবসারম্বোৰ্বাহেজিয়প্রবৃত্তিঘটনবানর্থহেতুবাৎ, অত ইজিয়ানি
মনোবুদ্ধিরিতি পূৰ্ণং পূণকু জিহ্বাণি ইহৈজিয়ানীভ্যোভাবকৃতং ইজিয়নেন তয়োয়পি সংগ্রহো

বী। হে ভরতর্ষভ ! মহাবংশগ্রহণেন সমর্থোহসি পাপ্যুনাং সর্কপাপমূলভূতমেনং কামং
বৈরিণং প্রজহি পরিত্যজ । হি ক্ষুটং প্রজহি প্রকর্ষণে নারথেতি বা, জহি শক্রমিত্যুপসংহারাত্ত,
জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্যোপদেশজং পরোকং, বিজ্ঞানমপরোকং, তৎকলং তরোজ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ প্রেরঃ
প্রাপ্তিহেত্বোর্ণাশনম্ ॥ ৪১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—তস্মাদিতি । যস্মাদিজিরাণ্যন্তাধিষ্ঠানং সামন্তস্যেব গিরিহর্গাদিকং, তস্মাৎ
তাভ্যেব নিরম্য বশীকৃত্য এনং কামং হি নিশ্চয়েন প্রজহি প্রকর্ষণে নাসয় । গিরিহর্গাদীন্
স্বায়তীকৃত্যেব তৎসং সামন্তং ব্রতি রাজানন্তব্যং, হস্তব্যাঘ্রে হেতুঃ পাপ্যুনাং অত্যাগ্রং, তজাপি
তেভুঃ, জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনমিতি, জ্ঞানস্য শাস্ত্রাচার্যোপদেশজস্য পরোকস্য বিজ্ঞানস্য নিদিধ্যাসন-
পরিপাকজ্ঞাপরোকস্য চ নাশনম্ ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ ।—বৈরিণঃ খণ্ডপ্রয়ে জিতে সতি বৈরী জীযতে ইতি নীতিরতঃ কামস্য-
প্রয়েষু ইজিরাণ্যিষু যথোক্তং দুর্জয়ত্বাদিকাম্ । অতঃ প্রথমপ্রাপ্তানি ইজিরাণি দুর্জয়ত্বাপি
উত্তর্যাপেক্ষয়া মুঞ্চয়ানি, প্রথমং তে জীযত্বামিত্যাহ তস্মাদিতি । ইজিরাণি নিরমোতি । যদাপি
পরাজীপরজ্ঞান্যন্তপন্থহরণে দুর্নিবারং মনো গচ্ছাত্যেব, তদপি তত্র তত্র নেত্রশ্রোত্রকরচরণাদীজির-
ব্যাপারহৃৎপগমনাৎ, ইজিরাণি ন গময় ইত্যর্থঃ । পাপ্যুনাংকুগ্রং কামং জহীতি ইজিরব্যাপারহ-
ত্বগানভ্যাসে সতি কালেন মনোহপি কাগাধিচ্যুতং ভগভীতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য ।—কাম যখন এইরূপ অতি প্রবল ও দুর্দর্শ শক্র, তখন সর্বাগ্রে
তাহাকে বিজিত ও বিনষ্ট করাই শ্রেয়ঃ । অধুনা তাহারই উপায় কথিত
হইতেছে । ইজিরসমূহকে আশ্রয় করিয়া কাম প্রাণিবর্গকে মোহজালে
বিজড়িত করে । সেই মোহ-পাশে বদ্ধ হইবার অথবা কামকে নিরুদ্ধ
ও প্রতিহত করিবার পূর্বেই প্রথমতঃ চক্ষুর্গাদি ইজিরসকলকে
বশীভূত করিয়া প্রকীর আয়তাদীন কর । ইজির বশবর্তী হইলেই মন ও
বুদ্ধিও বশতাপন্ন হইবে ; কারণ সঙ্কল্পাত্মক মন ও নিশ্চয়ান্বিত বুদ্ধি
বাহ্যেজিরের দ্বারাই অনর্থোৎপাদনের হেতুভূত হইয়া থাকে, অতরাং
বাহ্যেজির অয় করিলে সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদিগকেও বিজিত করা হইবে ।
পূর্বলোকে ইজির, মন ও বুদ্ধি স্বতন্ত্ররূপে উল্লিখিত হইলেও, কেবল
ইজির জয়ে তদুভয়ের নিজস্ব সাধিত হইবে, এইজন্য বর্তমান লোক-
কেবল ইজির শব্দ প্রয়োগ করা হইল । “ভরতর্ষভ” এই সম্বোধন
পদদ্বারা ইহাই ব্যক্ত হইতেছে যে, মহাবংশে তোমার জন্ম; অরাতি-
নিপাত কার্য্য এই সম্বন্ধিত বংশের চিরব্রত, অতএব কামরূপ প্রবল-
রিপুকে বিজিত করিতে তুমি অবশ্যই সমর্থ । “সর্কপাপের মূলভূত এই

কামকে তুমি পরিত্যাগ কর অথবা তাহাকে নিঃশেষে নিপাত কর।
একটি শব্দ উল্লিখিত উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে। এই কাম, জ্ঞান
ও বিজ্ঞান বিনাশক। শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশলব্ধ পরোক্ষ আত্মবোধের নাম
জ্ঞান এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা বিশেষরূপে তদ্বিশয়ক অপরোক্ষ অনুভবের
নাম বিজ্ঞান। এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির হেতুভূত। ইহাদিগকেই
কাম যখন ধ্বংস করে, তখন কামের স্থায় প্রবল শত্রু আর কে আছে?
প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিবার হেতু এই যে, পরজী বা পরদ্রব্য
হরণের নিমিত্ত যদি মন নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠে, তথাপি তত্তৎ-বিষয়ের
নিমিত্ত চক্ষু কণ্ঠ হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় সমূহ যেন ব্যাকুল না হয় এবং মনের
কোনই সহায়তা না করে। বাস্তবিক ইন্দ্রিয় সমূহকে শাস্ত ও বশতাপন্ন
করাই কামকে বিজিত করার সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান অনুষ্ঠান ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহরিন্দ্ৰিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসন্ত পরা বুদ্ধির্যে বুদ্ধেঃ পরতন্ত সঃ ॥ ৪২ ॥

অনুয় — ইন্দ্রিয়ানি (সূক্ষ্ম হৃৎ জড়ং সূক্ষং বাহ্যদেহং অপেক্ষা ইতি
ভাবঃ) পরাণি (শ্রেষ্ঠানি) আত্মঃ (পণ্ডিতাঃ ইতি শেষঃ) ইন্দ্রি-
য়েভ্যঃ মনঃ (ইন্দ্রিয় প্রবর্তকত্বাৎ) পরং (শ্রেষ্ঠং) মনসঃ তু বুদ্ধিঃ
(নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ) পরা (শ্রেষ্ঠা) যঃ তু বুদ্ধেঃ পরতঃ (তৎসাক্ষি-
ত্বেন অবস্থিতঃ) সঃ [এব আত্মা] ॥ ৪২ ॥

প্রতিশব্দ — ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ বলে ইন্দ্রিয়ের-অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ
কিন্তু মনের-অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ যিনি কিন্তু বুদ্ধির-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনি
[সেই আত্মা] ॥ ৪২ ॥

বাখ্যা — জড় দেহাদির অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণকে পণ্ডিতগণ শ্রেষ্ঠ
বলিয়া ব্যক্ত করেন, ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়-প্রবর্তক মন শ্রেষ্ঠ, মনের
অপেক্ষা নিশ্চয়ান্বিত বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই
আত্মা ॥ ৪২ ॥

“ শঙ্করাচার্য্য ।—ইঞ্জিরাপি আদৌ নিরম্য কামং শঙ্কং জহি ইত্যুক্তং, তত্র কিমাত্রং কামং জহাদিত্যুচ্যতে ইঞ্জিরাপীতি । ইঞ্জিরাপি শ্রোত্রাদীনি পক্ষ, দেহং হৃৎ বাহুং পরিচ্ছিন্নং চাপেক্য নৌল্ল্যাস্তরহস্যাপিভাষাপেক্য পরাপি প্রকটাত্ত্বঃ পণ্ডিতান্তথেষ্মিন্নেত্যঃ পরং মনঃ সঙ্করাস্থকং, তথা মনসস্ত পরা বুদ্ধিনিশ্চয়াস্থকা, তথা যঃ সর্বদৃষ্টেভ্যো বুদ্ধান্তেভ্যোহত্যস্তমোহরং দেহিনং ইঞ্জিরাদিভিরাপ্রটৈরযুক্তঃ কামো জ্ঞানঃবরণধারেন মোহরতীত্বাকং, বুদ্ধেঃ পরতন্ত্ৰং সঃ, স বুদ্ধেঃপ্রটৈ পরমাত্মা ॥ ৪২ ॥

আনন্দগিরি ।—পূর্বোক্তমনস্য কামত্যাগস্য দ্রুতরত্নং মম্বানো “রসোপাত্ত” ইত্যুক্তোক্তমেব স্পষ্টীকর্তৃং প্রত্নপূর্বকং শ্রোত্রাস্তরমবতারয়তি ইঞ্জিরাপীত্যাদিনা । পক্ষেতি জ্ঞানে-ঞ্জিরবৎ, কর্মেঞ্জিরাপি বাগাদীনি গৃহ্যন্তে । কিমপেক্ষয়া তেষাং পরত্বং তত্রাহ দেহমিতি । তথাপি কেন প্রকারেন পরত্বং তদ্যাহ সৌল্ল্যোতি । আদিশব্দেন কারণভাদি গৃহ্যতে । ইঞ্জিরাপেক্ষয়া সূক্ষ্মত্যাগিনা মনসঃ স্বরূপোক্তিপূর্বকং পরত্বং কথয়তি তথেষ্মিতি । মনসি দর্শিতং ন্যায়ঃ বুদ্ধাবতিদিশতি তথা মনসস্থিতি । বুদ্ধেহ ইত্যাদি ব্যাচষ্টে তথেষ্মাত্মিনা । আত্মনো বখোক্ত-বিশেষণতাপ্রকৃতিভ্রমশঙ্কাহ যং দেহিনমিতি ॥ ৪২ ॥

রায়াগুজ ।—জ্ঞানবিরোধিষু প্রধানমাহ ইঞ্জিরাপীতি । জ্ঞানবিরোধিনাং প্রধান-নীঞ্জিরাপ্যাহঃ, যত ইঞ্জিরেবু বিষয়ব্যাবৃত্তেযু আত্মনি জ্ঞানং ন প্রবর্ততে, ইঞ্জিরেভ্যঃ পরং মনঃ ইঞ্জিরেবু পরতেষুপি মনসি বিষয়প্রবণে, আত্মজ্ঞানং ন ভবতি । মনসস্ত পরা বুদ্ধিঃ মনসি বিষয়ান্তরবিমুখেষুপি বিপরীতাধ্যবসায়প্রবৃত্তায়াং বুদ্ধৌ নাত্মজ্ঞানং প্রবর্ততে । সর্বেষু বুদ্ধিপৰ্য্য-তেষু পরতেষুপিচ্ছাপ্যায়ঃ যঃ কামো রজঃসমুদ্ভবো বর্ততে চেৎ, স এবেতানীঞ্জিরাদীনিপি অবিবরে বর্তয়িতাত্মজ্ঞানং নিরুপক্টি ভবিদমুচ্যতে, যো বুদ্ধেঃ পরতন্ত্ৰ ইতি বুদ্ধেরপি যঃ পরঃ স কাম ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

হরুমানু ।—য জ্ঞানরূপমাত্মনং কাম আবুণোতি তন্ত্ৰ স্বরূপমাহ ইঞ্জিরাপীতি । ইঞ্জিরাপি শ্রোত্রাদীনি পরাপি প্রকট্টানি সূক্ষ্মত্যাং সকলদেহব্যাপ্তিভাচ্ছ আত্মঃ কথয়ন্তি । তেতোহপি ইঞ্জিরেভ্যঃ পরং প্রকট্টং মন আহন্তংপূর্বকাদিঞ্জিরাপাং প্রবৃত্তের্মনসোহপি পরা বুদ্ধিঃ, বুদ্ধিরধ্য-কসারাস্থিকা তদর্থত্বং, মনসঃ যো বুদ্ধেঃ পরতো যো স কামেনাবৃত্ত ইত্যতি প্রায়ঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রীপর ।—যত্র চিত্তপ্রণিধানেনেঞ্জিরাপি নিরত্বং শক্যন্তে তদাত্মস্বরূপং দেহানিত্যো বিবিচা দর্শয়তি ইঞ্জিরাপীতি । ইঞ্জিরাপি দেহানিত্যো গ্রাহেভ্যঃ পরাপি শ্রোত্রান্যাহঃ সূক্ষ্মত্যাং, প্রকাশকভাচ্ছ অতএব তত্তাতিরিক্তস্বমপ্যর্থাত্মকং ভবতি, ইঞ্জিরেভ্যস্ত সঃকরাস্থক মনঃ পরং তৎপ্রবর্তকত্বং, মনসস্ত নিশ্চরাস্থিকা বুদ্ধিঃ পরা নিশ্চরপূর্বকত্বাং সঙ্করত্বং, যন্তঃ বুদ্ধেঃ পরতন্ত্ৰং-লাক্ষিণ্যেনাবহিতঃ সর্গান্তরঃ স আত্মা তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি । দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পরাবৃত্ত্যতে ॥ ৪২ ॥

খলদেব ।—নহু বুদ্ধিতব্রাবৃত্তারেন নিকারকর্মপ্রবণতয়েঞ্জিরনিরবনে কামকতি-ক্ৰিতি যদা প্রদর্শিতম্ । অথ দৈহিককর্মকালে বৃত্তব্রাবৃত্তারেনেঞ্জিরবৃত্তিপ্রসারে কামস্য

পুনরজীব্যতাপত্তিঃ স্যাদিতি তত্র "রসোহপ্যস্য পরং দুষ্টা" ইতি পূর্বোপদিষ্টেন বিবিক্তাস্থা-
ভবেন নিঃশেষং তস্য ক্ষতিঃ স্যাদিতি দর্শয়তি ইঞ্জিরানীতি ভাষ্যাম্ । পাঞ্চভৌতিকাক্কেহাদি-
জিরাণি পরাণাহঃ পণ্ডিতাঃ । তচ্চালকত্বাৎ ততোহতিসূক্ষ্মত্বাৎ তদ্বিনাশেহবিনাশাচ্চ । ইঞ্জি-
য়েত্যো মনঃ পরং জাগরে তেবাং প্রবর্তকত্বাৎ স্বপ্নে তেবু স্বপ্নিন্ বিলীনেবু রাজ্যকর্তৃত্বেন
স্থিতত্বাচ্চ । মনসস্ত বুদ্ধিঃ পরা নিশ্চরাস্তকবুদ্ধিবৃত্তৌব সঙ্কল্পাস্তকমনোবৃত্তেঃ প্রসরাৎ । যন্ত বুদ্ধেরপি
পরতোহস্তু স দেহী জীবাত্মা চিংমরূপো দেহাদিবুদ্ধান্তবিকৃততয়াভূতঃ সন্নিবেশবাক্যমতি-
হেতুর্ভবতীতি । কঠাষ্টশ্লোকঃ পঠন্তি, "ইঞ্জিরেত্যঃ পরা স্বর্থা অর্থেষ্যশ্চ পরং মনঃ । মনসস্ত পরা
বুদ্ধিবুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥" ইত্যাদি । অস্বার্থঃ, ইঞ্জিরেত্যোহর্থী বিষয়ত্বদাকর্ষিত্বাৎ পরাঃ
প্রধানভূতাঃ । বিষয়েজিরব্যবহারস্য মনোমূলত্বাদর্থেষ্যো মনঃ পরং বিষয়ভোগ্যস্য নিশ্চর-
পূর্বকত্বাৎ সংশয়াস্তকাত্মনসো নিশ্চরাস্তিকা বুদ্ধিঃ পরা বুদ্ধেভোগোপকরণত্বাৎ, তস্যাঃ সূক্ষ্মা-
ভৌতিকাত্মা জীবঃ পরঃ, স চাত্মা মহান্ দেহেজিরাস্তঃকরণবানীতি দৈহিকং কৰ্ম তু পূর্বাভ্যাগ-
বশাচ্চক্রমিবৎ সংস্রাতি ॥ ৪২ ॥

মধুসূদন ।—নহু যথা কথঞ্চিদ্ধাহেজিরনিরমসস্তবেহপ্যাস্তরত্বমাত্মাগোহতিদ্রুত ইতি
চেন্ন "রসোহপ্যস্য পরং দুষ্টা নিবর্ততে" ইত্যত্র পরদর্শনস্য রসান্তিধানীরকত্বমাত্মাগসাদনস্য
প্রাপ্তকঃ, তর্হি কোহসৌ পরো যদর্শনাৎ তৃকানিবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্য শুদ্ধমাত্মানং পরশব্যাচ্যং
দেহাদিত্যোঃ বিশিষ্টা দর্শয়তি ইঞ্জিরানীতি । শ্রোত্রাদীনি জ্ঞানজিরাণি পঞ্চ, স্থূলং সূক্ষ্মং পরিচ্ছিন্নং
বাহ্যঞ্চ দেহমপেক্ষ্য পরাণি সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাদগ্যাপকত্বাবন্তঃস্থত্বাচ্চ প্রকৃষ্টাত্মাহঃ পণ্ডিতাঃ
ঐহমো বা, তথেষ্টিরেত্যঃ পরং মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাস্তকম্, তৎ প্রবর্তকত্বাৎ, তথা মনসস্ত পরা
বুদ্ধিরধ্যবসায়াস্তিকা, অধ্যবসায়ো হি নিশ্চরস্তৎপূর্বক এন সঙ্কল্পাদিমনোদর্শনঃ, যন্ত বুদ্ধেঃ
পরতত্ত্বদাতাসকভেনানুস্থিতঃ যং দেহিনমিঞ্জিরানীতিঃ স্বব্যাপারবত্তিরাত্রৈববৃত্তেঃ কামো জ্ঞানা-
বরণধারেন মোহরতীত্বাচ্চ, স বুদ্ধেপ্রকৃষ্টা পর চাত্মা স এষ ইহ প্রবিষ্ট ইতি বদব্যবহিতস্যপি
দেহিনস্তথা পরামর্শঃ । অত্রার্থে ঐতিঃ, "ইঞ্জিরেত্যঃ পরা স্বর্থা অর্থেষ্যশ্চ পরং মনঃ । মনসস্ত
পরা বুদ্ধিবুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥ ১ ॥" গহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ । পুরুষান পরং
কিকিং সা কাঠা সা পরাগতিঃ ॥ ২ ॥" ইতি অত্রাত্মনঃ পরত্বত্বেব ব্যাক্যতাৎপর্যবিষয়জিরাণি-
পরতগ্যাবিকৃতত্বাদিজিরেত্যঃ পরা স্বর্থা ইতি স্থানেহর্থেষ্যঃ পরানীজিরাণীতি বিবক্ষ্যতেদেন
ভগবদ্ভক্তং ন বিদ্বন্তে বুদ্ধেরমদাদিভ্যষ্টিবুদ্ধেঃ সূক্ষ্মাশ্রয়তানাত্মা সমষ্টিবুদ্ধিরূপঃ পরঃ "মনো
মহান্ মতিব্রজা পূর্ব্ব্বিঃ প্যাতিরীষঃ" ইতি বায়ুপুরাণবচনাৎ । মহতো হৈরণ্যগর্ভবুদ্ধেঃ পরম-
বাক্তমব্যাক্ততং সর্বলগ্নবীজং মারাত্ম্যং "মারাত্ম্যং তাং প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" ইতি ঐতিঃ, "ভবেদং
তদ্ব্যাক্ততমসীৎ" ইতি চ অব্যাক্তাৎ সূক্ষ্মাশ্রয় সাকলজড়বর্গপ্রকাশকঃ পুরুষঃ পূর্ণ চাত্মা পরঃ,
ভাব্যদপি কচিদন্তঃ পরঃ স্যাদিত্যত্র আহ পুরুষান পরং কিস্বাদিতি কৃত এষ, যস্মাৎ সা কাঠা
সমাপ্তিঃ সর্বাধিষ্ঠানত্বাৎ সা পরাগতিঃ । "সৌখিন্যঃ পরমাপ্নোতি তথিবেশঃ পরমং পদম্" ।

ইত্যাদিশ্রুতিপ্রদিক্কা পরা গতিরপি সৈবেতার্থঃ । তদেতৎ সৰ্বং যো বুদ্ধেঃ পরতন্ত্ৰ স
ইত্যনেনোক্তম্ ॥ ৪২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—ন কেবলং বাহ্যেজিয়জয়েনৈব কৃতার্থত্বং, কিন্তু মনোবুদ্ধোরপি জয়ঃ
কৰ্তব্যঃ কামস্য সমুলোচ্ছেদায় ত্রিপ্রকারদুর্গমস্য সামন্তসেবনাত্তত্ত্বপ্রকারদ্বয়জয়েন, অতো
মনোবুদ্ধোর্জয়ার্থং যোগং দর্শয়তি ইজিয়গীতি । অত্র পরতঃ স্কন্ধেহেব কারণেন বা বোধ্যম্,
ইজিয়গি চক্ষুরাদিনি পরাণি স্বনিষয়েভাঃ পৃথিব্যাদিষ্মাশ্রয়সহিতৈভ্যা গচ্ছাদিভ্যো বিস্তপুজ-
শরীরৈভ্যশ্চ তেষাং তৎকারণত্বাৎ, তথা চ কৌবীতকিনঃ সমামানন্তি, “প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো
লোকাঃ” ইতি, ব্যাক্তরস্তুতাত্মসম্বন্ধে, প্রাণেভ্য ইজিয়েভ্যঃ দেবত্বদিনিষ্ঠাক্রো দেবতা উৎপদ্যন্তে
দেবেভ্যশ্চ লোকাঃ ভূতভৌতিক্য উৎপদ্যন্ত ইতি কৃতার্থঃ । ইজিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসা হেব
পশ্চতি মনসা শৃণোতি” ইতি ক্রতেরিজিয়গাং মনোবিকারত্বাৎ, তেন বাহ্যার্থেভ্য ইজিয়গাণ্যকৃত্য
মনসি প্রবিলাপনীয়ানীতি দর্শিতম্, কেবলং পরত্বমাত্রপ্রতিপাদনে প্রয়োজন্যতাবাৎ, মনসস্ত পরা
বুদ্ধিঃ, “তস্মাৎ এতস্মান্মনোগয়াং অছোন্তর আত্মা নিজ্ঞানময়ঃ” ইতি ক্রতেঃ, মনসঃ প্রবিলাপনং
তৎকারণে বুদ্ধৌ কৰ্ত্তব্যমিত্যর্থঃ । সমস্তিবুদ্ধেরপ্যত্রেবাস্তবভাবঃ, যো বুদ্ধেঃ পরতন্ত্ৰ সঃ তুশকো
ভাস্তবগর্ভদ্ব্যাদের্ভাসকস্য জ্ঞানস্য বৈলক্ষণ্যং গময়তি, যো বুদ্ধরপি পরতঃ স জ্ঞানপদার্থভেদঃ
কামেন আবৃত ইতি বাবহিতেন সন্ধ্যঃ, তথাচ শ্রুতিঃ “য চ্ছদাত্মনসী প্রোক্ততদবচ্ছজ্ঞান
আত্মনি, জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদবচ্ছরুহ আত্মনি” ইতি এতদ্বক্তং ভবতি, বাগাদিগাহেজিয়-
কাপায়মুংস্বস্য মনোমাত্রোপবর্তিতৈত মনোহপি নিষয়বিকল্পবিমুখং জ্ঞানাত্মনোদিভ্যায়ং বুদ্ধৌ
ধারয়েৎ, তামপি মুহতাত্মনি সমস্তিবুদ্ধৌ ধারয়েৎ, “তমেতং মহাস্তমাত্মানং শাস্তে নিম্বেণে পরম্মিন্
জ্যোতিষি শস্তাগাত্মনি ধারয়েৎ” ইতি ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ ।—নচ প্রথমমেব মনোবুদ্ধিজয়ে যতনীরমণক্যাদিত্যাহ ইজিয়গি পরাগীতি ।
দশদিক্শিরসিভিরপি বীরৈর্জয়দ্ব্যবতিবস্বেন শ্রেষ্ঠানীত্যাঃ । ইজিয়েভ্যঃ সকাশাদপি
প্রবলত্বাশ্রয়ঃ পরঃ স্বপ্নে খবিক্রিয়েষপি নষ্টেবনশ্রাদ্ধাদিত্যিভাবঃ । মনসঃ সকাশাদপি পরা
প্রবলা বুদ্ধির্কিঞ্জনরূপা । স্মৃণ্তী মনস্তপি নষ্টে তন্তাঃ সামান্ত্যাকারায় অনশ্রাদ্ধাদিত্যিভাবঃ ।
তস্তা বুদ্ধেঃ সকাশাদপি পরতো বলধিক্যেন যো বর্ততে তস্তামপি জ্ঞানাত্ম্যগেন নষ্টায়াঃ সত্যং
যো বিরাজতে ইত্যর্থঃ । স তু প্রসিদ্ধো জীবাত্মা কামস্ত জেতা । তেন বস্ততঃ সৰ্ব্বতোহপ্যতি-
প্রবলেন জীবাত্মনঃ ইজিয়াদীন বিজিত্য কামো বিজ়েতুঃ শক্য এবতি নায় সম্ভাবনা
কার্যোতিভাবঃ ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য ।—ইজিয়গগকে বশীভূত করিলে কামরূপ প্রবল শত্রুকে
জয় করা যায়, কিন্তু বাহ্যেজিয় বশীভূত হইলেও, অন্তরের তৃষ্ণা বিদূরিত
করা যুক্তিহীন ও অতি দুষ্কর । এরূপ আশঙ্কা অমূলক, কারণ পূর্বেই প্রদ-

শ্রীতি হইয়াছে যে, পর দর্শন দ্বারা ভূষণ নিবারিত হয় । (২ অ । ৫৯ শ্লোকের-
 তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) বাঁহাকে দর্শন করিলে অর্থাৎ বদ্বিষয়ক জ্ঞান সমুৎপন্ন
 হইলে, ভূষণ নিবারিত হয়, সেই পর অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ কে ? ইত্যাকার
 প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে, সেই-পরাত্ম্য পরম পুরুষ যে শুদ্ধাত্ম স্বরূপ এবং তিনি
 যে দেহাদিমিয়াদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইতেছে ।
 শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় পঞ্চ, স্কুল ও জড় বাহ্য দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই পণ্ডিত-
 গণের অভিমত এবং বেদাদি শাস্ত্র-সম্মত । কারণ ইন্দ্রিয়সমূহ সূক্ষ্ম, প্রকা-
 শক, ব্যাপক এবং অন্তরস্থ ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলের কারণ সমুদ্রু পরিদৃষ্ট
 হইলেও, তাহাদের কার্য্য সূক্ষ্ম ও চক্ষুরগোচর ; ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সকল বস্তু
 উদ্ভাসিত ও প্রকাশিত হইয়া আমদের উদ্বোধন করে । সন্নিহিত পদার্থ
 বা দূরবর্তী পদার্থ সকলই ইন্দ্রিয়-বিশেষের বিষয়ীভূত হইতে পারে ; এবং
 ইন্দ্রিয়সমূহ দেহে নিবিষ্ট থাকিলেও, আভ্যন্তরিক শক্তি-প্রভাবে স্বকার্য্য
 সাধন করে । এই সকল কারণে জড় ও স্কুল দেহোপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণকেই
 বিজ্ঞ জনগণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন । মন ইন্দ্রিয়ের অপে-
 ক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কেন না মন স্কল্ল বিকল্পাত্মক, অর্থাৎ কোন বিষয় অবলম্বন
 করা না করা মনেরই কার্য্য এবং মন ইন্দ্রিয় সমূহের প্রায়ত্ক । এই সকল
 কারণে পণ্ডিতগণ মনকে ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ব্যক্ত করেন ।
 মনের অপেক্ষা বুদ্ধিই পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ । কারণ বুদ্ধি অধ্যবসায়াত্মিকা,
 অর্থাৎ নিশ্চয়তা সিদ্ধ করিয়া বিষয় বা কার্য্যবিশেষ অবধারণ করা বুদ্ধির
 কার্য্য ; সেইরূপ নিশ্চয়তা সিদ্ধ হইলে মনের স্কল্ল জন্মে । অতরাং পণ্ডিত-
 গণ বুদ্ধিকে মনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন । (২ অ । ৪১ শ্লোকের
 তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) যিনি বুদ্ধিরও পর অর্থাৎ তদপেক্ষাও প্রধান, যিনি বুদ্ধির
 সাক্ষী ও দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থিত, বাঁহাকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্যের ইন্দ্রিয়াদি
 স্ব স্ব বাপারে বিনিয়ুক্ত হয়, তিনিই আত্মা । শ্রুতিও বলিয়াছেন, “ইন্দ্রি-
 যের অপেক্ষা অর্থ পর, অর্থের অপেক্ষা মন পর, মনের অপেক্ষা বুদ্ধি পরা
 এবং বুদ্ধির অপেক্ষা আত্মা মহান্ পর, পুরুষের অপেক্ষা পর আর কিছুই
 নাই, তিনিই শেষস্থান ও তিনিই পরা গতি ।” এস্থলে অর্থ অর্থাৎ বিষয়কে
 ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । কিন্তু আত্মা যে
 ইন্দ্রিয় ও বিষয় উভয়ের অপেক্ষাই পর তৎপক্ষে কোনই সংশয় নাই ।

আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনই ভগবানের অভিপ্রায়, সুতরাং এই স্থানে অর্থের বিষয় উল্লেখ না করায় শ্রোত বাক্যের সহিত কোনই বিরোধ ঘটে নাই। আমাদের বুদ্ধি ব্যাপ্তিস্বরূপ এবং মহান্ আত্মা সমষ্টি বুদ্ধিস্বরূপ, সুতরাং আত্মা যে বুদ্ধি অপেক্ষাও প্রধান তাহার সন্দেহ নাই। বায়ুপূর্ণাণ্ডে এই কথাটির সমর্থন দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ ও টীকাকার শ্রীমদ্বিখনাথ চক্রবর্তী মহোদয়ের অভিপ্রায়। এই পাঞ্চভৌতিক দেহের অপেক্ষা ইন্দ্রিয় সমূহ পবু; কারণ তদপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ অতি সুক্ষ্ম, তাহার পরিচালক এবং তদ্দিনাশেও বিনাশবিহীন। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন পর, কারণ জাগরণ কালে মন ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনা করে এবং নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় হইলেও মন স্বপ্নস্তব্ধরূপে জাগরিত ও ক্রিয়াশীল থাকে। মনের অপেক্ষাও বুদ্ধি প্রবল। কারণ মনের অপেক্ষা তাহার কার্যক্ষেত্র সমধিক বিস্তৃত এবং সুষুপ্তিকালে মন ক্রিয়াশূন্য ও নষ্টপ্রায় হইলেও বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে সংজ্ঞাশূন্য বা বিনষ্ট হয়না। বুদ্ধির অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই জীবাত্মা। সেই জীবাত্মা চিৎস্বরূপ এবং দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সহিত নিত্যান্ত নির্লিপ্ত। সুতরাং সেই প্রসিদ্ধ জীবাত্মাই কামজয়ে সমর্থ।

কঠোপনিষদের তৃতীয়া বঙ্গীর ১০ দশম মন্ত্র এই শ্লোকের অনুরূপ। কোন কোন টীকাকার উক্ত মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, একজ্ঞ তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল না। তাহার তাৎপর্য্যার্থ পূর্বেই প্রকটিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিষয়কে ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা প্রধানত্ব বলা হইয়াছে। বিষয় ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে বলিয়াই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব। বিষয়ের প্রধানত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ এই হেতুবাদ নির্দেশ করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পূর্বে প্রকটিত হইয়াছে। কঠোপনিষদ ভাষ্যে পূজাপাদ শ্রীমচ্ছরদাচার্য্য তৎসম্বন্ধে এই অভিপ্রায় বিস্তৃত করিয়াছেন যে, “তেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ স্বকার্যোভ্যন্তে পরা হর্থাঃ সুক্ষ্মা মহাত্মনঃ প্রত্যগাত্ম-ভূতান্” ॥ ৪২ ॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংসৃত্যাত্মানমাত্মনা ।

জহি শত্রুং মহাবাহো ! কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

—::+::—

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়া-
সিক্যাং ভাষ্ম-র্ষনি শ্রীভগবদ্গীতাসম্প্রদায়শ্চ ব্রহ্ম-
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
কর্মযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অর্থঃ ।—মহাবাহো ! এবং বুদ্ধেঃ পরং (আত্মানং) বুদ্ধা (জ্ঞাত্বা)
আত্মনা (নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা) আত্মানং (যবঃ) সংসৃত্য (স্থিরী-
কৃত্য) কামরূপং দুরাসদং (দুর্বিজ্ঞেয়ং) শত্রুং জহি (মারয়) ॥ ৪৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—বিশালবাহো এইরূপে বুদ্ধির-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠকে
জানিয়া নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধির-দ্বারা মনকে স্থির-করিয়া কামরূপ দুর্বি-
জ্ঞেয় শত্রুকে নিপাত-কর ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে ভূমবলশালিন ! আত্মার সর্বপ্রধানত্ব হৃদয়জন্ম
করিয়া এবং বুদ্ধির সাহায্যে মনকে নিশ্চল করিয়া এই দুরবগম্য প্রবল
শত্রু কামকে বিজিত কর ॥ ৪৩ ॥

শঙ্করাচার্য ।—ততঃ কিং এবমিতি । এতং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধা জ্ঞাত্বা সংসৃত্য
সম্যক্ সন্তুষ্টঃ কৃত্বা যেনৈবাত্মনা সংসৃতেন মনসা সম্যক্ সমাধায়েত্যর্থঃ, অতেনাং শত্রুং মহাবাহো
কামরূপং দুরাসদং হৃৎখেনাসদঃ আসাদনং প্রাপ্তির্গতং তং দুরাসদং দুর্বিজ্ঞেয়ানেক-
বিপেবমিতি ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজাপাদ-পিতৃপরমহংসপরিভ্রাজকাচার্গা-

শ্রীমচ্ছরভাগবতকৃতৌ গীতাভাষ্যে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

আনন্দগিরি ।—ইন্দ্রিয়াদিসমাধানপূর্ব্বকমাত্মজ্ঞানাং কামজয়ো তবতীত্বাপসংহরতি
এবমিতি। সন্তুষ্টং মনো মনঃসমাধানে হেতুরিতি অচরতি সংসৃত্যেতি । প্রকৃত্তং
শত্রুমেব বিশিনতি কামরূপমিতি । ততঃ দুরাসদমে হেতুসাহ দুর্বিজ্ঞেয়েতি । অনেকে-

“ বিশেষতাদৃশো মহাশনত্বাদিত্তননোপায়ত্বতা কৰ্মনিষ্ঠা প্রাধাত্তেনোক্তা উপেয়া তু জ্ঞান-
নিষ্ঠা শুণ্ঠেনেতি বিবেক্তবাম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য গুহ্যানন্দ-পূজ্যপাদ-শিষ্য ভগবদানন্দ-

গিরিবিরচিত্তে শ্রীগীতাভাষাবিপেচনে

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্মানুজ ।—এবং বুদ্ধেরপি পরং কামং জ্ঞানবিরোধনং বৈরিণং বুদ্ধা আত্মানং মন
আত্মনা বুদ্ধা কৰ্ম্মযোগেহবহ্ন্যটপানং কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি নাশয়েতি ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভ্রামানুজাচার্য্যবিরচিত্তে গীতাভাষ্যে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

হুমানু ।—এবং বুদ্ধে: সন্ততো যত: বুদ্ধে: পরং বুদ্ধা পরমাআনং বুদ্ধা জ্ঞাত্বা এনং
কারণমাশ্রনৈব সংস্তভ্য কামরূপং শত্রুং জহি, দুরাসদং হুংখেন আসাত্ততে বিনাশয়তি ইতি
দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ধুমদীরে পৈশাচভাষ্যে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধর ।—উপসংহরতি এবমিতি । বুদ্ধেরেব বিবরেজ্জিহাদিজ্ঞাত্বা: কামাদিবিক্রিয়া:
আত্মা তু নির্বিকারতৎসাক্ষীত্যেবং বুদ্ধে: পরমাআনং বুদ্ধা আত্মনা এবস্তৃত্বয়া নিশ্চয়াস্মিকয়া
বুদ্ধা আত্মানং মন: সংস্তভ্য নিশ্চয়ং কৃত্বা কামরূপিণং শত্রুং জহি মারয় দুরাসদং হুংখেনাসাদ-
নীয়াং হুর্বিজ্জের্যমিত্যর্থ: । স্বধর্ম্মেণ যমারাদ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধা: । তং কৃষ্ণং পরমানন্দং
তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভি: ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীভগবদগীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং কৰ্ম্মযোগো নাম

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

বলদেব ।—এমিতি । এবং মহাপদেশবিধরা বুদ্ধেষ্ঠ পরং দেহাদিনিখিলজড়বর্গ-
প্রবর্ত্তকত্বাৎ তদ্বিবিক্তং সুখচিন্তনং জীবীআনং বুদ্ধাহুত্বের্যর্থ: । আত্মনা জৈদৃশনিশ্চয়াস্মিকয়া
বুদ্ধাআনং মন: সংস্তভ্য তাদৃশীঅনি স্থিরং কৃত্বা কামরূপং শত্রুং জহি নাশয় দুরাসদং চর্ক্বর্ব্বমপি ।
ইতি প্রাপ্তং মঙ্গলাহো । নিকামং কৰ্ম্মমুখ্যং স্যাদোগোণং জ্ঞানং তদ্রত্বম্ । জীবাত্মদৃষ্টাবিতোবি
তৃতীয়োহধ্যায়ঃ নির্গঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগদেবকৃত্তে গীতোপনিষত্তাভ্যো তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

মধুসূদন ।—কনিতসাহ এবমিতি । “রসোহপ্যস্ত পরং দৃষ্ট। নিবর্ত্ততে” ইত্যত্র য:
পরশনেনোক্ততমেবস্তুতং পূর্ব্বমাআনং বুদ্ধে পরং বুদ্ধা সাক্ষাৎকৃত্য সংস্তভ্য স্থিরীকৃত্যা-
আনং মন: আত্মনা এতাদৃশনিশ্চয়াস্মিকয়া বুদ্ধা জহি মারয় শত্রুং সর্ব্বপুরুষার্থ-
সাধনম্ । হে মহাবাহো! মহাবাহোহি শত্রুমারয়ং সুকরমিতি যোগাৎ সর্ব্বোধনম্,
কামরূপং ত্কারূপং দুরাসদং হুংখেনাসাদনীয়াং হুর্বিজ্জের্যানেকবিধেমিতি বল্লভিক্যার

বিশেষণম্ । উপায়ঃ কৰ্মনিষ্ঠা প্রাধান্যেনোপসংহতা । উপেয়া জ্ঞাননিষ্ঠা তু তদুপগমেন
কীৰ্ত্তিতা ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-বিশেষখরগরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্য-শ্রীমধুসূদন-

সরস্বতীবিরচিতায়াং শ্রীভগবদ্গীতাগুণার্থদীপিকারায়

জ্ঞাননিষ্ঠাবর্ণনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

নীলকণ্ঠ ।—যোগকলমাহ এবমিতি । আত্মানং মনঃ হৃদীকাশেহপি তৎস্থান্ধিতান্
কামান্ কাময়ানম্, শ্রমস্তে হি দহরবিশ্রায়াং হৃদীকাশং প্রকৃত্য, “যচ্চাত্তেহাপ্তি যচ্চ নাপ্তি স্তুঃ
তদত্র গত্বা বিন্ধতে” ইতি, “তত্রত্যানাং কামানাং স্বং তেবাঞ্চ সত্যং ত ইমে সত্য্যঃ কামাঃ”
ইতি ঋতেঃ, আত্মানং মনঃ আত্মনা মনসৈব বুদ্ধ্যেব বা সংতত্বা নিবৃত্তিকং কৃত্বা বুদ্ধেঃ পরং
পরমাত্মানং বুদ্ধা সমুপঘাতং কামরূপং শত্রুং শাসিতারং জহি নাশয়, হে মহাবাহোঃ ইতি
সম্বোধনং তন্নাশে তব সামর্থ্যমস্মীতি দর্শয়তি । অর্থমর্থঃ, যাবৎ কামমূলত্বা অজ্ঞানস্তোচ্ছেদঃ
আত্মতত্ত্বজ্ঞানেন ক্রিয়তে, তাবৎ পর্য্যন্তঃ কামস্ত নিমূলোচ্ছেদো ন ভবতীতি বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা
কামো নাশনীয়ঃ, তস্মিংশ্চ নষ্টে সংসারানর্থোচ্ছেদো ভবতীতি, দুঃসামদং পরং বোধং বিনা
দুঃখেনাপি নাশয়িতুমশক্যম্ । উপায়ঃ কৰ্মনিষ্ঠা প্রাধান্যেনোপসংহতা । উপেয়া জ্ঞাননিষ্ঠা
তু তদুপগমেন কীৰ্ত্তিতা ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্থাদাদুঃসরস্বতী-চতুর্থ-সংসারবৃত্তাস-শ্রীগোবিন্দহরিশ্রনোঃ

শ্রীনীলকণ্ঠস্ত কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্কণি ভগবদ্গীতার্থপ্রকাশো

নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

বিশ্বনাথ ।—উপসংহরতি এবমিতি । বুদ্ধেঃ পরং জীবাশ্রয়ং বুদ্ধা সর্কোপাধিতাঃ
পৃথক্ভূতং জ্ঞাত্বা আত্মনা যেনৈব আত্মানং স্বং সংতত্বা নিশ্চলং কৃত্বা দুর্জয়মপি কামং জহি
নাশয় ॥ ৪০ ॥

অধ্যায়োহস্মিন্ সাধনস্ত নিষ্কামস্তেব কৰ্মণঃ । প্রাধান্যমুচে তৎসাধ্যজ্ঞানস্ত গুণতাং বদন ॥

ইতি সারার্থবর্ণিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ । তৃতীয়ঃ খলু গীতাস্ত সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যম্ ॥

তাৎপর্য্য ।—একগে কলিতার্থ ব্যক্ত করিয়া উপসংহার করিতেছেন ।
“রনোইপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে” (২ অ ৫৯) শ্লোকে পর শব্দে যিনি
লঙ্কিত তাদৃশ পূর্ণ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাকেই সর্কপ্রধান জানিয়া
এবং মনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করিয়া কামের উচ্ছেদ
সাধন কর । বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের জন্ত বুদ্ধির কামাদিরূপ বিকার উপস্থিত
হয় । আত্মা কিন্তু নির্বিকার এবং সাক্ষীরূপে অবস্থিত । আত্মার এই
প্রভেদ ও প্রাধান্য সূক্ষ্মরূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যিক । এইরূপ আত্মজ্ঞান

হইলে নিশ্চয়াক্সিকা বুদ্ধির দ্বারা সকল বিকল্পাক্সিক মনকে স্তম্ভিত অর্থাৎ নিশ্চল করিতে হইবে । এইরূপ প্রণালীর অনুসরণ করিলে এই কামরূপী দুরন্ত শত্রুকে জয় করা সহজ হইবে । এই কামরূপ শত্রু নিতান্ত দুরাসদ, অর্থাৎ ইহার প্রাপ্তি অতিশয় স্বকঠিন । এই শত্রুকে ধৃত করা ও আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য, সুতরাং তজ্জন্ত যত্নাতিশয়োক্ত প্রয়োজন । যিনি মহাবাহু তিনি অবশ্যই শত্রুগংহারে সমর্থ । সুতরাং অর্জুনের প্রতি এই বৈরবিনাশ ব্যপদেশে মহাবাহো এই সম্বোধন পদ প্রয়োগ যথোপযুক্ত হইয়াছে । শ্রীমদ্ভগবদ্ভদ্র সরস্বতী মহাশয় তৃতীয় অধ্যায়ের জ্ঞাননিষ্ঠা এই নাম নির্দেশ করিয়াছেন, অতঃপর কৰ্ম্মযোগ নামই পরিদৃষ্ট হয় । শ্রীমদ্ভগবদ্ভদ্র ও শ্রীমদ্রীল-কণ্ঠ এই অধ্যায়ের উপসংহারকালে শ্লোক-মুখে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন । “তৃতীয়াধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠার উপায় স্বরূপ কৰ্ম্মনিষ্ঠাকে প্রধানরূপে বিবৃত করিয়া প্রসঙ্গতঃ উপেক্ষিত জ্ঞান-নিষ্ঠার কীৰ্ত্তন করিয়াছেন ।” শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথ অধ্যায় সমাপ্তিকালে এবং বিধ শ্লোক রচনা করিয়াছেন । “এই অধ্যায়ে নিজাম-কৰ্ম্ম মুখ্যরূপে এবং তাহার ফলস্বরূপ জ্ঞান গোপ্যরূপে নির্ণীত ও জীবে আত্ম-দৃষ্টির প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে ।”

অতঃপর আমরা শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর বাক্যে অধ্যায়ের উপসংহারকালে ভগবচ্চরণে বিলুপ্ত হইতেছি । “ভক্তিসহকারে স্বধৰ্ম্ম-পরায়ণ হইয়া বাঁহার আরাধনায় পণ্ডিতগণ মুক্তিলাভ করেন, সেই পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণকে সৰ্ব্বকৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরিতুষ্ট করা বিধেয় ।” ॥ ৪৩ ॥

তৃতীয় অধ্যায়ের তাৎপর্য্য সমাপ্ত ।

যায়ন মুনি ।—অসত্য লোককাকারৈ গুণেঘোরোপ্য কর্তৃত্বান্ । সৰ্ব্বেষু বাস্তবোক্তা তৃতীয়ে কৰ্ম্মকার্য্যতা ।

ভাবার্থ ।—আসক্তিপূত্র হইয়া লোকসংগ্রহের নিমিত্ত সৰ্ব্বাঙ্গিণে অথবা সৰ্ব্বেষু সারায়ণে কার্য্যের কর্তৃত্ব আরোপিত করিয়া কৰ্ম্ম করিবে । ঈদৃশ কৰ্ম্ম-যোগের বিবরণ তৃতীয়াধ্যায়ে সৰ্ব্বেষু ভগবান্ কর্তৃক বিবৃত হইয়াছে ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

অনাশ্রিতঃ কৰ্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম কৰোতি যঃ ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী ন নিরগ্নিৰ্চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

অন্বয় ।—শ্রীভগবানু উবাচ । যঃ কৰ্মফলং অনাশ্রিতঃ (অনপেক্ষ-
মাণঃ) [সন্] কাৰ্য্যং (শাস্ত্রবিহিতং কৰ্তব্যং) কৰ্ম কৰোতি, সঃ
সন্ন্যাসী চ যোগী চ [যতপি] ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিসাধ্যশ্রোতকৰ্ম-
ত্যাগী) ন চ অক্রিয়ঃ (অগ্নিরহিতস্মার্তকৰ্মত্যাগী) ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ ।—শ্রীভগবানু কহিলেন । যিনি কৰ্মফলে নিরপেক্ষ
[হইয়া] কৰ্তব্য কৰ্ম সম্পাদন করেন তিনি সন্ন্যাসী এবং যোগী ও
[যদিও] অগ্নিসাধ্য-কৰ্মত্যাগী নহেন এবং অগ্নিনিরপেক্ষকৰ্মত্যাগী ও
নহেন ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ।—শ্রীভগবানু বলিলেন, যে ব্যক্তি কৰ্মজ্ঞানিত ফলের কামনা
না করিয়া শাস্ত্রবিহিত কৰ্তব্য-কৰ্ম-পরিপালন করেন, তিনি শ্রোত বা
স্মার্তকৰ্মত্যাগী না হইলেও, সন্ন্যাসী ও যোগী শব্দবাচ্য ॥ ১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তে ধ্যানযোগস্ত সমাগদর্শনং প্রত্যাস্তরক্ষ্য
হৃত্তভূতাং শ্লোকাঃ “স্পর্শান্ কৃত্বা বহিঃ” ইত্যাদয় উপদিষ্টান্তেষাং বৃত্তিস্থানীয়োহয়ং ষষ্ঠোহ-
ধ্যায় আরভ্যাতে, অত্র ধ্যানযোগস্ত বহিরঙ্গং কৰ্ম্মেতি বাবদ্ব্যানযোগারোহণাসমর্থস্তাবদগৃহ-
স্থেনাধিকৃতেন কৰ্তব্যং কৰ্ম্মেতি অতন্তং স্তোতি অনাশ্রিত ইতি । নহু, কিমর্থং ধ্যান-
যোগারোহণসীমাকরণং বাবতাহুষ্ঠৈয়মেব বিহিতং কৰ্ম্ম বাবজ্জীবং, ন “আরুক্ষকোহুর্নৈৰ্যোগং
কৰ্ম্ম কারণমুচ্যতে” ইতি বিশেষাদারুচুস্ত চ শমেনৈব সঙ্ককরণাদারুক্ষোরারুচুস্ত চ শমঃ
কৰ্ম্ম চোভয়ং কৰ্তব্যম্বেনাভিপ্রেতক্ষেং স্তাং তদারুক্ষোরারুচুস্তেতি শমকৰ্ম্মবিষয়ভেদেন
বিশেষণং বিভাগকরণধনর্থকং স্তাং, • তত্রাশ্রমিণাং কশ্চিৎ যোগমারুক্ষকুৰ্ত্তব্যত্য়াচুচ
কশ্চিদন্তে নারুক্ষকঃ, ন চারুচাস্তানপেক্ষারুক্ষোরারুচুস্ত চেতি বিশেষণং বিভাগ-

“করণকোপপত্ত্বত এবৈতি চেন্ন “ভট্টৈব” ইতি বচনাৎ পুনর্যোগগ্রহণাচ্চ । যোগারূপভেদে
 ব আদীং পূর্বে যোগমারূপকুন্ত্তৈবাকুন্ত্ত শব্দএব কর্তব্যঃ কারণং যোগফলং প্রত্যাচ্যত
 ইত্যতো ন যাবজ্জীবঃ কর্তব্যপ্রাপ্তিঃ কশ্চিদপি কর্মণঃ, যোগবিভ্রষ্টবচনাচ্চ গৃহস্থস্ত চেৎ
 কশ্চিণো যোগো বিহিতঃ ষষ্ঠেহধ্যায়ে স যোগবিভ্রষ্টোহপি কর্মগতিং কর্মফলং প্রাপ্নোতীতি
 তস্ত নাশাশঙ্কানুপপন্না শ্রাদ্ধশ্রুং হি কৃতং কর্ম কামাং নিতাং বা মোক্ষস্ত নিত্যবাদনা-
 রভ্যত্বেহপি স্বং ফলনারভতএব নিত্যস্ত চ কর্মণো বেদপ্রমাণাববুদ্ধহাং ফলেন ভবিতব্য-
 মিত্যবোচাম, অত্থা বেদস্তানর্থক্যপ্রসঙ্গাদিতি, ন চ কর্মণি সত্যভয়বিভ্রষ্টবচনমর্থবৎ
 কশ্চিণো বিভ্রংশকারণানুপপত্তে: কর্মকৃতমীশ্বরে সন্ন্যস্তেত্যতঃ কর্তরি কর্মফলং নারভত ইতি
 চেন্নৈবৈব সন্ন্যাসস্তাধিকতরফলহেতুত্বোপপত্তের্মোক্ষায়ৈবৈতি চেৎ স্বকর্মণাং কৃতানামী-
 শ্বরে ত্রাসো মোক্ষায়ৈব ন ফলাস্তরায় যোগসহিতঃ যোগাচ্চ বিভ্রষ্ট ইত্যতস্তং প্রতি নাশা-
 শঙ্কা নৃক্তেবেতি চেন্ন “একাকো যতচিত্তায়া, নিরাশীরপরিগ্রহো ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ” ইতি
 কর্মসন্ন্যাসবিধানাৎ, ন চাত্র ধ্যানকালে জ্ঞানসহায়দ্বাশঙ্কা, যেনৈকাকিৎসং বিধীয়তে, ন চ
 গৃহস্থস্ত নিরাশীরপরিগ্রহ ইত্যাদিবচনমকুলমুভয়ভ্রষ্টপ্রশ্নানুপপত্তে:চ, অনাশ্রিত ইত্যনেন
 কশ্চিৎএব সন্ন্যাসিত্বং যোগিভ্যকোক্তং প্রতিষিদ্ধঞ্চ নিরঞ্য়েরিক্রিয়স্ত চ সন্ন্যাসিত্বং যোগিভ্যক্বেতি
 চেন্ন ধ্যানযোগং প্রতি বহিরঙ্গস্ত সতঃ কর্মণঃ ফলাকাঙ্ক্ষা সন্ন্যাসস্ততিপরত্বান্ন কেবলং
 নিরঞ্জিয়ক্রিয় এব সন্ন্যাসী যোগী চ, কিং তর্হি কর্ম্যপি কর্মফলাসঙ্গং সন্ন্যস্ত কর্ম
 যোগমভুতিষ্ঠন্ সর্বশুদ্ধার্থং সন্ন্যাসী যোগী চ ভবতীতি স্তূয়তে, ন চেকেন বাকোন
 কর্মফলাসঙ্গসন্ন্যাসস্ততিশ্চতুর্থাশ্রম প্রতিবেশ্যেচাপদ্যতে, ন চ প্রসিদ্ধং নিরঞ্য়েরিক্রিয়স্ত
 পরমার্থসন্ন্যাসিনঃ প্রতিস্থতিপুরাণেতিহাসযোগশাস্ত্রেযু বিহিতং সন্ন্যাসিত্বং যোগিভ্যক
 প্রতিবেশতি ভগবান্ স্ববচনবিরোধাক, “সর্বকশ্ম্যপি মনসা সন্ন্যস্ত, নৈব কুর্স্বন্ কারয়ন্নাস্তে,”
 “মোনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিদনিকেতঃ স্থিরমতিঃ,” “বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি
 নিম্পৃহঃ,” সর্বায়ত্তপরিতাগী” ইতি চ, তত্র তত্র ভগবতা স্ববচনানি দৃশিতানি, তৈর্কিরুধ্যতে
 চতুর্থাশ্রমবিপ্রতিবেশস্তদ্বাৎ মুনের্যোগমারূরক্ষো: প্রতিপন্নগার্হস্থ্যায়িহোজাদিকর্মফলনির-
 পেক্ষমভুতীয়মানঃ ধ্যানযোগারোহণসাধনত্বং বুদ্ধিভুদ্ধিধারেণ প্রতিপদ্যত ইতি । স সন্ন্যাসী
 চ যোগী চ ইতি স্তূয়তে অনাশ্রিত ইতি । অনাশ্রিতো ন আশ্রিতোহনাশ্রিতঃ, কিং কর্মফলং
 কর্মণঃ ফলং কর্মফলং যৎ তদনাশ্রিতঃ কর্মফলতৃষ্ণারহিত ইত্যর্থঃ, যো হি কর্মফলে তৃষ্ণাবান্
 স কর্মফলমাপ্রিতো ভবতি, অয়স্ত তদ্বিপরীতোহতোহনাশ্রিতঃ কর্মফলম্, এবভূতঃ সন্
 কার্য্যং কর্তব্যং নিতাং কাম্যবিপরীতময়িহোজাদিকং করোতি নির্কল্লরতি যঃ
 কশ্চিৎ, ব ঈদৃশঃ কর্মী স কর্ম্যাস্তরেভ্যো বিশিষ্যত ইত্যেবমর্থমাহ, স সন্ন্যাসী চ যোগী
 চেতি । সন্ন্যাসঃ পরিত্যাগঃ স যস্তান্তি স সন্ন্যাসী, যোগী চ যোগশ্চিন্ত্তসমাধানং স যস্তান্তি
 স যোগী চেত্যেবং গুণসম্পন্নোহয়ং মন্তব্যঃ, ন কেবলং নিরঞ্জিয়ক্রিয়এব সন্ন্যাসী যোগী
 চেতি মন্তব্যঃ, নির্গতা অয়ঃ কর্ম্যভূতা যস্মাৎ স নিরঞ্জিঃ, অক্রিয়শ্চ অনশ্রিতানা অপবিভ্র

ক্ৰিয়াস্তপোদানাদিকা যন্তাসাবক্রিয়ঃ । নহু চ নিরঞ্জনক্রিয়ন্তেব ক্রতিস্থতিযোগেশ্বৰু^০
সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চ প্রসিদ্ধম্, কথমিহ সাধেঃ সক্রিয়ন্ত সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চপ্রসিদ্ধ-
মুচ্যতে ইতি, নৈব দোষঃ, কল্পাচিদ্বিগ্ৰহভ্যন্তরস্ত স্পিগাদাশ্রয়িত্বাৎ তৎকথং কৰ্ম-
ফলসঙ্কল্পসন্ন্যাসাৎ সন্ন্যাসিত্বং যোগাঙ্গত্বেন চ কৰ্ম্মাহুষ্ঠানাৎ কৰ্ম্মফলসঙ্কল্পস্ত বা চিত্ত-
বিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাদ্যোগিত্বক্ষেতি ॥ ১ ॥

আনন্দগিরি ।—ধ্যানযোগপ্রস্তাবানন্তরং তদ্যোগ্যতাহেতুকৰ্ম্মণঃ স্তুতিং ভগ-
বানুত্তবানিত্যাহ শ্রীভগবানিতি । পূৰ্ব্বোক্তরাধায়মোঃ সপ্ততিমভিধানো বৃত্তমন্তাধায়া-
স্তরমবতারয়তি অতীতেতি । সমাগদর্শনপ্রকরণে ধ্যানযোগস্ত প্রসঙ্গাভাবং বৃদ্ধশ্রুতি
সমাগতি । সংগ্রহবিবরণয়োরতীতানুরাধায়মোয়ুক্তং হেতুহেতুসম্বন্ধমিতি . ভাবঃ ।
অধ্যায়সম্বন্ধমভিধানানাশ্রিতঃ কৰ্ম্মফলমিত্যাদিশ্লোকদ্বয়স্ত তাৎপর্যমাহ তত্রৈতি । কৰ্ম্ম-
যোগস্ত সন্ন্যাসহেতোর্মধ্যাদাং দর্শয়িতুং সাক্ষঞ্চ যোগং বিচারয়িতুমধ্যায়ে অবৃত্তে সতীতি
সপ্তমার্থঃ । সন্ন্যাসিনা কৰ্ত্তব্যং কৰ্ম্মেত্যেবং প্রতিভাসং বৃদ্ধশ্রুতি গৃহ্যেহেনেতি । কৰ্ত্তব্যত্বং
স্তুতিযোগাত্মকতঃ শব্দার্থ । সমুচ্চয়াদী সৌম্যকরণমাক্ষিপতি নব্বিতি । বাবজীবশ্রুতিবশাৎ
ধ্যানারোহণসামর্থ্যে সতাপি কৰ্ম্মাহুষ্ঠানস্ত দুৰ্দ্ধারত্বাদিতি হেতুমাং যাবতেতি । ভাৰ্য্যাবি-
য়োগাদিপ্রতিবন্ধাদ্যাবজ্জীবশ্রুতিচোদিতকৰ্ম্মাহুষ্ঠানবৎ বৈরাগ্যপ্রতিবন্ধাদপি তদনুষ্ঠান-
সম্ভবান্তগবতো বিশেষবচনাচ্চ ন বাবজীব্যং কৰ্ম্মাহুষ্ঠানপ্রসঙ্গিরিতি পরিহরতি নারুক্ষো-
রিতি । উক্তমেবার্থং ব্যতিরেকস্বারেণ বিবৃণোতি আরুক্ষোরিত্যাদিনা । আরোচুমিচ্ছ-
তীত্যারুক্ষুরিত্যত্রারোহণেচ্ছাবিশেষণমারোহণং কৃতবানিত্য পুনরিচ্ছাবিসম্ভূতমারোহণং
বিশেষণমেবং শমকৰ্ম্মবিষয়মোৰ্ভেদেন বিশেষণং মধ্যাদাকরণানঙ্গীকরণে বিরুদ্ধমাপত্তেত,
তন্মোরেবং বিভাগকরণঞ্চ ভাগবতসীমানঙ্গীকারেণ ব্জ্যোতেতার্থঃ । বিশেষণবিভাগকরণ-
য়োরন্তর্য্যোপপত্তিমাশঙ্কতে তত্রৈতি । (ব্যবহারভূমিঃ সপ্তমার্থঃ, বগী নির্দারণে) । ভবত্ববিকা-
রিণাং ত্রৈবিধ্যং তথাপি প্রকৃতে বিশেষণাদৌ কিমাত্মমিত্যাশঙ্ক্য তৃতীয়াপেক্ষয়া তদুপপত্তি-
রিত্যাহ তানপেক্ষ্যেতি । আরুক্ষোরাক্রুতস্ত চ ভেদে তত্শ্রুতবেতি প্রকৃতপরামর্শানুপপত্তি-
রিতি দৃষয়তি ন তত্তেতি । যন্তনাকরুক্ষুং পুরুষমপেক্ষ্যাকরুক্ষোরিতি :বিশেষণং, তস্ত চ'
কৰ্ম্মারোহণকারণমনাক্রুতঞ্চ পুরুষমপেক্ষ্যাক্রুতস্তেতি বিশেষণং তস্ত চ শমঃ সন্ন্যাসো যোগফল-
প্রাপ্তৌ কারণমিতি বিশেষণবিভাগকরণয়োরুপপত্তিস্তদাকরুক্ষোরাক্রুতস্ত চ ভিন্নত্বাৎ
প্রকৃতপরামর্শিনঃ তচ্ছক্সানুপপত্তের্ন যুক্তমিথং বিশেষণাহুপপাদনমিতার্থঃ । কিঞ্চ যোগ-
মাকরুক্ষোস্তদারোহণে কারণং কৰ্ম্মেত্যুক্ত্বা পুনর্যোগাক্রুতস্তেতি যোগশব্দপ্রয়োগাৎ যে যোগং
পূৰ্ব্বমাকরুক্ষুরানীৎ তত্শ্রুতাপেক্ষিতং যোগমাক্রুতস্ত তৎফলপ্রাপ্তৌ কৰ্ম্মসন্ন্যাসঃ শমশব্দবাচ্যো
হেতুত্বেন কৰ্ত্তব্য ইতি বচনাদাকরুক্ষোরাক্রুতস্ত চাভিন্নত্বপ্রত্যভিজ্ঞানম তয়োভিন্নত্বং শব্দিত্বং
শক্যমিত্যাহ পুনরিতি । যন্তু যাবজ্জীবশ্রুতিবিরোধাৎ যোগারোহণসৌম্যকরণং কৰ্ম্ম-
ণোহুচ্যতমিতি :তত্রাহ উচ্যত ইতি । পূৰ্ব্বোক্তরীত্য কৰ্ম্মতত্ত্বাগমোবিভাগোপপত্তৌ

‘প্রভেদরূপবিশেষত্বাৎ : যোগমাক্রান্ত মুমুক্শুর্জিজ্ঞাসমানস্ত নিত্যনৈমিত্তিককৰ্ম্মস্বপি পরিত্যাগ-
 সিদ্ধিরিত্যর্থঃ । ইতচ্চ যাবজ্জীবং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যং ন ভবতীত্যাহ যোগেতি । সন্ন্যাসিনো
 যোগব্রহ্মণ্য বিনাশশঙ্কাবচনান্ন যাবজ্জীবং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যং প্রতিভাতীত্যর্থঃ । নহু যোগব্রহ্ম-
 শব্দেন গৃহস্থশ্চৈবাবিধানাৎ তশ্চৈবান্নিহন্যায়ে যোগবিধানাদোপারোহণযোগ্যত্বে সত্যপি
 যাবজ্জীবং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যমিতি নেতাহ গৃহস্থশ্চৈতি । তেনাপি মুমুক্শুণ কৃতস্ত কৰ্ম্মণো মোক্ষা-
 তিরিক্তফলানারম্ভকত্বাদোপযোগব্রহ্মোহসৌ ছিন্নাভ্রমিব নশ্রুতীতি শঙ্কা সাবকাশেত্যাশঙ্ক্যাহ
 অবশ্যং হীতি । অপৌরুষেয়ান্নিদোষাদোষাৎ ফলদায়িনী কৰ্ম্মণঃ স্বাভাবিকো শক্তিরবরা
 ব্রহ্মভাবস্ত চ স্বতঃসিদ্ধহীন কৰ্ম্মফলবত্বমতো মোক্ষাতিরিক্তশ্চৈব ফলস্ত কৰ্ম্মারম্ভকমিতি
 ‘কৰ্ম্মিণি যোগব্রহ্মেহপি কৰ্ম্মগতিং গচ্ছতীতি নিরবকাশা শব্দেত্যর্থঃ । নহু মুমুক্শুণ কাম্য-
 প্রতিষিদ্ধয়োরকরণাৎ কৃতয়োশ্চ নিত্যনৈমিত্তিকয়োরফলত্বাৎ কথং তদীয়স্ত কৰ্ম্মণো নিয়মেন
 ফলারম্ভকত্বং তত্রাহ নিত্যস্ত চেতি । চকারণে নৈমিত্তিকং কৰ্ম্মানুকুল্যতে । বেদপ্রমাণ-
 কত্বেহপি নিত্যনৈমিত্তিকয়োরফলত্বে দোষমাহ অত্রথৈতি । কৰ্ম্মণোহনুষ্ঠিতস্ত ফলারম্ভকত্ব-
 ধ্রোব্যাৎ গৃহস্থে যোগব্রহ্মেহপি কৰ্ম্মগতিং গচ্ছতীতি ন তস্ত নাশাশঙ্কেতি শেষঃ । ইতোহপি
 গৃহস্থো যোগব্রহ্মশব্দবাচ্যো ন ভবতীত্যাহ ন চেতি । জ্ঞানং কৰ্ম্ম চেতুভয়ং ততোহব্রহ্মোহয়ং
 নশ্রুতীতি বচনং গৃহস্থে কৰ্ম্মপি সতি সতি নার্থবস্তবিতুমলং তস্ত কৰ্ম্মনিষ্ঠস্ত কৰ্ম্মণো বিব্রংশে
 হেত্বাভাবাৎ তৎফলস্তাবশ্যকত্বাদিত্যর্থঃ । কৃতস্ত কৰ্ম্মণো মুমুক্শুণ ভগবতি সমর্পণাৎ
 কৰ্ত্তরি ফলানারম্ভকত্বাদস্তি বিব্রংশকারণমিতি শব্দতে কৰ্ম্মেতি । রাজারামনবুধ্য ধনধান্যাদি-
 সমর্পণস্তাধিকফলহেতুত্বোপলব্ধাদীশ্বরে সমর্পণং ন ব্রংশকারণমিতি দুষয়তি নেতাদিনা ।
 অধিকফলহেতুত্বেহপি মোক্ষহেতুহুমিষ্ট্যামিতি শব্দতে মোক্ষায়ৈতি । তদেব চোক্তং
 বিবৃণোতি স্বকৰ্ম্মণামিতি । সহকারিসামর্থ্যাৎ তস্ত ফলাস্তরং প্রত্যাশাস্বাসিদ্ধিরিতি হেতুং
 সূচয়তি যোগেতি । ধ্যানসহিতস্ত সন্ন্যাসস্ত মোক্ষোপায়কত্বে কৃতো যোগব্রহ্মমধিকৃত্য
 নাশাশঙ্কেত্যাশঙ্ক্যাহ যোগাচ্ছেতি । সহকার্য্যভাবে সামগ্র্য্যভাবে ফলাহুপপত্তেয়ুঁক্তা নাশা-
 শব্দেত্যর্থঃ । ধ্যানসহিতমীশ্বরে কৰ্ম্মসমর্পণং মোক্ষায়ৈত্যত্র প্রমাণাভাবাৎ গৃহস্থো যোগব্রহ্ম-
 শব্দবাচ্যো ন ভবতীতি দুষয়তি নেতি । গৃহস্থস্ত যোগব্রহ্মশব্দবাচ্যত্বাভাবে হেতুস্তরমাহ
 একাকীতি । ন খবেতানি বিশেষণানি গৃহস্থসমবায়িনি সম্ভবন্তি তেন তস্ত ধ্যানযোগবিধ্য-
 ভাবাৎ ন তং প্রতি যোগব্রহ্মশব্দবচনমুচিতমিত্যর্থঃ । একাকিত্ববচনং গৃহস্থস্তাপি ধ্যান-
 কালে জীসহায়ত্বাভাবিপ্রায়েণ ভবিষ্যতীত্যশঙ্ক্য অগ্নিহোত্রাদিবৎ ধ্যানস্ত পত্নীসাধ্যত্বা-
 ভাবাদপ্রাপ্তপ্রতিষেধপ্রসঙ্গান্নৈবমিত্যাহ ন চাত্তেতি । বিশেষণান্তরপর্য়্যালোচনয়্যপি
 নায়মেকাকিশঙ্কো গৃহস্থপরো ভবিতুমর্হতীত্যাহ ন চেতি । কিঞ্চ গৃহস্থশ্চৈবৈকাকিত্বাদি
 বিবক্ষিত্বা ধ্যানযোগবিধৌ তং প্রত্যাভয়ব্রহ্মপ্রপ্নো নোপপত্তত ইত্যাহ উভয়েতি । ন হি
 গৃহস্থঃ প্রতি উভয়স্বাজ্জ্ঞানাৎ কৰ্ম্মণশ্চ বিব্রহ্মত্বমুপেত্যা প্রপ্নো যুক্তাতে তস্ত জ্ঞানব্রংশেহপি
 ‘কৰ্ম্মণস্তদভাবাদহুগীৰমানকৰ্ম্মব্রংশেহপি প্রাগনুষ্ঠিতকৰ্ম্মবশাৎ ফলপ্রতিপত্তাদিত্যর্থঃ ।

প্রাপ্তাভ্যাসেনা ন গৃহস্থঃ প্রতিধ্যানবিধানোপপত্তিরিতার্থঃ । নহু ভগবতা সন্ন্যাসস্ত
 প্রতিষিদ্ধত্বাদ্গৃহস্থশ্চৈব যোগবিধানাং তত্শ্চৈব যোগভ্রষ্টশব্দবাচ্যত্বমিতি শব্দতে অনাশ্রিত
 ইত্যানেনেতি । ভগবত্বাকাং ন প্রতিষেধপরমিতি পরিহরতি ন ধ্যানেতি । স্তুতিপরত্বমেব
 স্কোরয়তি ন কেবলমিতি । সত্বত্বদ্বার্থমহুতিষ্ঠমিতি সম্বন্ধঃ । বাক্যশ্রোভয়পরত্বমাসক্ত্য
 বাক্যভেদপ্রসঙ্গান্নৈবমিত্যাহ ন চেতি । ইতোহপি ভগবতঃ সন্ন্যাসাশ্রমপ্রতিষেধোহভিপ্রেতো
 ন ভবতীত্যাহ ন চ প্রসিদ্ধমিতি । তত্ত্ব প্রসিদ্ধং সন্ন্যাসিত্বং যোগিহৃৎকেতি সম্বন্ধঃ । প্রসিদ্ধ-
 ত্বমেব ব্যাকরোতি ক্রতীতি । ইতোহপি সন্ন্যাসাশ্রমং ভগবান্ প্রতিষেধতীত্যাহ স্ববচনেতি ।
 বিরোধমেব সাধয়তি সর্বকর্ণাণীত্যাदिना । অনাশ্রিত ইত্যাদিবাক্যস্ত যথাশ্রুতার্থত্বা-
 হুপপত্তেঃ স্তুতিপরত্বমুপাদিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি । কৰ্ম্মফলসন্ন্যাসিত্বমত্র মুনিশদার্থঃ ।
 স্তুতিপরং বাক্যমক্ষরযোজন্যর্থমুদাহরতি অনাশ্রিত ইতি । কৰ্ম্মফলেহতিলাষো নাস্তীত্যোতা-
 বতা কথং তদনাশ্রিতত্ববাচো যুক্তিরিত্যাশঙ্ক্য ব্যতিরেকমুখেন বিশদয়তি যো হীতি ! কার্য্য-
 মিত্যাदि व्याकरोति एवञ्छ्रुतः सन्निति । কথং কৰ্ম্মিণঃ সন্ন্যাসিত্বং যোগিহৃৎক কৰ্ম্মিহবিরোধ-
 দিত্যাশঙ্ক্যাহ ব ঈদৃশ ইতি । স্ত্বতেরত্র বিবক্ষিতত্বান্নাহুপপত্তিস্চোদনীয়েতি মযানঃ সন্ন্যাস-
 ইত্যেবমিতি । ন নিরগ্নিরিত্যাদেৱর্থমাহ ন কেবলমিতি । অগ্নয়ো গার্হপত্যাহবনীয়ান্নাহার্য্য-
 পচন প্রভৃতয়ঃ । নবনয়িত্বে সিদ্ধমক্ৰিয়ত্বময়িসাধ্যত্বাক্ৰিয়াণাং তথা চ ন নিরগ্নিরিত্যেতা-
 বতৈবাপেক্ষিতসিদ্ধেৰ্চ চাক্ৰিয়ইত্যনর্থকমর্থপুনরুক্তিরিতি তত্রাহ অনর্থীতি ! উত্তরশ্লোকস্ত
 তাৎপর্য্যং দর্শয়িতুং ব্যাবর্ত্যামাশঙ্ক্যং দর্শয়তি নহু চেতি । প্রসিদ্ধং পরিত্যজ্যপ্রসিদ্ধি-
 রূপাদীয়মানা প্রসিদ্ধিবিবুদ্ধেতি চোত্তং দৃষয়তি নৈষ দোষ ইতি । উভয়স্ত সাধৌ সক্রিয়ে
 চ সন্ন্যাসিত্বস্ত যোগিহৃস্ত চেত্যর্থঃ । গুণবৃত্তোভয়সম্পাদনং প্রশ্রুপূৰ্ব্বকং প্রকটয়তি তৎ
 কথমিত্যাदिना ॥ ১ ॥

রামানুজ ।—উক্তঃ কৰ্ম্মযোগঃ সপরিকরঃ, ইদানীং জ্ঞানযোগকৰ্ম্মযোগসাধ্যাত্মাব-
 লোকনরূপযোগাভ্যাসবিধিরুচ্যতে, তত্র কৰ্ম্মযোগস্ত নিরপেক্ষযোগসাধনত্বং দ্রুতয়িতুং
 জ্ঞানাকারঃ কৰ্ম্মযোগো যোগশিরস্বঃ প্রদর্শ্যতে [অনূত্তে] অনাশ্রিত ইতি । কৰ্ম্মফলং
 স্বর্গাদিকমনাশ্রিতঃ কার্য্যকৰ্ম্মাহুষ্ঠানমেব কার্য্যং সৰ্ব্বাঙ্গানাংসুহৃদুতপরমপুরুষারাদনরূপত্বয়া
 কৰ্ম্মৈব মম প্রয়োজনং ন তৎসাধ্যং কিঞ্চিদিতি যঃ কথং কৰোতি স সন্ন্যাসী চ জ্ঞানযোগ-
 নিষ্ঠশ্চ, যোগী চ কৰ্ম্মযোগনিষ্ঠশ্চ আত্মাবলোকনরূপযোগসাধনভূতোভয়নিষ্ঠশ্চ ইত্যর্থঃ । ন
 নিরগ্নিৰ্চ চাক্ৰিয়ঃ, ন চোদিতবজ্ঞাদিকৰ্ম্মস্বপ্রবৃত্তঃ কেবলজ্ঞাননিষ্ঠস্তত্র হি জ্ঞাননিষ্ঠেব
 কৰ্ম্মযোগনিষ্ঠস্ত তুভয়মিত্যাভিপ্রায়ঃ ॥ ১ ॥

হরুমান্ ।—অতীতধ্যায়ান্তে যোগস্ত সম্যাদর্শনং প্রত্যস্তরঙ্গত্যাধিষ্ঠানস্ত সূত্রভূতাঃ
 শ্লোকাঃ “স্পর্শান্ কৃষা বহির্বাহান্” ইত্যাদয়ঃ উপদিষ্টান্তেবাং বৃত্তিহানীমোহয়ং যতীহধ্যায়
 আরম্ভতে শ্রীভগবান্নবাচ, অনাশ্রিতঃ কৰ্ম্মফলমিত্যাदि । স সন্ন্যাসী যোগী বানাশ্রিতঃ
 নাশ্রিতঃ, কৰ্ম্মফলতৃষ্ণা ন প্রযুক্ত্যতে ইত্যর্থঃ । কার্য্যং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যং নিত্যং কৰ্ম্মাধিহোত্বাদি

করোতি যঃ স সন্ন্যাসী চ যোগী চ সর্বকলসন্ন্যাসাৎ সন্ন্যাসী চ যোগী যোগজ্ঞেন কর্ম্মহু-
ষ্ঠানাৎ, আত্মনঃ ন কেবলমনঃপ্রকৃতিঃ এব, পরমার্থতঃ সন্ন্যাসী যোগী চেতি মন্তব্যঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধর ।—চিন্তে শুদ্ধেহপি ন ধ্যানং বিনা সন্ন্যাসমাত্রতঃ । মুক্তিঃ শ্রাদিতি
ষষ্ঠেহস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতৃষ্যতে ॥ পূর্বাপ্যায়ান্তে সংক্ষেপেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং
ষষ্ঠাধ্যায়ান্তস্তত্র তাবৎ “সর্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্ত” ইত্যারভ্য সন্ন্যাসপূর্ব্বিকার্য্য জ্ঞান-
নিষ্ঠায়ান্ত্যৎপৰ্য্যোপাধিধানাদুৎকরপদ্ব্যাজ কর্ম্মণঃ সহসা সন্ন্যাসাতি প্রদঙ্গং প্রাপ্তং বারয়িতুং
সন্ন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কর্ম্মযোগং শ্রোতি অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্ । কর্ম্মফলমনা-
শ্রিতোহনপেক্ষমাণঃ সন্নবশ্যং কার্য্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম যঃ करोति স এব সন্ন্যাসী
যোগী চ, ন তু নিরগ্নিরগ্নিসাধ্যোপাধ্যাকর্ম্মত্যাগী, ন চাক্রিয়োহনগ্নিসাধ্যপূষ্ঠাধ্যাকর্ম্ম-
ত্যাগী চ ॥ ১ ॥

বলদেব ।—ষষ্ঠে যোগবিধিঃ কর্ম্মশুদ্ধস্ত বিজিতাশ্রয়নঃ । ষৈষ্ঠ্যোপায়শ্চ মনসোহ-
স্থিরতাপীতি কার্য্যতে ॥ প্রোক্তং কর্ম্মযোগমষ্টাঙ্গযোগশিরস্বপদেক্ষান্নাদৌ তৌ তদুপায়ত্বাৎ
তং কর্ম্মযোগং শ্রোতি ভগবাননাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্ । কর্ম্মফলং পঞ্চরপুত্রস্বর্গাদিকামনা-
শ্রিতোহনিচ্ছন্ কার্য্যমবশ্যকর্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম যঃ करोति স সন্ন্যাসী জ্ঞানযোগনিষ্ঠঃ
যোগী চাষ্টাঙ্গযোগনিষ্ঠঃ স এব । কর্ম্মযোগেনৈব তয়োঃ সিদ্ধিরিতি ভাবঃ । ন নিরগ্নি-
রগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মত্যাগী যতিবেশঃ সন্ন্যাসী, ন চাক্রিয়ঃ শারীরকর্ম্মত্যাগী অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রো
যোগী । অত্র যোগমষ্টাঙ্গং চিকীর্ষুণাং সহসা কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি মতম্ ॥ ১ ॥

মধুসূদন ।—যোগসূত্রং ত্রিভিঃ শ্লোকৈকঃ পঞ্চমাস্তে যদীরিতম্ । ষষ্ঠ আরভাতেহধ্যায়-
স্তদ্ব্যাখ্যানায় বিস্তরাৎ ॥ তত্র সর্বকর্ম্মত্যাগেন যোগং বিধায়ন্ ত্যাজ্যত্বেন হীনত্বমাহ্ব্য
কর্ম্মযোগং শ্রোতি দ্বাভ্যাম্, অনাশ্রিত ইতি । কর্ম্মণাং ফলমনাশ্রিতোহনপেক্ষমাণঃ ফলাভি-
সন্ধিরহিতঃ সন্ কার্য্যং কর্তব্যতয়া শ্যাজ্জেন বিহিতং নিতামগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম करोति
যঃ, স কর্ম্মাপি সন্ সন্ন্যাসী চ যোগী চেতি স্ত্যজতে । সন্ন্যাসো হি ত্যাগঃ, চিত্তগতবিক্ষেপা-
ভাবশ্চ যোগঃ, তৌ চাত্ম বিত্তেতে ফলত্যাগাৎ ফলতৃষ্ণারূপচিত্তবিক্ষেপাভ্যাজ কর্ম্মফল-
তৃষ্ণাত্যাগএবাত্র গোপ্যা বৃত্ত্যা সন্ন্যাসযোগশব্দভ্যামভিধীয়তে । স কামানপেক্ষ্য প্রাশস্ত্য-
কথনায় অবশ্যং ভাবিনো হি নিকামকর্ম্মাহুষ্ঠাতুমুখৌ সন্ন্যাসযোগৌ, তন্মাদয়ঃ যতপি
ন নিরগ্নিঃ অগ্নিসাধ্যশ্রোতকর্ম্মত্যাগী ন ভবতি । ন চাক্রিয়ঃ অগ্নিনিরপেক্ষস্বার্থ-
ক্রিয়াত্যাগী চ ন ভবতি, তথাপি সন্ন্যাসী যোগী চেতি মন্তব্যঃ । অথবা ন নিরগ্নিন
চাক্রিয়ঃ সন্ন্যাসী যোগী চেতি মন্তব্যঃ, কিন্তু সাধিঃ সক্রিয়শ্চ নিকামকর্ম্মাহুষ্ঠায়ী
সন্ন্যাসী যোগী চেতি মন্তব্য ইতি স্ত্যজতে । “অপশবো বা অস্ত্রে গোহংসেভ্যঃ পশবো গোহ-
স্থান” ইত্যট্টেব প্রাণসালক্ষণ্য নঞা অস্বরোপপত্তি । অত্র চাক্রিয় ইত্যনেনৈব সর্বকর্ম্ম-
সন্ন্যাসীতি লব্ধে নিরগ্নিরিতি ব্যর্থং শ্রাদিত্যাগ্নিশব্দেন সর্বাপি কর্ম্মাণি উপলব্ধ্য নিরগ্নিরিতি
সন্ন্যাসী ক্রিয়াশব্দেন চিত্তবৃত্তীরূপলক্ষ্য অক্রিয় ইতি নিকটচিত্তবৃত্তির্যোগী চ স্ত্যজতে ।

১২০.০০ নিরগ্নিঃ সন্ন্যাসী মন্তব্যঃ, ন চাক্রিয়ো যোগী মন্তব্য ইতি যথাসিদ্ধমুভয়-
ব্যতিরেকো দর্শনীয়ঃ, এবং সতি নঞস্বয়মপ্যুপপন্নমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—পূর্বাধ্যায়ান্তে হৃত্রিতং ধ্যানযোগং বিবরীতুমিচ্ছন্ তত্রাধিকারহেতুহাৎ
কর্মযোগং তাবৎ স্তোতি দ্বাভ্যাম্, অনাপ্রিত ইতি । যঃ কর্মণাং ফলম্ অনাপ্রিতোহনপেক্ষ-
মাণঃ কার্য্যং অবশ্যকর্তব্যং নিত্যং কর্ম করোতি স এব ফলসঙ্গত্যাগাৎ সন্ন্যাসী চ যোগী চ
ভবতি ন তু নিরগ্নিঃ যো বিদিতঃ শ্রোতস্মার্তকর্মতাগী, স এব সন্ন্যাসী নাপি অক্রিয়ন্ত্যক্ত-
বাস্ত্বনঃকায়ক্রিয় এব বা যোগীতি ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ ।—যষ্ঠে তু যোগিনো যোগপ্রকারো বিজিতাস্থনঃ । মনসশ্চকলস্তাপি
নৈশ্চল্যোপায় উচ্যতে ॥ অষ্টাং যোগাভ্যাসে প্রবৃত্তেনাপি চিত্তশোধকং নিষ্কামকর্ম সহস্রা
ন ত্যাগ্যানিত্যাহ অনাপ্রিত ইতি । কর্মফলমনাপ্রিতঃ কামফলমনপেক্ষমাণঃ কার্য্যং
অবশ্যকর্তব্যম্ শাস্ত্রবিহিতং কর্ম যঃ করোতি, স এব কর্মফলসঙ্গত্যাগাৎ সন্ন্যাসী, স এব
বিষয়ভোগেষু চিত্তাভাবাৎ যোগী চোচ্যতে । ন চ নিরগ্নিঃ অগ্নিগোত্রাদিকর্মমাত্র-
ত্যাগবান্বেব সন্ন্যাসীচ্যতে, ন চাক্রিয়ঃ দৈহিকচেষ্টাশূন্যঃ অন্ধনির্মালিতনেত্র এব যোগী
চোচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য ।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি ও শ্রীমৎশ্রীধরস্বামী
অভিপ্রায় । পঞ্চম অধ্যায়ের শেষভাগে ধ্যানযোগের অন্তরঙ্গ সাধনভূত
সম্যগ্দর্শন-বিষয়ক সূত্রস্বরূপ যে তিনটি শ্লোক উপদিষ্ট হইয়াছে, অধুনা
তাহার বৃত্তিস্বরূপ এই ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে । যতদিন পর্য্যন্ত গৃহী
ব্যক্তি ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে অসমর্থ থাকেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার
পক্ষে ধ্যানযোগের বহিরঙ্গস্বরূপ কর্মানুষ্ঠানই কর্তব্য, ইহাই প্রথমতঃ কীর্তিত
হইতেছে । ধ্যানযোগের এইরূপ সীমা নির্দিষ্ট হওয়ায়, সমুচ্চয়বাদী প্রতিবাদ-
স্বরূপে বলিতে পারেন যে, শ্রোত শাসন অনুসারে ধ্যানযোগে আরোহণ
করিবার সামর্থ্য না থাকিলেও, যাবজ্জীবন কর্মানুষ্ঠান একান্ত কর্তব্য । অতএব
আরুঢ় ও অনারুঢ় এতদ্বভয়ের প্রভেদ করা কখনই বিধেয় নহে । ভগবান্
বলিয়াছেন, “আরোহণেচ্ছু মুনির পক্ষেই কর্মযোগই সাধনস্বরূপে কথিত
হয় ।” (গীতা ৬ অ । ৩) । এইস্থলে আরোহণেচ্ছু সূত্রাৎ অনারুঢ় এই
পদপ্রযুক্ত থাকায়, আরুঢ় ও অনারুঢ় এতদবস্থাদয়ের প্রভেদ সমর্থিত
হইয়াছে । কোন সাধক যোগ-মার্গে আরোহণ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও,
তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই, কেহ বা কিয়দূর অগ্রসর হইলেও, পুনরায়
কারণবিশেষে পশ্চাৎপদ হইয়াছেন ; সূত্রাৎ সকলের পক্ষে সকল অবস্থাতেই
কর্মের অনুষ্ঠেয় কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না । গৃহস্থাবস্থায় যখন ধ্যানযোগে

আরোহণে সামর্থ্য না থাকে তখনই কর্মের অনুষ্ঠেয়ত্ব, আরুঢ় অবস্থায় যোগীকে পক্ষে কর্মের কখনই সার্থকতা নাই। অতএব যাবজ্জীবন বহিরঙ্গ সাধনস্বরূপ কর্ম অনুষ্ঠেয়, একথা কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। আর গৃহস্থের পক্ষে অন্তরঙ্গ সাধনস্বরূপ ধ্যানযোগও অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না। “একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ” (গীতা ৬অ। ১০ শ্লোক) এই বাক্যে শ্রীভগবান্ যোগের যে সকল ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে সহজেই উপলব্ধ হয় যে, গৃহী ব্যক্তি কখনই তাহার লক্ষ্যীভূত নহেন। কারণ, দ্বীর সহায়তা প্রয়োজন থাকিলে তদ্বিষয়ে একাকী শব্দ প্রযুক্ত হইত না; এবং নিরাশী ও অপরিগ্রহ এ দুই বাক্যও কখনই গৃহস্থের পক্ষে সঙ্গত হয় না। অতএব যোগে অনারুঢ় ব্যক্তির পক্ষেই বহিরঙ্গ সাধনভূত কর্মানুষ্ঠানের বিধেয়তা কথিত হইল। এইরূপ নিকাম কর্মানুষ্ঠান তাই সন্ন্যাসী ও যোগী পদবাচ্য। কেবল যে নিরগ্নি ও অক্রিয় ব্যক্তিই সন্ন্যাসী শব্দের লক্ষিত, এমন নহে। ফলাসঙ্গ-বিরহিত সম্বৎসর-লাভার্থ কর্মানুষ্ঠান ও সন্ন্যাসী ও যোগী, ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদিত হইতেছে। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি সর্বব্যাপী না হইয়া, গৃহে বসিয়াই, কেবল নিকামভাবে কর্মানুষ্ঠান করিলেই, সন্ন্যাসী হওয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব-বিষয় পরিত্যাগ পূর্বক শেষাশ্রম গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? “সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্ত” (৫অ। ১৩) ইত্যাদি বহুশ্লোকে শ্রীভগবান্ জ্ঞান ও সন্ন্যাসের কথাই বলিয়াছেন। বর্তমান স্থলেও তাহার কোন বিরোধ নাই। সন্ন্যাসের প্রয়োজনীয়তা নাই, অথবা তাহা না করিলেও হানি নাই, এরূপ কথা এস্থলে কথিত হয় নাই; যোগশৈলে আরোহণেচ্ছু গৃহীর বুদ্ধিশুদ্ধি-বিধায়ক ধ্যানযোগের সাধনস্বরূপ কর্মফল-নিরপেক্ষ অগ্নিহোত্রাদি কর্মানুষ্ঠান করা আবশ্যক, ইহাই বর্তমান শ্লোকের প্রতিপাদ্য। কর্মফলে লক্ষ্য রাখিয়া যিনি কর্মানুষ্ঠান করেন না, তিনি অনাশ্রিত অর্থাৎ তুষারহিত। কর্মফলে যাহার তুষা আছে, তাহাকে কর্মফলাশ্রিত বলা যায়। তদ্বিপরীত অর্থাৎ অনাশ্রিত-কর্মফল হইয়া কার্য সম্পাদন করা আবশ্যক। এইরূপ ভাবে কাম্যবিরোধী নিত্যানুষ্ঠেয় ক্রিয়াকলাপ যিনি সম্পন্ন করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী। যিনি কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই সন্ন্যাসী; যিনি চিন্তনিরোধ করিয়াছেন, তিনিই যোগী। নিকামকর্মপরায়ণ ব্যক্তি সন্ন্যাসী ও যোগীর স্থায় গুণসম্পন্ন, সুতরাং তদুভয়শব্দবাচ্য। কেবল যে নিরগ্নি ও অক্রিয় ব্যক্তিরাই

* সন্ন্যাসী ও যোগী শব্দবাচ্য এমন নহে। গার্হপত্য, আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নি-সমূহ * যাঁহার কৰ্ম্মাঙ্গভূত নহে, অর্থাৎ যিনি অগ্নিসাধ্য-ক্রিয়া-কলাপ-বিবর্জিত তিনিই নিরগ্নি; আর অগ্নিসাধ্য না হইলেও, তপোদানাদি ক্রিয়াকলাপও যাঁহার নাই, তিনিই অক্রিয়। এইরূপ শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্র-সঙ্গত ক্রিয়া-বর্জিত ব্যক্তিকে সন্ন্যাসী ও যোগী নামে প্রসিদ্ধ। তবে এক্ষণে শ্রুতি-স্মৃতি-সঙ্গত, ক্রিয়াপরায়ণ, স্তূতরাং সাগ্নি ও সক্রিয় ব্যক্তির সম্বন্ধে, কেন সন্ন্যাসী ও যোগী এই অপ্রসিদ্ধ শব্দদ্বয় প্রয়োগ করা হইতেছে? তাহাতে কোনই দোষ হয় নাই; কারণ কৰ্ম্ম-ফলসঙ্গ-ত্যাগই সন্ন্যাস এবং তাহাই যোগের অঙ্গ। কৰ্ম্মফল-সঙ্কল্পই চিন্তাবিক্ষেপের হেতু। তাহা যাঁহার নাই, তিনি অবশ্যই সন্ন্যাসী ও যোগী শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, শ্রীমদলদেব ও শ্রীমদিশ্বনাথের অভিপ্রায়। অষ্টাঙ্গ যোগ সমন্বিত কৰ্ম্মযোগের উপদেশ প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে, শ্রীভগবান্ প্রথমে দুই শ্লোকে তাহার উপায়স্বরূপ কৰ্ম্মযোগের প্রশংসা কর্ত্তন করিতেছেন। কৰ্ম্মের ফলস্বরূপ পশু, অন্ন, পুত্র, স্বর্গ প্রভৃতি কোন বিষয়েই যাঁহার কাগনা নাই, কার্য্য অবশ্যকর্ত্তব্য জানিয়া, যিনি ফলাসঙ্গরহিত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করেন, তিনিই জ্ঞানযোগনিষ্ঠ সন্ন্যাসী এবং অষ্টাঙ্গ-যোগনিষ্ঠ যোগী। কেবল কৰ্ম্মযোগ দ্বারাই তাঁহার উভয় ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অগ্নিহোত্রাদি অগ্নি-সাধ্য কৰ্ম্মত্যাগ করিয়া যতি-বেশ পরিগ্রহ করিলেই যে সন্ন্যাসী হওয়া যায় এমন নহে, এবং শারীরিক চেষ্টাদিরূপ ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া, অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে উপবিষ্ট থাকিলেই যে যোগী হওয়া যায়, এমনও নহে। এতদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, যাঁহারা যোগমার্গে আরোহণ করিবার অভিলাষী, সহসা কৰ্ম্মত্যাগ করা তাঁহাদের পক্ষে বিধেয় নহে।

শ্রীমদধুসূদন ও শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়।—সর্ব কৰ্ম্ম পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসের বিধি পূর্বক কথিত হইয়াছে। স্তূতরাং কৰ্ম্ম যখন ত্যজ্য তখন অবশ্যই তাহা হীন; অনেকে এরূপ মনে করিলেও করিতে পারেন। সেই

* বৈদিক কৰ্ম্মকাণ্ডে নানা নামে অগ্নির ব্যবহার আছে। সজ্জ্বলের পশ্চিম দ্বারে যে অগ্নি স্থাপিত থাকে এবং প্রস্তোতা নামক ঋত্বিক বাহাতে কার্য্য করেন, তাহারই নাম গার্হপত্য অগ্নি। উক্ত গার্হপত্য অগ্নির পূর্বে প্রাচীনবহিনামক বেদী সংস্থাপিত থাকে। তাহার পূর্বে যে অগ্নি থাকে, তাহারই নাম আহবনীয় অগ্নি ইত্যাদি।

ভ্রম দূর করিবার বাসনায়, অগ্রে শ্রীভগবান্ দুই শ্লোকে কৰ্ম্ম-যোগের “স্তুতি”-বাদ করিতেছেন । কৰ্ম্মের ফলসম্বন্ধে স্পৃহা-শূন্য হইয়া এবং শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে স্তুরাং অবশ্য কর্তব্য মনে করিয়া, যিনি অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কৰ্ম্মী হইলেও, সম্যাসী এবং যোগী । ত্যাগের নামই সম্যাস এবং চিন্তগত বিক্ষেপ-নিরোধের নামই যোগ । ফলতৃষ্ণারূপ চিন্ত-বিক্ষেপের অভাব হওয়ায়, এবং কৰ্ম্ম-ফল তৃষ্ণা-ত্যাগ গোণরূপে সম্যাসার্থ প্রতিপাদক হওয়ায়, ফলাভিসন্ধি বিরহিত কৰ্ম্মী ব্যক্তি তদুভয় নামেরই যোগী । তাদৃশ ব্যক্তি যদি নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য শ্রোত কৰ্ম্মত্যাগী না হন, অথবা যদি অক্রিয় অর্থাৎ অগ্নিনিরপেক্ষ স্মার্ত্ত কৰ্ম্মত্যাগী না হন, তথাপি তিনি সম্যাসী ও যোগী । ইহার অন্তরূপ ব্যাখ্যা যথা ; নিরগ্নি ও অক্রিয় ব্যক্তিই সম্যাসী ও যোগী, নহেন ; কিন্তু নিকাম কৰ্ম্ম-পারায়ণ সাগি ও সক্রিয় ব্যক্তিই সম্যাসী ও যোগী । মূলস্থিত অক্রিয় এই শব্দ দ্বারা সর্ব-কৰ্ম্ম-সম্যাস উপলব্ধ হইতেছে ; স্তুরাং কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, নিরগ্নি পদ প্রয়োগ করা ব্যর্থ হইয়াছে । যেহেতু যিনি অক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়ারহিত, তিনি যে অগ্নিক্রিয়াও ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা স্পষ্টতঃই উপলব্ধ হয় । এইরূপ আশঙ্কা নিবারণার্থ কথিত হইতেছে যে, অগ্নি-শব্দদ্বারা বাবতীয় ক্রিয়া লক্ষিত হইয়াছে এবং নিরগ্নি শব্দ সম্যাসার্থ প্রতিপাদনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে । আর ক্রিয়া শব্দে চিন্তবৃত্তি লক্ষিত হইয়াছে এবং অক্রিয় শব্দে নিরুদ্ধচিত্ত যোগীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর প্রারম্ভ বাক্য ।—চিন্তা শুদ্ধ হইলেও, ধ্যান বিনা কেবল সম্যাসের দ্বারা মুক্তি হয় না ; এই জন্ত ষষ্ঠাধ্যায়ে ধ্যানযোগের বৃত্তান্ত বিবৃত হইতেছে ।

শ্রীমদ্বলদেবের প্রারম্ভ বাক্য ।—যাঁহারা ইন্দ্রিয়াদি জয় করিয়া কৰ্ম্ম দ্বারা চিন্তা-শুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্ত যোগের বিধি এবং যাঁহাদের মন স্থির হয় নাই, তাঁহাদের চিন্তাস্থৈর্য্যের উপায় ষষ্ঠাধ্যায়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে ।

শ্রীমদধুসূদনের প্রারম্ভ বাক্য ।—পঞ্চমাধ্যায়ের শেষভাগে যোগসূত্রস্বরূপ যে তিনটি শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারই বিস্তারিত ব্যাখ্যানার্থ ষষ্ঠাধ্যায় আরম্ভ হইতেছে ।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের প্রারম্ভ বাক্য — বৰ্ঠাধ্যায়ে জিতেন্দ্রিয় যোগীদিগের যোগের প্রকার এবং চঞ্চলচিত্তগণের অচঞ্চলতা লাভের উপায় কথিত হইতেছে ।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুৰ্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।

ন হসন্ন্যাস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

অন্বয় ।—পাণ্ডব যং সন্ন্যাসং (সৰ্ব্বকৰ্ম্মণঃ তৎফলস্য চ পরিত্যাগ-
রূপম্) ইতি প্রাহুঃ (ঐতয় ইতি শেষঃ) তং যোগং (নিষ্কামকৰ্ম্মানু-
ষ্ঠানম্) বিদ্ধি (জানীহি) হি (যস্মাৎ) অসন্ন্যাস্তসঙ্কল্পঃ (অত্যন্ত-
ফলাভিসন্ধিঃ) কশ্চন (কশ্চিদপি) যোগী ন ভবতি ॥ ২ ॥

প্রতিশব্দ ।—পাণ্ডুনন্দন যাহা সন্ন্যাস ইহা বলেন তাহা কৰ্ম্মযোগ
জানিবে যেহেতু অফলাভিসন্ধি-পরিশূন্য কেহই যোগী হন না ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে অর্জুন ! ঐশ্বৰ্য্য-স্বাভিপ্রভৃতি শাস্ত্র যাহাকে সন্ন্যাস
নামে অভিহিত করেন, তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে ; কারণ, হৃদয়
হইতে ফলভৃষণ পরিবর্জন করিতে না পারিলে, কেহই কখন যোগী
হইতে পারেন না ॥ ২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—গৌণমুভয়ং ন পুনর্মুখ্যসন্ন্যাসিৎ যোগিবৎকাভিমতমিত্যেতমর্থং
দর্শয়িতুমাহ যং সন্ন্যাসমিতি । যং সৰ্ব্বকৰ্ম্মতৎফলপরিত্যাগলক্ষণং পরমার্থসন্ন্যাসং
সন্ন্যাসমিতি প্রাহুঃ ঐশ্বৰ্য্যস্বাভিপ্রভিঃ, যোগং কৰ্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণম্, তং পরমার্থসন্ন্যাসং বিদ্ধি
জানীহি হে পাণ্ডব ! কৰ্ম্মযোগস্ত প্রবৃত্তিলক্ষণস্ত তদ্বিপরীতেন নিবৃত্তিলক্ষণেন পরমার্থসন্ন্যাসেন
কীদৃশং সমিত্রমঙ্গীকৃত্য তদ্বাব উচ্যতে ? ইত্যপেক্ষায়ামিদমুচ্যতে, অস্তি পরমার্থসন্ন্যাসেন
সাদৃশ্যং কর্তৃদ্বারকং কৰ্ম্মযোগস্ত, যো হি পরমার্থসন্ন্যাসী স ত্যক্তসৰ্ব্বকৰ্ম্মসাধনতয়া সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-
তৎফলবিষয়ং সঙ্কল্পং প্রবৃত্তিহেতুকামকারণং সন্ন্যাস্তি, অন্নমপি কৰ্ম্মযোগী কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বাণ এব
কগবিষয়ং সঙ্কল্পং সন্ন্যাস্তীত্যেতমর্থং দর্শয়মাহ, ন হি বস্মাদসন্ন্যাস্তসঙ্কল্লাহসন্ন্যাস্তোহপরিত্যক্তঃ
ফলবিষয়সঙ্কল্লাহভিসন্ধির্ধেন সোহসন্ন্যাস্তসঙ্কল্পঃ কশ্চন কশ্চিদপি কৰ্ম্মী যোগী সমাধানবান্
ভবতি ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ফলসঙ্কল্পস্ত চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বাৎ, তস্মাদ যঃ কশ্চন যোগী কৰ্ম্মী
সন্ন্যাস্তকৰ্ম্মসঙ্কল্লা ভবেৎ, স যোগী সমাধানবান্ ভবতি, ন বিক্ষিপ্তচিত্তো ভবতি চিত্ত-
বিক্ষেপহেতুঃ ফলসঙ্কল্পস্ত সন্ন্যাস্তাদিত্যাভিপ্রায়ঃ । যোগাঙ্গত্বেন কৰ্ম্মানুষ্ঠানং কৰ্ম্মফল-

সঙ্কল্পস্ত বা চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাদেবাগিত্ত্বক্ষেতি সন্ন্যাসিত্বক্ষেতাভিপ্রেতখুচাভে, এবং পরমার্থসন্ন্যাসকর্মযোগয়োঃ কর্তৃদ্বারকং সন্ন্যাসসামান্যমপেক্ষ্য “যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহরণ্যং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।” ইতি কর্মযোগস্ত স্তব্যার্থং সন্ন্যাসত্বমুক্তম্ ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি ।—সম্ভবতি মুখ্যে সন্ন্যাসিত্বাদৌ কিমিতি গোণমুভয়মভীষ্টমিত্যাশঙ্ক্য মুখ্যস্ত কর্মণ্যাসম্ভবাদগোণমেব স্ততিসিদ্ধার্থং তদিত্তিমিত্যাভিপ্রেতাহ ন পুনরिति । চিত্ত-
ব্যাকুলত্বহেতুকামনাত্যাগাচ্ছিত্তসমাধানসিদ্ধেঃ যোগিহং কর্মিণোহপি যুক্তম্, সন্ন্যাসিত্বস্ত তস্ত
বিরুদ্ধমিতি শঙ্কমানং প্রত্যুক্তেহর্থে শ্লোকমবতারয়তি ইত্যেতমিতি । পরমার্থসন্ন্যাসঃ
প্রাহরিতি সম্বন্ধঃ, ইতীং সন্ন্যাসস্ত প্রামাণিকাত্বাপগতত্বাদিতীতি শঙ্কো যোজ্যো যোগং
ফলভুকাং পরিত্যজ্য সমাহিতচেতস্তয়ৈতি শেষঃ । যুক্তম্, “সন্ন্যাসিত্বং যোগিবৃক গৃহস্থস্ত
গৌণম্” ইতি তদুত্তরার্কয়োজনয়া প্রকটয়িতুমুত্তরার্কমুখাপয়তি কর্মযোগস্তেতি । কর্মযোগস্ত
পরমার্থসন্ন্যাসেন কর্তৃদ্বারকং সাম্যমুক্তং ব্যক্তং কৰোতি যো ইতি । ত্যক্তানি সর্বাণি
কর্মাণি সাধনানি চ যেন স তথোক্তস্তস্ত ভাবস্ততা তস্মা সর্বকর্মবিষয়ং তৎফলবিষয়ঞ্চ
সঙ্কল্পং ত্যজ্যতীত্যর্থঃ । সঙ্কল্পত্যাগে তৎকার্য্যকামত্যাগঃ তন্ত্যাগে তজ্জন্তপ্রবৃত্তিত্যাগশ্চ
সিধ্যতীত্যভিসন্ধায় বিশিনষ্টি প্রবৃত্তীতি । কর্মিণ্যপি যথোক্তসঙ্কল্পঃ সন্ন্যাসিত্বমন্তীত্যাহ
অয়মপীতি । তদপরিত্যাগে ব্যাকুলচেতস্তয়া কস্মানুষ্ঠানস্তৈব দুঃশকত্বাদিত্যর্থঃ । উক্তমেব
সাম্যং ব্যক্তীকূর্ষন্ ব্যতিরেকং দর্শয়তি ইত্যেতমিতি । ফলসঙ্কল্পাপরিত্যাগে কিমিতি সমাধান-
বস্তাবাস্তবাহ ফলেতি । ব্যতিরেকমুখেনোক্তমর্থমদ্বয়মুখেনোপসংহরতি তস্মাদিতি ।
হিশঙ্ক্যস্ত যস্মাদিত্যুক্তস্ত তস্মাদিত্যানেন সম্বন্ধঃ । কর্মিণং প্রতি যথোক্তবিধৌ হেতু-
হেতুমস্তাবমভিপ্রেতা দ্বিতীয়বিধৌ হেতুমাং চিত্তবিক্ষেপেতি । পূর্বশ্লোকে পূর্বোত্তরাদ্বা-
ভ্যামুক্তমভুবদতি এবমিতি ॥ ২ ॥

রামানুজ ।—উক্তলক্ষণে কর্মযোগে জ্ঞানমপ্যন্তীত্যাং যং সন্ন্যাসমিতি । জ্ঞানযোগ
ইতি আত্মসাধনজ্ঞানমিতি প্রাহঃ, তং কর্মযোগমেব বিদ্ধি তদুপপাদয়তি, নহসন্ন্যাস্তসঙ্কল্পো
যোগী ভবতি । কশ্চনেতি আত্মসাধনাত্মানুসন্ধানেনান্যনি প্রকৃতাবাস্তসঙ্কল্পঃ সন্ন্যাসঃ
পরিত্যক্তো যেন স সন্ন্যাস্তসঙ্কল্পঃ অনেবভূতো যঃ সোহসন্ন্যাস্তসঙ্কল্পঃ, নহাক্তেযু কর্মযোগেষা-
নেবভূতঃ কশ্চন কর্মযোগী ভবতি ॥ ২ ॥

হনুমান্ ।—কর্মকারণাং কর্মযোগিত্বং তাবৎ সিদ্ধং সন্ন্যাসিত্বস্ত সাগ্নৌ সক্রিয়ৈ-
শ্চৈব সিদ্ধং লোকে ইতি, তং সম্পাদয়তি ভগবান্ যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহরতি । “লৌকিকাঃ
প্রাহঃ, যোগং কর্মযোগং তং বিদ্ধি বিজ্ঞানীহি, অস্তি হি তস্মিন্ নিরায়না অক্রিয়ৈঃ পরমার্থ-
সন্ন্যাসিনা সাম্যং কিং তদিত্যাহ পরমার্থসন্ন্যাসী ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানেষু সর্ববিষয়সঙ্কল্পঃ
সন্ পশ্চতি । অতি চ কর্মিণঃ হসন্ন্যাস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি, কর্মী চ স উচ্যতে
কশ্চন কশ্চিদপি সন্ন্যাসী নোচ্যতে ॥ ২ ॥

শ্রীধর ।—কৃত ইত্যপেক্ষায়াং কর্মযোগস্তৈব সন্ন্যাসত্বং প্রতিপাদয়ত্যাং ইতি । যং

• সন্ন্যাসঃ প্রাহঃ প্রকর্ষণে শ্রেষ্ঠত্বেনাহঃ, “সন্ন্যাস এবৈত্যরেচয়ৎ” ইত্যাদি শ্রুতম্ ইতি । কেবলাৎ ফলসন্ন্যাসাদ্ধেতোষোগমেব তং জানীহি, কুত ইত্যপেক্ষামিতি শঙ্কোক্তো হেতুর্গোগেহপ্যন্তীত্যাহ ন হীতি । ন সন্ন্যাস্তঃ ফলসঙ্কল্লো যেন স কৰ্ম্মনিষ্ঠো জ্ঞাননিষ্ঠো বা কশ্চিদপি যোগী ন হি ভবতি, অতঃ ফলসঙ্কল্লত্যাগাদেব চিত্তবিক্ষেপাভাবাৎ যোগী চ ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

বলদেব ।—নহু সর্বৈশ্বর্যবৃত্তিবিরতিরূপায়াং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং সন্ন্যাসশব্দশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধে যোগশব্দশ্চ পঠাতে । স চ সর্বৈশ্বর্যব্যাপারাত্মকে কৰ্ম্মযোগে স সন্ন্যাসী চ যোগী চেতি ক্রবতা ভবতা কয়া বৃত্ত্যা নীয়ত ইতি চেৎ তত্রাহ যমিতি । যং কৰ্ম্মযোগং অর্থ-তাৎপর্যজ্ঞাঃ সন্ন্যাসং প্রাহন্তদেব ত্বং যোগমষ্টাঙ্গং বিদ্ধি হে পাণ্ডব ! নহু সিংহো মানবক ইত্যাদৌ শৌৰ্যাদিগুণসাদৃশ্চেন তথা প্রয়োগঃ, প্রকৃতে কিং সাদৃশ্যমিতি চেৎ তত্রাহ ন হীতি । অসন্ন্যাস্তসঙ্কল্লঃ কশ্চন কশ্চিদপি জ্ঞানযোগাষ্টাঙ্গযোগী চ ন ভবতাপি তু সন্ন্যাস্ত-সঙ্কল্ল এব ভবতীত্যর্থঃ । সন্ন্যাস্তঃ পরিতাক্তঃ সঙ্কল্লঃ ফলেচ্ছা ভোগেচ্ছা চ যেন সঃ, তথা ফলত্যাগসাদৃশ্যাৎ তৃষ্ণারূপচিত্তবৃত্তিনিরোধসাদৃশ্যচ্চ কৰ্ম্মযোগিনস্তদ্বৃত্তয়েন প্রয়োগো গোণবৃত্ত্যেতি ।

মধুসূদন ।—অসন্ন্যাসেহপি সন্ন্যাসপদপ্রয়োগে নির্মিতভূতং গুণযোগং দর্শয়িতু-মাহ যমিতি । যং সর্বকৰ্ম্মতৎকল্লপরিতাগং সন্ন্যাসমিতি প্রাহঃ শ্রুতম্, “সন্ন্যাস এবাতিরেচয়তীতি ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈবণার্যাস্চ বিটৈবণার্যাস্চ লৌকৈবণার্যাস্চ বাথার্যাস্চ ভিক্ষা-চর্যাং চরন্তি” ইত্যাপ্তাঃ । যোগং ফলতৃষ্ণাকর্তৃত্বাভিমানয়োঃ পরিতাগেন বিহিতকল্লাত্তানং তং সন্ন্যাসং বিদ্ধি হে পাণ্ডব ! “অত্রকদন্তং ব্রহ্মদত্তমিত্যাহ তং বয়ং মন্ত্রামহে ব্রহ্মদত্ত-সদৃশোহয়ম্” ইতি জ্ঞান্যং পরশব্দঃ পরম্ প্রযুক্তমানঃ সাদৃশ্যং বোধয়তি গোণা বৃত্ত্যা তদ্ভাবারোপেণ বা, প্রকৃতে তু কিং সাদৃশ্যমিতি তদাহ নহীতি । যস্মাৎ অসন্ন্যাস্তসঙ্কল্লঃ অতাক্ত-ফলসঙ্কল্ল কশ্চন কশ্চিদপি যোগী ন ভবতি, অপিতু সর্বো যোগী তাক্তফলসঙ্কল্ল এব ভব-তীতি ফলত্যাগসাম্যং তৃষ্ণারূপচিত্তবৃত্তিনিরোধসাম্যচ্চ, গোণা বৃত্ত্যা কৰ্ম্মেণ সন্ন্যাসী চ যোগী চ ভবতীত্যর্থঃ । তথাহি “যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ”, “প্রমাণবিপর্যায়বিকল্পনিদ্রাস্থতম্” ইতি বৃত্তয়ঃ পঞ্চবিধাঃ, “তত্র প্রত্যক্ষানুমানশাস্ত্রোপমাদিপ্রমাণানি প্রমাণানি ষট্” ইতি বৈদিকাঃ । “প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ত্রিণি” ইতি যোগাঃ । অন্তর্ভাববহির্ভা-বাত্ম্যং সঙ্কেচবিকাশৌ দ্রষ্টব্যৌ । অতএব তাকিকাদীনাং মতভেদাঃ । বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানম্, তস্মৈ পঞ্চভেদাঃ, “অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বेषাভিনিবেশাঃ” ত এব চ ক্লেশাঃ । “শব্দ-জ্ঞানানুপ্রাতী বস্তুশূত্রো বিকল্পঃ” । প্রমা ভ্রমবিলক্ষণোহসদর্থব্যবহারঃ, শব্দবিষাণমসংপুরুষস্ত চৈতন্তমিতাদিঃ । “অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিনিদ্রা” । চতসৃণাং বৃত্তীনাং অভাবস্ত প্রত্যয়ঃ কারণং তমোগুণঃ তদালম্বনা বৃত্তিরেব নিদ্রা, ন তু জ্ঞানাত্তাবমাত্রমিত্যর্থঃ । “অহুতুবিষয়াসম্প্রমোহঃ প্রত্যয়ঃ স্মৃতিঃ” । পূর্বাভূততৎসংস্কারজং জ্ঞানমিত্যর্থঃ । সর্ববৃত্তি-লভ্যবাদভ্যে কথনম্ । লজ্জাদিবৃত্তীনামপি পঞ্চশ্বেবান্তর্ভাবো দ্রষ্টব্যঃ । এতাদৃশাং সর্বাসাং

চিন্তাবৃত্তীনাং নিরোধো যোগ ইতি চ সমাধিরিতি চ কথ্যতে, ফলসঙ্কল্পস্ত রাগাধাত্বতীক্ষ্ণা-
বিপর্যায়ভেদস্তগ্নিরোধমাত্রমপি গোণ্য বৃত্ত্যা যোগ ইতি সম্যাস ইতি চোচাত ইতি ন
বিরোধঃ ॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কেন সাম্যোন্নয়ং সম্যাসৌ যোগী চেতি সূত্রে অত আহ যমিতি ।
যো হি ত্যক্তগৰ্ব্বসঙ্কল্পঃ স সম্যাসৌ তাদৃশশ্চ ধ্যানযোগী অতো ন তন্নোর্ভেদঃ, “নিঃসঙ্কল্প-
স্তটস্থস্তিষ্ঠেদেতন্মোক্শস্ত লক্ষণম্” ইতি, মৈত্রায়ণীরোপনিষচ্ছূতস্ত মোক্ষলক্ষণস্ত নিঃসঙ্কল্প-
স্তোভয়ত্রাপি তুল্যত্বাৎ, অতোহয়মপি কৰ্ম্মযোগী ফলসঙ্কল্লতাগাৎ নিঃসঙ্কল্লত্বসাম্যাৎ
সম্যাসৌ যোগী চ ভবতীতি সূত্ৰত ইত্যর্থঃ । যোগাধিকারসিদ্ধয়ে নিকামকৰ্ম্মাণ্য-
কৃষ্টেয়ানীতি শ্লোকদ্বয়তাৎপর্যার্থঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ ।—কৰ্ম্মফলতাগ এব সম্যাসশব্দার্থঃ, বস্তুতন্তথা বিষয়েভাশ্চিত্তনৈশ্চল্য-
মেব যোগশব্দার্থঃ । তস্যাং সম্যাসযোগশব্দয়োরেকার্থ্যমেবাগতমিতাহ যমিতি । অসম্যাস্তঃ
ন সম্যাস্তস্ত্যক্তঃ সঙ্কল্পঃ ফলাকাজ্জা বিষয়েভাগপ্ৰহা যেন সঃ ॥ ২ ॥

তাৎপর্য ।—কৰ্ম্মযোগ-পরায়ণ অসম্যাসৌ ব্যক্তিকেও কেন সম্যাসৌ শব্দে
অভিহিত করা হইল, তাহারই হেতু প্রদর্শিত হইতেছে । সকল কৰ্ম্ম ও তাহার
ফলত্যাগকেই সম্যাস বলে । ঐশ্বৰ্য্য বলিয়াছেন, “পুত্রাভিলাষ, ধনাভিলাষ,
স্বর্গাদি স্থান প্রাপ্তির অভিলাষ পরিবর্জ্জন পূর্বক ভিক্ষার্চ্যা অবলম্বন করাই
সম্যাস ।” ফলতৃষ্ণা ও কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্বক বিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানকে
কৰ্ম্মযোগ বলে । হে পাণ্ডুকুলপ্রদীপ ! এতাদৃশ কৰ্ম্মযোগকেই সম্যাস
বলিয়া জানিবে । যিনি সঙ্কল্পের সম্যাস করিতে অর্থাৎ কৰ্ম্মসম্বন্ধে
ফলসঙ্কল্প পরিহার করিতে পারেন নাই, তিনি কখনই যোগী শব্দ বাচ্য
হইতে পারেন না । যোগী হইলেই তাঁহাকে ফল-সঙ্কল্প-পরিশূন্য হইতে হইবে ।
চিন্তাবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ । সুতরাং যিনি তৃষ্ণারূপা চিন্তাবৃত্তির নিরোধ
হেতু কৰ্ম্ম-বিষয়ে ফলতৃষ্ণা ও কর্তৃত্বাভিমান পরিশূন্য, তিনিই গোণবৃত্তির
দ্বারা সম্যাসৌ শব্দবাচ্য । ফলতঃ সম্যাস ও কৰ্ম্মযোগ উভয়ই একার্থবাচক ।
কারণ, উভয় অবস্থাতেই ফলত্যাগ ও তৃষ্ণারূপা চিন্তাবৃত্তির নিরোধবিষয়ক
সমতা থাকায়, কৰ্ম্মযোগীকে গোণবৃত্তির দ্বারা উভয় শব্দে নির্দেশ করা
অসঙ্গত নহে ॥ ২ ॥

আরুৰুক্কোমু নৈৰ্যোগং কৰ্ম্ম কারণমুচ্যতে ।

যোগীক্লুতস্ত তস্মৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

অন্বয় ।—যোগং (ধ্যানযোগং) আরুৰুক্কোঃ (আরোচু মিচ্ছতঃ প্রাপ্তু মিচ্ছাঃ) মূনেঃ কৰ্ম্ম কারণং (সাধনং) উচ্যতে যোগীক্লুতস্ত (ধ্যান-পরায়ণস্ত) তস্ত এব শমঃ (উপশমরূপঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসম্মাসঃ) কারণং উচ্যতে ॥ ৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছুক সম্মাসিগণের কৰ্ম্ম সাধন-রূপে কথিত হয় জ্ঞানযোগ-সম্পন্ন তাঁহারই কৰ্ম্ম সম্মাস কারণরূপে কথিত হয় ॥ ৩ ॥

বাখ্যা ।—যাঁহারা জ্ঞানযোগে আরুঢ় হইবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদের পক্ষে কৰ্ম্মযোগই সাধনস্বরূপ ; আর যাঁহারা জ্ঞানযোগে সমারুঢ় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কৰ্ম্মসম্মাসই সাধন স্বরূপ ॥ ৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—ধ্যানযোগস্ত কলনিরপেক্ষঃ কৰ্ম্মযোগো বহিরঙ্গসাধনমিতি তং সম্মাসত্ত্বেন স্ত্বত্বাধুনা কৰ্ম্মযোগস্ত ধ্যানযোগসাধনত্বং দর্শয়তি আরুৰুক্কোরিতি । আরুৰুক্কোরোচু মিচ্ছতঃ অনারুঢ়স্ত ধ্যানযোগেহ বস্তুত্বমশক্লুতৈবেত্যর্থঃ । কস্ত ? তস্তারুৰুক্কোমু নৈঃ কৰ্ম্মফলসম্মাসিন ইত্যর্থঃ । কিমারুৰুক্কোর্যোগং কৰ্ম্মকারণং সাধনমুচ্যতে, যোগীক্লুতস্ত পুনস্তত্বেব শম উপশমঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মভ্যো নিবৃত্তিঃ কারণং যোগীক্লুতস্ত সাধনমুচ্যতে ইত্যর্থঃ । যাবদ্যাবৎ কৰ্ম্মভ্য উপরমতে তাবৎ তাবন্নিরাসস্ত জিতেজিয়স্ত চিত্তং সমাধীয়তে, তথা সতি স ঝটিতি যোগীক্লুতৌ ভবতি । তথা চোক্তং ব্যাসেন, “নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্তান্তি বিত্তং যথৈকতা শমতা সত্যতা চ । শীপং স্থিতি-দণ্ডনিধানমার্জবং ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ” । ইতি ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরি ।—পরমার্থসম্মাসস্ত কৰ্ম্মযোগাস্ত্বভাবে কৰ্ম্মযোগস্তেব সদা কৰ্ত্তব্য-মাপত্তে, তেনেতরস্তাপি কৃত্ত্বসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাক্তানুবাদপূৰ্ব্বকমুত্তরল্লো ক্তাতংপর্য্যমাহ ধ্যানযোগস্তেতি । ভাবিত্বা বৃত্ত্যা মূনেৰ্যোগমারোচু মিচ্ছারিধ্যমাণস্ত যোগীক্লুতস্ত কৰ্ম্মহেতুশ্চৈদপেক্ষিতং যোগমারুঢ়স্তাপি তৎফলপ্রাপ্তৌ তদেব কারণং ভবিষ্যতি তস্ত কারণত্বে . কপ্তশক্তিত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যোগীক্লুতস্তেতি । অনারুঢ়স্তেতোতত্বেবার্থং স্মৃটয়তি ধ্যানেনিতি । মুনিঃ কৰ্ম্মফলসম্মাসিতৌপচারিকমিত্যাহ কৰ্ম্মফলেতি সাধনং চিত্ততত্ত্ববিদ্যা ধ্যানযোগপ্রাপ্তীচ্ছান্নামিতি শেষঃ, তন্ত্বেতি প্রকৃতস্ত কৰ্ম্মিণো গ্রহণম্,

এবকারো ভিন্নক্রমঃ শমশব্দেন সম্বধাতে । কস্তান্ত্রযোগব্যবচ্ছেদেন শমো হেতুর্জিত
তত্রাহ যোগাক্রটুত্বেন্দিতি । সর্বব্যাপারোপমরূপোপশমস্ত যোগাক্রটুত্ব কারণত্ব
বিবৃণোতি যাবদ্যাবদিত্তি । সর্বকর্ষনিবৃত্তাবাসাভাবাধীকৃতত্বেন্দিয়গ্রামস্ত চিত্তসমাধানে
যোগাক্রটুত্বং সিধ্যতিতার্থঃ । সর্বকর্ষোপশমস্ত পুরুষার্থসাধনত্বে পোরাণিকীঃ মন্ত্ৰতিমাহ
তথা চেতি । একতা সর্বেষু ভূতেশু বস্তুনো দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতত্বমিতি প্রতিপত্তিঃ, শমতা
তেষেবোপাধিকবিশেষেহপি স্বভো নির্বিশেষত্বাঃ, সত্যতা তেষামেব হিতবচনং, শীলং
স্বভাবসম্পত্তিঃ, স্থিতিঃ স্থৈর্য্যং, দণ্ডনিধানমহিংসনম্, আর্জ্জবমবক্রত্বং ক্রিয়াভ্যঃ সর্বাভাঃ
সকাশাহুপরতিশেচ্যেত্যতঃ সর্বং যথা যাদৃশমেতাদৃশং নাতদ্বাক্রাণস্ত বিত্তং পুমর্থসাধনমন্তি,
তস্মাদেতদেবাস্ত নিরতিশয়ং পুরুষার্থসাধনমিতার্থঃ ॥ ৩ ॥

রামানুজ ।—“যন্ত সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ” ইত্যুক্তং হি কর্মযোগ
এবাশ্রমাদেন যোগং সাধয়তি ইত্যাহ আকরুক্ষোরিতি । যোগমাত্মাবলোকনং প্রাপ্তুমিচ্ছা-
মুম্মুক্ষোঃ কর্মযোগ এব কারণমুচ্যতে । তত্শেব যোগাক্রটুস্ত প্রতিষ্ঠিতযোগস্ত শমঃ
কর্মনিবৃত্তিঃ কারণমুচ্যতে যাবদাত্মাবলোকনরূপমোক্শপ্রাপ্তিস্তাবৎ কর্মকার্য্যমিতার্থঃ ॥ ৩ ॥

হনুমান্ ।—ধ্যানযোগস্ত বহিরঙ্গং কর্ম্মেতি যাবৎ, ধ্যানযোগারোহণসমর্থত্বাবান্
গৃহস্থেনাধিকৃতেন কর্ম্ম কর্তব্যমতঃ স্তোতি ভগবান্ আকরুক্ষোরিতি । নহু কিমর্থং
ধ্যানযোগারোহণং সৌম্যকরণং যত্রাহুষ্ঠৈয়মেব বিহিতং কর্ম্ম যাবজ্জীবত্বেনৈতদারুহ্যতে
যোগমাকরুক্ষোরারোঢ়ুমিচ্ছামূর্নেঃ কর্ম্ম কারণং সাধ্যসাধনমুচ্যতে । যোগাক্রটুস্ত তত্শেব
কর্ম্মণঃ শমঃ উপশমঃ সর্বকর্ম্মভ্যো নিবৃত্তিকারণঃ যোগাক্রটুস্ত চ শমঃ কর্ম্ম চোভয়ং
কর্তব্যতেনাতিশ্রেতং চেৎ পুনস্তদাকরুক্ষোরাক্রটুস্ত চেতি বিশেষণং বিভাগকরণং চোপ-
পত্ততে এবেতি চেন্ন, তত্শেবেতি বচনাৎ পুনর্যোগগ্রহণাচ্চ যোগাক্রটুস্তেতি য আসীৎ
পূর্বমেবাকরুক্ষুস্তত্শেবাক্রটুস্ত শমএব কর্তব্যঃ কারণং যোগফলং প্রত্যাচ্যত ইতি । অতো ন
যাবৎ জ্ঞানে কর্তব্যত্বপ্রাপ্তিস্তত্শাপি কর্ম্মিণা যোগবঞ্চনাদি ভ্রষ্টাচ্চ গৃহস্থস্ত চেৎ কর্ম্মযোগো
বিহিতঃ যষ্ঠাধ্যায়ে স যোগভ্রংশঃ কর্ম্মগতিং কর্ম্মফলং প্রাপ্নোতীতি । তস্য নাশাশঙ্কানুপপত্তেঃ
শ্রাদবশ্যং কৃতং কর্ম্ম কাম্যং নিত্যং বা মোক্ষস্ত নিত্যত্বাদনারভ্যত্বেন স্বং ফলমারভাতে,
এবং নিঃসঙ্গস্ত চ কর্ম্মণো বেদপ্রমাণাববুদ্ধত্বাৎ ফলেন ভবিতব্যমিত্যবোচামঃ, অত্ৰাপা
বেদজ্ঞানার্থক্যপ্রসঙ্গাদিত্তি । ন চ কর্ম্মিণি সত্যভয়ভ্রষ্টবচনমনর্থবৎ কর্ম্মনো বিন্ধংকরাণুপ-
পত্তেঃ কস্মফলমীশ্বরে সন্ন্যাসী মোক্ষায়ৈব ন কলান্তরায় যোগসহিতঃ যোগাচ্চ ‘ভ্রষ্ট ইতি
অতস্তং প্রতিনাসৌ যুক্ত এবেতি চেন্ন “একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ”
“ব্রহ্মচারি ব্রতে স্থিতঃ” ইতি চ গৃহস্থবানপ্রস্থয়োঃ কর্ম্মসন্ন্যাসবিধানায় চাত্তধান্যকালে
জীসহায়শকা, যেনৈকাকিত্বং বিধীয়তে, ন চ গৃহস্থস্ত নিরাশীরপরিগ্রহ ইতি বচনমনুকূলং
“বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ সর্বারম্ভপরিত্যাগাৎ” ইতি তত্র তত্র বচ-
নানি দর্শিতানি তৈবিরূপ্যতে চতুর্থাশ্রমপ্রতিবেশস্তস্মাৎ পুনর্যোগমাকরুক্ষোপশমগর্হিত্যায়ি-

• হোত্রাদিক্রিয়ানিরপেক্ষমহুষ্ঠীয়মানং ধ্যানযোগারোহণং সাধনবলেন সৰ্বশুদ্ধিক্ষারেণ ঐতিপত্নত্
ইতি সন্ন্যাসী যোগী চেতি শ্রুতং ॥ ৩ ॥

শ্রীধর ।—তহি যাবজ্জীবং কৰ্ম্মযোগএব প্রাপ্ত ইত্যাদ্য তত্ত্বাবধিমাং আরুক্ষো-
রিতি । জ্ঞানযোগমারোহুং প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ পুংসস্তদারোহে কারণং কৰ্ম্মোচ্যতে চিত্তশুদ্ধি-
করত্বাৎ, জ্ঞানযোগমারুহুং তু তত্শ্চৈব জ্ঞাননিষ্ঠস্ত শমো বিক্ষেপককৰ্ম্মোপরমো জ্ঞানপরি-
পাকো কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

বলদেব ।—নয়ৈবমষ্টাঙ্গযোগিনো যাবজ্জীবং কৰ্ম্মানুষ্ঠানং প্রাপ্তমিতি চেৎ তত্রাহ
আরুক্ষোরিতি । মূনৈর্যোগাভ্যাসিনো যোগং ধ্যাননিষ্ঠামারুক্ষোস্তদারোহে কৰ্ম্ম
কারণং হৃদিশুদ্ধিকরত্বাৎ । তত্শ্চৈব যোগারুহুং ধ্যাননিষ্ঠস্ত তদ্যচৌ শমো বিক্ষেপককৰ্ম্মো-
পরতিঃ কারণম্ ॥ ৩ ॥

মধুসূদন ।—তৎ কিং প্রশস্তত্বাৎ কৰ্ম্মযোগএব যাবজ্জীবমহুষ্ঠেয়ং ? ইতি নেত্যাং
আরুক্ষোরিতি । যোগমন্তঃকরণশুদ্ধিকপং বৈরাগ্যমারুক্ষোরারোহুমিচ্ছোঁ আরুহুং
মূনৈর্ভবিষ্যতঃ কৰ্ম্মফলতৃষ্ণাত্যাগিনঃ কৰ্ম্মশাস্ত্রবিহিতমগ্নিহোত্রোদিনিত্যং ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা
কৃতং কারণং যোগারোহণে সাধনমহুষ্ঠেয়মুচ্যতে বেদমুখেন ময়া, যোগারুহুং যোগমন্তঃ-
করণশুদ্ধিকপং বৈরাগ্যং প্রাপ্তবতস্ত তত্শ্চৈব পূৰ্ব্বং কৰ্ম্মিণোহপি সতঃ শমঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসন্ন্যাস
এব কারণমহুষ্ঠেয়তয়া জ্ঞানপরিপাকসাধনমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—তত্র কৰ্ম্মানুষ্ঠানত্বাবধিমাং আরুক্ষোরিতি । যাবদ্ধি যোগং
যমনিয়মাত্মষ্টাঙ্গোপভমতোৎকৰ্ণাদারোহুমিচ্ছতি তাবং কৰ্ম্মানুষ্ঠতিষ্ঠেৎ তস্ত আরুক্ষো-
মূনৈরারুক্ষাকারণং তীব্রবৈরাগ্যোৎপাদনদ্বারা কৰ্ম্ম ভবতি, তত্শ্চৈব যোগারুহুং
যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্তস্ত বিক্ষেপাসহস্ত যোগারোহে কৰ্ম্মণাং শমঃ সন্ন্যাসঃ কারণমুচ্যতে,
নহি কৰ্ম্মস্য ব্যাপৃতোহনন্তচিত্ততয়া যোগমহুষ্ঠাতুমীষ্টে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—নহু তর্হীষ্টাঙ্গযোগিনো যাবজ্জীবমেব নিকামকৰ্ম্মযোগঃ প্রাপ্ত
ইত্যাদ্য তত্ত্বাবধিমাং আরুক্ষোরিতি । মূনৈর্যোগাভ্যাসিনো যোগং নিশ্চলধ্যান-
যোগং আরোহুমিচ্ছোঃ তদারোহে কারণং কৰ্ম্ম চোচ্যতে চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ । ততস্তত্ত্ব-
যোগং ধ্যানযোগমারুহুং ধ্যাননিষ্ঠাপ্রাপ্তঃ শমঃ বিক্ষেপকসৰ্ব্বকৰ্ম্মোপরমঃ কারণম্ ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য ।—কৰ্ম্মযোগই যখন সন্ন্যাসের তুল্য, তখন কি যাবজ্জীবন
কৰ্ম্মযোগেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে ? ইহার উত্তরস্বরূপে শ্রীভগবান্ এই
শ্লোকে কৰ্ম্মযোগানুষ্ঠানের সীমা নির্দেশ করিতেছেন । যিনি অন্তঃকরণ-
শুদ্ধি লাভ করিয়া বৈরাগ্যসহকারে ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে অভিলাষ
করেন, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ভগবদর্পণ বুদ্ধিসহকারে নিকামভাবে শাস্ত্র-
বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মানুষ্ঠানই সাধনস্বরূপ । আমি বেদমুখে তাহাই

পরিব্যক্ত করিয়াছি । আর যিনি অন্তঃকরণ-শুদ্ধি লাভ করিয়া ধ্যানযোগে সমারূঢ় হইয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষেই সর্বকৰ্ম-সন্ন্যাস সাধনস্বরূপ । যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানযোগের অবস্থা উপস্থিত না হয়, ততক্ষণই শাস্ত্রসঙ্গত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠেয় । জ্ঞানযোগের অবস্থা উপস্থিত হইলে সর্ব-কৰ্মের বিরতিই প্রয়োজন, ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদিত হইল । মহর্ষি বেদবাস বলিয়াছেন, “শমতা, দ্বৈতদর্শনের অভাব ; সত্যতা, সকলের প্রতি হিতভাষণ ; শীল, স্বভাবরূপ সম্পত্তি ; স্থিতি, শৈথিল্য ; দণ্ডনিধান, অহিংসা ; আর্জ্জব, সরলতা ; উপরম, সকল কৰ্মত্যাগ ; ব্রাহ্মণের এই কয় সম্পত্তির তুল্য আর কোন বস্তুই নাই ॥ ৩ ॥

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কৰ্মস্বনুষজ্জতে ।

সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

অর্থ ।—যদা হি ইন্দ্রিয়ার্থেষু (শব্দাদীন্দ্রিয়বিষয়েষু) কৰ্মস্ব ন অনুসজ্জতে (আসক্তিং ন করোতি) তদা সর্ব-সঙ্কল্প-সন্ন্যাসী (সর্বেষাং কৰ্মণাং তৎফলানাঞ্চ ত্যাগশীলঃ) যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—যখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহবিষয়ে কৰ্মে আসক্তি-করে না তখন সকল কৰ্ম ও তৎ-ফল-ত্যাগশীল যোগারূঢ় কথিত হয় ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—যখন শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ কোন বিষয়ে এবং তজ্জন্ম কোন কৰ্মে আসক্তি থাকে না, তখনই সেই কর্তৃত্ববোধ-বিহীন, বাসনা-বিরহিত ব্যক্তি যোগারূঢ় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অধেদানীং কদা যোগারূঢ়ো ভবতীত্যুচ্যতে যদেতি । যদা সমাধীয়মানচিত্তো ভবতি যোগী হীন্দ্রিয়ার্থেষু ইন্দ্রিয়ার্থার্থাঃ শব্দাদয়স্তেইন্দ্রিয়ার্থেষু কৰ্মস্ব চ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যপ্রতিষিদ্ধেষু প্রয়োজনানাভাববুদ্ধ্যা নানুসজ্জতে অনুসজ্জঃ কর্তব্যতাবুদ্ধিং ন করোতীত্যর্থঃ । সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী সর্বান্ সঙ্কল্পানিহামুত্রার্থকামহেতুন্ সন্ন্যাসিতুং শীলং অশ্রেতি স সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়ঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যেতৎ “তদা তস্মিন্ কালে যোগারূঢ় উচ্যতে ” সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসীতি বচনাৎ, সর্বাংশচ কামান্ কামান্ সর্বাণি চ কৰ্মাণি সন্ন্যাসেদিত্যর্থঃ ।

•সঙ্কল্পমূলঃসহি সৰ্বে কামাঃ । “সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ । কামং জ্ঞানামি
তে মূলং সঙ্কল্পাৎ যং হি জ্ঞায়সে । ন জ্ঞাং সঙ্কল্পমিধ্যামি তেন মে ন ভবিষ্যসি ॥” ইত্যাদি-
শ্রুতেঃ । সৰ্বকামপরিভ্যাগে চ সৰ্বকৰ্ম্মসম্ভাসঃ সিদ্ধো ভবতি “স যথা কামো ভবতি
তৎ ক্রতুৰ্ভবতি যৎ ক্রতুৰ্ভবতি তৎ কৰ্ম্ম কুরুতে” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যাঃ, “যদ্বন্ধি কুরুতে
কৰ্ম্ম তত্তৎ কামস্ত চেষ্টিতম্” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যাঃ, জ্ঞানাত্মক । ন হি সৰ্বসঙ্কল্পসম্ভাসে কশ্চিৎ
স্পন্দিতুমপি শক্তস্তস্মাৎ সৰ্বসঙ্কল্পসম্ভাসীতি বচনাৎ সৰ্বান কামান সৰ্বানি কৰ্ম্মাণি
ত্যাগয়তি ভগবান্ ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরি ।—যোগপ্রাপ্তৌ কারণকথনানন্তরং তৎপ্রাপ্তিকালং দর্শয়িতুং
শ্লোকান্তরমবতারয়তি অথেনি । সমাধানাবস্থা যদেত্যাচ্যতে, অতএবোক্তং সমাধীয়া-
নচিন্তো যোগীতি, শব্দাদিষু কৰ্ম্মসু চানুশঙ্গস্ত যোগারোহণপ্রতিবন্ধকত্বাৎ তদভাবস্ত তদুপায়ত্বং
প্রসিদ্ধমিতি দ্যোতয়িতুং হীতুক্তম্ । সৰ্বেষামপি সঙ্কল্পানাং যোগারোহণপ্রতিবন্ধকত্বমভি-
প্রেত্য সৰ্বসঙ্কল্পসম্ভাসীত্যত্র বিবক্ষিতমর্থমাহ সৰ্বানিতি । সৰ্বসঙ্কল্পসম্ভাসেহপি সৰ্বেষাং
কামানাং কৰ্ম্মণাঞ্চ প্রতিবন্ধকত্বসম্ভবে কুতো যোগপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ সৰ্বেনিতি । সৰ্বসঙ্কল্প-
পরিভ্যাগে যথোক্তবিধানুষ্ঠানমযত্নসিদ্ধমিতি মতানঃ সন্নাহ সঙ্কল্পেনিতি । মূলোন্মূলনে চ
তৎকার্যনিবৃতিরযত্নমূলভেতি ভাবঃ । তত্র প্রমাণমাহ সঙ্কল্পমূল ইতি । তত্রানুশঙ্গব্যতি-
রেকাবতিপ্রেত্যোক্তমুপপাদয়তি কামেনিতি । সৰ্বসঙ্কল্লাভাবে কামাতাবৎ কৰ্ম্মাতাবস্ত
সিদ্ধত্বেহপি কৰ্ম্মণাং কামকার্যত্বাৎ তন্নিবৃতিপ্রযুক্তামপি নিবৃতিমুপশ্রুয়তি সৰ্বকামেনিতি ।
যত্নতঃ কৰ্ম্মণাং কামকার্যত্বং তত্র শ্রুতিশ্রুতী প্রমাণয়তি স যথেনিতি । স পুরুষঃ স্বরূপমজ্ঞান-
সংকলকামো ভবতি তৎসাধনমহুষ্ঠেয়তয়া বুদ্ধৌ ধারয়তীতি তৎক্রতুৰ্ভবতি যচ্চানুষ্ঠেয়তয়া
গৃহ্নাতি তদেব কৰ্ম্ম বহিরপি করোতীতি কামাধীনং কৰ্ম্মোক্তমিতি শ্রুতার্থঃ । কামজন্তাং
কৰ্ম্মেতানুশঙ্গব্যতিরেকসিদ্ধমিতি দ্যোতয়িতুং শ্রুতৌ হি শব্দঃ । জ্ঞায়মেব দর্শয়তি ন হি
সৰ্বসঙ্কল্পেনিতি । স্বাপাদাবদর্শনাদিত্যর্থঃ । নিত্যনৈমিত্তিককৰ্ম্মানুষ্ঠানং দূরনিরন্তমিতি
বক্তুমপি শব্দঃ । শ্রুতিশ্রুতিজ্ঞায়সিদ্ধমর্থমুপসংহরতি তস্মাদিতি ॥ ৪ ॥

রামানুজ ।—কদা প্রতিষ্ঠিতযোগো ভবতীত্যত্রাহ যদা হীতি । যদায়ং কৰ্ম্মযোগী
আত্মেকানুভবব্রতাবতয়া ইন্দ্রিয়ার্থেন্দ্রিয়ব্যতিরিক্তপ্রাকৃতবিষয়েষু তৎসম্বন্ধিষু কৰ্ম্মসু চ নানু-
শ্রজ্জতে ন সঙ্গমহতি, তদা হি সৰ্বসঙ্কল্পসম্ভাসী যোগারূঢ় ইত্যাচ্যতে । তস্মাদাক-
রক্কোবিষয়ানুভবাহতয়া তদনুশঙ্গাত্যাসরূপঃ কৰ্ম্মযোগএব নিষ্পত্তিকারণম্, অতো বিষয়া-
নুশঙ্গাত্যাসরূপং কৰ্ম্মযোগমেবাকরুক্ষুঃ কুর্য্যাৎ ॥ ৪ ॥

হনুমান্ ।—অথ কদা যোগী যোগারূঢ়ো ভবতীত্যচ্যতে যদেনিতি । যদা সমাধাশনচিন্তো
যোগী, হি বস্তুাদিইন্দ্রিয়ার্থেষু ইন্দ্রিয়প্রাণমর্থ্যঃ শব্দাদয়ন্তেষু ইন্দ্রিয়ার্থেষু কৰ্ম্মসু নিত্যনৈমিত্তিক-
কাম্যপ্রতিষিদ্ধেযু প্রয়োজনাতাববুদ্ধ্যা নানুশ্রজ্জতে অনুশঙ্গং কর্তব্যতাবুদ্ধিং ন করোতীত্যর্থঃ ।
সকলসঙ্কল্পসম্ভাসী সৰ্বান সঙ্কল্লানিহানুত্বার্থকামমহেতুন সন্নাগিতুং শীলং যন্ত স সৰ্ব-

‘সঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগাক্রুতঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যোতৎ তদা তস্মিন্ কালে উচ্যতে স সর্বসঙ্কল্প-
সন্ন্যাসীতি ভগবৎচচনাৎ সর্বান্ কামান্ করোতি কৰ্ম্মাণি চ সন্ন্যস্তেত্যর্থঃ । সঙ্কল্পমূল্য হি
সর্বের্ কামাঃ । “সঙ্কল্পমূল্যঃ কামা বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসমুৎপাদাঃ । কামং জানামি তে মূলং সঙ্কল্লাৎ
কিল জায়সে । ন হ্যং সঙ্কল্পমিষ্যামি সমুলো হি বিনশ্চতি,” ইতি স্মৃতেঃ, সর্বসঙ্কল্পপরিত্যাগে
সর্বকৰ্ম্মপরিত্যাগঃ সিদ্ধো ভবতি । “স যথা কামো, ভবতি তৎ ক্রতুৰ্ভবতি যৎ ক্রতুৰ্ভবতি
তৎ কৰ্ম্ম কুরুতে” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ, “যদ্বদ্ধি কুরুতে কৰ্ম্ম তৎতৎ কামস্ত চেষ্টিতম্” ইতি
স্মৃতিভাঃ চ জ্ঞায়াত । ‘সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসে ন হি কশ্চিৎ স্পন্দিতুমপি শক্যন্ত্যায়ং সর্বসঙ্কল্প-
সন্ন্যাসীতি বচনাৎ সর্বান্ কামান্ সৰ্ব্বাণি চ কৰ্ম্মাণি ত্যজয়তি চ ভগবান্ ॥ ৪ ॥

শ্রীধর ।—কৌদুশোহং যোগাক্রুতঃ যন্ত শমঃ কারণমুচ্যত ইত্যাহ যদেতি । ইন্দ্রি-
য়ার্থেইন্দ্রিয়ভোগেষু তৎসাধনেষু চ কৰ্ম্মস্ব যদা নানুসজ্জতে আসক্তিং ন করোতি, তত্র
হেতুঃ আসক্তিমূলভূতান্ সর্বান্ ভোগবিষয়ান্ কৰ্ম্মবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্লান সন্ন্যাসিতুং ত্যক্তুং
শীলং যন্ত স তদা যোগাক্রুত উচ্যতে ॥ ৪ ॥

বলদেব ।—যোগাক্রুতঃ জ্ঞাপকঃ চিহ্নমাহ যদেতি । ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু তৎসাধ-
নেষু কৰ্ম্মস্ব চ যদা স্মানন্দরসিকঃ সন্ ন সজ্জতে, তত্র হেতুঃ সর্বেতি । সর্বান্
ভোগবিষয়ান্ কৰ্ম্মবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্লানাসক্তিমূলভূতান্ সন্ন্যাসিতুং পরিত্যক্তুং শীলং
যন্ত সঃ ॥ ৪ ॥

মধুসূদন ।—কদা যোগাক্রুতঃ ভবতীত্যুচ্যতে যদা হীতি । যদা যস্মিন্ চিত্তসমাধান-
কালে ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু কৰ্ম্মস্ব চ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যালৌকিকপ্রতিষিদ্ধেষু নানু-
সজ্জতে তেষাং মিথ্যাহৃদর্শনেনান্যনোহকর্তৃত্বভোক্তৃপরিমানন্দাধ্বস্বরূপদর্শনেন চ প্রয়ো-
জনাতাববুদ্ধ্যাহমেতেষাং কর্তা মমৈতে ভোগ্যা ইত্যভিনিবেশরূপমল্লম্বং করোতি, হি
যস্মাৎ, তস্মাৎ সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী সর্বেষাং সঙ্কল্লানামিদং ময়া কর্তব্যমেতৎ ফলং ভোক্তব্য-
মিত্যেবংরূপাণাং মনোবৃত্তিবিষেবাণাং তদ্বিষয়াণাঞ্চ কামানাং তৎসাধনানাঞ্চ কৰ্ম্মাণাং
যোগশীলঃ, তদা শব্দাদিষু কৰ্ম্মস্ব চানুসজ্জন্ত তদ্বৈতোশ্চ সঙ্কল্লন্ত যোগারোহণপ্রতিবন্ধক-
ভাভাবাদযোগো সমাধিমাক্রুতঃ যোগাক্রুত ইত্যুচ্যতে ॥ ৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু যোগপদেন মুখ্যায় বৃত্ত্য নিবর্জিতঃ সমাধিক্রুতঃ তমাক্রুতঃ
কৰ্ম্মণাং ভাগঃ স্বতঃসিদ্ধত্বাবধিষেয় ইত্যপেক্ষ্য প্রকৃতে যোগাক্রুতপদার্থানাহ যদা হীতি ।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু রমণীয়েষু কৰ্ম্মস্ব চ তৎপ্রাপ্তিসাধনেষু তদর্শনমহু ন সজ্জতে বৈরাগ্য-
দ্যার্চ্যাৎ সন্তো ন ভবতি নাপি মনসা ইদং মে ভূয়াৎ এতদর্থমহমিদং কৰ্ম্ম কুৰ্য্যামিতি
সঙ্কল্লয়তি, তাদৃশশ্চ সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যদা ভবতি তদা যোগাক্রুত ইত্যুচ্যতে, যথা
তীর্থেবৃত্তক্লেশোপেতোহন্তত্র নীরাগো ব্যাসদ্বাস্তুরং ত্যক্তা ভোজনাক্রুত এব ভবতি, তথা
তীত্রাক্লেশবান্ সর্বত্র বীতরাগস্ত্যক্তদর্শকৰ্ম্মা ‘যোগাক্রুত এব ভবতি, তাবৎ কৰ্ম্মাণি
কর্তব্যানি ততঃ পরং ত্যক্ত্যানীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ঐশ্বৰ্য্যনাথ ।—তদেবং সম্যক্চিত্তশুদ্ধিরহিতো যোগীরূক্ষঃ, সম্যক্চিত্তশুদ্ধিযোগী-
ক্লৃৎ, তজ্জ্ঞাপকং লক্ষণমাহ ষদেতি । ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু, কৰ্ম্মস্ব তৎসাধনেষু ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য ।—কিরূপ অবস্থা হইলে সাধক যোগীরূঢ় নামে অভি-
হিত হইয়া থাকেন, তাহাই এস্থলে বিবৃত হইতেছে । চিত্ত সমাধান কালে
শব্দাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ে এবং নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ কৰ্ম্মে
যখন আর আসক্তি থাকে না, অর্থাৎ তৎসমস্তের মিথ্যাত্ব দর্শনে, এবং
আত্মার অকর্তৃত্ব, অভোক্তৃত্ব, পরমানন্দত্ব, অদ্বয়ত্ব স্বরূপ উপলব্ধি হেতু; বিষয়
ও কৰ্ম্মের আর কোনই প্রয়োজন বোধ থাকে না, তখন আমি এই সকল
কৰ্ম্মের কর্তা, এ সকল বিষয় আমার ভোগ্য, ইত্যাকার আসক্তি তিরোহিত
হয় । সুতরাং কৰ্ম্ম সম্পাদনার্থ অভিলাষ ও তাহার ফলভোগে স্পৃহা হৃদয়
হইতে প্রশ্রয় করে । সাধকের যখন এইরূপ অবস্থা হয়, তখনই তাঁহাকে যোগা-
রূঢ় বলা যায় । বস্তুতঃ সঙ্কল্পই সকল কামের মূলীভূত । স্মৃতিশাস্ত্রে
কথিত হইয়াছে, “সঙ্কল্প কামের মূল ; যজ্ঞাদি কাম্য কৰ্ম্ম সঙ্কল্প হইতেই
জন্মে । অতএব সঙ্কল্প ত্যাগ করিলে কামনা উদ্ভূত হইবে না ।” সর্ব
কাম পরিত্যাগ করিতে পারিলেই সর্ব কৰ্ম্ম সন্ধ্যাস হয় । ঞ্জিতি বলিয়াছেন,
“পুরুষ আপনার স্বরূপ না জানিয়া যেৰূপ ফল কামনা করেন, সেইরূপ
কৰ্ম্মেই প্রবৃত্ত হন ; কারণ, কৰ্ম্ম কামের অধীন ।” স্মৃতিশাস্ত্রে আরও
কথিত হইয়াছে যে, “মানব যে কিছু কৰ্ম্ম করে, তৎসমস্ত কামেরই চেষ্টা-
জনিত ।” কেহ যদি এরূপ আপত্তি করেন যে, সকল সঙ্কল্প পরিত্যাগ
করিলে কেহই তো আর হস্ত-পদাদি সঞ্চালন করিতে পারিবে না । এই জ্ঞাত্য
কথিত হইতেছে যে, সকল কামনা ও তজ্জনিত কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করাই
ভগবানের অভিপ্রেত ॥ ৪ ॥

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।

আত্মৈব হাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয় ।—আত্মনা (দ্বিবেকযুক্তেন মনসা) আত্মানং (স্বং জীবং)
উদ্ধরেৎ (উদ্ধারং কুর্য্যাৎ) ন আত্মানং অবসাদয়েৎ (অধো নয়েৎ)

হি (যস্মাৎ) আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধু : আত্মা এব আত্মনঃ শ্রিপুঃ (শত্রুঃ) ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—আত্মার-দ্বারা আত্মার উদ্ধার করিবে আত্মার অধোগতি করিবে না গেহেতু আত্মাই আত্মার বন্ধু আত্মাই আত্মার শত্রু ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—বিবেকবুদ্ধির দ্বারা আপনিই জীবাত্মার উদ্ধার সাধন করিবে, কখনও তাহার অধোগতির বিধান করিবে না । আত্মাই আত্মার একমাত্র বন্ধু ও শত্রু ॥ ৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যদৈবং যোগাক্রুতস্তদা তেনাশ্বনোদ্ধৃতো ভবতি সংসারাদনর্থ-ত্রাতাৎ, অতঃ উদ্ধরেদিতি । উদ্ধরেৎ সংসারমাগরে নিমগ্নমাশ্বনাশ্বানং তত উৎ উদ্ধং হরেৎ উদ্ধরেৎ যোগাক্রুতামাপাদয়েদিত্যর্থঃ, নাশ্বানমবসাদয়েন্নাধো নয়েৎ নাধো গময়েৎ, আশ্বৈব হি যস্মাদাশ্বনো বন্ধুর্ন হন্তঃ কশ্চিৎক্ষুঃ, যঃ সংসারমুক্তয়ে ভবতি, বন্ধুরপি তাবম্বোক্ষঃ প্রতি প্রতিকূলএব স্নেহাদিবন্ধনায়তনত্বাৎ তস্মাদব্যুক্তমবধারণমাত্মৈব হ্যাশ্বনো বন্ধুরিতি । আশ্বৈব রিপুঃ শত্রুর্ঘোহন্তোহপকারী বাহুঃ শত্রুঃ, সোহপ্যাস্ব প্রযুক্তএবেতি যুক্তমেবধারণ-মাত্মৈব রিপুর্শ্বান ইতি ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরি ।—যোগাক্রুতস্ত কিং শ্রাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদৈবমিতি । যোগারোহস্ত দৃষ্টাদৃষ্টোপায়ৈরবশ্যকর্তব্যাত্মৈ মুক্তিহেতুত্বং তদ্বিপর্যায়শ্রাধঃপতনহেতুত্বঞ্চ দর্শয়তি অত ইতি । তত্র হেতুমাহ আশ্বৈব হীতি । উদ্ধরণাপেক্ষমাশ্বনঃ সূচয়তি সংসারেতি । সংসারাদৃদ্ধং হরণং কীদৃগিত্যাশঙ্ক্যাহ যোগাক্রুতামিতি । যোগপ্রাপ্তাবনাশ্চ তু ন কর্তব্যোত্যাহ নাশ্বানমিতি । যোগপ্রাপ্ত্যুপায়শ্চেন্নাশ্বীকৃত্যেত তদা যোগাভাবে সংসারপরিহারাসম্ভবাদা-শ্রাধো নাতঃ শ্রাদিত্যর্থঃ । ন্যাশ্বানং সংসারে নিমগ্নং তদা যো বন্ধুস্তস্মাদুচ্ছিন্নিয্যতি নেত্যাহ আশ্বৈব হীতি । কুতোহবধারণমন্তশ্চাপি শ্রাসক্তস্ত বন্ধোঃ সম্ভবাৎ তত্রাহ ন হীতি । অন্তো বন্ধুঃ সন্নপি সংসারমুক্তয়ে ন ভবতাতেত্যুপপাদয়তি বন্ধুরপীতি । স্নেহাদীত্যাदिशङ्काৎ তদন্তুগুণ-প্রকৃতিবিষয়ত্বং গৃহ্যতে । আত্মাতিরিক্তশ্চাপি শত্রোরপকারিণঃ স্প্রশসিদ্ধবাদধারণমমুচিত মিতি্যাশঙ্ক্যাহ যোহন্ত ইতি ॥ ৫ ॥

রামানুজ ।—তদেবাহ উদ্ধরেতি । আশ্বনা মনসা বিষয়ানমুযক্তেন মনসাশ্বানমুক্তরেৎ তদ্বিপরীতেন মনসা আশ্বানং নাবসাদয়েৎ । আশ্বৈব মন এব হ্যাশ্বনো বন্ধুস্তদেব-হ্যাশ্বনো রিপুঃ ॥ ৫ ॥

হনুমান্ ।—যদৈব যোগাক্রুতস্তদাশ্বনোদ্ধৃতো ভবতি সংসারদানর্থপ্রদায়ং উদ্ধরেৎ সংসারমাগরে নিমগ্নমাশ্বনা আশ্বানং তত উদ্ধরেৎ যোগাক্রুতামাপাদয়েদিত্যর্থঃ, নাশ্বানমবসাদয়েৎ নাধো নয়েৎ আশ্বৈব যদি যস্মাদাশ্বনো বন্ধুঃ সংসারমুক্তয়ে ভবতি বন্ধু-রপি, তাবম্বোক্ষঃ প্রতি প্রতিকূলভাবে স্নেহনির্বন্ধনায়তনত্বাৎ তস্মাৎ যুক্তমেবধারণ-

মাতৈশ্বৰ্য্য হ্যাত্মনো বদ্ধুরিত্যাত্মৈব রিপুঃ শত্রুঃ সোহন্তাপকারী বাহুঃ শত্রুঃ সোহপ্যাত্মনি যুক্তঃ
এবেতি যুক্তমবধারণমাতৈশ্বৰ্য্য রিপুরাত্মন ইত্যুক্তম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীধর ।—অতো বিষয়াসক্তিত্যাগে মোক্ষং তদাসক্তৌ চ বন্ধং পর্যাণোচ্য রাগাদি-
স্বভাবং ত্যজ্যেতিত্যাগ উক্তরেদিতি । আত্মনা বিবেকযুক্তেনাত্মনং সংসারাহঙ্করেৎ ন
স্ববসাদয়েদধো ন নয়েৎ, হি যত আত্মৈব মনসঃ সঙ্গাহ্যপরত আত্মনঃ স্বস্ত্র বদ্ধরূপকারকঃ.
রিপুরপকারকঃ ॥ ৫ ॥

বলদেব ।—ইন্দ্ৰিয়ার্থাশ্রুতাসক্তৌ হেতুভাবেনাহ উক্তরেদিতি । বিষয়াশ্রুত-
মনস্কতয়া সংসাররূপে নিমগ্নমাত্মানং জীবমাত্মনা বিষয়াসক্তিরহিতেন মনসা তস্মাহঙ্করেৎ
উৰ্দ্ধং হরেৎ । বিষয়াসক্তেন মনসাত্মানং নাবসাদয়েৎ তত্র ন নিমজ্জয়েৎ । “হি
নিশ্চরেনৈবমাত্মৈব মন এবাত্মনঃ স্বস্ত্র বদ্ধুঃ, তদেব রিপুঃ । স্মৃতিশ্চ, “মন এব মনুষ্যাণাং
কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ । বন্ধায় বিষয়াসক্তৌ মুক্ত্যে নিবিষয়ঃ মনঃ ॥” ইতি ॥ ৫ ॥

মধুসূদন ।—যো যদৈবং যোগারূঢ়ো ভবতি তদা তেনাত্মনৈবাত্মোচ্ছৃতো ভবতি
সংসারাদনর্থত্যাগং, অত উক্তরেদিতি । আত্মনা বিবেকযুক্তেন মনসা আত্মানং স্বং জীবং
সংসারসমুদ্রে নিমগ্নং তত উক্তরেৎ উৎ উৰ্দ্ধং হরেৎবিষয়াসঙ্গপরিতাগেন যোগারূঢ়তামা-
পাদরেদিত্যর্থঃ, নতু বিষয়াসঙ্গেনাত্মানমবসাদয়েৎ সংসারে সমুদ্রে মজ্জয়েৎ, হি যস্মাদাত্মৈ-
বাত্মনো বদ্ধুরিত্যকারী সংসারবন্ধনাত্মোচনহেতুর্নাশ্তঃ কশ্চিল্লৌকিকস্ত বন্ধোরপি
স্নেহাত্মবন্ধেন বন্ধহেতুর্বাৎ আত্মৈব নাশ্তঃ কশ্চিদ্ভিপুঃ শত্রুরহিতকারী বিষয়বন্ধনাগার
প্রবেশাৎ কোশকার ইবাত্মনঃ স্বস্ত্র বাহুস্তাপি রিপোরাত্মপ্রযুক্তত্বাদযুক্তমবধারণমাত্মৈব
রিপুরাত্মন ইতি ॥ ৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—উক্তরেদিতি । এবং ক্রমেণ কৰ্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধিঃ সম্পাদ্য যোগারূঢ়ো-
হভ্যাসবৈরাগ্যাবলেন আত্মানং উক্তরেৎ, হি যস্মাৎ আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধূর্ন পুত্রাদয় উক্তৰ্ত্তুঃ
ক্ষমাঃ আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ন হস্তে শত্রবঃ সংসারে মজ্জয়িতুর্মনঃ ক্ষমা ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—যস্মাদিন্দ্ৰিয়ার্থাসক্ত্যা এবাত্মা সংসাররূপে পাতিতস্তঃ বত্নেনোদ্ধরে
দিতি । আত্মনা বিষয়াসক্তিরহিতেন মনসা, আত্মানং জীবং উক্তরেৎ বিষয়াসক্তি-
সহিতেন মনসা তু আত্মানং নাবসাদয়েৎ ন সংসাররূপে পাতয়েৎ । তস্মাদাত্মা মনএব
বদ্ধূর্মন এব রিপুঃ ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—এইরূপ যোগারূঢ় হইলেই আত্মার উদ্ধার হইয়া থাকে ।
অতএব এই অশেষ অনর্থ-সকুল সংসার হইতে আত্মার উদ্ধার সাধনের উপায়
বিহিত হইতেছে । এই সংসার-সাগরে নিমগ্ন আত্মাকে স্বকীয় বিবেক
সম্পন্ন মনের দ্বারাই উদ্ধার করিতে হয় ; বিষয়াসক্তির দ্বারা তাহাকে সংসার-
সমুদ্রে নিমজ্জিত করা কখনই বিধেয় নহে । বাহাতে আত্মার উৰ্দ্ধগতি হয়,

তাহারই অনুষ্ঠান করা আবশ্যিক ; যাহাতে আত্মার অধোগতি হয়, ষোড়শ কৰ্ম্মানুষ্ঠান কখনই শ্রেয়স্কর নহে । এ সংসারে যে লোকের সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহিত করি, তাহার কেহই আত্মার সংসার-বন্ধন নিবারণের সহায় নহে । আপনার উদ্ধারার্থ আপনাকে একাকী প্রযত্নবান হইতে হইবে । পরম প্রেমাম্পদ পুত্র, চিরপ্রেমময়ী প্রণয়িনী, অভিন্ন-হৃদয় বান্ধব ইত্যাদিকে আমরা পরমাত্মীয় ও পরমহিতৈষী বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ধনবানকে, বিরুদ্ধস্বভাব জ্ঞাতিকে, শ্রানিকারী দুৰ্ঘ ও খলকে আমরা একান্ত শত্রু বলিয়া মনে করি । কিন্তু এ সকলই মিথ্যাবোধ মাত্র । আপনার প্রকৃত শত্রু বা মিত্র দূরে বাস করে না ; অবিচ্ছিন্নভাবে সে শত্রু-মিত্র নিত্যসহচররূপে সঙ্গেই ফিরিতেছে । আপনিই আপনার পরম মিত্র এবং আপনিই আপনার নিরতিশয় শত্রু । বহিস্থ শত্রু আমাদের যে অনিষ্টসাধন করে, তাহা অকিঞ্চিৎকর, মিথ্যা ও ক্ষণবিশ্বাসী । বহিস্থ মিত্র আমাদের যে প্রীতিবিসৰ্জন করে, তাহাও ক্ষণিক, কল্লিত ও যৎসামান্য মাত্র । কিন্তু আপনি আপনার যে ইচ্ছানিষ্ট সংসাধিত করা যায়, তাহা অমেয়, স্থায়ী ও সৰ্বিশেষ ফলপ্রসূ । বিবেকবলে আত্মাকে বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া যোগরূপ সুখময় স্থানে সংস্থাপিত করা আত্মারই সাধ্য ; অথবা আত্মাকে সবলে অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন বিষয়কূপে নিমজ্জিত করাও আত্মারই ক্ষমতাধীন । অতএব এরূপ আত্মার অপেক্ষা প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু বা মিত্র আর কে হইতে পারে ? ॥ ৫ ॥

বন্ধুরাত্মানন্তস্ত যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ।

অনাত্মনস্ত শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

অর্থ ।—যেন আত্মনা এবং আত্মা (কার্য্যকারণসজ্জাতরূপঃ) জিতঃ (বশীকৃতঃ) তস্ত আত্মনঃ আত্মা বন্ধুঃ অনাত্মনঃ তু আত্মা এবং শত্রুবৎ শত্রুত্বে (শত্রুবদপকারিত্বে বর্তেত) ॥ ৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—যাঁহার আত্মা-দ্বারাই আত্মা বশীভূত তাঁহার আত্মা

আত্মার বন্ধু কিন্তু অবশীকৃতাত্মার আত্মা শত্রুর স্থায় শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত থাকে ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—যিনি বিবেকবলে আত্মার দ্বারাই স্বকীয় আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহার আত্মাই আত্মার বন্ধু পদবাচ্য ; কিন্তু যিনি বিবেক বলে আত্মাজয় করিতে পারেন নাই, তাঁহার আত্মা আত্মার শত্রুস্বরূপে অনির্ঘটসাধনে ব্যাপ্ত থাকে ॥ ৬ ॥

শঙ্করাচার্য ।—“আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুৱাত্মৈব রিপুৱাত্মনঃ” ইত্যুক্তম্, তত্র কিংলক্ষণ আত্মা আত্মনো বন্ধুঃ, কিংলক্ষণো বা আত্মাত্মনো রিপুরিত্যুচ্যতে বন্ধুরিতি । বন্ধুৱাত্মাত্মনস্তত্ত্ব তত্ত্বাত্মনঃ স আত্মা বন্ধুর্যোনাত্মনাত্মৈব জিতঃ আত্মা কার্য্যাকারণসংঘাতো যেন জিতো বশীকৃতো জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ । অনাত্মনস্ত্ব অজিতাত্মনস্ত্ব শত্রুত্বে শত্রুভাবে বর্ত্তেত আত্মৈব শত্রুবদ্যথানাত্মা শত্রুৱাত্মনোহপকারী, তথাত্মাত্মনোহপকারে বর্ত্তেত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

আনন্দ গিরি ।—উক্তমন্দ্য প্রশ্নপূর্ব্বকং শ্লোকান্তরমবতারয়তি আত্মৈবেত্যাদিনা । একস্যৈবাত্মনো মিতথোবিরুদ্ধং বন্ধুত্বং রিপুত্বঞ্চ লক্ষণভেদমন্তরেণাবুক্তমিতি চোদিতৈ বশীকৃতসংঘাতাত্মাত্মানং প্রতিবন্ধুত্বমিতরস্ত্ব শত্রুত্বমিত্যবিরোধং দর্শয়তি বন্ধুরিত্যাদিনা । বশীকৃতসংঘাতস্ত্ব বিক্ষেপাতাবাদাত্মনি সমাধানসম্ভবাহুপপন্নমাত্মানং প্রতি বন্ধুত্বমিতি সাধয়তি তস্যেতি । অবশীকৃত্যসংঘাতস্ত্ব পুনর্বিক্ষেপোপপত্তেরাত্মনি সমাধানাযোগাদাত্মানং প্রতি শত্রুভাবে প্রসিদ্ধশত্রুত্বং আত্মৈব শত্রুত্বেন বর্ত্তেতেত্যন্তর্য্যং ব্যাকরোতি অনাত্মন ইতি । দৃষ্টান্তং ব্যাচষ্টে যথেনিতি । উক্তদৃষ্টান্তবশাদবশীকৃতসংঘাতঃ স্বস্ত্ব হিতানারচরণাদাত্মানং প্রতি শত্রুৱেবেতি দৃষ্টান্তিকমাহ তথেনিতি ॥ ৬ ॥

রামানুজ ।—যেন পুরুষেন যেনৈব স্বমনো বিষয়েভ্যো জিতং তন্ননস্তত্ত্ব বন্ধুঃ অনাত্মনঃ অজিতমনসঃ স্বকীয়মেব মন স্বস্ত্ব শত্রুত্বং শত্রুত্বে চ বর্ত্তেত স্বনিঃশ্রেয়সবিপরীতে বর্ত্তেতেত্যর্থঃ । যথোক্তং ভগবতা পরাশরেনাপি, “মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধুমোক্ষয়োঃ” বন্ধায় বিষয়াবদী মৃত্যৌ নির্বিষয়ং মনঃ ॥” ইতি ॥ ৬ ॥

হনুমান্ ।—তত্র কিংযুক্তলক্ষণ আত্মনো বন্ধুঃ, কিংলক্ষণো বা রিপুৱাত্মন ইত্যত্রোচ্যতে “বন্ধুরিতি । বন্ধুৱাত্মাত্মনস্তস্য আত্মা তত্ত্বাত্মনো বন্ধুঃ যেনৈবাত্মানা জিতঃ, আত্মা কার্য্যাকারণসংঘাতঃ কার্য্যং শরীরং কারণানীন্দ্রিয়াণি যেনাবশীকৃতজিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ, অনাত্মনস্ত্ব শত্রুভাবে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুত্বং যথা শত্রুৱাত্মনোহপকারী তথাত্মনোহপকারী অবত্নতঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধর ।—কথন্তুতত্ত্বাত্মৈব বন্ধুঃ কথন্তুতত্ত্ব চাত্মৈব রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ বন্ধুরিতি । যেনাত্মনৈবাত্মা কার্য্যাকারণসংঘাতরূপো জিতো বশীকৃতস্তত্ত্ব তথাভূতস্যাত্মন আত্মৈব বন্ধুঃ অনাত্মনোহজিতাত্মনস্ত্ব আত্মৈবাত্মনঃ শত্রুত্বে শত্রুবদপকারিত্বে বর্ত্তেত ॥ ৬ ॥

বলদেব ।—কীদৃশস্ত্র স বন্ধুঃ কীদৃশস্ত্র চ রিপূরিত্যপেক্ষায়ামাহ বন্ধুরিতি । যেনা-
অনা জীবেনাত্মা মন এব জিতস্তস্ত্র জীবস্ত্র স আত্মা মনো বন্ধুস্তদ্ব্যপকারী । অনাত্মনোহজিত-
মনসস্ত্র জীবস্ত্রাত্মেব মন এব শত্রবৎ শত্রুত্বেন্দ্রপকারকত্বে বর্ততে ॥ ৬ ॥

মধুসূদন ।—ইদানীং কিংলক্ষণ আত্মা আত্মনো বন্ধুঃ, কিংলক্ষণোবাআত্মনো রিপু-
রিত্যচ্যতে বন্ধুরিতি । আত্মা কার্য্যকারণসংঘাতো যেন জিতঃ স্ববশীকৃত আত্মনৈব বিবেক
যুক্তেন মনসৈব নতু শত্রাদিনা তস্তাত্মতাস্বরূপমাআত্মনো বন্ধুরচ্ছ্ৰী অল প্রবৃত্ত্যভাবেন সহিত
করণাৎ । অনাত্মনস্ত্র অজিতাত্মন ইত্যেতৎ শত্রুতে শত্রুভাবে বর্ত্তেতাঐত্মেব শত্রুবদাত্ম-
শত্রুরিবোচ্ছ্ৰী অল প্রবৃত্ত্য স্বস্ত্র হেনানিষ্ঠাচরণাৎ ॥ ৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—বন্ধুরিতি । আত্মা মনঃ আত্মনা মনসা আত্মাত্মনঃ অজিতচেতস আত্মা-
মন এব শত্রুঃ ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—কস্ত্র স বন্ধুঃ কস্ত্র স রিপূরিত্যপেক্ষায়ামাহ বন্ধুরিতি । যেনাঅনা
জীবেন আত্মা মনো জিতঃ তস্ত্র জীবস্ত্র স আত্মা মনো বন্ধুঃ । অনাত্মনো অজিতমনসস্ত্র
আত্মেব মন এব শত্রবৎ শত্রুত্বে অপকারকত্বে বর্ত্তেত ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং
আত্মাই আত্মার শত্রু । কি লক্ষণ হইলে আত্মা আত্মার বন্ধু এবং কি
লক্ষণ হইলে আত্মা আত্মার শত্রুরূপে নির্ণীত হইবে, তাহাই এক্ষণে
নির্দিষ্ট হইতেছে । কার্য্যকারণসংঘাত আত্মা যাঁহার আত্মার দ্বারা বশীভূত
হইয়াছে, অর্থাৎ মিনি বিবেক সহকারে আত্মজয় করিয়া জিতেন্দ্রিয়
হইয়াছেন, সেই সহিতপরায়ণ আত্মা, উচ্ছ্ৰী অল প্রবৃত্তির অভাব হেতু, আত্মার
বন্ধুরূপে গণ্য । কিন্তু যাঁহার আত্মাদ্বারা আত্মজয় সংসাধিত হয় নাই, তাঁহারই
আত্মা আত্মার শত্রুভাবে অহিতসাধনে নিযুক্ত । বাহ্যশত্রু যেমন শত্রুকে আক্রমণ
করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সংসাধিত করে, তদ্রূপে আত্মাও স্বকীয় উচ্ছ্ৰী অল
প্রবৃত্তির দ্বারা অবিরত আপনার অশেষ অনিষ্ট সংসাধিত করিয়া থাকে । অতএব
এরূপ অবস্থাপন্ন আত্মা যে আত্মার শত্রুরূপে পরিগণিত তাহার সন্দেহ কি ? ॥ ৬ ॥

জিতাশ্বনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ ।

শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয় ।—জিতাশ্বনঃ (জিত আত্মা যেন তস্য) প্রশান্তস্য (রাগদ্বেষাদিরহিতস্য)
পরম (কেবলম্) আত্মা শীত উষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু, তথা মান-অপমানয়োঃ সমাহিতঃ
(আত্মনিষ্ঠঃ) [ভবতি] ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—আত্মবিজ্ঞেতার রাগদ্বেষাদি-রহিতের কেবল আত্মা শীতোষ্ণ-সুখ-
দুঃখে এবং মানাপমানে আত্মনিষ্ঠঃ [হয়] ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—যিনি আত্মাকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং
মাহার রাগদ্বেষাদি নাই, কেবল তাঁহারই আত্মা শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ
এবং মান ও অপমান ইত্যাদি দ্বন্দ্ব-সহনশীল হইয়া অবিচলিতভাবে
অবস্থান করে ॥ ৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—জিতাশ্বন ইতি । জিতাশ্বনঃ কাৰ্য্যকারণাদিসংঘাত আত্মা জিতো
যেন স জিতাত্মা তস্য জিতাশ্বনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্ত্তত
ইত্যর্থঃ । কিঞ্চ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানেন্ধবমানে চ নানাবমানয়োঃ পূজাপরিভবয়োঃ
সমঃ শ্রাদিত্যাধ্যাহারঃ ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি ।—কথং সংঘতকার্য্যকরণস্ত বন্ধুরাশ্নেতি তত্রাহ জিতাশ্বন ইতি ।
জিতকার্য্যকরণসংঘাতস্ত প্রকর্ষেণোপরতবাহ্যাত্তরকরণস্ত পরমাত্মা বিক্ষেপেণ পুনঃ পুনর-
নভিভূয়মানো নিরন্তরং চিন্তে প্রেতত ইত্যর্থঃ । জিতাশ্বানং সন্ন্যস্তসমস্তকন্ম্যাগমধিকারিণং
প্রদর্শ্য যোগাস্তানি দর্শয়তি শীতেতি । সমঃ শ্রাদিত্যাধ্যাহারঃ । পূর্বাদ্বং ব্যাচষ্টে জিতে-
ত্যাদিনা । ন কেবলং তস্য পরমাত্মা সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্ত্ততে, কিন্তু শীতোষ্ণাদিভিরপি
নাসৌচাচ্যতে তত্ত্বজ্ঞানাদিত্যন্তরাদ্বং বিভজ্যতে কিক্ষেতি । তেষু সমঃ সাদিতী সঙ্কল্পঃ ॥ ৭ ॥

রামানুজ ।—যোগারম্ভযোগাবস্থোচ্যতে জিতাশ্বন ইতি । শীতোষ্ণসুখদুঃখে
মানাপমানয়োঃ জিতাশ্বনঃ জিতমনসঃ বিকাররহিতমনসঃ । প্রশান্তস্য মনসি পরমাত্মা সমা-
হিতঃ সমাগাহিতঃ স্বরূপেণাবস্থিতঃ । প্রাত্যাগাত্মজ পরমাশ্বোচ্যতে তন্ত্ৰেব প্রকৃতত্বাৎ,
তস্তাপি পূর্বপূর্বাবস্থাপেক্ষয়া পরমার্থত্বাৎ আত্মা পরং সমাহিত ইতি বা সঙ্কল্পঃ ॥ ৭ ॥

হনুমান্ ।—জিতাশ্বন ইতি । জিতাশ্বনঃ প্রশান্তস্য কাৰ্য্যকারণসংঘাত আত্মা জিতো
যেন স জিতাত্মা তস্য জিতাশ্বনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মসমাহিতঃ সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ।
কিঞ্চ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ পূজাপরিভবয়োঃ সমঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধর ।—জিতাশ্বনঃ স্বস্বিন্ বন্ধুত্বং স্পষ্টয়তি জিতাশ্বন ইতি । জিত আত্মা যেন তস্য প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্যৈব পরং কেবলমাত্মা শীতোষ্ণাদিষু সংস্বপি সমাহিত আত্মনিষ্ঠো ভবতি নান্তস্য । যদ্বা তস্য হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি ॥ ৭ ॥

বলদেব ।—যোগারম্ভযোগ্যমবস্থামাহ জিতেতি ত্রিভিঃ । শীতোষ্ণাদিষু মানাপ মান্যোচ্চ জিতাশ্বনোহীবিকৃতমনসঃ প্রশান্তস্য রাগাদিশূন্তস্যাত্মা পরমত্বার্থং সমাহিতঃ সমাধিস্থো ভবতি ॥ ৭ ॥

.. **মধুসূদন ।**—জিতাশ্বনঃ স্ববন্ধুত্বং বিবৃণোতি জিতাশ্বন ইতি । শীতোষ্ণজন্তুখড়ংখেষু চিত্তবিক্ষেপকরেষু সংস্বপি তথা মানাপমানায়োঃ পূজা পরিভবয়োঃ চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ সতোরপি তেষু সমত্বেনেতি বা জিতাশ্বনঃ প্রাপ্তস্তস্য জিতেন্দ্রিয়স্য প্রশান্তস্য সৰ্বত্র সমবুদ্ধ্যা রাগদোষশূন্যস্য পরমাত্মা স্বপ্রকাশজ্ঞানস্বভাব আত্মা সমাহিতঃ সমাধিবিশেষো যোগারূঢ়ো ভবতি । পরমিতি বা ছেদঃ । জিতাশ্বন প্রশান্তস্যৈব পরং কেবলমাত্মা সমাহিতো ভবতি নান্তস্য, তদ্ব্যজ্ঞিতাত্মা প্রশান্ত্যুচ ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—মনসো জয়ে ফলমাহ জিতাশ্বন ইতি । শীতোষ্ণাদিষু প্রাপ্তেষু জিতাশ্বনঃ নির্বিকারচিত্তস্য আত্মা চিত্তং পরং উৎকর্ষণে সমাহিতঃ সমাধিঃ প্রাপ্তো ভবতি, অতঃ সমাধিসিদ্ধার্থং মনো জেতব্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—অথ যোগারূঢ়স্য চিহ্নানি দর্শয়তি জিতাশ্বন ইতি ত্রিভিঃ । জিতাশ্বনো জিতমনসঃ প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্য যোগিনঃ পরমতিশয়েন সমাহিতঃ সমাধিস্থ আত্মা ভবেৎ । শীতাদিষু সংস্বপি মানাপমানয়োঃ প্রাপ্তধোরপি ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য ।—জিতাত্মা ব্যক্তির আত্মা কিরূপ ভাবে স্বকীয় বন্ধুত্ব সংসাধিত করে, তাহাই স্ফুটীকৃত হইতেছে । যিনি আত্মাকে জয় করিয়াছেন তিনিই প্রশান্ততা লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার সর্বত্র সমহ বুদ্ধি জন্মিয়াছে । শীত বা উষ্ণ, সুখ বা দুঃখ এবং মান বা অপমান অন্যের চিত্তবিক্ষেপ সমুৎপাদন করে বটে, কিন্তু জিতাত্মা ব্যক্তিকে একটুও বিচলিত করিতে পারে না । কেবল তাদৃশ ব্যক্তিরই আত্মা আত্মনিষ্ঠ হইয়া যোগারূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হয় । অতঃ কোন ব্যক্তির পক্ষেই এরূপ শুভসংঘটন হইবার সম্ভাবনা নাই ; এইজন্য এরূপ ব্যক্তির আত্মা আত্মার বন্ধু বলিয়া অভিহিত হয় । মূলস্থিত “পরমাত্মা” এই পদের শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী, শ্রীমদ্বলদেব, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ প্রভৃতি মহাত্মগণ “পরম্ আত্মা” এইরূপ ছেদ করিয়াছেন । শ্রীমৎশ্রীধরস্বামী পরং শব্দের ‘কেবল’ এই অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন ; শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথ ঐ শব্দ অতিশয়ার্থক বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন । ভগবান্

শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মাহাত্ম্যগণ পরমাত্মা শব্দের কোন বিভাগ করেন নাই এবং তাহার প্রচলিত অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন । ত্রিবিধ অর্থই সুসঙ্গত ॥ ৭ ॥

—:~:—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থে। বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

যুক্ত ইত্যাচ্যতে যোগী সমালোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

অর্থঃ ।—জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা (জ্ঞানঃ শাস্ত্রোক্তপদার্থানাং উপ-
দেশিকং পরিজ্ঞানম্, বিজ্ঞানং তেষাং তথৈব অপরোক্ষানুভবকরণং
তাভ্যাং তৃপ্তঃ নিরাকাজ্ঞঃ * আত্মা চিত্তং যস্ত সঃ) [অতঃ] কূটস্থঃ
(নির্বিবকারঃ) [অতএব] বিজিতেন্দ্রিয়ঃ [অতএব] সমালোষ্ট-অশ্ম-
কাঞ্চনঃ (সমানি মৃৎপিণ্ডপাষণকাঞ্চনানি যস্ত সঃ) যোগী (আত্মনিষ্ঠঃ) যুক্তঃ
(যোগারূঢ়ঃ) ইত্যাচ্যতে ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—জ্ঞান-বিজ্ঞান-হেতু যাঁহার-আত্মা-আকাজ্ঞা-হীন [তদ্বৈত]
বিবকারবিরহিত [অতএব] জিতেন্দ্রিয় [অতএব] মৃৎপিণ্ডপাষণস্ববর্ণে-সমদৃষ্টি-
সম্পন্ন যোগী যোগারূঢ় ইহা কথিত হয় ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—শাস্ত্রোক্ত-পদার্থ বিষয়ক-উপদেশ-জনিত জ্ঞান ও সেই পদার্থের
যাথার্থ্য অনুভবরূপ বিজ্ঞান দ্বারা যাঁহার হৃদয় আকাজ্ঞাপরিশূন্য, যিনি
ইন্দ্রিয়সমূহকে অধীন করিয়াছেন, মৃত্তিকা প্রস্তরখণ্ড ও স্ববর্ণে যাঁহার
সমজ্ঞান হইয়াছে, তাদৃশ যোগী ব্যক্তিই যোগারূঢ় শব্দে অভিহিত
হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—জ্ঞানেতি । জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তপদার্থানাং পরিজ্ঞানম্,
বিজ্ঞানস্ত শাস্ত্রতো জ্ঞাতানাং তথৈব স্বানুভবকরণং, তাভ্যাং জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং তৃপ্তঃ সজ্ঞাতা-
লক্ষ্যভায়। আত্মাস্তঃকরণং যস্ত স জ্ঞান বিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থোহপ্রকল্পো ভবতি ইত্যর্থঃ ।
বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ ব জৈদৃশো যুক্তঃ সমাহিত ইতি স উচ্যতে কথ্যতে, স যোগী সমালোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ
লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি সমানি যস্ত স সমালোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

জ্ঞানান্দগনি ।—চিত্তসমাধানমেব বিশিষ্টফলক্ষেদিষ্টং তর্হি কথন্তুতঃ সমাহিতো
ব্যবহ্রিয়ন্তে তত্রাহ জ্ঞানেতি । পরোক্ষাপরোক্ষাভ্যাং জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং সজ্ঞাতোহু
লক্ষ্যভায়োরোহক্রিয়ো হর্ষবিষাদকামক্রোধাদিরহিতো যোগী যুক্তঃ সমাহিত ইতি ব্যবহারভাগ

ভবতীতি পাদত্রয়ব্যাখ্যানেন দর্শয়তি জ্ঞানমিত্যাदिना। स च योगी परमहंसपरिव्राजकः सर्वत्रोपेक्षावृद्धिरनतिशयवैराग्याभागीति कथयति स योगीति ॥ ८ ॥

রামানুজ ।—জ্ঞানেতি । জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তায়া আত্মস্বরূপবিষয়েণ জ্ঞানেন তন্ত্ৰ চ প্রকৃতিবিসঙ্গাতীয়াকারবিষয়েণ চ বিজ্ঞানেন তৃপ্তমনাঃ, কুটস্থঃ দেবাত্তবস্থাস্বভূতমান সৰ্বসাধা-
রণজ্ঞানৈকাকারাত্মনি স্থিতস্ততএব বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সমলোষ্টাশ্বকাক্ষনঃ প্রকৃতিবিকৃতস্বরূপনিষ্ঠতয়া প্রাকৃতবস্ত্তবিশেষেষু ভোগ্যত্বাভাবাৎ লোষ্টাশ্বকাক্ষনেষু সমপ্রয়োজনো যঃ কৰ্ম্মযোগী স যুক্ত ইত্যা-
চ্যতে আত্মাবলোকনরূপযোগাভ্যাসার্থ উচ্যতে ॥ ৮ ॥

হনুমান্ ।—জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তপদার্থানাং পরিজ্ঞানম্ বিজ্ঞানং বিশেষতো জ্ঞানঃ স্বানুভব-
করণং তাভ্যাং তৃপ্তায়া, কুটস্থঃ অপ্রকম্পো ভবতীত্যর্থঃ জিতেন্দ্রিয়শ্চ ঈদৃশঃ যুক্তঃ সমাহিতঃ
স উচ্যতে সমলোষ্টাশ্বকাক্ষনঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধর ।—যোগাক্রুতস্ত লক্ষণং শ্রৈষ্ঠীকোক্তমুপদেহরতি জ্ঞানেতি । জ্ঞানমৌপদেশিকং
বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবব্রতভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাক্ষ আত্মা চিত্তং যন্ত, অতঃ কুটস্থো নিকাকারঃ,
অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন অতএব সমানি লোষ্টাদীনি যন্ত যুংখণ্ডপাষণস্ববর্ণেষু হেয়ো-
পাদেষবুদ্ধিশূন্রঃ স যুক্তো যোগাক্রুত ইত্যুচ্যতে ॥ ৮ ॥

বলদেব ।—জ্ঞানেতি । জ্ঞানং শাস্ত্রজং বিজ্ঞানং বিবিক্তাত্মানুভবব্রতভ্যাং তৃপ্তায়া
পূৰ্ণমনাঃ, কুটস্থ একস্বভাবতয়া সৰ্বকালং স্থিতঃ, অতো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ প্রকৃতিবিকৃতাত্মাত্র-
নিষ্ঠত্বাৎ । প্রাকৃতেষু লোষ্টাদিষু সমস্তল্যদৃষ্টিঃ লোষ্ট্রং যুংপিণ্ডঃ, ঈদৃশো যোগী নিকাকাক্ষী যুক্ত
আত্মদর্শনরূপযোগাভ্যাসযোগ্য উচ্যতে ॥ ৮ ॥

মধুসূদন ।—কিঞ্চ জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তানাং পদার্থানামৌপদেশিকং জ্ঞানং, বিজ্ঞানং তদ-
প্রামাণ্যশ্চানিরাকরণফলেন বিচারেণ তদৈব তেবাং স্বানুভবেনাপরোক্ষীকরণং তাভ্যাং তৃপ্তঃ
সজ্ঞাতালম্প্রত্যয় আত্মা চিত্তং যস্য স তথা। কুটস্থো বিষয়সন্নিধাবপি বিকারশূন্রঃ, এতএব
বুদ্ধিতানি রাগদেবপূৰ্ণকাদিবিষয়গ্রহণাত্ম্যাবর্তিতানীন্দ্রিয়াণি যেন সঃ, অতএব হেয়োপাদেষবুদ্ধিশূ-
ন্রেন সমানি যুংপিণ্ডপাষণকাক্ষনানি যন্ত স যোগী পরমহংসপরিব্রাজকঃ পরমধৈরাগায়ুক্তো
যোগাক্রুত ইত্যুচ্যতে ॥ ৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—সমাধিসিদ্ধেরপি কিং ফলমত আহ জ্ঞানেতি । জ্ঞানং শাস্ত্রোপদেশজা
বুদ্ধিঃ বিজ্ঞানং শাস্ত্রার্থধানজঃ প্রমাক্রপোহনুভবঃ তাভ্যাং তৃপ্তঃ সজ্ঞাতালম্প্রত্যয়ঃ স
আত্মা চিত্তং যন্ত স জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তায়া যততৃপ্তায়া অতঃ কুটস্থোহপ্রকম্প্যঃ সংসারতাপানা-
ক্কন্দিতো ভবতীতি সমাধিকলং, অত্ৰ লোকপ্রসিদ্ধং লক্ষণমাহ বিজিতেন্দ্রিয় ইতি । সমলোষ্টাশ্ব-
কাক্ষন ইতি । এবমিধো যোগী স যুক্তঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যুচ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—জ্ঞানেতি । জ্ঞানমৌপদেশিকং বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবঃ তাভ্যাং তৃপ্তো

নিরাকাক্ষ আত্মা চিত্তং যন্ত সঃ । কূটস্থঃ একেনৈব স্বভাবেন সর্বকালং ব্যাপ্য হিতঃ, সর্ববস্ত-
বনাদ্রুহাং, সমানি লোষ্ট্রাদীনি যন্ত সঃ, লোষ্ট্রং যৎপিণ্ডঃ ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ নির্দিষ্ট হইতেছে। শাস্ত্র-নির্দিষ্ট
পদার্থ সম্বন্ধে উপদেশ-লব্ধ যে অনুভব তাহারই নাম জ্ঞান ; বিচার
দ্বারা শাস্ত্রোক্ত পদার্থ বিষয়ক অপ্রমাণিকতা সম্বন্ধীয় আশঙ্কা বিদূরিত
করিয়া, তৎসম্বন্ধে যে অপরোক্ষ অনুভব, তাহারই নাম বিজ্ঞান।
এইরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা আত্মার পূর্ণ-পরিভূষ্টি হইয়া থাকে ;
তখন স্বকীয় জ্ঞানকেই যথেষ্ট মনে হয় ; নূতন অনুভবের আর আবশ্যকতা
থাকে না। এইরূপ অবস্থায় বিষয়-সন্নিধানে অবস্থান করিলে এবং বিষয়-
ব্যাপারে সংঘর্ষিত হইতে থাকিলেও, কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে
পারে না। ইন্দ্রিয় সমূহই রাগদ্বেশ-সহকারে বিষয়-ব্যাপারে প্রলুব্ধ ও
সমাকৃষ্ট হয় ; কিন্তু যিনি বিষয়-বিরাগী তিনি ইন্দ্রিয়-গ্রামকে সম্পূর্ণরূপে
অধীন করিয়া বিষয়-গ্রহণ হইতে প্রত্যাহত করিয়া রাখেন। এরূপ ব্যক্তির
চক্ষে বস্তুধরার সমস্ত পদার্থই তুলামূল্য বলিয়া উপলব্ধ হয়। সমুদ্রতীরস্থ
বালুকাপুঞ্জ ভগ্নমৃতভাণ্ডের খর্পর-খণ্ড, হিমালয়ের পান্স্চাঁত পাষাণকণা,
শ্মশানভূমির অঙ্গার ও ভস্মরাশি, প্রদীপ্ত সমুজ্জ্বল হীরকখণ্ড ও নয়ন-লিপ্তকর
স্বর্ণগোলক সকলই তাঁহার নিকট সমান। যে মহাপুরুষ এই সকল গুণ-
সম্পন্ন, তিনিই পরমহংস ও পরিব্রাজক এবং যোগারূঢ় শব্দে অভিহিত
হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

* পরমহংস।—সন্ন্যাসী নানা প্রকার ; তাহার মধ্যে এক শ্রেণীর নাম পরমহংস। নিম্ন-
লিখিত লক্ষণ দ্বারা পরমহংস নির্ণয় করিতে হয়। যথা ; “জাতরূপাবরো নিবন্ধো নিরাগ্রহস্তত্ব
ব্রহ্মমার্গে সম্যকসম্পন্নঃ শুদ্ধমানসঃ প্রাণসংধারণাৎ যথোক্তকালে তৈক্ষমাচরন্ লাভালাভৌ
সমৌ কৃত্বা শূভাগার-দেবগৃহতৃণকূটবল্লীকবৃক্ষমূলকুলালশালাগিহোজিনদীপুলিনগিরিকুহরকন্দর-
কোটরনিকরস্থণ্ডলেখনিকেতবাসী নিশ্চরো নিশ্চয়ঃ শুক্লধানপরায়ণঃ অধ্যাত্মনিষ্ঠঃ শুভাশুভ-
কামনির্মূলনাশু সন্ন্যাসেন দেহত্যাগং কৰোতি যঃ স এব পরমহংসো নামেতি ॥” (জীবমুক্তি-
বিবেক)। পরমহংসের পরিচ্ছদ ও অঙ্গাভরণাদি যথা ; “পরমহংস স্ত্রিদণ্ডক রজ্জুং গোবাল-
মিশ্রিতম্ শিক্যং জলপবিব্রঞ্চ পবিব্রঞ্চ কমণ্ডলুং ॥ পক্ষীগমজিনং হুচীং যুগ্মনিজীং
রূপানিকাম্। শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ নিত্যকর্ম্ম পরিভ্যজেৎ ॥ কোপীনং ছাদনং বস্ত্রং কহাং
শীতনিবারিকাম্। যোগপটং বহির্বস্ত্রং পাছকাং ছত্রমদভূতম্ ॥ অক্ষমালাঞ্চ গুল্লীয়াং বৈণবং
দণ্ডমব্রণম্। অগ্নিরিত্যাদিভির্মন্ত্রৈঃ কুণ্ড্যমুকুনন্ মুদা ॥ ওমিতি চ ত্রিভিঃ প্রোচ্য পরমহংসজি-
পুণ্ড্রকম্ ॥” (হৃদসংহিতা)। এই প্রমাণে পরমহংসদিগের দণ্ড ও আচ্ছাদন ধারণের ব্যবস্থা
আছে। কিন্তু শাস্ত্রান্তরে অত্র ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয়। যথা ; ন দণ্ডং ন শিখাং নাচ্ছাদনং চরতি
পরমহংসঃ ।” (নির্ণয়সিদ্ধ)।

সুহৃদ্মিত্রাযুদাসীন-মধ্যস্থ-দ্রেষ্য-বন্ধুযু ।

সাধুষপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

অর্থঃ ।— সুহৃৎ-মিত্র-অরি উদাসীন মধ্যস্থ-দ্রেষ্য-বন্ধুযু (সুহৃৎ, প্রত্যা-
পকারনীরপেক্ষ্যাপকর্তা ; মিত্রং, স্নেহহেতুনোপকারকঃ ; অরিঃ,
শত্রুঃ ; উদাসীনঃ, বিবদমানয়োঃ কস্তচিৎ পক্ষং যঃ ন ভজতে ;
মধ্যস্থঃ, বিবদমানয়োরুভয়েরপি হিতৈষী ; দ্রেষ্যঃ, আত্মানোহপ্রিয়ঃ ;
বন্ধুঃ, সন্দ্বন্ধহেতুনোপকর্তা ; এতেষু) সাধুযু (শাস্ত্রানুবর্তিষু) অপি
পাপেষু (শাস্ত্রবিরোধিষু) চ সমবুদ্ধিঃ (রাগদ্রেষণাবুদ্ধিঃ) বিশিষ্যতে
(বিশিষ্টো ভবতি) ॥ ৯ ॥

প্রতিশব্দ ।— হিতৈষী-স্নেহবান-শত্রু পক্ষপাতহীন মীমাংসাকারী স্বকীয়াপ্রিয়-
সন্দ্বন্ধপকারী সকলে শাস্ত্রবিহিত-কর্ম-নিরত-জনেও এবং শাস্ত্রবিগর্হিত-কর্ম রত-
ব্যক্তিতে সমবুদ্ধিযুক্ত-ব্যক্তি বিশিষ্ট হন ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা ।— প্রত্যাপকার প্রত্যাশা বিরহিত উপকারী সুহৃৎ স্নেহবশে
উপকারক মিত্র, বিনাশোদাত শত্রু, বিবদমান পক্ষদ্বয়ের কোন
পক্ষই অনাশ্রয়ী উদাসীন. বিবাদভঞ্জনকারী মধ্যস্থ, অনুপকারী জনের
হিতৈষী দ্রেষ্য, সন্দ্বন্ধ হেতু উপকারক বন্ধু, শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠাতা
সাধু, ও শাস্ত্রবিগর্হিত আচার পরতন্ত্র পাপাত্মা ইত্যাদি সকলের প্রতিই যাঁহার
সমান দৃষ্টি তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

শঙ্করাচার্য ।— কিঞ্চ সুহৃদিত্তি । সুহৃদিত্যাদিশ্লোকার্থমেকপদম্ । সুহৃৎ
প্রত্যাপকারমনপেক্ষ্যাপকর্তা, মিত্রং স্নেহবান, অরিঃ শত্রু, উদাসীনো ন কস্তচিৎ পক্ষং

এই আধ্যাত্মিক যোগীদিগের আহাৰাদি সম্বন্ধেও অতি কঠোর নিয়ম পালন করিতে হয় । যথা ;
“মাধুকরমধৈকায়ং পরমহংসঃ সমাচরেৎ । নাভ্যন্তস্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনঃস্তুঃ ॥
তন্মাদ্যোগাত্তুগুণেন ভূজীত পরমহংসকঃ । অভিশস্তং সমুৎসৃজ্য সার্কবর্ণিকসমাচরেৎ ॥ (স্তুত-
সংহিতা) প্রণবমন্ত্রই ইহাঁদের জপ্য এবং বেদান্ত মহাবাক্যবিচার পূর্বক জীবত্রয়ের অভেদ দর্শন
ইহাঁদের সাধনা । মরণের পর পরমহংসের দেহ ভূমধ্যে প্রোথিত করা আবশ্যক ॥ “মূতে ন
দুহুনং কার্য্যং পরমহংস্য সর্গদা । কর্তব্যং খননং তস্য নাশোচং নোদকক্রিয়া ॥ অশ্বখস্থাপনং
কার্য্যং তদ্বশেহংস্যাণা মুনৈ । অশ্বখে স্থাপিত তেন. স্থাপিতৌ হি মহেশ্বর ॥”

ভজতে, মধ্যস্তো যো বিকল্পয়োক্তয়োহিতৈষী, ধৈর্যঃ আত্মনোঃপ্রিয়ঃ, বন্ধুঃ সখ্যকীত্যোতেষু সাধুশ্চ শাস্ত্রার্থানুবর্তিষি চ পাপেষু প্রতিষিদ্ধকারিষু সর্বেষ্বেতেষু সমবুদ্ধিঃ কঃ কিং কৰ্ম্মেত্য-
ব্যাপৃতবুদ্ধিরিত্যর্থঃ । বিশিষ্যতে, বিশ্রুত ইতি বা পাঠান্তরম্ । যোগাক্রট্যানাং সর্বেষাময়-
যুক্তম ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি ।—যোগাক্রট্য প্রশস্তত্বমভ্যুপেত্য যোগশ্রাদ্ধান্তরং দর্শয়তি কথং ।
“পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তিঃ” ইতি ব্যাখ্যানাঙ্গং সম্পাদয়তি সুহৃদিতীতি । , অরিনাম পরোক্ষমপ-
কারকঃ প্রত্যক্ষমপ্রিয়ো ধৈর্য ইতি বিভাগঃ । সমবুদ্ধিরিতি ব্যাচষ্টে কঃ কিমিতি । প্রথমো
হি প্রশ্নো জাতিগোত্রাদিবিষয়ঃ দ্বিত্যো ব্যাপারবিষয়ঃ । উক্তপ্রকারেণাব্যাপৃতবুদ্ধিষু
সর্বোৎকর্ষো বা সর্বোপায়বিমোক্ষো বা সিধ্যাতীত্যাহ বিশিষ্যত ইতি । পাঠদ্বয়েহপি
সিদ্ধমর্থং সংগৃহ্য কথয়তি যোগাক্রট্যানামিতি ॥ ৯ ॥

রামানুজ ।—তথাচ সুহৃদিতি । বগোবিশেষানঙ্গীকারেণ স্বহিতৈষিণঃ সুহৃদঃ ।
স বয়সো হিতৈষিণো মিত্রাণি অক্লয়ো নিমিত্ততোহনর্থচ্ছেবঃ উভয়হেতুত্বাভাবাভয়রহিতা
উদাসীনঃ, জন্মত এবোভয়রহিতা মধ্যস্থাঃ, জন্মত এবানিষ্টেচ্ছনো ধৈর্য্যঃ, জন্মত এব
হিতৈষিণো বন্ধবঃ, সাধবো ধর্ম্মশীলাঃ পাপাঃ পাপশীলাঃ । আত্মৈকপ্রয়োজনতয়া সুহৃদ্বিত্রা-
দিভিঃ প্রয়োজনাতাবাদিরোধাতাবাচ তেষু সমবুদ্ধিযোগাভ্যাসার্থে বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

হনুমান ।—কিঞ্চ শ্লোকোদ্ধমেকং পদম্, সুহৃদিতি । প্রত্যুপকারমনপেক্ষা উপকর্তা,
মিত্রং স্নেহবান, অরিঃ শত্রুঃ, উদাসীনো ন কশ্চিৎ পক্ষং ভজতে, মধ্যস্তো বিকল্পয়োহিতৈষী,
ধৈর্য্য আত্মনোঃপ্রিয়ঃ, বন্ধুঃ সখ্যকী ইত্যোতেষু সাধুশ্চ শাস্ত্রার্থানুবর্তিষু অপিচ পাপেষু
প্রতিষিদ্ধকারিষু সর্বেষ্বেতেষু সমবুদ্ধিঃ, কঃ কিং কৰ্ম্ম ইত্যব্যাহতবুদ্ধিরিত্যর্থঃ, বিশেষ্যতে
যোগাক্রট্যানাং সর্বেষাং যুক্ততম ইত্যুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধর ।—সুহৃদ্বিত্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্ত ততোঃপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ সুহৃদিতি ।
সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংসী, মিত্রং স্নেহবশেনোপকারকঃ, অরির্ঘাতুকঃ, উদাসীনো
বিবদমানয়োক্তভয়োরপ্যুপেক্ষকঃ, মধ্যস্তো বিবদমানয়োক্তভয়োরপি হিতাশংসী, ধৈর্য্যো
ধৈর্য্যবিষয়ঃ, বন্ধুঃ সখ্যকী, সাধবঃ সদাচারঃ, পাপা হরাচারঃ এতেষু সমা রাগদেবশৃঙ্গা
বুদ্ধির্গত স তু বিশিষ্টঃ ॥ ৯ ॥

বলদেব ।—সুহৃদিতি । যঃ সুহৃদাদিষু সমবুদ্ধিঃ সঃসমলোষ্ট্রাংকাকানাদপি
যোগিনঃ সকাশাদিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠো ভবতি । তত্র সুহৃৎ স্বভাবেন হিতেচ্ছঃ, মিত্রং
কেনাপি স্নেহেন হিতকৃতং, অরির্গর্হিত্রতোহনর্থচ্ছেঃ, উদাসীনো বিবদমানয়োরন
পেক্ষকঃ, মধ্যস্তয়োবিবাদাপহারার্থে, ধৈর্য্যোপকারকারিত্বাৎ ধৈর্য্যঃ । বন্ধুঃ সখ্যকেন
হিতেচ্ছঃ সাধবো ধার্ম্মিকঃ, পাপা অধার্ম্মিকঃ ॥ ৯ ॥

মধুসূদন ।—সুহৃদ্বিত্রাদিষু সমবুদ্ধিঃ সর্বোযোগিশ্রেষ্ঠ ইত্যাহ সুহৃদিতি । সুহৃৎ
প্রত্যুপকারমনপেক্ষা পূর্বেস্নেহঃ সখ্যকঃ বিনৈব উপকর্তা, মিত্রং স্নেহেনোপকারকঃ

অরিঃ স্বকৃতাপকারমনপেক্ষ্য স্বভাবক্লোর্যেণ অপকর্তা, উদাসীনো, বিবদমানয়োরু-
ভয়োরপ্যপেক্ষকঃ, মধ্যস্থো বিবদমানয়োরুভয়োরপি হিতৈষী, দেহ্যঃ স্বকৃতাপকার
মনপেক্ষ্যাপকর্তা, বন্ধুঃ সম্বন্ধেনাপকর্তা, এতেষু সাধুষু শাস্ত্রবিহিতকারিষু পাপেষু শাস্ত্র
প্রতিষিদ্ধকারিষুপি চকারাদিত্তেষুপি সর্কেষু সমবুদ্ধিঃ, কঃ কীদৃক্ কৰ্ম্মেত্যব্যাপ্তবুদ্ধিঃ সৰ্ব্বত্র
রাগদ্বेषশূন্তঃ বিশিষ্যতে সৰ্ব্বত উৎকৃষ্টো ভবতি । বিমুচ্যত ইতি বা পাঠঃ ॥ ৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—সম্বন্ধেব স্তোতি স্মৃদতি । স্মৃৎ প্রত্যাপকারমনপেক্ষ্য উপকর্তা,
মিত্রং স্নেহবান্, অরিঃ শত্রুঃ, উদাসীনঃ উভয়ত্র পক্ষপাতশূন্তঃ, মধ্যস্থঃ উভয়ত্রহিতৈষী, দেহ্য
জ্ঞানানোহপ্রিয়ঃ বন্ধুঃ সম্বন্ধী, তেষু সাধুষু পুণ্যকৃৎসু পাপেষু পাপাচারেষু কস্ত কিং
কৰ্ম্মেত্যনালোচয়ন্ তেষু সর্কেষু বঃ সমবুদ্ধিঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—স্মৃদতি । স্মৃৎ স্বভাবেন হিতাশংসী, মিত্রং কেনাপি স্নেহেন
হিতকারী, অরির্ঘাতকঃ, উদাসীনঃ বিবদমানয়োরুপেক্ষকঃ, মধ্যস্থঃ বিবদমানমোবিবাদাপ
হারাত্মী, দেহ্যঃ অপকারকত্বাৎ দেহার্থঃ, সম্বন্ধী বন্ধুঃ, সাধবো ধার্ম্মিকঃ, পাপাঃ অধার্ম্মিকঃ,
এতেষু সমবুদ্ধিস্ত বিশিষ্যতে, সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনাং সকাশাদপি শ্রেষ্ঠঃ ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য ।—যাঁহার শত্রুমিত্র সকলকেই সমজ্ঞান, তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট
ব্যক্তি, ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য । কে কি কৰ্ম্ম করিতেছে, কাহার
কি উদ্দেশ্য, তৎসম্বন্ধে কোনই লক্ষ্য না করিয়া মহোপকারী স্মৃৎ, প্রাণ
গ্রহণোৎসুক শত্রু স্নেহবদ্ধ হিতৈষী, পক্ষপাতবিবর্জিত নির্লিপ্ত ব্যক্তি,
শুভানুধায়ী মধ্যস্থ, প্রত্যক্ষভাবে অহিতকাম, সম্বন্ধ বদ্ধ কল্যাণাকাঙ্ক্ষী,
শাস্ত্রসম্মত সদাচার সম্পন্ন সাধু এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ কৰ্ম্ম নিরত পাপী সকলকেই
যিনি নির্বিশেষ ভাবে দর্শন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ । সকল যোগারূঢ়দিগের
মধ্যে তিনিই উত্তম ॥ ৯ ॥

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ ।

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয় ।—যোগী (যোগারূঢ়ঃ) সততং (নিরন্তরং) রহসি (একান্তে)
স্থিতঃ একাকী (সঙ্গশূন্যঃ) যত চিত্ত আত্মা (চিত্তং অন্তঃকরণং আত্মা)

দেহশ্চ সংযতো যন্ত সঃ) নিরাশীঃ (বীতভৃকঃ) অপরিগ্রহঃ [সন্]
আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জীত (সমাহিতং কুর্য্যাৎ) ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ ।—যোগারূঢ় নিয়ত নির্জ্ঞান প্রদেশে নিঃসহায় সংযতাস্তঃ-
করণদেহ নিরাকাজ্ঞ পরিগ্রহশূন্য [হইয়া] মনকে সমাহিত করি-
বেন ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা ।—যিনি যোগে আরোহণ করিয়াছেন, তিনি অবিরত জন-
শূন্য স্থানে একাকী অন্তঃকরণ ও দেহের সংযম করিয়া আকাজ্ঞা-বিহীন
এবং পরিগ্রহ-পরিশূন্য হইয়া মনকে সমাধিযুক্ত করিবেন ॥ ১০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অতএবমুক্তফলপ্রাপ্তয়ে যোগীতি । যোগী ধ্যায়ী যুঞ্জীত সমাদধ্যাত
নততঃ সৰ্বদাআনমন্তঃকরণং রহস্ত্রেণাস্তে যোগী গিরিগুহাদৌ স্থিতঃ সন্নেকাকী অসহায়ো
রহসি স্থিত একাকী চেতি বিশেষণাৎ সন্ন্যাসং কৃত্ত্বৈত্যর্থঃ, যতচিত্তায়া চিত্তমন্তঃকরণমায়া
দেহশ্চ সংযতো যন্ত স যতচিত্তায়া নিরাশীনীতভৃকোহপরিগ্রহশ্চ পরিগ্রহরহিত ইত্যর্থঃ ।
সন্ন্যাসিত্বেহপি সতি তান্তসৰ্বপরিগ্রহঃ সন্ যুঞ্জীতেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

আনন্দগিরি ।—যথোক্তবিশেষণবতৌ যোগারূঢ়েষুভূতম্ভে যোগাভ্যাস্তানে প্রযতিতব্য-
মিতান্ধাভিধানানন্তরং প্রধানমভিধাতি অতএবমিতি । আদরনৈরন্তর্য্যানীৰ্ষকান্ধং বিশেষণ-
ভ্রমং যোগস্ত সূচয়তি সততমিতি । তন্ত্ৰৈব পঞ্চাঙ্গানুপপত্ত্যতি রহস্যাত্যাদিনা । সৰ্বদেত্যা-
দরনীৰ্ষকালম্বোরূপলক্ষণম্ । প্রত্যগাত্মানং ব্যাবৰ্ত্তয়তি অঃকরণমিতি । গিরিগুহাদাবিত্যাদি-
শব্দেন যোগ প্রতিবন্ধকভূজ্ঞানাদিবিধুরো দেশো গৃহ্যতে । বিশেষণদ্বয়স্ত ত্বাংপর্য্যমাহ
রহসীতি । যোগঃ যুজ্ঞানস্ত সন্ত্যাসিনো বিশেষণান্তরাপি দর্শয়তি যতেতি । সতি
সন্ন্যাসিত্বে কিমিত্যপরিগ্রহগমর্থপুনরুক্তেরিত্যাশঙ্ক্য কোপীনাচ্ছাদনাদিষপি শক্তিনিবৃত্ত্যর্থ-
মিত্যাহ সন্ন্যাসিত্বেহপিতি ॥ ১০ ॥

রামানুজ — যোগীতি । যোগী উক্তপ্রকারকর্ম্মযোগনিষ্ঠঃ সততমহরহাগ্যোগকালৈ
আত্মানং যুঞ্জীত যুক্তং কুবীত স্বদর্শননিষ্ঠঃ কুবীতেত্যর্থঃ । রহসি জনবর্জিতে নিঃশব্দে
দেশে স্থিত একাকী তত্রাপি ন সদ্ভিতীয়ঃ, তত্রাপি যতচিত্তায়া যতচিত্তমনস্বঃ নিরাশীঃ
আত্মাত্মাসাতিরিক্তে কৃত্ত্বৈ বস্তনি নিরপেক্ষঃ, অপরিগ্রহঃ তদ্ব্যতিরিক্তে কশ্মিংশ্চিদপি
মমতারহিতঃ ॥ ১০ ॥

হনুমান্ ।—অতএবমুক্তফলপ্রাপ্তয়ে যোগীতি । যোগী স্বধ্যায়ী যুঞ্জীত সমাদধ্যাত
সততমাআনমন্তঃকরণং রহসি স্থিতঃ একান্তে গিরিগুহাদৌ স্থিতঃ সন্ একাকী অসহায়ঃ ।
একাকীতিবিশেষণাৎ সন্ন্যাসং কৃত্ত্বৈত্যর্থঃ, যতচিত্তায়া নিরাশীঃ বিতৃকঃ অপরিগ্রহশ্চ
পরিগ্রহরহিতঃ সন্ন্যাসী অপি তান্তসৰ্বপরিগ্রহঃ সন্ যুঞ্জীতেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধর ।—এবং যোগারূঢ়স্ত লক্ষণমুক্তদানীং তন্ত্ৰ সাধং যোগো বিশব্দে যোগীত্যা-

দিনা, “স যোগী পরমো মতঃ” ইত্যাহ্বেন গ্রথেন। যোগী যোগাক্রুত আত্মানাং মনো যুজীত সমাহিতং কুর্গ্যাং, সততং নিরন্তরং রহসি একান্তে স্থিতঃ সন্, একাকী সঙ্গশূন্যঃ, যতঃ সংযতঃ চিত্তমাত্ম দেহশ্চ যন্ত, নিরাশীনিরাকাক্ষঃ, অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যশ্চ ॥ ১০ ॥

বলদেব ।—অথ তন্ত্ৰ সাক্ষং যোগমুপদিশতি যোগীতাদিত্রয়োবিংশত্যা। যোগী নিকামকন্মী, আত্মানঃ মনঃ সততমচরহযুজীত সমাধিসূক্তং কুর্গ্যাং। রহসি নির্জনে নিঃশব্দে দেশে স্থিতঃ, তত্রাপোকাকী দ্বিতীয়শূন্যঃ, তত্রাপি যতচিত্তাত্মা যতো যোগপ্রতিকূল ব্যাপারবর্জিতৌ চিত্তদেহৌ যন্ত সং, যতো নিরাশীদৃঢ়বৈরাগাত্মেতরত্র নিম্পৃক্তঃ, অপরিগ্রহৌ নিরাচারঃ ॥ ১০ ॥

মধুসূদন ।—এবং যোগাক্রুত লক্ষণং ফলকোক্তা তন্ত্ৰ সাক্ষং যোগং বিধত্তে যোগীতাদিভিঃ “স যোগী পরমো মতঃ” ইত্যাহ্বেন্নয়োবিংশত্যা শ্লোকৈঃ। তত্রৈবমন্তমকল-প্রাপ্তয়ে, যোগী যোগাক্রুত আত্মানং চিত্তং সততং নিরন্তরং যুজীত ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্ত ভূমিপরিভাগেনৈকাগ্রনিরোধভূমিভাঃ সমাহিতং কুর্গ্যাং। রহসি গিরিশৃঙ্গাদৌ যোগ-প্রতিবন্ধকভুক্তনাদিবর্জিত্তে দেশে স্থিতঃ, একাকী ত্যক্তসর্গগুণপরিজনঃ, সন্ন্যাসী চিত্তমন্তঃকরণমাত্মা দেহশ্চ সংযতো যোগপ্রতিবন্ধকব্যাপারশূন্যৌ যন্ত স, যতচিত্তাত্মা, যতো নিরাশীবৈরাগাদাটোন বিগতভৃষ্ণঃ, অতএব চাপরিগ্রহঃ শাস্তাভ্যাজাতেনাপি যোগপ্রতিবন্ধকেন পরিগ্রহেণ শূন্যঃ ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—যোগীতি। যোগী যোগাত্মাসম্পন্নঃ রহসি একান্তে স্থিতঃ সন্ আত্মানং বুদ্ধিং যুজীত সমাদধ্যাং। সততমিতি নৈরন্তর্যামুক্তং নিরাশীঃ যোগসিদ্ধেরগদ প্রার্থনানঃ তদেকনিষ্ঠ ইতি যাবৎ, তেন সংকার উক্তঃ, একাকী অসহায়ঃ সন্ন্যাসীত্যর্থঃ। যতো স্থিরীকৃতৌ চিত্তঃ মনঃ আত্মা চ সেন্দ্রিয়ঃ শরীরঃ সেন স যতচিত্তাত্মা, তথা অপরিগ্রহঃ একাকিঅহেপি বহুপুস্তকাদিবহুপরিগ্রহশূন্যঃ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ ।—অথ সাক্ষং যোগং বিধত্তে যোগীতাদিনা “স যোগী পরমো মতঃ” ইত্যাহ্বেন। যোগী যোগাক্রুত আত্মানং মনো যুজীত সমাধিসূক্তং কুর্গ্যাং ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য ।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায়। পূর্বের যোগাক্রুত পুরুষের লক্ষণ ও তাকার ফল কীর্তন করিয়া এক্ষণে এই শ্লোক হইতে উপস্থিত অধ্যায়ের দ্বাত্রিংশ পর্গাস্ত ত্রয়োবিংশ শ্লোকে সাক্ষ যোগের বিধান বিনির্দিষ্ট করিতেছেন। যোগাক্রুত ব্যক্তি অবিরত গিরিশৃঙ্গা প্রভৃতি জনশূন্য স্থানে অবস্থান করিবেন; কারণ, তাদৃশ স্থানে যোগের কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবার সম্ভবনা নাই। তাঁহাকে স্ত্রী পুত্র পরিজনাদির সঙ্গশূন্য, স্ততরাং সন্ন্যাসী হইতে হইবে। তাঁহার পক্ষে অন্তঃকরণ ও শরীরকে সংযত করিয়া স্থির হওয়া আবশ্যক। অন্তর হইতে বিষয়ভোগ-ভৃক্ষা

এককালে বিদূরিত করিতে হইবে এবং সর্বসপরিগ্রহশূন্য হইতে হইবে ।
এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া ধ্যানপরায়ণ যোগী ব্যক্তি স্বকীয় মনকে সমাধিস্থ
করিবেন ।

শ্রীমাদ্ভগবদ্ভগবৎ প্রভৃতির অভিপ্রায় । উক্তপ্রকার নিকামকর্মানুষ্ঠাতা
কর্মা-নিষ্ঠ যোগী অহরহঃ আত্মাকে সন্দর্শননিষ্ঠ করিবেন । নিঃশব্দজনবর্জিত
দেশে থাকিয়া, একাকী অর্থাৎ সঙ্গহীন না হইয়া, চিত্ত ও দেহকে যোগ
প্রতিকূল ব্যাপার বর্জিত করিয়া আত্ম ব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তু-নিরপেক্ষ
মমতারহিত হইয়া নিকামকর্ম্মী মনকে সমাধিস্থ করিবেন ॥ ১০ ॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।

নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতীনীচং চে (চৈ) লাজিনকুশোত্তরম্ ।

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।

উপবিশ্যাসনে যুগ্মাদ্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১১।১২ ॥

অর্থঃ ।—শুচৌ (শুদ্ধে) দেশে (স্থানে) আত্মনঃ (সত্ত্ব) স্থিরং
(নিশ্চলং) ন অতি উচ্ছ্রিতং (অত্যুচ্চং) ন অতি নীচং চেলাজিনকুশোত্তর
(চেলং) মৃদুবস্ত্রং, অজিনং বাঘাদি চর্ম্ম, কুশাশ্চ উত্তরে যস্মিন্) আসনং
প্রতিষ্ঠাপ্য (স্থাপয়িত্ব) তত্র আসনে উপবিশ্য মনঃ একাগ্রং (বিক্লেপ
রহিতং) কৃৎস্না যত চিত্ত ইন্দ্রিয় ক্রিয়ঃ (চিত্তক ইন্দ্রিয়াণি চ চিত্তেন্দ্রিয়ানি তেষাং
ক্রিয়া যত সংযত যস্ত সং) আত্মবিশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণস্ত শুদ্ধয়র্থে)
যোগঃ যুগ্মাৎ (অভ্যাসে) ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

প্রতিশব্দ ।—পরিশুদ্ধ স্থানে আপনার অচঞ্চল অনতিউচ্চ অনতিনীচ
কুশ বাঘাদিচর্ম্ম মৃদুবস্ত্র ক্রম পাতিত আসন স্থাপন করিয়া, সেই আসনে
উপবেশন করিয়া মন বিক্লেপ রহিত করিয়া সংযত চিত্ত ইন্দ্রিয়ও তৎকার্য্য
পুরুষ অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১১ । ১২ ॥

ব্যাখ্যা ।—পরিশুদ্ধ প্রদেশে প্রথমে কুশ, তদুপরি বাঘাদি চর্ম্ম
এবং তদুপরি মৃদুবস্ত্র পাতিত করিয়া অনতি উচ্চ ও অনতি নীচ নিশ্চল

আসন স্থাপিত করিবে । অদনন্তর চিত্ত ইন্দ্রিয় ও তাহার কার্য সম্বন্ধকারী সাধক সেই আসনে সমুপবিষ্ট হইয়া এবং মনকে বিক্ষেপ শূন্য করিয়া, অন্তঃকরণ শুদ্ধি লাভ করিবার নিমিত্ত, যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১১ । ১২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অপেদানীঃ যোগঃ যুজীত আসনাং বিহারাদিনাং যোগসাধনভেন নিয়মো বক্তব্যঃ, প্রাপ্তযোগস্য লক্ষণং তৎফলাদি চেত্যত আরভ্যতে, তত্রাসনমেব তাৎ প্রথমমুচ্যতে উচ্যাবিত্তি । শুচৌ শুদ্ধে বিবিক্তে স্বভাবতঃ সংস্কারতো বা দেশে স্থানে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমচলনমাসনং আসনং নাত্যচ্ছিত্তং নাতীবোচ্ছিত্তং নাপ্যতিনীচম্, তচ্চ চেলাজিনকুশোত্তরং চেলমজিনং কুশাচ্চ উত্তরে যশ্মিন্নাসনে তদাসনং চেলাজিনকুশোত্তরম্ । পাঠক্রমাৎ বিপরিতোত্তর অমুক্রমশ্চেলাদীনাম্ । প্রতিষ্ঠাপ্য কিং? তত্রৈতি । তত্র অশ্মিন্নাসনে উপবিষ্ট যোগঃ যুজ্যাত, কথং? সৰ্ব্ববিষয়েভ্য উপসংহৃত্যোকাগ্রঃ মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ চিত্তক ইন্দ্রিয়ানি চ চিত্তেন্দ্রিয়ানি তেবাং ক্রিয়া সংযত্যা যস্য স যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ, স কিমর্থঃ যোগঃ যুজ্যাদিত্যাগ্ন্যবিস্তৃত্যে অন্তঃকরণস্য শুদ্ধার্থ মিহোক্তং ॥ ১১ । ১২ ॥

আনন্দগিরি ।—যোগঃ যোগাঙ্গানি চোপদিষ্টোত্তরসন্দর্ভস্য তাৎপর্য্যমাহ অর্থৈতি যোগব্রহ্মপতিপয়তদঙ্গপ্রদর্শনানন্তর্য্যমথশকার্থঃ বিহারাদীনামিত্যাदिশঙ্কেন যথোক্তাসনাদি গতাবাস্তরভেদগ্রহণং তৎফলাদি চেত্যাदिশঙ্কেন যোগফলং সম্যগ্জ্ঞানঞ্চ তৎফলং কৈবল্যং ততো লুপ্তসাত্তিকাবিনষ্টত্বমিত্যাदि গৃহ্যতে । এবংসমুদায়তাৎপর্য্যে দর্শিতে কিমাসীনঃ শয়নন্তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ কুর্ষন্ বা যুজীতেতাপেক্ষায়ামনন্তরল্লোকতাৎপর্য্যমাহ তত্রৈতি (নির্দারণে সপ্তমী) । প্রথমং যোগাহুষ্ঠানস্য প্রধানমাসীনঃ সম্ভাবাদি আয়াদিত্তি যাবৎ । বিবিক্তভ্যং দ্বৈধা বিভক্তভ্যে স্বভাবত ইতি । আসনস্যাপ্যৈষ্যে তত্রোপবিষ্ট যোগমহুতিষ্ঠতঃ সমাধানাযোগাৎ যোগাসিক্ষিত্ত্বাভিসম্পাদ্য বিশিনষ্টি অচলনমিত্তি । আস্যতেহশ্মিন্নিত্তি ব্যপ্তিমহুপ্রিত্যাহ আসনমিত্তি । আয়ন ইতি পরকীয়াসনবাদ্যসার্থঃ পতনভয়পরিহারার্থং নাত্যচ্ছিত্ত্যন্তম্, নাপ্যতিনীচমিত্তি ভূতলপায়াগাদিসংশ্লেষে বাতকোভায়ায়ানাদিসম্ভাবিত্ত্বেন্দ্রিয়নিরাসার্থম্ চেলং বহুমজিনং চর্ম পশুনাম্, তচ্চ যুগস্য কুশা দর্ভাস্তে চোত্তরে যশ্মিন্ পৃষিষ্টাদারভ্য তত্তথোক্তম্ । প্রথমং চেলং ততোহজিনং ততশ্চ কুশা ইতি প্রতিপন্নক্রমাপাতিকং ক্রমমতিক্রমাদ্যৌ কুশান্ততোহজিনং ততশ্চেলমিত্তি ত্রয়ং বিবিক্তিহাহ বিপরিতো-হত্রেতি । যথোক্তমাসনং সম্পাদ্য কিং কর্তব্যমিত্তি প্রশ্নপূর্ব্বকং কর্তব্যং তন্নির্দিশতি প্রতিষ্ঠাপ্যেতি । যোগঃ যুজ্যানস্যেতি কর্তব্যতাকলাপং পৃচ্ছতি কথমিত্তি । সৰ্ব্বৈভ্যো নিষয়েভ্যঃ, সকাশাৎ প্রত্যাহৃত্য মনসো বদৈক্যম্নেহ ধ্যোয়ে বিষয়ে সমাধানং, যচ্ছিত্তেন্দ্রিয়াকাং বাহুক্রিয়ানাং সংযমনং তৎফলং কৃত্বা যোগমহুতিষ্ঠেদিত্যাহ সৰ্ব্বৈতি ।

আসনে যথোক্তে স্থিত্বা যথোক্তরা রীত্যা যোগানুষ্ঠানস্য প্রসঙ্গপূর্বকং কলমাহ স কিমর্থ-
মিত্যাदिना ॥ ১১ । ১ ॥

রামানুজ :—**গুচাবিতি ।** শুচৌ দেশে অগুচিভিঃ পুরুষৈরনধিষ্ঠিতেহপরি
গৃহীতে চাচিৎসুভিরস্পৃষ্টে চ পবিত্রভূতে দেশে দার্কাদিনির্মিতং নাত্যচ্ছিতং নাতিনী-
চং কুশাজিনচেলোত্তরমাসনং প্রতিষ্ঠাপ্য । তত্রৈতি । তস্মিন্ মনঃপ্রসাদকরে সেবাশ্রয়ে
উপবিষ্টব্যাকুলমেকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ সর্কীয়ানোপসংহতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়
আত্মবিশুদ্ধয়ে বন্ধবিমুক্তয়ে যোগঃ যুজ্যাং আত্মবলোকনং কুবরীত ॥ ১১ ১২ ॥

হনুমান্ ।—অথেনাদনীং যোগগুণানস্যাহারাদীনীং যোগসাধনত্বেন নিয়মৌ বক্তব্যঃ
প্রাপ্তযোগস্য লক্ষণং কলঙ্কেত্যাদিবক্তব্যমিত্যেতদারভ্যতে, তত্রাসনমেব তাবৎ প্রথম-
মুচ্যতে গুচাবিতি । শুচৌ বিবিক্তে স্বভাবতঃ সংস্কারতো বা দেশে স্থানে প্রতিষ্ঠাপ্য
স্থিরমচলমায়নং আসনং নাত্যচ্ছিতং নাতিনীচং তচ্চ চেলাজিনকুশোত্তরং চেলমজিনং
কুশাশ্চোত্তরা যস্মিন্নাসনে তদাসনং চেলাজিনকুশোত্তরং বিপরীতক্রমঃ । চেলাজিনকুশোত্তরং
প্রতিষ্ঠাপ্য কিং ? তত্রৈতি । তস্মিন আসনে উপবিষ্ট যোগঃ যুজ্যাং, কথং ? সর্বং বিষয়েভ্যঃ
উপসংহত্যা একাগ্রং মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ, স কিমর্থং যোগঃ যুজ্যাদিত্যত আহ
আত্মবিশুদ্ধয়ে অন্তঃকরণস্য বিশুদ্ধ্যর্থমিত্যেতদাহ্যমাসনমুক্তম্ ॥ ১১ । ১২ ॥

শ্রীধর ।—আসননিয়মঃ দর্শয়ন্বাহ গুচাবিতি দ্বাভ্যাম্ । শুদ্ধে স্থানে আত্মনঃ
স্বসাসনং স্থাপয়িত্বা, কীদৃশং ? স্থিরমচলমায়নং নাত্যচ্ছিতং ন চাতিনীচং চৈলং বস্ত্রং
অজিনং ব্যাভ্রাদিচর্ম চেলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে বস্ত্র, কুশানামুপরি চর্ম তত্শুপরি
বস্ত্রমাত্তীর্ঘ্যেত্যর্থঃ । তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিষ্ট একাগ্রং বিক্ষেপবহিতং মনঃ কৃৎস্না যোগঃ
যজ্ঞাদভ্যাসেৎ । যত্র সংযত চিত্তস্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া যস্য, আত্মনো সনসো বিশুদ্ধয়ে
উপশান্তয়ে ॥ ১১ । ১২ ॥

বলদেব ।—আসনমাহ গুচাবিতি দ্বাভ্যাম্ । শুচৌ স্বতঃ সংস্কারতঃ শুদ্ধে
গঙ্গাতটগিরিশুহাদৌ দেশে স্থিরং নিশ্চলম্, নাত্যচ্ছিতং নাত্যচ্ছম্, নাতিনীচং,
দার্কাদি নির্মিতমাসনং প্রতিষ্ঠাপ্য সংস্থাপ্য চৈলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যত্র তৎ
চৈলং যুগ্মবস্ত্রং অজিনঞ্চ যুগ্মমৃগাদিচর্ম কুশোপরি বস্ত্রমাত্তীর্ঘ্যেত্যর্থঃ । আত্মন ইতি
পরাসনস্য ব্যবস্থয়ে, পরেচ্ছায়া অনিরতত্বেন তত্ত্ব যোগপ্রতিকূলত্বাৎ । তত্রৈতি,
তস্মিন্ প্রতিষ্ঠাপিতে আসনে উপবিষ্ট, ন তু তিষ্ঠন্ শয়নো বেত্যর্থঃ । এবমাহ
সুত্রকারঃ, “আসীনঃ সম্ভবাৎ” ইতি । যত্র নিরুদ্ধাশ্চিন্তাদাক্রিয়া যত্র সং, মন
একাগ্রমব্যাকুলং কৃৎস্না যোগঃ যুজীত সমাধিমভ্যাসেৎ, আত্মনোহন্তঃকরণস্য বিশুদ্ধয়ে,
অতিনৈর্দল্যোন্মোহোন্মোহাণ্যদর্শনযোগ্যতায়ৈ । “দৃগুত্তে ত্র্যগ্রা বুধ্য স্বক্ষয়া স্বক্ষদর্শিভিঃ”
ইতি শ্রবণাৎ ॥ ১১ । ১২ ॥

মধুসূদন ।—তত্রাসননিয়মঃ দর্শয়ন্বাহ দ্বাভ্যাম্ গুচাবিতি । শুচৌ স্বভাবতঃ

সংস্কারভো বা শুদ্ধে জনসমুদায়বহিতে নির্ভয়ে গঙ্গাতটগিরিঙ্হাদৌ দেশে সমস্থানে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরং নিশ্চলং নাত্যুচ্ছিতং নাত্যুচ্ছং নাপ্যতিনীচং চেলাজিনকুশোস্তরং চেলং যুগ-
বহুং অজিনং যুগব্যাঘ্রাদিচর্ম তে কুশেভ্য উত্তরে উপরিতনে বস্তু তদাস্যতেহস্মিন্নিত্যাসনম্
কুশময়বিহরোপরি যুগচর্ম তদুপরি যুগবহুরূপমিত্যর্থঃ । তথাচাহ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ, “স্থিরমুখ
মাসনম্” ইতি । আয়ন ইতি পরাসনব্যাবৃত্যর্থম্ । তথাপি পরেচ্ছায়া নিয়মাব্যাহেন যোগ
বিক্ষেপকরত্বাৎ । এবমাসনং প্রতিষ্ঠাপ্য কিং কুর্যাদিতি তত্রাহ তত্রৈকাগ্রমিতি । তত্র
তদ্ব্যঙ্গাসনে উপবিশ্যৈব ন তু শয়নস্তিষ্ঠন্ বা আসীনঃ সম্ভবাদিতি ত্রায়াং, যতঃ সংযতঃ
উপরতাশ্চিন্ত্যোজ্জিমাণাঞ্চ ক্রিয়া বৃত্তয়া যেন স যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ সন্ যোগঃ সমাধিঃ
যুজ্যাং যুক্তীভ্যাসেৎ । কিমর্থম্ ? আত্মবিশুদ্ধয়ে আত্মনোহস্তকরণশ্চ সৰ্ববিক্ষেপ
শূন্যত্বেনাতিশৃঙ্গতয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারযোগাত্মনৈ, “দৃশ্যতে তদগ্রয়া বুদ্ধ্যা হৃদয়া হৃদ্যদর্শিতিঃ
ইতিশ্রুতেঃ । কিং কৃত্বা যোগমভ্যাসেদिति ? তত্রাহ একাগ্রং রাজসত্যমসব্যুৎখানাখ্য-
প্রাশুভুভূমিঃপরিত্যাগেনৈকবিষয়কথাণাবাহিকাণেকবৃত্তিযুক্তমুদ্রিত [তৎ] মনঃ
কৃত্বা দৃঢ়ভূমিকেন প্রযত্নেন সম্পাদ্য একাগ্রতাপিরুদ্ধার্থং যোগঃ সংপ্রজ্ঞাতসমাধিমভ্যাসেৎ স
চ ব্রহ্মাকারমনোরত্তিপ্রবাহ এব নিদিধ্যাসনাখ্যঃ । তদুক্তম্ “ব্রহ্মাকারমনোরত্তিপ্রবাহোহ-
হংকৃতিং বিনা । সম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ সধ্যানাভ্যাস প্রকর্ষতঃ ॥” ইতি । এতদেবাভিপ্রেত্যা
ধ্যানাভ্যাসপ্রকর্ষং বিদধে ভগবান্ “যোগী যুক্তীত সততম্”, “যুক্ত্যাং যোগমায়াবিশুদ্ধয়ে”,
“যুক্ত আসীত মংপরঃ” ইত্যাদি বচনকৃত্বঃ ॥ ১১ । ১২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—“যোগঃ যুক্তীত” ইত্যুক্তম্ । তং কথমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াঃ তদঙ্গাত্মানা-
দীজ্ঞাত শুচৌ দেশে ইত্যাদিনা । শুচৌ স্বভাবতঃ সংস্কারভো বা পুণ্যে দেশে স্থানে প্রতিষ্ঠাপ্য
স্থিতিঃ কৃত্বা স্থিরং নিশ্চলং; আন্তেহস্মিন্নিত্যাসনং স্থণ্ডিলং, নিশ্চলংমিত্যালেনে যুগ্ময়মেব
স্থণ্ডিলং নতু কাষ্ঠময়ঃ পীঠম্ । আসনমিতি পরাসনব্যাবৃত্যর্থম্, নাত্যুচ্ছিতং নাত্যুচ্ছং,
নাতীনীচং চেলাজিনকুশাঃ উত্তরে উপর্যুপরি যস্য তচ্চেলাজিনকুশোস্তরম্, অজিনাত্তপরি-
চেলং কুশেভ্য উপরি অজিনং স্থণ্ডিলস্যোপরি কুশা ইত্যর্থঃ । প্রতিষ্ঠাপ্য কিং কুর্যাদিতি
তত্রাহ তত্রৈতি । তত্রাসনে পদম্বস্তিকাদান্ততমেনাসনেনোপবিশ্য যতঃ ৬ নিগৃহীতাঃ
চিত্তস্য ক্রিয়াঃ বিষয়ণাং স্মরণানি ইন্দ্রিয়ক্রিয়াস্তেবাং গ্রহণং যেনাসৌ যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ
অতএব মনো বাহ্যাত্তরবিষায়ুপরকৃতয়া একং ধোয়মেব প্রতীকৃত্বঃ অগ্রে যন্ত স্মুরতি
নাত্মং তদেকাগ্রং বৃত্তান্তরানন্তরিতব্রহ্মকাকারবৃত্তিপ্রবাহি কৃত্বা আত্মবিশুদ্ধয়ে চিত্তশুদ্ধার্থং
যোগঃ বৃত্তিপ্রবাহস্তাপি নিরোধঃ যুক্ত্যাং অনুরতিষ্ঠেং চিত্তশ্চ স্থৈর্যতাপাদনে ॥ ১১ । ১২ ॥

“বিশ্বনাথ” ।—উচ্যাবিতি । প্রতিষ্ঠাপ্য স্থাপয়িত্বা । চেলাজিনকুশোস্তরমিতি
কুশাসনোপরি যুগচর্মাসনং, তদুপরি ব্রহ্মাসনং নিধায়ৈত্যর্থঃ । আত্মনোহস্তকরণয়া বিশুদ্ধয়ে
বিক্ষেপশূন্যত্বেনাতিশৃঙ্গতয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারযোগাত্মনৈ । “দৃশ্যতে তদগ্রয়া বুদ্ধ্যা” ইতি
শ্রুতেঃ ॥ ১১ । ১২ ॥

তাৎপর্য্য ।—এক্ষণে দুই শ্লোকে আসনের নিয়ম প্রদর্শিত হইতেছে । প্রথমতঃ স্বভাবতঃ পরিশুদ্ধ অথবা সংস্কার দ্বারা বিশুদ্ধ, গঙ্গাতট বা গিরি-গুহাদি নির্জজন ও ভীতিশূণ্য প্রদেশ বিনির্নয় করা আবশ্যিক । তথায় সমস্থানে নাতি উচ্চ বা নাতি নীচ অচঞ্চল আসন * পাতিত করা বিধেয় । আদৌ কুশ, তছুপরি মৃদু ব্যাভ্রাদি-চর্ম্ম, তছুপরি কোমল বস্ত্রদ্বারা আসন বিনির্মাণ করা সুসঙ্গত । ভগবান্ পতঞ্জলিও আসন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, “স্থিরস্থখ-মাসনম্” (সমাধিপাদ, ১৬ সূত্র) ; অর্থাৎ আসন নিশ্চল ও অনুদেহনীয় হওয়াই বিধিসঙ্গত । এইরূপে আসন প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া, তাহাতে উপবেশন করা আবশ্যিক—তাহাতে শয়ন করিয়া বা অর্দ্ধোপবিষ্ট ভাবে অবস্থান করা বিধেয় নহে । চিত্ত ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সমূহ যিনি সংযম করিয়াছেন, সেই জিত্‌চিন্তাত্মা মহাত্মা যোগাসনে আসীন হইয়া, অন্তঃকরণের বিক্ষেপ-শূন্যতা ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-যোগাতা লাভার্থ যোগাত্যাস করিবেন । রাজস, তামস ও ব্যুত্থান নামধেয় ভূমিত্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনকে ধারাবাহিক রূপে একই বিষয়ে সংলগ্ন করা আবশ্যিক । এইরূপ একাগ্রতাবুদ্ধির নিমিত্ত প্রযত্ন সহকারে সংপ্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাস করিবে । তাহা হইলেই নিদিধ্যাসন দ্বারা মনোবৃত্তিপ্রবাহ ব্রহ্মাকার প্রাপ্ত হইবে ॥ ১১ । ১২ ॥

* আসন ।—আস্ বাতুর অর্থ উপবেশন । • আস্ বাতুর অধিকরণ অর্থে অনটু প্রত্যয় করিলে ‘আসন’ শব্দ নিম্পন্ন হয় । তাহা হইলে ‘আসন’ শব্দের অর্থ হইল—বাহাতে বা যাহাকে অধিকার পূর্ব্বক উপবেশন করা যায় । আসন শব্দের এইরূপ অর্থে প্রায়শঃ কশলাসন, কুশাসন, মৃগচর্ম্মাসন প্রভৃতিকেই বুঝায় ; পরন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আমরা প্রতিনিয়ত যে কোনরূপ অঙ্গ-সন্নিবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করি, তাহার প্রত্যেকটিই এক একটি আসন । কারণ, আমরা তাহাকে অধিকার পূর্ব্বক অবস্থান করি । যোগশাস্ত্র এইরূপ বিবিধ অঙ্গ-সন্নিবেশকেই আসন শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন । পরন্তু যেরূপ অঙ্গ-সন্নিবেশ করিলে শরীর স্থির হয় ও সুখ অনুভব করা যায়, সেইরূপ আসনই প্রকৃত আসন বা সেইরূপ আসনই যোগসংসিদ্ধির দায়করূপ । শরীর ও মন স্থির না হইলে চিন্তবৃত্তির নিরোধ করিতে বা যোগী হইতে পারা যায় না । এই যোগ-শাস্ত্র-বিহিত আসন সমূহের প্রধান ফল শরীরের (চিত্তবিক্ষেপ রূপ) রোগ-শূন্যতা এবং অঙ্গের লঘুতা (শারীরিক গুরুতাক্রূপ তমোধর্ম্মনাশকত্ব) । হঠযোগপ্রদীপিকায অভিজিত আছে যে, “হঠাৎ প্রথমাজ্ঞাদাসনং পূর্ব্বমুচ্যতে । কুর্ঘ্যাৎ তদাসনম্বেখ্যাত্মারোগ্য ঞ্জালাঘবম্ ॥১৭॥ (প্রথম উপদেশ) । সর্ব্ববিধ শাস্ত্রই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, এই আসন-সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিলে প্রাণায়াম অনুষ্ঠিত হইতেই পারে না । দৈহিক অস্থিরাবস্থায়, প্রাণায়াম অনুষ্ঠিত হইলে অস্বাভাবিক বায়ুরোধ জনিত বহুবিধ (শ্বাস-কাশাদি) পীড়া সঞ্চার হইতে পারে । আসনের অসুখোৎপত্তির বিষয় বিবিধ যোগশাস্ত্রে বিবিধরূপে বর্ণিত আছে । যথা,—

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরং ।

সম্প্রেক্ষ্য নাসিগ্ৰাং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ ক্রচ্চারিত্রতে স্থিতঃ ।

মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৩। ১৪ ॥

অর্থঃ ।—কায়শিরোগ্রীবং (কায়ঃ শরীরমধ্যং, শিরঃ মস্তকঞ্চ, গ্রীবা কণ্ঠদেশশ্চ) সমং (অবক্রম্য) অচলং (নিশ্চলম্) ধারয়ন্ (অঙ্গমেজয়-
ত্বাভাবং সম্পাদয়ন্) স্থিরঃ (দৃঢ়প্রযত্ন ভূত্বা) স্বং নাসিগ্ৰাং
সম্প্রেক্ষ্য দিশঃ চ অনবলোকয়ন্ (অপশ্যন্) প্রশান্তাত্মা (দোষ-
রহিতান্তঃকরণঃ) বিগতভীঃ (আশঙ্কাধরিণী) ক্রচ্চারিত্রতে
(ক্রচ্চার্য্যে) স্থিতঃ মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তঃ (ক্রচ্চাণি ন্যস্তমনাঃ)
মৎপরঃ (বাহুদেবঃ পুরুষার্থো যন্ত সঃ) যুক্তঃ (সমাহিতঃ) আসীত
(উপবেশেৎ) ॥ ১৩। ১৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—দেহমস্তকগ্রীবা সরল নিশ্চল ধারণ-করিয়া দৃঢ়প্রযত্ন-
সহকারে আপনার নাসাগ্র দেখিতে-দেখিতে এবং দিক্‌সমূহ না দেখিয়া
নির্দোষহৃদয় ভীতিশূন্য ক্রচ্চার্য্যে রত-থাকিয়া মন সংযম করিয়া মদগত-
চিত্ত, মদেকনিষ্ঠ সমাহি হইয়া উপবেশন-করিবেন ॥ ১৩। ১৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—দেহ, মস্তক ও গ্রীবা সরল ও নিষ্পন্দরূপে স্থির রাখিয়া,
এবং অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল স্বকীয় নাসাগ্রভাগে
দৃষ্টি সংযত করিবেন । এইরূপে স্থিরচিত্ত সর্বশঙ্কাসূন্য ক্রচ্চার্য্য-পরায়ণ
এবং মদগতচিত্ত হইয়া ও আমাকেই সর্বপুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া সমাধি-
যুক্তভাবে উপবেশন করিবেন ॥ ১৩। ১৪ ॥

“আসনানি চ তাবন্তি যাবন্তো জীবজন্তবঃ । এতেষামখিলান্ ভেদান্ বিজানাতি মহেশ্বরঃ ॥ ৬ ॥
চতুরশীতিলক্ষাণামেকেকং সমুদ্রাহতম্ । ততঃ শীর্ষেণ পীঠানাং ষোড়শোদশং শতং কৃতম্ ॥ ৭ ॥
(গোরক্ষসংহিতা, প্রথমঃশ) । “চতুরশীতাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ ॥ ১০ ॥ (শিবসংহিতা,
তৃতীয় পটল) । ধেরণ্ড উবাচ ।—“আসনানি সমস্তানি যাবন্তো জীবজন্তবঃ । চতুরশীতিলক্ষাণি
শিবেন কথিতং পুরা ॥ ১ ॥ তেবাং মধ্যে বিশিষ্টানি ষোড়শোদশং শতং কৃতম্ । তেবাং মধ্যে
মর্ত্যালোকে দ্বাত্রিংশদাসনং শুভম্ ॥ ২ ॥ (ধেরণ্ডসংহিতা, দ্বিতীয় উপদেশ) । “বিশিষ্টাষ্টৈশ্চ

শঙ্করাচার্য্য । — বাহ্যসাধনমানসমুক্তম্, অধুনা শরীরস্ত ধারণং কথমং ইত্যাচ্যতে সমমিতি । সমঃ কারশিরোগ্রীবং কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কারশিরোগ্রীবং তৎ সমং ধারয়ন্ অচঞ্চল সমঃ ধারয়তচ্চলনং ন সম্ভবত্যাতো বিশিনষ্টি অচলমিতি, স্থিরঃ স্থিরো ভূত্বৈত্যর্থঃ । স্বং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষণং দর্শনং কৃৎস্নবেতীবশকো লুপ্তো দ্রষ্টব্যঃ, ন হি স্বনাসিকাগ্র-সম্প্রেক্ষণমিহ বিধিসিদ্ধম্, কিং তহি চক্ষুষোদৃষ্টিসন্নিপাতঃ, স চাস্তঃকরণসমাধানাপেক্ষো বিবক্ষিতঃ স্বনাসিকাগ্রসম্প্রেক্ষণমেব চেদ্বিবক্ষিতং মনস্তত্ত্বৈব সমাধীয়েত নান্মনি, আত্মনি হি মনসঃ সমাধানং বক্ষ্যতি, “আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা” ইতি, তন্মাদিবশকলোপেনাক্ষোদৃষ্টি-সন্নিপাত এব সম্প্রেক্ষ্যেত্যাচ্যতে দিশ্চানবলোকয়ন্ দিশাঞ্চাবলোকনমকুর্ক্সিত্যেবমন্তর্য্য কুর্ক্সিত্যেতৎ । কিঞ্চ প্রশান্তেতি । প্রশান্তাত্মা প্রকর্ষণে শান্ত আত্মাস্তঃকরণং যস্য সৌহর্যং প্রশান্তাত্মা বিগতভীবিগতভয়ঃ ব্রহ্মচারিত্রতে স্থিতঃ ব্রহ্মচারিণো ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং শুক্লশ্রাব-ভিক্তাক্তাদি তস্মিন্ স্থিতস্তদমুষ্ঠাতা ভবেদিত্যর্থঃ । কিঞ্চ মনঃ সংযম্য মনসো বৃত্তিরূপসংকতোত্যেতৎ, মচ্ছিত্তো ময়ি পরমেশ্বরে চিত্তং যস্য সৌহর্যং মচ্ছিত্তো যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ আসীতোপবিশেৎ, মৎপরেহহং পরো যস্ত সৌহর্যং মৎপরে, ভবতি কশ্চিৎ রাগী জীচিহ্নো ন তু দ্বিয়মেব পরঞ্চে ন গৃহাতিঃ কিং তহি রাজানং মহাদেবং বা, অয়স্ত মচ্ছিত্তো মৎপরে ॥ ১৩ । ১৪ ॥

আনন্দগিরি । — উক্তমনুষ্ঠানস্তরলোকস্তাপুনক্কৃতমর্থমাহ বাহ্যেতি । সমত্মমুখ্যং কায়ঃ শরীরমধ্যম্ । অচলমিতি বিশেষণমবত্যা তস্য তাৎপর্য্যমাহ সমমিতি । কার্য্যকরণয়ো-র্কিষয়পারবশ্চশ্রুতমচলত্বং হৈত্ব্যম্ । কিমিতীবশকলোপোহত্র কল্যাতে, স্বনাসিকাগ্রসম্প্রেক্ষণ-মেব যোগাঙ্গত্বেনাত্র বিধিসিদ্ধং কিং ন স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন ইতি ॥ তহি কিমত্র বিবক্ষিত-মিতি প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ কিং তহীতি । দৃষ্টিসন্নিপাতো দৃষ্টেশ্চক্ষুষো রূপাদিবিষয়প্রবৃত্তিরা-হিত্যম্ । কথমসাবন্যাসেন সিধ্যতি তত্রাহ সচেতি । সমাধানস্ত প্রাধান্তেনাত্র বিবক্ষিতত্বা-দৃষ্টের্বহির্কিষয়ঞ্চে ন তত্ত্বগ্রসঙ্গাৎ তস্তাবিষয়েভ্যো ব্যাবৃত্ত্যান্তরে চ সন্নিপাতো বিবক্ষিতো ভবতীত্যর্থঃ । তথাপি কথং স্বনাসিকাগ্রসম্প্রেক্ষণমত্রঃ প্রথমবিবক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ স্বনাসিকেতি । তত্রৈব মনঃসমাধানে কা হানিরিত্যাশঙ্ক্য বাক্যশেষবিরোধাত্মৈবমিত্যাহ আত্মনি ইতি । কিং তহি সম্প্রেক্ষ্যেত্যাদৌ বিবক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ তন্মাদিতি । দক্ষিণো-

মুনিভিঃ মৎস্তেন্দ্রোদৈশ্চ যোগিভিঃ । অঙ্গীকৃতান্তাসনানি কথ্যস্তে কানিচিহ্নয়া ॥ ৮ ॥” অস্ত টীকারামণি, “অঙ্গীকৃতানি চতুরঙ্গীত্যাসনানি । তন্মধ্যে কানিচিৎ শ্রেষ্ঠানি ময়া কথ্যস্তে * * * ॥ (হঠযোগপ্রদীপিকা, প্রথম উপদেশ) । উপরি উল্লিখিত শাস্ত্রীয় বাক্যাগুলি বিচার করিলে দেখা যায় যে, সকল আসনগুলি কেহই বর্ণনা করিতে পারেন না । একমাত্র শঙ্করই তাহা জানেন । শাস্ত্রকারগণ চুরাশি লক্ষ (৫৪০০০০০) পর্যন্ত আসনের সম্বন্ধা নিরূপণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে চুরাশিটি (৮৪) আসনই শ্রেষ্ঠকল্পরূপে সকলেই নির্দেশ করিয়াছেন । পরন্তু শ্রেষ্ঠতম কল্পে দুইটি বা চারিটি আসনের অধিক প্রায় কেহই বর্ণনা করেন নাই । এস্থলে

চক্ষুবোধা দৃষ্টিস্তম্ভা বাগদ্বিষয়দৈবদ্ব্যর্থোন্মানন্তবেব সন্নিপতনমত্র স্বকীয়ং নাসিকাগ্রং
নাসিকাস্তং সস্ত্রেক্ষ্যেতি বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ । তত্রৈবোদ্রবমপি বিশেষণমণ্ডুলমিত্যাহ
দিশশ্চেতি । অনবলোকয়ন্নাসীদিত্যন্তবত সঙ্কঃ, অথবা দিশামবলোকনমপি বোগ
পাণ্ডবককর্মিণ্ড ৩৩পাণ্ডবমণঃ । বাগং সৃজ্ঞানসা বিশেষণান্তবাণি দশয়তি কিক্ষেতি ।
অথঃকবণস্ত প্রাণান্তিঃ বাগদেবাদিদোষবাহিত্যং তস্তাশ্চ প্রকর্ষে বাগাদিহেতোবপি নিবৃত্তিঃ,
বিগতভয়ত্বং সর্বকর্মপরিহায়ে শাস্ত্রায়ানশ্চয়বশ্যাসিন্দুর্ভুক্তত্বম্, ভিক্ষাভুক্তাদীত্যাदि-
শব্দেন ত্রিষবণমানশৌচাচমনাদি গৃহ্যতে । বিশেষণান্তবমাহ কিক্ষেতি । উপসংহত্য
যোগনিষ্ঠো ভবেদ্যতঃ শেষঃ । মনোরুত্য়পসংহারে ধ্যানমপি ন সিধ্যৎ তস্ত তদ্বৃত্ত্যাবৃত্তি-
রূপত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাত মচ্চিৎ হতি । বিদ্যাস্তববিষয়মনোরুত্য়পসংহারেণাগ্নেয় তন্নয়মনায়
ধ্যানানুপত্তিবিত্যর্থঃ । মচ্চিৎত্বেনৈব মৎপবত্বসিদ্ধত্বাৎ মৎপব হতি পৃথক্ বিশেষণ-
মনর্থকমিত্যাশঙ্ক্যাহ ভবতীতি । অন্তঃকবণস্তক্ষিণাগন্তবাস্তবফলম্ ॥ ১৩ । ১৪ ॥

রামানুজ ।—সমর্মিণ্ড । কাশ্মিণিবোগ্রীবং সমর্মচলং সমাশ্রণতয়া স্থিৎ ধাবয়ন্
দিশশ্চানবলোকয়ন স্বং নাসিকাগ্রং সস্ত্রেক্ষ্য । প্রাণান্ত্যেতি । প্রাণান্ত্যাত্তন্তনিবৃত্তিমনাঃ
বিগতভীঃ, ব্রহ্মচর্য্যযুক্তো মনঃ সংযম্য মচ্চিৎবে যুক্তঃ অবহিতায়া মৎপব আসীত মামেব
চিন্তয়ন্নাসীত ॥ ১৩ । ১৪ ॥

হনুমান্ ।—অধুনা শব্দবধাবণমুচ্যতে সমং কাশ্মিণিবোগ্রীবমিতি । কাশ্মিণি শিবশ্চ
গ্রীবা চ কাশ্মিণিবোগ্রীবম্, কাশ্মিণিবোগ্রীবং সমং ধারয়ন, অচলং সমং ধাবয়তোহপি চলনং
ভবতীত্যতো বশিনষ্টি অচলমিতি ; স্থিরঃ স্থিবে ভূত্বোত্যর্থঃ । সস্ত্রেক্ষ্য সন্যক্ প্রেক্ষণং
দর্শনং কৃত্তেবেতি হবশব্দো লুপ্ত দৃষ্টবাঃ, স্বনাসিকাগ্রসস্ত্রেক্ষণমিৎ ন বিধীয়তে, কিং তর্হি
চক্ষুষোদৃষ্টিসন্নিপাতঃ, স চাস্তঃকবণসমাধানাপেক্ষো বিবাক্ততঃ, সস্ত্রেক্ষণমেব চেহ বিব-
ক্ষিতম্, তচ্চ মনস্তত্রৈব সমাধাযত, আত্মান তি মনঃ সমাধানং বক্ষত “আত্মসংস্থং
মনঃ কৃত্বা” ইতি, তস্মাদিবলোকাগোপনেনোদ্রবীপাতি এব সস্ত্রেক্ষ্যত্যাচাতে, স্বয়ং দিশ-
শ্চানবলোকয়ন স্বয়ং দিশাঞ্চাবলোকনমকুর্কর্মিত্যতঃ । প্রাণান্তেতি । প্রাণান্তায়া
বিগতভীঃ বিগতভয়ঃ, ব্রহ্মচাৰ্য্যত্রেতে ত্রিতঃ ব্রহ্মচাৰ্য্যং ত্রতং ব্রহ্মচর্য্যং শুকন্তঃশরণভিক্ষা-
ভুক্তাদি, তস্মিন্ স্তবঃ তদবৃত্তাতা ভবেদিত্যর্থঃ । কিক্ষ মনঃ সংযম্য মনসো বৃত্তিমুপসংহত্য

আসন সঙ্কীয় বৈদিক ব্যাবস্থা বিস্মৃতকূপে সমুদ্রূত হইয়াছে । যথা ;—“ভ্রমাসেনে প্রাশ-
সিতবাম্ ।” (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, শিক্ষাধায়, প্রথম ব্রহ্মী, ১১ অনুবাক্, ৩ শ্রুতি) । “নিঃশব্দং
দেশমাস্তায় তত্রাসনমবস্থিতঃ ॥” (কৃষিকো উপনিষৎ ১ শ্রুতি) । “যদা তু ধ্যায়তে মন্ত্রং
গাত্রকম্পোহভিজায়তে । আসনং পদ্মকং বজ্রা যচ্ছদ্যপি বোচতে ॥ কুর্য্যাসাগ্রদৃষ্টিং হস্তৌ
পাদৌ চ সংযতৌ ॥” (১—২ শ্রুতি, যোগাশ্রমোপনিষৎ) । “ভূতাদিকং শোবয়েদ্যরপূজাং
কৃত্বা পদ্মাসনস্থঃ প্রসন্নঃ ।” (বামপূর্বাঙ্গোপনিষৎ, ৮৫ শ্রুতি) । “পদ্মকং স্বস্তিকং
বার্পি ভদ্রাসনমখাপি বা । বজ্রা যোগাসনং সম্যগুত্তর্য্যভিমুখঃ স্থিতঃ ॥” (অমৃতাবলু উপনিষৎ,

মচ্ছিত্তো ময়ি পরমেশ্বরে চিত্তং যন্ত সোহয়ং মচ্ছিত্তঃ যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ আসীত উপবিশেৎ
আত্মনঃ পরঃ কচ্ছিতং রাগী ক্রীচিভোহপি ন ক্রীয়মেব পরশ্চেন গৃহ্নাতি, কিং তর্হি রাজানং
মহাদেবম্, অয়ন্ত মচ্ছিত্তো মৎপরশ্চ ॥ ১৩। ১৪ ॥

ত্রীধর ।—চিহ্নৈকাগ্রোপযোগিনীং দেহাদি ধারণাং দর্শয়ন্তীহ সমমিতি দ্ব্যভ্যাসম্ ।
কায় ইতি দেহস্ত মধ্যভাগো বিবক্ষিতঃ, কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবাং মূলধারা-
দারভ্য মূর্দ্ধাগ্রপর্য্যন্তং সমমবক্রং নিশ্চল ধারয়ন্ স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্ব্যং নাসিকাগ্রং
সম্প্রেক্ষ্য চার্কনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ, ইত্যন্ততো দিশ্চানবলোকয়ন্তীত্যন্তরেণায়মঃ ।
প্রশান্তেতি । প্রশান্ত আত্মা চিত্তং যন্ত বিগতা ভীতয়ং যন্ত ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্যো স্থিতঃ
সন্ মনঃ সংযম্য প্রত্যাহত্য মযোব চিত্তং যন্ত, অহমেব পরঃ পুরুষার্থো যন্ত স মৎপরঃ এবং
যুক্তো ভূত্ব্য তিষ্ঠেৎ ॥ ১৩। ১৪ ॥

বলদেব ।—আসনে তস্মিন্নুপবিষ্টস্ত শরীরধারণবিধিমাং সমমিতি । কায়ো
দেহমধ্যভাগঃ (কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ তেষাং সমাহারঃ প্রাণাঙ্গস্থ্যং) সমমবক্রং
অচলমকম্পং ধারয়ন্ কূর্কন্, স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্ব্য নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য সংপশ্চন্ মনো-
লয়বিক্ষেপনিবৃত্তয়ে ক্রমধ্যদৃষ্টিঃ সন্নিত্যর্থঃ । অন্তরাস্তরা দিশ্চানবলোকয়ন্ । এবভূতঃ
সন্নাসীতেত্যন্তরেণ সম্বন্ধঃ । প্রশান্তেতি । প্রশান্তাত্মা অক্ষুন্নমনাঃ, বিগতভীনির্ভয়ঃ,
ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্যো স্থিতঃ, মনঃ সংযম্য বিষয়েভাঃ প্রত্যাহত্য, মচ্ছিত্তঃ চতুর্ভূজং
সুন্দরাসং মাং চিস্তয়ন্, মৎপরো মদেকপুরুষার্থঃ যুক্তো যোগী ॥ ১৩। ১৪ ॥

মধুসূদন ।—তদর্থং বাহ্যমাসনযুক্তাধুনা তত্র কথং শরীরধারণম্ ? ইত্যুচ্যতে সম-
মিতি । কায়ঃ শরীরমধ্যম্, স চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবাং মূলধারাদারভ্য মূর্দ্ধান্ত-
পর্য্যন্তং সমমবক্রং অচলমকম্পং ধারয়ন্তেকতস্ত্বাত্মাসেন বিক্ষেপসহভাবাস্থমেজয়ত্বাভাবং সম্পা-
দয়ন্ স্থিরঃ দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্ব্য কিঞ্চ স্বং স্বীয়ং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য লয়বিক্ষেপরাহিত্যায়
বিষয়প্রবৃত্তিরহিতোহর্কনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ । দিশ্চানবলোকয়ন্ অন্তরাস্তরা দিশ্চানব-
লোকনমকূর্কন্ যোগপ্রতিবন্ধকস্থ্যং । তন্ত এবভূতঃ সন্ আসীতেত্যন্তরেণ সম্বন্ধঃ । কিঞ্চ
প্রশান্তেতি । নিদাননিবৃত্তিক্রমেণ প্রকর্ষণে শাস্তঃ রাগাদিদোষরহিত আত্মাস্তঃকরণং
যন্ত সঃ প্রশান্তাত্মা শাস্ত্রীয়নিশ্চয়দাঢ্যাদ্বিগতা ভীঃ সর্ককর্ম্মপরিত্যাগেন যুক্তত্ব্যযুক্তত্ব-

১৮ শ্রুতি) । কূর্কবৎ পাণিপাদাভ্যাং শিরস্তাত্মনি ধারয়েৎ । এবং সর্কেষু ধারেষু বায়ুং পূরত
পূরত ॥* (যোগতত্ত্বোপনিষৎ, ২২ শ্রুতি, দীপিকা দ্রষ্টব্য) । পূর্কোক্তরূপ আসন বিষয়ে শ্রুতি-
সম্মত ভূরি ভূরি প্রমাণং দেখিতে পাওয়া যায় । শিবসংহিতা প্রভৃতিতেও আছে । এখন দেখা
যাউক, কোন্ গ্রন্থ আসনের কিরূপ ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন । অথ আসনানাং ত্রেদাঃ ।
সিদ্ধং পদ্মং তথা ভদ্রং যুক্তং বজ্রঞ্চ স্বস্তিকম্ । সিংহঞ্চ গোমুখং বীরং ধনুর্ভাসনমেব চ ॥ যুতং
শুগুণং তথা মাংস্তং মংস্ত্রাস্ত্রাসনমেব চ । গোরঞ্চ পশ্চিমোস্তানং উৎকটং সঙ্কটং তথা ॥ ময়ূরং,
কুকুটং কূর্কং তথা চোস্তানকূর্কম্ । উত্তানমণ্ডু কং বৃকং মণ্ডু কং গরুড়ং বুধম্ । সলভং মকরুং
উষ্ট্রং ভূজঞ্চ যোগাসনম্ । ষাষ্টিশদাসানানি তু মর্ত্যালোকে চ সিদ্ধিদম্ ॥* (৩—৬ ধেরাওসংহিতা,

শঙ্কা যন্ত স বিগতভীঃ ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্যো গুরুশ্রমাদিভিক্কাভোজনাদৌ স্থিতঃ সনু,
মনঃ সংযম্য বিষয়াকারবৃত্তিশূন্তং কৃৎস্না ময়ি পরমেশ্বরে প্রত্যক্চিতি সত্ত্বগে নিষ্ঠুগে বা
চিত্তং যন্ত স মচ্ছিত্তো মদ্বিষয়কধারাবাহিকচিত্তবৃত্তিমানু, পুত্রাদৌ প্রিয়ে চিন্তনীয়ে সতি
কথমেবং জ্ঞাৎ ? অত আহ মৎপরঃ, অহমেব পরমানন্দরূপত্বাৎ পরঃ পুরুষার্থঃ প্রিয়ো যন্ত স
তথা । “তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্তস্মাৎ সৰ্বস্মাদন্তরতরো যদয়মাশ্রা”
ইতি শ্রুতেঃ । এবং বিষয়াকারসৰ্ববৃত্তিনিরোধেন ভগবদেকাকারচিত্তবৃত্তিযুক্তঃ সম্প্রজ্ঞাত-
সমাধিস্থানাসীতোপবিশেষদ্ব্যধাশক্তি ন তু স্বেচ্ছয়া ব্যাতিষ্ঠেদিত্যর্থঃ । “ভবতি কচ্চিদ্রাগী
ক্লীচিত্তো নৃত্ত জ্বিয়মেব পরমেনারাধ্যত্বেন গৃহ্নাতি, কিং তহি রাজানং বা দেবং বা, অয়ন্ত
মচ্ছিত্তো মৎপরশ্চ” সৰ্ব্বারাধ্যত্বেন মামেব মত্তত ইতিভাষ্যকৃতাং ব্যাখ্যা । ব্যাখ্যাতৃত্বেহপি মে
নাত্র ভাষ্যকারণে তুল্যতা । গুঞ্জায়াঃ কিমু হেমৈকতুল্যারোহেহপি তুল্যতা ॥ ১৩ । ১৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—আসনে উপবিষ্টেভ্যুক্তং তৎকথম্ ? ইত্যত আহ সমমিতি । কায়ঃ
শরীরমধ্যং শিরঃ গ্রীবা চ কারশিরোগ্রীবাং সমং মূলাধারমারভ্য মুৰ্দ্ধাস্তমবক্রং অচলং
নিষ্কম্পং ধারয়ন্ স্থিরো ভূত্বা সশ্লোক্য নাসিকাগ্রং স্বমিতি নাসিকাগ্রাবেক্ষণং ন বিধীয়তে,
কিন্তু নিম্নীলনে লম্বভয়ং উন্নীলনে বিক্ষেপভয়মতো দিশোহপি জ্বাদিবিক্ষেপকবিষয়দর্শন-
ভয়াদনবলোকয়ন্নকৌন্মীলিতনেত্র আসীতেতি উত্তরেণাশ্রয়ঃ । এবমাসনে উপবিষ্টেন যৎ
কর্তব্যং তদাহ প্রশাস্তাস্মেতি । যোগ যুক্তো যোগী ব্রহ্মচারিব্রতে ভৈক্ষ্যচর্য্যায়াং স্থিতঃ
সন্নাসীতেত্যর্থঃ মচ্ছিত্তো ময়ি পরমে চিত্তং যন্ত স এবমুত্তো ময্যেব মনঃ সংযম্য মৎপর
আসীত, স প্রশাস্তাস্মা ভূত্বা বিগতভীর্ভবতীতি যোজনা, ভবতি হি কচ্চিদাত্মনোহ-
ন্তমীশ্বরং মত্বা তচ্চিত্তস্তমেবারাধ্যত্বেনাভিগতঃ তত্রৈব চ মনসঃ সংযমং करोति ন তু
স তৎপরঃ, তমেব পরমপুরুষার্থতয়া প্রাপ্যত্বেন মত্ততে, কিন্তু তৎপ্রীত্যন্তদেব ফলং
কাময়তে, অয়ন্ত মচ্ছিত্তো ময্যেব মনঃ সংযম্য মৎপরো মামেব সৰ্বাস্তরং প্রীত্যগচ্ছয়ং কাময়ত
ইতি, যতো মৎপরোহতএব প্রশাস্তাস্মা প্রকর্ষণে বাহ্যভাস্তরবিষয়ত্যাগেন সমাধিস্থথাষাদ-
ত্যাগেন চ শান্ত উপরত আস্মা চিত্তং যন্ত সোহস্মিতামাত্রাবশেষো বিগতভীর্ভবতি,
ইয়মেবাবস্থা সত্ত্বপুরুষাত্তাখ্যাতিরিতি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ইতি চ বিকল্যতে, সৰ্ব্বথা তত্ত্বা-
সিদ্ধায়াং পুরুষঃ পরমপুরুষার্থভাগ ভবতি ॥ ১৩ । ১৪ ॥

দ্বিতীয় উপদেশ) । “চতুরশীত্যাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ । তেভ্যশ্চতুষ্কমাদায় ময়োক্তানি
ব্রবীম্যহম্ ॥ সিদ্ধাসনং তথা পদ্মাসনঞ্চোৎকৃষ্টং স্বাস্থিকম্ ॥ (১০০—১০১, শিবসংহিতা, তৃতীয় পটল) ।
“আসনেভ্যঃ সমবেভ্যঃ দ্বয়মেতদুদাহৃতম্ । একং সিদ্ধাসনং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং কমলাসনম্ ॥ ৮ ॥
(গোরক্ষসংহিতা, প্রথমঃ) । “চতুরশীত্যাসনানি শিবেন কথিতানি চ । তেভ্যশ্চতুষ্কমাদায়
সায়ন্তুতং ব্রবীম্যহম্ ॥ সিদ্ধং পদ্মং তথা সিংহং ভদ্রং চৈতি চতুষ্ঠয়ম্ । শ্রেষ্ঠং তত্রাপি চ সূত্রে
ভিষ্টেং সিদ্ধাসনে সদা ॥ (৩৩—৩৫, হঠযোগপ্রদীপিকা, প্রথম উপদেশ) । পূর্বোক্তরূপ আসন-
গুলির বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত গ্রন্থের নিম্ন নির্দিষ্টস্থলে দ্রষ্টব্য ৬:১৮ ।—হঠযোগপ্রদীপিকা, প্রথম

বিশ্বনাথ ।—সমমিতি । কায়ো দেহমধ্যভাগঃ, সমং অবক্রম্, অচলং নিশ্চলম্ ধারয়ন্ কুর্ক্বন, মনঃ সংযম্য প্রত্যাহতা মচ্ছিত্তো নাং চতুর্ভূজং হৃদরাকারং চিস্তয়ন্, মৎপরঃ মন্তকি-পরায়ণঃ ॥ ১৩ । ১৪ ॥

তাৎপর্য্য ।—ধ্যানযোগের বাহ্যসাধন স্বরূপ আসনাদির বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া, এক্ষণে শ্রীভগবান্ ক্রুরূপে শরীর ধারণ করিতে হইবে, তাহারই বাবস্থা নির্দেশ করিতেছেন । মলদ্বার ও লিঙ্গমূল এতদ্বয়ের মধ্যবর্তী, দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের নাম মূলাধার : সেই মূলাধার হইতে মস্তকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দেহাংশ, কণ্ঠদেশ ও শিরোদেশ সমস্ত সরল ও কম্পন-শূণ্য করা আবশ্যক । মনের একাগ্রতা হইলে চিত্তের বিক্ষেপ তিরোহিত হয় ; তখনই অঙ্গের স্পন্দনশূণ্যতা উপস্থিত হইয়া থাকে । এইরূপ অবস্থায় সাধককে দৃঢ় প্রযত্ন সহকারে ক্রিয়-প্রবৃত্তি-পরিহীন হইয়া, চিত্তের লয়-বিক্ষেপ বিদূরিত করিবার নিমিত্ত, অর্দ্ধনিমোলিত নয়নে স্বকীয় নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিতে হইবে । নাসাগ্র দর্শনই তাহার উদ্দেশ্য নহে, আত্মাতে চিত্ত সমাহিত করিবার অভিপ্রায়ে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত দৃষ্টি সংযত করাই এই উপদেশের লক্ষিত । এই জ্ঞান ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মূলস্থিত ‘সম্প্রেক্ষ্য’ শব্দের পর “ইব” এই শব্দ উহা করিয়াছেন । তৎকালে যোগের প্রতিবন্ধকস্বরূপ ইতস্ততঃ কোনদিকেই দৃষ্টিসঞ্চালন করা বিধেয় নহে, বা অন্তঃকরণেও কোন বিরুদ্ধ চিন্তা সমুপস্থিত হইতে দেওয়া উচিত নহে । এইরূপে অন্তঃকরণকে একান্ত শান্ত ও রাগাদি দোষ-পরিশূন্য করিয়া, শাস্ত্রীয় নির্দেশে সুদৃঢ় প্রতীতি-জনিত যোগসম্বন্ধে বিফলমনোরথ হইবার আশঙ্কা পরিহীন হইয়া, গুরুশুশ্রূষা, ভিক্ষার-ভোজন, শাস্ত্র-পর্যালোচনা ইত্যাদি ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ থাকিয়া, এবং মনকে বিষয়াকারবৃত্তিশূন্য করিয়া, পরমেশ্বরস্বরূপ আমার সঞ্জন বা নিগূর্ণ ভাব-চিন্তনে চিত্তের ধারাবাহিক বৃত্তি-প্রবাহ পরিচালিত

উপদেশ, ১৭ শ্লোক হইতে ৫৫ শ্লোক পর্য্যন্ত । ২য় ।—গোরক্ষসংহিতা, প্রথমঃশ, ৭ শ্লোক হইতে ১০ শ্লোক পর্য্যন্ত । ৩য় ।—ব্রহ্মসংহিতা, দ্বিতীয় উপদেশ সমস্ত । ৪র্থ ।—শিবসংহিতা, তৃতীয় পটল, ১০০ হইতে ১২০ শ্লোক পর্য্যন্ত ॥ বাহ্য্য ভয়ে এস্থলে সমস্ত প্রমাণগুলি সমুদৃত হইল না । যোগশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, “পীঠ” শব্দও আসনার্থবাচী । যথা ; “চতুরনীতিপীঠেব সিদ্ধমেব সদাভ্যাসেৎ ।” পিঠ ধাতুর অর্থ হিংসা । সেই পিঠ ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় করিয়া, “পীঠ” শব্দ নিস্পন্ন হয় । (পিঠতি, হিনতি শ্রমং = পীঠঃ ; পিঠ হিংসায় ইজুং ওভাৎ কং, নিপাত-নাক্ষর্য্যঃ) । পীঠ শব্দের অর্থ হইতেছে ;—যাহা শ্রমের হিংসা করে অর্থাৎ শ্রম অপনোদন

করিবে। সংসারের আর কোন বিষয়েই চিন্তা সংলগ্ন করিবে না। পুত্র বা কলত্র সর্বাপেক্ষা, আমাকে শ্রেষ্ঠতম প্রিয়পদার্থ এবং পরমানন্দ ও পরম পুরুষার্থ স্বরূপ জ্ঞানে, আমাতেই সর্বতোভাবে চিন্তাসংলগ্ন করিবে। শ্রুতি বলিয়াছেন, “এই জ্ঞান পুত্রের অপেক্ষা প্রিয়, বিত্তের অপেক্ষা প্রিয়, অন্ম সকলের অপেক্ষাই প্রিয় এবং সকলের অন্তরতর পদার্থ-স্বরূপ।” এইরূপে চিন্তার বিষয়াকার বৃত্তি নিরোধ করিয়া এবং একমাত্র ভগবদাকার চিন্ত-বৃত্তিযুক্ত হইয়া, যথাসাধ্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অনুষ্ঠান করিবে। শ্রীমচ্ছঙ্করা-চার্য লিখিয়াছেন, কোন কোন ব্যক্তি জ্ঞানবিশেষের প্রতি নিরতিশয় অনু-রাগাক্ত হইয়া একান্ত জ্ঞানচিন্তা হয়, কিন্তু তাই বলিয়া সে সেই নারীকে সর্ব-শ্রেষ্ঠ আরাধ্যরূপে কখনই গ্রহণ করে না; কারণ, প্রবৃত্তি বিশেষের উত্তেজনা-তেই তাহার অনুরাগ সমুদ্ভূত হয়। সুতরাং সেই জ্ঞানবিষয়ে সর্বজ্ঞানী শ্রেষ্ঠতা কখনই তাহার উপলব্ধি হয় না! কোন কামনার বশবর্তী হইয়া, রাজা বা দেবতা-বিশেষের সম্বন্ধেও, মানব নিরতিশয় ভক্তিমান হইতে পারে, কিন্তু সর্বতোভাবে তদগতচিন্তা কখনই হয় না। ধ্যানযোগপরায়ণ ব্যক্তির সেরূপ ভাব হইলে কোনই ফল হইবে না। তাঁহাকে কামনা-শূন্য হইয়া এবং চিন্তা বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহার করিয়া, সর্বথা মচ্ছিন্ত ও মৎপর হইতে হইবে এবং আমাকেই সর্বআরাধ্য জ্ঞান করিতে হইবে। ভগবন্ শঙ্করাচার্যের সহিত শ্রীমদ্ভগবদগীতা সরস্বতী মহোদয়ের বাখ্যার এই অংশে একতা নাই। এই স্থলে সরস্বতী মহোদয় বিনয়ের পরাকার প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন যে, এক তুলায় আরোপিত হইলেও গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচ কখনই স্বর্ণের সমতুল্য হইতে পারে না ॥ ১৩। ১৪ ॥

করে। যোগশাস্ত্র-বিহিত আসনের অনুষ্ঠানেও শ্রম বিদূরিত হয়; সুতরাং পাঠ শব্দেও আসন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত তারতম্য থাকিলেও অর্থগত কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

মুদ্রা।—মুদ্রা আসনের উপসংহারস্বরূপ। পূর্বে তাত্ত্বিক মুদ্রা সমস্তের সবিত্তার বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে; এক্ষণে যোগশাস্ত্রোক্ত মুদ্রার বিবরণ সংকলিত হইতেছে। শেষনাগ বৈষ্ণব অশেষবিধ পুরুষাদি সমন্বিত ধরার আধারস্বরূপ, কুণ্ডলিনী-শক্তি সেইরূপ সর্ববিধ যোগো-পায়ের আশ্রয়স্বরূপ। এই কুণ্ডলিনী জাগরিতা না হইলে সর্ববিধ যোগোপায়ই বৃথা। আর তিনি জাগরিতা হইলে দেহস্থ ছয়টি কমল (চক্র) আপনা আপনি প্রস্ফুটিত (ভেদপ্রাপ্ত) হইয়া উঠে এবং (নাভিস্থ) ব্রহ্মগ্রন্থি, (হৃদিস্থ) বিষ্ণুগ্রন্থি ও (ললাটস্থ) রুদ্র-গ্রন্থি এই তিনটি গ্রন্থিই ভেদপ্রাপ্ত হয়। তখন প্রাণবায়ু সূক্ষ্মী পথ দিয়া স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়; তখন চিন্তা বিষয়াকার পরিত্যাগ করে; সুতরাং সাধকেরা মরণকে অনায়াসে ভয় করিতে

যুগ্মেন্নেবং সদা আত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ ।

শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

অনুব্র।—এবং (পূর্বোক্তপ্রকারেণ) সদা আত্মানং (মনঃ) যুগ্মন্ (সমাহিতং কুর্ক্বন্) নিয়তমানসঃ (নিয়তং সংযতং মানসং চিত্তং যন্ত সঃ) যোগী নির্বাণপরমাং (নির্বাণং মোক্ষং তৎ পরমং প্রাপ্যং যন্তাং তাং) মৎসংস্থাং (মদ্রূপেণাবস্থিতিম্) শান্তিং অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—পূর্বোক্তরূপে সর্বদা মনকে সংযোগ-করিতে-করিতে সংযতচিত্ত-যোগী চরমমোক্ষবিধায়িকা আত্মাতে অবস্থিতরূপা শান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ১৫ ॥

বাখ্যা ।—পূর্ব কথিত প্রণালীতে মনের সংযম করিতে করিতে ক্রমশঃ যোগী পুরুষ সংযত-চিত্ত হন এবং পরিণামে মোক্ষপ্রদ আত্মার সারূপ্যরূপা মুক্তি লাভ করেন ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অথেন্দানীং যোগকলমুচ্যতে যুগ্মমিতি । যুগ্মন্ সমাধানং কুর্ক্বেন্নেবং যথোক্তেন বিধানেন সদা যোগী নিয়তমানসঃ নিয়তং সংযতং মানসং মনো যন্ত সোহয়ং নিয়তমানসঃ স শান্তিমুপরতিং নির্বাণপরমাং নির্বাণং মোক্ষন্তংপরমা নিষ্ঠা যন্তাঃ শান্তেঃ সা নির্বাণপরমা তাং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থাং মদধীনতামধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি ।—সম্প্রতি পরমকথনপরত্বেনানন্তরলোকমাদন্তে অর্থোতি । যোগস্বরূপং তদঙ্গমাসনমপি তৎকর্তৃবিশেষণমিত্যন্তার্থস্ত প্রকথনানন্তরমিত্যর্থশব্দার্থঃ, আত্মানং যুগ্মমিতি সম্বন্ধঃ, আত্মশব্দো মনোবিষয়ঃ, যথোক্তো বিধিরাসনাদিঃ উক্তবিশেষণ-ত্রয়তোতনার্থং সন্দেহাক্তম্, যোগী ধ্যায়ী সন্ন্যাসীত্যার্থঃ । মনঃসংযমস্ত যোগং ত্রত্যাশাদা-

সম্বন্ধ হন । ভগবতী কুণ্ডলিনীর আকার ঠিক কুণ্ডলিত ভুজঙ্গিনীর ন্যায়, তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ অমৃত্তা মার্গেরই (এই অমৃত্তামার্গেরই নামান্তর ব্রহ্ম মার্গ, মহামার্গ, মধ্যমার্গ প্রভৃতি) দ্বার অবরোধ করিয়া নিদ্রিতা থাকেন । সুতরাং তাঁহাকে না জাগাইবে, যোগসিদ্ধির কোনরূপ উপায়ই নাই । যোগশাস্ত্রে ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইবার বা ব্রহ্মরক্ত-গমনের পথ প্রশস্ত করিবার যে একমাত্র উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে, অঙ্গদালোচ্য ‘মুদ্রা’ সাধনই সেই উপায় । কোন কোন যোগগ্রন্থে মুদ্রার সম্বন্ধ পাঁচশটি (৫) আর কোন কোন গ্রন্থে দশটি (১০) নিরূপিত হইয়াছে । যথা—“মহামুদ্রা মর্ত্যবন্ধোমহাবৈশ্বক্ খেচরী । উদ্ভানংমূলবন্ধস্ত বন্ধো জালঙ্কারান্তিকঃ ॥

রণস্বং দর্শয়তি নিয়তেতি । শাস্তিসংক্রিয়পরতেঃ স পদসংসারনিবৃত্তিপৰ্য্যবসায়িস্বং মম্বা
বিশিনষ্টি নির্বাণেতি । যথোক্তারা যুক্তৈব্রক্ষস্বরূপাবস্থানাদর্থান্তরত্বমাহ মৎসংস্থামিতি ।
মদধীনাং মদাশ্রিকামিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

রামানুজ ।—যুঞ্জরিতি । এবমপি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি পুরুষোত্তমে মনসঃ শুভাশ্রয়ত্বতে
সদাশ্রয়ানং মনো যুজন নিয়তমানসঃ নিশ্চলমানসঃ মৎস্পর্শপবিত্রীকৃতমানসতয়া নিশ্চলমানসঃ
মৎসংস্থাং নির্বাণপরমাং শাস্তিমধিগচ্ছতি নির্বাণকাষ্ঠারূপাং মৎসংস্থামপি সংস্থিতাং
শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

হনুমান ।—অথেনানীং যোগফলমুচ্যতে যুঞ্জরিতি । যুজন মনঃ সমাধানং কুর্স্বন
এবং প্রকারেণ যোগী নিয়তমানসঃ যথোক্তেন নিয়তং সংযতং মানসং যন্ত স শাস্তিমুপরতিং
নির্বাণপরমাং নির্বাণং মোক্ষং পরমা নিষ্ঠা যন্তাঃ শাস্তেঃ তাং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থাং
মদধীনামধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর ।—যোগাভ্যাসফলমাহ যুঞ্জন্নবমিতি । ‘এবযুক্তপ্রকারেণ সদা আশ্রয়ানং
মনো যুজ্জ্ব সমাহিতং কুর্স্বন নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং যন্ত স শাস্তিং সংসারোপরমং
প্রাপ্নোতি, কথমুচ্যং নির্বাণং পরং প্রাপ্যং যস্যং তাং মৎসংস্থাং মজ্জপেণাবস্থিতম্ ॥ ১৫ ॥

বলদেব ।—এবমাসীনস্য কিং স্যাৎ ? তদাহ যুঞ্জরিতি ; যোগী সদা প্রতিদিনমাশ্রয়ানং
যুঞ্জন্নপর্যন্ত, নিয়তমানসঃ মৎস্পর্শপরিগুহতয়া নিয়তং নিশ্চলং মানসং চিত্তং যস্য সঃ,
মৎসংস্থাং মদধীনাং নির্বাণপরমাং শাস্তিমধিগচ্ছতি লভতে । “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমিতি”
ইত্যাদি শ্রবণাং, নির্বাণপরমাং মোক্ষাবধিকামিতি সিদ্ধয়োহপি যোগফলানীতুক্তম্ ॥ ১৫ ॥

মধুসূদন ।—এবং সম্প্রজ্ঞাতসমাধিনা আসীনস্য কিং স্যাৎ ? ইত্যাচ্যতে যুঞ্জন্নব-
মিতি । এবং রহোহবস্থানাদিপূর্বোক্তনিয়মেনাশ্রয়ানং মনো যুজ্জ্ব অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং সমা-
হিতং কুর্স্বন যোগী সদা যোগাভ্যাসপরঃ অভ্যাসাতিগয়েন নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং মনো
যেন, নিয়তা নিরুদ্ধা মানসা মনোবৃত্তিরূপা বিকারা যেন ইতি বা । নিয়তমানসঃ সন্

করণী বিপরীতাধা বজ্রোদী শক্তিচালনম্ । ইদং হি মুদ্রাদশকং জরা-মরণনাশনম্ ॥ আদিনাথো-
দিতং দিব্যমষ্টৈশ্বৰ্য্যপ্রদায়কম্ । বলভং সর্বসিদ্ধানাং হ্রস্বভং মকুতামপি ॥ গোপনীয়ং শ্রেয়ত্বেন যথা
রত্ন-করগুণকম্ । কস্তচিত্তেনৈব বক্তব্যং কুলজী সুরতং যথা ॥ ৩-৯ ॥ (হঠযোগ প্রদীপিকা তৃতীয় উপদেশ) ।
“মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী । জালকরো মূলবন্ধো বিপরীতকৃত্তিস্তথা ॥ উড্ডানকৈব
বজ্রোদী নশমং শক্তিচালনম্ । ইদং হি মুদ্রাদশমং মুদ্রাণামুত্তমোত্তমম্ ॥ ২৩ ২৪ ॥ (শিবসংহিতা
চতুর্থপটল) । “মহামুদ্রা নভোমুদ্রা উড্ডীধানং জলকরম্ । মূলবন্ধং মহাবন্ধং মহাবেধশ্চ খেচরী ॥
বিপরীতকরী যোনিবজ্রোদী শক্তিচালনী । তাড়ঙ্গী মাণ্ডবী মুদ্রা শাস্তবী পঞ্চধারণা ॥ অশ্বিনী
পাশিনী কাকী মাতঙ্গী চ ভুজঙ্গিনী । পঞ্চবিংশতি মুদ্রাণি, সিদ্ধিদানীহ যোগিনাম্ ॥ ১-৩ ॥
(ঘেরঙসংহিতা তৃতীয় উপদেশ) । গোরক্ষসংহিতাপ্রথমংশ—৫০-৫২ শ্লোক পর্য্যন্ত,
উক্ত শ্লোক কয়টিই সন্নিবেশিত আছে) উক্ত মুদ্রাশমুহের সাধনাদিপ্রণালী নিম্নলিখিত
গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । ১ম ।—হঠযোগপ্রদীপিকা তৃতীয় উপদেশ সম্পূর্ণ ॥ ২য় ।—শিবসংহিতা,
চতুর্থ পটল সম্পূর্ণ ॥ ৩য় ।—ঘেরঙসংহিতা, তৃতীয় উপদেশ সম্পূর্ণ । ৪র্থ ।—গোরক্ষসংহিতা,

শান্তিং সৰ্ব্ববৃত্ত্যুপরতিরূপাং প্রশান্তবাহিতাং নির্বাপনমাং তত্ত্বসাক্ষ্যকারণোপান্তি-
 ধারেণ সাক্ষ্যাবিত্তানিরুক্তিরূপমুক্তিপৰ্য্যবসায়িনীং মৎসংস্থাং মৎস্বরূপপরমানন্দরূপাং,
 শান্তিং নিষ্ঠামধিগচ্ছতি, নতু সাংসারিকাঠৈণ্যধৰ্ম্মাণি অনাত্মবিষয়সমাধিকলাভধিগচ্ছতি
 তেষামপবর্গোপযোগিসমাধাপসর্গত্বাৎ । তথাচ তত্ত্বসমাধিকলাভ্যুক্তাহ ভগবান্
 পতঞ্জলিঃ । “তে সমাধাবুপসর্গাবাথানে সিদ্ধয়ঃ” ইতি । “স্বাত্ম্যাপনিমত্তণে সঙ্গময়াকরণং
 পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ” ইতি চ । স্থানিনো দেবাঃ । তথাচোক্তানীকো দেবৈরামন্তিতোহপি
 তত্র সঙ্গমাদরং স্মরং গৰ্ব্বঞ্চ কৃত্বা দেবানবজায় পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গনিবারণায় নির্বিকল্প
 কমেব সমাধিমকরোদিতি বশিষ্ঠেনোপাখ্যায়তে । মুমুক্শুভির্হৈয়ন্ত সমাধিঃ, হৃত্রিঃ
 পতঞ্জলিনা । “বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতাত্মগমাং সম্প্রজাতঃ ।” সম্যকসংশয়বিপর্য-
 যানধ্যবসায়রহিতত্বেন প্রজায়তে প্রকর্ষণে বিশেষরূপেন জায়তে ভাবাস্বরূপং যেন
 স সম্প্রজাতঃ সমাধিভাবনাবিশেষঃ । ভাবনা হি ভাবান্ত্র বিষয়ান্তরপরিহারেণ চেতসি
 পুনঃপুনর্নিবেশনম্ । ভাবাঞ্চ ত্রিবিধং গ্রাহগ্রহণগ্রাহীভেদাৎ, গ্রাহমপি ত্রিবিধং স্থূলসূক্ষ্ম-
 ভেদাৎ । তত্চক্ষুঃ, “ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যোব মণেগ্রাহীতগ্রহণগ্রাহেয়ু আয়োজ্যবিধ-
 যেষু তৎসত্ত্বদগ্ধনতবাসনাপত্তিঃ” ক্ষীণা রাজসতামসবৃত্তয়ো যন্ত তস্য চিত্তস্য গ্রাহীত-
 গ্রহণগ্রাহেয়ু তৎসত্ত্বতা তত্রৈবৈকাগ্রতা তদগ্ধনতা তদায়ত্তা ভগ্নভূতে চিত্তে ভাবামানস্যোবোৎ-
 কর্ষ ইতি যাবৎ । তথাবিধাসমাপত্তিস্তদ্রূপঃ পরিণামো ভবতি । যথাভিজাতস্য নির্মলস্য ক্ষটি-
 কমণেশ্তত্চূপাধ্যাপ্রয়বশাৎ তত্তজ্ঞাপত্তিঃ, এবং নির্মলস্য চিত্তস্য তত্ত্ত্বভাবনীয়বস্তৃপরগাৎ
 তত্তজ্ঞাপত্তিঃ সমাপত্তিঃ সমাধিরিতি চ পর্য্যায়ঃ । যত্বেপি গ্রাহীতগ্রহণগ্রাহেয়িত্যুক্তং তথাপি
 ভূমিকাক্রমবশাদগ্রাহগ্রহণগ্রাহীতৃষতি বোদ্ধবাম্ । যতঃ প্রথমং গ্রাহনিষ্ঠ এব সমাধিভবতি,
 ততো গ্রহণনিষ্ঠন্ততো গ্রাহীতনিষ্ঠ ইতি । গ্রাহীতাদি ক্রমোহপাশ্রে ব্যাখ্যায়তে । তত্র যদা স্থূলং
 মহাত্মতেজস্রিয়াক্ষকষোড়শবিকাররূপঃ বিষয়মাদায় পূর্বাপরাত্মসন্ধানেন শঙ্কার্থোল্লেকেন
 ভাবনা ক্রিয়তে, তদা সবিতর্কঃ সমাধিঃ । অশ্লিলেবালম্বনে পূর্বাপরাত্মসন্ধানেন শঙ্কার্থোল্লেক-
 য-

প্রথমার্শ ৫০ শ্লোক হইতে ১৫২ শ্লোক পর্য্যন্ত অস্ত্রান্ত বহু স্থলে ও প্রায় প্রত্যেক তন্ত্রে
 এ বিষয় বর্ণিত আছে । মুদ্রাসাধন অতি কঠিন । সাধন প্রণালী সদৃশকর নিকট হইতে
 শিথিল হইয়া উপনিষৎ শাস্ত্রে উল্লিখিত মুদ্রাসমূহের মধ্যে একটিবৎ নামের উল্লেখ (যতদূর
 দেখিয়াছি তাহাতে) দেখিতে পাই নাই ; তবে বেদ-বিহিত যোগিক প্রয়োগগুলির সঙ্গিত
 মুদ্রাগুলির অনুষ্ঠানের অনেক মিল দেখিতে পাওয়া যায় । নিম্নে তাহার কিকিৎ আভাসও প্রদান
 করিতেছি । অতএব অনুমান হয় যে, মহাত্মভব যোগিগণ ও মহাযোগ লোকসমূহের বোধ-
 সৌকর্য্যার্থে বৈদিক প্রক্রিয়াগুলির এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম নির্দেশ করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থে তাহা
 উপনিষদ করিয়াছেন । পূর্বে উল্লিখিত অঙ্গুলি-সন্নিবেশ সম্পাদিত মুদ্রার মধ্যে দুই একটি মুদ্রার
 উল্লেখ উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় । যথা ।—“মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং যাম্যো বামে তেজঃপ্রকাশকম্ ।
 যুগ্মা ব্যাখ্যান-নিরতশ্চিন্ময়ঃ পরমেশ্বরঃ ॥” (৪৯ শ্রুতি-রাম পূর্ন তাপনী উপনিষৎ) শ্রীমদ্ভগবতঃ-

শৃঙ্খলেন যদা ভাবনা প্রবর্ততে তদা নির্বিকারঃ, এতাবুভাবপাত্র বিতর্কশঙ্কোনোক্তৌ তত্রাস্তঃ-
 করণলক্ষণং হৃদয়ং বিষয়মালম্ব্য তস্য দেশকালধর্ম্যাবচ্ছেদেন যদা ভাবনা প্রবর্ততে তদা
 সবিচারঃ । অস্মিন্নেবালম্বনে দেশকালধর্ম্যাবচ্ছেদং বিনা ধর্ম্মমাত্রাবভাসিত্বেন যদা ভাবনা
 প্রবর্ততে তদা নির্বিকারঃ এতাবুভাবপাত্র বিচারশঙ্কোনোক্তৌ । তথাচ ভাষ্যম্, “বিতর্ক
 শ্চিত্তস্য স্থূল আলম্বনে, অভোগঃ হৃদয়ে বিচারঃ” ইতি । ইয়ং গ্রাহ্য সমাপত্তিরিতি ব্যপদি-
 শ্রুতে । যদা রজস্তনোলোশান্তবিক্রমস্তঃকরণপঙ্কং ভাবতে, তদা গুণভাবাচ্চিহ্নস্তে: স্বথপ্রকাশ-
 ময়স্য সত্ত্বস্য ভাব্যমানস্যোদ্রেকাৎ সানন্দঃ সমাধির্ভবতি, অস্মিন্নেব সমাধৌ যে বদ্ধপ্তর-
 স্ত্রাস্তরং প্রধানপুরুষরূপং ন পশ্যন্তি তে বিগতদেহাদিকারস্বাদিদেশকেনোচ্যস্তে,
 ইয়ং গ্রহণসমাপত্তিঃ । ততঃ পরং রজস্তনোলোশান্ভিতভূতং শুদ্ধং সত্ত্বমালম্বনীকৃত্য যা
 ভাবনা প্রবর্ততে তস্যাং গ্রাহস্য সত্ত্বস্য গুণভাবাচ্চিহ্নতিশক্তেবুদ্ধেণ সত্ত্বমাত্রাবশেষত্বেন
 সমাধিঃ সাস্মিতা ইত্যুচ্যতে । ন চাহঙ্কারাস্মিতয়োরভেদঃ শঙ্কনীয়ঃ, যতো যত্রাস্তঃকরণ-
 মহিমত্বাল্লম্বনে বিষয়ান্ বেদয়তে সোহহঙ্কারঃ, যত্র বস্তুস্বরূপতয়া প্রতিলোমপরিণামেন
 প্রকৃতিলীনে চেতসি সত্ত্বমাত্রমবভাসিতি সাস্মিতা । অস্মিন্নেব সমাধৌ যে কৃতপরিতোষাস্তে
 পরং পুরুষমপশ্যন্তচেতসঃ প্রকৃতে লীনত্বাৎ প্রকৃতিতয়া ইত্যুচ্যস্তে, সেয়ং গ্রহীতৃসমা-
 পত্তিরস্মিতামাত্ররূপগ্রহীত্বনিষ্ঠত্বাৎ । যে তু পরং পুরুষং বিবিচ্য ভাবনায়াং প্রবর্তন্তে
 তেষামপি কেবলপুরুষবিষয়া বিবেকখ্যাতিগ্রহীতৃসমাপত্তিরপি ন সাস্মিতঃ সমাধির্বিবেকে-
 সাস্মিতায়াস্ত্যাগাৎ । তত্র গ্রহীতৃভাণ পূর্বকমেব গ্রহণভাণং তৎ পূর্বকঞ্চ হৃদয়গ্রাহভাণং
 তৎপূর্বকঞ্চ স্থূলগ্রাহমিতি স্থূলবিষয়ো দ্বিবিধোহপি বিতর্কশ্চতুষ্টিয়াভুগতঃ । দ্বিতীয়ো
 বিতর্কবিকলজ্ঞিতয়াভুগতঃ । তৃতীয়ো বিতর্কবিচারভাণং বিকলো দ্বিতীয়াভুগতশ্চতুর্থো
 বিতর্কবিচারানন্দৈবিকলোহস্মিতামাত্র ইতি, চতুরবগোহয়ং সম্প্রজ্ঞাত ইতি । এবং সবিতর্কঃ
 সবিচারঃ সানন্দঃ সাস্মিতশ্চ সমাধিরস্তদানন্দিদিসিদ্ধিহেতুত্বয়া মুক্তিহেতুসমাধিবিবোধি-
 ক্তাঙ্কয়ে এব মুমুক্শুভিঃ । গ্রহীতৃগ্রহণয়োরপি চিত্তবৃত্তিবিষয়তাদশারাং গ্রাহ্যকাটৌ নিষ্কে-

পুরাণে এইরূপ একটি মুদ্রার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । যথা—কুস্মারৌ দক্ষিণে সবাং পাদ-
 পঙ্কজ আস্থনি । বাহুং প্রকোষ্ঠেহক্ষমালামাসীনং তর্কমুদ্রয়া ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থস্কন্ধ ষষ্ঠ অধ্যায়
 ৩৭ শ্লোক) । উক্ত বর্ণনাটি কৈলাসশিখরে বীরাসনে সমাসীন শঙ্করের । অঞ্চলে উপনিষদোক্ত
 যোগসাধনের সহিত প্রস্তাবিত মুদ্রা-সাধনের দুই একটি সাদৃশ্য দেখাইয়া প্রবন্ধের উপসংহার
 করিব । “কুস্মোহঙ্গানীব সংহত্যা মনো হৃদি নিরুধ্য চ । মাত্রা-বাদশ-যোগেন প্রণবেন শনৈঃ শনৈঃ
 পুরয়েৎ সর্বমাত্মানং সর্ববায়ান্ নিরুধ্য চ । উরো-মুখ-কটি-গ্রীবং কিঞ্চিদ্ধৃদয়মুন্নতম্ ॥ (কুরিকো-
 পনিষৎ ৩-৪ শ্রুতি) । এই উপনিষদের দীপিকায় উক্ত শ্রুতি দুইটির অর্থের সহিত যোগশাস্ত্রোক্ত
 মুদ্রার সামঞ্জস্য আছে । যথা—“কুস্মোহঙ্গানীবেতি প্রত্যাহার উক্তঃ, অত্র ইঞ্জিয়ানীতি শেষঃ ।
 তদ্রুদম্, ইঞ্জিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু স্বভাবতঃ । বলাদাহরণং তেবাং প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে ।
 * * * । উরোমুখ কটিগ্রীবমুন্নতং ধারয়েদতি শেষঃ । তদ্রুদং গীতাস্ত—সমং কায়-শিরো-গ্রীবং
 ধারয়ন্নলং স্থিরঃ ॥” ইতি ॥ হৃদয়ং কিঞ্চিদ্ধৃদয়ং ধারয়েৎ, অনেনাং আলঙ্কারবন্ধঃ সূচিতঃ স যথা—

পাক্ষ্যোপাদেয়বিভাগকথনায় গ্রাহসমাপত্তিরেব বিবৃতা হৃত্ত্বকারেণ । চতুর্বিধা হি
 গ্রাহসমাপত্তিঃ স্থলগ্রাহগোচরা দ্বিবিধা সবিতর্কা নির্কিতর্কা চ হৃদগ্রাহগোচরাপি
 দ্বিবিধা সবিচার্য নির্কিচারা চ । তত্র শকার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঞ্চীর্ণা সবিতর্কা শকার্থ-
 জ্ঞানবিকল্পসম্ভিরা স্থলার্থাভাসরূপা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ স্থলগোচরা সবিকল্পকবৃত্তি-
 রিতার্থঃ । “স্মৃতিপরিণুদ্ধৌ স্বরূপশূন্তে চার্থমাত্রনির্ভাসা নির্কিতর্কা ।” তন্মিন্নেব স্থল
 আলম্বনে শকার্থস্মৃতিপ্রবিলয়ে প্রত্নাদিতম্পষ্টগ্রাহ্যাকারপ্রতিভাসিতয়া তত্ত্বভূতজ্ঞানান্বশেন
 স্বরূপশূন্তেব নির্কিতর্কা সমাপত্তিঃ স্থলগোচরা নির্কিকল্পকবৃত্তিরিতার্থঃ । “এতন্মিন্নেব চ
 সবিচার্য নির্কিচারা চ হৃদবিষয়া ব্যাখ্যাতা ।” হৃদস্তম্মাত্রাদিবিষয়ো যন্তাঃ সা হৃদবিষয়া
 সমাপত্তিঃ, দ্বিবিধা সবিচার্য নির্কিচারা চ সবিকল্পকনির্কিকল্পকভেদেন, এত-
 ন্নেব সবিতর্কয়া নির্কিতর্কয়া চ স্থলবিষয়া সমাপত্ত্য ব্যাখ্যাতা । শকার্থজ্ঞানবিকল্প-
 সহিত্ত্বেন দেশকালধর্ম্মাভাবচ্ছিন্নঃ হৃদ্যোহর্থঃ প্রতিভাসি যন্তাঃ সা সবিচার্য ।
 শকার্থজ্ঞানবিকল্পরহিত্ত্বেন দেশকালধর্ম্মাভাবচ্ছিন্নত্বেন চ ধর্ম্মমাত্রতয়া হৃদ্যোহর্থঃ
 প্রতিভাসি যন্তাঃ সা নির্কিচারা । সবিচার্যনির্কিচার্যয়োঃ হৃদ্যবিষয়ত্ববিশেষণাৎ
 সবিতর্কনির্কিতর্কয়োঃ স্থলবিষয়ত্বমর্থ্যাব্যাতম্, “হৃদ্যবিষয়ত্বকালজপর্গ্যবাসানম্” সবি-
 চার্যায় নিবিচার্যাস্ত সমাপত্তেঃ যৎ হৃদ্যবিষয়ত্ববৃত্তং তদলিঙ্গপর্গ্যন্তং দ্রষ্টব্যম্,
 তেন সানন্দসান্নিত্যোগ্রহীতগ্রহণসমাপত্যোরপি গ্রাহসমাপত্ত্যারোহণস্তর্ভাব ইত্যর্থঃ ।
 তথাহি পাণ্ডিবেশ্যার্গেক্ষতম্মাত্রং হৃদ্যো বিযয়ঃ, আপ্যস্তাপি রসতম্মাত্রম্, তৈজসস্ত
 রূপতম্মাত্রম্, বায়বীযস্ত স্পর্শতম্মাত্রম্, নভসঃ শব্দতম্মাত্রং বিযয়ঃ, তেজামহকারঃ,
 তস্ত লিঙ্গমাত্রং মহত্ত্বম্, তস্তাপ্যলিঙ্গং প্রধানং হৃদ্যো বিযয়ঃ । সপ্তানামপি প্রকৃतीনাং
 প্রধান এব হৃদ্যতাবিশ্রান্তেত্ত্বপর্গ্যন্তমেব হৃদ্যবিষয়ত্বমুক্তম্ । যত্বেপি প্রধানাদপি
 পুরুষঃ হৃদ্যোহস্তি তথাপ্যয়িকারণত্বাভাবাৎ তস্ত সর্কার্যয়িকারণে প্রধান এব নিরতিশয়ঃ
 সৌন্দর্য ব্যাখ্যাতম্, পুরুষস্ত নিমিত্তকারণং সদপি নাযয়িকারণত্বেন হৃদ্যতামহতি ।

কঠমাকুক্ষ্য হৃদয়ে স্থাপয়েচ্চিবুকং দৃঢ়ম্ । বন্ধো জালঙ্কারাথোহয়মমৃতাক্ষয়কারকঃ ॥ ইতি । (ইত্যাদি
 স্থল দ্রষ্টব্য) উক্ত কুরিকোপনিষদের নবম শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, “অতিহৃদ্যাকু তরীক শুক্রাং
 নাড়ীং সমশ্রেয়েৎ । ততঃ সকারয়েৎ প্রাণানুর্ণনাভী চ তস্তনা । (কুরিকোপনিষদ ৯ প্রতি) অন্ত্যঃ
 দীপিকা চ, এবং কেবলকুস্তকে সন্ধে প্রাণমনসোঃ স্থানবিশেষেযু প্রত্যাহারমভাস্ত ধারণসঙ্কয়ে
 অমৃতান্নাং প্রাণ-মনসোঃ প্রবেশঃ কর্তব্যঃ । তত্রোপায়ঃ—মলোড্ডিয়ারণজালঙ্কারবন্ধৈঃ শক্তিচালনে
 অপানমূর্দ্ধমাকুক্ষ্য তেন দেহমধ্যে অগ্নিঃ প্রজালা তজ্জলয়া কুণ্ডলীং প্রতাপ্য উষোধ্য ব্রহ্মনাড়ীধারা
 মধ্যস্থ-ভল্লুখ প্রসারণেন বায়ুনোবহ্নীং প্রবেশয়েৎ ইত্যাদিশ্লোক—অতিহৃদ্যমিতি ॥ (ইত্যাদি
 দ্রষ্টব্য) । অমৃতবিন্দু উপনিষদেও অভিহিত আছে যে,—তির্ঘ্যগুন্ধমধো দৃষ্টং বিনির্ঘাষী মহামতিঃ ।
 স্থিরস্থায়ী বিক্ষিপ্ত শুদা যোগে সমভ্যসেৎ ॥ ২২ প্রতি অমৃতবিন্দুপনিষৎ । অন্ত্যঃ দীপিকা ও
 যথা—তির্ঘ্যগিত । তির্ঘ্যক্ অগ্রে ধবেষ্ঠীম্, উর্দ্ধম্ আকাশগামিনীম্, অধঃ বা চরণস্তম্, দৃষ্টিং

‘অদ্বয়িকারণত্বাবিবক্ষ্যাস্ত পুরুষোহপি হৃক্ষে! ভবত্যেবেতি দ্রষ্টব্যম্ ।’ “তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ।” তাস্ততশ্চঃ সমাপত্তয়ো গ্রাহেণ বীজেণ সহ বর্তন্ত ইতি সবীজঃ সমাধিঃ “বিতর্কবিচারানন্দান্ধিতান্নগমাং সম্প্রজ্ঞাতঃ” ইতি প্রাপ্তকৃতম্ । স্থলেহর্থে সবিতর্কো নির্বিতর্কঃ হৃক্ষেহর্থে সবিচারো নির্বিচার ইতি । তত্রাস্তিমস্ত ফলমুচ্যতে “নির্বিচার বৈশারদ্যেহধ্যাত্মপ্রসাদঃ” স্থলবিষয়স্তে তুলোহপি সবিতর্কঃ শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পসংকীর্ণমপেক্ষ্য তদ্রাহিতস্য নির্বিকল্পরূপস্য নির্বিতর্কস্য প্রাধান্যম্, ততঃ হৃক্ষবিষয়স্য সবিবিকল্পকপ্রতিভাসরূপস্য সবিচারস্য ততোহপি হৃক্ষবিষয়স্য নির্বিকল্পকপ্রতিভাসরূপস্য নির্বিচারস্য প্রাধান্যম্, তত্র পূর্বেষাং ত্রয়াণাং নির্বিচারার্থস্মারিবিচারফলেনৈব ফলবৎ নির্বিচারস্য তু প্রকৃষ্টাভ্যাস-বলাদৈশারদ্যে রজস্তমোহনভিত্ততসম্বোধক্রে সত্যধ্যাত্মপ্রসাদঃ ক্লেশবান্দনারহিতস্য চিত্তস্য তৃতার্থবিষয়ঃ ক্রমানমুরোধী “ফুটঃ প্রজ্ঞালোকঃ প্রাদুর্ভবতি । তথাচ ভাষ্যম্, “প্রজ্ঞাপ্রসাদমাক্রহ্য অশোচাঃ শোচতো জনান্ । ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্কান্ প্রাজ্ঞোহ-
 নুপশ্রুতি ॥” ইতি “ঋতন্তরা তত্র প্রজ্ঞা” । তত্র তস্মিন্ প্রজ্ঞাপ্রসাদে যতি সমাহিত-
 চিত্তস্য যোগিনো যা প্রজ্ঞা জায়তে সা ঋতন্তরা । ঋতং সত্যমেব বিভক্তি ন তত্র বিপর্যাস-
 গন্ধোহপ্যস্তীতি যৌগিক্যেবেয়ং সমাধ্যা, সা চোত্তমো যোগঃ । তথাচ ভাষ্যম্, “আগমেনানু-
 মানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ । ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্ ॥” ইতি । সা তু
 “ঐতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্তবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ ॥” ঐতানুমানবিজ্ঞানং তৎসামান্তবিষয়মেব ।
 ন হি বিশেষেণ সহ কস্যচিৎ শব্দস্য সঙ্গতিগ্রহীতুং শক্যতে, তথানুমানং সামান্তবিষয়মেব ।
 ন হি বিশেষেণ সহ কস্যচিৎশব্দাংশিগ্রহীতুং শক্যতে । তস্মাৎ ঐতানুমানবিষয়ো ন বিশেষঃ
 কশ্চিদন্তি, নচাস্য হৃক্ষবাবহিতবিপ্রকৃষ্টস্য বস্তুনো লোকপ্রত্যক্ষেন গ্রহণমন্তি, কিন্তু সমাধি-
 প্রজ্ঞানিগ্রাহ্যএব চ বিশেষো ভবতি ভূতহৃক্ষগতো বা পুরুষগতো বা তস্মাৎনির্বিচারবৈশারদ্য-
 সমুদ্ভবায়াং ঐতানুমানবিলক্ষণায়াং হৃক্ষবাবহিতবিপ্রকৃষ্টসর্ববিশেষবিষয়াস্মাত্তন্তরাগ্নামেব
 প্রজ্ঞায়াং যোগিনা মহান্ প্রযত্নত আশ্বেয় ইত্যর্থঃ । নহুক্ষিপ্তমূর্তাবিক্ণিষ্ঠাধ্যাবুখানসংস্কারাণা-

নেত্রকান্তিম্, বিনিধার্য্য বুদ্ধা, মহামতিঃ স্থূললক্ষ্যঃ স্থিরচিত্তেন স্থায়ী দৃঢ়াসনঃ । দৃষ্টেস্তিষ্ঠ্যঙ্কমুক্তম্ ।
 -- অন্তর্লক্ষ-বহির্দৃষ্টিনিমেষোন্মেষবর্জিতা । এষা হি সাম্ভবীমুদ্রা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা । ইতি ॥
 উর্দ্ধমপ্যুক্তম্ । ক্রবোরস্তর্গতা দৃষ্টিশূদ্রা ভবতি খেচরী ॥ ইতি ॥ অধস্তমপ্যুক্তম্ । দৃষ্ট্যা নিশ্চল-
 তারগা বহিরধঃ পশ্চন্ ॥ ইতি । বিনিক্ষিপ্তম্ বিশেষেণ নিক্ষিপ্তম্ । যোগম্ উত্তমং যোগং তদা
 অভ্যাসেৎ । নিক্ষিপ্তোপ্যুক্তমো যোগঃ সঙ্কল্পো মধ্যমঃ, সংবেদঃ কনীরান্, তদুত্তমম্ ।—কনীরসি
 ভবেৎ স্বেদঃ কল্পো ভবতি মধ্যমঃ । উত্তীষ্ঠত্যুক্তমে প্রাণরোধে পূন্যাসনং মুহুঃ ॥ ইতি । কল্পাৎ
 নিজ্রাস্তঃ অগ্রে গতঃ নিক্ষিপ্তঃ উদমঃ, বিশেষেণ নিক্ষিপ্তঃ অত্যুক্তমঃ, তৎ সমভ্যাসেৎ ॥ বাহ্যভয়ে
 অধিক প্রমাণ উল্লিখিত হইল না । — (ত্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী) ।

“ ৩২ প্রকার আসন আছে । তন্মধ্যে পদ্মাসন ও সিদ্ধাসনই প্রসিদ্ধ, সহজ ও যোগের বিশেষ
 সাহায্যকারী । অন্যান্য আসন কেবল শক্তিচালন ও কাঞ্চনৈর্ধোর, উদ্দেশ্যে সাধিত হইত; পরন্তু

যেকাগ্রাণ্যামপি সবিতর্কনির্জিতকর্কসবিচারজানাং সংস্কাবাণাঞ্চ সদ্বাৰ্যং তৈশ্চালায়মানসা
চিত্তস্ত কথং নির্জিচাবৈবশাবস্তপূৰ্ণকাধ্যায়প্রসাদলভ্যা ঋতন্তবা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা সাদত
আহ । “তজ্জঃ সংস্কাবোহসংস্কাবপ্রতিবন্ধী ।” তথা ঋতন্তবয়া প্রজ্ঞয়া জনিতো বঃ সংস্কারঃ
সতস্ববিষয়া প্রজ্ঞয়া জনিতত্বেন বনত্বাদত্য়ান্ বাখ্যানজান্ সমাধিজাংশ্চ সংস্কাবাণ্ তস্ববিষয়-
প্রজ্ঞাজনিতত্বেন দুর্কল্যাণাঃ প্রতবর্থাঃ স্বকাযাঙ্কমান্ কবোতি নাশয়তীতি বা । তেষাং
সংস্কাবাণামভিভবাং তৎপতবাঃ প্রত্যয়া ন ভবন্তি, ততঃ সমাধিরপতিষ্ঠাত ততঃ সমাধিজা
প্রজ্ঞা তঃ প্রজ্ঞাকৃতঃ সংস্কাবা ইতি নবো নবঃ সংস্কাবাশয়ো বদতে ততশ্চ প্রজ্ঞা ততশ্চ
সংস্কাবা ইতি । ননু ভবতু বাখ্যানসংস্কাবাণামতস্ববিষয়প্রজ্ঞাজনিতানাং তস্বমাত্রাবিষয়-
সম্প্রজ্ঞাতসমাধিপ্রজ্ঞাপ্রভবৈঃ সংস্কাবৈঃ প্রতিবন্ধাস্তবাস্তব সংস্কাবাণাং পতিবন্ধকাভাবাদেকা
গ্রহণ্যেব সর্বাঙ্গঃ সমাধিঃ স্যামতু নিবোধো নিবোধভূমাবিতি । তথাহ “তস্তাপি নিবোধে
সর্কস্মিন্নাধানিবীজঃ সমাধিঃ” । তস্ত সম্প্রজ্ঞাতস্ত সমাধেরকাগ্রত্বাৎ তস্ত আপশব্দাৎ কিন্তু
মূর্তবান্ স্থানামপি নিবোধে যোগিপ্রযত্নবশেষণ বিধায় সাত সর্কস্মিন্নাধো সমাধেঃ
সমাধিঃ সম্প্রজ্ঞাতস্ত নিবোধানিবীজো নিরালম্বনোহসম্প্রজ্ঞাতসমাধিভবতি, স চ
সোপায়প্রাকৃৎপ্রতিঃ, “ববামপ্রত্যাহ্যাসপূৰ্ণঃ সংস্কাবশেষোহস্তঃ” ইতি । বিবম্যতেহ-
নেনেতি বিবমো বিতকবিচাবানন্দাস্মিতাদিকপচিত্তাত্যাগঃ, তস্য প্রত্যয়ঃ কাবণং পবং
বৈবাগ্যামিতি যাবৎ । বিবামশাসৌ প্রত্যয়শ্চিত্তবৃত্তিবিষেষ ইতি বা, তস্যাত্যাসঃ
পৌনঃপুন্যেন চেতসি নিবেশনং তদব পূৰ্ণং কাবণং যস্য স তথা, সংস্কাবমাত্রাশেষঃ
সর্কস্মিন্নাধাত্বকাত্তঃ পূৰ্ণোক্তাং সর্বাঙ্গাঙ্কলক্ষণা নিবীজাহসম্প্রজ্ঞাতসমাধিব্যর্থ্যঃ ।
সম্প্রজ্ঞাতস্য ইহ সমাধিঃ যুগোপায়বৃত্তাবভাসবৈবাগ্যঞ্চ । তৎ সালম্বনবাদভ্যাসস্ত
ন নিবালম্বনসমাধিহেতুঃ ঘটত ততি নবাবিধং পবং বৈবাগ্যং বহেতুত্বেনোচ্যতে,
অভ্যাসস্ত সম্প্রজ্ঞাতসমাধিভাবে পণ্যোভ্যাং যুজ্যতে তদ্বাক্যং “বয়ঃ স্ববৎ পূৰ্ণতঃ”
ধাবণাধানসমাধিরূপং সাধাবণত্য়ম্, যমনিগমাসনপাণায়ানপ্রত্যাহাবকপসাধনপঞ্চকা-

সমাহিত ইত্যায় জন্ত পদ্মাসন, অঙ্গাসন, (অঙ্গচক্রাসন) ও সিদ্ধাসন এই তিন আসনই গ্রাহ্য,
অথবা উক্ত আসনত্রয়েব অস্তম অভ্যস্ত হইলেই যথেষ্ট হয় ।” সুতরাং এখানে অস্তান্ত আসনের
বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া উল্লিখিত আসনত্রয়েব বর্ণনা করিলাম । পদ্মদ্বীপাসনোপাধি তথা সিদ্ধা-
সনাদিকম্ । “আস্থায় যোগেণ যুজীত কৃষ্ণা চ প্রণবং হৃদি ॥ সনঃ মাসনো ভূত্বা সংস্কৃত্য চরণাবুভৌ ।
সংস্কৃত্যাস্তদাচম্য সমাগ্বেষ্টভ্য চাগ্রতঃ ॥ পাণিভ্যাং নিজব্রষণাবস্পৃশন্ পশতঃ স্থিৰঃ । কিকিদ্ভ্রম্য
মিতথিবো দত্তৈর্দন্তানসংস্পৃশন্ ॥ সংপশ্চন্ নাসিকাং গ্রন্থং দিশ্চানবলোকয়ন । কর্ণাদ্যষ্টৈঃ
পৃষ্ঠবংশযুড্ডীয়ানং তথোত্তরে ॥ উত্তানৌ চরণৌ কৃষ্ণা উরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ দক্ষিণোকতলে বামং
পদং জ্ঞাত্য তু দক্ষিণম্ ॥ উকমথো তথোত্তানৌ পাণি পদ্মাসনান্বিতম্ । দক্ষিণোকতলে বামং পাদং
জ্ঞাত্য তু দক্ষিণম্ । বামোকপরি সংস্থাপয়েতদঙ্গাসনং মতম ॥ পাশ্চিদ্ধ বামপাদস্য যোনিস্থানে
নিয়োজয়েৎ । বামোবোরুপরি স্থাপ্য দক্ষিণং সৈদ্ধাসনম ॥” পদ্মাসন অঙ্গাসন, অথবা সিদ্ধাসন
আশ্রয় করিয়া প্রণবধ্যানপূৰ্ণক ধোয়গুর্ক হইবে । (সমকার ধোয় নত ও বক্র না হয় একপভাবে)

পৈক্ষ্যস্যা সবীজস্য সমাধেঃ অন্তরঙ্গং সাধনং সাধনকৌটৌ চ সমাধিশব্দেনাভ্যাস এবোচ্যতে, মুখ্যস্য সমাধেঃ সাধাস্বাৎ । “তদপি বহিরঙ্গং নীবীজস্য”, অনিবীজস্য তু সমাধেস্তদপি ত্রয়ং বহিরঙ্গং পরস্পরয়োপকারি, তস্য তু পৰমবৈরাগ্যমেবান্তরঙ্গমিত্যর্থঃ । অয়মপি ত্রিবিধঃ ভবপ্রত্যয় উপায়প্রত্যয়শ্চ “ভবপ্রত্যয়ে বিদেহপ্রকৃতিলয়ানান্” বিদেহানাং সানন্দানাং প্রকৃতিলয়ানাঞ্চ সান্ধিতানাং দেবানাং প্রাথ্যাত্মাতানাঞ্চ জন্মবিশেষাদৌষধিঃ বিশেষায়ত্ত্ব-বিশেষাৎ তপোবিশেষাবা যঃ সমাধিঃ স ভবপ্রত্যয়ঃ, ভবঃ সংসার আত্মানাত্মবিবেকা-ভাবরূপঃ প্রত্যয়ঃ কারণং যস্য স তথা জন্মমাত্রাহেতুকে বা পক্ষিণামাকাশগমনবৎ পুনঃসংস্কারাহতুত্বান্মুক্তভিহেয় ইত্যর্থঃ । “শ্রদ্ধাবীৰ্য্যাস্ততিসমাধিপ্ৰজ্ঞাপূৰ্ণক ইতরেবাম্,” জন্মৌষধিমদ্রতপঃসিদ্ধব্যতিরিক্তানামাত্মানাত্মবিবেকদর্শিনাস্ত যঃ সমাধিঃ” স শ্রদ্ধাদি পূৰ্ণকঃ শ্রদ্ধাদয়ঃ পূৰ্ণে উপায় যস্য স তথা, উপায়প্রত্যয় ইত্যর্থঃ । তেহু শ্রদ্ধা-যোগবিষয়ে চেতসঃ প্রসাদঃ, সা হি জননীব যোগিনং পাতি, ততঃ শ্রদ্ধা-ধানস্য বিবেকাধিনো বীৰ্য্যমুৎসাহমুপজায়তে, সমুপজাতীবীৰ্য্যস্য, পাশ্চাত্যাসু ভূমিষু স্রুতি-রূপদ্বায়ে, তৎস্বরূপাচ্চ চিত্তমনাকুলং সৎ সমাধীয়তে, সমাধিরত্রেকাগ্রতা, সমাহিতচিত্তস্য প্রজ্ঞাতাব্যাগোচরা বিবেকেন জায়তে, তদভ্যাসাৎ পরাচ্চ বৈরাগ্যাত্তবত্যসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিমুক্ষুণামিত্যর্থঃ । প্রতিকল্পপরিণামিণো হি ভাবা স্বতে চিতিশক্তেরিতি জ্ঞানেন তস্যামপি সৰ্ববৃত্তিনিরোধাবস্থায় চিত্তপরিণামপ্রবাহঃ তজ্জন্তুসংস্কারপ্রবাহশ্চ ভবত্যেবেত্য-ভিপ্ৰেত্য সংস্কারশেষ ইত্যুক্তম্, তস্য চ সংস্কারস্য প্রয়োজনমুক্তম্, ততঃ “প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ” ইতি । প্রশান্তবাহিতানাংবৃত্তিকস্য চিত্তস্য নিরিক্কনায়িবৎ প্রতিলোমপরিণামে উপশমঃ । যথা সমিদাজ্যাত্মাহতপ্রক্ষেপে বহ্নিকন্তোরোস্তরবৃদ্ধ্যা প্রজ্জ্বলতি সমিদাদিক্ষয়ে তু প্রথমক্ষণে কিঞ্চিচ্ছামাত, উত্তরোত্তরক্ষণেষু ত্বধিকমধিকং শাম্যতীতি ক্রমেণ শান্তিবদ্ধিতে, তথা নিরুদ্ধচিত্তস্য উত্তরোত্তরাধিকঃ প্রশমঃ প্রবর্ততি, তত্র পূৰ্ণপ্রশমজনিতঃ সংস্কার এবান্তরপ্রশমস্য কারণম্, তদা চ নিরিক্কনায়িবচ্চিত্তঃ ক্রমেণোপশাম্যত্মানসমাধি-নিরোধসংস্কারৈঃ সহ স্বস্যাং প্রকৃতৌ লীয়তে, তদা চ সমাধিপরিপাকপ্রভবেণ বেদান্তবাক্য-

ও সমাসন হইয়া চরণদ্বয় সংহত করিয়া, (গুটাহিয়া) মুখবির সংবৃত করিয়া (মুখবৃত্তিয়া) মুখচ্ছদ (ওষ্ঠ) স্পর্শ করিয়া লিঙ্গ ও মুখ স্পর্শ না করিয়া (ক্লেডের একরূপ স্থানে হাত রাখিবেক যে, যে স্থানে রাখিলে লিঙ্গস্থান স্পৃষ্ট না হয়) প্রযত ও স্থির হইয়া অর্থাৎ আন্তরিক বোগচেষ্টা উত্তেজিত করিয়া, মস্তক কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া, দণ্ডের দ্বারা দন্তস্পর্শ না করিয়াও কোন দিক না দেখিয়া স্বীয় নাসাগ্রমাজে দৃষ্টি রাখিয়া, পৃষ্ঠবংশ উড্ডীয়ান্ করিয়া পদ্মাসনে, অর্দ্ধাসনে কি সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইবে । দুই পা চিৎ করিয়া উঠাইয়া দুই উরুতে এবং হস্তদ্বয় উত্তান অর্থাৎ চিৎ করিয়া উরুমধ্য স্থাপনপূৰ্ণক পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারে উপবিষ্ট হইলে তাহা “পদ্মাসন” হইবেক । দক্ষিণ উরুতে বাম পা এবং বাম উরুতে দক্ষিণ পা রাখিয়া কথিত প্রকারে বসিলে তাহা “অর্দ্ধাসন” হইবেক ॥ বা-পায়ের পাঞ্চি (গোড়) মলদ্বারে রাখিয়া দক্ষিণ পা বাম উরুতে স্থাপনপূৰ্ণক শ্লোকোক্ত প্রকারে বসিলে তাহা “সিদ্ধাসন” হইবেক ॥ অন্ত একপ্রকার সিদ্ধাসন আছে তাহাও প্রায় এইরূপ ।—(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালারবর বেদান্তবাগীশ) ।

জেন সম্যগদর্শনেনাবিষ্টায়াং নিবৃত্তায়াং তদ্বৈতকদৃশ্যসংযোগাভাবাৎ বৃত্তৌ পঞ্চ-
বিধায়ামপি নিবৃত্তায়াং স্বরূপঃ প্রতিষ্ঠঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ কেবলো মুক্ত ইত্যাচ্যতে । তদ্বক্তৃ-
“তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেণাবস্থানম্” ইতি । তদা সর্ববৃত্তিনিরোধে বৃত্তিদশায়ান্ত নিত্যাপরি-
ণামিচৈতজ্ঞরূপত্বেন তন্ত সর্বদাসুদৃষ্টেহপ্যনাদিনা দৃশ্যসংযোগেনাবিষ্টকেনাস্তঃকরণ-
তাদাশ্রাধ্যাসাদন্তঃকরণবৃত্তিসারূপাং প্রাপ্নুবন্নভোক্তাপি ভোক্তেব হুঃখানাং ভবতি । তদ্ব-
ক্তম্, “বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র” ইতরত্র বৃত্তিপ্রাচুর্ত্বাবে এতদেব বিবৃত্তম্, “দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং
চিন্তং সর্কার্থম্” চিন্তমেব দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং বিষয়িবিষয়নির্ভাসং চেতন্যচেতনস্বরূপাপন্নং
বিষয়াশ্রকমপ্যবিষয়াশ্রকমিবাচেতনমপি চেতনমিব স্ফটিকমণিকরং সর্কার্থমিত্যুচ্যতে,
তদনেন চিন্তসারূপোণ ভ্রান্তাঃ কেচিৎ তদেব চেতনমিত্যাহঃ । “তদসংখ্যোদয়বাসনাভি-
শ্চিত্তমপি পরার্থং সংহত্য কারিত্বাৎ” যন্ত ভোগাপবর্গার্থং তৎ সএব পরচেতনোহ-
সংহতঃ পুরুষো ন তু ঘটাদিবং সংহতাকারি চিন্তং চেতনমিত্যর্থঃ । এবং “বিশেষ-
দর্শিনঃ আশ্রয়ভাবভাবনানিবৃত্তিঃ” এবং যোহন্তঃকরণপুরুষয়োবিশেষদর্শী তন্ত যান্তঃকরণে
প্রাগ্বিবেকবশাদাশ্রয়ভাবভাবনাসীৎ সা নিবর্ততে ভেদদর্শনে সত্যভেদভ্রমাহুপপত্তেঃ,
সত্ত্বপুরুষয়োবিশেষদর্শনঞ্চ ভগবতদর্পিতনিকামকর্মসাধ্যম্, তল্লিঙ্গঞ্চ যোগভাব্যে দর্শিতম্ ।
যথা, “প্রাবৃষি তৃণাস্কুরন্তোত্তেদেন তদ্বীজসন্তানুন্নীয়তে, তথা মোক্ষমার্গপ্রবণেন সিদ্ধান্ত-
কচিবশাৎ যন্ত লোমহর্ষীক্ৰপাতৌ দৃষ্টেতে তত্রাপ্যন্তি বিশেষদর্শন বীজমপর্গভাগীয়ং
কর্ম্মভিনিবর্তিতমিত্যন্নীয়তে, যস্য তু তাদৃশং কর্ম্মবীজং নাस्ति, তন্ত মোক্ষমার্গপ্রবণে
পূর্কপক্ষযুক্তিষু কচির্ভব্যক্রচিচ্চ, সিদ্ধান্তযুক্তিষু তস্য কোহহমাসং কথমহমাসমিত্যাदि-
য়াশ্রয়ভাবভাবনা স্বাভাবিকৌ প্রবর্ততে, সা তু বিশেষদর্শিনো নিবর্তত” ইতি । এবং সতি
কিং স্যাাদিতি তদাহ । “তদাবিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্ভারং চিন্তম্ ।” নিম্নং জলপ্রবহণ-
যোগানীচদেশঃ প্রাগ্ভারঃ তদযোগ্য উচ্চপ্রদেশঃ, চিন্তঞ্চ সর্বদা প্রবর্তমানবৃত্তিপ্রবাহেণ
প্রবহজ্জলত্বাৎ তৎ প্রাগাশ্রান্যাবিবেকরূপবিমার্গবাহিবিষয়ভোষণ্যস্তমসাসীদধুনাশ্রান্য-
বিবেকমার্গবাহিকৈবল্যপর্ধ্যস্তং সম্পত্ত্বত ইতি । অস্মিংশ্চ বিবেকবাহিনি চিন্তে যে
অস্তরায়ান্তে সহৈতুকা নিবর্তনীয়ী ইত্যাহ সূত্রাত্যাং, “তন্নিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরূপি
সংস্কারেভাঃ । “হানমেবাং ক্লেশবহুত্বম্ ।” তস্মিন্ বিবেকবাহিনি চিন্তে হিদ্বেষস্তুরালেষু
প্রত্যয়ান্তরূপি ব্যাখানরূপাণ্যহং মমেত্যেবংরূপাণি ব্যাখানাহুভাবজ্ঞেভাঃ সংস্কারেভাঃ
ক্লীষমাণেভ্যোহপি প্রাচুর্ত্ববন্তি, এষাঞ্চ সংস্কারাণাং ক্লেশানামিব হানমুক্তম্, যথা “ক্লেশা-
অবিষ্টাগ্নয়ো জ্ঞানায়িনা দগ্ধবীজভাবে ন পুনশ্চিত্তভূমৌ প্ররোহং প্রাপ্নুবন্তি, তথা জ্ঞানায়িনা
দগ্ধবীজভাবে সংস্কারাঃ প্রত্যয়ান্তরূপি ন প্ররোহমহন্তি, জ্ঞানায়িসংস্কারান্ত যাবচ্চিত্তমহু-
শেরতে ‘ইতি ।” এবং প্রত্যয়ান্তরূপমুদয়েন বিবেকবাহিনি চিন্তে স্থিরীভূতে সতি
“প্রিসংখ্যানেনহ্যকুসীদস্য সর্কথা বিবেকখ্যাতেধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ ।” প্রিসংখ্যানু-
সত্ত্বপুহুযাণাতাখ্যাতিঃ শুদ্ধাশ্রজ্ঞানমিহি যাবৎ । তত্র শুদ্ধঃ সাত্বিকে পরিণামে

কৃতসংযমস্ত সৰ্বেষাং গুণপরিণামানাং স্বামিবদাক্রমণং সৰ্বাধীষ্ঠাতৃশ্চ, তেবামেব চ শাস্তোদিভাব্যপদেশধৰ্ম্মিণ্যেব স্থিতানাং বধাবধিবেকজ্ঞানাং সৰ্বজ্ঞাতৃশ্চ বিশোকা নাম সিদ্ধিঃ ফলম্ তদ্বৈরাগ্যাচ্চ কৈবল্যমুক্তম্ । সৰ্বপুরুষাত্তাত্ধ্যাত্মাত্মজ্ঞস্ত সৰ্বভাবাধীষ্ঠাতৃশ্চ সৰ্বজ্ঞাতৃশ্চ, তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ৰয়ে কৈবল্যমিতি ।” হৃত্রোভ্যাং তদেতদ্ব্যচ্যতে, তস্মিন্ প্রসম্পাদ্যানে সত্যপাকুসীদস্ত ফলমলিপ্শোঃ প্রত্যয়ান্তরাণামনুদয়ে সৰ্বপ্রকারং বিবেক-
খ্যাতেঃ পরিপোষাঙ্কমেষঃ সমাধিৰ্ভবতি । “ইজ্যাদারদমাহিংসাদানস্বাধ্যায়কৰ্ম-
ণাম্ ।” অস্বস্ত পরমো ধৰ্ম্মো যদ্ব্যোগেনাশ্বদর্শনম্ ॥” ইতি স্মৃতেঃ । ধৰ্ম্মং প্রত্যগ্ভ্রষ্টকৈকা-
সাক্ষাৎকারং মেহতিসিদ্ধীতীতি ধৰ্ম্মমেষঃ তদ্ব্যসাক্ষাৎকারহেতুরিত্যর্থঃ । “ততঃ ক্লেশকৰ্ম-
নিবৃত্তিঃ ।” ততো ধৰ্ম্মমেঘাৎ সমাধেৰ্ধৰ্ম্মায়া ক্লেশানাং পঞ্চবিধানাং অবিভাস্বিতারাগ-
দেহাভিনিবেশানাং কৰ্ম্মপাঞ্চ রক্তকৃষ্ণশুক্লভেদেন ত্রিবিধানাং অবিভাস্বিতানাং অবিভাস্বিতানাং
বীজক্লমাদাত্যন্তিকী নিবৃত্তিঃ কৈবল্যং ভবতি, কারণনিবৃত্ত্যা কার্যনিবৃত্তেরাত্যন্তিক্যা
উচিতত্বাদিত্যর্থঃ । এবং স্থিতে যুগ্মস্বয়ং সদাশ্রয়ানন্ত্যেনেব সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিরেকাগ্র-
ভূমাবুক্তঃ । নিয়তমানস ইত্যনেব তৎফলভূতোহসম্প্রজ্ঞাতসমাধিনিরোধভূমাবুক্তঃ ।
শাস্তিমিতি নিরোধসমাধিসংস্কার ফলভূতা প্রশান্তবাহিতা নির্কাণপরমামিতি ধৰ্ম্মমেঘস্ত
সমাধেস্তদ্বজ্ঞানদ্বারা কৈবল্যাহেতুত্বম্, মৎসংস্থামিত্যনেনোপনিষদাভিমতং কৈবল্যং দর্শিতম্ ।
বস্মাদেবং মহাকলো যোগন্তস্মাৎ তং মহতা প্রযত্নেন সম্পাদয়েদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অস্তাঃ ফলমাহ যুগ্মমিতি । এবমনেব প্রকারেণ সদা নিরন্তরং
দীর্ঘকালঞ্চ আশ্রয়ানং মনো যুগ্মং সমাধধানো যোগী নিয়তং খ্যাতিফলাদপি নিগৃহীতং
মানসং যেন স নিয়তমানসঃ শাস্তিঃ পরমবৈরাগ্যবলাৎ খ্যাতিমপি নিকৃষ্য নির্মিকল্পঃ
পদং নির্কাণং মোক্ষস্তদেব পরমা নিষ্ঠা যস্তাঃ শাস্তেঃ তাং মৎসংস্থায় ময্যেব সংস্থা
একীভাবেনাবস্থানং সমাপ্তিকী যস্তাস্তামধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি । খ্যাতিফলঞ্চ হৃত্রকৃত্য
দর্শিতম্, “প্রসম্পাদ্যানেহ্যপাকুসীদস্ত সৰ্বথা বিবেকখ্যাতেধৰ্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ” ইতি । “তৎপরং
পুরুষখ্যাতে গুণবৈতৃক্যম্” ইতি, সৰ্বপুরুষাত্তাত্ধ্যাত্মাত্মজ্ঞস্ত সৰ্বজ্ঞাতৃশ্চ সৰ্বভাবাধীষ্ঠাতৃশ্চ-
ক্ষেতি হৃত্রক্রেপেণ, প্রসম্পাদ্যানে ধ্যানে অকুসীদস্ত বশিজ ইব ফলানিচ্ছোঃ সৰ্বথা বিবেক-
খ্যাতিরেব ভবতি, তস্তাচ্চ ফলং ধৰ্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ, স চ প্রাগেব ব্যাখ্যাতঃ, ততো বৈরাগ্যং
পরম্পরসংজ্ঞং পুরুষখ্যাতেঃ ফলং তস্ত লক্ষণং গুণেষু দিব্যাদিব্যবিষয়েষু বৈতৃক্যম্,
এতন্মৈব হি নাস্তরীয়কং ফলং কৈবল্যমিতি যোগা বদন্তি, তৃতীয়হৃত্রোক্তং ফল
সৰ্বজ্ঞাদিকন্তপ্রোত্য ক্রমতে, “কস্মিন্ন ভগবো বিজ্ঞায়তে সৰ্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি”
ইতি । “সৰ্বস্ত বঙ্গী সৰ্বজ্ঞেশানঃ সৰ্বজ্ঞাধিপতি” ইত্যাদিকম্ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—যুগ্মমিতি । আশ্রয়ানং মনো যুগ্মং ধ্যানযোগযুক্তং কুর্স্বন, যতো
নিয়তমানসঃ বিষয়োপরতচিহ্নঃ । নির্কাণো মোক্ষএব পরমঃ প্রাপ্য যস্তাং ময্যেব
নির্কিণেষে ব্রহ্মণি সম্যক্ স্থা স্থিতিৰ্ভজ্যং তাং শাস্তিঃ সংসারোপরতিং প্রাপ্নোতি ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য ।—এক্ষণে উল্লিখিতরূপ যোগের ফল কীর্তিত হইতেছে । পূর্বোক্ত প্রকারে সতত মনকে সমাহিত করিতে করিতে, যখন চিন্তবৃত্তির নিরোধ ঘটে, তখন সেই যোগী পুরুষ সংসারোপরমরূপ শাস্তির অধিকারী হন । চরমে নির্বাণ লাভই সে শাস্তির ফল এবং আমার স্বরূপতা লাভই সে শাস্তির স্বরূপ । শ্রীমদ্বলদেব প্রভৃতি বলেন, সে শাস্তি সম্পূর্ণরূপে ভগবানেরই অধীন এবং শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলেন যে, সে শাস্তি নির্বিশেষভাবে ব্রহ্মেই সংস্থিত ।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথসূদন-সরস্বতী মহোদয়ের অভিপ্রায় । পূর্বোক্তরূপে একাকী নির্জ্ঞানস্থানে সমাসীন হইয়া যোগীপুরুষ, অভ্যাস ও বৈরাগ্য সহকারে, মনকে সমাহিত করিতে থাকিবেন । এইরূপে অভ্যাসের আতিশয্য হইলে মনোবৃত্তিরূপ বিকার সমূহ নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে । তখন যোগী অবিচ্ছিন্নবৃত্তিরূপ-মুক্তি-পর্যাবসায়িনী এবং আমার স্বরূপানুভব-জনিতা পরমানন্দ-ময়ী শাস্তির অধিকারী হইবেন । সমাধির ফলস্বরূপে ঐশ্বর্য্যাসিক্তিরূপ তুচ্ছ ফল তিনি কখনই লাভ করিবেন না ; কারণ তৎসমূহ সমাধির উপসর্গ স্বরূপ এবং অযোগতির হেতুভূত । ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, “তে সমাধা-বুপসর্গা ব্যাখ্যানে সিদ্ধয়ঃ ।” (পাতঞ্জল, বিভূতিপাদ, ৩৮ সূত্র) । প্রতিভাদি ক্ষমতা সমূহ সমাধি সময়ে উৎপত্তমান হইলে, সমাধির উপসর্গস্বরূপ হয় এবং মোক্ষের বিঘ্ন সমুৎপাদন করে । ব্যাখ্যান কালে অর্থাৎ ব্যবহার-দশায় তৎসনস্ত উৎপত্তমান হইলে বিশিষ্ট ফলপ্রদান করিয়া থাকে । “স্থান্যুপ-নিমজ্জনে সঙ্গস্বয়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ।” (পা, বি, ৫২) । দেবতাদিগের আস্থানে প্রলুপ্ত ও গর্নিত হইলেও যোগের বিঘ্ন উপস্থিত হয় । (৫ অধ্যায়, ২৭।২৮ শ্লোকের তাৎপর্য্য দেখুন) । মহর্ষি বশিষ্ঠ লিখিয়াছেন যে, উদ্দালক নামক ঋষির যোগভঙ্গ করিবার নিমিত্ত, দেবতার। তাঁহাকে বিবিধ প্রলোভন বাক্যে নিমজ্জণ করিয়াছিলেন । কিন্তু উদ্দালক, তৎ-সমস্ত বাক্য উপেক্ষা করিয়া ও দেবতাদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া, পুনরায় বাহ্যার্থে যোগের বিরোধী কোন ঐসঙ্গ উপস্থিত হইতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে নির্বিকল্পক সমাধিতে প্রবৃত্ত হইলেন পতঞ্জলি বলিয়াছেন, “বিতর্কবিচ্ছিন্নানন্দান্বিতানুগমাৎ সম্প্রজাতঃ ।” (পা, স, ১৭) । যখন সর্ব্বপ্রকার সংশয়শূন্য হইয়া ভাব্য পদার্থের স্বরূপ উপসর্গ

হয়, তখনই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা যায়। (৫ অধ্যায়, ২৭।২৮ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চিন্তের ভাবনা বিশেষ মাত্র। বিষয়াস্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, চিন্তে পুনঃ পুনঃ ভাব্য বিষয়ের সন্নিবেশকেই ভাবনা বলে। গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গৃহীত্ব ভেদে ভাব্য ত্রিবিধ। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে গ্রাহ্য আবার দ্বিবিধ। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, “ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্তেব মণেগ্রহীত্বগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্বদঙ্গনতাসমাপত্তিঃ।” (পা, স, ৪১)। বাঁহার স্বাক্ষস ও তামস চিন্তবৃত্তি ক্ষীণা হইয়াছে, তাঁহারই চিন্তা একাগ্রতা ও তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন বিশুদ্ধ স্ফটিক মণি যখন যে বর্ণের সমীপস্থ থাকে, তখন সেই বর্ণই গ্রহণ করে; তদ্রূপ নির্মূল চিন্তাও যখন যে ভাব্য পদার্থের ভাবনায় সংলগ্ন হয়, তখন তদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রথমে গ্রাহ্য পদার্থ সম্বন্ধে নির্ভা, তদনস্তর গ্রহণনিষ্ঠা এবং তদনস্তর গ্রহীত্বনিষ্ঠারূপ সমাধি হয়। যেমন ভূমিকাভেদে সোপান পরম্পরা নিদিষ্ট আছে, সমাধিরও সেইরূপ গৃহীত্ব, গ্রহণ ও গ্রাহ্যরূপ ক্রম বিহিত হইয়াছে। প্রথমে যখন স্থূল বিষয় গ্রহণ করিয়া ভাবনা চলিতে থাকে, সেই সময়ে সবিতর্ক সমাধি বলা যায়। যখন শব্দ ও অর্থেরও উল্লেখশূন্য ভাবে ভাবনা প্রবাহিত হয়, তখনই নির্বিবর্তক সমাধি ঘটে। যোগশাস্ত্রে এতদুভয় অবস্থা বিতর্ক নামে উল্লিখিত হইয়াছে। যখন দেশ কাল ও ধর্ম্মের অবচ্ছেদ সহকারে সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন করিয়া ভাবনা প্রবর্তিত হয়, তখন সবিচার সমাধি বলা যায়। যখন দেশকালের অবচ্ছেদও থাকে না তখন নির্বিচার সমাধি বলে। যোগশাস্ত্রে এই অবস্থাদ্বয় বিচার নামে কথিত হইয়াছে। (৫ অ। ২৭।২৮ শ্লোকের তাৎপর্য্য এবং অন্ত্যান্ত স্থলে এই সকল প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে, সূত্রান্ত পুনরুল্লেখ নিম্প্রয়োজন)। এইরূপে ক্রমশঃ নির্বিচার সমাধির পরিপাকে যোগীর চিন্তে প্রজ্ঞার আলোক প্রাদুর্ভূত হয়। “তত্র ঋতস্তরা প্রজ্ঞা।” (পা, স, ৪৮) এই অবস্থায় ঋতস্তরা প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয়। অবিকল্পিত সত্যের নাম ঋত; যে প্রজ্ঞার দ্বারা তাদৃশ সত্য প্রকাশিত হয়, তাহাই ঋতস্তরা প্রজ্ঞা; এবং তাহাই উত্তম যোগ। “ঋতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামগ্নবিষয়া বিশেষত্বাৎ।” (পা, স, ৪৯) ঋতি অর্থাৎ আগম জনিত এবং অনুমান জনিত প্রজ্ঞা সামান্য-বিষয়া অর্থাৎ পদার্থের সামান্য আকার মাত্রই গ্রহণ করে; বিশেষ

গ্রহণে তাহার সামর্থ্য নাই । তাদৃশী প্রজ্ঞার সূক্ষ্ম বস্তু, ব্যবহিত বস্তু, বা বিপ্রকৃষ্ট বস্তু গ্রহণের শক্তি নাই ; কিন্তু নির্বিচার সমাধির ফলস্বরূপ প্রজ্ঞার সে ক্ষমতা আছে । এই জন্মই সমাধি-জনিতা প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠা । নির্বিচার-সমাধি-প্রজ্ঞা-জনিত সংস্কার, বাঞ্ছান-জনিত সংস্কারের প্রতি-বন্ধক । “তজ্জঃ সংস্কারোহন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী ।” (পা, স, ১০) । অতস্তরা প্রজ্ঞাজনিত যে সংস্কার তাহা এতই বলবান যে, তাহা বাঞ্ছানজনিত দুর্বল সংস্কার সমূহকে স্বকার্য সাধনে অক্ষম করে, অর্থাৎ তৎপ্রভাবে পূর্বকালের সমস্ত সংস্কার বিনষ্ট হইয়া যায় । “তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ ।” (পা, স, ৫১) যখন সেই সম্প্রজ্ঞাত অবস্থারও নিরোধ হয় তখনই নির্বীজ সমাধি হয় । অর্থাৎ নিরালম্বন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি উপস্থিত হয় । এইরূপে ক্রমে ক্রমে ধর্মমেঘ অবস্থা সমাগত হয় এবং যোগীবর তখন পরমা শান্তি লাভ করেন । তখন ভগবৎ-সংস্কারূপ কৈবল্য তাহার আয়ত্ত হয় এবং যাবতীয় অনর্থ ও ক্লেশরাশির হস্ত হইতে তিনি চিরদিনের নিমিত্ত অব্যাহতি লাভ করেন । যোগের পরিণাম ফল এইরূপ স্মমহৎ ; অতএব প্রযত্নাতিশয়া সহকারে তুমি যোগসাধনে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৫ ॥

নাত্যশ্নতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্চতঃ

ন চাতিশ্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬ ॥

অর্থ ।—অর্জুন অতি-অশ্নতঃ (অধিকং ভুঞ্জানস্য) ন যোগঃ অস্তি ন চ একান্তং অনশ্নশঃ (অভুঞ্জানস্য) ন চ অতিশ্বপ্নশীলস্য (অতিনিদ্রা-শীলস্য) ন-চ-এব জাগ্রতঃ (নিদ্রাহীনস্য) ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—অর্জুন অধিকভোজীর যোগ নাই এবং নিতান্ত অনাহারীয়া, এবং অতি-নিদ্রা-পরায়ণের না, এবং নিদ্রাহীনেরও না ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি অতিরিক্ত আহার করে, অথবা যে ব্যক্তি নিতান্ত আহার বিমুখ, তাহাদের যোগ হয় না ; যে ব্যক্তি নিতান্ত নিদ্রাস্ত নিদ্রাশীল অথবা যে ব্যক্তি জাগরণশীল, তাহারাও যোগের অধিকারী নহে ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—ইদানীং যোগিন আহারাদিনিরম উচ্যতে নাত্যগ্নত ইতি । ন অত্যগ্নত আত্মসংমিতমগ্নপরিমাণমতীত্যগ্নতঃ অত্যগ্নতো ন যোগোহস্তি, ন চ একান্তমনস্তুতো যোগোহস্তি “যচ্ছ হ বা আত্মসংমিতমগ্নং তদবতি তন্ন নিহস্তি, যদুয়ো নিহস্তি তদ্বৎ কণীরো ন তদবতি” ইতি শ্রুতেঃ, “তস্মাৎ যোগী নাত্মসংমিতাদান্নাদধিকং ন্যূনং বাস্পায়াৎ” অথ বা যোগিনো যোগশাস্ত্রে পরিপঠিতাদগ্নপরিমাণাদতিমাত্রমগ্নতো যোগো নাস্তি । উক্তং হি, “অর্দ্ধমগ্নস্ত সবাঞ্জনস্ত তৃতীয়মুদকস্ত তু । বায়োঃ সঙ্করণার্থক চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥” ইত্যাদি-পরিমাণম্ । তথা ন চাতিবপ্পশীলস্ত যোগো ভবতি, নৈব চাতিমাত্রং আগ্নতো যোগো ভবতি চার্জুন ! ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরি ।—আহারাদীত্যাदिশব্দেন বিহারজাগরিতাদি চোচ্যতে, আত্মসংমিত-মগ্নপরিমাণমষ্টপ্রাসাদি আহারনিরমে শতপথশ্রুতিং প্রমাণয়তি বদिति । তদগ্নং তুজ্ঞামানং যচ্ছ বা ইতি প্রসিদ্ধা শ্রুত্যানুদিতমবত্যাগ্নহষ্ঠানযোগ্যতামাপাত্মহষ্ঠানদ্বায়েণ ভোক্তারং রক্ষতি ন পুনস্তদগ্নমজ্ঞানর্থায় ভবতীত্যর্থঃ, যৎ পুনরাত্মসংমিতাৎ তুর্যোহধিকতরং শাস্ত্র-মতিক্রম্য তুজ্ঞাতে তদাত্মনং হিনস্তি ভোক্তুরনর্থায় ভবতি যচ্চান্নং কণীরোহন্নতরং শাস্ত্রনিশ্চয়াভাবদগ্নতে তদগ্নমহষ্ঠানযোগ্যতাদিদ্ধারা ন রক্ষিতুং ক্ষমতে, তস্মাদত্যাধিকমত্যগ্ন-কায়াং যোগমাকুরুকতা ত্যাগ্যমিত্যর্থঃ । শ্রুতিসিদ্ধমর্থং নিগময়তি তস্মাদিতি । নেত্যাদেক্ষ্যখ্যানান্তরমাহ অথ বেতি । কিং তদগ্নপরিমাণং যোগশাস্ত্রোক্তং বদধিকং ন্যূনং বাতিব্যবহারতো যোগাভূপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ উক্তং ইতি । “পূরয়েদশনেনার্দ্ধং তৃতীয়-মুদকেন তু । বায়োঃ সঙ্করণার্থক চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥” ইতি বাক্যমাদিশব্দার্থঃ । যথা নাত্যগ্নমগ্নতোহনগ্নতচ্চ যোগো ন সম্ভবতি তথা অত্যগ্নং স্বপতো আগ্নতচ্চ ন যোগোঃ সম্ভবতীত্যাহ তথেষতি ॥ ১৬ ॥

রামানুজ ।—এবমাত্মযোগমারভমাণস্ত মনোনৈশ্চল্যাহেতুত্বাৎ মনসো ভগবতি শুভাপ্রয়ে স্থিতিমতিধারান্তদপি যোগোপকরণমাহ নাত্যগ্নত ইতি । অত্যশনানশনে যোগ বিরোধিনী অতিবিহারবিহারো চ তথাতিমাত্রস্বপ্নজাগৰ্যো তথাচাত্যারা সানারাসো ॥ ১৬ ॥

হমুমান্ ।—যোগিন আহারনিরম উচ্যতে নেতি । নাত্যগ্নতঃ আত্মসংমিত-মগ্নমতীত্যগ্নমগ্নতঃ “অত্যশনাদতীপানান্ন উগ্রা এতিগ্রহাৎ” ইতি শ্রুতেঃ । তস্মাদযোগী নাত্মসংমিতাদধিকং ন্যূনকান্নায়াৎ । অথবা যোগিনো যোগশাস্ত্রপরিমিতাদগ্নপরি-মাণাদতিমাত্রমগ্নতো যোগো নাস্তিতি, উক্তঞ্চ “অর্দ্ধমগ্নস্ত সবাঞ্জনস্ত তৃতীয়মুদকস্ত তু । বায়োঃ সঙ্করণার্থক চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥” ইত্যাদিপরিমাণম্ । তথা ন চাতিবপ্পশীলস্ত যোগো ভবতি চার্জুন ! ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর ।—যোগাভ্যাসনিষ্ঠআহারাদিনিরমমাহ নাত্যগ্নত ইতি ষাভ্যাম্ । অত্যগ্ন-মধিকং তুজ্ঞানস্ত একান্তমত্যগ্নমত্মহষ্ঠানতাপি যোগঃ সমাধিন ভবতি, তথাতিনিদ্রাশীল-জাতিজাগ্রতচ্চ যোগো নৈবাস্তি ॥ ১৬ ॥

বলদেব ।—যোগমভ্যাসতো ভোজনাদিমিয়মমাহ নাভ্যন্ত ইতি দ্বাভ্যাং । অত্যশন-
মনতশনঞ্চ অতিস্বাপোহতিজাগরচ্চ যোগবিরোধি অতিবিহারাদি চোত্তরাং ॥ ১৬ ॥

মধুসূদন ।—এবং যোগাভ্যাসনিষ্ঠসাহারাদিনিয়মমাহ দ্বাভ্যাং নাভ্যন্ত ইতি ।
যদুক্তং স জীৰ্যতি শরীরন্ত চ কার্যাক্রমতাং সম্পাদয়তি তদাত্মসম্মিতময়ং তনতিক্রম্য
লোভেনাধিকমন্নতো ন যোগোহস্তি অজীর্ণদোষেণ ব্যাধিপীড়িতত্বাৎ, ন চৈকান্তমনন্নতো
যোগোহস্তি অনাহারাদভ্যন্নহারাদ্বা রসপোষণাভাবেন শরীরস্য কার্যাক্রমত্বাৎ ।
“বহু বা আত্মসম্মিতময়ং তদবতি, তন্ন হিনস্তি যদুরো হিনস্তি তৎ কণীয়ো-
ন তদবতি” ইতি শতপথশ্রুতে: । তস্মাদযোগী নাত্মসম্মিতাদন্নাদধিকং ন্যাসং
বান্ধীয়াদিত্যর্থঃ । অথবা “পুরবেদশনেনার্দ্ধং তৃতীয়মুদকেন তু । বারোঃ সঞ্চরণার্থন্ত
চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥” ইত্যাদিযোগশাস্ত্রোক্তপরিমাণাদধিকং ন্যাসং বান্ধতো যোগো ন
সম্পত্ত্ব ইত্যর্থঃ । তথাভিনিদ্রানীলন্ত অতিক্রান্তচ্চ যোগো নৈবাস্তি হে অর্জুন !
সাবধানো ভবেত্যভিপ্রায়ঃ । এক্ষণকার উক্তাহারাতিক্রমসূচ্যর্থঃ, অপরাহত্রাহুক্ত-
দোষসমুচ্চ্যর্থঃ । যথা মার্কণ্ডেয়পুরাণে, “নাখাতঃ ক্ষুধিতঃ শ্রান্তো ন চ ব্যাকুলচেতনঃ ।
যুজীত যোগং রাজেন্দ্র ! যোগী সিদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ ॥ সতিশীতে ন চৈবোক্ষে ন হন্দে
নালিপারিতে । কালেষেতেষু যুজত ন যোগং ধ্যানতৎপরং” ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবং যোগাভ্যাসনিষ্ঠসাহারাদিনিয়মমাহ দ্বাভ্যাং নাভ্যন্ত ইতি ।
একান্তমতিশয়েন অতিক্রান্ত ইত্যত্রাপ্যভিপ্রায়ে যোজ্যঃ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্য নিয়মমাহ দ্বাভ্যাং নাভ্যন্ত ইতি । অনন্তঃ ।
অধিকং কুঞ্জানস্য । যদুক্তম “পুরবেদশনেনার্দ্ধং তৃতীয়মুদকেন তু । বারোঃ সঞ্চরণার্থন্ত
চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥” ইতি ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য ।—একণে দুই শ্লোকে যোগনিষ্ঠ ব্যক্তির আহারাদি বিষয়ক
নিয়ম কথিত হইতেছে । যে পরিমাণে আহার সহজে পরিপাক হয়, এবং
শরীরকে কার্যাক্রম করিয়া রক্ষা করে, লোভ-প্রযুক্ত তদধিক ভোজ্য উদর-
সাৎ করা যোগীর পক্ষে কখনই বিধেয় নহে । কারণ তাহাতে অজীর্ণদোষ
উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ শরীর ব্যাধি-বিকলিত হওয়ায় অকর্মণ্য হইয়া পড়ে ।
আবার নিভাস্ত আহার-হীনতা, অথবা স্বল্পাহারও যোগী ব্যক্তির পক্ষে
যুক্তিযুক্ত নহে । কারণ তাহাতে শরীর পোষণকারী রসের অভাব হওয়ায়,
ক্রমশঃ দুর্বলতা উপস্থিত হয় এবং শরীর অকর্মণ্য হইয়া পড়ে । শ্রুতপথ
শ্রুতি বলিতেছেন ; “দেই ভুজ্যান্ন অন্ন, শ্রুতিসঙ্গত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানোপ-
যোগী ক্ষমতা প্রদান করিয়া ভোক্তাকে রক্ষা করে ; তাহা কখনই ভোক্তার
অনর্থ-সাধন করে না । যিনি শাস্ত্রীয় শাসন অতিক্রম করিয়া অধিক ভোজন

করেন, সেই আহার তাহার অনর্থোৎপাদন করে। যিনি শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থার অপেক্ষা অল্প অল্প গ্রহণ করেন, কৰ্ম্মানুষ্ঠান ক্ষমতার অভাব হওয়ায়, সে অল্প তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে না।” যোগী ব্যক্তির আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিধি আছে যে, “ভোজ্যবস্তুর দ্বারা উদর-গহ্বরের অর্দ্ধাংশ পূরণ করিবে এবং পানীয় দ্বারা তৃতীয়াংশ পরিপূরিত করিবে। অবশিষ্ট চতুর্থাংশ বায়ু সঞ্চারের নিমিত্ত অনধিকৃত রাখিবে।” এইরূপ যোগশাস্ত্রোক্ত বিধি অবহেলন পূর্বক যিনি অতি ভোজন করেন, অথবা উপবাস-পরায়ণ, বা অল্পভোজী হন, তাঁহার পক্ষে যোগ সম্ভবপর নহে। সেইরূপ আবার অতি নিদ্রাশীল অথবা অতি জাগ্রত ব্যক্তির পক্ষেও যোগ সম্ভব নহে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, “হে রাজশ্রেষ্ঠ! সিদ্ধিলাভার্থে যোগী কখনই ক্ষুধাকাতর, শ্রমাবসন্ন ও ব্যাকুলচিত্ত অবস্থায় যোগ করিবেন না। ধ্যানতৎপর যোগী অতি শীত বা অতি উষ্ণ অথবা ঝটিকা সমন্বিত কালে যোগানুষ্ঠান করিবেন না।” ‘অর্জুন’ এই সম্বোধন পদ দ্বারা, তুমিও যোগ বিষয়ে সাবধান হও, ইহাই ইঙ্গিতে ব্যক্ত করা হইল ॥ ১৬ ॥



যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্ঠস্য কৰ্ম্মসু ।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—যুক্ত-আহার-বিহারস্য (পরিমিতে ভোজনবিচরণে যস্য সং) কৰ্ম্মসু (কার্য্যেষু) যুক্ত-চেষ্ঠস্য (যুক্তা নিয়তা চেষ্ঠা যস্য সং) যুক্ত-স্বপ্ন-অববোধস্য (পরিমিত-নিদ্রাজাগরণস্য, যোগঃ দুঃখহা সৰ্ব্ব-সংসার-দুঃখক্ষয়কৃৎ) ভবতি ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ।—পরিমিত-আহার-বিহার-পরায়ণ কার্য্যে নিয়মিত চেষ্ঠা-সম্পন্ন বিহিত-নিদ্রা-জাগরণ-শীলের যোগ ক্লেশ-নিবারক হয় ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা।—যিনি নিয়মিতরূপ আহার-বিহার করেন, কৰ্ম্মসম্বন্ধে সমুচিত চেষ্ঠা করেন, এবং পরিমিতরূপ নিদ্রা ও জাগরণ করেন, তাঁহার যোগ সৰ্ব্ব-সংসার-ক্লেশ নিবারণের হেতু স্বরূপঃ ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচাৰ্য্য ।—কথং পুনৰ্যোগো ভবতি ? ইত্যুচ্যতে যুক্তেতি । যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেষ্টস্ত আহ্নিত ইত্যাহারোহন্নং বিহরণং বিহারঃ পাদক্রমন্তৌ যুক্তৌ নিয়তপরিমাপৌ যস্ত স যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেষ্টস্ত তথাক্তা চ যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্ত কৰ্ম্মসু তথা যুক্ত-
স্বপ্নাববোধস্ত যুক্তৌ স্বপ্নাচাববোধস্ত তৌ নিয়তকালৌ যস্ত তস্ত যুক্তাহারবিহারস্ত কৰ্ম্মসু যুক্তস্বপ্নাববোধস্ত যোগিনো যোগো ভবতি হুঃখহা, হুঃখানি সৰ্কানি হন্তীতি হুঃখহা সৰ্কসংসারহুঃখক্করুদ্যোগো ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরি ।—আহারনিদ্রাদিনিয়মবিরহিণো যোগাব্যতিরেকমুক্তা তন্নিয়মবতো যোগাবয়ং ব্যাচষ্টে কথং পুনরিত্যাদিনা । অরস্ত নিয়তক্কমৰ্দ্ধমশনস্তেত্যাদি, বিহারস্ত নিয়তক্কং “যোজনান্ন পরং গচ্ছত্” ইত্যাদি, কৰ্ম্মসু চেষ্টায়া নিয়তক্কং বাস্ত্বনিয়মাদি, রাজৌ প্রথমতো দশষট্কাপরিমিতে কালে জাগরণং, মধ্যাতঃ স্বপনং পুনৰপি দশষট্কাপরিমিতে জাগরণমিতি স্বপ্নাববোধনিয়তো কালক্কমবং প্রযতমানস্ত যোগিনো যোগো ভবতি । যোগস্ত কলমাহ হুঃখহেতি । সৰ্কীগীতাধ্যোয়িকাদিভেদভিন্নানীত্যর্থঃ । যথোক্তযোগমন্তরেণাপি স্বপ্নাদৌ হুঃখনিবৃত্তিরস্তীতি বিশিনষ্টি সৰ্কৈতি । বিত্ত্ববিজ্ঞানদ্বারেতি শেষঃ ॥ ১৭ ॥

রামানুজ ।—যুক্তেতি । মিতাহারবিহারস্য মিতারাসস্য মিতস্বপ্নাববোধস্য সকল-
হুঃখহাবন্ধনাশো যোগঃ সম্পন্নো ভবতি ॥ ১৭ ॥

হনুমান্ ।—কথং পুনৰ্যোগো ভবতি ? ইত্যুচ্যতে যুক্তেতি । যুক্তাহারবিহারস্য আহ্নি-
য়তে ইত্যাহারোহন্নং, বিহরণং বিহারঃ পাদক্রমন্তৌ যুক্তৌ নিয়তপরিমাপৌ আহারবিহারৌ
যস্য, তথা নিয়তা চেষ্টা যস্য, কৰ্ম্মসু যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগনঃ যোগো ভবতি হুঃখহা,
সৰ্কসংসারহুঃখক্করুৎ যোগো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর ।—তর্হি কথন্তুতস্য যোগো ভবতীত্যত আহ যুক্তাহারেতি । যুক্তো নিয়ত
আহারো বিহারশ্চ গতির্যস্য, কৰ্ম্মসু কার্য্যেযু যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য, যুক্তৌ নিয়তো
স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য তস্য হুঃখনিবৰ্ত্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি ॥ ১৭ ॥

বলদেব ।—যুক্তেতি । মিতাহারবিহারস্য কৰ্ম্মসু লৌকিকপারমার্থিককৃত্যেযু
মিতবাগাদিবাঁপারস্য মিতস্বাপজাগরস্য চ সৰ্কহুঃখনাশকো যোগো ভবতি, তন্মাদেবাঁগী তথা
ভবতি বৰ্ত্ততে ॥ ১৭ ॥

মধুসূদন ।—এবমাহারাদিনিয়মবিরহিণো যোগব্যতিরেকমুক্তা তন্নিয়মবতো
যোগাবয়মাহ যুক্তাহারেতি । আহ্নিত ইত্যাহারোহন্নং বিহরণং বিহারঃ পাদক্রমঃ তৌ
যুক্তৌ নিয়তপরিমাপৌ যস্য স তথা, অন্তেষপি প্রণবজপোপনিবদাবৰ্ত্তনাদিষু কৰ্ম্মসু
যুক্তা নিয়তক্কালো চেষ্টা যস্য স তথা, স্বপ্নো নিদ্রা অববোধো জাগরণং তৌ যুক্তৌ নিয়ত-
কালৌ যস্য তস্য যোগো ভবতি সাধনপাটবাৎ সমাধিঃ সিধ্যতি নান্তস্য । এবং প্রবন্ধ-
বিশেষেণ সম্পাদিতো যোগঃ কিঞ্চলঃ ? ইতি তত্রাহ হুঃখহেতি । সৰ্কসংসারহুঃখকারণা-
বিত্ত্বোন্মূলনহেতুত্বাবিত্ত্বোৎপাদকত্বাৎ সন্মূলসৰ্কহুঃখনিবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ । যুক্তাহারস্য

নিয়তত্বম্, “অর্দ্ধমশনস্য সব্যঞ্জনস্য তৃতীয়দমুকস্য তু । বায়োঃ সঞ্চরণার্থন্ত চতুর্থমবশেষবরেৎ ॥” ইত্যাদিপ্রাপ্তকৃতম্ । বিহারস্য নিয়তত্বম্, “যোজনান্ন পরং গচ্ছৎ” ইত্যাদি । কৰ্ম্মসু চেষ্টয়া নিয়তত্বং বাগাদিচাপল্যপরিত্যাগঃ । রাত্রেবিভাগভ্রমঃ কৃৎস্না প্রথমান্ত্যয়োর্জাগরণং মধ্যে স্বপ্নমিতি স্বপ্নাববোধয়োনিয়তকালত্বম্, এবমন্তেহপি যোগশাস্ত্রোক্তা নিয়মা দ্রষ্টব্যঃ ॥ ১৭ ॥

নালকণ্ঠ ।—যুক্তোক্তি । যুক্তাঃ পরিমিতাঃ আহারাদয়ো বস্য স তথা ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—যুক্তোক্তি । যুক্তো নিয়তএব আহারো ভোজনং বিহারো গমনঞ্চ বস্য তস্য কৰ্ম্মসু ব্যবহারিকপারমার্থিককৃত্যেযু যুক্তা নিয়তা এব চেষ্টা বাখ্যাপারাদ্যা বস্য তস্য ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য ।—যে অবস্থা যোগের প্রতিকূল তাহা পূর্বের কথিত হইয়াছে । এক্ষণে যোগের অনুকূল বিষয় সমূহ কীৰ্ত্তিত হইতেছে । যাঁহার ভোজন ও গমনাগমন নিয়ত-পরিমাণ, নিয়তকালই যাঁহার শাস্ত্র-সঙ্গত কার্য্যামুষ্ঠানে চেষ্টা, এবং যাঁহার নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই সমাধি-সম্পন্ন যোগী হইয়া থাকেন । তাদৃশ যোগীর অনুষ্ঠিত যোগ যাবতীয় সংসার-দুঃখের মূলভূতা অবিভার উচ্ছেদ করে ; সুতরাং সর্বপ্রকার ক্লেশের বীজ বিনষ্ট করিয়া দেয় । আহার * সম্বন্ধে, উদরের চারিভাগের দুইভাগ অন্ন-ব্যঞ্জনে, একভাগ জলে এবং একভাগ বায়ু সঞ্চালনের নিমিত্ত অবশিষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা পূর্বেরই কথিত হইয়াছে । যোগিগণের পক্ষে আহার-বিষয়ে ইহাই শাস্ত্র-সঙ্গত নিয়ম । যোগশাস্ত্রানুসারে যোগী ব্যক্তির এক যোজনের অধিক দূরে গমন করা অবিধেয় । ইহাই বিহার-বিষয়ক নিয়ম । বাক্যাদি সর্বকার্য্যে চাপল্য পরিত্যাগ করাই যোগিদিগের ব্যবস্থা । এইরূপ হইলেই তাঁহাকে কৰ্ম্মে যুক্ত-চেষ্ট বলা যায় । রাত্রিকে তিনভাগে বিভাগ করিয়া প্রথম ও শেষভাগে জাগরণ এবং মধ্যভাগে নিদ্রা-মগ্ন হওয়াই যোগিদিগের ব্যবস্থা । যাঁহারা এই সকল নিয়ম সম্যক্রূপে পরিপালন করেন, তাঁহাদের আহার, বিহার, চেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণ সকলই নিয়মিত । তাদৃশ ব্যক্তির যোগ সকল দুঃখ-বিনাশেই সক্ষম ॥ ১৭ ॥

* আহার ।—যোগাভ্যাস কালে যোগশাস্ত্রোক্ত আহার-নিয়ম অবলম্বন করা অতীব কৰ্ত্তব্য । তাহা না করিলে আহারের দোষে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে । কিরূপ আহার করা উচিত তাহা বলা যাইতেছে । “মিতাহারং বিনা যন্ত যোগারম্ভঞ্চ কারয়েৎ । নানারোগো ভবেৎ তস্য কিঞ্চিং যোগো ন সিধ্যতি ।” যোগাভ্যাস কালে হিত, মিত ও মৈথ্য অর্থাৎ পবিত্র জব্য আহার করা কৰ্ত্তব্য । হিত অর্থাৎ সুপথ্য, বাহা ভোজন করিলে ব্যাধি হয় না, তাদৃশ আহারের নাম “পথ্যাহার ।” যে পরিমিত ভোজন করিলে শরীর ও মন প্রশস্ত থাকে, কোন প্রকার মানি জন্মে না, তাদৃশ আহারের নাম “মিতাহার ।” যে সকল

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে ।

নিষ্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যাচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

অন্বয় ।—যদা বিনিয়তং (বিশেষণ নিরুদ্ধং) চিত্তং আত্মনি এব
অবতিষ্ঠতে (নিশ্চলং স্থিতিং লভতে) তদা সর্বকামেভ্যঃ নিষ্পৃহঃ
(নির্গতভৃষ্ণঃ) যুক্তঃ (সমাহিতঃ) ইতি উচ্যতে ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—যখন বিনিরুদ্ধ চিত্ত আত্মাতে-ই স্থিত-হয় তখন সকল-
বাসনা-হইতে বিগতভৃষ্ণ-ব্যক্তি সমাহিত কথিত-হন ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—যখন চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া সাক্ষীয় আত্মাতেই
নিশ্চলভাবে অবস্থিত হয়, তখনই যোগী সংসারের সকল কামনায়
বিগতভৃষ্ণ হইয়া সমাহিত নাম প্রাপ্ত হন ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অথাধুনা কদা যুক্তো ভবতীত্যাচ্যতে যদেতি । যদা বিনিয়তং চিত্তং
বিশেষণ নিয়তং সংযতমেকাগ্রতামাপন্নং চিত্তং হিঙ্গা বাহুং চিত্তমাত্মন্যেব কেবলেহবতিষ্ঠতে

দ্রব্য ভক্ষণ করিলে শরীরের ও মনের সম্বন্ধে বাড়ে, সেই দ্রব্যই “মেধ্য” অর্থাৎ পবিত্র । এই
ত্রিবিধ আহারের মধ্যে “মিতাহার” নিয়মটী সর্বতোভাবে পালন করা কর্তব্য । মিতাহার
করিবে না, অথচ যোগ করিবে, এরূপ হইলে কোন একটা সামান্য যোগও সিদ্ধ হইবে না,
প্রভূত বিবিধ ব্যাধি আসিয়া আশ্রয় করিবেক । তৎকালে কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিবেক এবং
কোন্ দ্রব্যই বা বর্জন করিবেক, তাহা ব্রহ্মসংহিতা ও শিবসংহিতা, এই দুই গ্রন্থে লিখিত
আছে । “শালায়ং যবপিণ্ডং বা শোধূমপিণ্ডকং তথা । মুদগযাসঃ কালকাদি শুপ্রঞ্চ তুষবর্জিতম্ ॥
পটোলং পনসঞ্চৈব কক্কোলঞ্চ সুকাশকম্ । দ্রাচিকা ককটী রস্তা ডুম্বুরঞ্চ স্ককষ্টকম্ ॥ আমরস্তা
বালরস্তা রস্তাদণ্ডঞ্চ মূলকম্ । প্রয়োমূলং তথা ঝিঙ্গি যোগী ভক্ষণমাচরেৎ ॥ বালশাকং কাল-
শাকং তথা পটলপত্রকম্ । পঞ্চশাকং প্রশংসীয়াৎ বাস্তকং হিলমোচিকা । নবনীতং ঘৃতং ক্লীরং
শুড়ং শক্রাদি চৈকবম্ । পকরস্তা নারিকেলং দাড়িমং বিষমায়সম্ (?) ॥ দ্রাক্ষা তু লবনী ধাত্রী
কটুকান্নবিবর্জিতম্ ॥ এলাং জাতিং লবঙ্গঞ্চ পৌরুষং জম্বু জাম্বুলম্ (?) ॥ হরীতকীং ধর্ম্মুরঞ্চ
যোগী ভক্ষণমাচরেৎ ॥” “ক্ষীরং ঘৃতঞ্চ মিষ্টান্নং তাম্বুলং চূর্ণবর্জিতম্ । কর্পূরং বিষ্টুরং (?)
মিষ্টং স্তম্ভং স্তম্ববস্তকম্ (?) ॥” “লঘুপাকং প্রিয়ং স্নিগ্ধং যথা বা ধাতুপোষণম্ । মনোহিভলযিতং
যোগী দিব্যং ভোজনমাচরেৎ ॥” শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব, গম, মুগের ঘূষ, শুভ্র ও নিস্তব্ব কালকা
প্রভৃতি শস্ত্র (?), পটোল, কাঁঠাল, কক্কোল (?), (সুকাশ (?), দ্রাচিকা (?), ককটী
(কাবুড় ও ফুটি), রস্তা, কাঁচকলা, কচিকলা কিম্বা কলার মোচা, ডোম্বুর, স্ককষ্টক, রস্তাদণ্ড
(খোড়), মূলক (মূলা), আলু প্রভৃতি মূল, ঝিঙ্গি, কচি কচি শাক, পলীতা শাক, বাস্তশাক
(বেতো), ছিকেশাক, নবনীত, ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষুশুড় ও ইক্ষুচিনি, পাকা কাঁঠাল,
কলা, নারিকেল, দাড়িম (বেদানা), বিষমায়স বা বিষনাশক (?), কিসম্বি
ও আঙুর, লোনাকল, আমলকী, অন্নবর্জিত অস্ত্রান্ত্র ফল, এলাইচ,

স্বাস্থ্যনি স্থিতিং লভত ইত্যর্থঃ । নিম্পৃহঃ সৰ্বকামেভ্যো নির্গতা দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়েভ্যোঃ স্পৃহা তৃষ্ণা যন্ত যোগিনঃ স যুক্তঃ সমাহিত ইত্যুচ্যতে, তদা তস্মিন্ কালে ॥ ১৮ ॥

আনন্দগিরি ।—সফলস্ত সাস্তস্ত যোগশ্চোক্তানন্তরং যদা হীত্যাদ্যুক্তকালানু-
বাদেন যুক্তং লক্ষয়িতুমনস্তরশ্লোকপ্রতিঃ দর্শয়তি অথাধুনোতি । বিশেষণসংযতত্বমেব
সংক্ষিপতি একাগ্রতামিতি । আত্মন্ত্বেবেত্যেবকারার্থং কথয়তি হিচ্ছেতি । কেবলত্বম-
দ্বিতীয়ত্বম্ । তস্তাস্থস্থিতং বিরূপোতি সাস্থনীতি । চিত্তস্ত হি কল্পিতস্তাত্মৈব তত্বং
তৎ পূর্নরক্ততঃ সৰ্ব্বতো নিবারিতমধিষ্ঠানে নিমগ্নং তিষ্ঠতীতি ভাবঃ । তস্তামবস্থায়ঃ
সৰ্ব্বোভ্যো বিষয়েভ্যো ব্যাবৃত্ততৃষ্ণা যুক্তো ব্যাবহৃত ইত্যাহ নিম্পৃহ ইতি ॥ ১৮ ॥

রাগানুজ ।—যদেতি । যদাশ্চপ্রয়োজনবিষয়ং চিত্তমাত্মন্ত্বেব বিনিয়তং বিশেষণ
নিয়তং নিরতিশয়প্রয়োজনতয়া তত্রৈব নিয়তং নিশ্চলমবতিষ্ঠতে তদা সৰ্বকামেভ্যো
নিম্পৃহঃ সন্ যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগা (হঃ) রূঢ় ইত্যুচ্যতে ॥ ১৮ ॥

হনুমান্ ।—অথাধুনা কদা যুক্তো ভবতীত্যুচ্যতে যদেতি । যদা বিনিয়তং
চিত্তং বিশেষণ নিয়তং সংযতমেকাগ্রতামাপন্নং চিত্তং হিত্বা বাহ্যমাত্মন্ত্বেব কেবলে ভবতি
স্বাস্থ্যনি স্থিতিং লভত ইত্যর্থঃ । নিম্পৃহঃ সৰ্বকামেভ্যো নির্গতা স্পৃহা যদা দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়েভ্যো
স্পৃহা তৃষ্ণা যদা যোগিনঃ স যুক্তঃ সমাহিত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

জাতিফল, লবঙ্গ, জাম, ক্ষুদেজাম, হরীতকী, পিণ্ড খর্জুর, ক্ষীর (ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, মিষ্টান্ন,
চূর্ণবর্জিত তাষ্মল, কর্পূর, বিষ্ঠার, (?), স্তম্ভ, জামরুল, এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিবেন ।
লঘুপাক, প্রিয়, স্নিগ্ধ এবং ধাতুপোষক ও মনঃপ্রফুল্লকারক দ্রব্যই যোগীদিগের ভক্ষ্য । একরূপ
আহারের নাম ‘পথ্যাহার’ । ‘দ্বিবা’ শব্দের অর্থ দেবদেয়, স্বতরাং দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ
করিয়া ভক্ষণ করাট বিধেয় । এক্ষণে মিতাহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক হই-
তেছে । “শুদ্ধং স্তম্ভধুরং স্নিগ্ধং উদরাধ্যানবজ্জিতম্ । ভূজ্যতে স্তরসং পীত্যা মিতাহারমিমাং
বিভুঃ ॥” “অগ্নেন পূরষেদকং তোয়েন তু তৃতীয়কম্ । উদরস্য ত্বীয়ং সংরক্ষ্যং বায়ুচালনে ॥”
শুদ্ধ অর্থাৎ সুপরিষ্কৃত, স্তম্ভধুরস বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ অর্থাৎ স্নাতকিত বা অতীক্ষ, একরূপ অগ্ন-বাজ্ঞন
এবং বাহ্য খাইলে বা যে পরিমাণ খাইলে পেটফুলা প্রভৃতি কষ্টকর অবস্থা উপস্থিত না হয়,
প্ৰীতিপূর্বক তাদৃশ অন্ন ও বাজ্ঞনাদি আহার করার নাম ‘মিতাহার’ । মিতাহার ব্রতের অস্ত
নিয়ম এই যে, উদরের অর্থাৎ ক্ষুধার পরিমাণকে চারিভাগ করিয়া, তাহার অর্দ্ধভাগ অগ্ন-
বাজ্ঞনাদির দ্বারা এবং একভাগ জল কি দুগ্ধাদি তরল পদার্থের দ্বারা পরিপূর্ণ করিবেক, অস্ত
একভাগ বায়ুসঞ্চরণের জন্ত খালি রাখিবেক । তাৎপর্য্য এই যে, যোগী ভাল লাগে বলিয়া
গণ্ডে পিণ্ডে আহার করিবেন না । নিত্য নিত্য এইরূপ আহার করার নাম ‘মিতাহার’ ।
এক্ষণে ‘মেধ্যাহার’ সম্বন্ধে দুই একটি উপদেশ উক্ত হইতেছে । ‘মেধ্যং হবিষ্যমিত্যুক্তং
প্রশস্তং সান্ত্বিকং লঘু’ । শাস্ত্রে বাহ্য হবিষ্যাদি বলিয়া, সম্বন্ধের বর্দ্ধক বলিয়া
এবং লঘু ও প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্য আহার করিলে তাহা ‘মেধ্যাহার’
বলিয়া গণ্য হইবে । এই উপদেশের দ্বারা ইহাই নিশ্চয় হইতেছে যে, যোগাভ্যাসকালে মৎস্য-
মাংসাদি ভক্ষণ নিষেধ । যোগাভ্যাসকালে বাহ্য বাহ্য বর্জন করা আবশ্যক তাহা, নিম্নলিখিত
সৌকে সংকলিত আছে, যথা “অথ বর্জ্যং প্রবক্ষ্যামি যোগবিত্তকং পরম্ । অগ্নং ক্লকং তথাভীক্ষং

শ্রীধর ।—কদা নিম্পন্নযোগঃ পুরুষো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ যদেতি । বিনিয়তং বিশেষণে নিরুদ্ধং সচ্ছিত্তমাত্মন্তেব যদা নিশ্চলং তিষ্ঠতি । কিঞ্চ, সৰ্বকামেভ্যঃ, ত্রৈহিকামুখ্যিক-ভোগেভ্যঃ বিগততৃষ্ণো ভবতি, তদা প্রাপ্তযোগ ইত্যুচ্যতে ॥১৮॥

বলদেব ।—যোগী নিম্পন্নযোগঃ কদা শ্রাদিত্যপেক্ষায়ামাহ যদেতি । যোগমভ্যাসতো যোগিনিশ্চলং যদা বিনিয়তং নিরুদ্ধং সদাত্মন্তেব স্বস্বিন্নেবাবস্থিতং স্থিরং ভবতি তদাত্মন্তেরসস্পৃহাশূন্যো যুক্তো নিম্পন্নযোগঃ কথ্যতে ॥১৮॥

মধুসূদন ।—এবমেকাগ্রভূমৌ সম্প্রজ্ঞাতং সমাধিমভিধায় নিরোধভূমাবসম্প্রজ্ঞাতং সমাধিং বক্তৃমুপক্রমতে যদেতি । যদা যস্মিন্ কালে পরবৈরাগ্যাবশ্যম্নিয়তং বিশেষণে নিয়তং সৰ্ববৃত্তিশূন্যতামাপাদিতং চিত্তং বিগতরজস্তমস্কমন্তঃকরণসমুৎস্বজ্ঞাতং সৰ্ব-বিষয়াকারগ্রহণসমর্থমপি সৰ্বতো নিরুদ্ধবৃত্তিকত্বাদাত্মন্তেব প্রত্যক্চিতি অনাত্মানুপরক্তে বৃত্তিরাহিত্যেহপি স্বতঃসিদ্ধস্তাত্মাকারস্ত বারয়িতুমশক্যত্বাৎ চিত্তেরেব প্রাদান্ধ্যং ত্রুণভূতং সদবতিষ্ঠতে নিশ্চলং ভবতি, তদা তস্মিন্ সৰ্ববৃত্তিনিরোধকালে যুক্ত সমাহিত ইত্যা-চ্যতে । কঃ ? যঃ সৰ্বকামেভ্যো নিম্পূহঃ নির্গতা দোষদর্শনেन সৰ্ব্বেভ্যো দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়েভ্যঃ কামেভ্যঃ স্পৃহা তৃষ্ণা যন্তেতি পরং বৈরাগ্যমসম্প্রজ্ঞাতসমাদেহন্তরঙ্গং সাধনমুক্তম্ । তথাচ-ব্যখ্যাতং প্রাক্ ॥১৮॥

লবণং সৰ্ষপং কটু । বাতলাং ভ্রমণং প্রাতঃস্নানং তৈলং বিদাহকম্ । স্তেগং হিংসা পরবেষং চাহঙ্কার মনাজ্জবম্ । উপবাসমসত্যঞ্চ মোহঞ্চ প্রাণিপীড়নম্ ॥ স্বীসঙ্গময়িসেবাঞ্চ বহ্বালাপং প্রিয়া-প্রিয়ম্ । অতীবভোজনং যোগী তাজ্জেদেতানি নিশ্চিতম্ । “কটুসং লবণং তিক্তং ভ্রষ্টঞ্চ দধি তক্রমম্ । শাকোৎকটং তথা মত্তং তালঞ্চ পনসং তথা ॥ কুশোথং মুসুরং পাণ্ডুং কুম্ভাণ্ডং শাব-দণ্ডকম্ । তুয়ীং কোলং কপিথঞ্চ কণ্টবিয়ং পলাশকম্ ॥ বিল্লং কদম্বজ্যং কুচং লগুনং বিষম্ ॥ কামরজং পিয়ালঞ্চ হিঙ্গুং বা মণিকেকতকম্ । যোগায়ন্তে বর্জয়েচ্চ পরস্বীবীজসেবনম্ ॥ কামিনাং ছরিতক্লেব সূক্ষং পর্য়াসিতং তথা । অতিশীতং চাতিচোত্রং ভক্ষ্যং যোগী বিবর্জয়েৎ ॥ প্রাতঃ-স্নানোপবাসাদিকারক্লেববিধং তথা । একাহারং নিরাহারং প্রাণান্তেহপি ন কারয়েৎ ॥” যোগী-দিগের বর্জ্যনীয় আহার ও ব্যবহার বর্ণন করিতেছি । অন্ন, রস্ক, তীক্ষ্ণ, লবণ ও কটুদ্রব্য পরিভ্যাগ করা উচিত । অধিক ভ্রমণ করা, প্রাতঃস্নান, তৈলমাখা, বিদাহক (ঝাল) দ্রব্য ভক্ষণ, হিংসা, পরবেষ, অহঙ্কার, কোটিল্য, উপবাস, মিথ্যা আচার ও মিথ্যা ব্যবহার, মুগ্ধতা, প্রাণিপীড়ন, পরস্বীকৃতি, অগ্নিসেবন, অনেক কথা (বাচালতা), অত্যাশক্তি ও অপ্ৰিয়চরণ, বহুভোজন—এসমস্তই, যোগীদিগের অবশ্য ত্যাজ্য । ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থেও এইরূপ উপদেশ আছে । যথা,—“কটু, অন্ন, লবণ, তিক্ত, ভ্রষ্ট অর্থাৎ ভাজা দ্রব্য, দধি, তক্র (ঝোল) ও কটিন শাক ভক্ষণ কিংবা অধিক পরিমাণে শাক-ভোজন, মত্ত, তাল, কাঁচা কাঁঠাল (ইচোড়), কুশোথ (?), মুসুর, পলাণ্ডু, কুম্ভো, শাকদণ্ড অর্থাৎ শাকের ডাটা, লাউ, কুল, কংবেল, কণ্টবিল্ল, (?) (কাঁচাবেল), পদ্মপত্র, (?) পাকাবেল, কদম্ব, নেবু, ডেওফল, লগুন, পদ্মবীজ, কামরাজা, পিয়াল, হিঙ্গু, মণিকেকতন (?), পরস্বী, অগ্নিসেবা, কর্কশ ব্যবহার, পাপকাৰ্য্য, অতি উষ্ণ, পর্যাসিত দ্রব্য, অতিশীতল, অতিউগ্র অর্থাৎ তীক্ষ্ণখাদ্য, যোগী এসমস্তই বর্জন করিবেন । যোগাভ্যাসকালে যোগী প্রাণান্তেও প্রাতঃস্নান, উপবাস ও অত্যাশ্র প্রকার কার্যক্লেব, একাহার ও অত্যাহার করিবেন না ।

নীলকণ্ঠ ।—নির্ঝাণপরমাং শান্তিং প্রাপ্তস্ত লক্ষণাত্মাহ যদেত্যাदिभिः षड्भिः ।
 বিনিয়তং বিশেষণ একাগ্রতাভূমেরপি নিয়তং নিরুদ্ধমাত্মনি প্রত্যগাত্মনোবাতিষ্ঠতে
 ন স্বস্মিত্যাদিরূপেণ উদ্ভিচ্যতে যদা তদা যোগী সৰ্বেভ্যঃ জাগ্রৎস্বপ্নবীজসমাধিস্থপস্থিতেভ্যঃ
 (ল্যন্ত্রোপে পঞ্চমী), সাক্ষাৎপ্রাপ্ত্যৈব তান্ প্রাপ্য তেষু নিম্পৃহো ভবতি যদা তদা
 যুক্তো নির্বিকল্প ইত্যুচ্যতে ॥১৮॥

বিশ্বনাথ ।—যোগী নিম্পন্নযোগঃ কদা ভবেদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ যদেতি । বিনিয়তং
 নিরুদ্ধং চিত্তং আত্মনি স্বস্মিন্নেব অবতিষ্ঠতে নিশ্চলীভবতীত্যর্থঃ ॥১৮॥

.. তাৎপর্য্য ।—পুরুষ কোন্ সময়ে যুক্ত হইয়া থাকেন, তাহাই এক্ষণে
 কথিত হইতেছে । যে সময়ে বৈরাগ্য প্রভাবে অন্তঃকরণ সবিশেষরূপে
 সর্ববৃত্তি পরিশূন্য হয় এবং রজস্তমগুণবিহীনতা হেতু স্বচ্ছতা ও নিশ্চলতা
 লাভ করিয়া, সর্ববিষয়াকার গ্রহণে সমর্থ হয় ; যখন অনাত্ম-বিষয়ানুরক্তি
 পরিহারপূর্বক অন্তঃকরণ সত্যই আত্মাকার বৃত্তি পরিগ্রহ না করিয়া এবং
 তাগাতে স্থিরভাবে সমবস্থিত না হইয়া থাকিতে পারে না, তখনই সেই

একাহার, অম্মাহার, উপবাস ও লজ্জন প্রভৃতি বর্জন করা, হঠযোগ ও প্রাণায়াম শিক্ষা কালেরই
 উপযুক্ত । ধ্যানযোগ বা সমাধিযোগ অভ্যাসের সময় এই সকল অমুষ্ঠানের নিষেধ নাই ; বরং
 বিধিই আছে । যথা—“আহারান্ কীদৃশান্ কৃষ্ণা কানি জিত্বা চ ভারত । যোগী বলমবাপ্নোতি
 তত্ত্বান্ বক্তৃমহতি ॥ ভীষ্ম উবাচ । কণানং তক্ষণে যুক্তঃ পিণ্ড্যাকস্য চ ভারত । স্নেহানং
 বর্জনে যুক্তো যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ভুঞ্জানো যাবকং ক্লমং দীর্ঘকালমরিন্দম । একাহারো
 বিগুহ্বাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥ পক্ষান্ মাসান্ ঋতুংশ্চৈব সংবৎসরানহস্তথা । অপঃ পীত্বা
 পয়োমিশ্রং যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥ অখণ্ডমপি বা মাসঃ সততং মহাজেশ্বর । উপোষ্য
 সম্যক্ শুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥ কামং জিত্বা তথা ক্রোধং শীতোদ্রবর্ষমেব চ । ভয়ং
 শোকং তথা শ্বাসং পৌরুষান্ বিষয়ান্ তথা । অরতিং হর্জয়াক্ষৈব বোরাং তৃষ্ণাঞ্চ পার্থিব ।
 স্পর্শং নিদ্রাং তথা তজ্জাং হর্জয়াং নৃপসত্তম ॥ দীপয়ন্তি মহাত্মানঃ সূক্ষ্মাত্মানমাত্মনা ।”
 যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভরতর্ষভ ! যোগিগণ কিরূপ আহার করিয়া
 এবং কি কি জয় করিয়া যোগবল লাভ করেন, তাহা আপনি বলুন । ভীষ্ম বলিলেন,
 যুধিষ্ঠির ! যোগিগণ শস্যের কণা (শালিচূর্ণ ও গোদূধ চূর্ণ) ভক্ষণ, তিলকর্ক ভক্ষণ ও
 তৈল প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য বর্জন করিয়া বল বা যোগশক্তি লাভ করেন । হে শত্রুদমন
 যুধিষ্ঠির ! তাঁহারা যাবক (একপ্রকার ধান্য) ও নিঃস্নেহ দ্রব্য ভক্ষণ করিতে
 করিতে দীর্ঘকাল পরে বল-সম্পন্ন (ক্ষমতাপন্ন) হন । শুদ্ধমনে ও একাহারী হইয়া এবং
 কোন কোন যোগী পক্ষ, মাস, ঋতু ও বৎসর পরিমিত কাল ও নিত্য নিত্য বা
 প্রতিদিন জলমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিয়া বলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন । শুদ্ধস্ব হইয়া পূর্ণ
 একমাণ উপবাসী থাকিয়াও কেহ কেহ বলপ্রাপ্ত হন । তাঁহারা কাম, ক্রোধ, শীত,
 গ্রীষ্ম, বর্ষা, ভয়, শোক, শ্বাস, প্রশ্বাস, পুরুষ-ভোগ্যবিষয় (রূপ-রসাদি), অরতি, উদামহীনতা,
 বিষয়তৃষ্ণা, স্পর্শ-স্বপ্ন, নিদ্রা, তজ্জা, এই সকল জয় করিয়া যোগবল প্রাপ্ত হন এবং আপনাআপনি
 আপনার আত্মাকে উদ্দীপিত করেন ।—(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কাদীঘর বেদান্তবাগীশ ।)

সর্বকামনা-বিহীন ও বিষয়দোষ-দর্শনে বিরক্তচিত্ত বিগতভৃষ্ণ পুরুষ সমাহিত নাম প্রাপ্ত হন । সর্ববৃত্তির নিরোধ হেতু তখন তিনি সমাধিস্থ হইয়াছেন । এইরূপ বৈরাগ্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ স্বরূপ ॥ ১৮ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেদ্বতে সোপমা স্মৃতা ।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

অর্থ ।—যথা নির্বাত্তে (বায়ুবিহীনে স্থানে) দীপ ন ইদ্বতে (চলতি) আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ (অনুতিষ্ঠতঃ) যতচিত্তস্য যোগিনঃ সা উপমা স্মৃতা (চিন্তিতা) ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—যে রূপ বায়ুবিহীন-স্থানে প্রদীপ বিকম্পিত হয় না । আত্মার যোগে নিবিষ্ট সংযতান্তঃকরণ যোগীর তাহা উপমাস্বরূপে চিন্তিত ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—বায়ুবিহীন প্রদেশস্থ দীপকলিকা অধুমাত্রও আন্দোলিত হয় না ; যোগক্ষেত্রে যোগপরায়ণ সংযতমনা যোগিদ্বিগের আত্মার অবস্থাও তদ্রূপ বলিয়া বিবেচনা করেন ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যোগিনঃ সমাহিতং যচ্চিত্তং তত্তোপমোচ্যতে বধেতি । যথা দীপঃ প্রদীপো নিবাতস্থো নিবাত্তে বাতবজ্জিতে স্থানে স্থিতো নেদ্বতে নৈদ্বতি ন চলতি সা উপমা, উপমীয়তেহনন্তোপমা যোগক্ষেপ্তিত্তপ্রচারদশিতিঃ স্মৃতা চিন্তিতা যোগিনো যতচিত্তস্য সংযতান্তঃকরণস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ সমাধিমুত্তীর্ণত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি ।—উপমা যোগিনশ্চিত্তত্বৈর্হেদ্যস্যোদাহরণমিত্যর্থঃ । উপমাশব্দস্য প্রদীপবিষয়ত্বসিদ্ধার্থঃ করণব্যুৎপত্তিং দর্শয়তি উপমীয়ত ইতি । যোগিনো যথোক্তবিশেষণ-বতশ্চিত্তত্বৈর্হেদ্যস্যেতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥

রামানুজ ।—যথেনিতি । নিবাতস্থো দীপো যথা নেদ্বতে ন চলতি, অচলঃ সপ্রভব্ধিষ্ঠতি যতচিত্তস্য নিবৃত্তসকলেতরমনোবৃত্তৈর্যোগিনঃ । আত্মনি যোগং যুঞ্জত আত্ম-স্বরূপস্য সোপমা নিবাতস্থতয়া নিশ্চলসপ্রভদীপবন্তিবৃত্তসকলেতরমনোবৃত্তিতয়া নিশ্চলো জ্ঞানপ্রভঃ আত্মা স্থিতিতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

হনুমান্ ।—যোগিনঃ সমাহিতস্যোপমোচ্যতে যথেন্দি । যথা দীপো নিবাতহ্বে
নিবাতো বাতবর্জিতে দেশে স্থিতঃ নেজতে ন চলতি সোপমা উপমীয়তেহনয়েতুপমা
স্বতা যোগজৈশ্চৈতপ্রকারদর্শিতঃ চিন্তিতা, যোগিনো যতচিত্তস্য সংযতাস্তঃকরণস্য যুক্ততো
যোগং সমাধিমহুতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধর ।—আত্মৈকাকারতয়াবস্থিতস্য চিত্তস্যোপমানমাহ যথেন্দি । বাতশূন্নে দেশে
স্থিতো দীপো যথা নেজতে ন চলতি সা উপমা দৃষ্টান্তঃ । কস্য? আত্মবিষয়ং যোগং
যুক্ততোহভ্যাস্যতো যোগিনো যতঃ নিয়তং চিত্তং যস্য নিরুদ্ধসকলপ্রকাশতয়া চাচক্ষলং তচ্চিত্তং
তৎ চিত্তং ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

বলদেব ।—তদা যোগী কীদৃশো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ যথেন্দি । নির্বাতদেশস্থে
দীপো নেজতে ন চলতি নিশ্চলঃ সপ্রভতিষ্ঠতি স দীপো যথা যথাবদুপমা যোগজৈঃ
স্বতা চিন্তিতা । (সোপমেত্যত্র সোহচি লোপে চেৎ পাদপূরণমিতি সূত্রং সন্ধিঃ) ।
উপমাশব্দেনোপমানং বোধ্যম্ । কস্যোত্যাহ যোগিন ইতি । যতচিত্তস্য নিরুদ্ধসকলচিত্ত-
বৃত্তেরায়ানো যোগং ধ্যানং যুক্ততোহহুতিষ্ঠতঃ । নিবৃত্তসকলেতরচিত্তবৃত্তিরভ্যুদিতজ্ঞানযোগী
নিশ্চলসপ্রভদীপসদৃশো ভবতীতি ॥ ১২ ॥

মধুসূদন ।—সমাদৌ নিবৃত্তিকস্য চিত্তস্যোপমানমাহ যথেন্দি । দীপচলনহেতুনা
বাতেন রহিতে দেশে স্থিতো দীপো যথা চলনহেতুভাবান্নেজতে ন চলতি সোপমা স্বতা,
স দৃষ্টান্তচিন্তিতো যোগজৈঃ । কস্য? যোগিনঃ একাগ্রভূমৌ সম্প্রজ্ঞাতসমাধিমতোহভ্যাস-
পাটবাৎ যতচিত্তস্য নিরুদ্ধসকলচিত্তবৃত্তের সম্প্রজ্ঞাতসমাধিরূপং যোগং নিরোধভূমৌ
যুক্ততোহহুতিষ্ঠতো য আত্মাস্তঃকরণং তস্য নিশ্চলতয়া সম্বোধ্যেকেন প্রকাশকতয়া চ
নিশ্চলো দীপো দৃষ্টান্ত ইত্যর্থঃ । আত্মনো যোগং যুক্তত ইতি ব্যাখ্যানে দাষ্টাণ্ডিককালভঃ
সর্কবাস্থ্যাপি চিত্তস্য সর্কদাত্মাকারতয়াপদবৈপর্য্যকঃ । ন হি যোগেনাত্মাকারতা চিত্তস্য
সম্পাদ্যতে, কিন্তু স্বত এবাত্মাকারস্য স্বতো নাত্মাকারতা নিবর্ত্তেত ইতি
তস্মাদাষ্টাণ্ডিকপ্রতিপাদনার্থমেবাস্বপদম্ । (যতচিত্তস্যোতি বা ভাবপরো নির্দেশঃ কৰ্ম্মধারয়ো
বা), যতস্য চিত্তস্যোত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—একগ্রতাবস্থায় যোগচিত্তস্যোপমামাহ যথেন্দি । নেজতে ন
চলতি তদং যতঞ্চ তচ্চিত্তঞ্চ যতচিত্তং তস্য একাগ্রতাং প্রাপ্তং চিত্তং নিবাতপ্রদীপবৎ
চলতীত্যর্থঃ, আত্মনো যোগং সমাধিং যুক্ততোহহুতিষ্ঠতঃ ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ ।—যথেন্দি । নিবাতহ্বে নির্বাতদেশস্থিতো দীপো নেজতে ন চলতি
যঃ স এব দীপ উপমী যথা যথাবদিত্যর্থঃ । (সোহচি লোপে চেৎ পাদপূরণমিতি সন্ধিঃ) ।

কস্যোপমা? ইত্যত আহ যোগিন ইতি ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য ।—একগ্রে শ্রীভগবান্ একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা সমাহিত
চিত্তের অলঙ্কার প্রদর্শন করিতেছেন । বায়ুপ্রভাবেই দীপশিখা আন্দোলিত

ও বিকম্পিত হইয়া থাকে । যে স্থানে বায়ুপ্রবাহ নাই সে স্থানের প্রদীপ-
কলিকা বিচলিত হয় না । যোগবিশারদ মহাত্মগণ এই ঘটনা যোগনিরত
পুরুষের আন্তরিক অহঙ্কার তুলনা স্থল বলিয়া বিবেচনা করেন । বাঁহারা
অভ্যাস সহকারে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরোধ করিয়া, সম্বন্ধের উদ্বেক
হেতু অন্তঃকরণকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল করিতে সক্ষম হইয়াছেন, বাহ্যবিষয়-
রূপ বাতাঘাতে তাঁহাদের অন্তঃকরণরূপ দীপ কখনই বিন্দুমাত্র বিচলিত
হওয়া সম্ভবপর নহে ॥ ১৯ ॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।

যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

সুখমাত্যন্তিকং যৎ তদ্বুদ্ধিগ্রাহমতীন্দ্রিয়ম্ ।

বেত্তি যত্র ন চৈবাংগং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

তং বিজ্ঞাদুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজিতম্ ।

স নিশ্চয়েন মোক্তব্যো যোগোহনির্বিগ্নচেতসা ॥ ২৩ ॥

সক্লম্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ ।

মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥

শর্নৈঃ শর্নৈরুপরমেদ্বদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

অর্থঃ—যত্র (যস্মিন্ কালে অবস্থাবিশেষে বা) যোগসেবয়া
(যোগাভ্যাসেন) নিরুদ্ধং (সংযতং) চিত্তং উপরমতে (উপরতং ভবতি
যত্র চ আত্মনা (শুদ্ধেন মনসা) আত্মানং (সচ্চিদানন্দঘনাদ্বিতীয়ং)
পশ্যন্ (সাক্ষাৎ কুর্স্বম্) আত্মনি এব (পরমানন্দস্বরূপে) তুষ্যতি ।

(তুষ্টিং ভজতে) । যত্র যৎ-তৎ (কিমপি) বুদ্ধিগ্রাহ্যং (ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষয়া বুদ্ধ্যা অনুভবনীয়ম্) অতীন্দ্রিয়ং (বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতং) আত্যন্তিকং (অনন্তম্) সুখং (ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপং) বেত্তি (জানাতি, অনুভবতি যোগী ইতি শেষঃ) চ স্থিতঃ (তিষ্ঠন্) [সন্] ভূতঃ (আত্মস্বরূপাৎ) অয়ং (বিদ্বান্) ন চলতি (প্রচ্যবতে) । যং (আত্মস্বরূপজ্ঞানরূপাং সুখাবস্থাম্) লব্ধ্বা (প্রাপ্য) অপরং (তদিতরং অন্যম্) লাভং ততঃ (তদপেক্ষয়া) অধিকং ন মন্যতে (চিন্তয়তি) যস্মিন্ আত্মস্বরূপজ্ঞান-রূপে সুখময়ে অবস্থাবিশেষে) স্থিতঃ গুরুণাপি (মহতাপি) দুঃখেণ (শত্রুপাতাদিনা ক্লেশেন) ন বিচাল্যতে (অভিভূয়তে) । তং (এবংভূতং অবস্থাবিশেষং) দুঃখসংযোগবিয়োগং (দুঃখেঃ সংযোগঃ দুঃখসংযোগঃ তেন বিয়োগং বিরহিতং) যোগসংজ্ঞিতং (যোগশব্দবাচ্যম্) বিদ্বাৎ (বিজানীয়াৎ) স যোগঃ নিশ্চয়েন (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন অধ্য-বসায়েন) অনির্বিগ্নচেতসা (নির্বেদরহিতেন চিত্তেন) যোক্তব্যঃ (অভ্যাসনীয়ঃ) । সঙ্কল্প-প্রভবান্ (সঙ্কল্লাৎ প্রভবো যেমাং তান্ যোগ-প্রতিকূলান্) সর্বান্ কামান্ (বিষয়ভোগাভিলাষান্) অশেষতঃ (নিঃশেষেণ সवासনান্) ত্যক্ত্বা (পরিত্যজ্য) মনসৈব (বিষয়দোষ-দর্শিনা বিবেকযুক্তেন মনসা) সমস্ততঃ (সমস্তাৎ সর্ববিষয়েভ্যঃ) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমুদায়ং) বিনিয়মা (প্রত্যাহত্যা) । ধৃতিগৃহীতয়া (ধৈর্যেণ বশীকৃতয়া) বুদ্ধ্যা মনঃ আত্মসংস্থং (আত্মনি নিশ্চলং) কৃত্বা শনৈঃ শনৈঃ (অভ্যাসক্রমেণ ধীরেণ) উপরমেৎ (উপরতিং কুর্য্যাৎ) কিঞ্চিৎ অপি (অনাত্মানমাত্মানমপি) ন চিন্তয়েৎ (বৃত্ত্যা বিষয়ী-কুর্য্যাৎ) ॥ ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ ॥

প্রতিশব্দ ।---যে-অবস্থায় যোগাভ্যাস দ্বারা সংযত চিত্ত উপরত হয় এবং যে-অবস্থায় পরিশুদ্ধ-জ্ঞান-প্রভাবে, পরমাত্মাকে দেখিতে-দেখিতে আপনাতেই তুষ্টি-ভোগ-করেন ; যে-অবস্থায় সেই যে বুদ্ধি-দ্বারা অনুভবনীয় বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধাতীত অনন্ত সুখ উপভোগ-করেন এবং তাহাতে অবস্থিত [হইয়া] তাহা হইতে দ্বানী পরিভ্রষ্ট হন না ;

যে-অবস্থা লাভ-করিয়া অন্য লাভকে তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান-করেন না ;
 যে-অবস্থায় অবস্থিত হইলে মহৎ দুঃখের-দ্বারা-ও অভিভূত-হন না,
 তাদৃশ অবস্থাকে দুঃখসংস্পর্শবিহীন যোগ-নামে জানিবে, সেই যোগ
 দৃঢ়তা-সহকারে নির্বেদরহিতচিত্তে অভ্যাস-করণীয় ; সংকল্প-সমুদ্ভূত সকল
 ভোগাভিলাষ নিঃশেষরূপে ত্যাগ-করিয়া মনের-দ্বারাই চতুর্দিক-হইতে
 ইন্দ্রিয় সমূহকে প্রত্যাহার করিয়া । ধারণায়ুক্ত বুদ্ধি-দ্বারা মনকে
 আত্ম-সংস্থিত করিয়া অভ্যাসক্রমে উপরত হইবে কিছুই চিন্তী-
 করিবে না ॥ ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে অবস্থায় যোগাভ্যাস-প্রভাবে চিত্ত সংযত হইয়া
 বিষয়ান্তরবিমুখ হয় ; যে অবস্থায় পরমানন্দ স্বরূপ আত্মসাক্ষাৎকার
 লাভ হেতু, যোগী ব্যক্তি স্বকীয় আত্মসম্বন্ধেই পরিতুষ্ট থাকেন ; যে
 অবস্থায় যোগী পুরুষ কেবল বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণীয়, বিষয়েরসহিত ইন্দ্রিয়ের
 সম্বন্ধ পরিশূন্য, অবক্তব্য অনন্ত সুখসম্ভোগ করেন ; যে অবস্থায়
 সমবস্থিত হইয়া সেই জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষ কখনই তাহা হইতে বিচলিত
 হন না ; যে সুখময়ী অবস্থা লাভ করিয়া তদিতর কোন লাভকেই
 তদপেক্ষা অধিক বলিয়া তাঁহার মনে হয় না ; এবং যে অবস্থায়
 অবস্থিত যোগী অদ্রাঘাত ও শীতবাতাদি জনিত অতীব ক্লেশ-
 সম্পাতেও অভিভূত হন না, সেই অবস্থাই দুঃখ-সংস্পর্শ-পরিহীন
 যোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । সংকল্প-সমুদ্ভূত স্তত্রাং যোগ
 প্রতিকূল যাবতীয় বিষয়ভোগ-কামনা নিঃশেষরূপে পরিবর্জন করিয়া
 . এবং স্বকীয় মানসিক শক্তিপ্রভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে
 প্রত্যাহৃত ও নিরুদ্ধ করিয়া, শাস্ত্রাচার্যোপদেশ-জনিত দৃঢ়বিশ্বাস
 সহকারে নির্বেদ-রহিত হৃদয়ে সেই যোগ অভ্যাস করা বিধেয় ।
 ধৈর্য্য-বলীভূত বুদ্ধির দ্বারা স্বকীয় মনকে আত্মাতেই সমাক্ষেপ-রূপে
 নিশ্চল ভাবে স্থাপন করিবে এবং ক্রমশঃ অভ্যাস সহকারে বিষয়
 ব্যাপার হইতে উপরত হইয়া যাবতীয় চিন্তা পরিত্যাগ করিবে ॥
 ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—এবং যোগাভ্যাসবলাদেকাগ্রীভূতং নিবাতপ্রদীপকল্পং সৎ যজ্ঞেতি । যত্র যস্মিন্ কালে উপরমতে চিত্তং উপরতিং গচ্ছতি নিরুদ্ধং সৰ্ব্বতো নিবারিতপ্রচারং যোগসেবয়া যোগাত্তীতানেন, যত্র চৈব যস্মিংশ্চ কালে আত্মনা সমাধিপরিণত্বেনাস্তঃকরণেন আত্মানং পরং চৈতন্ত্বং সৰ্ব্বতোজ্যোতিঃস্বরূপং পশ্চাদ্ভূতপলভমানঃ স্বে এবাত্মনি তুষ্যতি তুষ্টিং ভজতে ॥ কিঞ্চ সুখমিতি । সুখমাত্মিকমত্যন্তমেব ভবতীত্যাত্মিকং অনন্ত-মিত্যর্থঃ । যৎ তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যং বুদ্ধ্যৈর্বোদ্ধয়নিরপেক্ষয়া গৃহ্যত ইতি বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীজিয়মিन्द्रিয়-গোচরাভীতমবিষয়জনিতমিত্যর্থঃ, বেদিত্তদীদৃশং সুখমভূতবতি যত্র যস্মিন্ কালে, ন চ এব অয়ং বিদ্বানাত্মস্বরূপে স্থিতস্তান্ত্র্যমৈব চলতি তদ্বতঃ তদ্বৎস্বরূপায় প্রচ্যবত ইত্যর্থঃ ॥ কিঞ্চ যং লক্কেতি । যং লক্কা যমাত্মলাভং লক্কা প্রাপ্য চ অপরমত্তল্লাভাস্ত্বরং ততোহ-ধিকমস্তীতি ন মত্ততে ন চিস্তয়তি । কিঞ্চ যস্মিন্নাত্মতন্বে স্থিতো হুঃখেন শজ্জনিপাতাদি-লক্ষণেন গুরুণা মহতাপি ন বিচালাতে ॥ যত্রোপরমতে ইত্যাত্মারভ্য যাবন্তিবিশেষণৈ-বিশিষ্ট আত্মাবস্থা বিশেষো যোগ উক্তঃ, তমিতি । তং বিভ্রাৎ বিজানীয়াৎ হুঃখসংযোগ-বিরোগং হুঃখৈঃ সংযোগো হুঃখসংযোগস্তেন বিরোগো হুঃখসংযোগবিরোগগন্তং হুঃখ-সংযোগবিরোগং যোগ ইত্যেবসংজ্ঞিতং বিপরীতলক্ষণেন বিভ্রাৎ বিজানীয়াদিত্যর্থঃ । যোগকলমুপসংহত্যা পুনরবস্থারস্তেণ যোগস্ত কৰ্ত্তব্যাত্যাচ্যতে, নিশ্চয়ানির্কোদয়োৰ্যোগস্ত সাধনত্ববিধানার্থং স যথোক্তফলোপযোগো নিশ্চয়েনাধ্যবসায়েন যোক্তব্যোহনির্কিন্নচেতসা ন নির্কিন্নমনির্কিন্নং তচ্চেতস্তেন নির্কেদরহিতেন চেতসা চিস্তেনেত্যর্থঃ ॥ কিঞ্চ সঙ্কল্পেতি । সঙ্কল্পপ্রভবান্ সঙ্কল্পঃ প্রভবো যেষাং কামানাং তে সঙ্কল্পপ্রভবাঃ কামান্তান্ কামাংস্ত্যক্তা্ পরিত্যজ্য সৰ্বানশেষতো নির্লেপেন, কিঞ্চ মনসৈব বিবেকযুক্তেন ইঞ্জিয়গ্রামমিन्द्रিয়সমুদায়ং বিনিয়ম্য নিয়মনং কৃৎস্বা সমস্ততঃ সমস্তাৎ ॥ শনৈরিতি । শনৈঃ শনৈর্ন সহসা উপরতিং কুর্যাৎ । কয়া বুদ্ধ্যা, কিংবিশিষ্টয়া ধৃতিগৃহীতয়া ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ গৃহীতয়া ধৈর্য্যেণ যুক্তয়েত্যর্থঃ আত্মনি সংস্থিতং আত্মৈব সৰ্বং ন ততোহন্তং কিঞ্চিদন্তীত্যেবমাত্মসংস্থং মনঃ কৃৎস্বা ন কিঞ্চিদপি চিস্তয়েৎ । এব যোগস্য পরমো বিধিঃ তত্রৈবমাত্মসংস্থং মনঃ কৰ্ত্তুং প্রবৃত্তো যোগী ॥ ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ ॥

আনন্দগিরি ।—বিবিধঃ সমাধিঃ সম্প্রজ্ঞাতোহসম্প্রজ্ঞাতশ্চ ধ্যেয়ৈকাকারসম্বৃত্তি-ভেদেন কথঞ্চিৎ জ্ঞায়মানঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ কথমপি পৃথগজ্ঞায়মানা সৈব সম্বৃত্তিরস-ম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিস্তত্ত্ব সামান্ত্রেন সামাধিলক্ষণমভিধায়াসম্প্রজ্ঞাতস্ত সমাধেরধুনা লক্ষণং বিবক্ষয়ম্ভাহ এবমিতি । কালে সমাধাপলক্ষিতে এবকারসম্বৃত্তীত্যনেন সম্বধ্যতে । চকারস্ত সম্বন্ধমাহ যস্মিংশ্চেতি । কালস্ত পূৰ্ব্ববৎ । কৰ্ম্মকারকত্বেন নিদ্ধিষ্টমাত্মানং তৎপদার্থত্বেন ব্যাচটে পরমিতি । আত্মনীত্যস্য ত্পদার্থবিষয়ত্বমাহ স্বে এবেতি । পরমাত্মানং প্রতীচ্যেব তদ্রূপেণাপরোকীকুৰ্ম্মরতুষ্টিহেতুত্বাৎ, তুষ্যতোবেত্যর্থঃ । তস্মিন্ কালে যোগ-সিদ্ধিৰ্ভবতীতিশেষঃ ॥ যোগসিদ্ধিকালং প্রকারান্তরেণ প্রকটয়তি কিলেতি । বুদ্ধিশব্দঃ

স্বাস্থ্যভবিষয়ঃ । ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষস্বাস্থ্যভবগম্যভোক্তোরতীন্দ্রিয়মিতি পুনরুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ
 অবিরয়তি । পদচ্ছেদঃ ন চেত্যাদি, অপেক্ষিতপূরণং আত্মস্বরূপ ইতি, তন্মাৎ তত্ত্বত
 ইতি সম্বন্ধঃ, নৈবেদ্যেত্যকারসম্বন্ধাঙ্কিঃ । চকারঃ সপ্তম্যা সম্বন্ধনীয়ঃ যত্রোতি
 পূর্ববৎ সম্বন্ধঃ ॥ প্রকারান্তরেণ প্রকৃতং যোগং বিশিনষ্টি কিক্কেতি । “আত্মলাভায়
 পরং বিত্ততে” ইতি স্মৃত্যা ব্যাচষ্টে যমাত্মলাভমিতি । লাভান্তরং পুরুষার্থভূতং তত্তত্ত্বান্দাশ্ব-
 লাভাদিতি যাবৎ, তং বিজ্ঞাদিত্যন্তরত্র সম্বন্ধঃ । যস্মিন্ ইত্যাত্মবতারয়তি কিক্কেতি । অপরি-
 পক্যযোগো যথা দর্শিতেন হৃৎথেন প্রচ্যাবাতে, ন চৈবং বিচালাতে যস্মিন্ স্থিতো যোগী
 তং যোগং বিজ্ঞাদিতি পূর্ববৎ ॥ তং বিজ্ঞাদিত্যাগ্ৰপেক্ষিতং পূরয়ন্নবতারয়তি যত্রোতি ।
 তমিত্যাশ্বাবস্থাবিশেষং পরামুশতি । হৃৎথসংযোগস্য বিরোগো বিরোগসংজ্ঞিতো যুক্ত্যতে
 স কথং যোগসংজ্ঞিতং সাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বিপরীতেতি । ইয়ং হি যোগাবস্থা সমুৎপাত-
 নিখিলহৃৎথভেদেহতিহৃৎথসংযোগাভাবো যোগসংজ্ঞামর্থীতীত্যর্থঃ । উপসংহৃতযোগফলে
 কিমিতি পূর্নযোগস্য কর্তব্যত্বমুচ্যতে তত্রাহ যোগফলমিতি । প্রকারান্তরেণ যোগস্য
 কর্তব্যত্বোপদেশারম্ভোহত্রাদ্যন্তঃ যোগং যজ্ঞানন্তৎক্ষণাচ্ছূতাং সংসিদ্ধিমলভমানঃ সংশ-
 য়ানো নিবর্তেতেতি তন্নিত্যর্থং পুনঃ কর্তব্যোপদেশোহর্থবানিতি মত্বাহ নিশ্চয়েতি ।
 তয়োঃ সাধনত্ববিধানমেব্যাক্রমবোজনয়া সাধয়াত স যথোতি । ইহ জন্মানি জন্মান্তরে বা
 সৎসাতীত্যাধ্যবসায়েন যোক্তব্যঃ কর্তব্যঃ ॥ ইতচ্চ যোগস্য কর্তব্যত্বমিতি প্রতিজানীতে
 কিক্কেতি । কেন ক্রমেণ কর্তব্যত্বরিত্যপেক্ষায়ামাহ সঙ্কল্পেতি । সঙ্কল্পঃ শোভনাধ্যাসঃ ।
 সর্কানিত্যুক্তা পুনরশেষত ইতি পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ নির্লেপেনেতি । যথা শেষো ন
 ভবতি তথা সর্কেষাং কামানাং শোভনাধ্যাসাধীনানাং ত্যাগস্য যোগানুষ্ঠানশেষত্ব-
 বদ্বিবেকযুক্তেন মনসা করণসমুদায়স্য সর্কতো নিয়মনমপি তত্র শেষত্বেন কর্তব্যমিত্যাহ
 কিক্কেতি ॥ কামত্যাগধারেণেন্দ্রিয়াণি প্রত্যাহৃত্য কিং কুর্যাদিতি শঙ্কিতারং প্রত্যাহ
 শনৈঃ শনৈরिति । সহসা বিষয়েভ্যঃ সকাশাতুপরমে মনসো ন স্বাস্থ্যং সম্ভবতীত্য-
 ভিপ্রেত্যাহ ন সহসেতি । অত্র সাধনং ধৈর্য্যযুক্তা বুদ্ধিরিত্যাহ কয়া ইত্যাদিনা । ভূম্যাদী-
 ব্যাকৃতপক্ষান্তাঃ প্রকৃতীরষ্ট পূর্বত্র পূর্বত্র ধারণং কৃহোত্তরোত্তরক্রমেণ প্রবিলাপয়েদিতি তাবৎ ।
 অব্যক্তমানসানি প্রবিলাপ্য আত্মমাত্রনিষ্ঠং মনো বিধায় চিন্তয়িতব্যাতাবাদতিস্থতো ভবেদিত্যাহ
 আত্মোতি । তত্র সংস্থিতিমেব মনসো বিবৃণোতি আত্মৈবেতি । যোগবিধিমুপক্রম্য কিমিদ-
 মুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ এষ ইতি । যস্মনসো নৈশ্চল্যমিতি শেষঃ । নহু মনসঃ শব্দাদিনিমিত্তানু-
 রোধেন রাগদ্বेषবশাদত্যন্তচঞ্চলস্যাহিরস্ত তত্র স্বভাবেন প্ররত্তস্ত কুতো নৈশ্চল্যং
 নৈশ্চিন্ত্যক্কেতি তত্রাহ তত্রোতি । যোগপ্রারম্ভঃ সপ্তমার্থঃ, এবশকেন মনসৈবৈত্যাদিঃ
 উক্তপ্রকারো গৃহ্যতে ॥ ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ ॥

রামানুজ । —যোগসেবয়া হেতুনা সর্কত্র নিরুদ্ধং চিত্তং যত্র যোগ উপরমতে অতি-
 শয়িতস্বখমিদমেবোতি রমন্তে যজ্ঞ যোগে চ আত্মনা মনসা আত্মানং পশ্যন্তনিরপেক্ষমাত্মত্বং ।

তুযাতি ॥ সুখমিতি । যৎ তদতীক্ষ্ণিয়মাত্মবুদ্ধ্যাকগ্রাহমাত্যস্তিকং সুখং যত্র চ যোগে
বেত্তি অনুভবতি যত্র চ যোগে স্থিতঃ সুখাতিরেকেন তত্ত্বতন্তুস্তাবান্ চলতি ॥ যমিতি । যৎ
যোগং লব্ধ্বা ততঃসম্ভব কাক্ষমাণো নাপরং লাভং মত্ততে যস্মিংশ্চ যোগে স্থিতো
বিরতোহপি গুণবৎপূর্ণব্রিয়োগাদিনা গুরুণাপি হুঃখেন ন বিচাল্যতে ॥ তমিতি তৎ
হুঃখসংযোগব্রিয়োগং হুঃখসংযোগ প্রত্যানীকাকারং যোগশব্দাভিধেয়ং জ্ঞানং বিদ্যাং । স
এবমুত্তো যোগ ইত্যারম্ভদশায়াং নিশ্চয়েনানিবিকল্পচেতসা হৃষ্টচেতসা যোক্তব্যঃ ॥
সঙ্কল্পেতি । স্পর্শজ্ঞাঃ সঙ্কল্পজ্ঞাশ্চেতি দ্বিবিধাঃ কামাঃ স্পর্শজ্ঞাঃ শীতোষ্ণাদয়ঃ
সঙ্কল্পজ্ঞাঃ পুত্রপৌত্রক্ষেত্রাদয়ঃ সঙ্কল্পপ্রভবাঃ স্বরূপেণৈব ত্যক্তমশক্যস্তান্ সৰ্বান্
মনসৈব তদনয়য়ানুসন্ধানেন ত্যক্তা স্পর্শজ্ঞেষবর্জনেষু তন্নিমিত্তহর্ষোদ্বেষো ত্যক্তা সমস্ততঃ
সৰ্বস্বাৎ বিষয়াৎ সৰ্বমিচ্ছিয়গ্রামং ব্রিনিয়মা ॥ শনৈঃ শনৈরিতি । শনৈঃ শনৈর্ধৃতি-
গৃহীতয়া বিবেকবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সৰ্বস্বাদান্ন্যব্যতিরিক্তাদ্রুপম্যাত্মসংস্থং মনঃ কৃৎস্না ন কিঞ্চিদপি
চিন্তয়েৎ ॥ ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ ॥

হনুমান্ ।—এবং যোগাভ্যাসবলাদেকাগ্রভূতং নিবাতপ্রদীপরূপং সৎ যজ্ঞেতি
যস্মিন্ কালে উপরমতে চিত্তমুপরতিং গচ্ছতি নিরুদ্ধং সৰ্ব্বতো নিবারিতপ্রচারং যোগসেবয়া
যোগাত্মহানেন, যত্র চৈব যস্মিংশ্চ কালে আত্মনা আত্মানং পরং চৈতন্ত্যং জ্যোতিঃস্বরূপং
পশুন্ন পলভমানঃ স্ব এবাত্মনি তুযাতি তুষ্টিং ভজতে ॥ কিঞ্চ সুখমিতি । সুখমাত্যস্তিক-
মত্যস্তমেব ভবতীত্যনন্তমিত্যর্থঃ । যৎ তদ্বুদ্ধৌরক্ষিয়নিরপেক্ষয়া গৃহত ইতি বুদ্ধিগ্রাহ-
মতীক্ষ্ণিয়মিচ্ছিয়গোচরাতীতং তদবিষয়জনিতমিত্যর্থঃ । বেত্তি তাদৃশং সুখমনুভবতি, যস্মিন্
কালে ন চৈবায়ং বিদ্বানাত্মস্বরূপে স্থিতস্তস্মাচ্চলতি তত্ত্বস্বরূপাৎ ন প্রচ্যবত ইত্যর্থঃ ॥
কিঞ্চ যমিতি । যমাত্মানং লব্ধ্বা প্রাপ্যাপরং লাভং ন মত্ততে লাভাস্তরং ন মত্ততে ন
চিন্তয়তি । কিঞ্চ যস্মিন্নাত্মৈকত্বে স্থিতো হুঃখেন শস্ত্রপাতাদিলক্শণেন গুরুণাপি গরীয়সাপি
ন বিচাল্যতে ॥ যত্রোপরমত ইত্যরম্ভা যাবত্তি বিশেষণৈবিশিষ্টঃ আত্মাবস্থাবিশেষ উক্তঃ,
তমিতি । [অবস্থা বিশেষো যোগযুক্তঃ] তৎ বিদ্যাং, হুঃখসংযোগব্রিয়োগং হুঃখেন সংযোগো
হুঃখসংযোগস্তেনাসংযোগো হুঃখসংযোগব্রিয়োগ ইত্যেব সংজ্ঞিতস্তং বিপরীতং বিদ্যাদিত্যর্থঃ ।
যোগকলমুপহৃত্য পুনর্বারমেব কর্তব্যতোচ্যতে নিশ্চয়ানির্বেদয়োঃ সাধন-
বিধানার্থং স যথোক্তকলো যোগঃ নিশ্চয়েনাধাবসায়েন যোক্তব্যঃ অনির্বির্ভূতচেতসা ন
নির্বিগ্নমনির্বিগ্নং তচ্চেতস্তেন নির্বেদরহিতেন চিত্তেনেত্যর্থঃ ॥ কিঞ্চ সঙ্কল্পেতি । 'সঙ্কল্পঃ
প্রভবো যেবাং কামানাং তে সঙ্কল্পপ্রভবাঃ কামান্তাংস্ত্যক্তা পরিত্যজ্য সৰ্বানশেষবর্তো
নিঃশেষং নির্লেপীম্ । কিঞ্চ মনসৈব বিবেকযুক্তেন ইচ্ছিয়গ্রামমিচ্ছিয়সমুদায়ং
নিয়ম্য নিরতঃ কৃৎস্না সমস্ততঃ সমস্তাৎ । শনৈরিতি । শনৈঃ শনৈর্ন সহসা
উগ্ররমেদ্রপরতিং কুৰ্যাৎ । কয়া বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ধৈর্য্যযুক্তরেত্যর্থঃ । আত্মসং-
স্থমাত্মনি স্থিতমাত্মৈব সৰ্বং ন ততোহন্ত্যং কিঞ্চিৎ অক্লীতোবমাত্মসংস্থং মনঃ কৃৎস্না

ন কিক্চিস্তুয়েৎ, এষ যোগস্ত পরমো বিধিঃ তত্রৈবাত্মসংস্থং মনঃ কৃৎস্না প্রবৃত্তো^১
যোগী ॥ ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ ॥

শ্রীধর ।—“যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব” ইত্যাদৌ
কঠৈব যোগশব্দেনোক্তম্, “নাত্যন্ততস্ত যোগোহস্তি” ইত্যাদৌ তু সমাধি-
যোগশব্দেনোক্তঃ তত্র মুখ্যো যোগঃ কঃ? ইত্যাপেক্ষায়াং সমাধিমেষ স্বরূপতঃ
ফলতশ্চ লক্ষয়ন্ স এব মুখ্যো যোগ ইত্যাহ যত্রেতি সাক্ষৈস্তিভিঃ ।
যত্র যশ্চিন্নবস্থা বিশেষে যোগাত্ম্যাসেন স্বরূপলক্ষণযুক্তম্ । তথা চ পাতঞ্জলসূত্রে^২,
“যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিবোধঃ” ইতি । ইষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণেন নিরুদ্ধং চিত্তমুপরতং ভবতীতি
যোগস্ত ফলেন তমেব লক্ষয়তি, যত্র চ যশ্চিন্নবস্থা বিশেষে আত্মনা শুদ্ধেন
মনসা আত্মানমেব পশ্যতি ন তু দেহাদি, পশ্চংসাত্ম্যন্তে^৩ব ভূষ্যতি ন তু বিষয়েষু ।
যত্রেত্যাদীনাং যচ্ছব্দানাং তং যোগসংজ্ঞিতং বিভাদিতি চতুর্থেনাশয়ঃ ॥ আত্মন্তে^৪ব
তোষে হেতুমাহ সূখমিতি । যত্রে^৫ যশ্চিন্নবস্থা বিশেষে যৎ তৎ কিমপি নিরতি-
শয়মাত্মান্তিকং নিত্যং সূখং বেত্তি । নহু তদা বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাভাবাৎ কুতঃ সূখং
জ্ঞাৎ তত্রাহ অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতং কেবলং বুদ্ধৌবাধ্যাকারতয়া গ্রাহম্,
অতএব চ যত্র স্থিতঃ সংস্থত আত্মস্বরূপায়ৈব চলতি ॥ অচলত্বমেবোপপাদয়তি
যমিতি । যমাত্মস্বরূপং লক্ষ্য । ততোহধিকং অপরং লাভং ন যন্ততে, তন্ত্বে^৬ব
নিরতিশয়সূখত্বাৎ, যশ্চিৎ^৭ স্থিতো মহতাপি শীতোষ্ণাদিহুঃখেন ন বিচালাতে নাভি-
ভূয়তে । এতেনানিষ্টনিবৃত্তিফলেনাপি যোগস্ত লক্ষণযুক্তং দ্রষ্টব্যম্ ॥ তমিতি । য
এবমুতোহবস্থা বিশেষস্তং হুঃখসংযোগবিরোগং যোগসংজ্ঞিতং বিভাৎ । হুঃখশব্দেন
হুঃখ-
মিশ্রিতং বৈষয়িকং সূখমপি গৃহ্যতে, হুঃখস্ত সংযোগেন সম্পর্শমাত্রেনাপি বিরোগো
যশ্চিন্তবস্থা বিশেষঃ যোগসংজ্ঞিতং যোগশব্দবাচ্যং জানীয়াৎ, পরমাত্মনি ক্ষেত্রজ্ঞস্ত
যোগজনং যোগঃ । যদ্বা হুঃখস্ত সংযোগেন বিরোগ এব শুরে কাতরশব্দবদ্বিকল্পলক্ষণয়া
যোগ উচ্যতে, কথমপি তু যোগশব্দস্তদুপায়দ্বাদৌপচারিক এবোতি ভাবঃ । যস্মাদেবং মহা-
ফলো যোগস্তস্মাৎ সএব যত্নতোহভ্যাসনীয় ইত্যাহ স ইতি সাক্ষেন । স যোগো
নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্যোপদেশজনিতেন যোক্তব্যোহভ্যাসনীয়ঃ । যত্মপি শীঘ্রং ন^৮ সিধ্যতি
তথাপানির্কিয়েন নির্কেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যঃ । হুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যাৎ নির্কেদঃ ॥
কিঞ্চ^৯ সঙ্কল্পেতি । সঙ্কল্যাৎ প্রভবো যেবাং তান্ যোগপ্রতিকূলান্ সর্বান কামান-
শেষতঃ সর্বাসনাংস্ত্যক্ত্য মনসেব বিষয়দোষদর্শনা সর্বতঃ প্রসরন্তমিচ্ছিয়সমূহং বিশেষণ
নিয়ম্য যোগো যোক্তব্য ইতি পূর্বেণাশয়ঃ ॥ যদি তু প্রাক্তনকর্মসংস্কারেণ মনো
বিচলেৎ তহি ধারণয়া স্থিরীকূর্ণাদিত্যাহ শনৈরिति । ধৃতিধারণা তয়া গৃহীতয়া
বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা আত্মসংস্থমাত্মন্যোব সম্যক স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃৎস্না উপরম্যে^{১০}
তত্ত শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ^{১১} ন তু সহসা, উপরমস্বরূপমাহ ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ।

নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমানপরমানন্দনিবৃত্তৌ ভূত্বা আত্মধ্যানাদপি ন নিবর্ত্তেত
ইত্যর্থঃ ॥ ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ ॥

বলদেব । — “নাত্যগ্নতঃ” ইত্যাদৌ যোগশব্দেনোক্তং সমাধিং স্বরূপতঃ ফলতশ্চ
লক্ষয়তি যত্রেত্যাদিসাধিত্বাৎ । যচ্ছন্দানাং “তং বিদ্যাৎযোগসংজ্ঞিতম্” ইত্যন্তরেণাশ্রয়ঃ ।
যোগস্ত সেবয়াভ্যাসেন নিরুদ্ধং নিবৃত্তেতরবৃত্তিকং চিত্তং যত্রোপরমতে মহৎ সুখমেতদिति
সংজ্ঞতি । যত্র চাত্মনা শুদ্ধেন মনসাত্মনাং পশুন্ তস্মিন্নাত্মন্তেব ভূম্বতি ন তু দেহাদি
পশুন্ বিষয়েষ্বিতি চিত্তবৃত্তিনিরোধেন স্বরূপেণৈপ্রাপ্তিলক্ষণেন ফলেন চ যোগো-
দদ্রিষ্টঃ ॥ সুখমিতি । যত্র সমাধৌ যৎ তৎ প্রসিদ্ধমাত্মত্বিকং নিত্যং সুখং বেদ্যমুভবতি ।
অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধরহিতম্, বুদ্ধ্যাত্মাকারয়া গ্রাহ্যম্, অতএব যত্র স্থিতস্তত্ত্বত
আত্মস্বরূপায়েব চলতি ॥ যমিতি । যং যোগং লব্ধৌব ততোহপরং লাভমধিকং ন মন্বতে,
শূন্যং শূন্যবৎপুত্রবিচ্ছেদাদিনা ন বিচালাতে ॥ তমিতি । দুঃখসংযোগস্ত বিরোগঃ
প্রধ্বংসো যত্র তঃ যোগসংজ্ঞিতং সমাধিম্, স যোগঃ প্রারম্ভদশায়াং নিশ্চয়েন প্রযত্নে
কৃতে সংসংস্কৃত্যেবেত্যাবসায়েন যোক্তব্যোহনুষ্ঠেয়ঃ । আত্মভোগ্যত্বমননং নির্ব্বৈদ
স্তদ্রহিতেন চেতসা দ্রুতগতির্বাণোষকপক্ষিৎ সোৎসাহেনেত্যর্থঃ ॥ এতাদৃশং যোগ-
মারম্ভমাগন্ত প্রাথমিকং কৃত্যমাহ সঙ্কল্পেতি । সঙ্কল্যাৎ প্রভবো যেবাং তান্ যোগ-
বিরোধিনঃ কামান্ বিষয়ানশেতঃ সবাশনাংস্তাক্ষা । ক্ষুটমন্তঃ । মনসা বিষয়দোষ-
দর্শিনা ॥ অস্তিমং কৃত্যমাহ শটনৈঃ শটনৈরिति । ধৃতিগৃহিতয়া ধারণাবলীকৃতয়া বুদ্ধ্যা মন
আত্মসংস্ং কৃত্বা আত্মানাং ধ্যাত্বা সমাধাবুপরমেৎ তিষ্ঠেৎ । আত্মনোহন্তঃ কিঞ্চিদপি ন
চিত্তয়েৎ । এতচ্চ শটনৈঃ শটনৈরভ্যাসক্রমেণ ন তু হঠেন ॥ ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ ॥

মধুসূদন । — এবং সামান্তেন সমাধিযুক্তা নিরোধসমাধিং বিস্তরেণ বিবরীতুমা-
রভতে যত্রোতি । যত্র যস্মিন্ পরিণামবিশেষে যোগসেববরা যোগাভ্যাসপাটবেন জাতে সতি
চিত্তং নিরুদ্ধং একবিষয়কবৃত্তিপ্রবাহরূপামেকাগ্রতাং তাক্ষা নিরুদ্ধান্নিবদুপশায়াৎ
নির্ব্বৃত্তিকতয়া সর্ব্ববৃত্তিনিরোধরূপেণ পরিণতং ভবতি, যত্র চ যস্মিন্চ পরিণামে সতি
আত্মনা রজস্তমোহনভিত্ত্বতশুদ্ধসম্বন্ধাত্রেণাস্তঃকরণেনাশ্রয়ানং প্রত্যক্ চৈতন্তং পরমাশ্রা-
তিস্নং সচ্চিদানন্দধনমনস্তমস্বিতীয়ং পশুন্ বেদান্তপ্রমাণজয়া বৃত্ত্যা সাক্ষাৎ কুর্ষ্বান্নাত্মন্তেব
পরমানন্দধনে ভূম্বতি ন দেহেন্দ্রিয়সংঘাতে ন বা তন্তোগোহন্তত্র পরমাশ্রদর্শনে সত্যাত্মি-
হেষ্যভাবেৎ ভূম্বত্যোবেতি বা, তমস্তঃকরণপরিণামং সর্ব্বচিত্তবৃত্তিনিরোধরূপং ‘যোগং
বিজ্ঞাদিতি পরেণাশ্রয়ঃ । যত্র কাল ইতি তু ব্যাখ্যানমসাধুস্তচ্ছন্দানবয়্যাৎ ॥ আত্মন্তেব তোবে
হেতুমাহ, সুখমিতি ৭ যত্র যস্মিন্ অবস্থা বিশেষে আত্মত্বিকমনস্তং নিরতিশয়ং ব্রহ্মস্বরূপং
অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্প্রাণোদভিবাধ্যৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যং বুদ্ধৌব রজস্তমোহলরহিতয়া
সংস্ংমাত্রবাহিত্যা গ্রাহ্যং সুখং যোগী বেত্তি অমুভবতি । যত্র চ স্থিতোহয়ং বিদ্যাংস্তত্ত্বত
আত্মস্বরূপায়েব চলতি তং যোগসংজ্ঞিতং বিজ্ঞাদিতি পরেণাশ্রয়ঃ সমানঃ ॥ অত্রাত্মত্বিক-

মিতি ব্রহ্মস্বরূপকথনম্ । অতীজিরমিতি বিবরস্বব্যাবৃত্তিঃ, তত্ত্ব বিবরজিরসংযোগ-
সাপেক্ষত্বাৎ । বুদ্ধিগ্রাহ্যমিতি সৌযুগ্মী স্বব্যাবৃত্তিঃ, অযুগ্মী বুদ্ধেলীনত্বাৎ, সমাধৌ
নির্বৃত্তিকারিত্বত্বাৎ সত্বাৎ । তদ্বক্তং গোড়পাদৈঃ, “লীয়েতে তু অযুগ্মী তন্নিগূহীতং ন
লীয়েতে” ইতি । তথাচ ক্রমতে, “সমাধিনির্দুতমলত্ব চেতসো নিবেশিতত্বান্নি বৎ
স্বং তবেৎ । ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা বদেতদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে ॥” ইতি ।
অন্তঃকরণেন নিরুদ্ধসর্ববৃত্তিকেনেত্যর্থঃ । বৃত্তা তু স্বাধ্বাদনং ‘গোড়াতার্য্যত্বজ্ঞে প্রতি-
সিদ্ধম্ । “নাশ্বাদয়েৎ স্বং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজয়া তবেৎ” ইতি ॥ মহাবিশ্বং সমাধৌ
স্বমহত্ত্ববাসীতি সবিবর্ত্তবৃত্তিরূপা প্রজয়া স্বাধ্বাদনঃ তং ব্যাখ্যানরূপত্বেন সমাধিবিরোধিত্বাৎ
যোগী ন কুৰ্য্যাৎ । অতএব তাদৃশা প্রজয়া সহ সঙ্গং পরিত্যাজেৎ তাং নিরুদ্ধাদিত্যর্থঃ ।
নির্বৃত্তিকেন তু চিত্তেন স্বরূপস্বাভ্যুতবৈভঃ প্রতিপাদিতঃ “স্বং শান্তং সনিকীর্ণমকথ্যং
স্বমুত্তমম্” ইতি স্পষ্টং চৈতন্যপরিষ্টাৎ করিষ্যতে ॥ যত্র নটচবায়ং স্থিতশ্ললতি তদ্বত
ইত্যুক্তমুপপাদয়তি যমিতি । যত্র নিরতিশয়াস্বব্যাবৃত্তকং নির্বৃত্তিকচিৎতাবস্থাবিশেষং
লক্ষ্য । সত্ততাভ্যাসপরিপাকেন সম্পাদ্যপরং লাভং ততোহধিকং ন যজ্ঞতে । “কৃত-
কৃত্যং প্রাপ্তং প্রাপণীয়মাশ্রাভ্যাস পরং বিজ্ঞতে” ইতি স্বতেঃ । এবং বিবরতোপ-
বাসনয়া সমাধেবিচলনং নাস্তীত্যুক্ত্য । শীতবাতমশকাত্যপত্রবনিকারণার্থমপি তন্নাস্তীত্যাহ ।
যস্মিন্ পরমাস্বময়ে নির্বৃত্তিকচিৎতাবস্থাবিশেষে স্থিতো যোগী শুক্লশা মহতা
শত্ৰুনিপাতাদিনিমিত্তেন মহতাপি হুঃখেন ন বিচাল্যতে কিমূত স্তুত্বেনেত্যর্থঃ ॥
তমিতি । যত্রোপরমত ইত্যারভ্য বহুভিবেশেষণৈর্বা নির্বৃত্তিকঃ পরমানন্দাভিভাবকঃ
চিৎতাবস্থাবিশেষ উক্তস্তং চিত্তবৃত্তিনিরোধং চিত্তবৃত্তিময়সর্বদ্বৈধবিরোধিৎত্বেন হুঃখবিরোগ-
মেব সত্ত্বং যোগসংজ্ঞিতং বিরোগশকার্হমপি বিরোধিলক্ষণয়া যোগশব্দবাচ্যং বিভা-
জ্ঞানীয়ম তু যোগশব্দরূপোহাৎ কক্ষিৎ সর্বদ্বং প্রতিপদ্যেতেত্যর্থঃ । তথাচ ভগবান্
পতঞ্জলিরনুজ্ঞয়ং, “যোগশ্চিৎতবৃত্তিনিরোধঃ” ইতি । “যোগো ভবতি হুঃখহা” ইতি যৎ প্রাপ্তকং
তদেতদুপসংহৃতম্ । এবমুতে যোগে নিশ্চয়ানির্বেদরোঃ সাধনাবিধানায়াহ স যথোক্ত-
কলো যোগো নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্য্যবচনতাৎপর্য্যবিরোধার্থঃ সত্য এবত্যধ্যবসানেন যোক্ত-
ব্যোহভ্যাসনীরঃ অনির্ক্লিষ্টচেতসা, এতাবতাপি কালেন যোগো ন সিদ্ধঃ কিমতঃ পরং কষ্ট
মিত্যনুতাপো নির্বেদঃ, তদ্রহিতেন চেতসা ইহ জন্মানি জন্মান্তরে বা সংশ্রুতি কিং স্বরয়ে-
ত্যেবং ঐধৈর্য্যযুক্তেন মনসেত্যর্থঃ । তদেতদগোড়পাদা উদাহরুঃ “উৎসেক উদধের্বৎ
কুশাগ্রৈশ্চৈকবিন্দুনা । মনসো নিগ্রহন্তবৃত্তবেদপরিবেদনতঃ ॥” ইতি । উৎসেক উৎসেনং
শোষণাধ্যবসানেন জলোদ্ধরণমিতি যাবৎ । অত্র সপ্তদ্বারবিদ আখ্যারিকামাটকতে । কৃত্তচিৎ
কিল পক্ষিণোহুগ্ধানি তীরস্থানি তরঙ্গবেগেন সমুদ্রোহপজহার, স চ সমুদ্রং শোষয়িত্বা-
ম্যেবেতি প্রবৃত্তঃ স্বযুগ্মাগ্রৈশ্চৈককং জলবিন্দু উপরি প্রচিক্বেপ তদা চ বহতিঃ পক্ষির্ভবত্ব-
বর্ণৈর্বার্য্যমাণোহপি নৈবোপরয়ম্ । যদৃচ্ছা চ তত্রাপতেন নারদেন নিবারিতোহপ্যস্মি

জন্মনি জন্মান্তরে বা যেন কেনাপূণ্যেন সমুদ্রং শোষয়িষ্যাম্যেবেতি প্রতিজ্ঞে ।
 ততশ্চ দৈবানুকূলাৎ কৃপালুর্নারদো গরুড়ং তৎসাত্বাত্ম্যং প্রেষয়ামাস, সমুদ্রলঙ্ঘ্যজ্ঞাতি-
 দোহেণ স্বামবমত্ততে ইতি বচনেন, ততো গরুড়পক্ষবাতেন শুভ্যং সমুদ্রো ভীতস্তাশ্র-
 ত্তানি তৈশ্চ পক্ষিণে প্রদদাবতি । এবমথেন মনোনিরোধে পরমধর্মে প্রবর্তমানং
 যোগিনমীধরোহুগৃহ্নাতি, ততশ্চ পক্ষিণ ইব তস্তাতিমতং সিধ্যতীতি ভাবঃ ॥ কিঞ্চ
 সঙ্কল্পেপি । কৃত্বা যোগেহিভ্যাসনীয়ঃ সঙ্কল্প ইব সঙ্কল্পো হৃষ্টেষাপি বিষয়েষু শোভনত্বাদি-
 'দর্শনেন' শোভনাধ্যাসঃ, তস্মাচ্চ সঙ্কল্পাদিদং মে ত্বাদিদং মে ত্বাদিত্যেবংরূপাঃ কামাঃ
 প্রক্ৰবন্তি তান্ শোভনাধ্যাসপ্রভবান্ বিষয়াভিলাষান্ বিচারজ্ঞাত্যশোভনত্বনিশ্চয়েন
 শোভনাধ্যাসবাধাদৃষ্টেযু অক্চন্দনবানতাদিষদৃষ্টেযু চেন্দ্রলোকপারিজাতাপ্সরঃপ্রভৃতিষু
 প্রবাস্তপায়সবৎ স্বতএব সর্বান ব্রহ্মলোকপর্য্যস্তানশেষতঃ নিরবশেষান্ সवासনাংস্ত্যক্ত্বা
 অতএব কামপূর্ব্বকত্বাদিহ্রিয়গ্রন্থেরেত্তদপায়ে সতি বিবেকযুক্তেন মনসৈবেজিয়গ্রামং
 চক্ষুরাদিকরণসমূহং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ সর্কেভ্যো বিধয়েভ্যো প্রত্যাহৃত্য শনৈঃ শনৈ-
 রুপরমেদিত্যয়ঃ ॥ শনৈরতি । ভূমিকাজয়ক্রমেণ শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ, যাতর্ধৈর্য্যমধিনতা তয়া
 গৃহীতা যা বুদ্ধিরবশ্যকর্তব্যতানিচ্চয়রূপা তয়া যদা কদাচিদবশ্যং ভবিষ্যত্যেব যোগঃ কিং
 স্বয়ংয়েত্যেবংরূপয়া শনৈঃ শনৈরুপদিষ্টমার্গেণ মনো নিরুক্ষ্যাৎ, এতেনানির্কেদনিশ্চয়ো প্রাপ্তকৌ
 দর্শিতৌ । তথা চ ঋতিঃ "যচ্ছেদাঙ্গমনসৌ প্রাপ্তস্তদ্যচ্ছেজ্ঞান আত্মনি । জ্ঞানং
 নিযচ্ছেন্নহতি তদ্বচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি," ইতি । বাগ্গতি বাচং লৌকিকীং বৈদিকীঞ্চ মনসি
 'ব্যাপারবতি নিযচ্ছেৎ, "নাহুধ্যয়াবহন শব্দান্ বাচো বিপ্রাপনং হি তৎ" ইতি ঋতেঃ,
 বাগ্গুত্তিনিরোধেন মনো বৃত্তিমাত্রশেষে ভবেদিত্যর্থঃ । চক্ষুরাদিনিরোধোহপ্যেতত্ত্বাং ভূমৌ
 দ্রষ্টব্যঃ । (নমসাত্তিচ্ছান্দসং দৈর্ঘ্যম্) তন্ময়ঃ কশ্মৈজিয়জ্ঞানেজিয়গহকারি নানাবিধবিকল্প-
 সাধনং করণং জ্ঞানে জ্ঞানাতীতি জ্ঞানমিতি ব্যাপ্ত্যা জ্ঞাতর্য্যাত্মান জাতৃত্বোপাধাবহঙ্কারে
 নিযচ্ছেৎ মনোব্যাপারান্ পরিত্যজ্যাক্ষরমাত্রং পরিণেধয়েৎ, তচ্চ জ্ঞানং জাতৃত্বোপাধি-
 মহঙ্কারমাত্মন মহতি মহতত্বে সর্বব্যাপকে নিযচ্ছেৎ দ্বিাবধৌ হহঙ্কারো বিশেষরূপঃ
 সান্নাত্তরুশ্চেতি । অয়মহমেতত্ত্ব পূত্র ইত্যেবং ব্যক্তমভিমত্তমানো বিশেষরূপো বাষ্ট্যহঙ্কারঃ ।
 'অস্মীত্যোর্তাবশ্যাত্রমভিমত্তমানঃ সামান্তরূপঃ সমষ্টাহঙ্কারঃ, স চ হিরণ্যগর্ত্তো মহানাত্মেতি চ
 সর্বানুস্মৃত্যত্যাচ্যতে । তাভ্যামহঙ্কারাভ্যাং বিবিক্তো নিরূপাধিকঃ শাস্তাত্মা সর্বান্তরশ্চি-
 দেকরসস্তান্মন মহান্তমাগ্নানং সমষ্টিবুদ্ধিং নিযচ্ছেদেবং তৎকারণমব্যাক্তমপি নিযচ্ছেৎ, ততো
 নিরূপাধিকত্বস্পন্দলক্ষ্যঃ শুদ্ধাত্মা সাক্ষ্যংকৃতো ভবতি, শুদ্ধে হি চিদেকরসে প্রত্যগাত্মনি
 জড়শাক্তরূপমনির্কীচ্যমব্যাক্তং প্রকৃতিরূপাধিঃ সা চ প্রথমং সামান্তাহঙ্কাররূপং মহত্ত্বং
 নাম দ্বিত্বা ব্যক্তীভবতি । ততো বহির্বিশেষাহঙ্কাররূপেণ ততো বহির্মনোরূপেণ ততো বহি-
 র্বাংগাদীজিয়রূপেণ । তদেতৎ প্রত্যাবহিতম্ "ইজিয়পি পরাণ্যাহরিত্তয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।
 মনসন্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধেরাত্মা মহান পরঃ ॥ ২৬তঃ পরনব্যাক্তমব্যাক্তং পুরুষঃ পরঃ । পুরুষা

পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥” ইতি তত্র গবাদীদ্বিব বাঙ্নিরোধঃ
প্রথমা ভূমিঃ, বালমুগাদিষিব নির্মলস্বং দ্বিতীয়া, তজ্জাদিষিবাহকাররাহিতাং তৃতীয়া
সুযুপ্তাবিব মহত্ত্বরাহিতাং চতুর্থী, তদেতদ্ভূমিচতুষ্টয়মপেক্ষ্য শনৈঃ শনৈরুপরমৈদিত্যুক্তম্।
যতপি মহত্ত্বশাস্ত্রান্নোর্মধ্যে মহত্ত্বোপাদানমব্যাকৃতাতাং তৎ প্রত্যোদাহারি, তথাপি
তত্র মহত্ত্বস্ত নিয়মনং নাভ্যাধ্যায়ি সুযুপ্তাবিব জীবস্বরূপস্ত, “সতা সোম্য! তদা সম্পন্নো
ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ, স্বরূপলয়প্রসঙ্গাৎ তস্ত চ কর্মক্ষয়ে সতি পুরুষপ্রযত্নমন্তরেণ স্বতএব
সিদ্ধত্বাৎ তত্ত্বদর্শনানুপযোগিত্বাচ্চ। “দৃষ্টতে স্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা স্তম্ভয়া স্তম্ভদশিভিঃ” ইতি পূর্ব-
মভিপ্রায় স্তম্ভসিদ্ধয়ে নিরোধসমাধেরতিধানাৎ। স চ তত্ত্বদিস্কোদর্শনসাধনত্বেন দৃষ্টতত্ত্বস্ত চ
জীবাত্মিকরূপক্লেশক্ষয়্যাপেক্ষিতঃ। নহু শাস্ত্রান্ন্যাবরুদন্ত চিন্তয়া বৃত্তিরহিতত্বেন সুযুপ্তবদদর্শন-
হেতুত্বমিতি চেন্ন স্বতঃসিদ্ধস্য দর্শনসা নিবারয়িতুমশক্যত্বাৎ, তদুক্তম্ “আত্মানাং আকারং
স্বভাবতোহবস্থিতং সদা চিন্তম্ আত্মৈকাকারতয়া তিরস্কৃতানাং দৃষ্টিবিদগীত।” যথা ঘট
উৎপদ্যমানঃ স্বতো বিয়ৎপূর্ণ এবাৎপদ্যতে, জলতণ্ডুলাদিপূরণস্তৎপরে ঘটে পচাৎপুরুষ-
প্রযত্নেন ভবতি, তত্র জলাদৌ নিঃসারিতেহপি বিয়ারঃসারয়িতুং ন শক্যতে মুখপি-
থানেহপাত্তবিয়দবতিষ্ঠত এব, তথা চিন্তমুৎপদ্যমানং চৈতন্যপূর্ণমেব উৎপদ্যতে, উৎ-
পন্নো তু তস্মিন্ মুখানিবিষ্টদ্রুততাত্ত্ববৎ সুখাদি [ঘট] হুৎখাদরূপত্বং ভোগহেতুধর্ম্মাধর্ম্মসহকৃত-
সামগ্রীবশাভবতি, তত্র ঘটহুৎখাদানাং আকারে বিরানপ্রত্যয়াভ্যাসেন নিবারিতেহপি
নিনিমিত্তশ্চিদাকারো বারয়িতুং ন শক্যতে, ততো নিরোধসমাধিনা নিবৃত্তিকেন চিন্তেন
সংস্কারমাত্রশেষতয়াতিস্বত্বেন নিরুপাধিকচিদাত্মমাত্রাভিমুখত্বাৎ বিনৈব নিবিয়মা-
নাত্মভূয়তে তদেতদাহ আত্মসংস্থং মনঃ কৃৎস্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ইতি।
আত্মনি নিরুপাধিকে প্রতীচি সংস্থা সমাপ্তির্যস্য তদাত্মসংস্থং সর্বপ্রকারং বৃত্তিশৃং
স্বভাবসিদ্ধাত্মাকারমাত্রবিশিষ্টং মনঃ কৃৎস্বা ব্রতিগৃহীতয়া বিবেকবুদ্ধ্যা সম্পাদ্যাসম্প্রজাত-
সমাধিস্থঃ সন্ কিঞ্চিদপি অনাত্মানমাত্মানং বা ন চিন্তয়েৎ ন বৃত্ত্যা বিবক্ষীকুর্থাৎ।
অনাং আকারবৃত্তৌ হি ব্যুৎথানমেব জ্ঞাৎ আত্মাকারবৃত্তৌ চ সম্প্রজাতসমাদিরিত্যসম্প্রজাত-
সমাধির্দৈর্ঘ্যায় কামপি চিন্তবৃত্তিং নোৎপাদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫ ॥

নালক ৯।—যত্নেতি। এবনেকাগ্রীভূতং চিন্তং সৎ বোগসেবয়া নিক্কং যত্র
যজ্ঞামবস্থায় উপরমতে বিলীনং ভবতি যত্র বা আত্মনা চিন্তেন আত্মানং নিক্কিকল্পং
পশুন্নাত্মনি তুষ্যতি ন বাহার্যে তৃষ্টিং ভজতে ॥ কিং সুখমিতি। আতাস্তিকমনস্তং যৎ
সুখং তৎ কেবলং বুদ্ধিগ্রাহ্যং দৌষপুণ্যসুখবৎ যতোহতীজিয়াগোচরং যত্র সুখে
স্থিতোহয়ং ন বেত্তি বেত্তাভাবাৎ ন কিঞ্চিদনুভবতি, নাপি তত্ত্বতচলতি। বুদ্ধিতাদাত্মাধ্যাস-
কালে চলতীবেতি ভাতি, পরন্তু তত্ত্বতো ন চলতি। তথা চ শ্রুতিঃ, “ধ্যায়তীব লেলায়তীব”
ইতি, ইবশব্দং প্রযুক্তানা ধ্যানাদেবতাস্বিকত্বং দর্শয়তি। বুদ্ধৌ ধ্যায়ন্ত্যাং ধ্যায়তীবেতি
লেলায়ন্ত্যাং লেলায়তীবেতি শ্রুত্যাৎ,।” যদা তৎ সুখং যত্রায়ং নটৈব বেত্তি কিমপি ঐনব,

অনুভবতীতি সৰ্ব্বকঃ । যজ্ঞেত্যাদিভিন্নং বাক্যম্ ॥ যমিতি । দুঃখেন শত্ৰুপাতাদিলক্ষণেন
 স্তরুণা মহতা ॥ তমিতি । “যজ্ঞোপরমতে চিন্তম্” ইত্যাদিনা উক্তলক্ষণং তং দুঃখসংযোগস্তাপি
 অন্তঃকরণসম্বন্ধস্ত বিয়োগমেব সন্তং বিরুদ্ধলক্ষণা যোগসংজ্ঞিতং বিভাৎ, যোগকল-
 ম্পসংস্থত্যা পুনর্নিশ্চয়ানির্বেদয়োঃ সাধনত্ববিধানপূর্ব্বকং তমেব শতক্ৰোধোহপি পথ্যং
 বদিতব্যমিতি ত্রায়েন বিধস্তে স ইত্যাদিনা । স যোগঃ নিশ্চয়েন অধ্যবসায়েন অনিবিঘ্নং
 নির্বেদরহিতং চেতো যন্ত তেন যোক্তব্যোহভ্যাসনীয়ঃ যথা “শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিকুঃ
 সমাহিতো ভূত্বান্মন্তেবান্মানং পশ্চেৎ” ইতি ঐতিবিহিতং ঐত্যন্তরদৃষ্টং শ্রদ্ধাচিত্তপদোপেতং
 শমাদিষট্‌কমত্র ক্রমতো বিধীয়তে । তত্র নিশ্চয়েনেতি শুক্লবেদবাক্যাদৌ কলাবশস্তাব-
 নিশ্চয়লক্ষণা শ্রদ্ধাত্র নিশ্চয়পদেন গৃহ্যতে, তথানির্বিঘ্নচেতসেতি বৈরাগ্যেণ হৃদসহিষ্ণুত্বলক্ষণা
 তিতিকা বিধীয়তে ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ অথ শমদমোপরমসমাধানানি ক্রমেণ শ্লোকষয়েন বিধস্তে
 সঙ্কল্পেতি । সঙ্কল্প ইদং মে ভূত্বাদিতি চেতোবৃত্তিঃ তত উক্তবো যেষাং তান্ কামান্ বিষয়ান্
 অশেষতো বাসনোচ্ছেদপূর্ব্বকং সঙ্কল্পনিরোধেন ভ্যক্তা এতেনাস্তিরিঞ্জিরনিগ্রহলক্ষণঃ
 শম উক্তঃ । বাহ্যেস্তিরিঞ্জিরনিগ্রহলক্ষণঃ দমমাহ মনসৈবেতি । বিষয়দোষদর্শিনা মনসৈব সর্ব্বতঃ
 সর্ব্বপ্রকারেণ শ্রোত্রাদিকমিঞ্জিরগ্রামং সমস্ততঃ সর্ব্বৈভ্যো বিষয়েভ্যো বিনিয়ম্য উপরমেদি-
 ত্যন্তরেণাধরঃ ॥ শনৈঃ শনৈরिति । ভূমিকাজরক্রমেণ দিব্যাদিব্যবিষয়েভ্যঃ উপরমেৎ
 ব্যাবৃত্তো ভবেৎ । কথং ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধোতি, ধৃতিঃ “ধৃত্যা যদা ধারয়তে মনঃ প্রাণেশ্রিয়-
 ক্রিয়াঃ । যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্শ্ব সাঙ্ঘিকী ॥” ইত্যুক্তলক্ষণা, তয়া গৃহীতয়া
 বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা উপরমেৎ, তথা এবম্পরতঃ মনঃ আত্মনি স্বরূপে সংস্থা স্থিতির্ভজ ন তু
 দৃষ্টে জটরি বা তৎ তথা আত্মৈকাকারমেকাগ্রমিতার্থঃ, জট্টদৃষ্টোপরকং চিন্তং সর্কার্থং
 সর্কার্থতৈকার্ধভয়োঃ ক্রয়োদয়ো চিন্তস্তৈকাগ্রতাপরিণাম ইতি সূত্রিতমৈকাগ্র্যং প্রাপয়েৎ
 সূত্রার্থস্ত অহমিদং পশ্চামীত্যনুভবে হি জট্টা দৃষ্টং দর্শনক ভাসতে তত্র দর্শনভানমগ্রত্যা-
 ধোয়মতো জটরি দৃষ্টে চোপরকং চিন্তং সর্কার্থমিতি ন তু দর্শনোপরকতাপি সর্কার্থতার্যং
 গণিতা তদভাবে চিন্তস্ত নাশপত্তেঃ, জট্টদৃষ্টোপরগাতাবে তু একার্থং তদুচ্যতে, যথা স্বপ্নে
 তত্র হি দৃষ্টং নাতীতি পামরাণামপি প্রসিদ্ধম্, জট্টাপি নাস্তি তদা ইঞ্জিরাণামভাবে, “আত্মে-
 শ্রিয়মনোবৃত্তং ভোক্তা” ইতি ঐতৈব ভোক্তৃষ্তেস্ত্রিয়সন্নিরোগশিষ্টত্বাৎ, কিন্তু জট্টদৃষ্ট-
 বাসনাবাসিতং চিত্রপটসদৃশমেকং মন এবাস্তি তচ্চ ব্রহ্মজ্যোতিষা পুরুষেণ ভাস্তমানঃ
 জাগ্রৎ স্বপ্নেহপি জট্টদৃষ্টোপরগং প্রকাশয়তি তদ্বাসনাবাসিতত্বাৎ এবং সতি যদা
 সর্কার্থতার্যঃ ক্রয়ঃ একার্থতার্যাস্ত উদয়ন্ত তদা চিন্তস্তৈকাগ্রতার্যঃ পরিণামো ভবতীতি
 তদেবমাত্মসংস্থং মনঃ কুশ্চেতি সম্প্রজ্ঞাতসমাধিকৃত্যঃ তত্রাপি পূর্বাভ্যাসবশাৎ চিন্তস্ত
 জট্টদৃষ্টোপরগে বাসনাবয়ো ভাতীতি তদ্বিবারণেন অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিহা ন
 কিকিঞ্চি চিন্তয়েমিতি । ধাতৃধ্যানধোয়বিভাগমপি ন স্বরেৎ কিন্তু অর্থতৌকরসংবিদাশ্রনা
 অনুপ্তবং তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ ॥ ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ ॥

বিশ্বনাথ।—“নাত্যন্ত্রতন্ত্ৰ যোগোহন্তি” ইত্যাদৌ যোগশব্দেন সমাধিরূপঃ, স চ

সম্প্রজাতঃ অসম্প্রজাতশ্চ, সবিতর্কসবিচারাদিভেদাৎ সম্প্রজাতো বহুবিধঃ। অসম্প্রজাতসমাধিরূপো যোগঃ কীদৃশ ইত্যপেক্ষায়ামাহ যত্রেত্যাদি সাধৈক্যস্তিভিঃ। যত্র সমাধৌ সতি চিত্তমুপরমতে বস্তুমাত্রমেব ন স্পৃশ্যতাত্যর্থঃ। তত্র হেতুনিরূদ্ধমিতি। তথাচ পাতঞ্জলসূত্রম্, “যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ” ইতি। যত্রেত্যাদিপদানাং যোগসংজ্ঞিতং বিভাদিতি চতুর্থেনাবয়ঃ। আত্মনা পরমাশ্রাকারান্তঃকরণেন। আত্মানং পরমাশ্রানং পশুন্ তস্মিন্ তুয্যতি তত্রতাং স্মৃৎ প্রাপ্নোতি ॥ স্মৃমিতি। যদাত্যস্তিকং স্মৃৎ প্রসিদ্ধং। তদেব যত্র সমাধৌ সতি বেত্তি, বুদ্ধা আত্মাকারয়েব গ্রাহম্, অতীন্দ্রিয়বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্ক-
রহিতম্, অতএব যত্র স্থিতঃ সন্ তদ্বত আত্মস্বরূপাঙ্গৈব চলতি ॥ যমিতি। অতএব
যং লাভং লব্ধ্বা ততঃ সকাশাদপরং লাভমধিকং ন মত্ততে ॥ তমিতি। দুঃখস্ত
সংযোগেন স্পর্শমাৎরেণাপি বিরোগো যস্মিন্ তং যোগসংজ্ঞিতং যোগসংজ্ঞাং প্রাপ্তং
সমাধিং বিভাদ। যত্য়পি শীঘ্রং ন সিধ্যতি, তদপরং মে যোগঃ সংসেৎস্ততোবেতি
যো নিশ্চয়ঃ তেন, অনির্বিষ্মচেতসা এতাবতাপি কালেন যোগো ন সিদ্ধঃ, কিমন্তঃ
পরং কষ্টেনেত্যমুতাপো নির্বেদস্তদ্রহিতেন চেতসা, ইহ জন্মানি জন্মান্তরে বা
সিধ্যতু, কিং মে স্বরয়া ইতি ধৈর্যবৃক্ষেণ মনসা ইত্যর্থঃ। তদেতদ্বোড়পাদা উদাহরঃ ;
“উৎসেক উদধেব্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা। মনসো নিগ্রহস্তদ্বৎ ভবেদপরিখেদতঃ ॥” ইতি।
উৎসেক উৎসেচনং শোষণাধাবসায়েন জলোদ্ধরণমিতি যাবৎ। অত্র কাচিদাখ্যান-
কাস্তি। কস্তচিৎ কিল পক্ষিণোহংশানি তীরস্থিতানি তরঙ্গবেগেন সমুদ্রো জহার, স চ
সমুদ্রং শোষণবিধ্যাম্যেবেতি প্রতিজ্ঞায় স্বমুখাগ্রেনৈককং জলবিন্দুমুপরি প্রচিক্ষেপ, ততশ্চ
স বহুভিঃ পাক্ষিভিবদ্ধভিবৃক্ত্যা বার্ষ্যমাণোহপি নৈবোপররাম। যদৃচ্ছয়া চ তত্রাগতেন
নারদেন নিবারিতোহপি, অস্মিন্ জন্মানি জন্মান্তরে বা সমুদ্রং শোষণবিধ্যাম্যেবেতি তদগ্রেহপি
পুনঃ প্রতিজ্ঞস্তে, ততশ্চ দৈবাহুকুলাৎ কৃপালুর্নারদঃ গরুড়ং তৎসাহায্যায় প্রেষয়ামাস,
সমুদ্রতটদীরজাতিদ্রোহেণ স্বামবমত্তত ইতি বাক্যেন। ততো গরুড়পক্ষবাতেন শুযান্
সমুদ্রোহন্তিতীতস্তান্ত্রাণি তস্মৈ পক্ষিণে দদাবিতি। এবমেব শাস্ত্রবচনান্তিক্যেন যোগে
জ্ঞানে ভক্তৌ বা প্রবর্তমানমুৎসাহবস্তং অধ্যবসায়িনং জনং ভগবানেবাহুগৃহ্নাতীতি,
নিশ্চেতব্যম্ ॥ এতাদৃশযোগাভ্যাসে প্রবৃত্তস্ত প্রাথমিকং কৃত্যম্ ॥ অন্ত্যক্ষ কৃত্যমাহ
সকলেনৈতি ভাষ্যম্। কামাংস্ত্যক্ত, ইতি প্রাথমিকং কৃত্যম্। শনৈরिति। ন কিঞ্চিদপি
চিত্তয়েদিত্যন্ত্যং কৃত্যম্ ॥ ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫ ॥

তাৎপর্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমদধুসূদন ও শ্রীমদ্রীল-
কঠোর অভিপ্রায়। পূর্ব্বোক্তরূপে যোগাভ্যাসবশে চিত্ত বায়ুবিহীন
প্রদেশস্থ প্রদীপের স্থায় নিষ্ফল ও একাগ্রীভূত হইলে, যেরূপ পরিণাম।

সমুপস্থিত হয়, তাহারই ব্রহ্মাস্ত্র এক্ষণে বিবৃত হইতেছে । এতক্ষণ শ্রীভগবান্ সামান্য ভাবে সমাধির বিষয় বিবৃত করিয়া অধুনা বিস্তৃতরূপে বিরোধ সমাধির বিবরণ পরিব্যক্ত করিতেছেন । যে সময়ে, অথবা যাদৃশ পরিণাম বিশেষ উপস্থিত হইলে, চিত্ত যোগাভ্যাস বিষয়ে নিপুণতা হেতু, সর্ববৃত্তি পরিশূন্য হইয়া সর্বপ্রকার বৃত্তিবিহীন হয় ; অর্থাৎ কাষ্ঠ-হীন অগ্নি যেমন ক্রমে আপনিই নির্বাপিত হইয়া যায়, তদ্রূপে যখন বিষয়-গ্রহণাভিলাষ বিরহিত হইয়া, চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায় ; এবং যে সময়ে অন্তঃকরণ রজ-স্তমোক্তির একান্ত অভাব হেতু কেবল সত্ত্বগুণমাত্র অনুভব করে ও চৈতন্য-স্বরূপ, সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ, অনন্ত, অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে অভিন্নরূপে সাক্ষাৎ করিয়া, কেবল পরমানন্দঘন আত্মাতেই পরিতোষ লাভ করে ; দেহ-েন্দ্রিয়াদি সমূহে, অথবা তন্ত্ৰোপাঙ্গ অথ কোন বিষয়েই সন্তোষ লাভ করে না ; সেই সর্ববৃত্তি নিরোধরূপ অবস্থাকেই যোগ বলিয়া জানিবে । (মূলে যে, ‘যত্র’ শব্দ আছে, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অনেকে সেই ‘যত্র’ শব্দের ‘যে কালে’ এই অর্থ স্থির করিয়াছেন । শ্রীসম্মধুসূদন সে অর্থে দোষারোপ করিয়া বলিয়াছেন যে, পরবর্তী ‘তৎ’ শব্দের সহিত অদ্বয় না থাকায়, সে অর্থ অসাম্য । তিনি “যত্র” শব্দের যে পরিণাম-বিশেষে এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন) । যে কালে অথবা যে অবস্থা বিশেষে যোগী, বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধাভীত হইয়া, রজস্তমোরূপ মলিনতা-বিরহিত ও সত্ত্বগুণমাত্র-সম্পন্ন বুদ্ধি দ্বারা সমানীত ব্রহ্মস্বরূপ-জ্ঞানরূপ সূখ অনুভব করেন ; এবং যে অবস্থায় সমবস্থিত হইয়া জ্ঞানবান্ সেই আত্মস্বরূপ জ্ঞান হইতে বিপথগামী ও পরিভ্রষ্ট হন না, সেই অবস্থাকেই যোগ বলিয়া জানিবে । বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হেতু মানব সূখ অনুভব করে । প্রস্ফুটিত প্রসূন সম্পূরিত প্রমোদ কানন সন্দর্শনে মানবের হৃদয়ে সূখ উপজাত হয় । কুসুম-কাননের সহিত নয়নের সম্বন্ধই তাদৃশ সূখের হেতুভূত । মানব যে সকল তুচ্ছ, অলৌক ও অকিঞ্চিৎকর বিষয়কে সূখস্বরূপ জ্ঞান করে, তৎসমস্তই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্মিলন জনিত । কিন্তু তুলনা-রহিত, অনির্বচনীয়, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার রূপ পরম সূখ বিষয়েন্দ্রিয়ের ‘সম্বন্ধাভীত । তাহা বাহ্য কারণ-নিরপেক্ষ-ভাবে স্বতঃ হৃদয় মধ্যে সঞ্জাত হয় ও অলৌকিক আনন্দে সৌভাগ্যবান্ সাধকের অন্তর-প্রবেশ সম্পূরিত করে । এই ভাব পরিব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে মূলে “অতীন্দ্রিয়” এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে । সমাধিদশায় চিত্তের সকল বৃত্তির

নিরোধ হয় ; কিন্তু সর্ববৃত্তি-নিরহিতা বুদ্ধি বিলীন হয় না। সুসুপ্তি দশায় বুদ্ধি লীন হইয়া থাকে। এই জ্ঞানই সমাধি দশায় যে ব্রহ্মানন্দ উপভুক্ত হয়, তাহা কেবল বুদ্ধি দ্বারাই পরিগৃহীত হইয়া থাকে। তখন ইন্দ্রিয় সমূহ নিরুদ্ধ, চিত্ত বৃত্তিহীন, কেবল বুদ্ধিই জাগরিতা। অতএব সে সময়ের সুখ কেবল বুদ্ধি দ্বারা সমানীত ও অনুভূত হইয়া থাকে। এই জ্ঞানই মূলে বুদ্ধি-গ্রাহ্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গোড়পাদাচাৰ্য্য বলিয়াছেন, “সুসুপ্তি অবস্থায় বুদ্ধি লীন হইয়া থাকে ; কিন্তু সমাধিরূপ নিগ্রহাবস্থায় তাহা লীন হয় না।” শ্রুতিও বলিয়াছেন, সমাধির দ্বারা যৌহার চিত্তের মলিনতা প্রক্ষালিত হইয়াছে, তাঁহার চিত্তে যে সুখের সমুদ্ভব হয়, তাহা বাক্যের দ্বারা বর্ণন করিবার সম্ভাবনা নাই ; কারণ, তাহা কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই অনুভূত হয়।” তখন সাধকের অন্তঃকরণ সর্ববৃত্তি বিহীন হইয়া আত্মাকারতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহার পৃথক্ৰূপ থাকে না। “অহো আমি কি আলৌকিক সুখ সম্ভোগ করিতেছি,” ইত্যাকার প্রজ্ঞা সার্বকল্লক বৃত্তিরূপ এবং সমাধির বিরোধী। ব্যুত্থান সময়ে তাহা মনে হইতে পারে, কিন্তু সমাধি কালে আনন্দ-নিমগ্ন সাদ্ব্য-বোধ-বিরহিত যোগীর চিত্তে তাদৃশ ভাব কদাপি সমুদ্ভিত হয় না। এই ব্রহ্মানন্দ যে অতুলনীয় ও অসীম, পরম্প্রকারে তাহাই পরিব্যক্ত হইতেছে। যে নিরতিশয় সুখ-বাঞ্ছক চিত্তের বৃত্তি-বিরোধ রূপ অবস্থা-বিশেষ লাভ করিয়া যোগী ভূমণ্ডলের অণু কোন লাভকেই লাভ বলিয়া মনে করেন না, এবং যে সুখময় অবস্থা বিশেষে সমর্পিত যোগী শস্ত্রপাতাদি কোন আগন্তুক ক্লেশ বা শীত-বাতাত-পাদি কোন আভাবিক স্তম্ভে দুঃখেই অভিভূত হন না ; সেই অবস্থাই দুঃখ-সংস্পর্শ-পরিহীন যোগ নামে অভিহিত জানিবে। স্মৃতি বলেন, “যোগী প্রাপণীয় বস্তু লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হন : কারণ, আত্ম-জ্ঞানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। “এই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার রূপ পরমানন্দময় ও সামান্য সুখের অধিকারী হইলে যোগী বস্তুন্ধার অণুগত সমস্ত লাভকেই স্বণাজনক ও আকর্ষণের বোধে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। সমাগরা সাম্রাজ্যের স্বামিহ, সাংসারিক সুখ-সম্পদ-সাধক সর্বৈবশ্রম, কিছুই তখন তাঁহার তদানন্তর সুখের সমতুল্য নহে। সাংসারিক কোন বিপদ-সম্পাতেও তিনি তখন বিচলিত হন না।” দুর্বৃত্ত দস্য যদি খরধার তরবার দ্বারা তাঁহাকে

বিনাশোদ্ধত হয়, তথাপি তিনি ভীতহৃদয়ে পলায়মান হন না ; সাক্ষাৎ শমনস্বরূপ ভুজঙ্গ যদি দংশন করিবার নিমিত্ত ফণা বিস্তারিত করে, তথাপি তিনি প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল হন না । প্রাবৃত্তিকালের অবিরল বারিধারা, জলধর-বিচ্যুত করকানিচয়, অচিরাৎ জীবনাস্তকারী অশনি-সম্পাত, শোণিত-শোষণক সৌর-কর-রাশি, হৃদযন্ত্র স্তব্ধকর তুষার-পাত, কিছুই তাঁহার চিন্তাকে অভিভূত করিতে অথবা তদীয় পরমানন্দ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না । ভগবান্ পাতঞ্জলি বলিয়াছেন, ‘চিন্তা বৃন্তি নিরোধের নাম যোগ ।’ সেই যোগ সর্বপ্রকার দুঃখের বিনাশক, ইহা পূর্বের কথিত হইয়াছে । শ্রীভগবান্ এস্থলে নানা প্রকার বিশেষণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া উপসংহার কালে সেই যোগের সর্ব দুঃখ-বিনাশ-ক্ষমতা বিবৃত করিলেন । শাস্ত্রাচার্য্যো-পদেশানুসারে দৃঢ় প্রতীতি সহকারে, হয় ত পরিণামে কষ্ট হইবে ইত্যাকার নির্বেদরূপ অনুতাপ ও আশঙ্কা বিবর্জিত হৃদয়ে, এবং এই জন্মেই হউক, বা পর জন্মেই হউক, অবশ্যই সংসিদ্ধি লাভ করিব, এইরূপ ধৈর্য্য ও অধাবসায় সহকারে, এই প্রভূত ফলপ্রদ যোগের অভ্যাস করা আবশ্যক । এইরূপ দৃঢ় অধাবসায় ও ধৈর্য্য সহকারে যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, অসাধ্য সাধনও সম্ভব হয় । এ সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে । সমুদ্র-তীরে একটি পক্ষীর কতকগুলি অণ্ড ছিল । একদা তরঙ্গবেগে সেই অণ্ড সমূহ সমুদ্র-মধ্যগত হয় । বিশাল সমুদ্রের তুলনায় ক্ষুদ্রকায় পক্ষী নগণ্য হইলেও, সেই শোক-মুগ্ধ বিহঙ্গম, সাগরকে বিশুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প-বদ্ধ হইল এবং স্বকীয় ক্ষুদ্র চঞ্চুপুটে সমুদ্র হইতে এক এক বিন্দু বারি গ্রহণ করিয়া তীরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল । তাহার বন্ধুবান্ধব পক্ষিসমূহ তাহাকে এই অসাধ্য ও উন্মাদব্রত হইতে বিরত হইবার নিমিত্ত বারবার অনুরোধ করিল, কিন্তু সে কোন কথায় কর্ণপাত করিল না, এবং স্বকীয় সঙ্কল্প পরিভ্যাগ করিল না । একদা মহর্ষি নারদ সেই স্থান দিয়া গমনকালে পক্ষীর এই ব্যবহার দর্শন করিলেন এবং তাহাকে এই ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । পক্ষী সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া স্বকীয় প্রতিজ্ঞা পরিব্যক্ত করিল । মহর্ষি তাহাকে এই নিষম সঙ্কল্প পরিভ্যাগ করিতে আদেশ করিলেন ; কিন্তু পক্ষী তাহা শ্রবণ না করিয়া বলিল, “এই জন্মেই হউক, বা জন্মান্তরেই হউক, যেমন করিয়া পারি আমি নিশ্চয়ই

সমুদ্র শোষণ করিব। তদনন্তর নারদ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং কৃপা-পরবশ হইয়া বিহগরাজ গরুড়কে এই বৃহদাস্ত্র জানাইয় বলিলেন যে, সমুদ্র যখন তোমার জ্ঞাতির অনিষ্টসাধন করিয়াছে, তখন তোমারও অপমান করা হইয়াছে; অতএব এই ক্ষুদ্রকলেবর জ্ঞাতি সাহায্যার্থ আত্ম-নিয়োজন করা তোমার কর্তব্য। খগেন্দ্র গরুড় হমসি নারদের বাক্য শ্রবণে, জ্ঞাতির সাহায্যার্থ সেই স্থানে সমাগত হইলেন এবং স্বকীয় অতি বিপুল পক্ষ-পুট-পরিচালিত বায়ুর দ্বারা, সমুদ্রকে শোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন ভীত ও অবসন্ন সমুদ্র সেই ক্ষুদ্র পক্ষীর অণুসমূহ তাহাকে প্রত্যর্পণ করিল। এইরূপ একাগ্রচিত্তে ও মনের নিরোধ পূর্বক পরমধ্যে প্রবর্তমান যোগীদিগকে ঈশ্বর, নিশ্চয়ই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। দৈবানুগ্রহ লাভ করিলে তাঁহাদেরও অবশ্যই এই পক্ষীর ন্যায় মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতঃপর সর্ববিস্ময়প্রদ যোগপথ-শ্রয় করিতে হইলে যে উপায় অবলম্বন করা বিধেয়, তাহাই কীর্ত্তিত হইতেছে। সঙ্কল্পই মনুষ্যের অশেষ অনর্থের মূল। বহুল দোষ-সমাকীর্ণ ঘৃণার্হ বিষয়কেও পরম শোভাময় ও প্রীতিপদ জ্ঞানরূপ অধাবসায়ই সঙ্কল্প। এই মিথ্যাজ্ঞানরূপ সঙ্কল্প হইতে ‘আমি ইহা পাইন, আমার ইহা হউক’ ইত্যাদিরূপ কামনার উদ্ভব হয়। বিচার দ্বারা এই শোভনাধাস বিগত হইলে সকল বস্তুরই স্বরূপ উপলব্ধ হয়। তখন তুরভি কুস্তমের মোহিনী মালা, হৃদয়োন্মাদকর চন্দন-গন্ধ, বিলাসময়ী বনিতা, পারিজাত-বিশোভিতা অম্বরাকুল, সকল ভোগ্য পদার্থই অনর্থকরূপে প্রতীত হয়। সুতরাং নিঃশেষরূপে হৃদয় হইতে ভোগাভিলাষ উন্মূলিত করা আবশ্যক। তদনন্তর বিবেকবলে বলীয়ান মনের দ্বারা যাবতীয় বিষয়-ব্যাপার হইতে ইন্দ্রিয় সংযত ও প্রত্যাহত করিয়া যোগাভ্যাসে বিনিস্কৃত হওয়া বিধেয়। আজি হউক বা দশদিন পরে হউক, যোগ নিশ্চয়ই হইবে, সুতরাং ত্বরান্বিত হইয়া সহসা সিদ্ধিকামনা করা অবিধেয়। এইরূপ ধৈর্য্য সহকারে এবং অবশ্য কর্তব্য জ্ঞানে, ক্রমশঃ যোগমার্গে অগ্রসর হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন “প্রাজ্ঞ-ব্যক্তি বাক্য হইতে মনে ধাইবেন, মন হইতে আত্ম-জ্ঞানে, আত্মজ্ঞান হইতে মহতে, এবং মহৎ হইতে আত্ম-শান্তিতে গমন করিবেন।” বাক্য সকলকে প্রথমতঃ মনেই সংনিরুদ্ধ করা আবশ্যক;

সেই মন কৰ্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহকারী এবং নানাবিধ সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ; এই মনকে জ্ঞানে, জ্ঞানকে জ্ঞাতৃ উপাধিরূপ অহঙ্কারে এবং অহঙ্কারকে সর্বব্যাপকরূপ মহতে পর্য্যাবসিত করা আবশ্যিক । সামান্যরূপ ও বিশেষরূপ ভেদে অহঙ্কার দ্বিবিধ । আমি এই ব্যক্তির পুত্র, এইরূপ যে ব্যক্তি অভিমান তাহাই বিশেষরূপ ব্যাপ্তি অহঙ্কার ; আর কেবল আমি আছি এই মাত্র যে অভিমান তাহাই সামান্যরূপ সমষ্টি অহঙ্কার ; এবং তাহাই সর্বত্র অনুদ্রুত । এই উভয়প্রকার অহঙ্কত-বিনিশ্চ্যুত, উপাধি-শূন্য, শাস্ত আত্মাতে যখন সমষ্টি বুদ্ধি সহকারে, ত্বম্পদার্থ স্বরূপ শুদ্ধাত্মা সাক্ষাৎকার হয়, তখনই তাহা মহত্ত্ব রূপে ব্যক্ত হয় । তদনন্তর বহির্বিষয়রূপে, তদনন্তর বহির্মনোরূপে, তদনন্তর বহির্বাগিন্দ্রিয় রূপে তাহা পরিব্যক্ত হয় । শ্রুতি বলিয়াছেন, “ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা মন পর, মনের অপেক্ষা বুদ্ধি পর, বুদ্ধির অপেক্ষা আত্মা পর, আত্মার অপেক্ষা মহৎ পর, মহতের অপেক্ষা পুরুষ পর, পুরুষের অপেক্ষা পর কিছুই নাই ; তাহাই শেষ স্থান এবং শেষ গতি ।” গবাদি পশুর ন্যায় বাঙ্নিরোধ প্রথমা ভূমি, শিশু ও মুগ্ধ ব্যক্তির ন্যায় ভাব দ্বিতীয়া ভূমি, তন্দ্রাদিকালের অহঙ্কার-রাহিত্য ভাব তৃতীয়া ভূমি, সুষুপ্তিকালের ন্যায় মহত্ত্ব-রাহিত্য চতুর্থী ভূমি । এই ভূমিচতুষ্টয়কে সোপানস্বরূপ মনে করিয়া ক্রমে ক্রমে চিত্ত উপরত করিবে ।

শ্রীমৎশ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায় । “যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।” (৩অ । ২ শ্লোক) এইস্থলে যোগ শব্দদ্বারা কৰ্ম্মযোগই লক্ষিত হইয়াছে । আবার “নাত্যন্নতস্ত্ব যোগোহস্তি” (৬অ । ১) ইত্যাদি শ্লোকে যোগশব্দ দ্বারা সমাধিই লক্ষিত হইয়াছে । কৰ্ম্ম ও সমাধি উভয়ই যখন যোগ, তখন তদ্বোধে কোনটি মুখ্য ইহা জানিবার নিমিত্ত আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক । সমাধিযোগই যে, স্বরূপতঃ ও ফলতঃ মুখ্য তাহাই এক্ষণে প্রতিপাদিত হইতেছে । যে অবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাসের দ্বারা নিকৃষ্টচিত্ত উপরত হয়, তাহাই যোগের স্বরূপ লক্ষণ । পাঠঞ্জল সূত্রে কথিত হইয়াছে, “যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ” (পা, স, :) । চিত্তবৃত্তি সমূহের নিরোধের নাম যোগ । সুতরাং যে অবস্থায় চিত্তের নিরোধ হওয়ায় তাহার বিষয়-ম্লিষ্টতা হয়, সেই অবস্থাই স্বরূপ লক্ষণাক্রান্ত যোগ । ইচ্ছাপ্রাপ্তিরূপ ফলদ্বারাও যোগের মুখ্যত্ব প্রদর্শিত হইতেছে । যে অবস্থা বিশেষে স্বকীয় পরিশুদ্ধ

মনের দ্বারা যোগী দেহাদি কিছুই না দেখিয়া, কেবল স্বকীয় আত্মাকেই দর্শন করেন এবং আত্মদর্শন সহকারে, বিষয়-ব্যাপারে সন্তোষানুভব না করিয়া কেবল আত্মাতেই সন্তোষ উপভোগ করেন, তাহাই যোগ। যে অবস্থা বিশেষে যোগী কোন এক নিরতিশয় নিত্য সুখ উপলব্ধি করেন, তাহাই যোগ। যদি কেহ বলেন যে বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না থাকিলে সুখের উদ্ভব হয় না; যখন যোগাবস্থায় বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়া যায়, তখন সুখের উদ্ভব কিরূপে হইতে পারে? এইজন্যই কথিত হইতেছে যে, সে সুখ বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধাতীত এবং তাহা কেবল আত্মাকারিতা প্রাপ্ত বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণীয়। অতএব সেই অবস্থায় অবস্থিত হইয়া যোগী ব্যক্তি কখনই সেই আত্মস্বরূপ জ্ঞান হইতে বিচলিত হন না। যেহেতু সেই নিরতিশয় সুখাত্মক আত্মস্বরূপকে লাভ করিয়া আর কোন লাভকেই তাঁহার অধিক বলিয়া মনে হয় না এবং সেই অবস্থায় অবস্থিত হইলে মহৎ শীতোষ্ণাদি দুঃখেও গিনি বিচলিত হন না। সমাধি যোগ যে অনির্কটনিবারণক্ষম ও সর্বসুখস্বরূপ ইষ্টপ্রদান-সমর্থ; সুতরাং ফলতঃ মুখ্য তাহাই প্রদর্শিত হইল। এবম্বৃত্ত দুঃখ-সংযোগ-শূন্য অবস্থাকেই যোগ বলিয়া জানিবে। দুঃখ শব্দে দুঃখমিশ্রিত বৈষয়িক সুখই লক্ষিত হইয়াছে। যে অবস্থায় দুঃখ স্পর্শ করিতে না করিতেই তাহার বিয়োগ অর্থাৎ বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, সেই অবস্থাই যোগ। পরমাত্মাতে যে কেন্দ্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবের সংযোজন, তাহাই যোগ; অথবা বীর পুরুষের কাতরতা বৈরূপ ক্ষণিক, যোগিপুরুষের দুঃখসংস্পর্শও তদ্রূপ ক্ষণিক; সুতরাং বীরকে কদাচিৎ কাতর দেখিয়া তৎশব্দে উল্লেখ করিলে বৈরূপ বিরুদ্ধ উল্লেখ করা হয়, তদ্রূপ যোগিপুরুষকে কদাচিৎ দুঃখাক্রান্ত দেখিয়া দুঃখসংস্পৃষ্টশব্দে উল্লেখ করা ভ্রমাত্মক। কর্মও যোগ নামে কথিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা যোগের উপায় স্বরূপ; সুতরাং ঔপচারিক মাত্র। যোগ যখন এতাদৃশ মহাফলপ্রদ, তখন অতীব যত্ন সহকারে তাহা অভ্যাস করা উচিত। শাস্ত্রাচার্যোপদেশ জনিত নিশ্চয় প্রতীতি সহকারে তাহার অনুষ্ঠান করা আবশ্যিক। যদিও শীঘ্র সিদ্ধিলাভ না ঘটে, তাহা হইলেও দুঃখিত-হৃদয় না হইয়া এবং প্রযত্নের শৈথিল্য না করিয়া, নির্বেদরহিত চিন্তে যোগের অনুসরণ করা আবশ্যিক। সঙ্কল্প-প্রভব কাম সমূহ পরিত্যাগ করিয়া এবং সর্বত্র প্রসারিত ইন্দ্রিয় সমূহকে মনের দ্বারা নিয়মিত

করিয়া যোগের অনুর্ত্তান করা আবশ্যক । যদি প্রাক্কনকৰ্ম্ম সংস্কার প্রভাবে মন বিচলিত হয়, তাহা হইলেও, ধারণাসহকারে তাহাকে ক্রমশঃ স্থিরীকৃত করা আবশ্যক ; ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য । ধৃতি অর্থাৎ ধারণার অভাবে বশীকৃত বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মাতেই নিশ্চলভাবে সংস্থিত করিবে এবং যেমন যেমন অভ্যাসের পরিপাক হইবে, সেইরূপে ক্রমশঃ সর্বপ্রকার বিষয়-ব্যাপার হইতে উপরত হইবে । তখন স্বপ্রকাশ স্বরূপ পরমানন্দে নিবৃত্ত হইয়া নিশ্চল মনে আত্মধ্যানাদি সর্বপ্রকার চিন্তা পরিত্যাগ করিবে । ইহাই যোগের পরম বিধি ॥ ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ ॥

-:~:-

যতো যতো নিশ্চ[র]লতি মনশ্চকলমস্থিরম্ ।

ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

অর্থ ।—চকলং অস্থিরং মনঃ যতঃ যতঃ (যত্নাৎ যত্নাৎ নিমিত্তাৎ) নিশ্চলতি (যৎ যৎ বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি) ততঃ ততঃ (তত্নাৎ শব্দাদেনিমিত্তাৎ) এতৎ (মনঃ) নিয়ম্য (বশীকৃত্য) আত্মনি এব (স্বপ্রকাশপরমানন্দধনে বশং নয়েৎ (স্থিরং কুর্যাৎ) ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—বিক্ষিপ্ত অধীর মন যাহাতে যাহাতে ধাবিত-হয় তাহা হইতে তাহা-হইতে ইহাকে প্রত্যাহার-করিয়া আত্মা-ই অধীনতায় আনয়ন-করিবে ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—স্বভাবতঃ বিষয়বি ক্রপ্ত অস্থির চিত্ত যে যে বিষয়াভিযুখে প্রধাবিত হয়, তৎসমস্ত হইতে তাহাকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাধীন-তায় স্থাপন কর ॥ ২৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যত ইতি । যতো যতো যত্নাদ্ধ্যাননিমিত্তাচ্ছব্দাদেনিচলতি নির্গচ্ছতি স্বভাবদোষান্মনশ্চকলমত্যাগং চলমত এবাহিরং ততস্ততস্তত্নাৎ তত্নাচ্ছব্দাদে-নিমিত্তান্নিয়ম্য তত্তনিনিমিত্তং যথাঅনিক্রপণেনাভাসীকৃত্য বৈরাগ্যভাবনয়া চৈতন্য আত্মন্যেব বশং নয়েৎ আত্মবৃত্তিতামাপাদয়েৎ ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরি ।—স্বাভাবিকা দোষো মিথ্যাজ্ঞানধোনো রাগাদিঃ, শব্দাদেবমসৌ
নিয়মনং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ তৎ তন্নিমিত্তমিতি । যাথাত্মানিরূপণং ক্ষয়যুক্তং হংসংমিশ্রিতাদ্যা-
লোচনং তেন তত্র তত্র বৈরাগ্যভাবনয়া তত্তদভাসীকৃত্য ততস্ততো নিয়মোতস্মান ইতি
সম্বন্ধঃ ॥ ২৬ ॥

রামানুজ ।—যত ইতি । চলস্বভাবতয়া আত্মস্থস্থিরং মনঃ যতো যতো বিষয়-
প্রাবণ্যাহেতোর্কিহি নিশ্চলতি ততস্ততো যত্নেন মনো নিয়ম্য আত্মস্ত্রেবাতিশয়িতস্বখ-
ভাবনয়া বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

হনুমান্ ।—যত ইতি । যতো যতো যস্মাদান্মানিমিত্তাচ্ছব্দাদেনিশ্চলতি নির্গচ্ছতি
স্বভাবদোষাদেতত্ত্বং মনশ্চঞ্চলবত এবাহিরং ততস্ততস্তস্মাৎ তস্মাচ্ছব্দাদেনিমিত্তান্নিয়ম্য এত-
ন্নিমিত্তং যাথাত্মানিরূপণেনাভাসীকৃত্য বৈরাগ্যভাবনয়া চাত্মস্ত্রেব বশমেতি, তথাত্মস্ত্রেব প্রশা-
ম্যতি ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর ।—এবমপি রজঃগুণবশাদাদি মনঃ প্রচলেৎ তর্হি পুনঃ প্রত্যাহারেন
বলীকুর্যাদিত্যাহ যতো যত ইতি । স্বভাবতশ্চঞ্চলং ধার্ম্যমাণমপ্যস্থিরং মনো যৎ যৎ
বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি ততস্ততঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মস্ত্রেব স্থিরং কুর্য্যৎ ॥ ২৬ ॥

বলদেব ।—যদি কদাচিৎ প্রাক্তনহৃদদোষান্ননঃ প্রচলেৎ তদা তৎ প্রত্যাহার-
দিত্যাহ যত ইতি । যৎ যৎ বিষয়ং প্রতি মনো নির্গচ্ছতি ততস্ততঃ এতস্মানো নিয়ম্য
প্রত্যাহৃত্যাত্মস্ত্রেব নিরতিশয়স্বখভাবনয়া বশং কুর্য্যৎ ॥ ২৬ ॥

মধুসূদন ।—এবং নিরোধসমাধিং কুর্স্বন্ যোগী যত ইতি । শব্দাদীনাং চিত্র-
বিক্ষেপহেতুনাং মধ্যে যতো যতো যস্মাৎ যস্মান্নিমিত্তাচ্ছব্দাদেবিষয়াং রাগদ্বेषাদেচ চঞ্চলং
বিপেক্ষাভিমুখং সৎ মনো নিশ্চরতি বিক্ষিপ্তং সৎ বিষয়াভিমুখং প্রমাণবিপর্যয়বিকল্প-
স্বতীনাং মন্ত্রতমামপি সমাধিবিরোধিনীং বৃত্তিমুৎপাদয়তি, তথা লয়হেতুনাং নির্দ্রাশেষবহুশন
শ্রমাদীনাং মধ্যে যতো যতো নিমিত্তাদস্থিরং লয়াভিমুখং সম্মানো নিশ্চরতি লীনং সৎ
সমাধিবিরোধিনীং নির্দ্রাখ্যাং বৃত্তিমুৎপাদয়তি ততস্ততো বিক্ষেপনিমিত্তান্নয়নিমিত্তাচ্ছ-
নিয়মোতস্মানো নির্কৃত্তিকং কৃৎস্না আত্মস্ত্রেব স্বপ্রকাশপরমানন্দধনে বশং নয়েৎ নিকৃৎস্নাং যথা
ন বিক্ষিপ্যেত নবা লীয়েতেতি । এবকারো নাস্তগোচরত্বং সমাধের্বায়রতি । “এতচ্চ বিবৃত্তং”
গৌড়ার্চাধ্যাপাদৈঃ, “উপায়েন নিগৃহীয়াৎ বিক্ষিপ্তং কামভোগয়োঃ । সুপ্রসন্নং লয়ে চৈব”
যথাকাস্ত্রে লয়স্তথা ॥ হংসং সর্বমহুস্বত্য কামভোগং নিবর্তয়েৎ । অজং সর্বমহুস্বত্য জাতং
নৈব তু পশতি ॥ লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ । সন্ধ্যায়ং বিজানীয়াৎ
সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ ॥ • নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্জয়া ভবেৎ । নিশ্চলং
নিশ্চরচ্চিত্তমেব কীকুর্য্যৎ প্রযত্নতঃ ॥ যদা ন লীয়েতে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যেত পুনঃ ।
অনিবনমমভাসং নিশ্চরং ব্রহ্মং তৎ তদা ॥” ইতি পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ । উপায়েন
বক্ষ্যমাণেন বৈরাগ্যভ্যাসেন • কামভোগয়োर्वিক্ষিপ্তং প্রমাণবিপর্যয়বিকল্পস্বতীনা-

মন্তৃতময়্যপি বৃত্ত্যা পরিণতং মনো নিগৃহীয়াৎ নিরুদ্ব্যং আত্মন্ত্বেবেত্যর্থঃ । কাম-
ভোগ্যগোরিতি চিন্ত্যমানাবস্থাতোজ্যমানাভেদেন দ্বিবচনম্ । ইথা লীয়তেহ'শ্লিষ্টিতি
লয়ঃ স্তবুপ্তং তস্মিন্ স্তপ্রসন্নমাস্যসবর্জিতমপি মনো নিগৃহীয়াদেব, স্তপ্রসন্নক্ষেৎ কৃতো
নিগৃহতে, তত্রাহ যথা কামো বিষয়গোচরপ্রমাণাদিবৃত্ত্যুৎপাদনেন সমাধিবিরোধী,
তথা লয়েহপি নিদ্রাধাবৃত্ত্যুৎপাদনেন, সমাধিবিরোধী, সর্ববৃত্তিনিরোধো হি সমাধিঃ,
অতঃ কামাদিকৃতবিক্ষেপাদিব শ্রমাদিকৃতলয়াদপি মনো নিরোদ্ধবামিত্যর্থঃ । উপায়েন
নিগৃহীয়াৎ কেন ? ইত্যুচ্যতে সর্বং দ্বৈতমবিজ্ঞাবিজ্ঞস্তিতমন্নং দুঃখমেবেত্যনুসৃত্য "যো বৈ
ভূমা তৎ স্ত্বং নান্নে স্ত্বমসিত । অথ বদন্তং তন্নূর্তাং তদুঃখম্ "ইতিঋত্যাৎ গুরুপদেশাদনু-
পশ্চাৎ পর্যালোচ্য কামান্ চিন্ত্যমানাবস্থান্ বিষয়ান্ ভোগান্ ভুজ্যমানাবস্থাংশ্চ বিষয়ান্নি-
বর্তয়েৎ মনসঃ সকাশাদিতি শেষঃ । কামশ্চ ভোগশ্চ কামভোগং তস্মান্মনো নিবর্তয়েদিতি
বা । এবং দ্বৈতস্বরূপকালে বৈরাগ্যভাবনোপায় ইত্যর্থঃ, এবং দ্বৈতবিস্মরণস্ত পরমোপায়
ইত্যাহ, অজং ব্রহ্ম সর্বং ন ততোহতিরিক্তং কিঞ্চিদতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাদনন্তরমনুসৃত্য
তদ্বিপন্নীতং দ্বৈতজাতং ন পশ্যতোব অধিষ্ঠানে জ্ঞাতে কল্লিতস্যাভাবাৎ পূর্কোপায়-
পেক্ষয়া বৈলক্ষণ্যসূচনার্থস্তদুঃখঃ । এবং বৈরাগ্যভাবনাতত্ত্বদর্শনাভ্যাং বিষয়েভ্যো নিবর্ত্য-
মানং চিন্তং যদি দৈনন্দিনলয়াভ্যাসবশাৎপ্রতিমুখং ভবেৎ তদা নিদ্রাশেষাজীর্ণ-
বহবশনশ্রমাণাং লয়কারণানাং নিরোধেন চিন্তং সম্যক্ প্রবোধয়েহুত্থানপ্রযত্নেন যদি
পুনরেষং প্রবোধ্যমানং দৈনন্দিনপ্রবোধাভ্যাসবশাৎ কামভোগ্যগোবিক্ষিপ্তং স্যাৎ তদা
বৈরাগ্যভাবনয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ চ পুনঃ শময়েৎ এবং পুনঃপুনরভ্যাসতো লয়াৎ
সম্বোধিতং বিষয়েভ্যশ্চ বাবর্ত্তিতম, নাপি সমপ্রাপ্তমস্তরালাবহং চিন্তং স্তবীভূতং
সকলায়ং রাগদেবাদিপ্রবলবাসনাবশেন স্তবীভাবাধোনে কষায়ণ দোষণে বৃদ্ধং বিজ্ঞা-
নীয়াৎ সমাহিতচিত্তাধিবেকেন জ্ঞানীয়াৎ ততশ্চ নেদং সমাহিতমিত্যবগস্য লয়-
বিক্ষেপাত্ম্যামিব কষায়াদপি চিন্তং নিরুদ্ব্যং ততশ্চ লয়াবিক্ষেপকষায়েষু পরিহতেষু
পরিশেষাং চিন্তেন সমং ব্রহ্ম প্রাপ্যতে তচ্চ সমপ্রাপ্তং চিন্তং কষায়লয়ভ্রান্ত্যা ন চালয়েৎ
বিষয়াভিমুখং ন কুর্যাৎ, কিন্তু ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা লয়কষায়প্রাপ্তের্বিবিচ্যা তস্ম্যামেব
'সংপ্রাপ্তাবতিষেকেন স্থাপয়েৎ ॥ তত্র সমাধৌ পরমসুখবাক্যকেহপি স্ত্বং নান্যদরেদেভাবস্তং
'কালমহং স্তবীতি স্ত্বান্বাদরূপাঃ বৃত্তিঃ ন কুর্যাৎ । সমাধিভঙ্গপ্রসঙ্গাদিতি প্রাগেব' কৃত-
ব্যাখ্যানম্ । প্রজ্ঞয়া যত্নপলভ্যতে স্ত্বং তদপ্যবিজ্ঞাপরিকল্পিতং মৃষেব ইত্যেবং ভূতবনরা
নিঃকলো নিস্পৃহঃ সর্বসুখেষু ভবেৎ । অথবা প্রজ্ঞয়া সবিকল্পস্ত্বাংকারবৃত্তিরূপয়া সহ সঙ্গং
পরিভ্যজেৎ, ন তু ব্রহ্মপসুখমপি নিবৃত্তিকেন চিন্তেনাহুভয়েৎ স্বভাবপ্রাপ্তস্য তস্ত
ধারয়িতুমশক্যত্বাৎ, এবং সর্বতো নিবর্ত্য নিশ্চলং প্রযত্নবশেন কৃতং চিন্তং যতাব-
চাঁকল্যাধিবরাভিমুখতয়া নিশ্চরমহিনির্গচ্ছৎ একীকুর্যাৎ প্রবৃত্ততঃ নিরোধপ্রযত্নেন সমে
ব্রহ্মণ্যেকৃত্যং নয়েৎ । সমপ্রাপ্তং চিন্তং কীদৃশম্ ? ইত্যুচ্যতে 'যদা ন লীয়তে নাপি

স্তব্ধীভবতি তামসস্বসাম্যেন ব্রহ্মশব্দেনৈব স্তব্ধীভাবস্তোপলক্ষণাৎ । ন চ বিক্ৰিপ্যতে
পুনঃশব্দাভ্যাকারবৃত্তিমমু ভবতি নাপি সুখমাস্বাদয়তি রাজসস্বসাম্যেন সুখমাস্বাদস্তাপি
বিক্ৰিপশব্দেনোপলক্ষণাৎ । পূৰ্ব্বং ভেদনির্দেশস্ত পৃথক্ প্রযত্নকরণায় । এবং লব্ধকষায়াভ্যাস
বিক্ৰিপসুখমাস্বাদাভ্যাস রহিতং অনিঙ্গনমিঙ্গনং চলনং সবাৎপ্রদীপবৎ লয়াভিমুখরূপং
তদ্রহিতং নিবাতপ্রদীপকল্পং অনাভাসং ন কেনচিদ্ধিম্বা কারেণাভাস ইত্যেতৎ
কষায়সুখমাস্বাদয়োক্তভয়াস্তর্ভাব উক্ত এব, যদেবং দোষচতুষ্টয়রহিতং চিত্তং . ভবতি
তদা তচ্চিত্তং ব্রহ্মনিষ্কলং সমং ব্রহ্মপ্রাপ্তং ভবতীত্যর্থঃ, এতাদৃশশ্চ যোগঃ ক্রত্যা
প্রতিপাদিতঃ, “যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ । বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহৈঃ
পরমাং গতিম্ ॥ তাং যোগমিতি মন্তস্তে স্থিরানিস্থিরধারণাম্ । অগ্রমব্রুন্তদা ভবতি যোগো
হি প্রভাবাপ্যায়ৌ ॥” ইতি । এতদ্ব্যলোকমেব চ “যোগশ্চিৎত্ববৃত্তিনিরোধঃ” ইতি চ সূত্রম্ ।
তস্মাদনু ক্তমুক্তং ততস্ততো নিয়ম্যৈতদানুগ্ৰেব বশং নয়েদिति ॥ ২৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—শনৈঃ শনৈরিত্যেতৎ শ্লোকং ব্যাচষ্টে যতো যত ইতি ত্রিভিঃ ।
যতো যতো হেতোৰ্থং যং বিষয়ং গ্রহীতুং মনো নিশ্চরতি বহির্গচ্ছতি ততস্ততঃ তত্র
তত্র দোষদর্শনেন ততস্ততো বিষয়াৎ এতদ্ব্যনো নিয়মা প্রত্যাহৃত্য আত্মনি স্বরূপে এব নয়েৎ
পর্যাবস্থাপয়েৎ এতেন পূৰ্ব্বাঙ্গিং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—যদি চ প্রাক্তনদোষোদ্গমবশাৎ রজোগুণস্পৃষ্টং মনশ্চকলং জ্ঞাৎ, তদা
পুনর্যোগমভ্যাসেদিত্যাহ যতো যত ইতি ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য ।—পূর্বোক্তরূপ নিরোধ সমাধির অনুষ্ঠান করিতে হইলে,
প্রথমতঃ চিত্তকে বিষয়-বিমুখ করা আবশ্যক । শব্দাদি বিষয় সমূহ এবং
রাগদ্বেষাদি চিত্তবিক্ৰেপের হেতুভূত ; স্বভাবতঃ চকল ও অস্থির চিত্ত
বিষয়াভিমুখে প্রধাবিত হইয়া প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, স্মৃতি প্রভৃতি সমাধি-
বিরোধি বৃত্তির সমুৎপাদন করে । তাদৃশ বিষয়-ব্যাপার হইতে মনকে
নির্বৃত্তিক করিয়া স্প্রকাশানন্দধনরূপ আত্মার অধীনতায় স্থাপিত করিবে ;
অর্থাৎ আর বিক্ৰেপ না ঘটে, এইরূপে তাহাকে লান করিবে । শ্রীমৎ
গোড়াচার্য্য পঞ্চ শ্লোকে চিত্তনিরোধের আবশ্যকতা ও উপায় পরিবাস্ত
করিয়াছেন ; কামভোগের দুই ভাব ; এক চিন্ত্যমান, অপর ভুজ্যমান । হস্ত-
পদাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা কামভোগ না করিলেও মন অনেক সময়ে মনে মনেই
তাহাতে বাপ্ত হয় ও তজ্জনিত সুখ-দুঃখের অনুভব করে, ইহাই চিন্ত্যমান
অবস্থা । আবার যখন ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা মন বিষয় উপভোগ করে, তখনই
ভুজ্যমান অবস্থা বলা যায় । তদুভয় অবস্থা হইতেই মনকে নিরোধ করা

আবশ্যক । সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন গহিত আচরণ না করিলেও, মনে মনে তচ্চিন্তন ও তদ্বিষয়ে অনুরাগ, যোগসিদ্ধির প্রতিকূল ; মন যদি নিদ্রামগ্ন হইয়া সুপ্রসন্ন থাকে, তাহা হইলেও গাহার নিরোধ করা আবশ্যক । কারণ, নিদ্রা লয়রূপা ; সুতরাং সমাধির বিরোধী । কামাদি জনিত বিক্ষেপ এবং ক্রমাদি জনিত নিদ্রাশ্চা লয় এতদুভয় হইতেই মনকে নিরোধ করা আবশ্যক । সকলই অবিজ্ঞাবিজ্ঞস্তি ও ক্ষণস্থায়ী জ্ঞান করিয়া এবং সকলই দুঃখের হেতুভূত জানিয়া, তৎসমস্ত হইতে চিন্তকে উপরত করিবে । দ্বৈতবিস্মরণই বাবতায় অনর্থের মূল । আমি যে পদার্থ ভোগ করিবার অভিলাষ করি, সে পদার্থ আমা হইতে স্বতন্ত্র, এই স্মরণরূপ বোধই অযোগ্যতির হেতুভূত ; কারণ, তাদৃশ চিন্তা হইলেই তদ্বস্ত্ব লাভার্থ চিন্তের ব্যাকুলতা সংবদ্ধিত হয় । কিন্তু যদি বোধ হয় যে, বাবতীয় পদার্থ অজ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থই নাই, তাহা হইলে 'আপনাকে ও ভোগ্য বস্তুকে আর স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয় না ; সুতরাং তল্লাভার্থ কোন ব্যাকুলতা থাকে না । এইরূপ ভাবের নাম দ্বৈতবিস্মরণ । এইরূপে বৈরাগ্য ও জ্ঞানসহকারে স্বভাবতঃ চঞ্চল ও বিষয়াভিমুখ চিন্তকে প্রযত্নপূর্বক নিরোধ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একাকার করিবে । বিক্ষিপ্ত চঞ্চল চিন্ত সৰ্বাত প্রদেশস্থ প্রদীপের ন্যায় ; নিরুদ্ধচিন্ত নির্বাত প্রদেশস্থ প্রদীপের ন্যায় । অতএব চিন্তকে বিক্ষেপ-বিরহিত করিয়া আত্মার বশীভূত করা আবশ্যক ॥ ২৬ ॥

প্রশান্তমনসং হেনং যোগিনং সুখমুক্তম্ ।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকলুষম্ ॥ ২৭ ॥

অর্থঃ ।—শান্তরজসং (শান্তঃ রজো যন্ত তং) প্রশান্তমনসং (প্রকর্ষণে নিরুদ্ধং মনঃ যন্ত তং) অকলুষং (ধূমাদিবিজ্ঞিতং) ব্রহ্মভূতং (ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং) এনং যোগিনং হি 'উদ্ভবং সুখং (সমাধিরূপং) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—নিবৃত্তরজোগুণ প্রশান্তচিত্ত পাপ-পুণ্য-বিরহিত ব্রহ্মত্ব
প্রাপ্ত এই যোগীকে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ স্তূথ প্রাপ্ত-হয় ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—যাঁহার হৃদয় হইতে রজোগুণ বিদূরিত হওয়ায় চিত্ত
প্রশান্ত ও ধর্ম্মাধর্ম্মবিরহিত হইয়া ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়াছে, সমাধিরূপ
পরম স্তূথ তাঁহাকে নিশ্চয় আশ্রয় করে ॥ ২৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—এবং যোগাভ্যাসবলাদ্যোগিন আত্মন্তেব প্রশাম্যতি মনঃ প্রশা-
ন্তেতি । প্রশান্তমনসং প্রকর্ষণে শান্তং মনো যস্য স প্রশান্তমনান্তং প্রশান্তমনসং হেনং
যোগিনং স্তূথমুত্তমং নিরতিশয়মুপৈতু্যপগচ্ছতি শান্তরজসং প্রকীর্ণমোহাদিক্লেশরজসমিত্যর্থঃ ।
ব্রহ্মভূতং জীবমুক্তং ব্রহ্মৈব সর্বং ইত্যেবং নিশ্চয়বত্তং ব্রহ্মভূতমকল্মষং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-
বর্জিতম্ ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরি ।—মনসো বশীকরণেনোপশমে কিং স্যাদিত্যাহ এবমিতি । যোগা-
ভ্যাসো ব্যবসাববেকদ্বারা মনোনিগ্রহাভ্যাসভিঃ প্রশান্তমাত্মন্তেব প্রলীনমিতি যাবৎ,
মনস্তত্ত্বভ্যাসরভাবে স্বরূপভূতসুখাবির্ভাবস্ত স্বাপাদৌ প্রসিক্ধিং দ্যোতয়িতুং হিশবঃ ॥
মোহাদিক্লেশপ্রতিবন্ধাদ্যোগিনি যথোক্তসুখাপ্রাপ্তিমাশঙ্ক্য মনোবিলয়মুপেত্য পরিহরতি
প্রশান্তেতি । তস্তান্দ্রাদিবিলাক্ষণত্বমাহ ব্রহ্মভূতমিতি । অন্দাদাদেৱপি স্বতো ব্রহ্মভূতত্বেন
তুলাং জীবমুক্তত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মৈবেতি । ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিবন্ধাদমুক্তা যথোক্তসুখপ্রাপ্তি-
রিত্যাশঙ্ক্যুক্তং অকল্মষমিতি ॥ ২৭ ॥

রামানুজ ।—প্রশান্তেতি । প্রশান্তমনসমাত্মনি নিশ্চলমনসমাত্মস্তমমনসম্, তত-
এব হেতোর্দ্বন্দ্বাশেষকল্মষম্, ততএব শান্তরজসং বিনষ্টরজোগুণম্, ততএব ব্রহ্মভূতং স্বরূপ-
স্বধেনাবিস্কৃতমেনং যোগিনং তমাত্মস্বরূপমুত্তমস্তূথমুপৈতীতি হেতৌ উত্তমস্বরূপমুপৈতী-
ত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

হনুমান্ ।—প্রশান্তেতি । প্রশান্তং মনো যস্ত সঃ প্রশান্তমনান্তং প্রশান্তমনসং হেনং
যোগিনং স্তূথমুত্তমং নিরতিশয়মুপৈতু্যপগচ্ছতি শান্তরজসং প্রকীর্ণমোহাদিক্লেশরজসমিত্যর্থঃ ।
ব্রহ্মভূতং জীবমুক্তং ব্রহ্মৈব সর্বমিত্যেব সর্বনিশ্চয়ং ব্রহ্মভূতমকল্মষমধর্ম্মবর্জিতম্ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর ।—এবং প্রত্যাহারাদিভিঃ পুনঃপুনর্মনোবশীকূর্বন্তং রজোগুণক্ষয়ে সতি
যোগসুখং প্রাপ্নোতীত্যাহ প্রশান্তেতি । এবমুক্তপ্রকারেণ শান্তং রজো যস্য তন্ম অতএব
প্রশান্তং মনো যস্ত তমেনং নিকল্মষং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং যোগিনমুত্তমং • স্তূখং সম্যাসিস্তূখং
স্বয়মেবোপৈতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৭ ॥

বলদেব ।—এবং প্রবর্তমানস্ত পূর্ববদেব সমাধিস্থঃ স্তাদিত্যাহ প্রশান্তেতি ।
প্রশান্তমাত্মস্তচলং মনো যস্ত তন্ম অতএবাকল্মষং • দৃষ্টপ্রাক্তনস্বপ্নদোষম্ অতএব

শাস্ত্ররজসম্, ব্রহ্মভূতং সাক্ষাৎকৃতবিসিক্তাবির্ভাবিতাষ্টগুণকাস্বরূপং যোগিনং প্রত্যুত্তম-
মাত্মানুভবরূপং মহৎ সুখং কর্তৃ স্বয়মেবোপৈতি ॥ ২৭ ॥

মধুসূদন ।—এবং যোগাভ্যাসবলাদাত্মন্তেব যোগিনঃ প্রশাস্যতি মনঃ প্রশান্ত-
মিতি । ততশ্চ প্রকর্ষণে শাস্ত্রং নির্বৃত্তিকতয়া নিরুদ্ধং সংস্কারমাত্রশেষং মনো বস্য তং
প্রশান্তমনসং বৃত্তিশূন্যতয়া নির্মনস্বস্তে হেতুগর্ভং বিশেষণদ্বয়ং শাস্ত্ররজসমকল্যণমিতি ॥
শাস্ত্রং বিকল্পকং রজো যন্ত তং বিকল্পশূন্যম্, তথা ন বিদ্বতে কল্যণং লয়হেতুস্তমো যন্ত
তমকল্যণং লয়শূন্যম্ । শাস্ত্ররজসমিত্যনেনৈব তমোত্তমোপলক্ষণেইকল্যণং সংসারহেতু-
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জিতমিতি বা । ব্রহ্মভূতং ব্রহ্মৈব সর্বমিতি নিশ্চয়েন সমং ব্রহ্মপ্রাপ্তং জীবন্তুতং
এনং যোগিনং এবমুক্তেন প্রকারেণেতি শ্রীধরঃ । উত্তমং নিরতিশয়ং সুখমুপৈতু্যপগচ্ছতি
মনস্তত্ত্বজ্ঞোরাভাবে সুষুপ্তৌ স্বরূপসুখাভির্ভাবপ্রসিক্তিং দ্যোত্যয়তি হিশঙ্কঃ । তথাচ
প্রাধ্যাধ্যাতং সুখমাত্যন্তিকং বৎ তদিত্যত্র ॥ ২৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবমাত্মবশে মনসি কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রশান্তেতি । হি বস্মাৎ
এনং প্রশান্তমনসং প্রকর্ষণে উপরতচেতসং যোগিনং একাগ্রতাভূমৌ উত্তমং সুখং
সংপ্রজ্ঞাতসমাধিফলভূতং উপৈতি, ভৌতিকানাং বাহানাং মানোরথিকানামান্তরাগাঞ্চ
বিষয়াণাং ত্যাগাৎ শাস্ত্ররজসং প্রকীর্ণমোহাদিক্লেশং ব্রহ্মভূতং সৎস্বরূপং অকল্যণং
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জিতম্ । যথোক্তং যোগভাষ্যে, “বস্তুকাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থং প্রত্যোত্যয়তি
কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি নিরোধমভিমুখীকরোতি ক্রীণোতি চ ক্লেশান্ স সম্প্রজ্ঞাতো যোগ
ইত্যধ্যায়তে” ইতি । এতেন “আত্মসংস্থং মনঃ কৃৎস্না” ইতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—ততশ্চ পূর্ববদেব তন্ত সমাধিসুখং স্তাদিত্যাহ প্রশান্তেতি । সুখং কর্তৃ,
যোগিনমুপৈতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য ।—এইরূপ যোগাভ্যাস প্রভাবে যোগিদিগের মন প্রশান্ত
ও আত্মনিষ্ঠ হয় । তদনন্তর প্রকৃষ্টরূপে শাস্ত্র অর্থাৎ বৃত্তিবিহীনতা হেতু,
মন নিরুদ্ধ ও সংস্কার-মাত্র-শেষে পরিণত হয় । তাদৃশ ব্যক্তির রজোগুণ-
জনিত চিস্তের বিকল্প তিরোহিত হইয়া যায় এবং লয়ের হেতুভূত
তমোত্তমের অন্তর হেতু তিনি লয়শূন্য হন । অথবা তিনি জন্ম-মরণ-শীল-
শরীর-ধারণরূপ সংসার প্রাপ্তির হেতুভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ম্মাকর্ম্ম বিবর্তিত ।
তাদৃশ যোগী, সকলই ব্রহ্মময় এই দৃঢ় প্রতীতি হেতু, ব্রহ্মই প্রাপ্ত হইয়া
জীবন্তুক্তি লাভ করিয়া থাকেন । এইরূপ যোগিগণ সমাধিরূপ নিরতিশয়
সুখ উপভোগ করেন । (৬ অ। ২১ শ্লোকে যোগ-জনিত সুখের বিবরণ
আছে) । যোগীর উল্লিখিতরূপ অবস্থা হইলে তাঁহাকে সুখের নিমিত্ত
‘অগ্রহাঙ্কিত’ হইতে হয় না । সেই অপূর্ব সুখ স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে

আশ্রয় করে। সে সুখ স্থির ও অবিকলিত। তাহার ক্ষয় নাই, অপচয়ও নাই ॥ ২৭ ॥

-:~:-

যুঞ্জন্নেবং সদা আত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥ .

অর্থঃ ।—এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) সদা আত্মানং (মনুঃ) যুঞ্জন্ (বশীকুর্বন্) বিগতকল্মষঃ (বিগতপাপঃ) যোগী সুখেন (অনায়াসেন) ব্রহ্মসংস্পর্শং (ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপং) অত্যন্তং (সর্বোত্তমং) সুখং অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—এই-প্রকারে সর্বদা মনকে যুক্ত-করিতে-করিতে পাপ-পরিশূন্য যোগী অনায়াসে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অত্যুত্তম সুখ প্রাপ্ত-হন ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—উল্লিখিত প্রকারে মনকে সমস্ত যোগনিষ্ঠ করিলে যোগী পুরুষ ক্রমশঃ বিনা ক্রেশে ব্রহ্মসন্মিলনরূপ পরম সুখ উপভোগ করিতে থাকেন ॥ ২৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যুঞ্জিতি । যুঞ্জন্নেবং যথোক্তেন ক্রমেণ যোগী যোগান্তরায়বর্জিতঃ সদা সর্বদা আত্মানং যুঞ্জন্ বিগতকল্মষো বিগতপাপঃ সুখেন অনায়াসেন ব্রহ্মণা পরেণ সংস্পর্শো বস্ত তদ্ব্যবসংস্পর্শং সুখমত্যন্তমুৎকৃষ্টং সুখং নিরতিশয়ং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২৮ ॥

আনন্দগিরি ।—উত্তমং সুখং যোগিনো ভবতীত্যুক্তং তদেব ফুটয়তি যুঞ্জিতি । ক্রমো যথোক্তো মনসেন্দ্রিয়গ্রামমিত্যাदि যোগান্তরায়ো ঘেবাদি সদা আত্মানং যুঞ্জিতি সম্বন্ধঃ ॥ ২৮ ॥

রামানুজ ।—যুঞ্জিতি । এবমুক্তপ্রকারেণ আত্মানং যুজ্ঞন্তেন বিগতপ্রাচীনগমস্ত-কল্মষো ব্রহ্মসংস্পর্শং ব্রহ্মভূতবরূপং সুখমত্যন্তমপরিমিতং সুখেন অনায়াসেন সদা-শ্নুতে ॥ ২৮ ॥

হনুমান্ ।—যুঞ্জিতি । যুঞ্জন্নেবং যথোক্তেন ক্রমেণ যোগী সদা আত্মানং বিগতকল্মষং বিগতপাপঃ সুখেন অনায়াসেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তসুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর ।—তত্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ যুঞ্জিতি । এবমেনে প্রকারেণ সর্বদা আত্মানং মনো যুজ্জন্ বশীকুর্বন্ বিশেষেণ সর্বদা আত্মানং বিগতং কল্মষং যুক্ত স যোগী সুখে-

নানিরাসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোহবিজ্ঞানিবর্তকঃ সাক্ষাৎকারস্তদেবাভ্যন্তং সর্কোক্তমং সূখমন্নুতে
জীবন্তুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বলদেব । —এবং স্বাত্মসাক্ষাৎকারানন্তরং পরমাত্মসাক্ষাৎকারঞ্চ লভত ইত্যাহ
যুক্তমিতি । এবং উক্তপ্রকারেণাত্মানং স্বং যুক্ত্বন্ যোগেনাহুভবন্ তেনৈব বিগতকল্মষো
দম্ভসর্কদোষো যোগী সূখেনানিরাসেন ব্রহ্মসংস্পর্শং পরমাত্মাহুভবমত্যন্তমপরিমিতং সূখং
মন্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২৮ ॥

‘মধুসূদন । —উক্তং সূখং যোগিনঃ স্ফুটাকরোতি যুক্ত্বেনৈবমিতি । এবং মনসৈরিন্দ্রিয়-
গ্রামং ইত্যাহু্যক্তক্রমেণাত্মানং মনঃ সদা যুক্ত্বন্ সমাদযৎ যোগী যোগেন নিত্যসম্বন্ধী বিগত-
কল্মষঃ বিগতমলঃ সংসারহেতুধর্ম্মাধর্ম্মরহিতঃ সূখেনানিরাসেন জৈশ্বরপ্রাধিকানাৎ সর্কাস্ত-
রারনিবৃত্ত্যা ব্রহ্মসংস্পর্শং সম্যক্ছেন বিষয়াস্পর্শেন সহ ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শস্তাদাত্ম্যং যস্মিন্ তদ্বি-
ষয়াসংস্পর্শি ব্রহ্মব্রহ্মণমিত্যেতদত্যন্তং সর্কানন্তান্ পরিচ্ছেদানতিক্রান্তং নিরতিশয়ং সূখমানন্দ-
মন্নুতে ব্যাপ্নোতি, সর্কতো নির্কৃতিভিকেন চিত্তেন লয়বিক্ষেপাবলক্ষণমহুভবতি, বিক্ষেপে বৃত্তি-
সঙ্ঘাৎ, লয়ে চ মনসোহপি স্বরূপেণাসঙ্ঘাৎ সর্কবৃত্তিশৃঙ্খলেন সূক্ষ্মেণ মনসা সূখাহুভবঃ সমাধাবে-
বেত্যর্থঃ । অত্র চানিরাসেনেত্যন্তরারনিবৃত্তিক্রতো, তে চান্তরায়্য দর্শিতা যোগসূত্রেণ ।
“ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্তাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালকৃতভূমিকত্বানবাত্তত্বান চিত্তবিক্ষেপাস্তে-
স্তরায়্যঃ ।” চিত্তং বিক্ষিপন্তি যোগাদপনয়ন্তীতি চিত্তবিক্ষেপা যোগপ্রতিপক্ষাঃ । সংশয়ভ্রান্তি-
দর্শনে তাবৎচিত্তরূপতয়া বৃত্তিনিরোধস্ত সাক্ষাৎপ্রতিপক্ষো, ব্যাধাদয়স্ত সপ্রবৃত্তিসহচরিত-
তয়া তৎপ্রতিপক্ষা ইত্যর্থঃ । ব্যাধিধাতুভৈষম্যানিমিত্তো বিকারো জরাদিঃ, স্ত্যানমকর্ষণাতা
শুদ্ধা শিক্ষায়াগস্তাপি আসনাদিকর্মানর্হতেতি যাবৎ, যোগঃ সাধনীয়ো নবেত্যান্তরকোটিস্পৃ-
থিক্তানং সংশয়ো তদ্রূপপ্রতিষ্ঠেচেন বিপর্যায়ান্তর্গতোহপি সন্নভয়কোটিস্পর্শিষ্টৈক-
কোটিস্পর্শিষ্টরূপাবান্তরবিশেষবিবক্ষয়াজ্জ বিপর্যয়োভেদেনোক্তঃ, প্রমাদঃ সমাধিসাধ-
নানামহুষ্ঠানসামর্থ্যেহ্যনহুষ্ঠানশীলতা বিষয়াস্তরব্যাপ্ততয়া যোগসাধনেছৌদাসীত্বমিতি
যাবৎ, আলস্তং সত্যমপৌদাসীত্বপ্রচ্যুতো কফাদিনা তমসা চ কায়চিত্তয়োস্তৃক্ণং
ব্যাধিছোনাগ্রসিদ্ধমপি যোগবিষয়ে প্রবৃত্তিবিরোধি, অবিরতিশ্চিত্তস্ত বিষয়বিশেষে
ঐকান্তিকেহিভিলাষঃ, ভ্রান্তিদর্শনং যোগসাধনেহপি তৎসাধনত্ববুদ্ধিস্তথা তৎসাধনেহপি
সাধনত্ববুদ্ধিঃ । অলকৃতভূমিকত্বং সমাধিভূমিরেকাগ্রতায়্যাস্ত অলাভঃ ক্ষিপ্তমূচ-
বিক্ষিপ্তরূপত্বমিতি যাবৎ । অনবস্থিতত্বং লকারামপি সমাধিভূমৌ প্রবর্ত্তশৈথিল্যাস্তিত্তস্ত
তত্রাপ্রতিষ্ঠিতত্বম্ । ত এতে চিত্তবিক্ষেপা নব যোগমলা যোগপ্রতিপক্ষা যোগান্তরায়্য ইতি চ
অভিধীয়ন্তে । “হৃৎখদোর্ধ্বনস্ত্রাজমেজয়ত্বাসপ্রস্থাসবিক্ষেপসহভূরঃ” হৃৎখং চিত্তস্ত রাজসঃ
পরিণামো বাধানালক্ষণঃ । তচ্চাধ্যাত্মিকং শারীরং মানসঞ্চ ব্যাধিবশাৎ কামাদিবশাচ্চ
ভবতি । আধিতৌতিকং ব্যাভ্রাদিজনিতম্ । আধিদৈবিকং গ্রহপীড়াদিজনিতম্ ।
দেহাধ্যবিপর্যয়কেষুহাৎ সমাধিবিরোধিদোর্ধ্বনস্ত্রাজবিষাতিদিবলবদ্ধুঃখাহুভবজনিতঃ

চিন্তস্ত তামসঃ পরিণামবিশেষঃ কোভাপরপর্যায়ঃ স্তব্ধীভাবঃ স তু কথায়ত্মায়বৎ
 সমাধিবিরোধী, অঙ্গমেজয়ত্মককম্পনমাসননৈশ্বৰ্য্যবিরোধি, প্রাণেন বাহ্যস্ত বায়োরন্তঃপ্রবেশনং
 শ্বাসঃ সমাধ্যাক্ষরেচকবিরোধী, প্রাণেন কোষ্ঠস্ত বায়োর্বাহিঃসারণং শ্বাসঃ সমাধ্যাক্ষপুরু-
 বিরোধী, সমাহিতচিন্তস্ত্রৈতে ন ভবন্তি, বিক্ষিপ্তচিন্তস্ত্রৈব ভবন্তীতি । বিক্ষেপসহভূবোহস্তরায়
 এব এতেহত্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোদ্ধবাঃ । ঈশ্বরপ্রাণিধানেন চ ত্রীত্বসংবেগানামাসনে
 সমাধিলাভে প্রস্তুতে “ঈশ্বরপ্রাণিধানায়া” ইতি পক্ষান্তরমুক্তাঃ প্রাণিধেয়মীশ্বরং “ক্লেশকর্ম-
 বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ । “তত্র নিরতিশয়ং সর্বস্ববীজম্ ।” “স পূর্কে-
 যামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ।” ইতি ত্রিভিঃ হৃত্রৈঃ প্রতিপাদ্য তৎপ্রাণধানং
 ষাভ্যামনুভবৎ, “তস্ত বাচকঃ প্রণবঃ ।” “তজ্জপস্তদর্থভাবনম্” ইতি । ততঃ প্রত্যক্চেতনাধি-
 গমোহ্যপ্তরায়াতাবচ্চ । ততঃ প্রণবজপস্বরূপাং তদর্থযানরূপাচ্চেশ্বরপ্রাণিধানাং প্রত্যক্-
 চেতনস্ত পুরুষস্ত প্রকৃতিবৈবেকেনাধিগমঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি । উক্তানামস্তরায়ানাম-
 ভাবোহপি ভবতীত্যর্থঃ । অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামনুভবনিবৃত্তৌ কর্তব্যাত্মানামভ্যাস-
 দার্ঢ্যার্থমাহ । “তৎপ্রতিষেধার্থমেকঃ স্বাভ্যাসঃ ।” তেষামনুভবানাং প্রতিষেধার্থমেকস্মিন্
 কস্মিন্চিদভিমতে তৎস্বৈভ্যাসশ্চেতসঃ পুনঃ পুননিবেশনং কাৰ্য্যম্ । তথা “মৈত্রীকরুণা-
 মুদিতোপেক্ষাণাং স্তব্ধঃ স্পৃহাশূন্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিন্তপ্রসাদনম্ ।” মৈত্রী সৌহার্দম্,
 কৰুণা রূপা, মুদিতা হর্ষঃ, উপেক্ষা ওদাসীভ্যম্, স্তব্ধাশিষ্টৈকান্তবৃত্তঃ প্রতিপাদ্যন্তে । সর্ব-
 প্রাণিষু স্তব্ধসঙ্কোচাগাগ্নেযু সাধেবতৎ মম মিত্রাণাং স্তব্ধস্বমিতি মৈত্রীং ভাবয়েৎ,
 নদ্বীৰ্য্যম্ । দুঃখিতেষু কথং হু নানৈবাং দুঃখনিবৃত্তিঃ স্তাদিতি রূপামেব ভাবয়েন্নোপেক্ষাম্,
 নবা হর্ষম্ । শূন্যবৎসু শূন্যানুমোদনেন হর্ষং কুর্য্যান্ন বিধেবৎ ন চোপেক্ষাম্ । অশূন্যবৎসু
 চৌদাসীভ্যমেব ভাবয়েন্নানুমোদনম্, নবা হেবম্ । এবমস্ত ভাবয়তঃ শুক্লো ধর্ম
 উপজায়তে, ততশ্চ বিগতরাগদ্বेषাদিমলং চিন্তং প্রসন্নং সদেকাগ্রতাব্যোগং ভবতি,
 মৈত্র্যাশিষ্টতুষ্টিরক্ষোপলক্ষণম্, “অভয়ং সত্যসংযুক্তিঃ” ইত্যাদীনামমানিষ্মদভিষ্ট-
 মিত্যাঙ্গীনাঞ্চ ধর্ম্যাণাং সর্কেষামেতেষাং শুভবাসনারূপস্বেন মলিনবাসনানিবর্তকত্বাৎ ।
 রাগদ্বेषৌ মহাশত্রু সর্বপুরুষার্থপ্রতিবন্ধকৌ মহতা প্রযত্নেন পরিহর্ন্তব্যাবিত্যেতৎ-
 স্তজ্যর্থঃ এবমনোহপি প্রাণায়ামাদয় উপায়শ্চিন্তপ্রসাদনায় দর্শিতাঃ । তদেত-
 চিন্তপ্রসাদিনং ভগবদনুগ্রহেণ যস্ত জাতম্, তং প্রত্যবৈতদ্বচনং স্তথেনেতি, অন্তথা
 মনঃপ্রশম্নানুপপত্তেঃ ॥ ২৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অস্ত ফলমাহ যুগ্মমিতি । এবমনেন প্রকারেণ যোগী আত্মানং
 মনো যুগ্মন্ সমাদধানঃ বিগতকল্যাণো নিরস্তাবিত্তাদিক্রেশঃ স্তথেন অনারীসেন ব্রহ্মসম্পর্শঃ
 নিবিশেষং ব্রহ্মণা ঐক্যং ত্রিবিধোপাধিপ্রবিলয়াৎ, অল্পব্রহ্মপ্রাপ্নোতি । কৌদৃশং ব্রহ্মসম্পর্শম্,
 অভ্যাসং অন্তো ব্রহ্মদৃশ্যভাবেন পরিচ্ছেদঃ তমতিক্রান্তঃ নির্বিশেষঃ স্তব্ধঃ পরমানন্দৈকরূপম্,
 এতেন “ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ” ইতি চতুর্থপাদো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—ততশ কৃতার্থ এব ভবতীত্যাহ যুগ্মিতি । স্বধম্মুতে, জীবমুক্ত এব ভবতীত্যাঃ ॥ ২৮ ।

তাৎপর্য ।—উক্ত প্রণালীতে যোগ-সমাহিত পুরুষ যোগ জনিত মলিনতাশূন্য ও সংসারের হেতুভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবর্জিত হইয়া থাকেন এবং ঈশ্বর-প্রণিধান হেতু, সর্ববিষয়-বাধা-পরিশূন্য হইয়া ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়া থাকেন । তখন তাহার লয়বিক্ষেপ-বিরহিত বৃত্তি-বিহীন চিত্ত অনায়াসে সমাধিরূপ নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে । যোগের বিষয় অনেক । যথা : “ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালম্ব্যবিরতিভ্রান্তি-দর্শনালক্ভূমিকস্থানবস্থিতস্থান চিত্তবিক্ষেপান্তেষুস্তরায়াঃ ।” (পাতঞ্জল সমাধিপাদ, ৩০ সূত্র) ব্যাধি অর্থাৎ ধাতু-বৈষম্যজনিত স্বরবিকারাদি; স্ত্যান অর্থাৎ অকর্ম্মণ্যতা, আসন প্রাণায়ামাদি সন্মুখে গুরু যথাবিহিত উপদেশ প্রদান করিলেও, তৎসাধনে অক্ষমতা; সংশয় অর্থাৎ যোগ-সাধন করা উচিত বা উচিত নয় ইত্যাকার অনিশ্চয়তা; প্রমাদ অর্থাৎ বিষয়াস্তরানুরোধে, অসামর্থ্যাদি বাধা না থাকিলেও, যোগ সন্মুখে অমনোযোগ, আলস্য বা ঔদাসীন্য; আলস্য অর্থাৎ কামাদি প্রযুক্ত বা তমোজন্ম শরীর ও মনের গুরুতা হেতু অপ্রবৃত্তি; অবিরতি অর্থাৎ চিত্তের বিষয়বিশেষে ঐকান্তিক অভিলাষ; ভ্রান্তি-দর্শন অর্থাৎ যোগ-সাধনে অসাধনত্ব বুদ্ধি এবং অসাধনে সাধনত্ব বুদ্ধি । এই চিত্তের বিক্ষেপক-গুলি অলক্ভূমিক অবস্থায় ও অনবস্থিতাবস্থায় যোগের অন্তরায় স্বরূপ । যে অবস্থায় একাগ্রতার অভাবহেতু সমাধির কোন ভূমিই লাভ না করিয়া চিত্ত ক্ষিপ্ত, মূঢ় বা নিক্ষিপ্তরূপে অবস্থিত হয়, তাহাকেই অলক্ভূমিক বলা যায় । সমাধি ভূমিলাভ করিলেও, প্রযত্ন-শৈথল্য হেতু, চিত্ত তদবস্থায় স্থির না থাকিয়া, পুনরায় পশ্চাদাগত হয়, তাহাকেই অনবস্থিতাবস্থা বলে । অভ্যাস ও বৈরাগ্য সহকারে এই সকল বাধা এবং চুঃখাদি অন্তরায় সমূহ (পাতঞ্জল ৩০ সূত্র; ও ৪ অ। ২৭। ২৮ শ্লোকের তাৎপর্য দ্রষ্টব্য।) নিরুদ্ধ করা আবশ্যক । ঈশ্বর প্রণিধান তাহার একতর উপায় । “ঈশ্বর-প্রণিধানায়া ।” (পা, সা, ২৩ সূত্র) । সেই ঈশ্বর কি তাহাই বুঝাইবার নিমিত্ত-ভগবান্ পতঞ্জলি সূত্র করিয়াছেন যে, “ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরাহৃত্যঃ পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বরঃ ।” অবিজ্ঞানাদি পঞ্চপ্রকার ক্লেশ, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম, কর্ম্মফলরূপ

বিপাক, কর্মফলের সংস্কাররূপ আশয়, এই সকলের সহিত কালক্রয়েও বাঁহার সম্বন্ধ নাই, তাদৃশ সর্বনিয়ামক স্বতন্ত্র পুরুষই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। যথা; “তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্।” (পা, স, ২৫ সূত্র)। সর্বজ্ঞত্বের যাহা বীজ অর্থাৎ জ্ঞাপক, সেই নিরতিশয় জ্ঞান ভগবানেই আছে। তিনি সকলের গুরু। যথা, “স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।” (পা, স, ২৬ সূত্র)। সেই ভগবান পূর্ব পূর্ব অষ্টাদিগেরও উপদেষ্টা গুরু, কারণ তিনি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হন না এবং অনাদি। ত্র্যাদি সৃষ্টিকর্তৃগণেরও আদি আছে, কিন্তু ঈশ্বরের আদি নাই। এই লক্ষণ সমাবিষ্ট ঈশ্বরের প্রণিধান দ্বারা যোগের অন্তরায় সমূহ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে ঈশ্বর-প্রণিধানের উপায় প্রদর্শিত হইতেছে। “তস্মৈ বাচকঃ প্রণবঃ।” (পা, স, ২৭ সূত্র) প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার সেই ঈশ্বরের বাচক। ঈশ্বর ও ওঙ্কারের বাচ্যবাচকভাব নিত্য সঙ্কেতের দ্বারা সম্বন্ধ। “তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।” (পা, স, ২৮ সূত্র)। সেই ওঙ্কারের যথাবদুচ্চারণ-রূপ জপ ও বারংবার তাহার অর্প-চিন্তা করাই সেই ভগবানের উপাসনা। এইরূপে জ্ঞানোদয় হইলে বাবতীয় যোগাস্তরায় অন্তরিত হইয়া যায়। যথা; “ততঃ প্রত্যাক্-চেতনাধিগমোহিপ্যস্তরায়াতাবশ্চ।” (পা, স, ২৯ সূত্র)। প্রণব জপ ও তদর্থ ভাবনা দ্বারা যোগীর প্রত্যাক্-চেতনার অর্থাৎ শরীরস্থ আত্মবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানের আবির্ভাব হইলে, অন্তরায় সমূহ অন্তরিত হয়। “তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্বাভ্যাসঃ।” (পা, স, ৩০ সূত্র)। ঐ বিক্ষেপক অন্তরায় সমূহের অভাব সাধনার্থ কোন এক স্বাভিমত তত্ত্বে পুনঃ পুনঃ চিত্তনিবেশরূপ অভ্যাস করিবে। তৎপ্রভাবে একাত্ততা জন্মিলে চিত্ত প্রশান্ত হয়। “মৈত্রীকরুণামৃদিতোৎপল্লবঃ স্নেহঃ স্নেহবোধঃ করায়ৈ মৈত্রীঃ তাহাদেব হিংসা করা কখনই বিধেয় নহে। তাহাদেব হিংসা দর্শনে কিরূপে অবিলম্বে তাহার নিবৃত্তি হইবে তজ্জন্ম আক্ষেপযুক্ত ভাবনাই কৰুণা; তাহাদেব কষ্টে কষ্ট হওয়া কখনই বিধেয়

নহে । পুণ্যবানের সদমুষ্ঠান দর্শনে হর্ষের সমুদ্ভব হওয়াই মুদিতা, তাঁহার সেই অমুষ্ঠান দর্শনে বিদ্রোষ বা উপেক্ষা প্রদর্শন কখনই বিধেয় নহে । পাপী ব্যক্তির পাপামুষ্ঠান দর্শনে ঔদাসীনা না করিয়া কি করিলে তাহার পাপ-প্রবৃত্তি তিরোহিত হইবে, তাহার উপায় চিন্তা করাই বিধেয় । এইরূপে চিন্তের মলিনতা অন্তরিত হইলে, চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং একাগ্রতাযোগ্য হয় । এই চিত্তপ্রসাদনের নিমিত্ত শাস্ত্রে প্রাণায়ামাদি বিবিধ উপায় পরিকৌষ্ঠিত হইয়াছে । ভগবদমুগ্ধহে যাঁহার চিত্ত-প্রসাদন হইয়াছে, তিনিই সমাধিরূপ পরম স্বেচ্ছার অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্যতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্রসমদর্শনঃ ॥ ১৯ ॥

অর্থঃ ।—যোগযুক্তাত্মা (যোগেন সমাহিতান্তঃকরণঃ) সর্বত্র-সমদর্শনঃ (সর্বেষু ভূতেষু নির্বিশেষঃ জ্ঞানং যন্ত সঃ) আত্মানং সর্বভূতস্বং (সর্বেষু ভূতেষু অবস্থিতং) সর্বভূতানি চ (ব্রহ্মাদিস্তম-পর্যন্তানি) আত্মনি ঈক্যতে (পশ্যতি) ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—যোগদ্বারা-সমাহিতচিত্ত সকলে-নির্বিশেষদর্শী আত্মাকে সর্বভূতাবস্থিত এবং সর্বভূতকে আত্মাতে দেখেন ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—যোগ প্রভাবে যাঁহার অন্তঃকরণ সমাহিত হইয়াছে, সকল ভূত পদার্থকে সমজ্ঞান সম্পন্ন সেই যোগী আত্মাকে সকল ভূতে সমবস্থিত এবং আত্মাতে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল ভূতই সমদর্শন করেন ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—ইদানীং যোগস্য যৎ ফলং ব্রহ্মৈকত্বদর্শনং সর্বসংসারবিচ্ছেদকারণং তৎ এদধ্যাতে সর্কেতি । সর্বভূতস্বং সর্বেষু ভূতেষু স্থিতং স্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ব্রহ্মাদীনী স্তম্বপর্য্যন্তানি চ সর্বভূতাত্মাত্ত্বকতাং গতানি ঈক্যতে পশ্যতি যোগযুক্তাত্মা সমাহিতান্তঃকরণঃ সর্বত্রসমদর্শনঃ সর্বেষু ব্রহ্মাদিস্বাবয়বান্তেষু বিষয়েষু সর্বভূতেষু সমং নির্বিশেষং বিক্রিয়ামহিতং ব্রহ্মীষ্টৈকত্ববিবরণং দর্শনং জ্ঞানং যন্ত স সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি ।—পাশপদমূলক্ষণং পুণ্যত্ৰাপি সংস্পর্শস্তাদ্ব্যমৈকরসং উৎকর্ষো
বিষয়সংস্পর্শো যোগমহুতিষ্ঠতো ব্রহ্মভূতস্ত সর্বানর্থনিবৃত্তিনিরতিশয়সুখপ্রাপ্তিলক্ষণো
দ্বিবিধো যোক্তো হেতুনা কেন ত্ৰাদিতি শঙ্কমানং প্রত্যাহ ইদানীমিতি । স্বমাত্মান-
মীকত ইতি সঙ্কঃ । সর্বভূতাত্ৰপি তদ্বিশেষণেঘেন পশুতি চেন্ন শুদ্ধবস্ত্তজ্ঞানমিতি
নাবিষ্টানিবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্বভূতানীতি । উক্তে দর্শনে চিত্তসমাধানমুপায়ং দর্শয়তি
যোগেতি । বিষয়েষু পাখিষু তদনুরোধাদ্বিষয়মেব দর্শনং উপদশিতদর্শনপ্রতিবন্ধকং
প্রত্যদন্ততি সর্বত্রোতি ॥ ২৯ ॥

ৱামানুজ । — অথ যোগবিপাকদশা চতুঃপ্রকারা উচ্যতে সৰ্বভূতস্থমিতি । স্বাঙ্গীনঃ
 পরেবাঞ্চ ভূতানাং প্রকৃতিবিশুদ্ধস্বরূপাণাং জ্ঞানৈকাকারভয়া সাম্যদ্বৈবমাত্ৰ চ
 প্রকৃতিগতদ্বাদোদগমভূতান্না প্রকৃতিবিশুদ্ধেষাম্ভু সৰ্বত্র জ্ঞানৈকাকারভয়া সমদর্শনঃ
 সৰ্বভূতস্থং স্বাঙ্গানং সৰ্বভূতানি, চ স্বাঙ্গনীকতে । সৰ্বভূতসমানাকারং স্বাঙ্গানং
 স্বাঙ্গসমানাকারানি চ সৰ্বভূতানি পশুতীত্যর্থঃ, একস্মিন্নাঙ্গানি দৃষ্টে সৰ্বস্বাঙ্গবস্তুনস্তৎ-
 সাম্যাং সৰ্বস্বাঙ্গবস্তু দৃষ্টং ভবতীত্যর্থঃ । [সৰ্বত্র মাণ্ড্যং, যঃ সৰ্বস্বাঙ্গবস্তুনি মাং পশুতি
 আপন্নো মম সাধৰ্ম্মমাগতো নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ইত্যুচ্যমানং সৰ্বস্বাঙ্গবস্তুন
 ইতি বচনাৎ ।] “যোহয়ং যোগেশ্বরা প্রোক্তঃ সাম্যেন” ইত্যনুভাষণাচ্চ, “নির্দোষং হি
 সমং ব্রহ্ম” ইতি বচনাচ্চ ॥ ২৯ ॥

हनुमान् ।—इदानीं योगसाधन्यां त्रैलोक्यदर्शनं प्रदर्शयते सर्वैरिति । सर्वभूतसुः
 सर्वेषु भूतेषु स्थितं स्वात्मानं सर्वभूतानि च त्रैलोक्याद्वैक्यतां गतानीकते पञ्चति
 योगवृत्ताद्या समाहितान्तःकरणः सर्वत्रसमदर्शिनः ॥ २२ ॥

শ্রীধর ।—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমেব দর্শয়তি সৰ্বভূতস্বামিতি । যোগেনাত্মান্তমানেন
যুক্তায়া সমাহিতচিত্তঃ সৰ্বত্র সমং ব্রহ্মৈব পশুতীতি, তথা স স্বমাশ্রানমবিজ্ঞাকৃতদেহাদি-
পরিচ্ছেদশূন্যং সৰ্বভূতেষু ব্রহ্মাদিহাবরাস্তেষবস্থিতং পশুতি তানি চ আশ্রমভেদেন
পশুতি ॥ ২২ ॥

বল্লেদেব ।—এবং নিশ্পন্নসমাধিঃ প্রত্যক্ষিত্ত্বপরাশ্রয়োগী পরাশ্রয়ঃ সৰ্গগুত্বং তদ-
জ্ঞানানাং ক্রহিণাদীনাং সৰ্কেবাং তদাশ্রয়ং তত্ত্রাবিবমত্বকামুভবতীত্যাহ সৰ্কেতি । যোগ-
বৃত্তান্ত্রা সিদ্ধসমাধিস্তদাশ্রয়ানম্ । “আততত্বাচ্চামৃতত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ” ইতি
স্বতেঃ “যো মাম্” ইতি বিবরণাচ্চ, পরমাশ্রয়ানং সৰ্গভূতত্বং নিখিলং জীবান্তৰ্য্যামিণীকৃত্যে,
আশ্রয়ি তস্মিন্নাশ্রয়ভূতে সৰ্গভূতানি চ তমেব সৰ্গজীবাশ্রয়ং চেক্ষতে । কীদৃশঃ সঃ ।
ইত্যাহ সৰ্গজ্ঞেতি । তত্ত্বংকৰ্ম্মাহুত্বোণোচ্চাবচতরা স্তেহৈষ সৰ্কেষু জীবেষু সমং বৈবৰ্ম্ম্যশ্রুতং
পরশ্রয়ানং পশ্চতীতি তথা ॥ ২২ ॥

মধুসূদন ।—তদেবং নিরোধেনাধিনা স্বপ্নদলক্যে তৎপদলক্যে চ শুদ্ধে সাক্ষাৎ-
 ক্রমে তর্কযোগোচরা তত্ত্বসীতি* বেদান্তবাক্যজ্ঞা নির্বিকল্পকসাক্ষাৎকায়রূপা শ্রুতি-

ব্রহ্মবিজ্ঞাভিধানা জায়তে, ততশ্চ কৃত্ত্বাবিজ্ঞা তৎকার্যনিবৃত্ত্যা ব্রহ্মস্বমত্যন্তমপ্নুত ইতুপ-
 পাদয়তি ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ। তত্র প্রথমং স্বল্পদলক্ষ্যোপস্থিতিমাহ সৰ্বভূতস্বমিতি ।
 সৰ্বেষু ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমেষু ভোক্তৃত্বা স্থিতমেকমেব নিত্যং বিভূম্যাত্মনং প্রত্যক্চেতনং
 সাক্ষিণং পরমার্থসত্যমানন্দধনং সাক্ষ্যোভ্যোহনৃতজড়পরিচ্ছিন্নহঃখরূপেভ্যো বিবেকেন
 ঈক্যতে সাক্ষাৎ করোতি, তস্মিংশ্চাত্মনি সাক্ষিণি সৰ্বানি ভূতানি সাক্ষিণ্যাদ্যাসিকেন
 সম্বন্ধেন ভোগাতরা কল্পিতানি সাক্ষিসাক্ষ্যয়োঃ সম্বন্ধান্তরাভূতপক্ষে: মিথ্যাত্মতানি পরি-
 ছিন্নানি জড়ানি দুঃখাত্মকানি সাক্ষিনো বিবেকেন ঈক্যতে, কঃ? যোগযুক্তাত্মা যোগেন
 নির্বিচারবৈশারদ্যরূপেণ যুক্তঃ প্রসাদঃ প্রাপ্ত আত্মাস্তঃকরণং বস্যা স তথা। তথাচ
 প্রাগেবোক্তম্, “নির্বিচারবৈশারদ্যেহধ্যাত্মপ্রসাদঃ।” “স্বতন্তরা তত্র প্রজ্ঞা।” প্রতীহুমান-
 প্রজ্ঞাত্যামন্তবিষয়বিশেষবার্হেদ্ব্যং” ইতি। তথাচ শব্দাত্মানাগোচরষথার্থবিশেষবস্তগোচর-
 যোগজপ্রত্যক্ষণ স্বতন্তরসংজ্ঞেন যুগপৎ স্তম্ভং বাবহিতং বিপ্রকৃষ্টঞ্চ সৰ্বং তুল্যমেব
 পশ্যতীতি, সৰ্বত্র সমং দর্শনং তস্যোতি সৰ্বত্র সমদর্শনঃ সন্নাত্মানমনাত্মানঞ্চ যোগযুক্তাত্মা
 বধাবস্থিতমীক্যত ইতি যুক্তম্। অথবা যো যোগযুক্তাত্মা যো বা সৰ্বত্রসমদর্শনঃ স
 সন্নাত্মানমীক্যত ইতি যোগিসমদর্শনা বাস্তবক্ষণাধিকারিণাবুক্তো। যথা হি চিত্তবৃত্তিনিরোধ-
 সাক্ষিসাক্ষ্যংকারহেতুঃ, তথা জড়বিবেকেন সৰ্বাত্মন্যতৈচেতন্তপৃথক্করণমপি নাবশ্যং
 যোগএবাপেক্ষিতঃ। অতএব বশিষ্ঠঃ, “হৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানঞ্চ রাষব।
 যোগো বৃত্তিনিরোধশ্চ জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্॥ অসাধ্যঃ কস্যচিদ্বেগঃ কস্যচিৎ তত্ত্ব-
 নিশ্চয়ঃ। প্রকারৌ হৌ ততো দেবো জগাদ পরমঃ শিবঃ॥” ইতি। চিত্তনাশস্য
 সাক্ষিণঃ সকাশাৎ তত্পাখিত্তচিত্তস্য পৃথক্করণাৎ তদ্বর্শনস্য তস্য চোপারদ্বয়ম্
 একোহসম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ, সম্প্রজ্ঞাতসমাধৌ হি আত্মকাকারবৃত্তিপ্রবাহযুক্তমস্তঃকরণস্বং
 সাক্ষিণাত্মভূতং। নিরুদ্ধসৰ্ববৃত্তিকল্পশান্তত্বান্নাত্মভূতং ইতি বিশেষঃ। দ্বিতীয়স্ত সাক্ষিণি
 কল্পিতং সাক্ষ্যমনৃতত্বান্নাত্ম্যেব সাক্ষ্যেব তু পরমার্থসত্যঃ কেবলো বিদ্বত্ত ইতি বিচারঃ।
 তত্র প্রথমমুপায়ং প্রপঞ্চপরমার্থতাবাদিনো হৈরণ্যগর্ভাদয়ঃ প্রাপেদ্বিরে। তেষাং পরমার্থস্য
 চিত্তস্যাদর্শনেন সাক্ষিদর্শনেন চ নিরোধাত্মিরিত্তোপায়াসম্ভবাৎ। শ্রীমহাকুর্তগবৎপূজ্য-
 পাদমতৌপজীবিনদ্বৌপনিষদাঃ প্রপঞ্চানৃতত্ববাদিনোহিষিতীয়মেবোপায়মুপেষুঃ, তেষাং
 হৃদিষ্ঠানজানদার্যো সতি তত্র কল্পিতস্য বাধিতস্য চিত্তস্য তদ্বশস্য চাদর্শনমনায়াসেনৈব
 উপপত্ততে। অতএব শ্রীভগবৎপূজ্যপাদাঃ কুত্রাপি ব্রহ্মবিদ্যাং যোগাপেক্ষাং ন
 ব্যুৎপাদয়াজ্জবুঃ, অতএব চৌপনিষদাঃ পরমহংসাঃ শ্রোতে বেদান্তবাক্যবিচার এব শুক্লমূপ-
 স্ত্য এবৰ্ত্ততে ব্রহ্মসাক্ষ্যংকারায় ন তু যোগে, বিচারেণৈব চিত্তদোষনিরাকরণেন তন্ত্রান্ত্রাধা-
 সিদ্ধিবাদিত্ত কৃতমধিকেন ॥ ২৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—দ্বিবিধস্যাপি যোগস্য কলমাহ সৰ্ব্বৈতি। সোপাধিনির্নূপাধিশ্চ
 যথা ব্রহ্মবিদ্বচ্চাতি। সোপাধিকঃ স্যাৎ সৰ্ব্বাত্মা নিরূপাখ্যেহনূপাধিকঃ ॥” ইতি বার্ত্তিকোক্ত

রীত্যা সম্প্রজ্ঞাতে আত্মনঃ সার্বকায়ামভবন্ বোগী সৰ্বভূতেষু উপাদানতয়া হিতং
 আত্মানং ঈকতে পশ্চতি, তথা অসম্প্রজ্ঞাতে সৰ্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিত্ত্বপৰ্য্যন্তানি
 আত্মশ্চেততাং গতানি ব্রহ্মামিবাধ্যন্তসৰ্পদগুধারাদীন, তদ্বৎ পশ্চতি, বোগমুক্তাত্মা
 বোগেন সমাহিতচিত্তঃ, অশ্চৈব ব্যাখানাবস্থামাহ সৰ্ব্বজ্ঞেতি । সৰ্ব্বেষু ব্রহ্মাণ্ডাদিস্বাবরাস্তেষু
 বিষয়েষু ভূতেষু সমং নিৰ্ব্বিশেষং ব্রহ্মাত্মিকত্ববিষয়ং দৰ্শনং যন্ত স সৰ্ব্বত্রসমদৰ্শনঃ । তথা চ
 শ্রুতয়ঃ, “যন্ত সৰ্ব্বাণি ভূতানি আত্মশ্চেবাহুপশ্চতি । সৰ্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিকৃণ্ডশ্চতে ।
 সৰ্ব্বস্তাত্মা ভবতি ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মে মে কিতবা উত । ইদং সৰ্ব্বং যদয়মাত্মা” ইত্যাদয়
 এতদর্থং প্রতাপদয়স্তি । যন্তু বোগমুক্তাত্মা যো বা সৰ্ব্বত্রসমদৰ্শনঃ স আত্মানমীকত ইতি
 যোগিসমদৰ্শনা বাস্তবিকপাৰিকারিণাবুক্তৌ, যথা হি চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ সাক্ষিসাক্ষাৎকারহেতুঃ,
 তথা জড়বিবেকেন সৰ্ব্বাত্মন্যতচিত্ততত্ত্বপৃথক্করণমপি নাবশ্যং যোগ এবাপেক্ষিত ইতি, তন্ন
 “সমাহিতো ভূত্বাত্মশ্চেবাত্মানং পশ্চতি, ততস্ত তং পশ্চতি নিফলং ধ্যায়মানঃ” ইত্যাদি-
 শ্রুতিভিঃ সমাধিধানাপরপর্যায়যোগশ্চৈবাত্মদৰ্শনহেতুত্বপ্রতিপাদনাৎ, তৎকারণং সাধ্য-
 যোগাতিপন্নম্, বিভ্রামেতাং বোগবিধিঞ্চ কৃত্বমমিতি লিঙ্গাচ্চ জ্ঞানযোগয়োঃ সমুচ্চয়াবগম্যাৎ,
 ন চ শ্রৌতং যৌক্তিকবিবেকমাত্রাজ্জড়জড়য়োঃ দেহাত্মনোঃ পৃথক্করণং সম্ভবতি সোপাধি-
 কস্ত ভ্রমস্ত উপাধিনিবৃত্তিমন্তরেণ নিবৃত্তাসম্ভবাৎ আদর্শাত্মনিবৃত্তিাবপি প্রতিবিছাদিত্রম-
 নিবৃত্ত্যাপত্তেঃ, অতএবাধিষ্ঠানজ্ঞানদাটো সতি তত্র কল্পিতস্ত চিত্তস্ত তদৃশস্ত চাদৰ্শন-
 মনাত্মাসেনৈবোপপত্তত ইতি নিরস্তম্, যোগং বিনাধিষ্ঠানজ্ঞানশ্চৈবাসম্ভবাৎ । যদাহ দক্ষঃ,
 “বসংবেত্ত্বং হি তদ্বক্ষ কুমারীজ্ঞীমুখং যথা । অযোগী নৈব জানাতি জাত্যক্কো হি
 যথাস্বটম্ ॥” ইতি । ষড়্ভূতং ভগবৎপূজ্যপাদৈঃ, “ব্রহ্মবিদঃ কুত্রাপি বোগাপেক্ষাং ন
 ব্যুৎপাদয়াম্ভুবুঃ” ইতি তৎ অথাতো “ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ইত্যত্রাহৎশব্দহচিত্তমুমুক্ষুবিশেষণীভূত-
 সাধনচতুষ্টয়ান্তর্গতং শমাভ্যাসপেতং সমাধিমদৃষ্ট্যাক্তমিতি ন দোষঃ । যৌ ক্রমাবিতি
 বশিষ্ঠবাক্যতাৎপর্যাস্ত পৰম্পরনিরপেক্ষমার্গদ্বয়োগমেনাভ্যঃ পছা ইতি শ্রুতিবাধাপত্ত্যা
 প্রতিপত্তিক্রমভেদমাত্রাপরতয়া প্রাগেব বর্ণিতমিতি দিক্ । কিঞ্চ যোগপ্রকারেণ যোগানপেক্ষ-
 মার্গান্তবপ্রতিপাদনমসঙ্গতম্, ন চ তৎসূচকোহত্র কশ্চিচ্ছবো বর্ততে সম্ভবতি বা,
 উক্তবৃত্তে রতো যো বা সমদৰ্শন ইতি বা পদাধ্যাহারোহ্যপ্যসঙ্গত ইতি দিক্ ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—জীবমুক্তস্ত তস্ত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারং দৰ্শয়তি সৰ্ব্বভূতত্বমিতি ।
 পরমাত্মনঃ সৰ্ব্বভূতাদিষ্ঠাতৃত্বম্ । আত্মনীতি পরমাত্মনঃ সৰ্ব্বভূতাদিষ্ঠানঞ্চ, ঈকতে
 অপরোক্ষতয়া অভূতবতি বোগমুক্তাত্মা ব্রহ্মাকারান্তকরণঃ, সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি
 সমদৰ্শনঃ ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য ।—উল্লিখিতরূপ নিরোধসমাধির দ্বারা সম্পদার্থ স্বরূপ
 জীবাত্মা ও তৎপদার্থ স্বরূপ পরমাত্মার একাকীরতা গোচরীভূত হইবে

“তত্বমসি” এই বেদান্তবাক্য-জনিত নির্বিকল্পক-সাক্ষাৎকাররূপা ব্রহ্ম-
 বিজ্ঞা নান্দ্রো বৃত্তির সমুদ্ভব হয়। তদনন্তর নিঃশেষে অবিজ্ঞা ও তৎ-
 কার্যের নিবৃত্তি হওয়ায়, যোগিপুরুষ নিরতিশয় ব্রহ্মসুখ সম্ভোগ করেন।
 শ্রীভগবান্ এক্ষণে তিন শ্লোকে এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন। স্বাবর-
 জজ্ঞানাত্মক বাবতীয় শরীরী ভূত পদার্থে যিনি ভোক্তারূপে অবস্থিত
 আছেন, যোগী সেই একমাত্র নিত্য বিভূ, পরমার্থ সত্য, আনন্দঘন,
 অজ্ঞাকে দর্শন করেন। সেই আত্মাতে বাবতীয় মিথ্যাভূত, পরিচ্ছিন্ন,
 দুঃখাত্মক জড়পদার্থ ভোগরূপে সম্বদ্ধ রহিয়াছে, বিবেকবলে ইহাই
 তিনি অনুভব করেন। নির্বিচার সমাধি-দশায় যোগীর এইরূপ আত্ম-
 দর্শনরূপ প্রসন্নতা উপস্থিত হইয়া থাকে। সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার
 এবং নির্বিচার এই চারি প্রকার সবীজ সমাধির বিষয় পূর্বে বিবৃত
 হইয়াছে। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, “নির্বিচার-বৈশারদ্যেহধ্যাত্মপ্রসাদঃ।”
 (পা, স, ৪৭)। নির্বিচার সমাধির অতিনির্ম্মলতা উপস্থিত হইলে,
 যোগীর অধ্যাত্ম-প্রসাদ নামক সাত্ত্বনিষ্ঠ সাক্ষাৎকারবিশেষ উপজাত
 হয়। সেই সময় সত্যপ্রকাশিকা প্রজ্ঞারও সমুদ্ভব হয়। (৬অ। ১৬
 শ্লোক, ৫অ। ২৭। ২৮ শ্লোকের তাৎপর্য দেখুন)। নির্বিচার সমাধির
 প্রভাবে এইরূপ প্রজ্ঞালোকে হৃদয় আলোকিত হইলে, কি সন্নিহিত
 পদার্থ, কি সুদূর প্রদেশস্থ পদার্থ, সর্বত্র যোগীর সমদর্শন হয় এবং
 তখন তিনি আত্ম অনাত্ম সকল বস্তুই তুল্যরূপে দর্শন করেন। যিনি
 সমদর্শী যোগী তিনিই আত্মদর্শনের অধিকারী, এরূপও অর্থ করায়
 হানি নাই। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, “হে রাঘব! চিন্তনাশ অর্থাৎ
 চিন্তবশীভূত করিবার দুইটি ক্রম আছে; এক যোগ, অপর জ্ঞান।
 চিন্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ এবং সমাগদর্শনের নাম জ্ঞান।
 কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে যোগ-সাধন সম্ভবপর নহে, এবং কোন কোন
 ব্যক্তির পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব। এই জগ্গই পরমদেব সদাশিব এই
 দুইটি উপায়ই প্রদান করিয়াছেন।”

শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের অভিপ্রায়। এক্ষণে যোগের চতুষ্প্রকার বিপাক
 দশা কথিত হইতেছে। স্বকীয় আত্মা ও প্রকৃতি-বিযুক্ত-স্বরূপ ভূতসমূহ,
 জ্ঞানতঃ একাকার ও সম। তাহাদের যে বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়, তাহা

কেবল প্রকৃতিগত । এই জগৎ যোগযুক্তাত্মা প্রকৃতি-বিশুদ্ধ আত্মাসমূহ জ্ঞানৈক্যাকার জানিয়া সর্বত্র সমদর্শন হইয়া থাকেন । তিনি স্বকীয় আত্মাকে সর্বভূতস্থ এবং সর্বভূতকে স্বকীয় আত্মায় দর্শন করেন ; অর্থাৎ সকল ভূতকেই আত্ম-সমানাকার উপলব্ধি করেন । সকল আত্মবস্তুই সমান, সুতরাং একটিমাত্র আত্মদর্শনে তাঁহার সকল আত্মবস্তু দর্শন করা হয় ।

শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায় । এইরূপ সমাধি সহকারে যোগী স্বকীয় ও পরাত্মা প্রত্যক্ষ করেন । সেই পরাত্মা সর্বগত এবং ত্র্যক্ষাদি সকলেরই তিনি আশ্রয় । যোগী কুত্ৰাপি তাঁহার বৈষম্য দর্শন করেন না । স্মৃতি বলিয়াছেন, “সকলই সেই পরমাত্মা পরিব্যাপ্ত এবং তিনি অমৃত, এই জগৎই তিনি পরম হরি * ।” সিদ্ধ-সমাধি যোগী পরমাত্মাকে নিখিল জীবের অন্তর্ধ্যামীরূপে সন্দর্শন করেন এবং তাঁহাকেই সর্বভূতের আশ্রয় স্বরূপ জ্ঞান করেন । পরমাত্মা বৈষম্যশূন্য । সৃষ্ট জীব সকলের যে উচ্চতা নীচতারূপ ভেদ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা তাহাদের কর্মসূত্রেই ঘটয়া থাকে । পরমাত্মা তত্ত্বজ্ঞান বৈষম্য দোষ-দুষ্ট নহেন । তত্ত্বদর্শি-যোগিগণ এই পঞ্চমাত্মাকে সেই ভাবেই দর্শন করেন ॥ ২৯ ॥

-:~:-

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।

তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

অর্থঃ ।—যঃ মাং (বাস্তবদেবং পরমেশ্বরং) সর্বত্র (সর্বেষু ভূতেষু) পশ্যতি ময়ি (সর্বাত্মনি) চ সর্বং (প্রপঞ্চজাতং) পশ্যতি তস্য (এবং আত্মৈকত্বদর্শিনঃ) অহং (ঈশ্বরঃ) ন প্রণশ্যামি (অদৃশ্যো ভবামি) স (বিবেকদর্শী) চ মে (মম বাস্তবদেবত্ব) ন প্রণশ্যতি (অদৃশ্যো ভবতি) ॥ ৩০ ॥

* হরি ।—শ্রীকৃষ্ণের একাদশ নামের অন্ততম । তদ্বৎ, “রাম নারায়ণানন্ত যুক্লশ্চ মধুক্লদন। ক্লক কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥” হরিনামের ব্যুৎপত্তি যথা ; “কল্পরূপেণ সংহর্তা বিশ্বানামপি নিত্যশঃ । ভক্তানাং পালকো যো হি হরিস্তেন প্রকীর্তিতঃ ॥”

প্রতিশব্দ ।—যিনি আমাকে সকল-ভূতে দেখেন এবং আমাতে ব্রহ্মাদি-ভূতজাতকে দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য-হই না তিনি ও আমার অদৃশ্য-হন না ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে যোগী সর্বভূতে বাস্তবদেবরূপ আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতেই ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রপঞ্চজাত দর্শন করেন, সেই বিবেক-দৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষের নিকট আমি কখনই অদৃশ্য হই না, এবং তিনিও আমার নিকট অদৃশ্য হন না ॥ ৩০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—এতদ্ব্যক্তিকল্পদর্শনস্ত ফলমুচ্যতে যো মামিতি । যো মাং পশুতি বাস্তবং সর্বজ্ঞান্যনং সর্বত্র সর্বেষু ভূতেষু পশুতি সর্বঞ্চ ব্রহ্মাদিভূতজাতং ময়ি সর্বান্বনি পশুতি, তস্যৈবমাত্মৈক্যদর্শিনঃ অহমীশ্বরো ন প্রণশ্যামি ন পরোক্ষতাং গমিষ্যামি, স চ বিদ্বান্ মে বাস্তবস্য ন প্রণশুতি ন পরোক্ষো ভবতি তস্য চ মম চৈকাত্মকত্বাৎ স্বাত্মাহি নামাত্মনঃ প্রিয় এব ভবতি ॥ ৩০ ॥

আনন্দগিরি ।—উক্তস্যৈকত্বজ্ঞানস্য ফলবিকল্পহ্রাসকাং শিখিলয়তি এতস্তেতি । তত্রৈকত্বদর্শনমভূবদতি যো মামিতি । তৎফলমিদানীমুপভাস্যতি তস্যেতি । জ্ঞানানুবাদভাগং বিভজ্যতে যো মামিতি । তৎফলোক্তিভাগং ব্যাচেষ্টে তস্যৈবমিতি । অনেকত্বদর্শিনোহপীশ্বরো নিত্যস্থায়ী প্রণশুতীত্যাশঙ্ক্যাহ নেতি । অহং পরমানন্দো ন তং প্রতি পরোক্ষে ভবামীত্যর্থঃ । স চেত্যাদি ব্যাচেষ্টে বিধানিতি । বিধানিবাবিধানপীশ্বরস্য ন পশুতীত্যাশঙ্ক্যোক্তং নেত্যাদিনা । অবিচ্ছন্দ স্বরূপেণ সতোহপি ব্যবহিতত্বাবিস্তর্য্য নষ্টপ্রাপ্ততেত্যর্থঃ । ঈশ্বরস্য বিচ্ছন্দ পরম্পরমপরোক্ষত্বৈ তেতুমাহ তস্য চেতি । আত্মৈকত্বত্বৈপি কথং মিথোহপরোক্ষত্বং তজ্জাহ স্বাত্মেতি ॥ ৩০ ॥

রামানুজ ।—যো মামিতি । ততো বিপাকদশায়ামাপরো মম সাধন্যমুপগতনিরঞ্জনং পরমং সাম্যমুপৈতীত্যাচ্যমানং সর্বসাম্যবস্ত্বনো বিধূতপুণ্যপাপস্য স্বরূপেণাবহিতস্য হংসাম্যং পশুন্তু সর্বসাম্যবস্ত্বনি মাং পশুতি সর্বসাম্যবস্ত্ব চ ময়ি পশুতি । অতোহন্তোস্তস্যাম্যাদন্ততরদর্শনেনান্ততরদর্শনদীপ্যমিতি পশুতি, তস্য স্বাত্মবস্ত্বরূপং পশুতোহহং তৎসাম্যায় প্রণশ্যামি নাদর্শনমুপবাসি মমপি মাং পশুতো মাং সাম্যং স্বাত্মানং মৎসমমবলোকয়ন্তু সদাদর্শনমুপবাসি ॥ ৩০ ॥

হুয়ুয়ান্ ।—উক্তস্যৈকত্বদর্শনস্য ফলমুচ্যতে যো মামিতি । যো মাং বাস্তবং সর্বত্র সর্বভূতেষু যঃ সর্বত্র ব্রহ্মাদিভূতজাতং ময়ি সর্বান্বনি পশুতি তস্যৈব আত্মৈকত্বদর্শিনঃ অহমীশ্বরো ন প্রণশ্যামি ন পরোক্ষতাং গমিষ্যামি স চ মে ন প্রণশুতি ন পরোক্ষো ভবতি তস্য চৈকাত্মৈকত্বাৎ স্বাত্মাহি নামাত্মনঃ প্রকাশ এব ভবতি ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর ।—এবমুতাত্মজ্ঞানে চ সৰ্বভূতাত্মনা মদ্রূপাসনং মুখাং কারণমিত্যাহ যো মামিতি । মাং পরমেধরং সৰ্বত্র ভূতমাত্রো যঃ পশুতি সৰ্বঞ্চ প্রাণিমাত্রং ময়ি যঃ পশুতি তস্মাহং ন প্রণশ্যামি অদৃশ্তো ন ভবামি স চ মমাদৃশ্তো ন ভবতি প্রত্যক্ষো ভূত্বা রূপাদৃষ্ট্য তং বিলোক্যানুগৃহ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

বলদেব ।—এতদ্বিবৃণু তথাত্মদর্শিনঃ ফলমাহ যো মামিতি । তস্ত তাদৃশস্ত যোগিনোহহং পরমাত্মা ন প্রণশ্যামি নাদৃশ্তো ভবামি স চ যোগী মে ন প্রণশ্যতি নাদৃশ্তো ভবতি । আবয়োমির্ধঃ সাক্ষাৎকৃতিঃ সৰ্বদা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

মধুসূদন ।—এবং শুদ্ধং স্বম্পদার্থং নিরূপা শুদ্ধং তৎপদার্থং নিরূপয়তি যো মামিতি । যো যোগী মাং ঈশ্বরং তৎপদার্থমশেষপ্রপঞ্চকারণমায়ৌপাধিকমুপাধিবিবেকেন সৰ্বত্র প্রপঞ্চে সজ্ঞপেন ক্ষুরণরূপেণ চানুসৃতং সৰ্বৌপাধিবিবিশিষ্টকৃতং পরমার্থসত্যমানন্দঘনমনন্তং পশুতি যোগজেন প্রত্যক্ষোপারোকীকরোতি, তথা সৰ্বঞ্চ প্রপঞ্চজাতং মায়য়া ময়্যাত্মোপিতং মস্তিন্নতয়া মুখাভেনৈব পশুতি । তন্ত্বেবং বিবেকদর্শিনোহহং তৎপদার্থো ভগবান্ ন প্রণশ্যামি ঈশ্বরঃ কশ্চিন্ন ভিন্নোহন্তীতি পরোক্ষজ্ঞানবিষয়ো ন ভবামি, কিন্তু যোগজাপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ো ভবামি । যন্তপি বাক্যজাপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বং স্বম্পদার্থভেদেনৈব তদ্ব্যপি কেবলন্তাপি তৎপদার্থস্ত যোগজাপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বমুপপত্ত্যেব, এবং যোগজেন প্রত্যক্ষেণ মামপরোক্ষীকুরুন্ স চ মে ন প্রণশ্যতি পরোক্ষো ন ভবতি, স্বাত্মা হি মম স বিদ্বানতিপ্রিয়ত্বাৎ সৰ্বদা মদপরোক্ষজ্ঞানগোচরো ভবতি । “যে যথা মাং প্রপশ্যন্তে তাস্তত্বেব ভজাম্যহম্” ইত্যুক্তেঃ । তথৈব চ শরশয্যাস্থভীষধানস্ত যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভগবতোক্তেঃ । অবিহাংস্ত স্বাত্মানমপি সন্তং ভগবন্তং ন পশুতি অতো ভগবান্ পশুন্নপি তং ন পশুতি “স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি” ইতি শ্রুতেঃ । বিহাংস্ত সদৈব সন্নিহিতো ভগবতোহনুগ্রহভাজনমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অস্যাষ্টৈকত্বদর্শনস্যাপি ফলমাহ যো মামিতি । সৰ্বত্রাত্মদৃশঃ প্রত্যগাত্মপরঃ, যো যোগী আত্মানং সৰ্বত্র পশুতি সৰ্বং বাস্তুনি পশুতি তস্য যোগিনঃ জ্ঞাত আত্মা * ন প্রণশ্যতি অদর্শনং ন গচ্ছতি জ্ঞাত আত্মা ন পুনস্তিরোভবতি সক্রয়ইস্য, মূলজ্ঞানস্য বীজাভাবেন পুনরুদয়াহসম্ভবাদিত্যর্থঃ । নহু কার্যাকারণসজ্বাতভিমানিনী শুক্তিরূপ্যবস্থান্ধ্যাতেন তদভিমানত্যাগপূর্বকং জ্ঞাতং স্বাধিষ্ঠানভূতং ব্রহ্ম মাতিরোধায়ি বুদ্ধেঐত্বপক্ষপাতিত্বাৎ ব্রহ্মদৃষ্ট্য তু মুক্তজীবস্য নিরহরয়োচ্ছেদো ভবতীত্যশঙ্ক্যাহ স চ মে ন প্রণশ্যতি । স চ বিদ্বান্ মে মম ন প্রণশ্যতি ন তিরোভবতি মদভিন্নত্বাৎ ভবেদেতদেবং যদি জীবো ময়ী অধ্যস্তোবা মম বিকারোবা ভবেৎ তদা নিরহরয়োচ্ছেদং প্রাপ্নুয়াৎ অহনৈব তু সঃ তত্ত্বমস্যাংহং ব্রহ্মান্মি অরমাত্মা ব্রহ্মেত্যাশিষ্টাত্মা তন্মাদবুদ্ধমুক্তং স চ মে ন প্রণশ্যতীতি ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ ।—এবমপরোক্ষভূতবিনঃ ফলমাহ যো মামিতি । তস্যাহং ব্রহ্ম স

প্রণশ্যামি নাশ্রত্যক্ষীভবামি । তথা মৎপ্রত্যক্ষতায়াং শাশ্বতিকাং সত্যাং স যোগী
মে মদুপাসকঃ ন প্রণশ্যতি কদাচিদপি ভ্রুশ্চতি ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্ব্ব শ্লোকে ত্বম্পদার্থ-প্রতিপাত্ত জীবাত্মার নিরূপণ করিয়া
এক্কে তৎপদার্থ-প্রতিপাত্ত পরমাত্মার নিরূপণ করিতেছেন । যে ব্যক্তি
যোগপ্রভাবে এই নিম্নিল বিশ্বের স্বাবরজজন্মাত্মক বাবতীয় প্রপঞ্চকে বিশ্বেশ্বর
বাহুদৈবস্বরূপ আমারই সজ্জপের ক্ষুরণ এবং নিরূপাধিক পরমার্থ সত্য,
আনন্দধন ও অনন্তরূপে সর্ব্বত্র আমাকে অনুসূত দেখেন ; আর যে ব্যক্তি
যোগজনিত বিবেকদর্শন-প্রভাবে, বাবতীয় প্রপঞ্চজাত মায়াদ্বারা আমাতেই
আরোপিত, মৎসংস্রববিরহিত হইলে সকলই মিথ্যা ও ভ্রমরূপে পর্য্যবসিত
দর্শন করেন ; ঐদৃশ আত্মৈকত্বদর্শী বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট আমি কখনই
অদৃশ্য হই না, এবং তিনিও কখনই আমার নিকট অদৃশ্য হন না । তাঁহার
যোগজনিত জ্ঞানপ্রভাবে অবিরত আমি তাঁহার অপরোক্ষ-বিশরীভূত থাকি ;
তিনিও কদাপি আমার পরোক্ষ হন না । ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,
“যে যথা মাং প্রপত্ত্বন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং ।” (৪ অ । ১ : শ্লোক)
অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে ভাবে আমার ভজনা করে, আমিও সেই ভাবে তাহার
ভজনা করি । মনুষ্য আমাকে যে ভাবে দর্শন করে, আমিও তাহাকে
সেই ভাবে দর্শন করি । শরশয্যাশায়ী কুরুকুল-গৌরব ভীষ্ম, জ্ঞানলিপ্সু
যুধিষ্ঠিরকে ব্রহ্মজ্ঞান ও যোগ-সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া-
ছিলেন । যঁহার হৃদয় ব্রহ্মজ্ঞানে আলোকিত, যিনি ব্রহ্মের সহিত নিত্য
সম্বন্ধ, বিষয় সমূহ মিথ্যা ও ব্রহ্মই সংরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ; ইহাই তাঁহার
ঈশ্ব বিশ্বাস । মহাত্মা ভীষ্ম বলিয়াছেন, “যিনি জ্ঞানতৃপ্ত ও পরিগ্রহশূন্য
হইয়া বিশুদ্ধভাবে অব্যক্ত জগৎ-মৃত্যুবিরহিত, ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করেন
এবং তাঁহাকে আত্মস্থ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন, তিনি চরমে অক্ষয় পরম
স্থান লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন । ভ্রান্ত ব্যক্তির জগৎ সত্য বলিয়া জ্ঞান
করে, কিন্তু অভ্রান্ত ব্যক্তির উহা মিথ্যা বোধ করিয়া থাকেন । সমুদয় জগৎ
তুম্বায় বদ্ধ হইয়া চক্রেয় স্থায় পরিবর্তিত হইতেছে । যুগলসূত্র যেমন যুগলের
মধ্যে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তদ্রূপ তুম্বা মনুষ্যের দেহ মধ্যে অবস্থান
করিতেছে । সূত্র যেমন তন্তুবায়ের সূচীদ্বারা বস্ত্রে নিবদ্ধ হয়, তদ্রূপ সংসার
তুম্বা দ্বারা নিবদ্ধ রহিয়াছে । বিকার, প্রকৃতি ও সনাতন পুরুষকে অবগত হইতে

পারিলেই তুমি পরিহার ও মুক্তিলাভ করা যায় ।” মহাত্মা দেবব্রত যন্ত্রণা-পূর্ণ শরশয্যায় শয়ান হইয়া ভগবান্‌হিমা কীৰ্ত্তনচ্ছলে আরও বলিয়াছিলেন, “তুমি জগতের ভাণ্ডারস্বরূপ । নীর মধ্যে হংস-সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের স্থায় জীবগণ সতত তোমাতেই বিহার করিতেছে । তুমি সং-স্বরূপ, অদ্বিতীয় অক্ষয় ব্রহ্ম এবং সং ও অসতের অতীত । তোমার আদি মধ্য ও অন্ত নাই ।” ফলতঃ বিবেকবলে যিনি এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছেন, শ্রীভগবান্‌ নিত্য সহচররূপে প্রতিনিয়ত তাঁহার সম্মুখে বিরাজিত থাকেন । ভগবান্‌ কখনও সেই সাধকোত্তমের জ্ঞাননেত্র হইতে অন্তরিত হন না এবং সেই সৌভাগ্যবান্‌ সাধককেও কখন তিনি স্বকীয় নয়নান্তরালে স্থাপন করেন না । তাঁহারা পরম্পর সম্বন্ধ-বন্ধ হইয়া অবস্থান করেন । ভক্তোত্তম প্রহ্লাদ, আরক্তনয়ন ভগবদ্বিরোধী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রেমগদগদকণ্ঠে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন যে, ‘হে পিতঃ ! আমার ভগবান্‌ স্থান কাল ও বস্তুরা অবাচ্ছিন্ন নহেন । তিনি নিরন্তর সর্বত্র বিরাজিত ।’ ক্রোধোন্মত্ত দৈত্যরাজ বজ্রনির্ঘোষে কহিলেন, “রে ভণ্ড ! সত্য বলিতেছিম্‌ তোরা ভগবান্‌ সর্বত্র বিরাজিত ? আমার এই স্ফাটিক স্তম্ভেও তোরা ভগবান্‌ আছেন কি ?” কম্পাঘ্নিত ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ বলিলেন, “হে পিতঃ ! যিনি সর্বত্র বিরাজিত, তিনি যে এই স্ফাটিক স্তম্ভেও বিদ্যমান আছেন, তাহার কোনই সন্দেহ নাই ।” ক্রোধান্বিত হিরণ্যকশিপু পদাঘাতে স্ফাটিক স্তম্ভ বিদারণ করিলেন ; তৎক্ষণাৎ তন্মধ্য হইতে সেই নরকাস্তকারী নারায়ণ নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া নিঃসৃত হইলেন । ভক্তের ভগবান্‌ ভক্তের বাক্য রক্ষা করিলেন এবং আপনার মহিমা জ্ঞানসুভাবে মুঢ়ের সমক্ষেও প্রকটিত করিলেন । ষাঁহারা ভগবান্‌কে চিনিয়াছেন, ভগবান্‌কে আপনার অন্তরঙ্গ করিয়াছেন, ভগবান্‌ কখনই তাঁহাদের সমশৃঙ্খল নহেন ; তাঁহারাও কখন ভগবদ্বঞ্চিত নহেন ॥ ৩০ ॥

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১ ॥

অম্বয় ।—যঃ সর্বভূতস্থিতং (সর্বেষু ভূতেষু সঙ্গ্রহেণ অবস্থিতম্ মাং (বাহুদেবম্) একত্বং (একান্তভেদম্) আস্থিতঃ (আশ্রিতঃ) ভজতি সর্বথা বর্তমানঃ অপি (যেন কেনচক্রাপিণে ব্যবহরন্নপি) স যোগী ময়ি (পরমাত্মনি) বর্ততে (তিষ্ঠতি) ॥ ৩১ ॥

প্রতিশব্দ ।—যিনি স্থাবরজঙ্গমাবস্থিত আমাকে একান্তভেদরূপে আশ্রয়-করিয়া ভজনা-করেন সর্বপ্রকারে থাকিলেও সেই যোগী আমাতে থাকেন ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে যোগী সকল ভূতে আমি অধিষ্ঠিত আছি জানিয়া সর্বভূতে অভেদভাবে আমার ভজনা করেন, বিবিধ বৈষয়িক ব্যাপারে বিনিযুক্ত থাকিলেও, তিনি প্রতিনিয়ত আমাতেই অবস্থিত থাকেন ॥ ৩১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যস্মাচ্চাহমেব স সর্বাষ্টকঙ্কদর্শী ইত্যোতং পূর্বলোকার্থঃ সমাগ-
দর্শনমনুত্ত তৎফলং মোক্ষোহভিধীয়তে সর্কেতি । সর্বথা সর্বপ্রকারৈর্বর্তমানোহপি
সমগ্গদর্শী যোগী ময়ি বৈকবে পরমে পদে বর্ততে নিত্যযুক্তএব সঃ ন মোক্ষং প্রতি
কেনচিৎ প্রতিবধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরি ।—বিষদীশ্বরায়োরেকক্কাহুবাধেন বিভাকলং বিবৃণোতি যস্মাচ্চেতি ।
তস্মাদেকক্কাদর্শনার্থং প্রযতিতব্যমিতি শেষঃ । পূর্বাধিনানুত্তোত্তরাদিন ফলবিধিরিতি
মত্বাহ ইত্যেতদ্বিতি । রাগাদিরহিতস্ত যমনিরমাধিসংস্কারবতঃ স্বৈরপ্রবৃত্ত্যসম্ভবেহপি
তানঙ্গীকৃত্য জ্ঞানং জ্ঞোতি সর্কধেতি । প্রতিভাসতোহপি বধেষ্টচেষ্টাদীকারে কুতো
জ্ঞানবতো নিত্যযুক্তস্বং প্রাতীতিকহুরাচারপ্রতিবন্ধাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন মোক্ষমিতি ॥ ৩১ ॥

রম্যানুজ ।—ততোহপি বিপাকদশামাহ সর্বভূতস্থিতমিতি । লোগদশায়াঃ সর্বভূত-
স্থিতং মাযসঙ্কচিত্তজ্ঞানৈকাকারতয়া একত্বমবস্থিতঃ প্রাকৃতভেদপরিভ্যাগেন স্পষ্টং যো
ভজতে স যোগী ধ্যানকালেহপি যথা তথা বর্তমানঃ স্বাত্মানং সর্বভূতানি চ পশুন্ ময়ি
বর্ততে মাযেব পশুতি স্বাত্মনি সর্বভূতেষু চ সর্কদা নৎসমমেব পশুতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

.. হনুমান্ ।—যস্মাচ্চাহমেব সর্বেকাত্মকদর্শী ইত্যোতং পূর্বলোকার্থঃ সমাগদর্শন-
মনুত্ত তৎফলং মোক্ষমভিধীয়তে সর্বভূতস্থিতমিত্যাदिना । সর্বথা সর্বপ্রকারৈর্বর্তমানো যঃ
'সমগ্গদর্শী যোগী ময়ি বিকো পরং দেবতে বর্ততে নিত্যযুক্ত এব স ন মোক্ষং প্রতি
কেনচিৎ প্রতিবিধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর ।—ন চৈবভূতো বিধিকঙ্করঃ শ্রাদিত্যাহ সৰ্গভূতস্থিতমিতি । সৰ্গভূতেষু স্থিতং মামভেদমাস্থিত আশ্রিতো যে ভজতি স যোগী জ্ঞানী সন্ সৰ্গধা কৰ্ম্মপরি-
ত্যাগেনাপি বৰ্ত্তমানো মযোব বৰ্ত্ততে মুচ্যতে ন তু ভ্রশ্ৰতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

বলদেব ।—স যোগী মমাচিন্ত্যশ্রুপশক্তিমহুভবন্নতিপ্রিয়ো ভবতীত্যশয়বান্ আহ
সৰ্কেতি । সৰ্কেবাং জীবানাং হৃদয়েষু প্রাদেশমাত্রশ্চতুর্কাহরতসীপুণ্ড্রপ্রভশ্চক্রাদি-
ধরোহহং পৃথক্ পৃথঙনিবসামি । তেষু বহুনাং মদ্বিগ্রহাণাং একত্বমভেদমাস্রিতো যো মাং
ভজতি ধায়তি স যোগী সৰ্গধা বৰ্ত্তমানো ব্যুখানকালে অবিহিতং কৰ্ম্ম কুৰ্কুৰ্কুৰ্কন
বা ময়ি বৰ্ত্ততে মমাচিন্ত্যশ্রুপশক্তিমহুভবমহিমা নিদগ্ধকামচারণো মৎসামীপ্যলক্ষণং
মোক্শং বিন্দতি ন তু সংসারমিত্যর্থঃ । শ্রুতিশ্চ, হরেরচিন্ত্যশ্রুপশক্তিমহা । “একোহপি
সন্ বহুধা যোহবভাতি” ইতি । স্মৃতিশ্চ, “এক এব পরো বিষ্ণুঃ সৰ্গব্যাপী ন সংশয়ঃ ।
ঐশ্বর্য্যাক্রপমেকঞ্চ সূর্য্যাববহুদেয়তে ॥” ইতি ॥ ৩১ ॥

মধুসূদন ।—এবং স্বপদার্থঃ তৎপদার্থঞ্চ সত্যং শুদ্ধং নিরূপ্য তত্ত্বমসীতি বাক্যার্থঃ
নিরূপয়তি সৰ্গভূতস্থিতমিতি । সৰ্কেষু ভূতেষু অধিষ্ঠানতয়া স্থিতং সৰ্গাহুত্ব্যতং সন্নাত্রং
মামীশ্বরং তৎপদলক্ষ্যং যেন স্বপদলক্ষ্যেণ সঠৈকত্বমত্যাভেদমাস্থিতঃ ঘটাকাশে মহাকাশ
ইত্যাদিএবোপাধিভেদনিরাকরণেন নিশ্চয়েন যো ভজতি অহং ব্রহ্মাস্মীতি বেদান্তবাক্যজেন
তৎসাক্ষাৎকারণাপরোক্ষীকরোতি সোহবিদ্যাতংকার্য্যানিবৃত্ত্যা জীবশুক্তঃ কৃতকৃত্য এব
ভবতি, যাবন্তু তত্ত্ব বাধিতাহুত্ব্য শরীরাদির্দর্শনমহুভবতে তাবৎ প্রারদ্ধকৰ্ম্মপ্রাবল্যাং সৰ্গ-
কৰ্ম্মত্যাগেন বা যাজ্ঞবল্ক্যাদিবহিহিতেন কৰ্ম্মণা বা জনকাদিবৎ প্রতিষিদ্ধেন কৰ্ম্মণা বা
দত্তাত্রেয়াদিবৎ সৰ্গধা যেন কেনাপি রূপেন বৰ্ত্তমানোহপি ব্যবহরয়পি স যোগী
ব্রহ্মাহমস্মীতি বিদ্বান্ ময়ি পরমাত্মভেদেণ বৰ্ত্ততে সৰ্গধা তস্য মোক্ষং প্রতি নাস্তি
প্রতিবন্ধক্য “তস্য হ ন দেবাশ্চ নাতুত্যা জৈশত আত্মা হেবাং সম্ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ ।
দেবা মহাপ্রভাবা অপি তস্য মোক্ষাভবনায় নেশতে বিমুতান্তে ক্ষুদ্রা ইত্যর্থঃ । ব্রহ্মবিদো
নিষিদ্ধকৰ্ম্মণি প্রবর্ত্তকস্মোরাগষেবোরসম্ভবেন নিষিদ্ধকৰ্ম্মাসম্ভবেহপি তদঙ্গীকৃত্য জ্ঞান-
স্বত্বার্থস্মিন্মুক্তং সৰ্গধা বৰ্ত্তমানোহপীতি । “হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে”
ইতিবৎ ॥ ৩১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—যস্মাৎ সৰ্গাত্মিককৰ্ম্মদর্শী অহমেব অতো নাস্য মোক্ষঃ প্রতিবধ্যত
ইত্যাহ সৰ্গভূতেতি । সৰ্কোপাদানতয়া সৰ্কেষু ভূতেষু সত্তারূপেন ফুরণরূপেণ চ স্থিতং
মাং পরমাত্মানং একত্বং জীবব্রহ্মণোরৈক্যমাস্থিতঃ সন্ ভজতি নির্লিকরেন সমাধিনা
সেবতে, স যোগী ব্যুখানদশায়াং প্রারদ্ধকৰ্ম্মবশাৎ বাধিতাহুত্ব্য দেহমাক্রুতঃ সৰ্গধা
সৰ্কপ্রকারেণ যাজ্ঞবল্ক্যাদিবৎ কৰ্ম্মত্যাগেন বা, বিশিষ্টজনকাদিবহিহিতকৰ্ম্মণা বা, দত্তাত্রেয়াদি-
বনিষিদ্ধকৰ্ম্মণা বা বৰ্ত্তমানোহপি ব্যবহরয়পি মযোব বৰ্ত্ততে ন সত্তশ্চ্যুতো ভবতি, যতো দেবে-
ভেষুহপি নাস্য ভয়মিতি শ্রুতং, “তস্য হ ন দেবাশ্চ নাতুত্যা জৈশত আত্মা হেবাং স ভবতি

ইতি চ ইত্যব্যয়মপ্যর্থ, দেবা অপি তস্ম ব্রহ্মবিদঃ অভূতৌ অনৈশ্বর্যায় ন ঈশতে ন সনর্থী ভবন্তি যতোহয়মেঘানাং যতি ক্রান্তার্থঃ, স ন পুনঃ সংসারী পূর্ববদ্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ ।—এবং মদপরোক্ষানুভবাৎ পূর্বদশায়ামপি সর্বত্র পরানুভাবনয়া ভজ্যতো যোগিনঃ ন বিধিকঙ্কর্য্য মিত্যাহ সর্কেতি । পরমাত্মৈব সর্বকারণত্বাদেকোহস্তীত্যেকত্বমাস্থিতঃ সন্ ভজতি, শ্রবণশ্রবণাদিভজনযুক্তো ভবতি স সর্বথা শাস্ত্রোক্তকর্ম্ম কুর্কন্নকুর্কন্ বা বর্তমানো ময়ি বর্ততে, ন তু সংসারে ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য :—শুদ্ধ ভ্রম্পদার্থ ও তৎপদার্থের নিরূপণ করিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন । তৎপদের লক্ষ্যীভূত আমাকে সর্বভূতে অধিষ্ঠিত ও সঙ্গ্রহে সর্বত্র অনুসূত জানিয়া এবং ভ্রম্পদের লক্ষ্যীভূত জীব আমার সহিত অভেদ ভাবে অবস্থিত নিশ্চয় করিয়া যিনি ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ এই বেদান্তবাক্যের মর্ম্মানুসারে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তিনি অবিজ্ঞা ও তৎকার্য্যে নিবৃত্তিহেতু জীবমুক্ত ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন । যেমন বিশ্বব্যাপী মহাকাশ ও ঘটমধ্যস্থ ঘটাকাশ উভয়ই বস্তুতঃ একই পদার্থ হইলেও, কেবল উপাধির প্রভেদ হেতু বিভিন্নরূপে কথিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও জীব উভয় আত্মাই বস্তুতঃ এক হইলেও, কেবল উপাধির বিভিন্নতা হেতু বিভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন । যে যোগী উভয়ের অভেদ ভাব স্থিররূপে হৃদয়গত করিয়াছেন, তিনি কখনই মুক্তিলভে বঞ্চিত হন না । তাঁহার পরিদৃশ্যমান শরীর প্রাপ্তি কেবল প্রারম্ভ কস্মৎকালেই ঘটয়া থাকে । তিনি সর্বকর্ম্ম পরিত্যাগই করুন, বা কেবল শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করুন, অথবা প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মেরই অনুসরণ করুন, যেক্রপ ব্যবহারের অনুবর্তন করুন না কেন, সকল অবস্থাতেই সেই যোগী পুরুষ আপনাকে ব্রহ্ম জানিয়া অভিন্ন ভাবে পরমাত্মার সহিত সংস্থিত থাকেন । তাঁহার মোক্ষ সম্বন্ধে কোনই প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতে পারে না । শ্রুতি বলিয়াছেন, ‘মহাপ্রভাবসম্পন্ন দেবতারা তাঁহার মোক্ষপ্রাপ্তির প্রতিকূলতা সাধনে সক্ষম নহেন ।’ সুতরাং ক্ষুদ্র প্রতিবন্ধক যে তাঁহার যোগের বিঘ্ন সংঘটিত করিতে পারে, না, একথা বলাই বাহুল্য । মূলে সর্বথা বর্তমানোহপি অর্থাৎ সর্বপ্রকার কার্য্যে বিনিযুক্ত থাকিলেও, এই কথা প্রযুক্ত হইয়াছে । সর্বপ্রকার কার্য্যের মধ্যে নিষিদ্ধকর্ম্মও থাকিতে পারে । কিন্তু বিবেচনা করিলেই প্রতীত হইবে, যিনি ব্রহ্মনিঃ শিষিদ্ধ কর্ম্ম প্রবর্তক রাগদ্বेषাদির

অভাব হেতু, তাঁহার দ্বারা বিগর্হিত কার্য্য অমুষ্ঠিত হওয়া কদাচ সম্ভাবিত নহে । কেবল জ্ঞানের মহিমা প্রতিপাদনার্থই ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায় । যোগদশায় জ্ঞানজনিত একাকার বোধ হেতু, আমাকে সর্ব্বভূতে সংস্থিত জানিয়া, যিনি প্রাকৃত ভেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূদৃঢ়রূপে আমার ভজনা করেন, সেই যোগী সমাধিকালেও, যেরূপে যেষ্থানেই থাকুন না কেন, স্বকীয় আত্মা ও সর্ব্বভূতকে দর্শন করিতে করিতে আমাতে বর্ত্তমান থাকেন ; অর্থাৎ আপনার আত্মা ও সকল ভূতকে সমভাবেই দর্শন করেন ।

শ্রীমদলদেবের অভিপ্রায় । যে যোগী আমার অচিন্ত্যস্বরূপ শক্তি অনুভব করেন, তিনিই আমার অতিপ্রিয় । সকল জীবের হৃদয়প্রদেশে প্রাদেশ পরিমিতরূপে অতদীকুসুমসন্নিভ শম্ভচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজাকারে আমি পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থান করি । আমার সেই বহুবিগ্রহকে যিনি এক ও অভিন্ন জ্ঞানে ধ্যান করেন, সেই যোগী বুঝানকালে অবস্থিত কস্ম্য করুন বা নাই করুন, আমার অচিন্ত্যশক্তিকল্প ধর্ম্ম অনুভব করিয়া, তৎপ্রভাবে কামাচার-দোষ-পরিহীন হন এবং আমার সামীপ্যরূপ মোক্ষ লাভ করেন ; তাঁহার আর সংসাব প্রাপ্তি হয় না । শ্রীহরির অচিন্ত্যশক্তি সম্বন্ধে শ্রুতিও বলিয়াছেন, “এক হইয়াও যিনি বহুপ্রকারে অবভাত হন ।” স্মৃতিও বলিয়াছেন, “সর্ব্ববাপী বিষ্ণু * একই সন্দেহ নাই ; কেবল ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে তাঁহার একই রূপ সূর্য্যের ন্যায় বহুপ্রকারে প্রতীত হয় ।”

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায় । পরমাত্মা একই জানিয়া যিনি তাঁহার ঐবর্ণ-স্বরূপাদিরূপ ভজনা করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রোক্তকর্ম্ম করুন বা নাই করুন, সংসারে বদ্ধ হন না, আমাতেই বর্ত্তমান থাকেন ॥ ৩১ ॥

* বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম নাম । যথা ; “সুভদ্রাপূর্ব্বজো বিষ্ণুর্ভীষ্মমুক্তিপ্রদায়কঃ । (শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম) । “গুণাতীতঃ স ভগবান্ ব্যাপকঃ পুরুষঃ পরঃ । অনন্তভোগশায়ী চ যন্নাভিকমলাদভূৎ ॥ বিষ্ণুঃ স চ গোবিন্দ ঈশ্বরশ্চ সনাতনঃ । যন্তং বেদ মহাত্মানং স জীবমুক্ত উচ্যতে । (বামনপুরাণ) বিষ্ণু নামের অর্থ যথা, “ব্রহ্মাধ্বনিদং সর্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ ॥” তস্মাদেবোচ্যতে বিষ্ণুর্বিষয়তোঃ প্রবিশনাৎ ॥” (বিষ্ণুপুরাণ) ।

আত্মোপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয় ।—অর্জুন যঃ সর্বত্র (সর্বভূতেষু) আত্মোপম্যেন (স্ব-
সাদৃশ্যেন) সুখং বা যদি বা দুঃখং সমং (তুল্যং) পশ্যতি (অনুভবতি)
সঃ যোগী পরমঃ (শ্রেষ্ঠঃ) মতঃ (অভিপ্রেতঃ) ॥ ৩২ ॥

প্রতিশব্দ ।—অর্জুন যিনি সকল ভূতে আপনার ন্যায় যদি সুখ এবং
দুঃখই বা সমান দেখেন, সেই যোগী উৎকৃষ্ট অভিমত ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে অর্জুন ! যিনি সকলভূতকে আপনার ন্যায় এবং
তাহাদের সুখদুঃখও স্বকীয় সুখদুঃখেরই তুল্য বলিয়া অনুভব করেন,
সেই যোগী সর্বোৎকৃষ্ট, ইহাই আমার অভিমত ॥ ৩২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিঞ্চিৎ আত্মৈতি । আত্মোপম্যেন আত্মা স্বয়মেব উপমীয়ত-
ইতি উপমা তত্ত্বাঃ উপমায়াঃ ভাব উপমাং তেন আত্মোপম্যেন সর্বত্র সর্বভূতেষু সমং তুল্যং
পশ্যতি যোহর্জুন ! স চ কিং সমং পশ্যতীত্যুচ্যতে যথা মম সুখমিষ্টং তথা সর্বপ্রাণিনাং
সুখমুন্মূলম্, বাশঙ্কস্চার্থে, যদি বা যচ্চ দুঃখং মম প্রতিকূলমনিষ্টং যথা তথা সর্বপ্রাণিনাং
দুঃখমনিষ্টং প্রতিকূলমিত্যেবমাত্মোপম্যেন সুখদুঃখে অনুকূলপ্রতিকূলে তুল্যতয়া সর্বভূতেষু
সমং পশ্যতি ন কন্তচিৎ প্রতিকূলমাত্রতাহিংসক ইত্যর্থঃ, য এবমহিংসকঃ সমাগ্‌দর্শননিষ্ঠঃ
স যোগী পরম উৎকৃষ্টো মতোহভিপ্রেতঃ সর্বযোগিনাং মধ্যে ॥ ৩২ ॥

আনন্দগিরি ।—বৈরাচরণস্তাপ্রতিবন্ধকত্বকথনাং পরপীড়নস্ত যোগিনঃ সমাগ্‌দর্শনং
প্রত্যেকপ্রতিবন্ধকত্বপ্রসক্তাবৃত্তং কিঞ্চিৎ । অতদপি কিঞ্চিচ্ছ্যাতে, পরমযোগিনো নির্দেশদ্বারা
যোগমাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ । উপমৈবোপম্যমাত্মা চ তদোপম্যঞ্চ তেন সর্বভূতেষু যঃ সমং পশ্যতী-
ত্যুক্তম্, তদেব সমদর্শনং প্রাপ্নুর্লোকং বিবৃণোতি ক্রিমিত্যাদিনা । বিকল্পার্থঃ বারংবারি বাশঙ্ক
ইতি । উপদর্শিতসমদর্শনকলমভিলপতি ন কস্যচিদिति ॥ কিমপেক্ষয়া তস্য পরমহং তজ্জাহ
সর্কেতি ॥ ৩২ ॥

রামানুজ ।—ততোহপি কাষ্ঠামাহ আত্মোপম্যেনেতি । আত্মনশ্চাত্তেষাঞ্চ আত্মনাম-
সঙ্কচিত্তজ্ঞানৈকাকারতয়োপম্যেন স্বাত্মনি চাত্তেষু সর্বত্র বর্তমানঃ পুত্রজন্মাদিরূপং সুখং
তদ্বরণাদিরূপঞ্চ দুঃখমসম্বন্ধসাম্যং সমং যঃ পশ্যতি । পরপুত্রজন্মমরণাদিসমং স্বপুত্রজন্মমরণাদিকং
যঃ পশ্যতীত্যর্থঃ, স যোগী পরমযোগকর্ত্তাং গতো মতঃ ॥ ৩২ ॥

হনুমান ।—কিঞ্চিৎ । আত্মা স্বয়মেব উপমা যস্য তস্য ভাব আত্মোপমাং

তেন আত্মোপমোন সৰ্বত্র সৰ্বভূতেষু সমং তুলাং পশুতি যোহৰ্জুন ! কিঞ্চ পশুতি ইত্যত্রোচ্যতে যথা মম সুখমভীষ্টং তথা প্রাণিনাং সুখমহুকুলম্, বাশব্দশ্চার্থে, যদি বা যথা চ হুংখং মম প্রতিকূলমনিষ্টং তথা সৰ্বপ্রাণিনামনিষ্টং প্রতিকূলমিত্যেবোপমোন সুখহুংখে চাহুকূলপ্রতিকূলে তুল্যতয়া সৰ্বভূতেষু সমং পশুতি ন কন্তুচিৎ প্রতিকূলমাচরতি অহিংসক ইত্যর্থঃ । এবমহিংসকঃ সমাদর্শননিষ্ঠঃ স যোগী পরম উৎকৃষ্টো মতোহভিমতঃ চিন্তিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধর ।—এবঞ্চ মাং ভগবতাং যোগিনাং মধ্যে সৰ্বভূতাহুকম্পী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ্, আত্মোপমোনেতি । আত্মোপমোন স্বসাদৃশ্যেন যথা মম সুখং প্রিয়ং হুংখাঞ্চাপ্রিয়ং তথাত্মোপমীতি সৰ্বত্র সমং পশুত্বং সুখমেব সৰ্বেষাং যো বাহুতি ন তু কস্তাপি হুংখং স যোগী শ্রেষ্ঠো মমভিমত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

বলদেব ।—“সৰ্বভূতহিতে রতাঃ” ইতি যৎ, প্রাপ্তকৃতং তদ্বিশদয়তি আত্মোপমো-
নেতি । ব্যুত্থানদশায়ামাত্মোপমোন স্বসাদৃশ্যেন সুখং হুংখঞ্চ যঃ সৰ্বত্র সমং পশুতি
স্বস্তেব পরস্ত সুখমেবেচ্ছতি ন তু হুংখং স স্বপরসুখহুংখসমদৃষ্টিঃ সৰ্বাহুকম্পী যোগী মম
পরমঃ শ্রেষ্ঠোহভিমতঃ । তদ্বিশদয়তি তত্ত্বজ্ঞোহ্যাপরমযোগীতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

মধুসূদন ।—এবমুৎপন্নৈপি তত্ত্ববোধে কশ্চিন্নানোনাশবাসনাক্ষয়রোরভাবাজীব-
মুক্তিসুখং নাহুভবতি, চিত্তবিক্ষেপেণ চ দৃষ্টদুঃখমহুভবতি সোহপরমো যোগী দেহপাতে
কৈবল্যাভাগিষ্ঠাৎ দেহসত্তাবপর্যন্তঞ্চ দৃষ্টদুঃখাহুভবাৎ তত্ত্বজ্ঞানমনোনাশবাসনাক্ষয়ানন্ত
পদভ্যাসাদৃষ্টদুঃখনিবৃত্তিপূৰ্ব্বকং জীবমুক্তিসুখমহুভবন্ প্রারম্ভকৰ্মবশাৎ সমাধেৰ্যুত্থানকালে,
আত্মোপমোনেতি । আত্মোপমোপম্যুপমা তেনাত্মদৃষ্টান্তেন সৰ্বত্র প্রাণিজাতে সুখং বা
যদি বা হুংখং সমং তুলাং যঃ পশুতি স্বস্থানিষ্টং যথা ন সম্পাদয়তি এবং পরমস্যানিষ্টং
যো ন সম্পাদয়তি প্রবেশশূন্যত্বাৎ, এবং স্বসোষ্টং যথা সম্পাদয়তি তথা পরস্যাপীষ্টং যঃ
সম্পাদয়তি রাগশূন্যত্বাৎ, স নির্কাসনতয়োপশান্তমনা যোগী ব্রহ্মবিৎ পরমঃ শ্রেষ্ঠো মতঃ
পূৰ্ব্বজ্ঞাৎ । হে অৰ্জুন ! অতন্তত্ত্বজ্ঞানমনোনাশবাসনাক্ষয়ানাং যথাক্রমভ্যাসায় মহানু প্রবৃত্ত
আহেয় ইত্যর্থঃ । তত্ত্বজ্ঞং সৰ্বং দ্বৈতজাতমধিতীয়ে চিদাত্মনি মায়ায়া কল্পিতদ্বান্মুখৈব,
আত্মৈবৈকঃ পরমার্থসত্যঃ সচ্চিদানন্দায়োহহমস্মীতি জ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানম্ । প্রদীপজালা-
সন্তানবহুস্তিস্তানরূপেণ পরিণমমানমন্তঃকরণং দ্রব্যং মননাত্মকত্বম্বন ইত্যুচ্যতে, তস্যা,
নাশো নাম বৃত্তিরূপপরিণামং পরিত্যজ্য সৰ্ববৃত্তিবিরোধিনা নিরোধাকারেণ পরিণামঃ
পূৰ্ব্বাপরপরামর্শমন্তরেণ সহসোৎপদ্যমানস্য ক্রোধাদিবৃত্তিবিষেবস্য হেতুশ্চিন্তগতঃ সংস্কার-
বিষেবো বাসনা পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বভ্যাসেন চিন্তে বাস্যমানত্বাৎ, তস্যাঃ ক্ষয়ো নাম বিবেকজজ্ঞানং
চিত্তপ্রশমবাসনায়ো দৃঢ়ায়ো সত্যপি বাহে নিমিত্তে ক্রোধাত্মহুংপত্তিঃ, তত্র * তত্ত্বজ্ঞান
সতি মিথ্যাভূতে জগতি নরবিষাধাদাবিব ধীবৃত্তাহুদরাদায়নশ্চ দৃষ্টত্বেন পুনৰ্কৃত্যহুপবাগো-
ন্নিক্রিয়ান্নিবন্ধনো নশুতি, নষ্টে . চ. মনসি সংস্কারোদোধকস্য বাহস্য নিমিত্তস্য প্রতীতে,

बाधना क्रीयते, एवं क्रीणायां वासनायां हेतुभावेन क्रोधादिवृत्त्यादयामनो-
नश्रुति, नष्टे च मनसि शमदमादिसम्पत्त्या तत्त्वज्ञानमुदेति, एवमुपपन्ने तत्त्वज्ञाने रागद्वेषादि-
रूपा वासना क्रीयते । क्रीणायां वासनायां प्रतिबन्काभावात् तत्त्वज्ञानोदय इति परस्पर-
कारणत्वं दर्शनीयम् । अतएव भगवान् बर्षिष्ठ आह, “तत्त्वज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय-
एव च । मिथःकारणतां गच्छा द्रुतस्त्याक्ता त्रयमेतत् समाश्रयेत् ॥” इति । पौरुषेण यत्नः
केनाप्युपायेनावशं सम्पादयिष्यामीत्येवंविधोऽसाहक्यपो निर्वहः, विवेको नाम
विविच्य निश्चयः, तत्त्वज्ञानस्य श्रवणादिकं साधनं मनोनाशस्य योगः । वासनाक्षयस्य
प्रतिकूलवासनोत्पत्तिरिति । एतादृशविवेकयुक्तेन पौरुषेण प्रयत्नेन भोगेच्छायाः
श्रमोऽपि “हविषा कृषवश्चेव” इति श्रुत्येन वासनावृद्धिहेतुत्वात् दूरत इत्युक्तम् ।
विविधो हि विद्याधिकारी कृतोपाश्रितिरुक्तोपाश्रितः, तत्र य उपाश्रित्याकारणपर्याय-
मुपाश्रितः कृत्वा तत्त्वज्ञानाय प्रवृत्तस्तु वासनाक्षयमनोनाशयोर्दृढतरत्वेन ज्ञानार्द्धं
जीवन्मुक्तिः स्वतएव सिध्यति । इदानीन्तनस्य प्रायेणाकृतोपाश्रित्येव मुमुक्षुर्योऽस्य कामाज्जां
सहसा विद्यायां प्रवर्तते, योगं विना चिह्नद्विवेकमात्रेणैव च मनोनाशवासनाक्षयो
तात्कालिको सम्पाद्य शमदमादिसम्पत्त्या श्रवणमननिदिध्यासनानि सम्पादयति, तैश्च
दृढाभ्यासेः सर्ववर्द्धविच्छेदि तत्त्वज्ञानमुदेति, अविद्याग्रन्थिरवक्रावः हृदयग्रन्थिसंश्रयाः
कर्माणि सर्वकामस्य मृत्युः पुनर्जन्म चेत्यनेकविधो ज्ञाननिवर्तते । तथाच श्रूयते,
“यो वेद निहितं श्रद्धायां सोऽहविद्याग्रन्थिं विकिरतीह सोऽस्य ब्रह्मवेद ब्रह्मैव
भवति । भिदाते हृदयग्रन्थिच्छिद्यन्ते सर्वसंश्रयाः । क्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे
परंपरे ॥ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं श्रद्धायां परमे व्योमन् सोऽहंभूते
सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । तमेव विदिष्यति मृत्युमेति ; यस्तु विज्ञान-
वान् भवतामनसः सदा शुचिः । स तु तत्पदमाप्नोति यश्चाद्भ्यो न जायते । य एनं
वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति” इत्यसर्वज्ञत्वनिवृत्तिफलमुदाहार्यम्, सेयं विदेह
मुक्तिः, सत्यपि देहे ज्ञानोत्पत्तिसमकालीना ज्ञेया ब्रह्मण्यविद्याधारोपितानामेतेषां
वृक्षानामविद्यानां सति निवृत्ते पुनरुत्पत्त्यासम्भवात्, अतः शैथिल्यहेतुभावात्
तत्त्वज्ञानं तस्मादुपवर्तते । मनोनाशवासनाक्षयो तु दृढाभ्यासाभावाद्धोऽप्येन
प्रारब्धेन कर्मणा बाधमानश्चाह, सवातप्रदेशप्रदीपवत् सहसा निवर्तते ।
अत इदानीन्तनस्य तत्त्वज्ञानिनः प्राक्सिद्धे तत्त्वज्ञाने न प्रयत्नापेक्षा, किन्तु
मनोनाशवासनाक्षयो प्रयत्नसाध्याविति । तत्र मनोनाशो असम्प्रज्ञातसमाधिनिरूपणेन
निरूपितः प्राक्, वासनाक्षयवृत्तानां निरूप्यते । तत्र वासनास्वरूपं बर्षिष्ठ
आह, “दृढाभ्यासात् तत्त्वपूर्वपरिचरयम् । यदादानं पदार्थस्य वासना सा
प्रकीर्तिता ॥” इति । अत्र स्वदेशाचारकुलधर्मस्वभावभेदतत्पदार्थस्य शब्दादिषु प्राणिना-

মতিনিবেশঃ সামান্ত্রেনোদাহরণম্ । সা চ বামনা দ্বিবিধা, মলিনা শুদ্ধা চ । শুদ্ধা
 দৈবী সম্পৎ শাস্ত্রসংস্কারপ্রাবল্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানসাধনত্বেনৈকরূপেব । মলিনা তু ত্রিবিধা, লোক-
 বাসনা, শাস্ত্রবাসনা, দেহবাসনা চ ইতি । সৰ্কে জনা যথা ন নিলন্তি তথৈবাচরিয়ামি
 ইত্যশ্চকার্থাভিনিবেশো লোকবাসনা, তত্শাস্ত্র “কো লোকমারাদয়িতুং সমর্থঃ” ইতি
 জ্ঞানেন সম্পাদয়িতুমশক্যত্বাৎ পুরুষার্থানুপযোগিত্বাচ্চ মলিনত্বম্ । শাস্ত্রবাসনা তু ত্রিবিধা,
 পাঠবাসনম্, বহুশাস্ত্রবাসনম্, অগুষ্ঠানবাসনকেতি ক্রমেণ ভরদ্বাজস্তা দুৰ্দ্ধাসসো নিদাঘস্ত
 চ প্রসিদ্ধা । মলিনত্বকাত্তাঃ ক্লেশাবহত্বাৎ পুরুষার্থানুপযোগিত্বাদপহেতুত্বাজ্ঞানহেতুত্বাচ্চ ।
 দেহবাসনাপি ত্রিবিধা, আত্মত্বভ্রান্তিগুণাধানভ্রান্তিদোষাপনয়নভ্রান্তিচেতি । তত্রাত্ম-
 ভ্রান্তিবিরোচনাদিষু প্রসিদ্ধা সার্বলৌকিকী । গুণাধানং দ্বিবিধম্, লৌকিকং শাস্ত্রীয়ঞ্চ ।
 সমীচীনশব্দাদিবিষয়সম্পাদনং লৌকিকম্, গজ্ঞানশালগ্রামতীর্থাদিসম্পাদনং শাস্ত্রীয়ম্ ।
 দোষাপনয়নমপি দ্বিবিধম্, লৌকিকং শাস্ত্রীয়ঞ্চ । চিকিৎসকোটেকরৌঘদৈব্যাখ্যান্তপনয়নং
 লৌকিকম্ বৈদিকস্নানচমনাদিভির্শৌচাত্তপনয়নং বৈদিকম্ । এতত্শাস্ত্র সৰ্কে-
 প্রকারায় মলিনত্বমপ্রামাণিকত্বাদশক্যত্বাৎ পুরুষার্থানুপযোগিত্বাৎ পুনর্জ্ঞানহেতুত্বাচ্চ
 শাস্ত্রে প্রসিদ্ধম্, তদেতল্লোকশাস্ত্রদেহবাসনাজয়মবিবেকিনামুপাদেয়ত্বেন প্রতিভাসন-
 মপি বিবিদিষোর্কেদেনোৎপত্তিবিরোধিত্বাচ্ছবো জ্ঞাননিষ্ঠাবিরোধিত্বাচ্চ বিবেকিভি-
 হেয়ম্ । তদেবং বাহ্যবিষয়বাসনা ত্রিবিধা নিরূপিতা । আভ্যন্তরবাসনা তু কাম-
 ক্রোধদম্ভদর্পাত্মাসুরসম্পদ্রূপা সৰ্কানর্থমূলং মানসী বাসনা ইত্যুচ্যতে, তদেবং
 বাহ্যাত্মন্তরবাসনাচতুষ্টয়স্য শুদ্ধবাসনয়া কয়ঃ সম্পাদনীয়ঃ । তদ্বক্তং বশিষ্ঠেন, “মানসী-
 র্কাসনাঃ পূৰ্কে ত্যক্তা বিষয়বাসনাঃ । মৈত্রাদিবাসনা রাম ! গৃহাণামলবাসনাঃ ॥”
 ইতি । তত্র বিষয়বাসনাশব্দেন পূৰ্কোক্তান্ত্রিণো লোকশাস্ত্রদেহবাসনা বিবক্ষিতাঃ ।
 মানসবাসনাশব্দেন কামক্রোধদম্ভদর্পাদ্যাসুরসম্পদ্বিবক্ষিতা । যদা শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ
 বিষয়াঃ, তেষাং ভূজ্যমানত্বদশাজন্তঃ সংস্কারো বিষয়বাসনা, কাম্যমানত্বদশাজন্যঃ সংস্কারো
 মানসবাসনা । অগ্নিন্ পক্ষে পূৰ্কোক্তানাং চতসৃণামনয়োরবাস্তবত্বাৎ বাহ্যাত্মন্তর-
 ব্যতিরেকেণ বাসনাস্তরাসম্ভবাৎ তাসাং বাসনানাং পরিত্যাগো নাম তদ্বিকল্পমৈত্রাদি-
 বাসনোৎপাদনম্, তাস্চ মৈত্রাদিবাসনা ভগবতা পতঞ্জলিনা সূত্রিতাঃ প্রাক্ সংক্ষেপেণ
 ব্যাখ্যাতা অপি পুনর্ব্যাখ্যায়ান্ত । চিত্তং হি রাগদ্বेषপুণ্যপাঠৈঃ কলুবীক্লিয়তে, “তত্র
 স্থথানুশায় রাগঃ ।” মোহাদম্ভভূরমানস্বথমম্ভশেতে কশ্চিদ্বীৰ্জ্জিবেশো রাজসঃ সৰ্কং
 স্বধজাতং মে ভূমাদিতি, তচ্চ দৃষ্টাদৃষ্টসামগ্র্যভাবাৎ সম্পাদয়িতুমশক্যম্, অতঃ
 স রাগঃ চিত্তং কলুবীক্লরোতি, যদা তু স্থখিষু প্রাণিষয়ং মৈত্রীং ভগ্নয়েৎ সৰ্কুৎপ্লোতে
 স্থখিনো মদীয় ইতি, তদা তৎস্থখং স্বকীয়মেব সম্পন্নমিতি ভাবয়তন্তত্র রাগো
 নিবৰ্জ্জতে । যথা স্বস্যা রাজ্যনিবৃত্তাবপি পুত্রাদিরাজ্যমেব স্বকীয়ং রাজ্যম্, তথৎ নিবৃত্তে চ
 রাগে বৰ্ধাব্যাপারে জলমিব চিত্তং প্রসীদতি, তথাচ “স্থথানুশায়ী ধেষঃ ॥” স্থথমম্ভশেতে

কশ্চিদ্বীৰ্জবিশেষন্তমোহমুগতরজঃপরিণামঃ, তদুদ্যমং সৰ্বং হুংখং সৰ্বদা মে মাতৃ-
 দিতি, তচ্চ শত্রুব্যাভ্রাদিষু সংস্র ন বিচারয়িতুং শক্যম্, ন চ সৰ্ব্বং তে হুংখহেতবো
 হন্তং শক্যন্তে, অতঃ সৰ্বেষাং সদা হৃদয়ং দহতি, যদা তু স্বস্তেব পরেবাং সৰ্ব-
 যামপি হুংখং মাতৃদিতি করুণাং হুংখিষু ভাবয়েৎ তদা বৈৰ্যাদিষেবনিবৃত্তৌ চিত্তং
 প্রসীদতি । তথাচ স্মৰ্য্যতে “প্রাণা যথাস্থানেহভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা । আত্মোপ-
 মোন ভূতেষু দয়াং কুৰ্ব্বন্তি সাধবঃ ॥” ইতি । এতদেবেহাপ্যুক্তম্, আত্মোপমোন সৰ্ব্বজ্ঞে-
 ত্যাদি । তথা প্রাণিনঃ স্বভাবত এব পুণ্যং নান্নতিষ্ঠন্তি । তদাহঃ “পুণ্যস্য কলমিচ্ছন্তি পুণ্যং
 মেচ্ছন্তি মানবাঃ । ন পাপকলমিচ্ছন্তি পাপং কুৰ্ব্বন্তি যত্নতঃ ॥” ইতি তে চ পুণ্যপাপে
 ক্রিয়মাণে পশ্চাত্তাপং জনয়তঃ স চ শ্রুতানুদিতঃ, “কিমহং সাধুনা করবং কিমহং
 পাপমকরবম্” ইতি যন্তসৌ পুণ্যপুরুষেযু মুদিতাং ভাবয়েৎ তদা তদ্বাসনাবান্ স্বয়মেবা-
 প্রমত্তঃ শুক্লকৃষ্ণে পুণ্যে প্রবৰ্ত্ততে । তদুক্তম্, “কৰ্ম্ম শুক্লকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেবাম্”
 অযোগিনাং ত্রিবিধম্, শুক্লং শুভম্, কৃষ্ণমশুভম্ শুক্লকৃষ্ণং শুভাশুভমিতি । তথা
 পাপপুরুষেযুপেক্ষাং ভাবয়ন্ স্বয়মপি তদ্বাসনাবান্ পাপান্নিবৰ্ত্ততে । ততশ্চ
 পুণ্যাকরণপাপকরণনিমিত্তস্য পশ্চাত্তাপস্যাভাবে চিত্তং প্রসীদতি । এবং স্মৃষিষু মৈত্ৰীং
 ভাবয়তো ন কেবলং রাগো নিবৰ্ত্ততে, কিন্তুস্বৈৰ্বাদয়োহপি নিবৰ্ত্তন্তে । পরশুণেষু
 দোষাবিকরণমহুয়া, পরশুণানামসহনমীৰ্ষা । যদা মৈত্ৰীবশাং পরস্বং স্বীয়মেব সম্পন্নম্,
 তদা পরশুণেষু কথমহুয়াদিকং সম্ভবেৎ, তথা হুংখিষু করুণাং ভাবয়তঃ শত্রুবাদি-
 করৌ ঘেবো যদা নিবৰ্ত্ততে, তদা হুংখিপ্রতিযোগিকস্বস্থিপ্রশ্রুতদর্পেহপি নিবৰ্ত্ততে,
 এবং দোষান্তরনিবৃত্তিরপ্যুচনীয়া বাশিষ্ঠরামায়ণাদিষু । তদেবং তত্ত্বজ্ঞানং মনোনাশো
 বাসনাক্ষয়শ্চেতি ত্রয়মভ্যাসনীয়ম্ । তত্র কেনাপি দ্বারেণ পুনঃপুনস্তত্ত্বাত্মস্বরূপং তত্ত্ব-
 জ্ঞানাত্যাসঃ । তদুক্তম্, “তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্তোন্তং তৎপ্রবোধনম্ । এতদেকপদস্বক
 তত্ত্বাত্যাসং বিহুৰ্কুধাঃ । সর্গাদাবেব নোৎপন্নং দৃশ্যং নাস্ত্যেব সৰ্বদা । ইদং
 জগদহঞ্চেতি বোধাত্যাসং বিহুঃ পরম্ ॥” ইতি ॥ দৃশ্যাবভাসবিরোধিযোগাত্যাসো মনো-
 নিরোধাত্যাসঃ । তদুক্তম্, “অত্যন্তাভাবসম্পত্তৌ জ্ঞাতুজ্ঞেয়স্য বস্তুনঃ । যুক্ত্যা শাট্জে-
 র্বতন্তে যে তেহপ্যত্রাতাসিনঃ স্থিতাঃ ॥” ইতি । জ্ঞাতুজ্ঞেয়দ্বৈত্বাশ্রয়বীরভাবসম্পত্তিঃ
 স্বল্পপেণাপ্যপ্রতীতিরতত্ত্বাত্যাবসম্পত্তিস্তদধং যুক্ত্যা যোগেন । “দৃশ্যাসম্ভববোধেনা রাগ-
 ঘেবাদিতানবে । রত্বিৰ্থনোদিতা যাসৌ ব্রহ্মাত্যাসঃ স উচ্যতে ॥” ইতি । রাগঘেবাদি-
 ক্লীণভাক্রূপঃ বাসনাক্রূপাত্যাস উক্তঃ । তত্ত্বাত্মপন্নমেতৎ তত্ত্বজ্ঞানাত্যাসেন মনোনাশাত্য-
 সেন দাসনাক্রূপাত্যাসেন চ রাগঘেবশূন্যতয়া যঃ স্বপরস্বহুংখাদিষু সমদৃষ্টিঃ, স পরমো
 যোগী মতো বস্তু বিবদদৃষ্টিঃ স তত্ত্বজ্ঞানবানপ্যপরমো যোগীতি ॥ ৩২ ॥

নীলকণ্ঠ — যতাপি নিবিষ্টকৰ্ম্মণাপি আত্মবিদ্য বধ্যতে তথাপি শীলবানবে
 যোগী শ্রেষ্ঠ ইতীহ আত্মোপক্ৰমেতি । যথা স্বর্গা, স্বধর্ম্মিষ্টং হুংখমনিষ্টং তত্ত্বং পরস্যা-

পীতি বুধ্যা বোহন্তশ্চৈ দুঃখং ন প্রযচ্ছতি অসৌ অহিংসকঃ পরমো যোগী মত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ ।—কিঞ্চ সাধনদশায়াং যোগী সর্বত্র সমঃ স্যাদিত্যুক্তম্, তত্র মুখ্যং সাম্যং ব্যাচষ্টে আয়োগম্যোনেতি । সুখং বা দুঃখং বেতি । যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখম্-প্রিয়ং তথৈবান্তেষামপীতি সর্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্বেষাং যো বাঞ্ছতি ন তু কস্যাপি দুঃখং স যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য ।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি ও শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায় । পূর্বোক্তরূপে আমার ভজনাপরায়ণ যোগীদিগের মধ্যে যিনি সর্বত্র সমান অনুকম্পা সম্পন্ন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ; শ্রীভগবান এইরূপে এই তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিতেছেন । হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি আপনাকে আদর্শস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সকলভূতে আত্মতুল্য দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া থাকেন, আপনার সুখসমা-গম যেরূপ আনন্দ-জনক ও অনুকূল ঘটনা বলিয়া মনে করেন, অথবা আপ-নার দুঃখাবির্ভাব যেরূপ যন্ত্রণা-জনক ও প্রতিকূল ঘটনা বলিয়া মনে করেন, অপরের সুখ-দুঃখও তদ্রূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন, সকল যোগীর মধ্যে তিনিই সর্ব শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিপ্রায় জানিবে । অনুকূল প্রতিকূল বিষয়ে এতাদৃশ তুল্য-বোধ বিশিষ্ট যোগী কখনও কাহারও প্রতিকূলতাচরণ করেন না এবং কাহার প্রতি ভ্রমেও হিংসাসূচক কোনই ব্যবহার করেন না । এইরূপ হিংসামুক্ত ব্যক্তি সমাগদর্শননিষ্ঠ ।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায় । 'অসঙ্কুচিত জ্ঞানৈকাকারতা'হেতু স্বকীয় এবং পরকীয় আত্মাকে সমান জ্ঞান করা শ্রেষ্ঠ যোগীর লক্ষণ । আপনার পুত্রাদি জন্মিলে যেরূপ সুখোদয় হয় এবং তদ্বিয়োগে যেরূপ দুঃখের আবি-র্ভাব হয়, পরপুত্রের জন্ম-মরণাদিতে যাঁহার তদ্রূপ সুখ-দুঃখের উদয় হয়, সেই যোগী যোগের উচ্চতম স্থান লাভ করিয়াছেন ।

শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায় । বুৎখানদশাতেও যিনি সর্বত্র সমদর্শী অর্থাৎ সকলের সুখদুঃখ স্বকীয় সুখদুঃখের জায় জ্ঞান করেন, সেই সর্বানুকম্পী যোগী আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ ।

শ্রীমদধ্বনুদনের অভিপ্রায় । উল্লিখিত রূপ তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলেও কেহ কেহ বাসনা ক্ষয় ও মনোনাশের অভাবে জীবন্মুক্তি-সুখ অনুভব করিতে পারেন না । চিন্তের বিক্ষেপ হেতু তাঁহারা পরিদৃশ্যমান দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন । তাঁহারা দেহ নাশের পর কেবল্য লীভ করিবেন বটে, কিন্তু কেহ

সত্ত্বাৰ পৰ্য্যাস্ত দৃষ্ট দুঃখের অনুভব হেতু পরম যোগী নামের যোগী হইতে পারেন না । সমাধির ব্যাখ্যান কালে যুগপৎ অভ্যাস প্রভাবে বাঁহারা তত্ত্ব-জ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সাধন করিয়া, দৃষ্ট দুঃখ নিবৃত্তি পূর্বক জীবমুক্তি দুঃখ অনুভব করেন তাঁহারা ই পরম যোগী । এই তত্ত্ব বর্তমান শ্লোকের প্রতিপাদ্য । যে যোগী আপনাকে দৃষ্টান্ত-স্থলীভূত করিয়া সকল প্রাণি-জাতের সুখ বা দুঃখ 'তুল্যরূপে' দর্শন করেন, স্বকীয় অনিষ্ট সাধনে তিনি যেরূপ প্রবৃত্তি বিরহিত, দ্বেষশূন্যতা হেতু পরকীয় অনিষ্ট সম্পাদনেও তদ্রূপ বিমুখ ; আপনার ইচ্ছা-সাধনে যেরূপ আগ্রহবান, রাগশূন্যতা হেতু পরকীয় ইচ্ছা-সাধনেও তদ্রূপ সমুত্তত । হে অৰ্জুন । বাসনা-বিহীনতা হেতু প্রশান্তমনা সেই ব্রহ্মবিদ যোগী শ্রেষ্ঠ । অতএব মহান্ প্রবত্ত সহকারে যথাক্রমে তত্ত্ব-জ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের অভ্যাস করা আবশ্যিক । এই পরিদৃশ্যমান-দ্বৈতজ্ঞাতসমূহ অদ্বিতীয় চিদানন্দস্বরূপ আত্মাতে মায়াদ্বারা কল্লিত, স্মৃতির স্ফুটন সকলই মিথ্যা । কেবল আত্মাই পরমার্থসত্য । সেই সচ্চিদানন্দ অদ্বয় আত্ম-জ্ঞান সহকারে “অহমস্মি” রূপ পরিজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান । মনকে সর্ববৃত্তি-বিরহিত নিরুদ্ধাকারে পরিণত করিলে মনোনাশ হয় । বিবেক-জনিত দৃঢ়জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে, কোনই বাহ্য কারণে ক্রোধাদির উৎপত্তি হইতে পারে না । এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলে, মানবের শৃঙ্গ যেরূপ অসম্ভব এই জগৎকেও তদ্রূপ মিথ্যাভূত বলিয়া প্রতীত হয় । তখন সেই মনে পুনরায় কোনই বৃত্তির আবির্ভাব হইবার সম্ভাবনা থাকে না ; ইন্দ্রিয়বিহীন অগ্নির দ্বারা মন তখন আপনিই নাশ প্রাপ্ত হয় । মন নষ্ট হইলে বাহ্য বিষয়ের প্রত্যয়-জনিত বাসনা ক্ষয় হয়, বাসনার ক্ষয় হইলে মনে ক্রোধাদি বৃত্তির আবির্ভাব হইবার কোনই হেতু থাকে না ; এইরূপে মন নষ্ট হইলে শাস্তদমাদি প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হয় । এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলে, রাগ-দ্বেষাদি বাসনা ক্ষয় হয় । তত্ত্বজ্ঞান লাভ ও বাসনা ক্ষয়, পরস্পর পরস্পরের কারণ স্বরূপ । এই জ্ঞান ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, “হে রাজব ! তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় পরস্পর কারণরূপে বদ্ধ হইয়া দুঃসাধ্য হইয়া রহিয়াছে । অতএব ভোগেচ্ছাকে বিদূরিত করিয়া, যজ্ঞ, পৌরুষ ও বিবেক এই তিনের আশ্রয় গ্রহণ করা ।” যে কোনরূপে হউক, আবশ্যই বাসনা সংসিদ্ধ করিলে, ইত্যাকার উৎসাহ সহকৃত আগ্রহের

নাম পৌরুষ । শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি তত্ত্বজ্ঞান লাভের সাধনস্বরূপ, যোগ মনোনাশের সাধন এবং প্রতিকূল বাসনা সমুৎপাদনের বিরোধী । এতাদৃশ বিবেক সহকারে পৌরুষ ও প্রযত্নদ্বারা ভোগেচ্ছার স্বল্পতা সাধন করিলেও, স্মৃতসংযুক্ত অগ্নির দ্বারা, বাসনা আপনিই বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে । যোগবিচার অধিকারী দুইপ্রকার । এক শ্রেণীর যোগী উপাস্ত পদার্থের সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত উপাসনানিরত থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা বাসনা ক্ষয় ও মনোনাশের দৃঢ়তাহেতু স্বতঃই জীবনমুক্তি লাভ করেন । কিন্তু ইদানীন্তন বহুসংখ্যক মুমুক্শু কোন উপাসনানিরত না থাকিয়া কেবল ঐশ্বর্য্য সহকারে বিদ্যাসাধনে প্রবৃত্ত হন । যোগ-বিরহিত বিবেকমাত্র দ্বারা তাঁহারা তাৎকালিক মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয় সাধন করেন । তদনন্তর শমদমাদি সহকারে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সম্পাদন করেন । • দৃঢ় অভ্যাসহেতু তাঁহাদের সর্ব বন্ধবিচ্ছেদরূপ তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হয় ; তাঁহাদের অবিদ্যা, সংশয়, কামনা, মৃত্যু, পুনর্জন্ম ইত্যাদি বিবিধ প্রতিবন্ধক জ্ঞানপ্রভাবে নিরস্ত হয় । তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয় সংসিদ্ধ হইয়া থাকে ; অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিরূপ মনোনাশের বৃত্তান্ত পূর্বের বর্ণিত হইয়াছে । অধুনা বাসনাক্ষয়ের বিবরণ করা যাইতেছে । মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, “দৃঢ় ভাবনা প্রযুক্ত পূর্বাপর বিচার পরিত্যাগ পূর্বক কোন পদার্থ প্রাপ্তির অভিলাষকে বাসনা বলে ।” বাসনা দ্বিবিধা : মলিনা এবং শুদ্ধা । শাস্ত্রজ্ঞান জনিত সংস্কার-প্রাবল্যে দৈবী সম্পৎ প্রাপ্তির যে বাসনা তাহাই শুদ্ধা । লোক-বাসনা, শাস্ত্র-বাসনা এবং দেহ-বাসনা ভেদে মলিনা বাসনা ত্রিবিধা । সকল লোক বাহাতে নিন্দা না করে, সেইরূপ আচরণ করিব, এই যে অভিলাষ তাহাকেই লোক-বাসনা বলে । শাস্ত্র-বাসনা আবার তিন প্রকার ; পাঠবাসন, বহুশাস্ত্রব্যসন এবং অনুষ্ঠানবাসন । এ সকলই ক্লেশাবহ, পুরুষার্থের, অনুপযোগী এবং দর্প ও জন্মের হেতুভূত ; স্তবরাং মলিন । দেহবাসনাও তিন প্রকার ; আত্মস্থ ভ্রান্তি, গুণাধান ভ্রান্তি এবং দোষাপনয়ন ভ্রান্তি । বিরোচনাদির ‘আত্মস্থ ভ্রান্তি’ হইয়াছিল, একথা সকলেরই গোচর থাকিতে পারে । গুণাধান দুই প্রকার ; লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় । *সমীচীন শব্দাঙ্কি বিষয়-সম্পাদনকে লৌকিক গুণাধান বলে । গঙ্গাস্নান, শালগ্রাম তীর্থাদি সম্পাদনকে শাস্ত্রীয় গুণাধান বলে । লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ভেদে দোষাপনয়ন

দুই প্রকার । চিকিৎসক-বিহিত ব্যবস্থার অনুকরণ ক্রমে রোগাদির প্রতীকার সাধনই লৌকিক দোষাপনয়ন, বৈদিক ব্যবস্থা ক্রমে জ্ঞান আচমনাদির দ্বারা অশৌচের নিবারণকে শাস্ত্রীয় দোষাপনয়ন বলে । এ তিন প্রকার বাহ্য বাসনা পুরুষার্থের অনুপযোগী, পুনর্জন্মের হেতুভূত, এই জন্মই মলিন বলিয়া শাস্ত্রে পরিকীর্তিত । আভ্যন্তর বাসনা হইতে সর্বান্বয়ের হেতুভূত কাম, ক্রোধ, দম্ভ, দর্পাদি আত্মরী-সম্পৎ স্বরূপ মানসী বাসনা সমুৎপন্ন হয় । এইজন্ম উন্নি-
 খিত শুদ্ধ বাসনা দ্বারা বাহ্য ও আভ্যন্তর বাসনা চতুর্ভুতের ক্ষয় করা আব-
 শ্যক । বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, “হে রঘুনন্দন ! বিশুদ্ধা মৈত্রাদি বাসনা গ্রহণ করিয়া,
 অগ্রে মানস বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক পরে বিষয়বাসনা প্রভৃতি পরিত্যাগ
 করিবে ।” বিষয়বাসনা শব্দদ্বারা পূর্বোক্ত লোক-শাস্ত্র দেহবাসনা লক্ষিত
 হইয়াছে ; মানসবাসনা শব্দদ্বারা কাম, ক্রোধ, দম্ভ, দর্প, অবিজ্ঞা এই সকল আত্মর
 সম্পদ লক্ষিত হইয়াছে । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদিকেও বিষয়শব্দের লক্ষিত
 মনে করা যাইতে পারে । সেই বিষয়ভোগজনিত যে সংস্কারের উদ্ভব হয়,
 তাহাই বিষয়বাসনা । তাহার সংস্কারহেতু যে কামনার উদ্ভব হয়, তাহাই
 মানসিক বাসনা ; এই উভয় প্রকার বাসনা নিরোধ করিয়া, তবিরুদ্ধ মৈত্রাদি
 বাসনার উৎপাদন করা আবশ্যক । এই মৈত্রাদি বাসনাসম্বন্ধে ভগবান্ পতঞ্জলি
 কৃত সূত্র উক্তার পূর্বক ৬ অধ্যায় ২৮ শ্লোকের তাৎপর্যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা
 লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । সূত্রাং এস্থলে পুনরুল্লেখ নিম্প্রয়োজন । মৈত্রী
 প্রভৃতি আয়ত্ত হইলে মানব পরের সুখদুঃখ, ইফানিষ্ট স্বকীয় বলিয়া বোধ
 করেন । সূত্রাং কাহারও অভ্যুদয় দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে অসূয়ার উদ্ভব
 হয় না এবং কাহারও অণুমাত্র অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্তি হয় না । তখন
 বস্তুন্ধার তাবৎ পদার্থই তাঁহার সমান বোধ হইয়া থাকে । নর ও নারী,
 বিপ্র ও চণ্ডাল, পাপাত্মা ও পুণ্যবান্ সকলকেই তখন তিনি আত্মবৎ
 দর্শন করেন । স্মৃতি বলিয়াছেন, “আপনার প্রাণ যেরূপ প্রিয়পদার্থ,
 সকল ভূতেরই প্রাণ সেইরূপ । সাধুজনেরা সকল ভূতকেই আপনার ঈশ্বর
 জ্ঞান করিয়া দয়া করেন ।” এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়
 সংসর্ধন করিবে । কোন উপায় অবলম্বন করিয়া পুনঃপুনঃ তত্ত্বের অনুস্মরণ
 করাই তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস । শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, “বুধগণ একই
 বিষয়ের চিন্তন, একই বিষয়ের কথোপকথন, একই বিষয়ের প্রবোধন

ইত্যাকার একপরস্কে তত্ত্বাভ্যাস বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সৃষ্টির আদি কাল হইতে সমুৎপন্ন দৃশ্য পদার্থনিচয় স্বতন্ত্ররূপে বিদ্যমান নাই, জগতের সর্বত্র আমিই পরিব্যাপ্ত। এইরূপ বোধই তত্ত্বাভ্যাসের শ্রেষ্ঠ।” এইরূপ দৃশ্য অবভাসের বিরোধী যোগাভ্যাসই মনোনিরোধের অভ্যাস। জ্ঞেয় পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞাতার মিথ্যাঙ্ক বোধকে অত্যন্তাভাব সম্প্রাপ্তি বলে। যিনি অত্যন্তাভাব মুক্ত হইয়া শাস্ত্রানুসারে যোগনিষ্ঠ হন, তিনিই অভ্যাসী। তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস, মনোনাশাভ্যাস এবং বাসনাঙ্কযাভ্যাস হেতু যিনি রাগ-দেবাদি পরিণু্য হইয়া আপনার ও অপরের সুখ-দুঃখাদিতে সমদর্শনসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই পরম যোগী; যাঁহার তাদৃশ সমদর্শন হয় নাই, তিনি তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইলেও, কখনই পরম যোগা পদ বাচ্য নহেন ॥ ৩২ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

যোহয়ং যোগন্তুয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।

এতস্মাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাং স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥

অম্বয় ।—অৰ্জুন উবাচ (কথয়ামাস) । মধুসূদন ত্বয়া সাম্যেন (সমত্বেন) যঃ অয়ং যোগঃ প্রোক্তঃ এতস্ম (যোগস্ম) স্থিরাং (বহু-কালানুবর্তিনীং) স্থিতিং (বিদ্যমানতাম্) অহং ন পশ্যামি (উপলব্ধে) চঞ্চলত্বাং (মনসঃ চাঞ্চল্যাৎ) ॥ ৩৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—অৰ্জুন বলিলেন । শ্রীকৃষ্ণ ! গোমার-কর্তৃক সমতা-পূৰ্ণক যে এই-যোগ কথিত-হইল ইহার বহুকালব্যাপী স্থিতি-কাল আমি কুবিতে পারিতেছি না মনের চঞ্চলতা হেতু ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—অৰ্জুন বলিলেন, হে নারায়ণ ! তুমি সর্বত্র সমদর্শনরূপ যে যোগের কথা বিবৃত করিলে, স্বভাবতঃ চঞ্চল মনে তাহা যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, এরূপ আমার বোধ হইতেছে না ॥ ৩৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—এতত্ত্ব যথোক্তত্ত্ব সম্যগদর্শনলক্ষণত্ত্ব যোগত্ত্ব দুঃসম্পাদ্যতামানক্য
শুশ্রূষুঃ ক্রবৎ তৎপ্রাপ্ত্যুপায়মর্জ্জুন উবাচ যোহয়মিতি । যোহয়ং যোগস্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন
সমচ্ছেন হে মধুসূদন ! এতত্ত্ব যোগস্তাহং ন পশ্যামি নোপলভে চঞ্চলত্বান্ননসঃ, কিম্ ? স্থিরাম-
চলাং স্থিতিং প্রসিদ্ধমেতৎ ॥ ৩৩ ॥

আনন্দগিরি ।—মনস্চঞ্চলমস্থিরমিত্যুপশ্রুত্যা নির্কিংশেষে চিত্ততৈর্হেয়াং দুঃশক্যমিতি
মহানকুতূহাপবুভুৎসয়া পৃচ্ছতীতি প্রশ্নমুখাপন্নতি এতত্ত্বেনিতি । তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং শুশ্রূষুরিতি
মহানঃ মনস্চঞ্চলচ্ছেৎপি তন্নিগ্রহদ্বারা যোগতৈর্হেয়াং সম্পাদ্যতামিত্যাশঙ্ক্যাহ এতত্ত্বেনিতি ।
প্রসিদ্ধমিতি সম্বন্ধঃ ॥ ৩৩ ॥

রামানুজ ।—যোহয়ং দেবমহুয্যাদিভেদেন জীবৈশ্বরভেদেনাত্যন্তভিন্নতায়ৈতাবত্তং
কালমহুভূতেষু সর্কেষ্বাশ্রয় জ্ঞানৈকাকারতয়া পরস্পরসাম্যোনাকর্ষবশততয়া চেশ্বর-
সাম্যেন সর্কতঃ সমদর্শনরূপো যোগস্বয়োক্তঃ এতত্ত্ব যোগস্ত স্থিরাং স্থিতিং ন পশ্যামি
মনসস্চঞ্চলত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥

হনুমান্ ।—সর্কযোগিনামেতত্ত্ব যথোক্তত্ত্ব অদর্শনলক্ষণত্ত্ব যোগত্ত্ব দুঃসম্পাদ্যত্যাঃ
মানক্য শুশ্রূষুস্তৎপ্রত্যাশ্রয়মর্জ্জুন উবাচ যোহয়মিতি । যোহয়ং যোগস্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন
এতত্ত্ব যোগস্তাহং ন পশ্যামি নোপলভে চঞ্চলত্বান্ননসঃ স্থিতিং স্থিরামচলাং প্রসিদ্ধমেতৎ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধর ।—উক্তলক্ষণত্ত্ব যোগস্তাসম্ভবং মাখনোহর্জ্জুন উবাচ যোহয়মিতি । সাম্যেন
মনসো লয়বিক্ষেপশূন্ততয়া কেবলাত্মাকারাবস্থানেন যোহয়ং যোগস্বয়া প্রোক্তঃ, এতত্ত্ব
যোগস্ত স্থিরাং দীর্ঘকালং স্থিতিং ন পশ্যামি মনসস্চঞ্চলত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥

বলদেব ।—উক্তমাক্ষিপন্নর্জ্জুন উবাচ যোহয়মিতি । সাম্যেন স্বপরস্বত্বঃখতৌল্যেন
যোহয়ং যোগস্বয়া সর্কজ্ঞেন প্রোক্তত্ত্ব স্থিরাং সার্কদিকীং স্থিতিং নিষ্ঠামপ্যাহং ন পশ্যামি,
কিন্তু দ্বিত্রাণ্যেব দিনানাত্যর্থঃ । কুতঃ ? চঞ্চলত্বাৎ । অয়মর্থঃ, বজ্রু উদাসীনেষু চ
তৎসাম্যং কদাচিৎ স্যাৎ, ন শত্রুযু নিন্দকেষু চ কদাচিদপি, যদি পরমাত্মাধিষ্ঠানত্বং
সর্কজ্ঞাবিশেষমিতি বিবেকেন ভদগ্রাহম্, ত্ৰি ন তৎ সার্কদিকম্ । অতিচপলস্ত বলিষ্ঠস্ত চ
মনসন্তেন বিবেকেন নিগ্রহীতুমশক্যত্বাদিতি ॥ ৩৩ ॥

মধুসূদন ।—উক্তমর্থমাক্ষিপন্ অর্জ্জুন উবাচ যোহয়মিতি । যোহয়ং সর্কজ্ঞ সমদৃষ্টি-
লক্ষণঃ পরমো যোগঃ সাম্যেন সমচ্ছেন চিত্তগতানাং রাগদ্বेषাদীনাং বিষমদৃষ্টিহেতুনাং
নিরাকরণেন ত্বয়া সর্কজ্ঞেনেত্বরেণোক্তঃ, হে মধুসূদন ! সর্কবৈদিকসম্প্রদায়প্রবর্তক ! এতত্ত্ব
তদ্বক্তব্য সর্কমনোবৃত্তিনিরোধলক্ষণস্য যোগস্য স্থিতিং বিত্তমানতাং স্থিরাং দীর্ঘকালানু-
বর্তিনীং ‘ন পশ্যামি’ ন সম্ভাবয়ামি, অহমব্রহ্মবোধোহস্তো বা যোগাভ্যাসো নিপুণঃ । কন্মার
সম্ভাবয়সি ? তত্রাহ চঞ্চলত্বাৎ মনস ইতি শেষঃ ॥ ৩৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—সাম্যযোগমশক্যং মহান উপায়ান্তরবুভুৎসয়ার্জ্জুন উবাচ যোহয়মিতি ।
‘যোহয়ং যোগস্বয়া সাম্যেন প্রোক্তোহহিংসাপ্রাধাত্তেন সন্ন্যাসপূর্ককতয়া বর্ণিতঃ হে

মধুসূদন ! তস্য যোগস্য সৰ্ববৃত্তিনিরোধরূপস্য স্থিতিং ন পশ্যামি মনশ্চলনাদিভি
শেষঃ ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—ভবছক্ললক্ষণস্য সাম্যস্ত দুষ্করত্বমালক্ষ্যাহ যোহয়মিতি । এতস্য
সাম্যেন প্রাপ্তস্য যোগস্য দ্বিরাং সার্বদিকীং স্থিতিং ন পশ্যামি, এষ যোগঃ সৰ্বদা ন
তিষ্ঠতি, কিন্তু ত্রিচতুরদিনান্তেবেত্যর্থঃ । কৃতঃ ? চঞ্চলত্বাৎ । তথাহি আত্মস্থত্বদুঃখসমন্বৈব
সৰ্বজগৎবর্ত্তিজ্ঞানানাং স্তম্ভদুঃখং পশ্চেদিতস্যামুক্তম্ । তত্র যে বন্ধবস্তটহাশ্চ, তেষু সামাং
ভবেদপি, যে রিপবো ঘাতকাঃ ষেষ্টারো নিন্দকাশ্চ তেষু ন সম্ভবেদেব । ন হি মশা^১ স্বস্য
যুধিষ্ঠিরস্য দুৰ্য্যোধনস্য চ স্তম্ভদুঃখে সৰ্বথা তুল্যো দ্রষ্টুং শক্যোত । যদি চ স্বস্য স্বরিপুণাঞ্চ
জীবাশ্চপরমাত্মপ্রাণেন্দ্রিয়দৈহিকভূতানি সমান্তেবেতি বিবেকেন পশ্চেত, তদা তৎ খলু
দিজ্জিদ্দিনান্তেব স্যাৎ । বিবেকেনাতিপ্রবলস্যাতিচঞ্চলস্য মনসো নিগ্রহণাশক্যত্বাৎ ।
প্রত্যুত বিষয়াসক্তেন তেন মনসৈব বিবেকস্য গ্রস্যমানত্বদর্শনাদিতি ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য ।—শ্রীভগবানের উপদেশ বাক্য সমূহ আকর্ষণ করিয়া, চিন্তা-
নিরোধ নিতান্ত ক্লেশসাধ্য জ্ঞানে, অর্জুনের নিম্নলিখিতরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করি-
লেন । হে মধুসূদন ! তুমি সৰ্ববৈদিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, সৰ্ববিশ্বের
নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞ, সৰ্বজ্ঞানের উৎপত্তিস্থল । অতএব তোমার বাক্যে কখনই
কোন সন্দেহ হইতে পারে না । কিন্তু সৰ্বমনোরত্তির নিরোধরূপ যে
যোগের বিষয় তুমি পরিবাক্ত করিলে, তাহা যে দীর্ঘকাল বিস্তমান থাকিতে
পারে, এরূপ কোনই সম্ভাবনা আমি দেখিতে পাইতেছি না । কারণ,
মনুষ্টের মন স্বভাবতঃ নিতান্ত চঞ্চল । বিষয় হইতে বিষয়াস্তরের অন্বেষণ
এবং ভোগ হইতে ভোগান্তর অবলম্বনই তাহার প্রাকৃতিক ধর্ম ।
মন প্রতিনিয়ত অস্থির ভাবে বিভিন্ন ব্যাপারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে ।
এতাদৃশ চঞ্চল-চিন্তা যে দীর্ঘকাল স্থির থাকিতে পারে, ইহা আমার কখনই
মনে হয় না ।

শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায় । আপনি সম্প্রতি স্বকীয় ও
পরকীয় স্তম্ভদুঃখ বিষয়ে তুল্যবোধরূপ যে যোগের বিষয় বাক্ত করিলেন, সে
নিষ্ঠা দুই ! তিন দিবসের অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে, এরূপ
আমি বোধ করিতেছি না । বস্তুরার তাবলোকের স্তম্ভদুঃখ স্বকীয় স্তম্ভ-
দুঃখের অনুরূপ জ্ঞান করাই সামাযোগ । কিন্তু প্রাণোপম বন্ধু ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব
উদাসীন এতদুভয়ের স্তম্ভদুঃখে সমজ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে । অবিরত
হিতকাম আত্মীয় ও কুৎসাকারী শত্রু এতদুভয়ের অভ্যুদয় ও অবনতিতে

সমান আনন্দ ও বিষাদ অনুভব করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। পরম ভক্তিভাজন পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ও প্রতিনিয়ত অবমাননাকারী বদ্ধবৈরী দুর্যোধন এতদুভয়কে কখনই আমি সমভাবে সম্মর্শন করিতে পারি না। যদি তুমি বল যে, সর্বত্র নির্বিশেষরূপে পরমাত্মা বিরাজমান আছেন, বিবেকবলে এইরূপ উপলব্ধি করিয়া, তদনুসারে সর্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়াই আবশ্যক ; তাহা হইলেও আমার বক্তব্য এই যে, তাদৃশ বিবেক কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, মন অতি চপল ও অতি বলিষ্ঠ ; বিবেক দ্বারা তাহার নিগ্রহ-সাধন অসম্ভব। বিষয়াসক্ত নিরতিশয় বল-সম্পন্ন মন অচিরে সেই বিবেককে গ্রাস করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

-:-:-

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদৃঢ়ম্ ।

তস্মাহং নিগ্রহং মন্তো বায়োরিব সূক্ষ্মকরম্ ॥ ৩৪ ॥

অর্থঃ ।—কৃষ্ণ (নারায়ণ) হি (যস্মাৎ) মনঃ চঞ্চলং (স্বভাবতঃ চপলম্) প্রমাথি, শরীরেন্দ্রিয়ক্ষোভকরম্ বলবৎ (দুর্নিবারম্) দৃঢ়ং (বিষয়বাসনানুসৃততয়া দুর্ভেদ্যম্) অহং (অজ্ঞানঃ) তস্মা (মনসঃ) নিগ্রহং (নিরোধম্) বায়োঃ ইব (আকাশস্থস্ত পবনস্ত তুল্যম্) সূক্ষ্মকরং (সর্বথা কষ্টমশক্যম্) মন্তো ॥ ৩৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু মন আশ্রয় শরীরেন্দ্রিয়-বিক্ষেপকারী প্রবল অচ্ছেদ্য ; আমি এতাদৃশ-মনের নিরোধ বায়ুর ন্যায় অসাধ্য মনে করি ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে পুরুষোত্তম নারায়ণ ! মন স্বভাবতঃ নিরতিশয় চপল, শরীরেন্দ্রিয়কে বশীভূতকারী, অনায়ত্ত এবং অজেয়। এতাদৃশ মনকে আয়ত্তাধীন করিয়া তাহার নিরোধ-সাধন করা, স্বচ্ছন্দ-বিহারি-বায়ু নিরোধের ন্যায়, অসাধ্য ব্যাপার বলিয়া আমি বিবেচনা করি ॥ ৩৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—চঞ্চলমিতি । চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ ইতি । (কৃষতেবিলেখনার্থস্য রূপম্) তক্তজনপাপাদিদোষকর্ষণাৎ কৃষ্ণ ! হি যস্মায়নঃ চঞ্চলং ন কেবলমত্যর্থঃ চঞ্চলং প্রমাণি চ প্রমথনলীলং প্রমথ্যতি শরীরমিঞ্জিয়াপি চ বিক্ৰিপতি পরবলীকরোতি । কিঞ্চ বলবৎ প্রবলং ন কেনচিন্নিস্তং শক্যং দুর্নিবারহাৎ । কিঞ্চ দৃঢ়ং তন্তুনাগবদচ্ছেদাৎ তসৌবভূতস্য মনসোহহং নিগ্রহং রোধং মন্ত্রে বায়োরিব যথা বায়োহুর্ধ্বো নিগ্রহন্ততোহপি মনসো হৃদরং মন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

আনন্দগিরি ।—মনসচঞ্চলম্বেহপি কৃষ্ণপদপরিম্পর্কপ্রকারং সূচয়তি • কৃষ্ণ ইতীতি । কথং কর্ককমাপ্তকামস্য ভগবতঃ সম্ভবতীত্যশঙ্ক্যাহ ভক্তেতি । ঐহিকামুদিক-সর্বসম্পদামাকর্ষণলীলাচ্চেতি দ্রষ্টব্যম্ । প্রমথ্যতি কোভয়তি । তদেব কোভকং প্রকটয়তি বিক্ৰিপতীতি । দুর্নিবারমভিপ্রেতাবিষয়াদাকটু মশক্যং বিশেষণান্তরমাহ কিক্কেতি । অচ্ছেদ্যং বিশেষণান্তরমাহ দৃঢ়মিতি । তন্তুনাগো বরুণপাশশব্দিতো জল-চারী পদার্থোহত্যন্তদৃঢ়তয়া ছেদু মশক্যম্বেন প্রসিদ্ধো বিবক্ষিতঃ । বায়োরিত্যুক্তং ব্যমক্তি যথেন্টি ॥ ৩৪ ॥

রামানুজ ।—তথাজনবরতাভ্যন্তবিষয়েষপি স্বতএব, চঞ্চলং পুরুষৈকজ স্থাপয়িতুমশক্যং মনঃ পুরুষং বলাৎ প্রমথ্য বদচ্ছান্তজ চরতি তন্তু সাতাত্তবিষয়েষপি চঞ্চলম্ভাবন্ত দৃঢ়মচঞ্চলম্ভাবন্ত মনসন্তদ্বিপরীতাকারাঅনি স্থাপয়িতুং বিনিগ্রহং কর্তুং প্রতিকূলগতৈর্গহাবাতন্ত বাজনাদিনেব হৃদরমহং মন্ত্রে মনোনিগ্রহো বায়োরিব জংখ-কোহন্তন্তুনিগ্রহোপায়ো বক্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

হনুমান্ ।—চঞ্চলমিতি । কৃষ্ণ ইতি । (কৃষতেবিলেখনার্থস্তরূপম্) মোগি-তক্তজনয়োঃ পাপাদিদোষকর্ষণাৎ কৃষ্ণ ! কেবলমত্যর্থঃ চঞ্চলং মনঃ প্রমাণি প্রমথনলীলং প্রমথ্যতি শরীরমিঞ্জিয়াপি চ বিজ্ঞেয়তি নরং বলীকরোতি, কিঞ্চ বলবত্ত কেনচিন্নিস্তং শক্যম্, কিঞ্চ দৃঢ়ং তন্তুনাগবৎ তন্তুবভূতস্ত মনসঃ অহং নিগ্রহং নিরোধং মন্ত্রে বায়োরিব সূহৃদরং যথা বায়োহুর্ধ্বো নিগ্রহন্তথা হৃদরং মন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

ক্রীধর ।—এতৎসূচয়তি চঞ্চলমিতি । চঞ্চলং স্বভাবেনৈব চপলম্, কিঞ্চ প্রমাণি প্রমথনলীলং দেহেন্দ্রিয়কোভকরমিত্যর্থঃ ; কিঞ্চ বলবদ্বিচারেণাপি জেতুমশক্যম্, কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনাভুবক্তয়া দুর্ভেদ্যং অতো যথাকাশে দোধ্যমানস্ত বায়োঃ কুণ্ডাদিনু নিরোধনমশক্যম্, তথাহং তন্তু মনসো নিগ্রহং নিরোধং সূহৃদরং সর্বথা কর্তুমশক্যং মন্ত্রে ॥ ৩৪ ॥

বলদেব ।—তদেবাহ চঞ্চলং ইতি । মনঃ স্বভাবেন চঞ্চলম্ । নতু “আত্মানং রুধিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ । বুদ্ধিস্ত সারথিঃ বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ । ইঞ্জিয়াপি হনানাহবিষয়াংস্তেষু গোচরান্ । আয়েন্নিয়মনোবুস্তো ভোক্তেত্যাহমনীবিণঃ ॥” ইতি শ্রুতবুদ্ধিনিয়ম্য মনঃ শ্রয়তে, ততো বিবেকিত্য বুদ্ধ্যা শক্যং তমলীকর্তুমিতি চেৎ তদ্রাহ

প্রমাণীতি । তাদৃশীমপি বুদ্ধিঃ প্রমথ্যতি । কুতঃ ? বলবৎ স্বপ্রশমকমপৌষধং যথা বলবান্ রোগো ন গণয়তি তদ্বৎ । কিঞ্চ দৃঢ়ং হৃচ্যা লোহমিব তাদৃশ্যপি বুদ্ধ্যা ভেত্তুমশক্যম্, অতো যোগেনাপি তন্ত নিগ্রহমহং বায়োরিব সূহৃৎকরং মন্ত্বে । ন হি বায়ুসৃষ্টিনা ধৰ্ত্তুং শক্যতে, অতন্তত্ত্রোপায়ং ক্রহীতি ॥ ৩৪ ॥

মধুসূদন ।—সৰ্বলোকপ্রসিদ্ধত্বেন তদেব চঞ্চলস্থমুপপাদয়তি চঞ্চলং হীতি । চঞ্চলং অত্যর্থং চলং সদাচলনস্বভাবঃ মনঃ হি প্রসিদ্ধমেবৈতৎ । ভক্তানাং পাপাদিদোষান্ সৰ্ব্বথা নিবারয়িতুমশক্যানপি কৃষতি নিবারয়তি, তেষামেব সৰ্ব্বথা প্রাপ্তুমশক্যানপি পুরুষার্থানাকৰ্ষতি প্রাপন্নতীতি বা কৃষ্ণত্বেন রূপেণ সযোধয়ন্ দুনিবারমপি চিত্তচাঞ্চল্যং নিবার্য দুস্ত্রাপমপি সমাধিস্থং স্বমেব প্রাপয়িতুং শক্নোবীতি হৃচয়তি । ন কেবলমত্যর্থং চলম্, কিন্তু প্রমাণি শরীরমন্ত্রিয়াণি চ প্রমথিতুং ক্ষোভয়িতুং শীলং যন্ত তৎ ক্ষোভকতয়া শরীরেজ্রিয়সংঘাতস্ত বিবশতাহেতুরিত্যর্থঃ । কিঞ্চ বলবদভিপ্রোভাষিয়াং কেনাপ্যুপায়েন নিবারয়িতুমশক্যম্, কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনাসহস্রানুহৃতভয়া ভেত্তুমশক্যং তন্তনাগবদচ্ছেদ-মিতি ভাষ্যে । তন্তনাগো নাগপাশঃ তান্তনুীতি গুৰ্জরাদৌ প্রসিদ্ধো মহাহৃদনিবাসী জন্তু বিশেষো বা । তন্ত্রাতিদৃঢ়তয়া বলবতো বলবন্তয়া প্রমাণিনঃ প্রমাণিতয়াতিচঞ্চলস্ত মহা-মণ্ডবনগজস্যেব মনসো নিগ্রহং নিরোধং নিবৃত্তিকতয়াবস্থানং সূহৃৎকরং সৰ্ব্বথা কৰ্ত্তুমশক্য-মহং মন্ত্বে বায়োরিব, যথাকাশে দোধ্যমানস্য বায়োনিচলত্বং সম্পাদ্য নিরোধনমশক্যং তদ্বদিত্যর্থঃ । অয়ন্তাবঃ । জাতেহপি তদ্বজ্ঞানে প্রারককৰ্মভোগায় জীবতঃ পুরুষস্য কৰ্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বসুখদুঃখরাগদ্বेषাদিলক্ষণশ্চিভূতধৰ্ম্মঃ ক্লেশহেতুহৃদ্যাধাতানুভূত্যাপি বন্ধো ভবতি, চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপেণ তু যোগেন তস্য নিবারণং জীবনুষ্কিরিত্যুচ্যতে । যস্যাস্য সম্পাদনেন স যোগী পরমো মত ইত্যুক্তম্ । তত্রেদমুচ্যতে । বন্ধঃ কিং সাক্ষিণো নিবার্যতে ? কিং বা চিত্তাৎ ? নাস্তত্তদ্বজ্ঞানেনৈব সাক্ষিণো বন্ধস্য নিবারিতত্বাৎ । ন তু দ্বিতীয়ঃ স্বভাববিপর্যয়া যোগাধিরোধিসম্ভাবাচ । ন হি জলাদার্দ্রত্বমগ্নেবৌষধং নিবারয়িতুং শক্যতে, “প্রতিক্রম-পরিণামিনো হি ভাবা ঋতে চিতিশক্তে” ইতি ভ্রাত্যেন প্রতিক্রমপরিণামস্বভাবত্বাচ্চিভূতস্য প্রারকভোগেন চ কৰ্মণা কৃত্ত্বাবিভা তৎকার্যনাশনে প্রবৃত্তস্য তদ্বজ্ঞানস্যাপি প্রতিবন্ধঃ কৃত্বা সকলদানায় দেহেজ্রিয়াদিকমবস্থাপিতম্ । ন চ কৰ্মণা স্বকলসুখদুঃখাদিভোগ-শ্চিভূতবৃত্তিভিনা । সম্পাদয়িতুং শক্যতে, তস্মাদন্যতাপি স্বাভাবিকানামপি চিত্তপরিণামানাং কথঞ্চিন্মোগেনান্তিভবঃ শক্যতে কৰ্ত্তুম্, তথাপি তদ্বজ্ঞানাদিব যোগাদপি প্রারক-ফলস্য কৰ্মণঃ প্রাবলাদবশস্তাবিনি চিত্তস্য চাঞ্চল্যে যোগেন তন্নিবারণমশক্যমহং স্ববোধাদেব মন্ত্বে, তস্মাদনুপপন্নমেতদ্যোপায়মেন সৰ্ব্বত্রসমুদর্শী পরমো যোগী মত ইত্যৰ্ছুনস্যাৎকৈঃ ॥ ৩৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এতদেবোপপাদয়তি চঞ্চলং হীতি । প্রমাণি বহুদস্থ্যবদেকস্য প্রর্থনশীলম্ ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ । -- এতদেবাহ চঞ্চলমিতি । নহু "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথ-
মেব চ" ইত্যাদি ক্রতেঃ । "প্রাহুঃ শরীরং রথমিচ্ছিয়াণি হয়ানভীষূন মন ইচ্ছিরেশম্ ।
বজ্রাতিমাত্রাধিষনাঞ্চ সূতম্" ইতি স্বতেশ্চ, বুদ্ধেৰ্মনোনিয়ন্তৃদর্শনাধিব্যবত্যা বুদ্ধ্যা
মনো বশীকর্তৃং শক্যমেবেতি চেদত আহ চঞ্চলমিতি । প্রমাণি বুদ্ধিমপি প্রকর্ষণেণ মত্থাতীতি,
তৎ । কৃত ইতি চেদত আহ বলবৎ । স্বপ্রশমকমৌষধমপি বলবান্ রোগো যথা ন গণয়তি
তথৈব স্বভাবাদেব বলিষ্ঠং মনো বিবেকবতীমপি বুদ্ধিম্ । ক্লিষ্টং দৃঢ়ং অতিসূক্ষ্মমুচ্যাপি
লোহমিব সহসা বুদ্ধ্যা ভেত্তুমশক্যম্ । বায়োরিতি আকাশে দোধ্যমানস্য বায়ৌনিগ্রহঃ
কুস্তাদিনা নিরোধমিব যোগেনাষ্টাঙ্গেন মনসোহপি নিরোধং দৃকরণং মন্তে ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য । -- মন স্বভাবতঃ নিরতিশয় চঞ্চল, ইহা সর্ব-লোক প্রসিদ্ধ ।
এতাদৃশ মনকে নিরোধ করাই যোগের প্রধান প্রয়োজন, কিন্তু তাহা কোন
ক্রমেই সহজ সাধা নহে জানিয়া, জ্ঞানার্থী অর্জুন সকাতির স্বকীয় হৃদয়সংখ্য,
গুরুপদাভিষিক্ত জগৎগুরু জগন্নাথের সমীপে অন্তরের আশঙ্কা পরিব্যক্ত
করিতেছেন । পার্থ প্রথমতঃ শ্রীভগবান্কে কৃষ্ণ এই নামে সম্বোধন করিয়া
স্বকীয় ভক্তি ও সখ্যতার সম্যক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । সেই গোপীজন-
বল্লভ নরকান্তকারী নারায়ণের অকৃত্রিম বান্ধবগণই তাঁহাকে কৃষ্ণনামে
সম্বোধন করিয়া অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করেন । সেই সান্ত্বরূপ
অনন্ত-পুরুষের সহস্র নাম মধ্যস্থ কৃষ্ণ-নামই তদীয় সৌভাগ্যবান্ অন্তরঙ্গগণের
পরম প্রিয় । এই মধুর নামের অর্থও অতীব আনন্দজনক : ১০৯ পৃষ্ঠার
টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) । যিনি ভক্তজনের পাপাদি দোষ সমূহ আকর্ষণ করেন,
তিনিই কৃষ্ণ । যিনি ভাঙ্গাদিগের পুরুষার্থপ্রাপ্তির উপায়বিধান করেন,
তিনিই কৃষ্ণ । এরূপ পরমার্থপ্রদ পরম পুরুষ ভিন্ন আর কে মনের আশঙ্কা
বিদূরিত করিবে ? এইরূপ ভক্তজনবৎসল, সর্বশক্তিমান ভগবানের সম্মুখে
অর্জুন নিবেদন করিতেছেন, হে কৃষ্ণ ! মন স্বভাবতঃ নিত্যচঞ্চল,
অধিকন্তু শরীরেন্দ্রিয়ের বিক্ষোভ করিয়া তৎসমূহকে বিবশ করাই
তাঁহার প্রকৃতি । শ্রীমন্নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, বহু দস্যু সমবেত হইয়া যেমন
একজন পাস্তকে বিমদ্বিত করে, তদ্রূপ মন আদি একমাত্র আত্মাকে
প্রমথিত করে । বিষয়ভোগের প্রলোভন হইতে তাহাকে নিঃসৃত
করা কোন উপায়েই সম্ভবপর নহে । সেই মন নিরন্তর অসংখ্য বিষয়-
বাসনা পরিবৃত্ত হইয়া যেন নাগপাশ বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ; সুতরাং
তাহা অচ্ছেদ্য ও দুর্ভেদ্য । 'শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য' 'দৃঢ়' এই শব্দার্থ প্রসঙ্গে

‘তন্তুনাগবৎ’ এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। নাগপাশ ইহাই তন্তুনাগ শব্দের অর্থ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা লিখিয়াছেন, গুর্জরাদি দেশে মহাত্মদমধ্যে তান্তুনী নামে একপ্রকার প্রবলবলশালী জন্তু বাস করে। মন তাহাদেরই দ্বারা অজেয়। অথবা অরণ্যচর মন্ত-মাতঙ্গের দ্বারা ‘মনের নিরোধ নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। বিমানস্থ বায়ু যখন প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, তখন তাহার গতি-রোধ করা যেরূপ অসম্ভব, এই মনের নিরোধ করাও তদ্রূপ সূক্ষ্মরূপে ব্যাপার বলিয়া আমি মনে করি। শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, আকাশ প্রদেশে যখন উচ্ছ্বল ভাবে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন কুস্তাদি পাত্রমধ্যে যেমন তাহাকে নিরোধ করিয়া রাখা অসম্ভব, তদ্রূপ স্বভাবতঃ অস্থির চিত্তের নিরোধ-সাধনও অসম্ভব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অর্জুনের উল্লিখিতরূপ আশঙ্কার নিম্নলিখিতরূপ ভাবার্থ প্রকটিত করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান উপজাত হইলেও, প্রারম্ভ কৰ্ম্ম-ভোগের নিমিত্ত গৃহীতকন্ম পুরুষের কৰ্ত্তব্য, ভোক্তব্য, রাগ, দ্বেষাদিলক্ষণ চিত্তের ‘কৰ্ম্মসমূহ তাহার বন্ধনের হেতুভূত হইয়া থাকে। চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগের দ্বারা তাহার নিবারণ করিতে পারিলেই জীবমুক্তি লাভ করা যায়। কিন্তু এই চিত্ত প্রতিক্ষণ পরিণাম-স্বভাব। কোন প্রকার উত্তোষেই ইহার এই স্বভাব অতিভব করা যায় না। প্রারম্ভ কৰ্ম্মেব প্রবলতা হেতু চিত্তের চাকলা অবশ্যস্বাভাবী। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেও যখন তাহার নিবারণ হয় না, তখন যে যোগের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইতে পারিবে, ইহা আমার মনে হয় না; ইহাটী অর্জুনোক্তির স্থূল তাৎপর্য।

শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। শ্রুতি বলিয়াছেন, “আত্মাকে রথীশ্বররূপ, শরীরকে রথস্বরূপ, বুদ্ধিকে সারথীস্বরূপ, মনকে বল্গাস্বরূপ, এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্বরূপ জানিবে, ইত্যাদি।” অতএব বিবেক বিশিষ্ট বুদ্ধির দ্বারা মনকে নিয়মিত করা আবশ্যিক। কিন্তু তাহা বড়ই বলবান। অতি সূক্ষ্ম সূচীর দ্বারা যেমন লৌহকে সহসা ভেদ করা যায় না, তদ্রূপ বুদ্ধি দ্বারা মনকে ভেদ করা যায় না। মুষ্টি দ্বারা যেরূপ বায়ুকে ধারণ করিয়া রাখা যায় না, তদ্রূপ যোগের দ্বারা চিত্তনিরোধ অসম্ভব বলিয়া আমার বোধ হয়। অতএব হে ভগবন্! আপনি তাহার প্রকৃত উপায় পরিবাস্ত কঙ্কন ॥ ৩৪ ॥



শ্রীভগবানুবাচ ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে ॥ ৩৫ ॥

• অর্থঃ । শ্রীভগবানু উবাচ (কথয়ামাস) । মহাবাহো মনঃ দুর্নিগ্রহং (নিগ্রহীভূমশ্যক্যম্) চলং (স্বভাবচঞ্চলম্) [এতৎ] অসংশয়ং (সন্দেহ-শূন্যম্) তু (কিন্তু) কৌন্তেয় অভ্যাসেন (কস্যযোগাভ্যাসেন) বৈরাগ্যেণ (বিষয়দোষদর্শনাৎ বিষয়েষু বিতৃষ্ণয়া) চ গৃহতে (নিরুধ্যতে) ॥ ৩৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—শ্রীভগবানু কহিলেন । মহাবাহো মন দুর্নিগ্রহ চঞ্চল [ইহা] সংশয়হীন কিন্তু পাথ অভ্যাস-দ্বারা এবং বৈরাগ্য-দ্বারা নিরোধ-করা যায় ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—শ্রীভগবানু উত্তর প্রদান করিলেন যে, হে বাহুবলশালিন ! তুমি যে মনকে চঞ্চল ও তাহার নিরোধ অসম্ভব বলিয়া নির্দেশ করিলে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই । কিন্তু হে পার্থ ! অভ্যাস ও বিষয় বিতৃষ্ণা সহকারে তাহাকে আয়ত্ত করা যাইতে পারে ॥ ৩৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—শ্রীভগবানুবাচ, এবমেতদ্বাচ্য ব্রবীষি অসংশয়মিতি । নাস্তি সংশয়ো মনো দুর্নিগ্রহং চঞ্চলমিত্যত্র হে মহাবাহো । কিন্তু অভ্যাসেন তু, অভ্যাসো নাম চিন্তভূমৌ কস্তাঞ্চিং সমানপ্রত্যয়্যাবৃতিশ্চিন্তস্ত বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে, বৈরাগ্যং নাম দৃষ্টাদৃষ্টেযু ভোগেষু দোষদর্শনাভ্যাসাৎ বৈতৃষ্ণ্যং বিষয়েষু বিতৃষ্ণাং বৈরাগ্যং তেন চ বৈরাগ্যেণ গৃহতে, বিস্কোপরূপঃ প্রচারশ্চিন্তস্তৈবং তন্মনো গৃহতে নিগৃহতে নিরুধ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

• আনন্দগিরি ।—প্রথমদ্বীকৃত্য প্রতিবচনমুখ্যাপরতি শ্রীভগবানিতি । কুত্র সংশয়-বাহিত্যং তত্রাহ মন ইতি কথং তর্হি মনোনিরোধো ভবতি তত্রাহ কিস্বিতি । অভ্যাসস্বরূপং সামাজ্যেন • নিদর্শয়তি অভ্যাসো নামেতি । • কস্তাকিচ্ছিন্তভূমৌ, বিতৃষ্ণাবিশেষিতো ধ্যেয়ো বিষয়ো নির্দিষ্টতে, সমানপ্রত্যয়্যাবৃতিবিক্রান্তীরপ্রত্যয়া-নস্তরিতেতি শেষঃ । (চিন্তস্তেতি বগী প্রত্যয়স্ত তদ্বিকারবৃত্তোত্ততনার্থম্) । বৈরাগ্যস্বরূপং নিরূপয়তি বৈরাগ্যমিতি । তেষু বৈতৃষ্ণ্যং বৈরাগ্যং • নামেতি সম্বন্ধঃ ।

তত্র হেতুং সূচয়তি দোষেতি । বিষয়েষু বিতৃষ্ণা বিষয়েষু দোষদর্শনমভ্যাস্ততে তেন বৈতৃষ্ণা জায়তে তেন নিগৃহ্যমাণম্ । নিগৃহ্যমাণঃ নিদিশতি বিক্ষেপেতি । তস্মিন্ গৃহীত নিরুদ্ধে মনোনিরোধেহস্ত কিং শ্রাদিত্যপেক্ষ্যামাহ এবমিতি । অভ্যাসহেতুকবৈরাগ্যদ্বারা চিত্তপ্রচারনিরোধ নিরুদ্ধবৃত্তিকং মনোবিষয়বিমুখমস্তনিষ্ঠং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

রামানুজ ।—চলনস্বভাবতয় মনোহ্রনিগ্রহমেবেত্যত্র ন সংশয়ঃ । তথাপ্যাশ্রমোক্তপাক্ষরহস্যাত্ম্যসজ্জনিতাভিমুখোনাশ্রব্যতিরিক্তেষু বিষয়েষপি দোষাকারদর্শনজনিতবৈতৃষ্ণ্যেন চ কথঞ্চিং গৃহ্যতে ॥ ৩৬ ॥

হনুমান্ ।—শ্রীভগবানুবাচ । অসংশয়মিতি । নাস্তি সংশয়ঃ মনো হ্রনিগ্রহং চল-
মিত্যত্র, কিন্তু অভ্যাসেন, অভ্যাসো নাম চিত্তভূমৌ কস্তাঞ্চিং সমানপ্রত্যয়বৃত্তিঃ, বৈরাগ্যং নাম
দৃষ্টাদৃষ্টভোগেষু দোষদর্শনাভ্যাসাবৈতৃষ্ণ্যং তেন বৈরাগ্যেণ গৃহ্যতে বিক্ষেপরূপচিত্তস্ত
প্রচারশ্চিত্তস্ত, এবং তন্মনো গৃহ্যতে নিরুদ্ধাথে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধর ।—তদুক্তং চঞ্চলাদিকমঙ্গীকৃত্যেব মনোনিগ্রহোপায়ং শ্রীভগবানুবাচ অসং-
শয়মিতি । চঞ্চলস্বাভিনা মনো নিরুদ্ধুমশক্যমিতি বহুদসি এতন্নিঃসংশয়মেব, তথাপি তু
অভ্যাসেন পরমাত্মাকারয়া পুস্ত্যা বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন চ গৃহ্যতে, অভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধা-
বৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধাপরতত্ত্বিকং সৎ পরমাত্মাকারেণ পরিণতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ।
তদুক্তং যোগশাস্ত্রে, “মনসো বৃত্তিশূন্যস্ত ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ । যা সংপ্রজ্ঞাতনামাসৌ
সমাধিরতিধীয়তে ॥” ইতি ॥ ৩৫ ॥

বলদেব ।—উক্তমর্থং স্বীকৃত্য শ্রীভগবানুবাচ অসংশয়মিতি । তথাপি স্বপ্রকাশ-
সুখৈকতানাত্মাত্মশূণ্যভিমুখোনাভ্যাসেনাত্মব্যতিরিক্তেষু বিষয়েষু দোষদৃষ্টজনিতেন বৈরাগ্যেণ
চ মনো নিগ্রহীতুং শক্যতে । তথা চাত্মানন্দাস্বাদাভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাবিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন চ
বিক্ষেপপ্রতিবন্ধান্নিবৃত্ত্যাপলং মনঃ সুগ্রহং যথা সদৌষধাভ্যাসেবায়ু স্পৃশ্যেন চ বলবানপি
বোগঃ সুজরন্তুধৈতদুদ্রষ্টব্যম্ । হে মহাবাহো ইতি শৌর্য্যেণ শাস্ত্রবর্মিব বিবেকেন মনো
জয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

মধুসূদন ।—ভমিমমাক্ষেপং পরিহরন্ শ্রীভগবানুবাচ অসংশয়মিতি । সম্যগিদিভং
তে চিত্তচিহ্নিতমতো নিগ্রহীতুং শক্যসীতি সন্তোষেণ সন্তোষয়তি, হে মহাবাহো ! মহাত্মো
সাক্ষান্নহাদেবেনাপি সহ কৃতপ্রহরণৌ বাহু বস্ত্রেতি নিরতিশয়মুৎকর্ষং সূচয়তি । প্রাক-
কর্মপ্রাবল্যাদসংযতাত্মনা হ্রনিগ্রহং চতুর্ধেনাপি নিগ্রহীতুমশক্যং প্রমাণি বলবদ্ভূমিতি
বিশেষণজ্ঞয়ং পিণ্ডীকৃত্য এতদুক্তম্, চলং স্বভাবচঞ্চলং মন ইত্যসংশয়ং নাস্ত্যেব সংশয়োহুৎ
সত্যান্নৈতৎস্বীকৃত্যর্থঃ । এবং সত্যপি সংযতাত্মনা সমাধিপ্রাপ্তোপায়েন যোগিনাত্ম্যাসেন
বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে নিগৃহ্যতে সর্ববৃত্তিশূন্যং ক্রিয়তে তন্মন ইত্যর্থঃ । অনিগ্রহীতুর
সংযতাত্মনঃ সকাশাৎ সংযতাত্মনো নিগ্রহীতুঃ বিশেষত্বোক্তনায় তুশকঃ । মনোনিগ্রহেহভ্যাস-
বৈরাগ্যয়োঃ সমুচ্চয়বোধনায় চক্ষকঃ । হে কোন্তের্যেতি । পিতৃবৎপুত্রদ্বয়বস্ত্রং ময়া সূখী-

কর্তব্য ইতি স্নেহসম্বন্ধস্থচনেনাখ্যাসয়তি । অত্র প্রথমার্ধেন চিত্তস্য হঠনিগ্রহো ন সম্ভবতীতি ।
 দ্বিতীয়ার্ধেন তু ক্রমনিগ্রহঃ সম্ভবতীত্যুক্তম্ । দ্বিবিধো হি মনসো নিগ্রহ হঠেন ক্রমেণ চ ।
 তত্র চক্ষুঃশ্রোত্রাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি বাকৃপাণ্যাদীনি কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ তদোগলকমাত্রো-
 পরোধেন হঠান্নিগ্রহস্তে, তদৃষ্টান্তেন মনোহপি হঠেন নিগ্রহীষ্যামীতি সূচ্য ভ্রান্তিৰ্ভবতি,
 ন চ তথা নিগ্রহীতুং শক্যতে তদোগলকস্য হৃদয়কমলস্য নিরোদ্ধুমশক্যত্বাৎ । অতএব
 ক্রমনিগ্রহ এব যুক্তঃ । তদেতত্ত্বগবান্ বশিষ্ঠ আহ, “উপবিশ্ত্রোপবিশ্ত্রৈব চিত্তজ্ঞেন যুগ্মযুগ্মঃ ।
 ন শক্যতে মনো জেতুং বিনা যুক্তিমনিব্বিতাম্ ॥ অঙ্কুশেন বিনা মন্তো যথা
 দুষ্টমতজজঃ । অধ্যাত্মবিজ্ঞাধিগমঃ সাধুসঙ্গম এব চ ॥ বাসনাসংপরিত্যাগঃ প্রাণ-
 স্পন্দনিরোধনম্ । এতান্তা যুক্তয়ঃ স্পষ্টাঃ সন্তি চিত্তজয়ে কিল ॥ সতীষু যুক্তিষেভ্যস্ত
 হঠান্নিয়ময়ন্তি যে । চেতস্তে দীপমুৎসৃজ্য বিনিয়ন্তি তমোহঙ্কনৈঃ ॥” ইতি । ক্রমনিগ্রহে
 চাধ্যাত্মবিজ্ঞাধিগম এক উপায়ঃ, সা হি দৃষ্টান্ত মিথ্যাৎ দৃগ্ভঙ্গনচ্ পরমার্থসত্যপরমানন্দ-
 স্বপ্রকাশত্বং বোধয়তি, তথাচ সত্যোত্তম্যনঃ স্বগোচরেষু দৃশ্যেষু মিথ্যাভ্বেন প্রয়োজনান্ভাবং
 প্রয়োজনরতি চ পরমার্থসত্যপরমানন্দরূপে দৃগ্ভঙ্গনি স্বপ্রকাশত্বেন স্বগোচরত্বং বুদ্ধা
 নিরিক্ষনান্নিবাং স্বয়মেবোপশাম্যতি । যন্ত বোধিতমপি তত্ত্বং ন সম্যগ্‌বুধ্যতে, বো বা
 বিস্ময়তি, তয়োঃ সাধুসঙ্গম এবোপায়ঃ, সাধবো হি পুনঃ পুনর্কৌশলন্তি স্মারয়ন্তি চ ।
 যন্ত বিজ্ঞানদাদিহুর্কাসনরা গীভ্যমানো ন সাধুনুবত্তিতুমুৎসহতে, তন্ত পূর্কৌশলবিবেচন
 বাসনাপরিত্যাগ এবোপায়ঃ । যন্ত বাসনানামতিপ্রাবল্যাৎ তান্ত্যংকুং ন শক্যোতি তস্য
 প্রাণস্পন্দনিরোধ এবোপায়ঃ । প্রাণস্পন্দবাসনয়োশ্চিত্তপ্রেরকত্বাৎ তয়োনিরোধে চিত্ত-
 শান্তিরূপপত্ততে । তদেতদাহ স এব, “যে বীজে চিত্তবৃক্ষস্য প্রাণস্পন্দন-বাসনে ।
 একস্মিন্চ তয়োঃ কীণে ক্ষিপ্ৰং যে অপি নশ্রুতঃ ॥ প্রাণায়ামদৃঢ়াত্যাসৈষুক্ত্যা চ
 শুক্লদন্তয়া । আসনাশনযোগেন প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে ॥ অসঙ্গব্যবহারিত্বাত্তবতাবনবর্জ-
 নাৎ । শরীরনাশদর্শিত্বাৎ আসনা ন নিবর্ততে ॥ বাসনাসংপরিত্যাগাচ্চিত্তং গচ্ছত্যা-
 চিত্ততাম্ । প্রাণস্পন্দনিরোধাত্ত যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ এতাবন্মাত্রকং যন্তে রূপং
 চিত্তস্ত রাশিব ! । মন্তাবনং বস্ত্রনোহস্তর্কস্তত্বেন রসেন চ ॥ যদা ন ভাব্যতে কিঞ্চিৎ
 .হেরোপাদেয়রূপি যৎ । স্থীয়তে সকলং ত্যক্তা তদা চিত্তং ন জায়তে ॥ অত্রাসনত্বাৎ
 স্নাততং যদা ন মনুতে মনঃ । অমনস্তা তদোদেতি পরমাত্মপদপ্রদা ॥” ইতি । অত্র
 ষাবেবোপায়ো পর্যাবসিতো । প্রাণস্পন্দনিরোধার্থমভ্যাসঃ, বাসনাপরিত্যাগার্থক বৈরাগ্য-
 মতি । ‘সাধুসঙ্গমাধ্যাত্মবিজ্ঞাধিগমো স্বভ্যাসবৈরাগ্যোপপাদকতরাত্ত্বাধিস্কৌ তয়ো-
 রেবান্তর্ভবতঃ । অতএব ভগবতাভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চেতি স্বয়মেবোক্তম্ । অতএব
 ভগবান্ পতঞ্জলিরস্বত্রেণ “অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ” ইতি । তাসাং প্রাপ্ত-
 ত্বানাং প্রমাণবিপর্যয়বিকল্পনিব্ধাস্বত্বিরূপেন পঞ্চবিধানামনস্তানামাস্থরত্বেন ক্রিষ্টানাং
 দৈবত্বেনাক্রিষ্টানামপি বৃত্তীনাং সর্কাসামপি নিরোধে নিরিক্ষনান্নিবহুপশীমাধ্যঃ পঙ্কি

নামোহভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ সমুচ্চিতেন চ ভবতি । তদ্বক্তং যোগভাষ্যে, “চিন্তনদৌ নামোভয়তো বাহিনী বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ, তত্র যা কৈবল্যপ্রাপ্তারা বিবেকনিম্না সা কল্যাণবহা, যা ত্ববিবেকনিম্না সংসারপ্রাপ্তারা সা পাপবহা, তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়শ্রোতঃ খিলীক্লিয়তে, বিবেকদর্শনাভ্যাসেন চ কল্যাণশ্রোতঃ উদবাট্যাতে ইত্যুভয়াধীনশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ ।” ইতি প্রাপ্তারনিম্নপদে তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্য-প্রাপ্তারাং চিন্তমিত্যত্র ব্যাখ্যায়তে । যথা তীত্রবেগোপেতং নদীপ্রবাহং সেতুবন্ধনেন নিবার্য কল্যাণপ্রয়নেন ক্ষেত্রাভিমুখং তিৰ্য্যাক্ প্রবাহাস্তরমুৎপাদ্যতে, তথা বৈরাগ্যেণ চিন্তনদ্যাং বিষয়প্রবাহং নিবার্য সমাধ্যভ্যাসেন চ প্রশান্তবাহিতা সংপাদ্যত ইতি দ্বারভেদাৎ সমুচ্চয় এব । একদ্বারস্তে তি ত্রীহিববর্ষিকল্পঃ স্যাদিতি । মন্ত্রজপদেবতা-ধানাদীনাং ক্রিয়াক্রপাণামাবৃত্তিলক্ষণেহভ্যাসঃ সম্ভবতি, সৰ্বব্যাপারোপরমস্যা তু সমাধেঃ কো নামাভ্যাস ইতি শঙ্কাং নিবারয়িতুমভ্যাসং সূত্রয়তি স্ম । “তত্র স্থিতৌ যদ্বোহভ্যাসঃ” ইতি । তত্র স্বরূপাবস্থিতে দ্রষ্টারি বিশুদ্ধে চিদাত্মনি চিন্ত্যাবৃত্তিকস্য প্রশান্তবাহিতারূপা নিশ্চলতা স্থিতিসুদৰ্শং যদ্বো মানস উৎসাহঃ স্তভাবচাকল্যাঘহিঃপ্রবাহশীলং চিন্তং স্বরূপা নিরোৎসাহমীত্যেবংবিধঃ, স আবর্ত্যমানোহভ্যাস ইত্যুচ্যতে । “স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসংকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ।” অনির্বেদেন দীর্ঘকালসেবিতো বিচ্ছেদা-ভাবেন নিরন্তরাসেবিতঃ সংকারেণ শ্রদ্ধাতিশয়েন বা সেবিতঃ সোহভ্যাসঃ দৃঢ়ভূমি-ক্লিয়সুস্থবাসনয়া চালয়িতুমশক্যো ভবতি, দীর্ঘকালস্বেহপি বিচ্ছিন্ন্য বিচ্ছিন্ন্য সেবনে শ্রদ্ধাতিশয়াভাবে চ লয়বিক্ষেপকষায়সুখাস্বাদানামপরিসংখ্যে বৃথানসংস্কারপ্রাবল্যাদদৃঢ়-ভূমিরভ্যাসঃ কলায় ন স্যাদিতি ত্রয়মুপাত্তম্ । বৈরাগ্যস্ত দ্বিবিধং পরং অপরঞ্চ । যতমান-সংজ্ঞাব্যতিরেকসংজ্ঞকেন্দ্রিয়সংজ্ঞাবশী কারসংজ্ঞাতেদৈরপরং চতুর্ভা, তত্র পূর্বভূমিজয়ে-নোন্তরভূমিসম্পাদনবিবক্ষয়া চতুর্থমেবাসূত্রয়ৎ । “দৃষ্টাংশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশী কারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্” ইতি । দ্বিহোহন্নপানমৈশ্বৰ্য্যমিত্যাদয়ো দৃষ্টা বিষয়াঃ স্বর্গো বিদেহতাপ্রকৃতিলয় ইত্যাদয়ো বৈদিকত্বেনাসূত্রবিকা বিযন্নাস্তেবুভয়বিধেদ্বপি সত্যামেব তৃষ্ণায়াং বিবেক-তারতম্যেন যতমানাদিত্রয়ং ভবতি । অত্র জগতি কিং সারং কিমসারমিতি শুক্ল-শাস্ত্রাভ্যাং জ্ঞাস্যামি ইত্যুদ্যোগো যতমানম্, স্বচিন্তে পূর্ববিদ্যমানদোষণাং মূধ্যেহভ্যাস্য-মানবিবেকেনৈতে পক্ষাঃ এতেহবশিষ্টা ইতি চিকিৎসকবদ্বিবেচনং ব্যতিরেকঃ । দৃষ্টাংশ্রবিকবিষয়প্রবৃত্তেহুৎপাদ্যবোধেন বহিরিচ্ছিন্নপ্রবৃত্তিমজনয়ন্ত্যা অপি “তৃষ্ণায়া-ওৎসাহ্যক্যাত্রেণ মনসাবস্থানমেকেন্দ্রিয়ম্, মনস্যপি তৃষ্ণাস্ত্বেদেন সৰ্ব্বথাবৈতৃষ্ণ্যং তৃষ্ণা-বিরোধিনী চিত্তবৃত্তিজ্ঞানপ্রসাদরূপা বশী কারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্, সম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধেরন্তরঙ্গ-সাধনমসম্প্রজ্ঞাতস্য তু বহিরঙ্গম্, তস্য ত্তন্তরঙ্গসাধনং পরমেব বৈরাগ্যম্ । তচ্চাসূত্রয়ৎ, “তৎপরং পুরুষখ্যাতে গুণবৈতৃষ্ণ্যম্” ইতি । সম্প্রজ্ঞাতসমাধিপাটবেন গুণত্ৰয়াশ্রয়ং প্রধান-দ্বিবিদ্যস্য পুরুষস্য খ্যাতিঃ সাক্ষীংকার উৎপাদ্যতে, ততচ্চাশেষগুণত্রয়ব্যবহারেবু বৈতৃষ্ণ্যং

যত্ববতি তৎপরং শ্রেষ্ঠং ফলভূতং বৈরাগ্যম্, তৎপরিপাকনিমিত্তাচ্চ চিত্তোপশমপরিপাকাদ্-
বিলম্বেন কৈবল্যমিতি ॥ ৩৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—মনসো হুনিগ্রহস্থমভ্যুপেত্য শ্রীভগবান্ উবাচ অসংশয়মিতি ।
যত্নোপেবং তথাপি অভ্যাসবৈরাগ্যাসমুচ্চিতাভ্যাং হুনিগ্রহমপি মনো নিগৃহতে, তত্র
অভ্যাসো নাম কস্যাঞ্চিং চিন্তভূমৌ সূমানপ্রত্যয়বৃত্তিঃ, বৈরাগ্যস্ত দৃষ্টাদৃষ্টভোগেষু
সদাশনেষু দোষদর্শনেন বৈতৃষ্ণ্যং, তত্র যথা কৈদারিকঃ কেদারেষু কুল্যাজলং সঞ্চারয়ন্
একস্য দ্বারং পিধ্যাপ্যপরস্যোদঘাটয়তি তদ্বৎ বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলীক্ৰিয়তে অভ্যাসেন
কল্যাণস্রোত উদঘাট্যত ইতি দ্বয়োরপি আবশ্যকম্। তথা চ হুত্রম্, “অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং
তন্নিরোধঃ” ইতি ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—উক্তমর্থঙ্গীকৃত্য সমাদধাতি অসংশয়মিতি । স্বয়োক্তং সত্যমেব,
কিন্তু বলবানমপি রোগঃ তৎপ্রশমকৌষধসেবয়া সনৈদ্যাপ্রযুক্তপ্রকারয়া মুহুরত্যন্তয়া
যথা চিরকালেন শাম্যত্যেব, তথা হুনিগ্রহমপি মনঃ অভ্যাসেন সদ্গুণরূপদিষ্টপ্রকীরেণ
পরমেশ্বরধ্যানযোগস্ত মুহুরহুশীলনেন বৈরাগ্যেণ বিষয়েখনাসঞ্জন চ গৃহতে স্বহস্তবলী-
কর্তৃং শক্যত ইত্যর্থঃ । তথাচ পাতঞ্জলহুত্রম্, “অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ”
ইতি । মহাবাহো ইতি সংগ্রামে স্বয়া যন্মহাবীরা অপি বিজীয়ন্তে, স চ পিনাকপাণি-
রপি বশীকৃতস্তেনাপি কিং যদি মহাবীরশিরোমণিমনো নাম প্রাধানিকো ভট্টো
মহাবোগান্তপ্রয়োগেণ জেতুং শক্যতে, তদেব মহাবাহতেতি ভাবঃ । হে কৌন্তেয় !
তত্র স্বং মাভৈবীঃ । মৎপিতৃঃ স্বমুঃ কুন্ত্যাঃ পুত্রে স্বয়ি ময়া সাহায্যং বিধেয়মিতি
ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—অৰ্জুনের উল্লিখিতরূপ আশঙ্কা পরিহার করিবার অভি-
প্রায়ে ভক্তবৎসল ভগবান্ নিম্নলিখিতরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ
করিলেন । অৰ্জুনকে “মহাবাহো” বাক্যে সম্বোধন করিয়া শ্রীভগবান্
প্রথমতঃ আপনার সন্তোষ বিজ্ঞাপিত করিলেন । অৰ্জুন যে চিন্তের
প্রকৃতি সম্যক্রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, এবং তাহার নিগ্রহ-সাধন নিতান্ত
কষ্ট-সাধ্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বুদ্ধির উৎকর্ষ
সূচিত হইতেছে এবং যখন তিনি চিন্তের প্রকৃতি সম্যক্রূপে প্রণিধান
করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন অবশ্যই তিনি তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে
পারিবেন, ইহাও অনুমিত হইতেছে । এই জন্মই শ্রীকৃষ্ণ আদর সহকারে
তাঁহাকে মহাবাহো শব্দে সম্বোধন করিয়া, তিনি যে মহাদেবাদির সমক্ষেও
বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন, তাহাই
পরিব্যক্ত করিলেন । অৰ্জুনের সম্বন্ধে শ্রুমাথি, বলবৎ ও দৃঢ় এই

বিশেষণত্রয় প্রয়োগ করিয়াছেন । শ্রীভগবান “ক্রমনিগ্রহ” অর্থাৎ অতি ক্রেশেও নিরোধ করা অসম্ভব, ইহা শব্দ দ্বারা সেই তিন শব্দের ভাব প্রকটিত করিলেন । মন স্বভাবতঃ চঞ্চল । মনের সম্বন্ধে অর্জুনের এই সকল উক্তি সম্পূর্ণ সত্য এবং তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই । অর্জুনোক্তির সত্যতা স্বীকার করিয়া শ্রীভগবান বলিতেছেন, হে পার্থ ! কিন্তু যোগিগণ অভ্যাস সহকারে আত্মসংযম ও সমাধিদ্বারা এবং বিষয়বৈরাগ্য দ্বারা সেই নিতান্ত চঞ্চল ও অবশ্য মনকে সর্ববৃত্তিশূন্য ও বশীভূত করিয়া থাকেন । অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষসা কুন্তী দেবীর পুত্র ; সুতরাং তাঁহার কলাণকামনা করাই শ্রীকৃষ্ণের কর্তব্য : এইজন্ম তাঁহাকে স্নেহসম্বন্ধসূচক “কৌন্তেয়” শব্দে সম্বোধন করিলেন । এই শ্লোকের প্রথমার্ধে চিন্তের হঠনিগ্রহ অসম্ভব এবং দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমনিগ্রহ সম্ভব, ইহাই প্রকটীকৃত হইল । হঠ ও ক্রমভেদে মনের নিগ্রহ দুই প্রকার । কেহ কেহ চক্ষু শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং বাগাদি কর্মেন্দ্রিয়ের হঠনিরোধ করেন, কিন্তু তদ্বারা মনেরও নিরোধ হইবে, বিবেচনা করা নিরতিশয় ভ্রান্তি এবং মুঢ়তার পরিচায়কমাত্র । কারণ, হৃদয় বশীভূত না হইলে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিরোধ কোনই শুফল প্রসব করিতে পারে না । লোভজনক পদার্থ দর্শন না করিলে, বা প্রীতিজনক স্বর শ্রবণ না করিলেই যে সর্ববাপ্ৰসক্তি হইল, এমন নহে । মন যদি তৎসমস্ত উপভোগের নিমিত্ত ব্যাকুল থাকে, তাহা হইলে বলপূর্বক ইন্দ্রিয়নিরোধ করিলে কোনই শুভফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই । অতএব ক্রমনিরোধরূপ উপায় দ্বারা চিন্ত-জয় করাই যুক্তিযুক্ত । ভগবান বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, “অনিন্দিতা মুক্তি ব্যতীত কেবল বারবার উপবেশন করিলেই চিন্ত-জয় করা যায় না । অকুশ ব্যতীত যেমন দুষ্ঠ মাতঙ্গকে বশীভূত করা অসম্ভব ; তদ্রূপ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞা, সাধুসঙ্গ, বাসনাত্যাগ এবং প্রাণস্পন্দনিরোধ এই উপায় চতুষ্টয় ব্যতীত চিন্তজয় করা অসম্ভব । যুক্তি দ্বারা এই সকল উপায় সাধিত না করিয়া যিনি চিন্তজয়ের প্রয়াস করেন, তিনি দীপ অপসারিত করিয়া অঙ্কন দ্বারা অঙ্ককারু অপনয়নের চেষ্টা করেন ।” ক্রম-নিগ্রহেব অনুসরণ করিতে হইলে অধ্যাত্মবিজ্ঞা একতম উপায়রূপে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । অধ্যাত্মবিজ্ঞা-প্রভাবে সমস্ত দৃশ্যপদার্থ মায়াবিজুস্তিত ও মিথ্যারূপে উপলব্ধ হয় । এবং স্বর্বত্র সেই পরমার্থ সত্য, পরমানন্দ, স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম বিরাজিত বলিয়া

জদয়জন্ম হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বিতীয়া দৃশ্যপদার্থবিষয়ে প্রয়োজনের পরিসমাপ্তি হয় এবং পরমার্থসত্য ও পরমানন্দ স্বপ্রকাশ পদার্থের সহিত সম্মিলনই একমাত্র প্রয়োজনরূপে উপলব্ধ হয়। তখন চিন্তা ইন্দ্রিয়-বিহীন অগ্নির জ্বালা স্বভাৱেই বিষয়-বাসনারূপ অলৌকিক ব্যাপারের অনুসরণ করিতে বিরত হইয়া থাকে। যিনি বুঝাইলেও সমস্ত তত্ত্ব সুন্দররূপে প্রণিধান করিতে পারেন না, অথবা তৎকালে প্রণিধান করিলেও পুনরাবৃত্তি তাহা বিন্দুত হন, তাঁহার পক্ষে সাধুসঙ্গ নিতান্ত আবশ্যিক। কারণ, রূপাণ্যায়ণ সাধুগণ পুনঃ পুনঃ নিগূঢ়তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া ও তৎসমস্তের স্মরণ করাইয়া, মুমুক্শুকে প্রকৃষ্টমার্গ হইতে পরিভ্রমিত হইতে দেন না। যে ব্যক্তি স্বকীয় বিজ্ঞাদির অভিমানে সাধুসঙ্গের অনুবর্তন করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহার পক্ষে পূর্বোক্ত রূপ প্রণালীতে বাসনানিরোধ করাই বিহিত ব্যবস্থা। (৩ অ। ৩২ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। বাসনা অতি প্রবলা; সুতরাং তাহার নিরোধসাধন যাহার সাধ্যাতীত, তাঁহার পক্ষে প্রাণস্পন্দনিরোধ করাই বিধেয়। প্রাণস্পন্দ ও বাসনাই চিন্তাকে বিষয়ানুসরণে প্রবৃত্তি করে, অতএব তদুভয়ের নিরোধ হইলেই চিন্তের শাস্তি জন্মিয়া থাকে। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, “প্রাণস্পন্দ ও বাসনা চিন্তবৃক্ষের এই দুইটি বীজস্বরূপ। তদুভয়ের একটি ক্ষীণ হইলে অচিরে দুইটিই বিনষ্ট হয়। দৃঢ়াভ্যাস সহকারে এবং প্রকৃষ্ট প্রণালীক্রমে আসন ও আহারের নিয়ম পালন পূর্বক গুরুপদিক প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা প্রাণস্পন্দ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। তৎকালে বিষয়াসঙ্গবিরহিত, সকল ভাবনাবিবর্জিত, এবং দেহের নশ্বরতা জদগত হওয়ায়, কোনই বাসনার সমুদ্ভব হয় না। এইরূপে বাসনাবিহীন হইলে চিন্তা স্বকীয় বৃত্তিবিহীন হইয়া অচিন্তরূপে পরিণত হয়; সুতরাং তদবস্থায় যথেষ্ট ব্যবহার করিলেও কোনই হানি নাই। কারণ, তৎকালে কোম বিষয়েই চিন্তের হয় বা উপাদেয় বোধ থাকে না; তখন চিন্তা স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যাকার্য্য বিহীন হয়। সেই অবস্থাই পরমাণ্ড পদ প্রদান করিতে সক্ষম।” শ্রীভগবান্ অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই যে দুই উপায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার সুসঙ্গতি উপলব্ধ হইলে অভ্যাসের দ্বারাই প্রাণস্পন্দ নিরোধ সাধ্য এবং বৈরাগ্যের দ্বারাই বাসনা নিরোধ সাধ্য। সুতরাং অভ্যাস ও বৈরাগ্যই চিন্তা প্রশমিত করিবার পথি

ও অপরিহার্য ব্যবস্থা । সাধুসঙ্গ ও অধ্যাত্মবিজ্ঞাধিগম উভয়ই অভ্যাস ও বৈরাগ্যলাভের উপায় স্বরূপ । সুতরাং অভ্যাস ও বৈরাগ্যের প্রসঙ্গ কীর্তিত হইলে, ততুভয়েরও কীর্তন করা হইল । এই জগুই শ্রীভগবান্ কেবল অভ্যাস ও বৈরাগ্যেরই উল্লেখ করিয়াছেন । ভগবান্ পতঞ্জলিও বলিয়াছেন, “অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ।” (পা, স, ১২ সূত্র) । অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিন্তাবৃত্তির নিরোধ হয় । প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি চিন্তের বৃত্তি এই পঞ্চবিধ । (৫ অ। ১৩ শ্লোকের তাৎপর্য দেখুন) । অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তৎসমূহের নিরোধ হইলে চিত্ত উপশমরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় । সেই অবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য উভয়ই আবশ্যক । যোগোভ্যাসে কথিত হইয়াছে যে, “চিন্তনদী কল্যাণ এবং পাপ উভয়দিকেই প্রবাহিত হইয়া থাকে । যে শ্রোত পরিণামে কৈবলাদায়ক এবং বিবেকের অভিমুখে প্রধাবিত, তাহাই কল্যাণ-বহা । যাহা পরিণামে সংসারদায়ক এবং বিবেকাভিমুখে প্রধাবিত নহে, তাহাই পাপবহা । বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়শ্রোত প্রতিকূল হয় এবং বিবেক-দর্শনাভ্যাসের দ্বারা কল্যাণশ্রোত সমুদবাটিত হইয়া থাকে । অতএব চিন্তাবৃত্তিনিরোধ অভ্যাসও বৈরাগ্যেরই অধীন ।” যেমন সেতুবন্ধন দ্বারা প্রবলবেগশালী নদীপ্রবাহের নিরোধ করিয়া, ক্ষুদ্র প্রণালী প্রণয়ন পূর্বক ক্ষেত্রাভিমুখে বক্রভাবে নদীশ্রোত পরিচালিত করিয়া প্রবাহাস্তরের উৎপাদি করা হয় ; তদ্রূপ বৈরাগ্যের দ্বারা চিন্তনদীর বিষয়প্রবাহ নিরোধ করিয়া, সমাধির অভ্যাস সহকারে তাহাকে প্রশান্তবাহিতা করিতে হয় । অভ্যাস কি ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত ভগবান্ পতঞ্জলি নিম্নলিখিত সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । “তত্র স্থিতৌ যত্নোহভ্যাসঃ ।” (পা, স, ১৩ সূত্র) । “চিত্ত ষ্টাহাতে স্থির থাকে, অর্থাৎ বাহাতে রাজস তামস বৃত্তির আবির্ভাব না হয়, তদ্বিষয়ক যত্নকে অভ্যাস কলে । রজস্তম বৃত্তিশূন্য চিন্তের একাগ্রতারূপ পরিণাম অথবা স্বরূপনিষ্ঠারূপ পরিণামকে স্থিতি বলে । সেই স্থিতির নিমিত্ত অত্যন্তোৎসাহকেই যত্ন বলে । পুনঃ পুনঃ তাদৃশ যত্নসহকারে চিন্তানিবেশকে অভ্যাস বলে ।” “স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যাসংকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ।” (পা, স, ১৪ সূত্র) । সেই অভ্যাস নিরন্তর প্রজ্ঞাসহকারে দীর্ঘকাল অনুর্ত্তান করিলে দৃঢ়ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায় ; পূর্বোক্তাধিকৃতরূপ অভ্যাস

বহুকাল ধরিয়া অবিরাম ভাবে, তপত্রক্ষাচর্চাবিছাশ্রদ্ধাদি সহকারে সাদরে সমাক্রুপে অনুষ্ঠান করিলে স্থির অবস্থায় উপনীত হয় । তখন বিষয়সুখ-বাসনা আর তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না । এক্ষণে বৈরাগ্যের বিষয় বিবেচ্য । বৈরাগ্য পর ও অপর ভেদে দ্বিবিধ । যতমান সংজ্ঞা, ব্যতিরেক সংজ্ঞা, একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা, বশীকার সংজ্ঞা ভেদে অপর বৈরাগ্য চারি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত । ভগবান্ পতঞ্জলি বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন । “দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণসা বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ।” (পা, স, ১৫ সূত্র) । দ্রো, অন্ন, পান, ঐশ্বর্য ইত্যাদিকে দৃষ্ট বিষয় বলে । স্বর্গ, বিদেহতা, প্রকৃতিলয় ইত্যাদি বিষয় সমূহ অনুশ্রব অর্থাৎ বেদদ্বারা সমর্থিত বিষয় । এই উভয় প্রকার বিষয়ের নশ্বরতা দোষদর্শনে তৎসম্বন্ধে যতমানাদি উল্লিখিত বৈরাগ্যত্রয়ের উদ্ভব হয় । এই জগতের কি সার, কি অসার ইহা গুরু ও শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা অবশ্যই পরিজ্ঞাত হইব ; এইরূপ উজোগই যতমান বৈরাগ্য । চিন্তের কোন্ কোন্ দোষ বিগত হইয়াছে এবং কোন্ কোন্টি বা বর্তমান আছে, বিবেকদ্বারা তাহা নির্ণয় করাই ব্যতিরেক বৈরাগ্য । দৃষ্ট এবং অনুশ্রবিক বিষয়ের কিছুতে আসক্তি না থাকিলেও, যদি কখন কখন তদ্বিশয়ে মনের ঔৎসুক্যমাত্র পরিদৃষ্ট হয়, তখনই একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য বলা যায় । মনের তাদৃশ ঔৎসুক্যও যখন থাকে না, তখনই বশীকার বৈরাগ্য সমুপস্থিত হয় । এইরূপ বৈরাগ্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধনস্বরূপ এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ সাধনস্বরূপ । এই অন্তরঙ্গ সাধনই পরম বৈরাগ্য । এইজন্তই পতঞ্জলি সূত্র করিয়াছেন যে, “তৎপরং পুরুষখ্যাতে গুণবৈতৃষ্ণ্যম্ ।” (পা, স, ১৬ সূত্র) । সেই বৈরাগ্য হইতে পুরুষ সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় । তখন গুণত্রয় সমর্পিত বিষয়ব্যাপারে নিঃশেষ বৈরাগ্য উপস্থিত হয় । ইহাই পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য । ইহারই পরিপাক হইলে অচিরে কৈবল্যলাভ ঘটে ।

শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায় । তুমি বাহা বলিলে তাহা সত্য সন্দেহ নাই । কিন্তু যেমন বলবান্ রোগও সত্বেষু প্রযুক্ত প্রকারানুসারে যথোপযুক্ত ঔষধ পুনঃ পুনঃ সেবন দ্বারা দীর্ঘকালে উপশমিত হয়, তদ্রূপে দুর্নিগ্রহ মনও সদগুরুপদিক্ত প্রণালী ক্রমে পরমেশ্বরের ধ্যানযোগের গুণে পুনঃ অনুশীলন এবং বৈরাগ্যদ্বারা দীর্ঘকালে আপনার মুষ্টিমধ্যস্থ হইবে

থাকে । তুমি রণক্ষেত্রে মহাবীরগণকে নিজিত করিতে সক্ষম । তুমি পিনাকপাণি মহাদেবকেও বশীভূত করিয়াছ । এক্ষণে মহাযোগাত্ম প্রয়োগে মন নামক দুৰ্ব্বৃত্ত শত্রুকে বিজিত করা তোমারই সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার । ইহাই মহাবাহু এই সম্বোধন বাক্যের ভাব ॥ ৩৫ ॥

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ

বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোহবাপ্তু যুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্থ ।—অসংযত আত্মনা (অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং অবশীকৃতং চিত্তং যন্ত তেন যোগঃ দুষ্প্রাপঃ (দুষ্প্রাপ্য) ইতি মে মতিঃ (অভি-প্রায়ঃ) তু (কিন্তু) বশী-আত্মনা (বশবর্তী আত্মা চিত্তং যন্ত তেন) উপায়তঃ (উপায়াৎ) যততা (প্রযত্নং কুর্ষতা) অবাপ্তুং (প্রাপ্তুং) শক্যঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—অবশীকৃত-চিত্ত-ব্যক্তির-দ্বারা যোগ দুষ্প্রাপ্য ইহা আমার অভিপ্রায়, কিন্তু বশীকৃত-চিত্ত-ব্যক্তির দ্বারা সহুপায়ক্রমে যত্ন-শীল পাইতে সমর্থ ॥ ৩৬ ॥

বাখ্যা ।—যাঁহার চিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রভাবে বশীভূত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে যোগ প্রাপ্তির সম্ভাবনা অতি বিরল ; কিন্তু যাঁহার চিত্ত সংযত হইয়াছে, তিনি বিহিত প্রণালীতে যত্নবান হইলে যোগ ধাভে সক্ষম ॥ ৩৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যঃ পুনরসংযতাত্মা তেন অসংযতেতি । অসংযতাত্মনা অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং অসংযতাত্মা অন্তঃকরণং যস্য সৌহারমসংযতাত্মা তেনাসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপো দুষ্প্রাপ্য ইতি মে মতিঃ, যন্ত পুনর্বশ্যাত্মা অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশত্ব-মাগাদিত্বায়া মনসে যন্ত সৌহারং বশ্যাত্মা তেন বশ্যাত্মনা তু যততা তুর্যোহপি প্রযত্নং কুর্ষতা শক্যোহবাপ্তুং যোগ উপায়তো যথোক্তাঃ উপায়াঃ ॥ ৩৬ ॥

জ্ঞানান্দগিরি ।—সংযতাত্মনো যোগপ্রাপ্তিঃ স্বলভেত্যুক্তা ব্যতিরেকং দর্শয়তি যঃ স্থিরিতি । ব্যতিরেকোপভাসপঃ পূর্বাঙ্গমনুষ্ঠা, ব্যাকরোতি অসংযতেতি ।

পূৰ্বোক্তাভ্যাসব্যাখ্যানপরমুত্তরাক্তং ব্যাচষ্টে বস্তিত্যাदिना । असंतःकरणं स्वयं हि सिद्धे-
हपि वैराग्यादावास्त्वता भवितव्यमित्याह वततेति । उपारो वैराग्यादिपूर्वको
मनोनिरोधः ॥ ३६ ॥

রামানুজ । — অসংযতেতি । অসংযতাত্মনা অজিতহীনসামান্যতাপি চ বলেন যোগো
দুঃখপ্রাপ্য এব উপায়তন্ত বস্তাত্মনা পূৰ্বোক্তেন মদারামনরূপেণান্তর্গতজ্ঞানকর্ষণা জিতমনসা
বতমানেনারমেব সমদর্শনরূপো যোগোবাপ্তুং শক্যঃ ॥ ৩৬ ॥

হনুমান্ । — অসংযতেতি । যঃ পুনঃ অসংযতাত্মা তেন, অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাস-
সংযতঃকরণঃ অসংযত আত্মা বস্ত তেনাসং যতাত্মনা যোগো দুঃখপ্রাপ্যঃ দুঃখমুখপ্রাপ্য ইতি
মে মতিঃ, বস্ত পুনঃ বস্তাত্মা তেন বস্তাত্মনা অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাসং বস্তব্রহ্মপদার্থিত আত্মা
মনো বস্ত সোহয়ং তেন বস্তাত্মনা তু বততা তুরোহপি প্রবলং কুরুতা শক্যোহবাণ্ডুঃ
যোগঃ উপায়তঃ যথোক্তাদুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধর । — এতাব্যবস্থিহ নিশ্চয় ইত্যাহ অসংযতেতি । উক্তপ্রকারেণাভ্যাস-
বৈরাগ্যাভ্যাসসংযতাত্মা চিত্তং বস্ত তেন যোগো দুঃখপ্রাপ্যঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ অভ্যাস-
বৈরাগ্যাভ্যাসং বস্তো বশবর্তী আত্মা চিত্তং বস্ত তেন পুরুষেণ পুনশ্চানেনৈবোপায়েন
প্রবলং কুরুতা যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ ॥ ৩৬ ॥

বলদেব । — অসংযতেতি । উক্তাভ্যাসভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাসং ন সংযত আত্মা মনো বস্ত
তেন বিজ্ঞেনাপি পুংসা চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণো যোগো দুঃখপ্রাপ্যঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ । অভ্যাস-
বস্তোহধীন আত্মা মনো বস্ত তেন পুংসা তথাপি বততা তাদৃশ প্রবলবর্তী স
যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ । উপায়তো মদারামনলক্ষণাজ্ঞানাকারান্ন নিকামকর্ষণযোগোচেতি
মে মতিঃ ॥ ৩৬ ॥

মধুসূদন । — বস্তু স্বমবোচঃ প্রারম্ভভোগেন কর্ষণা তত্ত্বজ্ঞানাদপি প্রবলেন স্বকল-
নানায় মনসো বৃত্তিবৃৎপত্তমানাসু কথং তাসাং নিরোধঃ কর্তুং শক্য ইতি ? তত্রোচ্যতে
অসংযতেতি । উপায়তঃপ্রাপ্য তত্ত্বসাক্ষাৎকারে বেদান্তব্যাক্য্যানাদিব্যাসংজ্ঞাদালভ্যাদিদ্বেষা-
ভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাসং ন সংযতো নিরুদ্ধ আত্মাস্তঃকরণং যেন তেনাসংযতাত্মনা তত্ত্ব-
সাক্ষাৎকারবতাপি যোগো মনোবৃত্তিনিরোধঃ দুঃখপ্রাপ্যঃ দুঃখেনাপি প্রাপ্তুং ন শক্যতে ।
প্রারম্ভকর্ষণকৃত্যং চিত্তচাকল্যাদিতি চেৎ স্বং বদসি, তত্র মে মতিঃ মম সম্মতিত্বং
তথৈব ইত্যর্থঃ । কেন তহি প্রাপ্যতে ? উচ্যতে । বস্তাত্মনা তু বৈরাগ্যপরিপাক্যেণ
শাসনাকরে সতি বস্তঃ স্বাধীনো বিষয়পারিত্যশ্রুত আত্মাস্তঃকরণং বস্ত তেন ।
তুশ্চোহসংযতাত্মনো বৈলক্ষণ্যভ্যোতনার্থেইবধারণার্থো বা । এতাদৃশেনাপি এবততু
বতমানেন বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ শিলীকরণেইপ্যাস্রোতঃ উচ্ছাটনার্থমভ্যাসং প্রাপ্তুং
কুরুতা যোগঃ সর্বাচিত্তবৃত্তিনিরোধঃ শক্যোহবাণ্ডুঃ চিত্তচাকল্যানিষিত্তানি প্রারম্ভকর্ষণা-
পাতিভূত প্রাপ্তুং শক্যঃ । কথমতিবলবতাং প্রারম্ভভোগানাং কর্ষণপ্রতিভবঃ ? উচ্যতে ।

উপায়তঃ উপায়াং, উপায়ঃ পুরুষকারস্তত্ত্ব লৌকিকস্ত বৈদিকস্ত বা প্রারন্ধকৰ্ম্মাপেক্ষয়া
 আবল্যাং । অত্রথা লৌকিকানাং কৃষাদিপ্রযত্নস্ত বৈদিকানাং জ্যোতিষ্টোমাদিপ্রযত্নস্ত
 বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ । সৰ্বত্র প্রারন্ধকৰ্ম্ম সদসত্ত্ববিকল্পগ্রাসাং প্রারন্ধকৰ্ম্মসম্বন্ধে অতএব ফল-
 প্রাপ্তেঃ কিং পৌরুষেণ প্রযত্নেন, সদসম্বন্ধে তু সৰ্ব্বথা ফলাসম্ভাবাং কিস্তেনেতি । অথ
 কৰ্ম্মণঃ স্বয়মদৃষ্টকল্পস্ত দৃষ্টসাধনসম্পত্তি ব্যতিরেকেন ফলজননাসমর্থত্বাদপেক্ষিতঃ কৃষাদৌ
 পুরুষপ্রযত্ন ইতি চেৎ যোগাভ্যাসেহপি সমং সমাধানং তৎসাধ্যায়ী জীবনুক্তেরপি সুখাতিশয়
 রূপত্বেন প্রারন্ধকৰ্ম্মকলাস্তর্ভাবাং, অথবা যথা প্রারন্ধকৰ্ম্মফলং তত্ত্বজ্ঞানাং প্রবলমিতি
 কল্পতে [কথ্যতে], দৃষ্টত্বাং তথা তন্মাদপি কৰ্ম্মণো যোগোহভ্যাসঃ প্রবলোহস্ত শাস্ত্রীয়স্ত
 প্রযত্নস্ত সৰ্বত্র ততঃ প্রাবল্যদর্শনাং । তথাচাহ ভগবান্ বশিষ্ঠঃ “সৰ্বমেবেহি হি সদা
 সংসারে রঘুনন্দন ! সম্যকপ্রযুক্তাং সৰ্ব্বেণ পৌরুষাং সমবাপ্যতে । উচ্ছান্তং
 শাস্ত্রিতক্কেতি পৌরুষং দ্বিবিধং স্মৃতম্ । তত্রোচ্ছান্তমনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্রিতম্ ॥”
 উচ্ছান্তং শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধমনর্থায় নরকায়, শাস্ত্রিতং শাস্ত্রাবহিতং অন্তঃকরণগুহিয়ারা
 পরমার্থায় চতুর্দর্শেষু পরমায় মোক্ষায় । “গুভাগুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনা-
 সরিং । পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি । অন্তভেষু সমাবিষ্টং শুভেষেবাবতারয় ।
 কখনঃপুরুষার্ধেন বলেন বলিনাং বর ॥ দ্রাগভ্যাসবশাদ্ভ্যাতি যদা তে বাসনোদয়ম্ ।
 তদভ্যাসস্ত সাক্ষ্যাং বিদ্ধি স্বয়মির্দন ॥” বাসনা শুভেতি শেষঃ । “সন্ধিদ্ধায়ামপি
 ভূশং গুভামেব সমাহর । গুভায়াং বাসনারুদ্ধৌ তাত দোষৌ ন কশ্চন ॥ অব্যুৎ-
 পন্নমনা যাবন্তবানজাততৎপদঃ । গুরুশাস্ত্রপ্রমাণৈর্দ্বং নির্ণীতং তাবদাচর ॥ ততঃ পক্ষ
 কথায়ৈ নুনং বিজ্ঞাতবন্তনা । গুভোহপ্যসৌ স্বয়া ভ্যাজ্যো বাসনৌঘোনিরোধিনা ॥”
 ইতি । তন্মাং সাক্ষিগতস্ত সংসারত্বেবৈবেকনিবন্ধনস্ত বিবেকসাক্ষাৎকারাদপনয়েহপি
 প্রারন্ধকৰ্ম্মপর্যাবস্থাপি তস্ত চিত্তস্ত স্বাভাবিকীনাংপি চিত্তবৃত্তীনাং যোগাভ্যাসপ্রযত্নেনাপনয়ে
 সতি জীবনুক্তঃ পরমো যোগী, চিত্তবৃত্তিনিরোধভাবে তু তত্ত্বজ্ঞানবানপ্যপরমো যোগীতি
 সিদ্ধম্ । অবশিষ্টং জীবনুক্তিবৈবেকে সবিম্বরমমুসঙ্গৈয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

নীলকণ্ঠ । — অসংযতেতি । অসংযতান্না অজিতচিত্তেন বশ্তান্না ত্ৰিতচিত্তেন
 উপায়তঃ অভ্যাসবৈরাগ্যরূপাং ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ । — অত্রায়ং পরামৰ্শ ইত্যত আহ অসংযতেতি । অসংযতান্না অভ্যাস-
 বৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযতং মনো যস্ত তেন, তাত্যাস্ত বশ্তান্না বশীভূতমনসাপি পুংসা
 যততা চিরং যত্নবতৈব যোগো মনো নিরোধলক্ষণঃ সমাধিরূপায়তঃ নাধনভূত্বাৎ
 প্রাপ্তুং শকাঃ ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য । — তত্ত্বসাক্ষাৎকার সমুৎপন্ন হইলেও, আলস্যাদি দোষে,
 যিনি অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা অন্তঃকরণের নিরোধসাধন করিতে পারেন
 নাই, তাঁহার পক্ষে মনোবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ দুপ্রাপণীয় ; ইহাই আমার

অভিপ্রায় সম্মত । তাহা হইলে, কাহার পক্ষে যোগ সুপ্রাপ্য ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, বৈরাগ্যের পরিপাক জনিত বাসনা ক্ষয় ও তন্নৈবন্ধন যাঁহার অস্তঃকরণ বিষয়বিমুক্ত হইয়াছে, তিনিই যোগ-প্রাপ্তির অধিকারী । এইরূপ ব্যক্তি যদি পূর্বোক্ত প্রকারে বৈরাগ্যসহকারে বিষয়শ্রোত সংনিরুদ্ধ করিয়া আত্মজ্ঞানের প্রবাহ সমুদ্বাটিত করিতে নিরতিশয় প্রয়াসবান্ হন, তাহা হইলে তিনিই চিন্তাবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । প্রারব্ধ (১৬৭ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) কৰ্ম্মক্ষেত্রেই মানব চঞ্চলচিত্ত হইয়া সংসারের স্রব-দ্রব-সাগরে ভাসমান হয় । কিন্তু যিনি ‘অভ্যাস’ ও বৈরাগ্য সহকারে চিন্তাকে সংযত করিতে সক্ষম, তাঁহাকে আর প্রারব্ধ-কৰ্ম্মে অভিভূত করিতে পারে না । তিনি প্রারব্ধকে পরাভূত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করেন । এই প্রবল বলশালী প্রারব্ধকৰ্ম্ম-ভোগকে অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায় পুরুষকার * । মূলস্থিত “উপায়তঃ” পদ দ্বারা পুরুষকারই লক্ষিত হইয়াছে ; ফলতঃ লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে পুরুষকার প্রারব্ধ অপেক্ষা প্রবল । ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, “হে রঘুনন্দন !

* প্রারব্ধ সাধারণতঃ দৈব নামেই পরিচিত । দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে মৎস্য-পুরাণে সুন্দর বিবৃতি পরিদৃষ্ট হয় । নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল । “মহুরুবাচ । দৈবে পুরুষকারে চ কিং জায়ন্তং ত্রবীহি মে । অত্র মে সংশয়ো দেব ছেতুর্মহস্যশেষতঃ ॥ মৎস্য উবাচ । স্বমেব কৰ্ম্মদৈবার্থ্যং বিদ্ধি দেহান্তরাজ্জিতম্ । তস্মাৎ পৌরুষমেবেহ শ্রেষ্ঠমাত্মহীনীষিণঃ ॥ প্রতিকূলত্বাৎ দৈবং পৌরুষেণ বিহন্ততে । মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যাগুপ্তানশীলিনাম্ ॥ যেষাং পূৰ্ব্বকৃতং কৰ্ম্ম সাঙ্গিকং মনুজোত্তম । পৌরুষেণ বিনা তেষাং কেষাঞ্চিদশ্রুতে ফলম্ ॥ কৰ্ম্মণা প্রাপ্যতে লোকে রাজসস্য তথা ফলম্ । ক্লেশ্চেণ কৰ্ম্মণা বিদ্ধি তামসস্য তথা ফলম্ ॥ পৌরুষেণাপ্যতে রাজন্ মার্গিতব্যং ফলং নরৈঃ । দৈবমেব বিজানন্তি নরাঃ পৌরুষবজ্জিতাঃ ॥ তস্মাজ্জিকালসংযুক্তং দৈবং ন সফলং ভবেৎ । পৌরুষং দৈবসম্পত্ত্যা কালে ফলতি পার্থিব ॥ দৈবং পুরুষকারচ কালচ মনুজোত্তম । ত্রয়মেতৎগুণস্য পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহম্ ॥ কৃষেবৃষ্টিসমাবোগাদশ্রুতং ফলসিদ্ধয়ঃ । তাস্ত কালে প্রদত্তন্তে নৈবাকালে কথঞ্চন ॥ তস্মাৎ সদৈব কর্তব্যং সদৰ্ম্মং পৌরুষং নৃতিঃ । এবাঙ্কুঃ প্রাপ্তবন্তীহ পরলোকফলং ধ্রুবম্ ॥ লালসাঃ প্রাপ্তবন্ত্যর্থান্ ন চ দৈবপরাধনাঃ । তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন পৌরুষে যত্নমাচরেৎ ॥ ত্যক্ত্বালসান্ দৈবপরান্ মনুষ্যাগুপ্তানযুক্তান্ পুরুষান্ ॥ হি লক্ষ্মীঃ ॥ অঘিবা যত্নাৎগুতে নৃপেস্ত তস্মাৎ সদাথানবতা হি ভাবাম্ ॥” যে সকল ব্যক্তি কেবল দৈব বা প্রারব্ধের প্রভাবে স্বপ্ন দ্রব্ধ ভোগ করিতেছি জানিয়া অবসন্ন হইয়া থাকে এবং তাহা দুরতিক্রম্য মনে করিয়া তজ্জন্ত চেষ্টা মাত্রও করে না, শাস্ত্রে তাহার ক্লীব নামে উল্লিখিত হয় । যথা ; ক্লীবা হি দৈবমেবৈকং প্রশংসন্তি ন পৌরুষম্ । দৈবং পুরুষকারেণ বস্তি শূরাঃ সদৌত্তমাঃ ॥ অগ্নিপুৰাণম্ । উদ্বোগিনঃ পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীদৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি । দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাশ্রয়ন্ত্য যত্নে ক্রতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ ॥ হিতোপদেশঃ ।

ইহ সংসারে নিহিত উপায় প্রযুক্ত পৌরুষ দ্বারা সকলই লাভ করা যায় । উচ্ছান্ত ও শান্তিতে ভেদে পৌরুষ দ্বিবিধ । উচ্ছান্ত পুরুষকার অনর্থের হেতু-ভূত এবং শান্তিতে পুরুষকার পরমার্থপ্রাপ্তির মূল স্বরূপ ।” শান্ত প্রতিষিদ্ধ বিষয়ে পুরুষকার নরকেরই সাধন এবং শান্ত্রিবিহিত বিষয়ে পুরুষকার মোক্ষলাভের উপায় । তিনি আরও বলিয়াছেন, “বাসনা নদী শুভ ও অশুভ এই উভয় পথে প্রবাহিত হইতেছে । প্রযত্নসহকারে পৌরুষ দ্বারা তাহাকে নিয়ত শুভপথেই পরিচালিত করিবে । হে বলবত্তম ! যদি তাহা অশুভপথে সম্মিষিক্ত হয়, তাহা হইলে পুরুষার্থ-প্রভাবে সবলে তাহাকে শুভপথেই পরিচালিত করিবে ।” ইত্যাদি । অতএব যিনি প্রারম্ভ-কর্মের প্রভাবে অবসন্ন ও হতোৎসাহ না হইয়া, পুরুষকারের সাহায্যে তাহার অধীনতা-পাশ ছেদন করিতে পারেন; তিনি চিন্তাবৃত্তি নিরোধ লক্ষণ যোগমার্গে অব্যাবাহতে অগ্রসর হইয়া থাকেন । শ্রীমদ্বলদেব “উপায়তঃ” শব্দের ভগবদ্বারাধন-লক্ষণ জ্ঞানাকার নিষ্কাম-কর্মযোগ-প্রভাবে এইরূপ অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

-:~:-

অৰ্জুন উবাচ ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

অর্থ ।—অৰ্জুন উবাচ । কৃষ্ণ [প্রথমঃ] শ্রদ্ধয়া (আন্তিক্যবুদ্ধ্যা) উপেতঃ (সমাশ্রিতঃ) [যোগে প্রবৃত্তঃ ততঃ পরম্] অযতিঃ (শিথিলা-ভ্যাসঃ) যোগাৎ চলিতমানসঃ (যোগভ্রষ্টমনাঃ) যোগসংসিদ্ধিং (জ্ঞান-রূপং যোগফলম্) অপ্রাপ্য কাং গতিং (কিস্পরিণামম্) গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৩৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—অৰ্জুন বলিলেন । [শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে] শ্রদ্ধাসহকারে [যোগপ্রবৃত্ত তাহার পর] মন্দবৈরাগ্য যোগ হইতে বিচলিতমনা যোগফল না পাইয়া কি গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা । — অর্জুন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্ !
যে ব্যক্তি প্রথমতঃ শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া পরে
অভ্যাসের শৈথিল্য হেতু যোগমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হন, তিনি জ্ঞানরূপ
যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না ; তবে পরিণামে তাঁহার কি গতি
হইবে ॥ ৩৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য । — তত্র যোগাত্মাসাদীকরণেন পরলোকেহলোকপ্রাপ্তিমিত্তানি ।
কর্মানি সন্ন্যস্তানি যোগসিদ্ধিকলঙ্ক মোক্ষসাধনং সমাগদর্শনং ন প্রাপ্যমিতি যোগী যোগ-
মার্গান্মরণকালে চলিতচিত্ত ইতি তস্ত নাশমাশঙ্ক্যার্জুন উবাচ অবতিরিতি । অবতিরপ্রব-
বান্ যোগমার্গে শ্রদ্ধাস্তিক্যাবুদ্ধ্যা যোগতো যোগাদন্তকালেহপি চলিতং মানসং মনো
যস্ত স চলিতমানসো ভ্রষ্টস্থিতিঃ সোহপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং যোগকলং সমাগদর্শনং কাং
গতিং হে কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

আনন্দগিরি । — প্রম্নাস্তরমুখাপরতি তত্ত্রেতাদিনা । মনোনিরোধস্ত হৃৎ-
সাধাশ্রমশঙ্ক্য পরিহতে সতি প্রষ্টা পুনরবকাশঃ প্রতিলভ্যোবাচেতি সম্বন্ধঃ ॥
লোকত্যাগপ্রাপককর্মসম্ভবে কুতো যোগিনো নাশাশঙ্কেত্যশঙ্ক্যাহ যোগাত্মাসেতি ।
তথাপি যোগানুষ্ঠানপরিপাকপরিপ্রাপ্তিসমাগদর্শনসামর্থ্যাম্মোক্ষোপপত্তৌ কৃতস্তস্ত নাশা-
শঙ্কেতি চৈন্মৈবমনেকান্তরায়বদ্বাদোগস্তেহ জ্ঞানি প্রায়েণ সংসিদ্ধেরসিদ্ধিরিত্যভি-
সন্ধিমাহ যোগসিদ্ধীতি । অভ্যাসনিঃশ্রেয়সবহির্ভাবো নাশো যোগমার্গে তৎকলস্ত
সমাগদর্শনভাদর্শনাদিতি শেষঃ । তহি ততো বহির্মুখম্ভবেত্যাত্তিকং সংবৃত্তমিত্যা-
শঙ্ক্যাহ শ্রদ্ধয়েতি । তহি যোগমার্গমাশ্রয়েতে নেত্যাহ যোগাদিতি । মরণকালে
ব্যাকুলেন্দ্রিয়স্ত জ্ঞানসাধনানুষ্ঠানাবকাশাভাবাদ্যুক্তং ততশ্চলিতমানসম্ভমিত্যাশঙ্ক্যাহ
ভ্রষ্টেতি । গম্যত ইতি গতিঃ পুরুষার্থঃ সামান্যপ্রম্নমস্তর্ভাব্য বিশেষপ্রম্নো
দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৩৭ ॥

রামানুজ । — অথ “নেহাভিক্রমনাশোহস্তি” ইত্যাদাবেব ঐতং যোগমাহাত্ম্যং
যথাবচ্ছোভুমর্জুনঃ পৃচ্ছতি অন্তর্গতাত্মজ্ঞানতয়! যোগশিরস্কতরা চ হি কর্মযোগমাহাত্ম্যং
তদ্রোদিতং তচ্চ যোগমাহাত্ম্যমেব পৃচ্ছতি অর্জুন উবাচ অবতিরিতি । শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তো
দৃঢ়তরাত্মাসরূপযত্নবৈকল্যেন যোগসংসিদ্ধিমপ্রাপ্য যোগাচ্চলিতমানসং কাং গতিং
গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

হনুমান্ । — তত্র যোগাত্মাসাদীকরণেন পরলোকেহলোকপ্রাপ্তিমিত্তানি
কর্মানি সংস্রুতানি যোগস্ত কলং মোক্ষসাধনং সমাগদর্শনং ন প্রাপ্যমিতি যোগী যোগ-
মার্গান্মরণকালে চলিতচিত্ত ইতি তস্য নাশমাশঙ্ক্যার্জুন উবাচ অবতিরিতি । অবতির-
প্রববান্ যোগমার্গে শ্রদ্ধা স্তিক্যাবুদ্ধ্যা চোপেতো যোগাদন্তকালে চকিতং মানসং মনো

যন্ত স চলিতমানসঃ নষ্টস্বৃতিঃ অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং যোগকলং সমাগ্দ্দর্শনকলং কাং
গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধর ।—অভ্যাসবৈরাগ্যভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসমাগ্জ্ঞানঃ কিং কলং প্রাপ্নোতী-
ত্যর্জুন উবাচ অবতিরিতি । প্রথমং শ্রদ্ধারোপেত এব যোগে প্রবৃত্তঃ ন তু
মিথ্যাচারতয়া ততঃ পরস্বয়তিঃ সমাক্ ন যততে শিখিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ । তথা
যোগাক্লিষ্টং মানসং বিষয়প্রবণং চিন্তং যন্ত মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ, এবমভ্যাসবৈরাগ্য-
শৈখিল্যাদ্যোগস্ত সংসিদ্ধিং কলং জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৭ ॥

বলদেব ।—জ্ঞানগর্ভে নিষ্কামকর্মযোগোহষ্টাঙ্গযোগোশিরস্কো নিখিলোপসর্গবিমর্দনঃ
স্বপ্নমাত্মাবলোকনোপায়ো ভবতীত্যসক্লুহক্ং তস্ত চ তাদৃশস্ত “নেহাভিক্রমনাশোহস্তি” ইতি
পূর্বোক্তমহিস্তম্মহিমানং শ্রোতুমর্জুনঃ পৃচ্ছতি অবতিরিতি । অভ্যাসবৈরাগ্যভ্যাং প্রযত্নেন
চ যোগং পূমান্ লভেতৈব । যন্ত প্রথমং শ্রদ্ধয়া তাদৃশযোগনিরূপকশ্রুতিবিশ্বাসেনোপেতঃ
কিস্বয়তিরস্বস্বস্মানুষ্ঠানযত্নবান্ (অনুদরা যুবতিরিতিবদম্মার্থেইত্র নঞ) । শিখিল-
প্রযত্নাদেব যোগাদষ্টাঙ্গাক্লিষ্টং বিষয়প্রবণং মানসং যন্ত সঃ । এবঞ্চ স্বস্বস্মানুষ্ঠানভ্যাস-
বৈরাগ্যশৈখিল্যাদ্বিবিধস্ত যোগস্য সমাক্ সিদ্ধিং হৃদিত্ত্বক্লিষ্টকণামাত্মাবলোকনলক্ষণাঙ্কা-
প্রাপ্তঃ কিঞ্চিৎ সিদ্ধিস্ত প্রাপ্ত এব । শ্রদ্ধালুং কিঞ্চিদমুষ্টিতস্বধর্মঃ প্রারব্ধযোগোহপ্রাপ্ত-
যোগকলো দেহান্তে কাং গতিং গচ্ছতি হে কৃষ্ণ ॥ ৩৭ ॥

মধুসূদন ।—এবং প্রাপ্তকেন গ্রহে নোৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানোহমুৎপন্নজীবমুক্তিরপরমো
যোগী মতঃ, উৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানে উৎপন্নজীবমুক্তিস্ত পরমো যোগী মত ইত্যুক্তম্, তয়োক্তয়ো-
রপি জ্ঞানাদজ্ঞাননাশেহপি যাবৎপ্রারব্ধভোগঃ কর্ম দেহেন্দ্রিয়সংজ্ঞাতাবস্থানাং প্রারব্ধ-
ভোগকর্ম্মাণ্যে চ বর্ত্তমানদেহেন্দ্রিয়সংজ্ঞাতাণ্যাহ পুনরুৎপাদকাতাবাদ্বিদেহকৈবল্যং
প্রতি কাপি নাস্ত্যাশঙ্ক্য । যন্ত প্রাকৃতকর্ম্মভির্লব্ধবিবিধিপাৰ্থাস্তচিন্ত্তাঙ্কিঃ কৃতকার্য্যত্বাৎ
সর্বাণি কর্ম্মাণি পরিত্যজ্য প্রাপ্তপরমহংসপরিব্রাজকভাবেঃ পরমহংসপরিব্রাজকমাত্মাসাং-
কারণে জীবমুক্তং পরপ্রবোধনদকং গুরুমুপস্থ্য ততো বেদান্তমহাবাক্যোপদেশং প্রাপ্য
তজ্ঞাসম্ভাবনা বিপরীতভাবনাখ্যপ্রতিবন্ধনিরাশয় “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ইত্যাদি, “অনা-
বৃত্তিঃ শব্দাৎ” ইত্যন্তয়া চতুল্লক্ষণমীমাংসয়া শ্রবণমনননিদিধ্যাসনানি গুরুপ্রসাদাৎ কর্ত্তু-
মারভতে, স শ্রদ্ধানোহপি সন্ন্যাস্যোহন্নত্বেনান্নপ্রযত্নবাদলজ্ঞানপরিপাকঃ শ্রবণমনননিদি-
ধ্যাসনেষু ক্রিয়মানেষু এব মধ্যে ব্যাপস্ততে স জ্ঞানপরিপাকশূন্যত্বেনানষ্টাঙ্গানো ন সূচ্যতে
নাপ্যুপাসনাসহিতকর্ম্মকলং দেবলোকমমুভবত্যাচ্চিরাদিমার্গেণ, নাপি কেবলকর্ম্মকলং
পিতৃহোক্তমমুভবতি ধুমাদিমার্গেণ, কর্ম্মণামুপাসনানাঞ্চ তাক্ষত্বাৎ অত এতাদৃশো-যোগভ্রষ্টঃ
কীটাদিভাবেন কষ্টাং গতিমিমাং । অজ্ঞানো সতি দেবদানপিভূতানমার্গাসম্বন্ধিত্বাৎ
বর্ণাশ্রমচারভ্রষ্টবদখবা কষ্টাং গতিং নেমাং । শাস্ত্রনির্দিষ্টকর্ম্মশূন্যত্বাভাবমদেববদ্বিত্তি
সংস্পর্শপর্ষ্যাকুলমনা, অর্জুন উবাচ, অবতিরিতি । যতির্ভবশীলঃ (অম্মার্থে নঞ) অলবণা

যবাগুরিত্যাদিবৎ) অযতিরন্নবত্বঃ শ্রদ্ধয়া গুরুবেদান্তবাক্যোয়ু বিশ্বাসবুদ্ধিরূপয়োপেতো যুক্তঃ, শ্রদ্ধা চ স্বসহচরিতানাং শমাদীনামুপলক্ষণম্, “শাস্তো দাস্ত উপরতন্তিতিক্ঃ শ্রদ্ধা-
বিতো ভূত্বাঅন্তোবাত্মনাং পশুতি” ইতিশ্রুতেঃ। তেন নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ইহামুক্ত
ভোগবিরাগশমদমোপরতিতিতিকাশ্রদ্ধাদিসম্পৎ মুমুকুতা চেতি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ গুরু-
মুপস্থতা বেদান্তবাক্যশ্রবণাদি কুর্ত্বন্নপি . পরমায়ুযোহন্নত্বেন মরণকালে চেচ্ছিয়াণাং
ব্যাকুলত্বেন সাধনামুষ্ঠানাসম্ভবাৎ যোগাচ্চলিতমানসঃ শ্রবণাদিশরিপাকলজজন্মনত্বস্বাসক্তাৎ-
কারাৎ চলিতং তৎফলমপ্রাপ্তং মানসং যন্ত সঃ যোগানিস্পতিত্বাপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং
তত্ত্বজ্ঞাননিমিত্তমজ্ঞানতৎকার্যনিবৃত্তিমপুনরাবৃত্তিসহিতামপ্রাপ্যাতত্বজ্ঞ এব মৃতঃ সন্ ক্কাং
গতিং হে কৃষ্ণ ! গচ্ছতি স্মৃগতিং দুর্গতিং বা কৰ্ম্মণাং পরিত্যাগাৎ জ্ঞানস্ত চানুৎপত্তে;
শাস্ত্রোক্তমোক্ষসাধনামুষ্ঠানিহাৎ শাস্ত্রগতিকৰ্ম্মশূন্যত্বাচ্ ॥ ৩৭ ॥

নাগলকণ্ঠ — মনসো হুনিগ্রহত্বাদযোগসিদ্ধৌ বিয়ং পশুন্নজ্জুন উবাচ অযতিরিতি ।
হে কৃষ্ণ ! যোগাৎ কৰ্ম্মযোগাচ্চলিতমানসস্ত্যক্তকৰ্ম্মা *সন্ন্যাসীত্যর্থঃ, শ্রদ্ধয়া উপেতো
যোগমার্গং প্রবিষ্টোহপি অযতিঃ আয়ুযোহন্নত্বা বৈরাগ্যাদোর্ক্ষল্যাছা অন্নপ্রবন্ধঃ, (অলবণা
যবাগুরিতিবদন্নার্থে নঞঃ) স কদাচিৎ যোগসংসিদ্ধিং . যোগফলং সম্যগ্দর্শনমপ্রাপ্য
মৃতশ্চেৎ ক্কাং গতিং গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ । —নহু অভ্যাসবৈরাগ্যাত্মাং প্রবন্ধবতৈব পুংসা যোগো লভ্যত ইতি
ত্বয়োচ্যতে । যন্ত এতৎ ত্রিতয়মপি ন দৃশ্যতে তন্ত কা গতিরিতি পৃচ্ছতি অযতিরিতি ।
অযতিঃ অন্নবন্ধঃ । (অলবণা যবাগুরিতিবদন্নার্থে নঞঃ) । অথচ শ্রদ্ধয়োপেতঃ “যোগ-
শাস্ত্রাস্তিকোন তত্র শ্রদ্ধয়া উপেতঃ যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত এব, নহু লোকবঞ্চকত্বেন
মিথ্যাচারঃ কিন্তু অভ্যাসবৈরাগ্যোরভাবেন যোগাচ্চলিতং বিষয়প্রবলীভূতং মানসং
যস্য সঃ । অতএব যোগস্য সংসিদ্ধিং সম্যক্ সিদ্ধিং অপ্রাপ্যোতি যৎ কিঞ্চিৎ সিদ্ধিত্ব
প্রাপ্ত এবেতি যোগাকুরুক্কাভূমিকাতোহগ্রিমাং যোগারোহভূমিকায়ঃ প্রথমাং কক্ষাং গত
ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

ভাৎপৰ্য্য । —তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও যদি জীবন্মুক্তি সমুৎপন্ন না হয়,
তাহা হইলে তাদৃশ যোগীকে অপরম যোগী বলা যায় । যে যোগীর তত্ত্ব-
জ্ঞান ও জীবন্মুক্তি উভয়ই সমুৎপন্ন হইয়াছে, তিনিই পরমযোগী ! এই সকল
তত্ত্ব এই গ্রন্থে পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে । কিন্তু এতদুভয়ই কৈবল্য-
লাভের সাধন, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই । যিনি অপরম যোগী, তাহার
জীবন্মুক্তি না হইলেও, কালক্রমে সজ্জাত জ্ঞানপ্রভাবে তিনি যে কৈবল্যলাভ
করিতে পারিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই । আর যিনি পরম যোগী তিনি
জীবন্মুক্ত, সুতরাং কৈবল্য তাহার পূর্ণ অধিকার . একথা বলাই বাহুল্য ।

সংযুক্ত হইয়া যোগে সম্প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক । শ্রুতি বলিয়াছেন, “শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাশ্রিত হইয়া আত্মায় আত্মাকে দর্শন করে।” যে ব্যক্তি উল্লিখিতরূপ সাধন চতুস্তয় সম্পন্ন হইয়া গুরু-সমীপে বেদান্ত বাক্যের

অবগত হইয়াছেন, বাঁহারা অরণ্যে বাণপ্রস্থান্ধ্র গ্রহণ করিয়াছেন ও বাঁহারা পরিত্রাজক (আনন্দগিরির মতে এখানে পরিত্রাজক শব্দের অর্থ ত্রিদেবী) হইয়াছেন, নৈষ্টিক ব্রহ্মচারিগণ, এবং শ্রদ্ধাবান্ তপস্বিগণ পূর্বেকৃত দেবপথ উত্তরপথ বা ব্রহ্মপথে গমনের অধিকার লাভ করেন ।” (এক্ষণে ছান্দোগ্য—পঞ্চম প্রপাঠক—দশমুখভোক্ত তৃতীয়াদি প্রতি ব্যাখ্যাত হইতেছে) । “আর যে সকল গৃহস্থ গ্রামে থাকিয়া (শ্রুতাক্ত “গ্রামে” এই শব্দই বলিয়া দিতেছে যে, গ্রামই গৃহস্থের নিত্য বাসস্থান । বানপ্রস্থ ও পরিত্রাজকের বাসস্থান যে অরণ্য, তাহাও পূর্বে শ্রুতাক্ত ‘অরণ্যে’ এই শব্দদ্বারা ই সংস্থচিত হইয়াছে) ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি বেদবিহিত কৰ্ম্ম, পূর্ত অর্থাৎ জলাশয়োৎসর্গাদি কৰ্ম্ম এবং যথাশক্তি উপযুক্ত পাণ্ডে দ্রব্যপ্রদানাদিরূপ ধর্ম্মের উপাসনা করিয়া থাকেন । “এই সকল কৰ্ম্মের ফল চিরস্থায়ী নহে” এইরূপ দর্শনশক্তি তাঁহাদিগের নাই বলিয়া, তাঁহারা “ধুমং” অর্থাৎ ধূমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন । সেই ধুম হইতে “রাত্রিং” রাত্রির অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন । সেই রাত্রিদেবতা হইতে “অপরপক্ষম্” অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন । অপরপক্ষদেবতা হইতে “যান্ বড়্ দক্ষিণৈ- ত্তিমাসান্তান্” অর্থাৎ যে ছয় মাসে সূর্য্য দক্ষিণদিকে গমন করেন সেই ছয় মাসকে অর্থাৎ দক্ষিণায়ন ছয় মাসের অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন । এই প্রকরণোক্ত কৰ্ম্মিগণ সংবৎসরকে অর্থাৎ সংবৎসরাভিমানিনী দেবতাকে সমগ্ররূপে প্রাপ্ত হন না । কারণ, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন এই দুইটিই এক বৎসরের অবয়বভূত । অর্চিরাতি মার্গে প্রবৃত্ত সাধকগণ যে উত্তরায়ন মাসাত্মক সংবৎসরের অর্দ্ধাবয়ব লাভ করেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । সুতরাং কক্ষ্মীরাও দক্ষিণায়নরূপ অর্দ্ধাবয়বই লাভ করেন ॥৩৥ তাঁহারা সেই দক্ষিণায়নরূপ ছয় মাসের সকল হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হন । অন্তরীক্ষে দৃশ্যমান এই সোম (চন্দ্রমা) ব্রাহ্মণগণের রাজা এবং দেবতাগণের অন্নস্বরূপ । দেবতাগণ তাঁহাকে অর্থাৎ চান্দ্রমস অন্ন ভক্ষণ করেন । “এই সোম দেবতাগণের অন্ন ও দেবতাগণ তাঁহাকে ভক্ষণ করেন” ইহার নির্গলিতার্থ এই যে, কৰ্ম্মিগণ যখন ধূমাদি মার্গদ্বারা চন্দ্রস্বরূপ সংপ্রাপ্ত হন, তখন দেবতারাই তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করেন ; সুতরাং তাঁহারা দেবতাদিগের অন্নস্বরূপ । এ স্থলে ভক্ষণ শব্দের অর্থ খাপা খাপা করিয়া খাওয়া নহে এবং অন্ন শব্দের অর্থ ভাত বা কোনরূপ খাদ্যক নহে । এখানে অন্ন শব্দের অর্থ ভোগোপকরণমাত্র এবং ভক্ষণ শব্দের অর্থ উপভোগ মাত্র । অর্থাৎ যেরূপ জী উপভোগ, ভৃত্য উপভোগ, ইত্যাদি । জীপ্রভৃতি পুরুষ কর্তৃক উপভুক্ত হইলেও যেরূপ আনন্দে বিচরণ করিতে পরেন, তাহাতে কোনরূপ ব্যাঘাতও হয় না, সেইরূপ তাঁহাদেরও কোনরূপ স্নেহের ব্যাঘাত হয় না । দেবতারাই তাঁহাদিগের ঘাড় মটকাইয়া ভক্ষণ করেন না !!! ॥ (এই তিন শাস্ত্রভাষ্যশ্রুতেষ্টব্য) ; সুতরাং কৰ্ম্মিগণ দেবগণের উপভোগ্য হইয়াও তাঁহাদিগের সহিত স্নেহে জোড়া করেন । তাঁহাদিগের সেই চন্দ্রমণ্ডলে স্নোগোপভোগযোগ্য জলময় শরীর আরুহ হয় । এই বিষয়ট অনেক শ্রুতিপ্রমাণে প্রমাণীকৃত ॥৪৥ (এই স্থলের শাস্ত্রভাষ্য শ্রুতেষ্টব্য) সেই কৰ্ম্মিগণ যত দিন না কৰ্ম্মক্ষয় হয়, ততদিন তথায় বাস করিয়া পুনর্বার এই (বন্ধমান) পথে প্রতিনিবৃত্ত হন । ভোগদ্বারা কৰ্ম্ম-ক্ষয় হইলে, এক মুমূর্ষমাত্রাকালও তাঁহারা তথায় থাকিতে পান না । কৰ্ম্মক্ষয় হইলেই তাঁহারা প্রথমে ভৌতিক আকাশকে প্রাপ্ত হন ।

মর্শ্মজ্ঞ হইলেও, পরমায়ুর অল্পতা হেতু এবং মরণকালে ইন্দ্রিয়সমূহের অস্থিরতা নিবন্ধন সাধনানুষ্ঠান বিরহিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের পথ হইতে বিচলিতমনা হন, তাঁহার যোগ সংস্কি লভ হয় না এবং তত্ত্বজ্ঞানের

অর্থাৎ চক্ষ্রমণ্ডলে তাঁহাদিগের শরীরের আরম্ভক যে জল ছিল ; চক্ষ্রলোকের উপভোগ নিমিত্ত কৰ্ম্ম সমূহ ক্ষয় হইলেই সেই জলও তথায় বিলীন হয় । যেৰূপ জ্ঞানিসংযোগে ঘূতের কাঠিষ্ঠ (দানা) বিলীন হয়, সেইরূপ সেই জলসমূহও বিলীন হয় ; তখন সেই বিলীন জলরাশি (এখানে জলরাশি ও কৰ্ম্মগণ অভেদার্থেই প্রযুক্ত হইতেছে) অন্তরীক্ষে থাকিয়া যেন আকাশ-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মরূপ ধারণ করে । সেই সলিলরাশিই আবার অন্তরীক্ষ হইতে বায়ু হয় ; বায়ু হইয়া ধূম হয় ; ধূম হইয়া অল্প অর্থাৎ জল ভরণমাত্ররূপ হয় ॥৫॥ অল্প হইয়া সেচন-সমর্থ মেঘ হয়, মেঘ হইয়া উন্নত প্রদেশে প্রকুটরূপে বৰ্ষণ করে । অর্থাৎ সেই শেষকৰ্ম্মা কৰ্ম্মী সকল বৰ্ষ ধারারূপে পর্ত্তাদি উন্নত প্রদেশে নিপতিত হন । সেই ক্ষীণকৰ্ম্মাগণ এখানে ধাতু, যব, ওষধি, (যাহার শত্রু পরিপক হইলেই নাশপ্রাপ্ত হয়) বনস্পতি (অশ্বখাদি) তিল, মাষ (কেলাই) ইত্যাদি জাতিরূপে সম্ভাভ হয় । বৰ্ষধারারূপে পতিত ক্ষীণকৰ্ম্মাগণ যেহেতু গিরি, তট, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি অসংখ্য স্থলে নিপতিত হন, সুতরাং তাঁহাদিগের নিজমণ অতি হ্রস্ব । (ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই স্থলের শাকর ভাষ্যে দ্রষ্টব্য) স্থল কথা, এই জলের সহিত যতদিন পর্য্যন্ত রেতঃসেকসমর্থ জীবের সহিত সম্বন্ধ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আর নিজমণের কোনওরূপ উপায়ান্তর নাই । অনন্তরূপে অনন্তস্থলে পরিলমণকারী সেই জলের সহিত রেতঃসেককারী জীবের সংসর্গও নিতান্ত দুর্লভ । কখনও কাকতালীয় ভায়ে কোন রেতঃসেকসমর্থের সহিত ধাত্বাদিরূপে উক্ত জলের সংসর্গ সংঘটিত হয় । যে যে জীব উক্ত জলসংশ্লিষ্ট ব্রীহাদি ভোজন করে এবং যে জীব ঋতুকালে জ্বীতে রেতঃসেক করে, সেই রেতঃই আবার প্রায় সেই রেতঃসেক-কারী পুরুষের আকৃতিবিশিষ্ট হয় । উক্ত জলই ব্রীহাদি রূপে পরিণত ; ব্রীহাদিভক্ষণ দ্বারা পুরুষের শুক্র সঞ্চয় হয় ; সুতরাং সেই জলই রেতোরূপে পরিণত লইয়া কামিনীর গর্ভাশয়ে প্রবেষ্ট হয় । উক্ত জল রেতোরূপে রমণীর গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে বলিয়া, তাহার নাম ‘অনুশরী’ ॥৬॥ (এই স্থলের শাকরভাষ্যে জীবের জন্মরস্ত্র বিস্তৃতরূপে সমালোচিত হইয়াছে ; বাহুল্য ভয়ে সমুদ্রুত হইল না ।) চক্ষ্রমণ্ডলগত কৰ্ম্মীর চক্ষ্রমণ্ডলগমনোপযোগী কৰ্ম্মই ভোগ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু অন্ত্রাত্ম অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম তথায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না । এই নিমিত্ত চক্ষ্র-মণ্ডলগতোপযোগী কৰ্ম্ম ক্ষয়ে তথা হইতে জলরূপে পৃথিবীতে পতিত ক্ষীণকৰ্ম্মাগণের চক্ষ্রমণ্ডল-গমনোপযোগী কৰ্ম্মব্যতীত অন্য অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মরূপ ব্রাহ্মণাদি জাতিতে বা মনুষ্যাদি যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে । উক্ত চক্ষ্রমণ্ডলনিপতিত ক্ষীণকৰ্ম্মাগণের মধ্যে যাহারা ‘রমণীয়চরণ’ অর্থাৎ পূৰ্বে অকুরতা বা সত্যভাষাদিরূপ পুণ্য কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহারা সেই পুণ্যকৰ্ম্ম প্রভাবে অভিশীঘ্রই ব্রাহ্মণযোনিই হউক, ক্ষত্রিয়যোনিই হউক আর বৈশ্যযোনিই হউক নিজ কৰ্ম্মারূপ এই তিনের যে কোন একটি রমণীয় (ক্রোধাদিবিবর্জিত) যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করেন । আর যাহারা কপূরচরণ অর্থাৎ ঠিক ইহার বিপরীত, তাহারা শীঘ্রই অশ্বখাদিই হউক, শূকরযোনিই হউক, বা চণ্ডালযোনিই হউক, এই তিনটির যে কোন একটি কপূর (ধৰ্ম্মসংবন্ধবিবর্জিত, নিমিত) যোনিতে নিজ কৰ্ম্মারূপে জন্মপরিগ্রহ করেন । যে সকল বিজ্ঞাতি রমণীয়চরণ বা পুণ্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানতৎপর, যদি তাহারা নিজ নিজ ধৰ্ম্ম পালন

অসম্ভাব হেতু অজ্ঞান ও তৎকার্যের নিবৃত্তিও হয় না। তাঁহার কৰ্ম্মত্যাগ হইলেও তৎকৃত জ্ঞানের উদ্ভব হয় নাই। হে নারায়ণ ! সেই শাস্ত্র-সম্মত মোক্ষসাধন-বিব্রহিত অথচ বিগর্হিত কৰ্ম্মত্যাগী ব্যক্তির মরণান্তে শুভাশুভ কি গতি হইবে, ইহাই আমার জিজ্ঞাস্তা ॥ ৩৭ ॥

করতঃ ইষ্টাপূর্তাদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহার ধূমাদি গতি (মার্গ) দ্বারা ঘট-বজ্রের দ্বার (ঘড়ির কাঁটার মত) পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করেন। তাঁহার। যে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করেন, তাহা বর্তমান সমালোচ্য ছান্দোগ্য উপনিষদ্ পঞ্চম প্রপাঠক দশম খণ্ড “আত্মতমেবাধ্বানং পুনরাবর্ত্তন্তে” এই পঞ্চম শ্রুতির মধ্যস্থিত “পুনঃ” শব্দদ্বারা সংস্থচিত হইতেছে। এইরূপে বহু জন্মান্তে কোনরূপ অনির্কচনীয় ভাগ্যোদয়ে যদি তিনি বিভ্রা লাভ করেন, তাহা হইলে অচিরাদি মার্গদ্বারা গমন করিতে পারেন; আর তাঁহাকে জনন-মরণ-তরঙ্গ-সংকুল সংসারসাগরে নিপতিত হইতে হয় না। যে সমস্ত কৰ্ম্মী ধূমমার্গ দ্বারা চক্রমণ্ডলে গমন করেন এবং তথা হইতে পুনঃপুনঃ ভূতলে নিপতিত হন, তাঁহাদিগের সহিত অজ্ঞান পাপাচার-তৎপর জীবের পার্থক্য এই যে, তাঁহার। পুনঃপুনঃ সংসরণক্লেষ অনুভব করেন না এবং অজ্ঞে তাহা অনুভব করে। যে রূপ কোন উচ্চ বৃক্ষ হইতে নিপতিত ব্যক্তি পতনকালীন জ্ঞানলোপ নিবন্ধন তাৎকালিক দুঃখ অনুভব করিতে পারে না, চক্রমণ্ডল হইতে ভূতলে নিপতিত কৰ্ম্মিগণও সেইরূপ কোন যাতনা অনুভব করেন না ॥৭॥ (ছান্দোগ্য—৫ম প্রপাঠক—১০ম খণ্ড) বৃহদারণ্যক উপনিষদেও বর্ণিত আছে যে, “তে য এবমেতদ্বিঃঃ যে চামী অরণো শ্রদ্ধাং সত্যম্পাসতে তেহচ্চিন্তিসম্ভবন্তি, অচ্চিবোহহরহু আপূৰ্য্যমাণপক্ষ্মাপূৰ্য্যমানপক্ষ্মাদ্যান্ যথাসান্নদক্ষিণাদিত্য-মাদিত্যাবৈছাতং তান্ বৈছাতান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকাম্ গময়তি, তেহু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি ; ন তেষাং পুনরাবর্ত্তিঃ ॥১৫॥ অথ যে বজ্জেন দানেন তপসা লোকান্ বজন্তি তে ধূমভিসম্ভবন্তি, ধূমাত্রাংস্ত্রিঃ রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষ্মপক্ষীয়মাণপক্ষ্মাদ্যান্ যথাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি ; মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চক্রং তে চক্রং প্রাপ্যন্নং ভবন্তি ; তান্তত্র দেবা বধা সোমং রাজানমাপ্যন্নপাক্ষীয়শ্বেতোব্রহ্মেনাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তি ; তেষাং বধা তৎপর্য্য-চৈত্যার্থে মমেবাকশ-মভিনিন্স্পত্তস্ত আকাশদ্বায়ুং বায়োরুষ্টিং বৃষ্টেঃ পৃথিবীং তে পৃথিবী, প্রাপ্যন্নং ভবন্তি, তে পুরুষাঘৌ হুয়ন্তে ততো যোষাঘৌ জায়ন্তে লোকান্ মত্যাখ্যায়িনস্ত এবমেবানুপরি-বর্ত্তন্তেথ য এতো পহানো ন বিহুন্তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিৎ দন্দশূকম্ ॥১৬॥” [বৃহদারণ্যক—৮ম অধ্যায়—২য় ব্রাহ্মণ]।

উল্লিখিত শ্রুতি সমূহের অর্থ ছান্দোগ্য উপনিষদ্রুত শ্রুতির সহিত একরূপ ; সুতরাং পুনরুক্তি ভয়ে স্বতন্ত্ররূপে বিবৃত হইল না। উক্ত শ্রুতিচয়ের অস্তে এবং ছান্দোগ্য, ৮ম প্রপাঠক দশম খণ্ড, ৮ম শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, বাহার। উক্ত দুইটি মার্গের বিষয় অবগত নহে (অর্থাৎ সেবা না করে) তাহারাই কীট-পতঙ্গাদিবোনি সম্প্রাপ্ত হয়। উল্লিখিত অচিরাদিমার্গ পুরাণাদি শাস্ত্রে “ক্রমযুক্তি” বলিয়া পরিচিত। শ্রীমদ্ভগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধ দ্বিতীয়াধ্যায়াদি স্থলে এই ক্রমযুক্তির প্রসঙ্গ অবতারণিত হইয়াছে। এই গীতাশাস্ত্রেও ৮ম অধ্যায়, ২৪ হইতে ২৭ শ্লোক পর্য্যন্ত অচিরাদি মার্গের বিষয় বর্ণিত আছে।—

[শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ।]

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টচ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্চতি ।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয় ।—মহাবাহো (শ্রীকৃষ্ণ) ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে)
বিমূঢ়ঃ (বিক্লিপ্তঃ) [সন্] অপ্রতিষ্ঠঃ (সাধনরূপাশ্রয়রহিতঃ)
উভয়বিভ্রষ্টঃ (কৰ্ম্ম-জ্ঞানমার্গাদ্বিচলিতঃ) [সঃ ছিন্ন-ভ্রংশ-ইব,
(খণ্ডীকৃতমেঘতুল্যঃ) ন নশ্চতি কচ্চিৎ ॥ ৩৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—ভগবন্ ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে বিক্লিপ্ত [হইয়া]
নিরাশ্রয় কৰ্ম্ম-জ্ঞানমার্গ হইতে বিচ্যুত [তিনি] খণ্ড-মেঘের-ন্যায় নষ্ট-
হন না কি ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে কৃষ্ণ ! যে ব্যক্তি উল্লিখিতরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়-
ভ্রষ্ট হইয়া, অবলম্বনশূন্য এবং কৰ্ম্ম ও জ্ঞান সাধন বিরহিত হইয়া
পড়েন, বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় তিনি কি বিনাশ-দশা প্রাপ্ত হন ॥ ৩৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কচ্চিদিতি । কচ্চিৎ কিং নোভয়বিভ্রষ্টঃ কৰ্ম্মমার্গাৎ জ্ঞানমার্গাচ্চ
বিভ্রষ্টঃ সন্ ছিন্নাভ্রমিব নশ্চতি কিং বা ন নশ্চতি অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ো হে মহাবাহো!
বিমূঢ়ঃ সন্ ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে ॥ ৩৮ ॥

আনন্দগিরি ।—প্রশ্নমেব বিবর্ণোতি কচ্চিদিতি । প্রশ্নস্তপ্রশ্নার্থঃ কচ্চিদিতি
স্বাকীকৃত্য ব্যাচষ্টে কিমিতি । উভয়বিভ্রষ্টঃ স্পষ্টয়তি কৰ্ম্মভ্যাদিনা । বায়ুনা ছিন্নং
বিশকলিতমভ্রং যথা নশ্চতি তদ্বদিত্যাহ ছিন্নেতি । নানাশঙ্কানিমিত্তমাহ নিরাশ্রয় ইতি ।
কৰ্ম্মমার্গরূপাবষ্টস্তাভাবোপি জ্ঞানমার্গাবষ্টস্তত্ত্ব ভবিষ্যতীত্যশঙ্ক্যাহ বিমূঢ়ঃ সন্নিতি । ন
হি কৰ্ম্মিণং প্রতীক্ৰমশঙ্কা বুদ্ধাভিলাষং ত্যক্তেত্বেন্ন সমর্প্যকীকৃ কৰ্ম্মাহুতিষ্ঠতো নিকৰ্পচারেণ
তদ্বৎশবচনাসম্ভবাৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসম্মাসিনস্ত বিহিতানাং ত্যাগাৎ জাতোপারিচ্ছ বিচ্যুতেরনর্থ-
প্রাপ্তিশঙ্কা বুদ্ধেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

রামানুজ ।—কচ্চিদিতি । উভয়বিভ্রষ্টো যং ছিন্নাভ্রমিব কচ্চিন্ন নশ্চতি যথা মেঘ-
শকলঃ 'পূৰ্ব্বস্বান্নহতো মেঘাচ্ছিন্নঃ পরং মহাস্তং মেঘমপ্রাপ্য বিনষ্টো ভবতি, তদৈব কচ্চিন্ন
নশ্চতি । কথমুভয়বিভ্রষ্টত্ব অপ্রতিষ্ঠো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি যথাবহিতং স্বর্গাদিসাধন-
ত্বতঃ কৰ্ম্মকলাভিসন্ধিরহিতস্তাত্ত্ব পুরুষস্ত ফলসাধনত্বেন প্রতিষ্ঠা ন ভবতি ইতি অপ্রতিষ্ঠঃ'
প্রকৃত্তে ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়স্তদ্বাৎ পথঃ [সাধনাৎ প্রথমং] প্রচ্যুতঃ উভয়ভ্রষ্টতয়া কিময়ং
নশ্চত্যেব উত ন নশ্চতি ॥ ৩৮ ॥

হনুমান্ ।—কচ্চিদিতি । কচ্চিহুভয়বিভ্রষ্টঃ কৰ্ম্মমার্গাদ্যোগমার্গাচ্চ বিভ্রষ্টঃ ছিন্নাভ্রমিব
নশ্রুতি, কিঞ্চ অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ হে মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধর ।—প্রশ্নাভিপ্রায়ঃ বিবৃণোতি কচ্চিদিতি । কৰ্ম্মণামীশ্বরেহর্পিতত্বাদনুষ্ঠানাত
তাবৎ কৰ্ম্মফলং স্বর্গাদিকং ন প্রাপ্নোতি, যোগানিস্পত্তেষ্ট মোক্ষং ন প্রাপ্নোতি এবমুভয়শ্চ-
ভ্রষ্টঃ অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ অতএব ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ৈ পথি মার্গে বিমূঢ়ঃ সন্ কচ্চিৎ কিং ন
নশ্রুতি কিং বা নশ্রুতীত্যর্থঃ । নাশে দৃষ্টান্তঃ যথা ছিন্নমূলং পূৰ্ব্বম্বাদভ্রাঘিল্লিষ্টমভ্রান্তরমপ্রাপ্তং
সম্বাদ্যএব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

বলদেব ।—প্রশ্নাশয়ঃ বিশদয়তি কচ্চিদিতি । কচ্চিদিতি প্রশ্নে । নিকামতয়া কৰ্ম্ম-
ণোহনুষ্ঠানায় স্বর্গাদিফলম্ । যোগাসিদ্ধেন্নীত্বাবলোকনঞ্চ তস্তাত্ত্বৎ । এবমুভয়শ্চাঘিল্লিষ্টোহ-
প্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ সন্ কিং নশ্রুতি কিংবা ন নশ্রুতীত্যর্থঃ ছিন্নাভ্রমিবেতি । অত্র মেঘো
যথা পূৰ্ব্বম্বাদভ্রাঘিল্লিষ্টঃ পরমভ্রঙ্কাপ্রাপ্তমন্তরালে বিলীয়তে, তদ্বদেবেতি নাশে দৃষ্টান্তঃ ।
কথমেবং শক্য তত্রাহ ব্রহ্মণঃ পথি প্রশ্ন্যুপায়ৈ যদসৌ বিমূঢ়ঃ ॥ ৩৮ ॥

মধুসূদন ।—এতদেব সংশয়বীজং বিবৃণোতি কচ্চিদিতি । কচ্চিদিতি সাভিলাষপ্রশ্নে,
হে মহাবাহো ! মহান্তঃ সর্কেষাং ভক্তানাং সর্কোপদ্রবনিবারণসমর্থাঃ পুরুষার্থচুড়ায়দান-
সমর্থা বা চম্বারো বাহবো বশেতি প্রশ্ননিমিত্তকোদ্ধাতাবস্তুহুস্তরদানসহিষ্ণুত্বঞ্চ
সুচিতম্ । ব্রহ্মণঃ পথি ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে জ্ঞানে বিমূঢ়ঃ বিক্ষিপ্তঃ অল্পপন্নব্রহ্মাত্মৈক্যাসাক্ষাৎ-
কার ইতি বাধবপ্রতিষ্ঠঃ দেবদানপিতৃদানমার্গগমনহেতুভ্যাযুপাসনাকৰ্ম্মভ্যাং প্রতিষ্ঠাভ্যাং
সৌধনাভ্যাং রহিতঃ সোপাসনানাং সর্কেষাং কৰ্ম্মণাং পরিত্যাগাৎ এতাদৃশ
উভয়বিভ্রষ্টঃ কৰ্ম্মমার্গজ্ঞ জ্ঞানমার্গাচ্চ বিভ্রষ্টঃ ছিন্নাভ্রমিব বায়ুনা ছিন্নঃ বিশকলিতঃ পূৰ্ব্ব-
ম্বাদোষাবল্লিষ্টমুত্তরমেঘকণাপ্রাপ্তমত্রঃ যথা বৃষ্টাযোগাৎ সদন্তরালএব নশ্রুতি । তথা যোগ-
ভ্রষ্টোহপি পূৰ্ব্বম্বাৎ কৰ্ম্মমার্গাঘিল্লিষ্ট উত্তরঞ্চ জ্ঞানমার্গমপ্রাপ্তোহস্তরালএব নশ্রুতি । কৰ্ম্মফলং
জ্ঞানফলঞ্চ লক্ষ্যযোগো ন কিমিতি প্রশ্নার্থঃ । এতেন জ্ঞানকৰ্ম্মসমুচ্চয়ো নিরাকৃতঃ ।
তস্মিন্ হি পক্ষে জ্ঞানফলাভাবেহপি কৰ্ম্মফলাভাসংতবেনোভয়বিভ্রষ্টত্বাসংতবাৎ, ন চ
তস্ত কৰ্ম্মসমুৎবেহপি ফলাকামনাত্যাগাৎ তৎফলভ্রংশবচনমবকরত ইতি বাচ্যম্, নিকামাণামপি
কৰ্ম্মণাং ফলসম্ভাবস্তাপত্ত্ববচনাচ্ছদাহরণেন বহুশঃ প্রতিপাদিতত্বাৎ, তন্ম্বাৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-
ত্যাগিনিং প্রত্যেবারং প্রশ্নঃ অনর্থপ্রাপ্তিশঙ্কারান্তত্বৈব সম্ভবাৎ ॥ ৩৮ ॥

‘নীলকণ্ঠ’ ।—কচ্চিদিতি । কচ্চিমোভয়বিভ্রষ্টঃ কৰ্ম্মমার্গাৎ যোগমার্গাচ্চ বিভ্রষ্টঃ
ছিন্নাভ্রমিব পূৰ্ব্বমপয়ং বা মেঘমপ্রাপ্য মধ্যে এব নশ্রুতি তদ্বৎ, অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ,
হে মহাবাহো ! বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে ॥ ৩৮ ॥

‘বিদ্বনাথ’ ।—কচ্চিদিতি । কচ্চিদিতি প্রশ্নে, উভয়বিভ্রষ্টঃ কৰ্ম্মমার্গাকূতঃ যোগমার্গঞ্চ
সম্যগপ্রাপ্ত ইত্যর্থঃ । ছিন্নাভ্রমিবেতি । যথা ছিন্নং অত্র মেঘঃ পূৰ্ব্বম্বাদভ্রাঘিল্লিষ্টমভ্রান্তর-
কণাপ্রাপ্তং সৎ মধ্যে বিলীয়তে, তেনাত্ত ইহ লোকে যোগমার্গেই প্রবেশাধিবরভোগত্যাগেচ্ছা

সম্যগ্ধৈরাগ্যাভাবাবিষয়ভোগেচ্ছা চ ইতি কষ্টম্ পরলোকে চ স্বর্গসাধনস্ত কৰ্ম্মণোহভাবাৎ
মোক্শসাধনস্ত যোগস্তাপ্যপরিপাকাৎ ন স্বর্গমোক্শাবিত্যভয়লোকে এবান্ত বিনাশ ইতি-
দ্যোতিতম্ । অতো ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ৈ পথি মার্গে বিমূঢ়োহয়ং অপ্ৰতিষ্ঠঃ প্রতিষ্ঠামাস্পদমপ্রাপ্তঃ
সন্ কচ্চিৎ কিং নশ্চতি ন নশ্চতি বেতি স্বং পৃচ্ছ্যসে ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য্য ।—অৰ্জুন এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে স্বকীয় সংশয়ের গূঢ় তাৎপর্য্য
অবগত করাইতেছেন । নারায়ণ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ “মহাবাহো” বলিয়া
উল্লেখ করিয়াছেন । অধুনা অৰ্জুনও তাঁহাকে “মহাবাহো” শব্দে সম্বোধন
করিলেন । যিনি ভক্তগণের সর্বপ্রকার উপদ্রব নিবারণে সক্ষম, যিনি
সাধককে পুরুষার্থ চতুষ্টয় প্রদানে সমর্থ, সেই সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদ ভগবান
বল-বিক্রম-সম্পন্নগণের অগ্রগণ্য সন্দেহ নাই । অথবা যিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-
বিশোভিত ভূজ-চতুষ্টয় সমন্বিত তিনিই মহাবাহু । যে ব্যক্তি জ্ঞানের
অপূর্ণতা হেতু ব্রহ্মাত্মৈক্য সাক্ষাৎকার লাভে অধিকারী হন নাই ; যিনি
উপাসনা সহকৃত সর্বকৰ্ম্ম ত্যাগ হেতু দেবদানমার্গে গমনোপযোগী উপাসনায়
এবং পিতৃদানমার্গে গমনোপযোগী কৰ্ম্মসাধনে বিরত হইয়াছেন, স্মৃত্যং
কৰ্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ উভয়পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাহার গুতি কি
হইবে ? প্রভঞ্জন-প্রভাবে নভোমণ্ডলস্থ জলধরপটল হইতে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড বিচ্ছিন্ন
ও বিচ্যূত হইয়া নিরাশ্রয় ও নিরবলম্বভাবে অনন্ত আকাশে ভাসিতে ভাসিতে
যুরিয়া বেড়ায় । যে বৃহৎ বারিদ হইতে ভ্রাশ্ব বিচ্যূত হইয়াছে, তাহার সহিত
পুনরায় তাহা সংযুক্ত হইতে না পাইয়া এবং তত্রত্য মেঘান্তরের সহিত সম্মিলিত
না হইয়া, সেই সামান্য মেঘখণ্ড ক্রমশঃ শূণ্ণে বিলীন হইয়া যায় । কৰ্ম্মফল
ও জ্ঞানফল লাভের অযোগ্য যোগভ্রষ্ট পুরুষও কি উল্লিখিত নিচ্ছিন্ন
মেঘখণ্ডের ন্যায় উভয় পথ পরিভ্রষ্ট হইয়া অবশেষে বিনাশ দশা প্রাপ্ত
হন ? শ্রীমদ্বিদ্যাসুন্দরের মতে জ্ঞান ও কৰ্ম্মের সমুচ্চয়বাদিগণের অতিপ্রার্থ
এতদ্বারা খণ্ডিত হইল । উভয়বিভ্রষ্ট এই পদদ্বারা উভয়েরই ফল-স্বাতন্ত্র্য
প্রদর্শিত হইল ; স্মৃত্যং তাহাদের সমুচ্চয় অসম্ভব ।

শ্রীমদ্বিদ্বানাথ বলেন । সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির দুই দিকই নষ্ট হয় ।
‘যোগমার্গে-সংপ্রবিষ্ট হওয়ায় বিষয়ভোগে বিরতি জন্মিয়াছে, অথচ বৈরাগ্যের
পূর্ণতা না ঘটায় ভোগেচ্ছা সম্যক্রূপে অপগত হয় নাই ; স্মৃত্যং ইহলোকে
তাঁহার সকল সুখই নষ্ট হইয়াছে । স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কৰ্ম্মানুষ্ঠান না

করায় এবং মোক্ষসাধন যোগ্যতার অপরিণাক হেতু স্বর্গ ও মোক্ষ উভয়েই তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন । এইরূপে ইহলোক ও পরলোক উভয় দিক্ হইতেই তিনি বিজ্ঞপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ।

ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্থ ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয় ।—কৃষ্ণ মে (মম) এতৎ পূর্বোক্তরূপং) সংশয়ং (সন্দেহং) শেষতঃ (নিঃশেষাৎ) ছেত্তুং (অপনেতুং) [ত্বম্] অর্হসি (যোগ্যো ভবসি) তৎ-অন্যঃ (তত্ত্ব অপরঃ) অস্থ সংশয়স্য ছেত্তা (নিবর্তকঃ) ন হি উপপদ্যতে (সম্ভবতি) ॥ ৩৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—শ্রীকৃষ্ণ আমার এই সন্দেহ নিঃশেষে অপনোদন-করিতে [তুমি] যোগ্য হও তোমা-ছাড়া-অপর এই সন্দেহের নিবর্তক নিশ্চয়ই থাকিতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে ভগবন্ ! তুমি নিঃশেষরূপে আমার এই সন্দেহ নিরাকরণ কর । তুমি ব্যতীত আর কেহই এইরূপ সন্দেহ নিরাকরণে সক্ষম নহেন ॥ ৩৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—এতদ্বিতি । এতন্মে মম সংশয়ং কৃষ্ণ ! ছেত্তুমপনেতুমর্হসি 'অশেষতঃ স্বদত্তঃ স্বতোহন্তঃ ঋষির্দেবো বা ছেত্তা নাশয়িতা সংশয়স্তাত্ত ন হি বস্মাহুপপদ্যতে ন সম্ভবতি অতস্বমেব ছেত্তুমর্হসীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

আনন্দগিরি ।—যথোপদর্শিতসংশয়পাকরণার্থমর্জুনো ভগবন্তঃ প্রেরয়ন্বাহ এত দ্বিতি । স্বতোহন্তঃ কচ্চিদৃষির্বা দেবো বা স্বদীয়ং সংশয়ং ছেৎস্বতীত্যাশঙ্ক্যাহ স্বদত্ত ইতি । অন্তঃ, সংশয়ছেত্তুরূপাবে কলিতমাহ অত ইতি ॥ ৩৯ ॥

রামানুজ ।—এতদ্বিতি । তমেনং সংশয়মশেষস্যাস্থ ছেত্তুমর্হসি স্বতঃ প্রত্যক্ষেণ যুগপৎ সর্বং সর্বদা স্বতএব পশ্যতস্বতোহন্তঃ ঋষির্দেবো বা ছেত্তা নাশয়িতা সংশয়স্যাস্থ ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

হনুমান্ ।—এতদ্বিতি । এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হসি । অশেষতঃ স্বদত্তঃ স্বতোহন্তঃ ঋষির্বা, দেবো বা ছেত্তা নাশয়িতা সংশয়স্যাস্থ, ন হি বস্মাহুপপদ্যতে নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর ।—ঐবৈব সৰ্বজ্ঞেনায়ং মম সন্দেহো নিরসনীয়ঃ স্বস্তোহিহন্তঃ এতৎতন্মহা
নিবৰ্ত্তকো নাস্তীত্যাহ এতদিতি । এতৎ এনং ছেতা বিবৰ্ত্তকঃ স্পষ্টমন্তঃ ॥ ৩৯ ॥

বলদেব ।—এতদিতি । (ক্লীবস্বমার্ষম্) । ঐদিতি । সৰ্বেশ্বরঃ সৰ্বজ্ঞঃ স্বস্তো
হন্তোহনীশ্বরোহন্নন্তঃ কশ্চিদৃষিঃ ॥ ৩৯ ॥

মধুসূদন ।—যথোপদর্শিতসংশয়াপাকরণায় ভগবন্তমন্তর্যামিণমর্থয়তে পার্থ এত
দিতি । এতদেতং পূর্বোপদর্শিতং মে মম সংশয়ং হে কৃষ্ণ ! চেতুমগনেতুমহীন্তশেষতঃ
সংশয়মুদাধর্মীহ্যাদেদেন । মদন্তঃ কশ্চিদৃষির্বা দেবো বা স্বদীয়মিমং সংশয়মুচ্চেৎস্ততী-
ত্যাশঙ্কাহ । তদন্তঃ স্বং পরমেশ্বরঃ সৰ্বজ্ঞঃ শাস্ত্রকৃতঃ পরমশুরোঃ কারুণিকাদন্তঃ
অনীশ্বরত্বেনাসৰ্বজ্ঞঃ কশ্চিদৃষির্বা দেবো বাস্য যোগদ্রষ্টপরলোকগতিবিষয়স্য সংশয়স্য
ছেতা সম্যগন্তরদানেন নাশয়িতা হি যন্মারোগপপত্ততে ন সম্ভবতি তন্মহা স্বমেব
প্রত্যক্ষদর্শী সর্বস্য পরমশুরঃ সংশয়মেতং মম চেতুমহীসীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এতদিতি । এতৎ এতং স্পষ্টমন্তঃ ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ —এতদিতি । এতৎ এতম্ ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য ।—হে ভগবন ! আমি যে সংশয়ের বিষয় পূর্বে নিবেদন
করিলাম, তাহা নিঃশেষ রূপে নিবারণ করিয়া দেও ; যেন তাহার মূলমাত্রও
আমার হৃদয়ে আর না থাকে । যদি ভগবান্ বলেন, আমি তোমার সংশয়ের
উচ্ছেদ না করিয়া দিলেও, হয়ত কোন ঋষি বা দেবতার নিকট তোমার সম্মুখে
নিরাকৃত হইতে পারে । এইরূপ আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে অর্জুন বলিতেছেন,
“হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি পরমেশ্বর, সর্বজ্ঞ, সর্বশাস্ত্রের প্রণেতা, সকল গুরুর শ্রেষ্ঠ,
এবং দয়াবানের চূড়ামণি । সংসারের কোন ঋষি বা কোন দেবতাই তোমার
শ্রায় সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি-সম্পন্ন নহেন । অতএব আমার এই বিষয় সন্দেহ
নিবারণ-বিষয়ে তোমার অপেক্ষা যোগাতর পাত্র আর কেহই থাকিতে পারেন
না । আমার জ্ঞান ও বুদ্ধি অসম্পূর্ণ ; হৃদয়ের আশঙ্কা পরিবাস্তব করিতে
বেরূপ ক্ষমতার আবশ্যক, তাহাও আমার নাই । হৃদয়-ভাব সম্যকরূপে
পরিজ্ঞাত হইয়া আমার সংশয় নিরাস করা তোমার শ্রায় অন্তর্ধ্যামী ও সর্বজ্ঞ
পুরুষোত্তম ভিন্ন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে । অতএব হে সর্বদর্শিন
জগদ্গুরো ! কৃপাসহকারে আমার এই সন্দেহ নিরাকরণ করিতে
প্রস্তুত হও ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্ত বিদ্যতে ।

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

অনুয় ।—শ্রীভগবান্ উবাচ । পার্থ ন এব ইহ (লোকে) ন অমুত্র (পরলোকে) তস্ত (যোগভ্রষ্টস্ত) বিনাশঃ (পাতিতাং হীনজন্মপ্রাপ্তিশ্চ) বিদ্যতে তাত (হে স্নেহভাজন-শিষ্য) হি (যস্মাৎ) কল্যাণকৃৎ (শুভ-কারী) কশ্চিৎ দুর্গতিং (মন্দপরিণামম্) ন গচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৪০ ॥

প্রতিশব্দ ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন । কোন্তেয় এই লোকে ও না “পরলোকে না তাহার বিনাশ আছে বৎস যেহেতু শুভানুষ্ঠাতা কোনই অধোগতি পান না ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা ।—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে পার্থ ! তাদৃশ যোগভ্রষ্ট পুরুষের ইহকাল বা পরকালে কখন বিনাশ নাই । হে তাত ! যিনি শুভ কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে কোনই অধোগতি ভোগ করিতে হয় না ॥ ৪০ ॥

শঙ্করাচার্য ।—শ্রীভগবান্ উবাচ । পার্থেতি । হে পার্থ নৈব ইহ লোকে নামুত্র পরস্মিন্ বা লোকে বিনাশস্তস্ত বিদ্যতে নাস্তি, নাশো নাম পূর্বস্বাদীনজন্মপ্রাপ্তিঃ স তস্ত যোগভ্রষ্টস্ত নাস্তি, ন হি যস্মাৎ কারণাৎ কল্যাণকৃৎ শুভকৃৎকশ্চিদুর্গতিং কুৎসিতাং গতিং হে তাত । তনোত্যাঙ্গানং পুত্ররূপেণেতি পিতা তাত উচ্যতে পিতৈব পুত্র ইতি পুত্রোহপি তাত উচ্যতে, শিষ্যোহপি পুত্রত্বা উচ্যতে, যতো ন গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

আনন্দগিরি ।—যোগিনো নাশাশঙ্কাং পরিহনন্তুরমাহ শ্রীভগবানিতি । বহুত-মুভয়ভ্রষ্টো যোগী নশ্ততীতি তদ্রাহ পার্থেতি । তত্র হেতুমাং ন হীতি । যোগিনো মার্গভ্রষ্টাঃ ত্রৈলোক্যে নাস্তি নাশঃ শিরোগর্হালক্ষণো ন ভবতীতি শ্রদ্ধাদেঃ সম্ভাব্যঃ, তথাপি কৰ্ণমাস্মিকনাশশূন্যমিত্যাশঙ্ক্য তদ্রূপনিরূপণপূর্বকং তদভাবং প্রতিজানীতে নাশো নামেতি । তত্র হেতুভাগং বিভজ্যতে ন হীত্যাদিনা । উভয়ভ্রষ্টস্তাপি শ্রদ্ধেজ্জিগৎসমাদেঃ স্বামিকৃতপ্রবোধেচ্চ ভাবাদ্বপন্নং শুভকৃৎস্বম্ । তাতেতি কথং পুত্রস্থানীয়ঃ শিষ্যঃ সৰ্বোধ্যত পিতুরেব তাতশব্দস্বামিত্যাশঙ্ক্যাহ তনোতীতি । তেনপুত্রস্থানীয়স্ত শিষ্যস্ত তাতেতি সৰ্বোধনমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ । ন গচ্ছতি কুৎসিতাং গতিং কল্যাণকরস্বাদিতি নাস্তীতিভাবঃ ॥ ৪০ ॥

রামানুজ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ । পার্থেতি । শ্রদ্ধয়া যোগে প্রক্ৰান্তস্ত তস্মাৎ
প্রচ্যুতস্তেহ চামুত্র চ বিনাশো ন বিদ্বতে । প্রাকৃতভস্মাদিভোগানুভবে ব্রহ্মানুভবে
চাভিলষিতানবাধিরূপঃ প্রত্যাবারাদ্যো নিষ্ঠাবাধিরূপশ্চ বিনাশো ন বিদ্বত ইতার্থঃ ।
নহি নিরতিশয়কল্যাণরূপযোগকৃতং কচ্চিৎ কালজয়েহপি দুর্গতিং গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

হনুমান্ ।—শ্রীভগবানুবাচ । পার্শ্ব ইতি । পার্শ্ব নৈবেহ লোকে নামুত্র পরস্মিন্
লোকে বা বিনাশস্তস্ত বিদ্বতে নাস্তি, নাশো নাম পূর্বস্মাৎ হীনকল্পপ্রাপ্তিঃ স
যোগব্রহ্মে নাস্তীতি, হি স্মাৎ কল্যাণকৃতং কচ্চিৎ দুর্গতিং কুৎসিতাং গতিং হে'তাত ।
তনোতি আত্মানং পুত্ররূপেণ ইতি তাত উচ্যতে, পিতা এব পুত্র উচ্যতে ইতি ।
পুত্রোহপি তাত উচ্যতে, যতো ন গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

শ্রীধর ।—তত্রোক্তং শ্রীভগবানুবাচ পার্থেতি সার্বৈশ্চতুর্ভিঃ । ইহ লোকে নাশ
উভয়ভ্রংশাৎ পাতিতাম, অমুত্র পরলোকে নাশো নরকপ্রাপ্তিস্তদুভয়ং তস্ত নাস্ত্যেব, যতঃ
কল্যাণকৃতং শুভকারী কচ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি, অয়ঞ্চ শুভকারী শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তস্মাৎ ।
তাতেতি লোকরীত্য উপলালয়ন্ সোধোয়তি ॥ ৪০ ॥

বলদেব ।—এবং পৃষ্ঠো শ্রীভগবানুবাচ পার্থেতি । তত্তোক্তলক্ষণস্ত যোগিন ইহ
প্রাকৃতিকে লোকেহমুত্রা প্রাকৃতিকে চ লোকে বিনাশঃ স্বর্গাদিসুখবিভ্রংশলক্ষণঃ পরমাশ্রা-
বলোকনবিভ্রংশলক্ষণশ্চ ন বিদ্বতে ন ভবতি, কিঞ্চোত্তরজ তৎপ্রাপ্তির্ভবেদেব । হি যতঃ
কল্যাণকৃতং নিশ্রেয়সোপায়ভূতসক্কর্মযোগারম্ভী দুর্গতিং তদুভয়াভাবরূপাং দরিত্র্যং ন
গচ্ছতি । (হে তাতেত্যভিবাংসল্যাং সোধোয়নম্ । তনোত্যাত্মানং পুত্ররূপেণেতি ব্যুৎপত্তে-
স্ততঃ পিতা স্বার্থিকেহপি তত এব তাতঃ) । পুত্রং শিষ্যাকাতিরূপয়া দ্রোষ্টব্যং সোধো-
য়তি ॥ ৪০ ॥

মধুসূদন ।—এবমর্জুনস্ত যোগিনং প্রতিনাশশঙ্কাং পরিহরন্তরং শ্রীভগবানুবাচ
পার্থেতি । উভয়বিভ্রষ্টো যোগী নশ্রুতীতি কোহর্থঃ কিমিহ লোকে শিষ্টেগর্হণীয়ো ভবতি
বেদবিহিতকর্মত্যাগাৎ যথা কচ্চিৎকৃষ্ণলঃ কিং বা পরত্র নিকৃষ্টাং গতিং প্রাপ্নোতি যথোক্তং
শ্রুত্যা, “অথৈতরোঃ পর্থোন কতয়েণ চ ন তে কীটাঃ পতঙ্গা যদি দন্দশূকম্” ইতি । তথা-
চোক্তং মহুনা । “বাস্তান্ত্যাকামুখঃ প্রেতো বিশ্রো ধর্ম্মাৎ স্বকামুতঃ” ইত্যাদি । তদুভয়মপি
নেত্যাং হে পার্শ্ব ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্ত যথাশাস্ত্রং কৃতসক্কর্মসন্ন্যাসস্ত সর্বতো
বিরক্তস্ত শুক্লমুপস্থতা বেদান্তপ্রবণাদি কুর্কতোহস্তরালে মৃতস্ত যোগব্রহ্মস্ত বিদ্বন্তে,
উভয়ত্রাপি তস্ত বিনাশো নাস্তীত্যত্র হেতুমাং হি স্মাৎ কল্যাণকৃতং শাস্ত্রবিহিতকারী
কচ্চিদপি দুর্গতিমিহাকীর্তিং পরত্র চ কীটাদিরূপতাং ন গচ্ছতি, অয়ন্ত সর্বোৎকৃষ্ট এব
সন্ দুর্গতিং ন গচ্ছতীতি কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ । (তনোত্যাত্মানং পুত্ররূপেণেতি পিতা
তত উচ্যতে স্বার্থিকেহপি তত এব তাতঃ রাক্ষসবায়সাদিবৎ) । পিতৃব চ পুত্ররূপেণ
ভবতীতি পুত্রস্থানীয়ন্ত শিষ্যন্ত তাতেতি সোধোয়নং কুপাতিশয়হচনার্থম্ । যদুক্তম্, “যোগব্রহ্মঃ

কষ্টাং গতিং গচ্ছতি অজ্ঞাষে সতি দেবদানপিতৃদানমার্গান্তরাসম্বন্ধিত্বাৎ স্বধর্ম-
ব্রহ্মবৎ” ইতি তদ্যুক্তং এতত্ত্ব দেবদানমার্গাসম্বন্ধিৎসেন হেতোরসিদ্ধাৎ পঞ্চাশ্চবিদ্যায়ং
য ইখং বিদুষো চামী অরন্তে শ্রদ্ধাং সতামুপাসতে তেহর্চিরন্তিসম্ভবতীত্যবিশেষণ
পঞ্চাশ্চবিদ্যামিবাতংক্রতুনাং শ্রদ্ধাসত্যবতাং মুমুক্শুণামপি দেবদানমার্গেণ ব্রহ্মলোক-
প্রাপ্তিকথনাং শ্রবণাদিপরায়ণস্ত চ যোগব্রহ্মস্ত শ্রদ্ধাশ্রিতো ভূষ্যেত্যেনেব শ্রদ্ধায়াঃ প্রাপ্তত্বাৎ
শাস্তো দান্ত ইত্যেনেব চানুতভাষণরূপবাখ্যাপারনিরোধরূপস্ত চ সত্যস্বলকত্বাৎ
বহিরিঙ্গিয়াণামুক্তং অলব্যাপারনিরোধো হি দমঃ। যোগশাস্ত্রে চ, “অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্ম-
চর্যাগরিগ্রহা যমাঃ” ইতি যোগাঙ্গদ্বেনোক্তত্বাৎ। যদি তু সত্যাঙ্গেন ব্রহ্মবোচ্যতে তদাপি
ন “কতিঃ বৈদান্তশ্রবণাদেবপি সত্যব্রহ্মচিন্তনরূপত্বাদতংক্রতুশ্চেপি চ পঞ্চাশ্চবিদ্যামিব
ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিসম্ভবাৎ। তথাচ স্মৃতিঃ। “সন্ন্যাসাদ্বক্ষণং স্থানম্” ইতি। তথা প্রাট্টেহিক-
দেবাস্তবাক্যবিচারস্তাপি কুচ্ছানীতিতুল্যকলঙ্কং স্বর্যতে। এবঞ্চ সন্ন্যাসশ্রদ্ধাসত্য-
ব্রহ্মবিচারণামন্ততমস্তাপি ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিসাধনত্বাৎ সমুদিতানাং তেবাং তৎসাধনত্বং
কিং চিত্রম্। অতএব সর্বস্বকৃতরূপত্বং যোগচরিতস্ত তৈত্তিরীয়া আমনন্তি। “তস্ত
বাহবা এবং বিদুষো যজ্ঞস্য” ইত্যাদিনা। স্বর্যতে চ, “স্নাতং তেন সমস্ততীর্থসলিলে সর্বাণি
দত্তাঃ বর্নির্জ্ঞানাক্ষ কৃতং সহস্রমখিলাঃ দেবাশ্চ সম্পূজিতাঃ। সংসারাক্ত সমুদ্ভূতাঃ
স্বপিতরন্ত্বেলোকাপুজ্যোহপ্যসৌ যস্য ব্রহ্মবিচারেণ ক্ষণমপি সৈর্য্যং মনঃ প্রাপ্নুয়াৎ॥”
ইতি ৯৩০ ॥

শ্রীমদ্রথ --- অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ পার্থেতি। হে তাতেতি! বাৎসল্যাৎ
সম্বোধয়তি। তস্য ইহ বিনাশো নীচযোনিপ্রাপ্তিঃ অমৃত বিনাশো নরকপ্রাপ্তিস্তদুভয়মপি
ন জায়তে, হি যতঃ কল্যাণকরং দুর্গতিং নৈব প্রাপ্নোতি ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ :—শ্রীভগবান্ উবাচ। পার্থেতি। ইহ লোকে অমৃত পরলোকেহপি
কল্যাণপ্রাপকং যোগং করোতীতি সং ॥ ৪০ ॥

তাৎপর্য্য।—ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বকীয় শিষ্য ও সখার জ্ঞান সম্বন্ধে
আগ্রহ ও তদ্বিসয়ক সন্দেহ ভঞ্জনার্থ অমুরাগ দেখিয়া স্নেহে বিগলিত-হৃদয়
হইয়া উঠিলেন। এইজন্য তিনি তাঁহাকে এই শ্লোকে “পার্থ” ও “তাত” এই
দুই বাক্যে সম্বোধন করিলেন। অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধ,
তাহার পরমাত্মীয় এবং একান্ত-হৃদয় বান্ধব ইহাই “পার্থ” সম্বোধনের গুঢ়
তাৎপর্য্য। শিষ্য চিরদিনই পুত্রস্থানীয় এবং স্নেহাস্পদ। শিষ্যের অমুরাগ,
আগ্রহ ও জ্ঞানোন্নতির পরিচয় পাইলে গুরু স্বতঃই আনন্দে অভিভূত
হইয়া থাকেন। লোকে যেমন তাদৃশ স্নেহভাজন শিষ্যকে সাদরে
“স্নাবা” বলিয়া সম্বোধন করে, সেইরূপ অমুন। জগদগুরু শ্রীনিবাস স্বকীয়

শিষ্যান্বানীয় সখাকে স্নেহাকুলিত হৃদয়ে “তাত” বাক্যে সম্বোধন করিলেন । বসুন্ধরায় এই গুরুশিষ্য উভয়েই অমৃতকর্ম্মা । ধন্য সেই মানব যে তাঁহাদের এই লীলারহস্য আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করে । শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ ! যে ব্যক্তি সর্বকর্ম্ম-পরিত্যাগ পূর্বক যথাশাস্ত্র গুরুসমীপে বেদান্ত-বাক্য-পরিজ্ঞান-জনিত সন্ন্যাস, অবলম্বন করিয়াও মরণ হেতু যোগের সম্পূর্ণতা সংসাধিত করিতে পারেন না, তিনি কখনই, ছিন্ন মেঘশব্দের ন্যায় বিনষ্ট হইবেন না । যিনি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে কখনই ইহলোকে অকীর্ত্তি বা পরলোকে কীটাদিরূপ কোন প্রকার দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না । যিনি শ্রেষ্ঠ পদবীতে পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহার আর অধোগতি প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই । ক্ষণকাল মাত্রও তাঁহার ত্র্যম্বকবিচারে মনের স্থিরতা জন্মিয়াছে, তিনি সর্বতীর্থ-সলিলে স্নান, সর্বপ্রকার দান, যাবতীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান জনিত ফলভাগী হইয়া দেবগণের পূজিত, সংসার হইতে মুক্ত এবং ত্রৈলোক্যের পূজ্য হইয়া থাকেন । অতএব যিনি ত্র্যম্বকস্তন ও ত্র্যম্বকরূপণ কার্য্যে একবারও মনঃ সন্নিবেশ করিয়াছেন, তিনি যোগভ্রষ্ট হইলেও, উত্তরোত্তর সদগতি ভিন্ন কখনই অসদগতি প্রাপ্ত হইবেন না ॥ ৪০ ॥

—:—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুযিত্বা শাস্বতীঃ সমাঃ ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

অর্থঃ ।—যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং (অশ্বমেধাদিযাজিনাম্) লোকান্ (ত্র্যলোকাদিস্থানসমূহান্) প্রাপ্য [তত্র] শাস্বতীঃ সমাঃ (বহুন্সম্বৎসরান্) উযিত্বা (বাসস্থানমুভূয়) শুচীনাং (যথোক্তকারিণাং শুদ্ধাচারসম্পন্নানাম্) শ্রীমতাং (বিদূতিমতাং ধর্মনাং) গেহে (গৃহে) অভিজায়তে (জন্ম প্রাপ্নোতি) ॥ ৪১ ॥

প্রতিশব্দ ।—যোগভ্রষ্ট পুণ্যানুষ্ঠাতৃগণের লোকসমূহে, পাইয়া [তথায়] বহু সংবৎসর বাস স্থখ-অনুভব-করিয়া শুদ্ধাচারসম্পন্ন ধনবানের গৃহে জন্ম লাভ-করেন ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা । —উল্লিখিতরূপ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি অশ্বমেধাদি পুণ্যকর্ম-
পরায়ণগণের ন্যায় ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্ত হন । অনন্তর বহু সংবৎসরকাল
সেই সকল লোকে বাসজনিত স্তম্ভ সন্তোষ করিয়া, সদাচারবান্ মহারাজ
চক্রবর্তীর কূলে জন্ম পরিগ্রহ করেন ॥ ৪১ ॥

শঙ্করাচার্য্য । —কিঞ্চ ভবতি প্রাপ্যেতি । যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ সন্ন্যাসী সামর্থ্যাৎ
প্রাপ্য গচ্ছা পুণ্যকৃতামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্তত্র চ উষিত্বা বাসমহুভূয় শাশ্বতীর্নিত্যাঃ
সমাঃ সংবৎসরান্ তত্তোগকরে শুচীনাং যথোক্তকারিণাং শ্রীমতাং বিভূতিমতাং গেহে গৃহে
যোগভ্রষ্টৌহিভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

আনন্দগিরি । —যোগভ্রষ্ট লোকহরেপি নাশভাবে কিং ভবতীতি পৃচ্ছতি
কিঞ্চিতি । তত্র শ্লোকেনোত্তরমাহ প্রাপ্যেতি । কথং সন্ন্যাসীতি বিশেষ্যতে তত্রাহ
সামর্থ্যাদিতি । কর্মণি ব্যাপ্তস্ত কর্মিণো যোগমার্গপ্রবৃত্তানুপপত্তিস্তৎপ্রবৃত্তাবপি
কলাভিলাষবিকলস্তেযু সমর্পিতসর্ককর্মণস্তদ্রংশাশ্বতানবকাশাদিত্যর্থঃ । সমানাং
নিত্যং মাহুযসমাবিলক্ষণং বৈরাগ্যভাববিস্কয়া বিভূতিমতাং গৃহে জন্মেতি
হিষ্যতে ॥ ৪১ ॥

রুমানুজ । —কথময়ং ভবিষ্যতীত্যত্রাহ প্রাপ্যেতি । যজ্ঞাতীতভোগাভিকঙ্করা
যোগাৎ প্রচ্যুতোরমতিপুণ্যবতাং প্রাপ্যান্ লোকান্ প্রাপ্য তজ্জাতীয়নতিকল্যাণভোগান্
জ্ঞানোপায়যোগমাহাত্ম্যাদেব ভুঞ্জানো যাবত্তত্তোগভূতাবসানং শাশ্বতীঃ সমান্তজ্যোতিষা
তস্মিন্ ভোগবিভূকঃ শুচীনাং শ্রীমতাং যোগোপক্রমযোগ্যাণাং কূলে যোগোপক্রমে
ভ্রষ্টৌ যোগমাহাত্ম্যং জায়তে ॥ ৪১ ॥

হনুমান্ । —কিঞ্চ ভবতি প্রাপ্যেতি । যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ সন্ন্যাসী সামর্থ্যাৎ
প্রাপ্য গচ্ছা পুণ্যকৃতামরিষ্টোমাদিযাজিনাং লোকান্তত্র চোষিত্বা বাসমহুভূয় শাশ্বতীর্নিত্যাঃ
সমাঃ সংবৎসরাংস্তত্তোগকরে শুচীনাং যথোক্তকারিণাং শ্রীমতাং গেহে বিভূতিমতাং
গৃহে যোগভ্রষ্টৌহিভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

শ্রীধর । —তহি কিমসৌ প্রাপ্যেতীত্যপেক্ষামাহ প্রাপ্যেতি । পুণ্যকারিণামশ্ব-
মেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাশ্বতীঃ সমা বহুন্ সংবৎসরানুযিত্বা বাসমহুভূয়
শুচীনাং সদাচার্যাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে স যোগভ্রষ্টৌ জন্ম প্রাপ্নোতি ॥ ৪১ ॥

বলদেব । —ঐহিকং সুখসম্পত্তিং তাবদাহ প্রাপ্যেতি । ষাট্শবিসম্পূহয়া স্বধর্মে
শিথিলো যোগাচ্চ বিচ্যুতোহয়ং তাদৃশান্ বিবরান্যৈকোদেশকনির্যাসস্বধর্মযোগারম্ভমাহাত্ম্যেন
পুণ্যকৃতামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য ভুঙ্ক্তে তান্ ভুঞ্জানো যাবতীভিত্তোগ-
ভূক্তাবিনিবৃত্তাবতীঃ শাশ্বতীঃ বহবীঃ সমাঃ সংবৎসরাংস্তেযু লোকেষু যিত্বা তত্তোগ-
বিভূকস্তেভ্যো যোকেষ্যঃ শুচীনাং সঙ্কর্ষনিরতানাং যোগার্থিণাং শ্রীমতাং ধনিনাং

গেহে পূর্বারূপযোগমাহাঙ্গ্যাং স যোগভ্রষ্টোহভিজায়ত ইত্যঙ্গকালারূপযোগভ্রষ্ট পতিরিয়ং দশিতা ॥ ৪১ ॥

মধুসূদন :—তদেবং যোগভ্রষ্টস্ত শুভকৃৎসেন লোকধ্বংসেহপি নাশাতাবে কিং ভবতীত্যাচ্যতে, প্রাপ্যোতি । যোগমার্গপ্রবৃত্তঃ সর্বকর্মসন্ন্যাসী বেদান্তশ্রবণাদি কুর্সন্নস্তরাণে ত্রিয়মাণঃ কচ্চিৎ পূর্বোপচিতভোগবাসনাপ্রাকৃত্যাবৎ বিষয়েভ্যঃ স্পৃহয়তি । কচ্চিৎ বৈরাগ্যভাবনাদার্ঢ্যায় স্পৃহয়তি, তয়োঃ প্রথমঃ প্রাপ্য পুণ্যকৃতামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকানর্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকান্ । (একশ্লিষ্যপি যোগভূতামভেদাপেক্ষয়া বহুবচনম্) । তত্র চোষিষা বাসমহুভূত শাশ্বতীঃ ব্রহ্মপরিমার্গেনাক্ষর্য্যঃ সমাঃ সংবৎসরান্ তদন্তে শুচীনাং শুদ্ধানাং শ্রীমতাং বিতৃতিমতাং মহারাজচক্রবর্তিনাং গেহে কুলে ভোগবাসনামশেষ-সম্ভাবদজাতশক্রজনকাদিবদযোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ভোগবাসনাপ্রাবল্যাদ্ভ্রুকলোকান্তে সর্ব কর্মসন্ন্যাসাযোগ্যো মহারাজো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

নীলকণ্ঠ :—ইহায়ত্র চ তস্ত মহামেবাস্তীত্যাহ প্রাপ্যোতি । উষিষা বাসং কৃষা শাশ্বতীঃ সমাঃ নিত্যান্ বৎসরান্ যোগভ্রষ্টো রাগী চেদঙ্গকালান্তরযোগশ্চেৎ শ্রীমতাং গেহে জায়তে । তত্রাপি শ্রীমানধো গচ্ছতীত্যশঙ্কা শুচীনামিত্যুক্তম্ । শুচয়ো হি সংকার্যেণৈব ত্রিয়মুপযুক্তানাং পূর্বোপেক্ষয়া মহন্তরং স্থানমাসাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ :—তহি কাং গতিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যত আহ প্রাপ্যোতি । পুণ্যকৃতাং অশ্ব-মেধাদিযাজিনাং লোকানিতি যোগস্য ফলং মোক্ষো ভোগশ্চ ভবতি । তত্র পক্ষ্যোগিনো ভোগেচ্ছায়াং সত্যং যোগভ্রংশে সতি ভোগ এব । পরিপক্বযোগিনস্ত ভোগেচ্ছায়া ঐসম্ভবান্মোক্ষ এব । কেচিৎসু পরিপক্বযোগিনোহপি দৈবভোগেচ্ছায়াং সত্যং কৰ্দ্দম-সৌভাগ্যাদিদুঃখঃ ভোগমপ্যাহরতি । শুচিনাং সদাচারানাং শ্রীমতাং বনিকবণিগাদিনাং রাজ্ঞাং বা ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য :—শ্রীভগবান্ পূর্ববল্লোকে বলিয়াছেন যে, উল্লিখিতরূপ যোগভ্রষ্ট পুরুষের কখনই দুর্গতিভোগ করিতে হয় না এবং উভয় লোকেই তাঁহার বিনাশ নাই । তাঁহার কি হয়, তাহাই এক্ষণে পরিব্যক্ত করিতেছেন । যোগসংসিদ্ধি লাভের পূর্বেই ঘাঁহারা আয়ুঃ-শেষ হওয়ায় বা শিথিলাভ্যাস হেতু যোগভ্রষ্ট হন, তাঁহাদের কোন কোন ব্যক্তি পূর্বসংকীর্ণ ভোগবাসনার প্রাবল্য হেতু, বিষয়-স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারেন না ; আবার কোন কোন ব্যক্তি বৈরাগ্যভাবনার দৃঢ়তা হেতু সম্পূর্ণরূপে বিষয়-বিমুখ হইয়া থাকেন । তন্মধ্যে ঘাঁহাদের হৃদয় হইতে বাসনা নির্মূলিত হয় নাই, তাঁহারা দেহাবসানে অশ্বমেধাদি * যজ্ঞপরায়ণ

* অশ্বমেধ :—মূলকণাক্রান্ত জয়পত্রযুক্ত অশ্ব সংবৎসরকাল নানা দিগ্দেশ-মধ্যে পরিচালিত করিয়া পুনরায় ভবনে আনয়ন পূর্বক, তাহাকে হনন করতঃ, তদীয় মাংস সহকারে সম্পাদনীয়

পুণ্যানুষ্ঠানভূগণের প্রাপ্য অর্চিরাদিমার্গ-ক্রমে ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্ত হন। তথায় বহু সংবৎসর বাস-সুখ সন্তোষ করিয়া পরিণামে অজ্ঞাতশত্রু ও জনকাদির স্থায় যথোক্তাচারপরায়ণ, শুদ্ধাচারসম্পন্ন, বিভূতি সমন্বিত মহারাজ চক্রবর্তীর কূলে জন্ম পরিগ্রহ করেন। সাধারণ ধনোদিগের গৃহে জন্মলাভ গীতাশাস্ত্রের মৰ্ম্মানুসারে নিতান্ত অসৌভাগ্য প্রতিপাদক। ক্লারণ বাসনাক্ষয়, বিষয়-বৈরাগ্য ও জ্ঞানার্জন যে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, তাহাতে ধনসংস্পর্শ নিরতিশয় প্রতিকূল ব্যাপার সন্দেহ নাই। যে পরম কারুণিক জ্ঞানোদধি শ্রীভগবান্ মুমুকুর্জীবের হিতার্থ গীতাশাস্ত্র প্রতিপাদন করিয়াছেন, মানবের অধোগতির ব্যবস্থা করা কদাচ তাঁহার অনুমোদিত হইতে পারে না। এই জগুই তিনি এস্থলে ‘শ্রীমতাং’ অর্থাৎ ধনবান্ শব্দের পূর্বে “শুচীনাং” অর্থাৎ শুদ্ধাচারসম্পন্নের, এই বিশেষণ পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। যে স্থানে কেবল পরের প্রতি উৎপীড়ন, দীনের প্রতি অবজ্ঞা, হুরাপান, কুলকামিনীর সতীত্ব নাশ প্রভৃতি পাপময় কার্যে ধন ব্যয়িত হয়, সেই ধনীর গৃহ নরকস্বরূপ। তথায় জন্মলাভ ও নরকপ্রাপ্তি সমতুল্য। কিন্তু যেখানে ধন থাকিলেও, ধনীর তাহাতে আসক্তি নাই; যেখানে সম্পত্তি কেবল পরোপকার ও ধর্ম্মকর্ম্মের সাধনস্বরূপে ব্যবহৃত হয়, যেখানে ভাণ্ডার ধনরাশি পরিপূর্ণ থাকিলেও, তদধিকারী পথের বালুকা অপেক্ষা তাহার অল্প মূল্য অবধারণ করেন না, তাহার চিন্তা সম্পূর্ণরূপে বাসনাত্যাগী ও বিষয়বিরাগী হয় নাই, তাহার যদি তাদৃশ ধনীর কূলে জন্ম ঘটে, তাহা হইলে বিষয়বাসনা নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে পারলৌকিক সদৃগতির দ্বার সমুদঘাটিত হইবে। এইজগুই তাদৃশ যোগ-ভ্রষ্টগণ বহুকাল ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া, পরে উল্লিখিতরূপ শুদ্ধাচার-সম্পন্ন নিলিপ্ত ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ভোগবাসনা নিরোধ করিবেন এবং সর্বকর্ম্ম সন্ন্যাসযোগ্যতা লাভ করিবেন, ইহাই ভগবান্ পরিব্যক্ত করিলেন ॥ ৪০ ॥

বক্তবিশেষ। মহারাজ-চক্রবর্তীরাই এ বক্ত সম্পাদন করিয়া প্রত্যেক এবং রাজা ভিন্ন আর কাহারও-ইহাতে অধিকার নাই। কান্তন্যাসের ওরূপকার অষ্টমী তিথিতে এই বক্ত আরম্ভ হয় এবং এক বৎসর সপ্তবিংশতি দিনে ইহা সম্পন্ন হয়। এই বক্ত সম্পন্ন করিলে অমৃত্যুতার সর্বকামনা সংসিদ্ধ হইয়া থাকে। কলিযুগে অখমেধ বক্ত-নিবন্ধ।

অথবা যোগিনামেব কূলে ভবতি ধীমতাম্ ।

এতচ্চি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

অর্থঃ ।—অথবা যোগিনাং যোগনিষ্ঠানাং দরিদ্রাণাম্) ধীমতাং (জ্ঞানিনাম্) এব কূলে ভবতি (জন্ম লভতে) ইদৃশং যৎ জন্ম এতৎ চি লোকে দুর্লভং (দুর্লভতরম্) ॥ ৪২ ॥

প্রতিশব্দ ।—অথবা যোগিনিগের ব্রহ্মবিদ্যাবান্দিগের-ই বংশে জন্ম লাভ-করেন এই রূপ যে জন্ম, তাহা নিশ্চয় সংসারে দুর্লভতর ॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যা ।—পক্ষান্তরে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি তদ্বিজ্ঞাননিষ্ঠ যোগ-পরাশর মহাত্মদিগের বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে ; এইরূপ জন্মলাভ ইহ লোকে নিরতিশয় দুর্লভ ॥ ৪২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অথবেতি । অথবা শ্রীমতাং কুলাদন্তস্মিন্ যোগিনামেব দরিদ্রাণাং কূলে ভবতি জায়তে ধীমতাং বুদ্ধিমতাং এতচ্চি জন্ম যদরিদ্রাণাং যোগিনাং কূলে দুর্লভতরং হুঃখেন লভ্যতরং পূৰ্ব্বমপেক্ষ্য লোকে জন্ম যদীদৃশং যথোক্ত বিশেষণে কূলে সম্যং ॥ ৪২ ॥

আনন্দগিরি ।—শ্রদ্ধাটৈবরাগাদিকল্যাণাধিক্যে পক্ষান্তরমাহ অথবেতি । যোগিনা-মিতি কৰ্ম্মিণাং গ্রহণং মাতৃদ্বিতি বিশিনষ্টি ধীমতামিতি । ব্রহ্মবিদ্যাবতাং শুচীনাং দরিদ্রাণাং কূলে জন্ম দুর্লভং প্রমাদকারণাভাবাদিত্যাহ এতচ্চীতি । কিমপেক্ষ্যস্য জন্মনো হুঃখলভ্যাদপি হুঃখলভ্যতরং তদাহ পূৰ্ব্বমিতি । যত্নপি বিভূতিমতাং শুচীনাং গৃহে জন্ম হুঃখলভ্যং তথাপি তদপেক্ষ্য ইদং জন্ম হুঃখলভ্যতরং যদীদৃশং শুচীনাং দরিদ্রাণাং বিদ্যাবতামিতি বিশেষণোপেতে কূলে লোকে জন্মলক্ষণমিত্যর্থঃ । বহুতরং জন্মোক্তং তস্যোক্তমদ্বৈ হেতুস্তরমাহ সম্যাদিতি ॥ ৪২ ॥

রামানুজ ।—পরিপক্বযোগঃ চলিতশ্চেদ্ যোগিনাং ধীমতাং যোগং কুৰ্ব্বতাং স্বয়মেব যোগোপদেষ্টাণাং কূলে ভবতি তদেতদুভয়বিধং যোগযোগ্যানাং যোগিনাঞ্চ কূলে জন্ম প্রাকৃষ্টানাং দুর্লভতরমেতদযোগমাহ স্যাকৃতম্ ॥ ৪২ ॥

হনুমান্ ।—অথবেতি । অথবা শ্রীমতাং কুলাদন্তস্মিন্ যোগিনামেব দরিদ্রাণাং কূলে ভবতি জায়তে, ধীমতামেতচ্চি জন্ম দরিদ্রাণাং যোগিনাং কূলে দুর্লভতরং পূৰ্ব্বমপেক্ষ্য লোকে জন্ম যদীদৃশং যথোক্তবিশেষণে কূলে ॥ ৪২ ॥

শ্রীধর ।—অন্নকালান্তরযোগভ্রংশে গতিবিশেষমুক্তা চিরাভ্যন্তরযোগভ্রংশে পক্ষ-স্তরমাহ অথবেতি । যোগনিষ্ঠানাং ধীমতাং জ্ঞানিনামেব কূলে জায়তে নতু

পূর্বোক্তানামনাক্ষরযোগানাং কূলে, এতজ্জন্ম স্তোতি ঈদৃশং জন্ম এতচ্চি লোকে দুর্লভতরং মোক্ষহেতুত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

বলদেব ।—চিরারদ্ধাঙ্গযোগভ্রষ্টস্ত গতিমাহাধবেতি । যোগিনাং যোগমভ্যাসতাং ধীমতাং যোগদেশিকানাং কূলে ভবতুতৎপত্ততে । দ্বিবিধং জন্ম স্তোতি এতদ্বিতি । যোগার্হাণাং যোগমভ্যাসতাং কূলে পূর্বযোগসংস্কারবলকৃতমেতন্ময় প্রাকৃতামতিদুর্লভম্ ॥ ৪২ ॥

মধুসূদন ।—ষিঠীর্ষ্য প্রতিপক্ষাস্তরমাহ অধবেতি । প্রজ্ঞাধৈর্যাগাদিকল্যাণ-
শুণ্যধিক্যে তু ভোগবাসনাবিরহাৎ পুণ্যকৃতাং লোকানপ্রাপ্যৈব যোগিনামেব দরিত্রাণাং
ব্রাহ্মণানাং ন তু শ্রীমতাং রাজ্ঞাং কূলে ভবতি ধীমতাং ব্রহ্মবিজ্ঞাবতাম্, এতেন যোগিনামিতি
ন কৰ্ম্মগ্রহণম্ । যৎ শুচীনাং শ্রীমতাং রাজ্ঞাং গেহে যোগভ্রষ্টজন্ম তদপি দুর্লভং
অনেকস্মৃকৃতসাধ্যত্বাৎ মোক্ষপৰ্য্যবসায়িত্বাচ্চ । যন্তু শুচীনাং দরিত্রাণাং ব্রাহ্মণানাং
ব্রহ্মবিজ্ঞাবতাং কূলে জন্ম এতচ্চি প্রসিদ্ধং শুকাদিবৎ দুর্লভতরং দুর্লভানপি দুর্লভম্,
লোকে বদীদৃশং সৰ্ব্বপ্রমাদকারণশূন্তং জন্মেতি দ্বিঠীর্ষ্যঃ স্মৃত্তে ভোগবাসনানুশূন্যে
সৰ্ব্বসন্ন্যাসার্থত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—স যোগী বিরক্তশিরভ্যন্তযোগো বা চেৎ তস্ত গতিমাহ
অধবেতি ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ ।—অন্নকালভ্যন্তযোগভ্রংশে গতিরিয়মুক্তা, চিরকালভ্যন্তযোগভ্রংশে
তু পক্ষাস্তরমাহ অধবেতি । যোগিনাং নিমিপ্রভৃতীনামিতার্থঃ ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্বে যে দুইপ্রকার যোগভ্রষ্টের বিষয় কথিত হইয়াছে,
তন্মধ্যে ষাঁহাদের বাসনা নিঃশেষে ক্ষয়িত হয় নাই, তাঁহারা ধনশালী
বণিক বা সম্রাট গৃহে জন্মগ্রহণ করেন । ষাঁহাদের বিষয়-বৈরাগ্যের প্রবলতা
হেতু ভোগম্পৃহা অপগত হইয়াছে, তাদৃশ যোগভ্রষ্ট মহাত্মারা যোগনিষ্ঠ,
দীনতা সমাবিষ্ট, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণাদির কূলে জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁহাদিগকে
আর শুদ্ধাচারসম্পন্ন ধনীর ভবনে আবির্ভূত হইতে হয় না । অনেক
স্মৃতি বলিই যোগভ্রষ্টগণ সন্ন্যাসনিষ্ঠ সম্রাটপুত্র জন্মলাভ করেন ; তাদৃশ
জন্মপ্রাপ্তি মোক্ষে পর্য্যবসিত হয়, এজন্ত তাহা দুর্লভ । ইহলোকে জ্ঞানবান্
দরিত্র যোগীর কূলে জন্মলাভ তদপেক্ষাও দুর্লভ । এতাদৃশ জন্ম ভোগবাসনা-
শূন্য হেতু সহজেই সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-সন্ন্যাসের সাধক ; সুতরাং অচিরে 'কৈবল্য'
প্রদানক্ষম । এইজন্তই পূর্বোক্তরূপ জন্মাপেক্ষা শেণোক্তরূপ জন্মের শ্রেষ্ঠত্ব
সংকীৰ্ত্তিত হইল । শুকাদি নিৰ্ম্মলহৃদয় সাধুপুরুষেরা এইরূপ জন্ম লাভ
করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌৰ্ণদেহিকম্ ।

যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিকৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

অর্থঃ ।—তত্র (পূৰ্ব্বোক্তে দ্বিবিধে জন্মনি) পৌৰ্ণদেহিকং (পূৰ্ব-
দেহভবম্) তং বুদ্ধিসংযোগং (ব্রহ্মাত্মিক্যবুদ্ধ্যা সংযোগম্) লভতে
ততঃ চ কুরুনন্দন ভূয়ঃ (অধিকম্) সংসিকৌ (সিদ্ধিলাভার্থম্) , যততে
(প্রযত্নং কৰোতি) ॥ ৪৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—তাহাতে পূৰ্বদেহ-জাত সেই ব্রহ্মজ্ঞানযোগ লাভ-
করেন তদনন্তর কুরুরাজতনয় অধিক সিদ্ধি-লাভের-নিমিত্ত প্রয়াস-
করেন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে কুরুরাজকুমার ! উল্লিখিত উভয় প্রকার জন্মেই
পুরুষ পূৰ্ব-দেহার্জিত ব্রহ্মাত্মিক্য বুদ্ধি লাভ করেন এবং তদনন্তর
যোগজনিত সিদ্ধি-লাভার্থ অধিকতর প্রয়াসবান্ হইয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তত্রৈতি । তত্র যোগিনাং কূলে তং বুদ্ধিসংযোগং বুদ্ধ্যা সংযোগং
বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌৰ্ণদেহিকং পূৰ্ব্বস্মিন্ দেহে ভবং পৌৰ্ণদেহিকং যততে চ যত্নং
করোতি, ততস্তস্মাৎ পূৰ্ব্বকৃতাৎ সংস্কারাভূয়ো বহতরং সংসিকৌ সংসিদ্ধিনিমিত্তং
হে কুরুনন্দন ! ॥ ৪৩ ॥

আনন্দগিরি ।—বুদ্ধ্যোত্মানুবিষয়েতি শেষঃ, পূৰ্ব্বস্মিন্ দেহে ভবং তত্রাহুষ্ঠিতসাধন-
বিশেষযুক্তমিত্যর্থঃ । তর্হি যথোক্তজন্মনি সাধনাহুষ্ঠানমন্তরেণৈব বুদ্ধিসম্বন্ধঃ তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ
যততে চেতি । প্রযত্নঃ শ্রবণাহুষ্ঠানবিষয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

রামানুজ ।—তত্র তমিতি । তত্র জন্মনি তমেব পূৰ্বদেহিকং যোগবিষয়ং বুদ্ধি
সংযোগং লভতে ততঃ সুপমতিবুদ্ধবদ্ভূয়ঃ সংসিকৌ যততে যথানাস্তরায়হতো, ভবতি তথা
যততে ॥ ৪৩ ॥

• ইনুয়ান্ ।—তত্রৈতি । যস্মাচ্চ তত্র যোগিনাং কূলে তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে
পৌৰ্ণদেহিকং পূৰ্বদেহে ভবং পৌৰ্ণদেহিকং বুদ্ধিসংযোগং লভতে যততে চ যত্নং করোতি চ,
ততস্তস্মাৎ পূৰ্ব্বকৃতাৎসংস্কারাভূয়ো বহতরং সংসিকৌ সংসিদ্ধিনিমিত্তং কুরুনন্দন ! ॥ ৪৩ ॥

• শ্রীধর ।—ততঃ কিমতঃ আহ তত্রৈতি সার্বদেহিকং । স তত্র 'ষিপ্রকারেইপি' জন্মনি
পূৰ্বদেহভবং পৌৰ্ণদেহিকং তমেব ব্রহ্মবিষয়ম্ বুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে, ততচ্চ ভূয়োহধিকং
সংসিকৌ মোক্ষে প্রযত্নং করোতি ॥ ৪৩ ॥

বলদেব ।—আমুজিকীঃ স্বধসম্পত্তিং বক্তুং পূৰ্ণসংস্কারহেতুকং সাধনমাহ তত্রৈতি ।
তত্র দ্বিবিধে জ্ঞাননি । পৌৰ্ণদেহিকং পূৰ্ণদেহে ভবন্ বুধ্যা স্বধৰ্ম্মস্বাভ্যপনমাস্ববিষয়সা
সংযোগং সম্বন্ধং লভতে । ততশ্চ হ্রিগুঙ্ঘিগুপয়মাস্বাবলোকরূপায়াং সংসিদ্ধৌ নিমিত্তে
স্বাপোখিতবভূয়ো বহুতরং বততে যথা পুনবিয়হতো ন স্তাৎ ॥ ৪৩ ॥

মবুসুদন ।—এতাদৃশজন্মধ্বস্ত হ্রস্বভঙ্গং কুস্তাং ? তত্রৈতি । যস্মাৎ তত্র দ্বিপ্রকারে-
হপি জ্ঞাননি পূৰ্ণদেহে ভবৎ পৌৰ্ণদেহিকং সৰ্ব্বকৰ্ম্মসন্ন্যাসগুরুপসদনশ্রবণমননিদিধ্যাসনানাং
মুখ্যে যাংপর্যাস্তমুষ্টিতঃ তাবৎপর্যাস্তমেব তৎ ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়সা বুধ্যা সংযোগং তৎ
সাধনকলাপমিতি যাবলভতে প্রাপ্নোতি, ন কেবলং লভতঃ এব কিন্তু ততস্তল্লাভানন্তরং
ভূয়ৈহিকং লঙ্কারা ভূমেরগ্রমাং ভূমিং সম্পাদয়িতুং সংসিদ্ধৌ সংসিদ্ধির্মোক্ষঃ তন্নিমিত্তং
বততে চ প্রবন্ধং কৰোতি চ যাবম্মোক্ষং ভূমিকাং সম্পাদয়তিত্যাৰ্থঃ । হে কুরুনন্দন ! তবাপি
শুচীনাং শ্রীমতাং কুলে যোগবিরহজন্ম জাতমিতি পূৰ্ণবাসনাবশাদনারাসেনৈব জ্ঞানলাভো
ঔবিষয়্যীতি সূচয়িতুং মহাপ্রভাবস্ত কুরোঃ কীর্তনম্ । অয়মর্থো ভগবৎশিষ্টবচনে ব্যক্তঃ ।
যথা শ্রীরামঃ । “একামম্ব দ্বিতীয়াং বা তৃতীয়াং ভূমিকামুত । আকুন্ত মৃতস্তাথ কীদৃশী
ভগবন্ । গতিঃ ॥” পূৰ্ণং হি সপ্তভূময়ো ব্যাখ্যাতাঃ । তত্র নিত্যানিত্যবস্তবৈকপূৰ্ণকাদি-
হায়ুদ্বৈভোগবৈরাগ্যাং শমদমশ্রদ্ধাতিতিক্ষাসৰ্ব্বকৰ্ম্মসন্ন্যাসাদিপূরঃসরা মুমুক্ষা শুভেচ্ছাধ্যা
প্রথম ভূমিকা সাধনচতুর্ধসম্পাদিতি যাবৎ, ততো গুরুমুপস্থত্য বেদান্তবাক্যবিচারণাত্মিকা
দ্বিতীয়া-ভূমিকা, শ্রবণমননসম্পাদিতি যাবৎ । ততঃ শ্রবণমননপরিম্পন্নস্ত তত্ত্বজ্ঞানস্ত
নির্কিৰ্চিকংসতাক্রুপা তত্ত্বমানসা নাম তৃতীয়া ভূমিকা, নিদিধ্যাসনসম্পাদিতি যাবৎ । চতুর্থী
ভূমিকা তু তত্ত্বসাক্ষাৎকার এব । পঞ্চমযষ্ঠসপ্তমভূময়স্ত জীবমুক্তেরবাস্তবভেদা । ইতি তৃতীয়ে
প্রাখ্যাখ্যাতম্ । তত্র চতুর্থীং ভূমিং প্রাপ্তস্ত* মৃতস্ত জীবমুক্ত্যভাবেহপি বিদেহকৈবল্যাং
প্রতিনাস্ত্যেব সংশয়ঃ । তদন্তরভূমিত্রয়ং প্রাপ্তস্ত জীবরপি মুক্তঃ কিমু বিদেহ ইতি
নাস্ত্যেব ভূমিকাচতুর্থে শঙ্কা, সাধনতৃত্বভূমিকাত্রেয়ে তু কৰ্ম্মত্যাগাং জ্ঞানাগাভাচ্চ ভবতি
শঙ্কেতি । তত্রৈব প্রশ্নঃ শ্রীবশিষ্ঠঃ, “যোগভূমিকয়োংক্রান্তজীবিতস্ত শরীরিণঃ । ভূমিকাংশানু-
সারেণ কীর্যতে পূৰ্ণত্বকৃতম্ ॥ ততঃ সুরবিমানেষু লোকপালপুৰেষু চ । মেকপবৰ্ণনকুঞ্জেষু
নমতে রমণীসখঃ ॥ ততঃ স্কৃতসংভারে হৃকৃতে চ পুরা কৃতে । ভোগক্ষমাং পরিকীণে জায়ন্তে
যোগিনো ভুবি । শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে গুপ্তে গুণবতাং সতাম্ । জনিত্বা যোগমৈবৈতে
সেবন্ত যোগবাসিতাঃ ॥ তত্র প্রাপ্তাবনাভ্যন্তং যোগভূমিক্রমং বৃধাঃ । দৃষ্ট্য পরিপতন্ত্যটক-
কন্তরং ভূমিকাক্রমম্ ॥” ইতি । অত্র প্রাপ্তপরিভোগবাসনাপ্রাবল্যাদয়লাভ্যভবৈরাগ্য-
বাসনাদৌৰ্ল্যেন প্রাণোংক্রান্তিসময়ে প্রাপ্তত্বভোগম্পৃহঃ । সৰ্ব্বকৰ্ম্মসন্ন্যাসী যঃ সএবোক্তঃ ।
যন্ত বৈরাগ্যবাসনাপ্রাবল্যাং প্রকৃষ্টপুণ্যপ্রকটিতপরমেশ্বরপ্রসাদবশেন প্রাণোংক্রান্তিসময়ে-
হুত্বভোগম্পৃহঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসন্ন্যাসী ভোগব্যবধানং বিনৈব ব্রাহ্মণানামেব ব্রহ্মবিদ্যাং সৰ্ব্বপ্রমাদ-
‘কারগুণ্ডে কুলে সুমুপন্নস্ত প্রাক্তনসংস্কারাভিযাক্তেন্নারাসেনৈব সম্ভবামাস্তি পূৰ্ণস্তেব

মোকং প্রত্যাশংকতি স বশিষ্ঠেনোক্তঃ । ভগবতা তু পরমকার্ণকেনাথবেতি পক্ষান্তরং
কৃতোক্তএব স্পষ্টমন্ত্ৰং ॥ ৪৩ ॥

নীলকণ্ঠ --- তত্রৈতি । তত্র বিবিধেহপি জন্মনি পৌরুষদেহিকং পূর্বদেহে প্রাপ্তং
বুদ্ধিসংযোগং যাবতী যোগভূমিঃ পূর্বজন্মনি জিতা তত্র চ যাবান্ বুদ্ধিলাভো জাতস্তাবন্তং
বুদ্ধিসংযোগং পূর্বাভ্যাসাদগ্নেনৈবাত্যাসেন গভতে ততঃ তস্মাদপি ভূমন্তাং বহ্বাং সংস্কৌ
উদ্ধৃতিমীলাভার্থমিত্যর্থঃ, যততে বহুং কৰোতি ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—তত্রৈতি । তত্র বিবিধেহপি জন্মনি বুদ্ধ্যা পরমাত্মনিষ্ঠয়া সহ
সংযোগং পৌরুষদেহিকং পূর্বজন্মভবম্ ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য ।—শ্রীভগবান্ পূর্বের দুই প্রকার জন্মই দুর্লভ বলিয়া বাক্ত
করিয়াছেন । কেন তদুভয়ই দুর্লভ তাহাই এক্ষণে প্রকাশ করিতেছেন ।
উল্লিখিত শুদ্ধাচারসম্পন্ন ধনিদিগের গৃহে অথবা যোগিদিগের কূলে এতদুভয়
প্রকার জন্মেই সাধক পুরুষ পূর্বদেহোন্তব ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান লাভ করিয়া
থাকেন । সর্বকর্ম সম্যাস, গুরুপদিষ্ট শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন
ইত্যাদি কার্য্য সমস্তের যতদূর পর্য্যন্ত সাধক পূর্ব জন্মে সংশোধিত করিয়াছেন,
সমালোচ্য জন্মেও সেই ব্রহ্মসাধন সমূহ লাভ করেন । তাহা লাভ করিয়া
অগ্রবর্তী যোগভূমিতে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত প্রযত্নবান্ হন । এইরূপে
যতক্ষণ পর্য্যন্ত মোক্ষলাভ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সমস্তে এক ভূমি
হইতে ভূমিকান্তরে আরোহণের নিমিত্ত যত্নপরায়ণ থাকেন । কুরুনন্দন এই
সম্বোধন বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, তুমিও যোগভ্রষ্ট হইয়া অতি পবিত্র
শুদ্ধাচার-সম্পন্ন রাজচক্রবর্তীর কূলে জন্মলাভ করিয়াছ । অতএব তোমারও
পূর্ববাসনার নিবৃত্তি হইয়া অনায়াসেই জ্ঞানলাভ সংঘটিত হইবে । ভগবান্
শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “হে ভগবন্ ! যে ব্যক্তি
প্রথমা, দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া ভূমি পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া মৃত্যুবলিত হয়,
তাহার কি গতি হইয়া থাকে ?” পূর্বের যোগের সপ্তভূমির ব্যাখ্যা বিবৃত
হইয়াছে । (৩অ । ১৯ শ্লোক তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) । যোগ বিষয়ক সপ্তভূমিকার
মধ্যে একান্ত বৈরাগ্য হেতু সর্বকর্ম সম্যাস পূর্বক মুক্তিলাভেচ্ছাকে শুভেচ্ছা
নাম্নী প্রথমা ভূমিকা বলে, তদনন্তর গুরু সমীপে আগত হইয়া বেদান্ত-বাক্য
বিচার-জনিত শ্রবণ-মননাদি দ্বিতীয়া ভূমিকা । অনন্তর নিদিধ্যাসন জনিত
তত্ত্বজ্ঞান তনুমানসা নাম্নী তৃতীয়া ভূমিকা । তত্ত্ব সাক্ষাৎকারই চতুর্থী ভূমিকা ।
পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম এ তিনই জীবমুক্তির অবাস্তর ভেদ মাত্র । যে যোগী

চতুর্ধ ভূমি পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার জীবনশ্রুতি না হইলেও, বিদেহকৈবল্য সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। তদনন্তর পরবর্তী ভূমিত্রয়ে আরোহণ করিলেই জীবনশ্রুতি লাভ হয়; সুতরাং বিদেহতার বিষয় বলাই অনাবশ্যক। অতএব যিনি সাধন পথের ষড়দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, পর জন্মে তাঁহাকে ততদূর অগ্রসর হইয়া পরে সিদ্ধির পথে অধিকতর দূর পর্য্যন্ত অগ্রগামী হইতে হইবে। মনুষ্য যোগপথে অবসর হইয়া যে উন্নতি করেন, তাহা তাঁহার দেহের উন্নতি নহে, আত্মারই উন্নতি। দেহনাশের সহিত আত্মার নাশ হয় না। আত্মার উন্নতি আত্মার সঙ্গেই থাকে। রূপান্তরে জন্ম গ্রহণ করার পর, আত্মার পূর্ববলক উন্নতি তাঁহাকে ত্যাগ করে না। সেই উন্নতি তিনি সহজেই লাভ করিয়া অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হন ॥ ৪৩ ॥

‘পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হবশোহপি সঃ ।

জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥

অর্থঃ ।—তেন এব পূর্ব-অভ্যাসেন পূর্বসংস্কারেণ অবশঃ (মোক্শ-সাধনার্থং উদাসীনঃ) অপি সঃ (যোগভ্রষ্টঃ) হ্রিয়তে (স্ববশীক্রিয়তে) যোগস্য (মোক্শসাধনস্য স্বরূপম্) জিজ্ঞাসুঃ (জ্ঞাতুমিচ্ছুঃ) অপি শব্দব্রহ্ম (বেদম্) অতিবর্ততে (অতিক্রামতি) ॥ ৪৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—তিনি-ই পূর্বদেহার্জিত সংস্কার-দ্বারা, মোক্ষার্থ-যত্ন-রহিত হইলে-ও তিনি মোক্ষাভিমুখী-করেন যোগতত্ত্ব জ্ঞানাভিলাষী-ও বেদকে অতিক্রম করেন ॥ ৪৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—যদি কোন অন্তরায় হেতু পুরুষ মোক্ষসাধন-বিষয়ে উদাসীন্য অবলম্বন করেন, তাহা হইলেও তিনি পূর্বদেহার্জিত সংস্কার প্রভাবে, অচিরেই আপনাকে ভোগবিরত করিয়া ‘ব্রহ্মনিষ্ঠ’ করিয়া থাকেন। ষাঁহার হৃদয়ে যোগের, তত্ত্ব-পরিজ্ঞানের বাসনাও জন্মিয়াছে, তিনি বেদ-বিহিত কর্মফলকে অতিক্রম করিয়া অধিকতর কর্মভাগী হইয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

শঙ্করাচাৰ্য্য ।—কথন্তু তং পূৰ্বদেহবুদ্ধিসংযোগমিতি, তদ্ব্যচ্যতে পূৰ্বেতি । যঃ পূৰ্ব-
জন্মনি কৃতোহভ্যাসঃ স পূৰ্ব্ৰাভ্যাসন্তেনৈব বলবতা হিয়তে সংসিদ্ধৌ হি যস্মাদবশোহপি স
যোগব্রহ্মঃ, ন কৃতং চেৎ যোগাভ্যাসজ্ঞাৎ সংস্কারাৎ বলবন্তরমধৰ্ম্মাদিলক্ষণং কৰ্ম্ম তদা যোগা-
ভ্যাসজনিতেন সংস্কারেণাহিয়তে, অধৰ্ম্মশ্চেৎ বলবন্তরঃ কৃতন্তেন যোগজোহপি সংস্কারোহভি-
ভূমত এব তৎক্ৰয়ে তু যোগঃ সংস্কারঃ স্বয়মেব কাৰ্য্যমারভাতে, ন দীৰ্ঘকালন্তস্যাপি বিনাশ-
ন্তস্যাস্তীত্যতো জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য স্বরূপং জ্ঞাতুমিচ্ছন যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ সন্ন্যাসী যোগব্রহ্মঃ
সামৰ্থ্যাৎ সোহপি শব্দব্রহ্মবেদোক্তকৰ্ম্মানুষ্ঠানকলমতিবৰ্ত্ততে কৰ্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণমতিক্রামতি
অপাকরিয়তি কিমুত বুদ্ধ্যা যো যোগং তন্নিষ্ঠোহভ্যাসং কুৰ্য্যাৎ ॥ ৪৪ ॥

আনন্দগিরি ।—যদি পূৰ্বসংস্কারোহস্যোচ্ছাদিমুপনয়ন প্রবৰ্ত্তয়তি তথা চাপ্রবৃত্তির-
নিঃস্যা স্যাদিতি্যাশঙ্ক্যাহ পূৰ্বেতি । স হি যোগব্রহ্মঃ সমনস্তরজন্মকৃতসংস্কারবশাদন্তরস্মিন্
জন্মনি অনিচ্ছন্নপি যোগং প্রত্যেকাকৃষ্টো ভবতীত্যর্থঃ । তত্র কৈমুক্তিকণ্ঠায়াং হুচয়তি
জিজ্ঞাসুরিতি । পূৰ্ব্বাৰ্দ্ধং বিভজ্ঞতে পূৰ্বেতি । তস্মান্নেচ্ছয়া তস্য প্রবৃত্তিরিতি শেষঃ ।
যোগব্রহ্মসাদৰ্ম্মাদিপ্রতিবন্ধেহপি তহি পূৰ্ব্ৰাভ্যাসবশাদবুদ্ধিসম্বন্ধঃ স্যাদিতি্যাশঙ্ক্যাহ নেত্যাদিনা ।
যদি যোগব্রহ্মেন যোগাভ্যাসজনিতসংস্কারপ্রাবল্যাৎ প্রবৰ্ত্ততরধৰ্ম্মপ্রভেদরূপং কৰ্ম্ম ন
কৃতং জ্ঞাৎ তদা তেন সংস্কারেণ বশীকৃতঃ সন্নিচ্ছাদিরহিতোহপি বুদ্ধিসম্বন্ধভাগ্ভবতীত্যর্থঃ ।
বিপক্ষে যোগসংস্কারস্তাভিতুতত্বান কাৰ্য্যারম্ভকৰ্ম্মমিত্যাহ অধৰ্ম্মশ্চেদिति । যোগজসংস্কারস্তা-
ধৰ্ম্মাভিতুতস্ত কাৰ্য্যমকৃত্বৈবাবতিভাবকপ্রাবল্যে প্রণাশঃ স্যাদিতি্যাশঙ্ক্যাহ তৎক্ৰয়ে স্থিতি ।
কালব্যবধানান্নিবৃত্তিং শঙ্কিতোক্তং নেতি । তৃণজলৌকাদৃষ্টান্তশ্ৰুত্যা সংস্কারস্য দীৰ্ঘতয়াঃ
সমধিগতত্বাদিতি ভাবঃ । কৈমুক্তিকণ্ঠায়োক্তিপরমুত্তরার্দ্ধং বিভজ্ঞতে জিজ্ঞাসুরপীত্যাদিনা ।
অত্রাপি সন্ন্যাসীতি বিশেষণং পূৰ্ব্বদবধেয়মিত্যাহ সামৰ্থ্যাদিতি । ন হি কৰ্ম্মী কৰ্ম্মমার্গে
প্রবৃত্তন্ততো ব্রহ্মঃ শব্দেতুং শক্যতে অতঃ সন্ন্যাসী পূৰ্ব্বোক্তৈবিশেষণৈঃ বিশিষ্টো যোগব্রহ্মোহ-
ভীষ্টঃ সোহপি বৈদিকং কৰ্ম্ম তৎফললক্ষ্যতিবৰ্ত্ততে কিমুত যোগং বুদ্ধ্যা তন্নিষ্ঠঃ সদাভ্যাসং
কুৰ্ব্বন কৰ্ম্ম তৎফললক্ষ্যতিবৰ্ত্ততে কিমিতি বক্তব্যমিতি যোজনা, যোগনিষ্ঠস্ত কৰ্ম্ম তৎফললাভি-
বৰ্ত্তনং ততোহধিকক্ষলাবাপ্তিবিবক্ষাতে ॥ ৪৪ ॥

রামানুজ ।—পূৰ্ব্ৰাভ্যাসেনেতি । তেন পূৰ্ব্ৰাভ্যাসেন পূৰ্বেণ যোগবিষয়েণাভ্যাসেন
সংযোগব্রহ্মো হবশোহপি যোগ এব হিয়তে প্রসিদ্ধং হেতুদেবোপমাভ্যামিত্যর্থঃ ।
জিজ্ঞাসুরিতি অপ্রবৃত্তযোগো যোগজিজ্ঞাসুরপি ততশ্চলিতমানসঃ পুনরপি তামেব জিজ্ঞাসাং
প্রাপ্য কৰ্ম্মযোগাদিকং যোগমহুষ্ঠায় শব্দব্রহ্মাতিবৰ্ত্ততে শব্দব্রহ্মদেবমহুযাপ্ৰবাস্তরীক্ষস্বৰ্গাদি-
শব্দাভিলাপযোগাৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিঃ প্রকৃতিসম্বন্ধাবিমুক্তো দেবমহুযাদিশব্দাভিলাপানর্হঃ
জ্ঞানাননৈকতানমাত্মানং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

হনুমান্ ।—পূৰ্বেতি । পূৰ্ব্বজন্মনি কৃতোহভ্যাসন্তেন পূৰ্ব্ৰাভ্যাসেন বলবতা
তেনৈব হি যতো হি যস্মাৎ প্রাপ্যতে বুদ্ধিসংযোগং প্রত্যবশোহপি সঃ যোগব্রহ্মঃ । কিঞ্চ

জিজ্ঞাসুর্যোগস্য জাতুমিচ্ছোর্ব। যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ সন্ন্যাসী সামর্থ্যাৎ সোহপি শব্দব্রহ্ম বেদোক্তং কেবলং কৰ্ম্মাহুষ্ঠানকলমতিবৰ্ত্ততে যোগজিজ্ঞাসাপি কেবলং কৰ্ম্মণো ভুক্ত- তরেতাভিপ্রায়ঃ কিমুত বুদ্ধ্য যোগনিষ্ঠাভ্যাসং কুৰ্ব্বন্ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধর ।—তত্র হেতু পূৰ্বেতি । তেনৈব পূৰ্ব্বেদেহকৃত্যভ্যাসেনাবশোহপি কৃতশ্চি- দস্তরায়াদনিচ্ছন্নপি স হ্রিয়তে বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে । তদেবং পূৰ্ব্বাভ্যাস- বশেন প্রবৃত্তং কুৰ্ব্বন্ শব্দমুচ্যত ইতীমমর্থং কৈমুতান্তায়েন স্পষ্টয়তি জিজ্ঞাসুরিতি পার্ধেন । “যোগস্য শব্দপং জিজ্ঞাসুরেব কেবলং ন তু প্রাপ্তযোগঃ এবমুতো যোগে প্রবিষ্টমাত্রোহপি পাপবশাদযোগভ্রষ্টোহপি শব্দব্রহ্ম বেদমতিবৰ্ত্ততে বেদোক্তকৰ্ম্মকলান্যতি- ক্রামতি তেভ্যোহধিকং ফলং প্রাপ্য মুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

বলদেব ।—তত্র হেতুঃ পূৰ্বেতি । তেনৈব যোগবিষয়কেন পূৰ্ব্বাভ্যাসেন স যোগী হ্রিয়তে আক্ৰিয়াতে । অবশোহপি কেনচিচ্ছিন্নেনানিচ্ছন্নপীত্যর্থঃ । ইতি প্রসিদ্ধোহয়ং যোগমহিমা । যোগস্য জিজ্ঞাসুরপি তু যোগমভ্যাসিতুং প্রবৃত্তঃ শব্দব্রহ্ম সকামকৰ্ম্ম- নিরূপকং বেদমতিবৰ্ত্ততে তং ন শ্রদ্ধাভীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

মধুসূদন ।—নহু যো ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রাহ্মণানাং সৰ্ব্বপ্রমাদকারণশব্দে কুলে সমুৎপন্নস্তস্য মধ্যে বিষয়ভোগব্যবধানাভাবাদব্যবহিতপ্রাগ্ভবীরসংস্কারোদ্যোহাৎ পুনরপি সৰ্ব্বকৰ্ম্মদম্প্রাস- পূৰ্ব্বকঃ জ্ঞানসাধনলাভো ভবতু নাম, যন্ত শ্রীমতাং মহারাজচক্রবৰ্ত্তিনাং কুলে বহুবিধবিষয়- ভোগব্যবধানেনোৎপন্নস্তস্য বিষয়ভোগবাসনাপ্রাবল্যাৎ প্রমাদকারণসম্ভবাচ্চ । কথমব্য- বহিতজ্ঞানসংস্কারোদ্যোহঃ কল্পিয়ত্বেন সৰ্ব্বকৰ্ম্মদম্প্রাসানর্হস্য কথং বা জ্ঞানসাধনলাভ ইতি তত্রোচ্যতে পূৰ্ব্বভ্যাসেনেতি । অতিচিরব্যবহিতজন্মোপচিতেনাপি তেনৈবপূৰ্ব্বাভ্যাসেনৈব প্রাগজ্জিতজ্ঞানসংস্কারেণাবশোহপি মোক্ষসাধনয়া প্রবর্তমানোহপি হ্রিয়তে স্ববশীক্রিয়তে অকস্মাদেব ভোগবাসনাভ্যো ব্যাখ্যাপ্য মোক্ষসাধনৌদ্যোহঃ ক্রিয়তে জ্ঞানবাসনারা এবান্নকাল- ভ্যাস্তায়া অপি বস্তুবিষয়ত্বেনাবস্তুবিষয়াভ্যো ভোগবাসনাভ্যঃ প্রাবল্যাৎ । পশু যথা স্বমেব যুদ্ধে প্রবৃত্তো জ্ঞানয়াপ্রবর্তমানোহপি পূৰ্ব্বসংস্কারপ্রাবল্যাদকস্মাদেব রণভূমৌ জ্ঞানোদ্যো- হত্বুরিতি । অতএব প্রাপ্তক্ৰঃ “নেহাভিক্রমনাশোহতি” ইতি অনেকজন্মসহস্রব্যবহিতোহপি জ্ঞানসংস্কারঃ স্বকার্য্যং করোত্যেব সৰ্ব্ববিরোধ্যুপমর্দেনেতাভিপ্রায়ঃ । সৰ্ব্বকৰ্ম্মদম্প্রাসাভাবো- হপি হি কল্পিয়স্য জ্ঞানাদিকারঃ স্থিতে এব যথা পাটকরেণ বহুনাং রক্ষিণাং মধ্যে বিভ্রমান- মপি অশ্বাদিত্রব্যং স্বয়মনিচ্ছন্নপি তান্ সৰ্ব্বানভিত্ত্ব স্বসামর্থ্যবিশেষাদেবোপহ্রিয়তে । পশ্চাত্তু- কদাপহৃতমিতি বিমর্শো ভবত্যেবং বহুনাং জ্ঞানপ্রতিবন্ধকানাং মধ্যে বিভ্রমানোহপি যোগভ্রষ্টঃ কনিচ্ছন্নপি জ্ঞানসংস্কারেণ বলবতা স্বসামর্থ্যবিশেষাদেব সৰ্ব্বেন্ প্রতিবন্ধকানভিত্ত্বায়- নশেন ক্রিয়তে ইতি ব্রহ্মঃ প্রয়োগেন সূচিতম্ । অতএব সংস্কারপ্রাবল্যাৎ জিজ্ঞাসুর্জাতুমিচ্ছ- নপি যোগস্য মোক্ষসাধনজ্ঞানস্য বিষয়ং ব্রহ্মজ্ঞানং প্রথমতুমিকার্য্যং স্থিতঃ সন্ন্যাসীতি যাবৎ । সোহপি তস্যামেব তুমিকার্য্যং যতোহঁতরালে বহুন্ বিষয়ান্ তুচ্ছা মহারাজচক্রবৰ্ত্তিনাং কুলে

সমুৎপন্নোহপি যোগব্রহ্মঃ প্রাপ্তপচিতজ্ঞানসংস্কারপ্রাবল্যাৎ অস্মিন্ জন্মনি শব্দব্রহ্ম বেদং
কৰ্ম্মপ্রতিপাদকং অতিবৰ্ত্ততে অতিক্রম্য তিষ্ঠতি কৰ্ম্মাধিকারাতিক্রমেণ জ্ঞানাধিকারী
ভবতীত্যর্থঃ । এতেনাপি জ্ঞানকৰ্ম্মসমুচ্চয়ো নিরাকৃত ইতি ব্রহ্মবাম্ । সমুচ্চরে হি জ্ঞানিনোহপি
কৰ্ম্মকাণ্ডাতিক্রমাত্মবাৎ ॥ ৪৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কুতো যততে শিক্ষিতোহধীত্যত আহ পূৰ্বেতি । অবশোহপি প্রহা-
দাদিবৎ পিতৃাদিভিরবৃত্তা নীরমানোহপি তেনৈব পূৰ্ব্বাভ্যাসেন বলবতা হ্রিয়তে যোগপ্রবণঃ
ক্রিয়তে, যতো যোগস্য জিজ্ঞাসুজ্ঞানমাত্রমিচ্ছন্ যঃ ভবতি সোহপি শব্দব্রহ্ম কৰ্ম্মকাণ্ডঃ
বেদমপি অতিক্রম্য বৰ্ত্ততে কিং পুনঃ পিতৃাত্তাজ্ঞান, ইথং পূৰ্ব্বাভ্যাসবলং যস্যহাস্তমপি
পিতৃাদিষত্বে বৃত্তা করোতীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—পূৰ্বেতি । ক্রিয়তে আকৃষ্যতে যোগস্য যোগং জিজ্ঞাসুরপি ভবতি ।
অতঃ শব্দব্রহ্ম বেদশাস্ত্রমতিবৰ্ত্ততে বেদোক্তকৰ্ম্মমার্গমতিক্রম্য বৰ্ত্ততে, কিন্তু যোগমার্গ
এব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

তাৎপর্য্য ।—ব্রহ্মপরায়ণ সাধুচরিত্র যোগির কুলে বাঁহার জন্ম
হয়, তাঁহার জীবনে বিষয়ভোগের প্রলোভন কখনই বাবধান স্বরূপে
সমুপস্থিত হয় না ; সুতরাং তিনি সহজেই পূৰ্ব্ব-জন্মার্জিত সংস্কারের উদ্ভব
হেতু পুনরায় সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-সম্ম্যাস পরিগ্রহ পূৰ্ব্বক জ্ঞানসাধন লাভ করিয়া থাকেন ।
কিন্তু বাঁহারী শ্রীমান্ মহারাজ চক্রবৰ্ত্তী প্রভৃতির কুলে জন্মলাভ করেন,
তাঁহাদের জীবনে বহুবিধ বিষয়ভোগ অন্তরায় স্বরূপে সমুপস্থিত হয় ; সুতরাং
বিষয়বাসনার প্রবলতা হেতু তাঁহার কখনই সহজে জ্ঞানলাভ হইতে পারে
না । আর সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-সম্ম্যাসের অযোগ্য ক্ষত্রিয়াদি ব্যক্তির কিরূপেই
বা সহসা জ্ঞানের উদ্ভব হইবে ? অৰ্জুনের ইত্যাকার আশঙ্কার উত্তর এই
শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে । যিনি পূৰ্ব্বজন্মে জ্ঞানের পথে পদার্পণ করিয়াই
মৃত্যুকবলিত হইয়াছেন, বৰ্ত্তমান জন্মে বিবিধ অন্তরায় হেতু, যদি তাঁহার
জ্ঞানসাধনে অনিচ্ছা জন্মে, তথাপি পূৰ্ব্বদেহোদ্ভব সংস্কার প্রবল হইয়া, সেই
অনিচ্ছাকে পরাভূত করে এবং সকল অন্তরায় অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে
মোক্ক্ষসাধনে প্রযতমান ও ব্রহ্মপরায়ণ করে । অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে বিষয়ের
অনর্থকক বিষয়ক উদ্বোধন হয়, এবং জ্ঞান-বাসনার সার্থকক উপলব্ধ হয় ।
তখন মন আর বিষয়-রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া জ্ঞানীবেশে
স্বতঃই প্রধাবিত হয় । হে অৰ্জুন ! তুমি স্বকীয় দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা করিলেই
এই তত্ত্ব সুন্দররূপে প্রণিধান করিতে পারিবে । তুমি চিরদিন শত্রু-নিপাত ও

শাস্ত্র-চালনা বিজ্ঞার পরিচর্যা করিয়া আসিতেছে। বিষয়-বৈরাগ্যা ও জ্ঞানসাধন সম্বন্ধে কখনই তোমার বলবত্তী বাসনার সমুদ্ভব হয় নাই। উপস্থিত সমর-ক্ষেত্রেও তুমি অরতি-নিপাত পূর্বক বিষয়ার্জ্জন বাসনাতেই সমাগত হইয়াছ এবং নরশোণিতে বসুন্ধরা প্লাবিত করিবার অভিপ্রায়ে উত্ততায়ুধ হইয়াছ। কিন্তু সহসা পূর্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার প্রবল হইয়া তোমাকে তোমার পরিগৃহীত অধ্যবসায় হইতে বিচলিত করিতেছে এবং বিষয়-বৈরাগ্যের অধীন করিয়া ফেলিতেছে। তৎপ্রভাবে তোমার চিরপ্রিয় গাণ্ডীব তোমার হস্তভ্রষ্ট হইতেছে এবং সমর-সাধ বিনিবৃত্ত হইয়াছে। অতএব কোন কারণেই পূর্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞানের সংস্কার প্রচ্ছন্ন হয় না; তাহা যেক্রমে হউক, অতি প্রবল হইয়া সকল বিষয়বাধা বিমদিত এবং নিশ্চয়ই স্বকার্য সাধন করিয়া থাকে। ক্রান্তির সর্ব-কৰ্ম্মসম্মাসে অধিকার না থাকিলেও, জ্ঞান ও তৎসাধনে অধিকার আছে। সুতরাং পূর্বাভাস হেতু ক্রান্তির পরজন্মে অবশ্যই জ্ঞানমার্গে অধিকতর অগ্র-সর হইয়া ক্রমশঃ মোক্ষলাভ করিবেন। যোগভ্রষ্ট পুরুষ অশেষ প্রতিবন্ধক-জালে বিজড়িত হইলেও এবং জ্ঞানসাধন সম্বন্ধে ইচ্ছা না থাকিলেও, পূর্ব-সংস্কার অতি বলবান হইয়া তাঁহার সকল প্রতিবন্ধক অভিভূত করে এবং তাঁহাকে স্বকীয় বশবর্ত্তিতায় পরিস্থাপিত করে। যিনি মোক্ষ-বিধায়ক যোগ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের অভিলাষ করেন, অর্থাৎ যাঁহার হৃদয়ে যোগের স্বরূপ জ্ঞানার্থ অনুরাগ জন্মে, তিনি প্রথম ভূমিকা সমাক্রান্ত সন্ন্যাসী। তাদৃশ প্রথম ভূমিস্থিত সন্ন্যাসী যদি তদবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন, তাহা হইলেও সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ পূর্ব-দেহোদ্ভব সংস্কার-প্রাবল্যে কৰ্ম্ম-প্রতিপাদক বেদকেও অতিক্রম করেন। বেদশাস্ত্রে বিবিধ কৰ্ম্ম ও তজ্জনিত বহুবিধ ফলের বিষয় পরি-কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি যোগবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে দৃঢ়াভি-লাষবান হইয়া সন্ন্যাসের প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন মাত্র, তিনিও পরজন্মে কৰ্ম্মাতীত হইয়া জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন। বেদবিহিত ক্রম-কৰ্ম্মফলে তাঁহার আর বাসনা থাকে না; তখন তাঁহার হৃদয় জ্ঞান-রাজ্যে বিচরণ করিবার নিমিত্ত প্রধাবিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদেবের অভিপ্রায় এই যে, 'ঐতদ্দ্বারা জ্ঞান ও কৰ্ম্মের সমুচ্চয় নিরাকৃত হইল। তদুভয়ের সমুচ্চয় শাস্ত্র-সঙ্গত হইলে জ্ঞানজনন কৰ্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদকে অতিক্রম করেন, একথা কখনই শ্রীভগবানের মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইত না ॥ ৪৪ ॥

প্রযত্নাদ্যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫॥

অর্থঃ ।—তু (কিন্তু প্রযত্নাৎ যতমানঃ (প্রযতমানাদধিক-
তরং যতমানঃ যত্নং কুর্ষন্) যোগী (যোগনিষ্ঠঃ বিদ্বান্) সংশুদ্ধ-
কিল্বিষঃ (বিধূতপাপঃ) অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধঃ (অনেকেষু জন্মসু কিল্বিঃ
কিল্বিঃ সংস্কারজাতং উপাচত্য তেন যোগেন সম্যগ্জ্ঞানী)
[ভূত্বা] ততঃ (তদনন্তরং) পরাং (শ্রেষ্ঠাম্) গতিং (যুক্তিম্) যাতি
(প্রাপ্নোতি) ॥ ৪৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—কিন্তু প্রযতমান-হইতে যত্নশীল যোগী নিষ্পাপ বহু-
জন্মে সিদ্ধ [হইয়া] তদনন্তর শ্রেষ্ঠ মুক্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৪৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—কিন্তু প্রযত্ন সহকারে উত্তরোত্তর অধিকতর যত্নবান্
যোগী ক্রমশঃ পাপ পরিশূন্য হইয়া ও অনেক জন্মলব্ধ সম্যগদর্শন
প্রভাবে প্রকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কৃতশ্চ যোগিষ্ণুঃ শ্রেয় ইতি প্রযত্নাদিতি । প্রযত্নাৎ প্রযত-
মানাদধিকতরং যতমান ইত্যর্থঃ, তত্র যোগী বিদ্বান্ সংশুদ্ধকিল্বিষো বিধূতকিল্বিষঃ
সংশুদ্ধপাপোহনেকেষু জন্মসু কিল্বিঃ কিল্বিঃ সংস্কারজাতমুপাচিত্য তেনোপচিতে-
নানেকজন্মকৃতেন সংসিদ্ধোহনেকজন্মসংসিদ্ধঃ, ততো লব্ধসম্যগদর্শনঃ সন্ যাতি পরাং
প্রকৃষ্টাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

আনন্দগিরি ।—যোগনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠেষু হেতুস্তরং বজ্রমুত্তরম্লোকমবতারয়তি
কৃতশ্চেতি । বহুপ্রযত্নোহপি ক্রমেণ মোক্ষতে চেদধিকপ্রযত্নস্য ক্রেশহেতোরকিল্বিৎকরত্ব-
মিত্যাশঙ্ক্য হেতুস্তরমেব প্রকটয়তি প্রযত্নাদিতি । তত্র যোগবিষয়ে প্রযত্নাভিরেক-
সতীত্যর্থঃ । ততঃ সঙ্কিতসংস্কারসমুদারাদিতি যাবৎ, সমুৎপন্নসম্যগদর্শনবশাৎ প্রকৃষ্টা গতিঃ
সম্যাসিনা লভ্যতে তেন শীঘ্রং মুক্তিমিচ্ছনধিকপ্রযত্নো ভবেদগপ্রযত্নস্ত চিরৈপৈব মুক্তি-
ভাগ্যার্থঃ ॥ ৪৫ ॥

রামানুজ ।—প্রযত্নাদিতি । যতএবং যোগমাহাত্ম্যং ততোহনেকজন্মার্জিতপুণ্য-
সঞ্চয়ৈঃ শুদ্ধকিল্বিষঃ সংসিদ্ধশ্চ সংজাতঃ প্রযত্নাদ্যতমানস্ত যোগী চলিতোহপি পুনঃ
পরাং গতিং বাত্যেব ॥ ৪৫ ॥

হনুমান ।—কৃতশ্চ যোগিষ্ণুঃ শ্রেয় ইতি প্রযত্নাদিতি । প্রযত্নাৎ অধিকং প্রযত্নান
ইত্যর্থঃ । ততো যোগী বিদ্বান্ সংশুদ্ধকিল্বিষঃ সংশুদ্ধপাপঃ অনেকেষু জন্মসু কিল্বিঃ সংশুদ্ধ-

সংস্কারজাতমুপচিত্য তেনোপচিতেন সংস্কারেণানেকজন্মকৃতেন সংসিদ্ধোহেনেকজন্মসংসিদ্ধন্ততো
লক্ষসম্যগদর্শনঃ সম্যাসী য়াতি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধর ।—যদৈবং মন্দপ্রযত্নোহপি যোগী পরাং গতিং য়াতি তদা যন্ত যোগী
প্রযত্নাহুরোত্তরমধিকং যোগে যতমানো যন্ত কুর্সন্ যোগেনৈব সংশুদ্ধকিৰিষো বিধৃতপাপঃ
সোহনেকেষু জন্মমুপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সমাগজ্ঞানী ভূত্বা ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতিং
য়াতীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

৮ নরদেব ।—অত্রামুক্তিকীঃ সুখসম্পত্তিমাং প্রযত্নাদিতি । পূর্বকৃতাদপি প্রযত্ন-
দধিকমধিকং যতমানঃ পূর্ববিয়ভয়াং প্রযত্নাধিক্যং কুর্সন্ । যোগী তেনোপচিতেন
প্রযত্নেন সংশুদ্ধকিৰিষো নিধৌ তনিধিলাভ্যবাসনঃ এবমনেকৈর্জন্মভিঃ সংসিদ্ধঃ
পরিপক্বযোগো যোগপরিপাকাদেব হেতোঃ পরাং স্বপরায়্যাবলোকলক্ষণাং গতিং মুক্তিং
য়াতি ॥ ৪৬ ॥

মধুসূদন ।—যদা চৈবং প্রথমভূমিকারায় য়তোহি অনেকভোগবাসনাব্যবহিতমপি
বিবিধপ্রমাদকারণবতি মহারাজকুলেহপি জন্মলক্ষ্যপি যোগব্রষ্টঃ পূর্বোপচিতজ্ঞানসংস্কার-
প্রাবল্যেন কৰ্ম্মাধিকারমতিক্রম্য জ্ঞানাদিকারী ভবতি, তদা কিম্ বক্তব্যং দ্বিতীয়ারায়
তৃতীয়ারায় বা ভূমিকারায় য়তো বিষয়ভোগান্তে লক্ষমহারাজকুলজন্ম। যদি বা ভোগ-
মকুশৈব লক্ষব্রহ্মবিদ্বান্ধকুলজন্ম। যোগব্রষ্টঃ কৰ্ম্মাধিকারাতিক্রমেণ জ্ঞানাদিকারী ভূত্বা
তৎসাধনানি সম্পাদ্য তৎফললাভেন সংসারবন্ধনামুচ্যতে ইতি তদেতদাহ প্রযত্নাদিতি ।
প্রযত্নাং পূর্বকৃতাদপ্যধিকমধিকং যতমানঃ প্রযত্নাতিরেকং কুর্সন্ যোগী পূর্বোপচিত-
সংস্কারবান্ তেনৈব যোগপ্রযত্নপুণেন সংশুদ্ধকিৰিবঃ যৌতজ্ঞানপ্রতিবন্ধকপাপমলঃ
অতএব সংস্কারোপচয়াং পুণ্যোপচয়াচ্চ অনেকৈর্জন্মভিঃ সংসিদ্ধঃ সংস্কারাতিরেকেণ
পুণ্যাতিরেকেণ চ প্রাপ্তচরমজন্ম। ততঃ সাধনপরিপাকাং য়াতি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং মুক্তিং
নান্ত্যেবাচ্চ কচ্চিং সংশয় ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবং যোগব্রষ্টগতিমুক্ত্য যো বিষয়ৈহিমানোহপি প্রযত্নেন যোগমেবা-
ভ্যসিতুং প্রবর্ততে তস্য গতিমাং প্রযত্নাদিতি । প্রযত্নাং প্রকৃষ্টাং হঠাৎ বাহুনিরোধাদিক্রুপাং
শ্বেচর্যাদিমুদ্রাবিশেষাভ্যাসাং যো যতমানঃ ন সংশুদ্ধকিৰিষো নিম্পাপো ভবতি । যদাহ
মন্তঃ, “প্রাণায়ামৈর্দহেদেনম্” ইতি । হঠযোগানাং সর্বেষাং পাপনিবৃত্ত্যুপযোগিত্বং ন তু
সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎসাধনমিত্যর্থঃ । অতএব সঃ অনেকৈর্জন্মভিঃ সংসিদ্ধঃ প্রাপ্তবৈরাগ্যো
ভূত্বা ততঃ পরাং গতিং মোক্ষং য়াতি, এতেন “চক্ষুশ্চৈবান্তরে ক্রবোঃ” ইতি পঞ্চমাস্তে
যং স্মৃতিং তথ্যাপ্যাতম্ ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—এবং যোগব্রষ্টশে কারণং যত্নশৈথিল্যমেব, “অযতিঃ শ্রদ্ধারোপৈতঃ”
ইত্যুক্তেঃ । তস্য চ যত্নশৈথিল্যবতো যোগব্রষ্টস্য জন্মান্তরে পুনর্যোগপ্রাপ্তিরেবোক্তা,
নতুসংসিদ্ধিঃ, সংসিদ্ধিত্বং যাবত্তির্জন্মভিত্তর্যং যোগস্য পরিপাকঃ স্যাৎ, তাবত্তিরেবেত্যবসী-

রতে, বস্ত্র ন কদাচিদপি যোগে শৈথিল্যপ্রবর্ত্তন্ত সন্ যোগলুপ্তশব্দবাচ্যঃ । কিন্তু বহুজন্মবিপ-
কৈশ্চ সমাগ্‌যোগসমাধিভিঃ “দ্রষ্টুং যতন্তে যতয়ঃ শূভাগারেষু বৎপদম্” ইতি কৰ্দমোক্তঃ ।
সোহপি নৈকেন জন্মনা সিধ্যাতীতাহ প্রযত্নাদ্‌বতমানঃ প্রকৃষ্টযত্নাদপি যত্নবানিতার্গঃ ।
তুকারঃ পূৰ্ব্বোক্তাং যোগব্রহ্মদত্তঃ ভেদং বোধয়তি, সংস্কৃদ্ধিকবিষয়ঃ সমাগ্‌ পরিপক-
কধায়ঃ, সোহপি নৈকেন জন্মনা সিধ্যাতীতি, স পরাং গতিং মোক্ষম্ ॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য ।—যোগের প্রথম ভূমিকা সমাক্রান্ত সম্বন্ধ শ্রীমান্দিগের কুলে
জন্মপরিগ্রহ করিয়া, যখন পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার প্রভাবে বহুবিধ ‘ভোগ-
বাসনারূপ প্রতিবন্ধক অতিক্রম পূর্বক কৰ্ম্মসাধনের অধীন না হইয়া জ্ঞানাদি-
কারী হইয়া থাকেন, তখন দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভূমিকা প্রাপ্ত যোগী মরণান্তে
পুনরায় মহারাজবংশে জন্ম লাভ করিয়া বিষয়ভোগ পূর্বক জ্ঞানবান
হইবেন, একথা বলাই বাহুল্য । অথবা তাদৃশ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যে ত্রুট্যানিষ্ঠ
যোগীর কুলে জন্মলাভ করিয়া কৰ্ম্মাধিকার অতিক্রম পূর্বক জ্ঞানাদিকার
লাভ করিবেন, একথাও উল্লেখ করা অনাবশ্যক । এইরূপে জ্ঞানাদিকার
প্রাপ্ত হইয়া তদমুষ্ঠান নিরত হইলে, তিনি ক্রমশঃ সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত
হইবেন, ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদ্য । পূর্বে যেরূপ যত্নসহকারে যোগের
অমুষ্ঠান করিতেছিলেন, তদপেক্ষা অধিকতর যত্নসহকারে প্রযত্ন * পরায়ণ
যোগী স্বকীয় পূর্বোপচিত সংস্কার প্রভাবে ও তজ্জনিত পুণ্যসহকারে জ্ঞানের
প্রতিবন্ধক স্বরূপ পাপ-মলিনতা বিরহিত হইয়া থাকেন । তাঁহার পূর্বসংস্কার
হেতু এবং অনেক জন্মার্জিত পুণ্য ও তজ্জনিত সিদ্ধি প্রভাবে পরজন্মে
তদপেক্ষা অধিকতর সাধনার পরিপাক হয় ; তজ্জন্ম তিনি পরিণামে শ্রেষ্ঠ
গতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ; ইহাতে কোনই সংশয় নাই ॥ ৪৫ ॥



তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ ।
কৰ্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদযোগী ভবাজ্জুন ॥ ৪৬ ॥

অর্থ । —যোগী তপস্বিভ্য (তপঃপরায়ণভ্যঃ) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ।
জ্ঞানিভ্যঃ (শাস্ত্রবিজ্ঞানবিদ্যভ্যঃ) অপি অধিকঃ কৰ্ম্মিভ্যঃ (অগ্নিহোত্রাদি-
কৰ্ম্মপরায়ণভ্যঃ) চ যোগী অধিকঃ (উৎকৃষ্টঃ) [মম] মতঃ (অতি-
মতঃ) অর্জুন তস্মাৎ [ক্রম] যোগী ভব ॥ ৪৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—যোগনিষ্ঠ ব্যক্তি তপস্বিগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানি-
গণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এবং কৰ্ম্মপরায়ণগণের অপেক্ষা যোগী বিশিষ্ট
আমার] অভিপ্রায় অর্জুন হৃদে তু (তুমি) যোগী হও ॥ ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—যোগী পুরুষ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিপরায়ণ তপস্বিগণের
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্র-বিজ্ঞান-পণ্ডিতগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জ্যোতিঃ-
কৌমাদি কৰ্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; ইহাই আমার অভিপ্রায়-
সম্মত । অতএব হে অর্জুন ! তুমি যোগপথ অবলম্বন কর ॥ ৪৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যস্মাদেবং তস্মাৎ তপস্বিত্য ইতি । তপস্বিত্যোহধিকো
যোগী জ্ঞানিত্যোহপি জ্ঞানমত্র শাস্ত্রার্থপাণ্ডিত্যং তত্ত্বজ্ঞোহপি মতো জ্ঞাতোহধিকঃ
যেঃ ইতি কৰ্ম্মিত্যোহগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম তত্ত্বজ্ঞোহধিকো, যোগী বিশিষ্টঃ তস্মাদযোগী
ভবান্নু ॥ ৪৬ ॥

আনন্দগিরি ।—সমাগ্জ্ঞানধারা মোক্ষহেতুত্বং যোগস্যোক্তমনুজ যোগিনঃ
সৰ্বান্নিকন্দমাহ যস্মাদিতি । যোগস্য সৰ্বস্মাদুৎকর্ষাদবশ্তকর্তব্যতায় যোগিনঃ সৰ্বাধিক্যং
সাধয়তি তপস্বিত্য ইতি । যোগিনো জ্ঞানিনশ্চ পর্যায়ত্বাৎ কথং তস্য জ্ঞানিত্যোহধিকত্ব-
মিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানমিতি । যোগিনঃ সৰ্বাধিকত্বে ফলিতমাহ তস্মাদিতি ॥ ৪৬ ॥

৬ রামানুজ ।—অতিশয়িতপুরুষার্থনিষ্ঠতয়া যোগিনঃ সৰ্বস্মাদাধিক্যমাহ তপস্বিত্য
ইতি । কেবলতপোভির্ধাঃ পুরুষার্থঃ সাধাতে আত্মজ্ঞানব্যতিরিক্তৈঃ জ্ঞানৈশ্চ যঃ কশ্চন
কেবলৈরশ্বমেবাদিভিঃ কৰ্ম্মভিস্তেভ্যঃ সৰ্ব্বৈত্যাধিকপুরুষার্থসাধনত্বাদযোগস্য তপস্বিত্যঃ
জ্ঞানিত্য কৰ্ম্মভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদযোগী ভবান্নু ॥ ৪৬ ॥

হনুমান ।—তপস্বীতি । যস্মাদেবং তস্মাৎ তপস্বিত্যোহধিকো যোগী জ্ঞানমত্রাৰ্শশাস্ত্র-
পাণ্ডিত্য, তত্ত্বজ্ঞানিত্যোহপি মতঃ জ্ঞানিত্যোহধিক ইতি কৰ্ম্মিত্যোহগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্মিত্যো-
হধিকো যোগী তস্মাদযোগী ভবান্নু ॥ ৪৬ ॥

৭ শ্রীধর ।—যস্মাদেবং তস্মাৎ তপস্বিত্য ইতি । কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠৈত্যাধিকো
জ্ঞানিত্যঃ শাস্ত্রবিজ্ঞানবজ্ঞোহপি, কৰ্ম্মিত্য ইষ্টাপূর্তাদিকৰ্ম্মকারিত্যোহপি যোগী প্রেষ্ঠো
মনাতিমতঃ তস্মাৎ ত্বং যোগী ভব ॥ ৪৬ ॥

বলদেব ।—এবং জ্ঞানগর্ভো নিষ্কামকৰ্ম্মযোগোহষ্টাঙ্গযোগশিরস্কো মোক্ষহেতুত্বাদৃ-
শাধুযোগাধিব্রতস্যাস্তত্ত্বংকলং ভবেদিত্যভিধায় যোগিনং জ্ঞোতি তপস্বিত্য ইতি ।
তপস্বিত্যঃ কৃচ্ছ্রাদিতপঃপরত্যাঃ জ্ঞানিত্যোহৰ্শশাস্ত্রবিজ্ঞাঃ কৰ্ম্মিত্যঃ সকামেষ্টাপূর্তাদিকৃত্যশ্চ
যোগী মহত্ত্বযোগাহুষ্ঠাতাধিকঃ প্রেষ্ঠো মতঃ । আত্মজ্ঞানবেধূষণে মোক্ষানর্হেত্যন্তপন্থা,
দিত্যোঃমহত্ত্বো যোগী সমুদিতাত্মজ্ঞানফলেন মোক্ষার্থত্বাৎ প্রেষ্ঠঃ ॥ ৪৬ ॥

মধুসূদন :—ইদানীং যোগী সূর্যতেহর্জুনঃ প্রতি শ্রদ্ধাতিশয়োৎপাদনপূর্বকং যোগং বিধাতুং তপস্বিত্য ইতি । তপস্বিত্যঃ কৃচ্ছ্রাচ্ছ্রায়ণাদিতপঃপরায়ণেভ্যোহপি অধিক উৎকৃষ্টো যোগী তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তানন্তরং মনোনাশবাসনাক্ষয়কারী । বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ । ন তত্র দক্ষিণা যান্তি নাবিত্তাংসস্তপস্বিনঃ ॥ ইতি শ্রুতে । অতএব কশ্মিভ্যো দক্ষিণাসহিতজ্যোতিষ্টোমাদিকশ্মীমুষ্টায়িভ্যাশ্চাধিকো যোগী কশ্মিণাং তপস্বিনা-
 ঙ্গাজ্ঞেয়েন মোক্ষানর্হত্বাং জ্ঞানিভ্যোহপি পরোক্ষজ্ঞানবন্ত্যোহপি অপরোক্ষজ্ঞানবানধিকো মতো যোগী এবমপরোক্ষজ্ঞানবন্ত্যোহপি মনোনাশবাসনাক্ষয়ভাবাদজীবমুক্তোভ্যো • মনো-
 নাশবাসনাক্ষয়বশেন জীবমুক্তো যোগ্যাধিকো • মতঃ মম সম্মতঃ, বস্মাদেবং তস্মাৎ তদধি-
 কাধিক প্রযত্নবলাৎ স্বং যোগব্রহ্মঃ, ইদানীং তত্ত্বজ্ঞানমনোনাশবাসনাক্ষয়ৈর্গুণং সম্পাদিতৈ-
 যোগী জীবমুক্তো যঃ “স যোগী পরমো মতঃ” ইতি প্রাশস্তুতঃ স তাদৃশো ভব সাধন-
 পরিপাকং হে অর্জুনেতি শুদ্ধেতি সম্বোধনার্থঃ ॥ ৪৬ ॥

নীলকণ্ঠ :—এবং যোগিণং স্তোতি তপস্বিত্য ইতি । তপস্বিনোহত্র কৃচ্ছ্রসিচ্ছ্রায়ণ-
 মাসোপবাসাদিকর্তারঃ, জ্ঞানিনশ্চ শাস্ত্রীয়পাণ্ডিত্যবন্তঃ, কশ্মিণোহগ্নিহোত্রোত্তমভূতাকর্তারঃ,
 তেভ্যঃ সর্কেভ্যো যোগী যতোহধিকস্তস্মাদযোগী ভবাহর্জুন ! ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ :—কশ্মজ্ঞানতপোযোগবতাং মধ্যে কঃ শ্রেষ্ঠঃ ? ইত্যপেক্ষারামিহ স্তপ-
 স্তিত্য ইতি । তপস্বিত্যঃ কৃচ্ছ্রাচ্ছ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যো জ্ঞানিভ্যো ব্রহ্মোপাসকেভ্যোহপি
 যোগী পরমাত্মোপাসকোহধিকো মতঃ ইতি মমেদমেব মতমিতি ভাবঃ । যদি “জ্ঞানি-
 ভ্যোহপ্যধিকস্তদা কিং উত কশ্মিত্য ইত্যাহ কশ্মিত্যশ্চেতি ॥ ৪৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—যোগীর মাহাত্ম্য পরিকীর্তন পূর্বক তদ্বিশয়ে অর্জুনের
 অনুরাগ-পরিবর্দ্ধন করিবার অভিপ্রায়ে এই শ্লোকের অবতারণা করা
 হইয়াছে । যাঁহারা কৃচ্ছ্রাচ্ছ্রায়ণাদি তপস্তাপরায়ণ, যোগী তাঁহাদিগের
 অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞানজনিত পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন,
 যোগী তাঁহাদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা ইচ্ছাশ্রী ও পূর্তাশ্রী কশ্মশীল,
 যোগী তাঁহাদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । কেননা, যাঁহারা তপস্বী তাঁহারা
 অশেষ ক্লেশভোগ করেন সত্য, কিন্তু তদ্বারা জ্ঞানের অধিকারী হন না ;
 যাঁহারা কশ্মী তাঁহারা বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন বটে, কিন্তু তাহাতে
 প্রার্থিত কামনা সিদ্ধি বাতীত পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারেন না ; যাঁহারা
 শাস্ত্রার্থবিদ তাঁহারা পরোক্ষজ্ঞান লাভ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মোক্ষের
 হেতুভূত অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করেন না । অতএব এ সকলেরই অপেক্ষা
 অপরোক্ষজ্ঞানবিধায়ক মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয়কারক জীবমুক্তিপ্রদ
 যোগই শ্রেষ্ঠ, ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রোক্ত । হে অর্জুন ! তুমিও

যোগভ্রষ্ট হইয়া মহৎকুলে জন্মলাভ করিয়াছ । তুমি উত্তরোত্তর অধিকতর প্রবৃত্ত সহকারে যোগপরায়ণ হইলে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া মুক্তির অধিকারী হইবে । অতএব তুমি যোগ পথের পথিক হও, ইহাই আমার আদেশ ॥ ৪৬ ॥

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তুরাত্মনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭॥

ইতিশ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়া-
সিক্যাং ভীষ্মপর্বাণি শ্রীভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্ম-
বিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে
ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

অর্থঃ—মদগতেন (ময়ি বাসুদেবে সমাহিতেন) অন্তুরাত্মনা (মনসা) যঃ শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাধানঃ) [সম্] মাং (নারায়ণম্) ভজতে (সেবতে) সঃ সর্বেষাং (সর্বৈভ্যঃ ব্রহ্মাদিত্যাদিভ্যঃ) যোগিনাং (সমাহিতচিত্তৈভ্যঃ) অপি যুক্ততমঃ (শ্রেষ্ঠঃ) যে (মম) মতঃ (অভিপ্রেতঃ) ॥ ৪৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—আমাতে আসক্ত মনের দ্বারা যিনি শ্রদ্ধাবান্ [হইয়া] আমাকে ভজনা করেন তিনি যাবতীয় যোগিপূর্ণাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আমার মত ॥ ৪৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে ব্যক্তি সর্বতোভাবে আমাতেই অন্তঃকরণ সমাহিত করিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে আমার ভজনা করেন, যাবতীয় যোগিপূর্ণের মধ্যে তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট ; ইহাই আমার অভিপ্রায় জানিবে ॥ ৪৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যোগিনামিতি । যোগিনামপি সৰ্বেষাং কৃত্বাদিত্যাদিধ্যানপরাণাং মধ্যে মদগতেন ময়ি বাহুদেবে সমাহিতেনাস্তরাশ্বনাস্তঃকরণেন শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্ধধানঃ সন্ তজ্জতে সেবতে যো মাং স মে মম যুক্ততমোহতিশয়েন যুক্তো মতোহতিপ্রেত ইতি ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্কর-
ভাগবতকৃতৌ গীতাভাষ্যে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

আনন্দগিরি ।—নবাদিত্যো বিরাড়াক্ষা যুক্তং কারণমক্ষরমিত্যোতেশ্বাপাষকা ভূয়াংসো যোগিনো গম্যন্তে তেষাং কতমঃ শ্রেয়ানিবাতে তত্রাহ যোগিনামিতি । যো ভগবন্তং সত্ত্বং নিগুণং বা যথোক্তেন চেতসা শ্রদ্ধধানঃ সন্নবরতমমুসকৃত্তে স যুক্তানাং মধ্যেহতিশয়েন যুক্তঃ শ্রেয়ানীশ্বরভূতিপ্রেতঃ ন হি তদীয়েহতিপ্রারৌহত্যথা ভবিতু মহতীত্যর্থঃ, তদনেনা-ধ্যায়েন কর্মযোগস্ত সন্নাসহেতেষ্যর্থাদাং দর্শয়তা সাক্ষং যোগং বিবৃষতা মনোনিগ্রহো-পায়োপদেশেন যোগব্রহ্মতাত্ত্বিকনাশশব্দক শিথিলয়তা ত্পদার্থাভিজ্ঞত জ্ঞাননিষ্ঠাষোক্ত্যা-বাক্যার্থজ্ঞানামুক্তিরিতি সাধিতম্ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-গুহানন্দপূজ্যপাদশিষ্য-ভগবদানন্দগিরি
বিরচিত্তে শ্রীভগবদগীতাভাষ্যে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

রামানুজ ।—তদেবং পরবিজ্ঞানভূতং প্রজাপতিবাক্যোদিতং প্রত্যগাশ্চদর্শনযুক্তম্, অথ পরবিজ্ঞাং প্রত্যোতি যোগিনামিতি । (যোগিনামিতি পঞ্চমার্থে বধী সৰ্বভূতহৃদিত্যা-দিনা চতুর্বিধা যোগিনঃ প্রতিপাদিতাঃ, তেষ্বনন্তর্গতত্বাৎকাম্যগন্ত যোগিনো ন নির্দ্ধারণে বধী সম্ভবতি, অপি সৰ্বেষামিতি সৰ্বশব্দনির্দিষ্টান্তপশ্চিপ্রভৃতয়ঃ, তত্রাপ্যুক্তেন জ্ঞানেন পঞ্চোমার্থো গৃহীতব্যঃ যোগিত্যোহপি সৰ্বেভ্যো বাক্যমাণো যোগী যুক্ততমস্তত্বপেক্ষাবরয়ে তপশ্চিপ্রভৃতিনাং যোগিনাঞ্চ ন কিঞ্চিৎশেষ ইত্যর্থঃ) । মোক্ষব্যপেক্ষয়া বিষয়াণামিব যত্নপি বিষয়েষ্যম্যোন্নানাধিকভাবে বিজ্ঞতে, তথা মের্পেক্ষয়া সর্বপাণামিব যত্নপি সর্বপেষ্যতোজ-নানাধিকভাবে বিজ্ঞতে, তথাপি মের্পেক্ষয়াবরহনির্দেশঃ সমানঃ । মৎপ্রিয়স্বাতিরেকেণাননা-সম্প্রিয়গুণভাবতয়া মদগতেনাস্তরাশ্বনামনসা বাহ্যাত্তরসকলবৃত্তিবেশ্যশ্রয়ভূতং মনোহন্ত-রাক্ষা অত্যর্থমৎপ্রিয়ত্বেন ময়া বিনা স্বধারণালাভান্নগতেন মনসা শ্রদ্ধাবানত্যর্থ মৎপ্রিয়ত্বেন ক্রমমাত্রবিরোগান্ননতয়া মৎপ্রাপ্তিপ্রবৃত্তৌ স্বরাবান্ যো মাং তজ্জতে মাং বিচিহ্নানন্ত-জ্ঞেয়াত্মোক্ত-বর্গভোগোপকরণভোগস্থানপরিপূর্ণ নিখিলজগদ্রববিতবজরলীলমশ্রুতীশৈশ্ব-দোযানবধিকাতিশয়জ্ঞানবলৈশ্বৰ্য্যবীৰ্য্যশক্তিতেজঃপ্রভৃত্যসম্মারকল্যাণগুণগণনিধিঃ স্বাভিমতা-মুন্নপেক্ষরূপাচিন্তাদিবিষাভূতনিভ্যনিরবদ্যনিরতিশয়োজ্জল্যসৌন্দর্য্যসৌগন্ধ্যসৌম্যার্থ্যলাবণ্যবোহনা-জ্ঞনস্তত্ত্বগণনিধিঃ দিব্যরূপং বাঙ্মনসাপুরিচ্ছেদ্যরূপস্বভাবমপারকারুণ্যসৌন্দর্য্যবাংসুল্যোদাদিভ্যঃ

স্বৰ্ধ্যমহোদধিমনালোচিতবিশেষাশেষলোকশরণ্যং প্রণতার্জিহরমাস্তিতবাংসলৈকজলধিমধিলমহুজ-
নয়নবিষয়তাং গতমজহৎস্বভাবং বহুদেবগৃহেহবতৌর্ণমনবধিকান্তিশরতেজসা নিখিলং জগ-
তাসরত্তং আত্মকাত্মা বিশ্বমাপ্যায়ত্তং ভজতে সেবতে উপাস্ত ইত্যর্থঃ । স মে যুক্ততমো মতঃ স
সৰ্বেভ্যঃ শ্রেষ্ঠতম ইতি সৰ্বং সৰ্বদা যথাবস্থিতং স্তত এব সাক্ষাৎ কুর্স্বহং মন্তে ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাচার্য্যবিরচিতে শ্রীমদ্ভগবদগীতাভাষ্যে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

হনুমান ।—যোগিনামিতি । যোগিনামপি সৰ্ব্বেষাং কৃত্ত্বাধিত্যাদিপরাণাং মদগতেন
বাহুদেবে ময়ি সমাহিতেনাস্তরাশ্রনা অন্তঃকরণেন চ শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ত-
তমঃ অতিশয়েন যুক্তো মতোহভিপ্রেতঃ ইতি ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়ৈ পৈশাচভাষ্যে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধর ।—যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরাণাং মধ্যে মন্তব্যঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ যোগিনাম-
পীতি ; মদগতেন মধ্যাসক্তেনাস্তরাশ্রনা মনসা যো মাং পরমেশ্বরং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে স
যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো মম সন্ততঃ, অতো মন্তব্যো ভবেতি ভাবঃ । আত্মযোগমবোচন্যো
তত্ত্বযোগশিরোমণিশ্চ । তং বন্দ্যে পরমানন্দং মাধবং ভক্তসেবধিম্ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীভগবদগীতায়ৈ শ্রীমদ্ভগবদগীতায়ৈ ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

বলদেব ।—তদ্বিষ্মমাতেন যট্টকেন সনিষ্ঠন্ত সাধনানি জ্ঞানগর্ভাণি নিকামকর্মাণি যোগ-
শিরস্কান্তিধায় মধোন পরিনিষ্ঠিতাদেওর্গবচ্ছরণাদানি সাধনান্তিধায়ন্তু তস্মাৎ তস্ত শ্রেষ্ঠা-
বেদকং তৎসুত্রমভিধতে যোগিনামিতি । (পঞ্চমার্থে যজ্ঞীয়ম্ উপসিত্য ইতি পূর্বোপক্রমাৎ
ন চ নির্দ্ধারणे যজ্ঞীয়মন্ত বক্ষ্যমাণস্ত যোগিনস্তপস্বাদিবিলাক্ষণক্রিয়স্বেন তেহনন্তর্ভাবাং । যত্মপি
তপস্বাদীনাং মিথুনানুশিকিতাতাবোহস্তি তথাপ্যবরতঃ তস্মাৎ সমানম্ । অগ্নিরেব তদন্তোবা-
য়ুচ্চাবচানাং গিরিণামিতি) । যঃ শ্রদ্ধাবান্ তত্ত্বজনিরূপকেষু শ্রদ্ধাদিবাচ্যেযু হৃদবিবাসঃ সন্
মাং নীলোৎপল শ্রাবলমাজমুপীবরবাহুং সবিন্দুকরবিকসিতারাবন্দেক্ষণং বিহ্বাহুজলবাসসং ক্রীড়-
কুণ্ডলকনককেশুর হারকোস্তভনুপূরৈঃ বনমালায়া চ বিভ্রাজমানং অপ্রভয়া দিশে-
কুর্স্বাং হুনিত্যসিদ্ধসিংহরম্বুর্বাঘাদিরূপং সৰ্ব্বেশ্বরং স্বয়ং ভগবন্তং মহাব্যাসংনিবেশিবিভূষিত্য-
নানন্দময়ং যশোদ্যুতনকরং কৃষ্ণাশিশৈবরভিধিয়মানং সার্বভূমস্বৈর্য্যসত্যসংস্রাশ্রিতবাংস্তল্যা-
দিত্তিঃ সৌন্দর্য্যমাদুর্বালাবণাদিত্তিঃ ভগবন্তৈঃ পূর্ণং ভজতে শ্রবণাদিত্তিঃ সেবতে মদগতেন মদেকা-
সক্তেনাস্তরাশ্রনা মনসা বিশিষ্টস্তিলমাশ্রমপি মধিয়োগাসহঃ সন্নিত্যর্থঃ । মন্তব্যঃ সৰ্ব্বৈভ্যস্তপস্বা-
দিত্ত্যো যোগিত্ত্যো মে সৰ্ব্বেশ্বরং সৰ্ব্বাণি বস্তুনি যুগলং পশ্যতো যুক্ততমোহতিমতঃ । তপতাদি-
যুক্তঃ নিকাম কামীযুক্ততরঃ মদেকভক্তোযুক্ততম ইত্যর্থঃ । অজ ব্যাচটে । নহ যোগিনঃ

সকাশান্ন 'কোহপাধিকোহীতি চেৎ তত্রাহ যোগিনামিতি। যোগারোহতারতম্যাৎ কর্ম-
যোগিনো বহবন্তেভাঃ সর্বভোহপীতি ধ্যানারূঢ়ো যুক্তঃ সমাধারূঢ়ো যুক্ততরঃ শ্রবণাদি-
ভক্তিমাংস্ত যুক্ততম ইতি ভক্তিশব্দঃ সেবাভিধারী। “ভজ ইত্যেব বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরি
কীর্তিতঃ। তন্মাৎ সেবা বৃধেঃ পোক্তা ভক্তিশব্দেন ভূয়সি॥” ইতি স্মৃতেঃ। এতাং ভক্তিং
শ্রীতিরাহ “শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহীতি। যন্ত দেবে পরা ভক্তির্ধ্বা দেবে তথা গুরৌ।
তস্মৈতে কথিতা হুর্থাঃ প্রকাশয়ে মহাত্মনঃ॥ ইতি। ভক্তিরন্তু তজনং তদ্বিহায়ুত্রোপাধি-
নৈরাত্তেনামুয়িন্ মনঃকলনমেতদেব নৈকর্য্যমিতি। আত্মানমেব লোকমুপাদীতীত্যাত্মা
বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ীতি চৈবমায়াঃ।” সা চ
ভক্তির্ভগবৎস্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতা বোধ্যা। “বিজ্ঞানমনানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে
তিষ্ঠতি” ইতি শ্রুতেঃ। তন্তাঃ শ্রবণাদিক্রিয়াক্রপতস্ত চিংস্বধর্মুর্ভেঃ সর্বৈশ্বর্য্য কুস্তলাদি
প্রতীকত্বং প্রত্যোক্তবাম্। শ্রবণাদিরূপায়া ভক্তেচ্চিদানন্দত্বস্বভূত্যাভূতাব্যং সিভাসুসেবয়
গিত্ববিনাশে তন্মাদুর্গামিবেতি॥ গীতাকথাসুত্রমবোচদাদেৎ কর্ম্ম দ্বিতীয়াদিষু কামশূন্যম্।
তৎ পকমে বেদনগর্ভমাখ্যানু বঠে তু যোগোজ্জলিতং মুকুন্দঃ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীভগদেবকৃতে শ্রীভগবদ্গীতৌপনিষদ্বাষ্মে বঠোহধ্যায়ঃ।

মধুসূদন।—ইদানীং সর্বযোগিশ্রেষ্ঠং যোগিনং বদন্ত্যায়মুপসংহরতি যোগিনা-
মিতি। যোগিনাং বহুক্রাদিত্যাদিকুত্ৰদেবতাভক্তানাং সর্বেষামপি মধ্যে ময়ি ঈগবতি
বাস্তবদেবে পুণ্যপরিপাকবিশেষাদগতেন শ্রীতিবশান্নিবিষ্টেন মদগতেনান্তরাত্মনাত্মকরণেন
প্রাগ্ভবীজসংস্কারপাটবাৎ সাধুসঙ্গাচ্চ মন্তজনএব শ্রদ্ধাবানতিশয়েন প্রদধানঃ সন্ ভজতে
সেবতে সততং চিন্তয়তি যো মাং নারায়ণমীশ্বরৈশ্বর্যং সগুণং নিগুণং বা মন্তব্যোহয়মীশ্বরাস্তর-
সাধারণোহয়মিত্যাদিভ্রমং হিহা, স এব মন্তক্কে যোগী যুক্ততমঃ সর্বৈভাঃ সমাহিতচিত্তেভ্যো
যুক্তভাঃ শ্রেষ্ঠো মে মম পরমেশ্বরস্ত সর্বজ্ঞস্ত মতো নিশ্চিতঃ সমানেহপি যোগাভ্যাসক্লেপে
সমানেহপি ভজনায়াসে মন্তক্কিশুত্রেভ্যো মন্তক্কেইব শ্রেষ্ঠত্বাৎ তৎ মন্তকঃ পরমো
যুক্তমোহনারাসেন ভবিতুং শক্যনীতি ভাবঃ। তদনেনাধ্যায়েন কর্ম্মযোগস্ত বুদ্ধিভি-
হেতোর্মধ্যাদাং দর্শয়তা ততশ্চ কৃতসর্বকর্ম্মসম্প্রাসস্ত সাক্ষং যোগং বিবর্ততা মনো-
নিগ্রহোপায়ঃ চাক্ষেপনিরাসপূর্ব্বকমুপদিশতা যোগব্রহ্ম গুরুবার্হস্পত্যশঙ্কাক শিথিলয়তা
কর্ম্মকাণ্ডং কল্পদার্পনরূপঞ্চ সমাপিতম্, অতঃ পরং শ্রদ্ধাবান্ ভজতে, যোগামিতি।
সুচিতং ভক্তিযোগং ভজনীয়ঞ্চ ঈগবন্তং বাস্তবদেবং তৎপদার্থং নিরূপয়িতুমগ্রিমমধ্যায়বটক-
মায়ত্যত ইতি শিবম্॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমৎপরহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীবিবেকানন্দসরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্য-শ্রীমধুসূদনকন্দরস্বতী-
বিরচিতায়াং শ্রীভগবদ্গীতাপূর্ত্বার্থদীপিকারামধ্যায়যোগো নাম বঠোহধ্যায়ঃ।

নীলকণ্ঠ ।—সমাপ্তঃ কৰ্ম্ম প্রধানত্বসম্পদার্পবিবেকঃ, অতঃ পরং উপাসনাপ্রাধান্যেন তৎপদার্থং নিরূপয়িতুকামস্তদুপাসনাং মহাফলম্ভেন তৌতি যোগিনামিতি । “দৈবমেবাগরে যজ্ঞম্” ইত্যাদিনা চতুর্থাদ্যায়প্রোক্তাঃ দ্বাদশ যোগাঃ তদ্বতাং যোগিনাং সৰ্বেষাং মধ্যে যো যদগতেন ময়ি বাহুদেবে সমর্পিতেন অন্তরাশ্বনা চিত্তেন শ্রদ্ধাবান্ সন্ মাং ভজতে স মম যুক্ততমোহতিশয়েন যুক্তঃ শ্লাঘ্যো মতোহভিপ্রেতঃ, তস্মান্নত্কো ভবেতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমৰ্যাদাধুরক্ষরচতুর্ধরবংশাবতংস-শ্রীগোবিন্দস্মৃন্থনোঃ

নীলকণ্ঠস্ত কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপৰ্কণি ভগবদগীতার্থপ্রকাশে

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ । সম্পদার্পবিবেকশ্চ সমাপ্তিমগমঃ ।

বিশ্বনাথ ।—তর্হি যোগিনঃ সকাশান্ভ্যাদিকঃ কোহপীত্যবসীয়তে, তত্র মৈবং বাচামিত্যাহ যোগিনামিতি । (পঞ্চমার্থে ষষ্ঠী নির্ধরণাযোগাৎ) । তপস্বিত্যো জ্ঞানিত্যোহধিক ইতি পঞ্চমার্থক্রমাচ্চ যোগিত্যঃ সকাশাদপীত্যর্থঃ । ন কেবলং যোগিত্য এক-বিধেভ্যঃ সকাশাৎ অপিতু যোগিত্যঃ সৰ্বেভ্যঃ নানাবিধেভ্যো যোগাক্রুড়েভ্যঃ সংপ্রজ্ঞাত-সমাধয়েং প্রজ্ঞাতসমাধিমন্ত্যোহপীতি । যদ্বা যোগাঃ উপায়াঃ কৰ্ম্মজ্ঞানতপোযোগভক্ত্যাদয়-স্তদ্বতাং মধ্যে যো মাং ভজতে মন্ত্যো ভবতি স যুক্ততমঃ উপায়বত্তমঃ । কৰ্ম্মী তপস্বী জ্ঞানি চ যোগীমতঃ অষ্টাঙ্গযোগী যোগিতরঃ, শ্রবণকীর্তনাদিভক্তিমাংস্ত্ব যোগিতম ইত্যর্থঃ । যুক্তং শ্রীভাগবতে, “যুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ । যুক্তভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহায়ুনে !” ইতি ॥ ৪৭ ॥

অগ্রিমাধ্যায়টকং যুক্তভক্তিযোগনিরূপকম্ । তস্ত যুক্তময়ং শ্লোকো ত্তককণ্ঠবিভূষণম্ ॥

প্রথমেন কথাশ্রুতঃ গীতাশাস্ত্রশিরোমণিঃ । দ্বিতীয়েন তৃতীয়েন তুর্য্যোণাকামকৰ্ম্ম চ ॥

জ্ঞানঞ্চ পঞ্চমেনোক্তং যোগঃ ষষ্ঠেন কথ্যতে । প্রাধান্যেন তদপ্যোতং ষট্কং কৰ্ম্মনিরূপকম্ ॥

ইতি সারার্থবিধিগ্যাং হর্ষিগ্যাং ভক্তচেতসাম্ । গীতাস্থ ষষ্ঠোহধ্যায়োহয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যম্ ॥

তাৎপৰ্য্য ।—অধ্যায়ের উপসংহার কালে শ্রীভগবান্ কোন্ যোগী সর্ব-শ্রেষ্ঠ ইহাই নির্দেশ করিতেছেন । অনেক উপাসক অনেক প্রকার দেবতার ভজনা করিয়া থাকেন । কিন্তু যিনি একান্ত চিত্তে আমারই ভজনা-পরায়ণ, যিনি পূর্ব-সংস্কার-প্রভাবে পুণ্য-পরিপাক জনিত অনন্ত-মনে মঙ্গল শ্রীবাহুদেবের শ্রীচরণ-চিন্তনে একান্ত রত, যাহার প্রজ্ঞা একমুখী হইয়া প্রুতি নিয়ত আমারই অভিমুখে প্রধাবিত, যিনি আমাকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানরূপ ভ্রমপরিশৃঙ্খ হইয়া এবং আমাকে সর্বেশ্বর নারায়ণরূপ শ্রীভগবান্ জানিয়া, আমার সুগুণ বা নিগুণ ভাবের ভজনা করেন, সেই মন্ত্য পুরুষই যাবতীয়

যোগ-পরায়ণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ইহাই আমার অভিপ্রায় । অস্বাস্থ্য যোগি-
গণের ভজনায়াস ও যোগক্লেশ সমান হইলেও, মন্তস্তি-বিরহিত যোগীর অপেক্ষা
মন্তস্তিপরায়ণ যোগী সর্বতোভাবে বিশিষ্ট । হে অর্জুন ! তুমি চিরদিনই
আমার একান্ত অনুরক্ত ও সর্বতোভাবে মন্তস্ত । অতএব শ্রেষ্ঠযোগীরূপ পবিত্র
পদবী লাভ করা তোমার পক্ষে যৎপরোনাস্তি সহজ ও অনায়াস-সাধ্য ।

এই অধ্যায়ের প্রথমে বুদ্ধি-শুদ্ধির হেতুভূত কর্ম-যোগের সাহায্য
পরিকল্পিত হইয়াছে । তদনন্তর সর্ব-কর্ম সম্যাস-পরায়ণ যোগীর সর্বদা-
সহকৃত যোগের বিষয় বিবৃত এবং সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ নিবারণ পূর্বক
মনোনিগ্রহের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । তদনন্তর যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পুরুষাৰ্থ-
শূন্যতারূপ আশঙ্কা নিরাকরণ পূর্বক তিনি যে কর্মকাণ্ডাভীত ইহাই প্রদর্শিত
হইয়াছে । এইরূপে তৎপদার্থরূপ জীবাত্মা নিরূপণ পরিসমাপ্ত হইল ।
এক্ষণে উপসংহার শ্লোকের, অবতারণা করিয়া বাস্তুদেবই যে ভজকীয়গণের
অগ্রগণ্য ইহাই নির্দেশ পূর্বক, অগ্রবর্তী অধ্যায় ষট্কে যে ভক্তিসংযোগ
অবতারিত হইবে এবং তৎপদার্থরূপ ব্রহ্ম নিরূপিত হইবেন, শ্রীভগবান
তাহারই সূচনা আরম্ভ করিলেন ।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায় । যে শ্রদ্ধাবান্
মন্তস্তিনিরূপক শ্রুতাদি বাক্যে দৃঢ়বিশ্বাসবান্ হইয়া আমার নীলোৎপল শ্যামল
আজানুলম্বিত পীবর বাহু, সৌরকর-মুখনিহিত ইন্দীবর নয়ন, কিরীটকুণ্ডলকেয়ুরহার-
কৌস্তভ-বনমালানুপুর-বিশোভিত দেহ, শ্রীকৃষ্ণাদি সম্ব্যাতীত নামসমাবিষ্ট, সৌন্দর্য্য
মাধুর্য্য লাভ্যাঙ্গাদি গুণরত্নসম্পূর্ণিত রূপাদির চিন্তন, সেবন ও ভজন করেন, যাঁহার
অন্তরাত্মা তিলমাত্র কালও আমার বিরোগ-ব্যথা সহ্য করিতে অক্ষম, তিনিই তপস্বাদি
সর্বযোগিগণ অপেক্ষা যুক্ততম । তপস্বাদিযুক্ত, নিকামকর্মপরায়ণগণ যুক্ততর এবং
মদেকভক্ত যুক্ততমরূপে বিভক্ত হইয়া থাকেন । যোগিদের মধ্যে যোগারোহণের
তীক্ষ্ণতম হেতু কর্মযোগী নানাভাবে বিভক্ত । ধ্যানাক্রমগণ যুক্ত, সমাধি-সমাক্রমণ
যুক্ততর এবং ভক্তিমানগণ যুক্ততম । মন্তস্ত ব্যক্তি সম্প্রজ্ঞাত বা অসম্প্রজ্ঞাত
সমাধি সম্পন্ন পুরুষের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ।

এই অধ্যায়ের ধ্যানযোগ, অধ্যাত্মযোগ ও অভ্যাসযোগ, এই তিন
প্রকার নাম পরিদ্রষ্ট হয় ॥ ৪৭ ॥

শ্রীমৎশ্রীধরস্বামী'র উপসংহার বাক্য । যিনি ভক্তি যোগের শিরোমণি

স্বরূপ আত্মযোগের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই ভক্তির অন্বুনিধি স্বরূপ পরমানন্দ কমলাপতিকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীমদ্বলদেবের উপসংহার বাক্য। শ্রীমন্নারায়ণ আত্মভাগে গীতাকথার সূত্র, দ্বিতীয়াদি ভাগে নিকামকর্ষ, পঞ্চমাংশে জ্ঞান, এবং ষষ্ঠাংশে প্রদীপ্ত যোগের বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের উপসংহার বাক্য। পশ্চাদ্বর্তী অষ্টাধ্যায়ে যে ভক্তিব্যোগ নিরূপিত হইবে, তত্ত্ব কণ্ঠের ভূষণ স্বরূপ ষষ্ঠাধ্যায়ের এই উপসংহার শ্লোক তাহারই সূত্র স্বরূপ। প্রথমাধ্যায়ে গীতাশাস্ত্রশিরোমণি স্বরূপ কথার সূত্রপাত; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থের নিকাম-কর্ষ, পঞ্চমে জ্ঞান এবং ষষ্ঠে যোগ কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। এই অধ্যায় ষট্কে কৰ্ম্মেরই প্রাধান্ত পরিকীৰ্ত্তিত হইয়াছে; এজন্ত ইহা কৰ্ম্মনিরূপক।

ষষ্ঠাধ্যায়ের তাৎপর্য সমাপ্ত।

—*—

যায়ন মুনি।—যোগাভ্যাসবিধিযোগী চতুর্থ। যোগসাধনম্। যোগসিদ্ধিঃ স্বযোগস্ত পারম্যঃ বহু উচ্যতে ॥

তাৎপর্য।—যোগাভ্যাসের বিধি, যোগী, চারিপ্রকার যোগসাধন, যোগসিদ্ধি এবং আত্ম-যোগের শ্রেষ্ঠতা ষষ্ঠাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

—•••••—

ইতি শ্রীমত্তরঙ্গাচারি গোত্র-সমুত, কোবিদকুল-দিবাংকর-মুনিসন্তন-শ্রীমৎ-শ্রীহর্ষদেব-বংশোদ্ভব,
জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-বিভূষিত-অবধূত গণ-পরিবৃত, ব্রহ্মসৈন্য-দর্শন-নিষ্ঠ সাধকশ্রেষ্ঠ-

বিদ্যা-বিজ্ঞানোজ্জ্বল-কলেবর-মহাপুরুষ-শিষ্য, তগবত্তত্ত্ব-চরণ-রেণু-লোলুপ

শ্রীমদ্বামোদর ধোবশ্মরুত “গীতাবোধ-বিবর্তিনী” সমুত্তব্যাখ্যা,

ভাষাশাস্ত্র, ভাষাব্যাখ্যা, “গীতার্থসারস্বতিকা”

ভাষা তাৎপর্য ও বহুবিধ টিপ্পনী সমেত-

তৎসম্পাদিত বহুলভাষ্য-টীকা সম-

যিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদগীতার

প্রথম ষট্কে সমাপ্ত।

—

